মহাপণ্ডিত-মহাসাধক-নপাড়ীয়-

শ্রীরঘুনাথ তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্য-কৃত-

আগম-তত্ত্ব-বিলাসঃ

কলিকাতা-রাষ্ট্রিয়-সংস্কৃত-মহাবিদ্যালয়-ভূতপূর্ব-বেদান্তাধ্যাপক-

যাদবপুর-কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়-ভূতপূর্ব-দর্শন-শাস্ত্রাধ্যাপক-

তর্ক-সাংখ্য-বেদান্ততীর্থোপনামক-

শ্রী পঞ্চানন শাস্ত্রিণা

অনুদিতো বিবৃতঃ সম্পাদিতঃ

নবভারত পাবলিশার্স

৭২ডি, মহাত্মা গান্ধী রোড, কোলকাতা-৭০০ ০০৯

মহাপণ্ডিত-মহাসাধক-নপাড়ীয়-

শ্রীরঘুনাথ তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্য-কৃত-

আগম-তত্ত্ব-বিলাসঃ

কলিকাতা-রাষ্ট্রিয়-সংস্কৃত-মহাবিদ্যালয়-ভূতপূর্ব-বেদান্তাধ্যাপক-

যাদবপুর-কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়-ভূতপূর্ব-দর্শন-শাস্ত্রাধ্যাপক-

তর্ক-সাংখ্য-বেদান্ততীর্থোপনামক-

শ্রীপঞ্চানন শাস্ত্রিণা

অনূদিতো বিবৃতঃ সম্পাদিতঃ

নব ভারত পাবলিশার্স

নবভারত পাবলিশার্স

৭২ডি, মহাত্মা গান্ধী রোড

কোলকাতা-৭০০ ০০৯

ভূমিকা

গণেশাদি দেব-দেবীগণের তান্ত্রিক পূজা পদ্ধতি যে সময়ে লোপ হইতে চলিয়াছিল। সেই সময়ে মহাসাধক কৃষ্ণানন্দ আগম-বাগীশ মহাশয়ের আবির্ভাব। তিনি তান্ত্রিক পূজা লোপের কারণ অনুসন্ধান করিয়া বুঝিলেন—শ্রৌত বিধির বৈপরীত্যই তান্ত্রিক পূজালোপের কারণ। বস্তুতঃ বেদবিপরীত শাস্ত্র-প্রমাণশূন্য কোন অলৌকিক ধর্মকার্য্য দীর্ঘদিন প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া থাকিতে পারে না। শ্রৌত প্রধান দেশে তান্ত্রিক বিধির প্রমাণ না পাইয়া কেহ তাহা করিতে চাহিলেন না। ফলে উহা হ্রাস পাইতে লাগিল। আজও শ্রৌত প্রধান দেশে তান্ত্রিক পূজার প্রাধান্য নাই। তাই তিনি গ্রন্থশেষে লিখিয়াছেন—

বেদার্থশাস্ত্র বিপরীত-বিলোকনেন প্রায়ো ভবদ-যজন-লোপমবেক্ষ্য মাতঃ।।
গূঢ়ার্থকূট-বিশদীকরণেন জাতান্ দোষান্ ক্ষমস্ব ভব পাদযুগেষু যাচে॥

মহাসাধক কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ মহাশয় নানাতন্ত্র হইতে প্রমাণ সহকারে তান্ত্রিক-দীক্ষা হইতে আরম্ভ করিয়া নানা দেবদেবীর যে পূজাসূত্র সঙ্কলন করিলেন, তাহাই **তন্ত্রসার** নামে প্রসিদ্ধ। আজকালের মত সে সময়ে মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলন না থাকায় উহা পুরুষ পরম্পরায় লিখিত হইয়া ভারতবর্ষে বিস্তৃত হইতে লাগিল। তান্ত্রিক পণ্ডিতগণ ইহা হইতে পরিপাটী করিয়া নানা দেব-দেবীর পূজাপদ্ধতি সঙ্কলন করিতে লাগিলেন। তখন তান্ত্রিক পণ্ডিত পূজকের হস্তলিখিত এই গ্রন্থ একমাত্র উপজীব্য ছিল। অপণ্ডিত লেখকের প্রমাদ প্রযুক্ত এবং পণ্ডিত লেখকের তাৎপর্য্যের অজ্ঞান প্রযুক্ত এই গ্রন্থের নানাস্থানে পাঠের বিকৃতি ও পাঠের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। নানা পাঠান্তরই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

সর্বানন্দবংশীয় মহাপণ্ডিত মহাসাধক রঘুনাথ তর্কবাগীশ মহাশয়ের নিকট তন্ত্রসার ও অন্যান্য তান্ত্রিক নিবন্ধ উপস্থিতি হইলে তিনি নিজ বুদ্ধি অনুসারে ঐ সকল গ্রন্থে বহু বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত দেখিতে পাইয়া ১৬০ খানি তন্ত্রগ্রন্থ ও ব্যাকরণ, কল্প, শ্রুতি, উপনিষৎ, পুরাণাদি বহু শাস্ত্র আলোচনা করিয়া এবং গুরু ও সাধকবর্গের উপদেশ গ্রহণ করিয়া **আগমতত্ত্ববিলাস** নামক একখানি তান্ত্রিক নিবন্ধ রচনা করেন। পরম-পূজ্যপাদ পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় তন্ত্রসারের ভূমিকায় এই গ্রন্থখানিকে তন্ত্রসারের টীকা বলিলেও প্রকৃত পক্ষে উহা তন্ত্রসারের টীকা নহে। উহাতে তন্ত্রসারের উক্ত অনুক্ত ও দুরুক্ত বিষয় সন্নিবিষ্ট হওয়ায় উহাকে তন্ত্রসারের বার্ত্তিক বলা যাইতে পারে। পূজ্য তর্করত্ন মহাশয় যদি সমস্ত গ্রন্থটি মনোযোগ পূর্বক দেখিতেন, তবে ইহাকে কখনই টীকা বলিতেন না। তন্ত্রসার অপেক্ষা এই গ্রন্থের বৈশিষ্ট্যের কিছু কিছু এখানে দেখাইতেছি।

তন্ত্রসারে মন্ত্রোদ্ধারে একান্ত-আবশ্যক বর্ণসঙ্কেত বা নামসঙ্কেত একেবারেই নাই। এই গ্রন্থে সংক্ষেপে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। তন্ত্রাভিধান যে মন্ত্রোদ্ধারে একান্ত আবশ্যক, তাহারও তিনি সূচনা দিয়াছেন। তন্ত্রসারে মন্ত্র সৃষ্টি বিষয়ক কোন আলোচনা নাই, এখানে তাহা আছে।

তন্ত্রসারে গুরু ও শিষ্য সম্বন্ধে যাবতীয় বিষয়ে নানা তন্ত্রের প্রমাণ বচন থাকিলেও উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্ত নির্ণয়ের অনুকূল কোন বিচার নাই, কিন্তু এই গ্রন্থে উক্ত ও অনুক্ত বহু বিষয়ের উল্লেখ করিয়া বিচার পূর্বক সিদ্ধান্ত নির্ণীত হইয়াছে। গ্রহণীয় মন্ত্র নির্ণয়ে একান্ত আবশ্যক যে সমস্ত চক্রবিচার তন্ত্রসারে উল্লিখিত হয় নাই। এখানে সেই সকল প্রমাণ সহকারে উল্লিখিত হইয়াছে। দীক্ষার বিচার্য্য বিষয় সম্বন্ধে বহু নূতন কথা এখানে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তন্ত্রসারে তাহা দেখা যায় না। তন্ত্রসারে গ্রহণীয় আসন, মালা, পুরশ্চরণে ভূমি গ্রহণ প্রভৃতি সম্বন্ধে যাহা উক্ত হইয়াছে। এখানে তদপেক্ষা অনেক অধিক বিষয় উল্লিখিত হইয়া বিচার পূর্বক সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। তন্ত্রসারে পুরশ্চরণের সঙ্কল্প বাক্যটি মাত্র লিখিত হইয়াছে, কোন বিচার নাই। কিন্তু এখানে দৃঢ় বিচার পূর্বক সঙ্কল্প বাক্য রচনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। তন্ত্রসারে মন্ত্রের সংস্কারের নাম মাত্র উল্লিখিত হইয়াছে, সংস্কারের পদ্ধতি প্রদর্শিত হয় নাই। এখানে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। কালাশুদ্ধি ও চন্দ্র সূর্য্য গ্রহণ সম্বন্ধে এখানে যে চমৎকার বিচার আছে। তাহা তন্ত্রসারে নাই। এখানে অকাল বর্ষণের বিচারটি অপূর্ব। পূজার উপচার সম্বন্ধে যে সমস্ত কথা তন্ত্রসারে নাই, তাহা এখানে বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। দশমহাবিদ্যার মন্ত্রোদ্ধার ও পূজাপদ্ধতি এখানে অতি সুন্দরভাবে সঙ্কলিত হইয়াছে। কালী ও তারার পূজাপদ্ধতির সঙ্কলন সবিশেষ উল্লেখ যোগ্য। স্নান হইতে আরম্ভ করিয়া পুরশ্চরণ পর্য্যন্ত প্রতিটি বিষয় প্রমাণ সহকারে সঙ্কলিত হইয়াছে। তন্ত্রসারে এ সকলের কোনই উল্লেখ নাই। ফলকথা, তন্ত্রসারে যাহা যাহা উক্ত হইয়াছে। এখানে সে সকলই উল্লিখিত হইয়াছে। তবে এ গ্রন্থের কোন কোন স্থলে তন্ত্রসারের উল্লিখিত কোন কোন বিষয় যে উল্লিখিত হয় নাই, তাহা অজ্ঞান প্রযুক্ত নহে। অনাবশ্যক প্রযুক্ত তাহা উল্লিখিত হয় নাই। ইহা তিনি স্থানে স্থানে নিজেই বলিয়াছেন। তন্ত্রসারে যে যে প্রকরণে যাহা যাহা উক্ত হয় নাই। এখানে প্রমাণ সহকারে বিশদভাবে তাহা উক্ত হইয়াছে। তন্ত্রসার বা অন্যান্য নিবন্ধে যে সমস্ত বিরুদ্ধ উল্লিখিত হইয়াছে। এই গ্রন্থকার এখানে সেই সিদ্ধান্তগুলি প্রমাণ ও যুক্তির সাহায্যে দৃঢ় বিচার পূর্বক খণ্ডন করিয়া স্বসিদ্ধান্ত উল্লেখ করিয়াছেন। বিচার প্রসঙ্গে স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের মত খণ্ডন করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। ইহা হইতে এই গ্রন্থকারের অনন্যসাধারণ প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়।

গ্রন্থকার এই গ্রন্থের সঙ্কলনে যে সমস্ত তন্ত্রগ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, প্রথমেই তিনি সেগুলির নাম উল্লেখ করিয়াছেন। তন্ত্রসারে তাহার অনেক গ্রন্থের উল্লেখ নাই। মনে হয়, তন্ত্রসারকার সে গ্রন্থগুলি দেখিতে পান নাই। তন্ত্রসারের পরবর্ত্তী এই গ্রন্থকার সেগুলি সংগ্রহ করিয়া পর্য্যালোচনা করিয়াছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, এখন সে সমস্ত গ্রন্থ প্রায় লুপ্ত।

মুদ্রাযন্ত্র প্রচলনের পূর্বে তন্ত্রসার যেমন নানা হস্তে লিখিত হইয়া নানা স্থানে বিকৃত পাঠে পূর্ণ হইয়াছিল। নানা স্থানে নানা ব্যক্তি কর্ত্তৃক মুদ্রিত হইতে হইতে উহা যেমন বিশুদ্ধির দিকে যাইতেছে। এ গ্রন্থের সেরূপ সুযোগ ঘটে নাই। অনেক তান্ত্রিক সাধক ও পণ্ডিত এই গ্রন্থের নামই জানিতেন না। নানা হস্তে লিখিত হইয়া প্রচারিত হইলে কেহ কেহ নাম জানিতে পারিলেন। অপণ্ডিত লেখকের দ্বারা লিখিত হওয়ায় এই গ্রন্থের পাঠের বিকৃতি, পাঠের পরিবর্ত্তন ও পরিবর্জন ঘটিয়াছে। এই গ্রন্থের প্রতিলিপিকারক কোন কোন পণ্ডিত ব্যক্তি বিভিন্ন প্রকরণের পাঠ বুঝিতে না পারিয়া বা অপ্রয়োজন মনে করিয়া বাদ দিয়াছেন, আবার নূতন যোজনাও করিয়াছেন। কোন পাঠটি যে গ্রন্থকারের স্বহস্ত লিখিত, তাহা এখন জানিবার কোনই উপায় নাই।

প্রায় ১০০ বৎসরের অধিক মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলন হইলেও এ পর্য্যন্ত এই গ্রন্থের প্রকাশে কেহ উদ্‌যোগী হন নাই। স্বর্গত তন্ত্রশাস্ত্ররক্ষক রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বহু অমুদ্রিত তন্ত্র গ্রন্থকে প্রথম মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করেন। কিন্তু তিনি এ গ্রন্থ প্রকাশ করেন নাই। মনে হয়, তিনি এ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি পান নাই। নবভারত পাব্লিশারের স্বত্বাধিকারী বহু তন্ত্র গ্রন্থের প্রকাশক শ্রীযুক্ত রণজিৎ বাবু এই গ্রন্থের নাম ও গৌরবের কথা শুনিয়া এই গ্রন্থ প্রকাশে উৎসাহী হইয়া আমার উপরে এ গ্রন্থের সম্পাদনার ভার অর্পণ করেন। আমি এ গ্রন্থ সম্পাদনায় সম্পূর্ণ অযোগ্য হইলেও এই মহাপুরুষের মহাকীর্ত্তি রক্ষার উদ্দেশ্যে এ গ্রন্থ সম্পাদনায় প্রবৃত্ত হই।

আমি এই গ্রন্থের তিন খানি পাণ্ডুলিপির সন্ধান পাই। সংস্কৃত কলেজের ও আমার সংগৃহীত পাণ্ডুলিপির সাহায্য পাইলাম। কিন্তু এসিয়াটিক সোসাইটির পাণ্ডুলিপির কোন সাহায্য পাই নাই। সংস্কৃত কলেজে ঐ পুঁথি খানি আনিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহাতে সফল হই নাই। অগত্যা দুইখানির সাহায্যে এ গ্রন্থ মুদ্রণে প্রবৃত্ত হই। সংস্কৃত কলেজের পাণ্ডুলিপি খানি অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ, কিন্তু উহাতে পঞ্চম পরিচ্ছেদ নাই। আমার সংগৃহীত পাণ্ডুলিপি খানিতে উহা আছে। কিন্তু ইহাতে বিস্ময়কর পাঠান্তর ও পাঠাশুদ্ধি আছে। আমি এই পুস্তকের অধিকাংশ পাঠান্তর ফুটনোটে দিয়াছি। আমি যে পাঠটিকে শুদ্ধ গ্রহণযোগ্য মনে করিয়াছি, তাহা মূলে দিয়াছি, অপর পাঠটিকে ফুটনোটে দিয়াছি। বিজ্ঞ পাঠক দুইটি

পাঠান্তর দেখিয়া যথার্থ পাঠ বুঝিতে পারিবেন। ক—চিহ্নিত পুঁথিখানি সংস্কৃত কলেজের পুঁথি। খ—আমার সংগৃহীত পুঁথি। গ—এসিয়াটিক সোসাইটির পুঁথি। এই গ্রন্থের পঞ্চম পরিচ্ছেদটি একমাত্র আমার পাণ্ডুলিপির সাহায্যে মুদ্রিত হইল। পঞ্চম পরিচ্ছেদের শেষ ফর্মাটি এসিয়াটিক সোসাইটির জি ১৬১১ নং পুঁথির সাহায্যে কিছু শুদ্ধ করিয়াছি, কিছু কিছু অশুদ্ধও আছে। আশা করি, তন্ত্রসারের ন্যায় এই গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণে তাহা সংশোধিত হইবে।

এই গ্রন্থকার নপাড়া গ্রাম বাস্তব্য। মৈমনসিংহের সুসঙ্গ পরগণায় অনেক নপাড়া আছে। তাঁহার কোনটিকে তিনি অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, তাহা বুঝিবার উপায় নাই। আমি বহু চেষ্টা করিয়াও তাঁহার সম্পূর্ণ পরিচয় সংগ্রহ করিতে পারি নাই। তিনি নিজে যাহা দিয়াছেন, গ্রন্থশেষে তাহা মুদ্রিত হইল।

সর্বানন্দ মিশ্রের পুত্র বলভদ্র, বলভদ্রের পুত্র কাশীনাথ। কাশীনাথের অনুজ অবনীভূষণ। সেই অবনীভূষণের পুত্র শিবরাম, তাঁহার পুত্র সুকবি তন্ত্রসাগর পারগামী এই গ্রন্থকার রঘুনাথ তর্কবাগীশ।

এই গ্রন্থ রচনার কাল গ্রহ-বিয়ৎ-ষট্-চন্দ্র (১৬০৯) শকাব্দ। গ্রন্থশেষে দ্রষ্টব্য।

নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পুত্র ঈশানচন্দ্রের প্রায় সমসাময়িক প্রাণতোষণীকার জীবানন্দীয় সংস্করণ প্রাণতোষণীর ২১৭ পৃষ্ঠায় কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশকে অত্যতিবৃদ্ধ-প্রপিতামহ বলিয়াছেন। এই গ্রন্থকার এই গ্রন্থের মধ্যে স্থানে স্থানে তন্ত্রসারের মত খণ্ডন ও সমর্থন করিয়াছেন। সুতরাং ইনি কৃষ্ণানন্দের পরবর্তী, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

মুদ্রাযন্ত্রের পেষণে বহুস্থলে প্রমাদ সৃষ্টি হইয়াছে। প্রুফ সংশোধনের ত্রুটির ফলে অনেক অশুদ্ধি রহিয়া গিয়াছে। শুদ্ধির জন্য যথা সাধ্য চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। বর্ত্তমানে মুদ্রণের যে রীতি চলিতেছে, তাহার আমূল সংশোধন না হইলে এ জাতীয় পুস্তকের বিশুদ্ধ মুদ্রণ কখনই সম্ভব হইবে না। তাই বিজ্ঞ পাঠকগণের নিকট আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ—তাঁহারা এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি মার্জনা করিয়া অশুদ্ধিগুলি সংশোধন করিয়া লইবেন। এই বিরাট গ্রন্থ প্রকাশে রণজিৎ বাবুর বিপুল অর্থব্যয় সার্থক হইয়াছে। তিনি মহামায়া ও মহাসাধকের আশীর্বাদ ধন্য হইয়া দীর্ঘজীবী হউন। তন্ত্রগ্রন্থ প্রকাশে অত্যুৎসাহী স্বর্গত প্রতুলচন্দ্র দত্ত মহাশয় এ গ্রন্থ প্রকাশে বিশেষ উদ্‌যোগী ছিলেন। রণজিৎ বাবুর গ্রন্থ দেখিলে তিনি প্রীত হইতেন। ইতি—

শ্রীপঞ্চানন শাস্ত্রী

সূচীপত্র

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ— * চিহ্নিত অংশগুলি সম্পাদক কৃত বিবৃতির বিষয় সূচী

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তৃতীয় পরিচ্ছেদে

গণেশ প্রকরণ

সূর্য্য-প্রকরণ

বিষ্ণু প্রকরণ

শ্রীরাম প্রকরণ

প্রচণ্ড-চণ্ডিকা-প্রকরণ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

স্তবকবচ-প্রকরণ

আগম-তত্ত্ব-বিলাসঃ

প্রথমঃ পরিচ্ছেদঃ

মঙ্গলাচরণম্

ওঁ নমঃ শ্রীমতে তস্মৈ গুরুদেবায় যোগিনে।
অশেষাসার-সংসার-সারায় শিব-রূপিণে ॥ ১

স্বগুরোশ্চরণ-সরোজং শিরসি সরসিজে স্মরন্ মুহুঃ শ্রীমান্।
আগমতত্ত্ব-বিলাসং রচয়তি রঘুনাথ তর্কবাগীশঃ ॥ ২

অত্র ব্যতিক্রম-নিবন্ধভুবোঽপরাধানেতান্[১] ক্ষমধ্বমখিলান্ মম[২] দৈবতানি[৩]।
যদ্‌যদ্ বিরুদ্ধমিহ সংবিহিতং মমাস্তে তৎতদ্ বিশোধয়ত ধীরতমা নমো বঃ ॥ ৩

গ্রন্থস্যাস্যোপজীব্য-গ্রন্থনামানি

স্বতন্ত্র-তন্ত্রং ফেৎকারী-তন্ত্রমুত্তর-তন্ত্রকম্।
নীলতন্ত্রং বীরতন্ত্রং কুমারী-তন্ত্রমুজ্জ্বলম্ ॥ ৪

কালী-নারায়ণী-তন্ত্রে তারিণী-তন্ত্রমুত্তমম্।
বালা-তন্ত্রঞ্চ সময়া-তন্ত্রং ভৈরব-তন্ত্রকম্ ॥ ৫

অশেষ অসার সংসারের সার শিবরূপী যোগী শ্রীমান্ সেই গুরুদেবকে আমার নমস্কার। ১

শ্রীমান্ রঘুনাথ তর্কবাগীশ শিরঃস্থিত সহস্রার পদ্মে নিজ গুরুর শ্রীচরণ পদ্ম মুহুর্মুহুঃ স্মরণ করিয়া আগমতত্ত্ব-বিলাস নামক তন্ত্র গ্রন্থ রচনা করিতেছেন। ২

ইষ্টদেবগণ আমার বিপরীত নিবন্ধকৃত এই সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করুন। এই তন্ত্রে আমার যে যে বিরুদ্ধ উক্তি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহা পণ্ডিতগণ সংশোধন করুন। তাঁহাদিগকে আমার নমস্কার। ৩

স্বতন্ত্র-তন্ত্র, ফেৎকারিণী তন্ত্র, উত্তর তন্ত্র, নীল-তন্ত্র, বীর তন্ত্র, কুমারী তন্ত্র, উজ্জ্বল তন্ত্র, কালী তন্ত্র, নারায়ণী তন্ত্র, উত্তম তারিণী তন্ত্র, বালাতন্ত্র, সময়াতন্ত্র, ভৈরব তন্ত্র,

---

১। ক+খ—অপরাধারেতান্। ২। ক—ক্ষমধ্বমখিলানাথ। ৩। খ—মম দেবতানি।

ভৈরবী-ত্রিপুরা-তন্ত্রে[১] বামকেশ্বর-তন্ত্রকম্ ।
কুক্কুটেশ্বর-তন্ত্রঞ্চ মাতৃকা-তন্ত্রমেব চ ॥ ৬

সনৎকুমার-তন্ত্রঞ্চ বিশুদ্ধেশ্বর-তন্ত্রকম্ ।
সম্মোহনাখ্য-তন্ত্রঞ্চ গৌতমীয়ঞ্চ তন্ত্রকম্ ॥ ৭

বৃহদ্‌গৌতমীয়-তন্ত্রং ভূতভৈরব-তন্ত্রকম্ ।
চামুণ্ডা-পিঙ্গলা-তন্ত্রে বারাহী-তন্ত্রকং তথা ॥ ৮

মুণ্ডমালাখ্য-তন্ত্রঞ্চ যোগিনী-তন্ত্রমুত্তমম্ ।
মালিনী-বিজয়-তন্ত্রং তন্ত্রং স্বচ্ছন্দ-ভৈরবম্ ॥ ৯

মহাতন্ত্রং শক্তি-তন্ত্রং তন্ত্রং চিন্তামণিং পরম্ ।
উন্মত্তভৈরবং তন্ত্রং ত্রৈলোক্যসার-তন্ত্রকম্ ॥ ১০

বিশ্বসারাহ্বয়ং[২] তন্ত্রং তথা তন্ত্রামৃতাভিধম্ ।
মহাফেৎকারীয়ং তন্ত্রং বায়বীয়ঞ্চ তোড়লম্ ॥ ১১

মালিনী-ললিতা-তন্ত্রে ত্রিশক্তি-তন্ত্রকং তথা ।
রাজরাজেশ্বরী-তন্ত্রং তন্ত্রং মোহস্বরোত্তরম্ ॥ ১২

গবাক্ষ-তন্ত্রং গান্ধর্বং তন্ত্রং ত্রৈলোক্যমোহনম্ ।
হংস-মাহেশ্বরং হংস-পারমেশ্বর-তন্ত্রকম্ ॥ ১৩

কামধেন্বাখ্য-তন্ত্রঞ্চ তন্ত্রং বর্ণবিলাসকম্ ।
মায়াতন্ত্রং তন্ত্ররাজং কুব্জিকা-তন্ত্রমুত্তমম্ ॥ ১৪

ভৈরবী তন্ত্র, ত্রিপুরা তন্ত্র, বামকেশ্বর তন্ত্র, কুক্কুটেশ্বর তন্ত্র, মাতৃকা তন্ত্র, সনৎকুমার তন্ত্র, বিশুদ্ধেশ্বর তন্ত্র, সম্মোহন তন্ত্র, গৌতমীয় তন্ত্র, বৃহদ্-গৌতমীয় তন্ত্র, ভূত-ভৈরব তন্ত্র, চামুণ্ডা তন্ত্র, পিঙ্গলা তন্ত্র, বারাহী তন্ত্র, মুণ্ডমালা নামক তন্ত্র, যোগিনী তন্ত্র, মালিনী-বিজয় তন্ত্র, স্বচ্ছন্দ ভৈরব তন্ত্র, মহাতন্ত্র শক্তিতন্ত্র, শ্রেষ্ঠ চিন্তামণি তন্ত্র, উন্মত্ত-ভৈরব তন্ত্র, ত্রৈলোক্যসার তন্ত্র, বিশ্বসার নামক তন্ত্র, তন্ত্রামৃত তন্ত্র, মহাফেৎকারীয় তন্ত্র, বায়বীয় তন্ত্র, তোড়ল তন্ত্র, মালিনী তন্ত্র, ললিতা তন্ত্র, ত্রিশক্তি তন্ত্র, রাজরাজেশ্বরী তন্ত্র, মোহস্বরোত্তর তন্ত্র, গবাক্ষ তন্ত্র, গন্ধর্ব তন্ত্র, ত্রৈলোক্যমোহন তন্ত্র, হংসমাহেশ্বর তন্ত্র, হংসপারমেশ্বর তন্ত্র, কামধেনু নামক তন্ত্র, বর্ণ-বিলাস তন্ত্র, মায়া তন্ত্র, তন্ত্ররাজ তন্ত্র, উত্তম কুব্জিকা তন্ত্র,

---

১। খ—স্বর্গমং ভৈরবীতন্ত্রং। ২। খ—বিশ্বসার-মহাতন্ত্রং।

বিজ্ঞানলতিকাং লিঙ্গাগমং কালোত্তরং তথা।
ঈশান-সংহিতাং তদ্বৎ শ্রীবিনায়ক-সংহিতাম্ ॥ ১৫
অগস্ত্য-সংহিতাং পুণ্যাং নন্দিকেশ্বর-সংহিতাম্।
বশিষ্ঠ সংহিতাং দক্ষ-সংহিতাং মনু-সংহিতাম্ ॥ ১৬
ব্রহ্মণঃ সংহিতাং দিব্যাং সনৎকুমার-সংহিতাম্।
কুলানন্দ-সংহিতাঞ্চ বৈশম্পায়ন-সংহিতাম্ ॥ ১৭
নৃসিংহ-তাপনীয়ঞ্চ দক্ষিণা-মূর্ত্তিসংহিতাম্।
ব্রহ্মজামলকং চাদি-জামলং রুদ্র-জামলম্ ॥ ১৮
বৃহজ্জামলকং সিদ্ধ-জামলং কল্পসূত্রকম্।
মৎস্যসূক্তং কল্পসূক্তং কামরাজং শিবাগমম্ ॥ ১৯
উড্ডীশঞ্চ কুলোড্ডীশমড্ডীশং[১] বীরভদ্রকম্।
ভূত ডামরকং তদ্বৎ ডামরং যক্ষ-ডামরম্ ॥ ২০
কালিকাকুল-সর্বস্বং কুল-সর্বস্বমেব চ।
কুলচূড়ামণিং দিব্যং কুলসারং কুলার্ণবম্[২] ॥ ২১
কুলামৃত-কুলাবল্যৌ তথা কালী-কুলার্ণবম্।
কুলপ্রকাশং বাশিষ্ঠং সিদ্ধ-সারস্বতং তথা ॥ ২২
যোগিনী-হৃদয়ং কালী-হৃদয়ং মাতৃকার্ণবম্।
যোগিনীজাল-কূরকং[৩] তথা লক্ষ্মী-কুলার্ণবম্ ॥ ২৩

বিজ্ঞান-লতিকা তন্ত্র, লিঙ্গাগম তন্ত্র, কালোত্তর তন্ত্র, ঈশান সংহিতা, শ্রীবিনায়ক সংহিতা, অগস্ত্য সংহিতা, পবিত্র নন্দিকেশ্বর সংহিতা, বশিষ্ঠ সংহিতা, দক্ষ সংহিতা, মনু সংহিতা, ব্রহ্ম সংহিতা, দিব্য সনৎকুমার সংহিতা, কুলানন্দ সংহিতা, বৈশম্পায়ন সংহিতা, নৃসিংহতাপনীয়, দক্ষিণামূর্ত্তি সংহিতা, ব্রহ্ম জামল, আদি জামল, রুদ্র জামল, বৃহজ্জামল, সিদ্ধ জামল, কল্পসূত্র, মৎস্যসূক্ত, কল্পসূক্ত, কামরাজ তন্ত্র, শিবাগম, উড্ডীশ তন্ত্র, কুলোড্ডীশ তন্ত্র, অড্ডীশ, বীরভদ্র তন্ত্র, ভূতডামর, ডামর, যক্ষডামর, কালিকা-কুল-সর্বস্ব, কুল-সর্বস্ব, কুল-চূড়ামণি তন্ত্র, দিব্য কুলসার তন্ত্র, কুলার্ণব তন্ত্র, কুলামৃত তন্ত্র, কুলাবলী তন্ত্র, কালী কুলার্ণব তন্ত্র; কুল প্রকাশ তন্ত্র, বাশিষ্ঠ তন্ত্র, সিদ্ধ সারস্বত তন্ত্র, যোগিনী হৃদয়, মাতৃকার্ণব তন্ত্র; যোগিনী জাল কুরক তন্ত্র,

---

১। ক—কুলোড্ডীশমুড্ডীশং। ২। খ—কুলার্ণবমিত্যনন্তরং তারার্ণবমিত্যধিকঃ।
৩। খ—যোগিনীজালকং তথা লক্ষ্মী কুলার্ণবম্।

তারার্ণবং চন্দ্রপীঠং মেরুতন্ত্রং চতুঃশতীম্ ।
তত্ত্ববোধং মহোগ্রঞ্চ[১] স্বচ্ছন্দ-সারসংগ্রহম্ ॥ ২৪

তারা-প্রদীপং সংকেত-চন্দ্রোদয়মতিস্ফুটম্ ।
ষট্ত্রিংশৎ-তত্ত্বকং লক্ষনির্ণয়ং ত্রিপুরার্ণবম্ ॥ ২৫

বিষ্ণুধর্মোত্তরং মন্ত্র-দর্পণং বৈষ্ণবামৃতম্ ।
মানসোল্লাসকং পূজা-প্রদীপং ভক্তিমঞ্জরীম্ ॥ ২৬

ভুবনেশ্বরী-পারিজাতং প্রয়োগ-সারমুত্তমম্ ।
কামরত্নং ক্রিয়াসারং তথৈবাগম-দীপিকাম্ ॥ ২৭

ভাবচূড়ামণিং তন্ত্র-চূড়ামণিমতঃ পরম্ ।
বৃহচ্ছ্রীক্রম-সংজ্ঞঞ্চ তথা শ্রীক্রম-সংজ্ঞকম্ ॥ ২৮

নবরত্নেশ্বরং সোমভুজগাবলী-সংজ্ঞকম্ ।
সিদ্ধান্তশেখরং গ্রন্থং তাং গণেশ-বিমর্শিণীম্ ॥ ২৯

মন্ত্র-মুক্তাবলীং তত্ত্ব-কৌমুদীং তন্ত্র-কৌমুদীম্ ।
মন্ত্রতন্ত্র-প্রকাশাখ্যং শ্রীরামার্চন-চন্দ্রিকাম্ ॥ ৩০

শারদা-তিলকং জ্ঞানার্ণবং সার-সমুচ্চয়ম্ ।
কল্পদ্রুমং জ্ঞানমালাং পুরশ্চরণ-চন্দ্রিকাম্ ॥ ৩১

আগমোত্তরকং তত্ত্ব-সাগরং সারসংগ্রহম্ ।
দেবপ্রকাশিনীং তন্ত্রার্ণবঞ্চ ক্রম-দীপিকাম্ ॥ ৩২

লক্ষ্মীকুলার্ণব, তারার্ণব, চন্দ্র-পীঠ, মেরুতন্ত্র, চতুঃশতী, তত্ত্ববোধ, মহোগ্র-তন্ত্র, স্বচ্ছন্দসার সংগ্রহ, তারাপ্রদীপ, সঙ্কেত চন্দ্রোদয়, ষট্ত্রিংশৎ-তত্ত্ব, লক্ষনির্ণয়, ত্রিপুরার্ণব, বিষ্ণুধর্মোত্তর, মন্ত্র দর্পণ, বৈষ্ণবামৃত, মানসোল্লাস, পূজাপ্রদীপ, ভক্তিমঞ্জরী, ভুবনেশ্বরী পারিজাত, প্রয়োগসার, কামরত্ন, ক্রিয়াসার, আগম-দীপিকা, ভাবচূড়ামণি, তন্ত্রচূড়ামণি, বৃহচ্ছ্রীক্রম, শ্রীক্রম, নবরত্নেশ্বর, সোমভুজগাবলী, সিদ্ধান্তশেখর, গণেশ-বিমর্শিণী, মন্ত্র-মুক্তাবলী, তত্ত্বকৌমুদী, তন্ত্র-কৌমুদী, মন্ত্রতন্ত্র-প্রকাশ, শ্রীরামার্চন-চন্দ্রিকা, শারদাতিলক, জ্ঞানার্ণব, সারসমুচ্চয়, কল্পদ্রুম, জ্ঞানমালা, পুরশ্চরণ-চন্দ্রিকা, আগমোত্তর, তত্ত্বসাগর, সারসংগ্রহ, দেবপ্রকাশিনী, তন্ত্রার্ণব, ক্রমদীপিকা,

---

১। খ—তত্ত্ববোধমহোগ্রঞ্চ।

তারা-রহস্যং শ্যামায়া রহস্যং তন্ত্র-রত্নকম্ ।
তন্ত্র-প্রদীপং তারায়া বিলাসং বিশ্ব-মাতৃকাম্ ॥ ৩৩
প্রপঞ্চসারং তং তন্ত্রসারং রত্নাবলীং[১] তথা ।
এবং ষষ্ট্যুত্তরশতং গ্রন্থানাং বিধি-সাক্ষিণাম্[২] ॥ ৩৪
কল্পান্ কুমারী-কল্পাদীন্ শ্রুতীশ্চোপনিষদ্-গতান্[৩] ।
জ্যোতিঃ-স্মৃতি-পুরাণানি পাণিনীয়াদি-কৌশলম্ ॥ ৩৫
গুরূপদেশ-যুক্তিভ্যাং বিনিষ্কৃষ্যাঽবলম্ব্য চ ।
গুরুণাঞ্চ মতং জ্ঞাত্বা সাধকানাং মতং তথা ॥ ৩৬
গুরুং গুরু-গুরূন্নত্বা যথাবিধি ময়াধুনা[৪] ।
সংক্ষিপ্তঃ সর্বতন্ত্রাণাং সারমাকৃষ্য নির্মিতঃ ॥ ৩৭
শ্রীমাংস্তত্ত্ববিলাসোঽয়ং বরীবর্ত্তু গৃহে গৃহে ।
নির্ঘণ্টস্য চ জ্ঞানার্থমঙ্কমপ্যভিধীয়তে[৫] ॥ ৩৮

প্রথম-পরিচ্ছেদস্য প্রতিপাদ্য-বিষয়াঃ

সৃষ্টিক্রমোঽত্র দীক্ষায়া লক্ষণং দক্ষিণা-বিধিঃ ।

তারারহস্য, শ্যামারহস্য, তন্ত্ররত্ন, তন্ত্র-প্রদীপ, তারাবিলাস, বিশ্বমাতৃকা, প্রপঞ্চসার, তন্ত্রসার ও রত্নাবলী—এইরূপ বিধিপ্রমাণক গ্রন্থসমূহের একশত ষাটখানি তন্ত্র, কুমারী কল্পাদি কল্পসমূহ, শ্রুতিসমূহ, উপনিষৎসমূহ, জ্যোতিষ, স্মৃতি, পুরাণ, পাণিনীয়াদি ব্যাকরণের কৌশল, গুরুর উপদেশ ও যুক্তি দ্বারা আলোচনা পূর্বক সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়া গুরুগণের ও সাধকগণের মত জানিয়া গুরু ও গুরুর গুরুকে যথাবিধি প্রণাম করিয়া ও সর্বতন্ত্রের সার সঙ্কলন করিয়া সম্প্রতি আমার কর্ত্তৃক রচিত সংক্ষিপ্ত এই সুন্দর আগমতত্ত্ববিলাস গ্রন্থ গৃহে গৃহে সকলের শীর্ষদেশে বিরাজ করুক। বিষয় সমূহের জ্ঞানের জন্য অঙ্কও (পরিচ্ছেদও) অর্থাৎ ৫ পরিচ্ছেদের বিষয় সমূহও কথিত হইতেছে। ৪-৩৮

এখন প্রথম পরিচ্ছেদে প্রতিপাদ্য বিষয় বর্ণিত হইতেছে। এই গ্রন্থে প্রথমে সৃষ্টির

১। খ—তন্ত্রসার রত্নাবলীং তথা। ২। খ—সপঞ্চবিংশতিশতং গ্রন্থানাং স্ফুটমাগমে।

৩। কল্পান্ কুমারী কল্পাদীন্ বিনিষ্কৃষ্যাবলম্ব্য চ। পুরাণানি শ্রুতিশ্চোপনিষদ্-ভেদান্ যথামতি। গুরূণাঞ্চ মতমিত্যাদি-পাঠঃ। মধ্যবর্ত্তিশ্লোকপাঠো নাস্তি।

৪। গুরুং নত্বা গুরূন্ নত্বা গুরূন্ নত্বা যথাবিধি। ৫। খ—শ্লোকার্দ্ধোঽয়ং নাস্তি।

দীক্ষায়া নিত্য-কাম্যত্বং দীক্ষার্থো যোগ-রূঢ়িতঃ ॥ ১

গুরোশ্চ লক্ষণং দোষান্ গুর্বর্থো যোগ-রূঢ়িতঃ।
গুরোর্বিশেষঃ পিত্রাদের্দীক্ষায়াশ্চ নিরাকৃতিঃ ॥ ২

কনিষ্ঠাদি-বিচারশ্চ পিতৃদত্ত-মনোঃ পুনঃ।
গ্রাহ্যত্বমন্যগুরুতো দোষাভাবস্তু কৌলিকে ॥ ৩

সিদ্ধ-মন্ত্রোপদেশেষু গুরৌ নাস্তি বিচারণম্।
মহাতীর্থোপরাগাদৌ পিত্রাদেরপি সেব্যতে ॥ ৪

পিত্রাদি-দত্ত-মন্ত্রস্তু সংস্কারাদপি শুদ্ধি-ভাক্।
স্বীয়-মন্ত্রোপদেশে হি ন কুর্য্যাদ্ গুরু-চিন্তনম্। ৫

স্ত্রিয়া গুরুত্ব-নির্দেশঃ স্বপ্ন-লব্ধ-মনোর্বিধিঃ।
গুরোরলাভে মন্ত্রস্য গ্রহণং শিষ্য-লক্ষণম্ ॥ ৬

শিষ্য-দোষা মিথঃ পাপগ্রাহিতা গুরু-শিষ্যয়োঃ।
তয়োঃ পরীক্ষা-কালশ্চ স্বপ্নে কালানপেক্ষণম্ ॥ ৭

ক্রম, দীক্ষার লক্ষণ, দক্ষিণা দানের বিধি, দীক্ষার নিত্যত্ব ও কাম্যত্ব, যোগরূঢ়ি শক্তি দ্বারা দীক্ষা শব্দের অর্থ প্রতিপাদিত হইবে। ১

গুরুর লক্ষণ, দোষ, যোগরূঢ়ি শক্তি দ্বারা গুরু শব্দের অর্থ, গুরুর বিশেষ গুণ ও পিতা প্রভৃতির নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণের নিষেধ প্রতিপাদিত হইবে। ২

কনিষ্ঠাদির বিচার, পিতৃদত্ত মন্ত্রের অন্য গুরুর নিকট হইতে গ্রাহ্যত্ব ও কৌলিক পিতার নিকট মন্ত্র গ্রহণে দোষাভাব নিরূপিত হইবে। ৩

সিদ্ধ মন্ত্রের গ্রহণে গুরু বিচারের অনাবশ্যকতা, মহাতীর্থে; চন্দ্র ও সূর্য্যের গ্রহণে পিতা প্রভৃতির নিকট হইতে দীক্ষার গ্রাহ্যত্ব প্রতিপাদিত হইবে। ৪

পিতা প্রভৃতির দত্ত মন্ত্রের সংস্কার হইতেও শুদ্ধি-ভাগিতা ও নিজ মন্ত্রের উপদেশে গুরু বিচারের অকর্ত্তব্যতা প্রতিপাদিত হইবে। ৫

স্ত্রীলোকের গুরু হওয়ার যোগ্যতা, স্বপ্নলব্ধ মন্ত্রের বিধি; গুরুর অভাবে মন্ত্রের গ্রহণ বিধি ও শিষ্যের লক্ষণ কথিত হইবে। ৬

শিষ্যের দোষ, গুরু ও শিষ্যের পরস্পরের পাপগ্রাহিত্ব, গুরু ও শিষ্যের পরীক্ষাকাল ও স্বপ্নে কালের অনপেক্ষা কথিত হইবে। ৭

শূদ্রাপ্রদেয়-মন্ত্রশ্চ শূদ্রে মন্ত্রার্পণা-বিধিঃ ।
স্বদেবতা-মন্ত্রদানং মন্ত্র-শব্দার্থ-কীর্ত্তনম্ ॥ ৮

মন্ত্র-বিদ্যা-বিভাগশ্চ দীক্ষা-মাসাদি-নির্ণয়ঃ ।
কালাশুদ্ধি ব্যবস্থানং তত্রাকর্ত্তব্য-নিশ্চয়ঃ ॥ ৯

আবৃত্তে দূষণাভাবো নিষিদ্ধেঽপি বিধিঃ পৃথক্ ।
ন দোষো রবি-সংক্রান্তৌ গ্রহণেষ্বপ্যকালজঃ ॥ ১০

গ্রহে বিশেষো বক্তব্যঃ শাক্ত-বৈষ্ণব-ভেদতঃ ।
গুরোরাজ্ঞাসু নাকালো মহাবিদ্যাসু চেষ্যতে ॥ ১১

গয়াদৌ দীক্ষা-বিরহো নাড়ীচক্রং কুলাকুলম্ ।
ষট্পদাখ্যঞ্চাষ্টবর্গ-চক্রঞ্চ রাশি-চক্রকম্ ॥ ১২

ঋক্ষ-চক্রং তদ্বিশেষো যোনি-মৈত্রী-নিরূপণম্ ।
সিদ্ধাদি-চক্রং তত্রাপি বিশেষোঽথাংশ-চক্রকম্ ॥ ১৩

শূদ্রকে অপ্রদেয় মন্ত্রের বিবরণ, শূদ্রকে মন্ত্র প্রদানের বিধি, নিজের ইষ্ট দেবতার মন্ত্রের দান নিষেধ ও মন্ত্র শব্দের অর্থ কীর্ত্তন (কথিত) হইবে। ৮

তাহার পর মন্ত্র ও বিদ্যার বিভাগ ; দীক্ষায় বার, তিথি প্রভৃতির নির্ণয়, কালাশুদ্ধির ব্যবস্থা, ঐ কালাশুদ্ধিতে অকর্ত্তব্য বিষয়ের নিশ্চয় কথিত হইবে। ৯

তাহার পর আবৃত্তিতে অর্থাৎ দ্বিতীয় বার তীর্থ স্নানাদিতে কালের অশুদ্ধি জনিত দোষের অভাব, নিষিদ্ধ কালেও পৃথক্ বিধি এবং রবি সংক্রান্তি ও চন্দ্র-সূর্য্য গ্রহণে অকাল জনিত দোষের অভাব কথিত হইবে। ১০

শাক্ত ও বৈষ্ণব ভেদে গ্রহের শুদ্ধাশুদ্ধিতে বিশেষ বক্তব্য। গুরুর আজ্ঞা স্থলে ও মহাবিদ্যা সম্বন্ধে অকাল অভিপ্রেত নহে অর্থাৎ অকাল দোষের অস্বীকার্য্যতা প্রতিপাদিত হইবে। ১১

গয়াদি তীর্থে দীক্ষা গ্রহণের নিষেধ, নাড়ী চক্র, কুলাকুল চক্র, ষট্পদ নামক চক্র, অষ্টবর্গ চক্র ও রাশি চক্র কথিত হইবে। ১২

তাহার পর নক্ষত্র চক্র ও তাহার বিশেষ, যোনিমৈত্রী বিচার, সিদ্ধাদি চক্র (অকথহাদি চক্র) ও তাহার বিশেষ, অনন্তর অংশ চক্র কথিত হইবে। ১৩

নৃসিংহাদৌ চ সিদ্ধাদেরনপেক্ষা-নিরূপণম্ ।
দেবতা-ভেদতশ্চক্র-ভেদাবশ্যকতা মতা ॥ ১৪
ঋণ্যাদি-চক্রং তত্রাপি শূন্য-লব্ধি-বিচারণম্ ।
মন্ত্রাঙ্কা অথ ঋণ্যাদি-চক্রস্যান্য-দ্বিরূপতা ॥ ১৫
আবশ্যকত্বং নামাদেরিতরেষাং যথাতথম্ ।
শ্রী-দেবশর্ম-রহিত-নাম্নাং[১] গণনমিষ্যতে ॥ ১৬
বিচারেঽনেক-নাম্নোঽনুগ্রাহ্য-নাম-নিরূপণম্ ।
মন্ত্র-ত্যাগে প্রকারৌ দ্বাবথ কর্ত্তব্য-নির্ণয়ঃ ।
শুদ্ধস্য মন্ত্রস্যালাভে কৌলিকেষু চ দূষণে ॥ ১৭
মহাবিদ্যাসু সর্বাসু ন বিচারোপযোগিতা ।
মহাবিদ্যা-সমুদ্দেশঃ সন্দিগ্ধ-বর্ণ-নির্ণয়ঃ ॥ ১৮
বাসনায়াশ্চ ভেদেনোপাসনা-ফল-নির্ণয়ঃ[২] ।
মন্ত্রাণাং দশসংস্কারা মাতৃকা-যন্ত্র-সাধনম্ ॥ ১৯

তাহার পর নৃসিংহাদি মন্ত্রের দীক্ষায় সিদ্ধাদি বিচারের অনাবশ্যকত্ব নিরূপণ ও দেবতাভেদে চক্র ভেদ বিচারের আবশ্যকত্ব প্রদর্শিত হইবে। ১৪

তাহার পর ঋণি-ধনী চক্র ও তাহাতে শূন্য ও লাভের বিচার, মন্ত্রাঙ্ক, অনন্তর ঋণি-ধনী চক্রে অন্য প্রকার দ্বৈরূপ্য অর্থাৎ অন্য প্রকার ঋণি-ধনী চক্র প্রদর্শিত হইবে। ১৫

তাহার পর নামের গ্রাহ্যত্ব, বহু নামের মধ্যে অন্য নামের যাথার্থ্য নিরূপণ ও নামের মধ্যে শ্রী ও দেবশর্ম রহিত নামের গণনার অভিপ্রেতত্ব প্রদর্শিত হইবে। ১৬

তাহার পর অনেক নামের মধ্যে অনুগ্রাহ্য নামের বিচার পূর্বক নিরূপণ, মন্ত্র-ত্যাগের দুইটি প্রকার এবং শুদ্ধ মন্ত্রের লাভ না হইলে অথবা কৌলিকাদির নিকট মন্ত্রের সিদ্ধ্যাদি বিচারে দোষে দূষিত হইলে কর্ত্তব্য নির্ণয় কথিত হইবে। ১৭

তাহার পর সমস্ত মহাবিদ্যার দীক্ষায় চক্রাদি বিচারের অনুপযোগিত্ব, মহাবিদ্যার নাম কীর্ত্তন ও চক্রবিচারের উপযোগী মন্ত্রান্তর্গত সন্দিগ্ধ বর্ণের নির্ণয় উপপাদিত হইবে। ১৮

তাহার পর কামনাভেদে উপাসনার ফল নির্ণয়, মন্ত্রের দশ সংস্কার ও মাতৃকাযন্ত্রের সাধন কথিত হইবে। ১৯

১। খ—শ্রীদেবশর্মরাহিত্যাং নাম্নাং। ক—শ্রীদেবশর্মরাহিত্যান্নাম্নাং।

২। খ—বাসনাকাতনিশ্চয়ঃ।

দীক্ষায়াং পূর্বকৃত্যানি সৌরমাসস্য বাচ্যতা।
দীক্ষা-প্রমাণং তত্রৈব কলস-স্থাপন-ক্রিয়া ॥ ২০

পঞ্চ-পল্লব-নির্দ্দেশো নব-রত্নস্য নির্ণয়ঃ।
রত্নাভাবে ভবেদ্ ধান্যং দীক্ষায়াং মুখ-নির্ণয়ঃ ॥ ২১

দক্ষিণা চাথ সংক্ষেপ-দীক্ষোপদেশ-কর্মণী[১]।
দীক্ষা-প্রয়োগান্ বক্ষ্যন্তে সর্বতোভদ্র-মণ্ডলম্ ॥ ২২

তদ্ভেদো নবনাভঞ্চ পঞ্চাব্জমপি মণ্ডলম্।
অথ প্রবাচ্য-দীক্ষান্তে নিষিদ্ধং গুরু-শিষ্যয়োঃ ॥ ২৩

গুরৌ শিষ্যস্য কর্ত্তব্যং মন্ত্রাদি-ত্যাগ-দূষণম্।
অদোষশ্চ কচিৎ ত্যাগে গুরু-পুত্রাদি-সেবনম্ ॥ ২৪

গুরু-পত্নী-সপর্য্যা চ কর-মালাদি-নির্ণয়ঃ।
মালা-সংস্করণে তত্র পঞ্চগব্য-নিরূপণম্।
রুদ্রাক্ষ-গুণ-সংস্কারৌ মহাশঙ্খ-পরিস্ক্রিয়া ॥ ২৫

তাহার পর দীক্ষার পূর্বকৃত্য, সৌরমাস নির্ণয়, দীক্ষায় প্রমাণ ও ঐ দীক্ষায় কলশ স্থাপন ক্রিয়া কথিত হইবে। ২০

তাহার পর পঞ্চ পল্লবের নির্দেশ, নবরত্নের নির্ণয়, রত্ন প্রক্ষেপ স্থলে রত্নের অভাবে ধান্যের ও দীক্ষায় প্রাঙ্‌মুখত্বাদি নিরূপিত হইবে। ২১

তাহার পর দীক্ষায় দক্ষিণা, সংক্ষেপ দীক্ষা, উপদেশ দীক্ষা, দীক্ষার প্রয়োগ (অনুষ্ঠান) সমূহ ও সর্বতোভদ্র মণ্ডল কথিত হইবে। ২২

তাহার পর সর্বতোভদ্র মণ্ডলের ভেদ, নবনাভ মণ্ডল ও পঞ্চাব্জ মণ্ডল, অনন্তর দীক্ষার পরে গুরু ও শিষ্যের নিষিদ্ধ বিষয় কথিত হইবে। ২৩

তাহার পর গুরুর প্রতি শিষ্যের কর্ত্তব্য, মন্ত্রাদি ত্যাগের দোষ, কোন স্থলে মন্ত্রাদি ত্যাগে অদোষ ও গুরু-পুত্রাদির সেবা কথিত হইবে। ২৪

তাহার পর গুরুপত্নীর সপর্য্যা (পূজা), কর-মালাদির নির্ণয়, মালা-সংস্কার ও তাহার সংস্কারে পঞ্চগব্য, রুদ্রাক্ষ ও সূত্রের সংস্কার, মহাশঙ্খ সংস্কার নিরূপিত হইবে। ২৫

১। খ—দীক্ষোপদেশকর্ম্মণী। ইত্যনন্তরং দীক্ষাপ্রয়োগা দীক্ষান্তে নিষিদ্ধং গুরুশিষ্যয়ারিতি পাঠঃ। মধ্যবর্ত্তিশ্লোকপাঠো নাস্তি।

যন্ত্র-সংস্করণঞ্চাথ ত্রিলোহী-মান-সংস্কৃতী।
ততঃ পরং বলিবিধিঃ পূজাস্থান-বিবেচনম্ ॥ ২৬
পূজনানধিকারশ্চ[১] দন্ত-রক্তাদি-সম্ভবে।
মহাগুরোশ্চ প্রেতত্বে পূজাকালাবধি-ক্রমঃ ॥ ২৭
বাম-দক্ষিণ-ভাবৌ চ শক্ত্যুপাসনয়া ফলম্।
আগমস্য প্রশংসা চ পরিচ্ছেদোঽয়মাদিমঃ ॥ ২৮

দ্বিতীয়-পরিচ্ছেদ-বিষয়াঃ

অথ প্রাতঃ-ক্রিয়া-স্নানং সন্ধ্যাস্তস্যাস্ত্রি-কালতা।
তর্পণং সূর্য্যপূজার্ঘ্যো গায়ত্রী ধ্যান-সংযুতা ॥ ২৯
পরিধানঞ্চ বিকিরশ্চাসনং মুখ-নির্ণয়ঃ।
চতুর্বিধা ভূতশুদ্ধিস্তত্রৈব পাপ-পূরুষঃ ॥ ৩০
অথান্তর্মাতৃকান্যাসো বহির্মাতৃকয়া সহ।
মাতৃকায়ামঙ্গুলীনাং ক্রমঃ সংহার-মাতৃকা ॥ ৩১

তাহার পর যন্ত্র সংস্কার, অনন্তর ত্রিলোহী মুদ্রার পরিমাণ ও সংস্কার, বলিবিধি, পূজাস্থান বিবেচনা কথিত হইবে। ২৬

তাহার পর দন্তাদি হইতে রক্তপাত হইলে পূজায় অনধিকার নিরূপিত হইবে। মহাগুরুর নিপাত হইলে পূজাকালের অবধি ও ক্রম নিরূপিত হইবে। ২৭

তাহার পর বাম ভাব ও দক্ষিণ ভাব, শক্তি উপাসনার ফল ও আগমের প্রশংসা প্রতিপাদিত হইবে। ইহাই প্রথম পরিচ্ছেদ অর্থাৎ ইহাতেই প্রথম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত হইয়াছে। ২৮

অনন্তর দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের বিষয় কথিত হইতেছে। উহার প্রথমে প্রাতঃকৃত্য, স্নান, সন্ধ্যা ও সন্ধ্যার ত্রিকাল কর্ত্তব্যতা, তর্পণ, সূর্য্যার্ঘ্য ও ধ্যান সহিত গায়ত্রী কথিত হইবে। ২৯

তাহার পর বস্ত্রাদি পরিধান, বিকির, পূজায় আসন ও মুখ নিয়ম, চারি প্রকার ভূতশুদ্ধি, পাপ পুরুষের দাহ প্রতিপাদিত হইবে। ৩০

তাহার পর বাহ্য-মাতৃকার ন্যাসের সহিত অন্তর্মাতৃকান্যাস, মাতৃকান্যাসে অঙ্গুলি নিয়ম ও সংহার মাতৃকা কথিত হইবে। ৩১

১। ক—পূজানামধিকাশ্চ।

সামান্যতো হি ন্যাসেষু চাঙ্গুলীনাং বিনির্ণয়ঃ।
প্রাণায়ামোঽস্য নিত্যত্বং পীঠন্যাসর্ষি-বিন্যসৌ ॥ ৩২

অঙ্গন্যাসেঽঙ্গুলীনাঞ্চ ক্রমো মানস-পূজনম্।
অর্ঘ্যস্য পাত্রং সংস্থানং পূর্বাদের্নিয়মো দিশঃ ॥ ৩৩

পূজা-জপ-সমর্পশ্চ সামান্যার্ঘ্য-নিরূপণম্।
উপচারাশ্চ নির্মাল্য-কালঃ পুষ্পাদিকস্য চ ॥ ৩৪

আসনাদীনি নৈবেদ্যং বিশেষস্তত্র কীর্ত্তিতঃ।
পরিভাষোপচারাণাং প্রদক্ষিণ-নমস্ক্রিয়ে ॥ ৩৫

নৈমিত্তিকাদ্যকরণ-প্রায়শ্চিত্তং বিবিচ্যতে।
পঞ্চধা পূজনং[১] তত্র শুদ্ধয়ঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৩৬

বৈষ্ণবস্যাঙ্গ-লেখ্যানি তত্রাপরাধ-নির্ণয়ঃ।
বাদ্যং চক্রাম্বু-মাহাত্ম্যং কার্য্যত্বং নৃত্য-গীতয়োঃ ॥ ৩৭

তাহার পর ন্যাসসমূহে সামান্যতঃ অঙ্গুলির নিয়ম, প্রাণায়াম ও তাহার নিত্যতা, পীঠন্যাস ও ঋষ্যাদিন্যাস কথিত হইবে। ৩২

তাহার পর অঙ্গন্যাসে অঙ্গুলির ক্রম নিয়ম, মানস পূজা, অর্ঘ্যের পাত্র, তাহার স্থাপন বিধি ও পূজায় পূর্বাদি দিক্ চতুষ্টয় নিরূপিত হইবে। ৩৩

তাহার পর পূজা, জপ, আত্ম-সমর্পণ, সামান্যার্ঘ্য, পূজায় উপচার সমূহ ও পুষ্প প্রভৃতির নির্মাল্য কাল কথিত হইবে। ৩৪

তাহার পর দেবতাকে প্রদেয় আসন প্রভৃতি উপচার দ্রব্য, উপচারের অন্তর্গত নৈবেদ্য ও তাহার বিশেষ, উপচার সমূহের পরিভাষা, প্রদক্ষিণ ও নমস্কার প্রতিপাদিত হইবে। ৩৫

তাহার পর নৈমিত্তিকাদির অকরণহেতু প্রায়শ্চিত্তের বিচার, গৌতমীয় তন্ত্রোক্ত পাঁচ প্রকার পূজা ও তাহাতে দেহশুদ্ধিসমূহ নিরূপিত হইবে। ৩৬

তাহার পর বৈষ্ণবগণের অঙ্গলেখ্য অস্ত্রসমূহ, দেবতার নিকট বত্রিশ প্রকার অপরাধ, দেবমন্দিরের বাদ্য, শালগ্রাম শিলাধৌত জলের মাহাত্ম্য, দেবতার অগ্রে নৃত্য ও গীতের কর্ত্তব্যত্ব প্রতিপাদিত হইবে। ৩৭

১। ব—[illegible] তত্র।

যোগাসনানি বাচ্যানি ধারণা-যন্ত্রনির্ণয়ঃ।
যন্ত্রাণাং লিখন-দ্রব্যং নিত্য-সামান্যপূজনম্ ॥ ৩৮

পঞ্চায়তন্যাঃ পূজায়াঃ[২] ক্রমস্তত্রৈব বক্ষ্যতে।
নৈমিত্তিক-বিধানঞ্চ প্রয়োগাস্তত্র তর্পণম্ ॥ ৩৯

তিলকশ্চ বলিবিধির্নিগ্রহোপায়-কীর্ত্তনম্।
আকর্ষণং বশীকারো বিদ্বেষোচ্চাটনে ততঃ।
অভিচারোঽথ ষট্‌কর্মাণ্যেষু ঋত্বাদি-নির্ণয়ঃ ॥ ৪০

তত্রাসনানি বাচ্যানি তন্মুদ্রাশ্চ পৃথক্ পৃথক্।
গ্রথনস্য বিদর্ভস্য সংপুটস্যাপি লক্ষণম্ ॥ ৪১

পরিভাষা রোধনস্য যোগস্য পল্লবস্য চ।
ভূতোদয়শ্চ ভূতানাং মণ্ডলানি ততঃ পরম্ ॥ ৪২

নিরূপণং মানসাদের্জপস্যাথ জপ-ক্রমঃ।
বক্তব্যা কুল্লুকা সেতুর্মহাসেতুশ্চ তৎপরম্ ॥ ৪৩

তাহার পর যোগের আসন, ধারণীয় যন্ত্রসমূহের বিবরণ, যন্ত্র-লেখন দ্রব্য, সর্বদেবতার সংক্ষেপ নিত্য পূজা কথিত হইবে। ৩৮

তাহার পর ঐ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে পঞ্চায়তনী পূজার ক্রম, নৈমিত্তিক কর্মের বিধি, বিভিন্ন দেবতার প্রয়োগ ও তর্পণ কথিত হইবে। ৩৯

তাহার পর তিলক, বলির বিধি, শত্রুর উচ্চাটনাদি নিগ্রহের উপায়, আকর্ষণ, বশীকরণ, বিদ্বেষ, উচ্চাটন, অভিচার, অনন্তর ষট্-কর্মের লক্ষণ ও উহার উপযোগী ঋতু প্রভৃতি নিরূপিত হইবে। ৪০

তাহার পর ষট্ কর্মের উপযোগী আসন, পৃথক্ পৃথক্ মুদ্রা, গ্রথন, বিদর্ভ ও সম্পুটের লক্ষণ কথিত হইবে। ৪১

তাহার পর রোধনের, যোগ ও পল্লবের পরিভাষা (লক্ষণ), ভূতোদয় ও তাহার পর ভূতমণ্ডল কথিত হইবে। ৪২

তাহার পর মানসাদি জপ, অনন্তর জপের ক্রম, কুল্লুকা, সেতু ও মহাসেতু কথিত হইবে। ৪৩

১। ক—পূজায়াং ক্রম।

নির্বাণমথ ঋষ্যাদি-ন্যাসাবশ্যকতা জপে।
সূতক-দ্বয়-বিচ্ছেদস্তথা সপ্তচ্ছদাঽমৃতে ॥ ৪৪
তত্রৈব নিদ্রা বক্তব্যা দেবতানাং কলৌ যুগে।
প্রচণ্ড-চণ্ডিকা-মন্ত্রে প্রতিষেধ-প্রতিক্রিয়ে ॥ ৪৫
অথ কামকলা-তত্ত্বং মনঃ-সংহরণাদিকম্।
মন্ত্রার্থ-মন্ত্রচৈতন্য-যোনিমুদ্রা-নিরূপণম্ ॥ ৪৬
অথ ভূতলিপির্বাচ্যা প্রয়োগো জপ-কর্মণঃ।
অথ বাচ্যা পুরশ্চর্য্যা তত্র স্থান-নিরূপণম্ ॥ ৪৭
কালো ভক্ষ্যাদি-নিয়মো জপ-কালাবধিস্ততঃ।
জপ-সংখ্যা-দ্রব্য-বিধির্গায়ত্রী-জপ্যতা পুরঃ ॥ ৪৮
কূর্মচক্রং পুরশ্চর্য্যা হোমাদীন্যথ দক্ষিণা।
গ্রহণীয়-পুরশ্চর্য্যা পুরশ্চর্য্যা-প্রয়োগকৌ ॥ ৪৯
রহস্য-পুরশ্চরণং বক্তব্যং বীর-সাধনম্।
শবস্য যোগিনীনাঞ্চ কিন্নরীণাঞ্চ সাধনম্ ॥ ৫০

অনন্তর নির্বাণ (মন্ত্রশিখা), জপে ঋষ্যাদি ন্যাসের আবশ্যকতা, জপে অশৌচদ্বয়ের বিচ্ছেদ, সপ্তচ্ছদা ও অমৃতা কথিত হইবে। ৪৪

অনন্তর এই দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে কলিযুগে দেবতাগণের নিদ্রা ও প্রচণ্ডচণ্ডিকা মন্ত্রের দীক্ষার প্রতিষেধ ও নিষেধলঙ্ঘনে প্রতিক্রিয়া কথিত হইবে। ৪৫

ইহার পর কামকলা তত্ত্ব, বিষয় হইতে মনের সংহরণ (প্রত্যাবর্তন); মন্ত্রার্থ, মন্ত্রচৈতন্য ও যোনিমুদ্রা প্রতিপাদিত হইবে। ৪৬

ইহার পর ভূতলিপি, জপের প্রয়োগ (অনুষ্ঠান), অনন্তর পুরশ্চরণ ও তাহার স্থান কথিত হইবে। ৪৭

ইহার পর পুরশ্চরণের কাল, পুরশ্চরণে ভক্ষ্য বস্তু, জপকালের সীমা, জপের সংখ্যানির্ণয়ের জন্য দ্রব্যবিধি ও পুরশ্চরণের অগ্রে গায়ত্রী জপের অবশ্যকর্তব্যতা প্রতিপাদিত হইবে। ৪৮

ইহার পর কূর্মচক্র, পুরশ্চরণ, হোম ও তর্পণ প্রভৃতি ; দক্ষিণা, গ্রহণে পুরশ্চরণ ও পুরশ্চরণ প্রয়োগ কথিত হইবে। ৪৯

ইহার পর রহস্য পুরশ্চরণ, বীর-সাধন, শব-সাধন, যোগিনী সাধন ও কিন্নরীগণের সাধন কথিত হইবে। ৫০

অদৃশ্য-সিদ্ধিঃ পরতঃ সিদ্ধ্যন্তর-নিরূপণম্ ।
লক্ষণং মন্ত্র-সিদ্ধীনামুপায়াশ্চ নিরূপিতাঃ ॥ ৫১
শাপোদ্ধারো মন্ত্রদোষাস্তচ্ছান্তির্বাল-সংস্ক্রিয়া ।
কুলাচারোঽথ বক্তব্যো বাচ্যস্তত্র শিবাবলিঃ ॥ ৫২
মহানিশা কুলাকুলৌ কুল-বৃক্ষাদি-কীর্ত্তনম্[১] ।
সিদ্ধপীঠস্য গণনা যন্ত্রস্য লিখন-ক্রমঃ ॥ ৫৩
স্বয়ম্ভু-কুসুমাদীনাং ভাবানাঞ্চ নিরূপণম্ ।
অন্তর্যাগ-প্রকারৌ দ্বৌ কুমারী-পূজন-ক্রমঃ ॥ ৫৪
কন্যাদান-ফলং দূতী-কুলপূজাদি-খণ্ডনম্ ।
বামাচার-বিচারশ্চ তত্র মাংসাদি-নির্ণয়ঃ ॥ ৫৫
মকার-পঞ্চকং তত্র বক্তব্যং কুল-পূজনে ।
মাংসানুকল্পো মুদ্রা তু দ্বিবিধা পারিভাষিকী ॥ ৫৬
বামাচারানুকল্পশ্চ পূজাধার-নিরূপণম্ ।
যন্ত্র-সন্দর্শন-ফলং যন্ত্রোদক-প্রশংসনম্ ॥ ৫৭

ইহার পর অন্যের অদৃশ্য সিদ্ধি, অনন্তর অন্যান্য সিদ্ধি, মন্ত্রসিদ্ধির লক্ষণ ও উপায় নিরূপিত হইবে। ৫১

ইহার পর সেই দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে মন্ত্রের শাপ ও তাহার উদ্ধার, মন্ত্রের দোষসমূহ, মন্ত্র-দোষের শান্তি, বালকের সংস্কার, কুলাচার ও শিবাবলি নিরূপিত হইবে। ৫২

ইহার পর মহানিশা, কুলাকুল (কুলবারাদি), কুলবৃক্ষাদি, সিদ্ধপীঠ সমূহের নাম, যন্ত্রের লেখন-ক্রম কথিত হইবে। ৫৩

ইহার পর স্বয়ম্ভু-কুসুমের স্বরূপ, ভাব-সমূহ, অন্তর্যাগের প্রকার দ্বয় ও কুমারী পূজার ক্রম কথিত হইবে। ৫৪

ইহার পর কুমারী কন্যা-দানের ফল, দূতীযাগ ও কুল পূজাদির খণ্ডন, বামাচারের বিচার ও ঐ বামাচারে মাংসাদি নিরূপিত হইবে। ৫৫

ইহার পর কুলপূজায় মকার পঞ্চকের আবশ্যকতা, মাংসের স্বরূপ ও তাহার অনুকল্প ও পারিভাষিকী দ্বিবিধ মুদ্রা কথিত হইবে। ৫৬

ইহার পর বামাচারের অনুকল্প, পূজার আধার, যন্ত্রদর্শনের ফল ও যন্ত্রোদকের প্রশংসা কথিত হইবে। ৫৭

১। খ—বৃক্ষাদিকীর্ত্তনম্। ইত্যনন্তরম্ বামাচার-বিচারশ্চেত্যাদি-পাঠঃ। মধ্যবর্ত্তিপাঠো নাস্তি।

যন্ত্রনাশ-প্রায়শ্চিত্তং যন্ত্রং পূজ্যং হি সংস্কৃতম্ ।
অসংস্কৃতং ন পূজ্যং স্যাদথ দৈবাদপূজনে ॥ ৫৮
সংস্কৃতস্যাপি যন্ত্রস্য বিশেষস্তত্র বক্ষ্যতে ।
একত্র লিঙ্গ-যুগ্মাদি-পূজনে দোষ-কীর্ত্তনম্ ॥ ৫৯
বক্ষ্যন্তে শুদ্ধয়ঃ পঞ্চ ততঃ কুণ্ড-নিরূপণম্ ।
স্বল্প-হোমঃ স্থণ্ডিলেঽপি করণীয়োঽথ স্রুক্-স্রুবৌ ॥ ৬০
তয়োরভাবে পালাশমাশ্বত্থং বা দলং ভবেৎ ।
হস্ত-প্রমাণং তত্রৈব বক্ষ্যতেঽথ নিরূপিতম্ ॥ ৬১
সংখ্যানুক্তৌ শতং সাষ্টং সহস্রং বা জপাদিষু ।
হোম-প্রকারস্তত্রৈব দূর্বা-হোমাদি-শংসনম্ ॥ ৬২
ঘৃতাদীনাস্তু গব্যানাং গ্রাহ্যতা যজনাদিষু ।
নমোঽন্তে ন নমো দেয়ং স্বাহান্তে দ্বিঠ এব চ ॥ ৬৩
উত্তান-পাণিনা হোমো বাচ্যং তত্রাগ্নি-লক্ষণম্[১] ।
নিষেধঃ কর্ণ-হোমাদেস্তত্র কর্ণাদি-রূপণম্ ॥ ৬৪

ইহার পর যন্ত্র-নাশের প্রায়শ্চিত্ত, সংস্কৃত যন্ত্রের পূজ্যত্ব, অসংস্কৃত যন্ত্রের অপূজ্যত্ব, অনন্তর প্রতিষ্ঠিত যন্ত্রে দৈবাৎ পূজা না হইলে করণীয় কার্য্য কথিত হইবে। ৫৮

ইহার পর সেইখানেই সংস্কৃত যন্ত্রের বিশেষ ও একত্র শিবলিঙ্গ-দ্বয়ের পূজায় দোষ কীর্ত্তিত হইবে। ৫৯

ইহার পর পঞ্চশুদ্ধি, তাহার পর কুণ্ড নিরূপণ, স্থণ্ডিলেও স্বল্প হোমের করণীয়ত্ব, স্রুক্ ও স্রুবের পরিমাণাদি কথিত হইবে। ৬০

ইহার পর স্রুক্ ও স্রুবের অভাবে পলাশ পত্রে বা অশ্বত্থ পত্রে হোমের কর্ত্তব্যতা, সেইখানে হস্তের পরিমাণ কথিত হইবে এবং পরেও নিরূপিত হইবে। ৬১

ইহার পর জপ হোমাদিতে সংখ্যার উল্লেখ না থাকিলে ১০৮ বা ১০০৮ সংখ্যক জপাদির কর্ত্তব্যতা, হোমের প্রকার ও দূর্বা-হোমের প্রশংসা কথিত হইবে। ৬২

ইহার পর যজনাদিতে গব্য ঘৃতাদির গ্রাহ্যতা, নমঃঅন্ত মন্ত্রের অন্তে নমঃ শব্দের ও স্বাহান্ত মন্ত্রের অন্তে স্বাহা শব্দের অপ্রদেয়ত্ব বিচারিত হইবে। ৬৩

ইহার পর উত্তান হস্ত দ্বারা হোম, উত্তান হস্তের ও অগ্নির লক্ষণ, কর্ণ হোমাদির নিষেধ ও কর্ণাদির স্বরূপ কথিত হইবে। ৬৪

১। হোমো বাচ্যস্তত্রাগ্নি-লক্ষণম্

হোমদ্রব্য-প্রমাণঞ্চ তত্র কর্ষাদি-লক্ষণম্ ।
নিত্য-হোমোঽথ সংক্ষিপ্তঃ প্রয়োগো হোম-কর্মণঃ ॥ ৬৫

শান্তি-স্নানং তথা শাক্তাভিষেকস্তত্র বক্ষ্যতে ।
দ্বিতীয়ে হি পরিচ্ছেদে বাচ্যান্যেতান্যনুক্রমাৎ ॥ ৬৬

তৃতীয়-পরিচ্ছেদ-বিষয়াঃ

তৃতীয়েঽথ পরিচ্ছেদে মন্ত্রোদ্ধারাদি বক্ষ্যতে ।
গণেশস্যাথ সূর্য্যস্য চন্দ্রস্যেন্দ্রস্য সর্বশঃ ॥ ৬৭

বিষ্ণো রামস্য কৃষ্ণস্য বাল-গোপালকস্য চ ।
বাসুদেবস্য[১] চ দধিবামনস্য বিশেষতঃ ॥ ৬৮

হয়গ্রীবস্য চ তথা নৃসিংহস্য প্রবক্ষ্যতে ।
বরাহস্য ততস্তত্র বাচ্যং হরি-হরস্য চ ॥ ৬৯

শিবস্য মৃত্যুঞ্জয়স্য দক্ষিণামূর্ত্তিকস্য চ ।
অর্দ্ধনারীশ্বরস্যাথ নীলকণ্ঠস্য বক্ষ্যতে ॥ ৭০

ইহার পর হোম দ্রব্যের পরিমাণ, সেই স্থলে কর্ষা দ পরিমাণের লক্ষণ, অনন্তর সংক্ষিপ্ত নিত্য হোম ও হোম কর্মের প্রয়োগ কথিত হইবে। ৬৫

ইহার পর শান্তি-স্নান, সেইখানে সেইরূপ শাক্তাভিষেক কথিত হইবে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে এইগুলি যথাক্রমে বর্ণিত হইবে। ৬৬

তৃতীয় পরিচ্ছেদের প্রতিপাদ্য বিষয় কথিত হইতেছে। তৃতীয় পরিচ্ছেদে মন্ত্রের উদ্ধার প্রভৃতি কথিত হইবে। প্রথমে গণেশের সমস্ত মন্ত্র, অনন্তর সূর্য্যের, চন্দ্রের ও ইন্দ্রের মন্ত্র কথিত হইবে। ৬৭

ইহার পর বিষ্ণু, রামচন্দ্র, কৃষ্ণ, বালগোপাল, বাসুদেব, বিশেষভাবে দধিবামনের মন্ত্রাদি কথিত হইবে। ৬৮

ইহার পর হয়গ্রীবের, সেইরূপ নৃসিংহের মন্ত্রের উদ্ধারাদি কথিত হইবে। তাহার পর বরাহের ও হরি হরের মন্ত্রের উদ্ধারাদি কথিত হইবে। ৬৯

ইহার পর শিবের, মৃত্যুঞ্জয়ের, দক্ষিণা মূর্ত্তির, অর্দ্ধনারীশ্বরের, অনন্তর নীলকণ্ঠের মন্ত্রের উদ্ধারাদি কথিত হইবে। ৭০

১। ক—বাসুদেবস্যেত্যাদিঃ দক্ষিণামূর্ত্তিকস্য চেত্যন্তঃ পাঠো নাস্তি।

চণ্ডেশ্বরস্য চণ্ডোগ্র-শূলপাণের্বিশেষতঃ।
মঞ্জুঘোষস্য তত্রৈব স্তবস্তত্র প্রবক্ষ্যতে ॥ ৭১

বাচ্যোঽথ ত্র্যম্বকো বিদ্যা মৃতসঞ্জীবনী ততঃ।
শুক্রেণোপাসিতা চান্যা ক্ষেত্রপালোঽথ বক্ষ্যতে ॥ ৭২

বলিস্তস্যাথ বটুকো বলিরস্য চ বক্ষ্যতে।
অথ লক্ষ্মীর্মহালক্ষ্মীর্ধনদা চ প্রবক্ষ্যতে ॥ ৭৩

সরস্বতীমতো বক্ষ্যে পারিজাত-সরস্বতীম্।
কল্পং সারস্বতং চেতি পরিচ্ছেদস্তৃতীয়কঃ ॥ ৭৪

চতুর্থ-পরিচ্ছেদ-বিষয়াঃ

ভুবনেশ্বর্য্যন্নপূর্ণা ত্রিপুটা ত্বরিতা তথা।
নিত্যা বজ্র-প্রস্তারিণী শূলিনী তত্র বক্ষ্যতে ॥ ৭৫
দুর্গা চ জয়দুর্গাখ্যা বাচ্যা মহিষ-মর্দ্দিনী।
বক্ষ্যতে বহুধা তত্র দেবী দক্ষিণ-কালিকা ॥ ৭৬

ইহার পর চণ্ডেশ্বরের, বিশেষভাবে চণ্ডোগ্র-শূলপাণির ও মঞ্জুঘোষের মন্ত্রের উদ্ধারাদি ও স্তব সেইখানে কথিত হইবে। ৭১

ইহার পর ত্র্যম্বক মন্ত্রের উদ্ধারাদি ও মৃত-সঞ্জীবনী বিদ্যা এবং শুক্রের উপাসিত অন্য মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা ও ক্ষেত্রপাল কথিত হইবে। ৭২

ইহার পর ক্ষেত্রপালের বলি, অনন্তর বটুকের মন্ত্র ও তাঁহার বলি কথিত হইবে। অনন্তর লক্ষ্মী, মহালক্ষ্মী ও ধনদার মন্ত্রের উদ্ধারাদি কথিত হইবে। ৭৩

অনন্তর সরস্বতী ও পারিজাত সরস্বতীর মন্ত্রোদ্ধারাদি এবং সারস্বত কল্প কথিত হইবে। এইগুলি তৃতীয় পরিচ্ছেদের বিষয়। ৭৪

অনন্তর চতুর্থ পরিচ্ছেদের প্রতিপাদ্য বিষয় কথিত হইতেছে। এই চতুর্থ পরিচ্ছেদে ভুবনেশ্বরী, অন্নপূর্ণা, ত্রিপুটা, ত্বরিতা, নিত্যা, বজ্রপ্রস্তারিণী ও শূলিনীর মন্ত্রের উদ্ধারাদি কথিত হইবে। ৭৫

ইহার পর দুর্গা, জয়দুর্গা ও মহিষমর্দিনীর মন্ত্রের উদ্ধারাদি কথিত হইবে। সেইখানে দক্ষিণ-কালিকা দেবীর মন্ত্রের উদ্ধারাদি বহু প্রকারে কথিত হইবে। ৭৬

সিদ্ধকালী গুহ্যকালী ভদ্রকালী চ বিস্তরাৎ।
অথ বাচ্যা মহাকালী তথা শ্মশান-কালিকা ॥ ৭৭
অথ নানা-ভেদবতী বাচ্যা গগন-বাসিনী।
তদাবির্ভাব-কথনং হয়গ্রীব-নিরাকৃতিঃ ॥ ৭৮
শাপোদ্ধার-বিচারশ্চ পুজাবিধিরনন্তরম্।
মন্ত্রভেদাশ্চ বক্ষ্যন্তে তারিণীকল্প উত্তমঃ ৭৯
প্রচণ্ড-চণ্ডিকা বাচ্যা বক্ষ্যতে তত্র ভৈরবী।
ত্রিপুরা-ভৈরবী সম্পৎ-প্রদা চ ভৈরবী তথা ॥ ৮০
কৌলেশ-ভৈরবী চৈব ভয়-বিধ্বংসিনী তথা।
ততো বাচ্যা হি পরতো নাম্না সকল-সিদ্ধিদা ॥ ৮১
চৈতন্য-ভৈরবী কামেশ্বরী ষট্‌কুট-ভৈরবী।
ভোগ-মোক্ষপ্রদা চৈব তথা শ্রীরুদ্র-ভৈরবী ॥ ৮২
ভুবনেশ্বরী চ সকলেশ্বরী চ ত্রিপুরা তথা।
অন্নপূর্ণেশ্বরী বাচ্যা ততস্ত্রিপুর-সুন্দরী ॥ ৮৩

ইহার পর সিদ্ধ-কালী, গুহ্য কালী, ভদ্র-কালীর মন্ত্রের উদ্ধারাদি বিস্তৃতভাবে কথিত হইবে। অনন্তর মহাকালী ও শ্মশানকালীর মন্ত্রের উদ্ধারাদি কথিত হইবে। ৭৭

অনন্তর নানাভেদ বিশিষ্ট গগনবাসিনী তারা দেবীর মন্ত্রের উদ্ধারাদি ও তাঁহার আবির্ভাব এবং হয়গ্রীবাদি দৈত্যের পরাজয় কথিত হইবে। ৭৮

ইহার পর শাপোদ্ধারের বিচার, পরে পূজাবিধি, মন্ত্রের ভেদ সমূহ ও উত্তম তারিণী কল্প কথিত হইবে। ৭৯

ইহার পর প্রচণ্ড-চণ্ডিকার মন্ত্রের উদ্ধারাদি ও ভৈরবী, ত্রিপুরা ভৈরবী ও সম্পৎপ্রদা ভৈরবীর মন্ত্রের উদ্ধারাদি কথিত হইবে। ৮০

ইহার পর কৌলেশ ভৈরবী ও ভয়-বিধ্বংসিনী ভৈরবীর মন্ত্রের উদ্ধারাদি কথিত হইবে। তাহার পর নামানুসারে সকল ভৈরবীগণের মন্ত্রের উদ্ধারাদি কথিত হইবে। ৮১

ইহার পর সিদ্ধিপ্রদা-ভৈরবী, চৈতন্য-ভৈরবী, কামেশ্বরী-ভৈরবী, ভোগ-মোক্ষদা-ভৈরবী, ষট্‌কূটা-ভৈরবী ও শ্রীরুদ্র-ভৈরবীর মন্ত্রের উদ্ধারাদি কথিত হইবে। ৮২

তাহার পর সকলেশ্বরী ভুবনেশ্বরী, ত্রিপুরা, বালা ও অন্নপূর্ণেশ্বরী-ভৈরবীর এবং তাহার পর ত্রিপুর-সুন্দরীর মন্ত্রের উদ্ধারাদি কথিত হইবে। ৮৩

অথ প্রবক্ষ্যতে তত্র সদ্বিদ্যা বগলামুখী।
মাতঙ্গ্যুচ্ছিষ্ট-চাণ্ডালী বিদ্যা ধূমাবতী ততঃ ॥ ৮৪

অথ কর্ণপিশাচী চ বিশালাক্ষী ততঃ পরম্।
গৌরী কাত্যায়নী ব্রহ্মশ্রীশ্চ রাজমুখী ততঃ ॥ ৮৫

জ্বালামালিন্যতো বাচ্যা বাচ্যং নিগড়-মোক্ষণম্।
অথ চিটি-প্রকরণং[১] গরুড়-প্রক্রিয়া ততঃ ॥ ৮৬

বিষহরাগ্নি-মন্ত্রাদ্যা[২] মন্ত্রা বাচ্যাস্ততঃ পরম্।
ততো হনুমতঃ কল্পো হনুমৎ-সাধনং ততঃ ॥ ৮৭

আর্দ্রপটী চ বেতাল-সিদ্ধ্যাদি খলু বক্ষ্যতে।
চতুর্থোঽয়ং পরিচ্ছেদঃ পঞ্চমে তু প্রবক্ষ্যতে ॥ ৮৮

পঞ্চম-পরিচ্ছেদ-বিষয়াঃ

গণেশস্য স্তবস্তস্য কবচং কবচং রবেঃ।
স্তব স্তবৌ চ রামস্য রামাষ্ট-শতক-স্তবঃ ॥ ৮৯

অনন্তর সেই চতুর্থ পরিচ্ছেদে সদ্‌বিদ্যা বগলামুখী, মাতঙ্গী, উচ্ছিষ্ট চাণ্ডালিনী ও মহাবিদ্যা ধূমাবতীর মন্ত্রের উদ্ধারাদি কথিত হইবে। ৮৪

ইহার পর কর্ণ-পিশাচী, বিশালাক্ষী, তাহার পর গৌরী, কাত্যায়নী, ব্রহ্মশ্রী ও তাহার পর রাজমুখীর মন্ত্রের উদ্ধারাদি কথিত হইবে। ৮৫

তাহার পর জ্বালামালিনীর মন্ত্রের উদ্ধারাদি ও নিগড়-মোক্ষণ, অনন্তর চিটি প্রকরণ, তাহার পর গরুড় প্রক্রিয়া কথিত হইবে। ৮৬

তাহার পর বিষহর অগ্নি-মন্ত্রাদি মন্ত্র সমূহ, তাহার পর হনুমৎ কল্প ও হনুমৎ সাধন কথিত হইবে। ৮৭

তাহার পর আর্দ্রপটী ও বেতালসিদ্ধি প্রভৃতি কথিত হইবে। ইহাই চতুর্থ পরিচ্ছেদ। পঞ্চম পরিচ্ছেদের বিষয় কথিত হইতেছে। ৮৮

এই পঞ্চম পরিচ্ছেদে প্রথমে গণেশের স্তব ও কবচ, রবির স্তব ও কবচ, রামের দুইটি স্তব ও রামাষ্টশতক স্তব কথিত হইবে। ৮৯

১। খ—চেটিপ্রকরণং। ২। খ—বিষহরাগ্নি-মন্ত্রাভ্যাং মন্ত্রা।

শ্রীরাম-কবচং কৃষ্ণ-স্তোত্রং গোপালক স্তবঃ।
শ্রীকৃষ্ণ-কবচং তত্র নৃসিংহ-কবচং তথা ॥ ৯০

বিষ্ণুনামাষ্টকং নারায়ণোপনিষদুচ্যতে।
অথর্বাঙ্গিরসঞ্চাপামার্জনস্তোত্রমুচ্যতে ॥ ৯১

বিষ্ণোস্তবঃ সরস্বত্যাঃ প্রচণ্ড-চণ্ডিকা-মনোঃ।
স্তবশ্চ কবচং বাচ্যং বগলায়াঃ স্তবস্ততঃ ॥ ৯২

অন্নদা-স্তোত্র-কবচে ভুবনেশ্যাশ্চ তে ততঃ।
ত্রিপুটায়াঃ স্তবদ্বন্দ্বং কবচং তত্র বক্ষ্যতে ॥ ৯৩

দুর্গায়াঃ শতনামাখ্য-স্তোত্রং চ কবচং তথা।
সুন্দর্য্যাঃ স্তোত্র-যুগলং যুগলং কবচস্য চ ॥ ৯৪

লক্ষ্ম্যাঃ স্তোত্রঞ্চ কবচং তারা-স্তোত্রত্রয়ং ততঃ।
কবচ-ত্রিতয়ং চাস্যা মর্দ্দিন্যা অথ বক্ষ্যতে ॥ ৯৫

স্তবশ্চ কবচং তত্র ভৈরব্যা অপি তে ততঃ।
কাল্যাঃ স্তব-দ্বয়ং বাচ্যং কবচ-ত্রিতয়ং তথা ॥ ৯৬

অনন্তর শ্রীরামের কবচ, কৃষ্ণ-স্তোত্র, গোপাল স্তব, শ্রীকৃষ্ণের কবচ ও সেইখানে নৃসিংহ কবচ কথিত হইবে। ৯০

ইহার পর বিষ্ণুর নামাষ্টক ও নারায়ণোপনিষদ্ কথিত হইবে। অথর্বাঙ্গিরস ও অপামার্জন স্তোত্রও কথিত হইবে। ৯১

অনন্তর বিষ্ণুর ও সরস্বতীর স্তব, প্রচণ্ড-চণ্ডিকা দেবীর স্তব ও কবচ, আহার পর বগলার স্তব কথিত হইবে। ৯২

অনন্তর অন্নদার স্তোত্র ও কবচ, ভুবনেশ্বরীর স্তোত্র ও কবচ, ত্রিপুটার দুইটী স্তব ও কবচ সেইখানে কথিত হইবে। ৯৩

ইহার পর দুর্গার শতনাম নামক স্তোত্র ও কবচ, সুন্দরীর দুইটী স্তব ও দুইটী কবচ কথিত হইবে। ৯৪

অনন্তর লক্ষ্মীর স্তোত্র ও কবচ, তারার তিনিটি স্তোত্র ও তিনটি কবচ, অনন্তর এই মহিষ-মর্দিনীর স্তব ও কবচ, তাহার পর ভৈরবীর স্তব ও কবচ, কালীর দুইটি স্তব ও তিনটি কবচ কথিত হইবে। ৯৫-৯৬

শিবস্য কবচং স্তোত্রং[১] ভৈরবস্য স্তবস্তথা।
মুদ্রাপ্রকরণং যোগ-প্রক্রিয়া বহু-ভেদতঃ ॥ ৯৭
কর্মযোগ-জ্ঞানযোগৌ ষট্চক্র-ভেদন-ক্রিয়া।
তত্রাঽস্মৎকীন-পদ্যানি গ্রন্থস্যাত্র সমাপনম্[২] ॥ ৯৮

নামানুশাসনম্

তত্রাদৌ বীজবর্ণানাং সংস্কৃতঃ স্ফুটমুচ্যতে।
গ্রন্থ-প্রবৃত্তয়ে তত্র তুন্তাথাদি ন পূর্বভাক্ ॥ ১
বর্ণোঽক্ষরং রশ্মিবর্ণঃ স্বরাস্তু কথিতা অচঃ।
ব্যঞ্জনানি হলো বর্গাঃ কাদয়োঽষ্টৌ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ২
কাদীনি পঞ্চ-পঞ্চৈব চতুষ্কং যাদি শাদি চ।
লাদি দ্বয়ং চ মালায়াং স্বরস্যাদ্যোঽন্তো[৩] লাদিকঃ ॥ ৩

তাহার পর শিবের স্তোত্র ও কবচ, সেইরূপ ভৈরবের স্তব, মুদ্রা প্রকরণ, বহু প্রকারে ভিন্ন যোগ প্রক্রিয়া কথিত হইবে। ৯৭

অনন্তর কর্মযোগ ও জ্ঞান যোগ, ষট্চক্র ভেদের প্রক্রিয়া ও তাহার পর আমার রচিত পদ্য সমূহ কথিত হইবে। এইখানেই গ্রন্থের সমাপ্তি। ৯৮

প্রতিপাদ্য বিষয়গুলির মধ্যে প্রথমে গ্রন্থে অনায়াসে প্রবৃত্তির জন্য বীজ ও বর্ণসমূহের বাচক সংস্কৃত শব্দ স্পষ্ট কথিত হইতেছে। যে শব্দের অন্তে তু শব্দ আছে, সেইটি তুন্ত শব্দ এবং যে শব্দের আদিতে অথ শব্দ আছে, সেইটি অথাদি শব্দ। তুন্ত শব্দ ও অথাদি শব্দ পূর্ব পদার্থের সঙ্গে অন্বিত হয় না। ১

বর্ণের বাচক শব্দ হইতেছে—বর্ণ, অক্ষর ও রশ্মিবর্ণ। স্বরের বাচক হইতেছে—স্বর, অচ্। ব্যঞ্জনের বাচক হইতেছে—ব্যঞ্জন, হল্। ককারাদি আটটি বর্গ কীর্ত্তিত আছে। ২

ককারাদি পাঁচ পাঁচটি পাঁচটি বর্গ অর্থাৎ ক বর্গ, চ বর্গ, ট বর্গ, ত বর্গ ও প বর্গ। যাদি ও শাদি বর্গ—চারি চারিটি অর্থাৎ য র ল ব এই চারিটি য বর্গ। শ ষ স হ এই চারিটি শ বর্গ এবং লাদি দ্বয়—ল ও ক্ষ, এই দুইটি ল বর্গ। বর্ণমালাতে স্বরের প্রথম বর্ণ অকারটি প্রথম ও অন্ত লাদিক (ক্ষ) অর্থাৎ অ হইতে ক্ষ পর্য্যন্ত বর্ণসমুদায়ই বর্ণমালা। ৩

১। খ—শিবস্য স্তোত্রকবচম্।

২। খ—সমাপনমিত্যনন্তরং—অথ সৃষ্টিক্রমঃ ইত্যারভ্য সৃষ্টিবর্ণনম্। আন্তরপাঠো নাস্তি।

৩। ক—স্বরৈরাদ্যোঽন্তো।

বীজোদ্ধারো বীজবাচক-শব্দাশ্চ

অণুর্মন্ত্রো মনুশ্চাথ সত্যঃ স্যান্নাদ-বিন্দুমান্। ॥ ওঁ ॥
ওঁঙ্কারঃ প্রণবস্তারো বেদাদির্বর্ত্তুলো ধ্রুবঃ ॥ ৪
ত্রৈগুণ্যং ত্রিগুণো ব্রহ্ম সত্যো মন্ত্রাদিরব্যয়ঃ।
ব্রহ্মবীজং ত্রিতত্ত্বঞ্চ পঞ্চরশ্মিস্ত্রিদৈবতঃ ॥ ৫
ব্যোমাগ্নি-বাম-দৃগ্ বিন্দু-নাদৈর্মায়াখ্য-বীজকম্। ॥ হ্রীং ॥
মায়া লজ্জা পরা সম্বিৎ ত্রিগুণা ভুবনেশ্বরী ॥ ৬
হৃল্লেখা শম্ভুবনিতা শক্তিদেবীশ্বরী শিবা।
মহামায়া পার্বতী চ সংস্থানকৃত-রূপিণী।
পরমেশ্বরী চ ভুবনা ধাত্রী জীবনমধ্যগা ॥ ৭
বহ্নি-হীনেন্দ্র-যুঙ্ মায়া স্থিরমায়া প্রকীর্ত্তিতা ॥ ৮ ॥ হ্লীং ॥
শাগ্নি-শান্তি-বিন্দু-নাদৈর্লক্ষ্মী-প্রণব উচ্যতে। ॥ শ্রীং ॥
শ্রীর্লক্ষ্মীর্বিষ্ণুবনিতা রমা ক্ষীরসমুদ্রজা ॥ ৯
ষোড়শ-ব্যঞ্জনং বহ্নি বামাক্ষি বিন্দু সংযুতম্।

মন্ত্রের বাচক শব্দ—অণু, মন্ত্র, মনু। অনন্তর প্রণবের উদ্ধার কথিত হইতেছে। সত্য (ও) নাদ বিন্দু (ঁ) যুক্ত হইলে ওঁকার হয়। ওঁকারের বাচক শব্দ—ওঁকার, প্রণব, তার, বেদাদি, বর্ত্তুল, ধ্রুব, ত্রৈগুণ্য, ত্রিগুণ, ব্রহ্ম, সত্য, মন্ত্রাদি, অব্যয়, ব্রহ্মবীজ, ত্রিতত্ত্ব, পঞ্চরশ্মি ও ত্রিদৈবত। ৪-৫

ব্যোমটি (হ), অগ্নি (র), বামদৃক্ (ঈ), নাদ ও বিন্দু দ্বারা যুক্ত হইলে মায়া বীজ (হ্রীং) হয়। মায়াবীজের বাচক শব্দ—মায়া, লজ্জা, পরা, সম্বিৎ, ত্রিগুণা, ভুবনেশ্বরী, হৃল্লেখা, শম্ভুবনিতা, শক্তি, দেবী, ঈশ্বরী, শিবা, মহামায়া, পার্বতী, সংস্থানকৃত-রূপিণী, পরমেশ্বরী, ভুবনা, ধাত্রী ও জীবনমধ্যগা। ৬-৭

মায়া (হ্রীং) যখন বহ্নি হীন (রকার রহিত) হইয়া ইন্দ্র (লকার) যুক্ত হইয়া হ্লীং হয়, তখন উহা (হ্লীং) স্থিরমায়া নামে কীর্ত্তিত হয়। ৮

শকারটি, অগ্নি (রকার), শান্তি (ঈকার) ও বিন্দুনাদের দ্বারা যুক্ত হইলে লক্ষ্মী প্রণব (লক্ষ্মী বীজ—শ্রীং) কথিত হয়। উহার বাচক শব্দ—শ্রী, লক্ষ্মী, বিষ্ণুবনিতা, রমা ও ক্ষীর-সমুদ্রজা। ৯

ষোড়শ ব্যঞ্জনটি (তকার) বহ্নি (রকার), বামাক্ষি (ঈকার) ও বিন্দু (ং)

বীজ-সমারূঢ়ং বধূবীজমিদং স্মৃতম্ ॥ ১০ ॥ স্ত্রীং ॥

বধূর্বামেক্ষণা যোষিদেকাক্ষী স্ত্রী চ কামিনী ॥ ১১

নাদবিন্দু-সমাযুক্তো দ্বাদশস্তু স্বরো ভগঃ[১] । ॥ ঐং ॥
যোনিঃ সরস্বতী জ্ঞানমধরং বাগভবঞ্চ বাক্ ॥ ১২

হকারো বামকর্ণাঢ্যো নাদবিন্দু-বিভূষিতঃ। ॥ হূঁ ॥
কূর্চং ক্রোধ উগ্রদর্পো দীর্ঘ-হূঙ্কার উচ্যতে।
শব্দশ্চ দীর্ঘকবচং তারা-প্রণব উচ্যতে ॥ ১৩

কামাক্ষরং বহ্নি-সংস্থং রতি-বিন্দু-বিভূষিতম্। ॥ ক্রীং ॥
কালী-বীজমিদং প্রোক্তং রতিবীজং তদেব হি ॥ ১৪

কামাক্ষরং ধরা-সংস্থং রতি-বিন্দু-বিভূষিতম্। ॥ ক্লীং ॥
গুহ্যকালী-বীজমিদং গোপাল-বীজমিত্যপি।
তৎ কাম বীজং কামেশী-বীজং শক্তিস্তু সোঃ পরা[২] ॥ ১৫

সহিত যুক্ত হইয়া চন্দ্র বীজ (সকারে) আরূঢ় (যুক্ত) হইলে ইহা বধূবীজ (স্ত্রীং) বলিয়া কথিত হয়। ১০

বধূবীজের বাচক শব্দ—বধূ, বামা, ঈক্ষণা, যোষিৎ, একাক্ষী, স্ত্রী ও কামিনী। ১১

দ্বাদশ স্বর (ঐ) নাদ ও বিন্দু যুক্ত হইলে বাগ্‌ভব বীজ (ঐং) হয়। উহার বাচক শব্দ—ভগ, যোনি, সরস্বতী, জ্ঞান, অধর, বাগ্‌ভব ও বাক্। ১২

হকারটি বামকর্ণ (উ কার) যুক্ত হইয়া নাদবিন্দু দ্বারা বিভূষিত হইলে কূর্চ বীজ (হূং) হয়। উহার বাচক শব্দ—কূর্চ, ক্রোধ, উগ্রদর্প, দীর্ঘ হূঙ্কার, শব্দ, দীর্ঘ প্রণব ও তারা প্রণব অর্থাৎ এই শব্দগুলি দ্বারা কূর্চ বীজ হূং কথিত হয়। ১৩

কামাক্ষরটি (ককার) বহ্নিতে (রকারে) স্থিত হইয়া রতি (ঈকার) ও বিন্দু দ্বারা বিভূষিত হইলে ইহা কালীবীজ (ক্রীং) বলিয়া উক্ত হয়। তাহাই রতি বীজও হয়। ১৪

কামাক্ষরটি (ক) ধরা ল কারে স্থিত হইয়া রতি ও বিন্দু দ্বারা বিভূষিত হইলেই ইহা গুহ্য-কালীর বীজ ক্লীং হয়। ইহা গোপাল বীজও হয়। তাহা কামবীজ ও কামেশী বীজও। ইহার বাচক শব্দ—শক্তি, সোঃ, পরা। ১৫

১। ক—স্বরোভগঃ। ২। কচিৎ—শক্তিস্বর্গো পরা অর্থাৎ ইনি পরা শক্তি।

সত্যান্তযুক্ ব্যোম সেন্দু শৈবং প্রাসাদমুচ্যতে। ॥ হৌং ॥
কলাত্ত্বং ক্লেদিনীবীজং ক্রোঙ্কারস্ত্বঙ্কুশাভিধঃ। ॥ কৢহ্রীং, ক্রোং ॥
আকারো বিন্দুমান্ পাশঃ শেষশ্চ সমুদীরিতঃ ॥ ১৬ ॥ আং ॥
সকলা ভুবনেশানী কামেশী-বীজমুচ্যতে। ॥ সৃকৢহ্রীং ॥
নমস্তু হৃদয়ং স্বাহা দ্বিঠঠ-যুগলং ঠঠঃ ॥ ১৭ ॥ নমঃ, স্বাহা ॥
চন্দ্রযুগ্মং শিরো বেদমাতা জ্বলনসুন্দরী।
শিখা বষট্ চ কবচং ক্রোধো বর্ম হুমিত্যপি ॥ ১৮ ॥ বষট্, হুং ॥
অত্র নেত্রযুগং বৌষট্ ফড়স্ত্রং শস্ত্রমায়ুধম্। ॥ বৌষট্, ফট্ ॥
তার্ত্তীয়স্তু হ্সৌঃ প্রেত-বীজং হংসোঽজপা-মন্ত্রঃ ॥ ৯ ॥ হ্সৌঃ, হংসঃ ॥
গকারো বিন্দুমান্ বিঘ্ন-বীজং গণেশবীজকম্। ॥ গং ॥
স্মৃতিস্থং মাংসমৌ-বিন্দুযুতং ভূবীজমীরিতম্ ॥ ২০ ॥ গ্লৌং ॥
ঠান্তং দহন-নেত্রেন্দু-যুতং তু বিম্ববীজকম্। ॥ ড্রীং ॥
অথ কামকলা বামনয়নং বিন্দুসংযুতম্ ॥ ২১ ॥ ঈং ॥

ব্যোম (হ) সত্যান্ত (ঔকার) যুক্ত হইয়া ইন্দুর সহিত বর্ত্তমান হইলে (হৌং) হয়। ইহা শৈব প্রাসাদ বীজ কথিত হয়।

কৢহ্রীং ক্লেদিনী বীজ, ক্রোংকার অঙ্কুশ নামক বীজ, বিন্দু যুক্ত আকার (আং) পাশবীজ। উহা শেষ বলিয়া কথিত হইয়াছে। ১৬

স্ ক্ ল্ ও ভুবনেশানী (হ্রীং) কামেশী বীজ বলিয়া কথিত হয়। হৃদয় হইতেছে নমঃ। দ্বিঠ, ঠ যুগল ও ঠ ঠ হইতেছে স্বাহা। ইহার বাচক শব্দ হইতেছে চন্দ্রযুগ্ম, শিরঃ, বেদমাতা, জ্বলন-সুন্দরী। শিখা হইতেছে বষট্। কবচ, ক্রোধ ও বর্ম হইতেছে হুং। ১৭-১৮

তন্ত্রে নেত্র-যুগ হইতেছে বৌষট্। অস্ত্র, শস্ত্র, আয়ুধ হইতেছে ফট্। তার্ত্তীয়, প্রেতবীজ হইতেছে হ্সৌঃ। অজপা মন্ত্র হইতেছে হংসঃ। ১৯

বিন্দু যুক্ত গকার (গং) হইতেছে বিঘ্নবীজ, গণেশবীজ। স্মৃতি-(গকার) গত মাংসটি (ল), ঔ এবং বিন্দু যুক্ত হইলে গ্লৌং হয়। ইহাই ভূবীজ। ২০

ঠান্তটি (ড) দহন (র) নেত্র (ই) ও বিন্দু যুক্ত হইলে ড্রিং হয়। ইহা বিম্ববীজ। বামনয়ন (ঈ) বিন্দুযুক্ত হইলে কামকলা-বীজ ঈং হয় *। ২১

* তন্ত্রে ব্যবহৃত বীজসমূহের মধ্যে এখানে কয়েকটীমাত্র বীজ ও তাহার কয়েকটিমাত্র বাচক শব্দ উল্লিখিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া বহু বীজ ও বহু বাচক শব্দ আছে। তাহা তন্ত্রাভিধানে দ্রষ্টব্য। নবভারত প্রকাশিত তন্ত্রাভিধানটি শেষে প্রকাশিত হওয়ায় উহাই বর্ত্তমানে শ্রেষ্ঠ ও বিশুদ্ধ।

স্বরবর্ণবাচক-শব্দাঃ

অঃ শ্রীকণ্ঠো মাতৃকাদ্যোঽনন্তো বিষ্ণুরনুত্তরঃ।
আ বিষ্ণুশয়নং শেষোঽনন্তো নারায়ণোঽম্বুধিঃ ॥ ২২

দীর্ঘঃ প্রতিষ্ঠা ইনে ত্রং সূক্ষ্মং দক্ষিণ-লোচনম্।
ঈ বামনেত্রং শান্তিশ্চ ত্রিমূর্ত্তিরিন্দিরা রতিঃ ॥ ২৩

মহামায়া বিন্দুমতী সর্পিণী বিন্দুমালিনী।
মায়া কলা চ সূক্ষ্মান্তো দক্ষাক্ষি পরমেশ্বরী ॥ ২৪

কলা চাথ উকারঃ স্যাৎ শিবঃ কর্ণশ্চ মোহনঃ।
ঊর্বামশ্রুতিরর্ঘীশঃ সূত্রঞ্চ মধুসূদনঃ ॥ ২৫

ঋর্নাসিকা দেবমাতা ৠঃ ক্রোধ-বামনাসিকা।
ঌকারো দক্ষ-গণ্ডঃ স্যাৎ ৡকারো বাম-গণ্ডকঃ ॥ ২৬

একারো বাম-গণ্ডান্তঃ শক্তি-ঝিণ্টি-ভগস্তথা।
মোক্ষবীজং চ বিজয়া ওষ্ঠ একাদশ-স্বরঃ ॥ ২৭

ঐকারো যোনিরধরো দন্তান্তো ভৌতিকস্তথা।
ওকার উর্ধ্ব-দন্তঃ স্যাৎ সত্যশ্চ প্রণবাংশকঃ ॥ ২৮

বর্ণসমূহের বাচক শব্দ কথিত হইতেছে। অকার বাচক শব্দ—অ, শ্রীকণ্ঠ, মাতৃকাদ্য, অনন্ত, বিষ্ণু ও অনুত্তর। আকার বাচক শব্দ—আ, বিষ্ণুশয়ন, শেষ, অনন্ত, নারায়ণ, অম্বুধি, দীর্ঘ, প্রতিষ্ঠা। ইকার বাচক শব্দ—ই, নেত্র, সূক্ষ্ম, দক্ষিণ লোচন। ঈকার বাচক শব্দ—ঈ, বামনেত্র, শান্তি, ত্রিমূর্ত্তি, ইন্দিরা, রতি, মহামায়া, বিন্দুমতী, সর্পিণী, বিন্দুমালিনী, মায়া, কলা, সূক্ষ্মান্ত, দক্ষাক্ষি, পরমেশ্বরী, কলা। অনন্তর উকার বাচক শব্দ—উ কার, শিব, কর্ণ, মোহন। ঊকার বাচক শব্দ—ঊ, বামশ্রুতি, অর্ঘীশ, সূত্র ও মধুসূদন। ২২-২৫

ঋকার বাচক শব্দ—ঋ, নাসিকা দেবমাতা। ৠকার বাচক শব্দ—ক্রোধ ও বামনাসিকা। ঌকার বাচক শব্দ—ঌ, দক্ষগণ্ড। ৡকার বাচক শব্দ—বামগণ্ড। ২৬

একার বাচক শব্দ—একার, বামগণ্ডান্ত, শক্তি, ঝিণ্টি, ভগ, মোক্ষবীজ, বিজয়া, ওষ্ঠ, একাদশ স্বর। ২৭

ঐকার বাচক শব্দ—ঐকার, যোনি, অধর, দন্তান্ত, ভৌতিক। ওকার বাচক শব্দ—ওকার, উর্ধ্বদন্ত, সত্য, প্রণবাংশক। ২৮

ঔকারঃ শেষো দশনঃ সত্যাস্তো মনুরীরিতঃ।
অং শশী বিন্দুরর্দ্ধেন্দু-মৃগাঙ্কঃ কেবলঃ শিবঃ ॥ ২৯
শূন্যমূর্ধ্বমুখঃ কামো গগনং বুদ্বুদো লবঃ।
ক্বচিদ্ বিন্দু-পদেনাপি সনাদো বিন্দুরুচ্যতে ॥ ৩০
অঃ সর্গো রসনা বক্ত্রং বিসর্গশ্চ দ্বিবিন্দুকঃ।
নাদোঽর্দ্ধেন্দুরর্দ্ধমাত্রা কলা বাণী সদাশিবঃ।
অনুচ্চার্য্যা তুরীয়া চ বিশ্বমাতৃকলা পরা ॥ ৩১

স্বরবর্গঃ

ব্যঞ্জনবর্ণবাচক-শব্দাঃ

কঃ ক্রোধীশো মহাকালী কামশ্চক্রী প্রজাপতিঃ ॥
ব্রহ্মা দক্ষিণ-বাহুশ্চ বর্গাদিঃ কাকিনী করঃ ॥ ৩২
খঃ কান্তঃ খড়্গিনী ঋদ্ধিঃ কফোণিঃ শূন্যমিন্দ্রিয়ম্।
গস্তু পঞ্চান্তকো গৌরী স্মৃতির্গঙ্গা গণেশ্বরঃ ॥ ৩৩
ঘঃ খড়্গী ঘুর্ঘুরো ঘণ্টা ঙস্তু দক্ষনখো বিষম্।
চঃ কূর্মশ্চঞ্চলশ্চণ্ডী বামদোর্মূলমিত্যপি ॥ ৩৪

ঔকার বাচক শব্দ—ঔকার, শেষ, দশন, সত্যান্ত, মনু। অংকার বাচক শব্দ—শশী, বিন্দু, অর্দ্ধেন্দু, মৃগাঙ্ক, কেবল, শিব, শূন্য, ঊর্ধ্বমুখ, কাম, গগন, বুদ্বুদ ও লব। কোন স্থলে বিন্দুপদের দ্বারা সনাদ বিন্দু কথিত হইয়া থাকে। ২৯-৩০

অঃ-কার বাচক শব্দ—সর্গ, রসনা, বক্ত্র, বিসর্গ, দ্বিবিন্দু, নাদ, অর্দ্ধেন্দু, অর্দ্ধমাত্রা, কলা, বাণী, সদাশিব, অনুচ্চার্য্যা, তুরীয়া, বিশ্বমাতৃকলা ও পরা। ৩১

স্বরবর্গের বাচক শব্দ কথিত হইল।

ক-কার বাচক—ক, ক্রোধীশ, মহাকালী, কাম, চক্রী, প্রজাপতি, ব্রহ্মা, দক্ষিণবাহু, বর্গাদি, কাকিনী ও কর। ৩২

খ-কার বাচক শব্দ—খ, কান্ত, খড়্গিনী, ঋদ্ধি, কফোণী, শূন্য, ইন্দ্রিয়।

গ-কার বাচক শব্দ—গকার, পঞ্চান্তক, গৌরী, স্মৃতি, গঙ্গা, গণেশ্বর। ৩৩

ঘ-কার বাচক শব্দ—ঘ, খড়্গী, ঘুর্ঘুর, ঘণ্টা। ঙ-কার বাচক শব্দ—ঙ, দক্ষনখ ও বিষ। চ-কার বাচক শব্দ—চ, কূর্ম, চঞ্চল, চণ্ডী, বামদোর্মূল। ৩৪

ছ একনেত্রো বৃষলী দ্বিশিরা বাম-কূর্পরঃ।
জঃ স্থিরা বিজয়া ঝস্তু ঝঙ্কারী কঙ্কণঃ কুহুঃ ॥ ৩৫

ঞকারো বামনখরষ্টস্তু টঙ্কার উচ্যতে।
ঠষ্টান্তো লাঙ্গলী ডস্তু ডাকিনীবীজমুচ্যতে ॥ ৩৬

ঢকারো ধনদঃ শূরো নির্গুণো নিধনো ধ্বনিঃ।
ণো ঢান্তো দ্বিমুখস্তঃ স্যাদাষাঢ়ী পৃষ্ঠ-পৃচ্ছকঃ ॥ ৩৭

থকারস্তু মহাগ্রন্থির্দস্তত্রিস্থান্ত ইত্যপি।
ধো মীনেশস্ত-তুর্য্যশ্চ দান্তস্তোয়ঞ্চ শঙ্খিনী ॥ ৩৮

নকারো দীর্ঘমেষেশাঃ পঃ পার্শ্বং লোহিতোঽপি চ।
ফঃ পান্তো বামপার্শ্বঞ্চ বকারস্তু যুগন্ধরঃ।
সুরভির্মুখ-বিষ্ণু চ সংহারো বসুধাধিপঃ ॥ ৩৯

ভকারো ভ্রামরো ভীমো দ্বিরণ্ডো ভূষণং ভয়ম্।
মো ভান্তো জঠরো যাদিরাদিত্যো রুদ্র-যোগিনী।
ভানুঃ কালশ্চ কালেশো বিষং পাবক-মণ্ডলম্ ॥ ৪০

ছ-কার বাচক শব্দ—ছ, একনেত্র, বৃষলী, দ্বিশিরঃ, বামকূর্পর। জ-কার বাচক শব্দ—স্থিরা, বিজয়া। ঝ-কার বাচক শব্দ হইতেছে—ঝ, ঝঙ্কারী, কঙ্কণ ও কুহু। ৩৫

ঞ-কার বাচক শব্দ—ঞ, বামনখর। ট-কার বাচক শব্দ—ট, টঙ্কার। ঠ-কার বাচক শব্দ—ঠ, টান্ত, লাঙ্গলী। ড-কার বাচক শব্দ—ড, ডাকিনীবীজ। ৩৬

ঢ-কার বাচক শব্দ—ধনদ, শূর, নির্গুণ, নিধন ও ধ্বনি। ণ-কার বাচক শব্দ—ণ, ঢান্ত ও দ্বিমুখ। ত-কার বাচক শব্দ—ত, আষাঢ়ী, পৃষ্ঠ-পৃচ্ছক। ৩৭

থ-কার বাচক শব্দ—থ ও মহাগ্রন্থি। দ-কার বাচক শব্দ—দ, অত্রি ও থান্ত। ধ-কার বাচক শব্দ—ধ, মীনেশ, ত-তুর্য্য, দান্ত, তোয়, শঙ্খিনী। ৩৮

ন-কার বাচক শব্দ—ন, দীর্ঘ, মেষ, ঈশ। প-কার বাচক শব্দ—প, পার্শ্ব, লোহিত। ফ-কার বাচক শব্দ—ফ, পান্ত, বাম-পার্শ্ব। ব-কার বাচক শব্দ—ব, যুগন্ধর, সুরভি, মুখবিষ্ণু, বসুধাধিপ। ৩৯

ভ-কার বাচক শব্দ—ভ, ভ্রামর, ভীম, দ্বিরণ্ড, ভূষণ, ভয়। ম-কার বাচক শব্দ—ম, ভান্ত, জঠর, যাদি, আদিত্য, রুদ্র-যোগিনী, ভানু, কাল, কালেশ, বিষ, পাবক-মণ্ডল। ৪০

যো বাণী বরুণো মান্তো মরুদ্ রেফস্তু রাকিণী।
রক্তং বহ্নির্লস্তু মাংসং ধরা শক্রশ্চ লাকিনী ॥ ৪১
বো বালো বারুণী সূক্ষ্মা বরুণো বেদ-সংজ্ঞকঃ।
তোয়ং লান্তশ্চ রামাংশঃ শো বান্তো বপরো বকঃ ॥ ৪২
ষঃ শ্বেতো বাসুদেবশ্চ সঃ কুলং সাকিনী পরা।
ভৃগ্বীশঃ শক্তিরমৃতং দেবী জীবো ভৃগুঃ শশী ॥ ৪৩
শুক্রশ্চাথ হকারো হঃ প্রাণঃ সান্তঃ শিবো বিয়ৎ।
অকুলো নকুলীশশ্চ হংসঃ শূন্যঞ্চ হাকিনী ॥ ৪৪
অনন্তো নকুলী জীবঃ পরমাত্মা ললাটজঃ।
ক্ষস্তু সম্বর্ত্তকো হান্তো বর্ণান্ত্যোঽন্ত্যশ্চ লোহিতঃ ॥ ৪৫

ব্যঞ্জনবর্গঃ

ইতি নামানুশাসনম্

শব্দস্যৈকস্য বর্ণ-বীজ-বাচকত্বম্

অত্র হৃদয়-বামনেত্রাদি-পদান্নমস্কারেকারাদি-বোধে ষড়ঙ্গ-মাতৃকা-ন্যাসৌ

য-কার বাচক শব্দ—য, বাণী, মরুৎ, মান্ত ও মরুৎ। র-কার শব্দ—র, রাকিণী, রক্ত ও বহ্নি। ল-কার বাচক শব্দ—ল, মাংস, ধরা, শক্র, লাকিনী। ৪১

ব-কার বাচক শব্দ—ব, বাল, বারুণী, সূক্ষ্ম, বরুণ. বেদ, তোয়, লান্ত ও রামাংশ। শ-কার বাচক শব্দ—শ, বান্ত, বপর ও বক। ৪২

ষ-কার বাচক শব্দ—ষ, শ্বেত, বাসুদেব। স-কার বাচক শব্দ—স, কুল, সাকিনী, পরা, ভৃগ্বীশ, শক্তি, অমৃত, দেবীবীজ, ভৃগু, শশী ও শুক্র। হ-কার বাচক শব্দ—হ, প্রাণ, সান্ত, শিব, বিয়ৎ, অকুল, নকুলীশ. হংস, শূন্য, হাকিনী, অনন্ত, নকুলী, জীব, পরমাত্মা ও ললাটজ। ক্ষ-কার বাচক শব্দ—ক্ষ, সম্বর্ত্তক, হান্ত, বর্ণান্ত, লোহিত। ইহাই ব্যঞ্জন বর্ণের বাচক শব্দ বর্গ। ৪৩-৪৫

নামানুশাসন সমাপ্ত হইল *।

এই নামানুশাসনে উক্ত এক একটি শব্দ কোন স্থলে বীজকে বুঝায়, কোন স্থলে বর্ণকে বুঝায়। এইরূপ বোধে নিয়ামক কি? তাহা গ্রন্থকার বিচার করিয়া বলিতেছেন—

এই নামানুশাসনে হৃদয় ও বামনেত্রাদি পদ হইতে নমস্কার ও ঈ-কারাদি বোধে

---

* বর্ণসমূহের আরও বহু বাচক শব্দ আছে। তাহা নব প্রকাশিত নবভারতের তন্ত্রাভিধানে দ্রষ্টব্য।

শ্রীকণ্ঠ-নারায়ণাদি-পদাদকারাকারাদি-বোধে শ্রীকণ্ঠ-কেশবকীর্ত্তি ন্যাসৌ নিয়ামকৌ বোধ্যৌ ॥ ৪৬

ইদমত্রাবধেয়ম্—কামাদি-পদেন ককারাদিবর্ণ-বিশেষো বীজবিশেষশ্চাভিধীয়তে। তত্র চ যত্র বীজাদিপদ-বীজয়োঃ সমভিব্যাহারস্তত্র বীজম্, যথা—শ্রীবীজ-মায়া-স্মর-যোনিশক্তিরিত্যত্র ষোড়শী-প্রস্তাবে বীজপদ-সমভিব্যাহারাৎ শ্রীঃ শ্রীবীজম্, ন তু "জ্ঞানাঽমৃতা কপর্দী শ্রীঃ পীঠেশোঽগ্নিঃ সমাতৃক" ইতি বর্ণাভিধান-দর্শনাদ্ দ্বাদশস্বরঃ। এবঞ্চ শ্রীবীজ-সাহচর্য্যান্মায়া লজ্জাবীজম্, ন তু চতুর্থস্বরঃ। স্মরঃ কামবীজম্, ন তু বর্গাদিঃ। যোনির্যোনিবীজং বাগ্ ভবম্, ন তু একাদশ স্বরঃ। শক্তিঃ পরাবীজম্, ন তু একাদশ স্বরঃ তেষাং তথাত্বে প্রমাণং বচনান্তরমেব। যত্র চ ন বীজপদাদি-সমভিব্যাহারস্তত্র বর্ণ এব। যথা—"কৃত্বা তু মাদনঞ্চাদৌ তৎপাতালে ভগং কুরু" ইতি কামরাজ-বাগ্-ভবোদ্ধারে মাদনঃ ককারো ন তু কামবীজম্। ভগ একাদশ স্বরো ন তু বাগ্‌ভব-বীজম্ ॥ ৪৭

ষড়ঙ্গন্যাস ও মাতৃকান্যাস এবং শ্রীকণ্ঠ ও নারায়ণাদি পদ হইতে অ-কার ও আ-কারাদি বোধে শ্রীকণ্ঠ ন্যাস ও কেশব কীর্ত্তি ন্যাস নিয়ামক জানিবেন। ৪৬

এ স্থলে ইহা মনোযোগ পূর্বক বুঝিতে হইবে—কামাদি পদের দ্বারা ক-কারাদি বর্ণ-বিশেষ ও বীজ-বিশেষ কথিত হয়। তন্মধ্যে যেখানে বীজাদি পদ ও বীজের সমভিব্যাহার (একত্র অবস্থান বা সম্বন্ধ) আছে, সেখানে শব্দ বীজকে বুঝায়। ইহার উদাহরণ যথা—ষোড়শী প্রস্তাবে "শ্রীবীজ-মায়া স্মরযোনি-শক্তিঃ"—এই স্থলে বীজ পদের সমভিব্যাহারবশতঃ শ্রী শব্দটী শ্রীবীজকে বুঝায়, কিন্তু "জ্ঞানামৃতা কপর্দী শ্রীঃ পীঠেশোঽগ্নিঃ সমাতৃকঃ" এই বর্ণাভিধান অনুসারে দ্বাদশ স্বর ঐ-কারকে বুঝায় না। এইরূপ শ্রীবীজের সাহচর্য্যবশতঃ মায়া শব্দটি লজ্জা বীজকে বুঝায়, কিন্তু চতুর্থ স্বর ঈকে বুঝায় না, স্মর শব্দটি কামবীজ ক্লীংকে বুঝায়, কিন্তু বর্গাদি ক-কারকে বুঝায় না; যোনি শব্দটি যোনিবীজ বাগ্‌ভবকে বুঝায়, কিন্তু একাদশ স্বরকে বুঝায় না; শক্তি শব্দটি পরাবীজকে বুঝায়, কিন্তু একাদশ স্বরকে বুঝায় না। সেই সেই শব্দগুলি বীজকেই বুঝায়, বর্ণকে বুঝায় না, এ বিষয়ে বচনান্তরই প্রমাণ। যে স্থলে বীজ পদাদি শব্দের সমভিব্যাহার নাই, সে স্থলে শব্দটি বর্ণকেই বুঝায়। ইহার উদাহরণ যথা—কামরাজ বাগ্‌ভবের উদ্ধার স্থলে "কৃত্বা তু মাদনঞ্চাদৌ তৎপাতালে ভগং কুরু"

বস্তুতস্তু অত্র সমভিব্যাহার-তদভাবৌ ন নিয়ামকৌ, ভৃগুঃ কামঃ ক্ষমা মায়া কামরাজাভিধা মতেতি কামরাজশক্তি-কূটোদ্ধারে মায়ায়া বীজত্বেন কামাদীনাং বীজত্বাপাতাৎ, কামাদীনাং বর্ণতয়া মায়ায়া চতুর্থ-স্বরত্বাপাতাৎ। পরন্তু গুরূপদেশ-বচনান্তরৈকবাক্যত্বাভ্যাং তাৎপর্যমবগত্য ব্যবহর্ত্তব্যম্। অন্যথা লক্ষ্মীঃ পরা মদন-যোনি-যুতা চ শক্তিরিতি ষোড়শ্যাং পরাপদেন বালা-পরাবীজং মায়াবীজং বা গ্রাহ্যমিত্যত্র নিয়ামকং ন স্যাৎ। ৪৮

কূটঘটক-ব্যঞ্জনানামদন্ততানিরাসঃ

নন্বু যত্র সামান্যতো বর্ণো নির্দিশ্যতে, তত্রাঽদন্ত এব গ্রাহ্যঃ। যথা—অগ্নির্বরুণ-সংরুদ্ধো দবাগ্ বাদিনি ঠদ্বয়মিত্যাদৌ। যত্র চ মিলনাদি-বোধক-পদযোগস্তত্র মিলিত এব। যথা—কামাক্ষরং বহ্নি-সংস্থং রতিবিন্দু-সমন্বিত-মিত্যাদৌ। এবঞ্চ কূট-ঘটিত-সুন্দর্য্যাদি-মন্ত্রেষু সামান্যতে নির্দেশাৎ ককারাদি-বর্ণা অদন্তত্বেন ব্যবহার্য্যা উচ্চার্য্যাশ্চ স্যুঃ ॥ ৪৯

এই স্থলে মদন শব্দটি ক-কারকে বুঝায়, কিন্তু কামবীজকে বুঝায় না, ভগ একাদশ স্বরকে বুঝায়, কিন্তু বাগ্‌ভব বীজকে বুঝায় না। ৪৭

বস্তুতঃ এই সমভিব্যাহার ও তাহার অভাব ইহার নিয়ামক নহে। কারণ কামরাজ-শক্তিকূটের উদ্ধারে "ভৃগুঃ কামঃ ক্ষমা মায়া কামরাজাভিধা মতা" এই স্থলে মায়া বীজ বলিয়া কামাদিও বীজ বোধক হইয়া পড়িবে এবং কামাদি বর্ণ বলিয়া মায়াও চতুর্থ-স্বরের বোধক হইয়া পড়িবে। অতএব গুরুর উপদেশ ও অন্য বচনের একবাক্যতা দ্বারা তাৎপর্য্য অবগত হইয়া ব্যবহার কর্ত্তব্য। অন্যথা "লক্ষ্মীঃ পরা মদনযোনি-যুতা চ শক্তিঃ" এই ষোড়শীর মন্ত্রোদ্ধার স্থলে পরাপদের দ্বারা বালা পরাবীজ অথবা মায়া-বীজ গৃহীত হইবে? এই স্থলে কোন নিয়ামক থাকিবে না। ৪৮

আচ্ছা, যেখানে সামান্যভাবে বর্ণ নির্দিষ্ট হয়, সেখানে অকারান্ত বর্ণ গ্রহণীয়। ইহার উদাহরণ যথা—অগ্নির্বরুণসংরুদ্ধো দবাগ্ বাদিনি ঠ-দ্বয়ম্" ইত্যাদি স্থলে অগ্নি, বরুণ প্রভৃতি শব্দ-বোধ্য দকার, বকার প্রভৃতি বর্ণ অকারান্তই গৃহীত হইয়াছে। যেখানে মিলনাদি বোধক পদের যোগ রহিয়াছে, সেখানে মিলিত বর্ণই গ্রহণীয়। ইহার উদাহরণ যথা—"কামাক্ষরং বহ্নিসংস্থম্" ইত্যাদি স্থলে মিলিত বোধক সংস্থ শব্দের যোগে সংযুক্ত ক্র বর্ণই গৃহীত হইয়াছে। তাহা হইলে কূট ঘটিত সুন্দরী প্রভৃতির মন্ত্রসমূহে সামান্যভাবে বর্ণের নির্দেশ থাকায় ককারাদি বর্ণ সমূহ অকারান্ত-রূপে ব্যবহার্য্য ও উচ্চার্য্য হউক। ৪৯

ন চৈক-কূট-ঘটকানামনেক-ব্যঞ্জনানাং পৃথক্-স্বরবত্ত্বং নাস্তীতি বাচ্যম্, প্রমাণাভাবাৎ, উচ্চারণ-বৈজাত্যাপাতাৎ, অদ্রির্বরুণ-সংরুদ্ধ ইত্যাদাবপি বকার-দকারাদীনাং স্বররাহিত্যাপাতাচ্চেতি চেৎ। ৫০

কূটলক্ষণম্

অত্র ব্রূমঃ—কূট-ঘটকানাং পৃথক্-স্বরত্বং নাস্ত্যেব, অন্যথা কূটত্ব-ব্যাঘাতঃ। স্বররহিত-স্বরপূর্বস্থানেকবর্ণ-ঘটিতত্বং হি কূটত্বম্। মধ্যগত-বর্ণাস্তু সুতরাং স্বর-রহিতা এব, অনেকত্ব-নিবেশান্মায়া-বীজাদৌ নাতিপ্রসঙ্গঃ। তাদৃশ-বর্ণদ্বয়-ঘটিত-ভৈরবী-কূটাদাবব্যাপ্তেরতো ভূয়স্ত্বমনিবেশ্যাঽনেকত্বমুক্তম্। স্বররহিত-হকার-বিন্দু-ঘটিত-মায়ায়ামতিব্যাপ্তিবারণায়—স্বরপূর্বস্থেতি। স্বরপূর্বস্থ-হকার-

---

একটি কূট মন্ত্রের ঘটক অনেক বর্ণের পৃথক্ স্বরবত্ত্ব নাই, ইহা বলা যায় না; কারণ উহাতে প্রমাণ নাই এবং উচ্চারণের বৈজাত্য উপস্থিত হয় ও অদ্রির্বরুণ-সংরুদ্ধ ইত্যাদি স্থলে বকার ও দকারাদির স্বর-শূন্যত্ব প্রসঙ্গ হয়। এইরূপ যদি বলেন। ৫০

এস্থলে তাহার উত্তরে বলিব—না, কূট-ঘটক বর্ণসমূহের পৃথক্ স্বরবত্তা নাইই। ইহা স্বীকার না করিলে কূটত্বের ব্যাঘাত হইবে। স্বরের পূর্বস্থিত স্বর-রহিত অনেক বর্ণ হইতেছে কূট। মধ্যগত বর্ণসমূহ কিন্তু সুতরাং স্বর রহিতই হইবে। স্বরের পূর্বস্থিত স্বর-রহিত অনেক বর্ণকে কূট বলায় মায়াবীজে এই কূট-লক্ষণের অতিপ্রসঙ্গ হয় না। কারণ মায়াবীজে (হ্রীং কারে) স্বরের পূর্বে একটি মাত্র স্বররহিত বর্ণ থাকিলেও স্বর-রহিত অনেক বর্ণ নাই (র স্বরযুক্ত, হ মাত্র স্বর-রহিত)। স্বর-রহিত স্বর-পূর্বস্থ ভূয়ো বর্ণকে (বহু বর্ণকে) কূট বলিলে তাদৃশ বর্ণদ্বয় ঘটিত ভৈরবী কূটাদিতে অব্যাপ্তি হয়, এই জন্য কূট-লক্ষণে ভূয়স্ত্ব নিবেশ না করিয়া অনেকত্ব উক্ত হইয়াছে। ভৈরবী কূটে স্বর-রহিত দুইটী বর্ণ আছে। দুইটী বর্ণ অনেক, কিন্তু বহু নহে। তিন বা তিনের অধিক সংখ্যাকে বহু বলে। সুতরাং ভৈরবীকূটে স্বরের পূর্বে স্বর রহিত অনেক বর্ণ থাকায় অব্যাপ্তি হয় না। স্বর রহিত হকার ও বিন্দুঘটিত মায়াতে অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য 'স্বর-পূর্বস্থ' এই শব্দটি লক্ষণে প্রযুক্ত হইয়াছে। স্বর-রহিত অনেক বর্ণ ঘটিত হইলেই কূট হয় না। স্বরের পূর্বে স্বর-রহিত অনেক বর্ণ থাকিলে তবেই কূট হয়। মায়াবীজে স্বরের পূর্বে স্বররহিত হ এবং স্বরের পরে ং হওয়ায় স্বরের পূর্বে স্বর-রহিত অনেক বর্ণ না থাকায় মায়াবীজে অতিব্যাপ্তি হয় না। স্বর-পূর্বস্থ অনেক বর্ণ ঘটিতকে কূট বলিলে স্বর-পূর্বস্থ হকার ও রেফ ঘটিত মায়াবীজে অতিব্যাপ্তি হয় অর্থাৎ মায়াবীজও কূট হইয়া পড়ে। তাই কূটের লক্ষণে "স্বর-রহিত' এই বিশেষণ প্রযুক্ত

রেফ-ঘটিতত্বান্মায়ায়ামতিব্যাপ্তিরতঃ—স্বররহিতেতি। এবঞ্চ বালা-ত্রিকূটে কামবীজাত্মক-সুন্দরী-ত্রিকূটে ষোড়শী-ঘটক-মায়াদৌ চ কূটত্বং গৌণমেব। বধূবীজস্য তু কূটত্বমিষ্টমেব। ন চৈবং ভূয়ঃ-স্বরমাত্র-ঘটিতস্য কূটত্বং স্যাদিতি বাচ্যম্, তাদৃশস্যাঽসম্ভবাৎ, সম্ভবে বা তত্র কূটত্বস্যেষ্টত্বাৎ। অগ্নির্বরুণ ইত্যাদৌ মন্ত্রস্য কূটত্বং নাস্ত্যেবেতি তত্র পৃথক্ স্বরসিদ্ধিঃ।। ৫১

কূটঘটক-ব্যঞ্জনস্যাদন্তত্বেনোচ্চারণম্

এবঞ্চ কূট-ঘটকানাং স্বররহিতত্বেঽপ্যদন্তত্বেনোচ্চারণমাবশ্যকমেব, অতএব দুর্বাসঃ-কূটে 'মায়াস্থানে হরী বর্ণযুগলঞ্চ ক্রমাল্লিখেদি'ত্যত্র হকারস্যাদন্তত্বেনোচ্চারণং সাধু সংগচ্ছতে। অতএব চ সুন্দরী মন্ত্র-বিশেষোদ্ধারে বিষ্ণুরীশস্ততো-হান্ত ইত্যত্র বিষ্ণুরীশ ইত্যনেন হকারস্যাঽদন্তত্বং বক্ষ্যতে, অন্যথা তত্র বিষ্ণু-পদ-বৈয়র্থ্যাপত্তেঃ। এবং পঞ্চম্যাং কামং বিষ্ণু-যুতমিত্যত্রাপি বোধ্যম্। এতেনাঽর্দ্ধনারীশ্বরাদি-মন্ত্রা অপি ব্যাখ্যাতা ইতি তত্ত্বম্ ॥ ৫২

হইয়াছে। মায়াবীজ হ্রীংকারে স্বরের পূর্বে স্বর-রহিত অনেক বর্ণ না থাকায় মায়াবীজে অতিব্যাপ্তি হয় না। কূটের লক্ষণ এই হইলে বালা ত্রিকূটে, কামবীজাত্মক সুন্দরীর ত্রিকূটে এবং ষোড়শী মন্ত্রের ঘটক মায়াদিতে কূটত্ব গৌণই। বধূবীজের কূটত্ব অভিপ্রেতই। বহু স্বরমাত্র ঘটিত বর্ণ সমুদায়ই কূট হউক, ইহা বলা যায় না। কারণ তাদৃশ কূটমন্ত্র সম্ভব নহে। সম্ভব হইলে তাহার কূটত্ব অভিপ্রেতই। "আগ্নির্বরুণ" ইত্যাদি স্থলে মন্ত্রের কূটত্ব নাইই। এইজন্য সেস্থলে পৃথক্‌ভাবে স্বরের সিদ্ধি হইয়াছে। ৫১

এইরূপে কূট ঘটক বর্ণ সমূহ স্বর-রহিত হইলেও অকারান্তরূপেই তাহাদের উচ্চারণ আবশ্যকই। এই জন্য দুর্বাসঃকূটে 'মায়াস্থানে হরী বর্ণযুগলঞ্চ ক্রমাল্লিখেৎ' ইত্যাদি স্থলে হকারের অকারান্তরূপে উচ্চারণ সুসঙ্গত হয়। অতএব সুন্দরীর মন্ত্র বিশেষের উদ্ধারে 'বিষ্ণুরীশস্ততো হান্ত' এই স্থলে বিষ্ণুরীশ এই শব্দের দ্বারা হকারের অকারান্ততা কথিত হইবে। অন্যথা সেস্থলে বিষ্ণুপদের ব্যর্থতার আপত্তি হইবে। এইরূপ পঞ্চমীতে 'কামং বিষ্ণুযুতম্' এই স্থলেও জানিবে। ইহা দ্বারা অর্দ্ধনারীশ্বর প্রভৃতির মন্ত্রগুলিও ব্যাখ্যাত হইল। ইহাই তত্ত্ব। ৫২

অথ সৃষ্টিক্রমঃ

যথা সময়াতন্ত্রে— শ্রীদেব্যুবাচ—

কথিতং পরমং জ্ঞানং শিব-শক্ত্যাত্মকং পরম্।
ততঃ কথং প্রবর্ত্তন্তে এতে ব্রহ্মাদয়ঃ প্রভো! ॥ ১

ঈশ্বর উবাচ—

সদাশিবো মহাপ্রেতো নির্গুণঃ পরমেশ্বরি!।
তন্নিষ্ঠা পরমা শক্তির্গুণাতীতা সুনির্মলা।
সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণানাং ত্রিতয়ং প্রিয়ে! ॥ ২
যদা সা পরমা শক্তির্গুণাধিষ্ঠানমাচরেৎ।
প্রকৃতিত্বং ভবেৎ তস্যাঃ পুরুষঃ স্যাৎ সদাশিবঃ ॥ ৩
ঐশ্বর্য্য-গুণ-সংযোগাদীশ্বরঃ প্রকৃতো ভবেৎ।
গুণভেদাৎ ততো জাতা ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বরাঃ ॥ ৪
রজো-গুণাদ্ ভবেদ্ ব্রহ্মা বিষ্ণুঃ সত্ত্ব-গুণাদভুৎ।
রুদ্রস্তমো-গুণাদ্ দেবি! সর্বে প্রেতা ইমে গুণাৎ।
সদাশিবো মহাপ্রেতঃ শক্ত্যাশ্রয় ইতি প্রিয়ে! ॥ ৫

অনন্তর সৃষ্টিক্রম কথিত হইতেছে। যেমন সময়াতন্ত্রে শ্রীদেবী বলিতেছেন—

হে প্রভো! শিবশক্ত্যাত্মক শ্রেষ্ঠ পরম জ্ঞান আপনার কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে। এই ব্রহ্মাদি দেবগণ প্রভৃতি সেই শিব শক্তি হইতে কি প্রকারে প্রবর্ত্তিত (আবির্ভূত) হইলেন? ১

ঈশ্বর বলিলেন—হে পরমেশ্বরি! সদাশিব মহাপ্রেত ও নির্গুণ। সেই সদাশিব গতা পরমা শক্তি গুণাতীতা ও সুনির্মলা। হে প্রিয়ে! সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—ইহাই গুণসমূহের ত্রিতয়। ২

যখন সেই পরমা শক্তি গুণগণে অধিষ্ঠান করেন, তখন সেই পরমা শক্তি প্রকৃতি হইয়া থাকেন, সদাশিব পুরুষ হন। ৩

ঐশ্বর্য্য গুণের যোগে ঈশ্বর প্রারব্ধ (প্রাদুর্ভূত) হইলেন। গুণের ভেদবশতঃ সেই ঈশ্বর হইতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর জন্মিয়াছেন। ৪

রজোগুণ হইতে ব্রহ্মা ও সত্ত্ব গুণ হইতে বিষ্ণু হইয়াছেন। হে দেবি! রুদ্র তমোগুণ হইতে হইয়াছেন। সমস্ত প্রেতগণ এই গুণ হইতে হইয়াছেন। সদাশিব মহাপ্রেত ও শক্তির আশ্রয়, ইহা জানিবে। ৫

পৃথিব্যাপস্তথা তেজো বায়ুরাকাশমেব চ।
এতেষাং পঞ্চ-ভূতানামধিপাঃ পঞ্চ তে শিবাঃ ॥ ৬

ব্রহ্মাদিকাঃ সদা-পূর্ব-শিবান্তাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
এবং সৃষ্টির্নিগদিতা লয়ং শৃণু মহেশ্বরি! ॥ ৭

রুদ্রো বিষ্ণুস্তথা[১] ব্রহ্মা ক্রমাদেবং পরস্পরম্।
ঈশ্বরে লয়মায়াস্তি ঈশ্বরস্তু সদাশিবে[২] ॥ ৮

পুনশ্চ শক্ত্যধীনাস্তে আবির্ভাবং প্রয়াস্তি চ।
পূর্ণত্বাৎ পরমানন্দে ন কর্তৃত্বং সদাশিবে ॥ ৯

স সাক্ষী পশ্যতি জগৎ পরমাত্মা গুণাত্মকম্।
তদধিষ্ঠানমাসাদ্য পরমানন্দ-রূপিণী।
সৃজত্যেষা পালয়তি সংহরত্যেব মে বচঃ[৩] ॥ ১০

ন শিবেন বিনা শক্তির্ন শক্তি-রহিতঃ শিবঃ।
অবিনাভাব-সম্বন্ধস্তয়োরানন্দ-রূপয়োঃ ॥ ১১

পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু ও আকাশ—এই পাঁচটি ভূতের অধিপতি হইতেছেন সেই পাঁচটি শিব অর্থাৎ সদাশিব, ঈশ্বর, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর। ৬

ব্রহ্মাদি হইতে সদা পূর্ব শিব অর্থাৎ সদাশিব সৃষ্টি পর্য্যন্ত কীর্ত্তিত হইয়াছে। এই প্রকার সৃষ্টি কথিত হইল। হে মহেশ্বরি! এখন লয় শ্রবণ কর। ৭

রুদ্র, বিষ্ণু ও ব্রহ্মা—এইরূপে পরস্পর ক্রমে ক্রমে ঈশ্বরে লয় প্রাপ্ত হন। ঈশ্বর সদাশিবে লয় প্রাপ্ত হন। ৮

পুনরায় তাঁহারা শক্তির অধীন হইয়া আবির্ভূত হন ও লয় প্রাপ্ত হন। পরমানন্দ সদাশিবের পূর্ণত্ব হেতু কর্তৃত্ব নাই। ৯

সেই পরমাত্মা সাক্ষী হইয়া গুণাত্মক জগৎ দর্শন করেন। এই পরমানন্দ-স্বরূপিণী পরমা শক্তি তাঁহার অধিষ্ঠান প্রাপ্ত হইয়া এই জগৎ সৃষ্টি করেন, পালন করেন ও সংহার করেন, ইহা আমার কথা। ১০

শিব বিনা শক্তি নাই অর্থাৎ শিবকে পরিত্যাগ করিয়া শক্তি থাকেন না, শক্তিরহিত শিবও নাই। আনন্দরূপ শিব ও শক্তির অবিনাভাব সম্বন্ধ। ১১

১। খ—রুদ্রবিষ্ণুস্তথা। ২। খ—ঈশ্বরস্তু সদাশিবঃ। ৩। খ—সংহরত্যেবমেব চ।

তয়া বিনা শিবে সূক্ষ্মে কর্ম শর্ম ন বিদ্যতে।
শক্তেস্তু নিত্যসম্বন্ধাৎ সহাসক্তঃ সদাশিবঃ॥ ১২

সা শক্তিঃ পরমেশানি[১]! ব্রাহ্মী চ বৈষ্ণবী তথা।
রৌদ্রী চ গুণভেদেভ্যো জগত্রয়বিভাবিনী॥ ১৩

সা পরা পরমা শক্তিস্ত্বমেব পরমেশ্বরি!।
অহং সদাশিবঃ সর্বপরমানন্দ-রূপবান্॥ ১৪

ইতি সম্যক্-জ্ঞান-যোগান্নিত্যং সুখমবাপ্স্যসি।
কথিতং পরমং জ্ঞানং নিত্যমানন্দ-দায়কম্[২]॥ ১৫

শারদায়াম্—নির্গুণঃ সগুণশ্চেতি শিবো জ্ঞেয়ঃ সনাতনঃ।
নির্গুণঃ প্রকৃতেরন্যঃ সগুণঃ সকলঃ স্মৃতঃ॥ ১৬

সচ্চিদানন্দ-বিভবাৎ সকলাৎ পরমেশ্বরাৎ।
আসীচ্ছক্তিস্ততো নাদো নাদাদ্ বিন্দু-সমুদ্ভবঃ॥ ১৭

শক্তি-রহিত সূক্ষ্ম শিবে কর্ম ও শর্ম (সুখ) নাই। শক্তির নিত্য সম্বন্ধবশতঃ সদাশিব তাঁহার সহিত আসক্ত (সম্বদ্ধ) হইয়া আছেন। ১২

হে পরমেশানি। ত্রিজগতের জনয়িত্রী ও প্রকাশিকা সেই শক্তি গুণসমূহের ভেদবশতঃ ব্রাহ্মী শক্তি, বৈষ্ণবী শক্তি ও রৌদ্রী শক্তি। ১৩

হে পরমেশ্বরি। সেই পরা পরমা শক্তি তুমিই। আমি সদাশিব পরমানন্দস্বরূপ। তুমি এই সম্যক্ জ্ঞান-যোগ হইতে নিত্য সুখ লাভ করিবে; ইহা সত্য। নিত্য আনন্দদায়ক পরম জ্ঞান কথিত হইল। ১৪-১৫

শারদাতিলক তন্ত্রে সৃষ্টিক্রম এইরূপ কথিত হইয়াছে। সনাতন নিত্য শিব সগুণ ও নির্গুণ—ইহা জানিবেন। সাম্যাবস্থ সত্ত্ব-রজঃ-তমো গুণরূপ প্রকৃতি হইতে ভিন্ন, প্রকৃতির (শক্তির) সহিত সম্বন্ধশূন্য সনাতন শিব হইতেছেন নির্গুণ শিব। আর কলার (প্রকৃতি বা শক্তির) সহিত সম্বন্ধ যুক্ত (অভিন্ন) স-কল শিব হইতেছেন সগুণ শিব। ১৬

সচ্চিদানন্দময় স-কল (শক্তির সহিত অভিন্ন) পরমেশ্বর হইতে শক্তি আবির্ভূত হইলেন। সেই শক্তি হইতে নাদ এবং নাদ হইতে বিন্দুর আবির্ভাব হইল। ১৭

১। খ—সা শক্তিরমরেশানি।। ২। ক—নিত্যমানন্দকারকম্।

শিবশক্তিময়ঃ সাক্ষাৎ ত্রিধাসৌ ভিদ্যতে পুনঃ।
বিন্দুর্নাদো বীজমিতি তস্য ভেদাঃ সমীরিতাঃ॥ ১৮
বিন্দুঃ শিবাত্মকো বীজং শক্তির্নাদস্তয়োর্মিথঃ।
সমবায়ঃ সমাখ্যাতঃ সর্বাগমবিশারদৈঃ॥ ১৯
রৌদ্রী বিন্দোস্ততো নাদাজ্জ্যেষ্ঠা বীজাদজায়ত।
বামা তাভ্যঃ সমুৎপন্না রুদ্র-ব্রহ্ম-রমাধিপাঃ॥ ২০
সংজ্ঞানেচ্ছা-ক্রিয়াত্মানো বহ্নীন্দ্বর্ক-স্বরূপিণঃ।
ভিদ্যমানাৎ পরাদ্ বিন্দোরব্যক্তাত্ম রবোঽভবৎ॥ ২১
স রবঃ শ্রুতিসম্পন্নৈঃ[১] শব্দব্রহ্মেতি কথ্যতে।
শব্দব্রহ্মেতি শব্দার্থং শব্দমিত্যপরে বিদুঃ॥ ২২
ন হি তেষাং তয়োঃ সিদ্ধির্জড়িত্বাদুভয়োরপি।
চৈতন্যং সর্বভূতানাং শব্দব্রহ্মেতি মে মতিঃ॥ ২৩

এই বিন্দু সাক্ষাৎ শিব শক্তিময়। ইনি পুনরায় তিন প্রকারে ভিন্ন হন। বিন্দু, নাদ ও বীজ—এইগুলি তাঁহার ভেদ বলিয়া আগম-বিশারদগণ কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে। ১৮

বিন্দু শিবস্বরূপ, বীজ শক্তিস্বরূপ, তাঁহাদের পরস্পর সমবায় সৃষ্টির হেতু ক্ষোভ্য-ক্ষোভক-রূপ সম্বন্ধটি নাদ বলিয়া সমস্ত আগম-বিশারদগণ কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে। ১৯

সেই বিন্দু হইতে রৌদ্রী শক্তি, নাদ হইতে জ্যেষ্ঠা শক্তি এবং বীজ হইতে বামা শক্তি আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সেই শক্তি সমূহ হইতে রুদ্র, ব্রহ্মা ও রমাপতি বিষ্ণু আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ২০

সেই রুদ্র, ব্রহ্মা ও রমাপতি বিষ্ণু যথাক্রমে ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি ও জ্ঞানশক্তি স্বরূপ এবং বহ্নি, ইন্দু ও সূর্য্যস্বরূপ। তন্মধ্যে রুদ্র বহ্নিস্বরূপ, ব্রহ্মা ইন্দুস্বরূপ ও বিষ্ণু সূর্য্যস্বরূপ। সেই প্রথম পর বিন্দু হইতে বর্ণাদি বিশেষ রহিত অব্যক্ত অখণ্ড রবের (নাদের) আবির্ভাব হইয়াছিল। ২১

শ্রুতিবিশারদগণ (আগম বিশারদগণ) কর্ত্তৃক সেই রব শব্দব্রহ্ম বলিয়া কথিত হন। কোন আচার্য্য শব্দব্রহ্ম এই শব্দের অর্থ বলেন—আন্তর স্ফোট। বৈয়াকরণগণ অখণ্ড এক অর্থের প্রকাশক বাক্য স্ফোটরূপ শব্দকে শব্দব্রহ্ম এই বলেন। ২২

সেই বাদিগণের মতে শব্দ ও শব্দার্থের শব্দব্রহ্মত্ব সিদ্ধি হয় না অর্থাৎ আন্তর স্ফোট ও বাক্য স্ফোটকে শব্দব্রহ্ম বলা যায় না। যেহেতু এই উভয়ই জড়। সর্বভূতের অন্তর্গত চৈতন্যই শব্দব্রহ্ম ইহাই আমার মত। ২৩

১। খ—স রবঃ শ্রুতিসম্পন্নঃ। শারদাতিলক পাঠস্তত্র ভিন্নঃ।

তৎপ্রাপ্য কুণ্ডলীরূপং প্রাণিনাং দেহমধ্যগম্ ।
বর্ণাত্মনাহহবির্ভবতি গদ্যপদ্যাদি-ভেদতঃ ॥ ২৪
অথ বিন্দ্বাত্মনঃ শম্ভোঃ কালবন্ধোঃ কলাত্মনঃ ।
অজায়ত জগৎসাক্ষী সর্বব্যাপী সদাশিবঃ ॥ ২৫
সদাশিবাদ্ ভবেদীশস্ততো রুদ্রঃ সমুদ্ভবঃ ।
ততো বিষ্ণুস্ততো ব্রহ্মা তেষামেবং সমুদ্ভবঃ ॥ ২৬
মূলভূতাৎ ততো ব্যক্তাদ্ বিকৃতাৎ পরমাত্মনঃ ।
আসীৎ কিল মহৎ তত্ত্বং গুণান্তঃকরণাত্মকম্ ॥ ২৭
অভূৎ তস্মাদহঙ্কারস্ত্রিবিধঃ সৃষ্টি-ভেদতঃ ।
বৈকারিকাদহঙ্কারাদ্ দেবা বৈকারিকা দশ ।
দিগ্ বাতার্ক-প্রচেতোহশ্বি-বহ্নীন্দ্রোপেন্দ্র-মিত্র-কাঃ ॥ ২৮
তৈজসাদিন্দ্রিয়াণ্যাসন্ তন্মাত্রাক্রম-যোগতঃ ।
ভুতাদিকাদহঙ্কারাৎ পঞ্চভূতানি যজ্ঞিরে ॥ ২৯

প্রাণিগণের দেহমধ্যবর্ত্তী এই চৈতন্য কুণ্ডলীস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া কণ্ঠাদি করণের সহিত সম্বদ্ধ হইয়া গদ্য ও পদ্যাদিভেদে বর্ণরূপে আবির্ভূত হন। ২৪

অনন্তর কলাত্মা (শক্ত্যভিন্ন) কালবন্ধু বিন্দুরূপ পরম শিব শম্ভু হইতে সর্বব্যাপী সর্বসাক্ষী সৃষ্টি, স্থিতি, ধ্বংস, নিগ্রহ ও অনুগ্রহরূপ কার্য্য পঞ্চকের কর্ত্তা সদাশিব আবির্ভূত হইলেন। ২৫

সদাশিব হইতে ঈশ্বর হইলেন, তাঁহা হইতে রুদ্রের আবির্ভাব হইল। তাহার পর বিষ্ণু, তাহার পর ব্রহ্মা আবির্ভূত হইলেন। এই প্রকারে তাঁহাদের আবির্ভাব হইল। ২৬

তাহার পর সমস্ত সৃষ্টির মূল-কারণ বিকৃত (সৃষ্টিতে উন্মুখ) বিন্দুরূপ অব্যক্ত পরমশিব হইতে সত্ত্ব রজস্তমো গুণময় অন্তঃকরণাত্মক মহৎ তত্ত্ব আবির্ভূত হইল। ২৭

সেই মহৎ তত্ত্ব হইতে সৃষ্টিভেদে (কার্য্যভেদে) বৈকারিক (সাত্ত্বিক) তৈজস (রাজস) ও ভূতাদি (তামস) নামক তিন প্রকার অহঙ্কার হইল। বৈকারিক অহঙ্কার হইতে দশ সংখ্যক বৈকারিক দেবতা আবির্ভূত হইলেন। ইন্দ্রিয়বর্গের অধিষ্ঠাত্রী সেই দেবতাগণ হইতেছেন—দিক্, বায়ু, প্রচেতাঃ (বরুণ), অশ্বিনী কুমার দ্বয়, বহ্নি, ইন্দ্র, উপেন্দ্র, (বিষ্ণুর এক মূর্ত্তি) মিত্র (তৃতীয় সূর্য্য) ও ক (ব্রহ্মার এক মূর্ত্তি) ও চন্দ্র। ২৮

তৈজস অহঙ্কার হইতে জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয় ও মনঃ—এই একাদশ ইন্দ্রিয়

শব্দাৎ পূর্বং বিয়ৎ স্পর্শাদ্ বায়ুরূপাদ্ হুতাশনঃ।
রসাদম্ভঃ ক্ষমা গন্ধাদিতি তেষাং সমুদ্ভবঃ॥ ৩০

স্বচ্ছং বিয়ন্মরুৎ কৃষ্ণো রক্তোঽগ্নির্বিশদং পয়ঃ।
পীতা ভূমিঃ পঞ্চভূতান্যেকৈকাধারতো বিদুঃ।
শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধা ভূতগণাঃ স্মৃতাঃ॥ ৩১

বৃত্তং দিবস্তৎ ষড়্‌বিন্দু-লাঞ্ছিতং মাতরিশ্বনঃ।
ত্রিকোণং স্বস্তিকোপেতং রহ্নেরর্দ্ধেন্দু-সংযুতম্॥ ৩২

অম্ভোজমম্ভসো ভূমেশ্চতুরস্রং সবজ্রকম্
তৎ-তদ্-ভূত-সমাভানি মণ্ডলানি বিদুর্বুধাঃ॥ ৩৩

বর্ণৈঃ স্বৈ রঞ্জিতান্যাহুঃ স্বস্বনামাবৃতান্যপি।
ধরাদি-পঞ্চভূতানাং নিবৃত্ত্যাদ্যাঃ কলাঃ স্মৃতাঃ॥ ৩৪

আবির্ভূত হইল। ভূতাদি অহঙ্কার হইতে শব্দতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র ও গন্ধতন্মাত্র নামক পাঁচটি তন্মাত্র ক্রমে পঞ্চ মহাভূত উৎপন্ন হইল। ২৯

তাহার মধ্যে প্রথমে শব্দ-তন্মাত্র হইতে আকাশ, স্পর্শতন্মাত্র হইতে বায়ু, রূপতন্মাত্র হইতে হুতাশন (অগ্নি), রসতন্মাত্র হইতে জল এবং গন্ধ-তন্মাত্র হইতে পৃথিবী—এইরূপে সেই পঞ্চভূত সমূহের আবির্ভাব হইল। ৩০

আকাশ শ্বেতবর্ণ, বায়ু কৃষ্ণবর্ণ, অগ্নি রক্তবর্ণ, জল বিশদ (শ্বেত) বর্ণ ও পৃথিবী পীতবর্ণা। এই পাঁচটি ভূত পঞ্চতন্মাত্রের এক একটিতে অর্থাৎ নিজ নিজ কারণে আশ্রিত জানিবেন। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ—এই গুণগুলি ভূতগণের গুণ কথিত হইয়াছে। ৩১

ভূতমণ্ডলের মধ্যে আকাশের মণ্ডল হইতেছে বৃত্ত। সেই বৃত্তই তাহার পরিধি রেখা মধ্যে সমভাগে ছয়টি বিন্দু দ্বারা ভূষিত হইলেই বায়ুর মণ্ডল হয়। স্বস্তিকা-যুক্ত উর্দ্ধাগ্র ত্রিকোণটি অগ্নির মণ্ডল। অর্দ্ধেন্দু সংযুক্ত তাহার উভয় ভাগস্থ পদ্মই জলের মণ্ডল। অষ্ট বজ্র বিভূষিত চতুরস্রই ভূমিমণ্ডল। এই মণ্ডলগুলিকে সেই ভূতের সমানবর্ণ বিশিষ্ট বলিয়া পণ্ডিতগণ জানেন। ৩২-৩৩

পণ্ডিতগণ এই মণ্ডলগুলিকে সেই ভূতবর্ণের তুল্য বর্ণ-বিশিষ্ট রজঃ দ্বারা পূরিত বলিয়া থাকেন অর্থাৎ ভূমি প্রভৃতিতে ভূতমণ্ডল লিখিলে তাঁহারা এই ভূত মণ্ডলগুলিকে শারদাতিলকের দ্বিতীয় পটলোক্ত বক্ষ্যমাণ ভূতবর্ণ রজঃ দ্বারা রঞ্জিত করিয়া থাকেন এবং ঐ মণ্ডলগুলিকে বক্ষ্যমাণ ভূতলিপি যন্ত্রে কর্ণিকালিখিত স্ব স্ব মন্ত্রের দ্বারা আবৃত

নিবৃত্তিঃ সপ্রতিষ্ঠা চ বিদ্যা শান্তিরনন্তরম্ ।
শান্ত্যতীতেতি তা জ্ঞেয়া নাদ-বিন্দু-সমুদ্ভবাঃ ॥ ৩৫
পঞ্চভূতাত্মকং সর্বং চরাচরমিদং জগৎ ।
অচরা বহুধা ভিন্না গিরি-বৃক্ষাদি-ভেদতঃ ॥ ৩৬
চরাস্তু ত্রিবিধাঃ প্রোক্তাঃ স্বেদাণ্ডজ-জরায়ুজাঃ ।
স্বেদজা কৃমি-দংশাদ্যা অণ্ডজাঃ পন্নগাদয়ঃ ॥ ৩৭
জরায়ুজা মনুষ্যাদ্যাস্তেষু নৃণাং নিগদ্যতে ।
উদ্ভবঃ পুংস্ত্রিয়োর্যোগে শুক্রাচ্ছোণিত-সংপুটাৎ ॥ ৩৮
বিন্দুরেকো বিশেদ্ গর্ভমুভয়াত্মা ক্রমাদসৌ ।
রজোঽধিকে[১] ভবেন্নারী ভবেদ্ রেতোঽধিকে[২] পুমান্ ।
উভয়োঃ সমতায়াস্তু নপুংসকমিতি স্থিতিঃ ॥ ৩৯
পূর্বকর্মানুরূপেণ মোহপাশেন যন্ত্রিতঃ ।
কশ্চিদাত্মা তদা তস্মিন্ জীবভাবং প্রপদ্যতে ॥ ৪০

বলিয়া থাকেন। পৃথিবী প্রভৃতি পাঁচটি ভূতের নিবৃত্তি প্রভৃতি পাঁচটি কলা উক্ত হইয়াছে। ৩৪

ধরাদি পঞ্চভূতের সেই কলাগুলি হইতেছে—নিবৃত্তি, প্রতিষ্ঠা, বিদ্যা, শান্তি ও শান্ত্যতীতা। সেইগুলি নাদদেহ (নাদোৎপন্ন) বিন্দু হইতে উৎপন্ন, ইহা জানিবেন। ৩৫

এই চরাচর সমস্ত জগৎ পঞ্চাভূতাত্মক—পঞ্চভূতের সমবায়ে উৎপন্ন। অচর স্থাবরগুলি গিরি, বৃক্ষাদি ভেদে বহু প্রকারে ভিন্ন। ৩৬

চর জঙ্গমগুলি স্বেদজ, অণ্ডজ ও জরায়ুজ ভেদে ত্রিবিধ উক্ত হইয়াছে। কৃমি, কীট, দংশ (ডাঁস) পতঙ্গ প্রভৃতি স্বেদজ। পন্নগ, পক্ষি, কচ্ছপ প্রভৃতি অণ্ডজ। ৩৭

মনুষ্য, পশু প্রভৃতি জরায়ুজ। তন্মধ্যে মনুষ্যগণের জন্ম কথিত হইতেছে। স্ত্রী ও পুরুষের মিলনে শুক্র ও শোণিতের সম্পুট (সংযোগ) হইতে মনুষ্যের সৃষ্টি হয়। ৩৮

উভয়াত্মক (শুক্রশোণিতাত্মক বা অগ্নীষোমাত্মক) এক বিন্দু গর্ভে প্রবেশ করে। এই বিন্দু রজঃ অধিক হইলে ক্রমে ক্রমে নারী হয়। রেতঃ-(শুক্র) অধিক বিন্দু হইলে এই বিন্দু ক্রমে ক্রমে পুরুষ হয়। শুক্র ও শোণিত (স্ত্রীরজঃ) এই উভয় সমান হইলে নপুংসক হয়, ইহাই স্থিতি অর্থাৎ মনুষ্য, পশু প্রভৃতির উৎপত্তির মর্য্যাদা। ৩৯

পূর্ব পূর্ব জন্ম সঞ্চিত কর্মসমূহের মধ্যে ফলদানে উন্মুখ পাপ ও পুণ্যরূপ প্রারব্ধ

১। খ—রজোধিকো। ২। খ—রেতোঽধিকঃ।

অথ মাত্রাস্থতৈরম্বু-পানাদ্যৈঃ পোষিতঃ ক্রমাৎ।
দিনাৎ পক্ষাৎ ততো মাসাদ্ বর্দ্ধতে তত্ত্বদেহবান্ ॥ ৪১
দোষৈর্দূষ্যৈঃ সুখং প্রাপ্তো ব্যক্তিং যাতি নিজেন্দ্রিয়ৈঃ।
বাত-পিত্ত-কফা দোষা দূষ্যাঃ স্যুঃ সপ্ত ধাতবঃ।
ত্বগসৃঙ্-মাংস-মেদোঽস্থি-মজ্জা-শুক্রাণি তান্ বিদুঃ ॥ ৪২
জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি শ্রোত্র-ত্বগ্-দৃগ্-জিহ্বা-নাসিকাঃ বিদুঃ।
জ্ঞানেন্দ্রিয়ার্থাঃ শব্দাদ্যাঃ স্মৃতাঃ কর্মেন্দ্রিয়াণ্যপি ॥ ৪৩
বাক্-পাণি-পাদ-পায়ুপস্থ-সংজ্ঞান্যাহুর্মনীষিণঃ।
বচনাঽঽদান-গতয়ো বিসর্গাঽঽনন্দ-সংযুতাঃ ॥ ৪৪
কর্মেন্দ্রিয়ার্থাঃ সংপ্রোক্তা অন্তকরণমাত্মনঃ।
মনো-বুদ্ধিরহঙ্কার-চিত্তঞ্চ পরিকীর্ত্তিতম্ ॥ ৪৫
দশেন্দ্রিয়াণি ভূতানি মনসা সহ ষোড়শ।
বিকারাঃ স্যুঃ প্রকৃতয়ঃ পঞ্চভূতান্যহংকৃতিঃ ॥ ৪৬

কর্মের অনুরূপ মোহপাশের দ্বারা ক্রমে ক্রমে যন্ত্রিত (পরিপোষিত) হইয়া চতুর্বিংশতি-তত্ত্বরূপ দেহধারী জীব দিনে দিনে পক্ষে পক্ষে তাহার পর মাসে মাসে বর্দ্ধিত হইতে থাকে। ৪০-৪১

যেরূপে সুখ হয়, সেইরূপে দোষ ও দূষ্য দ্বারা দেহ প্রাপ্ত হইয়া নিজ ইন্দ্রিয়ের সহিত ব্যক্তি বা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। বাত, পিত্ত ও কফ হইতেছে দোষ। আর সাতটি ধাতু হইতেছে দূষ্য। ত্বক, অসৃক্ (রক্ত), মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্রকে সেই ধাতু জানিবে। ৪২

পণ্ডিতগণ শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষুঃ, জিহ্বা ও নাসিকাকে জ্ঞানেন্দ্রিয় বলেন। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ—এইগুলি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অর্থ (বিষয়) কথিত হইয়াছে। কর্মেন্দ্রিয় সকলও আছে। ৪৩

মনীষিগণ কর্মেন্দ্রিয়গুলির নাম এই বলিয়াছেন—বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু (গুহ্য) ও অন্ধু (লিঙ্গ)। বচন, আদান (গ্রহণ), গতি, বিসর্গ (মলত্যাগ) ও আনন্দ—এইগুলি কর্মেন্দ্রিয়ের বিষয় কথিত হইয়াছে। আত্মার গ্রাহক অন্তঃকরণ ও আত্মা অন্তঃকরণের বিষয় অর্থাৎ মনঃ একমাত্র আত্মাকে গ্রহণ (জ্ঞান) করে। মনঃ, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত—এই চারি প্রকার অন্তঃকরণ কীর্ত্তিত হইয়াছে। ৪৪-৪৫

তত্ত্ববিদ্গণ পাঁচটি ভূত ও মনের সহিত দশটি ইন্দ্রিয়—এই ষোলটিকে বিকার,

অব্যক্তং মহদিত্যষ্টৌ তন্মাত্রাশ্চ মহানপি ।
সাহঙ্কারা বিকৃতয়ঃ সপ্ত তত্ত্ববিদো বিদুঃ ॥ ৪৭

অগ্নীষোমাত্মকো দেহো বিন্দুর্যদুভয়াত্মকঃ ।
দক্ষিণাংশঃ স্মৃতঃ সূর্য্যো বাম-ভাগো নিশাকরঃ ॥ ৪৮

নাড়ী দশ বিদুস্তাসু মুখ্যাস্তিস্রঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ।
ইড়া বামে তনোর্মধ্যে সুষুম্না পিঙ্গলাঽপরে ।
মধ্যে তাস্বপি নাড়ী স্যাদগ্নীষোম-স্বরূপিণী ॥ ৪৯

গান্ধারী হস্তিজিহ্বা স্যাৎ স-পূষাঽলম্বুষা মতা ।
যশস্বিনী শঙ্খিনী চ কুহূঃ স্যুঃ সপ্ত নাড়য়ঃ ॥ ৫০

নাড্যোঽনন্তাঃ সমুৎ-পন্নাঃ সুষুম্না-পঞ্চপর্বসু ।
মূলাধারোদ্গতঃ প্রাণস্তাভির্ব্যাপ্নোতি তৎ তনুম্ ॥ ৫১

পঞ্চভূত (পঞ্চতন্মাত্র), অহঙ্কার, মহৎ ও অব্যক্ত—এই আটটিকে প্রকৃতি (উপাদান)। পঞ্চতন্মাত্র, অহঙ্কার ও মহান্—এই সাতটি বিকৃতি অর্থাৎ এই সাতটিকে প্রকৃতি-বিকৃতি বলেন। ৪৬-৪৭

যেহেতু শুক্র ও শোণিতরূপ বিন্দু উভয়াত্মক অর্থাৎ অগ্নীষোমাত্মক, সেই হেতু দেহ অগ্নীষোম-স্বরূপ। দেহের দক্ষিণভাগ সূর্য্য এবং বামভাগ নিশাকর (সোম) কথিত হইয়াছে। ৪৮

শরীরের অনন্ত নাড়ীর মধ্যে দশটি নাড়ী প্রধান। তাহার মধ্যে তিনটি নাড়ী মুখ্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। দেহের মধ্যে বামে সোম স্বরূপা ইড়া নাড়ী বামমুষ্ক হইতে উদ্গত হইয়া বক্রাকারে বামনাসা পর্যন্ত গিয়াছে। মধ্যে সুষুম্না দেহের মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়া ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত গিয়াছে। দক্ষিণে অগ্নিস্বরূপা পিঙ্গলা নাড়ী দক্ষিণ অণ্ডকোষ হইতে উদ্গত হইয়া দক্ষিণ নাসিকা পর্য্যন্ত গিয়াছে। তাহার মধ্যে মধ্য নাড়ী সুষুম্না মুখ্যা ও অগ্নীষোম-স্বরূপা। ৪৯

গান্ধারী, হস্তিজিহ্বা, পূষা, অলম্বুষা, যশস্বিনী, শঙ্খিনী ও কুহূ—এই সপ্ত নাড়ীও মুখ্যা নাড়ী। ৫০

সুষুম্নার পাঁচটি পর্বে অনন্ত (অসংখ্য) নাড়ী উৎপন্ন হইয়াছে। মূলাধার হইতে উদ্গত দেহধারক প্রাণ সেই নাড়ী সমূহের সহিত সেই দেহকে ব্যাপ্ত করিয়া আছে। ৫১

বায়বোঽত্র দশ প্রোক্তা বহ্নয়শ্চ দশ স্মৃতাঃ।
প্রাণাদ্যা মরুতঃ পঞ্চ নাগঃ কূর্মো ধনঞ্জয়ঃ॥ ৫২
কৃকরঃ স্যাদ্ দেবদত্ত ইতি নামভিরীরিতাঃ।
অগ্নয়ো দোষ দূষ্যেষু সংলীনা দশ দেহিনঃ॥ ৫৩
বুভুক্ষা চ পিপাসা চ প্রাণস্য মনসঃ স্মৃতৌ।
শোক-মোহৌ শরীরস্য জরা মৃত্যুঃ ষড়ূর্ময়ঃ॥ ৫৪
স্নায্বস্থি-মজ্জা শুক্রাচ্চ[১] ত্বঙ্‌-মাংসাস্রাণি শোণিতাৎ।
ষাট্‌কৌশিকমিদং প্রোক্তং সর্বদেহেষু দেহিনাম্॥ ৫৫
ইত্থংভূতস্তদা গর্ভে পূর্বজন্ম-শুভাশুভম্।
স্মরংস্তিষ্ঠতি দুঃখাত্মা ছন্নদেহো জরায়ুণা॥ ৫৬
কালক্রমেণ স শিশুর্মাতরং ক্লেশয়ন্ মুহুঃ।
সংপিণ্ডিত-শরীরোঽথ জায়তেঽয়মবাঙ্‌মুখঃ।
ক্ষণং তিষ্ঠতি নিশ্চেষ্টো ভীত্যা রোদিতুমিচ্ছতি॥ ৫৭
ততশ্চৈতন্যরূপা সা সর্বগা বিশ্বরূপিণী।

এই দেহে দশটি বায়ু কথিত হইয়াছে। অগ্নিও দশটি কীর্তিত হইয়াছে। প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান—এই পাঁচটি এবং নাগ, কূর্ম, ধনঞ্জয়, কৃকর ও দেবদত্ত—এই পাঁচটি নামের দ্বারা দশটি বায়ু কথিত হয়। দেহীর দোষ ও দূষ্যের মধ্যে দশবিধ বহ্নি লীন হইয়া আছেন। ৫২-৫৩

প্রাণের বুভুক্ষা ও পিপাসা, মনের শোক ও মোহ এবং শরীরের জরা ও মৃত্যু—এই ছয়টি ঊর্মি (আর্তির উৎপাদক অবস্থাবিশেষ)। ৫৪

পিতার শুক্র হইতে স্নায়ু, অস্থি ও মজ্জা এবং মাতার শোণিত হইতে ত্বক্, মাংস ও রক্ত জন্মে। দেহিগণের সমস্ত দেহে এই ছয়টি ষাট্‌কৌশিক বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ৫৬

তখন এই প্রকার অতিদুঃখী জীব জরায়ু দ্বারা দেহ আবৃত করিয়া পূর্বজন্মের শুভাশুভ কর্ম ও মোক্ষের উপায় স্মরণ করিতে করিতে গর্ভে অবস্থান করে। ৫৬

অনন্তর কালক্রমে নবম বা দশম মাসে সেই গর্ভস্থ শিশু মাতাকে ক্লেশ দিয়া দেহ সঙ্কুচিত করিয়া সূতি বায়ু দ্বারা প্রেরিত হইয়া অধোমুখ হইয়া ভূমিষ্ঠ হয়। ভূমিষ্ঠ হইয়া ক্ষণকাল নিশ্চেষ্ট থাকে। পরে ভয়ে কাঁদিতে ইচ্ছা করে। ৫৭

তাহার পর অর্থাৎ শরীরের উৎপত্তির অনন্তর সেই চৈতন্যরূপা শব্দব্রহ্মময়ী দেবী

১। খ—স্নায্বস্থি-মজ্জানঃ শুক্রাৎ।

শিব-সন্নিধিমাসাদ্য নিত্যানন্দগুণোদয়া ॥ ৫৮
দিক্কালাদ্যনবচ্ছিন্না সর্বদেহান্বয়া[১] শুভা
পরাপর-বিভাগেন পরশক্তিরিয়ং স্মৃতা ॥ ৫৯
যোগিনাং হৃদয়াম্ভোজে নৃত্যন্তী নিত্যমঞ্জসা।
আধারে সর্বভূতানাং স্ফুরন্তী বিদ্যুদাকৃতিঃ ॥ ৬০
শঙ্খাবর্ত্ত ক্রমাদ্ দেবী সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি।
কুণ্ডলীভূত-সর্পাণামঙ্গশ্রিয়মুপেয়ুষী ॥ ৬১
সর্বদেবময়ী-দেবী[২] সর্বমন্ত্রময়ী-শিবা।
সর্বতত্ত্বময়ী সাক্ষাৎ সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতরা বিভুঃ ॥ ৬২
ত্রিধাম-জননী দেবী শব্দব্রহ্ম-স্বরূপিণী।
দ্বিচত্বারিংশদ্ বর্ণাত্মা[৩] পঞ্চাশদ্-বর্ণরূপিণী ॥ ৬৩

কুণ্ডলিনী মন্ত্রময় জগৎ প্রসব করেন। সেই বিশ্বরূপিণী নিত্যানন্দময়ী বিশ্বব্যাপিনী দেবী কুণ্ডলিনী সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণকে উদ্‌বুদ্ধ করিয়া শিবস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া দেহ মধ্যে অবস্থিত আছেন। ৫৮

সেই কুণ্ডলিনী দিক্ ও কালের দ্বারা অনবচ্ছিন্না—দিক্ ও কালের দ্বারা অবিশেষিতা অর্থাৎ সর্বদিক্ ও সর্বকালব্যাপিনী সমস্ত দেহে বিরাজমানা ও অতীব রমণীয়া। পরশক্তি ও অপর শক্তির বিভাগে ইনি পরশক্তি বলিয়া কীর্ত্তিতা। ৫৯

বিদ্যুৎপুঞ্জের ন্যায় তেজোময়ী সেই দেবী কুণ্ডলিনী যোগিগণের হৃৎপদ্মে সর্বদা যথাযথভাবে নৃত্য করিতে করিতে সমস্ত প্রাণীর মূলাধারে গুরুর উপদেশ দ্বারা প্রকাশিতা হইয়া থাকেন। ৬০

কুণ্ডলীভূত সর্পগণের অঙ্গসৌন্দর্য্যের ন্যায় সৌন্দর্য্যধারিণী তেজোরূপা সেই দেবী কুণ্ডলিনী শঙ্খাবর্ত্ত-ক্রমে অর্থাৎ শঙ্খের আবর্ত যেমন শঙ্খকে আবর্ত্ত করিয়া রাখে, তদ্রূপ ইনিও সকলকে আবৃত করিয়া অবস্থিত আছেন। ৬১

ইনি সর্বদেবময়ী সর্বদেব-ব্যাপিনী, তাই দেবী তেজোরূপা। ইনি সর্বমন্ত্রময়ী সর্বমন্ত্র-ব্যাপিনী, তাই তিনি শিবা কল্যাণরূপা। ইনি সাক্ষাৎ সর্বতত্ত্বময়ী সমস্ত তত্ত্ব-ব্যাপিনী। ইনি বিভু হইয়াও সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতরা (দুর্জ্ঞেয়া)। ৬২

তেজোরূপা শব্দ-ব্রহ্ম-স্বরূপিণী সোম-সূর্য্যাগ্নিরূপিণী ত্রিধাম-জননী—পাতাল, পৃথিবী ও স্বর্গের উৎপাদিকা সেই দেবী কুণ্ডলিনী ভূতলিপি মন্ত্ররূপ দ্বাত্রিংশদ্ বর্ণরূপা ও মাতৃকারূপ পঞ্চাশদ্ বর্ণরূপিণী। ৬৩

১। খ—সর্ববেদান্বয়া শুভা। ২। খ—সর্ববেদময়ী দেবী। ৩। খ—দ্বিচত্বারিংশদ্বর্ণাত্মা।

গুণিতা সর্বগাত্রেণ কুণ্ডলী পরদেবতা।
বিশ্বাত্মনা প্রবুদ্ধা সা সূতে মন্ত্রময়ং জগৎ ॥ ৬৪
একধা গুণিতা শক্তিঃ সর্ববিশ্বপ্রবর্ত্তিনী।
বেদাদিবীজং শ্রীবীজং শক্তি-বীজং মনোভবম্ ॥ ৬৫
প্রাসাদং তুম্বুরুং পিণ্ডং চিন্তারত্নং গণেশ্বরম্।
মার্ত্তণ্ডভৈরবং দৌর্গং নারসিংহং বরাহজম্ ॥ ৬৬
বাসুদেবং হয়গ্রীবং বীজং শ্রীপুরুষোত্তমম্।
অন্যান্যপি চ বীজানি তদোৎপাদয়তি ধ্রুবম্ ॥ ৬৭
যদা ভবতি সা সম্বিদ্ দ্বিগুণীকৃত-বিগ্রহা।
হংসবর্ণৌ পরাত্মানৌ শব্দার্থৌ বাসর-ক্ষপে ॥ ৬৮
সৃজত্যেযা পরা দেবী তদা প্রকৃতি-পুরুষৌ।
যদ্ যদন্যজ্ জগত্যস্মিন্ যুগ্মং তৎ তদজায়ত ॥ ৬৯
ত্রিগুণীকৃত-সর্বাঙ্গী চিদ্রূপা শিবগেহিনী।
প্রসূতে ত্র্যক্ষরান্ মন্ত্রান্ ত্রীংস্ত্রীন্ পিণ্ড-গুণাদিকান্[১] ॥ ৭০

সমস্ত গাত্রে সঞ্চরণশীলা সেই কুণ্ডলী পরদেবতা সর্বাত্মরূপে প্রবুদ্ধ হইয়া মন্ত্রময় জগৎ উৎপন্ন করেন। ৬৪

শব্দ ও অর্থরূপ সমস্ত বিশ্বের উৎপাদিকা সেই শক্তি এক প্রকারে গুণিতা (সঞ্চরিতা) হইলেই তিনি তখন বেদাদি বীজ প্রণবকে, শ্রীবীজকে, মনোভব বীজকে, প্রাসাদ বীজকে, তুম্বুরু বীজকে, পিণ্ডবীজকে, চিন্তারত্ন বীজকে, গণেশ্বর বীজকে, মার্ত্তণ্ড ভৈরব বীজকে, দৌর্গবীজকে, নৃসিংহ বীজকে ও বরাহের বীজকে, বাসুদেব বীজকে, হয়গ্রীব বীজকে, শ্রীপুরুষোত্তম শক্তিবীজকে (কামবীজকে) এবং অন্যান্য চন্দ্রবীজ ও বিম্ববীজ প্রভৃতিকে অবশ্যই উৎপাদন করেন। ৬৫-৬৭

যখন সেই চৈতন্যরূপা কুণ্ডলিনী শক্তি দ্বিগুণীকৃত শরীর-ধারিণী হন অর্থাৎ দুই প্রকারে গুণিতা হন, তখন তিনি পরমাত্মবাচক সোঽহং-রূপ হংস বর্ণদ্বয়কে এবং দিবা ও রাত্রিরূপ শব্দার্থদ্বয়কে সৃষ্টি করেন। ৬৮

সেই পরা দেবী তখন প্রকৃতি ও পুরুষকে সৃষ্টি করেন। এই জগতে অন্য যাহা যাহা যুগ্ম বস্তু আছে, তাহা ইঁহার নিকট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ৬৯

সেই চিদ্রূপা শিবশক্তি ত্রিগুণীকৃত-সর্বাঙ্গী হইলে অর্থাৎ তিন প্রকারে গুণিতা হইলে ত্র্যক্ষর মন্ত্রগুলিকে ও পিণ্ড গুণাদি প্রভৃতি তিন তিনটীকে সৃষ্টি করেন। ৭০

১। খ—ত্রীংস্ত্রীনপি গুণাদিকান্।

চতুরাদি-গুণীভূতা চতুরাদ্যক্ষরান্ মনূন্ ।
চতুর্বেদ-যুগাদীংশ্চ সৃজত্যেবমসৌ পরা ॥ ৭১
চতুর্বিংশতি-তত্ত্বা[১] সা যদা ভবতি শোভনা ॥
গায়ত্রীরখিলাঃ সূতে চতুর্বিংশতি-তত্ত্বকম্ ॥ ৭২
দ্বিচত্বারিংশতা মূলে গুণিতা বিশ্বনায়িকা ।
সা প্রসূতে কুণ্ডলিনী শব্দব্রহ্মময়ী বিভুঃ ।
শক্তিস্ততো ধ্বনিস্তস্মান্ নাদস্তস্মান্ নিরোধিকা ॥ ৭৩
ততোঽর্দ্ধেন্দুস্ততো বিন্দুস্তস্মাদাসীৎ পরা ততঃ ।
পশ্যন্তী মধ্যমা বাচি বৈখরী শব্দ-জন্মভুঃ ॥ ৭৪
পঞ্চাশদ্-বার-গুণিতা পঞ্চাশদ্-বর্ণমালিকাম্ ।
সৃজত্যেষা মহাদেবী কুণ্ডলী শিবরূপিণী ॥ ৭৫
অথ ব্যক্তিং প্রবক্ষ্যামি বর্ণানাং বদনে নৃণাম্ ।
প্রেরিতা মরুতা নিত্যং সুষুম্না-রন্ধ্রনির্গতা ।

এই পরা শক্তি চতুরাদি প্রকারে গুণিতা হইলে চতুরক্ষরাদি মন্ত্রসমূহকে এবং চারি বেদ ও চারি যুগকে এই প্রকারে সৃষ্টি করেন। ৭১

সেই চতুর্বিংশতি তত্ত্বরূপা শোভনা সেই কুণ্ডলিনী যখন চতুর্বিংশতি প্রকারে গুণিতা হন, তখন সমস্ত গায়ত্রী ও চতুর্বিংশতি তত্ত্বকে সৃষ্টি করেন। ৭২

সেই শব্দ ব্রহ্মময়ী বিশ্বনায়িকা বিভু কুণ্ডলিনী মূলে বিয়াল্লিশবার গুণিতা হইলেই শক্তিকে প্রসব করেন, সেই শক্তি হইতে ধ্বনি, সেই ধ্বনি হইতে নাদ, সেই নাদ হইতে নিরোধিকা আবির্ভূতা হন। ৭৩

তাহা হইতে অর্দ্ধেন্দু, অর্দ্ধেন্দু হইতে বিন্দু, সেই বিন্দু হইতে মূলাধারে পরা বাকের আবির্ভাব হয়। তাহার পর সেই বিন্দুই স্বাধিষ্ঠানে পশ্যন্তী বাকের, হৃদয়ে মধ্যমা বাকের এবং মুখবিবরে বৈখরী বাকের জন্ম-ভূমি হইয়া থাকেন অর্থাৎ এই বিন্দু হইতে বিভিন্ন স্থানে পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী বাকের আবির্ভাব হইয়া থাকে। ৭৪

এই শিবরূপিণী মহাদেবী কুণ্ডলিনী পঞ্চাশৎ বার গুণিতা হইলেই পঞ্চাশৎ বর্ণ-মালিকাকে সৃষ্টি করেন। ৭৫

অনন্তর আমি মনুষ্যগণের মুখে বর্ণসমূহের অভিব্যক্তি বিশেষভাবে বলিতেছি। বায়ু কর্ত্তৃক সেই পরা বর্ণ সকল ক্রমে ক্রমে প্রেরিত হইয়া পশ্যন্তী স্থানে উপস্থিত হইয়া

১। খ—চতুর্বিংশত্যাত্ততাৎস্থা।

কণ্ঠাদি-করণৈর্ভিন্নাঃ ক্রমাদাবির্ভবন্তি তে ॥ ৭৬

বিন্দুঃ পুমান্ রবিঃ প্রোক্তঃ সর্গঃ শক্তির্নিশাকরঃ।

স্বরাণাং মধ্যগং যৎ তু তচ্চতষ্কং নপুংসকম্ ॥ ৭৭

পিঙ্গলায়াং স্থিতা হ্রস্বা ইডায়াং সঙ্গতাঃ পরে।

সুষুম্না-মধ্যগা জ্ঞেয়াঃ স্বরা যে চ নপুংসকাঃ ॥ ৭৮

বিনা স্বরৈস্তু নান্যেষাং জায়তে ব্যক্তিরঞ্জসা।

শিবশক্তিময়ান্ প্রাহুস্তস্মাদ্ বর্ণান্ মনীষিণঃ ॥ ৭৯ ইতি দিক্॥

দীক্ষানিরূপণম্

দীক্ষার লক্ষণ

ইহ খলু ব্যক্তব্যাশেষ-ক্রিয়া-কলাপস্য দীক্ষা-মূলকতয়া প্রথমং দীক্ষৈব নিরূপ্যতে। সা চ তত্তন্মন্ত্রাণাং গুরুকৃতোচ্চারণ-প্রয়োজ্য-শিষ্যকৃতোচ্চারণ-রূপা। তেন গুরূচ্চারণমাত্রং শিষ্যোচ্চারণমাত্রঞ্চ ন দীক্ষা। তৎ-প্রয়োজ্যত্বঞ্চ

অনাহত ও বিশুদ্ধি স্থানে সুষুম্নার রন্ধ্রের দ্বারা নির্গত হইয়া কণ্ঠাদি করণের দ্বারা ক্রমে ক্রমে স্থূলরূপে অভিব্যক্ত হয়। ৭৬

বিন্দু অনুস্বার পুরুষ ও সূর্য্যস্বরূপ। বিসর্গ শক্তি ও নিশাকর স্বরূপ। স্বরের মধ্যে যে ঋ ৠ ঌ ৡ চারিটি, সেই চারিটি নপুংসক। ৭৭

অ ই উ এ ও—এই হ্রস্ব স্বরবর্ণগুলি পিঙ্গলাতে অবস্থিত। আ ঈ ঊ ঐ ঔ—এই দীর্ঘ স্বরবর্ণগুলি ইড়াতে অবস্থিত। যে ঋ ৠ ঌ ৡ চারিটি নপুংসক, তাহারা সুষুম্নার মধ্যে অবস্থিত জানিবে। ৭৮

যেহেতু স্বরবর্ণ ব্যতীত ককারাদি অন্যান্য বর্ণসমূহের স্পষ্ট অভিব্যক্তি হয় না; সেই হেতু মনীষিগণ বর্ণ সমূহকে শিবশক্তিময় বলেন। এখানে সৃষ্টির দিক্‌মাত্র (নিদর্শনমাত্র) কথিত হইল। এ সম্বন্ধে আরও বহু কথা আছে। ৭৯*

এই তন্ত্রে অগ্রে যে সমস্ত ক্রিয়াকলাপ কথিত হইবে, তাহা দীক্ষা মূলক অর্থাৎ দীক্ষা না লইয়া সেই সমস্ত ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে অধিকার হয় না। এই হেতু প্রথমে দীক্ষাই নিরূপিত হইতেছে।

সেই মন্ত্র দীক্ষা হইতেছে—সেই সেই মন্ত্রের গুরুকৃত উচ্চারণ প্রযোজ্য শিষ্যকৃত

---

* রাঘব ভট্টের টীকা সহ মুদ্রিত শারদাতিলকে ও নবভারত প্রকাশিত ঐ পুস্তকে অন্য রূপ পাঠ ও ইহার পর আরও অনেক শ্লোক অধিক দেখা যায়, এখানে তাহা নাই। শারদাতিলকের সৃষ্টি বিষয়ক সমস্ত শ্লোকও এখানে গৃহীত হয় নাই। প্রয়োজনীয় অংশমাত্রই গৃহীত হইয়াছে।

অহং তে অমুকমন্ত্রং দদানীত্যাকারকেচ্ছাপূর্বক-গুরূচ্চারণানন্তরজায়মানত্বম্। তেন তাদৃশেচ্ছাং বিনা গুরুণোচ্চারিতং[১] মন্ত্রং দৈবাচ্ছ্রুত্বোচ্চারণে দীক্ষা-সিদ্ধির্নাস্তি। ন বা যজ্ঞাদৌ বৈদিকাদি-মন্ত্রং পাঠয়িতুঃ পুরোহিতাদ্ মন্ত্রং শ্রুত্বা পঠতো যজমানস্য দীক্ষা-কর্ত্তৃত্বম্। তাদৃশেচ্ছাপূর্বক-বৈদিকাদি-মন্ত্রোচ্চারণ-প্রযুক্তোচ্চারণস্তু দীক্ষা-ভবত্যেব॥ ১

ন চ শিষ্যস্যোচ্চারণে[২] প্রমাণং নাস্তি। গুরোঃ[৩] শিষ্যকর্ণে মন্ত্রকথনমাত্রস্য 'দক্ষকর্ণে বদেন্মন্ত্রং ত্রিবারং পূর্ণমানসঃ'। তথা—'দক্ষকর্ণে বদেন্মন্ত্রং ঋষ্যাদিক-সমন্বিতম্'। তথা—'মন্ত্রমাত্রপ্রকথনমুপদেশঃ স উচ্যতে' ইত্যাদি-বচন-সিদ্ধত্বাদিতি বাচ্যম্। সাবিত্র্যুপদেশে মাণবকোচ্চারণস্য বৈধত্বাদ্ ব্যবহার-সিদ্ধত্বাচ্চান্যত্রাপি বাধকাভাবেন তথা কল্পনাৎ॥ ২

উচ্চারণ স্বরূপা। সেইজন্য গুরুর উচ্চারণমাত্র বা শিষ্যের উচ্চারণমাত্রই দীক্ষা নহে। তৎপ্রযোজ্য কথাটির অর্থ—অহং তে অমুকমন্ত্রং দদানি অর্থাৎ আমি তোমাকে অমুক মন্ত্র প্রদান করিতেছি এইরূপ ইচ্ছা পূর্বক গুরুর উচ্চারণের অনন্তর উৎপদ্যমান। সুতরাং গুরুর তাদৃশ ইচ্ছা বিনা গুরুর উচ্চারিত মন্ত্র শিষ্য দৈবাৎ শুনিয়া উচ্চারণ করিলে শিষ্যের দীক্ষা-সিদ্ধি হয় না। আর যজ্ঞাদিতে বৈদিকাদি মন্ত্রের পাঠক পুরোহিত হইতে মন্ত্র শুনিয়া যজমান মন্ত্রপাঠ করিলে সে স্থলে পুরোহিতের মন্ত্র-দীক্ষা-কর্ত্তৃত্ব সিদ্ধ হয় না। কারণ সে স্থলে যজমানের মন্ত্রের উচ্চারণ পুরোহিতের তাদৃশ ইচ্ছাপূর্বক উচ্চারণ প্রযোজ্য নহে। সেখানে পুরোহিতের সেই সেই মন্ত্রদানে কোন ইচ্ছাই হয় নি। যদি পুরোহিতের তাদৃশ ইচ্ছাপূর্বক বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ প্রযুক্ত যজমানের মন্ত্রোচ্চারণ হয়, তবে তাহা দীক্ষা হইবেই। ১

শিষ্যের মন্ত্র উচ্চারণে প্রমাণ নাই; যেহেতু "দক্ষকর্ণে বদেন্ মন্ত্রং ত্রিবারং অর্থাৎ দক্ষিণ কর্ণে তিনবার মন্ত্র বলিবে। এইরূপ—দক্ষকর্ণে বদেন্মন্ত্রং ঋষ্যাদিক-সমন্বিতম্ অর্থাৎ ঋষ্যাদি সমন্বিত মন্ত্র দক্ষিণ কর্ণে বলিবে। এইরূপ—মন্ত্রমাত্রপ্রকথনমুপদেশঃ স উচ্যতে অর্থাৎ মন্ত্রমাত্রের কথনই উপদেশ কথিত হয়, ইত্যাদি বচনের দ্বারা শিষ্য-কর্ণে গুরুর মন্ত্র-মাত্রের কথনেই দীক্ষা সিদ্ধ হয়—ইহা বলা যায় না। কারণ বৈদিক সাবিত্রী মন্ত্রের উপদেশ স্থলে মাণবকের উচ্চারণের বৈধত্ব আছে, ব্যবহারও তাহাই আছে। উচ্চারণের বাধক নিষেধ না থাকায় অন্যত্র তান্ত্রিক দীক্ষায় সেইরূপ শিষ্যের উচ্চারণ কল্পনা করিতে হইবে। ২

১। গুরূচ্চারিতং মন্ত্রং। ২। খ—শিষ্যোচ্চারণে। ৩। খ—গুরুণা।

নন্থ কিং গুরোঃ সম্যঙ্ মন্ত্রস্যোচ্চারণানন্তরং শিষ্যেণোচ্চারণং কর্ত্তব্যম্, অথবাপ্রত্যেকবর্ণোচ্চারণানন্তরং প্রত্যেকবর্ণোচ্চারণমিতি চেৎ, অত্রাপি সাবিত্রী প্রমাণম্। ন খলু আসমাপ্ত-সপ্তমবর্ষস্য[১] মাণবকস্য সাবিত্র্যাঃ সম্যগুচ্চারণানন্তরং সম্যগুচ্চারণ-সামর্থ্যং বর্ত্ততে। পরন্ত এক-দ্বি-দ্বি-ত্রি-চতুঃ-পঞ্চ-পঞ্চশাদি[২]-বর্ণানামুচ্চারণানন্তরমুচ্চারণেঽপ্যুপদেশঃ সিধ্যতি। সম্যগুচ্চারণানন্তর-সম্যগুচ্চারণে তু স্থতরাম্ ॥ ৩

এবঞ্চ লক্ষণস্তু[৩] তত্তন্মন্ত্রাণাং ঘটকা যাবন্তো বর্ণাস্তেষাং তাদৃশেচ্ছাপূর্বক[৪]-গুরুকৃতৈকৈকোচ্চারণোত্তরৈকৈকোচ্চারণত্বং[৫] তত্তন্মন্ত্র-দীক্ষাত্বমিতি সিদ্ধম্। তাদৃশোচ্চারণত্বঞ্চ একৈকাত্যুচ্চারণোত্তরমেকৈকাত্যুচ্চারণে যথা, তথা সকলোচ্চারণোত্তর-সকলোচ্চারণেঽপ্যক্ষতম্, সমুদায়োচ্চারণেঽপ্যেকৈকোচ্চারণত্বস্য সত্ত্বাৎ ॥ ৪

আচ্ছা, গুরুর সম্পূর্ণ মন্ত্রের উচ্চারণের অনন্তর কি শিষ্যের সম্পূর্ণ উচ্চারণ কর্ত্তব্য অথবা প্রত্যেক বর্ণের উচ্চারণের অনন্তর প্রত্যেক বর্ণের উচ্চারণ কর্ত্তব্য ? এই যদি কেহ প্রশ্ন করে, তবে তাহার উত্তরে বলিব। এস্থলেও সাবিত্রী দীক্ষা প্রমাণ অর্থাৎ সাবিত্রী দীক্ষাস্থলে সম্পূর্ণ সাবিত্রীর উচ্চারণে অথবা খণ্ড খণ্ড উচ্চারণে যেমন দীক্ষা সিদ্ধ হইয়া থাকে, এস্থলেও সেইরূপ দীক্ষা সিদ্ধ হইবে। আসমাপ্ত সপ্তমবর্ষ অর্থাৎ সপ্তমবর্ষ পূর্ণ হইবার পর অষ্টমবর্ষ বয়স্ক বালকের সাবিত্রীর সম্পূর্ণ উচ্চারণের অনন্তর সম্পূর্ণ উচ্চারণে নিশ্চয়ই সামর্থ্য থাকে না; পরন্ত এক একটি, দুই দুইটি, তিন তিনটি, চার চারিটি বা পাঁচ পাঁচটি প্রভৃতি বর্ণসমূহের উচ্চারণের অনন্তর শিষ্যের তাদৃশ উচ্চারণেও উপদেশ সিদ্ধ হয়। সম্পূর্ণ উচ্চারণের অনন্তর শিষ্যের সম্পূর্ণ উচ্চারণ হইলে তো স্থতরাং দীক্ষা সিদ্ধ হইবেই। ৩

এই হইলে দীক্ষার লক্ষণটি এই হয়—সেই সেই মন্ত্রের ঘটক যতগুলি বর্ণ, সেই বর্ণ-গুলির তাদৃশ ইচ্ছা পূর্বক গুরু-কৃত এক একটি বর্ণের উচ্চারণের পর শিষ্যের এক একটি বর্ণের উচ্চারণই সেই সেই মন্ত্রের দীক্ষা, ইহা সিদ্ধ হয়। গুরুর এক একটি প্রভৃতির উচ্চারণের উত্তর শিষ্যের এক একটি প্রভৃতির উচ্চারণে তাদৃশ উচ্চারণ যেমন অক্ষুন্ন আছে, সেইরূপ গুরুর সম্পূর্ণ উচ্চারণের উত্তর শিষ্যের সম্পূর্ণ উচ্চারণেও তাদৃশ উচ্চারণ অক্ষত আছে; কারণ সমুদায়ের উচ্চারণেও এক একটির উচ্চারণ আছে। ৪

১। খ—খখঅসমাপ্তসপ্তমবর্ষস্য। ২। খ—একত্ব-দ্বিত্র-ত্রি-চতুর-চতুঃপঞ্চপক্ষাদিবর্ণানাং।
৩। খ—লক্ষণস্তু ইতি পাঠো নাস্তি। ৪। খ—তাদৃশেচ্ছা'পূর্বকেতি পাঠো নাস্তি।
৫। খ—গুরুকৃতৈকোচ্চারণোত্তরৈক একোচ্চারণত্বম্। তচ্চ একৈকাত্যুচ্চারণোত্তর।

ন চ ব্যুৎক্রমেণ ব্যবধানেন সংযুক্তাক্ষর-পার্থক্যেন বোচ্চারণেঽপি তৎসিদ্ধিঃ স্যাদিতি বাচ্যম্। তত্তদ্ব্যাবৃত্তস্য ঔচিত্যস্যোচ্চারণয়োর্নিবেশনীয়ত্বাদিতি। অস্তু বা তত্তদলক্ষ্য-ব্যাবৃত্তমুচ্চারণনিষ্ঠ-বৈজাত্যমেব লক্ষণঘটকম্। তথা চ বিজাতীয়োচ্চারণত্বমেব দীক্ষাত্বমিতি তু পরমার্থঃ ॥ ৫

অত্রেদমবধেয়ম্—সম্যঙ্ মন্ত্রং প্রথমত একোচ্চারেণ কর্ণে ত্রিঃ কথয়িত্বা পশ্চাদ্ গুরুণা শিষ্য একৈকং মন্ত্রবর্ণং[১] বিশিষ্টং বা মন্ত্রং পাঠয়িতব্যঃ। তাবতৈব সর্বসামঞ্জস্যাদিতি রীতিরেব সাধীয়সীতি মন্যামহে। অত এব—'দক্ষকর্ণে ত্রিশো বিদ্যামেকোচ্চারেণ চোচ্চরেদি'তি বচনমপ্যুপযুজ্যতে। অত এব চানভিজ্ঞানাং স্ত্রী-বাল-শূদ্রাণামনেকাক্ষর-ঘটিত-মন্ত্রোপদেশঃ সাধূপযুজ্যতে ॥ ৬

একটি মন্ত্রে বর্ণগুলি যে ক্রমে আছে, সেই ক্রমে উচ্চারণ না করিয়া ব্যুৎক্রমে উল্টা পাল্টা করিয়া উচ্চারণ করিলে বা ব্যবধানে অর্থাৎ একটি বর্ণের উচ্চারণের পর ঠিক তাহার পরের বর্ণ উচ্চারণ না করিয়া তাহার পরের বর্ণ উচ্চারণ করিয়া বলিলে বা সংযুক্ত অক্ষরগুলিকে পৃথক্ করিয়া উচ্চারণ করিলে তাদৃশ উচ্চারণের সিদ্ধি হউক; যেহেতু সেইরূপ উচ্চারণেও এক একটির উচ্চারণ তো আছে। ইহা বলা যায় না। তাদৃশ উচ্চারণের ব্যাবৃত্তির জন্য গুরু ও শিষ্য উভয়ের উচ্চারণে উচিত পদ নিবেশ করিতে হইবে অর্থাৎ যেরূপ বর্ণের পর যেরূপ বর্ণের উচ্চারণে প্রকৃত পদের উচ্চারণ হইবে, গুরু ও শিষ্যের তাদৃশ উচিত উচ্চারণকে দীক্ষা বলিতে হইবে। অথবা সেই সেই অলক্ষ্যের ব্যাবৃত্তির জন্য উচ্চারণ নিষ্ঠ বৈজাত্যটি লক্ষণ-ঘটক অর্থাৎ বিজাতীয় উচ্চারণই দীক্ষার লক্ষণ হউক। সুতরাং বিজাতীয় বিশিষ্ট উচ্চারণই দীক্ষা। ইহাই সার কথা। ৫

এস্থলে ইহা মনোযোগ পূর্বক জানিতে হইবে—সম্পূর্ণ মন্ত্রটিকে প্রথমতঃ এক এক উচ্চারণে তিন বার কর্ণে বলিয়া পরে গুরু শিষ্যকে এক একটি মন্ত্রবর্ণ অথবা বর্ণ-বিশিষ্ট পদ বা সম্পূর্ণ মন্ত্র পাঠ করাইবেন, তাহাতেই সমস্ত সামঞ্জস্য হয়। এই রীতিকেই সাধু বলিয়া মনে করি। এই হইলে "দক্ষকর্ণে ত্রিশো বিদ্যামেকোচ্চারেণ চোচ্চরেৎ" অর্থাৎ একবার উচ্চারণে দক্ষিণ কর্ণে মন্ত্রকে তিন বার উচ্চারণ করিবে—এই বচনও সুসঙ্গত হয়। অতএব অনভিজ্ঞ স্ত্রী, বালক ও শূদ্রগণের অনেক অক্ষর বিশিষ্ট মন্ত্রের উপদেশ সুসঙ্গত হয়। ৬

১। খ—মন্ত্রবর্ণমিতি নাস্তি।

অথ—'গৃহ্নীয়ান্মন্ত্রমুত্তম'মিত্যাদিবচনান্মন্ত্র-গ্রহণমেব দীক্ষেতি কথমুচ্চারণং দীক্ষোচ্যতে ইতি চেদুচ্যতে, গ্রহণমত্র উপাস্যত্বেন স্বীকারঃ সত্ত্বাভিব্যঞ্জকে উচ্চারণে কৃতে সিধ্যতি। যথা ভার্য্যাত্ব-সম্পাদক-স্বীকারাত্মকো বিবাহঃ সপ্তপদী-গমনাদৌ। ন চ—চন্দ্রসূর্য্যগ্রহে তীর্থে সিদ্ধক্ষেত্রে শিবালয়ে। মন্ত্রমাত্র-প্রকথনমুপদেশঃ স উচ্যত ॥ ইতি বচনান্মন্ত্রং কথয়তো গুরোর্ব্যপদেশ-কর্ত্তৃত্বাপত্তিরিতি বাচ্যম্। তদ্বচনে শিষ্যস্যেত্যধ্যাহৃত্য তেনৈব প্রকথনস্যান্বয়-সমর্থনাৎ। তৎ-প্রকথনঞ্চ গুরুকথনানন্তরমেবেতি মন্তব্যম্ ॥ ৭

নন্থ মন্ত্রস্য শব্দ-স্বরূপস্য দাতৃত্বং গ্রহীতৃত্বঞ্চ কথং সম্পদ্যতে ইতি চেৎ, শৃণু, মন্ত্রস্য দানং হি মদুচ্চারণানন্তরমনেনোচ্চারিতোঽয়ং মন্ত্র এতস্যেষ্টং সাধয়তু ইতীচ্ছা-বিশেষ এব। তদ্বত্তয়া চ গুরোর্দাতৃত্বম্। গ্রহণন্তু উপাস্যত্বেন স্বীকারস্তদ্বত্তয়া চ গ্রহীতৃত্বং শিষ্যস্য। যথা—'পুণ্যদঃ পুণ্যমাপ্নোতী'ত্যাদৌ

"অথ গৃহ্নীয়ান্মন্ত্রমুত্তমম্" অর্থাৎ অনন্তর উত্তম মন্ত্র গ্রহণ করিবে—ইত্যাদি বচন অনুসারে মন্ত্র গ্রহণই দীক্ষা, অত এব উচ্চারণকে কেন দীক্ষা বলা হইতেছে? এই যদি কেহ বলেন, তাহার উত্তরে বলিতেছি—এস্থলে গ্রহণ হইতেছে উপাস্যত্বরূপে স্বীকার। তাহা সত্ত্বের অভিব্যঞ্জক উচ্চারণ করিলেই সিদ্ধ হয়। যেমন—ভার্য্যাত্বের সম্পাদক স্বীকার-স্বরূপ বিবাহ সপ্তপদী গমনাদিতে সিদ্ধ হয়।

চন্দ্রসূর্য্য-গ্রহে তীর্থে সিদ্ধক্ষেত্রে শিবালয়ে।
মন্ত্র-মাত্র-প্রকথনমুপদেশঃ স উচ্যতে।

অর্থাৎ চন্দ্র ও সূর্য্যের গ্রহণে, তীর্থে, সিদ্ধ-ক্ষেত্রে, শিবালয়ে মন্ত্রমাত্রের প্রকৃষ্টরূপে যে কথন, তাহা উপদেশ বলিয়া কথিত হয়—এই বচন বলে মন্ত্রের প্রবচনকারী গুরুর উপদেশ কর্ত্তৃত্বের আপত্তি হয়, ইহা বলা যায় না; যেহেতু সেই বচনে শিষ্যস্য এই পদটি অধ্যাহার করিয়া তাহার সহিত প্রকথনের অন্বয় সমর্থিত হইয়াছে। শিষ্যের প্রকথনই উপদেশ বা দীক্ষা। সেই প্রকথন গুরুর কথনের অনন্তরই সম্ভব, ইহা জানিবেন। ৭

আচ্ছা, শব্দ-স্বরূপ মন্ত্রের দাতৃত্ব ও গ্রহীতৃত্ব কিরূপে সম্ভব হয়? এই যদি কেহ বলেন। তবে তাহার উত্তর শুনুন। সুন্দরভাবে উচ্চারণের অনন্তর ইহার কর্ত্তৃক উচ্চারিত এই মন্ত্র ইহার অভিলষিত বিষয় সিদ্ধি করুক—এই প্রকার ইচ্ছাবিশেষই মন্ত্রের দান। এই ইচ্ছা-বিশেষ গুরুতে আছে বলিয়া তিনি মন্ত্রের দাতা। আর উপাস্যত্বরূপে স্বীকার হইতেছে মন্ত্রের গ্রহণ। ঐ স্বীকার শিষ্যে আছে বলিয়া শিষ্য মন্ত্রের গ্রহীতা। যেমন—পুণ্যদঃ পুণ্যমাপ্নোতি অর্থাৎ পুণ্যদাতা পুণ্য লাভ করে—ইত্যাদি স্থলে

মদর্জ্জিতমিদং পুণ্যং মম স্বর্গমজনয়িত্বা অস্য স্বর্গং জনয়ত্বিতীচ্ছাবত্ত্বমেব পুণ্য-দাতৃত্বম্। অস্য পুণ্যং মম স্বর্গং জনয়ত্বিতীচ্ছাবত্ত্বঞ্চ পুণ্যগ্রাহিত্বম্ ॥ ৮

অথ মন্ত্রদাতুর্দক্ষিণা-দাতৃত্বং মন্ত্রগ্রহীতুশ্চ দক্ষিণা-গ্রাহিত্বমায়াতু; ন তু বৈপরীত্যমিতি চেৎ, ওম্; এতৎ-কর্মণঃ খলু দক্ষিণা বাচনিকী গুরবে শিষ্যস্য। আয়াতু বা গুরোর্দান-দক্ষিণা-দাতৃত্বং শিষ্যায়ান্যস্মৈ বা। শিষ্যস্য তু গুরবে বাচনিক্যুপদেশ-দক্ষিণা কেন বারণীয়া ॥ ৯

বস্তুতস্তু অত্র দানপদং ভাক্তম্, মন্ত্রে কস্যাপি স্বত্বাভাবাৎ স্ত্রী-শূদ্রাদীনাং সম্প্রদানত্বাভাবাচ্চ। নন্তু দক্ষিণা-গ্রহণাদ্ গুরোর্মন্ত্রবিক্রয়িত্বমস্তু ইতি চেদ্, ভ্রমঃ, স্বস্বত্ব-ধ্বংস-পরস্বত্বোভয়জনক-মূল্যগ্রহণং হি বিক্রয়ঃ। ন চ কুত্রাপি মন্ত্রে কস্যাপি স্বত্বং স্বত্ব-ধ্বংসো বা জায়তে। ন বা মন্ত্রস্য মূল্যমস্তি, শাস্ত্রানুভব-বিরোধাৎ, শিষ্ট-ব্যবহার-বিরোধাচ্চ। অতএব শিষ্য-দত্ত-দ্রব্যাদের্দক্ষিণাত্ব-

---

আমার অর্জিত এই পুণ্য আমার স্বর্গ না জন্মাইয়া ইহার স্বর্গ উৎপাদন করুক—এইরূপ ইচ্ছাবত্ত্বই পুণ্য-দাতৃত্ব। ইহার পুণ্য আমার স্বর্গ উৎপাদন করুক—এইরূপ ইচ্ছাবত্ত্বই পুণ্য-গ্রাহিত্ব। ইহা ছাড়া এখানে পুণ্যদাতৃত্ব বা পুণ্যগ্রাহিত্ব সম্ভব নহে। ৮

প্রশ্ন—দান এইরূপ হইলে মন্ত্র-দাতা দক্ষিণা দান করুন এবং মন্ত্র-গ্রহীতা দক্ষিণা গ্রহণ করুক। ইহার বৈপরীত্য অর্থাৎ মন্ত্রদাতার দক্ষিণা গ্রাহিত্ব ও মন্ত্র-গ্রহীতার দক্ষিণা-দাতৃত্ব হইবে না, এই আপত্তি হইবে। ইহা যদি কেহ বলেন, তাহার উত্তরে বলিব। ওঁ—হাঁ, তাই বটে। শিষ্যের এই দীক্ষা কর্মের দক্ষিণা গুরুকে বাচনিকী অর্থাৎ শাস্ত্রবাক্য এই দীক্ষাকর্মের দক্ষিণা গুরুকে দিতে বলিয়াছেন। তদনুসারে শিষ্য গুরুকে দক্ষিণা দিয়া থাকেন। শিষ্যকে বা অন্যকে গুরু দক্ষিণা দান করুন; এইরূপ আপত্তি যদি আসে—আসুক। শিষ্যের কিন্তু গুরুকে বাচনিক উপদেশ প্রযুক্ত দক্ষিণা দান কাহার কর্ত্তৃক নিবারিত হইবে। ৯

বস্তুতঃ এখানে দান পদটি গৌণ, উহা মুখ্য দান নহে। যেহেতু মন্ত্রে কাহারও স্বত্ব নাই এবং স্ত্রী শূদ্রাদি সম্প্রদান হইতে পারে না অর্থাৎ স্ত্রী ও শূদ্র দক্ষিণা গ্রহণের অধিকারী নহে। আচ্ছা, দক্ষিণা গ্রহণ করায় গুরু মন্ত্র-বিক্রেতা হউন, এই যদি কেহ বলেন। উত্তরে বলিব—স্ব-স্বত্বের ধ্বংস ও পর স্বত্বের জনক মূল্যের গ্রহণ হইতেছে বিক্রয়। কোন স্থলে কোন মন্ত্রে কাহারও স্বত্ব বা স্বত্বধ্বংস জন্মায় না। আর মন্ত্রেরও কোন মূল্য নাই। ইহা স্বীকার না করিলে শাস্ত্র বিরোধ, অনুভব বিরোধ ও শিষ্ট ব্যবহারের বিরোধ উপস্থিত হইবে। এই জন্যই শিষ্যদত্ত দ্রব্য প্রভৃতিকে দক্ষিণা বলা

মুচ্যতে, ন তু মূল্যত্বম্। দক্ষিণা চোপদেশ-কর্মণঃ সাঙ্গতার্থং গুরুসন্তোষার্থং চ গুরবে দেয়েবেতি সর্বং রমণীয়ম্ ॥ ১০

অথ দীক্ষায়া নিত্য-কাম্যত্ব-নির্ণয়ঃ

দীক্ষা সর্বাশ্রমেষু নিত্য-কাম্যৈব, অকরণ-করণয়োর্নিন্দা-ফলয়োঃ শ্রবণাৎ[1] ॥ ১১

যথা তন্ত্রে— অদীক্ষিতা যে কুর্বন্তি জপ-হোমাদিকাঃ ক্রিয়াঃ।
ন ভবন্তি প্রিয়ে! তেষাং শিলায়ামুপ্ত-বীজবৎ ॥ ১২
দেবি! দীক্ষা-বিহীনস্য ন সিদ্ধির্ন চ সদ্গতিঃ।
তস্মাৎ সর্ব-প্রযত্নেন গুরুণা দীক্ষিতো ভবেৎ ॥ ১৩
অদীক্ষিতোঽপি মরণে রৌরবং নরকং ব্রজেৎ।
তস্মাদ্ দীক্ষাং প্রযত্নেন সদা কুর্য্যাচ্চ তান্ত্রিকাৎ ॥ ১৪
কল্পে দৃষ্ট্বা তু মন্ত্রং বৈ যো গৃহ্ণাতি নরাধমঃ।
মন্বন্তর-সহস্রেষু নিষ্কৃতির্নৈব জায়তে ॥ ১৫

হয়, কিন্তু মূল্য বলা হয় না। উপদেশ কর্মের সমাপ্তির (ফল প্রসবের) জন্য ও গুরুর সন্তোষের জন্য গুরুকে দক্ষিণা দিতেই হইবে। ইহাতে সমস্ত মনোহর হয়। ১০

অনন্তর দীক্ষার নিত্যত্ব ও কাম্যত্ব নির্ণয় হইতেছে। সমস্ত আশ্রমে দীক্ষা নিত্যা ও কাম্যা, যেহেতু দীক্ষা গ্রহণ না করিলে শাস্ত্রে নিন্দা (পাপ) কীর্ত্তিত হইয়াছে। যাহা না করিলে পাপ হয়, তাহাই নিত্য। দীক্ষা গ্রহণের ফল শাস্ত্রে বলা হইয়াছে। যাহা করিলে কিছু ফল হয়, তাহা কাম্য। ১১

যেমন তন্ত্রে বলিয়াছেন—যে ব্যক্তিগণ দীক্ষিত না হইয়া জপ হোমাদি কার্য্য করেন। হে প্রিয়ে! শিলায় রোপিত বীজ যেমন ফলবান্ (অঙ্কুর জনক) হয় না, তদ্রূপ সেই অদীক্ষিত ব্যক্তিগণের জপ হোমাদি ক্রিয়াও ফলবতী হয় না। ১২

হে দেবি! দীক্ষা-রহিত ব্যক্তির সিদ্ধি হয় না, সদ্গতিও হয় না। অতএব সর্বপ্রকার যত্ন করিয়া গুরু কর্ত্তৃক দীক্ষিত হইবে। ১৩

অদীক্ষিত ব্যক্তিও মরণে রৌরব নামক নরক গমন করে। অতএব যত্নের সহিত তান্ত্রিকের নিকট হইতে সর্বদা দীক্ষা গ্রহণ করিবে। ১৪

যে নরাধম কল্পে (মন্ত্রশাস্ত্রে) মন্ত্র দেখিয়া মন্ত্র গ্রহণ করে, সহস্র মন্বন্তরেও তাহার নিষ্কৃতি জন্মায় না। ১৫

১। খ—করণঅকরণয়োর্নিন্দাফলশ্রবণাৎ।

কালিকাপুরাণে—প্রসহ্য ক্রোধান্মোহাদ্বা নাসম্মত্যা[১] গুরোর্মুখাৎ।
কল্পেষু দৃষ্ট্বা বা মন্ত্রং গৃহ্ণীয়াচ্ছদ্মনাঽথবা॥ ১৬
স ব্রহ্ম-স্তেয়-পাপেন তামিস্রে নরকে নরঃ।
মন্বন্তর-ত্রয়ং স্থিত্বা পাপযোনিষু জায়তে॥ ১৭

মন্ত্রতন্ত্র-প্রকাশে—আচার্য্যাদনভিপ্রাপ্তঃ প্রাপ্তশ্চাদত্ত-দক্ষিণঃ।
সততং জপ্যমানোঽপি মন্ত্রঃ সিদ্ধিং ন গচ্ছতি॥ ১৮

নারদীয়ে— যদৃচ্ছয়া শ্রুতং মন্ত্রং ছলেনাপি বলেন বা।
পত্রেক্ষিতং বা গাথাস্থং[২] তমুপেত্য ত্বনর্থকৃৎ॥ ১৯

মনুঃ— ব্রহ্ম যস্ত্বননুজ্ঞাতমধীয়ানাদবাপ্নুয়াৎ।
স ব্রহ্মস্তেয়-সংযুক্তো নরকং প্রতিপদ্যতে॥ ২০

তন্ত্রান্তরে[৩]— নাদীক্ষিতস্য কার্য্যং স্যাৎ তপোভির্নিয়ম-ব্রতৈঃ
ন তীর্থ-গমনেনাপি ন চ শারীর-যন্ত্রণৈঃ॥ ২১

কালিকা পুরাণে বলিয়াছেন—যে মানব ক্রোধবশতঃ মোহে বা বলে বা ছলে গুরুর অসম্মতিতে গুরুর মুখ হইতে অথবা কল্পে মন্ত্র দেখিয়া মন্ত্র গ্রহণ করে। সেই মানব বেদ চুরির পাপে তামিস্র নরকে গমন করে। তিনটি মন্বন্তর সেইখানে থাকিয়া পাপযোনিতে জন্মায়। ১৬-১৭

মন্ত্র-তন্ত্র-প্রকাশে বলিয়াছেন—আচার্য্য হইতে মন্ত্র প্রাপ্ত না হইয়া, প্রাপ্ত হইয়াও দক্ষিণা না দিয়া সর্বদা মন্ত্র জপ করিলেও সেই মন্ত্র সিদ্ধি প্রাপ্ত হয় না। ১৮

নারদীয়ে বলিয়াছেন—যে নর ছলে বা বলে গুরুর মুখ হইতে বা আকস্মিকভাবে পত্রে অঙ্কিত বা গাথাস্থ মন্ত্রকে গ্রহণ করে, সে সেই মন্ত্রকে পাইয়াও অনর্থকারী হয়। ১৯

মনু বলিয়াছেন—যে ব্যক্তি বেদমন্ত্র অধ্যয়নকারীর নিকট হইতে তাঁহার অননুজ্ঞাত বেদ মন্ত্র লাভ করে, সে ব্যক্তি বেদ চুরির পাপে লিপ্ত হইয়া নরক প্রাপ্ত হয়। ২০

এই তন্ত্র মধ্যে বলিয়াছেন—অদীক্ষিত ব্যক্তির তপস্যাসমূহের দ্বারা, নিয়ম ও ব্রত সমূহের দ্বারা, তীর্থগমনের দ্বারা ও শরীর পীড়া দ্বারা কোন কার্য্য (ফল) হয় না। ২১

১। খ—ন সম্মত্যা। ২। খ—পত্রেক্ষিতং তথা শপ্তং। ৩। ক—অত্রান্তরে।

অদীক্ষিতঃ পশুসমো দীক্ষিতো দেবতোপমঃ।
অদীক্ষিতানাং মর্ত্ত্যানাং দোষং শৃণু মহেশ্বরি ! ॥ ২২

অন্নং বিষ্ঠাসমং তস্য জলং মূত্রসমং স্মৃতম্।
তৎকৃতং পিতরঃ শ্রাদ্ধং গৃহীত্বা যান্ত্যধোগতিম্ ॥ ২৩

উপচার-সহস্রৈঃ সংযোজিতাং ভক্তিসংযুতাম্।
অদীক্ষিতার্চনাং দেবা ন গৃহ্নন্তি কদাচন ॥ ২৪

কর্মাখিলং বৃথা যস্মাৎ তস্মাদদীক্ষিতঃ পশুঃ।
তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন গুরুণা দীক্ষিতো ভবেৎ ॥ ২৫

যথা বারাহীতন্ত্রে— শ্রীভগবানুবাচ—

দীক্ষামূলং জপং সর্বং দীক্ষামূলং পরং তপঃ।
দীক্ষামাশ্রিত্য নিবসেদ্ যত্র কুত্রাশ্রমে বসন্ ॥ ২৬

শারদায়াম্— পুরুষার্থসমাবাপ্ত্যৈ সচ্ছিষ্যো গুরুমাশ্রয়েৎ ॥ ২৭

তন্ত্রান্তরে— সর্বসিদ্ধিকরী দীক্ষা সর্বদুঃখ-বিনাশিনী।
সর্বরোগ-প্রশমনী সর্বসৌভাগ্য-দায়িনী ॥ ২৮

হে মহেশ্বরি ! অদীক্ষিত ব্যক্তি পশুতুল্য, দীক্ষিত ব্যক্তি দেবতুল্য। অদীক্ষিত মানবগণের দোষ শ্রবণ কর। ২২

সেই অদীক্ষিত ব্যক্তির অন্ন বিষ্ঠাতুল্য, জল মূত্র তুল্য কথিত হইয়াছে। পিতৃ-পুরুষগণ তাহার কৃত শ্রাদ্ধ গ্রহণ করিয়া অধোগতি প্রাপ্ত হন। ২৩

দেবতাগণ কখনও অদীক্ষিতের উপচার-সহস্র যুক্ত ও ভক্তিযুক্ত অর্চনাকে গ্রহণ করেন না। ২৪

যে হেতু অদীক্ষিত ব্যক্তি পশুতুল্য, সেই হেতু তাহার সমস্ত কর্মই বৃথা। অতএব সর্বপ্রযত্নে গুরু কর্ত্তৃক দীক্ষিত হইবে। ২৫

যেমন বারাহী তন্ত্রে শ্রীভগবান্ বলিলেন—সমস্ত জপকে দীক্ষামূল জানিবে। শ্রেষ্ঠ তপস্যাও দীক্ষামূল। যে কোন আশ্রমে থাকিতে হইলে দীক্ষাকে আশ্রয় করিয়াই থাকিতে হইবে। ২৬

শারদাতিলক তন্ত্রে বলিয়াছেন—সৎ শিষ্য সম্যক্‌রূপে পুরুষার্থ লাভের জন্য গুরুকে আশ্রয় করিবে। ২৭

এই তন্ত্র মধ্যে বলিয়াছেন—দীক্ষা সর্বসিদ্ধিকরী, সর্বদুঃখের বিনাশিনী, সমস্ত

অশেষ-কবিতা-শক্তি-দায়িনী কীর্ত্তি-বর্দ্ধিনী[১]।
চতুর্বর্গ ফলাবাপ্তি-সাধিনী ভক্তি-বর্দ্ধিনী[২] ॥ ২৯

অথ দীক্ষাপদার্থ-কথনম্

তন্ত্রে— দীয়তে জ্ঞান সম্পত্তিঃ[৩] ক্ষীয়তে পাপসঞ্চয়ঃ[৪]।
তস্মাদ্ দীক্ষেতি সংপ্রোক্তা মুনিভিস্তন্ত্রবেদিভিঃ ॥ ৩০

তথা চ দীয়তে ইতি দৈবাদিক-দী-ধাতোঃ ক্বিপি দীঃ। ক্ষায়ত ইতি ক্ষেধাতোর্বাহুল্যাৎ কপ্রত্যয়ে ক্ষা, ততঃ কর্ম্মধারয়ঃ ॥ ৩১

দিব্যং জ্ঞানং যতো দত্তে কুর্য্যাৎ পাপক্ষয়ং তথা।
তস্মাদ্ দীক্ষেতি তামাহুর্মুনয়ো বেদবেদিনঃ ॥ ৩১

ইত্যাদি-বচনানুসারাৎ। তৎপদ-সিদ্ধিস্তু পৃষোদরাদিত্বাদিতি। এবং—

দীয়তে জ্ঞানসম্পত্তিঃ ক্ষীয়তে পাপসঞ্চয়ঃ।
তস্মাদ্ দীক্ষেতি সা প্রোক্তা মুনিভিস্তন্ত্রবেদিভিঃ ॥ ৩৩

ইতি বচনস্য প্রামাণিকত্বে তৎপদসিদ্ধিঃ পৃষোদরাদিত্বাৎ। অত্র দীয়তে ক্ষীয়তে ইত্যনয়োরনয়েত্যধ্যাহৃতেন কর্ত্রান্বয়ঃ ॥ ৩৪

রোগের নিবৃত্তি-কারিণী, সমস্ত সৌভাগ্য-দায়িনী, অশেষ কবিত্ব শক্তি-দায়িনী, কীর্ত্তি বৃদ্ধিকরী, চতুর্বর্গ ফলপ্রাপ্তির সাধনী ও ভক্তি বর্দ্ধিনী। ২৮-২৯

অনন্তর দীক্ষা পদের অর্থ কথিত হইতেছে। তন্ত্রে বলিয়াছেন—যেহেতু জ্ঞানরূপ সম্পত্তি দান করে, পাপ সমূহ ক্ষয় করে, সেই হেতু তন্ত্রবিৎ মুনিগণ কর্ত্তৃক সেই ক্রি দীক্ষা এই নামে কথিত হইয়াছে। ৩০

এই বচন অনুসারে দীয়তে (দান করে)—এই অর্থে দিবাদি-গণীয় দী ধাতুর উত্তর ক্বিপ্ প্রত্যয় করিয়া দীঃ পদ নিষ্পন্ন হয়। ক্ষীয়তে (ক্ষয় করে)—এই অর্থে ক্ষে ধাতুর উত্তর বহুল নিবন্ধন ক প্রত্যয় করিলে ক্ষা পদ হয়। তাহার পর উভয় পদের (দী ও ক্ষা পদের) কর্মধারয় সমাসে দীক্ষা পদ নিষ্পন্ন হয়। ৩১

যেহেতু দিব্য জ্ঞান দান করে, সেইরূপ পাপক্ষয় করে, সেই হেতু বেদবিৎ মুনিগণ সেই ক্রিয়াকে দীক্ষা এই বলেন। ৩২

এই বচন অনুসারে দীপদ ও ক্ষাপদের কর্মধারয় হইয়াছে। পদসিদ্ধি কিন্তু পৃষোদরাদিত্ব নিবন্ধন হইবে।

এইরূপ "দীয়তে জ্ঞানসম্পত্তিঃ" ইত্যাদি বচন প্রামাণিক হইলে পৃষোদরাদিত্ব

১। খ—কীর্ত্তিবর্দ্ধনী। ২। খ—ভক্তিবর্দ্ধনী। ৩। খ—জ্ঞানসম্পত্তিং। ৪। খ—পাপসঞ্চয়ম্।

দীয়তে জ্ঞান-সম্পত্তিং ক্ষীয়তে পাপসঞ্চয়ঃ।

ইতি পাঠস্তু লিপিকর-প্রমাদজঃ, উক্তানুক্ত-কারকয়োরেকপদব্যুৎপত্ত্যা-বযোগাৎ। দীক্ষাশব্দস্তু কলাবত্যাং পঞ্চায়তন্যামুপদেশে চ যোগরূঢ় ॥ ৩৫

অথ গুরুলক্ষণম্

তন্ত্রান্তরে— সদ্‌গুরোরাহিত-দীক্ষঃ সর্বকর্মাণি সাধয়েৎ।

সদ্‌গুরুত্বঞ্চ শান্তাদিগুণ-বত্ত্বে সতি অভিশস্তত্বাদি-দোষহীনত্বম্। গুণা যথা রামার্চনচন্দ্রিকায়াং—

শান্তো দান্তঃ কুলীনশ্চ বিনীতঃ শুদ্ধবেশবান্।
শুদ্ধাচারঃ সুপ্রতিষ্ঠঃ শুচির্দক্ষঃ সুবুদ্ধিমান্ ॥ ৩৬
আশ্রমী ধ্যাননিষ্ঠশ্চ মন্ত্রতন্ত্র-বিশারদঃ।
নিগ্রহানুগ্রহে শক্তো গুরুরিত্যভিধীয়তে ॥ ৩৭

শান্তোঽন্তরিন্দ্রিয়-নিগ্রহকর্ত্তা। দান্তো বহিরিন্দ্রিয়-নিগ্রহকর্ত্তা। শুদ্ধ-বেশবান্—শুক্লবস্ত্র-যজ্ঞোপবীতাদিমান্[১]। কুলীনঃ শুদ্ধবংশ-জন্মা, আচারাদি-

---

নিবন্ধন দীক্ষা পদের সিদ্ধি হইবে। এই বচনস্থিত দীয়তে ও ক্ষীয়তে এই দুই ক্রিয়া পদের 'অনয়া' এই অধ্যাহৃত কর্ত্তার সহিত অন্বয় (সম্বন্ধ) হইবে। ৩৩-৩৪

"দীয়তে জ্ঞানসম্পত্তিং ক্ষীয়তে পাপসঞ্চয়ঃ"—এই পাঠ কিন্তু লেখকের প্রমাদ জনিত। কারণ উক্ত ও অনুক্ত কারকদ্বয়ের একটি পদ ব্যুৎপত্তিতে (এক বিভক্তিযুক্ত কর্ত্তাতে) অন্বয় হয় না। জ্ঞানসম্পত্তিটি অনুক্ত কর্ম কারক, পাপ সঞ্চয়ঃ এইটি উক্ত কর্ম কারক। এই অনুক্ত ও উক্ত কারক দুইটির এক বিভক্তিযুক্ত অনুক্ত কর্ত্তার সহিত অন্বয় হয় না। দীক্ষা শব্দটি কলাবতী, পঞ্চায়তনী ও উপদেশে যোগরূঢ়। ৩৫

অনন্তর গুরুর লক্ষণ কথিত হইতেছে। তন্ত্রান্তরে বলিয়াছেন—সদ্‌গুরুর নিকট হইতে দীক্ষা প্রাপ্ত হইয়া মানব সমস্ত কর্ম সাধন করিবে।

সদ্‌গুরু হইতেছেন—শান্তাদি গুণবান্ ও অভিশাপাদি দোষ রহিত ব্যক্তি। গুণগুলি রামার্চন-চন্দ্রিকায় বলা হইয়াছে।

যেমন—শান্ত, দান্ত, কুলীন, বিনীত, শুদ্ধবেশধারী, শুদ্ধাচারী, সুপ্রতিষ্ঠ, শুচি, দক্ষ, সুবুদ্ধিমান্, আশ্রমী, ধ্যাননিষ্ঠ, মন্ত্র ও তন্ত্রে বিশারদ, নিগ্রহ ও অনুগ্রহে শক্ত ব্যক্তি গুরু এই নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। ৩৬-৩৭

শ্লোকোক্ত শান্ত শব্দের অর্থ—অন্তরিন্দ্রিয় অন্তঃকরণের নিগ্রহ কর্ত্তা। দান্ত শব্দের

১। খ—শুদ্ধবেশবানিতি তদ্ ব্যাখ্যা চ নাস্তি।

নবগুণশালী * বা, সর্ববিদ্যাবিশারদো বা। নতু পারিভাষিক-কুলাচাররতঃ, বৈষ্ণবাদি-গুরুষু তত্ত্বাসম্ভবাৎ[১] রামার্চনচন্দ্রিকোক্ত-বিষ্ণুমন্ত্রোপদেষ্টরি তাদৃশ-কুলাচারস্যানুপযোগাৎ। ন চ তত্তদ্-দেবতা-বিষয়াচার এব কুলাচার ইতি বাচ্যম্। বৈষ্ণবে কৌলত্ব-ব্যবহারাভাবাৎ। অত এব—কুলীনঃ সর্ববিদ্যানামধিকারীতি গীয়তে। দীক্ষা-প্রভুঃ স এবাত্মা সর্বমন্ত্রস্য পারগঃ[২] ॥ ইত্যপি সংগচ্ছতে। ৩৮

শারদায়াম্— সর্বাগমানাং সারজ্ঞঃ সর্বশাস্ত্রার্থ-তত্ত্ববিৎ।
পরোপকার-নিরতো জপপূজাদি-তৎপরঃ।
যোগমার্গানুসন্ধায়ী দেবতাহৃদয়ঙ্গমঃ।
ইত্যাদিগুণ-সম্পন্নো গুরুরাগমপারগঃ ॥ ৩৯

অর্থ—বহিরিন্দ্রিয়ের নিগ্রহ কর্তা। শুদ্ধবেশবান্—শুক্ল বস্ত্র ও যজ্ঞোপবীত ধারণকারী। কুলীন—শুদ্ধ বংশজন্মা, আচারাদি নবগুণ-শালী অথবা সর্ববিদ্যাবিশারদ। কিন্তু পারিভাষিক কুলাচারে রত—এই অর্থ নহে। যেহেতু বৈষ্ণবাদি গুরুতে তাদৃশ পারিভাষিক কুলাচার সম্ভব নহে এবং রামার্চন চন্দ্রিকায় কথিত বিষ্ণু মন্ত্রের উপদেষ্টা গুরুতে তাদৃশ পারিভাষিক কুলাচারের কোন উপযোগিতা নাই। সেই সেই দেবতা-বিষয়ক আচারই কুলাচার, ইহা বলা যায় না। কারণ বৈষ্ণব গুরুতে কৌলত্বের ব্যবহার নাই। এইরূপ অর্থ স্বীকার করিলে—"কুলীনঃ সর্ববিদ্যানামধিকারীতি গীয়তে। দীক্ষাপ্রভুঃ স এবাত্মা সর্বমন্ত্রস্য পারগঃ"। অর্থাৎ সর্ববিদ্যায় অধিকারী ব্যক্তি কুলীন এই নামে অভিহিত হয়। সর্বমন্ত্রের পারগামী সেই ব্যক্তি দীক্ষাদানে কর্তা। এই বচনও সঙ্গত হয়। ৩৮

শারদা-তিলকে বলিয়াছেন—সমস্ত আগমশাস্ত্রের সারবিৎ। সমস্ত শাস্ত্রার্থের বেত্তা, পরের উপকারে সর্বদা রত, জপ, পূজা, ধ্যান ও হোমে তৎপর, অব্যর্থবাক্ অর্থাৎ অনুগ্রহে সমর্থ, শান্ত, বেদ-বেদার্থে পারগামী অর্থাৎ বেদ-বিৎ ও বেদার্থ-বিৎ, যোগ-মার্গবিৎ ও দেবতার ন্যায় মনোহর (প্রসন্নমূর্তি)—ইত্যাদিগুণ যুক্ত ব্যক্তি আগম-সম্মত গুরু। ৩৯

---

* আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্। নিষ্ঠা বৃত্তিস্তপো দানং নবধা কুললক্ষণম্।

১। খ—বিশারদো বেত্যাদ্যনন্তরং যস্মাৎ কুলীন ইত্যাদি-সর্বমন্ত্রস্য নাপরঃ। ইত্যন্তঃ পাঠঃ। ততো নতু কুলাচাররতঃ, বৈষ্ণবাদিগুরুষু তত্ত্বাসম্ভবাৎ। ততো—শারদায়ামিতি পাঠঃ।

২। খ—সর্বমন্ত্রস্য নাপরঃ।

মহাম্বরোত্তরে—চীর্ণাচারব্রতো মন্ত্রী জ্ঞানবান্ সুসমাহিতঃ।
ব্রহ্ম-নিষ্ঠো যতিঃ খ্যাতো গুরুঃ স্যাৎ সার্বভৌমিকঃ[১] ॥ ৪০

গুরুর্গৃহস্থ এব কর্ত্তব্যঃ। যথা কুলার্ণবে—
সর্ব-শাস্ত্রার্থ-বেত্তা চ গৃহস্থো গুরুরিষ্যতে[২] ॥ ৪১

জামলে— কলত্র-পুত্রবান্ বিপ্রো দয়ালুঃ সর্বসম্মতঃ।
দৈবে পিত্রে বিমিশ্রে চ গৃহস্থো দেশিকো ভবেৎ।
বিমিশ্রে তর্পণাদৌ ॥ ৪২

অথ দোষঃ

কালিকাপুরাণে—অভিশপ্তমপুত্রং চ সারজ্ঞং কিতবং তথা।
ক্রিয়াহীনমকল্পজ্ঞং বামনং গুরুনিন্দকম্।
সদা মৎসর-সংযুক্তং গুরুং মন্ত্রেষু বর্জয়েৎ ॥ ৪৩
গুরুর্মন্ত্রস্য মূলং স্যান্মূল-শুদ্ধৌ তু তচ্ছুভম্।
সফলং জায়তে যস্মাৎ তস্মাদ্ যত্নেন বীক্ষয়েৎ ॥ ৪৪

মহাম্বরোত্তরে বলিয়াছেন—চীর্ণাচারব্রতী (পুরুষানুক্রমিক প্রচলিত আচারের অনুষ্ঠানে রত), মন্ত্রজ্ঞ, জ্ঞানী, একাগ্রচিত্ত, ব্রহ্ম-নিষ্ঠ, যতি (সংযমী) ও প্রখ্যাত ব্যক্তি সার্বভৌমিক (সর্বাশ্রমীয়) গুরু হইতে পারেন। ৪০

গৃহস্থকেই গুরু করা উচিত। যেমন কুলার্ণবে বলিয়াছেন—সর্বশাস্ত্রার্থবিৎ গৃহস্থই গুরু অভিপ্রেত। ৪১

জামলে বলিয়াছেন—স্ত্রী ও পুত্রবান্, দয়ালু, সর্বমান্য, দৈবকর্ম, পিতৃকর্ম, বিমিশ্র কর্মে রত বিপ্রদেশিক (মন্ত্রোপদেষ্টা গুরু) হইতে পারেন। ৪২

শ্লোকোক্ত বিমিশ্র পদের অর্থ—তর্পণাদি।

অনন্তর গুরুর দোষ কথিত হইতেছে। কালিকাপুরাণে বলিয়াছেন—অভিশপ্ত, অপুত্র, সাবজ্ঞ (বিহিত কর্মে শ্রদ্ধারহিত) কিতব (ধূর্ত্ত) ক্রিয়াহীন, অকল্পজ্ঞ, (মন্ত্র শাস্ত্রে জ্ঞান রহিত) বামন, গুরুনিন্দক, সর্বদা মৎসর যুক্ত গুরুকে মন্ত্র দীক্ষায় বর্জন করিবে। ৪৩

যেহেতু গুরু মন্ত্রের মূল হইতে পারেন। মূলের শুদ্ধি হইলে মন্ত্র শুভ ও সফল হয়। সেই হেতু যত্নের সহিত গুরুর গুণ ও দোষগুলি পর্য্যালোচনা করিবে। ৪৪

১। খ—সার্বভৌতিকঃ। ২। খ—গুরুরুচ্যতে।

অভিশপ্তঃ—পরীবাদগ্রস্তঃ। সাবজ্ঞো বৈধকর্মণ্যশ্রদ্ধাবান্। কিতবো ধূর্ত্তঃ। অকল্পজ্ঞস্তৎকল্পানভিজ্ঞঃ। মৎসরসংযুক্তঃ—পরগুণাসহিষ্ণুঃ। যত্নেন বীক্ষয়েদিতি। কর্ত্তব্য-গুরোর্গুণ-দোষাবিত্যর্থঃ॥ ৪৫

তন্ত্রে— শ্বিত্রী চৈব গলৎকুষ্ঠী নেত্ররোগী চ বামনঃ।
কুনখী শ্যাবদন্তশ্চ স্ত্রীজিতো হ্যধিকাঙ্গকঃ॥ ৪৬
হীনাঙ্গঃ কপটী রোগী বহ্বাশী বহুজল্পকঃ[১]।
এতৈর্দোষৈর্বিহীনো যঃ স গুরুঃ শিষ্য-সম্মতঃ॥ ৪৭

শ্বিত্রী গণ্ড-ভাল-নাসাদিষু গলদন্য-শ্বিত্রবান্। গলৎকুষ্ঠী যত্র কুত্রচিদঙ্গে। নেত্র-রোগী—তিমিরাদিমান্। অধিকাঙ্গঃ—মনুষ্য-প্রতিনিয়তাতিরিক্তাঙ্গবান্। হীনাঙ্গঃ—ঔৎসর্গিক-পাত-চ্ছেদকেতর-মনুষ্য-প্রতিনিয়ত-ন্যূনাঙ্গ-সমবায়ী, তেন নখ-কেশ-চ্ছেদ-দন্তপাতবতো ন হীনাঙ্গত্বম্। কপটী—একমন্ত্র-প্রার্থনায়ামিতর-মন্ত্রদায়ী। রোগী—মহারোগবান্। এতৈরিতি। বিশেষণীভূতৈরিত্যর্থঃ॥ ৪৮

মনুঃ— সাবিত্রী-মাত্র-সারোঽপি বরং বিপ্রঃ সুযন্ত্রিতঃ।
নাযন্ত্রিতস্ত্রিবেদোঽপি সর্বাশী সর্ব-বিক্রয়ী॥ ৪৯

অভিশপ্ত পদের অর্থ—নিন্দাগ্রস্ত। সাবজ্ঞ—বৈধকর্মে শ্রদ্ধারহিত। কিতব ধূর্ত্ত। অকল্পজ্ঞ—তৎ তৎ কল্পে অনভিজ্ঞ। মৎসর সংযুক্ত—পরের গুণে অসহিষ্ণু। যত্নেন বীক্ষয়েৎ, এই কথার এই অর্থ—কর্ত্তব্য গুরুর গুণ ও দোষ পর্য্যালোচনা করিবেন। ৪৫

তন্ত্রে বলিয়াছেন—শ্বিত্রী, গলৎকুষ্ঠী, নেত্ররোগী, বামন, কুনখী, শ্যাবদন্ত, স্ত্রীজিত (স্ত্রীর বশীভূত) অধিকাঙ্গ, হীনাঙ্গ, কপটী, রোগী, বহ্বাশী (বহুভোজী), বহু-জল্পক (বহুভাষী)—এই সকল দোষ যাঁহার নাই, তিনি শিষ্য সম্মত গুরু। ৪৬-৪৭

শ্লোকোক্ত শ্বিত্রী পদের অর্থ—গণ্ড, ললাট, নাসিকাদিতে গলৎকুষ্ঠ ছাড়া শ্বেতকুষ্ঠ রোগী। গলৎকুষ্ঠী—শরীরের যে কোন অঙ্গে গলিত কুষ্ঠ রোগী। নেত্ররোগী—তিমিরাদি রোগবান্। অধিকাঙ্গ—মনুষ্যের নিয়মিত অঙ্গ অপেক্ষা অধিক অঙ্গবান্। হীনাঙ্গ—স্বাভাবিক দন্তাদির পতন ও ছেদন ভিন্ন মনুষ্যের প্রতিনিয়ত অঙ্গ অপেক্ষা ন্যূনাঙ্গবান্। এজন্য নখচ্ছেদ, কেশচ্ছেদ, দন্তের পতন জন্য দন্তহীন ব্যক্তি হীনাঙ্গ হয় না। কপটী—এক মন্ত্রের প্রার্থনায় অন্য মন্ত্রের দাতা। রোগী—মহারোগবান্। এতৈঃ পদের এই অর্থ—বিশেষণীভূতৈঃ। ইহা গুরুর দোষের বিশেষণ। ৪৮

মনু বলিয়াছেন—সুযন্ত্রিত বিপ্র সাবিত্রীমাত্র-সার হইলেও শ্রেষ্ঠ। সর্বভোজী, সর্ববিক্রয়ী ও অযন্ত্রিত বিপ্র ত্রিবেদবিৎ হইলেও শ্রেষ্ঠ নহে। ৪৯

১। খ—বহুজল্পকঃ ইত্যনন্তরং—অপুত্রো মৃতপুত্রশ্চ কুষ্ঠী চ বামনস্তথা। ইতি পাঠো দৃশ্যতে।

সুযন্ত্রিতঃ—সচ্চরিত্রঃ। বরমুৎকৃষ্টঃ। অন্যে চ পাতিত্য-প্রয়োজক-দোষা লবণ-বিক্রয়াদয়ঃ স্মৃতিশাস্ত্রাদবগন্তব্যাঃ ॥ ৫০

তন্ত্রান্তরে— গকারঃ সিদ্ধিদঃ প্রোক্তো রেফঃ পাপস্য হারকঃ।
উকারো বিষ্ণুরব্যক্তস্ত্রিতয়াত্মা গুরুঃ পরঃ ॥ ৫১

ভাবচূড়ামণৌ— বৈষ্ণবা বিষ্ণু-মন্ত্রেষু গাণপত্যা গণেশ্বরে।
শৈবাঃ শাক্তাশ্চ সর্বত্র সর্বদীক্ষা-প্রবর্ত্তকাঃ ॥ ৫২

শক্তিদীক্ষায়াং তন্ত্রান্তরে—কুলদেবং দ্বিজং হিত্বা বৈষ্ণবং দেশিকং যদি।
করোতি কুলশিষ্যোঽসৌ ভ্রষ্টো ভবতি নিশ্চিতম্ ॥ ৫৩

গুরুশ্চ ব্রাহ্মণ এব কার্য্যঃ। যথা বৃহদ্‌গৌতমীয়ে—
হরিভক্তিযুতোঽক্রূরঃ সদাচারো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
বিপ্র এব মুনিশ্রেষ্ঠ বর্ণানাং গুরুরুচ্যতে ॥ ৫৪

অথ পিতৃ-মাতামহ-কনিষ্ঠাদিতো দীক্ষা-নিষেধঃ॥ যথা যোগিনীতন্ত্রে—

সুযন্ত্রিত পদের অর্থ—সচ্চরিত্র। বরং—উৎকৃষ্ট। পাতিত্যের প্রযোজক লবণ ও তৈলের বিক্রয়াদি অন্যান্য দোষ স্মৃতি শাস্ত্র হইতে অবগত হইবেন। ৫০

তন্ত্রান্তরে গুরুশব্দের অর্থ বলিয়াছেন—গুরু শব্দের গকার সিদ্ধি প্রদ কথিত হইয়াছে। রেফ (রকার) পাপের অপহারক। উকার—অব্যক্ত বিষ্ণু, এই ত্রিতয় স্বরূপ গুরু শ্রেষ্ঠ। ৫১

ভাবচূড়ামণিতে বলিয়াছেন—বৈষ্ণবগণ বিষ্ণুর মন্ত্র সমূহে, গাণপত্যগণ গণপতির মন্ত্র সমূহে, শৈব ও শাক্তগণ সর্বত্র সর্ব দীক্ষার প্রবর্ত্তক অর্থাৎ সমস্ত মন্ত্রের দীক্ষাদাতা হইতে পারেন। ৫২

শক্তিদীক্ষা সম্বন্ধে তন্ত্রান্তরে বলিয়াছেন—এই কুলশিষ্য কুলদেব (কুলপতি—কৌলিকশ্রেষ্ঠ) ব্রাহ্মণকে পরিত্যাগ করিয়া যদি বৈষ্ণবকে দেশিক (মন্ত্রোপদেষ্টা) করেন, তবে সে নিশ্চয়ই ভ্রষ্ট হইবে। ৫৩

ব্রাহ্মণকেই গুরু করা উচিত। যেমন বৃহদ্ গৌতমীয় তন্ত্রে বলিয়াছেন—সদাচারী, জিতেন্দ্রিয়, অক্রুর (ক্রুরতা-রহিত), হরিভক্তি পরায়ণ, মুনিশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণই সমস্ত বর্ণের গুরু কথিত হন। ৫৪

অনন্তর পিতা, পিতামহ, কনিষ্ঠ প্রভৃতির নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণের নিষেধ কথিত হইতেছে। যেমন যোগিনী তন্ত্রে বলিয়াছেন—

পিতুর্মন্ত্রং ন গৃহ্ণীয়াৎ তথা মাতামহস্য চ।
সোদরস্য কনিষ্ঠস্য বৈরি-পক্ষাশ্রিতস্য চ ॥ ৫৫

পিতুরিতি ষষ্ঠী। সর্বত্র স্থানে ইত্যধ্যাহার্য্যম্। তথা চ পিতুঃ স্থানে মন্ত্রং ন গৃহ্ণীয়াদিত্যর্থঃ। এবমন্যত্রাপি। ন চ পিতুরুপাস্যং মন্ত্রং ন গৃহ্ণীয়াদিত্যর্থ ইতি বাচ্যম্। পিত্র্যুপাস্য-মন্ত্রস্যান্যতো গ্রহণে দূষণাভাবাৎ, ব্যবহার-বিরোধাৎ, তুল্য-যুক্ত্যা মাতামহ-সোদর-কনিষ্ঠাদ্যুপাস্য-মন্ত্রমাত্রস্য পরিত্যাগাপত্তেশ্চ। সোদরস্যেতি। তেন বৈমাত্রেয়াদি-ভ্রাতৃণাং ন নিষেধঃ। কনিষ্ঠস্যেতি। শাস্ত্রীয়-স্বজ্ঞানাপেক্ষয়া ন্যূনশাস্ত্রীয়-জ্ঞানকস্যেত্যর্থঃ ॥ ৫৬

যথা মনুঃ— বালোঽপি বিপ্রো বৃদ্ধস্য পিতা ভবতি ধর্মতঃ।
অধ্যাপয়ামাস পিতৄন্ শিশুরাঙ্গিরসঃ কবিঃ।
পুত্রকা ইতি হোবাচ জ্ঞানেন পরিগৃহ্যতাম্ ॥ ৫৭

পিতার নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিবে না। এইরূপ মাতামহ, কনিষ্ঠ সহোদর ও শত্রুপক্ষে আশ্রিত ব্যক্তির নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিবে না। ৫৫

পিতুঃ এই স্থলে ষষ্ঠী বিভক্তি। সর্বত্র মাতামহস্য প্রভৃতি স্থলে স্থানে এই পদটি অধ্যাহার করিতে হইবে। তাহা হইলে পিতার স্থানে মন্ত্র গ্রহণ করিবে না, এই অর্থ হইবে। এইরূপ অন্যত্র মাতামহ স্থলেও এইরূপ অর্থ হইবে। পিতুর্মন্ত্রং এই কথার অর্থ—পিতার উপাস্য মন্ত্র গ্রহণ করিবে না। ইহা বলিতে পারেন না। যেহেতু পিতার উপাস্য মন্ত্র অন্যের স্থানে গ্রহণে কোন দোষ নাই, ব্যবহারের সহিত বিরোধ হয় এবং তুল্য যুক্তিতে মাতামহ, সহোদর ও কনিষ্ঠাদির উপাস্য মন্ত্রের পরিত্যাগের আপত্তি হইবে। সোদরস্য এই কথা দ্বারা সহোদরের স্থানে দীক্ষা গ্রহণ নিষিদ্ধ হইয়াছে। সেই হেতু বৈমাত্রেয়াদি ভ্রাতৃগণের স্থানে দীক্ষাগ্রহণ নিষিদ্ধ হয় নাই।

কনিষ্ঠস্য এই পদের এই অর্থ—নিজের শাস্ত্রীয় জ্ঞানের অপেক্ষায় ন্যূন শাস্ত্র জ্ঞানবানের স্থানে। ৫৬

যেমন মনু বলিয়াছেন—স্বধর্মের উপদেষ্টা বিপ্র বালক হইলে ধর্মতঃ বৃদ্ধ জ্যেষ্ঠ পুরুষের পিতা হইতে পারেন।

পুরাকালে শিশু পুত্র আঙ্গিরস ঋষি কবি (বিদ্বান্) পিতাকে (গৌণ পিতা পিতৃব্য ও তাহার পুত্র প্রভৃতি অধিক বয়স্ককে) অধ্যাপনা করিয়াছিলেন এবং তাহাদিগকে জ্ঞানের দ্বারা গ্রহণ করিয়া অর্থাৎ শিষ্য করিয়া পুত্রক এই বলিয়া আহ্বান করিয়াছিলেন। ৫৭

তে তমর্থমপৃচ্ছন্ত দেবান্ আগত-মন্যবঃ।
দেবাশ্চৈতান্ সমেত্যোচুর্ন্যায্যং বঃ শিশুরুক্তবান্ ॥ ৫৮
অজ্ঞো ভবতি বৈ বালঃ পিতা ভবতি মন্ত্রদঃ।
অজ্ঞং হি বালমিত্যাহুঃ পিতেত্যেব তু মন্ত্রদম্ ॥ ৫৯
ন হায়নৈর্ন পলিতৈর্ন বিত্তেন ন বন্ধুভিঃ।
ঋষয়শ্চক্রিরে ধর্মং যোঽনূচানঃ স নো মহান্ ॥ ৬০
বিপ্রাণাং জ্ঞানতো জ্যৈষ্ঠ্যং ক্ষত্রিয়াণাঞ্চ বীর্য্যতঃ।
বৈশ্যানাং ধান্য-ধনতঃ শূদ্রাণামেব জন্মতঃ ॥ ৬১
ন তেন বৃদ্ধো ভবতি যেনাস্য পলিতং শিরঃ।
যো বৈ যুবাপ্যধীয়ানস্তং দেবাঃ স্থবিরং বিদুঃ ॥ ৬২
যথা কাষ্ঠময়ো হস্তী যথা চর্ম্মময়ো মৃগঃ।
যশ্চ বিপ্রোঽনধীয়ানস্ত্রয়স্তে নাম বিভ্রতি ॥ ৬৩

সেই পিতৃতুল্য ব্যক্তিগণ পুত্রক এই উক্তিতে জাতক্রোধ হইয়া দেবগণকে পুত্রক এই শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। দেবগণ মিলিত হইয়া তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন—আঙ্গিরসের শিশু পুত্র তোমাদিগকে পুত্র শব্দের দ্বারা যাহা বলিয়াছেন, তাহা সমীচীন। ৫৮

অজ্ঞ ব্যক্তিই বালক হয়, পরন্তু অল্পবয়স্ক ব্যক্তি বালক হয় না। মন্ত্র দাতা বা বেদ-ব্যাখ্যাতা পিতা হইয়া থাকেন। যেহেতু পূর্বে মুনিগণ অজ্ঞকে বালক এই বলিয়াছেন। মন্ত্র-দাতাকে পিতা এই বলিয়াছেন। ৫৯

বর্ষসমূহ অর্থাৎ বহু বর্ষের দ্বারা, পলিত (বার্দ্ধক্য নিবন্ধন শুক্ল কেশ-শ্মশ্রু-লোম) সমূহের দ্বারা, ধনের দ্বারা, পিতৃব্যত্ব প্রভৃতি বন্ধুভাব সমূহের দ্বারা বা সমুদিত এই সকলের দ্বারা মহান্ হয় না। ঋষিগণ এই ধর্ম (নিয়ম) করিয়াছেন—যিনি সাঙ্গ বেদ অধ্যয়ন করেন, তিনি আমাদের মহান্। ৬০

ব্রাহ্মণগণের জ্ঞান (বিদ্যা) দ্বারা জ্যেষ্ঠত্ব, ক্ষত্রিয়গণের বীর্য্যের দ্বারা জেষ্ঠত্ব, বৈশ্যগণের ধান্য বস্ত্রাদি ধনের দ্বারা জ্যেষ্ঠত্ব এবং শূদ্রগণের জন্মের দ্বারা জ্যেষ্ঠত্ব। ৬১

যেহেতু ইহার মস্তক পলিত (বার্দ্ধক্যনিবন্ধন মস্তকের কেশ শুক্ল), সেই হেতু তিনি বৃদ্ধ নহেন। যে যুবক অধীয়ান (বেদার্থ নির্বচন—ব্যাখায় সমর্থ), তাহাকে দেবগণ স্থবির জানেন। ৬২

যেমন কাষ্ঠনির্মিত হস্তী, যেমন চর্ম নিমিত মৃগ, যে বিপ্র বেদ অধ্যয়নে বিমুখ, এই

যথা ষণ্ডোঽফলঃ স্ত্রিষু যথা গৌর্গবি চাফলা।
যথা চাজ্ঞেঽফলং দানং তথা বিপ্রোঽনৃচোঽফলঃ ॥ ৬৪

ন চ তর্হি জ্ঞানবতঃ কনিষ্ঠ-বৈমাত্রেয়াদ্ মন্ত্র-গ্রহণং যুক্তং স্যাদিতি বাচ্যম্, স্বাপেক্ষয়া তস্য সম্বন্ধ-কৃত-লঘুত্বেনাঽপ্রসক্তত্বাৎ[১]। অত এব ভ্রাতৃ-পুত্রা-দয়োঽপি নিরস্তাঃ ॥ ৬৫

কেচিৎ তু সোদরস্য কনিষ্ঠো বিশেষণমিত্যাচক্ষতে। তন্ন, জ্যেষ্ঠ-সোদরস্যা-নিষেধাপত্তেঃ। ন চ "ভ্রাতা ভ্রাতরং ন চ দীক্ষয়েদি"তি বচনান্তরেণ জ্যেষ্ঠ-সোদরো বারণীয় ইতি বাচ্যম্। তথা সতি কনিষ্ঠস্যেত্যস্য বৈয়র্থ্যাৎ।

পরে তু সোদরাভিন্ন-কনিষ্ঠো নিষিধ্যতে ইত্যূচুঃ। বৈরীতি। সমভাব-রহিত-স্যেতি পূরণীয়ম্ ॥ ৬৬

তন্ত্রান্তরে— শ্বশুরস্য মুখান্ মন্ত্রং শ্রুত্বা নরকমশ্নুতে।
পুত্রশোকাতুর-মুখাৎ তথা ভবতি হে শুভে! ॥ ৬৭

তিন নাম মাত্র (হস্তী, মৃগ ও বিপ্র এই শব্দ মাত্র) ধারণ করেন, কিন্তু কোন কার্য্য করিতে পারে না। ৬৩

ষণ্ড (নপুংসক) যেমন স্ত্রীকুলে নিষ্ফল, স্ত্রীগবী যেমন স্ত্রীগবীকুলে নিষ্ফল, অজ্ঞ পুরুষে দান যেমন নিষ্ফল। সেইরূপ অধ্যয়নে বিমুখ বিপ্রও নিষ্ফল। ৬৪

এই হইলেই জ্ঞানবান্ কনিষ্ঠ বৈমাত্রেয় হইতে মন্ত্রগ্রহণ সমীচীন হউক? না, ইহা বলিতে পারেন না; কারণ বৈমাত্রেয় নিজের অপেক্ষায় সম্বন্ধকৃত লঘু বলিয়া মন্ত্র-গ্রহণের প্রসক্তি নাই। এই হেতু ভ্রাতৃপুত্রাদির নিকট হইতে মন্ত্র গ্রহণের আপত্তিও খণ্ডিত হইল। ৬৫

কোন সম্প্রদায়ের কোন কোন ব্যক্তিগণ এই বলেন—কনিষ্ঠটি সোদরের বিশেষণ। তাহা সঙ্গত নহে; যেহেতু তাহাতে জ্যেষ্ঠ সহোদরের অনিষেধের আপত্তি হইবে। "ভ্রাতা ভ্রাতরং ন চ দীক্ষয়েৎ" অর্থাৎ ভ্রাতা ভ্রাতাকে দীক্ষা দান করিবে না—এই বচনান্তরের দ্বারা জ্যেষ্ঠ সহোদর বারণীয় হইয়া যায়—ইহা বলা যায় না; যেহেতু তাহাতে কনিষ্ঠ এই পদ ব্যর্থ হইয়া পড়িবে।

অন্যেরা কিন্তু এই বলেন—সহোদরের সহিত অভিন্ন কনিষ্ঠ নিষিদ্ধ হইতেছে। বৈরী—এই পদের সহিত সমভাব-রহিতস্য এই পদটী পূরণ করিতে হইবে অর্থাৎ সমভাব রহিত বৈরিপক্ষাশ্রিত ব্যক্তির নিকট হইতে দীক্ষা লইবে না। ৬৬

তন্ত্রান্তরে বলিয়াছেন—হে শুভে! শ্বশুরের মুখ হইতে মন্ত্র শুনিয়া নরক লাভ

১। খ—অপ্রসক্তত্বাদিত্যনন্তরং নিরস্তা ইত্যন্তঃ পাঠো নাস্তি

বিষ্ণুপুরাণে[১]— পুত্রৈরধ্যাপিতা যে চ তে পতন্তি শ্বভোজনি।
তচ্চ নরক-বিশেষঃ ॥ ৬৮

গণেশ্বরবিমর্শিণ্যাম্—যতের্দীক্ষা পিতুর্দীক্ষা যা দীক্ষা বনবাসিনঃ।
বিবিক্তাশ্রমিণো দীক্ষা ন সা কল্যাণ-দায়িকা ॥ ৬৯

যতেঃ—সন্ন্যাসিনঃ। বনবাসিনো বানপ্রস্থস্য। বিবিক্তঃ—পুত্রপত্নী-রহিতো য আশ্রমো গৃহং তদ্বতঃ, পুত্রপত্নী-রহিতস্যেত্যর্থঃ। বিশেষেণ রিক্ত অর্থাৎ পুত্র-পত্নীভ্যাং রহিতো য আশ্রমস্তদ্বত ইতি। রেফমধ্য-পাঠ ইতি যুক্তম্। পুত্রপত্নী-মতোঽপি সন্ন্যাসিত্ব-সম্ভবাৎ পৃথগুপাদানম্ ॥ ৭০

রুদ্রজামলে— ন পত্নীং দীক্ষয়েদ্ ভর্ত্তা ন পিতা দীক্ষয়েৎ সুতম্।
ন পুত্রঞ্চ তথা ভ্রাতা ভ্রাতরং ন চ দীক্ষয়েৎ ॥ ৭১

ভ্রাতাঽত্র সহোদরঃ। সোদরস্যেত্যাদি-বচনান্তরৈকবাক্যত্বাৎ।

করে। পুত্র শোকাতুরের মুখ হইতে মন্ত্র শুনিয়া সেইরূপ হয় অর্থাৎ নরকভাগী হয়। ৬৭

বিষ্ণুপুরাণে বলিয়াছেন—যাঁহারা পুত্র কর্ত্তৃক অধ্যাপিত হন, তাঁহারা শ্বভোজ নামক নরকে পতিত হন। শ্বভোজ নরক বিশেষ। ৬৮

গণেশ্বর-বিমর্শিনী বলিয়াছেন—যতির স্থানে যে দীক্ষা, পিতার স্থানে যে দীক্ষা, বনবাসীর স্থানে যে দীক্ষা, বিবিক্তাশ্রমীর স্থানে যে দীক্ষা, সে দীক্ষা কল্যাণ-দায়িকা নহে। ৬৯

যতি—সন্ন্যাসী। বনবাসী—বানপ্রস্থাশ্রমী। বিবিক্তাশ্রমী—বিবিক্ত পুত্র পত্নী রহিত যে আশ্রম অর্থাৎ গৃহ; সেই গৃহী। পুত্র পত্নী রহিত গৃহী এই অর্থ। বিশেষেণ রিক্ত অর্থাৎ পুত্র পত্নী হইতে রহিত যে আশ্রম, সেই আশ্রমীর এই রেফমধ্য পাঠ অর্থাৎ বিরিক্তাশ্রমিণো এই পাঠ সমীচীন। পুত্র পত্নীমান্ ব্যক্তিরও সন্ন্যাসিত্ব সম্ভব বলিয়া তাদৃশ সন্ন্যাসীর স্থানে দীক্ষা গ্রহণের নিষেধের জন্য ইহার পৃথক্ উল্লেখ হইয়াছে। ৭০

রুদ্রযামলে বলিয়াছেন—ভর্ত্তা (স্বামী) পত্নীকে দীক্ষা দান করিবে না এবং ভ্রাতা ভ্রাতাকে দীক্ষা দান করিবে না। ৭১

সোদরস্য ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত বচনান্তরের সহিত একবাক্যতা অর্থাৎ এক অর্থ প্রতিপাদকতা নিবন্ধন এস্থলে ভ্রাতা হইতেছে সহোদর।

১। খ—বিষ্ণুপুরাণে ইত্যাদি-গণেশ্বরবিমর্শিণ্যামিত্যন্তঃ পাঠো নাস্তি।

সিদ্ধ-জামলে—প্রমাদাচ্চ তথাঽজ্ঞানাৎ পিতুর্দীক্ষাং সমাচরন্।

প্রায়শ্চিত্তং ততঃ কৃত্বা পুনর্দীক্ষাং সমাচরেৎ ॥ ৭২

দীক্ষাপদমত্র[১] সাবিত্র্যন্যমন্ত্র-দীক্ষাপরম্, তথৈব শিষ্টাচারাৎ। অত্র পিতুরিত্যুপলক্ষণং মাতামহ-ভর্ত্রাদীনামপি বোধ্যম্। প্রায়শ্চিত্তস্তু অযুত-সাবিত্রী-জপঃ, সর্বত্র তথাদর্শনাৎ। যথা শঙ্খঃ (৭৩)—

দশসাহস্র-জাপেন সর্বকল্মষ-নাশিনী ॥ ৭৪

সাবিত্রীত্যনুষজ্যতে। অত্র সাবিত্রী সপ্রণব-ব্যাহৃতিকা, ন তু তান্ত্রিকী, সামান্যতো নির্দ্দেশাৎ স্মৃত্যুক্তত্বাচ্চ। অত্র বিষয়ে স্ত্রী-শূদ্রয়োরুপবাসঃ প্রায়শ্চিত্তম্, তুল্যত্বাৎ। অত্র গুরুত্যাগে দূষণং নাস্তি, বাচনিকত্বাৎ ॥ ৭৫

যৎ তু মৎস্যসূক্তে—নির্বীর্য্যঞ্চ পিতুর্মন্ত্রং শৈবে শাক্তে ন দুষ্যতি। ইতি। তৎ তু কৌলিক-মন্ত্র-দীক্ষাপরম্। যোগিনী-তন্ত্রে শক্তিবিদ্যামধিকৃত্য দীক্ষা-নিষেধাৎ। বস্তুতস্তু শাক্তে নক্ষত্র-বিদ্যায়ামিত্যর্থঃ ॥ ৭৬

সিদ্ধ-জামলে বলিয়াছেন—প্রমাদ নিবন্ধন বা অজ্ঞান নিবন্ধন পিতার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলে তজ্জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পুনরায় দীক্ষা গ্রহণ করিবে। ৭২

এই শ্লোকে দীক্ষা পদটি সাবিত্রী ভিন্ন অন্য মন্ত্রের দীক্ষা বোধক; কারণ সেইরূপই শিষ্টগণের আচার আছে। পিতা প্রভৃতিই পুত্রকে বৈদিক সাবিত্রী মন্ত্রের দীক্ষা দিয়া থাকেন। এই শ্লোকে পিতৃপদটি মাতামহ, ভর্ত্তা প্রভৃতির উপলক্ষণ জানিবে অর্থাৎ মাতামহ প্রভৃতির নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। এস্থলে প্রায়শ্চিত্ত হইতেছে অযুত সংখ্যক সাবিত্রী জপ। বিশেষ প্রায়শ্চিত্তের উল্লেখ না থাকিলে সর্বত্র সেইরূপ (সাবিত্রীজপ-রূপ প্রায়শ্চিত্তই) দেখা যায়। যেমন শঙ্খ বলিয়াছেন (৭৩)—

দশ হাজার জপে সাবিত্রী সমস্ত পাপনাশিনী হইয়া থাকেন। ৭৪

সাবিত্রী এই পদটি এই শ্লোকে অনুষক্ত হইবে। এস্থলে সাবিত্রীটি প্রণব ও ব্যাহৃতির সহিত সাবিত্রী অর্থাৎ গায়ত্রী, তান্ত্রিক সাবিত্রী নহে, যেহেতু সামান্যতঃ সাবিত্রীর নির্দেশ আছে এবং স্মৃতিতে তাহা উক্ত হইয়াছে। এই বিষয়ে দোষের তুল্যত্ব হেতু স্ত্রী ও শূদ্রগণের উপবাস প্রায়শ্চিত্ত। এরূপ স্থলে গুরুত্যাগে দোষ নাই; যেহেতু বচনে তাহা উক্ত হইয়াছে। ৭৫

পিতার প্রদত্ত মন্ত্র নির্বীর্য্য। কিন্তু শৈবে ও শাক্তে দোষ নাই—এই যে মৎস্য সূক্তে উক্ত হইয়াছে, তাহা কৌলিক মন্ত্র দীক্ষাপর অর্থাৎ কৌলিক মন্ত্রের এইরূপ দীক্ষা দোষাবহ নহে, এই তাৎপর্য্যেই মৎস্য-সূক্তে ইহা উক্ত হইয়াছে। যেহেতু যোগিনীতন্ত্রে

১। খ—দীক্ষাপদমিত্যাদি-শিষ্টাচারাদিত্যন্তঃ পাঠো নাস্তি।

কৃত-সুকৃত-সহস্রানেক-জন্ম-প্রভাবৈ-
র্ভবতি যদি মনুষ্যো গুর্বধীনশ্চিরায়ুঃ।
কথমপি মনুমেনং প্রাপ্য শিষ্যায় তস্মৈ
নিজকুল-তিলকায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় দদ্যাৎ ॥ ৭৭

ইতি মৎস্যসূক্তে তৎপ্রকরণ এবোক্তত্বাৎ। তথা—

মনুর্বিমৃষ্য দাতব্যো জ্যেষ্ঠায় হিতকারিণে।
পুত্রায় কিমুতান্যস্মৈ বিগোত্রায় সুপৌরুষঃ ॥ ৭৮

ইতি শ্রীক্রমবচনাচ্ছ্রীবিদ্যায়ামপ্যয়ং কল্পঃ। তদর্থশ্চ জ্যেষ্ঠায় পুত্রায়াপি বিমৃষ্য তদীয়-গুণ-দোষৌ সমবধৃত্য[1] মনুর্দেয়ঃ, কিমুতান্যস্মৈ, তত্র সুতরাং বিমর্ষঃ। ৭৯

সিদ্ধমন্ত্রে গুরুবিচারো নাস্তি, "সিদ্ধমন্ত্রে ন দুষ্যতী"তি বচনাৎ। তথা সিদ্ধজামলে—

শক্তিবিদ্যার প্রকরণে এই দীক্ষার নিষেধ হইয়াছে। বস্তুতঃ শাক্তে কথার এই অর্থ—নক্ষত্র বিদ্যায়। ৭৬

যদি মনুষ্য সুকৃত-(পুণ্য) সহস্র কৃত অনেক জন্মের প্রভাবে দীর্ঘায়ুঃ হইয়া গুরুর অধীন (সেবাপরায়ণ) হয় এবং কোন প্রকারে যদি এই মন্ত্র পায়, তবে তিনি তাহা সেই নিজকুলতিলক জ্যেষ্ঠ পুত্রকে দিবেন। ৭৭

মৎস্য সূক্তে সেই নক্ষত্রবিদ্যার প্রকরণেই ইহা উক্ত হইয়াছে। আরও উক্ত হইয়াছে যে—

সুপৌরুষ (তেজস্বী) পিতা গুণ ও দোষ বিচার করিয়া হিতকারী জ্যেষ্ঠ পুত্রকে এই বিদ্যা প্রদান করিবেন, বিরুদ্ধ গোত্র (অন্য গোত্রের) অন্যকে যে প্রদান করিবেন, ইহাতে বক্তব্য কি? ৭৮

এই শ্রীক্রমের বচন অনুসারে শ্রীবিদ্যাতেও এই কল্প (বিধি) অনুসৃত হয়। এই শ্রীক্রম বচনের তাৎপর্য্যার্থ হইতেছে—জ্যেষ্ঠ পুত্রকেও তাহার গুণদোষ বিচার করিয়া মন্ত্র দিতে হইবে। অন্যের গুণ দোষ বিচার করিয়া যে তাহাকে মন্ত্র দিতে হইবে, তাহাতে আর বক্তব্য কি? সেখানে সুতরাং বিচার কর্ত্তব্য। ৭৯

সিদ্ধ মন্ত্রের গ্রহণে গুরুর বিচার নাই; যেহেতু "সিদ্ধ-মন্ত্রে ন দুষ্যতি" অর্থাৎ সিদ্ধ মন্ত্র বিষয়ে কোন দোষ হয় না, এইরূপ বচন আছে। সিদ্ধ-জামলে সেইরূপ বলিয়াছেন—

১। খ—জ্যেষ্ঠায় পুত্রায়াপীত্যনন্তরং বিমৃষ্যেত্যাদি-সমবধৃত্যেত্যন্তঃ পাঠো নাস্তি।

যদি ভাগ্যবশেনৈব সিদ্ধবিদ্যাং লভেৎ প্রিয়ে ! ।
তদৈব তাস্তু দীক্ষেত ত্যক্ত্বা গুরু-বিচারণম্ ॥ ৮০

সিদ্ধমন্ত্রঃ—স্বয়ংসাধিত-মন্ত্রঃ। গণেশ-বিমর্শিন্যাম্—

সিদ্ধমন্ত্রো যদি পতিস্তদা পত্নীং স দীক্ষয়েৎ ।
শক্তিত্বেন বরারোহে ! ন চ সা পুত্রিকা ভবেৎ ॥ ৮১

অয়ং ভাবঃ—স্বস্য শিবরূপতয়া তস্যাঃ শক্তিরূপত্বেন ন সা কন্যকা[১] ভবিতুমর্হতীতি[২]। তথা তত্রৈব—

ভ্রাতা তথাবিধো দেবি ! ভ্রাতরঞ্চাপি দীক্ষয়েৎ ।
সিদ্ধমন্ত্রো গুরুঃ সর্বমযোগ্যং যোগ্যতাং নয়েৎ ॥ ৮২

মহাতীর্থে উপরাগে সতি পিত্রাদৌ সর্বত্র[৩] ন দোষঃ। যথা বিষ্ণুমন্ত্রমধিকৃত্য বৈশম্পায়ন-সংহিতায়াং শৌনকং প্রতি ব্যাস-বচনম্[৪]—

সাধু পৃষ্টং ত্বয়া ব্রহ্মন্ বক্ষ্যামি সকলং তব ।
ব্রহ্মণা কথিতং পূর্বং বশিষ্ঠায় মহাত্মনে ॥ ৮৩

হে প্রিয়ে ! যদি ভাগ্যবশেই সিদ্ধবিদ্যা লাভ করে, তবে গুরু-বিচার পরিত্যাগ করিয়া তখনই সেই মন্ত্রে দীক্ষা দান করিবে। ৮০

সিদ্ধ মন্ত্র হইতেছে স্বয়ং সাধিত মন্ত্র। গণেশ্বর-বিমর্শিনীতে বলিয়াছেন—

যদি পতি সিদ্ধমন্ত্র হন, তবে তিনি তখন পত্নীকে শক্তিরূপে দীক্ষিত করিবেন। হে বরারোহে। ইহাতে সে শক্তিরূপা বলিয়া পুত্রিকা (কন্যা) হইবে না। ৮১

এস্থলে ইহার তাৎপর্য্য হইতেছে—নিজে শিবস্বরূপ বলিয়া স্ত্রী শক্তিস্বরূপ বলিয়া ঐ দীক্ষিতা স্ত্রী কন্যা হইতে পারে না। সেইখানেই সেইরূপ আরও বলিয়াছেন—

হে দেবি ! ভ্রাতা তথাবিধ (সিদ্ধমন্ত্র) হইলে ভ্রাতাকেও দীক্ষা দান করিতে পারে। সিদ্ধমন্ত্র গুরু সমস্ত অযোগ্যকে যোগ্য করিয়া দেন। ৮২

মহাতীর্থে সূর্য্য ও চন্দ্রের গ্রহণ হইলে সেই সকল স্থলে পুত্রাদিকে দীক্ষাদানে পিতা প্রভৃতির দোষ হয় না। যেমন বৈশম্পায়ন সংহিতায় বিষ্ণুমন্ত্র প্রকরণে শৌনকের প্রতি ব্যাসের উক্তি—

হে ব্রহ্মন্ ! তুমি উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ। তোমাকে সকল বিষয় বলিব। পূর্বে ব্রহ্মা মহাত্মা বশিষ্ঠকে এই কথা বলিয়াছিলেন। ৮৩

১। খ—কন্যা। ২। খ—অর্হতীত্যনন্তরং তথা তত্রৈবেত্যাদি-নয়েদিত্যন্তঃ পাঠো নাস্তি।
৩। খ—সর্বত্রেতি নাস্তি। ৪। খ—ব্যাসবাক্যম্।

বশিষ্ঠোঽপি স্বপুত্রায় মৎপিত্রে দত্তবান্ স্বয়ম্।
প্রসন্ন-হৃদয়ঃ স্বচ্ছঃ পিতা মে করুণানিধিঃ।
কুরুক্ষেত্রে মহাতীর্থে সূর্য্য-পর্বণি দত্তবান্ ॥ ইত্যাদি[১] ॥ ৮৪
গ্রস্তাস্তে হ্যযুতে[২] নৈব কুর্য্যাদ্ দীক্ষাং জপং প্রিয়ে!।
কৃতে নাশো ভবেদাশু হ্যায়ুঃ-শ্রী-সুত-সম্পদাম্[৩] ॥ ৮৫

পর্বণি দত্তবানিত্যাদি। দৈবাৎ পিত্রাদিতো গৃহীতস্য মন্ত্রস্য পশ্চাৎ[৪] দশবিধ-সংস্কার-করণাদপি শুদ্ধির্ভবতি। যথা যোগিনীতন্ত্রে (৮৬)—

নির্বীর্য্যঞ্চ পিতুর্মন্ত্রং তথা মাতামহস্য চ।
স্বপ্নলব্ধং স্ত্রিয়া দত্তং সংস্কারেণৈব শুধ্যতি ॥ ৮৭

পিতুরিত্যাদি-নিষিদ্ধমাত্রোপলক্ষকম্। এতেন স্ত্রিয়ো দীক্ষা ন কর্ত্তব্যে-ত্যায়াতম্, অন্যথা তত্র[৫] সংস্কারেণ শুদ্ধিকথনানুপযোগাৎ ॥ ৮৮

যৎ তু— সাধ্বী চৈব সদাচারা গুরুভক্তা জিতেন্দ্রিয়া।
সর্বমন্ত্রার্থ-তত্ত্বজ্ঞা সুশীলা পূজনে রতা ॥ ৮৯

বশিষ্ঠও স্বয়ং নিজের পৌত্র আমার পিতা পরাশরকে মন্ত্র দীক্ষা দিয়াছিলেন। প্রসন্ন হৃদয় স্বচ্ছ করুণানিধি আমার পিতা মহাতীর্থ কুরুক্ষেত্রে সূর্য্যপর্বে (সূর্য্য গ্রহণে) আমাকে দীক্ষা দিয়াছিলেন। ইত্যাদি। ৮৪

হে প্রিয়ে! গ্রস্তাস্ত হইলে বা রাহুযুক্ত না হইলে কখনই দীক্ষা গ্রহণ ও মন্ত্র জপ করিবে না। করিলে আয়ুঃ, শ্রী, সূত ও সম্পদের শীঘ্র নাশ হইবে। ৮৫

দত্তবান্, ইহার তাৎপর্য্য—দৈবাৎ পিতা প্রভৃতির নিকট হইতে গৃহীত মন্ত্রের পক্ষে দশবিধ সংস্কারের অনুষ্ঠান হইতেও শুদ্ধি হয়। যেমন যোগিনীতন্ত্রে বলিয়াছেন (৮৬)—

পিতার প্রদত্ত মন্ত্র নির্বীর্য্য (শক্তিহীন), সেইরূপ মাতামহের প্রদত্ত মন্ত্রও নির্বীর্য্য। স্বপ্নলব্ধ ও স্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত মন্ত্র সংস্কারের দ্বারাই শুদ্ধ হয়। ৮৭

শ্লোকে পিতুঃ এই পদটী দীক্ষাদানে নিষিদ্ধ ব্যক্তিমাত্রের উপলক্ষক অর্থাৎ পিতার প্রদত্ত মন্ত্রই যে কেবল নির্বীর্য্য, তাহা নহে। নিষিদ্ধ ব্যক্তিমাত্রের প্রদত্ত মন্ত্রই নির্বীর্য্য। ইহা দ্বারা স্ত্রীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ কর্ত্তব্য নহে, ইহাই উপস্থিত হয় অর্থাৎ বুঝা যায়। অন্যথা সেস্থলে সংস্কারের দ্বারা শুদ্ধি কথনের কোন প্রয়োজন থাকে না। ৮৮

যে স্ত্রী সাধ্বী, সদাচারা, গুরুভক্তি-পরায়ণা, জিতেন্দ্রিয়া, সমস্ত মন্ত্রার্থের

১। খ—পর্বণি দত্তবানিত্যাদীত্যনন্তরং গ্রন্থে ইত্যাদি-পর্বণি দত্তবানিত্যাদীত্যন্ত-পাঠো নাস্তি।
২। ক—গ্রস্তেঽস্তেঽযুতে ইতি পাঠঃ। ৩। ক—সম্পদম্।
৪। খ—পশ্চাদিতি নাস্তি। ৫। খ—তত্রেতি নাস্তি।

গুরুযোগ্যা ভবেৎ সা হি বিধবা পরিবর্জ্জিতা[১]।
মাতুশ্চ বিধবা-দোষো নাস্তি বৈ শঙ্করোঽব্রবীৎ ॥ ৯০

ইতি কেচিৎ। তৎ তু গুরুত্বেনাভিমতায়া উপাসিত-মন্ত্রপরম্। যথা ভৈরব-তন্ত্রে—স্বীয়মন্ত্রোপদেশে তু ন কুর্য্যাদ্ গুরুচিন্তনমিতি ॥ ৯১

এতদ্বিষয় এব—"স্ত্রিয়ো দীক্ষা শুভা প্রোক্তা মাতুশ্চাষ্টগুণা স্মৃতে"তি বচনার্দ্ধম্, অত এব মাতুরিতি উপাসিতেঽষ্টগুণম্, অনুপাসিতে শুভফলমিত্যর্থ ইতি তন্ত্রসার-ব্যাখ্যানমপাস্তম্। স্ত্রিয়ানুপাসিত-মন্ত্রগ্রহণস্যানভিহিতত্বাৎ। স্বীয়মন্ত্রোপদেশে ত্বিতি বচনং তু পিতৃ-মাতামহাদি-সর্ববিষয়কম্, সামান্যতোঽভিধানাৎ[২] ॥ ৯২

বিধবা পরিবর্জ্জিতেতি বচনাৎ[৩] বিধবা মাতাঽপি নিষিদ্ধা। বস্তুতস্তু যোগিনী-তন্ত্রে স্ত্রীপদং বিধবাপরম্, বচনান্তরৈকবাক্যত্বাৎ। এবঞ্চ[৪] স্ত্রিয়ো

তত্ত্বজ্ঞা, সুশীলা, পূজারতা, বিধবা ভিন্না স্ত্রী গুরু যোগ্যা হইতে পারেন। মাতার কিন্তু বিধবা দোষ নাই, ইহা শঙ্কর বলিয়াছেন। ৯০

এই যে কেহ কেহ বলেন—তাহা কিন্তু গুরুরূপে অভিমত স্ত্রীর উপাসিত মন্ত্র পর অর্থাৎ কর্ত্তব্য স্ত্রীগুরু নিজের উপাসিত মন্ত্রে গুরু হইতে পারেন, অন্য মন্ত্রে নহে। যেমন ভৈরব তন্ত্রে এই বলিয়াছেন—নিজের মন্ত্রের উপদেশে গুরু বিচার কর্ত্তব্য নহে। ৯১

এই বিষয়েই—"স্ত্রিয়ো দীক্ষা শুভা প্রোক্তা মাতুশ্চাষ্টগুণা স্মৃতা" অর্থাৎ স্ত্রীর নিকট দীক্ষা শুভকরী কথিত হইয়াছে, মাতার নিকট দীক্ষা অষ্টগুণ ফল-প্রদা, ইহা বচনার্দ্ধ। সুতরাং মাতুঃ এই কথার এই অর্থ—মাতার উপাসিত মন্ত্রের দীক্ষায় অষ্টগুণ ফল, অনুপাসিত মন্ত্রের দীক্ষায় শুভ ফল। তন্ত্রসারকারের এইরূপ ব্যাখ্যা ইহা দ্বারা খণ্ডিত হইল। যেহেতু স্ত্রীর অনুপাসিত মন্ত্রের গ্রহণ উক্ত হয় নাই। স্বীয় মন্ত্রোপদেশে তু—এই বচন কিন্তু পিতা, মাতামহাদি সমস্ত বিষয়ক, যেহেতু স্বীয় শব্দটি সামান্যভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে। ৯২

বিধবা পরিবর্জ্জিতা—এই বচন হইতে জানা যায়, বিধবা মাতাও দীক্ষা গ্রহণে নিষিদ্ধ। বস্তুতঃ যোগিনীতন্ত্রে যে স্ত্রীপদ রহিয়াছে, তাহা অন্য বচনের সহিত এক বাক্যতাবশতঃ বিধবা স্ত্রীপর অর্থাৎ উক্ত স্ত্রীপদ দ্বারা বিধবা স্ত্রী বুঝাইবে। তাহা

১। খ—পরিবর্জ্জিতা ইত্যনন্তরং। তৎ তু গুরুত্বেনাভিমতায়া ইতি পাঠঃ। মধ্যবর্ত্তিপাঠো নাস্তি।

২। ক—স্বীয়মন্ত্রোপদেশে ত্বিত্যাদ্যভিধানাদিত্যন্তঃ পাঠো নাস্তি।

৩। খ—কথনাৎ। ৪। খ—এবঞ্চেত্যত্র তথাচেতি পাঠঃ।

দীক্ষেত্যস্য সামান্যতঃ স্ত্রিয়ো দীক্ষা শুভফলা মাতুরষ্টগুণ-ফলেত্যর্থঃ[১] ;
সম্প্রদায়োঽপ্যেবম্ ॥ ৯৩

কেচিৎ তু তত্র বিধবা-পদমবীরাপরম্, পুত্রবত্যা বিধবায়া ন নিষেধঃ ইতি বদন্তি[২]। স্বীয়-মন্ত্রোপদেশে সর্বত্র গুরুবিচারো নাস্তি, "স্বীয়-মন্ত্রোপদেশে তু ন কুর্য্যাদ্ গুরুচিন্তন"মিতি ভৈরবতন্ত্রবচনাৎ ॥ ৯৪

অথ স্বপ্নলব্ধমন্ত্রবিধিঃ[৩]

তন্ত্রান্তরে— স্বপ্নলব্ধে তু কলশে গুরোঃ প্রাণান্ নিবেশয়েৎ।
বটপত্রে কুঙ্কুমেন লিখিত্বা গ্রহণং শুভম্।
ততঃ সিদ্ধিমবাপ্নোতি[৪] অন্যথা বিফলং ভবেৎ ॥ ৯৫

ইদন্তু সদ্‌গুরোরভাবে, তৎ-সত্ত্বে তত এব গৃহ্লীয়াৎ, দীক্ষাং বিনা জপস্য দুষ্টত্বাৎ। গুরোঃ প্রাণানিতি। গুরুশব্দ-নির্দ্দেশেন শিবশব্দ-নির্দ্দেশেন বা প্রাণপ্রতিষ্ঠা কার্য্যেতি তান্ত্রিকাঃ ॥ ৯৬

হইলে 'স্ত্রিয়ো দীক্ষা', এই বচনের এই অর্থ হয়—সামান্যতঃ যে কোন স্ত্রীর নিকট দীক্ষা শুভফলা এবং মাতার নিকট দীক্ষা অষ্টগুণ শুভফলা। সম্প্রদায়ও এইরূপ অর্থ বলেন। ৯৩

কেহ বলেন—সেই বচনে বিধবা পদটি অবীরাপর (পতি-পুত্র রহিত স্ত্রীর-বোধক), পুত্রবতী বিধবার নিকট দীক্ষা গ্রহণ নিষিদ্ধ নহে। "স্বীয়-মন্ত্রোপদেশে তু ন কুর্য্যাদ্ গুরুচিন্তনম্"—এই ভৈরবতন্ত্রের বচনানুসারে জানা যায়, সকল স্থানে স্বীয় মন্ত্রের উপদেশে গুরু বিচার নাই। ৯৪

অনন্তর স্বপ্নলব্ধ মন্ত্রের গ্রহণ বিধি কথিত হইতেছে। তন্ত্রান্তরে বলিয়াছেন—স্বপ্নে মন্ত্র প্রাপ্ত হইলে কলশে গুরুর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিবেন। বটপত্রে কুঙ্কুমের দ্বারা সেই মন্ত্র লিখিয়া গ্রহণ করিলে শুভ হয়। তাহাতেই মন্ত্র সিদ্ধি লাভ করে, অন্যথা ঐ মন্ত্র গ্রহণ বিফল হইবে। ৯৫

সদ্‌গুরুর অভাবে এইরূপ গ্রহণ হইতে পারে। কিন্তু সদ্‌গুরু থাকিলে তাঁহার নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিতে হইবে। কারণ দীক্ষা বিনা মন্ত্রের জপ দুষ্ট হইয়া থাকে।

১। খ—ইত্যর্থঃ ইত্যনন্তরং পরে তু মাতুরনুপাসিতে শুভফলা, উপাসিতে অষ্টগুণফলেত্যর্থ ইত্যাহুঃ। কেচিৎ তু মাতুঃ সিদ্ধমন্ত্রোপদেশেঽষ্টগুণফলমন্যমন্ত্রে শুভফলমিত্যাহুরিত্যন্তঃ পাঠোঽধিকঃ।

২। খ—সম্প্রদায়োঽপ্যেবমিত্যাদি-ভৈরবতন্ত্রবচনাদিত্যন্তঃ পাঠো নাস্তি।

৩। ক—স্বপ্নলব্ধমনোর্বিধিঃ। ৪। ক+খ—শুদ্ধিমবাপ্নোতি।

অথ গুরোরলাভে কর্ত্তব্য-নির্ণয়ঃ। যথা পদ্ম-পুরাণে—

গুরোরভাবে বিপেন্দ্র! মন্ত্র-গ্রহণমুচ্যতে।
কৃষ্ণপক্ষে ত্রয়োদশ্যাং দক্ষিণামূর্ত্তি-সন্নিধৌ।
তালপত্রে মন্তুং লিখ্য স্থাপয়েচ্চ তদগ্রতঃ ॥ ৯৭
সংপূজ্য দক্ষিণা-মূর্ত্তিমুপচারৈঃ প্রযত্নতঃ।
পায়সং বিনিবেদ্যাথ প্রণমেদ্ দণ্ডবৎ ততঃ ॥ ৯৮
তালপত্রং সমালোক্য পঠেদষ্টোত্তরং শতম্।
এবং গৃহীতো মন্ত্রঃ স্যাদ্ গুরোরপি বিশিষ্যতে ॥ ৯৯
গুরৌ সম্ভাবিতা দোষাঃ প্রায়েণ তু কলৌ যুগে।
এবং গৃহীতো মন্ত্রঃ স্যাৎ সর্বসিদ্ধি-প্রদো নৃণাম্ ॥ ১০০ ইতি।

অথ শিষ্যলক্ষণম্

শান্তো বিনীতঃ শুদ্ধাত্মা শ্রদ্ধাবান্ ধারণ-ক্ষমঃ।
সমর্থশ্চ কুলীনশ্চ প্রাজ্ঞঃ সচ্চরিতো যতী।
এবমাদিগুণৈর্যুক্তঃ শিষ্যো ভবতি নান্যথা ॥ ১

তান্ত্রিকগণ এই বলেন—গুরোঃ প্রাণান্, এই বাক্যে গুরু শব্দ বা শিবশব্দ নির্দেশের দ্বারা বুঝা যায়—প্রাণ প্রতিষ্ঠা কর্ত্তব্য। ৯৬

অনন্তর গুরুর অভাবে কর্ত্তব্য নির্ণয় হইতেছে। যেমন পদ্ম পুরাণে বলিয়াছেন—

হে বিপ্রেন্দ্র। গুরুর অভাবে মন্ত্র গ্রহণ কথিত হইতেছে। কৃষ্ণপক্ষে ত্রয়োদশী তিথিতে দক্ষিণামূর্ত্তি শিবের নিকটে তালপত্রে মন্ত্র লিখিয়া তাঁহার অগ্রে স্থাপন করিবে। ৯৭

বিশেষ যত্ন সহকারে উপচারের দ্বারা দক্ষিণামূর্ত্তিকে পূজা করিয়া অনন্তর পায়স নিবেদন করিয়া পরে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে। ৯৮

তালপত্রকে সম্যক্‌রূপে দেখিয়া ১০৮ বার মন্ত্র পাঠ করিবে। এই প্রকারে গৃহীত মন্ত্র গুরুর প্রদত্ত মন্ত্র অপেক্ষাও বিশেষিত অর্থাৎ বিশিষ্ট ফল-প্রদ হইবে। ৯৯

কলিযুগে প্রায়ই গুরুর সম্ভাবিত দোষগুলি শিষ্যে সংক্রামিত হইয়া থাকে। এই প্রকারে গৃহীত মন্ত্র মনুষ্যগণের সকল সিদ্ধিপ্রদ হইয়া থাকে। ১০০

অনন্তর শিষ্যের লক্ষণ কথিত হইতেছে। শান্ত, বিনীত, শুদ্ধচিত্ত, শ্রদ্ধাবান্, ধারণে সমর্থ, কুলীন, প্রাজ্ঞ, সচ্চরিত্র, যতী—এইরূপ গুণযুক্ত ব্যক্তি শিষ্য হয়, অন্য প্রকার ব্যক্তি শিষ্য হয় না। ১

ধারণক্ষমঃ—মন্ত্রাদ্যভ্যাসানুকূল-মেধাবান্ । সমর্থস্তত্তৎ-কল্পাচার-করণ-সমর্থঃ । প্রাজ্ঞ ইত্যত্র[১] স্বার্থিকোঽন্ প্রত্যয়ঃ । যতী—ইন্দ্রিয়-সংযমবান্ ॥ ২

তথা— বাঙ্-মনঃ-কায়-বসুভির্গুরু-শুশ্রূষণে রতঃ ।
এতাদৃশ-গুণোপেতঃ শিষ্যো ভবতি নাপরঃ ॥ ৩

নারায়ণীয়ে— কুর্বন্নাচার্য্য-শুশ্রূষাং[২] মনো-বাক্-কায়-কর্মভিঃ ।
শুদ্ধভাবো মহোৎসাহো বোদ্ধা শিষ্য ইতি স্মৃতঃ ॥ ৪

কালিকাপুরাণে—শঠে ক্রূরে চ মূর্খে চ ছন্দকারিণ্যভক্তকে ।
মন্ত্রো ন দূষিতে দেয়ঃ সুবীজং বিপিনে যথা ॥ ৫

মনু— ধর্মার্থৌ যত্র ন স্যাতাং শুশ্রূষা বাপি তদ্বিধা ।
ন তত্র বিদ্যা বক্তব্যা শুভং বীজমিবোষরে ॥ ৬
বিদ্যা ব্রাহ্মণমিত্যাহ শেবধিস্তেঽস্মি রক্ষ মাম্ ।
অসূয়কায় মাং মাদাস্তদা স্যাং বীর্য্যবত্তমা ॥ ৭

ধারণক্ষম কথার অর্থ—মন্ত্রের অভ্যাসের অনুকূল মেধাবিশিষ্ট। সমর্থ—তত্তৎ কল্পোক্ত আচারের অনুষ্ঠানে সমর্থ। প্রাজ্ঞ এই স্থলে স্বার্থে অন্ প্রত্যয়। যতী—ইন্দ্রিয় সংযমী। ২

এইরূপ শিষ্যের লক্ষণ আরও বলিয়াছেন—বাক্য, মনঃ, দেহ ও ধনের দ্বারা গুরু শুশ্রূষায় রত ও এতাদৃশ গুণ-যুক্ত ব্যক্তি শিষ্য হয়, অপর ব্যক্তি শিষ্য হয় না। ৩

নারায়ণীয় তন্ত্রে বলিয়াছেন—মনঃ, বাক্য, দেহ ও কর্ম্ম সমূহের দ্বারা গুরুর শুশ্রূষা করিতে করিতে শুদ্ধভাব (শুদ্ধান্তঃকরণ), মহা উৎসাহী, বোদ্ধা ব্যক্তি শিষ্য বলিয়া কথিত হয়। ৪

কালিকাপুরাণে বলিয়াছেন—বিপিনে যেমন ভাল বীজ বপন করিতে নাই, তদ্রূপ শঠ, ক্রূর, মূর্খ, ছলকারী, অভক্ত ও দূষিত ব্যক্তিকে মন্ত্র দিতে নাই। ৫

মনু বলিয়াছেন—উষর ভূমিতে যেমন ভাল বীজ বপন করে না। তদ্রূপ যেখানে ধর্ম ও অর্থ নাই, তাদৃশ শুশ্রূষাও নাই, সেখানে বিদ্যা দান করিবে না। ৬

বিদ্যা অধ্যাপক ব্রাহ্মণকে এই বলিতেছেন—আমি তোমার শেবধি (নিধি) হইতেছি। আমাকে রক্ষা কর। অসূয়াকারীকে আমায় দিও না, তাহা হইলে আমি বীর্য্যবত্তমা হইব। ৭

১। খ—প্রাজ্ঞ ইতীতি পাঠঃ। ২। খ—দেবতাচার্য্যশুশ্রূষাং।

যমেব তু শুচিং বিদ্যা নিয়তং ব্রহ্মচারিণম্ ।
তস্মৈ মাং ব্রূহি বিপ্রায় নিধিপায়াঽপ্রমাদিনে ॥ ৮

সারসংগ্রহে— রাজ্ঞি চামাত্যজো দোষঃ পত্নীপাপং স্ব-ভর্ত্তরি ।
তথা শিষ্যার্জিতং পাপং গুরুঃ প্রাপ্নোতি নিশ্চিতম্ ॥ ৯

ইদন্তু রাজামাত্যয়োর্দম্পত্যোর্গুরুশিষ্যয়োশ্চ পরস্পর-দোষভাগিতা-বোধ-তাৎপর্য্যকম্[১] । অত এব কুনখ্যাদি-শিষ্যোঽপি দুষ্টঃ । নন্বু তর্হি গুরুশিষ্যয়োঃ কিয়তা কালেন চরিত্র-পরীক্ষা ভবতীত্যত্র স্ফুটমভিহিতং সার-সংগ্রহে (১০)—

সদ্‌গুরুঃ স্বাশ্রিতং শিষ্যং বর্ষমেকং[২] পরীক্ষয়েৎ ।
গুরুতা শিষ্যতা বাপি তয়োর্বৎসর-বাসতঃ[৩] ॥ ১১

বৎসর-বাসত ইতি । বৎসরং ব্যাপ্য সহবাসতঃ ইত্যর্থঃ । ইদন্তু বিপ্রশিষ্য-বিষয়কম্ । যথা[৪]—

অধ্যাপক বিপ্র যাহাকে শুচি, সংযত ও ব্রহ্মচারী জানিবে, সেই অপ্রমাদী ও নিধি রক্ষক ব্রাহ্মণকে আমায় দান করিবে । ৮

সারসংগ্রহে বলিয়াছেন—অমাত্যকৃত দোষগুলি যেমন রাজা প্রাপ্ত হন, পত্নীর পাপ যেমন স্বামী প্রাপ্ত হন, সেইরূপ শিষ্যের অর্জিত পাপ গুরু নিশ্চয়ই প্রাপ্ত হন । ৯

ইহা কিন্তু রাজা ও অমাত্যের এবং গুরু ও শিষ্যের পরস্পর দোষ ভাগিতা বোধ তাৎপর্য্যেই উক্ত হইয়াছে অর্থাৎ বচনে এক ব্যক্তিকে দোষ-ভাগী বলিলেও প্রকৃতপক্ষে উভয়ের দোষ উভয়েই সংক্রামিত হয় । অতএব কুনখী প্রভৃতিও শিষ্যও দুষ্ট ।

আচ্ছা, তাহা হইলে কি পরিমাণ সময়ে গুরু ও শিষ্যের চরিত্র পরীক্ষা হয় ? এইরূপ প্রশ্নের উত্তর সারসংগ্রহে পরিষ্কার এই বলিয়াছেন (১০)—

সদ্‌গুরু নিজের আশ্রিত শিষ্যকে এক বৎসর পরীক্ষা করিবেন । গুরু ও শিষ্যের বৎসর কাল বাসের দ্বারা গুরুতা ও শিষ্যতার পরীক্ষা হয় । ১১

বৎসর বাসতঃ এই কথার এই অর্থ—এক বৎসর ধরিয়া নিরন্তর একসঙ্গে বাস । ইহা কিন্তু ব্রাহ্মণ শিষ্য বিষয়ক । যেমন তন্ত্রে বলিয়াছেন—

---

১ । খ—তাৎপর্য্যকমিত্যনন্তরং অত এবেত্যাদি-দুষ্ট ইত্যন্তঃ পাঠো নাস্তি ।

২ । খ—বর্ষমাত্রম্ । ৩ । ক+খ—সহবাস ইত্যর্থঃ । ৪ । খ—তথা ।

বর্ষৈকেন ভবেদ্ যোগ্যো বিপ্রো গুণ-সমন্বিতঃ।
বর্ষদ্বয়াৎ তু রাজন্যো বৈশ্যস্তু বৎসরৈস্ত্রিভিঃ।
চতুর্ভির্বৎসরৈঃ শূদ্রঃ কথিতা শিষ্য-যোগ্যতা ॥ ১২

স্বপ্নলব্ধ-মন্ত্রস্য গুরুকরণে তু উক্ত-কাল-প্রতীক্ষা[১] নাস্তি, "স্বপ্নে তু নিয়মো ন হী"তি নারদ-বচনাৎ। তন্ত্রান্তরে (১৩)—

প্রণবাদ্যং ন দাতব্যং মন্ত্রং শূদ্রায় সর্বথা।
আত্মমন্ত্রং গুরোর্মন্ত্রং মন্ত্রং চাজপ-সংজ্ঞকম্ ॥ ১৪

মন্ত্রস্য দেয়াদেয়ত্ববিচারঃ

প্রণবঃ আদ্যঃ প্রধানং যত্র তাদৃশং প্রণব-ঘটিতমিত্যর্থঃ। যথাশ্রুতে বীজান্তরাদেঃ প্রণবমধ্যস্য প্রণবান্তস্য চ মন্ত্রস্য নিষেধাপ্রসক্তেঃ। আত্মমন্ত্রং স্বোপাসিত-মন্ত্রম্। তেন ব্রাহ্মণায় কদাচিদাত্ম-মন্ত্রদানং প্রসজ্যতে। গুরোরিতি। যদি গুরু-মন্ত্রং জানাতি, তদা তমপি শূদ্রায় ন দদ্যাদিত্যর্থঃ। অজপ সংজ্ঞকং সূর্য্যমন্ত্র-বিশেষং হংসঃ ইত্যক্ষর-দ্বয়াত্মকম্। ১৫

গুণযুক্ত বিপ্র এক বর্ষের দ্বারাই শিষ্যের যোগ্য হন। ক্ষত্রিয় দুই বর্ষের দ্বারাই শিষ্যের যোগ্য হয়। বৈশ্য কিন্তু তিন বর্ষের দ্বারা এবং শূদ্র চারি বৎসরের দ্বারা শিষ্যের যোগ্য কথিত হইয়াছে। ১২

স্বপ্নলব্ধ মন্ত্রের গুরুকরণে কিন্তু উক্তরূপে কালের প্রতীক্ষা নাই। যেহেতু "স্বপ্নে তু নিয়মো নহি" অর্থাৎ স্বপ্নে কিন্তু কালনিয়ম নাই এইরূপ নারদের বচন আছে। তন্ত্রান্তরে বলিয়াছেন (১৩)—

শূদ্রকে সর্বথা (কোন প্রকারে) প্রণবাদ্য মন্ত্র, আত্মমন্ত্র, গুরুর মন্ত্র ও অজপ-নামক মন্ত্র প্রদান করিবে না। ১৪

প্রণবটি আদ্য অর্থাৎ প্রধান যে মন্ত্রে, তাহাই প্রণবাদ্য মন্ত্র অর্থাৎ প্রণবঘটিত মন্ত্র—এই অর্থ। প্রণবাদ্য কথাটির যথাশ্রুত অর্থ হইতেছে প্রণবটি আদ্য অর্থাৎ প্রথম যে মন্ত্রের অর্থাৎ যে মন্ত্রের প্রথমে প্রণব আছে, তাহাই প্রণবাদ্য মন্ত্র। ইহাই প্রণবাদ্য শব্দের যথাশ্রুত অর্থ। এই অর্থ গ্রহণ করিলে প্রণবমধ্য অন্য বীজের এবং প্রণবান্ত মন্ত্রের নিষেধের প্রাপ্তি হইবে না। আত্মমন্ত্র—নিজের উপসিত মন্ত্র। গুরোঃ এই কথার এই অর্থ—যদি গুরুর ইষ্ট মন্ত্র জানেন, তাহা হইলে শূদ্রকে তাহাও দিবেন না। অজপ সংজ্ঞক—হংস এই অক্ষরদ্বয় স্বরূপ সূর্য্যের মন্ত্র বিশেষ। ১৫

১। খ—উক্তবক্তব্যকাল-প্রতীক্ষেতি পাঠঃ।

এতেন হংসমন্ত্রস্য শূদ্রাদেয়ত্বে ব্যবস্থিতে শূদ্রানুচ্চার্য্যতাপি[১] প্রতীয়তে। অত এব বারাহীতন্ত্রে—

হংসাখ্যং ন স্মরেচ্ছূদ্রো ভুতশুদ্ধৌ কদাচন।
স্মরণান্নরকং যাতি দীক্ষা চ বিফলা ভবেৎ ॥ ইত্যুক্তম্ ॥ ১৬

তত্র ভূতশুদ্ধাবিত্যুপলক্ষণম্। নৃসিংহতাপনীয়ে—সাবিত্রীং প্রণবং যজুর্লক্ষ্মীং স্ত্রীশূদ্রয়োর্নেচ্ছন্তি[২]। সাবিত্রীং প্রণবং যজুর্লক্ষ্মীং[৩] যদি স্ত্রীশূদ্রো জানীয়াৎ স মৃতোঽধো গচ্ছতীতি। নেচ্ছন্তীতি পর্য্যন্তং পরাশর-ভাষ্যেঽপি লিখিতম্। সাবিত্রীং বৈদিক-গায়ত্রীম্, নতু তান্ত্রিকীমপি। প্রণবোঽপি বেদাদি-বর্ণরূপঃ, ন তু তত্তদ্দেবতা-প্রণবরূপোঽপি। যজুঃ স্বাহা মন্ত্রবিশেষো বা। লক্ষ্মীঃ শ্রীবীজম্ ॥ ১৭

তন্ত্রান্তরে— স্বাহা প্রণবসংযুক্তং শূদ্রে মন্ত্রং দদদ্-দ্বিজঃ।
শূদ্রো নিরয়মাপ্নোতি ব্রাহ্মণো যাত্যধোগতিম্ ॥ ১৮

এই নিষেধের দ্বারা হংস মন্ত্র শূদ্রকে অপ্রদেয় ব্যবস্থিত হইলে উহা শূদ্রের অনুচ্চার্য্যও প্রতীয়মান হয়। এই জন্যই বরাহী তন্ত্রে এই উক্ত হইয়াছে যে—

ভূতশুদ্ধিতে কখনও শূদ্র হংস মন্ত্র স্মরণ করিবে না। উহার স্মরণ নিবন্ধন সে নরকে গমন করে, দীক্ষাও বিফলা হয়। ১৬

এ স্থলে ভূতশুদ্ধি এইটি অন্যেরও উপলক্ষণ। নৃসিংহতাপনীয়ে এই বলিয়াছেন—সাবিত্রী, প্রণব, যজুঃ ও লক্ষ্মীকে স্ত্রী ও শূদ্র সম্বন্ধে ইচ্ছা করেন না অর্থাৎ স্ত্রী ও শূদ্রের এই সকল উচ্চারণ বেদের অভিপ্রেত নহে। সাবিত্রী, প্রণব, যজুঃ ও লক্ষ্মীকে যদি স্ত্রী ও শূদ্র জানে, তবে সে মৃত হইয়া অধোলোকে গমন করে। নেচ্ছন্তি এই পর্য্যন্ত পরাশর ভাষ্যেও লিখিত আছে। এখানে সাবিত্রী হইতেছে বৈদিক গায়ত্রী, কিন্তু তান্ত্রিক গায়ত্রী নহে। প্রণবও হইতেছে বেদের আদিবর্ণ ওঁকার রূপ, সেই সেই দেবতার প্রণবরূপ নহে। যজুঃ হইতেছে স্বাহা বা মন্ত্রবিশেষ। লক্ষ্মী—শ্রীবীজ। ১৭

তন্ত্রান্তরে বলিয়াছেন—দ্বিজ স্বাহা ও প্রণব সংযুক্ত মন্ত্র যে শূদ্রকে দান করে, সে শূদ্র নিরয়ে (নরকে) গমন করে। ব্রাহ্মণ অধোলোকে গমন করে। ১৮

১। খ—শূদ্রানুচ্চার্য্যতেতি পাঠঃ।

২। মুদ্রিত-নৃসিংহতাপনীয়ে—সাবিত্রীং প্রণবং যজুর্লক্ষ্মীং স্ত্রী শূদ্রায় নেচ্ছন্তি......। সাবিত্রীং লক্ষ্মীং যজুঃ প্রণবং যদি জানিয়াৎ স্ত্রী শূদ্রঃ স মৃতোঽধো গচ্ছতীতি পাঠঃ। ক—নৈষ্যন্তীতি পাঠঃ। ৩। ঘ—সাবিত্রীং লক্ষ্মীং যজুঃ প্রণবমিতি পাঠঃ।

ব্রাহ্মণঃ শূদ্রতামিয়াদিতি চতুর্থচরণঃ ক্বচিৎ। স্বাহা-প্রণব-সংযুক্তং মন্ত্রং দ্বিজো যদি শূদ্রে দদৎ দদাতি ইতি পূর্বার্দ্ধার্থঃ ॥ ১৯

অত্র কেচিৎ স্বাহা-প্রণবোভয়-ঘটিত-মন্ত্রো নিষিদ্ধঃ। নতু কেবল-স্বাহা-ঘটিতোঽপি।

প্রণবাদ্যাং[1] মহেশানি স্বাহান্তাং মীন-লোচনে!।
ন বিদ্যাং পরমেশানি! গৃহ্লীয়ুঃ শূদ্রজাতয়ঃ ॥ ২০

ইতি বচনান্তরৈকবাক্যত্বাৎ। অতএব দশাক্ষর-গোপাল-মন্ত্রস্য সর্ববর্ণ-জপ্যতা সংগচ্ছতে। অত এবাঙ্গন্যাসাদৌ দেবী-সহস্রনাম-পাঠাদৌ ষোড়শ-মাতৃকা-পূজাদৌ চ শূদ্রাণাং স্বাহাশব্দপাঠঃ প্রবর্ত্ততে ॥ ২১

এবঞ্চ—প্রণবং বহ্নিজায়াঞ্চ ন শূদ্রোঽপ্যুচ্চরেৎ ক্বচিৎ।
ইতি চিন্তামণিতন্ত্রবচনমপি বিশিষ্টপরং বোধ্যম্ ॥ ২২
অতএব তন্ত্রান্তরে—তস্মাদ্ যত্নেন সততং তন্ত্রোক্তং শূদ্রজাতয়ঃ।
কবচং হি পঠেদ্ দেবি! বহ্নিজায়াসমন্বিতম্ ॥ ২৩

কোন পুস্তকে এই শ্লোকের চতুর্থ চরণ—ব্রাহ্মণঃ শূদ্রতামিয়াৎ। স্বাহা ও প্রণব সংযুক্ত মন্ত্রকে দ্বিজ যদি শূদ্রে দদৎ অর্থাৎ দান করে—ইহাই শ্লোকের পূর্বার্দ্ধের অর্থ। ১৯

এ স্থলে কেহ কেহ এই বলেন—স্বাহা ও প্রণব, এই উভয় ঘটিত মন্ত্র শূদ্রে নিষিদ্ধ, কেবল স্বাহা ঘটিত মন্ত্র নিষিদ্ধ নহে। যেহেতু—

হে মহেশানি! হে মীনলোচনে! হে পরমেশানি! শূদ্র জাতিগণ প্রণবাদ্য ও স্বাহান্ত বিদ্যাকে গ্রহণ করিবে না। ২০

এইরূপ অন্য বচনের সহিত একবাক্যতা আছে। এইজন্য দশাক্ষর গোপাল মন্ত্রের সর্ববর্ণ জপ্যতা সুসঙ্গত হয়। এই জন্যই অঙ্গন্যাসাদিতে, দেবী সহস্র নাম পাঠাদিতে ও ষোড়শ মাতৃকা পূজাদিতে শূদ্রগণের স্বাহা শব্দ পাঠ প্রচলিত আছে। ২১

অতএব 'প্রণব ও বহ্নিজায়া (স্বাহা) কে শূদ্র কোন স্থলেই উচ্চারণ করিবে না'—এই চিন্তামণি তন্ত্রের বচনও বিশিষ্ট (স্বাহা ও প্রণব এই উভয় বিশিষ্ট) পর বুঝিতে হইবে। ২২

এইজন্যই তন্ত্রান্তরে এই যে বলিয়াছেন—হে দেবি! অতএব শূদ্র জাতিগণ যত্নের সহিত সর্বদা তন্ত্রোক্ত বহ্নিজায়া (স্বাহা) সমন্বিত কবচ পাঠ করিবে। ২৩

১। খ—প্রণবাদ্যমিতি।

এতত্তত্ত্বং মহেশানি! যো জানাতি নরোত্তমঃ।
সোঽহমেব মহাদেবো দেবীরূপশ্চ[১] সাধকঃ ॥ ২৪

ইত্যুক্তং সঙ্গচ্ছতে[২]। এবঞ্চ—প্রণবাদ্যা মহাবিদ্যা শূদ্রাদৌ ন সমীরিতা ইতি প্রচণ্ডচণ্ডিকা-মন্ত্রঃ প্রণবাদিরেব শূদ্রাদৌ নিষিদ্ধো ন তু বহ্নিজায়ান্তোঽপীতি যুক্তম্। ২৫

তত্র প্রণবাদ্য-পদস্য স্বাহান্তস্যাপ্যুপলক্ষণত্বে মানাভাবঃ[১]। ন চৈবং সতি কেবলপ্রণব-ঘটিত-মন্ত্রোঽপি দেয়ঃ স্যাদিতি বাচ্যম্, প্রণবোচ্চারণস্য নৃসিংহতাপনীয়ে পৃথঙ্ নিষেধাৎ। ২৬

প্রণবোচ্চারণাদ্ধোমাচ্ছালগ্রাম-শিলার্চনাৎ।
ব্রাহ্মণী-গমনাচ্চৈব শূদ্রশ্চাণ্ডালতাং ব্রজেৎ ॥ ২৭

ইতি বচনান্তরেণ নিষেধাচ্চ ইত্যাহুঃ। পরে তু প্রত্যেকমেব নিষিদ্ধম্, অন্যথা বিশিষ্টস্য প্রণবনিষেধেনৈব নিষেধ-প্রাপ্তৌ স্বাহা-নিষেধস্য বৈয়র্থ্যাপত্তেঃ। অত এব—"প্রণবং বহ্নিজায়াঞ্চ ন শূদ্রোঽপ্যুচ্চরেৎ ক্বচি"দিতি যথাশ্রুতমেব সাধু সংগচ্ছতে। ২৮

হে মহেশানি। যে নরোত্তম। এই তত্ত্ব যে জানে, সে আমিই মহাদেব। সে সাধক দেবীরূপ। ২৪

এই উক্তিও সঙ্গত হয়। এইজন্যই 'প্রণবাদ্যা মহাবিদ্যা শূদ্রাদিতে কথিত হয় নাই' এই বচনে শূদ্রাদিতে প্রণবাদি প্রচণ্ড চণ্ডিকা মন্ত্রই নিষিদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু বহ্নিজায়ান্ত মন্ত্র নিষিদ্ধ নহে, ইহা যুক্তিযুক্ত হয়। ২৫

সে স্থলে প্রণবাদ্য পদটি স্বাহান্তেরও উপলক্ষণ, ইহাতে কোন প্রমাণ নাই। এই হইলে শূদ্রকে কেবল প্রণব ঘটিত মন্ত্র দেয় হউক, (যেহেতু উক্ত বচনে বিশিষ্টের অদেয়ত্ব উক্ত হইয়াছে, কেবলের অদেয়ত্ব উক্ত হয় নাই) ইহা বলিতে পার না। যেহেতু নৃসিংহতাপনীয়ে কেবল প্রণবোচ্চারণের পৃথক্ নিষেধ আছে। ২৬

প্রণবের উচ্চারণ হইতে, শালগ্রাম শিলার অর্চনা হইতে ও ব্রাহ্মণী গমন হইতে শূদ্র চাণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হয়। ২৭

এই বচনান্তরের দ্বারাও প্রণবোচ্চারণের নিষেধ হইয়াছে—ইহা কেহ কেহ বলেন। অন্য কেহ কেহ বলেন—প্রত্যেকটিই (প্রণব ও স্বাহার প্রত্যেকটিই) নিষিদ্ধ। ইহা স্বীকার না করিলে প্রণবের নিষেধের দ্বারা বিশিষ্টের নিষেধ প্রাপ্তি হওয়ায়

১। খ—মহাদেবো রূপশ্চ সাধকঃ ইতি পাঠঃ।
২। খ—সংগচ্ছতে ইত্যনন্তরং ন চৈবং সতীত্যাদি-পাঠঃ। মধ্যবর্ত্তিপাঠস্তু নাস্তি।

"স্বাহা-প্রণব-সংযুক্ত"মিত্যস্য তু স্বাহা-সংযুক্তং প্রণব-সংযুক্তঞ্চেত্যর্থঃ। "প্রণবাদ্যাং[১] মহেশানি! স্বাহান্তাং[২] মীনলোচনে" ইত্যাদি-বচনম্[৩] উপলক্ষণ-পরতয়া প্রত্যেক-নিষেধার্থকম্[৪]। সহস্রনাম-পাঠবিরহাপত্তাবিষ্টাপত্তিরেব, মাতৃকা-পূজাদৌ তন্নাম-পূর্বকোচ্চারণাভাবেঽপি ব্রাহ্মণোচ্চারণাৎ সিদ্ধিঃ। দশাক্ষর-গোপালমন্ত্রোঽপি ন শূদ্রোপাস্যঃ, "তত্র সর্বেষু বর্ণেষু সেব্য এষঃ," ইতি বচনস্য[৫] মাহাত্ম্য-পরত্বাৎ। অঙ্গন্যাসাদৌ স্বাহাপদস্থানে নমঃ-পদমেব প্রয়োজ্যম্[৬]। এবং—"কবচং হি পঠেদ্ দেবি! বহ্নিজায়াসমন্বিত"মিতি প্রাগুক্ত-বচনে অসমন্বিতমেব পাঠঃ। প্রচণ্ডচণ্ডিকা-বিষয়ে চ প্রণবাদ্য-মন্ত্রস্য স্বাহান্ত-মন্ত্রস্যাপ্যুপ-লক্ষকত্বাদুভয়মেব নিষিদ্ধমিত্যাহুঃ। ২৯

বস্তুতস্ত্বয়ং কল্পঃ সাধীয়ান্, ধর্মতত্ত্বস্যাতিদুরূহত্বাদিতি। এবঞ্চ[৭] স্বাহা-প্রণবয়োরন্যতরেণোভয়েন বা বিশিষ্টস্য স্বীয়স্য গুরূপাস্যস্যাঽজপস্য চ

স্বাহার নিষেধ ব্যর্থ হইয়া পড়ে। এই জন্যই কোন স্থলে শূদ্র প্রণব ও বহ্নিজায়াকে উচ্চারণ করিবে না—এই বচন যথাশ্রুতই সুসঙ্গত হয়। ২৮

স্বাহা প্রণব সংযুক্ত এই কথাটির কিন্তু স্বাহা সংযুক্ত ও প্রণব সংযুক্ত—এই অর্থ। প্রণবাদ্যাং মহেশানি! স্বাহান্তাং মীনলোচনে ইত্যাদি বচনটি উপলক্ষণ তাৎপর্য্যক হেতু প্রত্যেকের নিষেধকে প্রতিপাদন করে। সহস্রনাম পাঠের নিষেধের আপত্তি, অনিষ্টাপত্তি নহে, উহা ইষ্টাপত্তিই অর্থাৎ শূদ্র সহস্রনাম পাঠ করিবেন না। মাতৃকা-পূজাদিতে স্বাহানাম উচ্চারণ পূর্বক উচ্চারণের অভাব হইলে অর্থাৎ তাদৃশ স্বাহা নাম উচ্চারণ না করিলেও ব্রাহ্মণের উচ্চারণ হইতে পূজাসিদ্ধি হইবে। দশাক্ষর গোপাল-মন্ত্রও শূদ্রের উপাস্য নহে; যেহেতু সে স্থলে—তত্র সর্বেষু বর্ণেষু সেব্য এষ অর্থাৎ সমস্ত বর্ণের মধ্যে এই মন্ত্র সেব্য—এই বচনটি গোপালের মাহাত্ম্য বোধক। অঙ্গন্যাসাদি স্থলে স্বাহা শব্দের স্থানে নমঃ পদ প্রযোজ্য। এইরূপ—"কবচং হি পঠেদ্ দেবি"! ইত্যাদি পূর্বোক্ত বচনে অসমন্বিতই—এই পাঠ হইবে। প্রচণ্ড-চণ্ডিকা বিষয়েও প্রণবাদ্য মন্ত্র স্বাহান্ত মন্ত্রেরও উপলক্ষক বলিয়া উভয়ই নিষিদ্ধ—ইহা কেহ কেহ বলেন। ২৯

বস্তুতঃ এই কল্প (পক্ষ) সর্বোত্তম; যেহেতু ধর্মতত্ত্ব অতিদুরূহ। এই হইলে স্বাহা ও প্রণবের অন্যতরের দ্বারা বা উভয়ের দ্বারা বিশিষ্ট মন্ত্র, গুরুর উপাস্য মন্ত্র ও অজপা-

---

১। খ—প্রণবাদ্যম্। ২। খ—স্বাহান্তম্। ৩। খ—ইতি বচনন্ত।
৪। খ—উভয়মেব নিষিদ্ধমিত্যর্থকম্। ৫। খ—শূদ্রোপাস্যত্তদ্‌বচনস্য মাহাত্ম্যেতি।
৬। খ—প্রযোজ্যমিত্যাহুঃ। বস্তুতস্ত্বয়ং কল্প ইতি। মধ্যবর্ত্তিপাঠস্তু নাস্তি।
৭। খ—এবঞ্চ স্থানে এতেন।

মন্ত্রস্য শূদ্রাদেয়ত্ব-ব্যবস্থিতৌ তত্তদন্য-মন্ত্রস্য শূদ্রায় দানে দূষণং নাস্তীতি সাম্প্রদায়িকাঃ[১] ॥ ৩০

ন চ—"ন শূদ্রায় মতিং দদ্যাৎ[২] প্রাণৈঃ কণ্ঠগতৈরপী"তি তন্নিষেধ ইতি বাচ্যম্, তত্র মতি-পদস্য তত্ত্বজ্ঞানপরত্বাৎ[৩]। মন্ত্রপরত্বে বা তত্তদ্বচনৈকবাক্যতয়া নিষিদ্ধ-[৪] তত্তন্মন্ত্র-পরত্বাচ্চ। এতেন স্ত্রীদীক্ষাপি ব্যাখ্যাতা[৫] ॥ ৩১

অথ স্বদেবতা-মন্ত্রান্তরং ব্রাহ্মণায় দেয়ং নবেতি চেৎ, উচ্যতে। ন হি স্বদেবতা-মন্ত্রান্তর-দানে নিষেধকং বচনমস্তি। কিন্তু নিজদেবতা-প্রধান-বীজঘটিত-মন্ত্রদানে তদ্বীজ-ঘটিত-নিজমন্ত্রস্য হীন-বীর্য্যত্বং ভবতি, মন্ত্রময়-কবচাধ্যাপনে নিজমন্ত্রস্যাপি পাঠনং প্রসজ্যতে, স্তবাদি-নিজমন্ত্রস্য সর্বস্যৈব দানং প্রকাশশ্চ স্যাদিতি নিজ-দেবতা-মন্ত্রান্তর-দানমর্থতো নিষিদ্ধমেব। যদি তু নিজমন্ত্র-ঘটক-প্রধান-বীজ-ঘটিতেতর-মন্ত্রো মন্ত্রাঘটিত-কবচঞ্চ বিদ্যতে, তদা নিজ-দেবতা-মন্ত্রান্তর-দানেঽপি ন ক্ষতিরিতি তত্ত্বম্[৬] ॥ ৩২

মন্ত্র শূদ্রকে দেয় নহে, ইহা সিদ্ধ হইলে সেই সেই মন্ত্র ছাড়া অন্য মন্ত্র শূদ্রকে দান করিলে কোন দোষ নাই, ইহা সাম্প্রদায়িকগণ বলেন। ৩০

প্রাণ কণ্ঠগত হইলেও শূদ্রকে মতি দিবে না—এই বচনবলে অন্য মন্ত্রের নিষেধ হইয়াছে? ইহা বলিতে পার না।; যেহেতু সে স্থলে মন্ত্র পদটি তত্ত্বজ্ঞান পর অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানের বোধক, মন্ত্রের বোধক নহে। মন্ত্রের বোধক হইলেও সেই সেই পূর্বোক্ত বচনের সহিত এক বাক্যতাহেতু নিষিদ্ধ তৎ তৎ মন্ত্র পরই হইবে। ইহা দ্বারা স্ত্রী দীক্ষাও ব্যাখ্যাত হইল। ৩১

অনন্তর নিজের উপাস্য দেবতার মন্ত্রান্তর ব্রাহ্মণকে দেয় কিনা? এই যদি কেহ বলেন, তাহার উত্তরে বলিব—নিজের ইষ্ট দেবতার মন্ত্রান্তর দানে নিষেধক কোন বচন নাই। কিন্তু নিজ ইষ্ট দেবতার প্রধান বীজ ঘটিত মন্ত্র দানে সেই বীজ ঘটিত নিজ মন্ত্র হীনবীর্য্য হয়। মন্ত্রময় (মন্ত্রঘটিত) কবচের অধ্যাপনে নিজ মন্ত্রেরও পাঠন প্রসক্ত হয়। স্তবাদিতে সমস্ত নিজ মন্ত্রের দান ও প্রকাশ হইবে। এই জন্য নিজের ইষ্ট দেবতার মন্ত্রান্তরের দান অর্থাৎ নিষিদ্ধ হয়। যদি নিজ মন্ত্র ঘটক প্রধান বীজঘটিত মন্ত্র ভিন্ন মন্ত্র ও মন্ত্রাঘটিত কবচ থাকে, তবে নিজের ইষ্ট দেবতার অন্য মন্ত্র দানে কোন দোষ নাই। ইহাই তত্ত্ব। ৩২

১। খ—সম্প্রদায়ঃ। ২। খ—দদ্যাদিতি নিষেধো জাগরূক এবাস্তীতি বাচ্যমিতি পাঠঃ।
৩। খ—তত্র মতিপদেন তত্ত্বজ্ঞানস্যোক্তত্বাৎ। ৪। খ—নিরুক্ততত্তন্মন্ত্রপরত্বাচ্চেতি।
৫। খ—এতেনেত্যাদি-পাঠো নাস্তি।
৬। খ—তত্তন্মন্ত্র-পরত্বাচ্চেত্যনন্তরম্—অথেত্যাদি-তত্ত্বমিত্যন্ত-পাঠো নাস্তি।

মন্ত্রবিদ্যালক্ষণম্

পিঙ্গলাতন্ত্রে— মননং বিশ্ববিজ্ঞানং ত্রাণং সংসারবন্ধনাৎ।
যতঃ করোতি সংসিদ্ধৌ মন্ত্র ইত্যুচ্যতে ততঃ॥ ৩৩

অন্যত্রাপি— গুপ্তোপদেশতো মন্ত্রো মননাদ্ গোপনাদপি। ইতি[১] ॥ ৩৪

শারদায়াম্— মন্ত্রবিদ্যা-বিভাগেন দ্বিবিধা মন্ত্রজাতয়ঃ।
মন্ত্রাঃ পুংদেবতা জ্ঞেয়া বিদ্যাঃ স্ত্রীদেবতাঃ স্মৃতাঃ॥ ৩৫

বাশিষ্ঠেঽপি ইদমন্যচ্চাধিকম্। যথা—

পুং-মন্ত্রা হূং-ফড়ন্তাঃ স্যুর্দ্বিঠান্তাঃ স্যুঃ স্ত্রিয়ো মতাঃ।
নপুংসকা নমোঽন্তাঃ স্যুরিত্যুক্তা মনবস্ত্রিধাঃ।
এতচ্ছূন্যা ভবেদ্ বিদ্যা মহাশব্দেন[২] গীয়তে॥ ৩৬

এবং মহামন্ত্রোঽপি[৩]। যচ্চোক্তং হূঁ ফড়ন্তা নপুংসকা ইতি। তচ্চ পঞ্চমস্বর-মধ্যেঽবগন্তব্যঃ। অত এব দীক্ষা-সংকল্পাদৌ মন্ত্রত্বেন বিদ্যাত্বেন চ

অনন্তর মন্ত্র শব্দের ব্যুৎপত্তি কথিত হইতেছে। পিঙ্গলাতন্ত্রে বলিয়াছেন—যেহেতু মন্ত্র সংসিদ্ধির (মুক্তির) জন্য বিশ্বজ্ঞান (সর্বাত্মক জ্ঞান) ও সংসার বন্ধন হইতে ত্রাণ করে, সেই হেতু মন্ত্র এই নামে কথিত হয়। ৩৩

অন্যত্রও কথিত হইয়াছে—গোপনে অন্যের অশ্রবণযোগ্য উপদেশ হেতু মন্ত্র এই নাম। মনন এবং গোপনের জন্যও মন্ত্র নাম হইয়াছে। ৩৪

শারদাতিলকে বলিয়াছেন—মন্ত্র ও বিদ্যাভেদে মন্ত্রজাতি দুই প্রকার। যে মন্ত্রের দেবতা পুরুষ, তাহাই মন্ত্র জানিবে। যে মন্ত্রের দেবতা স্ত্রী, তাহা বিদ্যা কথিত হইয়াছে। ৩৫

বশিষ্ঠ-সংহিতায়ও ইহা আছে, অন্যও অধিক সেখানে দেখা যায়। যথা—

যে মন্ত্রের অন্তে হূং ফট্ আছে, তাহা পুংমন্ত্র হইয়া থাকে। যে মন্ত্রের অন্তে দ্বিঠ (স্বাহা) আছে, তাহা স্ত্রীমন্ত্র কথিত হইয়া থাকে। যে মন্ত্রের অন্তে নমঃ, তাহা নপুংসক মন্ত্র হইয়া থাকে। এই তিন প্রকার মন্ত্র কথিত হয়। এই সমস্ত শূন্য মন্ত্র বিদ্যা হইয়া থাকে। উহা মহাশব্দের দ্বারা অর্থাৎ মহাবিদ্যা বলিয়া কথিত হয়। ৩৬

এইরূপ মহামন্ত্রও হইয়া থাকে। হূং ফড়ন্তা নপুংসকাঃ এই যে কথিত হইয়াছে, তাহা পঞ্চমস্বর মধ্যে অর্থাৎ হূংটীকে পঞ্চমস্বরান্ত জানিবে। এই জন্যই দীক্ষাতত্ত্বে

১। ক+খ—মননাদ্রোপণাদপি শারদায়ামিতি। ২। খ—মহাশব্দেতি।

৩। খ—মহামন্ত্রোঽপি ইত্যনন্তরম্—এতেন দীক্ষাসঙ্কল্পাদাবিত্যাদি-পাঠঃ।

যথাযথমুল্লেখঃ কার্য্য ইতি দীক্ষাতত্ত্বে স্মার্ত্তাঃ[১]। অত্র চ শারদোক্ত-বিভাগো গ্রাহ্যঃ। পিতুর্মন্ত্রমিত্যাদৌ তু বিদ্যামন্ত্র-পদয়োরৈকার্থত্বম্ ॥ ৩৭

এবঞ্চ— শক্তিবীজং রমাবীজং কামবীজং ততঃ প্রিয়ে!।
বিদ্যা শ্রুতিধরী প্রোক্তা এষা বর্ণত্রয়াত্মিকা ॥ ৩৮ ইতি

মঞ্জুঘোষ-মন্ত্রে,[২] "একাক্ষরী মহাবিদ্যা কথিতা পদ্মযোনিনে"তি গণেশ-মন্ত্রে চ যদ্ বিদ্যাপদং শ্রূয়তে, তৎ সামান্য-নির্দ্দেশান্মন্ত্রমাত্রপরমেবেতি তত্ত্বম্[৩] ॥ ৩৯

অথ দীক্ষায়াং মাসাদিনিয়মঃ

তত্র মাসঃ সৌরমানেনৈব[৪] রাশিসমন্বিতত্বাৎ[৫]। যথা বৈশম্পায়ন-সংহিতায়াম্—

মন্ত্রস্যারম্ভণং মেষে ধন-ধান্য-প্রদং ভবেৎ।
বৃষে মৃত্যু-প্রদঞ্চেতি[৬] মিথুনেঽপত্য-নাশনম্ ॥ ১

স্মার্ত্ত রঘুনন্দন দীক্ষার সঙ্কল্প প্রভৃতিতে মন্ত্ররূপে ও বিদ্যারূপে অর্থাৎ অমুক-মন্ত্র-দীক্ষা-মহং ও অমুক-বিদ্যাদীক্ষামহং করিষ্যে—এইরূপ যথাযথ উল্লেখ করিতে বলিয়াছেন। অতএব শারদাতিলক কথিত মন্ত্র ও বিদ্যার বিভাগই গ্রহণীয়। পিতুর্মন্ত্রং ইত্যাদি স্থলে কিন্তু বিদ্যা ও মন্ত্র পদের এক অর্থ। ৩৭

এইরূপ হইলে—হে প্রিয়ে! তাহার পর শক্তি বীজ, রমাবীজ ও কামবীজ—এই বর্ণত্রয়রূপ বিদ্যা শ্রুতিধরী কথিত হইয়াছে। ৩৮

এই মঞ্জুঘোষ মন্ত্রে এবং 'একাক্ষরী মহাবিদ্যা ব্রহ্মা কর্ত্তৃক কথিতা' এই গণেশ মন্ত্রে যে বিদ্যাপদ শ্রুত হইয়াছে, তাহা সামান্যভাবে কথিত হওয়ায় তাহা মন্ত্রমাত্র পরই বুঝিতে হইবে। ইহাই তত্ত্ব। ৩৯

অনন্তর দীক্ষায় মাসাদি নির্ণয় হইতেছে। দীক্ষাতে সৌরমানের দ্বারাই মাস গৃহীত হইবে, যেহেতু তাহাতে রাশির যোগ আছে। যেমন বৈশম্পায়ন সংহিতায় বলিয়াছেন—

মেষে মন্ত্রের আরম্ভ ধন ধান্য প্রদ হইয়া থাকে। বৃষে মৃত্যুপ্রদ ও মিথুনে অপত্য-নাশক হইয়া থাকে। ১

১। স্মার্ত্তাঃ ইত্যনন্তরং পিতুর্মন্ত্রমিত্যাদৌ ত্বিত্যাদি পাঠঃ। ২। খ—মৃত্যুঞ্জয়মন্ত্রে।
৩। খ—মন্ত্রমাত্রপরমেবেতি পাঠঃ। ৪। ক—সৌরমাসেনৈব।
৫। খ—রাশি-সম্বলিতত্বাৎ। ৬। গ—মৃত্যুপ্রদঞ্চৈব।

সর্বসিদ্ধিপ্রদং তুর্য্যে সিংহে মেধাবিনাশনম্ ।
লক্ষ্মীপ্রদঞ্চ কন্যায়াং তুলায়াং সর্বসিদ্ধিদম্ ॥ ২
বৃশ্চিকে স্বর্ণদঞ্চৈব কোদণ্ডে মাননাশনম্ ।
মকরে পুণ্যজনকং কুম্ভে ধন-সমৃদ্ধিদম্ ।
মীনে দুঃখ-প্রদং নিত্যমেষ মাসবিধি-ক্রমঃ ॥ ৩

যৎ তু— মন্ত্রারম্ভস্তু চৈত্রে স্যাৎ সমস্ত-পুরুষার্থদঃ ।
বৈশাখে রত্নলাভঃ স্যাদ্ জ্যৈষ্ঠে তু মরণং ধ্রুবম্ ॥ ৪
আষাঢ়ে বন্ধু-নাশঃ স্যাৎ পূর্ণার্থঃ শ্রাবণে ভবেৎ ।
প্রজানাশো ভবেদ্ ভাদ্রে আশ্বিনে রত্নসঞ্চয়ঃ ॥ ৫
কার্ত্তিকে মন্ত্র-সিদ্ধিঃ স্যান্ মার্গশীর্ষে তথা ভবেৎ।
পৌষে তু শত্রুপীড়া স্যান্মাঘে মেধাবিবর্দ্ধনম্ ।
ফাল্গুনে সর্বকামাঃ স্যুর্মলমাসং বিবর্জয়েৎ ॥ ৬

ইতি গৌতমীয়ে চৈত্রাদিপদম্, তদপি সৌর-চৈত্রাদ্যাভিপ্রায়কম্[১] । পূর্বোক্ত-বচনৈকবাক্যত্বাৎ "সৌরে মাসি শুভা দীক্ষা ন চান্দ্রে ন চ তারকে"

তুর্য্যে (চতুর্থে কর্কটে) সর্বসিদ্ধিপ্রদ, সিংহে মেধা বিনাশ, কন্যাতে লক্ষ্মীপ্রদ, তুলাতে সর্বসিদ্ধিপ্রদ হইয়া থাকে । ২

বৃশ্চিকে স্বর্ণপ্রদ, কোদণ্ডে (ধনুতে) সম্মান নাশ, মকরে পুণ্যজনক, কুম্ভে ধন সমৃদ্ধিপ্রদ, মীনে নিত্য দুঃখপ্রদ হইয়া থাকে। ইহাই মাসবিধির ক্রম । ৩

চৈত্রে মন্ত্রারম্ভ কিন্তু সমস্ত পুরুষার্থ প্রদ হয়। বৈশাখে রত্নলাভ হইয়া থাকে । জ্যৈষ্ঠে নিশ্চিতই মরণ হয় । ৪

আষাঢ়ে বন্ধুনাশ হইবে, শ্রাবণে সমস্ত প্রয়োজন পূর্ণ হয়। ভাদ্রে প্রজানাশ হয় এবং আশ্বিনে রত্নসঞ্চয় হইয়া থাকে । ৫

কার্ত্তিকে মন্ত্রসিদ্ধি হইবে। মার্গশীর্ষেও সেইরূপ হইবে। পৌষে শত্রুপীড়া হইবে, মাঘে মেধার বিবৃদ্ধি হইবে, ফাল্গুনে সমস্ত কামনার সিদ্ধি হয়। মলমাসকে দীক্ষায় বর্জন করিবে । ৬

এই যে গৌতমীয় তন্ত্রের বচনে চৈত্রাদি পদ আছে, তাহাও সৌর চৈত্রাদি অভিপ্রায়ে বলা হইয়াছে ; যেহেতু পূর্বোক্ত বচনের সহিত একবাক্যতা আছে এবং 'সৌরমাসে দীক্ষা শুভা, চান্দ্র মাসে বা নাক্ষত্রিক মাসে দীক্ষা শুভা নহে'—এই

১। খ—চৈত্রাদ্যভিপ্রায়েণ পূর্বোক্ত-মনুবচনৈকবাক্যত্বাৎ ।

ইতি গৌতমীয়াচ্চ। চৈত্র-প্রশংসা তু গোপালবিষয়া[১], গৌতমীয়োক্তত্বাৎ; নান্যত্র, "মধুমাসে ভবেদ্ দীক্ষা দুঃখায় মরণায় বা" ইতি বচনাৎ ॥ ৭

তন্ত্রান্তরে— রবিবারে ভবেদ্ বিত্তং সোমে শান্তির্ভবেৎ কিল।
আয়ুরঙ্গারকো হন্তি তত্র দীক্ষাং বিবর্জয়েৎ ॥ ৮
বুধে সৌন্দর্য্যমাপ্নোতি জ্ঞানং স্যাৎ তু বৃহস্পতৌ।
শুক্রে সৌভাগ্যমাপ্নোতি যশোহানিঃ শনৈশ্চরে ॥ ৯

দীক্ষায়াং শুভাশুভতিথি-নির্ণয়ঃ

তথা— প্রতিপৎসু কৃতা দীক্ষা জ্ঞাননাশকরী মতা।
দ্বিতীয়ায়াং ভবেদ্ জ্ঞানং তৃতীয়ায়াং শুচির্ভবেৎ ॥ ১০
চতুর্থ্যাং ধন-নাশঃ স্যাৎ পঞ্চম্যাং বুদ্ধিবর্দ্ধনম্।
ষষ্ঠ্যাং জ্ঞানক্ষয়ং সৌখ্যং লভতে সপ্তমীদিনে ॥ ১১
অষ্টম্যাং বুদ্ধিনাশঃ স্যান্ নবম্যাং বপুষঃ ক্ষয়ঃ।
দশম্যাং রাজসৌভাগ্যমেকাদশ্যাং শুচির্ভবেৎ ॥ ১২

গৌতমীয় তন্ত্রের বচনও আছে। কেবল গোপাল মন্ত্র বিষয়েই চৈত্র মাসের প্রশংসা; যেহেতু গৌতমীয় তন্ত্রে তাহাই বলা হইয়াছে। অন্য মন্ত্র বিষয়ে চৈত্র মাস শুভ নহে; যেহেতু 'দুঃখের জন্য ও মরণের জন্য মধুমাসে দীক্ষা হইয়া থাকে'—এই বচন আছে। ৭

দীক্ষায় বার কথিত হইতেছে। তন্ত্রান্তরে বলিয়াছেন—রবিবারে দীক্ষায় বিত্ত হইবে, সোমবারে অবশ্যই শান্তি হইবে। অঙ্গারক (মঙ্গল) আয়ুঃ নাশ করে। অতএব মঙ্গলবারে দীক্ষা বর্জন করিবে। ৮

বুধবারে সৌন্দর্য্য লাভ করে, বৃহস্পতিবারে জ্ঞান হইবে। শুক্রবারে সৌভাগ্য লাভ করে। শনিবারে যশোহানি হয়। ৯

দীক্ষায় তিথি কথিত হইয়াছে। তন্ত্রে এইরূপ বলিয়াছেন—প্রতিপৎ তিথিতে কৃতা দীক্ষা জ্ঞান নাশকরী কথিত হইয়াছে। দ্বিতীয়াতে জ্ঞান হইবে। তৃতীয়াতে শুচি হইবে। ১০

চতুর্থীতে ধননাশ হইবে। পঞ্চমীতে বুদ্ধির বৃদ্ধি হইবে। ষষ্ঠীতে জ্ঞাননাশ হয়। সপ্তমী দিনে (তিথিতে) সৌখ্য লাভ হয়। ১১

অষ্টমীতে বুদ্ধিনাশ হয়, নবমীতে শরীরের ক্ষয় হয়। দশমীতে রাজার ন্যায় সৌভাগ্য এবং একাদশীতে শুচি হইবে। ১২

১। খ—গোপালবিষয়ে গৌতম্যুক্তত্বাৎ।

দ্বাদশ্যাং সর্বসিদ্ধিঃ স্যাৎ ত্রয়োদশ্যাং দরিদ্রতা।
তির্য্যগ্-যোনিশ্চতুর্দ্দশ্যাং হানির্মাসাবসানকে[১] ॥ ১৩

বস্তুতস্তু বিষ্ণু-বিষয় এব ত্রয়োদশী শস্তা।

দ্বিতীয়া পঞ্চমী চৈব ষষ্ঠী চৈবাবিশেষতঃ।
দ্বাদশ্যামপি কর্ত্তব্যং ত্রয়োদশ্যামথাপি বা ॥ ১৪

ইতি রামার্চনচন্দ্রিকাধৃতত্বাৎ।

পঞ্চমী সপ্তমী ষষ্ঠী দ্বিতীয়া পূর্ণিমা সিতা।
ত্রয়োদশী চ দশমী প্রশস্তা সর্বকামদা ॥ ১৫

ইতি সনৎকুমার-বচনাচ্চ। মাসাবসানমমাবাস্যা। পক্ষান্তঃ পূর্ণিমা ॥

চতুর্থী পঞ্চমী চৈব চতুর্দ্দশ্যষ্টমী তথা।
তিথয়ঃ শুভদা প্রোক্তা ইত্যাহ ভগবান্ শিবঃ ॥ ১৬

ইত্যত্র চতুর্দ্দশ্যষ্টম্যো শক্তিবিষয়ে, চতুর্থী গণেশবিষয়ে।

পক্ষান্তে ধর্মবৃদ্ধিঃ স্যাদস্বাধ্যায়ং বিবর্জয়েৎ।
সন্ধ্যা-গর্জিত-নির্ঘোষ-ভূকম্পোল্কা-নিপাতনে।

দ্বাদশীতে সর্বসিদ্ধি হইবে। ত্রয়োদশীতে দরিদ্রতা হয়। চতুর্দশীতে তির্য্যক্ যোনি লাভ হয়। মাসের অবসানে অমাবস্যায় ক্ষতি হয়। ১৩

বস্তুতঃ বিষ্ণু বিষয়েই ত্রয়োদশী প্রশস্তা। যেহেতু দীক্ষাতে অবিশেষে দ্বিতীয়া, পঞ্চমী, ষষ্ঠী শুভা, দ্বাদশীতেও কর্ত্তব্য অথবা ত্রয়োদশীতেও কর্ত্তব্য। ১৪

এই রামার্চন চন্দ্রিকাতে ত্রয়োদশী ধৃত হইয়াছে।

পঞ্চমী, সপ্তমী, ষষ্ঠী, দ্বিতীয়া, পূর্ণিমা, শুক্লা ত্রয়োদশী, দশমী দীক্ষাতে প্রশস্তা ও সর্বকামপ্রদা। ১৫

এইরূপ সনৎকুমার সংহিতার বচনও আছে। মাসাবসানম্—অমাবস্যা। পক্ষান্তঃ—পূর্ণিমা।

চতুর্থী, পঞ্চমী, চতুর্দশী ও অষ্টমী—এই তিথিগুলি শুভপ্রদা কথিত হইয়াছে, ইহা ভগবান্ শিব বলেন। ১৬

এই বচনে যে চতুর্দশী ও অষ্টমী উক্ত হইয়াছে, তাহা শক্তি বিষয়ে শুভপ্রদা এবং চতুর্থী গণেশ বিষয়ে শুভপ্রদা জানিবে।

পক্ষান্তে (পূর্ণিমায়) ধর্মবৃদ্ধি হইবে। অস্বাধ্যায় (অনধ্যায়) দিন বর্জন করিবে।

১। খ—হানির্মাসাবসানকে ইত্যনন্তরং পক্ষান্তে ধর্মবৃদ্ধিরিত্যাদি পাঠঃ। বস্তুতস্ত্বিত্যাদি-গণেশ-বিষয়ে ইত্যন্ত-পাঠো নাস্তি।

এতানন্যাংশ্চ দিবসান্ শ্রুত্যুক্তান্ পরিবর্জয়েৎ ॥ ১৭

ত্রয়োদশ্যামিতি। কৃষ্ণায়ামিতি শেষঃ।

পূর্ণিমা পঞ্চমী চৈব দ্বিতীয়া দশমী তথা।

ত্রয়োদশী সপ্তমী চ প্রশস্তা সর্বকামদা ॥ ১৮

ইতি তন্ত্রান্তর-বচনাদিতি দীক্ষাতত্ত্বে স্মার্ত্তাঃ[১]। শিববিষয়ে সপ্তমী-দশম্যৌ নিষিদ্ধে। যথা শিবাগমে—

শুক্লপক্ষস্য দশমী সপ্তমী চ বিশেষতঃ।

নিন্দ্যা সদৈব ষষ্ঠী স্যাদিতি শৈবাগমান্তরে ॥ ১৯

শুভাশুভ-নক্ষত্রনির্ণয়ঃ

বীরতন্ত্রে— রোহিণী শ্রবণার্দ্রা চ ধনিষ্ঠা চোত্তরাত্রয়ম্[২]।

পুষ্যঃ শতভিষার্কৌ চ দীক্ষানক্ষত্রমিষ্যতে ॥ ২০ অর্কো হস্তা।

তন্ত্রান্তরে— অশ্বিন্যাং সুখমাপ্নোতি ভরণ্যাং মরণং ধ্রুবম্।

কৃত্তিকায়াং ভবেদ্ দুঃখী রোহিণ্যাং বাক্পতির্ভবেৎ ॥ ২১

যে দিনে সন্ধ্যায় মেঘগর্জন শব্দ, ভূমিকম্প ও উল্কা নিপাত হয়, তৎপর দিবস এবং শ্রুত্যুক্ত অন্যান্য অনধ্যায় দিবস বর্জন করিবে। ১৭

ত্রয়োদশ্যাং এই স্থলে কৃষ্ণায়াং এই পদটি উহ্য করিতে হইবে অর্থাৎ কৃষ্ণা ত্রয়োদশী প্রশস্তা।

দীক্ষাতে পূর্ণিমা, পঞ্চমী, দ্বিতীয়া, দশমী, সেইরূপ ত্রয়োদশী ও সপ্তমী প্রশস্তা সর্ব্বকামপ্রদা। ১৮

এই তন্ত্রান্তরের বচন আছে। ইহা স্মার্ত্ত রঘুনন্দন দীক্ষাতত্ত্বে বলিয়াছেন। শিব বিষয়ে দীক্ষায় সপ্তমী ও দশমী নিষিদ্ধ। যথা শিবাগমে বলিয়াছেন—

শুক্ল পক্ষের দশমী, বিশেষতঃ সপ্তমী নিন্দ্যা, ষষ্ঠী সর্বদাই নিন্দনীয়া। ইহা অন্য শৈবাগমে বলিয়াছেন। ১৯

দীক্ষায় শুভ ও অশুভ নক্ষত্র সকল কথিত হইতেছে। বীরতন্ত্রে বলিয়াছেন—

রোহিণী, শ্রবণা, আর্দ্রা, ধনিষ্ঠা, উত্তরাত্রয় (উত্তরভাদ্রপদ, উত্তরাষাঢ়া ও উত্তর-ফল্গুনী), পুষ্যা, শতভিষা, অর্ক (হস্তা)—এইগুলি দীক্ষানক্ষত্র বলিয়া অভিপ্রেত হয়। ২০

অর্ক—হস্তা। তন্ত্রান্তরে বলিয়াছেন—অশ্বিনীতে সুখ লাভ হয়। ভরণীতে মরণ

১। খ—স্মার্ত্তা ইত্যনন্তরং বৈষ্ণববিষয়ে ত্রয়োদশী শস্তা। মাসাবসানমমাবাস্যা। পক্ষান্তঃ পূর্ণিমা। চতুর্থী পঞ্চমী চৈব চতুর্দশ্যষ্টমী তথা। তিথয়ঃ শুভদাঃ প্রোক্তা ইত্যাহ ভগবান্ শিব। ইত্যত্র চতুর্দশ্যষ্টম্যৌ শক্তি-বিষয়ে। চতুর্থী গণেশ-বিষয়ে। শিব-বিষয়ে সপ্তমী-দশম্যৌ নিষিদ্ধে ইত্যেবং পাঠঃ।

২। ক—চোত্তরাত্রয়ম্।

মৃগশীর্ষে সুখাবাপ্তিরার্দ্রায়াং বন্ধুনাশনম্ ।
পুনর্বসৌ ধনাঢ্যঃ স্যাৎ পুষ্যে শত্রুবিনাশনম্ ॥ ২২
অশ্লেষায়াং ভবেন্ মৃত্যুর্মঘায়াং দুঃখমোচনম্ ।
সৌন্দর্য্যং পূর্বফল্গুন্যাং প্রাপ্নোতি চ ন সংশয়ঃ ॥ ২৩
জ্ঞানং চোত্তর-ফল্গুন্যাং হস্তায়াঞ্চ ধনং ভবেৎ ।
চিত্রায়াং[১] জ্ঞানসিদ্ধিঃ স্যাৎ স্বাত্যাং শত্রু-বিনাশনম্ ॥ ২৪
বিশাখায়াং সুখঞ্চানুরাধায়াং বন্ধুবর্দ্ধনম্ ।
জ্যেষ্ঠায়াং সুতহানিঃ স্যান্ মূলায়াং কীর্ত্তিবর্দ্ধনম্ ॥২৫
পূর্বাষাঢ়োত্তরাষাঢ়ে ভবেতাং কীর্ত্তি-দায়িকে ।
শ্রবণায়াং ভবেদ্ দুঃখী ধনিষ্ঠায়াং দরিদ্রতা ॥ ২৬
বৃদ্ধিঃ শতভিষায়াং স্যাৎ পূর্বভাদ্রে সুখী ভবেৎ ।
সৌখ্যং চোত্তরভাদ্রে চ রেবত্যাং কীর্ত্তি-বর্দ্ধনম্ ॥ ২৭

তন্ত্রে— আর্দ্রায়াং কৃত্তিকায়াঞ্চ মন্ত্রারম্ভঃ প্রশস্যতে ।
যদীশস্য কৃশানোর্বা মন্ত্রারম্ভো যথা ভবেৎ[২] ॥ ২৮

নিশ্চিত হয়। কৃত্তিকাতে দুঃখী হয় এবং রোহিণীতে বাক্‌পতি হইয়া থাকে। ২১

মৃগশিরায় সুখপ্রাপ্তি, আর্দ্রাতে বন্ধুনাশ, পুনর্বসুতে ধনাঢ্য, পুষ্যায় শত্রুনাশ হয়। ২২

অশ্লেষাতে মৃত্যু হইতে পারে। মঘাতে দুঃখমোচন হয়। পূর্বফল্গুনীতে সৌন্দর্য্য প্রাপ্তি হয়। ইহাতে সংশয় নাই। ২৩

উত্তরফল্গুনীতে জ্ঞান হয়। হস্তাতে ধন হইবে। চিত্রাতে জ্ঞানের সিদ্ধি হয়। স্বাতীতে শত্রুর বিনাশ হয়। ২৪

বিশাখাতে সুখ ও অনুরাধাতে বন্ধু বৃদ্ধি হয়। জ্যেষ্ঠাতে সুতহানি ও মূলাতে কীর্ত্তি বৃদ্ধি হয়। ২৫

পূর্বাষাঢ়া ও উত্তরাষাঢ়া কীর্ত্তি প্রদায়িনী হইয়া থাকে। শ্রবণাতে দুঃখী এবং ধনিষ্ঠাতে দরিদ্রতা হইবে। ২৬

শতভিষাতে বৃদ্ধি হইবে এবং পূর্বভাদ্রপদে সুখী হইবে। উত্তরভাদ্রপদে সৌখ্য এবং রেবতীতে কীর্ত্তি বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ২৭

তন্ত্রে বলিয়াছেন—যদি ঈশ বা কৃশানুর (অগ্নির) মন্ত্রারম্ভ যথাযথ ভাবে হয়, তবে আর্দ্রা ও কৃত্তিকাতে ঐ মন্ত্রারম্ভ প্রশস্ত। অন্য দেবতার পক্ষে প্রশস্ত নহে। ২৮

১। খ—চিত্রায়া জ্ঞানসিদ্ধিঃ। ২। ক—কৃশানোর্বা মন্ত্রারম্ভঃ প্রশস্যতে।

শুভাশুভ-যোগ-করণ-নির্ণয়ঃ

রত্নাবল্যাম্— যোগাশ্চ প্রীতিরায়ুষ্মান্ সৌভাগ্যঃ শোভনো ধৃতিঃ।
বৃদ্ধির্ধ্রুবঃ সুকর্মা চ সাধ্যঃ শুক্রশ্চ হর্ষণঃ।
বরীয়াংশ্চ শিবঃ সিদ্ধো ব্রহ্ম ইন্দ্রশ্চ ষোড়শ ॥ ২৯

তথা— শুভানি করণানি স্যুর্দীক্ষায়াঞ্চ বিশেষতঃ।
শকুন্যাদীনি বিষ্টিঞ্চ বিশেষেণ বিবর্জয়েৎ ॥ ৩০

শকুন্যাদীনি—শকুনি-নাগ-চতুষ্পদ-কিন্তুঘ্নানি।

তন্ত্রে— বৃষে সিংহে চ কন্যায়াং ধনুর্মীনাখ্য-লগ্নকে।
চন্দ্র-তারানুকুল্যে চ কুর্য্যাদ্ দীক্ষা-প্রবর্ত্তনম্ ॥ ৩১
স্থিরলগ্নং বিষ্ণুমন্ত্রে শিবমন্ত্রে চরং শুভম্।
দ্বিস্বভাব-গতং লগ্নং শক্তিমন্ত্রে[১] প্রশস্যতে।
শুক্লপক্ষে শুভা দীক্ষা কৃষ্ণেঽপ্যাপঞ্চমাদ্ দিনাৎ[২] ॥ ৩২

দীক্ষায় শুভাশুভ যোগ ও করণ কথিত হইতেছে। রত্নাবলীতে বলিয়াছেন—

প্রীতি, আয়ুষ্মান্, সৌভাগ্য, শোভন, ধৃতি, বৃদ্ধি, ধ্রুব, সুকর্মা, সাধ্য, শুক্র, হর্ষণ, বরীয়ান্, শিব, সিদ্ধ, ব্রহ্ম ও ইন্দ্র—এই ষোলটি যোগ প্রশস্ত। ২৯

টিপ্পনী। তন্ত্রসার ধৃত বিশ্বসার তন্ত্রে বলিয়াছেন—শুভঃ সিদ্ধস্তথায়ুষ্মান্। ধ্রুবযোগস্ততঃ পরম্। প্রীতিঃ সৌভাগ্যযোগশ্চ বৃদ্ধিযোগস্ততঃ পরম্। হর্ষণশ্চ তথা যোগঃ সর্বমন্ত্র-শুভাবহঃ ॥ ২৯

তন্ত্রে দীক্ষায় সেইরূপ শুভ করণ বলিয়াছেন—বিশেষতঃ দীক্ষায় করণগুলি শুভ হইবে। শকুনি প্রভৃতি তিনটি ও বিষ্টিকে বিশেষভাবে বর্জন করিবে। ৩০

টিপ্পনী। তন্ত্রসারে করণ নির্ণয়ে বলিয়াছেন—বব-কৌলব-তৈতিলা বণিজস্তদনন্তরম্। করণানি শুভান্যাহুঃ সর্বতন্ত্রেষু ভাবিনি। ॥ ৩০

শকুন্যাদি হইতেছে—শকুনি, নাগ, চতুষ্পদ ও কিন্তুঘ্ন। তন্ত্রে বলিয়াছেন—

বৃষ, সিংহ, কন্যা, ধনু ও মীন নামক লগ্নে, চন্দ্র ও তারার শুদ্ধিতে দীক্ষার আরম্ভ করিবে। ৩১

বিষ্ণুমন্ত্রে স্থির লগ্ন (বৃষ, সিংহ, বৃশ্চিক ও কুম্ভ) শুভ, শিবমন্ত্রে চর লগ্ন (মেষ, কর্কট তুলা ও মকর) শুভ, শক্তিমন্ত্রে দ্বিস্বভাবগত (চর স্থির উভয় স্বভাবগত) লগ্ন (মিথুন,

---

১। খ—শক্তিতন্ত্রে।

২। খ—আপঞ্চমাদ্ দিনাদিত্যনন্তরং অথ সময়াশুদ্ধি নির্ণয়ঃ জ্যোতিষে—গুরোরিত্যাদি পাঠঃ। তথা—পক্ষাদেরিত্যাদি-সময়াশুসময়ত্বমিতীত্যন্ত-মধ্যবর্ত্তি-পাঠস্তু নাস্তি।

তথা— পঞ্চাঙ্গ-শুদ্ধ-দিবসে সোদয়ে শশি-তারয়োঃ।
গুরু-শুক্রোদয়ে শুদ্ধ-লগ্নে দ্বাদশ-শোধিতে ॥ ৩৩

পঞ্চাঙ্গ-শুদ্ধ-দিবসে—তিথি-বার-নক্ষত্র-করণ-যোগ-শুদ্ধ-দিবসে। যথা কাপিলে— এবং নক্ষত্র-তিথ্যাদৌ করণে যোগ-বাসরে।
মন্ত্রোপদেশো গুরুণা সাধকস্য শুভাবহঃ ॥ ৩৪

তস্মিন্নেব দিনে শশি-তারয়োশ্চন্দ্রতারানুকুল্য-সহিতে। গুরুশুক্রোদয়ে গুরু-শুক্রানস্ত-সময়ে। এতচ্চ সময়শুদ্ধ্যন্তরোপ-লক্ষকম্। দ্বাদশশোধিতে—দ্বাদশাংশ-শোধিতে। মলমাসতত্ত্বেঽপ্যেবম্ ॥ ৩৫

অথ সময়াশুদ্ধিনির্ণয়ঃ

অগস্ত্য-সংহিতায়াং—যদা দদাতি সন্তুষ্টঃ প্রসন্নবদনো মনুম্।
অয়মেব তথা চৈবমিতি কর্ত্তব্যতা-ক্রমঃ।
বিশুদ্ধ-দেশ-কালেষু শুদ্ধাত্মা নিয়তো গুরুঃ ॥ ১

কন্যা, ধনু ও মীন) প্রশস্ত। শুক্লপক্ষে দীক্ষা শুভ, কৃষ্ণপক্ষেও পঞ্চম দিন পর্য্যন্ত অর্থাৎ পঞ্চমী পর্য্যন্ত শুভ। ৩২

টিপ্পনী। তন্ত্রসার ধৃত অগস্ত্য সংহিতার বচনে উক্ত হইয়াছে—শুক্লপক্ষে তু কৃষ্ণে বা দীক্ষা সর্বত্র শোভনা। এই বিষয়ে কালোত্তরতন্ত্রে বলিয়াছেন—ভূতিকামৈঃ সিতে সদা। মুক্তিকামৈঃ কৃষ্ণপক্ষ ইতি শেষঃ। ৩২

সেইরূপ আরও বলিয়াছেন—চন্দ্র ও তারার উদয় (শুদ্ধির) সহিত পঞ্চাঙ্গ শুদ্ধ দিনে, গুরু ও শুক্রের উদয় হইলে দ্বাদশ শোধিত শুদ্ধ লগ্নে দীক্ষা শুভা। ৩৩

পঞ্চাঙ্গ শুদ্ধি দিবসে, ইহার অর্থ—তিথি, বার, নক্ষত্র, করণ ও যোগের শুদ্ধ দিনে। যেমন কাপিল তন্ত্রে বলিয়াছেন—

এইরূপ শুভ নক্ষত্র, তিথি প্রভৃতিতে, করণে, যোগে ও বারে গুরু কর্ত্তৃক মন্ত্রের উপদেশ সাধকের শুভকর হইয়া থাকে। ৩৪

সেই দীক্ষা দিনে শশি ও তারার অর্থাৎ চন্দ্র ও তারার আনুকুল্যের (শুদ্ধির) সহিত গুরু ও শুক্রের উদয়ে অর্থাৎ গুরু ও শুক্র অস্তমিত না হইলে। এইটি অন্য সময় শুদ্ধির উপলক্ষক। দ্বাদশ শোধিত—দ্বাদশাংশ শোধিত দিনে (দীক্ষার অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য)। মলমাসতত্ত্বেও স্মার্ত্ত এইরূপ বলিয়াছেন। ৩৫

অনন্তর দীক্ষাতে সময়শুদ্ধি নিরূপিত হইতেছে। অগস্ত্য সংহিতাতে বলিয়াছেন—যখন শুদ্ধাত্মা নিয়ম পরায়ণ প্রসন্নবদন গুরু সন্তুষ্ট হইয়া বিশুদ্ধ দেশ ও কালসমূহে

গুরুরিত্যস্য দদাতীত্যনেনান্বয়ঃ। অত্র কালস্য বিশুদ্ধত্বং যথা রিক্তাদি-দোষরহিতত্বং শোভন-চন্দ্রাদিমত্ত্বঞ্চ, তথা মলিম্লুচাদি-দোষরহিতত্বমপি। তথা চ রত্নাকরাদিধৃত-ন্যায়রত্নবাক্যম্—সময়স্য শুদ্ধত্বঞ্চ মলিম্লুচ-গুরুশুক্র-বাল্য-বার্দ্ধকাস্তময়-সিংহমকরান্যতর-গুরু-স্থিতি-পূর্বরাশ্যনাগতাতিচারি-গুরুক-সংবৎসর-পূর্বরাশি-সংগমিষ্যমাণাতিচারি-গুরুক-পক্ষত্রয়-বক্রি-গুরুকাষ্টাবিংশতি-বাসর-কম্পাদ্যদ্ভুতোত্তর-সপ্তাহ-সিংহাদিত্য-গুর্বাদিত্য-পৌষাদিমাস-চতুষ্টয়ান্যতমৈক-দ্বি-ত্রি-তদধিকান্যতম-দিন-বৃষ্টি-কালিক-বৃষ্ট্যুত্তরৈক-ত্রিসপ্তাহান্যতম-দিনাদি-নিষিদ্ধ-সময়ান্য-সময়ত্বমিতি ॥ ২

মাঙ্গলিকেষু বর্জনীয়ঃ কালঃ

জ্যোতিষে— গুরোর্ভৃগোরস্ত-বাল্যে বার্দ্ধকে সিংহগে গুরৌ।
গুর্বাদিত্যে দশাহে তু বক্রি-জীবেঽষ্টবিংশকে[১] ॥ ৩

মন্ত্র দান করেন, তখন এই মন্ত্র এই প্রকারই শুভ হইবে। এই হেতু তখন কর্তব্যতার ক্রম হইয়া থাকে অর্থাৎ তখন উহা যথাযথক্রমে অনুষ্ঠিত হইবে। ১

গুরু এই পদটির দদাতি এই পদের সহিত অন্বয় (সম্বন্ধ) হইবে। এস্থলে কালের বিশুদ্ধত্ব যেমন রিক্তাদি দোষরহিতত্ব ও শোভন চন্দ্রাদিমত্ত্ব, সেইরূপ মলমাসাদি-দোষরহিতত্বও কালের বিশুদ্ধত্ব। রত্নাকরাদি ধৃত সেইরূপ ন্যায়রত্ন বাক্য হইতেছে যে, সময়ের শুদ্ধত্ব হইতেছে—মলমাস সময়, গুরু ও শুক্রের বাল্য, বার্দ্ধক্য ও অস্তগমন সময়, সিংহ ও মকর—এই অন্যতরে গুরুর স্থিতি সময়, পূর্বরাশিতে অনাগত অতিচারী বৃহস্পতির সংবৎসর সময়, পূর্বরাশিতে গমিষ্যমাণ অতিচারী গুরুর পক্ষত্রয় সময়, বক্রী গুরুর অষ্টাবিংশতি দিবস সময়, ভূকম্পাদি অদ্ভূতের উত্তর সপ্তাহ সময়, সিংহস্থ আদিত্যের সময়, গুরু ও রবির সহাবস্থান সময়, পৌষাদি মাস চতুষ্টয়ের অন্যতম যে কোন মাসে এক, দুই, তিন বা তদধিক দিনের অন্যতম যে কোন দিনে বৃষ্টিকালিক বৃষ্টির উত্তর এক দিন, তিন দিন ও সপ্তাহ সময়ের অন্যতম দিনাদি সময় ভিন্ন সময়ত্ব অর্থাৎ নিষিদ্ধ সময় ভিন্ন সময়ত্বই কালের শুদ্ধত্ব। ২

অনন্তর মাঙ্গলিক কার্য্যে বর্জনীয় কাল কথিত হইতেছে। জ্যোতিষে বলিয়াছেন—

গুরু ও শুক্রের অস্ত কালে, বাল্য কালে ও বার্দ্ধক্য কালে, সিংহরাশিতে গুরুর অবস্থিতিকালে, গুরু ও রবির সহাবস্থানকালে দশদিনে, বৃহস্পতির বক্রিকালে আঠাইশ দিনে, পূর্বরাশিতে অনাগত অতিচারী বৃহস্পতির বৎসর মধ্যে, পূর্বরাশিতে

১। খ—বক্রিজীবাষ্টবিংশকে।

দিনে প্রাগ্‌রাশ্যনায়তাঽতিচারি-গুরু-বৎসরে।
প্রাগ্‌রাশি-গন্তৃ-জীবস্য চাতিচারে ত্রিপক্ষকে ॥ ৪
কম্পাদ্যদ্ভুত-সপ্তাহে নীচস্থেজ্যে মলিম্লুচে।
ভানু-লঙ্ঘিতকে মাসি ক্ষয়ে রাহুযুতে গুরৌ ॥ ৫
পৌষাদিক-চতুর্মাসে চরণাঙ্কিত-বর্ষণে।
একেনাঽহ্না চৈকদিনং[1] দ্বিতীয়েন দিনত্রয়ম্[2]।
তৃতীয়েন তু সপ্তাহান্ মঙ্গলানি জিজীবিষুঃ ॥ ৬
বিদ্যারম্ভ-কর্ণবেধৌ চূড়োপনয়নোদ্বহান্।
তীর্থস্নানমনাবৃত্তং তথাঽনাদি-সুরেক্ষণম্।
পরীক্ষাঽঽরাম-যজ্ঞাংশ্চ পুরশ্চরণ-দীক্ষণে ॥ ৭
ব্রতারম্ভ-প্রতিষ্ঠে চ গৃহারম্ভ-প্রবেশনে[3]।
প্রতিষ্ঠারম্ভণে দেব-কূপাদেঃ পরিবর্জয়েৎ[4] ॥ ৮

গুরোর্ভৃগোরিতি। অস্ত-বাল্য-বার্দ্ধক-কালং ব্যাপ্য ইত্যর্থঃ। অস্তমত্র পাদান্তং মহান্তঞ্চ। অত্যন্তাশক্তৌ রাজমার্ত্তণ্ডঃ—

প্রত্যাগমনকারী অতিচারী বৃহস্পতির অতিচার দিন হইতে ত্রিপক্ষ (৪৫ দিন) সময় মধ্যে, ভূমিকম্প, উল্কাপাত, দিক্‌দাহ, বজ্রপাত, ধূমকেতুর উদয় প্রভৃতি অদ্ভুতে সাত দিন মধ্যে, বৃহস্পতি নীচস্থ (মকরস্থ) হইলে সেই সময়, মলিম্লুচে (মলমাসে), ভানুলঙ্ঘিত মাসে, ক্ষয় মাসে, বৃহস্পতি রাহুযুক্ত হইলে, পৌষাদি চারিমাসে একদিনে চরণাঙ্কিত বর্ষণে—ঐ একদিনে, দুইদিন পর পর বর্ষণে ১ম দিন হইতে দিন ত্রয়ে, তিন দিন বর্ষণে প্রথম দিন হইতে সপ্তাহে জীবিতেচ্ছু ব্যক্তি মাঙ্গলিক কার্য্য পরিত্যাগ করিবে। ৩-৬

মাঙ্গলিক কার্য্য হইতেছে—বিদ্যারম্ভ, কর্ণবেধ, চূড়াকরণ, উপনয়ন, বিবাহ, অনাবৃত্ত (প্রথম) তীর্থস্নান, অনাদিদেবতার দর্শন, বিচারালয়ে ধর্মাধর্মের পরীক্ষা, আরামের (উপবন—উদ্যান) আরম্ভ, যজ্ঞ, পুরশ্চরণ, দীক্ষা, ব্রতের আরম্ভ ও প্রতিষ্ঠা, গৃহের আরম্ভ, গৃহপ্রবেশ, দেবতার মূর্তিনির্মাণ ও প্রতিষ্ঠা এবং কূপের আরম্ভ ও প্রতিষ্ঠা পরিবর্জন করিবে। ৭-৮

শ্লোকোক্ত গুরোর্ভৃগোঃ এই বাক্যের এই অর্থ—বৃহস্পতি ও শুক্রের অস্ত, বাল্য

১। খ—চৈকদিনে। ২। খ—দিনত্রয়ে। ৩। ক—গৃহারম্ভঃ প্রবেশনে।

৪। খ—কূপাদেঃ পরিবর্জয়েদিত্যনন্তরং অনাবৃত্তমিতি তৎপুরুষীয়েত্যাদি-তস্যাবৃত্তত্বাৎ প্রায়শ্চিত্ত রূপত্বাচ্চ—অত এব পঙ্করোর্মাঘমাসস্যেত্যাদি-পাঠঃ। মধ্যবর্ত্তিপাঠো নাস্তি।

বাল্যে বৃদ্ধে চ সন্ধ্যাংশে চতুঃ-পঞ্চ-ত্রি-বাসরান্।
জীবে চ ভার্গবে চৈব বিবাহাদিষু বর্জয়েৎ ॥ ৯

দিনগ্রহণং বার্দ্ধকেঽস্তাব্যবহিতোত্তরপূর্বং বাল্যে বাল্যাব্যবহিতোত্তরম্। সিংহগে—সিংহরাশিস্থে। শাতানন্দঃ—

মাঘ্যাং যদি মঘা নাস্তি সিংহে গুরুরকারণম্ ॥ ১০

জ্যোতিষে— গণ্ডক্যা উত্তরে তীরে গিরিরাজস্য দক্ষিণে।
সিংহস্থং মকরস্থং চ গুরুং যত্নেন বর্জয়েৎ ॥ ১১

গুর্বাদিত্যে গুরুসহিত-রবৌ। দশাহ ইতি। নক্ষত্রভেদেনৈক-রাশিস্থিতৌ, নক্ষত্রৈক্যে তু সর্বদৈব নিষেধঃ।

একরাশিগতৌ স্যাতামেকর্ক্ষবিষয়ে যদি।
গুর্বাদিত্যৌ তদা ত্যাজ্যা যজ্ঞোদ্বাহাদিকাঃ ক্রিয়া ॥ ১২

ইতি বচনাৎ।

ও বার্দ্ধক কাল ব্যাপিয়া অর্থাৎ ঐ কালের মধ্যে। এখানে অস্ত হইতেছে পাদাস্ত ও মহাস্ত। অত্যন্ত অশক্ত ব্যক্তির পক্ষে রাজমার্তণ্ড বলিয়াছেন—

বৃহস্পতি ও শুক্রের বাল্য সময়ে, বৃদ্ধ সময়ে ও সন্ধ্যাংশ সময়ে বিবাহাদি মাঙ্গলিক কার্য্যে চারি, পাঁচ ও তিন দিন পরিত্যাগ করিবে। ৯

বার্দ্ধকে অস্তের অব্যবহিত উত্তরের পূর্বদিন এবং বাল্যে বাল্যের অব্যবহিত উত্তর দিন গ্রহণের জন্য দিন শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। সিংহগে—সিংহরাশিস্থে। শাতানন্দ বলিয়াছেন—

মাঘী পূর্ণিমায় যদি মঘা না থাকে, তবে সিংহস্থ গুরু সময়াশুদ্ধির কারণ নহে। অর্থাৎ সিংহস্থ গুরু নিবন্ধন সময়ের অশুদ্ধি হইবে না। ১০

জ্যোতিষে বলিয়াছেন—গণ্ডকীর উত্তর তীরে, গিরিরাজ হিমালয়ের দক্ষিণে, সিংহস্থ ও মকরস্থ গুরুকে যত্নের সহিত বর্জন করিবে। ১১

গুর্বাদিত্যে—গুরু সহিত রবি মিলিত হইলে। দশাহে এই কথার অর্থ—নক্ষত্রভেদে একরাশিতে স্থিতি নিবন্ধন দশদিনের নিষেধ, নক্ষত্র এক হইলে সর্বদাই নিষেধ। যেহেতু এই বচন আছে যে—

বৃহস্পতি ও আদিত্য যদি একটি নক্ষত্র গৃহে এক রাশিগত হইয়া অবস্থান করেন, তবে যজ্ঞ ও বিবাহাদি ক্রিয়া বর্জন করিবে। ১২

ঋক্ষৈক-মন্দির-গতৌ যদি জীব-ভানূ
শুক্রোঽস্তগঃ সুরবরৈকগুরুশ্চ সিংহে।
নারভ্যতে ব্রত-বিবাহ-গৃহপ্রতিষ্ঠা
ক্ষৌরাদি কর্ম গমনাগমনন্তু ধীরৈঃ॥ ১৩

ইতি কাশ্যপবচনাচ্চ। ঋক্ষৈকমন্দিরগতাবিতি বিশিষ্টম্, ন পৃথক্, পূর্ববচনৈকবাক্যত্বাৎ। বারাহীতন্ত্রে—

শুক্রোঽস্তো যদি বা বৃদ্ধো গুর্বাদিত্যো ভবেদ্ যদি।
মেষ-বৃশ্চিক-সিংহেষু তদা দোষো ন বিদ্যতে॥ ১৪

বক্রি-জীবেতি। তথা চ গর্গঃ—

গুরোর্বক্রাদি-চরিতে বর্জয়েৎ তদনন্তরম্।
ব্রত-যজ্ঞ-বিবাহাদাবষ্টাবিংশতিবাসরান্॥ ১৫

বাৎস্যায়নঃ— অতিচারে ত্রিপক্ষঃ স্যাদ্ বক্রে পক্ষ-চতুষ্টয়ম্।

অত্র মাণ্ডব্যঃ— যদা বক্রাতিচারাভ্যাং রাশিং গচ্ছতি বাক্পতিঃ।
দিনানি সপ্তবিংশানি ত্যক্তা কর্ম সমাচরেৎ॥ ১৬

যদি বৃহস্পতি ও ভানু একটি নক্ষত্রের গৃহে অবস্থিতি করেন। শুক্র যদি অস্তমিত হন। দেবগণের একমাত্র গুরু বৃহস্পতি যদি সিংহরাশি গত হন, তাহা হইলে পণ্ডিতগণ ব্রত, বিবাহ, গৃহপ্রতিষ্ঠা, ক্ষৌরাদি কর্ম, গমন ও আগমন করেন না। ১৩

এইরূপ কাশ্যপের বচনও আছে। পূর্ববচনের সহিত একবাক্যতাবশতঃ ঋক্ষৈক-মন্দিরগতৌ এই কথা দ্বারা বিশিষ্ট (রবি সহিত বৃহস্পতি) উক্ত হইয়াছে, পৃথক্ (কেবল বৃহস্পতি বা কেবল রবি) উক্ত হয় নাই। বারাহীতন্ত্রে বলিয়াছেন—

মেষ, বৃশ্চিক ও সিংহে শুক্র যদি অস্ত বা বৃদ্ধ হন; যদি গুরুর সহিত আদিত্য একত্র হন, তখন দোষ হয় না। ১৪

বক্রিজীবে এই কথা দ্বারা যাহা বলিয়াছেন, গর্গ সেইরূপ বলিয়াছেন—

গুরু বক্রী হইলে বা অতিচারী হইলে তাহার পর ব্রত, যজ্ঞ, বিবাহাদি বিষয়ে আঠাইশ দিন বর্জ্জন করিবে। ১৫

বাৎস্যায়ন বলিয়াছেন—অতিচারে তিন পক্ষ এবং বক্র হইলে চারি পক্ষ বর্জ্জন করিবে। এ বিষয়ে মাণ্ডব্য বলিয়াছেন—

বাক্পতি (বৃহস্পতি) যখন বক্র ও অতিচার গতি দ্বারা অন্য রাশিতে গমন করেন, তখন সাতাইশ দিন ত্যাগ করিয়া কর্মাচরণ করিবে। ১৬

রাশিম্ রাশ্যন্তরম্, অন্যথা বৈয়র্থ্যাৎ, সর্বত্রাধিক-কল্পাচরণং শ্রেয়ঃ।

বৃহদ্রাজমার্ত্তণ্ডে—বক্রাতিচারোপগতাঃ কুজাদ্যা যদ্যন্যরাশৌ পরিবর্জনীয়াঃ।
যথাস্থিতো বা স্বগৃহস্থিতো বা ন বর্জনীয়া জবনা বদন্তি ॥ ১৭

অতিচারং গতে জীবে বৃষে বৃশ্চিক-কুম্ভয়োঃ।
যজ্ঞোদ্বাহাদিকং কুর্য্যাৎ তত্র কালো ন লুপ্যতে ॥ ১৮

যৎ তু— কন্যা-বৃশ্চিক-মেষেষু মন্মথে চ ঝষে বৃষে।
অতিচারে চ কর্ত্তব্যং বিবাহাদি বুধৈঃ সদা ॥ ১৯

ইতি। তদমূলমিতি দ্বৈতনির্ণয়ে মিশ্রাঃ—
অতিচারং গতো জীবস্তত্রৈব কুরুতে স্থিতিম্।
তদা মহাতিচারঃ স্যাল্লুপ্তসংবৎসর-ক্রিয়ঃ ॥ ২০

তন্ত্রান্তরে—অস্তংগতে দৈত্যগুরৌ শিশৌ বা বৃদ্ধেহথ বালে চ গুরৌ তথৈব।
ভবেন্ ন দীক্ষাগ্রহণং শুভায় জীবাতিচারে মলমাস-সংজ্ঞে ॥ ২১

এ স্থলে রাশি হইতেছে অন্য রাশি; অন্যথা রাশি পদ ব্যর্থ হইয়া পড়ে। সকল স্থলে অধিক কল্পের আচরণই শ্রেয়ঃ। বৃহৎরাজমার্ত্তণ্ডে বলিয়াছেন—

কুজাদি গ্রহগণ যদি অন্য রাশিতে বক্র ও অতিচারের দ্বারা উপস্থিত হন, তখন মাঙ্গলিক কার্য্যসমূহ বর্জন করিতে হইবে। যথাস্থলে বা স্বগৃহে অবস্থিত হইলে বর্জন করিতে হইবে না। ইহা জবন বলেন। ১৭

বৃহস্পতি বৃষে, বৃশ্চিক ও কুম্ভে অতিচারে গমন করিলে যজ্ঞ, বিবাহাদি কার্য্য করিবে। সেই কাল লুপ্ত (অশুদ্ধ) লয় না। ১৮

আর যে কেহ বলেন—কন্যা, বৃশ্চিক, মেষে, মন্মথে, মীনে ও বৃষে অতিচার হইলে পণ্ডিতগণ সর্বদা বিবাহাদি ক্রিয়া করিবেন। ১৯

তাহা মূলহীন (প্রমাণহীন), ইহা দ্বৈতনির্ণয়ে বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন।

যখন বৃহস্পতি অতিচারে গমন করিয়া সেইখানেই অবস্থিতি করেন, তখন মহাতিচার হয়। সেই মহাতিচার লুপ্ত সংবসর-ক্রিয় অর্থাৎ মহাতিচারে সংবৎসর যাবৎ ক্রিয়া সকল লুপ্ত হয়, কেহ মাঙ্গলিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করে না। ২০

তন্ত্রান্তরে বলিয়াছেন—দৈত্যগুরু শুক্র অস্তগমন করিলে অথবা শিশু হইলে, অথবা বৃদ্ধ হইলে অথবা বালক হইলে এবং গুরু সেইরূপ হইলে এবং বৃহস্পতির অতিচারে ও মলমাসে দীক্ষা গ্রহণ শুভের জন্য হয় না। ২১

জীবে হরৌ দেবগুরৌ[1] স-সূর্য্যে কেতূদ্গমে ভূচলনাদি-দোষে।
অকালবৃষ্টৌ জলদস্য গর্জে দীক্ষা ভবেন্নৈব চ সাধকানাম্ ॥ ২২

বারাহীতন্ত্রে— শুক্রোঽস্তো যদি বা বৃদ্ধো গুর্বাদিত্যো ভবেদ্ যদি।
মেষ-বৃশ্চিক-সিংহেষু তদা দোষো ন বিদ্যতে ॥ ২৩

সিংহস্থ-গুর্বাদীনাং প্রতিপ্রসব-বচনান্তরাণি গ্রন্থগৌরব-ভিয়া ন লিখিতানি স্মৃতি-জ্যোতির্জ্জ্ঞাদ্ জ্ঞাতব্যানি[2]। কম্পাদ্যদ্ভুতসপ্তাহে—তদুত্তর-সপ্তাহে ইত্যর্থঃ। ২৪

বিশেষমাহ ভৃগুঃ—কম্পে রাজনি সপ্তাহো ব্রাহ্মণানাং ত্র্যহস্তথা।
শূদ্রস্যার্দ্ধদিনং প্রোক্তং সর্বকার্য্যেষু বৈ ভৃগুঃ ॥ ২৫

আহেতি শেষঃ। শূদ্রস্যেত্যাপদ্-বিষয়ম্। কম্প ইত্যুপলক্ষণম্। গর্গঃ—
দিগ্‌দাহে দিনমেকঞ্চ গ্রহে সপ্তদিনানি চ।
ভূকম্পে চ সমুদ্ভূতে ত্র্যহানি পরিবর্জ্জয়েৎ ॥ ২৬

বৃহস্পতি হরিতে (সিংহে) গমন করিলে, দেবগুরু সূর্য্যের সহিত মিলিত হইলে, ধূমকেতুর উদয়ে, ভূমি কম্পাদি দোষ উপস্থিত হইলে, অকাল বর্ষণে, জলদের গর্জ্জনে সাধকগণের দীক্ষা হইতেই পারে না। ২২

বারাহী তন্ত্রে বলিয়াছেন—মেষ, বৃশ্চিক ও সিংহ রাশিতে শুক্র যদি অস্ত বা বৃদ্ধ হন এবং যদি গুরু ও রবি একরাশিস্থ হন, তখন দোষ হয় না। ২৩

সিংহস্থ গুরু প্রভৃতির প্রতিপ্রসব (নিষিদ্ধের পুনর্বিধি) বচনান্তরগুলি গ্রন্থের গৌরবভয়ে এখানে লিখিত হইল না। স্মৃতিশাস্ত্রজ্ঞ ও জ্যোতিষ শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তির নিকট হইতে সেই সকল জ্ঞাতব্য। কম্পাদ্যদ্ভুত সপ্তাহে এই কথার অর্থ—কম্পাদির উত্তর সপ্তাহে। ২৪

এ সম্বন্ধে ভৃগু বিশেষ বলিতেছেন—ভূমিকম্পে সমস্ত কার্য্যে নৃপতিগণের সম্বন্ধে সপ্তাহ, ব্রাহ্মণগণের সেইরূপ তিন দিন, শূদ্রের অর্দ্ধদিন বর্জনীয়, ভৃগু ইহা বলেন। ২৫

এই শ্লোকে ভৃগু এই কর্তৃপদের পরে আহ এই ক্রিয়া পদটি উহ্য করিতে হইবে। শূদ্রের অর্দ্ধদিন আপদ্ বিষয়ে জানিবে। কম্প এইটি অন্যের উপলক্ষণ। গর্গ বলেন—

সমস্ত শুভ কর্মে দিগ্‌দাহে ১ দিন, গ্রহণে ৭ দিন, ভূমিকম্পের উৎপত্তিতে ৩ দিন বর্জ্জন করিবে। ২৬

১। খ—হরৌ দৈত্যগুরৌ।

২। খ—জ্ঞাতব্যানীত্যনন্তরম্ অথ নিষিদ্ধ-তিথিমাসেষপি ইত্যাদি-পাঠঃ।

উল্কাপাতে চ ত্রিতয়ং ধূমে পঞ্চ দিনানি চ।
দিনমেকং বজ্রপাতে বর্জ্জয়েৎ সর্বকর্মসু ॥ ২৭

ভোজরাজঃ—গ্রহে রবীন্দোরবনি-প্রকম্পে কেতূদয়োল্কাপতনাদি-দোষে।
ব্রতে দশাহানি বদন্তি তজ্‌জ্ঞা ত্রয়োদশাহানি বদন্তি কেচিৎ ॥ ২৮

গ্রহে গ্রহণকালে। ভূকম্পোল্কানিপাত-করকাপাত-বজ্রপাতাদি-সমাহারে ত্রয়োদশাহম্, কিঞ্চিদূন-তৎসমাহারে দশাহম্, গ্রহণাদ্যেকৈকোদয়ে ত্র্যহমিতি বাচস্পতিমিশ্রাঃ ॥ ২৯

অন্যত্রাপি— উল্কাপাতে ভুবঃ কম্পে অকালবর্ষ-গর্জ্জিতে।
বজ্রকেতূদ্গমোৎপাতে গ্রহণে চন্দ্র-সূর্য্যয়োঃ।
প্রয়াণন্তু ত্যজেৎ ক্ষত্রঃ সপ্তরাত্রমতঃ পরম্ ॥ ৩০
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ ত্যজেৎ কর্ম ত্রিরাত্রকম্।
শূদ্রস্যোক্তং চৈকরাত্রং সর্বকর্ম সমাচরেৎ ॥ ৩১

ভোজরাজঃ— একরাত্রং পরিত্যজ্য কুর্য্যাৎ পাণিগ্রহং গ্রহে।
প্রয়াণে সপ্তরাত্রন্তু ত্রিরাত্রং ব্রতবন্ধনে ॥ ৩২

সমস্ত শুভকর্মে উল্কাপাতে ৩ তিন দিন, ধূমকেতুর উদয়ে ৫ পাঁচ দিন, বজ্রপাতে ১ এক দিন বর্জ্জন করিবে। ২৭

ভোজরাজ বলেন—চন্দ্র ও সূর্য্যের গ্রহণে, ভূমিকম্পে, ধূমকেতুর উদয়ে, উল্কাপাতাদি দোষে উপনয়নে দশদিন পরিত্যাগ করিবে, ইহা দোষজ্ঞ পণ্ডিতগণ বলেন। ত্রয়োদশ দিন বর্জ্জন করিবে, ইহা কেহ কেহ বলেন। ২৮

গ্রহে—গ্রহণকালে। ভূমিকম্প, উল্কাপাত, করকাপাত, বজ্রপাতাদির সমাহারে ১৩ তের দিন, কিছু কম তাহাদের সমাহারে ১০ দশ দিন, গ্রহণাদির এক একটির উদয়ে ৩ তিন দিন বর্জ্জনীয়—ইহা বাচস্পতি মিশ্র বলেন। ২৯

অন্যত্রও উক্ত আছে—উল্কাপাতে, ভূমির কম্পনে, অকাল বর্ষণ ও মেঘ গর্জ্জনে, বজ্রপাত, ধূমকেতুর উদয়রূপ উৎপাতে, চন্দ্র ও সূর্য্যের গ্রহণে সপ্ত রাত্রি পরিত্যাগ করিয়া তাহার পর যাত্রা করিবে। ৩০

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য তিন রাত্রি পরিত্যাগ করিয়া কর্ম করিবে। শূদ্র এক রাত্রি পরিত্যাগ করিয়া সমস্ত শুভ কর্ম করিবে। ৩১

ভোজরাজ বলেন—গ্রহণে একরাত্রি পরিত্যাগ করিয়া বিবাহ করিবে। যাত্রায় সাত দিন এবং ব্রতবন্ধনে (উপনয়নে) ত্রিরাত্র পরিত্যাগ করিবে। ৩২

ব্রতমুপনয়নম্। উপদেশোঽপি তথা। নীচস্থেজ্য ইতি। মকরস্থ-গুর্বাবিত্যর্থঃ। যৎ তু—

মকরস্থো যদা জীবো বর্জয়েৎ পঞ্চমাংশিকম্।

ইত্যাদি, তদ্ বিবাহমাত্রপরম্। ক্ষয়ে—ক্ষয়াখ্য-মাসে॥ ৩৩

রাহুযুত ইতি। তথা চ স্মৃতি-সাগর-সারে জ্যোতিষে—

একরাশিস্থিতৌ স্যাতাং যদি রাহু-বৃহস্পতী।
বিবাহ-ব্রত-যজ্ঞাদি সর্বং তত্র পরিত্যজেৎ॥ ৩৪

চরণাঙ্কিত-বর্ষণ ইতি। অসতি তদ্দেশ-বৃষ্টিপতন-প্রতিবন্ধকে সমভূমৌ নর-পশু-চরণচিহ্ন-যোগ্য-বর্ষণে ইত্যর্থঃ। তেন গৃহ-গহ্বরাদৌ পয়ঃ-পতন-প্রতিবন্ধক-সত্ত্বান্ন সময়শুদ্ধিঃ। এক-গ্রামেঽপ্যবচ্ছেদভেদেন সময়শুদ্ধ্যশুদ্ধ্যাবিষ্টাপত্তির্বৃষ্ট্যবচ্ছেদকদেশাবচ্ছেদেন কালস্য দুষ্টত্বাৎ। অন্যথা দেশান্তর-বৃষ্টিসম্ভাবনায়াং ক্বাপি বহুবিত্ত-ব্যয়ায়াস-সাধ্য-কর্মণি প্রবৃত্তির্ন স্যাৎ। ৩৫

একদিন ইতি। বৃষ্ট্যুত্তরৈকদিনে ইত্যর্থঃ। এবং পরত্রাপি। বৃষ্টি-দিনো-

---

ব্রত—উপনয়ন। উপদেশেও সেইরূপ। নীচস্থেজ্যে এই কথার এই অর্থ—মকরস্থ রবিতে। বৃহস্পতি যখন মকরস্থ হন, তখন পঞ্চমাংশ বর্জন করিবে ইত্যাদি আর যে বচন, তাহা বিবাহমাত্র পর (তাৎপর্য্যক—বোধক)। ক্ষয়ে—ক্ষয় নামক মাসে। ৩৩

রাহু-যুতে এই বাক্যে যাহা বলিয়াছেন। স্মৃতিসাগরসার জ্যোতিষ বাক্যেও তাহাই বলিয়াছেন। যেমন—

রাহু ও বৃহস্পতি যদি একরাশিতে অবস্থিত থাকেন, তবে সেই সময়ে বিবাহ, উপনয়ন, যজ্ঞাদি সমস্ত শুভকর্ম বর্জন করিবে। ৩৪

চরণাঙ্কিত-বর্ষণে এই কথার এই অর্থ—যে দেশে চরণাঙ্কিত বর্ষণ হইবে, সেই দেশে বৃষ্টিপতন প্রতিবন্ধক অবিদ্যমানে সমভূমিতে নর ও পশুর চরণ চিহ্নযোগ্য বর্ষণ হইলে। এইরূপ অর্থ বিবক্ষিত হওয়ায় গৃহ ও গহ্বর প্রভৃতিতে বৃষ্টিজল পতনের প্রতিবন্ধক থাকায় সময় শুদ্ধ হয় না। একগ্রামেও অবচ্ছেদ (দেশ বা অংশ) ভেদে সময় শুদ্ধ ও অশুদ্ধ হউক অর্থাৎ গ্রামের যে অংশে চরণাঙ্কিত বর্ষণ হইবে, সে অংশে সময় শুদ্ধ না হইলেও যে অংশে তাদৃশ বর্ষণ হইবে না, সে অংশে সময় শুদ্ধ হউক, এই আপত্তি ইষ্টাপত্তি অর্থাৎ সে অংশে সময় শুদ্ধ। অন্যথা ইহা স্বীকার না করিলে দেশান্তরে বৃষ্টির সম্ভাবনায় বহুবিত্ত ও পরিশ্রম সাধ্য কর্মে কাহারও প্রবৃত্তি হইবে না। ৩৫

একদিনে এই কথার এই অর্থ—বৃষ্টির পর একদিন। অন্যত্রও এইরূপ অর্থ। বৃষ্টি

ত্তরত্ব-বিবক্ষায়াং বৃষ্টিদিনে বৃষ্ট্যুত্তরমপি ক্রিয়াকরণ-প্রসঙ্গঃ। অতএব প্রাগুক্ত-ন্যায়রত্নবাক্যে বৃষ্ট্যুত্তরত্বমেব নিবিষ্টম্। ৩৬

যৎ তু দ্বিতীয়-দিনাদি-বৃষ্টৌ প্রথম-বৃষ্টিদিনমাদায় দিনত্রয়াদি-দোষকথনম্, তদপি তুচ্ছম্, দ্বিতীয়দিনস্য রাত্রৌ বর্ষণে দিবাকৃতোপনয়নস্যাকালকৃতত্বাৎ পুনঃ-করণাপত্তেঃ। ৩৭

তদয়ং নিষ্কর্ষঃ—একস্মিন্ দিনে বৃষ্ট্যা বৃষ্ট্যুত্তরং তদ্দিনমাত্রম্, দ্বিতীয়দিন-বৃষ্ট্যা বৃষ্ট্যুত্তরং দ্বিতীয়দিনমারভ্য দিনত্রয়ং, তৃতীয়দিন-বৃষ্ট্যা বৃষ্ট্যুত্তরং তৃতীয়-দিনমারভ্য দিন-সপ্তকম্, চতুর্থদিনাদৌ তু বৃষ্ট্যুত্তরং তত্তদ্দিনমারভ্য দিনসপ্তকম-শুদ্ধম্। তৃতীয়-দিনাদৌ বিধ্যনুবাদ-বৈষম্যং নাশঙ্কনীয়ম্। একধর্মপ্রকারেণ পুনরভিধানস্যৈবাঽনুবাদত্বাৎ। ৩৮

অত্র— চতুর্মাসে নিবৃত্তে তু চক্রপাণৌ সমুত্থিতে।
অকালবৃষ্টিং জানীয়াদ্ যাবদ্ বহ্নিমহোৎসবঃ॥

ইতি যোগীশ্বরবচনাদুত্থানোত্তরং ফাল্গুনীং ব্যাপ্য বৃষ্টেরকাল ইত্যেকঃ কল্পঃ। ৩৯

দিনের উত্তরত্ব বিবক্ষা হইলে বৃষ্টি দিনে বৃষ্টির উত্তরও ক্রিয়ানুষ্ঠানের প্রসঙ্গ হয়। এই জন্য প্রাগুক্ত ন্যায়রত্ন বাক্যে বৃষ্টির উত্তরত্বই নিবিষ্ট হইয়াছে। ৩৬

আর যে দ্বিতীয় দিনাদিতে বৃষ্টি হইলে প্রথম দিনের বৃষ্টিকে ধরিয়া দিন ত্রয়াদির দোষ কথন, তাহাও তুচ্ছ। কারণ দ্বিতীয় দিনের রাত্রিতে বর্ষণ হইলে দিবাতে কৃত উপনয়ন অকালে হওয়ায় পুনরায় উপনয়ন করণের আপত্তি হইবে। ৩৭

অতএব এই অকাল বর্ষণ সম্বন্ধে নিষ্কর্ষ হইতেছে—একদিনে বৃষ্টি দ্বারা বৃষ্টির পর সেই দিনমাত্র, দ্বিতীয় দিন বৃষ্টি দ্বারা বৃষ্টির পর দ্বিতীয় দিন হইতে আরম্ভ করিয়া তিন দিন, তৃতীয় দিন বৃষ্টি দ্বারা বৃষ্টির পর তৃতীয় দিন হইতে আরম্ভ করিয়া সাত দিন, চতুর্থ দিনাদিতে বৃষ্টি দ্বারা বৃষ্টির পর সেই সেই চতুর্থ দিনাদি হইতে আরম্ভ করিয়া সাত দিন অশুদ্ধ হয়। তৃতীয় দিনাদিতে বিধির অনুবাদের বৈষম্যের আশঙ্কা করিবেন না, যেহেতু একধর্ম প্রকারে পুনঃকথনই অনুবাদ হইয়া থাকে। ৩৮

এই অকাল বিষয়ে কয়েক কল্প কথিত হইতেছে। চতুর্মাস নিবৃত্তি হইলে এবং চক্রপাণি (শ্রীহরি) উত্থিত হইলে বহ্নিমহোৎসব পর্য্যন্ত বৃষ্টি হইলে তাহাকে অকাল বৃষ্টি জানিবে। এই যোগীশ্বরের বচন অনুসারে উত্থানের উত্তর ফাল্গুনী পূর্ণিমা ব্যাপিয়া বৃষ্টি হইলে অকাল হয়। ইহা একটি কল্প। ৩৯

তত্র বহ্নিমহোৎসবঃ ফাল্গুনী পূর্ণিমেতি জীমূতবাহনঃ। যস্তু উক্তবচনে যাবন্ন সুপ্যতে হরিরিতি চতুর্থচরণঃ ক্বচিদ্ দৃশ্যতে। স ত্বযুক্তঃ, জীমূতবাহনাপরিগৃহীতত্বাদ্ ব্যবহার-বিরোধাচ্চ। ৪০

পৌষাদি-চতুরো মাসান্ জ্ঞেয়া বৃষ্টিরকালজা।
ব্রত-যজ্ঞাদিকং তত্র বর্জয়েৎ সপ্ত-বাসরান্॥

ইতি ভোজরাজাদিধৃত-বচনাৎ পৌষাদি-চত্বারো মাসা ইত্যপরঃ কল্পঃ। ৪১

সপ্তবাসরানিতি। দিনত্রয়-বৃষ্টৌ। সৌর-পৌষমাঘাবেবেত্যন্যঃ কল্পঃ।

মার্গান্ মাসাৎ-প্রভৃতি-মুনয়ো ব্যাস-বাল্মীকি-গর্গা-
শ্চৈত্রং যাবৎ প্রবর্ষণ-বিধৌ নেতি কালং বদন্তি।
নাড়ীজঙ্ঘঃ সুরগুরুমুনিঃ প্রাহ বৃষ্টেরকালৌ
মাসাবেতৌ ন শুভ-ফলদৌ পৌষমাঘৌ ন শেষাঃ॥ ৪২

ইতি জ্যোতির্বচনাৎ। অত্র পূর্বার্দ্ধং মধ্যমকল্প-গতার্থম্, মার্গাদিত্যবধৌ পঞ্চমী-বিধানাৎ। ৪৩

এস্থলে বহ্নিমহোৎসবকে জীমূতবাহন ফাল্গুনী পূর্ণিমা বলিয়াছেন। এই বচনে —"যাবন্ন সুপ্যতে হরিঃ" এই যে চতুর্থ চরণ কোন স্থলে দেখা যায় বলেন, তাহা যুক্ত (সমীচীন) নহে; যেহেতু জীমূতবাহন এইরূপ চতুর্থ চরণ গ্রহণ করেন নাই এবং ব্যবহারের সহিত উহার বিরোধ হয়। ৪০

পৌষাদি চারি মাসকে ব্যাপিয়া বৃষ্টিকে অকালজ বৃষ্টি জানিবে। সেই অকাল বর্ষণে সাত দিন ব্রত যজ্ঞাদিকে বর্জন করিবে।

এই ভোজরাজাদি ধৃত বচন অনুসারে বৃষ্টি-নিমিত্তক পৌষাদি চারি মাস অশুদ্ধির হেতু—এই আর একটি কল্প। ৪১

সপ্তবাসরান্, এই কথার অর্থ—তিনদিন বৃষ্টিতে সাত দিন অশুদ্ধ। সৌর পৌষ ও মাঘই অশুদ্ধির হেতু—ইহা অন্য কল্প। যেহেতু এই জ্যোতিষ বচন আছে যে—

ব্যাস, বাল্মীকি, গর্গ প্রভৃতি মুনিগণ প্রবর্ষণ হেতু অগ্রহায়ণ মাস হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত চারি মাসকে অশুদ্ধ কাল বলেন। নাড়ীজঙ্ঘ ও সুরগুরু মুনি বলেন—পৌষ ও মাঘ—এই দুই মাস বৃষ্টিহেতু অকাল ও অশুভ-ফলপ্রদ। অবশিষ্ট ফাল্গুন ও চৈত্র তাহা নহে। ৪২

এই স্থলে পূর্বার্দ্ধটি মধ্যম কল্পে গতার্থ; যেহেতু মার্গাৎ এই স্থলে অবধিতে পঞ্চমী বিহিত হইয়াছে। ৪৩

কেচিৎ তু মার্গাদিত্যভিবিধৌ পঞ্চমী। চৈত্রমিত্যবধৌ দ্বিতীয়া। মার্গ-চৈত্রৌ গৌণচান্দ্রৌ, তথা চ গৌণমার্গমারভ্যাহ্ঽর্থাদুত্থানপক্ষানন্তরং গৌণচৈত্রাৎ প্রাগর্থাৎ ফাল্গুনীং ব্যাপ্যেত্যর্থ-করণাৎ প্রথমকল্প এবৈতদ্‌বচনার্দ্ধং প্রমাণয়ন্তি। তন্ন, সৌর-পৌষ-মাঘ-সাহচর্য্যান্মার্গাদীনামপি সৌরত্বাদিতি। এবং পক্ষত্রয়ে ব্যবস্থিতে যেন সর্বপরিগ্রহঃ স্যাৎ, তস্যৈবং গ্রহণমিতি ন্যায়েনাদ্যঃ পক্ষঃ শ্রেয়ান্; উত্তরস্তু পক্ষদ্বয়মাপদত্যন্তাপদ্বিষয়ম্। এবমন্যত্রাপি। অতএব রাজ-মার্ত্তণ্ডঃ (৪৪)—

উক্তানি প্রতিষিদ্ধানি পুনঃ সম্ভাবিতানি চ।
সাপেক্ষ-নিরপেক্ষাণি মীমাংস্যানীহ কোবিদৈঃ॥ ৪৫

সাপেক্ষ-নিরপেক্ষাণি সমর্থাসমর্থ-বিষয়ানি। যদ্বা—স্পষ্টস্য তু বিধানান্যৈ-রুপসংহারসংভব ইতি ন্যায়েন দোষাতিশয়ার্থ এব। সামান্য-নিষেধে বিশেষ-নিষেধ ইতি মলমাসতত্ত্বে স্মার্ত্তাঃ। ৪৬

অত্র চৈত্রশেষেঽকালবৃষ্টৌ বৈশাখ-প্রথমে কালাশুদ্ধির্ন বেতি চেৎ, অত্র কেচিৎ—অশুদ্ধির্ভবত্যেব, কারণ-সত্ত্বাদিতি বদন্তি। ৪৭

কেহ কেহ বলেন—মার্গাৎ এই স্থলে অভিবিধিতে পঞ্চমী। চৈত্রং এই স্থলে অবধিতে দ্বিতীয়া। মার্গ ও চৈত্র গৌণ চান্দ্র। তাহা হইলে গৌণ মার্গশীর্ষ মাস হইতে আরম্ভ করিয়া অর্থাৎ উত্থান পক্ষের অনন্তর গৌণ চৈত্রের পূর্বে অর্থাৎ ফাল্গুনী পূর্ণিমা ব্যাপিয়া এই অর্থ করায় প্রথমকল্পই এই বচনার্দ্ধকে প্রমাণ করে।

তাহা কিন্তু সঙ্গত নহে। যেহেতু সৌর পৌষ ও মাঘ মাসের সাহচর্য্যে মার্গ প্রভৃতিও সৌরই হইবে। এইরূপে পক্ষত্রয় ব্যবস্থিত হইলে যাহা দ্বারা সমস্ত পক্ষ পরিগৃহীত হইতে পারে, তাহারই গ্রহণ কর্ত্তব্য—এই ন্যায়ে প্রথম পক্ষঃ শ্রেয়ঃ। পরবর্তী পক্ষদ্বয় আপদ্ বা অত্যন্ত আপদ্ বিষয়ক। এইরূপ অন্যত্রও জানিবে। এই জন্যই রাজমার্ত্তণ্ড বলিয়াছেন (৪৪)—

সাপেক্ষ ও নিরপেক্ষ (সাবকাশ ও নিরবকাশ বা সমর্থ ও অসমর্থ বিষয়ক) উক্ত প্রতিষিদ্ধ বচনসমূহ ও পুনঃ সম্ভাবিত বচনসমূহ পণ্ডিতগণের মীমাংস্য (বিচার্য্য)। ৪৫

সাপেক্ষ নিরপেক্ষ হইতেছে—সমর্থ ও অসমর্থ বিষয়ক। অথবা স্পষ্ট বিষয়ের অন্য বিধানের দ্বারা উপসংহার সম্ভব—এই ন্যায়ের দ্বারা অতিশয় দোষের জন্য নিষেধ। সামান্য নিষেধে বিশেষের নিষেধ হয়, ইহা মলমাসতত্ত্বে স্মার্ত রঘুনন্দন বলিয়াছেন। ৪৬

এস্থলে কেহ কেহ সংশয় করেন—চৈত্রশেষে অকালবৃষ্টি হইলে বৈশাখের প্রথমে

বয়স্তু পৌষাদি-চতুর্মাসে চরণাঙ্কিত-বর্ষণে ইত্যত্র চতুর্মাসস্য চরণাঙ্কিত-বর্ষণে ইত্যত্র এক-ত্রি-সপ্তাহেষু চান্বয়াচ্চৈত্রনিবৃত্তৌ সময়াশুদ্ধি-নিবৃত্তির্জায়ত এব। এবং গুর্বাদিত্যাদাবপি। অত এব বক্রিগুরুকাষ্টাবিংশতিবাসরেতি পূর্বোক্তন্যায়-রত্নবচনে তথাভিহিতম্। তদর্থশ্চ বক্রিগুরুর্যত্র তাদৃশাষ্টাবিংশতি-বাসর ইতি। কম্পাদ্যদ্ভুত-সপ্তাহে ইত্যাদৌ তু গত্যন্তরাভাবাৎ তদুত্তরত্বমাস্থীয়ত ইতি ক্রমঃ। ৪৮

তীর্থস্নানমনাবৃত্তমিতি। তৎপুরুষীয়-তত্তীর্থস্নান-ধ্বংসানধিকরণ-কালোৎ-পন্নত্বমিত্যর্থঃ। তথা চাদ্যস্নানাদিকমেব নিষিদ্ধম্, ন তু দ্বিতীয়মপি। অতএব উপনীতস্য মগধ-গমনাদৌ প্রতিষ্ঠিত-প্রতিমায়াঃ শূদ্রস্পর্শাদৌ চ পুনঃ সংস্কারকরণে সময়শুদ্ধ্যপেক্ষা নাস্তি, তস্যাবৃত্তত্বাৎ। অনাবৃত্তত্ব-বিশেষণন্তু পুরশ্চরণাদাবপি, একত্র দৃষ্টত্বাদ্ বাধকাভাবাচ্চ। অতএব "পক্ষয়োর্মাঘমাসস্য দ্বিতীয়াং পরিবর্জয়েদি"ত্যত্র কৃষ্ণদ্বিতীয়া-নিষেধঃ পুনঃ সংস্কার-বিষয়তয়া[1] সার্থকঃ, অন্যথা কৃষ্ণপক্ষস্য সামান্যতো নিষেধাৎ মাঘকৃষ্ণ-দ্বিতীয়ায়া

কালাশুদ্ধি হইবে কি না? এই সংশয়ে কেহ কেহ বলেন—কালাশুদ্ধি হইবেই; যেহেতু কারণ আছে। ৪৭

পৌষাদি চারিমাসে চরণাঙ্কিত বর্ষণে এই স্থলে এক ত্রি সপ্তাহের সহিত চরণাঙ্কিত বর্ষণে এই স্থলে চারি মাসের অন্বয় হওয়ায় চৈত্রের নিবৃত্তিতে সময়াশুদ্ধির নিবৃত্তি হয়ই। এইরূপ গুর্বাদিত্যাদি স্থলেও জানিবে। এই জন্যই বক্রিগুরুকাষ্টাবিংশতিবাসর এই পূর্বোক্ত ন্যায়রত্ন বাক্যে সেইরূপ উক্ত হইয়াছে। তাহার অর্থ—বক্রিগুরু যেখানে অর্থাৎ যে যে দিবসে, তাদৃশ অষ্টাবিংশতি বাসর। কম্পাদ্যদ্ভুত সপ্তাহ ইত্যাদি স্থলে কিন্তু গত্যন্তর না থাকায় তাহার উত্তর বলিতে হইয়াছে। এই আমরা বলি। ৪৮

তীর্থস্নানমনাবৃত্তম্, এই কথার এই অর্থ—সেই পুরুষের সেই সেই তীর্থস্নানের ধ্বংসের অনধিকরণ কালে উৎপন্ন স্নান। এইরূপ অর্থ হওয়ায় প্রথম স্নান, প্রথম অনাদি দেবতার দর্শন প্রভৃতি নিষিদ্ধ হইয়াছে, দ্বিতীয় তীর্থ স্নানাদি নিষিদ্ধ হয় না। এই জন্যই উপনীত ব্যক্তির মগধদেশ গমনাদিতে, প্রতিষ্ঠিত প্রতিমার শূদ্রের স্পর্শাদিতে পুনঃ সংস্কার কার্য্যে সময় শুদ্ধির অপেক্ষা নাই; যেহেতু তাহা আবৃত্ত। পুরশ্চরণাদি স্থলেও অনাবৃত্তত্ব বিশেষণ আছে; যেহেতু একস্থানে (পুরশ্চরণাদির সন্নিধানে) এই বিশেষণটি দেখা যায়, আর উহাতে কোন বাধাও নাই। এই জন্যই মাঘ মাসের দুই

১। খ—পুনঃ সংস্কারবিষয়ঃ, অন্যথা।

অপ্রসক্ততয়া নিষেধানৌচিত্যাৎ। অতএব শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে শ্রীভগবতঃ স্নানানন্তরমঙ্গরাগ-করণে শূদ্রাদিস্পর্শসম্ভবাদমাবস্যায়াং মলমাস-সম্বন্ধেঽপি প্রতিষ্ঠামাচরন্তীতি তত্ত্বম্[1]। ৪৯

অথ নিষিদ্ধ-তিথি-মাসেষ্বপি তিথি-বিশেষাঃ প্রশস্তাঃ। যথা দেবপর্বাণি[2]। যথা রত্নাবল্যাম—ষষ্ঠী ভাদ্রপদে ইষে তথা কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী।

কার্ত্তিকে নবমী শুক্লা মার্গে শুক্লা তৃতীয়িকা ॥ ১
পৌষে চ নবমী শুক্লা মাঘে শুক্লা চতুর্থিকা।
ফাল্গুনে নবমী শুক্লা চৈত্রে কাম-চতুর্দ্দশী ॥ ২
বৈশাখে চাক্ষয়া চৈব জ্যৈষ্ঠে দশহরা তিথিঃ।
আষাঢ়ে পঞ্চমী শুক্লা শ্রাবণে কৃষ্ণপঞ্চমী ॥ ৩
এতানি দেবপর্বাণি তীর্থকোটি-ফলং লভেৎ।
অত্র দীক্ষা প্রকর্ত্তব্যা ন মাসঞ্চ পরীক্ষয়েৎ ॥ ৪

পক্ষের দ্বিতীয়াকে পরিবর্জ্জন করিবে—এই স্থলে পুনঃ সংস্কার বিষয়ক কৃষ্ণ দ্বিতীয়ার নিষেধটি সার্থক হয়। অন্যথা সামান্যভাবে কৃষ্ণ পক্ষের দ্বিতীয়া নিষিদ্ধ হওয়ায় মাঘ কৃষ্ণ দ্বিতীয়ার কর্মে প্রাপ্তি না থাকায় তাহার নিষেধ উচিত হয় না। এই জন্যই শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে শ্রীভগবানের স্নানের পর অঙ্গরাগের করণকালে শূদ্রাদির স্পর্শ সম্ভব হওয়ায় অমাবস্যায় এবং মলমাসের সম্বন্ধ স্থলেও প্রতিষ্ঠার আচরণ করেন। ইহাই তত্ত্ব। ৪৯

অনন্তর নিষিদ্ধ তিথি মাসেও তিথি বিশেষের প্রাশস্ত্য আছে। যেমন দেবপর্ব। অনন্তর দেব পর্ব কথিত হইতেছে। যেমন রত্নাবলীতে বলিয়াছেন—

ভাদ্র মাসের ষষ্ঠী, ইষের (আশ্বিনের) কৃষ্ণা চতুর্দশী, কার্ত্তিকের শুক্লা নবমী, মার্গশীর্ষ মাসের শুক্লা তৃতীয়া। পৌষের শুক্লা নবমী, মাঘের শুক্লা চতুর্থী, ফাল্গুনের শুক্লা নবমী, চৈত্রের কাম চতুর্দশী। বৈশাখের অক্ষয় তৃতীয়া, জ্যৈষ্ঠের দশহরা তিথি, আষাঢ়ের শুক্লা পঞ্চমী ও শ্রাবণের কৃষ্ণা পঞ্চমী। ১-৩

এইগুলি দেবপর্ব। ইহাতে দীক্ষা হইলে কোটি তীর্থের ফললাভ হয়। এই তিথিতে দীক্ষা গ্রহণ কর্ত্তব্য। ইহাতে মাস পরীক্ষা (বিচার) করিবে না। ৪

১। খ—তত্ত্বমিত্যনন্তরং—তথা—দ্বাত্রিংশদ্ দিবসাস্ত্বাস্তি জীবস্য ভার্গবস্য চ। দ্বাসপ্ততির্মহত্যন্তে পাদান্তে দ্বাদশ ক্রমাৎ। অস্তাৎ প্রাক্ পরয়োঃ পক্ষং গুরোর্বার্দ্ধক-বালতে। পক্ষং বৃদ্ধো মহান্তে তু ভৃগুর্বালো দশাহিকঃ। পাদান্তে তু দশাহানি বৃদ্ধো বালো দিনত্রয়ম্। তন্ত্রে—অস্তংগতে দৈত্য-গুরাবিত্যাদি-পাঠঃ। ২। ক+খ—অথ দেবপর্বাণি।

ন বারং ন চ নক্ষত্রং ন তিথ্যাদিক-দূষণম্ ।
ন যোগ-করণঞ্চৈব শঙ্করেণ প্রভাষিতম্ ॥ ৫

তীর্থকোটিফলমিতি । আসু দীক্ষায়ামিতি শেষঃ । তন্ত্রান্তরে—

চৈত্রে ত্রয়োদশী শুক্লা বৈশাখে দ্বাদশী তথা ।
জ্যৈষ্ঠে চতুর্দ্দশী কৃষ্ণা আষাঢ়ে নাগপঞ্চমী ॥ ৬
শ্রাবণৈকাদশী ভাদ্রে রোহিণী-সংযুতাঽষ্টমী ।
আশ্বিনে চ মহাপুণ্যা মহাষ্টম্যপ্যভীষ্টদা ॥ ৭
কাত্তিকে নবমী শুক্লা মাগশীর্ষে তথা সিতা ।
ষষ্ঠী চতুর্দ্দশী পৌষে মাঘেপ্যেকাদশী সিতা ॥
ফাল্গুনে চ সিতা ষষ্ঠী চেতি কাল-বিনির্ণয়ঃ ॥ ৮

যোগিনীতন্ত্রে—অয়নে বিষুবে চৈব গ্রহণে চন্দ্র-সূর্য্যয়োঃ ।
রবিসংক্রান্তি-দিবসে যুগাদ্যাসু সুরেশ্বরি ! ॥ ৯
মন্বন্তরাসু সর্বাসু মহাপূজাদিনে তথা ।
মহাতীর্থেষু সর্বেষু নাস্তি কালস্য নির্ণয়ঃ ॥ ১০

বার, নক্ষত্র, তিথি প্রভৃতির দোষ, যোগ, করণ পরীক্ষা করিবে না। ইহা শঙ্কর কর্তৃক উক্ত হইয়াছে। ৫

তীর্থ-কোটি-ফলম্ এই স্থলে অর্থাৎ এই বাক্যের পূর্বে আসু দীক্ষায়াং অর্থাৎ এই তিথিগুলিতে দীক্ষা হইলে এই কথাটি উহ্য করিতে হইবে। তন্ত্রান্তরে বলিয়াছেন—

চৈত্রে শুক্লা ত্রয়োদশী, বৈশাখের সেইরূপ (শুক্লা) দ্বাদশী, জ্যেষ্ঠের কৃষ্ণা চতুর্দশী, আষাঢ়ের নাগ পঞ্চমী, শ্রাবণের কৃষ্ণা একাদশী, ভাদ্রের রোহিণী-যুক্তা অষ্টমী, আশ্বিনের মহাপুণ্যা অভীষ্টপ্রদা মহাষ্টমী, কাত্তিকের শুক্লা নবমী, মার্গশীর্ষের সেইরূপ শুক্লা ষষ্ঠী ও চতুর্দশী, পৌষ ও মাঘের কৃষ্ণা একাদশী, ফাল্গুনের কৃষ্ণা ষষ্ঠী—ইহা দীক্ষার কাল নির্ণয়। ৬-৮

যোগিনী তন্ত্রে বলিয়াছেন—হে সুরেশ্বরি! উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়নে, বিষুবে (সূর্য্যের মেষ ও তুলাসংক্রান্তিতে), চন্দ্র ও সূর্য্যের গ্রহণে, রবির সংক্রান্তি দিনে, যুগাদ্যাতে, সমস্ত মন্বন্তরাদিতে, মহাপূজা দিনে ও সমস্ত মহাতীর্থে কালের নির্ণয় নাই। ৯-১০

আসু বক্ষ্যমাণাসু চ তিথিষু সর্বত্র গৌণচান্দ্রেণৈব মাসগ্রহণম্।

অথ যুগাদ্যা। যথা ব্রহ্মপুরাণে—

বৈশাখ-মাসস্য চ যা তৃতীয়া নবম্যসৌ কার্ত্তিক-শুক্লপক্ষে।
নভস্য মাসস্য তমিস্রপক্ষে ত্রয়োদশী পঞ্চদশী চ মাঘে।
এতা যুগাদ্যাঃ কথিতা মুনীন্দ্রৈরনন্ত-পুণ্যাস্তিথয়শ্চতস্রঃ॥ ১১

অত্র পঞ্চদশী পূর্ণিমা, মাঘে চ পৌর্ণমাস্যাং বৈ ঘোরং[১] কলিযুগং স্মৃতমিত্যেকবাক্যত্বাৎ[২]। ১২

যৎ তু—দ্বে শুক্লে দ্বে তথা কৃষ্ণে যুগাদ্যে পরিকীর্ত্তিতে। ইতি বচনান্তরৈকবাক্যতয়া পঞ্চদশ্যত্রামাবাস্যেতি বদন্তি। তন্ন, তদ্বচনস্য সমূলকত্বে কল্পান্তরত্বাৎ। ১৩

বস্তুতস্তু পঞ্চদশ্যত্রামাবাস্যৈব, কলিপ্রাদুর্ভাব-তিথিত্বাৎ। যুক্তশ্চ সত্য-ত্রেতা-যুগয়োঃ পুণ্যয়োঃ শুক্লপক্ষে দ্বাপর-কল্যোঃ পাপয়োঃ কৃষ্ণপক্ষে প্রাদুর্ভাবঃ। অতএব—দ্বে শুক্লে দ্বে তথা কৃষ্ণে ইতি সাধু যুজ্যতে। ১৪

এই বক্ষ্যমাণ তিথিগুলিতে সর্বত্র গৌণ চান্দ্ররূপেই মাসের গ্রহণ হইয়াছে। অনন্তর যুগাদ্যা কথিত হইতেছে। যেমন ব্রহ্মপুরাণে বলিয়াছেন—

বৈশাখ মাসের শুক্ল পক্ষের যে শুক্লা তৃতীয়া, কার্ত্তিক মাসের শুক্ল পক্ষের যে নবমী, শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণ পক্ষের ত্রয়োদশী, মাঘ মাসের পঞ্চদশী, মুনিশ্রেষ্ঠগণ কর্তৃক এই তিথিগুলি যুগাদ্যা কথিত হইয়াছে। এই চারিটি তিথি অশেষ পুণ্য তিথি। ১১

এই শ্লোকোক্ত পঞ্চদশী হইতেছে পূর্ণিমা; যেহেতু মাঘ মাসের পূর্ণিমাতে ঘোর কলিযুগের প্রবৃত্তি কথিত হইয়াছে—এই বচনের সহিত একবাক্যতা আছে। ১২

আর যে কেহ কেহ বলেন—দুইটি শুক্লা তিথি ও দুইটি কৃষ্ণা তিথি যুগাদ্যা কীর্ত্তিত হইয়াছে—এই বচনান্তরের সহিত একবাক্যতাবশতঃ এস্থলে পঞ্চদশী অমাবস্যা হইতেছে। তাহা সমীচীন নহে। যেহেতু সেই বচন সমূলক (সপ্রমাণ) হইলে তাহা কল্পান্তর হইবে। ১৩

বস্তুতঃ এখানে পঞ্চদশী অমাবাস্যাই, যেহেতু উহা কলির প্রাদুর্ভাব তিথি। পুণ্য বহুল সত্য ও ত্রেতার শুক্ল পক্ষে প্রাদুর্ভাব এবং পাপ-বহুল দ্বাপর ও কলির কৃষ্ণ পক্ষে প্রাদুর্ভাবই সমীচীন। এই হইলেই "দ্বে শুক্লে দ্বে তথা কৃষ্ণে" এই বচন সুসঙ্গত হয়। ১৪

১। খ—মাঘে পৌর্ণমাস্যান্তু ঘোরমিত্যাদি পাঠঃ। ২। খ—ইত্যেকবাক্যত্বাদিত্যনন্তরং মন্বন্তরা যথা ভবিষ্যমাৎস্যয়োরিতি পাঠঃ। মধ্যবর্ত্তিপাঠস্তু নাস্তি।

যৎ তু— বৈশাখে শুক্লপক্ষে তু তৃতীয়ায়াং কৃতং যুগম্।
কার্ত্তিকে শুক্লপক্ষে তু ত্রেতাথ নবমেঽহনি ॥ ১৫

অথ ভাদ্রপদে মাসি ত্রয়োদশ্যান্তু দ্বাপরম্।
মাঘে চ পৌর্ণমাস্যাং বৈ ঘোরং কলিযুগং স্মৃতম্ ॥ ১৬

ইতি। তত্রাপি মুখ্যচান্দ্রাভিপ্রায়েণ মাসান্ত্য-তিথিরূপাদেয়েতি। মাঘে তু পঞ্চদশ্যাং বৈ ইত্যপি ক্বচিদ্ দৃশ্যতে। পূর্ণিমাপাঠস্য কল্পান্তরবিষয়ত্বেনাপ্যুপপত্তিশ্চেতি তত্ত্বম্। হলায়ুধ-গোবিন্দানন্দ-প্রভৃতয়োঽপ্যেবম্। ১৭

মন্বন্তরা। যথা ভবিষ্য-মাৎস্যয়োঃ—

অশ্বযুক্-শুক্লনবমী দ্বাদশী কার্ত্তিকী তথা।
তৃতীয়া চৈত্রমাসস্য তথা ভাদ্রপদস্য চ ॥ ১

ফাল্গুনস্যাপ্যমাবাস্যা পৌষস্যৈকাদশী তথা।
আষাঢ়স্যাপি দশমী তথা মাঘস্য সপ্তমী ॥ ২

শ্রাবণস্যাঽষ্টমী কৃষ্ণা তথাষাঢ়স্য পূর্ণিমা।
কার্ত্তিকী ফাল্গুনী চৈত্রী জ্যৈষ্ঠী পঞ্চদশী সিতা।
মন্বন্তরাদয়স্ত্বেতা দত্তস্যাক্ষয়-কারিকাঃ ॥ ৩

আর যে বচন আছে—বৈশাখের শুক্ল পক্ষের তৃতীয়ায় কৃত (সত্য) যুগ, অনন্তর কার্ত্তিকের শুক্ল পক্ষে নবমী দিনে ত্রেতা যুগ, অনন্তর ভাদ্র মাসের ত্রয়োদশীতে দ্বাপর যুগ ও মাঘের পৌর্ণমাসীতে ঘোর কলিযুগ কথিত হইয়াছে। ১৫-১৬

সে স্থলেও মুখ্য চান্দ্র অভিপ্রায়েই মাসের অন্ত্য তিথিই গ্রহণীয়, কোন স্থলে "মাঘে তু পঞ্চদশ্যাং বৈ" এই পাঠও দেখা যায়। কল্পান্তরের বিষয়রূপে পূর্ণিমা পাঠের উপপত্তি হইতে পারে, ইহাই তত্ত্ব। হলায়ুধ, গোবিন্দানন্দ প্রভৃতিও এইরূপ বলিয়াছেন। ১৭

মন্বন্তরা কথিত হইতেছে। যেমন ভবিষ্য পুরাণ ও মৎস্য পুরাণে বলিয়াছেন—

আশ্বিনের শুক্লা নবমী, সেইরূপ কার্ত্তিকের (শুক্লা) দ্বাদশী, চৈত্র ও ভাদ্র পদ মাসের সেইরূপ (শুক্লা) তৃতীয়া। ফাল্গুনেরও অমাবাস্যা, সেইরূপ পৌষের একাদশী, আষাঢ়েরও দশমী, সেইরূপ মাঘের সপ্তমী, শ্রাবণের কৃষ্ণা অষ্টমী, সেইরূপ আষাঢ়ের পূর্ণিমা, কার্ত্তিক, ফাল্গুন, চৈত্র ও জ্যৈষ্ঠের কৃষ্ণা পঞ্চদশী (অমাবস্যা)—এই তিথিগুলি মন্বন্তরা। এই তিথিগুলি দানকারী ব্যক্তির অক্ষয় পুণ্য কারিকা। ১-৩

অত্রামাবাস্যাষ্টমী-ভিন্নাঃ শুক্লাঃ, পুনঃ[১] পুনস্তথাপদোপাদানাৎ[২] উপক্রমোপসংহারয়োঃ শুক্লত্বকীর্ত্তনাচ্চ। অত্র চ কামধেনৌ—তৃতীয়া চৈব মাঘস্যেতি; কল্পতরৌ তু—তৃতীয়া চৈত্র-মাসস্যেতি লিখিতম্। অত্র পাঠদ্বৈধে শ্রীপতি-রত্নমালায়াম্—অশ্বযুজি শুক্লনবমী দ্বাদশ্যূর্জ্জে মধৌ তৃতীয়া চেতি পাঠাচ্চৈত্র-তৃতীয়ৈব গ্রাহ্যা ইতি শ্রীদত্তস্মার্ত্ত-প্রভৃতয়ঃ[২] ॥ ৫

সময়াতন্ত্রে— শরৎকালে যুগাদ্যায়াং গ্রহণে চন্দ্র-সূর্য্যয়োঃ।
বোধনে চৈব দুর্গায়াঃ কালাকালং ন শোধয়েৎ ॥ ৬

জামলে— দেব্যা বোধং সমারভ্য যাবৎ স্যান্নবমী তিথিঃ।
কৃতৈতাসু বুধৈর্দীক্ষা সর্বাভীষ্ট-ফলপ্রদা[৩] ॥ ৭

ইদন্তু শক্তিবিষয়ে। তন্ত্রান্তরে—
অমাবাস্যা সোমবারে ভৌমবারে চতুর্দ্দশী।
সপ্তমী রবিবারে চ সূর্য্যগ্রহশতৈঃ সমা[৪] ॥ ৮

এই বচনগুলিতে অমাবস্যা ও অষ্টমী ভিন্ন সমস্ত তিথিই শুক্লা, যেহেতু পুনঃ পুনঃ তথা পদের উপাদান হইয়াছে এবং উপক্রম ও উপসংহারে শুক্লত্বের কীর্ত্তন আছে। ৪

এই মন্বন্তরা বিষয়ে কামধেনুতে এই লিখিত আছে—মাঘের তৃতীয়াও। কল্পতরুতে কিন্তু চৈত্র মাসের তৃতীয়া—এই লিখিত আছে। এইরূপ পাঠের দ্বৈবিধ্য স্থলে শ্রীপতিরত্নমালায় আশ্বিনের শুক্লা নবমী, উর্জ্জের (কার্ত্তিকের) দ্বাদশী ও মধু মাসের (চৈত্র মাসের) তৃতীয়া—এই পাঠ অনুসারে চৈত্র তৃতীয়াই গ্রহণীয়; ইহা শ্রীদত্ত স্মার্ত্ত প্রভৃতি বলিয়াছেন। ৫

সময়াতন্ত্রে বলিয়াছেন—শরৎকালে যুগাদ্যায়, চন্দ্র ও সূর্য্যের গ্রহণে ও দুর্গার বোধনে কালাকাল শোধন করিবে না। ৬

জামলে বলিয়াছেন—দেবীর বোধন হইতে আরম্ভ করিয়া নবমী তিথি পর্য্যন্ত এই তিথিগুলিতে পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক কৃতা দীক্ষা সমস্ত অভীষ্ট ফলপ্রদা হইয়া থাকে। ৭

ইহা কিন্তু শক্তিবিষয়ে। তন্ত্রান্তরে বলিয়াছেন—সোমবারে অমাবস্যা, মঙ্গলবারে চতুর্দশী, রবিবারে সপ্তমী একশত সূর্য্যগ্রহণের সমান। ৮

১। খ—শুক্লাঃ পূর্বঃ পুনস্তথাপদোপাদানাদিতি পাঠঃ।

২। খ—প্রভৃতয়ঃ ইত্যনন্তরং জ্ঞানমালায়াং রবিসংক্রমণে চৈবেত্যাদি পাঠঃ।

৩। খ—ফলপ্রদা ইত্যনন্তরং অন্যত্র অমাবাস্যা সোমবারে ইত্যাদি পাঠঃ।

৪। খ—শতৈঃ সমা। ইত্যনন্তরং যুগাদ্যা যথা ব্রহ্মপুরাণে ইত্যাদি পাঠঃ।

সারসংগ্রহে— শিষ্য-ত্রিজন্ম-দিবসে সংক্রান্তৌ বিষুবায়ণে
সত্তীর্থেঽর্কবিধু-গ্রাসে তন্তুদামন-পর্বণোঃ।
মন্ত্রদীক্ষাং প্রকুর্বাণো মাসর্ক্ষাদীন্ন শোধয়েৎ॥ ৯

তন্তুপর্ব—পরমেশ্বরোপবীত-দান তিথিঃ শ্রাবণী পূর্ণিমা[১]। দামনপর্ব—দমনকপুষ্পভঞ্জনতিথিশ্চৈত্র-শুক্ল-চতুর্দ্দশী। ১০

তথা— নিষিদ্ধেষপি মাসেষু দীক্ষোক্তা গ্রহণে শুভা।
রবিসংক্রমণে চৈব নান্যদন্বেষিতং ভবেৎ[২]। ১১

জ্ঞানমালায়াং—রবিসংক্রমণে চৈব সূর্য্যেন্দু-গ্রহণে তথা।
অত্র স্নানাদিকং কিঞ্চিন্ন বিচার্য্যং কথঞ্চন[৩]॥ ১২

অন্যত্রাপি— সূর্য্যগ্রহণকালেন সমানো নাস্তি কশ্চন।
তত্র যদ্ যৎ কৃতং সর্বমনন্ত-ফলদং ভবেৎ।
ন মাস-তিথিবারাদি-শোধনং সূর্য্যপর্বণি॥ ১৩
রবি-সংক্রমণে চৈব সূর্যস্য-গ্রহণে তথা।

সার-সংগ্রহে বলিয়াছেন—শিষ্যের ত্রিজন্ম দিনে, সংক্রান্তিতে, বিষুবায়নে, সৎতীর্থে, চন্দ্র ও সূর্য্যের গ্রহণে, তন্তুপর্ব ও দামন পর্বে মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণকারী মাস, নক্ষত্র প্রভৃতির শোধন করিবে না। ৯

তন্তু পর্ব হইতেছে পরমেশ্বরে উপবীতদানের তিথি—শ্রাবণী পূর্ণিমা। দামন পর্ব-দমনক পুষ্পভঞ্জন তিথি—চৈত্র শুক্লা চতুর্দশী। ১০

এইরূপ আরও বলিয়াছেন—নিষিদ্ধ মাসেও চন্দ্র সূর্য্যের গ্রহণে ও রবির সংক্রমণ দিনে দীক্ষা শুভকরী কথিত হইয়াছে। এ সময়ে অন্য কিছুই অন্বেষিত হয় না। ১১

জ্ঞানমালায় বলিয়াছেন—রবির সংক্রমণ দিনে, সূর্য্য ও চন্দ্রের গ্রহণে—এই সমস্ত দিনে স্নানাদি কোন কিছুই কোনরূপে বিচার করিবে না। ১২

অন্যত্রও বলিয়াছেন—সূর্য্যগ্রহণের সমান কোন কিছুই নাই। সেই সময়ে যাহা যাহা করা হয়, সে সমস্তই অনন্ত ফলপ্রদ হইয়া থাকে। সূর্য্য পর্বে মাস, তিথি, বারাদির শোধন নাই। ১৩

রবি সংক্রমণে ও সেইরূপ সূর্য্যের গ্রহণে—সেই সময়ে কোন প্রকারেই জপাদি কিছু

১। খ—শ্রাবণী দামনপর্ব। ২। খ—ভবেৎ ইত্যনন্তরং ন মাসতিথিবারাদীত্যাদি পাঠঃ। জ্ঞানমালায়ামিত্যাদি-ভবেদিত্যন্ত-পাঠো নাস্তি।

৩। খ—কথঞ্চনেত্যনন্তরম্ অত্র সূর্য্য ইত্যুপলক্ষণমিত্যধিক পাঠঃ।

তত্র[১] লগ্নাদিকং কিঞ্চিন্ন বিচার্য্যং কথঞ্চন[২] ॥ ১৪

দদাতীষ্টং গৃহীতং যৎ তস্মিন্ কালে গুরোর্নৃভিঃ।

সিদ্ধির্ভবতি মন্ত্রস্য বিনায়াসেন বেগতঃ ॥ ১৫

বেগতঃ অবিলম্বাৎ। রুদ্রজামলে—

ন কুর্য্যাচ্ছাক্তিকীং দীক্ষামুপরক্তে বিভাবসৌ।

ন কুর্য্যাদ্ বৈষ্ণবীং তান্ত যদি চন্দ্রমসোগ্রহঃ ॥ ১৬

তাং দীক্ষাম্। এতদ্বচনন্তু—গোপাল-শ্রীবিদ্যেতর-বিষয়কম্, অন্যেষু পুণ্যযোগেষু গ্রহণে চন্দ্র-সূর্য্যয়োরিতি গৌতমীয়াৎ। সূর্য্যগ্রহণকালে তু নান্যদন্বেষিতং ভবেদিতি যোগিনী-হৃদয়াচ্চ[৩] ॥ ১৭

তত্ত্বসারে— যদৈবেচ্ছা তদা দীক্ষা গুরোরাজ্ঞানুরূপতঃ।

ন তিথির্ন ব্রতং হোমো ন স্নানং ন জপক্রিয়া।

দীক্ষায়াং কারণং কিন্তু স্বেচ্ছাবাপ্তে তু সদ্গুরৌ ॥ ১৮

সদ্গুরৌ সিদ্ধমন্ত্রগুরাবিতি মলিম্লুচ-তত্ত্বম্। বারাহীতন্ত্রে—

বিচার করিবে না। সেই সময়ে মনুষ্যগণ কর্ত্তৃক গুরুর নিকট হইতে যাহা গৃহীত হয়, তাহা ইষ্টফল প্রদান করে। বিনা আয়াসে বেগে মন্ত্রের সিদ্ধি হয়। ১৪-১৫

বেগতঃ শব্দের অর্থ—অবিলম্বে। রুদ্রযামলে বলিয়াছেন—

বিভাবসু (সূর্য্য) উপরক্ত (রাহুগ্রস্ত) হইলে শাক্তিকী দীক্ষা গ্রহণ করিবে না। যদি চন্দ্রের গ্রহণ হয়, তবে সেই বৈষ্ণবী দীক্ষাও গ্রহণ করিবে না। ১৬

তাং অর্থ—দীক্ষাম্। এই বচনটি গোপাল ও শ্রীবিদ্যা ভিন্ন বিষয়ক। যেহেতু অন্যান্য পুণ্যযোগসমূহে ও চন্দ্র সূর্য্যের গ্রহণে—এইরূপ গৌতমীয় তন্ত্রের বচন এবং সূর্য্যগ্রহণ কালে অন্য কিছু অন্বেষিত হয় না—এইরূপ যোগিনীহৃদয়ের বচন আছে। ১৭

তত্ত্বসারে বলিয়াছেন—গুরুর আজ্ঞা অনুসারে যখন ইচ্ছা হইবে, তখনই দীক্ষা হইবে। ইহাতে তিথি নাই, ব্রত (নিয়ম) নাই, হোম নাই, স্নান নাই, জপক্রিয়া নাই এবং এইগুলি দীক্ষার কারণ নহে। কিন্তু সদ্গুরুর উপস্থিতিতে নিজের ইচ্ছাই দীক্ষার কারণ। ১৮

সদ্গুরু শব্দের অর্থ—সিদ্ধমন্ত্র গুরু, ইহা মল মাসতত্ত্বে বলিয়াছেন। বারাহী তন্ত্রে বলিয়াছেন—

১। খ—অত্র। ২। খ—কথঞ্চনেত্যনন্তরং সময়াতন্ত্রে—শরৎকালে ইত্যাদি পাঠঃ। প্রত্যাবৃত্ত-পাঠে কথঞ্চনেত্যনন্তরং দদাতীষ্টমিত্যাদি পাঠঃ।

৩। খ—হৃদয়াচ্চেত্যনন্তরং যাম্যঃ সৌম্যো গুরুরিত্যাদি পাঠঃ।

শিষ্যানাহূয় গুরুণা কৃপয়া দীয়তে যদা।
তদা লগ্নাদিকং কিঞ্চিন্ন বিচার্য্যং কথঞ্চন ॥ ১৯
সর্বে বারা গ্রহাঃ সর্বে নক্ষত্রাণি চ রাশয়ঃ।
যস্মিন্নহনি সন্তুষ্টো গুরুঃ সর্বে শুভাবহাঃ ॥ ২০

মুণ্ডমালাতন্ত্রে— মহাবিদ্যাসু সর্বাসু দীক্ষাকর্মণি পার্বতি !।
কালাদিশোধনং নাস্তি ন চামিত্রাদি-দূষণম্ ॥ ২১

এতাবতা সময়াদি-সর্বশুদ্ধৌ মুখ্যকল্পঃ। গ্রহণকল্পোঽপি মুখ্যঃ, ততস্তৎ-তৎ-তিথিবিশেষ-সংক্রান্তি-কল্পঃ। ততো মহাতীর্থ-কল্পঃ। ততঃ কেবলগুর্বাজ্ঞা-কল্প ইতি পঞ্চকল্পাঃ ॥ ২২

যোগিনীতন্ত্রে— গয়ায়াং ভাস্করক্ষেত্রে বিরজে চন্দ্রপর্বতে।
চট্টলে চ মতঙ্গে চ তথা কন্যাশ্রমেষু চ।
ন গৃহ্নীয়াৎ ততো দীক্ষাং তীর্থেষ্বেতেষু পার্বতি ! ॥ ২৩

মনুঃ— নাধীয়ীত শ্মশানান্তে গ্রামান্তে গোব্রজেঽপি বা।
বসিত্বা মৈথুনং বাসঃ শ্রাদ্ধিকং প্রতিগৃহ্য চ ॥ ২৪

শিষ্যগণকে আহ্বান করিয়া গুরু কর্ত্তৃক কৃপা পূর্বক যখন দীক্ষা প্রদত্ত হয়, তখন লগ্নাদি কোন কিছুই কোন প্রকারে বিচার্য্য নহে। ১৯

যে দিনে গুরু সন্তুষ্ট, সে দিনে সমস্ত বার, সমস্ত গ্রহ, সমস্ত নক্ষত্র, সমস্ত রাশি শুভকর হইয়া থাকে। ২০

মুণ্ডমালাতন্ত্রে বলিয়াছেন—হে পার্বতি! সমস্ত মহাবিদ্যা সম্বন্ধীয় দীক্ষা কার্য্যে কালাদি শোধন নাই, অমিত্রাদি দোষও নাই। ২১

এই সমস্ত গ্রন্থের দ্বারা দীক্ষার পাঁচটি কল্প হয়। সময় প্রভৃতি সমস্ত শুদ্ধিতে মুখ্য কল্প। গ্রহণ কল্পও মুখ্য কল্প। তাহার পর সেই সেই তিথি বিশেষ ও সংক্রান্তি কল্প। তাহার পর মহাতীর্থ কল্প। তাহার পর গুরুর কেবল আজ্ঞা কল্প। দীক্ষার এই পাঁচটি কল্প। ২২

যোগিনী তন্ত্রে বলিয়াছেন—হে পার্বতি! গয়ায়, ভাস্করক্ষেত্রে, বিরজে, চন্দ্র পর্বতে, চট্টলে (পর্বত বিশেষে), মতঙ্গে ও কন্যাশ্রমে—এই সমস্ত তীর্থে গুরুর নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিবে না। ২৩

মনু বলিয়াছেন—শ্মশানের সমীপে, গ্রামের সমীপে ও গোব্রজে (গোষ্ঠে) শ্রাদ্ধীয় সিদ্ধান্নাদি গ্রহণ করিয়া ও মৈথুন বস্ত্র পরিধান করিয়া অধ্যয়ন করিবে না। ২৪

অতএব এতদ্‌বচন-বলাদেব বৈদিক-কর্মমাত্রে রাত্রি-বাসো-নিষেধো রতি-বাস-পর এব প্রতীয়তে। এবমেব দীক্ষাতত্ত্বে স্মার্ত্তা বিবক্রুঃ। ২৫

নাড়ীচক্রাদিবিচারঃ

ইদানীং চক্রাণি নিরূপ্যন্তে। তত্র নাড়ীচক্রম্। যথা স্বরোদয়ে—

অশ্বিন্যাদি লিখেচ্চক্রং সর্পাকারং ত্রিনাড়িকম্।
তত্র বেধবশাজ্‌ জ্ঞেয়ং বিবাহাদি-শুভাশুভম্॥ ১
ত্রিনাড়ী-বেধ-নক্ষত্রমশ্বিন্যার্দ্রা-যুগোত্তরা
হস্তেন্দ্র-মূল-বারুণ্যঃ পূর্বভাদ্রপদস্তথা॥ ২ ইতি ক্রোড়নাড়ী॥
যাম্যঃ সৌম্যো গুরুর্যোনিশ্চিত্রা মিত্র-জলাহ্বয়ম্।
ধনিষ্ঠা চোত্তরা ভাদ্রা[১] মধ্যনাড়ী ব্যবস্থিতা॥ ৩
কৃত্তিকা রোহিণী সর্পো মঘা স্বাতী=বিশাখকে।
উত্তরা শ্রবণা পৌষ্ণং পৃষ্ঠনাড়ী ব্যবস্থিতা॥ ৪

অতএব এই বচন বলেই বৈদিক কর্মমাত্রে রাত্রি বাসের নিষেধ হওয়ায় উহা রতিবাস পরই প্রতীয়মান হইতেছে। এইরূপই দীক্ষা-তত্ত্বে স্মার্ত্ত বলিয়াছেন। ২৫

এখন চক্র সমূহ নিরূপিত হইতেছে। তন্মধ্যে প্রথমে নাড়ীচক্র কথিত হইতেছে। যেমন স্বরোদয়ে বলিয়াছেন—

সর্পাকার ত্রিনাড়ী চক্র অঙ্কন করিয়া সেই চক্রে অশ্বিনী প্রভৃতি নক্ষত্রকে লিখিবে। ঐ নাড়ীর বেধ অনুসারে বিবাহ, দীক্ষা, গৃহারম্ভ প্রভৃতি কার্য্যের শুভাশুভ জানিতে পারিবে। ১

ত্রিনাড়ীর (প্রাঙ্‌ নাড়ী, মধ্য নাড়ী ও পৃষ্ঠ নাড়ীর) বেধ নক্ষত্র হইতেছে—অশ্বিনী, আর্দ্রা, তাহার যুগ (দ্বিতীয়) পুনর্বসু; উত্তর ফল্গুনী, হস্তা, ইন্দ্র (জ্যেষ্ঠা), মূলা, বারুণ্য (শতভিষা) ও পূর্বভাদ্রপদ—এইটি ক্রোড় নাড়ী অর্থাৎ এই সকল নক্ষত্র প্রাক্‌ নাড়ীতে লেখ্য। ২

যাম্য (ভরণী), সৌম্য (মৃগশিরা), গুরু (পুষ্যা), যোনি (পূর্বফল্গুনী), চিত্রা, মিত্র (অনুরাধা), জল (পূর্বাষাঢ়া), ধনিষ্ঠা ও উত্তরভাদ্রপদ—এইগুলি মধ্যনাড়ীতে অবস্থিত। ৩

কৃত্তিকা, রোহিণী, সর্প (অশ্লেষা), মঘা, স্বাতী, বিশাখা, উত্তরাষাঢ়া, শ্রবণা, ও পৌষ্ণ (রেবতী)—এইগুলি পৃষ্ঠ নাড়ীতে ব্যবস্থিত। ৪

১। খ—চোত্তরা ভদ্রো।

অশ্ব্যাদি-নাড়ী-বেধর্ক্ষে ষষ্ঠং দ্বিতীয়কং ক্রমাৎ।
যাম্যাদি-তুর্য্য-তুর্য্যঞ্চ কৃত্তিকাদি দ্বি-ষট্ককম্ ॥ ৫
এবং নিরীক্ষয়েদ্ বেধং কন্যা-মন্ত্রে গুরৌ সুরে।
পণ্যস্ত্রী-স্বামি-মিত্রেষু দেশে গ্রামে পুরে গৃহে ॥ ৬
একনাড়ীস্থ ধিষ্ণ্যানি যদি স্যুর্বর-কন্যয়োঃ।
তদা বেধং বিজানীয়াদ্ গুর্বাদিষু তথৈব চ ॥ ৭
একনাড়ী-স্থিতা যত্র গুরুর্মন্ত্রশ্চ দেবতা।
তত্র দ্বেষং রুজং মৃত্যুং ক্রমেণ ফলমাদিশেৎ ॥ ৮

একনাড়ী-স্থিতা ইতি। স্বনক্ষত্রেণ সহ গুরুনক্ষত্রং যদ্যেক-নাড়ীস্থং, তদা দ্বেষঃ, যদি মন্ত্র-নক্ষত্রং, তদা রোগঃ, যদি দেবতা-নক্ষত্রং, তদা মৃত্যুঃ

প্রাঙ্ নাড়ী বেধের নক্ষত্রে অশ্বিন্যাদি হইতে ষষ্ঠ, দ্বিতীয়, ষষ্ঠ, দ্বিতীয় এই ক্রমে আশ্বিনী প্রভৃতি নক্ষত্র সমূহ অর্থাৎ প্রথম অশ্বিনী, পরে অশ্বিনী হইতে ছয় আর্দ্রা, তৎপরে আর্দ্রা হইতে দ্বিতীয় পুনর্বসু, পরে পুনর্বসু হইতে ছয় উত্তরাষাঢ়া এই ক্রমে লিখিতে হইবে। মধ্য নাড়ীবেধের নক্ষত্র সমূহে যাম্যাদি (ভরণী প্রভৃতি) হইতে চতুর্থ ক্রমে অর্থাৎ প্রথম ভরণী, পরে ভরণী হইতে চতুর্থ মৃগশিরা, পরে মৃগশিরার চতুর্থ পুষ্যা ইত্যাদি ক্রমে নক্ষত্র লিখিত হইবে। পৃষ্ঠনাড়ীতে দ্বিতীয়, ষষ্ঠ ইত্যাদি ক্রমে অর্থাৎ প্রথম কৃত্তিকা, পরে কৃত্তিকার দ্বিতীয় রোহিণী, পরে রোহিণীর ষষ্ঠ অশ্লেষা ইত্যাদি ক্রমে নক্ষত্র লিখিত হইবে। ফলিতার্থ হইতেছে—প্রাঙ্ নাড়ীতে ১।৬।৭।১২।১৩।১৮।১৯।২৪।২৫; মধ্যনাড়ীতে ২।৫।৮।১১।১৪।১৭।২০।২৩।২৬; পৃষ্ঠ নাড়ীতে ৩।৪।৯।১০।১৫।১৬।২১।২২।২৭ সংখ্যার নক্ষত্র সমূহ লিখিত হইবে। ৫

এইরূপে তিনটি নাড়ীতে নক্ষত্র পাত করিয়া তাহাদের বেধ কন্যা, উপাসনীয় মন্ত্র, গুরু, দেবতা, পণ্যস্ত্রী (গণিকা), স্বামী, মিত্র, দেশ, গ্রাম, পুর, গৃহ প্রভৃতি স্থলে নিরীক্ষণ করিবে। ৬

যদি বর ও কন্যার নক্ষত্র একনাড়ীস্থ হয়, তবে নাড়ীবেধ হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। গুর্বাদিস্থলে অর্থাৎ গুরু-শিষ্যের, সেব্য-সেবকের, উপাস্য উপাসক প্রভৃতি স্থলেও সেইরূপ অর্থাৎ উহাদের নক্ষত্র এক নাড়ীতে অবস্থিত হইলে নাড়ীবেধ হয়, জানিবে। ৭

যেখানে (নিজের নক্ষত্রের সহিত) গুরু, মন্ত্র ও দেবতার নক্ষত্র এক নাড়ীতে অবস্থিত হয়, সেখানে যথাক্রমে বিদ্বেষ, রোগ ও মরণ ফল নির্দেশ করে। ৮

একনাড়ী স্থিতা, এই কথার এই অর্থ—যদি নিজের নক্ষত্রের সহিত গুরুর নক্ষত্র

স্থাদিত্যর্থঃ। এতাবতা গুরু-নক্ষত্রমপি জ্ঞাতুমুচিতমিত্যায়াতম্। স্বস্য গুরোশ্চ প্রকৃত-নক্ষত্রাজ্ঞানে বক্ষ্যমাণ-নক্ষত্র-চক্রানুসারেণ নামাদ্যক্ষরতো নক্ষত্রং গ্রাহ্যম্, মন্ত্র-দেবতয়োঃ সুতরামাদ্যক্ষরক্রমেণেতি বিভাবনীয়ম্ ॥

কুলাকুল-চক্রনিরূপণম্

ধনি-মন্ত্রং ন গৃহ্নীয়াদকুলঞ্চ তথৈব চ। ইতি তন্ত্রবচনাদকুল-মন্ত্রস্যা-গ্রাহ্যত্বাৎ কুলমন্ত্রস্য গ্রাহ্যতার্থং কলাকুলচক্রং নিরূপ্যতে। তত্র চ কুলং মিত্রম্, অকুলং শত্রুঃ, তয়োর্জ্ঞাপকতয়া কুলাকুল-পদবাচ্যতা। ১০

নিবন্ধে— কুলাকুল-বিভেদং হি বক্ষ্যামি মন্ত্রিণামিহ।
বায্বগ্নি-ভূ-জলাকাশাঃ পঞ্চাশল্লিপয়ঃ ক্রমাৎ ॥ ১১
পঞ্চ হ্রস্বাঃ পঞ্চ দীর্ঘা বিন্দ্বন্তাঃ সন্ধি-সম্ভবাঃ।
কাদয়ঃ পঞ্চশঃ যক্ষলসহান্তাঃ সমীরিতাঃ ॥ ১২

যথা—অ আ এ ক চ ট ত প য ষা মারুতাঃ। ই ঈ ঐ খ ছ ঠ থ ফ র ক্ষা আগ্নেয়াঃ। উ ঊ ও গ জ ড় দ ব ল লাঃ পার্থিবাঃ। ঋ ৠ ঔ ঘ ঝ ঢ ধ ভ ব সা বারুণাঃ। ঌ ৡ অং ঙ ঞ ণ ন ম শ হা নাভসাঃ। ১৩

এক নাড়ীতে অবস্থিত হয়, তখন দ্বেষ, যদি মন্ত্র নক্ষত্র একনাড়ীস্থ হয়, তখন রোগ, যদি দেবতার নক্ষত্র এক নাড়ী স্থিত হয়, তখন মৃত্যু হইবে। উক্ত বচনে এইরূপ উক্ত হওয়ায় গুরুর নক্ষত্রও জানা আবশ্যক, ইহা সূচিত হইয়াছে। নিজের ও গুরুর প্রকৃত নক্ষত্র জানা না থাকিলে বক্ষ্যমাণ নক্ষত্র-চক্র অনুসারে নামাদির অক্ষর হইতে নক্ষত্র গ্রহণ করিতে হইবে। মন্ত্র ও দেবতার সুতরাং আদি অক্ষর ক্রমে নক্ষত্র গ্রহণ কর্ত্তব্য, ইহা চিন্তা করিবে। ৯

ধনি-মন্ত্র গ্রহণ করিবে না, সেইরূপ অকুল মন্ত্রও গ্রহণ করিবে না—এই তন্ত্র বচন অনুসারে অকুল মন্ত্রের অগ্রাহ্যতা হেতু কুলমন্ত্রের গ্রহণের জন্য কুলাকুল চক্র নিরূপিত হইতেছে। তন্মধ্যে কুল হইতেছে মিত্র, অকুল শত্রু। এই কুল (মিত্র) ও অকুলের (শত্রুর) জ্ঞাপক বলিয়া ঐ চক্র কুলাকুল পদবাচ্য হইয়াছে। ১০

নিবন্ধে বলিয়াছেন—এই স্থলে মন্ত্রিগণের কুলাকুলের বিভেদ বলিতেছি। বায়ু, অগ্নি, পৃথিবী, জল ও আকাশ—এই পঞ্চভূতময় পঞ্চাশৎ বর্ণ ক্রমান্বয়ে রাখিয়া কুলাকুল নির্ণয় করিবে। ১১

পাঁচটি হ্রস্ব, পাঁচটি দীর্ঘ, অনুস্বার, সন্ধিজাত, ককারাদি পাঁচটি বর্গ, য ক্ষ ল স হ ও অন্ত (ক্ষ)—এই ছয়টি বর্ণ লইয়া কুলাকুলের পঞ্চাশৎ বর্ণ কথিত হইয়াছে। ১২

যেমন—অ আ এ ক চ ট ত প য ষ—এইগুলি বায়বীয় বর্ণ। ই-ঈ ঐ খ ছ ঠ

অত্র লকারদ্বয়স্য পৃথক্ প্রয়োজনাভাবেঽপি মাতৃকাবর্ণানাং লকার-দ্বয়-বত্ত্বানুরোধাৎ[১] তথা নির্দ্দেশঃ। লকারদ্বয়স্য চৈকস্থান-পরত্বান্ন ফলবৈজাত্য-মাশঙ্কনীয়ম্। এবমত্র চক্রে[২] ক্ষকারঃ ক্ষকারত্বেনাগ্নেয়তয়া গ্রাহ্যঃ, ন তু ককারাদিত্বেন বা যবীয়তয়া ইত্যবধেয়ম্। ১৪

নিবন্ধে— সাধকস্যাক্ষরং পূর্বং মন্ত্রস্যাপি তদক্ষরম্।
যদ্যেক-ভূতদৈবত্যং জানীয়াৎ স্বকুলং হি তৎ ॥ ১৫
ভৌমস্য বারুণং মিত্রমাগ্নেয়স্যাপি মারুতম্।
মারুতং পার্থিবানাঞ্চ চাগ্নেয়মন্তসাং রিপুঃ[৩] ॥ ১৬

অস্যার্থঃ—সোম-বারুণয়োরাগ্নেয়-মারুতয়োর্মারুত-পার্থিবয়োঃ পরস্পরং মিত্রতা। আগ্নেয়-বারুণয়ো চকারাদাগ্নেয়-পার্থিবয়োঃ পরস্পরং শত্রুতা। আগ্নেয়মন্তসাঞ্চ শত্রুরিতি চকারব্যত্যয়াদন্বয়ঃ। নাভসং সর্বেষাং মিত্রমেব। ১৭

থ ফ র ক্ষ—এইগুলি আগ্নেয় বর্ণ। উ ঊ ও গ জ ড দ ব ল ল—এইগুলি পার্থিব বর্ণ। ৯ ৯ ঔ ঘ ঝ ঢ ধ ভ ব স এইগুলি জলীয় বর্ণ। ৯ ৯ অং ঙ ঞ ণ ম শ ও হ—এইগুলি নাভস বর্ণ। ১৩

এই স্থলে লকার দ্বয়ের পৃথক্ প্রয়োজন না থাকিলেও মাতৃকাবর্ণ সমূহের লকার দ্বয়-বত্ত্বের অনুরোধে সেইরূপ নির্দেশ হইয়াছে। লকার দ্বয়ের এক স্থানে স্থিতিহেতু ফলভেদের আশঙ্কা নাই। অতএব এই চক্রে ক্ষকার ক্ষকারত্বরূপে আগ্নেয় বর্ণ বলিয়া গ্রহণীয়, কিন্তু ককারাদিরূপে বা যবীয়রূপে গ্রহণীয় নহে, ইহা জানিবেন। ১৪

নিবন্ধে বলিয়াছেন—প্রথম মন্ত্র গ্রহীতা সাধকের নামের প্রথম অক্ষর ও গ্রহণীয় মন্ত্রের সেই প্রথম অক্ষর যদি এক ভৌত (ভূতের) এবং এক দৈবতক হয়, তবে ঐ অক্ষরকে স্বকুল জানিবে। ১৫

বারুণ বা জল বর্ণ পার্থিব বর্ণের মিত্র, আগ্নেয় বা অগ্নিবর্ণেরও মারুত বা বায়বীয় বর্ণ মিত্র। পার্থিব বর্ণের বায়বীয় বর্ণ শত্রু, আগ্নেয় বর্ণ ও জলীয় বর্ণ পরস্পর শত্রু জানিবে। ১৬

ইহার অর্থ হইতেছে—সোম ও বারুণ বর্ণের, আগ্নেয় ও বায়বীয় বর্ণের মারুত ও পার্থিব বর্ণের পরস্পর মিত্রতা। আগ্নেয় ও বারুণ বর্ণের, চকারের দ্বারা বুঝা যায়, আগ্নেয় ও পার্থিব বর্ণের পরস্পর শত্রুতা। আগ্নেয় বর্ণ জলীয় বর্ণের শত্রু, এইস্থলে চকারের ব্যতিক্রমে অন্বয় হইবে। নাভস বর্ণ সকলের মিত্র। ১৭

১। ক—লকারবত্ত্বানুরোধাৎ। ২। ক—যত্র চক্রে ক্ষকারঃ। ৩। খ—শত্রুশ্চাগ্নেয়মন্তসাম্।

তথাচ রুদ্রজামলে—পার্থিবে বারুণং মিত্রং তৈজসং শত্রুরীরিতম্ ।
নাভসং সর্ব-মিত্রং স্যাদ্ বিরুদ্ধং নৈব শীলয়েৎ ॥ ১৮

অথ ষট্পদচক্রম্

যথা শারদাতিলক-টীকাকার-রাঘবভট্ট-ধৃতবচনম্—

ষট্পদং চক্রমালিখ্য প্রাগাদিষু দলেষু চ ।
অকারাদ্যন্তমেকৈকং লিখেন্ ন্নিঃষণ্ডকূটকম্ ।
স্বনামাদ্যক্ষরং যত্র তদারভ্য বিচারয়েৎ ॥ ১৯

মন্ত্রাদ্যক্ষরপর্য্যন্তমিত্যর্থঃ । ফলন্তু—

উদিতে সম্পদুদ্দিষ্টা দ্বিতীয়ে সম্পদাং ক্ষয়ঃ ।
তৃতীয়ে চ ধৃতিং[১] বিদ্যাচ্চতুর্থে বন্ধুবিগ্রহঃ ।
পঞ্চমঃ সংশয়ার্থঃ স্যাৎ ষষ্ঠঃ সর্ববিনাশকঃ ॥ ২০

রুদ্র জামলে তাহাই বলিয়াছেন—বারুণ বর্ণ পার্থিব বর্ণের মিত্র ; কিন্তু তৈজস বর্ণ শত্রু কথিত হইয়াছে। নাভস বর্ণ সকল বর্ণের মিত্র। এস্থলে বিরুদ্ধ অনুশীলন করিবে না। ১৮

টিপ্পনী। মিত্র বর্ণে সিদ্ধি লাভ, উদাসীন বর্ণে কোন ফল নাই কথিত হইয়াছে। অমিত্র (শত্রু) বর্ণে মৃত্যু ও ব্যাধি হইতে পারে। স্বকুলে উত্তম সিদ্ধি লাভ হয়।

মিত্রে সিদ্ধিঃ সমাখ্যাতা চোদাসীনে ন কিঞ্চন। মৃত্যুর্ব্যাধিরমিত্রে চ স্বকুলে সিদ্ধিরুত্তমা ।—তন্ত্রসারধৃত বচন। ১৮

অনন্তর ষট্‌পদ চক্র কথিত হইতেছে। এ সম্বন্ধে শারদাতিলক তন্ত্রের টীকাকার রাঘব ভট্টের ধৃত বচন হইতেছে। যথা—

ষট্‌পদ চক্র সম্যক্‌রূপে লিখিয়া তাহার পূর্বাদি দল সমূহে অকার হইতে অন্তবর্ণ পর্য্যন্ত এক একটী বর্ণ লিখিবে। তাহাতে ষণ্ড ও ক্লীববর্ণ হীন বর্ণকূট হইবে। যেখানে নিজ নামের প্রথম অক্ষর, সেই স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া (মন্ত্রের আদি অক্ষর পর্য্যন্ত) বিচার করিবে। ১৯

নিজ নামের প্রথম অক্ষর হইতে মন্ত্রের আদ্য অক্ষর পর্য্যন্ত বিচার করিবে—এই অর্থ। ফল হইতেছে—

উদিতে (প্রথমে) সম্পৎ কথিত হইয়াছে। দ্বিতীয় দলে সম্পদের নাশ, তৃতীয় দলে ধৃতি জানিবে। চতুর্থ দলে বন্ধু বিগ্রহ। পঞ্চম দলটি সংশয় ফলক এবং ষষ্ঠ দলটি সর্ব বিনাশক। ২০

১। খ—কৃতিং।

উদিতে প্রথমে ইত্যর্থঃ। অথাষ্টবর্গচক্রম্। যথা রাঘবভট্টঃ—

অবর্গঃ পক্ষী বিজ্ঞেয়ো মার্জারশ্চ কবর্গকঃ।
চবর্গশ্চ তথা সিংহষ্টবর্গশ্চৈব কুক্কুরঃ॥ ২১
তবর্গো নাগ ইত্যুক্তো মুষিকশ্চ পবর্গকঃ।
যবর্গশ্চ গজো জ্ঞেয়ঃ শবর্গো হ্যজ-মেষকঃ॥ ২২

অজমেষক ইতি। অজাত্মকো মেষাত্মকশ্চ পরিভাষিত ইত্যর্থঃ অয়মর্থঃ—নব রেখা দত্ত্বা অষ্টগৃহাণি কৃত্বা তেষু বর্ণান্ ন্যসেৎ। অবর্গ ইতি। অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ ৯ ৡ এ ঐ ও ঔ অং অঃ। যবর্গঃ—য র ল বাঃ। শবর্গঃ—শ ষ স হ ক্ষাঃ। তথা চ মন্ত্রস্যাদ্যক্ষরেণ সাধকনামাদ্যক্ষরেণ চ গৃহং লক্ষয়িত্বা ফলং বদেৎ। ২৩।

যথা— গরুত্ম-সর্পয়োর্বৈরং তথা চ গজ-সিংহয়োঃ।
মার্জার-মুষয়োর্বৈরং বৈরং কুক্কুর-মেষয়োঃ॥ ২৪

ততশ্চ বৈরিমন্ত্রং ন গৃহ্নীয়াদিতি লব্ধম্। অত্রেদং তত্ত্বং—সাধকস্য সর্পত্বে গজত্বে মুষিকত্বে বা সাধ্যস্য গরুত্মত্বং সিংহত্বং মার্জারত্বঞ্চ বিরুদ্ধমেব। যদি

উদিতে এই কথার অর্থ—প্রথমে। অনন্তর অষ্ট-বর্গ চক্র কথিত হইতেছে। যেমন রাঘব ভট্ট বলিয়াছেন—

অবর্গকে গরুড় পক্ষী, কবর্গকে মার্জার, সেইরূপ চবর্গকে সিংহ, টবর্গকে কুক্কুর জানিবে। তবর্গ নাগ বলিয়া কথিত হইয়াছে। পবর্গকে মূষিক এবং যবর্গকে গজ জানিবে। শবর্গ অজ ও মেষ স্বরূপ জানিবে। ২১-২২

অজমেষক, এই কথার এই অর্থ—অজস্বরূপ ও মেষ স্বরূপ পরিভাষিত হইয়াছে। এই শ্লোকের এই অর্থ হইতেছে—নয়টী রেখা দিয়া আটটি গৃহ করিয়া সেই কোষ্ঠগুলিতে যথাক্রমে বর্গের বর্ণ সমূহ স্থাপন করিবেন। অবর্গ হইতেছে—অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ ৯ ৡ এ ঐ ও ঔ অং অঃ। যবর্গ—য র ল ব। শবর্গ—শ ষ স হ ক্ষ। এইরূপ হইলে মন্ত্রের আদ্য অক্ষর ও সাধকের নামের আদি অক্ষরের দ্বারা গৃহকে লক্ষ্য করিয়া ফল বলিবেন। ২৩

যেমন—গরুড় পক্ষী ও সর্পের শত্রুতা, সেইরূপ গজ ও সিংহের, মার্জার ও মূষিকের, কুক্কর ও মেষের বৈরিতা জানিবে। ২৪

তাহাতে—বৈরী মন্ত্র গ্রহণ করিবে না—এইটি পাওয়া গেল। এস্থলে তত্ত্ব এই যে, সাধক সর্প, গজ ও মার্জার হইলে সাধ্যের গরুত্মত্ব, সিংহত্ব ও মার্জরত্ব বিরুদ্ধই হয়।

চ শুদ্ধমন্ত্রো ন মিলতি, সাধকো গরুড়ো সিংহো মার্জারো বা ভবতি, তদা সর্পো গজো মূষিকো বা মন্ত্রো গ্রাহ্যঃ[১], সাধকস্য সাধ্য-ক্ষতি-করণাসমর্থত্বা-দিত্যস্মাকীনা যুক্তিরিত্যষ্টবর্গচক্রম্। ২৫

অথ রাশিচক্রম্

শারদায়াং[২]—স্বতার-রাশিকোষ্ঠানামনুকূলান্ ভজেন্ মনূন্। ইতি বচনান্নক্ষত্রচক্র-রাশিচক্র-সিদ্ধাদিচক্রাণামাবশ্যকতয়া লাঘবাৎ প্রথমং রাশি-চক্রং নিরূপ্যতে[৩]। যথা কল্পদ্রুমে (২৬)—

রেখাদ্বয়ং পূর্বপরেণ কুর্য্যাৎ তন্মধ্যতো যাম্য-কুবের-ভেদাৎ।
একৈকমীশান-নিশাচরে তু হুতাশ-বায়ে্বার্বিলিখেৎ ততোঽর্ণান্॥ ২৭
বেদাগ্নি-বহ্নি-যুগল-শ্রবণাক্ষি-সংখ্যান্
পঞ্চেষু-বাণ-শর-পঞ্চ-চতুষ্টয়ার্ণান্।

যদি শুদ্ধ মন্ত্র না পাওয়া যায়, সাধক যদি গরুড়, সিংহ বা মার্জার হয়, তখন সর্প, গজ বা মূষিক মন্ত্র গ্রহণীয়, যেহেতু ঐ সাধক সাধ্যের ক্ষতি করিতে সমর্থ নহে। ইহা আমার যুক্তি। অষ্ট বর্গচক্র সমাপ্ত হইল। ২৫

অনন্তর রাশিচক্র কথিত হইতেছে। শারদাতিলক-তন্ত্রে বলিয়াছেন—নিজ নামের তারা কোষ্ঠ (নক্ষত্র চক্র) ও রাশি কোষ্ঠের (রাশি চক্রের) অনুকূল মন্ত্রের উপাসনা করিবেন—এই বচনানুসারে নক্ষত্রচক্র, রাশিচক্র ও সিদ্ধাদি চক্র সমূহের বিচার আবশ্যক হওয়ায় লাঘববশতঃ প্রথমে রাশি-চক্র নিরূপিত হইতেছে। যেমন কল্পদ্রুমে বলিয়াছেন (২৬)—

প্রথমে পূর্ব ও পশ্চিমে কিছু ব্যবধানে দুইটি সরল রেখা অঙ্কিত করিবে। পরে ঐ রেখাদ্বয়ের মধ্য স্থলে উত্তর দক্ষিণ লম্বমান আর দুইটি সেইরূপ রেখা অঙ্কন করিবে। পরে নিশাচর (রাক্ষস) ও ঈশানে এবং অগ্নি ও বায়ুকোণে আড়া আড়ি এক একটি রেখা অঙ্কন করিবে। তাহাতে একটি রাশিচক্র উৎপন্ন হইবে। তাহার পর মেষাদি ক্রমে বর্ণগুলিকে লিখিবে। ২৭

প্রথমে মেষ, বৃষ প্রভৃতি বারটি গৃহে যথাক্রমে বেদ (চারি) সংখ্যক, অগ্নি (তিন) সংখ্যক, বহ্নি (তিন) সংখ্যক, যুগল (দুই) সংখ্যক, শ্রবণ (কর্ণ—দুই) সংখ্যক, অক্ষি (দুই) সংখ্যক, পরে তুলায় পাঁচ সংখ্যক, পরে ইষু (পাঁচ) সংখ্যক, তৎপরে বাণ (পাঁচ) সংখ্যক, শর (পাঁচ) সংখ্যক, পরের গৃহে কুম্ভে পাঁচ সংখ্যক

১। খ—গ্রাহ্য ইত্যনন্তরম্ ইত্যস্মাকীনা যুক্তিরিত্যাদি পাঠঃ।
২। খ—তন্ত্রে। ৩। খ—নিরূপ্যতে। অথ রাশিচক্রম্। কল্পদ্রুমে ইতি পাঠঃ।

মেষাদিতঃ প্রবিলিখেৎ সকলাংস্তু বর্ণান্
কন্যাগতান্ প্রবিলিখেদথ শাদি-বর্ণান্ ॥ ২৮

শারদায়াং—বালং গৌরং খুরং শোণং শমী শোভেতি রাশিষু।
ক্রমেণ ভেদিতা বর্ণাঃ কন্যায়াং শাদয়ঃ স্মৃতাঃ ॥ ২৯

অস্যাভিপ্রেত-সংকেতস্তু কু চু টু তু পু যা বর্গাস্তেষাং প্রথম-দ্বিতীয়-তৃতীয়-চতুর্থ-পঞ্চম-বর্ণৈর্মেষাদিষু এক-দ্বি-ত্রি-চতুঃ-পঞ্চবর্গাঃ[১] ক্রমেণ বোধ্যাঃ। তথাচ বা-শব্দ-বকারো যবর্গ-চতুর্থস্তেন মেষে বর্ণ চতুষ্কম্, লকারো যবর্গ-তৃতীয়স্তেন বৃষে বর্ণত্রয়ম্। এবমুত্তরত্রাপি[২]। বচনদ্বয়ে শাদিপদেন শ ষ স হ ল ক্ষাণাং বর্ণানাং গ্রহণম্, অং অঃ শ ষ স হ ল ক্ষাশ্চ, কন্যায়ামষ্টকং ভবেদিতি মন্ত্র-মুক্তাবলী-বচনাৎ। অত্র—চতুর্ভির্যাদিভিঃ সার্দ্ধং ক্ষকারশ্চৈব মীনগঃ ইতি

ও মীনে চারি সংখ্যক বর্ণ লিখিবে। এই ক্রমে মেষাদি হইতে বর্ণ সকল লিখিবে। পরে কন্যাতে শাদি বর্ণ (শ ষ স হ ল ক্ষ) বর্ণ লিখিবে। ২৮

শারদাতিলকে বলিয়াছেন—বা ল গৌ র খু র শো ণ শ মী শো ভা—এই সঙ্কেত অনুসার মেষাদি বারটি রাশিতে বর্ণগুলি বিভাগ ক্রমে স্থাপিত হইবে। কন্যাতে স্বরের অন্ত্য দ্বয় ং ও ঃ (অং ও অঃ) এবং শাদিবর্ণ (শ ষ স হ ল ক্ষ) কথিত হইয়াছে। ২৯

এই কারিকার অভিপ্রেত সঙ্কেত হইতেছে—কু চু টু তু পু ও য—এই কয়টি বর্গ অর্থাৎ কবর্গ, চবর্গ, টবর্গ, তবর্গ, পবর্গ ও যবর্গ। সেই বর্গসমূহের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ণের সহিত যথাক্রমে মেষাদিতে এক, দুই, তিন, চারিটি বর্ণ ও পাঁচটি বর্গ জানিতে হইবে। তাহা হইলে প্রথম সঙ্কেত বাকারের বকারটী যবর্গের চতুর্থ বর্ণ, সুতরাং মেষে অকারাদি চারিটি বর্ণ লিখিত হইবে। দ্বিতীয় সংকেত ল, উহা যবর্গের তৃতীয় বর্ণ, সুতরাং বৃষে তিনটি বর্ণই লিখিত হইবে। উত্তরবর্ত্তী মিথুনাদি স্থলেও এইরূপ বুঝিতে হইবে। যেমন—গৌ শব্দের গকারটি কবর্গের তৃতীয় বর্ণ, সুতরাং মিথুনে তিনটি বর্ণই লিখিত হইবে। র শব্দের রকারটি যবর্গের দ্বিতীয় বর্ণ, সুতরাং কর্কটে দুইটি বর্ণ লিখিত হইবে। এই ভাবে সঙ্কেতিত বর্ণটি বর্গের যত সংখ্যক বর্ণ হইবে, রাশি কোষ্ঠে তত সংখ্যক বর্ণ লিখিতে হইবে। আগমকল্পদ্রুম ও শারদাতিলকের দুইটি বচনে শাদি পদের দ্বারা শ ষ স হ ল ক্ষ বর্ণ সমূহের গ্রহণ হইয়াছে। সুতরাং কন্যাতে অং অঃ শ ষ স হ ল ক্ষ—এই আটটি বর্ণ লিখিত হইবে; যেহেতু কন্যাতে অং অঃ শ ষ হ ল ক্ষ এই আটটি বর্ণ হইবে—এই মন্ত্রমুক্তাবলীর বচন

১। খ—ত্রি-চতুঃবর্ণাঃ। ২। খ—উত্তরত্রাপি ইত্যনন্তরং যথা—অ আ ই ঈ মেষ ইত্যাদি পাঠঃ।

প্রপঞ্চসার-বচনাৎ ক্ষকারস্যাপি মীনে প্রবেশ ইতি রাঘবভট্টঃ। লকারস্যো-ভয়ত্র সম্বন্ধেঽপি মীনে বিচার আবশ্যকঃ। ক্ষকারস্য তু কন্যায়াং বিচার আবশ্যকঃ, বহুসম্মতত্বাদিতি তত্ত্বম্ ৩০

তথাচ[১]—অ আ ই ঈ মেষঃ। উ ঊ ঋ বৃষঃ। ৠ, ঌ ৡ মিথুনম্। এ ঐ কর্কটঃ। ও ঔ সিংহঃ। অং অঃ শ ষ স হ ল ক্ষাঃ কন্যা। কু তুলা, চু বৃশ্চিকঃ, টু ধনুঃ, তু মকরঃ, পু কুম্ভঃ, য র ল বা মীনঃ ॥ ৩১

ততশ্চ[২]— স্বরাশের্মন্ত্ররাশ্যন্তং গণনীয়ং বিচক্ষণৈঃ।
রাশীনাং শুদ্ধতা জ্ঞেয়া ত্যজেচ্চক্রং মৃতিং ব্যয়ম্ ॥ ৩২

স্বরাশেরজ্ঞানে তু রাশিচক্রানুসারেণ[৩] স্বনামাদ্যক্ষরসম্বন্ধি-রাশিং গৃহীত্বা গণয়েৎ, সাধ্যাদ্যক্ষর-রাশ্যন্তং গণয়েৎ সাধকাক্ষরাদিতি রামার্চনচন্দ্রিকা-বচনাৎ, অজ্ঞাতে রাশি-নক্ষত্রে নামাদ্যক্ষর-রাশিত ইতি নারায়ণীয়াচ্চ। ৩৩

আছে। এই চক্রে ষাদি চারিটি বর্ণের সহিত ক্ষকার মীনরাশি গত হইবে—এই প্রপঞ্চসার তন্ত্রের বচন অনুসারে ক্ষকারেরও মীনে প্রবেশ হইবে, ইহা রাঘব ভট্ট বলেন। লকারের উভয় স্থলে সম্বন্ধ হইলেও মীনে বিচার আবশ্যক এবং ক্ষকারের কন্যায় বিচার আবশ্যক ; যেহেতু উহাতে বহু ব্যক্তির সম্মতি আছে, ইহাই তত্ত্ব। ৩০

তাহা হইলে—অ আ ই ঈ হইতেছে মেষ। উ ঊ ঋ—বৃষ। ৠ, ঌ ৡ তিনটি মিথুন। এ ঐ দুইটি কর্কট। ও ঔ দুইটি সিংহ। অং অঃ শ ষ স হ ল ক্ষ—এইগুলি কন্যা। কু—কবর্গটি তুলা। চু—চবর্গটি বৃশ্চিক। টু—টবর্গটি ধনুঃ। তু—তবর্গটি মকর। পু—পবর্গটি কুম্ভ এবং য র ল ব বর্ণগুলি মীন। ৩১

তাহার পর নিজের রাশি হইতে মন্ত্রের রাশির অন্ত পর্য্যন্ত বিচক্ষণ সাধক গণনা করিবে। তাহাতে মেষাদি রাশির শুদ্ধতা জানিবে। মৃত্যু রাশি ও ব্যয় রাশি ত্যাগ করিবে। ৩২

নিজের রাশির জ্ঞান না থাকিলে কিন্তু রাশি-চক্র অনুসারে নিজ নামের আদ্য অক্ষর সম্বন্ধী রাশিকে গ্রহণ করিয়া গণনা করিবেন। যেহেতু সাধকের অক্ষর হইতে সাধ্যের (শিষ্যের) আদ্য অক্ষরের রাশি পর্য্যন্ত গণনা করিবে—এইরূপ রামার্চন-চন্দ্রিকার বচন এবং রাশি ও নক্ষত্র অজ্ঞাত হইলে নামের আদি অক্ষরের রাশি হইতে গণনা করিবে—এইরূপ নারায়ণীয় তন্ত্রের বচন আছে। ৩৩

১। খ—যথা। ২। খ—ততশ্চেতি নাস্তি। ৩। খ—রাশিচক্রানুসারেণেতি পাঠো নাস্তি।

যৎ তু[১]— এক পঞ্চ নব বান্ধবাঃ স্মৃতা দ্বৌ চ ষট্ চ দশমাশ্চ সেবকাঃ।
বহ্নি-রুদ্র-মুনয়স্তু পোষকা দ্বাদশাষ্ট-চতুরস্তু* ঘাতকাঃ ॥ ৩৪

ইতি। তদ্ বিষ্ণুবিষয়ম্, রামার্চনচন্দ্রিকোক্তত্বাৎ[২]। শক্ত্যাদৌ তু— ষষ্ঠাষ্টম-দ্বাদশানি বর্জ্জনীয়ানি দেশিকৈঃ,[৩] পূর্বোক্তবচনাৎ ॥ ৩৫

লগ্নং ধনং ভ্রাতৃ-বন্ধু-পুত্র-শত্রু-কলত্রকাঃ।
মরণং ধর্ম-কর্মায়-ব্যয়া দ্বাদশ রাশয়ঃ ॥
নামানুরূপমেতেষু শুভাশুভ-ফলং দিশেৎ ॥ ৩৬

ইতি শারদাবচনাচ্চ[৪]। বৈষ্ণবে তু শত্রুস্থানে বন্ধুরিতি বন্ধুস্থানে শত্রুরিতি চ পাঠঃ। তথাচ তন্ত্ররাজে—

তেন মন্ত্রাদিবর্ণেন নাম্নশ্চাদ্যক্ষরেণ চ।
গণয়েদ্ যদি ষষ্ঠং বাপ্যষ্টমং দ্বাদশন্তু বা ॥
রিপুর্মন্ত্রাদ্যবর্ণঃ স্যাৎ তেন তস্যাহিতং ভবেৎ ॥ ৩৭

আর যে এই বচন আছে—প্রথম, পঞ্চম ও নবম রাশিগুলি বান্ধব কথিত হইয়াছে। দ্বিতীয়, ষষ্ঠ ও দশম রাশি সেবক এবং বহ্নি (তৃতীয়), রুদ্র (একাদশ) ও মুনি (সপ্তম) পোষক এবং দ্বাদশ, অষ্ট ও চতুর্থ রাশিকে ঘাতক জানিবে। ৩৪

তাহা বিষ্ণুবিষয়ক জানিবেন। যেহেতু উক্ত বচনটি রামার্চনচন্দ্রিকাতে ধৃত হইয়াছে। শক্ত্যাদি বিষয়ে কিন্তু পূর্বোক্ত বচন অনুসারে ষষ্ঠ, অষ্টম ও দ্বাদশ রাশি দেশিক কর্তৃক বর্জনীয়। ৩৫

লগ্ন, ধন, ভ্রাতৃ, বন্ধু, পুত্র, শত্রু, স্ত্রী, মরণ, ধর্ম, কর্ম, আয় ও ব্যয়—এই বারটি রাশির যথাক্রম নামের অনুরূপ শুভ ও অশুভ ফল নির্দেশ করে। ৩৬

এইরূপ শারদাতিলকের বচনও আছে। বৈষ্ণব বিষয়ে কিন্তু শত্রু স্থানে বন্ধু এই পাঠ এবং বন্ধু স্থানে শত্রু এই পাঠ হইবে। তন্ত্র-রাজ তন্ত্রে তাহাই বলিয়াছেন—

সেই মন্ত্রের আদি বর্ণের দ্বারা এবং নামের আদি অক্ষরের দ্বারা গণনা করিবে। যদি মন্ত্রের আদি বর্ণ ষষ্ঠ, অষ্টম বা দ্বাদশ হয়, তবে শত্রু হইবে, তাহাতে তাহার অহিত হইবে। ৩৭

১। খ—যৎ তু স্থলে রামার্চনচন্দ্রিকায়ামিতি পাঠঃ।

* চতুরস্থিত্যত্র আগমকার্য্যমনিত্যামিত্যামাগমাভাব ইতি। ২। খ—রামার্চনচন্দ্রিকাধৃতত্বাৎ।

৩। খ—দৈশিকৈরিত্যনন্তরং তন্ত্রান্তরে—লগ্নং ধনমিত্যাদি পাঠঃ।

৪। খ—ইতি শারদাবচনাচ্চেতি পাঠো নাস্তি।

অত্র কেচিৎ লগ্নোঽতিক্লেশ-জনক ইতি বচনভাগং পঠন্তি। ৩৮

অথ নক্ষত্রচক্রম্

পিঙ্গলাতন্ত্রে— উত্তরাদ্ দক্ষিণাগ্রাস্তু রেখাং কুর্য্যাচ্চতুষ্টয়ীম্।
দশরেখাঃ পশ্চিমান্তাঃ কর্ত্তব্যা বরবর্ণিনি! ॥ ৩৯

অশ্বিন্যাদি-ক্রমেণৈব বিলিখেৎ তারকাঃ পুনঃ।
বক্ষ্যমাণ বিধানেন তন্মধ্যে বর্ণকান্ লিখেৎ ॥ ৪০

পক্ষৈক-ত্র্যব্ধি-রূপাবনি-ভুজ-শশি যুগ্-যুগ্ম-ভূ-যুগ্ম-পক্ষা
যুগ্মৈক-দ্বি-ত্রি-রূপানল-শশি-শশি-ভূ-দ্ব্যেক-পক্ষাগ্নি-বেদাঃ।
বর্ণাঃ ক্রমাৎ স্বরান্ত্যৌ তু রেবত্যংশগতাবুভৌ। ৪১

এই স্থলে কেহ কেহ লগ্ন অতিশয় ক্লেশ জনক—এইরূপ বচনের অংশ পাঠ করেন। ৩৮

অনন্তর নক্ষত্র চক্র কথিত হইতেছে। পিঙ্গলা তন্ত্রে বলিয়াছেন—উত্তর হইতে দক্ষিণাগ্রা চারিটি রেখা করিবে। হে বরবর্ণিনি! পশ্চিমান্তা দশটি রেখা করিবে। ৩৯

তাহার পর অশ্বিন্যাদি ক্রমে তারকাগুলিকে লিখিবে। পুনরায় বক্ষ্যমাণ নিয়মে তাহার মধ্যে বর্ণগুলিকে লিখিবে। ৪০

২৭-নক্ষত্রের ২৭ কোষ্ঠের প্রথম পঙ্‌ক্তির প্রথম অশ্বিনীর কোষ্ঠে পক্ষ (অ আ দুইটী), ভরণীর কোষ্ঠে এক (ই), কৃত্তিকায় তিনটি (ঈ উ ঊ), রোহিণীতে অব্ধি (ঋ ৠ ঌ ৡ চারিটি), মৃগশিরায় রূপ (এ একটি), আর্দ্রায় অবনি (ঐ একটি), পুনর্বসুতে ভুজ (ও ঔ দুইটি), পুষ্যায় শশী (ক একটি). অশ্লেষায় যুক্ (খ গ দুইটী), দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির প্রথম মঘার কোষ্ঠে যুগ্ম (ঘ ঙ দুইটি), পূর্বফল্গুনীতে ভূ (চ একটী), উত্তরফল্গুনীতে যুগ্ম (ছ জ দুইটী, হস্তাতে পক্ষ (ঝ ঞ দুইটী), চিত্রাতে যুগ্ম (ট ঠ দুইটী, স্বাতীতে এক (ড), বিশাখায় দ্বি (ঢ ণ দুইটি), অনুরাধায় ত্রি (ত থ দ তিনটি) জ্যেষ্ঠাতে রূপ (ধ একটি)। তৃতীয় পঙ্‌ক্তির প্রথম মূলাতে অনল (ন প ফ তিনটি), পূর্বাষাঢ়ায় শশী (ব একটি), উত্তরাষাঢ়ায় শশী (ভ একটি), শ্রবণায় ভূ (ম একটি) ধনিষ্ঠায় দ্বি (য র দুইটি), শতভিষায় এক (ল), পূর্বভাদ্রপদে পক্ষ (ব শ দুইটী), উত্তরভাদ্রপদে অগ্নি (ষ স হ তিনটি), রেবতীতে বেদ (ল ক্ষ অং অঃ এই চারটি) বর্ণ ক্রমে ক্রমে লিখিত হইবে। স্বরের অন্ত্য (শেষ) অং অঃ দুইটী বর্ণ রেবতীর অংশগত হইবে। ৪১

নিবন্ধে— প্রাপলোভাৎ পটুঃ প্রাজ্যং রুদ্রস্যাগ্রিরুরুঃ করম্।
লোক-লোপ-পটু-প্রাপঃ খলৌ দ্যৌ ভেষু ভেদিতাঃ।
বর্ণাঃ ক্রমাৎ স্বরান্ত্যৌ তু রেবত্যংশগতৌ সদা[১] ॥ ৪২

অত্রায়ং আকূতঃ[২]—কু চু টু তু পু য বর্গাণাং প্রথম-দ্বিতীয়-তৃতীয়-চতুর্থাক্ষরৈরেক-দ্বি-ত্রি-চত্বারো বর্ণা গ্রাহ্যাঃ। সরেফাক্ষরেণ বর্ণদ্বয়মাত্রং বোধ্যম্। স্বরাঃ সর্বেঽবিবক্ষিতাঃ। রাঘবভট্টাস্ত্বত্র সংযুক্তাক্ষরেষু অন্ত্যাক্ষরং গ্রাহ্যমিতি প্রাহুঃ ॥ ৪৩

তথা— দমা রাম দমা দেদো রারাম মদরা দরা।
দূরে রাম মদারারী মামোদো গণনির্ণয়ঃ ॥ ৪৪

অস্যায়ং সংকেতঃ—দকারাদ্ দেবগণঃ, মকারান্মানুষগণঃ, রেফাদ্ রাক্ষসগণঃ।

যথা—(১) অ আ ও ১ অশ্বিনী দেবগণঃ। ( ) ই ও ২ মা। (৩) ঈ উ ঊ ও ৩ রা। (৪) ঋ ৠ ঌ ৡ ও ৪ মা। (৫) এ ও ৫ দে। (৬) ঐ ও ৬ মা।

নিবন্ধে (শারদাতিলকে) বররুচির সঙ্কেত অনুসারে বর্ণ বিন্যাসের ক্রম বলিয়াছেন—

বররুচির প্রা প লো ভা ৎপ টু প্রা জ্যং রু দ্র স্যা গ্রি রু রু ক রং লো ক লো প প টু প্রা প খ লৌ দ্যো—এই সঙ্কেত অনুসারে অশ্বিনী প্রভৃতি ২৭ নক্ষত্রের কোষ্ঠে অকারাদি বর্ণগুলিকে ক্রমে ক্রমে বিভাগ করিয়া দেখান হইয়াছে। স্বরের অন্ত্যদ্বয় অং অঃ সর্বদাই রেবতীর অংশগত হইবে। ৪২

এস্থলে এই অভিপ্রায় যে, কু চু টু তু পু ও যাদি বর্গের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ অক্ষরের দ্বারা এক, দুই, তিন ও চারিটি বর্ণ গ্রহণীয়। রেফযুক্ত অক্ষরের দ্বারা বর্ণদ্বয়মাত্রই বুঝিবে। সমস্ত স্বরই অবিবক্ষিত। রাঘব ভট্ট এই স্থলে সংযুক্ত অক্ষর সমূহের মধ্যে অন্ত্য অক্ষরই গ্রাহ্য—ইহা বলেন। ৪৩

দমা রাম দমা ইত্যাদি গণ-নির্ণয় কারিকায় সেই রূপই গণ-নির্ণয় উক্ত হইয়াছে। এই গণনির্ণয় কারিকার এই সংকেত—কারিকোক্ত দকারের দ্বারা যথাক্রমে দেবগণ, মকারের দ্বারা মানুষগণ, রেফ বা রকারের দ্বারা রাক্ষসগণ বুঝিতে হইবে। যেমন (১) অ আ বর্ণ ও অশ্বিনী নক্ষত্র দেবগণ। (২) ই ঈ ও ভরণী মানুষগণ। এইরূপ (৩) ঈ উ ঊ ও কৃত্তিকা রাক্ষসগণ। (৪) ঋ ৠ ঌ ৡ ও রোহিণী মানুষগণ, (৫) এ ও মৃগশিরা

১। খ—রেবত্যংশগতো তদেতি পাঠঃ। ২। খ—আকূত ইত্যনন্তরং প্রথম-দ্বিতীয়েত্যাদি পাঠঃ।

(৭) ও ঔ ও ৭ দে। (৮) ক ও ৮ দে। (৯) খ গ ও ৯ রা। (১০) ঘ ঙ ও ১০ রা। (১১) চ ও ১১ মা। (১২) ছ জ ও ১২ মা। (১৩) ঝ ঞ ও ১৩ দে। (১৪) ট ঠ ও ১৪ রা। (১৫) ড ও ১৫ দে। (১৬) ঢ ণ ও ১৬ রা। (১৭) ত থ দ ও ১৭ দে। (১৮) ধ ও ১৮ রা। (১৯) ন প ফ ও ১৯ রা। (২০) ব ও ২০ মা। (২১) ভ ও ২১ মা। (২২) ম ও ২২ দে। (২৩) য র ও ২৩ রা। (২৪) ল ও ২৪ রা। (২৫) ব শ ও ২৫ মা। (২৬) ষ স হ ও ২৬ মা। (২৭) অং অঃ ল ক্ষ ও ২৭ দে। তদেবং ক্রমেণ স্বনক্ষত্র-মন্ত্রনক্ষত্রয়োর্গণনির্ণয়ে ফলমাহ (৪৫)—

স্বজাতৌ পরমা প্রীতির্মধ্যমা ভিন্ন-জাতিষু।
রক্ষো-মানুষয়োর্নাশো বৈরং দানব-দেবয়োঃ ॥ ৪৬

ভিন্নজাতিম্বিতি। দেবমানুষয়োরিত্যর্থঃ। অত্রেদমবধেয়ম্—অভিলষিতো মন্ত্রো যদি রাক্ষসগণো ভবতি, সাধকো নরগণস্তদা ত্যাজ্য এব। যদি তু মন্ত্রো নরগণঃ, সাধকো রাক্ষসগণঃ, শুদ্ধমন্ত্রান্তরঞ্চ ন লভ্যতে, তদা রাক্ষসগণেনাপি সাধকেন নরগণো মন্ত্রো গ্রাহ্যঃ। সাধকস্য সাধ্য-ক্ষতিকরণাসমর্থত্বা-দিত্যস্মাকীন-যুক্তিপ্রদর্শনম্ ॥ ৪৭

দেবগণ, (৬) ঐ ও আর্দ্রা মানুষগণ, (৭) ও ঔ ও পুনর্বসু দেবগণ, (৮) ক ও পুষ্যা দেবগণ, (৯) খ গ ও অশ্লেষা রাক্ষসগণ, (১০) ঘ ঙ ও মঘা রাক্ষসগণ, (১১) চ ও পূর্বফল্গুনী মানুষগণ, (১২) ছ জ ও উত্তরফল্গুণী মানুষগণ, (১৩) ঝ ঞ ও হস্তা দেবগণ, (১৪) ট ঠ ও চিত্রা রাক্ষসগণ, (১৫) ড ও স্বাতী দেবগণ, (১৬) ঢ ণ ও বিশাখা রাক্ষসগণ, (১৭) ত থ দ ও অনুরাধা দেবগণ, (১৮) ধ ও জ্যেষ্ঠা রাক্ষসগণ, (১৯) ন প ফ ও মূলা রাক্ষসগণ, (২০) ব ও পূর্বাষাঢ়া মানুষগণ, (২১) ভ ও উত্তরাষাঢ়া মানুষগণ, (২২) ম ও শ্রবণা দেবগণ, (২৩) য র ও ধনিষ্ঠা রাক্ষসগণ, (২৪) ল ও শতভিষা রাক্ষসগণ, (২৫) ব শ ও পূর্বভাদ্রপদ মানুষগণ, (২৬) ষ স হ ও উত্তর ভাদ্রপদ মানুষগণ, (২৭) অং ল ক্ষ ও রেবতী দেবগণ। অতএব এই ক্রমে স্বনক্ষত্র ও মন্ত্রনক্ষত্রের গণনির্ণয়ে ফল বলিতেছেন (৪৪-৪৫)—

স্বজাতিতে পরমা প্রীতি, ভিন্ন জাতিতে মধ্যমা প্রীতি, রাক্ষস ও মানুষে বিনাশ এবং দেব ও দানবে শত্রুতা জানিবে। ৪৬

ভিন্ন জাতিতে এই কথার এই অর্থ—দেব ও মানুষে। এস্থলে ইহা জ্ঞাতব্য :—অভিলষিত মন্ত্র যদি রাক্ষসগণ হয়, সাধক নরগণ হয়, তবে তাহা ত্যাজ্যই। যদি মন্ত্র

তথা— স্বনক্ষত্রাশ্মন্ত্র ঋক্ষং গণনীয়ং বিচক্ষণৈঃ।
জন্ম সম্পদ্ বিপৎ ক্ষেমঃ প্রত্যরিঃ সাধকো বধঃ।
মিত্রং পরমমিত্রং চ জন্মভাচ্চ পুনঃ পুনঃ ॥ ৪৮

তত্র জন্ম-তৃতীয়-পঞ্চম-সপ্তমানি বর্জ্যানি। যথা—
রসাষ্ট-নব-ভদ্রাণি যুগ-যুগ্ম-গতান্যপি।
ইতরাণি ন ভদ্রাণি জ্ঞাতব্যং তন্ত্র কোবিদৈঃ ॥ ৪৯

এতেন সমত্বাচ্ছুভঃ বিষয়মত্বাদশুভ ইতি বচনাভাবেঽপ্যনুগতীকৃত্য কথয়তাং মুর্খাণাং ভ্রমো নিরস্তব্যঃ, নবম-নক্ষত্রস্য ভদ্রত্বানুকীর্ত্তনং হি তদা বিরুদ্ধং স্যাদিতি। কেচিৎ তু আদ্য-নক্ষত্রমপি শুভমিচ্ছন্তি, বিপদ্ বধঃ প্রত্যরিশ্চ পরিত্যাজ্যো মনীষিভিরিতি মন্ত্রমুক্তাবলীবচনাৎ। স্বনক্ষত্রাজ্ঞানে তু স্বনামাদ্যক্ষর-লব্ধ-নক্ষত্রাদ্ গণয়েৎ ॥ ৫০

নরগণ এবং সাধক রাক্ষসগণ হয় এবং শুদ্ধ অন্য মন্ত্র না পাওয়া যায়, তখন রাক্ষসগণ সাধক কর্ত্তৃক নরগণ মন্ত্র গ্রহণীয়, যেহেতু সাধক সাধ্যের ক্ষতি করিতে সমর্থ হয় না, এস্থলে আমাদের এই যুক্তি প্রদর্শিত হইল। ৪৭

এইরূপ উক্ত আছে—বিচক্ষণ ব্যক্তি নিজের নক্ষত্র হইতে মন্ত্রের নক্ষত্র গণনা করিবেন। মন্ত্র গ্রহীতার জন্ম নক্ষত্র হইতে ক্রমান্বয়ে মন্ত্রের নক্ষত্র পর্য্যন্ত জন্ম, সম্পৎ, বিপদ্, ক্ষেম, প্রত্যরি, সাধক, বধ, মিত্র ও পরম মিত্র—এই নামে পুনঃ পুনঃ গণনা করিবেন। ৪৮

তন্মধ্যে জন্ম নক্ষত্র, তৃতীয়, পঞ্চম ও সপ্তম নক্ষত্র বর্জনীয়। যেমন রাঘব ভট্ট ধৃত তন্ত্রবচনে আছে—জন্মাদি গণনায় ষষ্ঠ, অষ্টম ও নবম নক্ষত্র ভদ্র (শুভ) এবং যুগ্ম যুগ্ম স্থানগত নক্ষত্রও ভদ্র, অন্য নক্ষত্র ভদ্র নহে। ইহা তন্ত্রবিদ্‌গণের জ্ঞাতব্য। (পণ্ডিতগণের সেগুলি বর্জ্জনীয়)। ৪৯

বচন না থাকিলেও সমত্ব ও বিষমত্বরূপে অনুগত করিয়া যে মূর্খগণ বলেন—সম নক্ষত্রগুলি শুভ এবং বিষম নক্ষত্রগুলি অশুভ। ইহা দ্বারা তাঁহাদের ভ্রম খণ্ডিত হইল। যেহেতু তাহা হইলে নবম নক্ষত্রের ভদ্রত্ব কীর্ত্তন বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। বিপৎ, বধ ও প্রত্যরি মনীষিগণের বর্জ্জনীয়—এই মন্ত্রমুক্তাবলীর বচন অনুসারে কেহ কেহ আদ্য নক্ষত্রকে শুভ মনে করেন। নিজের নক্ষত্রের জ্ঞান না থাকিলে কিন্তু নিজের নামের প্রথম অক্ষর লব্ধ (সম্বন্ধী) নক্ষত্র হইতে নক্ষত্র গণনা করিবেন। ৫০

১। ক+খ—শঙ্করস্য বচো যথেতি পাঠঃ। মূলপাঠস্তু রাঘবভট্ট-ধৃতঃ।

প্রাদক্ষিণ্যেন গণয়েৎ সাধকাদ্যক্ষরাৎ সুধীঃ।

ইতি বচনাৎ।

প্রকটং যস্য জন্মর্ক্ষং তস্য জন্মর্ক্ষতো ভবেৎ।

প্রনষ্টং জন্মভং যস্য তস্য নামর্ক্ষতো ভবেৎ॥

ইতি পিঙ্গলাতন্ত্রবচনাচ্চ। প্রকটং প্রসিদ্ধম্। ৫১ ইতি নক্ষত্র-চক্রম্॥

অত্র তারা মৈত্রী বিচারে গণমৈত্রী যোনিমৈত্রী[১] চাবশ্যং বিচারণীয়া, তয়োর্নক্ষত্রঘটিতত্বাদিতি রাঘবভট্টঃ। গণমৈত্রী প্রোক্তা। যোনিমৈত্রী তু যথা শ্রীপতিরত্নমালায়াম্ (৫২)—

অশ্বেভাজ-ফণিদ্বয়ঞ্চ বৃষভুগ্[২] মেষোতুকৌ মূষিক-

শ্চাখুর্গৌঃ ক্রমশস্ততোঽপি মহিষী ব্যাঘ্রঃ পুনঃ সৌরভী।

ব্যাঘ্রেণৌ[৩] মৃগ-কুক্কুরৌ কপিরথো বভ্রুদ্বয়ং বানরঃ

সিংহোঽশ্বো মৃগরাট্ পশুশ্চ করিণী যোনিশ্চ ভানামিয়ম্॥ ৫৩

বিরোধস্তু—গো-ব্যাঘ্রং গজ-সিংহমশ্ব-মহিষং শ্বৈণঞ্চ বভ্রুরগং

বৈরং বানরমেষকঞ্চ সুমহন্মার্জারমূষস্তথা[৪]। ৫৪

যেহেতু—মনীষিগণ সাধকের অক্ষর হইতে প্রদক্ষিণ ক্রমে গণনা করিবেন, এই বচন আছে এবং যাহার জন্মনক্ষত্র প্রকট, তাহার জন্মনক্ষত্র হইতে গণনা হইবে। যাহার জন্মনক্ষত্র বিনষ্ট (বিস্মৃত), তাহার নামের অক্ষরের নক্ষত্র হইতে গণনা হইবে। পিঙ্গলাতন্ত্রের এই বচনও আছে। প্রকট হইতেছে প্রসিদ্ধ। ৫১

নক্ষত্র চক্রের বিচার সমাপ্ত হইল।

এ স্থলে রাঘব ভট্ট এই বলেন—তারামৈত্রী বিচার স্থলে গণমৈত্রী ও যোনিমৈত্রীর বিচারও অবশ্য করণীয়, যেহেতু ঐ দুইটি নক্ষত্র ঘটিত গণমৈত্রী কথিত হইয়াছে। যোনিমৈত্রী শ্রীপতিরত্নমালায় এইরূপ উক্ত হইয়াছে (৫২)—

১।২।৩।৪।৫।৬।৭।৮।৯।১০।১১ নক্ষত্রের যথাক্রমে অশ্ব, হস্তী, মেষ, সর্প, সর্প, কুক্কুর, মেষ, বিড়াল, মূষিক, মূষিক ও গো-যোনি হইবে। ১২।১৩।১৪।১৫।১৬।১৭ সংখ্যক নক্ষত্রের যথাক্রমে মহিষ, ব্যাঘ্র, গো, ব্যাঘ্র, হরিণ ও হরিণ যোনি হইবে। ১৮।১৯।২০। ২১।২২।২৩।২৪।২৫।২৬।২৭ সংখ্যক নক্ষত্রের যথাক্রমে কুক্কুর, বানর, নকুল, নকুল, বানর, সিংহ, অশ্ব, সিংহ, গো ও হস্তি-যোনি হইবে। ৫৩

বিরোধ অর্থাৎ বৈরযোনি হইতেছে—গো-ব্যাঘ্র, গজ ও সিংহ, অশ্ব-মহিষ, কুক্কুর ও

১। খ—বিচারে গণমৈত্রী চাঽবশ্যং বিচারণীয়েতি পাঠঃ। ২। খ—ভুগ্‌ মেষৌতবো ইতি পাঠঃ। ৩। খ—ব্যাঘ্রেণো। ৪। জ্যোতিস্তত্ত্বে—সুমহৎ তদ্বদ্ বিড়ালোন্দুরমিতি।

লোকানাং ব্যবহারতোঽন্যদপি চ জ্ঞাত্বা প্রযত্নাদিদং
দম্পত্যোর্নৃপ-ভৃত্যয়োরপি সদা বর্জ্যং শুভস্যার্থিভিঃ ॥ ৫৫

দম্পত্যোরিত্যুপলক্ষণং মন্ত্র-গুরু-দেবতাভিঃ শিষ্যস্যাপি বোধ্যম্।

প্রকারান্তরং (৫৬)—ছাগৌ তু কৃত্তিকা-পুষ্যৌ পন্নগৌ মৃগ-রোহিণী।
আর্দ্রা-মূলে শুনোরাপে মূষিকৌ ধন-পিত্র্যভৌ[১] ॥ ৫৭
সর্পাদিত্যে চ মার্জ্জারৌ ব্যাঘ্রৌ চিত্রা-বিশাখভৌ।
অর্য্যমাপ্যে তথা গাবৌ মৃগৌতু মিত্রশক্রভৌ ॥ ৫৮
হস্তা-স্বাতী চ মহিষৌ তুরঙ্গৌ চাশ্বি-বারুণৌ।
মর্কটৌ বিষ্ণু-বিশ্বর্ক্ষৌ যাম্য-পৌষ্ণৌ মতঙ্গজৌ ॥ ৫৯
ভগাহির্ব্রধ্নভৌ সিংহৌ নকুলোঽভিজিতা সহ।
পূর্বভাদ্রপদা চেতি ভানাং যোনিঃ প্রকীর্ত্তিতা ॥ ৬০

বিরোধস্তু, গোব্যাঘ্রমিত্যাদিনোক্ত এব। অত্রাপি শুদ্ধমন্ত্রাভাবে গণমৈত্রীবদুক্তযুক্তিরনুসন্ধেয়েতি যোনি-মৈত্রী-বিবেকঃ। ৬১

হরিণ, নকুল ও সর্প, বানর ও মেষ, বিড়াল ও মূষিক—এই দুই দুইটি বৈরযোনি। ইহা ছাড়া লোকব্যবহার হইতে যত্নপূর্বক অন্যান্য বিরোধ অবগত হইয়া পরিত্যাগ করিবে। শুভার্থী ব্যক্তি বর ও কন্যার, রাজা ও রাজভৃত্যের, প্রভু ও ভৃত্যের বৈরযোনি সর্বদা পরিত্যাগ করিবে। ৫৪-৫৫

দম্পতি এই পদটি মন্ত্র, গুরু, দেবতার সহিত শিষ্যেরও উপলক্ষণ জানিবে। প্রকারান্তরে যোনি মৈত্রী এইরূপ উক্ত হইয়াছে (৫৬)—

কৃত্তিকা ও পুষ্যার ছাগযোনি, মৃগশিরা ও রোহিণীর সর্পযোনি, আর্দ্রা ও মূলার কুক্কুর যোনি, ধনিষ্ঠা ও মঘার মূষিক যোনি, অশ্লেষা ও পুনর্বসুর মার্জার যোনি, চিত্রা বিশাখার ব্যাঘ্র যোনি, উত্তরফল্গুনী ও পূর্বাষাঢ়ার গোযোনি, অনুরাধা ও জ্যেষ্ঠার মৃগযোনি, হস্তা ও স্বাতীর মহিষযোনি, অশ্বিনী ও শতভিষার তুরঙ্গযোনি, শ্রবণা ও উত্তরাষাঢ়ার বানরযোনি, ভরণী ও রেবতীর হস্তিযোনি, পূর্বফল্গুনী ও উত্তরভাদ্রপদের সিংহ-যোনি, পূর্বভাদ্রপদ ও অভিজিতের নকুলযোনি। নক্ষত্র সমূহের এই যোনি কথিত হইল। ৫৭-৬০

গো, ব্যাঘ্র ইত্যাদি বাক্য দ্বারা ইহাদের বিরোধ কথিত হইয়াছে। এস্থলেও শুদ্ধ মন্ত্র না পাওয়া গেলে গণমৈত্রীর ন্যায় পূর্বোক্ত যুক্তি অনুসন্ধান করিবে। ইহাই যোনি মৈত্রী বিবেক (বিচার)। ৬১

১। খ—ধনপিতৃভৌ।

অথ অকথহাদিচক্রম্। ইদমেব সিদ্ধাদিচক্রমুচ্যতে। শারদায়াম্ (৬২)—

চতুরস্রে লিখেদ্ বর্ণান্ চতুঃকোষ্ঠ-সমন্বিতে।
অকারাদি-হকারান্তান্[১] স্বনামাদ্যক্ষরাদিতঃ।
সিদ্ধাদীন্[২] কল্পয়েন্ মন্ত্রী কুর্য্যাৎ সিদ্ধাদিভিঃ পুনঃ ॥ ৬৩

অত্র চতুঃকোষ্ঠে ষোড়শকোষ্ঠ ইতি যাবদিত্যেকে। তন্ন, অশব্দার্থাৎ। চতুঃ-কোষ্ঠেত্যত্র একশেষাৎ চতুঃ-কোষ্ঠ-চতুষ্টয়লাভ ইতি বয়ম্[৩]। ৬৪

যথা বিশ্বসারে—চতুরস্রং লিখেৎ কোষ্ঠং চতুষ্কোষ্ঠ-সমন্বিতম্।
পুনশ্চতুষ্কং তত্রাপি লিখেদ্ ধীমান্ ক্রমেণ তু ॥ ৬৫

ইতি। তত্র ষোড়শকোষ্ঠে অকারাদি-হকারান্ত-বর্ণান্[৪] প্রাদক্ষিণ্যেন লিখেৎ। তত্র ক্রমঃ (৬৬)—

অনন্তর অকথহাদি চক্র কথিত হইতেছে। ইহাই সিদ্ধাদি চক্র বলিয়া কথিত হয়। শারদাতিলক তন্ত্রে বলিয়াছেন (৬২)—

চতুঃ কোষ্ঠ অর্থাৎ ষোড়শ কোষ্ঠ বিশিষ্ট চতুরস্র ক্ষেত্রে এক এক কোষ্ঠ ব্যবধানে অকারাদি হকারান্ত বর্ণসমূহ প্রদক্ষিণক্রমে লিখিবেন। নিজ নামের আদ্য অক্ষরের কোষ্ঠ হইতে আরম্ভ করিয়া মন্ত্রের আদ্য অক্ষরের কোষ্ঠ পর্যন্ত সিদ্ধ, সাধ্য, সুসিদ্ধ ও অরি প্রভৃতি কল্পনা করিবেন। পুনরায় সিদ্ধাদির সহিত সিদ্ধাদি সমূহ কল্পনা করিবেন। ৬৩

এস্থলে কেহ চতুষ্কোষ্ঠ শব্দের অর্থ করেন—ষোড়শ কোষ্ঠ। তাহা কিন্তু সমীচীন নহে; যেহেতু উহা শব্দার্থ নহে অর্থাৎ চতুঃকোষ্ঠ শব্দের অর্থ ষোড়শকোষ্ঠ নহে। চতুঃকোষ্ঠ এই স্থলে একশেষ সমাসে একটি চতুঃশব্দের লোপ করিয়া চতুঃকোষ্ঠ চতুষ্টয় পাওয়া যায়। ইহা আমরা বলি। ৬৪

বিশ্বসার তন্ত্রে যেমন বলিয়াছেন—একটি চতুঃকোষ্ঠ সমন্বিত চতুরস্র অঙ্কন করিবে। ধীমান্ ব্যক্তি পুনরায় ক্রমে ক্রমে সেই একটি একটি কোষ্ঠে চারিটি কোষ্ঠ অঙ্কন করিবে। ৬৫

সেই ষোড়শ কোষ্ঠে অকার হইতে হকার পর্য্যন্ত বর্ণ সমূহ প্রদক্ষিণ ক্রমে লিখিবে। সে স্থলে লেখনের ক্রম হইতেছে (৬৬)—

১। খ—ক্ষকারান্তান্। ২। খ—সিদ্ধাদীনিত্যাদ্যত্র চতুঃকোষ্ঠে ইত্যন্তপাঠো নাস্তি।
৩। খ—গুরবঃ। ৪। খ—অকারাদিবর্ণান্।

ইন্দ্বগ্নি-রুদ্র-নব-নেত্র-যুগার্ক-দিক্ষু
ঋত্বষ্ট-ষোড়শ-চতুর্দ্দশ-ভৌতিকেষু।
পাতাল-পঞ্চদশ-বহ্নি-হিমাংশু-কোষ্ঠে
বর্ণান্ লিখেদ্ লিপিভবান্ ক্রমশস্তু ধীমান্ ॥ ৬৭
নামাদ্যক্ষরমারভ্য[১] যাবদ্ মন্ত্রাদিমাক্ষরম্[২]।
চতুর্ভিঃ কোষ্ঠৈরেকৈকমিতি কোষ্ঠ-চতুষ্টয়ম্ ॥ ৬৮

তত্রৈব— অকারাদি-হকারান্তান্ মূলকোষ্ঠাদিতঃ সুধীঃ।
পুনঃ কোষ্ঠগ-কোষ্ঠেষু সব্যতো নাম্ন আদিতঃ ॥ ৬৯

সব্যতো দক্ষিণতঃ। যথা বিশ্বসারে—
দক্ষিণাবর্ত্তযোগেন কোষ্ঠে বর্ণান্ লিখেৎ ক্রমাৎ।

প্রথম কোষ্ঠ চতুষ্টয়ের ইন্দ্র (প্রথম) কোষ্ঠে অ লিখিবেন। অগ্নি (তৃতীয়) কোষ্ঠে আ, রুদ্র (একাদশ) কোষ্ঠে ই, নবম কোষ্ঠে ঈ, নেত্র (দ্বিতীয়) কোষ্ঠে উ, যুগ (চতুর্থ) কোষ্ঠে ঊ, অর্ক (দ্বাদশ) কোষ্ঠে ঋ, দিক্ (দশম) কোষ্ঠে ৠ, ঋতু (ষষ্ঠ) কোষ্ঠে ঌ, অষ্টম কোষ্ঠে ৡ, ষোড়শ কোষ্ঠে এ, চতুর্দশ কোষ্ঠে ঐ, ভৌতিক (পঞ্চম) কোষ্ঠে ও, পাতাল (সপ্তম) কোষ্ঠে ঔ, পঞ্চদশ কোষ্ঠে অং, বহ্নি-হিমাংশু (ত্রয়োদশ) কোষ্ঠে অঃ, ধীমান্ এইরূপে ষোড়শ কোষ্ঠে ষোড়শ স্বর লিখিয়া পুনরায় উক্ত নিয়মে বর্ণলিপির অন্তর্গত অন্যান্য বর্ণগুলিকে লিখিবেন। ৬৭

সেই বিশ্বসারেই বলিয়াছেন—চারিটি কোষ্ঠের দ্বারা এক একটি কোষ্ঠ চতুষ্টয় হইবে। এইরূপ চারিটি কোষ্ঠ চতুষ্টয় হইবে। নামের আদি (প্রথম) অক্ষর হইতে আরম্ভ করিয়া (দক্ষিণাবর্ত্ত ক্রমে) মন্ত্রের আদি অক্ষর পর্য্যন্ত চারি কোষ্ঠে এক এক বর্ণবিন্যাস করিবেন। এইরূপ কোষ্ঠ চতুষ্টয় হইবে। ৬৮

সেইখানেই বলিয়াছেন—সুধী সাধক মূল কোষ্ঠের আদি হইতে অকার হইতে হকার পর্য্যন্ত বর্ণগুলিকে লিখিবেন। পুনরায় কোষ্ঠগত কোষ্ঠ সমূহে সব্যক্রমে (প্রদক্ষিণক্রমে) নামের প্রথম অক্ষর হইতে বর্ণগুলি লিখিবেন। ৬৯

সব্যতঃ শব্দের অর্থ—দক্ষিণতঃ। বিশ্বসার তন্ত্রে যেমন বলিয়াছেন—

দক্ষিণাবর্ত্ত ক্রমে কোষ্ঠে বর্ণগুলিকে ক্রমে ক্রমে লিখিবে। যে ক্রমে লিখিবে, সেই

১। খ—নামাদ্যাক্ষরমি-ত্যাদিপাদদ্বয়ানন্তরং চতুর্থিঃ কোষ্ঠৈরিত্যাদি পাদদ্বয়ম্। অকারাদিপাদদ্বয়ন্তু নাস্তি। ক—নামাদ্যক্ষরপাদাদ্যকারাদি-পাদাদি-চতুর্ভিঃ-পাদাদি-পুনঃ কোষ্ঠগ-পাদাদি-ভূতা শ্লোকা দৃশ্যন্তে। ২। ক—যাবদ্বর্ণাদিমাক্ষরম্।

যেনৈব লিখনং কুর্য্যাৎ তেনৈব গণনং স্মৃতম্ ।
সিদ্ধঃ সাধ্যঃ সুসিদ্ধোঽরিঃ ক্রমাজ্‌ জ্ঞেয়ো বিচক্ষণৈঃ ॥ ৭০
সিদ্ধঃ সিধ্যতি কালেন সাধ্যস্তু জপ-হোমতঃ ।
সুসিদ্ধো গ্রহণাদেব রিপুর্মূলং নিকৃন্ততি ॥ ৭১

তন্ত্রান্তরে পরিভাষান্তরং যথা—

সিদ্ধার্ণা বান্ধবাঃ প্রোক্তাঃ সাধ্যাস্তে সেবকাঃ স্মৃতাঃ ।
সুসিদ্ধাঃ পোষকা জ্ঞেয়াঃ শত্রবো ঘাতকাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৭২
জপেন বন্ধুঃ সিদ্ধঃ স্যাৎ সেবকোঽধিকসেবয়া ।
পুষ্ণাতি পোষকোঽভীষ্টং ঘাতকো নাশয়েদ্‌ ধ্রুবম্ ॥ ৭৩

তথা— সিদ্ধ-সিদ্ধো যথোক্তেন দ্বিগুণাৎ সিদ্ধসাধ্যকঃ ।
সিদ্ধ-সুসিদ্ধোঽর্দ্ধজপাৎ সিদ্ধারির্হন্তি বান্ধবান্ ॥ ৭৪
সাধ্যসিদ্ধো দ্বিগুণকঃ সাধ্য-সাধ্যো নিরর্থকঃ ।
তৎ-সুসিদ্ধো দ্বিগুণজপাৎ সাধ্যারির্হন্তি বান্ধবান্ ॥ ৭৫

ক্রমে গণনা কথিত হইয়াছে। বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ কোষ্ঠগত বর্ণগুলিকে যথাক্রমে সিদ্ধ, সাধ্য, সুসিদ্ধ ও অরি বলিয়া জানিবেন। ৭০

কোন মন্ত্র গ্রহণের কিরূপ ফল, তাহা বলিতেছেন—সিদ্ধ মন্ত্র যথাকালে সিদ্ধ হয়। সাধ্য মন্ত্র জপ, হোমাদি দ্বারা সিদ্ধ হয়। সুসিদ্ধ মন্ত্র গ্রহণমাত্রেই সিদ্ধ হয়। অরি মন্ত্র মূলকে (বংশকে) বিনাশ করে। ৭১

তন্ত্রান্তরে ইহার অন্যরূপ পরিভাষা বলিয়াছেন। যেমন—সিদ্ধ বর্ণগুলি বান্ধব বলিয়া কথিত হইয়াছে। সাধ্য বর্ণগুলি সেবক বলিয়া উক্ত হইয়াছে। সুসিদ্ধ বর্ণগুলিকে পোষক জানিবে। অরি বর্ণগুলি ঘাতক বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ৭২

জপের দ্বারা বন্ধু বর্ণ সিদ্ধ হয়। সেবক বর্ণ অধিক সেবা দ্বারা সিদ্ধ হয়। পোষক বর্ণ অভীষ্ট ফলকে পোষণ করে। ঘাতক বর্ণ নিশ্চয়ই বংশকে নাশ করে। ৭৩

এইরূপ আরও উক্ত আছে—সিদ্ধ-সিদ্ধ কোষ্ঠগত বর্ণ যথোক্ত জপ দ্বারা সিদ্ধ হয়। সিদ্ধ-সাধ্য কোষ্ঠস্থিত বর্ণ দ্বিগুণ জপের দ্বারা সিদ্ধ হয়। সিদ্ধ-সুসিদ্ধ কোষ্ঠ স্থিত বর্ণ অর্দ্ধ জপের দ্বারা সিদ্ধ হয়। সিদ্ধারি কোষ্ঠস্থিত বর্ণ বান্ধবগণকে বিনাশ করে। ৭৪

সাধ্য-সিদ্ধ কোষ্ঠস্থিত বর্ণ দ্বিগুণ জপে সিদ্ধ হয়। সাধ্য-সাধ্য কোষ্ঠগত মন্ত্রের জপ নিরর্থক। সাধ্য-সুসিদ্ধ কোষ্ঠগত মন্ত্র দ্বিগুণ জপে সিদ্ধ হয়। সাধ্যারি কোষ্ঠস্থিত মন্ত্র বান্ধবগণকে নাশ করে। ৭৫

সুসিদ্ধ-সিদ্ধোঽর্দ্ধজপাৎ তৎসাধ্যো দ্বিগুণাধিকাৎ।
তৎসুসিদ্ধো গ্রহাদেব সুসিদ্ধারিঃ সগোত্রহা ॥ ৭৬
অরিসিদ্ধঃ[১] সুতান্ হন্যাদরিসাধ্যস্তু কন্যকাঃ।
তৎসুসিদ্ধস্তু পত্নীঘ্নস্তদরির্হন্তি সাধকম্ ॥ ৭৭

তদয়ং নিষ্কর্ষঃ। ষোড়শকোষ্ঠকং চক্রং বিলিখ্য তত্র যথোক্ত-ক্রমেণা-কারাদি-হকারান্ত-বর্ণাল্লিখেৎ[২]। লিখনানুক্রমেণ গণয়েৎ। যথা অকারাৎ পরং আকারো লিখিতস্তত ইকারস্তত ঈকারস্তেন[৩] অকারাদি যস্য নাম তস্যাস্থং কোষ্ঠমাদায় কোষ্ঠচতুষ্কং সিদ্ধাখ্যম্। আকারবিশিষ্টং তৃতীয়-কাষ্ঠমাদায় চতুষ্কং সাধ্যাখ্যম্। ইকার-বিশিষ্টং একাদশ-কোষ্ঠমাদায় চতুঃকোষ্ঠং[৪] সুসিদ্ধাখ্যম্। ঈকারবিশিষ্টং নবমকোষ্ঠমাদায় চতুষ্কং অর্য্যাখ্যম্। তেষ্বপি অবৎকোষ্ঠং[৫] সিদ্ধ-সিদ্ধম্। উমৎ সিদ্ধ-সাধ্যম্। ঌমৎ সিদ্ধ-সুসিদ্ধম্। ওমৎ সিদ্ধারিঃ। আবৎ সাধ্যসিদ্ধম্। ঊমৎ সাধ্য-সাধ্যম্। ৡমৎ সাধ্যসুসিদ্ধম্, ঔমৎ সাধ্যারিঃ। ইমৎ

সুসিদ্ধ-সিদ্ধ কোষ্ঠগত মন্ত্র অর্দ্ধজপে সিদ্ধ হয়। সুসিদ্ধ-সাধ্য গৃহস্থিত মন্ত্র দ্বিগুণের অধিক জপে সিদ্ধ হয়। সুসিদ্ধ-সিদ্ধ কোষ্ঠগত মন্ত্র গ্রহণ মাত্রেই সিদ্ধ হয়। সুসিদ্ধ-অরি গৃহগত মন্ত্র সগোত্র বিনাশক হইয়া থাকে। ৭৬

অরি-সিদ্ধ কোষ্ঠগত মন্ত্র পুত্রগণকে নাশ করে। অরি-সাধ্য কোষ্ঠগত মন্ত্র কন্যা-গণকে বিনাশ করে। অরি-সুসিদ্ধ কোষ্ঠগত মন্ত্র পত্নী নাশক। অরি-অরি কোষ্ঠগত মন্ত্র সাধককে বিনাশ করে। ৭৭

এই সেই নিষ্কর্ষঃ—ষোড়শ কোষ্ঠ বিশিষ্ট একটি চক্র লিখিয়া সেই কোষ্ঠ সমূহে যথোক্ত ক্রমে অকার হইতে হকার পর্যন্ত বর্ণগুলিকে লিখিবেন। লেখার অনুক্রমে গণনা করিবেন। যেমন—অকারের পর আকার লিখিত হইয়াছে, তাহার পর ইকার, তাহার পর ঈকার। তাহাতে অকারাদি যাহার নাম, তাহার প্রথম কোষ্ঠ গ্রহণ করিয়া কোষ্ঠ চারিটি সিদ্ধ নামক কোষ্ঠ। আকার বিশিষ্ট তৃতীয় কোষ্ঠ ধরিয়া চারিটি কোষ্ঠ সাধ্য নামক কোষ্ঠ। ইকার বিশিষ্ট একাদশ কোষ্ঠ গ্রহণ করিয়া চারিটি সুসিদ্ধ নামক কোষ্ঠ। ঈকার বিশিষ্ট নবম কোষ্ঠকে গ্রহণ করিয়া চারিটি কোষ্ঠ অরি নামক কোষ্ঠ। তাহার মধ্যেও অকার বিশিষ্ট কোষ্ঠ সিদ্ধসিদ্ধ, উকার বিশিষ্ট কোষ্ঠ সিদ্ধ-সাধ্য, ঌকার বিশিষ্ট সিদ্ধ-সুসিদ্ধ, ওকার বিশিষ্ট সিদ্ধারি। আকার বিশিষ্ট সাধ্য-

---

১। খ—অরিসিদ্ধাঃ। ২। খ—অকারাদিবর্ণা লিখেৎ।
৩। খ—ইকারস্তেন অকারাদি। ৪। খ—চতুষ্কং। ৫। খ—তাবৎ কোষ্ঠম্।

সুসিদ্ধ-সিদ্ধম্। ঋমৎ সুসিদ্ধ-সাধ্যম্। এমৎ সুসিদ্ধ-সুসিদ্ধম্। অংবৎ সুসিদ্ধারিঃ। ঈমৎ অরি-সিদ্ধম্। ঋমৎ অরি-সাধ্যম্। ঐমদরি-সুসিদ্ধম্, বিসর্গবদর্য্যরিঃ। এবং কাদি-যাদি-হাদি-নাম্নোঽপি ৭৮

উকারাদি-নাম্নশ্চ উকারঃ সিদ্ধ-সিদ্ধঃ। উকারঃ সাধ্য-সিদ্ধঃ। ঋকারঃ সুসিদ্ধ-সিদ্ধঃ[১]। ৠকারো অরি-সিদ্ধঃ ইতি ক্রমেণ। গকারাদি-নাম্নশ্চ গকারঃ সিদ্ধ-সিদ্ধঃ। ঘকারঃ সাধ্য-সিদ্ধঃ ঙকারঃ সুসিদ্ধ-সিদ্ধঃ। চকারঃ অরি-সিদ্ধ ইতি ক্রমেণ দক্ষিণাবর্ত্ত-যোগেন গণয়েৎ। অরিমাত্রং সাধ্য-সাধ্যঞ্চ বর্জ্জয়েৎ[২]। ৭৯

ইদমত্রাবধেয়ম্—সাধকনামাদ্যক্ষরমাদিকোষ্ঠে বিলিখ্যোক্তক্রমেণ বর্ণ-সংস্থানে কৃতে সিদ্ধ-সাধ্যাদি-গৃহং সুব্যক্তমেব জ্ঞায়তে। তাবতৈব চক্রস্য সিদ্ধাদিত্ব-সম্ভবশ্চ। অকথহাদি-সংজ্ঞা তু অকথহাদি-নাম স্থল এব ঘটতে। বিশেষস্তু হকার-কোষ্ঠে হকারাকারোভয়মেকদৈব লেখ্যম্। তাবতৈব অকথহানামত্র কল্পে সহপাতো ভবতীতি রহস্যম্। ৮০

সিদ্ধ, উকার বিশিষ্ট সাধ্য-সাধ্য, ৯কার বিশিষ্ট সাধ্য-সুসিদ্ধ, ঔ বিশিষ্ট সাধ্যারি, ইকার বিশিষ্ট সুসিদ্ধ-সিদ্ধ, ঋকার বিশিষ্ট সুসিদ্ধ-সাধ্য, একার বিশিষ্ট সুসিদ্ধ-সুসিদ্ধ। অং বিশিষ্ট সুসিদ্ধারি। ঈকার বিশিষ্ট অরি-সিদ্ধ, ঋকার বিশিষ্ট অরি-সাধ্য। ঐকার বিশিষ্ট অরি-সুসিদ্ধ। ঃ বিসর্গ বিশিষ্ট অরি-অরি। কাদি, যাদি, হাদি নামেরও এইরূপ সংজ্ঞা জানিবে। ৭৮

উকারাদি নামের উকার সিদ্ধ-সিদ্ধ। উকার সাধ্য-সিদ্ধ, ঋকার সুসিদ্ধ-সিদ্ধ; ৠকার অরিসিদ্ধ—এই ক্রমে গণনা করিবে। গকারদি নামের গকার সিদ্ধ-সিদ্ধ, ঘকার সাধ্য-সিদ্ধ, ঙকার সুসিদ্ধ-সিদ্ধ, চকার অরিসিদ্ধ—এই ক্রমে দক্ষিণাবর্ত্ত ক্রমে গণনা করিবে। অরিমাত্র ও সাধ্য সাধ্যকে বর্জ্জন করিবে। ৭৯

এ স্থলে মনোযোগ সহকারে জানিবেন যে, সাধকের নামের আদি অক্ষর প্রথম কোষ্ঠে লিখিয়া উক্ত ক্রমে বর্ণ বিন্যাস করিলে সিদ্ধ-সাধ্যাদি গৃহ সুস্পষ্টই জানা যায়। তাহা দ্বারাই চক্রের সিদ্ধাদিত্ব সম্ভব হয়। অ ক থ হাদি নাম কিন্তু অ ক থ হাদি নাম স্থলেই সম্ভব হয়। বিশেষ এই যে, হকারের কোষ্ঠে এক সময়েই হকার ও অকার উভয় লেখ্য। তাহা দ্বারাই অ ক থ হ সমূহের এই কল্পে সহপাত (সহ সন্নিবেশ) হয়, ইহাই রহস্য। ৮০

১। খ—সুসিদ্ধঃ। ২। খ—ইদমত্রাবধেয়মিত্যাদি রহস্যমিত্যন্তপাঠো নাস্তি।

মন্ত্রমুক্তাবল্যাং রামার্চন-চন্দ্রিকায়ামপি প্রত্যক্ষরং সিদ্ধাদি-শোধনমুক্তম্। যথা পিঙ্গলাতন্ত্রে (৮১)—

পিতৃ-মাতৃ-কৃতং নাম যদ্বাঽপ্যভিজনৈস্তথা[১]।
বিশ্লিষ্য তস্য বৈ বর্ণান্ স্বর-ব্যঞ্জন-ভেদতঃ।
তথৈব মন্ত্রবর্ণানি[২] ততঃ শোধনমারভেৎ ॥ ৮২

বিন্দু-দ্বিবিন্দূপধ্মানীয়জিহ্বামূল-সম্ভবম্।
সংহতোচ্চারণপ্রাপ্তমধিকাক্ষরমেব চ ॥ ৮৩ ॥ সংহতোচ্চারণং দ্বিরুক্তম্। তথা—অপভ্রংশাক্ষরং লক্ষৌ[৩] হিত্বা ষণ্ড-চতুষ্টয়ম্।
মন্ত্রাক্ষরৈঃ সহৈকৈক-নামবর্ণান্ বিশোধয়েৎ ॥ ৮৪

ব্যঞ্জনৈর্ব্যঞ্জনান্যেব স্বরৈঃ সাকং স্বরাংস্তথা।
আদ্যমাদ্যেন সংশোধ্যং দ্বিতীয়েন দ্বিতীয়কম্ ॥ ৮৫

মন্ত্রে বাপ্যথবা নাম্নি বর্ণাঃ স্যুর্বিষমা যদা।
তদা মন্ত্রং সমারভ্য সমং যাবদ্ বিশোধয়েৎ ॥ ৮৬

মন্ত্রমুক্তাবলীতে ও রামার্চন চন্দ্রিকাতেও প্রত্যক্ষর সিদ্ধাদি শোধন উক্ত হইয়াছে। পিঙ্গলাতন্ত্রে যেমন বলিয়াছেন (৮১)—

পিতা ও মাতা যে নাম করিয়াছেন অথবা বন্ধুগণ যে নাম করিয়াছেন, সেই নামের বর্ণগুলিকে স্বর ও ব্যঞ্জনভেদে বিভাগ করিয়া মন্ত্রের সেইরূপ বর্ণগুলিকে সেইরূপ বিভাগ করিয়া তাহার পর শোধন আরম্ভ করিবেন। ৮২

বিন্দু (ং) দ্বিবিন্দু (ঃ) উপধ্মানীয় বর্ণ, জিহ্বামূলীয় বর্ণ, সংহতোচ্চারণ প্রাপ্ত বর্ণ, অধিকাক্ষর বর্ণ ॥ ৮৩ ॥ সংহতোচ্চারণ অর্থ—দ্বিরুক্ত।

সেইরূপ অপভ্রংশাক্ষর, ল ক্ষ ও ষণ্ড (ক্লীব) চতুষ্টয় ত্যাগ করিয়া এক একটি মন্ত্রাক্ষর সমূহের সহিত এক একটি নামবর্ণগুলির শোধন করিবেন। ৮৪

ব্যঞ্জনবর্ণ সমূহের সহিত ব্যঞ্জনবর্ণ সমূহের এবং স্বরবর্ণ সমূহের সহিত স্বরবর্ণ সমূহের ও প্রথমের সহিত প্রথমের এবং দ্বিতীয়ের সহিত দ্বিতীয়ের শোধন কর্ত্তব্য। ৮৫

মন্ত্রে অথবা নামে যখন বর্ণগুলি বিষম হইবে, তখন মন্ত্র হইতে আরম্ভ করিয়া সমান পর্য্যন্ত শোধন করিবেন। ৮৬

১। বন্ধুভিঃ কৃতমিত্যর্থঃ। ২। ক+খ—মন্ত্রবীজানি। ৩। ক—হক্ষৌ।

আদ্যন্তয়োঃ সিদ্ধবর্ণৌ মন্ত্রে যস্মিন্ বরাননে!।
অচিরেণৈব কালেন স ভবেৎ সর্বসিদ্ধিদঃ॥ ৮৭
সাধ্যার্ণাদি-যুতো যশ্চ অতিকৃচ্ছ্রেণ সিধ্যতি।
আদাবন্তে সুসিদ্ধস্তু সর্বকাম-বিভূতিদঃ॥ ৮৮
আদাবন্তে রিপুর্যস্য ভবেৎ ত্যাজ্যঃ সঃ মন্ত্রকঃ।
স্থান-ত্রয়গতারির্যো মন্ত্রো মৃত্যুসমো মতঃ॥ ৮৯
শত্রুর্ভবতি যস্যাদৌ মধ্যে সিদ্ধস্তদন্তকে সাধ্যঃ।
কষ্টেন কার্য্যসিদ্ধিস্তস্য ফলং স্বল্পমেবান্তে॥ ৯০
অন্তে যদি ভবতি রিপুঃ প্রথমে মধ্যে চ ভবতি সাধ্যযুক্।
কার্য্যং বিলম্বিতং স্যাৎ প্রণশ্যতি চ সর্বমেবান্তে।
সিদ্ধং সুসিদ্ধমথবা রিপুণান্তারিতং পরিত্যজেদ্ যত্নাৎ॥ ৯১

অয়মর্থঃ—সাধক-নামাক্ষরং স্বরব্যঞ্জন-ভেদেন পৃথক্ কৃত্বা অনুস্বার-বিসর্গোপধ্মানীয়-জিহ্বামূলীয়-দ্বিরুক্তান্ মন্ত্রবর্ণাপেক্ষয়াঽধিকান্[১] শেষবর্ণান্ অপভ্রংশাক্ষরং লকারং ক্ষকারং ষণ্ড-চতুষ্টয়ং ঋবর্ণ-ঌবর্ণৌ চ হিত্বা শেষাক্ষরাণি লিখেৎ।

হে বরাননে। যে মন্ত্রে প্রথমে ও শেষে সিদ্ধ বর্ণ থাকে, সেই মন্ত্র অচির কালেই সমস্ত সিদ্ধিপ্রদ হইয়া থাকে। ৮৭

যে মন্ত্র সাধ্য-বর্ণ যুক্ত, সে মন্ত্র অতিকষ্টে সিদ্ধ হয়। মন্ত্রের আদিতে ও অন্তে সুসিদ্ধ বর্ণ থাকিলে উহা সমস্ত কামনা ও ঐশ্বর্য্য প্রদান করে। ৮৮

যে মন্ত্রের আদিতে ও অন্তে অরিবর্ণ হইবে, সে মন্ত্র ত্যাজ্য। যে মন্ত্র আদিতে মধ্যে ও অন্তে অরিবর্ণ যুক্ত হইয়াছে, সে মন্ত্র মৃত্যুসম উক্ত হইয়াছে। ৮৯

যদি মন্ত্রের আদিতে অরিবর্ণ, মধ্যে সিদ্ধবর্ণ, তাহার অন্তে সাধ্য বর্ণ হয়, তবে তাহা দ্বারা কষ্টে কার্য্যসিদ্ধি হয় এবং তাহার ফল শেষে অল্পই হইয়া থাকে। ৯০

মন্ত্রের অন্তে যদি অরিবর্ণ হয়, প্রথমে ও মধ্যে যদি সাধ্যবর্ণ যুক্ত হয়, তবে কার্য্যটি বিলম্বিত হয়, অন্তে সমস্তই বিনষ্ট হয়। যদি মন্ত্রের সিদ্ধ বর্ণ অথবা সুসিদ্ধ বর্ণ অরি বর্ণের দ্বারা ব্যবহিত হয়, তবে তাহা যত্নপূর্বক পরিত্যাগ করিবে। ৯১

এস্থলে এই অর্থ :—সাধকের নামের অক্ষর স্বর ও ব্যঞ্জনভেদে পৃথক্ করিয়া অনুস্বার, বিসর্গ, উপাধ্মানীয়, জিহ্বামূলীয়, দ্বিরুক্ত, মন্ত্রবর্ণ অপেক্ষায় অধিক শেষবর্ণ, অপভ্রংশ বর্ণ, লকার ও ক্ষকার, ঋ ৠ ঌ ৡ ষণ্ডবর্ণ চতুষ্টয় পরিত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট

১। খ—মন্ত্রাপেক্ষয়াঽধিকান্।

এবং মন্ত্রবর্ণানপি অনুস্বারাদি-রহিতান্ লিখেৎ। তত একৈক-বর্ণেন সহ একৈকবর্ণং শোধয়েৎ নাম্নঃ প্রথম-ব্যঞ্জনেন মন্ত্রস্য প্রথমব্যঞ্জনং দ্বিতীয়াদিনা[১] দ্বিতীয়াদি-ব্যঞ্জনং তথা নাম্নঃ প্রথমাদিস্বরৈর্মন্ত্রস্য প্রথমাদিস্বরান্ শোধয়েৎ। ৯২

যদি তু মন্ত্রাপেক্ষয়া নাম্নঃ নামাপেক্ষয়া মন্ত্রস্য বা বর্ণাঃ অধিকাঃ স্যুস্তদা যাবৎ পর্য্যন্তং সমতা, তাবৎ পর্য্যন্তং বর্ণান্ শোধয়েৎ। শেষ-বর্ণানাং শোধনাভাবেঽপি ন ক্ষতিঃ। আদি-মধ্যান্ত-বিভাগশ্চ সমতাপর্য্যন্তাক্ষরাণামেব। আদ্যন্তয়োঃ সিদ্ধ-বর্ণত্বে ঝটিতি সিদ্ধিঃ। আদৌ সাধ্যার্ণঃ শেষে সিদ্ধশ্চেতি কৃচ্ছ্রেণ। আদাবন্তে সুসিদ্ধঃ সর্বকামদঃ। আদাবন্তে রিপুস্ত্যাজ্যঃ আদৌ মধ্যেঽন্তে চাঽরিবর্ণশ্চেন্ মৃত্যুঃ। আদৌ শত্রুর্মধ্যে সিদ্ধঃ শেষে সাধ্যশ্চেৎ কষ্টাৎ কার্য্যসিদ্ধিঃ, শেষে স্বল্প-ফলম্। শেষে শত্রুঃ প্রথমে মধ্যে চ সাধ্যস্তদা বিলম্বেন কার্য্য-সিদ্ধিঃ, শেষে প্রণশ্যতি। সিদ্ধঃ সুসিদ্ধো বা অরিদ্বয়-মধ্যগতশ্চেৎ ত্যাজ্যঃ। এবমেব রাঘবভট্টঃ। ৯৩

অক্ষরগুলি লিখিবেন। এইরূপ অনুস্বারাদি রহিত মন্ত্রবর্ণগুলিকেও লিখিবেন। তাহার পর এক একটি বর্ণের সহিত এক একটি বর্ণ শোধন করিবেন। নামের প্রথম ব্যঞ্জনের সহিত মন্ত্রের প্রথম ব্যঞ্জন, দ্বিতীয়াদি ব্যঞ্জনের সহিত মন্ত্রের দ্বিতীয়াদি ব্যঞ্জন, নামের প্রথমাদি স্বরের সহিত মন্ত্রের প্রথমাদি স্বরের শোধন করিবেন। ৯২

যদি মন্ত্রের অপেক্ষায় নামের অথবা নামের অপেক্ষায় মন্ত্রের বর্ণগুলি অধিক হয়, তবে যতগুলি বর্ণ পর্য্যন্ত উভয়ের বর্ণ সমান হয়, তাবৎ সংখ্যক বর্ণগুলিকে শোধন করিবেন। অবশিষ্ট বর্ণসমূহের শোধন না হইলেও ক্ষতি নাই। সমতা পর্য্যন্তই অক্ষর-সমূহের আদি, মধ্য ও অন্ত্য বিভাগ। আদি ও অন্তে সিদ্ধ বর্ণ হইলে ঝটিতি সিদ্ধি হয়। আদিতে সাধ্যবর্ণ এবং শেষে সিদ্ধবর্ণ হইলে কষ্টে সিদ্ধি হয়। আদিতে ও অন্তে সুসিদ্ধ বর্ণ হইলে মন্ত্র সর্বকামপ্রদ হয়। আদিতে ও অন্তে অরিবর্ণ হইলে ঐ মন্ত্র ত্যাজ্য। আদিতে, মধ্যে ও অন্তে অরি বর্ণ যদি হয়, তবে মৃত্যু। আদিতে অরি, মধ্যে সিদ্ধ ও শেষে সাধ্য বর্ণ হইলে কষ্টে কার্য্যসিদ্ধি হয়, শেষে অল্প ফল হয়। যদি শেষে অরি, প্রথমে ও মধ্যে সাধ্য বর্ণ হয়, তবে বিলম্বে কার্য্যসিদ্ধি, শেষে বিনাশ হয়। যদি সিদ্ধ বর্ণ অথবা সুসিদ্ধ বর্ণ অরি বর্ণদ্বয়ের-মধ্যগত হয়, তবে তাহা ত্যাজ্য। এইরূপই রাঘব ভট্ট বলিয়াছেন। ৯৩

১। খ—দ্বিতীয়াদিনা দ্বিতীয়ব্যঞ্জন মতি পাঠো নাস্তি।

অথাংশচক্রম্

যথা রাঘবভট্টঃ—অথবান্যপ্রকারেণ বচ্মি মন্ত্রাংশকং মনাক্[১]।

অকারাদি-হকারান্তং[২] মাতৃকাক্ষর-সঞ্চয়ম্ ॥ ১

একৈকার্ণান্ ক্রমান্ ন্যস্য চতুষ্কোষ্ঠেষু মন্ত্রবিৎ।
সিদ্ধ-সাধ্যং সুসিদ্ধঞ্চ বৈরিণং গণয়েৎ ক্রমাৎ ॥ ২

যত্র তত্র ভবত্যর্ণা নাম-মন্ত্র-সমুদ্ভবাঃ।
সিদ্ধ-সাধ্যাদি-ভেদেন মন্ত্রৈস্তৈর্মন্ত্রমাদিশেৎ ॥ ৩

সিদ্ধঃ সিধ্যতি কালেন সাধ্যস্তু জপ-হোমতঃ।
সুসিদ্ধো গ্রহণাদেব রিপুর্মূলং নিকৃন্ততি ॥ ৪

বায়বীয়তন্ত্রে— স্থানস্থাঃ সিদ্ধিদা মন্ত্রা ধ্যানস্থাশ্চ ফলপ্রদাঃ।
স্থান-ধ্যান-পরিভ্রষ্টা সুসিদ্ধা অপি বৈরিণঃ।
সাধকাখ্যাক্ষরং স্থানং ধ্যানং তস্য তৃতীয়কম্ ॥ ৫

এতাবতা সিদ্ধ-সুসিদ্ধাবেব গ্রাহ্যৌ।

অনন্তর অংশচক্র কথিত হইতেছে। রাঘব ভট্ট যেমন বলিয়াছেন—

অথবা অন্য প্রকারে অল্পরূপে মন্ত্রের অংশচক্র বলিতেছি। মন্ত্রবিৎ সাধক চারিটি কোষ্ঠে অকার হইতে হকার পর্য্যন্ত মাতৃকাবর্ণ সমূহকে লিখিবে। এক একটি বর্ণকে ক্রমে ক্রমে বিন্যাস করিয়া ক্রমে ক্রমে সিদ্ধ, সাধ্য, সুসিদ্ধ ও অরি গণনা করিবে। ১-২

সিদ্ধ সাধ্যাদি ভেদে যেখানে যেখানে নাম ও মন্ত্র সম্বন্ধীয় বর্ণসকল থাকিবে। সেই সেই বর্ণসমূহ বিশিষ্ট মন্ত্রের উপদেশ করিবেন। ৩

সিদ্ধ মন্ত্র যথাকালে সিদ্ধ হয়, সাধ্য মন্ত্র জপ ও হোমের দ্বারা সিদ্ধ হয়। সুসিদ্ধ মন্ত্র গ্রহণমাত্রেই সিদ্ধ হয়। অরিমন্ত্র বংশকে নাশ করে। ৪

বায়বীয় তন্ত্রে বলিয়াছেন—স্থানস্থিত মন্ত্র সিদ্ধিপ্রদ হয়। ধ্যানস্থিত মন্ত্র ফলপ্রদ হয়। সুসিদ্ধ মন্ত্রও স্থান ও ধ্যান হইতে ভ্রষ্ট হইলে শত্রু হইয়া থাকে। সাধক নামক অক্ষর হইতেছে স্থান এবং তাহার তৃতীয় হইতেছে ধ্যান। ৫

এখানে ইহা দ্বারা সিদ্ধ ও সুসিদ্ধ মন্ত্রই গ্রহণীয় উক্ত হইল। সিদ্ধ-সারস্বত-তন্ত্রে বলিয়াছেন—

১। মনাগব্যয়ং মন্দেহর্থে—মনাগব্যয়মল্পে স্যান্ মন্দেঽপি কথিতং বুধৈঃ।

২। খ—অকারাদি ক্ষকারান্তম্।

সিদ্ধসারস্বতে—নৃসিংহার্ক-বরাহাণাং প্রাসাদ-প্রণবস্য চ।
সপিণ্ডাক্ষর-মন্ত্রাণাং সিদ্ধাদীন্ নৈব শোধয়েৎ ॥ ৬
স্বপ্নলব্ধে স্ত্রিয়া দত্তে মালামন্ত্রে চ ত্র্যক্ষরে।
বৈদিকেষু চ মন্ত্রেষু সিদ্ধাদীন্ নৈব শোধয়েৎ ॥ ৭

সপিণ্ডাক্ষরেতি। বহ্বক্ষর-কূট-ঘটিতেত্যর্থঃ। অন্যত্র—
একাক্ষরস্য মন্ত্রস্য মালা-মন্ত্রস্য পার্বতি!।
বৈদিকস্য চ মন্ত্রস্য সিদ্ধাদীন্ নৈব শোধয়েৎ ॥ ৮

বারাহীতন্ত্রে— বিংশত্যর্ণাধিকা মন্ত্রা মালামন্ত্রা প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৯

তন্ত্রান্তরে— নপুংসকস্য মন্ত্রস্য মালামন্ত্রস্য সুন্দরি!
হংসস্যাষ্টাক্ষরস্যাপি তথা পঞ্চাক্ষরস্য চ।
এক-দ্বি-ত্র্যাদি-বীজস্য সিদ্ধাদীন্ নৈব শোধয়েৎ ॥ ১০

তন্ত্রে হুঁ ফড়ন্তা নপুংসকাঃ। অত্র হুঙ্কারঃ পঞ্চম-স্বরবান্[১]। হংসস্য—অজপাখ্য-সূর্য্যমন্ত্র-বিশেষস্য। এতদাদি-বচনাদেতেষু সিদ্ধাদিচক্র-বিচারো নাস্ত্যেব ॥ ১১

নৃসিংহমন্ত্র, সূর্য্যমন্ত্র, বরাহমন্ত্র, প্রাসাদ মন্ত্র, প্রণবমন্ত্র ও সপিণ্ডাক্ষর মন্ত্র সমূহের সিদ্ধাদির শোধন করিবে না। ৬

স্বপ্নলব্ধ মন্ত্রে, স্ত্রীর দত্ত মন্ত্রে, ত্র্যক্ষর মন্ত্রে, মালামন্ত্রে ও বৈদিক মন্ত্রসমূহে সিদ্ধাদির শোধন করিবে না। ৭

সপিণ্ডাক্ষর এই শব্দের এই অর্থ—বহু অক্ষরকূট ঘটিত মন্ত্র। অন্যত্রও বলিয়াছেন—হে পার্বতি! একাক্ষর মন্ত্রের, মালামন্ত্রের ও বৈদিক মন্ত্রের সিদ্ধাদির শোধন করিবে না। ৮

বারাহী তন্ত্রে বলিয়াছেন—বিংশতিবর্ণের অধিক বর্ণবিশিষ্ট মন্ত্র মালামন্ত্র কথিত হইয়াছে। ৯

তন্ত্রান্তরে বলিয়াছেন—হে সুন্দরি! নপুংসক মন্ত্রের, মালামন্ত্রের, অষ্টাক্ষর হংসমন্ত্রের ও পঞ্চাক্ষর মন্ত্রের, একাক্ষর, দ্ব্যক্ষর ও ত্র্যক্ষর বীজের সিদ্ধাদির শোধন করিবে না। ১০

তন্ত্রে হুং ফট্ অন্ত অর্থাৎ যে মন্ত্রের শেষে হুং ফট্ আছে, তাহাই নপুংসক মন্ত্র। এস্থলে হুংকার পঞ্চম স্বর উকার বিশিষ্ট। হংসস্য ইহার অর্থ—অজপা নামক সূর্য্য

১। খ—অত্র হুঙ্কারঃ পঞ্চম-স্বরবানিতি পাঠো নাস্তি।

বস্তুতস্তু তত্তদ্-বচনানাং প্রশংসা-পরতয়া বিচারস্যাবশ্যকত্বমিতি সাম্প্রদায়িকাঃ। বয়ন্তু চক্রশুদ্ধি-সত্ত্বে সর্বং সাধু ভবতি, তদসত্ত্বে তু বাচনিকতয়া দূষণানবকাশঃ। অন্যথা তত্তদ্-বচনবৈয়র্থ্যাদিতি ক্রমঃ ॥ ১২

অথাকডমচক্রম্

তন্ত্রে—রেখাদ্বয়ং পূর্বপরেণ কুর্য্যাৎ তন্মধ্যতো যাম্য-কুবের-ভেদাৎ।
মহেশ-রক্ষোঽধিপতি-ক্রমেণ তির্য্যক্ ততো বায়ু-হুতাশনেন ॥ ১৩
অকারাদীন্ ক্ষকারান্তান্ ক্লীবহীনান্ লিখেৎ ততঃ।
একৈকক্রমতো লেখ্যা মেষাদিষু বৃষান্তকাঃ ॥ ১৪
গণয়েৎ ক্রমশো ভদ্রে! নামাদি-বর্ণকাদিমান্[১]।
মেষাদিতো হি মীনান্তং গণয়েৎ ক্রমশঃ সুধীঃ ॥ ১৫
জপ্তুঃ স্বনামতো মন্ত্রী যাবন্ মন্ত্রাদিমাক্ষরম্।
সিদ্ধ-সাধ্য-সুসিদ্ধারীন্ পুনঃ সিদ্ধাদয়ঃ পুনঃ ॥ ১৬

মন্ত্র বিশেষের। এই সকল বচন হইতে জানা যায়—পূর্বোক্ত এই সকল মন্ত্রসমূহে সিদ্ধাদি চক্রের বিচার নাইই। ১১

বস্তুতঃ পক্ষে সেই সেই বচনগুলি সেই সেই মন্ত্রের প্রশংসা তাৎপর্য্যক বলিয়া বিচারের আবশ্যকতা আছে, ইহা সাম্প্রদায়িক বলেন। আমরা এই বলি—চক্রশুদ্ধি থাকিলে সমস্ত ভাল হয়, চক্রশুদ্ধি না থাকিলে পূর্বোক্ত নিষেধ বচনের বসে কোন দোষের অবকাশ থাকে না; অন্যথা সেই সেই নিষেধ বচনের ব্যর্থতার আপত্তি হইবে। ১২

অনন্তর অকডম চক্র কথিত হইতেছে। তন্ত্রে বলিয়াছেন—

প্রথমে পূর্ব ও পশ্চিমে সমান্তরাল দুইটি সরল রেখা, তাহার মধ্যে উত্তর ও দক্ষিণে ঐরূপ আরও দুইটি রেখা করিবে। পরে ঈশান ও রক্ষোঽধিপতি (নৈঋর্ত) ক্রমে কোণ দ্বয়ে তির্য্যক্‌ভাবে (কোণাকুণি) দুইটি রেখা, এইরূপ বায়ু ও হুতাশন (অগ্নি) কোণে দুইটি রেখা করিবে (উহা একটি রাশিচক্রের ন্যায় হইবে।) ১৩

তাহার পর ক্লীববর্ণগুলিকে বাদ দিয়া অকার হইতে ক্ষকার পর্য্যন্ত বর্ণগুলিকে লিখিবে। মেষ হইতে বৃষ পর্য্যন্ত প্রদক্ষিণভাবে এক একটি ক্রমে বর্ণগুলি লেখ্য। ১৪

হে ভদ্রে! ক্রমে ক্রমে প্রথমে নামাদিবর্ণ-সমূহের আদিবর্ণ হইতে গণনা করিবে। সুধী সাধক মেষ হইতে মীন পর্য্যন্ত ক্রমে ক্রমে গণনা করিবে। ১৫

মন্ত্রজ্ঞ মন্ত্রদাতা জপকর্তার নিজ নামের আদি অক্ষর হইতে মন্ত্রের আদি অক্ষর

১। তন্ত্রসারধৃত পাঠস্তু—নামাদিবর্ণপূর্বকানিতি।

নবৈক-পঞ্চমে সিদ্ধঃ সাধ্যঃ ষড়্-দশ-যুগ্মকে।
সুসিদ্ধস্ত্রি-সপ্তকে রুদ্রে বেদাষ্ট-দ্বাদশে রিপুঃ[১]।
এতৎ তে কথিতং দেবি! অকডমাদিকমুত্তমম্ ॥ ১৭

অত্র লিখনে বৃষান্ততা গণনে মীনান্ততা বোধ্যা[২]। ইদন্তু গোপাল-বিষয়ে; শিব-বিষয়েঽপি। যথা জামলে (১৮)—

বৈষ্ণবং রাশিসংশুদ্ধং শৈবঞ্চাকডমং স্মৃতম্ ॥ ১৯

তথা— তারাশুদ্ধির্বৈষ্ণবানাং কোষ্ঠশুদ্ধিঃ শিবস্য চ।
রাশিশুদ্ধিস্ত্রৈপুরে চ গোপালেঽকডমঃ স্মৃতঃ ॥ ২
অকডমো বামনে চ নারসিংহেঽপি চ স্মৃতঃ।
কোষ্ঠচক্রং বরাহে চ মহালক্ষ্ম্যা কুলাকুলম্ ॥ ২১
নামাদি-চক্রং সর্বেষাং ভূতচক্রং তথৈব চ।
ত্রৈপুরং তারচক্রং চ শুদ্ধং মন্ত্রং ভজেদ্ বুধঃ ॥ ২২

পর্য্যন্ত বামাবর্ত্তে সিদ্ধ, সাধ্য, সুসিদ্ধ ও অরি গণনা করিবে। এইরূপ পুনঃ পুনঃ সিদ্ধাদি গণনা করিবে। ১৬

নবম, এক ও পঞ্চমে সিদ্ধ, ষষ্ঠ, দশম ও দ্বিতীয়ে সাধ্য, তৃতীয়, সপ্তম ও একাদশ গৃহে সুসিদ্ধ এবং চতুর্থ, অষ্টম ও দ্বাদশে অরি জানিবে। হে দেবি! এই উত্তম অকডমাদি চক্র কথিত হইল। ১৭

এই চক্রের লেখনটি দক্ষিণাবর্ত্তে বৃষান্ত হইবে, গণনাটি বামাবর্ত্তে মীনান্ত হইবে জানিবে। এই চক্রটি গোপাল বিষয়ে জানিবে। শিব বিষয়েও এই চক্রের শুদ্ধি আবশ্যক। যেমন জামলে বলিয়াছেন (১৮)—

রাশি সংশুদ্ধ বৈষ্ণব মন্ত্র এবং অকডম সংশুদ্ধ শৈব মন্ত্র গ্রহণীয় কথিত হইয়াছে। ১৯

এইরূপ—বৈষ্ণবগণের তারাশুদ্ধি, শৈবগণের কোষ্ঠশুদ্ধি (অ ক থ হ চক্র শুদ্ধি), ত্রিপুরার মন্ত্র বিষয়ে রাশিশুদ্ধি এবং গোপাল মন্ত্র বিষয়ে অ ক ড ম চক্রের শুদ্ধি আবশ্যক কথিত হইয়াছে। ২০

বামনের মন্ত্র বিষয়ে এবং নৃসিংহের মন্ত্র বিষয়েও অ ক ড ম চক্রের শুদ্ধি কথিত হইয়াছে। বরাহের মন্ত্র বিষয়ে কোষ্ঠচক্রের (অকথহ চক্রের) এবং মহালক্ষ্মীর মন্ত্র বিষয়ে কুলাকুল চক্রের শুদ্ধি আবশ্যক। ২১

সমস্ত মন্ত্র সম্বন্ধে নামাদি চক্র (নক্ষত্র চক্রাদি) ও ভূতচক্রের (কুলাকুল চক্রের)

১। ক—যেনাষ্টদ্বাদশে। ২। খ—অত্র লিখনে বৃষান্ততেতি পাঠো নাস্তি।

তথা— বৈষ্ণবং রাশিসংশুদ্ধং শৈবঞ্চাকডমং স্মৃতম্।
কালিকায়াশ্চ তারায়াস্তারচক্রং শুভং ভবেৎ ॥ ২৩
চণ্ডিকায়াঃ ভবেৎ কোষ্ঠং গোপলস্যাকডমো মতঃ।
ইতি তন্ত্রান্তরঞ্চ ॥ ২৪

অথ ঋণিধনিচক্রম্

যথা— কোষ্ঠান্যেকাদশান্যেব বেদেন পূরিতানি চ।
অকারাদি-হকারান্তং লিখেৎ কোষ্ঠেষু তত্ত্ববিৎ ॥ ২৫
প্রথমে পঞ্চকোষ্ঠ চ হ্রস্ব-দীর্ঘ-ক্রমেণ তু।
দ্বয়ং দ্বয়ং লিখেৎ তত্র বিচারে খলু সাধকঃ।
শেষেষ্বেকৈকশো বর্ণান্ ক্রমতো বিলিখেৎ সুধীঃ ॥ ২৬
ষট্-কাল-কাল-বিয়দগ্নি-সমুদ্র-বেদ-খাকাশ-শূন্য-দহনাঃ খলু সাধ্যবর্ণাঃ।
যুগ্মদ্বিপঞ্চবিয়দম্বরযুক্‌শশাঙ্ক-ব্যোমাব্ধি-বেদশশিনঃ খলু সাধকার্ণাঃ ॥ ২৭

বিচার করিবে। ত্রিপুরার মন্ত্র বিষয়ে নক্ষত্র চক্র বিচার করিবে। পণ্ডিত শুদ্ধ মন্ত্রের উপাসনা করিবেন। ২২

তন্ত্রে এইরূপ উক্ত হইয়াছে—রাশিচক্র-শুদ্ধ বৈষ্ণব মন্ত্র এবং অকডম চক্র-সংশুদ্ধ শৈব মন্ত্র গ্রাহ্য কথিত হইাছে। কালিকা ও তারার নক্ষত্রচক্র শুভ (শুদ্ধ) হইবে। ২৩

চণ্ডিকার কোষ্ঠ (অ ক থ হ চক্র) শুদ্ধ হইবে এবং গোপালের অকডম চক্র শুদ্ধ আবশ্যক কথিত হইয়াছে। ইহা তন্ত্রান্তর বলেন। ২৪

অনন্তর ঋণিধনি চক্র কথিত হইতেছে। তন্ত্রে যেমন বলিয়াছেন—তত্ত্ববিৎ সাধক প্রথমে একাদশ কোষ্ঠ অঙ্কন করিয়া সেগুলিকে চারিটি কোষ্ঠ সমূহ দ্বারা পূরণ করিয়া সেই কোষ্ঠগুলিতে অকার হইতে হকার পর্য্যন্ত বর্ণ সমূহ লিখিবে। ২৫

সাধক বিচারের নিমিত্ত সেই কোষ্ঠগুলির প্রথম পাঁচটি কোষ্ঠে হ্রস্ব দীর্ঘ ক্রমে দুইটি দুইটি বর্ণ লিখিবেন। সুধী সাধক অবশিষ্ট কোষ্ঠগুলিতে ক্রমে ক্রমে এক একটি বর্ণ লিখিবেন। ২৬

এই কোষ্ঠের উপরিভাগে রেখাদ্বয়ের মধ্যে ক্রমে ক্রমে ষট্ (৬), কাল (৬), কাল (৬), বিয়ৎ (০), অগ্নি (৩), সমুদ্র (৪), বেদ (৪), খ (০), আকাশ (০), শূন্য (০) ও দহন (৩)-এই এগারটি সাধ্যবর্ণ (সাধ্যাঙ্ক) লিখিবে। আর নিম্নভাবে এইরূপ যুগ্ম (২), দ্বি (২), পঞ্চ (৫), বিয়ৎ (০), অম্বর (০), যুক্ (২), শশাঙ্ক (১), ব্যোম (০), অব্ধি (৪), বেদ (৪) ও শশি (১)—এই এগারটি সাধক বর্ণ (সাধকাঙ্ক) লিখিবে। ২৭

নামাজ্‌ঝলাদকঠবাদ গজভুক্ত-শেষং
জ্ঞাত্বোভয়োরধিকশেষমৃণং ধনং স্যাৎ[১]।
মন্ত্রো ঋণী শুভফলোঽপ্যশুভো ধনী চ
তুল্যো যদা সমফলোঃ কথিতো মুনীন্দ্রৈঃ ॥ ২৮

অস্যার্থঃ—সাধ্য-বর্ণান্ স্বর-ব্যঞ্জন-রূপেণ পৃথক্-কৃতান্ ষট্‌কালাদ্যঙ্কৈ-র্গুণিতান্ তথা সাধক-নামাক্ষরাণি স্বরব্যঞ্জন-রূপেণ পৃথক্‌কৃতানি যুগ্মাদ্যৈ-রঙ্কৈর্গুণয়িত্বা অষ্টসংখ্যাভির্হৃত্বা উভয়োর্মধ্যে অধিকম্ ঋণং শেষম্ অল্পসংখ্যং ধনং স্যাৎ ॥ ২৯

নামাজ্‌ঝলাদিতি। ল্যব্‌লোপে পঞ্চমী। নামসম্বন্ধি-স্বর-ব্যঞ্জন-সমুদায়ং প্রাপ্যেত্যর্থঃ। ৩০

তন্ত্রান্তরে—মন্ত্রো যদ্যধিকাঙ্কঃ স্যাদ্ তদা মন্ত্রং জপেৎ সুধীঃ।
সমেঽপি চ জপেন্ মন্ত্রং ন জপেৎ তু ঋণাধিকে।
শূন্যে মৃত্যুং বিজানীয়াৎ তস্মাচ্ছূন্যং বিবর্জয়েৎ ॥ ৩১

একাদশ একাদশ অক্ষররূপ অ ক ঠ ও ব বর্গ হইতে উভয়ের (সাধ্য ও সাধকের) নাম সম্বন্ধী স্বর ও ব্যঞ্জন সমুদায়কে জানিয়া গজ (৮) দ্বারা ভাগ করিয়া ভাগ শেষকে স্বতন্ত্র রাখিবে। ভাগশেষ অধিক হইলে ঋণ ও শেষ (ন্যূন) হইলে ধন হয়। ঋণী মন্ত্র শুভ ফল এবং ধনী মন্ত্র অশুভ ফল প্রদান করে। যখন উভয়ের অঙ্ক তুল্য হইবে, তখন সমফল, ইহা মুনীন্দ্রগণ কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে। ২৮

ইহার অর্থ—সাধ্যের (মন্ত্রের) বর্ণগুলিকে স্বর ও ব্যঞ্জন ভেদে পৃথক্ করিয়া সেই সেই বর্ণের উপরি ভাগস্থিত ষট্, কাল প্রভৃতি সংখ্যা দ্বারা গুণ করিয়া, এইরূপ সাধকের (শিষ্যের) নামের অক্ষরগুলিকে স্বর ও ব্যঞ্জন ভেদে পৃথক্ করিয়া সেই সেই বর্ণের নিম্নভাগস্থিত যুগ্ম প্রভৃতি সংখ্যা দ্বারা গুণ করিয়া ও অষ্ট সংখ্যা দ্বারা ভাগ করিয়া উভয়ের মধ্যে অধিক সংখ্যাটি ঋণ এবং শেষ (অল্প) সংখ্যাটি ধন হয়। ২৯

নামাজ্‌ঝলাৎ—এই স্থলে ল্যব্‌লোপে পঞ্চমী বিভক্তি হইয়াছে। তাহার এই অর্থ—নাম সম্বন্ধী স্বরব্যঞ্জন সমুদায় লইয়া। ৩০

তন্ত্রান্তরে বলিয়াছেন—মন্ত্র যদি অধিকাঙ্ক হয়, তবে সুধী সাধক মন্ত্র জপ করিবে। মন্ত্র যদি সমান অঙ্কবিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে মন্ত্র জপ করিবে। ঋণাধিক হইলে কিন্তু জপ করিবে না। শূন্য হইলে মৃত্যু জানিবে। অতএব শূন্য ত্যাগ করিবে। ৩১

১। অস্য শ্লোকস্যেদমন্তিমচরণদ্বয়ম্ ক+খ—সঙ্কেতিত-পুস্তকে নাস্তি।

ঋণাধিক ইতি। ধনে ইত্যর্থঃ[১]। অত্র চাঙ্কশূন্যত্বে জ্যোতিরুক্তো হারকাঙ্কা-বশেষো ন কার্য্যস্তর্হি শূন্যাপ্রসক্তেঃ। শূন্য ইতি। যদি সাধকনাম সাঙ্কং সাধ্যনাম নিরঙ্কম্, তদা দোষ ইত্যর্থঃ। যদি চ সাধ্য-সাধক-নাম্নোরুভয়োরঙ্ক-শূন্যত্বম্, তদা ন দোষঃ, সমত্বাৎ। অন্যথা নিরঙ্কানাং কামবীজাত্মকৈকাক্ষর-গোপাল-মন্ত্রাদীনামখিলাগ্রাহ্যতাপত্তেরিতি তত্ত্বম্ ॥ ৩১

তথা— ইন্দ্রর্ক্ষ-নেত্র-রবি-পঞ্চ-দশ-র্ত্তু-বেদ,
বহ্ন্যায়ুধাষ্ট-নবভিগু́ণিতাংশ্চ সাধ্যান্[২]।
দিগ্-ভূ-গিরি-শ্রুতি-গজাগ্নি-মুনীষু-বেদ,
ষড্-বহ্নিভিস্তু গুণিতানথ সাধকার্ণান্ ॥ ৩৩

ঋণাধিকে—এই পদের অর্থ ধনে। এস্থলে অঙ্ক শূন্য বিষয়ে জ্যোতিঃ-শাস্ত্রোক্ত হারকাঙ্কের অবশেষ করণীয় নহে, তাহা হইলে শূন্যের প্রসক্তি হইবে না। শূন্যে এই কথার এই অর্থ—যদি সাধকের নাম সাঙ্ক, সাধ্য নাম নিরঙ্ক (অঙ্ক শূন্য) হয়, তবে দোষ হয়। যদি সাধ্য নাম ও সাধক নাম উভয়ই অঙ্ক শূন্য হয়, তখন দোষ হয় না, যেহেতু উভয়ই সমান। অন্যথা নিরঙ্ক কামবীজরূপ একাক্ষর গোপাল মন্ত্র প্রভৃতি সকলেরই অগ্রাহ্য হইয়া পড়ে। ইহাই তত্ত্ব। ৩২

এরূপ আরও কথিত হইয়াছে—সাধ্য মন্ত্রের অক্ষরগুলির এবং সাধক শিষ্যের নামের অক্ষরগুলির স্বর ও ব্যঞ্জন পৃথক্ করিয়া মন্ত্রের বর্ণগুলিকে ইন্দ্র (১৪), ঋক্ষ (২৭), নেত্র (২), রবি (১২), পঞ্চদশ (১৫), ঋতু (৬), বেদ (৪), বহ্নি (৩), আয়ুধ (৮), অষ্ট (৮), নব (৯) সংখ্যা দ্বারা গুণ করিবে। সাধকের নামের অক্ষরগুলির এইরূপ স্বর ও ব্যঞ্জন বিভাগ করিয়া সেই অক্ষরগুলিকে দিক্ (১০), ভূ (১), গিরি (৭), শ্রুতি (৪), গজ (৮), অগ্নি (৩), মুনি (৭), ইষু (৫), বেদ (৪), ষড়্ (৬) ও বহ্নি (৩) সংখ্যা দ্বারা গুণ করিবে। ৩৩

বিবৃতি। এস্থলে গুণের প্রকার হইতেছে—যে স্থানে অর্থাৎ একাদশ কোষ্ঠের যত সংখ্যক কোষ্ঠে সাধ্যের যে বর্ণ আছে, সেই সংখ্যাকে তাহার সমান স্থান সংখ্যক সংখ্যা দ্বারা গুণ করিবে। যেমন—প্রথম কোষ্ঠের বর্ণ অকার ও আকার, ঐ কোষ্ঠের সংখ্যা এক, সুতরাং এক সংখ্যাকে ইন্দ্র (চতুর্দশ) সংখ্যা দ্বারা গুণ করিবে। এককে ১৪ দ্বারা গুণ করিলে চৌদ্দই হইবে। এইরূপ দ্বিতীয় কোষ্ঠের বর্ণ ইকার ও ঈকার, ঐ বর্ণস্থান দ্বিতীয় কোষ্ঠের সংখ্যা ২। সুতরাং ২ সংখ্যাকে ঋক্ষ (২৭) সংখ্যা দ্বারা

১। খ—ঋণাধিকে ইত্যাদি-ইত্যর্থ ইত্যন্তঃ পাঠো নাস্তি। ২। খ—নবভিস্ত্বথ সাধ্যবর্ণান্ !

আয়ুধান্যষ্টৌ। অত্র কেচিৎ—ষট্‌কালেত্যাদি-বচনং বিষ্ণু-বিষয়ম্, রামার্চনচন্দ্রিকা-ধৃতত্বাদিতি বদন্তি। বস্তুতস্তু ইন্দ্রর্ক্ষাদি-বচনস্য নিকর্ষো-ঽয়মিতি বোধ্যম্। পূর্বমস্যৈব বিবরণম্। তথাহি—ইন্দ্রর্ক্ষনেত্রেত্যান্ত-নন্তরম্—নামার্ণকোষ্ঠাঙ্কমথাভিহন্যাদেকাদিরুদ্রাঙ্কগতং ক্রমেণ ইতি[1] ব্যক্তং রুদ্রজামলে— সাধ্যাঙ্কান্ সাধকাঙ্কাংশ্চ পূরয়েদ্ গৃহ-সংখ্যয়া

গুণিতেঽষ্টহৃতেঽঙ্কানাং যচ্ছেষং জায়তে স্ফুটম্ ॥ ৩৪

তদঙ্কং কথয়াম্যত্র একাদশ-গৃহে স্থিতম্।

ইত্যুক্ত্বা—ষট্‌কালেত্যাদ্যুক্তমিতি ॥ ৩৫

অথাবশিষ্টমন্ত্রাঙ্কাঃ

মায়াবীজে চতুরঙ্কঃ, প্রণবে শূন্যং, কূর্চে[2] একাঙ্কঃ। কাল্যেকাক্ষরে

গুণ করিবে। ২ সংখ্যার সহিত ২৭ সংখ্যা গুণিত হইলে ৫৪ হইবে। এইরূপ তৃতীয় কোষ্ঠের বর্ণ উকার ও ঊকার, ঐ বর্ণস্থান তৃতীয় কোষ্ঠের সংখ্যা ৩। সুতরাং ৩ সংখ্যাকে নেত্র (২) সংখ্যা দ্বারা গুণ করিলে ৬ সংখ্যা হইবে। এইরূপ ১১ সংখ্যা পর্য্যন্ত মন্ত্রের সংখ্যাকে এগারটি সংখ্যা দ্বারা গুণ করিবে। এইরূপ সাধকের নামের অক্ষরগুলিকে দিক্ (১০) প্রভৃতি সংখ্যা দ্বারা গুণ করিবে। তাহার পর সমস্ত অঙ্ক যোগ করিয়া আট সংখ্যা দ্বারা ভাগ করিবে। তাহার মধ্যে যে রাশিটি অধিক হইবে, সে রাশি ঋণী অধমর্ণ। অল্প সংখ্যক রাশি ধনী উত্তমর্ণ। মন্ত্র যদি অধমর্ণ হয়, তবে সে মন্ত্র গ্রহণীয়, তাহা না হইলে তাহা গ্রহণীয় নহে। ৩৩

শ্লোকোক্ত আয়ুধ শব্দের অর্থ—আট (৮)। এস্থলে কেহ কেহ এই বলেন যে—ষট্-কাল ইত্যাদি বচনটি রামার্চন-চন্দ্রিকায় ধৃত বলিয়া উহা বিষ্ণু বিষয়ক। বস্তুতঃ এই বচনটি ইন্দ্রর্ক্ষাদি বচনের নিষ্কর্ষ, ইহা জানিবে। পূর্ব বচনটি ইহারই বিবরণ। তাহাই প্রতিপাদিত হইতেছে—ইন্দ্রর্ক্ষনেত্র ইত্যাদি বচনের অনন্তর—নামার্ণকোষ্ঠাঙ্ক-মথাভিহন্যাদেকাদি-রুদ্রাঙ্ক-গতং ক্রমেণ অর্থাৎ নাম বর্ণের কোষ্ঠ সংখ্যাকে এক হইতে রুদ্র পর্য্যন্ত সংখ্যা ক্রমে পূরণ করিবে। এই বলিয়া রুদ্রযামলে ব্যক্ত হইয়াছে যে—

সাধ্যের অঙ্ক সমূহ ও সাধকের অঙ্ক সমূহকে চক্রে একত্ব দ্বিত্বাদি গৃহসংখ্যার দ্বারা পূরণ (গুণ) করিবে। গুণিত ও আট সংখ্যার দ্বারা ভাজিত হইলে অঙ্কের যাহা শেষ স্পষ্টরূপে জন্মায়। একাদশ গৃহস্থিত সেই অঙ্ককে এইখানে বলিতেছি—এই বলিয়া ষট্‌কাল ইত্যাদি বচন বলিয়াছেন। সুতরাং পূর্বটি উহারই বিবরণ। ৩৪-৩৫

অনন্তর অবশিষ্ট মন্ত্রাঙ্ক কথিত হইতেছে। মায়াবীজে ৪ অঙ্ক। প্রণবে শূন্য।

১। খ—ইতি পাঠো নাস্তি। ২। ক—কঠে।

সপ্তাঙ্কঃ। শ্রীবীজে একাঙ্কঃ। অস্ত্রে চতুরঙ্কঃ বধ্বাং চতুরঙ্কঃ। বাগ্‌ভবে চতুরঙ্কঃ। কামবীজে শূন্যম্। নমঃপদে পঞ্চাঙ্কঃ। অঙ্কুশে একাঙ্কঃ[১]। বজ্রবৈরোচনীয়ে ইতি সপ্তাক্ষরভাগস্য চতুরঙ্কঃ। দক্ষিণে ইত্যক্ষরত্রয়স্য দ্বাবঙ্কৌ। কালিকে ইত্যক্ষরত্রয়ে শূন্যম্। বহ্নিজায়ায়াং ত্রয়োঽঙ্কাঃ। নমো ভগবতি মাহেশ্বরি অন্নপূর্ণে ইতি চতুর্দ্দশাক্ষরে ষট্‌ অঙ্কাঃ[৩] ॥ ৩৬

অথ ঋণি-ধনিচক্রস্য প্রকারান্তরম্

যথা— নামাদ্যক্ষরমারভ্য যাবন্ মন্ত্রাদি-বর্ণকম্[৪]।
ত্রিধা কৃত্বা স্বরৈর্ভিন্নং তদন্যদ্ বিপরীতকম্ ॥ ১

অস্যার্থঃ—সাধকনামাদ্যক্ষরতো গণনয়া মন্ত্রাদিমাক্ষরং যাবৎ-সংখ্যং ভবতি, তৎ-সংখ্যাং ত্রিধা কৃত্বা সপ্তভির্হৃত্বা শেষং স্থাপয়েদিতি সাধকস্য। তদন্যদিতি। মন্ত্রাদ্যক্ষরমারভ্য সাধকাদ্যক্ষরং যাবৎসংখ্যম্, তৎ-সংখ্যাং

কূর্চে ১ অঙ্ক। কালীর একাক্ষরে ২ অঙ্ক। শ্রীবীজে ১ অঙ্ক। অস্ত্রে (ফট্‌ মন্ত্রে) ৪ অঙ্ক। বধূবীজে (স্ত্রীং বীজে) ৪ অঙ্ক। বাগ্‌ভব (ঐং বীজে) ৪ অঙ্ক। কামবীজে (ক্লীং বীজে) ০ শূন্য অঙ্ক। নমঃ পদে ৫ অঙ্ক। অঙ্কুশে (ক্রোং বীজে) ১ অঙ্ক। বজ্রবৈরোচনীয়ে এই সাতটি অক্ষরাংশের ৪ অঙ্ক। দক্ষিণে এই অক্ষর তিনটির ২ অঙ্ক। কালিকে এই অক্ষর তিনটির ০ শূন্য। বহ্নিজায়ার (স্বাহার) ৩ অঙ্ক। নমো ভগবতি মাহেশ্বরি অন্নপূর্ণে—এই চৌদ্দটি অক্ষরে ৬ অঙ্ক শেষাঙ্ক। ৩৬

অনন্তর অন্য প্রকার ঋনী ধনী চক্র কথিত হইতেছে। যেমন—সাধকের নামের আদি অক্ষর হইতে আরম্ভ করিয়া মন্ত্রের আদি অক্ষর পর্য্যন্ত মাতৃকা ক্রমে গণনা করিয়া সেই অঙ্ককে ত্রিগুণিত করিয়া স্বরের (৭) দ্বারা ভাগ করিবে। অন্যটি (মন্ত্রটী) ইহার বিপরীত হইবে অর্থাৎ মন্ত্রের আদি অক্ষর হইতে আরম্ভ করিয়া সাধকের নামের আদি অক্ষর পর্য্যন্ত মাতৃকাক্রমে গণনা করিয়া যে অঙ্ক হইবে, সেই অঙ্ককে ৭ দ্বারা গুণ করিয়া ৩ দ্বারা ভাগ করিবে। ১

ইহার অর্থ হইতেছে—সাধক নামের অক্ষর হইতে মন্ত্রের আদি অক্ষর পর্য্যন্ত গণনা দ্বারা যত সংখ্যা হইবে, সেই সংখ্যাকে ত্রিধা (ত্রিগুণিত) করিয়া ৭ দ্বারা ভাগ করিয়া ভাগ শেষ রাখিবে। ইহাতে সাধকের রাশি হইবে। তদন্যৎ, ইহার অর্থ—মন্ত্রের আদি অক্ষর হইতে আরম্ভ করিয়া সাধকের আদি অক্ষর পর্য্যন্ত গণনায় যত

১। খ—অঙ্কুশে একাঙ্ক ইতি পাঠো নাস্তি।

২। খ—নমো ভগবতি ইত্যাদি পাঠো নাস্তি। ৩। খ—যাবদ্ মন্ত্রাদিমং ভবেৎ।

সপ্তভিঃ পূরয়িত্বা ত্রিভির্হরেৎ, শেষং স্থাপয়েদিতি সাধ্যস্য উভয়োরধিকম ঋণং, ন্যূনং ধনমিতি ॥ ২

অন্যশ্চ প্রকারঃ

যথা— সাধ্যনাম-দ্বিগুণিতং সাধকেন সমন্বিতম্।
অষ্টাভিশ্চ হরেচ্ছেষং তদন্যদ্ বিপরীতকম্ ॥ ৩

অস্যার্থঃ—সাধ্যমন্ত্রবর্ণাঃ স্বরব্যঞ্জন-ভেদেন যাবৎসংখ্যাস্তৎ-সংখ্যাং দ্বিগুণীকৃত্য স্বরব্যঞ্জন-ভেদেন সাধকনামবর্ণাঙ্ক-সংযুতং কৃত্বা অষ্টাভির্হৃত্বা শেষং স্থাপয়েদিতি সাধ্যস্য। তদন্যদিতি[১]। স্বরব্যঞ্জন-ভেদেন সাধকনামবর্ণা যৎ-সংখ্যাস্তৎ-সংখ্যাং দ্বিগুণীকৃত্য স্বরব্যঞ্জনভেদেন সাধ্যবর্ণাঙ্ক-যুক্তং কৃত্বা অষ্টাভির্হরেৎ, শেষং স্থাপয়েদিতি সাধকস্য। উভয়োরধিকম্ ঋণং ন্যূনং ধনমিতি ॥ ৪

সংখ্যা হইবে, সেই সংখ্যাকে ৭ দ্বারা পূরণ (গুণ) করিয়া ৩ দ্বারা হরণ (ভাগ) করিবে এবং ভাগশেষকে রাখিবে। ইহাতে সাধ্যের রাশি হইবে। উভয় সংখ্যার মধ্যে অধিক সংখ্যাটি ঋণ, ন্যূন সংখ্যাটি ধন। ২

অন্য প্রকার ঋণি ধনী চক্র কথিত হইতেছে। যেমন তন্ত্রে বলিয়াছেন—স্বর ও ব্যঞ্জন পৃথক্ করিয়া সাধ্য নামের অক্ষরগুলিকে দ্বিগুণিত করিয়া সেই সংখ্যাকে মন্ত্র বর্ণের সংখ্যার সহিত যুক্ত করিবে। তাহার পর তাহাকে ৮ দ্বারা ভাগ করিবে, ভাগশেষকে পৃথক রাখিবে। অন্যটি ইহার বিপরীত হইবে অর্থাৎ স্বর ও ব্যঞ্জনে পৃথক্ কৃত সাধকের নামের অক্ষরগুলিকে দ্বিগুণিত করিয়া তাহার সহিত স্বর ও ব্যঞ্জনে পৃথক্ কৃত মন্ত্রাক্ষরের সংখ্যাকে যুক্ত করিবে। সমষ্টিকে ৮ দ্বারা ভাগ করিয়া ভাগশেষ পৃথক্ রাখিবে। ইহাতে সাধক রাশি হইবে। অন্যান্য পূর্বের ন্যায়। ৩

ইহার অর্থ হইতেছে—সাধ্য মন্ত্রের বর্ণসমূহ স্বর ও ব্যঞ্জন মিলিয়া যত সংখ্যা হইবে, সেই সংখ্যাকে দ্বিগুণ করিয়া স্বর ও ব্যঞ্জন ভেদে সাধকের নামের বর্ণসংখ্যাকে তাহার সহিত যোগ করিয়া ৮ দ্বারা ভাগ করিয়া ভাগশেষ রাখিবে। ইহাতে সাধ্যের রাশি হইবে। তদন্যৎ এই বাক্যের অর্থ—স্বর ও ব্যঞ্জন মিলিয়া সাধকের নামের বর্ণগুলি যত সংখ্যক হইবে, সেই সংখ্যাকে দ্বিগুণ করিয়া স্বর ও ব্যঞ্জন ভেদে সাধ্য মন্ত্র-বর্ণের সংখ্যাকে তাহার সহিত যুক্ত করিয়া ৮ দ্বারা ভাগ করিবে, ভাগশেষ পৃথক্ করিয়া রাখিবে। ইহাতে সাধকের রাশি হইবে। এই উভয় রাশির মধ্যে অধিকটি ঋণ, অল্পটি ধন। ৪

১। খ—তদন্যামিতি।

এতৎ প্রকারদ্বয়ং শক্তিমাত্রবিষয়কমিতি কেচিৎ। বস্তুতস্তু সর্ববিষয়কমেব। অতএব ঋণধন-শোধনং প্রকারত্রয়ান্যতমপ্রকারেণ কর্ত্তব্যমিতি রাঘবভট্টঃ। এতানি খলু দশচক্রাণ্যুক্তানি। ৫

কেচিৎ তু—তারচক্রং রাশিচক্রং নামচক্রং তথৈব চ।

অত্র চেৎ সগুণো মন্ত্রো নান্যচক্রং বিচারয়েৎ॥

ইতি বারাহী-তন্ত্রদর্শনাৎ।

ধনিমন্ত্রং ন গৃহ্ণীয়াদকুলঞ্চ তথৈব চ।

ইতি তন্ত্রান্তর-বচনাচ্চ নক্ষত্রচক্র-রাশিচক্র-নামচক্র-ঋণিধনিচক্র-কুলাকুল-চক্রাণামেব বিচারাপেক্ষা। তত্র নামচক্রং সিদ্ধাদি-চক্রম্। ইতরেষান্তু ন বিচারাপেক্ষা ইতি বর্ণয়ন্তি ব্যবহরন্তি চ। ৬

বস্তুতস্তু সম্ভবতি চেৎ সর্বেষাং, নো চেৎ প্রধানতয়া-তারচক্র-রাশিচক্র-নাম-চক্রাণাং বিচারঃ কর্ত্তব্য ইতি প্রশংসা-পরতয়ৈবোক্তম্। যথা প্রাসাদ-প্রণব-স্বপ্নলব্ধাদৌ সিদ্ধাদিবিচারানপেক্ষণ-বোধক-বচনানাং প্রশংসাপরত্ব-মিতি বিবেচিতমেব সিদ্ধাদিচক্রে নৃসিংহার্কবরাহাণাং[১] প্রাসাদ-প্রণবস্য চেত্যাদি-ক্রম ইত্যন্তেন। এবমেব—

কেহ কেহ বলেন—এই দুইটি প্রকার শক্তি বিষয়ক। বস্তুতঃ এই দুইটিও সমস্ত মন্ত্র বিষয়ক। এই জন্যই রাঘব ভট্ট এই বলিয়াছেন যে—তিনটি প্রকারের যে কোন একটি প্রকারের দ্বারা ঋণধন শোধন কর্ত্তব্য। এই দশটি চক্র উক্ত হইয়াছে। ৫

'মন্ত্র গ্রহণ বিষয়ে মন্ত্র যদি সগুণ হয়, তবে তারচক্র, নাম চক্র (সিদ্ধাদি চক্র), সেই রূপ রাশিচক্র বিচার করিবে, অন্য চক্র বিচার করিবে না'—এইরূপ বারাহী তন্ত্রের বচন দেখা যায় বলিয়া এবং 'ধনিমন্ত্র গ্রহণ করিবে না। সেইরূপ অকুল মন্ত্রও গ্রহণ করিবে না'—এইরূপ তন্ত্রান্তরের বচন আছে বলিয়া নক্ষত্রচক্র, রাশিচক্র, নামচক্র, ঋনিধনিচক্র ও কুলাকুল চক্রের বিচারের অপেক্ষা আছে। তন্মধ্যে নামচক্র হইতেছে সিদ্ধাদি চক্র। অন্যান্য চক্রের বিচারের অপেক্ষা নাই—ইহা কেহ কেহ বলেন ও ব্যবহার করেন। ৬

বস্তুতঃ সম্ভব হইলে সমস্ত চক্রের বিচার কর্ত্তব্য। তাহা সম্ভব না হইলে প্রধান রূপে তারচক্র, রাশিচক্র, নামচক্রের বিচার কর্ত্তব্য—ইহা মন্ত্রের প্রশংসা অভিপ্রায়ে উক্ত হইয়াছে। যেমন প্রাসাদমন্ত্র, প্রণব, স্বপ্নলব্ধ মন্ত্রাদি বিষয়ে সিদ্ধাদি চক্র বিচারের

১। খ—নৃসিংহার্ক-বরাহাণামিত্যাদি ক্রম ইত্যন্তেনেতি পাঠো নাস্তি।

নক্ষত্রচক্রং তারিণ্যা নান্যচক্রং[১] বিচারয়েৎ।

ইত্যস্য বারাহীতন্ত্রবচনস্য

তারাশুদ্ধির্বৈষ্ণবানাং কোষ্ঠশুদ্ধিঃ শিবস্য চ।

রাশিশুদ্ধিস্ত্রৈপুরে চ গোপালেঽকডমঃ স্মৃতঃ।

ইত্যাদি প্রাগুক্ত-বচনানাঞ্চ প্রশংসা-পরতয়ৈব সর্বং চতুরস্রম্। ৭

চক্রবিচারে নামগ্রহণ-প্রকারঃ

অথ[২] চক্রবিচারে নাম্নঃ কথং প্রকারেণ গ্রাহ্যতা? তদাহ সনৎকুমারীয়ে—

পিতৃমাতৃ-কৃতং নাম ত্যক্ত্বা শর্মাপি দেবকান্।

শ্রীবর্ণঞ্চ ততো বিদ্বান্ চক্রেষু[৩] যোজয়েৎ ক্রমাৎ॥ ৮

ত্যক্ত্বেতি পরান্বয়ি। অনেক নাম্নঃ কিং নাম গ্রাহ্যম্? অত্র[৪] পিঙ্গলাতন্ত্রম্—

প্রসিদ্ধং যদ্ ভবেন্নাম কিংবাস্য জন্মনাম চ।

যতীনাং পুষ্পপাতেন গুরুণা যৎ কৃতং ভবেৎ॥ ৯

লোকপ্রসিদ্ধ-নামাথ মাত্রা পিত্রা কৃতম্ তথা[৫]।

অনপেক্ষত্ব বোধক বচন সমূহের প্রশংসা পরত্ব, নিষেধ পরত্ব নহে, ইহা সিদ্ধাদিচক্রের বিচারস্থলে 'নৃসিংহার্ক-বরাহাণাং ইত্যাদি ক্রম ইত্যস্ত গ্রন্থে বিবেচনা (বিচার) করিয়াছি। এইরূপই "তারিণীর মন্ত্র গ্রহণে নক্ষত্রচক্র বিচার করিবে, অন্য চক্র বিচার করিবে না"—এই বারাহী তন্ত্র বচনের এবং "বৈষ্ণব মন্ত্র সমূহে তারাশুদ্ধি, শিবমন্ত্রে কোষ্ঠশুদ্ধি, ত্রিপুরার মন্ত্রে রাশিশুদ্ধি, গোপালের মন্ত্রে অকডম চক্রের শুদ্ধি কথিত হইয়াছে" এইরূপ পূর্বোক্ত বচন সমূহের প্রশংসাপরত্ব বলিলেই সমস্ত সামঞ্জস্য হয়। ৭

এই চক্রবিচারে নাম গ্রহণের প্রকার কথিত হইতেছে। এই চক্রবিচারে কি প্রকারে নামের গ্রহণ কর্ত্তব্য, তাহা সনৎকুমার তন্ত্রে বলিতেছেন—

বিদ্বান্ ব্যক্তি দেব শর্মা ও শ্রীবর্ণকে ত্যাগ করিয়া তাহার পর পিতা মাতার কৃত নামকে ক্রমে ক্রমে বিভাগ করিয়া চক্রে স্থাপন করিবে। ৮

ত্যক্ত্বা এই পদটির পরবর্ত্তী শ্রীবর্ণের সহিত অন্বয় হইবে। অনেক নামের মধ্যে কোন নামটি গ্রহনীয়? এ সম্বন্ধে পিঙ্গলাতন্ত্র বলিতেছেন—

সাধকের যে নাম প্রসিদ্ধ, কিংবা তাহার জন্ম নাম অথবা যতিগণের পুষ্পপাতের দ্বারা যে নাম হয়, গুরু যে নাম করেন। অথবা যে নাম লোকে প্রসিদ্ধ, অথবা মাতা

১। খ—নামচক্রম্। ২। খ—অত্র। ৩। খ—চক্রে। ৪। খ—অতঃ।
৫। খ—পিত্রা তথা কৃতম্।

সুপ্তো জাগর্ত্তি যেনাসৌ দূরস্থশ্চ প্রভাষতে।
বদত্যন্যমনস্কোঽপি তন্নাম গ্রাহ্যমত্র তু ॥ ১০

দৈবাৎ প্রাপ্তঃ[১] সিদ্ধাদিচক্র-ক্রমেণাঽন্যচক্র-ক্রমেণ বা সামান্যতো বৈরিমন্ত্র-স্ত্যাজ্য এবেতি তৎপ্রকারঃ কথ্যতে। যথা তন্ত্রে—

গব্যক্ষীরে দ্রোণমিতে জপেন্ মন্ত্রং শতাষ্টকম্।
পীত্বা ক্ষীরং জলে তদ্বৎ সমুচ্চার্য্য ত্যজেৎ তথা।
অনেনৈব বিধানেন বৈরিমন্ত্রাদ্ বিমুচ্যতে ॥ ১১

অন্বয়ার্থঃ—দ্রোণমিতে দুগ্ধে মন্ত্রং সহস্রম্ অষ্টোত্তরশতং বা জপ্ত্বা তদ্ দুগ্ধং পীত্বা তন্মন্ত্রং সহস্রম্ অষ্টোত্তরশতং বা সমুচ্চার্য্য গলাঙ্গুলি-সংযোগাদিনা তদ্ দুগ্ধং স্রোতোজলে উদ্গারয়েৎ। দ্রোণস্তু চতুরত্তিকাধিক-মাষপঞ্চকাধিকানি ষড়ধিক-সপ্তদশ-শততোলকানি[২]। তথাচ লৌকিকমান-ক্রমেণ ৭২ দ্বাসপ্ততি-তোলকাত্মক-সেরাখ্য-পরিমাণস্য সার্দ্ধত্রয়োবিংশতি-সেরাশ্চতুর্দ্দশ-তোলকানি পঞ্চমাষাশ্চতস্রো রত্তিকাশ্চ যথা গোপথ-ব্রাহ্মণম্ (১২)—

দ্বাত্রিংশৎ-পলিকং প্রস্থমুক্তং স্বয়মথর্বণা।

পিতা কর্তৃক যে নাম হয়, নিদ্রিত এই শিষ্য যে নামে জাগে, দূরে থাকিয়াও যে নামে প্রত্যুত্তর করে, অন্যমনস্ক হইয়াও যে নামে কথা বলে, সেই নামই এই চক্র বিচারে গ্রাহ্য। ৯-১০

সিদ্ধাদি-চক্র ক্রমে বা অন্য চক্র ক্রমে দৈবাৎ প্রাপ্ত সামান্যতঃ বৈরী মন্ত্র ত্যাজ্যই। সেই ত্যাগের প্রকার কথিত হইতেছে। তন্ত্রে যেমন বলিয়াছেন—

দ্রোণ পরিমিত গব্য ক্ষীরে (দুগ্ধে) ১০৮ বার মন্ত্র জপ করিবে। তাহার পর সেই দুগ্ধ পান করিয়া সেইরূপ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ত্যাগ করিবে। এই প্রকার বিধানের দ্বারাই বৈরী মন্ত্র হইতে বিমুক্ত হইবে। ১১

ইহার অর্থ:—দ্রোণ পরিমাণ দুগ্ধে সহস্র সংখ্যক বা অষ্টোত্তর শত সংখ্যক মন্ত্র জপ করিয়া সেই দুগ্ধকে পান করিয়া গলায় আঙ্গুল দিয়া সেই দুগ্ধকে স্রোতের জলে বমি করিয়া দিবে। দ্রোণ হইতেছে—একশত ছিয়াত্তর তোলা পাঁচ মাষ চারি রতি। সুতরাং লৌকিক পরিমাণ অনুসারে ৭২ তোলারূপ সের পরিমাণের ২৩ সের চৌদ্দ তোলা পাঁচ মাষ চারি রতি। যেমন গোপথ ব্রাহ্মণ এই বলিয়াছেন (১২)—

১। খ—প্রাপ্তঃ সিদ্ধ্যাদিচক্র। ২। খ—ষড়ধিকসপ্তদশততোলকানি।

আঢকস্তু চতুঃপ্রস্থৈশ্চতুর্ভির্দ্রোণ আঢকৈঃ ॥ ১৩ ॥ ইতি।

জ্যোতিষে—পলন্তু লৌকিকৈর্মানৈঃ সাষ্টরত্তির্দ্বিমাষকম্।

তোলক-ত্রিতয়ং জ্ঞেয়ং জ্যোতির্জ্ঞৈঃ স্মৃতিসম্মতম্ ॥ ১৪

লৌকিকমানঞ্চ—দ্বাদশগুঞ্জা মাষঃ, অষ্টৌ মাষাশ্চ তোলকমিতি।

রুদ্রজামলে— বটপত্রে লিখিত্বাঽরিমন্ত্রং স্রোতসি নিক্ষিপেৎ।

এবং মন্ত্রবিমুক্তঃ স্যাদিত্যাহ ভগবান্ শিবঃ ॥ ১৫

এবং সাধ্য-সাধ্যমন্ত্রমপি ত্যজেৎ। নম্ন শুদ্ধমন্ত্রস্যালাভে কৌলিকাদি-মন্ত্রস্য সিদ্ধাদি-দুষ্টত্বে বা কিং কর্ত্তব্যমিতি চেদুচ্যতে। যথা মন্ত্রদেব-প্রকাশিকায়াম্ (১৬)—

মন্ত্রাদিষু চ সর্বেষু হৃল্লেখা কামবীজকম্।
শ্রীবীজঞ্চাপি নিক্ষিপ্য জপেন্ মন্ত্রং সুসিদ্ধয়ে ॥ ১৭
তার-সংপুটিতো বাপি দুষ্টমন্ত্রোঽপি সিধ্যতি।
যত্র যস্য ভবেদ্ ভক্তিঃ সোঽপি মন্ত্রোঽপি সিধ্যতি ॥ ১৮

তথা মন্ত্রমুক্তাবল্যাম্। রাঘব ভট্টঃ—

অথর্ববেদ কর্ত্তৃক স্বয়ং উক্ত হইয়াছে—৩২ পলে প্রস্থ, চারি প্রস্থে আঢ়ক, চারি আঢ়কে দ্রোণ। ১৩

জ্যোতিষে বলিয়াছেন—জ্যোতির্বিদ্‌গণ লৌকিক পরিমাণে তিন তোলা দুই মাষা আট রতি পরিমাণকে স্মৃতি সম্মত পল জানিবেন। ১৪

লৌকিক পরিমাণ—১২ গুঞ্জায় ১ মাষ, ৮ মাষে ১ তোলা। রুদ্রজামলে বলিয়াছেন—

বটপত্রে অরিমন্ত্র লিখিয়া স্রোতের জলে নিক্ষেপ করিবে। এইরূপে অরিমন্ত্র হইতে বিমুক্তি হয়, ইহা ভগবান্ শিব বলিয়াছেন। ১৫

এইরূপে সাধ্য-সাধ্য মন্ত্রকেও ত্যাগ করিবে। আচ্ছা, শুদ্ধ মন্ত্রের লাভ (প্রাপ্তি) না হইলে কৌলিক প্রভৃতি মন্ত্র সিদ্ধাদি দোষে দুষ্ট হইলে কি কর্ত্তব্য? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছি। যেমন মন্ত্রদেব-প্রকাশিকায় বলিয়াছেন (১৬)—

সুসিদ্ধির জন্য সমস্ত মন্ত্রাদিতে হৃল্লেখা (হ্রীং), কামবীজ (ক্লীং) ও শ্রীবীজ যোগ করিয়া মন্ত্র জপ করিবে। ১৭

দুষ্ট মন্ত্র প্রণব পুটিত হইলেও সিদ্ধ হয়। যাহার যে মন্ত্রে ভক্তি, তাহার সেই মন্ত্র দুষ্ট হইলেও সিদ্ধ হয়। ১৮

মন্ত্র মুক্তাবলীতে সেইরূপ বলিয়াছেন। রাঘব ভট্ট বলিয়াছেন—

এষু দোষেষু সর্বত্র মায়াং কামমথাপি বা।
ক্ষিপ্‌ত্বা চাদৌ শ্রিয়ং দত্তাদেতদ্‌-দূষণমুক্তয়ে[১]।
তার-সংপুটিতো বাপি দুষ্টমন্ত্রোঽস্য সিধ্যতি[২] ॥ ১৯

এতদ্বচনং দীক্ষাতন্ত্রে স্মার্ত্তেনাপি লিখিতম্‌। ভুবনেশ্বরী-পারিজাতে[৩]—

মায়াবীজ-সমাযুক্তঃ ক্ষিপ্রং সিদ্ধিপ্রদো ভবেৎ।
পিণ্ডস্তু কেবলো মন্ত্রো মায়াবীজোজ্জ্বলীকৃতঃ।
মায়াবীজাদ্‌ ভবেৎ প্রাণো বীজং চৈতন্য-বীর্য্যবৎ ॥ ২০

অথ মহাবিদ্যাসু চক্রাদি-বিচারাপেক্ষা নাস্তীতি তান্ত্রিকাঃ। বস্তুতস্তু তত্তদ্‌-বচনানাং[৪] প্রশংসাপরতয়া সর্বত্রৈব বিচারাপেক্ষেতি সাম্প্রদায়িকাঃ। নাশ্রয়েদরিমন্ত্রন্তু মিত্রমন্ত্রং সমাশ্রয়েদিতি মায়াতন্ত্রবচনাৎ বিচারশুদ্ধ-মন্ত্র-প্রাপ্তৌ বিচার আবশ্যকঃ। তদপ্রাপ্তৌ তু তত্তদ্বচনমেব শরণমিতি তু বয়ম্‌। ২১

অথ মহাবিদ্যানির্ণয়ঃ

যথা মুণ্ডমালাতন্ত্রে[৫]—কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।

সর্বত্র এই সমস্ত দোষে সেই দোষের মুক্তির জন্য প্রথমে মায়াবীজ, অনন্তর কামবীজ যোগ করিয়া শ্রীবীজ প্রদান করিবে। সাধকের এইরূপ দুষ্ট মন্ত্র প্রণব পুটিত হইলেও সিদ্ধ হয়। ১৯

দীক্ষাতন্ত্রে স্মার্ত্তও এই বচন লিখিয়াছেন। ভুবনেশ্বরী পারিজাতে বলিয়াছেন—

মন্ত্র মায়াবীজের দ্বারা যুক্ত হইলে শীঘ্র সিদ্ধি প্রদ হয়। কেবল মন্ত্র পিণ্ড স্বরূপ, মায়াবীজের দ্বারা উহা উজ্জ্বলীকৃত হয়। মায়াবীজের দ্বারা বীজ প্রাণবৎ, বীর্য্যবৎ ও চৈতন্যবৎ হয়। ২০

মহাবিদ্যা বিষয়ে চক্রাদি বিচারের অপেক্ষা নাই, ইহা তান্ত্রিকগণ বলেন। বস্তুতঃ বিচার নিষেধক সেই সেই বচনগুলি মন্ত্রের প্রশংসাপর বলিয়া সর্বত্রই বিচারের অপেক্ষা আছে, ইহা সাম্প্রদায়িকগণ বলেন। যেহেতু—"অরিমন্ত্রকে আশ্রয় (গ্রহণ) করিবে না। মিত্র মন্ত্রকে গ্রহণ করিবে"—এইরূপ মায়াতন্ত্রের বচন আছে। বিচার শুদ্ধ মন্ত্রের প্রাপ্তিতে বিচার আবশ্যক; বিচারশুদ্ধ মন্ত্র না পাইলে সেই সেই বিচার নিষেধক বচনই আশ্রয় করিতে হইবে, ইহা আমরা বলি। ২১

অনন্তর মহাবিদ্যার নির্ণয় হইতেছে। মুণ্ডমালাতন্ত্রে যেমন বলিয়াছেন—

১। খ—মন্ত্রদূষণমুক্তয়ে। ২। খ—দুষ্টমন্ত্রোঽপি সিধ্যতি।
৩। খ—ভুবনেশ্বরীত্যাদি বীর্য্যবদিত্যন্তঃ পাঠো নাস্তি। ৪। খ—বস্তুতস্তত্তদ্বচনানাম্‌।
৫। খ—যথা মুণ্ডমালাতন্ত্রে ইতি নাস্তি।

ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ বিদ্যা ধূমাবতী তথা ॥ ২২
বগলা সিদ্ধবিদ্যা চ মাতঙ্গী কমলাত্মিকা।
এতা দশ[1] মহাবিদ্যাঃ সিদ্ধবিদ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ২৩
নাত্র সিদ্ধাদ্যপেক্ষাস্তি[2] নক্ষত্রাদি-বিচারণা।
কালাদি-শোধনং নাস্তি নারিমিত্রাদি-দূষণম্ ॥ ২৪
সিদ্ধবিদ্যাতয়া নাত্র যুগসেবা-পরিশ্রমঃ।
নাস্তি কিঞ্চিন্ মহাদেবি! দুঃখসাধ্যং কথঞ্চন ॥ ২৫

অত্র প্রথম-মহাবিদ্যাপদং স্বরূপ-বিশেষণপরং, ন তু বিধেয়পরম্, এতা দশ মহাবিদ্যা ইত্যনেনাঽন্বয়ানুপপত্তেঃ[3]। ষোড়শীতি সুন্দর্য্যাঃ পর্য্যায়ঃ। মন্ত্রবিশেষপরত্বে সামান্যতঃ সুন্দর্য্যাস্তদ্বহির্ভাবাপত্তেঃ। বিদ্যেতি। ধূমাবতী বিদ্যেত্যর্থঃ। সিদ্ধবিদ্যেতি মাতঙ্গ্যা বিশেষণম্। কমলাত্মিকা লক্ষ্মীঃ, অন্নপূর্ণেত্যপরে, বাগ্বাদিনী চান্নপূর্ণেত্যেকবাক্যত্বাৎ। নারিমিত্রাদিদূষণমিতি। অরিমিত্রচক্রাদের্দূষণং নাস্তীত্যর্থঃ। যুগসেবাপরিশ্রম ইতি। সত্যে এক

মহাবিদ্যা কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী বিদ্যা, বগলা, সিদ্ধবিদ্যা মাতঙ্গী, কমলা—এই দশ মহাবিদ্যা বলিয়া তন্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়াছেন। ২২-২৩

এই সকল মহাবিদ্যা বিষয়ে সিদ্ধাদি বিচারের অপেক্ষা নাই, নক্ষত্রাদি বিচার নাই, কালাদি শুদ্ধি নাই, অরি-মিত্রাদি দোষ নাই। ২৪

সিদ্ধ বিদ্যা বলিয়া এই সকল বিষয়ে যুগসেবা পরিশ্রম নাই। হে মহাদেবি! ইহাতে কোনরূপে কোন কিছু দুঃখসাধ্য নাই। ২৫

এই শ্লোকে প্রথম মহাবিদ্যা পদটি স্বরূপ বিশেষণ তাৎপর্য্যক, উহা বিধেয় তাৎপর্য্যক নহে। অন্যথা এতা দশ মহাবিদ্যা ইহার সহিত অন্বয়ের অনুপপত্তি হইবে। ষোড়শী এইটি সুন্দরীর পর্য্যায় শব্দ। উহা যদি মন্ত্র বিশেষের তাৎপর্য্যে প্রযুক্ত হইত, তবে সামান্যভাবে সুন্দরীর মহাবিদ্যার বহির্ভাবের আপত্তি হইত অর্থাৎ সুন্দরী মহাবিদ্যা-বর্গের মধ্যে পড়িতেন না। বিদ্যা এই কথার এই অর্থ—ধূমাবতী বিদ্যা। সিদ্ধ বিদ্যা এইটি মাতঙ্গীর বিশেষণ। কমলাত্মিকা হইতেছেন লক্ষ্মী। কেহ কেহ বলেন অন্নপূর্ণা, যেহেতু "বাগ্‌বাদিনী ও অন্নপূর্ণা"—এই বচনের সহিত একবাক্যতা আছে। নারি-

---

১। খ—এতা দশ মহাদেবি! মহাবিদ্যা প্রকীর্ত্তিতাঃ। ২। খ—সিদ্ধ্যাদ্যপেক্ষাস্তি।
৩। খ—অন্বয়ানুৎপত্তেঃ।

গুণস্ত্রেতায়াং দ্বিগুণঃ, দ্বাপরে ত্রিগুণঃ, কলৌ চতুর্গুণ ইতি যো যুগসেবা-পরিশ্রমো বক্ষ্যতে, স মহাবিদ্যাসু নাস্তীত্যর্থঃ। এতা দশ[১] মহাবিদ্যা ইতি পাঠকল্পনাদন্যার্থকল্পনমযুক্তমেব। তথা চামুণ্ডাতন্ত্রে (২৬)—

কলৌ কালী তথা তারা ভৈরবী ছিন্নমস্তকা।
ত্রিকূটা ত্রিপুটা দুর্গা তথা মহিষমর্দ্দিনী ॥ ২৭
কাত্যায়নী চ চামুণ্ডা মহাবিদ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
নাসু সিদ্ধাদ্যপেক্ষাস্তি নারিমিত্রাদি-দূষণম্ ॥ ২৮

মালিনীবিজয়ে—অথ বক্ষ্যাম্যহং বিদ্যা যা যা বিদ্যা মহীতলে[২]।
দোষ-জালৈরসংস্পৃষ্টাস্তাঃ সর্বা হি ফলৈঃ সহ ॥ ২৯
কালী নীলা মহাদুর্গা ত্বরিতা ছিন্নমস্তকা।
বাগ্বাদিনী চান্নপূর্ণা তথা প্রত্যঙ্গিরা পুনঃ[৩] ॥ ৩০
কামাখ্যা বগলা বালা মাতঙ্গী শৈলবাসিনী।
ইত্যাদ্যাঃ সকলা বিদ্যাঃ কলৌ পূর্ণফলপ্রদাঃ ॥ ৩১

মিত্রাদি দূষণ এই কথার এই অর্থ—অরিমিত্র চক্রাদির দোষ নাই। যুগসেবা পরিশ্রম এই কথার এই অর্থ—সত্যে এক গুণ, ত্রেতায় দ্বি-গুণ, দ্বাপরে তিন গুণ ও কলিতে চারি গুণ—এইরূপ যে যুগভেদে সেবার (জপের) পরিশ্রম বলিবেন, তাহা মহাবিদ্যাতে নাই। এতা দশ মহাবিদ্যা এইরূপ পাঠকল্পনাহেতু অন্য অর্থের কল্পনাও যুক্ত নহে। চামুণ্ডা তন্ত্রে সেইরূপই বলিয়াছেন (২৬)—

কলিকালে কালী, এইরূপ তারা, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ত্রিকূটা, ত্রিপুটা, দুর্গা এইরূপ মহিষমর্দিনী, কাত্যায়নী ও চামুণ্ডা মহাবিদ্যা বলিয়া কীর্ত্তিতা হইয়াছেন। এই সকল মহাবিদ্যা বিষয়ে সিদ্ধাদি বিচারের অপেক্ষা নাই; অরিমিত্রাদি চক্রের দোষও নাই। ২৭-২৮

মালিনী-বিজয়ে বলিয়াছেন—এই মহীতলে যে যে বিদ্যা আছে, আমি সেই সকল বিদ্যা বলিতেছি। সেই সকল বিদ্যা দোষের সহিত সম্পর্ক শূন্যা। সেই সকল বিদ্যা ফলের সহিত বর্ত্তমানা অর্থাৎ সফলা। ২৯

কালী, নীলা (তারা), মহাদুর্গা, ত্বরিতা, ছিন্নমস্তা, বাগ্‌বাদিনী, অন্নপূর্ণা, সেইরূপ প্রত্যঙ্গিরা, কামাখ্যা, বগলামুখী, বালা, মাতঙ্গী শৈলবাসিনী—এই সকল বিদ্যা কলিতে পূর্ণ ফলপ্রদা। ৩০-৩১

১। ক+খ—একাদশ মহাবিদ্যেতি। ২। খ—বিদ্যাং মহাবিদ্যাং মহীতলে।
৩। খ—পুনরিত্যনন্তরং কামাখ্যেত্যাদি-ন বাধিতাঃ ইত্যন্তঃ পাঠো নাস্তি।

সিদ্ধ-বিদ্যাতয়া নাত্র যুগসেবা-পরিশ্রমঃ।
তথা চৈতা মহাবিদ্যাঃ কলিদোষান্ন বাধিতাঃ॥ ৩২

সন্দিগ্ধবর্ণ-নির্ণয়ঃ

অথ চক্রবিচারোপযোগিতয়া কেষাঞ্চিৎ সন্দিগ্ধ-বর্ণানাং নির্ণয়ঃ ক্রিয়তে। বদ বদ বাগ্বাদিনীত্যত্র বকারচতুষ্টয়ং যরলবীয়ং, বদ-বচোঃ সাচ্‌যণ্‌-ইক্‌ত্ববিধানাৎ। ঔণাদিক-ব-প্রত্যয়-সাধিতস্যান্বশব্দস্য[১] সত্ত্বেঽপি অন্নপূর্ণাদৌ ক্তান্তাঽদ্‌-ধাতুনিষ্পন্নস্য নকারদ্বয়বদন্নশব্দস্যৈব নির্দ্দেশঃ, প্রয়োগপ্রাচুর্য্যাৎ সম্প্রদায়-সিদ্ধত্বাৎ। অন্নপূর্ণাদৌ[২] ণকারাদীনাং বিকল্পেন দ্বিত্ব-প্রসক্তাবপি মন্ত্রেষ্বদ্বিরুক্তত্বেনৈবোপন্যাসঃ; মহিষমর্দ্দিনীমন্ত্রে তথা দর্শনাৎ। যথা—বিষং হি মজ্জা কালোঽগ্নিরদ্রিরিস্থো নি ঠ-দ্বয়মিতি। এবঞ্চ জনার্দন-চতুর্ভুজাদি-সাধক-নামস্বপি দকার-ভকারাদিকমদ্বিরুক্তমেব বিচার্য্যমবিশেষাদিতি। বজ্রশব্দোঽয়ং[৩] যরলবীয়-বকারবান্। বৈরোচনীয়-শব্দো বর্গ্যবকারবান্,[৪] প্রচণ্ডচণ্ডিকামন্ত্রে প্রত্যক্ষরদেবতা-কথনে—বকারে বরুণঃ সাক্ষাজ্জকারে তু সুরাধিপঃ। রেফে হুতাশনো দেবো বকারে বসুধাধিপঃ॥ ইত্যুক্তত্বাৎ।

সিদ্ধ-বিদ্যা বলিয়া এই সকল বিদ্যাবিষয়ে যুগসেবার পরিশ্রম নাই। এইরূপ এই সকল মহাবিদ্যা কলিদোষের দ্বারা বাধিত (পীড়িত) নহে। ৩২

এই স্থলে চক্রবিচারের উপযোগিরূপে কতকগুলি সন্দিগ্ধ বর্ণের নির্ণয় করিতেছি। বদ বদ বাগ্‌বাদিনী—এই স্থলে চারিটি বকার যরলবীয়, যেহেতু বদ ও বচ্‌ ধাতুর উত্তর সাচ্‌ যণ ও ইক্‌ প্রত্যয়ের বিধান আছে। ঔণাদিক ব প্রত্যয়ে সাধিত (নিষ্পন্ন) অন্ব শব্দ থাকিলেও অন্নপূর্ণাদি শব্দ স্থলে ক্ত প্রত্যয়ান্ত অদ্‌-ধাতু-নিষ্পন্ন নকারদ্বয় বিশিষ্ট অন্ন শব্দেরই নির্দেশ হইয়াছে, যেহেতু প্রয়োগের প্রাচুর্য্য আছে ও সম্প্রদায় সম্মতও বটে। অন্নপূর্ণাদি শব্দ স্থলে ণকার দ্বয়ের বিকল্পে দ্বিত্ব প্রসক্ত হইলেও মন্ত্র-সমূহে দ্বিরুক্তিহীন রূপেই প্রযুক্ত হয়, যেহেতু মহিষমর্দিনী মন্ত্রে সেইরূপই দেখা যায়। যেমন—বিষ (ম), হি, মজ্জা (য), কাল (ম), অগ্নি (র্) অদ্রি (দ) ইস্থ (ইকার-যুক্ত) নি ও ঠ দ্বয় (স্বাহা), তাহাতে মহিষমর্দিনীর মন্ত্র হয়—মহিষমর্দিনি স্বাহা। এস্থলে অদ্বিরুক্ত বর্ণ প্রযুক্ত হইয়াছে। সুতরাং জনার্দন, চতুর্ভুজ প্রভৃতি সাধকের নামগুলিতেও দকার, ভকার প্রভৃতি অদ্বিরুক্তেরই বিচার কর্ত্তব্য। যেহেতু মন্ত্র ও সাধকের মধ্যে কোনই বিশেষ নাই। এই বজ্র শব্দটি যরলবীয় বকার বিশিষ্ট। বৈরোচনীয় শব্দ বর্গ্য-বকার বিশিষ্ট। যেহেতু প্রচণ্ডচণ্ডিকামন্ত্রে প্রত্যক্ষর দেবতা

১। ক—সাধিতস্যান্বয়শব্দস্য। ২। খ—পূর্ণাশব্দাদৌ। ৩। খ—বজ্রশব্দো য র। ৪। খ—বর্গ্যবান্।

বো বালো বারুণী সূক্ষ্মা বরুণো বেদসংজ্ঞক ইতি, সুরভির্মুখবিষ্ণু চ সংহারো বসুধাধিপঃ। ইতি চ বর্ণাভিধান-পর্য্যায়-নিয়মেন বরুণ-শব্দস্য যরলবীয়-বাচকত্বং বসুধাধিপ-শব্দস্য চ বর্গ্য-বকার-বাচকত্বং সিদ্ধম্। ৩৩

শিবশব্দোঽন্ত্য-বকারবান্। হৃদয়ং বপরঃ সাক্ষী লান্তোঽনন্তান্বিতো মরুদিতি পঞ্চাক্ষর-শিবমন্ত্রে বকারস্য লান্তত্বেনাভিধানাৎ। ৩৪

চণ্ডেশ্বরমন্ত্রে উর্দ্ধ্বশব্দোঽন্ত্য-বকারবান্, অর্ঘীশো বহ্নিশিখরো লান্তস্থো দান্ত ঈরিতঃ। ইত্যত্র বকারস্য লান্তত্বেন নির্দ্দেশাৎ। ভগবতীত্যাদৌ মতুপ্-স্থানীয়-বকারোঽন্ত্যঃ, য ব লে যঁ বঁ লঁ বেত্যাদি-সূত্রে পুরুষোত্তমাদিভিঃ কিব্বাঁনিত্যাদি-পদস্য দর্শিতত্বাৎ, তদ্বানিত্যাদৌ উচ্চারণ-বৈলক্ষণ্যাৎ, কাতন্ত্র-বৃত্তৌ বস্তুত্বেন নির্দিষ্টতয়া প্রত্যয়-সম্বন্ধিত্বাৎ, যমবতামবতাঞ্চ ধুরিস্থিত ইত্যাদি-যমকেষু অবতামিত্যনেন যমকিতত্বাচ্চ। ৩৫

অবধাতোর্বকারস্ত্বন্ত্যঃ, উ ঠ-স্বরূপযোগ্যত্বাৎ। দেবশব্দস্য বকারোঽন্ত্যঃ

কথনে—বকারে সাক্ষাৎ বরুণ, জকারে সুরাধিপ (ইন্দ্র), রেফে (র্ এ) হুতাশন দেব, বকারে বসুধাধিপতি—ইহা উক্ত হইয়াছে।

বকারের বাচক শব্দ হইতেছে বাল, বারুণী, সূক্ষ্মা, বরুণ, বেদ—এই বর্ণাভিধান এবং সুরভি, মুখ, বিষ্ণু, সংহার, বসুধাধিপ—এই বর্ণাভিধানের পর্য্যায় শব্দের নিয়মে বরুণ শব্দটী যরলবীয়ের বাচক, বসুধাধিপ শব্দটি বর্গ্য বকারের বাচক সিদ্ধ হয়। ৩৩

শিব শব্দটী অন্ত্য-বকার বিশিষ্ট, যেহেতু হৃদয় (নমঃ), বপর (শ), সাক্ষী (ইকার যুক্ত), তাহাতে শি হইল। লান্ত (ব), অনন্ত (আ) অন্বিত (যুক্ত), তাহাতে বা হইল, মরুৎ (য়) এই পঞ্চাক্ষর শিব মন্ত্রে বকারটি লান্তরূপে কথিত হইয়াছে। ৩৪

চণ্ডেশ্বর মন্ত্রে উর্দ্ধ্ব শব্দটি অন্ত্য বকার বিশিষ্ট, যেহেতু অর্ঘীশ (উ), বহ্নিশিখর (রেফ মস্তক) লান্তস্থ (বকার যুক্ত) দান্ত (ধ) চণ্ডেশ্বর মন্ত্র বলিয়া কথিত হইয়াছে—এই মন্ত্রোদ্ধার কারিকায় বকারকে লান্ত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ভগবতী ইত্যাদি স্থলে মতুপ্ স্থানে বকারটি অন্ত্য বকার, যবলে যঁ বঁ লঁ বা ইত্যাদি কলাপ ব্যাকরণের সূত্রে পুরুষোত্তম প্রভৃতি কর্ত্তৃক কিঁব্বান্ ইত্যাদি পদ প্রদর্শিত হইয়াছে, তদ্বান্ ইত্যাদি স্থলে উচ্চারণের বৈলক্ষণ্য আছে, কাতন্ত্র বৃত্তিতে বস্তুরূপে নির্দ্দিষ্ট বলিয়া প্রত্যয় সম্বন্ধ আছে এবং যমবতামবতাঞ্চ ধুরিস্থিত ইত্যাদি যমক সমূহে অবতাম্ ইহা দ্বারা যমক হইয়াছে। ৩৫

অব্ ধাতুর বকারটি অন্ত্য বকার, যেহেতু উহা উ ঠের স্বরূপযোগ্য। দেব শব্দের

দিব্ধাতুনা দেবধাতুনা বা নিষ্পন্নত্বাৎ, তয়োর্বকারৌ ত্বন্ত্যৌ, উত্বলোপান্যতর-স্বরূপ-যোগ্যত্বাৎ। দ্যূতমিত্যাদৌ উত্বং দেরিত্যাদৌ লোপঃ। বাসুদেবস্থা-ত্তোঽপ্যন্ত্যঃ, সর্বত্র বসতীতি বাসুঃ, স চাসৌ দেবশ্চেতি তথা। বসুদেবস্থা-পত্যমিতি বা, তথেতি শাব্দিকৈর্বিবরণাৎ। অতএব বসুশব্দোঽপ্যন্ত্যবানেব। নিবাসার্থ-বস্ধাতোর্বশ্চান্ত্যঃ, উষিতমিত্যাদাবিকৃত্ববিধানাৎ[১]। ৩৬

যদ্যপি—মায়া হৃদ্ ভগবত্যন্তে মাহেশ্বরি-পদং তত ইত্যন্নপূর্ণা-মন্ত্রোদ্ধারাদৌ হৃদ্পদেন নমঃ-পদং সবিসর্গমেবোদ্দিষ্টম্, তথাপি সন্ধিপ্রসক্তৌ সন্ধেরাবশ্যক-ত্বাদ্ বিসর্গস্য উত্ব-রেফত্বাদয়ো নিরাবাধাঃ। অতএব দ্বাদশাক্ষর-বাসুদেব-মন্ত্রে নারায়ণমন্ত্রে দক্ষিণামূর্ত্তিমন্ত্রেঽন্যত্র চ বিসর্গস্যোত্বং নির্বিবাদম্। ৩৭

এবং— মায়াদ্রিঃ কর্ণ-বিন্দ্ব্যাঢ্যো ভূয়োঽসৌ সর্গবান্ ভবেৎ।
পঞ্চান্তকঃ প্রতিষ্ঠাবান্ মারুতো ভৌতিকাসনঃ।

বকারটি দিব্ ধাতু দ্বারা বা দেব ধাতু দ্বারা নিষ্পন্ন হওয়ায় সেই দুইটীর বকার অন্ত্য বকার। কারণ উত্ব ও লোপ—এতদন্যতরের স্বরূপযোগ্যতা আছে। দ্যূতম্ ইত্যাদি স্থলে উত্ব এবং দে ইত্যাদি স্থলে লোপ হয়। বাসুদেব শব্দের প্রথম বকারটিও অন্ত্য বকার; যেহেতু সর্বত্র বসতি (বাস করেন) এই অর্থে বাসু হয়। বাসুও দেবও—এইরূপ কর্মধারয় সমাসে বাসুদেব হয়। অথবা বসুদেবের অপত্য এই অর্থে বাসুদেব হয়, শাব্দিকগণ এইরূপ বাসুদেব শব্দের বিবরণ করিয়াছেন। এই জন্যই বসু শব্দের বকারটি অন্ত্য বকারই। নিবাসার্থক বস্ ধাতুর বকারটি অন্ত্য বকার, যেহেতু উষিতং ইত্যাদি স্থলে ইকের বিধান হইয়াছে। ৩৬

যদিও মায়া (হ্রীং), হৃৎ (নমঃ), ভগবতি পদের অন্তে মাহেশ্বরি পদ ও তাহার পর (অন্নপূর্ণে)—এই অন্নপূর্ণা মন্ত্রের উদ্ধার স্থলে হৃৎ পদের দ্বারা সবিসর্গ নমঃ পদ উপদিষ্ট হইয়াছে, তথাপি সন্ধি প্রাপ্তি স্থলে সন্ধির আবশ্যক হওয়ায় বিসর্গের স্থানে ওকার ও রেফ প্রভৃতির আদেশে কোন বাধা নাই। এই জন্য দ্বাদশ অক্ষর বাসুদেব মন্ত্রে, নারায়ণ মন্ত্রে, দক্ষিণা মূর্ত্তি মন্ত্রে এবং অন্যত্রও বিসর্গের স্থানে ওকার হইতে কোন বিবাদ নাই। ৩৭

এইরূপ হইলে—মায়া (হ্রীং), অদ্রি (দ) কর্ণ (উ) ও বিন্দু যুক্ত হইবে। উহা পুনরায় সর্গ (ঃ) যুক্ত হইবে। তাহার পর পঞ্চান্তক (গ) প্রতিষ্ঠা (আ) যুক্ত হইবে। তাহার পর মারুত (যকার) ভৌতিকাসন (ঐকার যুক্ত) হইবে। তাহার

১। খ—ইকৃত্ববিধানাদিত্যনন্তরম্—অথোপাসনাফলনির্ণয়ঃ ইতি। যদ্যপীত্যাদি পাঠস্তু নাস্তি।

তারাদি-হৃদয়ান্তোঽয়ং মন্ত্রো বস্বক্ষরাত্মকঃ ॥

ইতি দুর্গামন্ত্রে রেফত্বং বিসর্গস্য সুব্যক্তম্ । ৩৮

ন চৈবং— হৃদয়ং বাগ্‌ভবং দেবি ! নিজবীজ-যুগং ততঃ ।

কালিকায়ৈ পদঞ্চোক্ত্বা তদন্তে বহ্নিসুন্দরী ॥ ৩৯

ইত্যনেন— নমঃ পাশাঙ্কুশৌ দ্বেধা ফট্‌ স্বাহা কালি-কালিকে ।

দীর্ঘতনুচ্ছদং কালী-মনুঃ পঞ্চদশাক্ষরঃ ॥ ৪০

ইত্যনেন চ উদ্ধারিতে কালীমন্ত্রদ্বয়ে বিসর্গলোপঃ স্যাদিতি বাচ্যম্, তথা সতি নমঃ ইতি সবিসর্গস্যাপ্রাপ্ত্যা মন্ত্রবহির্ভাবাপত্তেঃ । বর্ণান্তরোৎপত্তৌ তু ন দোষ ইতি রহস্যম্ ॥ ৪১

অথোপাসনাফলনির্ণয়ঃ

বারাহীতন্ত্রে— ধনকামে গণপতিমারোগ্যে চ দিবাকরম্ ।

তারাপতিঞ্চ শ্রীকামে মুক্তিকামে জনার্দ্দনম্ ॥ ১

নারায়ণং সর্বকামে শ্রীকামে পুরুষোত্তমম্ ।

ত্রিবর্গসিদ্ধ্যৈ শ্রীবিদ্যাং বিদ্যার্থং কালিকাং ভজেৎ ।

চতুর্বর্গে তথা তারাং কামেষী চণ্ডিকাং ভজেৎ ॥ ২

পর উহা প্রণবাদি ও হৃদয়ান্ত (অন্তে নমঃ) হইবে। এই আট অক্ষর দুর্গামন্ত্রের উদ্ধারে দুং: এর পরবর্তী বিসর্গের স্থানে রেফের আদেশ সুস্পষ্ট, অন্যথা দুর্গায়ৈ হইতে পারে না। ৩৮

এই হইলে—হে দেবি! হৃদয় (নমঃ), বাগ্‌ভব (ঐং) তাহার পর নিজের বীজ (ক্রীং ক্রীং), তাহার পর কালিকায়ৈ পদ বলিয়া তাহার পরে বহ্নিসুন্দরী (স্বাহা) বলিবে—এই বাক্যের দ্বারা এবং নমঃ, পাশ ও অঙ্কুশবীজ (আং ও ক্রোং) দুই দুইটি, তাহার পর ফট্‌ স্বাহা কালিকালিকে ও দীর্ঘ তনুচ্ছদ (হূং) এইটি কালীর পঞ্চদশাক্ষর মন্ত্র। ইহা দ্বারা উদ্ধারিত কালী মন্ত্রদ্বয়ে বিসর্গ লোপ হউক—ইহা বলিতে পারেন না ; যেহেতু তাহা হইলে বিসর্গ যুক্ত নমঃ এই পদের অপ্রাপ্তিহেতু উহার অমন্ত্রত্ব প্রসঙ্গ হইবে। অন্য বর্ণের উৎপত্তিতে কিন্তু দোষ নাই। ইহাই রহস্য। ৩৯-৪১

অনন্তর উপাসনার ফল নির্ণয় হইতেছে। বারাহী তন্ত্রে বলিয়াছেন—

ধন কামনায় গণপতিকে, আরোগ্য কামনায় দিবাকরকে, স্ত্রীকামনায় তারাপতিকে, মুক্তি কামনায় জনার্দনকে, সমস্ত কামনায় নারায়ণকে, শ্রী (সৌন্দর্য্য) কামনায়

মাতঙ্গীং ধনকামে চ বারাহীং ধর্ম-কামকে।
ভুবনেশীং রাজ্যকামে তথা নীলসরস্বতীম্ ॥ ৩

তথা তন্ত্রান্তরে—মহাবিদ্যা-প্রভাবেণ শূদ্রো বৈশ্যত্বমাপ্নুয়াদিতি।
অথবা যস্য যত্র ভক্তিঃ, স তদুপাসনাং কুর্য্যাৎ ॥ ৪

তন্ত্রে— বিষ্ণুভক্তো যদা দেব! কুলদীক্ষা-পরো ভবেৎ।
পুত্রদারধনং তস্য নাশয়ামি ন সংশয়ঃ ॥ ৫

অথ মন্ত্রাণাং দশসংস্কারাঃ। যথা গৌতমীয়ে শারদায়াঞ্চ—
মন্ত্রাণাং দশ কথ্যন্তে সংস্কারাঃ সিদ্ধিদায়িনঃ।
জননং জীবনং পশ্চাৎ তাড়নং বোধনং তথা ॥ ৬
অথাঽভিষেকো বিমলীকরণাপ্যায়নে তথা।
তর্পণং দীপনং গুপ্তির্দশৈতা মন্ত্রসংস্ক্রিয়াঃ ॥ ৭
স্বর্ণাদিপাত্রে সংলিখ্য মাতৃকাযন্ত্রমুত্তমম্।
কাশ্মীর-চন্দনেনাপি ভস্মনা বাপি সুব্রতে! ॥ ৮

পুরুষোত্তমকে, ত্রিবর্গ লাভের জন্য শ্রীবিদ্যাকে এবং বিদ্যার জন্য কালিকাকে ভজনা করিবে। ১-২

ধন কামনায় মাতঙ্গীকে, ধর্ম কামনায় বারাহীকে, রাজ্য কামনায় ভুবনেশ্বরী ও নীল সরস্বতীকে ভজনা করিবে। ৩

তন্ত্রান্তরে এইরূপ বলিয়াছেন—মহাবিদ্যার প্রভাবে শূদ্র বৈশ্যত্ব লাভ করে। অথবা যে দেবতায় যাহার ভক্তি, সে তাঁহার উপাসনা করিবে। ৪

তন্ত্রে বলিয়াছেন—হে দেব! বিষ্ণুভক্ত যখন কুলদীক্ষা পরায়ণ হয়, তখন তাহার স্ত্রী, পুত্র ও ধন নাশ করিয়া থাকি, ইহাতে সংশয় নাই। ৫

অনন্তর মন্ত্রসমূহের দশ সংস্কার কথিত হইতেছে। যেমন গৌতমীয় তন্ত্র ও শারদা-তিলক তন্ত্রে বলিয়াছেন—

সিদ্ধি প্রদ মন্ত্রের দশটি সংস্কার কথিত হইতেছে। জনন, জীবন, তাহার পর তাড়ন বোধন, অনন্তর অভিষেক, বিমলীকরণ, আপ্যায়ন, তর্পণ, দীপন ও গোপন—এই দশটি মন্ত্রের সংস্কার। ৬-৭

হে সুব্রতে! স্বর্ণাদি পাত্রে কাশ্মীর (কুঙ্কুম), চন্দন অথবা ভস্মের দ্বারা উত্তম রূপে মাতৃকা যন্ত্র লিখিয়া মন্ত্র উদ্ধার করিবে। ৮

কাশ্মীরং শক্তিসংস্কারে চন্দনং বৈষ্ণবে মনৌ।
শৈবে ভস্ম সমাখ্যাতং মাতৃকাযন্ত্র-লেখনে ॥ ৯
মন্ত্রাণাং মাতৃকা-মধ্যাদুদ্ধারো জননং স্মৃতম্।
পংক্তি-ক্রমেণ বিধিনা মুনিভিস্তত্র নিশ্চিতম্ ॥ ১০
প্রণবান্তরিতান্ কৃত্বা মন্ত্রবর্ণান্ জপেৎ সুধীঃ।
প্রত্যেকং শতবারন্তু জীবনং তদুদাহৃতম্ ॥ ১১
মন্ত্রবর্ণান্ সমালিখ্য তাড়য়েচ্চন্দনাম্ভসা।
প্রত্যেকং বায়ুবীজেন পূর্ব্ববৎ তাড়নং স্মৃতম্ ॥ ১২

বায়ুবীজেন—যমিত্যনেন। পূর্ববৎ—শতধা।

বিলিখ্য মন্ত্রবর্ণাংস্তু প্রসূনৈঃ করবীরজৈঃ।
তন্মন্ত্রাক্ষর-সংখ্যাতৈর্হন্যাদ্ রেফেণ বোধনম্ ॥ ১৩

রেফেণেত্যত্র যান্তেনেতি পাঠঃ শারদায়াম্। তত্র যান্তেন যকারস্যান্তেন রমিত্যনেনেতি রাঘবভট্টঃ। ১৪

মাতৃকা যন্ত্রের লেখনে শক্তিমন্ত্রের সংস্কারে (উদ্ধারে) কাশ্মীর, বৈষ্ণব মন্ত্রের উদ্ধারে চন্দন, শৈব মন্ত্রের উদ্ধারে ভস্ম উক্ত হইয়াছে। ৯

মাতৃকা মধ্য হইতে মন্ত্র সমূহের উদ্ধারই মন্ত্রের জনন কথিত হইয়াছে। এই উদ্ধার বিষয়ে মুনিগণের নিশ্চয় হইতেছে যে, বিধি পূর্বক পঙ্‌ক্তিক্রমে উদ্ধার করিতে হইবে অর্থাৎ পবিত্র পীঠাদিতে কুঙ্কুম বা রোচনা দ্বারা মাতৃকাপদ্ম লিখিয়া সেই মাতৃকা পদ্ম হইতে পঙ্‌ক্তিক্রমে মন্ত্রের এক একটি বর্ণের উদ্ধারের নাম মন্ত্রের জনন। ১০

সাধক মন্ত্রবর্ণ সকলকে প্রণবের দ্বারা অন্তরিত করিয়া প্রত্যেক মন্ত্রবর্ণকে শত বার জপ করিবেন। এই জপ জীবন বলিয়া কথিত হইয়াছে। ১১

সাধক ভূর্জপত্রে কুঙ্কুম বা গোরোচনাদি দ্বারা মন্ত্রবর্ণ সমূহ লিখিয়া বায়ু বীজের (যং) দ্বারা প্রত্যেক মন্ত্রবর্ণকে চন্দন জলের দ্বারা পূর্ববৎ তাড়ন (সজোরে নিক্ষেপ) করিবেন। ইহাই মন্ত্রের তাড়ন। ১২

বায়ুবীজেন অর্থ—যং বীজের দ্বারা। পূর্ববৎ—শতধা অর্থাৎ শতবার তাড়ন।

মন্ত্রজ্ঞ সাধক ভূর্জপত্রে কুঙ্কুম বা গোরোচনা দ্বারা মন্ত্রবর্ণসমূহ লিখিয়া সেই মন্ত্রের যত সংখ্যক অক্ষর, তত সংখ্যক রক্ত করবীর পুষ্পের দ্বারা রং বীজে প্রতি মন্ত্রবর্ণকে শত বার হনন (তাড়ন) করিবেন। ইহাই বোধন। ১৩

শারদাতিলকে রেফেণ এই স্থলে যান্তেন এই পাঠ আছে। সেস্থলে রাঘব ভট্ট

স্বতন্ত্রোক্ত-বিধানেন মন্ত্রী মন্ত্রার্ণ-সংখ্যয়া।
অশ্বত্থ-পল্লবৈর্মন্ত্রমভিষিঞ্চেদ্ বিশুদ্ধয়ে ॥ ১৫

স্বতন্ত্রেতি। স্বীয়তন্ত্রেত্যর্থঃ। যথা—

নমোঽন্তং মন্ত্রমুচ্চার্য্য তদন্তে দেবতাভিধাম্।
দ্বিতীয়ান্তামহং পশ্চাদভিষিঞ্চাম্যনেন তু।
তোয়ৈরঞ্জলিনাবদ্ধৈরভিষিঞ্চেৎ স্বমূর্দ্ধনি ॥ ১৬

অঞ্জলিনেতি স্বমূর্দ্ধনীতি চ পুরশ্চরণাভিষেকাদৌ। অত্র তু অশ্বত্থ-পল্লবৈর্মন্ত্রোপর্য্যভিষেক ইতি ধ্যেয়ম্। ১৭

সঞ্চিন্ত্য মনসা মন্ত্রং জ্যোতির্মন্ত্রেণ নির্দহেৎ।
মন্ত্রে মলত্রয়ং মন্ত্রী বিমলীকরণং ত্বিদম্ ॥ ১৮

মলত্রয়মিতি মায়িকং কার্মণমাণব্যঞ্চ। যথা প্রপঞ্চসারে—

তাহার ব্যাখ্যায় এই বলিয়াছেন—যান্তেন যকারের অন্তে র, সুতরাং রং এই বীজের দ্বারা। ১৪

মন্ত্রজ্ঞ সাধক পূর্ববৎ ভূর্জপত্রে স্বস্ব তন্ত্র অর্থাৎ শিবমন্ত্র স্থলে শিব তন্ত্র, শক্তিমন্ত্র স্থলে শক্তি তন্ত্র, বিষ্ণুমন্ত্র স্থলে বৈষ্ণব তন্ত্র অনুসারে মন্ত্রবর্ণ সকল লিখিয়া মন্ত্রের বিশুদ্ধির জন্য মন্ত্রবর্ণের সমান সংখ্যক অশ্বত্থ পল্লবের দ্বারা মন্ত্রকে ১০৮ বার অভিষেক করিবেন। ইহাই মন্ত্রের অভিষেক। ১৫

স্বতন্ত্র—এই কথার এই অর্থ—স্বীয় তন্ত্র। তন্ত্রে অভিষেকের প্রকার বলিয়াছেন। যেমন—

নমঃ অন্ত মন্ত্রকে উচ্চারণ করিয়া তাহার পরে দ্বিতীয়া বিভক্ত্যন্ত দেবতার নাম বলিয়া অহং ও তাহার পর অনেনাভিষিঞ্চামি—এই মন্ত্রে অঞ্জলিবদ্ধ জলের দ্বারা নিজের মস্তকে অভিষেক করিবে। ১৬

অঞ্জলিনা—এইটি এবং স্বমূর্দ্ধনি—এইটি পুরশ্চরণের অঙ্গ অভিষেক সম্বন্ধে জানিবে। এস্থলে কিন্তু মন্ত্রের উপরে অশ্বথ পত্রের দ্বারা অভিষেক—ইহা স্মরণ করিবে। ১৭

সাধক মনে মনে মন্ত্রকে চিন্তা করিয়া বক্ষ্যমাণ জ্যোতির্মন্ত্রের দ্বারা মন্ত্রের সহজ, আগন্তুক ও মায়ীয় মলত্রয়কে (মূলাধারোত্থিত কুণ্ডলিনীর বহ্নি দ্বারা) দগ্ধ করিবেন। ইহার নাম মন্ত্রের বিমলীকরণ। ১৮

মলত্রয় হইতেছে—মায়িক মল, কার্মণ মল ও আণব্য মল। যেমন প্রপঞ্চসার-তন্ত্রে বলিয়াছেন—

মায়িকং নাম যোষোত্থং পৌরুষং কার্মণং মলম্।
আণব্যং তদ্ দ্বয়ং প্রোক্তং নিষিদ্ধং তন্মলত্রয়ম্ ॥ ১৯

ন নবোঽনবস্তস্য ভাব আনব্যং পুরাতনত্বমিত্যর্থঃ। অস্যার্থঃ[১]—অসম্যক্ প্রকারেণ জপান্মন্ত্রস্য মলাখ্যং দূষণং জায়তে। তত্র যোষোত্থং স্ত্রীকৃত-জপোত্থং মায়িকম্। পুরুষকৃত-জপোত্থং কার্মণম্। উভয়কৃত-জপোত্থমাণব্যম্। তন্মলত্রয়ং দূরীকর্ত্তব্যমিতি। ২০

অন্যে— তারং ব্যোমাগ্নি-মনু-যুগ্ দণ্ডী জ্যোতির্মনুর্মতঃ।

তারং—প্রণবঃ। ব্যোমঃ—হকারঃ। অগ্নী রেফঃ। মনুশ্চতুর্দ্দশ স্বরস্তদ্-যুক্তো দণ্ডী—অনুস্বারঃ। তেন ওঁ হ্রৌঁ ইতি জ্যোতির্মন্ত্রঃ। ২১

স্বর্ণেন কুশ-তোয়েন পুষ্পতোয়েন বা তথা।
তেন মন্ত্রেণ বিধিবদাপ্যায়ন-বিধিঃ স্মৃতঃ ॥ ২২

তেন মন্ত্রেণ—জ্যোতির্মন্ত্রেণ। আপ্যায়নং—প্রোক্ষণম্।

যোষা (স্ত্রী) জাত মলের নাম মায়িক, পুরুষ জাত মলের নাম কার্মণ, স্ত্রী-পুরুষ উভয় জাত মলের নাম আণব্য কথিত হইয়াছে। এই মলত্রয় নিষিদ্ধ (দূর করা কর্ত্তব্য)। ১৯

আণব্য, এই কথার এই অর্থ—ন নব অর্থাৎ নব (নূতন) যে নয়, সেই অনব, তাহার ভাব (ধর্ম) হইতেছে আনব্য। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, অসম্যক্ প্রকারে জপ করিলে সেই জপ হইতে মন্ত্রের মল নামক দোষ জন্মায়। সেই দোষের মধ্যে যোষা হইতে উত্থিত অর্থাৎ স্ত্রীকৃত জপ হইতে উত্থিত দোষের নাম মায়িক মল। পুরুষকৃত জপ হইতে উত্থিত দোষের নাম কার্মণ। উভয়ের কৃত জপ হইতে উত্থিত দোষের নাম আণব্য। সেই মলত্রয়ের নিরাকরণ কর্ত্তব্য। ২০

তন্ত্রে জ্যোতির্মন্ত্রের উদ্ধারে বলিয়াছেন—তার, ব্যোম, অগ্নি, মনু-যুক্ (ঔ যুক্ত) দণ্ডী জ্যোতির্মন্ত্র বলিয়া কথিত হইাছে। তার—প্রণব। ব্যোম—হকার। অগ্নি—র। মনু-চতুর্দশ স্বর ঔকারযুক্ত দণ্ডী-অনুস্বার। তাহাতে ওঁ হ্রৌং এই জ্যোতির্মন্ত্র হইল। ২১

স্বর্ণের দ্বারা, কুশযুক্ত তোয়ের দ্বারা অথবা পুষ্পযুক্ত তোয়ের দ্বারা বিধিবৎ প্রোক্ষণ আপ্যায়ন বলিয়া কথিত হইয়াছে। ২২

তেন মন্ত্রেণ এই কথার অর্থ—জ্যোতির্মন্ত্রের দ্বারা। আপ্যায়ন—প্রোক্ষণ।

১। খ—অস্যার্থ ইত্যাদি—দূরীকর্ত্তব্যমিত্যন্ত-মধ্যবর্তিপাঠো নাস্তি।

মন্ত্রেণ বিধিনা মন্ত্রে তর্পণং তর্পণং মতম্।
মধুনা শক্তি মন্ত্রে তু বৈষ্ণবে চেন্দুমজ্জলৈঃ।
শৈবে ঘৃতেন দুগ্ধেন তর্পণং সম্যগীরিতম্ ॥ ২৩

মন্ত্রেণ—মুলমন্ত্রেণ। বিধিনা—যথোক্ত-বিধিনা। যথা—

মূলমন্ত্রং সমুচ্চার্য্য তদন্তে দেবতাভিধাম্।
দ্বিতীয়ান্তামহং পশ্চাৎ তর্পয়ামি নমোঽন্তকম্ ॥ ২৪

ইতি। মন্ত্রে—লিখিত-মন্ত্রাধারে। সম্যগিতি কথনাজ্জলেনাপি ক্রিয়তে। মধ্বাদি-ত্রয়ং[১] অভিষেকেঽপি প্রশস্তমিতি তান্ত্রিকাঃ। ২৫

তার-মায়া-রমা-যোগো মনোর্দীপনমুচ্যতে।

তারঃ—ওঁ। মায়া—হ্রীং। রমা—শ্রীং। তথা চ তার-মায়া-রমা-বীজ-পুটিত-মন্ত্রমষ্টোত্তরশতং জপেদিত্যর্থঃ। তথা চ বিশ্বসারে (২৬)—

তার-মায়া-রমা-বীজ-পুটিতেন জপেন্মনুম্।
শতমষ্টোত্তরঞ্চৈব দীপয়েৎ সাধকোত্তমঃ ॥ ২৭

বিধিপূর্বক মন্ত্রের দ্বারা মন্ত্রে তর্পণ তর্পণ বলিয়া কথিত হইয়াছে। শক্তিমন্ত্রে মধু দ্বারা, বৈষ্ণব মন্ত্রে কর্পূর যুক্ত জলের দ্বারা, শৈব মন্ত্রে ঘৃত ও দুগ্ধের দ্বারা তর্পণ কথিত হইয়াছে। ২৩

মন্ত্রেণ কথার অর্থ—মূল মন্ত্রের দ্বারা। বিধিনা—যথোক্ত বিধি দ্বারা। সেই যথোক্ত বিধি বলিতেছেন। যেমন—

মূল মন্ত্র সম্যক্‌ভাবে উচ্চারণ করিয়া তাহার পরে দ্বিতীয়া বিভক্তিযুক্ত দেবতার নাম ও অহং, তাহার পর নমঃ অন্ত তর্পয়ামি অর্থাৎ তর্পয়ামি নমঃ বলিবে। ২৪

শ্লোকোক্ত মন্ত্রে কথার অর্থ—লিখিত মন্ত্রের আধারে। সম্যক্ ইহা বলায় জলের দ্বারাও তর্পণ করা হইয়া থাকে। মধু প্রভৃতি তিনটি অভিষেকেও প্রশস্ত, ইহা তান্ত্রিকগণ বলেন। ২৫

তার, মায়া, রমাযোগে অর্থাৎ এইগুলিকে আদিতে দিয়া মন্ত্রের যে জপ, তাহাই মন্ত্রের দীপন উক্ত হইয়াছে। তার—ওঁ। মায়া—হ্রীং। রমা—শ্রীং। সুতরাং তার, মায়া, রমাবীজ পুটিত মন্ত্রকে ১০৮ বার জপ করিবে—এই অর্থ। বিশ্বসার তন্ত্রে তাহাই বলিয়াছেন (২৬)—

সাধক শ্রেষ্ঠ তার, মায়া, রমা বীজ পুটিত মন্ত্রকে ১০৮ বার জপ করিবে এবং তাহার দ্বারা মন্ত্রকে দীপিত করিবে। ২৭

১। খ—মধ্বাদিত্রয়মিত্যাদি নাস্তি।

পুটিতেনেতি অনুলোম-বিলোম-ক্রমেণ পুটিতেনেত্যর্থঃ। তেনাদৌ প্রণবস্ততো মায়া ততো রমা ততো বিশিষ্ট-মন্ত্রস্ততো রমা ততো মায়া ততঃ প্রণবঃ। এবং রীত্যা জপং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। এতেন বীজত্রয়মুচ্চার্য্য দাতব্যমন্ত্রোচ্চারণ-রূপ-দীপনং কুর্যাদিতি স্মার্ত্তমতমপাস্তম্, উক্ত-বিশ্বসারবচন-বিরোধাৎ। ২৮

জপ্যমানস্য মন্ত্রস্য গোপনং ত্বপ্রকাশনম্।
সংস্কারা দশ সংপ্রোক্তাঃ সর্বতন্ত্রেষু গোপিতাঃ।
যান্ কৃত্বা সম্প্রদায়েন মন্ত্রী বাঞ্ছিতমাপ্নুয়াৎ॥ ২৯

মন্ত্রাণাং সংস্কার-প্রয়োগঃ

সম্প্রদায়ো গুরুপরম্পরা। অথৈতেষাং[1] প্রয়োগঃ—চন্দনাদিলিপ্ত-স্বর্ণাদি-পাত্রে স্বর্ণশলাকয়া মাতৃকাযন্ত্রং বিলিখ্য তত্রস্থ-মাতৃকাবর্ণ-সমুদায়াৎ মন্ত্রবর্ণান্ মনসা একৈকশঃ সমাহৃত্য বীজাদিরূপ-মন্ত্রাক্ষরাণাং পংক্তি-ক্রমেণ লিখনরূপং জননং কৃত্বা, বীজাক্ষর-রূপান্ মন্ত্রবর্ণান্ প্রত্যেকমোঙ্কার-মধ্যস্থান্ কৃত্বা শতধা জপরূপ-জীবনং কৃত্বা, চন্দনাদি-লিপ্ত-স্বর্ণাদি-পাত্রে তৎতদ্‌বীজাদি-রূপ-মন্ত্র-

---

পুটিতেন এই কথার এই অর্থ—অনুলোম ও বিলোম ক্রমে পুটিত মন্ত্র দ্বারা। এইরূপ অর্থ হইলে প্রথমে প্রণব, তাহার পর মায়া, তাহার পর রমা, তাহার পর বিশিষ্ট মন্ত্র, তাহার পর রমা, তাহার পর মায়া, তাহার পর প্রণব—এইরূপ রীতিতে জপ করিবে—এই অর্থ হয়। ইহা দ্বারা বীজত্রয় উচ্চারণ করিয়া দাতব্য মন্ত্রের উচ্চারণ-রূপ দীপন করিবে—এই স্মার্ত্ত মত খণ্ডিত হইল, যেহেতু উক্ত বিশ্বসার তন্ত্রের বচনের সহিত বিরোধ হয়। ২৮

জপ্যমান মন্ত্রের অপ্রকাশন হইতেছে মন্ত্রের গোপন। মন্ত্রজ্ঞ সাধক সম্প্রদায় অনুসারে যে সংস্কারগুলিকে করিয়া বাঞ্ছিত ফল লাভ করেন। সমস্ত তন্ত্রে গোপিত মন্ত্রের সেই দশটি সংস্কার প্রকৃষ্টরূপে কথিত হইল। ২৯

সম্প্রদায়—গুরু-পরম্পরা। অনন্তর এই সংস্কার সমূহের প্রয়োগ কথিত হইতেছে। চন্দনাদি লিপ্ত স্বর্ণাদি পাত্রে স্বর্ণশলাকা দ্বারা মাতৃকা যন্ত্র লিখিয়া, সেই যন্ত্রস্থ মাতৃকাবর্ণ সমুদায় হইতে মন্ত্র বর্ণ সকলকে মনে মনে এক একটি সঙ্কলন করিয়া, বীজাদিরূপ মন্ত্রের অক্ষরগুলির পঙ্‌ক্তিক্রমে লিখনরূপ মন্ত্রের জনন করিয়া, বীজের অক্ষররূপ মন্ত্রবর্ণ সমূহের প্রত্যেক বর্ণকে ওঙ্কারের মধ্যস্থ করিয়া শতবার জপরূপ জীবন করিয়া, চন্দনাদি লিপ্ত স্বর্ণাদিপাত্রে সেই সেই বীজরূপ মন্ত্রবর্ণগুলিকে সুন্দর

১। খ—অথ তেষাং।

বর্ণান্ সমালিখ্য প্রত্যেকং যমিতি বায়ুবীজেন চন্দনোদক-প্রক্ষেপরূপ-তাড়নং শতধা কৃত্বা, পুনস্তান্ বিলিখ্য মন্ত্রবর্ণসংখ্য-করবীরপুষ্পৈঃ প্রত্যেকং রমিতি বহ্নিবীজেন হননরূপ-বোধনং কৃত্বা, নমোঽন্তং দাতব্যমন্ত্রং সমুচ্চার্য্য তত্তদ্দেবতা-নাম দ্বিতীয়ান্ত-মুচ্চার্য্যাঽহমভিষিঞ্চামীত্যন্তেন মন্ত্রেণ[১] মন্ত্রবর্ণসংখ্যয়া মন্ত্রবর্ণোপরি অশ্বত্থপল্লবোদক-প্রক্ষেপরূপমভিষেকং কৃত্বা মনসা মন্ত্রং সংচিন্ত্য ওঁ হ্রৌঁ ইতি জ্যোতির্মন্ত্রেণ মন্ত্রস্য মলত্রয়দহন-রূপং বিমলীকরণং কৃত্বা ওঁ হ্রৌঁ ইতি মন্ত্র-জপ্তেন কুশোদকেন মন্ত্রস্য প্রত্যক্ষর-প্রোক্ষণরূপমাপ্যায়নং কৃত্বা দাতব্যমন্ত্রমুচ্চার্য্য তত্তদ্দেবতা-নাম দ্বিতীয়ান্তমুচ্চার্য্যাঽহমভিষিঞ্চামি নমঃ ইতি মন্ত্রেণ দেবতীর্থজলেন লিখিত-মন্ত্রাধারে মন্ত্রবর্ণসংখ্যয়া তর্পয়িত্বা ওঁ হ্রীঁ শ্রীং ইত্যুচ্চার্য্য মূলমন্ত্রং জপ্ত্বা শ্রীং হ্রীং ওঁ ইত্যষ্টোত্তর-শত-জপ-রূপ-দীপনং কৃত্বা মন্ত্রস্যাপ্রকাশনরূপগোপনং কুর্য্যাৎ। গোপনন্তু গুরুশিষ্যোভয়কর্ত্তৃকম্। এতে সংস্কারা গুরুণা ন কৃতাশ্চেৎ পশ্চাৎ শিষ্যেণাপি কর্ত্তব্যাঃ। মহাবিদ্যা-মন্ত্রাণাং দশসংস্কারাকরণেঽপি ন দোষঃ, সিদ্ধবিদ্যাত্বাদিতি তান্ত্রিকাঃ। ৩০

করিয়া লিখিয়া প্রত্যেক মন্ত্রবর্ণকে যং এই বায়ুবীজের দ্বারা শতবার চন্দনোদক প্রক্ষেপরূপ তাড়ন করিয়া, পুনরায় সেই মন্ত্রবর্ণগুলিকে লিখিয়া, মন্ত্রবর্ণ সমান সংখ্যক রক্ত করবীর পুষ্প সমূহের দ্বারা প্রত্যেক মন্ত্রবর্ণকে রং এই বহ্নিবীজের দ্বারা হননরূপ বোধন করিয়া, নমঃ অন্ত দাতব্য মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া সেই সেই দ্বিতীয়া বিভক্তি অন্ত দেবতা নাম উচ্চারণ করিয়া অহং অভিষিঞ্চামি এইরূপ বাক্যান্ত মন্ত্রে মন্ত্র বর্ণ সমান সংখ্যক অশ্বত্থ পল্লবের দ্বারা মন্ত্র বর্ণের উপরে উদক প্রক্ষেপরূপ অভিষেক করিয়া মনে মনে মন্ত্রকে চিন্তা করিয়া ওঁ হ্রৌং এই জ্যোতির্মন্ত্র জপ্ত কুশোদকের দ্বারা মন্ত্রের প্রত্যক্ষর প্রোক্ষণরূপ আপ্যায়ন করিয়া লিখিত মন্ত্রের আধারে দাতব্য মন্ত্র ও দ্বিতীয়া-বিভক্তি অন্ত সেই সেই মন্ত্রদেবতার নাম উচ্চারণ করিয়া, অহমভিষিঞ্চামি নমঃ এই মন্ত্রে দেবতীর্থ জলের দ্বারা মন্ত্র বর্ণ সংখ্যায় তর্পণ করিয়া, ওঁ হ্রীং শ্রীং এই উচ্চারণ করিয়া মূলমন্ত্র পাঠ করিয়া শ্রীং হ্রীং ওঁ এইরূপ মন্ত্রের অষ্টোত্তর শত জপরূপ দীপন করিয়া মন্ত্রের অপ্রকাশনরূপ গোপন করিবে। গুরু ও শিষ্য উভয় কর্ত্তৃক গোপন হইবে। এই দশটি সংস্কার গুরু যদি না করেন, তবে শিষ্যই পরে তাহা করিবেন। সিদ্ধ-বিদ্যা বলিয়া মহাবিদ্যার মন্ত্র সমূহের দশটি সংস্কার না করিলেও কোন ক্ষতি নাই, ইহা তান্ত্রিকগণ বলেন। ৩০

১। খ—মন্ত্রেণেতি নাস্তি।

অথ মাতৃকাযন্ত্রম্

ব্যোমেন্দ্বৌ-রসনার্ণ-কর্ণিকমচাং দ্বন্দ্বৈঃ স্ফুরৎ-কেসরং
বর্গোল্লাসি-বসুচ্ছদং বসুমতী-গেহেন সংবেষ্টিতম্।
আশাস্বস্রিষু লান্ত-লাঙ্গলি-যুজা ক্ষৌণীপুরেণাবৃতং
যন্ত্রং বর্ণতনোঃ পরং নিগদিতং সৌভাগ্য-সম্পৎ-প্রদম্ ॥ ৩১

ব্যোম—হকারঃ। ইন্দুঃ—সকারঃ। ঔ স্বরূপম্। রসনার্ণো বিসর্গস্তে[১] কর্ণিকায়াং যস্য তৎ। তেন হ্‌সৌরিতি প্রেত-বীজং মধ্যে। অষ্টবর্গ-বিশিষ্টান্যষ্টপত্রাণি। বর্গাশ্চাত্র[২] কাদয়ঃ পঞ্চ পঞ্চ, যাদয়শ্চত্বারঃ, শাদয়শ্চত্বারো লাদী দ্বাবিত্যষ্টৌ। নাত্র বর্ণমালায়ামিব বর্গত্বেন স্বরাণাং গ্রহণম্, তেষাং কেসর-ঘটকত্বাদিতি। আশাসু—চতুর্দিক্ষু। অস্রিষু—কোণেষু। লান্তো বকারঃ, লাঙ্গলী ঠকারঃ। দিক্ষু বকারাঃ, কোণেষু ঠকারা ইত্যর্থঃ। ক্ষৌণী-পুরং—চতুরস্রম্। ৩২

অনন্তর মাতৃকাযন্ত্র কথিত হইতেছে। এই মাতৃকাযন্ত্রের কর্ণিকাটি ব্যোম (হ), ইন্দু (স), ঔ এবং রসনার্ণ (ঃ) যুক্ত অর্থাৎ হ্‌সৌঃ যুক্ত। অগ্র হইতে প্রদক্ষিণ ক্রমে স্বরবর্ণ সমূহের দুইটী দুইটী দ্বারা কেশরগুলি বিকশিত। অগ্রপত্র হইতে ক্রমে ক্রমে প্রদক্ষিণ ক্রমে কর্ণিকাভিমুখে ককারাদি পাঁচটি বর্গ, য শ ল এই তিনটি বর্গ পত্রের অন্তর্গত হইবে। আশা (দিক্) সমূহে ও অস্রি (কোণ) সমূহে যথাক্রমে লান্ত (ব) ও লাঙ্গলি (ঠ) যুক্ত ক্ষৌণীপুরের (ভূপুরের) দ্বারা আবৃত এই বর্ণদেবতার সৌভাগ্য-সম্পৎপ্রদ শ্রেষ্ঠ যন্ত্র কথিত (লিখিত) হইয়াছে। ৩১

ইহার ব্যাখ্যা—ব্যোম—হকার, ইন্দু—স, ঔ স্বরূপ অর্থাৎ ঔ, রসনার্ণ—বিসর্গ, এই সমষ্টি কর্ণিকায় যাহার (যে পদ্মের), তাহা ব্যোমেন্দ্বৌরসনার্ণ কর্ণিক পদ্ম। ইহা দ্বারা বুঝাইতেছে—হ্‌সৌঃ এই প্রেত বীজ মধ্যে লিখিত হইবে। আটটি পত্র অষ্ট বর্গ-বিশিষ্ট। এখানে বর্গ হইতেছে কাদি পাঁচ পাঁচটি, যাদি চারিটি, শাদি চারিটি, লাদি দুইটি—এই আটটি বর্গ। এস্থলে বর্ণমালার ন্যায় স্বর সমূহের বর্গরূপে গ্রহণ হয় নাই; সেই স্বরগুলি কেশরের ঘটক। আশাসু—চারিদিকে। অস্রিষু—কোণ সমূহে। লান্ত বকার, লাঙ্গলি—ঠকার। দিক্‌সমূহে বকার, কোণ সমূহে ঠকার—এই অর্থ। ক্ষৌণীপুর—চতুরস্র। ৩২

১। ক—তৎকর্ণিকায়াম্। ২। খ—বর্গাশ্চাত্র কু চু টু তু পু য শ ল স্বরূপাঃ। তদনন্তরম্—আশাসু ইত্যাদি পাঠঃ।

অথ দীক্ষা-পূর্বকৃত্যানি

অথ দীক্ষা-দিবসাৎ প্রাক্ তৃতীয়-দিবসে ক্ষৌরোদ্বর্ত্তন-বস্ত্র-নির্ণেজন-স্নানানি চ কৃত্বা, হবিষ্যং নিরামিষং বা একদা ভুক্ত্বা, তৎপর-দিনে স্নাত্বা, জ্ঞাতা-জ্ঞাত-যাবৎ-পাপক্ষয়ার্থং সপ্রণব-ব্যাহৃতিকাং গায়ত্রীং সহস্রং জপিত্বা, উপবাসং কুর্বন্ হবিষ্যান্ন-ভক্ষণং নিরামিষ-ভক্ষণং বা কৃত্বা রাত্রৌ গুরোঃ সকাশে তত্তদ্দেবতালয়ে বা অন্যত্র বা ভূমৌ কুশ-শয্যায়াং বা পবিত্র-শয্যান্তরে বা বৈষ্ণবঃ পূর্ব্ব-শিরাস্তদিতর উত্তরশিরা শয়ীত[১]। যথা বিদ্যাধরাচার্য্যঃ (৩৩)—

প্রাতঃ স্নাত্বা তু গায়ত্র্যাঃ সহস্রং প্রয়তো জপেৎ।
জ্ঞাতাজ্ঞাতস্য পাপস্য ক্ষয়ার্থং প্রথমং ততঃ ॥ ৩৪

যৎ তু—প্রাতঃ স্নাত্বা তু সাবিত্র্যা অযুতং প্রয়তো জপেদিতি। তৎ পুনরত্যন্ত-পাপাশঙ্কয়া। যদ্যপি পুরশ্চরণ-বিষয় এবৈতদভিহিতম্, তথাপি একত্র দৃষ্টস্য বাধকাভাবে পরত্রাপি প্রবৃত্তিঃ। দীক্ষায়াং মাস-বিচারস্য সংকল্পস্য চ সৌর-মানেনৈব কর্ত্তব্যত্বম্, "মন্ত্রাস্যারম্ভণং মেষে ধন-ধান্য-

---

অনন্তর দীক্ষার পূর্বকৃত্য কথিত হইতেছে। অনন্তর দীক্ষা দিবসের পূর্ব তৃতীয় দিনে, ক্ষৌর, উদ্বর্ত্তন (চন্দনাদি দ্বারা দেহের মলশোধন), বস্ত্র পরিষ্কার ও স্নান সমূহ করিয়া, হবিষ্য অথবা নিরামিষ একবার খাইয়া, তাহার পরদিনে স্নান করিয়া জ্ঞাত ও অজ্ঞাত স্বকীয় যাবতীয় পাপের ক্ষয়ের জন্য সহস্রবার প্রণব ও ব্যাহৃতির সহিত গায়ত্রী জপ করিয়া, উপবাস করিয়া অথবা হবিষ্যান্ন ভক্ষণ অথবা নিরামিষ ভক্ষণ করিয়া, রাত্রিতে গুরুর নিকটে অথবা গৃহ্যমাণ মন্ত্রের দেবতার গৃহে অথবা অন্যত্র ভূমিতে অথবা কুশশয্যায় অথবা পবিত্র শয্যায় বৈষ্ণব পূর্বশির হইয়া তদ্ভিন্ন ব্যক্তি উত্তরশির হইয়া শয়ন করিবে। যেমন বিদ্যাধরাচার্য্য বলিয়াছেন (৩৩)—

প্রাতঃকালে স্নান করিয়া সংযত হইয়া তাহার পর প্রথমে জ্ঞাত ও অজ্ঞাত পাপ-ক্ষয়ের জন্য সহস্রবার গায়ত্রী জপ করিবেন। ৩৪

আর যে এই বচন আছে—প্রাতঃকালে স্নান করিয়া সংযত হইয়া, অযুত বার সাবিত্রী জপ করিবে। তাহা কিন্তু অত্যন্ত পাপের আশঙ্কায় অর্থাৎ অত্যন্ত পাপের সন্দেহ স্থলে অযুতবার গায়ত্রী জপ করিবে। যদিও পুরশ্চরণ বিষয়েই ইহা কথিত হইয়াছে, তথাপি এক বিষয়ে দৃষ্ট নিয়ম বাধক না থাকিলে অন্য বিষয়েও প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। মেষে মন্ত্রের আরম্ভ ধনধান্য প্রদ হইয়া থাকে—ইত্যাদি প্রাগুক্ত রাশি ঘটিত বচন

১। ক—পবিত্রশয্যান্তরে বা শয়ীত ইতি পাঠঃ। বৈষ্ণব ইত্যাদি উত্তরশিরোহন্ত-পাঠো নাস্তি।

প্রদং ভবেদি"ত্যাদি-প্রাগুক্ত-রাশি-ঘটিত-বচনকলাপ-বলাৎ। অতএব সংকল্পে রাশ্যুল্লেখোঽপ্যায়াতঃ। ৩৫

অথ দীক্ষা

তত্র প্রথমং স্বস্তি-বাচনম্। যথা ব্যাসঃ—

সংপূজ্য গন্ধপুষ্পাদ্যৈর্ব্রাহ্মণান্ স্বস্তি বাচয়েৎ।
ধর্মে কর্মণি মঙ্গল্যে সংগ্রামাদ্ভুতদর্শনে[১] ॥ ৩৬

অথ শিষ্যঃ সংকল্পং কৃত্বা গুরুং বৃণুয়াৎ। ততো গুরুঃ সর্বতোভদ্রাদ্যন্যতম-মণ্ডলে[২] ঘটং স্থাপয়েৎ। ঘট-প্রমাণং তু গৌতমীয়ে (৩৭)—

হৈমং রৌপ্যং তথা তাম্রং মার্ত্তিকং বা স্বশক্তিতঃ।
বিত্তশাঠ্যং ন কর্ত্তব্যং কৃতে নিষ্ফলমাপ্নুয়াৎ ॥ ৩৮
ষট্‌ত্রিশদঙ্গুলং কুম্ভং বিস্তারোন্নতি-শালিনম্।
ষোড়শং দ্বাদশং বাপি ততো ন্যূনং ন কারয়েৎ[৩] ॥ ৩৯

সমূহের বলে দীক্ষায় মাসের বিচার ও সঙ্কল্প সৌর মানেই কর্ত্তব্য। এই জন্যই সঙ্কল্পে রাশিরও উল্লেখ উপস্থিত হইয়াছে। ৩৫

অনন্তর দীক্ষা ক্রিয়া কথিত হইতেছে। সে স্থলে প্রথমে স্বস্তিবাচন কর্ত্তব্য। যেমন ব্যাস বলিয়াছেন—

ধর্ম কর্মে, মঙ্গল-কর কর্মে, সংগ্রামে ও অদ্ভুত দর্শনে ব্রাহ্মণগণকে গন্ধ পুষ্প প্রভৃতি দ্বারা পূজা করিয়া স্বস্তিবাচন করাইবে। ৩৬

অনন্তর শিষ্য সঙ্কল্প করিয়া গুরুকে বরণ করিবে। পরে গুরু সর্বতোভদ্র-মণ্ডল প্রভৃতির যে কোন মণ্ডলে ঘট-স্থাপন করিবেন। গৌতমীয়-তন্ত্রে ঘট-প্রমাণ উক্ত আছে (৩৭)—

নিজের শক্তি অনুসারে স্বর্ণের, রৌপ্যের, তাম্রের অথবা মৃত্তিকার ঘট করিবে। বিত্তশাঠ্য করিবে না, বিত্তশাঠ্য করিলে নিষ্ফলত্ব লাভ করিবে। ৩৮

বিস্তার ও উচ্চতা বিশিষ্ট ছত্রিশ অঙ্গুল, ষোড়শ আঙ্গুল, দ্বাদশ অঙ্গুল কুম্ভ করিবে, তাহার ছোট করিবে না। ৩৯

১। খ—সংগ্রামাদ্ভুতদর্শনে ইত্যনন্তরং—পূজাধারমাহ-পদ্মপুরাণম্—শালগ্রাম-শিলারূপী যত্র তিষ্ঠতি কেশবঃ। তত্র দেবাঽসুরা-যক্ষা ভুবনানি চতুর্দশ ॥ অত্র সর্বসান্নিধ্যাৎ সর্বেষাং পূজা কর্ত্তুং শক্যা। কিন্তু তত্র নাবাহনবিসর্জনে। শালগ্রামে স্থাবিরে বা নাবাহনবিসর্জনমিতি রাঘবভট্টধৃতত্বাৎ। বোধায়নঃ—প্রতিমাস্থানেষপ্সু নাবাহনবিসর্জনমিতি। পূজাপ্রদীপে—অনুক্ত-কল্পে যন্ত্রন্তু লিখেৎ পদ্মং দলাষ্টকম্। ষট্‌কোণ-কর্ণিকং তত্র দেবদ্বারোপশোভিতম্। অত্রাবাহন-প্রতিষ্ঠা-বিসর্জনানি কর্ত্তব্যানি। ততঃ—অথ শিষ্যঃ সঙ্কল্পমিত্যেবং পাঠঃ। ২। খ—সর্বতোভদ্রে পঙ্কজে বা মণ্ডলে।
৩। খ—ন কারয়েদিত্যনন্তরং কুম্ভস্থাপনং শাক্তাভিষেক-প্রকারেণ। যথা—কামবীজেনেতি পাঠঃ।

অস্যার্থঃ—ষট্‌ত্রিংশদঙ্গুলং সন্তং বিস্তারোন্নতি-শালিনমিতি। তেন বিস্তারে ঔন্নত্যে চ ষড়্‌ত্রিংশদঙ্গুলম্। এবং ষোড়শাদাবপি। শারদায়াম্—

হেমাদি-রচিতং কুম্ভমস্ত্রাস্তিঃ ক্ষালিতান্তরম্।
চন্দনাগুরু-কর্পূর-ধূপিতং শোভনাকৃতিম্॥ ৪০
আবেষ্টিতাঙ্গং নীরন্ধ্রং তন্তুনা ত্রিগুণাত্মনা।
অর্চিতং গন্ধপুষ্পাদ্যৈর্দূর্বাক্ষত-সমন্বিতম্।
নবরত্নোদরং মন্ত্রী স্থাপয়েৎ তারমুচ্চরন্॥ ৪১
ঐক্যং সংকল্প্য পীঠস্য কুম্ভস্য চ বিধানবিৎ।
ক্ষীরদ্রুম-কষায়েণ পালাশ-ত্বগ্‌ভবেন বা॥ ৪২
তীর্থোদকৈর্বা কর্পূর-গন্ধ-পুষ্পাদি-বাসিতৈঃ।
আত্মাভেদেন বিধিবন্ মাতৃকাং প্রতিলোমতঃ।
জপন্ মূলমনুং তদ্বৎ পূরয়েদ্ দেবতাধিয়া॥ ৪৩
কুম্ভবক্ত্রে নিধায়াথ চষকং স-ফলাক্ষতম্
আবাহ্য পূজয়েৎ তত্র মন্ত্রী মন্ত্রস্য দেবতাম্॥ ৪৪

ইহার এই অর্থ—ছত্রিশ অঙ্গুল হইয়া বিস্তার ও উচ্চতা বিশিষ্ট। তাহাতে বিস্তার ও উচ্চতায় ছত্রিশ আঙ্গুল। ষোড়শ ও দ্বাদশ আঙ্গুল স্থলে এইরূপ বিস্তারে ও উচ্চতায় ষোড়শ ও দ্বাদশ আঙ্গুল জানিবে। শারদাতিলক তন্ত্রে বলিয়াছেন—

পূজিত সর্বতোভদ্র মণ্ডলে স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র বা মৃত্তিকা নির্মিত, উক্ত পরিমাণ বিশিষ্ট, অস্ত্রমন্ত্র জপ্ত জলের দ্বারা অন্তর্বহিঃ প্রক্ষালিত, শোভনাকার, ত্রিগুণ সূত্রের দ্বারা বদ্ধ-কণ্ঠ, ওঁ কুম্ভায় নমঃ মন্ত্রে গন্ধাদি দ্বারা অর্চিত, চন্দন, অগুরু ও কর্পূরের দ্বারা ধূপিত (সুবাসিত) কূর্চ (দূর্বা) ও অক্ষত যুক্ত নবরত্নোদর নীরন্ধ্র ঘটকে প্রণব উচ্চারণ পূর্বক স্থাপন করিবেন। ৪০-৪১

আত্মা, দেবতা ও জলের ঐক্য ভাবনা করিতে করিতে সবিন্দু মাতৃকাবর্ণগুলিকে বিলোমে জপ করিতে করিতে সেইরূপ মূলমন্ত্র জপ করিতে করিতে অশ্বত্থ, বট, যজ্ঞডুমুর প্লক্ষ (পাকুড়) গাছের ছালের কষায়ের (রসের) দ্বারা বা পলাশ গাছের ত্বকের রসের দ্বারা অথবা কর্পূর, চন্দন ও পুষ্পের দ্বারা সুবাসিত তীর্থ জলের দ্বারা আত্মার সহিত অভেদে দেবতা বুদ্ধিতে ঘটকে পূর্ণ করিবেন। ৪২-৪৩

অনন্তর মন্ত্রজ্ঞ সাধক ঐ ঘটের উপরে ফল তণ্ডুল যুক্ত চষক স্থাপন করিয়া সেই ঘটে মন্ত্রের দেবতাকে আবাহন করিয়া পূজা করিবেন। ৪৪

অস্ত্রাদ্ভিঃ—ফট্‌কারাভিমন্ত্রিত-জলৈঃ। তন্তুনা ত্রিগুণাত্মনেতি। যজ্ঞোপবীত-রূপেণেত্যর্থঃ। তারং—প্রণবঃ। পীঠস্থ—তত্তদ্দেবতাসনস্থ। প্রতিলোমতঃ ক্ষকাদ্যকারান্ত-ক্রমেণ। চষকং—শরাবাদি। আবাহ্যেতি। কেবল-জলে আবাহনাদ্যভাবেঽপি ঘটে আবাহনাদিকং কার্য্যমিতি তত্ত্বম্। ৪৫

তন্ত্রান্তরে—শক্তি-বিষ্ণু-শিবানাস্ত ক্ষিপেদ্ গন্ধাষ্টকং ক্রমাৎ।
ঘটমধ্যে ইত্যর্থঃ। গন্ধাষ্টকত্রয়ন্তু পূজাপটলে বক্ষ্যতে। নিবন্ধে—

মুহূর্ত্তে সর্বতোভদ্রে নবং কুম্ভং নিধায় চ।
সোদকং গন্ধপুষ্পাভ্যামর্চিতং বস্ত্র-সংযুতম্।
সর্বৌষধি-নবরত্ন-পঞ্চপল্লব-সংযুতম্ ॥ ৪৬

মুহূর্ত্তে—শুভ-মুহূর্ত্তে। সর্বতোভদ্র ইতি। বক্ষ্যমাণ-মণ্ডল-চতুষ্টয়ান্যতমোপ-লক্ষকম্।

দীক্ষায়াং দেবপূজায়াং মণ্ডলানাং চতুষ্টয়ম্।
সর্বততন্ত্রানুসারেণ কার্য্যং সর্ব-সমৃদ্ধিদম্ ॥

ইতি বক্ষ্যমাণ-শারদাবচনাচ্চ। ৪৭

অস্ত্রাদ্ভিঃ—ফট্‌কারের দ্বারা অভিমন্ত্রিত জলের দ্বারা। ত্রিগুণাত্মনা তন্তুনা, এই কথার অর্থ—যজ্ঞোপবীতরূপ তন্তু দ্বারা। তার—প্রণব। পীঠস্থ—সেই সেই গৃহ্যমাণ মন্ত্র-দেবতার আসনের। প্রতিলোমতঃ—ক্ষকার হইতে অকার পর্য্যন্ত ক্রমে। চষক—শরাব প্রভৃতি। আবাহ্য, এই কথার এই অর্থ—কেবল জলে আবাহন প্রভৃতি না থাকিলেও ঘটে আবাহন ও বিসর্জন কর্ত্তব্য—ইহাই তত্ত্ব। ৪৫

তন্ত্রান্তরে বলিয়াছেন—ক্রমে ক্রমে শক্তি পূজায় শক্তি গন্ধাষ্টক, বিষ্ণু পূজায় বিষ্ণু-গন্ধাষ্টক, শিব পূজায় শিব গন্ধাষ্টক নিক্ষেপ করিবে। ঘটমধ্যে নিক্ষেপ করিবেন। ইহাই তাৎপর্য্য। তিনটি গন্ধাষ্টক পূজাপঠলে বলিব। নিবন্ধে বলিয়াছেন—

শুভ মুহূর্তে সর্বতোভদ্র মণ্ডলে গন্ধ পুষ্পের দ্বারা অর্চিত বস্ত্র সংযুক্ত সর্বৌষধি নবরত্ন ও পঞ্চপল্লব যুক্ত জলপূর্ণ নুতন কুম্ভ স্থাপন করিয়া (সেই কুম্ভে দেবতাকে আবাহন করিয়া পূজা করিবে)। ৪৬

মুহূর্তে—শুভ মুহূর্তে। সর্বতোভদ্র এই পদটি চারিটি মণ্ডলের অন্যতম মণ্ডলের উপলক্ষক অর্থাৎ চারিটি মণ্ডলের যে কোন মণ্ডলে। যেহেতু শারদাতিলকের বক্ষ্যমাণ এই বচন আছে যে—দীক্ষাতে দেবপূজাতে চারিটি মণ্ডল হইয়া থাকে। সর্বতন্ত্রানুসারে এই সর্বসমৃদ্ধি প্রদ মণ্ডল করিবে। ৪৭

বাশিষ্ঠে— পনসাম্রং তথাশ্বত্থং বটং বকুলমেব চ।
পঞ্চপল্লবমিত্যুক্তং মুনিভিস্তন্ত্রবেদিভিঃ ॥ ৪৮

নবরত্নানি তু—মুক্তা-মাণিক্য-বৈদূর্য্য-গোমেদা বজ্র-বিদ্রুমৌ।
পদ্মরাগং মরকতং নীলঞ্চেতি যথাক্রমম্ ॥ ৪৯

রত্নাভাবে ধান্যম্, সর্বরত্ন-প্রধানস্য ধান্যস্য কুশলং বদেতি রামায়ণীয়ত্বাৎ। হরিতালং বা, রত্নানামপ্যলাভে তু হরিতালং বিনির্দিশেদিতি গ্রন্থান্তরাৎ। কাঞ্চনং হরিতালঞ্চ সর্বাভাবে বিনিক্ষিপেদিতি ভবিষ্য-পুরাণাচ্চ। ৫০

রাজরাজেশ্বরী-তন্ত্রে শাক্তাভিষেক-প্রকরণে ঘটমিত্যনুবৃত্তৌ—
নাতিহ্রস্বং নাতিদীর্ঘং মৃৎ-তাম্র-স্বর্ণ-নির্মিতম্।
কামবীজেন সংপ্রোক্ষ্য বাগ্ভবেনৈব তাড়য়েৎ ॥ ৫১
শক্ত্যা কলসমারোপ্য মায়য়া পূরয়েজ্জলৈঃ[১]।
মন্ত্রেণানেন তীর্থানি দেশিকস্তত্র বিন্যসেৎ ॥ ৫২

বাশিষ্ঠে বলিয়াছেন—তন্ত্রবিৎ মুনিগণ কর্তৃক পনস, আম্র, অশ্বত্থ, বট ও বকুল—এই গুলি পঞ্চপল্লব বলিয়া কথিত হইয়াছে। ৪৮

নবরত্ন হইতেছে—যথাক্রমে মুক্তা, মাণিক্য, বৈদূর্য্য, গোমেদ, বজ্র (হীরক), বিদ্রুম (প্রবাল), পদ্মরাগ, মরকত ও নীল। ৪৯

রত্নের অভাবে ধান্য দেয়, যেহেতু সমস্ত রত্নের মধ্যে প্রধান ধান্যের কুশল বল—এই রামায়ণ বাক্যে ধান্যকে সর্বরত্ন প্রধান বলা হইয়াছে। অথবা হরিতাল দেয়, যেহেতু বচনান্তরে বলা হইয়াছে—রত্নসমূহ না পাইলে হরিতাল নিক্ষেপ করিবে। ভবিষ্য পুরাণেও আছে—সকল দ্রব্যের অভাবে কাঞ্চন ও হরিতাল নিক্ষেপ করিবে। ৫০

রাজরাজেশ্বরী তন্ত্রে শাক্তাভিষেক প্রকরণে ঘটং এই শব্দের অনুবৃত্তিতে অর্থাৎ ঘট প্রকরণে বলিয়াছেন—

মৃত্তিকা, তাম্র অথবা স্বর্ণ নির্মিত অনতিহ্রস্ব অনতিদীর্ঘ ঘটকে কামবীজের (ক্লীং) দ্বারা প্রোক্ষণ করিয়া বাগ্ভববীজ (ঐং) দ্বারা তাড়ন করিবেন। ৫১

শক্তিবীজের (সৌঃ) দ্বারা মণ্ডলে কলশ স্থাপন করিয়া মায়াবীজ (হ্রীং) দ্বারা ঘটে জল পূরণ করিবেন। মন্ত্রোপদেষ্টা গুরু বক্ষ্যমাণ এই মন্ত্রের দ্বারা সেই ঘটে তীর্থের স্থাপন করিবেন। ৫২

১। খ—মায়য়া পূরণং জলৈরিত্যনন্তরং—গঙ্গাদ্যা ইত্যাদি পাঠঃ।

গঙ্গাদ্যাঃ সরিতঃ সর্বাঃ সমুদ্রাশ্চ সরাংসি চ।
সর্বে সমুদ্রাঃ সরিতঃ সরাংসি জলদা নদাঃ ॥ ৫৩
হ্রদাঃ প্রস্রবণাঃ পুণ্যাঃ স্বঃ-পাতাল-মহীগতাঃ।
সর্বতীর্থানি পুণ্যানি ঘটে কুর্বন্তু সন্নিধিম্[১] ॥ ৫৪
রমাবীজেন জপ্তেন পল্লবং প্রতিপাদয়েৎ।
কূর্চেন ফলদানং স্যাৎ স্ত্রীবীজেন স্থিরীকৃতিঃ ॥ ৫৫
সিন্দূরং বহ্নিবীজেন পুষ্পং দদ্যাচ্ছরাণুনা।
মূলেন দূর্বাং প্রণবৈঃ কুর্য্যাদভ্যুক্ষণং ততঃ ॥ ৫৬
হুঁং ফট্ স্বাহেতি মন্ত্রেণ কুর্য্যাদ্ দর্ভেণ তাড়নম্।
বিচিন্ত্য দেবী-পীঠন্তু তত্রাবাহ্য প্রপূজয়েৎ ॥ ৫৭

শক্ত্যা—সৌরিতি বীজেন। শরাণুনা—অস্ত্রমন্ত্রেণ। ততো গুরুরুক্তরীত্যা মন্ত্রস্য দশ সংস্কারান্ কুর্য্যাৎ। ততঃ সূতকদ্বয়-মুক্তয়ে দেয়ং বিশিষ্টমন্ত্রং প্রণবপুটিতং কৃত্বা গুরুঃ সপ্তবারান্ জপেৎ। গুরুণৈবং কৃতে পশ্চাচ্ছিষ্যেণ জপ-পূর্ব-পরয়োঃ সূতকদ্বয়মোচনাকরণেঽপি ন ক্ষতিঃ। ৫৮

গঙ্গাদ্যাঃ ইত্যাদি কুর্বন্তু সন্নিধিং এই পর্য্যন্ত তীর্থস্থাপন মন্ত্র। তাহার অর্থ—স্বর্গ, পাতাল ও পৃথিবী গত গঙ্গাদি সমস্ত পুণ্য নদী, সমুদ্র, সরোবর, লবণাদি সমস্ত সমুদ্র, জলাশয়, জলপ্রদ নদসমূহ, হ্রদ, প্রস্রবণ ও পুণ্য সমস্ত তীর্থ ঘটে সন্নিধি করুন। ৫৩-৫৪

জপ্ত (উচ্চরিত) রমাবীজের (শ্রীং) দ্বারা পল্লব প্রতিপাদন (দান) করিবে। কূর্চ-বীজের (হূং) দ্বারা ফলদান হইবে। স্ত্রীবীজের (স্ত্রীং) দ্বারা স্থিরীকরণ হইবে। ৫৫

বহ্নিবীজের (রং) দ্বারা সিন্দুর ও শরমন্ত্র (ফট্) দ্বারা পুষ্প দিবে। মূল মন্ত্রের দ্বারা দূর্বা দিবে। তাহার পর প্রণবের দ্বারা অভ্যুক্ষণ করিবে। ৫৬

হুং ফট্ স্বাহা—এই মন্ত্রে দর্ভের দ্বারা তাড়ন করিবে। সেই ঘটে দেবীর পীঠ (আসন) চিন্তা করিয়া দেবীকে আবাহন করিয়া পূজা করিবে। ৫৭

শক্ত্যা—সৌঃ এই বীজের দ্বারা। শরাণুনা—অস্ত্রমন্ত্রের দ্বারা। তাহার পর গুরু উক্ত রীতিতে মন্ত্রের দশটি সংস্কার করিবেন। তাহার পর সূতক দ্বয়ের মুক্তির জন্য গুরু

১। খ—সন্নিধিম্। ইতি তীর্থাবাহনম্। ততো রমাবীজেন পল্লবং, কূর্চেন ফলং, বহ্নিনা সিন্দূরং, অস্ত্রায় ফড়িতি পুষ্পং, মূলেন দূর্বাং দত্ত্বা বধূবীজেন স্থিরীকৃত্য প্রণবেন অভ্যুক্ষ্য হুং ফট্ স্বাহা ইতি দর্ভৈস্তাড়য়িত্বা তত্র মূলদেবতামাবাহ্য পূজয়েৎ। ইতি। নিবন্ধে—মুহূর্ত্তে সর্বতোভদ্রে ইত্যাদি-বস্ত্রসংযুতম্। মুহূর্ত্তে শুভমুহূর্ত্তে। বাশিষ্টে পনসাম্রমিত্যাদি—রামায়ণীয়ত্বাদিত্যন্তঃ পাঠঃ। ততো গুরুর্মন্ত্রস্য দশসংস্কারান্ কুর্যাৎ। ততো দেবতাং পূজয়েৎ। নিবন্ধে—ততো দেবার্চনং কুর্য্যাদেবং পাঠঃ।

যথা কুলার্ণবে— জাতে স্মৃতকমাদৌ স্যাদন্তে চ মৃত-স্মৃতকম্ ।

স্মৃতকদ্বয়-সংযুক্তো যো মন্ত্রঃ স ন সিধ্যতি ॥ ৫৯

গুরোস্তদ্রহিতং কৃত্বা মন্ত্রং তাবজ্জপেদ্ ধিয়া ।

স্মৃতকদ্বয়-নির্মুক্তঃ স মন্ত্রঃ সর্বসিদ্ধিদঃ ॥ ৬০

ব্রহ্মবীজং মনোর্দত্ত্বা চাদ্যন্তে পরমেশ্বরি ! ।

সপ্তবারং জপেন্মন্ত্রং স্মৃতকদ্বয়-মুক্তয়ে ॥ ৬১

গুরোরিতি পঞ্চমী । ততো গুরুর্মন্ত্রচৈতন্যং কুর্য্যাৎ । যথা—

সংপুটীকৃত্য মন্ত্রেণ আদি-লান্তান্ সবিন্দুকান্ ।

পুনশ্চ সবিসর্গাংস্তান্ ক্ষকারং কেবলং জপেৎ ।

এবং জপ্ত্বোপদিষ্টশ্চেৎ প্রবুদ্ধঃ শীঘ্রসিদ্ধিদঃ ॥ ৬২

তথা চৈবং জপ্ত্বা গুরুণা দত্তো মন্ত্রঃ সর্বদৈব প্রবুদ্ধঃ । তস্য জপকালে পুনশ্চৈতন্যাকরণেঽপি ন ক্ষতিঃ । ততো দেবতাং পূজয়েৎ । ৬৩

দেয় বিশিষ্ট মন্ত্রকে প্রণব পুটিত করিয়া সাত বার জপ করিবেন। গুরু এইরূপ করিলে পরে শিষ্য জপের পূর্বে ও পরে সূতক দ্বয়ের মোচন না করিলেও ক্ষতি নাই। ৫৮

যেমন কুলার্ণব তন্ত্রে বলিয়াছেন। মন্ত্রের জন্ম (উদ্ধার) হইলে প্রথমে জাত সূতক (জাতাশৌচ) অন্তে মৃত সূতক (মৃতাশৌচ) হয়। যে মন্ত্র সূতক দ্বয় যুক্ত, সে মন্ত্র সিদ্ধ হয় না। ৫৯

গুরু হইতে মন্ত্রকে সূতক দ্বয় রহিত করিয়া শিষ্য মনে মনে মন্ত্র জপ করিবে। সূতক দ্বয় রহিত সেই মন্ত্র সমস্ত সিদ্ধি প্রদ হয়। ৬০

হে পরমেশ্বরি। সূতক দ্বয়ের মুক্তির জন্য মন্ত্রের আদিতে ও অন্তে ব্রহ্মবীজ (ওঁ) দিয়া সাতবার মন্ত্র জপ করিবে। ৬১

গুরোঃ এই পদটি পঞ্চমী অর্থাৎ পঞ্চমী বিভক্তির পদ। তাহার পর গুরু মন্ত্র চৈতন্য করিবেন। যেমন তন্ত্রে বলিয়াছেন—

গুরু আদি হইতে লকার পর্য্যন্ত সবিন্দু (ং যুক্ত) বর্ণগুলিকে মন্ত্রের দ্বারা পুটিত করিয়া জপ করিবেন। পুনরায় ঐ বর্ণগুলিকে বিসর্গযুক্ত করিয়া জপ করিবেন। ক্ষকারকে কেবল জপ করিবেন। যদি এইরূপ জপ করিয়া মন্ত্র উপদিষ্ট হয়, তবে সেই মন্ত্র প্রবুদ্ধ (চৈতন্যবৎ) হইয়া শীঘ্র ফলপ্রদ হয়। ৬২

সুতরাং এইরূপ জপ করিয়া গুরু কর্তৃক প্রদত্ত মন্ত্র সর্বদাই প্রবুদ্ধ হইয়া থাকে। সেই মন্ত্রের জপকালে পুনরায় মন্ত্রের চৈতন্য না করিলেও ক্ষতি নাই। তাহার পর দেবতাকে পূজা করিবে। ৬৩

নিবন্ধে— ততো দেবার্চনং কৃত্বা হুনেদষ্টোত্তরং শতম্ ।
শিষ্যং স্বলঙ্কৃতং বেদ্যামুপাগ্নিমুপবেশয়েৎ[১] ॥ ৬৪
মন্ত্রী[২] তং প্রোক্ষণীতোয়ৈঃ শান্তিকুম্ভ-জলৈস্তথা ।
মূলমন্ত্রেণাঽষ্টশত-মন্ত্রিতৈরভিষেচয়েৎ ॥ ৬৫

হুনেদিতি । তত্র হোমঃ কাম্যঃ শক্তেন কার্য্যঃ । উপাগ্নিম্[৩]—অগ্নিসমীপে । অষ্টশতং অষ্টোত্তরশতমিত্যর্থঃ । ৬৬

ততঃ বৌষড়িতি মন্ত্রেণ শিষ্যস্য নেত্র-দ্বয়ং বাসসাচ্ছাদ্য শিষ্যাঞ্জলিং পুষ্পৈঃ পূরয়িত্বা গুরুঃ স্বয়মেব মন্ত্রমুচ্চরন্ কলশে দেবতাপ্রীত্যৈ ক্ষেপয়েৎ । ততো নেত্র-বন্ধনং দূরীকৃত্য দর্ভাস্তরে আসীনং শিষ্যং ভূতশুদ্ধিং কারয়িত্বা তত্তন্মন্ত্রোক্ত-ন্যাসান্ শিষ্যস্য দেহে কুর্য্যাৎ । ৬৭

ততো গুরুরাত্মসকাশাদ্ দেবতাং শিষ্য-সংক্রান্তাং তয়োরৈক্যং সংভাবয়ন্ গন্ধাদিভিঃ পূজয়েৎ । ততঃ ওঁ সহস্রারে হুঁ ফড়িতি মন্ত্রেণ শিষ্যস্য শিখাং বদ্ধা সংরক্ষ্য শিষ্যস্য শিরসি দক্ষিণহস্তং[৪] দত্ত্বা দেয়মন্ত্রমষ্টোত্তরশতং জপ্ত্বা

নিবন্ধে বলিয়াছেন—তাহার পর দেবতার অর্চনা করিয়া ১০৮ বার হোম করিবে। তাহার পর অলঙ্কৃত শিষ্যকে বেদীর অগ্নিসমীপে উপবেশন করাইবেন। ৬৪

মন্ত্রী শিষ্যকে সেই অষ্টোত্তর শত মূল মন্ত্রের দ্বারা অভিমন্ত্রিত প্রোক্ষণী পাত্রের জল দ্বারা এবং এইরূপ অভিমন্ত্রিত শান্তিকুম্ভ জলের দ্বারা অভিষেক করিবে। ৬৫

হুনেৎ—এই যে হোম বিধি। দীক্ষাস্থলে সেই হোমটি কাম্য। সমর্থ ব্যক্তিরই হোম কর্ত্তব্য। উপাগ্নিম্—অগ্নির সমীপে। অষ্টশতম্ ইহার অর্থ—অষ্টোত্তর শত। ৬৬

তাহার পর বৌষট্ এই মন্ত্রে শিষ্যের নেত্রদ্বয় বস্ত্রের দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া শিষ্যের অঞ্জলি পুষ্পের দ্বারা পূরণ করিয়া গুরু নিজেই মন্ত্রের উচ্চারণ করিয়া কলশে দেবতার প্রীতির জন্য সেই পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করাইবেন। তাহার পর শিষ্যের নেত্রবন্ধন দূর করিয়া দর্ভাসনে উপবিষ্ট শিষ্যকে ভূতশুদ্ধি করাইয়া শিষ্যের দেহে দেয় সেই সেই মন্ত্রোক্ত ন্যাসগুলি করিবেন। ৬৭

তাহার পর গুরু নিজের দেহ হইতে শিষ্যদেহে সংক্রান্ত দেবতাকে শিষ্য ও দেবতার ঐক্যভাবনা করিতে করিতে গন্ধাদি দ্বারা দেবরূপ শিষ্যকে পূজা করিবেন। তাহার পর ওঁ সহস্রারে হুং ফট্ এই মন্ত্রে শিষ্যের শিখাবন্ধন করিয়া তাহাকে রক্ষা করিয়া শিষ্যের

১। খ—মুপাগ্নি উপ। ২। ক+খ—মন্ত্রিতং। ৩। খ—উপাগ্নি—অগ্নিসমীপে।
৪। খ—শিরসি হস্তং।

ভূমৌ পত্রে বা মন্ত্রং লিখিত্বা অমুকমন্ত্রায় অমুকবিদ্যায়ৈ বা নমঃ ইতি সংপূজ্য ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রায়ামুকদেবশর্ম্মণে দেয়মন্ত্রমুচ্চার্য্য ইমং মন্ত্রং তুভ্যমহং দদানীতি শিষ্যস্য দক্ষিণ-হস্তে জলং দত্ত্বা দেয়মন্ত্রমুচ্চার্য্য এষ মন্ত্র আবয়োস্তুল্যফলদো ভবতু ইত্যুদীরয়েৎ। ততো দদস্বেতি শিষ্যো ব্রূয়াৎ। ততঃ ঋষ্যাদিযুক্তং মন্ত্রং গুরুঃ শ্রাবয়েৎ। ৬৮

যথা শারদায়াং—তত্তন্মন্ত্রোদিতান্ ন্যাসান্ কুর্য্যাদ্ দেহে শিশোস্তথা।
দক্ষিণামূর্ত্তিসংহিতায়াম্—ভূমৌ লিখিত্বা বিদ্যান্তু পূজয়িত্বা বিধানতঃ[১]।
শিষ্যায় কৃপয়া দদ্যাদৃষ্যাদি-সহিতাং গুরুঃ॥ ৬৯

ভূমাবিত্যুপলক্ষণম্—পত্রাদাবপি। লিখনন্তু মাতৃকাযন্ত্র-লিখন-দ্রব্যৈঃ।
বশিষ্ঠঃ— আবয়োস্তুল্যফলদো ভবত্বেবমুদীরয়েৎ॥ ৭০
বশিষ্ঠ-সংহিতায়াম্—ততঃ শিরসি শিষ্যস্য হস্তং দত্ত্বা শতং জপেৎ।
অষ্টোত্তরং ততো মন্ত্রং দদ্যাদুদক-পূর্বকম্। ৭১

মস্তকে দক্ষিণ হস্ত দিয়া দেয় মন্ত্র ১০৮ বার জপ করিয়া, ভূমিতে বা পত্রে মন্ত্র লিখিয়া অমুক-মন্ত্রায় নমঃ অথবা অমুক-বিদ্যায়ৈ নমঃ এই মন্ত্রে পূজা করিয়া, ওঁ অদ্যেত্যাদি বলিয়া অমুক-গোত্রায় অমুক-দেবশর্ম্মণে বলিয়া দেয় মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ইমং মন্ত্রং তুভ্যমহং দদানি এই বলিয়া শিষ্যের দক্ষিণ হস্তে জল দিয়া দেয় মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া এষ মন্ত্র আবয়োস্তুল্য-ফলদো ভবতু অর্থাৎ এই মন্ত্র আমাদের উভয়ের তুল্য ফল-প্রদ হউক, ইহা উচ্চারণ করিবে। তাহার পর শিষ্য বলিবে—দদস্ব (দিন)। তাহার পর গুরু ঋষ্যাদি যুক্ত মন্ত্র শিষ্যকে শ্রবণ করাইবেন। ৬৮

যেমন শারদাতিলক তন্ত্রে বলিয়াছেন—সেইরূপ শিশুর (শিষ্যের) দেহে সেই সেই মন্ত্রোক্ত ন্যাসসমূহ করিবেন। দক্ষিণামূর্ত্তি সংহিতায় বলিয়াছেন—গুরু যথাবিধানে ভূমিতে বিদ্যা লিখিয়া পূজা করিয়া শিষ্যকে কৃপাপূর্বক ঋষ্যাদি সহিত সেই বিদ্যা দান করিবেন। ৬৯

ভূমৌ এই ভূমি পদটি অন্যেরও উপলক্ষণ, পত্রাদিতে লিখিতে পারা যায়। মাতৃকা যন্ত্র লেখার দ্রব্যসমূহের দ্বারাই লিখিতে হইবে। বশিষ্ঠ বলিয়াছেন—আমাদের উভয়ের তুল্য ফলপ্রদ হউক, ইহা উচ্চারণ করিবে। ৭০

বশিষ্ঠসংহিতায় বলিয়াছেন—তাহার পর গুরু শিষ্যের মস্তকে হাত রাখিয়া ১০৮ বার

১। খ—বিধানতঃ ইত্যনন্তরম্—জপভাবণয়া দেবি। শিষ্যায় নির্মলাত্মনে। প্রকাশ্যার্ঘ্যং জলে দদ্যাদৃষ্যাদিসংহিতাং গুরুঃ। ভূমাবিত্যুপলক্ষণমিতি পাঠঃ।

গৌতমীয়ে—ন্যাসজালং তস্য দেহে গুরুঃ সংন্যস্য যত্নতঃ।
দক্ষকর্ণে বদেন্মন্ত্রং ত্রিবারং পূর্ণমানসঃ॥ ৭২

দক্ষ ইতি। দ্বিজাতি-বিষয়ম্। তথা চ তন্ত্রে—
দক্ষকর্ণে ত্রিশো বিদ্যামেকোচ্চারেণ চোচ্চরেৎ।
এষ বিধির্দ্বিজাতীনাং স্ত্রী-শূদ্রাণাঞ্চ বামতঃ॥ ৭৩

রুদ্রজামলে—গুরুস্তু প্রাঙ্মুখো ভূত্বা শিষ্যং প্রত্যঙ্মুখস্থিতম্।
ত্রিবারং দক্ষিণে কর্ণে বামে চৈব তথা সকৃৎ।
বিপরীতমতো জ্ঞেয়ং স্ত্রীশূদ্রাণাঞ্চ বামতঃ॥ ৭৪

বিপরীতমিতি। স্ত্রী-শূদ্রয়োর্বামে ত্রিবারং দক্ষিণে সকৃদিত্যর্থঃ। এতেন—সর্বত্র প্রাঙ্মুখো দাতা গ্রহীতা চ উদঙ্মুখঃ। ইতি বচনমত্রাহপ্রাপ্তপদমেতস্য বিশেষ-বচনত্বাৎ, সাবিত্র্যুপদেশে পশ্চিমাভিমুখত্বস্য দর্শনাচ্চ। ৭৫

বিশ্বসারে—দক্ষকর্ণে বদেন্ মন্ত্রং ঋষ্যাদিক-সমন্বিতম্।
তথা তস্মিন্ ক্ষণে দেবি! জপেন্ মন্ত্রং শতাষ্টকম্॥ ৭৬

মন্ত্র জপ করিবেন। তাহার পর উদক পূর্বক (শিষ্যের হাতে জল দিয়া) মন্ত্র দান করিবেন। ৭১

গৌতমীয় তন্ত্রে বলিয়াছেন—গুরু যত্ন পূর্বক শিষ্যের দেহে ন্যাস সমূহ ন্যাস করিয়া পূর্ণমানস হইয়া দক্ষিণ কর্ণে তিন বার মন্ত্র বলিবেন। ৭২

দক্ষকর্ণে এই বিধিটি দ্বিজাতি বিষয়ে জানিবে। তাহাই তন্ত্রে বলিয়াছেন—

দক্ষিণ কর্ণে এক উচ্চারণে তিন বার বিদ্যা উচ্চারণ করিবেন। দ্বিজাতি সম্বন্ধে এই বিধি। স্ত্রী শূদ্র বিষয়ে বামকর্ণে উচ্চার্য্য। ৭৩

রুদ্র যামলে বলিয়াছেন—গুরু প্রাঙ্‌মুখ হইয়া পশ্চিম মুখে অবস্থিত শিষ্যকে দক্ষিণ কর্ণে তিন বার এবং বাম কর্ণে একবার মন্ত্র বলিবেন। স্ত্রী ও শূদ্র সম্বন্ধে ইহার বিপরীত জানিবে অর্থাৎ বামে তিনবার ও দক্ষিণে একবার জানিবে। ৭৪

বিপরীত এই কথার এই অর্থ—স্ত্রী ও শূদ্রের বামে ৩ বার, দক্ষিণে একবার। ইহা দ্বারা—সর্বত্র দাতা পূর্বমুখ এবং গ্রহীতা উত্তর মুখ হইবেন—এই বচনের এখানে স্থান হইল না; যেহেতু এই বচনটি বিশেষ বিষয়ক বচন। সাবিত্রীর উপদেশে গ্রহীতার পশ্চিমাভিমুখত্ব দেখা যায়। ৭৫

বিশ্বসারে বলিয়াছেন—হে দেবি! দক্ষিণ কর্ণে ঋষ্যাদি-বিশিষ্ট মন্ত্র বলিবে। সেইরূপ সেই সময়ে ১০৮ বার মন্ত্র জপ করিবে। ৭৬

গুরুরিতি শেষঃ। দত্ত্বা মন্ত্রং জপেদ্ দেবি! শতমষ্টোত্তরং ততঃ। ইতি জামলবচনাৎ। নারায়ণীয়-মহাকপিল-পঞ্চরাত্রয়োঃ—

মন্ত্রং দত্ত্বা সহস্রং বৈ স্বশক্ত্যৈ দেশিকো জপেৎ॥ ৭৭

বিশ্বসারে—অষ্টাধিকং সহস্রং বৈ শতং বাপি বিধানতঃ।

স্বশক্তি-রক্ষণার্থায় গুরুর্মন্ত্রং তদা জপেৎ॥ ৭৮

শারদায়াম্—গুরোর্লব্ধাং পুনর্বিদ্যামষ্ট-কৃত্বো জপেৎ সুধীঃ।

গুরুবিদ্যা-দেবতানামৈক্যং সম্ভাবয়ন্ ধিয়া॥ ৭৯

ততো গুরুচরণে দণ্ডবৎ পতিত্বা প্রণম্য শিরসি গুরুপাদদ্বয়ং যোজয়েৎ। যথা শারদায়াম্—

প্রণমেদ্ দণ্ডবদ্ ভূমৌ গুরুং তং দেবতাত্মকম্।

তস্য পাদাম্বুজ-দ্বন্দ্বং নিজমূর্দ্ধনি যোজয়েৎ॥ ৮০

ততো গুরুঃ— উত্তিষ্ঠ বৎস! মুক্তোঽসি সম্যগাচারবান্ ভব।

কীর্ত্তি-শ্রী-কান্তি-পুত্রায়ুর্বলারোগ্যং সদাঽস্তু তে॥ ৮১

জপক্রিয়ার কর্ত্তা গুরু, ইহা উহ্য। হে দেবি! মন্ত্র দান করিয়া তাহার পর ১০৮ বার মন্ত্র জপ করিবেন—এইরূপ যামল বচন হইতে ইহা জানা যায়। নারায়ণীয় তন্ত্র ও মহাকপিল পঞ্চরাত্রতে বলিয়াছেন—মন্ত্রোপদেষ্টা গুরু নিজের শক্তি রক্ষার জন্য মন্ত্র দান করিয়া ১০০৮ এক হাজার আট বার মন্ত্র জপ করিবেন। ৭৭

বিশ্বসার তন্ত্রে বলিয়াছেন—গুরু মন্ত্রদানের পরে নিজের শক্তি রক্ষার জন্য যথা বিধানে অষ্টাধিক শত মন্ত্র জপ করিবেন। ৭৮

শারদাতিলকে বলিয়াছেন—শিক্ষিত শিষ্য গুরু, বিদ্যা ও দেবতার ঐক্য মনে মনে চিন্তা করিতে করিতে গুরুর নিকট প্রাপ্ত মন্ত্র আট বার জপ করিবেন। ৭৯

তাহার পর শিষ্য গুরুর চরণে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া প্রণাম করিয়া নিজ মস্তকে গুরুর পাদ যুগল ধারণ করিবেন। যেমন শারদাতিলকে বলিয়াছেন—

সেই দেবতাত্মক গুরুকে "ত্বৎ-প্রসাদাদহং দেব! কৃতকৃত্যোঽস্মি সর্বতঃ। মায়া-মৃত্যু-মহাপাশাদ্ বিমুক্তোঽস্মি চ শিবোঽস্মি চ॥ এই মন্ত্র পাঠ পূর্বক ভূমিতে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবেন। সেই গুরুর পাদদ্বয় নিজ মস্তকে যুক্ত (ধারণ) করিবেন। ৮০

তাহার পর গুরু উত্তিষ্ঠ বৎস ইত্যাদি মন্ত্র পড়িয়া তাহাকে উঠাইবেন। উত্তিষ্ঠ ইত্যাদি মন্ত্রের অর্থ—বৎস ওঠ, তুমি মুক্ত আছ; সমুচিত আচারবান্ হও। তোমার কীর্ত্তি, শ্রী, কান্তি, পুত্র, আয়ুঃ ও ধন সর্বদা হউক। ৮১

ইত্যুত্থাপয়েৎ। ততঃ শিষ্যো গুরবে দক্ষিণাং দদ্যাৎ। যথা স্বতন্ত্রতন্ত্রে—

গুরবে দক্ষিণাং দদ্যাৎ প্রত্যক্ষায় শিবাত্মনে।
সর্বস্বং বা তদর্দ্ধং বা তদর্দ্ধং বা তদাজ্ঞয়া।
নচেৎ সঞ্চারিণী শক্তিঃ কথমস্য ভবিষ্যতি॥ ৮২

মন্ত্রতন্ত্রপ্রকাশে—আচার্যাদনভিপ্রাপ্তঃ প্রাপ্তশ্চাদত্ত-দক্ষিণঃ।
সততং জপ্যমানোঽপি মন্ত্রঃ সিদ্ধিং ন গচ্ছতি॥ ৮৩

লঘুহারীতঃ— একৈকমক্ষরং যস্তু গুরুঃ শিষ্যে নিবেদয়েৎ।
পৃথিব্যাং নাস্তি তদ্ দ্রব্যং যদ্ দত্ত্বা সোঽনৃণী ভবেৎ॥ ৮৪

কুলামৃতে— বিত্তশাঠ্যং পরিত্যজ্য সর্বকর্মাণি কারয়েৎ।
বিত্তশাঠ্যং বিহন্ত্যাশু পুত্রানায়ুর্যশো ধনম্॥ ৮৫

অন্যত্রাপি— গুরুদেবং বঞ্চয়িত্বা যঃ কুর্য্যাদ্ ধন-সঞ্চয়ম্।
তেন তদ্ ভুজ্যতে নৈব হ্রিয়তে রাজ-তস্করৈঃ॥ ৮৬

তন্ত্রান্তরে— সুবর্ণং দক্ষিণাং দদ্যাদ্ গাশ্চ দদ্যাৎ পয়স্বিনীঃ।
ভূমিং বৃত্তিকরীং দদ্যাৎ পুত্র-পৌত্রানুযায়িনীম্॥ ৮৭

তাহার পর শিষ্য গুরুকে দক্ষিণা দিবেন। যেমন স্বতন্ত্র তন্ত্রে বলিয়াছেন—প্রত্যক্ষ শিব স্বরূপ গুরুকে তাঁহার আজ্ঞানুসারে সর্বস্ব বা তাহার অর্দ্ধ বা তাহার অর্দ্ধ দক্ষিণা দিবে। নচেৎ ইহার সঞ্চারিণী শক্তি কিরূপে হইবে? ৮২

মন্ত্রতন্ত্র-প্রকাশে বলিয়াছেন—আচার্য্য গুরুর নিকট হইতে সম্যক্‌রূপে (যথা-বিধানে) অপ্রাপ্ত, দক্ষিণা প্রদান না করিয়া প্রাপ্ত মন্ত্র সর্বদা জপ্যমান হইয়াও সিদ্ধি প্রাপ্ত হয় না। ৮৩

লঘুহারীত বলিয়াছেন—যে গুরু এক একটি অক্ষর শিষ্যকে প্রদান করেন, পৃথিবীতে এমন কোন দ্রব্য নাই, যাহা দিয়া সে তাহা হইতে অঋণী হইতে পারে। ৮৪

কুলামৃতে বলিয়াছেন—বিত্তশাঠ্য পরিত্যাগ করিয়া সমস্ত কর্ম করাইবেন। বিত্তশাঠ্য পুত্রগণ, আয়ুঃ, যশঃ ও ধনকে শীঘ্র নাশ করে। ৮৫

অন্যত্রও বলিয়াছেন—যে ব্যক্তি গুরুদেবকে বঞ্চনা করিয়া ধন সঞ্চয় করে, সে সেই ধন ভোগ করিতে পারে না, রাজা বা তস্কর কর্ত্তৃক সে ধন গৃহীত হয়। ৮৬

তন্ত্রান্তরে বলিয়াছেন—গুরুকে সুবর্ণ দক্ষিণা দিবে; পয়স্বিনী গাভী সকল দান করিবে। পুত্র পৌত্রাদিতে অনুবৃত্তিকারিণী বৃত্তিকরী ভূমি দান করিবে। ৮৭

তথা— গুরবে দক্ষিণাং দদ্যাৎ স্বর্ণং বস্ত্র-সমন্বিতম্।
গুরু-সন্তোষ-মাত্রেণ দুষ্টমন্ত্রোঽপি সিধ্যতি।
অন্যথা নৈব সিদ্ধিঃ স্যাদভিচারায় কল্পতে ॥ ৮৮
দীক্ষা-গ্রহণ-সামগ্রীং গুরবেঽথ নিবেদয়েৎ।
অন্যাংশ্চ ব্রাহ্মণাংস্তত্র যত্নতঃ পরিতোষয়েৎ ॥ ৮৯

শারদায়াম্—ব্রাহ্মণাংস্তর্পয়েৎ পশ্চাদ্ ভক্ষ্য-ভোজ্যৈঃ সদক্ষিণৈঃ ॥ ৯০

ততো গুরবে স্বশরীরাদিকং সমর্পয়েৎ। যথা তন্ত্রে—

তং বিত্তশাঠ্যং পরিহৃত্য দক্ষিণাং দত্ত্বা তনুং স্বাঞ্চ সমর্পয়েৎ সুধীঃ ॥ ৯১

অন্যত্রাপি— শরীরমর্থং প্রাণাংশ্চ সর্বং তস্মৈ নিবেদয়েৎ।
ততঃ প্রভৃতি কুর্বীত গুরোঃ প্রিয়মনন্যধীঃ।
যদ্ যদিষ্টতমং লোকে গুরবে তন্নিবেদয়েৎ ॥ ৯২

শিবপুরাণে— যো গুরু স শিবঃ প্রোক্তো যঃ শিব স চ মন্ত্রকঃ।
শিব-বিদ্যা-গুরূণাঞ্চ ভেদো নাস্তি কথঞ্চন ॥ ৯৩

এইরূপ আরও বলিয়াছেন—গুরুকে বস্ত্রযুক্ত স্বর্ণ দক্ষিণা দিবে। গুরুর সন্তোষ মাত্রের দ্বারাই দুষ্ট মন্ত্রও সিদ্ধ হয়। অন্যথা মন্ত্রের সিদ্ধি হয় না। উহা অভিচারের যোগ্য (হেতু) হয়। ৮৮

দীক্ষা গ্রহণের অনন্তর দীক্ষা গ্রহণের সামগ্রী গুরুকে নিবেদন করিবে। সেই সময়ে অন্যান্য ব্রাহ্মণগণকে যত্নপূর্বক পরিতোষ করাইবে। ৮৯

শারদাতিলক তন্ত্রে বলিয়াছেন—দীক্ষা গ্রহণের পরে ব্রাহ্মণগণকে সদক্ষিণ ভক্ষ্য ভোজ্য দ্বারা সন্তুষ্ট করিবে। ৯০

তাহার পর গুরুকে নিজের শরীর প্রভৃতি সমর্পণ করিবে। যেমন তন্ত্রে বলিয়াছেন—শিক্ষিত শিষ্য সেই বিত্তশাঠ্যকে পরিহার করিয়া দক্ষিণা দিয়া নিজের দেহ গুরুকে সমর্পণ করিবেন। ৯১

অন্যত্রও বলিয়াছেন—শরীর, অর্থ (শক্তি অনুসারে ধনসম্পদাদি) ও প্রাণ (মনঃ)—সমস্তই সেই গুরুকে নিবেদন করিবে। এই দীক্ষা গ্রহণ হইতে শিষ্য অনন্যচিত্তে গুরুর প্রিয়কর কার্য্য করিবে। এই লোকে যাহা যাহা শিষ্যের প্রিয়তম, তাহা গুরুকে নিবেদন করিবে। ৯২

শিবপুরাণে বলিয়াছেন—যিনি গুরু, তিনিই শিব কথিত হইয়াছেন। যিনি শিব, তিনিই মন্ত্র। শিব, বিদ্যা বা মন্ত্র ও গুরুর কোন প্রকারে ভেদ নাই। ৯৩

শিবে মন্ত্রে গুরৌ যস্য ভাবনা সদৃশী ভবেৎ।
ভোগো মোক্ষশ্চ সিদ্ধিশ্চ শীঘ্রং তস্য ভবেদ্ ধ্রুবম্ ॥ ৯৪
বস্ত্রাভরণ-মাল্যানি শয়নান্যাসনানি চ।
প্রিয়াণি চাত্মনো যানি তানি দেয়ানি বৈ গুরোঃ।
তোষয়েত প্রযত্নেন মনসা কর্মণাপি বা ॥ ৯৫

ইয়ং ক্রিয়াবতী দীক্ষা। যা চাপরা কলান্যাসবত্ত্বাৎ কলাবতী নাম্নী দীক্ষা, সা পুনর্গৌরবাদিদানীমনুপপযোগাচ্চাত্র ন লিখিতা, গ্রন্থান্তরে দ্রষ্টব্যা। ৯৬

যা চ[১] পঞ্চায়তন-পূজাবত্ত্বাৎ পঞ্চায়তনী নাম্নী, সাঽপ্যসর্ব্ব-বিষয়কত্বান্ন লিখিতা, শ্যামাদৌ তদভাবাৎ। যথা রুদ্রজামলে (৯৭)—

শ্যামায়াং ভৈরবী-তারা-ছিন্নমস্তাসু ভৈরবি!।
মঞ্জুঘোষে তথা রৌদ্রে পঞ্চাঙ্গং নেষ্যতে বুধৈঃ ॥ ৯৮
উপবিদ্যাসু সর্ব্বাসু ষট্কর্মাদিষু সাধনে।
নাত্র সিদ্ধাদ্যপেক্ষাস্তি নাত্রাঽঙ্গাদি-প্রপূজনম্ ॥ ৯৯

শিবে, মন্ত্রে ও গুরুতে যাহার ভাবনা সমান হইবে, তাহার ভোগ, মোক্ষ ও সিদ্ধি নিশ্চয় শীঘ্র হইবে। ৯৪

বস্ত্র, আভরণ, মাল্য, শয্যা, আসন এবং নিজের যাহা যাহা প্রিয়, সে সকলই গুরুকে প্রদান করিবে। যত্নপূর্বক মনের দ্বারা কর্মের দ্বারা গুরুকে সন্তুষ্ট করিবে। ৯৫

এই দীক্ষাটি ক্রিয়াবতী দীক্ষা। আর যে কলান্যাস যুক্ত হেতু কলাবতী নাম্নী একটি দীক্ষা আছে। সে দীক্ষা গ্রন্থগৌরব হইবে বলিয়া এবং এখন তাহার উপযোগ নাই বলিয়া এই গ্রন্থে এখানে লিখিত হয় নাই। ইহা শারদাতিলক প্রভৃতি অন্য গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। ৯৬

আর যে পঞ্চায়তন পূজাবিশিষ্ট হেতু পঞ্চায়তনী নাম্নী অপর একটি দীক্ষা, সেই দীক্ষা সমস্ত দেবতা বিষয়ক নহে বলিয়া তাহাও এখানে লিখিত হইল না। শ্যামাদি দেবতা বিষয়ে পঞ্চায়তনী দীক্ষা হয় না। যেমন রুদ্রজামলে বলিয়াছেন (৯৭)—

হে ভৈরবি! শ্যামাতে, ভৈরবী, তারা ও ছিন্নমস্তাতে, মঞ্জুঘোষে এবং রুদ্র মন্ত্রে পণ্ডিতগণ পঞ্চাঙ্গ (পঞ্চায়তনী দীক্ষা) ইচ্ছা করেন না। ৯৮

সমস্ত উপবিদ্যা সমূহে ষট্কর্মাদির সাধনে—এই সমস্ত বিষয়ে সিদ্ধাদির অপেক্ষা নাই, এই সমস্ত বিষয়ে অঙ্গাদির পূজাও নাই। ৯৯

১। খ—যা চ প্রত্যেয়তনপূজাবত্ত্বাৎ দক্ষায়তনী নাম্না সাপ্যসহবিষয়কত্বান্ন লিখিতা।

অথবা— তত্রাপ্যশক্তঃ কশ্চিচ্ছেদব্জমভ্যর্চ্য সাক্ষতম্‌।
তদম্বুনাঽভিষিচ্যাঽষ্ট-বারং মূলেন কে করম্‌।
নিধায়াষ্টৌ জপেৎ কর্ণে উপদেশে ত্বয়ং বিধিঃ॥ ১

অব্জঃ—শঙ্খঃ। কে—মস্তকে[১]। তথা চ তদম্বুনা অষ্টবারং মূলমন্ত্রেণ শিষ্যমভিষিচ্য তস্য শিরসি করং নিধায়াষ্টৌ জপেৎ। ততঃ কর্ণে জপেৎ, বচনান্তরৈকবাক্যতয়া ত্রিবারাদীত্যর্থঃ। অত্রাপি সূতক-দ্বয়-মোচন-শিখা-বন্ধনাদিকং কার্য্যমবিরোধাদিতি তত্ত্বম্‌। ২

অথবা— চন্দ্রসূর্য্যগ্রহে তীর্থে সিদ্ধক্ষেত্রে শিবালয়ে
মন্ত্রমাত্রপ্রকথনমুপদেশঃ স উচ্যতে॥ ৩

সিদ্ধক্ষেত্র ইতি। পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রাদৌ বৈদ্যনাথাদৌ কামরূপাদৌ চ যথা-যোগ্যং বৈষ্ণব-শৈব-শাক্তানামিত্যর্থঃ। প্রকথনমিতি শিষ্যস্যেত্যর্থঃ। ন তু গুরোঃ, তর্হি গুরোরুপদেশ-কর্ত্তৃত্বাপত্তেঃ। প্রকথনঞ্চ গুরূচ্চারণানন্তরমিত্য-বধাতব্যম্‌। ৪

অথবা বলিয়াছেন—কোন ব্যক্তি যদি সেই ক্রিয়াবতী দীক্ষাতে অশক্ত হয়, তবে অব্জকে অর্চনা করিয়া, সেই শঙ্খজলের দ্বারা শিষ্যকে মূলমন্ত্রের দ্বারা আটবার অভিষেক করিয়া, অক্ষতযুক্ত হস্ত শিষ্যের মস্তকে স্থাপন করিয়া আটবার মন্ত্র জপ, পরে তিনবার মন্ত্র জপ করিবেন। উপদেশে এই বিধি। ১

অব্জ—শঙ্খ। কে—মস্তকে। সুতরাং সেই জলের দ্বারা মূলমন্ত্রে ৮ বার শিষ্যকে অভিষেক করিয়া তাহার মস্তকে হাত রাখিয়া ৮ বার মন্ত্র জপ করিবেন। তাহার পর বচনান্তরের সহিত একবাক্যতা প্রযুক্ত কর্ণে তিন বার ও একবার মন্ত্র জপ করিবেন। ইহাই তাৎপর্য্যার্থ। কোন বিরোধ না থাকায় এই উপদেশ স্থলেও সূতকদ্বয়ের মুক্তি ও শিখাবন্ধনাদি কার্য্যও কর্ত্তব্য। ইহাই তত্ত্ব। ২

অথবা বলিয়াছেন—চন্দ্র ও সূর্য্যের গ্রহণে, তীর্থে, সিদ্ধ ক্ষেত্রে ও শিবালয়ে মন্ত্রমাত্রের যে প্রকৃষ্টরূপে কথন, তাহাই উপদেশ কথিত হইয়াছে। ৩

সিদ্ধ ক্ষেত্রে, এই কথার অর্থ—যথাযোগ্য বৈষ্ণব, শৈব ও শাক্তের পুরুষোত্ত-মাদি, বৈদ্যনাথাদি ও কামরূপাদি ক্ষেত্রে। প্রকথনম্‌, কথার এই অর্থ—শিষ্যের প্রকথন গুরুর প্রকথন নহে। তাহা হইলে গুরুর উপদেশ কর্ত্তৃত্বের আপত্তি হইবে। প্রকথন হইতেছে—গুরুর উচ্চারণের অনন্তর, ইহা জানিবে। ৪

১। খ—অব্জঃ শঙ্খ ইতি নাস্তি। কে মস্তকে—ইত্যনন্তরম্‌—অথবা চন্দ্রসূর্য্যগ্রহে ইতি পাঠঃ।

বিশ্বসারে— মহাদীক্ষা তথা দীক্ষা উপদেশস্ততপরম্।
যুগে যুগে চ কর্ত্তব্যা উপদেশঃ কলৌ যুগে ॥ ৫

অয়মর্থঃ—মহাদীক্ষা-দীক্ষোপদেশা যুগে যুগে কর্ত্তব্যাঃ। কলৌ যুগে তু উপদেশ এবেতি। ৬

অথ দীক্ষা-প্রয়োগঃ[১]

দীক্ষা-তিথি-পূর্ব-পূর্বদিনে ক্ষৌরোদ্বর্ত্তন-বস্ত্র-নির্ণেজনৈকভক্তানি[২] বিধায় তদুত্তরস্মিন্[৩] দীক্ষা-পূর্বাহে কৃতস্নানাদিঃ ওঁ অদ্যেত্যাদি জ্ঞাতাজ্ঞাত-স্বকীয়াশেষ-পাপক্ষয়-কামঃ সহস্রগায়ত্রী-জপমহং করিষ্যে ইতি সংকল্প্য তথা কৃত্বা উপবসন্ হবিষ্যং নিরামিষং বা সকৃদ্ ভুক্ত্বা বা রাত্রৌ গুরোঃ সন্নিধৌ তত্তদ্দেবতালয়ে বা অন্যত্র বা ভূমৌ কুশশয্যায়াং বা পবিত্র-শয্যান্তরে বা[৪] শয়ীত। ৭

অথ প্রাতঃ কৃতস্নানাদির্বেদীং প্রবিশ্য গুরোঃ সমীপে কুশোপর্য্যুপবিশেৎ। ততো গুরুণা প্রেরিতঃ পুণ্যাহ-স্বস্তি-ঋদ্ধীর্বাচয়িত্বা ওঁ তদ্বিষ্ণোরিত্যাদিনা[৫] বিষ্ণুং স্মরেৎ। স্বস্তি-বাচনঞ্চ যজুর্বেদিনাং—স্বস্তিন ইন্দ্র ইত্যাদিনা।

বিশ্বসার তন্ত্রে বলিয়াছেন—মহাদীক্ষা ও দীক্ষা, তাহার পর উপদেশ যুগে যুগে কর্ত্তব্য। কলিযুগে উপদেশ কর্ত্তব্য। ৫

ইহার এই তাৎপর্য্য—মহাদীক্ষা, দীক্ষা ও উপদেশ যুগে যুগে কর্ত্তব্য। কলিযুগে কিন্তু উপদেশই কর্ত্তব্য। ৬

অনন্তর দীক্ষা প্রয়োগ কথিত হইতেছে। দীক্ষাতিথির পূর্ব-পূর্ব দিনে ক্ষৌর কর্ম, উদ্বর্ত্তন, বস্ত্র নির্ণেজন, একবার আহার করিয়া তাহার পরবর্তী দীক্ষাপূর্ব দিনে স্নানাদি করিয়া, ওঁ অদ্যেত্যাদি জ্ঞাতাজ্ঞাত-স্বকীয়াশেষ-পাপক্ষয়-কামঃ সহস্র-গায়ত্রী-জপমহং করিষ্যে—এই সঙ্কল্প করিয়া গায়ত্রী জপ করিয়া উপবাস করিয়া অথবা হবিষ্য বা নিরামিষ একবার ভোজন করিয়া রাত্রিতে গুরুর নিকটে, গৃহ্যমাণ মন্ত্র দেবতার মন্দিরে অথবা অন্য পবিত্র স্থানে ভূমিতে অথবা কুশশয্যায় অথবা পবিত্র শয্যায় শয়ন করিবে। ৭

অনন্তর প্রাতঃকালে স্নানাদি কার্য্য করিয়া বেদীতে প্রবেশ করিয়া গুরুর সমীপে কুশের উপর উপবেশন করিবে। তাঁহার প্রেরিত (অনুজ্ঞাত) হইয়া পুণ্যাহ, স্বস্তি ঋদ্ধির বাচন করিয়া ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ ইত্যাদি মন্ত্রে বিষ্ণুকে স্মরণ করিবে। স্বস্তি ন ইন্দ্র

১। খ—অথ প্রয়োগঃ। ২। খ—একভক্তাদি। ৩। খ—তদুত্তরদিনে।
৪। ক—নেত্যনন্তরং—বৈষ্ণবঃ পূর্বশিরা তদিতর উত্তরশিরা ইত্যধিক পাঠো নাস্তি।
৫। খ—বিষ্ণোরিতি বিষ্ণুং।

সামগানান্ত—ওঁ অস্তি সোমো অয়ং সুতঃ পিবন্ত্যস্যৈ[১] মরুতঃ উত স্বরাজো অশ্বিনেতি। তত উদঙ্মুখঃ সূর্য্যঃ সোম ইতি পঠিত্বা ক্ষিতিস্পৃষ্ট-জানুস্তাম্রপাত্রং ফল-পুষ্প-কুশত্রয়-তিল-জল-পূর্ণং করাভ্যামাদায় ওঁ তৎসদিত্যুচ্চার্য্য ওঁ অদ্যামুকে মাস্যমুকরাশিস্থে ভাস্করেঽমুকে পক্ষেঽমুক-তিথৌ পর্ব-চিহ্নিতং চেৎ মাঘ্যাং বৈশাখ্যাং রাহুগ্রস্তে দিবাকরে বা অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা ধর্মার্থ-কাম-মোক্ষ-প্রাপ্তিকামঃ অমুকদেবতায়া ইয়দক্ষরমন্ত্রগ্রহণমহং করিষ্যে ইতি সংকল্পং কুর্য্যাৎ[২]। ৮

পর্বচিহ্নিতঞ্চেৎ তিথ্যুল্লেখানন্তরং মাঘ্যাং বৈশাখ্যাং রাহুগ্রস্তে দিবাকরে ইত্যাদি প্রয়োজ্যম্[৩]। বিদ্যোপদেশে মন্ত্রস্থানে বিদ্যাপদম্। ততস্তজ্জলমৈশান্যাং প্রক্ষিপ্য[৪] দেবো ব ইত্যাদি সংকল্প-সূক্তং পঠিত্বোপবিশ্য গুরুং বৃণুয়াৎ। ৯

তত্র ক্রমঃ—উত্তরাভিমুখো গুরোঃ সমীপে আসনমানীয় ওঁ সাধু ভবান্ আস্তাম্ ইতি বদেৎ। ওঁ সাধ্বহমাসে ইত্যুত্তরং দত্ত্বা আসনে উপবিশেৎ। ওঁ অর্চয়িষ্যামো ভবন্তমিতি বদেৎ। ওঁ অর্চয়েতি প্রতিবদেৎ[৫]। ততঃ পাদ্যার্ঘা-

---

ইত্যাদি মন্ত্রে যজুর্বেদীয়গণের স্বস্তিবাচন হয়। সামবেদীয়গণের কিন্তু "ওঁ অস্তি সোমো অয়ং সুতঃ পিবন্ত্যস্যৈ মরুতঃ উত স্বরাজো অশ্বিনা" এই মন্ত্রের দ্বারা স্বস্তি বাচন হয়। তাহার পর উত্তর মুখ হইয়া, সূর্য্যঃ সোম ইত্যাদি পাঠ করিয়া ভূমিতে জানু পাতিয়া, ফল, পুষ্প, কুশত্রয়, তিল, জল পূর্ণ তাম্র পাত্র দুই হাতে লইয়া ওঁ তৎ সৎ এই উচ্চারণ করিয়া ওঁ অদ্য অমুকে মাসি অমুক রাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ পর্বচিহ্নিত হইলে মাঘ্যাং বৈশাখ্যাং রাহুগ্রস্তে দিবাকরে বা অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা ধর্মার্থ-কাম-মোক্ষ-প্রাপ্তিকামঃ অমুকদেবতায়া ইয়দক্ষর-মন্ত্রগ্রহণমহং করিষ্যে এই বলিয়া সঙ্কল্প করিবে। ৮

পর্বচিহ্নিত যদি হয়, তবে তিথির উল্লেখের অনন্তর মাঘ্যাং বৈশাখ্যাং রাহু-গ্রস্তে দিবাকরে ইত্যাদির প্রয়োগ (উল্লেখ) করিবে। বিদ্যার উপদেশস্থলে মন্ত্র স্থানে বিদ্যাপদ প্রয়োগ করিবে। সেই সঙ্কল্পের জল ঈশানে নিক্ষেপ করিয়া দেবো বো ইত্যাদি সঙ্কল্প সূক্ত পাঠ করিয়া উপবেশন করিয়া গুরুকে বরণ করিবে। ৯

সেই বরণের ক্রম হইতেছে—শিষ্য উত্তর-মুখ হইয়া গুরুর নিকটে আসন আনিয়া ওঁ সাধু ভবান্ আস্তাম্ এই বলিবে। গুরুও ওঁ সাধ্বহমাসে এই উত্তর দিয়া আসনে উপবেশন করিবেন। শিষ্য ওঁ অর্চয়িষ্যামো ভবন্তম্ এই বলিবে। গুরু ওঁ অর্চয় এই

১। খ—পিবন্ত্যস্য। ২। খ—ইতি সঙ্কল্পয়েৎ। ৩। খ—পর্বচিহ্নিতমিত্যাদি-প্রয়োজ্য-মিত্যন্ত-পাঠো নাস্তি। ৪। খ—প্রক্ষিপ্য গুরুং বৃণুয়াদিত্যেবং পাঠঃ। ৫। খ—প্রতিবচনম্।

চমনীয়-গন্ধ-পুষ্প-যজ্ঞোপবীত-বস্ত্রালঙ্কারাদিনা[১] গুরুমভ্যর্চ্য দক্ষিণং জানু স্পৃষ্ট্বা ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুক-গোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা অমুকদেবতায়া অমুক-মন্ত্র-গ্রহণ-কর্মণি অমুকগোত্রং[২] অমুকামুকপ্রবরং শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মাণং পাদ্যাদি-ভিরভ্যর্চ্য গুরুকর্ম-করণায় ভবন্তমহং বৃণে ইতি বদেৎ। ততঃ ওঁ বৃতোঽস্মীতি প্রতি-বদেৎ[৩]। ওঁ যথাবিহিতং গুরুকর্ম কুরু ইতি বদেৎ[৪]। ওঁ যথাজ্ঞানং করবাণীতি প্রতিবদেৎ[৫]। ১০

ততো গুরুঃ সর্বতোভদ্রাদ্যন্যতম-মণ্ডলং নির্মায় তত্র প্রোক্ত-লক্ষণং সবস্ত্র-গ্রীবং কুম্ভং সংস্থাপ্য সর্বৌষধীর্নবরত্নানি তদসম্পত্তৌ[৬] ধান্যং হরিতালং বা কুম্ভান্তর্নিক্ষিপ্য পঞ্চপল্লবানুপরি বিন্যস্য তীর্থাবাহনাদি কৃত্বা গন্ধপুষ্পাভ্যাং কুম্ভ-মর্চয়েৎ। ততো মন্ত্রাণাং দশসংস্কারান্ কৃত্বা[৭] সূতকদ্বয়মোচনার্থং প্রণবপুটিতং কৃত্বা মন্ত্রং সপ্তবারান্ জপ্ত্বা মন্ত্রচৈতন্যং কুর্য্যাৎ। যথা—আদৌ মন্ত্রমুচ্চার্য্য সানুস্বারমকারং পুনর্মন্ত্রমুচ্চারয়েৎ। এবং দ্বিতীয়লকারপর্য্যন্তমুচ্চার্য্য কেবলং ক্ষমিতি জপেৎ। ততো মূলমুচ্চার্য্য সবিসর্গমকারং পুনর্মূলম্। দ্বিতীয়লকারা-

---

বলিবেন। তাহার পর শিষ্য পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমন, গন্ধ, পুষ্প, যজ্ঞোপবীত, বস্ত্র, অলঙ্কার প্রভৃতি দ্বারা গুরুকে অর্চনা করিয়া দক্ষিণ জানু স্পর্শ করিয়া মূলোক্ত ওঁ অদ্যেত্যাদি বরণবাক্য বলিয়া বরণ করিবে। গুরু—ওঁ বৃতোঽস্মি এই প্রত্যুত্তর করিবেন। শিষ্য—ওঁ যথাবিহিতং গুরুকর্ম কুরু—এই বলিবে। গুরু—ওঁ যথাজ্ঞানং করবাণি—এই প্রত্যুত্তর দিবেন। ১০

তাহার পর গুরু সর্বতোভদ্র মণ্ডল প্রভৃতি চারিটি মণ্ডলের অন্যতম মণ্ডল নির্মাণ করিয়া, সেই মণ্ডলে পূর্বোক্ত লক্ষণ গ্রীবায় বস্ত্রযুক্ত কুম্ভকে স্থাপন করিয়া, সর্বৌষধি, নবরত্ন সমূহ, তাহার অভাবে ধান বা হরিতাল কুম্ভের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া, পঞ্চ-পল্লবকে ঘটের উপরে স্থাপন করিয়া তীর্থের আবাহনাদি করিয়া, গন্ধ পুষ্পের দ্বারা কুম্ভকে অর্চনা করিবেন। তাহার পর মন্ত্রের দশ সংস্কার সমূহ করিয়া, সূতক দ্বয়ের মুক্তির জন্য মন্ত্রকে প্রণব পুটিত করিয়া সাত বার জপ করিয়া, মন্ত্র চৈতন্য করিবেন। যেমন—প্রথমে মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া পরে অনুস্বার যুক্ত অকার ও পুনর্বার মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিবেন। এইরূপ দ্বিতীয় লকার পর্য্যন্ত এক একটি বর্ণ উচ্চারণ

১। খ—গন্ধ-পুষ্পবস্ত্রালঙ্কারাদিনা। ২। খ—অমুকগোত্রং শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মাণং।
৩। খ—প্রতিবচনম্। ৪। খ—ইতি বদেৎ নাস্তি। ৫। খ—প্রত্যুত্তরম্।
৬। খ—তদসম্ভবে ধান্যং দর্ভান্তর্নিক্ষিপ্য। ৭। খ—কুর্য্যাৎ। ততস্তৎতৎকল্পোক্তন্যাসাদীতি পাঠঃ।

ন্তমেবমুচ্চার্য্য কেবলং ক্ষমিতি জপেৎ। ততস্তত্তৎ-কল্পোক্ত-ন্যাসাদি বিধায় তত্র কুম্ভে তত্তদ্দেবতা-যন্ত্রে বা যথাবিধি দেবতাং পূজয়েৎ। ততঃ শক্তশ্চেদ্ হোমং কুর্য্যাৎ। হোমঃ কাম্যঃ। ততোঽষ্টোত্তর-শতধা মূলমন্ত্রাভিমন্ত্রিতৈঃ প্রোক্ষণী-তোয়ৈঃ শান্তিকুম্ভ-তোয়ৈশ্চ শিষ্যমভিষিচ্য ওঁ শমোঽস্তু[১] ইত্যক্ষতান্ তস্য[২] শিরসি দত্ত্বা বৌষড়িতি মন্ত্রেণ শিষ্য-নেত্রে বাসসা আচ্ছাদ্য শিষ্যাঞ্জলিং পুষ্পৈঃ পূরয়িত্বা গুরুঃ স্বয়মেব মন্ত্রমুচ্চরন্ কুম্ভে দেবতাপ্রীত্যৈ প্রক্ষেপয়েৎ। ততো নেত্রবন্ধনং দূরীকৃত্য ভূতশুদ্ধিং কারয়িত্বা শিষ্যদেহে তত্তন্মন্ত্রোক্ত-ন্যাসান্ কুর্য্যাৎ। ততো গুরুরাত্মসকাশাদ্ দেবতাং শিষ্যসংক্রান্তাং তয়োরৈক্যং সম্ভাবয়ন্ গন্ধাদিভিঃ পূজয়েৎ। ততঃ ওঁ সহস্রারে হুঁ ফড়িতি মন্ত্রেণ শিষ্যস্য শিখাং বদ্ধা তস্য শিরসি হস্তং দত্ত্বা দেয়মন্ত্রমষ্টোত্তর-শতং জপ্ত্বা ভূমৌ পত্রে বা মন্ত্রং লিখিত্বা ওঁ অমুকদেবতা-মন্ত্রায় নমঃ, অমুকদেবতা-বিদ্যায়ৈ বা ইতি মন্ত্রং সম্পূজ্য ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রায় শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণে

করিয়া কেবল ক্ষং জপ করিবেন। তাহার পর মূল মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া বিসর্গ যুক্ত অকার, পুনরায় মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিবেন। দ্বিতীয় লকার পর্য্যন্ত এইরূপ এক একটি বর্ণ উচ্চারণ করিয়া কেবল ক্ষং এই জপ করিবেন। তাহার পর সেই সেই কল্পোক্ত ন্যাস প্রভৃতি করিয়া সেই কুম্ভে অথবা সেই সেই দেবতার যন্ত্রে যথাবিধি দেবতার পূজা করিবেন। তাহার পর সমর্থ হইলে হোম করিবেন। হোমটি কাম্য। তাহার পর অষ্টোত্তর শত সংখ্যক (১০৮) মূলমন্ত্রের দ্বারা অভিমন্ত্রিত প্রোক্ষণীপাত্রের জলের দ্বারা ও শান্তিকুম্ভের জলের দ্বারা শিষ্যকে অভিষেক করিয়া ওঁ শমোঽস্তু এই বলিয়া শিষ্যের মস্তকে অক্ষত দিয়া বৌষট্ এই মন্ত্রের দ্বারা শিষ্যের চক্ষু দুইটি বস্ত্রের দ্বারা আচ্ছাদন (বন্ধন) করিয়া পুষ্পের দ্বারা শিষ্যের অঞ্জলি পূরণ করিয়া গুরু নিজেই মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে দেবতার প্রীতির জন্য সেই পুষ্পাঞ্জলিকে কুম্ভে প্রদান করাইবেন। তাহার পর চক্ষুর বন্ধন দূর করিয়া ভূতশুদ্ধি করাইয়া শিষ্যের দেহে সেই সেই মন্ত্রোক্ত ন্যাস সকল করিবেন। তাহার পর গুরু নিজের নিকট হইতে শিষ্যে সংক্রান্তা দেবতাকে সেই দেবতা ও শিষ্যের ঐক্য চিন্তা করিতে করিতে গন্ধাদি দ্বারা পূজা করিবেন। তাহার পর ওঁ সহস্রারে হুঁ ফট্ এই মন্ত্রের দ্বারা শিষ্যের শিখা বন্ধন করিয়া তাহার মস্তকে হাত দিয়া দেয় মন্ত্র ১০৮ বার জপ করিয়া ভূমিতে অথবা পত্রে মন্ত্র বা বিদ্যা লিখিয়া ওঁ অমুকদেবতামন্ত্রায় নমঃ অথবা অমুকদেবতা-বিদ্যায়ৈ

১। খ—নমোঽস্তু। ২। খ—তস্যেতি নাস্তি।

দেয়মন্ত্রমুচ্চার্য্য ইমং মন্ত্রং তুভ্যমহং দদানীতি শিষ্যস্য দক্ষিণহস্তে জলং দত্ত্বা মন্ত্রমুচ্চার্য্য এষ মন্ত্র আবয়োস্তুল্যফলদো ভবতু ইত্যুদীরয়েৎ। ততো দদস্বেতি শিষ্যো ব্রূয়াৎ। ১১

ততো গুরুঃ ওঁ অস্যাঽমুকদেবতামন্ত্রস্যামুক ঋষিরমুকং ছন্দঃ অমুকো দেবতা অমুকং বীজং অমুকা শক্তিঃ অমুকং কীলকং অমুকার্থে বিনিযোগঃ। ইতি দক্ষিণকর্ণে সকৃৎ কথয়িত্বা শিষ্যমপি তদ্ বাচয়েৎ। ততঃ পূর্বমুখো গুরুঃ পশ্চিমাভিমুখস্য কুশোপরি কৃতাসনস্য[১] শিষ্যস্য দক্ষকর্ণে একোচ্চারেণ বার-ত্রয়ং মন্ত্রমুচ্চরন্ তমপ্যুচ্চারয়েৎ। এবং বামকর্ণেঽপি সকৃৎ। স্ত্রী-শূদ্রয়োস্তু আদৌ[২] বামে বারত্রয়মুচ্চার্য্য দক্ষিণে সকৃৎ। ততঃ শিষ্যো লব্ধমন্ত্রঃ গুরু-দৈবত-মন্ত্রাণামৈক্যং[৩] সম্ভাবয়ন্ অষ্টবারং জপেৎ বক্ষ্যমাণাষ্ট-জপ-পর্বভিঃ। ততঃ শিষ্যো দণ্ডবদ্ ভূমৌ পতিত্বা গুরুং প্রণম্য স্বশিরসি গুরু-পাদদ্বয়ং যোজয়েৎ। তদানীং দেবতাত্বেন গুরোর্নমস্কারঃ, নতু দেবতায়াঃ পৃথঙ্-নমস্কারঃ, প্রমাণাভাবাৎ। ১২

মন্ত্রঃ এই মন্ত্রে মন্ত্রকে বা বিদ্যাকে পূজা করিয়া মূলোক্ত ওঁ অদ্যেত্যাদি বাক্য বলিয়া শিষ্যের দক্ষিণ হস্তে জল দিয়া মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া এষ মন্ত্রঃ আবয়োস্তুল্য-ফলদো ভবতু—এই বলিবেন। তাহার পর শিষ্য বলিবেন—দদস্ব। ১১

তাহার পর গুরু দেয় মন্ত্রের ওঁ অস্য ইত্যাদি মূলোক্ত ঋষ্যাদি ন্যাস বাক্য শিষ্যের দক্ষিণ কর্ণে একবার বলিয়া শিষ্যকেও ইহা বলাইবেন। তাহার পর পূর্বমুখ গুরু কুশের উপরে স্থাপিত আসনে উপবিষ্ট পশ্চিমাভিমুখ শিষ্যের দক্ষিন কর্ণে এক উচ্চারণে তিন বার মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া শিষ্যকেও উচ্চারণ করাইবেন। এইরূপ বামকর্ণেও একবার বলিবেন ও উচ্চারণ করাইবেন। স্ত্রী ও শূদ্রের স্থলে প্রথমে তাহাদের বামকর্ণে তিন বার মন্ত্র উচ্চারণ করিবেন ও করাইবেন। পরে দক্ষিণ কর্ণে একবার মন্ত্র উচ্চারণ করিবেন ও করাইবেন। তাহার পর শিষ্য মন্ত্র লাভ করিয়া গুরু দেবতা ও মন্ত্রের ঐক্য ভাবনা করিতে করিতে বক্ষ্যমাণ আটটি জপপর্বে আট বার মন্ত্র জপ করিবেন। তাহার পর শিষ্য দণ্ডবৎ ভূমিতে পতিত হইয়া গুরুকে প্রণাম করিয়া নিজের মস্তকে গুরুর পাদদ্বয় যুক্ত করিবেন। সে সময়ে দেবতারূপে গুরুকে নমস্কার করিবে। কিন্তু দেবতার পৃথক্ নমস্কার নাই; যেহেতু তাহাতে কোন প্রমাণ নাই। ১২

১। খ—কুশোপরি কৃতাসনস্যেতি নাস্তি। ২। খ—আদাবিতি নাস্তি।

৩। খ—গুরুমন্ত্রদেবতানামৈক্যং।

ততো গুরুঃ—ওঁ উত্তিষ্ঠ বৎস ! মুক্তোঽসি সম্যগাচারবান্ ভব।

কীর্ত্তি-শ্রী-কান্তি-পুত্রায়ুর্বলারোগ্যং সদাঽস্তু তে ॥ ১৩

ইত্যুত্থাপয়েৎ। শিষ্যস্তু যদি পূজানিয়মং করোতি, তদা তস্মিন্নেব[১] সময়ে—

বরং প্রাণপরিত্যাগশ্ছেদনং শিরসোঽপি বা।

ন ত্বনভ্যর্চ্য ভুঞ্জীয় ভগবন্তং ত্রিলোচনম্ ॥ ১৪

ইত্যুচ্চার্য্য পূজাদি-নিয়মং কুর্য্যাৎ। বিষ্ণৌ অধোক্ষজনিত্যূহঃ। শক্তৌ দেবীং ভগবতীং শিবামিত্যূহঃ কার্য্যঃ। এতাদৃশ-নিয়মে কৃতে নাশৌচং নিত্যপূজা-প্রতিবন্ধকমিতি ধ্যেয়ম্। ১৫

ততঃ শিষ্যঃ ওঁ অদ্যেত্যাদি কৃতৈতদমুকদেবতেয়দক্ষরমন্ত্রগ্রহণকর্মণঃ প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনং তন্মূল্যং বা অমুকগোত্রায় শ্রীঅমুকদেবশর্মণে গুরবে ব্রাহ্মণায় তুভ্যমহং সম্প্রদদে[২] ইতি যথাশক্তি দক্ষিণামুৎসৃজ্য গুরবে দত্ত্বা শরীরাদিকং তস্মৈ সমর্পয়েৎ। ততঃ প্রভৃতি কায়-মনো-বাক্যৈর্গুরোঃ প্রিয়মাচরেৎ। ততঃ কৃতাঞ্জলিঃ (১৬)—

অনন্তর গুরু ওঁ উত্তিষ্ঠ বৎস। মুক্তোঽসি সম্যগাচারবান্ ভব।

কীর্ত্তি-শ্রী-কান্তি-পুত্রায়ুর্বলারোগ্যং সদাঽস্তু তে। ১৩

অর্থাৎ বৎস। তুমি ওঠ। তুমি মুক্ত। তুমি সম্পূর্ণরূপে আচারবান্ হও। তোমার শ্রী (ঐশ্বর্য্য), কান্তি, পুত্র, আয়ুঃ, বল ও আরোগ্য সর্বদা হউক—এই বলিয়া শিষ্যকে উঠাইবেন। শিষ্যও যদি পূজা নিয়ম করিতে চাহেন, তবে সেই সময়েই—

বরং প্রাণপরিত্যাগশ্ছেদনং শিরসোঽপি বা।

ন ত্বনভ্যর্চ্য ভুঞ্জীয় ভগবন্তং ত্রিলোচনম্ ॥

অর্থাৎ বরং প্রাণবিয়োগ হউক, মস্তক ছিন্নও হউক, তথাপি ত্রিলোচনের পূজা না করিয়া ভোজন করিব না—ইহা বলিয়া পূজা-নিয়ম (প্রতিজ্ঞা) করিবেন। ১৪

বিষ্ণুমন্ত্র গ্রহণস্থলে ভগবন্তং ত্রিলোচনং এই স্থলে ভগবন্তমধোক্ষজম্ এইরূপ পদ উহ্য করিবেন। শক্তিমন্ত্র গ্রহণ করিলে দেবীং ভগবতীং শিবাম্ এইরূপ উহ্য করিবেন। এইরূপ নিয়ম করিলে অশৌচ নিত্যপূজার প্রতিবন্ধক হইবে না, ইহা জানিবেন। ১৫

তাহার পর শিষ্য মূলোক্ত ওঁ অদ্যেত্যাদি দক্ষিণা বাক্যে যথাশক্তি দক্ষিণা উৎসর্গ করিয়া গুরুকে সেই দক্ষিণা দিয়া শরীরাদি সমস্ত সেই গুরুকে সমর্পণ করিবেন। সেই হইতে শিষ্য কায় মনো বাক্যে গুরুর প্রিয় আচরণ করিবে। তাহার পর কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিবে (১৬)—

১। খ—অস্মিন্নেব। ২। খ—তুভ্যমহং দদে।

ত্বৎপ্রসাদাদহং দেব ! কৃত-কৃত্যোঽস্মি সর্বতঃ।
মায়া-মৃত্যু-মহাপাশাদ্ বিমুক্তোঽস্মি শিবোঽস্মি চ ॥ ১৭

ইতি পঠিত্বাঽচ্ছিদ্রমবধার্য্য ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ। গুরুস্তু মন্ত্রদানানন্তরং স্বশক্তি-রক্ষার্থং দত্ত-মন্ত্রমষ্টোত্তর-সহস্রমষ্টোত্তরশতং[১] বা জপেৎ। ততো ঘটস্থ-দেবতাং বিসৃজ্য শান্ত্যাশীর্বাদং কুর্য্যাৎ। ১৮ ইতি ক্রিয়াবতী দীক্ষা।

অথ সংক্ষেপ-দীক্ষা

শিষ্যঃ স্বস্তি-বাচ্য সংকল্পং পূর্ববদ্বিধায় গুরুং বৃণুয়াৎ। ততো গুরুঃ সাক্ষতং শঙ্খমভ্যর্চ্য ওঁ সহস্রারে হুঁ ফড়িতি শিষ্যস্য শিখাং বদ্ধা[২] মন্ত্রস্য সূতকদ্বয়-মোচনং কৃত্বা শঙ্খজলেনাষ্টধা শিষ্যশিরোঽভিষিচ্য শিরসি ওঁ শমোঽস্ত্বিত্যক্ষতান্ দত্ত্বা বৌষড়িতি[৩] মন্ত্রেণ বস্ত্রেণ নেত্রে আচ্ছাদ্য মূলমন্ত্রমষ্টধা শিরসি জপ্ত্বা নেত্রবন্ধনং দূরীকৃত্য ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুকদেবতায়া ইয়দক্ষর-মন্ত্রং তে দদানীতি শিষ্যস্য দক্ষিণহস্তে জলং দত্ত্বা এষ মন্ত্র আবয়োস্তুল্য-ফলদো ভবতু ইতি

ত্বং-প্রসাদাদহং দেব কৃতকৃত্যোঽস্মি সর্বতঃ।
মায়া-মৃত্যু-মহাপাশাদ্ বিমুক্তোঽস্মি চ শিবোঽস্মি চ। ১৭

অর্থাৎ হে দেব। আপনার প্রসাদে আমি সর্বতোভাবে কৃতকৃত্য হইয়াছি। মায়া-রূপ মৃত্যুর মহাপাশ হইতে বিমুক্ত। আমি শিব স্বরূপ—

এই বলিয়া কর্মের অচ্ছিদ্র অবধারণ করিয়া ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইবেন। গুরু কিন্তু মন্ত্রদানের অনন্তর নিজের শক্তি রক্ষার জন্য দত্ত মন্ত্র ১০০৮ বার অথবা ১০৮ বার জপ করিবেন। তাহার পর ঘটস্থ দেবতাকে বিসর্জন দিয়া শান্তি আশীর্বাদ করিবেন। ১৮

ক্রিয়াবতী দীক্ষা সমাপ্ত হইল।

অনন্তর সংক্ষেপ দীক্ষা কথিত হইতেছে। শিষ্য স্বস্তি বাচনাদি করিয়া পূর্ববৎ সঙ্কল্প করিয়া গুরুকে বরণ করিবে। তাহার পর গুরু অক্ষত যুক্ত শঙ্খকে অর্চনা করিয়া ওঁ সহস্রারে হুঁ ফট্ এই মন্ত্রে শিষ্যের শিখাবন্ধন করিয়া মন্ত্রের সূতকদ্বয় মোচন করিয়া শঙ্খজলের দ্বারা শিষ্যের মস্তক ৮ বার অভিষিক্ত করিয়া ওঁ শমোঽস্তু এই মন্ত্রে শিষ্যের মস্তকে অক্ষত দিয়া বৌষট্ এই মন্ত্রে বস্ত্র দ্বারা শিষ্যের চক্ষু দুইটি আচ্ছাদন করিয়া তাহার মস্তকে ৮ বার মূল মন্ত্র বা বিদ্যা জপ করিয়া নেত্রের বন্ধন দূর করিয়া ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুকদেবতায়া ইয়দক্ষর-মন্ত্রং তে দদানি এই বলিয়া শিষ্যের দক্ষিণ হস্তে

১। খ—অষ্টোত্তরশতং সহস্রং বা। ২। খ—শিখাং বদ্ধা শঙ্খজলেনাষ্টধা শিষ্য-শিরো।
৩। খ—বৌষড়িতি বস্ত্রেণ নেত্রে।

বদেৎ[১]। ততঃ ওঁ দদস্বেতি শিষ্যেণোক্তে পূর্ববৎ ঋষ্যাদিকং পঠন্ বাচয়িত্বা দক্ষিণকর্ণে ত্রিঃ শ্রাবয়েদ্[২] বামে চ সকৃৎ। স্ত্রী-শূদ্রয়োঃ পূর্ববৎ। ততঃ শিষ্যোঽষ্টবারং মন্ত্রং জপেৎ। ততঃ শিষ্য-প্রণামাদি পূর্ববৎ সর্বম্। ১৯

অথবা—চন্দ্রসূর্য্য-গ্রহে তীর্থে সিদ্ধক্ষেত্রে শিবালয়ে বা[৩] সংকল্প-সূতকদ্বয়-মোচন-পূর্বকং মন্ত্রমাত্র-প্রকথনং দক্ষিণাদানঞ্চেতি। অতি সংক্ষেপ-দীক্ষা[৪]। ২০

অথ সর্বতোভদ্রমণ্ডলম্

শারদায়াম্— চতুরস্রে চতুষ্কোষ্ঠে কর্ণসূত্র-সমন্বিতে।
চতুর্ষ্বপি চ কোষ্ঠেষু কর্ণসূত্র-চতুষ্টয়ম্ ॥ ১
মধ্যে মধ্যে যথা মৎস্যা ভবেয়ুঃ পাতয়েৎ তথা।
পূর্বাপরায়তে দ্বে দ্বে মন্ত্রী যাম্যোত্তরায়তে ॥ ২
পাতয়েৎ তেষু মৎস্যেষু সমং সূত্র-চতুষ্টয়ম্।
পূর্ববৎ কোণ-কোষ্ঠেষু কর্ণ-সূত্রাণি পাতয়েৎ ॥ ৩

জল দিয়া, এষ মন্ত্র আবয়োস্তুল্য-ফলদো ভবতু এই বলিবেন। তাহার পর শিষ্য—দদস্ব এই বলিলে গুরু পূর্ববৎ মন্ত্রের ঋষ্যাদি পাঠ করিয়া ও শিষ্যকে পাঠ করাইয়া শিষ্যের দক্ষিণ কর্ণে তিনবার ও বামকর্ণে একবার মন্ত্র বা বিদ্যা শ্রবণ করাইবেন। স্ত্রী ও শূদ্রকে পূর্ববৎ শ্রবণ করাইবেন। তাহার পর শিষ্য ৮ বার মন্ত্র জপ করিবেন। তাহার পর শিষ্য প্রণামাদি সমস্ত পূর্ববৎ করিবেন। ১৯

অথবা চন্দ্র ও সূর্য্যের গ্রহণে অথবা তীর্থে অথবা সিদ্ধক্ষেত্রে অথবা শিবালয়ে সঙ্কল্প ও সূতক দ্বয় মোচন পূর্বক মন্ত্রমাত্রের প্রকথন ও দক্ষিণাদান করিবেন—ইহাই অতি সংক্ষিপ্ত দীক্ষা। ২০

অনন্তর সর্বতোভদ্র মণ্ডল কথিত হইতেছে। শারদাতিলক তন্ত্রে বলিয়াছেন—প্রথমে চারিটি কোষ্ঠ যুক্ত একটি চতুরস্র মণ্ডল করিবেন। সেই চারিটি কোষ্ঠে চারিটি কোণ সূত্র পাত করিবেন। সেই চারিটি কোষ্ঠে এমনভাবে কোণ সূত্রপাত করিবেন। যাহাতে মধ্যে মধ্যে মৎস্য সমূহ উৎপন্ন হয়। তাহার পর মন্ত্র-শাস্ত্রজ্ঞ গুরু সেই মৎস্য সমূহে পূর্ব পশ্চিম দীর্ঘ দুইটি ও উত্তর দক্ষিণ দীর্ঘ দুইটি সম সূত্রপাত করিবেন। ইহাতে চতুরস্র মণ্ডলে ১৬টি কোষ্ঠ উৎপন্ন হইবে। ১-২

সেই মৎস্য সমূহে পুনরায় সমান চারিটি সূত্রপাত করিবেন। পূর্ববৎ কোণ কোষ্ঠ চারিটিতে চারিটি কর্ণ সূত্রপাত করিবেন। ৩

১। খ—বদেৎ। ওঁ দদস্বেতি। ২। খ—শ্রাবয়েৎ। স্ত্রীশূদ্রয়োঃ পূর্ববৎ।
৩। খ—বা সঙ্কল্পপূর্বকং মন্ত্রমাত্রপ্রকথনং। ৪। খ—অতিসংক্ষেপদীক্ষেতি পাঠো নাস্তি।

তদ্ভূতেষু মৎস্যেষু দদ্যাৎ সূত্র-চতুষ্টয়ম্ ।
ততঃ কোষ্ঠেষু মৎস্যাঃ স্যুস্তেষু সূত্রাণি পাতয়েৎ ॥ ৪

যাবৎ শতদ্বয়ং মন্ত্রী ষট্পঞ্চাশৎ-পদান্যপি ।
তাবৎ তেনৈব বিধিনা তত্র সূত্রাণি পাতয়েৎ ॥ ৫

দৈর্ঘ্য-বিস্তারয়োঃ ষোড়শ-কোষ্ঠেষু কৃতেষু[১] তদ্ ভবতি। তত্র কর্ণ-সূত্র-পাতনং কোষ্ঠানাং তুল্য-পরিমাণার্থমিতি বোধ্যম্ । ৬

ষট্ত্রিশতা পদৈর্মধ্যে লিখেৎ পদ্মং সুলক্ষণম্ ।
বহিঃ-পঙ্‌ক্ত্যা ভবেৎ পীঠং পঙ্‌ক্তি-যুগ্মেন বীথিকা ॥ ৭

দ্বার-শোভোপশোভাস্রান্ শিষ্টাভ্যাং পরিকল্পয়েৎ ।
শাস্ত্রোক্ত-বিধিনা মন্ত্রী ততঃ পদ্মং সমালিখেৎ ॥ ৮

পদ্মক্ষেত্রস্য সংত্যজ্য দ্বাদশাংশং বহিঃ সুধীঃ ।
তন্মধ্যং বিভজেদ্ বৃত্তৈস্ত্রিভিঃ সম-বিভাগতঃ ॥ ৯

তাহাতে যে মৎস্য সমূহ উৎপন্ন হইবে, সেই মৎস্য সমূহে পূর্বের ন্যায় পূর্ব-পশ্চিম দীর্ঘ ও উত্তর দক্ষিণ দীর্ঘ দুই দুইটি করিয়া চারিটি সমসূত্র পাত করিবেন। এই চারিটি সূত্রপাতের দ্বারা অন্তরাল কোষ্ঠের চারিটি মৎস্য হইবে। সেই মৎস্য সমূহে পুনরায় সমসূত্র পাত করিবেন। ৪

মন্ত্র শাস্ত্রজ্ঞ আচার্য্য যাবৎ দুই শত ষট্পঞ্চাশৎ (২৫৬) কোষ্ঠ উৎপন্ন না হয়, তাবৎ পর্য্যন্ত সেই বিধি অনুসারে পূর্বোক্ত প্রকারে সেই মৎস্য সমূহে সূত্রপাত করিবেন। ৫

দৈর্ঘ্য ও বিস্তারে ষোড়শ কোষ্ঠ করা হইলে সেই ২৫৬ কোষ্ঠ হইবে। কোষ্ঠসমূহের তুল্য পরিমাণের জন্য কোষ্ঠ সমূহে কর্ণ সূত্রপাত করিতে হয়, ইহা জানিবেন। ৬

মধ্যে ৩৬ ছত্রিশটি কোষ্ঠের দ্বারা একটি সুলক্ষণ পদ্ম হইবে। পদ্মের বাহিরে চারিদিকে আঠাইশটি কোষ্ঠরূপ একটি পঙ্‌ক্তি দ্বারা পীঠ হইবে। তাহার বাহিরের চারিদিকে ৮০ আশিটি কোষ্ঠরূপ দুইটি পঙ্‌ক্তি দ্বারা বীথিকা হইবে। ৭

তাহার বাহিরের চারিদিকে ১১২ একশত বারটি কোষ্ঠরূপ অবশিষ্ট দুইটি পঙ্‌ক্তি দ্বারা দ্বার, শোভা, উপশোভা ও কোণ কল্পনা (রচনা) করিবেন। তাহার পর মন্ত্র শাস্ত্রজ্ঞ আচার্য্য শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে পদ্ম অঙ্কন করিবেন। ৮

ষট্ত্রিংশৎ (৩৬) কোষ্ঠাত্মক পদ্মক্ষেত্রের চারিদিকে বহির্ভাগে দ্বাদশ অংশ ত্যাগ করিয়া সুধী সাধক তাহার মধ্যবর্তী দশটি অংশকে সমানভাগে তিনটি বৃত্তের দ্বারা বিভাগ করিবেন। ৯

১। খ—কোষ্ঠে কৃতে।

আদ্যং স্যাৎ কর্ণিকাস্থানং কেশরাণাং দ্বিতীয়কম্।
তৃতীয়ং তত্র পত্রাণাং মুক্তাংশেন দলাগ্রকম্ ॥ ১০

বাহ্যবৃত্তান্তরালস্য মানেন বিধিনা সুধীঃ।
নিধায় কেশরাগ্রেষু পরিতোঽর্দ্ধ-নিশাকরান্ ॥ ১১

লিখিত্বা সন্ধি-সংস্থানি তত্র সূত্রাণি পাতয়েৎ।
দলাগ্রাণাঞ্চ যন্ মানং তন্ মানং বৃত্তমালিখেৎ ॥ ১২

তদন্তরালে[1] তন্মধ্য-সূত্রস্যোভয়তঃ সুধীঃ।
আলিখেদ্ বাহ্যহস্তেন দলাগ্রাণি সমন্ততঃ ॥ ১৩

দলমূলেষু যুগশঃ কেশরাণি প্রকল্পয়েৎ।
এতৎ সাধারণং প্রোক্তং পঙ্কজং তন্ত্রবেদিভিঃ ॥ ১৪

এই তিনটি বৃত্তের মধ্যে আদ্য বৃত্তটি কর্ণিকার স্থান অর্থাৎ প্রথম বৃত্তের স্থানে পদ্মের কর্ণিকা হইবে। দ্বিতীয় বৃত্তটি পদ্মের কেশরের স্থান—প্রথম বৃত্ত হইতে দ্বিতীয় বৃত্তের মধ্যবর্তী স্থানে কেশর করিবেন। তৃতীয় বৃত্তটি পদ্মের পত্রের স্থান—দ্বিতীয় বৃত্ত হইতে তৃতীয় বৃত্তের মধ্যবর্তী স্থানে পত্রসমূহ করিবেন। মুক্ত অংশের দ্বারা অর্থাৎ দ্বাদশ অংশের স্থানে দলের অগ্র করিবেন। ১০

বাহ্য পত্র বৃত্তের অন্তরালের যে মান, সেই মানে সুধী সাধক কেশর বৃত্তের অগ্রে সূত্রের আদি (মূল) রাখিয়া যথাবিধানে পদ্ম মধ্য সূত্রের উভয় দিকে অর্দ্ধচন্দ্র লিখিয়া সেই অর্দ্ধচন্দ্রে তাহার সন্ধি সংস্থান চারিটি সূত্রপাত করিবেন। দলাগ্রের যে পরিমাণ অর্থাৎ বাহিরে যে দ্বাদশাংশ ত্যাগ করা হইয়াছে, তাহার যে পরিমাণ, সেই পরিমাণ চতুর্থ বৃত্ত লিখিবেন। ১১-১২

দলাগ্র বৃত্তের অন্তরালে সুধী সাধক তাহার মধ্য সূত্রের উভয় দিকে বাহ্য হস্তের দ্বারা চারি দিকে অর্থাৎ দিক্ ও বিদিকে দলাগ্র লিখিবেন। ১৩

দলের মূল সমূহে দুই দুইটি করিয়া কেশর সমূহ অঙ্কন করিবেন। তন্ত্রবিদ্‌গণ কর্ত্তৃক ইহা সাধারণ পদ্ম বলিয়া কথিত হইয়াছে। ১৪

টিপ্পনী। নবভারত প্রকাশিত শারদাতিলক তন্ত্রের বাংলা বিবৃতিতে পদ্ম অঙ্কনের প্রকার বিস্তৃতভাবে লিখিয়া দিয়াছি। তাহা দেখিলে অন্যের সাহায্য বিনাই সমস্ত মণ্ডল অঙ্কন করিতে পারিবেন। ১৪

১। খ—তদন্তরালং।

পদানি ত্রীণি পাদার্থং পীঠকোণেষু মার্জয়েৎ।
অবশিষ্টৈঃ পদৈর্বিদ্বান্ পীঠ-গাত্রাণি কল্পয়েৎ ॥ ১৫
পদানি বীথি-সংস্থানি মার্জয়েৎ পঙ্‌ক্ত্যভেদতঃ।
দিক্ষু দ্বারাণি রচয়েদ্ দ্বিচতুঃ-কোষ্ঠকৈস্ততঃ ॥ ১৬
পদৈস্ত্রিভিরথৈকেন শোভাঃ স্যুর্দ্বার-পার্শ্বয়োঃ।
উপশোভাঃ স্যুরেকেন ত্রিভিঃ কোষ্ঠৈরনন্তরম্।
অবশিষ্টৈঃ পদৈঃ ষড়্‌ভিঃ কোণানাং স্যাচ্চতুষ্টয়ম্ ॥ ১৭
রঞ্জয়েৎ পঞ্চভির্বর্ণৈর্মণ্ডলং তন্ মনোহরম্।
পীতং হরিদ্রাচূর্ণং স্যাৎ সিতং তণ্ডুল-সম্ভবম্ ॥ ১৮
কুসুম্ভচূর্ণমরুণং কৃষ্ণং দগ্ধপুলাকজম্।
বিল্বাদি-পত্রজং শ্যামমিত্যুক্তং বর্ণপঞ্চকম্ ॥ ১৯
অঙ্গুলোৎসেধ-বিস্তারাঃ সীমারেখাঃ সিতাঃ শুভাঃ।
কর্ণিকাং পীতবর্ণেন কেসরাণ্যরুণেন চ ॥ ২০

পীঠ পঙ্‌ক্তির কোণ কোষ্ঠ ও তাহার দুই পার্শ্বের দুই কোষ্ঠকে পাদের জন্য মুছিয়া দিবেন। সুধী সাধক বাকি চারিটি কোষ্ঠের দ্বারা পীঠ-গাত্র রচনা করিবেন। ১৫

বীথির জন্য রক্ষিত দুইটী পঙ্‌ক্তির কোষ্ঠগুলি এক আকারে মুছিয়া ফেলিবেন অর্থাৎ এক পঙ্‌ক্তি করিবেন। তাহার পর চারি দিকে ভিতরে পঙ্‌ক্তির মধ্য সূত্রের উভয় পার্শ্বের দুইটি কোষ্ঠ এবং সর্ব বাহিরের শেষ পঙ্‌ক্তির মধ্য সূত্রের উভয় পার্শ্ববর্তী দুই-দুইটি করিয়া চারিটি কোষ্ঠ মুছিয়া চারিটি দ্বার রচনা করিবেন। ১৬

অনন্তর দ্বারের দুই পার্শ্বে ভিতরের তিন তিনটি কোষ্ঠ এবং বাহিরের এক একটি কোষ্ঠকে মুছিয়া দ্বারের দুই পার্শ্বে দুই দুইটি শোভা হইবে।

অনন্তর চারি দিকের উপরের পঙ্‌ক্তির শোভা সংলগ্ন এক একটি কোষ্ঠ এবং সর্ব-নিম্ন পঙ্‌ক্তির তিন তিনটি কোষ্ঠ মুছিয়া এক করিয়া চারিদিকে আটটি উপশোভা হইবে। কোণের অবশিষ্ট ছয় ছয়টি কোষ্ঠ দ্বারা চারিটি কোণ হইবে। ১৭

সেই মনোহর মণ্ডলকে পাঁচটি বর্ণের চূর্ণ দ্বারা রঞ্জিত করিবেন। সেই পাঁচটি বর্ণের মধ্যে হরিদ্রার চূর্ণ হইতেছে পীত, তণ্ডুলের চূর্ণ হইতেছে শুক্ল। কুসুম্ভ (কুসুম ফুলের) চূর্ণ হইতেছে রক্ত, দগ্ধ পুলাকের (তুচ্ছধান্য আগড়ার) চূর্ণ হইতেছে কৃষ্ণ, হরিদ্ বর্ণ বিল্বাদি পত্রের চূর্ণ হইতেছে শ্যাম—এই পাঁচটি বর্ণ উক্ত হইয়াছে। ১৮-১৯

এই মণ্ডলের বাহিরে চারি দিকে এক এক অঙ্গুলি পরিমাণ উচ্চতা ও বিস্তার যুক্ত

শুক্লবর্ণেন[১] পত্রাণি তৎ-সন্ধীন্ শ্যামলেন চ।
রজসা রঞ্জয়েন্ মন্ত্রী যদ্বা পীতৈব কর্ণিকা[২] ॥ ২১
কেসরাঃ পীত-রক্তাঃ[৩] স্যুররুণাণি দলান্যপি।
সন্ধয়ঃ কৃষ্ণবর্ণাঃ স্যুঃ সিতেনাঽপ্যসিতেন বা[৪] ॥ ২২
রঞ্জয়েৎ পীঠ-গর্ভাণি পাদাঃ স্যুররুণ-প্রভাঃ।
গাত্রাণি তস্য শুক্লানি বীথীষু চ চতসৃষু[৫] ॥ ২৩
আলিখেৎ কল্পলতিকা দল-পুষ্প-ফলান্বিতাঃ।
বর্ণৈর্নানাবিধৈশ্চিত্রৈঃ সর্ব-দৃষ্টি-মনোহরাঃ[৬] ॥ ২৪
দ্বারাণি শ্বেতবর্ণানি শোভা রক্তাঃ সমীরিতাঃ।
উপশোভাঃ পীতবর্ণাঃ কোণান্যসিতভানি চ[৭] ॥ ২৫
তিস্রো রেখাঃ বহিঃ কার্য্যাঃ সিত-রক্তাঽসিতাঃ ক্রমাৎ[৮]।
মণ্ডলং সর্বতোভদ্রমেতৎ সাধারণং স্মৃতম্ ॥ ২৬

মনোহর শুক্ল বর্ণ সীমারেখা করিতে হইবে। মন্ত্রজ্ঞ সাধক ঐ পদ্মের কর্ণিকাকে পীত বর্ণ চূর্ণের দ্বারা এবং কেসরগুলিকে অরুণ বর্ণ চূর্ণের দ্বারা রঞ্জিত করিবেন। ২০

মন্ত্রজ্ঞ সাধক ঐ পদ্মের পত্রগুলিকে শুক্ল বর্ণ চূর্ণ দ্বারা এবং পত্রের সন্ধিগুলিকে শ্যামল বর্ণ চূর্ণ দ্বারা রঞ্জিত করিবেন। অথবা কর্ণিকা পীতই হইবে। (ইহা রক্তপদ্ম পক্ষে বুঝিতে হইবে।)। ২১

ঐ রক্ত পদ্মের কেশরগুলি পীতরক্ত, দলগুলি অরুণ বর্ণ এবং সন্ধিগুলি কৃষ্ণবর্ণ হইবে। সিত (শুক্ল) বর্ণ চূর্ণ দ্বারা অথবা কৃষ্ণবর্ণ চূর্ণ দ্বারা পীঠগর্ভগুলিকে (পদ্মক্ষেত্রের কোণগুলিকে) রঞ্জিত করিবেন। পাদগুলি অরুণ বর্ণ, তাহার গাত্রগুলি শুক্লবর্ণ হইবে। চারিটি বীথিতে নানাবিধ বর্ণের দ্বারা ও চিত্র বর্ণের দ্বারা সকলের দৃষ্টি মনোহর পত্র, পুষ্প ও ফলযুক্ত কল্পলতাগুলি করিবেন। ২২-২৪

দ্বারগুলি শ্বেতবর্ণ. শোভাগুলি রক্তবর্ণ, উপশোভা পীতবর্ণ এবং কোণগুলি কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া কথিত হইয়াছে। ২৫

সীমারেখার বাহিরে যথাক্রমে শুক্ল, রক্ত ও অসিত (শ্যাম) বর্ণের তিনটি রেখা করিবেন। এই সর্বতোভদ্র মণ্ডল পূজা, হোম, যাগ প্রভৃতি সকল কার্য্যে সাধারণ বলিয়া কথিত হইয়াছে। ২৬

১। ক—শুভ্রবর্ণানি। ২। খ—যদ্বা রক্তেন কর্ণিকাম্। ৩। খ—কেশরাঃ পীতবর্ণাঃ।
৪। খ—স্যুঃ পীতেনাপ্যসিতেন বা। ৫। খ—বীথীষু চতুর্ষ্বপি। ৬। খ—সর্বদৃষ্টিমনোরমাঃ।
৭। খ—কোণান্যপ্যসিতানি চ। ৮। ক—সিতরক্তাসিতা-ক্রমাৎ।

স্বল্প-সর্বতোভদ্রমণ্ডলম্

চতুরস্রাং ভুবং ভিত্ত্বা দিগ্‌ভ্যো দ্বাদশধা সুধীঃ।
পাতয়েৎ তত্র সূত্রাণি কোষ্ঠানাং দৃশ্যতে শতম্ ॥ ২৭
চতুশ্চত্বারিংশদাঢ্যং পশ্চাৎ ষট্‌ত্রিংশতাম্বুজম্।
কোষ্ঠৈঃ প্রকল্পয়েৎ পীঠং পঙ্‌ক্ত্যাং নৈবাত্র বীথিকাঃ ॥ ২৮
দ্বার-শোভে যথাপূর্বমুপশোভা ন দৃশ্যতে।
অবশিষ্টৈঃ পদৈঃ কুর্য্যাৎ ষড়্‌ভিঃ কোণানি তন্ত্রবিৎ।
বিদধ্যাৎ পূর্ববচ্ছেষমেবং বা মণ্ডলং স্মৃতম্ ॥ ২৯

নবনাভ-মণ্ডলম্

চতুরস্রে চতুঃষষ্টি-পদান্যারচয়েৎ সুধীঃ।
পদৈশ্চতুর্ভিঃ পদ্মং স্যান্মধ্যে তৎ পরিতঃ পুনঃ ॥ ৩০
বীথীশ্চতস্রঃ কুর্বীত মণ্ডলান্তাবসানিকাঃ।
দিগ্‌গতেষু-চতুষ্কেষু পঙ্কজানি সমালিখেৎ ॥ ৩১
বিদিগ্-গত-চতুষ্কানি ভিত্ত্বা ষোড়শধা সুধীঃ।
মার্জয়েৎ স্বস্তিকাকারং শ্বেত-পীতারুণাসিতৈঃ ॥ ৩২

স্বল্প সর্বতোভদ্র মণ্ডল কথিত হইতেছে। সুধী সাধক চারিদিকে চতুরস্র ভূমিকে বার ভাগে ভাগ করিয়া উহাতে সূত্রসমূহ পাত করিবেন। তাহাতে ১৪৪ কোষ্ঠ দেখা যাইবে। তাহার মধ্যে ৩৬ ছত্রিশটি কোষ্ঠের দ্বারা পদ্ম হইবে। একটি পঙ্‌ক্তি দ্বারা কোষ্ঠ সমূহের পীঠ কল্পনা করিবেন। ইহাতে বীথিকা নাই। ২৭-২৮

তন্ত্রবিৎ সাধক পূর্বের ন্যায় ইহাতে দ্বার ও শোভা করিবেন। ইহাতে উপশোভা দেখা যায় না। অবশিষ্ট ছয় (উপরের পঙ্‌ক্তির এক কোষ্ঠ ও সর্বনিম্ন পঙ্‌ক্তির পাঁচ) কোষ্ঠ দ্বারা কোণ করিবেন। অবশিষ্ট রঞ্জন, সীমারেখা, বাহ্য রেখাত্রয়ের করণ প্রভৃতি কার্য্য পূর্বের ন্যায় করিবেন। এইরূপ মণ্ডলও কথিত হইয়াছে। ২৯

নবনাভ মণ্ডল কথিত হইতেছে। সুধী সাধক একটি চতুরস্র ক্ষেত্রে চতুঃষষ্টি কোষ্ঠ রচনা করিবেন। মধ্যে চারিটি কোষ্ঠের দ্বারা পদ্ম হইবে। পুনরায় ঐ পদ্মের চারিদিকে মণ্ডলের শেষ পর্য্যন্ত আট আট কোষ্ঠ লইয়া চারিটি বীথি করিবেন। পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ দিগ্‌গত চারিটি কোষ্ঠে চারিটি পদ্ম লিখিবেন। ৩০-৩১

সুধী সাধক বিদিক্ (কোণ) গত চারিটি কোষ্ঠকে পূর্বের ন্যায় সমান ষোল ভাগে ভাগ করিয়া স্বস্তিকাকার করিয়া মুছিয়া দিবেন। ঈশাণ কোণ হইতে আরম্ভ করিয়া

রজোভিঃ পূরয়েৎ তানি স্বস্তিকানি শিবাদিতঃ।
প্রাক্-প্রোক্তেনৈব মার্গেণ শেষমন্যৎ সমাপয়েৎ ॥ ৩৩

পঙ্কাজ-মণ্ডলম্

নবনাভমিদং প্রোক্তং মণ্ডলং সর্বসিদ্ধিদম্।
পঙ্কাজমণ্ডলং প্রোক্তমেতৎ স্বস্তিক-বর্জ্জিতম্ ॥ ৩৪
দীক্ষায়াং দেবপূজায়াং মণ্ডলানাং চতুষ্টয়ম্।
সর্বতন্ত্রানুসারেণ প্রোক্তং সর্বসমৃদ্ধিদম্ ॥ ৩৫

ষোড়শধেতি। বিদিগ্-গত-চতুষ্কোষ্ঠে ষোড়শকোষ্ঠানি কৃত্বা তত্রৈকৈক-কোণাদারভ্য কোষ্ঠত্রয়ম্ অভ্যন্তরপঙ্‌ক্তেশ্চৈকৈক-কোষ্ঠং মার্জয়েদিতি চতুঃ-স্বস্তিকাকারা ভবন্তি। এবং বিদিক্-চতুষ্ঠয়ে কার্য্যমিত্যর্থঃ। ইতি মণ্ডল-চতুষ্টয়ম্। ৩৬

অথ গুরুশিষ্যয়োর্দীক্ষানন্তর-নিষিদ্ধম্। যথা তন্ত্রে—

মন্ত্রং দত্ত্বা গুরুশ্চৈবমুপবাসং যদাচরেৎ।
মহান্ধকার-নিরয়ে[১] কৃমির্ভবতি নান্যথা ॥ ১

বায়ুকোণ পর্য্যন্ত সেই চারিটি স্বস্তিক যথাক্রমে শ্বেত, পীত, রক্ত ও শ্যামবর্ণ রজঃ (গুড়ি) দ্বারা পূর্ণ করিবেন। অন্যান্য অবশিষ্ট কার্য্যগুলি—পদ্মের রঞ্জন, বীথিতে কল্পলতিকা লেখন, সীমারেখা করণ প্রভৃতি পূর্ব প্রকারে শেষ করিবেন। ৩২-৩৩

এই নবনাভ মণ্ডল সর্বসিদ্ধিপ্রদ বলিয়া কথিত হইয়াছে। এই নবনাভ মণ্ডল স্বস্তিক শূন্য হইলে পঙ্কাজ মণ্ডল বলিয়া কথিত হয়। দীক্ষায় ও দেবপূজায় কর্ত্তব্য সর্বসমৃদ্ধি-প্রদ এই চারিটি মণ্ডল সর্বতন্ত্রানুসারে এখানে কথিত হইল। ৩৪-৩৫

ষোড়শধা এই কথার এই অর্থ—বিদিক্ (কোণ) গত চারিটি কোষ্ঠে ষোড়শ কোষ্ঠ করিয়া, তন্মধ্যে এক এক কোণ হইতে আরম্ভ করিয়া তিনটি কোষ্ঠের অভ্যন্তর পঙ্‌ক্তির এক এক কোষ্ঠ মার্জনা করিলে চারিটি স্বস্তিকের আকার হইবে। এইরূপ বিদিক্ চারিটিতে করিবে। মণ্ডল চতুষ্টয় এইখানে সমাপ্ত হইল। ৩৬

অনন্তর গুরু ও শিষ্যের দীক্ষার পর নিষিদ্ধ বিষয় কথিত হইতেছে। যেমন তন্ত্রে বলিয়াছেন—

গুরু মন্ত্র দান করিয়া যদি উপবাস করেন, তবে তিনি মহা অন্ধকারময় নরকে কৃমি হন। ইহা অন্যথা নহে। ১

১। খ—মহান্ধকারে নিরয়ে।

দীক্ষাং[১] কৃত্বা যদা মন্ত্রী উপবাসং সমাচরেৎ।
তস্য দেবঃ সদা রুষ্টঃ শাপং দত্ত্বা ব্রজেৎ পুরম্ ॥ ২

অথ গুরৌ[২] শিষ্য-কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-নির্ণয়ঃ। জ্ঞানার্ণবে—
জন্মহেতূ হি পিতরৌ পূজনীয়ৌ প্রযত্নতঃ।
গুরুর্বিশেষতঃ পূজ্যো ধর্মাধর্ম-প্রদর্শকঃ ॥ ৩

গুরুঃ পিতা গুরুর্মাতা গুরুর্দেবো গুরুর্গতিঃ।
শিবে রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন ॥ ৪

গুরোর্হিতং প্রকর্ত্তব্যং বাঙ্-মনঃ-কায়-কর্মভিঃ।
অহিতাচরণাদ্ দেবি! বিষ্ঠায়াং জায়তে কৃমিঃ ॥ ৫

গুরৌ সন্নিহিতে যস্তু পূজয়েদন্যমন্তিকে।
প্রয়াতি নরকং ঘোরং সা পূজা বিফলা ভবেৎ ॥ ৬

তন্ত্রান্তরে— প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে বা প্রত্যহং প্রণমেদ্ গুরুম্।
গুরোর্নাম্না ন ভাষেত জপকালাদৃতে প্রিয়ে! ॥ ৭

যদি মন্ত্র শাস্ত্রজ্ঞ সাধক (শিষ্য) দীক্ষা গ্রহণ করিয়া উপবাস করে, তবে দেবতা তাহার প্রতি সর্বদা রুষ্ট হইয়া তাহাকে শাপ দিয়া সেই গৃহ ত্যাগ করেন। ২

অনন্তর গুরুর সম্বন্ধে শিষ্যের কর্ত্তব্য নির্ণয় হইতেছে। জ্ঞানার্ণব তন্ত্রে বলিয়াছেন—

পিতা ও মাতা জন্মের হেতু, অতএব তাঁহাদিগকে বিশেষ যত্নসহকারে পূজা করিবে। গুরু যেহেতু ধর্ম ও অধর্মের প্রদর্শক; সেই হেতু তিনি বিশেষভাবে পূজ্য। ৩

গুরুই পিতা, গুরুই মাতা, গুরুই দেবতা, গুরুই গতি। শিব রুষ্ট হইলে গুরু ত্রাণ করিতে পারেন। কিন্তু গুরু রুষ্ট হইলে কেহ ত্রাণ করিতে পারে না। ৪

বাক্য, মনঃ, দেহ কর্মের দ্বারা গুরুর হিত করিবেন। হে দেবি! গুরুর অহিত আচরণ করিলে তাহা হইতে বিষ্ঠাতে কৃমি হইয়া জন্মায়। ৫

যে ব্যক্তি গুরুর উপস্থিতিতে তাঁহার নিকটে অন্যকে পূজা করে, সে ঘোর নরকে গমন করে, তাহার সেই পূজাও বিফল হয়। ৬

তন্ত্রান্তরে বলিয়াছেন—প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে প্রত্যহ গুরুকে প্রণাম করিবে। হে দেবি! জপকাল ভিন্ন অন্য সময়ে গুরুর নাম ধরিয়া কথা বলিবে না। ৭

১। ক—দীক্ষাং দত্ত্বা। ২। খ—গুরৌ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য।

শ্রীনাথ দেবস্বামীতি বিবাদে সাধনে বদেৎ।
কুলাচারং গুরুং দেবং মনসাঽপি ন নিন্দয়েৎ ॥ ৮

জপকালাদিতি। প্রাতর্গুরু-মন্ত্রজপে গুরুনামোচ্চারণমাবশ্যকমিতি বক্ষ্যতে। বিশেষেণ বাদঃ কথনং যত্র তাদৃশে সাধনে ব্যবহার-কর্মণীত্যর্থঃ[১]। কুলাচারমিতি। এতৎ-ত্রয়ং ন নিন্দয়েৎ। ৯

লিঙ্গাগমে—গুরুণালোকিতঃ শিষ্য উত্তিষ্ঠেদাসনং ত্যজেৎ।
গুরুণা সদসদ্ বাপি যদুক্তং তন্ন লঙ্ঘয়েৎ ॥ ১০
রভসং মৈথুনং মিথ্যা যো বদেৎ গুরু-মন্দিরে।
স যাতি নরকং ঘোরং ভৈরবেণেতি ভাষিতম্ ॥ ১১

শ্রীক্রমে— উৎপাদক-ব্রহ্মদাত্রোর্গরীয়ান্ ব্রহ্মদঃ পিতা ॥
তস্মান্মন্যেত সততং পিতুরপ্যধিকং গুরুম্ ॥ ১২

তথা[২]— আয়ান্তমগ্রতো গচ্ছেদ্ গচ্ছন্তং তমনুব্রজেৎ।
আসনে শয়নে বাপি ন তিষ্ঠেদগ্রতো গুরোঃ ॥ ১৩

বিবাদ রূপ সাধনে অর্থাৎ ব্যবহার কার্য্যে শ্রীনাথ দেবস্বামী এই বলিবে। কুলাচার, গুরু ও দেবতাকে মনে মনেও নিন্দা করিবে না। ৮

জপকালাৎ এই কথার এই অর্থ—প্রাতঃকালে গুরু-মন্ত্রের জপে গুরুর নামোচ্চারণ আবশ্যক, ইহা কথিত হইবে। বিশেষরূপে বাদ অর্থাৎ কথা যেখানে অর্থাৎ যে সাধনে, তাদৃশ সাধনে অর্থাৎ ব্যবহার কর্মে। কুলাচারম্—এই কথা দ্বারা বলিয়াছেন—এই তিনটির নিন্দা করিবে না। ৯

লিঙ্গাগমে বলিয়াছেন—গুরু কর্ত্তৃক শিষ্য দৃষ্ট হইলে শিষ্য উঠিয়া দাঁড়াইবে ও আসন ত্যাগ করিবে। গুরু সৎ (ভাল) বা অসৎ (মন্দ) যাহা বলিবেন, শিষ্য কখনও তাহা লঙ্ঘন করিবে না। ১০

যিনি গুরুর গৃহে রভস (হর্ষ), মৈথুন ও মিথ্যা বলেন, তিনি ঘোর নরকে গমন করেন, ইহা ভৈরব কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে। ১১

শ্রীক্রমে বলিয়াছেন—জন্মদাতা ও মন্ত্রদাতা পিতার মধ্যে মন্ত্রদাতা পিতা গরীয়ান্। অতএব গুরুকে সর্বদা পিতা হইতেও অধিক মনে করিবে। ১২

আরও উক্ত হইয়াছে—গুরু আগমন করিতে থাকিলে অগ্রে অগ্রে গমন করিবে, গমন করিতে থাকিলে তাঁহার পিছনে পিছনে গমন করিবে। গুরুর অগ্রে আসনে অথবা শয্যায় উপবেশন করিবে না। ১৩

১। খ—কর্মণীত্যর্থঃ। লিঙ্গাগমে। ২। খ—তথেতি নাস্তি।

অনুজ্ঞাং প্রাপ্য তিষ্ঠেচ্চ নৈবং শাপমবাপ্নুয়াৎ।
গুরৌ সন্নিহিতে যস্তু পূজয়েদগ্রতো ন তম্।
স দুর্গতিমবাপ্নোতি পূজা চ বিফলা ভবেৎ ॥ ১৪
গুরৌ মনুষ্যবুদ্ধিন্তু মন্ত্রে চাক্ষর-ভাবনাম্।
প্রতিমাসু শিলাবুদ্ধিং কুর্বাণো নরকং ব্রজেৎ ॥ ১৫
স্ববংশাদধিকং জ্ঞেয়ং গুরুবংশং মহাশুভম্।
জনকাদধিকো জ্ঞেয়ো মন্ত্রদঃ পরমেশ্বরঃ ॥ ১৬

রুদ্রযামলে— মন্ত্রার্ণা দেবতা জ্ঞেয়া দেবতা গুরুরূপিণী।
তেষাং ভিদা ন কর্তব্যা যদিচ্ছেৎ সিদ্ধিমাত্মনঃ।
একগ্রামস্থিতো[১] নিত্যং গত্বা বন্দেত বৈ গুরুম্ ॥ ১৭

মন্ত্রার্ণা—মন্ত্রবর্ণাঃ। ভিদা—ভেদবুদ্ধিঃ। তথা চোক্তম্—
দেবতা-গুরু-মন্ত্রাণামৈক্যং সম্ভাবয়ন্ ধিয়া ॥ ইতি। ১৮

তন্ত্ররাজে— গুরুণোচ্যমানে বচনে দদ্যাদিত্থং বচস্তথা।
প্রসীদ নাথ দেবেতি তথেতি চ কৃতাদরঃ ॥ ১৯

অনুজ্ঞা (অনুমতি) পাইয়া উপবেশন করিবে। এইরূপ না করিলে অভিশাপ লাভ করিবে। যে ব্যক্তি গুরু উপস্থিত হইলে আগে তাঁহাকে পূজা না করে, সে দুর্গতি লাভ করে, তাহার পূজাও বিফল হইবে। ১৪

গুরুতে মনুষ্য বুদ্ধি, মন্ত্রে অক্ষর ভাবনা (বুদ্ধি), প্রতিমাতে শিলা বুদ্ধিকারী ব্যক্তি নরকে গমন করে। ১৫

নিজের বংশ অপেক্ষা মহাশুভকর গুরুর বংশকে অধিক জানিবে। মন্ত্রদাতা পরমেশ্বরের স্বরূপ গুরু জনক পিতা হইতে অধিক জানিবে। ১৬

রুদ্রযামলে বলিয়াছেন—মন্ত্রবর্ণকে দেবতা স্বরূপ জানিবে। দেবতাকে গুরুস্বরূপ জানিবে। যদি নিজের সিদ্ধি ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহাদের ভেদ কল্পনা করিবে না। একগ্রাম স্থিত শিষ্য প্রত্যহ গুরুর গৃহে গমন করিয়া গুরুকে বন্দনা করিবে। ১৭

মন্ত্রার্ণা—মন্ত্রবর্ণসমূহ। ভিদা—ভেদবুদ্ধি। তাহাই উক্ত হইয়াছে—মনে মনে দেবতা, গুরু ও মন্ত্র সমূহের ঐক্য ভাবনা করিতে করিতে (পূজা করিবেন)। ১৮

তন্ত্ররাজে বলিয়াছেন—গুরু কোন কথা বলিলে শিষ্য 'তাহাই হউক' এই প্রকার বাক্য দান করিবে। হে নাথ! হে দেব! প্রসন্ন হউন—এইরূপ শিষ্য বলিলে গুরু আদর করিয়া বলিবেন—তাহাই হউক অর্থাৎ আমি প্রসন্ন হইয়াছি। ১৯

১। খ—একগ্রামস্থিতৌ।

প্রণম্যোপবিশেৎ পার্শ্বে তথা গচ্ছেদনুজ্ঞয়া।
মুখাবলোকী সেবেত কুর্য্যাদাদিষ্টমাদরাৎ ॥ ২০
ঋণদানং তথাদানং বস্তূনাং ক্রয়-বিক্রয়ম্।
ন কুর্য্যাদ্ গুরুণা সার্দ্ধং শিষ্যো বিজ্ঞঃ কথঞ্চন ॥ ২১
একগ্রামে নিত্যপূজা ন কার্য্যা বা তদাজ্ঞয়া।

আদানম্ ঋণস্যৈব, উপস্থিতত্বাৎ। নিত্য-পূজা[১] ন কার্য্যা তদাজ্ঞয়া বা কার্য্যেত্যর্থঃ। ২২

তথা— পূজামধ্যে সমায়াতে পূজাং হিত্বা সমুদ্‌ব্রজেৎ।
বিধেহি শেষমিত্যুক্তে কুর্য্যাচ্ছেষং তদাজ্ঞয়া ॥ ২৩

সমায়াতে—গুরাবিতি শেষঃ। নন্দিপুরাণে[২]—

যো গুরুং পূজয়েন্ নিত্যং তস্য বিদ্যা প্রসীদতি।
তৎ-প্রসাদেন তস্মাৎ স প্রাপ্নুয়াৎ সর্ব-সম্পদঃ ॥ ২৪

গুরুকে প্রণাম করিয়া তাঁহার পার্শ্বে উপবেশন করিবে। সেইরূপ গুরুর অনুমতি লইয়া গমন করিবে। গুরুর মুখের দিকে তাকাইয়া সেবা করিবে। গুরুর আদিষ্ট কার্য্য আদরের সহিত করিবে। ২০

বিজ্ঞ শিষ্য কোন প্রকারে গুরুর সহিত ঋণ দান সেইরূপ ঋণের আদান (গ্রহণ) ও বস্তুসমূহের ক্রয় বিক্রয় করিবে না। একগ্রামে থাকিলে নিত্য পূজা করিবে না অথবা তাঁহার আজ্ঞায় করিবে। ২১

উপস্থিতি হেতু অর্থাৎ ঋণ শব্দের নিকটে দান ও আদান শব্দ থাকায় আদান শব্দে ঋণের আদান (গ্রহণ) বুঝিতে হইবে। নিত্যপূজা করিবে না অথবা তাঁহার আজ্ঞায় করিবে—ইহাই একগ্রামে ইত্যাদি বাক্যের অর্থ। ২২

সেইরূপ উক্ত হইয়াছে—পূজার মধ্যে গুরু উপস্থিত হইলে পূজা ত্যাগ করিয়া তাঁহার দিকে গমন করিবে। অবশিষ্ট কার্য্য শেষ কর—এই গুরু বলিলে তাঁহার আজ্ঞায় অবশিষ্ট কার্য্য শেষ করিবে। ২৩

সমায়াতে পদের পরে গুরৌ এই পদ উহ্য করিতে হইবে অর্থাৎ গুরু উপস্থিত হইলে। নন্দি-পুরাণে বলিয়াছেন—

যে ব্যক্তি প্রত্যহ গুরুকে পূজা করে, তাহার প্রতি বিদ্যা প্রসন্না হন। গুরুর অনুগ্রহে তাঁহার নিকট হইতে সে সমস্ত সম্পৎ পাইতে পারে। ২৪

১। খ—উপস্থিতত্বাৎ। পূজা ন কার্য্যা। ২। খ—নন্দিপুরাণে ইত্যাদি—সর্বসম্পদঃ ইত্যন্তঃ পাঠো নাস্তি।

মনুঃ— লৌকিকং বৈদিকং বাপি তথাধ্যাত্মিকমেব বা।
আদদীত যতো জ্ঞানং তং পূর্বমভিবাদয়েৎ ॥ ২৫
উৎপাদক-ব্রহ্মদাত্রোর্গরীয়ান্ ব্রহ্মদঃ পিতা।
ব্রহ্ম-জন্ম হি বিপ্রস্য প্রেত্য চেহ চ শাশ্বতম্ ॥ ২৬
শরীরঞ্চৈব বাচঞ্চ বুদ্ধীন্দ্রিয়-মনাংসি চ।
নিয়ম্য প্রাঞ্জলিস্তিষ্ঠেদ্ বীক্ষমাণো গুরোর্মুখম্ ॥ ২৭
নিত্যমুদ্‌গতপাণিঃ[১] স্যাৎ সাধ্বাচারঃ সুসংবৃতঃ।
আস্যতামিতি চোক্তঃ সন্নাসীতাঽভিমুখং গুরোঃ ॥ ২৮
হীনান্ন-বস্ত্র-বেশঃ স্যাৎ সর্বদা গুরু-সন্নিধৌ।
উত্তিষ্ঠেৎ প্রথমঞ্চাস্য চরমঞ্চৈব সংবিশেৎ ॥ ২৯
প্রতিশ্রবণ-সম্ভাষে শয়ানো ন সমাচরেৎ।
নাসীনো ন চ ভুঞ্জানো ন তিষ্ঠন্ ন পরাঙ্মুখঃ ॥ ৩০

মনু বলিয়াছেন—লৌকিক অর্থশাস্ত্রাদির জ্ঞান ও বৈদিক বেদার্থ জ্ঞান, সেইরূপ আধ্যাত্মিক ব্রহ্ম জ্ঞান যে গুরুর নিকট গ্রহণ করিবে, তাঁহাকে অগ্রে অভিবাদন করিবে। ২৫

জন্মদাতা পিতা ও ব্রহ্ম (গায়ত্রী মন্ত্র) দাতা পিতার মধ্যে ব্রহ্মদাতা পিতা গরীয়ান্; যেহেতু ব্রাহ্মণের ব্রহ্মজন্ম (উপনয়নরূপ জন্ম) পরলোকে ও ইহলোকে ব্রহ্মপ্রাপ্তির হেতু বলিয়া শাশ্বত নিত্য। ২৬

শরীর, বাক্ (বাগিন্দ্রিয়), জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মনঃকে সংযত করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া গুরুর মুখ দেখিতে দেখিতে দাঁড়াইয়া থাকিবে, বসিবে না। ২৭

গুরুর নিকট সর্বদা উত্তরীয় হইতে দক্ষিণ হস্ত বাহির করিয়া সুন্দর আচরণ যুক্ত ও বস্ত্রাবৃত দেহ হইয়া থাকিবে। উপবেশন কর—এই কথা গুরু বলিলে গুরুর অভিমুখে বসিবে। ২৮

সর্বদা গুরুর নিকটে গুরুর অপেক্ষায় হীন (নিকৃষ্ট) বস্ত্র, নিকৃষ্ট অন্ন; নিকৃষ্ট বেশ হইয়া থাকিবে অর্থাৎ গুরুর বস্ত্র অপেক্ষা শিষ্যের বস্ত্র নিকৃষ্ট, গুরুর অন্ন অপেক্ষা শিষ্যের অন্ন নিকৃষ্ট এবং গুরুর পোষাক অপেক্ষা শিষ্যের পোষাক নিকৃষ্ট হইবে। রাত্রি শেষে গুরুর আগে শয্যা হইতে উঠিবে এবং রাত্রিতে গুরু শয়ন করিলে পরে শিষ্য শয়ন করিবে। ২৯

শিষ্য শয়ান হইয়া, আসনে উপবিষ্ট হইয়া, ভোজন করিতে করিতে, দাঁড়াইয়া

১। খ—নিত্যমুদ্ধৃতপাণিঃ।

আসীনস্য স্থিতঃ কুর্য্যাদভিগচ্ছংশ্চ তিষ্ঠতঃ।
প্রত্যুদগম্য ত্বব্রজতঃ[১] পশ্চাদ্ ধাবংস্তু ধাবতঃ ॥ ৩১
পরাঙ্‌মুখস্যাভিমুখো দূরস্থস্যৈত্য চান্তিকম্।
প্রণম্য তু শয়ানস্য নির্দেশে চৈব তিষ্ঠতঃ[২] ॥ ৩২
নীচং শয্যাসনঞ্চাস্য সর্বদা গুরু-সন্নিধৌ।
গুরোস্তু[৩] চক্ষুর্বিষয়ে ন যথেষ্টাসনো ভবেৎ ॥ ৩৩
নোদাহরেদস্য নাম পরোক্ষমপি কেবলম্।
ন চৈবাস্যানুকুর্বীত গতি-ভাষিত-চেষ্টিতম্ ॥ ৩৪
গুরোর্যত্র পরীবাদো নিন্দা বাপি প্রবর্ত্ততে।
কর্ণৌ তত্র পিধাতব্যৌ গন্তব্যং বা ততোঽন্যতঃ[৪] ॥ ৩৫

দাঁড়াইয়া বা বিমুখ হইয়া গুরুর প্রতিশ্রবণ (আজ্ঞার অঙ্গীকার) ও গুরুর সহিত সম্ভাষণ করিবে না। ৩০

আসনে উপবিষ্ট হইয়া গুরু আজ্ঞা দান করিলে শিষ্য নিজে আসন হইতে উঠিয়া, গুরু দাঁড়াইয়া আজ্ঞা দান করিলে শিষ্য তাঁহার অভিমুখে কয়েক পদ গমন করিয়া, যদি গুরু শিষ্যের দিকে আসিতে আসিতে আদেশ করেন, তবে তাহা হইলেও শিষ্য গুরুর অভিমুখে কয়েক পদ গমন করিয়া, যখন গুরু বেগে যাইতে যাইতে আদেশ করেন, তখন শিষ্য তাঁহার প[শ্চ]াৎ বেগে যাইয়া প্রতিশ্রবণ ও সম্ভাষণ করিবেন। ৩১

গুরু পরাঙ্‌মুখ হইয়া আদেশ করিলে শিষ্য সম্মুখে আসিয়া, গুরু দূরস্থ হইয়া আদেশ করিলে শিষ্য নিকটে আসিয়া, শয়ান অবস্থায় গুরু আদেশ করিলে প্রণাম করিয়া নম্র হইয়া, গুরু নিকটে দাঁড়াইয়া আদেশ করিলে নম্র হইয়া প্রণাম করিয়া প্রতিশ্রবণ ও সম্ভাষণ করিবে। ৩২

উপবিষ্ট গুরুর সন্নিকটে শিষ্যের শয্যা ও আসন সর্বদা নীচে হইবে। গুরুর দর্শন বিষয়ে (সাক্ষাতে) শিষ্য যথেষ্টাসন হইবে না অর্থাৎ নিজের ইচ্ছানুসারে পাদ প্রসারণাদি করিয়া আসনে বসিবে না। ৩৩

গুরুর পরোক্ষে (অসাক্ষাতে) উপাধ্যায়, আচার্য্যাদি পূজাবাচক পদ পরিত্যাগ করিয়া কেবল নাম উচ্চারণ করিবে না। গুরুর গমন, ভাষণ ও চেষ্টা (আচরণ) উপহাস বুদ্ধিতে অনুকরণ করিবে না। ৩৪

যে স্থানে গুরুর পরীবাদ (বিদ্যমান দোষের কথন) ও নিন্দা (অবিদ্যমান দোষের

১। খ—ত্বাদব্রজতঃ। ২। ক—দ্বাত্রিংশৎ-সংখ্যক-শ্লোকো নাস্তি। ৩। খ—গুরোশ্চ।
৪। তদন্যতঃ।

পরীবাদাৎ খরো ভবতি শ্বা বৈ ভবতি নিন্দকঃ।
পরিভোক্তা[১] কৃমির্ভবতি কীটো ভবতি মৎসরী ॥ ৩৬
দূরস্থো নার্চয়েদেনং ন ক্রুদ্ধো নান্তিকে স্ত্রিয়াঃ *।
যানাসনস্থশ্চৈবৈনমবরুহ্যাঽভিবাদয়েৎ ॥ ৩৭
প্রতিবাতেঽনুবাতে চ নাসীত গুরুণা সহ।
অসংশ্রবে চৈব গুরোর্ন কিঞ্চিদপি কীর্ত্তয়েৎ[২] ॥ ৩৮
গোঽশ্বোষ্ট্র-যান-প্রাসাদ-প্রস্তরেষু কটেষু চ।
আসীত গুরুণা সার্দ্ধং শিলা-ফলক-নৌষু চ ৩৯
যথা খনন্ খনিত্রেণ নরো বার্য্যধিগচ্ছতি।
তথা গুরুগতাং বিদ্যাং শুশ্রূষুরধিগচ্ছতি ॥ ৪০

কথন) হয়, সেখানে শিষ্য কর্ণ দুইটিকে হস্তাদি দ্বারা আচ্ছাদন করিবে অথবা সে স্থান হইতে অন্য স্থানে চলিয়া যাইবে। ৩৫

গুরুর পরীবাদ হইতে মৃত্যুর পর শিষ্য পরজন্মে খর (গর্দভ) হয়, গুরুর নিন্দক কুক্কুর হয়। শিষ্য পরিভোক্তা (গুরুর ধনের দ্বারা অনুচিত জীবিকানির্বাহকারী) হইলে কৃমি হয়। শিষ্য মৎসরী (গুরুর উৎকর্ষে অসহিষ্ণু) হইলে কৃমি অপেক্ষা স্থূল কীট হয়। ৩৬

দূরস্থ হইয়া অর্থাৎ নিজের গমনে সামর্থ্য থাকিতে অন্যের দ্বারা গুরুকে বস্ত্রাদি দ্বারা অর্চনা করিবে না। ক্রুদ্ধ হইয়া বা স্ত্রীর নিকটে অবস্থিত গুরুকে অর্চনা করিবে না। যানস্থ ও আসনস্থ শিষ্য যান ও আসন হইতে নামিয়া গুরুকে অর্চনা করিবে অথবা গুরুকে অভিবাদন করিবে। ৩৭

অভিমুখ হইয়া শিষ্য যখন গুরুদেশ হইতে নিজের দেশে আসে, তাহা প্রতিবাদ, যখন শিষ্য নিজ দেশ হইতে গুরুর দেশে আগমন করে, তাহা অনুবাত। সেই প্রতিবাত ও অনুবাতে শিষ্য গুরুর সহিত উপবেশন করিবে না। গুরুর সংশ্রব শূন্য (যাহা শুনিতে অনিচ্ছুক) বিষয়ে কোন কিছু বলিবে না। ৩৮

গো-যানে, অশ্ব-যানে, উষ্ট্র-যানে, প্রাসাদে, প্রস্তরে (প্রস্তর শয্যায়) কটে (মাদুরে) শিলায়, ফলকে (দীর্ঘ কাষ্ঠাসনে) ও নৌকায় গুরুর সহিত উপবেশন করিবে। ৩৯

মনুষ্য যেমন খনিত্র (খন্তা) দ্বারা মাটী খুঁড়িয়া জল পায়, সেইরূপ শিষ্য গুরুর সেবা করিয়া গুরুগত বিদ্যাকে লাভ করে। ৪০

১। ক—পূর্বভোক্তা। * দূরস্থঃ ক্রুদ্ধঃ স্ত্রিয়া নিকটে এনং নার্চয়েদিত্যর্থঃ।
২। খ—অয়ং শ্লোকার্দ্ধো নাস্তি।

আচার্য্যশ্চ পিতা চৈব মাতা ভ্রাতা চ পূর্বজঃ।
নার্ত্তেনাপ্যবমন্তব্যা ব্রাহ্মণেন বিশেষতঃ ॥ ৪১

আচার্য্যো ব্রহ্মণো মূর্ত্তিঃ পিতা মূর্ত্তিঃ প্রজাপতেঃ।
মাতা পৃথিব্যা মূর্ত্তিস্তু ভ্রাতাঽগ্র্যো মূর্ত্তিরাত্মনঃ ॥ ৪২

যং মাতাপিতরৌ ক্লেশং সহেতে সম্ভবে নৃণাম্।
ন তস্য নিষ্কৃতিঃ শক্যা কর্ত্তুং বর্ষশতৈরপি ॥ ৪৩

তয়োর্নিত্যং প্রিয়ং কুর্য্যাদাচার্য্যস্য চ সর্বদা।
তেষু হি ত্রিষু তুষ্টেষু তপঃ সর্বং সমাপ্যতে ॥ ৪৪

তেষাং ত্রয়াণাং শুশ্রূষা পরমং তপ উচ্যতে।
ন তৈরভ্যননুজ্ঞাতো ধর্মমন্যং সমাচরেৎ ॥ ৪৫

ত এব হি ত্রয়ো লোকাস্ত এব ত্রয় আশ্রমাঃ।
ত এব হি ত্রয়ো বেদাস্ত এবোক্তাস্ত্রয়োঽগ্নয়ঃ ॥ ৪৬

পিতা বৈ গার্হপত্যাগ্নির্মাতাঽগ্নির্দক্ষিণঃ স্মৃতঃ।
গুরুরাহবনীয়স্তু সাগ্নিত্রেতা গরীয়সী ॥ ৪৭

আচার্য্য (মন্ত্রদাতা), পিতা, মাতা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে আর্ত্ত হইয়াও অবমান করিবে না, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ কখনও ইহাঁদিগকে অবমাননা করিবে না। ৪১

আচার্য্য ব্রহ্মার মূর্ত্তি, পিতা প্রজাপতির মূর্ত্তি, মাতা পৃথিবীর মূর্ত্তি এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নিজের মূর্ত্তি। ৪২

মাতা ও পিতা মনুষ্যগণের জন্মে যে ক্লেশ সহ্য করেন, পুত্র শত বর্ষেও তাহার নিষ্কৃতি করিতে পারে না। ৪৩

সর্বদা মাতা ও পিতার প্রিয় কার্য্য করিবে। আচার্য্যের সর্বদা প্রিয় করিবে। এই তিন জন তুষ্ট হইলে সমস্ত তপস্যা সমাপ্ত হয়। ৪৪

এই তিন জনের শুশ্রূষা পরম তপঃ বলিয়া কথিত হয়। তাঁহাদের কর্ত্তৃক সর্বতো-ভাবে অনুজ্ঞাত না হইয়া পুত্র ইহাঁদের শুশ্রূষা ছাড়া অন্য ধর্মের আচরণ করিবে না। ৪৫

তাঁহারাই তিনটি লোক, তাঁহারাই তিনটি আশ্রম, তাঁহারাই তিনটি বেদ, তাঁহারাই তিনটি অগ্নি স্বরূপ কথিত হইয়াছেন। ৪৬

পিতা হইতেছেন গার্হপত্য অগ্নি, মাতা দক্ষিণাগ্নি স্বরূপা কথিত হইয়াছেন। গুরু আহবনীয় অগ্নি স্বরূপ। এই অগ্নিত্রয় সর্বাপেক্ষা গরীয়ান্। ৪৭

ত্রিষপ্রমাদ্যন্নেতেষু ত্রীন্ লোকান্ বিজয়েদ্ গৃহী।
দীপ্যমানঃ স্ববপুষা দেববদ্ দিবি মোদতে ॥ ৪৮
শ্রদ্দধানঃ শুভাং বিদ্যামাদদীতাঽবরাদপি।
অন্ত্যাদপি পরং ধর্মং স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি ॥ ৪৯
অব্রাহ্মণাদধ্যয়নমাপৎকালে বিধীয়তে।
অনুব্রজ্যা চ শুশ্রূষা যাবদধ্যয়নং গুরোঃ ॥ ৫০
ক্ষেত্রং হিরণ্যং গামশ্বং ছত্রোপানহমন্ততঃ।
ধান্যং বাসাংসি শাকং বা গুরবে প্রীতিমাহরেৎ ॥ ৫১

ইতি মনোর্বচনানি প্রীতিমুদ্দিশ্য ইত্যর্থঃ[১]। দিব্যাগমে শিব উবাচ—

গুরুশয্যাসনং যানং পাদুকোপানৎ-পীঠকম্।
স্নানোদকং[২] তথা ছায়াং লঙ্ঘয়েন্ন কদাচন ॥ ৫২

গৃহী এই তিন জনের প্রতি প্রমাদগ্রস্ত না হইলে তিন লোককে জয় করিতে পারেন অর্থাৎ এই তিন লোকের অধিপতি হন। নিজের দেহে দ্যুলোকে দেবতার ন্যায় দীপ্যমান হইয়া হর্ষ লাভ করেন। ৪৮

শূদ্রাদি অবর জাতির নিকট হইতে শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া শুভ বিদ্যা (প্রত্যক্ষ শক্তি গারুড়াদি বিদ্যা) গ্রহণ করিবে। অন্ত্যজ চাণ্ডালাদির নিকট হইতে শ্রেষ্ঠ ধর্ম মোক্ষের উপায় প্রভৃতি গ্রহণ করিবে। নিজের কুল অপেক্ষা নিকৃষ্ট কুল হইতে স্ত্রী-রত্ন গ্রহণ করিবে। ৪৯

আপৎকালে ব্রাহ্মণ অধ্যাপক না পাইলে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারীর অব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য অধ্যাপকের নিকট অধ্যয়ন বিহিত হইয়াছে। অব্রাহ্মণ গুরুর নিকট যতকাল অধ্যয়ন করিবে, ততকাল অনুগমনরূপ শুশ্রূষা করিবে। গুরুর পাদ প্রক্ষালন, উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ প্রভৃতি প্রশস্ত হইলেও করিবে না। ৫০

গুরুর প্রীতি সম্পাদনের জন্য সামর্থ্য অনুসারে ভূমি, সুবর্ণ, গো, অশ্ব, অন্ততঃ ছত্র ও উপানহ (জুতা), আসন, ধান্য, শাক ও বস্ত্র এইগুলি সমুদায় বা ইহাদের এক একটি গুরুকে দিয়া গুরুর প্রীতি অর্জন করিবে। এই সকল দিতে সমর্থ না হইলে ছাতা ও জুতা এই দুইটি দিবে। তাহাও সম্ভব না হইলে অন্ততঃ শাক দিবে। ৫১

দান বিষয়ক মনুর এই বচনগুলি গুরুর প্রীতির উদ্দেশ্যে উক্ত হইয়াছে, ইহাই অর্থ। দিব্যাগমে শিব বলিয়াছেন—

গুরুর শয্যা, আসন, যান, পাদুকা (খড়ম), উপানৎ (জুতা) পীঠ (চৌকি বা পীড়ি) স্নানের জল, এইরূপ গুরুর ছায়া কখনও লঙ্ঘন করিবে না। ৫২

১। খ—বচনানীত্যনন্তরং প্রীতিমুদ্দিশ্য ইত্যর্থঃ ইতি পাঠো নাস্তি। ২। ক—পাদোদকং।

গুরোরগ্রে পৃথক্ পূজামৌদ্ধত্যঞ্চ[1] বিবর্জয়েৎ।
দীক্ষা-ব্যাখ্যাং প্রভুত্বঞ্চ গুরোরগ্রে পরিত্যজেৎ ॥ ৫৩

পৃথক্ পূজামিতি। তস্মাদ্ গুরোঃ পূজৈব কর্ত্তব্যেত্যর্থঃ। নন্দিপুরাণে[2]—

যস্তু শ্রুত্বাঽন্যতঃ শাস্ত্রং সংস্কারং প্রাপ্য বৈ শুভম্।
অন্যস্য জনয়েৎ কীর্ত্তিং গুরোঃ স ব্রহ্মহা ভবেৎ ॥ ৫৪
বিস্মরেচ্চাথ মৌঢ্যাদ্ যঃ পঠিত্বা শাস্ত্রমুত্তমম্।
স যাতি নরকং ঘোরমক্ষয়ং ভীমদর্শনম্ ॥ ৫৫

বিষ্ণুঃ—যস্তু বিদ্যামাসাদ্য তয়া জীবন্ন তস্য পরলোক-প্রদা ভবতি। যশ্চ পরেষাং যশোঽহন্তীতি প্রসঙ্গাদুক্তম্। ৫৬

তথাঽন্যত্র— আত্মনাম গুরোর্নাম নামানি কৃপণস্য চ।
অভিশপ্তস্য নামানি ন গৃহ্ণীয়াৎ কদাচন ॥ ৫৭

বীরতন্ত্রে— বিংশতিঃ পুরুষা বাপি নব সপ্ত ত্রয়োঽপি বা।
ন জ্ঞাত্বা গুরুবংশানাং শিষ্যশ্চেন্ নষ্ট-সন্ততিঃ[3] ॥ ৫৮

গুরুর সম্মুখে পৃথক্ পূজা ও ঔদ্ধত্য ত্যাগ করিবে। গুরুর অগ্রে দীক্ষা, শাস্ত্র ব্যাখ্যা ও প্রভুত্ব পরিত্যাগ করিবে। ৫৩

পৃথক্ পূজা, এই কথার এই অর্থ—যেহেতু গুরুর অগ্রে অন্য পূজা নিষিদ্ধ, সেই হেতু গুরুর পূজাই কর্ত্তব্য। নন্দিপুরাণে বলিয়াছেন—

যে শিষ্য অন্যের নিকট শাস্ত্র পড়িয়া উত্তম সংস্কার লাভ করিয়া গুরু হইতে অন্য ব্যক্তির কীর্ত্তি জন্মায়, সে ব্রহ্মহা হইয়া থাকে। ৫৪

যে ব্যক্তি উত্তমরূপে শাস্ত্র পড়িয়া মূঢ়তাবশতঃ বিস্মরণ করে, সে ভীষণ দর্শন অক্ষয় ঘোর নরকে গমন করে। ৫৫

বিষ্ণু বলিয়াছেন—যে ব্যক্তি বিদ্যা গ্রহণ করিয়া সেই বিদ্যা দ্বারা জীবিত থাকে, অর্থাৎ বিদ্যাবিক্রয়ের দ্বারা অর্থোপার্জন করিয়া বাঁচিয়া থাকে, তাহার সেই বিদ্যা পরলোকে শুভফল-প্রদা হয় না। যিনি পরের যশঃ নাশ করেন—এই প্রসঙ্গে ইহা উক্ত হইয়াছে। ৫৬

সেইরূপ অন্যত্র উক্ত হইয়াছে—নিজের নাম, গুরুর নাম, কৃপণ ব্যক্তির নাম সমূহ, অভিশপ্ত ব্যক্তির নাম সমূহ কখনও গ্রহণ (উচ্চারণ) করিবে না। ৫৭

বীর তন্ত্রে বলিয়াছেন—যে ব্যক্তি গুরুবংশের ২০ পুরুষ, ৯ পুরুষ, ৭ পুরুষ অথবা তিন পুরুষ না জানিয়া শিষ্য হয়। তাঁহার সন্ততি নষ্ট হয়। ৫৮

১। খ—সৌদ্ধত্যঞ্চ। ২। খ—নন্দিপুরাণে ইত্যাদি—প্রসঙ্গাদুক্তমিত্যন্তঃ পাঠো নাস্তি।
৩। ক—বীরতন্ত্রে ইত্যাদি—মন্তব্যমিত্যন্তঃ পাঠো নাস্তি।

তেন গুরোঃ পুরুষ-ত্রয়-জ্ঞানমাবশ্যকমিতি মন্তব্যম্। জ্ঞানার্ণবে—

মন্ত্রত্যাগাদ্ ভবেন্ মৃত্যুর্গুরু-ত্যাগাদ্ দরিদ্রতা।
গুরু-মন্ত্র-পরিত্যাগাদ্ রৌরবং নরকং ব্রজেৎ ॥ ৫৯

তথা— গুরোর্দীক্ষাং সমাসাদ্য মোহাদজ্ঞানতস্ত্যজেৎ।
জ্ঞানং শ্রীর্বলমায়ুশ্চ সর্বং তস্য বিনশ্যতি ॥ ৬০

ইদঞ্চ স্বানুকূলস্য মন্ত্রস্য বিহিত-সদ্‌গুরোশ্চ ত্যাগ-বিষয়ম্। অর্য্যাদি-মন্ত্রস্য বলবৎ-পাতকাদিমতো গুরোশ্চ পরিত্যাগে দূষণাভাবাৎ। ৬১

যথা যামলে—গৃহীতমন্ত্রস্ত্যক্তব্যো গুরুশ্চেদ্ দোষসংযুতঃ।
মহাপাতক-যুক্তো বা গুরু-দেব-বিনিন্দকঃ ॥ ৬২
অনুচ্চার্য্যশ্চ যো মন্ত্রঃ শত্রুগেহ-গতস্তথা।
অসংস্কৃত-গৃহীতশ্চাবিধিদীক্ষা-পুরঃসরঃ।
ত্যক্ত্বা[১] সর্বং প্রযত্নেন পুনর্গ্রাহ্যং যথাবিধি ॥ ৬৩

উদ্‌যোগপর্বণি—পরশুরামং প্রতি ভীষ্মবাক্যম্—

গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ।
উৎপথ-প্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে ॥ ৬৪

ইহা দ্বারা গুরুর পুরুষত্রয়ের জ্ঞান আবশ্যক, ইহা জানিবে। জ্ঞানার্ণবে বলিয়াছেন—
মন্ত্রের ত্যাগ করিলে মৃত্যু হইতে পারে। গুরুত্যাগ হইতে দরিদ্রতা জন্মে। গুরু ও মন্ত্রের পরিত্যাগ নিবন্ধন রৌরব নরকে গমন করে। ৫৯

সেইরূপ আরও বলিয়াছেন—গুরুর নিকট মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করিয়া মোহবশতঃ বা অজ্ঞানতাবশতঃ যে গুরু ও মন্ত্রকে ত্যাগ করে, তাহার জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য, বল, আয়ুঃ—সমস্ত বিনষ্ট হয়। ৬০

এই বচনটি নিজের অনুকূল মন্ত্র ও বিহিত সদ্‌গুরু ত্যাগ বিষয়ক ; অরি প্রভৃতি মন্ত্র ও বলবৎ পাতকাদি যুক্ত গুরুর পরিত্যাগে দোষ হয় না। ৬১

যেমন জামলে বলিয়াছেন—গুরু যদি দোষ সংযুক্ত হন, অথবা মহাপাতক যুক্ত হন অথবা গুরুদেবের নিন্দক হন, তবে গৃহীত মন্ত্র ত্যাগ করিবে। ৬২

যে মন্ত্র অনুচার্য্য অথবা যে মন্ত্র অরি-গৃহগত অথবা যে মন্ত্র যথাবিধানে দীক্ষাপূর্বক গৃহীত নয় অথবা যে মন্ত্র সংস্কৃত না হইয়া গৃহীত, সে সমস্ত মন্ত্রকে ত্যাগ করিয়া পুনরায় যথাবিধানে যত্নপূর্বক মন্ত্র গ্রহণ করিবে। ৬৩

এই বিষয়ে মহাভারতের উদ্‌যোগ-পর্বে পরশুরামের প্রতি ভীষ্মের বাক্য হইতেছে—
কার্য্য ও অকার্য্যের জ্ঞানরহিত উৎপথগামী গর্বিত গুরুর পরিত্যাগ বিধেয়। ৬৪

১। খ—কৃত্বা।

অযোধ্যাকাণ্ডে—কৌশল্যা-বাক্যম্—

গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ।
কামাচার-প্রবৃত্তস্য ন কার্য্যং ব্রুবতো বচঃ ॥ ৬৫
পতিতা গুরবস্ত্যাজ্যা মাতা তু ন কথঞ্চন।
গর্ভধারণ-পোষাভ্যাং তেন মাতা গরীয়সী।
অতো মমাপি তে কার্য্যং শাসনং গুরুবৎসল ! ॥ ৬৬ ॥ ইতি।

যৎ তু— অবিদ্যো বা সবিদ্যো বা গুরুরেব চ দৈবতম্।
অমার্গস্থোঽপি মার্গস্থো গুরুরেব সদা গতিঃ ॥ ৬৭

ইতি শ্রীক্রমবচনম্। তত্র অবিদ্যোঽল্পবিদ্যঃ সবিদ্যো বহুবিদ্যঃ। অমার্গস্থস্তত্তন্ত্রোক্তাচার-রহিতঃ। মার্গস্থস্তত্তদাচার-সহিতঃ ইতি ন বিরোধঃ। মন্ত্রত্যাগ-প্রকারস্তু প্রাগুক্তঃ[১]। ৬৮

জ্ঞানার্ণবে—গুরুবদ্ গুরুপত্নীষু গুরুবৎ তৎসুতাদিষু।
গুরুবদ্ গুরুপূজ্যেষু সততং ভক্তিমাচরেৎ ॥ ৬৯

বাল্মীকি রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে কৌশল্যার বাক্য হইতেছে—কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য বিষয়ের জ্ঞান রহিত যদৃচ্ছাচারে প্রবৃত্ত গর্বিত গুরুর উপদেশ বাক্য প্রতিপালন করিবে না। ৬৫

পতিত সকল গুরু ত্যাজ্য। মাতা কিন্তু গর্ভে ধারণ ও পোষণ করেন বলিয়া কখনও ত্যাজ্যা নহেন। সেইজন্য মাতা গরীয়সী। অতএব হে গুরু-বৎসল রাম! তোমার প্রতি আমার উপদেশ তোমার প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য। ৬৬

আর যে শ্রীক্রমের বচন আছে—গুরু অবিদ্য হউন বা সবিদ্য হউন, তিনিই দেবতা। গুরু অমার্গগামী হউন অথবা মার্গগামী হউন, তিনিই সর্বদা গতি (আশ্রয়)। ৬৭

সেই বচনের অবিদ্য কথার অর্থ অল্পবিদ্য, (যাহার বিদ্যা ও জ্ঞান অল্প)। সবিদ্য অর্থ বহুবিদ্য অর্থাৎ যাহার বহু বিষয়ের জ্ঞান আছে)। অমার্গস্থ অর্থ—সেই সেই তন্ত্রোক্ত আচার রহিত অর্থাৎ অতি অল্প আচারবান্। মার্গস্থ অর্থ—সেই সেই তন্ত্রোক্ত আচারবান্। এজন্য শ্রীক্রম বচনের সহিত পূর্বোক্ত বচন সমূহের বিরোধ নাই। মন্ত্র ত্যাগের প্রকার পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। ৬৮

জ্ঞানার্ণবে বলিয়াছেন—গুরুপত্নীগণের প্রতি গুরুবৎ এবং তাঁহার পুত্রাদির প্রতি গুরুবৎ, গুরুর পূজ্য ব্যক্তিগণের প্রতি গুরুবৎ সর্বদা ভক্তি পোষণ করিবে। ৬৯

১। ক—মন্ত্রযোগ-প্রকারৌ তু প্রাগুক্তৌ।

গুরুবদিতি। গুরাবিবেত্যর্থঃ। তৎসুতাদিষু ইতি। অত্রাদি-পদাৎ গুরোঃ কন্যা-পৌত্র-প্রপৌত্র-দৌহিত্র-সগোত্রাণাং[১] পরিগ্রহঃ। গুরুপূজ্যেম্বিতি। গুরোর্গুরু-প্রভৃতিষু মান্যেম্বিত্যর্থঃ। ৭০

মনুঃ— গুরোর্গুরৌ সন্নিহিতে গুরুবদ্ বৃত্তিমাচরেৎ।
গুরুপুত্রেষু চার্য্যেষু গুরোশ্চৈব স্ববন্ধুষু॥ ৭১
বালঃ সমানজন্মা বা শিষ্যো বা যজ্ঞকর্মণি।
অধ্যাপয়ন্ গুরুসুতো গুরুবন্মানমর্হতি[২]॥ ৭২
উৎসাদনঞ্চ গাত্রাণাং স্নাপনোচ্ছিষ্ট-ভোজনে।
ন কুর্য্যাদ্ গুরুপুত্রস্য পাদয়োশ্চাবনেজনম্॥ ৭৩

উৎসাদনং মর্দ্দনম্। উচ্ছিষ্ট-ভোজনমিতি। এতেন গুরুবদ্ বৃত্তিনির্দ্দেশানন্তরমুচ্ছিষ্ট-ভোজন-নিষেধে গুরূচ্ছিষ্ট-ভক্ষণে দূষণাভাব ইতি লভ্যতে। ৭৪

মনুঃ— গুরুবৎ পরিপূজ্যাঃ[৩] স্যুঃ সবর্ণা গুরুযোষিতঃ।
অসবর্ণাস্তু সংপূজ্যাঃ প্রত্যুত্থানাভিবাদনৈঃ॥ ৭৫

গুরুবৎ কথার অর্থ—গুরুর প্রতি যেরূপ ভক্তি, সেইরূপ ভক্তি। তৎ-সুতাদিষু এই স্থলে আদিপদের দ্বারা গুরুর কন্যা, পৌত্র, প্রপৌত্র, দৌহিত্র ও সগোত্র গৃহীত হইবে। গুরুপূজ্যেষু পদের অর্থ—গুরুর গুরু প্রভৃতি মান্য ব্যক্তিবর্গের প্রতি। ৭০

মনু বলিয়াছেন—গুরুর গুরু, শিষ্যাপেক্ষা অধিক বয়স্ক আর্য্য গুরু পুত্র এবং গুরুর নিজের জ্ঞাতি পিতৃব্যাদি উপস্থিত হইলে শিষ্য গুরুর ন্যায় আচরণ করিবেন। ৭১

কনিষ্ঠ অথবা সমান বয়স অথবা জ্যেষ্ঠ বেদ গ্রহণ করিয়া অধ্যাপনায় সমর্থ শিষ্য গুরুবৎ সম্মানের যোগ্য। গুরুপুত্র যজ্ঞকর্মে ঋত্বিক্ হইয়া অথবা ঋত্বিক্ না হইয়া যজ্ঞদর্শনের জন্য উপস্থিত হইলে গুরুর ন্যায় পূজার যোগ্য হন। ৭২

শিষ্য গুরুপুত্রের গাত্রের মর্দন, স্নাপন, উদ্বর্ত্তন, উচ্ছিষ্ট ভোজন ও পাদদ্বয়ের প্রক্ষালন করিবে না। ৭৩

উৎসাদন—মর্দন। উচ্ছিষ্ট ভোজন এই কথা দ্বারা এই লাভ হইতেছে যে, গুরুবৎ বৃত্তি (আচরণ) নির্দেশের অনন্তর গুরু পুত্রের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ নিষিদ্ধ হওয়ায় গুরুর উচ্ছিষ্ট ভোজনে দোষ নাই। ৭৪

মনু আরও বলিয়াছেন—গুরুর সমান বর্ণা গুরু-পত্নীগণ গুরুর ন্যায় আজ্ঞাকরণাদি দ্বারা পূজ্যা হইয়া থাকেন। কিন্তু অসবর্ণ স্ত্রীগণ কেবল প্রত্যুত্থান ও অভিবাদন দ্বারা পূজ্যা (সম্মানিতা) হইয়া থাকেন। ৭৫

১। ক—প্রপৌত্র-দৌহিত্রাণাং। ২। ক—বালঃ ইত্যাদি—মানমর্হতীত্যন্তঃ শ্লোকো নাস্তি
৩। খ—গুরুপূজ্যাঃ।

অভ্যঞ্জনং স্নাপনঞ্চ গাত্রোৎসাদনমেব চ।
গুরুপত্ন্যা ন কার্য্যাণি কেশানাঞ্চ প্রসাধনম্ ॥ ৭৬
গুরুপত্নী তু যুবতির্নাভিবাদ্যেহ পাদয়োঃ।
পূর্ণবিংশতি-বর্ষেণ গুণ-দোষৌ বিজানতা ॥ ৭৭
স্বভাব এব[২] নারীণাং নরাণামিহ দূষণম্।
অতোঽর্থান্ন প্রমাদ্যন্তি প্রমদাসু বিপশ্চিতঃ ॥ ৭৮
অবিদ্বাংসমলং লোকে বিদ্বাংসমপি বা পুনঃ।
প্রমদা হ্যুৎপথং নেতুং কাম-ক্রোধ-বশানুগম্ ॥ ৭৯
মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা ন বিবিক্তাসনো ভবেৎ।
বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি ॥ ৮০
কামন্তু গুরুপত্নীনাং যুবতীনাং যুবা ভুবি।
বিধিবদ্ বন্দনং কুর্য্যাদসাবহমিতি ব্রুবন্ ॥ ৮১
বিপ্রোষ্য পাদগ্রহণমন্বহং চাভিবাদনম্।
গুরুদারেষু কুর্বীত সতাং ধর্মমনুস্মরন্[৩] ॥ ৮২

গুরুপত্নীর তৈলাদির দ্বারা দেহের অভ্যঙ্গ, স্নাপন (স্নান করান) দেহের উদ্বর্ত্তন এবং দেহ ও কেশের মাল্য চন্দনাদি দ্বারা প্রসাধন করিবে না। ৭৬

অভিবাদনে গুণ ও দোষের বিশেষ জ্ঞানবান্ যুবক শিষ্য পূর্ণ বিংশতিবর্ষ বয়স্কা যুবতী গুরুপত্নীর পাদদ্বয় স্পর্শ করিয়া অভিবাদন করিবে না। ৭৭

এই জগতে নারীগণের স্বভাব এই যে, শৃঙ্গার চেষ্টা দ্বারা মোহিত করিয়া পুরুষগণকে দূষিত করা। এই হেতু পণ্ডিতগণ স্ত্রীসমূহে প্রমত্ত হন না। ৭৮

এই লোকে স্ত্রীগণ দেহ ধর্মহেতু কাম ও ক্রোধের অনুবর্ত্তী অবিদ্বান্ লোককে এমন কি বিদ্বান্ লোককেও উৎপথে লইয়া যাইতে সমর্থ হয়। ৭৯

মাতা, ভগিনী, দুহিতার সহিত নির্জন গৃহাদিতে উপবেশন করিবে না। বলবান্ ইন্দ্রিয় সমূহ বিদ্বান্ ব্যক্তিকেও কুৎসিত বিষয়ে আকর্ষণ করে। ৮০

যুবক শিষ্য স্বয়ং যুবতী গুরুপত্নীগণকে যথোক্ত বিধি অনুসারে এই আমি অমুক দেবশর্মা আপনাকে অভিবাদন করি—এই কথা বলিতে বলিতে পাদস্পর্শ না করিয়া নিজের ইচ্ছানুসারে ভূমিতে অভিবাদন করিবে। ৮১

প্রবাস হইতে আসিয়া যুবক শিষ্য সজ্জনগণের ধর্ম স্মরণ করিতে করিতে বয়স্কা

২। খ—স্বভাব এষ। ৩। খ—সতাং ধর্মমনুস্মরনিত্যনন্তরং স্বন্যান-বয়স্কেত্যাদি—বচনাদিতীত্যন্তঃ পাঠো নাস্তি। ক—বিপ্রোষ্যেত্যাদি শ্লোকো নাস্তি।

স্বন্যূনবয়স্কাঽপি গুরুপত্নী নমস্যা, "স্ত্রিয়ো নমস্যা বৃদ্ধাশ্চ বয়সা পত্যুরেব তা" ইতি বচনাৎ। তদর্থশ্চ—যতঃ পত্যুর্বয়সা স্ত্রিয়ো বৃদ্ধাঃ অতঃ কনিষ্ঠাঽপি নমস্যা। স্বন্যূনবয়স্কা মাতৃস্বসা যদি গুরুপত্নী জ্যেষ্ঠ-বৈমাত্রেয়-ভ্রাতৃপত্নী বিমাতা বা ভবতি। এবং তাদৃশী পিতৃস্বসা যদি গুরুপত্নী ভবতি, তদা নমস্যৈব, মাতুঃ পিতুঃ কনীয়াংসং ন নমেদ্ বয়সাধিকম্।

নমস্যেৎ তু গুরোঃ পত্নীং ভ্রাতৃজায়াং বিমাতরমিতি বচনাদিতি ৮৩

অথ করমালা নিরূপ্যতে। যথা সনৎকুমার-সংহিতায়াম্—

তর্জনী-মধ্যমানামা কনিষ্ঠা চেতি তাঃ ক্রমাৎ।
তিস্রোঽঙ্গুল্যস্ত্রিপর্বাণো মধ্যমা চৈকপর্বিকা।
পর্বদ্বয়ং মধ্যমায়া[১] মেরুত্বেনোপকল্পয়েৎ ॥ ১

তন্ত্রান্তরে— অনামা-মধ্যমারভ্য কনিষ্ঠাদিত এব চ।
তর্জনীমূল-পর্য্যন্তং দশপর্বসু সংজপেৎ ॥ ২

গুরুপত্নীর 'বামহস্তের দ্বারা বাম পাদ এবং দক্ষিণ হস্তের দ্বারা দক্ষিণ পাদ'-এই উক্ত বিধি অনুসারে পাদস্পর্শ ও প্রত্যহ ভূমিতে অভিবাদন করিবে। ৮২

স্বামীর বয়স অপেক্ষা বৃদ্ধ সেই স্ত্রীগণ নমস্য—এই বচন অনুসারে নিজের অপেক্ষা ন্যূনবয়স্কা গুরু পত্নীও নমস্য। এই বচনটির অর্থ হইতেছে—যেহেতু স্বামী হইতে বয়সে স্ত্রীগণ বৃদ্ধ, অতএব জন্ম কনিষ্ঠাও নমস্য। যদি নিজের অপেক্ষা অল্পবয়স্কা মাতৃস্বসা, জ্যেষ্ঠ বৈমাত্রেয় ভ্রাতার পত্নী অথবা বিমাতা গুরুপত্নী হন এবং তাদৃশী পিতৃস্বসা যদি গুরুপত্নী হন; তবে তিনি নমস্যই হইবেন। যেহেতু এই বচন আছে যে, মাতা ও পিতা হইতে কনিষ্ঠ বয়সে অধিক ব্যক্তিকে প্রণাম করিবে না, কিন্তু এরূপ গুরু-পত্নীকে, ভ্রাতৃ-বধূকে ও বিমাতাকে প্রণাম করিবে। ৮৩

অনন্তর করমালা নিরূপিত হইতেছে। যেমন সনৎকুমার-সংহিতায় বলিয়াছেন—

তর্জনী, মধ্যমা, অনামা ও কনিষ্ঠা—এই সেই চারি অঙ্গুলি ক্রমে ক্রমে করমালা হইয়া থাকে। তন্মধ্যে তিন পর্ববিশিষ্ট তিন অঙ্গুলি এবং এক পর্ববিশিষ্ট মধ্যমাঙ্গুলি করমালা। মধ্যমার দুইটি পর্বকে মেরুরূপে কল্পনা করিবে। ১

তন্ত্রান্তরে বলিয়াছেন—অনামা অঙ্গুলির মধ্য পর্ব হইতে আরম্ভ করিয়া কনিষ্ঠা অঙ্গুলির মূল হইতে তর্জনীর মূল পর্য্যন্ত দশটি পর্বে জপ করিবে। ২

১। ক—পর্বদ্বয়মনামায়া।

যৎ তু— অনামামূলমারভ্য কনিষ্ঠাদিত এব চ।
তর্জনীমধ্য-পর্য্যন্তমষ্ট-পর্বসু সংজপেৎ ॥ ৩

ইতি। তদষ্টোত্তর-শত সহস্রাদি-জপেঽধিকাষ্ট-বিষয়ম্। শক্তিবিষয়ে তু শ্রীক্রমে[১] (৪)—

অনামিকাত্রয়ং পর্ব কনিষ্ঠাপি ত্রিপর্বিকা।
মধ্যমায়াশ্চ ত্রিতয়ং তর্জনী-মূলপর্বণি।
তর্জন্যগ্রে তথা মধ্যে যো জপেৎ স তু পাপকৃৎ[২] ॥ ৫
অনামায়া দ্বয়ং পর্ব[৩] কনিষ্ঠাদি-ক্রমেণ তু।
তর্জনীমূল-পর্য্যন্তং করমালা প্রকীর্ত্তিতা ॥ ৬

ইতি তন্ত্রান্তর-বচনানুসারাচ্চাবসেয়ম্। তথৈব হংসপারমেশ্বরেঽপি—

পর্বত্রয়মনামায়া পরিবর্ত্তেন বৈ ক্রমাৎ।
পর্বত্রয়ং মধ্যমায়াস্তর্জন্যেকং সমাহরেৎ ॥ ৭
পর্বদ্বয়ং তু তর্জন্যা মেরুং তদ্ বিদ্ধি পার্বতি!।
শক্তিমালা সমাখ্যাতা সর্ব্বমন্ত্র-প্রদীপিকা[৪] ॥ ৮

আর এই যে বলিয়াছেন—অনামিকার মূল হইতে আরম্ভ করিয়া কনিষ্ঠার মূল হইতে তর্জনীর মধ্য পর্য্যন্ত আটটি পর্বে জপ করিবে। ৩

তাহা অষ্টোত্তর শত বা অষ্টোত্তর সহস্র জপে অধিক আট সংখ্যা জপ-বিষয়ক অর্থাৎ ১০৮ বা ১০০৮ জপে আট সংখ্যার জপটি এই আট পর্বে করিতে হইবে। শক্তিমন্ত্রের জপ বিষয়ে শ্রীক্রমে বলিয়াছেন (৪)—

অনামিকার তিনটি পর্ব, কনিষ্ঠারও তিন পর্ব, মধ্যমার তিন পর্ব ও তর্জনীর মূল পর্বে শক্তি মন্ত্র জপ করিবে। তর্জনীর অগ্রে ও মধ্যে যে জপ করে, সে পাপ করে। ৫

অনামিকার দুইটি পর্ব কনিষ্ঠার মূলক্রমে তর্জনীর মূল পর্য্যন্ত পর্য্যন্ত দশটি পর্ব (শক্তি) করমালা বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। ৬

এই তন্ত্রান্তরের বচনানুসারে ইহা পর্য্যবসিত হইয়াছে। হংসমাহেশ্বরেও তাহাই বলিয়াছেন যে—

প্রদক্ষিণ ক্রমে অনামার তিনটি পর্ব, মধ্যমার তিনটি পর্ব এবং তর্জনীর মূল পর্ব

১। খ—শ্রীক্রমে ইতি নাস্তি। ২। খ—পাপকৃদিত্যনন্তরং ইতি শ্রীক্রমবচনানুসারাদিত্যধিকঃ পাঠঃ। ক—পাপকৃদিত্যনন্তরং অথমালা ভেদাঃ। সনৎকুমার-তন্ত্রে—ক্রমোৎক্রমগতৈরিত্যাদি পাঠঃ। ৩। খ—অনামায়াস্ত্রয়ং পর্ব ৪। খ—প্রদীপিকেত্যনন্তরং যৎ তু অনামামূলমারভ্য প্রাদক্ষিণ্য-ক্রমেণ চ। মধ্যমামূলপর্য্যন্তমষ্টপর্বসু সংজপেৎ ইতি। তচ্ছক্তি-বিষয়েঽষ্টোত্তরশতসহস্রাদিজপেঽধিকাষ্টবিষয়ম্। শ্রীবিদ্যায়াস্তু ইত্যাদি পাঠঃ। ক—পুস্তকে ত্বেবং পাঠো নাস্তি।

শ্রীবিদ্যায়াস্ত— অনামামূলমারভ্য প্রাদক্ষিণ্য-ক্রমেণ চ।
মধ্যমামূল-পর্য্যন্তং দশ পর্বসু সংজপেৎ ॥ ৯

মুণ্ডমালাতন্ত্রে— মধ্যমায়া অনামায়া মূলাগ্রঞ্চ দ্বয়ং দ্বয়ম্।
কনিষ্ঠায়াশ্চ তর্জ্জন্যাস্ত্রয়ং পর্ব মহেশ্বরি ! ॥ ১০

অনামা-মধ্যমায়াশ্চ মেরুঃ স্যাদ্ দ্বিতয়ং শুভম্।
প্রাদক্ষিণ্য-ক্রমাদ্ দেবি ! জপেৎ ত্রিপুর-সুন্দরীম্ ॥ ১১

অত্রাপ্যধিকাষ্টজপঃ শক্তিমালা-কল্পবৎ। তন্ত্রান্তরে—

অঙ্গুলীর্ন বিযুঞ্জীত কিঞ্চিদাকুঞ্চিতে তলে।
অঙ্গুলীনাং বিয়োগাচ্চ ছিদ্রেণ স্রবতে জপঃ ॥ ১২

অঙ্গুল্যগ্রে চ যজ্ জপ্তং যজ্ জপ্তং মেরুলঙ্ঘনে।
পর্বসন্ধিষু যজ্ জপ্তং তৎ সর্বং নিষ্ফলং ভবেৎ।
জপসংখ্যা তু কর্ত্তব্যা নাসংখ্যাতং জপেৎ সুধীঃ ॥ ১৩

জপের জন্য গ্রহণ করিবে। হে পার্বতি! তর্জনীর যে অবশিষ্ট পর্বদ্বয়, তাহাকে মেরু জানিবে। সর্বমন্ত্রের প্রদীপিকা ইহা শক্তিমালা কথিত হইয়াছে। ৭-৮

শ্রীবিদ্যা বিষয়ে কিন্তু বলিয়াছেন—অনামার মূল হইতে আরম্ভ করিয়া প্রদক্ষিণ-ক্রমে মধ্যমার মূল পর্য্যন্ত দশটি পর্বে জপ করিবে। ৯

মুণ্ডমালা তন্ত্রে স্পষ্ট বলিয়াছেন—হে মহেশ্বরি! মধ্যমা ও অনামিকার মূল ও অগ্র দুই দুইটি, কনিষ্ঠা ও তর্জনীর তিন তিনটি পর্ব শক্তি করমালা। অনামিকা ও মধ্যমার দুইটি পর্ব শুভ মেরু হইবে। হে দেবি! প্রদক্ষিণক্রমে এই দশটি পর্বে ত্রিপুর-সুন্দরীর মন্ত্র জপ করিবে। ১০-১১

এখানেও অধিক অষ্টসংখ্যক মন্ত্রের জপ শক্তিমালা কল্পের ন্যায় করিবে। তন্ত্রান্তরে করমালায় জপের নিয়ম বলিয়াছেন—

করতল কিঞ্চিৎ আকুঞ্চিত হইলে অঙ্গুলিগুলিকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন করিবে না। অঙ্গুলিগুলির বিচ্ছেদ হইলে ঐ ছিদ্রের দ্বারা জপ ক্ষরিত হয়। ১২

অঙ্গুলির অগ্রে যাহা জপ্ত হয়, মেরুকে লঙ্ঘন করিয়া যাহা জপ্ত হয়, পর্বের সন্ধিতে যাহা জপ্ত হয়, সে সমস্তই নিষ্ফল হইবে। সুধী সাধক জপের সংখ্যা রাখিয়া জপ করিবেন; সংখ্যা না করিয়া জপ করিবে না। ১৩

হৃদয়ে হস্তমারোপ্য তির্য্যক্ কৃত্বা করাঙ্গুলীঃ।
আচ্ছাদ্য বাসসা হস্তৌ দক্ষিণেন সদা জপেৎ[১] ॥ ১৪

অথ মালাভেদাঃ

সনৎকুমার-তন্ত্রে—ক্রমোৎক্রমগতৈর্মালা মাতৃকার্ণৈঃ ক্ষমেরুকৈঃ।
সবিন্দুকৈঃ সাষ্টবর্গৈরন্তর্যজন-কর্মণি ॥ ১৫

বর্গাশ্চ তন্ত্রান্তরে[২]—বর্গাশ্চাদি কু চু টু তু পু যু শবোঽষ্টৌ প্রকীর্ত্তিতাঃ[৩]। অস্যার্থঃ—ষোড়শস্বর-সমুদায়ঃ কাদয়ঃ পঞ্চ পঞ্চ যাদয়শ্চত্বারঃ শাদয়শ্চত্বারঃ ইত্যষ্টৌ বর্গাঃ। নাত্র লবর্গস্য সংভবস্তদেকদেশস্য ক্ষকারস্য মেরুত্বাৎ। তথা চ অকারাদি-চরম-লকারান্ত-মাতৃকাবর্ণানাং সবিন্দুকমেকৈককং বিচিন্ত্য একৈকধা মন্ত্রং মনসা[৪] জপ্ত্বা পুনর্লকারাদকার-পর্য্যন্তমেকৈককং[৫] সবিন্দুকং বিচিন্ত্য মন্ত্রমেকৈকধা মনসা[৬] জপেদিতি শত-জপং নিষ্পাদ্য প্রত্যেকমষ্টৌ বর্গান্ সবিন্দূনেকৈকশো বিচিন্ত্য মন্ত্রমেকৈকধা মনসা[৭] জপেদিত্যষ্টোত্তর[৮]-

---

হৃদয়ে হস্ত স্থাপন করিয়া হাতের অঙ্গুলীগুলিকে তির্য্যক্ করিয়া দুই হাতকে বস্ত্রের দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া দক্ষিণ হস্তে সর্বদা জপ করিবে। ১৪

অনন্তর মালা বিশেষ বর্ণমালা কথিত হইতেছে। সনৎকুমার তন্ত্রে বলিয়াছেন—অন্তর্যজনকর্মে (আন্তর পূজায়) ক্রম (অনুলোম) ও উৎক্রম (বিলোম) গত বিন্দুযুক্ত ক্ষমেরুক অষ্ট বর্গসহ মাতৃকাবর্ণসমূহের দ্বারা অক্ষমালা বা বর্ণমালা হয়। ক্ষকারটি এই বর্ণমালার মেরু। ১৫

তন্ত্রান্তরে বর্গের নাম বলিয়াছেন। বর্গ হইতেছে—অবর্গ, কুবর্গ, চুবর্গ, টুবর্গ, তুবর্গ, পুবর্গ, যুবর্গ, শুবর্গ—এই আটটি। ইহার অর্থ—ষোলটি স্বরের সমুদায়, কাদি বর্গ পাঁচ পাঁচটি, যাদি চারিটি ও শাদি চারিটি—এই আটটি বর্গ। লকারের একদেশ ক্ষকার মেরু বলিয়া এখানে লবর্গ সম্ভব নহে। তাহা হইলে অকার হইতে চরম লকার পর্য্যন্ত মাতৃকাবর্ণসমূহের এক একটিকে বিন্দুযুক্ত চিন্তা করিয়া এক একবার মন্ত্র মনে মনে জপ করিয়া, পুনরায় লকার হইতে অকার পর্য্যন্ত এক একটিকে বিন্দুযুক্ত চিন্তা করিয়া এক একবার মন্ত্র মনে মনে জপ করিয়া, এইরূপে একশত জপ সম্পন্ন করিয়া মনে

১। খ—সদা জপেদিত্যনন্তরং অথ মালাভেদাঃ ইত্যাদি পাঠঃ। ২। খ—যজনকর্মণীত্যনন্তরং আদি কু চু ইত্যাদি পাঠঃ। ৩। খ—প্রকীর্ত্তিতাঃ ইত্যনন্তরং তথাচ অকারাদীত্যাদি-পাঠঃ। ৪। খ—মনসেতি পাঠো নাস্তি। ৫। ক—লকারাদ্‌যকার পর্য্যন্তং। খ—লকারাদকারপর্য্যন্তমিতি পাঠঃ। ৬। মনসেতি নাস্তি। ৭। খ—মনসেতি নাস্তি। ৮। খ—জপেদিত্যষ্টৌ বর্গান্ সবিন্দূন্ একৈকশো বিচিন্ত্য মন্ত্রমেকৈকধা জপেদিত্যষ্টোত্তর-শত-জপঃ ইতিনন্তরং—সবিন্দ মিত্যাদি পাঠঃ।

শত-জপঃ সিধ্যতি। এবং জপান্তরেঽপ্যুহ্যম্। মেরুভূতঃ ক্ষকারোঽপি সবিন্দুর্ধ্যেয়ঃ, মালাঘটক-বর্ণত্বাদিতি[১]। ১৬

যৎ তু তন্ত্রসারে—অধিকাষ্টজপো অষ্টবর্গান্ত্যবর্ণৈঃ সানুস্বারৈরুক্তম্। তন্ন যুক্তম্, অষ্টবর্গৈরিত্যস্যানন্বয়াৎ। অন্তর্যজনেত্যুপলক্ষণম্। ১৭

সবিন্দুং বর্ণমুচ্চার্য্য পশ্চান্মন্ত্রং জপেদ্ বুধঃ[২]।
বর্ণমালা সমাখ্যাতা অনুলোম-বিলোমতঃ[৩] ॥ ১৮

ইতি নারদবচনাৎ। প্রকারান্তরং বিশুদ্ধেশ্বর-তন্ত্রে—

অনুলোম-বিলোমেন বর্গাষ্টক-বিভেদতঃ।
মন্ত্রেণাঽন্তরিতান্ বর্ণান্ বর্ণৈনাঽন্তরিতান্ মনূন্।
কুর্য্যাদ্ বর্ণময়ীং মালাং সর্বতন্ত্র-প্রকাশিনীম্ ॥ ১৯

মনে প্রত্যেক অষ্টবর্গের একটি একটিকে বিন্দুযুক্ত চিন্তা করিয়া মন্ত্রকে এক একবার মনে মনে জপ করিবেন। ইহাতে ১০৮ জপ সিদ্ধ হইবে। এইরূপ অন্য জপেও উহ্য করিতে হইবে। মেরুভূত বিন্দুযুক্ত ক্ষকারও ধ্যেয়; যেহেতু উহা মালার ঘটক বর্ণ। ১৬

আর তন্ত্রসারে যে বলিয়াছেন—অধিক আটটির জপ অনুস্বারযুক্ত অষ্টবর্গের অন্ত্য বর্ণের দ্বারা করিবে; তাহা কিন্তু সমীচীন নহে। যেহেতু অষ্টবর্গৈঃ এই পদটির অন্বয় হইবে না। অন্তর্যজন এই পদটি বাহ্যপূজারও উপলক্ষণ। ১৭

বাহ্য পূজাদিতেও বর্ণমালায় জপ করা যায়; যেহেতু নারদের বচন আছে যে—পণ্ডিত সাধক সবিন্দু মাতৃকাবর্ণকে উচ্চারণ করিয়া পরে মন্ত্র জপ করিবে। অকার হইতে ক্ষকার পর্য্যন্ত প্রত্যেক বর্ণকে অনুলোম ও বিলোমে বিন্দুযুক্ত ধ্যান করিয়া মন্ত্র জপ করিবে। উহা বর্ণমালায় জপ বলিয়া কথিত হইয়াছে। ১৮

বিশুদ্ধেশ্বর তন্ত্রে প্রকারান্তর কথিত হইয়াছে—বর্গাষ্টকভেদে অর্থাৎ আটটি বর্গের অন্তর্গত অনুলোম ও বিলোমে পঠিত অকারাদি প্রত্যেক বর্ণগুলিকে মন্ত্রের দ্বারা মন্ত্রগুলিকে বর্ণের দ্বারা ব্যবহিত করিয়া সমস্ত তন্ত্রে প্রকাশমানা বর্ণময়ী মালা করিবে। ১৯

১। খ—মালাঘটকবর্ণত্বাদিত্যনন্তরং অন্তর্যজনেত্যুপলক্ষণমিতি পাঠঃ। মধ্যবর্ত্তিপাঠস্তু নাস্তি।

২। খ—জপেদ্ বুধঃ ইত্যনন্তরম্—অকারাদি-ক্ষকারান্তং বিন্দুযুক্তং বিভাব্য চেত্যধিকঃ পাঠঃ।

৩। খ—অনুলোমবিলোমিকেতি পাঠঃ।

অথ মালিনীবিজয়ে সূত্রনিয়মঃ।

অন্তর্বিদ্রুম-ভাসমান-ভুজগী-সুপ্রোত-বর্ণোজ্জ্বলা-
মারোহ-প্রতিরোহতঃ শতময়ীং বর্গাষ্টকাষ্টোত্তরাম্ ॥২০॥ ইতি

বাহ্যপূজায়াং মালানির্ণয়ঃ

তন্ত্রে— পদ্মবীজাদিভির্মালা বহির্যাগে শৃণুষ্ব তাঃ।
রুদ্রাক্ষ-শঙ্খ-পদ্মাক্ষ-পুত্রজীবক-মৌক্তিকৈঃ ॥ ১
স্ফাটিকৈর্মণিরত্নৈশ্চ সুবর্ণৈর্বিদ্রুমৈস্তথা।
রাজতৈঃ কুশমুলৈশ্চ গৃহস্থস্যাক্ষমালিকা ॥ ২
অঙ্গুল্যা গণনাদেকং[১] পর্বণ্যষ্টগুণং ভবেৎ।
পুত্রজীবৈর্দশগুণং শতং শঙ্খৈঃ সহস্রকম্ ॥ ৩
প্রবালৈর্মণিরত্নৈশ্চ দশসাহস্রকং স্মৃতম্[২]।
তদেব স্ফাটিকৈঃ প্রোক্তং মৌক্তিকৈর্লক্ষমুচ্যতে ॥ ৪
পদ্মাক্ষৈর্দশলক্ষং স্যাৎ সৌবর্ণৈঃ কোটিরুচ্যতে।
কুশগ্রন্থ্যা কোটিশতং রুদ্রাক্ষৈঃ স্যাদনন্তকম্।

অনন্তর মালিনীবিজয়ে এই অক্ষমালার সূত্রনিয়ম এইরূপ কথিত হইয়াছে—অন্তরে বিদ্রুমের (প্রবালের) ন্যায় ভাসমানা সূত্ররূপিণী ভুজগী নিজদেহে গ্রথিত বর্ণসমূহের দ্বারা উজ্জ্বলা আরোহ (অনুলোম) ও প্রতিরোহে (বিলোমে) শতবর্ণের পরে বর্গাষ্টকের অষ্ট বর্ণোত্তর অষ্টাধিক শতবর্ণে সন্নিবিষ্টা চিন্তা করিবে। ২০

বাহ্যপূজায় মালানির্ণয় হইতেছে। তন্ত্রে বলিয়াছেন—বহির্যাগে পদ্মবীজাদি দ্বারা যে মালাসমূহ হয়, তাহা শ্রবণ কর। রুদ্রাক্ষ, শঙ্খ, পদ্মাক্ষ (পদ্মবীজ), পুত্রজীবক, মুক্তা, স্ফটিক, মণিরত্ন, সুবর্ণ, বিদ্রুম, রজত ও কুশমূলের দ্বারা গৃহস্থের অক্ষমালিকা হইয়া থাকে। ১-২

অঙ্গুলী দ্বারা গণনা করিয়া জপ করিলে এক গুণ ফল হয়, অঙ্গুলীপর্বের দ্বারা গণনায় আট গুণ, পুত্রজীবের মালায় দশ গুণ, শঙ্খের মালায় শত গুণ, প্রবালের মালায় সহস্র গুণ, মণিরত্নের মালায় দশ সহস্র গুণ, স্ফটিকের মালায় ততগুণ (দশ সহস্র গুণ) মুক্তার মালায় লক্ষ গুণ ফল কথিত হয়। ৩-৪

পদ্মাক্ষের মালায় জপ করিলে দশলক্ষ গুণ, সুবর্ণের মালায় কোটি গুণ ফল উক্ত হইয়াছে। কুশগ্রন্থির মালায় শতকোটি গুণ, রুদ্রাক্ষের মালায় অনন্ত গুণ ফল

১। খ—অঙ্গুলীগণনাদেকম্। ২। ক—স্মৃতমিত্যনন্তরং পদ্মাক্ষৈর্দশলক্ষমিত্যাদি পাঠঃ।

সর্বৈর্বিরচিতা মালা নৃণাং মুক্তিফলপ্রদা ॥ ৫

অত্র শঙ্খঃ কম্বুঃ   কালিকাপুরাণে—

রুদ্রাক্ষৈর্বা যদি জপেদিন্দ্রাক্ষৈঃ[১] স্ফাটিকৈস্তথা।

নাস্মিন্ মধ্যে প্রয়োক্তব্যং পুত্রজীবাদিকঞ্চ যৎ ॥ ৬

যদ্যন্যৎ তু প্রযুঞ্জ্যেত মালায়াং জপকর্মণি।

তস্য কামঞ্চ মোক্ষঞ্চ দদাতি ন প্রিয়ঙ্করী[২] ॥ ৭

জপসংখ্যা-গণন-নিয়মঃ

রুদ্রযামলে— নাক্ষতৈর্হস্তপর্বৈর্বা ন ধান্যৈর্ন চ পুষ্পকৈঃ।

ন চন্দনৈর্মৃত্তিকয়া জপসংখ্যান্তু কারয়েৎ ॥ ৮

লাক্ষা কুশীতং সিন্দূরং গোময়ঞ্চ করীষকম্।

বিলোড্য গুটিকাং কৃত্বা জপসংখ্যান্তু কারয়েৎ ॥ ৯

জন্মান্তরে জায়তে স বেদবেদাঙ্গ-পারগঃ।

মিশ্রীভাবং ততো যাতি চণ্ডালৈঃ পাপকর্মভিঃ ॥ ১০

হয়। পদ্মবীজাদি সকলের দ্বারা বিরচিত মালা মনুষ্যগণের মুক্তিফল প্রদান করিয়া থাকে। ৫

এ স্থলে শঙ্খ হইতেছে কম্বু। কালিকাপুরাণে বলিয়াছেন—যদি রুদ্রাক্ষরচিত মালা দ্বারা জপ করেন। এইরূপ ইন্দ্রাক্ষ (ভদ্রাক্ষ) ও স্ফটিক রচিত মালায় জপ করেন। তবে তাহার মধ্যে পুত্রজীবাদি যাহা কিছু, তাহা দিবে না। ৬

ঐরূপ মালায় জপকর্মে ঐ মালায় যদি অন্য কিছু দেন, তবে প্রিয়ঙ্করী মন্ত্রদেবতা তাহাকে কাম ও মোক্ষ প্রদান করেন না। ৭

জপসংখ্যা গণনার নিয়ম বলিতেছেন। রুদ্রযামলে বলিয়াছেন—অক্ষতসমূহ, অঙ্গুলিপর্ব সমূহ, ধান্যসমূহ, পুষ্পসমূহ, চন্দন সমূহ ও মৃত্তিকা দ্বারা জপসংখ্যা গণনা করিবে না। ৮

লাক্ষা, কুশীত (রক্তচন্দন), সিন্দুর, গোময় ও করীষক (শুষ্ক গোময় ভস্ম) গুলিয়া গুটিকা করিয়া তদ্দ্বারা জপের সংখ্যা গণনা করিবে। ৯

জন্মান্তরে সে বেদবেদাঙ্গ পারঙ্গত হইয়া জন্মায়। তাহার পর সে পাপকর্মসমূহের দ্বারা চণ্ডালের সহিত মিশ্রভাব প্রাপ্ত হয়। ১০

১। খ—যদি জপ্যেত ইন্দ্রাক্ষৈঃ স্ফাটিকৈস্তথেতি পাঠঃ।

২। খ—প্রিয়ঙ্করীত্যনন্তরং জন্মান্তরে ইত্যাদিশ্লোকঃ। ততঃ তথা—স্ফাটিকেন্দ্রাক্ষ ইত্যাদি পাঠঃ।

তথা— স্ফাটিকেন্দ্রাক্ষ-রুদ্রাক্ষৈঃ পুত্রজীব-সমুদ্ভবৈঃ।
সুবর্ণ-মণিভিঃ সম্যক্ প্রবালৈরথবাহজ্জৈঃ[১] ॥ ১১
অক্ষমালা প্রকর্ত্তব্যা দেবীপ্রীতি-করা পরা।
জপেদুপাংশুং সততং কুশগ্রন্থ্যাথ পাণিনা ॥ ১২
প্রবালৈরথবা কুর্য্যাদষ্টাবিংশতি-বীজকৈঃ।
পঞ্চপঞ্চাশতাবাপি ন ন্যূনৈর্নাধিকৈশ্চ বা ॥ ১৩

কামনা-ভেদে তু তত্রৈব—পদ্মাক্ষৈর্বিহিতা মালা শত্রূণাং নাশিনী মতা।
কুশগ্রন্থিময়ী মালা সর্বপাপ-প্রণাশিনী ॥ ১৪
পুত্রজীব-ফলৈঃ কৢপ্তা কুরুতে পুত্র-সম্পদম্।
নির্মিতা রূপ্য-মণিভির্যজমানেপ্সিতপ্রদা।
প্রবালৈর্বিহিতা মালা প্রযচ্ছেদ্ বিপুলং ধনম্ ॥ ১৫

ভৈরবী-বিদ্যায়াস্তু বারাহীতন্ত্রে—
সুবর্ণ-মণিভির্মালাং স্ফাটিকীং শঙ্খ-নির্মিতাম্।
প্রবালৈরেব বা কুর্য্যাৎ পুত্রজীবং বিবর্জয়েৎ।

এইরূপ আরও উক্ত হইয়াছে—স্ফাটিক, ইন্দ্রাক্ষ ও রুদ্রাক্ষসমূহের দ্বারা, পুত্রজীব জাত গুটিকা সমূহের দ্বারা, সুবর্ণগুটিকা সমূহের দ্বারা, প্রবালসমূহ অথবা শঙ্খের গুটিকা দ্বারা উত্তমা দেবী-প্রীতিকরী শ্রেষ্ঠ অক্ষমালা সম্যক্‌রূপে করিবে। ঐ অক্ষমালায় কুশগ্রন্থি অথবা হস্তের দ্বারা সর্বদা উপাংশু জপ করিবে। ১১-১২

প্রবালের দ্বারা মালা করিবে। অথবা অষ্টাবিংশতি বীজের দ্বারা অথবা পঞ্চপঞ্চাশৎ (৫৫) বীজের দ্বারা মালা করিবে। ইহা অপেক্ষা অল্প সংখ্যক বা অধিক সংখ্যক বীজের দ্বারা মালা করিবে না। ১৩

কামনাভেদে কিন্তু সেইখানেই উক্ত হইয়াছে—পদ্মাক্ষসমূহের দ্বারা বিরচিত মালা শত্রুনাশিনী উক্ত হইয়াছে। কুশগ্রন্থীময়ী মালা সমস্ত পাপ নাশিনী। ১৪

পুত্রজীব ফলসমূহের দ্বারা রচিত মালা পুত্র সম্পৎ প্রদান করে। রৌপ্য মণি (গুটিকা) সমূহের দ্বারা নির্মিতা মালা যজমানের অভীষ্টফলপ্রদা। প্রবালসমূহের দ্বারা রচিত মালা বিপুল ধন প্রদান করে। ১৫

ভৈরবী বিদ্যা বিষয়ে কিন্তু বারাহী তন্ত্রে বলিয়াছেন—সুবর্ণমণি (গুটিকা) সমূহের দ্বারা, স্ফটিক গুটিকা সমূহের দ্বারা, শঙ্খগুটিকাসমূহের দ্বারা মালা নির্মিত করিবে

১। ক—সুবর্ণমালাভিঃ সম্যক্ প্রবালৈরথবাহজ্জৈঃ।

পদ্মাক্ষঞ্চৈব রুদ্রাক্ষমিন্দ্রাক্ষঞ্চ বিশেষতঃ ॥ ১৬

কুর্য্যাদিতি পূর্বতরেণান্বয়ঃ। ত্রিপুরামন্ত্র-জপাদৌ তু তন্ত্ররাজে—

রক্তচন্দন-মালা তু ভোগদা মোক্ষদা ভবেৎ ॥ ১৭

তথা— বৈষ্ণবে তুলসীমালা গজদন্তৈর্গণেশ্বরে।

ত্রিপুরায়া জপে শস্তা রুদ্রাক্ষৈ রক্তচন্দনৈঃ ॥ ১৮

মুণ্ডমালায়াম্— শ্মশান-ধুস্তূরৈর্মালা জ্ঞেয়া ধূমাবতী-বিধৌ।

নরাঙ্গুল্যস্থিভির্মালা[১] গ্রথিতা সর্বকামদা ॥ ১৯

নাড্যা সংগ্রথনং কার্য্যং রক্তেন[২] বাসসা তথা।

সদা গোপ্যা প্রযত্নেন জনন্যা জারবৎ প্রিয়ে! ॥ ২০

নক্ষত্রবিদ্যাদৌ তু—অকস্মাদ্ বিহিতা সিদ্ধির্মহাশঙ্খাখ্য-মালয়া। ইয়মেব রহস্যমালা। পঞ্চাশন্মণিভির্মালা নির্মিতা সর্বসিদ্ধিদা।

তথা— মহাশঙ্খেঽপ্যশক্তশ্চেৎ স্ফাটিক্যা মালয়া জপেৎ ॥ ২১

অথবা প্রবাল সমূহের দ্বারা মালা করিবে। পুত্রজীবের ফলকে বর্জন করিবে। বিশেষতঃ পদ্মাক্ষ, রুদ্রাক্ষ ও ইন্দ্রাক্ষকে মালা করিবে। ১৬

কুর্য্যাৎ এই পদটির পূর্বতর মালার সহিত অন্বয় হইবে। ত্রিপুরামন্ত্র জপাদি বিষয়ে কিন্তু তন্ত্ররাজে বলিয়াছেন—রক্তচন্দনের মালা কিন্তু ভোগপ্রদা ও মোক্ষপ্রদা হইবে। ১৭

সেইরূপ আরও বলিয়াছেন—বিষ্ণুমন্ত্র বিষয়ে তুলসীকাষ্ঠের নির্মিতা মালা, গণেশ্বরের মন্ত্রজপে গজদন্তের দ্বারা নির্মিতা মালা, ত্রিপুরার মন্ত্র জপে রুদ্রাক্ষ ও রক্তচন্দন কাষ্ঠের দ্বারা নির্মিতা মালা প্রশস্তা। ১৮

মুণ্ডমালাতন্ত্রে বলিয়াছেন—ধূমাবতীর বিধিতে (মন্ত্রজপে) শ্মশানজাত ধুতরার মালা প্রশস্তা জানিবে। মনুষ্যের অঙ্গুলীর অস্থিসমূহের দ্বারা গ্রথিতা মালা সর্বকাম-প্রদা। ব্রহ্মনাড়ীগতা চিত্রিণী নাড়ী দ্বারা অথবা রক্তবস্ত্র (সূত্র) দ্বারা মালাটি গাঁথিবে। হে প্রিয়ে! জননীর জারের (উপপতির) ন্যায় সর্বদা যত্নপূর্বক গোপন করিবে। ১৯-২০

নক্ষত্রবিদ্যাবিষয়ে কিন্তু বলিয়াছেন—মহাশঙ্খ নামক মালায় অকস্মাৎ (অতিশীঘ্র) সিদ্ধি বিহিত হইয়াছে। ইহাই রহস্যমালা নামে প্রসিদ্ধ। পঞ্চাশটি মণিদ্বারা নির্মিতা মালা সর্বসিদ্ধিপ্রদা। আরও উক্ত হইয়াছে—মহাশঙ্খ মালা করিতে অসমর্থ হইলে স্ফটিকের মালায় জপ করিবে। ২১

১। খ—নবাঙ্গুল্যস্থিভির্মালা। ২। খ—রক্তের বাসসা।

মুণ্ডমালায়াম্— অন্যোন্য-সমরূপাণি নাতিস্থূল-কৃশানি বৈ।
কীটাদিভিরদুষ্টানি ন জীর্ণানি নবানি বৈ ॥ ২২

গৌতমীয়ে— পঞ্চাশল্লিপিভির্মালা বিহিতা সর্বকর্মসু।
অকারাদি-ক্ষকারান্তা অক্ষমালা প্রকীর্ত্তিতা ॥ ২৩

ক্ষার্ণং মেরুমুখং তত্র কল্পয়েন্ মুনিসত্তম !।
অনয়া সর্ববিদ্যানাং জপঃ সর্বসমৃদ্ধিদঃ ॥ ২৪

চামুণ্ডাতন্ত্রে— নিত্যং জপং করে কুর্য্যান্ নতু কাম্যমবোধনাৎ।
কাম্যমপি করে কুর্য্যান্ মালাভাবে হি সুন্দরি ! ॥ ২৫

গৌতমীয়ে— পঞ্চবিংশতিভির্মোক্ষং ত্রিংশদ্ভির্ধনসিদ্ধয়ে।
সর্বার্থাঃ সপ্তবিংশত্যা পঞ্চদশাভিচারকে ॥ ২৬

পঞ্চাশদ্ভিঃ কাম্যসিদ্ধিঃ স্যাৎ তথা চতুরুত্তরৈঃ।
অষ্টোত্তরশতৈঃ সর্বা সিদ্ধিরুক্তা মনীষিভিঃ ॥ ২৭

অথ মালাসংস্কারঃ। স চাবশ্যকঃ। যথা যামলে—

মুণ্ডমালাতন্ত্রে বলিয়াছেন—মালার গুটিকাগুলি পরস্পর সমান রূপ হইবে, অতিস্থূল বা অতিকৃশ হইবে না, কীটাদি দ্বারা দুষ্ট ও জীর্ণ হইবে না—নূতন হইবে।২২

গৌতমীয় তন্ত্রে বলিয়াছেন—পঞ্চাশৎ বর্ণ দ্বারা রচিতা মালা সমস্ত কর্মেই বিহিত। অকার হইতে ক্ষকার পর্য্যন্ত বর্ণমালা অক্ষমালা বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। ২৩

হে মুনিসত্তম ! সেই অক্ষমালায় ক্ষকারকে মেরুমুখ বলিয়া কল্পনা করিবে। এই অক্ষমালা দ্বারা সমস্ত বিদ্যার জপ সর্বসমৃদ্ধিপ্রদ। ২৪

চামুণ্ডা তন্ত্রে বলিয়াছেন—হে সুন্দরি। বিশেষ বিধি না থাকায় নিত্য জপ করমালায় করিবে। কিন্তু কাম্য জপ করমালায় করিবে না। মালা না থাকিলে কাম্য জপও করমালায় করিবে। ২৫

গৌতমীয় তন্ত্রে বলিয়াছেন—পঞ্চবিংশতি মণি দ্বারা রচিত মালায় মোক্ষ লাভ করে। ত্রিশটি মণি দ্বারা রচিত মালা ধনসিদ্ধির হেতু হয়। সপ্তবিংশতি মণিদ্বারা সমস্ত অর্থের সিদ্ধি হয়। অভিচারে পঞ্চদশ মণি বিহিত। ২৬

চতুরধিক পঞ্চাশৎ অর্থাৎ ৫৪ টি মণি দ্বারা রচিত মালায় কাম্য সিদ্ধি হয়। মনীষিগণ একশত আট মণি দ্বারা রচিত মালায় সমস্ত সিদ্ধি হয় বলিয়াছেন। ২৭

অনন্তর মালাসংস্কার কথিত হইতেছে। উহা আবশ্যক। যেমন যামলে বলিয়াছেন—

অপ্রতিষ্ঠিত-মালাভির্মন্ত্রং জপতি যো নরঃ।
সর্বং তদ্ বিফলং বিদ্যাৎ ক্রুদ্ধা ভবতি চণ্ডিকা ॥ ১

চণ্ডিকেত্যুপলক্ষণম্। আগমকল্পদ্রুমে—

ভূতশুদ্ধ্যাদিকং পূজাং সমাপ্য তত্র পূজয়েৎ।
গণেশ-সূর্য্য-বিষ্ণ্বীশান্ দুর্গাঞ্চাবাহ্য মন্ত্রবিৎ ॥ ২
পঞ্চগব্যে ততঃ ক্ষিপ্ত্বা হে্সৌর্মন্ত্রেণ মন্ত্রবিৎ।
তস্মাদুত্তোল্য তাং মালাং স্বর্ণপাত্রে নিধায় চ ॥ ৩
পয়ো-দধি-ঘৃত-ক্ষৌদ্র-শর্করাদ্যৈরনুক্রমাৎ।
তোয়-ধূপান্তরৈঃ কৃত্বা পঞ্চামৃত-বিধিং বুধঃ।
ক্রমাদত্রৈব সংস্থাপ্য স্নাপয়েচ্ছীতলৈর্জলৈঃ[১] ॥ ৪
ততশ্চন্দন-সদ্গন্ধ-কস্তূরী-কুঙ্কমাদিভিঃ।
তামালিপ্য হে্সৌর্মন্ত্রমষ্টোত্তরশতং[২] জপেৎ ॥ ৫

তস্যাং জপেদিত্যর্থঃ।

তস্যাং নব গ্রহাংশ্চৈব দিক্পালাংশ্চ প্রপূজয়েৎ।
ততঃ সংপূজ্য চ গুরুং[৩] গৃহ্ণীয়ান্ মালিকাং শুভাম ॥ ৬

যে মানব অপ্রতিষ্ঠিত (অসংস্কৃত) মালাসমূহের দ্বারা জপ করে, তাহার সমস্তই বিফল জানিবে। ইহাতে চণ্ডিকা ক্রুদ্ধা হন। ১

চণ্ডিকা এই পদটি সমস্ত দেবতার উপলক্ষণ। আগমকল্পদ্রুমে বলিয়াছেন—মন্ত্রবিৎ সাধক ভূতশুদ্ধ্যাদি করিয়া মালাকে পূজা করিয়া সেই মালায়, গণেশ, সূর্য্য, বিষ্ণু, শিব ও দুর্গাকে আবাহন করিয়া পূজা করিবে। ২

তাহার পর মন্ত্রবিৎ সাধক সেই মালাকে পঞ্চগব্যে নিক্ষেপ করিয়া হে্সৌঃ মন্ত্রে সেই মালাকে অভিমন্ত্রিত করিবে। তাহার পর পঞ্চগব্য হইতে সেই মালাকে উত্তোলন করিয়া স্বর্ণপাত্রে তাহাকে স্থাপন করিয়া তোয় ও ধূপগর্ভ অর্থাৎ জল ও ধূপকে মধ্যে করিয়া যথাক্রমে দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, ক্ষৌদ্র (মধু) ও শর্করাদি দ্বারা পঞ্চামৃত বিধি অনুসরণ করিয়া পণ্ডিত সাধক ক্রমে ক্রমে সেইখানেই মালাকে স্থাপন করিয়া স্নান করাইয়া তাহার পর শীতল জলের দ্বারা স্নান করাইবেন। ৩-৪

তাহার পর চন্দন সদ্গন্ধ কস্তূরী ও কুঙ্কুম প্রভৃতি দ্বারা সেই মালাকে সম্যক্রূপে লিপ্ত করিয়া হ্সৌঃ মন্ত্রকে ১০৮ বার জপ করিবে। ৫

জপেৎ অর্থ—সেই মালাতে জপ করিবে। সেই মালাতে নবগ্রহ ও দিক্পালগণকে পূজা করিবে। তাহার পর গুরুকে সম্যক্রূপে পূজা করিয়া শুভকরী মালাকে গ্রহণ করিবে। ৬

১। খ—শীতলে জলে। ২। খ—হে্সৌ শম্ভুমষ্টোত্তরশতং। ৩। খ—ততঃ পূজ্য চ গুরুং।

তন্ত্রান্তরে—জীর্ণে সূত্রে পুনঃ সূত্রং গ্রথয়িত্বা শতং জপেৎ।

প্রমাদাৎ পতিতা হস্তাচ্ছতমষ্টোত্তরং জপেৎ।
জপেন্নিষিদ্ধ-সংস্পর্শে ক্ষালয়িত্বা যথোদিতম্ ॥ ৭

পঞ্চগব্যাদিনা প্রক্ষাল্যাষ্টোত্তর-শতং জপেদিত্যর্থঃ। ছিন্নেঽপ্যষ্টোত্তর-শতজপঃ, করভ্রষ্টত্ব-ছিন্নত্বয়োস্তুল্যত্বাৎ। ৮

মালাধারণেঽঙ্গুলিনিয়মস্তু তন্ত্রে—

তর্জন্যঙ্গুষ্ঠযোগেন শত্রোরুচ্চাটনং ভবেৎ।
অঙ্গুষ্ঠ-মধ্যমা-যোগান্ মন্ত্রসিদ্ধিঃ সুনিশ্চিতা ॥ ৯
অঙ্গুষ্ঠানামিকাযোগাদুচ্চাট-চ্ছেদনে মতে।
জ্যেষ্ঠা-কনিষ্ঠা-যোগেন শত্রূণাং নাশনং মতম্ ॥ ১০

বৈশম্পায়ন-সংহিতায়াম্—

অঙ্গুষ্ঠ-মধ্যমাভ্যাঞ্চ চালয়েন্ মধ্য-মধ্যতঃ।
তর্জন্যা ন স্পৃশেদেনাং মুক্তিদো গণনক্রমঃ ॥ ১১

তন্ত্রান্তরে বলিয়াছেন—মালার সূত্র জীর্ণ হইলে পুনরায় নুতন সূত্রের দ্বারা মালা গাঁথিয়া শতমন্ত্র জপ করিবে। প্রমাদবশতঃ হস্ত হইতে মালা পতিত হইলে ১০৮ বার মন্ত্র জপ করিবে। নিষিদ্ধ স্থান পাদাদি বস্তুর সহিত সংস্পর্শ হইলে যথোক্ত প্রকারে প্রক্ষালন করিয়া জপ করিবে। ৭

জপেৎ অর্থ—পঞ্চগব্য দ্বারা প্রক্ষালন করিয়া ১০৮ বার মন্ত্র জপ করিবেন। মালা ছিন্ন হইলে ১০৮ বার জপ কর্ত্তব্য; যেহেতু করভ্রষ্ট ও ছিন্ন—উভয়ই তুল্য। ৮

তন্ত্রে মালাধারণে অঙ্গুলিনিয়ম এইরূপ বলিয়াছেন—তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের যোগে মালা ধারণ করিয়া জপ করিলে শত্রুর উচ্চাটন হয়। অঙ্গুষ্ঠ ও মধ্যমার যোগে মন্ত্রসিদ্ধি সুনিশ্চিত। ৯

অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকার যোগে উচ্চাটন ও ছেদন (বিদ্বেষ) কথিত হইয়াছে। জ্যেষ্ঠা ও কনিষ্ঠার যোগে শত্রুর নাশ কথিত হইয়াছে। ১০

বৈশম্পায়ন সংহিতায় বলিয়াছেন—অঙ্গুষ্ঠ ও মধ্যমা দ্বারা মধ্য পর্বের মধ্য দ্বারা মালা চালনা করিবে। তর্জনী দ্বারা এই মালাকে স্পর্শ করিবে না। এইরূপ গণনার ক্রম মুক্তিপ্রদ। ১১

অথ সর্বসম্মতো মালাসংস্কারঃ। যথা সনৎকুমারীয়ে—

কার্পাস-সম্ভবং সূত্রং ধর্মকর্মার্থমোক্ষদম্।
তচ্চ বিপ্রেন্দ্র-কন্যাভির্নির্মিতঞ্চ সুশোভনম্ ॥ ১

যদ্বা শুক্লং তথা কৃষ্ণং পট্টসূত্রমথাপি বা।
শান্তিবশ্যাভিচারেষু মোক্ষৈশ্বর্য্য-জয়েষু চ ॥ ২

শুক্লং রক্তং তথা পীতং কৃষ্ণং বর্ণেষু চ ক্রমাৎ।
সর্বেষামেব বর্ণানাং রক্তং সর্বেপ্সিত-প্রদম্ ॥ ৩

বর্ণা ব্রাহ্মণাদয়ঃ। তথা—

ত্রিগুণং ত্রিগুণীকৃত্য গ্রথয়েচ্ছিল্প-শাস্ত্রতঃ।
একৈকং মাতৃকাবর্ণং সতারং প্রজপন্ সুধীঃ ॥ ৪

মণিমাদায়[১] সূত্রেণ গ্রথয়েন্ মধ্য-মধ্যতঃ।
ব্রহ্মগ্রন্থিং বিধায়েত্থং মেরুঞ্চ গ্রন্থি-সংযুতম্।
গ্রথয়িত্বা পুরো মালাং ততঃ সংস্কারমারভেৎ ॥ ৫

অনন্তর সর্বসম্মত মালা সংস্কার কথিত হইতেছে। যেমন সনৎকুমার-সংহিতায় বলিয়াছেন—কার্পাসজাত সূত্র ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষপ্রদ। সেই সূত্র শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের কন্যাগণকর্তৃক নির্মিত ও সুশোভন হইবে। ১

এই কার্পাস সূত্র শুক্ল অথবা কৃষ্ণ হইতে পারে। অথবা পট্টসূত্রও হইতে পারে। শান্তিকর্মে, বশ্যকর্মে, অভিচারে, মোক্ষে, ঐশ্বর্য্যে ও জয়ে যথাক্রমে চারি বর্ণের শুক্ল, রক্ত, পীত ও কৃষ্ণবর্ণ সূত্র হইবে। অথবা সমস্ত বর্ণের রক্ত সূত্র সমস্ত অভীষ্টপ্রদ হইয়া থাকে। ৩

বর্ণ হইতেছে—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। আরও উক্ত হইয়াছে—সুধী সাধক প্রথমে সেই কন্যাকর্ত্তিত সূত্রকে ত্রিগুণ করিবে। সেই ত্রিগুণ সূত্রকে পুনরায় ত্রিগুণ করিয়া ওঁং অং ওঁং আং ইত্যাদিরূপে প্রণবযুক্ত এক একটি মাতৃকাবর্ণ জপ করিতে করিতে শিল্প শাস্ত্রানুসারে সেই দ্বিতীয় ত্রিগুণ সূত্রের দ্বারা মালা গাঁথিবে। ৪

মণিকে লইয়া সূত্রের দ্বারা উভয় মণির মধ্যে মধ্যে ব্রহ্মগ্রন্থি রচনা করিয়া মালা গাঁথিবে। এইরূপে মেরুকেও ব্রহ্ম গ্রন্থিসংযুক্ত করিবে। অগ্রে মালাকে গাঁথিয়া তাহার পর সংস্কার করিবে। ৫

১। খ—মালামাদায়।

কালিকাপুরাণে—একো মেরুস্তত্র দেয়ঃ সর্বেভ্যঃ স্থূলসম্ভবঃ।

আদ্যং স্থূলং ততস্তস্মান্ ন্যূনং ন্যূনতরং তথা ॥ ৬

বিন্যসেৎ ক্রমতস্তস্মাৎ সর্পাকারা হি সা যতঃ।

ব্রহ্মগ্রন্থিযুতং কুর্য্যাৎ প্রতিবীজং যথাস্থিতম্[১]।

অথবা গ্রন্থিরহিতং দৃঢ়-রজ্জু-সমন্বিতম্ ॥ ৭

ত্রিরাবৃত্ত্যাঽথ মধ্যেনৈবার্দ্ধাবৃত্ত্যাঽন্তদেশতঃ।

গ্রন্থিঃ প্রদক্ষিণাবর্ত্তঃ স ব্রহ্মগ্রন্থি-সংজ্ঞকঃ ॥ ৮

নাত্মনা[২] যোজয়েন্মালাং নামন্ত্রো যোজয়েন্নরঃ।

দৃঢ়ং সূত্রং নিযুঞ্জীত[৩] জপ্যে ক্রুট্যতি নো যথা ॥ ৯

নাত্মনেতি। তথা চ স্বয়ং মালাং ন গ্রথ্নীয়াদিত্যর্থঃ। কস্যচিন্মতে মূলবিদ্যয়া গ্রথয়েৎ। যথা একবীরাকল্পে (১০)—

মাতৃকাবর্ণতো গ্রন্থিং বিদ্যয়া বাথ কারয়েৎ।

সুবর্ণাদি-গুণৈর্বাপি গ্রথয়েৎ সাধকোত্তমঃ ॥ ১১

কালিকা পুরাণে বলিয়াছেন—মালাতে সকল মণি অপেক্ষা সম্ভবমত স্থূল একটি মণিকে মেরু দিবে। মালার প্রথম মণিটি স্থূল, তাহার পর মণিটি তাহা অপেক্ষা ক্ষুদ্র, তাহার পরের মণিটি তাহা অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর হইবে। ৬

যেহেতু সেই মালা সর্পাকারা, সেইহেতু ক্রমে ক্রমে ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর মণির বিন্যাস করিবে। যথাবস্থিত প্রতি বীজকে ব্রহ্মগ্রন্থিযুক্ত করিবে। অথবা গ্রন্থিরহিত দৃঢ় সূত্র দ্বারা মণিগুলি মিলিত হইবে। ৭

দক্ষিণাবর্ত্তে মধ্যে তিনটি আবৃত্তি অনন্তর অন্তদেশে অর্থাৎ সূত্রের শেষে অর্দ্ধ আবৃত্তি দ্বারা যে গ্রন্থি হয়, তাহা ব্রহ্মগ্রন্থি নামক গ্রন্থি। ৮

মানব নিজে মালা গ্রথন করিবে না, বিনা মন্ত্রে গ্রথন করিবে না। যাহাতে জপের সময় মালা ছিন্ন না হয়, এরূপভাবে মালাতে দৃঢ় সূত্র বিনিযোগ করিবে। ৯

নাত্মনা এই কথার এই অর্থ—নিজে মালাকে গ্রথিত করিবে না। কাহারও মতে মূলবিদ্যা দ্বারা মালা গ্রথিত করিবে। যেমন একবীরাকল্পে বলিয়াছেন (১০)—

সাধক শ্রেষ্ঠ পূর্বোক্ত মাতৃকাবর্ণের দ্বারা অথবা নিজের উপাস্য বিদ্যা দ্বারা মালা গ্রথিত করিবে। অথবা সুবর্ণাদি সূত্রের দ্বারা গ্রথিত করিবে। ১১

১। খ—যথোন্নতম্। ২। খ—আত্মনা যোজয়েন্মালাং। ৩। ক—দৃঢ়ং সূত্রং বিযুঞ্জীত।

ব্রহ্মগ্রন্থিং ততো দত্বান্নাগপাশমথাপি বা।
কবচেনাঽববধ্নীয়ান্ মালাং ধ্যান-পরায়ণঃ ॥ ১১

সর্বশেষং ততো মেরুং সূত্রদ্বয়-সমন্বিতম্।
গ্রথয়েৎ তারযোগেন বধ্নীয়াৎ সাধকোত্তমঃ।
এবং নিষ্পাদ্য দেবেশি! প্রতিষ্ঠাঞ্চ সমাচরেৎ ॥ ১৩

নাগপাশো বন্ধনবিশেষঃ[১]। গৌতমীয়ে—

মুখে মুখঞ্চ সংযোজ্য পুচ্ছে পুচ্ছঞ্চ যোজয়েৎ।
গোপুচ্ছ-সদৃশী মালা যদ্বা সর্পাকৃতির্ভবেৎ।
এবং নির্মায় মালাং বৈ শোধয়েন্ মুনিসত্তম! ॥ ১৪

অথ মালাসংস্কারপ্রয়োগঃ

স্বস্তিবাচ্য ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুকদেবতামুকমন্ত্রজপার্থমমুক-মালা-সংস্কার-মহং করিষ্যে ইতি সংকল্প্য অশ্বত্থপত্র-নবকেন পদ্মাকারং কল্পয়িত্বা তন্মধ্যে মাতৃকাং মূলমন্ত্রঞ্চোচ্চরন্ মালাং স্থাপয়িত্বা ওঁ সদ্যোজাতং প্রপদ্যামি সদ্যোজাতায় বৈ নমঃ। ভবেঽভবেঽনাদিভবে ভজস্ব মাং ভবোদ্ভবায় নমঃ।

সেই মালাতে ব্রহ্মগ্রন্থি দিবে অথবা নাগপাশ গ্রন্থি দিবে। ধ্যান পরায়ণ ব্যক্তি কবচ (হুং) মন্ত্রের দ্বারা মালার সূত্রদ্বয়কে বাঁধিবে। ১২

তাহার পর সর্বশেষে সাধকশ্রেষ্ঠ সূত্রদ্বয় সমন্বিত মেরুকে প্রণবের দ্বারা বন্ধন করিবে। হে দেবেশি! এইরূপে মালা গাঁথিয়া প্রতিষ্ঠা করিবে। ১৩

নাগপাশ বন্ধন-বিশেষ। গৌতমীয় তন্ত্রে বলিয়াছেন—একটি মণির মুখে অপর মণির মুখ যুক্ত করিয়া পুচ্ছে পুচ্ছ যুক্ত করিবে। মালাটি গোপুচ্ছের মতন হইবে, অথবা সর্পের আকৃতির মতন হইবে। হে মুনিসত্তম! এইরূপে মালাকে নির্মাণ করিয়া শোধন করিবে। ১৪

অনন্তর মালার সংস্কার প্রয়োগ কথিত হইতেছে। স্বস্তি বাচন করিয়া ওঁ অদ্যেত্যাদি ইত্যাদিরূপে মাস পক্ষ, তিথি প্রভৃতির উল্লেখ করিয়া অমুকদেবতামুক-মন্ত্র-জপার্থং (অমুক দেবতার অমুক মন্ত্রের জপের নিমিত্ত) অমুকমালাসংস্কারমহং অমুকমালার সংস্কার আমি) করিষ্যে (করিব) এইরূপ বাক্যে সঙ্কল্প করিয়া নয়টি অশ্বত্থপত্রের দ্বারা একটি পদ্মাকার পাত্র রচনা করিয়া তন্মধ্যে মাতৃকা ও মূলমন্ত্র

১। খ—নাগপাশো বন্ধনবিশেষঃ ইতি পাঠো নাস্তি।

ইতি সদ্যোজাত-মন্ত্রেণ পঞ্চগব্যেন ক্ষালয়িত্বা তেনৈব সজ্জলেনাপি ক্ষালয়েৎ। পঞ্চগব্য-প্রমাণন্তু গৌতমীয়ে (১৫)—

পলমাত্রং দুগ্ধভাগং গোমুত্রং তাবদিষ্যতে।
ঘৃতঞ্চ পলমাত্রং স্যাদ্ গোমুত্রং তোলক-দ্বয়ম্ ॥ ১৬
দধি প্রসৃতিমাত্রং স্যাৎ পঞ্চগব্যমিদং স্মৃতম্।
অথবা পঞ্চগব্যানাং সমানো ভাগ ইষ্যতে ॥ ১৭

পঞ্চগব্যানাং পৃথগভিমন্ত্রণং ন তান্ত্রিকম্। ততঃ ওঁ বামদেবায় নমো জ্যেষ্ঠায় নমঃ শ্রেষ্ঠায় নমো রুদ্রায় নমঃ কালায় নমঃ কলবিকরণায় নমো বলবিকরণায় নমো বলায় নমো বলপ্রমথনায়[১] নমঃ সর্বভূতদমনায় নমো মনোন্মনায় নমঃ ইতি বামদেব-মন্ত্রেণ চন্দনাগুরু-গন্ধাদ্যৈর্ঘর্ষয়েৎ। ১৮

ততঃ—ওঁ অঘোরেভ্যোঽথ ঘোরেভ্যো ঘোর-ঘোরতরেভ্যঃ। সর্বতঃ সর্ব-সর্বেভ্যো নমস্তে অস্তু রুদ্ররূপেভ্যঃ। ইতি অঘোরমন্ত্রেণ ধূপেন ধূপয়েৎ। ততঃ ওঁ তৎপুরুষায় বিদ্মহে মহাদেবায় ধীমহি তন্নো রুদ্রঃ প্রচোদয়াদিতি তৎপুরুষ-মন্ত্রেণ চন্দনাদিনা লেপয়েৎ। ১৯

উচ্চারণ করিতে করিতে মালাকে স্থাপন করিয়া মূলোক্ত সদ্যোজাতমন্ত্রে পঞ্চগব্যের দ্বারা প্রক্ষালন করিয়া সেই মন্ত্রেই সৎ (নির্মল) সুগন্ধ জলের দ্বারা প্রক্ষালন করিবেন। গৌতমীয় তন্ত্রে পঞ্চগব্যের পরিমাণ এইরূপ কথিত হইয়াছে (১৫)—

দুগ্ধ ভাগ ১ পল মাত্র; গোমূত্র সেই পরিমাণ (১ পল পরিমাণ) কথিত হইয়াছে। ঘৃত পলমাত্র হইবে। গোমূত্র দুই তোলা হইবে। দধি প্রসৃতি পরিমাণ হইবে। ইহাই পঞ্চগব্য বলিয়া কথিত হইয়াছে। অথবা গোমূত্রাদি পাঁচটি গব্যের ভাগ সমান কথিত হইয়াছে। ১৬-১৭

পঞ্চগব্যের পৃথক্ তান্ত্রিক অভিমন্ত্রণ নাই। তাহার পর ওঁ বামদেবায় নমঃ ইত্যাদি মনোন্মনায় নমঃ ইত্যন্ত মূলোক্ত বামদেব মন্ত্রে চন্দন, অগুরু, কর্পূর, গন্ধাদি দ্বারা ঘর্ষণ করিবে। ১৮

তাহার পর ওঁ অঘোরেভ্যঃ ইত্যাদি রুদ্ররূপেভ্যঃ ইত্যন্ত মূলোক্ত অঘোর মন্ত্রে ধূপের দ্বারা ধূপিত করিবে। তাহার পর ওঁ তৎপুরুষায় ইত্যাদি প্রচোদয়াৎ ইত্যন্ত মূলোক্ত তৎপুরুষ মন্ত্রে চন্দনাদি দ্বারা লেপন করিবে। ১৯

১। খ—বলপ্রমথনায়েত্যনন্তরং নমো মনোন্মথনায় নমঃ সর্বভূত-দমনায় নমঃ ইতি পাঠঃ। ক—কলবিকিরণায় নমো বলবিকিরণায় নমো বলপ্রমথনায় নমো নমঃ সর্বভূত-দমনায় মনোন্মনায় নমঃ ইতি পাঠঃ। বেদসম্মত প্রকৃত-পাঠন্তু মূলে লিখিতঃ।

ততঃ ওঁ ঈশানঃ সর্ববিদ্যানামীশ্বরঃ সর্বভূতানাং ব্রহ্মাধিপতির্ব্রহ্মণোঽধিপতির্ব্রহ্মা। শিবো মেঽস্তু সদাশিবোম্। ইতি পঞ্চমমন্ত্রেণ প্রত্যেকং শতং শতমভিমন্ত্রয়েৎ সকৃৎ সকৃদ্বা সমুদায়মালায়াং বা শতজপঃ। যথা গৌতমীয়ে (২০)—

অশ্বত্থপত্র-নবকৈঃ পদ্মাকারন্তু কারয়েৎ।
তন্মধ্যে স্থাপয়েন্ মালাং মাতৃকাং মন্ত্রমুচ্চরন্।
ক্ষালয়েৎ পঞ্চগব্যেন সদ্যোজাতেন সজ্জলৈঃ॥ ২১

মন্ত্রং—মূলমন্ত্রম্, মূলমিত্যপি ক্বচিৎ পাঠঃ। সদ্যোজাতেন—সদ্যোজাতাখ্যমন্ত্রেণ। এবং পরত্রাপি সর্বত্র। ২২

তথা— চন্দনাগুরু-গন্ধাদ্যৈর্বামদেবেন ঘর্ষয়েৎ।
ধূপয়েৎ তামঘোরেণ লিম্পেৎ তৎপুরুষেণ তু॥ ২৩
মন্ত্রয়েৎ পঞ্চমেনৈব প্রত্যেকন্তু শতং শতম্।
মেরুঞ্চ মন্ত্রয়েচ্চৈব মনুনা শতমেব হি।
যদ্বা— প্রত্যেকং মন্ত্রয়েন্ মন্ত্রী পঞ্চমেন সকৃৎ সকৃৎ॥ ২৪

তাহার পর ওঁ ঈশানঃ সর্ববিদ্যানাং ইত্যাদি সদাশিবোং ইত্যন্ত মূলোক্ত পঞ্চম ঈশান মন্ত্রে মালার প্রতি মণিকে ১০০বার অভিমন্ত্রিত করিবে অথবা ১বার অভিমন্ত্রিত করিবে। অথবা সমুদায় মালায় ১০০ বার জপ হইবে। যেমন গৌতমীয় তন্ত্রে বলিয়াছেন (২০)—

নয়টি অশ্বত্থ পত্রের দ্বারা পদ্মাকার পাত্র করিবে। মাতৃকা ও মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে তাহার মধ্যে মালাকে রাখিবে। সদ্যোজাত মন্ত্রে পঞ্চগব্যের দ্বারা প্রক্ষালন করিয়া ঐ মন্ত্রে নির্মল সুগন্ধি জলের দ্বারা প্রক্ষালন করিবে। ২১

মন্ত্র—মূলমন্ত্র (উপাস্য দেবতার মন্ত্র)। কোন কোন পুস্তকে মন্ত্রং স্থলে মূলম্ এই পাঠ আছে। তাহার অর্থ—মূলমন্ত্র। সদ্যোজাতেন—সদ্যোজাতনামক মন্ত্রের দ্বারা। অন্য সকল স্থলে এইরূপ জানিবে। ২২

সেইরূপ আরও উক্ত হইয়াছে—চন্দন, অগুরু, গন্ধাদি দ্রব্যের দ্বারা বামদেব মন্ত্রে ঘর্ষণ করিবে। অঘোর মন্ত্রের দ্বারা ধূপিত করিবে। তৎপুরুষ মন্ত্রের দ্বারা লেপন করিবে। ২৩

পঞ্চম ঈশান মন্ত্রেরই দ্বারা প্রত্যেক মণিকে ১ শত ১ শত করিয়া মন্ত্রিত করিবে। এই মন্ত্রের দ্বারা মেরুকে শতবারই অভিমন্ত্রিত করিবে। অথবা মন্ত্রজ্ঞ সাধক পঞ্চমের দ্বারা প্রত্যেক মণিতে এক এক বার পঞ্চম মন্ত্র জপ করিবে। ২৪

গৌতমীয়ে—সমুদায়মালামধিকৃত্য "পঞ্চমেন তু সূক্তেন শতান্ন্যূনেন মন্ত্রয়েদি"তি বচনাৎ সমুদায়মালায়াং বা শতজপঃ। ততো মালাত্বেন মালায়াঃ প্রাণপ্রতিষ্ঠাং তত্র কৃত্বা মূলমন্ত্রেণ তাং মালাং পূজয়িত্বা তত্রাবাহ্য মূলদেবতাং[১] পূজয়েৎ। যথা—সনৎকুমার-সংহিতায়াম্ (২৫)—

সংস্কৃত্যৈবং বুধো মালাং তৎপ্রাণাংস্তত্র যোজয়েৎ
মূলমন্ত্রেণ তাং মালাং পূজয়েদ্ দ্বিজসত্তম! ॥ ২৬

তৎ-প্রাণান্—মালা-প্রাণান্। তত্র—মালায়াম্।

তথা— তত্রাবাহ্য যজেদ্ দেবং যথা বিভব-বিস্তরৈঃ।

বারাহীতন্ত্রে— ওঁ মালে মালে মহামালে সর্বতত্ত্বস্বরূপিণী[২]!।
চতুর্বর্গস্ত্বয়ি ন্যস্তস্তস্মান্মে সিদ্ধিদা ভব ॥ ২৭
মায়া-বীজাদিকং কৃত্বা রক্তপুষ্পৈঃ প্রপূজয়েৎ।

তথা চ মায়াবীজমুচ্চার্য্য এতন্মন্ত্রং পঠিত্বা রক্তপুষ্পৈর্মালাং পূজয়েৎ। এতচ্চ-শক্তি বিষয়ে। বৈষ্ণবে তু যামলে (২৮)—

গৌতমীয় তন্ত্রে সমুদায় মালাকে অধিকার (বিষয়) করিয়া "পঞ্চম সূক্তের দ্বারা অন্যূন শত বার মন্ত্রিত করিবে" এই বচন থাকায় সমুদায় মালায় শতবার জপ কর্ত্তব্য। তাহার পর সেই মালাতে মালাত্বরূপে মালার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া মূলমন্ত্রের দ্বারা সেই মালাকে পূজা করিয়া সেই মালাতে মূল দেবতাকে আবাহন করিয়া পূজা করিবেন। যেমন সনৎকুমার সংহিতায় বলিয়াছেন (২৫)—

পণ্ডিত সাধক এই মালাকে এই প্রকারে সংস্কার করিয়া সেখানে তাহার প্রাণ যোজনা (প্রতিষ্ঠা) করিবেন। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ। মূল মন্ত্রের দ্বারা সেই মালাকে পূজা করিবে। ২৬

তৎপ্রাণান্—মালার প্রাণকে। তত্র—মালাতে। তন্ত্রে সেইরূপ উক্ত হইয়াছে—সেইখানে দেবতাকে আবাহন করিয়া বৈভব বিস্তর অনুসারে দেবতাকে পূজা করিবে।

বারাহী তন্ত্রে মালামন্ত্র বলিয়াছেন—ওঁ মালে ইত্যাদি। তাহার অর্থ—হে মালে মালে। হে মহামালে। তুমি সর্বতত্ত্বস্বরূপিণী। তোমাতে চতুর্বর্গ ন্যস্ত রহিয়াছে। সেই হেতু আমার প্রতি সিদ্ধিপ্রদা হউন। ২৭

ঐ মালাতে মন্ত্রকে মায়াবীজাদি করিয়া রক্তপুষ্প সমূহের দ্বারা পূজা করিবে। তাহা হইলে মায়াবীজ উচ্চারণ সহকারে সেই মন্ত্র পড়িয়া রক্তবর্ণ পুষ্প সমূহের দ্বারা

১। ক—তত্রাবাহ্য তাং পূজয়েৎ। সনৎকুমারেতি পাঠঃ। ২। ক—সর্বসত্ত্বস্বরূপিণি।

বাগভ্‌বঞ্চ তথা লক্ষ্মীমক্ষাদি-মালিকাস্ততঃ[১]।
ঙেন্তাং হৃদয়বর্ণান্তাং মন্ত্রেণানেন পূজয়েৎ ॥ ২৯

তেন ঐঁ শ্রীঁং অক্ষমালিকায়ৈ নমঃ ইতি মন্ত্রেণ পূজয়েৎ। ততঃ প্রথমাদিতো মেরুপর্য্যন্তং মের্বাদিতঃ প্রথমপর্য্যন্তঞ্চ মূলমন্ত্রেণ সমুদিত-মাতৃকা-বর্ণৈশ্চ প্রত্যেকমভিমন্ত্রয়েৎ। ততো মালায়া দেবতাত্বসিদ্ধিকামোঽষ্টোত্তরশতং জুহুয়াৎ। স্রুবশেষমাজ্যং প্রতিবারং মালায়াং ক্ষিপেৎ। হোমাশক্তৌ দ্বিগুণ-তয়া ষোড়শাধিক-শতদ্বয়-জপঃ। ততস্ত্বং মালে সর্বদেবানামিতি বক্ষ্যমাণ-মন্ত্রেণ নমস্কৃত্য মালাং গোপয়েৎ। ততো গুরবে দক্ষিণাং দদ্যাৎ। যথা বা[২] বারাহীতন্ত্রে (৩০)—

মন্ত্রয়েন্ মূলমন্ত্রেণ ক্রমেণোৎক্রম-যোগতঃ।
তথৈব মাতৃকাবর্ণৈর্মন্ত্রয়েৎ[৩] তাস্তু মন্ত্রবিৎ ॥ ৩১

যোগিনীহৃদয়ে—হোমকর্ম ততঃ কুর্য্যাদ্ দেবতাভাব-সিদ্ধয়ে।

মালাকে পূজা করিবেন। ইহা শক্তিবিষয়ে জানিবে। বৈষ্ণব বিষয়ে কিন্তু জামলে বলিয়াছেন (২৮)—

বাগ্ভব (ঐং) সেইরূপ লক্ষ্মী (শ্রীং), চতুর্থী বিভক্তিযুক্ত হৃদয়বর্ণান্ত (নমঃ পদান্ত) অক্ষমালিকা বলিলে অক্ষমালার ঐং শ্রীং অক্ষমালিকায়ৈ নমঃ এই মন্ত্র হয়। এই মন্ত্রের দ্বারা অক্ষমালাকে পূজা করিবে। ২৯

তাহাতে ঐং শ্রীং অক্ষমালিকায়ৈ নমঃ এই মন্ত্রের দ্বারা পূজা করিবেন। তাহার পর প্রথম হইতে মেরু পর্য্যন্ত মেরু হইতে প্রথম পর্য্যন্ত মূলমন্ত্রে ও সমুদিত মাতৃকাবর্ণ দ্বারা প্রত্যেক মণিকে অভিমন্ত্রিত করিবেন। তাহার পর মালার দেবতাত্ব সিদ্ধিকামী হইয়া ১০৮বার হোম করিবেন। স্রুবশেষ আজ্য প্রতিবার মালাতে নিক্ষেপ করিবেন। হোমে অসমর্থ হইলে দ্বিগুণ ষোড়শ অধিক শতদ্বয় (২১৬) মন্ত্র জপ কর্ত্তব্য। যেমন বা বারাহী তন্ত্রে বলিয়াছেন (৩০)—

মন্ত্রবিৎ সাধক সেই মালাকে ক্রমে ও উৎক্রমে (অনুলোম ও বিলোমে) মূলমন্ত্র দ্বারা মন্ত্রিত করিবে। সেইরূপ অনুলোম ও বিলোমে মাতৃকাবর্ণ সমূহের দ্বারাও মন্ত্রিত করিবে। ৩১

যোগিনী হৃদয়ে বলিয়াছেন—পূজার অনন্তর মালার দেবভাব সিদ্ধির জন্য হোম

১। ক—লক্ষ্মীরক্ষাদি। ২। খ—যথা বারাহীতন্ত্রে। ৩। খ—মাতৃকামন্ত্রৈর্মন্ত্রয়েৎ।

অষ্টোত্তরশতং হুত্বা সম্পাতাজ্যং বিনিক্ষিপেৎ।
হোমকর্মণ্যশক্তশ্চেদ দ্বিগুণং জপমাচরেৎ ॥ ৩২

দেবতা-ভাবো—দেবতাত্বং, মালায়ামিত্যর্থাৎ। তথা তত্রৈব—

নান্যমন্ত্রং জপেন্মন্ত্রী কম্পয়েন্ন বিধূনয়েৎ।
কম্পনাৎ সিদ্ধিহানিঃ স্যাদ্ ধূননং বহুদুঃখদম্ ॥ ৩৩
শব্দে জাতে ভবেদ্ রোগঃ করভ্রষ্টা বিনাশকৃৎ।
ছিন্নে সূত্রে ভবেন্ মৃত্যুস্তস্মাদ্ যত্নপরো ভবেৎ।
জপান্তে কর্ণদেশে বা উচ্চদেশেঽথবা ন্যসেৎ[১] ॥ ৩৪
ত্বং মালে সর্বদেবানাং সর্বসিদ্ধি-প্রদা মতা।
তেন সত্যেন মে সিদ্ধিং দেহি মাতর্নমোঽস্তু তে ॥ ৩৫
ইত্যুক্ত্বা পরিণম্যাথ[২] গোপয়েদ্ যত্নতো গৃহী।
জীর্ণে সূত্রে পুনর্মালাং গ্রথয়িত্বা শতং জপেৎ ॥ ৩৬

করিবে। ১০৮ বার হোম করিয়া মালায় সম্পাতাজ্য (আহুতিশেষ ঘৃত) নিক্ষেপ করিবে। হোম কর্মে অশক্ত হইলে হোম সংখ্যার দ্বিগুণ জপ করিবে। ৩২

দেবতাভাব—দেবতাত্ব অর্থাৎ মালার দেবতাত্ব। সেই যোগিনী হৃদয়েই সেইরূপ কথিত হইয়াছে।

মন্ত্রজ্ঞ সাধক যে মন্ত্রের দ্বারা মালা সংস্কার করিবে, সেই মালায় অন্য দেবতার মন্ত্র জপ করিবে না। জপকালে অঙ্গের বিধুনন ও কম্পন করিবে না। কম্পন হইতে সিদ্ধিহানি হয়। বিধূনন বহু দুঃখপ্রদ হয়। ৩৩

মালার শব্দ উৎপন্ন হইলে রোগ হইবে। মালা করভ্রষ্টা হইলে বিনাশকারী হয়। মালার সূত্র জপকালে ছিন্ন হইলে মৃত্যু হয়। অতএব ঐ সকল বিষয়ে যত্নপর হইবে। জপের শেষে কর্ণদেশে অথবা কোন উচ্চস্থানে মালাকে রাখিবে। ৩৪

মূলোক্ত ত্বং মালে ইত্যাদির অর্থ—হে মালে! তুমি সমস্ত দেবগণের সিদ্ধিপ্রদা কথিত হইয়াছ। সেই সত্যে আমাকে সিদ্ধি দাও। হে মাতঃ! তোমাকে আমার নমস্কার। ৩৫

ত্বং মালে ইত্যাদি মূলোক্ত মন্ত্র বলিয়া প্রণাম করিয়া অনন্তর গৃহী যত্নপূর্বক মালাকে রক্ষা করিবে। সূত্র জীর্ণ হইলে পুনরায় নূতন সূত্রে মালা গাঁথিয়া ১০০ মন্ত্র জপ করিবেন। ৩৬

১। ক—অয়ং শ্লোকার্দ্ধো নাস্তি। ২। ক+খ—পরিপূজ্যাথ।

অত্র ধূননম্—ঊর্ধ্বাধশ্চালনম্। কম্পনং—তির্য্যক্ চালনমিতি ভেদঃ। ৩৭

অথ রুদ্রাক্ষমাহাত্ম্যম্। যথা কালিকাপুরাণে—

মালাবীজেষু সর্বেষু রুদ্রাক্ষো মৎপ্রিয়াৎ প্রিয়ঃ॥ ৩৮

অন্যত্র— একবক্ত্রঃ শিবঃ সাক্ষাদ্ ব্রহ্মহত্যাং ব্যপোহতি।
দ্বিবক্ত্রো হরগৌরী স্যাদ্ গোবধাদ্যঘ-নাশকৃৎ॥ ৩৯
ত্রিবক্ত্রোঽগ্নিস্ত্রিজন্মোত্থ-পাপরাশিং প্রণাশয়েৎ।
চতুর্বক্ত্রঃ স্বয়ং ব্রহ্মা নরহত্যাং ব্যপোহতি॥ ৪০
পঞ্চবক্ত্রস্তু কালাগ্নিরগম্যাভক্ষ্য-পাপ-নুৎ।
ষড়্‌বক্ত্রস্তু গুহঃ সাক্ষাদ্ গর্ভহত্যা শমেদঘম্।
সপ্তবক্ত্রস্ত্বনন্তঃ স্যাৎ স্বর্ণস্তেয়াঘ-নুৎ সদা॥ ৪১॥ ইত্যাদি।

নরহত্যাং—মনুষ্যবধম্। অগম্যেতি। অগম্যাগমনাঽভক্ষ্য-ভক্ষণজন্য-পাপ-ক্ষয়কারকমিত্যর্থঃ। গর্ভহত্যেতি। গর্ভহত্যা গর্ভঘাতেন যদঘম্, তৎ শমেৎ শময়েদিত্যর্থঃ। ৪২

এ স্থলে ধূনন হইতেছে মস্তকের ঊর্ধ্ব ও অধোদিকে চালন। কম্পন হইতেছে তির্য্যক্ ভাবে মস্তকের চালন। ধূনন ও কম্পনের এই ভেদ। ৩৭

অনন্তর রুদ্রাক্ষ মাহাত্ম্য কথিত হইতেছে। যেমন কালিকাপুরাণে বলিয়াছেন—সমস্ত মালাবীজের মধ্যে রুদ্রাক্ষ আমার প্রিয় হইতে প্রিয়। ৩৮

অন্যত্রও উক্ত হইয়াছে—একমুখ রুদ্রাক্ষ সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ, উহা ব্রহ্মহত্যাকে নাশ করে। দ্বিমুখ রুদ্রাক্ষ হরগৌরী হইয়া থাকেন। ইনি গোবধাদি পাপের নাশকারী। তিনমুখ রুদ্রাক্ষ অগ্নিস্বরূপ, ইনি তিনটি জন্মকৃত পাপরাশিকে নাশ করেন। চারিমুখ রুদ্রাক্ষ স্বয়ং ব্রহ্মা, ইনি নরহত্যা জনিত পাপ নাশ করেন। ৩৯-৪০

পঞ্চমুখ রুদ্রাক্ষ কালাগ্নিস্বরূপ, ইনি অগম্যাগমন জন্য এবং অভক্ষ্য ভক্ষণ জন্য পাপ নাশ করেন। ষড়্‌মুখ রুদ্রাক্ষ সাক্ষাৎ কার্ত্তিকস্বরূপ। ইনি গর্ভহত্যা জনিত পাপ নাশ করেন। সপ্তমুখ রুদ্রাক্ষ অনন্ত হন। ইনি স্বর্ণের অপহরণ জনিত পাপ সর্বদা নাশ করেন। ইত্যাদি। ৪১

নরহত্যা—মনুষ্যবধ। অগম্যা এই পদের এই অর্থ—অগম্যা গমন ও অভক্ষ্য ভক্ষণ জনিত পাপের ক্ষয়কারক। গর্ভহত্যা এই পদের এই অর্থ—গর্ভহত্যা অর্থাৎ গর্ভঘাত, তজ্জন্য যে পাপ, তাহাকে শম করে অর্থাৎ নাশ করে। ৪২

তথা— শিখায়াং হস্তয়োঃ কণ্ঠে কর্ণয়োশ্চাপি যো নরঃ।
রুদ্রাক্ষং ধারয়েদ্ ভক্ত্যা শৈবং লোকমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৪৩
রুদ্রাক্ষে দেহ-সংস্থে তু কুক্কুরো ম্রিয়তে যদি।
সোঽপি রুদ্রপদং যাতি কিং পুনর্মানবা গুহ ! ॥ ৪৪
সপ্তবিংশতি-রুদ্রাক্ষ-মালয়া দেহ-সংস্থয়া।
যঃ[১] করোতি নরঃ পুণ্যং সর্বং কোটিগুণং ভবেৎ ॥ ৪৫
যো দদাতি দ্বিজাতিভ্যো রুদ্রাক্ষং ভুবি ষণ্মুখ !।
তস্য প্রীতো ভবেদ্ রুদ্রঃ স্বপদঞ্চাপি যচ্ছতি[২] ॥ ৪৬

ইতি রুদ্রাক্ষমাহাত্ম্যম্[৩]। অথ রুদ্রাক্ষ-সংস্কারঃ।

বিনা মন্ত্রেণ যো ধত্তে রুদ্রাক্ষং ভুবি মানবঃ।
স যাতি নরকান্ ঘোরান্ যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ ॥ ৪৭

অতএব রুদ্রাক্ষ-সংস্কার আবশ্যকঃ ইত্যুচ্যতে—

আরও উক্ত হইয়াছে—যে মানব শিখায়, হস্তদ্বয়ে, কণ্ঠে ও দুই কর্ণে ভক্তির সহিত রুদ্রাক্ষ ধারণ করে, সে শৈব লোক লাভ করিতে পারে। ৪৩

রুদ্রাক্ষ দেহযুক্ত হইলে অর্থাৎ দেহে রুদ্রাক্ষ ধারণ করিয়া যদি কুক্কুর পঞ্চত্ব লাভ করে, তবে সেও রুদ্র লোকে গমন করে। হে গুহ! মানবগণ যে রুদ্রলোকে যাইবে, এ বিষয়ে আর বক্তব্য কি? ৪৪

দেহস্থিত সপ্তবিংশতি রুদ্রাক্ষের মালায় অর্থাৎ সপ্তবিংশতিসংখ্যক রুদ্রাক্ষের মালা দেহে ধারণ করিয়া যে মানব পুণ্য কর্ম করে, তাহার সমস্ত ফল কোটিগুণ হয়। ৪৫

হে ষণ্মুখ! (কার্ত্তিকেয়!) যে মানব এই পৃথিবীতে ব্রাহ্মণগণকে রুদ্রাক্ষ দান করে, তাহার প্রতি রুদ্র প্রীত হন এবং তাহাকে নিজের পদ প্রদান করেন। ৪৬

রুদ্রাক্ষের মাহাত্ম্য সমাপ্ত হইল। অনন্তর রুদ্রাক্ষ সংস্কার কথিত হইতেছে।

যে মানব এই পৃথিবীতে বিনা মন্ত্রে রুদ্রাক্ষ ধারণ করে, সে চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত ঘোর নরকসমূহে গমন করে। ৪৭

এইরূপ (পদ্মপুরাণের) বচন আছে। অতএব রুদ্রাক্ষ সংস্কার আবশ্যক। এইজন্য তাহা কথিত হইতেছে।

১। খ—যৎ করোতি। ২। খ—স্বপদঞ্চ প্রযচ্ছতি। ৩। খ—রুদ্রাক্ষমালামাহাত্ম্যমিত্যনন্তরং বিনা মন্ত্রেণেত্যাদি পাঠঃ।

পঞ্চগব্য-পঞ্চামৃতাভ্যাং প্রক্ষাল্য তদুপরি নমঃ শিবায়েতি পঞ্চাক্ষরমন্ত্রং, ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনম্, উর্বারুকমিব বন্ধনান্ মৃত্যোর্মুক্ষীয় মামৃতাদিতি ত্র্যম্বকমন্ত্রং, ওঁ হৌঁ অঘোরে হৌঁ ঘোরে হূং ঘোরতরে ওঁ হ্রৈঁ হ্রীঁ সর্বতঃ সর্বেভ্যো নমস্তে রুদ্ররূপিণে। হূঁ ইতি মন্ত্রঞ্চ জপ্‌ত্বা যথাযথমন্ত্রৈঃ প্রত্যেকং শতং শতং সকৃৎ সকৃদ্ বাঽভিমন্ত্রয়েৎ। ৪৮

এক-বক্ত্রাদি-ক্রমেণ মন্ত্রো যথা—(১) ওঁ ওঁ ভৃশং নমঃ (২) ওঁ ওঁ নমঃ (৩) ওঁ হ্রাঁ নমঃ[১] (৪) ওঁ হ্রীঁ নমঃ (৫) ওঁ হূঁ নমঃ (৬) ওঁ হুঁ নমঃ (৭) ওঁ ওঁ হুঁ হুঁ নমঃ। ইত্যাদি। ৪৯

অথ ক্রমেণ ধারণ-মন্ত্রাঃ। (১) ওঁ ঐঁ (২) ওঁ শ্রীঁ। (৩) ওঁ ক্রুঁ ক্রুঁ (৪) ওঁ হাঁ হূঁঃ[২] (৫) ওঁ হ্রীঁ (৬) ওঁ ঐঁ হ্রীঁ[৩] (৭) ওঁ হ্রীঁ[৪] ইত্যাদি। ৫০

ইতি রুদ্রাক্ষ-সংস্কারঃ।

পঞ্চগব্য ও পঞ্চামৃতের দ্বারা রুদ্রাক্ষকে প্রক্ষালন করিয়া তাহার উপরে নমঃ শিবায় এই পঞ্চাক্ষর মন্ত্র, ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে ইত্যাদি মূলোক্ত ত্র্যম্বক মন্ত্র, ওঁ হৌং অঘোরে ইত্যাদি মূলোক্ত মন্ত্র জপ করিয়া একমুখাদি ক্রমে যথাযথ মন্ত্র সমূহের দ্বারা প্রতি রুদ্রাক্ষকে একশত একশত বার অথবা একবার অভিমন্ত্রিত করিবেন। ৪৮

এক মুখাদিক্রমে অভিমন্ত্রণ মন্ত্র হইতেছে যথা—(১) ওঁ ওঁ ভৃশং নমঃ (২) ওঁ ওঁ নমঃ (৩) ওঁ হ্রাং নমঃ (৪) ওঁ হ্রীং নমঃ (৫) ওঁ হূং নমঃ (৬) ওঁ হুং নমঃ (৭) ওঁ ওঁ হুং হূং নমঃ ইত্যাদি। ৪৯

টিপ্পনী। অষ্টমুখ হইতে চতুর্দশমুখ পর্য্যন্ত রুদ্রাক্ষ অতিদুর্লভ বলিয়া গ্রন্থকার বাহুল্যভয়ে তাহাদের অভিমন্ত্রণ মন্ত্র এখানে লিখেন নাই। তন্ত্রসার লিখিত সেই মন্ত্রগুলি এখানে লিখিত হইল। (৮) ওঁ সং হুং নমঃ (৯) ওঁ হুং নমঃ (১০) ওঁ হ্রীঁ নমঃ (১১) ওঁ হ্রীং নমঃ (১২) ওঁ হ্রীং নমঃ (১৩) ওঁ ক্ষাং ক্ষৌং নমঃ (১৪) ওঁ নমো নমঃ। ৪৯

একমুখাদি ক্রমে ধারণ মন্ত্রগুলি যথা—(১) ওঁ ঐং (২) ওঁ শ্রীং (৩) ওঁ ক্রুং ক্রুং (৪) ওঁ হাং হূংঃ (৫) ওঁ হ্রীং (৬) ওঁ ঐং হ্রীং (৭) ওঁ হ্রীং। ইত্যাদি। ৫০

টিপ্পনী। তন্ত্রসার হইতে অষ্টমুখ হইতে চতুর্দশ মুখ রুদ্রাক্ষের ধারণমন্ত্র যথাক্রমে লিখিত হইল। (৮) ওঁ ক্রুং রুং (৯) ওঁ হ্রাং (১০) ওঁ হ্রীং (১১) ওঁ শ্রীং (১২) ওঁ হ্রাং হ্রীং (১৩) ওঁ ক্ষৌং স্তৌং (১৪) ওঁ ডং মাং। ৫০

রুদ্রাক্ষ সংস্কার কথিত হইল।

১। খ—ওঁ হ্রীং নমঃ। তন্ত্রসারে—ওঁওঁ নমঃ। ২। খ—ওঁ হীং হুঃ। তন্ত্রসারে—ওঁ হ্রীং হুং। ৩। খ—ওঁ হ্রীং। ৪। খ—ওঁ হ্রাং। তন্ত্রসারে—ওঁ হ্রাং।

অথ মহাশঙ্খমালা-সংস্কারঃ

তন্ত্রে— আনীয় ছিন্নশীর্ষন্তু নরস্য পতিতস্য চ।
তুলসী-গোময়াস্পৃষ্টং তথা গঙ্গোদকেন চ ॥ ৫১
জবন-ব্রাহ্মণান্যস্য তৎ কার্য্যং সাধকৈর্জ্জনৈঃ।
অস্পৃষ্টং তচ্চ জানীয়াচ্ছালগ্রাম-শিলাদিভিঃ ॥ ৫২
গুরুং ততঃ প্রণম্যাদৌ সংস্কুর্য্যাজ্ জপমালিকাম্।
কৃত-নিত্য-ক্রিয়ো মন্ত্রী মালাঞ্চ ক্রমতো যজেৎ ॥ ৫৩

ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীং ক্লীং[১] হূঁ ফট্ স্বাহা ইতি মন্ত্রেণ সপ্তধাঽভিমন্ত্র্য চষকপাত্রাদৌ নিক্ষিপেৎ। ততঃ আবাহন্যাদি-মুদ্রয়া দেবীং তত্রাবাহ্য সপরিবারামুপচারৈঃ সংপূজ্যতাম্। বমিতি ধেনুমুদ্রয়াঽমৃতীকৃত্য কবচেনাবগুণ্ঠ্য মৎস্যমুদ্রয়াচ্ছাদ্য দেবীস্বরূপাং তামক্ষমালাং ধ্যায়ন্ বিন্দুপ্রক্ষেপং কুর্য্যাৎ। ৫৪

তত্র মন্ত্রঃ। ওঁ হ্রীঁ স্বাহা। ওঁ শ্রীঁ স্বাহা[২]। ওঁ হূঁ স্বাহা। ওঁ ফট্ স্বাহা। ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ স্বাহা। ওঁ হ্রীঁ হূঁ স্বাহা। ওঁ হ্রীঁ ফট্ স্বাহা। ইতি সপ্তধা অর্ঘ্যবিন্দুপ্রক্ষেপণং কৃত্বা কস্তুরী-ধূপাগুরুভির্ধূপয়িত্বা চষকাদি-পাত্রাদুত্তার্য্য

অনন্তর মহাশঙ্খ মালার সংস্কার কথিত হইতেছে। তন্ত্রে বলিয়াছেন—তুলসী গোময়, ও গঙ্গোদক দ্বারা অস্পৃষ্ট জবন, ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য মনুষ্যের পতিত ছিন্ন মুণ্ড আনিয়া সাধক ব্যক্তি কর্ত্তৃক মহাশঙ্খ মালা নির্ম্মাণ করিয়া তাহার সংস্কার কার্য্য করিবে। উহা শালগ্রাম শিলা প্রভৃতির অস্পৃষ্ট জানিবে। ৫১-৫২

তাহার পর কৃতনিত্য ক্রিয় সাধক প্রথমে গুরুকে প্রণাম করিয়া জপ মালিকার সংস্কার করিবে। ক্রমে ক্রমে মালাকে অর্চনা করিবে। ৫৩

ওঁ হ্রীং শ্রীং ক্লীং ক্লীং হুং ফট্ স্বাহা এই মন্ত্রে সাত বার মালাকে অভিমন্ত্রিত করিয়া চষক পাত্রাদিতে নিক্ষেপ করিবেন। তাহার পর আবাহনী প্রভৃতি মুদ্রা দ্বারা ইষ্টদেবীকে সেই মালায় আবাহন করিয়া উপচারের দ্বারা পরিবারের সহিত দেবীকে পূজা করিবেন। সেই মালাকে বং এই মন্ত্রে ধেনুমুদ্রায় অমৃতীকরণ করিয়া, কবচ (হুং) মন্ত্রে অবগুণ্ঠন করিয়া, মৎস্যমুদ্রা দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া, সেই অক্ষমালাকে দেবীস্বরূপ ধ্যান করিতে করিতে তাহাতে অর্ঘ্যবিন্দু প্রক্ষেপ করিবে। ৫৪

মূলোক্ত অর্ঘ্যবিন্দু প্রক্ষেপ মন্ত্রে সাতবার অর্ঘ্যবিন্দু প্রক্ষেপ করিয়া কস্তুরী, ধূপ ও অগুরু দ্বারা ধূপিত করিয়া চষকাদি পাত্র হইতে উত্তোলন করিয়া, মূলোক্ত অভিমন্ত্রণ

১। খ—ওঁ হ্রীং শ্রীং কীং কীং হুং ফট্ স্বাহা। ২। খ—ওঁ হ্রীং স্বাহা। ওঁ হুং স্বাহা। ওঁ ফট্ স্বাহা, ওঁ হ্রীং শ্রীং স্বাহা, ওঁ হ্রীং হুং স্বাহা, ওঁ হ্রীং ফট্ স্বাহা ইতি সপ্তধেতি পাঠঃ।

মালামভিমন্ত্রয়েৎ। তত্র মন্ত্রঃ—ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ মহাবজ্রিণি মহাঘোররূপে কর্কশ-মহাস্থিমণ্ডলে প্রবিশ, সর্বসিদ্ধিং প্রযচ্ছ। ওঁ হূঁ শ্রীঁ হ্রীঁ স্বাহা। ওঁ মহাকপালিনি মহাঘোররূপে স্বাহা। ওঁ ওঁ হ্রীং শ্রীঁ হ্রীং হূঁ ফট্ স্বাহা। ইত্যনেনাভিমন্ত্র্য দূর্বাক্ষতৈরভ্যর্চ্য কামবীজেনোদ্দীপনং কৃত্বা উপচারৈরভ্যর্চ্য মাতৃকামন্ত্রেণ সন্দীপ্য হূঁকারেণ বেষ্টয়েৎ। ততঃ ওঁ হূঁ হ্রীঁ হূঁ ওঁ হূঁ শ্রীঁ হূঁ ওঁ হূঁ হূঁ ওঁ হূঁ ফট্ হূঁ ওঁ হূঁ স্বাহা,[১] ওঁ হূঁ মহাযোগিনি ত্রিভুবনতারিণি মহাশঙ্খাস্থি-মালা-মধ্যে নিবাসং কুরু সর্বসিদ্ধিং দেহি সুরামাংসোপহারান্ গৃহ্ণ গৃহ্ণ গৃহ্ণাপয় গৃহ্ণাপয় হ্রীঁ শ্রীঁ হূঁ ফট্ স্বাহা ইত্যনেন যথোচিত-দ্রব্যেণ বলিং দত্ত্বা সংহার-মুদ্রয়া দেবীং বিসৃজ্য নিভৃতস্থানে মালাং স্থাপয়েৎ। ৫৫

বিন্দুপ্রক্ষেপ ইত্যত্র বিন্দুঃ সুরা-বিন্দুঃ। স চ প্রতিনিধিনাপি সিধ্যতি। এবং শোধয়িত্বা পশ্চান্মালা-সংস্কার-বিধানেনাপি সংস্কারঃ করণীয় ইতি তান্ত্রিকাঃ।৫৬

তন্ত্রে— অকস্মাদ্ বিহিতা সিদ্ধির্মহাশঙ্খস্য মালয়া।
মহাশঙ্খময়ী মালা জ্ঞেয়া তারা-মনৌ প্রিয়ে[২] ॥ ৫৭

তথা— নরাস্থি-ঘটিতা মালা মহাশঙ্খা প্রকীর্ত্তিতা।

ইতি। অত্রাস্থিপদেন গণ্ডদেশাস্থি গ্রাহ্যমিতি সাধকাঃ ॥ ৫৮

ইতি মহাশঙ্খ-মালা-সংস্কারঃ।

মন্ত্রে মালাকে অভিমন্ত্রিত করিয়া, দূর্বা ও অক্ষত দ্বারা অর্চনা করিয়া, কামবীজের দ্বারা উদ্দীপন করিয়া, উপচারের দ্বারা অর্চনা করিয়া, মাতৃকামন্ত্রের দ্বারা সন্দীপন করিয়া, হূংকারের দ্বারা বেষ্টন করিবে। তাহার পর মূলোক্ত বলিমন্ত্রে যথোচিত দ্রব্যের দ্বারা বলি দিয়া, সংহার মুদ্রা দ্বারা দেবীকে বিসর্জন দিয়া নিভৃত স্থানে মালাকে স্থাপন করিবে। ৫৫

বিন্দুপ্রক্ষেপ এইস্থলে বিন্দু হইতেছে সুরাবিন্দু। উহা প্রতিনিধি দ্বারাও সিদ্ধ হয়। এই প্রকারে শোধন করিয়া পরে মালাসংস্কার বিধি দ্বারাও সংস্কার করণীয়, ইহা তান্ত্রিকগণ বলেন। ৫৬

তন্ত্রে বলিয়াছেন—মহাশঙ্খের মালা দ্বারা অচিরেই সিদ্ধি হইয়া থাকে। হে প্রিয়ে! মহাশঙ্খময়ী মালা তারামন্ত্র বিষয়ে জানিবে। ৫৭

তন্ত্রে আরও উক্ত হইয়াছে—নরের অস্থি ঘটিতা মালা মহাশঙ্খমালা বলিয়া কথিত হয়। এস্থলে অস্থিপদের দ্বারা গণ্ডদেশের অস্থি গ্রহণীয়, ইহা সাধকগণ বলেন। ৫৮

মহাশঙ্খমালার সংস্কার সমাপ্ত হইল।

১। খ—ওঁ হূং ফট্ হূং ওঁ হ্রীং স্বাহেতি পাঠঃ। ২। খ—অয়ং শ্লোকার্দ্ধো নাস্তি।

অথ যন্ত্রসংস্কারঃ

কৃত-নিত্যক্রিয়ঃ স্বস্তিবাচ্য সংকল্প কুর্য্যাৎ। ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা অমুকদেবতা-পূজার্থং অমুকদেবতা-যন্ত্রসংস্কারমহং করিষ্যে ইতি সংকল্প্য গুরুপূজাং কৃত্বা পঞ্চগব্যমানীয় হৌঁ ইতি মন্ত্রেণাহষ্টোত্তর-শতমভিমন্ত্র্য প্রণবেণ যন্ত্রং তত্র ক্ষিপেৎ। তত উত্তোল্য স্বর্ণাদিপাত্রে স্থাপয়িত্বা পঞ্চামৃতমানীয় হৌঁ ইতি মন্ত্রেণাষ্টোত্তরশতমভিমন্ত্র্য মূলমন্ত্রমুচ্চার্য্য তেন স্নাপয়েৎ। ৫৯

তত্র ক্রমঃ—প্রথমং দুগ্ধেন স্নাপয়িত্বা পুনর্জ্জলেন স্নাপয়িত্বা ধূপং দদ্যাৎ। এবং দধ্না ঘৃতেন মধুনা শর্করয়া চ। ততো মূলমুচ্চার্য্য পুনঃ কেবল-দুগ্ধেন, ততঃ শীতল-জলেন সুগন্ধেন চন্দনেন কস্তুরী-কুঙ্কুমেন চ স্নাপয়েৎ। ততোঽষ্টভিঃ কলসৈঃ পঞ্চকষায়-যুক্ত-জলপূর্ণৈঃ স্নাপয়িত্বা শুদ্ধজলেন স্নাপয়েৎ। স্নানং সর্বত্র মূলেন। ৬০

ততো যন্ত্রমুত্তোল্য বাসসা জলমপনীয় স্বর্ণাদিপাত্রে সংস্থাপ্য কুশাগ্রেণ যন্ত্রং স্পৃষ্ট্বা, ওঁ যন্ত্ররাজায় বিদ্মহে মহাযন্ত্রায় ধীমহি তন্নো যন্ত্রঃ প্রচোদয়া-

---

অনন্তর যন্ত্রসংস্কার কথিত হইতেছে। কৃতনিত্যক্রিয় সাধক স্বস্তিবাচন করিয়া এইরূপ সঙ্কল্প করিবেন—ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা অমুকদেবতা-পূজার্থং অমুকযন্ত্র-সংস্কারমহং করিষ্যে (পরার্থে করিষ্যামি) এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া, গুরু পূজা করিয়া, পঞ্চগব্য আনিয়া, হৌং এই মন্ত্রের দ্বারা পঞ্চগব্যকে ১০৮ বার অভিমন্ত্রিত করিয়া, সেই পঞ্চগব্যে প্রণবের দ্বারা যন্ত্রকে নিক্ষেপ করিবেন। তাহার পর সেই যন্ত্রকে পঞ্চগব্য হইতে উঠাইয়া স্বর্ণাদি পাত্রে স্থাপন করিয়া, পঞ্চামৃত আনিয়া হৌং এই মন্ত্রে ১০৮ বার অভিমন্ত্রিত করিয়া, মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া সেই পঞ্চামৃতের দ্বারা যন্ত্রকে স্নান করাইবেন। ৫৯

সেই স্নানের ক্রম হইতেছে—প্রথম দুগ্ধের স্নান করাইয়া, পুনরায় জলের দ্বারা স্নান করাইয়া ধূপ দিবেন। এই ক্রমে দধি, ঘৃত, মধু, শর্করা দ্বারা স্নান করাইবেন। তাহার পর মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া কেবল দুগ্ধের দ্বারা, পরে সুগন্ধ শীতল জলের দ্বারা, চন্দনের দ্বারা, কস্তূরী ও কুঙ্কুম দ্বারা স্নান করাইবেন। তাহার পর পঞ্চ কষায় যুক্ত জলপূর্ণ আটটি কলশের দ্বারা স্নান করাইয়া, শুদ্ধজলের দ্বারা স্নান করাইবেন। সর্বত্র মূলমন্ত্রে স্নান হইবে। ৬০

তাহার পর যন্ত্র উত্তোলন করিয়া, বস্ত্রের দ্বারা জল মুছিয়া, স্বর্ণাদিপত্রে স্থাপন

দিত্যষ্টোত্তরশতমভিমন্ত্র্য প্রাণ-প্রতিষ্ঠাং কুর্য্যাৎ। ওঁ অস্য প্রাণ-প্রতিষ্ঠা-মন্ত্রস্য ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরা ঋষয়ঃ ঋগ্-যজুঃ-সামানি-ছন্দাংসি চৈতন্যরূপাপ্রাণশক্তি-র্দেবতা[১] প্রাণ-প্রতিষ্ঠায়াং বিনিয়োগঃ। ওঁ আং হ্রীঁ ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হোঁ হং-সঃ অমুকদেবতায়াঃ প্রাণাঃ ইহ প্রাণা ইত্যাদি-ক্রমেণ প্রাণ-প্রতিষ্ঠাং কৃত্বা তত্র প্রকৃত-দেবতামাবাহ্য ষড়ঙ্গানি বিন্যস্য যথা শক্ত্যুপচারৈঃ[২] সংপূজ্য ষড়ঙ্গৈঃ সংপূজ্য চ পট্টসূত্র-দর্পণ-বস্ত্রালঙ্কার-চামর-ঘণ্টাদিকং দদ্যাৎ। ততশ্চাষ্টোত্তর-সহস্রং জপ্ত্বা শক্তশ্চেদ্ বলিং দদ্যাৎ। ততোঽষ্টোত্তরশতং হুত্বা প্রত্যাহুতি-সম্পাতং যন্ত্রে দদ্যাৎ। হোমাশক্তৌ দ্বিগুণ-জপঃ। ততো গুরবে তৎ-পুত্রাদিভ্যো বা দক্ষিণাং দত্ত্বাঽচ্ছিদ্রমবধারয়েৎ। যথা রুদ্রযামলে (৬১)—

স্নাত্বা সংকল্পয়েন্[৩] মন্ত্রী গুরোরর্চনমাচরেৎ।
পঞ্চগব্যং ততঃ কৃত্বা শিবমন্ত্রেণ মন্ত্রিতম্ ॥ ৬২
তত্র চক্রং ক্ষিপেন্ মন্ত্রী প্রণবেন সমাকুলম্।
তস্মাদুদ্ধৃত্য তচ্চক্রং স্থাপয়েৎ স্বর্ণপাত্রকে ॥ ৬৩
পঞ্চামৃতেন দুগ্ধেন শীতলেন জলেন চ।
চন্দনেন সুগন্ধেন কস্তূরী-কুঙ্কুমেন চ ॥ ৬৪

করিয়া, কুশাগ্রের দ্বারা যন্ত্র স্পর্শ করিয়া, মূলোক্ত যন্ত্র গায়ত্রী দ্বারা ১০৮ বার অভি-মন্ত্রিত করিয়া, প্রাণপ্রতিষ্ঠামন্ত্রে যন্ত্রে দেবতার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া, সেই যন্ত্রে প্রকৃত দেবতাকে আবাহন করিয়া ষড়ঙ্গন্যাস করিয়া যথাশক্তি উপচারে পূজা করিয়া, ষড়ঙ্গের দ্বারা পূজা করিয়া পট্টসূত্র, দর্পণ, বস্ত্র, অলঙ্কার, চামর ও ঘণ্টাদি প্রদান করিবেন। তাহার পর ১০৮ বার মূলমন্ত্র জপ করিয়া, সমর্থ হইলে বলি দিবেন। তাহার পর ১০৮ বার হোম করিয়া, প্রত্যাহুতির সম্পাত যন্ত্রে দিবেন। হোমে অসমর্থ হইলে দ্বিগুণ জপ করিতে হইবে। তাহার পর গুরুকে বা তাঁহার পুত্রাদিকে দক্ষিণা দিয়া দেবীকে বিসর্জন দিয়া অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবেন। যেমন রুদ্রযামলে বলিয়াছেন (৬১)—

সাধক স্নানাদি করিয়া সঙ্কল্প করিবে। অনন্তর গুরুর অর্চনা করিবে। তাহার পর পঞ্চগব্য করিয়া শিবমন্ত্র দ্বারা তাহাকে মন্ত্রিত করিবে। ৬২

মন্ত্রজ্ঞ সাধক সেই পঞ্চগব্যে সেই চক্র (যন্ত্র) প্রণবের দ্বারা নিক্ষেপ করিবে। সেই পঞ্চগব্য হইতে সেই চক্রকে উঠাইয়া আনিয়া স্বর্ণপাত্রে স্থাপন করিবে। ৬৩

পঞ্চামৃত, দুগ্ধ, শীতল জল, চন্দন, সুগন্ধ দ্রব্য, কস্তূরী ও কুঙ্কুমের দ্বারা স্নান

১। ক+খ—চৈতন্যং দেবতা। ২। খ—যথাশক্ত্যুপচারেণ। ৩। ক+খ—সঙ্কল্পবান্।

পয়ো-দধি-ঘৃত-ক্ষৌদ্র-শর্করাদ্যৈরনুক্রমাৎ।
তোয়-ধূপান্তরৈঃ কুর্য্যাৎ পঞ্চামৃতবিধিং বুধঃ ॥ ৬৫

হাটকৈঃ কলশৈর্দেবীমষ্টাভির্বারিপূরিতৈঃ।
কষায়-জল-সম্পূর্ণৈঃ কারয়েৎ স্নানমুত্তমম্।
বাসসা জলমুক্তং তং স্থাপয়েদ্ হেম-পীঠকে ॥ ৬৬

যন্ত্ররাজায় বিদ্মহে মহাযন্ত্রায় ধীমহি তন্নো যন্ত্রঃ প্রচোদয়াৎ।

স্পৃষ্ট্বা যন্ত্রং কুশাগ্রেণ গায়ত্র্যা চাভিমন্ত্রয়েৎ।
অষ্টোত্তরশতং দেবি! দেবতা-ভাব-সিদ্ধয়ে ॥ ৬৭

গায়ত্র্যা উক্ত-যন্ত্রগায়ত্র্যেত্যর্থঃ। দেবতা-ভাবসিদ্ধয়ে দেবতাত্ব-সম্পত্তয়ে[১]

তথা তত্রৈব— আত্মশুদ্ধিং ততঃ কৃত্বা ষড়ঙ্গানি চ বিন্যসেৎ।
তত্রাবাহ্য মহাদেবীং জীবন্যাসং সমাচরেৎ।
উপচারৈঃ ষোড়শভির্মহামুদ্রাদিভিঃ সহ ॥ ৬৮

কৃষর-ভৃষ্টধান্যাদীনাং মুদ্রাপরিভাষা। সা চাগ্রে বক্ষ্যতে। তথা—

করাইবে। বিদ্বান্ সাধক যথাক্রমে তোয় ও ধূপগর্ভ দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, মধু ও শর্করাদি দ্বারা পঞ্চামৃতের বিধান অর্থাৎ পঞ্চামৃত দ্বারা স্নান করাইবে। ৬৪-৬৫

পঞ্চ-কষায়ের রসযুক্ত জলপূর্ণ আটটি সুবর্ণ কলশের দ্বারা দেবীকে উত্তমরূপে স্নান করাইবে। সেই চক্রকে বস্ত্রের দ্বারা জলমুক্ত করিয়া হেমপীঠে স্থাপন করিবে। ৬৬

হে দেবি! যন্ত্রের দেবত্ব সম্পাদনের জন্য সেই যন্ত্রকে কুশাগ্রের দ্বারা স্পর্শ করিয়া যন্ত্ররাজায় বিদ্মহে ইত্যাদি মূলোক্ত যন্ত্র গায়ত্রী দ্বারা ১০৮ বার অভিমন্ত্রিত করিবে। ৬৭

গায়ত্র্যা—উক্ত যন্ত্র গায়ত্রী দ্বারা। দেবতাভাবসিদ্ধয়ে—দেবত্ব সম্পাদনের জন্য। সেই তন্ত্রে সেখানে ইহার পর আরও উক্ত হইয়াছে—

তাহার পর আত্মশুদ্ধি করিয়া যন্ত্রে ষড়ঙ্গন্যাস করিবে। পরে সেই যন্ত্রে মহাদেবীকে আবাহন করিয়া তাহাতে দেবীর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিবে। পরে মহামুদ্রাদির সহিত ষোড়শ উপচারের দ্বারা পূজা করিবে। ৬৮

কৃষর (খিচুড়ি) ভাজা ধান প্রভৃতির মুদ্রা পরিভাষা। তাহা অগ্রে কথিত হইবে। আরও সেখানে বলিয়াছেন—

১। খ—দেবতার্থ-সম্পত্তয়ে।

ফল-তাম্বুল-নৈবেদ্যৈর্দেবীং মন্ত্রী সমর্চয়েৎ।
পট্টসূত্রাদিকং দদ্যাৎ স্বর্ণালঙ্কারমেব চ ॥ ৬৯
মুকুরং চামরং ঘণ্টাং যথাযোগ্যং মহেশ্বরি!।
সর্বমেতৎ প্রযত্নেন দদ্যাদ্ দেব্যৈঃ সমাহিতঃ ॥ ৭০
ততো জপ-সহস্রন্তু কুর্য্যাদীপ্সিত-সিদ্ধয়ে।
বলিদানং ততঃ কৃত্বা প্রণমেদ্[1] যন্ত্ররাজকম্ ॥ ৭১
অষ্টোত্তরশতং হুত্বা সম্পাতাজ্যং বিনিক্ষিপেৎ।
হোমকর্মণ্যশক্তশ্চেদ্ দ্বিগুণং জপমাচরেৎ ॥ ৭২
ধেনুমেকাং সমানীয় স্বর্ণশৃঙ্গাদ্যলংকৃতাম্।
গুরবে দক্ষিণাং দদ্যাৎ ততো দেব্যা বিসর্জনম্ ॥ ৭৩

অথ ত্রিলোহীমুদ্রা

যথা তন্ত্রে—সোম-সূর্য্যাগ্নিরূপাঃ স্যুর্বর্ণা লোহত্রয়ং তথা।
রৌপ্যমিন্দুঃ স্মৃতো হেম সূর্য্যস্তাম্রং[2] হুতাশনঃ ॥ ৭৪
লোহভাগাঃ সমুদ্দিষ্টাঃ স্বরাদ্যক্ষর-সংখ্যয়া।
তৈর্লৌহৈঃ কারয়েন্ মুদ্রামসঙ্কলিত-সঙ্গতাম্ ॥ ৭৫

মন্ত্রজ্ঞ সাধক ফল, তাম্বূল, নৈবেদ্যের দ্বারা দেবীকে সম্যক্‌ভাবে পূজা করিবে। পট্টসূত্র প্রভৃতি ও স্বর্ণালঙ্কার দিবে। ৬৯

হে মহেশ্বরি! সমাহিত হইয়া যথাযোগ্য দর্পণ, চামর, ঘণ্টা—এই সমস্ত দ্রব্য যত্নের সহিত দেবীকে দিবে। ৭০

তাহার পর অভিপ্রেত বিষয়ের সিদ্ধির জন্য ১০০৮ বার মূলমন্ত্র জপ করিবে। তাহার পর বলিদান করিয়া যন্ত্ররাজকে প্রণাম করিবে। ৭১

১০৮ হোম করিয়া যন্ত্রের উপরে সম্পাতাজ্য (প্রত্যাহুতির শেষ ঘৃত) নিক্ষেপ করিবে। হোমকর্মে অশক্ত হইলে দ্বিগুণ জপ করিবে। ৭২

স্বর্ণশৃঙ্গাদি দ্বারা অলঙ্কৃত একটি ধেনুকে আনিয়া গুরুকে দক্ষিণা দিবে। তাহার পর দেবীকে বিসর্জন দিবে। ৭৩

অনন্তর ত্রিলোহী মুদ্রা কথিত হইতেছে। যেমন তন্ত্রে বলিয়াছেন—অকারাদি বর্ণগুলি যেমন সোম, সূর্য্য ও অগ্নিস্বরূপ, লোহত্রয় সেইরূপ সোম, সূর্য্য ও অগ্নিস্বরূপ। রৌপ্য সোমস্বরূপ, স্বর্ণ সূর্য্যস্বরূপ, তাম্র অগ্নিস্বরূপ কথিত হইয়াছে। ৭৪

স্বরাদি অক্ষরের সংখ্যা অনুসারে লোহের ভাগ কথিত হইয়াছে। সেই লৌহ-

---

১। খ—প্রণবেদ্। ২। ক+খ—সূর্য্যস্তাম্রো।

শারদায়াম্— এষু স্বরাঃ স্মৃতাঃ সৌম্যাঃ স্পর্শাঃ সৌরাঃ শুভোদয়াঃ
আগ্নেয়া ব্যাপকাঃ সর্বে সোম-সূর্য্যাগ্নি-দেবতাঃ ॥ ৭৬
স্বরাঃ ষোড়শ বিখ্যাতাঃ স্পর্শাস্তে পঞ্চবিংশতিঃ।
ব্যাপকা দশ তে কাম-ধন-ধান্য-প্রদায়কাঃ ॥ ৭৭

তন্ত্রে— সাগ্রং সহস্রং সংজপ্য স্পৃষ্ট্বা তাং জুহুয়াৎ ততঃ।
তস্যাং সম্পাতয়েন্ মন্ত্রী সর্পিষা পূর্বসংখ্যয়া ॥ ৭৮
নিক্ষিপ্য কুম্ভে তাং মুদ্রামভিষেকোক্ত-বর্ত্মনা
আবাহ্য পূজয়েদ্ দেবীমুপচারৈঃ সমাহিতঃ[১] ॥ ৭৯
অভিষিচ্য বিনীতায় দদ্যাৎ তাং মুদ্রিকাং গুরুঃ।
ইয়ং মুদ্রা ক্ষুদ্ররোগ-বিষ-জ্বর-বিনাশিনী ॥ ৮০
ব্যাল-চৌর-মৃগাদিভ্যো রক্ষাং কুর্য্যাদ্ বিশেষতঃ।
যুদ্ধে বিজয়মাপ্নোতি ধারয়ন্[২] মনুজেশ্বরঃ ॥ ৮১

ত্রয়ের দ্বারা অমিশ্রিত সংযোগে মুদ্রা করিবে অর্থাৎ এই তিনটি ধাতুর পৃথক্ পৃথক্ সরু তার পরস্পর সংযুক্ত করিয়া (পাকাইয়া) তাহার দ্বারা একটি অংটি করিবে। ৭৫

শারদাতিলকে বলিয়াছেন—এই অকারাদি বর্ণগুলির মধ্যে স্বরগুলি সোম স্বরূপ, স্পর্শবর্ণগুলি শুভোদয় সূর্য্যস্বরূপ, ব্যাপক বর্ণগুলি আগ্নেয় স্বরূপ। সমস্ত বর্ণগুলি সোম, সূর্য্য ও অগ্নিদেবতাস্বরূপ। ৭৬

ষোলটি স্বর বিখ্যাত। স্পর্শবর্ণগুলি সংখ্যায় পঁচিশ, ব্যাপক বর্ণগুলি দশ। তাহারা সকলেই কামপ্রদ, ধন ও ধান্য প্রদ। ৭৭

শারদাতিলক তন্ত্রে আরও বলিয়াছেন—সেই ত্রিলোহী মুদ্রাকে স্পর্শ করিয়া অগ্র সহ সহস্র (১০০৮) মাতৃকা জপ করিয়া তাহার পর মন্ত্রী ১০০৮ বার হোম করিবেন এবং মুদ্রিকাতে পূর্বসংখ্যা অনুসারে অর্থাৎ ১০০৮ বার ঘৃতের দ্বারা সম্পাতাজ্য নিক্ষেপ করিবেন। ৭৮

অভিষেকোক্ত পদ্ধতিতে সেই মুদ্রাকে কুম্ভে নিক্ষেপ করিয়া দেবীকে আবাহন করিয়া সমাহিত হইয়া দেবীকে উপচারের দ্বারা পূজা করিবেন। ৭৯

গুরু বিনীত শিষ্যকে অভিষেক করিয়া মুদ্রিকা দিবেন। এই মুদ্রা ক্ষুদ্র, রোগ, বিষ ও জ্বরের বিনাশিনী হইয়া থাকে। ৮০

বিশেষতঃ ইহা ব্যাল (সর্প), চোর ও মৃগাদি (ব্যাঘ্রাদি) হইতে রক্ষা করে। রাজা ইহা ধারণ করিয়া যুদ্ধে বিজয় লাভ করেন। ৮১

১। খ—উপচারৈঃ সমন্বিতঃ। ২। ক+খ—ধারয়েৎ।

মন্ত্র-সিদ্ধি-করী পুংসাং চতুর্বর্গ-ফলপ্রদা।
ধারয়ন্ মনুজো নিত্যং[১] দেবতুল্যো ভবেদ্ ভুবি ॥ ৮২

এষামর্থঃ[২]—বর্ণা অকারাদয়ঃ[৩] সোম-সূর্য্যাগ্নিরূপাঃ। তথা লোহত্রয়মপি সোম-সূর্য্যাগ্নিরূপম্। লোহত্রয়পদেন রৌপ্য-স্বর্ণ-তাম্রাণ্যত্রোচ্যন্তে[৪]। সর্বঞ্চ তৈজসং লোহমিতি নির্দ্দেশাৎ। অতএব ত্রয়াণাং লোহানাং সমাহারস্ত্রি-লোহীত্যুচ্যতে। তদ্বিভাগমাহ—রৌপ্যমিন্দুঃ স্মৃতঃ। হেম সূর্য্যস্তাম্রমগ্নিঃ[৫]। স্বরাদ্যক্ষরেতি স্বর-কাদি-যাদি-বর্ণ-সংখ্যয়েত্যর্থঃ। মুদ্রামঙ্গুরীয়কম্। অসঙ্কলি-তেতি[৬]। অসঙ্কলিতামথ চ সংগতাং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। তথাচ রৌপ্যাদিকং গুণাকারং পৃথক্ পৃথক্ কৃত্বা সঙ্গতাং[৭] কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। এষু—বর্ণেষু মধ্যে। সৌম্যাঃ সৌম্যনামানঃ অথচ সোম-দেবতাকাঃ। স্পর্শাঃ বর্গ্যাঃ কাদয়ঃ সৌরাঃ অথচ সূর্য্য-দেবতাকাঃ। যাদয়ো ব্যাপকনামানঃ অথ চ অগ্নি-দেবতাকাঃ। তদেবাহ—সোম-সূর্য্যাগ্নি-দেবতা[৮] ইতি। ৮৩

ইহা মনুষ্যগণের মন্ত্র সিদ্ধি-প্রদা ও চতুর্বর্গ ফল-প্রদা। মনুষ্য সর্বদা ইহা ধারণ করিয়া এই পৃথিবীতে দেবতুল্য হইতে পারে। ৮২

এই শ্লোকগুলির অর্থ হইতেছে—অকারাদি বর্ণগুলি সোম, সূর্য্য ও অগ্নিস্বরূপ। সেইরূপ লোহত্রয়ও সোম সূর্য্য অগ্নি স্বরূপ। লোহত্রয় পদের দ্বারা রৌপ্য, স্বর্ণ ও তাম্র কথিত হয়, যেহেতু 'সমস্ত তৈজস লোহ' এই শাস্ত্র নির্দেশ আছে। অতএব তিনটি লোহের সমাহার ত্রিলোহী বলিয়া কথিত হয়। সেই ত্রিলোহের বিভাগ বলিতেছেন—রৌপ্য ইন্দু কথিত হইয়াছেন। স্বর্ণ সূর্য্য, তাম্র অগ্নি। স্বরাদ্যক্ষর এই কথার এই অর্থ—স্বরবর্ণ (১৬), কাদিবর্ণ (২৫) ও যাদি (১০) বর্ণের সংখ্যায়। মুদ্রা—অঙ্গুরীয়ক। অসঙ্কলিত এই অর্থ—অসঙ্কলিত অর্থাৎ অমিশ্রিত অথচ সঙ্গত অর্থাৎ সংযুক্ত করিবে। তাহা হইলে রৌপ্যাদি তিনটিকে পৃথক্ পৃথক্ সূত্রাকার করিয়া সঙ্গত (সংযুক্ত) করিবে। এষু—বর্ণসমূহের মধ্যে। সৌম্যা—সোম্য নাম অথচ ইহাদের দেবতা সোম। স্পর্শ—কাদি পাঁচটি বর্গ। তাহাদের নাম সৌর অথচ তাহাদের দেবতা সূর্য্য। যাদি বর্ণগুলির নাম ব্যাপক অথচ ইহাদের দেবতা অগ্নি। তাহাই সোমসূর্য্যাগ্নিদেবতা এই গ্রন্থে বলিতেছেন। ৮৩

১। খ—ধারয়েন্ মনুজো। ২। খ—অয়মর্থঃ। ৩। খ—বর্ণানমকারাদয়ঃ। ৪। খ—রৌপ্যতাম্রস্বর্ণান্যত্রোচ্যন্তে। ৫। ক+খ—রৌপ্যমিন্দুঃ স্মৃতঃ হেম সূর্য্যস্তাম্রো অগ্নিঃ। ৬। খ—অসঙ্কুলিতেতি। ৭। খ—সঙ্গতং। ৮। ক—দৈবতাঃ।

স্বরাঃ[১] কিয়ন্তঃ ইত্যাহ—স্বরাঃ ষোড়শ বিখ্যাতা ইতি। স্পর্শা ইতি। কাদয়ঃ পঞ্চবিংশতি-সংখ্যকাঃ। ব্যাপকা যাদয়ো দশ। তথা চ রৌপ্য-ভাগাঃ ষোড়শ, স্বর্ণভাগাঃ পঞ্চবিংশতিঃ, তাম্রভাগা দশ ইতি লভ্যতে। ৮৪

কেচিৎ তু সূর্য্যাণাং দ্বাদশাত্মকত্বাৎ স্বর্ণভাগা দ্বাদশেতি বদন্তি। অয়মেব পক্ষঃ সাম্প্রদায়িকঃ। সৌরাগমেঽপি—তাম্র-তার-সুবর্ণানামর্ক-ষোড়শ-খেন্দুভিঃ। অত্র সংখ্যান্বয়ো ব্যুৎক্রমেণ। কেচিৎ তু সুবর্ণস্যাগ্ন্যাত্মকতয়া দশভাগমূচুঃ। বায়বোঽত্র দশ প্রোক্তা বহ্নয়শ্চ দশ স্মৃতা ইতি শারদাবচনাৎ। তাম্রস্য সূর্য্যাত্মকত্বাদ্ দ্বাদশ ভাগাঃ। অয়মপি পক্ষ সাম্প্রদায়িকঃ। তদুক্তং স্বচ্ছন্দভৈরবে (৮৫)—

দশভাগং সুবর্ণস্য তাম্রস্য দ্বিদশস্তথা।
ষড়্ দশং রজতস্যাপি চৈতল্লোহ-ত্রয়ং শুভম্॥ ৮৬

ইতি শারদাটীকায়াং শঙ্করাচার্য্যঃ। সাগ্রমিতি সাষ্টকমিত্যর্থঃ। পূর্ব-সংখ্যয়া—অষ্টোত্তরসহস্রসংখ্যয়া। অভিষিচ্যেতি। পূর্বোক্ত-দীক্ষাপদ্ধত্যুক্ত-বিধিনা ঘটং সংস্থাপ্য তত্তৎকল্পোক্ত-দেবতাবাহন-পূজনে কৃত্বা সাধ্যমভিষিচ্য

স্বর কতকগুলি? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন—স্বর ষোলটি প্রসিদ্ধ। স্পর্শ বর্ণগুলি—ককারাদি পঞ্চবিংশতি সংখ্যক। ব্যাপক—যকারাদি দশ। সুতরাং রৌপ্যের ভাগ ১৬। স্বর্ণের ভাগ ২৫। তামার ভাগ ১০ ইহা পাওয়া যাইতেছে। ৮৪

কেহ কেহ এই বলেন—সূর্য্য দ্বাদশ স্বরূপ বলিয়া স্বর্ণের ভাগ ১২। এইটি সাম্প্রদায়িক পক্ষ। সৌরাগমেও বলিয়াছেন—তাম্র, তার (রৌপ্য) ও সুবর্ণের ভাগ অর্ক (১২) ষোড়শ ও খেন্দু (১০) দ্বারা হইবে। এস্থলে সংখ্যার অন্বয় ব্যুৎক্রমে হইবে অর্থাৎ সুবর্ণের ভাগ ১০। রৌপ্যের ভাগ ১৬। তামার ভাগ ১২। কেহ কেহ বলেন—সুবর্ণ অগ্নিস্বরূপ বলিয়া দশ ভাগ; যেহেতু এই দেহে বায়ুসমূহ দশটি কথিত হইয়াছে এবং বহ্নিগুলিও দশটি উক্ত হইয়াছে—এই শারদাতিলকের বচন আছে। তাম্র সূর্য্যস্বরূপ বলিয়া ১২ ভাগ। এই পক্ষও সাম্প্রদায়িক। স্বচ্ছন্দ ভৈরবতন্ত্রে তাহা উক্ত হইয়াছে (৮৫)—

সুবর্ণের দশ ভাগ, তাম্রের বার ভাগ, রজতের ষোড়শ ভাগ—এই লোহত্রয় শুভ কর। ৮৬

ইহা শারদাটীকায় শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন। সাগ্রং এই পদের সাষ্টক অর্থাৎ আটের সহিত এই অর্থ। পূর্বসংখ্যয়া—এক হাজার আট সংখ্যা দ্বারা। অভিষিচ্য—

১। খ—স্বরাদয়ঃ কিয়ন্তঃ কিয়ন্তঃ।

তস্মৈ দদ্যাদিত্যর্থঃ। ততো গুরবে দক্ষিণাং দদ্যাৎ। ক্ষুদ্ররোগেতি। ক্ষুদ্রঃ শত্রুঃ। রোগো ব্যাধিঃ। ৮৭

অথৈতৎ-প্রয়োগঃ। তত্র প্রথমং স্বস্তি বাচ্য সংকল্পং কুর্য্যাৎ—ওঁ অদ্যেত্যাদি স্বোপাসিতমন্ত্রসিদ্ধিকামস্ত্রিলোহীমুদ্রা-সংস্কারমহং করিষ্যে ইতি সংকল্প্য মুদ্রাং স্পৃষ্ট্বা স্বীয়মন্ত্রমষ্টোত্তরসহস্রং জপেৎ। ততোঽগ্নিং সংস্থাপ্য ওঁ অদ্যেত্যাদি-ত্রিলোহী-মুদ্রাসংস্কারাঙ্গকাষ্টোত্তর-সহস্রং[1] শতং বা হোমমহং করিষ্যে ইতি সংকল্প্যাষ্টোত্তরং সহস্রং শতং বা জুহুয়াৎ, প্রত্যাহুতিশেষং মুদ্রায়াং ক্ষিপেৎ। ৮৮

ততঃ সর্বতোভদ্রমণ্ডলং ওঁ মণ্ডলায় নম ইতি গন্ধপুষ্পাভ্যাং সংপূজ্য[2] শালিভিঃ কর্ণিকা-মধ্যমাপূর্য্য তদুপরি তণ্ডুলৈরাস্তীর্য্য তেষু দর্ভানাস্তীর্য্য তদুপরি সাক্ষত-বিষ্টরং ন্যসেৎ। ততো মণ্ডলে ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ, ওঁ কূর্মায় নমঃ ইত্যাদি-পীঠমন্ত্রান্তং তত্তৎপটলোক্তং কুর্য্যাৎ, ততো মণ্ডল-প্রাদক্ষিণ্যেন যং

এই পদের এই অর্থ—পূর্বোক্ত দীক্ষা পদ্ধতিতে উক্ত বিধি অনুসারে ঘট স্থাপন করিয়া তৎতৎ কল্পোক্ত দেবতার আবাহন ও পূজা করিয়া সাধ্য শিষ্যকে অভিষেক করিয়া তাহাকে উক্ত অঙ্গুরীয়ক দিবেন। তাহার পর গুরুকে দক্ষিণা দিবেন। ক্ষুদ্র রোগ—ক্ষুদ্র হইতেছে শত্রু। রোগ—ব্যাধি। ৮৭

টিপ্পনী। আদি শঙ্করাচার্য্যের রচিত প্রপঞ্চসার তন্ত্রকে বহুস্থলে উপজীব্য করিয়া শারদাতিলক রচিত হইয়াছে। ইহা রাঘব ভট্টের পদার্থাদর্শ দেখিলে বুঝা যায়। সুতরাং আদি শঙ্করাচার্য্যের শারদাতিলকের টীকা-রচনা সম্ভব কিনা বা এ কোন শঙ্করাচার্য্য? তাহা সুধীগণের বিচার্য্য। আমার মনে হয়—উহা প্রমাদ পাঠ। ৮৭

অনন্তর ত্রিলোহী মুদ্রার সংস্কার কথিত হইতেছে। প্রথমে স্বস্তিবাচন করিয়া এইরূপ সঙ্কল্প করিবেন—ওঁ অদ্যেত্যাদি স্বোপাসিত-মন্ত্র-সিদ্ধিকামস্ত্রিলোহী-মুদ্রা-সংস্কার-মহং করিষ্যে এই সঙ্কল্প করিয়া মুদ্রাকে স্পর্শ করিয়া নিজের উপাস্য মন্ত্র ১০০৮ বার জপ করিবেন। তাহার পর অগ্নির স্থাপনা করিয়া ওঁ অদ্যেত্যাদি ত্রিলোহী-মুদ্রা-সংস্কারাঙ্গকাষ্টোত্তর-সহস্রং অষ্টোত্তর-শতং বা হোমমহং করিষ্যে—এই সংকল্প করিয়া ১০০৮ বার বা ১০৮ বার হোম করিবেন। প্রত্যাহুতি শেষ মুদ্রায় নিক্ষেপ করিবেন। ৮৮

তাহার পর সর্বতোভদ্র মণ্ডলকে ওঁ মণ্ডলায় নমঃ এই মন্ত্রে গন্ধ ও পুষ্পের দ্বারা পূজা করিয়া শালিধান্যের দ্বারা কর্ণিকাকে পূরণ করিয়া তাহার উপর তণ্ডুল বিছাইয়া দিয়া তাহার উপর অক্ষতযুক্ত বিষ্টর স্থাপন করিবেন। তাহার পর সেই মণ্ডলে তত্তৎ

১। খ—ত্রিলোহীমুদ্রাসংস্কারাঙ্গহোমমহং। ২। খ—ইতি সম্পূজ্য।

ধূম্রাচিষে নমঃ, রং উষ্মায়ৈ নমঃ, লং জ্বলিন্যৈ, বং জ্বালিন্যৈ শং স্ফুলিঙ্গিন্যৈ, ষং সুশ্রিয়ৈ, সং সুরূপায়ৈ, হং কপিলায়ৈ, লং হব্যবহায়ৈ[১], ক্ষং কব্যবহায়ৈ ইতি বহ্নের্দশকলাঃ পূজয়েৎ। ততো দীক্ষাপদ্ধত্যুক্ত-বিধিনা তত্র কুম্ভং সংস্থাপ্য তত্র যথোক্তবিধিনা দেবতাং ধ্যাত্বাবাহ্য যথাশক্ত্যুপচারৈঃ পূজয়েৎ। ততঃ কলশস্থ-জলেনাষ্টোত্তরশতাভিজপ্তেনাভিষিচ্য শিষ্যায় মুদ্রাং দত্ত্বা[২] গুরবে দক্ষিণাং দদ্যাৎ। শিষ্যস্তু ওঁ অদ্যেত্যাদি শত্রু-রোগ-বিষজ্বর-বিনাশ-ব্যালচৌর-মৃগাদ্যপাদানক-রক্ষণ-যুদ্ধাদিকরণক-জয়-মন্ত্রসিদ্ধি-চতুর্বর্গফলপ্রাপ্তি-দেবতুল্যত্ব-কামস্ত্রিলোহীমুদ্রাধারণমহং করিষ্যে ইতি সংকল্প্য বিভৃয়াৎ। ৮৯

অথ বলিবিধিঃ।

মুণ্ডমালাতন্ত্রে— ছাগে দত্তে ভবেদ্ বাগ্মী মেষে দত্তে কবির্ভবেৎ।
মহিষে ধনবৃদ্ধিঃ স্যান্ মৃগে মোক্ষফলং লভেৎ॥ ১
পক্ষিদানে মহর্দ্ধিঃ স্যাদ্ গোধিকায়াং মহাফলম্।
নরে দত্তে মহর্দ্ধিঃ স্যাদষ্ট-সিদ্ধিরনুত্তমা॥ ২

তথা— চাণ্ডাল-বলিদানেন মহাসিদ্ধিঃ প্রজায়তে।

পটলোক্ত ওঁ আধার-শক্তয়ে নমঃ, ওঁ প্রকৃত্যৈ নমঃ ইত্যাদি পীঠ ন্যাস মন্ত্রের শেষ পর্য্যন্ত কর্ম (পূজা) করিবেন। তাহার পর মণ্ডলের প্রদক্ষিণ ক্রমে যং ধূম্রার্চিষে নমঃ রং উষ্মায়ৈ নমঃ ইত্যাদি মূলোক্ত মন্ত্রে বহ্নির দশটি কলার পূজা করিবেন। তাহার পর দীক্ষাপদ্ধতিতে উক্ত বিধি অনুসারে সেই মণ্ডলে কুম্ভ স্থাপন করিয়া সেই কুম্ভে যথোক্ত বিধি অনুসারে দেবতাকে ধ্যান ও আবাহন করিয়া যথাশক্তি উপচারের দ্বারা পূজা করিবেন। তাহার পর ১০৮ বার অভিমন্ত্রিত কলশস্থ জলের দ্বারা সাধ্য শিষ্যকে অভিষেক করিয়া মুদ্রা দিবেন। শিষ্য গুরুকে দক্ষিণা দিবেন। শিষ্যও ওঁ অদ্যেত্যাদি ক্ষুদ্র-রোগ-বিষ-জ্বর-বিনাশ-ব্যাল-চৌর-মৃগাদ্যপাদানক-রক্ষণ-যুদ্ধাদিকরণক-জয় ইত্যাদি মূলোক্ত সঙ্কল্প-বাক্যে সঙ্কল্প করিয়া মুদ্রা ধারণ করিবেন! ৮৯

অনন্তর বলিবিধি কথিত হইতেছে। মুণ্ডমালা তন্ত্রে বলিয়াছেন—ছাগ বলি দিলে বাগ্মী হইতে পারে। মেষ বলি দিলে কবি হইতে পারে। মহিষ বলি দিলে ধনবৃদ্ধি হইতে পারে। মৃগ বলি দিলে মোক্ষফল লাভ করিতে পারে। ১

পক্ষী বলি দিলে মহাসমৃদ্ধি হইতে পারে। গোধিকা বলি দিলে মহাফল হইবে। মানুষ বলি দিলে মহাসমৃদ্ধি অতিশ্রেষ্ঠ অষ্টসিদ্ধি লাভ হইবে। ২

তন্ত্রে আরও উক্ত হইয়াছে—চণ্ডাল বলিদানের দ্বারা মহাসিদ্ধি জন্মে। ইহাও

১। ক—হব্যবাহনায়ৈ ক্ষং কব্যবাহনায়ৈ। খ—হব্যবাহায়ৈ। ক্ষং কব্যবাহায় ইতি।
২। খ—দত্ত্বা দক্ষিণাং।

তথা— সিংহ-ব্যাঘ্র-নরান্ দত্ত্বা ব্রাহ্মণো নরকং ব্রজেৎ ॥ ৩

কালিকাপুরাণে—স্ত্রিয়ং ন দদ্যাৎ তু বলিং দত্ত্বা নরকমাপ্নুয়াৎ।
ন তু ত্রৈমাসিকান্ ন্যূনং পশুং দদ্যাচ্ছিবাবলিম্ ॥ ৪
ন চ ত্রৈপক্ষিকান্ ন্যূনং প্রদদ্যাদ্ বৈ পতত্রিণম্।
কাণং ব্যঙ্গাদি-দুষ্টং বৈ ন পশুং ন পতত্রিণম্ ॥ ৫
ছিন্ন-লাঙ্গুল-কর্ণাদিং ভগ্নশৃঙ্গাদিকং তথা।
কুষ্মাণ্ডমিক্ষুদণ্ডঞ্চ মদ্যমামিষমেব চ ॥ ৬
এতে বলি সমাজ্ঞেয়াস্তৃপ্তৌ ছাগসমাঃ স্মৃতাঃ।
চন্দ্রহাসেন কর্ত্ত্রাৈরেশ্ছেদনং মুখ্যমুচ্যতে ॥ ৭

মৎস্যসূক্তে— ছেদয়েৎ তীক্ষ্ণখড়্গেন প্রহারেণ সকৃদ্ বুধঃ।

ব্রহ্মপুরাণে— নরাশ্বমেধৌ মদ্যঞ্চ কলৌ বর্জ্যা দ্বিজাতিভিঃ ॥ ৮

এতেন মদ্যপ্রতিনিধি-তাম্রপাত্রস্থ-মধ্বাদি-দানমপি নিষিদ্ধম্, প্রধানেঽনধিকারাদিতি স্মৃতিবিদাং সম্মতম্। তান্ত্রিকাস্তু প্রতিনিধিদ্রব্যং দাতুং শক্যতে ইতি বদন্তি। ৯

তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—ব্রাহ্মণ সিংহ, ব্যাঘ্র ও মনুষ্যকে বলি দিয়া নরকে গমন করে। ৩

কালিকাপুরাণে বলিয়াছেন—স্ত্রী জাতীয় ছাগাদিকে কিন্তু বলি দিবে না, দিলে নরক প্রাপ্ত হইবে। তিন মাসের ন্যূন বয়স্ক পশুকে দেবীর উদ্দেশে বলি দিবে না। ৪

তিন পক্ষের ন্যূনবয়স্ক পক্ষীকে বলি দিবে না। কাণ, বিকলাঙ্গ, দুষ্ট পশু বা পক্ষিকে বলি দিবে না। ৫

ছিন্ন লাঙ্গুল ছিন্ন কর্ণাদি বা ভগ্ন শৃঙ্গাদি অর্থাৎ বিকলাঙ্গ পশু ও পতত্রীকে বলি দিবে না। কুষ্মাণ্ড, ইক্ষুদণ্ড, মদ্য, আমিষ—এইগুলিকে বলি জানিবে। ৬

তৃপ্তিতে ইহারা ছাগতুল্য কথিত হইয়াছে। চন্দ্রহাস (খড়্গ) ও কর্ত্রার (কাটারি) সমূহের দ্বারা ছেদন মুখ্য বলিয়া কথিত হইয়াছে। ৭

মৎস্য সূক্তে বলিয়াছেন—পণ্ডিত ব্যক্তি তীক্ষ্ণ খড়্গের একবার প্রহারের দ্বারা বলিকে ছেদন করিবেন। ব্রহ্ম পুরাণে বলিয়াছেন—কলিতে নর বলি ও অশ্বমেধ যজ্ঞ এবং মদ্য দ্বিজাতিগণ কর্তৃক বর্জনীয়। ৮

ইহা দ্বারা মদ্যের প্রতিনিধি তাম্র পাত্রস্থ মধু প্রভৃতির দানও নিষিদ্ধ হইল। যেহেতু প্রধানে অধিকার নাই। ইহা স্মৃতিবিৎ পণ্ডিতগণের সম্মত। তান্ত্রিকগণ এই বলেন—প্রতিনিধি দ্রব্য দিতে পারেন। ৯

অথ বলিদানপ্রয়োগঃ।

পশুং স্নাপয়িত্বা[১] দেব্যগ্রে সংস্থাপ্য[২] শ্বেতসর্ষপ-বিক্ষেপাদ্ ভূতাদীন-পসার্য্যোর্ঘ্যোদকেন তত্ত্বমুদ্রয়া সপ্তধা সংপ্রোক্ষ্যাস্ত্রেণ সংরক্ষ্য কবচেনাবগুণ্ঠ্য ধেনুমুদ্রয়াঽমৃতীকৃত্য গন্ধপুষ্পাক্ষতৈঃ সংপূজ্য পশোঃ কর্ণে পঠেৎ—ওঁ পশুপাশায় বিদ্মহে বিশ্বকর্মণে ধীমহি তন্নো জীবঃ প্রচোদয়াৎ। ততঃ হ্রীঁ কালি কালি বজ্রেশ্বরি লৌহদণ্ডায়ৈ নমঃ ইতি মন্ত্রেণ খড়্গং পূজয়েৎ। ততঃ খড়্গস্যাগ্র-মধ্য-মূলেষু ক্রমেণ পূজয়েৎ—হূঁ বাগীশ্বরী-ব্রহ্মভ্যাং নমঃ, হূঁ লক্ষ্মী-নারায়ণাভ্যাং নমঃ, হূঁ উমা-মহেশ্বরাভ্যাং নমঃ। ততঃ ওঁ ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবশক্তি-যুক্তায় খড়্গায় নমঃ ইতি সর্বত্র পূজয়েৎ। ততঃ—

ওঁ খড়্গায় খরনাশায় শক্তিকার্য্যার্থ-তৎপর !।
পশুশ্ছেদ্যস্ত্বয়া শীঘ্রং খড়্গনাথ ! নমোঽস্তু তে ॥

ইতি খড়্গং নমস্কুর্যাৎ। ততঃ ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুক-দেবতাপ্রীতি-কামঃ শ্রীঅমুকে দেবি[৩] ! ইমং পশুং তুভ্যমহং সম্প্রদদে। ততো নিবেদয়েৎ। তদ্ যথা[৪]—ওঁ যথোক্তেন বিধানেন তুভ্যমস্তু সমর্পিতম্। ততো বলিং ছিন্দ্যাৎ। ততঃ সমাংস-রুধিরং স্বর্ণাদিপাত্রে নিধায় দেব্যৈ দদ্যাৎ[৫]। ১০

অনন্তর বলিদানের প্রয়োগ কথিত হইতেছে—পশুকে স্নান করাইয়া দেবীর অগ্রে স্থাপন করিয়া, ফট্ মন্ত্রে সাতবার অভিমন্ত্রিত বিকির (শ্বেতসর্ষপ প্রভৃতি) লইয়া ওঁ অপসর্পন্তু তে ভূতা ইত্যাদি ভূতাপসারণ মন্ত্রে বিক্ষেপ দ্বারা ভূতাদিকে অপসারণ করিয়া, বলিকে তত্ত্বমুদ্রায় অর্ঘ্যোদকের দ্বারা সাত বার সংপ্রোক্ষণ করিয়া, ফট্ মন্ত্রে রক্ষা করিয়া, কবচ মন্ত্রের দ্বারা অবগুণ্ঠন করিয়া, ধেনুমুদ্রা দ্বারা অমৃতীকরণ করিয়া গন্ধপুষ্পের দ্বারা পূজা করিয়া, পশুর কর্ণে ওঁ পশুপাশায় ইত্যাদি মূলোক্ত মন্ত্র পাঠ করিবেন। তাহার পর ওঁ কালি কালি বজ্রেশ্বরি লৌহদণ্ডায়ৈ নমঃ এই মন্ত্রে খড়্গকে পূজা করিবেন। তাহার পর খড়্গের অগ্রে, মধ্যে ও মূলে যথাক্রমে মূলোক্ত তিনটি মন্ত্রে তিনটি স্থানে পূজা করিবেন। তাহার পর মূলোক্ত ওঁ খড়্গায় খরনাশায় ইত্যাদি মন্ত্রে খড়্গকে নমস্কার করিবেন। তাহার পর মূলোক্ত মন্ত্রে দেবতাকে বলি উৎসর্গ করিয়া মূলোক্ত মন্ত্রে নিবেদন করিবেন। তাহার পর বলি ছেদন করিবেন। তাহার পর মাংসের সহিত রুধির স্বর্ণাদিপাত্রে স্থাপন ও অর্চনা করিয়া দেবীকে দিবেন। ১০

১। ক+খ—পশুং দেব্যগ্রে। ২। খ—সংস্থাপ্যার্ঘ্যোদকেন সংপ্রোক্ষ্যাস্ত্রেণ। ৩। খ—শ্রী অমুকা দেবী ইমং। ৪। খ—তদ্‌যথেতি নাস্তি। ৫। খ—সৌবর্ণাদিপাত্রে। ক—রুধিরং দেব্যৈ।

রুধির-দানে[1] স্থাননির্ণয়মাহ কালিকাপুরাণে—

ছাগস্তু বামতো দদ্যান্ মহিষস্তু ভবেৎ পুরঃ।

দক্ষিণে বামতো দদ্যাদগ্রতো দেহ-শোণিতম্ ॥ ১১

তথা চ— মাহিষং পুরো দক্ষিণে বামে বা দদ্যাৎ। তথা—

সৌবর্ণে রাজতে তাম্রে কাংস্যাধারে তথৈব চ।

নিধায় দেব্যৈ দদ্যাৎ তু তদ্ রক্তং মন্ত্রপূর্বকম্ ॥ ১২

ইতি। ততোঽবশিষ্টবলিং বটুকাদিভ্যো দদ্যাৎ। যথা বায়ব্যে—হূঁ বাঁ বটুকায় নমঃ ইতি গন্ধাদিনা সম্পূজ্য এষ বলিঃ হূঁ বাঁ বটুকায় নমঃ ইতি দদ্যাৎ। এবমীশানে—হূঁ যাং যোগিনীভ্যো নমঃ। নৈঋ্ঁতে—হূঁ ক্ষাং ক্ষেত্র-পালায় নমঃ। আগ্নেয়ে—হূং গাং গণপতয়ে নমঃ। ইতি দদ্যাৎ[2]। ততঃ খড়্গস্থ-রুধিরেণ স্ব-ললাটে—

ওঁ যং যং স্পৃশামি হস্তেন যং যং পশ্যামি চক্ষুষা।

স স মে বশ্যতাং যাতু দেবরাজ-সমো যদি ॥

ওঁ ঐঁ নিত্যক্লিন্নে মদদ্রবে স্বাহা ইতি মন্ত্রদ্বয়েন তিলকং কুর্য্যাৎ। ১৩

কালিকাপুরাণে—স্নাপয়িত্বা পশুং[3] তত্র ভূষয়েৎ পুষ্পচন্দনৈঃ।

পূজয়েৎ সাধকো দেবীং বলিং মন্ত্রৈর্মুহুর্মুহুঃ ॥ ১৪

কালিকাপুরাণে রুধির দানে স্থাননিয়ম বলিতেছেন—ছাগকে বামে দিবে। মহিষ সম্মুখে দিতে হইবে অথবা দক্ষিণে বা বামে দিবে। দেহশোণিত অগ্রে দিবে।১১

এই বচন অনুসারে মহিষকে সম্মুখে বা দক্ষিণে বা বামে বলি দিবে। এইরূপ আরও বলিয়াছেন—

সুবর্ণ পাত্রে, রজত পাত্রে, তাম্র পাত্রে বা কাংস্য পাত্রে বলির রক্ত রাখিয়া মন্ত্র পাঠ পূর্বক দেবীকে সেই রক্ত দান করিবে। ১২

তাহার পর বটুকাদিগণকে অবশিষ্ট বলি দিবেন। যেমন বায়ুকোণে মূলোক্ত মন্ত্রে গন্ধাদি দ্বারা বটুককে পূজা করিয়া ঐ মন্ত্রে বলি দিবেন। এইরূপ ঈশান কোণে, নৈঋ্ঁত কোণে ও আগ্নেয় কোণে যথাক্রমে যোগিনীগণ, ক্ষেত্রপাল ও গণপতিকে পূজা করিয়া বলি দিবেন। তাহার পর মূলোক্ত যং যং ইত্যাদি এবং ওঁ ঐং নিত্যক্লিন্নে ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয়ে খড়্গস্থ রুধিরের দ্বারা ললাটে তিলক দিবেন। ১৩

কালিকাপুরাণে বলিয়াছেন—সেই বলির স্থানে বলিকে স্নান করাইয়া পুষ্প

১। খ—রুধিরদানে ইত্যাদি—তদ্রক্তং মন্ত্র-পূর্বকমিতীত্যন্তঃ পাঠো নাস্তি। ২। খ—ইতি দদ্যাদিত্যনন্তরং কালিকাপুরাণে—স্নাপয়িত্বেত্যাদি পাঠঃ। ৩। খ—বলিং তত্র।

উত্তরাভিমুখো ভূত্বা বলিং পূর্বমুখং তথা।
নিরীক্ষ্য সাধকঃ পশ্চাদিমং মন্ত্রমুদীরয়েৎ॥ ১৫

স চ মন্ত্রঃ—ছাগ! ত্বং বলিরূপেণ ইত্যাদিঃ। অত্র তু তান্ত্রিকোৎসর্গে ন প্রযুজ্যতে। ১৬

তথা তত্রৈব—প্রভূত-বলিদানে তু দ্বৌ বা ত্রীনগ্রতঃ[1] কৃতান্।
পূজয়েৎ প্রমুখান্[2] কৃত্বা সর্বাংস্তন্ত্রেণ সাধকঃ। ১৭

তথা— স্থানে নিয়োজয়েদ্ রক্তং[3] শিরশ্চ সপ্রদীপকম্।
ছেদয়েৎ তীক্ষ্ন-খড়্গেন বলিং পূর্বাননং তু তম্।
অথবোত্তর-বক্ত্রং তং স্বয়ং পূর্বমুখস্তথা॥ ১৮

ভবিষ্যে— বলিং যে চ প্রযচ্ছন্তি সর্বভূত-বিনাশনম্।
তেষান্তু তুষ্যতে দেবী যাবৎ কল্পন্তু শাঙ্করম্॥ ১৯

ও চন্দনাদি দ্বারা ভূষিত করিয়া সাধক দেবীর বলিকে মন্ত্রের দ্বারা মুহুর্মুহু পূজা করিবে। ১৪

সাধক উত্তরাভিমুখ হইয়া পূর্বমুখ (দেবতার সম্মুখ-মুখ) বলিকে নিরীক্ষণ করিয়া পরে এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবে। ১৫

সেই মন্ত্র হইতেছে—ছাগ! ত্বং বলিরূপেণ ইত্যাদি। সেই মন্ত্র কিন্তু তান্ত্রিক উৎসর্গে প্রযুক্ত হয় না। ১৬

সেই কালিকাপুরাণে এইরূপ আরও বলিয়াছেন—প্রভূত বলিদান স্থলে সাধক দুইটি বা তিনটি পশুকে অগ্রে করিয়া ও প্রধান করিয়া তন্ত্রতা (সকলের উদ্দেশ্যে এক-স্থানে প্রবৃত্তি) প্রযুক্ত সকলকে পূজা করিবে। (বিশেষ বিধি না থকিলে তন্ত্রের দ্বারা পূজা অর্থাৎ বহু ব্যক্তির পূজার উদ্দেশ্যে তাঁহাদের পূজার সিদ্ধির জন্য এক জনের যে পূজা, তাহাই তন্ত্রের দ্বারা পূজা)। ১৭

সেখানে আরও বলিয়াছেন—স্থানে (পাত্রে) রক্ত রাখিবে। মস্তককে সপ্রদীপ করিবে অর্থাৎ মস্তকে প্রদীপ রাখিবে। পূর্বমুখ (দেবতার সম্মুখ মুখ) সেই বলিকে তীক্ষ্ণধার খড়্গের দ্বারা ছেদন করিবে। অথবা নিজে পূর্বমুখ হইয়া উত্তর মুখ বলিকে সেই প্রকারে ছেদন করিবে। ১৮

ভবিষ্য পুরাণে বলিয়াছেন—যে ব্যক্তিগণ দেবীকে সর্বভূত-বিনাশন অর্থাৎ প্রচুর পশু বলি প্রদান করে, তাহাদের প্রতি দেবী শাঙ্কর (দৈব) কল্প পর্যন্ত প্রীত হন। ১৯

১। খ—দ্বৌ বা ত্রীন্ বাগ্রতঃ। ২। খ—সম্মুখান্। ৩। ক—নিযোজয়েদ্ বক্তং।

সর্বভূত-বিনাশনমিতি। সর্বভূতানি বিহিত-মহিষাদীনি বিনাশ্যন্তে যস্মিন্ বলাবিতি। চর্মণি দ্বীপিনং হন্তীতিবন্ নিমিত্ত-সপ্তমীতি স্মার্ত্তাঃ। ২০

যজ্ঞপার্শ্বঃ—উষ্ট্রো বা যদি বা মেষশ্ছাগো বা যদি বা হয়ঃ।
পশুস্থানে নিযুক্তানাং পশুশব্দোঽভিধীয়তে[১] ॥ ২১

কালিকাপুরাণে—শোণিতং মন্ত্রপূতঞ্চ শীর্ষং পীযূষমুচ্যতে।
তস্মাচ্চ পূজনে দদ্যাদ্ বলেঃ শীর্ষঞ্চ শোণিতম্ ॥ ২২

তথা[২]— পূজাসু নাঽঽম-মাংসানি দদ্যাদ্ বৈ সাধকোত্তমঃ[৩]।
ঋতে তু লোহিতং শীর্ষমমৃতং তৎ তু জায়তে ॥ ২৩

ভবিষ্যপুরাণে—অজানাং মহিষাণাঞ্চ মেষাণাঞ্চ তথা বধাৎ।
প্রীণয়েদ বিধিবদ্ দুর্গাং মাংস-শোণিত-তর্পণৈঃ ॥ ২৪

দুর্গায়া দর্শনং পুণ্যং দর্শনাদভিবন্দনম্।
বন্দনাৎ স্পর্শনং শ্রেষ্ঠং স্পর্শনাদভিপূজনম্ ॥ ২৫

সর্বভূত-বিনাশনম্ এই পদটির ব্যাস বাক্যের অর্থ হইতেছে—সমস্ত ভূত অর্থাৎ বিহিত মহিষ প্রভৃতি পশু সমূহ বিনাশিত হয় যাহাতে অর্থাৎ যে বলিতে, সেই বলি সর্বভূত বিনাশন বলি। চর্মণি দ্বীপিনং হন্তি অর্থাৎ চর্মের নিমিত্ত হস্তীকে বধ করিতেছে—এইস্থলে সপ্তমীর ন্যায় যস্মিন্ বলৌ এই স্থলেও নিমিত্ত অর্থে সপ্তমী হইয়াছে, ইহা স্মার্ত্ত বলেন। ২০

যজ্ঞপার্শ্ব বলিয়াছেন—যদি বা উষ্ট্র, যদি বা মেষ অথবা ছাগ অথবা অশ্ব—ইহারা যদি পশুস্থানে নিযুক্ত হয়, তবে তাহারা পশুশব্দ বোধ্য হয়। ২১

কালিকা পুরাণে বলিয়াছেন—মন্ত্রপূত শোণিত ও শীর্ষ অমৃত কথিত হয়। অতএব দেবীর পূজাতে বলির মস্তক ও শোণিত প্রদান করিবে। ২২

আরও বলিয়াছেন—সাধক শ্রেষ্ঠ দেবীর পূজায় শোণিত ও মস্তক ব্যতীত পৃথক্‌ভাবে আম (কাঁচা) মাংস কখনও দিবে না। সেই শোণিত ও মস্তক কিন্তু অমৃত হইয়া থাকে। ২৩

ভবিষ্য-পুরাণে বলিয়াছেন—ছাগল, মহিষ ও মেষ সমূহের বিধিপূর্বক বধজাত মাংস ও শোণিতের তর্পণ সমূহের দ্বারা দুর্গাকে প্রীত করিবে। ২৪

দুর্গার দর্শন পুণ্য, দর্শন হইতে অভিবন্দন শ্রেষ্ঠ, অভিবন্দন হইতে স্পর্শন আরও

১। ক+খ—বিধীয়তে। ২। ক—তথেতি নাস্তি। ৩। খ—সাধকঃ কচিৎ।

পূজনাৎ স্নপনং শ্রেষ্ঠং স্নপনাৎ তর্পণং স্মৃতম্।
তর্পণান্ মাংসদানন্তু মহিষাজ-নিপাতনম্ ॥ ২৬

মহিষোঽজো নিপাত্যতে যত্র মাংস-দানে তৎ তথা। তথা—

সমেকমেকং বরদা তৃপ্তা ভবতি চণ্ডিকা।
রুধিরেণোরণস্যেহ তর্পিতা বিধিবন্ নৃপ! ॥ ২৭

সমেকং—বৎসরম্। যব্যো মাসঃ সমেকং সংবৎসরমিতি শ্রুতেঃ। উরণো মেষঃ। ২৮

তথা— অজস্য দশবর্ষাণি রুধিরেণ সুতর্পিতা।
মহিষেণ শতং বীর! তৃপ্তা ভবতি চণ্ডিকা ॥ ২৯
সহস্রং তৃপ্তিমায়াতি স্বদেহ-রুধিরেণ তু।
তর্পিতা বিধিবদ্ দুর্গা ভিত্ত্বা বাহূরু-জঙ্ঘকে ॥ ৩০
নারেণ শিরসা বীর! পূজিতা বিধিবন্ নৃপ!
তৃপ্তা ভবেদ্ ভৃশং দুর্গা বর্ষাণাং লক্ষমেব তু ॥ ৩১

শ্রেষ্ঠ। স্পর্শন হইতে অভিপূজন আরও শ্রেষ্ঠ, পূজা হইতে স্নপন আরও শ্রেষ্ঠ, স্নপন হইতে তর্পণ আরও শ্রেষ্ঠ কথিত হইয়াছে। তর্পণ হইতে মহিষ, ছাগলের বধবিশিষ্ট মাংস আরও শ্রেষ্ঠ। ২৫-২৬

মহিষ ও অজ নিহত হয় যে মাংসদানে, তাহাই মহিষাজ নিপাতন মাংসদান। আরও বলিয়াছেন—হে নৃপ। দেবীর পূজায় বিধিবৎ উরণের (মেষের) রুধিরের দ্বারা দেবী চণ্ডিকা তর্পিতা হইলে এক বৎসর যাবৎ তৃপ্তা হইয়া থাকেন। ২৭

সমেকং—বৎসর। যেহেতু "যব্যো মাসঃ সমেকং বৎসরম্" এই শতপথ ব্রাহ্মণ বাক্য শ্রুত হইয়া থাকে। উরণ—মেষ। ২৮

আরও বলিয়াছেন—ছাগলের রুধিরের দ্বারা চণ্ডিকা দশ বৎসর যাবৎ পরম প্রীতা হইয়া থাকেন। হে বীর। মহিষের রুধিরের দ্বারা শত বৎসর যাবৎ তৃপ্তা হইয়া থাকেন। ২৯

বিধিবৎ বাহু, উরু ও জঙ্ঘাদ্বয়কে বিদীর্ণ করিয়া নিজ দেহের রুধিরের দ্বারা দেবী চণ্ডিকা তর্পিতা হইলে সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত তৃপ্তি পাইয়া থাকেন। ৩০

হে বীর নৃপ। নরের মস্তকের দ্বারা দেবী দুর্গা বিধিবৎ পূজিতা হইলে এক লক্ষ বর্ষ পর্য্যন্ত অত্যন্ত তৃপ্তা হইয়া থাকেন। ৩১

কালিকাপুরাণে—নাভেরধস্তাদ্ রুধিরং পৃষ্ঠভাগস্য চ প্রিয়ে[১] ! ।
স্বগাত্র-রুধিরং দদ্যান্ন কদাচিৎ তু সাধকঃ ॥ ৩২

নৌষ্ঠস্য চিবুকস্যাপি নেন্দ্রিয়াণাঞ্চ মানবঃ ।
কণ্ঠাধো নাভিতশ্চোর্দ্ধং বাহ্বোঃ পাণিমৃতে তদা ।
প্রদদ্যাদ্ রুধিরং ঘাতং নাতি[২] কুর্য্যাচ্চ সাধকঃ ॥ ৩৩

গণ্ডয়োশ্চ ললাটস্য ভ্রুবোর্মধ্যস্য শোণিতম্ ।
কর্ণাগ্রস্য চ বাহ্বোশ্চ স্তনয়োরধরস্য চ ॥ ৩৪

কণ্ঠাধো নাভিতশ্চোর্দ্ধং হৃদ্ভাগস্য যতস্ততঃ ।
পার্শ্বয়োশ্চাপি রুধিরং দুর্গায়ৈ বিনিবেদয়েৎ ॥ ৩৫

ন গুল্‌ফতো অসৃগ্ দদ্যাজ্জত্রোর্নাপি চ সাধকঃ ।
ন চ রোগাবিলাদঙ্গান্নান্যঘাতাচ্চ ভৈরব ! ।
তদর্থকৃত-ঘাতাচ্চ নাশ্রদ্ধঃ ক্ষুব্ধমানসঃ[৩] ॥ ৩৬

কালিকাপুরাণে বলিয়াছেন—হে প্রিয়ে ! সাধক নিজের গাত্র রুধির দেবীকে নিবেদন করিবে। নাভির অধোদেশের ও পৃষ্ঠভাগের রুধির কখনও দেবী দুর্গাকে দিবে না। ৩২

মানব রুধির দানকালে ওষ্ঠ, চিবুক ও ইন্দ্রিয় সমূহের রক্ত দিবে না এবং পাণি (করতল) ছাড়া বাহুর, কণ্ঠের অধোদেশ ও নাভির ঊর্ধ্বদেশ হইতে রুধির দান করিবে। সাধক অতিঘাত (অতিক্ষত) করিবে না। ৩৩

গণ্ডদ্বয়ের, ললাটের, ভ্রূমধ্যের, কর্ণাগ্রের, বাহুদ্বয়ের, স্তনদ্বয়ের, অধরের, কণ্ঠের অধো ও নাভির ঊর্ধ্বে হৃৎপ্রদেশের যে কোন স্থানের ও দুই পার্শ্বের রুধির দুর্গাকে নিবেদন করিবে। ৩৪-৩৫

সাধক গুল্‌ফ হইতে রক্ত দিবে না, জত্রু (স্কন্ধ ও বক্ষঃস্থলের সন্ধি) হইতেও রক্ত দিবে না। হে ভৈরব ! রোগ কলুষিত অঙ্গ হইতেও রক্ত দিবে না। অন্য আঘাত জনিত রক্তও দিবে না। শ্রদ্ধাহীন ও ক্ষুব্ধচিত্ত হইয়া তজ্জনিত অর্থাৎ বিকলাঙ্গের উদ্দেশ্যে আঘাত হইতে উৎপন্ন রক্ত দান করিবে না। বলিতে রক্তদানের উদ্দেশ্যে আঘাত জনিত রক্ত দিবে। ৩৬

১। খ—পৃষ্ঠস্যাংশস্য চাশ্রয়ে। ২। খ—ঘাতং নাভি।

৩। খ—মানস ইত্যনন্তরং—ইত্যত্রাপীত্যধিকঃ।

স্রুত-রক্তং প্রদদ্যাৎ তু পদ্মপুষ্পস্য পত্রকে।
সৌবর্ণে রাজতে পাত্রে কাংস্যে ফালে চ বা নরঃ।
নিধায় দেব্যৈ দদ্যাৎ তু তদ্ রক্তং মন্ত্রপূর্বকম্[১] ॥ ৩৭

বাহ্বোরিতি। পাণিং করতলং বিনা বাহ্বোরিত্যর্থঃ। ফালে ফলসম্বন্ধিনি নারিকেল-পাত্রাদৌ। ৩৮

তথা তত্রৈব—হননে[২] ছুরিকা-খড়্গ-সঙ্কুলাদি যদস্ত্রকম্।
ঘাতেন বৃহদস্ত্রস্য মহাফলমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৩৯
পদ্মপুষ্পস্য পত্রন্তু যাবদ্ গৃহ্ণাতি শোণিতম্।
তৎপ্রমাণ-চতুর্ভাগাধিকং রক্তন্তু সাধকঃ।
ন কদাচিৎ প্রদদ্যাৎ তু নাঙ্গচ্ছেদং সমাচরেৎ ॥ ৪০
যঃ স্বহৃদয়-সংজাতং[৩] মাংসং মাষ-প্রমাণতঃ।
তিল-মুদ্গ-প্রমাণং বা দেব্যৈ দদ্যাৎ তু ভক্তিতঃ।
ষণ্মাসাভ্যন্তরে তৎ তু কামমিষ্টমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৪১
বাহ্বোস্তু স্কন্ধয়োর্বাপি ন দদ্যাদ্ দীপ-বর্ত্তিকাম্।
হৃদয়ে বা স্নেহপাত্রং বিনা ভক্ত্যা তু সাধকঃ ॥ ৪২

মানব পদ্মপুষ্পের পাতায় ক্ষরিত রক্ত দান করিবে। অথবা সুবর্ণ পাত্রে, রজত পাত্রে, কাংস্যপাত্রে বা ফালে (নারিকেলাদি ফলের পাত্রে) সেই রক্ত রাখিয়া মন্ত্রপাঠ পূর্বক দেবীকে দান করিবে। ৩৭

বাহ্বোঃ এই কথার অর্থ—পাণি অর্থাৎ করতল ছাড়া বাহুর রক্ত। ফালে—ফল সম্বন্ধি নারিকেলের পাত্রাদিতে। ৩৮

সেখানে আরও এইরূপ বলিয়াছেন—হনন বিষয়ে চুরিকা, খড়্গ, সঙ্কুল প্রভৃতি যে যে অস্ত্র আছে, তাহার মধ্যে বৃহৎ অস্ত্রের আঘাতের দ্বারা মহাফল লাভ করিবে। ৩৯

পদ্ম পুষ্পের পত্র যে পরিমাণ রক্তগ্রহণ (ধারণ) করে, সাধক সেই পরিমাণের চারিভাগের অধিক রক্ত কখনও দিবে না, অঙ্গচ্ছেদও করিবে না। ৪০

যে ব্যক্তি ভক্তির সহিত নিজের হৃদয় সঞ্জাত মাংস মাষপ্রমাণ বা তিল মুগ প্রমাণ দেবীকে দান করে, সে ছয় মাসের মধ্যে প্রিয় অভিলষিত বিষয় লাভ করে। ৪১

সাধক বাহুদ্বয়ে অথবা স্কন্ধদ্বয়ে অথবা হৃদয়ে দীপবাতি দিবে না। স্নেহপাত্র বিনাই ভক্তিপূর্বক দেবীকে তাহা দান করিবে। ৪২

১। খ—মন্ত্রপূর্বকমিত্যনন্তরং ফালে। ২। ক—ক্ষণনে। ৩। খ—স্বহৃদয়সংঘাতমাংসং।

ক্ষণমাত্রেণ তদ্দীপ-প্রদানস্য ফলং শৃণু।
ভুক্ত্বা চ বিপুলান্ ভোগান্ দেবীগেহে যথেচ্ছয়া।
কল্পত্রয়ন্তু সংস্থায় সার্বভৌমো নৃপো ভবেৎ ॥ ৪৩
মহিষস্য শিরশ্ছিন্নং সপ্রদীপং শিবা-পুরঃ[১]।
হস্তাভ্যাং যঃ সমাদায় অহোরাত্রন্তু তিষ্ঠতি ॥ ৪৪
স চিরায়ুঃ পূত-মূর্ত্তিরিহ ভুক্ত্বা মনোরথান্।
ভোগস্যান্তে মদ্‌গৃহগো গণানামধিপো ভবেৎ[২] ॥ ৪৫
নরস্য শীর্ষমাদায় সাধকো দক্ষিণে করে।
বামে সরুধিরং পাত্রং গৃহীত্বা নিশি জাগ্রতঃ ॥ ৪৬
যাবদ্ রাত্রিং স্থিতো মর্ত্ত্যো রাজা ভবতি চেহ বৈ[৩]।
মৃতে মম পুরং প্রাপ্য গণানামধিপো ভবেৎ ॥ ৪৭
ক্ষণমাত্রং বলীনাং যঃ শিরোরক্তং করদ্বয়ে।
গৃহীত্বা চিন্তয়েদ্ দেবীং পুরস্তিষ্ঠতি মানবঃ।
স কামানিহ সংপ্রাপ্য দেবীলোকে মহীয়তে ॥ ৪৮

ক্ষণমাত্রে সেই দীপদানের ফল শ্রবণ কর। যে দীপ দান করে, সে বিপুল ভোগ ভোগ করিয়া দেবীগৃহে যথেচ্ছভাবে তিন কল্প অবস্থান করিয়া সার্বভৌম রাজা হইবে। ৪৩

যে মানব দুই হস্তে প্রদীপ সহিত মহিষের ছিন্ন মস্তক লইয়া দেবীর সম্মুখে অহোরাত্র অবস্থান করে। সেই পবিত্র মূর্ত্তি ব্যক্তি দীর্ঘায়ু হইয়া অভিলষিত ভোগ্য ভোগ করিয়া ভোগের অন্তে আমার গৃহবাসী হইয়া আমার গণগণের অধিপতি হইয়া থাকে। ৪৪-৪৫

(ওরে পুত্র!) যে সাধক দক্ষিণ হস্তে নরের মস্তক, বামহস্তে রুধির পাত্র লইয়া রাত্রি জাগরণ পূর্বক যাবৎ রাত্রি অবস্থান করে, সে মানব ইহলোকে নিশ্চয় রাজা হয়। মৃত্যুর পর সে আমার গৃহলাভ করিয়া গণগণের অধিপতি হয়। ৪৬-৪৭

যে ব্যক্তি করদ্বয়ে বলির মস্তকের রক্ত লইয়া ক্ষণমাত্র দেবীকে চিন্তা করে ও দেবতার সম্মুখে অবস্থান করে, সে সমস্ত কাম্য বস্তু প্রাপ্ত হইয়া দেবীলোকে সম্মানিত হয়। ৪৮

১। ক—শিবা পুনঃ। ২। ক—মধিপো ভবেদিত্যনন্তরং ক্ষণমাত্রং বলীনামিত্যাদি পাঠঃ। মধ্যবর্ত্তিশ্লোকদ্বয়ং নাস্তি। ৩। খ—চেহ রে। মুদ্রিত কালিকাপুরাণে—যাবদ্রাত্রং, চেহ বৈ।

মহামায়ে ! জগন্মাতঃ ! সর্বকাম-প্রদায়িনি ! ।
দদামি দেহরুধিরং প্রসীদ বরদা ভব ॥ ৪৯
ইত্যুক্ত্বা মূলমন্ত্রেণ নাতিপূর্বং[১] বিচক্ষণঃ ।
স্বগাত্র-রুধিরং দদ্যাৎ সাধকঃ সিদ্ধিমানসঃ ॥ ৫০
যেনাত্মমাসং সত্যেন দদামি স্ববিভূতয়ে ।
নির্বাণং তেন সত্যেন দেহি হুঁ হুঁ নমো নমঃ ।
ইত্যনেন তু মন্ত্রেণ স্বমাংসং বিতরেদ্ বুধঃ ॥ ৫১

পুনস্তত্রৈব—স্বগাত্র-রুধিরং দত্ত্বা আত্মহত্যামবাপ্নুয়াৎ ।
মদ্যং দত্ত্বা ব্রাহ্মণস্তু ব্রাহ্মণ্যাদেব হীয়তে ॥ ৫২
ন কৃষ্ণসারমিতরে বলিস্তু ক্ষত্রিয়াদয়ঃ ।
দদতঃ কৃষ্ণসারস্তু ব্রহ্মহত্যামবাপ্নুয়ুঃ ।
প্রদানে কৃষ্ণসারস্য মন্ত্রোঽয়ং সমুদীরিতঃ ॥ ৫৩
কৃষ্ণসার ! ব্রহ্মমূর্ত্তে ! ব্রহ্মতেজোবিবর্দ্ধন ! ।
চতুর্বেদময় ! প্রাজ্ঞ ! প্রজ্ঞাং দেহি যশো মহঃ[২] ॥ ৫৪

বিচক্ষণ-সিদ্ধিকামী সাধক মূলোক্ত "মহামায়ে জগন্মাতঃ ইত্যাদি মূলোক্ত প্রার্থনা শ্লোক পড়িয়া মূলমন্ত্রের দ্বারা দেবীকে নিজের গাত্ররুধির অনতিপূর্বেই অর্থাৎ অবিলম্বে দান করিবে । ৪৯-৫০

প্রার্থনা শ্লোকের অর্থ—হে মহামায়ে । হে জগন্মাতঃ । হে সর্বকাম প্রদায়িনি ! আমি আপনাকে নিজের দেহ-রুধির দিতেছি । তুমি প্রসন্না ও বরপ্রদা হও ।

পণ্ডিত সাধক 'যেনাত্মমাংসং' ইত্যাদি মূলোক্ত মন্ত্রের দ্বারা নিজের মাংস দেবীকে দান করিবে । ৫১

পুনরায় সেইখানে আরও বলিয়াছেন—ব্রাহ্মণ কিন্তু নিজের গাত্র রুধির দেবীকে দিয়া আত্মহত্যাজনিত পাপ অর্জন করিবে এবং দেবীকে মদ্য দান করিয়া ব্রাহ্মণত্ব হইতে প্রচ্যুত হয় । ৫২

ক্ষত্রিয় প্রভৃতি অন্যান্য বর্ণের ব্যক্তিগণ কৃষ্ণসার মৃগকে বলি দিবেন না । কৃষ্ণসার মৃগকে বলি দিয়া ব্রহ্মহত্যা জনিত পাপ প্রাপ্ত হইবে । কৃষ্ণসার বলি প্রদানের কৃষ্ণসার ! ব্রহ্মমূর্ত্তে । ইত্যাদি মন্ত্র কথিত হইয়াছে । ৫৩

মূলোক্ত ঐ মন্ত্রের অর্থ—হে কৃষ্ণসার । হে ব্রহ্মমূর্ত্তে ! হে ব্রহ্মতেজঃ বিবর্দ্ধক ! হে চতুর্বেদময় প্রাজ্ঞ ! আমাকে প্রজ্ঞা দাও, যশঃ দাও, তেজঃ দাও । ৫৪

১। খ—নতিঃ পূর্বং । ২। ক—মহঃ ইত্যনন্তম্—অত্রৈব—মহানবম্যামিত্যাদি—কল্পমন্ত্রেণ সন্ধিতঃ ইত্যন্ত-পাঠো নাস্তি ।

শত্রুবলিঃ

অত্রৈব—মহানবম্যাং-শরদি রাত্রৌ স্কন্দ-বিশাখয়োঃ।
যবচূর্ণময়ং কৃত্বা রিপুং মৃণ্ময়মেব বা ॥ ৫৫
শিরশ্ছিত্ত্বা বলিং দদ্যাৎ কৃত্বা তস্য তু মন্ত্রতঃ।
অনেনৈব তু মন্ত্রেণ খড়্গামামন্ত্র্য যত্নতঃ ॥ ৫৬
রক্তং কিলিকিলী ঘোরং ঘোরাধারবিহিংসকঃ[১]।
ব্রহ্মশিখাদ্বিকমক্ষমমুকং চারিসত্তমম্[২] (?) ॥ ৫৭
টান্তো[৩] বিসর্গসহিতঃ স চ বিন্দুযুতোঽপরঃ।
ব্রহ্মাগ্নিযোগশ্চন্দ্রেণ[৪] বিন্দুনা চ সমন্বিতঃ ॥
ফড়ন্তো বলিষু প্রোক্তঃ খড়্গো স্কন্দবিশাখয়োঃ ॥ ৫৮
রক্তদ্রব্যৈঃ সেচয়িত্বা কৃত্রিমং তং রিপুং বলিম্।
কুচন্দনস্য তিলকং ললাটে বিনিবেশ্য চ ॥ ৫৯
রক্তমাল্যধরং কৃত্বা রক্তবস্ত্র-ধরং তথা।
কণ্ঠে বদ্ধা রক্তসূত্রৈর্নাভৌ শল্যঞ্চ[৫] কৃত্রিমম্ ॥ ৬০

এইখানে আরও বলিয়াছেন—শরৎকালে মহানবমীর রাত্রিতে স্কন্ধ ও বিশাখের মন্ত্রে শত্রুবলি দিবে। যবচূর্ণময় বা মৃণ্ময় শত্রুমূর্ত্তি নির্মাণ করিয়া যত্ন পূর্বক বক্ষ্যমাণ সেই সেই মন্ত্রের দ্বারা খড়্গ অভিমন্ত্রিত করিয়া তদ্দ্বারা শত্রুমূর্ত্তির মস্তক ছেদন করিয়া বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে বলি দিবে। ৫৫-৫৬

সেই বক্ষ্যমাণ মন্ত্র হইতেছে—রক্তং কিলিকিলী ঘোরং ঘোরাধার-বিহিংসকঃ ইহার পর ব্রহ্মশিখাদ্বয় (ওঁওঁ) ও অক্ষ (ক্ষ্রীং) অমুকং অরিসত্তমং বিসর্গ সহিত টান্ত (ঠ) ও বিন্দু সহিত সেই ঠ অর্থাৎ ঠঃ ঠং (স্বাহা)। তাহাতে মন্ত্রটী হইল—রক্তং কিলিকিলী ঘোরং ঘোরাধার-বিহিংসকঃ ওঁওঁ ক্ষ্রীং অমুকং অরিসত্তমং স্বাহা (?)।

খড়্গের মন্ত্রটী হইল—ব্রহ্ম (ক) ও অগ্নি (র) যোগ অর্থাৎ ক্র। উহা চন্দ্র (ঈ) ও বিন্দু (ং) দ্বারা যুক্ত, তাহাতে ক্রীং হইল। উহা ফট্ অন্ত হইবে। তাহাতে মন্ত্রটী হইল ক্রীং ফট্। স্কন্দ ও বিশাখার বলি বিষয়ে খড়্গের এই মন্ত্র কথিত হইয়াছে। ৫৭-৫৮

সেই কৃত্রিম শত্রু বলিকে রক্ত দ্রব্য (রক্তচন্দন) দ্বারা সেচন করিয়া কুচন্দন (রক্তচন্দন) দ্বারা ললাটে তিলক দিয়া রক্তমাল্যধারী করিয়া রক্তবস্ত্র ধর করিয়া

১। নবভারত ও বঙ্গবাসী মুদ্রিত কালিকাপুরাণে—রক্তং কিলিকিলি ঘোরঘোরোধারবিহিংসকঃ।
২। খ—ব্রহ্মশিখাদ্বিকামক্ষমমুকং চারিমুত্তমম্। মুঃ পুরাণে—ব্রহ্মশিষ্যাদ্বিকাশিষ্য ৩। খ—ঠান্তঃ। মুদ্রিত পুরাণদ্বয়ে মান্তঃ। সেখানে পাদটীকায় পাঠান্তর—তান্তঃ। ৪। খ—ব্রহ্মাগ্নিযোগশ্চ তন্ত্রেণ (যোগশ্চন্দ্রেণ)। মুদ্রিত পুরাণদ্বয়ে—ব্রহ্মাগ্নির্যোগচন্দ্রেণ খড়্গাস্কন্দবিশাখয়োঃ। ৫। খ—নাভৌ মাল্যঞ্চ।

দত্ত্বোত্তরশিরস্কং[১] তং কৃত্বা খড়্গেন ছেদয়েৎ।
শিরস্তস্য ততো দদ্যাৎ স্কন্দমন্ত্রেণ মন্ত্রিতম্[২] ॥ ৬১

ইতি বলিবিধিঃ।

অথ পূজাস্থানম্

কালিকাপুরাণে—যত্র তত্র নরঃ পূজাং নির্জনে কুরুতে চ যঃ।
তস্যাদত্তে স্বয়ং দেবী পত্রং পুষ্পং ফলং জলম্ ॥ ৬২
শিলা প্রশস্তা পূজায়াং স্থণ্ডিলং নির্জনং তথা।
উষরে কৃমি-সংযুক্তে স্থানেঽমৃষ্টেঽপি নার্চয়েৎ[৩] ॥ ৬৩

কণ্ঠে রক্ত সূত্র বাঁধিয়া নাভিতে কৃত্রিম শল্য (শলাকা) দিয়া তাহাকে উত্তরশিরস্ক করিয়া খড়্গের দ্বারা ছেদন করিবে। তাহার পর তাহার মস্তককে স্কন্দ মন্ত্রের দ্বারা অভিমন্ত্রিত করিয়া দেবীকে দিবে। ৫৯-৬১

টিপ্পনী। শরৎকালে দুর্গাপূজার নবমীতে যবময় শত্রুর ছিন্ন মস্তক স্কন্দ মন্ত্রের দ্বারা অভিমন্ত্রিত করিয়া নিবেদন করিতে কালিকাপুরাণ বলিয়াছেন। স্কন্দ ও বিশাখের মন্ত্রোদ্ধারে সেখানে উক্ত হইয়াছে—চতুর্দশস্বরাগ্নিভ্যাং সম্পৃক্তং স্যাৎ পুরঃসরম্। পরতঃ পরতঃ পূর্বং চন্দ্রবিন্দু-সমন্বিতম্। স্কন্দস্য মূলমন্ত্রোঽয়ং তেন তস্মৈ বলিং হরেৎ। চতুর্দশ-স্বরাগ্নিভ্যাং তৃতীয়স্তু চ পূর্ববৎ। প্রোক্তো বিশাখ মন্ত্রোঽয়ং তেন তস্মৈ বলিং হরেৎ। ইহার অনুবাদে যে মন্ত্র উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা এরূপ মূল হইতে যে উদ্ধৃত হইতে পারে না, এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই। শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ প্রভৃতি ইহার সংশোধনে বিন্দুমাত্র চেষ্টা করেন নাই। বহুপ্রকার মুদ্রিত দুর্গাপূজা পদ্ধতিতেও ইহার উল্লেখ নাই। আমি বহু চেষ্টা করিয়াও ইহার সংশোধনে সফল হই নাই। গ্রন্থকার এই মন্ত্রগুলি এখানে কেন লিখেন নাই, তাহাও বুঝিতে পারি নাই। আমার মনে হয়, গ্রন্থকার যে কালিকাপুরাণ অবলম্বন করিয়া এই প্রকরণ লিখিয়াছেন। তাহা অশুদ্ধ প্রায়। তাহা হইতে বিশুদ্ধ মন্ত্রের উদ্ধার সম্ভব নহে বুঝিয়া সেই মন্ত্রগুলি তিনি লিখেন নাই। ৬১

বলিবিধি সমাপ্ত হইল।

অনন্তর পূজাস্থান কথিত হইতেছে। কালিকাপুরাণে বলিয়াছেন—যে মানব যেখানে সেখানে নির্জনে দেবীর পূজা করে, সেই দেবী তাহার প্রদত্ত পত্র, পুষ্প, ফল ও জল স্বয়ং গ্রহণ করেন। ৬২

পূজাতে শালগ্রাম শিলা প্রশস্তা। স্থণ্ডিল ও নির্জন স্থান প্রশস্ত। উষর (ক্ষার-মৃত্তিকাযুক্ত) স্থানে, কৃমিকীট সংযুক্ত স্থানে এবং অশুদ্ধ স্থানেও পূজা করিবে না। ৬৩

১। খ—দত্ত্বোত্তরশিরস্কন্ধং। ২। খ—মন্ত্রিতঃ।

৩। খ—নার্চয়েদিত্যনন্তরং অথাশৌচাদাবিত্যাদ্যিতদ্ বচনং শুদ্ধিনির্ণয়েঽপি লিখিতমিত্যন্তঃ পাঠো নাস্তি। নার্চয়েদিত্যনন্তরম্—অথ পূজাদ্যনধিকারিত্বং। কালিকাপুরাণে অশুচির্নেত্যাদি পাঠঃ।

অথাশৌচাদৌ বর্জ্যাবর্জ্যনিয়মঃ।

অশৌচন্তু বিহিতকর্মাধিকারবিরোধী অদৃষ্টবিশেষঃ। দেবলঃ (১)—

সন্ধ্যাং পঞ্চ মহাযজ্ঞান্ নৈত্তিকং স্মৃতি-কর্ম চ।
তন্মধ্যে হাপয়েৎ তেষাং দশাহান্তে পুনঃ ক্রিয়া॥ ২

পঞ্চযজ্ঞানাহ মনুঃ—অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণম্।
হোমো দৈবো বলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোঽতিথি-পূজনম্॥ ৩

দৈবো দেবযজ্ঞঃ, ভৌতো ভূতযজ্ঞঃ। নৈত্তিকং বৈদিকশ্রাদ্ধাদি, স্মৃতি-কর্ম বৈধস্নানাদি। অত্র চ "ন মুহূর্ত্তমপ্যপ্রয়তঃ স্যাদি"ত্যাপস্তম্ব-বচনাদস্পৃশ্য-স্পর্শনাদৌ শৌচস্য স্বকৃতি-সাধ্যত্বাৎ তদর্থং স্নানাদি কর্ত্তব্যম্, মূত্রপুরীষ-ত্যাগাদি-স্থানীয়-শৌচনিমিত্তক-প্রক্ষালনাদিবৎ। এবং ভোজনাশ্রিতত্বাৎ প্রাণাহুত্যাদি-দানঞ্চ কার্য্যম্। এবঞ্চ কর্মাভ্যন্তরে কদাচিদপ্রায়ত্যে স্নানাদিকং নৈমিত্তিকাঙ্গত্বান্ন ব্যবধায়কম্। অতঃ পূর্বং কৃতানাং কতিপয়-ক্রিয়া-ভাগানাং ন পুনঃ-করণমিতি স্মার্ত্তাঃ। ৪

তন্মধ্যে—অশৌচমধ্যে। হাপয়েৎ—ত্যজেৎ। তেষাং—সন্ধ্যাদীনাম্। দশাহান্তে—তত্তদশৌচান্তোত্তর-দিনে। অভিবাদয়েদিত্যনুবৃত্তৌ শঙ্খঃ—

অনন্তর অশৌচে বর্জনীয় ও অবর্জনীয় নিয়ম কথিত হইতেছে। অশৌচ হইতেছে —বিহিত কর্মে অধিকার বিরোধী অদৃষ্ট বিশেষ। দেবল বলিয়াছেন (১)—

অশৌচ মধ্যে সন্ধ্যা, পঞ্চ মহাযজ্ঞ, স্মৃতিবিহিত নিত্য কর্ম ত্যাগ করিবে। অশৌচের দশ দিন গত হইলে তাহাদের পুনর্বার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। ২

মনু (৩।৭০) পঞ্চ মহাযজ্ঞ বলিয়াছেন—ব্রহ্মযজ্ঞ (অধ্যয়ন ও অধ্যাপন), পিতৃযজ্ঞ (অন্নাদি বা জলের দ্বারা পিতৃপুরুষের তর্পণ), দেবযজ্ঞ (অগ্নিতে হোম), ভূতযজ্ঞ (ভূতবলি) নৃযজ্ঞ (অতিথি পূজা)। ৩

দৈব—দেবযজ্ঞ। ভৌত—ভূতযজ্ঞ। নৈত্তিক—বৈদিক শ্রাদ্ধাদি। স্মৃতি কর্ম—বৈধ স্নানাদি। এই বিষয়ে এক মুহূর্ত্তও অপ্রয়ত (অনিয়মযুক্ত) হইবে না—এই আপস্তম্ব বচনানুসারে অস্পৃশ্য স্পর্শ প্রভৃতি স্থলে শৌচটি নিজের যত্ন সাধ্য বলিয়া শৌচের জন্য মূত্র ও মল ত্যাগাদি স্থানীয় শৌচের হেতু প্রক্ষালনাদির ন্যায় অশৌচ মধ্যে স্নানাদি কর্ত্তব্য। এইরূপ ভোজনাশ্রিত বলিয়া প্রাণাহুতি প্রভৃতির দানও কর্ত্তব্য। এইরূপ আরব্ধ কর্মের মধ্যে কখনও অস্পৃশ্য স্পর্শ প্রভৃতি অনিয়ম উপস্থিত হইলে নৈমিত্তিকের অঙ্গ বলিয়া স্নানাদিও আরব্ধ কর্মের ব্যবধায়ক হয় না। অতএব পূর্বকৃত কতিপয় কর্মের পুনরনুষ্ঠান হয় না—ইহা স্মার্ত্ত বলেন। ৪

তন্মধ্যে—অশৌচ মধ্যে। হাপয়েৎ—ত্যাগ করিবে। তেষাং—সন্ধ্যা প্রভৃতির। দশাহান্তে—সেই সেই অশৌচের অন্ত দিনের পর দিনে। অভিবাদয়েৎ—অভিবাদন

নাশুচির্ন জপন্ন দৈবপিত্র্য-কার্য্যং কুর্বন্নিতি। আপস্তম্বঃ অপ্রয়তায়াপ্রয়তশ্চ ন প্রত্যভিবাদয়েৎ। অভিবাদনং—সম্বোধন-পূর্বকো নমস্কারঃ। প্রত্যভিবাদনং—সম্বোধনপূর্বক-প্রতিনমস্কারাশীর্দানাদি, তদুভয়ং নিষিদ্ধম্। কেবলনমস্কারমাহ স্মৃতিঃ—সর্বে চাপি নমস্কুর্য্যুঃ সর্বাবস্থাসু সর্বদা। ইতি। কেবলং প্রতিনমস্কারাশীর্দানাদি চ ন নিষিদ্ধম্, তুল্যযুক্তেঃ। রাঘবভট্ট-ধৃতো নারদঃ (৫)—

অথ সূতকিনঃ পূজাং বক্ষ্যাম্যাগম-দেশিতাম্।
স্নাত্বা নিত্যঞ্চ নির্বর্ত্য মানস্যা ক্রিয়য়া তু বৈ।
বাহ্যপূজা-ক্রমেণৈব ধ্যান-যোগেন পূজয়েৎ ॥ ৬

নিত্যঞ্চাশুচিকর্ত্তব্য-প্রেততর্পণাদি। মন্ত্রমুক্তাবল্যাম্—

জপো দেবার্চনবিধিঃ কার্য্যো দীক্ষান্বিতৈর্নরৈঃ।
নাস্তি পাপং যতস্তেষাং সূতকং বা যতাত্মনাম্ ॥ ৭ ॥ ইতি।

রাঘবভট্টধৃতং— বরং প্রাণপরিত্যাগঃ শিরসো বাপি কর্ত্তনম্।
ন ত্বনভ্যর্চ্য ভুঞ্জীত ভগবন্তং ত্রিলোচনম্ ॥ ৮

ইতি লিঙ্গপুরাণীয়ঞ্চ নিয়মবিষয়কম্। দীক্ষাদিন-কর্ত্তব্য-রাঘব-ভট্টোক্ত-তাদৃশ-প্রতিজ্ঞা তু পূর্বমভিহিতা। ৯

করিবে—এই ক্রিয়ার অনুবৃত্তিতে শঙ্খ বলিয়াছেন—অশুচি হইয়া, জপ করিতে করিতে দৈব ও পৈত্র্য কার্য্য করিতে করিতে অভিবাদন করিবে না। আপস্তম্ব বলিয়াছেন—অপ্রয়ত ব্যক্তি অপ্রয়ত ব্যক্তিকে প্রত্যভিবাদন করিবে না। অভিবাদন—সম্বোধন পূর্বক নমস্কার। প্রত্যভিবাদন—সম্বোধন পূর্বক প্রতি নমস্কার, আশীর্বাদ দানাদি। সেই উভয় অশৌচে নিষিদ্ধ। স্মৃতি কেবল নমস্কার করিতে বলিতেছেন—সমস্ত অবস্থাতে সর্বদা সকল ব্যক্তি নমস্কার করিবে। যুক্তির তুল্যত্ব হেতু কেবল নমস্কার ও আশীর্বাদ দানাদি নিষিদ্ধ নহে। রাঘবভট্ট ধৃত নারদের বচন হইতেছে (৫)—

অনন্তর অশৌচী ব্যক্তির আগম কথিত পূজা বলিতেছি। স্নান করিয়া নিত্য কর্ম করিয়া মানস ক্রিয়া দ্বারা ধ্যান যোগে বাহ্যপূজার ক্রমানুসারে পূজা করিবে। ৬

নিত্য হইতেছে অশুচির কর্ত্তব্য প্রেততর্পণ প্রভৃতি। মন্ত্রমুক্তাবলীতে বলিয়াছেন—দীক্ষিত ব্যক্তি কর্ত্তৃক জপ ও দেবার্চনার অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য। যেহেতু সেই সংযত চিত্ত ব্যক্তিগণের পাপ বা সূতক অশৌচ নাই। ৭

প্রাণত্যাগও ভাল, মস্তকের ছেদনও ভাল। কিন্তু ভগবান্ ত্রিলোচনের অর্চনা না করিয়া ভোজন করিবে না। ৮

এই রাঘব ভট্ট ধৃত লিঙ্গ পুরাণীয় বচনটি নিয়ম বিষয়ক। দীক্ষা দিনে কর্ত্তব্য রাঘব ভট্টোক্ত তাদৃশ প্রতিজ্ঞা কিন্তু পূর্বে বলিয়াছি। ৯

যৎ তু নরসিংহকল্পে সদা মন্ত্রজাপমুক্তা—

যদি স্যাদশুচিস্তত্র স্মরেন্মন্ত্রং ন তূচ্চরেৎ।
মনো হি সর্বজন্তূনাং সর্বদৈব শুচি স্মৃতম্॥ ১০

ইত্যুক্তম্, তন্ মূত্রোচ্চারাদ্যশৌচ-পরম্। মন্ত্রোত্তরেঽপি—

অশুচির্বা শুচির্বাপি গচ্ছংস্তিষ্ঠন্ স্বপন্নপি।
মন্ত্রৈক-শরণো বিদ্বান্ মনসৈব সদাঽভ্যসেৎ॥ ১১

তান্ত্রিক-কর্মস্বশৌচ-প্রতিবন্ধকতায়াং 'অথ সূতকিন" ইতি বচনং প্রমাণম্

পুরাণে— চক্রায়ুধস্য নামানি সদা সর্বত্র কীর্ত্তয়েৎ।
নাশৌচং কীর্ত্তনে তস্য স পবিত্রকরো যতঃ॥ ১২
ন দেশ-নিয়মস্তত্র ন কাল-নিয়মস্তথা।
নোচ্ছিষ্টাদৌ নিষেধোঽস্তি হরের্নামানি লুব্ধক!॥ ১৩

স চক্রায়ুধঃ। বারাহীতন্ত্রে—

তারায়াশ্চৈব কাল্যাশ্চ ত্রিপুরায়াশ্চ সুব্রতে!
সূতকে মৃতকে চৈব ন ত্যজেৎ তু জপার্চনম্॥ ১৪

এতদ্বচনং শুদ্ধিনির্ণয়েঽপি লিখিতম্। কালিকাপুরাণে—

আর নরসিংহকল্পে সর্বদা মন্ত্র জপ করিতে বলিয়া পরে এই যে বলিলেন—

যদি অশুচি হয়, তবে সে স্থলে মন্ত্রকে স্মরণ করিবে কিন্তু উচ্চারণ করিবে না। যেহেতু সর্বপ্রাণীর মনঃ সর্বদাই পবিত্র বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। ১০

তাহা মল মূত্র ত্যাগাদি অশৌচ পর। মন্ত্রোত্তরেও বলিয়াছেন—বিদ্বান ব্যক্তি শুচি হউন অথবা অশুচি হউন, একমন্ত্র মাত্রের শরণ (আশ্রয়) অর্থাৎ সর্বদা মন্ত্র জপ পরায়ণ হইলে তিনি চলিতে চলিতে, দাঁড়াইতে দাঁড়াইতে, শয়ন করিতে করিতে সর্বদা মনে মনেই মন্ত্রের পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিবেন। ১১

তান্ত্রিক কর্মসমূহের অশৌচের প্রতিবন্ধকতা বিষয়ে "অথ সূতকিন" এই পূর্বোক্ত বচনই প্রমাণ। পুরাণে বলিয়াছেন—

হে লুব্ধক! চক্রায়ুধ হরির নাম সর্বদা সর্বত্র কীর্ত্তন করিবে। তাঁহার নাম কীর্ত্তনে অশৌচ নাই, যেহেতু তিনি পবিত্র-কর। ১২

তাঁহার নাম কীর্ত্তন বিষয়ে দেশ নিয়ম অর্থাৎ এই দেশে করিবে, এই দেশে করিবে না—এইরূপ নিয়ম নাই; সেইরূপ কালেরও নিয়ম নাই। উচ্ছিষ্টাদি স্থলে হরির নাম কীর্ত্তনে নিষেধও নাই। ১৩

শ্লোকোক্ত সঃ অর্থ—চক্রায়ুধ শ্রীহরি। বারাহী তন্ত্রে বলিয়াছেন—

হে সুব্রতে! জাতাশৌচ ও মৃতাশৌচে তারা, কালী ও ত্রিপুরা দেবীর মন্ত্র জপ ও পূজা পরিত্যাগ করিবে না। ১৪

এই বচনটি শুদ্ধি নির্ণয়েও লিখিত হইয়াছে। কালিকা পুরাণে বলিয়াছেন—

অশুচির্ন মহামায়াং পূজয়েৎ তু কদাচন।
অবশ্যন্তু স্মরেন্মন্ত্রং যোঽতিভক্তিযুতো নরঃ ॥ ১৫

তত্রৈব[১]— দন্তরক্তে সমুৎপন্নে স্মরণঞ্চ ন বিদ্যতে।
সর্বেষামেব মন্ত্রাণাং স্মরণান্নরকং ব্রজেৎ[২] ॥ ১৬

অত্রাহোরাত্রমশৌচম্, বক্ষ্যমাণরুধিরস্রাবে তথাদর্শনাৎ। এবঞ্চ দন্তরক্তপাতে সন্ধ্যাবন্দন-পূজা-মন্ত্র-স্মরণাদীন্যহরহঃ-কর্ত্তব্যান্যন্যান্যপি নিষিদ্ধান্যেব, সর্বেষামিত্যুপাদানাদিতি বহবঃ ॥ ১৭

কেচিৎ তু অহরহঃ-ক্রিয়মাণং সন্ধ্যাবন্দনাদি কর্ম দন্তরক্তপাতে ন নিষিদ্ধম্, কিন্তু তদন্যন্ নিত্যং কাম্যং নৈমিত্তিকঞ্চ নিষিদ্ধম্।

সর্বকালমুপস্থানং সন্ধ্যায়াঃ পার্থিবেষ্যতে।
অন্যত্র সূতকাশৌচবিভ্রমাতুর-ভীতিতঃ ॥ ১৮

ইতি বচনাৎ। "নিত্যস্য কর্মণো হানিঃ কেবলং মৃত্যুজন্মনোঃ"। ইতি বামন-পুরাণাচ্চ। ১৯

অশুচি ব্যক্তি কিন্তু কখনও মহামায়াকে পূজা করিবে না। যে ব্যক্তি অতিভক্তিমান্, সে অবশ্যই মন্ত্রকে স্মরণ করিবে। ১৫

সেই কালিকা পুরাণেই আরও বলিয়াছেন—দন্ত রক্ত নির্গত হইলে মন্ত্রের স্মরণও নাই। সেই সময়ে সমস্ত মন্ত্রের স্মরণ হইতে নরকে গমন করে। ১৬

এই দন্ত রক্তের নির্গমনে অহোরাত্র অশৌচ হয়, যেহেতু বক্ষ্যমাণ রুধিরের স্রাবে সেইরূপ অহোরাত্র অশৌচ দেখা যায়। তাহা হইলে দন্ত রক্ত পাতে সন্ধ্যাবন্দন, পূজা, মন্ত্র স্মরণাদি ও অন্যান্য অহরহঃ কর্ত্তব্য কর্ম সকল নিষিদ্ধই হইল; যেহেতু সর্বেষাং এই পদের উপাদান হইয়াছে। ইহা বহু ব্যক্তি বলেন। ১৭

কেহ কেহ বলেন—অহরহঃ প্রতিদিন ক্রিয়মাণ সন্ধ্যাবন্দনাদি কর্ম দন্ত রক্ত পাতে নিষিদ্ধ নহে। কিন্তু তদ্‌ভিন্ন নিত্য কর্ম, কাম্য কর্ম ও নৈমিত্তিক কর্ম নিষিদ্ধ; যেহেতু এই বচন আছে যে—

হে পার্থিব। সূতকাশৌচ, বিভ্রম, আতুর (রোগগ্রস্ত) ও ভয় ব্যতিরিক্ত স্থলে সর্বকালে সন্ধ্যার উপাসনা সকলেই ইচ্ছা করেন। ১৮

কেবল মৃত্যু ও জন্মে নিত্য কর্মের হানি (অকরণ)—এইরূপ বামন পুরাণও আছে। ১৯

১। খ—তত্রৈবেতি নাস্তি। ২। খ—ব্রজেদিত্যনন্তরং জানুর্দ্ধে ক্ষতজে জাতে ইত্যাদি পাঠঃ। মধ্যবর্ত্তি-পাঠন্তু নাস্তি।

অত্র সর্বকালমিত্যত্র নিত্যকালমিতি পাঠো ন যুক্তঃ, অনন্বয়াৎ, কেনাপ্যন্যেনাঽনুক্তত্বাচ্চ। সূতকাশৌচং—জননমরণান্যতর-নিমিত্তকাশৌচম্। বিভ্রমশ্চিত্তবিক্ষেপঃ। নিত্যস্য—অবিশেষাদহরহর্বিহিত-সামান্যস্য। কেবলমিত্যস্য অশৌচান্তর-ব্যাবৃত্তয়ে মৃত্যু-জন্মনোরন্বয়ঃ, নিত্যেঽন্বয়ে কাম্য-নৈমিত্তিকয়োরনিষেধাপত্তেঃ, কেবলমিত্যনেন কৈমুতিক-ন্যায়মূলকোপলক্ষণা-পরিগ্রহাসম্ভবাচ্চ। তথা চ সর্বেষামেব মন্ত্রাণামিত্যত্র সর্বপদস্য সংকোচ এব যুক্তঃ। ২০

যদ্যপি সূতকাশৌচেত্যত্র সূতক-পদং জনন-মরণাশৌচপরমেব, বহুশস্তথৈব প্রয়োগাৎ। অশৌচপদঞ্চ তদিতরাশৌচপরমিতি প্রতীয়তে। বামন-পুরাণ-বচনোত্তরার্দ্ধে চ—"ন চ নৈমিত্তিক-ত্যাগঃ কর্ত্তব্যো হি কথঞ্চনে"ত্যত্র জনন-মরণাশৌচয়োর্নৈমিত্তিকত্যাগ-ব্যাবৃত্ত্যা কেবলমিতি পদমিতরব্যাবৃত্ত্যা নিত্য-কর্মণো বিশেষণমিতি চ প্রতীয়তে, ন তু জনন-মরণয়োঃ। ততশ্চ জনন-মরণ-য়োর্নিত্যমাত্রস্য ত্যাগঃ সিধ্যতি, ন তু তয়োরেব নিত্য-ত্যাগঃ ইত্যপি। ২১

এখানে সর্বকালং এই স্থলে নিত্যকালং এই পাঠ সমীচীন নহে; যেহেতু ইহার অন্য পদের সহিত অন্বয় হইবে না, আর অন্য কাহারও কর্তৃকও ইহা উহা উক্ত হয় নাই। সূতকাশৌচ—জন্ম ও মরণ—ইহার অন্যতর নিমিত্তক অশৌচ। বিভ্রম—চিত্তবিক্ষেপ। নিত্যস্য—অবিশেষে অহরহঃ বিহিত নিত্য কর্ম সামান্যের। কেবলং এই পদটির অশৌচান্তরের বারণের জন্য মৃত্যু-জন্মনোঃ এই পদের সহিত অন্বয়। নিত্য পদের সহিত ইহার অন্বয় হইলে কাম্য কর্ম ও নৈমিত্তিক কর্মের অনিষেধের আপত্তি হইবে এবং কেবল এই পদের দ্বারা কৈমুতিক ন্যায় মূলক উপলক্ষণ গ্রহণেরও সম্ভাবনা নাই। সুতরাং সর্বেষামেব মন্ত্রাণাং এই স্থলে সর্বপদের সঙ্কোচই যুক্ত। ২০

যদিও সূতকাশৌচ এইস্থলে সূতক পদটি জন্মাশৌচ ও মরণাশৌচ পরই, কারণ বহু স্থলে সেইরূপ প্রয়োগ আছে। অশৌচ পদটী তদ্ভিন্ন অশৌচ পর প্রতীয়মান হয়। বামন পুরাণ বচনের উত্তরার্দ্ধে কোন প্রকারেই নৈমিত্তিক কর্মের ত্যাগ কর্ত্তব্য নহে—এই স্থলে জননাশৌচ ও মরণাশৌচে নৈমিত্তিক কর্মের ত্যাগ ব্যাবৃত্ত (নিষিদ্ধ) হওয়ায় কেবলম্ এই পদটি অন্য নৈমিত্তিক কর্মের ত্যাগের ব্যাবৃত্তি হেতু নিত্য কর্মের বিশেষণ ইহা প্রতীয়মান হইতেছে, কিন্তু জনন মরণের বিশেষণ প্রতীয়মান হয় না। সেইজন্য জনন ও মরণে নিত্যকর্ম মাত্রের ত্যাগ সিদ্ধ হয়; কিন্তু কেবল সেই জননাশৌচ ও মরণাশৌচেই নিত্যত্যাগ—ইহা সিদ্ধই হয় না। ২১

তথাপি কুরু-পাণ্ডবযুদ্ধে বিবিধ-ক্ষতেষু "আদিত্যমুপতস্থিরে" ইত্যনেন মহাভারতে সন্ধ্যানুষ্ঠানশ্রুতেঃ ক্ষতাশৌচে সন্ধ্যানুষ্ঠানপ্রাপ্ত্যা তুল্যন্যায়াদহরহ-বিহিতমাত্রে ক্ষতাশৌচস্যাপ্রতিবন্ধকত্বং, সূতকাশৌচেত্যত্রাশৌচপদস্য স্বরূপ-কথনপরত্বঞ্চ কল্প্যতে। অতএবৈতদেকবাক্যতয়া রুধিরাদি-ক্ষালনজ-শুদ্ধি-রপ্যহরহঃ-কর্ত্তব্য-কর্মস্বেব। ২২

ততশ্চ— বশা-শুক্রমসৃঙ্‌ মজ্জা-মূত্র-বিট্‌-কর্ণবিট্‌-নখাঃ।
শ্লেষ্মাশ্রু-দূষিকা স্বেদো দ্বাদশৈতে নৃণাং মলাঃ॥ ২৩

ইতি মনূক্ত-মলানাং সম্বন্ধে—
আদদীত মৃদোঽপশ্চ ষট্‌স্বু পূর্বেষু শুদ্ধয়ে।
উত্তরেষু চ ষট্‌স্বদ্ভিঃ কেবলাভির্বিশুধ্যতি॥ ২৪

ইতি বৌধায়ন-পূতত্বাভিধানস্য কর্মার্হতামাত্র-প্রয়োজকতয়া ক্ষতাদ্য-শৌচে ক্ষালনাৎ পরং প্রাত্যহিক-কর্মাধিকারঃ সিধ্যতীতি তদ্ভিন্নে নৈমিত্তি-কাদৌ ক্ষতাদৌ ক্ষালনাদপ্যনধিকারঃ পর্য্যবস্যতি। ২৫

তথাপি কুরু ও পাণ্ডবের যুদ্ধে বিবিধ ক্ষত হইলে "আদিত্যমুপতস্থিরে" অর্থাৎ আদিত্যকে উপাসনা করিয়াছিলেন—এই বচনের দ্বারা মহাভারতে বিক্ষত ব্যক্তিগণের সন্ধ্যানুষ্ঠান শ্রুত হওয়ায় ক্ষতাশৌচে সন্ধ্যানুষ্ঠানের প্রাপ্তি হওয়ায় তুল্য যুক্তিতে অহরহঃ বিহিত কর্মমাত্রে ক্ষতাশৌচের অপ্রতিবন্ধকত্ব এবং সূতকাশৌচ এই স্থলে অশৌচ পদের স্বরূপ কথন-পরত্ব কল্পিত হয়। অতএব এই এক বাক্যতা প্রযুক্ত রুধিরাদির ক্ষালন জনিত শুদ্ধিও অহরহঃ কর্ত্তব্য কর্ম সমূহের মধ্যে হইয়া থাকে। ২২

সেইজন্য—বসা, শুক্র, অসৃক্ (রক্ত), মজ্জা, মূত্র, বিষ্ঠা, ঘ্রাণমল, কর্ণমল, শ্লেষ্মা, অশ্রু, দূষিকা (চক্ষুর মল) ও স্বেদ—এই বারটি মনুষ্যের মল। ২৩

মনুর কথিত এই মল সমূহের শুদ্ধি সম্বন্ধে—প্রথম ছয়টি মলের শুদ্ধির জন্য মৃত্তিকা ও জল লইবে। পরের ছয়টী মলের সম্বন্ধ হইলে কেবল জলের দ্বারা শুদ্ধ হয়। ২৪

বোধায়নের এই পবিত্রতা কথনটি কর্মানুষ্ঠানের যোগ্যতামাত্রের প্রয়োজক বলিয়া ক্ষতাদি নিমিত্তক অশৌচে প্রক্ষালনের পর প্রাত্যহিক কর্মে অধিকার সিদ্ধ হয়। এই জন্য তদ্ভিন্ন নৈমিত্তিক কর্মাদিতে ক্ষতাদি হইলে প্রক্ষালনের দ্বারাও অনধিকার পর্য্যবসিত হয়। ২৫

অথবা ক্ষতাশৌচং নিত্যকর্মণাং প্রতিবন্ধকমেব তদুত্তর-ক্ষালনন্তু প্রাত্যহিক-কর্মণ্যুত্তেজকমন্যথা ক্ষালনশুদ্ধ্যভিধানমন্যত্রালব্ধপদমনর্থকং স্যাদিতি। ২৬

বস্তুতস্তু কাম্যনিত্য-নৈমিত্তিকনিত্যয়োর্বারণার্থকমব্যয়ং কেবলপদং নিত্যস্য বিশেষণং মৃত্যুজন্মনোশ্চ বিশেষণমবিশেষাৎ। ভবতু বা মৃত্যুজন্মনোরেব বিশেষণং তৎ, নিত্যপদন্তু প্রাত্যহিক-পরম্। এবঞ্চ জনন-মরণাশৌচান্যস্মিন্নশৌচে প্রাত্যহিক-কর্মানুষ্ঠানমায়াতি। শেষার্দ্ধে চ—ন তু নৈমিত্তিক-ত্যাগ ইতি। নৈমিত্তিক-ত্যাগস্তু ন কেবল-মৃত্যু-জন্মনোরপি তু ক্ষতাদ্যশৌচেঽপীত্যেতৎ-পরম্। অথবা অশৌচকাল-কর্ত্তব্য-নৈমিত্তিক-যোগ-নিষেধ-পরমিতি বদন্তি, তথা ব্যবহরন্তি চ। ২৭

তন্ন সম্যক্, সূতকাশৌচেত্যত্রাশৌচপদ-বৈয়র্থ্যাৎ। পূর্বমতে তু দন্ত-রক্ত ইত্যাদি-কালিকাপুরাণৈকবাক্যতয়া দন্তরক্ত-পাতাশৌচ-পরতয়া তৎ-সার্থক্যম্। তত্রাশৌচ-পদস্য স্বরূপাখ্যান-পরত্বেঽপি শ্রাদ্ধাদিদিনে সায়ং-সন্ধ্যানুষ্ঠানা-

---

অথবা ক্ষতাশৌচ নিত্যকর্ম সমূহের প্রতিবন্ধকই। তাহার পর প্রক্ষালন কিন্তু প্রাত্যহিক কর্মে উত্তেজক। অন্যথা ক্ষালন ও শুদ্ধির উক্তি অন্য কোন স্থান না থাকায় অনর্থক হইয়া পড়িবে। ২৬

বস্তুতঃ কাম্য-নিত্য, নৈমিত্তিক-নিত্যের বারণের জন্য অব্যয় কেবল পদটি নিত্য-পদের বিশেষণ, মৃত্যু এবং জন্মেরও বিশেষণ; যেহেতু একের বিশেষণে কোন বিশেষ হেতু নাই। অথবা কেবল পদটি মৃত্যু ও জন্মের বিশেষণ হউক। নিত্য পদটি কিন্তু প্রাত্যহিক ক্রিয়াপর। এই হইলে জননাশৌচ ও মরণাশৌচ ভিন্ন অন্য প্রকার অশৌচে প্রাত্যহিক কর্মের অনুষ্ঠান কর্ত্তব্যরূপে উপস্থিত হয়। বামনপুরাণ বচনের শেষার্দ্ধের 'ন তু নৈমিত্তিক-ত্যাগ' এই বচনটির এই তাৎপর্য্য—কেবল জনন মরণে নৈমিত্তিকের ত্যাগ বলিতেছে না; পরন্তু ক্ষতাদি জনিত অশৌচেও ত্যাগ বলিতেছেন। অথবা এই বচনটি অশৌচ কালে কর্ত্তব্য নৈমিত্তিক কর্মের সম্বন্ধ নিষেধ পর, ইহা বলেন এবং সেইরূপ ব্যবহার করেন। ২৭

তাহা কিন্তু সমীচীন নহে। যেহেতু তাহা হইলে সূতকাশৌচ এই স্থলে অশৌচ পদটি ব্যর্থ হইয়া পড়িবে। উহার কোন সার্থকতা থাকিবে না। পূর্বমতে কিন্তু দন্ত-রক্ত ইত্যাদি কালিকাপুরাণের বচনের সহিত একবাক্যতা প্রযুক্ত সূতকাশৌচ স্থলীয় অশৌচ পদটি দন্ত রক্ত পাত-জনিত অশৌচ তাৎপর্য্যক বলিয়া সার্থক হয়। সেস্থলে অশৌচ পদটি স্বরূপ-কথন-পর হইলেও শ্রাদ্ধাদি দিনে সায়ংসন্ধ্যার অনুষ্ঠানের আপত্তি

পত্তিঃ। তত্র বিশেষবচনান্নিষেধ ইতি চেৎ, অত্রাপি কালিকাপুরাণীয়ং বিশেষ-বচনং বাধকমস্তি, সর্ব্বকালমিত্যত্র সর্বপদবৈয়র্থ্য-সংকোচশ্চ। সর্বমন্ত্রাণামিত্যত্র সর্বপদ-সংকোচ-কল্পনয়া তুল্যকক্ষঃ। অপি চ ভারতীয়-বিবিধ-ক্ষত-কালীন-সন্ধ্যানুষ্ঠান-দৃষ্টান্তো বিশেষ-নিষিদ্ধ-দন্তরক্ত-পাতাদৌ ন যুজ্যতে। তস্মাৎ শ্রাদ্ধাদিবাসরে সায়মিব দন্তরক্তপাত-বাসরেঽপি সন্ধ্যাদিনিষেধো বিশেষ-বচন-বলাদেব সিধ্যতি। অতএব (২৮)—

ভোজনে দন্ত-লগ্নানি নির্হৃত্যাচমনং চরেৎ।
দন্ত-লগ্নমসংহার্য্যং লেপং মন্যেত দন্তবৎ ॥ ২৯
ন তত্র বহুশঃ কুর্য্যাদ্ যত্নমুদ্ধরণে পুনঃ।
ভবেদত্যন্তমাশৌচং তৃণ-বেধাদ্ ব্রণে কৃতে ॥ ৩০

ইত্যত্র দেবলেনাশৌচস্যাত্যন্তিকত্বরূপ-গুরুত্বমুক্তম্। তচ্চ মনঃ-শরীরো-ভয়াশুদ্ধি-প্রয়োজকম্, নতু লেপসম্বন্ধ-প্রযুক্তাশৌচাদ্ বৈলক্ষণ্যম্, লেপস্য দন্ত-তুল্যতাপ্রতিপাদনেনাঽশৌচাসম্পাদকত্বাৎ তদপেক্ষয়াত্যন্তত্ব-কথনাযোগাৎ।৩১

হয়। সেস্থলে বিশেষ বচন-বলে সায়ং সন্ধ্যার নিষেধ—এই যদি কেহ বলেন। তবে বলিব—এস্থলেও কালিকাপুরাণীয় বিশেষ বচন বাধক আছে। সর্বকালং এই স্থলে সর্বপদের বৈয়র্থ্য প্রযুক্ত সংকোচটি সর্বমন্ত্রাণাং এই স্থলে সর্বপদের সংকোচ কল্পনায় তুল্য পক্ষ হয়। আরও মহাভারতীয় বিবিধ ক্ষতকালীন সন্ধ্যানুষ্ঠানের দৃষ্টান্তটি বিশেষভাবে নিষিদ্ধ দন্ত-রক্ত পাতাদি বিষয়ে সঙ্গত হয় না। অতএব শ্রাদ্ধাদি দিনে সায়ং সন্ধ্যানুষ্ঠানের নিষেধের ন্যায় দন্ত রক্তের পতন দিনেও সন্ধ্যাদির নিষেধ বিশেষ বচন বলেই সিদ্ধ হয়। এই জন্যই (২৮)—

ভোজনে দন্ত লগ্ন অন্ন ব্যঞ্জনাদির অংশকে বাহির করিয়া আচমন করিবে অর্থাৎ মুখ ধুইবে। বাহির করার অযোগ্য দন্তলগ্ন লেপকে দন্তবৎ মনে করিবে। ২৯

সে স্থলে তাহার উদ্ধারে পুনঃ পুনঃ বহু যত্ন করিবে না। যত্ন করিলে তৃণ কণ্টকাদির বেধ হইতে ব্রণ করিলে যেমন অত্যন্ত অশৌচ হয়, সে স্থলেও সেইরূপ অত্যন্ত অশৌচ হইবে। ৩০

এই বচনে দেবল কর্তৃক অশৌচের আত্যন্তিকত্বরূপ গুরুত্ব উক্ত হইয়াছে। তাহা মনঃ ও শরীর উভয়ের অশুদ্ধির প্রয়োজক ; কিন্তু লেপসম্বন্ধ প্রযুক্ত অশৌচ হইতে বিলক্ষণ নহে। যেহেতু লেপকে দন্ততুল্য বলিয়া প্রতিপাদন করায় উহার অশৌচ সম্পাদকতা থাকে না এবং তাহার অপেক্ষায় অশৌচের অত্যন্তত্ব উক্তিও সঙ্গত হয় না। ৩১

সব্রণঃ সূতকী পূয়ী মত্তোন্মত্ত-রজস্বলাঃ।
মৃতবন্ধুরশুদ্ধশ্চ বর্জ্যাস্ত্বষ্টৌ স্বকালতঃ ॥ ৩২

ইতি দেবলেন ক্ষতবত এব সব্রণত্বেনোপাদানাৎ। কিঞ্চ কালিকাপুরাণে —স্মরণঞ্চ ন বিদ্যতে ইত্যনেনাঽন্যাশৌচে শুদ্ধস্যাপি মনসো দন্তরক্ত-পাতেঽশুচিত্বমিতি সুব্যক্তমেব। ৩৩

ব্রণে কৃতে ইত্যত্র ব্রণঃ—ক্ষতম্। তথা শাতাতপঃ—

দন্তলগ্নে ফলে মূলে ভক্ষ্য-স্নেহে তথৈব চ।
তাম্বুলে চেক্ষুদণ্ডে চ নোচ্ছিষ্টো ভবতি দ্বিজঃ ॥ ৩৪

ক্ষতস্যাশৌচজনকত্বঞ্চ স্বজন্য-রুধির-ক্লেদ-পূয়াদি-পাত-দ্বারৈব, নতু স্বতঃ। তেন নীরক্ত-কর্ণবেধান্নোপনয়ন-বাধঃ। তথা চ কালিকাপুরাণম্ (৩৫)—

নাভেরূর্দ্ধমধো বাপি যদি স্যাদ্রুধির-স্রবঃ।
নিত্যন্ত তদহঃ কর্ম কুর্বন্নরকমাপ্নুয়াৎ ॥ ৩৬

যস্য ক্ষরতি শোণিতমিতি দ্বিতীয়-চরণঃ ক্বচিৎ। তদহরিত্যস্য কুর্বন্নিত্যনেনাঽন্বয়ঃ, ন তু কর্মেত্যনেন, বৈয়র্থ্যাৎ অত্র সন্দংশ-ন্যায়েন নাভেরপি

সব্রণ (ব্রণ যুক্ত), সূতকী, পূয়ী, (বিকৃত রক্ত যুক্ত) মত্ত, উন্মত্ত, রজস্বলা, মৃত-বন্ধু, অশুদ্ধ ব্যক্তি—এই আটটি নিজের নিজের কাল হইতে বর্জনীয়। ৩২

এই বাক্যে দেবলকর্তৃক ক্ষতবানেরই সব্রণত্বরূপে উপাদান হইয়াছে। আরও কথা, কালিকা-পুরাণে "স্মরণঞ্চ ন বিদ্যতে" এই বাক্যের দ্বারা অন্য অশৌচে শুদ্ধ মনেরও দন্তরক্তপাতে অশুচিত্ব হয়, ইহা সুস্পষ্ট উক্ত হইয়াছে। ৩৩

ব্রণে কৃতে এই স্থলে ব্রণ হইতেছে—ক্ষত। শাতাতপ বলিতেছেন—ফল, মূল, ভক্ষ্য বস্তুর স্নেহ, এইরূপ তাম্বূল ও ইক্ষু দণ্ড দাঁতে লাগিয়া থাকিলে দ্বিজ উচ্ছিষ্ট হয় না। ৩৪

ক্ষতটি ক্ষতজন্য রুধির, ক্লেদ ও পূয় পাত দ্বারাই অশৌচের জনক, স্বতঃ উহা অশৌচের জনক নহে। সেইজন্য রক্তপাত শূন্য কর্ণবেধ নিমিত্তক উপনয়নের বাধ হয় না। কালিকাপুরাণে তাহাই বলিয়াছেন (৩৫)—

নাভির উর্দ্ধ দেশে ও অধো দেশে যাহার রুধির স্রাব হয়, সে সেই দিন নিত্য কর্ম করিয়া নরক প্রাপ্ত হয়। ৩৬

যস্য ক্ষরতি শোণিতম্—এইরূপ দ্বিতীয় চরণ কোথাও দেখা যায়। তদহঃ এই পদটির কুর্বন্ এই পদের সহিত অন্বয়, কিন্তু কর্ম এই পদের সহিত নহে, যেহেতু

গ্রহণম্, ততশ্চ শোণিত-ক্ষরণে নিত্যং কর্ম তদহর্ন কুর্য্যাদিতি লব্ধম্, কৈমুতিক-ন্যায়াচ্চ কাম্য-নৈমিত্তিকয়োর্নিষেধঃ। অত্র নিত্যং অহরহঃ ক্রিয়মানাতিরিক্তম্, পূর্বোক্ত-বামন-পুরাণ-সংবাদাৎ। তদহরিত্যত্রাহঃ সাবনম্। স্রবণস্তু স্বস্থানাদন্যত্রপতনম্। তেন পতনাভাবে দূষণাভাবঃ। ৩৭

তত্রাপি বিশেষঃ কালিকাপুরাণে—

জানূর্দ্ধং ক্ষতজে[১] জাতে নিত্য-কর্মাণ্যপি ত্যজেৎ।
নৈমিত্তিকন্তু তদধঃ স্রবদ্রক্তো ন চাচরেৎ ॥[২] ৩৮

অত নিত্যপদমহরহঃ ক্রিয়মাণমাত্র-পরম্। অত্র তু-কারেণ নিত্যকর্ম-ব্যাবৃত্ত্যা জান্বধঃ-ক্ষরণে অহরহঃ কর্ত্তব্যস্য ন ত্যাগ ইতি সিদ্ধম্ ॥ ৩৯

তত্র যদ্যপি জানূর্দ্ধ-ক্ষরণেঽপি ক্ষালনাদেবাহরহঃ কর্মাধিকারাত্তদধোঽপি তথাত্বেঽবিশেষান্ নৈমিত্তিকং ত্বিত্যত্র তদধ ইতি বিশেষোঽভিধানং ব্যর্থং স্যাৎ, তথাপি জানূর্দ্ধ-ক্ষরণে ক্ষালন এব জান্বধঃ-ক্ষরণে ক্ষালনাক্ষালনয়োরহরহঃ

তাহাতে নিত্য পদের ব্যর্থতা আপত্তি হইবে। এস্থলে সন্দংশ ন্যায়ে নাভিরও গ্রহণ হইবে। এইরূপ অর্থ হইলে শোণিত ক্ষরণে সেইদিন নিত্য কর্ম করিবে না—এইরূপ অর্থই লাভ হইতেছে। কৈমুতিকন্যায়ে কাম্য কর্ম ও নৈমিত্তিক কর্মেরও নিষেধ হইয়াছে। এস্থলে পূর্বোক্ত বামন পুরাণের সংবাদ (ঐকমত্য) অনুসারে নিত্য হইতেছে অহরহঃ ক্রিয়মাণ কর্মের অতিরিক্ত কর্ম। তদহঃ এই স্থলে অহঃ (দিনটি) সাবন দিন। স্রবণ হইতেছে—স্বস্থান হইতে অন্যত্র পতন। তাহা হইলে পতনের অভাবে দোষের অভাব হয় অর্থাৎ রক্তাদির পতন না হইলে কোন দোষ হয় না। ৩৭

সে স্থলেও বিশেষ কালিকা পুরাণে বলিয়াছেন—জানুর উর্ধ্বভাগে ক্ষতজনিত রক্তস্রাব উৎপন্ন হইলে নিত্য কর্মের আচরণ করিবে না। জানুর অধোভাগে রক্ত স্রাবযুক্ত ব্যক্তি নৈমিত্তিক কর্মেরও অনুষ্ঠান করিবে না। ৩৮

এই স্থলে নিত্য পদটি অহরহঃ ক্রিয়মাণ নিত্য কর্মমাত্র পর। এস্থলে তুকারের দ্বারা নিত্য কর্মের ব্যাবৃত্তি দ্বারা জানুর অধোদেশে রক্ত ক্ষরণে অহরহঃ কর্ত্তব্য নিত্য কর্মের ত্যাগ হয় না—ইহা সিদ্ধ হয়। ৩৯

এস্থলে যদিও জানুর উর্ধ্বদেশে ক্ষরণেও প্রক্ষালন হইতেই অহরহঃ কর্ত্তব্য কর্মে অধিকার হওয়ায় তাহার অধোদেশেও রক্ত ক্ষরণে সেইরূপ নিত্য কর্মে অধিকার হইলে কোন বিশেষ না থাকায় নৈমিত্তিকং তু এই স্থলে তদধঃ এই বিশেষ উক্তি ব্যর্থ হয়, তথাপি জানুর উর্ধ্বে ক্ষরণে ক্ষালনের ন্যায় জানুর অধোদেশে ক্ষরণে ক্ষালন ও

১। খ—জান্বূর্ধ্বক্ষতজে জাতে নিত্যকর্ম ন চাচরেৎ। ২। নেত্রকে চ সমুৎপন্নে ইত্যাদি পাঠঃ।

কর্ত্তব্যস্য ত্যাগ ইতি তাৎপর্য্যার্থঃ। প্রাত্যহিকাতিরিক্তস্তু নিত্যং কাম্যং নৈমিত্তিকঞ্চ ক্ষালনাক্ষালনয়োরেব ন কর্ত্তব্যমিতি নিষ্কর্ষঃ। ৪০

ননু ক্ষালন-শুদ্ধিবচনং ক্ষতজ-স্রবং বিনা ক্ষতজ-সংযোগমাত্রপরম্, জানূর্দ্ধমিত্যাদি কালিকাপুরাণে বিরোধাদিতি চেন্ন প্রাগুক্ত বচনৈঃ ক্ষতাদ্যশৌচেঽপি নিত্যকর্মাধিকার-সিদ্ধেস্তত্রাপি ক্ষালন-শুদ্ধেরুপযুক্তত্বাৎ। ৪১

অথাত্র ক্ষতজ-গ্রহণাৎ ক্লেদাদ্যসংগ্রহ ইতি চেন্ন, পূয়-ক্লেদাদেরপি ক্ষতজত্বাৎ যোগার্থস্যাবিশেষাৎ ক্ষতজপদস্যোপলক্ষণ-পরত্বাদ্ বা। ক্ষতঞ্চ বিদীর্ণাবয়ববিশেষঃ, অবিদীর্ণাবয়বাদ্রুধিরাদি-ক্ষরণাসম্ভবাৎ। বৈধ-কর্মমাত্রং প্রতি ক্ষতজাশৌচত্বেন প্রতিবন্ধকতা ক্ষালনোত্তর-প্রাত্যহিকেঽসম্ভবাৎ। নাপি ক্ষালনবদন্য-ক্ষতাশৌচত্বেন, ক্ষালনেঽপ্যাব্দিক-শ্রাদ্ধকরণ-প্রসঙ্গাৎ। তথা চ বিশিষ্যৈব তত্তৎ-কর্ম, ন ক্ষতাদিতি দিক্। ৪২

অক্ষালনে অহরহঃ কর্ত্তব্য নিত্য কর্মের ত্যাগ হইবে এই তাৎপর্য্যার্থ। প্রাত্যহিক কর্মের অতিরিক্ত কিন্তু নিত্য, কাম্য ও নৈমিত্তিক কর্ম প্রক্ষালন অপ্রক্ষালনেও কর্ত্তব্য নহে—ইহাই নিষ্কর্ষ। ৪০

আচ্ছা, জানুর্দ্ধমিত্যাদি কালিকাপুরাণের বচনের সহিত বিরোধ হয় বলিয়া ক্ষালনরূপ শুদ্ধির বচনটি ক্ষত জনিত রক্তের স্রাব বিনাই ক্ষতজ রক্তাদির সংযোগমাত্র পর, এই যদি বলি। না—তাহা বলিতে পারেন না; যেহেতু পূর্বোক্ত বচন সমূহের দ্বারা ক্ষতাদি জনিত অশৌচেও নিত্য কর্মের অধিকার সিদ্ধ হওয়ায় সেস্থলেও ক্ষালন জনিত শুদ্ধির উপযুক্ততা আছে। ৪১

আচ্ছা, এই বচনগুলিতে ক্ষতজ রক্তের গ্রহণ হওয়ায় ক্লেদ প্রভৃতির গ্রহণ হইবে না—এই যদি বলি। না—তাহা বলিতে পারেন না; যেহেতু পূয়, ক্লেদ প্রভৃতিও ক্ষতজ। ক্ষতজ রক্ত ও পূয় প্রভৃতির মধ্যে কোন বিশেষ নাই। আর ক্ষতজ পদটি পূয়, ক্লেদ প্রভৃতিরও উপলক্ষণ-পর হইতে পারে। অবিদীর্ণ অবয়ব হইতে রুধির প্রভৃতির ক্ষরণ সম্ভব না হওয়ায় ক্ষত হইতেছে বিদীর্ণ অবয়ব বিশেষ। ক্ষালনের পরে প্রাত্যহিক নিত্য কর্মে ক্ষতজ অশোচ সম্ভব না হওয়ায় বৈধ কর্মমাত্রের প্রতি ক্ষতজ অশৌচ ক্ষতজ অশোচরূপে প্রতিবন্ধক, কিন্তু ক্ষালনের ন্যায় অন্য ক্ষতাশৌচত্বরূপে প্রতিবন্ধক নহে, যেহেতু তাহাতে ক্ষালনেও বার্ষিক শ্রাদ্ধ করণের প্রসঙ্গ হইবে। সুতরাং বিশেষবশতঃ সেই সেই কর্ম হয়, ক্ষত জন্য নহে। ৪২

স্বতন্ত্রাস্তু স্রবদ্রক্তো ন চাচরেদিত্যত্র স্রবন্ নির্দ্দেশাৎ ক্ষরণকাল এব ক্ষতাশৌচম্, তেন তদনন্তর-প্রক্ষালনাদপি কর্মাধিকার ইতি বদন্তি। ৪৩

নন্বেবং রজস্বলাশৌচেঽপি নিত্যাধিকারঃ স্যাদহরহঃ-কর্ত্তব্যস্য কুত্রাপ্য-নিষেধাদিতি চেন্ন। ৪৪

স্ত্রীধর্মিণী ত্রিরাত্রস্তু স্বমুখং নৈব দর্শয়েৎ। ন দন্তান্ ধাবয়েৎ। ৪৫

ইত্যাদিষু লৌকিক-কর্মণোঽপি ত্যাগবোধনাৎ জনন-মরণাশৌচাভ্যামপি রজস্বলাশৌচস্য গুরুত্বাজ্জনন-মরণাশৌচ-ত্যাজ্যানাং তত্র সুতরাং ত্যাগাৎ।৪৬

কালিকাপুরাণে—নেত্রকে চ সমুৎপন্নে ক্ষুরকর্মণি মৈথুনে।
ধূমোদ্গারে তথা বান্তে নিত্য-কর্মাণি সংত্যজেৎ॥ ৪৭
দ্রব্যে ভুক্তে হ্যজীর্ণে চ নৈব ভুক্তাপি কিঞ্চন।
কর্ম কুর্য্যান্নরো নিত্যং সূতকে মৃতকে তথা[১]॥ ৪৮

স্বতন্ত্রগণ এই বলিয়া থাকেন—স্রবদ্রক্তো ন চাচরেৎ এই স্থলে স্রবৎ শব্দের নির্দ্দেশ হেতু রক্তের ক্ষরণ কালেই ক্ষতাশৌচ হয়, অন্য কালে নহে। সেজন্য রক্ত-ক্ষরণের অনন্তর প্রক্ষালন হইতেই কর্মে অধিকার জন্মে। ৪৩

আচ্ছা, এই হইলে রজঃস্বলাশৌচেও নিত্য কর্মে অধিকার হউক; যেহেতু তাহাতে অহরহঃ কর্ত্তব্য কর্মের কোথাও নিষেধ নাই—এই যদি বলেন, না—তাহা বলিতে পারেন না। ৪৪

যেহেতু—স্ত্রীধর্ম রজঃপাত হইলে তিন রাত্রি নিজের মুখ দেখাইবে না, দন্ত ধাবন করিবে না। ৪৫

ইত্যাদি বচনগুলিতে লৌকিক কর্মেরও ত্যাগ জ্ঞাপিত হইয়াছে এবং জনন মরণ অশৌচ হইতেও রজস্বলাশৌচের গুরুত্ববশতঃ জননাশৌচ ও মরণাশৌচে ত্যাজ্য কর্মগুলি রজস্বলাশৌচে সুতরাং ত্যাজ্য হইবে। ৪৬

কালিকাপুরাণে বলিয়াছেন—নেত্রে ক (জল) উৎপন্ন হইলে, ক্ষুরকর্মে, মৈথুনে, ধূমের উদ্গারে ও বমনে নিত্য কর্ম ত্যাগ করিবে। ৪৭

দ্রব্য ভুক্ত হইয়া অজীর্ণ হইলে মানব কোন কিছু খাইয়াও নিত্য কর্ম করিবে না। জননাশৌচ ও মরণাশৌচেও নিত্য কর্ম করিবে না। ৪৮

১। খ—মৃতকে তথেত্যনন্তরং পত্রং পুষ্পকেত্যাদি। —গুরুমাক্ষিপেত্যাদি-কালিকাপুরাণমিত্যন্তঃ পাঠো নাস্তি।

গুরুমাক্ষিপ্য বিপ্রঞ্চ প্রহৃত্যৈব চ পাণিনা।
ন কুর্য্যান্নিত্য-কর্মাণি রেতঃ-পাতে চ ভৈরব ! ॥ ৪৯

অত্রাপি নিত্যমহরহঃ-কর্মাতিরিক্তম্। নেত্রকে জলে, অশ্রুণীত্যর্থঃ। দ্রব্য ইতি। ভুক্তে দ্রব্যে জীর্ণতামপ্রাপ্তে ইত্যর্থঃ। মৈথুনে রেতঃ-পাত-সত্ত্বেঽপি মৈথুনস্য পৃথগুপাদানং রেতঃ-ক্ষালনেঽপি কর্মানধিকার-জ্ঞাপনার্থম্। কাম্যাদাবধিক-দোষার্থং বেতি নব্যাঃ। ক্ষৌরাদিষু বিশেষমাহ ব্রহ্মপুরাণম্ (৫০)—

শ্মশ্রু কর্মাশ্রুপাতঞ্চ মৈথুনং কুর্দনং তথা।
অস্পৃশ্য-স্পর্শনং কৃত্বা স্নায়াদ্ বর্জ্যা জলক্রিয়া ॥ ৫১

শ্মশ্রু-কর্ম—ক্ষৌরম্। মৈথুনং ঋত্বভিগমনম্। কুর্দনং বমনম্। স্নায়াৎ জলাবগাহনমাত্রং কুর্য্যাৎ, নতু তীর্থাবাহনাদিকমপি জলক্রিয়া, তাং ন কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। অত্র তীর্থাবাহনাদিনিষেধস্তত্তৎ-ক্রিয়াজন্যাপ্রায়ত্য-নাশক-স্নানে তদুত্তরকর্মাধিকারিতা-সম্পাদক-পুনঃ-স্নানে তু সর্বং কার্য্যমিতি শ্রীদত্তাদয়ঃ ॥ ৫২

এবঞ্চ ক্ষৌরাশ্রুপাত-ঋত্বভিগমন-বমনাস্পৃশ্য-স্পর্শনেষু তৎকালিকম-

---

হে ভৈরব। গুরুকে আক্ষেপ (তিরস্কার) করিয়া ব্রাহ্মণকে হস্তের দ্বারা প্রহার করিয়া এবং রেতঃ পাতে নিত্য কর্মসমূহ করিবে না। ৪৯

এখানেও নিত্য হইতেছে অহরহঃ কর্ত্তব্য কর্মের অতিরিক্ত কর্ম। নেত্র কে অর্থ—জলে, অশ্রু এই অর্থ। দ্রব্যে এই কথার এই অর্থ—ভুক্ত দ্রব্য জীর্ণতা প্রাপ্ত না হইলে। মৈথুনে রেতঃ পাত থাকিলেও রেতঃ প্রক্ষালনেও কর্মের অনধিকার জ্ঞাপনের জন্য এখানে মৈথুনের পৃথগ্ গ্রহণ হইয়াছে। অথবা কাম্যাদি কর্মে অধিক দোষ জ্ঞাপনের জন্য মৈথুনের পৃথগ্ গ্রহণ হইয়াছে। ইহা নব্যগণ বলেন। ব্রহ্মপুরাণ ক্ষৌরাদি অশ্রুপাত বিষয়ে বিশেষ বলিতেছেন (৫০)—

শ্মশ্রুকর্ম, অশ্রুপাত, মৈথুন, কুর্দন, (বমন), সেইরূপ অস্পৃশ্য স্পর্শ করিয়া স্নান করিবে, কিন্তু জল ক্রিয়া (তীর্থাবাহনাদি) বর্জন করিবে। ৫১

শ্মশ্রুকর্ম—ক্ষৌরকর্ম। মৈথুন—ঋতুতে স্ত্রী সহবাস। কুর্দন—বমন। স্নায়াৎ—জলে অবগাহনমাত্র করিবে; কিন্তু তীর্থের অবগাহন প্রভৃতি জলক্রিয়া করিবে না। এস্থলে তীর্থাবাহনাদি নিষেধ তাৎপর্য্য—সেই সেই ক্রিয়া জন্য অনিয়ম নাশক স্নানে ও তাহার পরবর্ত্তী কর্মাধিকার সম্পাদক পুনঃ স্নান হইলে সমস্ত কার্য্য করিবে। ইহা শ্রীদত্ত প্রভৃতি বলেন। ৫২

এই হইলে ক্ষৌর, অশ্রুপাত, ঋতুতে স্ত্রী সহবাস, বমন ও অস্পৃশ্য স্পর্শনে

প্রায়ত্যং জায়তে। তৎ তু স্নানাপনেয়ম্। ততশ্চ তেষু মজ্জন-স্নানং কৃত্বা পশ্চাদ্ বৈধস্নানাদি কুর্য্যাদিতি তত্ত্বম্। ৫৩

প্রাঞ্চস্তু শ্মশ্রুকর্ম্মাদি কৃত্বা স্নায়াৎ, তৎ-কালীনাপ্রায়ত্য-প্রশমনায়েতি শেষঃ। জলক্রিয়া তীর্থাবাহনাদিরূপা বর্জ্জ্যেব। ক্ষৌরাদি-করণ-দিনে তর্পণাদিকং ন কর্ত্তব্যমেবেত্যর্থ ইত্যাহুঃ। ৫৪

ঔষধার্থ-জলাদি-ভোজনাদপি ন তদ্দিবসীয়-ক্রিয়ানিবৃত্তিরিত্যাহ কালিকা-পুরাণম্ (৫৫)—

পত্রং পুষ্পঞ্চ তাম্বুলং ভেষজত্বেন কল্পিতম্।
কণাদি-পিপ্পলীশ্চৈব ফলং ভুক্ত্বা ক্রিয়াং চরেৎ ॥ ৫৬
জলস্যাপি নরশ্রেষ্ঠ! ভোজনাদ্ ভেষজাদৃতে।
নিত্যক্রিয়া নিবর্ত্তেত সহ নৈমিত্তিকৈঃ সদা[১] ॥ ৫৭

কণস্তণ্ডুলাদি-সূক্ষ্মাবয়বঃ। গোভিলঃ—

ইক্ষুরাপঃ পয়শ্চৈব তাম্বুলং ফলমৌষধম্।
ভক্ষয়িত্বা তু কর্ত্তব্যাঃ স্নানদানাদিকাঃ ক্রিয়াঃ ॥ ৫৮

তাৎকালিক অনিয়ম জন্মে। তাহা স্নানের দ্বারা অপনেয়। অতএব সেই সকল বিষয়ে মজ্জন স্নান করিয়া পরে বৈধ স্নান করিবে; ইহাই তত্ত্ব। ৫৩

প্রাচীনগণ এই বলেন যে, ক্ষৌরকর্ম্মাদি করিয়া স্নান করিবে। তৎকালীন অনিয়ম নাশের জন্য—এইটি উহ্য করিবে অর্থাৎ তৎকালীন অনিয়ম নাশের জন্য স্নান করিবে। তীর্থের আবাহনাদিরূপ জলক্রিয়া বর্জন করিবে। ক্ষৌরাদি করণ দিনে তর্পণাদি কর্ত্তব্যই নহে—ইহাই অর্থ। ৫৪

ঔষধের জন্য জলাদির ভোজন হেতুও সেই দিবসের ক্রিয়ানিবৃত্তি হয় না—ইহা কালিকা-পুরাণ বলিয়াছেন। ৫৫

ঔষধরূপে কল্পিত পত্র, পুষ্প, তাম্বূল, কণ প্রভৃতি, পিপ্পলী ও ফল ভোজন করিয়া ক্রিয়ার আচরণ করিবে। ৫৬

হে নরশ্রেষ্ঠ! ভেষজ ছাড়া জলেরও ভোজনে সর্বদা নৈমিত্তিক কর্মের সহিত নিত্য-ক্রিয়া নিবর্ত্তিত হয়। ৫৭

কণ—তণ্ডুলাদির সূক্ষ্ম অংশ। গোভিল বলিয়াছেন—ইক্ষু, জল, দুগ্ধ, তাম্বূল, ফল, ঔষধ ভক্ষণ করিয়া স্নান, দান প্রভৃতি ক্রিয়া করিবে। ৫৮

১। খ—নৈমিত্তিকৈঃ সদেত্যনন্তরং বিশেষতঃ শিবাপূজামিত্যাদি পাঠঃ।

কালিকাপুরাণে—বিশেষতঃ শিবা-পূজাং প্রমীত-পিতৃকো নরঃ।
যাবৎ বৎসরপর্য্যন্তং মনসাপি ন চাচরেৎ ॥ ৫৯

অত্র পিতা চ মাতা চ পিতরৌ, প্রমীতৌ পিতরৌ যস্য, স ইত্যর্থঃ। ইদঞ্চ নিত্যপূজেতর-পরম্। যথা তত্রৈব (৬০)—

মহাগুরু-নিপাতেষু কাম্যং কিঞ্চিন্ন চাচরেৎ।
আর্ত্বিজ্যং ব্রহ্মযজ্ঞঞ্চ শ্রাদ্ধং দেবযুতঞ্চ যৎ ॥ ৬১

তেন স্ত্রিয়া অপি পতি-মরণ-বর্ষে ন কাম্যাধিকারঃ, তস্যাস্তস্যৈব মহাগুরুত্বাৎ[১]। ৬২

কালিকাপুরাণে—ত্রিমুহূর্ত্তং পূজয়েৎ তু দেবীং ত্রিপুরভৈরবীম্।
ন জপেৎ ত্রিংশতা ন্যূনং সাধকস্তু কদাচন ॥ ৬৩
অঙ্গুষ্ঠমধ্যমানামাঙ্গুলিভিস্ত্রিসৃভিঃ পুনঃ।
সদা পুষ্পাদিকং দদ্যান্ মালাঞ্চ ত্রিগুণাং চরেৎ ॥ ৬৪

কালিকাপুরাণে বলিয়াছেন—হে ব্যক্তির পিতা ও মাতা প্রমীত (মৃত), তিনি এক বৎসর যাবৎ মনের দ্বারাও শিবাপূজার আচরণ করিবেন না। ৫৯

প্রমীত-পিতৃক পদ স্থলে পিতা চ মাতা চ এইরূপ দ্বন্দ্ব সমাসে একশেষ হইয়া পিতরৌ পদ নিষ্পন্ন হয়। তাহার পর প্রমীতৌ পিতরৌ যস্য পুরুষস্য স প্রমীত-পিতৃক পদ হয়। প্রমীত পিতৃক পদের এই অর্থ। উহা নরের বিশেষণ। ইহা নিত্য পূজা ভিন্ন পর। যেমন সেইখানে সেই কালিকা-পুরাণে বলিয়াছেন (৬০)—

মহাগুরুর নিপাতবর্ষে কোন কিছু কাম্য কর্ম, আর্ত্বিজ্য (পৌরোহিত্য) করিবে না। যে শ্রাদ্ধ বিশ্বেদেব যুক্ত, তাহাও করিবে না। ৬১

ইহা দ্বারা স্ত্রীরও স্বামীর মরণ বর্ষে কাম্য কর্মের অধিকার নাই; যেহেতু স্ত্রীলোকের স্বামীই মহাগুরু। ৬২

কালিকাপুরাণে বলিয়াছেন—সাধক দেবী ত্রিপুর-ভৈরবীকে তিন মুহূর্ত্ত যাবৎ পূজা করিবে। কখনও ত্রিংশৎ সংখ্যা অপেক্ষা ন্যূন-সংখ্যক জপ করিবে না। ৬৩

অঙ্গুষ্ঠ, মধ্যমা অনামা—এই তিনটি অঙ্গুলি দ্বারা সর্বদা পুষ্পাদি প্রদান করিবে। ত্রিগুণা মালা করিবে। ৬৪

১। খ—মহাগুরুত্বাদিত্যনন্তরং তথা—গুরুমাক্ষিপ্য বিপ্রঞ্চ প্রহৃত্যৈব চ পাণিনা। ন কুর্য্যান্ নিত্যকর্মাণি রেতঃপাতে চ ভৈরব!॥ কালিকাপুরাণে—ত্রিমুহূর্ত্তং পূজয়েৎ তু দেবীমিত্যাদি-পাঠঃ।

চর্ম্মাসনমধিষ্ঠায় পশ্চাৎ কৃত্বা পদদ্বয়ম্ ।
পূজয়েন্ নির্জ্জনে দেশে সাধকো নান্য-মানসঃ ॥ ৬৫
আসাদয়েৎ তু পুষ্পাদি নৈবেদ্যাদি চ যদ্ ভবেৎ ।
তদ্ বামহস্তমুখ্যেন[১] সততং সাধকো বুধঃ ॥ ৬৬
ত্রিছিদ্রা ত্রিপুরা প্রোক্তা ন সম্যক্ পূজিতা যদি ।
শরীর-নিন্দিত-ব্যাধির্জ্জায়তেঽবশ্যমেব হি ॥ ৬৭
অবশ্যাঃ পুত্রদারাশ্চ ভৃত্যাদ্যাশ্চ ভবন্তি হি ।
শস্ত্রঘাতাদ্ ভবেৎ সম্যক্ প্রাণত্যাগো হ্যসংশয়ম্[২] ॥ ৬৮

কালিকাপুরাণে—এবন্তু বাম্য-ভাবেন যজেৎ ত্রিপুরভৈরবীম্ ।
বালাস্তু বাম-দাক্ষিণ্য-ভাবাভ্যামপি পূজয়েৎ ॥ ৬৯
শ্মশানভৈরবীং দেবীমুগ্রতারাং তথৈব চ ।
উচ্ছিষ্টভৈরবীং চণ্ডীং তারাং ত্রিপুরভৈরবীম্ ।
এতাস্তু বাম্য-ভাবেন পূজ্যা দক্ষিণতাং বিনা ॥ ৭০
ঋষীন্ দেবান্ পিতৄংশ্চৈব মনুষ্যান্ ভূতসঞ্চয়ান্ ।
যো যজেৎ পঞ্চভির্যজ্ঞৈর্ঋণানি পরিশোধয়ন্ ॥ ৭১

সাধক অন্য-মনাঃ না হইয়া চর্ম্মাসনে উপবেশন করিয়া পদদ্বয় পশ্চাতে করিয়া নির্জন স্থানে পূজা করিবেন। ৬৫

পণ্ডিত সাধক সর্বদা বাম হস্তকে মুখ্য করিয়া তদ্দ্বারা পুষ্প, নৈবেদ্যাদি যাহা সম্ভব হইবে, তাহা আসাদন করিবেন। ৬৬

ত্রিপুরা দেবী ত্রিছিদ্রা কথিতা হইয়াছেন। যদি তিনি সম্যক্‌রূপে পূজিতা না হন, তবে শরীরে অবশ্যই নিন্দিত ব্যাধি জন্মায় এবং স্ত্রী, পুত্র, ভৃত্য প্রভৃতি অবশ (অবাধ্য) হইয়া থাকে। শস্ত্রের আঘাতে নিঃসংশয়ে সম্পূর্ণরূপে প্রাণত্যাগ হইবে। ৬৭-৬৮

কালিকা-পুরাণে আরও বলিয়াছেন—এইরূপে বামভাবে ত্রিপুর-ভৈরবীকে পূজা করিবে। বালা দেবীকে বাম ও দক্ষিণ এই উভয় ভাবে পূজা করিবে। ৬৯

শ্মশান ভৈরবী দেবীকে, উগ্র তারাকে, এইরূপে উচ্ছিষ্ট ভৈরবীকে, চণ্ডীকে, তারাকে, ত্রিপুর-ভৈরবীকে—ইঁহাদিগকে দক্ষিণভাব ছাড়া বামভাবে পূজা করিবে। ৭০

যিনি ঋণ সমূহ পরিশোধন করিতে পাঁচটি যজ্ঞের দ্বারা ঋষিগণকে, দেবগণকে,

---

১। খ—যদ্‌বামহস্তমুখ্যেন। ২। খ—হ্যসংশয়মিত্যনন্তরং কালিকাপুরাণে—সকৃৎ তদাপয়েদ্ দৈব্যৈ মদিরাং সাধকো দ্বিজঃ। শূদ্রাদয়স্তু সততং দদ্যুরাসবমুত্তমং। কালিকাপুরাণে—এবন্তু বাম্যভাবেনেত্যাদি পাঠঃ।

বিধিবৎ স্নান-দানাভ্যাং কুর্বন্ যদ্ বিধি-পূজনম্ ।
ক্রিয়তে সরহস্যন্তু তদ্ দক্ষিণমিহোচ্যতে ॥ ৭২
সর্বত্র পিতৃ-দেবাদৌ যস্মাদ্ ভবতি দক্ষিণঃ ।
দেবী চ দক্ষিণা যস্মাৎ তস্মাদ্ দক্ষিণ উচ্যতে ॥ ৭৩
যা পুনঃ পূজ্যমানা তু দেবাদীনাঞ্চ পূর্বতঃ ।
যজ্ঞভাগং স্বয়ং ধত্তে সা বামা তু প্রকীর্ত্তিতা ॥ ৭৪
পূজকোঽপি ভবেদ্ বামস্তত্রৈব সততং সুত ! ।
পঞ্চযজ্ঞান্ নবা কুর্য্যাৎ কুর্যাদ্ বা বাম-পূজনে ।
অন্যস্য পূজা-ভাগং হি যতো গৃহ্নাতি বামিকা ॥ ৭৫
যঃ পূজয়েদ্ বাম্য-ভাবৈর্ন তস্য ঋণ-শোধনম্[১] ।
পিতৃ-দেব-নরাদীনাং জায়তে চ কদাচন ॥ ৭৬
যোঽভ্যস্য ত্রিপুরাযোগং তেন যোগেন সংযুতঃ ।
জায়তে যদি সুপ্রজ্ঞস্তদা মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৭৭
স চ মোক্ষশ্চিরেণৈব জায়তে ত্রৈপুর ! পুনঃ ।
ঋণাশোধনজৈঃ[২] পাপৈঃ প্রক্রান্তস্য চ ভৈরব ! ॥ ৭৮

পিতৃগণকে, মনুষ্যগণকে ও ভূতগণকে পূজা করেন এবং বিধিবৎ স্নান দানের সহিত বিধি পূর্বক রহস্য সহকারে যে পূজা করেন, তাহাই এখানে দক্ষিণ বলিয়া কথিত হয় ।৭১-৭২

যেহেতু তিনি পিতৃ, দেব প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ে দক্ষিণ (অনুকূল) হন, দেবীও দক্ষিণা (অনুকূলা) হন, সেই জন্য দক্ষিণ কথিত হন । ৭৩

যিনি কিন্তু দেবাদিগণের পূর্বেই পূজ্যমানা হইয়া থাকেন, যজ্ঞভাগ স্বয়ং ধারণ করেন, তিনি বাম বলিয়া কীর্ত্তিতা হইয়াছেন । ৭৪

হে সূত ! যেহেতু পঞ্চ যজ্ঞ করুন বা নাই করুন, বামের পূজায় বামিকা অন্যের পূজা ভাগ গ্রহণ করেন, সেইহেতু পূজক সর্বদা সেস্থলেই বাম হইতে পারেন । ৭৫

যিনি বামভাব সমূহের দ্বারা পূজা করেন, তাঁহার কখনও পিতৃ, দেব ও নরাদির ঋণশোধন হয় না । ৭৬

যে ব্যক্তি ত্রিপুরাযোগকে অভ্যাস করিয়া সেই যোগের দ্বারা সংযুক্ত হন, যদি তাঁহার সুপ্রজ্ঞা জন্মে, তবে তিনি মোক্ষ লাভ করেন । ৭৭

হে ত্রিপুরোপাসক ভৈরব ! ঋণের অপরিশোধ জনিত পাপসমূহের দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তির সেই মোক্ষ বিলম্বেই জন্মায় । ৭৮

১। খ—বাম্যভাবেন ন তস্য ঋণশোধনম্ । ২। খ—ঋণ-শোধনজৈঃ ।

তথা তত্রৈব— কামেশ্বরীন্তু কামাখ্যাং পূজয়েৎ তু যদৃচ্ছয়া।
দাক্ষিণ্যাদ্ বামভাবাদ্ বা সর্বথা সিদ্ধিমাপ্নুয়াৎ ॥ ৭৯
মহামায়াং শারদান্তু শৈলপুত্রীং তথৈব চ।
যথা-তথা-প্রকারেণ দাক্ষিণ্যাদেব পূজয়েৎ ॥ ৮০
যো দাক্ষিণ্যং বিনা ভাবং মহামায়াং সমর্চতি।
স পাপঃ সর্বলোকেভ্যশ্চ্যুতো[১] ভবতি রোগধৃক্ ॥ ৮১
অন্যাস্তু শিবদূত্যাদ্যা দেব্যো যাঃ পূর্বমীরিতাঃ।
তাস্তু বাম্যাৎ তু দাক্ষিণ্যাৎ পূজিতব্যাস্তু সাধকৈঃ ॥ ৮২
কিন্তু যঃ পূজকো বামঃ সৌম্যাশা-পরিবর্জিতঃ[২]।
সর্বাশা-পূরকঃ স্যাৎ তু দক্ষিণস্তেন উত্তমঃ ॥ ৮৩
তথা তত্রৈব— ভৈরবো বাম-ভাবেন পূজ্যো মদ্যাদিভিঃ সদা।
বিষ্ণোর্বামাত্মিকা[৩] মূর্ত্তির্নরসিংহাহ্বয়ো ভবেৎ।
স তু দক্ষিণ-বামাভ্যাং পূজনীয়ঃ সদা বুধৈঃ ॥ ৮৪

সেইখানে আরও বলিয়াছেন—দক্ষিণ ভাবের দ্বারা বা বামভাবের দ্বারা যেরূপ ইচ্ছা, তদনুসারে কামেশ্বরী কামাখ্যাকে পূজা করিবেন। তাহাতে সর্বদা সিদ্ধি লাভ করিবে। ৭৯

মহামায়া শারদাকে, সেইরূপ শৈলপুত্রীকে দক্ষিণভাবে যেরূপ সেরূপ কোন প্রকারে পূজা করিবে। ৮০

যে ব্যক্তি দক্ষিণভাব বিনা মহামায়াকে অর্চনা করে, সেই পাপ ব্যক্তি রোগযুক্ত হইয়া সমস্ত লোক হইতে চ্যুত হয়। ৮১

অন্যান্য যে সমস্ত শিবদূতী প্রভৃতি দেবীগণ পূর্বে কথিত হইয়াছেন, তাঁহারা সাধকগণ কর্তৃক বামভাবে ও দক্ষিণভাবে পূজিতা হইবেন। ৮২

হে সৌম্য! যে পূজক বাম, তিনি সমস্ত আশা রহিত হইয়া থাকেন। দক্ষিণ সমস্ত আশার পরিপূরক হইতে পারেন। সেজন্য দক্ষিণভাব উত্তম। ৮৩

সেই কালিকা পুরাণে আরও বলিয়াছেন—ভৈরব বামভাবে মদ্যাদি দ্রব্যের দ্বারা সর্বদা পূজ্য। বিষ্ণুর বামাত্মিকা মূর্ত্তি নরসিংহ নামক হইবে। সেই নরসিংহ সর্বদা পণ্ডিতগণ কর্তৃক দক্ষিণ ও বামভাবে পূজনীয় হইবেন। ৮৪

১। খ—স্বর্গলোকেভ্যশ্চ্যুতো। ২। খ—সৌম্যাসা পরিবর্জিতঃ। ৩। ক—বিষ্ণেশ্বরাত্মিকা বিষ্ণোর্বামাত্মিকেতি ইতি মুদ্রিতপুরাণ-পাঠঃ।

তথৈব বাল-গোপাল-মূর্ত্তির্জরায়ুবেষ্টিতঃ
মদ্য-মাংসাশনো ভোগী লোলুপঃ স্ত্রীষু সর্বদা ॥ ৮৫
বহ্ব্যস্তু চণ্ডিকাদেবী-বামিকা মূর্ত্তয়ঃ স্মৃতাঃ।
লক্ষ্ম্যাস্তু বামিকা মূর্ত্তিরুক্তা দহনভৈরবী।
যাগ্নি-দাহং পুর-গ্রাম-মন্দিরেষু[১] করোত্যলম্[২] ॥ ৮৬
স্বপূজিতা[৩] মহালক্ষ্মীর্দেহল্যাং তাস্তু পূজয়েৎ।
বাগ্‌ভৈরবী সরস্বত্যা বামিকা মূর্ত্তিরীরিতা ॥ ৮৭
তস্যা মন্ত্রঃ পুরা প্রোক্তঃ শুক্লবর্ণা তু সা স্মৃতা।
মধ্যায়াস্ত্রিপুরায়াস্তু[৪] রূপং ধ্যানমিহোচ্যতে[৫] ॥ ৮৮
মার্ত্তণ্ডভৈরবো নাম মূর্ত্তিঃ সূর্য্যস্য কীর্ত্তিতা।
গণেশস্যাপি বেতালঃ[৬] কথিতো বাম-নামকঃ।
এতে বাম্যেন ভাবেন পূজনীয়া বিশেষতঃ ॥ ৮৯

ব্রহ্মযামলে—শিব উবাচ—

যদা শ্রীত্রিপুরাদেবী তদা ত্রিপুরভৈরবঃ।
ভৈরবী ত্বং যদা দেবী ভৈরবোঽহং তদা স্বয়ম্ ॥ ৯০

সেইরূপ জরায়ু বেষ্টিত বালগোপাল মূর্ত্তিও মদ্য মাংসভোজী, ভোগী ও সর্বদা স্ত্রীগণের প্রতি লোলুপ। ৮৫

চণ্ডিকাদেবীর বহু বামিকা মূর্ত্তি কথিত হইয়াছে। লক্ষ্মীর বামিকা মূর্ত্তি দহনভৈরবী কথিত হইয়াছেন। যিনি সুষ্ঠুভাবে পূজিতা না হইলে পুর, গ্রাম ও মন্দিরে অবশ্যই অগ্নিদাহ করেন। এইজন্য দেহলীতে তাঁহাকে পূজা করিবে। বাগ্‌ভৈরবী সরস্বতীর বামিকা মূর্ত্তি কীর্ত্তিত হইয়াছেন। ৮৬-৮৭

তাঁহার মন্ত্র পূর্বে কথিত হইয়াছে। তিনি শুক্লবর্ণা হইয়া অবস্থিতা আছেন। মধ্যা ত্রিপুরার রূপ ও ধ্যান এইখানে কথিত হইয়াছে। ৮৮

সূর্য্যের মার্ত্তণ্ডভৈরব নামক বামিকা মূর্ত্তি কীর্ত্তিত হইয়াছেন। গণেশেরও বাম নামক বেতাল কথিত হইয়াছে। ইহাঁরা বামভাবে বিশেষভাবে পূজনীয়। ৮৯

ব্রহ্মযামলে শিব বলিয়াছেন—যখন তুমি শ্রীত্রিপুরা হও, তখন আমি ত্রিপুর ভৈরব হই। যখন তুমি ভৈরবী দেবী হও, তখন আমি স্বয়ং ভৈরব হই। ৯০

১। ক—যাগদাহ-পুরগ্রাম-মন্দিরেষু। ২। মন্দিরেষকরোদিয়মিতিমুদ্রিত পুরাণ পাঠঃ। ৩। অপূজিতেতি ক্বচিৎ পুরাণ পাঠঃ। ৪। খ—মধ্যায়াং ত্রিপুরায়াস্তু। ৫। ক+খ—রূপবদ্ ধ্যানমিষ্যতে। ৬। গণেশস্যাগ্নিবেতাল ইতি ক্বচিৎ পুরাণ-পাঠঃ।

যদা কালী তদা কালঃ কামিনী কাম এব চ।
লক্ষ্মীর্বিষ্ণুস্তদা বাণী বাগীশ্বর ইতি স্মৃতঃ॥ ৯১
যদা চাণ্ডালিনী দেবী তদা চাণ্ডাল এব চ।
ত্বয়া বিনা মহাদেবি! নাহং কর্ত্তা ন চ প্রভুঃ।
ইতি মত্বা মহাদেবি! ভেদঞ্চাত্র ন কল্পয়॥ ৯২
বামেন দক্ষিণেনাপি যোঽর্চয়েৎ কিঞ্চিদেব যৎ।
তৎসর্বমাবয়োর্দ্দেবি! পিতরৌ জগতাং যতঃ[১]॥ ৯৩

ইতি বচনাদুভয়োরেব শ্মশানাদি-সাধনমবিরুদ্ধমিতি। কূর্মপুরাণে[২] হিমালয়ং প্রতি দেবীবাক্যম্ (৯৪)—

যানি শাস্ত্রাণি দৃশ্যন্তে লোকেঽস্মিন্ বিবিধানি চ।
শ্রুতি-স্মৃতি-বিরুদ্ধানি নিষ্ঠা তেষাং হি তামসী॥ ৯৫
করালভৈরবঞ্চাপি যামলং নাম যৎ কৃতম্।
এবংবিধানি চান্যানি মোহনার্থানি তানি তু।
ময়া সৃষ্টানি চান্যানি মোহায়ৈষাং[৩] ভবার্ণবে[৪]॥ ৯৬

যখন তুমি কালী হও, তখন আমি কাল হই। যখন তুমি কামিনী, তখন আমি কাম। যখন তুমি লক্ষ্মী, তখন আমি বিষ্ণু। যখন তুমি বাণী, তখন আমি বাগীশ্বর বলিয়া কীর্ত্তিত হই। ৯১

যখন তুমি চাণ্ডালিনী দেবী, তখন আমি চণ্ডালই। হে মহাদেবি! তুমি বিনা আমি কর্ত্তা নহি, প্রভুও নহি। হে মহাদেবি! এই মনে করিয়া এই উভয়ের ভেদ কল্পনা করিবে না। ৯২

যিনি বামভাবের দ্বারা বা দক্ষিণভাবের দ্বারা যৎকিঞ্চিৎ অর্চনা করেন। হে দেবি! সে সমস্তই আমাদের উভয়ের পূজা; যেহেতু আমরা জগতের পিতা ও মাতা। ৯৩

এই বচন অনুসারে ভৈরব ও ভৈরবী উভয়ের শ্মশানাদিতে সাধন অবিরুদ্ধ। কূর্ম পুরাণে হিমালয়ের প্রতি দেবীর বাক্য হইতেছে (৯৪)—

এই লোকে যে সমস্ত বিবিধ শ্রুতি, স্মৃতি বিরুদ্ধ শাস্ত্র দেখা যায়, তাহাদের নিষ্ঠা তামসী। ৯৫

করালভৈরব ও যামল নামে যাহা করিয়াছি এবং এই প্রকার অন্যান্য যাহা যাহা

১। খ—মত্তঃ। ২। খ—কূর্মপুরাণে শিব উবাচ। ৩। খ—মোহায়ৈব।
৪। খ—ভবার্ণবে ইত্যনন্তরং তস্মাদ্ দক্ষিণভাব ইত্যাদি তত্ত্বমিত্যন্তঃ পাঠঃ।

তস্মাৎ শ্রুতি-স্মৃতি-বিরুদ্ধ-বর্ত্মনি সদ্ভিঃ কদাপি পদং ন ন্যস্তব্যম্। দক্ষিণ এব সাধীয়ানিতি তত্ত্বম্। ৯৭

নহু বিষ্ণুমন্ত্রোপাসনয়া সর্বকামসিদ্ধির্ভবিষ্যতি কিং শক্তৌ যত্নঃ ক্রিয়তে, তথাচ শ্রুতিঃ—যোঽবিদ্যামুপাস্তে সোঽন্ধং তমঃ প্রবিশতীতি। নৈবম্, অত্রাবিদ্যাপদেন সংসারনিয়তি-রূপাঽবিদ্যোচ্যতে ইতি সুরেশ্বরাচার্য্যাদয়ঃ।

অপি চ বিষ্ণুপাসনায়াং ন্যাসাদৌ দুর্গায়া দেবতাত্বমুক্তম্। কিঞ্চ[1] ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাদ্যারাধ্যায়াঃ শক্তেরর্চনয়া সর্বসিদ্ধিরিতি তত্ত্বম্। ৯৮

তথাচ—যত্রাস্তি ভোগো ন চ তত্র মোক্ষো যত্রাস্তি মোক্ষো ন চ তত্র ভোগঃ।
শিবাপদাম্ভোজযুগার্চকানাং ভোগশ্চ মোক্ষশ্চ করস্থ এব[2] ॥ ৯৯

উর্ধ্বাম্নায়ে—যোঽন্যেভ্যো দর্শনেভ্যশ্চ ভুক্তিং মুক্তিঞ্চ কাঙ্ক্ষতি।
স্বপ্নলব্ধ-ধনেনৈব ধনবান্ স ভবেদ্ যদি ॥ ১০০

করিয়াছি, সে সমস্ত মোহনের জন্য করিয়াছি। এই ভবার্ণবে ইহাদের মোহের জন্য অন্যান্য শাস্ত্র আমার কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে। ৯৬

অতএব শ্রুতি ও স্মৃতি বিরুদ্ধ পথে সজ্জনগণ কখনও পাদ স্থাপন করিবেন না। দক্ষিণই সর্বাপেক্ষা সাধু, ইহাই তত্ত্ব। ৯৭

আচ্ছা, বিষ্ণুমন্ত্রের সাধনায় তো সমস্ত সিদ্ধি হইবে, শক্তির উপাসনায় যত্ন করা হয় কেন? এই জন্যই শ্রুতি বলিয়াছেন—যে অবিদ্যাকে উপাসনা করে, সে অন্ধকার তমো লোকে প্রবেশ করে। না—এইরূপ বলিবেন না। যেহেতু এস্থলে অবিদ্যা পদের দ্বারা সংসার নিয়তি-রূপা অবিদ্যা কথিত হইয়াছে। ইহা সুরেশ্বরাচার্য্য প্রভৃতি বলিয়াছেন। আরও কথা, বিষ্ণুর উপাসনায় ন্যাসাদিতে দুর্গার দেবতাত্ব কথিত হইয়াছে। আরও ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবাদি দেবগণের আরাধ্যা শক্তির অর্চনায় সমস্ত সিদ্ধি হয়, ইহাই তত্ত্ব। ৯৮

তাহাই উক্ত হইয়াছে—যে উপাসনায় ভোগ আছে, সে উপাসনায় মোক্ষ নাই। আবার যে উপাসনায় মোক্ষ আছে, সে উপাসনায় ভোগ নাই। শিবার পাদ পদ্মদ্বয়ের অর্চকগণের ভোগ ও মোক্ষ করতলেই অবস্থিত। ৯৯

উর্ধ্বাম্নায়ে বলিয়াছেন—যে ব্যক্তি অন্যান্য দর্শন শাস্ত্র হইতে ভুক্তি ও মুক্তি কামনা করে, তবে সে স্বপ্নলব্ধ ধনের দ্বারা ধনবান্ হইতে পারে। ১০০

১। ক—ব্রহ্মাবিষ্ণু। ২। ক—এবেত্যনন্তরং শিবপ্রণীতেঽস্মিন্নিত্যাদি পাঠঃ।

শুক্তৌ রজতবিভ্রান্তির্যথা জায়েত পার্বতি !।
তথান্যদর্শনেভ্যশ্চ ভুক্তিং মুক্তিঞ্চ কাঙ্ক্ষতি ॥ ১০১

যামলে— আগমে সর্ববিদ্যাশ্চ আগমে সর্বসম্পদঃ।
আগমে সর্বযজ্ঞাশ্চ সর্বশাস্ত্রাণি চাগমে। ১০২

আগমে দেবি ! বেদা হি আগমাচ্চ পরা গতিঃ।
যেঽভ্যস্যন্তি ত্বিদং শাস্ত্রং পঠন্তি পাঠয়ন্তি বা।
সিদ্ধয়োঽষ্টৌ করে তেষাং ধন-ধান্যর্দ্ধি-সূনবঃ ॥ ১০৩

আদৃতা শিবলোকেষু ভোগিনঃ ক্ষোভকারক !।
আপ্নুবন্তি পরং ব্রহ্ম সর্বশাস্ত্র-বিশারদাঃ ॥ ১০৪

তথা— আগতঃ শিববক্ত্রেভ্যো গতশ্চ গিরজামুখম্।
মতশ্চ বাসুদেবেন চাগমস্তেন কথ্যতে ॥ ১০৫

তারাপ্রদীপে— আগমোক্ত-বিধানেন কলৌ দেবান্ যজেৎ সুধীঃ।
ন হি দেবাঃ প্রসীদন্তি কলৌ চান্যবিধানতঃ ॥ ১০৬

হে পার্বতি। শুক্তিতে যেমন রজত ভ্রম উৎপন্ন হয়, সেইরূপ অন্যান্য দর্শন হইতে ভোগ ও মুক্তির আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে। ১০১

যামলে বলিয়াছেন—আগমে সমস্ত বিদ্যা আছে, আগমে সমস্ত সম্পৎ আছে, আগমে সমস্ত যজ্ঞ আছে, আগমে সমস্ত শাস্ত্র আছে। ১০২

হে দেবি। আগমে সমস্ত বেদ (বেদার্থ) আছে। আগম হইতে শ্রেষ্ঠ গতি লাভ হয়। যে ব্যক্তি এই আগম শাস্ত্র পাঠ করে, অভ্যাস করে ও পড়ায়, তাহাদের হাতে আটটি সিদ্ধি থাকে, তাহাদের ধন ও ধান্যের সমৃদ্ধি হয় এবং পুত্রও হয়। ১০৩

হে ক্ষোভকারক ভৈরব। তাঁহারা ভোগী হইয়া শিবলোকে আদৃত হন। তাঁহারা সর্বশাস্ত্র বিশারদ হইয়া পর ব্রহ্ম লাভ করেন। ১০৪

এইরূপ আরও উক্ত হইয়াছে—এই শাস্ত্র শিবের পঞ্চমুখ হইতে আগত, গিরিজা পার্বতীর মুখে গত এবং বাসুদেবের দ্বারা মত। এই হেতু এই শাস্ত্র আগম বলিয়া কথিত হয়। ১০৫

তারাপ্রদীপে বলিয়াছেন—পণ্ডিত কলিকালে আগমোক্ত বিধানে দেবীগণকে অর্চনা করিবে। কলিকালে অন্যবিধানে দেবতা প্রসন্ন হন না। ১০৬

কৃতে শ্রুত্যর্থমার্গঃ স্যাৎ ত্রেতায়াং স্মৃতিসম্ভবঃ।
দ্বাপরে তু পুরাণোক্তঃ কলাবাগম-সম্ভবঃ ॥ ১০৭

এতেন শিবপ্রণীততয়াগমশাস্ত্রস্য নিঃসন্দেহ-ফলকত্বেন সর্বদর্শনাপেক্ষয়া সমুৎকর্ষঃ। ১০৮

শিবপ্রণীতেঽত্র দুরূহশাস্ত্রে গুরূপদেশান্নিজবুদ্ধিতোঽপি।
ময়া সমাকৃষ্য যদত্র বদ্ধং তস্মিন্ সুধীরা মুদমাবহন্তু[1] ॥ ১০৯

ইতি শ্রীরঘুনাথ-তর্কবাগীশ-ভট্টাচার্য্য-কৃতে আগমতত্ত্ববিলাসে
প্রথম পরিচ্ছেদঃ

সত্য যুগে শ্রুতি বিহিত পথই পথ, ত্রেতা যুগে স্মৃতি বিহিত পথই পথ, দ্বাপর যুগে পুরাণোক্ত এবং কলি যুগে আগমোক্ত পথই পথ। ১০৭

ইহা দ্বারা উক্ত হইল যে—এই আগমশাস্ত্র শিবপ্রণীত বলিয়া নিঃসন্দেহ ফলক, অর্থাৎ এই আগম-শাস্ত্রোক্ত ফলে কোন সন্দেহ নাই। এইহেতু সমস্ত দর্শন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ১০৮

এই শিবপ্রণীত দুরূহ শাস্ত্রে গুরুর উপদেশ হইতে এবং নিজের বুদ্ধি হইতে সংগ্রহ করিয়া এই গ্রন্থে আমার কর্ত্তৃক যাহা উপনিবদ্ধ হইল। তাহাতে সুধীর ব্যক্তিগণ আনন্দ লাভ করুন। ১০৯

শ্রীরঘুনাথ তর্কবাগীশকৃত আগমতত্ত্ব বিলাসের প্রথম পরিচ্ছেদের
অনুবাদ সমাপ্ত হইল।

১। ক—মুদমাবহন্তি।

আগম-তত্ত্ব-বিলাসঃ

দ্বিতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ

অথাহঃ-কৃত্যানি

ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে উত্থায় ত্যক্ত-স্বাপস্ত্যক্ত-রাত্রিবাসা বদ্ধ-পদ্মাসনঃ শিরস্থাধোমুখ-শুক্লবর্ণ-সহস্রদল-কমল-কর্ণিকান্তর্গত-পূর্ণচন্দ্রমণ্ডলস্থ-হংসপীঠে নিজগুরুং শুক্লবর্ণং শুক্লালঙ্কার-ভূষিতং জ্ঞানানন্দ-মুদিত-মানসং দ্বিভুজং বরাভয়-করং শান্তং স্বপ্রকাশ-রূপং শ্বেতমাল্যানুলেপনং স্ববামোরুস্থয়া[১] রক্তবর্ণয়া গুরুপত্নী-রূপয়া বামকর-ধৃত-রক্তোৎপলয়া শক্ত্যা দক্ষিণহস্ত-গৃহীত-কলেবরং দ্বিনয়নং পরম-শিবস্বরূপং বিচিন্ত্য দিব্যাভিষেকেণ গুরুণা[২] সম্প্রদায়ানুগত-কৃতনাম-পূর্বকং অভিষেকাদ্যভাবে প্রকৃত-নামপূর্বকং শ্রীঅমুকানন্দনাথগুরুং পূজয়ামীতি[৩] স্মৃত্বা বক্ষ্যমাণ-রীত্যা[৪] শিবশক্তিবুদ্ধ্যা তৌ মানসোপচারৈরভ্যর্চ্য গুরুমন্ত্রং দশধা জপ্ত্বা বক্ষ্যমাণ-মন্ত্রাভ্যাং[৫] প্রণমেৎ। ১

অনন্তর দিনকৃত্য কথিত হইতেছে। ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে নিদ্রাত্যাগ করিয়া শয্যা হইতে উঠিয়া রাত্রিবাস ত্যাগ করিয়া পদ্মাসনে উপবিষ্ট হইয়া মস্তক স্থিত অধোমুখ শুক্লবর্ণ সহস্রদল পদ্মের কর্ণিকার অন্তর্গত পূর্ণচন্দ্র মণ্ডল স্থিত হংসপীঠে নিজের গুরুকে শুক্লবর্ণ, শুক্ল অলঙ্কারে ভূষিত, জ্ঞানানন্দে হৃষ্ট চিত্ত, দ্বিভুজ বরাভয় হস্ত শান্ত স্বপ্রকাশরূপ শ্বেতমাল্য ও অনুলেপন যুক্ত নিজ বাম উরুতে অবস্থিতা রক্তবর্ণা বামকরে রক্ত উৎপল ধারিণী, গুরু-পত্নীরূপা শক্তি কর্ত্তৃক দক্ষিণ হস্তের দ্বারা গৃহীত-কলেবর, দ্বিনয়ন পরম শিবস্বরূপ চিন্তা করিয়া, গুরু কর্ত্তৃক দিব্য অভিষেকের দ্বারা সম্প্রদায় অনুসারে কৃত নাম উচ্চারণ পূর্বক অভিষেকাদির অভাবে প্রকৃত নাম উচ্চারণ পূর্বক "শ্রীঅমুকানন্দনাথগুরুং পূজয়ামি" এইরূপ স্মরণ করিয়া বক্ষ্যমাণ রীতিতে শিবশক্তি বুদ্ধিতে সেই শিবশক্তিরূপিণী গুরু ও গুরুপত্নীকে মানস উপচারের দ্বারা অর্চনা করিয়া, গুরু মন্ত্র দশবার জপ করিয়া বক্ষ্যমাণ মূলোক্ত মন্ত্র দুইটি দ্বারা প্রণাম করিবে। ১

১। খ—বামোরুস্থ-সুরক্ত-শক্তি-সহিতং বামে ধৃতরক্তোৎপলয়া প্রিয়য়া দক্ষিণহস্তেত্যাদি-পাঠঃ।

২। খ—দিব্যাভিষক-করণেন গুরুণা।

৩। খ—শ্রীঅমুকানন্দনাথ-রক্তশক্ত্যম্বা-শ্রীপাদুকাং।

৪। খ—বক্ষ্যমাণরীত্যেতি নাস্তি।

৫। খ—বক্ষ্যমাণমন্ত্রাভ্যাং দণ্ডবদ্ ভূমৌ প্রণমেৎ।

যথা— সহস্রদল-পঙ্কজে সকল-শীতরশ্মি-প্রভম্।
বরাভয়-করাম্বুজং বিমল-গন্ধ-পুষ্পাম্বরম্ ॥ ২
প্রসন্ন-বদনেক্ষণং সকল-দেবতা-রূপিণম্।
স্মরেচ্ছিরসি হংসগং তদভিধান-পূর্বং গুরুম্ ॥ ৩

হসগং—সর্বোত্তীর্ণপীঠস্থম্[১]। তথা শ্যামারহস্য-ধৃতম্—
সহস্রারে মহাপদ্মে প্রাতঃ শিরসি নির্মলে।
পূর্ণেন্দু-মণ্ডল-যুতে[২] শুদ্ধস্ফটিক-সন্নিভে ॥ ৪
গন্ধানুলেপিতং শান্তং বরদাভয়-পাণিকম্।
মন্দস্মিতং নিজগুরুং কারুণ্যেনাঽবলোকিতম্ ॥ ৫
প্রিয়য়া দক্ষহস্তেন ধৃত-চারু-কলেবরম্।
বামে ধৃতোৎপলায়াশ্চ সুরক্তায়াঃ সুশোভনম্ ॥ ইতি। ৬

জ্ঞানার্ণবে— প্রাতরুত্থায় দেবেশি! ব্রহ্মরন্ধ্রে নিজং গুরুম্।
স্মৃত্বা দেবীময়ো ভূত্বা তৎপ্রভা-পটলামলে ॥ ৭ ॥ ইত্যাদি।

যৎ তু রক্ত-মাল্যাম্বর-ধরং সুরক্তং পদ্মবিষ্টরমিতি শারদাটীকাকার-সম্মতং

যেমন বলিয়াছেন—সহস্র দল পদ্মে চন্দ্রের শীতল রশ্মি সমূহের প্রভার ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট, কর-পদ্ম-দ্বয়ে বর ও অভয়মুদ্রাধারী, বিমল অর্থাৎ শ্বেত, গন্ধ, পুষ্প ও অম্বর (বস্ত্র) ধারী, প্রসন্ন বদন ও প্রসন্ন নয়ন, সকল দেবতারূপী হংসগত গুরুকে তাঁহার নাম উচ্চারণ পূর্বক মস্তকে স্মরণ করিবে। ২-৩

হংসগ—সমস্ত পদ্ম হইতে উত্তীর্ণ (উপরি স্থিত) পীঠে অবস্থিত। সেইরূপ শ্যামারহস্য ধৃত বচন সমূহে বলিয়াছেন—

নিজ মস্তকস্থিত পূর্ণেন্দু মণ্ডল যুক্ত শুদ্ধ স্ফটিক সদৃশ নির্মল সহস্রার পদ্মে গন্ধানুলিপ্ত শান্ত বরাভয়ধারী ঈষৎ হাস্যযুক্ত, করুণাপূর্ণ দৃষ্টিতে অবলোকিত, প্রিয়ার দক্ষিণ হস্তে ধৃত সুন্দর দেহ, বামহস্তে উৎপল ধারিণী সুরক্তা স্ত্রীর দ্বারা সুশোভিত নিজ গুরুকে প্রাতঃকালে স্মরণ করিবে। ৪-৬

জ্ঞানার্ণবে বলিয়াছেন—হে দেবেশি! প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উঠিয়া তাঁহার প্রভাসমূহে অমল ব্রহ্মরন্ধ্রে নিজ গুরুকে স্মরণ করিয়া দেবীময় হইয়া ইত্যাদি। ৭

যাঁহারা এই যে বলেন—রক্তমাল্যাম্বরধরং (রক্তমাল্য ও বস্ত্রধারী) সুরক্তং (সুরক্ত) পদ্ম-বিষ্টরং (পদ্মোপবিষ্ট) ইত্যাদি বচনমূলক শারদাতিলক টীকাকারের সম্মত

১। খ—পীঠস্থমিত্যনন্তরং তথা—সহস্রারে ইত্যাদি। ২। খ—পূর্ণেন্দু-মণ্ডলে যুতে।

শাক্তাদীনাং রক্তত্বেন গুরু-ধ্যানং শ্বেতত্বেন ধ্যানন্ত বৈষ্ণবানামিতি। তন্ন যুক্তং সর্বত্র শুক্লত্বেন ধ্যানস্যোক্তত্বাৎ[১]। শক্তিগ্রন্থে কুলার্ণবেঽপি—ব্রহ্মরন্ধ্রে সহস্রারে কর্পূরধবলো গুরুরিত্যাদি। অতএব[২] রক্তত্ব-সাধকবচনং প্রমাণ-শূন্যমেব। ৮

ব্রাহ্মমুহূর্ত্তমাহ লক্ষনির্ণয়ে—

দ্বৌ দণ্ডৌ রাত্রিশেষং তু ব্রাহ্মং মুহূর্ত্তকং বিদুঃ[৩] ॥ ৯

রাত্রি-শেষং রাত্রি-শেষার্দ্ধ-প্রহরং প্রাপ্য ইতি শেষঃ। তত্রাদ্যং দণ্ডদ্বয়ং ব্রাহ্মো মুহূর্ত্তঃ। শেষ-দণ্ডদ্বয়ন্তু রৌদ্রো মুহূর্ত্তঃ। গুরু-মানসপূজা-প্রপঞ্চন্তু বিশুদ্ধেশ্বর-তন্ত্রে যথা (১০)—

এবং ধ্যাত্বা পুনশ্চৈব পঞ্চভূতময়ৈর্যজেৎ।
গন্ধতত্ত্বং পার্থিবন্তু কনিষ্ঠাঙ্গুলি-যোগতঃ[৪] ॥ ১১
শব্দময়ং তথা পুষ্পং প্রথমাঙ্গুলি-যোগতঃ।
বায়ুরূপং মহাধূপং তর্জনীভ্যাং নিয়োজয়েৎ ॥ ১২
তেজোরূপং মহাদীপং মধ্যমা-দ্বয়-যোগতঃ।
অমৃতং ভোজনং তদ্বদমৃতাঙ্গুলি-যোগতঃ ॥ ১৩

শাক্ত সাধকাদির রক্তবর্ণরূপে গুরুর ধ্যান এবং বৈষ্ণবগণের শ্বেতবর্ণরূপে গুরুর ধ্যান কর্ত্তব্য। তাহা কিন্তু যুক্ত নহে; কারণ সর্বত্র শুক্লবর্ণরূপে গুরুর ধ্যান উক্ত হইয়াছে। শক্তিগ্রন্থ কুলার্ণবেও বলিয়াছেন—ব্রহ্মরন্ধ্রে সহস্রদল পদ্মে গুরু কর্পূরের ন্যায় ধবল ইত্যাদি। অতএব রক্তত্বসাধক বচন প্রমাণ শূন্যই। ৮

লক্ষনির্ণয়ে ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত বলিতেছেন—রাত্রি শেষের দুই দণ্ডকে ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত জানিবে। ৯

রাত্রিশেষ—রাত্রির শেষ অর্দ্ধ প্রহরকে, পাইয়া (ধরিয়া), এই কথাটি উহ্য। তন্মধ্যে প্রথম দণ্ডদ্বয়—ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত। শেষ দণ্ডদ্বয়—রৌদ্র মুহূর্ত্ত। গুরুর মানস পূজার বিস্তার কিন্তু বিশুদ্ধেশ্বরতন্ত্রে আছে। যেমন (১০)—

এইরূপ ধ্যান করিয়া পুনরায় পঞ্চভূতময় পঞ্চ উপচারের দ্বারা গুরুকে পূজা করিবে। কনিষ্ঠাঙ্গুলির যোগে পার্থিব গন্ধ তত্ত্ব, প্রথম অঙ্গুলির (জ্যেষ্ঠা অঙ্গুলি) দ্বয়ের যোগে শব্দময় পুষ্প, তর্জনী দ্বয়ের যোগে বায়ুরূপ মহাধূপ প্রদান করিবে। ১১-১২

মধ্যমা দ্বয়ের যোগে তেজোরূপ মহাদীপ, তদ্বৎ অমৃতাঙ্গুলি (অনামিকাঙ্গুলি)

১। খ—ধ্যানস্যোক্তত্বাদিত্যনন্তরং জ্ঞানার্ণবেঽপীত্যাদি-পাঠঃ। ২। খ—অতএবেতি নাস্তি।
৩। খ—বিদুরিত্যনন্তরং গুরুমানস-পূজাপ্রপঞ্চন্তু ইত্যাদি। ৪। খ—নিকৃষ্টাঙ্গুলিযোগতঃ।

নমস্কারেণাঽঞ্জলিনা বাগ্‌ভবাৎ তাম্বুলং স্মৃতম্ ।
স্বস্ব-বীজান্তে[১] সর্বত্র নমস্কারেণ যোজয়েৎ[২] ॥ ১৪

স্বস্ব-বীজান্তে—তত্তদ্-ভূতবীজান্তে। তথাচ লঁ[৩] পৃথিব্যাত্মকং গন্ধং সমর্পয়ামি নমঃ ইতি কনিষ্ঠাভ্যাম্, হঁ[৪] আকাশাত্মকং পুষ্পং সমর্পয়ামি নমঃ ইতি অঙ্গুষ্ঠাভ্যাম্, যঁ[৫] বায্বাত্মকং ধূপং সমর্পয়ামি নমঃ ইতি তর্জনীভ্যাম্, রং[৬] বহ্ন্যাত্মকং দীপং সমর্পয়ামি নমঃ ইতি মধ্যমাভ্যাম্, বং[৭] অমৃতাত্মকং নৈবেদ্যং সমর্পয়ামি নমঃ ইত্যনামিকাভ্যাম্, ঐঁ তাম্বুলং সমর্পয়ামি নমঃ ইত্যঞ্জলিনা নিয়োজয়েৎ[৮]। এবঞ্চ গুরুপূজায়াং ভূতবীজাদৌ ত্রিতারীযোগো ন যুক্তঃ, প্রমাণাভাবাৎ অসার্বত্রিকত্বাচ্চ। ১৫

শ্রীবিদ্যায়াং গুরুমন্ত্রস্তু গান্ধর্বে—

বালাদ্যং ভুবনেশানী রমা চৈব সুরেশ্বরি!।
তারত্রয়মিদং প্রোক্তং গুরুমন্ত্রে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১৬

ঘয়ের যোগে অমৃতরূপ ভোজন (নৈবেদ্য) সমর্পণ করিবেন। বাগ্‌ভব বীজের পর নমস্কার যোগে অঞ্জলি দ্বারা তাম্বুলদ্বয়ের সমর্পণ কথিত হইয়াছে। স্ব স্ব বীজের অন্তে সমস্ত উপচারে নমস্কারের সহিত যোগ করিবে। ১৩-১৪

স্ব স্ব বীজান্তে—সেই সেই পৃথিবী প্রভৃতি ভূত-বীজের অন্তে। সুতরাং লং পৃথিব্যাত্মকং গন্ধং সমর্পয়ামি নমঃ ইত্যাকার মূলোক্ত মন্ত্রে কনিষ্ঠা দুইটি দ্বারা পৃথিব্যাত্মক গন্ধ, এইরূপ মূলোক্ত মন্ত্রে অঙ্গুষ্ঠ দুইটি দ্বারা আকাশাত্মক পুষ্প, তর্জনী দুইটি দ্বারা বায়ুস্বরূপ ধূপ, মধ্যমা দুইটি দ্বারা বহ্ন্যাত্মক দীপ, অনামিকা দুইটি দ্বারা অমৃতাত্মক নৈবেদ্য, অঞ্জলি দ্বারা তাম্বুল সমর্পণ করিবে। এইরূপ উক্ত হওয়ায় গুরু পূজায় ভূতবীজের আদিতে ত্রিতারীযোগ সমীচীন নহে, যেহেতু ইহাতে প্রমাণ নাই এবং উহা সার্বত্রিক নহে। ১৫

গন্ধর্বতন্ত্রে শ্রীবিদ্যায় গুরুমন্ত্র কথিত হইয়াছে—হে সুরেশ্বরি! বালাদ্য (ঐং), ভুবনেশানী (হ্রীং), রমা (শ্রীং)—এই তিনটি বীজ তারত্রয় বলিয়া কথিত হইয়াছে। ইহা গুরুমন্ত্রে প্রতিষ্ঠিত। ১৬

১। খ—স্বস্ববীজেন। ২। খ—যোজয়েদিত্যনন্তরং গুরুবীজস্য মধ্যে তাম্বুলে বাগ্‌ভবদর্শনাৎ অন্যেষু মায়ারমাযোগো জ্ঞায়তে। তথাচেতি পাঠঃ। ৩। খ—হ্রীং শ্রীং লং। ৪। খ—হ্রীং শ্রীং হং। ৫। খ—হ্রীং শ্রীং যং। ৬। খ—হ্রীং শ্রীং রং। ৭। খ—হ্রীং শ্রীং বং। ৮। খ—অঞ্জলিনা যোজয়েৎ। এতদনন্তরং গুরুমন্ত্রস্তু গান্ধর্বে।

ততঃ স্ব-গুরুনামান্তে আনন্দনাথমালিখেৎ[১]।
রক্তশক্তিপদান্তে চ অম্বা পদমথালিখেৎ ॥ ১৭
শ্রীপাদুকাং সমুচ্চার্য্য পূজয়ামীতি সংজপেৎ।
স্তোত্রৈঃ স্তুত্বা নমস্কুর্য্যান্ মন্ত্রেণাঽনেন সর্বদা[২] ॥ ১৮

বালাদ্যং—বাগ্ ভববীজম্। তথাচ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ অমুকানন্দনাথ রক্তশক্ত্যম্বা-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামীতি গুরুমন্ত্রঃ[৩] শ্রীবিদ্যায়াম্। অন্যত্র তু গুরুমন্ত্র-জপো নাস্তি, প্রমাণাভাবাৎ। যৎ তু শ্যামারহস্যে শ্রীবিদ্যাবদখিলং লিখিতম্। তচ্চিন্ত্যম্, অন্যৈরনুক্তত্বাৎ। ১৯

ওঁ অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ২০
অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ২১

তাহার পর নিজ গুরুর নামের অন্তে আনন্দ নাথ লিখিবে। অনন্তর রক্তশক্তি পদের অন্তে অম্বাপদ লিখিবে। ১৭

তাহার পর শ্রীপাদুকাং উচ্চারণ করিয়া পূজয়ামি এই মন্ত্র জপ করিবে। স্তোত্রের দ্বারা স্তুতি করিয়া বক্ষ্যমাণ এই মন্ত্রের দ্বারা সর্বদা নমস্কার করিবে। ১৮

বালাদ্য—বাগ্ভব বীজ (ঐং)। তাহা হইলে শ্রীবিদ্যায় গুরুমন্ত্র হইবে—ঐং হ্রীং শ্রীং অমুকানন্দ-নাথ-রক্তশক্ত্যম্বা-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি। অন্যত্র গুরুমন্ত্রের জপ নাই। যেহেতু তাহাতে প্রমাণ নাই। আর যে শ্যামারহস্যে লিখিত হইয়াছে—শ্রীবিদ্যাবৎ সমস্ত। তাহা চিন্তনীয়, যেহেতু অন্য কর্তৃক ইহা উক্ত হয় নাই। ১৯

ওঁ অখণ্ড-মণ্ডলাকারং ইত্যাদি মূলোক্ত দুইটি মন্ত্রের দ্বারা গুরুকে নমস্কার করিবেন। উক্ত মন্ত্রের অর্থ—এই অখণ্ড মণ্ডলাকার চরাচর বিশ্ব যে ইষ্টদেবতার দ্বারা ব্যাপ্ত, সেই ইষ্টদেবের পদ যে গুরুকর্তৃক দর্শিত, সেই শ্রীগুরুকে নমস্কার অথবা যে গুরু শিবরূপে অখণ্ড মণ্ডলাকার চরাচর ব্যাপ্ত, সেই ইষ্টদেবের পদ যাঁহার কর্তৃক দর্শিত, সেই শ্রীগুরুকে নমস্কার। ইহা প্রথম শ্লোকমন্ত্রের অর্থ। ২০

দ্বিতীয় শ্লোকের অর্থ—যে শ্রীগুরু কর্তৃক অজ্ঞানরূপ তিমিরের দ্বারা (নেত্র

১। খ—আনন্দমালিখেৎ। ২। খ—সর্বদেত্যনন্তরং অজ্ঞানতিমিরেত্যাদি পাঠঃ। ততঃ অখণ্ডেত্যাদি পাঠঃ। ততঃ বালাদ্যমিত্যাদি পাঠঃ। ৩। খ—গুরুমন্ত্রঃ—ইত্যনন্তরং নক্ষত্রবিদ্যায়াস্তু ইত্যাদি-পাঠঃ।

ইতি মন্ত্রাভ্যাং নমস্কুর্য্যাৎ। চরাচরং যেন ইষ্টদৈবতেন ব্যাপ্তং তস্য পদং যেন দর্শিতং তস্মৈ। যেন গুরুণা শিবরূপেণ চরাচরং ব্যাপ্তং, তস্য ইষ্টদৈবতস্য পদং দর্শিতঞ্চ তস্মৈ ইতি বা প্রথমার্থঃ। ২২

নক্ষত্রবিদ্যায়াস্তু গুরুং ধ্যাত্বা ঐঁ ইতি বাগ্‌ভবীজং যথাশক্তি জপ্ত্বা[১] ঐঁ ইত্যুচ্চার্য্যাঽখণ্ড-মণ্ডলেত্যাদিভ্যাং প্রণমেদিতি সাম্প্রদায়িকাঃ। রহস্য-বৃত্তাবপ্যেবম্। ২৩

ততস্তদাজ্ঞাং গৃহীত্বা দক্ষিণাবর্ত্তযোগেন সার্দ্ধ-ত্রিবলয়াবৃত্ত্যা মূলাধার-পদ্মস্থ-ত্রিকোণান্তর্গতাধোমুখ-স্বয়ম্ভুলিঙ্গবেষ্টিনীং ষট্‌পদ্মানুষক্তায়া[২] মেরু-দণ্ডান্তর্গতায়াঃ সরন্ধ্রায়াঃ সুষুম্নায়া মুখরন্ধ্রে সংসক্ত-মুখাগ্রাং ত্রিকোণস্থাগ্নি-শিখোপরি স্থিতাং প্রসুপ্ত-ভুজগাকারাং[৩] সূর্য্যকোটি-প্রকাশাং চন্দ্রকোটি-শীতলাং তড়িৎকোটিপ্রভাং নীবার-শূকবৎ তন্বীং কুলকুণ্ডলিনীং মূলবিদ্যাময়ীং ধ্যাত্বা মনোদণ্ডেনাবহত্য হূঁকারেণ ত্রিকোণমণ্ডলস্থাগ্নিনা[৪] সচেতনাং বিধায় হংসঃ ইতি প্রাণ-মন্ত্রেণোত্থাপ্য শনৈঃ শনৈঃ শ্বাসমুত্তোলয়ন্ সুষুম্নাবিবর-বর্ত্মনা

রোগের দ্বারা) অন্ধ ব্যক্তির জ্ঞানরূপ অঞ্জন শলাকা দ্বারা চক্ষুঃ উন্মীলিত হইয়াছে, সেই শ্রীগুরুকে নমস্কার। ২১-২২

নক্ষত্রবিদ্যায় কিন্তু গুরুকে ধ্যান করিয়া, ঐং এই বাগ্‌ভব বীজ যথা শক্তি জপ করিয়া, ঐং এই বীজ উচ্চারণ করিয়া, অখণ্ড-মণ্ডলাকারং ইত্যাদি দুইটি মন্ত্রের দ্বারা প্রণাম করিবেন ; ইহা সাম্প্রদায়িকগণ বলেন। রহস্য বৃত্তিতেও এইরূপ আছে। ২৩

তাহার পর তাঁহার আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া দক্ষিণাবর্ত্ত ক্রমে সার্দ্ধত্রিবলয় আবৃত্তি দ্বারা মূলাধারপদ্মে স্থিতা ত্রিকোণের অন্তর্গত অধোমুখ স্বয়ম্ভু লিঙ্গকে বেষ্টন-কারিণী ষট্‌পদ্মে অনুবৃত্তা মেরুদণ্ডের অন্তর্গত সরন্ধ্রা সুষুম্নার মুখরন্ধ্রে মুখাগ্রকে সংসক্ত কারিণী ত্রিকোণস্থ অগ্নিশিখার উপরে অবস্থিতা প্রসুপ্ত সর্পাকারা, কোটি সূর্য্যের প্রকাশের ন্যায় প্রকাশবিশিষ্টা, কোটি চন্দ্রের ন্যায় শীতলা, তড়িৎ কোটি ন্যায় প্রভাবিশিষ্টা, নীবারের শুস্তর ন্যায় তন্বী, মূলবিদ্যাময়ী কুণ্ডলিনীকে ধ্যান করিয়া, মনোদণ্ডের দ্বারা অবহত করিয়া, হুংকারের দ্বারা ত্রিকোণের অন্তঃস্থিত অগ্নিদ্বারা সচেতন করিয়া, হংসঃ এই

১। খ—জপ্ত্বা ইত্যনন্তরং ঐং অখণ্ড-মণ্ডলেত্যাদিভ্যাং প্রণমেৎ। রহস্যবৃত্তাবপ্যেবমিতি পাঠঃ।
২। খ—ষট্‌পদ্মানুরক্তায়া। ৩। খ—ভুগজাকারাং তড়িৎকোটিকতারাং নীবারশূকবৎতন্বীং মূলবিদ্যাময়ীং কুলকুণ্ডলিনীং। ৪। খ—ত্রিকোণমণ্ডলাগ্নিনা সচেতনাং বিধায় সুষুম্নাবিবরবর্ত্মনা পরমশিবে ষট্‌পদভেদেন সঙ্গময্য তয়া সহ শম্ভুনা ক্রিয়াসমভিব্যাহারেণেত্যাদি-পাঠঃ।

ষট্-চক্র-ভেদেন পরম-শিবে সঙ্গময্য স্ত্রীরূপ-ধারিণ্যা তয়া সহ পুংরূপ-ধারিণঃ শম্ভোঃ সম্ভোগক্রিয়া-সমভিব্যাহারেণ বিন্দুস্রুত-সুধাধারয়া লোলীভূতাং চৈতন্যময়ীং তাং[1] ভুজগাকারেণ তেনৈব পথা শনৈঃ শনৈঃ শ্বাসং ত্যজন্ পুনর্মূলাধার-মানয়েৎ, তৎপ্রভাপটল-ব্যাপ্তং স্বশরীরং চিন্তয়েচ্চ। যথা যোগিনী-হৃদয়ে (২৪)—

বিদ্যুৎ-কুণ্ডলিনীরূপাং মণ্ডলত্রয়ভেদিনীম্।

মূলবিদ্যামিতি বিশেষ্যং পূরণীয়ম্। অন্যত্রাপি (২৫)—

ধ্যায়েৎ কুণ্ডলিনীং সূক্ষ্মাং মূলাধার-নিবাসিনীম্।
তামিষ্টদেবতা-রূপাং সার্দ্ধ-ত্রিবলয়ান্বিতাম্।
কোটি-সৌদামিনী-ভাসাং স্বয়ম্ভূলিঙ্গ-বেষ্টিনীম্ ॥ ২৬
তামুত্থায় মহাদেবীং প্রাণ-মন্ত্রেণ সাধকঃ।
মূলাদি-ব্রহ্মরন্ধ্রান্তং[2] মূলবিদ্যাং বিভাবয়েৎ।
উদ্যদ্দিনকর-দ্যোতাং যাবৎ শ্বাসং দৃঢ়াসনঃ ॥ ২৭
অশেষাশুভ-শান্ত্যর্থং সমাহিত-মনাঃ শিবম্[3]।

প্রাণমন্ত্রের দ্বারা উত্থাপিত করিয়া ধীরে ধীরে শ্বাস উত্তোলন করিতে করিতে সুষুম্নার রন্ধ্র পথে ষট্চক্র ভেদের দ্বারা পরম শিবে যোজিত করিয়া স্ত্রীরূপধারিণী কুলকুণ্ডলিনীর সহিত পুরুষরূপী শম্ভুর সম্ভোগক্রিয়ার সমভিব্যাহারের দ্বারা বিন্দুস্রুত সুধাধারায় লোলীভূতা চৈতন্যময়ী সেই কুলকুণ্ডলিনীকে ধীরে ধীরে শ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে সেই পথেই পুনরায় মূলাধারে আনয়ন করিবেন এবং তাঁহার প্রভাপটলের দ্বারা ব্যাপ্ত নিজের শরীরকে চিন্তা করিবেন। যোগিনী হৃদয়ে যেমন বলিয়াছেন (২৪)—

মণ্ডলত্রয়ভেদিনী বিদ্যুৎ কুণ্ডলিনীরূপা। মূলবিদ্যাকে এই বিশেষ্যটি পূরণ করিবে। অন্যত্রও বলিয়াছেন (২৫)—

মূলাধারনিবাসিনী সেই সূক্ষ্মা কুণ্ডলিনীকে ইষ্টদেবতারূপ সার্দ্ধত্রিবলয়যুক্তা কোটি বিদ্যুতের ন্যায় প্রকাশবিশিষ্টা স্বয়ম্ভূলিঙ্গকে বেষ্টনকারিণী ধ্যান করিবে। ২৬

সাধক দৃঢ়ভাবে আসনে উপবিষ্ট হইয়া শ্বাসকাল যাবৎ সেই উদীয়মান দিবাকরের ন্যায় প্রদীপ্তা মহাদেবী মূলবিদ্যাকে প্রাণমন্ত্রের দ্বারা উত্থিত করিয়া মূলাধার হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত ধ্যান করিবে। ২৭

সাধক সমাহিত চিত্ত হইয়া অশেষ অশুভ বিনাশের জন্য শিবকে চিন্তা করিবে

---

১ খ—তাং পুনর্মূলাধারম্। ২। খ—ব্রহ্মরন্ধ্রান্ত-মূলবিদ্যাং। ৩। ক—সমাহিতমনাশ্চিরম্।

তৎ-প্রভাপটল-ব্যাপ্তং শরীরমপি চিন্তয়েৎ ॥ ২৮

মৎস্যসূক্তে— উত্থায় চোত্তরে যামে কুণ্ডলীং তড়িদাকৃতিম্ ।
ধ্যাত্বা সিদ্ধীশ্বরো ভূত্বা মুক্তিভাগী ভবেন্ নরঃ ॥ ২৯

নীলতন্ত্রে— উত্থায় চোত্তরে যামে চিন্তয়েদুগ্র-তারিণীম্[১] ।
মূলাদি-ব্রহ্মরন্ধ্রান্তং বিসতন্তু-তনীয়সীম্ ॥ ৩০
মূলমন্ত্রময়ীং সাক্ষাদমৃতানন্দ-রূপিণীম্ ।
সূর্য্যকোটি-প্রতিকাশাং চন্দ্রকোটি-সুশীতলাম্ ॥ ৩১
তড়িৎ-কোটি-সমপ্রখ্যাং কামানল-শিখোপরি ।
তৎপ্রভাপটল-ব্যাপ্ত-পাটলীকৃত-দেহবান্ ॥ ৩২

শ্রুতিঃ—প্রকাশমানাং প্রথমে প্রয়াণে প্রতিপ্রয়াণেঽপ্যমৃতায়মানাম্ ।
অন্তঃ-পদব্যামনুসঞ্চরন্তীমানন্দরূপামবলাং[২] প্রপদ্যে ॥ ৩৩

কালিকাশ্রুতৌ—মূলাধারে স্মরেদ্ দিব্যং ত্রিকোণং তেজসাং নিধিম্ ।
এবং কুণ্ডলিনীং ধ্যাত্বা সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ইতি চ । ৩৪

এবং তাঁহার প্রভা পটলের সমূহের দ্বারা ব্যাপ্ত নিজের শরীরকেও চিন্তা করিবে । ২৮

মৎস্য সূক্তে বলিয়াছেন—রাত্রির উত্তর যামে শয্যা হইতে উঠিয়া তড়িতের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্টা কুণ্ডলিনীকে ধ্যান করিয়া মানব সিদ্ধিসমূহের অধিপতি হইয়া মুক্তিভাগী হয় । ২৯

নীলতন্ত্রে বলিয়াছেন—রাত্রির উত্তর যামে শয্যা হইতে উঠিয়া মূলাধার হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত মৃণাল তন্তুর ন্যায় অতিতনু মূলমন্ত্রময়ী সাক্ষাৎ অমৃত ও আনন্দরূপিণী কোটিসূর্য্যের সদৃশী, কোটি চন্দ্রের ন্যায় সুশীতলা, কোটিতড়িতের ন্যায় প্রভাবিশিষ্টা কালানল-শিখা হইতেও অতি উজ্জ্বলা উগ্রতারিণীকে চিন্তা করিবে । তাহাতে সেই কুণ্ডলিনীর প্রভাপটলের দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়া পাটলীকৃত (ফিকে লাল) দেহবান্ হইবে । ৩০-৩২

শ্রুতিতে বলিয়াছেন—প্রথম গমনে প্রকাশমানা ও প্রত্যাবর্ত্তনে অমৃতায়মানা আন্তর পথে অনুগমন শীলা আনন্দরূপা অবলাকে শরণ করি । ৩৩

কালিকাশ্রুতিতে বলিয়াছেন—মূলাধারে তেজঃসমূহের নিধিরূপ দিব্য ত্রিকোণকে স্মরণ করিবে । এইরূপে কুণ্ডলিনীকে ধ্যান করিয়া সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইবে । ৩৪

---

১ । খ—চিন্তয়েদুগ্ররূপিণীম্ । ২ । খ—আনন্দরূপামমলাং ।

ততো মূলমন্ত্রং যথাশক্তি জপ্ত্বা দেবতাং[১] নমস্কৃত্য—

ওঁ সমুদ্র-বলয়ে দেবি ! পর্বত-স্তন-মণ্ডলে ! ।
বিষ্ণুপত্নি ! নমস্তুভ্যং পাদস্পর্শং ক্ষমস্ব মে ॥

ইতি পৃথিবীং প্রসাদ্য তল্পাদুত্তিষ্ঠেৎ[২] । প্রাতর্গুরুচিন্তনাদ্যকরণে পূজারম্ভ-কালেঽপি তৎ কার্য্যম্, অধিকার-সম্পাদকত্বাৎ, প্রত্যবায়-প্রয়োজকাকরণ-নিবারকত্বাচ্চ । যথা গৌতমীয়ে (৩৫)—

ইদানীং পূর্বকৃত্যঞ্চ প্রসঙ্গাৎ কথয়ামি তে ।
যৎ কৃত্বাঽধিকারিতাং যাতি মন্ত্রযন্ত্রার্চনাদিষু ।
যেন বিনা ন সিদ্ধিঃ স্যান্ নরকং প্রতিপদ্যতে ॥ ৩৬

যামলে— প্রাতঃকৃত্যমকৃত্বা তু যো দেবীং ভক্তিতো যজেৎ ।
নিষ্ফলা তস্য পূজা স্যাৎ শৌচহীনা যথা ক্রিয়া[৩] ॥ ৩৭

তাহার পর যথাশক্তি মূলমন্ত্র জপ করিয়া দেবতাকে নমস্কার করিয়া ওঁ সমুদ্রবলয়ে ইত্যাদি মূলোক্ত মন্ত্রে পৃথিবীকে প্রসন্ন করিয়া শয্যা হইতে উঠিবে ।

সমুদ্রবলয়ে ইত্যাদির অর্থ—হে দেবি ! বিষ্ণুপত্নি । (পৃথিবী ।) হে সমুদ্রবলয়ে ! (যাহার চারিদিকে বলয়াকারে সমুদ্র) হে পর্বতস্তনমণ্ডলে (পর্বত তোমার স্তনমণ্ডল স্বরূপ) তোমাকে নমস্কার । তোমার দেহে আমার পাদস্পর্শকে ক্ষমা করুন ।

প্রাতঃকালে গুরুচিন্তনাদি করিতে না পারিলে পূজার আরম্ভকালেও তাহা কর্ত্তব্য, যেহেতু তাহা পূজাদির অধিকার সম্পাদক ও পাপের প্রয়োজক নিত্যকর্ম অকরণের নিবারক । যেমন গৌতমীয় তন্ত্রে বলিয়াছেন (৩৫)—

যে পূর্বকৃত্য (প্রাতঃকৃত্য) করিয়া মানব মন্ত্র বিহিত যন্ত্রের অর্চনাদিতে অধিকার প্রাপ্ত হয় । যাহা বিনা সিদ্ধি হয় না, পরন্তু নরক প্রাপ্ত হয় । এখন প্রসঙ্গক্রমে তোমাকে সেই পূর্বকৃত্য বলিতেছি । ৩৬

যামলে বলিয়াছেন—যে ব্যক্তি প্রাতঃকৃত্য না করিয়া ভক্তির সহিত দেবীকে অর্চনা করেন, তাহার সেই পূজা শৌচহীন ক্রিয়ার ন্যায় নিষ্ফলা । ৩৭

১। দেবতামিতি নাস্তি । ২। খ—উত্তিষ্ঠেত । এতৎপর্য্যন্তং কৃত্যস্য নিত্যত্বমাহ । গৌতমীয়ে ।
৩। খ—যথা ক্রিয়া—ইত্যনন্তরং প্রাতর্গুরুপাদুকাস্তোত্রমপি পাঠ্যম্ । তদ্ যথা—

ব্রহ্মরন্ধ্র-সরসিরুহোদরে নিত্যলগ্নমবদাতমদ্ভুতম্ ।
কুণ্ডলীবিবরকাণ্ডমণ্ডিতং দ্বাদশার্ণসরসিরুহং ভজে ॥ ১
তস্য কন্দলিত-কর্ণিকাপুটে কৢপ্তরেখমকথাদিরেখয়া ।
কোণলক্ষিত-হলক্ষমণ্ডলীভাবলক্ষমবলালয়ং ভজে ॥ ২

প্রাতঃ-স্নানমাবশ্যকমপি প্রাতরকরণে মধ্যাহ্নাদৌ ন কর্ত্তব্যমেব, কালবাধাৎ। সন্ধ্যাদিকন্তু কালবাধেঽপি প্রায়শ্চিত্তং কৃত্বা কার্য্যম্, বাচনিকত্বাৎ, অকরণে প্রত্যবায়াচ্চ। যথা (৩৮)—

সন্ধ্যায়াং পতিতায়ান্তু গায়ত্রীং দশধা জপেৎ।
গায়ত্রীং দশধা জপ্‌ত্বা পুনঃ সন্ধ্যাং সমাচরেৎ ॥ ইতি ॥ ৩৯

এতৎ সন্ধ্যাত্রয়ং প্রোক্তং ব্রাহ্মণ্যং যদধিষ্ঠিতম্।
যস্য নাস্ত্যাদরস্তত্র ন স ব্রাহ্মণ উচ্যতে ॥ ইতি চ ॥ ৪০

আবশ্যক প্রাতঃ স্নান প্রাতঃকালে করিতে না পারিলে মধ্যাহ্ন কাল প্রভৃতিতে তাহা কর্ত্তব্য নহে; যেহেতু কালের বাধ হইয়াছে অর্থাৎ মধ্যাহ্নাদি কালে প্রাতঃকালই নাই। প্রাতঃকাল না থাকায় তন্নিমিত্ত প্রাতঃস্নান হইবে না। প্রাতঃসন্ধ্যাদি কিন্তু কালের বাধ (কাল অতীত) হইলেও প্রায়শ্চিত্ত করিয়া কর্ত্তব্য, যেহেতু উহা বাচনিক অর্থাৎ শাস্ত্র বাক্য উহা প্রায়শ্চিত্ত করিয়া করিতে বলিয়াছেন। আর উহা না করিলে পাপ হয়। যেমন এই বলিয়াছেন (৩৮)—

সন্ধ্যা পতিত হইলে দশবার গায়ত্রী জপ করিবে। দশবার গায়ত্রী জপ করিয়া পুনরায় সন্ধ্যা করিবে। ৩৯

ব্রাহ্মণত্ব যাহাতে অধিষ্ঠিত আছে, সেই এই তিনটি সন্ধ্যা কথিত হইল। যে ব্রাহ্মণের উহাতে আদর নাই, সে ব্রাহ্মণ বলিয়া কথিত হয় না, এই বলিয়াছেন। ৪০

তৎপুটে পটু-তড়িৎকড়ারিমস্পর্দ্ধমানমণিপাটলপ্রভম্।
চিন্তয়ামি হৃদি চিন্ময়ং বপুর্বিন্দুনাদমণি-পীঠমণ্ডলম্ ॥ ৩
উর্ধ্বমস্য হুতভুক্‌শিখাশতং তদ্বিলাসপরিবৃংহণাস্পদম্।
বিশ্বঘস্মর-মহাচ্ছদোৎকটং ব্যামৃষামি যুগমাদি-হংসয়োঃ ॥ ৪
তত্র নাথ চরণারবিন্দয়োঃ কুঙ্কুমাসবমরন্দয়োঃ।
দ্বন্দ্বমিন্দু-করকন্দশীতলং মানসং স্মরভিমঙ্গলাস্পদম্ ॥ ৫
নিষক্তমণিপাদুকা-নিয়মিতাঘ-কোট্যনাশং।
স্ফুরৎ-কিশলয়ারুণং নখসমুল্লসচ্চন্দ্রকম্ ॥ ৬
পরামৃত-সরোবরোদিত-সরোজ-সদ্‌রোচিষম্।
ভজামি শিরসি স্থিতং গুরুপদারবিন্দদ্বয়ম্ ॥ ৭
পাদুকাপঞ্চকং স্তোত্রং পঞ্চবক্ত্রাদ্ বিনির্গতম্ ॥ ৮
ষড়াম্নায়ফলং প্রাপ্তং প্রপঞ্চে চাতিদুর্লভম্ ॥

ইতি শ্রীশিবপঞ্চবক্ত্রবিনির্গত শ্রীমদ্‌গুরুপাদুকাপঞ্চমস্তোত্রং সমাপ্তম্।

অথ স্নানম্। বৈদিকস্নানমিত্যাদি-পাঠঃ। (অত্র স্তোত্রং তু আদর্শপুস্তকানুরূপং লিখিতম্)

ন চাগামি-ক্রিয়া-পর্য্যন্ত-কালস্য পূর্বক্রিয়া-যোগ্যতয়াঽন্যদাপি প্রাতঃ স্নানং যুক্তমিতি বাচ্যম্, আগামি-ক্রিয়া-মুখ্যকালস্যৈব পূর্বক্রিয়া-যোগ্যতয়া প্রাতঃ-সন্ধ্যা-মুখ্যকালে প্রাতঃ-স্নানস্যেষ্টত্বাৎ। ন চ নবান্নাদাবিব উত্তর-ক্রিয়া-করণ-পর্য্যন্ত-কালস্য পূর্বক্রিয়া-যোগ্যত্বমস্ত্বিতি বাচ্যম্, পর্য্যুদস্ত-হরিশয়নাদ্যন্য-কালমাত্রস্যৈব নবান্নাদৌ বিহিতত্বাৎ, অত্র তথাবিধানাভাবাচ্চ। অহঃস্নানং ত্বহর্বিহিতত্বাদপরাহ্নেঽপি। এবং দিবাস্নানাকরণে রাত্রৌ স্নানমপি ন, মধ্যাহ্ন-সায়ং-কাল-বাধাৎ, পরন্তু অহরহঃ স্নায়াদিতি বিধিপ্রাপ্তং প্রাত্যহিক-স্নানমেব। ৪১

অত্র অহঃ-পদস্য সাবন-দিন-পরত্বাৎ সাবন-দিনেঽপি সূর্য্যাস্তাৎ পরঃ সার্দ্ধ-প্রহর-পর্য্যন্তঃ কাল এবাহ্নিক-ক্রিয়া-যোগ্যঃ, অর্দ্ধ-প্রহরস্য দিনধর্মাতি-দেশাৎ তদুত্তর-প্রহরস্য বাচনিক-ক্রিয়া-যোগ্য-ভাক্ত্বাৎ। যথা (৪২)—

প্রদোষে ঘটিকাযুগ্মং প্রভাতে ঘটিকাদ্বয়ম্।
দিনবৎ সর্বকর্মাণি কারয়েন্ন বিচারয়েৎ॥ ইতি॥ ৪৩

আগামী ক্রিয়া-পর্য্যন্ত কালের মধ্যে পূর্ব ক্রিয়ার যোগ্যতা আছে বলিয়া অন্য কালেও অর্থাৎ প্রাতঃকালের পরও প্রাতঃস্নান যুক্ত (কর্ত্তব্য) ইহা বলিতে পারেন না; যেহেতু আগামী ক্রিয়ার মুখ্যকালেই পূর্ব ক্রিয়ার যোগ্যতা আছে বলিয়া এস্থলে আগামী ক্রিয়া প্রাতঃ সন্ধ্যার মুখ্যকালে প্রাতঃস্নানটি ইষ্ট (অভিলষিত)। আচ্ছা, নবান্ন প্রভৃতি স্থলের ন্যায় উত্তর ক্রিয়া করণ-পর্য্যন্ত কাল পূর্ব ক্রিয়ার যোগ্য হউক, ইহাও বলিতে পারেন না। যেহেতু পর্য্যুদস্ত (নিষিদ্ধ) হরিশয়নাদি ভিন্ন অপর কালমাত্র নবান্নাদিতে যেমন বিহিত হইয়াছে, এখানে সেইরূপ বিধান নাই। অহঃস্নান কিন্তু অহর্বিহিত বলিয়া অপরাহ্নেও হইবে। এইরূপ দিবাতে স্নান না করিলে রাত্রিতে স্নান হইবে না, যেহেতু মধ্যাহ্ন কাল ও সায়ং কালের দ্বারা বাধ হইয়াছে। পরন্তু অহরহঃ স্নায়াৎ—এই বিধিপ্রাপ্ত প্রাত্যহিক স্নানই হইবে। ৪১

এস্থলে অহঃপদটি সাবন দিন পর বলিয়া সাবন দিনেও সূর্য্যাস্তের পর সার্দ্ধ প্রহর পর্য্যন্ত কাল আহ্নিক ক্রিয়ার যোগ্য, যেহেতু অর্দ্ধ প্রহরে দিন ধর্মের অতিদেশ হইয়াছে। তাহার উত্তরবর্ত্তী প্রহরটি বাচনিক ক্রিয়াযোগ্যতা-ভাগী হইয়াছে অর্থাৎ শাস্ত্র বাক্য তাহাকে ক্রিয়াযোগ্য বলায় তাহা ক্রিয়াযোগ্য হইয়াছে। যেমন এই বলিয়াছেন (৪২)—

প্রদোষে ঘটিকাদ্বয় এবং প্রভাতে ঘটিকাদ্বয় দিনবৎ। তাহাতে সমস্ত কার্য্য করিবে, কোন বিচার করিবে না। ৪৩

দিবোদিতানি কর্মাণি প্রমাদান্ন কৃতানি চেৎ।
শর্বর্য্যাঃ প্রথমে যামে তানি কুর্য্যাদ্ যথাক্রমম্ ॥ ইতি চ ॥ ৪৪

অত্র দিবেত্যস্য উভয়ত্রান্বয়ঃ, তেন দিনকর্ত্তব্যত্বেনোক্তানি কর্মাণি দিবা-সূর্য্যাস্তানন্তর-বর্ত্তি-দণ্ডচতুষ্টয়-পর্য্যন্ত-কালমধ্যে ন কৃতানি চেদিত্যর্থঃ। শর্বরী ত্রিযামৈব। ৪৫

ত্রিযামাং রজনীং প্রাহুস্ত্যক্ত্বাদ্যন্ত চতুষ্টয়ম্।
নাড়ীনাং তদুভে সন্ধ্যে দিবসাদ্যন্ত-সংজ্ঞিতে ॥ ৪৬

ইতি বচনাৎ। এবঞ্চ প্রাঙ্‌মুখেন বিহিতং কর্ম সূর্য্যাস্তানন্তর-দণ্ডচতুষ্টয়-মধ্যে প্রাঙ্‌মুখেন ততঃ পরমুদঙ্‌মুখেনৈব কার্য্যমিতি তত্ত্বম্। অর্দ্ধরাত্র-পূজাদিকন্তু রাত্রাবপি কার্য্যম্, বিশেষবিধানাৎ। এবঞ্চাহরহঃ সন্ধ্যাত্রয়-মুপাসীতেতি বিধিদর্শনাৎ সন্ধ্যাত্রয়মহর্বিহিততয়া রাত্রাবপি কার্য্যম্। প্রাতঃ-স্নানস্তু নাহর্বিহিতম্, কিন্তু প্রাতর্বিহিতমিতি কালবাধাদপ্রসক্তমেব। ৪৭

ইদমত্র বোধ্যম্ অকৃত-প্রাতঃ-সন্ধ্যেনাহ্নঃ-স্নানকালে মলাপকর্ষণ-স্নানং কৃত্বা প্রাতঃ সন্ধ্যাং কৃত্বৈবাহ্নঃ-স্নানাদি-কর্ত্তব্যম্। ৪৮

ইহাও বলিয়াছেন—যদি প্রমাদবশতঃ উক্ত দিবা বিহিত কার্য্যগুলি দিবাতে অনুষ্ঠিত না হয়, তবে রাত্রির প্রথম প্রহরে সেগুলি যথা ক্রমে করিবে। ৪৪

এই স্থলে দিবা এই পদটির উভয়ত্র অন্বয়। তাহাতে শ্লোকের প্রথমার্দ্ধের এই অর্থ হয় যে, দিনে কর্ত্তব্যরূপে উক্ত কর্মগুলি যদি প্রমাদবশতঃ দিবায় সূর্য্যাস্তের অনন্তর (পর) বর্ত্তী দণ্ডচতুষ্টয় কালের মধ্যে না করা হয়। রাত্রি ত্রিযামই হয়। ৪৫

যেহেতু এই বচন আছে—রাত্রির আদি ও অন্ত রূপ দণ্ডচতুষ্টয় ত্যাগ করিয়া রাত্রিকে ত্রিযামা বলিয়াছেন। দিবসের আদি ও অন্ত নামক নাড়ীদের সেই দুইটি সন্ধ্যা। ৪৬

এই হইলে পূর্বমুখে বিহিত কর্ম সূর্য্যের অস্তগমনের অনন্তর চারি দণ্ডের মধ্যে পূর্বমুখে এবং তাহার পর উত্তর মুখেই কর্ত্তব্য কার্য্য করিবে, ইহাই তত্ত্ব। বিশেষ বিধান নিবন্ধন অর্দ্ধরাত্রি বিহিত পূজা প্রভৃতি অর্দ্ধরাত্রিতেই কর্ত্তব্য। তাহা হইলে অহরহঃ সন্ধ্যাত্রয়মুপাসীত এই বিধি নিবন্ধন তিনটি সন্ধ্যা দিনে বিহিত বলিয়া রাত্রিতেও কর্ত্তব্য। প্রাতঃ স্নান কিন্তু দিনে বিহিত নহে, উহা প্রাতঃকালেই বিহিত। এই হেতু অন্য কাল বাধিত হওয়ায় অন্য কালে প্রাতঃ স্নানের প্রসক্তি নাই। ৪৭

এস্থলে ইহা জ্ঞাতব্য যে, যে ব্যক্তি প্রাতঃ সন্ধ্যা করেন নাই, তিনি দিবা স্নানকালে মলাপকর্ষণ স্নান করিয়া প্রাতঃ সন্ধ্যা করিয়াই অহঃ (দিবা) স্নান করিবেন। ৪৮

অত ঊর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি সন্ধ্যোপাসনিকং বিধিম্ ।
অনর্হঃ কর্মণাং বিপ্রঃ সন্ধ্যাহীনঃ যতঃ স্মৃতঃ ॥ ৪৯

ইতি ছন্দোগ-পরিশিষ্টীয়াৎ। ইদন্তু প্রাতঃস্নানাদীতর-বৈধ-কর্মপরম্। অথবাঽহঃ-স্নানং কৃত্বৈব সন্ধ্যাদ্বয়াদিকং কার্য্যম্। ৫০

অস্নাতস্য ক্রিয়াঃ সর্বা ভবন্তীহ যতোঽফলাঃ।
স্নানং সমাচরেদ্ বিদ্বানতো নিত্যমতন্দ্রিতঃ ॥ ৫১

ইতি বচনাৎ। ইদঞ্চ স্নানেতর-বৈধকর্ম-পরম্। তস্মাদত্রেচ্ছা-বিকল্প এব। তর্পণস্তু স্নানাঙ্গতয়া স্নান-ব্যবহিতোত্তরসন্ধ্যামধ্যে এব কার্য্যম্। প্রাতঃস্নান-করণ-স্থলে তু প্রাতঃ-সন্ধ্যান্তর্গত-তর্পণেনৈব পঞ্চযজ্ঞ-সিদ্ধির্ভবতি। অহঃ-স্নানকালেঽপি পুনস্তর্পণং কার্য্যম্; স্নানাঙ্গত্বাৎ। অহঃস্নান-মুখ্যকালস্তু অষ্টধা-বিভক্ত-দিন চতুর্থভাগঃ, "চতুর্থে চ তথাভাগে স্নানার্থং মৃদমাহরেদি"তি বচনাৎ। মধ্যাহ্ন-সন্ধ্যা-মুখ্যকালস্তু দিবসস্যাষ্টমো মুহূর্ত্তঃ, "মধ্যাহ্ন-সন্ধ্যা কর্ত্তব্যা মুহূর্ত্ত-সপ্তমোপরী"তি বচনাৎ। দেবপূজা-মুখ্যকালস্তু পূর্বাহ্ন এব; "পূর্বাহ্নো বৈ

সন্ধ্যাহীন বিপ্র সমস্ত কর্মে অযোগ্য, সেই হেতু ইহার পর সন্ধ্যা ও উপাসনার বিধি বলিব। ৪৯

যেহেতু ছন্দোগ পরিশিষ্টীয় এইরূপ বচন আছে। এই বচনটি কিন্তু প্রাতঃস্নান ছাড়া অন্য বৈধ কর্মপর অর্থাৎ প্রাতঃস্নান ভিন্ন অন্য বৈধ কর্মে সন্ধ্যাহীন বিপ্র অনধিকারী। অথবা অহঃ স্নান করিয়াই সন্ধ্যাত্রয় প্রভৃতি কর্ত্তব্য। ৫০

যেহেতু অস্নাত ব্যক্তির স্নান সন্ধ্যাদি সমস্ত ক্রিয়া বিফল হয়, এই হেতু বিদ্বান্ ব্যক্তি অনলস হইয়া নিত্য স্নান করিবে। ৫১

যেহেতু এইরূপ বচন আছে। এই বচনটি স্নান ছাড়া অন্য বৈধ কর্মপর। অতএব এস্থলে ইচ্ছাবিকল্পই হইবে। তর্পণ কিন্তু স্নানের অঙ্গ বলিয়া স্নানের দ্বারা ব্যবহিত উত্তরবর্ত্তী সন্ধ্যার মধ্যেই কর্ত্তব্য। প্রাতঃ স্নান করার স্থলে কিন্তু প্রাতঃ সন্ধ্যার অন্তর্গত তর্পণেরই দ্বারা পঞ্চ যজ্ঞের সিদ্ধি হয়। দিবা স্নানকালেও পুনরায় তর্পণ কর্ত্তব্য; যেহেতু উহা স্নানের অঙ্গ। দিবা-স্নানের মুখ্যকাল কিন্তু অষ্টধা বিভক্ত দিনের চতুর্থ ভাগ; যেহেতু "চতুর্থে চ তথা ভাগে স্নানার্থং মৃদমাহরেৎ" অর্থাৎ সেইরূপ দিবসের চতুর্থ ভাগে স্নানের জন্য মৃত্তিকা আহরণ করিবে—এইরূপ বচন আছে। মধ্যাহ্ন সন্ধ্যার মুখ্য কাল কিন্তু দিবসের অষ্টম মুহূর্ত্ত; যেহেতু "মধ্যাহ্ন-সন্ধ্যা কর্ত্তব্যা মুহূর্ত্তে সপ্তমোপরি" অর্থাৎ সপ্তম মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্তে মধ্যাহ্ন

দেবানামি"তি শ্রুতেঃ। এবঞ্চ পূর্বাহ্নে স্নান-প্রাতঃ-সন্ধ্যে নির্বর্ত্ত্য দেবতার্চনং কৃত্বা স্বস্ব-কালে মধ্যাহ্ন-স্নান-সন্ধ্যে কর্ত্তব্যে, মুখ্যকালানুরোধাৎ। ৫২

পরন্তু "প্রাতঃ সর্বে কৃতাহ্নিকা" ইতি মহাভারত-দর্শনাৎ; "কলার্দ্ধং দ্বাদশীং দৃষ্ট্বা নিশীথাদূর্ধ্বমেব হি। আমধ্যাহ্নাঃ ক্রিয়াঃ সর্বাঃ কর্ত্তব্যাঃ শম্ভু-শাসনাৎ॥ ইতি বচনাচ্চ অহঃ-ক্রিয়ায়ামহর্মাত্রস্য গৌণকালতয়া পূর্বকরণেঽপি তৎসিদ্ধিঃ। সায়ং-সন্ধ্যা তু পূর্বকালে কর্ত্তুং ন শক্যতে, উক্ত-বচনয়োর্যুক্তি-মূলকতয়া ভোজন-বিরুদ্ধ-বৈদিক-কর্মপরত্বাৎ। ৫৩

অথ স্নানম্

বৈদিকস্নানং কৃত্বা সর্বং স্বদেবতাময়ং বিচিন্ত্য আচম্য সংকল্পং কুর্য্যাৎ[১]।

গৌতমীয়ে— মল-প্রক্ষালনং স্নানং স্বশাখোক্তং সমাচরন্।
মন্ত্রস্নানং ততঃ কুর্য্যাৎ কর্মণাং সিদ্ধি-হেতবে॥ ১

আগমোক্ত-ক্রিয়ায়াং সৌরমাসস্যৈবোল্লেখঃ, দীক্ষায়াং তথা দর্শনাৎ। তথা

সন্ধ্যা কর্ত্তব্য—এই বচন আছে। দেবপূজার মুখ্য কাল কিন্তু পূর্বাহ্ন; যেহেতু "পূর্বাহ্নো বৈ দেবানাং" অর্থাৎ দেবগণের পূজার কাল পূর্বাহ্ন—এই শ্রুতি আছে। তাহা হইলে মুখ্য কালের অনুরোধে পূর্বাহ্নে স্নান ও প্রাতঃ সন্ধ্যা সমাপ্ত করিয়া দেবতার পূজা করিয়া মধ্যাহ্ন স্নানকালে মধ্যাহ্ন স্নান ও মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা করিবেন। ৫২

পরন্তু "প্রাতঃ সর্বে কৃতাহ্নিকাঃ" অর্থাৎ সকলেই প্রাতঃকালে কৃতাহ্নিক—মহাভারতের এই বচন দেখা যায় বলিয়া এবং কলার্দ্ধ মাত্র দ্বাদশী দেখিয়া নিশীথের পরই মধ্যাহ্ন ব্যাপিনী সমস্ত ক্রিয়া শম্ভুর শাসন (অনুশাসন) অনুসারে করিবে—

এইরূপ বচনবলে দিনক্রিয়ায় দিনমাত্রই গৌণকাল বলিয়া পূর্বে করিলেও তাহার সিদ্ধি হয়। সায়ংসন্ধ্যা কিন্তু পূর্বকালে করিতে পারেন না। যেহেতু উক্ত বচন দুইটির যুক্তি মূলকতা হেতু ভোজন বিরুদ্ধ বৈদিক কর্মপরত্ব আছে। ৫৩

অনন্তর স্নান কথিত হইতেছে। বৈদিক স্নান করিয়া সকলকে নিজের ইষ্ট-দেবময় চিন্তা করিয়া আচমন করিয়া সঙ্কল্প করিবেন। গৌতমীয় তন্ত্রে বলিয়াছেন —

নিজের শাখায় কথিত মলপ্রক্ষালন স্নান করিয়া তাহার পর কর্মসমূহের সিদ্ধির জন্য মন্ত্র স্নান করিবে। ১

আগমোক্ত ক্রিয়াতে সৌর মাসের উল্লেখ কর্ত্তব্য; যেহেতু দীক্ষাতে তাহা দেখা

১। খ—কুর্য্যাদিত্যনন্তরম্—আগমোক্ত-ক্রিয়ায়াং সৌরমাস উল্লেখনীয়ঃ।

চ ওঁ তৎসৎ ওঁ অদ্যামুকে মাস্যমুক-রাশিস্থে ভাস্করেঽমুকপক্ষেঽমুকতিথাবমুক-গোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ অমুকদেবতা-প্রীতিকামো মন্ত্রস্নানমহং করিষ্যে ইতি সংকল্প্য, ষড়ঙ্গন্যাস-প্রাণায়ামৌ কৃত্বা, জলে ত্রিকোণ-মণ্ডলং[১] বিলিখ্য তত্র ওঁ গঙ্গে চেত্যাদিনাঽঙ্কুশমুদ্রয়া সূর্য্যমণ্ডলাৎ তীর্থমাবাহ্য, তজ্জলং বমিতি বরুণবীজেন ধেনুমুদ্রয়া অমৃতীকৃত্য, হুমিতি[২] কবচবীজেনাবগুণ্ঠন-মুদ্রয়াবগুণ্ঠ্য, ফড়িত্যস্ত্র-মন্ত্রেণ সংরক্ষ্য, মূলেনৈকাদশধাভিমন্ত্র্য,[৩] করাভ্যাম্মৃদমাদায় সূর্য্যায় দর্শয়িত্বা তয়া মৃদা মূলেনাঙ্গং বিলিপ্য, মূর্দ্ধ্নি হৃদয়-নাভিষু জলাঞ্জলিত্রয়ং দত্ত্বা, সূর্য্যাভিমুখং দ্বাদশ-কৃত্বো বারি নিক্ষিপ্য, তস্মিন্নিষ্ট-দেবতা-চরণারবিন্দ-নিঃসৃত-জলে ত্রির্নিমজ্জ্য, দেবতাং ধ্যায়ন্ মূলমন্ত্রং জপন্ উন্মজ্জ্যাচম্য, ত্রিবার-মূলাভিমন্ত্রিতেন পয়সা কলসমুদ্রয়া ত্রিরাত্মানমভিষিঞ্চেদিতি[৪]। শ্যামায়াং নক্ষত্রবিদ্যায়াঞ্চ স্নানে বিশেষো বক্তব্যঃ[৫]। ২

জাবালঃ— অশিরস্কং ভবেৎ স্নানং স্নানাশক্তৌ তু কর্মণাম্।
আর্দ্রেণ বাসসা বাপি মার্জনং দৈহিকং স্মৃতম্ ॥ ইতি ॥ ৩

যায়। সুতরাং ওঁ তৎসৎ ওঁ অদ্য ইত্যাদি মূলোক্ত সঙ্কল্প বাক্যে সঙ্কল্প করিয়া ষড়ঙ্গন্যাস ও প্রাণায়াম করিয়া, জলে ত্রিকোণ মণ্ডল লিখিয়া, সেই ত্রিকোণ মণ্ডলে 'ওঁ গঙ্গে চ' ইত্যাদি মন্ত্রে অঙ্কুশ মুদ্রায় সূর্য্যমণ্ডল হইতে তীর্থ আবাহন করিয়া, সেই জলকে বং এই বরুণ বীজে ধেনুমুদ্রা দ্বারা অমৃতীকরণ করিয়া, হুং এই কবচ বীজে অবগুণ্ঠন মুদ্রা দ্বারা অবগুণ্ঠন করিয়া, ফট্ এই অস্ত্রমন্ত্রে রক্ষা করিয়া, মূলমন্ত্রে একাদশ বার অভিমন্ত্রিত করিয়া, দুই হস্তে মৃত্তিকা লইয়া সূর্য্যকে দেখাইয়া, সেই মৃত্তিকা মূলমন্ত্রে অঙ্গে লেপিয়া মস্তক, হৃদয় ও নাভিতে জলাঞ্জলি তিনটি দিয়া, সূর্য্যের অভিমুখে ১২ বার জল নিক্ষেপ করিয়া, সেই ইষ্টদেবতার চরণারবিন্দ নিঃসৃত জলে তিন বার নিমজ্জিত হইয়া, দেবতাকে ধ্যান করিতে করিতে মূলমন্ত্র জপ করিতে করিতে উন্মজ্জন করিয়া, আচমন করিয়া, কলশ মুদ্রায় মূলের দ্বারা ৩ বার অভিমন্ত্রিত জলের দ্বারা ৩ বার নিজেকে অভিষেচন করিবেন। শ্যামা বিষয়ে ও নক্ষত্র বিদ্যা বিষয়ে স্নানে বিশেষ বক্তব্য আছে। ২

জাবাল এই বলিয়াছেন—কর্মের সাধক স্নানে অসমর্থ হইলে অশিরস্ক (মাথা না ডুবাইয়া) স্নান করিবে। অথবা ভিজা কাপড়ের দ্বারা দেহের মার্জনা করিবে। ইহা দৈহিক স্নান কথিত হইয়াছে। ৩

১। খ—জলে ত্রিকোণং। ২। খ—অমৃতীকৃত্য কবচেনাবগুণ্ঠ্যাস্ত্রেণ সংরক্ষ্য। ৩। খ—অভিমন্ত্র্য সূর্য্যাভিমুখং দ্বাদশবারিধারা নিক্ষিপ্য। ৪। খ—অভিষেঞ্চেদিতি স্নানং। শ্যামায়াং। ৫। খ—বক্তব্যঃ। অথ সূর্য্যার্ঘ্যদানাত্মাদিত্যাদি-পাঠঃ।

অথ সূর্য্যার্ঘ্যদানান্তাং বৈদিকীং সন্ধ্যাং কৃত্বা তান্ত্রিকীং কুর্য্যাৎ[১]। তদুক্তং—"বৈদিকী তান্ত্রিকী সন্ধ্যা যথানুক্রম-যোগতঃ"। ইতি। তান্ত্রিক-সন্ধ্যায়াং বৈদিক-সন্ধ্যানন্তর্য্যং তু তত্তদ্দিবসে তৎপুরুষীয়-তত্তদ্-বৈদিক-সন্ধ্যা-করণ-সত্ত্ব এব। অত এব দ্বাদশ্যাদৌ সায়ং তান্ত্রিক-সন্ধ্যা কর্ত্তব্যৈব। স্ত্রী-শূদ্রয়োস্তান্ত্রিক-সন্ধ্যায়ামধিকারশ্চ। সূতকাদৌ বৈদিকস্যেব তান্ত্রিকস্যাপি বিশেষস্যাবিহিতস্য কর্মণো নিষেধঃ সামান্যত এব। সন্ধ্যা-নিষেধক-বচনন্তু বৈদিক-সন্ধ্যামাত্রপরম্, স্ত্রীশূদ্রয়োর্গায়ত্রী-প্রণব-নিষেধকং বচনং বৈদিকগায়ত্রী-প্রণবমিব। সূর্য্যায়া-র্ঘ্যঞ্চ তান্ত্রিক-সন্ধ্যানন্তরমপি[২] পুনর্দেয়ম্, তান্ত্রিকত্বাৎ। ৪

সা যথা—শক্তিবিষয়ে ওঁ আত্মতত্ত্বায় স্বাহা, ওঁ বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা, ওঁ শিবতত্ত্বায় স্বাহা ইত্যাচমেৎ। অন্যত্র ত্বাচমনমাত্রম্; স্বতন্ত্র-তন্ত্রাদৌ শাক্তা-চমন এব মন্ত্রকথনাৎ[৩]। যথা (৫)—

আত্ম-বিদ্যা-শিবৈস্তত্ত্বৈরাচামেৎ সাধকাগ্রণীঃ।
বহ্নিজায়াং পরে দত্ত্বা শুদ্ধেন পাথসা প্রিয়ে! ॥ ৬

অনন্তর সূর্য্যার্ঘ্যদান শেষ পর্য্যন্ত বৈদিক সন্ধ্যা করিয়া তান্ত্রিক সন্ধ্যা করিবেন। তাহাই উক্ত হইয়াছে—ক্রমানুসারে বৈদিক সন্ধ্যা ও তান্ত্রিক সন্ধ্যা করিবে। তান্ত্রিক সন্ধ্যাতে বৈদিক সন্ধ্যায় আনন্তর্য্য কিন্তু সেই সেই দিবসে সেই সেই বৈদিক সন্ধ্যার অনুষ্ঠান থাকিলেই হইবে, নচেৎ নহে। এই জন্য দ্বাদশী প্রভৃতিতে সায়ংকালে তান্ত্রিক সন্ধ্যাই কর্ত্তব্য। স্ত্রী ও শূদ্রের তান্ত্রিক সন্ধ্যায় অধিকার আছে। সূতকাদিতে বৈদিক সন্ধ্যার ন্যায় বিশেষ বিধান না থাকিলে তান্ত্রিক কর্ম্মেরও সামান্যতঃ নিষেধই হইয়া থাকে। সন্ধ্যানিষেধকে বচন কিন্তু বৈদিক সন্ধ্যামাত্র-পর। স্ত্রী ও শূদ্রের গায়ত্রী ও প্রণব নিষেধক বচনটি বৈদিক গায়ত্রী ও প্রণবের ন্যায় জানিবে। তান্ত্রিক বলিয়া সূর্য্যের অর্ঘ্যদান তান্ত্রিক সন্ধ্যার অনন্তর পুনর্বার দেয়।

সেই তান্ত্রিক সন্ধ্যা যথা—শক্তি বিষয়ে মূলোক্ত ওঁ আত্মতত্ত্বায় স্বাহা ইত্যাদি তিনটি মন্ত্রের দ্বারা ৩ বার আচমন করিবে। অন্যত্র কিন্তু আচমন মাত্র; যেহেতু স্বতন্ত্র তন্ত্রাদিতে শাক্তাচমনেই মন্ত্র কথিত হইয়াছে। যথা (৫)—

হে প্রিয়ে! বহ্নি জায়াকে (স্বাহাকে) পরে দিয়া সাধক শ্রেষ্ঠ আত্মতত্ত্ব, বিদ্যাতত্ত্ব ও শিবতত্ত্বের সহিত শুদ্ধ জলে আচমন করিবে। ৬

১। খ—কুর্য্যাদিত্যনন্তরং সূর্য্যায়ার্ঘ্যঞ্চ। ২। খ—সন্ধ্যানন্তরমপি দদ্যাৎ তান্ত্রিকত্বাদিতি-পাঠঃ।
৩। খ—মন্ত্রকথনাদিত্যনন্তরং ততো জলে ওঁ গঙ্গে চেত্যাদি পাঠঃ।

ততো জলে ওঁ গঙ্গে চেত্যাদিনা তীর্থমাবাহ্য, মূলমন্ত্রেণ কুশেন[১] ভূমৌ ত্রির্জলং নিক্ষিপ্য, কুশেন সপ্তবারান্ তজ্জলেন মূর্দ্ধানমভ্যুক্ষ্য, ষড়ঙ্গন্যাসং কৃত্বা, বামহস্তে জলং নিধায়, দক্ষিণহস্তেনাচ্ছাদ্য হঁ যঁ বঁ লঁ রঁ ইতি ত্রিরভিমন্ত্র্য মূলমুচ্চরন্ গলদম্বু-বিন্দুভিস্তত্ত্বমুদ্রয়া সপ্তকৃত্বো মূর্দ্ধানমভ্যুক্ষ্য, শেষজলং দক্ষিণহস্তে সমাদায় তেজোরূপং ধ্যাত্বা, ইড়য়াকৃষ্য দেহান্তঃ-পাপং প্রক্ষাল্য, কৃষ্ণবর্ণং তজ্জলং পাপরূপং ধ্যাত্বা, পিঙ্গলয়া বিরিচ্য পুরঃ-কল্পিত-বজ্রশিলায়াং ফড়িতি মন্ত্রেণ পাপপুরুষরূপং তজ্জলং[২] ক্ষিপেদিত্যঘমর্ষণম্[৩]। ৭

গৌতমীয়ে—আচম্য বিধিবন্ মন্ত্রী শুচৌ দেশে চ সংবিশেৎ।
জলে সংযোজ্য তীর্থানি ত্রিবারং মূলমন্ত্রতঃ।
ক্ষিপেদ্ ভূমৌ কুশাগ্রেণ সপ্তধা মূর্দ্ধ্নি সেচয়েৎ॥ ৮

তন্ত্রান্তরে—ষড়ঙ্গন্যাসমাচর্য্য বামহস্তে জলং ততঃ।
গৃহীত্বা দক্ষিণেনৈব সংপুটং কারয়েৎ ততঃ॥ ৯

তাহার পর জলে ওঁ গঙ্গে চ ইত্যাদি মন্ত্রে তীর্থকে আবাহন করিয়া, মূলমন্ত্রে কুশের দ্বারা ভূমিতে ৩ বার জল নিক্ষেপ করিয়া, কুশের দ্বারা সেই জল মস্তকে ৭ বার অভ্যুক্ষণ করিয়া, ষড়ঙ্গন্যাস করিয়া, বাম হাতে জল রাখিয়া দক্ষিণ হাতের দ্বারা তাহাকে আচ্ছাদন করিয়া, হং যং বং লং রং এই মন্ত্রে ৩ বার অভিমন্ত্রিত করিয়া, মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে বামহস্তাঙ্গুলি নিঃসৃত জলবিন্দু সমূহের দ্বারা তত্ত্বমুদ্রায় মস্তককে ৭ বার অভ্যুক্ষণ করিয়া, অবশিষ্ট জল ডান হাতে লইয়া সেই জলকে তেজোরূপ ধ্যান করিয়া, ইড়ানাড়ী দ্বারা আকর্ষণ করিয়া, দেহের অন্তর্বর্ত্তী পাপকে প্রক্ষালন করিয়া, কৃষ্ণবর্ণ সেই জলকে পাপরূপ ধ্যান করিয়া, পিঙ্গলানাড়ী দ্বারা তাহাকে নিঃসারিত করিয়া, পুরঃ (সম্মুখ) কল্পিত বজ্রশিলাতে ফট্ এই মন্ত্রে পাপ-পুরুষরূপ সেই জলকে নিক্ষেপ করিবেন। ইহা অঘমর্ষণ। ৭

গৌতমীয় তন্ত্রে বলিয়াছেন—মন্ত্রী বিধিপূর্বক আচমন করিয়া পবিত্রদেশে উপবেশন করিবে। জলে তীর্থসমূহকে আবাহনের দ্বারা সংযুক্ত করিয়া মূলমন্ত্রে কুশের দ্বারা ভূমিতে ৩ বার জল নিক্ষেপ করিয়া ৭ বার মস্তকে সেচন করিবে। ৮

তন্ত্রান্তরে বলিয়াছেন—তাহার পর ষড়ঙ্গন্যাস করিয়া বাম হাতে জল লইয়া ডান হাতের দ্বারা তাহাকে সংপুটিত (আচ্ছাদিত) করিবে। ৯

১। খ—কুশান্। ২। খ—তজ্জলমিতি নাস্তি ৩। খ—অঘমর্ষণমিত্যনন্তরং তথাচ তন্ত্রে ষড়ঙ্গন্যাসমাচার্য্যেত্যাদি পাঠঃ।

শিব-বায়ু-জল-পৃথ্বী-বহ্নি-বীজৈস্ত্রিধা পুনঃ।
অভিমন্ত্র্য চ মূলেন সপ্তধা তত্ত্বমুদ্রয়া ॥ ১০
নিক্ষিপ্য তজ্জলং মূর্ধ্নি শেষং দক্ষে নিধায় চ।
শরীরান্তঃ-স্থিতং পাপং ক্ষালয়েৎ সাধকাগ্রণীঃ ॥ ১১

কুমারীতন্ত্রে— ইড়য়াকৃষ্য দেহান্তঃ-ক্ষালিতং পাপসঞ্চয়ম্।
কৃষ্ণবর্ণং তদুদকং দক্ষনাড্যা বিরেচয়েৎ ॥ ১২
দক্ষহস্তে চ তন্মন্ত্রী পাপরূপং বিচিন্ত্য চ।
পূরতো বজ্রপাষাণে নিক্ষেপেদস্ত্রমুচ্চরন্ ॥ ১৩

শ্যামা-নক্ষত্র-বিদ্যয়োঃ সন্ধ্যায়াং বিশেষো বক্তব্যঃ। ততো হস্তৌ প্রক্ষাল্যাচম্য তর্পণং কুর্য্যাৎ। যথা—ওঁ দেবাংস্তর্পয়ামি, এবং ঋষীন্[১], পিতৄন্, গুরুং, পরমগুরুং, পরাপরগুরুং[২], পরমেষ্ঠিগুরুম্। ততো মূলমুচ্চার্য্য ওঁ অমুক-দেবতাং তর্পয়ামি নমঃ ইতি পঞ্চ-বিংশতিধা দশধা ত্রিধা বা তর্পয়েৎ[৩]। ১৪

তাহার পর সাধক শ্রেষ্ঠ শিববীজ (হং), বায়ুবীজ (যং), জলবীজ (বং), পৃথ্বীবীজ (লং) ও বহ্নিবীজ (রং) দ্বারা সেই জলকে ৩ বার অভিমন্ত্রিত করিয়া সেই জলকে মূলমন্ত্রে তত্ত্বমুদ্রায় মস্তকে ৭ বার নিক্ষেপ করিয়া অবশিষ্ট জল দক্ষিণ হস্তে লইয়া সেই জল দ্বারা শরীরের মধ্যস্থিত পাপকে প্রক্ষালন করিবে। ১০-১১

কুমারীতন্ত্রে বলিয়াছেন—দক্ষিণ হস্তের সেই জল ইড়ানাড়ী দ্বারা আকর্ষণ করিয়া, সেই জল দ্বারা দেহের মধ্যবর্ত্তী পাপসমুদয়কে প্রক্ষালিত করিয়া, কৃষ্ণবর্ণ সেই জলকে দক্ষিণনাড়ী (পিঙ্গলা) দ্বারা বিরেচন (ত্যাগ) করিবে। ১২

তাহার পর মন্ত্রজ্ঞ সাধক দক্ষিণ হস্তস্থিত সেই জলকে পাপরূপ চিন্তা করিয়া সম্মুখবর্ত্তী বজ্রপাষাণে অস্ত্র মন্ত্র (ফট্) উচ্চারণ পূর্বক নিক্ষেপ করিবে। ১৩

শ্যামা ও নক্ষত্রবিদ্যা বিষয়ে সন্ধ্যায় বিশেষ বক্তব্য আছে। তাহার পর দুই হাত প্রক্ষালন করিয়া, আচমন করিয়া তর্পণ করিবেন। যথা—ওঁ দেবাংস্তর্পয়ামি, এইরূপ ওঁ ঋষীংস্তর্পয়ামি, ওঁ পিতৄংস্তর্পয়ামি, ওঁ গুরুং তর্পয়ামি, ওঁ পরমগুরুং তর্পয়ামি, ওঁ পরাপরগুরুং তর্পয়ামি, ওঁ পরমেষ্ঠিগুরুং তর্পয়ামি এইরূপ মন্ত্রে যথাক্রমে দেবগণ, ঋষিগণ, পিতৃগণ, গুরু, পরম গুরু প্রভৃতির তর্পণ করিয়া, পরে মূল মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ওঁ অমুক-দেবতাং তর্পয়ামি নমঃ এই মন্ত্রে ২৫ বার অথবা ১০ বার অথবা ৩ বার ইষ্টদেবতার তর্পণ করিবেন। (অমুক দেবতা স্থলে ইষ্টদেবতার নাম উল্লেখ্য)। ১৪

১। খ—ঋষীংস্তর্পয়ামি এবং পিতৄন্। ২। ক—পরাপরগুরুমিতি নাস্তি।

৩। খ—তর্পয়েদিত্যনন্তরং পঞ্চবিংশতি-সংখ্যা বা দশধা বেত্যাদি পাঠঃ।

দেবানৃষীন্ পিতৄংশ্চৈব তৎকল্পোক্ত-বিধানতঃ।
গুরুপঙ্‌ক্তিং পুরাতর্প্য তর্পয়েদিষ্টদেবতাম্ ॥

ইতি বচনাৎ। "পঞ্চবিংশতি-কৃত্বো বা দশধা বা ত্রিধাপি" বা ইতি বিশুদ্ধেশ্বর-বচনাৎ[১]। বিষ্ণুবিষয়ে নমোঽন্তং মন্ত্রমুচ্চার্য্য তর্পয়েৎ, "নমোঽন্তং তর্পয়েৎ সুধী"রিতি গৌতমীয়-বচনাৎ। ১৫

শক্তৌ তু[২] স্বাহান্তমুচ্চার্য্য ত্রিধৈব তর্পয়েৎ। "হোম-তর্পণয়োঃ স্বাহে"তি তন্ত্রবচনাৎ[৩], "তর্পণঞ্চ ত্রিধা শক্তা"বিতি বচনাচ্চ। তত্র শক্তৌ শক্তিবিষয়ে ইত্যর্থঃ। অশক্তৌ ত্রিধেতি কুব্যাখ্যা তু ন যুক্তা[৪], "তর্পণঞ্চ ত্রিধা ভূয়স্ত্রিধা চ প্রোক্ষণং তনোঃ"। ইতি কুলামৃত-বচন-বিরোধাৎ। ১৬

বৈষ্ণবে তু প্রধান-তর্পণাৎ প্রাক্ ওঁ নারদং তর্পয়ামি এবং পর্বতং, জিষ্ণুং, নিশাটং, উদ্ধবং, দারুকং, বিষ্বক্সেনং, সৈনেয়ং[৫] ইত্যেকৈকশস্তর্পয়েৎ।

"নারদং পর্বতং জিষ্ণুং নিশাটমুদ্ধবং তথা।
তর্পয়েদ্ দারুকং বিষ্বক্সেনং সৈনেয়মিত্যপি ॥ ১৭

তৎ তৎ কল্পোক্ত বিধান অনুসারে ইষ্টদেবতার তর্পণের পূর্বে দেবগণ, ঋষিগণ, পিতৃগণ, গুরুপঙ্‌ক্তির তর্পণ করিয়া ইষ্টদেবতার তর্পণ করিবে—এইরূপ বচন আছে। পঁচিশবার, দশবার অথবা তিনবার তর্পণ করিবেন—এইরূপ বিশুদ্ধেশ্বর তন্ত্রের বচনও আছে। গৌতমীয় তন্ত্রে বলিয়াছেন—সুধী নমঃ অন্ত মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া তর্পণ করিবে। ১৫

শক্তি বিষয়ে কিন্তু স্বাহা অন্ত মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ৩ বারই তর্পণ করিবেন। যেহেতু "হোমে ও তর্পণে স্বাহা বলিতে হইবে"—এইরূপ বচন ও "শক্তিতে ৩ বার তর্পণ"—এইরূপ বচন আছে। সেই বচনস্থ শক্তৌ কথাটির অর্থ—শক্তি বিষয়ে। অশক্তিতে ৩ বার তর্পণ; বচনের এইরূপ কুব্যাখ্যা সমীচীন নহে; যেহেতু পুনরায় তর্পণ ৩ বার ও ৩ বার দেহের প্রোক্ষণ হইয়া থাকে—এই কুলামৃত বচনের সহিত বিরোধ হয়। ১৬

বিষ্ণু বিষয়ে কিন্তু প্রধান তর্পণের পূর্বে ওঁ নারদং তর্পয়ামি—এইরূপে নারদ, পর্বত, জিষ্ণু, নিশাট, উদ্ধব, দারুক, বিষ্বেকসেন ও সৈনেয়কে এক এক বার তর্পণ করিবেন; যেহেতু নারদং পর্বতং ইত্যাদি বচন আছে। বচনার্থ—নারদ, পর্বত, বিষ্ণু, নিশাট, উদ্ধব, দারুক, বিষ্বক্সেন ও সৈনেয়কেও (তর্পণ করিবে)। ১৭

১। ক—বচনাৎ, নমোঽন্তং তর্পয়েৎ সুধীরিতি গৌতমীয়াচ্চেতি পাঠঃ। ২। খ—শক্তিবিষয়ে তু। ৩। খ—স্বাহেতি বচনাৎ। ৪। খ—ন যুক্তা সম্প্রদায়-বিরোধাৎ। ৫। সৈনেয়মিতি ত্রিশস্ত্রিশ একৈকশো বেতি পাঠঃ।

ইতি-বচনাৎ[১]। সর্বদেবতাবিষয়ে পরিবার-তর্পণমেকৈকশো। মূলদেবতা-তর্পণাৎ প্রাক্ শক্তেন কার্য্যম্, অশক্তৌ প্রধান-তর্পণমাবশ্যকম্[২]।

এৈকৈকমঞ্জলিং তোয়ং পরিবারান্ প্রতর্পয়েৎ।
অশক্তৌ মূলমুচ্চার্য্য দেবীমাত্রং প্রতর্পয়েৎ ॥ ১৮

ইতি কুলার্ণব-বচনাৎ।[৩] অত্র চ বারসংখ্যা পূর্বোক্তৈব। অত্র দেবীত্ব্যপলক্ষণম্। নক্ষত্রবিদ্যায়াং শ্যামায়াঞ্চ বিশেষো বক্ষ্যতে[৪]। ইতি তর্পণম্। ১৯

স্নানদ্বয়ং কৃত্বা সন্ধ্যা-তর্পণেভ্যঃ পরতঃ পূর্বতো বা বস্ত্রান্তরে পরিধায়ৈব মৃজ্জলাভ্যামূরূ প্রক্ষালয়েৎ। যথা যোগী যাজ্ঞবল্ক্যঃ (২০)—

স্নাত্বৈবং বাসসী ধৌতে অক্ষুণ্ণে পরিধায় চ।
প্রক্ষাল্যোরূ মৃদাদ্ভিশ্চ হস্তৌ প্রক্ষালয়েৎ ততঃ ॥ ২১

যৎ তু— নিষ্পীড়য়তি যঃ পূর্বং স্নানবস্ত্রন্তু তর্পণাৎ।
নিরাশাস্তস্য গচ্ছন্তি দেবাঃ পিতৃগণৈঃ সহ ॥ ২২

সমস্ত দেবতা বিষয়ে সমর্থ ব্যক্তি মূলদেবতার তর্পণের পূর্বে পরিবারবর্গের তর্পণ এক এক বার করিবেন। অসমর্থ হইলে প্রধান তর্পণ অবশ্য কর্ত্তব্য। যেহেতু কুলার্ণব তন্ত্রের এই বচন আছে যে—পরিবারবর্গকে এক এক অঞ্জলি জল তর্পণ করিবে। অসমর্থ হইলে মূলমাত্র উচ্চারণ করিয়া মাত্র দেবীকে তর্পণ করিবে। ১৮

তর্পণের বার সংখ্যা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। এই শ্লোকে দেবী পদটি দেবেরও উপলক্ষণ। নক্ষত্র বিদ্যা ও শ্যামা বিষয়ে বিশেষ পরে বলিব। ইহাই তর্পণ। ১৯

দুইটি স্নান করিয়া সন্ধ্যা ও তর্পণের পরে বা পূর্বে অন্য দুইখানি (পরিধেয় ও উত্তরীয়) বস্ত্র পরিধান করিয়াই মৃত্তিকা ও জলের দ্বারা দুইটি ঊরু প্রক্ষালন করিবেন। যেমন যোগী যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন (২০)—

পূর্বোক্ত প্রকারে স্নান করিয়া অক্ষুণ্ণ ধৌত বস্ত্রদ্বয় (বস্ত্র ও উত্তরীয়) পরিধান করিয়া মৃত্তিকা ও জল দ্বারা ঊরুদ্বয় প্রক্ষালন করিয়া তাহার পর হস্ত প্রক্ষালন করিবে। ২১

আর যে বলিয়াছেন—যে ব্যক্তি তর্পণের পূর্বে স্নানবস্ত্রের নিষ্পীড়ন করে, পিতৃগণের সহিত দেবগণ তাহার নিকট হইতে নিরাশ হইয়া চলিয়া যান। ২২

১। খ—নারদামত্যাদি-বচনাদিত্যন্ত-পাঠো নাস্তি। ২। অশক্তাবিত্যাদ্যাবশ্যকমিত্যন্তঃ পাঠো নাস্তি। ৩। খ—কুলার্ণববচনাদিত্যনন্তরং। অত্র দেবীত্ব্যপলক্ষণমিতি পাঠঃ। ৪। খ—বক্ষ্যতে ইত্যনন্তরং যথাশক্তি জপেদ্ দেব্যাঃ গায়ত্রীং তদনন্তরম্। তর্পণার্থং সমাচম্য প্রাণান্ সংযম্য সাধকঃ। ইতি তর্পণম্। ততো হস্তৌ প্রক্ষাল্যেত্যাদিপাঠঃ। মধ্যবর্ত্তি-স্নানদ্বয়মিত্যাদি-তাম্যত্বাদিত্যন্তঃ পাঠো নাস্তি।

ইতি বচনম্, তৎ তু পিতৃতর্পণ-পরম্, তান্ত্রিক-তর্পণপূর্ব-ক্রিয়মাণ-বস্ত্র-নিষ্পীড়নোদক-তর্পণানুপপত্তেঃ। বশিষ্ঠঃ (২৩)—

জলমধ্যে তু যঃ কশ্চিৎ দ্বিজাতির্জ্ঞানদুর্বলঃ।
নিষ্পীড়য়তি তদ্ বস্ত্রং স্নানং তস্য বৃথা ভবেৎ ॥ ২৪

অন্যত্র— প্রাগগ্রমুদগগ্রং বা ধৌতং বস্ত্রং প্রসারয়েৎ।
দক্ষাগ্রং পশ্চিমাগ্রং বা পুনঃ প্রক্ষালনাচ্ছুচিঃ ॥ ২৫

অত্রাগ্রং দশা। বিষ্ণুপুরাণম্—

স্নাত্বাঽঙ্গানি প্রমৃজ্যাচ্চ স্নানশাট্যা ন পাণিনা ॥ ২৬

অন্যত্রাপি—নাপ্সু ত্যজেৎ স্নানবস্ত্রং ন চ গাত্রমলং বুধঃ ॥ ২৭

এষু স্নানবস্ত্রমধঃ-পরিহিত-বস্ত্রমিতি সাম্প্রদায়িকাঃ। বস্তুতস্তু অবিশেষ-নির্দেশাৎ স্নানকালীনোত্তরীয়-বস্ত্রমপি স্নানবস্ত্রমুচ্যতে। অতএব গাত্রমার্জন্যাঃ স্নানাদাবুত্তরীয়ত্বমর্থতো ন নিরস্তম্, তর্পণাৎ প্রাক্ নিষ্পীড়নানুপপত্তেরিতিবৎ। ২৮

তাহা কিন্তু পিতৃতর্পণ পর (তাৎপর্য্য বিষয়ক), যেহেতু তান্ত্রিক তর্পণের পূর্বে ক্রিয়মাণ বস্ত্রনিষ্পীড়ন জলের দ্বারা তর্পণ উপপন্ন হয় না। বশিষ্ঠ বলিয়াছেন (২৩)—

যে কোন দ্বিজাতি জ্ঞানে দুর্বল হইয়া অর্থাৎ না জানিয়া জলমধ্যে সেই স্নান-বস্ত্র নিষ্পীড়ন করে, তাহার স্নান বৃথা হয়। ২৪

অন্যত্রও বলিয়াছেন—ধৌত বস্ত্রকে পূর্বাগ্র বা উত্তরাগ্র করিয়া প্রসারিত করিবে। দক্ষিণাগ্র বা পশ্চিমাগ্র করিয়া প্রসারিত করিলে পুনঃ প্রক্ষালনে পবিত্র হয়। ২৫

এস্থলে অগ্র হইতেছে দশা। বিষ্ণুপুরাণে বলিতেছেন—স্নান করিয়া স্নান-বস্ত্রের (গামছা প্রভৃতির) দ্বারা অঙ্গসমূহ মার্জন করিবে। হস্তের দ্বারা গাত্র মার্জন করিবে না। ২৬

অন্যত্রও বলিয়াছেন—পণ্ডিত ব্যক্তি জলে স্নানবস্ত্র ত্যাগ করিবে না এবং দেহমলও ত্যাগ করিবে না। ২৭

সাম্প্রদায়িকগণ বলেন—এই বচনগুলিতে উক্ত স্নানবস্ত্র হইতেছে অধঃপরিহিত বস্ত্র। বস্তুতঃ অবিশেষে কথিত হওয়ায় স্নানকালীন উত্তরীয় বস্ত্রও স্নানবস্ত্র বলিয়া কথিত হয়। এইজন্যই স্নানাদিস্থলে গাত্রমার্জনীর (গামছার) উত্তরীয়ত্ব অর্থাৎ নিরস্ত হয় না। যেহেতু যেমন তর্পণের পূর্বে নিষ্পীড়ন যুক্তিযুক্ত হয় না। ২৮

জাবালঃ— স্নানং কৃত্বার্দ্রবাসাস্তু বিণ্-মূত্রং ক্রিয়তে যদি।

প্রাণায়ামং ত্রয়ং কৃত্বা পুনঃ স্নানেন শুধ্যতি ॥ ২৯

অত্র তন্ত্রোক্ত-কর্মসু স্মৃতি-বচন-প্রদর্শনময়ুক্তমিতি চেন্নৈবং বাদীঃ, যত্র বিশেষ বিধানং তন্ত্রে নাস্তি, তত্র স্মৃত্যুক্ত-বিশেষস্যৈব ন্যায্যত্বাৎ। ৩০

ততো হস্তৌ প্রক্ষাল্যাচম্য হ্রীং হংসঃ ইদমর্ঘ্যং ওঁ সূর্যায় স্বাহেতি সূর্য্যায়ার্ঘ্যং[১] দদ্যাৎ। সম্মোহনতন্ত্রে (৩১)—

শিববীজং বহ্নিসংস্থং বামনেত্র-বিভূষিতম্।

বিন্দু-নাদান্তকং দেবি! হংসঃ-পদমতো লিখেৎ।

অনেন মনুনা দেবি! সূর্য্যায়ার্ঘ্যং নিবেদয়েৎ ॥ ৩১

নক্ষত্র-বিদ্যাদৌ তু—হ্রীঁ হংসঃ মার্ত্তণ্ড-ভৈরবায় প্রকাশশক্তি-সহিতায় ইদমর্ঘ্যং স্বাহেতি মন্ত্রেণ[২]। যথা (৩৩)—

সূর্য্যমন্ত্রং সমুচ্চার্য্য মার্ত্তণ্ডভৈরবায় চ।

প্রকাশশক্তিসহিতায়েদমর্ঘ্যং ততঃ পঠেৎ।

স্বাহান্তং মন্ত্রমুচ্চার্য্য অর্ঘ্যং দত্ত্বা জপেন্ মনুম্ ॥ ৩৪

জাবাল বলিয়াছেন—যদি স্নান করিয়া ভিজা কাপড়ে মল ও মূত্র ত্যাগ করেন, তবে প্রাণায়াম ত্রয় করিয়া স্নানের দ্বারা শুদ্ধ হইবে। ২৯

এস্থলে তন্ত্রোক্ত কর্ম সমূহে প্রমাণরূপে স্মৃতিবচনের প্রদর্শন অযুক্ত—এই যদি বলেন। না—প্রতিবাদী এরূপ বলিতে পারেন না। যেখানে তন্ত্রে বিশেষ বিধান নাই, সেই সমস্ত বিষয়ে স্মৃতিতে কথিত বিশেষই ন্যায় সঙ্গত। ৩০

তাহার পর দুই হাত ধুইয়া আচমন করিয়া হ্রীং হংসঃ ইদমর্ঘ্যং ওঁ সূর্য্যায় স্বাহা এই মন্ত্রে সূর্য্যকে অর্ঘ্য দিবেন। সম্মোহন তন্ত্রে বলিয়াছেন (৩১)—

শিববীজ (হ) বহ্নিসংস্থ (রকারে যুক্ত) হইয়া বামনেত্র (ঈ) দ্বারা বিভূষিত এবং বিন্দুনাদান্ত (অনুস্বার যুক্ত) হইবে। হে দেবি! ইহার পর হংসঃ পদ লিখিবেন। হে দেবি! এই হ্রীং হংসঃ মন্ত্রের দ্বারা সূর্য্যকে অর্ঘ্য নিবেদন করিবে। ৩২

নক্ষত্রবিদ্যাদি স্থলে মূলোক্ত হ্রীং হংসঃ মার্ত্তণ্ড-ভৈরবায় প্রকাশ-শক্তিসহিতায় ইদমর্ঘ্যং স্বাহা এই মন্ত্রে সূর্য্যকে অর্ঘ্য দিবেন। যেমন তন্ত্রে বলিয়াছেন (৩৩)—

সূর্য্য মন্ত্রকে সম্যক্‌রূপে উচ্চারণ করিয়া মার্ত্তণ্ডভৈরবায় প্রকাশশক্তি-সহিতায়

১। খ—ইত্যর্ঘং সূর্য্যায় দদ্যাৎ। নক্ষত্রবিদ্যাদাবিত্যাদি পাঠঃ। ২। খ—মন্ত্রেণ। শ্রীবিদ্যায়ান্তু—ঐং হ্রীং শ্রীং হ্রাং হ্রীং ক্লীং হং হংসঃ ইত্যাদি পাঠঃ।

শ্রীবিদ্যায়ান্তু—ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হ্রাং হ্রীঁ ক্লীঁ ম্লুঁ হংসঃ মার্ত্তণ্ড-ভৈরবায় প্রকাশশক্তি-সহিতায় গ্রহ-রাশি-নক্ষত্র-তিথি-যোগ-করণ-পরিবার-সহিতায় ইদমর্ঘ্যং স্বাহেতি মন্ত্রেণ। সূর্য্যায়ার্ঘ্যদানং ত্বাবশ্যকম্—

যাবন্ ন দীয়তে চার্ঘ্যং ভাস্করায় নিবেদনম্।
তাবন্ন পূজয়েদ্ বিষ্ণুং শঙ্করং বা সুরেশ্বরীম্ ॥ ৩৫

ইতি নন্দিকেশ্বর-সংহিতা-বচনাৎ। শক্তশ্চেদর্ঘ্যত্রয়ং সূর্য্যায়াপি দদ্যাৎ,

দিনেশায়োৎক্ষিপেৎ তিষ্ঠন্ বারিণা চাঞ্জলি ত্রয়ম্।
অষ্টোত্তর-শতাবৃত্ত্যা গায়ত্রীং প্রপঠেৎ সুধীঃ ॥ ৩৬

ইতি তন্ত্রান্তর-বচনাৎ। ততঃ সূর্য্যমণ্ডলে দেবতাং বিচিন্ত্য মূলমুচ্চার্য্য ওঁ সূর্য্যমণ্ডল-বাসিন্যৈ অমুকদেবতায়ৈ ইদমর্ঘ্যং স্বাহেতি মন্ত্রেণ তত্তদ্-গায়ত্র্যা বা অর্ঘ্যত্রয়ং দদ্যাৎ।

সূর্য্যমণ্ডলবাসিন্যৈ দেবতায়ৈ ততঃ পরম্।
অর্ঘ্যমঞ্জলিমাদায় গায়ত্র্যা বা ত্রিকং ক্ষিপেৎ ॥ ৩৭

ইতি বচনাৎ। নক্ষত্রবিদ্যায়ান্তু সূর্য্যার্ঘ্যং দত্ত্বা তাম্রাদি-পাত্রে রক্তচন্দনার্ক-

---

ইদমর্ঘ্যং পাঠ করিবেন। তাহার পর স্বাহান্ত মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া অর্ঘ্য দিয়া মন্ত্র জপ করিবেন। ৩৪

শ্রীবিদ্যাবিষয়ে কিন্তু—ঐং হ্রীং শ্রীং ইত্যাদি মূলোক্ত মন্ত্রে সূর্য্যকে অর্ঘ্য দিবেন। সূর্য্যকে অর্ঘ্যদান কিন্তু আবশ্যক। যেহেতু নন্দিকেশ্বর সংহিতার এই বচন আছে যে—

যে পর্য্যন্ত ভাস্করকে অর্ঘ্য নিবেদন না করে, সে পর্য্যন্ত বিষ্ণু, শঙ্কর বা শঙ্করীকে পূজা করিবে না। ৩৫

সমর্থ হইলে সূর্য্যকেও তিনবার অর্ঘ্য দিবেন। কেননা তন্ত্রান্তরের বচন আছে যে—

সুধী সাধক দাঁড়াইয়া সূর্য্যের উদ্দেশ্যে জলের দ্বারা পূর্ণ অঞ্জলি ত্রয় উর্ধ্বে নিক্ষেপ করিবে এবং একশত আটবার গায়ত্রী জপ করিবে। ৩৬

তাহার পর সূর্য্য মণ্ডলে দেবতাকে চিন্তা করিয়া মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ওঁ সূর্য্যমণ্ডলবাসিন্যৈ ইত্যাদি মন্ত্রে অথবা গায়ত্রী দ্বারা অর্ঘ্যত্রয় দিবেন। কেননা এইরূপ বচন আছে যে—

তাহার পর সূর্য্য-মণ্ডল-বাসিনী ইষ্টদেবতাকে অঞ্জলিতে অর্ঘ্য লইয়া অথবা গায়ত্রী দ্বারা ৩ বার নিক্ষেপ করিবেন। ৩৭

নক্ষত্র বিদ্যায় কিন্তু সূর্য্যকে অর্ঘ্য দিয়া তাম্রাদি পাত্রে রক্ত চন্দন, অর্কপুষ্প,

কুসুমাপরাজিতাপুষ্পাণি নিক্ষিপ্য মূলমুচ্চার্য্য উদ্যদাদিত্য-মণ্ডল-মধ্যবর্ত্তিন্যৈ শিবচৈতন্যময্যৈ শ্রীমদেকজটায়ৈ ইদমর্ঘ্যং[১] স্বাহেতি মন্ত্রেণ। মূলরহিতেন উদ্যদাদিত্য-মণ্ডল-মধ্যবর্ত্তিন্যৈ নিত্যচৈতন্যোদিতায়ৈ শ্রীমদেক-জটায়ৈ স্বাহেতি মন্ত্রেণ বা ত্রিরর্ঘ্যং দদ্যাৎ। যথা বীরতন্ত্রে অর্ঘ্যানুবৃত্তৌ (৩৮)—

মূলান্তে উদ্যদাদিত্য-বর্ত্তিন্যৈ তদনন্তরম্।
শিবচৈতন্য-শব্দান্তে ময্যৈ স্বাহেতি তন্মনুঃ ॥ ৩৯

নীলতন্ত্রে—উদ্যদাদিত্য-মণ্ডল-বর্ত্তিন্যৈ চ সমুচ্চরেৎ।
নিত্যচৈতন্যোদিতায়ৈ স্বাহেতি চ মনুঃ স্মৃতঃ ॥ ৪০

একজটাপদস্থানে উগ্রতারাদি-তত্তন্নামাপি প্রয়োজ্যম্। নীলতন্ত্রোক্ত-মন্ত্রঃ কালিকায়াং নাম-ব্যত্যয়াৎ প্রয়োজ্য ইতি সাম্প্রদায়িকাঃ। পূর্ণানন্দমতে তু সর্বদেবসাধারণঃ প্রাগুক্ত মন্ত্রঃ প্রয়োজ্যঃ। ততস্তত্তদ্গায়ত্রীং শতধা দশধা বা জপেৎ। ৪১

যথা তন্ত্রে—অষ্টোত্তর-শতাবৃত্ত্যা গায়ত্রীং প্রজপেৎ সুধীঃ। ইতি।

তথা— মহাপাতক-যুক্তোঽপি প্রজপেদ্ দশধা যদি।
সত্যং সত্যং মহাদেবি! মুক্তো ভবতি তৎক্ষণাৎ ॥ ৪২

অপরাজিতা পুষ্প নিক্ষেপ করিয়া মূল মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া উদ্যদাদিত্যমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তিন্যৈ ইত্যাদি মুদ্রোক্ত মন্ত্র অথবা মূলরহিত উদ্যদাদিত্য ইত্যাদি মন্ত্রে ৩ বার অর্ঘ্য দিবেন। যেমন বীরতন্ত্রে অর্ঘ্যের অনুবৃত্তিতে (প্রকরণে) বলিয়াছেন (৩৮)—

মূল মন্ত্রের পরে. উদ্যদাদিত্য-বর্ত্তিন্যৈ বলিয়া তদনন্তর শিবচৈতন্য শব্দের শেষে ময্যৈ স্বাহা এই বলিলে সেই অর্ঘ্যের মন্ত্র হইবে। ৩৯

নীলতন্ত্রে বলিয়াছেন—উদ্যদাদিত্যমণ্ডল-বর্ত্তিন্যৈ উচ্চারণ করিবেন। তাহার পর নিত্য-চৈতন্যোদিতায়ৈ স্বাহা বলিবেন। এইটি অর্ঘ্যমন্ত্র কথিত হইয়াছে। ৪০

একজটাপদ স্থানে উগ্রতারাদি সেই সেই নামও প্রযোজ্য। নীলতন্ত্রোক্ত মন্ত্র নাম পরিবর্ত্তন করিয়া কালিকা বিষয়েও প্রযোজ্য—সাম্প্রদায়িকগণ এই বলেন। পূর্ণানন্দের মতে কিন্তু সর্বদেবতা সাধারণ পূর্বোক্ত মন্ত্রই প্রযোজ্য। তাহার পর সেই সেই দেবতার গায়ত্রী ১০০ বার অথবা ১০ বার জপ করিবেন। ৪১

যেমন তন্ত্রে বলিয়াছেন—সুধী ব্যক্তি একশত আট বার গায়ত্রী জপ করিবেন।

১। খ—ইদমর্ঘ্যং স্বাহেতি মন্ত্রেণ সূর্য্যায়েত্যাদি পাঠঃ।

শতধা দশধেতি শক্তাশক্তভেদেন। মহাপাতকাদি-নাশকত্বঞ্চ তান্ত্রিক-গায়ত্রী-সামান্যস্যৈব। সুব্যক্তং কালিকা পটলে বক্ষ্যতে। গায়ত্রী-জপানন্তরং বা তর্পণং কার্য্যম্। যথা (৪৩)—

সূর্য্যমণ্ডল-বাসিন্যৈ দেবতায়ৈ ততঃ পরম্।
অর্ঘ্যমঞ্জলিমাদায় গায়ত্র্যা বা ত্রিকং ক্ষিপেৎ ॥ ৪৪
যথাশক্তি জপেদ্ দেবীং গায়ত্রীং তদনন্তরম্।
তর্পণার্থং সমাচম্য প্রাণানায়ম্য সাধকঃ।
ধ্যাত্বা জলাঞ্জলিং দত্ত্বা তর্পয়েদিষ্টদেবতাম্[১] ॥ ৪৫

ততো গায়ত্রী-জপং দেব্যা হস্তে সমর্প্য সূর্য্যমণ্ডলে দেবতাং বিভাব্য মূলং যথাশক্তি জপ্ত্বা জপং সমর্প্য সংহারমুদ্রয়া দেবতাং সূর্য্যমণ্ডলাৎ স্বহৃদয়-মানয়েৎ। অঘমর্ষণাবধি-গায়ত্রী-জপান্তা সন্ধ্যা চেৎ কর্ত্তুং ন শক্যতে, তর্হি কেবলাঘমর্ষণরূপা সংক্ষেপ-সন্ধ্যৈব সন্ধ্যাত্রয়ে কর্ত্তব্যা।

সন্ধ্যায়াং পতিতায়াং তত্তদ্-গায়ত্রীং দশধা প্রায়শ্চিত্তত্বেন জপ্ত্বা সন্ধ্যাং কুর্য্যাদ্, বৈদিক সন্ধ্যাবৎ (৪৬)—

এইরূপ আরও বলিয়াছেন—মহাপাতক যুক্তও যদি দশ বার গায়ত্রী জপ করে। হে মহাদেবি! সত্য সত্যই সে তৎক্ষণাৎ পাপ হইতে মুক্ত হয়। ৪২

শক্ত ও অশক্তভেদে ১০০ বার অথবা ১০ বার—এই বলা হইয়াছে। তান্ত্রিক গায়ত্রী সামান্যেরই মহাপাতকাদির নাশকত্ব কালিকা পটলে (পরিচ্ছেদে) সুস্পষ্ট কথিত হইবে। গায়ত্রীজপের পরও তর্পণ করিতে পারেন। যেমন বলিয়াছেন (৪৩)—

সূর্য্যমণ্ডল-বাসিন্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ—এই মন্ত্রে বা গায়ত্রী দ্বারা অঞ্জলিতে অর্ঘ্য লইয়া তিন বার প্রদান করিবেন। ৪৪

তাহার পর যথাশক্তি দেবী গায়ত্রী মন্ত্র জপ করিবেন। তদনন্তর সাধক তর্পণের জন্য আচমন করিয়া প্রাণায়াম করিয়া ধ্যান করিয়া জলাঞ্জলি দিয়া ইষ্টদেবতাকে তর্পণ করিবেন। ৪৫

তাহার পর দেবীর বামহস্তে গায়ত্রী জপ সমর্পণ করিয়া, সূর্য্যমণ্ডলে দেবতাকে ধ্যান করিয়া, মূল মন্ত্র যথাশক্তি জপ করিয়া, জপ সমর্পণ করিয়া, সংহার মুদ্রায় দেবতাকে সূর্য্যমণ্ডল হইতে নিজের হৃদয়ে আনয়ন করিবেন। অঘমর্ষণ হইতে গায়ত্রীজপের শেষ পর্য্যন্ত সন্ধ্যা যদি করিতে না পারেন, তবে কেবল অঘমর্ষণ-রূপ

১। ক+খ—শ্লোকার্দ্ধোঽয়ং নাস্তি।

যথা গৌতমীয়ে —এবন্তে কথিতা মন্ত্র-সন্ধ্যা মন্ত্র-ফলাপ্তয়ে ।

ন কুর্য্যাদ্ যদি মোহেন ন দীক্ষাফলমাপ্নুয়াৎ ॥ ৪৭

সন্ধ্যাত্রয়ং তথা কুর্য্যাদ্ ব্রাহ্মণো বিধিপূর্বকম্ ।

তন্ত্রোক্তবিধিপূর্বাস্তু[১] শূদ্রঃ সন্ধ্যাং সমাচরেৎ ॥ ৪৮

সংক্ষেপসন্ধ্যামথবা কুর্য্যান্ মন্ত্রী হ্যশক্তিতঃ ।

সায়ং প্রাতশ্চ মধ্যাহ্নে দেবং ধ্যাত্বা মনুং জপেৎ ।

সন্ধ্যায়াং পতিতায়াস্তু গায়ত্রীং দশধা জপেৎ[২] ॥ ৪৯

গায়ত্রী চাত্র তান্ত্রিকী, প্রকরণ-প্রাপ্তেঃ। সা চ প্রণবপুটিতা জপ্যা বৈদিক-গায়ত্রীবদিতি তান্ত্রিকাঃ[৩]। এতেন তান্ত্রিক-সন্ধ্যা-গায়ত্রী-জপাদৌ শূদ্রস্য[৪] তদ্ধর্মাতিদেশাৎ স্ত্রিয়াশ্চাধিকারঃ কথিতঃ। ৫০

অথ গায়ত্রী—ত্রৈলোক্য-মোহনায় বিদ্মহে স্মরায় ধীমহি তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াদিতি বিষ্ণোঃ।

সংক্ষেপ সন্ধ্যাই তিন সন্ধ্যায় করিবেন। সন্ধ্যা পতিত হইলে প্রায়শ্চিত্ত রূপে সেই সেই গায়ত্রী দশ বার জপ করিয়া বৈদিক সন্ধ্যার ন্যায় সন্ধ্যা করিবেন। যেমন গৌতমীয় তন্ত্রে বলিয়াছেন (৪৬)—

মন্ত্রফলের প্রাপ্তির জন্য এই প্রকারে মন্ত্র সন্ধ্যা কথিত হইয়াছে। যদি মোহবশতঃ উহা না করেন, তবে দীক্ষাফল পাইবেন না। ৪৭

ব্রাহ্মণ বিধিপূর্বক সেইরূপ তিনটি সন্ধ্যা করিবেন। শূদ্র তন্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে সন্ধ্যার অনুষ্ঠান করিবেন। ৪৮

অথবা অশক্ত হইলে কেবল সংক্ষেপ সন্ধ্যা করিবেন। প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নকালে ও সায়ংকালে দেবতাকে ধ্যান করিয়া মন্ত্র জপ করিবেন। সন্ধ্যা পতিত হইলে দশ বার গায়ত্রী জপ করিবেন। ৪৯

এস্থলে গায়ত্রী হইতেছে তান্ত্রিকী। যেহেতু তান্ত্রিক প্রকরণে প্রাপ্ত (পঠিত) হইয়াছে। বৈদিক গায়ত্রীর ন্যায় প্রণবপুটিত করিয়াই তান্ত্রিক গায়ত্রীর জপ কর্ত্তব্য, ইহা তান্ত্রিকগণ বলেন। জপাদি ধর্মের অতিদেশ নিবন্ধন তান্ত্রিক সন্ধ্যা ও গায়ত্রী জপাদিতে স্ত্রী ও শূদ্রের অধিকার ইহা দ্বারা কথিত হইল। ৫০

অনন্তর গায়ত্রী কথিত হইতেছে। বিষ্ণু প্রভৃতির গায়ত্রী মূলে উক্ত হইয়াছে।

১। ক—তন্ত্রোক্তবিধিপূর্বস্তু, খ—তন্ত্রোক্ত-বিধিপূর্বাস্তু। ২। খ—জপেদিত্যনন্তরং গায়ত্রী চ প্রণবেত্যাদি পাঠঃ। ৩। খ—তান্ত্রিকা-স্থানে সাধকাঃ। ৪। খ—শূদ্রস্যাধিকারঃ কথিত ইতি পাঠঃ।

নারায়ণায় বিদ্মহে বাসুদেবায় ধীমহি তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াদিতি নারায়ণস্য ॥

বজ্রনখায় বিদ্মহে তীক্ষ্ণদংষ্ট্রায় ধীমহি তন্নো নারসিংহঃ প্রচোদয়াদিতি নৃসিংহস্য[১]।

বাগীশ্বরায় বিদ্মহে হয়গ্রীবায় ধীমহি তন্নো হংসঃ প্রচোদয়াদিতি হয়গ্রীবস্য।

কৃষ্ণায় বিদ্মহে দামোদরায় ধীমহি তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াদিতি গোপালস্য।

দাশরথায় বিদ্মহে সীতাবল্লভায় ধীমহি তন্নো রামঃ প্রচোদয়াদিতি শ্রীরামস্য।

গরুড়ায় বিদ্মহে সুবর্ণবর্ণায় ধীমহি তন্নো গরুড়ঃ প্রচোদয়াদিতি গরুড়স্য[২] ॥

তৎপুরুষায় বিদ্মহে মহাদেবায় ধীমহি তন্নো রুদ্রঃ প্রচোদয়াদিতি শিবস্য।

তৎপুরুষায় বিদ্মহে বক্রতুণ্ডায় ধীমহি তন্নো দন্তী প্রচোদয়াদিতি গণেশস্য।

দক্ষিণামূর্ত্তয়ে বিদ্মহে ধ্যানস্থায় ধীমহি তন্নোঽধীশঃ প্রচোদয়াদিতি দক্ষিণামূর্ত্তেঃ ॥

আদিত্যায় বিদ্মহে মার্ত্তণ্ডায় ধীমহি তন্নঃ সূর্য্যঃ প্রচোদয়াদিতি সূর্য্যস্য।

কামদেবায় বিদ্মহে পুষ্পবাণায় ধীমহি তন্নোঽনঙ্গঃ প্রচোদয়াদিতি কামদেবস্য।

সর্বসম্মোহিন্যৈ বিদ্মহে বিশ্বজনন্যৈ ধীমহি তন্নঃ শক্তিঃ প্রচোদয়াদিতি বিশেষানুক্ত-ত্রিপুটাশক্তিমাত্রস্য[৩]।

তন্মধ্যে বিষ্ণুগায়ত্রীর অর্থ হইতেছে—আমি ত্রৈলোক্য মোহন বিষ্ণুকে হৃদয়ে করিয়া জানিতেছি, স্মরক্রপ বিষ্ণুকে হৃদয়ে করিয়া ধ্যান করিতেছি, সেজন্য বিষ্ণু আমাদিগকে বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা প্রেরিত করুন। বিষ্ণুর গায়ত্রী হইতে তারার গায়ত্রী পর্য্যন্ত প্রতি দেবতার গায়ত্রীর অর্থ এইরূপই জানিবেন। ৫১

১। খ—নৃসিংহগায়ত্রী নাস্তি। ২। খ—গরুড়গায়ত্রী নাস্তি। ৩। ক—প্রচোদয়াদিতি ত্রিশক্তেঃ।

ত্বরিতায়ৈ বিদ্মহে মহানিত্যায়ৈ ধীমহি তন্নো দেবী প্রচোদয়াদিতি ত্বরিতায়াঃ।

ঐঁ বাগীশ্বর্য্যৈ বিদ্মহে ক্লীং কামেশ্বর্য্যৈ ধীমহি সৌস্তন্নঃ শক্তিঃ প্রচোদয়াদিতি বালায়াঃ।

ঐঁ ত্রিপুরাদেব্যৈ[১] বিদ্মহে ক্লীং কামেশ্বর্য্যৈ ধীমহি সৌস্তন্নঃ ক্লিন্নে প্রচোদয়াদিতি ত্রিপুরসুন্দর্য্যাঃ।

ত্রিপুরায়ৈ বিদ্মহে ভৈরব্যৈ ধীমহি তন্নো দেবী প্রচোদয়াদিতি ভৈরব্যাঃ[২]

মহাদেব্যৈ বিদ্মহে দুর্গায়ৈ ধীমহি তন্নো দেবী প্রচোদয়াদিতি দুর্গায়াঃ।

নারায়ণ্যৈ বিদ্মহে দুর্গায়ৈ ধীমহি তন্নো দেবী প্রচোদয়াদিতি জয়দুর্গায়াঃ।

মহালক্ষ্ম্যৈ বিদ্মহে মহাশ্রিয়ৈ[৩] ধীমহি তন্নঃ শ্রীঃ প্রচোদয়াদিতি লক্ষ্ম্যাঃ॥

বাগ্‌দেব্যৈ বিদ্মহে কামরাজায় ধীমহি তন্নো দেবী প্রচোদয়াদিতি সরস্বত্যাঃ।

নারায়ণ্যৈ বিদ্মহে ভুবনেশ্বর্য্যৈ ধীমহি তন্নো দেবী প্রচোদয়াদিতি ভুবনেশ্বর্য্যাঃ॥

ভগবত্যৈ বিদ্মহে মাহেশ্বর্য্যৈ ধীমহি তন্নোঽন্নপূর্ণে প্রচোদয়াদিতি অন্নপূর্ণায়াঃ॥

মহিষমর্দিন্যৈ বিদ্মহে দুর্গায়ৈ ধীমহি তন্নো দেবী প্রচোদয়াদিতি মহিষমর্দিন্যাঃ॥

বৈরোচন্যৈ বিদ্মহে ছিন্নমস্তায়ৈ ধীমহি তন্নো দেবী প্রচোদয়াদিতি ছিন্নমস্তায়াঃ॥

কালিকায়ৈঃ বিদ্মহে শ্মশানবাসিন্যৈ ধীমহি তন্নো ঘোরে প্রচোদয়াদিতি কালিকায়াঃ॥

তারায়ৈ বিদ্মহে মহোগ্রায়ৈ ধীমহি তন্নো দেবী প্রচোদয়াদিতি তারায়াঃ॥ ৫১

অথবা মহোগ্রায়ৈ বিদ্মহে তারায়ৈ ধীমহি তন্নো দেবী ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াদিতি। যথা তারার্ণবে—

অথবা তারার অন্য গায়ত্রী হইতেছে—মহোগ্রায়ৈ বিদ্মহে ইত্যাদি। যেমন তারার্ণবে বলিয়াছেন—

১। খ—ত্রিপুরাদেবি। ২। খ—ত্রিপুরসুন্দর্য্যাঃ। ৩। ক—মহাশ্রিয়ৈ।

মহোগ্রায়ৈ বিদ্মহে চ তারায়ৈ ধীমহীতি চ।
তন্নো দেবীতি শব্দান্তে ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াদিতি ॥ ৫২

অথবা—তারায়ৈ বিদ্মহে মহোগ্রায়ৈ ধীমহি[১] তন্নো দেবী ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াদিতি। যথা তারারহস্যে—

তারায়ৈ বিদ্মহে প্রোক্ত্বা মহোগ্রায়ৈ চ ধীমহি।
তন্নো দেবীতি শব্দান্তে ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ।
গায়ত্র্যেষা সমাখ্যাতা সর্ব্বপাপ-নিকৃন্তনী। ৫৩। ইতি

অথবা নারায়ণ্যৈ বিদ্মহে বিকটদংষ্ট্র্যৈ[২] ধীমহি তন্নস্তারে প্রচোদয়াদিতি। যথা তারাপ্রদীপে—

নারায়ণ্যৈ পদঞ্চোক্ত্বা বিদ্মহে চ পদন্ততঃ।
বিকটদংষ্ট্র্যৈ ধীমহি তন্নস্তারে প্রচোদয়াৎ। ৫৪। ইতি

অথবা তারায়ৈ ধীমহি মহোগ্রায়ৈ বিদ্মহে তন্নো দেবী ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াদিতি। যথা বীরতন্ত্রে—

মহোগ্রায়ৈ বিদ্মহে তারায়ৈ ধীমহি এই শব্দ বলিয়া তন্নো দেবী এই শব্দের অন্তে ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ এই বলিবেন। (তাহাতে তারার মূলোক্ত প্রকারান্তর গায়ত্রী হইবে)। ৫২

অথবা তারার অন্য গায়ত্রী হইতেছে—তারায়ৈ বিদ্মহে ইত্যাদি। যেমন তারারহস্যে বলিয়াছেন—

তারায়ৈ বিদ্মহে এই বলিয়া মহোগ্রায়ৈ ও ধীমহি তন্নো দেবী এই শব্দের অন্তে ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ—বলিবেন। এই গায়ত্রী সর্বপাপ নিকৃন্তনী (বিনাশিনী) বলিয়া কথিত হইয়াছেন। ৫৩

অথবা তারার অন্য প্রকার গায়ত্রী বলিতেছেন—নারায়ণ্যৈ বিদ্মহে ইত্যাদি। যেমন তারা প্রদীপে বলিয়াছেন—

নারায়ণ্যৈ পদ বলিয়া বিদ্মহে পদ বলিবে। তাহার পর বিকটদংষ্ট্র্যৈ ধীমহি তন্নস্তারে প্রচোদয়াৎ—এই বলিবে। ৫৪

অথবা তারার অন্য প্রকার গায়ত্রী বলিতেছেন—তারায়ৈ ধীমহি ইত্যাদি। যেমন বীরতন্ত্রে বলিয়াছেন—

১। খ—ধীমহীতি নাস্তি। ২। ক—বিকটদংষ্ট্রৈ।

তারায়ৈ ধীমহি প্রোক্ত্বা মহোগ্রায়ৈ চ বিদ্মহে।
তন্নো দেবীতি শব্দান্তে ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ। ৫৫। ইতি

তস্মাদেষামেকতমঃ পাঠঃ শাস্ত্রার্থঃ ইতি। অথ গায়ত্রী-ধ্যানম্।

প্রাতঃ— উদ্যদাদিত্য-সঙ্কাশাং পুস্তকাক্ষকরাং স্মরেৎ।
কৃষ্ণাজিনাম্বরাং ব্রাহ্মীং ধ্যায়েৎ তারকিতেঽম্বরে ॥ ৫৬

মধ্যাহ্নে— শ্যামবর্ণাং চতুর্বাহুং শঙ্খচক্র-লসৎ-করাম্।
গদাপদ্মধরাং দেবীং সূর্য্যাসন-কৃতাশ্রয়াম্[১] ॥ ৫৭

(সায়াহ্নে)— সায়াহ্নে বরদাং দেবীং গায়ত্রীং সংস্মরেদ্ যতিঃ।
শুক্লাং শুক্লাম্বরধরাং বৃষাসন-কৃতাশ্রয়াম্ ॥ ৫৮
ত্রিনেত্রাং বরদাং পাশং শূলঞ্চ নৃকরোটিকাম্।
সূর্য্যমণ্ডল-মধ্যস্থাং ধ্যায়ন্ দেবীং সমভ্যসেৎ ॥ ৫৯

ত্রিপুরাদৌ ধ্যানবিশেষস্তু—

প্রাতরাধার-কমলে হুতভুঙ্-মণ্ডলোপরি।

তারায়ৈ ধীমহি বলিয়া মহোগ্রায়ৈ বিদ্মহে তন্নো দেবী এই শব্দসমূহের অন্তে ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ—এই বলিবেন। ৫৫

অতএব এই তারার গায়ত্রী সমূহের মধ্যে যে কোন একতমের পাঠই (জপই) শাস্ত্রার্থ। অনন্তর গায়ত্রীর ধ্যান কথিত হইতেছে—

প্রাতঃ কালে জপ্য গায়ত্রী ধ্যানের অর্থ—তারকাযুক্ত আকাশে অর্থাৎ অতি প্রত্যূষে গায়ত্রীকে উদীয়মান সূর্য্যের ন্যায় রক্তবর্ণা কৃষ্ণাজিনরূপ অম্বর (বস্ত্র) পরিহিতা হস্তে পুস্তক ও অক্ষমালা ধারিণী ব্রহ্মার ন্যায় আকার বিশিষ্টা ধ্যান করিবে। ৫৬

মধ্যাহ্নকালে জপ্য গায়ত্রী ধ্যানের অর্থ—গায়ত্রীকে শ্যামবর্ণা চতুর্বাহু-ধারিণী দুই হস্তে শঙ্খ ও চক্র ভূষিতা, অন্য দুই হস্তে গদা ও পদ্মধারিণী সূর্য্য মণ্ডলে আসনে অধিষ্ঠিতা ধ্যান করিবে। ৫৭

সায়াহ্নকালে গায়ত্রী ধ্যানের অর্থ—যতি সায়াহ্নকালে বরদা গায়ত্রীকে শুক্লবস্ত্র পরিহিতা সূর্য্যমণ্ডল মধ্যস্থা ত্রিনেত্রা বরমুদ্রা, পাশ, শূল ও নৃকরোটিকা (নরকপাল) ধারিণী বৃষরূপ আসনে অধিষ্ঠিতা ধ্যান করিতে অভ্যাস করিবে। ৫৮-৫৯

ত্রিপুরা প্রভৃতি বিষয়ে গায়ত্রীর ধ্যান স্বতন্ত্র। উহা মূলে উক্ত হইয়াছে। উহার অর্থ —প্রাতঃকালে গায়ত্রীকে মূলাধার পদ্মে বহ্নিমণ্ডলের উপরে আসীনা বাগ্‌বীজরূপিণী

১। খ—সূর্য্যাসনকৃতাশ্রয়া।

বাগ্‌বীজরূপাং বিদ্যাং বা[১] বিদ্যুৎ-পাটল-ভাস্বরাম্ ॥ ৬০
পুষ্প-বাণেক্ষু-কোদণ্ড-পাশাঙ্কুশ-লসৎ-করাম্[২] ।
স্বেচ্ছাগৃহীত-বপুষীং[৩] গুরুবিদ্যাক্ষরাত্মিকাম্ ॥ ৬১
মধ্যাহ্নে হৃদয়াম্ভোজ-কর্ণিকে সূর্য্যমণ্ডলে ।
কামবীজাত্মিকাং দেবীমলক্তকরসারুণাম্ ॥ ৬২
প্রসূন-বাণ-পুণ্ড্রেক্ষু-চাপ-পাশাঙ্কুশান্বিতাম্ ।
পরিতঃ স্বাত্ম-মুখ্যাভিঃ ষট্‌ত্রিংশৎ-তত্ত্বশক্তিভিঃ ॥ ৬৩
সায়মাজ্ঞা-সরোজস্থে চন্দ্রে চন্দ্র-সমদ্যুতিম্ ।
শক্তিবীজাত্মিকাং চাপ-বাণ-পাশাঙ্কুশান্বিতাম্ ॥ ৬৪
যুগনিত্যাক্ষরাকারাং স্ফটিকাভরণান্বিতাম্[৪] ।
চিন্তয়িত্বা ভগবতীং নিত্যাভিঃ পরিবারিতাম্ ॥ ৬৫

যুগেতি যুগভূতে দ্বে নিত্যে যে অক্ষরে হক্ষস্বরূপে তন্ময়ামিত্যর্থঃ[৫] । এতৎ পর্য্যন্তা স্নানাদিক্রিয়া[৬] জলেঽপি কর্ত্তুং শক্যতে অথবা[৭] স্নানং জলে কৃত্বা সন্ধ্যাদি গৃহাদৌ কার্য্যম্[৮] । ৬৬

বা গুরু বিদ্যা-রূপিণী (গুরু বিদ্যার অক্ষর-স্বরূপিণী) বিদ্যুৎ পুঞ্জের ন্যায় উজ্জ্বলবর্ণা ধ্যান করিবে । ৬০-৬১

মধ্যাহ্নকালে দেবী গায়ত্রীকে হৃৎপদ্মের কর্ণিকামধ্যে সূর্য্যমণ্ডলে অবস্থিতা কাম-বীজরূপিণী, অলক্তক-রসের ন্যায় অরুণ বর্ণা, পুষ্পবাণ, ইক্ষুধনুঃ, চাপ, পাশ ও অঙ্কুশ যুক্তা, নিজের প্রধানা ছত্রিশটি ৩৬ শক্তি দ্বারা চতুর্দিকে বেষ্টিতা ধ্যান করিবে । ৬২-৬৩

সায়ংকালে ভগবতী গায়ত্রীকে আজ্ঞা পদ্মমধ্যে চন্দ্রমণ্ডলে সমাসীনা চন্দ্রের ন্যায় দ্যুতিবিশিষ্টা শক্তিবীজস্বরূপিণী চাপ, বাণ, পাশ ও অঙ্কুশযুক্তা যুগভূত নিত্য অক্ষরময়ী (হক্ষ স্বরূপা) স্ফটিক আভরণে ভূষিতা নিত্যাপ্রভৃতি দ্বারা পরিবেষ্টিতা ধ্যান করিবে ৬৪-৬৫

যুগনিত্যাক্ষরাকারা এই বাক্যের এই অর্থ—যুগস্বরূপ যে নিত্য দুইটি অক্ষর হ ও ক্ষ, তন্ময়ী । এই পর্য্যন্ত স্নান প্রভৃতি ক্রিয়া জলেও করিতে পারেন । অথবা জলে স্নান করিয়া গৃহাদিতে সন্ধ্যাদি করিবেন । ৬৬

১। খ—বিদ্যায়া। ২। খ—লসৎকরম্। ৩। ক+খ—গৃহীতবপুষং। ৪। ক+খ—স্ফটিকাবরণান্বিতাম্। ৫। খ—যুগেতী ত্যাদীত্যর্থ ইত্যন্ত পাঠো নাস্তি। ৬। খ—এতৎপর্য্যন্তং স্নানাদীতি পাঠঃ। ৭। খ—অথবা-স্থলে—কিম্বা। ৮। খ—কুর্য্যাৎ।

হারীতঃ[১]—আর্দ্রাবাসা জলে কুর্য্যাৎ তর্পণাচমনাদিকম্।
শুষ্কবাসাঃ স্থলে কুর্য্যাৎ তর্পণাচমনং জপম্ ॥ ৬৭

অতো ধৌতে বাসসী পরিধায় তিলকং কৃত্বা পাদৌ হস্তৌ চ প্রক্ষাল্যাসনে উপবিশ্য কুশান্ করয়োর্ন্যস্য মন্ত্রাচমনমাচমনং বা কুর্য্যাৎ। ৬৮

যথা কুলচূড়ামণৌ—উত্থায় কুলবস্ত্রে দ্বে পরিধায় কুলেন চ।
তিলকং কুলরূপস্তু কৃত্বাচম্য কুলেশ্বরঃ ॥ ৬৯

স্বতন্ত্রতন্ত্রে[২] চ— মোক্ষার্থী রক্তবস্ত্রে চ ভোগার্থী শ্বেতবাসসী।
মারণে কৃষ্ণবাসশ্চ বশ্যে রক্তং সদা গৃহী ॥ ৭০
উচ্চাটনে ব্যাঘ্র-চর্ম বৃক্ষ-ত্বক্ স্তম্ভ-কর্মণি।
পরিধায় ততো মন্ত্রী যাগ-ভূমিমথাবিশেৎ ॥ ৭১

কুলবস্ত্রং—রক্তবস্ত্রাদি। তিলকং কুলরূপস্ত্বিতি উর্দ্ধপুণ্ড্রাদিরূপমিত্যর্থঃ। কুলেন—রক্ত-চন্দনাদিনা। ৭২

গোভিলঃ—একবস্ত্রেণ যৎ স্নানং সূচীবিদ্ধেন চৈব হি।
স্নানেন ন ভবেচ্ছুদ্ধিঃ শ্রিয়া চ পরিহীয়তে ॥ ৭৩

হারীত বলিয়াছেন—আর্দ্র বস্ত্রে জলে তর্পণ, আচমন প্রভৃতি করিবে। শুষ্ক বস্ত্র পরিধান করিয়া স্থলে তর্পণ, আচমন ও জপ করিবে। ৬৭

অতএব ধৌতবস্ত্র পরিয়া তিলক, পাদদ্বয় ও হস্তদ্বয় প্রক্ষালন করিয়া আসনে উপবেশন করিয়া দুই হস্তে কুশ সমূহ ধারণ করিয়া মন্ত্রাচমন বা আচমন করিবেন। ৬৮

যেমন কুলচূড়ামণিতে বলিয়াছেন—শয্যা হইতে উঠিয়া দুইখানি কুলবস্ত্র পরিধান করিয়া কুলের (রক্ত চন্দনের) দ্বারা কুলরূপ তিলক করিয়া কুলেশ্বর মন্ত্রাচমন বা আচমন কার্য্য করিবেন। ৬৯

স্বতন্ত্র-তন্ত্রে বলিয়াছেন—মোক্ষার্থী দুইটী রক্তবস্ত্র, ভোগার্থী দুইটি শ্বেতবস্ত্র, মারণে কৃষ্ণ বস্ত্র, বশ্যে রক্তবস্ত্র, উচ্চাটনে ব্যাঘ্রচর্ম, স্তম্ভন কর্মে বৃক্ষত্বক্ (বল্কল) সর্বদা পরিধান করিয়া মন্ত্রজ্ঞ গৃহী অনন্তর যাগভূমিতে প্রবেশ করিবেন। ৭০-৭১

কুলবস্ত্র—রক্তবস্ত্রাদি। তিলকং কুলরূপম্, ইহার অর্থ—উর্দ্ধ্বপুণ্ড্রাদিরূপ। কুলেন—রক্তচন্দনাদি দ্বারা। গোভিল বলিয়াছেন—এক বস্ত্রে যে স্নান এবং সূচীবিদ্ধ (সেলাই করা) বস্ত্রে যে স্নান, সেই স্নান দ্বারা শুদ্ধি হইতে পারে না এবং শ্রীকর্তৃক পরিত্যক্ত হইবে। (অতএব তাহা পরিত্যাগ করিবে)। ৭২-৭৩

১। খ—হারীত ইত্যাদি—কুর্য্যাদিত্যন্ত পাঠো-নাস্তি। ২। খ—স্বতন্ত্রে চ।

অতএব—"স্নানং তর্পণ-পর্য্যন্তং কুর্য্যাদেকেন বাসসে"তি যদি সমূলম্, তদা একেন একজাতীয়েনেতি মিশ্রাঃ। যেন বাসসা স্নানং, তেনৈব তর্পণ-মিত্যাচার্য্য-চূড়ামণিঃ। অত্র স্নানেনেতি বৈধকর্ম-মাত্রোপলক্ষণম্। ৭৪

তথাচ স্মৃতিঃ— বিকচ্ছোঽনুত্তরীয়শ্চ নগ্নাবস্থঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
শ্রৌতং স্মার্ত্তং তথা কর্ম ন নগ্নশ্চিন্তয়েদপি ॥ ৭৫

বিকচ্ছঃ পরিধানাসম্বৃত-কচ্ছত্রয়ঃ, তত্রয়ঞ্চ বস্ত্রস্যাগ্রং দশা বামকটিস্থ ভাগশ্চ।

ভারতে— ন ক্ষতেন ন দগ্ধেন পারক্যেণ বিশেষতঃ।
মূষিকোৎকীর্ণ-জীর্ণেন কর্ম কুর্য্যাদ্ বিচক্ষণঃ ॥ ৭৬

নারসিংহে— ন রক্তমুল্বণং বাসো ন নীলঞ্চ প্রশস্যতে।
মলাক্তঞ্চ দশাহীনং বর্জয়েদম্বরং বুধঃ।
নোত্তরীয়মধঃকুর্য্যাদধোবস্ত্রঞ্চ নোত্তরম্ ॥ ৭৭

অত্র পূর্বার্দ্ধমতান্ত্রিকে কর্মণি। ভারতে—

অতএব 'একখানি বস্ত্র পরিধান করিয়া স্নান ও তর্পণ পর্য্যন্ত কর্ম করিবেন'—এই বচন যদি সমূল হয়, তবে একেন অর্থ—একজাতীয় বস্ত্র দ্বারা। ইহা বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন। যে বস্ত্র পরিধান করিয়া স্নান করিবে, সেই বস্ত্রেই তর্পণ করিবে—ইহা আচার্য্য চূড়ামণি বলেন। এস্থলে স্নানেন এই স্নানটি বৈধকর্ম মাত্রের উপলক্ষণ। ৭৪

সেইরূপ স্মৃতি বলিয়াছেন—বিকচ্ছ ও অনুত্তরীয় (উত্তরীয়হীন) ব্যক্তি নগ্নাবস্থ কীর্ত্তিত হয়। নগ্ন ব্যক্তি শ্রৌত কর্ম ও স্মার্ত্ত কর্ম চিন্তাও করিবে না অর্থাৎ করিবে না। ৭৫

বিকচ্ছ—বস্ত্র পরিধানে বিশৃঙ্খলিত কচ্ছত্রয় অর্থাৎ তিনটি কচ্ছ যথাযথভাবে যে পরিধান করে নাই। এই কচ্ছত্রয় হইতেছে বস্ত্রের অগ্র দশা, বামকটিস্থ ভাগ অর্থাৎ পিছনের কাছা।

ভারতে বলিয়াছেন—বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিন্ন বস্ত্রের দ্বারা, দগ্ধ বস্ত্রের দ্বারা, বিশেষতঃ পরকীয় বস্ত্রের দ্বারা, মূষিক কর্ত্তৃক কর্ত্তিত বস্ত্রের দ্বারা কর্ম করিবে না। ৭৬

নারসিংহে বলিয়াছেন—উল্বন (স্পষ্ট—ব্যক্ত) রক্ত বস্ত্র ও নীল বস্ত্র প্রশস্ত নহে। পণ্ডিত ব্যক্তি মল-লিপ্ত ও দশাহীন বস্ত্র বর্জন করিবে। উত্তরীয় বস্ত্রকে অধোবস্ত্র (পরিধেয় বস্ত্র) করিবে না এবং পরিধেয় বস্ত্রকে উত্তরীয় করিবে না। ৭৭

এস্থলে পূর্বার্দ্ধ বচনটি অতান্ত্রিক কর্মবিষয়ে জানিবেন। ভারতে বলিয়াছেন—

১। খ—যাগভূমিমথাবিশেদিত্যনন্তরং ততো হস্তৌ পাদৌ চ প্রক্ষাল্য আসনে উপবিশ্য মন্ত্রাচমনমাচমনং কৃত্বা মূলমন্ত্রেণ অনিমেষন্নপয়েত্যাদি পাঠঃ; মধ্যবর্ত্তিপাঠন্তু নাস্তি।

মৃদা তু তিলকং কুর্য্যাৎ ত্রিপুণ্ড্রং ভস্মনা সদা।
দৃষ্ট-দোষ-বিঘাতার্থং চাণ্ডালাস্যাদি-দর্শনে ॥ ৭৮

অস্যার্থঃ—চাণ্ডালাদি-কৃত-স্বমুখ-দর্শনজন্য-পাপানুৎপাদায় মৃদা তিলকং সামান্যং কুর্য্যাদ্ ভস্মনা ত্রিপুণ্ড্রং বেতি। ৭৯

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণম্—গোপ্রদানং তপো হোমঃ স্বাধ্যায়ঃ পিতৃ-তর্পণম্।
ভস্মীভবতি তৎসর্বমূর্দ্ধপুণ্ড্রং বিনা কৃতম্ ॥ ৮০

ইদং ব্রাহ্মণমাত্র-বিষয়কম্। আচার-নির্ণয়-ধৃতম্—

ঊর্দ্ধপুণ্ড্রং সদা কুর্য্যাৎ ত্রিপুণ্ড্রং ভস্মনা তথা।
তিলকং বৈ দ্বিজঃ কুর্য্যাচ্চন্দনেন যদৃচ্ছয়া ॥ ৮১
উর্দ্ধপুণ্ড্রং দ্বিজঃ কুর্য্যাৎ ক্ষত্রিয়স্য ত্রিপুণ্ড্রকম্।
অর্দ্ধচন্দ্রঞ্চ বৈশ্যানাং বর্ত্তুলং শূদ্র-জাতিষু ॥ ৮২

অস্যার্থঃ—দ্বিজঃ উর্দ্ধপুণ্ড্রং সদৈব কুর্য্যাৎ। ভস্মনা ত্রিপুণ্ড্রং তিলকঞ্চ। ভস্মনা—যজ্ঞীয়েন। ত্রিপুণ্ড্রে ভস্মনঃ প্রাধান্যম্, মৃদাদিনাপি সম্ভবাৎ, তদেবাহ, যদৃচ্ছয়া স্বেচ্ছাবশাচ্চন্দনেন বেতি। পুণ্ড্রং রেখা। দ্বিজমাত্রে উর্দ্ধ-

---

চাণ্ডাল প্রভৃতির দর্শনে দৃষ্ট দোষনাশের জন্য সর্বদা মৃত্তিকা দ্বারা সামান্য তিলক করিবে। অথবা ভস্মের দ্বারা ত্রিপুণ্ড্র তিলক করিবে। ৭৮

এই শ্লোকের অর্থ—চণ্ডাল প্রভৃতির দর্শনে দৃষ্ট দোষনাশের জন্য চাণ্ডালাদি কৃত নিজমুখ দর্শন জন্য পাপের অনুৎপত্তির জন্য মৃত্তিকা দ্বারা সামান্য তিলক করিবেন অথবা ভস্মের দ্বারা ত্রিপুণ্ড্র করিবেন। ৭৯

ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে বলিয়াছেন—উর্ব্বপুণ্ড্র তিলক বিনা গোদান, তপস্যা, হোম, বেদপাঠ, পিতৃতর্পণ যাহা কিছু করা হয়, সে সমস্তই ভস্মীভূত হয়। ৮০

ইহা ব্রাহ্মণ-মাত্র বিষয়ক জানিবেন। আচার নির্ণয় ধৃত বচনে বলিলেন—ব্রাহ্মণ সর্বদা উর্ধ্বপুণ্ড্র তিলক করিবে। ভস্মের দ্বারা ত্রিপুণ্ড্র করিবে। চন্দনের দ্বারা ইচ্ছানুসারে উর্ধ্বপুণ্ড্র বা ত্রিপুণ্ড্র তিলক করিবে। ৮১

দ্বিজ উর্ধ্বপুণ্ড্র করিবেন। ক্ষত্রিয়ের ত্রিপুণ্ড্র তিলক, বৈশ্যগণের অর্দ্ধচন্দ্র তিলক এবং শূদ্রাদি জাতির বর্ত্তুল তিলক বিহিত। ৮২

এই শ্লোকের অর্থ—দ্বিজ উর্ধ্বপুণ্ড্র সর্বদা করিবেন। ভস্মের দ্বারা ত্রিপুণ্ড্র তিলক করিবেন। ভস্ম অর্থ—যজ্ঞীয় ভস্ম। ত্রিপুণ্ড্রে ভস্মেরই প্রাধান্য। মৃদাদি দ্বারাও উহা সম্ভব বলিয়া "চন্দনেন যদৃচ্ছয়া" গ্রন্থে তাহাই বলিলেন। যদৃচ্ছয়া অর্থ—ইচ্ছানুসারে

পুণ্ড্রমুক্ত্বা বর্ণচতুষ্টয়-ভেদেন তিলকং পুনরাহ—উর্দ্ধ্বপুণ্ড্রমিতি। দ্বিজ ইতি নান্য ইত্যর্থঃ। ক্ষত্রিয়স্যেতি ত্রিপুণ্ড্রকমিত্যত্র সাধারণোক্তিঃ। এবমর্দ্ধচন্দ্র-বর্ত্তুলয়োরপি। অথ উর্দ্ধ্বপুণ্ড্রং দ্বিজস্যৈব নান্যস্য। ক্ষত্রিয়স্য ত্রিপুণ্ড্রকমেব নান্যৎ। ক্ষত্রিয়স্যৈব ত্রিপুণ্ড্রকং নান্যস্যেতি তু নার্থঃ, বিপ্রস্যাপি ত্রিপুণ্ড্র-বিধানাৎ। বৈশ্যস্যার্দ্ধচন্দ্রমেব নান্যৎ। শূদ্রস্য বর্ত্তুলমেব নান্যৎ ৮৩

তথাচ বিপ্রস্যাঽর্দ্ধচন্দ্র-বর্ত্তুলে স্যাতামিতি চেন্ন—"উর্দ্ধ্বপুণ্ড্রং সদা কুর্য্যাৎ ত্রিপুণ্ড্রং ভস্মনা তথে"তি প্রাগুক্ত-বচনাদূর্দ্ধ্ব-ত্রিপুণ্ড্রয়োরেব বিপ্রে বিশেষ্যাঽভিধানাৎ। অতএব উর্দ্ধ্বপুণ্ড্রং দ্বিজ এব কুর্য্যাদিতি ব্যাখ্যাতম্। ন তূর্দ্ধ্ব-পুণ্ড্রমেব দ্বিজ ইত্যপি। অন্যত্রাপি (৮৪)—

শৈবো বা বৈষ্ণবো বাপি যো বা স্যাদন্যঃ পূজকঃ।
ত্রিপুণ্ড্রেণ বিনা পূজাং কুর্বাণো যাত্যধোগতিম্ ॥ ৮৫
ত্রিপুণ্ড্রেণ বিনা কুর্য্যাৎ যাং কাঞ্চিৎ বৈদিকীং ক্রিয়াম্।
সা নিষ্ফলা ভবেদ্ ভূপ! ব্রহ্মণাপি কৃতা যদি ॥ ৮৬

ভস্মের দ্বারা বা চন্দনের দ্বারা। পুণ্ড্র—রেখা। দ্বিজমাত্রে উর্দ্ধ্বপুণ্ড্র বলিয়া উর্দ্ধ্বপুণ্ড্রং গ্রন্থে বর্ণচতুষ্টয় ভেদে পুনরায় তিলকের আকার বলিলেন। দ্বিজ এই কথার অর্থ—অন্য ব্যক্তি নয়। অন্য ব্যক্তি উর্দ্ধ্বপুণ্ড্র করিবেন না। ত্রিপুণ্ড্রকম্ এই স্থলে ক্ষত্রিয়ের এই কথা সাধারণভাবে ব[লা] হইয়াছে অর্থাৎ ক্ষত্রিয়গণ সাধারণতঃ ত্রিপুণ্ড্র করিয়া থাকেন। এইরূপ অর্দ্ধচন্দ্র ও বর্ত্তুল স্থলেও জানিবেন। অতএব দ্বিজগণেরই উর্দ্ধ্বপুণ্ড্র, অন্যের নহে। ক্ষত্রিয়ের ত্রিপুণ্ড্রই, অন্য কিছু নহে। এইরূপ কিন্তু অর্থ নহে; কারণ ব্রাহ্মণেরও ত্রিপুণ্ড্র বিহিত হইয়াছে। বৈশ্যের অর্দ্ধচন্দ্রই, অন্য কিছু নহে। শূদ্রের বর্ত্তুলই, অন্য কিছু নহে। ৮৩

তাহা হইলে ব্রাহ্মণের অর্দ্ধচন্দ্র ও বর্ত্তুল তিলক হউক—ইহা বলা যায় না; কারণ "উর্দ্ধ্বপুণ্ড্রং সদা কুর্য্যাৎ" ইত্যাদি পূর্বোক্ত বচনে ব্রাহ্মণে উর্দ্ধ্বপুণ্ড্র ও ত্রিপুণ্ড্রেরই বিশেষভাবে অভিধান হইয়াছে। এইজন্যই ব্রাহ্মণই উর্দ্ধ্বপুণ্ড্র করিবে—এইরূপ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। কিন্তু দ্বিজ উর্দ্ধ্বপুণ্ড্রই করিবে—এইরূপ ব্যাখ্যাত হয় নাই। অন্যত্রও বলিয়াছেন (৮৪)—

শৈব অথবা বৈষ্ণব অথবা অন্য যে কেহ পূজক হইবেন, তিনি উর্দ্ধ্বপুণ্ড্র বিনা পূজা করিলে অধোগতি প্রাপ্ত হন। ৮৫

হে রাজন্! ত্রিপুণ্ড্র বিনা যে কোন বৈদিক ক্রিয়া করিবে। ব্রহ্মাও যদি ত্রিপুণ্ড্র বিনা বৈদিক ক্রিয়া করেন, তবে সে ক্রিয়া নিষ্ফলা হইবে। ৮৬

ঊর্দ্ধপুণ্ড্রে একৈব দ্বয়ী ত্রয়ী বা রেখা, বিশেষাভাবাৎ, কিন্ত্বধস্তাদূর্দ্ধগামিনী ন তূর্ধ্বাদধোগামিন্যপি। ত্রিপুণ্ড্রে তু রেখাত্রয়মেব। তথাচ পঠন্তি (৮৭)—

আগত্য বামভ্রুব ঊর্দ্ধদেশাদানম্য নাসামধিগ্য মূলে।
আদক্ষিণ-ভ্রূপরিদেশ-লগ্নং ত্রিপুণ্ড্রমূর্দ্ধাগ্রমুদাহরন্তি ॥ ইতি। ৮৮

উভয়-করণে বিধানন্তু—

ঊর্দ্ধপুণ্ড্রং দ্বিজঃ কুর্য্যাৎ তদূর্দ্ধন্তু ত্রিপুণ্ড্রকম্।
ঊর্দ্ধপুণ্ড্রে ত্রিপুণ্ড্রং চ ত্রিপুণ্ড্রে নোর্দ্ধপুণ্ড্রকম্ ॥ ৮৯

তেনোর্দ্ধপুণ্ড্রমাদৌ কৃত্বা পশ্চাত্রিপুণ্ড্রং কুর্য্যাৎ তথাচ ত্রিশূলাকার-নিষ্পত্তিঃ।

তত্রাহ— ললাটে দৃশ্যতে যস্য ত্রিশূলাভং ত্রিপুণ্ড্রকম্।
আত্মানমাত্মনা দৃষ্ট্বা নয়ত্যচ্যুত-রূপতাম্। ইতি ॥ ৯০

কাশীখণ্ডে—ত্রিপুণ্ড্রচন্দ্রার্দ্ধধরা ধরাগতা ইতি।
জলে স্থিত্বা কর্ম কুর্বন্ জলেন তিলকং চরেৎ।
অন্যদা ভস্মনা মৃত্তিঃ কুর্য্যাৎ কাষ্ঠেন বা পুনঃ ॥ ৯১

ঊর্ধ্বপুণ্ড্রে একটি, দুইটী বা তিনটি রেখা হইতে পারে, ইহাতে বিশেষ নাই। কিন্তু ঐ রেখা অধঃ হইতে ঊর্ধ্বগামিনী হইবে; কিন্তু ঊর্ধ্ব হইতে অধোগামিনী হইবে না। ত্রিপুণ্ড্রে কিন্তু রেখাত্রয়ই হয়। তাহাই পঠিত হইতেছে যে (৮৭)—

ত্রিপুণ্ড্রটি বামভ্রূর ঊর্ধ্বদেশ হইতে আসিয়া নত হইয়া নাসার মূলে উপস্থিত হইয়া দক্ষিণ ভ্রূর উপরিদেশ পর্য্যন্ত লগ্ন হইয়া ঊর্ধ্বাগ্র হইবে—বলেন। ৮৮

ত্রিপুণ্ড্র ও ঊর্ধ্বপুণ্ড্র এই উভয় করণের বিধান বচন হইতেছে—

দ্বিজ ঊর্ধ্বপুণ্ড্র করিবেন। তাহার ঊর্ধ্বদেশে ত্রিপুণ্ড্র করিবেন। ঊর্ধ্বপুণ্ড্রে ত্রিপুণ্ড্র অথবা ত্রিপুণ্ড্রে ঊর্ধ্বপুণ্ড্র হইবে। ৮৯

এই বচনানুসারে প্রথমে ঊর্ধ্বপুণ্ড্র করিয়া পরে ত্রিপুণ্ড্র করিবেন। তাহাতে ত্রিশূলাকারের উৎপত্তি হইবে। এই বিষয়ে শাস্ত্র এই বলেন—

যাহার ললাটে ত্রিশূল সদৃশ ত্রিপুণ্ড্র দেখা যায়। তিনি দর্পণাদিতে নিজেকে নিজে দেখিয়া অচ্যুত-স্বরূপত্ব লাভ করেন। ৯০

কাশীখণ্ডেও বলিয়াছেন—ত্রিপুণ্ড্র ও অর্দ্ধচন্দ্র-ধারিণী ধরা উপস্থিত হইয়াছেন।

জলে দাঁড়াইয়া কর্ম করিতে হইলে জলের দ্বারাই তিলক করিবে। অন্য কালে ভস্মের দ্বারা, মৃত্তিকা সমূহের দ্বারা অথবা চন্দনাদি কাষ্ঠের দ্বারা তিলক করিবে। ৯১

পাদপ্রক্ষালন-বিধিঃ

দেবলঃ— প্রথমং প্রাঙ্‌মুখঃ স্থিত্বা পাদৌ প্রক্ষালয়েচ্ছনৈঃ।
উদঙ্মুখো দেবকৃত্যে পৈতৃকে দক্ষিণামুখঃ॥ ১

পূর্বার্দ্ধং সামান্য-বিষয়ম্। "সব্যং পাদমবনেনিজে ইতি বামপাদং প্রক্ষালয়তি"। "দক্ষিণং পাদমবনেনিজে ইতি দক্ষিণং পাদং প্রক্ষালয়তী"তি সামগ-গ্রন্থীয়-গোভিল-সূত্রাৎ, "সব্যং প্রক্ষাল্য দক্ষিণং প্রক্ষালয়তী"তি যজুর্বেদিক-গ্রন্থীয়-কাত্যায়ন-সূত্রাচ্চ সামগ-যজুর্বেদিনোরেক এব ক্রমঃ। স্ত্রীশূদ্রয়োরপি, এবমেব স্মার্ত্তাঃ। ২

সব্যঃ সোপগ্রহঃ কার্য্যো দক্ষিণঃ সপবিত্রকঃ।

সব্যো—বামঃ। উপগ্রহো বহুবঃ কুশা দ্ব্যধিকা ইতি যাবৎ।

মৎস্যসূক্তে— শস্তাঃ সমূলা দর্ভাশ্চ গুচ্ছেন চাধিকং ফলম্॥ ৩

মার্কণ্ডেয়ঃ—সপবিত্রেণ হস্তেন কুর্য্যাদাচমন-ক্রিয়াম্।
নোচ্ছিষ্টং তৎ পবিত্রন্তু ভুক্তোচ্ছিষ্টন্তু বর্জয়েৎ॥ ৪

অনন্তর পাদ প্রক্ষালন বিধি কথিত হইতেছে। দেবল বলিয়াছেন—প্রথমে পূর্বমুখে বসিয়া ধীরে ধীরে দুই পাদ প্রক্ষালন করিবে। দেবকৃত্যে উদঙ্মুখ হইয়া এবং পিতৃকার্য্যে দক্ষিণামুখ হইয়া পাদ প্রক্ষালন করিবে। ১

বচনের পূর্বার্দ্ধটি অর্থাৎ পূর্বমুখ হইয়া পাদ প্রক্ষালনটি সামান্য বিষয়ক। "সব্যং পাদমবনেনিজে এই মন্ত্রে বামপদ প্রক্ষালন করিবে"। "দক্ষিণং পাদমবনেনিজে এই মন্ত্রে দক্ষিণ পাদ প্রক্ষালন করিবে"—এইরূপ সামবেদীয় গ্রন্থ গোভিল সূত্র হইতে এবং 'বাম পাদ প্রক্ষালন করিয়া দক্ষিণ পাদ প্রক্ষালন করিবে'—এইরূপ যজুর্বেদীয় গ্রন্থ কাত্যায়ন সূত্র হইতে জানা যায়—সামবেদীয় ও যজুর্বেদীয় ব্রাহ্মণের পাদ প্রক্ষালনে একই ক্রম। এইরূপ স্ত্রী ও শূদ্রের এইরূপই ক্রম—এইরূপই স্মার্ত্ত বলেন। ২

বামহস্ত উপগ্রহ যুক্ত করিবে এবং দক্ষিণ হস্ত পবিত্র যুক্ত করিবে। সব্য—বাম। উপগ্রহ—বহুকুশ অর্থাৎ দুই এর অধিক কুশ। মৎস্য সূক্তে বলিয়াছেন—সমূল দর্ভ প্রশস্ত। গুচ্ছের দ্বারা অধিক ফল হয়। ৩

মার্কণ্ডেয় বলিয়াছেন—পবিত্র যুক্ত হস্তের দ্বারাই আচমন ক্রিয়া করিবে। সে পবিত্র আচমনে উচ্ছিষ্ট হয় না। ভোজনে উচ্ছিষ্ট পবিত্র বর্জন করিবে। ৪

ছন্দোগপরিশিষ্টং—অনন্তর্গর্ভিণং সাগ্রং কৌশং দ্বিদলমেব চ।
প্রাদেশমাত্রং বিজ্ঞেয়ং পবিত্রং যত্র কুত্রচিৎ ॥ ৫

অত্র মৈথিলাঃ—অন্তর্গর্ভো যস্য তদন্তর্গর্ভং দ্বিতীয়দলম্, তদ্বদ্ তৃতীয়দলম্, তদ্ভিন্নং চতুর্থাদিদলমিত্যুচুঃ। তন্ন, তথা সতি তন্মতে অন্তর্গর্ভি-ভিন্নস্য গ্রহণাৎ প্রথম-দ্বিতীয়-দলয়োরপি গ্রহণাপত্তেঃ। ন চ যদ্বিশেষণ-বিশিষ্টত্বেন যস্য নিষেধস্তদ্বিশিষ্টস্য নিষেধে তদ্বিশেষণস্যাপি নিষেধ ইতি বাচ্যম্। তাদৃশ-নিয়মে মানাভাবাৎ। ৬

জরন্তো গৌড়ীয়াস্তু অন্তশ্চাসৌ গর্ভশ্চেতি অন্তর্গর্ভঃ প্রথমং দলং, তদ্বৎ দ্বিতীয়ং, তদন্যৎ তৃতীয়াদি-দলং গ্রাহ্যমিতি বিবব্রুঃ। তদপি ন, প্রথমদলস্যাপি গ্রাহ্যতাপত্তেঃ, কর্মধারয়োত্তরং মত্বর্থ-প্রত্যয়-নিষেধাচ্চ। ৭

স্মার্ত্তাস্তু অন্তর্গর্ভস্যাভাবোঽনন্তর্গর্ভং তদ্বদন্তগর্ভ-শূন্যমিত্যর্থ ইতি সংস্কার-

---

ছন্দোগ পরিশিষ্টে বলিয়াছেন—যে কোন বিহিত ক্রিয়াতে প্রাদেশ পরিমাণ অনন্তর্গর্ভী সাগ্র দ্বিদল কুশকেই পবিত্র জানিবে। ৫

এস্থলে মৈথিলগণ অনন্তর্গর্ভী পদের এই অর্থ বলেন—অন্তর্ অর্থাৎ মধ্যে গর্ভ যাহার, সে হইল অন্তর্গর্ভ। দ্বিতীয় দলের মধ্যেই গর্ভকুশ থাকে তাই ঐ দ্বিতীয় দলই হইল অন্তর্গর্ভ। সেই অন্তগর্ভ (দ্বিতীয় দল) আছে যাহার, সে হইল অন্তর্গর্ভী তৃতীয় দল, তদ্‌ভিন্ন চতুর্থাদি দল হইতেছে অনন্তর্গর্ভী। তাহা নহে; কারণ তাহা হইলে অন্তর্গর্ভী ভিন্নের গ্রহণ হওয়ায় প্রথম, দ্বিতীয় দলেরও গ্রহণ প্রসঙ্গ হইবে। যে বিশেষণ বিশিষ্টরূপে যাহার নিষেধ হয়, তদ্বিশেষণ বিশিষ্ট বিশেষ্যের নিষেধ হইলে তাহার বিশেষণেরও নিষেধ হয়—ইহা বলিতে পারেন না; কারণ সেইরূপ নিয়মে কোন প্রমাণ নাই। ৬

প্রাচীন গৌড়ীয়গণ অনন্তর্গর্ভী শব্দের এই অর্থ বলেন—অন্তঃ (মধ্যবর্ত্তী) যে গর্ভ—এইরূপ কর্মধারায় সমাসে নিষ্পন্ন অন্তর্গর্ভ শব্দের অর্থ—প্রথম দল। অন্তর্গর্ভ' (প্রথম দল) আছে যাহার, সেই হইল অন্তর্গর্ভী, তাহা হইল দ্বিতীয় দল। অন্তর্গর্ভী নয় যে, সে অনন্তর্গর্ভী, তাহা হইলে তৃতীয়াদি দল। তাহা গ্রহণীয়। তাহাও ঠিক নহে, কারণ তাহাতে প্রথম দল অনন্তর্গর্ভী অর্থাৎ অন্তর্গর্ভী ভিন্ন হওয়ায় তাহারও গ্রহণের আপত্তি হইবে, বিশেষ কর্মধারয় সমাসের পরে মত্বর্থীয় প্রত্যয় হয় না। ৭

অন্তর্গর্ভে'র অভাব হইল অনন্তর্গর্ভ, তদ্বৎ হইল অনন্তর্গর্ভী অর্থাৎ অন্তর্গর্ভ শূন্য ইহাই অনন্তর্গর্ভী শব্দের অর্থ—ইহা সংস্কারতত্ত্বে স্মার্ত্ত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অনন্ত-

তন্ত্রে ব্যাচক্ষুস্তথাচ দ্বিতীয়াদি দললাভঃ, প্রথম-দলস্যান্তর্গর্ভাত্মক-প্রতিযোগ্য-প্রসিদ্ধ্যা নান্তর্গর্ভশূন্যত্বমিতি। গর্ভোঽত্রাঽস্ফুট-দলম্। ৮

বস্তুতস্তু অন্তর্গর্ভশূন্যমিত্যস্য বহিস্কৃতান্তর্গর্ভমিত্যর্থঃ। নব্যাস্তু অন্তর্গর্ভোঽ-প্রকাশিতান্তর্নভোদেশস্তদ্বৎ প্রথমদলম্, তদন্যৎ দ্বিতীয়াদি-দলং গ্রাহ্যমিতি প্রাহুঃ। গর্ভিণমিত্যত্র বর্হাদিত্বাদিনঃ। এবঞ্চ প্রথমদলস্য পবিত্র-করণে বর্জ্যতয়া সর্বত্রৈব বর্জ্যত্বং, স্বরূপতো দুষ্টত্বাৎ। এতাদৃশ, পবিত্রালাভে পত্রত্রয়ং পত্রচতুষ্টয়ং বা ধার্য্যম্। ৯

যথা— চতুর্ভির্দর্ভপত্রৈস্তু ত্রিভির্দ্বাভ্যামথাপি বা।
পবিত্রং কারয়েন্নিত্যং প্রশস্তং সর্ব-কর্মসু॥ ১০

অন্যত্র— পবিত্রন্তু দ্বিজঃ কুর্য্যাৎ কুশপত্র-দ্বয়েন বা।
পত্র-ত্রয়েণ বা কার্য্যং নৈক-পত্রেণ কর্হিচিৎ॥ ১১

এতাদৃশ-পবিত্রেষু কুশান্তর-বন্ধনং নাস্তি, মানাভাবাৎ। কুশধারণ-ক্রমমাহ

স্মৃতিঃ— কুশানাং ধারণং মূলেম্বঙ্গুলীষু বিধীয়তে।

গর্ভী শব্দের এইরূপ অর্থ হইলে দ্বিতীয়াদি দলের লাভ হয়। প্রথম দলের অন্তর্গর্ভরূপ প্রতিযোগীর প্রসিদ্ধি নাই বলিয়া উহা অন্তর্গর্ভ শূন্য নহে। এস্থলে গর্ভ হইতেছে অস্ফুট দল। ৮

বস্তুতঃ অন্তর্গর্ভ শূন্য এই কথাটির অর্থ হইতেছে—বহিষ্কৃত অন্তর্গর্ভ। নব্যগণ কিন্তু এই বলেন—অন্তর্গর্ভ হইতেছে অপ্রকাশিত অন্তঃ অর্থাৎ নভোদেশ, তদ্বৎ হইল প্রথম দল, তদন্য দ্বিতীয়াদি দল গ্রহণীয়। গর্ভিণম্ এইস্থলে বর্হাদিত্ব হেতু ইন্ প্রত্যয় হইয়াছে। অনন্তর্গর্ভী শব্দের এইরূপ অর্থ হইলে প্রথম দলটি পবিত্র করণে বর্জনীয় হইল বলিয়া সর্বত্রই উহা বর্জনীয়; যেহেতু স্বরূপতঃই উহা দুষ্ট। এতাদৃশ পবিত্রের প্রাপ্তি না হইলে পত্রত্রয় বা পত্র চতুষ্টয় ধারণীয়। ৯

যেমন বলিয়াছেন—চারিটি দর্ভপত্রের দ্বারা অথবা তিনটি দর্ভপত্রের দ্বারা অথবা দুইটি দর্ভপত্রের দ্বারা সর্বদা পবিত্র করাইবে। উহা সমস্ত কর্মে প্রশস্ত। ১০

অন্যত্রও বলিয়াছেন—দ্বিজ দুইটি কুশ পত্রের দ্বারা অথবা তিনটি কুশপত্রের দ্বারা পবিত্র করিবে। কখনও একটি পত্রের দ্বারা পবিত্র করিবে না। ১১

এইরূপ পবিত্রে অন্য কুশের দ্বারা বন্ধন নাই; কারণ তাহার বন্ধনে কোন প্রমাণ নাই। স্মৃতি কুশ ধারণের ক্রম বলিতেছেন—

অঙ্গুলি সমূহের মূলসমূহে কুশের ধারণ বিহিত হইতেছে। কনিষ্ঠা ও তর্জনীর

অধঃ কনিষ্ঠা-তর্জ্জন্যোর্মধ্যমানামিকোপরি।
উর্দ্ধাগ্রা এব ধর্ত্তব্যা নাধঃস্থাগ্রাঃ কুশাঃ ক্বচিৎ ॥ ১২

ব্রহ্মগ্রন্থিযুক্তোক্তান্যতমরূপ-কুশাঙ্গুরীয়ধারণন্ত্বনামিকয়ৈব। যথা স্মৃতিঃ—

কর্মকালে তু কুর্বীত সপবিত্রামনামিকাম্।
লঙ্ঘয়েদেকপর্বাস্যা দ্বিতীয়ন্তু ন লঙ্ঘয়েৎ ॥ ১৩
অনামিকায়াঃ প্রথমং পর্ব স্বর্ণেন যোজয়েৎ।
দ্বিতীয়ং দর্ভ-সংযুক্তং কার্য্যং বিপ্রেণ সর্বশঃ ॥ ১৪

অথ প্রথমত্বং দ্বিতীয়ত্বঞ্চাধস্তো গণনয়া। অত্রাঽনামিকা-দ্বিতীয়-পর্বণঃ কর্ম-কালে সপবিত্রত্ব-বিধানাদবন্ধকুশেন তদসম্ভবাদর্থাৎ কুশাঙ্গুরীয়-লাভঃ। এতেন বচন-পরভাগমনালোচ্যাঽনামিকামাত্র-মূলদেশে যৎ কুশধারণং বর্ণয়ন্তি, এতদ্ ভ্রম-মূলকমেব। ১৫

কুশাঙ্গুরীয়েণাচমনং ন কার্য্যং, "গ্রন্থির্যস্য পবিত্রস্য ন তেনাচমনং চরেৎ" ॥ ইতি হারীতবচনাৎ। ব্যাসঃ—

জপ-হোমে তথা দানে স্বাধ্যায়ে পিতৃ-তর্পণে।

অধোভাগে এবং মধ্যমা ও অনামিকার উপরিভাগে উর্ধ্বাগ্র কুশ সমূহ ধারণ করিবে। কোন স্থলে অধঃস্থাগ্র (অধোদেশস্থ অগ্র) কুশ ধারণ করিবে না। ১২

উক্ত কুশ সমূহের মধ্যে ব্রহ্মগ্রন্থি যুক্ত অন্যতম কুশাঙ্গুরীয় অনামিকাতেই ধারণ কর্ত্তব্য। যেমন স্মৃতি বলিয়াছেন—

কর্মকালে অনামিকাকে পবিত্র-যুক্ত করিবে। অনামিকার একটি পর্বকে লঙ্ঘন করিবে, কিন্তু ইহার দ্বিতীয় পর্বকে লঙ্ঘন করিবে না। ১৩

ব্রাহ্মণ সর্বতোভাবে অনামিকার প্রথম পর্বকে স্বর্ণ-যুক্ত করিবেন। দ্বিতীয় পর্বকে দর্ভ-সংযুক্ত করিবেন। ১৪

এস্থলে অধোদেশ হইতে গণনায় প্রথম ও দ্বিতীয় বুঝিতে হইবে। এস্থলে কর্ম-কালে অনামিকার দ্বিতীয় পর্বকে পবিত্রযুক্ত করণ বিহিত হওয়ায় অবন্ধ কুশের দ্বারা তাহা সম্ভব না হওয়ায় অর্থাৎ কুশাঙ্গুরীয়ের লাভ হয়। বচনের পরভাগ আলোচনা না করিয়া যাঁহারা অনামিকামাত্রের মূলদেশে যে কুশধারণ বর্ণনা করেন, ইহা দ্বারা তাহা ভ্রমমূলক প্রতিপাদিত হইল। ১৫

কুশাঙ্গুরীয়ের সহিত আচমন করিবে না ; যেহেতু হারীতের এই বচন আছে যে—যে পবিত্রের গ্রন্থি আছে, তাহা দ্বারা আচমন করিবেন না। ব্যাসও বলিয়াছেন—

অশূন্যস্তু করং কুর্য্যাৎ সুবর্ণ-রজতৈঃ কুশৈঃ ॥ ১৬

অত্র বাচস্পতিমিশ্রৈরনামিকায়াং সুবর্ণ-ধারণাবগতেঃ কুশত্রয়-রজত-ধারণমপি তত্রৈবেতি দ্বৈতনির্ণয়েঽভিহিতম্। গোড়ীয়াস্তেবং ন মন্যন্তে। ১৭

অনামিকা-ধৃতং হেম তর্জন্যাং রূপ্যমেব চ।
কনিষ্ঠায়াং ধৃতং খড়্গং তেন পূতো ভবেন্নরঃ ॥ ১৮

ইতি যোগি-যাজ্ঞবল্ক্য-বচন-বিরোধাৎ। খড়্গং গণ্ডকখড়্গাবয়ব-নির্ম্মিতম্।

তর্জনী রূপ্য-সংযুক্তা হেম-যুক্তা ত্বনামিকা।
সৈব যুক্তা তু দর্ভেণ কার্য্যা বিপ্রেণ সর্বদা ॥ ১৯

ইতি বিদ্যাকর-ধৃত-বচন-বিরোধাচ্চ। অত্র দর্ভো অঙ্গুরীয়-রূপঃ, "দ্বিতীয়ং দর্ভ-সংযুক্তমি"ত্যুক্তৈকবাক্যত্বাৎ। তস্মাদ্ গৌড়ীয়ানাং মতে যথাশক্তি তেষাং ধারণমবগম্যতে। তান্ত্রিকাস্তু পৃথগ্ বিভক্তি-নির্দ্দেশাৎ সুবর্ণ-রজতৈরিত্যেকঃ, কুশৈরিত্যপরঃ কল্পঃ। তথাচ তন্ত্রে (২০)—

জপে, হোমে, সেইরূপ দানে, স্বাধ্যায় ও পিতৃতর্পণে হস্তকে সুবর্ণ, রজত ও কুশের দ্বারা অশূন্য করিবে না। ১৬

এ স্থলে উক্ত বচনের দ্বারা অনামিকাতে সুবর্ণ ধারণের অবগতি হওয়ায় সেই অনামিকাতেই কুশত্রয় এবং রজতের ধারণও কর্ত্তব্য—ইহা দ্বৈতনির্ণয়ে বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন। গৌড়ীয়গণ কিন্তু এইরূপ মনে করেন না। যেহেতু (১৭)—

অনামিকায় সুবর্ণ ধৃত হইলে তর্জনীতে রৌপ্য ধৃত হইলে এবং কনিষ্ঠাতে খড়্গাঙ্গুরী ধৃত হইলে তাহা দ্বারা মানব পূত হয়। ১৮

এই যোগী যাজ্ঞবল্ক্যের বচনের সহিত বিরোধ হয়। খড়্গ হইতেছে গণ্ডারের খড়্গের অবয়বের দ্বারা নির্মিত অঙ্গুরীয়।

বিপ্র সর্বদা তর্জনীকে রূপ্যাঙ্গুরী যুক্তা, অনামিকাকে স্বর্ণাঙ্গুরী যুক্তা এবং সেই অনামিকাকে দর্ভের দ্বারা সংযুক্ত করিবেন। ১৯

এই বিদ্যাকর ধৃত বচনের সহিতও বিরোধ হইয়া থাকে। "দ্বিতীয়ং দর্ভ-সংযুক্তং" এই উক্ত বচনাংশের সহিত একবাক্যতা নিবন্ধন এস্থলে দর্ভটি অঙ্গুরীয়রূপ হইবে। অতএব গৌড়ীয়গণের মতে যথাশক্তি অঙ্গুরীয় সমূহের ধারণ বুঝা যায়। তান্ত্রিকগণ বলেন—সুবর্ণ-রজতৈঃ কুশৈঃ এইরূপ পৃথক্ বিভক্তির নির্দেশ থাকায় সুবর্ণ ও রজতের দ্বারা—এইটি একটি পক্ষ এবং কুশের দ্বারা এইটি অপর পক্ষ। সেইজন্যই তন্ত্রে এই বলিয়াছেন (২০)—

সুবর্ণং রজতঞ্চৈব জপ-পূজাদি-কর্মসু।
কুশ-কার্য্য-করং প্রোক্তং ন তু বন্যাঃ কুশাঃ কুশাঃ ॥ ২১
তর্জ্জন্যো রজতং ধার্য্যমনামাসু সুবর্ণকম্ ॥

ইতি প্রাহুঃ। বিষ্ণুঃ—কুশাভাবে কুশস্থানে কাশং দূর্বাং বা দদ্যাদিতি ॥ ২২

আচমন-বিধিঃ

ভরদ্বাজঃ— আয়তং পর্বণাং কৃত্বা গোকর্ণাকৃতি-মৎ-করম্।
সংহতাঙ্গুলিনা তোয়ং গৃহীত্বা পাণিনা দ্বিজঃ ॥ ২৩
মুক্তাঙ্গুষ্ঠ-কনিষ্ঠাভ্যাং শেষেণাচমনং চরেৎ।
মাষমজ্জনমাত্রাস্তু সংগৃহ্য ত্রিঃ পিবেদপঃ ॥ ২৪

মুক্তাঙ্গুষ্ঠ-কনিষ্ঠাভ্যামিতি। তেন তর্জনী-মধ্যমানামিকানাং সংহতত্বং নিবিড়-সংযোগিত্বং তথৈব করস্য গোকর্ণাকারত্ব-সম্ভবাৎ। যাজ্ঞবল্ক্যঃ (২৫)—

অদ্ভিস্তু প্রকৃতিস্থাভির্হীনাভিঃ ফেন-বুদ্‌বুদৈঃ।
হৃৎ-কণ্ঠ-তালুকাভিশ্চ যথাসংখ্যং দ্বিজাদয়ঃ ॥
শুধ্যেরন্ স্ত্রী চ শূদ্রশ্চ সকৃৎ-পৃষ্টাভিরন্ততঃ ॥ ২৬

জপ ও পূজাদি কর্ম সমূহে সুবর্ণ ও রজত কুশের কার্য্য করে—ইহা উক্ত হইয়াছে। বন্য কুশ কিন্তু কুশ নহে। তর্জনী দুইটীতে রজত ধারণ করিবে এবং অনামাতে সুবর্ণ ধারণ করিবে। ২১

কুশ না পাইলে কুশের স্থানে কাশ বা দূর্বা দিবে—ইহা বিষ্ণু বলেন। ২২

অনন্তর আচমন বিধি কথিত হইতেছে। ভরদ্বাজ বলিয়াছেন—

দ্বিজ অঙ্গুলির পর্বসমূহকে আয়ত (বিস্তৃত) করিয়া হস্তকে গোকর্ণাকার করিয়া অঙ্গুলি-গুলিকে সংহত করিয়া হস্তের দ্বারা জল লইয়া অঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠাকে মুক্ত করিয়া অবশিষ্ট সংহত (নিবিড়ভাবে সংযুক্ত) অঙ্গুলির দ্বারা আচমন করিবে। মাষকলাই ডুবিবার মত জল লইয়া তিন বার পান করিবে। ২৩-২৪

মুক্তাঙ্গুষ্ঠ-কনিষ্ঠাভ্যাম্—এই কথা দ্বারা তর্জনী, মধ্যমা ও অনামিকার সংহতি নিবিড় সংযোগ সূচিত হইয়াছে। তাহা হইলেই গোকর্ণের আকার সম্ভব হয়। যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন (২৫)—

ফেন ও বুদ্‌বুদ্ শূন্য প্রকৃতিস্থ (স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত) জলের দ্বারা হৃৎ, কণ্ঠ, তালুর সহিত মুখগহ্বরকে সংখ্যানুসারে (তিন বারে) দ্বিজাতিগণ শুদ্ধ করিবেন। স্ত্রী ও শূদ্র ওষ্ঠ প্রান্তে একবার স্পৃষ্ট জলের দ্বারা শুদ্ধ হন। ২৬

অন্তত ইতি। ওষ্ঠস্য প্রান্ত ইত্যর্থঃ। প্রচেতাঃ—

অনুষ্ণাভিরফেনাভিঃ পূতাভির্বস্ত্র-চক্ষুষা।
হৃদ্গতাভিরশব্দাভিস্ত্রিশ্চতুর্বাঽদ্ভিরাচমেৎ ॥ ২৭

চতুর্বেতি ভাবশুদ্ধ্যাপেক্ষয়া। ইন্দ্রিয়াদি-স্পর্শনান্তরং ভবিষ্যে—

যদ্ ভূমাবুদকং বীর! সমুৎসৃজতি মানবঃ।
বাসুকি-প্রমুখান্ নাগাংস্তেন প্রীণাতি মানদঃ ॥ ২৮

দেবলঃ— সোপানৎকো জলস্থো বা মুক্ত-কেশোঽপি বা পুনঃ।
উষ্ণীশী চাপি নাচামেদ্ বস্ত্রেণোদ্বেষ্ট্য বা শিরঃ ॥ ২৯
ন গচ্ছন্ন শয়ানশ্চ ন জপন্ন পরান্ স্পৃশন্।
ন হসন্ নৈব জল্পন্ বা নাত্মানঞ্চৈব বীক্ষয়ন্ ॥ ৩০

আত্মানং হৃদয়ম্। দক্ষঃ—

প্রক্ষাল্য পাদৌ হস্তৌ চ ত্রিঃ পিবেদম্বু বীক্ষিতম্।
সংবৃত্যাঙ্গুষ্ঠ-মূলেন দ্বিঃ প্রমৃজ্যাৎ ততো মুখম্ ॥ ৩১
সংহত্য তিসৃভিঃ পূর্বমাস্যমেবমুপস্পৃশেৎ।
অঙ্গুষ্ঠেন প্রদেশিন্যা ঘ্রাণং পশ্চাদনন্তরম্ ॥ ৩২

অন্ততঃ এই কথার এই অর্থ—ওষ্ঠের প্রান্তে। প্রচেতাঃ বলেন—

অনুষ্ণ, ফেনরহিত, বস্ত্রের ছাকনি দ্বারা পূত শব্দ-রহিত হৃদগমনযোগ্য জলের দ্বারা তিন বার বা চারি বার আচমন করিবে। ২৭

ভাবশুদ্ধির অপেক্ষায় চারি বার আচমন উক্ত হইয়াছে। ইন্দ্রিয় স্পর্শনের অনন্তর ভবিষ্য পুরাণে বলিয়াছেন—

হে বীর! হে মানদ! মানব যে জল মাটীতে উৎসর্গ (ত্যাগ) করে, সে সেই জলের দ্বারা বাসুকি প্রমুখ নাগগণকে প্রীত করে। ২৮

দেবল বলিয়াছেন—জুতা পায়ে দিয়া, জলস্থ হইয়া, মুক্তকেশ হইয়া, উষ্ণীশ ধারণ করিয়া, মস্তককে বস্ত্রের দ্বারা বেষ্টন করিয়া, চলিতে চলিতে, শয়ান অবস্থায়, জপ করিতে করিতে, অন্যকে স্পর্শ করিয়া, হাঁসিতে হাঁসিতে, কথা বলিতে বলিতে ও আত্মাকে (হৃদয়কে) দেখিতে দেখিতে আচমন করিবে না। ২৯-৩০

আত্মানং অর্থ—হৃদয়কে। দক্ষ বলিয়াছেন—

দুই হস্ত ও দুই পাদ প্রক্ষালন করিয়া পরিদৃষ্ট জল তিনবার পান করিবে। অনন্তর আবৃত অঙ্গুষ্ঠ মূলের দ্বারা দুইবার মুখ মার্জন করিবে। ৩১

অঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যান্তু চক্ষুঃ-শ্রোত্রে পুনঃ পুনঃ।
নাভিং কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠেন হৃদয়ন্তু তলেন বৈ।
সর্বাভিস্তু শিরোদেশং বাহু চাগ্রেণ সংস্পৃশেৎ॥ ৩৩

পুনঃ পুনরি ি। ঘ্রাণাদীনাং গোলক-দ্বয়াভিপ্রায়েণেতি শ্রীদত্তঃ। মুখমার্জনানন্তর, ব্যাসঃ—"বামহস্তং পাদৌ শিরশ্চ দক্ষিণেন পাণিনা জলেনাভ্যুক্ষেদি"তি সামগানাং ক্রমঃ। যজুর্বেদিনান্তু গৌতমঃ—"পাদৌ চাভ্যুক্ষেৎ খালিতোপস্পৃশেৎ সর্বান্ উদকবিন্দূন্ মূর্ধ্নি দদ্যাদি"তি।

ইন্দ্রিয়স্পর্শে মনুঃ—খালিতোপস্পৃশেদদ্ভিরিতি। ৩৪

যাজ্ঞবল্ক্যঃ— অন্তর্জানুঃ শুচৌ দেশে উপবিষ্ট উদঙ্মুখঃ।
প্রাগ্ বা ব্রাহ্মেণ তীর্থেন দ্বিজো নিত্যমুপস্পৃশেৎ॥ ৩৫

অন্তর্জানুর্জানুদ্বয়-মধ্যস্থ-হস্তদ্বয়ঃ। প্রাক্—পূর্বমুখঃ। যমঃ—
রাত্রাবনীক্ষিতেনাপি শুদ্ধিরুক্তা মনীষিভিঃ।
উদকেনাতুরাণাঞ্চ তথোষ্ণেনোষ্ণপায়িনাম্॥ ৩৬

অনন্তর সংহত তিনটি অঙ্গুলি দ্বারা প্রথমেই মুখ স্পর্শ করিবে। অনন্তর অঙ্গুষ্ঠ তর্জনী দ্বারা নাসিকাদ্বয় স্পর্শ করিবে। ৩২

অনন্তর অঙ্গুষ্ঠ ও অনামা দ্বারা চক্ষুঃ ও কর্ণ পুনঃ পুনঃ স্পর্শ করিবে। কনিষ্ঠা অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা নাভি, হস্ততলের দ্বারা হৃদয়, সমস্ত অঙ্গুলী দ্বারা মস্তক দেশ এবং অঙ্গুলী সমুহের অগ্র দ্বারা দুই বাহু স্পর্শ করিবেন। ৩৩

ঘ্রাণাদির গোলক দ্বয়ের স্পর্শ অভিপ্রায়েই পুনঃ পুনঃ এই কথাটি উক্ত হইয়াছে, ইহা শ্রীদত্ত বলেন। মুখ মার্জনের অনন্তর ব্যাস এই বলিয়াছেন—দক্ষিণ হস্তে জলের দ্বারা বাম হস্ত, দুই পাদ ও মস্তক অভ্যুক্ষণ করিবে—ইহা সামবেদীয়গণের ক্রম। যজুর্বেদীয়গণের সম্বন্ধে গৌতম এই বলিয়াছেন—দুই পাদকে অভ্যুক্ষণ করিবে। ক্ষালিত করিয়া স্পর্শ করিবে। সমস্ত জলবিন্দু মস্তকে দিবে। ইন্দ্রিয়ের স্পর্শে মনু বলিয়াছেন—জলের দ্বারা প্রক্ষালিত করিয়া স্পর্শ করিবে। ৩৪

যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—পবিত্র দেশে উত্তরমুখে বা পূর্বমুখে উপবিষ্ট হইয়া অন্তর্জানু হইয়া দ্বিজ ব্রাহ্মতীর্থের দ্বারা সর্বদা স্পর্শ করিবে। ৩৫

অন্তর্জানু—জানুদ্বয়ের মধ্যস্থ হস্ত দ্বয়। প্রাক্—পূর্বমুখ। যম বলিয়াছেন—

রাত্রিকালে অদৃষ্ট জলের দ্বারা আতুরগণের এবং উষ্ণ জলের দ্বারা উষ্ণপায়িগণের শুদ্ধি মনীষিগণ কর্তৃক উক্ত হইয়াছে। ৩৬

নাভিস্পর্শে ব্যাসঃ—ততঃ স্পৃশেন্ নাভিদেশং পুনরপশ্চ সংস্পৃশেৎ।

হারীতঃ— আর্দ্রবাসা জলে কুর্য্যাৎ তর্পণাচমনং জপম্।
শুষ্কবাসাঃ স্থলে কুর্য্যাৎ তর্পণাচমনং জপম্॥ ৩৭

অথাচমন-নিমিত্তানি

নিষ্ঠীবনে তথাঽভ্যঙ্গে তথা পাদাবনেজনে।
উচ্ছিষ্টস্য চ সম্ভাষাদশুচ্যপহতস্য চ॥ ৩৮
সন্দেহেষু চ সর্বেষু শিখাং বদ্ধ্বা তথৈব চ।
বিনা যজ্ঞোপবীতেন নিত্যমেবমুপস্পৃশেৎ॥
উষ্ট্র-বায়স-সংস্পর্শে দর্শনে চান্ত্যবাসিনাম্॥ ৩৯

অথ দ্বিরাচমন-নিমিত্তানি

স্নাত্বা পীত্বা ক্ষুতে সুপ্তে ভুক্তে রথ্যোপসর্জনে।
আচান্তঃ পুনরাচামেদ্ বাসো বিপরিধায় চ॥ ৪০

ব্রহ্মপুরাণম্— হোম-ভোজনকালে চ সন্ধ্যয়োরুভয়োরপি।
আচান্তঃ পুনরাচামেদন্যত্রাপি সকৃৎ সকৃৎ॥ ৪১

স্মৃতিঃ— ক্ষুতে নিষ্ঠীবিতে সুপ্তে পরিধানেঽশ্রুমোচনে।

নাভি স্পর্শ সম্বন্ধে ব্যাস বলিয়াছেন—তাহার পর অর্থাৎ কর্ণদেশ স্পর্শের পর নাভি স্পর্শ করিবে। তাহার পর জলকে স্পর্শ করিবে অর্থাৎ হাত ধুইবে।

হারীত বলিয়াছেন—জলে আর্দ্রবস্ত্রে তর্পণ, আচমন ও জপ করিবে। স্থলে শুষ্ক বস্ত্রে তর্পণ, আচমন ও জপ করিবে। ৩৭

আচমনের নিমিত্তগুলি কথিত হইতেছে। বৈধকর্ম মধ্যে নিষ্ঠীবনে (থুথু ফেলা), অভ্যঙ্গে (তৈলাদি লেপনে). পাদাবনেজনে (পাদ প্রক্ষালনে), উচ্ছিষ্ট স্পর্শ সন্দেহে, অশুচি দূষিত সন্দেহে, উট ও কাকের স্পর্শে, ম্লেচ্ছবাসিগণের দর্শনে—এই সকল বিষয়ে শিখা বন্ধন করিয়া যজ্ঞোপবীত ছাড়া সর্বদাই ইন্দ্রিয়স্পর্শ ও আচমন করিবে। ৩৮-৩৯

অনন্তর দ্বিতীয় বার আচমনের নিমিত্ত কথিত হইতেছে। স্নান করিয়া ও পান করিয়া হাঁচিলে, ঘুমাইলে, ভোজনে, রাস্তায় চলিলে, বস্ত্র বিপরীতভাবে (ঠিক ভাবে না) পরিলে আচমন করিয়া পুনরায় আচমন করিবে। ৪০

ব্রহ্মপুরাণে বলিয়াছেন—হোম কালে, ভোজনকালে, উভয় সন্ধ্যাতে আচমনের অন্তে পুনরায় আচমন করিবে, অন্যত্র এক একবার আচমন করিবে। ৪১

স্মৃতি বলিয়াছেন—কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তি হাঁচিলে, থুথু ফেলিলে, ঘুমাইলে, বস্ত্র

কর্মস্থ এষু নাচামেদ্ দক্ষিণং শ্রবণং স্পৃশেৎ ॥ ৪২
বাতকর্মণি নিষ্ঠীবে দন্তাশ্লিষ্টে তথাঽনৃতে।
ক্ষুতে পতিত-সম্ভাষে দক্ষিণং শ্রবণং স্পৃশেৎ ॥ ৪৩

মার্কণ্ডেয়পুরাণম্—কুর্য্যাদাচমনং স্পর্শং গোপৃষ্ঠস্যার্কদর্শনম্।
কুর্বীতালম্ভনঞ্চাপি দক্ষিণ-শ্রবণস্য চ ॥ ৪৪

ততো মূলমন্ত্রেণ অনিমেষ-রূপয়া দিব্যদৃষ্ট্যবলোকনাদ্[১] দিব্যান্ বিঘ্নানুৎসার্য্য অস্ত্রায় ফড়িতি তালত্রয়েণাঽন্তরীক্ষগান্[২] বিঘ্নানুৎসার্য্য বামপার্ষ্ণি-ঘাতত্রয়েণ ভৌমান্ বিঘ্নানুৎসার্য্য ফড়িতি সপ্তধা জপ্তান্[৩] বিকিরানাদায়—

ওঁ অপসর্পন্তু তে ভূতা যে ভূতা ভুবি সংস্থিতাঃ।
যে ভূতা বিঘ্নকর্ত্তারস্তে নশ্যন্তু শিবাজ্ঞয়া ॥ ইতি বিকিরেৎ। ৪৫

যথা শারদায়াম্—অনন্তরং দেশিকেন্দ্রো দিব্যদৃষ্ট্যবলোকনৈঃ[৪]।
দিব্যানুৎসারয়েদ্ বিঘ্নানস্ত্রাদেশ্চান্তরীক্ষগান্ ॥ ৪৬

পরিলে, অশ্রু মোচন করিলে—এ সকলে আচমন করিবে না, দক্ষিণ কর্ণ স্পর্শ করিবে। ৪২

এইরূপ বাতকর্মে (অধোবায়ু নিঃসরণে), থুথু ফেলিলে, দন্তে কোন কিছু আশ্লিষ্ট (সংযুক্ত) থাকিলে, মিথ্যা বলিলে, হাঁচিলে, পতিত ব্যক্তির সহিত সম্ভাষণ করিলে দক্ষিণ কর্ণ স্পর্শ করিবে। ৪৩

মার্কণ্ডেয় পুরাণে বলিয়াছেন—এই সকল উপস্থিত হইলে আচমন, গোপৃষ্ঠের স্পর্শ, সূর্য্যের দর্শন বা দক্ষিণ কর্ণের স্পর্শ করিবে। ৪৪

তাহার পর মূল মন্ত্রে অনিমেষরূপ দিব্য দৃষ্টিতে অবলোকনের দ্বারা দিব্য বিঘ্ন সমূহ নিবারণ করিয়া, "অস্ত্রায় ফট্" এই মন্ত্রে তালত্রয়ের দ্বারা অন্তরীক্ষগত বিঘ্ন সমূহ নিবারণ করিয়া, বাম পায়ের গোড়ালির তিন বার আঘাতের দ্বারা ভৌম বিঘ্ন সমূহ উৎসারণ করিয়া, ফট্ মন্ত্রে বিকির সমূহকে সাত বার অভিমন্ত্রিত করিয়া তাহা লইয়া "ওঁ অপসর্পন্তু" ইত্যাদি মূলোক্ত মন্ত্রে বিকিরগুলিকে চতুর্দিকে নিক্ষেপ করিবে। যেমন শারদাতিলকে বলিয়াছেন (৪৫)—

অনন্তর (দ্বারপূজার অনন্তর) দেশিক শ্রেষ্ঠ আচার্য্য নিজেকে পূজনীয় দেবস্বরূপ চিন্তা করিয়া দিব্যদৃষ্টিতে অবলোকনের দ্বারা দিব্য বিঘ্নগণকে উৎসারিত করিবেন।

১। খ—দিব্যদৃষ্ট্যাবলোকনৈরিতি পাঠঃ। ২। খ—অন্তরীক্ষান্ বিঘ্নান্। ৩। খ—সপ্তজপ্তান্।
৪। খ—দিব্যদৃষ্ট্যবিলোকনৈঃ।

পাষ্ণিঘাতৈস্ত্রিভির্ভৌমান্‌মিতি বিঘ্নান্ নিবারয়েৎ।
ততোঽক্ষতান্ সমাদায় দক্ষে নারাচ-মুদ্রয়া ॥ ৪৭
প্রক্ষিপেদস্ত্রমন্ত্রেণ গৃহান্তর্বিঘ্ন-শান্তয়ে।
অপসর্পন্তু তে ভূতা ইতি মন্ত্রেণ চাদরাৎ।

সম্মোহন-তন্ত্রে—বিকিরান্ বিকিরেৎ তত্র সপ্তবারান্ শরাণুনা।

শরাণুনা—অস্ত্র-মন্ত্রেণ। শারদায়াম্—

লাজ-চন্দন-সিদ্ধার্থ-ভস্ম-দূর্বা-কুশাঽক্ষতাঃ।
বিকিরা ইতি সন্দিষ্টাঃ সর্ববিঘ্নৌঘ-নাশকাঃ ॥ ৪৮

ততো ভূমৌ ত্রিকোণং বিলিখ্য, ওঁ আধারশক্ত্যাদিভ্যো নমঃ ইতি তৎ[১] পূজয়েৎ, "ভূমৌ ত্রিকোণমালিখ্যাধারশক্ত্যাদি পূজয়েৎ।" ইতি বচনাৎ। ততস্তত্রাসনং সংস্থাপ্য, হ্রীঁ আধারশক্তি-কমলাসনায় নম ইত্যাসনং সংপূজ্য ধৃত্বা পঠেৎ। যথা[২] আসনমন্ত্রস্য[৩] মেরুপৃষ্ঠঋষিঃ সুতলং ছন্দঃ কূর্মো দেবতা

অস্ত্রমন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক সামান্যার্ঘ্য জলের দ্বারা অন্তরীক্ষগত বিঘ্নসমূহ উৎসারিত করিবেন। তিন বার পাষ্ণিঘাতের দ্বারা (গোড়ালী মাটিতে ঠুকিয়া) মন্ত্র পড়িতে পড়িতে ভৌম বিঘ্নসমূহকে নিবারণ করিবেন। ৪৬

তাহার পর গৃহমধ্যবর্ত্তী বিঘ্নের শান্তির জন্য দক্ষিণ হস্তে অস্ত্রমন্ত্রের দ্বারা সাতবার অভিমন্ত্রিত অক্ষত লইয়া নারাচ মুদ্রায় "অপসর্পন্তু তে ভূতা" ইত্যাদি মন্ত্রে আদরের সহিত নিক্ষেপ করিবেন। ৪৭

সম্মোহন তন্ত্রে বলিয়াছেন—সেই বিঘ্ননিবারণের জন্য শরমন্ত্রে (ফট্‌মন্ত্রে) সাতবার বিকির নিক্ষেপ করিবে। শরানুনা—অস্ত্র মন্ত্রের দ্বারা। শারদাতিলক তন্ত্রে বিকিরের স্বরূপ নির্দেশ করিতে বলিয়াছেন—

লাজ (খই), চন্দন, সিদ্ধার্থ (শ্বেতরাই) যজ্ঞীয় ভস্ম, দূর্বা, কুশ ও চাল—এইগুলি বিঘ্নসমূহের নাশক বিকির নামে কথিত হইয়াছে। ৪৮

তাহারপর ভূমিতে ত্রিকোণ লিখিয়া, ওঁ আধার-শক্ত্যাদিভ্যো নমঃ এই মন্ত্রে সেই ত্রিকোণে পূজা করিবেন। যেহেতু—"ভূমিতে ত্রিকোণ লিখিয়া আধারশক্ত্যাদিকে পূজা করিবে"—এই বচন আছে। তাহার পর সেই ত্রিকোণে আসন পাতিয়া হ্রীং আধারশক্তি ইত্যাদি মূলোক্ত মন্ত্রে আসনকে পূজা করিয়া, আসন ধরিয়া মূলোক্ত আসনমন্ত্রস্য মেরুপৃষ্ঠ ঋষিং সূতলং ছন্দঃ শ্রীকূর্মো দেবতা ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবেন।

১। খ—তৎ সম্পূজ্য তত্রাসনং সংস্থাপ্য হ্রীং আধারশক্তিকমলাসনায় নমঃ ইতি সম্পূজ্য ধৃত্বা পঠেদিতি পাঠঃ। ২। খ—যথেতি নাস্তি। ৩। ক+খ—নাস্ত্যেয়ং পাঠঃ। কিন্তু ব্যবহারঃ।

আসন-পরিগ্রহে বিনিয়োগঃ। ওঁ পৃথ্বি! ত্বয়া ধৃতা লোকা দেবি! ত্বং বিষ্ণুনা ধৃতা। ত্বঞ্চ ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রং কুরু চাসনম্ ॥ ইতি

ততস্তত্রোপবিশেৎ স্বস্তিকাদ্যন্যতম-ক্রমেণ। অথবা উপবিশ্য বিঘ্নানুৎসারয়েৎ। যথা তন্ত্রান্তরে (৪৯)—

আদৌ বিঘ্নং সমুৎসার্য্য পশ্চাদাসন-কল্পনম্।
অথবাপ্যাসনে স্থিত্বা বিঘ্নানুৎসারয়েৎ সুধীঃ ॥ ৫০ ॥ ইতি

শ্যামাদৌ তু বিশেষো বক্ষ্যতে। অথাসনম্। হংসপারমেশ্বরে[১]—

কম্বলং কোমলং কৌশং[২] দারবং কর্ম-সাধনম্।
এতেষামাসনং গ্রাহ্যং চর্মাসনং সুরেশ্বরি! ॥ ৫১
লোম্নি চৈব যদাসীনস্তদা সর্বং বিনশ্যতি।
লোম-স্পর্শন-মাত্রেণ সিদ্ধিহানিঃ প্রজায়তে ॥ ৫২
কাম্যার্থং কম্বলং চৈব শ্রেষ্ঠঞ্চ রক্ত-কম্বলম্।
কৃষ্ণাজিনে জ্ঞানসিদ্ধির্মোক্ষঃ শ্রীব্যাঘ্র-চর্মণি ॥ ৫৩

শ্লোক মন্ত্রের অর্থ—হে পৃথ্বি। তুমি লোক সমূহকে ধারণ করিয়া আছ। হে দেবি! তুমি বিষ্ণু কর্তৃক ধৃত হইয়া আছ। তুমি আমাকে সর্বদা ধারণ কর। আমার আসনকে পবিত্র কর।

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া তাহার পর তাহার উপর স্বস্তিকাদি অন্যতম আসন ক্রমে উপবেশন করিবেন। অথবা উপবেশন করিয়া বিঘ্নের উৎসারণ করিবেন। যেমন তন্ত্রান্তরে বলিয়াছেন (৪৯)—

সুধী সাধক প্রথমে বিঘ্ন উৎসারণ করিয়া পরে আসন কল্পনা (উপবেশন) করিবেন। অথবা আসনে উপবেশন করিয়া বিঘ্নসমূহের উৎসারণ করিবেন। ৫০

শ্যামাদি বিষয়ে বিশেষ পরে কথিত হইবে। অনন্তর আসন কথিত হইতেছে। হংস-পারমেশ্বরে বলিয়াছেন—

হে সুরেশ্বরি। কোমল কম্বলাসন, কুশাসন ও দারুনির্মিত আসন কর্মের সাধন। ইহাদের আসন ও চর্মাসন গ্রহণীয়। ৫১

লোমনির্মিত আসনে যখন উপবিষ্ট হন, তখন সমস্তই বিনষ্ট হয়। লোমের স্পর্শমাত্রেই সিদ্ধি হানি জন্মে। ৫২

কাম্য-কর্মের সাধনের জন্য কম্বলাসন গ্রহণীয়। কম্বলের মধ্যে রক্ত কম্বল শ্রেষ্ঠ। কৃষ্ণাজিনে জ্ঞান সিদ্ধি হয়। ব্যাঘ্রচর্মের আসনে মোক্ষ ও শ্রীলাভ হয়। ৫৩

১। খ—হংসমাহেশ্বরে। ২। খ—কৌণং।

কুশাসনে মন্ত্রসিদ্ধির্নাত্র কার্য্যা বিচারণা।
ধরণ্যাং দুঃখ-সম্ভূতির্দৌর্ভাগ্যং দারুজাসনে ॥ ৫৪
বংশাসনে দরিদ্রঃ স্যাৎ পাষাণে ব্যাধি-পীড়নম্।
তৃণাসনে যশোহানিঃ পল্লবে চিত্ত-বিভ্রমঃ।
জপ-ধ্যান-তপো-হানিং বস্ত্রাসনং করোতি হি ॥ ৫৫

বস্ত্রাসনমিতি কেবলমেব নিষিদ্ধম্, "বস্ত্রাসনং রোগহরমি"তি বচনাৎ। "তথা মৃদ্বাসনে মন্ত্রী পটাজিন-কুশোত্তরে"[১] ইতি গৌতমীয়াচ্চ। অত্র মৃদ্বাসনং[২] সুখস্পর্শাসনং, ন তু পারিভাষিকম্, গৌতমীয়োক্তত্বাৎ। ৫৬

মৎস্যসূক্তে—মৃদ্বচূড়কমাসীনশ্চান্যেষু[৩] কোমলেষু বা।
বিষ্টরেষু সমাসীনঃ সাধয়েৎ সিদ্ধিমুত্তমাম্ ॥ ৫৭

অথ মৃদ্বচূড়ক-কোমল-লক্ষণম্[৪]। যথা শ্রীক্রমে—
পঞ্চবর্ষান্তরং যাবন্ মৃতং বালমচূড়কম্।

কুশাসনে মন্ত্রসিদ্ধি হয়, ইহাতে কোন সন্দেহ করিবে না। দারুনির্মিত আসনে পৃথিবীতে দুঃখের ও দুর্ভাগ্যের উৎপত্তি হয়। ৫৪

বাঁশের আসনে দরিদ্র হয়। প্রস্তরের আসনে ব্যাধি ও পীড়া হয়। তৃণের আসনে যশোহানি হয়। পল্লবের আসনে চিত্ত বিভ্রম হয়। বস্ত্রাসন জপ, ধ্যান ও তপস্যার হানি করে। ৫৫

বস্ত্রাসনং এই কথা দ্বারা কেবল বস্ত্রাসনের নিষেধ হইয়াছে। যেহেতু "বস্ত্রাসনং রোগহরং" অর্থাৎ বস্ত্রাসন রোগহর—এইরূপ বচন আছে এবং "তথা মৃদ্বাসনে মন্ত্রী পটাজিন-কুশোত্তরে অর্থাৎ কুশাসন, তাহার উপর চর্মাসন, তাহার উপর বস্ত্রাসন, এইরূপ মৃদু (সুখস্পর্শ) আসনে বসিবে—এইরূপ গৌতমীয় তন্ত্রের বচন আছে। এস্থলে মৃদু আসন হইতেছে সুখস্পর্শ আসন, পারিভাষিক মৃদু আসন নহে। যেহেতু ইহা গৌতমীয় তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে। ৫৬

মৎস্য সূক্তে বলিয়াছেন—মৃদু ও অচূড়ক আসনে উপবিষ্ট হইয়া অথবা অন্য কোমল আসনে অথবা বিষ্টরসমূহে উপবিষ্ট হইয়া উত্তম সিদ্ধির সাধন করিবে। ৫৭

অনন্তর পারিভাষিক মৃদু, অচূড়ক ও কোমল আসনের লক্ষণ কথিত হইতেছে। যেমন শ্রীক্রমে বলিয়াছেন—পাঁচ বৎসরের মধ্যে মৃত বালককে অচূড়ক বলে।

১। খ—তথা মৃদ্বাশনে মন্ত্রী পটাজিনকুশোত্তরে। ২। খ—মৃদ্বাসনং কোমলাসনং (ন তু চর্মাসনং গৌতমীয়স্য বিষ্ণুবিষয়কত্বাৎ) ইতি পাঠঃ। ৩। খ—মৃদু-কোমলমাসীনশ্চান্যেষু। ৪। খ—কোমলাদিলক্ষণং।

ষণ্মাসানন্তরং[১] যাবদ্ দশমাসাচ্চ পূর্ব্বকম্ ॥ ৫৮

গর্ভচ্যুতং মৃত্থং বালং গর্ভাষ্টম-পুরঃসরম্ ।

এতৎ কোমলমিত্যাহুর্বিষ্টরেষু কুশেষু বা[২] ॥ ৫৯

বিষ্টরেষু কুশেষু বেতি উপবিশেদিত্যধ্যাহৃত্যান্বয়ঃ। তথা নীলতন্ত্রে—

অর্বাক্ ষণ্মাসতো গর্ভ-চ্যুতমাহুর্মৃত্থং বুধাঃ ।

চূড়োপনয়নৈর্হীনং মৃতমচূড়কং বিদুঃ ॥ ৬০

নিবৃত্ত-চূড়কো[৩] বালো হীনোপনয়নঃ পুমান্ ।

যো মৃতঃ পঞ্চমে বর্ষে তমেব কোমলং বিদুঃ ॥ ৬১

নিবৃত্তচূড়কঃ— কৃতচূড়ঃ[৪]। পঞ্চমে বর্ষে পূর্ণে ইত্যর্থঃ। তথা—

একহস্তং দ্বিহস্তং বা চতুরস্রং[৫] সমন্ততঃ ।

বিশুদ্ধে আসনে কুর্য্যাৎ সংস্কারং পূজনং ততঃ ॥ ৬২

স্বতন্ত্রে— কম্বলে লোহিতে বাপি কৃষ্ণে বা ব্যাঘ্র-চর্মণি ।

সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী তু বিশেৎ কৃষ্ণস্য চর্মণি[৬] ॥ ৬৩

ছয় মাসের অনন্তর দশ মাসের পূর্ব পর্য্যন্ত কালের পূর্বে গর্ভচ্যুত বালককে মৃত্থ বলে। গর্ভাষ্টম কাল হইতে এই মৃত বালককে কোমল বলিয়া থাকেন। অথবা কুশের বিষ্টরে (উপবেশন করিবেন)। ৫৮-৫৯

বিষ্টরেষু কুশেষু বা এই পদের সহিত উপবিশেৎ ক্রিয়া অধ্যাহার করিয়া অন্বয় হইবে। নীলতন্ত্রে সেইরূপ বলিয়াছেন—

ছয় মাসের পূর্বে গর্ভচ্যুত বালককে মৃত্থ বলে। চূড়াকরণ ও উপনয়ন সংস্কার রহিত মৃত বালককে অচূড়ক বলে। ৬০

চূড়াকরণ সংস্কারে সংস্কৃত উপনয়ন সংস্কার রহিত যে বালক পঞ্চম বর্ষ পূর্ণ হইলে মৃত হয়, তাহাকে কোমল জানিবে। ৬১

নিবৃত্তচূড়—কৃতচূড়। পঞ্চমে বর্ষ ইহার অর্থ—পঞ্চম বর্ষে পূর্ণ হইলে। তন্ত্রে বলিয়াছেন—

আসনটি এক হাত বা দুই হাত হইবে এবং চারিদিকে চতুরস্র হইবে। বিশুদ্ধ আসনে বসিয়া সংস্কার ও তাহার পর পূজা করিবে। ৬২

স্বতন্ত্র তন্ত্রে বলিয়াছেন—সন্ন্যাসী রক্তবর্ণ কম্বলে অথবা কৃষ্ণবর্ণ ব্যাঘ্র চর্মে বসিবে। ব্রহ্মচারী কিন্তু কৃষ্ণসার মৃগচর্মের আসনে বসিবে। ৬৩

১। খ—ষণ্মাসাভ্যন্তরং। ২। খ—কুশেষু বা ইত্যনন্তরং তথা নীলতন্ত্রে—অর্বাক ষণ্মাস ইত্যাদি পাঠঃ। ৩। খ—অবৃত্তচূড়কো বালো। ৪। নিবৃত্তচূড়কঃ কৃ·চূড় ইতি নাস্তি। ৫। খ—চতুরস্রং। ৬। খ—চর্মণীত্যনন্তরং মৎস্যসূক্তে—কৃষ্ণসারমিত্যাদি পাঠঃ।

যোগিনীহৃদয়ে—নাদীক্ষিতো বিশেজ্ জাতু কৃষ্ণাজিনাসনে গৃহী।
বিশেদ্ যতির্বনস্থশ্চ ব্রহ্মচারী চ ভিক্ষুকঃ ॥ ৬৪

মৎস্যসূক্তে—কৃষ্ণসারং দ্বীপিচর্ম অচূড়ং কম্বলং তথা।
পীতং রক্তঞ্চ[১] শুক্লঞ্চ আসনায় প্রকল্পয়েৎ ॥ ৬৫

কালীতন্ত্রে—মৃতাসনং বিনা দেবি! যো জপেৎ কালিকাং নরঃ।
তাবৎকালং নারকী স্যাদ্ যাবদহূত-সংপ্লবম্[২] ॥ ৬৬

আ সম্যক্ প্রকারেণ ভুতানাং সংপ্লবো যত্রেতি ব্যুৎপত্ত্যা আহূত-সংপ্লবপদেন মহাপ্রলয় উচ্যতে। ভকারে হকারত্বমার্ষম্। ৬৭

তথা— মৃতাভাবে বিষ্টরঞ্চ শবরূপং প্রকল্পয়েৎ।

বিষ্টরঞ্চ কুশশতেন বটুকরূপং নির্মায় তত্র শবপ্রাণ-প্রতিষ্ঠাং কুর্য্যাদিতি তান্ত্রিকাঃ। নিজাসনন্তু দেবাসনাপেক্ষয়া নীচৈঃ কর্ত্তব্যম্। ৬৮

যথা— নীচৈরাসনমাসাদ্য শুচিঃ প্রয়তমানসঃ।
অর্চ্চয়েচ্চণ্ডিকাং দেবীং দেবমন্যঞ্চ ভৈরব! ॥ ইতি কালিকাপুরাণম্। ৬৯

যোগিনী হৃদয়ে বলিয়াছেন—অদীক্ষিত গৃহী কখনও কৃষ্ণসার মৃগ চর্মের আসনে বসিবে না। বনবাসী যতি, ব্রহ্মচারী ও ভিক্ষুক বসিবেন। ৬৪

মৎস্য সূক্তে বলিয়াছেন—কৃষ্ণসার মৃগের চর্ম, ব্যাঘ্রচর্ম, অচূড়, পীত, রক্ত ও শুক্ল কম্বলকে আসনের জন্য গ্রহণ করিবে। ৬৫

কালীতন্ত্রে বলিয়াছেন—হে দেবি। যে মানব মৃতাসন বিনা অন্য আসনে বসিয়া জপ করে, যাবৎ কাল পর্য্যন্ত আহূতসংপ্লব অর্থাৎ মহাপ্রলয় না হয়, সেই পর্য্যন্ত সেই ব্যক্তি নারকী হইয়া থাকে। ৬৬

আ অর্থাৎ সম্যক্ প্রকারে ভূতগণের সংপ্লব প্রলয় হয় যে কালে, এইরূপ ব্যুৎপত্তিতে আহূত সংপ্লব পদের দ্বারা মহাপ্রলয় কথিত হয়। ভকার স্থানে হকারটি আর্ষ। ৬৭

এইরূপও উক্ত হইয়াছে—মৃতের অভাবে বিষ্টরকে শবরূপ কল্পনা করিবে।

একশত কুশের দ্বারা বিষ্টরকে শবরূপ নির্মাণ করিয়া সেই বিষ্টরে শবের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিবেন। ইহা তান্ত্রিকগণ বলেন। নিজের আসনটি দেবতার আসন অপেক্ষা নীচে কর্ত্তব্য। ৬৮

হে ভৈরব। শুচি ব্যক্তি সংযতচিত্ত হইয়া দেবতার নীচে আসন গ্রহণ করিয়া দেবী চণ্ডিকাকে ও অন্য দেবকে অর্চনা করিবে। ইহা কালিকাপুরাণ বলিয়াছেন। ৬৯

১। খ—পীতবস্ত্রঞ্চ শুক্লঞ্চ। ২। খ—যাবদাহূতসংপ্লবমিত্যনন্তরং তথা—মৃতাভাবে বিষ্টরঞ্চ ইতি পাঠঃ।

অথ পূজাদৌ মুখনিয়মঃ

যথা নারদীয়ে—স্নাতঃ শুক্লাম্বরধরঃ স্বাচান্তঃ পূর্বদিঙ্‌মুখঃ।
ইদন্তু বিষ্ণুবিষয়ম্। অন্যত্র তু নিবন্ধে—

উপবিশ্যাসনে মন্ত্রী প্রাঙ্মুখো বাপ্যুদঙ্মুখঃ। ৭০। ইতি।

সারসমুচ্চয়ে চ—প্রাগাননো ধনদ-দিগ্‌-বদনোঽথবাপি
বদ্ধাঞ্জলির্গণপতিঞ্চ গুরুঞ্চ নত্বা॥ ইতি॥ ৭১

রাত্রৌ তু নায়ং নিয়মঃ। যথা স্মৃতিঃ—

রাত্রাবুদঙ্মুখঃ কুর্য্যাদ্ দেবকার্য্যং সদৈব হি। ৭২

শিবপূজা তু সর্বদৈবোত্তরামুখেন কার্য্যা। যথা পূর্ববচনস্যার্দ্ধম্—

শিবার্চনং সদাপ্যেবং শুচিঃ কুর্য্যাদুদঙ্মুখঃ॥ ইতি।

তত্র বীজন্তু— ন প্রাচীমগ্রতঃ শম্ভোর্নোদীচীং শক্তি-সংস্থিতাম্।
ন প্রতীচীং যতঃ পৃষ্ঠমতো দক্ষং সমাশ্রয়েৎ॥ ইতি॥ ৭৩

কালিকাপুরাণে তু—দিগ্‌-বিভাগে তু কৌবেরী দিক্ শিব-প্রীতিদায়িনী।
তস্মাৎ তন্মুখ আসীনঃ পূজয়েচ্চণ্ডিকাং সদা॥ ইতি॥ ৭৪

অনন্তর পূজাদিতে মুখ নিয়ম কথিত হইতেছে। যেমন নারদীয়ে বলিয়াছেন—স্নান করিয়া শুক্লবস্ত্র পরিধান করিয়া সম্যগ্‌ভাগে আচমন করিয়া পূর্বদিকে মুখ করিয়া (আসনে উপবেশন করিয়া ভূতাপসারণাদি কার্য্য করিবে)।

ইহা কিন্তু বিষ্ণু বিষয়ক। অন্যত্র নিবন্ধে বলিয়াছেন—মন্ত্রজ্ঞ সাধক পূর্বমুখ অথবা উত্তরমুখ হইয়া আসনে উপবেশন করিয়া পূজাদি করিবেন। ৭০

সারসমুচ্চয়ে এই বলিয়াছেন—পূর্বমুখ হইয়া অথবা ধনদ্-দিঙ্ (উত্তর) মুখ হইয়া বদ্ধাঞ্জলি হইয়া গণপতি ও গুরুকে প্রণাম করিয়া পূজাদি করিবেন। ৭১

রাত্রিতে কিন্তু এই নিয়ম নাই। যেমন স্মৃতি বলিয়াছেন—রাত্রিতে সর্বদা উত্তরমুখ হইয়া দেব কার্য্য করিবে। ৭২

শিবপূজা কিন্তু সর্বদাই উত্তরমুখে কর্ত্তব্য। যেমন পূর্ববচনের শেষার্দ্ধে বলিয়াছেন—শুচি ব্যক্তি এইরূপ সর্বদা উত্তরমুখ হইয়া শিবের অর্চনা করিবেন। ৭৩

তাহার বীজ (হেতু) হইতেছে—শম্ভুর অগ্রভাগ পূর্বদিক্‌কে, শক্তি সংস্থিত উত্তর দিক্‌কে ও পশ্চিমদিক্‌কে আশ্রয় করিয়া পূজা করিবে না। যেহেতু উহা পৃষ্ঠভাগ। অতএব দক্ষিণ দিক্ আশ্রয় করিবে। ৭৩

কালিকা পুরাণে এই বলিয়াছেন—দিগ্ বিভাগে অর্থাৎ বিভিন্ন দিকের মধ্যে

ততঃ কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা বামকর্ণোর্দ্ধে ওঁ গুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরমগুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরাপরগুরুভ্যো নমঃ। দক্ষিণ-কর্ণোর্দ্ধে—ওঁ গণেশায় নমঃ। মূর্দ্ধ্নি মূলমুচ্চার্য্য[১] ওঁ অমুকদেবতায়ৈ নমঃ ইতি যজেৎ। তথাচ (৭৫)—

কৃতাঞ্জলি-পুটো ভূত্বা বামে গুরুত্রয়ং যজেৎ।
গুরুঞ্চ পরমাদিঞ্চ পরাপরগুরুং তথা।
দক্ষিণে চ গণেশঞ্চ মূর্দ্ধ্নি দেবং বিভাবয়েৎ॥ ৭৬

ততঃ ফড়িতি গন্ধ-পুষ্পাভ্যাং[২] করৌ সংশোধ্য, দক্ষিণ-মধ্যমানামাভ্যাং[৩] ঊর্দ্ধোর্দ্ধ-তালত্রয়ং দত্ত্বা, দক্ষিণ-তর্জ্জন্যঙ্গুষ্ঠযোগেন ছোটিকাভির্দশ-দিগ্বন্ধনং কুর্য্যাৎ। ততো রমিতি বহ্নিবীজেন জলধারয়া বহ্নি-প্রাকারং চিন্তয়েৎ। ৭৭

অথ ভূতশুদ্ধিঃ

স্বাঙ্কে উত্তানৌ করৌ কৃত্বা, সোঽহমিতি মন্ত্রেণ হৃদয়স্থং[৪] দীপকলিকাকারং জীবাত্মানং সুষুম্না-বিবর-বর্ত্মনা পরমশিবে সংযোজ্য মূলাধারপদ্মস্থাং কুণ্ডলিনীং

কৌবেরী দিক্ (উত্তর দিক্) শিবার প্রীতি-দায়িনী। সেই হেতু সর্বদা উত্তরমুখে উপবিষ্ট হইয়া চণ্ডিকার পূজা করিবে। ৭৪

তাহার পর কৃতাঞ্জলিপুটে বামকর্ণের উর্ধ্বভাগে মূলোক্ত ওঁ গুরুভ্যো নমঃ মন্ত্রে গুরু, এইরূপ পরমগুরু ও পরাপর গুরুকে পূজা (নমস্কার) করিবে। দক্ষিণ কর্ণের উর্ধ্বদেশে গণেশকে এবং মস্তকে মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ওঁ অমুক-দেবতায়ৈ নমঃ মন্ত্রে পূজ্য মূল দেবতাকে পূজা (নমস্কার) করিবেন। ৭৫

তাহাই বলিয়াছেন—পূজক কৃতাঞ্জলি পুট হইয়া বামে গুরুত্রয়কে পূজা (নমস্কার) করিবে। সেই গুরুত্রয়—গুরু, পরমাদিগুরু অর্থাৎ পরমগুরু ও পরাপরগুরু। দক্ষিণে—গণেশকে এবং মস্তকে উপাস্য দেবতাকে ভাবনা (নমস্কার) করিবে। ৭৬

তাহার পর ফট্ এই মন্ত্রে গন্ধপুষ্পের দ্বারা দুই হস্ত শোধন করিয়া, দক্ষিণ হস্তের মধ্যমা ও অনামা দ্বারা উর্ধ্বে উর্ধ্বে তালত্রয় দিয়া, দক্ষিণ হস্তের তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের যোগে ছোটিকা দ্বারা দশ দিক্ বন্ধন করিবেন। তাহার পর রং এই বহ্নিবীজের দ্বারা নিজের চারিদিকে জলধারায় বহ্নি প্রাচীর চিন্তা করিবেন। ৭৭

অনন্তর ভূতশুদ্ধি কথিত হইতেছে। নিজের অঙ্কে দুই করতল উত্তানভাবে রাখিয়া, সোঽহং এই মন্ত্রে হৃদয়স্থিত দীপকলিকাকার জীবাত্মাকে সুষুম্না নাড়ীর ছিদ্রপথে পরম শিবের সহিত যুক্ত করিয়া, বক্ষ্যমাণ স্বরূপা মূলাধারপদ্ম-স্থিতা নিদ্রিতা কুলকুণ্ডলিনীকে

১। খ—মূলমুচ্চার্য্যেতি নাস্তি। ২। খ—গন্ধপুষ্পাদিভ্যাং। ৩। খ—নামিকাভ্যাং
৪। খ—হৃদয়স্থং জীবাত্মানং দীপকলিকাকারং।

নিদ্রাণাং ষট্চক্রভেদ-প্রক্রিয়য়া বক্ষ্যমাণরূপাং হুঁ ইতি ত্রিকোণ-মণ্ডলস্থাগ্নি-শিখয়া সজাগরাং বিধায়, হংসঃ ইতি মন্ত্রেণ উত্তোল্য, বক্ষ্যমাণ-ষট্চক্রভেদ-প্রক্রিয়য়া ষট্চক্র-ভেদেন পরমশিবে সংযোজ্য, পায়ুস্থ-মূলাধারগত-পৃথিবীং সমুত্তোল্য, লিঙ্গমূলস্থ-স্বাধিষ্ঠানগত-জলে সঙ্গময্য, তত্র লীনাং বিভাব্য, তয়া সহ তজ্জলমুত্তোল্য, নাভিমূলস্থ-মণিপূরগত-বহ্নিরূপ-তেজসি সঙ্গময্য, তত্র লীনং বিচিন্ত্য, তাভ্যাং সহ তত্তেজঃ সমুত্তোল্য, হৃদয়স্থানাহত-পদ্মগত-বায়ৌ সঙ্গময্য, তত্র লীনং বিচিন্ত্য, তৈঃ সহ তং বায়ুমুত্তোল্য কণ্ঠদেশস্থ-বিশুদ্ধাখ্য-পদ্মগতাকাশে সঙ্গময্য,তত্র লীনং বিচিন্ত্য তৈঃ সহ তমাকাশমুত্তোল্য ভ্রূমধ্যস্থা-জ্ঞাচক্র-গত-মনসি সঙ্গময্য,তত্র লীনং বিচিন্ত্য, মনো নাদে লীনং বিভাব্য,নাদং সহস্রদল-পদ্মমধ্যগত-বিন্দুরূপ-পরমশিবে লীনং বিভাবয়েৎ। তথা গন্ধ-রস-রূপ-স্পর্শ-শব্দ-নাসিকা-জিহ্বা -চক্ষুস্ত্বক্ -শ্রোত্র -বাক্ -পাণি-পাদ -পায়ূপস্থ-প্রকৃতি-মনো-বুদ্ধ্যহঙ্কাররূপ-তত্ত্বানি চ পরমশিবে বিলাপয়েৎ। তত্ত্বানি চ পৃথিব্যপ্-তেজো-বায়্বাকাশানি পঞ্চভূতানি গন্ধাদিকোন-বিংশতিশ্চেতি

হুঁ এই মন্ত্রে ত্রিকোণ মণ্ডলস্থ অগ্নিশিখা দ্বারা জাগরিতা করিয়া, হংস এই মন্ত্রে তাঁহাকে উত্তোলিত করিয়া, বক্ষ্যমাণ ষট্‌চক্রভেদ প্রক্রিয়ায় ষট্‌চক্রভেদ দ্বারা তাঁহাকে পরম শিবে সংযুক্ত করিয়া, গুহ্যদেশস্থ মূলাধারগত পৃথিবীকে উত্তোলন করিয়া, লিঙ্গমূলস্থ স্বাধিষ্ঠানগত জলে তাহাকে মিলিত করিয়া, সেই জলে পৃথিবী লীন হইয়াছে চিন্তা করিয়া, পৃথিবী সহ সেই জলকে উত্তোলন করিয়া, নাভিমূলস্থ মণিপূরগত বহ্নিরূপ তেজে তাহাকে মিলিত করিয়া, সেই তেজে তাহাকে লীন চিন্তা করিয়া, সেই পৃথিবী ও জলের সহিত সেই তেজকে উত্তোলন করিয়া, হৃদয়স্থান স্থিত অনাহত পদ্মগত বায়ুতে তাহাকে মিলিত করিয়া, সেইখানে সেই তেজঃকে লীন চিন্তা করিয়া, তাহাদের সহিত সেই বায়ুকে উত্তোলন করিয়া, কণ্ঠদেশস্থিত বিশুদ্ধ নামক পদ্মগত আকাশে সেই বায়ুকে মিলিত করিয়া, সেইখানে সেই বায়ুকে লীন চিন্তা করিয়া, তাহাদের সহিত সেই আকাশকে উত্তোলন করিয়া, ভ্রূমধ্যস্থ আজ্ঞাচক্রগত মনে তাহাকে মিলিত করিয়া, সেইখানে সেই আকাশকে লীন চিন্তা করিয়া, মনকে নাদে লীন চিন্তা করিয়া, নাদকে সহস্রদল পদ্ম মধ্যগত বিন্দুরূপ পরম শিবে লীন চিন্তা করিবেন। সেইরূপ গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ, শব্দ, নাসিকা, জিহ্বা, চক্ষুঃ, ত্বক্, শ্রোত্র, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ, প্রকৃতি, মনঃ, বুদ্ধি, অহঙ্কার-স্বরূপ তত্ত্ব সমূহকে পরম শিবে বিলীন করিবেন। তত্ত্বগুলি হইতেছে—পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু, আকাশ,—

মিলিত্বা চতুর্বিংশতিঃ, তৈশ্চ শরীরমিতি। অতো ভূতানাং দেহ-ভূত-ভূতানাং শুদ্ধির্ভূতশুদ্ধিরুচ্যতে। ১

অত্রায়মস্মাকং প্রপঞ্চঃ

পৃথিব্যম্বু-তেজো-মরুদ্-ব্যোমরূপৈঃ শরীরং কৃতং পঞ্চভির্ভাতি ভূতৈঃ।
অতো দেহভূতেষু ভূতেষু শুদ্ধিঃ পরং কীর্ত্তিতা ভূতশুদ্ধিঃ সুধীভিঃ ॥ ২

সমাধায় ষট্‌চক্র-ভেদ-প্রকারৈঃ পরস্মিন্ শিবে কুণ্ডলীং যোজয়িত্বা।
স্বপায়ুস্থ-মূলাম্বুজস্থাং ধরিত্রীং সমুত্তোলয়েদন্তরাবর্ত্মনৈব[১] ॥ ৩

ততো লিঙ্গমূল-স্থলস্থায্যধিষ্ঠান-চক্রস্থ-নীরেষু[২] তাং সংবিলাপ্য।
তয়া সার্দ্ধমম্ভঃ সমুত্তোল্য নাভ্যম্বুজে পূরকে বহ্নিতেজস্যুদস্যেৎ ॥ ৪

কৃশানৌ জলং লাপয়িত্বা তমগ্নিং ধরিত্রী-পয়োভ্যামুদস্যন্ নিদধ্যাৎ।
হৃদিস্থেঽম্বুজেঽনাহতাখ্যে সমীরে মহাযোগযোগেন[৩] যোগী কৃতাত্মা ॥ ৫

এই পঞ্চভূত এবং গন্ধ প্রভৃতি উনিশটি—এই সমুদায় মিলিয়া চব্বিশটি। এই চব্বিশটি তত্ত্ব দ্বারা এই শরীর হইয়াছে। অতএব ভূতানাং (দেহস্বরূপ ভূত সমূহের) শুদ্ধিঃ (লয়পূর্বক পুনঃ সৃষ্টিরূপ শুদ্ধি) ভূতশুদ্ধি নামে কথিত হয়। ১

এস্থলে আমাদের (গ্রন্থকারের) এই প্রপঞ্চ (পদ্য বিস্তর)— পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু ও আকাশ—এই পাঁচটি ভূতের দ্বারা নির্মিত শরীর প্রকাশমান আছে। অতএব দেহস্বরূপ ভূতসমূহের শুদ্ধি পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক শ্রেষ্ঠ ভূতশুদ্ধি কথিত হইয়াছে। ২

সমাহিত হইয়া কুণ্ডলনীকে জাগরিত করিয়া ষট্‌চক্র ভেদ প্রকারে তাঁহাকে পরম শিবে যুক্ত করিয়া, নিজের গুহ্য দেশে স্থিত মূলাধার পদ্মাংগত পৃথিবীকে আন্তর পথে উত্তোলন করিবেন। ৩

তাহার পর লিঙ্গমূল স্থলে স্থায়ী স্বাধিষ্ঠান চক্রগত জল সমূহে সেই পৃথিবীকে লীন করিয়া, তাহার সহিত জলকে উত্তোলন করিয়া নাভিমূলস্থ মণিপুর পদ্মে বহ্নিরূপ তেজে স্থাপন করিবেন। ৪

সেই কৃশানুতে জলকে লীন করিয়া সেই অগ্নিকে পৃথিবী ও জলের সহিত উত্তোলন করিয়া কৃতাত্মা যোগী মহাযোগের সাহায্যে হৃদয়স্থিত অনাহত পদ্মে বায়ুতে স্থাপন করিবেন। ৫

১। ক—সমুৎতোলয়েদন্তরাত্মনৈব। ২। খ—লিঙ্গমূলস্থায্যধিষ্ঠানচক্রস্থনীরেষু তাং।
৩। খ—মহাযোগে যোগেন।

ততস্তত্র তেজো নিলীনং বিভাব্য ত্রিভিঃ সার্দ্ধমুত্তোলয়েদ্ বায়ুমাশু।
ততঃ কণ্ঠদেশে[১] বিশুদ্ধাখ্য-পদ্মান্তরাকাশমধ্যে সমীরং ব্যুদস্যেৎ ॥ ৬
তদাকাশমেতৈঃ সমুত্তোল্য যোগী ভ্রুবোর্মধ্য আজ্ঞাসরোজান্তরালে।
মনস্যেব সংলাপয়েৎ তচ্চ নাদে শিরঃ-পদ্ম-বিন্দুস্বরূপে শিবে তম্ ॥ ৭
তথা তত্র গন্ধং রসং রূপধেয়ং বশী স্পর্শ শব্দৌ চ নাসাঞ্চ জিহ্বাম্।
তথাঽক্ষি-ত্বচং[২] শ্রোত্র-বাক্-পাণিপাদং সমাযুজ্য পায়ুং তথোপস্থ-সংজ্ঞম্ ॥ ৮
প্রকৃত্যা মনোবুদ্ধ্যহঙ্কারমেকোনবিংশানি তত্ত্বানি দেহাত্মকানি।
মরুৎ-পূরণা-ধারণা-রেচনাভিঃ শরীরং বিশোধ্যানয়েৎ তানি তেষু ॥ ৯

ততো দক্ষিণনাসাং ধৃত্বা, যমিতি বায়ুবীজং ধূম্রবর্ণং বামনাসাপুটে বিচিন্ত্য, প্রাণায়াম-বিধিনা তস্য ষোড়শবার-জপেন বামে বায়ুনা দেহমাপূর্য্য, নাসাপুটৌ ধৃত্বা, তস্য চতুঃষষ্টিবার-জপেন কুম্ভকং কৃত্বা বক্ষ্যমাণাকারেণ বামকুক্ষিস্থ-কৃষ্ণবর্ণ-পাপপুরুষেণ সহ দেহং সংশোষ্য তস্য দ্বাত্রিংশদ্-বারজপেন দক্ষিণ-নাসয়া বায়ুং রেচয়েৎ। ১০

তাহার পর সেই বায়ুকে তেজে বিলীন চিন্তা করিয়া সেই বায়ুকে পৃথিবী, জল, তেজঃ এই তিনটি ভূতের সহিত শীঘ্র উত্তোলন করিবেন। তাহার পর সেই বায়ুকে কণ্ঠদেশ স্থিত বিশুদ্ধনামক পদ্মের মধ্যবর্ত্তী আকাশের মধ্যে স্থাপন করিবেন। ৬

যোগী সেই আকাশকে এই সমস্ত ভূতের সহিত উত্তোলন করিয়া ভ্রূমধ্য-স্থিত আজ্ঞাচক্রের মধ্যবর্ত্তী মনে লীন করিবেন। সেই মনকে নাদে লয় করিবেন। সেই নাদকে শিরঃপদ্ম-স্থিত বিন্দুস্বরূপ শিবে লয় করিবেন। ৭

সেইরূপ সেইখানে গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ, শব্দ, নাসিকা, জিহ্বা, চক্ষুঃ, ত্বক্, শ্রোত্র, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ, প্রকৃতি, মনঃ, বুদ্ধি, অহঙ্কার এই দেহাত্মক উনিশটি তত্ত্বকে লয় করিয়া বায়ুর পূরণ, ধারণ ও রেচনের দ্বারা শরীরকে শোধন করিয়া, সেই তত্ত্বসমূহকে সেই সেই স্থানে আনয়ন করিবেন। ৮-৯

তাহার পর দক্ষিণ নাসিকা ধারণ করিয়া বামনাসা পুটে যং এই বায়ুবীজকে ধূম্রবর্ণ চিন্তা করিয়া, প্রাণায়াম বিধি অনুসারে সেই বায়ুবীজের ষোড়শ বার জপের দ্বারা বামে বায়ুর দ্বারা দেহকে পূর্ণ করিয়া, দুই নাসা পুট ধরিয়া সেই বায়ুবীজের চৌষট্টি বার জপের দ্বারা কুম্ভক করিয়া, বক্ষ্যমাণ আকারে বামকুক্ষি স্থিত কৃষ্ণবর্ণ পাপ পুরুষের সহিত দেহকে শোষণ (শুষ্ক) করিয়া, সেই বায়ু-বীজের দ্বাত্রিংশদ্ (৩২) বার জপের দ্বারা দক্ষিণ নাসায় বায়ুকে রেচন (ত্যাগ) করিবেন। ১০

১। খ—অতঃ কণ্ঠদেশে। ২। খ—অথাক্ষি-ত্বচৌ।

ততো দক্ষিণনাসাপুটে রমিতি বহ্নিবীজং রক্তবর্ণং ধ্যাত্বা, তস্য ষোড়শবার-জপেন বায়ুনা দেহমাপূর্য্য নাসাপুটৌ ধৃত্বা তস্য চতুঃষষ্টিবার-জপেন কুম্ভকং কৃত্বা, পাপেন সহ দেহং দগ্ধ্বা, তস্য দ্বাত্রিংশদ্-বার-জপেন বামনাসয়া ভস্মনা সহ বায়ুং রেচয়েৎ। ১১

ততো বামনাসিকায়াং ঠমিতি চন্দ্রবীজং শুক্লবর্ণং ধ্যাত্বা, তস্য ষোড়শবার-জপেন ললাটে চন্দ্রং নীত্বা, নাসাপুটৌ ধৃত্বা, বমিতি বরুণ-বীজস্য শুক্লবর্ণস্য চতুঃষষ্টিবার-জপেন[১] ললাটচন্দ্রাদ্গলিত-সুধয়া মাতৃকাবর্ণাত্মিকয়া সমস্ত দেহং বিরচয্য, লমিতি পৃথিবী-বীজস্য পীতবর্ণস্য দ্বাত্রিংদ্-বারজপেন দেহং সুদৃঢ়ং বিচিন্ত্য, দক্ষিণেন বায়ুং রেচয়েৎ। ততো হংসঃ ইতি মন্ত্রেণ জীবং হৃদয়-মানীয় কুল-কুণ্ডলিনীং পৃথিব্যাদীনি চ যথাস্থানমানয়েৎ। অঙ্গুলিনিয়মো জ্ঞানার্ণবে (১২)—

ভূতশুদ্ধিং ততঃ কুর্য্যাৎ প্রাণায়াম-ক্রমেণ চ।

ইতি। অথবা মাত্রা-সংখ্যয়া ভূতশুদ্ধিঃ কার্য্যা, তদুক্তং গৌতমীয়ে (১৩)—

তাহার পর দক্ষিণ নাসাপুটে রং এই বহ্নিবীজকে রক্ত বর্ণ ধ্যান করিয়া, সেই রং বীজের ষোড়শ বার জপের দ্বারা বায়ুতে দেহ পূর্ণ করিয়া, দুই নাসাপুট ধরিয়া সেই রং বীজের চতুঃষষ্টি বার জপের দ্বারা কুম্ভক করিয়া পাপের সহিত দেহকে দগ্ধ করিয়া সেই রং বীজের দ্বাত্রিংশৎ (৩২) বার জপের দ্বারা বামনাসায় সেই দেহ-ভস্মের সহিত বায়ুকে রেচন করিবেন। ১১

তাহার পর বামনাসিকায় ঠং এই চন্দ্রবীজকে শুক্ল বর্ণ ধ্যান করিয়া, সেই ঠং বীজের ষোড়শ বার জপের দ্বারা ললাটে চন্দ্রকে লইয়া, দুই নাসাপুট টিপিয়া ধরিয়া, বং এই শুক্লবর্ণ বরুণ বীজের চতুঃষষ্টি বার (৬৪) বার জপের দ্বারা ললাটস্থ চন্দ্র হইতে গলিত সুধায় মাতৃকাবর্ণ স্বরূপের দ্বারা সমস্ত দেহ রচনা করিয়া, লং এই পীতবর্ণ পৃথিবী-বীজের দ্বাত্রিংশদ্ বার জপের দ্বারা দেহকে সুদৃঢ় চিন্তা করিয়া, দক্ষিণ নাসিকা দ্বারা বায়ু রেচন করিবেন। তাহার পর হংস এই মন্ত্রের দ্বারা জীবকে হৃদয়ে আনিয়া কুলকুণ্ডলিনী ও পৃথিবী প্রভৃতিকে যথাস্থানে আনয়ন করিবেন। জ্ঞানার্ণব তন্ত্রে অঙ্গুলিনিয়ম এই বলিয়াছেন (১২)—

তাহার পর প্রাণায়াম ক্রমে ভূতশুদ্ধি করিবেন। অথবা মাত্রা সংখ্যা দ্বারা ভূতশুদ্ধি করিবেন। তাহাই গৌতমীয় তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে (১৩)—

১। খ—জপেন তস্মাদ্।

সুষুম্না-বর্ত্মনা সোঽহমিতি মন্ত্রেণ যোজয়েৎ।
সহস্রারে শিব-স্থানে পরমাত্মনি দেশিকঃ ॥ ১৪

ধূম্রবর্ণং ততো বায়ুবীজং ষড়্বিন্দু-লাঞ্ছিতম্।
পূরয়েদিড়য়া বায়ুং সুধীঃ ষোড়শ-মাত্রয়া ॥ ১৫

মাত্রয়া তু চতুঃষষ্ট্যা কুম্ভয়েচ্চ সুষুম্নয়া।
দ্বাত্রিংশন্মাত্রয়া মন্ত্রী রেচয়েৎ পিঙ্গলাখ্যয়া ॥ ১৬

পূরয়েদনয়া চৈব সঞ্চিন্ত্য লীন-মারুতম্।
রক্তবর্ণং বহ্নিবীজং ত্রিকোণং স্বস্তিকান্বিতম্ ॥ ১৭

তেন পূরকযোগেন মাত্রয়া ষোড়শাখ্যয়া[১]।
চতুঃষষ্ট্যা মাত্রয়া চ নির্দহেৎ কুম্ভকেন তু ॥ ১৮

বামপার্শ্ব-স্থিতং পাপ-পুরুষং কজ্জলপ্রভম্।
ব্রহ্মহত্যা-শিরস্কঞ্চ স্বর্ণস্তেয়-ভুজদ্বয়ম্ ॥ ১৯

সুরাপান-হৃদা যুক্তং গুরুতল্প-কটিদ্বয়ম্।
তৎসংসর্গি-পদদ্বন্দ্বমঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-পাতকম্ ॥ ২০

মন্ত্রোপদেষ্টা সাধক সোঽহং এই মন্ত্রে সুষুম্না পথে শিরঃস্থিত শিবস্থান সহস্রার পদ্মে পরমাত্মায় জীবাত্মাকে সংযুক্ত করিবে। ১৪

তাহার পর সুধী সাধক ছয়টি বিন্দুলাঞ্ছিত ধূম্রবর্ণ বায়ুবীজকে ইড়ানাড়ী দ্বারা ষোড়শ মাত্রায় পূরণ করিবে। ১৫

পূরকের পর সুষুম্না নাড়ী দ্বারা চতুঃষষ্টি মাত্রায় কুম্ভক করিবে। কুম্ভকের পর মন্ত্রজ্ঞ সাধক পিঙ্গলা নাড়ী দ্বারা বত্রিশ মাত্রায় রেচক করিবে। ১৬

পরে ঐ পিঙ্গলা নাড়ী দ্বারা রক্তবর্ণ ত্রিকোণ স্বস্তিকযুক্ত বহ্নির বীজকে চিন্তা করিয়া ষোড়শসংখ্যক মাত্রায় লীন মারুতকে সেই পূরক যোগে পূরণ করিবে। চতুঃষষ্টি মাত্রায় কুম্ভকের দ্বারা পাপ পুরুষকে দগ্ধ করিবেন। ১৭-১৮

বামপার্শ্বের কুক্ষিতে অবস্থিত সেই পাপপুরুষকে কজ্জলের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, ব্রহ্মহত্যা-রূপ মস্তকবিশিষ্ট, স্বর্ণস্তেয়-রূপ বাহুদ্বয় বিশিষ্ট, সুরাপান-রূপ হৃদয় যুক্ত, গুরুপত্নীগমন-রূপ কটিদ্বয় বিশিষ্ট, গুরুপত্নীগামী ব্যক্তির সংসর্গী ব্যক্তি-রূপ পদদ্বয়যুক্ত,

---

১। খ—মাত্রাষোড়শসংখ্যয়া।

উপপাতক-রোমাণং রক্তশ্মশ্রু-বিলোচনম্ ।
খড়্গচর্মধরং ক্রুদ্ধমেবং কুক্ষৌ বিচিন্তয়েৎ ॥ ২১
মূলাধারোত্থিতেনৈব বহ্নিনা নির্দহেচ্চ তম্ ।
এবং সন্দহ্য পরিতো দ্বাত্রিংশন্মাত্রয়া ততঃ ।
ভস্মনা সহিতং মন্ত্রী রেচয়েদিড়য়া পুনঃ ॥ ২২
বামনাড্যাং চন্দ্রবীজং কুন্দেন্দ্বযুত-সপ্রভম্ ।
ভালেন্দু বীজে সংযোজ্য ততঃ ষোড়শমাত্রয়া ॥ ২৩
সুষুম্নায়া চতুঃ-ষষ্টি-মাত্রয়া তোয়-বীজকম্ ।
ধ্যাত্বাঽমৃতময়ীং বৃষ্টিং পঞ্চাশদ্বর্ণ-রূপিণীম্ ॥ ২৪
তয়া দেহং বিচিন্ত্যৈবং[১] মনসা-পিঙ্গলাধ্বনা ।
দ্বাত্রিংশন্মাত্রয়া মন্ত্রী লংবীজেন দৃঢ়ং নয়েৎ ॥ ২৫
স্বস্থানে হংসমন্ত্রেণ পুনস্তেনৈব বর্ত্মনা ।
জীবং তত্ত্বানি চানীয় স্বস্থানে স্থাপয়েৎ ততঃ ।
ইতি কৃত্বা ভূতশুদ্ধিং মাতৃকান্যাসমাচরেৎ ॥ ২৬

অন্যান্য পাতক রূপ অঙ্গ প্রত্যঙ্গবিশিষ্ট, উপপাতক-রূপ লোম যুক্ত, রক্ত শ্মশ্রু ও রক্তবর্ণ লোচনে ভূষিত, খড়্গ ও চর্মধারী ও ক্রুদ্ধ—বাম কুক্ষিতে পাপ পুরুষকে এইরূপ চিন্তা করিবেন। ১৯-২১

মূলাধার হইতে উত্থিত বহ্নি দ্বারা সেই পাপপুরুষকে দগ্ধ করিবেন। এইরূপে পাপপুরুষকে সর্বতোভাবে দগ্ধ করিয়া মন্ত্রজ্ঞ সাধক বত্রিশ মাত্রায় যং বীজ জপ করিতে করিতে ইড়া নাড়ী দ্বারা বায়ুকে পুনরায় রেচন করিবে। ২২

তাহার পর বামপার্শ্বস্থ ইড়া নাড়ীতে অযুত কুন্দ ও ইন্দুর ন্যায় প্রভাযুক্ত ঠং চন্দ্রবীজকে ষোড়শমাত্রায় জপের দ্বারা ললাটস্থিত চন্দ্রবীজে যুক্ত করিয়া, সুষুম্নায় তোয়বীজ বং কে চতুঃষষ্টি বার (৬৪) জপের দ্বারা অমৃতময়ী পঞ্চাশদ্বর্ণরূপিণী বৃষ্টিকে ধ্যান করিয়া, সেই বৃষ্টিদ্বারা দেহকে রচনা করিয়া মনে মনে এই দেহকে এইরূপ বর্ণময় চিন্তা করিয়া, পিঙ্গলা নাড়ী পথে বত্রিশ মাত্রা-সংখ্যায় লং বীজ জপের দ্বারা দেহকে দৃঢ় করিবে। ২৩-২৫

হংস মন্ত্রের দ্বারা পুনরায় সেই পথেই জীবকে স্বস্থানে স্থাপন করিবে। তাহার পর তত্ত্বগুলিকে আনিয়া স্বস্থানে স্থাপন করিবে। এই প্রকারে ভূতশুদ্ধি করিয়া মাতৃকান্যাস করিবে। ২৬

১। খ—বিচিন্ত্যৈনং।

মাত্রালক্ষণঞ্চ—বামজানুনি তদ্ধস্ত-ভ্রামণং যাবতা ভবেৎ।
কালেন মাত্রা সা জ্ঞেয়া মুনিভির্বেদ-পারগৈঃ ॥ ২৭

শক্তি-বিষয়ে তু হংস ইতি জীবাদিকং পরমশিবে যোজয়েৎ[১]। ততঃ আং সোঽহমিতি স্বস্থানমানয়েৎ। "সোঽহমেবং সমাভাষ্য জীবং হৃদি সমানয়েদি"তি বচনাৎ। ২৮

মুখবৃত্তং সমুচ্চার্য্য হংসস্ত বিপরীতকম্।
উদ্ধরেৎ পরমেশানি! বিদ্যেয়ং ত্র্যক্ষরী মতা ॥ ২৯
প্রাণপ্রতিষ্ঠা-মন্ত্রোঽয়ং সর্বকর্মাণি সাধয়েৎ।
তেনৈব বিধিনা দেবি! স্থিরীকুর্য্যান্ নিজাং তনুম্ ॥ ৩০

ইতি জ্ঞানার্ণব-বচনাচ্চ। মুখবৃত্তং তৎস্থান-ন্যস্তব্যতয়া আঁ বীজং। শূদ্রে বিশেষো বারাহীতন্ত্রে (৩১)—

হংসাখ্যং ন স্মরেচ্ছূদ্রো ভূতশুদ্ধৌ কথঞ্চন[২]।
স্মরণান্ নরকং যাতি দীক্ষা চ বিফলা ভবেৎ।
জীবং তেজোময়ং ধ্যাত্বা নমো মন্ত্রেণ যোজয়েৎ ॥ ৩২

মাত্রালক্ষণ কথিত হইয়াছে—যে পরিমাণ কালে বাম জানুতে বাম হস্তের এক বার ভ্রমণ হইতে পারে, বেদপারগ মুনিগণ সেই কালকে মাত্রা জানেন। ২৭

শক্তি বিষয়ে কিন্তু হংস এই মন্ত্রে জীবাদিকে পরমশিবে সংযুক্ত করিবে। তাহার পর আং সোঽহং এই মন্ত্রে জীবকে স্বস্থানে আনয়ন করিবে। যেহেতু "সোঽহং এইরূপ বলিয়া জীবকে হৃদয়ে আনয়ন করিবে"—এই বচন আছে। ২৮

হে পরমেশানি। মুখবৃত্তকে (আং) উচ্চারণ করিয়া হংসঃ-কে বিপরীত অর্থাৎ সোঽহং করিয়া মন্ত্র উদ্ধার করিবে। ইহা ত্র্যক্ষরী বিদ্যা কথিত হইয়াছে। ২৯

এইটি প্রাণ প্রতিষ্ঠার মন্ত্র। ইহা দ্বারা সমস্ত কর্ম সাধন করিবেন। হে দেবি। সেই প্রাণ প্রতিষ্ঠার মন্ত্র বিধি দ্বারাই নিজ দেহকে স্থির করিবে। ৩০

এইরূপ জ্ঞানার্ণব তন্ত্রের বচনও আছে। মুখ বৃত্ত হইতেছে আং বীজটির মুখে ন্যাস হয় বলিয়া আং বীজ। শূদ্র সম্বন্ধে বিশেষ বারাহী তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে (৩১)—

শূদ্র ভূতশুদ্ধিতে কখনও হংসনামক মন্ত্র স্মরণ করিবে না। ইহা স্মরণ করিলে নরকে গমন করিবে, দীক্ষাও বিফল হইবে। জীবকে তেজোময় ধ্যান করিয়া নমো মন্ত্রে দ্বারা পরম শিবে যুক্ত করিবে। ৩২

১। খ—যোজয়েদিত্যনন্তরং যথা বারাহী—মূলাধারাদিত্যাদি-পাঠঃ। ২। খ—কদাচন।

বিশুদ্ধেশ্বরে— শরীরাকার-ভূতানাং ভূতানাং যদ্ বিশোধনম্।
অব্যয়-ব্রহ্মসংযোগাদ্ ভূতশুদ্ধিরিয়ং মতা ॥ ৩৩ ॥ ইতি

বারাহীয়ে— মূলাধারাৎ ততো জীবং ব্রহ্মমার্গেণ দেশিকঃ।
হংসেন পুষ্করস্থানে পরমাত্মনি যোজয়েৎ ॥ ৩৪

ব্রহ্মমার্গঃ—সুষুম্না। যথা সারসমুচ্চয়ে—

সংযোজ্য জীবমথ দুর্গম-মধ্যনাড়ী-মার্গেণ-পুষ্করনিবিষ্ট-শিবে সুসূক্ষ্মে[১] ।৩৫। ইতি

পুরশ্চরণচন্দ্রিকায়াং[২]—অথবান্যপ্রকারেণ ভূতশুদ্ধিবিধীয়তে।

ধর্মকন্দ-সমুদ্ভূতং জ্ঞাননাল-সুশোভনম্ ॥ ৩৬
ঐশ্বর্য্যাষ্ট-দলোপেতং পর-বৈরাগ্য-কর্ণিকম্।
স্বীয়-হৃৎকমলং ধ্যায়েৎ প্রণবেণ বিকাশিতম্ ॥ ৩৭
কৃত্বা তৎকর্ণিকা-সংস্থং[৩] প্রদীপ-কলিকা-নিভম্।
জীবাত্মানং হৃদি ধ্যাত্বা মূলে সংচিন্ত্য কুণ্ডলীম্।
সুষুম্নাবর্ত্মনাত্মানং পরমাত্মনি যোজয়েৎ ॥ ৩৮

বিশুদ্ধেশ্বর তন্ত্রে এই বলিয়াছেন—ভূতসমূহের মধ্যে দেহাকারে পরিণত ভূতসমূহের অব্যয় ব্রহ্মের সংযোগে যে বিশুদ্ধি, তাই ভূতশুদ্ধি কথিত হইয়াছে। ৩৩

বারাহীতন্ত্রে বলিয়াছেন—তাহার পর দেশিক হংস এই মন্ত্রের দ্বারা মূলাধার হইতে ব্রহ্মমার্গে (সুষুম্না নাড়ীপথে) জীবকে লইয়া পুষ্করস্থানে (সহস্রারপদ্মস্থিত) পরমাত্মাতে সংযুক্ত করিবেন। ৩৪

ব্রহ্মমার্গ—সুষুম্না। ত্রিপুরাসার-সমুচ্চয়ে যেমন বলিয়াছেন—অনন্তর জীবকে দুর্গম মধ্যনাড়ী মার্গে (সুষুম্নাপথে) পুষ্কর (সহস্রার পদ্ম) স্থিত পরম সূক্ষ্ম (দুর্জ্ঞেয়) শিবে সংযুক্ত করিয়া (ভূতশুদ্ধি করিবেন)। ৩৫

পুরশ্চরণ চন্দ্রিকায় বলিয়াছেন—অথবা অন্য প্রকারে ভূতশুদ্ধি বিহিত হইতেছে। নিজের হৃৎপদ্মকে ধর্মরূপ কন্দ (মূল) হইতে সমুদ্‌ভূত, জ্ঞানরূপ নালে (ডাঁটায়) সুশোভিত, অণিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্য্যরূপ দলযুক্ত, পর বৈরাগ্য-রূপ কর্ণিকাযুক্ত ধ্যান করিবে। ঐ হৃৎপদ্মকে প্রণবের দ্বারা বিকাশিত করিয়া সেই পদ্ম-কর্ণিকায় সংস্থিত দীপ-কলিকা তুল্য জীবাত্মাকে হৃদয়ে ধ্যান করিয়া, মূলাধারে কুণ্ডলিনীকে চিন্তা করিয়া সুষুম্নামার্গে জীবাত্মাকে সহস্রারে লইয়া পরমাত্মাতে যোগ করিবেন। ৩৬-৩৮

১। খ—সুসূক্ষ্মে ইত্যনন্তরং আং সোহ'মতি মন্ত্রানমানয়েৎ। সোহহমেব সমাভাস্য জীবং যদি সমানয়েদিতি বচনাৎ। মুখবৃত্তং সমুচ্চার্য্য হংসস্তু বিপরীতকঃ। উদ্ধরেৎ পরমেশান। বিদ্ধেষং ত্র্যক্ষরী মতা। প্রাণপ্রাতর্ষ্ঠেত্যাদি-তন্ত্র'মতান্তঃ পাঠঃ। খ—হংসস্তু বিপরীতকঃ, ক—হংসস্তু বিপরীতকম্। ২। খ—যথা। এতদনন্তরং পুরশ্চরণচন্দ্রিকায়াং—অথবেত্যাদি-পাঠ। ৩। খ—কৃত্বা তস্য কর্ণিকায়াং।

অথবা—কল্পসূত্রোক্তা ভূতশুদ্ধিঃ কার্য্যা। যথা—নাসাপুটৌ ধৃত্বা ওঁ মূল শৃঙ্গাটাচ্ছিরঃ সুষুম্নাপথেন জীবশিবং পরম-শিবপদে যোজয়ামি স্বাহা ইতি মূলাধারস্থ-কুলকুণ্ডলিন্যা সহ স্বহৃদয়স্থ-জীবং শিরস্থ-পরমশিবে যোজয়েৎ। ১

যং লিঙ্গশরীরং শোষয় শোষয় স্বাহা ইতি পাপ-শরীরং শোষয়েৎ। ২

রং সংকোচ-শরীরং দহ দহ স্বাহা ইতি পাপশরীরং দহেৎ। ৩

পরমশিব সুষুম্নাপথেন মূলশৃঙ্গাটমুল্লসোল্লস জ্বল জ্বল প্রজ্বল প্রজ্বল হংসঃ সোঽহং স্বাহেতি যথাস্থানমানয়েৎ[1]। ৪

এতৎ পাঠাদপি ভূতশুদ্ধির্ভবতি। নক্ষত্রবিদ্যায়াং ভূতশুদ্ধৌ বিশেষো বক্তব্যঃ। ৩৯

অথ মাতৃকান্যাসঃ

অস্য মাতৃকামন্ত্রস্য ব্রহ্মঋষির্গায়ত্রীছন্দো মাতৃকা সরস্বতী দেবতা হলো বীজানি স্বরাঃ শক্তয়োঽব্যক্তং কীলকং[2] মাতৃকা (লিপি) ন্যাসে বিনিযোগঃ। শিরসি—ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ। মুখে—গায়ত্রী-ছন্দসে নমঃ। হৃদি—মাতৃকা-সরস্বতী[3]-দেবতায়ৈ নমঃ। গুহ্যে—ব্যঞ্জনেভ্যো বীজেভ্যো নমঃ। পাদয়োঃ—স্বরেভ্যঃ শক্তিভ্যো নমঃ[4]। সর্বাঙ্গে—অব্যক্তায় কীলকায় নমঃ[5]। ৪০

ততঃ করাঙ্গন্যাসৌ—

অং কং খং গং ঘং ঙং আং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। এবং ইং চং ছং জং ঝং ঞং ঈং তর্জনীভ্যাং স্বাহা এবং উং টং ঠং ডং ঢং ণং ঊং মধ্যমাভ্যাং বষট্।

অথবা কল্পসূত্রোক্ত ভূতশুদ্ধি করিবেন। যেমন—দুই নাসাপুট ধরিয়া ওঁ মূল-শৃঙ্গাটাচ্ছিরঃ ইত্যাদি মূলোক্ত মন্ত্রে মূলাধারস্থিত কুলকুণ্ডলিনীর সহিত নিজের হৃদয়স্থিত জীবকে শিরঃস্থিত পরম শিবে মিলিত করিবেন। ১। ওঁ যং লিঙ্গশরীরং ইত্যাদি মূলোক্ত মন্ত্রে পাপময় শরীরকে শুষ্ক করিবেন। ২। ওঁ রং সঙ্কোচ-শরীরং ইত্যাদি মূলোক্ত মন্ত্রে পাপ শরীরকে দগ্ধ করিবেন। ৩। ওঁ পরম শিব ইত্যাদি মূলোক্ত মন্ত্রে জীবাত্মা প্রভৃতিকে স্বস্থানে আনয়ন করিবেন। ৪। এই মন্ত্রগুলির পাঠেও ভূতশুদ্ধি হয়। নক্ষত্রবিদ্যায় ভূতশুদ্ধি বিষয়ে বিশেষ বক্তব্য আছে। (সেখানে তাহা কথিত হইবে)। ৩৯

অনন্তর মূলোক্ত মন্ত্রে মাতৃকার ঋষ্যাদি ন্যাস, তদনন্তর মূলোক্ত মন্ত্রে মাতৃকার

১। ক—তথাস্থানমানয়েৎ। ২। ক+খ—নাস্তি। পরন্তু প্রয়োগে২য়ং দৃশ্যতে। ৩ খ—সরস্বত্যৈ। ৪। খ—ততঃ করাঙ্গন্যাসৌ। ৫। ক+খ—নাস্তি। কিন্তু প্রয়োগে এবং ভবতি।

এং তং থং দং ধং নং ঐঁ অনামিকাভ্যাং হুঁ। ওঁ পং ফং বং ভং মং ঔং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। অঁ যঁ রঁ লঁ বঁ শঁ ষঁ সঁ হঁ লঁ ক্ষঁ অঃ করতল-পৃষ্ঠাভ্যাং ফট্। এবং হৃদয়াদিষু। তথাচ জ্ঞানার্ণবে (৪১)—

অং আং-মধ্যে কবর্গন্ত, ইং ঈং-মধ্যে চবর্গকম্।
উং উং-মধ্যে টবর্গন্ত এং ঐং-মধ্যে তবর্গকম্ ॥ ৪২
ওঁ ঔং-মধ্যে পবর্গন্ত বিন্দু-যুক্তং ন্যসেৎ প্রিয়ে!।
অনুস্বার-বিসর্গান্তর্য-শ-বর্গৌ স-লক্ষকৌ* ॥ ৪৩
হৃদয়ঞ্চ শিরো দেবি! শিখা চ কবচং তথা।
নেত্রমস্ত্রং ন্যসেদ ঙেন্তং নম-স্বাহা-ক্রমেণ তু ॥ ৪৪
বষট্ হুঁ বৌষড়ন্তঞ্চ ফড়ন্তং যোজয়েৎ প্রিয়ে!।
ষড়ঙ্গোঽয়ং মাতৃকায়া সর্বপাপহরঃ সতাম্ ॥ ৪৫

অথান্তর্মাতকা

তস্যা-ধ্যানম্— আধারে লিঙ্গনাভৌ হৃদয়-সরসিজে কণ্ঠমূলে ললাটে
দ্বৈপত্রে ষোড়শারে দ্বিদশ-দশদলে দ্বাদশার্দ্ধে-চতুষ্কে।
বাসান্তে বা ল-মধ্যে ডফকঠ-সহিতে কণ্ঠদেশে স্বরাণাং
হক্ষং তত্ত্বার্থযুক্তং সকলদল-গতং বর্ণরূপং নমামি[১] ॥ ৪৬

অকারাদি-ষোড়শ-স্বরান্ সবিন্দুন্ ষোড়শদল-কমলে কণ্ঠমূলে ন্যসেৎ।

করন্যাস করিবেন। এইরূপ হৃদয়, ললাট, শিখা, চক্ষুর্দ্বয় ও দুই করতলে মাতৃকার অঙ্গন্যাস করিবেন। জ্ঞানার্ণব তন্ত্রে মাতৃকান্যাসের এইরূপ আকারই বলিয়াছেন। ৪০-৪১

হে প্রিয়ে অং ও আং ইহার মধ্যে কবর্গ, ইং ঈং ইহার মধ্যে চবর্গ, উং উং ইহার মধ্যে টবর্গ, এং ঐং ইহার মধ্যে তবর্গ, ওং ঔং ইহার মধ্যে বিন্দুযুক্ত পবর্গ ন্যাস করিবে। অনুস্বার ও বিসর্গের মধ্যে ল ও ক্ষ সহিত য ও শবর্গ ন্যাস করিবে। হে দেবি! হে প্রিয়ে! হৃদয়, শিরঃ, শিখা, কবচ, নেত্র ও অস্ত্রকে ঙেবিভক্ত্যন্ত করিয়া নমঃ, স্বাহা, বষট্, হুং, বৌষট্ ও ফট্ ক্রমে ক্রমে অন্তে যোগ করিবে। এই ষড়ঙ্গ মাতৃকান্যাস সজ্জনগণের সর্বপাপ হর। ৪২-৪৫

তাহার পর মূলোক্ত মাতৃকার ধ্যান করিয়া অন্তর্মাতৃকার ন্যাস করিবেন। কণ্ঠমূলে ষোড়শদল কমলে অকারাদি ষোড়শ স্বরকে অং ইত্যাদিরূপে বিন্দুযুক্ত করিয়া

---

* লকার ক্ষকারাভ্যাং সহ বর্ত্তমানৌ যশবর্গৌ অনুস্বার-বিসর্গয়োর্মধ্যস্থাবিত্যর্থঃ। ১। ক+খ—পুস্তকে তত্রসারে চায়ং পাঠো নাস্তি। কিন্ত্বয়ং প্রয়োগে পঠ্যতে।

ককারাদি-দ্বাদশ-বর্ণান্ সবিন্দূন্ দ্বাদশদল-কমলে হৃদয়ে ন্যসেৎ। ডকারাদি-দশবর্ণান্ সবিন্দূন্ দশদল-কমলে নাভৌ ন্যসেৎ। বকারাদি-ষট্‌বর্ণান্ সবিন্দূন্ ষড়্‌দল-কমলে লিঙ্গমূলে ন্যসেৎ। বকারাদি-চতুর্বর্ণান্ সবিন্দূন্ চতুর্দল-কমলে মূলাধারে ন্যসেৎ। হক্ষ-বর্ণ-দ্বয়ং সবিন্দু দ্বিদল-পদ্মে ভ্রূমধ্যে ন্যসেৎ। তথা চ জ্ঞানার্ণবে (৪৬)—

দ্ব্যষ্ট-পত্রাম্বুজে কণ্ঠে স্বরান্ ষোড়শ বিন্যসেৎ।
দ্বাদশ-চ্ছদ-হৃৎপদ্মে কাদীন্ দ্বাদশ বিন্যসেৎ॥ ৪৭
দশপত্রাম্বুজে নাভৌ ডকারাদীন্ ন্যসেদ্ দশ।
ষট্‌পত্র-পদ্মে লিঙ্গস্থে বকারাদীন্ ন্যসেচ্চ ষট্॥ ৪৮
আধারে চতুরো বর্ণান্ নসেদ্ বাদীন্ চতুর্দলে।
হক্ষৌ ভ্রূমধ্যগে পদ্মে দ্বিদলে বিন্যসেৎ প্রিয়ে!।
ইত্যন্তর্মাতৃকাং ন্যস্য সর্বাঙ্গে ন্যাসমাচরেৎ॥ ৪৯

অগস্ত্য-সংহিতায়াং—

একৈকবর্ণমেকৈক-পত্রান্তে বিন্যসেৎ প্রিয়ে!।
এবমন্তঃ প্রবিন্যস্য মনসাঽহতো বহির্ন্যসেৎ॥ ৫০

ন্যাস করিবেন। হৃদয়ে দ্বাদশদল কমলে ককারাদি দ্বাদশটি ব্যঞ্জনবর্ণকে বিন্দুযুক্ত করিয়া ন্যাস করিবেন। নাভিতে দশদল কমলে ডকারাদি দশটি বর্ণকে বিন্দুযুক্ত করিয়া ন্যাস করিবেন। লিঙ্গমূলে ষড়্‌দল কমলে বকারাদি ছয়টি বর্ণকে বিন্দুযুক্ত করিয়া ন্যাস করিবেন। মূলাধারে চতুর্দল কমলে লকারাদি চারিটি বর্ণকে বিন্দুযুক্ত করিয়া ন্যাস করিবেন। ভ্রূমধ্যে দ্বিদল পদ্মে হ ও ক্ষ বর্ণদ্বয়কে বিন্দুযুক্ত করিয়া ন্যাস করিবেন। জ্ঞানার্ণব-তন্ত্রে তাহাই বলিয়াছেন (৪৬)—

কণ্ঠমূলে দ্বি-অষ্ট অর্থাৎ ষোড়শ দল অম্বুজে ষোড়শ স্বর ন্যাস করিবেন। দ্বাদশ-দল হৃৎপদ্মে ককারাদি দ্বাদশবর্ণ ন্যাস করিবেন। ৪৭

নাভিতে দশদল পদ্মে ডকারাদি দশটি বর্ণ ন্যাস করিবেন। লিঙ্গমূলে ষড়্‌দল পদ্মে বকারাদি ছয়টি বর্ণ ন্যাস করিবেন। ৪৮

মূলাধারে চতুর্দল পদ্মে লকারাদি চারিটি বর্ণকে ন্যাস করিবেন। হে প্রিয়ে! ভ্রূমধ্যগত দ্বিদল পদ্মে হ ক্ষ বর্ণ দুইটিকে ন্যাস করিবেন। এই প্রকারে অন্তর্মাতৃকার ন্যাস করিয়া সর্বাঙ্গে বাহ্যমাতৃকার ন্যাস করিবেন। ৪৯

অগস্ত্যসংহিতায় বলিয়াছেন—হে প্রিয়ে! এক একটি পত্রের অন্তে এক একটি

বৈষ্ণবে তু—একৈকং বর্ণমুচ্চার্য্য মূলাধারাচ্ছিরোঽন্তকম্ ।
নমোঽন্তমিতি বিন্যাস আন্তরঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ৫১

মূলাধারাচ্ছিরোঽন্তকমিতি যদুক্তং, তদেব বিবৃণোতি অথান্তরিত্যাদিনা[1] । ৫২

অথান্তর্মাতৃকা-ন্যাসো মূলাধারে চতুর্দলে ।
সুবর্ণাভে[2] ব শ ষ স-চতুর্বর্ণ-বিভূষিতে ॥ ৫৩

ষড়্দলে বৈদ্যুত-নিভে স্বাধিষ্ঠানেঽনল-ত্বিষি ।
ব-ভ-মৈর্য-র-লৈর্যুক্তে বর্ণৈঃ ষড়্ভিশ্চ সুব্রতে ! ॥ ৫৪

মণিপুরে দশদলে নীল-জীমূত-সন্নিভে ।
ডাদি-ফান্তদলৈর্যুক্তে বিন্দুস্তাসিত-মস্তকৈঃ ॥ ৫৫

অনাহতে[3] দ্বাদশারে প্রবালরুচি-সন্নিভে ।
কাদি-ঠান্ত-দলৈর্যুক্তে যোগিনাং হৃদয়ঙ্গমে ॥ ৫৬

বর্ণকে ন্যাস করিবে। এই প্রকারে মনে মনে আন্তর মাতৃকা ন্যাস করিয়া অনন্তর বাহ্যমাতৃকা ন্যাস করিবেন । ৫০

বৈষ্ণব মন্ত্র বিষয়ে কিন্তু এই বলিয়াছেন—মূলাধার হইতে শিরঃ পর্য্যন্ত পদ্মসমূহে নমঃ অন্ত এক একটি বর্ণের উচ্চারণ করিয়া যে বিন্যাস, তাহাই আন্তর মাতৃকান্যাস কথিত হইয়াছে । ৫১

মূলাধারাচ্ছিরোন্তকম্ ইত্যাদি গ্রন্থে যাহা বলিয়াছেন, তাহাই "অথান্তর্মাতৃকা-ন্যাসঃ" গ্রন্থে বিবরণ করিয়াছেন । ৫২

অনন্তর মাতৃকান্যাস কথিত হইতেছে। হে সুব্রতে। মূলাধারস্থিত সুবর্ণাভ ব শ ষ স এই চারিবর্ণে বিভূষিত চতুর্দল পদ্মে এই চারি বর্ণকে, লিঙ্গমূলস্থ বিদ্যুতের ন্যায় সমুজ্জ্বল অনলের ন্যায় কান্তি বিশিষ্ট ব ভ ম য র ল এই ছয় বর্ণ বিশিষ্ট স্বাধিষ্ঠান পদ্মে এই ছয় বর্ণকে ধ্যান করিবেন । ৫৩-৫৪

নাভিমূলস্থিত নীলমেঘ সন্নিভ ড ঢ ণ ত থ দ ধ ন প ও ফ বর্ণযুক্ত বিন্দুদ্বারা উদ্ভাসিত মস্তক দশদল মণিপুর পদ্মে ডাদি ফান্ত দশটি বর্ণকে ধ্যান করিবেন । ৫৫

হৃদয়স্থিত প্রবালের কান্তিতুল্য কান্তি বিশিষ্ট ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ এই দশবর্ণ যুক্ত যোগিগণের মনোগম্য অনাহত পদ্মে এই দ্বাদশ বর্ণকে ধ্যান করিবেন । ৫৬

১। খ—মূলাধারাদিত্যাদ্যথান্তরিদিনান্তঃ পাঠো নাস্তি। ২। ক—স্বর্ণাভে। ৩। খ—অনাহত দ্বাদশারে।

বিশুদ্ধে ষোড়শদলে ধূম্রাভে স্বর-ভূষিতে।
আজ্ঞাচক্রে তু চন্দ্রাভে দ্বিদলে হক্ষ-লাঞ্ছিতে ॥ ৫৭
সহস্রারে হিমনিভে[১] সর্ববর্ণ-বিভূষিতে।
অকথাদি-ত্রিরেখাত্ম-হ-ল-ক্ষ-ত্রয়-ভূষিতে[২] ॥ ৫৮
তন্মধ্যে পরবিন্দুঞ্চ সৃষ্টি-স্থিতি-লয়াত্মকম্।
এবং সমাহিতমনা ধ্যায়েন্ ন্যাসোঽয়মান্তরঃ ॥ ৫৯

ততো বাহ্যমাতৃকাং ধ্যায়েৎ। যথা;—

পঞ্চাশল্লিপিভির্বিভক্ত-মুখ-দোঃ-পন্মধ্য-বক্ষঃ-স্থলাং[৩]
ভাস্বন্মৌলি-নিবদ্ধ-চন্দ্রশকলামাপীন-তুঙ্গ-স্তনীম্।
মুদ্রামক্ষগুণং সুধাঢ্য-কলশং বিদ্যাঞ্চ হস্তাম্বুজৈ-
র্বিভ্রাণাং বিশদপ্রভাং ত্রিনয়নাং বাগ্‌দেবতামাশ্রয়ে ॥ ৬০

এবং ধ্যাত্বা ন্যসেৎ। যথা ললাটে—অং নমঃ অনামিকামধ্যমাভ্যাম্। এবং মুখবৃত্তে[৪]—আঁ তর্জনীমধ্যমানামিকাভিঃ। চক্ষুষোঃ—ইং ঈং বৃদ্ধানামিকাভ্যাং,

---

কণ্ঠস্থিত ধূম্রবর্ণ ষোড়শ স্বরভূষিত বিশুদ্ধ নামক ষোড়শ দল পদ্মে অকারাদি ষোড়শ স্বরকে এবং ভ্রূমমধ্যস্থ চন্দ্রবর্ণের তুল্য বর্ণ-বিশিষ্ট হ ক্ষ বর্ণদ্বয় ভূষিত দ্বিদল আজ্ঞাপদ্মে হ ক্ষ বর্ণদ্বয়কে ধ্যান করিবেন। ৫৭

মস্তকে হিমনিভ সর্ববর্ণ বিভূষিত অকথাদিরূপ তিনটি রেখাস্বরূপ হ ল ক্ষ তিনটি বর্ণে বিভূষিত সহস্রার পদ্ম মধ্যে বর্ত্তমান সৃষ্টি স্থিতি লয়রূপ পরবিন্দুকে সমাহিত হইয়া ধ্যান করিবেন। এইরূপ আন্তর ন্যাসও অন্তর্মাতৃকান্যাস। ৫৮-৫৯

তাহার পর বাহ্যমাতৃকাকে ধ্যান করিবেন। সেই ধ্যানের এই অর্থ হইতেছে যে—পঞ্চাশটি বর্ণের দ্বারা বিভক্ত মুখ, বাহু, পাদ, মধ্য ও বক্ষঃস্থলা, উজ্জ্বল মস্তকে নিবদ্ধ চন্দ্রকলা, অতিস্থূল উন্নত স্তন-ধারিণী, দক্ষিণ ঊর্ধ্ব হস্তপদ্মের দ্বারা জ্ঞানমুদ্রা, অধোহস্তের দ্বারা অক্ষসূত্র (অক্ষমালা), বামের ঊর্ধ্বহস্তের দ্বারা সুধাপূর্ণ কলশ ও অধোহস্তের দ্বারা বিদ্যামুদ্রা (পুস্তকমুদ্রা) ধারিণী, শুভ্রবর্ণা, ত্রিনয়না বস্ত্র, ভূষণ ও মাল্যের দ্বারা সুসজ্জিতা বাগ্‌দেবতাকে ভজনা করি। ৬০

এইরূপ ধ্যান করিয়া ন্যাস করিবেন। যথা—ললাটে অনামিকা ও মধ্যমা দ্বারা অং নমঃ। এইরূপ মুখবৃত্তে তর্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা দ্বারা আং নমঃ। দুই চক্ষুতে

১। খ—সহস্রারে হিমণিভে। ২। খ—ত্রিরেখাত্ত হল_ত্রয়বিভূষিতে। ৩। খ—বক্ষঃস্থলীং।
৪। খ—এবং নাস্তি, মুখে।

কর্ণয়োঃ—উং ঊং অঙ্গুষ্ঠেন। নসোঃ—ঋং ৠং কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠাভ্যাং, গণ্ডয়োঃ—ঌং ৡং তর্জ্জনীমধ্যমানামিকাভিঃ। ওষ্ঠাধরয়োঃ—এং ঐং মধ্যময়া। দন্তপঙ্‌ক্ত্যোঃ—ওঁ ঔং অনামিকয়া। ব্রহ্মরন্ধ্রে—অং মধ্যময়া। মুখে—অঃ অনামিকা-মধ্যমাভ্যাম্। দক্ষিণহস্তস্য মূল-কূর্পর-মণিবন্ধাঙ্গুলিমূলাঙ্গুল্যগ্রেষু—কঁ খং গঁ ঘঁ ঙঁ প্রত্যেকং কনিষ্ঠানামিকামধ্যমাভিঃ। বাম-হস্তস্য তেষু—চু তাভিঃ। দক্ষিণস্য পদস্য তেষু—টু তাভিঃ। বামপদস্য তেষু—তু তাভিঃ, পার্শ্বয়োঃ—পঁ ফঁ তাভিঃ। পৃষ্ঠে—বং তাভিঃ। নাভৌ—ভং কনিষ্ঠানামিকা-মধ্যমাঙ্গুষ্ঠাভিঃ। জঠরে—মং সর্বাভিঃ। হৃদয়ে—যং তলেন। দক্ষিণবাহু-মূলে—রঁ তেন[১]। ককুদি—লং তেন। বামবাহুমূলে—বং তেন। হৃদাদি-দক্ষিণকরে—শঁ তেন। হৃদাদিবামকরে—ষঁ তেন। হৃদাদি-দক্ষিণপাদে—সঁ তেন। হৃদাদিবামপাদে—হঁ তেন। হৃদাত্যুদরে—লঁ তেন। হৃদাদিমুখে—ক্ষং তেন। ৬১

বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা ইং নমঃ ও ঈং নমঃ। দুই কর্ণে অঙ্গুষ্ঠের দ্বারা উং নমঃ ও ঊং নমঃ। দুই নাসিকায় কনিষ্ঠা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা ঋং নমঃ ও ৠং নমঃ। দুই গণ্ডে তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা দ্বারা ঌং নমঃ ও ৡং নমঃ। ওষ্ঠে মধ্যমার দ্বারা এং নমঃ। অধরে মধ্যমা দ্বারা ঐং নমঃ। ঊর্দ্ধ্ব দন্তপঙ্‌ক্তিতে অনামিকা দ্বারা ওং নমঃ। অধঃ দন্তপঙ্‌ক্তিতে অনামিকা দ্বারা ঔং নমঃ। ব্রহ্মরন্ধ্রে মধ্যমা দ্বারা অং নমঃ। মুখে অনামা ও মধ্যমা দ্বারা অঃ নমঃ। দক্ষিণ হস্তের মূল, কূর্পর (কনুই), মণিবন্ধ, অঙ্গুলির মূল ও অগ্রে যথাক্রমে তর্জনী, অনামিকা ও মধ্যমা দ্বারা কং নমঃ, খং নমঃ গং নমঃ, ঘং নমঃ ও ঙং নমঃ। বামহস্তে দক্ষিণ হস্তের ন্যায় সেই সেই স্থলে সেই অঙ্গুলি সমূহের দ্বারা চং নমঃ ইত্যাদি ক্রমে চবর্গের সমস্ত বর্ণ, দক্ষিণ পাদের সেই সেই স্থানে সেই সেই অঙ্গুলি দ্বারা টং নমঃ ইত্যাদি ক্রমে টবর্গের সমস্ত বর্ণ, বাম-পাদের সেই সেই স্থানে সেই সেই অঙ্গুলি দ্বারা তং নমঃ ইত্যাদি ক্রমে তবর্গের সমস্ত বর্ণ, দক্ষিণ পার্শ্বে সেই অঙ্গুলি দ্বারা পং নমঃ ও বামপার্শ্বে সেই অঙ্গুলি দ্বারা ফং নমঃ। পৃষ্ঠে সেই অঙ্গুলি দ্বারা বং নমঃ। নাভিতে কনিষ্ঠা, অনামিকা, মধ্যমা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা ভং নমঃ। জঠরে সমস্ত অঙ্গুলি দ্বারা মং নমঃ। হৃদয়ে করতলের দ্বারা যং নমঃ। দক্ষিণ বাহুমূলে সেই তল দ্বারা রং নমঃ। ককুদে (ঘাড়ে) সেই তল দ্বারা লং নমঃ। বামবাহুর মূলে সেই তল দ্বারা বং নমঃ। হৃদয়াদি দক্ষিণ হস্তে সেই তল দ্বারা শং নমঃ। হৃদয়াদি বামকরে সেই তল দ্বারা ষং নমঃ। হৃদয়াদি দক্ষিণ পাদে করতল দ্বারা সং নমঃ। হৃদয়াদি বাম পাদে করতল দ্বারা হং নমঃ। হৃদয়াদি উদরে করতল দ্বারা লং নমঃ। হৃদয়াদি মুখে করতল দ্বারা ক্ষং নমঃ। ৬১

সর্বত্র নমোঽন্তেন ন্যসেৎ। অঙ্গুলিনিয়মো যথা তন্ত্রে (৬২)—

ললাটেঽনামিকামধ্যে বিন্যসেন্ মুখ-পঙ্কজে।
তর্জনী-মধ্যমানামা বৃদ্ধানামে চ নেত্রয়োঃ॥ ৬৩
অঙ্গুষ্ঠং কর্ণয়োর্ন্যস্য কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠকৌ নসোঃ।
মধ্যাস্তিস্রো গণ্ডয়োশ্চ মধ্যমাঞ্চোষ্ঠয়োর্ন্যসেৎ॥ ৬৪
অনামাং দন্তয়োর্ন্যস্য মধ্যমামুত্তমাঙ্গকে।
মুখেঽনামাং মধ্যমাঞ্চ হস্তে পাদে চ পার্শ্বয়োঃ॥ ৬৫
কনিষ্ঠানামিকা-মধ্যাস্তাস্ত পৃষ্ঠে চ বিন্যসেৎ।
তাঃ সাঙ্গুষ্ঠা নাভিদেশে সর্বাঃ কুক্ষৌ চ বিন্যসেৎ॥ ৬৬
হৃদয়ে চ তলং সর্বমংসয়োশ্চ ককুৎস্থলে।
হৃৎপূর্বং হস্তপাৎ-কুক্ষি-মুখেষু তলমেব চ॥ ৬৭
এতাশ্চ মাতৃকামুদ্রাঃ ক্রমেণ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
অজ্ঞাত্বা বিন্যসেদ্ যস্তু ন্যাসঃ স্যাৎ তস্য নিষ্ফলঃ॥ ৬৮

গৌতমীয়ে—ললাট-মুখবৃত্তাক্ষি-শ্রুতি-ঘ্রাণেষু গণ্ডয়োঃ।

সকল স্থলে সবিন্দু বর্ণের অন্তে নমঃ দিয়া ন্যাস করিবেন। ন্যাসে অঙ্গুলি নিয়ম যেমন তন্ত্রে বলিয়াছেন (৬২)—

ললাটে অনামা ও মধ্যমা মুদ্রা দ্বারা ন্যাস করিবে। মুখপদ্মে তর্জনী, মধ্যমা ও অঙ্গুষ্ঠ মুদ্রা, নেত্রদ্বয়ে অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা মুদ্রা। কর্ণদ্বয়ে অঙ্গুষ্ঠ স্থাপন করিয়া, দুই নাসিকায় কনিষ্ঠা ও অঙ্গুষ্ঠ মুদ্রা, দুই গণ্ডে মধ্যমাদি তিনটি, দুই ওষ্ঠে মধ্যমা দ্বারা ন্যাস করিবেন। ৬৩-৬৪

দুই দন্তপঙ্‌ক্তিতে অনামা, উত্তমাঙ্গ ব্রহ্মরন্ধ্রে মধ্যমা, মুখে অনামা ও মধ্যমা, দুই হস্তে, দুই পাদে, দুই পার্শ্বে ও পৃষ্ঠে কনিষ্ঠা, অনামিকা ও মধ্যমা দ্বারা ন্যাস করিবে। নাভিদেশে অঙ্গুষ্ঠের সহিত সেই অঙ্গুলিগুলি দ্বারা এবং কুক্ষিতে সমস্ত অঙ্গুলি দ্বারা ন্যাস করিবে। ৬৫-৬৬

হৃদয়ে সমস্ত হস্ততল, এইরূপ দুই স্কন্ধে, ককুৎস্থলে, হৃদয়াদি দুই হস্তে, পাদে ও কুক্ষিতে করতল দ্বারা ন্যাস করিবে। ৬৭

এইগুলি যথাক্রমে মাতৃকামুদ্রা নামে কথিত হইয়াছে। যে ব্যক্তি এই মাতৃকা মুদ্রা না জানিয়া ন্যাস করে, সেই ন্যাস নিষ্ফল। ৬৮

গৌতমীয় তন্ত্রে এই ন্যাসের স্থান এই বলিয়াছেন—ললাট, মুখবৃত্ত, দুই চক্ষুঃ, দুই

ওষ্ঠ-দন্তোত্তমাঙ্গাস্য-দোঃ-পৎসন্ধ্যগ্রকেষু চ ॥ ৬৯
পার্শ্বয়োঃ পৃষ্ঠতো নাভৌ জঠরে হৃদয়েঽংসকে।
ককুদ্যংসে চ হৃৎপূর্ব-পাণি-পাদযুগে তথা।
জঠরাননয়োর্নস্যেন্ মাতৃকার্ণান্ যথা-ক্রমাৎ ॥ ৭০

অথ সংহারমাতৃকান্যাসঃ। অস্যা ধ্যানম্[১]—

অক্ষ-স্রজং[২] হরিণপোতমুদগ্র-টঙ্কং বিদ্যাং করৈরবিরতং দধতীং ত্রিনেত্রাম্।
অর্দ্ধেন্দু-মৌলিমরুণামরবিন্দবাসাং বর্ণেশ্বরীং প্রণমতস্তন-ভার-নম্রাম্ ॥ ৭১

ন্যাসস্তু ক্ষকারাদিরকারান্তঃ। যথা—ক্ষং নমঃ হৃদাদি-মুখে ইত্যাদি। ৭২

অন্যচ্চ— ওমাদ্যন্তো নমোঽন্তো বা স বিন্দুর্বিন্দু-বর্জ্জিতঃ।
পঞ্চাশদ্বর্ণবিন্যাসঃ ক্রমাদুক্তো মনীষিভিঃ ॥ ইতি রাঘবভট্টঃ। ৭৩

অপরঞ্চ— চতুর্দ্ধা মাতৃকা প্রোক্তা কেবলা বিন্দুসংযুতা।
সবিসর্গা সোভয়া চ রহস্যং শৃণু কথ্যতে ॥ ৭৪

কর্ণ, দুই গণ্ড, দুই ওষ্ঠ, দুই দন্তপঙ্‌ক্তি, মস্তক, মুখ, হস্ত ও পাদের সন্ধি স্থান (বাহুমূল, কূর্পর, মণিবন্ধ, অঙ্গুলি মূল ও অগ্র), দুই পার্শ্ব, পৃষ্ঠ, নাভি, উদর, হৃদয়, দক্ষিণ স্কন্ধ, গ্রীবা, বাম স্কন্ধ, হৃদয় হইতে দুই হস্ত, দুই পাদ, জঠর ও মুখে যথাক্রমে মাতৃকা বর্ণগুলি ন্যাস করিবেন। ৬৯-৭০

অনন্তর সংহারমাতৃকার ধ্যান করিবেন। উহার অর্থ—শ্বেত পদ্মে আসীনা, স্তনভারে নম্রা অরুণবর্ণা, মস্তকে অর্দ্ধচন্দ্রধারিণী, ত্রিনেত্রা, দক্ষিণের উর্দ্ধ্ব হস্তে সর্বদা তীক্ষ্ণাগ্র পরশু, অধোহস্তে সর্বদা অক্ষমালা, বামের উর্দ্ধ্বহস্তে সর্বদা হরিণশাবক, অধোহস্তে সর্বদা পুস্তকমুদ্রাধারিণী বর্ণেশ্বরীকে প্রণাম (ধ্যান) করুন। ৭১

ক্ষকার হইতে অকার পর্য্যন্ত পূর্বোক্ত স্থান সমূহে প্রতি বর্ণের ন্যাস হইবে। যেমন হৃদয়াদি মুখে-ক্ষং নমঃ ইত্যাদি। ৭২

রাঘব ভট্ট অন্যরূপ এই বলিয়াছেন—মাতৃকাবর্ণের আদিতে ও অন্তে ওঁ অথবা নমো অন্ত, সবিন্দু অথবা বিন্দুবর্জিত পঞ্চাশৎ বর্ণের ক্রমে ক্রমে ন্যাস মনীষিগণ কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে। ৭৩

অন্য প্রকার মাতৃকান্যাসও কথিত হইয়াছে। চারি প্রকার মাতৃকা কথিত হইয়াছে (১) কেবল মাতৃকা, (২) বিন্দু (অনুস্বার) যুক্ত মাতৃকা, (৩) সবিসর্গ (বিসর্গযুক্ত) মাতৃকা, (৪) সোভয়া (অনুস্বার-বিসর্গযুক্ত) মাতৃকা। রহস্য শ্রবণ কর, বলিতেছি। ৭৪

১। খ—তস্য ধ্যানম্। ২। খ—অন্তঃস্রজং।

বিদ্যাকরী কেবলা চ সোভয়া ভক্তি-দায়িনী।
পুত্রদা সবিসর্গা তু সবিন্দুর্বিত্ত-দায়িনী[১] ॥ ৭৫

এতেন পঞ্চদশ-ষোড়শ-স্বরয়োর্ন্যাসে বিন্দু-বিসর্গান্তত্বং নাস্তি, বৈয়র্থ্যাদনুচ্চার্য্যত্বাচ্চেতি শঙ্কা নিরস্তা, অত্র সোভয়ত্ব-কল্প-কথনেন তাদৃশ-বর্ণয়োরনুচ্চার্য্যত্বেঽপি ধ্যানযোগ্যত্বমস্ত্যেবেতি। শ্রীবিদ্যাবিষয়ে নবরত্নেশ্বরে (৭৬)—

বাগ্‌ভ-বাদ্যা নমোঽন্তাশ্চ ন্যস্তব্যা মাতৃকাক্ষরাঃ।
শ্রীবিদ্যা-বিষয়ে মন্ত্রী বাগ্‌ভবাদ্যষ্ট-সিদ্ধয়ে ॥ ৭৭

যামলে— ভূতশুদ্ধি-লিপিন্যাসৌ বিনা যস্তু প্রপূজয়েৎ।
বিপরীত-ফলং দদ্যাদভক্ত্যা পূজনং যথা ॥ ৭৮

সামান্য-ন্যাসে অঙ্গুলি-নিয়মস্তু গৌতমীয়ে—

মনসা বিন্যসেন্ ন্যাসান্ পুষ্পেণৈবাঽথবা মুনে!।
অঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যাং বা চান্যথা বিফলং ভবেৎ ॥ ৭৯

কেবল মাতৃকা বিদ্যাকরী, বিন্দুযুক্ত মাতৃকা বিত্তদায়িনী, সবিসর্গ মাতৃকা পুত্রপ্রদা, সোভয়া মাতৃকা ভক্তিদায়িনী। ৭৫

পঞ্চদশ ও ষোড়শ স্বরের ন্যাসে বিন্দু ও বিসর্গান্ততা নাই অর্থাৎ অং ও অঃ এই দুইটি স্বরের পরে অনুস্বার বা বিসর্গ এই উভয় দিতে হইবে না, যেহেতু উহা ব্যর্থ ও উচ্চারণের অযোগ্য—এইরূপ আশঙ্কা ইহা দ্বারা নিরস্ত হইল। এই বচনে সোভয়ত্ব কল্প কথিত হওয়ায় তাদৃশ অর্থাৎ অনুস্বার ও বিসর্গযুক্ত অং ও অঃ অর্থাৎ অংং বা অঃঃ বর্ণ অনুচ্চার্য্য হইলেও উহার ধ্যানযোগ্যতা আছে। শ্রীবিদ্যাবিষয়ে নবরত্নেশ্বরে বলিয়াছেন (৭৬)—

মন্ত্রজ্ঞ সাধক অষ্ট সিদ্ধির জন্য বাগভবাদি মাতৃকাবর্ণের আদিতে বাগ্‌ভববীজ (ঐং) ও অন্তে নমঃ দিয়া অর্থাৎ ঐং অং নমঃ, ঐং আং নমঃ ইত্যাদি আকারে মাতৃকাবর্ণের ন্যাস করিবে। ৭৭

যামলে বলিয়াছেন—যিনি ভূতশুদ্ধি ও মাতৃকান্যাস ছাড়া পূজা করেন, অভক্তিতে পূজায় যেমন বিপরীত ফল হয়, তদ্রূপ দেবতা তাহাকে বিপরীত ফল দেন। ৭৮

গৌতমীয় তন্ত্রে সামান্য ন্যাসে অঙ্গুলিনিয়ম কিন্তু এইরূপ বলিয়াছেন—হে মুনে। মনে মনে ন্যাসসমূহ করিবে অথবা পুষ্পের দ্বারা ন্যাস করিবে অথবা অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা (তত্ত্বমুদ্রা) দ্বারা ন্যাস করিবে। অন্যথা বিফল হইবে। ৭৯

১। খ—বিত্তদায়িনীত্যনন্তরং শ্রীবিদ্যাবিষয়ে নবরত্নেশ্বরে ইত্যাদি পাঠঃ।

বিশেষন্যাসে তু নায়ং নিয়মঃ। শ্যামাদি-বিদ্যায়াং বিশেষ-মাতৃকা-ন্যাসো বক্তব্যঃ। ৮০

অথ প্রাণায়ামঃ। তত্রাঙ্গুলি-নিয়মো জ্ঞানার্ণবে—

কনিষ্ঠানামিকাঙ্গুষ্ঠৈর্যন্নাসাপুট-ধারণম্।
প্রাণায়ামঃ স বিজ্ঞেয়ঃ তর্জ্জনী-মধ্যমে বিনা[১] ॥ ৮১

প্রাণায়ামস্তু দ্বিবিধঃ সগর্ভো নিগর্ভশ্চ। যথা—

সগর্ভো মন্ত্র-জাপেন নিগর্ভো মাত্রয়া ভবেৎ।

মাত্রা ভূতশুদ্ধাবুক্তা। কালীহৃদয়ে (৮২)—

প্রাণায়াম-ত্রয়ং কুর্য্যান্ মূলেন প্রণবেন বা।
অথবা মন্ত্রবীজেন যথোক্ত-বিধিনা সুধীঃ ॥ ৮৩

তস্য ষোড়শ-বারজপেন বামনাসয়া বায়ুং পূরয়েৎ। ততস্তস্য চতুঃ ষষ্টিবারজপেন বায়ুং কুম্ভয়েৎ। ততস্তস্য দ্বাত্রিংশদ্-বার-জপেন বায়ুং দক্ষিণ-নাসয়া রেচয়েৎ। পুনর্দক্ষিণেনাপূর্য্য দ্বাভ্যাং কুম্ভয়িত্বা বামেন রেচয়েৎ।

বিশেষ ন্যাসে এই নিয়ম প্রযোজ্য নহে। শ্যামাদি বিদ্যা বিষয়ে বিশেষ মাতৃকান্যাস কথিত হইবে। ৮০

অনন্তর প্রাণায়াম কথিত হইবে। জ্ঞানার্ণব তন্ত্রে প্রাণায়াম বিষয়ে অঙ্গুলি নিয়ম এইরূপ বলিয়াছেন—

তর্জনী ও মধ্যমা ছাড়া কনিষ্ঠা, অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা যে নাসাপুটদ্বয়ের ধারণ, তাহাকেই প্রাণায়াম বলিয়া জানিবে। ৮১

প্রাণায়াম দুই প্রকার—সগর্ভ ও নিগর্ভ। যেমন বলিয়াছেন—মন্ত্রজপের সহিত প্রাণায়াম সগর্ভ প্রাণায়াম। মাত্রার সহিত প্রাণায়াম নিগর্ভ প্রাণায়াম হইয়া থাকে।

মাত্রা ভূতশুদ্ধি প্রকরণে উক্ত হইয়াছে। কালীহৃদয় তন্ত্রে এই বলিয়াছেন (৮২)—

সুধী ব্যক্তি যথোক্ত বিধি অনুসারে মূলের দ্বারা অথবা প্রণবের দ্বারা অথবা মন্ত্রবীজের দ্বারা তিন বার প্রাণায়াম করিবেন। ৮৩

সেই মন্ত্রের ১৬ বার জপের দ্বারা বামনাসা দিয়া দেহের অভ্যন্তরে নিশ্বাস বায়ু পূরণ করিবেন। তাহার পর সেই মন্ত্রের ৬৪ বার জপের দ্বারা দুই নাসিকা টিপিয়া ধরিয়া কুম্ভক (সেই নিশ্বাস বায়ুকে রুদ্ধ) করিবেন। তাহার পর সেই মন্ত্রের ৩২ বার জপের দ্বারা দক্ষিণ নাসিকায় সেই রুদ্ধ বায়ুকে ধীরে রেচন (ত্যাগ) করিবেন।

১। খ—তর্জনী-মধ্যমে বিনেত্যত্র মুনিভির্বেদ-পারগৈস্থিতি পাঠঃ। এতদনন্তরং কালীহৃদয়ে প্রাণয়ামেত্যাদিপাঠঃ।

পুনর্বামেনাপূর্য্য দ্বাভ্যাং কুম্ভয়িত্বা দক্ষিণেন রেচয়েৎ। এবং কৃতে[১] প্রাণায়ামত্রয়ং সিধ্যতি। সকৃৎকৃতৈঃ পূরক-কুম্ভক-রেচকৈরেকৈক-প্রাণায়ামস্য সিদ্ধত্বাৎ। সারসমুচ্চয়ে (৮৪)—

অমুনা বিধিনা সুমনাঃ সততং মরুতো বিদধীত সুসংযমনম্।
বিপরীতমতো বিদধীত বুধঃ পুনরেব তু তদ্বিপরীতকম্॥ ইতি। ৮৫

অথবা চতুঃ-ষোড়শাষ্টবারজপৈঃ পূরকাদিকং কুর্য্যাৎ। তথাচ তন্ত্রান্তরে (৮৬)—

পূরয়েৎ ষোড়শভির্বায়ুং ধারয়েৎ তচ্চতুর্গুণৈঃ।
রেচয়েৎ কুম্ভকার্দ্ধেন অশক্ত্যা তৎ-তুরীয়তঃ॥
তদশক্তৌ তচ্চতুর্থমেবং প্রাণস্য সংযমঃ॥ ৮৭

অস্য নিত্যতা—"প্রাণায়ামং বিনা মন্ত্র-পূজনে নহি যোগ্যতা"। ইতি তন্ত্রবচনাৎ। ৮৮

পুনরায় দক্ষিণের নাসিকা দ্বারা পূর্ব্ববৎ নিশ্বাস পূরণ করিয়া দুই নাসিকা দ্বারা কুম্ভক করিয়া বামনাসিকা দ্বারা রেচন করিবেন। পুনরায় বামনাসিকা দ্বারা পূরণ করিয়া দুই নাসিকা দ্বারা কুম্ভক করিয়া, দক্ষিণ নাসিকা দ্বারা রেচন করিবেন। এইরূপ করিলে প্রাণায়াম ত্রয় সিদ্ধ হয়, যেহেতু একবার পূরক, কুম্ভক ও রেচক করিলে এক একটি প্রাণায়াম সিদ্ধ হইয়া থাকে। সার সমুচ্চয়ে এই বলিয়াছেন (৮৪)—

সংযতচিত্ত পণ্ডিত এই বিধি অনুসারে বায়ুর সম্যক্ সংযমন প্রাণায়াম করিবেন। তাহার পর তাহার বিপরীত করিবেন। তাহার পর তাহার বিপরীত করিবেন। ৮৫

অথবা চারি বার জপে পূরক, ষোড়শ বার জপে কুম্ভক এবং আট বার জপে রেচক করিবেন। তন্ত্রান্তরে তাহাই বলিয়াছেন (৮৬)—

১৬ বার জপের দ্বারা বায়ু পূরণ করিবেন। তাহার চতুর্গুণ জপের দ্বারা বায়ুর ধারণ করিবেন। কুম্ভকের অর্দ্ধ অর্থাৎ ৩২ বার জপের দ্বারা বায়ুর রেচন করিবে। অশক্ত হইলে তাহার চারিভাগের দ্বারা অর্থাৎ ৪, ১৬, ৮ বার জপের দ্বারা পূরক, কুম্ভক ও রেচক করিবে। পূর্ব্বোক্ত প্রথম প্রকারে প্রাণায়াম করিতে অসমর্থ হইলে তাহার চারিভাগেই হইবে। এইরূপ প্রাণ সংযম (প্রাণায়াম) কর্ত্তব্য। ৮৭

প্রাণায়াম বিনা মন্ত্রজপ ও পূজায় যোগ্যতা (অধিকার) নাই—এই জন্য প্রাণায়ামের নিত্যতা (অবশ্য কর্ত্তব্যতা) প্রতিপাদিত হয়। ৮৮

১। ক—এবং কৃতে।

গোপালে বিশেষো বক্ষ্যতে। যোগকরণে[১] পুনর্মাত্রয়া তাবত্যা প্রাণায়ামঃ[২]। তারাপ্রদীপে (৮৯)—

প্রাণায়ামৈঃ কৃতৈঃ শশ্বন্নিত্যং ষোড়শভিঃ পুনঃ।
দৈনন্দিনঞ্চ যৎ-পাপং তৎ-সর্বং নশ্যতি ধ্রুবম্ ॥ ৯০

পরোপতাপজং পাপং পরদ্রব্যাপহারজম্।
পরস্ত্রী-মৈথুনোৎপন্নং প্রাণায়ামৈঃ শতৈর্হরেৎ ॥ ৯১

মহাপাতক-জাতানি ব্রহ্মহত্যা-কৃতানি চ।
সর্বাণ্যেব প্রদহ্যন্তে প্রাণায়ামৈশ্চতুঃশতৈঃ ॥ ৯২

অথ পীঠন্যাসঃ

ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ। এবং প্রকৃতয়ে, কূর্মায়, অনন্তায়,[৩] পৃথিব্যৈ, ক্ষীর-সমুদ্রায়, শ্বেতদ্বীপায়, মণিমণ্ডপায়, মণিবেদিকায়ৈ, রত্নসিংহাসনায়, কল্প-বৃক্ষায়, এতৎ সর্বং হৃদি। দক্ষিণস্কন্ধে—ধর্মায়। বামস্কন্ধে—জ্ঞানায়। বামোরৌ—বৈরাগ্যায়। দক্ষিণোরৌ—ঐশ্বর্য্যায়। মুখে—অধর্মায়। বামপার্শ্বে—অজ্ঞানায়। নাভৌ—অবৈরাগ্যায়। দক্ষিণপার্শ্বে—অনৈশ্বর্য্যায়। পুনর্হৃদি

গোপাল বিষয়ে বিশেষ কথিত হইবে। অষ্টাঙ্গ যোগের অন্তর্গত প্রাণায়াম স্থলে পূর্বোক্ত পরিমাণ সংখ্যা দ্বারা না করিয়া সংখ্যাসমসংখ্যক মাত্রা দ্বারা প্রাণায়াম কর্ত্তব্য। তারা-প্রদীপে বলিয়াছেন (৮৯)—

দৈনন্দিন যে সমস্ত পাপ উৎপন্ন হয়, সে সমস্ত পাপ সর্বদা নিত্যকৃত (প্রত্যহ-কৃত) ষোড়শ সংখ্যক প্রাণায়ামের দ্বারা বিনষ্ট হয়। ৯০

সাধক পরকে পীড়া দেওয়ার জন্য উৎপন্ন পাপ, পর দ্রব্যের অপহরণ জনিত পাপ, পরস্ত্রী-গমন জনিত পাপ শত প্রাণায়ামের দ্বারা হরণ (বিনাশ) করে। ৯১

মহাপাতক হইতে উৎপন্ন পাপসমূহ, ব্রহ্মহত্যা জনিত পাপসমূহ সমস্ত পাপই চারি শত প্রাণায়ামের দ্বারা দগ্ধ হয়। ৯২

অনন্তর পীঠন্যাস কথিত হইতেছে। প্রথমে হৃদয়ে মূলোক্ত ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ, ইত্যাদি মন্ত্রে ন্যাস করিয়া, দক্ষিণ স্কন্ধে—ওঁ ধর্মায় নমঃ। বামস্কন্ধে—ওঁ জ্ঞানায় নমঃ। বাম উরুতে ওঁ বৈরাগ্যায় নমঃ। দক্ষিণ উরুতে—ওঁ ঐশ্বর্য্যায় নমঃ। মুখে—অধর্মায় নমঃ। বাম পার্শ্বে—ওঁ অজ্ঞানায় নমঃ। নাভিতে—ওঁ অবৈরাগ্যায়

১। খ—যৌগিকে। ২। খ—প্রাণায়ামঃ ইত্যনন্তরং অথ পীঠন্যাস ইতি পাঠঃ। ৩। খ—শেষায়।

—অনন্তায়, পদ্মায়, অং সূর্য্যমণ্ডলায়[1] দ্বাদশকলাত্মনে, উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শ-কলাত্মনে, মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে, সং সত্ত্বায়, রং রজসে, তং তমসে, আং আত্মনে, অং অন্তরাত্মনে, পং পরমাত্মনে, হ্রীঁ জ্ঞানাত্মনে নমঃ[2] ইতি ন্যসেৎ। যথা শারদায়াং (৯৩)—

অংসোরুযুগ্ময়োর্বিদ্বান্ প্রাদক্ষিণ্যেন দেশিকঃ।
ধর্মং জ্ঞানঞ্চ বৈরাগ্যং ঐশ্বর্য্যং ক্রমতঃ সুধী।
মুখপার্শ্ব-নাভিপার্শ্বেষ্বধর্মাদীন্ প্রকল্পয়েৎ ॥ ৯৪

পুনঃ শারদায়াম্—অনন্তং হৃদয়ে পদ্মং তস্মিন্ সূর্য্যেন্দু-পাবকান্।
এষু স্বস্বকলাং ন্যস্য নামাদ্যক্ষরপূর্বতঃ।
সত্ত্বাদীন্ ত্রিগুণান্নস্য তথৈবাত্র গুরূত্তমঃ ॥ ৯৫

নমঃ। দক্ষিণ পার্শ্বে—ওঁ অনৈশ্বর্য্যায় নমঃ মন্ত্রে ন্যাস করিয়া পুনরায় হৃদয়ে মূলোক্ত ওঁ অনন্তায় নমঃ ইত্যাদি প্রকারে অনন্ত হইতে জ্ঞানাত্মনে নমঃ পর্য্যন্ত ন্যাস করিবেন।

শারদাতিলকে তাহাই বলিয়াছেন—মন্ত্রোপদেষ্টা পণ্ডিত ক্রমে ক্রমে আধারশক্তি প্রভৃতির ন্যাস করিয়া প্রদক্ষিণক্রমে অর্থাৎ দক্ষিণাবর্ত্তে দুই স্কন্ধ ও দুই উরুতে অর্থাৎ দক্ষিণ স্কন্ধ হইতে দক্ষিণ উরু পর্য্যন্ত চারিস্থলে যথাক্রমে ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্যের ন্যাস করিবেন। অনন্তর দক্ষিণাবর্ত্ত ক্রমে মুখ, বামপার্শ্ব, নাভি ও দক্ষিণ পার্শ্বে যথাক্রমে অধর্ম প্রভৃতির অর্থাৎ অধর্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য্যের ন্যাস করিবেন। ৯৩

পুনরায় শারদাতিলকে বলিয়াছেন—অনন্তর হৃদয়ে অনন্ত ও পদ্মের ন্যাস করিবেন সেই অনন্তে সূর্য্যমণ্ডল, চন্দ্রমণ্ডল ও বহ্নিমণ্ডলের ন্যাস করিবেন।

এই তিন মণ্ডলে অর্থাৎ সূর্য্যমণ্ডল, সোমমণ্ডল ও বহ্নি মণ্ডলে নামের আদ্যক্ষর পূর্বক নিজ নিজ কলার ন্যাস অর্থাৎ প্রথমে অং বীজপূর্বক সূর্য্যমণ্ডলের ন্যাস করিয়া সেই স্থানে নামের আদিতে স্থিত ক-ভাদি অক্ষর পূর্বক ওঁ কং ভং তপিন্যৈ নমঃ ইত্যাদি আকারে তাঁহার তপিন্যাদি দ্বাদশ কলার, এইরূপ ওঁ অং অমৃতায়ৈ নমঃ ইত্যাদি আকারে ষোলটি সোমকলার এবং ওঁ যং ধূম্রার্চিষে নমঃ ইত্যাদি আকারে বহ্নির দশটি কলার ন্যাস করিবেন। এইরূপ নামের আদি অক্ষর পূর্বক ওঁ সত্ত্বায় নমঃ ইত্যাদি আকারে সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের ন্যাস করিয়া, গুরুশ্রেষ্ঠ সেই হৃদয়েই সেইরূপ

১। ক—অর্কমণ্ডলায়। ২। ক—অতিরিক্তোঽয়ং পাঠো দৃশ্যতে।

আত্মানমন্তরাত্মানং পরমাত্মানমেব চ।
জ্ঞানাত্মানং প্রবিন্যস্য ন্যসেৎ পীঠমনুস্ততঃ॥ ৯৬

এষাং পৌর্বাপর্য্যপ্রমাণং পীঠপূজাবসরে বক্তব্যম্। ততো হৃৎপদ্মস্য পূর্বাদি-কেশরেষু তত্তৎ-কল্পোক্ত-পীঠশক্তীর্মধ্যে পীঠমনুঞ্চ ন্যসেৎ[১]। ৯৭

বিশ্বসারে—ওমাদিত্বং ঙেযুতঞ্চ নমোঽন্তঞ্চ যথাস্থিতি।
বিধিনা বিন্যসেৎ পূর্বং শঙ্করস্য বচো যথা॥ ৯৮

এতদ্বচনং চতুর্থী-নমঃ-পদনিয়ত-ন্যাসমাত্রে প্রণবাদিত্ব-বিধায়কম্, তেন করাঙ্গন্যাস-মাতৃকান্যাস-বর্ণন্যাসাদৌ নাস্য বিষয়ত্বম্। ৯৯

অথ ঋষ্যাদিন্যাসঃ

তন্ত্রে— মহেশ্বরমুখাজ্ জ্ঞাত্বা যঃ সাক্ষাৎ তপসা মনুম্।
সংসাধয়তি শুদ্ধাত্মা স তস্য ঋষিরীরিতঃ।
গুরুত্বান্মস্তকে চাস্য ন্যাসস্তু পরিকীর্ত্তিতঃ॥ ১

নামের আদি অক্ষর পূর্বক ওঁ আং আত্মনে নমঃ ইত্যাদি আকারে আত্মা, অন্তরাত্মা ও পরমাত্মার ন্যাস করিয়া মায়াবীজ পূর্বক ওঁ হ্রীং জ্ঞানাত্মনে নমঃ ইত্যাদি আকারে জ্ঞানাত্মার ন্যাস করিয়া তাহার পর পদ্মের অগ্রাদি অষ্টদলে ও মধ্যে নয়টি পীঠশক্তির ন্যাস করিবেন। ৯৪-৯৬

ইহাদের পৌর্য্যাপৌর্য্যের প্রমাণ পীঠ পূজার অবসরে (প্রকরণে) বলিব। তাহার পর পদ্মের পূর্বাদি কেশরে সেই সেই পূজ্য দেবতার পীঠ শক্তি ও মধ্যে পীঠমন্ত্রের ন্যাস করিবেন। ৯৭

বিশ্বসার তন্ত্রে বলিয়াছেন—চতুর্থী বিভক্তিযুক্ত ও নমঃ অন্ত যেমন স্থিত আছে সেইরূপ ওঙ্কারকে আদিতে দিয়া বিধিপূর্বক শঙ্করের বচনানুসারে ন্যাস করিবেন। ৯৮

এই বচনটি চতুর্থী বিভক্তি ও নমঃ নিয়ত (অন্ত) ন্যাসমাত্রে আদিতে প্রণবদানের বিধায়ক। সেই জন্য করন্যাস, অঙ্গন্যাস, মাতৃকান্যাস, বর্ণন্যাসাদি ইহার বিষয় নহে অর্থাৎ এই সকল ন্যাস স্থলে আদিতে ওঁকার দিতে হইবে না। ৯৯

অনন্তর ঋষ্যাদিন্যাস। তন্ত্রে ঋষির লক্ষণ এই বলিয়াছেন—যিনি প্রথমে তপস্যা দ্বারা মহেশ্বরের মুখ হইতে মন্ত্র জানিয়া মন্ত্রকে সিদ্ধ করেন, সেই বিশুদ্ধাত্মা ব্যক্তিই সেই মন্ত্রের ঋষি। ঋষিই মন্ত্রের গুরু বলিয়া ঋষির ন্যাস মস্তকে কীর্ত্তিত হইয়াছে। ১

১। খ—ন্যসেদিত্যনন্তরং অথ ঋষ্যাদিন্যাসঃ।

সর্বেষাং মন্ত্রতত্ত্বানাং ছাদনাচ্ছন্দ উচ্যতে।
অক্ষরত্বাৎ পরত্বাচ্চ মুখে ছন্দঃ সমীরিতম্ ॥ ২
সর্বেষামেব জন্তূনাং ভাষণাৎ প্রেরণাৎ তথা।
হৃদয়াম্ভোজ-মধ্যস্থা দেবতা তত্র তাং ন্যসেৎ ॥ ৩
ঋষিচ্ছন্দোঽপরিজ্ঞানান্ ন মন্ত্রঃ ফলভাগ্ ভবেৎ।
দৌর্বল্যং যাতি মন্ত্রাণাং বিনিয়োগমজানতাম্[১] ॥ ৪

তন্ত্রান্তরে—ঋষিং ন্যসেন্ মূর্ধ্নি দেশে ছন্দস্তু মুখ-পঙ্কজে।
দেবতাং হৃদয়ে চৈব বীজন্তু গুহ্য-দেশকে ॥
শক্তিন্তু পাদয়োশ্চৈব সর্বাঙ্গে কীলকং ন্যসেৎ ॥ ৫

ততস্তত্তন্মন্ত্রোক্ত-ন্যাসান্ কুর্য্যাৎ। যথা[২] কুলার্ণবে—
আগমোক্তেন বিধিনা নিত্যং ন্যাসং করোতি যঃ।
দেবতাভাবমাপ্নোতি মন্ত্রসিদ্ধিঃ প্রজায়তে ॥ ৬
যো ন্যাস-কবচ-চ্ছন্নো মন্ত্রং জপতি তং প্রিয়ে!।
বিঘ্না দৃষ্ট্বা পলায়ন্তে সিংহং দৃষ্ট্বা যথা গজাঃ ॥ ৭

মন্ত্রের সমস্ত তত্ত্বের আচ্ছাদন করে বলিয়া ছন্দঃ নাম হইয়াছে। ছন্দঃ স্বরূপ অক্ষর মুখে উচ্চারিত হয় এবং উহা মস্তকের মতই শ্রেষ্ঠ। তাই ছন্দোন্যাস মুখে কীর্ত্তিত হইয়াছে। ২

হৃৎপদ্মের মধ্যে অবস্থিত দেবতা সমস্ত প্রাণকে প্রেরণ ও ভাষণ (বাক্যের উচ্চারণ) করান বলিয়া দেবতাকে হৃদয়ে ন্যাস করিবে। ৩

ঋষি, ছন্দঃ ও দেবতাকে না জানিলে মন্ত্রের ফলভাগী হয় না। বিনিয়োগ যাহারা জানে না, তাহাদের কাছে মন্ত্র দুর্বলতা প্রাপ্ত হয়। ৪

তন্ত্রান্তরে বলিয়াছেন—মস্তক প্রদেশে ঋষিকে ন্যাস করিবে। মুখপদ্মে ছন্দকে ন্যাস করিবে। হৃদয়ে দেবতাকে, গুহ্যদেশে মন্ত্রের বীজকে, দুইপাদে মন্ত্রের শক্তিকে এবং সর্বাঙ্গে মন্ত্রের কীলককে ন্যাস করিবেন। ৫

তাহার পর অর্থাৎ ঋষ্যাদি ন্যাসের পর সেই সেই পূজ্য দেবতার বিশেষ বিশেষ ন্যাস সকল করিবেন। কুলার্ণব তন্ত্রে যেমন বলিয়াছেন—যে ব্যক্তি আগম কথিত বিধি অনুসারে সর্বদা ন্যাস করেন, তিনি দেবস্বরূপ প্রাপ্ত হন, মন্ত্র সিদ্ধিও জন্মায়। ৬

যে ব্যক্তি ন্যাস ও কবচের দ্বারা আবৃত হইয়া মন্ত্র জপ করে, হে প্রিয়ে। সিংহকে

১। খ—অজানতামিত্যনন্তরং ঋষিং ন্যসেদিত্যাদি পাঠঃ। ২। খ—যথেতি নাস্তি।

অকৃত্বা ন্যাসজালং যো মূঢ়ত্বাৎ প্রজপেন্ মনুম্।
সর্ববিঘ্নৈঃ প্রবাধ্যঃ[১] স্যাদ্ ব্যাঘ্রৈর্মৃগ-শিশুর্যথা।[২] ॥ ৮

করন্যাস-প্রমাণন্তু যামলে—
অঙ্গুলী-ব্যাপক-ন্যাসৌ হৃদাদিন্যাস এব চ। ইতি। ৯

সামান্যপূজায়াং বক্ষ্যতে। তত্র মন্ত্রশ্চাঙ্গন্যাস-মন্ত্রবদ্ গৃহ্যঃ, ষড়ঙ্গ-কর্ত্তব্যত্বা-বিশেষাদিতি। অঙ্গন্যাসে অঙ্গুলি-নিয়মস্তু—

"ত্রিদ্ব্যেক দশক-ত্রি দ্বি-সংখ্যয়া শৈল-সম্ভবে!। অঙ্গুলীনামিতি বচনাৎ। ইতি সর্বসাধারণম্[৩]। ১০

যামলে— হৃদয়ং মধ্যমানামা-তর্জনীভিঃ স্মৃতং শিরঃ।
মধ্যমা-তর্জনীভ্যাং স্যাদঙ্গুষ্ঠেন শিখা স্মৃতা ॥ ১১
দশভিঃ কবচং প্রোক্তং তিসৃভির্নেত্রমীরিতম্।
প্রোক্তাঙ্গুলিভ্যামস্ত্রং স্যাদঙ্গ-কৢপ্তিরিয়ং মতা[৪] ॥ ইতি। ১২

তিসৃভিস্তর্জনীমধ্যমানামভিঃ—

দেখিয়া হস্তিগণ যেমন পলায়ন করে, তদ্রূপ তাহাকে দেখিয়া বিঘ্নসমূহ পলায়ন করে। ৭

যে ব্যক্তি মূঢ়তাবশতঃ ন্যাস সমূহ না করিয়া মন্ত্র জপ করে, মৃগশিশু যেমন ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক পীড়িত হয়, সেই জপকারী ব্যক্তি বিঘ্ন কর্ত্তৃক পীড়িত হইয়া থাকে। ৮

তাহার পর করন্যাস কর্ত্তব্য। যামলে করন্যাসের প্রমাণ এই বলিয়াছেন—অঙ্গুলি ন্যাস ও ব্যাপকন্যাস এবং হৃদয়াদিন্যাস কর্ত্তব্য। ৯

সামান্য পূজাতে এই ন্যাস কথিত হইবে। অঙ্গন্যাসে অঙ্গুলিনিয়ম কিন্তু এইরূপ—

হে শৈলপুত্রি! অঙ্গুলী সমূহের তিনটি, দুইটী, একটি, দশটি, তিনটি ও দুইটী দ্বারা (হৃদয় প্রভৃতি যথাস্থানে ন্যাস করিবেন)। ইহা সর্বসাধারণ। ১০

যামলে অঙ্গুলি নিয়ম এই বলিয়াছেন—মধ্যমা, অনামা ও তর্জনী দ্বারা হৃদয়ন্যাস, মধ্যমা ও তর্জনী দ্বারা শিরোন্যাস, অঙ্গুষ্ঠের দ্বারা শিখান্যাস কথিত হইয়াছে। ১১

দশটি অঙ্গুলি দ্বারা কবচন্যাস, মধ্যমা, তর্জনী ও অনামিকা এই তিনটি দ্বারা নেত্র ন্যাস এবং কথিত তর্জনী ও মধ্যমা এই দুইটী দ্বারা অস্ত্রন্যাস হইবে। ইহা অঙ্গন্যাস বলিয়া কথিত হইয়াছে। ১২

১। খ—স বাধ্যঃ। ২। খ—শিশুর্যথেতানন্তরং অঙ্গন্যাসেঽঙ্গুলিনিয়মস্তিত্যাদিপাঠঃ। ৩। ক—ত্রিদ্ব্যেকেত্যাদি-সর্বসাধারণমিত্যন্তঃ পাঠো নাস্তি। ৪। খ—মতোনন্তরং তিসৃভি-স্তর্জনী-মধ্যমানামভিরিতি পাঠঃ।

তর্জনী-মধ্যমানামা প্রোক্তা নেত্র-ত্রয়ে ক্রমাৎ।
যদি নেত্রদ্বয়ং প্রোক্তং তদা তর্জনী-মধ্যমে[১] ॥ ১৩

ইতি ভট্টধৃত-বচনাৎ

হৃদয়াদিষু বিন্যসেদঙ্গমন্ত্রাংস্ততঃ সুধীঃ।
হৃদয়ায় নমঃ পূর্বং শিরসে[২] বহ্নি-বল্লভা ॥ ১৪

শিখায়ৈ বষড়িত্যুক্তং কবচায় হুমীরিতম্।
নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ স্যাদস্ত্রায় ফড়িতি ক্রমাৎ।
ষড়ঙ্গমন্ত্রানিত্যুক্তান্ ষড়ঙ্গেষু নিয়োজয়েৎ ॥ ১৫

পঞ্চাঙ্গানি মনোর্যত্র তত্র নেত্রমনুং ত্যজেৎ।
অঙ্গহীনস্য মন্ত্রস্য স্বৈনৈবাঙ্গানি কল্পয়েৎ ॥ ইতি শারদাবচনাৎ। ১৬

তিসৃভিঃ কথাটির অর্থ—তর্জনী মধ্যমা ও অনামা দ্বারা, যেহেতু রাঘব ভট্ট ধৃত বচনে আছে যে—

নেত্রত্রয়ে অঙ্গুলি ন্যাসে যথাক্রমে তর্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা কথিত হইয়াছে। যে স্থলে নেত্রদ্বয় কথিত হইয়াছে, সে স্থলে নেত্রে অঙ্গুলি ন্যাসে তর্জনী ও মধ্যমা কথিত হইয়াছে। ১৩

শারদাতিলকের বচন হইতে জানা যায়—

তাহার পর সুধী সাধক হৃদয়, মস্তক, শিখা, কবচ (বাহুদ্বয়), নেত্রত্রয় (দ্বিনেত্র দেবতা স্থলে নেত্রদ্বয়) ও করতলে অঙ্গন্যাস মন্ত্র সমূহের ন্যাস করিবেন। হৃদয়ায় নমঃ—এইটি প্রথম (হৃদয়ের মন্ত্র)। শিরসে বহ্নিবল্লভা (স্বাহা)—এইটি মস্তকের মন্ত্র। ১৪

শিখায়ৈ বষট্—এইটি শিখার মন্ত্র। কবচায় হুং—এইটি কবচ মন্ত্র কথিত হইয়াছে। নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ বা নেত্রাভ্যাং বৌষট্—এইটি নেত্র মন্ত্র। অস্ত্রায় ফট্—এই অস্ত্র মন্ত্র। এই ক্রমে উক্ত ষড়ঙ্গ মন্ত্রগুলিকে হৃদয়াদি ছয়টি অঙ্গে ক্রমে ক্রমে ন্যাস করিবেন। ১৫

যে মন্ত্রের পাঁচটি অঙ্গ, তাহার অঙ্গন্যাসে নেত্রমন্ত্র ত্যাগ করিবেন। অঙ্গহীন মন্ত্রের অর্থাৎ যে মন্ত্রের দেবতার অঙ্গমন্ত্র কথিত হয় নাই, সেস্থলে নিজ নামের বীজ দ্বারা অঙ্গমন্ত্রগুলি কল্পনা করিবেন। ১৬

১। ক—ইতি ভট্ট-ধৃতবচনাদিতি-পাঠো নাস্তি। ২। ক+খ—শিরসি।

অত্র হ্রস্ব-নির্দেশান্ ন্যাসে কবচায় হুমিতি সর্বত্র হ্রস্বো নির্দেশ্যঃ। বিচারয়িষ্যতে চেদমধিকং নক্ষত্র-বিদ্যা-প্রকরণে। বৈষ্ণবে তু (১৭)—

অনঙ্গুষ্ঠা ঋজবো হস্ত-শাখা ভবেন্ মুদ্রা হৃদয়ে শীর্ষকে চ।
অধোঽঙ্গুষ্ঠা খলু মুষ্টিঃ শিখায়াং করদ্বন্দ্বাঙ্গুলয়োর্বর্মণি স্যুঃ[১] ॥ ১৮
নারাচ-মুষ্ট্যুদ্ধৃত-বাহুযুগ্মকাঙ্গুষ্ঠ-তর্জন্যুদিতো[২] ধ্বনিস্ত্র।
বিষক্-বিষক্তঃ কথিতাঽস্ত্রমুদ্রা যত্রাক্ষিণী তর্জনী-মধ্যমে চ।
নেত্রত্রয়ং যত্র ভবেদনামা ষড়ঙ্গমুদ্রা কথিতা যথাবৎ ॥ ১৯

ততো ব্যাপকন্যাসং নবধা সপ্তধা পঞ্চধা ত্রিধা বা কুর্য্যাৎ। "নবধা সপ্তধা বাপি মুলেন পঞ্চধা ত্রিধা"। ইতি ভৈরবতন্ত্র-বচনাৎ। নবধা-করণে শিরস্তঃ পাদান্তং পাদতঃ শিরোঽন্তম্। এবং চতুর্ধা-সপ্তধা-করণে তাদৃশম্। ত্রিধা-পঞ্চধা-করণে তাদৃশম্। দ্বিধা-ত্রিধা-করণে তাদৃশমেকধা হৃদাদিমুখান্তম্

এই অঙ্গন্যাস মন্ত্রে কবচায় হুম্ এইরূপে হ্রস্বের নির্দেশ আছে বলিয়া সর্বত্র হ্রস্বের নির্দেশ হইবে। নক্ষত্র-বিদ্যা প্রকরণে ইহা অধিকভাবে বিচার করিব। বিষ্ণু মন্ত্র বিষয়ে অঙ্গন্যাসে এইরূপ অঙ্গুলি নিয়ম কথিত হইয়াছে (১৭)—

হৃদয়ে ও মস্তকে অঙ্গন্যাসে অঙ্গুষ্ঠ রহিত সরল হস্তশাখা (করাঙ্গুলি) মুদ্রা হইবে। শিখায় ন্যাসে অধোঽঙ্গুষ্ঠ মুষ্টি, কবচে ন্যাসে করদ্বয়ের সমস্ত অঙ্গুলি, অস্ত্র ন্যাসে নারাচ মুদ্রা বিশিষ্ট উভয় বাহু দ্বয়ের মুষ্টি উদ্ধৃত করিয়া মস্তকের চতুর্দিক ব্যাপ্ত তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠ কৃত ধ্বনি, যেখানে দুইটী নেত্র, তাদৃশ নেত্রন্যাসে তর্জনী ও মধ্যমা, যেখানে নেত্রত্রয়, সেখানে নেত্রন্যাসে তর্জনী, মধ্যমা ও অনামা মুদ্রা হইবে। যথাযথ ভাবে এই ষড়ঙ্গ মুদ্রা কথিত হইল। ১৮-১৯

তাহার পর নয়বার বা সাতবার বা পাঁচবার বা তিনবার ব্যাপক ন্যাস করিবেন। যেহেতু 'মূলমন্ত্রের দ্বারা নয়বার, সাতবার, অথবা পাঁচবার বা তিনবার (ব্যাপক ন্যাস) করিবেন'—এই ভৈরব তন্ত্রের বচন আছে।

নয় বার ব্যাপক ন্যাস করণ স্থলে শিরঃ হইতে পাদান্ত এবং পাদ হইতে শিরোঽন্ত ন্যাস করিবেন। এইরূপ চারি বার ও সাত বার করণ স্থলে তাদৃশই করিবেন। তিন বার পাঁচ বার করণ স্থলেও সেইরূপই করিবেন। দুই বার বা তিন বার করণ স্থলে সেইরূপ একবার, সর্বত্র শেষে একবার হৃদয় হইতে মুখ পর্য্যন্ত ন্যাস করিবেন।

১। খ—বর্মণি স্যুরিত্যনন্তরং শারদায়াং ন্যাসক্রমেণ দেহেষু ধর্মাদীন্ পূজয়েৎ ততঃ। পুষ্পাদ্যৈঃ পীঠমধস্তং তস্মিংশ্চ পরদেবতামিতি দর্শনাৎ শরীরে পীঠপূজাং কুর্য্যাৎ। ততস্তত্তৎকল্পোক্ত মুদ্রামিতি পাঠঃ। ২। ক+খ—নারাচেত্যাদি-যথাবদিত্যন্তং পাঠো নাস্তি।

শেষে একধা সর্বত্রৈব। শতধা-করণে তু তাদৃশং পঞ্চাশদ্‌বারং, হৃদাদি মুখান্তং নাস্তীতি ব্যাপক-ন্যাসঃ। ২০

ততস্তত্তৎ-কল্পোক্ত-মুদ্রাং প্রদর্শ্য ধ্যানং কৃত্বা স্বশিরসি পুষ্পং দত্ত্বা হৃদয়ে মূলদেবতাং মানসৈরুপচারৈঃ পূজয়েৎ। যথা সনৎ-কুমারীয়ে—অকৃত্বা মানসং যাগং ন কুর্য্যাদ্‌ বহিরর্চনম্‌। ইতি। ২১

তৎপ্রকারস্তু হৃৎপদ্ম-মধ্যে দেবীং বিভাব্য কুণ্ডলিনী-পাত্রস্থেন[১] সহস্রারামৃতস্থেন পাদ্যং দেব্যাশ্চরণে দদ্যাৎ। ততো মনোরূপমর্ঘ্যং দত্ত্বা সহস্রদল-পদ্ম-ভৃঙ্গার-গলিত-পরামৃত-জলেনাচমনীয়ং মুখে। পঞ্চবিংশতি-তত্ত্বেন গন্ধং দদ্যাৎ। ততঃ অহিংসাং বিজ্ঞানং ক্ষমাং দয়ামমলোভমমোহমমাৎসর্য্যমমায়ামনহঙ্কারমরাগমদ্বেষমিন্দ্রিয়াণি দশ চ ইত্যেতানি পুষ্পাণি দদ্যাৎ। ততো বায়ুং ধূপং তেজোরূপং দীপং অম্বরাত্মকং চামরং সূর্য্যাত্মক-দর্পণং চন্দ্রাত্মক-ছত্রং নক্ষত্রাত্মক-মেখলাম্‌ আনন্দাত্মকমুজ্জ্বলহারং অনাহতধ্বনিময়ীং[২] ঘণ্টাং নিবেদ্য সুধারসাম্বুধিং মাংসপর্বতঞ্চ দদ্যাৎ। ২২

শতধা করণস্থলে তাদৃশ পঞ্চাশ বার ব্যাপক ন্যাস করিবেন। হৃদয় হইতে মুখান্ত ন্যাস নাই। ব্যাপক ন্যাসের বিবরণ সমাপ্ত হইল। ২০

তাহার পর তত্তৎ কল্পোক্ত মুদ্রা দেখাইয়া ধ্যান করিয়া, নিজের মস্তকে পুষ্প দিয়া নিজ হৃদয়ে মূল দেবতাকে মানস উপচার সমূহের দ্বারা পূজা করিবেন। যেমন সনৎকুমারীয় তন্ত্রে বলিয়াছেন—মানস পূজা না করিয়া বাহ্য পূজা করিবে না। ২১

সেই মানস পূজার প্রকার হইতেছে—হৃৎ-পদ্ম মধ্যে দেবীকে ভাবনা করিয়া কুণ্ডলিনীরূপ পাত্রস্থিত সহস্রার চ্যুত অমৃতরূপ পাদ্য দেবীর চরণে পাদ্যরূপে প্রদান করিবেন। তাহার পর মনকে অর্ঘ্যরূপে দান করিয়া, সহস্রদল পদ্মরূপ ভৃঙ্গার গলিত পরামৃত জল দ্বারা মুখে আচমন দিবেন। চতুর্বিংশতি তত্ত্বকে গন্ধরূপে দিবেন। তাহার পর অহিংসা, বিজ্ঞান, ক্ষমা, দয়া অলোভ, অমোহ, অমাৎসর্য্য, অমায়া, অনহঙ্কার, অরাগ, অদ্বেষ ও দশটি ইন্দ্রিয়কে পুষ্পরূপে দান করিবেন। তাহার পর বায়ুকে ধূপরূপে, তেজকে দীপরূপে, আকাশকে চামররূপে, সূর্য্যকে দর্পণরূপে, চন্দ্রকে ছত্ররূপে, নক্ষত্রকে মেখলারূপে, আনন্দকে উজ্জ্বল হাররূপে, অনাহত ধ্বনিকে ঘন্টা-রূপে নিবেদন করিয়া, সুধারসের অম্বুধিকে মাংসপর্বতরূপে দান করিবে। ২২

১। খ—কুণ্ডলিনী পাত্রস্থেন পাদ্যং দেব্যাশ্চরণে ইতি পাঠঃ। ২। ক+খ—অনাহুতধ্বনিময়ী।

ততশ্চ— মনো-নর্ত্তক-সত্তালৈঃ শৃঙ্গারাদি-রসোত্তরৈঃ।
নৃত্য-গীতৈশ্চ বাদ্যৈশ্চ তোষয়েৎ পরমেশ্বরীম্ ॥ ২৩

এবং সম্পূজ্য মানসং জপং কৃত্বা মনসৈব সমর্পয়েৎ। মানস-পূজায়াং নৈবেদ্যং ন দেয়ম্। যথা শারদায়াং—বিনা নৈবেদ্যং গন্ধাদ্যৈরুপচারৈঃ সমর্চয়েৎ। ইতি মানসপূজা। ২৪

অথার্ঘ্যস্থাপনম্। তত্র পাত্রনিয়মঃ। তন্ত্রান্তরে—

পাত্রং কাঞ্চন-কাচ-রূপ্য-জনিতং মুক্তাকলাপোদ্ভবং
বিশ্বামিত্রময়ঞ্চ কামদমিদং হৈমং প্রিয়ং স্ফাটিকম্।
তাম্রং প্রীতিদমিষ্টসিদ্ধি-জনকং শ্রীনারিকেলোদ্ভবং
কালাপং স্ফুটমন্ত্রসিদ্ধি-জনকং মুক্তিপ্রদং মৌক্তিকম্ ॥ ২৫

নবরত্নেশ্বরে চ—নরপাত্রং মহেশানি! বিজ্ঞেয়ঞ্চোত্তমোত্তমম্।
নারিকেলাভিধং দেবি! জ্ঞেয়ঞ্চোত্তম-কল্পকম্ ॥ ২৬
রত্নপাত্রঞ্চ সুশ্রোণি! জ্ঞেয়ঞ্চোত্তম-মধ্যমম্।
মধ্যমোত্তমকং বিল্বং ব্রহ্ম-বৃক্ষজমেব চ ॥
কল্পং সুমধ্যমং প্রোক্তং মৃণ্ময়ং কল্পমাধমম্ ॥ ২৭

তাহার পর মনোরূপ নর্ত্তকের উত্তম তালসমূহে শৃঙ্গারাদি রসময় নৃত্য, গীত ও বাদ্য সমূহের দ্বারা দেবী পরমেশ্বরীকে সন্তুষ্ট করিবেন। ২৩

এইরূপে মানস পূজা করিয়া, মানস জপ করিয়া, মনে মনেই জপ সমর্পণ করিবেন। মানস পূজায় নৈবেদ দিবেন না; যেহেতু শারদাতিলকে এই বলিয়াছেন—নৈবেদ্য ছাড়া উপচার সমূহের দ্বারা সম্যক্‌রূপে অর্চনা করিবেন। মানস পূজা সমাপ্ত। ২৪

অনন্তর বিশেষার্ঘ্য স্থাপন। বিশেষার্ঘ্য স্থাপনে তন্ত্রান্তরে পাত্রনিয়ম এইরূপ বলিয়াছেন—কাঞ্চন, কাচ, রৌপ্য নির্মিত পাত্র, মুক্তাকলাপকৃত পাত্র, এই কামপ্রদ বিশ্বামিত্রময় (নারিকেলের) পাত্র, প্রিয় হেমপাত্র, স্ফটিক নির্মিত পাত্র, তাম্রপাত্র, প্রীতিপ্রদ ইষ্টসিদ্ধি জনক নারিকেল পাত্র, মুক্তিপ্রদ মৌক্তিক পাত্র—এই পাত্র সকল প্রত্যক্ষ মন্ত্রসিদ্ধির জনক। ২৫

নবরত্নেশ্বরে বলিয়াছেন—হে মহেশানি! নরপাত্রকে উত্তমোত্তম জানিবে। হে দেবি! নারিকেল নামক পাত্রকে উত্তমতুল্য জানিবে। ২৬

হে সুশ্রোণি! রত্নপাত্রকে উত্তমের মধ্যে মধ্যম জানিবে। বিল্বপাত্রকে মধ্যমের মধ্যে উত্তম জানিবে। ব্রহ্মবৃক্ষ (পলাশ) নির্মিত পাত্র উত্তমের মধ্যে মধ্যম কল্প কথিত হইয়াছে। মৃণ্ময়পাত্র অধম কল্প। ২৭

বশ্যাকর্ষণ-কর্মাণি হেম-পাত্রেষু শোভনে ! ।
শান্তিকে পৌষ্টিকে চাপি রাজতং কারয়েৎ প্রিয়ে ! ॥ ২৮
লৌহপাত্রং বিজানীয়ান্ মারণোচ্চাটনে তথা ।
স্তম্ভকার্য্যেষু পাষাণং বিদ্বেষে লৌহ-মৃণ্ময়ম্ ॥ ২৯
সর্বকার্য্যেষু কর্ত্তব্যং বিশ্বামিত্রঞ্চ সুব্রতে ! ।
কুলোৎসাদন-কার্য্যেষু কাচপাত্রং বিশিষ্যতে ॥ ৩০
কাংস্যপাত্রং বিজানীয়ান্ মন্ত্রারাধন-কর্মণি ।
নরপাত্রন্তু গৃহ্নীয়াদ্ ভুক্তি-মুক্তি-প্রদায়কম্ ॥ ৩১
দৃষ্ট্বাঽর্ঘ্যপাত্রং দেবেশি ! ব্রহ্মাদ্যাঃ দেবতাঃ সদা ।
নৃত্যন্তি সর্বে যোগিন্যঃ[১] প্রীতাঃ সিদ্ধিং দদত্যপি ॥ ৩২

গৌতমীয়ে—তাম্রপাত্রন্তু বিপ্রর্ষে ! বিষ্ণোরতিপ্রিয়ং মতম্ ।
তত্রৈব সর্বপাত্রাণাং মুখ্যঃ শঙ্খঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৩৩
মৃৎপাত্রঞ্চ তথা প্রোক্তং স্বর্ণং বা রাজতং তথা ।
পঞ্চপাত্রং হরেঃ শুদ্ধং নান্যৎ তত্র নিয়োজয়েৎ ॥ ৩৪

হে শোভনে ! হে প্রিয়ে ! বশ্যকর্ম সমূহে ও আকর্ষণ কর্মে হেমপাত্র সমূহে বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করিবে। শান্তিক ও পৌষ্টিক কর্মে রজত পাত্রে বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করিবে। ২৮

মারণ ও উচ্চাটনে বিশেষার্ঘ্যে লৌহপাত্র জানিবে। স্তম্ভন কার্য্যে বিশেষার্ঘ্যে পাষাণপাত্র এবং বিদ্বেষ কার্য্যে বিশেষার্ঘ্যে লৌহ বা মৃণ্ময়পাত্র করিবে। ২৯

হে সুব্রতে ! সমস্ত কার্য্যে বিশ্বামিত্র (নারিকেলের) পাত্র কর্ত্তব্য। কুলোচ্ছেদ কার্য্যে কাচপাত্র প্রশস্ত হইয়া থাকে। ৩০

মন্ত্রের আরাধনা কর্মে কাংস্যপাত্র প্রশস্ত জানিবে। ভুক্তি ও মুক্তি কামনায় ভুক্তি ও মুক্তিপ্রদ নরকপাল নির্মিত পাত্র গ্রহণ করিবে। ৩১

হে দেবিশি ! ব্রহ্মাদি দেবতাগণ অর্ঘ্যপাত্রকে দেখিয়া সর্বদা নৃত্য করেন। সমস্ত যোগিনী প্রীতা হইয়া সিদ্ধি প্রদান করেন। ৩২

গৌতমীয় তন্ত্রে বলিয়াছেন—হে বিপ্রর্ষে ! তাম্রপাত্র বিষ্ণুর অতি প্রিয় কথিত হইয়াছে। সেই অর্ঘ্যস্থাপনে সমস্ত পাত্রের মধ্যে শঙ্খ পাত্র মুখ্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। ৩৩

মৃৎপাত্র, সেইরূপ স্বর্ণপাত্র বা রজতপাত্রও অর্ঘ্যপাত্ররূপে কথিত হইয়াছে।

১। খ—সর্বযোগিন্যঃ।

গৌতমীয়ে—অর্ঘ্যস্য ত্রীণি পাত্রাণি পাদ্যস্যাপি ত্রয়ং ভবেৎ।

তথৈবাচমনীয়ানি[১] পাত্রাণি চ বিভাগশঃ।

তথা করণদৌর্বল্যাদেকমেকং প্রশস্যতে॥ ৩৫

কিন্তু সামান্যার্ঘ্য-বিশেষার্ঘ্য-দ্বয়স্যাবশ্যকত্বম্। যথা নবরত্নেশ্বরে (৩৬)—

একপাত্রং ন কর্ত্তব্যং যদি সাক্ষান্ মহেশ্বরঃ।

মন্ত্রাঃ পরাঙ্মুখা যান্তি আপদশ্চ পদে পদে।

ইহ লোকে দরিদ্রঃ স্যান্ মৃতে চ পশুতাং ব্রজেৎ॥ ৩৭

পুরশ্চরণ-চন্দ্রিকায়াং—"একস্মিন্নথবা পাত্রে পাদ্যাদীনি প্রকল্পয়েৎ। ইতি তু পাত্রান্তরাপ্রাপ্তৌ। তথা—"সর্বত্রৈব প্রশস্তোঽজ্জঃ শিব-সূর্য্যার্চনং বিনা"। অব্জঃ—শঙ্খঃ। কালিকাপুরাণে—আসনঞ্চার্ঘ্যপাত্রঞ্চ ভগ্নমাসাদয়েন্ন যৎ। ৩৮

অথ স্থাপন-পরিপাটী

স্ববামে ভূমৌ ত্রিকোণমণ্ডলং কৃত্বা, তদুপরি ত্রিপদিকামারোপ্য, ফড়িতি

এই পাঁচটি পাত্র হরির বিষয়ে শুদ্ধা। সেই হরির পূজায় অন্য কোন পাত্র অর্ঘ্যে দিবে না। ৩৪

গৌতমীয় তন্ত্রে পাত্র সম্বন্ধে বলিয়াছেন—অর্ঘ্যের তিনটি পাত্র হইবে। পাদ্যেরও তিনটি পাত্র হইবে। অথবা আচমনীয় পাত্রও বিভাগক্রমে পৃথক্ পৃথক্ হইবে। সেইরূপ পৃথক্ পৃথক্ পাত্র করিতে না পারিলে পৃথক্ পৃথক্ কার্য্যে এক একটি পাত্রও প্রশস্ত হইবে। ৩৫

কিন্তু সামান্যার্ঘ্য ও বিশেষার্ঘ্যের জন্য পাত্রদ্বয় আবশ্যক। যেমন নবরত্নেশ্বরে বলিয়াছেন (৩৬)—

সাধক যদি সাক্ষাৎ মহেশ্বরও হন, তথাপি তিনি একটি অর্ঘ্যপাত্র করিবেন না। ইহাতে মন্ত্রসকল প্রতিকূল হইয়া গমন করে, পদে পদে আপদ্ হয়, ইহলোকে দরিদ্র হয়, মৃত হইলে পশুত্ব প্রাপ্ত হয়। ৩৭

পুরশ্চরণ চন্দ্রিকায় এই যে বলিয়াছেন—অথবা একটি পাত্রে পাদ্য প্রভৃতি স্থাপন করিবে। ইহা কিন্তু অন্য পাত্রের অপ্রাপ্তিস্থলে জানিবেন। রাঘবভট্ট ধৃত বচনে আছে—শিব ও সূর্য্যের পূজা ব্যতীত সমস্ত পূজায় অর্ঘ্যস্থাপনে অব্জ (শঙ্খ) প্রশস্ত। অব্জ—শঙ্খ। কালিকা পুরাণে বলিয়াছেন—যে আসন ও অর্ঘ্যপাত্র ছিন্ন ও ভগ্ন, পূজায় তাহার আসাদন (স্থাপন) করিবে না। ৩৮

অনন্তর বিশেষার্ঘ্য স্থাপনের পরিপাটী কথিত হইতেছে—নিজের বাম দিকের

১। খ—অথবাচমনীয়ানি।

শঙ্খং প্রক্ষাল্য, তদুপরি সংস্থাপ্য, নমঃ ইতি মন্ত্রেণ গন্ধপুষ্পাক্ষত-দূর্বাদি তত্র নিক্ষিপ্য, তৎ পাত্রং বিমলজলেন ক্ষং লং হং সং ষং শং বং লং রং যং মং ভং বং ফং পং নং ধং দং থং তং ণং ঢং ডং ঠং টং ঞং ঝং জং ছং চং ঙং ঘং গং খং কং অঃ অং ঔং ওং ঐং এং ৡং ৠং ঋং ঋং ঊং উং ঈং ইং আং অং ইতি বিলোমাতৃকাবর্ণৈর্মূলেন চ পূরয়েৎ। মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ ইতি ত্রিপদিকায়াং, অং সূর্য্যমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ ইতি শঙ্খে, উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শ-কলাত্মনে নমঃ ইতি জলে সংপূজ্য, ওঁ গঙ্গে চেত্যাদিনা অঙ্কুশমুদ্রয়া সূর্য্যমণ্ডলাৎ তীর্থমাবাহ্য, অমুক ইহাবহ ইহাবহ ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ ইতি স্বহৃদয়াদ্ দেবতাং তত্রাবাহ্য, হুমিতি তর্জনীভ্যামবগুণ্ঠ্য, বষড়িতি গালিনী-মুদ্রাং প্রাদর্শ্য, বৌষড়িতি তজ্জলং বীক্ষ্য, পুনরঙ্গমন্ত্রৈঃ সকলীকৃত্য, গন্ধ-পুষ্পাভ্যাং দেবতাং সম্পূজ্য, তদুপরি মৎস্য-মুদ্রয়াচ্ছাদ্য, মূলমন্ত্রমষ্টধা জপেৎ। ৩৯

ততো ধেনুমুদ্রাং প্রদর্শ্যাস্ত্রেণ তেন[১] সংরক্ষ্য, তদ্দক্ষিণে পাদ্যং আচমনীয়ঞ্চ সংস্থাপ্যার্ঘ্যস্য কিঞ্চিজ্জলং প্রোক্ষণীপাত্রে নিক্ষিপ্য, তেনোদকেনাত্মানং

ভূমিতে একটি ত্রিকোণ মণ্ডল করিয়া, সেই ত্রিকোণের উপরে ত্রিপদিকা স্থাপন করিয়া, ফট্‌ মন্ত্রে শঙ্খকে প্রক্ষালন করিয়া, সেই ত্রিপদিকার উপরে তাহাকে রাখিয়া, নমঃ এই মন্ত্রে শঙ্খে গন্ধ, পুষ্প, দূর্বা, অক্ষত প্রভৃতি নিক্ষেপ করিয়া, সেই শঙ্খপাত্রকে বিমল জলের দ্বারা মূলোক্ত ক্ষং হইতে অং পর্য্যন্ত বিলোম মাতৃকাবর্ণ বলিতে বলিতে ও মূলমন্ত্রের দ্বারা পূরণ করিবেন। তাহার পর ত্রিপদিকায়, শঙ্খে ও জলে মূলোক্ত মন্ত্রে পূজা করিয়া, ওঁ গঙ্গে চ ইত্যাদি মন্ত্রে অঙ্কুশমুদ্রায় সূর্য্যমণ্ডল হইতে তীর্থ আবাহন করিয়া, ওঁ অমুক ইহাবহ ইত্যাদি মূলোক্ত মন্ত্রে নিজের হৃদয় হইতে দেবতাকে সেইখানে আবাহন করিয়া, হুং মন্ত্রে তর্জনী দ্বারা অবগুণ্ঠন করিয়া, বষট্‌ এই মন্ত্রে গালিনী মুদ্রা দেখাইয়া, বৌষট্‌ এই মন্ত্রে সেই জলকে দেখিয়া, পুনরায় পূজ্য দেবতার অঙ্গমন্ত্রের দ্বারা সকলীকরণ করিয়া, গন্ধ পুষ্প দ্বারা দেবতাকে পূজা করিয়া, তাহার উপরে মৎস্য মুদ্রা দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া, মূলমন্ত্র আটবার জপ করিবেন। ৩৯

তাহার পর ধেনুমুদ্রা দেখাইয়া, সেই ফট্‌ মন্ত্রের দ্বারা রক্ষা করিয়া, তাহার দক্ষিণে পাদ্য ও আচমনীয় স্থাপন করিয়া, অর্ঘ্যের কিছু জল প্রোক্ষণীপাত্রে নিক্ষেপ

১। খ—তেনেতি নাস্তি।

পূজোপকরণঞ্চ মূলেন ত্রিরভুক্ষ্য পীঠস্যোত্তরে গুরুপঙ্‌ক্তীঃ পূজয়েৎ। যথা—বায়ব্যাদীশপর্য্যন্তং ওঁ গুরুভ্যো নমঃ। এবং[১] পরম-গুরুভ্যঃ পরাপর-গুরুভ্যঃ, পরমেষ্ঠি-গুরুভ্যঃ। ত্রিপুরাদৌ তু বিশেষ-গুরুপূজা বক্তব্যা। ততঃ পীঠমধ্যে ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ এবং প্রকৃতয়ে, কূর্মায়, শেষায়, পৃথিব্যৈ, ক্ষীরসমুদ্রায়, শ্বেতদ্বীপায়, মণিমণ্ডপায়, মণিবেদিকায়ৈ, রত্নসিংহাসনায়, কল্পবৃক্ষায়। অগ্নি-কোণে—ধর্মায়, নিঋ‌র্তি-বায়্বীশান-কোণেষু—জ্ঞানায়, বৈরাগ্যায়, ঐশ্বর্য্যায়। পূর্বাদি-চতুর্দ্দিক্ষু—অধর্মায়, অজ্ঞানায়, অবৈরাগ্যায়, অনৈশ্বর্যায়। মধ্যে—অনন্তাদি-হ্রীং[২] জ্ঞানাত্মনে নমঃ ইত্যন্তং[৩] সম্পূজ্য, পূর্বাদিকেশরেষু মধ্যেষু চ তত্তৎকল্পোক্ত-পীঠ-শক্তীঃ সম্পূজ্য, মধ্যে পীঠমনুং পূজয়েৎ। ৪০

দীপিকায়াং—বায়ব্যাশাদীশপর্য্যন্তমর্চ্চ্যা পীঠস্যোদগ্ গৌরবী পঙ্‌ক্তিরাদৌ।
পূজ্যান্যত্রাপ্যম্বিকেয়ঃ করাব্জৈঃ পাশং দন্তং সৃণ্যভীতী দধানঃ।

করিয়া, সেই প্রোক্ষণীপাত্রের জল দ্বারা নিজেকে ও পূজার উপকরণকে মূলমন্ত্রে তিনবার অভ্যুক্ষণ করিয়া, পীঠের উত্তরে গুরুপঙ্‌ক্তির পূজা করিবেন। সেই পীঠ পূজা হইতেছে যেমন—বায়ুকোণ হইতে ঈশান কোণ পর্য্যন্ত ওঁ গুরুভ্যো নমঃ। এইরূপ পরম-গুরুভ্যো নমঃ, পরাপর-গুরুভ্যো নমঃ, পরমেষ্ঠি-গুরুভ্যো নমঃ।

ত্রিপুরা প্রভৃতি বিষয়ে কিন্তু বিশেষ গুরু পূজা বলিব। তাহার পর পীঠমধ্যে ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ হইতে কল্পবৃক্ষায় নমঃ পর্য্যন্ত মূলোক্ত প্রকারে পূজা করিবেন। পরে অগ্নিকোণে—ওঁ ধর্মায় নমঃ। নৈঋ‌র্ত, বায়ু ও ঈশান কোণে ওঁ জ্ঞানায় নমঃ, ওঁ বৈরাগ্যায় নমঃ, ঐশ্বর্য্যায় নমঃ। পূর্বাদি চারিদিকে—ওঁ অধর্মায় নমঃ, ওঁ অজ্ঞানায় নমঃ, ওঁ অবৈরাগ্যায় নমঃ, ওঁ অনৈশ্বর্য্যায় নমঃ। হৃদয় মধ্যে—ওঁ অনন্তায় নমঃ, ওঁ পদ্মায় নমঃ, ওঁ অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ, ওঁ উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ। ওঁ মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ, ওঁ সং সত্ত্বায় নমঃ, ওঁ রং রজসে নমঃ, ওঁ তং তমসে নমঃ, ওঁ আং আত্মনে নমঃ, ওঁ অং অন্তরাত্মনে নমঃ, ওঁ পং পরমাত্মনে ননঃ। ওঁ হ্রীং জ্ঞানাত্মনে নমঃ মন্ত্রে পূজা করিয়া পূর্বাদিকেসর সমূহে ও মধ্যে তত্তৎকল্পোক্ত পীঠ শক্তির পূজা করিয়া, মধ্যে পীঠ মনুর পূজা করিবেন। ৪০

দীপিকায় বলিয়াছেন—প্রথমে পীঠের উত্তরে বায়ুকোণ হইতে ঈশান কোণ পর্য্যন্ত গুরুপঙ্‌ক্তি সমূহের পূজা করিবেন। অন্যত্রও করপদ্মে পাশ, দন্ত, সৃণি,

---

১। খ—এবং পাঠো নাস্তি। ২। খ—অনন্তাহ্রীমিতি। ৩। ক—ইত'ন্তেন।

আরভ্যাধারশক্ত্যাদ্যমরচরণপাহ্বধ্যতো মধ্যভাগে
ধর্মাদীন্ বহ্নি-রক্ষঃ-পবন-শিবগতান্ দিক্ষ্বধর্মাদিকাংশ্চ ॥ ৪১
মধ্যে শেষাব্জবিম্ব-ত্রিতয়-গুণগণাত্মব্রজং কেশরাণাং
মধ্যে মধ্যে চ শক্তীর্নব সমভিযজেৎ পীঠমন্ত্রেণ ভূয়ঃ ॥ ৪২

অমরচরণপঃ—সুরবৃক্ষঃ কল্পবৃক্ষ ইত্যর্থঃ। অব্জং—পদ্মম্। বিম্বত্রিতয়ং—সূর্য্য-সোমাগ্নি-মণ্ডলাত্মকম্। গুণগণং—সত্ত্বাদিকম্। আত্মব্রজং—আত্ম-চতুষ্টয়ম্। তারাদি-বিদ্যায়ান্তু বিশেষো বক্তব্যঃ। পূর্বাদিঙ্ নিয়মস্তু যামলে (৪৩)—

পূজ্য-পূজকয়োর্মধ্যং প্রাচীতি কীর্ত্ত্যতে বুধৈঃ।
তদ্দক্ষিণং দক্ষিণং স্যাদুত্তরং চোত্তরং মতম্।
পৃষ্ঠন্তু পশ্চিমং জ্ঞেয়ং সর্বত্রৈবং প্রয়োজয়েৎ ॥ ৪৪

শাম্ভবীয়ে—স্বসম্মুখো ভবেৎ প্রাচী দেবীপৃষ্ঠন্তু পশ্চিমম্।
সব্যন্তু দক্ষিণং বিদ্যাদ্ দক্ষিণং সব্যমেব চ ॥ ৪৫

সব্যং বামম্, উত্তরমিতি যাবৎ[১]। ততঃ পুনর্ধ্যাত্বা যন্ত্রাদাবাবাহয়েৎ। যথা

অভয় মুদ্রাধারী অম্বিকেয়ও (গণেশও) পূজ্য। পরে পীঠের মধ্যভাগে আধার শক্তি প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া অমর চরণ (কল্পবৃক্ষ) অবধি (পর্য্যন্ত) পূজা করিবেন। বহ্নিকোণ, রক্ষঃ (নির্ঋতি) কোণ, বায়ুকোণ ও ঈশান কোণে ধর্মাদিকে এবং পূর্বাদি দিক্ সমূহে অধর্মাদিকে পূজা করিবেন। পীঠের মধ্যে শেষ (অনন্ত), অব্জ (পদ্ম), বিম্বত্রিতয় (সূর্য্যমণ্ডল, সোমমণ্ডল ও বহ্নিমণ্ডল), গুণ সমূহ (সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ) আত্মসমূহের মধ্যে আত্মা, অন্তরাত্মা, পরমাত্মা ও জ্ঞানাত্মাকে পূজা করিবেন। কেশরের মধ্যে পুনরায় পীঠমন্ত্রের সহিত নবশক্তি পূজা করিবেন। ৪১-৪২

অমরচরণ—সুরবৃক্ষ—কল্পবৃক্ষ এই অর্থ। অব্জ—পদ্ম। বিম্বত্রিতয়—সূর্য্য, সোম ও বহ্নিরূপ মণ্ডলত্রয়। গুণগণ—সত্ত্বাদি গুণত্রয়। আত্মব্রজ—আত্ম-চতুষ্টয়। তারাদি বিদ্যায় বিশেষ বলিব। পূজায় পূর্বাদি দিকের নিয়ম যামলে এই বলিয়াছেন (৪৩)—

পূজ্য ও পূজকের মধ্যদেশ পূর্বদিক্ নামে পণ্ডিতগণ কর্তৃক কীর্ত্তিত হইয়াছে। তাঁহার দক্ষিণ দেশটি দক্ষিণ এবং উত্তর (বাম) দেশটি উত্তরদিক্ এবং পৃষ্ঠটি পশ্চিম দিক্ জানিবে। সর্বত্র এইরূপে পূজা প্রয়োগ করিবেন। ৫৪

শাম্ভবীয়ে বলিয়াছেন—সাধকের সম্মুখভাগটি পূর্ব, দেবীর পৃষ্ঠভাগ পশ্চিম, সাধকের সব্য (বাম) ভাগটি দক্ষিণ এবং দক্ষিণটি সব্য (বাম—উত্তর) জানিবেন। ৪৫

তাহার পর পুনরায় ধ্যান করিয়া যন্ত্রাদিতে আবাহন করিবেন। যেমন—মূলমন্ত্র

মূলমন্ত্রমুচ্চারয়ন্ অমুক ইহাবহ ইহাবহ, ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ, ইহ সন্নিধেহি, ইহ সন্নিরুধ্যস্ব, অত্রাধিষ্ঠানং করু, মম পূজাং গৃহাণ[২] ইত্যাবাহনাদিকং কৃত্বা, হুমিত্যবগুণ্ঠ্য, দেবতাঙ্গে ষড়ঙ্গন্যাসং কৃত্বা, বমিতি ধেনুমুদ্রয়াঽমৃতীকৃত্য; পরমীকরণমুদ্রয়া পরমীকরণং কুর্য্যাৎ[৩]। যথা আগমকল্পদ্রুমে (৪৬)—

মূলমন্ত্রং সমুচ্চার্য্য সুষুম্না-বর্ত্মনা সুধীঃ।
আনীয় তেজঃ স্বস্থানান্ নাসিকারন্ধ্র-নির্গতম্ ॥ ৪৭
করস্থ-মাতৃকাম্ভোজে চৈতন্যং পুষ্পসঞ্চয়ে।
সংযোজ্য যন্ত্রমধ্যে তৎ সংস্থাপ্যাবাহয়েৎ ততঃ ॥ ৪৮

কালিকাপুরাণে—রক্তপুষ্পং গৃহীত্বা তু করাভ্যাং পাণিকচ্ছপম্।
বদ্ধ্বা পশ্চাৎ ততঃ কুর্য্যাদ্ দহন-প্লবনাদিকম্ ॥ ৪৯
বামহস্তস্য তর্জন্যা দক্ষিণস্য কনিষ্ঠয়া।
তথা দক্ষিণ-তর্জন্যা বামাঙ্গুষ্ঠেন যোজয়েৎ ॥ ৫০
উন্নতং দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠং বামস্য মধ্যমাদিকাঃ।
অঙ্গুলীর্যোজয়েৎ পৃষ্ঠে দক্ষিণস্য করস্য চ ॥ ৫১
বামস্য পিতৃতীর্থেন মধ্যমানামিকে তথা।

উচ্চারণ করিতে করিতে মূলোক্ত আবাহনাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া আবাহনাদি করিয়া হুং এই মন্ত্রে অবগুণ্ঠন করিয়া, দেবতার অঙ্গে ষড়ঙ্গন্যাস করিয়া, বং এই মন্ত্রে ধেনুমুদ্রা দ্বারা অমৃতীকরণ করিয়া পরমীকরণ মুদ্রায় পরমীকরণ করিবেন। আগমকল্পদ্রুমে যেমন বলিয়াছেন (৪৬)—

সুধী সাধক মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া সুষুম্না পথে স্বস্থান হইতে চৈতন্যরূপ তেজঃকে আনিয়া নাসিকারন্ধ্র নির্গত সেই তেজঃকে করস্থ মাতৃকাপদ্মরূপ পুষ্প সমূহে সংযুক্ত করিয়া যন্ত্র মধ্যে সেই পুষ্পকে রাখিয়া তাহার পর আবাহনাদি করিবেন। ৪৭-৪৮

কালিকাপুরাণে বলিয়াছেন—রক্তপুষ্প দুই হাতের দ্বারা গ্রহণ করিয়া পানিকচ্ছপ (কূর্মমুদ্রা) বন্ধন করিয়া তাহার পর দহন প্লবনাদি করিবেন। ৪৯

দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠার সহিত বাম হাতের তর্জনীর এবং বাম হাতের অঙ্গুষ্ঠের সহিত দক্ষিণ হস্তের তর্জনীর সংযোগ করিবে। দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠকে উন্নত করিবেন। দক্ষিণ হস্তের পৃষ্ঠে বামহাতে মধ্যমাদি তিনটি অঙ্গুলিকে যুক্ত করিবে। বাম হাতের

১। খ—শাম্ভবীয়ে ইত্যাদি যাবদিত্যন্তঃ পাঠো নাস্তি। ২। ক+খ—অত্রেত্যাদি গৃহাণেত্যন্তঃ পাঠো নাস্তি। কিন্তু প্রয়োগ এবং পাঠঃ পঠ্যতে। ৩। খ—পরমীকুর্য্যাৎ।

অধোমুখে তে তু কুর্য্যাদ্ দক্ষিণস্থ করস্থ চ ॥ ৫২
কূর্মপৃষ্ঠসমং কুর্য্যাদ্ দক্ষিণস্থ চ হস্ততঃ।
এবং বদ্ধং সদা সিদ্ধিং দদাতি পাণিকচ্ছপম্ ॥ ৫৩
কুর্য্যাৎ তু হৃদয়াসন্নে নিমীল্য নয়ন-দ্বয়ম্।
সমং কায়-শিরো-গ্রীবং কৃত্বা স্থিরতমো বুধঃ।
ধ্যানং সমারভেদ্ দেব্যা দাহ-প্লবন-পূর্বকম্ ॥ ৫৪

দাহ-প্লবন-পূর্বকমিতি পৃথিবীং জলে জলং তেজসি তেজো বায়ৌ বায়ুমাকাশে ইতি ক্রমেণ তত্ত্বৈঃ সহ স্বহৃদয়াসন্ন-দেবতানয়ন-পূর্বকমিত্যর্থঃ। আবাহন্যাদি-মুদ্রাশ্চ মুদ্রাপ্রকরণে বক্তব্যাঃ। ৫৫

অবিশেষে যন্ত্রনিয়মস্তু মৎস্যসূক্তে—

অনুক্তকল্পে যন্ত্রন্তু লিখেৎ পদ্মং দলাষ্টকম্।
ষট্কোণ-কর্ণিকং[১] তত্র বেদ-দ্বারোপশোভিতম্ ॥ ৫৬

অথ যন্ত্রং ধৃত্বা প্রাণপ্রতিষ্ঠাং[২] কুর্য্যাৎ। সা যথা শারদায়াম্—

পিতৃতীর্থে দক্ষিণ হস্তের মধ্যমা ও অনামিকাকে অধোমুখে সংযুক্ত করিবেন। দক্ষিণের হস্তটিকে কূর্মপৃষ্ঠ সদৃশ করিবেন। এই প্রকারে পাণিকচ্ছপ বদ্ধ হইলে সর্বদা সিদ্ধি দান করে। ৫০-৫৩

পণ্ডিত সাধক দেহ, মস্তক ও গ্রীবাকে সম (সরল) করিয়া স্থিরতম হইয়া নয়ন দ্বয়কে মুদ্রিত করিয়া হৃদয়ের নিকটে পাণিকচ্ছপ (কূর্মমুদ্রা) করিবেন। দহন প্লবনপূর্বক দেবীর ধ্যান করিবেন। ৫৪

দাহ-প্লবন-পূর্বকম্ এই কথার এই অর্থ—পৃথিবীকে জলে, জলকে তেজে, তেজকে বায়ুতে, বায়ুকে আকাশে এই ক্রমে তত্ত্ব সমূহের সহিত নিজ হৃদয়ে আসন্ন দেবতার আনয়ন পূর্বক। আবাহনাদি মুদ্রাগুলি মুদ্রা প্রকরণে বলিব। ৫৫

অবিশেষে অর্থাৎ সর্বদেবতা সাধারণ যন্ত্রের নির্মাণের নিয়ম মৎস্যসূক্তে এইরূপ উক্ত হইয়াছে—

অনুক্ত কল্পে অর্থাৎ বিশেষ উক্ত না হইলে অষ্টদল যুক্ত পদ্ম অঙ্কন করিবেন। সেই পদ্মে কর্ণিকাটি ষট্‌কোণ যুক্ত হইবে এবং চারিটি দ্বারের দ্বারা উপশোভিত হইবে। ৫৬

অনন্তর যন্ত্র ধারণ করিয়া প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিবেন। শারদাতিলকে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা

১। খ—ষট্‌কোণে কর্ণিকং। ২। খ—ততঃ প্রাণপ্রতিষ্ঠাং কৃত্বা যথা শক্ত্যুপচারৈঃ পূজয়েৎ। তত্রাপি পুষ্পপর্য্যন্তমুপচারমিতি পাঠঃ।

পাশাঙ্কুশ-পুটাশক্তির্বাণী বিন্দুবিভূষিতা।
যাদ্যাঃ সপ্ত সকারান্তা ব্যোম সত্যেন্দু-সংযুতম্ ॥ ৫৭

তদন্তে হংসমন্ত্রঃ স্যাৎ ততোঽমুষ্য-পদং বদেৎ।
প্রাণা ইতি বদেৎ পশ্চাদিহ প্রাণাস্ততঃ পরম্ ॥ ৫৮

অমুষ্য জীব ইহ চ স্থিতোঽমুষ্য-পদং বদেৎ।
সর্বেন্দ্রিয়াণ্যমুষ্যান্তে বাঙ্-মনশ্চক্ষুরন্ততঃ ॥ ৫৯

শ্রোত্র-ঘ্রাণপদে প্রাণা ইহাগত্য সুখং চিরম্।
তিষ্ঠন্ত্বগ্নিবধূরন্তে প্রাণমন্ত্রোঽয়মীরিতঃ ॥ ৬০

প্রত্যমুষ্য-পদাৎ পূর্বং পাশাদীনি নিয়োজয়েৎ।
প্রয়োগেষু সমাখ্যাতঃ প্রাণমন্ত্রো মনীষিভিঃ ॥ ৬১

অস্যার্থঃ—বাণী যকারঃ, "যো বাণী বসুধা বায়ু"রিতি শাসনাৎ। যাদ্যা ইতি উদ্ধৃত-যকারমাদাবৈ সপ্ত, ন তু তদ্ভিন্নং পৃথগ্‌বীজমপি, পৃথগ্‌ উদ্ধারস্তু সপ্তানামপি সবিন্দুতা-খ্যাপনায়। অন্যত্রাপি—"অঙ্কুশ-বায়্বনলাবনিবরুণ-বীজানী"ত্যুক্তম্। অত্র বীজত্বেন সর্বেষাং সবিন্দুত্বমিতি রাঘবভট্টঃ। কেচিৎ তু

যেমন বলিয়াছেন—শক্তিবীজটি (হ্রীং) পাশবীজ (আং) ও অঙ্কুশবীজের (ক্রোং) দ্বারা পুটিত হইবে। বাণী (য) বিন্দু বিভূষিত হইবে—য হইতে স পর্য্যন্ত সাতটি বিন্দুযুক্ত হইবে। ব্যোম (হ) সত্য (ও) এবং বিন্দু (ং) সংযুক্ত হইবে। ৫৭

তাহার অন্তে (পরে) হংস মন্ত্র হইবে। তাহার পর অমুষ্য পদ বলিবেন। পরে প্রাণা এই পদ, তাহার পরে ইহ প্রাণা, তাহার পর অমুষ্য জীব ও ইহ স্থিত, তাহার পর অমুষ্য পদ বলিবেন। পরে সর্বেন্দ্রিয়াণি, অমুষ্য পদের অন্তে বাঙ্‌মনশ্চক্ষুঃ পদের পর অন্তে শ্রোত্র ও ঘ্রাণ দুইটি পদ, প্রাণা ইহাগত্য সুখং চিরং তিষ্ঠন্তু ও অন্তে অগ্নিবধূ (স্বাহা) বলিবেন। এইটি প্রাণমন্ত্র কথিত হইয়াছে। ৫৮-৬০

প্রতি অমুষ্য পদের পূর্বে ওঁ আং হইতে হংস পর্য্যন্ত পাশাদি প্রয়োগ করিবেন। প্রাণ প্রয়োগে (প্রতিষ্ঠায়) মনীষিগণ কর্তৃক ইহা প্রাণমন্ত্র কথিত হইয়াছে। ৬১

এই শ্লোকগুলির অর্থ—বাণী—যকার; যেহেতু "য, বাণী, বসুধা, বায়ু"—এই কোষ আছে। যাদ্যা এই কথার অর্থ—উদ্ধৃত য-কারকে লইয়া সাতটি; কিন্তু তদ্ভিন্ন পৃথক্ যং বীজও নহে। পৃথক্ উদ্ধার কিন্তু সাতটির সবিন্দুত্ব খ্যাপনের জন্য। অঙ্কুশ (ক্রোং) বায়ুবীজ (যং), অগ্নিবীজ (রং), পৃথিবীবীজ (লং), বরুণবীজ (বং) ইহা উক্ত

বাণী বিন্দু-বিভূষিতা ইতি সবিসর্গ-পদং যাদ্যা ইত্যস্য বিশেষণম্, তত্র বাণী নাদঃ, "অর্দ্ধমাত্রা কলা-বাণী-নাদোঽর্দ্ধেন্দুঃ সদাশিবঃ"। ইতি শাসনাৎ।

ব্যোম—হকারঃ। সত্যঃ—ওকারঃ। ইন্দুঃ—বিন্দুঃ, তেন হোমিতি। প্রপঞ্চসারেঽপি (৬২)—

পাশাঙ্কুশান্তরিতশক্তিমনুং পুরস্তাদুচ্চার্য্য যাদিবসুবর্ণ-গুণং সহংসম্।

ইত্যুক্তম্। তত্র গুণমিত্যনেন হোমিতি পদ্মপাদাচার্য্যৈর্ব্যাখ্যাতম্। অগ্নিবধূঃ স্বাহা। তেন আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হোঁ হংসঃ অমুষ্য প্রাণা ইহ প্রাণাঃ। আমিত্যাদি অমুষ্য জীব ইহ স্থিতঃ। আমিত্যাদি অমুষ্য সর্বেন্দ্রিয়াণি। আমিত্যাদি অমুষ্য বাঙ্-মনশ্চক্ষুঃ-শ্রোত্র-ঘ্রাণ-প্রাণা ইহাগত্য সুখং চিরং তিষ্ঠন্তু স্বাহা ইতি মন্ত্রঃ। ৬৩

নারায়ণীয়তন্ত্রে—অদঃপদং হি যদ্রূপং যত্র মন্ত্রেঽভিদৃশ্যতে।
সাধ্যাভিধানং তদ্রূপং তত্র স্থানে নিয়োজয়েৎ॥ ইতি। ৬৪

ততো যথাশক্তিপুষ্পপর্য্যন্তমুপচারান্ তত্তন্মন্ত্রেণ দত্ত্বা ষড়ঙ্গেন পূজয়েৎ

হইয়াছে। এই স্থলে য-কারাদি বীজ বলিয়া সকলেই বিন্দুযুক্ত হইবে, ইহা রাঘব ভট্ট বলিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন—বাণী-বিন্দু-বিভূষিতাঃ এইটি সবিসর্গ পদ। উহা যাদ্যা এই পদের বিশেষণ। এস্থলে বাণী হইতেছে নাদ; যেহেতু অর্দ্ধমাত্রা, কলা, বাণী, নাদ, অর্দ্ধেন্দু ও সদাশিব—এই কোষ আছে। ব্যোম—হকার। সত্য—ওকার, ইন্দু—ং। তাহাতে হোং এই হয়। প্রপঞ্চসারেও এই বলিয়াছেন (৬২)—

পাশ ও অঙ্কুশের দ্বারা অন্তরিত (পুটিত) শক্তিবীজের পরে সহংস (হংসমন্ত্রের সহিত) যাদি বসু (আটটি) বর্ণ ও গুণকে উচ্চারণ করিয়া। এস্থলে পাদ্মপাদাচার্য্য গুণম্ এই পদের দ্বারা হোং বুঝায়, এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অগ্নিবধূ—স্বাহা। তাহাতে এই মন্ত্র হয়—আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হোং হংসঃ অমুষ্য প্রাণা ইহ প্রাণাঃ। আমিত্যাদি অমুষ্য জীব ইহ স্থিতঃ। আমিত্যাদি অমুষ্য সর্বেন্দ্রিয়াণি। আমিত্যাদি অমুষ্য বাঙ্-মনশ্চক্ষুঃ-শ্রোত্র-ঘ্রাণা-প্রাণা ইহাগত্য সুখং চিরং তিষ্ঠন্তু স্বাহা। ৬৩

নারায়ণীয় তন্ত্রে বলিয়াছেন—যে মন্ত্রে অদস্ শব্দের যে বিভক্তির রূপ (অমুষ্য) দেখা যায়, সেই স্থানে সাধ্য (উপাসনীয় দেবতা) নামের সেই বিভক্তির রূপ প্রয়োগ করিবেন। যেমন—নারায়ণস্য, শিবস্য, শ্রীভগবদ্ দুর্গায়াঃ ইত্যাদি। ৬৪

তাহার পর যথাশক্তি পুষ্প পর্য্যন্ত উপচারগুলিকে সেই সেই পূজনীয় দেবতার

ততো মূর্দ্ধ-হৃদ্-গুহ্য-পাদ-সর্বাঙ্গেষু মূলেন পঞ্চপুষ্পাঞ্জলীন্ দত্ত্বা তত্তৎকল্পোক্তা-বরণানি-পূজয়েৎ[১]। অথ ধূপাদি বিসর্জনান্তং কর্ম। তত্রাদৌ ধূপমুৎসৃজ্য ওঁ জয়ধ্বনিমন্ত্রমাতঃ স্বাহেতি পুষ্পাক্ষতৈর্ঘণ্টাং সম্পূজ্য, বামহস্তেন তাং বাদয়ন্ তত্তন্মন্ত্রেণ নীচৈর্ধূপং দদ্যাৎ, দৃষ্টিপর্য্যন্তং দীপম। ততো মূলেন পুষ্পাঞ্জলিত্রয়ং দত্ত্বা, নৈবেদ্যং[২] ফড়িতি সংপ্রোক্ষ্য, চক্রমুদ্রয়াঽভিরক্ষ্য, তদুপরি মূলমষ্টধা জপ্ত্বা ধেনুমুদ্রয়াঽমৃতীকৃত্য মূলমুচ্চার্য্য[৩] দদ্যাৎ। ততঃ পুনরাচমনীয়ং দত্ত্বা, তাম্বূলং দদ্যাৎ। সর্বমুপচারমর্ঘ্যজলেনৈবোৎসৃজ্য দদ্যাৎ। ৬৫

যৎ তোয়মর্ঘ্যপাত্রস্থ্য তন্নিধায়[৪] নিবেদয়েৎ।
অন্যতোয়ৈস্তদুৎসৃষ্টমর্ঘ্যপাত্রস্থিতেতরৈঃ।
ন গৃহ্নাতি মহাদেবী দত্তং বিধিশতৈরপি॥ ৬৬

ইতি বচনাৎ। বৈষ্ণবে তু নৈবেদ্যে বিশেষো বাচ্যঃ। ততঃ সপরিবার-

মন্ত্রে দান করিয়া ষড়ঙ্গের দ্বারা পূজা করিবেন। তাহার পর মস্তক, হৃদয়, গুহ্য, পাদ ও সর্বাঙ্গে মূল মন্ত্রে পাঁচ বার পুষ্পাঞ্জলি দিয়া সেই দেবতার কল্পোক্ত আবরণ দেবতা-সমূহের পূজা করিবেন।

অনন্তর ধূপ হইতে বিসর্জন পর্য্যন্ত কর্ম কথিত হইতেছে। তন্মধ্যে প্রথমে ধূপকে উৎসর্গ করিয়া "ওঁ জয়ধ্বনি মন্ত্রমাতঃ স্বাহা" এই মন্ত্রে গন্ধ, পুষ্প, অক্ষত দ্বারা ঘণ্টাকে পূজা করিয়া, বাম হাতে সেই ঘণ্টাকে বাজাইতে বাজাইতে সেই সেই দেবতার মন্ত্রে নিম্ন দেশে ধূপ দিবেন এবং এইরূপে দেবতার দৃষ্টি পর্য্যন্ত দীপ দিবেন। তাহার পর মূল মন্ত্রে তিন বার পুষ্পাঞ্জলি দিয়া, নৈবেদ্যকে ফট্ মন্ত্রে প্রোক্ষণ করিয়া, চক্রমুদ্রা দ্বারা রক্ষা করিয়া, নৈবেদ্যের উপরে মূলমন্ত্র ৮ বার জপ করিয়া, ধেনু মুদ্রা দ্বারা অমৃতীকরণ করিয়া, মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া দিবেন। পরে পুনরায় আচমন দিয়া তাম্বূল দিবেন। সমস্ত উপচার অর্ঘ্যজলের দ্বারা উৎসর্গ করিয়া দিবেন। যেহেতু এই বচন আছে—

অর্ঘ্যপাত্রের যে জল, সেই জলের দ্বারা প্রোক্ষণ করিয়া নিবেদন করিবেন। অর্ঘ্যপাত্র স্থিত জল ছাড়া অন্য পাত্রস্থিত জল বা অন্য জলের দ্বারা তাহা উৎসৃষ্ট হইলে শতবিধি দ্বারা প্রদত্ত হইলেও দেবী তাহা গ্রহণ করেন না। ৬৫-৬৬

বিষ্ণুপূজায় নৈবেদ্য বিষয়ে বিশেষ পরে কথিত হইবে। তাহার পর সপরিপার

১। খ—তত্তৎকল্পোক্তমাবরণং পূজয়েৎ। ততো জয়ধ্বনি মন্ত্রেতি পাঠঃ। ২। খ—নৈবেদ্য-মানায়। ৩। খ—মূলমুচ্চার্য্য নৈবেদ্যং দদ্যা। ৪। খ—তন্নিধায়।

দেবতাং গন্ধাদিভিরভ্যর্চ্চ্য, নৃত্যগীতৈঃ সন্তোষ্য, জয় জয়েত্যুক্ত্বা বিশেষার্ঘ্যং দত্ত্বা, মূলেন পুষ্পাঞ্জলিং দদ্যাৎ[১]। ততশ্চ চুলুকোদক মাদায় ওঁ ইতঃ পূর্বং প্রাণ-বুদ্ধি-দেহ-ধর্মাধিকারতো জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্ত্যবস্থাসু মনসা বাচা কর্মণা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না যৎ কৃতং যদুক্তং যৎ স্মৃতং ময়া সর্বং তদ্ ব্রহ্মার্পণমস্তু স্বাহা, ওঁ মাং মদীয়ং চ সকলং অমুকদেবতায়ৈ সমর্পয়ে ওঁ তৎসৎ। ইত্যাত্মানং সমর্পয়েৎ। ৬৭

তদুক্তং— ইতঃ পূর্বমিতি প্রোচ্য প্রাণ-বুদ্ধীতি চোচ্চরেৎ।
দেহ-ধর্মাধিকারতো জাগ্রৎ স্বপ্ন-সুষুপ্তি চ ॥ ৬৮
অবস্থাসু মনসা বাচা সংপ্রোচ্য কর্মণেতি চ।
হস্তাভ্যামথ পদ্ভ্যাস্তু তথোদরেণ সংস্মরেৎ[২] ॥ ৬৯
শিশ্না যৎ কৃতমিতি যদুক্তং যৎ স্মৃতং ময়া।
সর্বমিত্যপি তদ্ ব্রহ্মার্পণমস্ত্বগ্নি-বল্লভা ॥ ৭০
প্রণবং মাং মদীয়ঞ্চ সকলং সাধ্য-দেবতাম্।
ঙেন্তাং সমর্পয়ে তারং তৎসদাত্মার্পণে মনুঃ ॥ ৭১

ইতি। শ্যামারহস্যে—নমস্কারানন্তরং বা আত্মসমর্পণম্। ততোঽষ্টোত্তর-

---

দেবতাকে গন্ধাদি দ্বারা অর্চনা করিয়া, নৃত্যগীত দ্বারা দেবতার সন্তোষ বিধান করিয়া "জয় জয়" এই বলিয়া বিশেষার্ঘ্য দিয়া মূলমন্ত্রে পুষ্পাঞ্জলি দিবেন। তাহার পর এক চুলুক (গণ্ডূষ) জল লইয়া ওঁ ইতঃ পূর্বং ইত্যাদি মূলোক্ত মন্ত্রে আত্মসমর্পণ করিবেন। ৬৭

সেই আত্মসমর্পণ মন্ত্র এইরূপ কথিত হইয়াছে—"ইতঃ পূর্বং এই বলিয়া "প্রাণবুদ্ধি" এই বলিবেন। তাহার পর "দেহধর্মাধিকাতো জাগৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্ত্যবস্থাসু মনসা বাচা" এই বলিয়া "কর্মণা" এই বলিয়া "হস্তাভ্যাং" অনন্তর "পদ্ভ্যাং", সেইরূপ "উদরেণ" এইরূপ স্মরণ (উচ্চারণ) করিবেন। পরে "শিশ্না যৎ কৃতং" এই বলিয়া "যদুক্তং যৎ স্মৃতং ময়া সর্বং" ইহাও বলিয়া "তদ্ ব্রহ্মার্পণমস্তু স্বাহা" বলিবেন। পরে "ওঁ মাং মদীয়ঞ্চ সকলং" "ঙে-বিভক্তিযুক্ত সাধ্যদেবতাকে অর্থাৎ" অমুকদেবতায়ৈ সমর্পয়ে ওঁ তৎসৎ। ইহা আত্মসমর্পণের মন্ত্র। ৬৮-৭১

শ্যামারহস্যে বলিয়াছেন—অথবা নমস্কারের অনন্তর আত্মসমর্পণ কর্তব্য। তাহার

১। খ—পুষ্পাঞ্জলিং দদ্যাৎ। দানে তু আদৌ মন্ত্রং সমুচ্চার্য্য পশ্চাদ্ দেয়ং সমুচ্চরেৎ। সম্প্রদানং তদন্তে তু ত্যাগার্থক-পদং ততঃ॥ এবং ক্রমেণ দেবেশি! উপচারান্ প্রকল্পয়েৎ। ইতি কুলার্ণববচনাৎ প্রীতিরবগন্তব্যা। ততশ্চ চুলুকমাদায়েত্তি পাঠঃ। ২। খ—সংপূরেৎ।

সহস্রং শতং বা জপ্ত্বা—ওঁ গুহ্যাতিগুহ্য-গোপ্তা ত্বং গৃহাণাহস্মৎ-কৃতং জপম্। সিদ্ধির্ভবতু মে দেব ত্বং প্রসাদাৎ ত্বয়ি-স্থিতে[১] ॥ ইতি দেবস্য দক্ষিণে দেব্যা বামহস্তে জপং সমর্পয়েৎ। ৭২

দেবস্য দক্ষিণে হস্তে পুষ্পাক্ষত-জলৈঃ সহঃ।
জপং সমর্পয়েদ্ দেব্যা বামহস্তে বিচক্ষণঃ ॥ ৭৩

ইতি বচনাৎ। দেবী-বিষয়ে গোপত্রীতি দেবীতি চ বক্তব্যম্। স্থিত ইত্যস্যাধ্যাহৃতে জপে বিশেষণতয়া যুক্তার্থত্বান্ ন পদান্তরোহঃ, সম্বোধ্য-বিশেষণত্বে বৈয়র্থ্যাদিতি ধ্যেয়ম্। তত আলতিকাং দত্ত্বা স্তুত্বা প্রণমেৎ। অতো দেবতাঙ্গে আবরণানি বিলাপ্য, ক্ষমস্বেতি বিসর্জনং কুর্যাৎ। ৭৪

শক্তি-বিষয়ে কালিকাপুরাণম্—

যোনিমুদ্রাং ততঃ পশ্চাদ্ দর্শয়িত্বা বিসর্জয়েৎ। ইতি। ৭৫
ত্রিবারং দর্শয়েদগ্রে মূলমন্ত্রেণ সাধকঃ।
তাং মুদ্রাং শিরসি ন্যস্য মণ্ডলং বিন্যসেৎ ততঃ ॥

পর ১০০৮ বার অথবা ১০৮ বার জপ করিয়া "ওঁ গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্তা" ইত্যাদি মূলোক্ত মন্ত্রে দেবের দক্ষিণ হস্তে ও দেবীর বামহস্তে জপ সমর্পণ করিবেন। ৭২

বিচক্ষণ সাধক পুষ্প, অক্ষত ও জলের সহিত দেবের দক্ষিণ হস্তে এবং দেবীর বামহস্তে জপ জপ সমর্পণ করিবে। ৭৩

যেহেতু এইরূপ বচন আছে। দেবী বিষয়ে গোপ্তা-স্থলে গোপ্‌ত্রী ও দেবী এই বলিবেন। স্থিতে এই পদটি অধ্যাহৃত জপে এই পদের বিশেষণ বলিয়া অর্থ যুক্তিযুক্ত হয়। এই হেতু অন্য পদের অধ্যাহার হইবে না। সম্বোধ্য দেবতার বিশেষণ হইলে ব্যর্থ হয়, ইহা চিন্তা করিবেন। তাহার পর আলতিকা (আলতা) দিয়া স্তুতিপাঠ করিয়া প্রণাম করিবেন। ইহার পর দেবতার অঙ্গে আবরণ দেবতাকে বিলীন করিয়া দিয়া "ক্ষমস্ব" এই বলিয়া বিসর্জন করিবেন। ৭৪

কালিকাপুরাণে শক্তি বিষয়ে বিসর্জনের রীতি এই বলিয়াছেন—

যোনিমুদ্রা দেখাইয়া তাহার পর বিসর্জন করিবেন। সাধক অগ্রে মূলমন্ত্রে তিন বার যোনিমুদ্রা দেখাইয়া মস্তকে সেই মুদ্রা স্থাপন করিয়া পরে ত্রিকোণ মণ্ডলে

১। খ—স্থিতে ইত্যনন্তরং অন্যত্র গোপ্‌ত্রী দেবি ইতি বিশেষঃ। ইতি জপং স্তুত্বা নত্বা প্রণমেৎ। ততো দেবতাঙ্গে আবরণানীতি পাঠঃ।

উদকে তরুমূলে বা নির্মাল্যং তস্য সংত্যজেৎ ॥ ইতি চ। ৭৬

ততঃ সংহারমুদ্রয়া তত্তেজঃ পুষ্পেণ সার্দ্ধং হৃদয়মানয়েৎ। তন্ত্রে—

নিধায় দেবতাং পশ্চাৎ স্বীয়-হৃৎ-সরসিরুহে।

সুষুম্না বর্ত্মনা পুষ্পমাঘ্রায়োদ্‌বাসয়েৎ ততঃ ॥ ৭৭

উদ্বাসয়েৎ—ত্যজেৎ[১]। ততঃ—ঐশান্যাং মণ্ডলং কৃত্বা নির্মাল্যেন প্রপূজয়েৎ। যথা[২]—বিষ্ণৌ বিষ্বক্‌সেনায় নমঃ। শক্তৌ—শেষিকায়ৈ। শিবে—চণ্ডেশ্বরায়। সূর্য্যে—তেজশ্চণ্ডায়। গণেশে—উচ্ছিষ্ট-গণেশায়। শ্যামাদৌ—উচ্ছিষ্ট-চাণ্ডালিন্যৈ। তথাচ (৭৮)—

বিষ্বক্‌সেনঃ স্মৃতো বিষ্ণোস্তেজশ্চণ্ডো বিবস্বতঃ।

তথা বিমলেন্দ্রনিবন্ধে—সূর্য্যে গণপতাবুগ্রে শাক্তে শৈবেঽথ বৈষ্ণবে।

তেজশ্চণ্ডমথোচ্ছিষ্ট-সোজমুচ্ছিষ্টপূর্বিকাম্ ॥

চাণ্ডালীং শেষিকাং চণ্ডং বিষ্বক্‌সেনং ক্রমাদ্ যজেৎ ॥ ৭৯

উগ্রে—কালিকাদৌ। উনা শিবেন সহ বর্ত্ততে সোঃ দুর্গা তজ্জো গণেশঃ

নির্মাল্য স্থাপন করিবেন। বৃক্ষমূলে বা জলে তাঁহার নির্মাল্য ত্যাগ করিবেন। ৭৫-৭৬

তাহার পর সংহার মুদ্রায় পুষ্পের সহিত সেই তেজঃ হৃদয়ে আনিবেন। তন্ত্রে বলিয়াছেন—

পুষ্প আঘ্রাণ পূর্বক সুষুম্না নাড়ী পথে দেবতাকে লইয়া নিজের হৃৎপদ্মে স্থাপন করিয়া পুষ্প ত্যাগ করিবেন। ৭৭

উদ্বাসয়েৎ—ত্যজেৎ, ত্যাগ করিবেন। পরে ঈশানে মণ্ডল করিয়া নির্মাল্যের দ্বারা পূজা করিবেন। যেমন বিষ্ণু-বিষয়ে—ওঁ বিষ্বক্‌সেনায় নমঃ। শক্তি-বিষয়ে—শেষিকায়ৈ নমঃ। শিব-বিষয়ে—চণ্ডেশ্বরায় নমঃ। সূর্য্যবিষয়ে—তেজশ্চণ্ডায় নমঃ। গণেশ-বিষয়ে—উচ্ছিষ্ট-গণেশায় নমঃ। তন্ত্রে তাহাই বলিয়াছেন (৭৮)—

বিষ্ণুর বিষ্বক্‌সেন চণ্ড কথিত হইয়াছেন। সূর্য্যের চণ্ড—তেজশ্চণ্ড। বিমলেন্দ্র নিবন্ধেও তাহাই বলিয়াছেন—

সূর্য্যের, গণপতির, উগ্রার, শক্তি দেবতার, শিবের ও বিষ্ণুর চণ্ডকে যথাক্রমে তেজশ্চণ্ড, অনন্তর উচ্ছিষ্ট সোজ (গণেশ), উচ্ছিষ্ট চাণ্ডালী, শেষিকা, ও বিষ্বক্-সেন চণ্ডকে পূজা করিবেন। ৭৯

উগ্রে—কালিকাদি বিষয়ে। উনা অর্থাৎ শিবের সহিত বর্ত্তমান যে, তিনি সো

১। খ—ত্যজেৎ স্থলে বিসৃজেৎ। ২। ক—যথেত্যাদ্যুচ্ছিষ্টচাণ্ডালিন্যৈ ইত্যন্ত পাঠো নাস্তি।

উচ্ছিষ্টগণেশ ইত্যর্থঃ। ততঃ পাদোদকং পীত্বা, নৈবেদ্যং তত্তদ্দেবতা-ভক্তেভ্যো দত্ত্বা, শেষং স্বয়ং স্বীকৃত্য, যথাসুখং বিহরেদিতি। পূজা-সমাপ্তাবিমং কালিকাপুরাণীয়মন্ত্রং পঠেৎ (৮০)—

ওঁ যজ্ঞচ্ছিদ্রং তপশ্ছিদ্রং যচ্ছিদ্রং পূজনে মম।
সর্বং তদচ্ছিদ্রমস্তু ভাস্করস্য প্রসাদতঃ॥ ইতি। ৮১

মৎস্যসূক্তে— অনিবেদ্য ন ভুঞ্জীত মৎস্য-মাংসাদিকঞ্চ যৎ।
অন্নং বিষ্ঠা পয়ো মূত্রং যদ্বিষ্ণোরনিবেদিতম্॥ ৮২

বিষ্ণোরিত্যুপলক্ষণম্। তন্ত্রান্তরে—

নির্মাল্যং শিরসা ধার্য্যং সর্বাঙ্গে চানুলেপনম্।
নৈবেদ্যঞ্চোপভুঞ্জীত দত্ত্বা তদ্ভক্তি-শালিনে॥ ৮৩
দেবতার্চাবশিষ্টং যৎ সলিলং শঙ্খমধ্যগম্।
অঙ্গে লগ্নং[১] মনুষ্যাণাং ব্রহ্মহত্যাং ব্যপোহতি॥ ৮৪

ইতি সামান্যাহঃ-কৃত্যবিধিঃ। অথ সামান্যার্ঘ্যম্। যথা—

অর্থাৎ দুর্গা, তজ্জ অর্থাৎ তাহা হইতে জাত তজ্জ অর্থাৎ গণেশ, উচ্ছিষ্ট গণেশ এই অর্থ।

তাহার পর পাদোদক পান করিয়া, সেই দেবতার ভক্তগণকে নৈবেদ্য বিতরণ করিয়া, অবশিষ্ট নৈবেদ্য নিজে ভক্ষণ করিয়া যথাসুখে বিচরণ করিবেন। পূজা সমাপ্ত হইলে এই কালিকা পুরাণীয় মন্ত্রটি পাঠ করিবেন। মন্ত্রার্থ হইতেছে—

যজ্ঞচ্ছিদ্র, তপশ্ছিদ্র আমার পূজায় আর যে ছিদ্র, সেই সমস্ত ছিদ্রই ভাস্করের প্রসাদে অচ্ছিদ্র হউক। ৮০-৮১

মৎস্য সূক্তে বলিয়াছেন—মৎস্য, মাংসাদি যে কোন খাদ্যকে নিবেদন না করিয়া খাইবে না। বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে অনিবেদিত অন্ন—বিষ্ঠা ও জল—মূত্র জানিবে। ৮২

বিষ্ণু এই পদটি উপাস্য দেবতা মাত্রের উপলক্ষণ। তন্ত্রান্তরে বলিয়াছেন—

নির্মাল্যকে মস্তকে ধারণ করিবে, সর্বাঙ্গে অনুলেপন করিবে। দেবতার ভক্তগণকে নৈবেদ্য বিতরণ করিয়া অবশিষ্ট নৈবেদ্য নিজে উপভোগ করিবে। ৮৩

দেবতার অর্চনার পর অবশিষ্ট শঙ্খ-মধ্য-গত জল অঙ্গলগ্ন হইলে মনুষ্যগণের ব্রহ্মহত্যা-জনিত পাপ নাশ করে। ৮৪

সামান্য অহঃ কৃত্য বিধি সমাপ্ত হইল। অনন্তর সামান্যার্ঘ্য কথিত হইতেছে। যেমন (৮৪)—

১। ক—অঙ্গলগ্নং।

ত্রিকোণ-বৃত্ত-ভূবিম্বং বিলিখ্য, ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ ইতি সম্পূজ্য, ফড়িতি পাত্রং প্রক্ষাল্য, সাধারং পাত্রং[1] তত্র নিধায়, নমঃ ইতি জলেনাপূর্য্য, অঙ্কুশ-মুদ্রয়া সূর্য্যমণ্ডলাৎ ওঁ গঙ্গে চেতি তীর্থমাবাহ্য, প্রণবেন গন্ধাদীন্নিক্ষিপ্য, ধেনুমুদ্রাং প্রদর্শ্য, ওমিত্যষ্টধা দশধা বা জপেৎ। তথাচ তন্ত্রে[2] (৮৫)—

ত্রিকোণ-বৃত্ত-ভূবিম্ব-মণ্ডলং রচয়েৎ ততঃ।
আধারশক্তিং সম্পূজ্য তত্রাধারং বিনিক্ষিপেৎ ॥ ৮৬

গৌতমীয়ে চ— অস্ত্রেণ পাত্রং সংশোধ্য হৃন্মন্ত্রেণ প্রপূরয়েৎ।
নিক্ষিপেৎ তীর্থমাবাহ্য গন্ধাদীন্ প্রণবেন তু ॥ ৮৭
দর্শয়েদ্ ধেনুমুদ্রাং বৈ মন্ত্র-তন্ত্র-বিশারদঃ।
মন্ত্রয়েৎ প্রণবেনৈব সামান্যার্ঘ্যমিদং স্মৃতম্ ॥ ৮৮

হৃন্মন্ত্রো নমঃ। প্রণবজপস্ত্বষ্টধা কার্য্যঃ, বিশেষার্ঘ্যে তথা দর্শনাৎ। শক্ত্যাদৌ তু দশধা প্রণব-জপস্তদর্ঘ্যে তথা দর্শনাৎ[3]। অর্ঘ্যমধিকৃত্য যথা

বামভাগে ভূমিতে ত্রিকোণ, বৃত্ত ও ভূবিম্ব (চতুরস্র মণ্ডল) অঙ্কন করিয়া সেইখানে "ওঁ আধার-শক্তয়ে নমঃ" এই মন্ত্রে পূজা করিয়া, "ফট্" মন্ত্রে পাত্রকে প্রক্ষালন করিয়া, সাধার পাত্রকে সেইখানে স্থাপন করিয়া, "নমঃ" এই মন্ত্রে পাত্রে জল পূরণ করিয়া, অঙ্কুশ মুদ্রায় সূর্য্যমণ্ডল হইতে ওঁ গঙ্গে চ ইত্যাদি মন্ত্রে তীর্থকে আবাহন করিয়া, প্রণবের দ্বারা গন্ধাদি নিক্ষেপ করিয়া, ধেনু মুদ্রা দেখাইয়া ১০ বার বা ৮ বার ওঁ জপ করিবেন। তাহাই তন্ত্রে বলিয়াছেন (৮৫)—

ত্রিকোণ, বৃত্ত ও ভূবিম্ব মণ্ডল রচনা করিবেন। তাহার পর আধার শক্তিকে পূজা করিয়া সেইখানে অর্ঘ্যের আধারকে স্থাপন করিবেন। ৮৬

গৌতমীয় তন্ত্রে বলিয়াছেন—অস্ত্র (ফট্) মন্ত্রের দ্বারা পাত্রকে শোধন করিয়া হৃৎ মন্ত্রের (নমঃ মন্ত্রের) দ্বারা জল পূরণ করিবেন। তীর্থকে আবাহন করিয়া প্রণবের দ্বারা গন্ধাদি নিক্ষেপ করিবেন। ৮৭

মন্ত্র-তন্ত্র-বিশারদ সাধক ধেনুমুদ্রা দেখাইবেন এবং প্রণবের দ্বারা জল মন্ত্রণ করিবেন। ইহা সামান্যার্ঘ্য নামে কথিত হইয়াছে। ৮৮

হৃন্মন্ত্র—নমঃ। ৮ বার প্রণব জপ কর্ত্তব্য, যেহেতু বিশেষার্ঘ্যে তাহাই দেখা যায়। শক্তি প্রভৃতি বিষয়ে দশ বার প্রণব জপ কর্ত্তব্য, শাস্ত্রে তাঁহাদের অর্ঘ্যে তাহাই দেখা যায়। যেমন ভৈরব তন্ত্রে অর্ঘ্যকে অধিকার (বিষয়) করিয়া এই বলিয়াছেন যে—

১। খ—সাধারং শঙ্খং। ২। খ—তন্ত্রে ইতি নাস্তি। ৩। খ—দর্শনাদিত্যনন্তরং যথা ভৈরবীতন্ত্রে।

ভৈরবতন্ত্রে—পাত্রং তোয়ৈঃ প্রপূর্য্যাথ প্রণবং দশধা জপেৎ। ইতি[১]। ৮৯

অথাষ্টাদশোপচারাঃ

আসনং স্বাগতং পাদ্যমর্ঘ্যমাচমনীয়কম্।
স্নানং বস্ত্রোপবীতঞ্চ ভূষণানি চ সর্বশঃ॥ ৯০
গন্ধং পুষ্পং তথা ধূপং দীপমন্নঞ্চ দর্পণম্[২]।
মাল্যানুলেপনঞ্চৈব নমস্কার-বিসর্জনে।
অষ্টাদশোপচারৈস্তু মন্ত্রী পূজাং সমাচরেৎ॥ ৯১

পাত্রকে জলের দ্বারা পূরণ করিয়া অনন্তর ১০ বার প্রণব জপ করিবেন। ৮৯

অনন্তর অষ্টাদশ উপচার কথিত হইতেছে—(১) আসন, (২) স্বাগত, (৩) পাদ্য, (৪) অর্ঘ্য, (৫) আচমন, (৬) স্নান, (৭) বস্ত্র, (৮) উপবীত, (৯) সর্বপ্রকার ভূষণ, (১০) গন্ধ, (১১) পুষ্প, (১২) ধূপ, (১৩) দীপ, (১৪) অন্ন (নৈবেদ্য), (১৫) দর্পণ, (১৬) মাল্যানুলেপন, (১৭) নমস্কার (১৮) বিসর্জন। এই অষ্টাদশ উপচারের দ্বারা মন্ত্রী পূজা করিবেন। ৯০-৯১

১। ক—ইতীত্যনন্তরং অষ্টাদশোপাপচারা ইতি পাঠঃ। খ—জপেদিত্যনন্তরং অথোপচারাঃ। সর্বোপচারমন্ত্রাস্ত্রিতারী-পূর্বাঃ কল্পয়ামি নম ইত্যন্তাঃ কার্য্যাঃ। যথা—ঐং হ্রীং শ্রীং পাদ্যং কল্পয়ামি নমঃ ইত্যাদি-ক্রমেণ। তথাচ সিদ্ধযামলে—

ত্রিতারীঞ্চ মুখে কৃত্বা দেবস্য ভুবনেশ্বরি!। কল্পয়ামি নমঃ পশ্চাদুপচারে ত্বয়ং বিধিঃ॥

ইতি। ইদঞ্চ সুন্দরী-বিষয়ে। অন্য-বিষয়ে তু স্বস্বমন্ত্রেণ কল্পনম্। এবং আসনারোপণং কল্পয়ামি নমঃ। সুগন্ধিতৈলাভ্যঙ্গং। মজ্জন শালাপ্রবেশনং। মজ্জন-মণিপীঠোপবেশনম্। দিব্যস্নানীয়মুদ্বর্ত্তনম্। উষ্ণোদক-স্নানম্। কনক-কলশস্থিত-সকলতীর্থাভিষেকম্। ধৌতবস্ত্রপরিমার্জনম্। অরুণ-দুকূল-পরিধানম্, উত্তরীয়ম্। আলেপমণ্ডপ-প্রবেশনং। আলেপ-মণিপীঠোপবেশনম্। চন্দনাগুরুকুঙ্কুম-কর্পূর-কস্তুরীরোচনাদিব্যগন্ধ-সর্বাঙ্গানুলেপনম্। কেশভারস্য কালাগুরুধূপ-মল্লিকা-মালতীযাতী-চম্পকাশোক-শতপত্র-পুন্নাগ-কহ্লার-যূথী-সর্বর্ত্তু-কুসুম-মালাভূষণং। ভূষণমণ্ডপ-প্রবেশনম্। ভূষণমণিপীঠোপবেশনম্। লম্বমান-বক্ষকুচ-চন্দ্র-সকলং সীমন্তসিন্দূরং তিলকরত্নং কালাঞ্জনং কর্ণপালী-যুগলং। নাসাভরণং। অধর-যাবকং। গ্রথনভূষণম্। কলচিত্রপদকম্। মহাপদকং মুক্তাবলীম্ একাবলীম্ দেবকুম্ভকং কেয়ূর-যুগল-চতুষ্টয়ং বলয়াবলিং ঊর্মিকাবলিং কাঞ্চীদাম-কটিসূত্রং শোভাখ্যাভরণং পদে কটকং রত্ননূপুরং পাদাঙ্গুলীয়কম্ .এককরে পাশং অন্যকরেঽঙ্কুশং অন্যকরে পুষ্পেক্ষুচাপং অপর-করে পুষ্পবাণান্ শ্রীমন্-মাণিক্যপাদুকাং সিংহাসনারোহণং পর্য্যঙ্কোপবেশনম্। অমৃতাসন-চষকং। আচমনীয়ং কর্পূরবটিকাং আনন্দসেবিনাসহাসং মঙ্গলালতিকাং শ্বেতচ্ছত্রং চামরযুগলং দর্পণং তালবৃন্তং গন্ধং পুষ্পং ধূপং দীপং নৈবেদ্যম্। এতেষামুপচারাণামভাবে তত্তন্মন্ত্রা জপ্যাঃ। পাদ্যমুপকল্পয়ামি নমঃ ইত্যাদি। যথা নব-রত্নেশ্বরে— চতুঃষষ্ট্যপচারাণামভাবে তন্মনুং জপেৎ। তৎ তদেব ফলং বিন্দ্যাৎ সাধকঃ স্থিরমানসঃ॥ ইতি চতুঃষষ্ট্যুপচারাঃ। অথাষ্টা-দশোপচারাঃ। আসনমিত্যাদি-পাঠঃ।

২। খ—দর্পণং স্থলে তর্পণম্।

অথ ষোড়শোপচারাঃ

পাদ্যমর্ঘ্যং তথাচামং স্নানং বসন-ভূষণে[১]।
গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপ-নৈবেদ্যাচমনং ততঃ ॥ ৯২
তাম্বূলমর্চনাস্তোত্রং দর্পণঞ্চ[২] নমস্ক্রিয়া।
প্রয়োজয়েৎ প্রপূজায়ামুপচারাংস্তু ষোড়শ ॥ ৯৩

অথবা— আসনং পাদ্যমর্ঘ্যঞ্চ ততোঽস্বাচমনীয়কম্।
মধুপর্কঃ স্নানজলং বস্ত্রং ভূষণ-চন্দনে[৩] ॥ ৯৪
পুষ্পং ধূপশ্চ দীপশ্চ নেত্রাঞ্জনমতঃ পরম্।
নৈবেদ্যাচমনীয়ে তু প্রদক্ষিণ-নমস্কৃতিঃ ॥
এতে ষোড়শ নির্দ্দিষ্টা উপচারাঃ শিবার্চনে ॥ ৯৫

বিষ্ণোস্তু— আসনং স্বাগতং পাদ্যমর্ঘ্যমাচমনীয়কম্।
ইত্যাদ্যঞ্জন-রহিতমুপচার-ষোড়শকম্ ॥ ৯৬

অথ দশোপচারাঃ

পাদ্যমর্ঘ্যং তথাচামং মধুপর্কাচমনং তথা।
গন্ধাদয়ো নৈবেদ্যান্তা উপচারা দশ ক্রমাৎ ॥ ৯৭

অনন্তর ষোড়শ উপচার কথিত হইতেছে। (১) পাদ্য, (২) অর্ঘ্য, (৩) আচমন, (৪) স্নান, (৫) বস্ত্র, (৬) ভূষণ, (৭) গন্ধ, (৮) পুষ্প, (৯) ধূপ, (১০) দীপ, (১১) নৈবেদ্য, (১২) আচমন, (১৩) তাম্বূল, (১৪) অর্চনাস্তোত্র, (১৫) দর্পণ (১৬) নমস্কার। উত্তম পূজাতে এই ষোড়শ উপচার প্রদান করিবেন। ৯২-৯৩

অথবা (১) আসন, (২) পাদ্য, (৩) অর্ঘ্য, (৪) আচমন, (৫) মধুপর্ক, (৬) স্নানজল, (৭) বস্ত্র ও উপবীত, (৮) ভূষণ, (৯) গন্ধ, (১০) পুষ্প, (১১) ধূপ, (১২) দীপ, নেত্রাঞ্জন, (১৩) নৈবেদ্য, (১৪) আচমন, (১৫) প্রদক্ষিণ, (১৬) নমস্কার। শিবার্চনায় এই ষোলটি উপচার নির্দিষ্ট আছে। ৯৪-৯৫

বিষ্ণু বিষয়ে কিন্তু বলিয়াছেন—অঞ্জনরহিত আসন, স্বাগত, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমন প্রভৃতি ষোড়শটি উপচার। ৯৬

অনন্তর দশোপচার কথিত হইয়াছে—পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমন, মধুপর্ক, আচমন, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য—বথাক্রমে এইগুলি দশোপচার। ৯৭

১। খ—বসনভূষণম্। ২। খ—তর্পণঞ্চ নমাস্ক্রিয়া। ৩। খ—বস্ত্রভূষণচন্দনে।

অথ পঞ্চোপচারাঃ

গন্ধং পুষ্পং তথা ধূপং দীপং নৈবেদ্যমেব চ।
পঞ্চোপচারমুদ্দিষ্টং মুনিভিস্তন্ত্র-বেদিভিঃ।
অভাবে গন্ধ-পুষ্পাভ্যাং তদভাবে তু ভক্তিতঃ॥ ৯৮

রাঘবভট্টধৃতং— সর্বোপচারবস্তূনামভাবে ভাবনৈব হি।
নির্মলেনোদকেনাথ পূর্ণতেত্যাহ নারদঃ। ইতি। ৯৯

অথ মণিমুক্তাদি-দ্রব্যাণাং নির্মাল্যকালঃ। যোগিনীতন্ত্রে—

মণিমুক্তাসুবর্ণাণি দেবদত্তানি[১] যানি বৈ।
ন নির্মাল্যং দ্বাদশাব্দং তাম্রপাত্রং তথৈব চ॥ ১
পটী শাটী চ ষণ্মাসং নৈবেদ্যং দত্তমাত্রতঃ।
মোদকং কৃষরঞ্চৈব যামার্দ্ধেন মহেশ্বরি!॥ ২
পট্ট-বস্ত্রং ত্রিমাসাচ্চ যজ্ঞসূত্রমহঃ স্মৃতম্।
যাবদুষ্ণং ভবেদন্নং পরমান্নং তথৈব চ॥ ৩

অনন্তর পঞ্চোপচার কথিত হইতেছে। তন্ত্রবিৎ মুনিগণ কর্তৃক গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য—এইগুলি পঞ্চোপচার নামে কথিত হইয়াছে।

এই পঞ্চোপচারের অভাব হইলে গন্ধ ও পুষ্পের দ্বারা, গন্ধ ও পুষ্পের অভাবে ভক্তি দ্বারা পূজা করিবে। ৯৮

রাঘব ভট্ট ধৃত বচনে বলিয়াছেন—সমস্ত উপচার বস্তুর অভাবে ভাবনাই উপচার হইবে। অথবা নির্মল জলের দ্বারা পূর্ণতা সম্পাদিত হইবে—ইহা নারদ বলেন। ৯৯

অনন্তর মণি, মুক্তাদি দ্রব্যের নির্মাল্য কাল কথিত হইতেছে। যোগিনীতন্ত্রে বলিয়াছেন—

দেবতার উদ্দেশ্যে প্রদত্ত যে সমস্ত মণি, মুক্তা ও সুবর্ণ, সে সমস্ত দ্বাদশ বৎসরের মধ্যে নির্মাল্য হয় না। তাম্রপাত্রও সেইরূপ ১২ বৎসরের মধ্যে নির্মাল্য হয় না। ১

পট্ট-সূত্র (রেশম) নির্মিত শাড়ী ছয় মাসের পর নির্মাল্য হয় এবং নৈবেদ্য নিবেদন করিবামাত্র নির্মাল্য হয়। হে মহেশ্বরি! মোদক ও কৃষর (খিচুড়ী) অর্দ্ধপ্রহরে নির্মাল্য হয়। ২

কথিত হইয়াছে—পট্ট বস্ত্র তিন মাসে, যজ্ঞোপবীত একদিনে নির্মাল্য হয়। হে শঙ্করি! অন্ন ও পরমান্ন যত কাল উষ্ণ থাকে, সে পর্য্যন্ত নির্মাল্য হয় না। ৩

১। খ—দেবে দত্তানি।

মস্তকং রুধিরঞ্চৈবমহোরাত্রেণ পার্বতি!।
মুহূর্ত্তং দধি দুগ্ধঞ্চ আজ্যং যামেন শঙ্করি!॥ ৪
করবীরমহোরাত্রং বিল্বপত্রং তথৈব চ।
জবা রক্তঞ্চ মাঘ্যঞ্চ নির্মাল্যং সার্দ্ধ-যামকে॥ ৫
মাল্যং বৈ করবীরস্য পদ্মস্য বিল্বকস্য চ।
যামার্দ্ধেন মহেশানি! তাম্বূলং দত্তমাত্রতঃ॥ ৬
নির্মাল্যঞ্চৈব[১] দাড়িম্বং তথা বিল্বফলং প্রিয়ে!।
সৌগন্ধিকঞ্চ কদলীং প্রযত্নেন নিয়োজয়েৎ॥ ৭

অথাসনম্। তৎ তু আয়স-সীসক-কাংস্যাতিরিক্ত-তৈজসং পাষাণময়ং পুষ্পময়ং দারুময়ং বস্ত্রময়ং চর্মময়ং কুশময়ং বা পুরো নিধায় মূলমুচ্চার্য্য ইদমাসনং ওঁ অমুক-দেবতায়ৈ নমঃ ইতি দদ্যাৎ। এবমন্যত্রাপি[২]। যথা (৮)—

আদৌ মন্ত্রং সমুচ্চার্য্য পশ্চাদ্ দেয়ং সমুচ্চরেৎ।
সম্প্রদানং তদন্তে তু ত্যাগার্থক-পদন্ততঃ॥
এবং ক্রমেণ দেবেশি! উপচারান্ প্রকল্পয়েৎ॥ ৯

হে পার্বতি। মস্তক ও রুধির অহোরাত্রে, দধি ও দুগ্ধ এক মুহূর্ত্তে এবং ঘৃত এক প্রহরে নির্মাল্য হয়। ৪

করবীর পুষ্প ও বিল্বপত্র অহোরাত্রে, রক্তজবা ও কুন্দ পুষ্প দেড় প্রহরে নির্মাল্য হয়। ৫

হে মহেশানি। করবীর মালা, পদ্ম পুষ্পের মালা এবং বিল্বপত্রের মালা অর্দ্ধপ্রহরে এবং তাম্বূল নিবেদন মাত্রে নির্মাল্য হয়। ৬

হে প্রিয়ে। দাড়িম ফল ও বিল্বফল সেইরূপ দানমাত্রেই নির্মাল্য হয়। সৌগন্ধিক (শ্বেত উৎপল) ও কদলী যত্নপূর্বক নিবেদন করিবে। ৭

অনন্তর আসন কথিত হইতেছে। লৌহ, সীসক ও কাংস্য ছাড়া তৈজস, পাষাণময়, পুষ্পময়, দারুময়, বস্ত্রময়, চর্মময় অথবা কুশময় আসনকে সম্মুখে রাখিয়া প্রোক্ষণ প্রভৃতি করিয়া মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্বক "ইদমাসনং অমুকদেবতায়ৈ নমঃ" এই বলিয়া দিবেন। অন্যান্য স্থলেও দানের প্রকার এইরূপই। যেমন তন্ত্রে বলিয়াছেন (৮)—

প্রথমে মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া পরে দেয় উপচার দ্রব্যের নাম উচ্চারণ করিবে। তাহার পর সম্প্রদান দেবতার চতুর্থী বিভক্তিযুক্ত নাম, পরে ত্যাগার্থক নমঃ, স্বাহা, স্বধা প্রভৃতি উচ্চারণ করিবে। হে দেবিশি। এই ক্রমে উপচারগুলি প্রদান করিবে। ৯

১। খ—নির্মাল্যং চৈব। ২। খ—এবমন্যত্রাপীত্যনন্তরং কালিকা-পুরাণে আসনমিত্যাদিপাঠঃ।

কালিকাপুরাণে—আসনঞ্চার্ঘ্যপাত্রঞ্চ ভগ্নমাসাদয়েন্ন তৎ। ১০

অথ পাদ্যম্। তৎ তু শ্যামাক-দূর্বাব্জ-বিষ্ণুক্রান্তা-যুক্তং জলং কেবল-জলং বা ষড়ঙ্গুলাদন্যূনে ষড়্‌বিংশত্যঙ্গুলাদনধিকে[১] তৈজসপাত্রে শঙ্খে বা কৃত্বা পূর্ববৎ দেবতা-পাদাব্জয়োর্দদ্যাৎ। যথা শারদায়াম্—

পাদ্যং শ্যামক-দূর্বাব্জ-বিষ্ণুক্রান্তাভিরীরিতম্। ১১

বিষ্ণুক্রান্তা—অপরাজিতা। শ্যামাকাদি-যুক্তং জলমিতি শেষঃ। ১২

অথার্ঘ্যম্। সৌবর্ণাদিপাত্রে শঙ্খে বা গন্ধপুষ্পাক্ষত-যব-কুশাগ্র-তিল-সর্ষপ-দূর্বাযুক্ত-জলাত্মকমর্ঘ্যং[২] কৃত্বা স্বাহান্ত-মন্ত্রেণোৎসৃজ্য, দেবস্য শিরসি দদ্যাৎ বৈষ্ণবে তু অর্ঘ্যাদিক্রমেণ পূজেতি বদন্তি। অর্ঘ্যপ্রমাণন্তু শারদায়াম্ (১৩)—

গন্ধ-পুষ্পাক্ষত-যব-কুশাগ্র-তিল-সর্ষপৈঃ।

সদূর্বৈঃ সর্বদেবানামর্ঘ্যমেতদুদীরিতম্॥ ১৪

গন্ধাদি-যুক্তং[৩] জলমিতি শেষঃ। ১৫

কালিকাপুরাণে বলিয়াছেন—যে আসন ও অর্ঘ্যপাত্র ভগ্ন বা ছিন্ন, তাহা দানের জন্য আসাদন (সন্নিধানে স্থাপন) করিবে না। ১০

অনন্তর পাদ্য কথিত হইতেছে। সেই পাদ্য কিন্তু শ্যামা ঘাস, দূর্বা, পদ্ম ও অপরাজিতা পুষ্প যুক্ত জল অথবা কেবল জল। তাহা ছয় অঙ্গুলির অন্যূন এবং ছাব্বিশ অঙ্গুলির অনধিক তৈজস পাত্রে বা শঙ্খে করিয়া পূর্ব্ববৎ উৎসর্গাদি করিয়া দেবতার পাদ-পদ্ম-দ্বয়ে প্রদান করিবেন। শারদাতিলকে যেমন বলিয়াছেন—

শ্যামাঘাস, দূর্বা, পদ্ম ও অপরাজিতা জল পাদ্য নামে কথিত হইয়াছে। ১১

বিষ্ণুক্রান্তা—অপরাজিতা। শ্যামাকাদি যুক্ত, জল এই পদটি উহ্য হইবে। ১২

অনন্তর অর্ঘ্য কথিত হইতেছে। সুবর্ণরচিত পাত্রে অথবা শঙ্খে গন্ধ, পুষ্প, অক্ষত, (চাল), যব, কুশাগ্র, তিল, শ্বেতরাই ও দূর্বাযুক্ত জলাত্মক অর্ঘ্য করিয়া স্বাহান্ত মন্ত্রের দ্বারা উৎসর্গ করিয়া দেবতার মস্তকে প্রদান করিবেন। বিষ্ণু বিষয়ে কিন্তু অর্ঘ্যাদি-ক্রমে অর্থাৎ অর্ঘ্যকে—প্রথম করিয়া পূজা হইবে—এই বলেন। অর্ঘ্যের প্রমাণ শারদাতিলকে এই বলিয়াছেন (১৩)—

দূর্বাসহিত গন্ধ, পুষ্প, অক্ষত, যব, কুশাগ্র, তিল ও শ্বেত সর্ষপ যুক্ত জল সমস্ত দেবতার অর্ঘ্য কথিত হইয়াছে। ১৪

গন্ধাদির সহিত যুক্ত, এস্থলে জল—এই কথাটি উহ্য করিতে হইবে। ১৫

১। খ—ষড়্‌বিংশদঙ্গুলাদনধিকে। ২। খ—সর্ষপ-দূর্বাত্মকমর্ঘ্যং। ৩। ক—গন্ধাদি-যুক্তং জলমিতি শেষঃ।

অথাচমনীয়ম্। জাতী-লবঙ্গ-কক্কোলান্বিত জলং তৈজসপাত্রে শঙ্খে বা নিধায়, স্বধান্ত-মন্ত্রেণ উৎসৃজ্য বদনে দদ্যাৎ। "জাতী-লবঙ্গ-কক্কোলৈ র্জলমাচমনীয়কমি"তি বচনাৎ। ১৬

কেচিৎ তু—"স্বধামন্ত্রেণ বদনে দদ্যাদাচমনীয়কমি"ত্যত্র সুধেতি পাঠং কল্পয়ন্তঃ সুধাশব্দস্যামৃতবাচকত্বাদমৃতশব্দস্য চ জলবাচকত্বাদিদমাচমনীয়ং বমিতি প্রয়োগঃ। তথাচ—

মধুপর্কং মুখে দদ্যাজ্জলমন্ত্রেণ দেশিকঃ। ইতি তন্ত্রান্তর-বচনাৎ[১]। ১৭

ন চৈতন্ মধুপর্ক-মাত্রপরমিতি বাচ্যম্,

সুধাঽণুনা ততঃ কুর্য্যান্ মধুপর্কং মুখাম্বুজে।
তেনৈব মনুনা কুর্য্যাদদ্ভিরাচমনীয়কম্॥ ১৮

ইতি বচনাৎ, "বারুণেন চ মন্ত্রেণ দদ্যাদাচমনীয়কমি"তি বচনাচ্চ ইতি বদন্তি। পরে তু বারুণবীজ-বোধকং বচনং শূদ্রবিষয়ম্, স্বধোচ্চারণানধিকারা-

---

অনন্তর আচমন কথিত হইতেছে। জাইফল, লবঙ্গ ও কক্কোল ঘৃষ্ট (ঘসা) যুক্ত জল তৈজস পাত্রে অথবা শঙ্খে রাখিয়া, স্বধান্ত মন্ত্রের দ্বারা উৎসর্গ করিয়া মুখে প্রদান করিবেন। যেহেতু 'জাইফল, লবঙ্গ ও কক্কোল যুক্ত জল আচমনীয়'—এই বচন আছে। ১৬

কেহ কেহ "স্বধামন্ত্রেণ বদনে দদ্যাদাচমনীয়কম্"—এই বচনে স্বধাস্থলে "সুধামন্ত্রেণ" এই পাঠ কল্পনা করিয়া, সুধা শব্দটি অমৃত বাচক বলিয়া, অমৃত শব্দটি জলবাচক বলিয়া "ইদম্ আচমনীয়ং বং" এই প্রয়োগ হইবে, এই বলেন। যেহেতু সেইরূপ তন্ত্রান্তরের বচন আছে যে—জলমন্ত্রে মুখে মধুপর্ক প্রদান করিবে। ১৭

এই বচনটি মাত্র মধুপর্কপর ইহা বলা যায় না, যেহেতু—

তাহার পর সুধা মন্ত্রে মুখ-পদ্মে মধুপর্ক নিবেদন করিবেন। সেই সুধামন্ত্রের দ্বারাই জলের দ্বারা আচমনীয় করিবেন। ১৮

এই বচন আছে। 'বারুণ মন্ত্রের দ্বারা আচমন প্রদান করিবেন'—এই বচনও আছে। অন্যেরা এইরূপ ব্যাখ্যা করেন যে, বারুণবীজ বোধক বচনটি শূদ্র বিষয়ক, যেহেতু তাহাদের স্বধাশব্দের উচ্চারণে অধিকার নাই। অন্য কেহ বলেন—ইহা ইচ্ছা বিকল্প অর্থাৎ বচনে স্বধা ও সুধা—উভয় থাকায় স্বধামন্ত্রে অথবা সুধামন্ত্রেও দিতে পারেন।

১। খ—ইতি বচনম্।

দিতি ব্যাচক্রুঃ। ইচ্ছাবিকল্প ইত্যন্যে। মৈথিলাস্তু স্বধামন্ত্রেণেত্যত্র স্-বকারং পাঠমনুমেনিরে ন সুকারং,[1] বকারস্য ত্যাগাবোধকত্বাৎ। সাম্প্রদায়িকাস্তু ত্যাগার্থক-স্বাহা-শব্দেনার্ঘ্যদানাৎ তৎ-সমভিব্যাহৃতাচমনীয়দানেঽপি ত্যাগার্থক -শব্দস্য যুক্তত্বাৎ স্বধামন্ত্রো যুজ্যতে, ন তু বমিতি। তথাচ নমঃ স্বাহা স্বধা বৌষড়িতি যথাক্রমমভিধানম্। জলমন্ত্রেণ ইতি বচনস্তু প্রমাণশূন্যং, তেনাচম-নীয়ং স্বধেতি বক্তব্যম্। তথাচ সোমশম্ভুঃ (১৯)—

স্বধেত্যাচমনীয়ঞ্চ ত্রিবারং মুখপঙ্কজে।
স্বধেতি মধুপর্কঞ্চ পুনরাচমনীয়কম্॥ ২০

ইতি প্রাহুঃ। অন্যে তু "জলমন্ত্রেণ দেশিক" ইত্যত্র "বারুণেন চ বীজেনে"ত্যত্র চ সহার্থে তৃতীয়াং[2] বদন্ত ইদমাচমনীয়ং বং অমুকদেবতায়ৈ স্বধেত্যেবমনুমন্যন্তে। ২১

অথ মধুপর্কঃ। স চ ঘৃত-দধি-মধু-যোগাদ্ ভবতি। তথাচ—

আজ্যং দধি-মধূন্মিশ্রং মধুপর্কং বিদুর্বুধাঃ। ২১

মৈথিলগণ স্বধামন্ত্রেণ এই স্থলে স্বকার (স্ব) পাঠ অনুমোদন করেন, সুকার পাঠ (স্+উ=সু) অনুমোদন করেন না, যেহেতু সুধা শব্দ প্রাপ্ত বকারটি ত্যাগ-বোধক নহে।

সাম্প্রদায়িকগণ বলেন—ত্যাগার্থক স্বাহা শব্দের দ্বারা অর্ঘ্যদান বিহিত হওয়ায় তাহার সমভিব্যাহৃত আচমনীয় দানেও ত্যাগার্থক শব্দের প্রয়োগ যুক্ত বলিয়া স্বধামন্ত্র সমীচীন, বং সমীচীন নহে। সেই জন্যই নমঃ, স্বাহা, স্বধা, বৌষট্ এইরূপ যথাক্রমে অভিধান (কথন) হইয়াছে। জলমন্ত্রেণ এই বচনটি প্রমাণ শূন্য; সুতরাং আচমনীয়ং স্বধা, ইহাই বক্তব্য। সোম শম্ভুও এইরূপ বলেন (১৯)—

স্বধা এই বলিয়া তিনবার মুখপদ্মে আচমন দিবেন। স্বধা এই বলিয়া মধুপর্ক ও পুনরাচমনীয় দিবেন। ২০

অন্যেরা বলেন—"জলমন্ত্রেণ দেশিকঃ" এই স্থলে, বারুণেন চ বীজেন এই স্থলেও সহার্থে তৃতীয়া বলিয়া "ইদম্ আচমনীয়ং বং অমুক-দেবতায়ৈ স্বধা" এইরূপ প্রয়োগ অনুমোদন করেন। ২১

অনন্তর মধুপর্ক কথিত হইতেছে। সেই মধুপর্ক দধি, ঘৃত ও মধুর যোগে হয়। তাহাই কথিত হইয়াছে—ঘৃত, দধি ও মধুর মিশ্রণকে পণ্ডিতগণ মধুপর্ক বলেন। ২১

১। ক—মেনিরে ন সোকারং, খ—না সাকারং। ২। খ—সহার্থে তৃতীয়ায়াং।

কালিকাপুরাণে—দধি সর্পির্জ্জল-ক্ষৌদ্র-সিতাভিশ্চৈব পঞ্চভিঃ।

প্রোচ্যতে মধুপর্কস্তু সর্বদেবৌঘ-তুষ্টয়ে ॥ ২২

জলন্তু সর্বতঃ স্বল্পং সিতা-দধি-ঘৃতং সমম্।

সর্বেষামধিকং ক্ষৌদ্রং মধুপর্কে প্রয়োজয়েৎ ॥

তং দদ্যাৎ কাংস্য-পাত্রেণ রৌক্ম-শ্বেততরেণ বা ॥ ২৩

শ্বেতং রৌপ্যং। স্বধান্তেন মুখে দদ্যাৎ। আচমনীয়ং পূর্ববৎ। ইদং স্নান-জলং নিবেদয়ামি। পুনরাচমনীয়ম্। বস্ত্রং নমোমন্ত্রেণ দেয়ম্। উত্তরীয়-বস্ত্রঞ্চ। তচ্চ[১] নির্দশ-মলিন-জীর্ণ-ছিন্ন-গাত্রালিঙ্গিতাখু-জগ্ধ-চন্দ্রাতপ-ধ্বজাদ্যন্য-সূচীবিদ্ধ-চিরোষিতোপ্তকেশ-বিধৌত-শ্লেষ্মমূত্রাদি-দূষিতান্যদ্ গ্রাহ্যম্। ২৪

গাত্রালিঙ্গিতকং জীর্ণং শ্লেষ্ম-মূত্রাদি-দূষিতম্।

চিরোষিতোপ্ত-কেশঞ্চ সূচীবিদ্ধং বিধৌতকম্ ॥

নির্দশং মলিনঞ্চাখু-জগ্ধং ছিন্নং পটং ত্যজেৎ।

চন্দ্রাতপ-ধ্বজাদৌ তু সূচীবিদ্ধং ন দুষ্যতি ॥ ২৫

কালিকাপুরাণে বলিয়াছেন—সমস্ত দেববৃন্দের তুষ্টির জন্য দধি, ঘৃত, জল, মধু ও শর্করা—এই পাঁচটি দ্বারা মিশ্রিত বস্তুই মধুপর্ক নামে কথিত হয়। ২২

জল সকলের অপেক্ষা স্বল্প পরিমাণ; শর্করা, ঘৃত ও দধি সমান পরিমাণ। সকলের অপেক্ষা অধিক মধু মধুপর্কে প্রদান করিবে। কাংস্যপাত্র অথবা স্বর্ণ ও রৌপ্য—ইহাদের অন্যতর পাত্রের দ্বারা সেই মধুপর্ক প্রদান করিবে। ২৩

শ্বেত—রৌপ্য। এই মধুপর্ক স্বধান্ত-মন্ত্রে মুখে প্রদান করিবে। আচমন পূর্ববৎ দিবেন। ইদং স্নানজলং নিবেদয়ামি—এই মন্ত্রে স্নানজল দিবেন। পুনরাচমন দিবেন। বস্ত্র নমোঽন্ত মন্ত্রে দেয়। উত্তরীয় বস্ত্রও নমো অন্তঃ মন্ত্রে দেয়। উত্তরীয় বস্ত্র ও বস্ত্র দশাহীন, মলিন, জীর্ণ, চ্ছিন্ন, গাত্রে ব্যবহৃত, মূষিকভক্ষিত, চন্দ্রাতপ, ধ্বজ ভিন্ন সূচীবিদ্ধ, চিরোষিত, (অতিপুরাতন), উপ্তকেশ (রেঁায়া উঠা), বিধৌত (রজকাদি দ্বারা পরিষ্কৃত), শ্লেষ্মা, মূত্রাদি দ্বারা দূষিত ভিন্ন গ্রহণীয়। ২৪

গাত্রে ব্যবহৃত, জীর্ণ, শ্লেষ্ম মূত্রাদি দ্বারা দূষিত, অতি পুরাতন, রেঁায়া উঠা, সূচীবিদ্ধ, বিধৌত, দশাহীন, মলিন, মূষিক ভক্ষিত, ছিন্ন বস্ত্র পরিত্যাগ করিবে। চন্দ্রাতপ ও ধ্বজাদি সূচীবিদ্ধ হইলেও দূষিত (অপবিত্র) হয় না। ২৫

১। ক—উত্তরীয়বস্ত্রঞ্চ। বস্ত্রঞ্চ খ—তচ্চেতি পাঠঃ।

আচমনীয়ং যজ্ঞোপবীতং নমঃ। এষোঽলঙ্কারো নমঃ।

অথ গন্ধঃ। স চ নমোঽন্তেন দেয়ঃ। নিবন্ধে (২৬)—

গন্ধশ্চন্দন-কর্পূর-কালাগুরুভিরীরিতঃ। চূর্ণীকৃত-ঘৃষ্ট-দাহাকর্ষিত-সম্মর্দজ-রস-কস্তূরীমৃগ-সম্ভূতেতি পঞ্চবিধান্যতমো বা কুঙ্কুমাগুরু-কস্তূরী-কর্পূর-চতুঃসম-সাধিতো বা। গন্ধাষ্টকমপি দদ্যাৎ। যথা শারদায়াম্ (২৭)—

গন্ধাষ্টকন্তু ত্রিবিধং শক্তি-বিষ্ণু-শিবাত্মকম্।
চন্দনাগুরু কর্পূর-চোর-কুঙ্কুম-রোচনা।
জটামাংসী কপিযুতা শক্তের্গন্ধাষ্টকং বিদুঃ॥ ২৮
চন্দনাগুরু-হ্রীবের-কুষ্ঠ-কুঙ্কুম-সেরুকাঃ।
জটামাংসী-মুরমিতি বিষ্ণোর্গন্ধাষ্টকং স্মৃতম্॥ ২৯
চন্দনাগুরু কর্পূর-তমাল-জল-কুঙ্কুমম্।
কুসীদং কুষ্ঠ সংযুক্তং[১] শৈবং গন্ধাষ্টকং স্মৃতম্॥ ৩০

চোরঃ—কৃষ্ণশঠী। কপিঃ—গাঁঠিয়ালেতি খ্যাতা। হ্রীবেরং—বালা।

আচমন ও যজ্ঞোপবীত নমঃ অন্ত মন্ত্রে দেয়। আচমনীয়ং নমঃ, এষ অলঙ্কারো নমঃ।

অনন্তর গন্ধ। সেই গন্ধ নমোঽন্ত মন্ত্রে দেয়। নিবন্ধে বলিয়াছেন (২৬)—

চন্দন, কর্পূর ও কৃষ্ণাগুরু মিশ্রিত দ্রব্য সমষ্টি গন্ধ নামে কীর্ত্তিত হইয়াছে। সেই গন্ধটি চূর্ণীকৃত, ঘৃষ্ট, দাহাকর্ষিত (?), সম্মর্দজরস (?), কস্তুরী মৃগ সম্ভূত—এই পাঁচ প্রকারের অন্যতম প্রকার হইবে অথবা কঙ্কুম, অগুরু, কস্তূরী ও কর্পূর—এইগুলির সমপরিমাণে সুসাধিত দ্রব্যই গন্ধ হইবে। গন্ধাষ্টকও দিতে পারেন। যেমন শারদাতিলকে বলিয়াছেন (২৭)—

শক্তি, বিষ্ণু ও শিবস্বরূপ গন্ধাষ্টক ত্রিবিধ। চন্দন, অগুর, কর্পূর, চোর (কৃষ্ণ শঠী), কুঙ্কুম, রোচনা ও কপি (গাঠিয়াল) সহিত জটামাংসী—এইগুলিকে শক্তির গন্ধাষ্টক জানিবেন। ২৮

চন্দন, অগুরু, হ্রীবের (বালা), কুষ্ঠ (কুড়), কুঙ্কুম, সেরুক (শ্বেত গন্ধবেণা), জটামাংসী, মুরা (দেবদারু)—এইগুলি বিষ্ণুর গন্ধাষ্টক কথিত হইয়াছে। ২৯

চন্দন, অগুরু, কর্পূর, তমাল, জল (বালা), কুঙ্কুম, কুসীদ ও কুষ্ঠ—এইগুলি শৈব গন্ধাষ্টক নামে কথিত হইয়াছে। ৩০

চোর—কৃষ্ণশঠী। কপি—গাঁঠিয়াল নামে প্রসিদ্ধ। হ্রীবের—বালা।

১। খ—কুসীদ-কুষ্ঠ সংযুক্তং।

কুষ্ঠং—কুড়খ্যাতম্। সেরুকঃ শ্বেতবীরণমূলম্। মূলং—দেবদারুঃ। জলং—বাণী। কুসীদং—রক্তচন্দনম্। ৩১

অথ পুষ্পম্। তৎ তু বৌষড়ন্তেন দত্যাৎ[১]।

কুশ-পুষ্প-সমিদ্ বারি ব্রাহ্মণঃ স্বয়মাহরেৎ।
শূদ্রানীতৈঃ ক্রয়-ক্রীতৈঃ কর্ম কুর্বন্ ব্রজত্যধঃ॥ ৩২

অত্র বিশেষঃ— আদায় মূল্যং বিক্রেতা দীয়তে স্বেচ্ছয়ৈব যৎ।
অযাচমানো গৃহ্নীয়াদ্ বীর-ক্রয় উদাহৃতঃ॥ ৩৩
বীরক্রয়াহৃতৈঃ পুষ্পৈঃ কর্ম কুর্বন্ ন দুষ্যতি।
মালাকারৈঃ স্বদাসৈশ্চ আহৃতে নাস্তি দূষণম্॥ ৩৪

তথা— দেবতানাং হি পূজার্থং পুষ্প-চৌর্য্যং ন দুষ্যতি।
বিপ্রস্যারামতোঽন্যত্র তথা পুষ্পোপজীবিনঃ॥ ৩৫

যামলে— নাক্ষতৈরর্চয়েদ্ বিষ্ণুং ন তুলস্যা বিনায়কম্।
ন দুর্বয়া যজেদ্ দুর্গাং বিল্বপত্রৈর্দিবাকরম্।
উন্মত্তমর্ক-পুষ্পঞ্চ বিষ্ণোর্বর্জ্যং সদা বুধৈঃ॥ ৩৬

কুষ্ঠ—কুড় নামে প্রসিদ্ধ। সেরুক—শ্বেতবীরণ মূল। মূর—দেবদারু। জল—বাণী (বালা)। কুসীদ—রক্তচন্দন। ৩১

অনন্তর পুষ্প কথিত হইতেছে। সেই পুষ্প বৌষট্ অন্ত মন্ত্রে দিবেন।

কুশ, পুষ্প, সমিধ্ ও জল ব্রাহ্মণ স্বয়ং আহরণ করিবেন। শূদ্রের দ্বারা আনীত ও ক্রয়ের দ্বারা ক্রীত পুষ্পসমূহ দ্বারা কর্ম করিলে অধোদেশে গমন করিবেন। ৩২

এস্থলে বিশেষ হইতেছে—বিক্রেতা মূল্য লইয়া স্বেচ্ছায় যাহা দিবে, ক্রেতা বেশী না চাহিয়া তাহা গ্রহণ করিবে। ইহা বীর ক্রয় কথিত হইয়াছে। ৩৩

বীরক্রয়ের দ্বারা আহৃত পুষ্প সমূহের দ্বারা পূজা কর্ম করিলে দোষ হয় না। মালাকার সমূহের দ্বারা ও নিজ ভৃত্যগণের দ্বারা আহৃত পুষ্পে দোষ হয় না। ৩৪

আর ও এইরূপ আছে—দেবগণের পূজার জন্য পুষ্পচুরি দোষজনক হয় না। পুষ্প বিক্রয় করিয়া যাহারা জীবিকা নির্বাহ করে, তাহাদের ছাড়া ব্রাহ্মণের ফুল বাগান ছাড়া অন্য স্থান হইতে পুষ্প চুরি দোষের নহে। ৩৫

যামলে বলিয়াছেন—অক্ষত দ্বারা বিষ্ণুকে অর্চনা করিবে না। তুলসী দ্বারা গণেশকে অর্চনা করিবে না। দূর্বা দ্বারা দুর্গাকে অর্চনা করিবে না, বিল্বপত্রের দ্বারা

১। খ—দদ্যাদিত্যনন্তরং জামলে নাক্ষতৈরিত্যাদি পাঠঃ।

গৌতমীয়ে—ন রক্ত-চন্দনং জাতু গৃহ্নীয়াদ্ রক্ত-পুষ্পকম্ ।
বিল্বপত্রৈস্তৎ-কুসুমৈর্নার্চয়েদ্ দেবকী-সুতম্ ॥ ৩৭

যৎ তু[১]— কমলে করবীরে দ্বে তুলস্যৌ জাতি-কেতকে ।
নাগকেশ্বর-পারন্তী কহ্লারং চম্পকোৎপলে ॥ ৩৮
নন্দ্যাবর্ত্তঞ্চ যূথী চ মল্লিকা নবমল্লিকা ।
কুন্দং মন্দারকঞ্চৈব সৌগন্ধিকঞ্চ কেশরম্ ।
কুরুণ্টাশোক-সর্জানি বিল্বঞ্চ মুনি-পুষ্পকম্ ॥ ৩৯
পত্রমামলকং শুদ্ধং কর্ণিকারং পলাশজম্ ।
এতান্যন্যানি পুষ্পাণি যথালাভং সমর্চয়েৎ ॥ ৪০

ইতি যদ্ বিল্বপত্র-বিধানং, তদ্ বিহিত-পুষ্পাভাবে । তন্ত্রান্তরে—
দেবীনামর্কমন্দারাবাদিত্যে তগরং তথা ।
গণেশায় চ সূর্য্যায় রক্ত-পুষ্পমতিপ্রিয়ম্ ॥ ৪১
শিবে কুন্দং মদন্তীঞ্চ যূথীং বন্ধুক-কেতকে ।

সূর্য্যকে পূজা করিবে না। পণ্ডিতগণ সর্বদা বিষ্ণুবিষয়ে ধুতরা ফুল ও আকন্দ ফুল বর্জন করিবেন। ৩৬

গৌতমীয় তন্ত্রে বলিয়াছেন—বিষ্ণুর পূজায় রক্ত চন্দন ও রক্ত পুষ্প কখনও গ্রহণ করিবে না। বিল্বপত্র ও বিল্বফুল সমূহের দ্বারা দেবকী পুত্রের অর্চনা করিবে না। ৩৭

আর যে দুই প্রকার (শ্বেত ও রক্ত) পদ্ম ও করবীর, দুই প্রকার তুলসী, জাতি, কেতকী, নাগকেশর, পারন্তী (লতাবিশেষের ফুল), কহ্লার, চম্পক, উৎপল, নন্দ্যাবর্ত্ত, যূথী, মল্লিকা, নবমল্লিকা কুন্দ, মন্দার, সৌগন্ধিক (শ্বেত সুঁদি), নাগকেশর, কুরুণ্ট (পীত আমলা পুষ্প), সর্জ (শালপুষ্প), বিল্বফল, মুনিপুষ্প (বকফুল), আমলকের পত্র, কর্ণিকার পুষ্প (সোঁদালি ফুল) পলাশজাত শুষ্ক পত্র ও পুষ্প। এই পুষ্পগুলি এবং অন্যান্য পুষ্প যাহা পাওয়া যায়, তদ্ দ্বারা পূজা করিবে। ৩৮-৪০

এই বচনসমূহের দ্বারা বিল্বপত্রের যে বিধান করিয়াছেন, তাহা বিহিত পুষ্পের অভাবে জানিবেন। তন্ত্রান্তরে বলিয়াছেন—

দেবীগণের অর্কপুষ্প ও মন্দার পুষ্প, আদিত্যের তগর পুষ্প, গণেশের ও সূর্য্যের রক্ত পুষ্প অতিপ্রিয়। ৪১

শিবের পূজায় কুন্দ, মদন্তী (বন মল্লিকা), যূথী, বন্ধুক, কেতক, রক্ত জবা, দুই

১। খ—যৎ তু তত্রৈব।

জবাং রক্তাং ত্রিসন্ধ্যে দ্বে[১] মালতীং কেতকীং তথা* ॥ ৪২

তথা— ঘুসৃণং কুমুদং রক্ত-হয়ারিং পরিবর্জয়েৎ[২] ।

যৎ তু— একেন করবীরেণ সিতেনাঽপ্যসিতেন বা ।

স ভবেন্ মুক্তি-ভাগী যো হরিং বা হরমর্চয়েৎ ॥

ইতি বচনং, তত্রাসিতপদেন দেশান্তর-প্রসিদ্ধং কৃষ্ণবর্ণ-করবীরমুক্তম্ । ৪৩

তথা— উগ্রগন্ধমগন্ধঞ্চ কৃমি-কেশাদি-দূষিতম্[৩] ।

অশুদ্ধপাত্র-প্রাণ্যঙ্গ-বাসোভি-কুৎসিতাত্মভিঃ । ৪৪

আনীতং নার্পয়েচ্ছম্ভোঃ প্রমাদাদপি দোষকৃৎ ।

বাসোভিঃ সন্তু,তৈনীর্তং মতিমান্নার্চয়েচ্ছিবে ! ॥ ৪৫

শিব ইত্যুপলক্ষণম্ । তথা—

কলিকাভিস্তথা ত্যাজ্যং বিনা চম্পক-পদ্মকৈঃ ।

শুষ্কৈশ্চ নার্চয়েদ্ বিষ্ণুং পুষ্পৈঃ পত্রৈঃ ফলৈরপি ॥ ৪৬

স্নাত্বানীতৈঃ পর্য্যুষিতৈর্যাচিতৈঃ কৃষ্ণবর্ণকৈঃ ।

ত্রিসন্ধ্যা, মালতী, কেতকী, ঘুসৃণ (কুঙ্কুম), কুমুদ ও রক্ত হয়ারি (করবীর) বর্জন করিবে । ৪২

আর যে—যিনি হরি অথবা হরকে সিত বা অসিত এক করবীরের দ্বারা অর্চনা করেন, তিনি মুক্তি-ভাগী হন ।

এই বচন আছে। সেই বচনে অসিত পদের দ্বারা দেশান্তর প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ বর্ণ করবীর উক্ত হইয়াছে । ৪৩

এইরূপ আরও উক্ত হইয়াছে—উগ্রগন্ধ ও গন্ধহীন পুষ্প, কৃমি কেশাদি দূষিত, অশুদ্ধ পাত্র, হস্ত, অঙ্গ ও বস্ত্র দ্বারা আনীত, কুৎসিত-চিত্ত পুরুষের আনীত পুষ্প প্রমাদ বশতঃ শিবকে অর্পণ করিবে না। উহা দোষ-কর । হে শিবে ! আচ্ছাদনীয় বস্ত্রে আনীত পুষ্পের দ্বারা মতিমান্ ব্যক্তি অর্চনা করিবে না । ৪৪-৪৫

শিব এই পদটি অন্য দেবতার উপলক্ষণ অর্থাৎ কোন দেবতাকেই ঐরূপ পুষ্প দিবে না। এইরূপ আরও উক্ত হইয়াছে—

চম্পক ও পদ্ম ভিন্ন কলিকাযুক্ত পুষ্প ত্যাজ্য । শুষ্ক পত্র ও ফলের দ্বারা বিষ্ণুকে অর্চনা করিবে না । ৪৬

স্নানের পর আনীত পুষ্পের দ্বারা, পর্য্যুষিত (বাসি) পুষ্পের দ্বারা, যাচিত পুষ্পের

১। খ—পাদটীকায়াং—ত্র্যুটীতিখ্যাতং, শুক্লরক্তভেদাৎ অদ্বিত্বম্ । * পদার্থাদর্শে—দ্বে সিন্দুরং কূটজানি চ। মালতীং ঘুসৃণং রক্তং হয়ারিং বর্বরাং ত্যজেৎ। ২। খ—হয়ারিঞ্চ বিবর্জয়েৎ ইত্যনন্তরং তথা উগ্রগন্ধমিত্যাদি পাঠঃ। ৩। খ—দূষিতমিত্যনন্তরং বাসোভিঃ সন্তুতৈর্নীতমিত্যাদি পাঠঃ।

স্বয়ং বিকাশিতৈঃ পুষ্পৈঃ স্বয়ঞ্চ পতিতৈর্ভুবি।
বর্জয়েদ্ বৃহতীপুষ্পমগন্ধঞ্চ বিশেষতঃ॥ ৪৭

স্বয়ং বিকাশিতৈঃ—পুরুষেণ স্বয়ং বিকাশিতৈঃ।

তথা— ত্রিপত্র-ন্যূন-কুসুমৈর্নার্চয়েৎ তু কদাচন।
ভূগতং চাঙ্গ-সংস্পৃষ্টং কেশ-কীটাদি-দূষিতম্॥ ৪৮
কুমুদং পাটলঞ্চৈব শিরীষং[১] পরিবর্জয়েৎ।
ভূগতং বর্জয়েৎ পুষ্পং শেফালীং বকুলং বিনা॥ ৪৯

তথা— বিল্বস্য খাদিরস্যৈব তথা ধাত্র্যা দলস্য চ।
তমালস্য চ পদ্মস্য ছিন্ন-ভিন্নং ন দুষ্যতি॥ ৫০

গৌতমীয়ে—মলিনং ভূমি-সংস্পৃষ্টং কৃমি-কেশাদি-দূষিতম্।
পর্য্যুষিতানি পুষ্পাণি বর্জয়েদ্ দেবতার্চনে॥ ৫১
তিষ্ঠেদ্ দিনত্রয়ং শুদ্ধং পদ্মমামলকং তথা।
তুলসী সর্বদা শুদ্ধা তথা বিল্বদলানি চ।
দিনৈকং করবীরাণি যোগ্যানি চ তপোধন!॥ ৫২

দ্বারা, কৃষ্ণবর্ণ পুষ্পের দ্বারা, স্বয়ং বিকাশিত পুষ্পের দ্বারা, ভূমিতে স্বয়ং পতিত পুষ্পের দ্বারা পূজা করিবে না। বৃহতী পুষ্প ও বিশেষতঃ গন্ধহীন পুষ্প বর্জন করিবে। ৪৭

স্বয়ং বিকাশিত কথার অর্থ—পূজক যে ফুল নিজে ফুটাইয়া দেন।

সেইরূপ আরও উক্ত হইয়াছে—তিনটি পত্র অপেক্ষা ন্যূন পত্র বিশিষ্ট পুষ্পের দ্বারা কখনও অর্চনা করিবে না।

ভূপতিত পুষ্প, অঙ্গ-সংস্পৃষ্ট পুষ্প, কেশ, কীটাদি দূষিত পুষ্প, কুমুদ পুষ্প, পাটল পুষ্প ও শিরীষ পুষ্প পূজায় বর্জন করিবে। শেফালী ও বকুল ছাড়া ভূগত পুষ্প বর্জন করিবে। ৪৮-৪৯

সেই রূপ আরও উক্ত হইয়াছে—বিল্বপত্র, খদির পত্র, ধাত্রীপত্র, তমাল পত্র, পদ্ম পত্র ছিন্ন ভিন্ন হইলে দোষ হয় না। ৫০

গৌতমীয় তন্ত্রে বলিয়াছেন—দেবতার পূজায় মলিন, ভূমি সংস্পৃষ্ট, কৃমি কীটাদি দ্বারা দূষিত; পর্য্যুষিত পুষ্পসমূহ বর্জন করিবে। ৫১

হে তপোধন। পদ্ম ও আমলক তিন দিন শুদ্ধ থাকে। তুলসী সর্বদা শুদ্ধা। সেইরূপ বিল্ব-পত্র ও করবীর পুষ্প একদিন পূজার যোগ্য থাকে। ৫২

১। খ—পাটলঞ্চৈব নিবীষং।

জ্ঞানার্ণবে— পুষ্পৈঃ পর্য্যুষিতৈর্দেবি ! নার্চয়েৎ স্বর্ণজৈরপি ।
নির্মাল্যভূতৈঃ কুসুমৈরুচ্ছিষ্টৈঃ পরমেশ্বরি ! ॥ ৫৩

ত্রিপুরামধিকৃত্য বারাহীয়ে—
পলাশ-কাশ-কুসুমৈর্নার্চয়েদ্ দূরতস্ত্যজেৎ[১] ।
ধাত্রী-তমালজৈঃ পত্রৈস্তুলসী-দ্বিতয়ৈস্তথা ।
পূজনাৎ পাতকী তু স্যাল্লগ্নৈশ্চাপি শ্রিয়ং হরেৎ ॥ ৫৪

লগ্নৈরঙ্গলগ্নৈঃ । তথা—
ত্রিপুরা-পূজনে বর্জ্যা তুলসী সর্বদা বুধৈঃ ।
তুলসী-গন্ধমাঘ্রায় ক্রুদ্ধা ভবতি সুন্দরী ॥ ৫৫

কৌলাবলীয়ে—রক্তমাঘ্যং শ্বেতদূর্বাং নীলকণ্ঠং কুরুণ্টকম্ ।
ন দদ্যাচ্চ মহাদেব্যৈ যদিচ্ছেচ্ছুভমাত্মনঃ ॥ ৫৬

যোগিনী-তন্ত্রে দেবীমধিকৃত্য—
ঝিণ্টিপুষ্পেণ পীতেন[২] পীতেন তগরেণ চ ।
শ্বেতোড্রেণ চ পুষ্পেণ বর্জয়েৎ পূজনং সদা ॥ ৫৭
তুলস্যৌ[৩] দ্বে চ মন্দারে কহ্লারজ-তমালজৈঃ ।

জ্ঞানার্ণবে বলিয়াছেন—হে দেবি ! পর্য্যুষিত পুষ্পের দ্বারা পূজা করিবে না। হে পরমেশ্বরি ! নির্মাল্য-ভূত স্বর্ণকৃত-পুষ্পের দ্বারা এবং উচ্ছিষ্ট পুষ্পসমূহের দ্বারা পূজা করিবে না। ৫৩

ত্রিপুরাকে বিষয় করিয়া অর্থাৎ ত্রিপুরা-প্রকরণে বরাহতন্ত্রে বলিয়াছেন—

পলাশ পুষ্পের দ্বারা ত্রিপুরাকে অর্চনা করিবে না, দূর হইতে উহাকে ত্যাগ করিবে। সেই ধাত্রী পত্র ও তমাল পত্রের দ্বারা ও দুইটি তুলসী দ্বারা পূজা করিলে পাতকী হইবে। অঙ্গ-লগ্ন পুষ্প দ্বারা পূজা ঐশ্বর্য্যকে হরণ করে। ৫৪

লগ্ন – অঙ্গলগ্ন। সেইরূপ আরও বলিয়াছেন—পণ্ডিতগণ ত্রিপুরার পূজায় সর্বদা তুলসী বর্জন করিবেন। ত্রিপুরা-সুন্দরী তুলসীর গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া ক্রুদ্ধা হন। ৫৫

কৌলাবলীয়ে বলিয়াছেন—যদি নিজের মঙ্গল চান। তবে রক্তবর্ণ কুন্দ, শ্বেতবর্ণ দূর্বা, নীলকণ্ঠ, করুণ্টক (ঝিণ্টিফুল) মহাদেবীকে প্রদান করিবে না। ৫৬

যোগিনীতন্ত্রে দেবী প্রকরণে বলিয়াছেন—পীত ঝিণ্টি পুষ্প, পীত তগর, শ্বেত ওড্র (জবা) পুষ্পের দ্বারা পূজা সর্বদা বর্জন করিবে। দুইটি তুলসী ও দুইটি মন্দার

১। খ—পুরতস্ত্যজেৎ। ২। খ—সিতেন ঝিণ্টীপুষ্পেণ। ৩। খ—তুলস্যা দ্বে চ মন্দারে।

নার্চয়েচ্চ মহালক্ষ্মীং কুশ-কাশোদ্ভবেন চ ॥ ৫৮

তথা সর্বমধিকৃত্য—বকুলস্য ত্বশোকস্য অর্জুনস্য মহেশ্বরি ! ।

পুজয়েদ্ বৃন্তবর্জেন সবৃন্তেন চ বর্জয়েৎ ॥ ৫৯

বিষ্ণুক্রান্তা-জবা-নাগকেসরং নাগবল্লভম্ ।

বন্ধুকঞ্চৈব[১] মন্দারং সবৃন্তেন সমর্চয়েৎ ॥ ৬০

ন স্পৃশেদ্ বৃন্তবর্জঞ্চ ভূগতঞ্চ ন সংস্পৃশেৎ ।

শেফালী-বকুলে ভদ্রে ! ভূগতে চ সমর্চয়েৎ ॥ ৬১

মালূরং ভূগতং দেয়ং তস্য কাষ্ঠস্য চন্দনম্ ।

বিল্বস্য মূলকং বর্জ্যং কদল্যাঃ পত্রকং তথা ॥ ৬২

তথা নক্ষত্রবিদ্যাদৌ মৎস্যসূক্তে—

পুষ্পশ্রেষ্ঠং কোকনদং বন্ধুকং শতপত্রকম্ ।

বর্বরা-দ্বিতয়ঞ্চৈব কর্ণিকার-দ্বয়ং তথা ॥ ৬৩

বক-মন্দার-চুতানি করবীরাণি[২] শস্যতে ।

মল্লিকা-দ্বিতয়ং জাতী ক্ষৌম-পুষ্পং জয়ন্তিকাম্ ॥ ৬৪

বর্জনীয়। কহ্লার জাত, তমালজাত, কুশজাত কাশজাত পুষ্প দ্বারা মহালক্ষ্মীকে অর্চনা করিবে না। ৫৭-৫৮

সমস্ত দেবদেবীর পূজাকে অধিকার (বিষয়) করিয়া বলিয়াছেন—

হে মহেশ্বরি। বকুল, অশোক, অর্জুনের বৃন্তযুক্ত পুষ্পকে পূজায় বর্জন করিবেন, বৃন্তরহিত এই সকল পুষ্পের দ্বারা পূজা করিবে। ৫৯

বৃন্তযুক্ত বন্ধুক, মন্দার দ্বারা পূজা করিবে। বৃন্তবর্জিত হইলে ঐগুলিকে স্পর্শ করিবে না বা ভূমিতে পতিত হইলে উহাদিগকে স্পর্শ করিবে না। ৬০

হে ভদ্রে! শেফালী ও বকুল ভূমিতে পতিত হইলে তদ্দ্বারা পূজা করিবে। ভূমি পতিত মালূর (বিল্বপত্র) দেয়। বিল্বকাষ্ঠের চন্দন দেয়। বিল্বের মূল ও কদলীর পত্র বর্জন করিবে। ৬১-৬২

নক্ষত্রবিদ্যা বিষয়ে সেইরূপ মৎস্য সূক্তে বলিয়াছেন—কোকনদ, বন্ধুক, শতদল পুষ্প শ্রেষ্ঠ। দুই প্রকার বর্বরা এবং দুই প্রকার কর্ণিকারও সেইরূপ শ্রেষ্ঠ। ৬৩

বক, মন্দার ও চূতপুষ্প এবং করবীর সমূহ প্রশস্ত। দুই প্রকার মল্লিকা, জাতি,

---

১। ক—বিন্দুকঞ্চৈব। ২। ক—মন্দারচূড়ানি করবীরাণি।

বিল্বপত্রং কুরবকং মুনিপুষ্পঞ্চ কেশরম্ ।
বাসন্তী-দ্বিতয়ঞ্চৈব কাশপুষ্পং মরুবকম্ ।
দমনঞ্চ লবঙ্গঞ্চ যূথীং শেফালিকাং তথা ॥ ৬৫
সুগন্ধি-শ্বেত-লৌহিত্য-কুসুমৈরর্চয়েদ্ দলৈঃ ।
বিল্বৈর্মরুবকাদ্যৈশ্চ[১] তুলসীদল-বর্জিতৈঃ ॥ ৬৬

"যদ্যপি তুলসী-বর্জিতা পূজা ন জাতু ফলদা ভবেদি"তি, তথাপি তন্নিয়মস্তু ন ত্রিপুরাদৌ ; তথাচ (৬৭)—

ভৈরবী-সুন্দরী-কালী-ব্রহ্ম-বিঘ্ন-বিবস্বতাম্ ।
তুলসী-বর্জিতা পূজা সা পূজাঽবিফলা ভবেৎ ॥ ৬৮

অবিফলা সফলেত্যর্থঃ । ভৈরব্যাদি-পূজায়াং তুলসী সর্বদৈব বর্জ্যা, পূর্ববচনাৎ । ইতরাসান্তু পূজায়াং তদসত্ত্বে সত্ত্বে বা ন কশ্চিদ্ বিশেষঃ । "নাক্ষতৈরর্চয়েদ্ বিষ্ণুমি"তি তু পুষ্পাভাবে অতিদেশ-প্রাপ্তস্য তণ্ডুলস্য নিষেধ-পরম্ । তথাচ (৬৯)—

পুষ্পাভাবে জলেনাপি দূর্বয়া তণ্ডুলেন চ ।

ক্ষৌম পুষ্প (অতসী পুষ্প বা মসিনা পুষ্প), জয়ন্তিকা, বিল্বপত্র, কুরবক (রক্ত আমলা), মুনিপুষ্প, নাগকেশর পুষ্প, দুই প্রকার বাসন্তী (মাধবী লতা), কাশপুষ্প, মরুবক (মদনা), দমন, লবঙ্গ, যূথী, শেফালিকা—এগুলি দেবী পূজায় প্রশস্ত । ৬৪-৬৫

সুগন্ধি শ্বেত ও রক্ত পুষ্প দ্বারা অর্চনা করিবেন। তুলসীপত্র ভিন্ন বিল্ব ও মরুবকাদির পত্রের দ্বারা পূজা করিবেন । ৬৬

যদিও—"তুলসী বর্জিতা পূজা কখনও ফলপ্রদা হয় না"—এইরূপ বচন আছে, তথাপি সে নিয়ম ত্রিপুরাদি বিষয়ে নহে। বচনে সেইরূপ আছে যে (৬৭)—

ভৈরবী, ত্রিপুর-সুন্দরী, কালী, ব্রহ্মা, গণেশ ও সূর্য্যের তুলসী বর্জ্জিতা যে পূজা, সে পূজা অবিফলা নহে অর্থাৎ সফলা । ৬৮

অবিফলার অর্থ—সফলা। পূর্ববচন অনুসারে ভৈরবী প্রভৃতির পূজায় তুলসী সর্বদাই বর্জনীয়। অন্যান্য দেবীগণের পূজায় তুলসী থাকুক বা না থাকুক; তাহাতে কোন বিশেষ নাই। "নাক্ষতৈরর্চয়েদ্ বিষ্ণুম্"—এই বচনটি কিন্তু পুষ্পের অভাবে অতিদেশ প্রাপ্ত তণ্ডুলের নিষেধপর। তাহাই উক্ত হইয়াছে (৬৯)—

১। খ—মরুবকাশ্চৈব।

নিত্যপূজা প্রকর্ত্তব্যা ভক্তিভাবেন সুন্দরি ! ॥ ৭০

ন ত্বর্ঘ্যাদি-নিষেধপরম্।

গন্ধ-পুষ্পাক্ষত-যব-কুশাগ্র-তিল-সর্ষপৈঃ।
সদূর্ব্বৈঃ সর্বদেবানামেতদর্ঘ্যমুদীরিতম্ ॥ ৭১

ইত্যনেনাক্ষতস্যাঽর্ঘ্য-ঘটকত্বাৎ[১]। এবং "ন দূর্বয়া যজেদ্ দুর্গামি"ত্যপি পুষ্পাভাবে তন্মাত্র-করণক-দুর্গা-পূজায়া নিষেধকম্, ন তু দুর্বাঘটিত-পূজায়া অপি। তথাচ (৭২)—

বিনা বৈ দূর্বয়া দেবি ! পূজা নাস্তীহ কর্হিচিৎ।
তস্মাদ্ দূর্বা গ্রহীতব্যা যতঃ সর্বময়ী শিবে ! ॥ ইত্যুক্তত্বাৎ। ৭৩

তথা রাঘবভট্টঃ—সর্বৈঃ পুষ্পৈঃ সদা পূজা বিহিতাঽবিহিতৈরপি।
কর্ত্তব্যা সর্বদেবানাং ভক্তিযোগোঽত্র কারণম্ ॥ ৭৪

তন্ত্রান্তরে—দেবীপূজা সদা কার্য্যা জলজৈঃ স্থলজৈরপি।
বিহিতাবিহিতৈর্বাপি[২] ভক্তি-যুক্তেন চেতসা ॥ ৭৫

হে সুন্দরি ! পুষ্পের অভাবে জলের দ্বারা, দূর্বার দ্বারা অথবা তণ্ডুলের দ্বারাও ভক্তিভাবে নিত্য পূজা কর্ত্তব্য। ৭০

কিন্তু অর্ঘ্যাদি নিষেধপর নহে। যেহেতু—

দূর্বার সহিত গন্ধ, পুষ্প, অক্ষত, যব, কুশাগ্র, তিল ও সর্ষপ যুক্ত ঐ জল সমস্ত দেবতার অর্ঘ্য বলিয়া কথিত হইয়াছে। ৭১

এই বচনের দ্বারা অক্ষত অর্ঘ্যের ঘটক হইয়াছে। এইরূপ "ন দূর্বয়া যজেদ্ দুর্গাং" এই বচনটিও পুষ্পের অভাবে দূর্বামাত্র-করণক অর্থাৎ কেবল দূর্বা দ্বারা দুর্গাপূজার নিষেধক, কিন্তু দূর্বা-ঘটিত অন্য উপচার দ্বারা দুর্গাপূজার নিষেধক নহে। যেহেতু তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে (৭২)—

হে দেবি ! কোন সময়ে এই পৃথিবীতে দূর্বা ছাড়া কোন পূজা নাই। হে দেবি ! যেহেতু দূর্বা সর্বময়ী, সেই হেতু পূজায় দূর্বা গ্রহণ করিবে। ৭৩

রাঘব ভট্টও তাহাই বলিয়াছেন—বিহিত ও অবিহিত সমস্ত পুষ্পের দ্বারা সমস্ত দেবতার সর্বদা পূজা করিবে। ভক্তিযোগই অবিহিত পুষ্পের দ্বারা পূজার কারণ। ৭৪

তন্ত্রান্তরে বলিয়াছেন—ভক্তিযুক্ত চিত্তের দ্বারা বিহিত ও অবিহিত জলজ ও স্থলজ পুষ্পের দ্বারা সর্বদা দেবীর পূজা করিবে। ৭৫

১। খ—ইত্যনেন দূর্বায়া অর্ঘ্যঘটকত্বেনোক্তত্বাৎ। ২। ক+খ—বিহিতৈরবিহিতৈর্বাপি।

ইদন্তু বিহিত-পুষ্পাভাবে অত্যন্ত-ভক্তি-বিষয়ম্। কালীতন্ত্রে—

অপামার্গৈশ্চ ভৃঙ্গৈশ্চ তুলসী-বর্জিতৈঃ শুভৈঃ।

মুণ্ডমালাতন্ত্রে— ধুস্তূরাশোক-বকুল-শ্বেত-কৃষ্ণাঽপরাজিতা। ৭৬

ইত্যাদি-দেয়-পুষ্পনিয়মঃ। ৭৭

কালিকাপুরাণে—রক্তপদ্ম-সহস্রেণ যো মালাং সংপ্রযচ্ছতি।

ভক্তিযুক্তো মহাদেব্যৈ তস্য পুণ্যফলং শৃণু॥ ৭৮

কল্পকোটি-সহস্রাণি-কল্পকোটি-শতানি চ।

স্থিত্বা মম পুরে শ্রীমাংস্ততো রাজা ক্ষিতৌ ভবেৎ॥ ৭৯

পত্রেষু বিল্বপত্রন্তু দেবী-প্রীতিকরং পরম্।

তৎ-সহস্রকৃতা মালা পূর্ববৎ ফলদা ভবেৎ॥ ৮০

কিঞ্চাতিবহুনোক্তেন সামান্যেনেদমুচ্যতে।

উক্তানুক্তৈস্তথা পুষ্পৈর্জলজৈঃ স্থলজৈস্তথা॥ ৮১

পত্রৈঃ সর্বৈর্যথালাভং সর্বৌষধিগণৈরপি।

বনজৈঃ সর্বপুষ্পৈশ্চ পত্রৈরপি শিবাং যজেৎ॥ ৮২

ইহা কিন্তু বিহিত পুষ্পের অভাবে অত্যন্ত ভক্তি বিষয়ক অর্থাৎ অবিহিত পুষ্পে অত্যন্ত ভক্তি হইলে তাহা দ্বারাও পূজা করিতে পারেন। কালীতন্ত্রে বলিয়াছেন—

তুলসী বর্জিত সুন্দর শুদ্ধ অপামার্গ ও ভৃঙ্গরাজ পুষ্পের দ্বারা পূজা করিবেন। ৭৬

মুণ্ডমালা তন্ত্রে বলিয়াছেন—ধুস্তুর, অশোক, বকুল, শ্বেত ও কৃষ্ণ অপরাজিতা (শক্তিপূজায় প্রশস্তা)। ইত্যাদি বচনের দ্বারা পুষ্প-নিয়ম বিহিত হইয়াছে। ৭৭

কালিকাপুরাণে বলিয়াছেন—যে ব্যক্তি ভক্তিযুক্ত হইয়া সহস্র রক্ত পদ্মের দ্বারা রচিত মালা মহাদেবীকে প্রদান করেন, তাহার পুণ্যফল শ্রবণ কর। ৭৮

সেই শ্রীমান্ কল্পকোটি সহস্র বৎসর আমার পুরে থাকিয়া তাহার পর সে কল্পকোটি শত বৎসর পৃথিবীতে রাজা হইবে। ৭৯

পত্রসমূহের মধ্যে বিল্বপত্র দেবীর অত্যন্ত প্রীতিকর। সহস্র বিল্বপত্র রচিত মালা পূর্ববৎ ফলপ্রদা হইয়া থাকে। ৮০

অতিবহু বলার কোন প্রয়োজন নেই। সামান্য ভাবে এই বলিতেছি—শাস্ত্রে উক্ত বা অনুক্ত জলজ ও স্থলজ পুষ্পসমূহের দ্বারা, সমস্ত পত্রের দ্বারা যেমন যেমন প্রকারে প্রাপ্ত সমস্ত ওষধি-বর্গের দ্বারা বনজাত সমস্ত পুষ্প ও পত্র সমূহের দ্বারা শিবাকে পূজা করিবে। ৮১-৮২

পূজয়েৎ পরমেশানীং পুষ্পাভাবে তু পত্রকৈঃ।
পত্রাণামপ্যভাবে তু তৃণ-গুল্মৌষধাদিভিঃ ॥ ৮৩
ওষধীনামভাবে তু তৎ-ফলৈরপি পূজয়েৎ।
অক্ষতৈর্বা জলৈর্বাপি তদভাবেঽপি সর্ষপৈঃ।
সিতৈস্তস্যাপ্যলাভে তু মানসীং ভক্তিমাচরেৎ ॥ ৮৪
বাজিদন্তক-পত্রৈশ্চ পুষ্পৌঘৈরপি চণ্ডিকাম্।
তুলসীকুসুমৈঃ পত্রৈরর্চয়েচ্ছ্রী-বিবৃদ্ধয়ে ॥ ৮৫

তন্ত্রান্তরে—দত্তে চৈকজবাপুষ্পে[১] পট্টবস্ত্র-ফলং লভেৎ।
ব্রহ্মহত্যাদিকং পাপং তৎক্ষণান্ নশ্যতি ধ্রুবম্[২] ॥ ৮৬

মৎস্যসূক্তে— দ্রোণঞ্চ বন্ধুজীবঞ্চ সরস্বত্যৈ ন দাপয়েৎ।
মহালক্ষ্ম্যৈ তু তুলসীং ঝিণ্টিকাং কাঞ্চনং তথা ॥ ৮৭

মৎস্যপুরাণে— বিল্বপত্রঞ্চ মাঘ্যঞ্চ তমালামলকী-দলম্ ॥
কহলারং তুলসীং চৈব পদ্মঞ্চ মুনি-পুষ্পকম্।
এতৎ পর্য্যুষিতং ন স্যাৎ যচ্চান্যৎ কলিকাত্মকম্ ॥ ৮৮

পুষ্পের অভাব হইলে পত্র সমূহের দ্বারা পরমেশানীকে পূজা করিবে। পত্রসমূহেরও অভাব হইলে তৃণ, গুল্ম, ওষধাদি সমূহের দ্বারা, ওষধাদির অভাব হইলে তাহার ফলসমূহের দ্বারা পূজা করিবে। তাহাদেরও অভাব হইলে অক্ষত, জল বা শ্বেতসর্ষপ সমূহের দ্বারা, তাহারও অভাব হইলে মানস ভক্তির আচরণ করিবে অর্থাৎ মনে মনে ভক্তি পূর্বক পূজা করিবে। ৮৩-৮৪

বাজিদন্তকের (বাসকের) পত্র ও পুষ্পসমূহের দ্বারা, তুলসীর পুষ্প ও পত্রসমূহের দ্বারা শ্রীবিবৃদ্ধির জন্য চণ্ডিকাকে পূজা করিবে। ৮৫

তন্ত্রান্তরে বলিয়াছেন—দেবীকে একটি জবাফুল দিলে পট্ট বস্ত্র দানের ফল লাভ হয়। ব্রহ্মহত্যাদি জনিত পাপ তৎক্ষণাৎ নিশ্চয়ই বিনষ্ট হয়। ৮৬

মৎস্যসূক্তে বলিয়াছেন—দ্রোণপুষ্প, বন্ধুজীব (রক্তবর্ণ পুষ্পবিশেষ) সরস্বতীকে প্রদান করিবে না। আর মহালক্ষ্মীকে তুলসী, ঝিণ্টিকা ও কাঞ্চন পুষ্প দিবে না। ৮৭

মৎস্য পুরাণে বলিয়াছেন—বিল্বপত্র, মাঘ্য (কুন্দ), তমাল পত্র, আমলকী পত্র, কহ্লার, তুলসী, সেইরূপ পদ্ম, মুনিপুষ্প—এইগুলি পর্য্যুষিত হয় না। আর অন্য যে সমস্ত কলিকারূপ (মকুল, কুড়ি) ফুল, তাহাও পর্য্যুষিত হয় না। ৮৮

১। খ—দত্ত্বা চৈকজবাপুষ্পং। ২। খ—শ্লোকার্দ্ধোঽয়ং নাস্তি।

মাঘ্যং—কুন্দম্। মুনিপুষ্পং—বকপুষ্পম্। স্কান্দে—
শুষ্কাণ্যপি চ পত্রাণি শ্রীবৃক্ষস্য সদৈব হি। দাতব্যানীতি শেষঃ। ৮৯
কালিকাপুরাণে—পুষ্পঞ্চ কৃমি-সংযুক্তং বিশীর্ণং ভগ্ন-মৃদ্গতম্।
সকেশং মূষিকা-ধূতং যত্নেন পরিবর্জয়েৎ॥ ৯০
যাচিতং পরকীয়ঞ্চ তথা পর্য্যুষিতঞ্চ যৎ।
অঙ্গ-স্পৃষ্টং পদা স্পৃষ্টং যত্নেন পরিবর্জয়েৎ॥ ৯১
ভবিষ্যে— ধুস্তূরকৈস্তু যো লিঙ্গং সকৃৎ পূজয়তি নরঃ।
স গো-লক্ষ-ফলং প্রাপ্য শিবলোকে মহীয়তে॥ ৯২
বিল্বপত্রৈরখণ্ডৈশ্চ যো লিঙ্গং পূজয়েৎ সকৃৎ।
সর্বপাপ-বিনির্মুক্তঃ শিবলোকে মহীয়তে[১]॥ ৯৩
অন্যত্রাপি—অর্কপুষ্পে তথৈকস্মিন্ শিবায় বিনিবেদিতে।
দশ দত্ত্বা সুবর্ণস্য তৎ-ফলং সমবাপ্নুয়াৎ॥ ৯৪
অর্কপুষ্প-সহস্রেভ্যঃ করবীরং প্রশস্যতে।
করবীর-সহস্রেভ্যো বিল্বপত্রং বিশিষ্যতে॥ ৯৫

মাঘ্য—কুন্দ। মুনিপুষ্প—বকপুষ্প। স্কন্দপুরাণে বলিয়াছেন—বিল্ববৃক্ষের শুষ্ক পত্রও সর্বদাই। প্রদান করিবে, ইহা এখানে উহ্য করিতে হইবে। ৮৯

কালিকাপুরাণে বলিয়াছেন—কৃমি সংযুক্ত, বিশীর্ণ, ভগ্ন, মৃদ্গত (ভূমিতে পতিত); কেশযুক্ত, মূষিকের দ্বারা আঘ্রাত পুষ্পকে যত্নপূর্বক পরিত্যাগ করিবে। ৯০

যাচিত, পরকীয়, পর্য্যুষিত, অঙ্গ-স্পৃষ্ট, পদের দ্বারা পৃষ্ট যে পুষ্প, তাহা যত্নপূর্বক পরিত্যাগ করিবে। ৯১

ভবিষ্যপুরাণে বলিয়াছেন—যে মনুষ্য ধুতরা ফুলের দ্বারা শিবলিঙ্গকে এক বার পূজা করে, সে লক্ষ গোদানের ফল পাইয়া শিবলোকে পূজিত হয়। ৯২

যে মনুষ্য অখণ্ড বিল্বপত্র সমূহের দ্বারা শিবলিঙ্গকে একবার পূজা করে, সে সর্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া শিবলোকে পূজিত হয়। ৯৩

অন্যত্রও উক্ত হইয়াছে—একটি অর্কপুষ্প শিবকে নিবেদন করিলে দশ বার সুবর্ণ দান করিয়া যে ফল হয়, তিনি সেই ফল লাভ করেন। ৯৪

সহস্র অর্কপুষ্প হইতে করবীর প্রশস্ত। সহস্র করবীর হইতে বিল্বপত্র প্রশস্ত।

১। খ—মহীয়তে ইত্যনন্তরং—তথা নীরজস্য চ বিধস্যেত্যাদি পাঠঃ।

বিল্বপত্র-সহস্রেভ্যো দ্রোণপুষ্পং বিশিষ্যতে।
দ্রোণপুষ্প-সহস্রেভ্যো হ্যপামার্গো বিশিষ্যতে ॥ ৯৬
অপামার্গ-সহস্রেভ্যঃ কুশপুষ্পং বিশিষ্যতে।
কুশপুষ্প-সহস্রেভ্যঃ একং ধুস্তূরকং বরম্।
ধুস্তূরক-সহস্রেভ্যঃ শমীপুষ্পং বিশিষ্যতে ॥ ৯৭

তথা— নীরজস্য চ বিল্বস্য তুলস্যা দলমেব চ।
ন দূষ্যেচ্ছিন্ন-ভিন্নঞ্চ জাতি-পুষ্পঞ্চ শঙ্করি[১] ॥ ৯৮

পুষ্পাদিদানে তু বিশেষঃ—পুষ্পং বা যদি বা পত্রং সর্বং নেষ্টমধোমুখম্।
দুঃখদং তৎ সমাখ্যাতং যথোৎপন্নং তথার্পণম্।
অধোমুখং ফলং নেষ্টং পুষ্পাঞ্জলি-বিধৌ ন চ ॥ ৯৯। ইতি

অথ-ধূপঃ—তঞ্চ ভূমি-ঘটাসনেতর-শোভনপাত্রে স্থাপিতং সুগন্ধং নিস্তাপং অনতি-ব্যাপকং নীচৈর্দদ্যাৎ। নিবন্ধে (১)—

সহস্র বিল্বপত্র হইতে দ্রোণপুষ্প প্রশস্ত। সহস্র দ্রোণপুষ্প হইতে অপামার্গ বিশিষ্ট (প্রশস্ত) হইয়া থাকে। ৯৫-৯৬

সহস্র অপামার্গ হইতে কুশের পুষ্প বিশিষ্ট হইয়া থাকে। সহস্র কুশপুষ্প হইতে একটি ধুস্তূর পুষ্প শ্রেষ্ঠ। সহস্র ধুস্তূর পুষ্প হইতে শমীপুষ্প বিশিষ্ট হইয়া থাকে। ৯৭

এইরূপ আরও বলিয়াছেন—হে শঙ্করি! নীরজ পদ্ম, বিল্ব ও তুলসীর পত্র ও জাতি (মালতী) পুষ্প ছিন্ন ভিন্ন হইলেও দোষ হয় না। ৯৮

পুষ্পাদি দানে বিশেষ বলিয়াছেন—পুষ্প যদি বা পত্র অধোমুখ হয়—সমস্তই তাহা পূজায় অভিপ্রেত নহে। অধোমুখ পুষ্প ও পত্র দুঃখপ্রদ কথিত হইয়াছে। পত্র ও পুষ্প যেভাবে উৎপন্ন হয়, সেইভাবে অর্পণ করিবে। অধোমুখ ফল অভিপ্রেত নহে। পুষ্পাঞ্জলি বিধিতেও অধোমুখ পত্র ও পুষ্প অভিপ্রেত নহে। ৯৯

বিবৃতি। মন্ত্রতন্ত্র প্রকাশে পাঁচ প্রকার পুষ্প বলিয়াছেন—(১) পর (২) অপর (৩) উত্তম (৪) মধ্যম (৫) অধম। যথা—পুষ্পং পঞ্চবিধং প্রোক্তং মুনিভির্নারদাদিভিঃ। পরাপরোত্তমঞ্চৈব মধ্যমঞ্চ তথাধমম্॥ সৌবর্ণন্তু পরং প্রোক্তমপরং চিত্রবস্ত্রজম্। বৃক্ষ-গুল্ম-লতা-পুষ্পমুত্তমং পরিকীর্ত্তিতং। অধমং পত্রতোয়াদি মধ্যমন্তু ফলাত্মকম্॥

অনন্তর ধূপ কথিত হইতেছে। ভূমি, ঘট ও আসন ভিন্ন অন্য শোভন পাত্রে স্থাপিত, সুগন্ধ, নিস্তাপ, অনতিব্যাপক সেই ধূপকে দেবতার নীচে প্রদান করিবে। নিবন্ধে বলিয়াছেন (১)—

১। খ—শাঙ্করী।

সগুগ্‌গুল্বগুরূশীর-শর্করা-মধু-চন্দনৈঃ।
ধূপয়েদাজ্যসংমিশ্রৈর্নীচৈর্দেবস্য দেশিকঃ ॥ ২

দেশিকঃ পূজাকর্ত্তা। অয়ং সপ্তাঙ্গঃ।

সিতাজ্য-মধূ-সংমিশ্রং গুগ্‌গুল্বগুরু-চন্দনম্।
ষড়ঙ্গধূপমেতৎ তু সর্বদেবপ্রিয়ং সদা ॥ ৩

অয়ং ষড়ঙ্গঃ। তথা তন্ত্রান্তরে—

রোগ-রোগহর-রোগদ-কেশাঃ সুরতরু-জতু-লঘুপত্র-বিশেষাঃ।
বক্র-বিবর্জিত-বারিদ-মুদ্রা[১] ধূপবর্ত্তিরিহ সুন্দরি! ভদ্রা ॥ ৪

রোগাদয়স্তু কুড়-হরীতকী-গুড়-জটামাংসী-দেবদারু-জত্বগুরু-তেজপত্র-সরল-মুস্তকাঃ[২]। অয়ং দশাঙ্গঃ। ৫

মধু-মুস্তং ঘৃতং গন্ধো গুগ্‌গুল্বগুরু-শৈলজম্।
সরলং সিহ্লু-সিদ্ধার্থৌ দশাঙ্গো ধূপ ইষ্যতে ॥ ৬

অয়মপি দশাঙ্গঃ। তথা—

দেশিক আজ্য মিশ্রিত গুগ্‌গুলুর সহ অগুরু, উশীর (গন্ধবেণা), চিনি, মধু ও চন্দনের দ্বারা দেবতার নীচে ধূপিত করিবেন। ২

দেশিক—পুজা কর্ত্তা। এইটি সপ্তাঙ্গ ধূপ। আরও তন্ত্রে বলিয়াছেন—

শর্করা, আজ্য ও মধুমিশ্রিত গুগ্‌গুলু, অগুরু ও চন্দন—ইহা ষড়ঙ্গ ধূপ জানিবে। ইহা সর্বদা সমস্ত দেবতার প্রিয়। ৩

এইটি ষড়ঙ্গ ধূপ। সেইরূপ তন্ত্রান্তরে বলিয়াছেন—রোগ (কুড়), রোগহর (হরীতকী), রোগদ (গুড়), কেশ (জটামাংসী), সুরতরু (দেবদারু), জতু (লাক্ষা) লঘুপত্র (তেজপাতা), বিশেষ (অগুরু), বক্রবিবর্জিত (সরল কাষ্ঠ), বারিদমুদ্রা (মুথা) হে সুন্দরি! এই সমস্ত দ্রব্যের ধূপবাতি ইহলোকে কল্যাণপ্রদ। ৪

রোগাদি হইতেছে—কুড়, হরীতকী, গুড়, জটামাংসী দেবদারু, জতু, অগুরু, তেজপাতা, সরল ও মুথা। এইটি দশাঙ্গ ধূপ। ৫

মধু, মুথা, ঘৃত, গন্ধ (চন্দন), গুগ্‌গুলু, অগুরু, শৈলজ, সরল, সিহ্লু (গন্ধদ্রব্য-বিশেষ) শিলারস ও সিদ্ধার্থ—এইগুলি দশাঙ্গ ধূপ কথিত হইয়াছে। ৬

১। বারিদমুদ্রেতি পাঠে বারিদো মুস্তং মুদ্রা নখী তন্মতে একাদশ দ্রব্যম্। বারিজমুদ্রেতি পাঠে বারিজমুদ্রা নখী, তন্মতে দশদ্রব্যম্। বক্রবিবর্জিত-বারিদাভ্যাং মুদ্রা পরিপাটী যস্যা ইত্যর্থঃ।
২। খ—মুস্তকা ইত্যনন্তরং তথা গুগ্‌গুলমিত্যাদি-পাঠঃ।

গুগ্‌গুলুং সরলং দারু-পত্রং মলয়-সম্ভবম্ ।
হ্রীবেরমগুরুং কুষ্ঠং গুড়ং সর্জ্জরসং ঘনম্ ॥ ৭
হরীতকীং নখীং লাক্ষাং জটামাংসীঞ্চ শৈলজম্ ।
ষোড়শাঙ্গং বিদুর্ধূপং দৈবে পৈত্র্যে চ কর্ম্মণি[১] ॥ ৮ অয়ং ষোড়শাঙ্গঃ[২] ।

অথ দীপঃ। তৈজসাদি-নির্ম্মিতে দীপবৃক্ষে তৈজসং দারবং মার্ত্তিকং নারিকেলজং তালোদ্ভবং বা দীপপাত্রং সংস্থাপ্য, তত্র পদ্ম-সূত্র-ভবাং দর্ভগর্ভ-সূত্রভবামশাণজাং[৩] বাদরীং কোষোদ্ভবাং তূলময়ীং বা কর্পূর-গর্ভাং বর্ত্তিকাং দক্ষিণাবর্ত্ত-বলিতাং নিধায়, তত্র ঘৃতং তিল-তৈলং সার্ষপং ফলনির্য্যাস-ভবং বা স্নেহং নিক্ষিপ্য তত্র নেত্রাহ্লাদকরং চতুরঙ্গুলানধিকং তাপবর্জ্জিতং সুশিখং শব্দবর্জ্জিতং নির্ধূমমনতি-হ্রস্বং দীপং নির্বর্ত্য স্বদক্ষিণে সংস্থাপ্য নমোঽন্তে-নোৎসৃজ্য দৃষ্টি-পর্য্যন্তং দদ্যাৎ[৪] । ৯

যথা— বর্ত্ত্যা কর্পূরগর্ভিণ্যা সর্পিষা তিলজেন বা ।

এইটিও দশাঙ্গ ধূপ। সেইরূপ আরও উক্ত হইয়াছে—গুগ্‌গুলু, সরল, দেবদারু, তেজপাতা, চন্দন, বালা, অগুরু, কূড়, গুড়, ধুণা, মুথা, হরীতকী, নখী, লাক্ষা, জটা-মাংসী, শৈলেয়—দৈব ও পৈত্র্য কর্ম্মে এইগুলিকে ষোড়শাঙ্গ ধূপ জানিবে। এইটি ষোড়শাঙ্গ ধূপ। ৭-৮

অনন্তর দীপ কথিত হইতেছে। তৈজসাদি নির্ম্মিত দীপ-বৃক্ষে (দীপরাখায়) তৈজস, দারুনির্ম্মিত, মার্ত্তিক (মৃত্তিকানির্ম্মিত) বা নারিকেল নির্ম্মিত, অথবা তাল (হরিতাল জাত) দীপপাত্র স্থাপন করিয়া সেই দীপপাত্রে পদ্মসূত্র নির্ম্মিত, শণ ভিন্ন তন্তু নির্ম্মিত, বাদর তুলা নির্ম্মিত, কোষ (রেশমসূতা) নির্ম্মিত, অথবা তুলানির্ম্মিত দক্ষিণাবর্ত্তে বলিত (পাকান) কর্পূর-গর্ভ বাতি রাখিয়া সেই বাতিতে ঘৃত, তিলতৈল, সর্ষপ তৈল, অথবা ফলের নির্য্যাস জাত তৈল দিয়া সেই প্রদীপ পাত্রে চক্ষুর তৃপ্তিকর, চারি আঙ্গুলের অনধিক, তাপরহিত, উত্তম শিখা যুক্ত, শব্দ রহিত, নির্ধূম; অনতিহ্রস্ব দীপ করিয়া নিজের দক্ষিণে স্থাপন করিয়া নমো অন্ত মন্ত্রের দ্বারা উৎসর্গ করিয়া দেবতার দৃষ্টি পর্য্যন্ত দীপকে দান করিবে। ৯

যেমন—কর্পূর-গর্ভ শলিতাকে ঘৃত বা তিলজাত তৈলের দ্বারা সিক্ত করিয়া সৌরভ

১। খ—পিত্র্যে চ কর্ম্মণীত্যনন্তরং মধ্বমৃন্তং ঘৃতমিত্যাদি ইয়ত্তে অথ দীপঃ ইত্যন্ত-পাঠঃ। ২। খ—অয়ং পাঠো নাস্তি। ৩। খ—ভবাং শাণজাং। ৪। খ—দদ্যাদিত্যনন্তরম্ ইদমগ্রনং। যথা বর্ত্ত্যেত্যাদি-পাঠঃ।

আরোপ্য দর্শয়েদ্ দীপানুচ্চৈঃ সৌরভ-শালিনঃ ॥ ১০

ইতি শারদা। শাণং জীর্ণং মলিনং কৃতোপভোগং কোষজং রোমজং বা বস্ত্রং দীপবর্ত্তৌ ন দদ্যাৎ। ঘৃতাদি-স্নেহমপি মিশ্রীকৃত্য ন দদ্যাৎ। ইদমঞ্জনং নমঃ। ১১

কালিকাপুরাণে—বিধবা নাঞ্জনং কুর্য্যান্ মহামায়ার্থমুত্তমম্।

নাদত্তে ত্বঞ্জনং দেবী বৈষ্ণবী[১] বিধবা-কৃতম্ ॥ ১২

ন মৃৎপাত্রে যোজয়েৎ তু সাধকো নেত্র-রঞ্জনম্।

ন পূজাফলমাপ্নোতি মৃৎপাত্রে বিহিতাঞ্জনৈঃ ॥ ১৩

অথ নৈবেদ্যম্—তৎ তু বহুবিধং সৌবর্ণাদি-পাত্রে প্রস্তরে পদ্মপত্রে সর্বালাভে হস্ত-নির্মিত-মৃৎপাত্রে নিধায় নমোঽন্তেন দদ্যাৎ[২]। ১৪

আগমকল্পদ্রুমে—হৈরণ্যং রাজতং কাংস্যং তাম্রং মৃণ্ময়মেব বা

পালাশং শ্রীহরেঃ পাত্রং নৈবেদ্যং কল্পয়েদ্ বুধঃ ॥ ১৫

গৌতমীয়ে— স্বর্ণে বা তাম্রপাত্রে বা রৌপ্যে বা পঙ্কজে দলে। ইতি ॥ ১৬

শালী দীপসমূহকে উচ্চদেশে দেখাইবেন। ইহা শারদাতিলক বলিয়াছেন (১০)—

জীর্ণ ও মলিন, শণসূত্র, ব্যবহৃত তসর সূত্র বা রেশম সূতার বস্ত্র দীপের বাতিতে দিবে না। ঘৃতাদি স্নেহও মিশাইয়া দিবে না। ইদমঞ্জনং নমঃ এই মন্ত্রে অঞ্জন দিবেন। ১১

কালিকাপুরাণে বলিয়াছেন—বিধবা মহামায়ার জন্য উত্তম অঞ্জন করিবে না। বৈষ্ণবী দেবী বিধবার কৃত অঞ্জন গ্রহণ করে না। ১২

সাধক মৃৎপাত্রে নেত্ররঞ্জন অঞ্জন করিবে না। মৃৎপাত্রে কৃত অঞ্জনের দ্বারা পূজার ফল পাওয়া যায় না। ১৩

অনন্তর নৈবেদ্য কথিত হইতেছে। সেই বহু প্রকার নৈবেদ্য সুবর্ণাদি পাত্রে, প্রস্তরে, পদ্মপত্রে, এই সমস্ত না পাইলে হস্ত নির্মিত মৃৎপাত্রে রাখিয়া নমো অন্ত মন্ত্রে নিবেদন করিবে। ১৪

আগমকল্পদ্রুমে বলিয়াছেন—পণ্ডিত পূজক সুবর্ণ পাত্র, রজতপাত্র, কাংস্যপাত্র, তাম্রপাত্র, মৃণ্ময় পাত্র, পলাশপত্রের পাত্রকে শ্রীহরির নৈবেদ্য পাত্র করিবেন। ১৫

গৌতমীয় তন্ত্রে এই বলিয়াছেন—স্বর্ণপাত্রে, তাম্রপাত্রে, রৌপ্যপাত্রে অথবা পদ্ম পত্রে নৈবেদ্য দিবে। ১৬

১। খ—দেবী বৈষ্ণবা বিধবা। ২। খ—দদ্যাদিত্যনন্তরং গৌতমীয়ে স্বর্ণে বেত্যাদি পাঠঃ।

কালিকাপুরাণে—মোদকৈর্গজ-বক্ত্রঞ্চ হবিষা তোষয়েদ্ হরিম্।
তৌর্য্যত্রিকৈশ্চ নিয়মৈঃ শঙ্করং তোষয়েদ্ হরম্।
চণ্ডিকাং বলিদানেন তোষয়েৎ সাধকঃ সদা॥ ১৭

বিশেষস্তু নৃসিংহপুরাণে—
তত্র তত্র জলং দদ্যাদুপচারান্তরান্তরা।
স্নানে বস্ত্রে চ নৈবেদ্যে দদ্যাদাচমনীয়কম্॥ ইতি। ১৮

গন্ধাদি-দানে বিশেষস্তু তন্ত্রান্তরে—
মধ্যমানামিকাঙ্গুষ্ঠৈরঙ্গুল্যগ্রেণ পার্বতি!।
দদ্যাচ্চ বিমলং গন্ধং মূলমন্ত্রেণ সাধকঃ॥ ১৯
অঙ্গুষ্ঠ-তর্জনীভ্যাস্তু চক্রে পুষ্পং নিবেদয়েৎ।
যথা গন্ধং তথা দেবি! ধূপং দদ্যাদ্ বিচক্ষণঃ॥ ২০
মধ্যমানামিকাভ্যান্তু মধ্যপর্বণি দেশিকঃ।
অঙ্গুষ্ঠাগ্রেণ দেবেশি! ধৃত্বা ধূপং নিবেদয়েৎ।
উত্তোলনং ত্রিধা কৃত্বা গায়ত্র্যা মূলযোগতঃ॥ ২১

তথা— ধূপভাজন মস্ত্রেণ প্রোক্ষ্যাভ্যর্চ্চ্য হৃদাণুনা[১]।
অস্ত্রেণ পূজিতাং ঘণ্টাং বাদয়ন্ সগুণং দহেৎ॥ ২২

কালিকাপুরাণে বলিয়াছেন—সাধক সর্বদা গণেশকে মোদকের দ্বারা সন্তুষ্ট করিবে। শ্রীহরিকে হবির দ্বারা তুষ্ট করিবে। নিয়মতঃ নৃত্য, গীত ও বাদ্যের দ্বারা শঙ্কর হরকে তুষ্ট করিবে। চণ্ডিকাকে বলিদানের দ্বারা তুষ্ট করিবে। ১৭

নৈবেদ্য বিষয়ে নৃসিংহ-পুরাণে বিশেষ এই বলিয়াছেন—সেই সেই উপচারের দ্বারা পূজার মধ্যে মধ্যে জল দিবে। স্নানে, বস্ত্রে ও নৈবেদ্যে আচমন দিবে। ১৮

গন্ধাদি দানে তন্ত্রান্তরে বিশেষ বলিয়াছেন—হে পার্বতি! সাধক মূল মন্ত্রে অঙ্গুষ্ঠ, অনামা ও মধ্যমার অগ্রভাগের দ্বারা বিমল গন্ধ দিবেন। ১৯

অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনীর দ্বারা শালগ্রাম চক্রে বা যন্ত্রে পুষ্প দিবেন। হে দেবি! বিচক্ষণ সাধক গন্ধ যে প্রকারে দেন, সেই প্রকারে ধূপ দিবেন। ২০

দেশিক পূজক মধ্যমা ও অনামিকার মধ্যপর্বে অঙ্গুষ্ঠের অগ্র দ্বারা ধূপ ধরিয়া নিবেদন করিবেন। তিন বার উত্তোলন করিয়া গায়ত্রী ও মূলমন্ত্রে ধূপ দিবেন। ২১

আরও বলিয়াছেন—ধূপপাত্রকে অস্ত্রমন্ত্রে প্রোক্ষণ ও নমো মন্ত্রে অর্চনা করিয়া,

---

১। ক—হৃদাত্মনা।

তত্ত্বাখ্য-মুদ্রয়া দেবি ! নৈবেদ্যন্তু নিবেদয়েৎ ।
মূলেনাচমনং দদ্যাৎ তাম্বূলং তত্ত্ব-মুদ্রয়া ॥ ২৩

তথা— ততঃ সমর্পয়েদ্ ধূপং ঘণ্টাবাদ্য-জয়-স্বনৈঃ ॥ ২৪

তথা— জয়ধ্বনি ততো মন্ত্রমাতঃ স্বাহেত্যুদীর্য্য চ ।
অভ্যর্চ্য বাদয়েদ্ ঘণ্টাং সধূপৈর্ধূপয়েৎ ততঃ ॥ ২৫

তন্ত্রে— ন ভূমৌ বিতরেদ্ ধূপং নাসনে ন ঘটে তথা । ২৬

গৌতমীয়ে— উত্তার্য্য দৃষ্টিপর্য্যন্তং ঘণ্টাং বামদিশি স্থিতাম্ ।
বাদয়ন্ বাম-হস্তেন দক্ষ-হস্তেন চার্পয়েৎ ॥ ২৭

এবং দীপ-দানেঽপি[১] । যামলে—

দীপং দক্ষিণতো দদ্যাৎ পুরতো বা ন বামতঃ ।
বামতস্তু তথা ধূপমগ্রে বা ন তু দক্ষিণে ।
নৈবেদ্যং দক্ষিণে ভাগে পুরতো বা ন পৃষ্ঠতঃ[২] ॥ ২৮

অস্ত্র মন্ত্রে পূজিত ঘণ্টাকে বাজাইতে ২ সগুণ (গুগ্‌গুলু সহ) ধূপ দগ্ধ করিবে । ২২

হে দেবি ! তত্ত্বনামক মুদ্রা দ্বারা নৈবেদ্য নিবেদন করিবেন । মূলমন্ত্রে আচমন দিবেন । তত্ত্বমুদ্রায় তাম্বূল দিবে । ২৩

সেইরূপ আরও বলিয়াছেন—তাহার পর ঘণ্টাবাদ্য ও জয় শব্দের সহিত ধূপ সমর্পণ করিবে । ২৪

সেইরূপ আরও বলিয়াছেন—জয়ধ্বনি তাহার পর মন্ত্রমাতঃ স্বাহা এই উচ্চারণ করিয়া অর্থাৎ ওঁ জয়ধ্বনিমন্ত্র মাতঃ স্বাহা—এই মন্ত্রে ঘণ্টাকে পূজা করিয়া বাজাইবে । তাহার পর ধূপের দ্বারা ধূপিত করিবে । ২৫

তন্ত্রে আরও বলিয়াছেন—ভূমিতে, আসনে অথবা ঘটে ধূপ রাখিয়া নিবেদন করিবে না । ২৬

গৌতমীয় তন্ত্রে বলিয়াছেন—বামদিকে অবস্থিত ঘণ্টাকে বাম হাতে বাজাইতে বাজাইতে দৃষ্টি পর্য্যন্ত দীপ উত্তোলন করিয়া দক্ষিণ হস্তে অর্পণ করিবে । ২৭

দীপদানেও এই নিয়ম যামলে বলিয়াছেন—

দীপ দক্ষিণ দিকে দিবেন, সম্মুখে বা বামে দিবেন না । সেইরূপ বামে ধূপ দিবেন ; অগ্রে বা দক্ষিণে কিন্তু দিবেন না । নৈবেদ্য দক্ষিণ দিকে দিবেন ; কিন্তু সম্মুখে বা পৃষ্ঠে দিবেন না । ২৮

---

১ । ক—এবং দীপদানেঽপীতি নাস্তি । ২ । খ—ন পৃষ্ঠতঃ ইত্যনন্তরং—বামদক্ষিণভাগস্থিতি ।

নৈবেদ্যং নিবেদনীয়-ভক্ষ্যম্। বাম-দক্ষিণ-ভাগস্তু দেবতায়া এব, নতু সাধকস্য। "ধূপদীপৌ সুভোজ্যঞ্চ দেবতাগ্রে নিবেদয়েৎ"। ইতি দর্শনাৎ। ঘৃত-যুক্তং দক্ষিণে, তৈলযুক্তং বামে। এবং সিতাবর্ত্তিশ্চেদ্ দক্ষিণে, রক্তা চেদ্ বামে, সম্মুখে তু ন নিয়মঃ। এবং[1] পক্কং দক্ষিণে আমান্নং বামে। "পক্কঞ্চ[2] দেবতা-বামে আমান্নং চৈব দক্ষিণে"। ইতি সাম্প্রদয়িকাঃ। ২৯

তথা যামলে—দীপং ঘৃতযুতং দক্ষে তৈল-যুক্তঞ্চ বামতঃ।
দক্ষিণে চ সিতাবর্ত্তির্বামতো রক্ত-বর্ত্তিকা॥ ৩০

পক্কাপক্ক-বিভেদেন নৈবেদ্যেষ্বিতি সংস্থিতিঃ[3]।
পুরতো নিয়মোঽনাস্তি দীপ-নৈবেদ্যয়োঃ ক্বচিৎ॥ ৩১

সর্বমুপকরণমর্ঘ্যাম্ভসোৎসৃজ্য দেয়ম্। যথা কালিকাপুরাণে[4]—
যদ্ দীয়তে চ দেবেভ্যো গন্ধ-পুষ্পাদিকং তথা।
অর্ঘ্যপাত্রস্থিতৈস্তোয়ৈরভিষিচ্য তদুৎসৃজেৎ॥ ৩১

নৈবেদ্য—নিবেদনীয় ভক্ষ্য। বাম ও দক্ষিণভাগ কিন্তু দেবতারই; সাধকের নহে, যেহেতু "ধূপ ও দীপ এবং নৈবেদ্য দেবতার অগ্রে নিবেদন করিবে"—এই বচন দেখা যায়। ঘৃতযুক্ত দীপ দক্ষিণে, তৈলযুক্ত দীপ বামে দিবেন। এইরূপ সাদা বাতি যদি হয়, তবে দক্ষিণে, লাল বাতি হইলে বামে দিবেন। সম্মুখে দেওয়ার নিয়ম নাই। এইরূপ পক্ক নৈবেদ্য দক্ষিণে এবং আমান্ন নৈবেদ্য বামে দিবেন। পক্ক নৈবেদ্য দেবতার বামে এবং আমান্ন নৈবেদ্য দেবতার দক্ষিণে দিবেন। সাম্প্রদায়িকগণ এই বলেন। ২৯

যামলে তাহাই বলিয়াছেন—ঘৃত-যুক্ত দীপ দক্ষিণে এবং তৈল-যুক্ত দীপ বামে দিবেন। সাদা বাতির দীপ দক্ষিণে এবং লাল বাতির দীপ বামে দিবেন। ৩০

পক্ক নৈবেদ্য ও অপক্ক (আম—কাঁচা) নৈবেদ্য ভেদে নৈবেদ্য দ্বয় স্থলে এই মর্য্যাদা অর্থাৎ এই নিয়ম। দীপ ও নৈবেদ্য স্থলে কোনখানে সম্মুখে দেওয়ার নিয়ম নাই। ৩১

সমস্ত উপকরণ অর্ঘ্যজলের দ্বারা উৎসর্গ করিয়া দিবেন। যেমন কালিকা-পুরাণে বলিয়াছেন—গন্ধ, পুষ্পাদি যে সমস্ত উপচার দেবতাকে দিবে। সেই সমস্ত উপচার অর্ঘ্যপাত্রের জলের দ্বারা উৎসর্গ করিয়া দিবে। ৩২

১। খ—এবমিত্যাদি-বাম ইত্যন্তঃ পাঠো নাস্তি। ২। ক—পক্কং চেত্যাদি সাম্প্রদায়িকাঃ ইত্যন্তো নাস্তি। ৩। খ—নৈবেদ্যেষ্বিতি তৎস্থিতিঃ। ৪। খ—পুরাণম্।

অথোপচার-পরিভাষা

গৌতমীয়ে— পরিভাষামথো বক্ষ্যে উপচার-বিধৌ হরেঃ
দ্রব্যাণাং যাবতী সংখ্যা পাত্রাণাং দ্রব্যসঙ্গতিঃ ॥ ১
হাটকং রাজতং তাম্রমারকূট-মৃদাদিনা।
উপচারবিধাবেতৎ দ্রব্যমাহুর্মনীষিণঃ ॥ ২
আসনে পঞ্চপুষ্পাণি স্বাগতে ষট্‌চতুঃপলম্।
জলং[১] শ্যামাক-দূর্বাজ-বিষ্ণুক্রান্তাভিরীরিতম্ ॥ ৩
পাদ্যঞ্চার্ঘ্য-জলং তাবদ্ গন্ধ-পুষ্পাক্ষতং যবাঃ।
দূর্বাস্তিলাশ্চ চত্বারঃ কুশাগ্র-শ্বেত-সর্ষপাঃ ॥ ৪
জাতীফল-লবঙ্গ-কক্কোল-তোয়ঞ্চ ষট্‌পলম্।
প্রোক্তমাচমনং কাংস্যে মধুপর্কং ঘৃতং মধু।
দধ্না-সহ পলৈকন্তু শুদ্ধং বারি তথাচমে ॥ ৫
পরিমাণন্তু পঞ্চাশৎ-পলং স্নানার্থমম্ভসঃ।
নির্মলেনোদকেনাঽথ সর্বত্র পরিপূর্ণতা ॥ ৬

অনন্তর উপচারের পরিভাষা (সংজ্ঞা) বলিতেছি। গৌতমীয়-তন্ত্রে বলিয়াছেন—

অনন্তর শ্রীহরির উপচার বিধির পরিভাষা বলিব। দ্রব্যের যে সংখ্যা, পাত্রের সংখ্যা সেইরূপ, দ্রব্যের সঙ্গতি (পরিমাণ) অর্থাৎ পাত্র পরিমাণ। তাহাই উপচার। মনীষিগণ আসন উপচার বিধিতে আরকূট (পিত্তল) মৃত্তিকা প্রভৃতির সহিত সুর্বণ, রজত, তাম্রকে দ্রব্য বলেন অর্থাৎ সুবর্ণাদি নির্মিত আসনাকার পাত্রই আসন উপচার। স্বাগতে পাঁচটি পুষ্প অর্থাৎ পাঁচটি পুষ্পই স্বাগত উপচার। ২৪ পল (৯৬ তোলা) জল, শ্যামা ঘাস, দূর্বা, পদ্ম ও অপরাজিতা—এই সমস্ত পাদ্য নামে কথিত হইয়াছে। অর্ঘ্য সেই পরিমাণ জলে, গন্ধ, পুষ্প ও অক্ষত, যব, দূর্বা, তিল এই চারিটি এবং কুশাগ্র ও শ্বেত সর্ষপ—এই সমস্ত অর্ঘ্য নামে পরিচিত। ১-৪

জাতি (জাইফল), লবঙ্গ, কক্কোল ও ছয় পল জল আচমন নামে কথিত। কাংস্য পাত্রে ঘৃত, মধু, দধি ও এক পল জল মধুপর্ক নামে কথিত। আচমনে শুদ্ধ জল। জলের পঞ্চাশ পল পরিমাণ স্নানের জন্য বিহিত। নির্মল জলের দ্বারা স্নানের পরিপূর্ণতা হয়। ৫-৬

১। খ—শ্যামং শ্যামাক-দূর্বাস্ত বিষ্ণুক্রান্তেতি পর্য্যন্তম্।

মলিনং গর্হিতং সর্বং ত্যজেৎ পূজা-বিধৌ হরেঃ।
বিতস্তি-মাত্রাদধিকং বাসো-যুগ্মন্তু নূতনম্ ॥ ৭
সুবর্ণাভরণান্যেব মুক্তারত্ন-যুতানি চ।
চন্দনাগুরু-কর্পূর-পঙ্ক-গন্ধঃ পলাবধিঃ ॥ ৮
নানাবিধানি পুষ্পাণি পঞ্চাশদধিকানি চ।
কাংস্যাদি-নির্মিতে পাত্রে ধূপো গুগ্গুলু-কর্ষভাক্ ॥ ৯
যাবদ্ ভক্ষ্যং ভবেৎ পুংসস্তাবদ্ দত্ত্যাজ্জনার্দনে।
নৈবেদ্যং বিবিধং বস্তু ভক্ষ্যাদিকং চতুর্বিধম্ ॥ ১০
কর্পূরাদি-যুতা বর্ত্তিঃ সা চ কার্পাস-নির্মিতা।
সপ্তাবৃত্ত্যা সুসংযুক্তো[১] দীপঃ স্যাচ্চতুরঙ্গুলঃ ॥ ১১
শিলাপিষ্টং বন্দনায়াং* সপ্তধাবর্ত্তয়েন্ নরঃ।
কার্য্যং তাম্রাদিপাত্রে তৎ প্রীতয়ে হরি-মেধসঃ ॥ ১২
দূর্বাক্ষত-প্রমাণন্তু বিজ্ঞেয়ন্তু শতাধিকম্।
উত্তমোঽয়ং বিধিঃ প্রোক্তো বিভবে সতি সর্বদা ॥ ১৩

শ্রীহরির পূজাবিধিতে মলিন ও নিন্দিত বস্ত্র ত্যাগ করিবে। বিতস্তি পরিমাণের অধিক নূতন বস্ত্রদ্বয় বস্ত্র নামে কথিত। ৭

মুক্তা রত্ন-যুক্ত সুবর্ণের আভরণই আভরণ। একপল পর্য্যন্ত চন্দন, অগুরু, কর্পূরের পঙ্কই গন্ধ। ৮

পঞ্চাশ সংখ্যার অধিক নানাবিধ পুষ্পই পুষ্প উপচার। কাংস্যাদি নির্মিত পাত্রে কর্ষ পরিমিত (১ তোলা) গুগ্গুল ধূপ নামে কথিত। ৯

একটি মানুষের ভক্ষ্য বস্তু যে পরিমাণ, সেই পরিমাণ নৈবেদ্য জনার্দনকে দিবে। বিবিধ বস্তু ও চতুর্বিধ ভক্ষ্যাদি (ভক্ষ্য, ভোজ্য, লেহ্য ও পেয়) নৈবেদ্য। ১০

দীপবাতি কর্পূরাদি যুক্ত হইবে এবং তাহা কার্পাস নির্মিত হইবে। সাতটি আবৃত্তি দ্বারা সুসংযুক্ত চারি আঙ্গুল পরিমাণ বর্ত্তিই দীপ নামে কথিত হয়। ১১

বন্দনায় মানব সাত বার শিলাপিষ্ট (আগি) ভ্রমণ করাইবে। হরির প্রীতির জন্য তাম্রাদি পাত্রে তাহা করিতে হইবে। ১২

দূর্বা ও অক্ষতের পরিমাণ শতাধিক জানিবে। উপচারের এই উত্তম বিধি কথিত হইল। সমর্থ হইলে সর্বদা ইহা করিবে। ১৩

১। খ—সুসংজপ্তো। * বন্দনায়াং নির্মঞ্ছনাদৌ শিলাপিষ্টং আগি ইতি খ্যাতং সপ্তবারং ভ্রাময়েদিত্যর্থঃ।

এষামভাবে সর্বেষাং যথাশক্ত্যা তু পূজয়েৎ।
অনুকল্পং বিবর্জ্জেচ্চ দ্রব্যাণাং বিভবে সতি॥ ইতি। ১৪

অথ প্রদক্ষিণ-নমস্কারৌ। কালিকাপুরাণে—

প্রসার্য্য দক্ষিণং হস্তং স্বয়ং নম্র-শিরাঃ পুনঃ।
দর্শয়েদ্ দক্ষিণং পার্শ্বং মনসাপি চ দক্ষিণম্[১]।
ত্রিধা চ বেষ্টয়েৎ সম্যক্ দেবতায়াঃ প্রদক্ষিণম্॥ ১৫
অষ্টোত্তরশতং যস্তু দেব্যাঃ কুর্য্যাৎ প্রদক্ষিণম্।
স সর্বকামমাসাদ্য পশ্চান্ মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ॥ ১৬
একহস্ত-প্রাণামশ্চ একং বাপি প্রদক্ষিণম্।
অকালে দর্শনং বিষ্ণোর্হন্তি পুণ্যং পুরাকৃতম্॥ ১৭
কায়িকো বাচিকশ্চৈব মানসস্ত্রিবিধঃ পুনঃ।
নমস্কারঃ শ্রুতস্তজ্ ্ঞৈরুত্তমাধম-মধ্যমঃ॥ ১৮
জানুভ্যামবনীং গত্বা শিরসাস্পৃশ্য মেদিনীম্।
ক্রিয়তে যো নমস্কার উত্তমঃ কায়িকস্তু সঃ॥ ১৯

এই সকলের অভাবে যথাশক্তি উপচারে পূজা করিবে। সমর্থ হইলে দ্রব্যসমূহের অনুকল্প পরিত্যাগ করিবে। ১৪

অনন্তর প্রদক্ষিণ ও নমস্কার কথিত হইতেছে। কালিকা-পুরাণে বলিয়াছেন—পূজক নিজে নত-মস্তক হইয়া ও মনে মনে দক্ষিণ (দেব-শরণ) হইয়া দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়া দক্ষিণ পার্শ্ব দেখাইবেন। দেবতাকে তিন বার সম্যগ্ ভাবে বেষ্টন করিবেন। ইহাই প্রদক্ষিণ। ১৫

যে ব্যক্তি দেবীকে ১০৮ বার প্রদক্ষিণ করে, সে সমস্ত কাম্য বিষয় লাভ করিয়া পরে মোক্ষ লাভ করে। ১৬

এক হস্তে প্রণাম ও একবার প্রদক্ষিণ এবং অকালে বিষ্ণুর দর্শন পূর্ব-কৃত পুণ্যকে নাশ করে। ১৭

নমস্কারবিৎ পণ্ডিতগণ কর্তৃক কায়িক, বাচিক ও মানস—এই ত্রিবিধ নমস্কার শ্রুত হইতেছে। এই ত্রিবিধ নমস্কার উত্তম, মধ্যম ও অধম হইয়া থাকে। ১৮

জানুদ্বয় দ্বারা সমস্ত শরীর পৃথিবীতে লাগাইয়া মস্তকের দ্বারা পৃথিবীকে সম্যক্ স্পর্শ করিয়া যে নমস্কার করা হয়, তাহা কায়িক উত্তম নমস্কার। ১৯

১। ক—দক্ষিণং।

জানুভ্যাঞ্চ ক্ষিতিং স্পৃষ্ট্বা শিরসাস্পৃশ্য মেদিনীম্।
ক্রিয়তে যো নমস্কারো মধ্যমঃ কায়িকস্তু সঃ॥ ২০
পুটীকৃত্য করৌ শীর্ষে দীয়তে যদ্ যথাতথা।
অস্পৃষ্ট্বা জানু-শীর্ষাভ্যাং ক্ষিতিং সোঽধম উচ্যতে॥ ২১
যা স্বয়ং গদ্যপদ্যাভ্যাং ঘটিতাভ্যাং নমস্কৃতিঃ।
ক্রিয়তে ভক্তিযুক্তেন বাচিকস্তূত্তমস্তু সঃ॥ ২২
পৌরাণির্বৈদিকৈর্বা মন্ত্রৈর্যা ক্রিয়তে নতিঃ।
স মধ্যমো নমস্কারো ভবেদ্ বাচনিকঃ সদা॥ ২৩
যৎ তু মানুষ-বাক্যেন নমনং ক্রিয়তে সদা।
স বাচিকোঽধমো জ্ঞেয়ো নমস্কারেষু পুত্রকৌ॥ ২৪
পদ্ভ্যাং করাভ্যাং জানুভ্যামুরসা শিরসা দৃশা।
বচসা মনসা চেতি প্রণামোঽষ্টাঙ্গ ঈরিতঃ॥ ২৫
বাহুভ্যাঞ্চৈব জানুভ্যাং শিরসা বচসা দৃশা।
পঞ্চাঙ্গোঽয়ং প্রণামঃ স্যাৎ পূজাসু প্রবরাবিমৌ॥ ২৬

জানুদ্বয় দ্বারা ক্ষিতিকে স্পর্শ করিয়া, মস্তকের দ্বারা পৃথিবীকে সম্যক্‌ভাবে স্পর্শ করিয়া যে নমস্কার, তাহা কায়িক মধ্যম নমস্কার। ২০

জানু ও মস্তকের দ্বারা পৃথিবীকে স্পর্শ না করিয়া হস্তদ্বয়কে পুটীকৃত অর্থাৎ হাত জোড় করিয়া মস্তকে ঠেকাইয়া যেমন তেমন ভাবে যে নমস্কার, তাহা কায়িক অধম নমস্কার। ২১

নিজে ভক্তিযুক্ত চিত্তে (স্বরচিত) গদ্য ও পদ্য ঘটিত বাক্যের দ্বারা যে নমস্কার করে, তাহাই বাচিক উত্তম নমস্কার। ২২

পৌরাণিক বা বৈদিক মন্ত্র সমূহের দ্বারা যে নমস্কার, সেই নমস্কার সর্বদা বাচনিক মধ্যম নমস্কার। ২৩

মনুষ্যরচিত বাক্যের দ্বারা সর্বদা যে নমস্কার করে, হে পুত্রদ্বয়! নমস্কার সমূহের মধ্যে তাহাই বাচিক অধম নমস্কার। ২৪

পদদ্বয়, হস্তদ্বয়, জানুদ্বয়, বক্ষঃ, মস্তক, চক্ষুঃ, বাক্য ও মনঃ—এই আটটি অঙ্গের দ্বারা যে প্রণাম, তাহাই অষ্টাঙ্গ প্রণাম নামে কথিত হইয়াছে। ২৫

বাহুদ্বয়, জানুদ্বয়, মস্তক, বাক্য ও চক্ষুঃ—এই পাঁচটি দ্বারা যে প্রণাম, তাহা পঞ্চাঙ্গ প্রণাম হইয়া থাকে। পূজাতে এই দুইটি প্রণাম সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ২৬

ভূমৌ নিপত্য যঃ কুর্য্যাৎ কৃষ্ণেঽষ্টাঙ্গ-নতিং সুধীঃ।
সহস্র-জন্মজং পাপং ত্যক্ত্বা বৈকুণ্ঠমাপ্নুয়াৎ ॥ ২৭

বেদবিদ্ভ্যো ধরাং দত্ত্বা যৎ-ফলং লভতে নরঃ।
তৎ-ফলং লভতে ভক্ত্যা কৃষ্ণে কৃত্বা প্রদক্ষিণম্ ॥ ২৮

কৃষ্ণে ইত্যুপলক্ষণম্। বিশ্বসারে—

শঙ্খ-হস্তেন সর্বত্র প্রদক্ষিণং প্রকীর্ত্তিতম্। ২৯

নতিবিশেষস্তু যামলে—ত্রিকোণাকারা সর্বত্র নতিঃ শক্তেঃ সমীরিতা[১]।

দক্ষিণাদ্ বায়বীং গত্বা দিশং তস্মাচ্চ শাম্ভবীম্।
ততশ্চ দক্ষিণাং গত্বা নমস্কারস্ত্রিকোণবৎ ॥ ৩০

অর্দ্ধচন্দ্রং মহেশস্য পৃষ্ঠতশ্চ সমীরিতা।
শিব-প্রদক্ষিণে মন্ত্রী অর্দ্ধচন্দ্র-ক্রমেণ তু।
সব্যাসব্য-ক্রমেণৈব সোমসূত্রং ন লঙ্ঘয়েৎ ॥ ৩১

সোমসূত্রং জল-নিঃসরণ-স্থানম্। কালিকাপুরাণে—

যে সুধী ব্যক্তি ভূমিতে নিপতিত হইয়া কৃষ্ণকে অষ্টাঙ্গ নমস্কার করে, সে সহস্র জন্মকৃত পাপ ত্যাগ (বিনাশ) করিয়া বৈকুণ্ঠ লাভ করে। ২৭

বেদবিদ্ ব্রাহ্মণগণকে ভূমি দান করিয়া মানব যে ফল লাভ করে, ভক্তির সহিত কৃষ্ণকে প্রদক্ষিণ করিয়া সেই ফল লাভ করে। ২৮

শ্লোকে কৃষ্ণে এই পদটি সমস্ত দেবতার উপলক্ষণ। বিশ্বসার তন্ত্রে বলিয়াছেন—সর্বত্র শঙ্খ হস্তে প্রদক্ষিণ বিহিত হইয়াছে। ২৯

যামল-তন্ত্রে প্রণামের বিশেষ বলিয়াছেন—শক্তি সম্বন্ধে ত্রিকোণাকার প্রণাম সর্বত্র কীর্ত্তিত হইয়াছে। সেই ত্রিকোণাকার প্রণাম হইতেছে—দেবতার দক্ষিণ দিক্ হইতে বায়ুকোণ পর্য্যন্ত গমন করিয়া, সেই বায়ুকোণ হইতে ঈশান কোণ পর্যন্ত গমন করিয়া, তাহার পর দক্ষিণদিকে গিয়া ত্রিকোণবৎ নমস্কার কর্ত্তব্য। ৩০

মহেশ্বরের পৃষ্ঠদেশে অর্দ্ধচন্দ্রাকার প্রদক্ষিণ ও নমস্কার কথিত হইয়াছে। শিবের প্রদক্ষিণে মন্ত্রজ্ঞ সাধক সব্য ও অসব্য (বাম ও দক্ষিণ) ক্রমেই অর্দ্ধচন্দ্র ক্রমে প্রদক্ষিণ করিবে। সোমসূত্র লঙ্ঘন করিবে না। ৩১

সোমসূত্র—জলনিঃসরণ স্থান। কালিকাপুরাণে বলিয়াছেন—

১। ক—নতিং শক্তেঃ সমীরিতা।

ত্রিকোণমথ ষট্কোণমর্দ্ধচন্দ্রং প্রদক্ষিণম্।
দণ্ডমষ্টাঙ্গমুগ্রঞ্চ সপ্তধা নতি-লক্ষণম্ ॥ ৩২
ঐশানী বাথ কৌবেরী দিক্ কামাখ্যা-প্রপূজনে।
প্রশস্তা স্থণ্ডিলাদৌ চ সর্বমূর্ত্তেস্তু সর্বতঃ ॥ ৩৩
ত্রিকোণাদি-ব্যবস্থা তু যদি পূর্বমুখো যজেৎ।
পশ্চিমাচ্ছাম্ভবীং গত্বা ব্যবস্থাং নির্দ্দিশেৎ তথা ॥ ৩৪
যদোত্তরামুখঃ কুর্য্যাৎ সাধকো দেব-পূজনম্।
তদা যাম্যাৎ তু বায়ব্যাং গত্বা কুর্য্যাৎ তু সংস্থিতিম্ ॥ ৩৫
দক্ষিণাদ্ বায়বীং গত্বা দিশং তস্মাচ্চ শাম্ভবীম্।
ততোঽপি দক্ষিণাং গত্বা নমস্কারস্ত্রিকোণবৎ।
ত্রিকোণাখ্যো নমস্কারস্ত্রিপুরা-প্রীতি-দায়কঃ ॥ ৩৬
দক্ষিণাদ্ বায়বীং গত্বা বায়ব্যাচ্ছাম্ভবীং তথা।
ততোঽপি দক্ষিণাং গত্বা তাং ত্যক্ত্বাঽগ্নৌ প্রবিশ্য চ ॥ ৩৭

ত্রিকোণ নমস্কার, অনন্তর ষট্কোণ নমস্কার, অর্দ্ধচন্দ্র নমস্কার, প্রদক্ষিণ নমস্কার, দণ্ড নমস্কার, অষ্টাঙ্গ নমস্কার ও উগ্র নমস্কার—এই সাতটি নমস্কারের লক্ষণ (স্বরূপ বা ভেদ) কথিত হইয়াছে। ৩২

কামাখ্যার পূজায় ঐশানী দিক্ অথবা কৌবেরী দিক্ প্রশস্তা। স্থণ্ডিলাদির সর্বত্র সর্বমূর্ত্তি অগ্নির পূজা প্রশস্তা। ৩৩

ত্রিকোণ প্রণামের ব্যবস্থা হইতেছে—যদি পূর্বমুখ হইয়া পূজা করেন, তবে পশ্চিম হইতে শাম্ভবী (ঐশানী) দিকে গমন করিয়া সেইরূপ ব্যবস্থায় নির্দেশ দিবেন অর্থাৎ ঈশান হইতে অগ্নিকোণে এবং তথা হইতে সেইস্থানে আসিলেই ত্রিকোণ প্রণাম হইবে। ৩৪

যখন সাধক উত্তরমুখ হইয়া দেবতার পূজা করিবেন। তখন সাধক যাম্য (দক্ষিণ) দিক্ হইতে বায়বী দিক্ (বায়ুকোণ) পর্য্যন্ত গিয়া অবস্থান করিবেন। দক্ষিণদিক্ হইতে বায়বীদিক্ গিয়া সেইস্থান হইতে শাম্ভবী (ঈশানী) দিক্ পর্য্যন্ত গিয়া সেই স্থান হইতে দক্ষিণদিকে গিয়া ত্রিকোণবৎ যে নমস্কার, তাহাই ত্রিকোণ নমস্কার। উহা ত্রিপুরার প্রীতিদায়ক। ৩৫-৩৬

দক্ষিণ দিক্ হইতে বায়বী দিকে (বায়ুকোণে) গিয়া বায়ু হইতে শাম্ভবী দিকে গিয়া সেখান হইতে দক্ষিণ দিকে গিয়া, তাহা ত্যাগ করিয়া অগ্নিকোণে প্রবেশ করিয়া,

অগ্নিতো রাক্ষসীং গত্বা ততশ্চাপ্যুত্তরাং দিশম্।
উত্তরাচ্চ তথাগ্নেয়ীং ভ্রমণং দ্বি-ত্রি-কোণবৎ।
ষট্‌কোণোঽয়ং নমস্কারঃ প্রীতিদঃ শিব-দুর্গয়োঃ॥ ৩৮
দক্ষিণাদ্ বায়বীং গত্বা তস্মাদ্ ব্যাবৃত্য দক্ষিণাম্।
গত্বা যোঽসৌ নমস্কারঃ সোঽর্দ্ধচন্দ্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥ ৩৯
সকৃৎ প্রদক্ষিণং কৃত্বা বর্ত্তুলাকৃতি সাধকঃ।
নমস্কারঃ কথ্যতেঽসৌ প্রদক্ষিণ ইতি দ্বিজৈঃ॥ ৪০
ত্যক্ত্বা স্বমাসনস্থানং পশ্চাদ্ গত্বা নমস্কৃতিঃ।
প্রদক্ষিণং বিনা যা তু নিপত্য ভুবি দণ্ডবৎ।
দণ্ড ইত্যুচ্যতে দেবৈঃ সর্ব-দেবৌঘ-তুষ্টিদঃ॥ ৪১
পূর্ববদ্ দণ্ডবদ্ ভূমৌ নিপত্য হৃদয়েন তু।
চিবুকেন মুখেনাথ নাসয়া ত্বনিকেন চ[১]॥ ৪২
ব্রহ্মরন্ধ্রেণ কর্ণাভ্যাং যদ্ ভূমি-স্পর্শনং ক্রমাৎ।
তদষ্টাঙ্গমিতি[২] প্রোক্তো নমস্কারো মনীষিভিঃ॥ ৪৩

সেই অগ্নিকোণ হইতে রাক্ষসী (নৈর্ঋত) কোণে গিয়া সেইস্থান হইতে উত্তর দিকে গিয়া, সেই উত্তর হইতে অগ্নিকোণে ষট্‌কোণবৎ ভ্রমণ পূর্বক যে নমস্কার, এই নমস্কারই ষট্‌কোণ নমস্কার। উহা শিব ও দুর্গার প্রীতিপ্রদ। ৩৭-৩৮

দক্ষিণ হইতে বায়ু কোণে গিয়া সেই বায়ুকোণ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দক্ষিণ দিকে গিয়া এই যে নমস্কার, সেই নমস্কার অর্দ্ধচন্দ্র নমস্কার বলিয়া কথিত হইয়াছে। ৩৯

সাধক একবার বর্ত্তুলাকার প্রদক্ষিণ করিয়া যে নমস্কার করেন, সেই নমস্কার দ্বিজগণ কর্ত্তৃক প্রদক্ষিণ নমস্কার নামে কথিত হয়। ৪০

নিজের আসন স্থান ত্যাগ করিয়া পরে গমন করিয়া প্রদক্ষিণ বিনা ভূমিতে দণ্ডবৎ লম্বা হইয়া পড়িয়া যে নমস্কার, উহা দেবগণ কর্ত্তৃক দণ্ড-প্রণাম নামে কথিত হয়। উহা সমস্ত দেববৃন্দের তুষ্টিপ্রদ। ৪১

পূর্ববৎ দণ্ডবৎ ভূমিতে পতিত হইয়া হৃদয়, চিবুক, মুখ, অনন্তর নাসিকা, অনিক (ললাট), ব্রহ্মরন্ধ্র ও কর্ণদ্বয়ের দ্বারা ক্রমে ক্রমে যে ভূমিস্পর্শ, তাহা মনীষিগণ কর্ত্তৃক অষ্টাঙ্গ প্রণাম নামে কথিত হইয়াছে। ৪২-৪৩

১। খ—ত্বর্ণকেন চ। ২। খ—তদষ্টাঙ্গমিতি প্রোক্তা।

প্রদক্ষিণত্রয়ং কৃত্বা সাধকো বর্ত্তুলাকৃতি।
ব্রহ্মরন্ধ্রেণ সংস্পর্শঃ ক্ষিতের্যস্যা নমস্কৃতেঃ[১]।
স উগ্র ইতি দেবৌঘৈরুচ্যতে বিষ্ণুভক্তিদঃ॥ ৪৪
নদানাং সাগরো যদ্বদ্ দ্বিপদাং ব্রাহ্মণো যথা।
নদীনাং জাহ্নবী যাদৃগ্ দেবানামিব চক্রধৃক্।
নমস্কারেষু সর্বেষু তথৈবোগ্রঃ প্রশস্যতে॥ ৪৫
ত্রিকোণাদ্যৈর্নমস্কারৈঃ কৃতৈরেব তু ভক্তিতঃ।
চতুর্বর্গং লভেদ্ ভক্ত্যা নচিরাদেব সাধকঃ॥ ৪৬

অথ নৈমিত্তিকাদ্যকরণ-প্রায়শ্চিত্তম্

গৌতমীয়ে—যদ্ যৎ কর্মণি বৈগুণ্যং নিত্য-নৈমিত্তিকে তথা।
সহস্রং প্রজপেন্ মন্ত্রং মূলঞ্চাযুতমেব চ॥ ৪৭

নিত্যে সহস্রং প্রজপেন্ নৈমিত্তিকে তথাঽযুতম্। ইতি বিষ্ণৌ[২]। ৪৮

অন্যত্র তু— নিত্যাতিক্রম-দোষাণাং শান্ত্যৈ বিদ্যাং শতং জপেৎ।

সাধক বর্ত্তুলাকার তিন বার প্রদক্ষিণ করিয়া যে নমস্কার করিলে ব্রহ্মরন্ধ্রের সহিত ক্ষিতির সংস্পর্শ হয়, দেববৃন্দ কর্ত্তৃক সেই নমস্কার উগ্র নমস্কার নামে কথিত হয়। উহা বিষ্ণুর প্রতি ভক্তিপ্রদ। ৪৪

নদ সমূহের মধ্যে সাগর যেমন শ্রেষ্ঠ, দ্বিপদগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ যেমন শ্রেষ্ঠ, নদী সমূহের মধ্যে জাহ্নবী যেমন শ্রেষ্ঠ, দেবগণের মধ্যে চক্রধারী যেমন শ্রেষ্ঠ, সমস্ত নমস্কারের মধ্যে উগ্র সেইরূপ শ্রেষ্ঠ। ৪৫

ভক্তির সহিত ত্রিকোণাদি নমস্কার সমূহ করিলে সাধক ভক্তিবলে অচিরেই চতুর্বর্গ লাভ করে। ৪৬

অনন্তর নৈমিত্তিক কার্য্যাদির অকরণ জন্য প্রায়শ্চিত্ত কথিত হইতেছে। গৌতমীয় তন্ত্রে বলিয়াছেন—

যে যে নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্মে বৈগুণ্য (অঙ্গহানি) উপস্থিত হয়, সেই নিত্য কর্মে সহস্র মূল মন্ত্র জপ করিবে। নৈমিত্তিক কর্মে অযুত মূলমন্ত্র জপ করিবে। ৪৭

বিষ্ণু সংহিতায় এই বলিয়াছেন নিত্য কর্মে বৈগুণ্য হইলে সহস্র জপ করিবে। নৈমিত্তিক কর্মে বৈগুণ্য হইলে অযুত জপ করিবে। ৪৮

অন্যত্র কিন্তু বলিয়াছেন—নিত্য কর্মের অঙ্গের অতিক্রম দোষের শান্তির জন্য শত

১। খ—নমস্কৃতিঃ। ২। খ—ইতি বিষ্ণোঃ।

নৈমিত্তিকাদি-ক্রমণে[১] সহস্রং প্রজপেন্ মনুম্ ॥ ৪৯

পাপসঙ্করে তু—সর্বেষামেব পাপানাং সঙ্করে সমুপস্থিতে।

প্রায়শ্চিত্তস্ত তত্রোক্তমযুতং মন্ত্র-জাপতঃ ॥ ৫০

পূজা চ পঞ্চধা গৌতমুক্তা, অভিগমনোপাদান-যোগ-স্বাধ্যায়েজ্যা-ভেদাৎ। তত্রাভিগমনং দেবতাস্থান-মার্জনোপলেপন-নির্মাল্য-দূরীকরণাত্মকম্। উপাদানন্ত গন্ধপুষ্পাদি-সঞ্চয়াত্মকম্। যোগঃ স্বদেবস্য স্বাত্মত্বেন ভাবনা। স্বাধ্যায়ো মন্ত্রার্থ-সন্ধান-পূর্বকো জপঃ সূক্ত-স্তোত্রাদি-পাঠশ্চ। ইজ্যা স্বদেবস্য যথার্থতঃ পূজনম্। ৫১

অথ শুদ্ধয়ঃ—গৃহোপসর্পণঞ্চৈব তথানুগমনং হরেঃ।

ভক্ত্যা প্রদক্ষিণঞ্চৈব পাদয়োঃ শোধনং স্মৃতম্ ॥ ১

পূজার্থং পত্র-পুষ্পাণাং ভক্তৈরুত্তোলনং হরেঃ।

করয়োঃ সর্বসন্ধীনামিয়ং শুদ্ধির্বিশিষ্যতে ॥ ২

তন্নাম-কীর্ত্তনঞ্চৈব গুণানামপি কীর্ত্তনম্।

ভক্ত্যা শ্রীকৃষ্ণদেবস্য বচসঃ শুদ্ধিরিষ্যতে ॥ ৩

বার বিদ্যা জপ করিবে। নৈমিত্তিক কার্য্যের অঙ্গের অতিক্রম দোষের শান্তির জন্য সহস্র সংখ্যক মন্ত্র জপ করিবে। ৪৯

পাপের সঙ্কর স্থলে কিন্তু বলিয়াছেন—সমস্ত পাপের সঙ্কর উপস্থিত হইলে সেস্থলে অযুত মন্ত্রজপের দ্বারাই প্রায়শ্চিত্ত উক্ত হইয়াছে। ৫০

অভিগমন, উপাদান, যোগ, স্বাধ্যায় ও ইজ্যা (পূজা) ভেদে গৌতম তন্ত্রোক্ত পূজা পাঁচ প্রকার। তন্মধ্যে অভিগমন হইতেছে—দেবতার স্থান মার্জন, উপলেপন ও নির্মাল্য-পরিষ্কার। উপাদান—ভক্ত কর্ত্তৃক গন্ধপুষ্পাদির সংগ্রহ। যোগ হইতেছে নিজের দেবতাকে নিজের আত্মরূপে ভাবনা। স্বাধ্যায় হইতেছে মন্ত্রার্থ ভাবনা পূর্বক জপ ও বেদের সূক্ত ও স্তোত্রাদির পাঠ। ইজ্যা—নিজের ইষ্টদেবতার যথার্থ পূজা। ৫১

অনন্তর দেহের শুদ্ধি কথিত হইতেছে—দেবগৃহের দিকে উপগমন, হরির অনুগমন, ভক্তির সহিত প্রদক্ষিণ—পাদদ্বয়ের শোধন কথিত হইয়াছে। ১

হরির পূজার জন্য ভক্তগণ কর্ত্তৃক পত্র পুষ্পাদির যে চয়ন, তাহাই করদ্বয়ের ও সমস্ত সন্ধির এই শুদ্ধি বিশিষ্ট হইয়া থাকে। ২

ভক্তির সহিত শ্রীকৃষ্ণদেবের নাম কীর্ত্তন ও গুণ সমূহের কীর্ত্তন বাক্যের শুদ্ধি কথিত হইয়াছে। ৩

১। ক—নৈমিত্তিকাতিক্রমণে।

তৎকথা-শ্রবণঞ্চৈব তস্যোৎসব-নিরীক্ষণম্ ।
শ্রোত্রয়োর্নেত্রয়োশ্চৈব শুদ্ধিঃ সম্যগিহোচ্যতে ।। ৪
পাদোদকস্য নির্মাল্য-মালানামপি ধারণম্ ।
উচ্যতে শিরসঃ শুদ্ধিঃ প্রণতস্য হরেঃ পুনঃ ।। ৫
আঘ্রাণং গন্ধপুষ্পাদের্নির্মাল্যস্য তপোধন ! ।
বিশুদ্ধিঃ স্যাদন্তরস্য ঘ্রাণস্যাপি বিধীয়তে ।। ৬

হরেরিত্যাদ্যুপলক্ষণম্ । বৈষ্ণবস্তু—

ললাটে চ গদাং কুর্য্যান্ মূর্দ্ধ্নি চাপং শরাংস্তথা ।
নন্দকঞ্চৈব হৃন্মধ্যে শঙ্খং চক্রং ভুজ-দ্বয়ে[১] ।। ৭
শঙ্খ-চক্রাঙ্কিতো বিপ্রঃ শ্মশানে ম্রিয়তে যদি ।
প্রয়াগে যা গতিঃ প্রোক্তা সা গতিস্তস্য গৌতমঃ ।। ৮

অথাপরাধা দ্বাত্রিংশৎ । যথা তন্ত্রান্তরে—

যানৈর্বা পাদুকাভির্বা যানং ভগবতো গৃহে ।
দেবোৎসবেষ্বসেবা চ[২] অপ্রণামস্তদগ্রতঃ ।। ৯

এই জগতে শ্রীহরির কথা শ্রবণ ও তাঁহার উৎসব দর্শন শ্রোত্রদ্বয় ও নেত্রদ্বয়ের সম্যক্ শুদ্ধি কথিত হইয়াছে । ৪

শ্রীহরির পাদোদক পান ও মস্তকে ধারণ, নির্মাল্য ও মালার ধারণ প্রণত ব্যক্তির মস্তকের শুদ্ধি কথিত হইয়াছে । ৫

হে তপোধন ! গন্ধ পুষ্পাদির আঘ্রাণ ও নির্মাল্যের আঘ্রাণ অন্তরিন্দ্রিয় ও ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের শুদ্ধি বিহিত হইয়াছে । ৬

হরি এই পদটি সমস্ত দেবতার উপলক্ষণ । বৈষ্ণব কিন্তু—ললাটে গদা অঙ্কন করিবেন । মস্তকে চাপ ও শর, হৃদয় মধ্যে নন্দক, বাহুদ্বয়ে শঙ্খ ও চক্র অঙ্কন করিবে । ৭

যদি বিপ্র শঙ্খ ও চক্রযুক্ত হইয়া শ্মশানে মরে । হে গৌতম । প্রয়াগে মরিলে যে গতি হয়, তাহারও সেই গতি হয় । ৮

অনন্তর ৩২ প্রকার অপরাধ কথিত হইতেছে । যেমন তন্ত্রান্তরে বলিয়াছেন—(১) ভগবানের গৃহে যান বা পাদুকা দ্বারা গমন (২) দেবতার উৎসবে অসেবা (সেবা

১। খ—দ্বয়ে ইত্যনন্তরং লিখেদিত্যাধারঃ ইত্যধিকঃ। ২। ক+খ—দেবোৎসবেষু সেবাসু।

উচ্ছিষ্টে চৈব চাশৌচে ভগবদ্-বন্দনাদিকম্ ।
একহস্ত-প্রমাণশ্চ তৎপুরস্তাৎ প্রদক্ষিণম্ ॥ ১০
পাদপ্রসারণঞ্চাগ্রে তথা পর্য্যঙ্ক-বন্ধনম্ ।
শয়নং ভক্ষণঞ্চাপি মিথ্যাভাষণমেব চ ॥ ১১
উচ্চৈর্ভাষা মিথো জল্পো রোদনানি চ বিগ্রহঃ।
নিগ্রহানুগ্রহৌ চৈব স্ত্রীষু চ ক্রূরভাষণম্ ॥ ১২
কম্বলাবরণঞ্চৈব পরনিন্দা-পরস্তুতিঃ।
অশ্লীল-ভাষণঞ্চৈব অধোবায়ু-বিমোক্ষণম্ ॥ ১৩
শক্তৌ গৌণোপচারস্তু অনিবেদিত-ভক্ষণম্ ।
তত্তৎ-কালোদ্ভবানাঞ্চ ফলাদীনামনর্পণম্ ॥ ১৪
বিনিযুক্তাবশিষ্টস্য প্রদানং ব্যঞ্জনস্য চ[২] ।
স্পষ্টীকৃত্যাসনঞ্চৈব পরনিন্দা-পরস্তুতিঃ[৩] ॥ ১৫
গুরৌ মৌনং নিজস্তোত্রং দেবতা-নিন্দনং তথা।
অপরাধা ইমে বিষ্ণোর্দ্বাত্রিংশৎ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥ ১৬

বিষ্ণোরিত্যুপলক্ষণম্। অথ বাদ্যম্। যোগিনী-তন্ত্রে—

না করা) (৩) ভগবানের অগ্রে অপ্রণাম অর্থাৎ প্রণাম না করা (৪) উচ্ছিষ্ট হইলে ও অশৌচে ভগবানের বন্দনাদি (৫) একহাতে প্রণাম (৬) তাঁহার সম্মুখভাগে প্রদক্ষিণ (৭) দেবতার অগ্রে পাদ প্রসারণ। (৮) সেইরূপ পর্য্যঙ্ক বন্ধন (বস্ত্রাদিদ্বারা পৃষ্ঠ ও জানুদ্বয় বন্ধন) (৯) দেবতার অগ্রে শয়ন (১০) ভক্ষণ (১১) মিথ্যাভাষণ (১২) উচ্চৈঃস্বরে কথোপকথন (১৩) পরস্পরের জল্প (বাচালতা) (১৪) রোদন (১৫) বিগ্রহ (যুদ্ধ), (১৬) নিগ্রহ (প্রহার), (১৭) অনুগ্রহ (আনুকূল্য), (১৮) স্ত্রীলোকের প্রতি কঠিন ভাষণ, (১৯) কম্বলের দ্বারা আবরণ, (২০) পর নিন্দা, (২১) পরস্তুতি, (২২) অশ্লীল-ভাষণ, (২৩) অধোবায়ু নিঃসরণ (২৪) সামর্থ্যসত্ত্বে গৌণ উপচার দান, (২৫) অনিবেদিত ভক্ষণ, (২৬) তৎ-তৎ-কালোপন্ন ফলাদির অসমর্পণ, (২৭) ভুক্তাবশিষ্ট অন্নের ব্যঞ্জনের প্রদান (২৮) অসঙ্কুচিতভাবে উপবেশন (২৯) পরের নিন্দা দ্বারা পরের স্তুতি (৩০) গুরুর প্রশংসায় মৌনভাব, (৩১) নিজের প্রশংসা (৩২) দেবতার নিন্দা—বিষ্ণু সম্বন্ধে এই বত্রিশটি অপরাধ কীর্ত্তিত হইয়াছে। ৯-১৬

শ্লোকে বিষ্ণু এই পদটি সমস্ত দেবতার উপলক্ষণ অর্থাৎ সমস্ত দেবতার নিকট এই সকল কার্য্য অপরাধ বলিয়া গণ্য হয়।

১। ক+খ—ব্যঞ্জনস্য যৎ। ২। ক+খ—অয়মর্দ্ধো নাস্তি।

শিবাগারে ঝল্লকঞ্চ সূর্য্যাগারে চ শঙ্খকম্।
দুর্গাগারে বংশীবাদ্যং মধুরীঞ্চ ন বাদয়েৎ ॥ ১৭

ঝল্লকং করতালং, কাংস্য-নির্মিতমিত্যর্থঃ। মৎস্যপুরাণে—
গীত-বাদিত্র-নির্ঘোষং দেবস্যাগ্রে চ কারয়েৎ।
ঘণ্টা ভবেদশক্তস্য সর্ববাদ্যময়ী যতঃ ॥ ১৮

গৌতমীয়ে— শালগ্রাম-শীলা-তোয়মপীত্বা যস্তু মস্তকে।
প্রক্ষেপণং প্রকুর্বীত ব্রহ্মহা স নিগদ্যতে ॥ ১৯
বিষ্ণোঃ পাদোদকং পীতং কোটিজন্মাঘ-নাশনম্।
তদেবাষ্টগুণং পাপং ভূমৌ বিন্দু-নিপাতনাৎ ॥ ২০

সনৎকুমারীয়ে—কেশবাগ্রে নৃত্য-গীতং যঃ করোতি কলৌ নরঃ।
পদে পদেঽশ্বমেধস্য ফলমাপ্নোতি নিত্যশঃ ॥ ২১

অনন্তর বাদ্য কথিত হইতেছে। যোগিনীতন্ত্রে বলিয়াছেন—শিবমন্দিরে ঝল্লক, সূর্য্যমন্দিরে বাঁশি ও মধুরী বাজাইবে না। ১৭

ঝল্লক—কাংস্য নির্মিত করতাল—এই অর্থ। মৎস্যপুরাণে বলিয়াছেন—দেবতার অগ্রে গীত, বাদিত্র (বাদ্যযন্ত্রের) শব্দ করিবে। গীত ও বাদ্যে অশক্ত হইলে ঘণ্টা বাজাইবে। যেহেতু ঘণ্টা সর্ববাদ্যময়ী। ১৮

গৌতমীয় তন্ত্রে বলিয়াছেন—যে ব্যক্তি শালগ্রাম শিলার জল পান না করিয়া মস্তকে নিক্ষেপ করে। সে ব্রহ্মহা নামে কথিত হয়। ১৯

বিবৃতি। অগস্ত্যসংহিতায় বলিয়াছেন—হত্যাং হন্তি তদঙ্ঘ্রিজাপি তুলসী স্তেয়ঞ্চ তোয়ং পদে, নৈবেদ্যং বহুমদ্যপানজনিতং গুর্বঙ্গনাসঙ্গজম্। শ্রীশাধীন-নতিঃ স্থিতির্হরিজনৈস্তৎসঙ্গজং কিল্বিষং, শালগ্রামশিলা-নৃসিংহমহিমা কোঽপ্যেষ লোকোত্তরঃ। অর্থাৎ বিষ্ণুর পাদাঙ্ঘ্রিজাত-তুলসী হত্যাজনিত পাপ নাশ করে! বিষ্ণুর পদে অর্পিত নির্মাল্য তুলসী স্বর্ণস্তেয়-জনিত পাপ নাশ করে। বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে নিবেদিত নৈবেদ্য বহু মদ্যপান জনিত পাপ নাশ করে। বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে প্রণতি গুরুপত্নী গমন জনিত পাপ নাশ করে। বিষ্ণুভক্তের সহিত স্থিতি তাহার সঙ্গজনিত পাপ নাশ করে। শালগ্রামশিলারূপী নৃসিংহদেবের মহিমা কে লোকোত্তর জানিতে পারে। ১৯

বিষ্ণুর পাদোদক পীত হইলে কোটি জন্মের পাপ নাশ করে। বিষ্ণুপাদোদকের বিন্দুমাত্র মাটীতে পতিত হইলে তাহা আট গুণ পাপ সৃষ্টি করে। ২০

সনৎকুমারীয় তন্ত্রে বলিয়াছেন—যে মানব কলিকালে কেশবের সম্মুখে নৃত্য-গীত করে, সে পদে পদে সর্বদা অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করে। ২১

বাশিষ্ঠে— কেশবাগ্রে নৃত্যগীতং ন করোতি হরের্দিনে।
বহ্নিনা কিং ন দগ্ধোঽসৌ গতঃ কিং ন রসাতলম্ ॥ ২২

অথ যোগাঙ্গাসনানি

যথা— পদ্মাসনং স্বস্তিকাখ্যং ভদ্রং বজ্রাসনং তথা।
বীরাসনমিতি প্রোক্তং ক্রমাদাসন-পঞ্চকম্ ॥ ২৩
ঊর্বোরুপরি বিন্যস্য সম্যক্ পাদতলে উভে।
অঙ্গুষ্ঠৌ চ নিবধ্নীয়াদ্ হস্তাভ্যাং ব্যুৎক্রমাৎ ততঃ।
পদ্মাসনমিদং প্রোক্তং যোগিনাং হৃদয়ঙ্গমম্ ॥ ২৪
জানূর্বোরন্তরে সম্যক্ কৃত্বা পাদতলে উভে।
ঋজুকায়ো বিশেদ্ যোগী[১] স্বস্তিকং তৎ প্রচক্ষতে ॥ ২৫
সীমন্যাঃ পার্শ্বয়োর্ন্যস্য গুল্ফ-যুগ্মং সুনিশ্চলম্।
বৃষণাধঃ পার্শ্ব-পাদৌ পাণিভ্যাং পরিবন্ধয়েৎ।

বাশিষ্ঠে বলিয়াছেন—যে হরিবাসরে কেশবের অগ্রে নৃত্যগীত করে না, তৎকর্ত্তৃক পাপ-রূপ বহ্নি দ্বারা কি দগ্ধ হয় নাই অর্থাৎ সমস্তই দগ্ধ হইয়াছে। সে কি পাতালে যায় নাই অর্থাৎ সে পাতালে অধঃপাতে গিয়াছে। ২২

অনন্তর যোগাঙ্গ আসন কথিত হইতেছে। পদ্মাসন, স্বস্তিকাসন, ভদ্রাসন, বজ্রাসন ও বীরাসন—এই আসন পঞ্চক ক্রমে ক্রমে কথিত হইয়াছে। ২৩

দুই উরুর উপরে উভ— পাদতল ঠিকমত স্থাপন করিয়া অর্থাৎ দক্ষিণ উরুর উপরে বাম পদতল এবং বাম উরুর উপরে দক্ষিণ পদতল স্থাপন করিয়া তাহার পর ব্যুৎক্রমে অর্থাৎ বামহস্তের দ্বারা দক্ষিণ পাদের অঙ্গুষ্ঠ এবং দক্ষিণ হস্তের দ্বারা বামপাদের অঙ্গুষ্ঠ বন্ধন করিবে। যোগিগণের হৃদয় গ্রাহী এই আসন পদ্মাসন নামে কথিত হইয়াছে। ২৪

জানু ও উরুর মধ্যে উভয় পাদতল সম্যক্‌ভাবে স্থাপন করিয়া অর্থাৎ দক্ষিণ জানু ও দক্ষিণ উরুর মধ্যে বামপাদতল এবং বামজানু ও বাম উরুর মধ্যে দক্ষিণ পাদতল স্থাপন করিয়া যোগী ঋজুকায় হইয়া উপবেশন করিবেন। এই উপবেশনকে স্বস্তিকাসন বলে। ২৫

সীবনীর (অণ্ডকোষ ও গুহ্যের মধ্যবর্ত্তী উর্দ্ধরেখার দুই পার্শ্বে দুই পাদের দুই গুল্ফ অর্থাৎ বামপার্শ্বে দক্ষিণ গুল্ফ এবং দক্ষিণ পার্শ্বে বামগুল্ফ (গোড়ালি)

১। খ—যোগং।

ভদ্রাসনং সমুদ্দিষ্টং যোগিভিঃ পূর্বকল্পিতম্ ॥ ২৬

উর্বোঃ পাদৌ ক্রমান্যস্য জান্বোঃ প্রত্যঙ্‌মুখাঙ্গুলী।
করৌ বিদধ্যাদাখ্যাতং বজ্রাসনমনুত্তমম্ ॥ ২৭

একপাদমধঃ কৃত্বা বিন্যস্যোরৌ তথেতরম্।
ঋজুকায়ো বিশেন্ মন্ত্রী বীরাসনমিতীরিতম্ ॥ ২৮

ইত্যাসনপ্রকরণম্।

অথ ধারণ-যন্ত্রাণি

আলিখ্যাঽষ্টদিগর্গলান্যুদরগং পাশাদিকং ত্র্যক্ষরং
কোষ্ঠেষ্বঙ্গমনূন্ পরেষু বিলিখেদষ্টার্ণমন্ত্রদ্বয়ম্।
অচ্‌পূর্বাপর-ষট্‌ক-যুগ্‌-লয়বরান্ ব্যোমাসনানর্গলে-
ষ্বালিখ্যেন্দ্র-জলাধিপাদি-গুণশঃ পঙ্‌ক্তিদ্বয়ং তৎপরম্ ॥

স্থিরভাবে স্থাপন করিয়া অণ্ডকোষের অধোভাগে পাদদ্বয়ের পার্ষ্ণি (গোড়ালির অধোভাগ) স্থাপন করিয়া পূর্ববৎ হস্তদ্বয়ের দ্বারা দুই পায়ের অঙ্গুষ্ঠ আঁকাড়াইয়া ধরিবেন। যোগিগণের পরিকল্পিত এই আসন ভদ্রাসন নামে কথিত হইয়াছে। ২৬

নিজের উরুমূলে ক্রমে ক্রমে দুইটি পাদ স্থাপন করিবেন। জানুর উপরে স্বসম্মুখে অঙ্গুলিসহ হস্তদ্বয়কে স্থাপন করিবেন। ইহা অতি উত্তম বজ্রাসন কথিত হইয়াছে। ২৭

একটি পাদকে অপর স্ফিচের অধোভাগে স্থাপন করিয়া অপর পাদকে উরুর উপরে স্থাপন করিয়া যোগী ঋজুকায় হইয়া উপবেশন করিবেন। ইহা বীরাসন বলিয়া কথিত হইয়াছে। ২৮

আসন প্রকরণ সমাপ্ত হইল

অনন্তর ধারণ যন্ত্র সমূহ কথিত হইতেছে। তন্মধ্যে প্রথমে ঘটার্গল যন্ত্র কথিত হইতেছে। এই শ্লোকসমূহের অর্থ হইতেছে—আটটি দিকে অর্গল লিখিয়া পাশাদি ত্র্যক্ষরকে (আং হ্রীং ক্রোংকে) উদরমধ্যগত (মধ্যবৃত্তগত) করিবেন। তাহার পর কোষ্ঠসমূহে অঙ্গমন্ত্র সকল লিখিবেন। অন্যান্য কোষ্ঠ সমূহে অষ্টার্ণ (অষ্টাক্ষর) মন্ত্রদ্বয় লিখিবেন। তাহার পর অর্গল সমূহের মধ্যে ইন্দ্র, জলাধিপতি অর্থাৎ পূর্বাদি অর্গলাদিতে গুণশঃ অর্থাৎ তিন তিনটি অক্ষরক্রমে দুই পঙ্‌ক্তিতে ব্যোমাসন (ব্যোমের—হকারের আসন (অবস্থিতি) যে যে বর্ণগুলিতে) অচের পূর্বষট্‌ক অর্থাৎ অ আ ই ঈ উ ঊ এবং অপর ষট্‌ক অর্থাৎ এ ঐ ও ঔ অং অঃ বর্ণযুক্ত ল য ব র বর্ণকে অর্থাৎ হ্লং হ্লাং হ্লিং ইত্যাদি আকারে লিখিবেন। ১

কোষ্ঠেম্বষ্ট-যুগার্ণমাত্ম-সহিতাং যুগ্ম-স্বরান্তর্গতাং
মায়াং কেসরগাং দলেষু বিলিখেন্ মূলং ত্রিপঙ্‌ক্তি-ক্রমাৎ।
ত্রিঃ পাশাঙ্কুশ-বেষ্টিতঞ্চ লিপিভির্বীতং ক্রমাদুৎক্রমাৎ।
পদ্মস্থেন ঘটেন পঙ্কজ-মুখেনাবেষ্টিতং তদ্বহিঃ॥ ২

ঘটার্গলমিদং যন্ত্রং মন্ত্রিণাং প্রাভৃতং[1] মতম্।
পাশ-শ্রী-শক্তি-কন্দর্প-কাম-শক্তীন্দিরাঙ্কুশাঃ[2] ॥ ৩
প্রথমোঽষ্টাক্ষরো মন্ত্রস্ততঃ কামিনি! রঞ্জিনি!।
স্বাহান্তোঽষ্টাক্ষরঃ সদ্ভিরপরঃ কীর্ত্তিতো মনুঃ॥ ৪
হ্রীঁ গৌরি! রুদ্র-দায়িতে! যোগেশ্বরি! সবর্ম ফট্।
দ্বিঠান্তঃ ষোড়শার্ণোঽয়ং মন্ত্রঃ সদ্ভিরুদীরিতঃ[3] ॥ ৫

তাহার পর তদন্তরালবর্ত্তী দুন্দুভী সদৃশ দুই দুই কোষ্ঠে অষ্ট যুগলের (ষোড়শাক্ষর) মন্ত্রদ্বয়ের অক্ষর সমূহ লিখিয়া অষ্টদল পদ্মের কেশর সমূহে যুগ্ম স্বরের অন্তর্গত অর্থাৎ সবিন্দু অকার ও আকারের মধ্যগত আত্মবীজদ্বয় (হংস দ্বয়) সহিত মায়াকে (ঈং কে) লিখিবেন। পত্র সমূহে অধোঽধঃ তিনটি পঙক্তিক্রমে তিনবার পাশ ও অঙ্কুশ এবং ক্রম (অনুলোম) ও উৎক্রম (বিলোম) মাতৃকায় বেষ্টিত মূলবর্ণকে লিখিবেন। তন্মধ্যে পদ্মের বহির্ভাগে প্রথম পঙ্‌ক্তিতে মূলমন্ত্রটি পাশ ও অঙ্কুশের দ্বারা, তাহার বহির্ভাগে দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিতে মূলটি অনুলোম মাতৃকা দ্বারা এবং তৃতীয় পঙ্‌ক্তিতে মূলটি বিলোম মাতৃকা দ্বারা বেষ্টিত হইবে। তাহার বহির্ভাগে উর্ধ্বমুখ পদ্মের কর্ণিকায় অবস্থিত পঙ্কজমুখ ঘটের দ্বারা অধোমুখ পদ্মবৎ উহা আবেষ্টিত হইবে। ২

এই ঘটার্গল যন্ত্র মন্ত্রদীক্ষিত ব্যক্তিগণের প্রাভৃত (উপহার রূপ) বলিয়া কথিত হইয়াছে। যন্ত্রলেখ্য অষ্টার্ণ মন্ত্র হইতেছে—পাশ (আং), শ্রী (শ্রীং), শক্তি (হ্রীং) কন্দর্প কামবীজ (ক্লীং), কাম (ক্লীং), শক্তি (হ্রীং) ইন্দিরা শ্রীবীজ (শ্রীং), অঙ্কুশ (ক্রোং)—এই আটটি প্রথম অষ্টাক্ষর মন্ত্র। তাহার পর স্বাহান্ত কামিনি রঞ্জিনি অর্থাৎ কামিনি রঞ্জিনী স্বাহা—এই আটটি অপর দ্বিতীয় অষ্টাক্ষর মন্ত্র পণ্ডিত-গণ কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে। ৩-৪

যন্ত্রে লেখ্য ষোড়শাক্ষর মন্ত্র হইতেছে—হ্রীং গৌরি! রুদ্রদয়িতে। হুং ফট্ স্বাহা—এই ষোড়শাক্ষর মন্ত্রটি সাধকগণ কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে। ৫

১। ক+খ—শ্রীপ্রদং। ২। খ—কামশক্তীন্দ্রিয়াঙ্কুশাঃ। ৩। খ—উদীরিতঃ। ইতি ভুবনেশ্বর্য্যা ঘটার্গলাখ্যযন্ত্রম্। তারে হুং বিলিখেদিতি পাঠঃ।

এষামর্থঃ—অষ্ট-দিগর্গলানি অষ্ট-দিক্ষু অর্গলান্যর্গলাকারত্বেন রেখায়া দ্বয়ং দ্বয়ং, অর্গলাকারশ্চ রেখাদ্বয়েন ভবতি। তথা চ পূর্বতঃ পশ্চিমান্তং দক্ষিণাৎ উত্তরান্তং আগ্নেয্যা বায়ব্যান্তং ঐশান্যা নৈঋর্ত্যন্তং রেখায়া দ্বয়ং দ্বয়মিত্যষ্টাসু দিক্ষু গতান্যর্গলানি বিলিখ্য, উদরগমর্গল-চতুষ্ক-মধ্যলিখিত-বৃত্তগতং পাশ-মায়াঙ্কুশাত্মক-বীজত্রয়ং বিলিখেৎ। কোষ্ঠেষু অর্গলদ্বয়-সংযোগ-স্থলাষ্টক-মিলিতস্যাষ্টদিগবকাশবদন্তর্ভাগস্য বৃত্তান্তরস্যান্তর্গতাষ্ট-স্থানেষু অঙ্গমনূন্ নমঃ-স্বাহেত্যাদি-মনূন্ লিখেৎ। লিখনন্তু অঙ্গাবরণ-পূজাবদগ্নীশাসুর-বায়ুষু মধ্যে দিক্ষু চ। লিখনন্তু সর্বত্রৈব কর্ণিকাভিমুখ্যেন। তথা চাগ্নৌ—নমঃ, ঈশানে—স্বাহা, নৈঋর্তে—বষট্, বায়ৌ হুঁ, মধ্যে বৌষট, দিক্ষু ফট্। ন ত্বঙ্গমনুপদেন হ্রাং হৃদয়ায় নম ইত্যাদ্যঙ্গমনবো গ্রাহ্যাঃ, বিনিগমকাভাবেন মন্ত্রবিশেষাঙ্গ-স্যাঽঙ্গস্য দুর্বচত্বাৎ। পরেষ্বিতি। তদ্বহিরর্গলদ্বয়-সংযোগস্থলাষ্টক-মিলিতস্য ষোড়শাবকাশবদন্তর্ভাগস্য বৃত্তান্তরস্য মধ্যস্থ-ষোড়শ-স্থলেষু বক্ষ্যমাণমষ্টাক্ষর-মন্ত্র-দ্বয়ং লিখেৎ। ৬

এই শ্লোকসমূহের বিস্তৃত ব্যাখ্যা হইতেছে। অষ্টদিগর্গলানি ইহার অর্থ—ইন্দ্রাদি আটটি দিকে অর্গল সমূহ—অর্গলের আকার স্বরূপ বলিয়া দুই দুইটি রেখা। অর্গলাকার দুই দুইটি রেখা দ্বারা হয়। তাহা হইলে পূর্ব হইতে পশ্চিম পর্য্যন্ত, দক্ষিণ হইতে উত্তর পর্য্যন্ত, অগ্নিকোণ হইতে বায়ুকোণ পর্য্যন্ত এবং ঈশানকোণ হইতে নৈঋর্তকোণ পর্য্যন্ত দুই দুইটি রেখা দিবেন। এই প্রকারে আটটি দিগ্‌গত অর্গল লিখিয়া উদরগত অর্থাৎ অর্গল চারিটির মধ্যে লিখিত বৃত্তগত অর্থাৎ বৃত্তমধ্যে পাশ, মায়া ও অঙ্কুশরূপ তিনটি বীজ লিখিবেন। কোষ্ঠেষু—কোষ্ঠসমূহে অর্থাৎ অর্গলদ্বয়ের সংযোগের আটটি স্থলে মিলিত আটটি দিকের অবকাশবিশিষ্ট অন্তর্ভাগের মধ্যবর্ত্তী বৃত্তান্তরের আটটি স্থানে অঙ্গমনূন্—নমঃ স্বাহা ইত্যাদি অঙ্গমন্ত্র সমূহ লিখিবেন। আবরণ পূজার ন্যায় অগ্নি, ঈশ, অসুর ও বায়ুকোণে, মধ্যে ও দিক্‌সমূহে এই লেখাটি হইবে। সর্বত্র কর্ণিকার অভিমুখে এই লেখা হইবে। তাহা হইলে অগ্নিকোণে নমঃ, ঈশানকোণে স্বাহা, নৈঋর্ত-কোণে বষট্, বায়ুকোণে হুং, মধ্যে অগ্রভাগে বৌষট্ ও চারিদিকের চারিটি কোষ্ঠে ফট্। এস্থলে কিন্তু অঙ্গমনু পদের দ্বারা হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি অঙ্গমন্ত্র সমূহ গৃহীত হইবে না; বিনিগমক না থাকায় মন্ত্র বিশেষের অঙ্গ মন্ত্র দুর্নিরূপণীয় হইবে। পরেষু এই পদের অপর দ্বিতীয় কোষ্ঠে অর্থাৎ প্রথম বৃত্তের বহির্ভাগে অর্গলদ্বয়ের আটটি সংযোগ স্থলে মিলিত ষোলটি অবকাশ বিশিষ্ট অন্তর্ভাগের মধ্যবর্ত্তী বৃত্তান্তরের অন্তর্গত (মধ্যবর্ত্তী) ষোড়শস্থলে বক্ষ্যমাণ অষ্টাক্ষর মন্ত্রদ্বয়ের অক্ষর লিখিবেন। ৬

তত্রায়ং ক্রমঃ—অগ্নিকোণাদিতঃ কোণাষ্টকে প্রথমাষ্টাক্ষরস্যৈকাক্ষরং বিলিখ্য; পূর্বাদি-দিক্ষু দ্বিতীয়াষ্টাক্ষরস্যৈকৈককং লিখেৎ। তথা চাগ্নৌ—আংকারঃ। দিশি—মিকারঃ। কোণে—শ্রীবীজম্। দিশি—নিকারঃ। কোণে—মায়াবীজমিত্যাদি (?) ক্রমঃ-। ৭

অচ্‌পূর্বেতি। অচঃ পূর্বষট্‌কং ষষ্ঠস্বরান্তম্, অপরষট্‌কমেকাদশ-স্বরাদি-বিসর্গান্তং, নপুংসক-চতুষ্ক-ত্যাগাৎ, তদ্‌যুক্তান্ ব্যোম আকাশ-বীজং নাদ-বিন্দুমন্ধকাররূপং তদাসনীভূতান্ তদধঃস্থানিত্যর্থঃ। অর্দ্ধর্চাদিত্বাদাসনস্য পুস্ত্বং, ন তু তত্র বহুব্রীহিঃ, সকল-শিষ্ট-বিরোধাৎ, যবলাধঃস্থ-হকার-সংযোগস্য বিরল-প্রয়োগাচ্চ। তথা চ তাদৃশান্ ল-য়-ব-রান্, ইন্দ্রাদি—পূর্বাদি। জলাধিপাদি-বরুণাদি চ যথা স্যাত্তথা গুণশস্ত্রয়-ত্রয়-ক্রমেণ পঙ্‌ক্তিদ্বয়ং কৃত্বা তৎপরং তদূর্দ্ধং বৃত্তান্তর-মধ্যে বিলিখ্যেত্যন্বয়ঃ। তেন পূর্বেস্মিন্ প্রথম-পঙ্‌ক্তৌ হ্লঁ হ্লাং হ্লিং। দ্বিতীয়-পঙ্‌ক্তৌ—হ্লীং হ্লুং হ্লূং ইতি। পশ্চিমে প্রথম-পঙ্‌ক্তৌ হ্লেং হ্লৈং হ্লোং। দ্বিতীয়-পঙ্‌ক্তৌ—হ্লৌং হ্লং হ্লঃ ইতি।

সেস্থলে লেখনের এই ক্রম—অগ্নিকোণাদি হইতে আটটি কোণে প্রথম অষ্টাক্ষর মন্ত্রের একটি একটি অক্ষর লিখিয়া পূর্বাদি দিক্ সমূহে দ্বিতীয় অষ্টাক্ষর মন্ত্রের এক একটি অক্ষর লিখিবেন। যেমন অগ্নিকোণে—আংকার। দিকে—মিকার। কোণে—শ্রীবীজ। দিকে—নিকার। কোণে—মায়াবীজ (হ্রীং)। ইত্যাদি ক্রম। ৭

অচ্‌পূর্ব এই পদের অর্থ—অচ্‌বর্ণের প্রথম ছয়টি অ হইতে ষষ্ঠস্বর উ পর্য্যন্ত অর্থাৎ অ আ ই ঈ উ ঊ। নপুংসক চারিটি বর্ণের ত্যাগবশতঃ অচের অপর ষট্‌ক একাদশ স্বর একার হইতে বিসর্গান্ত অর্থাৎ এ ঐ ও ঔ অং অঃ। এই পূর্বষট্‌ক ও অপর ষট্‌ক-যুক্ত ব্যোমাসন—ব্যোম আকাশবীজ, অন্ধকাররূপ নাদবিন্দু, তদাসনীভূত অর্থাৎ তদধঃস্থ এই অর্থ। অর্দ্ধর্চাদিত্ব নিবন্ধন আসনের পুংস্ত্ব অর্থাৎ আসন শব্দটি পুংলিঙ্গ হইয়াছে। ব্যোমাসন পদে কিন্তু বহুব্রীহি সমাস হয় নাই, যেহেতু উহা সকল শিষ্ট প্রয়োগের বিরুদ্ধ এবং য ব ল প্রভৃতির অধঃস্থ হকারের প্রয়োগ বিরল। সুতরাং হকারে অচের ষট্‌ক্ দ্বয়-যুক্ত ল য ব র বর্ণগুলিকে ইন্দ্রাদি অর্থাৎ পূর্বাদি জলাধিপাদি অর্থাৎ বরুণাদি দিকে গুণশঃ তিন তিনটি বর্ণক্রমে পঙ্‌ক্তি দ্বয় করিয়া, তৎপরে তাহার উর্ধ্বে বৃত্তান্তরের মধ্যে লিখিয়া এইরূপ অন্বয় হইবে। তাহাতে পূর্বদিকের প্রথম পঙ্‌ক্তিতে হ্লং হ্লাং হ্লিং, দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিতে—হ্লীং হ্লুং হ্লূং। পশ্চিমে প্রথম পঙ্‌ক্তিতে—হ্লেং হ্লৈং হ্লোং। দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিতে—হ্লৌং হ্লং হ্লঃ।

অগ্নৌ প্রথম-পঙ্‌ক্তৌ—হ্যং হ্যাং হ্যিং। দ্বিতীয়-পঙ্‌ক্তৌ—হ্যীঁ হ্যুং হ্যূং ইতি। বায়ৌ প্রথম-পঙ্‌ক্তৌ—হ্যেং হ্যৈঃ হ্যোং। দ্বিতীয়-পঙ্‌ক্তৌ—হ্যৌং হ্যং হ্যঃ ইতি। এবমন্যত্রাপি। ৮

কোষ্ঠেম্বিতি। তদূর্দ্ধদত্ত-বৃত্তান্তর-মধ্যস্থ-ষোড়শকোষ্ঠেম্বিত্যর্থঃ। অষ্টযুগার্ণং বক্ষ্যমাণ-ষোড়শাক্ষরমন্ত্রস্যাষ্টদ্বয়বর্ণং ষোড়শবর্ণান্ বিলিখেৎ। আত্মসহিতামিতি। আত্মা হংসঃ ইত্যক্ষর-দ্বয়ং; তাভ্যাং সহিতামুভয়তঃ সংযুক্তাং মায়াং কেবল-চতুর্থস্বর-বিশিষ্টাং যুগ্ম-স্বরান্তর্গতাং কৃত্বা কেশর-গতাং লিখেৎ। তথা চ ষোড়শাক্ষর-লিখনাদূর্দ্ধং বৃত্তং বিলিখ্য তদূর্দ্ধং চতুরর্গলানামুভয়তঃ ষোড়শদলানি বিলিখ্য, দলমূলেষু অং হঁসঃ ঈং হঁসঃ আং, ইং হঁসঃ ঈং হঁসঃ ঈং, উং হঁসঃ ঈং হঁসঃ উং, এং হঁসঃ ঈং হঁসঃ ঐং ইত্যাদি-ক্রমেণ মধ্যে ঈকারং বিলিখ্য, কেশরদ্বয়ত্বেনোভয়তস্ত্রীন্ ত্রীন্ বর্ণান্ লিখেৎ। দলেম্বিতি। কেশরাদূর্দ্ধং মূলং পাশ-মায়াঙ্কুশাত্মক-বীজত্রয়ং পঙ্‌ক্তি-ত্রয়েণ ত্রির্লিখেৎ। ততঃ পত্রোর্দ্ধ-দেশেষু পাশাঙ্কুশাভ্যাং ত্রির্বেষ্টয়েৎ। তদূর্দ্ধং ক্রমোৎক্রমাৎ লিপিভির্মাতৃকাবর্ণৈরেকধৈব বীতং বেষ্টিতম্। অত্র মাতৃকা কেবলৈক-

---

অগ্নিকোণে প্রথম পঙ্‌ক্তিতে—হ্যং হ্যাং হ্যিং। দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিতে—হ্যীং হ্যুং হ্যূং। বায়ু কোণে প্রথম পঙ্‌ক্তিতে—হ্যেং হ্যৈং হ্যোং। দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিতে—হ্যৌং হ্যং হ্যঃ। অন্যান্য স্থলেও এইরূপ জানিবে। ৮

কোষ্ঠেষু পদের অর্থ—তাহার উর্দ্ধে দত্ত বৃত্তান্তরের মধ্যস্থ ষোড়শ কোষ্ঠে। অষ্টযুগার্ণ—বক্ষ্যমাণ ষোড়শাক্ষর মন্ত্রের অষ্টদ্বয়-বর্ণ অর্থাৎ ষোড়শবর্ণ লিখিবেন। আত্মসহিতাং ইহার অর্থ—আত্মা হংসঃ এই অক্ষরদ্বয়, তাহাদের সহিত অর্থাৎ উভয়দিকে হংসঃ সংযুক্ত মায়াকে অর্থাৎ কেবল চতুর্থ স্বরকে যুগ্ম স্বরের অন্তর্গত করিয়া কেশর সমূহে লিখিবেন। তাহা হইলে ষোড়শ মন্ত্রাক্ষর লিখনের পরে বৃত্ত লিখিয়া তাহার উর্দ্ধে চারিটি অর্গলের উভয় দিকে ষোলটি দল লিখিয়া দলের মূল সমূহে অং হংসঃ ঈং হংসঃ আং, ইং হংসঃ ঈং হংসঃ ঈং, উং হংসঃ ঈং হংসঃ উং, এং হংসঃ ঈং হংসঃ ঐং ইত্যাদি ক্রমে হংস-দ্বয়ের মধ্যে ঈকার লিখিয়া কেশরের দ্বিত্ব-হেতু উভয় দিকে তিন তিনটি বর্ণ লিখিবেন। দলেষু এই কথায় বলিতেছেন যে—কেশরের উর্দ্ধে মূল ও পাশ, মায়া, অঙ্কুশরূপ বীজত্রয় তিনটি পঙ্‌ক্তিতে তিন বার লিখিবেন। তাহার পর পত্রের উর্দ্ধদেশ সমূহে পাশ ও অঙ্কুশ দ্বারা তিনবার বেষ্টন করিবেন। তাহার উর্দ্ধে ক্রম (অনুলোম) ও উৎক্রম (বিলোম) লিপি অর্থাৎ মাতৃকাবর্ণ সমূহ দ্বারা এক বারই বীত অর্থাৎ

পঞ্চাশদ্-বর্ণরূপা। তৎ তু বিশিষ্টমষ্টদল-পদ্মোপরিস্থেনাঽষ্টদল-পদ্মমুখেন ঘটাকারেণ বেষ্টনেন বৃত্তাকারেণ বহিরাবেষ্টিতমিতি। ৯

লেখ্যমন্ত্রানাহ—পাশেত্যাদিনা। শক্তির্মায়া। ইন্দিরা লক্ষ্মীঃ। রঞ্জিনীতি তৃতীয়স্বর-মধ্যম্। বর্ম হ্রস্বম্, ফটাবেকত্রৈব। ১০

ইতি ভুবনেশ্বর্য্যা ঘটার্গলাখ্যযন্ত্রম্।

তারে হুঁ বিলিখেৎ সরোজ-কুহরে সাধ্যাভিধানান্বিতং
মন্ত্রার্ণান্ বসু-সংখ্যকান্ বসুদলেম্বালিখ্য তদ্বাহ্যতঃ।
শক্ত্যা ত্রিঃ পরিবেষ্টিতং ঘটগতং পদ্মস্থমব্জাননং
যন্ত্রং বশ্যকরং গ্রহাদি-ভয়-হৃল্লক্ষ্মীপ্রদং কীর্ত্তিতম্[১] ॥ ১১

অস্যার্থঃ—সরোজকুহরে কর্ণিকায়াম্ তারে প্রণবাভ্যন্তরে সসাধ্যং হ্রস্ববর্ম লিখেৎ। ততো বৃত্তোপরি অষ্টৌ দলানি বিলিখ্য তেষু মন্ত্রস্যাষ্টাঽক্ষরাণি লিখেৎ। তথাচ ত্বরিতা-মন্ত্রে দ্বাদশাক্ষরাস্তস্য তার-বর্মণী লিখিতে মায়য়া

বেষ্টিত হইবে। এইস্থলে কেবলা একপঞ্চাশদ্ বর্ণরূপা মাতৃকা। সেই বিশিষ্ট যন্ত্রটি অষ্টদল পদ্মের উপরে অবস্থিত অষ্টদল পদ্মমুখ ঘটাকারে বেষ্টনের দ্বারা বৃত্তাকারে বাহিরে আবেষ্টিত হইবে। ৯

পাশ ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা লেখ্য মন্ত্রসমূহ বলিতেছেন। শক্তি—মায়া। ইন্দিরা—লক্ষ্মী। রঞ্জিনি এইটি তৃতীয় স্বর মধ্যে। বর্ম—হ্রস্ব স্বর। একত্রই ফট্ এই দুইটি। ১০

ভুবনেশ্বরীর ঘটার্গল নামক যন্ত্রের ব্যাখ্যা সমাপ্ত হইল।

অষ্টদল পদ্মের কর্ণিকায় তারের (প্রণবের) মধ্যে সাধ্য নাম সহিত হুং লিখিবেন। ত্বরিতামন্ত্রের মায়াদ্বয়, তার ও বর্ম ভিন্ন অবশি খে চ ছে ক্ষঃ স্ত্রীং হুং ক্ষেঃ ফট্ এই আটটি মন্ত্রাক্ষরকে আটটি পত্রে লিখিয়া তাহার বহির্ভাগে শক্তি বীজের দ্বারা তিন বার বেষ্টন করিবেন। পদ্মমুখ ঘটের ন্যায় ও উর্দ্ধমুখ পদ্মের উপরি নিহিত এই যন্ত্র বশ্যকর, গ্রহাদি ভয়ের নিবারক, লক্ষ্মীপ্রদ ও কীর্তিপ্রদ জানিবেন। ১১

অনন্তর ত্বরিতা যন্ত্র কথিত হইতেছে। এই শ্লোকের অর্থ :—সরোজকুহরে—অষ্টদল পদ্ম কর্ণিকাতে তারে প্রণবের অভ্যন্তরে সাধ্যের সহিত অর্থাৎ সাধ্যনাম যুক্ত হ্রস্ব বর্ম হুং লিখিবেন। তাহার পর বৃত্তের উপরিভাগে অষ্টদল লিখিয়া সেই আটটি দলে মন্ত্রের আটটি অক্ষর লিখিবেন। আটটি অক্ষর লেখা হইলে ত্বরিতা মন্ত্রের দ্বাদশটি অক্ষর, তাহার মধ্যে কর্ণিকায় তার ও বর্ম লিখিত হইলে তাহা মায়া দ্বারা বেষ্টিত

১। খ—কীর্ত্তিতং। ইতি ত্বরিতাযন্ত্রং। পদ্মং ভানুদলম্বিতমিত্যাদি-পাঠঃ।

বেষ্টিতব্যমিতি পরিশেষাদষ্টাক্ষরাঃ খে ইত্যাদয়ো লেখ্যাঃ। শক্ত্যা মায়া-বীজেন। ত্রিস্ত্রিধা। ঘটগতং ঘটাকার-বৃত্তমধ্যস্থম্। অজ্ঞাননং পদ্ম-মুখম্। ১২

ইতি ত্বরিতা-যন্ত্রম্।

পদ্মং ভানু-দলান্বিতং প্রবিলিখেৎ তৎ-কর্ণিকায়াং পুন-
স্তারং শক্তিগ-বীজসাধ্যসহিতং তৎকেশরেষু ক্রমাৎ।
মর্দিন্যা মনুসম্ভবান্ যুগলশো বর্ণান্ পুনঃ পত্রগান্
মন্ত্রার্ণান্ গুণশো নিধায় বিলিখেদন্ত্যং তদন্ত্যে দলে॥ ১৩

মন্ত্রস্তু—উত্তিষ্ঠ পুরুষি! কিং স্বপিষি ভয়ং মে সমুপস্থিতম্। যদি শক্যম-শক্যং[১] বা তন্মে ভগবতি শময় স্বাহা॥ ১৪

মাতৃকাবর্ণ-সংবীতং ভূপুর-দ্বয়-মধ্যগম্।
যন্ত্রঞ্চ বিন্ধ্যবাসিন্যাঃ প্রোক্তং সর্ব-সমৃদ্ধিদম্॥ ১৫
রক্ষাকরং বিশেষেণ ক্ষুদ্র-ভূতাদি-নাশনম্।
রাজ্যদং ভ্রষ্ট-রাজ্যানাং বশ্যদং বশ্যমিচ্ছতাম্॥ ১৬

হইলে পরিশেষে অবাশিষ্ট খে চ ছে ক্ষঃ স্ত্রী হূং ক্ষে ফট্ এই আটটি অক্ষর বসুদলে লিখিতে হইবে। তাহার বাহিরে শক্তি মায়া বীজের দ্বারা তিন বার বেষ্টন করিতে হইবে। ঘটগত—ঘটাকার বৃত্তমধ্যস্থ অর্থাৎ উর্ধ্ব মুখ পদ্ম কর্ণিকাস্থ পদ্মমুখ ঘটের উপরি-নিহিত এই যন্ত্র বশ্যকর, গ্রহাদি ভয়ের নিবারক, লক্ষ্মীপ্রদ, কীর্ত্তিপ্রদ জানিবেন। ১২

ত্বরিতার ধারণ যন্ত্রের বিবরণ সমাপ্ত হইল

একটি দ্বাদশ দল পদ্ম অঙ্কন করিবেন। পুনরায় তাহার কর্ণিকাতে মায়াবীজের অন্তর্গত সাধ্য সহিত প্রণব লিখিবেন অর্থাৎ কর্ণিকাতে প্রণব লিখিয়া সেই প্রণবের মধ্যে মায়াবীজ (হ্রীং) লিখিয়া তাহার মধ্যে সাধ্যকে লিখিবেন। তাহার কেসর সমূহে ক্রমে ক্রমে মহিষমর্দিনীর মূলমন্ত্রের বর্ণসমূহকে দুই দুইটি করিয়া লিখিবেন। পত্রসমূহে মূলমন্ত্রের বর্ণসমূহকে তিন তিনটি করিয়া লিখিয়া শেষ একটি বর্ণকে শেষ দ্বাদশ দলে লিখিবেন। ১৩

মন্ত্রলেখ্য মন্ত্রটি হইতেছে—উত্তিষ্ঠ পুরুষি। কিং স্বপিষি। ভয়ং মে সমুপস্থিতং যদি শক্যমশক্যং বা তন্মে ভগবতি। শময় স্বাহা। এই মন্ত্রটি সপ্তত্রিংশৎ অক্ষর বিশিষ্ট। ১৪

মাতৃকাবর্ণের দ্বারা সংবীত (বেষ্টিত) ভূপুর দ্বয়ের মধ্যগত বিন্ধ্যবাসিনীর এই যন্ত্র সর্ব সমৃদ্ধি-প্রদ বলিয়া কথিত হইয়াছে। ১৫

উহা রক্ষাকর। উহা বিশেষভাবে ক্ষুদ্র ও ভূতাদির নাশক। ভ্রষ্ট-রাজ্য রাজগণের রাজ্যপ্রদ ও বশ্যকামীর বশ্যপ্রদ। ১৬

১। খ—শক্যং ন শক্যং বা।

সুতার্থিনস্তু সুতদং রোগিণাং রোগ-শান্তিদম্ ।
বহুনা কিমিহোক্তেন যন্ত্রং তৎ কামদং নৃণাম্[১] ॥ ১৭

অন্বয়ার্থঃ—ভানুদলান্বিতং দ্বাদশ-দলম্ । শক্তিগ-বীজ-সাধ্য-সহিতং শক্তি-বীজগত-সাধ্যবর্ণ-যুক্তম্ । তথাচ কর্ণিকা-মধ্যে প্রণবং মায়াঞ্চ লিখেৎ । তত্র মায়া-মধ্যে সাধ্যং লিখেৎ । কেশরেষু মহিষমর্দ্দিনী-মন্ত্রবর্ণানাং দ্বয়ং দ্বয়ম্ । তথাচ কর্ণিকাবহির্বৃত্তং, তদুপরি দ্বি-দ্বি-কেশর-স্থানীয়ত্বেন ত্রিধাপঠিতাষ্টাক্ষর-মহিষমর্দ্দিনী-মন্ত্রস্য পূর্বাদিতো দ্বৌ দ্বৌ বর্ণৌ লিখেৎ । পুনর্বৃত্তং বিলিখ্য তদ্বহির্দ্বাদশ-পত্রেষু উত্তিষ্ঠেত্যাদি-মন্ত্রস্য ত্রীন্ ত্রীন্ বর্ণান্ লিখেৎ । অন্ত্যং তৃতীয়ং গ-বর্ণং দ্বাদশদলে লিখেৎ । তেন তত্র বর্ণচতুষ্কম্ । ১৮

ইতি বিন্ধ্য-বাসিনী-যন্ত্রম্ ।

যামলে—আদ্যং বীজং সসাধ্যং প্রথম-বসুগৃহে তদ্বহিশ্চাষ্টকোণে

পুত্রার্থীর উহা পুত্রপ্রদ ও রোগিগণের রোগ-শান্তি-প্রদ । অধিক বলার কি প্রয়োজন ? অর্থাৎ কোন প্রয়োজন নাই । সেই এই যন্ত্র কামপ্রদ মণিস্বরূপ । ১৭

অনন্তর বিন্ধ্যবাসিনী যন্ত্র কথিত হইতেছে । একটি ভানুদলান্বিত অর্থাৎ দ্বাদশ দল পদ্ম লিখিবেন । পুনরায় তাহার কর্ণিকা শক্তিগ-বীজ সাধ্য সহিত হইবে । শক্তিবীজ গত বীজ, সাধ্য বর্ণ যুক্ত হইবে । সুতরাং সেই পদ্মকর্ণিকাতে প্রণব, তাহার মধ্যে মায়াবীজ হ্রীং, তাহার মধ্যে সেই মায়ার মধ্যে । অর্থাৎ সাধ্য নাম লিখিবেন । সেই পদ্মের কেশর সমূহে ক্রমে ক্রমে মহিষমর্দিনীর মূলমন্ত্রের অন্তর্গত বর্ণসমূহের দুই দুইটি করিয়া লিখিবেন । সেই লেখাটিতে কর্ণিকার বহির্ভাগে বৃত্ত, তাহার উপরে দুই দুইটি কেশর স্থানীয় বলিয়া তিন বার পঠিত মহিষমর্দিনী মন্ত্রের পূর্বদিক্ হইতে দুই দুইটি মন্ত্রাক্ষর প্রতি কেশরে লিখিবেন । অন্ত্য বর্ণকে চতুর্বিংশ কেশরে লিখিবেন । তাহাতে অন্ত্যকেশরে তিনটি বর্ণ হইবে । পুনরায় বৃত্ত লিখিয়া তাহার বহির্ভাগে দ্বাদশ পত্র লিখিয়া সেই পত্রগুলির প্রতি পত্রে উত্তিষ্ঠ ইত্যাদি মন্ত্রের তিন তিনটি অক্ষর লিখিয়া অন্ত্যদলে দ্বাদশদলে অন্তবর্ণ হা কে লিখিবেন । তাহাতে দ্বাদশদলে চারিটি বর্ণ হইবে । ১৮

বিন্ধ্যবাসিনী যন্ত্রের বিবরণ সমাপ্ত হইল

অনন্তর কালীযন্ত্র কথিত হইতেছে । যামল তন্ত্রে বলিয়াছেন—প্রথম বসুগৃহে—মধ্যস্থ ত্রিকোণে সাধ্যের নাম সহিত আদ্যবীজ (ক্রীং) লিখিবেন । তাহার

১। খ—নৃণামিত্যনন্তরং ইতি বিন্ধ্যবাসিনীযন্ত্রম্ । যামলে—আদ্যং বীজমিত্যাদি পাঠঃ ।

পূর্বাদ্যং চাষ্টবীজং তদনু বসুগৃহ-দ্বন্দ্বকে[১] বীজ-ষট্কম্ ।
কিঞ্জল্কং তৎ স্বরাঢ্যং বসুদল-বিবরে স্বাহয়া বীজ-ষট্কং
কূর্চাভ্যামেব বীতং[২] ক্ষিতিগৃহ-যুগয়োরন্তরে যন্ত্ররাজম্ ॥ ১৯
দেবী বীজত্রয়ং তৎ প্রতিদিশমপরং[৩] শক্তিবীজ-দ্বয়ং তৎ ।
কোণে কোণে লিখেদ্ যস্ত্রি-জগতি স গুরুঃ শঙ্করস্যাপি বিষ্ণোঃ[৪] ॥ ২০

আদ্যবীজং নিজবীজম্ । প্রথম-বসুগৃহে মধ্যস্থ-ত্রিকোণে। অষ্টবীজমিতি। পূর্বাদি-কোণেষু অষ্টৌ বীজানি অর্থাৎ দ্বাবিংশত্যক্ষর-মন্ত্ররাজস্য প্রথমাদি-সপ্তবীজানি শেষ-সপ্তকস্য প্রথমঞ্চেত্যষ্টৌ। ততঃ ষট্কোণষু শেষ-ষট্কং অর্থাৎ মন্ত্র-রাজস্য। তথাচ প্রথমং ত্রিকোণমেকং বিলিখ্য তদ্বহিশ্চতুরস্র-দ্বয়ং তথা লিখেৎ, যথা পূর্বাদি-দিক্ষু কোণাঃ পতন্তি। তেষু বীজাষ্টকং লেখ্যম্। বসুগৃহং ত্রিকোণম্, তদ্দ্বয়ে ষট্কোণে নিজবীজানি ষট্ অর্থাৎ শেষভূতানি

বহির্ভাগে আটটি কোণে পূর্ব আদ্য বীজের আটটি বীজ লিখিবেন। তাহার পর বসুগৃহ দুইটিতে ছয়টি বীজ লিখিবেন। ইহার বহির্ভাগে অষ্টদল পদ্ম লিখিয়া পদ্মের আটটি কেশর দুই দুইটি স্বরবর্ণ যুক্ত হইবে। বসুদলের মধ্যে স্বাহা এই বর্ণদ্বয়ের সহিত ছয়টি বীজ লিখিতে হইবে। পরস্পর ব্যতিভেদী ভূগৃহ দ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী যন্ত্ররাজ কূর্চবীজের দুইটি দুইটি দ্বারা বেষ্টিত হইবে। ১৯

যিনি প্রতি দিকে সেই দেবীর বীজত্রয় এবং তাহার কোণে কোণে অপর সেই শক্তি-বীজদ্বয় লিখেন, তিনি এই ত্রিজগতে বিষ্ণু ও শঙ্করের গুরু। ২০

উহার ব্যাখ্যা। আদ্যবীজ—নীজবীজ (ক্রীং)। প্রথম বসুগৃহে—মধ্যস্থ ত্রিকোণে। অষ্টবীজ এই কথার অর্থ—পূর্বাদি কোণে আটটি বীজ অর্থাৎ দ্বাবিংশত্যক্ষর মন্ত্ররাজের প্রথমাদি সাতটি বীজ ও শেষ সপ্তকের প্রথম বীজ—এই আটটি বীজ লিখিবেন। তাহার পর ত্রিকোণ ছয়টিতে শেষ ছয়টি অর্থাৎ দ্বাবিংশতি অক্ষরাত্মক যন্ত্ররাজের শেষ ছয়টি। তাহা হইলে প্রথমে একটি ত্রিকোণ লিখিয়া তাহার বহির্ভাগে চতুরস্রদ্বয় সেইরূপভাবে আড়া আড়ি লিখিবেন, যাহাতে পূর্বাদি আটটি দিকে আটটি কোণের সৃষ্টি হয়। সেই আটটি কোণে বীজাষ্টক লেখ্য। বসুগৃহ—ত্রিকোণ। তাহার দ্বয়ে—ষট্কোণে নিজবীজ ছয়টি অর্থাৎ মন্ত্ররাজের শেষ ছয়টি বীজ লেখ্য। তাহার পর ক্ষিতিগৃহ দ্বয়ের বলয়াকার বেষ্টন-দ্বয়ের মধ্যে কিঞ্জল্ক লিখিবেন। তাহা স্বরযুক্ত অর্থাৎ ষোলটি স্বরের

১। খ—গৃহে দ্বন্দ্বকে। ২। খ—কূর্চাভ্যামেব বীজং। ৩। খ—প্রতিদিনমপরং
৪। খ—বিষ্ণোঃ। ইতি কালীযন্ত্রং। বেদাদিস্থিতসাধ্যেত্যাদি পাঠঃ।

মন্ত্ররাজস্য। ততঃ ক্ষিতিগৃহ-যুগয়োর্বলয়াকার-বেষ্টন-দ্বয়স্যান্তরে মধ্যে কিঞ্জল্কং লিখেৎ। তৎ স্বরাঢ্যং ষোডশ-স্বরাত্মকম্। বসুদলেতি। নিজবীজ-শিষ্টং শেষ-দলয়োঃ স্বাহেতি বর্ণ-দ্বয়ম্। ততঃ কূর্চাভ্যাং কূর্চময়-পঙ্‌ক্তি-দ্বয়েন বীতং বেষ্টিতম্। তথা চাদৌ স-সাধ্য-নীজবীজ-গর্ভং ত্রিকোণম্। ততঃ পূর্বাদি-চতুরস্র-দ্বয়ং সবীজ-কোণাষ্টকবৎ। ততঃ ষট্‌কোণং বীজ-ষট্‌কবৎ। ততো বৃত্তং ততোঽষ্টদল-পদ্মম্। অষ্টদল-মূলেষু দ্বাভ্যাং দ্বাভ্যাং স্বরাভ্যাং দ্বৌ দ্বৌ কেশরৌ। দলেষু বীজষট্‌কং স্বাহা চেত্যষ্টাক্ষরাণি। তদ্বহিঃ কূর্চাত্মক-পঙ্‌ক্তিভ্যাং বেষ্টনম্। ততো ভূপুর-দ্বয়স্য মধ্যে মন্ত্ররাজং পূর্বাদি চতুর্দিক্ষু নিজ-বীজস্য ত্রয়ং ত্রয়ং কোণেষু মায়াবীজস্য দ্বয়ং দ্বয়ম্। ২১

ইতি কালীযন্ত্রম্।

বেদাদি-স্থিত-সাধ্য-নাম যুগশঃ শ্রী-শক্তি-মারান্বিতং
কিঞ্জল্কেষু দিনেশ-পত্র-বিলসন্ মন্ত্রাক্ষরং তদ্-বহিঃ।

দুই দুইটি এক একটি দলে লেখ্য। বসুদলবিবরে এই কথার অর্থ—নিজবীজ সহিত শেষ দুইটি দলে স্বাহা এই বর্ণদ্বয় লিখিবেন অর্থাৎ একটিতে স্বা ও অপরটিতে হা লিখিবেন। তাহার পর কূর্চের দ্বারা অর্থাৎ কূর্চময় পঙ্‌ক্তি-দ্বয়ের দ্বারা বেষ্টিত হইবে। তাহা হইলে প্রথমে সাধ্যের সহিত নিজ বীজ-গর্ভ ত্রিকোণ। তাহার পর পূর্বাদি চতুরস্র-দ্বয় বীজযুক্ত কোণাষ্টক বিশিষ্ট হইবে। তাহার পর ছয়টি কোণ বীজষট্‌ক যুক্ত। তাহার পর বৃত্ত হইবে। তাহার পর অষ্টদল পদ্ম হইবে। অষ্টদলের মূল সমূহে দুই দুইটি স্বরবর্ণ যুক্ত দুই দুইটি কেশর হইবে। দলসমূহে ছয়টি বীজ ও স্বাহা—এই আটটি বীজ। তাহার বহির্ভাগে কূর্চবীজরূপ পঙ্‌ক্তিদ্বয়ের দ্বারা বেষ্টন হইবে। তাহার পর ভূপুর-দ্বয়ের মধ্যে মন্ত্ররাজের পূর্বাদি চারিদিকে নিজবীজের তিন তিনটি এবং কোণ সমূহের মায়াবীজের দুই দুইটি লিখিত হইবে। ২১

কালীযন্ত্রের বিবরণ সম্পূর্ণ হইল।

মহালক্ষ্মী যন্ত্র কথিত হইতেছে। একটি দ্বাদশদল পদ্ম অঙ্কিত করিবেন। ঐ পদ্মের কর্ণিকায় প্রণবের মধ্যে সাধ্য ও সাধকের কর্ম-নাম লিখিবেন। এই পদ্মের দুই দুইটি কিঞ্জল্ক শ্রীবীজ, শক্তিবীজ ও কামবীজের দ্বারা যুক্ত হইবে। প্রথম কিঞ্জল্কে শ্রীবীজ ও শক্তিবীজ, দ্বিতীয় কিঞ্জল্কে, কামবীজ ও শ্রীবীজ, তৃতীয় কিঞ্জল্কে শক্তিবীজ ও কামবীজ। এই ক্রমে অপর কিঞ্জল্ক গুলি ঐ বীজদ্বয়ে যুক্ত হইবে। এই পদ্মের দ্বাদশ পত্র মন্ত্রের দ্বাদশ অক্ষরের দ্বারা যুক্ত হইবে অর্থাৎ ঐং হ্রীং শ্রীং হ্‌সৌঃ

পদ্মং ব্যঞ্জন-কেশরং স্বর-লসৎ-পত্রাষ্টযুগ্মং ধরা-
বিম্বাভ্যাং বষড়ন্তয়া ত্বরিতয়া যন্ত্রং লিখেদ্ বেষ্টিতম্ ॥ ২২
ভূপুর-দ্বয়-কোণেষু হক্ষৌ লেখ্যৌ পুনঃ পুনঃ।
মহালক্ষ্মী-যন্ত্রমিদং সর্বৈশ্বর্য্য-ফলপ্রদম্ ॥ ২৩

অস্যার্থঃ—বেদাদিঃ প্রণবস্তৎস্থং সাধ্যনাম যত্র পদ্মে তৎ, অর্থাৎ কর্ণিকায়াং প্রণব-মধ্যে সাধ্যং লেখ্যম্। কিঞ্জল্কেষু যুগশো দ্বিশঃ শ্রী-শক্তি-মারান্বিতম্। আদ্যে কিঞ্জল্কে শ্রী-শক্তী, পরে মার-শ্রিয়ৌ, তৎপরে শক্তি-মারাবিতি সম্প্রদায়বিদঃ। তেন বীজত্রয়স্যাহষ্টাবৃত্তয়ঃ। ২৪

অন্যে তু যুগশশ্চতুর্বারং শ্রী-শক্তি-মারান্বিতম্, তেনৈকৈকং বীজং দ্বিরাবৃত্তং, কেশরেষু শ্রীঁ শ্রীঁ ইতি লিখেৎ। দ্বিরাবৃত্তত্ব কেশর-দ্বিত্বাদিতি পুনঃ কীদৃক্? দিনেশ-পত্রেষু দ্বাদশ পত্রেষু বিলসন্তি মন্ত্রাক্ষরাণি যত্র। পুনঃ কীদৃশম্?

জগৎ-প্রসূত্যৈ নমঃ—এই দ্বাদশ অক্ষর মন্ত্রের এক একটি অক্ষর এক একটি পত্রে লিখিবেন। ঐ দ্বাদশ দল পদ্মের বহির্ভাগে পদ্মটি ককারাদি দুই দুইটি ব্যঞ্জনযুক্ত দ্বাত্রিংশৎ কেশর বিশিষ্ট হইবে। কেশর দুই দুইটি বলিয়া এক একটি কেশরে দুই দুইটি ব্যঞ্জন বর্ণ লিখিত হইবে। ঐ পদ্মটি ষোড়শ স্বর বিশিষ্ট ষোড়শ পত্র বিশিষ্ট হইবে। ঐ পদ্মটি বষট্ অন্ত ত্বরিতা মন্ত্রের দ্বারা বেষ্টন করিয়া অর্থাৎ ওঁ হ্রীং হুং খে চ ছে ক্ষঃ স্ত্রী হুং ক্ষে হ্রীঁ বষট্ এই বষড়ন্ত ত্বরিতা মন্ত্রের দ্বারা বেষ্টন করিয়া পরে পরস্পর ব্যতিভেদী (কাটাকাটি) দুইটি ভূবিম্বের দ্বারা বেষ্টিত যন্ত্র লিখিবেন। ২২

ভূপুর দ্বয়ের কোণ সমূহে বার বার (আটবার) হ ক্ষ লিখিত হইবে। ইহা সর্বৈশ্বর্য্য সর্বফলপ্রদ মহালক্ষ্মী যন্ত্র। ২৩

এই শ্লোকের অর্থ। বেদাদি প্রণব, সেই প্রণবের মধ্যে অবস্থিত সাধ্য নাম যে পদ্মে, তাহাই বেদাদিস্থিত সাধ্য-নাম পদ্ম অর্থাৎ কর্ণিকায় প্রণবের মধ্যে সাধ্য ও সাধকের কর্ম-নাম লেখ্য। পদ্মটি শ্রীবীজ, শক্তিবীজ ও কামবীজের দ্বারা অন্বিত কেশর বিশিষ্ট হইবে। প্রথম কেশরে শ্রী ও শক্তি, দ্বিতীয় কেশরে মার (কাম) ও শ্রী, তাহার পরের কেশরে শক্তি ও মারবীজ—ইহা সম্প্রদায়বিদ্‌গণ বলেন। তাহাতে এই বীজত্রয়ের আটবার আবৃত্তি হইবে। ২৪

অন্যেরা বলেন—যুগশঃ অর্থাৎ চারিবার শ্রী, শক্তি ও মারের দ্বারা অন্বিত হইবে। তাহাতে এক একটি বীজ দুইবার আবৃত্ত হইবে। তাহা হইলে কেশরগুলিতে শ্রীং শ্রীং এই লিখিবেন। কেশর দুইটি বলিয়া বীজের দুই বার আবৃত্তি হইবে। পুনরায় পদ্মটি কিরূপ? দ্বাদশ পত্রে শোভমান মন্ত্রাক্ষর যে পদ্মে, তাহা দিনেশপত্র বিলসৎ মন্ত্রাক্ষর

বহির্ব্যঞ্জন-কেশরং ব্যঞ্জনানি ককারাদীনি কেশরেষু যত্র। অত্র সর্বত্র দলাদি-লিখনং জ্ঞেয়ম্, কেশরাণাং দ্বিত্বাদ্ ব্যঞ্জনদ্বয়মেকৈকস্মিন্ কেশরে লেখ্যমিতি। হ-ক্ষৌ তু ভূপুরদ্বয়-কোণেষু লেখ্যৌ। পুনঃ কীদৃক্? স্বরৈর্লসৎ পত্রাষ্টযুগ্মং ষোড়শপত্রং যস্মিন্ তৎ। ধরা-বিম্বাভ্যাং পরস্পর-বিভিন্নাভ্যাং বেষ্টিতম্; ত্বরিতয়া সহেতি সম্বন্ধঃ। তেন ত্বরিতয়া সংবেষ্ট্য পশ্চাৎ তাভ্যাং বেষ্টয়েদিতি। কীদৃশ্যা ত্বরিতয়া? তদাহ—বষড়ন্তয়েতি। তত্র ফট্‌কার-স্থানে বষট্‌কার ইতি সম্প্রদায়ঃ। অন্যে তু বষট্‌কারমধিকমাহুঃ[১], শস্ত্রাদি-বষড়ন্তয়া ত্বরিতয়েতি বক্ষ্যমাণত্বাৎ[২]। হক্ষাবিতি অষ্টধাবৃত্তাবিতি। ইতি মহালক্ষ্মীযন্ত্রম্। ২৫

মধ্যাদ্যং নবযোনিষু প্রবিলিখেদ্ বীজানি বর্ণাংস্ত্রিশো
গায়ত্র্যাঃ পুনরষ্ট-পত্র-বিবরেষ্বালিখ্য লিপ্যা বৃতম্।

পুনরায় পদ্মটি কিরূপ? বহির্ব্যঞ্জন-কেশর। ককারাদি ব্যঞ্জন বর্ণগুলি কেশরে যে পদ্মে। এস্থলে সর্বত্র দলাদিতেই লেখ্য জানিবেন। কেশরগুলি দুইটি বলিয়া এক একটি কেশরে দুইটি ব্যঞ্জন বর্ণ লিখিতে হইবে। হ ও ক্ষ এই দুইটিকে ভূপুর-দ্বয়ের কোণে লিখিবেন। পুনরায় পদ্মটি কিরূপ? স্বর সমূহের দ্বারা শোভমান পত্রাষ্টদ্বয় যে পদ্মে। সেই পদ্মটি স্বরে শোভমান পত্রাষ্টদ্বয় ষোড়শপত্র বিশিষ্ট পদ্ম। পদ্মটি পরস্পর বিভিন্ন ভূপুর দ্বয়ের দ্বারা বেষ্টিত হইবে। ত্বরিতার সহিত ইহার সম্বন্ধ। তাহাতে ত্বরিতামন্ত্রের দ্বারা প্রথমে বেষ্টন করিয়া পরে সেই ভূবিম্বদ্বয়ের দ্বারা বেষ্টন করিবে। কীদৃশ ত্বরিতামন্ত্রের দ্বারা বেষ্টন হইবে? তাহাতে বলিলেন—বষট্ অন্ত ত্বরিতা-মন্ত্রের দ্বারা বেষ্টন হইবে। সেই ত্বরিতা-মন্ত্রের শেষে ফট্‌কারের স্থানে বষট্‌কার—ইহা সম্প্রদায়বিদ্‌গণ বলেন। ফটে্‌র পরে বষট্‌কার অধিক—ইহা কেহ কেহ বলেন। যেহেতু "শস্ত্রাদি-বষড়ন্তয়া ত্বরিতয়া" অর্থাৎ শস্ত্রাদি (ফট্‌কারাদি) বষট্ অন্ত ত্বরিতা-মন্ত্রের দ্বারা—এইরূপ বক্ষ্যমাণ বচন আছে। হ্ ক্ষ এইটি আটবার আবৃত্তিতে লেখ্য। ২৫

মহালক্ষ্মী যন্ত্রের বিবরণ সমাপ্ত হইল।

ত্রৈপুর যন্ত্র কথিত হইতেছে। একটি অষ্টদল পদ্মের কেশরে নবযোনি অঙ্কিত করিবেন। ঐ নবযোনিতে প্রদক্ষিণ ক্রমে এমনভাবে বীজগুলি লিখিবেন, যাহাতে মধ্যে আদ্য বীজটি থাকে অর্থাৎ মধ্যযোনিতে আদ্য বীজ হ্‌স্‌রৈং লিখিয়া প্রদক্ষিণ ক্রমে দ্বিতীয় বীজ হ্‌স্‌ক্‌ল্‌রীং পরে হ্‌সৌঃ বীজের বর্ণগুলিকে লিখিবেন। এইভাবে

১। খ—অন্যে ইত্যাদ্যাহুরিত্যন্তঃ পাঠো নাস্তি। ২। খ—বক্ষ্যমাণত্বাদিত্যনন্তরমন্যে তু বষট্‌কার মধিকমাহুরিতি পাঠঃ।

ভূবিম্ব-দ্বিতয়েন মন্মথ-মুদ্রা কোণেষু সংবেষ্টিতং
যন্ত্রং ত্রৈপুরমীরিতং ত্রিভুবন-প্রক্ষোভকং[1] শ্রীপ্রদম্ ॥ ২৬

গায়ত্রী তু—মান্মথং ত্রিপুরাদেবি ! বিদ্মহে পদমুচ্চরেৎ।
উক্ত্বা কামেশ্বরি-পদং প্রবদেদথ ধীমহি ॥ ২৭
তদন্তে প্রবদেদ্ ভূয়স্তন্নঃ ক্লিন্নে প্রচোদয়াৎ।
গায়ত্র্যেষা সমাখ্যাতা ত্রৈপুরী সর্ব-কামদা ॥ ২৮

অন্যচ্চ— বহ্নের্গেহযুগান্তরস্থ-মদনে মায়াং লিখেদ্ বাগ্ভবং
ষট্‌কোণেষ্বথ সন্ধিষু প্রবিলিখেদ্ হুঙ্কারমাবেষ্টয়েৎ।
স্ত্রীবীজেন সমীরিতং ত্রিভুবন-প্রক্ষোভণং ত্রৈপুরং
যন্ত্রং পঞ্চ-মনোভবাত্মকমিদং[2] সৌন্দর্য্য-সম্পৎ-প্রদম্ ॥ ২৯

ইতি ত্রিপুরাযন্ত্রদ্বয়ম্

প্রদক্ষিণ ক্রমে তিনটি বীজ লিখিলে মন্ত্রের তিন বার আবৃত্তি হইবে। পুনরায় আটটি পত্রের এক একটি পত্রের মধ্যে ত্রিপুরা গায়ত্রীর তিন তিনটি বর্ণ লিখিয়া মাতৃকা বর্ণের দ্বারা বেষ্টিত হইবে। পরস্পর বিভেদী ভূপুর দ্বয়ের কোণে ত্রিপুরার মন্মথ বীজ লিখিয়া ঐ ভূপুর দ্বয়ের দ্বারা বেষ্টন করিবেন। ঐ ত্রিপুরার যন্ত্রটী ত্রিভুবন প্রক্ষোভক ও শ্রীপ্রদ কথিত হইয়াছে। ২৬

যন্ত্রে লেখ্য ত্রিপুরার গায়ত্রী কিন্তু এইরূপ—প্রথমে মন্মথবীজ ক্লীং, তাহার পর 'ত্রিপুরা-দেবি ! বিদ্মহে' পদ বলিবেন। তাহার পর 'কামেশ্বরি' পদ বলিয়া পুনরায় পরে 'ধীমহি' পদ বলিবেন। ধীমহি পদের পরে পুনরায় 'তন্নঃ ক্লিন্নে প্রচোদয়াৎ' বলিবেন। তাহাতে গায়ত্রী হইল—ক্লীং ত্রিপুরা-দেবি ! বিদ্মহে কামেশ্বরি ! ধীমহি তন্নঃ ক্লিন্নে প্রচোদয়াৎ। এই ত্রিপুরার গায়ত্রী সর্বকাম-প্রদা কথিত হইয়াছে। ২৭-২৮

অন্য প্রকার ত্রিপুরা যন্ত্র কথিত হইতেছে। বৃত্তমধ্যস্থ বহ্নির গৃহদ্বয়ের অর্থাৎ ষট্‌কোণের মধ্যস্থ মদনবীজে (কামবীজ ক্লীং বীজে) মায়াবীজ লিখিবেন। ষট্‌কোণের উভয়দিকে বৃত্তমধ্যে বাগ্ভব বীজ লিখিবেন। পরে সন্ধি সমূহে হুঙ্কার লিখিবেন। এবং স্ত্রীবীজের দ্বারা বেষ্টিত করিবেন অর্থাৎ এ সমস্তই স্ত্রীবীজের মধ্যে লিখিবেন। ত্রিভুবন-প্রক্ষোভক সর্বসম্পৎ-কর এই ত্রিপুরার যন্ত্র পঞ্চমনোভব স্বরূপ বলিয়া কথিত হইয়াছে। ২৯

ত্রিপুরার যন্ত্র দ্বয়ের বিবরণ কথিত হইল।

১। খ—প্রক্ষোভণং। ২। খ—মনোভবাত্মকমিতি।

বীজং ষট্‌কোণ-মধ্যে স্ফুরদনল-পুরে তারগং দিক্ষু লক্ষ্মীং
মায়া-কন্দর্প-ভূমীস্তদনু রস-পুটেষ্বালিখেদ্ বীজ-ষট্‌কম্।
তৎসন্ধিষঙ্গমন্ত্রান্ বসুদল-কমলে মূলমন্ত্রস্য বর্ণান্
শিষ্টান্ পত্রেষু বিদ্বান্ বিলিখতু গুণশশ্চান্ত্যমন্ত্যে পলাশে ॥ ৩০
আবীতং লিপিভিঃ ক্রমোৎ-ক্রম-বশাৎ পাশাঙ্কুশাভ্যামপি
ক্ষ্মাগেহ-দ্বিতয়েন বেষ্টিতমিদং যন্ত্রং গণাধীশিতুঃ।
লাক্ষা-কুঙ্কুম-রোচনা-মৃগমদৈর্ভূর্জোদরে হেম্নি বা।
সংলিখ্যাঽভিবহন্ লভেত সকলৈঃ সম্প্রার্থিতাং সম্পদম্ ॥ ৩১

ইতি গণেশযন্ত্রম্

তারং মধ্যে বিলিখতু মনুং ষট্‌সু কোণেষু সন্ধি-
ষঙ্গং মায়াং স্মরমপি লিখেৎ কোণ-গণ্ডেষু পশ্চাৎ।
কিঞ্জল্কেষু স্বরগণমথো পত্র-মধ্যেষু মালা-
মন্ত্রস্যার্ণান্ গুহমুখ-মিতানষ্টমে পঞ্চ বর্ণান্ ॥ ৩২

গণেশ যন্ত্র কথিত হইতেছে। বিদ্বান্ ব্যক্তি একটি অষ্টদল পদ্মের কর্ণিকার ষট্‌কোণ মধ্যে উজ্জ্বল ত্রিকোণে প্রণবের মধ্য গণপতিবীজ গং লিখুন। ত্রিকোণের বহির্ভাগে অগ্রাদি ক্রমে দিক্ সমূহে লক্ষ্মীবীজ শ্রীং, মায়াবীজ হ্রীং, কন্দর্প বীজ ক্লীং এবং ভূবীজ গ্লৌং লিখুন। তাহার পর ছয়টি কোণে মন্ত্রের আদিগত ছয়টি বীজ লিখুন। সেই অগ্রাদি ষট্‌কোণের সন্ধিসমূহে মহাগণপতির ছয়টি অঙ্গমন্ত্র লিখুন। অষ্টদলের পত্রসমূহে মূলমন্ত্রের অবশিষ্ট বাইটি বর্ণের তিন তিনটি করিয়া প্রতি পত্রে লিখিয়া অষ্টম পত্রে একটিই বর্ণ লিখিবেন। তাহার পর অষ্টদল পদ্মটি অনুলোম ও বিলোম মাতৃকাবর্ণ সমূহের দ্বারা বেষ্টিত হইবে। তাহার পর পাশ ও অঙ্কুশের দ্বারা বেষ্টিত হইবে। তাহার পর ইহা ভূপুরের দ্বারা বেষ্টিত হইলে ইহা গণপতির ধারণযন্ত্র হইবে। উত্তম ভূর্জপত্রে বা উত্তম সুবর্ণে লাক্ষা, কঙ্কুম, গোরোচনা ও মৃগমদ (কস্তুরী) দ্বারা সম্যক্‌রূপে লিখিয়া বহন করিলে সকলের প্রার্থিত সম্পদ্ লাভ করিবেন। ৩০.৩১

গণেশযন্ত্রের বিবরণ সমাপ্ত হইল।

রামের ধারণ যন্ত্র কথিত হইতেছে। অষ্টদল পদ্মের কর্ণিকার মধ্যে সাধ্য, সাধক ও কর্মের সহিত প্রণব লিখিবেন। ছয়টি কোণে ষড়ক্ষর মন্ত্রের ছয়টি অক্ষর লিখিবেন। ছয়টি সন্ধিতে ছয়টি অঙ্গ মন্ত্র লিখিবেন। কোণের গণ্ড (কপোল) সমূহে একত্র মায়াবীজ (হ্রীং) অপরত্র কামবীজ (ক্লীং) লিখিবেন। পরে কিঞ্জল্ক

দশাক্ষরেণ সংবেষ্ট্য কাদিবর্ণৈশ্চ ভূপুরে।
দিগ্বিদিক্ষু লিখেদ্ বীজে নরসিংহ-বরাহয়োঃ ॥ ৩৩

নমো ভগবতে ব্রূয়াচ্চতুর্থ্যা রঘুনন্দনম্।
রক্ষোঘ্ন-বিশদায়ান্তে মধুরাদি সমীরয়েৎ ॥ ৩৪

প্রসন্ন-বদনায়েতি পশ্চাদমিত-তেজসে।
বালায় পশ্চাদ্ রামায় বিষ্ণবে তদনন্তরম্।
প্রণমাদি-নমোঽন্তোঽয়ং মালামন্ত্রুরুদীরিতঃ ॥ ৩৫

ইতি শ্রীরামযন্ত্রম্

বীজং সাধ্য-সমন্বিতং প্রবিলিখেন্ মধ্যেষু পত্রেষ্বথো।

সমূহে ষোড়শ স্বর লিখিবেন। অনন্তর পত্র সমূহের এক একটি পত্রের মধ্যে রামের মালামন্ত্রের অন্তর্গত গুহমুখ-পরিমিত (ছয়টি) বর্ণকে লিখিবেন। অষ্টমপত্রে পাঁচটি বর্ণ লিখিবেন। ৩২

বক্ষ্যমাণ রামের দশাক্ষর মন্ত্রের দ্বারা ও কাদিবর্ণ সমূহের দ্বারা বেষ্টন করিয়া ভূপুরে দিক্ ও বিদিক্ সমূহে নরসিংহ ও বরাহের বীজ লিখিবেন। ৩৩

রামের মালামন্ত্র কথিত হইতেছে। প্রথমে 'ওঁ নমো ভগবতে' বলিবেন। তাহার পর চতুর্থী বিভক্তির সহিত রঘুনন্দন অর্থাৎ 'রঘুনন্দনায়' বলিবেন। তাহার পর 'রক্ষোঘ্ন-বিশদায়' শব্দের অন্তে মধুরাদি প্রসন্নবদনায় অর্থাৎ 'মধুর-প্রসন্ন-বদনায়' এই পদ উচ্চারণ করিবেন। তাহার পর 'অমিত-তেজসে বলায়' পদের পরে 'রামায় বিষ্ণবে' বলিবেন। উহার আদিতে প্রণব ও অন্তে নমঃ হইবে। তাহাতে মন্ত্রটি হইবে—ওঁ নমো ভগবতে রঘুনন্দনায় রক্ষোঘ্ন-বিশদায় মধুর-প্রসন্ন-বদনায় অমিত-তেজসে বলায় রামায় বিষ্ণবে নমঃ। রামের এই মালামন্ত্র কথিত হইয়াছে। ৩৪-৩৫

বিবৃতি। গ্রন্থকার এখানে যন্ত্রলেখ্য রামের দশাক্ষর মন্ত্র উদ্ধার করেন নাই। একান্ত আবশ্যক বোধে শারদাতিলকতন্ত্র (১৫।৯৫) হইতে এখানে সেই মন্ত্রটি উদ্ধৃত হইল। জানকীবল্লভায়াথ ভবেৎ পাবক-বল্লভা। হুমাদিরেষ কথিতো রামমন্ত্রো দশাক্ষরঃ॥ অর্থাৎ প্রথমে জানকীবল্লভায়। অনন্তর পাবকবল্লভা (স্বাহা) হইবে। সকলের আদিতে হুং হইবে। তাহাতে হুং জানকী-বল্লভায় স্বাহা হইবে। রামের এই দশাক্ষর মন্ত্র কথিত হইয়াছে। ৩৪-৩৫

শ্রীরামের ধারণ যন্ত্রের বিবরণ সমাপ্ত হইল।

অনন্তর নৃসিংহযন্ত্র কথিত হইতেছে। অষ্টদল পদ্মের কর্ণিকার মধ্যে সাধ্য নাম ও

মন্ত্রার্ণান্ শ্রুতিশো বিভজ্য বিলিখেল্লিপ্যা বহির্বেষ্টয়েৎ।
বাহ্য-কোণগ-বীজবর্ণ-বসুধা গেহদ্বয়েনাবৃতং
যন্ত্রং ক্ষুদ্র-বিষ-গ্রহাময়-রিপু-প্রধ্বংসনং শ্রীপ্রদম্ ॥ ৩৬

ইতি নৃসিংহযন্ত্রম্

পিণ্ডং মূলেন বীতং দহনপুর-যুগে কোণরাজৎ-ষড়র্ণং
কুর্য্যাৎ পদ্মং দশার্ণ-স্ফুরিত-দশদলং কামবীজেন বীতম্।
পদ্মং কিঞ্জল্ক-সংস্থং স্বর-বিকৃতি-দলং প্রোল্লসৎ-ষোড়শার্ণং
কিঞ্জল্কং ব্যঞ্জনাঢ্যং বিকৃতি যুগদলেষ্বর্পিতানুষ্টুবর্ণম্ ॥ ৩৭

পাশাঙ্কুশাভ্যামাবীতং ক্ষোণী-পুর-যুগাস্রিষু।
অষ্টাক্ষরেণ লসিতং যন্ত্রং গোপাল-দৈবতম্।
ধর্মার্থ-কামফলদং সর্বরক্ষা-করং স্মৃতম্[১] ॥ ৩৮

কর্মের সহিত বক্ষ্যমাণ নৃসিংহবীজ (ক্ষ্রৌং) লিখিবেন। অনন্তর আটটি পত্রে মন্ত্রবর্ণগুলিকে চারি চারিটি করিয়া বিভাগ করিয়া লিখিবেন। পত্রের বহির্ভাগে মাতৃকাবর্ণ দ্বারা বেষ্টন করিবেন। মাতৃকা মণ্ডলের বহির্ভাগে পরস্পর ব্যতিভেদী ভূপুরদ্বয়ের কোণগত নৃসিংহবীজ-যুক্ত ঐ ভূপুরের দ্বারা এই যন্ত্র আবৃত হইবে। এই যন্ত্র ক্ষুদ্র, সর্পাদির বিষ, গ্রহদোষ, রোগ ও শত্রুর নাশক ও শ্রীপ্রদ। ৩৬

নৃসিংহের ধারণ যন্ত্রের বিবরণ সমাপ্ত হইল।

গোপালের যন্ত্র কথিত হইতেছে। পরস্পর ব্যতিভেদী বহ্নির পুরদ্বয়ে অর্থাৎ ষট্‌কোণে বক্ষ্যমাণ পিণ্ডবীজ (গ্লৌং) মূলমন্ত্রের দ্বারা বেষ্টিত হইবে। ঐ বহ্নিপুরদ্বয়ের ছয়টি কোণ বক্ষ্যমাণ ছয়টি বর্ণ দ্বারা ভূষিত হইবে। তাহার পর একটি পদ্ম করিবেন। ঐ পদ্মের দশটি দল বক্ষ্যমাণ দশটি বর্ণের দ্বারা শোভমান হইবে এবং ঐ পদ্ম কামবীজের দ্বারা একবার বেষ্টিত হইবে। তাহার পর একটি ষোড়শ দল পদ্ম করিবেন। ঐ পদ্মের কেসরগুলি ষোড়শ স্বর যুক্ত হইবে। এখানে উভয় স্থলে কেসরগুলিতে এক একটি বর্ণ লিখিতে হইবে। তাহার পর একটি বিকৃতি-যুগ-দল অর্থাৎ বত্রিশদল পদ্ম লিখিবেন। উহার কিঞ্জল্কগুলি ব্যঞ্জনবর্ণ বিশিষ্ট হইবে এবং বত্রিশটি দলে বক্ষ্যমাণ অনুষ্টুব্ বর্ণ অর্পিত (লিখিত) হইবে। ৩৭

পাশ ও অঙ্কুশের দ্বারা বেষ্টিত পরস্পর বিভেদী ভূপুরদ্বয়ের কোণসমূহ অষ্টাক্ষরের দ্বারা উল্লসিত গোপাল দৈবতক এই যন্ত্র ধর্ম, অর্থ, ও কাম-ফলের প্রদায়ক ও সর্বরক্ষাকর কথিত হইয়াছে। ৩৮

১। ক+খ—অয়ং শ্লোকার্দ্ধো নাস্তি।

পঞ্চান্তকো ধরেরস্থো[১] মনু-বিন্দু-বিভূষিতঃ।
পিণ্ডবীজমিদং প্রোক্তং সর্বরক্ষা-করং পরম্।
স্মরঃ কৃষ্ণায় ঠদ্বন্দ্বং[২] ষড়্‌বর্ণো মনুরীরিতঃ ॥ ৩৯
গোপীজনান্তে প্রবদেদ্ বল্লভায়াগ্নি-বল্লভাম্।
অয়ং দশাক্ষরো মন্ত্রো দৃষ্টাদৃষ্ট-ফলপ্রদঃ ॥ ৪০
প্রণবং হৃদয়ং কৃষ্ণং ভেন্তমুক্ত্বা ততঃ পরম্।
তাদৃশং দেবকীপুত্রং হুঁ-ফট্‌-স্বাহা-সমন্বিতম্।
ষোড়শাক্ষর-মন্ত্রোঽয়ং গোবিন্দস্য সমীরিতঃ ॥ ৪১
পিণ্ডং রতিপতের্বীজং নমো ভগবতে ততঃ।
নন্দপুত্রায় বালাদি-বপুষে শ্যামলায় চ ॥ ৪২
গোপীজন-পদস্যান্তে বল্লভায় দ্বিঠাবধিঃ।
অনুষ্টুব্‌-মন্ত্র আখ্যাতো গোপালস্য জগৎপতেঃ।

যন্ত্রলেখ্য পিণ্ডবীজ উদ্ধৃত হইতেছে। পঞ্চান্তক-গকারটি ধরা-ল ও ইর—ষকারের সহিত যুক্ত হইয়া মনু ঔ এবং বিন্দু অনুস্বারের দ্বারা ভূষিত হইলেই ইহা পিণ্ডবীজ কথিত হয়। ইহা শ্রেষ্ঠ সর্বরক্ষা-কর।

যন্ত্র-লেখ্য ষড়ক্ষর মন্ত্র কথিত হইতেছে। স্মর কামবীজ ক্লীং, কৃষ্ণায় ও ঠদ্বয় স্বাহা হইলে ক্লীং কৃষ্ণায় স্বাহা হয়। ইহা গোপালের ষড়ক্ষর মন্ত্র কথিত হইয়াছে। ৩৯

যন্ত্রলেখ্য দশাক্ষর মন্ত্র বলিতেছেন। গোপীজন পদের অন্তে বল্লভায় ও অগ্নি-বল্লভা স্বাহা বলিবেন। তাহাতে গোপীজন-বল্লভায় স্বাহা হয়। এইটি গোবিন্দের দশাক্ষর মন্ত্র। উহা দৃষ্ট ও অদৃষ্ট ফলপ্রদ। ৪০

যন্ত্রলেখ্য গোবিন্দের ষোড়শাক্ষর মন্ত্র কথিত হইতেছে। প্রণব (ওঁ), হৃদয় (নমঃ), ও চতুর্থী বিভক্তি অন্ত কৃষ্ণকে অর্থাৎ কৃষ্ণায় বলিয়া তাহার পর তাদৃশ অর্থাৎ চতুর্থী বিভক্তি অন্ত ও হুঁ ফট্‌ স্বাহা সমন্বিত দেবকীপুত্রকে অর্থাৎ দেবকীপুত্রায় হুঁ ফট্‌ স্বাহা বলিবেন। এইটি গোবিন্দের ষোড়শাক্ষর মন্ত্র কথিত হইতেছে। ৪১

প্রথমে পিণ্ডবীজ, পরে রতিপতি কামের বীজ, তাহার পর নমো ভগবতে নন্দ-পুত্রায়, পরে আদিতে বাল ও পরে বপুষে শ্যামলায় ও গোপীজন পদের অন্তে বল্লভায় বলিবেন। উহা দ্বিঠাবধি অর্থাৎ স্বাহান্ত হইবে। তাহাতে মন্ত্রটি হয়—গ্লৌং ক্লীং নমো ভগবতে নন্দপুত্রায় বালবপুষে শ্যামলায় গোপীজন-বল্লভায় স্বাহা। এইটি জগৎপতি গোপালের অনুষ্টুপ্‌ মন্ত্র কথিত হইয়াছে।

১। খ—ধরাসংস্থা। ২। খ—কৃষ্ণায় ঘদ্বং।

অনঙ্গঃ কৃষ্ণ-গোবিন্দৌ ঙেন্তাবষ্টাক্ষরো মনুঃ ॥ ৪৩

ইতি গোপালযন্ত্রম্

প্রাক্-প্রত্যগ্-দক্ষিণোদগ্-বিধিবদভিলিখেৎ স্পষ্টরেখা-চতুষ্কং
কোণোত্থচ্ছূল-যুক্তং বলয়-যুগ-যুতং মধ্যপূর্বং তদন্তম্।
শ্লোকস্যার্ণান্ পুরস্তাদ্ বসুদল-বিবরেষ্বষ্ট-বর্ণান্ লিখিত্বা
তদ্বাহ্যে দ্বাদশার্ণৈস্তদনুপরিবৃতং দেবকী-পুত্রযন্ত্রম্ ॥ ৪৪

যন্ত্রলেখ্য গোবিন্দের অষ্টাক্ষর মন্ত্র কথিত হইতেছে। প্রথমে অনঙ্গ কামবীজ (ক্লীং), পরে চতুর্থী বিভক্তি অন্ত কৃষ্ণ ও গোবিন্দ অর্থাৎ কৃষ্ণায় গোবিন্দায়। ইহা গোবিন্দের অষ্টাক্ষর মন্ত্র। ৪২-৪৩

গোপাল যন্ত্রের বিবরণ সমাপ্ত হইল।

দেবকীপুত্র কৃষ্ণের যন্ত্র কথিত হইতেছে। বিধিপূর্বক পূর্ব-পশ্চিম দুইটি রেখা ও উত্তর দক্ষিণ দুইটি রেখা উভয় মিলিয়া স্পষ্ট চারিটি রেখা করিবেন। মধ্য কোষ্ঠ-কোণের বহির্ভাগে কর্ণসূত্র চারিটি দিলে শূলাকার হইবে। তাহাতে রেখাচতুষ্টয়ের কোণ উদ্গত শূলযুক্ত হইবে। উহা বলয়দ্বয়ে যুক্ত হইবে। তন্মধ্যে একটি বৃত্ত রেখাগ্র-স্পর্শী হইবে। দ্বিতীয় বৃত্তটি মধ্য কোষ্ঠের প্রথম বৃত্তের অন্তরালে হইবে। মধ্যাদি ও মধ্যান্ত অর্থাৎ মধ্য কোষ্ঠ হইতে শ্লোক মন্ত্রের বর্ণসকল লিখিতে আরম্ভ করিয়া মধ্য কোষ্ঠেই পরিসমাপ্তি হইবে। শ্লোকের বর্ণগুলিকে লিখিয়া মধ্য কোষ্ঠের বহির্ভাগে আটটি পদের মধ্যে পূর্বোক্ত আট বর্ণকে লিখিয়া তাহার পর দ্বিতীয় বৃত্তের বহির্ভাগে (শারদাতিলকের সপ্তদশ পটলোক্ত) বাসুদেবের মন্ত্রবর্ণের দ্বারা বৃত্তাকারে বেষ্টিত হইবে। ইহা দেবকী পুত্রের যন্ত্র। ৪৪

বিবৃতি। মন্ত্রবর্ণ লেখনের ক্রমে না লিখিলে যন্ত্রের রচনা কষ্টকর। তাই আমি বর্ণ লেখার প্রণালী লিখিলাম। পূর্বদিক্-স্থিত মধ্যাদি কোষ্ঠত্রয়ে আদ্য বর্ণত্রয় 'তং সুকী' লিখিয়া আগ্নেয় কোণে বৃত্ত-দ্বয়ের অন্তরালে কোণ রেখার উভয় দিকে কোষ্ঠদ্বয়ে 'দেব' এই অক্ষর দুইটি লিখিবেন। তাহার দক্ষিণে ঊর্ধ্বাদি কোষ্ঠদ্বয়ে 'দেবে' এই অক্ষর দুইটি লিখিবেন। পূর্বলিখিত তং-কার কিন্তু মধ্য কোষ্ঠেই পাঠ করিতে হইবে। তাহার পর মধ্য কোষ্ঠ হইতে ঊর্ধ্ব দিকে দক্ষিণ দিকের দুই কোষ্ঠের 'তং দেবে' এই তিনটি অক্ষরকে লিখিয়া বৃত্তের অন্তরালে নৈঋ‌র্ত কোণের মধ্যরেখার উভয় দিকে কোষ্ঠদ্বয়ে 'ব র' এই অক্ষর দুইটি লিখিবেন। পশ্চিমের দুইটি ঘরে দক্ষিণের ন্যায় তোর এই দুইটি অক্ষর লিখিবেন। তং কিন্তু মধ্য কোষ্ঠে পূর্বের ন্যায় পাঠ করিতে হইবে। তাহার পর মধ্য কোষ্ঠ হইতে পশ্চিমের দুইটি কোষ্ঠে ঊর্ধ্ব দিকে 'তং রতো'

তং সুকী দেবদেবে তং তং দেবে বরতো[১] রতম্ ।
তং রতো রুটতো খ্যাতং তং খ্যাতং দেবকীসুতম্ ॥ ৪৫

লিখিতং ভূর্জপত্রাদৌ যন্ত্রমেতদ্ যথাবিধি ।
বিধৃতং বাহুনা নিত্যং সর্বকামফল-প্রদম্ ॥ ৪৬

এই তিনটি অক্ষর লিখিয়া বৃত্তের অন্তরালে বায়ুকোণে মধ্যরেখার উভয় পার্শ্বে কোষ্ঠ দুইটিতে 'রু ট' এই অক্ষর দুইটি লিখিবেন। তাহার উত্তরের দুইটি কোষ্ঠে কিন্তু দক্ষিণে ন্যায় উর্দ্ধ্ব হইতে নীচে 'তো খ্যা' এই দুইটি অক্ষর লিখিবেন। তং কিন্তু মধ্যকোষ্ঠে পূর্বের ন্যায় পাঠ করিতে হইবে। তাহার পর মধ্য কোষ্ঠ হইতে উত্তরের দুইটি কোষ্ঠে দক্ষিণের ন্যায় 'তং খ্যাতং' এই তিনটি অক্ষর লিখিয়া ঈশাণ কোণে বৃত্তের অন্তরালে মধ্য রেখার উভয় পার্শ্বে দুইটি কোষ্ঠে 'দে ব' এই দুইটি অক্ষর লিখিবেন। তাহার পূর্বদিকের তিনটি কোষ্ঠে লিখিত 'কী সূ তং' অক্ষরগুলি উর্দ্ধ্ব হইতে নীচে পাঠ করিবেন। তাহা হইলে তং সু কী দেব দে বে তং তং দে বে ব র তো র তং তং রতো রুটতো খ্যা তং তং খ্যাতং দেবকী সূতং—এই মন্ত্রটি লিখিত ও পঠিত হইবে।

তন্ত্রসারে ও এই পুস্তকে 'রুঢ়তো' এইরূপ পাঠ আছে। কিন্তু শারদাতিলকে রুটতো এইরূপ পাঠ আছে। পদার্থাদর্শ টীকায় এই পাঠই সমর্থিত হইয়াছে।

মধ্য কোষ্ঠের বাহিরে প্রথম বৃত্তের মধ্যে এক একটি কোণে কর্ণ সূত্রের উভয় দিকে দুই দুইটি কোষ্ঠ অবশিষ্ট আছে, তাহাতে কোন বর্ণ লিখিত হয় নাই। সেই দুই দুইটি কোষ্ঠে প্রদক্ষিণ ক্রমে ঈশান কোণ হইতে অষ্টাক্ষর মন্ত্রের এক একটি অক্ষর লিখিবেন। তাহার পর দ্বিতীয় বৃত্তের বাহিরে শূলোৎপন্ন দ্বাদশ কোষ্ঠে দ্বাদশাক্ষর বাসুদেব মন্ত্রের দ্বাদশটি অক্ষর লিখিলে উহা বৃত্তের আকার হইবে।

বঙ্গবাসী মুদ্রিত তন্ত্রসারে মুদ্রিত কৃষ্ণ যন্ত্রটিতে অষ্টাক্ষরের বিন্যাস অগ্নি কোণ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু পদার্থাদর্শে ঈশান কোণ হইতে বর্ণ বিন্যাসের আরম্ভ বলিয়াছেন। দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রবর্ণের বিন্যাস মোটেই নাই। ৪৪

যন্ত্রলেখ্য অষ্টাক্ষর মন্ত্র হইতেছে—তং সুকী দেব দেবে তং তং দেবে বরতো রতম্। তং রতো রুটতো খ্যা তং তং খ্যাতং দেবকী সূতম্। ৪৫

সর্বকাম ফলপ্রদ এই যন্ত্র ভূর্জপত্র বা তাম্র, রজত, কাঞ্চনাদির পত্রে (পাতে) যথাবিধি লিখিয়া শুদ্ধ কালে বাহুতে সর্বদা ধারণ করিবে। ৪৬

১। তং বেদৈব রতা রতং।

পলাশবৃক্ষ-ফলকে লিখিতং সাধু সাধিতম্।
গোস্থানে লিখনেদেতদ্ গবাং বৃদ্ধির্ভবেৎ সদা ॥ ৪৭
ইতি গোপালযন্ত্রম্

আদৌ ষট্‌কোণং লিখেৎ। তন্মধ্যে সাধ্য-যুক্তং প্রাসাদ-বীজং বিলিখ্য, ষট্‌-কোণেষু সপ্রণব-পঞ্চাক্ষর-বর্ণান্[১] বিবরেষু নমঃ ইত্যাদি-ষড়ঙ্গমন্ত্রান্[২] বিলিখ্য, তদ্বহিঃ পঞ্চদলানি বিরচয্য, তেষু ওঁ ঈশানায় নমঃ, ওঁ তৎপুরুষায় নমঃ, ওঁ অঘোরায় নমঃ, ওঁ সদ্যোজাতায় নমঃ, ওঁ বামদেবায় নমঃ ইতি পঞ্চমন্ত্রান্ প্রাগাদি-ক্রমতো লিখেৎ। তদ্বহিবষ্টদলানি তেষু মাতৃকাষ্ট-বর্ণান্ প্রাগাদি-ক্রমেণ লিখিত্বা তদ্বহির্বত্তং লিখেৎ। তচ্চ ত্র্যম্বক-মন্ত্রেণ[৩] বেষ্টয়েৎ। এতদ্ধারণাৎ সর্বসিদ্ধিঃ। ৪৮ ইতি শিবযন্ত্রম্।

মধ্যে সাধ্যাক্ষরাঢ্যং ধ্রুবমপি বিলিখেন্ মধ্যগং দিগ্দলেষু[৪]

পলাশ বৃক্ষের ফলকে (পাটায়—তক্তায়) যথাযথভাবে লিখিত ও যথাযথভাবে সংস্কৃত এই যন্ত্র গোস্থানে (গোয়ালে) পুতিয়া দিবেন। তাহাতে সর্বদা গোবৃদ্ধি হইবে। ৪৭

শ্রীকৃষ্ণ যন্ত্রের বিবরণ সমাপ্ত হইল

অনন্তর শিবযন্ত্র লেখনের প্রকার কথিত হইতেছে। প্রথমে একটি ষট্‌কোণ লিখিবেন। তাহার মধ্যে সাধ্যযুক্ত প্রাসাদ বীজ লিখিয়া ছয়টি কোণে প্রণবের সহিত পঞ্চাক্ষর মন্ত্রের পাঁচটি বর্ণ এবং কোণের ছয়টি বিবরে ঈশান হইতে আরম্ভ করিয়া প্রদক্ষিণক্রমে ওঁ হৃদয়ায় নমঃ। নং শিরসে স্বাহা। মং শিখায়ৈ বষট্। শিং কবচায় হুং। বাং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। য়ঃ করতলকর-পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্—এই ছয়টি অঙ্গমন্ত্র লিখিয়া, সেই ষট্‌কোণের বহির্ভাগে পাঁচটি দল লিখিয়া সেই দল সমূহে ওঁ ঈশানায় নমঃ, ওঁ তৎপুরুষায় নমঃ, ওঁ অঘোরায় নমঃ, ওঁ সদ্যোজাতায় নমঃ, ওঁ বামদেবায় নমঃ—এই পাঁচটি মন্ত্র পূর্বাদিক্রমে লিখিবেন। তাহার বহির্ভাগে অষ্টদল পদ্ম লিখিয়া সেই দলসমূহের এক একটি দলে মাতৃকার অষ্ট বর্গের এক একটি বর্গবর্ণ পূর্বাদিক্রমে লিখিবেন। তাহার বহির্ভাগে একটি বৃত্ত লিখিবেন। সেই বৃত্তকে ত্র্যম্বক মন্ত্রের দ্বারা বেষ্টন করিবেন। ইহা ধারণ করিলে সর্বসিদ্ধি হয়। ৪৮

শিবের ধারণ যন্ত্র লেখনের প্রকার সমাপ্ত হইল।

অনন্তর মৃত্যুঞ্জয়ের ধারণ যন্ত্র কথিত হইতেছে। মধ্যে (পদ্মের কর্ণিকাতে)

১। খ—প্রণবপঞ্চাক্ষরবর্ণান্। ২। খ—ষড়ঙ্গমন্ত্রার্ণং। ৩। খ—ত্র্যম্বকেন।
৪। খ—দিগদলস্য

কোণেষন্ত্যং মনোস্তৎ ক্ষিতিভবনমথো দিক্ষু চন্দ্রং বিদিক্ষু।
টান্তং যন্ত্রং তদুক্তং সকল-ভয়হরং ক্ষ্বেড়-ভূতাপমৃত্যু-
ব্যাধি-ব্যামোহ-দুঃখ-প্রশমনমুদিতং শ্রীপ্রদং কীর্ত্তিদায়ি ॥ ৪৯

ইতি মৃত্যুঞ্জয়-যন্ত্রম্

অথ শান্তিকাদৌ তারায়া ধারণ-যন্ত্রম্। ফেৎকারীয়ে—

যোনিযুগ্মে লিখেন্ মন্ত্রং মন্ত্রী হেম-শলাকয়া।
ক্লীবহীনান্ দীর্ঘ-বর্ণান্ ষট্‌কোণে বিলিখেৎ ততঃ ॥ ৫০
অষ্ট-পত্রেষ্বষ্ট-বর্ণান্ তদ্বহির্ভূপুর-দ্বয়ম্।
অষ্ট-বজ্রং ভূপূরে চ বিলিখ্য সাধকোত্তমঃ ॥ ৫১
সুবর্ণ পট্ট-ভূর্জ্জে বা রূপ্যে বাপ্যথ সুব্রতে!।
বিলিখেদ্ হেম-লেখন্যা গন্ধাষ্টক—সমন্বিতম্।
দূর্বাকাণ্ডেন বা লেখ্যং[১] কুশমূলেন[২] বা পুনঃ ॥ ৫২

সাধ্যনামের অক্ষরযুক্ত প্রণব লিখিবেন। মন্ত্রের মধ্যগত বর্ণ জুং কে দিক্‌দলস্থ করিবেন অর্থাৎ দিক্‌দল সমূহে মন্ত্রের মধ্য বর্ণ জুং লিখিবেন। কোণ দলসমূহে মন্ত্রের সেই অন্ত্য বর্ণ সঃ কে লিখিবেন। অনন্তর ভূগৃহ লিখিবেন। বহির্ভাগে দিক্‌সমূহে চন্দ্রবর্ণ ঠকার এবং বিদিক্‌সমূহে টান্তবর্ণ ঠকার লিখিবেন। সেই এই যন্ত্র সকল ভয়হর এবং বিষ, ভূত, অপমৃত্যু, ব্যাধি, ব্যামোহ ও দুঃখের শান্তি-কারক, শ্রী-প্রদ ও কীর্ত্তি-প্রদ উক্ত হইয়াছে। ৪৯

মৃত্যুঞ্জয়ের ধারণযন্ত্র লেখনের বিবরণ সমাপ্ত হইল।

অনন্তর শান্তিকাদিতে তারার ধারণ যন্ত্র কথিত হইতেছে। ফেৎকারীয় তন্ত্রে বলিয়াছেন—

মন্ত্রজ্ঞ সাধক হেম শলাকা দ্বারা যোনি যুগ্মে মন্ত্র লিখিবে। তাহার পর ছয়টি কোণে ক্লীবহীন দীর্ঘবর্ণগুলিকে লিখিবে। ৫০

আটটি পত্রে আটটি বর্ণ লিখিবে। তাহার বহির্ভাগে ভূপুর-দ্বয় লিখিবে। সাধকশ্রেষ্ঠ ভূপুরে আটটি বজ্র লিখিবে। ৫১

হে সুব্রতে! সুবর্ণ পট্টে (পাতে), ভূর্জপত্রে অথবা রৌপ্যে হেমলেখনী দ্বারা গন্ধাষ্টক সমন্বিত করিয়া এই যন্ত্র লিখিবে। দূর্বাকাণ্ডের দ্বারা অথবা কুশমূলের দ্বারা লেখা যাইতে পারে। ৫২

১। খ—পূর্বকাণ্ডেন বালিখ্য। ২। ক—কৈশমূলেন।

একবীরাকল্পে—বেষ্টিতং পীতবস্ত্রেণ জতুনা পরিবেষ্টয়েৎ।

বধ্নীয়াৎ পট্ট-সূত্রেণ শিশূনাং কণ্ঠ-ভূষণম্ ॥ ৫৩

স্ত্রীণাং বামভুজে চৈবমন্যেষাং দক্ষিণে ভুজে।

বন্ধ্যাপি লভতে পুত্রং নির্ধনো ধনবান্ ভবেৎ ॥ ৫৪

ইমাং রক্ষাং পুরা বদ্ধা জ্ঞানার্থং গৌতমাদিভিঃ।

প্রত্যর্থং[১] পার্থিবৈশ্চান্যৈঃ সংগ্রামে জয়কাঙ্ক্ষিভিঃ ॥ ৫৫

অস্যার্থঃ। যোনিযুগ্মে—ষট্‌কোণে[২]। তন্মধ্যে হেম-শলাকাদিনা ভূর্জ-পত্রাদৌ রক্তচন্দনাগুরু-কর্পূর-কৃষ্ণশঠী-কুঙ্কুম-গোরোচনা-জটামাংসী-গাঠি-আলেতি প্রসিদ্ধ-গন্ধাষ্টকং সমাংশং[৩] বিধায়, তেন পঙ্‌ক্তি-ক্রমেণ মূলমন্ত্রং লিখিত্বা তস্য হৃল্লেখা-রেফমধ্যে অমুকস্য রক্ষাং কুরু কুরু অমুক্যাঃ শুভং পুত্রমুৎপাদয়তু[৪] বা অস্য জ্ঞানং কুরু কুরু ইত্যাদিসাধ্যং বিলিখ্য, ষটকোণে ক্লীব-ভিন্নান্ দীর্ঘ-বর্ণান্ আ ঈ ঊ ঐ ঔ অঃ ইত্যেকৈকং লিখেৎ। তদুক্তম্—

স্বরাণাং মধ্যগং যচ্চ তচ্চতুষ্কং ন পুংসকমিতি ॥ ৫৬

একবীরা কল্পে বলিয়াছেন—পীত বস্ত্রের দ্বারা এই যন্ত্রকে বেষ্টিত করিবে। পরে জতু (গালা) দ্বারা পরিবেষ্টিত করিবে। পট্ট সূত্রের দ্বারা বাঁধিবে। ইহা শিশুর কণ্ঠভূষণ। ৫৩

স্ত্রীগণের বাম বাহুতে এবং অন্যগণের দক্ষিণ বাহুতে এই যন্ত্র বাঁধিবে। বন্ধ্যাও ইহা দ্বারা পুত্র লাভ করে এবং নির্ধনও ধনবান্ হয়। ৫৪

গৌতমাদি ঋষিগণ জ্ঞানলাভের জন্য এই রক্ষাযন্ত্র লাভ করেন। পরে জয়কামী অন্যান্য নৃপতিগণ কর্ত্তৃক প্রতি বিষয় লাভের জন্য ইহা প্রাপ্ত হয়। ৫৫

এই শ্লোক সমূহের অর্থ হইতেছে যোনিযুগ্মে—ষট্‌কোণে। তাহার মধ্যে স্বর্ণশলাকাদি দ্বারা ভূর্জপত্র, স্বর্ণপত্র, রৌপপত্র প্রভৃতিতে রক্তচন্দন, অগুরু, কর্পূর, কৃষ্ণশঠী, কুঙ্কুম, গোরোচনা, জটামাংসী ও গাঠি আল নামে প্রসিদ্ধ এই গন্ধাষ্টক সমপরিমাণ করিয়া তাহার দ্বারা পঙ্‌ক্তিক্রমে মূলমন্ত্র লিখিয়া তাহার পর হৃল্লেখার (হ্রীং বীজের) রকারের মধ্যে অমুকস্য রক্ষাং কুরু, অমুকস্য শুভং পুত্রমুৎপাদয়তু; অস্য জ্ঞানং কুরু কুরু ইত্যাদি সাধ্য লিখিয়া ছয়টি কোণে ক্লীব ভিন্ন দীর্ঘবর্ণ আ ঈ ঊ ঐ ঔ অঃ এই এক একটি লিখিবেন। তাহাই উক্ত হইয়াছে এই যে—

স্বরসমূহের মধ্যগত যে চারিটি বর্ণ, তাহাই নংপুংসক। ৫৬

১। ক—প্রীত্যর্থং। ২। খ—ষট্‌কোণে চ। ৩। খ—কুঙ্কুমরোচনারক্তঃচন্দন জটামাংসী সমাংশং বিধায় তেন পঙ্‌ক্তি-। ৪। ক+খ—পুত্রমুৎপাদয়তি বা।

অষ্টপত্রেষষ্টবর্ণান্ ঐঁ হ্রীঁ ওঁ ঐঁ হ্রীঁ ফট্ স্বাহেতি লিখেৎ। তদুক্তম্—

বাগভবং কুলদেবীঞ্চ তারকং বাগ্ভবং তথা।
হৃল্লেখা-চাস্ত্র-মন্ত্রান্তে বহ্নিজায়াবধির্মনুঃ।
অষ্টাক্ষরো মনুঃ প্রোক্তো মন্ত্রাণাং সার ঈরিতঃ॥ ৫৭

অথ যন্ত্রলিখন-দ্রব্যম্

কাশ্মীর-রোচনা-লাক্ষা-মৃগেভ-মদ-চন্দনৈঃ।
বিলিখেদ্ হেম-লেখন্যা যন্ত্রাণি তানি দেশিকঃ॥ ৫৮

ভূমি-স্পৃষ্টং শব-স্পৃষ্টং দগ্ধং নির্মাল্য-সঙ্গতম্।
বিদীর্ণং লঙ্ঘিতং মন্ত্রী যন্ত্রং নৈব চ ধারয়েৎ॥ ৫৯

সৌবর্ণে রাজতে পাত্রে ভূর্জে বা সম্যগালিখেৎ।
অথবা তাম্রপট্টে বা গুটিকীকৃত্য ধারয়েৎ॥ ৬০

যাবজ্জীবং সুবর্ণে স্যাদ্ রৌপ্যে বিংশতি-বার্ষিকম্।
ভূর্জে দ্বাদশ-বর্ষাণি তদর্দ্ধং তাম্র-পট্টকে॥ ৬১

আটটি পত্রে ঐং হ্রীং ওঁ ঐং হ্রীং ফট্ স্বাহা এই আটটি বর্ণ লিখিবেন। তাহাই উক্ত হইয়াছে—

বাগ্ভব (ঐং), কুলদেবী (হ্রীং), তারক (ওঁ), সেইরূপ বাগ্ভব (ঐং), হৃল্লেখা (হ্রীং), অস্ত্র মন্ত্রের (ফট্) অন্তে বহ্নিজায়া (স্বাহা) অবধি মন্ত্র। এই অষ্টাক্ষর মন্ত্র কথিত হইয়াছে। ইহা মন্ত্রের সার কথিত হইয়াছে। ৫৭

অনন্তর যন্ত্র লিখনের দ্রব্য কথিত হইতেছে—সাধক স্বর্ণলেখনীতে কাশ্মীর (কুঙ্কুম), গোরোচনা, লাক্ষা, মৃগমদ ও গজমদ এবং চন্দনের দ্বারা মসীতে সেই সমস্ত যন্ত্র লিখিবেন। ৫৮

সাধক ভূমি স্পৃষ্ট, শব স্পৃষ্ট, দগ্ধ, নির্মাল্য স্পৃষ্ট, বিদীর্ণ ও লঙ্ঘিত যন্ত্রকে ধারণ করিবে না। ৫৯

সুবর্ণ পত্রে, রাজত পত্রে, ভূর্জপত্রে, অথবা তাম্রপত্রে যথাবিধি সুন্দর ভাবে লিখিবেন এবং গুটিকা করিয়া ধারণ করিবেন। ৬০

সুবর্ণে লিখিত যন্ত্র যাবদ্ জীবন শক্তিমান্ থাকে, রৌপ্যে লিখিত যন্ত্র কুড়ি বৎসর থাকে, ভূর্জপত্রে লিখিত যন্ত্র বার বৎসর থাকে, তাম্রপত্রে লিখিত যন্ত্রে তাহার অর্দ্ধেক ছয় বৎসর শক্তিমান্ থাকে। তাহার পর উহা কোন ফল দেয় না। ৬১

অথ সংক্ষেপতঃ সর্বদেব-নিত্যপূজা। যামলে—

আদাবৃষ্যাদি-বিন্যাসঃ করশুদ্ধিস্ততঃ পরম্।
অঙ্গুলী-ব্যাপকন্যাসৌ হৃদাদি-ন্যাস চ ॥ ৬২
তালত্রয়ঞ্চ দিগ্‌বন্ধঃ প্রাণায়ামস্ততঃ পরম্[১]।
ধ্যানং পূজা জপশ্চেতি সর্বতন্ত্রেষ্বয়ং ক্রমঃ ॥ ৬৩

পূজা তু মূলদেবতায়া এব। অত্র মাতৃকান্যাসোঽপ্যাবশ্যকঃ। যথা—

জপার্থং সর্বমন্ত্রাণাং বিন্যাসঞ্চ লিপের্বিনা।
কৃতং তন্নিষ্ফলং বিদ্যাৎ তস্মাদাদৌ লিপিং ন্যসেৎ ॥ ইতি। ৬৪

অথ পঞ্চায়তনী পূজা।

যামলে— ভবানীন্তু যদা মধ্যে ঐশান্যামচ্যুতং যজেৎ।
আগ্নেয্যাং পঞ্চবক্ত্রঞ্চ নৈঋর্ত্যাং গণনায়কম্।
বায়ব্যাং তপনঞ্চৈব পূজা-ক্রম উদাহৃতঃ ॥ ১
যদা তু মধ্যে গোবিন্দমৈশান্যাং শঙ্করং যজেৎ।
আগ্নেয্যাং গণনাথঞ্চ নৈঋর্ত্যাং তপনং তথা।

অনন্তর সংক্ষেপে সমস্ত ন্যাস না করিয়া সমস্ত দেবতার নিত্য পূজা কথিত হইতেছে। যামলে বলিয়াছেন—

প্রথমে ঋষ্যাদিন্যাস, তাহার পর করশুদ্ধি, তাহার পর করাঙ্গন্যাস, ব্যাপকন্যাস, তালত্রয়, দিগ্‌বন্ধন, প্রাণায়াম ধ্যান, পূজা ও জপ—এই ক্রম সমস্ত তন্ত্রে কথিত হইয়াছে। ৬২-৬৩

পূজা কিন্তু মূলদেবতারই। এই সংক্ষেপ পূজায় মাতৃকান্যাসও আবশ্যক। যেহেতু ইহা উক্ত হইয়াছে যে—

লিপির বিন্যাস (মাতৃকান্যাস) সমস্ত মন্ত্রের জপের জন্য আবশ্যক। উহা ছাড়া জপ কর্ম করিলে তাহা নিষ্ফল জানিবে। অতএব প্রথমে লিপিন্যাস করিবে। ৬৪

অনন্তর পঞ্চায়তনী পূজা কথিত হইতেছে। যামলে বলিয়াছেন—

ভবানীকে যখন মধ্যে পূজা করিবেন, তখন ঈশানকোণে অচ্যুতকে পূজা করিবেন। আগ্নেয় কোণে পঞ্চবক্ত্রকে এবং নৈঋর্ত কোণে গণনায়ককে এবং বায়ু কোণে তপনকে পূজা করিবেন। এই পূজাক্রম কথিত হইয়াছে। ১

যখন মধ্যে গোবিন্দকে পূজা করিবেন, তখন ঈশান কোণে শঙ্করকে, অগ্নি কোণে

১। ক—শ্লোকার্দ্ধোঽয়ং নাস্তি।

বায়ব্যামম্বিকাঞ্চৈব ভোগমোক্ষৈক-ভূমিকাম্ ॥ ২
শঙ্করস্তু যদা মধ্যে ঐশান্যামচ্যুতং যজেৎ।
আগ্নেয্যাং তপনঞ্চৈব নৈঋর্ত্যাং গণনায়কম্।
বায়ব্যাং পার্বতীঞ্চৈব স্বর্গমোক্ষ-প্রদায়িনীম্ ॥ ৩
আদিত্যঞ্চ যদা মধ্যে ঐশান্যাং শঙ্করং যজেৎ।
আগ্নেয্যাং গণনাথঞ্চ নৈঋত্যাং কেশবং যজেৎ।
বায়ব্যামম্বিকাং দেবীং স্বর্গ-সাধন-ভূমিকাম্ ॥ ৪
গণনাথং যদা মধ্যে ঐশান্যাং কেশবং যজেৎ।
আগ্নেয্যামীশ্বরঞ্চৈব নৈঋর্ত্যাং তপনং তথা।
বায়ব্যাং পার্বতীঞ্চৈব পূজয়েন্ মোক্ষ-সাধনীম্ ॥ ৫

এতদকরণে দোষমাহ[১]—স্বস্থান-বর্জিতা দেবা দুঃখ-শোক-ভয়-প্রদাঃ। ৬
তথা গণেশবিমর্ষিণ্যাম্—শম্ভৌ মধ্যগতে হরীন-হরভূ-দেব্যো হরৌ শঙ্করে-

---

গণনাথকে, নৈঋর্ত কোণে তপনকে এবং বায়ু কোণে ভোগ ও মোক্ষের স্থান (হেতু) অম্বিকাকে পূজা করিবেন। ২

যখন মধ্যে শঙ্করকে পূজা করিবেন, তখন ঈশান কোণে অচ্যুতকে, অগ্নি কোণে তপনকে, নৈঋর্ত কোণে গণনায়ককে এবং বায়ু কোণে স্বর্গ ও মোক্ষপ্রদায়িনী পার্বতীকে পূজা করিবেন। ৩

যখন মধ্যে আদিত্যকে পূজা করিবেন, তখন ঈশান কোণে শঙ্করকে, অগ্নি কোণে গণনাথকে, নৈঋর্ত কোণে কেশবকে এবং বায়ু কোণে স্বর্গের সাধন স্থান অম্বিকাকে পূজা করিবেন। ৪

যখন মধ্যে গণনাথকে পূজা করিবেন, তখন ঈশান কোণে কেশবকে, অগ্নি কোণে ঈশ্বরকে, নৈঋর্ত কোণে তপনকে এবং বায়ুকোণে মোক্ষ-সাধনী পার্বতীকে পূজা করিবেন। ৫

ইহা না করিলে দোষ বলিতেছেন—দেবগণ স্বস্থান-শূন্য হইয়া পূজিত হইলে দুঃখ, শোক ও ভয়প্রদ হইয়া থাকেন। ৬

গণেশ্বর-বিমর্ষিণীতে সেইরূপ বলিয়াছেন—মধ্যস্থলে মহাদেবের পূজা করিলে (ঈশানাদি চারিকোণে) যথাক্রমে বিষ্ণু, ইন (সূর্য্য), হরভূ (গণেশ) ও দেবী পার্বতীর পূজা করিবেন। মধ্যস্থলে হরির পূজা হইলে ঈশানাদি চারিকোণে

১। ক—অয়ং পাঠো নাস্তি।

ভাস্যেনাগসুতা রবৌ হর-গণেশাজামম্বিকাঃ স্থাপিতাঃ।
দেব্যাং বিষ্ণু-হরৈকদন্ত-রবয়ো লম্বোদরেঽজেশ্বরে-
নার্য্যাঃ শঙ্কর-ভাগতোঽতিসুখদা ব্যস্তাস্তু তে হানিদাঃ ॥ ৭

যৎ তু রামার্চন-চন্দ্রিকায়াং গৌতমীয়ে চ—

দেবাগ্রে স্বস্য চৈবাগ্রে প্রাচী প্রোক্তা মনীষিভিঃ।
তস্যাগ্নেয়ে গণেশানং সূর্য্যং নৈর্ঋত-কোণকে।
বায়ব্যে[১] চাম্বিকামীশমীশানে হরিপূজনে ॥ ৮

তথা— পঞ্চাত্মিকায়াং দীক্ষায়াং গণেশাদি-ক্রমাদ্ যজেৎ।
যদা তু মধ্যে গোবিন্দমাগ্নেয্যাং গণনায়কম্ ॥ ৯
নৈর্ঋত্যাং হংসমভ্যর্চ্য বায়ব্যামর্চয়েচ্ছিবাম্।
ঐশান্যাং শঙ্করঞ্চৈব ভোগমোক্ষ-ফলাপ্তয়ে ॥ ১০

ইত্যঙ্গ-দেবতাপূজনে আগ্নেয্যাদৌ গণেশাদি-পূজনমুক্তম্, তদ্ রাম-

যথাক্রমে শঙ্কর, ইভাস্য (হস্তিমুখ—গণেশ), ইন (সূর্য্যের) অগসুতার (পার্বতীর) পূজা করিবেন। মধ্যস্থলে রবির পূজা হইলে ঈশানাদি চারিকোণে যথাক্রমে হর, গণেশ, অজ (বিষ্ণু) ও অম্বিকা পূজার জন্য স্থাপিত হইবেন। মধ্যস্থলে পার্বতীর পূজা হইলে ঈশানাদি চতুষ্কোণে যথাক্রমে বিষ্ণু, হর, একদন্ত ও সূর্য্যের পূজা হইবে। মধ্যে গণেশের পূজা হইলে ঈশানাদি চতুষ্কোণে যথাক্রমে অজ (বিষ্ণু), ঈশ্বর (মহাদেব), ইন ও আর্য্যার (দুর্গার) পূজা হইবে। শঙ্করের ভাগে (স্থানে) অর্থাৎ শঙ্কর স্থানে শঙ্কর প্রভৃতির পূজা হইলে উহা অতি সুখপ্রদ ও স্থান ব্যতিক্রমে পূজা করিলে উহা ক্ষতিকারক হইয়া থাকে। ৭

রামার্চনচন্দ্রিকা ও গৌতমীয় তন্ত্রে যে বলিয়াছেন—

দেবতার অগ্রে এবং নিজের (পূজকের) অগ্রে মনীষিগণ কর্ত্তৃক প্রাচী দিক্ কথিত হইয়াছে। মধ্যে হরির পূজায় তাহার আগ্নেয় কোণে গণেশকে, নৈর্ঋত কোণে সূর্য্যকে, বায়ু কোণে অম্বিকাকে এবং ঈশাণে ঈশকে পূজা করিবেন। ৮

এইরূপ আরও যে বলিয়াছেন—পঞ্চাত্মিকা দীক্ষায় গণেশাদিক্রমে পূজা করিবে। যখন ভোগ ও মোক্ষফল লাভের জন্য মধ্যে গোবিন্দকে পূজা করিবে, তখন ভোগ ও মোক্ষফল লাভের জন্য অগ্নিকোণে গণনায়ককে, নৈর্ঋতে হংসকে অর্চনা করিয়া বায়ুকোণে শিবাকে অর্চনা করিবে এবং ঈশানে শঙ্করকে অর্চনা করিবে। ৯-১০

এই অঙ্গদেবতা পূজায় আগ্নেয়াদি কোণে যে গণেশাদি দেবতার পূজা উক্ত হইয়াছে,

---

১। ক—বায়ব্যাং।

গোপাল-বিষয়ম্। বস্তুতো বৈকল্পিকমিতি সাম্প্রদায়িকাঃ। এতেষাং পূজনঞ্চ গৌতমীয়ে (১১)—

গন্ধাদিভিরথাভ্যর্চ্য ষড়ঙ্গার্চনমেব চ।
বিংশ-কৃত্বো জপেন্ মন্ত্রং নমস্কৃত্য সমাপয়েৎ ॥ ১২

অঙ্গদেতা-পূজাকালস্তু পীঠপূজানন্তরম্। যথা সনৎকুমার-তন্ত্রে—

পীঠস্যার্চনমঙ্গদেব-যজনং প্রাণপ্রতিষ্ঠা তথা।
আহ্বানং মিজমুদ্রিকা-বিরচনং ধ্যানং প্রভোঃ পূজনম্ ॥ ইতি[১] ॥ ১৩

অঙ্গদেবাশ্চ চত্বারঃ। একস্য প্রধানত্বাৎ, ন তু পরিবারাণামপ্যঙ্গত্বম্। যৎ তু—

দেবে পুষ্পাঞ্জলিং দত্ত্বা অঙ্গদেবান্ সমর্চয়েৎ।

তৎ তু প্রতিষ্ঠিত-যন্ত্রাদি-বিষয়ম্[২]। তত্র সততাধিষ্ঠিত-মূলদেবতা-পূজনাৎ প্রাগন্য-পূজনস্যাযোগাৎ। প্রতিষ্ঠিত-যন্ত্রাতিরিক্তাধারে পূজায়াস্তু কুলাবল্যাং—

একপীঠে পৃথক্ পূজাং বিনা যন্ত্রং করোতি যঃ।
অঙ্গাঙ্গিত্বং পরিত্যজ্য দেবতাশাপমাপ্নুয়াৎ[৩] ॥ ১৪

তাহা রাম ও গোপাল বিষয়ক জানিবেন। বস্তুতঃ ইহা বৈকল্পিক, ইহা সাম্প্রদায়িকগণ বলেন। ইহাঁদের পূজা প্রকার গৌতমীয় তন্ত্রে বলিয়াছেন (১১)—

অনন্তর গন্ধাদির দ্বারা অর্চনা করিয়া ষড়ঙ্গের অর্চনা করিবে, বিশ বার মন্ত্র জপ করিবে, নমস্কার করিয়া পূজা শেষ করিবে। ১২

পীঠ পূজার অনন্তর অঙ্গদেবতার পূজার কাল। যেমন সনৎ-কুমার তন্ত্রে বলিয়াছেন—পীঠের অর্চনা, অঙ্গদেবতার অর্চনা, প্রাণপ্রতিষ্ঠা, আবাহন, পূজ্যদেবতার মুদ্রারচনা, ধ্যান ও প্রভুর (প্রধান দেবতার) পূজা। ১৩

অঙ্গদেবতা চারিসংখ্যক, যেহেতু একজন প্রধান। পরিবারগণ কিন্তু অঙ্গ নহেন। আর যে বলিয়াছেন—দেবতাকে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া অঙ্গদেবতাগণকে অর্চনা করিবে। তাহা কিন্তু প্রতিষ্ঠিত যন্ত্রাদি বিষয়ক জানিবেন। সেস্থলে সর্বদা অধিষ্ঠিত মূলদেবতার পূজার পূর্বে অন্যের পূজা হইতে পারে না। প্রতিষ্ঠিত যন্ত্রের অতিরিক্ত আধারে পূজার স্থলে কুলাবলীতে বলিয়াছেন—

অঙ্গ ও অঙ্গিভাব পরিত্যাগ করিয়া যন্ত্র ছাড়া এক পীঠে (আধারে) যে পৃথক্ পূজা করে, সে দেবতার শাপ লাভ করে। ১৪

১। খ—ইতীত্যনন্তরং যৎ তু—দেবে পুষ্পাঞ্জলিং। ২। খ—বিষয়মিত্যনন্তরং যন্ত্রাতিরিক্তাধারে। ৩। খ—আপ্নুয়াদিত্যনন্তরং এবঞ্চ আবাহ্য দেবতামন্যাম্।

তথা চ তত্রাঙ্গপূজানন্তরমঙ্গিপূজেতি লভ্যতে। এবঞ্চ—

আবাহ্য দেবতামন্যামর্চয়ংস্ত্বন্য-দেবতাম্।
উভাভ্যাং লভতে শাপং মন্ত্রী তরণ-দুর্মতিঃ[১] ॥ ১৫

ইতি যদভিহিতম্, তদাবাহিত-দেবতাপূজনাৎ প্রাগন্যদেবতাপূজন-নিষেধার্থকমিতি। সর্বেষামঙ্গমন্ত্রাণাং সিদ্ধাদি-বিচারো নাস্তি। তথাচ—

সিদ্ধাদি-শোধনং নৈষামঙ্গত্বে সতি রাজবৎ। ১৬

শ্যামাদৌ তু পঞ্চায়তনাভাবঃ। যথা রুদ্রযামলে—

শ্যামায়াং ভৈরবী-তারা-ছিন্নমস্তাসু ভৈরবি!।
মঞ্জুঘোষে তথা রৌদ্রে পঞ্চাঙ্গং নেষ্যতে বুধৈঃ ॥ ১৭
উপবিদ্যাসু সর্বাসু ষট্-কর্মাদিষু সাধনে।
নাত্র সিদ্ধাদ্যপেক্ষাস্তি নাত্রাঙ্গাদি-প্রপূজনম্ ॥ ১৮

তত্ত্বসারে—উপবিদ্যাসু সর্বাসু তথা প্রয়োগ-সাধনে।
দীক্ষাং বিনৈব কর্ত্তব্য উপদেশঃ সদৈব হি ॥ ১৯

ইতি পঞ্চায়তনীপূজা

সুতরাং সেস্থলে অঙ্গপূজার অনন্তর অঙ্গী প্রধানের পূজা—ইহা পাওয়া যাইতেছে। অতএব এই যে বলিয়াছেন—

দেবতাকে আবাহন করিয়া অন্য দেবতার অর্চনা করিলে সংসার সাগর তরণে দুর্মতি বিশিষ্ট হইয়া উভয় দেবতার নিকট হইতে অভিশাপ লাভ করে। ১৫

ইহা আবাহিত দেবতার পূজার পূর্বে অন্য দেবতার পূজার নিষেধের জন্য কথিত হইয়াছে। সমস্ত অঙ্গদেবতার মন্ত্রসমূহের সিদ্ধাদি বিচার নাই। তাহাই উক্ত হইয়াছে যে—রাজার সহচরদের যেমন রাজার ন্যায় সম্বর্দ্ধনা হয় না, তদ্রূপ ইহাঁরা অঙ্গ হইলে ইহাঁদের সিদ্ধাদি বিচার নাই। ১৬

শ্যামাদি বিষয়ে পঞ্চায়তন নাই। যেমন রুদ্র যামলে বলিয়াছেন—হে ভৈরবি! শ্যামা, ভৈরবী, তারা, ছিন্নমস্তা, মঞ্জুঘোষ ও রুদ্র বিষয়ে পণ্ডিতগণ পঞ্চাঙ্গ ইচ্ছা করেন না। ১৭

এই সমস্ত উপবিদ্যাতেও ষট্‌কর্মাদির সাধনে সিদ্ধাদির অপেক্ষা নাই। এই সমস্ত স্থলে অঙ্গাদির পূজাও নাই। ১৮

তত্ত্বসারে বলিয়াছেন—সমস্ত উপবিদ্যাতে ও প্রয়োগের সাধনে দীক্ষা বিনা সর্বদাই উপদেশ কর্ত্তব্য। ১৯ পঞ্চায়তন পূজা সমাপ্ত হইল।

১। খ—দুর্মতিরিত্যনন্তরং ইত্যভিহিতং তদেতদতিরিক্তবিষয়ম্। সর্বেষামঙ্গমন্ত্রাণাং।

অথ নৈমিত্তিক-বিধিঃ।

যথা[১] স্বতন্ত্র-তন্ত্রে—নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং সাপেক্ষং পূর্ব-পূর্বতঃ।
অন্যথা চেদ্ ভবেদিত্থং করোত্যাপৎ-পরম্পরাম্॥ ২০

তথা[২] নীলতন্ত্রে—নিত্যার্চনরতো[৩] মন্ত্রী কুর্য্যান্নৈমিত্তিকার্চনম্।
নৈমিত্তিকার্চনে সিদ্ধঃ কুর্য্যাৎ কাম্যমখণ্ডিতম্॥ ২১

গৌতমীয়ে— প্রণবদ্বয়-মধ্যস্থং জপেদযুত-সংখ্যয়া।
ত্রিরাত্র-জপমাত্রেণ বৃহস্পতি-সমো ভবেৎ।
ব্যাখ্যাতা সর্বশাস্ত্রাণাং বেদানামপি জায়তে॥ ২২
রবিবারেঽশ্বত্থ-মূলে জপেদষ্টোত্তরং শতম্।
ভূয়ো ভূয়ো ভবেচ্ছান্তির্জীবেদষ্টোত্তরং শতম্।
তস্য শান্তির্ভবেন্ নূনং যমুদ্দিশ্য কৃতা ক্রিয়া॥ ২৩

মাসমাত্রং নির্মলৈরংশুকৈঃ কৃষ্ণমভ্যর্চ্য পাপান্মুচ্যতে। পট্ট-বস্ত্রেণ পূজনে সম্পত্তিঃ। বিদ্রুমেণ ত্রৈলোক্যং বশম্, মাণিক্যৈঃ সার্বভৌম-সমতা, পদ্মরাগৈঃ রাজত্বম্। ২৪

অনন্তর নৈমিত্তিক বিধি কথিত হইতেছে। যেমন স্বতন্ত্রতন্ত্রে বলিয়াছেন—

কর্ম তিন প্রকার—নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য। এইগুলি পূর্ব পূর্ব সাপেক্ষ অর্থাৎ নৈমিত্তিক কর্মটি নিত্যকর্ম সাপেক্ষ, কাম্যকর্মটি নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম সাপেক্ষ। ইহার এই প্রকার যদি অন্যথা হয়, তবে এই কর্ম পরম্পরায় আপৎ সৃষ্টি করে। ২০

সেইরূপ নীলতন্ত্রেও বলিয়াছেন—মন্ত্রজ্ঞ-সাধক নিত্য পূজায় রত হইয়া নৈমিত্তিক পূজা করিবে। নৈমিত্তিক পূজায় সিদ্ধ হইয়া অখণ্ডিত কাম্য কর্ম করিবে। ২১

গৌতমীয় তন্ত্রে বলিয়াছেন—মন্ত্রকে প্রণবদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী করিয়া অযুত সংখ্যায় জপ করিবে। ত্রিরাত্রি জপমাত্রের দ্বারা বৃহস্পতিতুল্য হইবে। সমস্ত শাস্ত্রের ও বেদ সমূহেরও ব্যাখ্যাতা হইবে। ২২

রবিবারে অশ্বত্থ বৃক্ষের মূলে অষ্টোত্তর শত (১০৮) মন্ত্র জপ করিবে। ইহাতে ভূয়ঃ ভূয়ঃ অর্থাৎ প্রচুর শান্তি হইবে ও এক শত আট বৎসর জীবিত থাকিবে। যাহার উদ্দেশ্যে কর্ম করা হইয়াছে, তাহার নিশ্চয়ই শান্তি হইবে। ২৩

একমাস নির্মল পরিষ্কার বস্ত্র সমূহের দ্বারা কৃষ্ণকে পূজা করিয়া পাপ হইতে মুক্ত হয়। পট্ট বস্ত্রের দ্বারা পূজা হইলে সম্পত্তি, বিদ্রুমের দ্বারা পূজা হইলে ত্রৈলোক্য

১। খ—যথেতি নাস্তি। ২। খ—তথেতি নাস্তি। ৩। খ—নিত্যাচাররতো।

তারা-কাল্যোর্মৎস্যসূক্তে—অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দশ্যাং পূজয়েচ্চ প্রযত্নতঃ।
যদ্ যৎ প্রার্থয়তে মন্ত্রী তৎ তদাপ্নোতি নিত্যশঃ।
লভতে মঞ্জুলাং বাণীং কৃষ্ণাষ্টম্যাং সদা জপাৎ ॥ ২৫

অত্র চ নিত্যার্চনানন্তরং নৈমিত্তিকং কার্য্যম্। রুদ্রযামলে—
মাসার্দ্ধমথবা মাসং সার্দ্ধং বা দ্বিগুণং তথা।
যাবৎ ফলাপ্তিমান্ যোগী তাবদেবং সমাচরেৎ ॥ ২৬

অন্যত্রাপি— নৈমিত্তিকে তথা কাম্যে ফলাপ্তির্মণ্ডলাবধি।
ন চেৎ তদ্ দ্বিগুণং[১] কুর্য্যাৎ যথা স্যাৎ ফলভাক্ সুধীঃ ॥ ২৭
অষ্টম্যাং পূজনং দেব্যাঃ সর্বকাম-ফলপ্রদম্।
রম্ভাফল-বীজপুরং সুগন্ধি-পরিমিশ্রিতম্ ॥ ২৮
মিশ্রীকৃতং বলিং[২] দদ্যাদষ্টম্যাঞ্চ বিশেষতঃ।
স্বর্ণমালাং মহাদেব্যৈ গন্ধাদ্যৈশ্চ বিশেষতঃ।
ফলং ক্ষীরং তথা দদ্যাদধিকং শর্করান্বিতম্ ॥ ২৯

বশ, মাণিক্যসমূহের দ্বারা পূজা হইলে সার্বভৌম তুল্য হয় এবং পদ্মরাগ সমূহের দ্বারা পূজা হইলে রাজত্ব হয়। ২৪

তারা ও কালী বিষয়ে মৎস্যসূক্তে বলিয়াছেন—অষ্টমী ও চতুর্দশীতে যত্নপূর্বক পূজা করিবে। মন্ত্রজ্ঞ পূজক যাহা যাহা প্রার্থনা করে, তাহা সর্বদাই পায়। কৃষ্ণাষ্টমীতে জপ হইতে মঞ্জুল (মধুর) বাণী লাভ করে। ২৫

এস্থলে নিত্য পূজার অনন্তর নৈমিত্তিকপূজা করিবেন। রুদ্র-যামলে বলিয়াছেন—

মাসার্দ্ধ বা একমাস বা অর্দ্ধেকের সহিত মাস (দেড়মাস) দুই গুণ জপ করিবে। যে পর্য্যন্ত ফল প্রাপ্ত না হয়, সেই পর্য্যন্ত এইরূপ আচরণ (ক্রিয়া) করিবে। ২৬

অন্যত্রও বলিয়াছেন—নৈমিত্তিক ও কাম্য কর্মে মণ্ডল (৪৯) দিন মধ্যে ফল প্রাপ্তি হয়। যদি ফল না হয়, তবে তাহা দ্বিগুণ করিবে। যাহাতে সুধী সাধক ফলবান্ হইতে পারে। অষ্টমীতে দেবীর পূজা সমস্ত কাম্য ফলের প্রদাতা। ২৭

সুগন্ধি দ্রব্যমিশ্রিত অর্থাৎ সুগন্ধি, রম্ভাফল ও বীজপুর দিবেন। বিশেষতঃ অষ্টমীতে এইগুলিকে মিশাইয়া বলি দিবেন। ২৮

বিশেষতঃ গন্ধাদির সহিত স্বর্ণমালা মহাদেবীকে নিবেদন করিবেন। সেইরূপ ফল এবং অধিক শর্করাযুক্ত ক্ষীর দিবেন। ২৯

১। খ—ন চেৎ তু দ্বিগুণং। 	২। খ—মিশ্রীকৃত্য বলিং।

তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন সম্পত্ত্যৈ পূজয়েচ্ছিবাম্
দানঞ্চাক্ষয়সিদ্ধ্যর্থং দদ্যাদ্ দেব্যৈ প্রযত্নতঃ ॥ ৩০

তন্ত্রান্তরে—কদলীং বীজপূরঞ্চ দুগ্ধং পক্বং নিবেদয়েৎ। দুগ্ধস্য পাকস্ত্বগ্নি-সংযোগজঃ। কদলী-বীজপূরয়োস্তু সৌরঃ। নীলতন্ত্রে (৩১)—

অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দ্দশ্যাং পূজয়েচ্চ যথাবিধি
আজ্ঞাসিদ্ধিমবাপ্নোতি জবাপুষ্পঞ্চ বর্বরাম্ ॥ ৩২
চন্দনঞ্চার্ক-কুসুমং দদ্যাৎ শ্বেতাপরাজিতাম্।
অর্ঘ্যং দদ্যাদ্ বিশেষেণ নিত্য-পূজাসু সর্বদা ॥ ৩৩
অষ্টোত্তরং শতং জাপ্যং যাবজ্জীবিত-সংখ্যয়া।
যস্তু সম্পূজয়েদ্ দুর্গামষ্টম্যাঞ্চ বিশেষতঃ।
জন্ম-ত্রয়ার্জ্জিতং পাপং তৎক্ষণাদেব নাশয়েৎ ॥ ৩৪

দুর্গাং তারিণীম্, প্রকরণাৎ।

অথ প্রয়োগবিধিঃ। সর্বত্র প্রয়োগেঽযুত-জপঃ। যথা[১] শারদায়াং—

অযুতং হোমসংখ্যা স্যাজ্জপস্তাবান্ প্রকীর্ত্তিতঃ। ১

অতএব সম্পত্তির জন্য সর্বপ্রযত্নের সহিত দেবীকে পূজা করিবেন। অক্ষয় সিদ্ধির জন্য প্রযত্ন সহকারে দেবীকে দান দিবেন। ৩০

তন্ত্রান্তরে বলিয়াছেন—পক্ব কদলী, পক্ব বীজপুর (ছোলঙ্গ), পক্ব দুগ্ধ নিবেদন করিবেন। অগ্নিসংযোগ জন্য দুগ্ধের পাক হয়। কদলী ও বীজপুরের পাক সূর্য্য কিরণ হইতে হয়। নীলতন্ত্রে বলিয়াছেন (৩১)—

অষ্টমী ও চতুর্দশীতে যথাবিধি পূজা করিবে। ইহা দ্বারা আজ্ঞা সিদ্ধি লাভ করিবে। জবা পুষ্প, বর্বরা (বাবুই) পুষ্প, অর্কপুষ্প, শ্বেত অপরাজিতা পুষ্প ও চন্দন দিবে। বিশেষভাবে নিত্য পূজায় সর্বদা অর্ঘ্য দিবে। ৩২.৩৩

যাবৎ জীবিত সংখ্যায় অর্থাৎ ১০৮ বার মন্ত্র জপ কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি অষ্টমীতে বিশেষভাবে দুর্গাকে পূজা করিবে, সেই পূজা তাহার জন্মত্রয়ের অর্জিত পাপ তৎক্ষণাৎ নাশ করায়। প্রকরণবশতঃ এখানে দুর্গা হইতেছেন তারিণী (নক্ষত্রবিদ্যা)। ৩৪

অনন্তর প্রয়োগ বিধি কথিত হইতেছে। সর্বত্র প্রয়োগে অযুত সংখ্যক জপ কর্ত্তব্য। যেমন শারদাতিলকে বলিয়াছেন—হোম সংখ্যা অযুত হইবে, জপও সেই পরিমাণ হইবে। ১

১। খ—যথেতি নাস্তি।

অথ ভুবনেশ্বর্য্যাঃ[১] প্রয়োগঃ। ত্রিমধুরাম্বিতৈরশ্বত্থ-সমিদ্বরৈর্হুত্বা ব্রাহ্মণান্ বশয়েৎ, পদ্মৈঃ পার্থিবান্, পলাশৈস্তৎপত্নীঃ, কুমুদৈর্মন্ত্রিণঃ। পঞ্চবিংশতি-জপ্তৈর্জলৈঃ প্রত্যহং স্নায়াচ্চেৎ সর্ব-সৌভাগ্যবান্। পঞ্চবিংশতি-জপ্ত-জলং প্রাতঃ পিবেদ্ যদি, তদা মহতী লক্ষ্মীর্মহাকবিতা[২] চ। পলাশ-কুসুমৈর্হুত্বা বাক্-শ্রিয়ং লভতে। মূলাভিমন্ত্রিত-ব্রাহ্মীঘৃত-পানে কবিত্বং বৎসরাৎ। লবণান্বিত-সিদ্ধার্থ-হোমে নর-নারী-নরপতীন্ বশয়েৎ। ২

অথ ত্বরিতায়াঃ। প্রয়োগ ইতি সর্বত্রোহ্যম্[৩]। যোনিকুণ্ডে—

মল্লিকা-কুসুমৈর্হুত্বা বশয়েদখিলং জগৎ।
কৃত্যাগ্রহাদি-শমনং[৪] পলাশ-কুসুমৈর্হুতম্ ॥

ইক্ষু-দণ্ডৈর্বৃদ্ধিঃ। দূর্বাভি-র্দীর্ঘমায়ুঃ। প্রক্ষালিত-ধান্যৈঃ শ্রীঃ। অশোকৈঃ পুত্রঃ, মধুকৈরিষ্টম্। জম্বুফলৈর্ধনম্। বকুল-পুষ্পৈঃ কীর্ত্তিঃ। আম্রৈর্দীর্ঘমায়ুঃ। চম্পকৈঃ স্বর্ণলাভঃ। সর্ষপৈঃ শত্রু-ক্ষয়ঃ। বকুল-পত্রৈর্বৈরিণামুচ্ছাদনম্। শাল্মলী-পত্রৈঃ শত্রুনাশঃ। মাষৈর্মূকতা। উন্মত্তৈররিক্ষোভঃ। ৩

অনন্তর ভুবনেশ্বরীর প্রয়োগ কথিত হইতেছে। ত্রিমধুর দ্বারা আপ্লুত উত্তম অশ্বত্থ সমিধের দ্বারা হোম করিয়া ব্রাহ্মণগণকে বশীভূত করিবে। পদ্মসমূহ দ্বারা নৃপতি-গণকে, পলাশ সমূহের দ্বারা তাঁহার পত্নীগণকে, কুমুদসমূহের দ্বারা মন্ত্রিগণকে বশীভূত করিতে পারিবেন। যদি পঞ্চবিংশতিবার মন্ত্র জপ্ত জলের দ্বারা প্রত্যহ স্নান করেন, তবে সমস্ত সৌভাগ্যবান হইবেন। যদি পঞ্চবিংশতিবার মন্ত্র জপ্ত জল প্রাতঃকালে পান করেন, তবে মহতী লক্ষ্মী ও মহাকবিত্ব লাভ করিবেন। পলাশ পুষ্প সমূহের দ্বারা হোম করিয়া বাক্ সৌন্দর্য্য অর্থাৎ মধুর বাক্য লাভ করে। মূলমন্ত্রে অভিমন্ত্রিত ব্রাহ্মী ঘৃতের পানে বৎসরের মধ্যে কবিত্ব লাভ করে। লবণযুক্ত সিদ্ধার্থের হোমে নর, নারী ও নরপতিগণকে বশীভূত করে। ২

অনন্তর ত্বরিতার। প্রয়োগ এই কথাটি সর্বত্র উহ্য করিতে হইবে। যোনিকুণ্ডে—মল্লিকা কুসুম সমূহের দ্বারা হোম করিয়া সমস্ত জগৎ বশীভূত করিতে পারে। পলাশ পুষ্প সমূহের দ্বারা হোম কৃত্যা ও গ্রহাদি উপশম করে। ইক্ষুদণ্ডের দ্বারা হোমে বৃদ্ধি, দূর্বাহোমের দ্বারা দীর্ঘ আয়ুঃ, প্রক্ষালিত ধান্য হোমের দ্বারা সৌন্দর্য্য, অশোক হোমের দ্বারা পুত্র, মধুকের দ্বারা হোমে কাম্য বিষয়, জম্বুফলের দ্বারা হোমে ধন, বকুল পুষ্পের দ্বারা হোমে কীর্ত্তি, আমের দ্বারা হোমে দীর্ঘ আয়ুঃ, চম্পকের দ্বারা

১। খ—তত্রাদৌ ভুবনেশ্বর্য্যাঃ। ২। খ—মহালক্ষ্মীঃ। ৩। ক—প্রয়োগ ইত্যাদ্যুহ্যমিত্যন্ত-পাঠো নাস্তি। ৪। খ—কুর্য্যাদগ্রাদিশমনং।

অথ দুর্গায়াঃ। তিলৈর্হোমে নৃপতির্বশ্যঃ। সিদ্ধার্থৈর্নীরোগতা। পদ্মৈঃ শত্রুজয়ঃ। দূর্বাভিঃ শান্তিঃ। পলাশকুসুমৈঃ পুষ্টিঃ। ধান্যৈঃ শ্রীঃ। মরীচৈঃ শত্রুনাশঃ। ৪

অথ সরস্বত্যাঃ। পীত্বা তন্মিশ্রিতং তোয়ং সহস্রং প্রত্যহং জপেৎ।
মহাকবির্ভবেন্ মন্ত্রী বৎসরেণ ন সংশয়ঃ॥ ৫

উরোমাত্রোদকে স্থিত্বা সূর্য্যমণ্ডলে দেবীং বিভাব্য প্রত্যহং ত্রিসহস্রং জপেৎ, তদা সিদ্ধির্বাগ্মিতা চ। পলাশ-বিল্বয়োর্মধুরান্বিতৈঃ পুষ্পৈঃ সমিদ্ভির্বা হোমে ধর্মঃ। কদম্ব-পুষ্পৈঃ শ্রীফল-ফলৈর্বা শ্রীঃ। কুন্দৈর্বাক্। নন্দ্যাবর্ত্ত-পুষ্পৈর্বাগ্মিতা। ৬

অথ লক্ষ্ম্যাঃ। বক্ষঃ-প্রমাণে জলে স্থিত্বা সূর্য্যমণ্ডলে দেবীং বিভাব্য লক্ষত্রয়-জপে শ্রীঃ। উত্তর-নক্ষত্রে সম্পূজ্য নন্দ্যাবর্ত্ত-পুষ্পৈঃ সহস্রহোমে সম্পত্তিঃ। ধান্যেন প্রত্যহং প্রয়োগ-সমাপ্তিং যাবৎ সহস্রহোমে মহতী লক্ষ্মীঃ। ৭

হোমে স্বর্ণলাভ, সর্ষপের দ্বারা হোমে শত্রুক্ষয়, বকুলপত্রের দ্বারা হোমে শত্রুর উচ্ছেদ; শাল্মলী পত্রের হোমে শত্রুর নাশ, মাষ সমূহের দ্বারা হোমে শত্রুর মূকত্ব ও উন্মত্ত (ধুস্তরার) পত্রের হোমে শত্রুগণের মধ্যে ক্ষোভ হয়। ৩

অনন্তর দুর্গার প্রয়োগ কথিত হইতেছে—তিলের দ্বারা হোমে নৃপতিগণ বশ্য হয়। সিদ্ধার্থ সমূহের হোমে নিরোগিত্ব, পদ্মের দ্বারা হোমে শত্রুজয়, দূর্বাদ্বারা হোমে শান্তি। পলাশ কুসুমের দ্বারা হোমে পুষ্টি, ধান্য সমূহের দ্বারা হোমে শ্রী, মরিচ সমূহের দ্বারা হোমে শত্রুনাশ হয়। ৪

অনন্তর সরস্বতীর প্রয়োগ কথিত হইতেছে। শারদাতিলকে বলিয়াছেন—

ধীমান্ সাধক সেই বাগ্‌বাদিনী মন্ত্রের দ্বারা সপ্ত বার অভিমন্ত্রিত ও হস্তের দ্বারা আচ্ছাদিত জল সাত বার পান করিয়া প্রত্যহ সহস্র সংখ্যক মন্ত্র জপ করিবেন। ইহাতে বৎসরের মধ্যে মহাকবি হইবেন, সংশয় নাই। ৫

বক্ষঃ পরিমিত জলে দাঁড়াইয়া সূর্য্যমণ্ডলে দেবীকে ধ্যান করিয়া প্রত্যহ তিন হাজার মন্ত্র জপ করিবেন। তাহাতে সিদ্ধি ও বাগ্মিতা জন্মে। মধুরাপ্লুত পলাশ ও বিল্বের পুষ্পের দ্বারা বা সমিধ্ দ্বারা হোমে ধর্ম হয়। বিল্বের পুষ্প বা ফলের দ্বারা হোমে শ্রী, কুন্দসমূহের দ্বারা হোমে মধুরবাক্, নন্দ্যাবর্ত্ত (তগর) পুষ্প সমূহের দ্বারা হোমে বাগ্মিতা লাভ হয়। ৬

অনন্তর লক্ষ্মীর প্রয়োগ কথিত হইতেছে। বক্ষঃ পরিমিত জলে দাঁড়াইয়া সূর্য্যমণ্ডলে দেবীকে ধ্যান করিয়া লক্ষত্রয় মন্ত্র জপ করিলে শ্রী হয়। উত্তরভাদ্রপদ,

অথ গণেশস্য। চতুশ্চত্বারিংশদধিক-চতুঃশত-বারং[1] শুদ্ধজলেন তর্পণে অভীষ্ট-ফলম্। চতুর্থ্যাং নারিকেলৈর্হোমঃ শ্রীপদঃ। ৮

অথ সূর্য্যস্য। রবিবারে প্রভাতে মণ্ডলং কৃত্বা যথাবিধি সূর্য্যং সম্পূজ্য পীঠমভ্যর্চ্য তাম্রপাত্রে প্রস্থজলং নিধায় তত্র কুঙ্কুম-রোচনা-রাজী[2]-রক্তচন্দন-বৈণবান্[3] করবীর-জবা-শালি-কুশ-শ্যামাক-তণ্ডুলান্ দত্ত্বা তত্রার্ঘ্যে সূর্য্যং সম্পূজ্য অর্ঘ্যং পিধায়াষ্টোত্তর-শতং জপ্ত্বা জানুপৃষ্ট-মহীতলঃ মস্তকাবধি-সমুদ্ধৃত্য সূর্য্যং পশ্যন্ দদ্যাৎ। ততঃ পুষ্পাঞ্জলিং দত্ত্বা জপেদষ্টোত্তরং শতম্। এতৎ-কর্মণা আয়ুরারোগ্য-ধন-ধান্য-পশু-ক্ষেত্র-পুত্র-মিত্র-তেজো-বীর্য্য-কান্তি-বিদ্যা-বৈভবানি ভবন্তি। ৯

অথ রামস্য। জাতীপ্রসূনৈর্জুহুয়াদিন্দিরাবাপ্তয়ে নরঃ। বিল্ব-প্রসূনৈর্হোমে লক্ষ্মীঃ। ১০

উত্তরাষাঢ়া, উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রে পূজা করিয়া নন্দ্যাবর্ত্ত পুষ্পসমূহের দ্বারা হোম করিলে সম্পত্তি হয়। প্রয়োগ সমাপ্তি পর্য্যন্ত ধান্যের দ্বারা সহস্র হোমে মহতী লক্ষ্মী লাভ হয়। ৭

অনন্তর গণেশের প্রয়োগ কথিত হইতেছে। চতুশ্চত্বারিংশৎ (৪৪) অধিক চারি শত অর্থাৎ ৪৪৪ বার শুদ্ধ জলের দ্বারা তর্পণ করিলে অভীষ্ট ফল লাভ হয়। চতুর্থীতে নারিকেল সমূহের দ্বারা হোম শ্রীপ্রদ হয়। ৮

অনন্তর সূর্য্যের প্রয়োগ কথিত হইতেছে। রবিবার প্রভাতে মণ্ডল করিয়া যথাবিধি সূর্য্যকে পূজা করিয়া, পীঠ দেবতার অর্চনা করিয়া তাম্রপাত্রে ১ প্রস্থ পরিমিত জল রাখিয়া, সেই জলে কুঙ্কুম, গোরোচনা, রাজী (রাই), রক্তচন্দন, শ্বেতচন্দন, বৈণব (বংশলোচন), করবীর, জবা, শালিধান্য, কুশ, শ্যামা ও তণ্ডুল দিয়া, সেই অর্ঘ্যে অঙ্গের সহিত সূর্য্যকে পূজা করিয়া, অর্ঘ্যকে আচ্ছাদন করিয়া, অষ্টোত্তর শত (১০৮) বার মন্ত্র জপ করিয়া পুনরায় পূজা করিয়া, জানুদ্বয় মাটিতে স্পর্শ করিয়া, মস্তক পর্য্যন্ত অর্ঘ্য উত্তোলন করিয়া, সূর্য্যকে দেখিতে দেখিতে সেই অর্ঘ্য দিবেন। তাহার পর পুষ্পাঞ্জলি দিয়া অষ্টোত্তর শত মন্ত্র জপ করিবেন। এই কর্মের দ্বারা আয়ুঃ, আরোগ্য, ধন, ধান্য, পশু, ক্ষেত্র, পুত্র, মিত্র, তেজঃ, বীর্য্য, কান্তি, বিদ্যা ও বৈভব হইবে। ৯

অনন্তর রামের প্রয়োগ কথিত হইতেছে। মানব লক্ষ্মী (ঐশ্বর্য্য) লাভের জন্য জাতিপুষ্প সমূহের দ্বারা হোম করিবেন। বিল্বপুষ্পের দ্বারা হোমে লক্ষ্মীলাভ হয়। ১০

১। খ—বার শুদ্ধজলেন। ২। খ—বাজী। ৩। ক—বৈণবান।

অথ শ্রীকৃষ্ণস্য। ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে কৃষ্ণং ধ্যাত্বা লক্ষং জপ্ত্বা ইষ্টসিদ্ধিং প্রাপ্নুয়াৎ। দূর্বা-তণ্ডুলাষ্টোত্তর-সহস্রহোমে শান্তিঃ ইত্যাদিঃ[১]। ১১

অথ দধিবামনস্য। সাজ্য-পায়স-সহস্র-হোমে শ্রীর্দধ্যোদনেন দুর্গমোচনম্। ১২

অথ নৃসিংহস্য[২]। শ্রীফলকাষ্ঠাগ্নৌ লবঙ্গ-পুষ্পৈঃ সহস্র-হোমে শ্রীপ্রাপ্তিঃ। ১৩

বরাহে তু ভাদ্রমাসে শুক্লাষ্টম্যাং পঞ্চগব্যেষু শিলাং নিক্ষিপ্য স্পৃষ্ট্বাঽযুতং উত্তরামুখো জপেৎ। তস্য সর্বাপদো নশ্যন্তি। ১৪

অথ ভৈরব্যাঃ। মধুরান্বিত-রক্তপদ্মৈর্লক্ষ-হোমে তদর্দ্ধৈর্বা জগদ্ বশয়েৎ। ত্রিমধ্বক্তৈ রক্তোৎপলৈ[৩] রক্ত-করবীরৈর্বা বিশ্বং বশম্। পলাশ-কুসুমৈর্বাক্-সিদ্ধিঃ। কর্পূরাগুরুযুক্ত-গুগ্‌গুলু-হোমে জ্ঞানং কবিত্বঞ্চ। ক্ষীরাক্তৈরমৃতা-খণ্ডৈর্হোমেঽপমৃত্যুজয়ঃ ইত্যাদিঃ। ১৫

অথ সুন্দর্য্যাঃ মালতী-মল্লিকা-জাতী-কুসুমৈর্মধু-মিশ্রিতৈঃ।

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের প্রয়োগ কথিত হইতেছে। ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করিয়া লক্ষ মন্ত্র জপ করিয়া ইষ্টসিদ্ধি লাভ করিবেন। দূর্বা ও তণ্ডুলের দ্বারা অষ্টোত্তর সহস্র হোম হইলে শান্তি হয়। ১১

অনন্তর দধিবামনের প্রয়োগ কথিত হইতেছে। সাজ্য পায়সের দ্বারা সহস্র হোমে শ্রী এবং দধিযুক্ত ওদনের দ্বারা হোমে দুর্গ হইতে মোচন হয়। ১২

অনন্তর নৃসিংহের প্রয়োগ কথিত হইতেছে। শ্রীফল (বিল্ব) কাষ্ঠের অগ্নিতে লবঙ্গ পুষ্পের দ্বারা সহস্র হোম হইলে শ্রী (ঐশ্বর্য্য) প্রাপ্ত হয়। ১৩

বরাহের প্রয়োগে কিন্তু ভাদ্র মাসে শুক্ল পক্ষের অষ্টমীতে পঞ্চগব্যে শিলা নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে স্পর্শ করিয়া উত্তরাভিমুখ হইয়া অযুত সংখ্যক মন্ত্র জপ করিবেন। তাহাতে সমস্ত আপদের নাশ হয়। ১৪

অনন্তর ভৈরবীর প্রয়োগ কথিত হইতেছে। মধুরাপ্লুত রক্ত পদ্মের দ্বারা লক্ষ হোম হইলে অথবা তাহার অর্দ্ধেক ৫০ হাজার হোম হইলে জগৎকে বশীভূত করিবেন। ত্রিমধুরের দ্বারা আপ্লুত রক্ত উৎপলের দ্বারা অথবা রক্ত করবীরের দ্বারা হোম হইলে বিশ্ব বশীভূত হয়। পলাশ পুষ্পসমূহের দ্বারা হোম হইলে বাক্‌সিদ্ধি হয়। কর্পূর ও অগুরু যুক্ত গুগ্‌গুলুর দ্বারা হোম হইলে জ্ঞান ও কবিত্ব লাভ হয়। ক্ষীরাপ্লুত অমৃতা (গুড়ূচী) খণ্ডের দ্বারা হোম হইলে অপমৃত্যু জয় হয়। আরও ফল আছে। ১৫

অনন্তর সুন্দরীর প্রয়োগ কথিত হইতেছে। তন্ত্রে বলিয়াছেন—

১। ক—ইত্যাদিরিতি নাস্তি। ২। খ—অথ নাস্তি, নৃসিংহে তু। ৩। খ—ত্রিমধ্বক্ত-রক্তোৎপলৈঃ।

ঘৃতপূর্ণৈর্হুনেদ্ দেবি ! বাগীশত্বং প্রজায়তে ॥ ১৬

অথ ছিন্নমস্তায়াঃ। শ্রীফলানং পলাশানাং তথৈবোডুম্বরস্য চ।
সর্বসিদ্ধি-প্রদো হোমঃ কর্ত্তব্যোঽথ প্রযত্নতঃ ॥ ১৭
শতমষ্টোত্তরং হুত্বা জপং কুর্য্যাৎ ততঃ পরম্।
মালতী-কুসুমৈর্হোমঃ কর্ত্তব্যো মধু-সংযুতৈঃ।
ঘৃতেন সহিতে বাপি বাগীশত্ব-প্রদায়কঃ ॥ ১৮
ছাগমাংসং সরক্তঞ্চ ঘৃতেন প্লাবিতং তথা।
যো জুহুয়াৎ সদা দেবীং রাজা তস্য বশো ভবেৎ।
শ্বেতেন করবীরেণ লক্ষ-হোমাচ্ছতং[১] জীবেৎ ॥ ১৯

অথ তারা-শ্যাময়োঃ। কালীতন্ত্রে—
কুলভগং[২] পুষ্পিতায়া দৃষ্ট্বা যো জপতে নরঃ।
অযুতৈক-প্রমাণেন স তু বিদ্যানিধির্ভবেৎ ॥ ২০
সংস্কৃতাঃ প্রাকৃতাঃ শব্দা লৌকিকা বৈদিকাস্তথা।
বশমায়ান্তি তে সর্বে সাধকস্য চ নান্যথা ॥ ২১

হে দেবি। ঘৃতপূর্ণ (ঘৃতাপ্লুত) মধুমিশ্রিত মালতী, মল্লিকা ও জাতী পুষ্পসমূহের দ্বারা হোম করিবেন। ইহাতে বাগীশত্ব (বাক্পতিত্ব-বাগৈশ্বর্য্য) উৎপন্ন হইবে। ১৬

অনন্তর ছিন্নমস্তার প্রয়োগ কথিত হইতেছে। তন্ত্রে বলিয়াছেন—

অনন্তর যত্নপূর্বক শ্রীফল, পলাশ ও যজ্ঞ উড়ুম্বরের সমিধ্ দ্বারা হোম করিবেন। উহা সর্বসিদ্ধি প্রদ। ১৭

একশত আট হোম করিয়া জপ করিবেন। তাহার পর মধুসংযুত মালতী পুষ্প সমূহের দ্বারা হোম কর্ত্তব্য। ঘৃতসহিত উহার হোম বাগীশত্বের প্রদায়ক। ১৮

যে ব্যক্তি ঘৃতপ্লাবিত সরক্ত ছাগ মাংস হোম করিবে, তাহার নিকট রাজা সর্বদা বশ্য হইবেন। শ্বেত করবীরের লক্ষ হোমের দ্বারা শত বর্ষ জীবিত থাকিবেন। ১৯

অনন্তর তারা ও শ্যামার প্রয়োগ কথিত হইতেছে। কালীতন্ত্রে বলিয়াছেন—

যে মানব পুষ্পিতা নারীর কুলযোনি দেখিয়া এক অযুত পরিমাণ মন্ত্র জপ করেন, তিনি বিদ্যার নিধি (সাগর) হন। ২০

সংস্কৃত, প্রাকৃত, লৌকিক ও বৈদিক যে যে শব্দ আছে, সেই সমস্ত শব্দ সাধকের নিকট বশে আসে, ইহার অন্যথা হয় না। ২১

১। খ—লক্ষহোমে শতং। ২। ক—কুলাগারং।

অথবা মুক্তকেশস্তু হবির্ভুক্ত্বা সুসংযতঃ।
প্রজপেদযুতং প্রাজ্ঞ এতদেব ফলং লভেৎ ॥ ২২

নগ্নাং পরলতাং পশ্যন্নযুতং যস্তু সাধকঃ।
প্রজপেৎ স ভবেচ্ছীঘ্রং বিদ্যায়া বল্লভঃ স্বয়ম্ ॥ ২৩

তস্য দর্শনমাত্রেণ বাদিনঃ কুণ্ঠতাং গতাঃ।
গদ্য-পদ্য-ময়ী বাণী সভায়াং তস্য জায়তে ॥ ২৪

তন্নাম্না সুধিয়ঃ সর্বে প্রণমন্তি মুদান্বিতাঃ।
তস্য বাক্য-পরিচয়াজ্জড়া ভবন্তি বাগ্মিনঃ ॥ ২৫

বিদ্যা-কামেন হোতব্যং পদ্মৈর্মধু-সমন্বিতৈঃ।
ধনকামেন হোতব্যং তিলাজ্য-মধুসংযুতম্ ॥ ২৬

বন্ধুক-পুষ্প-হোমেন দাসঞ্চ কুরুতে নৃপম্।
সপির্লবণ-হোমেন সদা কর্ষতি কামিনীম্ ॥ ২৭

বকুলৈর্হোম-মাত্রেণ সৌভাগ্যং লভতে নরঃ।
মল্লিকা-জাতি-পুন্নাগ-কদম্বৈঃ পুষ্টিমাপ্নুয়াৎ ॥ ২৮

অথবা প্রাজ্ঞ ব্যক্তি মুক্তকেশ ও সুসংযত হইয়া হবিঃ ভোজন করিয়া অযুত মন্ত্র জপ করিবেন। তাহাতে এই ফলই লাভ করিবেন। ২২

যে সাধক লগ্না পরলতাকে (পরস্ত্রীকে) দেখিতে দেখিতে অযুত সংখ্যক মন্ত্র জপ করে, সে স্বয়ং শীঘ্র বিদ্যার অধিপতি হয়। ২৩

তাহার দর্শনমাত্রে বাদিগণ কুণ্ঠিত হয়। সভায় তাহার গদ্য ও পদ্যময় বাক্য উৎপন্ন হয়। ২৪

তাহার নাম করিলে সুধীগণ হর্ষযুক্ত হইয়া প্রণাম করেন। তাহার বাক্যের পরিচয় হইতে বাগ্মিগণ জড় হইয়া যান। ২৫

বিদ্যাকামী ব্যক্তি মধুযুক্ত পদ্ম সমূহের দ্বারা হোম করিবেন। ধনকামী ব্যক্তি আজ্য ও মধু-সংযুক্ত তিলের দ্বারা হোম করিবেন। ২৬

বন্ধুক পুষ্পের হোমের দ্বারা নৃপকে দাস করে। ঘৃতযুক্ত লবণ হোমের দ্বারা কামনীকে আকর্ষণ করে। ২৭

মানব বকুলের হোমমাত্রের দ্বারা সৌভাগ্য লাভ করে। মল্লিকা, জাতী, পুন্নাগ (নাগকেশর) ও কদম্ব পুষ্পের হোমে পুষ্টি লাভ করে। ২৮

ক্ষীরাজ্য-তগরৈর্হোমাদ্ মহতীং কবিতাং লভেৎ।
চন্দনাগুরু-কাশ্মীর-কর্পূর-হোমতঃ পুনঃ।
মন্ত্রী নীল-সরস্বত্যাঃ সর্বাভীষ্টমবাপ্নুয়াৎ ॥ ২৯

নীলসরস্বতীত্যুপলক্ষণম্। কর্পূর-হোমতো মন্ত্রী সর্বাভীষ্টমবাপ্নুয়াৎ।
সম্পূজ্য মূলমন্ত্রেণ বিল্বপত্রৈর্ঘৃতান্বিতৈঃ।
সহস্রং প্রত্যহং হুত্বা প্রাপ্নোতি পরমাং গতিম্ ॥ ৩০

প্রতিদিনমিতি মণ্ডল-পর্য্যন্তম্। তথা—
ঘৃতাক্ত-মালতী-পুষ্পহোমাদ্ দ্রুত-কবির্ভবেৎ[১]। ৩১

অথ তারায়াঃ। যথা তারাপ্রদীপে—
এবং সিদ্ধমনুর্মন্ত্রী প্রয়োগান্ সাধয়েৎ ততঃ।
বিদ্যাকামেন হোতব্যং পদ্মৈর্মধুর-লোলিতৈঃ ॥ ৩২
ত্রিমধ্বক্তৈস্তিলৈর্হুত্বা ধনৈর্ধনপতির্ভবেৎ।
বন্ধূক-পুষ্প-হোমেন দাসবৎ কুরুতে নৃপান্ ॥ ৩৩

মন্ত্রজ্ঞ সাধক ক্ষীর ও আজ্যযুক্ত তগর পুষ্পের হোম দ্বারা মহাকবিত্ব লাভ করে। চন্দন, অগুরু, কাশ্মীর ও কর্পূর হোমের দ্বারা শ্রীনীল সরস্বতীর হোম হইতে সমস্ত অভীষ্ট লাভ করিতে পারে। ২৯

নীলসরস্বতী এই পদটি অন্যান্য দেবতারও উপলক্ষণ।

মন্ত্রজ্ঞ সাধক কর্পূর হোম হইতে সমস্ত অভীষ্ট লাভ করেন। মূল মন্ত্রের দ্বারা পূজা করিয়া ঘৃতান্বিত বিল্বপত্র সমূহের দ্বারা প্রত্যহ সহস্র হোম করিয়া পরম গতি লাভ করেন। ৩০

প্রতিদিন পদের অর্থ—মণ্ডল (৪৯) দিন পর্য্যন্ত প্রতিদিন। এইরূপ ঘৃতাক্ত মালতী পুষ্পের হোম হইতে দ্রুত কবি হয়। ৩১

অনন্তর তারার প্রয়োগ কথিত হইতেছে। যেমন তারাপ্রদীপে বলিয়াছেন—

মন্ত্রজ্ঞ সাধক এইরূপে মন্ত্রসিদ্ধ হইয়া তাহার পর প্রয়োগ সাধন করিবেন। বিদ্যাকামী ব্যক্তি মধুরাপ্লুত পদ্মসমূহের দ্বারা হোম করিবেন। ৩২

ত্রিমধুরাপ্লুত তিলের দ্বারা হোম করিয়া ধনে ধনপতি হইবেন। বন্ধুক পুষ্প দ্বারা হোম হইতে নৃপতিগণকে দাসবৎ করে। ৩৩

১। খ—ভবেদিত্যনন্তরং (৪৪৮ পত্রস্থঃ) অত্র যত্র যত্র হোমসংখ্যেত্যাদি পাঠঃ।

সর্পির্লবণ-হোমেন সমাকর্ষতি কামিনীম্ ।
পুষ্পৈশ্চ বকুলৈর্হুত্বা সৌভাগ্যং বিপুলং লভেৎ ॥ ৩৪
মল্লিকা-জাতি-পুন্নাগ-কদম্বৈঃ পুষ্টিমাপ্নুয়াৎ ।
রাজবৃক্ষস্য পুষ্পেণ বিপুলাঞ্চ শ্রিয়ং লভেৎ ॥ ৩৫
দূর্বা-হোমেন দীর্ঘায়ুর্ভবেন্ মন্ত্রী নিরাময়ঃ ।
ক্ষীরাক্ত-তগরৈর্হোমান্ মহতীং কবিতাং লভেৎ ॥ ৩৬
চন্দনাগুরু-কাশ্মীর-কর্পূরৈর্হোমতঃ পুনঃ ।
প্রত্যেক-দ্রব্য-হোমেন সর্বসিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৩৭
বিল্বপত্র-সহস্রৈস্তু যদি বর্ষং দিনে দিনে ।
পরমাং গতিমাপ্নোতি দেবানামপি দুর্লভাম্ ।
মালতী-কুসুমৈর্হোমাৎ কবিতাং লভতে ধ্রুবম্ ॥ ৩৮

অত্র কাল্যুক্ত-প্রকারোঽপি বোধ্যঃ, দ্বয়োরাচারাবিশেষাৎ। অথ যত্র যত্র হোম-সংখ্যা নোক্তা, তত্রাঽযুতহোমঃ। যথা—

সর্বস্যৈব তু হোমস্য নিয়মোঽযুতসংখ্যকঃ। ৩৯

সর্পিযুক্ত লবণ হোমের দ্বারা কামিনীগণকে আকর্ষণ করে। বকুল পুষ্পের দ্বারা হোম করিয়া বিপুল সৌভাগ্য লাভ করে। ৩৪

মল্লিকা, জাতী, পুন্নাগ ও কদম্ব পুষ্পের হোমে পুষ্টিলাভ করে। রাজবৃক্ষের পুষ্পের দ্বারা হোমে বিপুল ঐশ্বর্য্য লাভ করে। ৩৫

মন্ত্রজ্ঞ সাধক দূর্বাহোমের দ্বারা নিরাময় হইয়া দীর্ঘায়ু লাভ করে। ক্ষীরাপ্লুত তগর পুষ্পের হোমের দ্বারা মহাকবিত্ব লাভ করে। ৩৬

পুনরায় চন্দন, অগুরু, কাশ্মীর ও কর্পূর দ্বারা হোমে কবিত্ব লাভ করে। উহাদের প্রত্যেক দ্রব্যের হোমে সর্বসিদ্ধি লাভ করে। ৩৭

যদি এক বর্ষ যাবৎ দিনে দিনে (প্রতি দিন) বি াপত্র সহস্রের দ্বারা হোম করে, তাহা হইলে দেবগণের দুর্লভ পরম গতি লাভ করে। মালতী পুষ্পসমূহের হোমের দ্বারা নিশ্চয়ই কবিত্ব লাভ করে। ৩৮

কালী ও তারার আচারের (অনুষ্ঠানের) বিশেষ না থাকায় এস্থলে কালী প্রকরণোক্ত প্রকারও জ্ঞাতব্য। এস্থলে যেখানে যেখানে হোমের সংখ্যা উক্ত হয় নাই, সেস্থলে অযুত সংখ্যক হোমই হইবে। যেমন বলিয়াছেন—(প্রয়োগে হোম সংখ্যার উল্লেখ না থাকিলে) সমস্ত হোমের স্থলে অযুত সংখ্যক হোম করাই নিয়ম। ৩৯

তন্ত্রান্তরে—যত্র জাপে চ হোমে চ সংখ্যা নোক্তা মনীষিভিঃ।
তত্রৈব গণনা প্রোক্তা গজান্তক-সহস্রকম্ ॥ ৪০। ইতি

তথাচ অযুতম্ অষ্টোত্তর-সহস্রং বা হোমঃ। ইতি প্রয়োগ-বিধানং কিঞ্চিদুক্তম্। বিস্তরস্ত্বন্যত্র-দ্রষ্টব্যঃ। ৪১

অথ তর্পণম্

মৎস্যসূক্তে—মধুনা তর্পণং কুর্য্যাৎ সর্বকাম-প্রপূরকম্।
মন্ত্রসিদ্ধি-করং সাক্ষান্ মহাপাতক-নাশনম্ ॥ ৪২

নীলতন্ত্রে—কর্পূর-মিশ্রিতৈস্তোয়ৈর্মাসমাত্রং হি তর্পয়েৎ।
বশীকৃত্য নৃপান্ সর্বান্ ভোগী স্যাদ্ যাবদায়ুষম্ ॥ ৪৩
ঘৃতৈঃ পূর্ণায়ুষঃ সিদ্ধ্যৈ[১] দুগ্ধৈরারোগ্য-সিদ্ধয়ে।
অগুরুমিশ্রিতৈস্তোয়ৈঃ সর্বকালং সুখী ভবেৎ ॥ ৪৪
নারিকেলোদকৈর্মিশ্রৈস্তোয়ৈঃ সর্বার্থ-সিদ্ধয়ে।
মরিচ-মিশ্রিতৈস্তোয়ৈস্তথা শত্রূন্ বিনাশয়েৎ ॥ ৪৫

তন্ত্রান্তরে এই বলিয়াছেন—যে স্থলে জপে ও হোমে মনীষিগণ কর্ত্তৃক সংখ্যা উক্ত হয় নাই, সেস্থলে গজান্তক (দশ) সহস্র গণনা (সংখ্যা) উক্ত হইয়াছে। ৪০

সুতরাং অযুত অথবা অষ্টোত্তর সহস্র (১০০৮) হোম কর্ত্তব্য। এই প্রকারে প্রয়োগের বিধান যৎকিঞ্চিৎ কথিত হইল। ইহার বিস্তর শারদা তিলক প্রভৃতি অন্যান্য গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। ৪১

অনন্তর তর্পণ কথিত হইতেছে। মৎস্য সূক্তে বলিয়াছেন—মধু দ্বারা তর্পণ করিবে। উহা সর্বকাম প্রপূরক, মন্ত্রসিদ্ধিকর ও সাক্ষাৎ মহাপাপের নাশক। ৪২

নীলতন্ত্রে এই বলিয়াছেন—কর্পূর মিশ্রিত জলের দ্বারা একমাসমাত্র যাবৎ তর্পণ করিবে। উহা দ্বারা সমস্ত নৃপতিকে বশ করিয়া আয়ুষ্কাল যাবৎ ভোগী হইবে। ৪৩

পূর্ণ আয়ুর সিদ্ধির জন্য ঘৃতের দ্বারা এবং আরোগ্য সিদ্ধির জন্য দুগ্ধের দ্বারা তর্পণ করিবে। অগুরু মিশ্রিত জলের দ্বারা তর্পণ করিলে সর্বকালে সুখী হয়। ৪৪

সমস্ত অর্থের সিদ্ধির নিমিত্ত নারিকেল জল মিশ্রিত জলের দ্বারা তর্পণ করিবে। সেইরূপ মরিচ মিশ্রিত জলের দ্বারা তর্পণ শত্রুগণকে বিনাশ করে। ৪৫

১। খ—পূর্ণায়ুষঃসিদ্ধো।

কেবলৈরুষ্ণতোয়ৈশ্চ শত্রুমুচ্চাটয়েৎ ক্ষণাৎ।

জ্বরাবিষ্টো ভবেৎ তেন দুগ্ধ-সেকাৎ শমং নয়েৎ ॥ ৪৬

সিন্ধুসারস্বতে—শতাভিজপ্ত-মাত্রেণ রোচনা-তিলকং নরঃ।

কৃত্বা পশ্যতি যং মন্ত্রী তং কুর্য্যাদ্ দাসবৎ সুধীঃ ॥ ৪৭

ফেৎকারীয়ে— উপচার-বিশেষেণ রাজপত্নীং[১] বশং নয়েৎ।

রাজানং জপ-মাত্রেণ বলিনা সকলং জগৎ ॥ ৪৮

উপচার-বিশেষেণ মদ্যাদিনেত্যধিকারি-ভেদাদ্ বোধ্যম্। জপমাত্রেণেতি পূজা-বহির্ভাবেনেত্যর্থঃ। বলিদ্রব্যস্তু মৎস্য সূক্তে (৪৯)—

রম্ভা-জাতী-বীজপুরং সুগন্ধি-পরিমিশ্রিতঃ।

মিশ্রীকৃত্য বলিং দদ্যাদষ্টম্যাঞ্চ বিশেষতঃ ॥ ৫০

বলিমন্ত্রস্তু—প্রণবং পূর্বমুচ্চার্য্য উগ্রতারে ততঃ পরম্।

বিকটদংষ্ট্রে! মোহয়-পদ-দ্বন্দ্বং সমুচ্চরেৎ।

মারয় খাদয় শত্রূন্ পচ-দ্বয়ং বদেৎ ততঃ ॥ ৫১

কেবল উষ্ণ জলের দ্বারা তর্পণ ক্ষণমাত্রেই শত্রুকে উচ্চাটন করে। সেই তর্পণ দ্বারা শত্রু জ্বরাবিষ্ট হয়, দুগ্ধ সেচনের দ্বারা জ্বরের শান্তি হয়। ৪৬

সিন্ধু-সারস্বতে বলিয়াছেন—রোচনা দ্বারা তিলক করিয়া শত বার জপমাত্র দ্বারা মন্ত্রজ্ঞ সুধী সাধক যাহাকে দর্শন করে, তাহাকে দাসবৎ করে। ৪৭

ফেৎকারীয় তন্ত্রে বলিয়াছেন—উপচার বিশেষের (মদ্যাদি) দ্বারা তর্পণ রাজ-পত্নীগণকে বশ করে। জপমাত্রের দ্বারা রাজাকে বশ করে। বলি দ্বারা সকল জগৎকে বশ করে। ৪৮

উপচার বিশেষের দ্বারা—মদ্যাদি দ্বারা। ইহা অধিকারী ভেদে জানিবেন। জপমাত্রের দ্বারা ইহার অর্থ—পূজা বহির্ভূত জপমাত্রের দ্বারা। বলি দ্রব্য মৎস্য সূক্তে বলিয়াছেন (৪৯)—

সুগন্ধি পরিমিশ্রিত রম্ভা, জাতী, বীজপুরকে মিশ্রিত করিয়া বলি দিবেন। বিশেষতঃ অষ্টমীতে ঐ বলি দিবেন। ৫০

বলির মন্ত্র হইতেছে—পূর্বে প্রথমে প্রণব উচ্চারণ করিয়া 'উগ্রতারে' তাহার পর 'বিকট দংষ্ট্রে' ও 'মোহয় মোহয়' পদ দুইটি উচ্চারণ করিবেন। তাহার পর মারয় খাদয় শত্রূন্ ও দুইটি পচ অর্থাৎ 'পচ পচ' বলিবেন। ৫১

১। ক—রাজপত্নীবশং।

যে মাং হিংসিতুমুদ্যতা যোগিনীচক্রে তান্ হারয় হুঁ ফট্ স্বাহা। পরাবিদ্যামাকর্ষয় ক্রটদ্বয়ং কপালে গৃহ্ণ গৃহ্ণ বলিং স্বাহেতি। অয়ং মন্ত্রস্তারা-বিষয়ে। কাল্যাদৌ তু তৎ-পটলোক্ত-বলিমন্ত্রো বোদ্ধব্যঃ। ৫২

অথ নিগ্রহোপায়ঃ[১]। তৎ মারণম্। ফেৎকারীয়ে—

নরাস্থনি লিখেন্ মন্ত্রং ক্ষারযুক্ত[২]-হরিদ্রয়া।
সহস্রং পরিসংজপ্য নিশায়াং শনি-বাসরে।
নিক্ষিপ্যতে যস্য গৃহে মৃত্যুস্তস্য দ্বিমাসতঃ॥ ৫৩
ক্ষেত্রে তু শস্য-হানিঃ স্যাজ্ জবহানিস্তুরঙ্গমে[৩]।
ধনহানির্ধনাগারে গ্রাম-মধ্যে তু তৎ-ক্ষয়ঃ॥ ৫৪

নরাস্থনি—মৃত-কীকশে। মন্ত্রং স্বীয়ম্[৪]। ক্ষারস্তু শ্যেনবিট্‌যুক্তং বিট্-

---

যে মাং হিংসিতুমুদ্যতা যোগিনীচক্রে তান্ হারয় হুং ফট্ স্বাহা। পরাবিদ্যামাকর্ষয় ও ক্রট ক্রট কপালে গৃহ্ণ গৃহ্ণ বলিং স্বাহা—বলিবেন। তাহাতে এই মন্ত্র হইবে—

ওঁ উগ্রতারে বিকট-দ্রংষ্ট্রে মোহয় মোহয় মারয় খাদয় শত্রূন্ পচ পচ। যে মাং হিংসিতুমুদ্যতা যোগিনী-চক্রে তান্ হারয় হুং ফট্ স্বাহা। পরবিদ্যামাকর্ষয় ক্রট ক্রট কপালে গৃহ্ণ গৃহ্ণ বলিং স্বাহা। ৫২

এই মন্ত্রটি তারাবিষয়ে। কালী প্রভৃতি বিষয়ে কিন্তু সেই সেই পটলোক্ত বলিমন্ত্রই বলির মন্ত্র বুঝিতে হইবে।

অনন্তর নিগ্রহের উপায় কথিত হইতেছে। নিগ্রহ হইতেছে মারণ। ফেৎকারীয় তন্ত্রে বলিয়াছেন—নরের অস্থিতে ক্ষারযুক্ত হরিদ্রা দ্বারা মন্ত্র লিখিবেন। শনিবার রাত্রিতে এক সহস্র জপ করিয়া যাহার গৃহে নিক্ষেপ করিবেন, তাহার দুই মাসের মধ্যে মৃত্যু হইবে। ৫৩

উহা ক্ষেত্রে নিক্ষেপ করিলে শস্য হানি হইবে। তুরঙ্গমে (অশ্বশালায়) নিক্ষেপ করিলে অশ্বের জব (গতিবেগ) হানি হয়। ধনাগারে নিক্ষেপ করিলে ধন হানি হয়। গ্রাম মধ্যে নিক্ষেপ করিলে সেই গ্রামের ক্ষয় হয়। ৫৪

নরাস্থিতে—মৃত ব্যক্তির অস্থিতে। মন্ত্র—নিজের ইষ্টদেবের মন্ত্র। ক্ষার কিন্তু

১। খ—নিগ্রহাত্থ্যপয়াঃ। বীরতন্ত্রে—শ্মশানাঙ্গারমাদায় মঙ্গলে বাসরে নিশি। কৃষ্ণবস্ত্রেণ সংবেষ্ট্য বধ্নীয়াদ্ রক্ততন্তুনা। শতাভিমন্ত্রিতং কৃত্বা নিক্ষিপেদ্ বেরি-বেশ্মনি। সপ্তাহাভ্যন্তরে তস্য চোচ্চাটনমিদং মহৎ। ফেৎকারীয়—ইতি পাঠঃ। ২। ক+খ—ক্ষারযুক্তং হরিদ্রয়া। ৩। ক—জীবহানিস্তুরগমে। ৪। খ—নরাস্থনীত্যাদি-স্বীয়মিত্যন্ত-পাঠো নাস্তি।

লবণম্। লিখেন্ মন্ত্রমিতি মন্ত্রং লিখিত্বা[1] হৃল্লেখাধোগতরেফ-মধ্যে যস্য[2] যো মন্ত্রস্তদীয়-লজ্জা-বীজস্থ-রেফমধ্যে অমুকং মারয় মারয়েত্যাদি-সাধ্যসহিত-মিত্যর্থঃ। অথবা সাধ্যং লিখিত্বা তদন্তে মন্ত্রং লিখেৎ। সহস্রং পরিসংজপ্যেতি। অমুকং মারয় ইত্যন্তস্য মন্ত্রস্য জপঃ। বিদ্বেষে তু অমুকামুকয়োর্দ্বেষং কুরু ইত্যস্যান্তে মন্ত্রমুচ্চার্য্য সহস্রং জপেদিতি। ৫৫

অথাকর্ষণম্। ভূতডামরে—শ্রীবীজং মান্মথং বীজং লজ্জা-বীজং সমুদ্ধরেৎ।

প্রথমং প্রণবং দত্ত্বা ত্রিপুরাদেবি! পদং ততঃ॥ ৫৬

অমুকীতি পদ-দ্বন্দ্বমাকর্ষয়-পদ-দ্বয়ম্।

স্বাহান্তং মন্ত্রমুদ্ধৃত্য জপেদ্ দশ-সহস্রকম্॥ ৫৭

ষট্‌কোণঞ্চ সমালিখ্য রক্তচন্দন-কুঙ্কুমৈঃ।

ষড়ঙ্গং কারয়েন্ মন্ত্রী লজ্জাবীজ-সমন্বিতম্।

ষড়্‌দীর্ঘ-ভাক্-স্বরেণৈব নাদবিন্দু-বিভূষিতম্॥ ৫৮

শ্যেনবিষ্ঠা যুক্ত বিট্‌লবণ। লিখেন্ মন্ত্রম্ এই কথার অর্থ—মন্ত্র লিখিয়া হৃল্লেখার (হ্রীং) রেফের মধ্যে অর্থাৎ যাহার যে মন্ত্র, তাহার লজ্জা বীজের (হ্রীংকারের) রেফ মধ্যে অমুকং মারয় মারয় ইত্যাদি সাধ্য সহিত। অথবা সাধ্য লিখিয়া তদন্তে মন্ত্র লিখিবেন। সহস্রং পরিজপ্য, ইহার অর্থ—অমুকং মারয় মারয় ইত্যন্ত মন্ত্রের জপ করিয়া। বিদ্বেষে কিন্তু অমুকামুকয়োর্দ্বেষং কুরু—ইহার অন্তে মূল মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া সহস্র সংখ্যক জপ করিবেন। ৫৫

অনন্তর আকর্ষণ কথিত হইতেছে। ভূতডামর তন্ত্রে বলিয়াছেন—

শ্রীবীজ (শ্রীং) মান্মথ বীজ (ক্লীং), লজ্জাবীজ (হ্রীং) উদ্ধার করিবেন। প্রথমে প্রণব দিয়া 'ত্রিপুরা দেবি'! পদ, তাহার পর 'অমুকীং অমুকীং' এই দুইটি পদ ও আকর্ষয় আকর্ষয় এই দুইটি পদ ও অন্তে স্বাহা—এইরূপ স্বাহান্ত মন্ত্র উদ্ধার করিয়া দশ সহস্র জপ করিবে। তাহাতে মন্ত্রটী হইবে—ওঁ শ্রীং ক্লীং হ্রীং ত্রিপুরা দেবি! অমুকীমাকর্ষয় অমুকীমাকর্ষয় স্বাহা। (অমুকী স্থলে আকর্ষণীয়া নারীর নাম উচ্চার্য্য)। ৫৬-৫৭

রক্তচন্দন ও কুঙ্কুমের দ্বারা একটি ষট্‌কোণ লিখিয়া মন্ত্রজ্ঞ সাধক লজ্জাবীজ (হ্রীং) যুক্ত ছয়টি দীর্ঘ স্বরের সহিত নাদ বিন্দু বিভূষিত ষড়ঙ্গ করাইবেন। ৫৮

১। খ—লিখেনিত্যাদি-লিখিত্বেত্যন্ত-পাঠো নাস্তি। ২। খ—লবণমিত্যনন্তরং হৃল্লেখাধোগত-রেফমধ্যে অমুকামুকয়োর্মহদ্বেষং কুরু ইতি। তদুক্তং—দ্বেষে তু বিলিখেন্ মন্ত্রং প্রেত-কর্পটকে সুধীঃ। দ্বেষ্যদ্বেষকয়োর্নাম্না তয়োর্দ্বেষো মহান্ ভবেৎ। লিখেন মন্ত্রমিতি মন্ত্রং লিখিত্বা হৃল্লেখামধ্যে অমুকং মারয় মারয়েত্যাদি সাধ্যসহিতমিত্যর্থঃ। অথবা সাধ্যমিত্যাদি পাঠঃ।

রক্তপুষ্পাক্ষত-ধূপ-নৈবেদ্যৈঃ পরিপূজ্যতাম্ ।
ভাবয়ন্ চেতসা দেবীং ত্রিনেত্রাং চন্দ্রশেখরাম্ ॥ ৫৯
বালার্ক-কিরণ-প্রখ্যাং সিন্দুরারুণ-বিগ্রহাম্ ।
পদ্মঞ্চ দক্ষিণে পাণৌ জপমালাঞ্চ বামকে ॥ ৬০
মন্ত্রস্যাস্য প্রসাদেন রম্ভামপি তথোর্বশীম্ ।
আকর্ষয়েন্ন সন্দেহঃ কিং পুনর্মানুষীমিহ ॥ ৬১

অমুকীতি আকর্ষয়েতি সম্বন্ধাং দ্বিতীয়ান্তামিত্যর্থঃ[১] ।

অথবা— ভূর্জপত্রে সমালিখ্য কুঙ্কুমালক্ত-বারিণা ।
কাশ্মীরাগুরু-কস্তূরী-রোচনা-মিলিতেন তু ।
অনামা-রক্ত-মিশ্রেণ কামলাক্ষী-মন্ত্রং ততঃ ॥ ৬২

ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ কামলাক্ষি অমুকীং আকর্ষয় আকর্ষয় হূঁ ফট্ ।

ইমং মন্ত্রং জপেদাদৌ সহস্রৈকং ততঃ পুনঃ ।
তদ্‌ভূর্জপত্রমাদায় গুলিকাং কারয়েৎ সুধীঃ ॥ ৬৩
তেনৈব সাধ্য-পাদোত্থ-মৃত্তিকা-পঙ্ক-বেষ্টিতম্ ।
শোষিতং তেজসা ভানোর্বেষ্টয়েৎ ত্রিকটুকৈঃ পুনঃ ॥ ৬৪

রক্তপুষ্প, অক্ষত, ধূপ ও নৈবেদ্যের দ্বারা ত্রিনেত্রা, চন্দ্র-শেখরা, বালার্ক-কিরণের তুল্যা সিন্দূরের ন্যায় অরুণ বর্ণ দেহ-ধারিণী, দক্ষিণ হস্তে পদ্ম ও বামহস্তে জপমালা-ধারিণী দেবীকে মনে মনে ভাবনা করিতে করিতে সম্যক্‌রূপে পূজা করিবে। ৫৯-৬০

এই মন্ত্রের প্রসাদে রম্ভা তথা উবশীকেও আকর্ষণ করিতে পারিবে, সন্দেহ নাই। ইহলোকে মানবীকে যে আকর্ষণ করিবে, ইহাতে বক্তব্য কি? অর্থাৎ কোনই বক্তব্য নাই। ৬১

অমুকী এই পদটির আকর্ষয় এই পদের সহিত সম্বন্ধ ও উহা দ্বিতীয়া বিভক্তি অন্ত—এই অর্থ অর্থাৎ অমুকীং আকর্ষয় অমুকীং আকর্ষয় এই পদ দ্বয়।

অথবা ভূর্জপত্রে কাশ্মীর, অগুরু, কস্তূরী ও গোরোচনা মিলিত (মিশ্রিত) অনামার রক্তের দ্বারা মিশ্রিত কুঙ্কুম ও অলক্ত (আলতা) জলের দ্বারা কামলাক্ষী মন্ত্র লিখিয়া ওঁ হ্রীং শ্রীং কামলাক্ষি অমুকীং আকর্ষয় আকর্ষয় হুং ফট্ এই কামলাক্ষী মন্ত্র। এই মন্ত্র প্রথমে এক সহস্র জপ করিবে। তাহার পর সাধক সেই ভূর্জপত্রকে লইয়া গুলিকা করাইবেন। ৬২-৬৩

সেই মন্ত্রের দ্বারাই সাধ্যের পাদোত্থিত মৃত্তিকার পঙ্কের দ্বারা সেই ভূর্জপত্রকে

১। খ—অমুকীত্যাদি-ইত্যর্থ ইত্যন্ত-পাঠো নাস্তি।

প্রতিমাং স্ত্রীনিভাং কৃত্বা তস্যাঃ ক্ষিপেৎ তথোদরে।
গুলিকাং পাতয়েৎ পাত্রে প্রতিমাং সাধ্য-রূপিণীম্ ॥ ৬৫
তদাশাভিমুখো ভূত্বা নির্জনে নিশি সাধকঃ।
যাবদ্ গচ্ছতি চিত্তঞ্চ তাবদ্ রূপং জপেন্ মন্ত্রম্।

যাবদায়াতি সংত্রস্তা মদনালস-বিগ্রহা ॥ সাধ্যরূপিণীমভীষ্ট-স্ত্রীময়ীম্[১]। ৬৬

অথ বশীকরণম্। তত্র চামুণ্ডামন্ত্রঃ। ওঁ চামুণ্ডে জয় চামুণ্ডে মোহয় বশমানয়ামুকং স্বাহা[২]। ৬৭

ধ্যানম্— দংষ্ট্রা-কোটি-বিশঙ্কটা সুবদনা সান্দ্রান্ধকারোত্থিতা
খট্বাঙ্গাসি-নিগূঢ়-দক্ষিণ-করা বামে চ পাশং শিরঃ।
শ্যামা পিঙ্গল-মূর্দ্ধজা ভয়করী শার্দূল-চর্মাবৃতা
চামুণ্ডা শববাহিনী জপ-বিধৌ ধ্যেয়া সদা সাধকৈঃ ॥ ৬৮

ইতি ধ্যাত্বা লক্ষং জপ্ত্বা কিংশুক-পুষ্পৈর্দশাংশং জুহুয়াৎ। ৬৯

বেষ্টিত ও সূর্য্যতাপে শুষ্ক করিবেন। পুনরায় ত্রিকটুকের (শুঁঠ, পিপ্পল, মরিচের) দ্বারা বেষ্টিত করিবে। ৬৪

সাধ্য স্ত্রীর ন্যায় এক প্রতিমা নির্মাণ করিয়া সেই গুলিকার উদরে নিক্ষেপ করিবে। গুলিকা ও সাধ্যরূপিণী প্রতিমাকে পাত্রে পাতিত (স্থাপিত) করিবে। তখন সাধক নির্জন দেশে রাত্রিতে সেই শক্তির দিকে মুখ করিয়া যে পর্য্যন্ত চিত্ত সেই রূপের প্রতি গমন করে অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত সেই রূপ ধারণ করিয়া রাখে, অন্য বিষয়ে গমন না করে অর্থাৎ ঐরূপে চিত্ত স্থির করিয়া যে পর্য্যন্ত মদনে অলস-দেহা সেই অভীষ্টা স্ত্রী না আসে, সেই পর্য্যন্ত মন্ত্র জপ করিবে। সাধ্যরূপিণী—অভীষ্ট স্ত্রীময়ী অর্থাৎ যে স্ত্রীলোককে আকর্ষণ করিতে চাহেন, তন্ময়ী। ৬৫-৬৬

অনন্তর বশীকরণ কথিত হইতেছে। সেই বশীকরণে চামুণ্ডা মন্ত্র হইতেছে—ওঁ চামুণ্ডে ! জয় চামুণ্ডে ! মোহয় বশমানয়ামুকং স্বাহা। ৬৭

ধ্যানের অর্থ হইতেছে—দংষ্ট্রা কোটিতে বিশাল বদনা, সুবদনা, ঘন অন্ধকার হইতে উত্থিতা, খট্টাঙ্গ ও অসিতে আচ্ছাদিত দক্ষিণকরা, বামকরে পাশ ও মুণ্ডধারিণী, শ্যামবর্ণা, পিঙ্গলকেশা, ভয়ঙ্করী, ব্যাঘ্রচর্মাবৃতা শববাহিনী চামুণ্ডা জপবিধিতে সাধকগণ কর্ত্তৃক সর্বদা ধ্যেয়া। ৬৮

এই প্রকারে ধ্যান করিয়া লক্ষ মন্ত্র জপ করিয়া কিংশুক পুষ্পের দ্বারা জপের দশাংশ হোম করিবে। ৬৯

১। খ—সাধ্যরূপিণীমভীষ্টস্ত্রীময়ীমিতি পাঠো নাস্তি। ২। খ—বশমানয় স্বাহা।

অথ বিদ্বেষণম্

দ্বেষে তু বিলিখেন্ মন্ত্রং প্রেত-কর্পটকে সুধীঃ।
দ্বেষ্য-দ্বেষকয়োর্নাম্না তয়োর্দ্বেষো মহান্ ভবেৎ ॥ ৭০

বিলিখেন্মন্ত্রমিতি[১]। মন্ত্রং লিখিত্বা তদীয়-মায়াবীজাধোগত-রেফ-মধ্যে অমুকামুকয়োর্মহাদ্বেষং কুরু ইতি মারণোক্ত-দ্রব্যেণ লিখেৎ। অথবা অমুকামুকয়োর্দ্বেষং কুরু ইতি সাধ্যং লিখিত্বা তদন্তে মন্ত্রং লিখেৎ। এবং অমুকামুকয়োর্দ্বেষং কুরু ইত্যস্যান্তে মন্ত্রমুচ্চার্য্য সহস্রং জপেৎ। কর্পটক-মস্থি, পূর্বৈক-বাক্যত্বাৎ। ৭১

তন্ত্রে— অন্যোন্য-সমসংরম্ভাৎ রোষিতৌ সমরে বয়ৌ।
তদীয়-নখরোড্ডীন-ধূলিমাদায় সাধকঃ ॥ ৭২
ধূলিনা তেন বিদ্বেষস্তাড়নাদভিজায়তে।
পরস্পরং রিপোর্বৈরং মিত্রেণ সহ নিশ্চিতম্ ॥ ৭৩

বয়ৌ[২] পক্ষিণৌ। তয়োর্নখরোড্ডীন-ধূলিভিস্তাড়নাদ্ বিদ্বেষো ভবতি। তাড়িতয়োরিতি বাক্যার্থঃ অত্র বয়ঃশব্দো অদন্ত এব নির্দিষ্টঃ[৩]। ৭২

অনন্তর বিদ্বেষণ কথিত হইতেছে। তন্ত্রে বলিয়াছেন—সুধী সাধক বিদ্বেষে প্রেতের কর্পটকে দ্বেষ্য ও দ্বেষকের নামের সহিত মন্ত্র লিখিবেন। তাহাদের মধ্যে মহাদ্বেষ হইবে। ৭০

বিলিখেন্ মন্ত্রং ইহার অর্থ—মন্ত্র লিখিয়া সেই মন্ত্রের অন্তর্গত মায়াবীজের (হ্রীংকারের) অধোগত রেফের মধ্যে অমুকামুকয়োর্মহাদ্বেষং কুরু এই মন্ত্রটি মারণোক্ত দ্রব্যের দ্বারা লিখিবেন। অথবা অমুকামুকায়োর্দ্বেষং কুরু এই সাধ্য লিখিয়া তাহার অন্তে মন্ত্র লিখিবেন। এইরূপে অমুকামুকয়োর্দ্বেষং কুরু ইহার অন্তে মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া সহস্র জপ করিবেন। পূর্বের সহিত একবাক্যতা নিবন্ধন এস্থলে কর্পটক—অস্থি। ৭১

তন্ত্রে বলিয়াছেন—দুইটি পক্ষী পরস্পরের যুদ্ধারম্ভে ক্রুদ্ধ হইয়া নখে ধূলি উড়াইয়া থাকে। সাধক সেই দুই পক্ষীর নখরে উড্ডীন ধূলি লইয়া সেই ধূলি দ্বারা বিদ্বেষণীয় ব্যক্তিদ্বয়কে আঘাত করিলে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষ জন্মে। মিত্রের সহিত রিপুর পরস্পর বৈর নিশ্চয়ই জন্মে। ৭২-৭৩

বয়—পক্ষী। তাহাদের নখে উড্ডীন ধূলির আঘাত হইতে বিদ্বেষ জন্মে। ধূলি

১। খ—বিলিখেন্মন্ত্রমিত্যাদি পূর্বৈকবাক্যত্বাৎ তন্ত্রে ইত্যন্তঃ পাঠো নাস্তি। ২। খ—সমরারম্ভ-রৌষিতৌ যৌ বয়ৌ। ৩। ক—তয়োরিত্যাদি—নির্দিষ্ট ইত্যন্তঃ পাঠো নাস্তি।

তথা— মহিষাশ্ব-পুরীষাভ্যাং গোমূত্রেণ সমালিখেৎ।
যয়োর্নাম তয়োঃ শীঘ্রং বিদ্বেষশ্চ পরস্পরম্ ॥ ৭৫
রক্তেন মহিষাশ্বেন শ্মশানে বস্ত্রকে লিখেৎ।
যস্য নাম ভবেৎ তস্য বিদ্বেষশ্চ পরস্পরম্ ॥ ৭৬

অথবা ষট্‌কোণ-চক্র-মধ্যে ওঁ নমো মহাভৈরবায় শ্মশান-বাসিনে অমুকামুকয়োর্বিদ্বেষং কুরু কুরু হূঁ ফট্। এতন্মন্ত্রলিখনে বিদ্বেষো ভবতি। তত্রৈব—

অন্য-যোগমহং বক্ষ্যে দুর্লভং বসুধা-তলে।
জ্ঞানমাত্রেণ শত্রূণাং বিদ্বেষো জায়তে ধ্রুবম্ ॥ ৭৭

ওঁ নমো ভগবতি! শ্মশান-কালিকে! অমুকং বিদ্বেষয় বিদ্বেষয় হন হন পচ পচ মথ মথ হূঁ ফট্ স্বাহা। ৭৮

অমুনা মন্ত্র-রাজেন হোময়েৎ প্রয়তঃ সুধীঃ।
বহ্নিকুণ্ডে নিম্বপত্রেণ কটুতৈলান্বিতেন চ ॥ ৭৯
প্রজ্বাল্য খাদিরং বহ্নিং শ্মশানজং ততঃ পুনঃ।
দশ-সাহস্র-সংযুক্তং তিল-যবাক্ষতান্বিতম্ ॥ ৮০

দ্বারা তাড়িত ব্যক্তিদ্বয়ের বিদ্বেষ জন্মে, এইটি বাক্যার্থ। এস্থলে বয় শব্দ অকারান্ত নির্দিষ্ট হইয়াছে। ৭৪

এইরূপ আরও বলিয়াছেন—মহিষ ও অশ্বের বিষ্ঠার সহিত গোমূত্রের দ্বারা যে দুই জনের নাম সম্যক্‌ভাবে লিখিবে, তাহাদের পরস্পরের শীঘ্র বিদ্বেষ জন্মে। ৭৫

মহিষ ও অশ্বের রক্ত দ্বারা শ্মশানের বস্ত্রে যাহাদের নাম লিখিবেন, তাহাদের পরস্পরের বিদ্বেষ জন্মে। ৭৬

অথবা ষট্‌কোণ চক্র মধ্যে ওঁ নমো মহাভৈরবায় শ্মশানবাসিনে অমুকামুকয়োর্বিদ্বেষং কুরু কুরু হূং ফট্। এই মন্ত্র লিখিলে বিদ্বেষ হয়। সেইখানে বলিয়াছেন—

বসুধাতলে দুর্লভ অন্য প্রকার বিদ্বেষণের প্রয়োগ বলিতেছি। যাহার জ্ঞানমাত্রের দ্বারা শত্রুগণের নিশ্চয়ই বিদ্বেষ জন্মে। ৭৭

উক্ত প্রয়োগের মন্ত্র ওঁ নমো ভগবতি শ্মশানকালিকে। অমুকং বিদ্বেষয় বিদ্বেষয় হন হন পচ পচ মথ মথ হূঁ ফট্ স্বাহা—এই মন্ত্রটি উক্ত হইয়াছে। ৭৮

সুধী সাধক সংযত হইয়া বহ্নিকুণ্ডে (ত্রিকোণকুণ্ডে) এই মন্ত্ররাজের দ্বারা কটুতৈলের দ্বারা আপ্লুত নিম্ব পত্র হোম করিবেন। ৭৯

সুধী সাধক সংযত হইয়া বহ্নিকুণ্ডে এই মন্ত্রে শ্মশানজাত খদির কাষ্ঠের বহ্নি

ভাবয়ন্ কালিকাং দেবীমিন্দ্রনীল-সমপ্রভাম্ ।
ব্যোমনীলাং মহাচণ্ডাং সুরাসুর-বিমর্দিনীম্ ॥ ৮১
ত্রিলোচনাং মহারাবাং সর্বাভরণ-ভূষিতাম্ ।
কপাল-কর্ত্তৃকা-হস্তাং চন্দ্র-সূর্য্যোপরি স্থিতাম্ ॥ ৮২
শবজানু-গতাং চৈব প্রেতভৈরব-বেষ্টিতাম্[১] ।
বসন্তীং পিতৃ-কান্তারে সর্বসিদ্ধি-প্রদায়িনীম্ ।
হোময়েদ্ বিবিধৈঃ পুষ্পৈর্বলি-ছাগোপহারকৈঃ ॥ ৮৩
পূজয়িত্বা মহেশানীং ভক্তি-যুক্তেন চেতসা ।
তদ্ভস্ম চ সমাদায় কারয়েদভিমন্ত্রিতম্[২] ॥ ৮৪
ভস্মনা তেন যং হন্যাদ্ বিদ্বেষস্তদ্ ভবেন্ নৃণাম্ ।
বহ্নিঃ শীতলতাং যাতি পতেদ্ ভূমৌ যদা রবিঃ ॥ ৮৫
যদা শুষ্যতি পাথোধিশ্চন্দ্রমাঃ পততে যদি ।
তদা মিথ্যা ভবেদ্ দেবি ! যোগরাজঃ সুদুর্লভঃ ॥ ৮৬

অভিমন্ত্রিতমিতি[৩] অষ্টোত্তরশতেনেত্যর্থঃ । অথবা—

প্রজ্বালিত করিয়া তাহার পর তিল, যব ও অক্ষত মিশ্রিত দশ সহস্র সংখ্যক নিম্বপত্র—ইন্দ্রনীলের তুল্য প্রভা-বিশিষ্টা আকাশের ন্যায় নীলবর্ণা, মহাচণ্ডা, সুরাসুর-বিমর্দিনী, ত্রিলোচনা, ঘোর-গর্জনা, সমস্ত আভরণে ভূষিতা, কপাল ও কর্ত্তরী-হস্তা চন্দ্র ও সূর্য্যের উপরি অবস্থিতা, শবজানুতে দণ্ডায়মানা, প্রেত ভৈরবগণের দ্বারা বেষ্টিতা পিতৃকান্তারে (শ্মশানে) বাসকারিণী সর্বসিদ্ধিপ্রদায়িনী কালিকা দেবীকে ভাবনা (ধ্যান) করিতে করিতে হোম করাইবে। বিবিধ পুষ্প, বলি ও ছাগ উপহারের দ্বারা ভক্তিযুক্ত চিত্তে মহেশানীকে পূজা করিয়া সেই হোমের ভস্ম লইয়া অভিমন্ত্রিত করাইবে। ৮০-৮৪

সেই ভস্মের দ্বারা যাহাকে আঘাত করিবেন, তাহাতে মানবগণের মধ্যে বিদ্বেষ হইবে। বহ্নি যদি শীতল হয়, রবি যদি ভূমিতে পতিত হয়, সমুদ্র যদি শুষ্ক হয়, চন্দ্রমা যদি ভূমিতে পতিত হয়, হে দেবি! তবে এই সুদুর্লভ যোগ-রাজ মিথ্যা হইতে পারে। ৮৫-৮৬

অভিমন্ত্রিত এই কথার অর্থ—অষ্টোত্তর শত মন্ত্র জপের দ্বারা অভিমন্ত্রিত। অথবা বলিয়াছেন—

১। ক—শ্লোকার্দ্ধোঽয়ং নাস্তি। ২। খ—ধারয়েদভিমন্ত্রিতম্। ৩। খ—অভিমন্ত্রিতমিতি-পাঠো নাস্তি।

ষট্‌কোণ-চক্ররাজন্তু শত্রূণাং নাম-টঙ্কিতম্ ।
পূর্ব-দ্রব্যেণ বিদ্বেষং কারয়েদথ সাধকঃ ॥ ৮৭

ওঁ হ্রীঁ বিদ্বেষিণি ! অমুকামুকয়োঃ পরস্পরং বিদ্বেষং কুরু কুরু স্বাহা ।

চক্র-বাহ্যে লিখেদেতং মন্ত্রং পূর্বোক্ত-বস্তুভিঃ ।
পরস্পরং ভবেদ্ দ্বেষো যোগোঽয়ং কুব্জিকা-মতে[১] ॥ ৮৮

তথাচ ষট্‌কোণ-চক্ররাজং লিখিত্বা মধ্যে শত্রুনাম সংলিখ্য[২] বহিরিমং মন্ত্রং লিখেৎ। লিখনঞ্চ মহিষাশ্ব-রক্তেন তয়োঃ পুরীষেণ বেতি বাক্যার্থঃ। ৮৯

অথোচ্চাটনম্[৩]

বীরতন্ত্রে—শ্মশানাঙ্গারমাদায় মঙ্গলে বাসরে নিশি।
কৃষ্ণবস্ত্রেণ সংবেষ্ট্য বধ্নীয়াদ্রক্ত-তন্তুনা ॥ ৯০
শতাভিমন্ত্রিতং কৃত্বা নিক্ষিপেদ্ বৈরি-বেশ্মনি ।
সপ্তাহাভ্যন্তরে তস্য উচ্চাটনমিদং মহৎ ॥ ৯১

শতাভিমন্ত্রিতমিতি। স্বীয়মন্ত্রেণেত্যর্থঃ। তন্ত্রান্তরে—

ষট্‌কোণ চক্ররাজ পূর্ব দ্রব্য (মহিষ ও অশ্বের রক্ত) দ্বারা শত্রুর নামের দ্বারা বদ্ধ হইবে অর্থাৎ শত্রুর নাম লিখিতে হইবে। অনন্তর সাধক বিদ্বেষ করাইবে। ৮৭

ওঁ হ্রীং বিদ্বেষিণি। অমুকামুকয়োঃ পরস্পরং বিদ্বেষং কুরু কুরু স্বাহা। চক্রের বাহিরে পূর্বোক্ত বস্তু সমূহের দ্বারা এই মন্ত্র লিখিবেন। তাহাতে পরস্পরের দ্বেষ হইবে। এইটি কুব্জিকা যোগ। ৮৮

অতএব ষট্‌কোণ চক্ররাজ লিখিয়া তাহার মধ্যে শত্রুর নাম লিখিয়া চক্রের বাহিরে এই মন্ত্র লিখিবেন। মহিষ ও অশ্বের রক্তের দ্বারা অথবা তাহাদের বিষ্ঠা দ্বারা মন্ত্র লিখিতে হইবে। ইহাই শ্লোকবাক্যের অর্থ। ৮৯

অনন্তর উচ্চাটন কথিত হইতেছে। বীরতন্ত্রে বলিয়াছেন—মঙ্গলবার রাত্রিকালে শ্মশানের অঙ্গার আনিয়া কৃষ্ণ বস্ত্রের দ্বারা তাহাকে বেষ্টন করিয়া রক্তত্তন্তু দ্বারা বাঁধিবেন। তাহাকে শতবার অভিমন্ত্রিত করিয়া শত্রুর গৃহে নিক্ষেপ করিবেন। সাত দিনের মধ্যেই তাহার এই মহা উচ্চাটন হইবে। ৯০-৯১

শতাভিমন্ত্রিতম্ এই কথার অর্থ—নিজের ইষ্ট মন্ত্রের দ্বারা শত বার অভিমন্ত্রিত। তন্ত্রান্তরে বলিয়াছেন—

১। খ টিপ্পনী—মন্ত্রসংজ্ঞেয়ম্। ২। খ—শত্রুনাম লিখিত্বা। ৩। খ—উচ্চাটনমিদং মহদিত্যনন্তরং নিম্বপত্রে লিখেন্মামেত্যাদি-পাঠ:।

নিম্বপত্রে লিখেন্ নাম মহিষাশ্ব-পুরীষকৈঃ।
কাকপক্ষাখ্য-লেখন্যা লেখনীয়মনন্তরম্ ॥ ৯২

ওঁ নমঃ কাকতুণ্ডি ধবলামুখি অমুকমুচ্চাটয় উচ্চাটয় হূঁ ফট্।

এতন্মন্ত্রং সমভ্যর্চ্য লিখিত্বা পূর্ব-বস্তুভিঃ।
নিম্ববৃক্ষ-স্থিতং সর্বং কাকালয়ং হুনেদথ ॥ ৯৩
শ্মশান-বহ্নিমানীয় ধুস্তুর-কাষ্ঠ-দীপিতম্।
বহ্নিং কৃত্বা মহাতৈলৈরথবা কটু-বস্তুভিঃ।
পূর্বোক্ত-মনুনা তস্য পত্রং রাজী-কটু-প্লুতম্ ॥ ৯৪
সম্পূজ্য ধবলামুখীং[১] পঞ্চোপচার-পূজয়া।
তদ্ভস্ম প্রক্ষিপেচ্ছত্রোর্মন্দিরোপরি মন্ত্রবিৎ।
ধ্যানযুক্তেন মনসা শত্রোরুচ্চাটনং ভবেৎ ॥ ৯৫
ধূম্রবর্ণাং মহাদেবীং ত্রিনেত্রাং শশি-শেখরাম্।
জটাজূট-সমাযুক্তাং ব্যাঘ্র-চর্ম-পরিচ্ছদাম্।
কৃশাঙ্গীমস্থিমালাঢ্যাং কর্ত্রিকাঢ্য-করাম্বুজাম্ ॥ ৯৬

কাকপক্ষের লেখনীতে মহিষ ও অশ্বের বিষ্ঠা দ্বারা নিম্বপত্রে উচ্চাটনীয় ব্যক্তির নাম লিখিবে। অনন্তর মন্ত্রটি লিখিবে। ৯২

ওঁ নমঃ কাকতুণ্ডি! ধবলামুখি! অমুকমুচ্চাটয় উচ্চাটয় হুং ফট্ স্বাহা। পূর্ববস্তু সমূহের দ্বারা এই মন্ত্র লিখিয়া অর্চ্চনা করিয়া নিম্ব বৃক্ষস্থিত সমস্ত কাকের বাসা অর্থাৎ বাসার কাঠ শাখাদি হোম করিবে। ৯৩

অনন্তর শ্মশানের অগ্নি আনিয়া ধুতুরার কাঠের দ্বারা সেই বহ্নিকে দীপিত করিয়া তাহাতে পূর্বোক্ত মন্ত্রে মহাতৈল (নর তৈল) দ্বারা অথবা ত্রিকটু দ্বারা হোম করিবেন। অথবা রাজী (রাই সরিষা) ও ত্রিকটু মিশ্রিত ধুতুরার পাতার দ্বারা হোম করিবে। ৯৪

মন্ত্রবিৎ সাধক ধ্যানযুক্ত চিত্তে ধবলামুখীকে পঞ্চোপচার পূজায় পূজা করিয়া সেই ভস্ম লইয়া শত্রুর মন্দিরের উপর নিক্ষেপ করিবে। তাহাতে শত্রুর উচ্চাটন হইবে। ৯৫

ধূম্রবর্ণা, ত্রিনেত্রা, শশিশেখরা, জটাজুটে মণ্ডিতা, ব্যাঘ্রচর্মরূপ পরিচ্ছদ-পরিহিতা,

---

১। খ—সম্পূজ্য ধবলামুখী।

কোটরাক্ষীমুদগ্রাঞ্চ[১] পাতাল-সন্নিভোদরাম্ ।
এবং বিভাব্য তাং দেবীমভ্যর্চ্যোচ্চাটনং চরেৎ ॥ ৯৭

মহাতৈলং নরতৈলম্ । রাজীকটু-প্লুতমিতি রাইসর্ষপ-তৈলাক্তমিত্যর্থঃ ।

অথবা— সৌরারয়োর্দিনে গ্রাহ্যং নরাস্থি-চতুরঙ্গুলম্ ।
নিশা-রসেন সংলিখ্য প্রধান-ভবনে ক্ষিপেৎ ।
সপ্তাহাভ্যন্তরে শত্রোরুচ্চাটন-করং ভবেৎ ॥ ৯৮

মন্ত্রস্তু—হূঁ অমুকস্য উচ্চাটনং কুরু কুরু স্বাহা । হূঁ অমুকং হন হন স্বাহা ।[২]

অথ স্তম্ভনম্

রিপোর্মলং বৃশ্চিকঞ্চ খনিত্বা ভুবি নিক্ষিপেৎ ।
ম্রিয়তে মল-রোধেন উদ্ধৃতে[৩] চ সুখাবহম্ ॥ ৯৯

মন্ত্রস্তু—স্তম্ভিনি অমুকস্য মলং স্তম্ভয় স্তম্ভয় হূঁ ফট্ । ইতি স্তম্ভনম্[৪] ।

অথাভিচারঃ

তত্র মহানবম্যাং শত্রুবলির্যথা—ওঁ বিরুদ্ধরূপিণি চণ্ডিকে বৈরিণমমুকং

কৃশাঙ্গী, অস্থিমালা যুক্তা ও করপদ্মদ্বয়ে কর্ত্রিকাধারিণী, কোটরাক্ষী, অত্যুন্নতা, পাতালতুল্য উদর-বিশিষ্টা সেই মহাদেবীকে এই রূপে (মূর্ত্তিতে) ধ্যান করিয়া পূজা করিয়া শত্রুর উচ্চাটন সাধন করিবে । ৯৬-৯৭

মহাতৈল—নরতৈল । রাজীকটু-প্লুতম্ এই পদের অর্থ—রাইসরিষার তৈলের দ্বারা আপ্লুত । অথবা প্রকারান্তরে উচ্চাটন বলিয়াছেন—

শনি বা মঙ্গল বারে চারি অঙ্গুল পরিমাণ মনুষ্যের অস্থি আনিয়া তাহাতে হরিদ্রার রসে মন্ত্র লিখিয়া শত্রুর প্রধান গৃহে নিক্ষেপ করিবে । সপ্তাহের মধ্যেই শত্রুর উচ্চাটন হইবে । ৯৮

মন্ত্র হইতেছে—হূং অমুকস্য উচ্চাটনং কুরু কুরু স্বাহা । হূং অমুকং হন হন স্বাহা ।

অনন্তর স্তম্ভন কথিত হইতেছে । ভূমি খনন করিয়া উহাতে শত্রুর মল ও বৃশ্চিক মন্ত্র পাঠ পূর্বক নিক্ষেপ করিবেন । উহাতে শত্রু মলরোধের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া নিহত হয় । উহা তুলিয়া ফেলিলে সুখকর হয় । ৯৯

মন্ত্র হইতেছে—স্তম্ভিনী অমুকস্য মলং স্তম্ভয় স্তম্ভয় হূঁ ফট্ । স্তম্ভন সমাপ্ত হইল ।

অনন্তর অভিচার কথিত হইতেছে । সেই অভিচারে মহানবমীতে শত্রুবলি দেয় ।

১। কোটরাক্ষীং সুদংষ্ট্রাঞ্চ । ২। স্বাহেত্যনন্তরং ইত্যুচ্চাটনং । রিপোর্মলামিত্যাদিপাঠঃ ।
৩। খ—উদ্ধৃতে চ । ৪। ক—ইতি স্তম্ভনামতি পাঠো নাস্তি ।

দেহি দেহি স্বাহেতি খড়্গমভিমন্ত্র্য খড়্গমন্ত্রাংশ্চ পঠিত্বা খড়্গং সম্পূজ্য ছাগাদিকমমুকোঽসীতি বৈরিনাম্নাভিমন্ত্র্য রক্তসূত্রেণ ত্রিধামুখং বদ্ধা বৈরিনাম্না প্রাণপ্রতিষ্ঠাং কৃত্বা ওঁ অয়ং স বৈরী যো দ্বেষ্টি তমিমং পশুরূপিণং বিনাশয় মহাদেবি। স্ফেঁ স্ফেঁ খাদয় খাদয়। ইতি পঠিত্বা বলি-শিরসি পুষ্পং দত্ত্বা বলিমন্ত্রান্ পঠিত্বা বলিং সংপূজ্য ওঁ অদ্যাশ্বিনে মাসীত্যাদি-মহানবম্যাস্তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা অমুকশত্রু-নাশায় ইমং ছাগং মহিষং বা অমুকদৈবতং ভগবত্যৈ দুর্গায়ৈ সম্প্রদদে ইত্যুৎসৃজ্য আঁ হূঁ ফড়িতি ছিত্ত্বা মূলমন্ত্রং পঠিত্বা এতদ্রুধিরং ওঁ দুর্গায়ৈ নমঃ[১] ইতি রক্তং শিরশ্চ দত্ত্বা অষ্টাঙ্গ-মাংসৈর্মূলমন্ত্রেণ হোমং কুর্য্যাদিতি। ১

ভূতডামরে—অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি চাসাধ্যং যেন সিধ্যতি।
মারণং ব্রহ্ম-মুখ্যানাং ভূতপ্রলয়-কারকম্ ॥ ২
প্রণবং হন যুগ্মাঢ্যং সর্বং মারয়-মারয়।
বজ্র জ্বালেন হূঁ চাস্ত্র-যোগান্ মন্ত্রঃ সুরান্তকঃ।
ত্রিসহস্রস্য জাপেন বজ্রজ্বালাকুলা দিশঃ॥ ৩

যেমন—ওঁ বিরুদ্ধরূপিণি! চণ্ডিকে! বৈরিণমমুকং দেহি দেহি স্বাহা এই মন্ত্রে খড়্গকে অভিমন্ত্রিত করিয়া, খড়গ মন্ত্রগুলি পাঠ করিয়া খড়্গকে পূজা করিয়া, ছাগ প্রভৃতি বলিকে 'অমুকোঽসি' এই বৈরিনামে অভিমন্ত্রিত করিয়া, রক্তসূত্রের দ্বারা তিন বার মুখ বাঁধিয়া, বৈরিনামে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া, ওঁ অয়ং স বৈরী যো দ্বেষ্টি তমিমং পশুরূপিণং বিনাশয় মহাদেবি! স্ফেং স্ফেং খাদয় খাদয় এই বলিয়া বলি মস্তকে ফুল দিয়া, বলি মন্ত্রগুলিকে পড়িয়া, বলিকে পূজা করিয়া, ওঁ অদ্যাশ্বিনে মাসীত্যাদি মহানবম্যাং তীথৌ ইত্যাদি মূলোক্ত বাক্যে বলিকে উৎসর্গ করিয়া, 'আং হূং ফট্' এই মন্ত্রে ছেদন করিয়া মূলমন্ত্র পড়িয়া এতদ্ রুধিরং ওঁ দুর্গায়ৈ নমঃ এই বলিয়া রক্ত ও মস্তক দিয়া অষ্টাঙ্গ মাংসের দ্বারা মূলমন্ত্রে হোম করিবে। ১

ভূতডামরে বলিয়াছেন—যাহা দ্বারা অসাধ্যও সিদ্ধ হয়, অনন্তর তাহাই বলিতেছি। ব্রহ্মমুখ্যগণের মারণ ভূতগণের প্রলয়-কারক। ২

প্রণব হন যুগ্ম যুক্ত (হন হন যুক্ত) সর্বং (অমুকং) মারয় মারয় বজ্রজালেন হূঁ ও অস্ত্র (ফট্) যোগে দেববিনাশক মন্ত্র হয়। ৩

১। খ—দুর্গাদেব্যৈ নমঃ।

সর্বমিত্যত্র তত্তন্নাম দেয়ম্। তেন ওঁ হন হন অমুকং মারয় মারয় বজ্র-জ্বালেন হুঁ ফট্ ইতি মন্ত্রঃ। অত্র প্রতীকারস্তত্রৈব (৪)—

তারং বজ্রমুখে প্রোক্ত্বা শর-যুগ্মাস্ত্রমীরিতম্।
মৃতসঞ্জীবনী-বিদ্যা মৃত-প্রাণ প্রদায়িনী।
ভূতানাং ত্বরিত-ধ্বংসো ভবেদস্য প্রভাবতঃ॥ ৫

তেন ওঁ বজ্রমুখে শর শর ফট্। অথবা—

পঞ্চরশ্মিং সমুদ্ধৃত্য সংঘট্টেতি দ্বিধা-পদম্।
মৃতানিতি পদং সঞ্জীবাপয়েশবধূস্ততঃ।
অস্মিন্ ভাবিত-মাত্রেণ পুনর্জীবন্তি মূর্চ্ছিতাঃ॥ ৬

তেন ওঁ সংঘট্ট সংঘট্ট মৃতান্ সঞ্জীবাপয় হ্রীঁ ইতি মন্ত্রঃ।

অথ ষট্কর্ম-লক্ষণম্[১]। শারদায়াম্—

অথাভিধাস্যে তন্ত্রেঽস্মিন্ সম্যক্ ষট্কর্ম-লক্ষণম্।
সর্বতন্ত্রানুসারেণ প্রয়োগফল-সিদ্ধিদম্॥ ৭
শান্তি-বশ্য-স্তম্ভনানি বিদ্বেষোচ্চাটনে ততঃ।
মারণান্তানি সংশন্তি ষট্কর্মাণি মনীষিণঃ॥ ৮

সর্বং এই স্থলে সেই সেই নাম দেয়। তাহাতে মন্ত্রটি হয়—ওঁ হন হন অমুকং মারয় মারয় বজ্রজ্বালেন হুঁ ফট্। এ স্থলে সেই ভূতডামর তন্ত্রেই প্রতিকার বলিয়াছেন (৪)—

তার (ওঁ) ও বজ্রমুখে বলিয়া শর-যুগ্ম ও অস্ত্র (ফট্) উচ্চারিত হইলে মৃতের প্রাণ-প্রদায়িনী মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা হয়। এই বিদ্যার প্রভাবে ভূতগণের ত্বরিত ধ্বংস হয়। ৫

ইহাতে মন্ত্রটি হয়—ওঁ বজ্রমুখে শর শর ফট্। অথবা আর এক প্রকার সঞ্জীবন মন্ত্র বলিয়াছেন—

পঞ্চরশ্মি (ওঁ) উদ্ধার করিয়া সংঘট্ট এই পদটি দুইবার বলিয়া মৃতান্ এই পদ ও সঞ্জীবাপয় এই পদ বলিয়া তাহার পর ঈশবধূ (হ্রীং) বলিবে। এই মন্ত্রের ভাবনা-মাত্রেই মূর্চ্ছিত ব্যক্তিগণ পুনর্জীবন লাভ করে। ইহাতে এই মন্ত্রটি হয়—ওঁ সংঘট্ট সংঘট্ট মৃতান্ সঞ্জীবাপয় হ্রীং। ৬

অনন্তর ষট্কর্মের লক্ষণ (স্বরূপ) শারদাতিলক বলিয়াছেন—অনন্তর সকলতন্ত্রানুসারে এই তন্ত্রে সম্যক্‌রূপে প্রয়োগ ফলের সিদ্ধিপ্রদ ষটকর্মের লক্ষণ বলিতেছি। ৭

শান্তি কর্ম, বশ্য কর্ম, স্তম্ভন কর্ম, বিদ্বেষ কর্ম, উচ্চাটন কর্ম ও মারণ কর্ম—এই কর্মগুলিকে মনীষিগণ ষট্কর্ম বলেন। ৮

১। খ—ষটকর্মাণি।

রোগ-কৃত্যা-গ্রহাদীনাং নিরাসঃ শান্তিরীরিতা।
বশ্যং জনানাং সর্বেষাং বিধেয়ত্বমুদীরিতম্ ॥ ৯
প্রবৃত্তি-রোধঃ সর্বেষাং স্তম্ভনং তদুদাহৃতম্।
স্নিগ্ধানাং দ্বেষ-জননং মিথো বিদ্বেষণং মতম্ ॥ ১০
উচ্চাটনং স্বদেশাদ্রেভ্র্মণং পরিকীর্ত্তিতম্।
প্রাণিনাং প্রাণহরণং মারণং তদুদাহৃতম্ ॥ ১১
স্বদেবতা-দিক্-কালাদীন্ জ্ঞাত্বা কর্মাণি সাধয়েৎ।
রতির্বাণী রমা জ্যেষ্ঠা দুর্গা কালী যথাক্রমাৎ ॥ ১২
ষট্‌কর্ম দেবতা প্রোক্তাঃ কর্মাদৌ তাঃ প্রপূজয়েৎ।
ঈশ-চন্দ্রেন্দ্র-নির্ঋতি-বায়্বগ্নীনাং দিশো মতাঃ ॥ ১৩
সূর্য্যোদয়ং সমারভ্য ঘটিকা-দশকং ক্রমাৎ।
ঋতবঃ স্যুর্বসন্তাদ্যা অহোরাত্রং দিনে দিনে।
বসন্ত-গ্রীষ্ম বর্ষাখ্য-শরদ্ধেমন্ত-শৈশিরাঃ ॥ ১৪

যদ্বা— অর্দ্ধরাত্রং শরৎকালো হেমন্তশ্চ প্রভাতকম্।
পূর্বাহ্নে চ বসন্তঃ স্যান্ মধ্যাহ্নে গ্রীষ্ম এব চ।

রোগ, কৃত্যা ও গ্রহাদি পীড়ার নিবৃত্তিকে শান্তি বলে। সমস্ত লোকে আদেশ অনুসারে বচন প্রতিপালনকারী ব্যক্তিকে বশ্য বলে। ৯

মনুষ্য, জল, শুক্র, খড়্গ, ধারা, সৈন্য, প্রতিবাদীর বচন, বায়ু প্রভৃতির প্রবৃত্তি রোধ স্তম্ভন বলিয়া কথিত হইয়াছে। পরস্পর স্নিগ্ধ (স্নেহ ভাজন) ব্যক্তিগণের পরস্পর বিদ্বেষ উৎপাদনই বিদ্বেষণ কথিত হইয়াছে। ১০

নিজের গৃহ, গ্রাম ও নগরাদি হইতে অপরাবৃত্ত গমন উচ্চাটন বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। প্রাণিগণের যে প্রাণহরণ, তাহা মারণ কথিত হইয়াছে। ১১

নিজের দেবতা, আসন, মুদ্রা প্রভৃতি এবং কাল প্রভৃতি জানিয়া এই কর্ম সকল সাধন করিবেন। রতি, বাণী, রমা, জ্যেষ্ঠা দুর্গা ও কালী—ইহাঁরা যথাক্রমে ষট্‌কর্মের দেবতা কথিত হইয়াছেন। কর্মের আদিতে তাঁহাদিগকে পূজা করিবেন। ষট্‌কর্মে যথাক্রমে ঈশ, চন্দ্র, ইন্দ্র, নির্ঋতি, বায়ু ও অগ্নির দিক্ প্রশস্ত উক্ত হইয়াছে। ১২-১৩

প্রতিদিন অহোরাত্র মধ্যে সূর্য্যোদয় হইতে আরম্ভ করিয়া দশ ঘটিকা পর্য্যন্ত কালে ক্রমে ক্রমে বসন্তাদি ছয়টি ঋতু হয়। বসন্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত ও শিশির—এইগুলি ঋতু। ১৪

অথবা—অর্দ্ধরাত্রি শরৎ কাল, হেমন্ত প্রভাত কাল, পূর্বাহ্নে বসন্ত হয়, মধ্যাহ্নে

প্রাবৃড্ রূপোঽপরাহ্নঃ স্যাৎ প্রদোষে শিশিরঃ স্মৃতঃ ॥ ১৫

অথবা— উষাযোগে চ হেমন্তঃ প্রভাতে শিশিরাগমঃ।
প্রহরার্দ্ধে বসন্তশ্চ গ্রীষ্মো মধ্যন্দিনাগমে।
তুর্য্যযামে চ বর্ষাখ্যঃ শরদস্তংগতে রবৌ ॥ ১৬

ভৈরবীয়ে[১]— হেমন্তঃ শান্তিকে প্রোক্তো বসন্তো বশ্যকর্ম্মণি।
শিশিরঃ স্তম্ভনে জ্ঞেয়ো বিদ্বেষে গ্রীষ্ম ঈরিতঃ।
প্রাবৃডুচ্চাটনে জ্ঞেয়া শরন্ মারণ-কর্ম্মণি ॥ ১৭

চামুণ্ডাতন্ত্রে— জপেৎ পূর্বমুখো বশ্যে দক্ষিণস্থাভিচারকে।
পশ্চিমে পৌষ্টিকং বিদ্যাদুত্তরং[২] শান্তিদং মতম্ ॥ ১৮

তন্ত্রান্তরে— পূর্বমূখে[৩] ভবেদ্ বশ্যং দক্ষিণে ত্বাভিচারকম্।
পশ্চিমে স্তম্ভনং কুর্য্যাদুত্তরাস্যু চ শান্তিকম্ ॥ ১৯
আকর্ষণমথাগ্নেয়ে নৈর্ঋতে মারণং তথা।
উচ্চাটনন্তু বায়ব্যে ঐশান্যাং মোক্ষদায়কম্ ॥ ২০
অথাভিচারকে কার্য্যা দক্ষিণা-প্লবনা মহী।
বসনং লোহিতং প্রোক্তমুষ্ণীষং লোহিতং স্মৃতম্ ॥ ২১

গ্রীষ্ম আরম্ভ হয়। অপরাহ্ণ কালটি বর্ষাকাল স্বরূপ হয়। প্রদোষে শিশির আরম্ভ হয়, কথিত হইয়াছে। ১৫

অথবা—উষাযোগে হেমন্ত, প্রভাতে শিশিরের আগমন হয়। প্রহরার্দ্ধে বসন্ত এবং মধ্যাহ্নের আগমনে গ্রীষ্ম, চতুর্থ প্রহরে বর্ষা ও সূর্য্যের অস্তগমনে শরৎ আরম্ভ হয়। ১৬

ভৈরবীয় তন্ত্রে বলিয়াছেন—শান্তি কার্য্যে হেমন্ত কাল, বশ্যকর্মে বসন্ত কাল, স্তম্ভনে শিশির কাল প্রশস্ত জানিবে। বিদ্বেষে গ্রীষ্ম কাল (প্রশস্ত) কথিত হইয়াছে। উচ্চাটনে বর্ষা কাল এবং মারণ কর্মে শরৎ কাল প্রশস্ত জানিবে। ১৭

চামুণ্ডাতন্ত্রে বলিয়াছেন—বশ্য কর্মে পূর্বমূখ হইয়া কর্ম করিবে। অভিচার কর্মে দক্ষিণ, পশ্চিমে পৌষ্টিক কর্ম জানিবে। উত্তরদিকে শান্তিপ্রদ কথিত হইয়াছে। ১৮

তন্ত্রান্তরে বলিয়াছেন—পূর্বমুখে বশ্য কর্ম, দক্ষিণে আভিচারিক কর্ম, পশিমে স্তম্ভন কর্ম, উত্তর দিকে শান্তি কর্ম, অগ্নিকোণে আকর্ষণ কর্ম, নৈর্ঋতে মারণ কর্ম, বায়ুকোণে উচ্চাটন কর্ম, ঈশানে মোক্ষপ্রদ কর্ম কর্তব্য। ১৯-২০

সেইরূপ অভিচার কর্মে ভূমি দক্ষিণ দিকে ঢালু হইবে। বস্ত্র লোহিতবর্ণ উক্ত হইয়াছে। উষ্ণীষও লোহিত বর্ণ হইবে। ২১

১। খ—ফেৎকারীয়ে ২। খ—বিদ্যাদৌত্তরং। ৩। ক+খ—পূর্বমুখং ভবেদ্ বশ্যং দক্ষিণং।

ভূষণং লোহ-দ্রব্যেণ বামেন[১] পূজনাদিকম্ ।
নর-স্নায়ু-বিশেষেণ মারণে রজ্জুরীরিতা ॥ ২২
মৃতস্য যুদ্ধ-শূন্যস্য দন্তেন গর্দভস্য বা ।
কৃত্বাক্ষমালাং জপ্তব্যং শত্রূণাং বধমিচ্ছতা ॥ ২৩
ভগ্নেভ-দন্ত-মালাভির্জপেদাকর্ষ-কর্মণি ।
সাধ্য-কেশ-সূত্র-প্রোতৈস্তুরঙ্গ-দশনোদ্ভবৈঃ ।
অক্ষমালাং সমালোক্য বিদ্বেষোচ্চাটনে জপেৎ ॥ ২৪
তিথি-নিয়মস্তু—পঞ্চমী চ দ্বিতীয়া চ তৃতীয়া সপ্তমী তথা ।
বুধেজ্য-বার-সংযুক্তা শান্তি-কর্মণি পূজিতা ॥ ২৫
গুরু-চন্দ্র-যুতা ষষ্ঠী চতুর্থী চ ত্রয়োদশী ।
নবমী পৌষ্টিকে শস্তা চাষ্টমী সপ্তমী[২] তথা ॥ ২৬
দশম্যেকাদশী চৈব ভানু-শুক্র-দিনান্বিতা ।
আকর্ষণে ত্বমাবাস্যা নবমী প্রতিপৎ তথা ॥ ২৭
পৌর্ণমাসী মন্দ-ভানৌ জ্ঞেয়া বিদ্বেষ-কর্মণি ।
কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী তদ্বদষ্টমী মন্দ-বারকে ।
উচ্চাটনে তিথিঃ শস্তা প্রদোষে চ বিশেষতঃ ॥ ২৮

লোহ দ্রব্যের দ্বারা ভূষণ হইবে। বামহস্তে পূজাদি কর্ম কর্ত্তব্য। মারণ কর্মে মানবের স্নায়ু বিশেষের দ্বারা মালার রজ্জু (সূত্র) কথিত হইয়াছে। ২২

শত্রুগণের বধে ইচ্ছুক ব্যক্তি যুদ্ধরহিত মৃতের অর্থাৎ যুদ্ধভিন্ন অন্য প্রকারে মৃত ব্যক্তির বা গর্দভের দন্ত দ্বারা মালা করিয়া জপ করিবে। ২৩

আকর্ষণ কর্মে ভগ্ন হস্তি দন্ত নির্মিত মালা দ্বারা জপ করিবে। বিদ্বেষ ও উচ্চাটনে অশ্বদন্ত জাত গুটিকা বিদ্বেষণীয় ও উচ্চাটনীয় ব্যক্তির কেশনির্মিত সূত্রের দ্বারা গাঁথিয়া অক্ষমালা প্রস্তুত করিয়া তাহাতে জপ করিবেন। ২৪

ষট্‌কর্মে তিথি নিয়ম কথিত হইয়াছে—বুধ ও বৃহস্পতিবার যুক্তা পঞ্চমী, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া ও সপ্তমী শান্তি কর্মে প্রশস্তা জানিবে। ২৫

গুরু ও সোমবার যুক্তা ষষ্ঠী, চতুর্থী, ত্রয়োদশী ও নবমী পৌষ্টিক কর্মে প্রশস্তা। এই রূপ আকর্ষণে রবি ও শুক্র দিন যুক্তা অষ্টমী, সপ্তমী, দশমী ও একাদশী প্রশস্তা। বিদ্বেষ কর্মে শনি ও রবিবার যুক্তা অমাবস্যা, নবমী, প্রতিপৎ ও পৌর্ণমাসী প্রশস্তা। উচ্চাটনে শনিবারে বিশেষতঃ প্রদোষে কৃষ্ণা চতুর্দশী, কৃষ্ণা অষ্টমী তিথি প্রশস্তা। ২৬-২৮

১। খ টিপ্পনা—বামেন বামহস্তেনেত্যর্থঃ। ২। খ—নবমী তথা।

চতুর্দ্দশ্যষ্টমী কৃষ্ণা অমাবাস্যা তথৈব চ।
মন্দ-ভৌম-দিনোপেতা শস্তা মারণ-কর্মণি ॥ ২৯
বুধ-চন্দ্র-দিনোপেতা পঞ্চমী দশমী তথা।
পৌর্ণমাসী চ বিজ্ঞেয়া তিথিঃ স্তম্ভন-কর্মণি ॥ ৩০
শুভ-গ্রহোদয়ে কুর্য্যাচ্ছুভানি চ শুভোদয়ে।
রৌদ্র-কর্মাণি রিক্তার্কে মৃত্যুযোগে চ মারণম্ ॥ ৩১

অথাসনম্—পদ্মাখ্যং স্বস্তিকং ভূয়ো বিকটং কুক্কুটং পুনঃ।
বজ্রং ভদ্রকমিত্যাহুরাসনানি মনীষিণঃ ॥ ৩২
পদ্মাসনন্তু সংযোজ্য জানূর্বোরন্তরে করৌ।
নিবিশ্য ভূমৌ সংস্থাপ্য ব্যোমস্থং কুক্কুটাসনম্ ॥ ৩৩ ॥ অন্যানি বক্তব্যানি।

ষণ্মুদ্রাঃ ক্রমতো জ্ঞেয়াঃ পদ্ম-পাশ-গদাহ্বয়াঃ।
মুষলাশনি-খড়্গাখ্যাঃ শান্তিকাদিষু কর্মসু ॥ ৩৪
জলং শান্তি-বিধৌ শস্তং বশ্যে বহ্নিরুদাহৃতঃ।
স্তম্ভনে পৃথিবী শস্তা বিদ্বেষে ব্যোম কীর্ত্তিতম্।
উচ্চাটনে স্মৃতো বায়ুর্ভূয়োঽগ্নির্মারণে মতঃ ॥ ৩৫

মারণ কর্মে শনি ও মঙ্গলবার যুক্তা কৃষ্ণা চতুর্দশী, অষ্টমী ও অমাবস্যা প্রশস্তা। স্তম্ভন কর্মে বুধ ও সোমবার যুক্ত পঞ্চমী, দশমী ও পৌর্ণমাসী প্রশস্তা জানিবে। ২৯-৩০

শুভ গ্রহের উদয়ে ও শুভ বারাদির উদয়ে শান্তি কার্য্য করিবে। রিক্তা তিথিযুক্ত রবিবারে রৌদ্র কর্ম এবং মৃত্যুযোগে মারণ কর্ম করিবে। ৩১

অনন্তর ষট্‌কর্মে আসন কথিত হইতেছে। পদ্মাসন, স্বস্তিকাসন, বিকটাসন, কুক্কুটাসন, বজ্রাসন ও ভদ্রাসন—ষট্‌কর্মে মনীষিগণ এই ছয়টি আসন বলিয়াছেন। ৩২

পদ্মাসন করিয়া জানু ও উরুর মধ্য দিয়া দুইটি হস্ত প্রবেশ করাইয়া ভূমিতে স্থাপন করিয়া দুই হাতে ভর দিয়া দেহটিকে আকাশে স্থাপন অর্থাৎ উর্ধ্বদিকে উত্থিত করিবে। ইহাই কুক্কুটাসন। অন্যান্য আসন পরে কথিত হইবে। ৩৩

শান্তি, বশ্য, স্তম্ভন, বিদ্বেষ, উচ্চাটন ও মারণ কর্মে যথাক্রমে পদ্মমুদ্রা, পাশমুদ্রা, গদা নামক মুদ্রা, মুষল মুদ্রা, বজ্রমুদ্রা ও খড়্গমুদ্রা—এই ছয়টি মুদ্রা জানিবে। ৩৪

শান্তি বিধিতে জল প্রশস্ত। বশ্যে বহ্নি প্রশস্ত কথিত হইয়াছে। স্তম্ভনে পৃথিবী প্রশস্তা, বিদ্বেষে আকাশ প্রশস্ত কীর্ত্তিত হইয়াছে। উচ্চাটনে বায়ু প্রশস্ত এবং মারণে অগ্নি প্রশস্ত কথিত হইয়াছে। ৩৫

তত্তদ্ভূতোদয়ে সম্যক্ তত্তন্মণ্ডল-সংযুতম্ ।
তত্তৎ কর্ম প্রকর্ত্তব্যং মন্ত্রিণা নিশিতাত্মনা ॥ ৩৬
শীতংশু-সলিল-ক্ষোণী-ব্যোম-বায়ু-হবির্ভুজাম্ ।
বর্ণাঃ স্যুর্মন্ত্র-বীজানি ষট্‌কর্মসু যথাক্রমম্ ॥ ৩৭
গ্রথনঞ্চ বিদর্ভশ্চ সম্পুটো রোধনং তথা ।
যোগঃ পল্লব ইত্যেতে বিন্যাসাঃ ষট্‌সু কর্মসু ॥ ৩৮
মন্ত্রার্ণান্তরিতান্ কৃত্বা সাধ্য-বর্ণান্ যথাবিধি ।
গ্রথনং তদ্ বিজানীয়াৎ প্রশস্তং শান্তি-কর্মণি ॥ ৩৯
মন্ত্রার্ণদ্বয়-মধ্যস্থং সাধ্য-নামাক্ষরং লিখেৎ ।
বিদর্ভ এষ বিজ্ঞেয়ো মন্ত্রিভির্বশ্য-কর্মণি ॥ ৪০
আদাবন্তে চ মন্ত্রঃ স্যান্ নাম্নোঽসৌ সম্পুটঃ স্মৃতঃ ।
এষ সংস্তম্ভনে শস্ত ইত্যুক্তো মন্ত্র-বেদিভিঃ ॥ ৪১
নাম্ন আদ্যন্ত-মধ্যেষু মন্ত্রঃ স্যাদ্ রোধনং মতম্ ।
বিদ্বেষণ-বিধানে তু প্রশস্তমিদমুত্তমম্ ॥ ৪২

সেই সেই ভূতের উদয় হইলে তীক্ষ্ণবুদ্ধি সাধক ঊর্ধ্ব ও অধোভেদে অহোরাত্র জানিয়া সেই সেই ভূত মণ্ডলের দ্বারা সংযুক্ত সেই সেই কর্ম করিবেন। ৩৬

ষট্‌কর্ম সমূহে যথাক্রমে মন্ত্রবীজ সকল শীতাংশু, সলিল, ক্ষোণী, ব্যোম, বায়ু ও অগ্নির বর্ণ হইয়া থাকে। ৩৭

গ্রথন, বিদর্ভ, সংপুট, রোধন, যোগ ও পল্লব—এই সকল মন্ত্রের বিন্যাস ষট্‌কর্মে আছে। ৩৮

যথাবিধি সাধ্যের নামের বর্ণগুলিকে মন্ত্রবর্ণের দ্বারা অন্তরিত অর্থাৎ প্রথমে একটি মন্ত্রাক্ষর, অনন্তর সাধ্যের নামের অক্ষর, পুনরায় মন্ত্রের অক্ষর—এইভাবে ব্যবহিত করিবে। এইরূপ ব্যবধানকে গ্রথন বলিয়া জানিবেন। শান্তি কর্মে ইহা প্রশস্ত। ৩৯

প্রথমে মন্ত্রবর্ণ দুইটি, তাহার পর সাধ্য নামের অক্ষর একটি—এইভাবে সাধ্য নামের অক্ষরকে মন্ত্রের বর্ণদ্বয়ের মধ্যবর্তী করিয়া লিখিবেন। বশ্যকর্মে মন্ত্রজ্ঞ সাধকগণ ইহাকে বিদর্ভ বলিয়া জানেন। ৪০

সাধ্যনামের আদিতে ও অন্তে মন্ত্র হইবে। উহা সম্পুট বলিয়া কথিত হইয়াছে। উহা স্তম্ভনে প্রশস্ত। ইহা মন্ত্রবিদ্‌গণ কর্তৃক উক্ত হইয়াছে। ৪১

নামের আদিতে, মধ্যে ও অন্তে মন্ত্র হইলে রোধন কথিত হয়। বিদ্বেষণ কর্মে ইহা প্রশস্ত কথিত হইয়াছে। ৪২

মন্ত্রস্যান্তে ভবেন্ নাম যোগঃ প্রোচ্চাটনে মতঃ।
অন্তে নাম্নো ভবেন্মন্ত্রঃ পল্লবো মারণে মতঃ॥ ৪৩

সিত-রক্ত-পীত-মিশ্রাঃ কৃষ্ণা ধূম্রা প্রকীর্ত্তিতাঃ।
বর্ণতো মন্ত্র-সংপ্রোক্তা দেবতাঃ ষট্‌সু কর্ম্মসু॥ ৪৪

মন্ত্রাণাং লিখন-দ্রব্যং চন্দনং রোচনা নিশা।
গৃহধূমশ্চিতাঙ্গারো মারণেঽষ্ট-বিষাণি চ॥ ৪৫

শ্যেনাগ্নি[১]-লোন-পিণ্ডানি ধুস্তূরক-রসঃ শুভঃ।
গৃহধূমস্ত্রিকটুকং বিষাষ্টকমুদীরিতম্॥ ৪৬

দেবতা-কাল-মুদ্রাদীন্ সম্যগ্ জ্ঞাত্বা বিচক্ষণঃ।
ষট্‌কর্ম্মাণি প্রযুঞ্জীত যথোক্ত-ফল-সিদ্ধয়ে॥ ৪৭

কুলার্ণবে—উচ্চাটনে বষট্[২] প্রোক্তং হূঁফড়ন্তঞ্চ মারণে।
স্তম্ভনে চ নমঃ প্রোক্তং স্বাহা শান্তিক-পৌষ্টিকে॥ ৪৮

মন্ত্রের অন্তে নাম হইলে উহা যোগ হয়। উহা উচ্চাটনে কর্ত্তব্য উক্ত হইয়াছে। নামের অন্তে মন্ত্র হইলে পল্লব হয়। মারণে এই পল্লব উক্ত হইয়াছে। ৪৩

ষট্‌কর্ম্মে, মন্ত্রপ্রোক্ত দেবতাগণ বর্ণে যথাক্রমে সিত, রক্ত, পীত, মিশ্র, কৃষ্ণ ও ধূম্র কীর্ত্তিত হইয়াছেন। ৪৪

ষট্‌কর্ম্মে যথাক্রমে মন্ত্রের লেখন দ্রব্য হইতেছে—চন্দন, গোরোচনা, নিশা (হরিদ্রা), গৃহধূম ও চিতাঙ্গার। মারণে আটটি বিষ। ৪

সেই আটটি বিষ হইতেছে—শ্যেনবিষ্ঠা, অগ্নি (চিত্রক—চিতা), লবণের মল, ধুতুরার রস, গৃহধূম ও ত্রিকটু (শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ)—এইগুলি অষ্ট বিষ বলিয়া কথিত হইয়াছে। ৪৬

বিচক্ষণ সাধক যথোক্ত ফল সিদ্ধির জন্য দেবতা, কাল, মুদ্রা, বার, তিথি, নক্ষত্র প্রভৃতি সম্যক্‌রূপে জানিয়া ষট্‌কর্ম্মের প্রয়োগ করিবেন। ৪৭

কুলার্ণব তন্ত্রে বলিয়াছেন—উচ্চাটনে মন্ত্রের অন্তে বষট্ কথিত হইয়াছে অর্থাৎ যে মন্ত্রে উচ্চাটন করিবেন, সেই মন্ত্রের অন্তে বষট্ যোগ করিবেন। মারণে এইরূপ হূং ফট্, স্তম্ভনে নমঃ, শান্তি ও পুষ্টি কর্ম্মে স্বাহা যোগ করিবেন। ৪৮

১। খ টিপ্পনী—শ্যেনবিষ্ঠা-চিত্রাগ্নি-বিট্-লবণানীত্যর্থঃ। ২। খ টিপ্পনী—যেন মন্ত্রেণোচ্চাটনং কর্ত্তব্যং তস্যান্তে বষড়াদি যোজয়েদিত্যর্থঃ।

হোম-তর্পণয়োঃ স্বাহা ন্যাস-পূজনয়োর্নমঃ।
মন্ত্রান্তে যোজয়েন্মন্ত্রী জপকালে যথাস্থিতঃ[১] ॥ ৪৯

অস্যার্থঃ[২]—এতানি তত্তৎ-কর্মণি[৩] জপকালে মন্ত্রান্তে যোজয়িত্বা মন্ত্রং জপেৎ। হোমাদিষু নায়ং নিয়মঃ। ইত্যাহ—হোম-তর্পণয়োরিতীতি কেচিৎ[৪]। তন্ন। ৫০

অগ্নিকার্য্যে জপে স্বাহা নমঃ সর্বত্র চার্চনে।
শান্তি-পুষ্টি-বশ-দ্বেষাকৃষ্ট্যুচ্চাটন-মারণে।
স্বাহা স্বধা বষট্ হুঞ্চ বৌষট্ ফট্ যোজয়েৎ ক্রমাৎ ॥ ৫১
বশ্যাকর্ষণ-সন্তাপ-জ্বরে স্বাহাং প্রকীর্ত্তয়েৎ ॥
ক্রোধোপশমনে শান্তৌ প্রীতৌ যোজ্যং নমো বুধৈঃ ॥ ৫২
বৌষট্-সম্মোহনোদ্দীপ-পুষ্টি-মৃত্যুঞ্জয়েষু[৫] চ।
ফট্কারং ছেদনে হুঞ্চ ফট্ বিঘ্ন-গ্রহ-পাতনে ॥ ৫৩
পুষ্টৌ চাপ্যায়নে বৌষট্ রোধনে মলিনীকৃতৌ[৬]।
হূংকারং প্রীতি-নাশে চ ছেদনে মারণে তথা ॥ ৫৪

মন্ত্রজ্ঞ সাধক হোম ও তর্পণে মন্ত্রের অন্তে স্বাহা, ন্যাস ও পূজায় নমঃ যোগ করিবেন। জপকালে মন্ত্র যেরূপে আছে, সেইরূপেই জপ করিবেন। ৪৯

এস্থলে ইহার এই অর্থ বলেন—এতানি, বষট্, হুংফট্—নমঃ, স্বধা প্রভৃতি সেই সেই কর্মে জপকালে মন্ত্রের অন্তে যোগ করিয়া মন্ত্র জপ করিবেন। কেহ কেহ এই বলেন—হোমাদি স্থলে এই নিয়ম নাই—ইহা 'হোমতর্পণয়োরিতি' এই গ্রন্থের দ্বারা বলিতেছেন। তাহা কিন্তু ঠিক নহে। ৫০

সর্বত্র অগ্নিকার্য্যে (হোমে) ও জপে স্বাহা এবং অর্চনায় মন্ত্রের অন্তে নমঃ হইবে। শান্তি, পুষ্টি, বশ্য, দ্বেষ, আকর্ষণ, উচ্চাটন ও মারণে যথাক্রমে স্বাহা, স্বধা, বষট্, হূং, বৌষট্ ও ফট্ যোগ করিবেন। ৫১

বশীকরণে, আকর্ষণে, সন্তাপে ও জ্বরে স্বাহা কীর্ত্তন করিবেন। ক্রোধের উপশমনে শান্তিকার্য্যে ও প্রীতিতে পণ্ডিতগণ কর্তৃক নমঃ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ৫২

সম্মোহনে, উদ্দীপনে, পুষ্টিতে ও মৃত্যুঞ্জয়ে বৌষট্ প্রয়োগ করিবেন। ছেদনে ফট্কার, বিঘ্ন ও গ্রহের নিবৃত্তিতে হূং ফট্ প্রযুক্ত করিবেন। ৫৩

পুষ্টিতে ও আপ্যায়নে বৌষট্, রোধনে ও মলিনীকরণে হূংকার, প্রীতিনাশে

১। ক—যথাস্থিতিঃ। ২। ক—অস্যার্থ ইত্যস্মাৎ প্রাক্ অত্র কশ্চিদিতি। ৩। ক—কর্মাণি
৪। খ—ইত্যাহ হোমেতীতি কেচিৎ। ৫। খ—সম্মোহনাদীপপুষ্টি। ৬। খ—মলিনীকৃতে

উচ্চাটনে চ বিদ্বেষে বৌষট্ পঙ্গূকৃতৌ বষট্।
কুণ্ডোদ্দীপন-কার্য্যেষু লাভালাভে বষট্ স্মৃতম্ ॥ ৫৫

ইতি বিশেষবচনাদ্ হোমাদাবপি[1] বষড়াদি-বিধানাৎ। শান্তিকাদৌ পাত্রাদি-নিয়মস্তু তত্রৈব (৫৬)--

শান্তিকে রাজতং তাম্রং ভূর্জপত্রন্তু বশ্যকে।
সর্বকার্য্যেষু সৌবর্ণং ক্রূরে স্যাৎ প্রেত-কর্পটম্ ॥ ৫৭
ত্রিগন্ধং[2] শান্তিকে প্রোক্তং পঞ্চগব্যঞ্চ বশ্যকে।
সর্বকার্য্যেঽষ্টগন্ধঃ স্যাৎ ক্রূরে চাষ্টবিষাণি চ ॥ ৫৮
শান্তিকে লেখনী দূর্বা বশ্যাদৌ শিখিপুচ্ছিকা।
হেম্না সর্বাণি কার্য্যাণি ক্রূরে স্যাৎ কাকপুচ্ছিকা ॥ ৫৯
গৃহেষু শান্তি-কর্ম স্যাদ্ বশ্যঞ্চ চণ্ডিকা-গৃহে।
দেবালয়েষু সর্বাণি শ্মশানে ক্রূর-কর্ম চ ॥ ৬০
তত্তদ্ভূতোদয়ে সম্যক্ তত্তন্মণ্ডল-সংযুতম্।
তত্তৎ-কর্ম-প্রকর্ত্তব্যং মন্ত্রিণা নিশ্চিতাত্মনা ॥ ৬১

ইতি ষট্কর্মপ্রকরণম্।

ছেদনে, মারণে, উচ্চাটনে ও বিদ্বেষে বৌষট্, পঙ্গুকরণে বষট্, কুণ্ডের উদ্দীপন কার্য্যে, লাভ ও অলাভে বষট্ কথিত হইয়াছে। ৫৪-৫৫

এই বিশেষ বচন অনুসারে হোমাদিতে বষট্ প্রভৃতির প্রয়োগ বিহিত হইয়াছে। শান্তিকাদি কার্য্যে পাত্র, গন্ধ, লেখনী ও স্থানের নিয়ম সেই তন্ত্রেই বলিয়াছেন (৫৬)—

শান্তিকার্য্যে রজত পাত্র, তাম্রপাত্র ; বশীকরণে ভূর্জপত্র ; সমস্ত কার্য্যে সুবর্ণপাত্র এবং ক্রূর কার্য্যে প্রেতের কর্পট (কাপড়) পাত্র হইবে। ৫৭

শান্তি কার্য্যে ত্রিগন্ধ, বশীকরণে পঞ্চগব্য, সমস্ত কার্য্যে অষ্টগন্ধ এবং ক্রূর কার্য্যে আটটি বিষ প্রদেয়। ৫৮

শান্তিকার্য্যে লেখনী দূর্বা, বশীকরণাদি কার্য্যে লেখনী ময়ূর পাখা, সমস্ত কার্য্যে সুবর্ণ লেখনী এবং ক্রূর কর্মে কাক পুচ্ছ লেখনী হইবে। ৫৯

গৃহসমূহে শান্তিকার্য্য, চণ্ডিকার গৃহে বশীকরণ কার্য্য, দেবালয়ে সমস্ত কার্য্য এবং শ্মশানে ক্রূর কার্য্য সমূহ হইবে। ৬০

স্থিরচিত্ত মন্ত্রজ্ঞ সাধক সম্যক্ প্রকারে সেই সেই পৃথিব্যাদি ভূতের উদয় হইলে সেই সেই ভূত মণ্ডল সংযুক্ত সেই সেই শান্তি প্রভৃতি ষট্ কর্ম করিবে। ৬১

ষট্কর্ম প্রকরণ সমস্ত হইল।

১। খ—বচনাদ্ হোমেঽপ্যেবং বিধানাৎ। ২। খ টিপ্পনী—কুঙ্কুম-গোরোচনা শিকা।

অথ ভূতানামুদয়ঃ

দণ্ডাকারা গতির্ভূমেঃ পুটয়োরুভয়োরপি।
তোয়স্য পাবকস্যোর্ধ্বগতিস্তির্য্যঙ্ নভস্বতঃ।
গতির্ব্যোম্নো ভবেন্ মধ্যে ভূতানামুদয়ঃ স্মৃতঃ ॥ ৬২
ধরণেরুদয়ে কুর্য্যাৎ স্তম্ভনং বশ্যমাত্মবিৎ।
শান্তিকং পৌষ্টিকং কর্ম তোয়স্য সময়ে বসোঃ ॥ ৬৩
মারণাদীনি মরুতো বিপক্ষোচ্চাটনাদিকম্।
ক্ষুদ্রাদি-নাশনে শস্তমুদয়ে চ বিহায়সঃ ॥ ৬৪

ভূতানাং মণ্ডলানি

বৃত্তং দিবস্তৎ ষড়্বিন্দূ-লাঞ্ছিতং মাতরিশ্বনঃ।
ত্রিকোণং স্বস্তিকোপেতং বহ্নেরর্দ্ধেন্দু-সংযুতম্ ॥ ৬৫
অম্ভোজমম্ভসো ভূমেশ্চতুরস্রং সবজ্রকম্।
তত্তদ্ভূত-সমাভানি মণ্ডলানি বিদুর্বুধাঃ।
বর্ণৈঃ স্বৈরঞ্জিতান্যাহুঃ স্ব-স্ব-নাম্নাবৃতান্যপি ॥ ৬৬

অনন্তর ভূতগণের উদয় শারদাতিলক তন্ত্রে এইরূপ কথিত হইতেছে—ভূমির উদয়ে উভয় নাসিকা পুটের অধোভাগে নিশ্বাসের গতি দণ্ডাকার হইবে; জল ও অগ্নির উদয়ে শ্বাস গতি উর্ধ্ব হইবে, বায়ুর উদয়ে শ্বাস গতি তির্য্যক্ হইবে এবং আকাশের উদয়ে শ্বাস গতি মধ্যে হইবে। ইহা দ্বারা ভূতগণের উদয় কথিত হইয়াছে। ৬২

আত্মবিৎ সাধক পৃথিবীর উদয়ে স্তম্ভন ও বশীকরণ কার্য্য করিবেন। জলের উদয়ে শান্তিক ও পৌষ্টিক কর্ম, অগ্নির উদয়ে উচ্চাটনাদি কর্ম, বায়ুর উদয়ে মারণাদি কর্ম এবং আকাশের উদয়ে ক্ষুদ্রাদির নাশন কর্ম প্রশস্ত। ৬৩-৬৪

অনন্তর ভূতগণের মণ্ডল কথিত হইতেছে। ভূতমণ্ডলের মধ্যে আকাশ মণ্ডল হইতেছে বৃত্ত। সেই বৃত্তই তাহার পরিধি রেখামধ্যে সমভাগে ছয়টি বিন্দু দ্বারা ভূষিত হইলেই বায়ুমণ্ডল হয়। স্বস্তিকাযুক্ত উর্ধ্বাগ্র ত্রিকোণ অগ্নির মণ্ডল। অর্দ্ধচন্দ্র সংযুক্ত তাহার উভয় ভাগস্থ পদ্মই জলের মণ্ডল। ভূমির মণ্ডল হইতেছে অষ্ট বজ্র বিভূষিত চতুরস্র। এই মণ্ডলগুলিকে সেই সেই ভূত বর্ণের সমান বর্ন-বিশিষ্ট বলিয়া পণ্ডিতগণ বলেন। ৬৫

পণ্ডিতগণ এই মণ্ডলগুলিকে সেই সেই ভূতবর্ণের তুল্য বর্ণবিশিষ্ট রজঃ দ্বারা পূরিত বলিয়া থাকেন অর্থাৎ ভূমি প্রভৃতিতে ভূতমণ্ডল লিখিলে তাঁহারা এই ভূতমণ্ডল-

স্বচ্ছং বিয়ৎ মরুৎ কৃষ্ণো রক্তোঽগ্নির্বিশদং পয়ঃ।
পীতা ভূমিঃ[১] পঞ্চভূতান্যেকৈকাধারতো বিদুঃ ॥ ৬৭

প্রয়োগানন্তরং কুলার্ণবে—একলক্ষং জপেন্ মন্ত্রং ধ্যান-ন্যাস-সমন্বিতঃ।
প্রয়োগ-দোষশান্ত্যর্থমাত্ম-রক্ষার্থ-কারণম্।
নচেৎ ফলঞ্চ নাপ্নোতি দেবতা-শাপমাপ্নুয়াৎ ॥ ৬৮

মন্ত্রমিতি। শান্ত্যর্থ-নির্দিষ্ট-মন্ত্রমিত্যর্থঃ। যৎ তু—ন শস্তং মারণং কর্ম কুর্য্যাচ্চেদযুতং জপেদিতি। তৎ তু প্রায়শ্চিত্তপরমিতি ধ্যেয়ম্। ৬৯

অথ জপনিরূপণম্

জপঃ স্যাদক্ষরাবৃত্তির্মানসোপাংশু-বাচিকৈঃ।
ধিয়া যদক্ষরশ্রেণীং বর্ণ-স্বর-পদাত্মিকাম্ ॥ ১
উচ্চরেদর্থমুদ্দিশ্য মানসঃ স জপঃ স্মৃতঃ।
জিহ্বৌষ্ঠৌ চালয়েৎ কিঞ্চিদ্ দেবতা-গত-মানসঃ ॥ ২

গুলিকে ভূতবর্ণ রজঃ দ্বারা রঞ্জিত করিয়া থাকেন এবং ঐ মণ্ডলগুলিকে ভূতলিপি যন্ত্রে কর্ণিকালিখিত স্বস্বমন্ত্রের দ্বারা আবৃত বলিয়া থাকেন। ৬৬

আকাশ শ্বেতবর্ণ, বায়ু কৃষ্ণবর্ণ, অগ্নি রক্তবর্ণ, জল বিশদ (শুক্ল) বর্ণ ও পৃথিবী পীতবর্ণা—এই পাঁচটি পঞ্চভূত পঞ্চতন্মাত্রের এক একটিতে অর্থাৎ নিজ কারণে আশ্রিত জানিবে। ৬৭

এই ষট্‌কর্ম প্রয়োগের অনন্তর কর্ত্তব্য কুলার্ণব তন্ত্রে বলিয়াছেন—সাধক ধ্যান ও ন্যাস সমন্বিত হইয়া ষট্‌কর্ম প্রয়োগের দোষ শান্তির জন্য এবং আত্মরক্ষার হেতু এক লক্ষ মন্ত্র জপ করিবেন। ইহা না করিলে ষট্ কর্ম্মের ফল পায় না এবং দেবতার অভিশাপ লাভ করিবে। ৬৮

মন্ত্রম্ এই কথার অর্থ—শান্তির জন্য নির্দিষ্ট মন্ত্র। আর যে এই বচন আছে—মারণ কর্ম প্রশস্ত নহে। যদি ইহা করেন, তবে অযুত সংখ্যক মন্ত্র জপ করিবেন। তাহা প্রায়শ্চিত্ত পর জানিবে অর্থাৎ মারণ কর্ম করিলে যে পাপ হয়, সেই পাপের নিবর্ত্তক প্রায়শ্চিত্ত হইতেছে এই অযুত মন্ত্র জপ। ৬৯

অনন্তর জপের নিরূপণ হইতেছে—মন্ত্রাক্ষরগুলির আবৃত্তির নাম জপ। মানস, উপাংশু ও বাচিকভেদে উহা ত্রিবিধ। মন্ত্রের অর্থকে উদ্দিশ্য (স্মরণ) করিয়া বর্ণ, স্বর ও পদরূপ মন্ত্রের অক্ষর শ্রেণীকে মনে মনে উচ্চারণ করিবেন। এই যে মানস উচ্চারণ, উহাই মানস জপ।

১। খ—পীতা-ভূমিরিত্যাদি। প্রয়োগানন্তরমিত্যাদি পাঠঃ।

কিঞ্চিচ্ছ্রবণ-যোগ্যঃ স্যাদুপাংশুঃ স জপঃ স্মৃতঃ।
মন্ত্রমুচ্চারয়েদ্ বাচা বাচিকঃ স জপঃ স্মৃতঃ ॥ ৩

বিশুদ্ধেশ্বরতন্ত্রে—নিজকর্ণাগোচরো যো মানসঃ স জপঃ স্মৃতঃ।
উপাংশুর্নিজকর্ণস্য গোচরঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
নিগদস্তু জনৈর্বেদ্যস্ত্রিবিধো জপ ঈরিতঃ ॥ ৪
উচ্চৈর্জপাদ্ বিশিষ্টঃ স্যাদুপাংশুর্দশভির্গুণৈঃ।
জিহ্বা-জপঃ শতগুণঃ সহস্রো মানসঃ স্মৃতঃ ॥ ৫

তন্ত্রান্তরে— উচ্চৈর্জপোঽধমঃ প্রোক্ত উপাংশুর্মধ্যমঃ স্মৃতঃ।
উত্তমো মানসো দেবি! ত্রিবিধঃ কথিতো জপঃ ॥ ৬
জিহ্বা-জপঃ স বিজ্ঞেয়ঃ কেবলং জিহ্বয়া বুধৈঃ।
অতিহ্রস্বো ব্যাধিহেতুরতিদীর্ঘো বসু-ক্ষয়ঃ।
অক্ষরাক্ষর-সংযুক্তং জপেন্ মৌক্তিক-হারবৎ ॥ ৭

দেবতার প্রতি মনোনিবেশ করিয়া অর্থাৎ তদ্‌গত-চিত্ত হইয়া জিহ্বা ও ওষ্ঠকে কিঞ্চিৎ চালনা করিবেন। এই চালনার ফলে কিঞ্চিৎ শ্রবণযোগ্য যে মন্ত্রের উচ্চারণ, তাহাই উপাংশু জপ কথিত হইয়াছে। বাক্যের দ্বারা মন্ত্রের যে উচ্চারণ, তাহা বাচিক জপ উক্ত হইয়াছে। ১-৩

বিশুদ্ধেশ্বর তন্ত্রে বলিয়াছেন—নিজকর্ণের অগোচর যে জপ, সেই জপ মানস বলিয়া কথিত হইয়াছে। নিজকর্ণের গোচর যে জপ, তাহা উপাংশু কীর্ত্তিত হইয়াছে। জনগণের বেদ্য (শ্রবণ যোগ্য) যে জপ, তাহা নিগদ (বাচিক) জপ। এই ত্রিবিধ জপ কথিত হইয়াছে। ৪

উচ্চৈঃস্বরে জপ হইতে বিশিষ্ট ফল হয়। উপাংশু জপ তাহার দশগুণ অধিক ফলপ্রদ হয়। জিহ্বাজপ শতগুণ অধিক ফলপ্রদ এবং মানস জপ সহস্র গুণ অধিক ফলপ্রদ হয়। ৫

তন্ত্রান্তরে বলিয়াছেন—উচ্চৈঃস্বরে জপ অধম কথিত হইয়াছে। উপাংশু জপ মধ্যম কথিত হইয়াছে। হে দেবি! মানস জপ উত্তম। এই ত্রিবিধ জপ কথিত হইয়াছে। ৬

কেবল জিহ্বা দ্বারা যে জপ, তাহা কেবল জিহ্বা জপ, ইহা পণ্ডিতগণ জানিবেন। অতি হ্রস্ব জপ ব্যাধির হেতু এবং অতি দীর্ঘ জপ ধন ক্ষয়ের কারণ। মুক্তাহারের ন্যায় অক্ষরের পর অক্ষর যুক্ত করিয়া জপ করিবেন। ৭

অতিহ্রস্বঃ মন্ত্রবর্ণোচ্চারণে বহুক্ষণ-ব্যবহিতঃ। অতিদীর্ঘো মন্ত্র-বর্ণানা-মতিত্বরোচ্চারণকৃতঃ। বসুক্ষয় ইতি বসূনাং ক্ষয়ো যস্মাদিতি বিগ্রহঃ। অক্ষরমক্ষরসংযুক্তং যত্রেতি ক্রিয়াবিশেষণম্। মৌক্তিক-হারবৎ হারস্থ-মৌক্তিকবৎ[১]। অয়ঞ্চ সংযুক্তাংশে দৃষ্টান্তঃ। তথা তন্ত্রান্তরে (৮)—

মনঃ সংহৃত্য বিষয়াদ্ মন্ত্রার্থ-গত-মানসঃ।
ন দ্রুতং ন বিলম্বঞ্চ জপেন্ মৌক্তিক-হারবৎ ॥ ৯

নন্থ সংযুক্ত-বীজস্য সংযুক্তত্বেন বিযুক্তত্বেন বা উচ্চারণং? উচ্যতে দুর্বাসঃ-কূটে—মায়াস্থানে হ-রী-বর্ণ-যুগলঞ্চ ক্রমাল্লিখেদিতি বচনাৎ

কামরাজাখ্য-বিদ্যায়াস্ত্রিকূটেষু মহেশ্বরি!
যা স্থিতা ভুবনেশানী দ্বিধা কুরু বরাননে।
নাদহীনা-বিন্দুহীনা দুর্বাসঃ পূজিতা ভবেৎ[২] ॥

মন্ত্রবর্ণের উচ্চারণে বহুক্ষণ ব্যবহিত হইলে অতিহ্রস্ব হয়। মন্ত্রবর্ণ সমূহের অতিত্বরায় উচ্চারণ জন্য অতিদীর্ঘ হয়। বসুক্ষয় এই পদটী জপের বিশেষণ সমস্ত পদ। উহার ব্যাস বাক্য হইতেছে—বসূনাং ক্ষয়ো যস্মাৎ জপাৎ অর্থাৎ যে জপ হইতে বসু (ধন) সমূহের ক্ষয় হয়, সেই জপ বসু-ক্ষয় জপ। যে জপে অক্ষরটি অক্ষর সংযুক্ত, তাহা অক্ষরাক্ষর সংযুক্ত, এইটি জপ ক্রিয়ার বিশেষণ। যাহাতে অক্ষরের পর অক্ষর উচ্চারিত হয়, উচ্চারণে বিলম্ব হয় না, এমনভাবে জপ করিবে। মৌক্তিহারবৎ হারস্থিত মুক্তার ন্যায়। এইটি অক্ষর সংযোগের দৃষ্টান্ত। যেমন তন্ত্রান্তরে বলিয়াছেন (৮)—

বিষয় সমূহ হইতে মনকে উপসংহার করিয়া মন্ত্রার্থে চিত্তকে মগ্ন করিয়া হারস্থিত মুক্তার ন্যায় অক্ষরের পর অক্ষর উচ্চারণ করিয়া জপ করিবে। অতিদ্রুত বা অতি বিলম্বে জপ করিবে না। ৯

আচ্ছা, সংযুক্ত বীজের সংযুক্তত্ব রূপে অথবা বিযুক্তত্ব রূপে উচ্চারণ হইবে? উত্তরে বলিতেছি, দুর্বাসঃ কূটে—মায়া (হ্রীং) স্থানে হ রী এই বর্ণ ক্রমে ক্রমে লিখিবেন—এইরূপ বচন থাকায় এবং হে মহেশ্বরি! কামরাজ নামক বিদ্যার তিনটি কূটে যে ভুবনেশানী বীজ (হ্রীং) আছে, হে বরাননে। তাহাকে দ্বিধা কর। নাদহীনা ও বিন্দুহীনা হইয়াই দুর্বাসঃ পূজিতা হইবেন—এইরূপ বচন থাকায় কেবল সেই স্থানেই

১। খ—হারস্থমৌক্তিকবদিতি নাস্তি। ২। খ—নাদহীনেত্যাদি-শ্লোকার্দ্ধোঽয়ং নাস্তি।

ইতি বচনাচ্চ তত্রৈব বিশ্লেষেণোচ্চারণং নান্যত্রেতি স্বরসঃ। বিশ্লেষং বিনাঽনুচ্চার্য্যাণাং কূটানাস্বগত্যৈব বিশ্লেষেণোচ্চারণমিতি তত্ত্বম্। ১০

কালিকাপুরাণে—জপশ্চোপাংশুঃ সর্বেষামুত্তমঃ পরিকীর্ত্তিতঃ। ১১

অথ জপক্রমঃ

হস্তেন স্রজমাদায় চিন্তয়েন্মনসা শিবাম্।
চিন্তয়িত্বা গুরুং মূর্ধ্নি যথা বর্ণাদিকং ভবেৎ॥ ১২

মন্ত্রঞ্চ কণ্ঠতো ধ্যাত্বা পীতবর্ণং হিরণ্ময়ম্।
মহামায়াঞ্চ হৃদয়ে আত্মানং গুরু-পাদয়োঃ॥ ১৩

আচচক্ষে ততঃ পশ্চাদ্ গুরোর্মন্ত্রস্য চাত্মনঃ
দেব্যাশ্চাপ্যেকতাং নীত্বা সুষুম্না বর্ত্মনা ততঃ॥ ১৪

তথা— জপাদৌ পূজয়েন্ মালাং তোয়ৈরভ্যুক্ষ্য যত্নতঃ।
নিধায় মণ্ডলস্যান্তঃ সব্যহস্ত-গতাঞ্চ বা॥ ১৫

ওঁ মালে মালে মহামালে সর্বশক্তি-স্বরূপিণি!।
চতুর্বর্গস্ত্বয়ি ন্যস্তস্তস্মান্মে সিদ্ধিদা ভব॥ ১৬

বর্ণকে বিশ্লেষণ করিয়া উচ্চারণ হইবে, অন্যত্র নহে। ইহা স্বরস (আমার মত)। বর্ণের বিশ্লেষণ ছাড়া অনুচ্চার্য্য কূট সমূহের অগত্যা বর্ণসমূহের বিশ্লেষণ করিয়া উচ্চারণ কর্ত্তব্য। ইহাই তত্ত্ব। ১০

কালিকা পুরাণে বলিয়াছেন—সমস্ত জপের মধ্যে উপাংশু জপ উত্তম কীর্ত্তিত হইয়াছে। ১১

অনন্তর জপক্রম কথিত হইতেছে। হাতে মালা লইয়া মনে মনে শিবাকে চিন্তা করিবে। মস্তকে গুরুকে চিন্তা করিয়া মন্ত্র যেরূপ বর্ণপদাদি বিশিষ্ট হইবে, কণ্ঠ স্থানে তাহাকে হিরণ্ময় পীতবর্ণ ধ্যান করিয়া হৃদয়ে মহামায়াকে ধ্যান করিয়া গুরুর পাদদ্বয়ে নিজেকে চিন্তা করিয়া তাহার পর সুষুম্নাপথে গুরু, মন্ত্র, আত্মা ও দেবতার ঐক্য সম্পাদন করিয়া তাহার পর মন্ত্র উচ্চারণ করিবেন। ১২-১৪

তন্ত্রে এইরূপ উক্ত হইয়াছে—জপের আদিতে সর্বতোভদ্র মণ্ডল প্রভৃতি মণ্ডলের মধ্যে অথবা বাম হস্তে মালাকে রাখিয়া যত্নপূর্বক তাহাকে জলের দ্বারা অভ্যুক্ষণ করিয়া পূজা করিবেন। ১৫

ওঁ মালে মালে ইত্যাদি মন্ত্রে পূজা করিয়া নিজের হৃদয়ের নিকটে দক্ষিণ হস্তে

পূজয়িত্বা ততো মালাং গৃহ্ণীয়াদ্ দক্ষিণে করে।
মালাং স্বহৃদয়াসন্নে ধৃত্বা দক্ষিণ-পাণিনা ॥ ১৭

দেবীং বিচিন্তয়ন্ জপ্যং কুর্য্যাদ্ বামেন সংস্পৃশেৎ।
যথাশক্তি জপং কুর্য্যাৎ সংখ্যয়ৈব প্রযত্নতঃ ॥ ১৮

জপ্ত্বা মালাং শিরোদেশে প্রাংশুস্থানেঽথবা ন্যসেৎ।
স্তুতি-পাঠং ততঃ কুর্য্যাদিষ্টং কামং নিবেদ্য চ ॥ ১৯

সংখ্যয়ৈবেতি। তথা চ জপসংখ্যা-করণস্যাবশ্যকত্বম্। উক্তঞ্চ—

পর্ব-সন্ধিষু যজ্জপ্তং যজ্জপ্তং মেরু-লঙ্ঘনে।
অসংখ্যাতঞ্চ যজ্জপ্তং তৎ সর্বং নিষ্ফলং ভবেৎ ॥ ২০

ইতি। জপাদৌ কুল্লুকা-জপাদিরপ্যাবশ্যকঃ। যথা রুদ্রযামলে—

ঈশ্বর উবাচ— কুল্লুকাং মূর্দ্ধ্নি সংজপ্য হৃদি সেতুং বিচিন্তয়েৎ।
মহাসেতুং বিশুদ্ধৌ তু ষোড়শারে সমুদ্ধরেৎ ॥ ২১

মণিপূরে তু নির্বাণং মহাকুণ্ডলিনীমধঃ।
স্বাধিষ্ঠানে কামবীজং রাকিণী-মূর্দ্ধ্নি সংস্থিতম্ ॥ ২২

বিচিন্ত্য বিধিবদ্ দেবি! মূলাধারান্তিকাচ্ছিবে!।

মালাকে ধারণ করিয়া দেবীকে চিন্তা করিতে করিতে জপ্য মন্ত্র জপ করিবেন এবং বাম হাতে স্পর্শ করিবেন। যত্নপূর্বক সংখ্যা সহিত যথাশক্তি জপ করিবেন। ১৬-১৮

মন্ত্র জপ করিয়া মালাকে মস্তক দেশে অথবা প্রাংশু (উচ্চ) স্থানে রাখিবেন। তাহার পর নিজের প্রিয় কামনা নিবেদন করিয়া স্তুতি পাঠ করিবেন। ১৯

সংখ্যয়ৈব এই কথা দ্বারা জপ সংখ্যা করণ আবশ্যক, ইহা কথিত হইয়াছে। তন্ত্রেও এই বলিয়াছেন—

পর্বসন্ধিতে যে জপ, মেরু লঙ্ঘন করিয়া যে জপ, সংখ্যা না রাখিয়া যে জপ, সে সমস্তই নিষ্ফল। ২০

জপের আদিতে কুল্লুকার জপাদিও আবশ্যক। যেমন রুদ্রযামলে ঈশ্বর বলিলেন—

মস্তকে কুল্লুকাকে জপ করিয়া হৃদয়ে সেতুকে চিন্তা করিবে। ষোড়শদল বিশুদ্ধ চক্রে মহাসেতুকে জপ করিবে। ২১

নাভিতে মণিপুর চক্রে নির্বাণকে জপ করিবে। মূলাধারে মহাকুণ্ডলিনীকে চিন্তা করিবে। অধঃস্থানে স্বাধিষ্ঠানে লিঙ্গমূলে কামবীজকে রাকিণী মস্তকস্থিত ধ্যান করিবে।

বিশুদ্ধান্তং স্মরেদ্ দেবি! বিসতন্তু-তনীয়সীম্।
বেদিস্থানং[১] দ্বিজিহ্বান্তং মূলমন্ত্রাবৃতং মুহুঃ॥ ২৩

বিসতন্তু-তনীয়সীং কুণ্ডলিনীমিত্যর্থঃ। দ্বিজিহ্বান্তং জিহ্বাদ্বয়-মধ্যম্।

শ্রীদেব্যুবাচ— কুল্লুকা কীদৃশী নাথ! সেতুর্বা বদ কীদৃশঃ।
কীদৃশো বা মহাসেতুর্নির্বাণং ত্বথ কীদৃশম্।
অন্যদ্ বা কথিতং যন্মে কীদৃশং তদ্ বদ প্রভো॥ ২৪

ঈশ্বর উবাচ— গুহ্যাদ্ গুহ্যতরং দেবি! তব স্নেহেন কথ্যতে।
বিনা যেন মহেশানি! নিষ্ফলন্তু জপাদিকম্॥ ২৫
তারায়াঃ কুল্লুকা দেবি! মহানীল-সরস্বতী।
তারাস্ত্র-রহিতা ত্র্যর্ণা মহানীল-সরস্বতী।
কুল্লুকেয়ং সমাখ্যাতা সর্বতন্ত্রেষু গোপিতা॥ ২৬
পঞ্চাক্ষরী কালিকায়াঃ কুল্লুকা পরিকথ্যতে।
কালী কূর্চ্চং বধূর্মায়া ফট্‌কারান্তা মহেশ্বরি!॥ ২৭

বিধিপূর্বক চিন্তা করিয়া হে দেবি শিবে! মূলাধারের নিকট হইতে বিশুদ্ধ চক্র পর্যন্ত (কণ্ঠস্থ চক্র পর্যন্ত) বিসতন্তু অপেক্ষা তনীয়সী (সূক্ষ্মা) কুণ্ডলিনীকে স্মরণ করিবে। দ্বিজিহ্বান্ত বেদিস্থান (জিহ্বাদ্বয়ের মধ্যস্থান) মুহুর্মুহু মূল মন্ত্রের দ্বারা আবৃত হইতেছে। ২২-২৩

বিসতন্তুতনীরসীং ইহার অর্থ—কুণ্ডলিনীকে। দ্বিজিহ্বান্ত—জিহ্বাদ্বয়ের মধ্য।

শ্রীদেবী বলিলেন—হে নাথ! কুল্লুকা কিরূপ? সেতুই বা কিরূপ বলুন। মহাসেতুই বা কীদৃশ? নির্বাণই বা কিরূপ? অন্য যাহা আমার নিকট কথিত হইয়াছে, তাহা কিরূপ বলুন। ২৪

ঈশ্বর বলিলেন—হে মহেশানি! যাহা ছাড়া জপাদি নিষ্ফল, হে দেবি! গুহ্য হইতে গুহ্যতর সেই বিষয় তোমার প্রতি স্নেহে কথিত হইতেছে। ২৫

হে দেবি! তারার কুল্লুকা মহানীল সরস্বতী। তারাবীজ অস্ত্র রহিতা হইয়া ত্র্যক্ষর হইলে মহানীল সরস্বতী হয়, ইহা কুল্লুকা কথিত হইয়াছে। ইহা সমস্ত তন্ত্রেই গুপ্ত রহিয়াছে। ২৬

পঞ্চাক্ষরী বিদ্যা কালিকার সেতু কথিত হইয়াছে। হে মহেশ্বরি! কালী (ক্রীং) কূর্চ (হূং) বধূ (স্ত্রীং), মায়া (হ্রীং) ও অন্তে ফট্—এই পঞ্চাক্ষরী বিদ্যা। ২৭

১। জিহ্বয়োর্মধ্যং বেদিস্থানমিতি যে জিহ্বে যত্র তদ্ দ্বিজিহ্বং কণ্ঠমিতি যাবৎ। তথা চ মূলাধারাৎ কণ্ঠপর্যন্তং মন্ত্রাক্ষরং চিন্তয়েদিত্যর্থঃ। অধো মূলাধারমবধিং কৃত্বেত্যর্থঃ।

ছিন্নায়াস্তু মহাদেবি ! কুল্লুকাঽষ্টাক্ষরী ভবেৎ ।
বজ্রবৈরোচনীয়ে চ অন্তে বর্ম প্রকীর্ত্তয়েৎ ॥ ২৮
সম্পৎপ্রদায়াঃ প্রথমং ভৈরব্যাঃ কুল্লুকা মতা ।
শ্রীমৎ-ত্রিপুর-সুন্দর্য্যাঃ কুল্লুকা দ্বাদশাক্ষরী ॥ ২৯
বাগ্‌ভবং প্রথমং বীজং কামবীজমনন্তরম্ ।
লজ্জাবীজং ততঃ পশ্চাৎ ত্রিপুরে চ ততঃ পরম্ ॥ ৩০
ভগবতি ততঃ পশ্চাদন্তে ঠদ্বয়মুদ্ধরেৎ[১] ।
অথবা কামবীজাখ্যা কুল্লুকা পরিকীর্ত্তিতা ॥ ৩১
প্রাসাদবীজং শম্ভোশ্চ মঞ্জুঘোষে ষড়ক্ষরী ।
একার্ণং ভুবনেশ্বর্য্যা বিষ্ণোঃ স্যাদষ্ট-বর্ণকঃ ।
নমো নারায়ণায়েতি প্রণবাদ্যা চ কুল্লুকা ॥ ৩২
মাতঙ্গ্যাঃ প্রথমং বীজং মায়া ধূমাবতীং প্রতি ।
বগলায়া বধূ-বীজং লক্ষ্ম্যাশ্চ নিজবীজকম্ ॥ ৩৩
সরস্বত্যা বাগ্‌ভবঞ্চ অন্নদায়া অনঙ্গকম্ ।
অন্যাসান্তু পরাবীজং কুল্লুকা পরমেশ্বরি ! ॥ ৩৪

হে মহাদেবি ! ছিন্নমস্তার অষ্টাক্ষরী বিদ্যা কুল্লুকা কথিত হইয়াছে। বজ্রবৈরোচনীয়ে ও অন্তে ফট্ কীর্ত্তন করিবেন। তাহাতে বজ্রবৈরোচনীয়ে ফট্ হয়। ইহাই অষ্টাক্ষরী কুল্লুকা। ২৮

সম্পৎপ্রদার প্রথম কুট ভৈরবীর কুল্লুকা কথিত হইয়াছে। শ্রীমৎ ত্রিপুরসুন্দরীর দ্বাদশাক্ষরী বিদ্যা কুল্লুকা। ২৯

প্রথম বীজ বাগভব (ঐং), অনন্তর কামবীজ (ক্লীং), লজ্জাবীজ (হ্রীং), তাহার পর ত্রিপুরে, তাহার পর ভগবতি, তাহার পর অন্তে ঠদ্বয় (স্বাহা) উদ্ধার করিবে। অথবা কামবীজ নামক বিদ্যা কুল্লুকা কীর্ত্তিত হইয়াছে। ৩০-৩১

প্রাসাদ বীজ শম্ভুর কুল্লুকা, মঞ্জঘোষের ষড়ক্ষরী বিদ্যা কুল্লুকা, ভুবনেশ্বরীর একাক্ষরী বিদ্যা কুল্লুকা, প্রণবাদি নমো নারায়ণায় অর্থাৎ ওঁ নমো নারায়ণায়—এই অষ্টাক্ষর মন্ত্র নারায়ণের কুল্লুকা। ৩২

মাতঙ্গীর প্রথম বীজ, ধুমাবতীর প্রতি মায়া (হ্রীং) কুল্লুকা, বগলার বধুবীজ, লক্ষ্মীর নিজ বীজ কুল্লুকা। ৩৩

সরস্বতীর বাগ্‌ভব বীজ, অন্নদার অনঙ্গবীজ, হে মহেশ্বরি। অন্যান্য দেবতাগণের পরা বীজ কুল্লুকা। ৩৪

১। থ—উদ্ধরেদিত্যনন্তরং অন্যাসাং তু পরাবীজমিতি পাঠঃ। অথবেত্যাদ্যনঙ্গকমিত্যন্তঃ পাঠো নাস্তি।

ইয়ং তে কথিতা দেবি ! সংক্ষেপাৎ কুল্লুকা ময়া।
অজ্ঞাত্বা কুল্লুকামেতাং যো জপত্যধমঃ প্রিয়ে ! ॥ ৩৫

পঞ্চত্বমাশু লভতে সিদ্ধিহানিশ্চ জায়তে।
তথা[১] জপাদিকং সর্বং নিষ্ফলং নাত্র সংশয়ঃ।
তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন প্রজপেন্ মূর্ধ্নি কুল্লুকাম্ ॥ ৩৬

বর্ম প্রকীর্ত্তয়েদিতি কূর্চমুদ্ধরেদিত্যর্থঃ[২]। প্রথমমিতি। সম্পৎ-প্রদায়াঃ প্রথমং কূটং ভৈরব্যা কুল্লুকা ইত্যর্থঃ। পরাবীজং মায়াবীজম্। ইতি কুল্লুকা[৩]। ৩৭

তত্রৈব[৪]— অথ সেতুং প্রবক্ষ্যামি তং শৃণুষ্ব প্রিয়ংবদে !।
যস্যাঽজ্ঞানেন বিফলং জপ-হোমাদিকং ভবেৎ ॥ ৩৮

বিপ্রাণাং প্রণবঃ সেতুঃ ক্ষত্রিয়াণাং তথৈব চ।
বৈশ্যানান্তু ফড়ন্তঃ স্যান্মায়া শূদ্রস্য কথ্যতে ॥ ৩৯

অজপ্ত্বা হৃদি দেবেশি ! যো বৈ মন্ত্রং সমুচ্চরেৎ।
সর্বেষামেব মন্ত্রাণামধিকারো ন তস্য হি ॥ ৪০

হে দেবি। আমার কর্তৃক সংক্ষেপে এই কুল্লুকা কথিত হইল। হে প্রিয়ে! এই কুল্লুকাকে না জানিয়া যে জপ করে, সে অধম। ৩৫

সে শীঘ্র পঞ্চত্ব লাভ করে, তাহার সিদ্ধিহানি হয়। সেইরূপ তাহার জপাদি সমস্ত নিষ্কল হয়, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। অতএব সর্বপ্রযত্নে মস্তকে কুল্লুকা জপ করিবে। ৩৬

বর্ম প্রকীর্ত্তয়েৎ এই কথার অর্থ—কূর্চ উদ্ধার করিবে। প্রথমম্ এই পদের অর্থ—সম্পৎপ্রদার প্রথম কূট ভৈরবীর কুল্লকা। পরা বীজ—মায়াবীজ কুল্লুকা। ৩৭

সেই তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—হে প্রিয়ংবদে। অনন্তর সেতু বলিতেছি, তাহা শ্রবণ কর। যাহা না জানিলে ও জপ না করিলে জপ হোমাদি নিষ্ফল হইবে। ৩৮

বিপ্রগণের প্রণব সেতু। ক্ষত্রিয়গণেরও তাহাই সেতু। বৈশ্যগণের ফট্ বর্ণ সেতু। মায়াবীজ শূদ্রের সেতু কথিত হইয়াছে। ৩৯

হে দেবেশি। হৃদয়ে সেতুকে জপ না করিয়া যে মন্ত্র জপ করে, তাহার সমস্ত মন্ত্রে অধিকার থাকে না। ৪০

১। ক--বৃথা। ২। খ—বর্মেতি কূর্চমিত্যর্থঃ। ৩। ক—মায়াবীজং কুল্ল কা। ৪। খ—তত্রৈবেতি নাস্তি।

কালিকাপুরাণে—মন্ত্রাণাং প্রণবঃ সেতুর্ন মন্ত্রঃ প্রণবস্য তু।
প্রবত্যনোক্কতং পূর্বং পরস্তাচ্চ বিশীর্য্যতে ॥ ৪১
অকারশ্চাপ্যুকারশ্চ মকারশ্চ প্রজাপতিঃ।
বেদ-ত্রয়াৎ সমুদ্ধৃত্য প্রণবং নির্মমে পুরা ॥ ৪২
স উদাত্তো ব্রাহ্মণানাং রাজ্ঞাং স্যাদনুদাত্তকঃ।
স্বরিতশ্চোরু-জাতানাং মনসাপি তথা স্মরেৎ ॥ ৪৩
চতুর্দ্দশ-স্বরো যোঽসৌ শেষ ঔকার-সংজ্ঞকঃ।
স চানুস্বার-চন্দ্রাভ্যাং শূদ্রাণাং সেতুরুচ্যতে ॥ ৪৪
নিঃসেতু চ যথা তোয়ং ক্ষণান্ নিম্নং প্রসর্পতি।
মন্ত্রস্তথৈব নিঃসেতুঃ ক্ষণাৎ ক্ষরতি যজ্বনাম্ ॥ ৪৫
তস্মাৎ সর্বেষু মন্ত্রেষু চতুর্বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।
পার্শ্বয়োঃ সেতুমাদায় জপকর্মাচরন্তি চ ॥ ৪৬
শূদ্রাণামাদি-সেতুর্বা দ্বি-সেতুর্বা যথেচ্ছয়া।
দ্বি-সেতবঃ সমাখ্যাতাঃ সর্বদৈব দ্বিজাতয়ঃ ॥ ৪৭

ইতি সেতুপ্রকরণম্

কালিকাপুরাণে বলিয়াছেন—মন্ত্র সমূহের প্রণব সেতু; কিন্তু প্রণবের সেতু মন্ত্র নাই। মন্ত্রের পূর্বে ওঁকারের দ্বারা অলঙ্কৃত না হইলে ক্ষরিত হয়। পরে ওঁকারের দ্বারা অলঙ্কৃত না হইলে বিশীর্ণ হয়। ৪১

পুরাকালে প্রজাপতি বেদত্রয় হইতে অকার, উকার ও মকারকে উদ্ধার করিয়া প্রণব নির্মাণ করিয়াছিলেন। ৪২

ব্রাহ্মণগণের প্রণব উদাত্ত; ক্ষত্রিয়গণের প্রণব অনুদাত্ত, উরু জাত বৈশ্যগণের প্রণব স্বরিত হইবে। মনে মনে উদাত্তাদিরূপে স্মরণ করিবেন। ৪৩

এই যে ঔকার নামক শেষ চতুর্দশ স্বর, তাহা অনুস্বার ও চন্দ্র (বিন্দু) দ্বারা যুক্ত (ঔং) হইলে শূদ্রগণের সেতু কথিত হয়। ৪৪

জল নিঃসেতু হইলে যেমন ক্ষণমাত্রে নিম্নে বেগে গমন করে, মন্ত্র সেইরূপ সেতু রহিত হইলে ক্ষণমাত্রে জপকারীর নিকট হইতে ক্ষরিত হয়—ফল দেয় না। ৪৫

অতএব সমস্ত মন্ত্রে দ্বিজাতি প্রভৃতি চারিবর্ণ মন্ত্রের উভয়পার্শ্বে সেতু লইয়া জপ কর্মের অনুষ্ঠান করেন। ৪৬

শূদ্রগণের আদিতে সেতু অথবা ইচ্ছানুসারে দ্বিসেতু অর্থাৎ আদি ও অন্তে সেতু দিতে পারেন। দ্বিজাতিগণ সর্বদাই দ্বিসেতু বলিয়া কথিত হইয়াছেন। ৪৭

সেতু প্রকরণ সমাপ্ত হইল

মহাসেতুশ্চ দেবেশি ! সুন্দর্য্যা ভুবনেশ্বরী।
কালিকায়াঃ স্ববীজঞ্চ তারায়াঃ কূর্চবীজকম্।
অন্যাসান্ত বধূবীজং মহাসেতুর্বরাননে !॥ ৪৮
আদৌ জপ্ত্বা মহাসেতুং পশ্চান্ মন্ত্রমনন্যধীঃ[১]।
ধনৈর্ধনেশ-তুল্যোঽসৌ বাণ্যা বাগীশ্বরোপমঃ।
যুদ্ধে কৃতান্ত-সদৃশো নারীণাং মদনোপমঃ॥ ৪৯

ভুবনেশ্বরী মায়াবীজম্। মহাসেতুং পশ্চাদপি জপেৎ, সেতু-সাম্যাদিতি সম্প্রদায়বিদঃ। ৫০ ইতি মহাসেতু-প্রকরণম্[২]।

তত্রৈব[৩]— অথ বক্ষ্যামি নির্বাণং শৃণুষ্বাবহিতানঘে !।
প্রণবং পূর্বমুচ্চার্য্য মাতৃকাদ্যং সমুচ্চরেৎ॥ ৫১
মাতৃকান্ত সমস্তাঞ্চ পুনঃ প্রণবমুচ্চরেৎ।
এবম্পুটিত-মূলন্ত প্রজপেন্ মণি-পূরকে॥ ৫২
এবং নির্বাণমীশানি ! যো ন জানাতি পামরঃ।
কল্পকোটি-সহস্রেষু তস্য সিদ্ধির্ন জায়তে॥ ৫৩

হে দেবেশি! সুন্দরীর মহাসেতু ভুবনেশ্বরী (হ্রীং)। কালিকার মহাসেতু নিজ বীজ, তারার মহাসেতু কূর্চবীজ। অন্যান্য দেবতাগণের মহাসেতু বধূবীজ। ৪৮

প্রথমে মহাসেতু জপ করিয়া পরে অনন্য-চিত্ত হইয়া ইষ্ট মন্ত্র জপ করিবেন। ঐ জপকারী ব্যক্তি ধনে ধনেশ কুবেরের তুল্য হইবে। বাক্যে বাগীশ্বরের সদৃশ হইবে। যুদ্ধে কৃতান্ত সদৃশ, নারীগণের নিকট মদন সদৃশ হইবে। ৪৯

ভুবনেশ্বরী—মায়াবীজ হ্রীং। সেতুর সহিত সাম্যবশতঃ মহাসেতু পরেও জপ করিতে পারেন। ইহা সম্প্রদায়বিৎ বলেন। ৫০ মহাসেতু প্রকরণ সমাপ্ত হইল।

সেই কালিকা-পুরাণেই বলিয়াছেন—হে অনঘে! অনন্তর মহানির্বাণ বলিব। অবহিত হইয়া তাহা শ্রবণ কর। প্রথমে প্রণব উচ্চারণ করিয়া মাতৃকাদ্য অকার উচ্চারণ করিবে। ৫১

তাহার পর সমস্ত মাতৃকাবর্ণ উচ্চারণ করিয়া পুনরায় প্রণব উচ্চারণ করিবে। এইরূপে পুটিত মূল মন্ত্রকে মণিপূরে জপ করিবে। ৫২

হে ঈশানি! যে পামর এইরূপ নির্বাণ না জানে, কল্পকোটি সহস্র বৎসরেও তাহার সিদ্ধি হয় না। ৫৩

১। খ—জপেন্ মন্ত্রমনন্যধীঃ। ২। খ—ইতি মহাসেতুঃ। ৩। খ—তত্রৈবেতি নাস্তি।

মাতৃকাদ্যং অকারম্। সমস্তাং মাতৃকামিতি। প্রথমোচ্চারিতমকার-মাদায়েতি ভাবঃ। এবং পুটিত-মূলম্বিতি। প্রণব-মাতৃকা-প্রণবৈঃ পুটিতং মূলমিত্যর্থঃ। তেন প্রণবো মাতৃকা প্রণবো মূলং প্রণবো মাতৃকা প্রণবশ্চেতি সপ্তভির্নিবাণম্। ইদমেব মন্ত্রশিখেত্যুচ্যতে। সর্বত্র মাতৃকা সানুস্বারৈব গৃহ্যতে। জপাদাবেবং সপ্তধা জপেৎ। ইতি নির্বাণম্। ৫৪

অন্যদ্বা কথিতং যন্মে ইতি যদ্ দেব্যা পৃষ্টম্, তত্র শিবস্যোত্তরং তু—

ঋষিচ্ছন্দো দেবতা চ বীজং শক্তিশ্চ কীলকম্।
ভাবয়েদ্ যত্নতো দেবি! ততঃ স্বেষ্টাদিকং জপেৎ ॥ ৫৫
এবং যদি জপেন্ মন্ত্রী মন্ত্ররাজমনুত্তমম্।
ষণ্মাসাৎ সিদ্ধিমাপ্নোতি নাত্র কার্য্যা বিচারণা।
সাক্ষাৎ স এব পূতাত্মা দেবৈঃ সহ বিরাজতে ॥ ৫৬ ইতি ঋষ্যাদিন্যাসঃ।

কুলার্ণবে— জাতে সূতকমাদৌ স্যাদন্তে চ মৃত-সূতকম্।
সূতকদ্বয়-সংযুক্তো যো মন্ত্রঃ স ন সিধ্যতি ॥ ৫৭

মাতৃকাদ্য—অকার। সমস্তাং মাতৃকাম্ এই কথার ভাব (তাৎপর্য) হইতেছে—প্রথম উচ্চারিত অকারকে লইয়া সমস্ত মাতৃকা, আগে অকার পরে অকারাদি সমস্ত মাতৃকা এইরূপ নহে। এবং পুটিতমূলং এই কথার অর্থ—প্রণব, মাতৃকা বর্ণ ও প্রণব দ্বারা পুটিত মূল। তাহাতে প্রণব, মাতৃকা, প্রণব, মূল, প্রণব, মাতৃকা, প্রণব—এই সাতটি দ্বারা নির্বাণ হয়। ইহাই মন্ত্র-শিখা নামে কথিত হয়। সর্বত্র মাতৃকা অনুস্বার যুক্তই গৃহীত হয়। জপের আদিতে এইরূপ সাত বার জপ করিবে। নির্বাণ সমাপ্ত হইল। ৫৪

অন্যদ্বা কথিতং যন্মে (আমার নিকট অন্য যাহা কথিত হইয়াছে)। এই বলিয়া দেবী যাহা প্রশ্ন করিয়াছিলেন। সেই প্রশ্নে শিবের উত্তর হইতেছে—

হে দেবি! ঋষি, ছন্দঃ, দেবতা, বীজ, শক্তি, কীলক যত্ন পূর্বক ভাবনা করিবে। তাহার পর নিজ ইষ্ট মন্ত্র জপ করিবে। ৫৫

এইরূপে যদি কেহ অতিশ্রেষ্ঠ মন্ত্ররাজকে জপ করে, তবে সে ছয়মাসের মধ্যে সিদ্ধি-লাভ করে, ইহাতে সন্দেহ নাই। সে সাক্ষাৎ পবিত্রাত্মা হইয়া দেবগণের সহিত বিরাজ করে। ৫৬ ঋষ্যাদি ন্যাস সমাপ্ত হইল।

কুলার্ণবে বলিয়াছেন—মন্ত্রের উৎপত্তিতে (প্রথম উচ্চারণে) প্রথমে জাতক (জাতাশৌচ) ও অন্তে মৃত (মৃতাশৌচ) হয়। যে মন্ত্র সূতকদ্বয় যুক্ত, সে মন্ত্র সিদ্ধ হয় না। ৫৭

তস্মাদ্ দেবি ! প্রযত্নেন ধ্রুবেণ পুটিতং ধ্রুবম্ ।
অষ্টোত্তরশতং বাপি সপ্তবারং জপাদিতঃ।
জপান্তে চ ততো জপ্যাচ্চতুর্বর্গ-ফলাপ্তয়ে ॥ ৫৮

ধ্রুবেণ প্রণবেন। ধ্রুবং নিশ্চিতম্। তন্ত্রান্তরে—

ব্রহ্মবীজং মনোর্দত্ত্বা চাদ্যন্তে পরমেশ্বরি !।
সপ্তবারং জপেন্মন্ত্রং সূতকদ্বয়-মুক্তয়ে ॥ ৫৯

অথ সপ্তচ্ছদা

তন্ত্রে— প্রণবং পূর্বমুদ্ধৃত্য ঐশ্বর্য্যং বিন্দু-সংযুতম্ ।
কামবীজং ততো দেবি ! হৃল্লেখা তদনন্তরম্ ।
পুনঃ প্রণবমুদ্ধৃত্য বিদ্যা পঞ্চাক্ষরী প্রিয়ে ॥ ৬০

দেবীভূতানি সর্বাণি তথা চ সাধকোত্তমাঃ ।
হরন্তি সর্বতেজাংসি বিদ্যাং সপ্তচ্ছদাং বিনা ॥ ৬১

ঐশ্বর্য্যং ঐকারঃ। তেন ওঁ ঐঁ ক্লীঁ হ্রীঁ ওঁ ইতি পঞ্চবীজাত্মক-সপ্তচ্ছদা-মপ্যাদাবন্তে চ সকৃৎ সকৃজ্জপেৎ ॥ ৬২

অতএব হে দেবি। যত্নপূর্বক মন্ত্রকে ধ্রুবের (প্রণবের) দ্বারা নিশ্চয়ই পুটিত করিবে। জপের আদিতে উহা অষ্টোত্তর শত (১০৮) বার বা সাত বার জপ করিবে। তাহার পর জপের অন্তে চতুর্বর্গ লাভের জন্য ঐরূপ জপ করিবে। ৫৮

প্রথম ধ্রুব—প্রণব। দ্বিতীয় ধ্রুব—নিশ্চয় অবশ্য। তন্ত্রান্তরে বলিয়াছেন—

হে পরমেশ্বরি! সূতক দ্বয়ের মুক্তির জন্য মন্ত্রের আদিতে ও অন্তে ব্রহ্মবীজ (প্রণব) দিয়া ঐ মন্ত্র সাত বার জপ করিবে। ৫৯

অনন্তর সপ্তচ্ছদা কথিত হইতেছে। তন্ত্রে বলিয়াছেন—হে প্রিয়ে। হে দেবি! প্রথমে প্রণবকে উদ্ধার করিয়া বিন্দু সংযুত ঐশ্বর্য্য (ঐং), কামবীজ, তাহার পর হৃল্লেখা, তাহার পর পুনরায় প্রণব উদ্ধার করিলে পঞ্চাক্ষরী বিদ্যা হইবে। ৬০

এই পঞ্চাক্ষরী বিদ্যার পাঁচটি অক্ষরই দেবী স্বরূপ। শ্রেষ্ঠ সাধকগণও দেবী স্বরূপ। সপ্তচ্ছদা বিদ্যা বিনা এই দেবীভূত বীজগুলি মন্ত্রের সমস্ত তেজ হরণ করেন। ৬১

ঐশ্বর্য্য—ঐকার। অতএব ওঁ ঐং ক্লীং হ্রীং ওঁ এই পঞ্চ বীজাত্মক সপ্তচ্ছদাকেও জপের আদিতে ও অন্তে এক একবার জপ করিবেন। ৬২

অথামৃতা

যথা দোষশান্তি-প্রকরণে—প্রণবো মাতৃকা দেবী হৃল্লেখেত্যমৃত-ত্রয়ম্ ।

অমৃতত্রয়-সংযোগাদ্ দুষ্ট-মন্ত্রোঽপি সিধ্যতি ॥ ৬৩

এষা সর্বসাধারণ্যমৃতা। বিশেষস্তু শিব উবাচ—

শৃণু বক্ষ্যামি দেবেশি! অমৃতাং সর্বসিদ্ধিদাম্।

যাসাং সংযোগ-মাত্রেণ সর্ববিদ্যা সুসিদ্ধিদা ॥ ৬৪

শ্রীঁ শ্রীঁ শ্রীঁ হ্রীঁ হ্রীঁ হ্রীঁ শ্রীঁ শ্রীঁ শ্রীঁ—

এষা নবাক্ষরী বিদ্যা অমৃতাখ্যা সুসিদ্ধিদা।

সুন্দরী-সম্মতা বিদ্যা অমৃতা সিদ্ধিদায়িনী ॥ ৬৫

অষ্টোত্তর-শতং নিত্যং প্রাতঃ কালে জপেৎ ততঃ।

মধ্যাহ্নে চ জপেন্ মন্ত্রমষ্টোত্তর-শতং শুভে!।

এবং সর্বত্র বোদ্ধব্যং দশবিদ্যাসু সম্মতম্ ॥ ৬৬

শ্রীদুর্গোবাচ— মন্ত্রত্রয়ং মহাভাগ! সংশ্রুতং ভবতো মুখাৎ।

কথ্যতাং দেব! সিদ্ধীশ! দশবিদ্যাসু সম্মতম্।

কথ্যতাং কথ্যতাং দেব! যদি স্নেহোঽস্তি মাং প্রতি ॥ ৬৭

অনন্তর অমৃতা কথিত হইতেছে। যেমন দোষ শান্তির প্রকরণে বলিয়াছেন—

প্রণব, মাতৃকা দেবী, হৃল্লেখা—এই হইতেছে অমৃতত্রয়। এই অমৃতত্রয়ের সম্বন্ধ হইলে দুষ্ট মন্ত্রও সিদ্ধ হয়। ৬৩

এইটি সর্বসাধারণ অমৃতা। এ সম্বন্ধে বিশেষ শিব বলিতেছেন—

হে দেবেশি! সর্বসিদ্ধিদা অমৃতাকে শ্রবণ কর। যাহাদের সম্বন্ধমাত্রে সমস্ত বিদ্যা সুসিদ্ধা হইয়া থাকে। ৬৪

শ্রীং শ্রীং শ্রীং হ্রীং হ্রীং হ্রীং শ্রীং শ্রীং শ্রীং—এই নবাক্ষরী অমৃতা নাম্নী বিদ্যা সুসিদ্ধিপ্রদা। এই নবাক্ষরী বিদ্যা সুন্দরী সম্মতা অমৃতা। ইহা সিদ্ধিদায়িনী। ৬৫

নিত্য প্রাতঃকালে এক শত আটবার এই মন্ত্র জপ করিবে। তাহার পর মধ্যাহ্ন কালে এক শত আটবার মন্ত্র জপ করিবে। হে শুভে! এই দশ মহাবিদ্যার সুসম্মত মন্ত্র সর্বত্র এইরূপ জানিবে। ৬৬

শ্রীদুর্গা বলিলেন—হে মহাভাগ! আপনার মুখ হইতে মন্ত্র-ত্রয় শুনিয়াছি। হে দেব! হে সিদ্ধীশ! দশ মহাবিদ্যার সুসম্মত অমৃতা মন্ত্র বলুন। হে দেব! যদি আমার প্রতি স্নেহ থাকে, তবে বলুন। ৬৭

শ্রীদেব উবাচ—সর্বাসাং দশবিদ্যানাং মন্ত্রং বক্ষ্যামি সংশৃণু। ৬৮

ঐঁ হ্রীঁ ঐঁ ঐঁ হ্রীঁ ঐঁ—ইতি তে কথিতা বিদ্যা ভৈরবীষু চ সম্মতা।

পরাৎ পরতরা বিদ্যা অমৃতাঽমৃতদায়িনী ॥ ৬৯

হ্রীঁ হ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ[১] হ্রীঁ হ্রীঁ হ্রীঁ—

এষা সপ্তাক্ষরী বিদ্যা ভুবনেশ্যাঞ্চ সম্মতা।

দ্রুত-সিদ্ধি-প্রদা বিদ্যা কলাবমৃতদায়িনী ॥ ৭০

ঐঁ ঐঁ ঐঁ হ্রীঁ হ্রীঁ হ্রীঁ—যড়ক্ষরী মহাবিদ্যা বগলাসু চ সম্মতা।

দ্রুত-সিদ্ধিপ্রদা বিদ্যা পূর্বোক্ত-জপতঃ প্রিয়ে! ॥ ৭১

হ্রীঁ ক্লীঁ[২] স্ত্রীঁ হ্রীঁ হূং[৩] হ্রীঁ স্বাহা—

অষ্টাক্ষরী মহাবিদ্যা মাতঙ্গীষু চ সম্মতা।

দ্রুত-সিদ্ধি-প্রদা বিদ্যা সুজপেদ্ ভক্তিতো যদি ॥ ৭২

শ্রীঁ শ্রীঁ শ্রীঁ হ্রীঁ শ্রীঁ শ্রীঁ শ্রীঁ—

সপ্তাক্ষরী মহাবিদ্যা কমলাসু চ সম্মতা।

দ্রুতসিদ্ধি-প্রদা বিদ্যা কলৌ চামৃত-দায়িনী ॥ ৭৩

হূঁ হূঁ হূঁ হ্রীঁ হূঁ হূঁ হূঁ[৪]—

শ্রীমহাদেব বলিলেন—সমস্ত দশ মহাবিদ্যার মন্ত্র বলিতেছি। তুমি তাহা সম্যক্ রূপে শ্রবণ কর। ৬৮

ঐং হ্রীং ঐং ঐং হ্রীং ঐং—ভৈরবী সম্মত এই অমৃতা বিদ্যা তোমার নিকট কথিত হইল। অমৃত প্রদায়িনী এই অমৃতা বিদ্যা শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠা। ৬৯

হ্রীং হ্রীং হ্রীং ক্লীং (ক্রীং) হ্রীং হ্রীং হ্রীং—এই সপ্তাক্ষরী অমৃতা বিদ্যা ভুবনেশ্বরীর সম্মতা। অমৃতদায়িনী এই বিদ্যা কলিকালে দ্রুত সিদ্ধিপ্রদা। ৭০

ঐং ঐং ঐং হ্রীং হ্রীং হ্রীং—এই ষড়ক্ষরী অমৃতা বিদ্যা বগলার সম্মতা। এই বিদ্যা পূর্বোক্ত প্রকারে জপ করিলে দ্রুত সিদ্ধিপ্রদা হয়। ৭১

হ্রীং ক্লীং স্ত্রীং, হ্রীং হূং হ্রীং স্বাহা—এই অষ্টাক্ষরী অমৃতা মহাবিদ্যা মাতঙ্গীর সম্মতা। যদি ভক্তিপূর্বক ইহাকে সুন্দররূপে জপ করেন, তবে এই বিদ্যা দ্রুত সিদ্ধিপ্রদা হয়। ৭২

শ্রীং শ্রীং শ্রীং হ্রীং শ্রীং শ্রীং শ্রীং এই সপ্তাক্ষরী অমৃতা মহাবিদ্যা কমলার সম্মতা। এই অমৃত-দায়িনী বিদ্যা কলিকালে দ্রুতসিদ্ধি প্রদা। ৭৩

১। খ—ক্রীং। ২। খ—ক্রীং। ৩। খ—হ্রীং ক্রুং। ৪। খ—হ্রীং ক্রুং ক্রুং ক্রুং।

সপ্তাক্ষরী মহাবিদ্যা চামৃতা ধনদাসু চ।
দ্রুত-সিদ্ধি-প্রদা বিদ্যা কলৌ চামৃত-দায়িনী ॥ ৭৪

হ্রীঁ হ্রীঁ হ্রীঁ ওঁ হ্রীঁ হ্রীঁ হ্রীঁ—

সপ্তাক্ষরী মহাবিদ্যা মর্দিনীষু চ সম্মতা।
দ্রুত-সিদ্ধি-প্রদা নিত্যা কলৌ চামৃত-দায়িনী ॥ ৭৫
যা নিত্যা কালিকা-দেবী কলৌ জাগ্রৎ-স্বরূপিণী।
তথাপি কালিকা-দেব্যা রহস্যং কথয়ামি তে ॥ ৭৬

ক্লীঁ ক্রীঁ ঐঁ ব্লূঁ ব্লূঁ[১] হ্রীঁ শ্রীঁ হূঁ ওঁ স্ত্রীঁ স্বাহা।

দ্বাদশাক্ষরী মহাবিদ্যা কালিকাসু চ সম্মতা।
দ্রুত-সিদ্ধি-প্রদা নিত্যা কলৌ চামৃত-দায়িনী ॥ ৭৭

ওঁ হ্রীঁ হ্রীঁ হ্রীঁ শ্রীঁ শ্রীঁ শ্রীঁ হ্রীঁ হ্রীঁ হ্রীঁ ক্রীঁ ক্রীঁ ক্রীঁ স্বাহা।

কথিতৈষা মহাবিদ্যা ছিন্না-পঞ্চদশাক্ষরী।
গুহ্যাদ্ গুহ্যতরং গুহ্যং কথিতং তব দুর্লভম্ ॥ ৭৮
নাতঃ পরতরং তত্ত্বং কোটি-তন্ত্রেষু সম্মতম্
প্রাতঃকালে জপেন্নিত্যং চাষ্টোত্তর শতং প্রিয়ে! ॥ ৭৯

হূং হূং হূং হ্রীং হূং হূং হূং—এই সপ্তাক্ষরী অমৃতা মহাবিদ্যা ধনদার অমৃতা। অমৃতদায়িনী এই বিদ্যা কলি কালে দ্রুতসিদ্ধি প্রদা। ৭৪

হ্রীং হ্রীং হ্রীং ওঁ হ্রীং হ্রীং হ্রীং—এই সপ্তাক্ষরী অমৃতা মহাবিদ্যা মহিষমর্দ্দিনীর সম্মতা। এই অমৃতদায়িনী বিদ্যা কলিতে সর্বদা দ্রুতসিদ্ধি প্রদা। ৭৫

যে নিত্যা কালিকা দেবী কলিতে জাগ্রৎ স্বরূপিণী। তথাপি সেই কালিকা দেবীর রহস্য (অমৃতা) তোমাকে বলিতেছি। ৭৬

ক্লীং ক্রীং ঐং ব্লুং ব্লুং হ্রীং শ্রীং হূং ওঁ স্ত্রীং স্বাহা—এই দ্বাদশাক্ষরী অমৃতা মহাবিদ্যা কালিকার সম্মতা। অমৃতদায়িনী এই বিদ্যা কলিতে সর্বদা দ্রুতসিদ্ধি প্রদা। ৭৭

ওঁ হ্রীং হ্রীং হ্রীং শ্রীং শ্রীং শ্রীং হ্রীং হ্রীং হ্রীং ক্রীং ক্রীং ক্রীং স্বাহা—ছিন্নমস্তার এই পঞ্চাদশাক্ষরী অমৃতা মহাবিদ্যা কথিত হইল। ইহা গুহ্য, গুহ্য হইতে গুহ্যতর, তোমার দুর্লভ এই বিদ্যা কথিত হইল। ৭৮

কোটিতন্ত্রের সম্মত ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর তত্ত্ব নাই। হে প্রিয়ে। নিত্য প্রাতঃকালে অষ্টোত্তর শত এই বিদ্যা জপ করিবে। ৭৯

১। খ—ক্রীং ক্লীং ঐং ব্লং ব্লং।

ত্রিসন্ধ্যায়াং জপেদ্ বিদ্যাং পূর্বোক্ত-ক্রমতঃ সদা।
যথা দিবা তথা রাত্রৌ জপাৎ সিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ।
ততস্তু পূজয়েদ্ ধীমান্ যস্য যা স্বেষ্টদেবতাঃ। ৮০

ইতি বর্ণবিলাসতন্ত্রে গণেশ-জাতুকর্ণসম্বাদে ত্রয়োদশপটলেঽভিহিতম্। তত্রৈব নবম পটলে— সুন্দরী ভৈরবী তারা মাতঙ্গী বগলা তথা।
ধনদা উগ্রচণ্ডা চ কলৌ নিদ্রাতুরা শুভে!॥ ৮১
দীক্ষা চ ছিন্নমস্তায়াং কলৌ নাস্তি সুরেশ্বরি!।
নাস্তি নাস্তি কলৌ নাস্তি ইতি নির্ণয়মীরিতম্।
ন সিদ্ধিশ্ছিন্নমস্তায়ামস্ত্রঘাতমবাপ্নুয়াৎ॥ ৮২
কলৌ ব্রাহ্মী[১] সুরশ্রেষ্ঠা জাগ্রদ্রূপা চ কালিকা।
শ্রুত্বা চ কালিকামন্ত্রং কলৌ সিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ॥ ৮৩

শ্রীদেব্যুবাচ— পৃচ্ছাম্যেকং মহাভাগ! পার্বতীশ্বর! শঙ্কর!।
অজ্ঞানাদ্ যদি বা মোহাচ্ছিন্নমস্তাসু দীক্ষিতম্।
কিমুপায়ং হি যোগীন্দ্র! তন্ মে কথয় সাম্প্রতম্॥ ৮৪

পূর্বোক্তক্রমে সর্বদা ত্রিসন্ধ্যায় এই বিদ্যাকে জপ করিবে। যেমন দিবাতে জপ করিবে, সেইরূপ রাত্রিতেও জপ করিবে। এই জপ হইতে সিদ্ধি সমূহের অধিপতি হইবে। তাহার পর ধীমান্ সাধক যাহার যে যে ইষ্টদেবতা, তাঁহার পূজা করিবে। ৮০

ইহা বর্ণবিলাস তন্ত্রে গণেশ ও জাতুকর্ণের সংবাদে ত্রয়োদশ পটলে অভিহিত হইয়াছে। সেইখানেই নবম পটলে বলিয়াছেন—

হে শুভে! সুন্দরী, ভৈরবী, তারা, মাতঙ্গী, বগলা, এইরূপ ধনদা ও উগ্রচণ্ডা—ইঁহারা কলিতে নিদ্রাতুরা জানিবে। ৮১

হে সুরেশ্বরি। কলিতে ছিন্নমস্তার মন্ত্রে দীক্ষা নাই। কলিতে ইহা নাই—নাই—নাই—এই সিদ্ধান্ত কথিত হইয়াছে। ছিন্নমস্তাতে সিদ্ধি নাই। ইহাতে অস্ত্রঘাত প্রাপ্ত হইবে। ৮২

হে দেবি। কলিতে সুরশ্রেষ্ঠা ব্রহ্ম-স্বরূপা কালিকা জাগ্রদ্‌রূপা। কালিকা মন্ত্র শ্রবণ করিয়া কলিতে সিদ্ধীশ্বর হইবে। ৮৩

শ্রীদেবী বলিলেন—হে মহাভাগ পার্বতীপতি শঙ্কর। একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি। অজ্ঞানবশতঃ অথবা মোহবশতঃ যদি কেহ ছিন্নমস্তার মন্ত্রে দীক্ষিত হয়, হে যোগীন্দ্র। তাহার প্রতীকারের উপায় কি? এখন তাহা বলুন। ৮৪

১। খ—কলৌ দেবি।

শ্রীশিব উবাচ—ছিন্নামন্ত্রং তদা দেবি! ন চ ত্যাজ্যং কদাচন।

উপায়ং তস্য বক্ষ্যামি শৃণু হে নগনন্দিনি! ॥ ৮৫

যৎ কৃত্বা সাধকঃ সর্বশ্ছিন্নাসু সিদ্ধিভাগ্ ভবেৎ।

শৃণু বিদ্যাং প্রবক্ষ্যামি বিদ্যাঞ্চামৃতদায়িনীম্ ॥ ৮৬

ক্রীঁ ওঁ ক্রীঁ হ্রীঁ ওঁ হ্রীঁ হ্রুঁ শ্রীঁ ওঁ শ্রীঁ স্ত্রীঁ ওঁ স্ত্রীঁ হুঁ ওঁ সং স্বাহা—

এষা তে কথিতা বিদ্যা চামৃতাঽমৃতদায়িনী।

অমৃতৈঃ পুটিতং কৃত্বা প্রত্যহং প্রজপেচ্ছতম্ ॥ ৮৭

এবং হি প্রত্যহং কুর্য্যাদ্ যাবল্লক্ষং সমাপ্যতে।

ততস্তু সোঽধিকারী স্যাৎ পুরশ্চরণ-পূজয়োঃ ॥ ৮৮ ইতি।

জপাদৌ শাক্তৈঃ কামকলা ধ্যেয়েতি তদ্ধ্যানমুচ্যতে। যথা সময়াতন্ত্রে (৮৯)—

বক্ত্রবিম্ব-কুচদ্বন্দ্ব-সপরার্দ্ধাবসানকম্।

শ্রুতি-নাসাক্ষি-দোর্দণ্ডযুগ-পাদযুগান্বিতম্ ॥ ৯০

মহাকাল-কলারূপমেতদেব বিচিন্তয়েৎ।

এতন্ মহাকামকলা-ধ্যানাৎ সর্বং বশং নয়েৎ ॥ ৯১

শ্রীশিব এই বলিলেন—যদি কেহ ছিন্নমস্তার মন্ত্রে দীক্ষিত হয়, তবে সে সেই মন্ত্র কখনও ত্যাগ করিবে না। হে নগনন্দিনি! তাহার প্রতীকারের উপায় বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৮৫

সমস্ত সাধক যাহা করিয়া ছিন্নমস্তার বিদ্যাতে সিদ্ধি লাভ করিতে পারে, সেই অমৃতদায়িনী বিদ্যাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৮৬

ক্রীং ওঁ ক্রীং হ্রীং ওঁ হ্রীং হ্রুং শ্রীং ওঁ শ্রীং স্ত্রীং ওঁ স্ত্রীং হুঁ ওঁ সং স্বাহা।

এই অমৃতদায়িনী অমৃত বিদ্যা তোমার নিকট কথিত হইল। অমৃতের দ্বারা পুটিত করিয়া প্রত্যহ শত বার জপ করিবে। ৮৭

যে পর্য্যন্ত লক্ষ সংখ্যার পরিসমাপ্তি হয়, সেই পর্য্যন্ত এইরূপই প্রত্যহ করিবে। তাহার পর সে পুরশ্চরণে ও পূজায় অধিকারী হইবে। ৮৮

জপের আদিতে শাক্ত কর্তৃক কামকলার ধ্যান কর্ত্তব্য। এই জন্য কামকলার সেই ধ্যান কথিত হইতেছে। যেমন সময়াতন্ত্রে বলিয়াছেন (৮৯)—

এই কামকলার মুখবিম্ব ও স্তনদ্বয়ের অধোদেশে স পর হকারের অর্দ্ধ অবস্থিত। তিনি চারিটি শ্রুতিরূপ নাসিকা, অক্ষি (চক্ষুঃ), বাহুদ্বয় ও পাদদ্বয়ে যুক্ত। মহাকালে র কামকলার এই রূপ চিন্তা করিবেন। এই মহাকালের কামকলার ধ্যান হইতে সকলকে বশে আনিতে পারিবেন। ৯০-৯১

ক্ষোভয়েৎ সর্ববনিতাঃ স্বর্ভূ-পাতাল-সংস্থিতাঃ।
মর্ত্ত্যজা দৃষ্টিমাত্রেণ-স্ফুরজ্জঘন-মণ্ডলা।
ভয়-লজ্জা-বিনির্মুক্তা বশগা তস্য জায়তে ॥ ৯২

সপরার্দ্ধমিতি। সাৎ পরঃ সপরো হকারস্তদর্দ্ধমবসানমধো হং শং যস্যেত্যর্থঃ। তথাচোক্তং শ্রীমতাচার্য্যেণ—মুখং বিন্দুং কৃত্বা স্তনযুগমধস্তস্য তদধো হকারার্দ্ধং ধ্যায়েদ্ হরমহিষি! তে মন্মথকলামিত্যাদি। ত্রিপুটা-ভুজঙ্গ প্রয়াতেঽপি ব্যক্তং —সদানন্দপূর্ণাং হকারার্দ্ধ-বর্ণাং ত্রিবিন্দু-স্বরূপাং ত্রিশক্তিং ভজামীতি। ৯৩

শ্রীক্রমেঽপি—যা সা মধুমতী নাম্নী মায়া মোহন-কারিণী।
বাহ্যাভ্যন্তর-ভেদেন চিন্তনীয়াঞ্চ তাং শৃণু ॥ ৯৪
ত্রৈলোক্যমেকরূপেণ স্বাত্মানমেকরূপিণীম্।
একাকৃতি-স্বরূপেণ সর্বাং শক্তিং[১] বিচিন্তয়েৎ ॥ ৯৫
ভাবয়েৎ কামিনীং সর্বাং দেবীমীং-বর্ণরূপিণীম্।
ঈঙ্কারভূত-বর্ণস্যাবয়বঞ্চ চতুষ্টয়ম্ ॥ ৯৬

স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল স্থিতা সমস্ত বনিতাকে ক্ষুব্ধ করিতে পারেন। এই মর্ত্ত্য জাতা নারীগণ দৃষ্টিমাত্রে জঘনমণ্ডল প্রকাশিত করিয়া ভয় ও লজ্জা ত্যাগ করিয়া তাহার বশবর্ত্তিনী হইয়া থাকে। ৯২

সপরার্দ্ধ এই কথার এই অর্থ—সকার হইতে পর (পরবর্ত্তী) যে, সে সপর অর্থাৎ হকার, তাহার অর্দ্ধ অবসান অর্থাৎ অধঃ হং শং যাহার যে কামকলার মুখবিম্বের।

শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রপঞ্চসার তন্ত্রে তাহাই উক্ত হইয়াছে—হে হরমহিষি! বিন্দুকে মুখ করিয়া তাহার অধোভাগে হকারার্দ্ধকে স্তন যুগল করিয়া তোমার মন্মথ কলাকে ধ্যান করিবে।

ত্রিপুটার ভুজঙ্গ প্রয়াতেও ইহা স্পষ্ট ব্যক্ত হইয়াছে—সর্বদা আনন্দপূর্ণা হকারার্দ্ধ-বর্ণা ত্রিবিন্দু স্বরূপা ত্রিশক্তিকে ভজনা করি। ৯৩

শ্রীক্রমেও বলিয়াছেন—সেই যে মধুমতী নাম্নী মোহনকারিণী মায়া বাহ্য ও আভ্যন্তর ভেদে চিন্তনীয়া, তাহাকে শ্রবণ করুন। ৯৪

ত্রৈলোক্যকে ব্যাপ্ত করিয়া একরূপে স্থিতা, নিজের আত্মা আত্মস্বরূপা সেই এক-রূপিণীকে চিন্তা করিবে। সমস্ত শক্তিকে এক আকৃতি স্বরূপে চিন্তা করিবে। ৯৫

সমস্ত কামিনীকে ঈংবর্ণরূপিণী দেবী স্বরূপা ভাবনা করিবে। ঈংকার-ভূত বর্ণের অবয়ব চারিটি। ৯৬

১। ক—সর্ব-শক্তিং।

বিন্দুত্রয়স্য দেবেশি ! প্রথমং বিন্দু-বক্ত্রকম্ ।
বিন্দুদ্বয়ং কুচদ্বন্দ্বং হৃদি স্থানে নিয়োজয়েৎ ।
হকারার্দ্ধ-কলাং সূক্ষ্মাং যোনিমধ্যে বিচিন্তয়েৎ ॥ ৯৭

তন্ত্রচূড়ামণৌ— মুখং বিন্দুবদাকারং তদধঃ কুচ-যুগ্মকম্ ।
সর্ববিদ্যামৃতাপূর্ণং সর্ববাগ্-বিভব-প্রদম্ ॥ ৯৮
তদধঃ সপরার্দ্ধঞ্চ সুপরিষ্কৃত-বিস্তৃতম্ ।
সর্বদেবাদি-ভূতং তৎ সর্বদেব-নমস্কৃতম্ ॥ ৯৯
সর্বাহ্লাদ-করং পূর্ণং সর্ব-রঞ্জন-কারকম্ ।
সর্বার্থ-সাধকং দেবং ভাবয়েৎ সাধকোত্তমঃ ॥ ১০০

এতেন সানুস্বারশ্চতুর্থস্বরঃ কামকলেতি তত্ত্বম্ । ইতি কামকলা-বিবরণম্ ॥

তন্ত্রে— মনঃ-সংহরণং শৌচং মৌনং মন্ত্রার্থ-চিন্তনম্ ।
অব্যগ্রত্বমনির্বেদো জপ-সম্পত্তি-হেতবঃ ॥ ১

ব্যগ্রত্বমাকুলতা । নির্বেদো গ্লানিঃ । কুলার্ণবে—
মনোঽন্যত্র শিবোঽন্যত্র শক্তিরন্যত্র মারুতঃ ।
ন সিধ্যতি বরারোহে ! কল্পকোটি-জপাদপি ॥ ২

হে দেবেশি ! বিন্দুত্রয়ের প্রথম বিন্দু মুখ, অপর দুইটি বিন্দু কুচদ্বয় হৃদয় স্থানে চিন্তা করিবে । যোনি মধ্যে সূক্ষ্মা হকারের অর্দ্ধকলাকে চিন্তা করিবে । ৯৭

তন্ত্রচূড়ামণিতে বলিয়াছেন—মুখটি বিন্দুর ন্যায় আকার বিশিষ্ট, সেই মুখের অধোভাগে কুচ দ্বয় । উহা সর্ববিদ্যারূপ অমৃতে পূর্ণ সমস্ত বাগ্‌বিভব-প্রদ । ৯৮

তাহার অধোভাগে সপরার্দ্ধ (হকারার্দ্ধ) সুপরিষ্কৃত ও বিস্তৃত । তিনি সমস্ত দেবগণের আদিভূত, সমস্ত দেবগণের নমস্কৃত, সমস্ত আহ্লাদের জনক, পূর্ণ, সকলের রঞ্জনকারক । সাধক শ্রেষ্ঠ সর্বার্থসাধক সেই দেবতাকে ভাবনা করিবেন । ৯৯-১০০

ইহার দ্বারা এই তত্ত্ব প্রতিপাদিত হইল যে—সানুস্বার (অনুস্বারযুক্ত) চতুর্থস্বর ঈকার (ঈং) কামকলা । ১০১ কামকলার বিবরণ সমাপ্ত হইল ।

তন্ত্রে বলিয়াছেন—মনের বিষয় হইতে সংহরণই (প্রত্যাবর্ত্তনই) শৌচ, মন্ত্রের অর্থ চিন্তাই মৌন, অব্যগ্রত্ব ও অনির্বেদ জপ সম্পত্তির হেতু । ১

ব্যগ্রত্ব—আকুলতা, তাহার অভাব অব্যগ্রত্ব । নির্বেদ—গ্লানি, তাহার অভাব—অনির্বেদ । কুলার্ণবে বলিয়াছেন—হে বরারোহে ! মনঃ অন্যত্র, শিব অন্যত্র, শক্তি অন্যত্র, বায়ু (প্রাণ) অন্যত্র হইলে কল্পকোটি বৎসর জপেও সিদ্ধি হয় না । ২

ইতি বচনান্মনঃ-পরমশিব-কুলকুণ্ডলিনী-বায়ূনাং মেলনমাবশ্যকম্। তচ্চ বক্ষ্যমাণ-পারিভাষিক-যোনিমুদ্রামধ্য-নিবিষ্ট[১]-ষট্চক্র-ভেদাৎ সিধ্যতি। ৩

তথা গৌতমীয়ে—পশুভাব-স্থিতা মন্ত্রাঃ কেবলং বর্ণরূপিণঃ।
সুষুম্না-ধ্বন্যুচ্চরিতাঃ প্রভুত্বং প্রাপ্নুবন্তি তে ॥ ৪

প্রভুত্বং প্রাপ্নুবন্তি ফলদা ভবন্তীত্যর্থঃ[২]।

মন্ত্রাক্ষরাণি চিচ্ছক্তৌ প্রোতানি পরিভাবয়েৎ।
তামেব পরমে ব্যোম্নি পরমানন্দ-বৃংহিতে।
দর্শয়ত্যাত্মসদ্ভাবং পূজা-হোমাদিভির্বিনা ॥ ৫

অস্যার্থঃ। মন্ত্রাক্ষরাণি চিচ্ছক্তৌ কুলকুণ্ডলিন্যাং প্রোতানি গ্রথিতানি পরিভাবয়েৎ। তামেব কুলকুণ্ডলিনীমেব। পরমে উৎকৃষ্টে অপরিমেয়ত্বাৎ ব্যোম্নি[৩] ব্যোমতুল্যে অর্থাৎ পরমাত্মনি প্রোতাং পরিভাবয়েৎ। অতএব পূজা-হোমাদিভির্বিনা আত্মনঃ সদ্ভাবং আত্মতত্ত্বং দর্শয়তি দর্শয়েদিত্যর্থঃ। জপে মন্ত্রার্থাদি-জ্ঞানমপ্যাবশ্যকম্। যথা (৬)—

এই বচন অনুসারে মনঃ, পরমশিব, কুলকুণ্ডলিনী ও প্রাণবায়ু সমূহের মিলন আবশ্যক। সেই মিলন বক্ষ্যমাণ পারিভাষিক যোনিমুদ্রা মধ্য নিবিষ্ট ষট্চক্রের ভেদ হইতেই সিদ্ধ হয়। ৩

গৌতমীয় তন্ত্রে তাহাই বলিয়াছেন—মন্ত্রগুলি যখন পশুভাবে স্থিত হয়, তখন উহা কেবল বর্ণরূপ। যখন উহা সুষুম্না ধ্বনিতে উচ্চায়িত হয়, তখন উহা প্রভুত্ব প্রাপ্ত হয়। ৪

প্রভুত্ব প্রাপ্ত হয়, ইহার অর্থ—ফল প্রদ হয়। তন্ত্রে বলিয়াছেন—

চিৎশক্তিতে (কুলকুণ্ডলিনীতে) মন্ত্রের অক্ষরগুলিকে গ্রথিত ভাবনা করিবে। সেই চিৎশক্তিকে পরমানন্দময় পরম ব্যোমে অর্থাৎ পরমাত্মাতে গ্রথিত ভাবনা করিবে। পূজা হোমাদি বিনাই ভাবনা দ্বারা আত্মার সদ্ভাব দেখাইতে পারেন। ৫

এই শ্লোকের অর্থ হইতেছে—মন্ত্রের অক্ষরগুলি চিৎশক্তি কুলকুণ্ডলিনীতে প্রোত—গ্রথিত ভাবনা করিবেন। তামেব—সেই কুলকুণ্ডলিনীকেই অপরিমেয়ত্ব নিবন্ধন পরম উৎকৃষ্ট ব্যোমে ব্যোমতুল্য অর্থাৎ পরমাত্মাতে প্রোতা—গ্রথিতা ভাবনা করিবেন। অতএব পূ হোমাদি বিনাই আত্মার সদ্ভাব অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব দেখান অর্থাৎ দেখাইতে পারেন-এই অর্থ। জপে মন্ত্রের অর্থাদিরও জ্ঞান আবশ্যক। যেমন তন্ত্রে বলিয়াছেন (৬)—

১। যোনিমুদ্রাং ততঃ কুর্য্যাৎ সাধকো মন্ত্রসিদ্ধয়ে। ২। খ—প্রভুত্বমিত্যাদীত্যর্থঃ ইত্যন্ত-পাঠো নাস্তি। ৩। খ—ব্যোম্নি ব্যোমগুলে অর্থাৎ।

মন্ত্রার্থং মন্ত্রচৈতন্যং যোনিমুদ্রাং ন বেত্তি যঃ।
শতকোটি-জপেনাপি তস্য সিদ্ধির্ন জায়তে ॥ ৭
লুপ্ত-বীজাশ্চ যে মন্ত্রা ন দাস্যন্তি ফলং প্রিয়ে !।
মন্ত্রাশ্চৈতন্য-সহিতাঃ সর্বসিদ্ধি-করাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৮
চৈতন্য-রহিতা মন্ত্রাঃ প্রোক্তা বর্ণাস্তু কেবলম্।
ফলং নৈব প্রযচ্ছন্তি কল্পকোটি-জপৈরপি ॥ ৯

তত্র মন্ত্রার্থো মন্ত্রপ্রতিপাদ্যা দেবতৈব। মন্ত্রচৈতন্যন্তু মূলাধারপদ্মং পীতং ব-শ-য-স-যুক্তং চতুর্দলং, তন্মধ্যস্থ-ত্রিকোণ-বহ্নিমণ্ডলান্তর্গতাধোমুখ-স্বয়ম্ভূলিঙ্গং শঙ্খাবর্ত্তবদ্ দক্ষিণাবর্ত্ত-সার্দ্ধত্রিবলয়েন সংবেষ্ট্য স্থিতোর্ধ্ব মুখী প্রসুপ্ত-ভূজগাকারা নীবারশূকবৎ তন্বী তড়িদিব পীতবর্ণা সূর্য্যকোটিসমা চন্দ্রকোটি-শীতলা কুল-কুণ্ডলিনী বর্ত্ততে। তত্রৈব মন্ত্রাক্ষরাণি গ্রথিতানি ভাবয়েৎ। ততো রমিতি বহ্নিবীজমুচ্চার্য্য তত্র বহ্নিমুজ্জ্বাল্য হূমিতি কূর্চবীজমুচ্চার্য্য তেনাগ্নিনা কুলকুণ্ডলিনীং মন্ত্রাক্ষরাণি চ চেতয়েদিতীতি[১] মন্ত্রচৈতন্যম্। ১০

যে ব্যক্তি মন্ত্রের অর্থ, মন্ত্রের চৈতন্য ও যোনিমুদ্রা না জানে, তাহার শতকোটি জপের দ্বারাও সিদ্ধি জন্মে না। ৭

হে প্রিয়ে! যে মন্ত্রগুলির বীজ (চৈতন্য) লুপ্ত, সে মন্ত্রগুলি ফল প্রদান করে না। মন্ত্র চৈতন্য সহিত হইলে সর্বসিদ্ধিকর হয়, কথিত হইয়াছে। ৮

চৈতন্য রহিত মন্ত্রগুলি কেবল বর্ণ সমুদায় মাত্র কথিত হইয়াছে। উহা কল্পকোটি বৎসর জপের দ্বারাও ফল প্রদান করে না। ৯

সেস্থলে মন্ত্রার্থ হইতেছে—মন্ত্র প্রতিপাদ্য দেবতাই। মন্ত্রচৈতন্য কিন্তু—মূলাধার পদ্ম পীত ও ব শ ষ স যুক্ত চতুর্দল। তাহার মধ্যস্থিত ত্রিকোণ বহ্নিমণ্ডলের অন্তর্গত অধোমুখ স্বয়ম্ভু লিঙ্গকে শঙ্খের আবর্তের ন্যায় সার্দ্ধ ত্রিবলয়ে বেষ্টন করিয়া উর্দ্ধ মুখী প্রসুপ্ত সর্পের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্টা হইয়া অবস্থিতা নীবার শূকের ন্যায় তন্বী তড়িতের ন্যায় পীতবর্ণা কোটি সূর্য্যের ন্যায় তেজোময়ী কোটি চন্দ্রের ন্যায় শীতলা কুলকুণ্ডলিনী অবস্থিতা আছেন। সেই কুলকুণ্ডলিনীতে মন্ত্রের অক্ষরগুলি গ্রথিত ভাবনা করিবেন। তাহার পর রং এই বহ্নিবীজ উচ্চারণ করিয়া সেইখানে বহ্নিকে উজ্জ্বলিত করিয়া হূং এই কূর্চবীজ উচ্চারণ করিয়া সেই অগ্নি দ্বারা কুলকুণ্ডলিনী ও মন্ত্রের অক্ষর সমূহকে চেতন করিবেন—ইহাই। মন্ত্র চৈতন্য সমাপ্ত হইল। ১০

১। ক+খ—চেতয়েদিতি মন্ত্রচৈতন্যম্।

অথবা— সম্পুটীকৃত্য মন্ত্রেণ আদি-লান্তান্ সবিন্দুকান্।
পুনশ্চ সবিসর্গাংস্তান্ ক্ষকারং কেবলং জপেৎ।
এবং জপ্ত্বাপদিষ্টশ্চেৎ প্রবুদ্ধঃ শীঘ্রসিদ্ধিদঃ॥ ১১

তথাচ—আদৌ মন্ত্রমুচ্চার্য্য সানুস্বারমকারং পুনর্মন্ত্রমুচ্চারয়েৎ এবং দ্বিতীয়-লকারপর্য্যন্তম্, ততঃ কেবলং ক্ষং ইতি জপেৎ। ততো মূলমুচ্চার্য্য সবিসর্গ-মকারং ততো মূলমিত্যেবং[১] সবিসর্গ-দ্বিতীয়-লকারপর্য্যন্তমুচ্চার্য্য কেবলং ক্ষম্ ইতি জপেৎ। এবং জপ্ত্বা গুরুণা দত্তো মন্ত্রঃ সর্বদৈব প্রবুদ্ধঃ, তস্য চৈতন্যা-করণেঽপি ন ক্ষতিঃ। ১২

অথ কা যোনিমুদ্রা ? ন তাবন্মুদ্রাবিশেষঃ। তস্য বৈষ্ণবাদ্যবিষয়কত্বেনা-সার্বত্রিকত্বাদিতি চেদুচ্যতে। অত্র যোনিমুদ্রা পারিভাষিকী। যথা (১৩)—

যোনিমুদ্রাং ততঃ কুর্য্যাৎ সাধকো মন্ত্র-সিদ্ধয়ে।
আধারে চিন্তয়েদ্ দেবীং জগচ্চৈতন্য-রূপিণীম্॥ ১৪

অথবা—অকার হইতে দ্বিতীয় লকার পর্য্যন্ত বর্ণগুলিকে বিন্দু (অনুস্বার) যুক্ত করিয়া মন্ত্রের দ্বারা পুটিত করিয়া কেবল ক্ষকারকে জপ করিবে। পুনরায় সেই বর্ণগুলিকে বিসর্গযুক্ত ও মন্ত্রের দ্বারা পুটিত করিয়া কেবল ক্ষকারকে জপ করিবে। এইরূপ জপ করিয়া মন্ত্র উপদিষ্ট হইলে উহা প্রবুদ্ধ হইয়া শীঘ্র সিদ্ধি প্রদ হয়। ১১

তাহা হইল—প্রথমে মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া অনুস্বার যুক্ত অকারকে এবং পুনরায় মন্ত্রকে উচ্চারণ করিবেন। এইরূপ দ্বিতীয় লকার পর্য্যন্ত উচ্চারণ করিবেন। তাহার পর কেবল ক্ষং এই জপ করিবেন। তাহার পর মূলমন্ত্র মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া বিসর্গযুক্ত অকারকে উচ্চারণ করিয়া তাহার পর মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিবেন। এইরূপ বিসর্গযুক্ত দ্বিতীয় লকার পর্য্যন্ত প্রত্যেক বর্ণ উচ্চারণ করিয়া কেবল ক্ষং এই জপ করিবেন। এইরূপ জপ করিয়া গুরু কর্ত্তৃক প্রদত্ত মন্ত্র সর্বদাই প্রবুদ্ধ হয়। সেই মন্ত্রের চৈতন্য না করিলেও কোন ক্ষতি না। ১২

আচ্ছা, যোনিমুদ্রা কী ? উহাকে তো মুদ্রাবিশেষ বলা যায় না, কারণ ঐ মুদ্রা বিশেষ বৈষ্ণবাদির বিষয় নহে বলিয়া অসার্বত্রিক হইয়া পড়ে। এই যদি বলেন, তাহার উত্তরে বলিতেছি—এস্থলে যোনিমুদ্রা পারিভাষিকী, উহা মুদ্রাবিশেষ নহে। যেমন তন্ত্রে বলিয়াছেন (১৩)—

তাহার পর সাধক মন্ত্রসিদ্ধির জন্য যোনিমুদ্রা করিবেন। মূলাধারে জগতের

১। খ—ইত্যেবং দ্বিতীয়লকারপর্য্যন্তম্, সবিসর্গেতি পাঠো নাস্তি।

প্রসুপ্ত-ভুজগাকারাং কুণ্ডলীং সূক্ষ্মগামিনীম্।
বায়ুনা বহ্নিমুত্থাপ্য বোধয়েদ্ ভারতীং সদা[১] ॥ ১৫
আধারে চ তথা মেঢ্রে নাভৌ চ হৃদয়ে তথা।
কণ্ঠে চৈব ভ্রুবোর্মধ্যে চিন্তয়েৎ পরমেশ্বরীম্ ॥ ১৬
এবং ক্রমেণ ষট্-চক্রং ভিত্ত্বা সাধক-সত্তমঃ।
পরং ব্রহ্মময়ং পশ্চাদ্ দেবতাং কারয়েৎ ততঃ ॥ ১৭
ব্রহ্মরন্ধ্র-পথে পশ্চাৎ পরং ব্রহ্মণি যোজয়েৎ[২]।
অমৃতৈশ্চ সমাপ্লাব্য পুনরাধারমানয়েৎ ॥ ১৮
এবং বারত্রয়ং কৃত্বা হৃদি দেবং বিচিন্তয়েৎ।
মানসৈঃ পূজয়েৎ পশ্চাৎ ধ্যাত্বা কল্পানুসারতঃ ॥ ১৯
আবাহনাদিভিঃ পশ্চাৎ স্নানপর্য্যন্ত-পূজনম্।
ষড়ঙ্গৈরপি সংপূজ্য সাঙ্গৈরাবরণৈরপি ॥ ২০
ততো ধূপঞ্চ দীপঞ্চ নৈবেদ্যঞ্চ যথাবিধি।
তাম্বূলঞ্চ ততো দত্ত্বা জপেদ্ বর্ণাক্ষমালয়া ॥ ২১

চৈতন্যরূপিণী প্রসুপ্ত ভুজগাকারা সূক্ষ্মগামিনি অর্থাৎ সূক্ষ্ম নাড়ী মার্গে গমনকারিণী দেবী কুণ্ডলিনীকে ধ্যান করিবে। বায়ু দ্বারা বহ্নিকে উত্থাপিত করিয়া সর্বদা ভারতীকে (বর্ণকে) প্রবুদ্ধ করিবে। ১৪-১৫

মূলাধারে চতুর্দল পদ্মে, লিঙ্গে ষড়দল পদ্মে, নাভিতে দশদল পদ্মে, হৃদয়ে দ্বাদশদল পদ্মে, কণ্ঠে ষোড়শদল পদ্মে ও ভ্রূর মধ্যে দ্বিদল পদ্মে পরমেশ্বরীকে চিন্তা করিবে। ১৬

সাধকশ্রেষ্ঠ এইক্রমে ষট্চক্রকে ভেদ করিয়া পরে কুণ্ডলিনী দেবতাকে পরব্রহ্মময় করাইবে। ১৭

পরে ব্রহ্মরন্ধ্র পথে পরব্রহ্মে উহাঁকে মিলিত করিবে। তাহার পর সহস্রার চ্যুত অমৃতসমূহের দ্বারা সম্যক্‌রূপে প্লাবিত করিয়া পুনরায় মূলাধারে আনয়ন করিবে। ১৮

এইরূপ তিন বার করিয়া হৃদয়ে দেবতাকে ধ্যান করিবে। কল্পানুসারে ধ্যান করিয়া পরে মানস পূজা করিবে। ১৯

পরে আবাহনাদির সহিত স্নান পর্য্যন্ত পূজা করিবে। সাঙ্গ আবরণের সহিত ষড়ঙ্গের দ্বারা পূজা করিয়া তাহার পর যথাবিধি ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য দিয়া তাহার পর তাম্বুল দিয়া বর্ণরূপ অক্ষমালায় জপ করিবে। ২০-২১

১। ক—পশ্চাদ্ দেবতাং কারয়েৎ ততঃ। ইতি। আধারে ইত্যাদি সাধকসত্তমঃ। ইত্যন্তো নাস্তি। খ—সদেত্যনন্তরং ব্রহ্মরন্ধ্রপথে পশ্চাদ্ পরব্রহ্মণি যোজয়েদিত্যাদি পাঠঃ। ২। খ—যোজয়েদিত্যনন্তরং আধারে চেত্যাদি-কারয়েৎ ততঃ। ইত্যন্তঃ পাঠব্যত্যয়ঃ।

অষ্টোত্তর-শতং জপ্ত্বা হুত্বা বহ্নিপুরে ততঃ।
কৃতার্থো জায়তে মন্ত্রী মন্ত্রযজ্ঞং সমাচরন্ ॥
প্রাণায়াম-ত্রয়ং কৃত্বা ষড়ঙ্গং বিন্যসেৎ ততঃ ॥ ২২

ইতি যোনিমুদ্রাপ্রকরণম্।

যামলে— মাসমাত্রং জপেন্ মন্ত্রং ভূতলিপ্যা তু সংপুটম্।
ক্রমোৎক্রমাৎ সহস্রন্তু তস্য সিদ্ধো ভবেন্ মনুঃ ॥ ২৩

তত্র ভূতলিপিঃ। পঞ্চহ্রস্বাঃ সন্ধিবর্ণা ব্যোমেরাগ্নির্জলং ধরা।
অন্ত্যমাদ্যং দ্বিতীয়ঞ্চ চতুর্থং মধ্যমং ক্রমাৎ ॥ ২৪
পঞ্চবর্গাক্ষরাণি স্যুর্বান্তশ্বেতেন্দুভিঃ সহ।
এষা ভূতলিপিঃ প্রোক্তা দ্বিচত্বারিংশদক্ষরৈঃ ॥ ২৫

অস্যার্থঃ। সন্ধিবর্ণা এ ঐ ও ঔ। ব্যোম হকারঃ, ইরা যকারঃ, অগ্নী রেফঃ, জলং বকারঃ, ধরা লকারঃ, অন্ত্যং ঙকারঃ। আদ্যং ককার, দ্বিতীয়ং খকারঃ, চতুর্থং ঘকারঃ, মধ্যমং গকারঃ। এবং বর্গচতুষ্টয়মপরম্। বান্তস্তালব্য-শকারঃ। শ্বেতো মূর্দ্ধণ্য-ষকার, ইন্দুর্দন্ত্য-সকারঃ। তথাচ অ ই উ ঋ ৯ এ ঐ ও ঔ হ য র ব ল ঙ ক খ ঘ গ ঞ চ ছ ঝ জ ণ ট ঠ ঢ ড ন ত থ ধ দ ম

অষ্টোত্তর শত জপ করিয়া পরে বহ্নিপুরে হোম করিয়া মন্ত্রজ্ঞ সাধক মন্ত্রযজ্ঞের আচরণ করিতে করিতে কৃতার্থ হন। তাহার পর প্রাণায়াম ত্রয় করিয়া ষড়ঙ্গ ন্যাস করিবেন। ২২

যোনিমুদ্রা প্রকরণ সমাপ্ত হইল।

যামলে বলিয়াছেন—ভূতলিপি দ্বারা সম্পুটিত মন্ত্র ক্রমে ও ব্যুৎক্রমে এক মাস যাবৎ সহস্র মন্ত্র জপ করিবে। তাহাতে তাহার মন্ত্র সিদ্ধ হইবে। ২৩

সে স্থলে ভূতলিপি হইতেছে—পাঁচটি হ্রস্ববর্ণ, সন্ধিবর্ণ, ব্যোমবর্ণ, ইরা (বায়ু) বর্ণ, অগ্নিবর্ণ, জলবর্ণ, ধরাবর্ণ, বান্ত বর্ণ, শ্বেতবর্ণ ও ইন্দুবর্ণের সহিত অন্ত্য বর্ণ, আদ্যবর্ণ, দ্বিতীয় বর্ণ, চতুর্থ বর্ণ, মধ্যম (তৃতীয়) বর্ণ—এই ক্রমে পাঁচটি বর্গের অক্ষর সমূহ ভূত-লিপি হইবে। এই বিয়াল্লিশটি অক্ষরের দ্বারা এই ভূতলিপি কথিত হইয়াছে। ২৪-২৫

এই শ্লোকের অর্থ—সন্ধিবর্ণ—এ ঐ ও ঔ। ব্যোম—হকার, ইরা—যকার, অগ্নি—র, জল—বকার, ধরা—লকার, অন্ত্য—ঙ্‌কার, আদ্য—ককার, দ্বিতীয়—খকার, চতুর্থ—ঘকার, মধ্যম—গকার। এইরূপ অপর বর্গ চতুষ্টয়। বান্ত—তালব্য শকার, শ্বেত—মূর্দ্ধণ্য ষকার, ইন্দু—দন্ত্য সকার। অতএব অ ই উ ঋ ৯ এ ঐ ও ঔ হ য র ব ল ঙ ক খ ঘ

প ফ ভ ব শ ষ স এতান্যুচ্চার্য্য মূলং ততঃ স ষ শ ব ভ[১] ফ প ম দ ধ থ ত ন ড ঢ ঠ ট ণ জ ঝ ছ চ ঞ গ ঘ খ ক ঙ ল ব র য হ ঔ ও ঐ এ ঌ ঋ উ ই অ—এবমুৎক্রমেণ তান্যুচ্চরেৎ। এবং প্রত্যহং সহস্র-প্রমাণেন মাসমাত্র-জপাদপি মন্ত্রসিদ্ধিঃ। ২৬

অথ জপ-প্রয়োগঃ

কৃতাচমনো যথোক্তাসনোপবিষ্টো যথাবিহিত-দিঙ্‌মুখস্তালত্রয়াদিনা দিব্য-ভৌমান্তরিক্ষান্ বিঘ্নানুৎসার্য্য গুরু-গণেশ-দেবতা নমস্কৃত্য ভূতশুদ্ধি-মাতৃকান্যাস-প্রাণায়াম-ঋষ্যাদিন্যাস-করাঙ্গন্যাসান্ যথাবিধি বিধায় মন্ত্রচৈতন্যং কুর্য্যাৎ। ২৭

তদ্ যথা মূলাধারে কুলকুণ্ডলিনীং প্রাগুক্তরূপাং নিদ্রাণাং বিচিন্ত্য তত্রৈব কুণ্ডলিন্যাং মন্ত্রাক্ষরাণি গ্রথিতানি বিভাব্য রমিতি বহ্নিবীজমুচ্চার্য্য মূলাধারস্থ-ত্রিকোণন্তর্গত-বহ্নিমুজ্জ্বাল্য হূমিতি কূর্চবীজমুচ্চার্য্য তেনাগ্নিনা কুলকুণ্ডলিনীং মন্ত্রাক্ষরাণি চ চেতয়েৎ। ততঃ পারিভাষিক-যোনিমুদ্রাং কুর্য্যাৎ। ২৮

গ ঞ চ ছ ঝ জ ণ ট ঠ ঢ ড ন ত থ ধ দ ম প ফ ভ ব শ ষ স এই বর্ণগুলি উচ্চারণ করিয়া মূল মন্ত্র, তাহার পর স ষ শ ব ভ ফ প ম দ ধ থ ত ন ড ঢ ঠ ট ণ জ ঝ ছ চ ঞ গ ঘ খ ক ঙ ল ব র য হ ঔ ও ঐ এ ঌ ঋ উ ই অ—এইরূপ ব্যুৎক্রমে বর্ণগুলিকে উচ্চারণ করিবেন। এইরূপে প্রত্যহ সহস্র সংখ্যায় মাসমাত্র জপ হইতেও মন্ত্রসিদ্ধি হয়। ২৬

অনন্তর জপ প্রয়োগ কথিত হইতেছে। সাধক আচমন করিয়া যথোক্ত আসনে উপবিষ্ট হইয়া যথাবিহিত দিকে মুখ করিয়া তালত্রয়াদি দ্বারা দিব্য, ভৌম ও অন্তরিক্ষ গত বিঘ্ন সমূহকে দূর করিয়া গুরু, গণেশ দেবতাগণকে প্রণাম করিয়া যথাবিধি ভূতশুদ্ধি, মাতৃকান্যাস, প্রাণায়াম, ঋষ্যাদিন্যাস ও করাঙ্গ ন্যাস করিয়া মন্ত্র চৈতন্য করিবেন। ২৭

তাহা যেমন—মূলাধারে পূর্বোক্তরূপা কুলকুণ্ডলিনীকে নিদ্রিতা ভাবনা করিয়া সেই কুণ্ডলিনীতেই মন্ত্রাক্ষরগুলি গ্রথিত চিন্তা করিয়া রং এই বহ্নিবীজ উচ্চারণ করিয়া মূলাধারস্থিত ত্রিকোণের অন্তর্গত বহ্নিকে উজ্জ্বলিত করিয়া হূং এই কূর্চবীজ উচ্চারণ করিয়া সেই অগ্নি দ্বারা কুলকুণ্ডলিনীকে ও মন্ত্রাক্ষরগুলিকে জাগাইয়া তুলিবেন। তাহার পর পারিভাষিক যোনিমুদ্রা করিবেন। ২৮

১। খ—মূলং ততঃ স ষ হ বভেত্যাদ্যুৎক্রমেণ তান্যুচ্চরেৎ।

যথা—বক্ষ্যমাণ-ষট্‌চক্র-ভেদ-প্রণাল্যা মূল-দেবতাময়ীং কুলকুণ্ডলিনীং পরমশিব-মূলাধারয়োর্গতাগতেন ত্রিঃ সঙ্গময়েৎ। ততোঽমৃত-লোলীভূতাং তাং যথোক্ত-ধ্যানেন হৃদি বিচিন্ত্যাঽন্তর্যাগেন নৈবেদ্য-রহিতৈর্মানসোপচারৈরভ্যর্চ্য কামকলাং চিন্তয়েৎ। ততো হৃদি দেবীং মূর্ধ্নি গুরুং কণ্ঠে মন্ত্রং গুরুপাদয়োরাত্মানং বিচিন্তয়েৎ। ততো দক্ষিণ-হস্তেন মালামাদায় জলেনাভ্যুক্ষ্য—

ওঁ মালে! মালে! মহামালে[১]! সর্বশক্তি-স্বরূপিণি!।
চতুর্বর্গস্ত্বয়ি ন্যস্তস্তস্মান্ মে সিদ্ধিদা ভব॥

ইতি মন্ত্রেণ মালাং নমস্কুর্য্যাৎ। ততঃ সপ্তচ্ছদাং সকৃজ্জপ্ত্বা অমৃতামষ্টোত্তর-শতং জপেৎ। ততঃ কুল্লুকাং শিরসি সংচিন্ত্য সকৃজ্জপেৎ। ততো নির্বাণং নাভি-মূলস্থে মণিপূরকে বিন্যস্য সপ্তধা জপেৎ। ততো মহাসেতুং কণ্ঠস্থে বিশুদ্ধাখ্যে বিন্যস্য সকৃজ্জপেৎ। ততঃ প্রণবরূপং সেতুং হৃদি বিচিন্ত্য সকৃজ্জপেৎ। ততঃ পঞ্চশুদ্ধি-প্রকরণ-বাচ্যাং মন্ত্রশুদ্ধিং কুর্য্যাৎ। ২৯

যথা—একৈকমকারাদি-সানুস্বার-মাতৃকাবর্ণং জপ্ত্বা সমগ্র-মন্ত্রং প্রজপ্য

যথা—বক্ষ্যমাণ ষটচক্র ভেদের প্রণালীতে মূলদেবতাময়ী কুলকুণ্ডলিনীকে মূলাধার হইতে পরম শিবে এবং পরমশিব হইতে মূলাধারে যাতায়াতের দ্বারা তিন বার পরম শিবে মিলিত করাইবেন। তাহার পর সহস্রার ক্ষরিত অমৃতের দ্বারা প্লাবিতা কুলকুণ্ডলিনীকে যথোক্ত ধ্যানে হৃদয়ে ধ্যান করিয়া অন্তর্যাগের দ্বারা নৈবেদ্য রহিত মানস উপচারের দ্বারা মানস পূজা করিয়া কামকলাকে চিন্তা করিবেন। তাহার পর হৃদয়ে দেবীকে, মস্তকে গুরুকে, কণ্ঠে মন্ত্রকে, গুরুর পাদদ্বয়ে আত্মাকে চিন্তা করিবেন। তাহার পর মালা লইয়া দক্ষিণ হস্তে জলের দ্বারা অভ্যুক্ষণ করিয়া ও মালে মালে ইত্যাদি মূলোক্ত মন্ত্রে মালাকে নমস্কার করিবেন। তাহার পর একবার সপ্তচ্ছদাকে জপ করিয়া অমৃতাকে ১০৮ বার জপ করিবেন। তাহার পর কুল্লুকাকে মস্তকে চিন্তা করিয়া এক বার জপ করিবেন। তাহার পর নাভিমূলস্থ মণিপূরকে নির্বাণকে বিন্যাস করিয়া সাত বার জপ করিবেন। তাহার পর কণ্ঠস্থিত বিশুদ্ধ নামক চক্রে মহাসেতুকে বিন্যাস করিয়া একবার জপ করিবেন। তাহার পর প্রণবরূপ সেতুকে হৃদয়ে চিন্তা করিয়া একবার জপ করিবেন। তাহার পর পঞ্চশুদ্ধি প্রকরণে কথিত মন্ত্রশুদ্ধি করিবেন। ২৯

যথা—মাতৃকাবর্ণের অকারাদি এক একটি বর্ণকে অনুস্বার যুক্ত করিয়া জপ

১। খ—মালে মালেত্যাদি মন্ত্রেণ নমস্কুর্য্যাৎ।

পুনর্মাতৃকৈকৈক-বর্ণং জপেৎ। যথা অং মূলম্[১] অং ইত্যাদি। এবমকারাদি-ক্ষকারান্তম্। পুনঃ ক্ষকারাদি অকারান্তম্। যথা ক্ষং মূলম্ ক্ষং ইত্যাদি। ততঃ সূতক-মুক্তয়ে প্রণব-পুটিতং মন্ত্রং সপ্তধা জপেৎ। ততো দেবতা-গুরু-মন্ত্রাণামৈক্যং চিন্তয়ন্ হৃদয়াসন্ন-দেশে দক্ষিণ-হস্তেন মালামাদায় আদৌ সেতুত্বেন প্রণবমুচ্চার্য্য যথাশক্তি জপং কুর্য্যাৎ। ততো জপান্তে পুনঃ সেতুত্বেন প্রণবমুচ্চার্য্য সূতক-মুক্তয়ে পুনঃ প্রণব-পুটিতং মন্ত্রং সপ্তধা প্রজপ্য মহাসেতুং সকৃজ্জপেৎ[২]। ততঃ সপ্তচ্ছদাং সকৃজ্জপেৎ। ততো গুহ্যেত্যাদিনা জপং সমর্প্য স্তুত্বা নমস্কৃত্য প্রাণায়াম-ত্রয়ং ষড়ঙ্গ-ন্যাসঞ্চ কুর্য্যাৎ। ৩০

অশক্তৌ ঋষ্যাদিন্যাস-করাঙ্গ-ন্যাসান্ কৃত্বা দেবতা-গুরু-মন্ত্রাণামৈক্যং বিভাবয়ন্ প্রণব-পুটিতং সপ্তধা মূলমন্ত্রং[৩] প্রজপ্য পুনঃ প্রণবমুচ্চার্য্য যথাশক্তি জপ্ত্বা পুনঃ প্রণবমুচ্চার্য্য পুনঃ প্রণব-পুটিতং মন্ত্রং সপ্তধা জপ্ত্বা[৪] জপং সমর্পয়েদিতি। শূদ্রাণাং প্রণবস্থানে চতুর্দ্দশস্বর এব সবিন্দুর্নমঃ পদং বা দেয়মিতি জপ-প্রয়োগঃ। ৩১

করিয়া সমগ্র মন্ত্র জপ করিয়া পুনরায় মাতৃকার এক একটি বর্ণকে অনুস্বার যুক্ত করিয়া জপ করিবেন। যেমন—অং মূলমন্ত্র অং, আং মূলমন্ত্র আং ইত্যাদি। এইরূপ অকার হইতে ক্ষকার পর্য্যন্ত জপ করিয়া পুনরায় ক্ষকার হইতে অকার পর্য্যন্ত জপ করিবেন। যেমন ক্ষং মূলমন্ত্র ক্ষং ইত্যাদি। তাহার পর সূতক দ্বয়ের মুক্তির জন্য প্রণব পুটিত মন্ত্র সাত বার জপ করিবেন। তাহার পর দেবতা, গুরু ও মন্ত্রের ঐক্য চিন্তা করিতে করিতে হৃদয়ের নিকট দেশে দক্ষিণ হস্তে মালা লইয়া প্রথমে সেতুরূপে প্রণব উচ্চারণ করিয়া যথাশক্তি জপ করিবেন। তাহার পর জপের অন্তে পুনরায় সেতুরূপে প্রণবকে উচ্চারণ করিয়া সূতক মুক্তির জন্য পুনরায় প্রণব পুটিত মন্ত্র সাতবার জপ করিয়া একবার মহাসেতু জপ করিবেন। তাহার পর সপ্তচ্ছদা একবার জপ করিবেন। তাহার পর ওঁ গুহ্যাতি ইত্যাদি মন্ত্রে জপ সমর্পণ করিয়া স্তুতি করিয়া নমস্কার করিয়া প্রাণায়ামত্রয় ও ষড়ঙ্গন্যাস করিবেন। ৩০

এই সমস্ত করিতে অসমর্থ হইলে ঋষ্যাদিন্যাস ও করাঙ্গন্যাস করিয়া দেবতা, গুরু ও মন্ত্রের ঐক্য ভাবনা করিতে করিতে সাত বার প্রণব পুটিত মন্ত্র জপ করিয়া পুনরায় প্রণব উচ্চারণ করিয়া যথা শক্তি জপ করিয়া পুনরায় প্রণব উচ্চারণ করিয়া পুনরায়

১। ক—অং মূলং আং ইত্যাদি। ২। খ—সকৃজ্জপেৎ। ততো গুহ্যেত্যাদি। ৩। খ—সপ্তধা মূলং। ৪। খ—পুটিতং সপ্তধা জপ্ত্বা।

অথ জপ-ফলম্

শিবধর্মে— সর্বেষামেব যজ্ঞানাং জায়তেঽসৌ মহাফলঃ।
জপেন দেবতা নিত্যং স্তূয়মানা প্রসীদতি ॥ ৩২
প্রসন্না বিপুলান্ কামান্ দদ্যান্ মুক্তিঞ্চ শাশ্বতীম্।
যক্ষ-রক্ষ-পিশাচাশ্চ গ্রহাঃ সর্পাশ্চ ভীষণাঃ।
জপিনং নোপসর্পন্তি ভয়-ভীতাঃ সমন্ততঃ ॥ ৩৩

অন্যত্রাপি—জপাৎ সিদ্ধির্জপাৎ সিদ্ধির্জপাৎ সিদ্ধির্বরাননে!।
তথা— জপ-নিষ্ঠো দ্বিজশ্রেষ্ঠোঽখিল-যজ্ঞ-ফলং লভেৎ ॥ ৩৪

পাদ্ম-নারদীয়য়োঃ—যাবন্তঃ কর্মযজ্ঞাঃ স্যুঃ প্রদিষ্টানি তপাংসি চ।
সর্বে তে জপ-যজ্ঞস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্ ॥ ৩৫
মাহাত্ম্যং বাচিকস্যৈতৎ জপ-যজ্ঞস্য কীর্ত্তিতম্।
তস্মাচ্ছত-গুণোপাংশুঃ সহস্রো মানসঃ স্মৃতঃ ॥ ৩৬

প্রণব পুটিত মন্ত্র সাতবার জপ করিয়া জপ সমর্পণ করিবেন। শূদ্রগণ প্রণবের স্থানে সবিন্দু চতুর্দশ স্বর ঔং অথবা নমঃ পদ দিবেন। জপ প্রয়োগ সমাপ্ত হইল। ৩১

অনন্তর জপফল কথিত হইতেছে। শিবধর্মে বলিয়াছেন—সমস্ত যজ্ঞের মধ্যে এই জপযজ্ঞ মহাফল অর্থাৎ উহা সর্বোৎকৃষ্ট ফল প্রদান করে। জপের দ্বারা দেবতাগণ স্তূয়মান হইয়া প্রসন্ন হন। ৩২

দেবতাগণ প্রসন্ন হইয়া বিপুল কাম্য বিষয় ও শাশ্বতী মুক্তি প্রদান করিতে পারেন। যক্ষ, রক্ষ, পিশাচগণ, গ্রহগণ, ভীষণ সর্পগণ ভয় ভীত হইয়া জপকারীর নিকট গমন করে না। ভয়ভীত হইয়া চারিদিকে পলায়ন করে। ৩৩

অন্যত্রও বলিয়াছেন—হে বরাননে! জপ হইতে সিদ্ধি হয়, জপ হইতে সিদ্ধি হয়, জপ হইতেই সিদ্ধি হয়। এইরূপ আরও উক্ত হইয়াছে—জপনিষ্ঠ দ্বিজশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি সমস্ত যজ্ঞের ফল লাভ করেন। ৩৪

পদ্ম পুরাণ ও নারদীয় পুরাণে বলিয়াছেন—যতগুলি কর্মযজ্ঞ হইতে পারে এবং যে সমস্ত তপস্যা উপদিষ্ট হইয়াছে। তাহারা সকলে জপ-যজ্ঞের ফলের ষোড়শ কলারও যোগ্য নহে। ৩৫

বাচিক জপ-যজ্ঞের এই মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। উপাংশু জপ তাহা হইতে শত শত গুণ ফল দেয়, মানস জপ সহস্র গুণ ফল দেয়, ইহা কথিত হইয়াছে। ৩৬

মানসঃ সিদ্ধি-কামানাং পুষ্টি-কামৈরুপাংশুকঃ।
বাচিকো মারণে চৈব প্রশস্তো জপ ঈরিতঃ ॥ ৩৭

যৎ তু— মনসা যঃ স্মরেৎ স্তোত্রং বচসা বা মন্ত্রং জপেৎ।
উভয়ং নিষ্ফলং যাতি ভিন্ন-ভাণ্ডোদকং যথা ॥ ৩৮

ইতি। তন্নিগদ-নিষেধপরম্। কুলার্ণবে—

হৃদয়ে গ্রন্থিভেদশ্চ সর্বাবয়ব-বর্দ্ধনম্।
আনন্দাশ্রুণি পুলকো দেহাবেশঃ সুরেশ্বরি!।
গদ্গদোক্তিশ্চ সহসা জায়তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৩৯

অথ যুগসেবা-নিয়মঃ

কৃতে জপস্তু কল্পোক্তস্ত্রেতায়াং দ্বিগুণো জপঃ।
দ্বাপরে ত্রিগুণঃ[১] প্রোক্তশ্চতুর্গুণ-ফলঃ কলৌ ॥ ৪০

চতুর্গুণাৎ ফলং যস্য স তথেত্যর্থঃ[২]।

সিদ্ধি-কামিগণের মানস জপ, পুষ্টিকামিগণের উপাংশু জপ, মারণে বাচিক জপ প্রশস্ত বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। ৩৭

মনে মনে যে স্তোত্র স্মরণ করে অথবা বাক্যের দ্বারা যে মন্ত্র জপ করে, এই উভয়ই ভিন্ন ভাণ্ড জলের ন্যায় নিষ্ফল হয়। ৩৮

এই যে বলিয়াছেন, তাহা নিগদ নিষেধ (কথন নিষেধ) তাৎপর্য্যেই কথিত হইয়াছে অর্থাৎ মনে মনে স্তোত্র পাঠ বা বাচিক মন্ত্র জপ করিলে তাহা কাহাকে বলিবে না। কুলার্ণবে বলিয়াছেন—

হে সুরেশ্বরি! জপের দ্বারা হৃদয়ের গ্রন্থি ভেদ (অজ্ঞানের নাশ), সমস্ত অবয়বের বৃদ্ধি, আনন্দাশ্রুর পতন, পুলক, দেহের আবেশ ও গদ্গদ উক্তি সহসা জন্মে, ইহাতে সংশয় নাই। ৩৯

অনন্তর যুগসেবার নিয়ম কথিত হইতেছে। তন্ত্রে বলিয়াছেন—সত্য যুগে কল্পোক্ত জপ কর্ত্তব্য অর্থাৎ সেই সেই শাস্ত্রে সেই সেই দেব-দেবীর যে পরিমাণ জপ করিতে বলিয়াছেন, তাহাই কর্ত্তব্য, ত্রেতাতে তাহার দ্বিগুণ জপ কর্ত্তব্য, দ্বাপরে ত্রিগুণ জপ কর্ত্তব্য, কলিতে চতুর্গুণফল জপ কথিত হইয়াছে। ৪০

চতুর্গুণ-ফল কথার অর্থ—চারি গুণ জপ হইতে যাহার ফল হয় অর্থাৎ চারি গুণ জপ করিলে ফল হয়, নচেৎ ফল হয় না।

১। খ—দ্বিগুণঃ। ২। চতুর্গুণাদিত্যাদি-তথেত্যর্থ ইত্যন্তঃ পাঠো নাস্তি।

অথ পুরশ্চরণম্

যোগিনীহৃদয়ে—গুরোরাজ্ঞাং সমাদায় শুদ্ধান্তঃকরণো নরঃ।

ততঃ পুরস্ক্রিয়াং কুর্য্যান্ মন্ত্র-সংসিদ্ধি-কাম্যয়া ॥ ৪১

জীব-হীনো যথা দেহী সর্ব-কর্মসু ন ক্ষমঃ।

পুরশ্চরণ-হীনোঽপি তথা মন্ত্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৪২

তস্মাদাদৌ স্বয়ং কুর্য্যাদ্ গুরুং বা কারয়েদ্ বুধঃ।

গুরোরভাবে বিপ্রং বা সর্ব-প্রাণি-হিতে রতম্ ॥ ৪৩

স্নিগ্ধং শাস্ত্র-বিদং[১] মিত্রং নানাগুণ-সমন্বিতম্।

স্ত্রিয়ং বা সদ্‌গুণোপেতাং সপুত্রাং বিনিযোজয়েৎ ॥ ৪৪

আদৌ পুরস্ক্রিয়াং কর্ত্তুং স্থাননির্ণয় উচ্যতে।

পুণ্যক্ষেত্রং নদীতীরং গুহা-পর্বত-মস্তকম্ ॥ ৪৫

তীর্থ-প্রদেশাঃ সিন্ধূনাং সঙ্গমঃ পাবনং বনম্।

উদ্যানানি বিবিক্তানি বিল্বমূলং তটং গিরেঃ ॥ ৪৬

তুলসী-কাননং গোষ্ঠং বৃষ-শূন্যং শিবালয়ম্।

অশ্বত্থামলকী-মূলং গোশালা-জল-মধ্যতঃ ॥ ৪৭

অনন্তর পুরশ্চরণ কথিত হইতেছে। যোগিনী-হৃদয়ে বলিয়াছেন—মানব শুদ্ধান্তঃকরণ হইয়া মন্ত্র সিদ্ধির কামনায় গুরুর আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া তাহার পর পুরশ্চরণ কার্য্য করিবেন। ৪১

প্রাণহীন মনুষ্য যেমন সমস্ত কর্মেই অক্ষম, পুরশ্চরণ হীন মন্ত্রও সেইরূপ ফলদানে অক্ষম কীর্ত্তিত হইয়াছে। ৪২

অতএব সর্বাগ্রে নিজে পুরশ্চরণ করিবে অথবা গুরু দ্বারা পুরশ্চরণ করাইবে। গুরুর অভাবে সর্বপ্রাণীর হিতে রত, সিদ্ধ (শান্ত), শাস্ত্র-বিৎ, মিত্র, নানাগুণ-সমন্বিত বিপ্র দ্বারা করাইবেন। সদ্‌গুণযুক্তা সপুত্রা স্ত্রীকেও পুরশ্চরণ কার্য্যে নিযুক্ত করিতে পারেন। ৪৩-৪৪

প্রথমে পুরশ্চরণ করিতে স্থান নির্ণয় কথিত হইতেছে। পুণ্যক্ষেত্র, নদীতীর, গুহা, পর্বতের মস্তক (চূড়া), তীর্থপ্রদেশ, নদীসঙ্গম, পবিত্র বন, নির্জন উদ্যান, বিল্বমূল, পর্বতের তটভূমি, তুলসী-কানন, গোষ্ঠ, বৃষশূন্য শিবালয়, অশ্বত্থ ও আমলকীর মূল,

---

১। খ—শাস্ত্রবিদং,

দেবতায়তনং কূলং সমুদ্রস্য নিজং গৃহম্ ।
সাধনে তু প্রশস্তানি স্থানান্যেতানি মন্ত্রিণাম্ ।
অথবা নিবসেৎ তত্র যত্র চিত্তং প্রসীদতি ॥ ৪৮

তথা— গৃহে শত-গুণং বিদ্যাৎ গোষ্ঠে লক্ষ-গুণং ভবেৎ ।
কোটির্দেবালয়ে পুণ্যমনন্তং শিব-সন্নিধৌ ॥ ৪৯

ম্লেচ্ছ-দুষ্ট-মৃগ-ব্যাল-শঙ্কাতঙ্ক-বিবর্জিতে ।
একান্ত-পাবনে নিন্দা-রহিতে ভক্তি-সংযুতে ॥ ৫০

সুদেশে ধার্মিকে দেশে সুভিক্ষে নিরুপদ্রবে ।
রম্যে ভক্তজন-স্থানে নিবসেৎ তাপসঃ প্রিয়ে ! ।
গুরূণাং সন্নিধানে চ চিত্তৈকাগ্র-স্থলে তথা ॥ ৫১

প্রেত-ভূম্যাদিকঞ্চৈব তত্তৎ কল্প-প্রকাশিতম্ ।
এষামন্যতমং স্থানমাশ্রিত্য জপমাচরেৎ ॥ ৫২

বারাহীতন্ত্রে— চন্দ্র-তারানুকূলে চ শুক্লপক্ষে শুভেঽহনি ।
আরভেত পুরশ্চর্য্যাং হরৌ সুপ্তে ন চাচরেৎ ॥ ৫৩

গোশালা, জলমধ্য, দেবতার আলয়, সমুদ্রের কূল ও নিজ গৃহ—এই স্থানগুলি মন্ত্রিগণের সাধনে প্রশস্ত। অথবা যেখানে চিত্ত প্রসন্ন হয়, সেইখানে পুরশ্চরণ করিতে বসিবেন। ৪৫-৪৮

এইরূপ তন্ত্রে আরও উক্ত হইয়াছে—গৃহে পুরশ্চরণ করিলে শত গুণ পুণ্য হয় জানিবে। গোষ্ঠে লক্ষ গুণ ফল হইবে। দেবালয়ে কোটি গুণ এবং শিবের সন্নিধানে অনন্ত গুণ পুণ্য হয়। ৪৯

হে প্রিয়ে! ম্লেচ্ছ, দুষ্ট, মৃগ ও ব্যালের শঙ্কা (ভয়) ও আতঙ্ক শূন্য স্থানে, অত্যন্ত পবিত্র স্থানে, নিন্দারহিত স্থানে, ভক্তিজনক সুন্দর দেশে, ধার্মিক পূর্ণ দেশে, সুভিক্ষ ও নিরুপদ্রব স্থানে, মনোহর স্থানে ও ভক্তজন পূর্ণ স্থানে, গুরুগণের সন্নিধানে ও চিত্তের একাগ্রতা জনক স্থলে তাপস ব্যক্তি পুরশ্চরণের জন্য বসিবেন। ৫০-৫১

প্রেতভূমি (শ্মশান) সেই সেই দেবদেবীর কল্পোক্ত স্থান—ইহাদের অন্যতম স্থান আশ্রয় করিয়া জপ করিবেন। ৫২

বারাহীতন্ত্রে বলিয়াছেন—চন্দ্র ও তারা অনুকূল হইলে শুক্লপক্ষে শুভ দিনে পুরশ্চরণ আরম্ভ করিবেন। হরি সুপ্ত হইলে অর্থাৎ হরিশয়নে পুরশ্চরণ করিবেন না। ৫৩

প্রতিপ্রসবশ্চ রুদ্রযামলে—কার্ত্তিকাশ্বিন-বৈশাখ-মাঘেঽথ মার্গশীর্ষকে।
ফাল্গুনে শ্রাবণে দীক্ষা পুরশ্চর্য্যা প্রশস্যতে ॥
গ্রহণে চ মহাতীর্থে ন কালমবধারয়েৎ ॥ ইতি ॥ ৫৪

অথ পুরশ্চরণে ভক্ষ্যাদি-নিয়মঃ

অগস্ত্য-সংহিতায়াং—দধি ক্ষীরং ঘৃতং গব্যমৈক্ষবং গুড়-বর্জ্জিতম্।
তিলাশ্চৈব সিতা মুদ্গাঃ কন্দঃ কেমুক-বর্জ্জিতঃ ॥ ৫৫
নারিকেল-ফলঞ্চৈব কদলী লবলী তথা।
আম্রমামলকঞ্চৈব পনসঞ্চ হরীতকী।
ব্রতান্তরে প্রশস্তঞ্চ হবিষ্যং মন্যতে বুধৈঃ ॥ ৫৬
ভুঞ্জানো বা হবিষ্যান্নং শাকং যাবকমেব বা।
পয়ো মূলং ফলং বাপি যত্র যত্রোপলভ তে ॥ ৫৭
রম্ভাফলং তিন্তিড়ীকং কমলাঙ্গনাগরঙ্গকম্।
ফলান্যেতানি ভোজ্যানি এভ্যোঽন্যানি বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৫৮

যৎ তু যোগিনীতন্ত্রে—চিঞ্চাঞ্চ নালিকা-শাকং কলায়ং লকুচং তথা।
কদম্বং নারিকেলঞ্চ ব্রতে কুষ্মাণ্ডকং ত্যজেৎ ॥ ৫৯

ইতি। তদ্ ব্রতান্তরে বোদ্ধব্যম্।

রুদ্রযামলে ইহার প্রতিপ্রসব এই বলিয়াছেন—কার্ত্তিক, আশ্বিন, বৈশাখ, মাঘ, মার্গশীর্ষ, ফাল্গুন ও শ্রাবণ মাসে দীক্ষা ও পুরশ্চরণ প্রশস্ত। গ্রহণে ও মহাতীর্থে কোন কালের অবধারণ (শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার) করিবে না। ৫৪

অনন্তর পুরশ্চরণে ভক্ষণাদির নিয়ম কথিত হইতেছে। অগস্ত্য-সংহিতায় বলিয়াছেন—দধি, ক্ষীর, গব্য ঘৃত, গুড় বর্জ্জিত ইক্ষুজাত দ্রব্য শর্করা প্রভৃতি, তিল, শুক্ল মুগ, কেমুক ভিন্ন কন্দ, নারিকেলের ফল, কদলী, লবলী (লাদ), আম, আমলক, পনস, হরীতকী—পণ্ডিতগণ ইহাদিগকে ব্রতান্তরে প্রশস্ত ও হবিষ্য মনে করেন। ৫৫-৫৬

হবিষ্যান্ন, শাক, যাবক (কাশ্মীর দেশজাত কলুষী) পয়ঃ, মূল, ফল অথবা যেখানে যেখানে দেখা যায়—রম্ভাফল, তিন্তিড়ী, কমলা, নাগরঙ্গ—এই ফল ভোজ্য। ইহা ভিন্ন অন্য ফল বর্জন করিবেন। ৫৭-৫৮

এই যে যোগিনীতন্ত্রে বলিয়াছেন, ব্রতে চিঞ্চা (তেঁতুল), নালিকাশাক, কলায়, লকুচ (ডহয়া) কদম্ব, নারিকেল ও কুষ্মাণ্ড ত্যাগ করিবে। তাহা অন্য ব্রত সম্বন্ধে জানিবেন। ৫৯

তথা[১]— বিবর্জ্জয়েৎ মধু-ক্ষার-লবণং তৈলমেব চ।
তাম্বুলং কাংস্য-পাত্রঞ্চ দিবা-ভোজনমেব চ ॥ ৬০

তথা— ক্ষারঞ্চ লবণং মাংসং গৃঞ্জনং কাংস্য-ভোজনম্।
মাষাঢকী-মস্যুরাংশ্চ কোদ্রবাংশ্চণকানপি ॥ ৬১

কৌটিল্যং ক্ষৌরমভ্যঙ্গমনিবেদিত-ভোজনম্।
অসঙ্কল্পিত-কৃত্যঞ্চ বর্জয়েন্ মর্দ্দনাদিকম্ ॥ ৬২

স্নায়াচ্চ পঞ্চগব্যেন কেবলামলকেন বা।
মন্ত্র-জপ্তান্ন-পানীয়ৈঃ স্নানাচমন-ভোজনম্।
কুর্য্যাদ্ যথোক্ত-বিধিনা ত্রিসন্ধ্যং দেবতার্চনম্ ॥ ৬৩

অপবিত্র-করো নগ্নঃ শিরসি প্রাবৃতোঽপি বা।
প্রলপন্ প্রজপেদ্ যাবৎ তাবন্ নিষ্ফলমুচ্যতে ॥ ৬৪

কুলার্ণবে— যস্যান্ন-পান-পুষ্টাঙ্গঃ কুরুতে ধর্ম-সঞ্চয়ম্।
অন্ন-দাতুঃ ফলস্যার্দ্ধং কর্ত্তুশ্চার্দ্ধং ন সংশয়ঃ ॥ ৬৫

এইরূপ আরও বলিয়াছেন—মধু, ক্ষার, লবণ, তৈল, তাম্বূল, কাংস্যপাত্র, দিবা-ভোজন বর্জন করিবেন। ৬০

এইরূপ আরও বলিয়াছেন—ক্ষার, লবণ, মাংস, গৃঞ্জন, কাংস্যপাত্রে ভোজন, মাষ, আঢ়কী (তুবরিকা নামক গন্ধ দ্রব্য), মসুর, কোদ্রব (কোদ ধান) ও চণক (ছোলা) বর্জন করিবে। ৬১

কৌটিল্য, ক্ষৌর অভ্যঙ্গ, অনিবেদিত অন্নের ভোজন, অসঙ্কল্পিত কার্য্য ও মর্দনাদি বর্জন করিবে। ৬২

পঞ্চগব্যের দ্বারা বা কেবল আমলকের দ্বারা স্নান করিবে। মন্ত্র জপ্ত অন্ন, পানীয়ের সহিত স্নান, আচমন ও ভোজন করিবে। যথোক্ত বিধি অনুসারে ত্রিসন্ধ্যায় দেবতার অর্চনা করিবে। ৬৩

অপবিত্র হস্ত হইয়া, নগ্ন হইয়া অথবা মস্তকে প্রাবৃত (আচ্ছাদিত) হইয়া কথা বলিতে বলিতে যাবৎকাল জপ করিবে, তাবৎকাল সেই জপকর্ম নিষ্ফল কথিত হয়। ৬৪

কুলার্ণব তন্ত্রে বলিয়াছেন—যাহার অন্নে ও পানে পুষ্টাঙ্গ হইয়া ধর্ম সঞ্চয় করে, তাহার অর্দ্ধেক ফল হয়, অর্দ্ধেক ফল কর্মকর্ত্তার হয়, ইহাতে সংশয় নাই। ৬৫

১। ক—তথেত্যাদ্যনিবেদিত-ভোজনমিত্যন্ত-পাঠো নাস্তি।

তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন পরান্নং বর্জয়েৎ সুধীঃ।
পুরশ্চরণ-কালেষু সর্ব-কর্মসু শাম্ভবি ! ॥ ৬৬
জিহ্বা দগ্ধা পরান্নেন করৌ দগ্ধৌ প্রতিগ্রহাৎ।
মনো দগ্ধং পরস্ত্রীভিঃ কথং সিদ্ধির্বরাননে ! ৬৭

পরান্নং ভিক্ষেতর-বিষয়ম্। ভিক্ষায়াং তস্য স্বত্বোৎপাদাৎ। তন্ত্রান্তরে—

বিহায় বহ্নিং ন হি বস্তু কিঞ্চিৎ গ্রাহ্যং পরেভ্যঃ সতি সম্ভবে চ।
অসম্ভবে তীর্থ-বহির্বিশুদ্ধাৎ পর্বাতিরিক্তে প্রতিগৃহ্য জপ্যাৎ ॥ ৬৮

কুলার্ণবে— সকৃদুচ্চরিতে শব্দে প্রণবং সমুদীরয়েৎ।
প্রোক্তে পারশবে শব্দে প্রাণায়ামং সকৃচ্চরেৎ ॥ ৬৯
বহুপ্রলাপী আচম্য ন্যস্যাঙ্গানি ততো জপেৎ।
ক্ষুতেপ্যেবং তথাঽস্পৃশ্য-স্থানানাং স্পর্শনেঽপি চ।
এবমাদীংশ্চ নিয়মান্ পুরশ্চরণ-কৃচ্চরেৎ ॥ ৭০
বিন্-মূত্রোৎসর্গ-শঙ্কাদি-যুক্তঃ কর্ম করোতি যঃ।
জপার্চনাদিকং সর্বমপবিত্রং ভবেৎ প্রিয়ে ! ॥ ৭১

অতএব হে শাম্ভবি। পুরশ্চরণ কালে ও সমস্ত কর্মে সুধী ব্যক্তি সমস্ত প্রযত্নে পরান্ন বর্জন করিবে। ৬৬

পরান্নের দ্বারা জিহ্বা দগ্ধ হয়, প্রতিগ্রহের দ্বারা দুই হস্ত দগ্ধ হয়, পর স্ত্রীগণ দ্বারা মনঃ দগ্ধ হয়। হে বরাননে। এই সমস্ত করিলে কিরূপে মন্ত্র সিদ্ধি হইবে ? ৬৭

ভিক্ষালব্ধ অন্ন ছাড়া অন্য অন্নই পরান্ন ; যেহেতু পরান্নে নিজের স্বত্ব উৎপন্ন হয় না, কিন্তু ভিক্ষান্নে স্বত্ব উৎপন্ন হইয়া থাকে। তন্ত্রান্তরে বলিয়াছেন—

দ্রব্যপ্রাপ্তি সম্ভব হইলে বহ্নি ছাড়া পরের নিকট হইতে কোন বস্তু গ্রহণ করিবে না। দ্রব্য প্রাপ্তির সম্ভাবনা না থাকিলে তীর্থের বাহিরে পর্ব ভিন্ন দিনে বিশুদ্ধ ব্যক্তির নিকট হইতে প্রতিগ্রহ করিয়া জপ করিবে। ৬৮

কুলার্ণবে বলিয়াছেন—জপমধ্যে একবার কোন অপশব্দ উচ্চারণ করিলে প্রণব উচ্চারণ করিবে। পারশব (পারসি) শব্দ উচ্চারণ করিলে একবার প্রাণায়াম করিবে। ৬৯

বহু কথা বলিলে আচমন ও অঙ্গন্যাস করিয়া তাহার পর জপ করিবে। ক্ষুৎ (হাঁচি) হইলেও এবং অস্পৃশ্য স্থানের স্পর্শনেও এইরূপ করিবে। পুরশ্চরণকারী এই সকল নিয়ম প্রতিপালন করিবে। ৭০

যে ব্যক্তি মলমূত্রত্যাগে শঙ্কাদি যুক্ত হইয়া জপ ও অর্চনাদি কর্ম করে, হে প্রিয়ে ! তাহার সেই সমস্ত কর্ম অপ হয়। ৭১

মলিনাম্বর-কেশাদি-মুখদৌর্গন্ধ্য-সংযুতঃ।
যো জপেৎ তং দহত্যাশু দেবতা গুপ্ত-সংস্থিতা ॥ ৭২
আলস্যং জৃম্ভণং নিদ্রাং ক্ষুতং নিষ্ঠীবনং ভয়ম্।
নীচাঙ্গ-স্পর্শনং কোপং জপকালে বিবর্জয়েৎ ॥ ৭৩
এবমুক্ত-বিধানেন বিলম্বং ত্বরিতং বিনা।
উক্ত-সংখ্যং জপং কুর্য্যাৎ পুরশ্চরণ-সিদ্ধয়ে ॥ ৭৪
দেবতা-গুরু-মন্ত্রাণামৈক্যং সম্ভাবয়ন্ ধিয়া।
জপেদেক-মনাঃ প্রাতঃকালং মধ্যন্দিনাবধি ॥ ৭৫

তথা— ভূশয্যা ব্রহ্মচারিত্বমৌনমাচার্য্য-সেবিতা।
নিত্যং ত্রি-সবনং স্নানং ক্ষুদ্রকর্ম-বিবর্জনম্।
নিত্য-পূজা নিত্য-দানং দেবতা-স্তুতি-কীর্ত্তনম্ ॥ ৭৬
নৈমিত্তিকার্চনঞ্চৈব বিশ্বাসো গুরু-দেবয়োঃ।
জপ-নিষ্ঠা দ্বাদশৈতে ধর্মাঃ স্যুর্মন্ত্র-সিদ্ধিদাঃ ॥ ৭৭
স্ত্রী-শূদ্র-পতিত-ব্রাত্য-নাস্তিকোচ্ছিষ্ট-ভাষণম্।
অসত্য-ভাষণং জিহ্ম-ভাষণং পরিবর্জয়েৎ ॥ ৭৮

মলিন বস্ত্র, মলিন কেশ ও মুখে দুর্গন্ধ যুক্ত হইয়া যে ব্যক্তি জপ করে, গোপনে থাকিয়া দেবতা তাহাকে শীঘ্র ভস্ম করেন। ৭২

আলস্য, জৃম্ভণ, নিদ্রা, ক্ষুৎ, নিষ্ঠীবন (থুথু) ভয়, নীচাঙ্গের স্পর্শ ও কোপ জপকালে পরিত্যাগ করিবে। ৭৩

এইরূপে উক্ত বিধানে পুরশ্চরণ সিদ্ধির জন্য শীঘ্র ও বিলম্ব ছাড়া উক্ত সংখ্যক জপ করিবে। ৭৪

দেবতা, গুরু ও মন্ত্রের ঐক্য মনের দ্বারা ভাবনা করিয়া একাগ্রচিত্ত হইয়া প্রাতঃকাল হইতে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত জপ করিবে। ৭৫

এইরূপ আরও বলিয়াছেন—ভূমিতে শয়ন, ব্রহ্মচারিত্ব, মৌন, আচার্য্যের সেবা, প্রত্যহ ত্রিসন্ধ্যায় স্নান, ক্ষুদ্রকর্ম ত্যাগ, নিত্য পূজা, নিত্য দান, দেবতার স্তুতি কীর্ত্তন, নৈমিত্তিক দেবতার পূজা, গুরু ও দেবতায় বিশ্বাস ও জপ নিষ্ঠা—এই বারটি ধর্ম মন্ত্র সিদ্ধিপ্রদ হইয়া থাকে। ৭৬-৭৭

স্ত্রী, শূদ্র, পতিত, ব্রাত্য ও নাস্তিক পুরুষের সহিত ভাষণ, উচ্ছিষ্ট মুখে কথোপকথন, অসত্য ভাষণ ও কুটিল ভাষণ পরিত্যাগ করিবেন। ৭৮

সত্যেনাপি ন ভাষেত জপ-হোমার্চনাদিষু।
অন্যথানুষ্ঠিতং সর্বং ভবত্যেব নিরর্থকম্ ॥ ৭৯
পুরশ্চরণ-কালে তু যদি স্যান্ মৃত-সূতকম্।
তথাপি কৃত-সঙ্কল্পো ব্রতং নৈব পরিত্যজেৎ ॥ ৮০

যোগিনীহৃদয়ে—শয়ীত কুশ-শয্যায়াং শুচি-বস্ত্র-ধরঃ সদা।
প্রত্যহং ক্ষালয়েচ্ছয্যামেকাকী নির্ভয়ঃ স্বপেৎ ॥ ৮১
অসত্য-ভাষণং বাচং কুটিলাং পরিবর্জয়েৎ।
বর্জয়েদ্ গীত-বাদ্যাদি শ্রবণং নৃত্য-দর্শনম্ ॥ ৮২
অভ্যঙ্গং গন্ধলেপঞ্চ পুষ্প-ধারণমেব চ।
মৈথুনং তৎ-কথালাপং তদ্-গোষ্ঠীং পরিবর্জয়েৎ ॥ ৮৩
অস্নাতাংশ্চ দ্বিজান্ শূদ্রান্ স্ত্রিয়ো নৈব স্পৃশেৎ তথা।
ত্যজেদুষ্ণোদক-স্নানমন্যদেব-প্রপূজনম্।
নৈকবাসা জপেন্ মন্ত্রং বহু-বস্ত্রাকুলোঽপি বা ॥ ৮৪

বৈশম্পায়নসংহিতায়াং—বিপর্য্যাসং ন কুর্য্যাচ্চ কদাচিদপি মোহতঃ।
উপর্য্যধো বহির্বস্ত্রে পুরশ্চরণ-কৃন্ নরঃ ॥ ৮৫

জপ হোমাদি কর্মের মধ্যে সত্য বাক্যের দ্বারাও আলাপ করিবে না। ইহার অন্যথা করিলে অনুষ্ঠিত সমস্ত কর্ম নিরর্থক হইবেই। ৭৯

পুরশ্চরণ কালে মৃতাশৌচ ও জননাশৌচ হয়, তথাপি কৃত-সঙ্কল্প ব্যক্তি ব্রত ত্যাগ করিবে না অর্থাৎ পুরশ্চরণ সঙ্কল্পের পর ব্রত ত্যাগ হইবে না। ৮০

যোগিনী-হৃদয়ে বলিয়াছেন—সাধক সর্বদা শুচি বস্ত্র পরিধান ও ধারণ করিয়া কুশ-শয্যায় শয়ন করিবেন। প্রত্যহ শয্যাকে ক্ষালন করিবেন এবং একাকী নির্ভয় হইয়া শয়ন করিবেন। ৮১

অসত্য ভাষণ ও কুটিল বাক্য পরিত্যাগ করিবেন। গীত বাদ্যাদির শ্রবণ ও নৃত্য দর্শন, অভ্যঙ্গ, গন্ধলেপ, পুষ্প-ধারণ, মৈথুন, মৈথুন কথার আলাপ ও সেই গোষ্ঠীকে বর্জন করিবেন। ৮২-৮৩

অস্নাত দ্বিজগণকে, শূদ্রগণকে ও স্ত্রীগণকে স্পর্শ করিবে না। সেইরূপ উষ্ণ জলে স্নান ও অন্য দেবতার পূজা ত্যাগ করিবে। এক বস্ত্র হইয়া অথবা বহু বস্ত্রের দ্বারা ব্যাকুল হইয়া জপ করিবে না। ৮৪

বৈশম্পায়ন সংহিতায় বলিয়াছেন—পুরশ্চরণকারী মানব দেহের ঊর্ধ্বভাগে ও

পতিতানামন্ত্যজানাং দর্শনে ভাষণে শ্রুতে।
ক্ষুতেঽধো-বায়ু-গমনে জৃম্ভণে জপমুৎসৃজেৎ ॥ ৮৬
তথাচ তস্য তৎ-প্রাপ্তৌ প্রাণায়ামং ষড়ঙ্গকম্।
কৃত্বা সম্যগ্ জপেচ্ছেষং যদ্বা সূর্য্যাদি-দর্শনম্ ॥ ৮৭

আদিপদাদ্ বহ্নি-ব্রাহ্মণৌ। তন্ত্রান্তরে—

মনঃ-সংহরণং শৌচং মৌনং মন্ত্রার্থ-চিন্তনম্।
অব্যগ্রত্বমনির্বেদো জপ-সম্পত্তি-হেতবঃ ॥ ৮৮
উষ্ণীষী কঞ্চুকী নগ্নো মুক্তকেশো গণাবৃতঃ।
অ-পবিত্র-করোঽশুদ্ধঃ প্রলপন্ ন জপেৎ ক্বচিৎ ॥ ৮৯
অনাসনঃ শয়ানো বা গচ্ছন্ ভুঞ্জান এব বা।
অপ্রাবৃতৌ করৌ কৃত্বা শিরসি[১] প্রাবৃতোঽপি বা ॥ ৯০
চিন্তা-ব্যাকুল চিত্তো বা ক্রুদ্ধো ভ্রান্তঃ ক্ষুধান্বিতঃ।
রথ্যায়ামশিবে স্থানে ন জপেৎ তিমিরান্তরে ॥ ৯১

অধোভাগে দুইখানি বস্ত্র পরিধান করিবে। মোহবশতঃ কখনও এই নিয়মের বৈপরীত্য করিবে না অর্থাৎ উত্তরীয়কে বস্ত্র বা বস্ত্রকে উত্তরীয় করিবে না। ৮৫

পতিতগণের, অন্ত্যজগণের দর্শন হইলে, তাহাদের সহিত ভাষণ হইলে, তাহাদের কথা শ্রবণ করিলে, হাঁচিলে, অধোবায়ু নিঃসরণে ও জৃম্ভণে জপ ত্যাগ করিবে। ৮৬

অতএব এই সমস্ত উপস্থিত হইলে প্রাণায়াম ও ষড়ঙ্গ ন্যাস করিয়া অথবা সূর্য্যাদি দর্শন করিয়া অবশিষ্ট জপ করিবে। ৮৭

এস্থলে সূর্য্যাদির আদি পদে বহ্নি ও ব্রাহ্মণ গৃহীত হইবে। তন্ত্রান্তরে বলিয়াছেন—

বিষয় হইতে মনের সংহরণ (প্রত্যাবর্ত্তন) শৌচ, মন্ত্রার্থের চিন্তন মৌন, অব্যগ্রত্ব ও অনির্বেদ—এইগুলি জপ সম্পত্তির হেতু। ৮৮

উষ্ণীষী হইয়া, কঞ্চুকী হইয়া (জামাবিশেষ পরিয়া) উলঙ্গ হইয়া, মুক্ত কেশ হইয়া, লোকগণে পরিবৃত হইয়া, অপবিত্র হস্ত হইয়া, অশুদ্ধ হইয়া, কথা বলিতে বলিতে কোন স্থানে জপ করিবে না। ৮৯

আসনে উপবেশন না করিয়া, শয়ন করিয়া, চলিতে চলিতে, খাইতে খাইতে, দুই হাতকে আচ্ছাদিত না করিয়া অথবা মস্তককে আচ্ছাদিত করিয়া, চিন্তায় ব্যাকুলচিত্ত হইয়া, ক্রুদ্ধ, ভ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত্ত হইয়া রাস্তায়, অশুদ্ধ স্থানে অন্ধকারের মধ্যে জপ করিবে না। ৯০-৯১

১। খ—শিরসা প্রাবৃতোঽপি বা।

উপানদ্-গূঢ-পাদো বা যান-শয্যাগতস্তথা।
প্রসার্য্য ন জপেৎ পাদাবুৎকটাসন এব বা ॥ ৯২
ন যজ্ঞকাষ্ঠে পাষাণে ন ভূমৌ নাসনে স্থিতঃ[১]।
মার্জারং কুক্কুটং ক্রৌঞ্চং শ্বানং শূদ্রং কপিং খরম্।
দৃষ্ট্বাচম্য জপেচ্ছেষং স্পৃষ্ট্বা স্নানং বিধীয়তে ॥ ৯৩

মানসান্য-জপেষ্বয়ং[২] নিয়মঃ। মানসে তু নিয়মো নাস্তি। মনসঃ সর্বদৈব-শুচিত্বাৎ। যথা তত্রৈব (৯৪)—

অশুচির্বা শুচির্বাপি গচ্ছংস্তিষ্ঠন্ স্বপন্নপি।
মন্ত্রৈক-শরণো বিদ্বান্ মনসৈব সদাঽভ্যসেৎ।
ন দোষো মানসে জাপে সর্বদেশেঽপি সর্বদা ॥ ৯৫

শ্যামাদি-বিদ্যায়াং তত্তন্মন্ত্রজপে বিশেষো বক্ষ্যতে। গৌতমীয়ে—

শক্ত্যা ত্রি-সবনং স্নানং অন্যথা দ্বে সকৃচ্চ বা।
ত্রিসন্ধ্যং প্রজপেন্ মন্ত্রং পূজনং তৎসমং ভবেৎ ॥ ৯৬

জুতা দ্বারা চরণদ্বয় আচ্ছাদিত করিয়া, গাড়ীতে বা শয্যায় বসিয়া, দুই পাদকে প্রসারিত করিয়া, উৎকট আসনে বসিয়া, যজ্ঞকাষ্ঠে বা পাষাণে, ভূমিতে, আসনে বসিয়া ও ভূমিতে চরণ স্পর্শ করিয়া জপ করিবে না। ৯২

মার্জার, কুক্কুট, ক্রৌঞ্চ (বক), কুকুর, শূদ্র, বানর, খর (গর্দভ)কে দেখিয়া আচমন করিয়া অবশিষ্ট মন্ত্র জপ করিবে। ইহাদিগকে স্পর্শ করিলে স্নান করিতে হইবে। ৯৩

মানস জপ ছাড়া অন্য জপে এই নিয়ম। মানস জপে কিন্তু এই নিয়ম নাই; যে হেতু মনঃ সর্বদাই শুচি। যেমন সেই তন্ত্রেই বলিয়াছেন (৯৪)—

মন্ত্র-মাত্র শরণ বিদ্বান্ ব্যক্তি অশুচি হইয়া বা শুচি হইয়া, যাইতে যাইতে, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া, ঘুমাইতে ঘুমাইতে, সর্বদা মনের দ্বারা মন্ত্রের অভ্যাস (জপ) করিবে। সমস্ত দেশে সর্বদা মানস জাপে কোন দোষ নাই। ৯৫

শ্যামাদি বিদ্যার সেই সেই দেবীর মন্ত্রের জপে বিশেষ কথিত হইবে। গৌতমীয় তন্ত্রে বলিয়াছেন—

শক্তি অনুসারে ত্রি-সবন (ত্রৈকালিক) স্নান করিবে অন্যথা দুইবার অথবা একবার স্নান করিবে। ত্রিসন্ধ্যায় মন্ত্র জপ করিবে। পূজা তাহার সমান হইবে অর্থাৎ ত্রিসন্ধ্যায়, দুই সন্ধ্যায় বা এক সন্ধ্যায় পূজাও হইবে। ৯৬

১। তথাচাসনস্থো ভূমিস্পৃষ্ট-চরণ ইত্যায়াতম্। ২। খ—বহির্জপেষ্বয়ং।

সন্ধ্যাত্রয়ে পূজাঙ্গতয়া জপমষ্টোত্তরশতমিত্যর্থঃ[১]। তথা—

একদা বা ভবেৎ পূজা ন জপেৎ পূজনং বিনা।
জপান্তে বা ভবেৎ পূজা পূজান্তে বা জপেন্ মনুম্। ৯৭

অথ পুরশ্চরণ-জপকালবিধিঃ। যথা—

দেবতা-গুরুমন্ত্রাণামৈক্যং সম্ভাবয়ন্ ধিয়া।
জপেদেক-মনাঃ প্রাতঃ-কালং মধ্যন্দিনাবধি ॥ ১

অন্যত্রাপি—প্রাতঃ-কালং সমারভ্য জপেন্ মধ্যন্দিনাবধি। ইত্যস্যাঽধিক-কাল-ব্যবচ্ছেদ-পরত্বম্, নিয়ম-পরত্বে কদাচিজ্জিহ্বায়া পাটব-জাড্য-বশাৎ প্রতিনিয়ত-জপ-সংখ্যায়া আধিক্য-ন্যূনত্ব-প্রসক্ত্যা নিয়ম-ভঙ্গঃ স্যাৎ। তস্মাৎ প্রথমদিনে সার্দ্ধ-প্রহর-পর্য্যন্তং জপ্তব্যম্। তেন দিবসান্তরে জিহ্বা-মান্দ্যেঽপি ন ক্ষতিঃ। ২

যৎ-সংখ্যয়া সমারব্ধং তৎ কর্ত্তব্যমহর্নিশম্।
যদি ন্যূনাধিকং কুর্য্যাদ্ ব্রত-ভ্রষ্টো ভবেন্ নরঃ ॥ ৩

ত্রিসন্ধ্যায় পূজার অঙ্গরূপে একশত আটবার জপ হইবে—এই অর্থ। সেইরূপ তন্ত্রে বলিয়াছেন—

এক সময়ে পূজা হইবে। পূজা ব্যতীত জপ করিবে না। অথবা জপের অন্তে পূজা হইবে। অথবা পূজার অন্তে মন্ত্র জপ করিবে। ৯৭

অনন্তর পুরশ্চরণের কালের বিধি কথিত হইতেছে। যেমন তন্ত্রে বলিয়াছেন—

দেবতা, গুরু ও মন্ত্রের ঐক্য মনে মনে ভাবনা করিয়া একাগ্র-চিত্ত হইয়া প্রাতঃ কাল হইতে মধ্যাহ্ন কাল পর্য্যন্ত জপ করিবে। ১

অন্যত্রও বলিয়াছেন—প্রাতঃ কাল হইতে আরম্ভ করিয়া মধ্যাহ্ন কাল পর্য্যন্ত জপ করিবে—এই বচনের অধিক কাল জপ নিষেধেই তাৎপর্য্য অর্থাৎ প্রাতঃ কাল হইতে মধ্যাহ্ন কাল পর্য্যন্ত জপ করিবে। ইহার বেশী সময় জপ করিবে না। যদি ইহা কাল নিয়ম পর হইত অর্থাৎ প্রত্যহ এইরূপ পরিমিত কালেই জপ কর্ত্তব্য, এই নিয়ম হইত, তবে কদাচিৎ জিহ্বার পটুতা ও জড়তা নিবন্ধন প্রতিনিয়ত জপ-সংখ্যার আধিক্য ও ন্যূনতার প্রসক্তি হেতু নিয়মভঙ্গ হইত। অতএব প্রথম দিনে সার্দ্ধ প্রহর পর্য্যন্ত জপ করিবে। তাহাতে অন্য দিনে জিহ্বার মান্দ্য হইলেও ক্ষতি নাই। ২

তন্ত্রে বলিয়াছেন—যে সংখ্যায় জপ আরব্ধ হইবে, অহর্নিশি একই সংখ্যক জপ করিবে। যদি ন্যূন বা অধিক সংখ্যায় জপ করে, তবে মানব ব্রত ভ্রষ্ট হইবে। ৩

১। ক—জপশতমষ্টোত্তরমিত্যর্থঃ।

মুণ্ডমালায়াম্— যৎসংখ্যয়া সমারব্ধং তৎ জপ্তব্যং দিনে দিনে।
নূনাধিকং ন কর্ত্তব্যমাসমাপ্তং সদা জপেৎ ॥ ৪

কুলার্ণবে— নূনাতিরিক্ত-কর্মাণি ন ফলন্তি কদাচন।
যথা বিধিকৃতান্যেব তৎকর্মাণি ফলন্তি হি ॥ ৫

অথ জপসংখ্যাকরণে বিশেষঃ—

নাক্ষতৈর্হস্তপর্বৈর্বা ন ধান্যৈর্ন চ পুষ্পকৈঃ।
ন চন্দনৈর্মৃত্তিকয়া জপসংখ্যাং ন কারয়েৎ ॥ ৬

শেষ-নকারো মৃত্তিকয়ান্বিতঃ। তর্হি কিং কর্ত্তব্যমিত্যত্রাহ—

লাক্ষা-কুসিত-সিন্দুরং গোময়ঞ্চ করীষকম্।
বিলোভ্য গোধিকাং কৃত্বা জপসংখ্যান্তু কারয়েৎ ॥ ৭

কুসিতং রক্তচন্দন-বীজম্। গোধিকা দীর্ঘাকার বর্ত্তিকা। ইদমুপলক্ষণং কুশাদিনাপি জপসংখ্যা ন নিষিদ্ধা। পুরশ্চরণারম্ভ-কালে তু গায়ত্রী-জপঃ কার্য্যঃ। যথা বিদ্যাধরাচার্য্যঃ—

মুণ্ডমালাতন্ত্রে বলিয়াছেন—যে সংখ্যায় জপ আরব্ধ হইবে, প্রত্যহ তাহাই জপ করিবে, ন্যূনাধিক করিবে না। সমাপ্তি পর্য্যন্ত সর্বদা জপ করিবে। ৪

কুলার্ণবে বলিয়াছেন—ন্যূন কর্ম বা অতিরিক্ত কর্ম কখনও ফল প্রদান করে না। যথাবিধি কৃত কর্মই ফল প্রদান করিয়া থাকে। ৫

অনন্তর জপসংখ্যা করণে বিশেষ কথিত হইতেছে। তন্ত্রে বলিয়াছেন—

অক্ষত সমূহের দ্বারা, হস্তপর্ব সমূহের দ্বারা, ধান্য সমূহ দ্বারা, পুষ্প সমূহের দ্বারা, চন্দন সমূহের দ্বারা ও মৃত্তিকার দ্বারা জপ সংখ্যা করিবে না। ৬

শেষ নকারটি মৃত্তিকার সহিত অন্বিত। তাহা হইলে কি করণীয়? এই প্রশ্নের উত্তরে এই বলিয়াছেন—

লাক্ষা, কুসিত (রক্তচন্দন বীজ), সিন্দুর, গোময়, করীষক (শুষ্ক গোময়) গুলিয়া গোধিকা করিয়া তদ্দ্বারা জপ সংখ্যা করিবে। ৭

কুসিত—রক্তচন্দনবীজ। গোধিকা—দীর্ঘাকার বর্ত্তিকা। এইটি কুশাদির উপলক্ষণ। কুশাদি দ্বারাও জপসংখ্যা নিষিদ্ধ নহে। পুরশ্চরণ কালে গায়ত্রী জপ কর্ত্তব্য। যেমন বিদ্যাধরাচার্য্য বলিয়াছেন—

প্রাতঃ স্নাত্বা তু গায়ত্র্যাঃ সহস্রং প্রয়তো জপেৎ।
জ্ঞাতাজ্ঞাতস্য পাপস্য ক্ষয়ার্থং প্রথমং ততঃ[১] ॥ ৮

যৎ তু—প্রাতঃ স্নাত্বা তু সাবিত্র্যা অযুতং প্রয়তো জপেৎ। ইতি। তৎ পুনরত্যন্ত-পাপাশঙ্কয়া। গায়ত্রীপদমত্র তান্ত্রিক-গায়ত্রী-পরম্।

অষ্টোত্তর-শতাবৃত্ত্যা গায়ত্রীং প্রজপেৎ সুধীঃ।
মহাপাতক-যুক্তোঽপি প্রজপেদ্ দশধা যদি।
সত্যং সত্যং মহাদেবি! মুক্তো ভবতি তৎক্ষণাৎ ॥ ৯

ইত্যাদি-সন্ধ্যোক্ত-বচনবৎ। অতএব স্ত্রী-শূদ্র-সাধারণ্যমপি যুজ্যতে। বস্তুতস্তু তয়োরন্যতর-জপাদেব পাপক্ষয়ো ভবতি[২]। ১০

যোগিনীহৃদয়ে—যত্র গ্রামে জপেন্ মন্ত্রী তত্র কূর্মং বিচিন্তয়েৎ। ১১

গৌতমীয়ে—পর্বতে সিন্ধুতীরে বা পুণ্যারণ্যে নদীতটে।
যদি কুর্য্যাৎ পুরশ্চর্য্যাং তত্র কূর্মং ন চিন্তয়েৎ।
গ্রামে বা যদি বা বাস্তৌ গৃহে তঞ্চ বিচিন্তয়েৎ ॥ ১২

প্রাতঃ স্নান করিয়া সংযত হইয়া প্রথমে জ্ঞাত ও অজ্ঞাত পাপের ক্ষয়ের জন্য এক সহস্র গায়ত্রী জপ করিবেন। তাহার পর (জপ করিবেন)। ৮

প্রাতঃ স্নান করিয়া সংযত হইয়া অযুত সাবিত্রী জপ করিবে—এই যে বচন, তাহা কিন্তু অত্যন্ত পাপের আশঙ্কায় উক্ত হইয়াছে। এস্থলে গায়ত্রী পদটি—

সুধী সাধক অষ্টোত্তর শত বার আবৃত্তি করিয়া গায়ত্রী জপ করিবে। হে মহাদেবি! মহাপাতক যুক্ত হইয়াও যদি দশ বার গায়ত্রী জপ করে, সত্য সত্যই সে তৎক্ষণাৎ পাপ হইতে মুক্ত হয়। ইত্যাদি সন্ধ্যা প্রকরণোক্ত বচনের ন্যায় তান্ত্রিক গায়ত্রী পর। তাহা হইলে তাহা স্ত্রী, শূদ্র সাধারণে প্রযুক্ত হইতে পারে। বস্তুতঃ দুইটি গায়ত্রীর যে কোন একটী জপ করিলেই পাপ ক্ষয় হয়। ৯-১০

যোগিনী হৃদয়ে বলিয়াছেন—মন্ত্রজ্ঞ সাধক যে গ্রামে জপ করিবে, সেখানে কূর্ম-চক্রের চিন্তা করিবে। ১১

গৌতমীয় তন্ত্রে বলিয়াছেন—পর্বতে, সিন্ধুর তীরে, পুণ্য অরণ্যে, নদীতটে যদি পুরশ্চরণ করেন, তবে সেখানে কূর্মচক্র চিন্তা করিবেন না। যদি গ্রামে বা বাস্তু গৃহে করেন, তবে কূর্মচক্র চিন্তা করিবেন। ১২

১। খ—ততঃ ইত্যনন্তরং গায়ত্রীপদমিত্যাদি পাঠঃ। ২। খ—ভবতীত্যনন্তরং যৎ ত্বিত্যাদি।

অথ কূর্মচক্রম্

শারদায়াম্— দীপস্থানং সমাশ্রিত্য কৃতং কর্ম ফলপ্রদম্।
চতুরস্রাং ভুবং ভিত্ত্বা কোষ্ঠানাং নবকং লিখেৎ॥ ১৩
পূর্ব-কোষ্ঠাদি বিলিখেৎ সপ্তবর্গানন্নুক্রমাৎ।
ল-ক্ষমীশে মধ্যকোষ্ঠে স্বরান্ যুগ্মক্রমাল্লিখেৎ॥ ১৪
দিক্ষু পূর্বাদিতো যত্র ক্ষেত্রাদ্যক্ষর-সংস্থিতিঃ।
মুখং তৎ তস্য জানীয়াদ্ হস্তাবুভয়তঃ স্থিতৌ॥ ১৫
কোষ্ঠে কুক্ষী উভে পাদৌ দ্বে শিষ্টং পুচ্ছমীরিতম্।
ক্রমেণানেন বিভজেন্ মধ্যস্থমপি ভাগতঃ॥ ১৬
মুখস্থো লভতে সিদ্ধিং করস্থঃ স্বল্প-জীবনঃ।
উদাসীনঃ কুক্ষি-সংস্থঃ পাদস্থো দুঃখমাপ্নুয়াৎ॥ ১৭
পুচ্ছস্থঃ পীড্যতে মন্ত্রী বন্ধনোচ্চাটনাদিভিঃ।

অনন্তর কূর্মচক্র কথিত হইতেছে। শারদাতিলক তন্ত্রে বলিয়াছেন—দীপ স্থানকে আশ্রয় করিয়া অর্থাৎ দীপস্থানে বসিয়া কর্ম করিলে তাহা ফল-প্রদ হয়। চতুরস্রা ভূমিকে পূর্ব-পশ্চিম দীর্ঘ দুইটি রেখা দ্বারা এবং উত্তর দক্ষিণ দীর্ঘ দুইটি রেখা দ্বারা ভেদ করিয়া নয়টি কোষ্ঠ অঙ্কন করিবেন। ১৩

পূর্বদিকের বহিঃকোষ্ঠ হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তর দিক্ পর্য্যন্ত আটটি কোষ্ঠে যথাক্রমে ক চ ট ত প য শ এই সাতটী বর্গকে প্রদক্ষিণক্রমে লিখিবেন। ঈশান কোষ্ঠে ল ও ক্ষ দুইটি বর্ণকে লিখিবেন। চতুরস্রের মধ্যস্থিত কোষ্ঠে পূর্বাদি দিক্ কোষ্ঠ হইতে প্রদক্ষিণক্রমে প্রতিকোষ্ঠে দুই দুইটি স্বরবর্ণ লিখিবেন। ১৪

এই চক্রের যে স্থলে ক্ষেত্রের আদ্য অক্ষর অবস্থিত, সেই স্থানকে তাহার মুখ জানিবেন। উভয় পার্শ্বে অবস্থিত দুই বহিঃকোষ্ঠ দুই হস্ত, তাহার নিম্নে উভয় পার্শ্বে অবস্থিত দুই বহিঃ-কোষ্ঠ দুই পাদ, অবশিষ্ট কোষ্ঠ পুচ্ছ বলিয়া কথিত হইয়াছে। মধ্য চতুরস্র কোষ্ঠকে এই ক্রমে নয়ভাগে ভাগ করিবেন। ১৫-১৬

সাধক মুখে অবস্থিত হইয়া জপাদি কার্য্য করিলে সিদ্ধি লাভ করেন। করস্থানে অবস্থিত হইয়া জপ করিলে অল্প জীবন (ভোগ) লাভ করেন। কুক্ষিস্থানে অবস্থিত হইয়া কার্য্য করিলে উদাসীন (ফল-সম্বন্ধ হীন) হন। পাদস্থানে অবস্থিত হইয়া কার্য্য করিলে দুঃখ প্রাপ্ত হইবেন। ১৭

পুচ্ছ স্থানে অবস্থিত হইয়া কার্য্য করিলে সাধক বন্ধন, উচ্চাটন প্রভৃতি দ্বারা

কূর্মচক্রমিদং প্রোক্তং মন্ত্রাণাং সিদ্ধি-দায়কম্ ॥ ১৮

কূর্মচক্রমবিজ্ঞায় যঃ কুর্য্যাজ্ জপ-যজ্ঞকম্ ।
তস্য যজ্ঞফলং নাস্তি সর্বানর্থায় কল্পতে ॥ ১৯

দীপ্যতেঽত্র দীপস্থানং মুখম্ । ক্ষেত্রাদ্যক্ষর-সংস্থিতিরিতি । গ্রামস্য যত্রাদ্যক্ষর-সংস্থানমিত্যর্থঃ । মধ্যস্থমপি ভাগত ইতি । মধ্যকোষ্ঠমপি নবভাগং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ । মুণ্ডমালায়াম্ (২০)—

পুণ্য-ক্ষেত্রাদিকং গত্বা কুর্য্যাদ্ ভূমেঃ পরিগ্রহম্ ।
যথা[১] হ্যমুক-মন্ত্রস্য পুরশ্চরণ-সিদ্ধয়ে ।
মমেয়ং গৃহ্যতে ভূমির্মন্ত্রোঽয়ং সিধ্যতামিতি ॥ ২১

তথা— গ্রামে ক্রোশমিতং স্থানং নদ্যাদৌ স্বেচ্ছয়া মতম্ ।
নগরাদাবপি ক্রোশং ক্রোশ-যুগ্মমথাপি বা ॥ ২২

ক্ষেত্রং বা যাবদিষ্টস্তু বিহারার্থং প্রকল্পয়েৎ ।
আহারাদি-বিহারার্থং তাবতীং ভূমিমাক্রমেৎ ॥ ২৩

পীড়িত হন। মন্ত্রসমূহের সিদ্ধিপ্রদ এই কূর্মচক্র কথিত হইল। যে কূর্মস্থানকে না জানিয়া জপ যজ্ঞ করেন, তাহার যজ্ঞ ফল হয় না। সমস্তই অনর্থের জন্য হয়। ১৮-১৯

দীপ্ত হন যে স্থানে—এই ব্যুৎপত্তিতে নিষ্পন্ন দীপস্থান শব্দের অর্থ—মুখ। ক্ষেত্রাদ্যক্ষর-সংস্থিতিঃ কথার এই অর্থ—যে কোষ্ঠে গ্রামের আদ্য অক্ষরের অবস্থিতি। মধ্যস্থমপি ভাগতঃ এই কথার অর্থ—মধ্য কোষ্ঠকে নয় ভাগ করিবেন। মুণ্ডমালা তন্ত্রে বলিয়াছেন (২০)—

পুণ্যক্ষেত্রাদিতে গমন করিয়া জপাদির জন্য স্থান গ্রহণ করিবেন। যথা—অমুক মন্ত্রস্য পুরশ্চরণ-সিদ্ধয়ে মমেয়ং ভূমির্গৃহ্যতে, মন্ত্রোঽয়ং সিধ্যতাম্—এই বলিয়া স্থান গ্রহণ কর্ত্তব্য। উক্ত সংস্কৃতের অর্থ—অমুক মন্ত্রের পুরশ্চরণ সিদ্ধির জন্য আমার কর্ত্তৃক এই ভূমি গৃহীত হইতেছে। এই মন্ত্র সিদ্ধ হউক। ২১

সেইরূপ আরও বলিয়াছেন—বিচরণের জন্য গ্রামে ক্রোশ পরিমিত স্থান, নদী-প্রভৃতি স্থানে ইচ্ছামত স্থান, নগরাদিতে ক্রোশ পরিমিত অথবা ক্রোশদ্বয় পরিমিত স্থান গ্রহণ করিবেন। আহার বিহারের জন্য ইচ্ছামত স্থান নির্বাচন করিবেন। আহার বিহারের জন্য সেই পরিমাণ ভূমি অধিকার করিবেন। ২২-২৩

১। খ—তথা।

ক্ষীর বৃক্ষোদ্ভবান্ কীলানস্ত্রমন্ত্রাভিমন্ত্রিতান্ ।
লিখনেদ্ দশদিগ্-ভাগে তেম্বস্ত্রঞ্চ প্রপূজয়েৎ ॥ ২৪
লোকপালান্ পুনস্তেষু গন্ধাদ্যৈঃ পূজয়েৎ সুধীঃ ।
মধ্যস্থানে ক্ষেত্রপালং বাস্তীশঞ্চ গণেশ্বরম্ ॥ ২৫ ইতি

অথ পুরশ্চরণ-হোমাদিঃ

তন্ত্রান্তরে যথা—জপান্তে প্রত্যহং মন্ত্রী হোময়েৎ তু দশাংশতঃ ।
তর্পণঞ্চাভিষেকঞ্চ তত্তদ্-দশাংশতো মুনে ! ॥ ২৬
প্রত্যহং ভোজয়েদ্ বিপ্রান্ ন্যূনাধিক-প্রশান্তয়ে ।
বিপ্র-ভোজন-মাত্রেণ ব্যঙ্গং সাঙ্গং ভবেদ্ যতঃ ।
অথবা সর্ব-পূর্ত্তৌ চ হোমাদিকমথাচরেৎ[১] ॥ ২৭

জপ-দশাংশেন হোমস্তু বিশেষানুক্তৌ । যথা যোগিনী-হৃদয়ে (২৮)—
কল্পোক্তবিধিনা মন্ত্রী কুর্য্যাদ্ হোমাদিকং ততঃ ।
অথবা তদ্-দশাংশেন হোমাদীংশ্চ সমাচরেৎ ॥ ২৯

ক্ষীর বৃক্ষোদ্ভব দশটি কীলক অস্ত্রমন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া দশদিকে পুতিয়া দিবেন। সেই স্থানে অস্ত্রকে পূজা করিবেন। ২৪

সাধক পুনরায় সেই স্থানে গন্ধাদি উপচারে লোকপালগণকে পূজা করিবেন। মধ্যস্থানে ক্ষেত্রপাল, বাস্তুপতি ও গণেশ্বরকে পূজা করিবেন। ২৫

অনন্তর পুরশ্চরণ হোমাদি কথিত হইতেছে। তন্ত্রান্তরে যেমন বলিয়াছেন—মন্ত্রজ্ঞ সাধক প্রত্যহ জপের অন্তে জপের দশাংশ পরিমাণ হোম করিবেন। হে মুনে। হোমের দশাংশ পরিমাণ তর্পণ, তর্পণের দশাংশ পরিমাণ অভিষেক করিবেন। ২৬

কর্মের ন্যূনাধিক দোষের শান্তির জন্য সেই পরিমাণ ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইবেন। যেহেতু ব্রাহ্মণের ভোজনমাত্রেই অঙ্গহীন কর্ম সাঙ্গ হইয়া থাকে। অথবা সকলের (পুরশ্চরণের) সমাপ্তিতে হোমাদির অনুষ্ঠান করিবেন। ২৭

বিশেষ উক্তি না থাকিলে জপের দশাংশ পরিমাণে হোম হইবে। যেমন যোগিনী-হৃদয়ে বলিয়াছেন (২৮)—

মন্ত্রজ্ঞ সাধক তাহার পর কল্পোক্ত বিধি অনুসারে হোমাদি করিবেন। অথবা জপের দশাংশ পরিমাণে হোমাদি করিবেন। ২৯

১। খ—হোমাদিকমথাচরেদিত্যনন্তরং হোমাদ্যশক্তৌ সনৎকুমার-তন্ত্রে ইত্যাদি-পাঠঃ।

তেন বিশেষ-বচনাৎ ক্বচিদন্যথাপি। যথা দুর্গাষ্টাক্ষরমন্ত্রে (৩০)—

বসুলক্ষং জপেন্মন্ত্রং তিলৈর্মধুর-লোড়িতৈঃ।

পয়োহন্ধসা বা জুহুয়াৎ তৎসহস্রং জিতেন্দ্রিয়ঃ॥ ৩১

ইত্যত্র পয়োহন্ধসা সদুগ্ধান্নেন। তথাচ বাচনিকস্তত্রাষ্ট-সহস্র-হোমঃ। এবমন্যত্রাপি ক্বচিৎ ক্বচিৎ। হোমাদ্যশক্তৌ সনৎকুমার-তন্ত্রে (৩২)—

যদ্‌যদঙ্গং[1] ভবেদ্ ভগ্নং তৎসংখ্যা-দ্বিগুণো জপঃ।

হোমাভাবে জপঃ কার্য্যো হোম-সংখ্যা-চতুর্গুণঃ॥ ৩৩

বিপ্রাণাং ক্ষত্রিয়াণাঞ্চ রস-সংখ্যা-গুণঃ স্মৃতঃ।

বৈশ্যানাং বসু-সংখ্যাক এষাং স্ত্রীণাময়ং বিধিঃ॥ ৩৪

যং বর্ণমাশ্রিতঃ শূদ্রঃ স চ তস্য বিধিং চরেৎ।

শূদ্রস্য বিপ্র-ভৃত্যস্য তৎ-পত্ন্যাঃ সদৃশো জপঃ[2]॥ ৩৫

এতেন স্ত্রীশূদ্রয়োস্তুল্যতা উক্তা। অত্রাপ্যশক্তৌ[3] যোগিনীহৃদয়ে (৩৬)—

সুতরাং বিশেষ বচন অনুসারে কোন স্থলে এই নিয়মের অন্যথাও হইয়া থাকে। যেমন দুর্গার অষ্টাক্ষর মন্ত্রে বলিয়াছেন (৩০)—

জিতেন্দ্রিয় সাধক বসু (অষ্ট) লক্ষ মন্ত্র জপ করিবে। মধুরাপ্লুত তিলের দ্বারা অথবা পয়োহন্ধঃ (দুগ্ধান্ন দ্বারা) অষ্ট সহস্র পরিমাণ হোম করিবে। ৩১

এই স্থলে পয়োহন্ধসা অর্থে—দুগ্ধসহিত অন্ন দ্বারা। সুতরাং সেস্থলে বাচনিক অষ্ট সহস্র হোম। অন্যত্রও কোন কোন স্থলে এইরূপ জানিবে। হোমাদি করিতে অসমর্থ হইলে সনৎকুমার তন্ত্রে এই বলিয়াছেন (৩২)—

কর্ম্মের যে যে অঙ্গ ভগ্ন (হানি) হইবে। সেই অঙ্গ সংখ্যার দ্বিগুণ জপ কর্ত্তব্য। হোমের অভাব হইলে হোম সংখ্যার চতুর্গুণ জপ কর্ত্তব্য। ৩৩

বিপ্র ও ক্ষত্রিয়গণের রস সংখ্য (ছয়) গুণ জপ এবং বৈশ্যগণের বসু সংখ্যা (আট) গুণ জপ কর্ত্তব্য। ইহা কথিত হইয়াছে। ইহাদের স্ত্রীগণেরও এই বিধি। ৩৪

শূদ্র যে বর্ণকে আশ্রয় করিয়া থাকে, সে তাহার বিধি আচরণ করিবে। বিপ্রের ভৃত্য শূদ্রের ও তৎপত্নীর বিপ্রের সদৃশ জপ কর্ত্তব্য। ৩৫

ইহা দ্বারা স্ত্রী ও শূদ্রের তুল্যত্ব উক্ত হইয়াছে। এইরূপ জপে অসমর্থ ব্যক্তির সম্বন্ধে যোগিনী হৃদয়ে বলিয়াছেন (৩৬)—

১। খ টিপ্পনী—হোমারিক্তং যদ্‌যদঙ্গং, উত্তরগ্রন্থে হোমে বিশেষাদিতি তাৎপর্য্যম্। ২। ক—শূদ্রস্যেত্যাদি-তুল্যতা উক্তেত্যন্তঃ পাঠো নাস্তি। ৩। খ—অত্রাপ্যনুক্তৌ।

হোমকর্মণ্যশক্তানাং বিপ্রাণাং দ্বিগুণো জপঃ।
ইতরেষান্তু বর্ণানাং ত্রিগুণাদিঃ সমীরিতঃ॥ ৩৭

ত্রিগুণাদিরিতি হোমসংখ্যায়াস্ত্রিগুণো জপঃ ক্ষত্রিয়স্য, চতুর্গুণো বৈশ্যস্য, পঞ্চগুণঃ শূদ্রস্যেত্যর্থঃ। এতদুক্তং[১] কুলপ্রকাশেঽপি (৩৮)—

যদ্ যদঙ্গং বিহীনং স্যাৎ তৎ-সংখ্যা-দ্বিগুণং জপম্।
কুর্বীরন্ স্ত্রী-চতুঃ-পঞ্চ যথাসংখ্যং দ্বিজাদয়ঃ[২]॥ ৩৯

ত্রয়শ্চ চত্বারশ্চ পঞ্চ চ ত্রি চতুঃ-পঞ্চ। তথা চ বিপ্রো দ্বিগুণং ক্ষত্রিয়স্ত্রিগুণং বৈশ্যশ্চতুর্গুণং শূদ্রঃ পঞ্চগুণং জপং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ[৩]। এতন্মতে সর্বেষামেবাঙ্গানামশক্তাবয়ং নিয়মঃ। অথবা সর্বেষাং হোমাদিষু সর্বত্রৈব দ্বিগুণো জপঃ। যথা তন্ত্রান্তরে (৪০)—

যদ্ যদঙ্গং বিহীয়েত তৎসংখ্যা-দ্বিগুণো জপঃ।
কর্ত্তব্যশ্চাঙ্গ-সিদ্ধ্যর্থং তদশক্তেন ভক্তিতঃ।
ন চেদঙ্গং বিহীয়েত তদ্বিশিষ্টমবাপ্নুয়াৎ[৪]॥ ৪১

শাস্ত্রোক্ত সংখ্যায় হোম কর্মে অসমর্থ বিপ্রগণের দ্বিগুণ জপ, অন্য বর্ণগণের ত্রিগুণাদি জপ কর্ত্তব্য, ইহা বিহিত আছে। ৩৭

ত্রিগুণাদিঃ কথার এই অর্থ—ক্ষত্রিয়ের হোম সংখ্যার ত্রিগুণ, বৈশ্যের চতুর্গুণ, শূদ্রের পঞ্চ গুণ জপ কর্ত্তব্য। কুলপ্রকাশ তন্ত্রে ইহাই উক্ত হইয়াছে (৩৮)—

কর্মের যে যে অঙ্গের হানি হইবে, দ্বিজাতিগণ যথাসংখ্যক দ্বিগুণ জপ করিবে। সংখ্যানুসারে ত্রিগুণ, চতুর্গুণ, পঞ্চ গুণ জপ করিবে। ৩৯

ত্রয়শ্চ চত্বারশ্চ পঞ্চ চ—এইরূপ দ্বন্দ্বসমাসে ত্রি-চতুঃ-পঞ্চ পদ নিষ্পন্ন। তাহা হইলে এই শ্লোকের এই অর্থ হয়—বিপ্র দ্বিগুণ, ক্ষত্রিয় তিন গুণ, বৈশ্য চারি গুণ এবং শূদ্র পাঁচ গুণ জপ করিবে। এই মতে সমস্ত অঙ্গের অনুষ্ঠানে অশক্ত হইলে এই নিয়ম। অথবা হোমাদিতে অসমর্থ হইলে সকলেরই সর্বদা দ্বিগুণ জপ বিহিত হইয়াছে। তন্ত্রান্তরে যেমন বলিয়াছেন (৪০)—

সেই সেই অঙ্গের অনুষ্ঠানে অসমর্থ ব্যক্তি কর্ত্তৃক যে যে অঙ্গ ত্যক্ত হইবে, সেই অঙ্গের সিদ্ধির জন্য তৎকর্ত্তৃক ভক্তিপূর্বক তৎসংখ্যার দ্বিগুণ জপ কর্ত্তব্য। ইহা না করিলে অঙ্গ ত্যক্ত হইবে। জপ করিলে কর্ম তদ্বিশিষ্ট হইবে, ফললাভও হইবে। ৪১

১। খ—তদুক্তং। ২। খ—দ্বিজাতয় ইত্যনন্তরম্ এতেন স্ত্রীশূদ্রয়োরিত্যাদি-পূর্বোক্ত-পাঠঃ। ৩। খ পাদটীকায়াম্—ত্রয়শ্চেত্যাদি নিয়মঃ ইত্যন্তঃ পাঠঃ। ৪। খ—অবাপ্নুয়াদিত্যনন্তরম-গন্ত্যসংহিতায়ামিত্যাদি-পাঠঃ।

এতেন স্ত্রীশূদ্রয়োর্হোমাধিকারঃ সিধ্যতি। তয়োর্হোমস্তু ব্রাহ্মণ-দ্বারা।

ওঁকারোচ্চারণাদ্ হোমাচ্ছালগ্রাম-শিলার্চনাৎ।

ব্রাহ্মণী-গমনাচ্চৈব শূদ্রশ্চাণ্ডালতাং ব্রজেৎ ॥ ইতি।

শূদ্রস্য সাক্ষাৎ করণ-নিষেধাৎ[১], স্ত্রীণাং সর্বত্র বৈদিক-কর্মসু শূদ্র-তুল্যত্ব-প্রতিপাদনাচ্চ। যথা—

স্ত্রী-শূদ্র-করসংস্পর্শো বজ্রপাতসমো মম। ইতি ভগবদ্বাক্যম্ ॥

অষ্টাক্ষরো মহামন্ত্রঃ সপ্তার্ণঃ শূদ্র-যোষিতাম্।

প্রণবাদিশ্চ যো মন্ত্রো ন স্ত্রী-শূদ্রে প্রশস্যতে ॥

ইতি নারায়ণীয়-কল্পঃ। সাবিত্রীং প্রণবং যজুর্লক্ষ্মীং স্ত্রীশূদ্রয়োর্নেচ্ছন্তি, যদি স্ত্রীশূদ্রো জানীয়ান্ মৃতোঽধো গচ্ছতীতি নৃসিংহ-তাপনীয়ঞ্চ। ৪২

সাবিত্রী বৈদিকগায়ত্রী, ন তু তান্ত্রিক্যপি। প্রণবঃ ওঁকারঃ ন তু তত্তদ্-দেবতা-প্রণবঃ। যজুঃ স্বাহা। লক্ষ্মী শ্রীবীজম্[২]। পঞ্চাঙ্গাচরণাশক্তৌ তাবজ্জপ-বিপ্রভোজনরূপাঙ্গ-দ্বয়েনাপি পুরশ্চরণ-সিদ্ধিঃ। তথাচাগস্ত্য-সংহিতায়াম্ (৪৩)—

ইহা দ্বারা স্ত্রী শূদ্রের হোমাধিকার সিদ্ধ হয়। তাঁহাদের হোম কিন্তু ব্রাহ্মণ দ্বারা হইবে। যেহেতু—ওঁকারের উচ্চারণ, হোম, শালগ্রাম শিলায় অর্চ্চনা ও ব্রাহ্মণী গমন হইতে শূদ্র চাণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হয়।

এই বচনের দ্বারা শূদ্রের সাক্ষাৎ হোম নিষিদ্ধ হইয়াছে এবং স্ত্রীগণের সর্বত্র বৈদিক কর্মসমূহে শূদ্রতুল্যত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। ভগবৎবাক্য যেমন বলিয়াছেন—স্ত্রী ও শূদ্রের হস্ত স্পর্শ আমার নিকট বজ্রপাতের সমান।

নারায়ণী কল্পও বলিয়াছেন—অষ্টাক্ষর ও সপ্তার্ণ যে মহামন্ত্র ও প্রণবাদি যে মন্ত্র, তাহা স্ত্রী ও শূদ্রে প্রশস্ত নহে। নৃসিংহতাপনীয় উপনিষদ্‌ও বলিয়াছেন—স্ত্রী ও শূদ্র বিষয়ে সাবিত্রী, প্রণব, যজুর্মন্ত্র (স্বাহা) ও লক্ষ্মী মন্ত্র (শ্রীং) বেদ ইচ্ছা করেন না অর্থাৎ এই সকল মন্ত্র স্ত্রী ও শূদ্র গ্রহণ বা উচ্চারণ করুক, ইহা বেদ চান না। যদি স্ত্রী ও শূদ্র ইহা জানিতে পারে। তবে সে মৃত হইয়া অধোগতি লাভ করে। ৪২

সাবিত্রী—বৈদিক গায়ত্রী, তান্ত্রিক গায়ত্রী নহে। প্রণব—ওঙ্কার। তত্তৎ দেবতার প্রণব নহে। যজুঃ—স্বাহা। লক্ষ্মী—শ্রীবীজ। পঞ্চাঙ্গ পুরশ্চরণ করিতে

১। খ—ইতি সাক্ষাৎকরণনিষেধাৎ। ২। খ—শ্রীবীজমিত্যনন্তরম্ সর্বেষাং বা হোমাদিষু সর্বত্র দ্বিগুণো জপঃ। যথা তন্ত্রান্তরে যদযদঙ্গং……তদ্দ্বিশিষ্টমবাপ্নুয়াৎ। তত্রাপ্যশক্তাবগস্ত্য-সংহিতায়ামিত্যাদি-পাঠঃ।

যদি হোমাদ্যশক্তঃ স্যাৎ পূজায়াং তর্পণেঽপি বা।
তাবৎসংখ্য-জপেনৈব ব্রাহ্মণারাধনেন চ।
ভবেদঙ্গদ্বয়েনৈব পুরশ্চরণমার্য্য বৈ ॥ ৪৪

তাবৎ-সংখ্য-জপেন তত্তন্মন্ত্রোক্ত-জপেন[১]। হোমাদনন্তরং তর্পণং কার্য্যম্[২]। তর্পণ-প্রকারস্তু যথা (৪৫)—

তর্পণন্তু ততঃ কুর্য্যাৎ তীর্থোদৈশ্চন্দ্র-মিশ্রিতৈঃ।
জলে দেবং সমাবাহ্য পাদ্যাদ্যৈরুদকাত্মকৈঃ ॥ ৪৬
সংপূজ্য বিধিবদ্ ভক্ত্যা পরিবার-সমন্বিতম্।
একৈকমঞ্জলিং তোয়ং পরিবারান্ প্রতর্পয়েৎ[৩] ॥ ৪৭

চন্দ্রঃ কর্পূরম্। তর্পণন্তু হোম-দশাংশেন কার্য্যং, পূর্বোক্ত-বচনাৎ। গোপাল-মন্ত্র-তর্পণে তু হোমসম-সংখ্যত্বম্, "ইহ গোপাল-মন্ত্রাণাং তর্পণং হোমসম-সংখ্যয়ে"তি বচনাৎ[৪]। ইদং বিশেষ-বিধান-সামর্থ্যান্ ন বিষ্ণু-রামাদি-বিষয়ম্। অত্র হোমানুকল্প-করণেঽপি হোমসংখ্যা-চতুর্গুণমেব তর্পণম্।

অসমর্থ হইলে তাবৎ সংখ্যক জপ ও ব্রাহ্মণভোজন রূপ অঙ্গদ্বয়ের দ্বারাও পুরশ্চরণ সিদ্ধি হয়। অগস্ত্য-সংহিতায় তাহাই বলিয়াছেন (৪৩)—

হে আর্য্য! যদি হোমাদিতে অশক্ত হয়, আর পূজায়, তর্পণেও যদি অশক্ত হয়, তবে তাবৎ সংখ্যক জপ ও ব্রাহ্মণের আরাধনা—এই অঙ্গদ্বয়েরই দ্বারা অবশ্যই পুরশ্চরণ হইবে। ৪৪

তাবৎ-সংখ্য-জপেন—তত্তৎ মন্ত্রোক্ত জপের দ্বারা। হোমের অনন্তর তর্পণ কর্ত্তব্য। তর্পণের প্রকার কিন্তু যেমন তন্ত্রে বলিয়াছেন (৪৫)—

তাহার পর জলে দেবতাকে আবাহন করিয়া ভক্তির সহিত পরিবার সহ জলরূপ পাদ্যাদি দ্বারা দেবতাকে বিধিপূর্বক পূজা করিয়া, চন্দ্র (কর্পূর) মিশ্রিত তীর্থের জল দ্বারা তর্পণ করিবে। পরিবারগণকে এক এক অঞ্জলি জল তর্পণ করিবে। ৪৬-৪৭

চন্দ্রঃ—কর্পূর। পূর্বোক্ত বচন অনুসারে হোমের দশাংশ দ্বারা তর্পণ করিবে। এস্থলে গোপাল মন্ত্রের তর্পণে কিন্তু—"গোপাল মন্ত্র সমূহের হোমের সমান সংখ্যায় তর্পণ করিবে"—এই বচন অনুসারে হোম সম-সংখ্যায় গোপালের তর্পণ হইবে। বিশেষ বিধানের সামর্থ্যবশতঃ গোপাল মন্ত্রের তর্পণ এইরূপ হইয়াছে। বিষ্ণু, রাম

১। খ—জপেনেত্যন্তঃ পাঠো নাস্তি। ২। খ—কার্য্যং যথা। ৩। খ—প্রতর্পয়েৎ। তর্পণন্তু ইত্যাদি-পাঠঃ। ৪। খ—বচনাদিত্যনন্তরং তর্পণবাক্যস্বিত্যাদি-পাঠঃ।

ন তু হোমানুকল্প-জপ-চতুর্গুণমপি। অভিষেকাদিরপি জপ-দশাংশ-দশাংশ-দশাংশাদি-ক্রমেণৈব। তর্পণ-বাক্যন্তু স্নান-প্রকরণে বোধ্যম্[১]। ৪৮

অভিষেক-প্রকারন্তু—নমোঽন্তং মন্ত্রমুচ্চার্য্য তদন্তে দেবতাভিধাম্।

দ্বিতীয়ান্তামহং পশ্চাদভিষিঞ্চাম্যনেন তু।

অভিষিঞ্চেৎ স্বমূর্দ্ধানং তোয়ৈঃ কুম্ভাখ্য-মুদ্রয়া॥ ৪৯

শক্তিবিষয়ে তু নীলতন্ত্রে—মন্ত্রান্তে নাম চোচ্চার্য্য সিঞ্চামীতি নমঃ-পদম্। ৫০

ততোঽভিষেক-দশাংশ-সংখ্য-ব্রাহ্মণান্ ভোজয়িত্বা দক্ষিণাং দদ্যাৎ। যথা (৫১)—

গুরবে দক্ষিণাং দদ্যাদ্ ভোজনাচ্ছাদনাদিভিঃ।

গুরু-সন্তোষ-মাত্রেণ মন্ত্রসিদ্ধির্ভবেদ্ ধ্রুবম্॥ ৫২

সম্যক্ সিদ্ধৈক-মন্ত্রস্য পঞ্চাঙ্গোপাসনেন চ।

সর্ব্বে মন্ত্রাশ্চ সিধ্যন্তি তৎপ্রসাদাৎ সুরেশ্বরি!॥ ৫৩

প্রভৃতি বিষয়ে ইহা নহে। এস্থলে হোমের অনুকল্প করিলেও হোম সংখ্যার চারি গুণই তর্পণ হইবে, পরন্তু হোমের অনুকল্প জপের চতুর্গুণ হইবে না। অভিষেকাদিও জপের দশাংশ দশাংশ দশাংশাদি ক্রমেই হইবে। তর্পণ বাক্য স্নান প্রকরণ হইতে জানিবেন। ৪৮

অভিষেকের প্রকার কিন্তু—নমঃ অন্ত মন্ত্রকে উচ্চারণ করিয়া তাহার পরে দ্বিতীয়া বিভক্তিযুক্ত দেবতা নামকে ও অহংকে উচ্চারণ করিয়া পরে অভিষিঞ্চামি অর্থাৎ ওঁ নমো নারায়ণায় নমঃ নারায়ণমহমভিষিঞ্চামি—ইত্যাকার মন্ত্রে কুম্ভ মুদ্রায় জলের দ্বারা নিজ মস্তকে অভিষেক করিবেন। ৪৯

শক্তি বিষয়ে কিন্তু নীলতন্ত্রে তর্পণ মন্ত্র বলিয়াছেন—মন্ত্রের অন্তে নাম উচ্চারণ করিয়া সিঞ্চামি এই পদ ও নমঃ পদ বলিবেন। ৫০

তাহার পর অভিষেকের দশাংশ পরিমাণ ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইয়া দক্ষিণা দিবেন। তন্ত্রে যেমন বলিয়াছেন (৫১)—

ভোজন ও আচ্ছাদন বস্ত্রাদির সহিত গুরুকে দক্ষিণা দিবেন। গুরুর সন্তোষ মাত্রের দ্বারাই নিশ্চিত মন্ত্র সিদ্ধি হয়। ৫২

যাহার সম্যক্ প্রকারে একটি মন্ত্রের সিদ্ধি হইয়াছে, হে সুরেশ্বরি! পঞ্চাঙ্গ উপাসনা (পুরশ্চরণ) দ্বারা ও তোমার প্রসাদে তাহার সমস্ত মন্ত্র সিদ্ধ হয়। ৫৩

১। খ—বোধ্যমিত্যনন্তরং তর্পণ-দশাংশেনাভিষেকঃ। তৎক্রমস্তু নমোঽন্তমিত্যাদি-পাঠঃ।

গুরুমূলমিদং সর্বমিত্যাহুস্তন্ত্র-বেদিনঃ।
একগ্রামে স্থিতো নিত্যং গত্বা বন্দেত বৈ গুরুম্ ॥ ৫৪
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মাদাদৌ তমর্চয়েৎ।
মিষ্টান্নং বহুশঃ কার্য্যং ভুঞ্জীত বান্ধবৈঃ সহ।
এবং সিদ্ধমনুর্মন্ত্রী সাধয়েৎ সকলেপ্সিতান্[১] ॥ ৫৫

সঙ্কল্পবাক্যন্তু—অদ্যেত্যাদি অমুক-দেবতায়া অমুকমন্ত্র-সিদ্ধি-প্রতিবন্ধকাশেষ-দুরিতক্ষয়-পূর্বকামুকমন্ত্রসিদ্ধি-কামো যাবতা কালেন সেৎস্যতি তাবৎকাল-পর্য্যন্তমমুক-মন্ত্রেয়ৎসংখ্য-জপ-তদ্দশাংশ-হোম-তদ্দশাংশতর্পণ-তদ্দশাংশমার্জন-তদ্দশাংশ-ব্রাহ্মণভোজনরূপ-পুরশ্চরণমহং করিষ্যে ইতি সাম্প্রদায়িকা বর্ণয়ন্তি। তন্ন শোভতে, ততঃ সিদ্ধো ভবেন্মন্ত্র ইত্যাদিবচনৈর্মন্ত্রসিদ্ধিমাত্রস্যৈব তজ্জন্যত্বাবগতেঃ পূর্বকান্ত-বিশেষণোপাদানানৌচিত্যাৎ। এবং অদ্যারভ্যেত্যস্যৈব বাচ্যতয়া যাবতেত্যাদি-পর্য্যন্তমিত্যন্তং ন নির্দ্দেশ্যম্, মানাভাবাৎ। এবমিয়ৎ-সংখ্য-জপ-তদ্দশাংশ-হোম-তদ্দশাংশ-তর্পণেত্যাদিকমপি ন সর্বত্র

এই সমস্তই গুরুমূল—ইহা তন্ত্রবিদ্‌গণ বলেন। একগ্রামবাসী হইলে প্রত্যহ গুরুগৃহে গিয়া গুরুকে বন্দনা করিবে। ৫৪

গুরুই পরব্রহ্ম, অতএব প্রথমে তাঁহাকে অর্চনা করিবে। বহু বহু মিষ্টান্ন করিবে। বান্ধবগণের সহিত ভোজন করিবে। এই প্রকারে সাধক মন্ত্রসিদ্ধ হইয়া সকল অভিপ্রেত বিষয় সাধিত করিবেন। ৫৫

সাম্প্রদায়িকগণ—ওঁ অদ্যেত্যাদি এইরূপ মূলোক্ত সঙ্কল্প বাক্য বলেন—তাহা কিন্তু শোভন নহে। যেহেতু—"ততঃ সিদ্ধো ভবেন্ মন্ত্রঃ" ইত্যাদি বচন সমূহের দ্বারা মন্ত্রসিদ্ধিমাত্রই পুরশ্চরণের কার্য্য বুঝা যায় বলিয়া অমুকমন্ত্র-সিদ্ধি-প্রতিবন্ধকাশেষ-দুরিত ক্ষয়-পূর্বক—এইরূপ পূর্বক পর্য্যন্ত বিশেষণের গ্রহণ উচিত নহে। এইরূপ অদ্যারভ্য এইমাত্রই বলা উচিত বলিয়া যাবতা ইত্যাদি পর্য্যন্ত এই অবধি বিশেষণ নির্দেশ্য নহে, যেহেতু ইহাতে কোন প্রমাণ নাই। এইরূপ ইয়ৎসংখ্যক-জপ-তদ্দশাংশ-হোম-তদ্দশাংশ-তর্পণ-ইত্যাদিও সর্বত্র যুক্তিযুক্ত নহে, যেহেতু হোমে অশক্ত হইলে যথোক্ত নির্দেশ হইতেই পারে না। সেস্থলে হোমের দ্বিগুণ জপ বিহিত হইয়াছে, দশাংশ নহে। সেস্থলে ইয়ৎসংখ্যক-জপ-তদ্দশাংশ-হোম-দ্বিগুণ-জপ-তদ্দশাংশ-তর্পণইত্যাদিও প্রযোজ্য নহে, যেহেতু তর্পণে হোমের দ্বিগুণ জপের দশাংশতার প্রসক্তি হইবে অর্থাৎ হোমের দশাংশ তর্পণ

১। খ—সকলেপ্সিতানিত্যনন্তরং পুরশ্চরণ-পদং পঞ্চাঙ্গে শক্তমিত্যাদি-পাঠঃ।

যুক্তম্, হোমাশক্তৌ যথানির্দেশাযোগাৎ। ন চ তত্র ইয়ৎ-সংখ্য-জপ-তদ্দশাংশ-হোম-দ্বিগুণ-জপ-তদ্দশাংশ-তর্পণেত্যাদিকমেব প্রয়োজ্যম্, তর্পণে হোম-দ্বিগুণজপ-দশাংশতাপত্তেঃ। ইয়ৎ-সংখ্য-জপ-তদ্দশাংশহোম-দ্বিগুণ-জপ-হোমদশাংশ-তর্পণেত্যাদিকমপ্যযুক্তম্, তত্র হোমাপ্রসিদ্ধেঃ। এবং ব্রাহ্মণভোজনপদমপ্যশক্য-প্রয়োগম্, কৃতাবনন্বয়াৎ, নিজন্ত-ভুজধাতুসিদ্ধ-প্রয়োগস্য শক্যত্বেঽপি শিষ্টৈস্তথাপি প্রয়োগানাচরণাৎ, ন খলু কেনাপ্যুচ্যতে ব্রাহ্মণ-ভোজনং করোমীতি। ৫৬

অথ প্রথম-দিন এব অদ্যারভ্য ইয়জ্জপং করিষ্যে ইতি সঙ্কল্প্য প্রাত্যহিকং তাবজ্জপ্ত্বা অদ্যারভ্য ইয়দ্ধোমং করিষ্যে ইতি ইয়দ্ধোম-দ্বিগুণ-জপং করিষ্যে ইতি বাভিলপ্য প্রাত্যহিকং তাবৎ কৃত্বা অদ্যারভ্য ইয়ৎ তর্পণং করিষ্যে ইতি সঙ্কল্প্য প্রাত্যহিকং তাবৎ কৃত্বা অদ্যারভ্য ইয়ন্মার্জনং করিষ্যে ইত্যভিলপ্য প্রাত্যহিকং তাবদভিষিচ্য অদ্যারভ্য ইয়দ্-ব্রাহ্মণ-ভোজনং করিষ্যে ইত্যভিলপ্য প্রাত্যহিকং তাবৎ কৃত্বা দিনান্তরেষু প্রাত্যহিকানি নিষ্পাদ্য পূজান্তে দক্ষিণাং দদ্যাদিতি সাম্প্রতমিতি চেন্, ন একৈক-সমাপনোত্তরেতর-করণ-

---

কর্ত্তব্য বলিয়া সেস্থলে হোম-দ্বিগুণ জপের দশাংশ সংখ্যক তর্পণ কর্ত্তব্য হইয়া পড়ে। এই দোষ পরিহারের জন্য ইয়ৎ-সংখ্যক-জপ-তদ্দশাংশ-হোম-দ্বিগুণ-জপ-হোম-দশাংশ-তর্পণ ইত্যাদি বাক্যও অযুক্ত, যেহেতু সেস্থলে হোম প্রসিদ্ধ নহে। এইরূপ ব্রাহ্মণ ভোজন পদও প্রয়োগের যোগ্য নহে, যেহেতু করিষ্যে—এই কৃধাতুর অর্থ কৃতিতে উহার অন্বয় নাই, ণিচ্ প্রত্যয়ান্ত ভুজধাতু দ্বারা সিদ্ধ ভোজন পদের প্রযোগ করিতে পারিলেও শিষ্ট ব্যক্তিগণ সেইরূপ প্রয়োগেরও আচরণ করেন না। ব্রাহ্মণ-ভোজনং করোমি—ইহা অবশ্যই কেহ বলেন না। ৫৬

আচ্ছা, প্রথম দিনেই অদ্যারভ্য ইয়জ্জপং করিষ্যে এই সঙ্কল্প করিয়া প্রাত্যহিক তাবৎ (সঙ্কল্পিত সংখ্যক) জপ করিয়া, অদ্যারভ্য ইয়দ্ধোমং করিষ্যে এইরূপ অথবা ইয়দ্ধোম দ্বিগুণ-জপং করিষ্যে এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া প্রাত্যহিক তাবৎ পরিমাণ হোম বা জপ করিয়া অদ্যারভ্য ইয়ৎ-তর্পণং করিষ্যে এই সঙ্কল্প করিয়া প্রাত্যহিক তাবৎ পরিমাণ অভিষেক করিয়া, অদ্যারভ্য ইয়দ্-ব্রাহ্মণ-ভোজনং করিষ্যে এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া প্রাত্যহিক তাবৎ পরিমাণ ব্রাহ্মণভোজন করাইয়া দিনান্তরে প্রাত্যহিক কর্মগুলি সম্পন্ন করিয়া পূজান্তে দক্ষিণা দিবেন—ইহাই যুক্তিযুক্ত, এই যদি বলেন। না—তাহাও সমীচীন নহে, যেহেতু এক একটি সমাপ্তির পর অন্যটির করণ কল্পে এইরূপ সঙ্কল্প হইতে

কল্পে তদযোগাৎ, এক-প্রয়োগান্তর্গত-পৃথক্‌ফলাজনক-ক্রিয়াসু বাধকং বিনা পৃথক্ সঙ্কল্পাযোগাচ্চ স্নপন-পূজন-হোম-বলিদানাত্মক-চতুষ্কর্ম্মময্যাং মহা-পূজায়ামষ্টমী-পূজনাদিবৎ হোম-স্নপনাদিবচ্চ। তত্র হি কাম্যস্নানে সঙ্কল্পঃ পৃথক্-ফল-জনকত্বাৎ ন তু পূজাঙ্গ-নিত্যস্নানেঽপি। বলিদানে তু—

ততো দেবীং সমুদ্দিশ্য কামমুদ্দিশ্য চাত্মনঃ।
অভিষিচ্য বলিং পশ্চাৎ করবালং প্রপূজয়েৎ॥

ইতি পৃথগভিলাপে বিশেষবিধির্বাধকঃ। গ্রহণপুরশ্চরণে তু হোমাদি-সঙ্কল্পঃ পৃথগেব, রাহুগ্রস্তে নিশাকরে ইত্যাদৌ হোমাদিষু সপ্তম্যনন্বয়-প্রসঙ্গরূপ-বাধক-বলাৎ। অতএব জপং সমাপ্য পুনঃ পুনঃ সঙ্কল্প-হোমাদিকং কার্য্যমিতি প্রত্যুক্তম্, এক-প্রয়োগান্তর্গতেষু নানাসঙ্কল্পাযোগাৎ, প্রত্যহ-হোমাদিকরণ-সঙ্কল্প-বাধাচ্চ। এবং প্রথমত এব পঞ্চ সঙ্কল্পকরণ-কল্পোঽপি ন যুক্তঃ, প্রয়োগৈক্যে সঙ্কল্প-ভেদাযোগাৎ। ৫৭

এবমমুক-দেবতায়া ইতি ব্যর্থম্, অমুকমন্ত্রস্যেত্যস্যৈব সম্যক্‌ত্বাৎ। যদি তু নক্ষত্রবিদ্যা-প্রচণ্ডচণ্ডিকয়োঃ কূর্চাত্মকে সুন্দরী-গোপালয়োঃ কামাত্মকে

পারে না। এক প্রয়োগের অন্তর্গত পৃথক্ ফলের অজনক ক্রিয়াসমূহে বাধক বিনা স্নপন, পূজন, হোম ও বলিদানরূপ চতুঃকর্ম্মময়ী মহাপূজাতে অষ্টমী পূজনাদি বা হোম স্নপনাদির ন্যায় পৃথক্ সঙ্কল্প হইতে পারে না। সেস্থলে কাম্য স্নানে পৃথক্ সঙ্কল্প হয়, যেহেতু তাহা পৃথক্ ফলের জনক। কিন্তু পূজাঙ্গ নিত্য স্নানে পৃথক্ সঙ্কল্প হয় না। বলিদানে কিন্তু—

তাহার পর দেবীকে উদ্দেশ করিয়া নিজের কামনা উদ্দেশ করিয়া বলিকে অভিষেচন করিয়া পরে করবালকে পূজা করিবে।

এইরূপ বিশেষ বিধি পৃথক্ সঙ্কল্পের অকরণের বাধক। গ্রহণ পুরশ্চরণে কিন্তু রাহু গ্রস্তে নিশাকরে ইত্যাদিস্থলে হোমাদিতে সপ্তমী বিভক্তির অনন্বয় প্রসঙ্গরূপ বাধক বলে হোমাদি সঙ্কল্প পৃথক্‌ই হইবে। এইজন্য জপ সমাপ্ত করিয়া পুনঃ পুনঃ সঙ্কল্প ও হোম প্রভৃতি কর্ত্তব্য—এই মত খণ্ডিত হইল। কারণ এক প্রয়োগের অন্তর্গত কর্মসমূহের নানা সঙ্কল্প হইতে পারে না এবং প্রত্যহ হোমাদি করণ সঙ্কল্পে বাধা আছে। এইরূপ প্রথমতঃ পাঁচটি সঙ্কল্প করণের পক্ষও যুক্ত নহে, যেহেতু প্রয়োগ এক হইলে সঙ্কল্পের ভেদ হইতে পারে না। ৫৭

এইরূপ অমুকদেবতায়াঃ এই বাক্যটিও ব্যর্থ, যেহেতু অমুকমন্ত্রস্য এই বলিলেই সম্যক্

চৈকাক্ষরে মন্ত্রে দেবতোল্লেখো ব্যাবর্ত্তকতয়া ন ব্যর্থস্তদা তত্রৈব তথা বক্তব্যম্, তথাপি অমুকমন্ত্র-পদেন যদ্যেকাক্ষরাদি-মন্ত্রত্বেন নির্দ্দেশস্তদা তদ্দেবতা-তাদৃশ-মন্ত্রান্তর-ব্যাবৃত্তির্ন ঘটতে। তস্মাদিষ্টমন্ত্রমুচ্চার্য্য ইত্যস্য মন্ত্রস্যেতি বাচ্যম্। অস্তু ইষ্টমন্ত্রমুচ্চার্য্য ইত্যস্যামুক-দেবতামন্ত্রস্যেতি কচিদ্ ব্যাবর্ত্তকতয়া কচিচ্চ স্বরূপাখ্যান-পরতয়া নির্দ্দেশঃ। ৫৮

অত্র "মাস-পক্ষ-তিথীনাঞ্চ নিমিত্তানাঞ্চ সর্বশ" ইত্যত্র সর্বশ ইত্যনেন সর্বপ্রকারেণ মাসত্ব-পক্ষত্ব-তিথিত্বাত্মক-সামান্যপ্রকারেণ মাঘত্বাদি-শুক্লত্বাদি-প্রতিপত্ত্বাদিনা মাস-পক্ষ-তিথি-বিভাজকোপাধিরূপ-বিশেষপ্রকারেণ চোল্লেখ-বিধানাৎ মাঘত্বাদিনা মাসত্বাদিনা চোল্লেখঃ কার্য্যঃ, তত্রাপি বিশেষরূপা-বচ্ছিন্ন-বাচি-পদস্য বিশেষণ-পদত্বাৎ প্রাক্‌নির্দ্দেশঃ। তেন মাঘে মাসি ইত্যাদি রূপেণৈবোল্লেখঃ, ন তু মাঘমাসীত্যাদিনাপি, মাঘমাসত্বাদেরুভয়রূপ-বহির্ভাবাদিতি ধ্যেয়ম্। ৫৯

এবমনেকাহ-সাধ্য-কর্মণি তৎ-তিথেরধিকরণত্বাযোগাৎ অমুকতিথা-

বলা হইয়া যায়। যদিও নক্ষত্রবিদ্যা ও প্রচণ্ডচকিার কূর্চরূপ একাক্ষর মন্ত্রে অথবা সুন্দরী ও গোপালের কামবীজরূপ একাক্ষর মন্ত্রে দেবতার উল্লেখ অন্য দেবতার ব্যাবর্ত্তক হয় বলিয়া ব্যর্থ নহে, তাহা হইলে সেই খানেই তাহা বক্তব্য, অন্যত্র নহে। তথাপি অমুকমন্ত্র পদের দ্বারা যদি একাক্ষরাদি মন্ত্রত্বরূপে একাক্ষরাদি মন্ত্রের নির্দেশ হয়, তাহা হইলে তত্তৎ দেবতা ও তাদৃশ মন্ত্রান্তরের ব্যাবৃত্তি ঘটে না। অতএব ইষ্ট মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ইত্যস্য মন্ত্রস্য ইহা বক্তব্য। ইষ্ট মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ইত্যস্যামুকদেবতা-মন্ত্রস্য এই নির্দেশ কোন স্থলে ব্যাবর্ত্তকরূপে কোন স্থলে বা স্বরূপ কথনরূপে কর্ত্তব্য হউক। ৫৮

এই সঙ্কল্পে "মাস-পক্ষ-তিথীনাঞ্চ নিমিত্তানাঞ্চ সর্বশঃ" এই স্থলে সর্বশঃ এই পদের দ্বারা সর্বপ্রকারে মাসত্ব, পক্ষত্ব তিথিত্বরূপ সামান্য প্রকারে এবং মাঘত্বাদি, শুক্লত্বাদি প্রতিপত্ত্বাদি মাস, পক্ষ, তিথি-বিভাজক উপাধিরূপ বিশেষ প্রকারে উল্লেখের বিধান থাকায় মাঘত্বরূপে উল্লেখ কর্ত্তব্য। সে স্থলেও বিশেষরূপ বিশিষ্টের বাচক পদটি বিশেষণ পদ বলিয়া পূর্বেই নির্দেশ হয়। সেই জন্য মাঘে মাসি ইত্যাদিরূপেই উল্লেখ হয়, কিন্তু মাঘমাসি ইত্যাদিরূপে উল্লেখ হয় না। যেহেতু মাঘমাসত্বাদি উভয়রূপের (সামান্য রূপ ও বিশেষ রূপের) বহির্ভূত, ইহা জানিবেন। ৫৯

এইরূপ অনেক দিবস সাধ্য কর্মের সঙ্কল্পে উল্লিখ্যমান তিথি দ্বিতীয়াদি দিন সাধ্য কর্মের অধিকরণ হইতে পারে না বলিয়া অমুকতিথৌ ইহার পর আরভ্য এই বলিতে

বিত্যনন্তরমারভ্যেতি বক্তব্যম্। তথা চ—ওঁ তৎসৎ ওঁ অদ্যামুকে মাস্যমুকরাশিস্থে ভাস্করেঽমুকে পক্ষেঽমুকতিথাবারভ্যামুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ ইত্যুচ্চার্য্য ইষ্টমন্ত্র-মুচ্চার্য্য ইত্যস্যামুকদেবতা-মন্ত্রস্য সিদ্ধিকামস্তল্লক্ষ-জপ-তৎকরণকাযুত-হোম-সহস্র-তর্পণ-শতাভিষেক-ভোজনজন্য-দশব্রাহ্মণ-তৃপ্ত্যুৎপাদন-রূপ-পঞ্চাঙ্গং পুরশ্চরণমহং করিষ্যে ইত্যেব বাক্যমুচিতম্। হোমাদ্যশক্তৌ অদ্যেত্যাদি তল্লক্ষজপ-তৎকরণকাযুতহোমানুকল্প-তদ্দ্ব্যযুতজপ-তৎকরণক-সহস্র-তর্পণেত্যাদি বাচ্যম্। এবং লক্ষজপ-দশ-ব্রাহ্মণভোজনাত্মক-দ্ব্যঙ্গ-পুরশ্চরণ-সঙ্কল্পোপ্যূহ্যঃ। ৬০

ব্রাহ্মণভোজন-দশত্বাদি-সংখ্যা ব্রাহ্মণস্যৈব বিবক্ষিতা, ন তু ভোজনস্য, "ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েদ্ দশে"ত্যাদি-বচন-বলাৎ। তেনৈক-ব্রাহ্মণস্য দশকৃত্বো ভোজনান্ন দশব্রাহ্মণ-ভোজন-সিদ্ধিঃ, একস্য দশত্ব-পর্য্যাপ্ত্যনধিকরণত্বাৎ। অত এবৈক-শিবলিঙ্গস্য শতপূজনে শতশিব-পূজা ন সিধ্যতি, তুল্য-ন্যায়াৎ। ৬১

পুরশ্চরণপদং পঞ্চাঙ্গে শক্তম্। তথাচ—

হইবে। তাহা হইলে এইরূপ সঙ্কল্পবাক্য হওয়া উচিত যেমন—ওঁতৎসৎ ওঁমদ্য অমুকে মাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুকতিথাবারভ্যামুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক ওঁ নমো ভগবতে রুক্মিণী-বল্লভায় স্বাহেত্যস্য শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রস্য সিদ্ধিকামস্তল্লক্ষজপ-তৎকরণাযুত-হোম-সহস্রতর্পণ-শতাভিষেক-ভোজনজন্যদশব্রাহ্মণতৃপত্যুৎপাদন-রূপ-পঞ্চাঙ্গং পুরশ্চরণমহং করিষ্যে। হোমাদিতে অসমর্থ হইলে সঙ্কল্প বাক্যটি এইরূপ হইবে। যেমন—ওঁ তৎসৎ ওঁমদ্যেত্যাদি তল্লক্ষজপ-তৎকরণকাযুত-হোমানুকল্প-তদ্দ্ব্যযুত-জপ-তৎকরণক-সহস্রতর্পণ-শতাভিষেক-ভোজনজন্য-দশব্রাহ্মণ-তৃপ্ত্যুৎপাদনরূপ-পঞ্চাঙ্গং পুরশ্চরণমহং করিষ্যে। এইরূপ লক্ষজপ ও দশ ব্রাহ্মণভোজনরূপ দুইটি অঙ্গ বিশিষ্ট পুরশ্চরণের সঙ্কল্প বাক্য এইরূপ গঠন করিয়া লইবেন। ৬০

দশটি ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবে—ইত্যাদিবচন বলে ব্রাহ্মণ ভোজনের দশত্ব সংখ্যা ব্রাহ্মণেরই বিবক্ষিত, ভোজনের নহে। সেইজন্য একটি ব্রাহ্মণকে দশবার ভোজন করাইলে দশটি ব্রাহ্মণ ভোজন সিদ্ধ হয় না। যেহেতু একটি পদার্থ দশত্ব সংখ্যার পর্য্যাপ্তির অধিকরণ হয় না। এই জন্যই তুল্যযুক্তিতে একটি শিবলিঙ্গে শত বার শিবপূজা করিলে শতসংখ্যক শিবপূজা সিদ্ধ হয় না। ৬১

পুরশ্চরণপদটি পঞ্চাঙ্গপূরণে শক্ত। তন্ত্রে যেমন বলিয়াছেন—

জপ-হোমৌ তর্পণঞ্চাভিষেকো বিপ্রভোজনম্ ।
পঞ্চাঙ্গোপাসনং লোকে পুরশ্চরণমিষ্যতে ॥ ৬২

তাদৃশঞ্চেদং গ্রহণকালীনঞ্চ পুরশ্চরণম্[১] । যথা তন্ত্রে—

অথবান্যপ্রকারেণ পুরশ্চরণমিষ্যতে ।
গ্রহণেঽর্কস্য চেন্দোর্বা শুচিঃ পূর্বমুপোষিতঃ ॥ ৬৩
নদ্যাং সমুদ্র-গামিন্যাং নাভি-মাত্রোদকে স্থিতঃ ।
স্পর্শাদ্ বিমুক্তি-পর্য্যন্তং জপেন্[২] মন্ত্রমনন্যধীঃ ॥ ৬৪
জপাদ্ দশাংশতো হোমং তথা হোমাৎ তু তর্পণম্ ।
তর্পণাচ্চাভিষেকঞ্চাভিষেকাদ্ বিপ্রভোজনম্ ।
এবং কৃতে তু[৩] মন্ত্রস্য জায়তে সিদ্ধিরুত্তমা ॥ ৬৫

তথা— দৃষ্ট্বা স্নাত্বা সুসঙ্কল্পো[৪] বিমোক্ষান্তং জপং চরেৎ ।

জপ, হোম, তর্পণ, অভিষেক ও বিপ্রভোজন—এই পঞ্চাঙ্গ উপাসন এই লোকে পুরশ্চরণ বলিয়া কথিত হইয়াছে। ৬২

এই গ্রহণ কালীন পুরশ্চরণটি তাদৃশ পুরশ্চরণ অর্থাৎ পঞ্চাঙ্গ পুরশ্চরণ। যেমন তন্ত্রে বলিয়াছেন—

অথবা অন্য প্রকারে পুরশ্চরণ কথিত হইতেছে। চন্দ্র ও সূর্য্যের গ্রহণে পূর্বদিন উপবাস করিয়া শুচি হইয়া সমুদ্রগামিনী নদীতে নাভিমাত্র জলে দাঁড়াইয়া রাহুর স্পর্শ হইতে মুক্তি পর্য্যন্ত সাধক অনন্যচিত্ত হইয়া মন্ত্র জপ করিবে। ৬৩-৬৪

জপের পর তাহার দশাংশ হোম, সেইরূপ হোমের পর তাহার দশাংশ অভিষেক ও অভিষেকের পর তাহার দশাংশ ব্রাহ্মণ ভোজন—এইরূপ করিলে মন্ত্রের উত্তম সিদ্ধি জন্মে। ৬৫

সেইরূপ তন্ত্রে বলিয়াছেন—মানব শুচি হইয়া গ্রহণ দর্শন করিয়া স্নান করিয়া সম্যক্‌রূপে সঙ্কল্প করিয়া মোক্ষ পর্য্যন্ত মন্ত্র জপ করিবে। গ্রহণের পরে তাবৎ পরিমাণ

১। খ—পুরশ্চরণমিতি নাস্তি। ২। খ—জপমন্ত্রং। ৩। খ—এবং কৃত্বা তু।
৪। ক—পাদটীকায়াম্—সঙ্কল্পমাহ সনৎকুমার-তন্ত্রে—পুলস্ত্য উবাচ—
সঙ্কল্পস্ত পুরশ্চর্য্যাবিধানং তত্র কীদৃশম্। তৎ সর্বং কৃপয়া নাথ সংক্ষেপেন প্রকথ্যতাম্।

সনৎকুমার উবাচ

প্রণবং তৎ সদদ্যেতি মাসপক্ষতিথাবপি। অমুকোঽমুকগোত্রোঽহং মূলমুচ্চার্য্য তৎপরম্।
সিদ্ধিকামোঽস্য মন্ত্রস্য ইয়ৎ সংখ্যং জপন্ততঃ। দশাংশং হবনং হোমাদ্দশাংশং তর্পণং ততঃ।
দশাংশং মার্জনং তস্মাদ্দশাংশং বিপ্রভোজনম্। পুরশ্চরণমেবং হি করিষ্যে প্রাগুদাহৃতঃ।
ইতি সঙ্কল্প্য বিপ্রেন্দ্র জপযজ্ঞাদিকং চরেৎ।

তাবদ্ যজ্ঞাদিকং কুর্য্যাদ্ গ্রহণান্তে শুচিঃ পুমান্।
এবং জপান্ মন্ত্রসিদ্ধির্ভবত্যেব ন সংশয়ঃ ॥ ৬৬

যোগিনীহৃদয়ে—কল্পোক্ত-বিধিনা মন্ত্রী কুর্য্যাদ্ হোমাদিকং ততঃ।
অথবা তদ্দশাংশেন হোমাদীংশ্চ সমাচরেৎ[১] ॥ ৬৭

তথা— অনন্তরং দশাংশেন ক্রমাদ্ হোমাদিকং চরেৎ।
তদন্তে মহতীপূজাং কুর্য্যাদ্ ব্রাহ্মণ-ভোজনম্ ॥ ৬৮
ততো মন্ত্রস্য সিদ্ধ্যর্থং গুরুং সংপূজ্য তোষয়েৎ।
এবঞ্চ মন্ত্রসিদ্ধিঃ স্যাদ্ দেবতা চ প্রসীদতি ॥ ৬৯

নদ্যপ্রাপ্তৌ তু—যদ্বা পুণ্যোদকে স্নাত্বা শুচিঃ পূর্বমুপোষিতঃ।
গ্রহণাদি-বিমোক্ষান্তং জপেন্ মন্ত্রং সমাহিতঃ ॥ ৭০

উপবাসাসামর্থ্যে তু—অথবান্য-প্রকারেণ পৌরশ্চরণিকো বিধিঃ ॥
চন্দ্র-সূর্য্যোপরাগে চ স্নাত্বা প্রয়ত-মানসঃ।
স্পর্শাদি-মোক্ষপর্য্যন্তং জপেন্ মন্ত্রং সমাহিতঃ[২] ॥ ৭১

অর্থাৎ জপের দশাংশ পরিমাণ যজ্ঞাদি (হোমাদি) করিবেন। এইরূপ জপ করিলেই তাহা হইতে মন্ত্রসিদ্ধি হইবে, ইহাতে সংশয় নাই। ৬৬

যোগিনী হৃদয়ে বলিয়াছেন—মন্ত্রজ্ঞ সাধক তাহার পর কল্পোক্ত (সেই সেই শাস্ত্র নির্দিষ্ট) বিধি অনুসারে হোমাদি করিবেন। অথবা জপের দশাংশক্রমে হোমাদির আচরণ করিবেন। ৬৭

সেইরূপ তন্ত্রে আরও বলিয়াছেন—অনন্তর ক্রমে ক্রমে দশাংশ পরিমাণে হোমাদির অনুষ্ঠান করিবেন। তাহার পর মহতী পূজা করিবেন ও ব্রাহ্মণের ভোজন করাইবেন। ৬৮

তাহার পর মন্ত্রের সিদ্ধির জন্য গুরুকে পূজা করিয়া সন্তুষ্ট করাইবেন। এইরূপ করিলে মন্ত্রসিদ্ধি হয় এবং দেবতাও প্রসন্না হন। ৬৯

নদী না পাইলে তন্ত্রে বলিয়াছেন—অথবা পূর্বদিন উপবাস করিয়া পুণ্য জলে স্নান করিয়া শুচি বা সমাহিত হইয়া গ্রহণ হইতে মুক্তি পর্য্যন্ত মন্ত্র জপ করিবেন। ৭০

উপবাস করিতে অসমর্থ হইলে তন্ত্রে বলিয়াছেন—অথবা অন্য প্রকারে পুরশ্চরণের বিধি কথিত হইতেছে। চন্দ্র ও সূর্য্যের গ্রহণে সাধক স্নান করিয়া সংযত চিত্ত ও সমাহিত হইয়া স্পর্শ হইতে মোক্ষ পর্য্যন্ত মন্ত্র জপ করিবে। ৭১

১। ক—যোগিনীহৃদয় ইত্যাদি সমাচরেদিত্যন্তঃ পাঠো নাস্তি। ২। খ—সমাহিতঃ ইত্যনন্তরং অত্র কেচিদ্ গ্রহণে জপস্যাবশ্যকত্বম্।

অত্র যদ্যপি স্পর্শ-মোক্ষয়োরুৎপত্তিক্ষণেঽবধারণমশক্যম্। যদা কদাচিদবধারণন্তু ন পুরশ্চরণোপযোগি, তথাপি অসতি প্রতিবন্ধকে যাবতা কালেন প্রথমং কেনাপি চক্ষুষা তাবদবধার্যতে, তাবানেব কালঃ স্পর্শমোক্ষযোগ্যো বিবক্ষণীয়ঃ। গ্রস্তোদিত-গ্রস্তাস্তয়োস্তু ন পুরশ্চরণ-সিদ্ধিঃ। ন চাত্র গ্রহণস্যৈব নিমিত্ততয়োক্তত্বাদ্ দর্শনমকিঞ্চিৎকরম্ ৭২

রাহুদর্শন-সংক্রান্তি-বিবাহাত্যয়-বৃদ্ধিষু।
স্নান-দানাদিকং কুর্য্যুর্নিশি কাম্য-ব্রতেষু চ॥ ৭৩

ইত্যাদৌ রাহুদর্শনপদমপি রাহুর্দৃশ্যতেঽনেনেতি ব্যুৎপত্ত্যা গ্রহণপরমিতি বাচ্যম্।

চন্দ্রে বা যদি বা সূর্য্যে দৃষ্টে রাহৌ মহাগ্রহে।
অক্ষয়ং কথিতং পুণ্যং তত্রাপ্যর্কে বিশেষতঃ॥ ৭৪

ইত্যত্র রাহৌ দৃষ্টে ইত্যভিধানাৎ, "রাহুং দৃষ্ট্বাঽক্ষয়ং নরঃ"। ইত্যুক্তত্বাৎ যাবদ্দর্শনগোচর ইতি বচনাচ্চ। তচ্চ দর্শনং চাক্ষুষমেব, ন তু জ্ঞানমাত্রম্,

---

এস্থলে যদিও স্পর্শ ও মোক্ষের দুইটি উৎপত্তি ক্ষণ অবধারণ করিতে পারা যায় না। যখন তখন অর্থাৎ যে কোন এক সময় অবধারণ কিন্তু পুরশ্চরণের উপযোগী নহে। তথাপি প্রতিবন্ধক না থাকিলে যে পরিমাণ কালে প্রথমে কাহারও কর্তৃক চক্ষুঃ দ্বারা স্পর্শ ও মোক্ষ অবধারিত হয়, সে পরিমাণ কালই স্পর্শ ও মোক্ষের যোগ্য বলিতে হইবে। গ্রস্তোদিত ও গ্রস্তাস্তে পুরশ্চরণ সিদ্ধি হয় না। এস্থলে গ্রহণই পুরশ্চরণের নিমিত্তরূপে উক্ত হওয়ায় দর্শন অকিঞ্চিৎ কর। ৭২

রাহুদর্শন, সংক্রান্তি, বিবাহ, ক্ষয় ও বৃদ্ধিতে এবং কাম্যব্রত সমূহে রাত্রিতে স্নান ও দান করিবে। ৭৩

ইত্যাদি স্থলেও রাহুর্দৃশ্যতেঽনেন অর্থাৎ 'রাহু দৃষ্ট হয় ইহা দ্বারা' এই ব্যুৎপত্তিতে নিষ্পন্ন রাহুদর্শন পদ গ্রহণ-পর, ইহা বলা যায় না। যেহেতু—

চন্দ্রে অথবা সূর্য্যে রাহু মহাগ্রহ দৃষ্ট হইলে অক্ষয় পুণ্য কথিত হইয়াছে। তন্মধ্যে সূর্য্যে রাহুদৃষ্ট হইলে বিশেষ পুণ্য কথিত হইয়াছে। ৭৪

এই স্থলে "রাহৌ দৃষ্টে" অর্থাৎ রাহু দৃষ্ট হইলে এই বলা হইরাছে, রাহুং দৃষ্ট্বাঽক্ষয়ং নরঃ অর্থাৎ মানব রাহুকে দেখিয়া অক্ষয় পুণ্য লাভ করে, এই উক্ত হইয়াছে এবং যাবদ্ দর্শনগোচরঃ এই বচন আছে। সুতরাং দর্শনই পুরশ্চরণের নিমিত্ত, ইহা অকিঞ্চিৎকর নহে। সেই দর্শন কিন্তু চাক্ষুষ দর্শন, জ্ঞান মাত্র নহে। যেহেতু

চন্দ্র-সূর্য্যোপরাগস্য স্নানাদৌ সংক্রান্তি-বজ্ জ্ঞাতস্যৈব নিমিত্তত্বাজ্ জ্ঞানে প্রাপ্তে দর্শনোপাদানস্য বৈয়র্থ্যাপত্ত্যা তত্তদ্দর্শন-পদস্য চাক্ষুষ-পরত্বাৎ, তত্রৈব দৃশেঃ শক্তত্বাৎ। তথোক্তং সম্বৎসর-প্রদীপে (৭৫)—

চক্ষুষা দর্শনং রাহোর্যৎ তদ্ গ্রহণমুচ্যতে।
তত্র কর্মাণি কুর্বীত গণনা-মাত্রতো ন তু ॥ ৭৬

তত্র গ্রহণমিত্যস্য গ্রহণ-নিমিত্তক-কর্ম-প্রয়োজকমিত্যর্থঃ। অত্র রাহুদর্শন-মাখ্যাতোপস্থাপিত-স্নানাদিকর্ত্তুঃ সান্নিধ্যাৎ তন্নিষ্ঠমেব, লাঘবাৎ। অন্যথা

সীমন্তোন্নয়নে চৈব পুত্রাদি-মুখদর্শনে।
নান্দীমুখং পিতৃগণং পূজয়েৎ প্রয়তো গৃহী ॥ ৭৭

ইতি বিষ্ণুপুরাণ-বচনাৎ স্বপুত্রস্যান্য-কর্ত্তৃক-মুখদর্শনেঽপি শ্রাদ্ধপ্রসক্তেঃ। রাহুং দৃষ্ট্বাক্ষয়ং নরঃ—ইত্যত্র ক্ত্বা-নির্দ্দেশাচ্চেতি স্মার্ত্তাঃ। হেমাদ্রিরপি যাবদ্দর্শন-গোচরস্তাবৎ পুণ্যকালো যদ্যস্তংগতো ন দৃশ্যতে, ন তদা পুণ্যকাল-ইত্যাহ। মাধবাচার্য্যোঽপি গ্রস্তাস্তমন-পর্য্যন্তং দর্শন-গোচরত্বাৎ তাবান্

স্নানাদি বিষয়ে সংক্রান্তির ন্যায় চন্দ্র সূর্য্যের গ্রহণ জ্ঞাত হইয়াই নিমিত্ত হয় বলিয়া জ্ঞান প্রাপ্ত হইলে বচনে দর্শন পদের উপাদান ব্যর্থ হয় বলিয়া সেই দর্শন পদ চাক্ষুষ দর্শন তাৎপর্য্যক বলিতে হইবে, যেহেতু দৃশ ধাতুর চাক্ষুষ দর্শনেই শক্তি। সম্বৎসর-প্রদীপে তাহাই উক্ত হইয়াছে যে (৭৫)—

চক্ষুর দ্বারা রাহুর যে দর্শন, তাহাই গ্রহণ নিমিত্ত কর্মের প্রয়োজক কথিত হয়। সেই দর্শন হইলে কর্মসমূহ করিবে। গণনামাত্রের দ্বারা কর্ম করিবে না। ৭৬

এই শ্লোকে গ্রহণম্ এই পদের অর্থ—গ্রহণনিমিত্তক কর্মের প্রয়োজক। এই রাহুর দর্শনটি লাঘববশতঃ আখ্যাতের দ্বারা উপস্থাপিত স্নানাদি কর্ত্তার সান্নিধ্য নিবন্ধন স্নানাদির কর্ত্তাতেই সম্বদ্ধ। অন্যথা—

সীমন্তের উন্নয়নে, নবজাত নিজ পুত্রের মুখ দর্শনে গৃহী সংযত হইয়া নান্দীমুখ পিতৃগণকে পূজা করিবেন। ৭৭

এই বিষ্ণুপুরাণের বচন অনুসারে নিজ পুত্রের অন্য কর্ত্তৃক মুখদর্শনেও নান্দীশ্রাদ্ধের প্রসক্তি হইয়া পড়ে। রাহুং দৃষ্ট্বাঽক্ষয়ং নরঃ—এই স্থলের ন্যায় দর্শন-কর্ত্তারই কর্মে অধিকার, অন্যের নহে—ইহা স্মার্ত্ত বলেন। হেমাদ্রিও এই বলিয়াছেন যে, রাহু যাবদ্ দর্শনের বিষয়, তাবৎ পুণ্যকাল। যদি অস্তগত হইয়া গ্রস্ত চন্দ্র বা সূর্য্য দৃষ্ট না হয়, তবে তখন পুণ্যকাল নহে। মাধবাচার্য্যও এই বলিয়াছেন—গ্রস্ত ও অস্তগমন পর্য্যন্ত

পুণ্যকালো ভবতীতি। যুজ্যতে চৈবম্। তথাচ গ্রস্তাস্তমিতে বশিষ্ঠঃ—পূর্বমেব স্নানার্থং তিষ্ঠতি নোর্দ্ধমিতি। পূর্বমূর্ধ্বমিত্যত্রাস্তাদিত্যধ্যাহৃত্যান্বয়ঃ। ৭৮

দেবলোঽপি— যথা স্নানঞ্চ দানঞ্চ সূর্য্যস্য গ্রহণে দিবা।
সোমস্যাপি তথা রাত্রৌ স্নান-দানং বিধীয়তে ॥ ৭৯

নিগমেঽপি— সূর্য্যগ্রহো যদা রাত্রৌ দিবা চন্দ্রগ্রহো ভবেৎ।
তত্র স্নানং ন কুর্বীত দদ্যাদ্ দানং ন কুত্রচিৎ ॥ ইতি। ৮০

এতেনান্য-কর্তৃক-দর্শনে গ্রস্তাস্তানন্তরঞ্চ যৎ স্নানাদিকমভিহিতং নারায়ণোপাধ্যায়ৈস্তদ্ধেয়মেব। এবঞ্চ গ্রস্তোদয়-গ্রস্তাস্তমনয়োঃ পুরশ্চরণং ন সম্ভবতি, "স্পর্শাদ্ বিমুক্তিপর্য্যন্ত"মিত্যভিধানাদিতি স্মার্ত্তাঃ। কেচিৎ তু তৎপুরুষস্য প্রথমদর্শন-কালাবধি-বিমুক্তিপর্য্যন্ত-জপাদেব পুরশ্চরণ-সিদ্ধিঃ, স্পর্শ-পদস্য স্পর্শাবধারণ-পরত্বাদিত্যাহুঃ। ৮১

নন্বু গ্রহণে জপ আবশ্যকঃ শ্রাদ্ধং বেতি। চেৎ? অত্র[১] কেচিৎ জপ এবাবশ্যকঃ। শ্রাদ্ধাদেরনুরোধেন যদি জাপ্যং ত্যজেন্ নরঃ।

চন্দ্র বা সূর্য্য দর্শনের বিষয় বলিয়া সেই পরিমাণ কালই পুণ্যকাল হয়। ইহা যুক্তি সিদ্ধও বটে। গ্রস্ত চন্দ্র বা সূর্য্যের অস্তগমনে বশিষ্ঠও তাহাই বলিয়াছেন যে, পূর্বেই স্নানের জন্য অবস্থান করিবে, পরে নহে। পূর্ব ও ঊর্ধ্ব এই স্থলে অস্তাৎ (অস্ত হইতে) এইটি অধ্যাহার করিয়া অন্বয় অর্থাৎ অস্তগমনের পূর্বে অবস্থান করিবে এবং অস্তগমনের ঊর্ধ্বে (পরে) অবস্থান করিবে না। ৭৮

দেবলও বলিয়াছেন—দিবসে সূর্য্যের গ্রহণে যে প্রকার স্নান ও দান বিহিত হইয়াছে। চন্দ্রের গ্রহণেও সেইরূপ রাত্রিতে স্নান ও দান বিহিত আছে। ৭৯

নিগমেও বলিয়াছেন—যখন রাত্রিতে সূর্য্যগ্রহণ এবং দিবসে চন্দ্রগ্রহণ হয়, তখন কোথায়ও স্নান করিবে না এবং দান করিবে না। ৮০

অন্য কর্তৃক দর্শন হইলে এবং গ্রস্তাস্তের অনন্তর নারায়ণোপাধ্যায় কর্তৃক যে স্নান দানাদি অভিহিত হইয়াছে, তাহা ইহা দ্বারা হেয় হইল। এইরূপই স্মার্ত্তও বলিয়াছেন —গ্রস্তোদয় ও গ্রস্তের অস্তগমনে পুরশ্চরণ সম্ভব নহে, যেহেতু "স্পর্শাদ্ বিমুক্তিপর্য্যন্তং" অর্থাৎ "স্পর্শ হইতে মুক্তি পর্য্যন্ত" এই বলা হইয়াছে। কেহ কেহ এই বলেন—সেই পুরুষের প্রথম দর্শনের কাল হইতে মুক্তি পর্য্যন্ত কালে জপের দ্বারাই পুরশ্চরণ সিদ্ধি হয়, যেহেতু স্পর্শ পদটি স্পর্শের অবধারণ তাৎপর্য্যক। ৮১

১। খ—অত্রেত্যস্মাৎ প্রাক্‌পাঠো নাস্তি। পরন্তু অত্র কেচিৎ গ্রহণে জপস্যাবশ্যকত্বমিতি পাঠঃ।

স ভবেদ্ দেবতা-দ্রোহী পিতৄন্ সপ্ত নয়ত্যধঃ ॥ ৮২

ইতি সনৎকুমারীয়-বচনাদিতি বদন্তি। তন্ন চারু, তদবচনমারব্ধ-পুরশ্চরণ-বিষয়ম্[১], ত্যজেদিতি নির্দেশাৎ।

আরব্ধে পুরশ্চরণে যদি চ গ্রহণং ভবেৎ।

তদা শ্রাদ্ধানুরোধেন জপং নৈব পরিত্যজেৎ॥

ইত্যেকবাক্যত্বাৎ। সর্বস্বেনাপি কর্ত্তব্যং শ্রাদ্ধং বৈ রাহুদর্শনে।

অকুর্বাণস্তু যচ্ছ্রাদ্ধং পঙ্কে গৌরিব সীদতি[২] ॥ ৮৩

আচ্ছা, গ্রহণে জপ আবশ্যক? অথবা শ্রাদ্ধ আবশ্যক?—এই যদি কেহ বলেন। তাহার উত্তরে কেহ বলেন—জপই আবশ্যক; যেহেতু সনৎকুমার তন্ত্রের এই বচন আছে যে, যদি মানব শ্রাদ্ধাদির অনুরোধে জপ ত্যাগ করে, তবে সে দেবদ্রোহী হইবে এবং সাত পুরুষ পিতৃপুরুষগণকে অধোদিকে লইয়া যাইবে। ৮২

ইহা কিন্তু সুন্দর নহে; যেহেতু এই বচনটি আরব্ধ পুরশ্চরণ বিষয়ক; যেহেতু ত্যজেৎ এই নির্দেশ আছে। পুরশ্চরণ আরব্ধ হইলে যদি গ্রহণ হয়, তখন শ্রাদ্ধের অনুরোধে জপকে কখনও পরিত্যাগ করিবে না—এই বচনের সহিত একবাক্যতা আছে এবং যেহেতু রাহুর দর্শন হইলে শ্রাদ্ধ না করিলে পঙ্কে গোরুর ন্যায় অবসন্ন (অধোগত) হয়, সেই হেতু রাহুর দর্শন হইলে সর্বস্বের দ্বারাও অবশ্যই শ্রাদ্ধ করিবে। ৮৩

১। খ—তদ্বচনস্যারব্ধপুরশ্চরণবিষয়ত্বাৎ আরব্ধে পুরশ্চরণে ইত্যাদি পাঠঃ।

২। খ—সীদতীতি প্রতিকূলবাক্যপরাহতত্বাচ্চ। তস্মাদুক্তো বিষয়বিভাগঃ সাধু সঙ্গচ্ছতে। নন্ন দিন-পূর্বার্দ্ধে সূর্য্যগ্রহণে যথা তথাস্তু দিনপরার্দ্ধে সূর্য্য-গ্রহণে কথমুভয়োঃ সমাবেশঃ? কথং বা চন্দ্রগ্রহণে? সর্বদৈব দিন-পরার্দ্ধরাত্র্যোঃ পুরশ্চরণযোগ্য-কালত্বাদিতি নাশঙ্কনীয়ম্, দিন-চতুর্থ-যামাহোরাত্র-সাধ্যয়োঃ রহস্য-পুরশ্চরণয়োঃ শারদ-চতুর্থ্যাদি-রাত্রিপুরশ্চরণস্য অহোরাত্র-সাধ্য-শ্যামাদ্যাবিংশত্যক্ষরমন্ত্রপুরশ্চরণস্য চ বক্ষ্যমাণত্বাৎ। কেচিৎ তু দ্বয়োরেব নিত্যত্বম্। তথাচ পুত্রাদি-প্রতিনিধিনা শ্রাদ্ধং কারয়ন্নেব স্বয়ং পুরশ্চরণং কুর্যাদিতি প্রাহুঃ। পরে তু অতদ্গুণ-সংবিজ্ঞান-বহুব্রীহিণা শ্রাদ্ধাদিপদং দানপরম্। তথাচ দান-পুরশ্চর্য্যয়োঃ সম্ভাবনায়াং পুরশ্চর্য্যৈব, শ্রাদ্ধ-পুরশ্চর্য্যয়োঃ সম্ভাবনায়ান্তু শ্রাদ্ধমেব ইতি বদন্তি। বয়ন্তু বচনস্য ব্যাখ্যা যথা তথাস্তু গ্রহণ-পুরশ্চরণস্য সন্দিগ্ধ-সিদ্ধিকত্বাৎ শ্রাদ্ধমেব যুক্তমিতি ব্রূমঃ।

ইদমত্রাবধেয়ম্—এতৎ-পুরশ্চরণ-দ্বয়াতিরিক্তে অহোরাত্র-জপাদৌ পুরশ্চরণ-পদং গৌণং জপ-মাত্রপরং; পঞ্চাঙ্গত্বাভাবাৎ। অত্র হোমাদি নাস্তি প্রমাণাভাবাৎ। যৎ তু পঞ্চাঙ্গতয়া প্রধানতুল্যমপি গ্রহণকালীনং ন পুরশ্চরণ-পদশক্যমিতি কৈশ্চিদুক্তং, তৎ সপক্ষৈকসাধ্যত্বাদনুপাদেয়ম্। এবং পঞ্চাঙ্গ-পুরশ্চরণে কৃতে এব খণ্ডপুরশ্চরণে শান্তি-বশ্যাভিচারাদি-প্রয়োগে চাধিকারঃ ন ত্বন্যথা। তথা দ্বিতীয়-পুরশ্চরণাদৌ কালশুদ্ধ্যপেক্ষা নাস্তি। তীর্থ-স্নানাদৌ অনাবৃত্তস্যৈব নিষেধেন তথাদর্শনাদিতি রহস্যম্। অত্র জপ-হোম-তর্পণাভিষেক-ব্রাহ্মণভোজনানাং পঞ্চানামেব সমং প্রাধান্যমিতি সাম্প্রদায়িকাঃ। জপোঽঙ্গী অন্যচ্চতুষ্টয়মঙ্গমিতি কেচিৎ। অথ পুরশ্চরণপ্রয়োগঃ ইত্যেবং পাঠঃ।

ইত্যনেন নিত্যত্বাবধারণত্বাচ্চ। অত্র যদিত্যস্য যস্মাদিত্যর্থঃ। তচ্ছ্রাদ্ধমিত্যপি ক্বচিৎ পাঠঃ। আরব্ধ-পুরশ্চরণকস্য গ্রহণ-কাল-লব্ধেঽস্ত দিন-পূর্বার্দ্ধ-সূর্য্য-গ্রহণে দিন-চতুর্থ-যামাহোরাত্র-সাধ্য-রহস্য-পুরশ্চরণয়োঃ শারদ-চতুর্থ্যাদি-রাত্রি-পুরশ্চরণেঽহোরাত্রসাধ্য-শ্যামা-দ্বাবিংশত্যক্ষরমন্ত্র-পুরশ্চরণে চ যথা সম্ভবং রবীন্দোর্গ্রহণে সম্ভবতি। ৮৪

কেচিৎ তু শ্রাদ্ধস্যাদিঃ শ্রাদ্ধাদির্দানম্। তথাচ দান-পুরশ্চরণয়োঃ সম্ভাবনায়াং পুরশ্চরণমেব, শ্রাদ্ধ-পুরশ্চরণয়োঃ সম্ভাবনায়ান্তু শ্রাদ্ধমেব কার্য্যমিতি বদন্তি। ৮৫

বস্তুতস্তু গ্রহণে শ্রাদ্ধং নিত্যত্বাদাবশ্যকম্, অকরণে প্রত্যবায়-শ্রুতেঃ। "শ্রাদ্ধাদেরনুরোধেনে"তি বচনন্ত্বারব্ধ-পুরশ্চরণ-বিষয়ম্, আরব্ধ ইত্যাদি-পূর্বোক্ত-বচনৈক-বাক্যত্বাৎ। কাম্যঞ্চ।

চন্দ্র-সূর্যগ্রহে যস্তু শ্রাদ্ধং বিধিবদাচরেৎ।
তেনৈব সকলা পৃথ্বী দত্তা বিপ্রস্য বৈ করে॥ ৮৬

এই বচনের দ্বারা শ্রাদ্ধের নিত্যত্ব অবধারণ হইতেছে। এস্থলে যৎ এই শব্দটির যস্মাৎ এই অর্থ। কোন স্থলে তচ্ছ্রাদ্ধং এইরূপও পাঠ দেখা যায়। আরব্ধ-পুরশ্চরণ ব্যক্তির গ্রহণকাল লাভ হই , সেই দিনের পূর্বার্দ্ধে সূর্য্য গ্রহণ হইলে দিনের চতুর্থ যাম সাধ্য পুরশ্চরণ ও অহোরাত্র সাধ্য রহস্য পুরশ্চরণে শারদ চতুর্থ্যাদি রাত্রির পুরশ্চরণে ও অহোরাত্র সাধ্য শ্যামার দ্বাবিংশতি অক্ষর মন্ত্রের পুরশ্চরণে যথাসম্ভব যেমন হয়, চন্দ্র সূর্য্য গ্রহণে সেইরূপ সম্ভব হইবে। ৮৪

কেহ কেহ বলেন—শ্রাদ্ধের আদি শ্রাদ্ধাদি, তাহা হইতেছে দান। তাহা হইলে দান ও পুরশ্চরণের সম্ভাবনায় পুরশ্চরণই কর্ত্তব্য। শ্রাদ্ধ ও পুরশ্চরণের সম্ভাবনায় শ্রাদ্ধই কর্ত্তব্য। ৮৫

বস্তুতঃ গ্রহণে শ্রাদ্ধের নিত্যত্বহেতু শ্রাদ্ধ আবশ্যক, যেহেতু তাহা না করিলে পাপ হয়, এইরূপ শ্রুত আছে। আরব্ধ ইত্যাদি পূর্বোক্ত বচনের সহিত একবাক্যতা নিবন্ধন শ্রাদ্ধাদেরনুরোধেন এই বচনটি কিন্তু আরব্ধ পুরশ্চরণ বিষয়ক। এই পুরশ্চরণটি কাম্যও। যেহেতু তন্ত্রে বলিয়াছেন—

যে ব্যক্তি চন্দ্র ও সূর্য্যের গ্রহণে বিধিপূর্বক শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করে, সেই ব্রাহ্মণের হস্তে অবশ্যই পৃথিবী দান করিয়াছে। ৮৬

ইতি বচনাৎ। তথা চ নিত্যকাম্যমেবেদম্। অতএব জপত্যাগে দেবতাদ্রোহঃ সপ্ত-পুরুষাধোগতিশ্চ, শ্রাদ্ধত্যাগে স্বস্যৈব পাপভাগিত্বমিতি শ্রাদ্ধত্যাগ এব যুক্ত ইতি নিরস্তম্, দেবদ্রোহাদি-বাচি-বচনস্যারব্ধ-পুরশ্চরণ-ত্যাগ-পরত্বাদিতি সাম্প্রতম্। ৮৭

পরে তু জপ-পুরশ্চরণয়োর্দ্বয়োরেব নিত্যতয়া পুত্রাদিদ্বারা শ্রাদ্ধং কুর্বন্নেব স্বয়ং পুরশ্চরণং কুর্য্যাদিতি ব্যবস্থাপয়ন্তি। বয়ন্তু বচন-ব্যাখ্যা যথা তথাস্তু, গ্রহণে পুরশ্চরণস্য সন্দিগ্ধ-সিদ্ধিকত্বান্নিশ্চিত-সিদ্ধিকং শ্রাদ্ধমেব যুক্তমিতি ব্রূমঃ। ছন্দোগপরিশিষ্টম্ (৮৮)—

স্বর্ধুন্যম্ভঃ-সমানি স্যুঃ সর্বাণ্যম্ভাংসি ভূতলে।
কূপস্থান্যপি সোমার্ক-গ্রহণে নাত্র সংশয়ঃ॥ ৮৯

গ্রহণ-নিমিত্তক-শ্রাদ্ধ-দীক্ষা-পুরশ্চরণাদিকং মলমাসে যদি কার্য্যম্,

নিত্য-নৈমিত্তিকে কুর্য্যাৎ প্রযতঃ সন্ মলিম্লুচে।
তীর্থস্নানং গজচ্ছায়াং প্রেতশ্রাদ্ধং তথৈব চ॥ ইতি

বৃহস্পতি-বচনাৎ। চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহে স্নানং শ্রাদ্ধ-দানং জপাদিকম্।
কার্য্যাণি মলমাসেঽপি নিত্যং নৈমিত্তিকং তথা॥

এই বচন আছে। সুতরাং এই পুরশ্চরণটি নিত্য ও কাম্যই। এই জন্যই জপত্যাগে দেবতাদ্রোহ ও সপ্ত পুরুষের অধোগতি। শ্রাদ্ধ ত্যাগে নিজেরই পাপভাগিত্ব, এই হেতু শ্রাদ্ধত্যাগ যুক্ত, ইহাও খণ্ডিত হইল। যেহেতু দেবদ্রোহাদি বোধক বচনটি আরব্ধ পুরশ্চরণ ত্যাগ বিষয়ক, ইহাই যুক্তিযুক্ত। ৮৭

অন্যগণ বলেন—জপ ও পুরশ্চরণ উভয়ই নিত্য বলিয়া পুত্রাদি দ্বারা শ্রাদ্ধ করিয়াই নিজে পুরশ্চরণ করিবেন—এই ব্যবস্থা দেন।

আমরা এই বলি—বচনের ব্যাখ্যা যেরূপ হয়, সেইরূপ হউক। গ্রহণে পুরশ্চরণে সিদ্ধি সন্দিগ্ধ বলিয়া শ্রাদ্ধের ফলসিদ্ধি নিশ্চিত বলিয়া শ্রাদ্ধই যুক্ত। ছন্দোগ পরিশিষ্ট বলিয়াছেন—চন্দ্র ও সূর্য্যের গ্রহণে ভূতলে সমস্ত জলই এমন কি কূপের জলও স্বর্ধুনীর (গঙ্গা) জলের সমান হয়। ইহাতে কোন সংশয় নাই। ৮৮-৮৯

গ্রহণ নিমিত্তক শ্রাদ্ধ, দীক্ষা ও পুরশ্চরণাদি যদি মল মাসে কর্ত্তব্য হয়। যেহেতু এইরূপ বৃহস্পতির বচন আছে—

মলমাসে সংযত হইয়া নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম করিবে। সেইরূপ গজচ্ছায়াতে (তিথি-নক্ষত্রের যোগ বিশেষে) তীর্থস্নান এবং প্রেত শ্রাদ্ধও করিবে।

ইতি কালমাধবীয়-ধৃত-বচনাচ্চ। বৃদ্ধবশিষ্ঠঃ—

সংক্রমে গ্রহণে চৈব ন স্নায়াদ্ যস্তু মানবঃ।
সপ্তজন্মসু কুষ্ঠী স্যাৎ দুঃখ-ভাগী চ সর্বদা ॥ ৯০

ব্যাঘ্রঃ— আদিত্য-কিরণৈঃ পূতং পুনঃ পূতঞ্চ বহ্নিনা।
জলং ব্যাধ্যাতুরঃ স্নায়াদ্ গ্রহণেঽপ্যুষ্ণ-বারিণা ॥ ৯১

এবংভূতং জলং যতোঽত উষ্ণবারিণাপি স্নায়াদিত্যর্থঃ। অশৌচিনা গ্রহণ-দর্শনে সাঙ্গং স্নানং কর্ত্তব্যম্, দানং শ্রাদ্ধঞ্চ ন কর্ত্তব্যম্। যথা স্মৃতিঃ—

সূতকে মৃতকে চৈব ন দোষো রাহু-দর্শনে।
স্নানমাত্রন্তু কর্ত্তব্যং দান-শ্রাদ্ধ-বিবর্জ্জিতম্ ॥ ৯২

ভবিষ্যে— চন্দ্রসূর্য্য-গ্রহে চৈব মৃতানাং পিণ্ড-কর্মসু।
মহাতীর্থে তু সংপ্রাপ্তে ক্ষতদোষো ন বিদ্যতে ॥ ৯৩

মহাতীর্থে গঙ্গাদৌ সংপ্রাপ্তে তত্তৎ-ক্ষেত্রবাসাদিনা, ন তু প্রথম-প্রাপ্তি-মাত্রে, তথা সতি শব্দানর্থক্যাপত্তেঃ। ৯৪

কালমাধবীয় ধৃত বচনও আছে—চন্দ্র ও সূর্য্যের গ্রহণে স্নান, শ্রাদ্ধ, দান ও জপাদি মলমাসেও করিবে। সেইরূপ নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্মও করিবে।

বৃদ্ধ বশিষ্ঠও বলিয়াছেন—যে মানব সংক্রান্তিতে ও গ্রহণে স্নান করে না, সে সাত জন্মে কুষ্ঠরোগী ও সর্বদা দুঃখভাগী হয়। ৯০

ব্যাঘ্রও বলিয়াছেন—জল আদিত্যকিরণের দ্বারা পূত হয়, পুনরায় বহ্নিদ্বারাও পূত হয়। গ্রহণে ব্যাধি দ্বারা আতুর ব্যক্তিও গরম জলের দ্বারা স্নান করিবেন। ৯১

জল যখন এইরূপ পবিত্র, অতএব গরম জলের দ্বারাও স্নান কর্ত্তব্য। ইহা শ্লোকের অর্থ। অশৌচী ব্যক্তির গ্রহণ দর্শনে সাঙ্গ স্নান কর্ত্তব্য, দান ও শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য নহে। যেমন স্মৃতি বলিয়াছেন—

রাহু দর্শনে জাতাশৌচ ও মৃতাশৌচ দোষ নহে। দান ও শ্রাদ্ধ রহিত স্নান মাত্রই কর্ত্তব্য। ৯২

ভবিষ্যপুরাণেও বলিয়াছেন—চন্দ্র ও সূর্য্যের গ্রহণে, মৃতগণের পিণ্ডকর্ম শ্রাদ্ধে ও মহাতীর্থ গঙ্গাদির প্রাপ্তিতে ক্ষত দোষ নাই। ৯৩

সেই সেই ক্ষেত্রবাসাদির দ্বারা মহাতীর্থ গঙ্গাদির প্রাপ্তি হইলে; পরন্তু প্রথম প্রাপ্তিমাত্রে নহে, তাহা হইলে শব্দ সমূহের আনর্থক্যের আপত্তি হইবে। ৯৪

দীক্ষিতেষ্বভিষিক্তেষু ব্রত-তীর্থ-পরেষু চ।
তপোদান-প্রসক্তেষু নাশৌচং মৃত-সূতকে ॥ ৯৫

ইতি পরাশর-বচনেন তত্তীর্থাশ্রিতস্য তত্তীর্থ-নিমিত্তক-কর্মণি জনন-মরণ-শৌচাভাবোক্ত্যা ক্ষতে সুতরামশৌচাভাব-কল্পনা-যুক্তত্বাৎ। দীক্ষিতেষ্বিতি। যজমানানাং সোমযাগাদি-দীক্ষণীয়েষ্টৌ কৃতায়াং দীক্ষিতত্বং ভবতি। তেন দীক্ষণীয়েষ্ট্যা যজমানস্য যৎ কর্ত্তব্যং বিহিতম্, তত্রাশৌচং নাস্তি। অভিষিক্তেষু প্রাপ্তরাজত্বাভিষেক-ক্ষত্রিয়েষু তদ্বিশেষ-বিহিত-কর্মণ্যশৌচং নাস্তি। ব্রতপরো ব্রতানুষ্ঠান-প্রসক্তঃ। তীর্থ-পরঃ ক্ষেত্রবাসাদিনা, তন্নিমিত্ত-কর্মানুষ্ঠান-প্রসক্তঃ। ৯৬

অত্র—"চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহে ভুক্ত্বা প্রাজাপত্যেন শুধ্যতী"ত্যাদি-বচনাৎ গ্রহণে ভোজন-বিধি-নিষেধৌ দৃষ্টোপরাগ-বিষয়াবেব, ন তু সর্ব-বিষয়াবিতি, মানাভাবাৎ, মুক্তিং দৃষ্ট্বেত্যাদিনা তস্যৈব প্রকৃতত্বাচ্চেত্যাচার্য্য-চূড়ামণিমতম্; তন্ন সম্যক্। ১

দীক্ষিত ও অভিষিক্ত হইলে, ব্রত ও তীর্থে রত হইলে তপস্যা ও দানে প্রসক্ত হইলে মৃত্যুতে ও জন্মে অশৌচ হয় না। ৯৫

এই পরাশর বচনের দ্বারা তৎতৎ তীর্থে আশ্রিত ব্যক্তির তৎতৎ তীর্থ নিমিত্তক কর্মে জননাশৌচ ও মরণাশৌচের অভাব কথিত হওয়ায় ক্ষত হইলে সুতরাং অশৌচাভাবের অর্থাৎ অশৌচ হইবে না, এই কল্পনা যুক্তিযুক্ত। দীক্ষিতেষু এই কথা দ্বারা এই বলা হইয়াছে যে, যজমানগণ সোমযাগাদি দীক্ষণীয় ইষ্টিতে দীক্ষিত হয়। তাহাতে দীক্ষণীয়েষ্টি দ্বারা যে কর্ত্তব্য বিহিত হইয়াছে, সেই কর্ত্তব্য কর্মে তাহাদের অশৌচ নাই। অভিষিক্তেষু ইহা দ্বারা বলা হইয়াছে—প্রাপ্তরাজ্য ক্ষত্রিয়গণের রাজ্যাভিষেকের প্রাপ্তিতে তাঁহাদের সেই অভিষেকে তাঁহাদের বিশেষ বিহিত কর্মে অশৌচ নাই। ব্রতপর অর্থ—ব্রতানুষ্ঠানে প্রসক্ত। তীর্থপর অর্থ—ক্ষেত্রবাসাদি দ্বারা তন্নিমিত্তক কর্মের অনুষ্ঠানে প্রসক্ত। ৯৬

এই গ্রহণ প্রসঙ্গে—চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহে ভুক্ত্বা প্রাজাপত্যেন শুধ্যতি অর্থাৎ সূর্য্য ও চন্দ্র গ্রহণে ভোজন করিয়া প্রাজাপত্য ব্রতের দ্বারা শুদ্ধ হইবে—এই বচন অনুসারে গ্রহণে ভোজনের বিধি ও নিষেধটি প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট উপরাগ বিষয়ক, কিন্তু সমস্ত গ্রহণ বিষয়ক নহে, ইহাতে কোন প্রমাণ নাই। মুক্তিং দৃষ্ট্বা ইত্যাদি বচনের দ্বারা সেই দৃষ্ট উপরাগই প্রকৃত (অধিকৃত) হইয়াছে, এই যে আচার্য্য চূড়ামণির মত, তাহা কিন্তু সমত নহে। ১

চন্দ্রস্য যদি বা ভানোর্যস্মিন্নহনি ভার্গব !।
গ্রহণন্তু ভবেৎ তত্র তৎ-পূর্বাং ভোজন-ক্রিয়াম্ ॥ ২
নাচরেৎ সগ্রহে চৈব তথৈবাস্তমুপাগতে।
যাবৎ স্যান্নোদয়স্তস্য নাশ্নীয়াৎ তাবদেব তু ॥ ৩
মুক্তিং দৃষ্ট্বা তু ভুঞ্জীত স্নানং কৃত্বাপরেঽহনি।

ইতি বিষ্ণুধর্মোত্তরেণ সামান্যতো নিষেধাৎ। সগ্রহে—রবি-চন্দ্রান্যত-রস্মিন্। তথৈব—সগ্রহত্বেনৈব।

চন্দ্রসূর্য্য-গ্রহে ভুক্ত্বা প্রাজাপত্যেন শুধ্যতি।
তস্মিন্নেব দিনে ভুক্ত্বা ত্রিরাত্রাচ্ছুদ্ধিরিষ্যতে ॥ ৪

ইতি দেবল-বচনেন সামান্যতঃ প্রায়শ্চিত্ত-বিধানাচ্চ। তস্মিন্নেব দিন ইত্যস্য তদ্দিবসীয়-নিষিদ্ধ-কালাভ্যন্তর ইত্যর্থঃ। অত্র চ পুত্রিণো গৃহস্থস্য গ্রস্তাস্তেঽপি নোপবাসঃ।

আদিত্যেঽহনি সংক্রান্তৌ গ্রহণে চন্দ্র-সূর্য্যয়োঃ।
পারণঞ্চোপবাসঞ্চ ন কুর্য্যাৎ পুত্রবান্ গৃহী ॥ ৫

যেহেতু—হে ভার্গব। চন্দ্র যদি বা সূর্য্যের গ্রহণ যে দিবসে হইবে, তবে গ্রহণ পূর্বে ভোজন ক্রিয়া করিবে না। চন্দ্র বা সূর্য্য রাহু গ্রহের সহিত সেইরূপে অস্তগমন করিলে যাবৎ পর্য্যন্ত তাহার উদয় না হয়, তাবৎ পর্য্যন্ত ভোজন করিবে না। পর দিনে গ্রহমুক্তি দেখিয়া স্নান করিয়া ভোজন করিবে। ২

এই বিষ্ণু-ধর্মোত্তর বচনের দ্বারা সামান্যভাবে গ্রহণমাত্রেই ভোজন নিষেধ হইয়াছে। সগ্রহে অর্থ—গ্রহের (রাহুর) সহিত বর্ত্তমান রবি ও চন্দ্রের যে কোনটি। তথৈব অর্থ—সগ্রহত্বরূপেই অর্থাৎ রাহু গ্রাসের কালে। ৩

চন্দ্র ও সূর্য্যের গ্রহণে ভোজন করিয়া প্রাজাপত্যের দ্বারা শুদ্ধ হইবে। সেই দিনেই ভোজন করিয়া ত্রিরাত্র উপবাস হইতে শুদ্ধি হয়, ইহা ঋষি মনে করেন। ৪

এই দেবলের বচনের দ্বারা সামান্যতঃ প্রায়শ্চিত্তের বিধানও আছে। তস্মিন্নেব দিনে, ইহার অর্থ—তৎদিবসীয় নিষিদ্ধ কালের মধ্যে। এই গ্রহণে পুত্রবান্ গৃহস্থের গ্রস্তাস্তেও উপবাস কর্ত্তব্য নহে। যেহেতু—

পুত্রবান্ গৃহী রবিবারে, সংক্রান্তিতে, চন্দ্র ও সূর্য্যের গ্রহণে পারণ ও উপবাস করিবে না। ৫

ইতি নিষেধাৎ। কিন্তু গ্রহণাৎ পূর্বং নির্দোষ-কালে পরং বা কিঞ্চিদ্ ভক্ষ্যমিতি সম্বৎসরপ্রদীপ-মতং স্মার্ত্তেনাপ্যনুমতম্। তত্র পূর্বকল্পঃ শ্রাদ্ধাদি-কর্ত্তৃণাং ন যুক্ত ইতি বয়ম্। "আদিত্যেঽহনি" ইত্যাদি-বচনন্তু কাম্যোপবাস-তৎপারণ-পরম্। গ্রহপূর্ব-ভোজন-নিষেধে বিশেষমাহ গৌতমঃ (৬)—

সূর্য্যগ্রহে তু নাশ্নীয়াৎ পূর্বং যাম-চতুষ্টয়ম্।
চন্দ্রগ্রহে তু যামাংস্ত্রীন্ বাল-বৃদ্ধাতুরৈর্বিনা॥ ৭

চন্দ্রস্য গ্রস্তোদয়ে বশিষ্ঠঃ—গ্রস্তোদয়ে বিধোঃ পূর্বং নার্হর্ভোজনমাচরেৎ। বালবৃদ্ধাতুরেষু মার্কণ্ডেয়পুরাণং (৮)—

সায়াহ্নে গ্রহণঞ্চেৎ স্যাদপরাহ্নে ন ভোজনম্।
অপরাহ্নে ন মধ্যাহ্নে মধ্যাহ্নে চেন্ন সঙ্গবে।
সঙ্গবে গ্রহণং চেৎ স্যান্ন পূর্বং ভোজন-ক্রিয়াম্॥ ৯

যৎ তু গ্রস্তাস্ত-স্থলে তদ্দিনে উপবাস এব, "মুক্তিং দৃষ্ট্বা তু ভুঞ্জীত স্নানং কৃত্বা পরেঽহনী"ত্যাদি-বচনস্য পূর্বদিন-ভোজন-ব্যাবর্ত্তকতয়ৈব সার্থকত্বাদিত্যাচার্য্য-চূড়ামণি মতম্। তন্ন সম্যক্, পরেঽহনি দৃষ্ট্বৈব স্নাত্বা

এই বচনের দ্বারা উপবাসের নিষেধ হইয়াছে। কিন্তু গ্রহণের পূর্বে বা পরে নির্দোষকালে কিছু ভক্ষণ করিবে—এই সম্বৎসর প্রদীপের মত স্মার্ত্ত কর্তৃকও অনুমত হইয়াছে। তন্মধ্যে পূর্বকল্পটি শ্রাদ্ধাদি কর্ত্তার পক্ষে যুক্ত নহে। ইহা আমরা বলি। "আদিত্যেঽহনি" বচনটি কাম্য উপবাস ও তাহার পারণ তাৎপর্য্যক। গ্রহণের পূর্বে ভোজন নিষেধে গৌতম বিশেষ বলিয়াছেন (৬)—

বালক, বৃদ্ধ ও আতুর ছাড়া কেহ সূর্য্য গ্রহণে পূর্ব চারি যাম (প্রহর) ভোজন করিবে না। চন্দ্র গ্রহণে পূর্ব তিন যাম ভোজন করিবে না। ৭

চন্দ্রের গ্রস্তোদয়ে বশিষ্ঠ বলিয়াছেন—চন্দ্রের গ্রস্তোদয়ে পূর্বে দিবা ভোজন করিবে না। বালক, বৃদ্ধ ও আতুর সম্বন্ধে মার্কণ্ডেয় পুরাণ বলিয়াছেন (৮)—

সায়াহ্নে যদি গ্রহণ হয়, তবে অপরাহ্নে ভোজন কর্ত্তব্য নহে। অপরাহ্নে গ্রহণ হইলে মধ্যাহ্নে ভোজন কর্ত্তব্য নহে। মধ্যাহ্নে গ্রহণ হইলে সঙ্গবে, সঙ্গবে গ্রহণ হইলে তাহার পূর্বে ভোজন করিবে না। ৯

গ্রস্তাস্ত স্থলে সে দিনে উপবাসই কর্ত্তব্য, "মুক্তিং দৃষ্ট্বা তু" ইত্যাদি বচনের পূর্বদিন ভোজনের ব্যাবর্ত্তকরূপে সার্থক হইবে। এই যে চূড়ামণি মত—তাহা কিন্তু

ভুঞ্জীত, রোগাদিনা গ্রহণোত্তর-দিনে স্নানাকরণে তৎপর-দিনে ভোজনে তু ন স্নানদর্শনাপেক্ষেত্যেতাবতৈব পরেঽহনীত্যাদেঃ সার্থকত্বাৎ। ১০

এবঞ্চ— অর্দ্ধরাত্রে ব্যতীতে তু যদা চন্দ্রগ্রহো ভবেৎ।
সায়ং তত্র ন ভুঞ্জীত ন তু প্রাতরভোজনম্॥ ১১

ইতি বৃহন্নারদীয়-বচনস্যাপি তদুক্ত-গ্রস্তাস্তেতর-বিষয়ত্বরূপ-সঙ্কোচো ন যুক্তঃ, গ্রস্তাস্ত-স্থলে প্রাতর্ভোজনস্যৈব শাস্ত্রার্থত্বাৎ, অতএব "ন স্নানমাচরেদ্ ভুক্ত্বা" ইতি মনুবচনং গ্রহণেতর-বিষয়ম্, গ্রস্তাস্তমিত-চন্দ্রে প্রাতর্ভোজন স্যাপ্যনুজ্ঞানাদিতি নারায়ণোপাধ্যায়োঽপ্যাহ। ১২

এবঞ্চ গ্রস্তাস্তে পূর্বং পরতো বা উপবাস-ব্যাঘাতার্থং কিঞ্চিদ্ ভুক্ত্বা পরদিনে মুক্তিমবধার্য্য স্নান-পূজা-পাকাদিকং বিধায় উদয়ে সতি মুক্তিং দৃষ্ট্বা ভুঞ্জীত। অন্যত্র তু দর্শনাপেক্ষা নাস্তি। মুক্তৌ জাতায়ামেব স্নাত্বা ভুঞ্জীত, গ্রস্তাস্তোত্তরদিনে মেঘমালাদিনা মুক্ত্যদর্শনে তু উদয়কালমবধার্য্যৈব ভুঞ্জীত। ১৩

যথার্থ নহে। যেহেতু গ্রহণের পরের দিন মুক্ত চন্দ্রকে দেখিয়াই স্নান করিয়া ভোজন করিবে। রোগাদির দ্বারা গ্রহণের পরদিনে স্নান না করিলে তাহার পরদিনে ভোজনে কিন্তু স্নান ও দর্শনের অপেক্ষা নাই, এতাবৎ মাত্রেই "পরেঽহনি" ইত্যাদি সার্থক হইয়া থাকে। ১০

এই হইলে—অর্দ্ধরাত্র অতীত হইলে যখন চন্দ্র গ্রহণ হয়, তখন সায়ংকালে ভোজন করিবে না, কিন্তু প্রাতঃকালে অভোজন নহে অর্থাৎ ভোজন করিবে। ১১

এই বৃহন্নারদীয় পুরাণ বচনও সেই বচনোক্ত গ্রস্তাস্ত ভিন্ন সমস্ত বিষয়ক, এইরূপ সঙ্কোচ সমীচীন নহে, গ্রস্তাস্ত স্থলে প্রাতর্ভোজনই শাস্ত্রার্থ। অতএব "ন স্নানমাচরেদ্ ভুক্ত্বা" অর্থাৎ ভোজন করিয়া স্নান করিবে না—এই মনুর বচন গ্রহণ ভিন্ন অন্য বিষয়ক জানিবে। চন্দ্র রাহুগ্রস্ত হইয়া অস্তমিত হইলে প্রাতর্ভোজনও মনু কর্ত্তৃক অনুমত হইয়াছে, ইহা নারায়ণ উপাধ্যায়ও বলেন। ১২

এই হইলে চন্দ্র রাহুগ্রস্ত হইয়া অস্তমিত হইলে পূর্বে বা পরে উপবাস ব্যাঘাতের জন্য কিছু ভোজন করিয়া, পর দিনে মুক্তির সময় নিশ্চয় করিয়া স্নান, পূজা, পাকাদি করিয়া উদয় হইলে মুক্তি দেখিয়া (স্নান করিয়া) ভোজন করিবেন। অন্যত্র কিন্তু দর্শনের অপেক্ষা নাই। মুক্তি হইলেই স্নান করিয়া ভোজন করিবেন। গ্রস্তাস্তের পর দিনে মেঘমালাদির দ্বারা মুক্তির দর্শন না হইলে উদয়কাল নিশ্চয় করিয়াই ভোজন করিবে। ১৩

মেঘমালাদি-দোষেণ যদি মুক্তির্ন দৃশ্যতে।
আকলয্য তু তং কালং ভুঞ্জীত স্নান-পূর্বকম্॥ ১৪

ইতি বচনাৎ। ন চেদমগ্রস্তাস্তমিত-বিষয়ম্, তাবন্মাত্র-বিষয়ত্বে প্রমাণা-ভাবাৎ। প্রত্যুত গ্রস্তাস্তমিত-বিষয় এবেদং সার্থকম্, গ্রস্তাস্তেতরত্র দর্শনা-পেক্ষায়াং প্রমাণাভাবাৎ, তত্র—মুক্তে শশিনি ভুঞ্জীতেত্যেতাবন্মাত্রস্যৈবোক্তত্বাৎ। ১৫

তাবৎ স্যাদশুচির্বিপ্রো যাবন্ মুক্তির্ন দৃশ্যতে। ইত্যাদৌ তু দর্শনবধারণম্।
যদৈবাস্তংগতশ্চন্দ্রো রাহোরাননগোচরঃ।
আকলয্য তু তং কালং ক্রিয়া কার্য্যা বিচক্ষণৈঃ॥ ১৬

ইতি ব্রহ্মপুরাণৈকবাক্যত্বাৎ। অত্র ক্রিয়া স্নান-পাকাদিকা ভোজনেতরা।
গ্রস্তে চাস্তংগতে ত্বিন্দৌ কৃত্বা মুক্ত্যবধারণম্।
জ্ঞাত্বা পাকাদিকং কুর্য্যাদ্ ভুঞ্জীতেন্দূদয়ে পুনঃ॥ ১৭

ইত্যেক-বাক্যত্বাৎ। ইন্দূদয়ে ইত্যদৃষ্ট্বেতি শেষঃ। এবং—

যেহেতু মেঘমালাদি দোষে যদি মুক্তি দৃষ্ট না হয়, তবে সেই মুক্তির কাল নিশ্চয় করিয়া স্নান পূর্বক ভোজন করিবে। ১৪

এই বচন আছে। এই বচন গ্রস্তাস্তমিত ভিন্ন অগ্রস্ত অস্তমিত চন্দ্র বিষয়ক বলিতে পারেন না, কারণ এই বচনের তাবৎ মাত্র বিষয়ত্বে কোন প্রমাণ নাই। পরন্তু গ্রস্তাস্তমিত বিষয়েই ইহা সার্থক। গ্রস্তাস্ত ছাড়া অন্যত্র দর্শনে প্রমাণ না থাকায় দর্শনের অপেক্ষা নাই। সে স্থলে চন্দ্র মুক্ত হইলেই ভোজন করিবে, এই মাত্রই উক্ত হইয়াছে। ১৫

যাবৎ পর্য্যন্ত মুক্তি দেখা না যায়, তাবৎ পর্য্যন্তই বিপ্র অশুচি—ইত্যাদি বচনে যে দর্শন কথাটি আছে, তাহা হইতেছে অবধারণ। যেহেতু—

রাহুর আনন বিষয় অর্থাৎ রাহুগ্রস্ত চন্দ্র যখনই অস্তগত হইবে, সেই কাল অবধারণ করিয়া বিচক্ষণ ব্যক্তি ক্রিয়া করিবেন। ১৬

এই ব্রহ্ম-পুরাণীয় বচনের সহিত একবাক্যতা আছে। এস্থলে ক্রিয়া হইতেছে ভোজন ভিন্ন স্নান পাকাদি ক্রিয়া।

চন্দ্র রাহুগ্রস্ত হইয়া অস্তগমন করিলে মুক্তির নিশ্চয় করিয়া স্নান করিয়া পাকাদি করিবে। পুনরায় চন্দ্রের উদয়ে ভোজন করিবে। ১৭

এই বচনের সহিত একবাক্যতা আছে। চন্দ্রোদয়ে এই স্থলে অদৃষ্ট্বা অর্থাৎ না দেখিয়া এইটি উহ্য করিবে। এইরূপ ভৃগুবচনেও আছে যে—

গ্রস্তাবেবাস্তমনস্ত রবীন্দু প্রাপ্নুতো যদি।
তয়োঃ পরেহ্ন্যুদয়ে স্নাত্বাঽভ্যবহরেদ্ বুধঃ॥ ১৮

ইতি ভৃগুবচনেঽপি। অত্র শাবাশৌচে বিশেষোৎপত্তৌ তদ্দিবসীয়-তৎ-পুরুষীয়-রাহুদর্শনং হেতুঃ।

সর্বেষামেব বর্ণানাং সূতকং রাহু-দর্শনে।
স্নাত্বা কর্মাণি কুর্বীত শৃতমন্নং বিবর্জয়েৎ॥ ১৯

ইতি বচনাৎ। সূতকং শাবাশৌচং বক্ষ্যমাণৈকবাক্যত্বাৎ। শৃতং পক্বং শ্রাপাকে ইত্যস্য ক্তান্তস্য রূপম্। মুক্তৌ তু গ্রহণাদর্শিনামপি জননাশৌচং জায়তে, মুক্তিমাত্রস্য তদ্ধেতুত্বাৎ।

গ্রহণে শাবমাশৌচং বিমুক্তৌ সৌতিকং স্মৃতম্।
তয়োঃ সম্পত্তিমাত্রেণ উপস্পৃশ্য ক্রিয়াক্ষমঃ॥ ২০

ইতি ব্রহ্মাণ্ডীয়াৎ। উপস্পৃশ্য জলং স্নাত্বেতি যাবৎ। তথাচ স্নানাপনেয়-মিদমশৌচ-দ্বয়ম্। তেন স্নানোত্তর-পুনর্দর্শনেঽপি পুনরশৌচোৎপত্ত্যা-কর্ম-কালে দর্শনং যুক্তম্। ২১

সূর্য্য ও চন্দ্র রাহুগ্রস্ত হইয়াই যদি অস্তগমন করেন, তবে পরের দিন উদয় হইলে স্নান করিয়া ভোজন করিবে। ১৮

এই গ্রহণ স্থলে শাবাশৌচে বিশেষের উৎপত্তিতে সেই দিবসে সেই পুরুষের রাহু-দর্শন হেতু। যেহেতু—

রাহুদর্শনে সমস্ত বর্ণেরই অশৌচ হয়। অতএব স্নান করিয়া কর্ম করিবে। শৃত (পক্ক) অন্ন পরিত্যাগ করিবে। ১৯

এই বচন আছে। শ্রা পাকে শ্রা ধাতুর উত্তর ক্ত প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন শৃত পদের অর্থ—পক্ক। মুক্তি হইলে গ্রহণ অদর্শিগণেরও জননাশৌচ জন্মায়; যেহেতু মুক্তিমাত্রই তাহার হেতু। যেহেতু ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের এই বচন আছে যে—

গ্রহণে শাবাশৌচ (মৃতাশৌচ) ও মুক্তিতে সূতাশৌচ (জাতাশৌচ) কথিত হইয়াছে। এই উভয়ের উপস্থিতি মাত্রেই জলে উপস্পর্শ (স্নান) করিয়া ক্রিয়াক্ষম হইবে। ২০

উপস্পৃশ্য—জলে স্নান করিয়া, এই তাৎপর্য্য। তাহা হইলে এই দুইটি অশৌচ স্নানের দ্বারা দূরীভূত হয়। সেই জন্য স্নানের পর পুনরায় দর্শনের উৎপত্তি হইলেই পুনরায় অশৌচের উৎপত্তি হয় বলিয়াই কর্মকালে দর্শন উক্ত হইয়াছে। ২১

নেক্ষেতোদ্যন্তমাদিত্যং নাস্তং যান্তং কদাচন।

নোপস্পৃষ্টং ন বারিস্থং ন মধ্যং নভসোগতম্ ॥ ২২

ইতি বৈধেতরত্বেন মনুনা নিষিদ্ধঞ্চ উপস্পৃষ্টং রাহুগ্রস্তম্। আদিত্যমিত্যুপলক্ষণম্। গ্রহণেষ্বনধ্যায়েঽপি দৃষ্টোপরাগ-বিষয়ঃ, উপস্থিতত্বাদিতি চূড়ামণি-মতং ন যুক্তম্,

ত্র্যহং ন কীর্ত্তয়েদ্ ব্রহ্ম রাজ্ঞো রাহোশ্চ সূতকে।

ইতি মনুবচনেন সামান্যতো নিষেধাৎ। গ্রহণ-প্রযুক্ত-কালাশুদ্ধিশ্চ ন দীক্ষাদৌ, তত্র বিশেষ-বিধানাৎ। ২৩

জ্যোতিষে—জন্ম-সপ্তেষ্ট-রিপ্ ফাঙ্ক-দশমস্থে নিশাকরে।

দৃষ্টো রিষ্ট-প্রদো রাহুর্জন্মর্ক্ষে নিধনেঽপি চ ॥ ২৪

রিপ্ ফো দ্বাদশঃ। অঙ্কোঃ নবমঃ। নিধনং সপ্তম-তারা। তথা চ—চতুর্থে দশমে চৈব ন কুর্য্যাদ্ রাহুদর্শনম্। অত্র দশম ইত্যত্র পঞ্চম ইতি পাঠো ভ্রম-মূলকঃ, পূর্ববচনৈকবাক্যতয়া দশম ইত্যস্যৈব যুক্তত্বাৎ। ২৫

উদীয়মান ও অস্তগামী সূর্য্যকে কখনও দর্শন করিবে না। রাহুগ্রস্ত, জল মধ্যস্থ ও মধ্যাকাশ গত সূর্য্যকে দর্শন করিবে না। ২২

এই বাক্যের দ্বারা মনু কর্ত্তৃক বৈধদর্শন ভিন্নত্বরূপে অন্য দর্শন নিষিদ্ধ হইয়াছে। উপস্পৃষ্ট অর্থ—রাহুগ্রস্ত। আদিত্যম্ এইটি চন্দ্রেরও উপলক্ষণ। গ্রহণ সমূহে অনধ্যায়ও দৃষ্ট উপরাগ বিষয়, যেহেতু উহা উপস্থিত আছে। এই চূড়ামণি মত সমীচীন নহে। যেহেতু—রাজার পুত্র জন্মাদি অশৌচে এবং রাহুর চন্দ্র ও সূর্য্যের উপরাগরূপ অশৌচে তিনদিন ব্রহ্ম (বেদ) অধ্যয়ন করিবে না—এই মনু বচনের দ্বারা সামান্যভাবে বেদাধ্যয়নের নিষেধ হইয়াছে। দীক্ষাদিতে গ্রহণ প্রযুক্ত কালের অশুদ্ধি নাই। সেখানে বিশেষ বিধান আছে। ২৩

জ্যোতিষে বলিয়াছেন—চন্দ্র জন্মরাশি হইতে সপ্তম, অষ্টম, দ্বাদশ ও দশম স্থানে এবং জন্ম নক্ষত্রে ও নিধন তারায় অবস্থিত হইলে ও সেই সময় রাহু দৃষ্ট হইলে অরিষ্টপ্রদ হয়। ২৪

রিপ্ ফ—দ্বাদশ। অঙ্ক—নবম। নিধন—নবম তারা। সেইরূপ আরও বলিয়াছেন—চতুর্থে ও দশমে রাহুকে দর্শন করিবে না। এই শ্লোকে দশমে এই স্থলে পঞ্চমে এই পাঠ ভ্রমমূলক। পূর্ব্ববচনের সহিত এক বাক্যতাবশতঃ দশমে এই পাঠই সমীচীন। ২৫

নন্থ জ্যোতিঃ-শাস্ত্রোক্ত-জন্মচন্দ্রাদি-রাহুদর্শন-নিষেধো হিংসাবৎ রাগপ্রাপ্ত-পরোঽস্তু, ন তু বৈধপরোঽপীতি চেন্ন (২৬)—

একরাত্রমুপোষ্যৈব রাহুং দৃষ্ট্বাক্ষয়ং নরঃ।
পুণ্যমাপ্নোতি কৃত্বা চ স্নানং দানং বিধানতঃ॥ ২৭

ইত্যনেন দর্শনোত্তর-স্নানস্য পুণ্যজনকত্বাৎ দর্শনস্যাপি বৈধত্বেন প্রকৃতত্বাদুপস্থিতস্য বৈধদর্শনস্যৈব হি পর্য্যুদাসো ন তু রাগপ্রাপ্ত-দর্শনস্য নিষেধঃ, অপ্রকৃতত্বেনাঽনুপস্থিতেঃ। যথা দীক্ষিতো ন দদাতীত্যত্র "অহরহর্দদ্যাদি"তি বিধিপ্রাপ্তস্য দানস্যৈব নিষেধো ন তু রাগপ্রাপ্তস্যাপি। তথাচ সপ্তম-চন্দ্রাদীতরো "রাহুং দৃষ্ট্বা স্নায়াদি"ত্যাদিকো বিধিঃ। এবঞ্চ বৈধদর্শন-পর্য্যুদাসেঽপি নিন্দা-প্রায়শ্চিত্তয়োঃ শ্রবণাদ্ রাগপ্রাপ্ত-দর্শনস্য প্রসহ্য-প্রতিষেধঃ ঋত্বভিগম-নির্গম পর্বণঃ পর্য্যুদস্তত্বেঽপি তত্র রাগ-প্রাপ্ত-গমনস্য প্রসহ্য-প্রতিষেধবৎ। তথাচ সপ্তম-চন্দ্রাদৌ রাহু-দর্শনে পুণ্যমেব ন জায়তে। অতএব "দৃষ্টো নেষ্ট-প্রদো রাহুরি"তি চ দেশ-বিশেষীয়-পাঠোঽপি সাধু যুজ্যতে। এবঞ্চ জন্মচন্দ্রাদি-নিষিদ্ধ কালীনেতর-রাহুদর্শনমেব তত্তৎ-ক্রিয়াসু নিমিত্তম্। এবমেব স্মার্ত্তাদয়ঃ। ২৮

আচ্ছা, জ্যোতিষ শাস্ত্রোক্ত জন্ম-চন্দ্রাদিতে রাহুদর্শনের নিষেধটির ছাগাদি জীব হিংসার ন্যায় রাগপ্রাপ্ত বিষয়ে তাৎপর্য্য হউক, বৈধ দর্শন-তাৎপর্য্যক না হউক, এই যদি কেহ বলেন। উত্তরে বলিব—না (২৬)—

মানব একরাত্রি উপবাস করিয়া রাহুকে দেখিয়া এবং বিধিপূর্বক স্নান ও দান করিয়া অক্ষয় পুণ্য লাভ করে। ২৭

এই বচনের দ্বারা দর্শনের পর স্নানের পুণ্য জনকত্ব হেতু দর্শনেরও বৈধত্ব প্রকৃত (অধিকৃত—বাস্তব) হওয়ায় উপস্থিত বৈধদর্শনেরই নিষেধ হইয়াছে, রাগপ্রাপ্ত দর্শনের নিষেধ হয় নাই, যেহেতু উহা অপ্রকৃত বলিয়া উপস্থিত হয় নাই। যেমন দীক্ষিত ব্যক্তি দান করিবে না, এই স্থলে 'অহরহঃ দান করিবে'—এই বিধিপ্রাপ্ত দানেরই নিষেধ, কিন্তু রাগপ্রাপ্ত দানেরও নিষেধ নহে। তাহা হইলে সপ্তমচন্দ্র হইতে অন্য ব্যক্তি রাহুকে দেখিয়া স্নান করিবে, ইত্যাদি বিষয়ক বিধি। এই হইলে বৈধদর্শনের নিষেধেও নিন্দা ও প্রায়শ্চিত্তের শ্রবণ আছে বলিয়া রাগপ্রাপ্ত দর্শনের প্রসহ্য-প্রতিষেধ। যেমন পর্বকালে ঋতুতে স্ত্রীতে উপগমন নিষিদ্ধ হইলেও রাগপ্রাপ্ত গমনের প্রসহ্য প্রতিষেধ হইয়াছে। তাহা হইলে সপ্তমচন্দ্রাদিতে রাহুর দর্শন হইলে পুণ্যই জন্মায় না। এইজন্য

কেচিৎ তু নিষিদ্ধ-কালীন-চাক্ষুষমপি নিমিত্তম্ অনিষ্ট-জনকমপি ভবত্যেব, কিন্তু গ্রহণকালে তৎ-পরতো বা প্রতীকারঃ কার্য্য ইতি বদন্তি। অনিষিদ্ধ-চন্দ্রাদাববৈধার্থ-রাহুদর্শনমপ্যনিষ্টজনকমিতি প্রসঙ্গাদ্ বিবেচিতমিত্যাস্তাং বিস্তরঃ। ২৯

ইদমত্রাবধেয়ং—পঞ্চাঙ্গাতিরিক্তেঽহোরাত্র-জপাদৌ পুরশ্চরণপদং গৌণং জপমাত্রপরম্। তত্র হোমাদিকং নাস্তি, প্রমাণাভাবাৎ। এবং পঞ্চাঙ্গ-পুরশ্চরণে কৃত এব খণ্ড-পুরশ্চরণে শান্তি-বশ্যাভিচারাদি-প্রয়োগে চাধিকারঃ ন ত্বন্যথা। অথ জপ-হোম-তর্পণাভিষেক-ব্রাহ্মণ-ভোজনানাং পঞ্চানামেব সমং প্রাধান্য-মিতি সাম্প্রদায়িকাঃ। জপোঽঙ্গী, অন্যচ্চতুষ্টয়মঙ্গমিতি কেচিৎ। ৩০

অথ পুরশ্চরণ-প্রয়োগঃ

তাবদ্ভূমেঃ পরিগ্রহং কৃত্বা পুরশ্চরণারম্ভাৎ প্রাক্ তৃতীয়-দিবসে ক্ষৌরাদিকং বিধায় বেদিকায়াশ্চতুর্দ্দিক্ষু ক্রোশং ক্রোশদ্বয়ং বা ক্ষেত্রং চতুরস্রমাহারাদি-বিহারার্থং পরিকল্প্য তত্র কূর্মচক্রানুগুণং মণ্ডপং বিধায় এক-ভক্তং কুর্য্যাৎ। ১

"দৃষ্টোঽনিষ্টপ্রদো রাহুঃ"—এই দেশবিশেষের পাঠও সুসঙ্গত হয়। সুতরাং জন্মচন্দ্রাদি ষিষিদ্ধকালীন ছাড়া অন্য কালীন রাহুর দর্শনই সেই সেই ক্রিয়াতে নিমিত্ত। স্মার্ত্ত প্রভৃতিও এইরূপই বলিয়াছেন। ২৮

কেহ কেহ এই বলেন—নিষিদ্ধকালীন চাক্ষুষ দর্শনও তৎ তৎ ক্রিয়ার নিমিত্ত, অনিষ্ট জনকও হইবেই। পরন্ত গ্রহণকালে বা তাহার পরে অনিষ্টের প্রতীকার কর্ত্তব্য। অনিষিদ্ধ চন্দ্রাদি বিষয়ে অবৈধার্থ রাহুদর্শনও অনিষ্ট জনক, ইহা প্রসঙ্গতঃ বিবেচিত হইয়াছে। আর বিস্তরের প্রয়োজন নাই। ২৯

এস্থলে ইহা অবধারণ করুন। পঞ্চাঙ্গভিন্ন অহোরাত্র জপাদিতে পুরশ্চরণপদ গৌণ জপমাত্র তাৎপর্য্যক, সেস্থলে হোমাদি নাই, যেহেতু তাহাতে প্রমাণ নাই। এই হইলে পঞ্চাঙ্গ পুরশ্চরণ করিলেই খণ্ড পুরশ্চরণে ও বশ্য, শান্তি, অভিচারাদি প্রয়োগে অধিকার হয়; অন্যথা অধিকার হয় না। জপ, হোম, তর্পণ, অভিষেক ও ব্রাহ্মণ ভোজন—এই পাঁচটিরই তুল্য প্রাধান্য, ইহা সাম্প্রদায়িকগণ বলেন। কেহ কেহ বলেন —জপ অঙ্গী (প্রধান), অন্য চারিটি অঙ্গ (অপ্রধান সহায়ক)। ৩০

অনন্তর পুরশ্চরণ প্রয়োগ কথিত হইতেছে। শাস্ত্রোক্ত পরিমাণ ভূমি অধিকার করিয়া পুরশ্চরণ আরম্ভের পূর্ব তৃতীয় দিবসে ক্ষৌরাদি করিয়া বেদীর চারিদিকে ক্রোশ পরিমাণ বা ক্রোশ-দ্বয় চতুরস্র ভূমি আহারাদির জন্য ও বিচরণের জন্য

ততঃ পরদিনে স্নানাদিকং বিধায় অশ্বত্থোডুম্বর-প্লক্ষাণামন্যতমস্য বিতস্তি-মাত্রান্ দশকীলান্ ওঁ নমঃ সুদর্শনায় অস্ত্রায় ফড়িতি মন্ত্রেণাষ্টোত্তর-শতাভিমন্ত্রিতান্ বেদিকায়াঃ পূর্বাদ্যষ্ট দিক্ষু-ইন্দ্রেশানয়োর্নিঋ'তি-বরুণয়োর্মধ্যে চ (২)—

ওঁ যে চাত্র বিঘ্নকর্ত্তারো দিবি ভুব্যন্তরীক্ষগাঃ।
বিঘ্নভূতাশ্চ যে চান্যে মম মন্ত্রস্য সিদ্ধিষু॥ ৩
ময়ৈতৎ কীলিতং ক্ষেত্রং পরিত্যজ্য বিদূরতঃ।
অপসর্পন্তু তে সর্বে নির্বিঘ্না সিদ্ধিরস্তু মে॥ ৪

ইত্যনেন নিখন্য তেষু ওঁ সুদর্শনায় অস্ত্রায় ফড়িতি মন্ত্রেণাঽস্ত্রং সংপূজ্য পূর্বাদ্যষ্ট-দিক্ষু ইন্দ্রাদীন্ ইন্দ্রেশানয়োর্মধ্যে ব্রহ্মাণং নিঋ'তি-বরুণয়োর্মধ্যেঽনন্তং ওঁ ভূর্ভুর্বঃ স্বরিন্দ্র লোকপাল ইহাগচ্ছেত্যাদি-ক্রমেণাবাহ্য পঞ্চোপচারৈঃ পূজয়েৎ। ৫

ততো মধ্যস্থানে ক্ষেত্রপালং বাস্তীশঞ্চ সংপূজ্য সর্ববিঘ্ন-বিনাশার্থং গণেশং পূজয়েৎ। যথা—ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ মৎকর্ত্তব্যামুক-দেবতামুক-মন্ত্রপুরশ্চরণ-কর্মণি অশেষ-বিঘ্নবিনাশার্থং গণেশপূজনমহং করিষ্যে

পরিকল্পিত করিয়া সেইখানে কূর্মচক্রের অনুকূল মণ্ডপ নির্মাণ করিয়া একবার আহার করিবেন। ১

তাহার পরদিনে স্নানাদি করিয়া অশ্বত্থ, যজ্ঞোডুম্বর, ও প্লক্ষ (পাকুড়) উহাদের যে কোন একটির বিতস্তি পরিমাণ দশটি কীলককে ওঁ সুদর্শনায় অস্ত্রায় ফট্ এই মন্ত্রে অষ্টোত্তর শত (১০৮) বার অভিমন্ত্রিত করিয়া বেদীর পূর্বাদি আটটি দিকে এবং ইন্দ্র (পূর্ব) ও ঈশান এবং নিঋ'তি ও বরুণের মধ্যে ওঁ যে চাত্র বিঘ্ন-কর্ত্তারো ইত্যাদি মূলোক্ত মন্ত্রের দ্বারা খনন (গর্ত্ত) করিয়া সেই গর্ত্ত সমূহে ওঁ সুদর্শনায় ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা অস্ত্রকে পূজা করিয়া, পূর্বাদি আটটি দিকে ইন্দ্রাদি অষ্ট দিক্-পালকে, ইন্দ্র ও ঈশানের মধ্যে ব্রহ্মাকে এবং নিঋ'তি ও বরুণের মধ্যে অনন্তকে ওঁ ভূর্ভুর্বঃ স্বঃ ইন্দ্র লোকপাল ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ ইত্যাদি ক্রমে আবাহন করিয়া পঞ্চোপচারে পূজা করিবেন। ২-৫

তাহার পর মধ্যস্থানে ক্ষেত্রপাল ও বাস্তুপতিকে পূজা করিয়া সর্ববিঘ্ন বিনাশের জন্য গণেশকে পূজা করিবেন। প্রথমে ওঁ অদ্যেত্যাদি মূলোক্ত বাক্যে সঙ্কল্প করিয়া বেদীমধ্যে পঞ্চোপচারে গণেশকে পূজা করিবেন। তাহার পর মাষকলাই প্রভৃতির

ইতি সঙ্কল্প্য বেদিমধ্যে পঞ্চোপচারৈর্গণেশং পূজয়েৎ। ততো মাষভক্তাদিনা পূজিত-দেবতাভ্যো বলিং দদ্যাৎ। ৬

ততঃ— ওঁ যে রৌদ্রা রৌদ্র-কর্মাণো রৌদ্রস্থান-নিবাসিনঃ।
মাতরোঽপ্যুগ্ররূপাশ্চ গণাধিপতয়শ্চ যে ॥ ৭
বিঘ্নভূতাশ্চ যে চান্যে দিগ্‌বিদিক্ষু সমাশ্রিতাঃ।
সর্বে তে প্রীত-মনসঃ প্রতিগৃহ্নন্ত্বিমং বলিম্ ॥ ৮

ইত্যনেন দশদিক্ষু ভূতেভ্যো বলিং দদ্যাৎ। ততঃ—ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুক-দেবশর্মা জ্ঞাতাজ্ঞাত-যাবৎ-পাপক্ষয়-কামোঽষ্টোত্তর-সহস্রামুকদেবতাগায়ত্রী-জপমহং করিষ্যে ইতি সঙ্কল্প্য তত্তদ্-গায়ত্রীং তাবজ্জপ্ত্বা উপবাসং হবিষ্যং বা কুর্য্যাৎ। ততঃ পরদিনে উষসি স্নানাদি বিধায় স্বস্তি বাচ্য অদ্যামুকমাস্য-মুক-রাশিস্থে ভাস্করেঽমুকপক্ষেঽমুকতিথাবারভ্য অমুকগোত্রঃ অমুকঃ ইষ্টমন্ত্র-মুচ্চার্য ইত্যস্যামূকদেবতা-মন্ত্রস্য সিদ্ধিকামস্তল্লক্ষজপ-তৎকরণকাযুত-হোম-সহস্রতর্পণ-শতাভিষেক-ভোজন-জন্য-দশব্রাহ্মণ-তৃপ্ত্যুৎপাদনরূপ-পঞ্চাঙ্গ-পুরশ্চরণমহং করিষ্যে ইতি সংকল্পং বিধায় জপং কুর্য্যাৎ[১]। ততো জপ-পূর্ত্তৌ জপ-দশাংশেন হোমস্ততো হোম-দশাংশেন তর্পণং ততস্তর্পণ-দশাংশে-

---

দ্বারা পূজিত দেবতাগণকে বলি দিবেন। তাহার পর—ওঁ যে রৌদ্রা ইত্যাদি মূলোক্ত মন্ত্রের দ্বারা দশদিকে ভূতগণকে বলি দিবেন।

তাহার পর ওঁ অদ্যেত্যাদি মূলোক্ত বাক্যে গায়ত্রী জপের সঙ্কল্প করিয়া মন্ত্র দেবতার গায়ত্রী সহস্র পরিমাণ জপ করিয়া উপবাস বা হবিষ্য করিবেন। তাহার পরদিন উষাকালে স্নানাদি করিয়া স্বস্তিবাচন করিয়া ওঁ অদ্যেত্যাদি মূলোক্ত বাক্যে পুরশ্চরণ সঙ্কল্প করিয়া জপ করিবেন। ৬-৮

তাহার পর জপের সংখ্যার পূরণ হইলে জপের দশাংশ পরিমাণে হোম, তাহার পর হোমের দশাংশ পরিমাণে তর্পণ, তাহার পর তর্পণের দশাংশ পরিমাণে অভিষেক।

১। খ—দেবশর্মা অমুকদেবতায়া অমুকমন্ত্র-সিদ্ধি-প্রতিবন্ধকাশেষ-দুরিতক্ষয়-পূর্বকামুকমন্ত্রসিদ্ধি-কামো যাবতা কালেন সেৎস্যতি তাবৎকাল-পর্যন্তমমুকমন্ত্রস্যৈরৎ সংখ্যজপ-তদ্দশাংশ-হোম-তদ্দশাংশ-তর্পণ-তদ্দশাংশাভিষেক-তদ্দশাংশ-ব্রাহ্মণ-ভোজনরূপ-পুরশ্চরণমহং করিষ্যে ইতি সঙ্কল্পয়েৎ। হোম-করণাদ্যশক্তৌ তু ইয়ৎসংখ্য-জপ-তদ্দশাংশ হোম দ্বিগুণজপ-হোমদশাংশ-তর্পণ-তদ্দশাংশাভিষেকেত্যা-দিকমভিলপেৎ। ততঃ সামান্যপূজাং বিধায় জপং কুর্য্যাৎ। ততো জপ-পূর্ত্তৌ দশাংশেন হোম-স্ততস্তর্পণম্। তর্পণবাক্যন্তু স্নান-প্রকরণে বোধ্যম্। ততোঽভিষেকঃ। যথা—মূলমুচ্চার্য্য নমো অমুক-দেবতামহমভিষিঞ্চামীতি। শক্তিবিষয়ে তু শেষে নমঃ পদম্। ততোঽভিষেকদশাংশশেত্যাদি পাঠঃ।

নাভিষেকঃ। ততোঽভিষেক-দশাংশ-সংখ্য-ব্রাহ্মণান্ মিষ্টান্নৈর্ভোজয়েৎ। অথবা প্রত্যহমেব জপানুসারাদ্ধোমাদিকং কর্ত্তব্যম্। ততো ব্রাহ্মণ-ভোজনান্তে দেবতায়া মহতীং পূজাং কৃত্বা গুরুং সংপূজ্য তস্মৈ দক্ষিণাং দদ্যাৎ। যথা—ওঁ অদ্যেত্যাদি কৃতৈতদমুকদেবতামুকমন্ত্র-পুরশ্চরণ-কর্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণা-মিদং কাঞ্চনং বহ্নিদৈবতং অমুকদেবশর্মণে গুরবেঽহং সম্প্রদদে ইতি। ততোঽচ্ছিদ্রাবধারণম্। ৯

অথ গ্রহণপুরশ্চরণ-বিধিঃ

যথা—ওঁ অদ্যেত্যাদি রাহুগ্রস্তে নিশাকরে দিবাকরে বা অমুকগোত্রঃ শ্রী অমুকদেবশর্মা[১] ইত্যন্তমুচ্চার্য্য ইষ্টমন্ত্রমুচ্চার্য্য ইত্যস্যামুকদেবতামন্ত্রস্য সিদ্ধিকামো গ্রাসাদ্ বিমুক্তি-পর্য্যন্তং জপরূপ-পুরশ্চরণমহং করিষ্যে ইতি সঙ্কল্প্য তাবৎকালং[২] জপেৎ। অত্র ন্যাসাদ্যপেক্ষা নাস্তি, ব্যবধায়কত্বাৎ। ততো মুক্ত্যবধারণে—

ওঁ উত্তিষ্ঠ গম্যতাং রাহো! ত্যজ্যতাং সূর্য্যসঙ্গমঃ।
কর্মচাণ্ডাল-যোগোত্থং কুরু পাপক্ষয়ং মম॥

ইত্যুচ্চার্য্য স্নায়াৎ। সূর্য্যেত্যত্র ক্বচিচ্চন্দ্রঃ। ততো[৩] আচারাদর্ঘ্যমপি চন্দ্রায় সূর্য্যায় বা দদ্যাৎ। ১০

তাহার পর অভিষেকের দশাংশ সংখ্যায় ব্রাহ্মণগণকে মিষ্টান্নসমূহের দ্বারা ভোজন করাইবেন। অথবা প্রত্যহই জপ সংখ্যানুসারে হোম প্রভৃতি কর্ত্তব্য। তাহার পর ব্রাহ্মণ ভোজনের অন্তে দেবতার মহতী পূজা করিয়া গুরুকে পূজা করিয়া সেই গুরুকে ওঁ অদ্যেত্যাদি মূলোক্ত বাক্যে কাঞ্চন দক্ষিণা উৎসর্গ করিয়া দিবেন। তাহার পর অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবেন। ৯

অনন্তর গ্রহণ পুরশ্চরণের বিধি কথিত হইতেছে। ওঁ অদ্যেত্যাদি মূলোক্ত সঙ্কল্প বাক্যে গ্রহণ পুরশ্চরণের সঙ্কল্প করিয়া রাহুর গ্রাস হইতে মুক্তি পর্য্যন্ত সমস্ত সময়ই ইষ্ট মন্ত্র জপ করিবেন। এস্থলে ন্যাস কাল সঙ্কল্পিত গ্রাস হইতে জপের ব্যবধান করে বলিয়া অর্থাৎ অবিচ্ছেদে জপের ব্যাঘাত হয় বলিয়া ন্যাসাদির অপেক্ষা নাই। তাহার পর মুক্তি নিশ্চয় করিয়া ওঁ উত্তিষ্ঠ ইত্যাদি মূলোক্ত মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া স্নান করিবেন। স্নান মন্ত্রে সূর্য্য গ্রহণ স্থলে সূর্য্য-সঙ্গমঃ, কোন স্থলে চন্দ্র গ্রহণ স্থলে সূর্য্য

১। খ—দেবশর্মা অমুকদেবতায়া অমুকমন্ত্রস্য সিদ্ধিকাম ইত্যেবং পাঠঃ। ২। খ—তাবদিতি নাস্তি। ৩। খ—তত ইত্যাদি দদ্যাদিত্যন্তঃ পাঠো নাস্তি।

ততস্তদ্দিনে তৎপর-দিনে বা স্নানাদিকং বিধায় ওঁ অদ্যেত্যাদি কৃতৈতদ্-গ্রহণকালীনেয়ৎসংখ্য-জপ-দশাংশহোমং দশাংশ-হোম-দ্বিগুণ-জপং বাহং করিষ্যে ইতি সংকল্প্য তথা কুর্য্যাৎ। ততঃ ওঁ অদ্যেত্যাদি হোমদশাংশ-তর্পণমহং করিষ্যে ইতি তথা কৃত্বা পুনরদ্যেত্যাদি তর্পণ-দশাংশাভিষেকমহং করিষ্যে ইতি তথা কৃত্বা পুনরদ্যেত্যাদি অভিষেক-দশাংশ-ব্রাহ্মণভোজনমহং কারয়িষ্যে ইতি সংকল্প্য তথা কুর্য্যাৎ। দক্ষিণাদিকঞ্চ পূর্ব্ববৎ। ১১

অথ রহস্য-পুরশ্চরণম্।

যথা কালীতন্ত্রে—অথবান্য প্রকারেণ পুরশ্চরণমিষ্যতে।

কুজে বা শনিবারে বা নরমুণ্ডং সমাহৃতম্ ॥ ১২
পঞ্চগব্যেন মিলিতং চন্দনাদ্যৈর্বিশেষতঃ।
নিক্ষিপ্য ভূমৌ হস্তার্দ্ধ-মানতঃ কাননে বনে ॥ ১৩

পদের স্থানে চন্দ্র পদ দিতে হইবে। তাহার পর আচারবশতঃ সূর্য্য গ্রহণে সূর্য্যকে এবং চন্দ্র গ্রহণে চন্দ্রকে অর্ঘ্য দিবেন। ১০

তাহার পর সেই দিনে বা তাহার পর দিনে স্নানাদি করিয়া ওঁ অদ্যেত্যাদি সঙ্কল্প বাক্য উচ্চারণ পূর্বক সঙ্কল্প করিয়া সঙ্কল্পের অনুরূপ অর্থাৎ গ্রহণ কালীন জপ সংখ্যার দশাংশ হোম অথবা হোমে অসমর্থ হইলে হোমের দ্বিগুণ জপ করিবেন। তাহার পর মূলোক্ত সঙ্কল্প বাক্য উচ্চারণ করিয়া তর্পণের সঙ্কল্প করিয়া সেইরূপ অর্থাৎ হোমের দশাংশ সংখ্যক তর্পণ করিয়া, পুনরায় মূলোক্ত প্রকারে সঙ্কল্প বাক্য উচ্চারণ করিয়া অভিষেকের সঙ্কল্প করিয়া সেইরূপ অভিষেক করিয়া, পুনরায় মূলোক্ত প্রকারে সঙ্কল্প বাক্য উচ্চারণ পূর্বক ব্রাহ্মণ ভোজনের সঙ্কল্প করিয়া সেইরূপ অর্থাৎ অভিষেকের দশাংশ সংখ্যায় পূর্ববৎ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবেন। পূর্ববৎ দক্ষিণাদি দিবেন। ১১

অনন্তর রহস্য পুরশ্চরণ কথিত হইতেছে। যেমন কালীতন্ত্রে বলিয়াছেন—অথবা অন্য প্রকারে পুরশ্চরণ অভিপ্রেত হইয়া থাকে। মঙ্গলবার অথবা শনিবারে সংগৃহীত নরমুণ্ডকে পঞ্চগব্যের সহিত বিশেষতঃ চন্দনাদির সহিত মিলিত করিয়া কাননে অথবা

১। তত্র কৃতপূর্বহবিষ্যান্নঃ পরদিনে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে স্নানাদিকং কৃত্বা স্বস্তিবাচনপূর্বকং সংকল্পং কুর্য্যাদ্ যথা—অদ্যামুকে মাস্যমুকপক্ষে অমুকতিথৌ রবেরুদয়মারভ্য রবেরস্তপর্য্যন্তং অমুকগোত্রঃ শ্রী অমুকদেবশর্ম্মা অমুকমন্ত্রসিদ্ধিকামো অমুকদেবতায়া অমুকমন্ত্রস্য জপরূপপুরশ্চরণমহং করিষ্যে ইতি সঙ্কল্প্য তাবজ্জপং কৃত্বা দক্ষিণাং দদ্যাৎ। অন্যত্র তু রবেরুদয়মারভ্য রবেরুদয়পর্য্যান্তমিতি বিশেষঃ। অত্র যদ্যপি জপমাত্রেণৈব পুরশ্চরণং ন ব্রাহ্মণভোজনমপি পুরশ্চরণাঙ্গং যানি চাঙ্গানীতি বচনাৎ সামান্যতঃ প্রাপ্ত-ব্রাহ্মণ-ভোজনমপি কারয়িতব্যমিতি।

তত্র তদ্দিবসে রাত্রৌ সহস্রং যদি মানতঃ।
একাকী প্রজপেন্ মন্ত্রী স ভবেৎ কল্প-পাদপঃ॥ ১৪
অথবান্য-প্রকারেণ পুরশ্চরণমিষ্যতে।
শবমানীয় তদ্-বারে তেনৈব পরিখন্য চ॥ ১৫
তদ্দিনাৎ তদ্দিনং যাবৎ তাবদষ্টোত্তরং শতম্।
স ভবেৎ সর্বসিদ্ধীশো নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥ ১৬

তেনৈব হস্তার্দ্ধমানেনৈব।

অথবান্য-প্রকারেণ পুরশ্চরণমিষ্যতে।
অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দশ্যাং পক্ষয়োরুভয়োরপি॥ ১৭
সূর্য্যোদয়ং সমারভ্য যাবৎ সূর্য্যোদয়ান্তরম্।
তাবজ্জপ্ত্বা নিরাতঙ্কঃ সর্বসিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ॥ ১৮
অথবাঽন্য-প্রকারেণ পুরশ্চরণমিষ্যতে।
শরৎকালে চতুর্থ্যাদি-নবম্যন্তং বিশেষতঃ॥ ১৯
ভক্তিতঃ পূজয়িত্বা তু রাত্রৌ তাবৎ সহস্রকম্।
জপেদেকাকী বিজনে কেবলং তিমিরালয়ে॥ ২০
অষ্ট[illegible]্যাদি-নবম্যন্তমুপবাস-পরো ভবেৎ।
স ভবেৎ সর্বসিদ্ধীশো নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥ ২১

বন ভূমিতে হস্তার্দ্ধ পরিমাণ গর্ত্ত করিয়া তাহাতে পুতিয়া মন্ত্রজ্ঞ মানব যদি একাকী সেইখানে সেই দিবসে রাত্রিতে সহস্র সংখ্যক মন্ত্র জপ করিতে পারে, সে কল্পবৃক্ষ তুল্য হইবে। ১২-১৪

অথবা অন্য প্রকারে পুরশ্চরণ ইচ্ছা করি। যিনি সেই শনি বা মঙ্গলবারে শব মুণ্ড আনিয়া সেইভাবে পুতিয়া সেদিন হইতে সেই দিন যাবৎ তাবৎকাল অষ্টোত্তর শত (১০৮) বার মন্ত্র জপ করিবেন, তিনি সর্বসিদ্ধির অধিপতি হইবেন। এস্থলে সংশয় নাই। ১৫-১৬ তৈনেব কথার অর্থ—হস্তার্দ্ধ পরিমাণেই।

অথবা অন্য প্রকারে পুরশ্চরণ ইচ্ছা করি। শুক্ল ও কৃষ্ণ উভয় পক্ষেই অষ্টমী ও চতুর্দশীতে সূর্য্যোদয় হইতে অন্য সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত নিরাতঙ্ক হইয়া তাবৎ পরিমাণ জপ করিয়া সমস্ত সিদ্ধির অধিপতি হইতে পারেন। ১৭-১৮

অথবা অন্য প্রকারে পুরশ্চরণ ইচ্ছা করি। যিনি শরৎকালে চতুর্থী হইতে নবমী পর্য্যন্ত ভক্তিপূর্বক বিশেষভাবে দেবীর পূজা করিয়া একাকী রাত্রিতে নির্জন অন্ধকার

তাবৎ সহস্রকমিতি ষড়্দিবস-সাধ্যত্বাৎ ষড়্সহস্রমিতি তান্ত্রিকাঃ[১]। তৎ-তৎ-সংখ্যয়া চ প্রত্যহং রাত্রৌ জপেদিত্যর্থঃ। মুণ্ডমালাতন্ত্রে (২২)—

কৃষ্ণাষ্টমীং সমারভ্য যাবৎ কৃষ্ণাষ্টমী ভবেৎ।
সহস্র-সংখ্য-জপ্তেন পুরশ্চরণমিষ্যতে ॥ ২৩
কৃষ্ণাং চতুর্দ্দশীং প্রাপ্য নবম্যন্তং মহোৎসবে।
অষ্টমী-নবমী রাত্রৌ পূজাং কুর্য্যাদ্ বিশেষতঃ ॥ ২৪
দশম্যাং পারণং কুর্য্যাৎ মৎস্য-মাংসাদিভির্যুতম্।
ষট্সহস্রং জপেন্ নিত্যং ভক্তিভাব-পরায়ণঃ ॥ ২৫
চতুর্দ্দশীং সমারভ্য যাবদন্যা চতুর্দ্দশী।
তাবজ্জপ্তে মহেশানি! পুরশ্চরণমিষ্যতে।
কেবলং জপমাত্রেণ মন্ত্রাঃ সিদ্ধা ভবন্তি হি ॥ ২৬
সূর্য্যোদয়ং সমারভ্য যাবৎ সূর্য্যোঽস্তগো ভবেৎ।
তাবজ্জপ্তে মহেশানি! পুরশ্চরণমিষ্যতে ॥ ২৭

গৃহে তাবৎ সহস্র জপ করিবেন। অষ্টমী হইতে নবমী পর্য্যন্ত উপবাপ পরায়ণ হইবেন। তিনি সমস্ত সিদ্ধির অধিপতি হইবেন। ইহাতে কোন বিচার করিবে না। ১৯-২১

তাবৎ সহস্রকম্ অর্থ—জপটি ছয় দিন সাধ্য বলিয়া ছয় সহস্র। ইহা তান্ত্রিকগণ বলেন। সেই সহস্র সংখ্যায় প্রত্যহ রাত্রিতে জপ করিবেন—এই অর্থ। মুণ্ডমালা-তন্ত্রে বলিয়াছেন (২২)—

কৃষ্ণাষ্টমী হইতে আরম্ভ করিয়া অপর একটি কৃষ্ণাষ্টমী যে সময়ে হইবে। সেই পর্য্যন্ত সহস্র সংখ্যায় জপের দ্বারা পুরশ্চরণ অভিপ্রেত হইয়া থাকে। ২৩

কৃষ্ণ চতুর্দশী প্রাপ্ত হইয়া (হইতে) নবমী পর্য্যন্ত মহোৎসবে অষ্টমী ও নবমীর রাত্রিতে বিশেষভাবে পূজা করিবে। ২৪

দশমীতে মৎস্য, মাংসাদির সহিত পারণ করিবে। ভক্তি ও ভাব-পারয়ণ হইয়া প্রত্যহ ছয় হাজার জপ করিবে। ২৫

হে মহেশানি। চতুর্দশী হইতে আরম্ভ করিয়া অন্য চতুর্দশী পর্য্যন্ত সেই পরিমাণ জপে পুরশ্চরণ অভিপ্রেত হইয়া থাকে। কেবল জপমাত্রের দ্বারা মন্ত্রসিদ্ধ হইয়া থাকে। ২৬

সূর্য্যোদয় হইতে আরম্ভ করিয়া যাবৎ (যখন) সূর্য্য অস্তগত হন, হে মহেশানি। তাবৎ পর্য্যন্ত জপেও পুরশ্চরণ অভিপ্রেত হইয়া থাকে। ২৭

১। খ—তান্ত্রিকাঃ। তৎসংখ্যা চ প্রত্যহমিত্যাদি।

অথ বীরসাধনম্

তত্রোক্তং বীরতন্ত্রে—অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দ্দশ্যাং পক্ষয়োরুভয়োরপি।
কৃষ্ণপক্ষে বিশেষেণ সাধয়েদ্ বীরসাধনম্ ॥ ১
তৎসার্দ্ধপ্রহরে যামে গতে চ সুরসুন্দরি!।
শবং বাপি চিতাং বাপি নীত্বা গত্বা যথাসুখম্।
সাধয়েৎ স্ব-হিতং[১] মন্ত্রী মন্ত্রধ্যান-পরায়ণঃ ॥ ২
ভয়ং নৈব তু কর্ত্তব্যং হাস্যং তত্র বিবর্জয়েৎ।
চতুর্দিশং নিরীক্ষেত মন্ত্রমেব সমভ্যসেৎ[২] ॥ ৩
অথ তত্র পূজাদ্রব্যম্—সামিষান্নং গুড়ং ছাগং মধু পায়স-পিষ্টকম্।
নানাফলঞ্চ নৈবেদ্যং স্বস্বকল্পোক্ত-সাধিতম্ ॥ ৪
চিতাস্থানং সমানীয় সুহৃদ্ভিঃ শস্ত্রপাণিভিঃ।
সমান-গুণ-সম্পন্নৈঃ সাধয়েদ্ বীতভীঃ স্বয়ম্ ॥ ৫
যোগিনীহৃদয়ে—বল্যর্থং সামিষান্নঞ্চ গুড়ং ছাগং তথা মধু।
পিষ্টকং পরমান্নঞ্চ পয়ো-মূলং ফলং তথা ॥ ৬

অনন্তর বীরসাধন কথিত হইতেছে। বীরতন্ত্রে তাহা উক্ত হইয়াছে যে—

শুক্ল ও কৃষ্ণ উভয় পক্ষেরই চতুর্দশী বা অষ্টমীতে বিশেষতঃ কৃষ্ণ পক্ষে বীরসাধন সাধনা করিবে। ১

হে সুরসুন্দরি! সেই চতুর্দশী বা অষ্টমী রাত্রির সার্দ্ধ এক প্রহর গত হইলে মন্ত্রধ্যান পরায়ণ মন্ত্রজ্ঞ সাধক শব বা চিতাকে লইয়া যথাসুখে গমন করিয়া নিজের হিত সাধন করিবে। ২

সেখানে ভয় করিবে না, হাস্য বর্জন করিবে, চতুর্দিক্ নিরীক্ষণ করিবে এবং মন্ত্রকে অভ্যাস (পুনঃ পুনঃ) জপ করিবে। ৩

অনন্তর সেই বীরসাধনে পূজা দ্রব্য কথিত হইতেছে। সেই বীরতন্ত্রে বলিয়াছেন—সমানগুণ সম্পন্ন শস্ত্রপাণি সুহৃদ্গণ কর্ত্তৃক সেই সেই কল্পোক্ত প্রকারে সাধিত (নিষ্পাদিত) সামিষ অন্ন, গুড়, ছাগ, মধু, পায়স, পিষ্টক, নানাবিধ ফল ও নৈবেদ্য চিতা স্থানে আনিয়া স্বয়ং ভয়শূন্য হইয়া হইয়া সাধনা করিবেন। ৪-৫

যোগিনী হৃদয়ে বলিয়াছেন—বলির জন্য সামিষ অন্ন, গুড়, ছাগ, সেইরূপ মধু,

---

১। খ—সাধয়েৎ সহিতম্। ২। খ—মন্ত্রমেব সমভ্যসেৎ।

সপ্তপাত্রং বলিং কৃত্বা চতুষ্পাত্রং চতুর্দ্দিশি।
পাত্রত্রয়ং সদা মধ্যে স্থাপয়েন্ মনুনাঽমুনা॥ ৭
গুরুং বা ভ্রাতরঞ্চৈব ব্রাহ্মণান্ বাপি সুব্রতান্।
অন্যানপি চ রক্ষার্থং কিঞ্চিদ্ দূরে নিবেশয়েৎ॥ ৮

চিতালক্ষণম্

যথা— অসংস্কৃতা চিতা গ্রাহ্যা নতু সংস্কার-সংস্কৃতা।
চাণ্ডালাদিষু সংপ্রাপ্তা কেবলং শীঘ্র-সিদ্ধিদা॥ ৯

অথাধিকারি-লক্ষণম্

মহাবলো মহাবুদ্ধির্মহাসাহসিকঃ শুচিঃ।
মহাস্বচ্ছো দয়াবাংশ্চ সর্বভূত-হিতে রতঃ॥ ১০

তত্র প্রথমং সামান্যার্ঘ্যং বিধায় স্বস্তি বাচ্য সংকল্পং কুর্য্যাৎ। ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা অমুকমন্ত্র-সিদ্ধিকামঃ শ্মশান-সাধনমহং করিষ্যে ইতি। তন্ত্রান্তরে (১১)—

বস্ত্রালঙ্কার-ভূষাদ্যৈর্ভূষিতঃ পূর্বসংমুখঃ।
অস্ত্রান্ত-মূলমন্ত্রেণ প্রোক্ষয়েদ্ যাগ-ভূতলম্॥ ১২

পিষ্টক, পরমান্ন, দুগ্ধ, মূল ও ফল আনিয়া সাতটি পাত্রে বলি সজ্জিত করিয়া চারিদিকে চারিটি পাত্র এবং মধ্যে সর্বদা তিনটি পাত্র এই মন্ত্রে স্থাপন করিবেন। ৬-৭

গুরুকে, ভ্রাতাকে, নিয়ম-পরায়ণ ব্রাহ্মণগণ ও অন্য ব্যক্তিগণকে রক্ষার জন্য কিছু দূরে বসাইবেন। ৮

চিতার লক্ষণ কথিত হইতেছে। যেমন তন্ত্রে বলিয়াছেন—অসংস্কৃত চিতাকে গ্রহণ করিবে। সংস্কারের দ্বারা সংস্কৃত চিতাকে গ্রহণ করিবে না। চণ্ডালাদির মধ্যে পাইলে কেবল তাহা শীঘ্র সিদ্ধিপ্রদা হইয়া থাকে। ৯

অনন্তর এই সাধনায় অধিকারীর লক্ষণ কথিত হইতেছে। যিনি মহাবল, মহাসাহসিক, শুচি, মহাস্বচ্ছ (নির্মল), দয়াবান্ ও সর্বভূতের-হিতে রত; (তিনি ইহার অধিকারী)। ১০

এই সাধনায় প্রথমে সামান্যার্ঘ্য করিয়া স্বস্তিবাচন করিয়া সঙ্কল্প করিবেন। ওঁ অদ্যেত্যাদি মূলোক্ত বাক্যে শ্মশান সাধনার সঙ্কল্প করিবেন। তন্ত্রান্তরে বলিয়াছেন—

বস্ত্র, অলঙ্কার ও ভূষণের দ্বারা ভূষিত হইয়া পূর্ব-মুখ হইয়া অস্ত্রান্ত মূলমন্ত্রের দ্বারা যাগভূমিকে প্রোক্ষণ করিবেন। ১২

অস্ত্রান্তমূলমন্ত্রেণেতি[১]। ফট্‌কারান্তেন মূলমন্ত্রেণেত্যর্থঃ। ততো গণেশং বটুকং যোগিনীং মাতৃকাং সংপূজ্য অস্ত্রমন্ত্রেণাত্মানং সংরক্ষ্য—

ওঁ যে চাত্র সংস্থিতা দেবা রাক্ষসাশ্চ ভয়ানকাঃ।
পিশাচাঃ সিদ্ধয়ো যক্ষা গন্ধর্বাপ্সরসাং গণাঃ॥ ১৩
যোগিন্যো মাতরো ভূতাঃ সর্বাশ্চ খেচর-স্ত্রিয়ঃ।
সিদ্ধিদাস্তা ভবন্তত্র তথা চ মম রক্ষকাঃ॥ ১৪

ইতি বীরতন্ত্রোক্ত-মন্ত্রেণ প্রণতি-পূর্বকং পুষ্পাঞ্জলি-ত্রয়ং ক্ষিপেৎ। ততঃ পূর্বাদি-দিক্‌চতুষ্টয়ে শ্মশানাধিপতিং ভৈরবং কালভৈরবং মহাকালভৈরবঞ্চাবাহ্য সংপূজ্য বলিং দদ্যাৎ। দক্ষিণ-দিগ্‌-বলৌ প্রণব-মায়াদ্যো মন্ত্রঃ। অন্যেষু ত্রিষু প্রণব-কূর্চাদ্যঃ। যথা—পূর্বে শ্মশানাধিপতিং পঞ্চোপচারৈঃ সংপূজ্য ওঁ হূং শ্মশানাধিপ ইমং সামিষান্নং বলিং গৃহ্ণ গৃহ্ণ গৃহ্ণাপয় গৃহ্ণাপয় বিঘ্ননিবারণং কুরু সিদ্ধিং মম প্রযচ্ছ স্বাহেতি বলিং দদ্যাৎ। দক্ষিণে ভৈরবং পূর্ববৎ সংপূজ্য ওঁ হ্রীঁ ভৈরব ভয়ানক! ইমমিত্যাদি। পশ্চিমে কালভৈরবং সংপূজ্য ওঁ হূঁ কালভৈরব! শ্মশানাধিপ ইমমিত্যাদি। উত্তরে পূর্ববন্মহাকাল-ভৈরবং সংপূজ্য ওঁ হূঁ মহাকালভৈরব! শ্মশানাধিপ! ইমমিত্যাদি। ১৫

ফট্‌কারান্ত মূল মন্ত্রের দ্বারা প্রোক্ষণ কর্তব্য। তাহার পর গণেশ, বটুক, যোগিনী ও মাতৃকাকে পূজা করিয়া অস্ত্র মন্ত্রের দ্বারা আত্মাকে রক্ষা করিয়া ওঁ যে চাত্র ইত্যাদি মূলোক্ত মন্ত্রে প্রণাম পূর্বক পুষ্পাঞ্জলি-ত্রয় দিবেন। মন্ত্রার্থ—

যে দেবতাগণ, ভয়ানক রাক্ষসগণ, পিশাচগণ, সিদ্ধগণ, যক্ষগণ, গন্ধর্বগণ, অপ্সরাগণ যোগিনীগণ, মাতৃগণ, ভূতগণ, সমস্ত খেচর স্ত্রীগণ এই শ্মশানে সংস্থিত আছেন, তাঁহারা এইখানে সিদ্ধিপ্রদ ও আমার রক্ষক হউন। ১৩-১৪

তাহার পর পূর্বাদি চারিটি দিকে যথাক্রমে শ্মশানাধিপতি, ভৈরব, কালভৈরব ও মহাকাল ভৈরবকে আবাহন ও পূজা করিয়া বলি দিবেন। দক্ষিণদিকের বলির মন্ত্রটী প্রণব মায়াদি (ওঁ হ্রীং) হইবে অর্থাৎ মন্ত্রের আদিতে ওঁ হ্রীং হইবে। অন্য তিন দিকে বলি মন্ত্রটি প্রণব কূর্চাদ্য (ওঁ হূং) অর্থাৎ মন্ত্রের আদিতে ওঁ হূং হইবে। যেমন পূর্বে—শ্মশানাধিপতিকে পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া ওঁ হূং শ্মশানাধিপ ইত্যাদি মূলোক্ত মন্ত্রে বলি দিবেন। দক্ষিণে পূর্ববৎ ভৈরবকে পূজা করিয়া ওঁ হ্রীং ভৈরব ভয়ানক ইমং ইত্যাদি মন্ত্রে বলি দিবেন। পশ্চিমে কাল ভৈরবকে পূজা করিয়া

১। ক+খ—অস্ত্রান্তমূ-লমন্ত্রেণেতি পাঠো নাস্তি।

চিতামধ্যে ততো দদ্যাদ্ বলিত্রয়মনুত্তমম্ ।
কালরাত্রি ! মহাকালি ! কালিকে ! ঘোর-নিস্বনে ! ।
গৃহাণেমং বলির্মাতর্দেহি সিদ্ধিমনুত্তমাম্ ॥ ১৬
কালিকায়ৈ বলিং দত্ত্বা ভূতনাথায় দাপয়েৎ ।
শব্দান্তে ভূতনাথান্তে শ্মশানাধিপ ! ইত্যপি ।
প্রণবাদ্যেন মনুনা দাপয়েদ্ বলিমুত্তমম্ ॥ ১৭
শব্দান্তে সর্বগণনাথায়ান্তে চাধিপায় চ ।
শ্মশান-মস্তকে[১] দত্ত্বা পূর্ববচ্চ[২] সমুদ্ধরেৎ ॥ ১৮
তারাদ্যেন বলিং দত্ত্বা পঞ্চগব্যেন সুন্দরি ! ।
অদ্ভিঃ সংপ্রোক্ষণং কৃত্বা পীতবস্ত্রং ন্যসেৎ ততঃ ॥ ১৯
ভূর্জে বা বটপত্রে বা তত্র পীঠমনুং ন্যসেৎ ।

ওঁ হুং ইত্যাদি মন্ত্রে বলি দিবেন। উত্তরে পূর্ববৎ মহাকাল ভৈরবকে পূজা করিয়া ওঁ হুং ইত্যাদি মন্ত্রে বলি দিবেন। ১৫

তাহার পর ওঁ কালরাত্রি ইত্যাদি মূলোক্তমন্ত্রে চিতা মধ্যে অনুত্তম (সর্ব শ্রেষ্ঠ) তিনটি বলি দিবেন। ১৬

মন্ত্রার্থ—হে কালরাত্রি। হে মহাকালি। হে কালিকে। হে ঘোরনিস্বনে। এই বলি গ্রহণ করুন। হে মাতঃ। অনুত্তমা সিদ্ধি দান করুন।

কালিকাকে বলি দিয়া ভূতনাথকে বলি দিবেন। বলিমন্ত্র—প্রণবাদি অর্থাৎ আদিতে প্রণব (ওঁ), পরে হুং শব্দের অন্তে ভূতনাথ, তাহার অন্তে শ্মশানাধিপ এবং এইটি অর্থাৎ ইমং বলিং ইত্যাদিও দিবে। তাহাতে মন্ত্রটি ওঁ হুং ভূতনাথ শ্মশানাধিপ ইমং সামিষান্নং বলিং ইত্যাদি। প্রণবাদি এই মন্ত্রের দ্বারা ভূতনাথকে উত্তম বলি দিবেন। ১৭

আদিতে প্রণব, পরে হুং শব্দের অন্তে সর্বগণনাথায়, তাহার অন্তে শ্মশান শব্দের মস্তকে অর্থাৎ পরে অধিপায় পূর্ববৎ ইমং বলিং ইত্যাদি দিয়া মন্ত্র উদ্ধার করিবেন। তাহাতে মন্ত্রটী হইবে—ওঁ হুং সর্বগণ-নাথায় শ্মশানাধিপায় ইমং বলিং ইত্যাদি। হে সুন্দরি। প্রণবাদি এই মন্ত্রের দ্বারা বলি দিয়া পঞ্চগব্য ও জল দ্বারা প্রোক্ষণ করিয়া তাহার পর পীতবস্ত্র স্থাপন করিবেন অর্থাৎ পাতিয়া দিবেন। ১৮-১৯

ভূর্জপত্রে অথবা বটপত্রে সেইখানে পীঠমন্ত্র লিখিবেন। তাহার উপর পীঠ

১। শ্মশানশব্দস্য পশ্চাদধিপায়েতি দেয়ম্। ২। পূর্ববদিতি ইমং বলিমিত্যাদি।

পীঠমাস্তীর্য্য তস্মিন্ বৈ বদ্ধ-বীরাসনস্ততঃ।
বীরার্দনেন দেবেশি! রক্ষাং দিক্ষু প্রকল্পয়েৎ ॥ ২০

অস্যার্থঃ—ভূর্জ-পত্রাদৌ তত্তৎ-কল্পোক্ত-পীঠমন্ত্রং লিখিত্বা তত্র ব্যাঘ্র-চর্মাদি-পীঠমাস্তীর্য্য তত্র বীরাসন-ক্রমেণোপবিশ্য বীরার্দনমন্ত্রেণ চতুর্দিক্ষু রক্ষাং কুর্য্যাৎ। বীরার্দনমন্ত্রস্তু—হূঁ হূঁ হ্রীঁ হ্রীঁ কালিকে! ঘোরদংষ্ট্রে! প্রচণ্ডে[১]! চণ্ডনায়িকে! দানবান্ দারয় দারয়[২] হন হন শবশরীরে মহাবিঘ্নং ছেদয় ছেদয় স্বাহা হূঁ ফট্। ২১

অনেন মন্ত্রিতং লোষ্ট্রং দশ দিক্ষু বিনিক্ষিপেৎ।
তন্মধ্যে ভৈরবো দেবি! ন বিঘ্নৈরভিভূয়তে ॥ ২২
যদি প্রমাদাদ্ দেবেশি! সাধকো ভয়-বিহ্বলঃ।
ততস্তৈস্তৈঃ সুহৃদ্-বর্গৈ রক্ষিতো নাভিভূয়তে ॥ ২৩

ততঃ শ্বেতার্ক-কর্পূর-সিত বাট্যাল-তূলৈর্নির্মিত-বর্ত্তিকং দীপং সংস্থাপ্য তত্র ওঁ দেব্যস্ত্রেভ্যো নম ইত্যস্ত্রং সংপূজ্য তং কুলদীপমধোঽস্ত্রমন্ত্রেণ নিখনেৎ।

হতে তস্মিন্ মহাদীপে বিঘ্নৈশ্চ পরিভূয়তে। ২৪

পাতিয়া তাহার উপর বীরাসনে উপবেশন করিয়া তাহার পর হে দেবেশি! বীরার্দন মন্ত্রের দ্বারা দিক্‌সমূহে রক্ষা করিবেন। ২০

ইহার অর্থ হইতেছে—ভূর্জপত্রাদিতে তৎতৎ কল্পোক্ত পীঠমন্ত্র লিখিয়া সেই ভূর্জপত্রাদিতে ব্যাঘ্র চর্মাধির আসন পাতিয়া সেই আসনে বীরাসন ক্রমে উপবেশন করিয়া বীরার্দন মন্ত্রের দ্বারা চারিদিকে রক্ষা করিবেন। বীরার্দন মন্ত্র কিন্তু—হুং হুং হ্রীং হ্রীং ইত্যাদি মূলে উক্ত হইয়াছে। ২১

এই মন্ত্রের দ্বারা মন্ত্রিত লোষ্ট্রকে দশদিকে নিক্ষেপ করিবে। হে দেবি! তাহার মধ্যে ভৈরব (সাধক) বিঘ্ন সমূহের দ্বারা অভিভূত হয় না। ২২

হে দেবেশি! যদি প্রমাদবশতঃ সাধক ভয়ে বিহ্বল হন, তবে সেই সেই সুহৃদ্বর্গ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া সাধক বিঘ্ন ভয়ে অভিভূত হন না। ২৩

তাহার পর শ্বেত অর্ক, কর্পূর, শ্বেত বেড়েলার তূলা দ্বারা নির্মিত বাতি যুক্ত দীপ সংস্থাপন করিয়া সেইখানে ওঁ দেব্যস্ত্রেভ্যো নমঃ এই মন্ত্রে অস্ত্রকে পূজা করিয়া সেই কুলদীপকে অধোভাগে গর্ত্তে রাখিয়া দিবেম।

এই মহা প্রদীপ হত (নির্বাপিত) হইলে সাধক বিঘ্নসমূহের দ্বারা অভিভূত হন। ২৪

১। খ—প্রচণ্ডচণ্ডনায়িকে। ২। ক—দানবান্ দারয় হন।

ততস্তত্তৎ-কল্পোক্ত-ভূতশুদ্ধ্যাদি-ন্যাসজালং ষোঢ়াদিকং বিধায় ইষ্টদেবতাং সম্পূজ্য ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুকমন্ত্র-সিদ্ধি-কামোঽমুকমন্ত্রস্যামুকসংখ্য-জপমহং করিষ্যে ইতি সংকল্প্য দেবতা-ধ্যানপূর্বকং মন্ত্রং জপেৎ। ২৫

জপনিয়মস্তু—একাক্ষরীং যদি জপেৎ দিক্-সহস্রং ততো জপেৎ।

দ্ব্যক্ষরেঽষ্টসহস্রং স্যাৎ ত্র্যক্ষরে চাযুতার্দ্ধকম্॥ ২৬

অতঃ পরস্তু মন্ত্রজ্ঞো গজান্তক-সহস্রকম্।

নিশায়াং বা সমারভ্য উদয়ান্তং সমাচরেৎ॥ ২৭

গজান্তকমিতি অষ্টোত্তর-সহস্রমিত্যর্থঃ। যদ্যসহ্য-ভয়ং কর্ণে নেত্রে বস্ত্রেণ বন্ধয়েৎ।

ততোঽর্দ্ধরাত্র-পর্য্যন্তং যদি কিঞ্চিন্ন লক্ষ্যতে।

জয়দুর্গাখ্য-মন্ত্রেণ তেনৈব সর্ষপান্ ক্ষিপেৎ॥

স চ ওঁ দুর্গে! দুর্গে! রক্ষণি! স্বাহেতি। ২৮

তথা— ওঁ তিলোঽসি সোমদৈবত্যো গোসবস্তৃপ্তিকারকঃ।

পিতৃণাং স্বর্গদাতা ত্বং মর্ত্ত্যানাং মম রক্ষকঃ।

ভূত-প্রেত-পিশাচানাং বিঘ্নেষু শান্তিকারকঃ॥ ২৯

ইতি পঠিত্বা ঈশানাদি-চতুর্দিক্ষু তিলাংশ্চ ক্ষিপেৎ। ততঃ সপ্তপদং গত্বা

তাহার পর সেই সেই কল্পোক্ত ভূতশুদ্ধি প্রভৃতি ন্যাস সমূহ ও ষোঢ়ান্যাস করিয়া ইষ্ট দেবতাকে পূজা করিয়া ওঁ অদ্যেত্যাদি মূলোক্ত বাক্যে সঙ্কল্প করিয়া দেবতার ধ্যান পূর্বক মন্ত্র জপ করিবেন। ২৫

জপের নিয়ম হইতেছে—ইষ্ট মন্ত্র যদি একাক্ষর হয়, তবে মন্ত্রজ্ঞ সাধক দিক্ (দশ) সহস্র জপ করিবে। ইষ্ট মন্ত্র দ্ব্যক্ষর হইলে অষ্ট সহস্র, ত্র্যক্ষর হইলে অযুতার্দ্ধ (৫ হাজার), ত্র্যক্ষরের অধিক মন্ত্রাক্ষর হইলে গজান্তক (অষ্টোত্তর) সহস্র জপ করিবে। নিশা হইতে জপ আরম্ভ করিয়া সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত জপ করিবে। ২৬-২৭

গজান্তক সহস্র অর্থ—অষ্টোত্তর সহস্র। যদি অসহ্য ভয় হয়, তবে বস্ত্রের দ্বারা দুইটি কর্ণ ও দুইটি নেত্র বাঁধিয়া ফেলিবে। যদি অর্দ্ধরাত্র পর্য্যন্ত কিছু দেখা না যায়, তবে সেই জয়দুর্গা মন্ত্রের দ্বারা সর্ষপ নিক্ষেপ করিবে। সেই জয়দুর্গার মন্ত্র হইতেছে—ওঁ দুর্গে দুর্গে রক্ষণি স্বাহা। ২৮

সেইরূপ ওঁ তিলোঽসি ইত্যাদি মূলোক্ত মন্ত্র পড়িয়া ঈশানাদি কোণ ও দিকসমূহে তিলসমূহ নিক্ষেপ করিবেন। তাহার পর সাত পদ গিয়া সেইখানেই উপবেশন

তত্রৈব সংবিশেৎ। পুনর্দেবতাং সংপূজ্য জপেৎ। ততো যদি বরং বরয়েতি বদেৎ, তদা সত্যং কারয়েৎ। ৩০

যথা— বরং বরয় ইত্যুক্তে সাধকঃ স্থির-মানসঃ।
সত্যং তু কারয়িত্বা চ বরয়েদ্ বরমুত্তমম্ ॥ ৩১
জপাদৌ তু বলিং দত্ত্বা পশ্চাদপি বলিং হরেৎ।
জপান্তে জপমধ্যে বা দেহি দেহীতি ভাষিতে।
তদাপি চ বলিং দদ্যান্ মহিষং বাপি ছাগলম্ ॥ ৩২

বলিশ্চ যবপিষ্টময়ঃ। যদা বলিং প্রার্থয়তে নরং কুঞ্জরমেব বা।
দিনান্তরেঽপি দাস্যামি স্বীকৃত্য স্বগৃহং ব্রজেৎ।
অপরেঽহ্নি ততো দদ্যাৎ পিষ্টেন নর-কুঞ্জরান্ ॥ ৩৩

পিষ্টেনেতি যবধান্যোদ্ভবেনেত্যর্থঃ। যথা তন্ত্রান্তরে—
যব-ক্ষোদময়ং বাপি শালি-ক্ষোদময়ং তথা।
চন্দ্রহাসেন বিধিবৎ তত্তন্মন্ত্রেণ ঘাতয়েৎ ॥ ৩৪

যোগিনীহৃদয়ে—জপান্তে চ বলিং দদ্যাদ্ দেবতায়ৈ যথাবিধি।
মহিষং ছাগলং বাপি গৃহীত্বা বরমেব চ।

করিবেন। পুনরায় দেবতাকে পূজা করিয়া জপ করিবেন। তাহার পর যদি বর গ্রহণ কর—এই যদি বলেন, তখন সত্য করাইবেন। ২৯-৩০

যেমন তন্ত্রে বলিয়াছেন—বর গ্রহণ কর—এই বলিলে স্থির চিত্ত সাধক সত্য করাইয়া উত্তম বর গ্রহণ করিবে। জপের আদিতে বলি দিয়া পরেও বলি প্রদান করিবে। জপের শেষে বা জপের মধ্যে দেহি দেহি এই বলিলে তখন আবার মহিষ অথবা ছাগল বলি দিবে। ৩১-৩২

এই বলি যবপিষ্টময় হইবে। তন্ত্রে বলিয়াছেন—

যখন মনুষ্য অথবা হস্তীকে বলি চাহিবেন, তখন দিনান্তরে ইহা দিব—ইহা স্বীকার করিয়া নিজের গৃহে গমন করিবে। তাহার পর অপর দিনে পিষ্টের (পিঠুলির) দ্বারা নর ও কুঞ্জর করিয়া বলি দিবেন। ৩৩

পিষ্টেন অর্থ—যব অথবা ধান্যজাত পিষ্টের দ্বারা। যেমন তন্ত্রান্তরে বলিয়াছেন—

যবের চূর্ণময় অথবা শালি তণ্ডুলের ক্ষোদময় নর বা কুঞ্জরকে বিধিপূর্বক সেই সেই মন্ত্রে চন্দ্রহাস খড়্গের দ্বারা ছেদন করিবেন। ৩৪

যোগিনী হৃদয়ে বলিয়াছেন—জপের অন্তে যথাবিধি দেবতাকে মহিষ অথবা

গৃহং গচ্ছেৎ স্বসুহৃদা সার্দ্ধং সংহৃষ্ট-মানসঃ ॥ ৩৫

ততো গুরবে তৎপুত্রায় তৎপত্ন্যৈ বা দক্ষিণাং দদ্যাদিতি বীরসাধনম্। ৩৬

অথ শবসাধনম্

ভাবচূড়ামণৌ—শূন্যাগারে নদীতীরে পর্বতে নির্জনেঽপি বা।

বিল্বমূলে শ্মশানে বা তৎ-সমীপে বন-স্থলে[১] ॥ ১

অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দ্দশ্যাং পক্ষয়োরুভয়োরপি।

ভৌমবারে তমিস্রায়াং সাধয়েৎ সিদ্ধিমুত্তমাম্ ॥ ২

মাষভক্তঞ্চ বল্যর্থং ধূপদীপাদিকং তথা।

তিলাঃ কুশাঃ সর্ষপাশ্চ স্থাপনীয়াঃ প্রযত্নতঃ ॥ ৩

শবসাধন-প্রয়োগঃ[২]

অথ পূর্বোক্তান্যতম-স্থানং গত্বা সামান্যার্ঘং বিধায় পূর্বমুখঃ মূলান্তে ফট্‌কারং দত্ত্বা যাগভূমিং সংপ্রোক্ষ্য গুরুং গণেশং বটুকং যোগিনীঞ্চ পূর্বাদি-চতুর্দ্দিক্ষু সংপূজ্য পূর্বোক্ত-বীরার্দ্দন-মন্ত্রং ভূমৌ বিলিখ্য "যে চাত্রে"তি পর্বোক্ত-মন্ত্রেণ ভূমৌ পুষ্পাঞ্জলিত্রয়ং দত্ত্বা প্রণম্য শ্মশানাধিপতিভ্যঃ পুর্বোক্ত-ক্রমেণ বলিং

ছাগল বলি নিবেদন করিবে। বর গ্রহণ করিয়া সন্তুষ্ট চিত্তে নিজের সুহৃদ্‌গণের সহিত গৃহে গমন করিবে। ৩৫

তাহার পর নিজের গুরুকে, তাঁহার পুত্রকে বা তাঁহার পত্নীকে দক্ষিণা দিবেন। ৩৬

বীর-সাধন সমাপ্ত হইল।

অনন্তর শবসাধন কথিত হইতেছে। ভাবচূড়ামণিতে বলিয়াছেন—শূন্যগৃহে নদীতীরে, পর্বতে, নির্জনস্থানে, বিল্বমূলে, শ্মশানে, শ্মশানের নিকটবর্ত্তী স্থানে ও বনস্থলে উভয়পক্ষেরই অষ্টমী বা চতুর্দশীতে মঙ্গলবারে অন্ধকার রাত্রিতে উত্তম সিদ্ধি সাধন করিবেন। ১-২

বলির জন্য মাষকলাই, সেইরূপ ধূপ, দীপাদি, তিল, কুশ ও সর্ষপ যত্ন সহকারে স্থাপন করিবেন। ৩

অনন্তর পূর্বোক্ত স্থানসমূহের অন্যতম স্থানে গমন করিয়া সামান্যার্ঘ্য করিয়া পূর্বমুখ হইয়া মূলমন্ত্রের শেষে ফট্‌ দিয়া যাগভূমিকে প্রোক্ষণ করিয়া গুরু, গণেশ বটুক ও যোগিণীকে পূর্বাদি চারিদিকে পূজা করিয়া ভূমিতে পূর্বোক্ত বীরার্দন মন্ত্র লিখিয়া ওঁ যে চাত্র ইত্যাদি পূর্বোক্ত মন্ত্রে ভূমিতে তিনবার পুষ্পাঞ্জলি দিয়া প্রণাম করিয়া

১। খ—রণস্থলে। ২। খ—অয়ং পাঠো নাস্তি।

দত্ত্বা অঘোর-মন্ত্রেণ শিখাং বদ্ধা, সুদর্শন মন্ত্রান্তে আত্মানং রক্ষ রক্ষেতি হৃদি হস্তং দত্ত্বাত্মরক্ষাং কুর্য্যাৎ। ৪

অঘোর-মন্ত্রস্তু—ওঁ হ্রীঁ স্ফুর স্ফুর[১] প্রস্ফুর প্রস্ফুর ঘোরঘোরতর তনুরূপ চট চট প্রচট প্রচট কহ কহ বম বম বন্ধ বন্ধ ঘাতয় ঘাতয় হুঁ ফট্। সুদর্শন-মন্ত্রস্তু—ওঁ সহস্রার হুঁ ফট্। ততঃ পূর্বোক্ত-ক্রমেণ ভূতশুদ্ধিং ন্যাসজালঞ্চ বিধায় জয়দুর্গা-মন্ত্রেণ দিক্ষু সর্ষপান্ বিকীর্য্য, তিলোসীতি মন্ত্রেণ তিলাংশ্চ বিকীর্য্য বিহিত-শবসমীপং গচ্ছেৎ। ৫

গ্রাহ্য-শবনির্ণয়ঃ

ভাবচূড়ামণৌ—যষ্টিবিদ্ধং শূল-বিদ্ধং খড়্গ বিদ্ধং পয়োমৃতম্।
বজ্র-বিদ্ধং সর্প-দষ্টং চণ্ডালং চাভি-ভূতকম্॥ ৬
তরুণং সুন্দরং শূরং রণে নষ্টং সমুজ্জ্বলম্।
পলায়ন-বিশূন্যঞ্চ সংমুখে রণবর্ত্তিনম্॥ ৭

ভৈরবতন্ত্রে— যষ্টি-প্রভৃতি-বিদ্ধং বা চাভিভূতং জলে মৃতম্।
শবমানীয় কর্ত্তব্যং নাহরেৎ স্বেচ্ছয়া মৃতম্॥ ৮

শ্মশানাধিপতিগণকে পূর্বোক্তক্রমে বলি দিয়া অঘোর মন্ত্রের দ্বারা শিখা বন্ধন করিয়া সুদর্শন মন্ত্রের অন্তে আত্মানং রক্ষ রক্ষ যোগ করিয়া হৃদয়ে হস্ত দিয়া আত্মরক্ষা করিবেন। ৪

অঘোর মন্ত্র কিন্তু—ওঁ হ্রীং স্ফুর স্ফুর ইত্যাদি মন্ত্র। ওঁ সহস্রারে হুং ফট্—এইটি সুদর্শন মন্ত্র। তাহার পর পূর্বোক্ত ক্রমে ভূতশুদ্ধি ও ন্যাস সমূহ করিয়া জয়দুর্গামন্ত্রে দিক্ সমূহে সর্ষপ ছড়াইয়া ওঁ তিলোঽসি ইত্যাদি মন্ত্রে তিল ছড়াইয়া বিহিত শবের নিকট গমন করিবেন। ৫

ভাবচূড়ামণিতে বলিয়াছেন—যষ্টিবিদ্ধ, শূলবিদ্ধ, খড়্গবিদ্ধ হইয়া মৃত, জলে মৃত, বজ্রবিদ্ধ হইয়া, সর্পদষ্ট হইয়া মৃত, ভূতাদি দ্বারা অভিভূত হইয়া মৃত, রণে মৃত তরুণ সুন্দর চণ্ডালকে শব করিবে। যুদ্ধকারিগণের সম্মুখে পলায়ন শূন্য বীরের শবও উজ্জ্বল (প্রশস্ত) জানিবে। ৬-৭

ভৈরবতন্ত্রে বলিয়াছেন—যষ্টি প্রভৃতি দ্বারা বিদ্ধ হইয়া মৃত, ভূতাদির দ্বারা অভিভূত হইয়া মৃত বা জলে মৃত ব্যক্তির শব আনিয়া সাধনা করিবে। স্বেচ্ছায় মৃত ব্যক্তির শবকে আহরণ করিবে না। ৮

১। ক—ওঁ হ্রীং স্ফুর স্ফুর প্রস্ফুর প্রস্ফুর ঘোরেত্যাদি পাঠঃ।

স্ত্রীবশ্য-পতিতাস্পৃশ্য নববর্জং[1] হি ভূবরম্।
অব্যক্তলিঙ্গং কুষ্ঠিং বা বৃদ্ধভিন্নং শবং হরেৎ॥ ৯
ন দুর্ভিক্ষ-মৃতঞ্চাপি ন পর্য্যুষিতমেব বা।
স্ত্রীজনঞ্চেদৃশং রূপং সর্বথা পরিবর্জয়েৎ॥ ১০

কুষ্ঠ্যন্তস্য নাহরেদিতি পূর্বেণান্বয়ঃ। কালীতন্ত্রে—

ব্রাহ্মণং গোময়ং ত্যক্ত্বা সাধয়েদ্ বীর-সাধনম্।
মহাসত্ত্বাঃ প্রশস্তাঃ স্যুঃ প্রধানে বীরসাধনে।
ক্ষুদ্রাঃ প্রয়োগ-কর্ত্তৄণাং প্রশস্তাঃ সর্ব-সিদ্ধয়ে॥ ১১

এবমুক্ত-শবং গৃহীত্বা মূলমন্ত্রেণ পূজাস্থানমানয়েৎ। তৎসমীপং গত্বা ওঁ হূঁ ফড়িতি শবমভ্যুক্ষ্য ওঁ হূঁ মৃতকায় নমঃ ফড়িতি পুষ্পাঞ্জলিত্রয়ং দত্ত্বা শবং স্পৃষ্ট্বা প্রণমেৎ। ১২

ওঁ বীরেশ! পরমানন্দ! শিবানন্দ! কুলেশ্বর!।
আনন্দ-ভৈরবাকার দেবী-পর্য্যঙ্ক-শঙ্কর!।
বীরোঽহং ত্বাং প্রপদ্যামি উত্তিষ্ঠ চণ্ডিকার্চনে॥ ১৩

স্ত্রীর বশ্য, পতিত, অস্পৃশ্য, ভূবর (শ্মশ্রুহীন), অব্যক্তলিঙ্গ (নপুংসক) কুষ্ঠরোগী ও বৃদ্ধভিন্ন মৃত ব্যক্তির শব আহরণ করিবেন।

দুর্ভিক্ষ মৃত ব্যক্তির শব, পর্য্যুষিত শব আহরণ করিবে না। এই নয়টি ও স্ত্রীজনের এইরূপ শব সর্বথা পরিত্যাগ করিবে। ৯-১০

কুষ্ঠি পর্য্যন্ত বাক্যের নাহরেৎ এই পূর্বক্রিয়ার সহিত অন্বয়। কালীতন্ত্রে বলিয়াছেন—

ব্রাহ্মণ ও গোময় (স্বার্থে ময়ট্ প্রত্যয়ে গোরুর) শব পরিত্যাগ করিয়া বীর সাধন সাধনা করিবে। বীরসাধনে মহাসত্ত্বগণ (মনুষ্য শব সমূহ প্রশস্ত। প্রয়োগকর্ত্তার অন্য সমস্ত সিদ্ধির জন্য ক্ষুদ্র পশুর শব প্রশস্ত। ১১

এই প্রকারে উক্ত লক্ষণযুক্ত শবকে মূলমন্ত্রে গ্রহণ করিয়া পূজাস্থানে আনয়ন করিবেন। সেই শবের নিকটে গিয়া ওঁ হূং ফট্ এই মন্ত্রে শবকে অভ্যুক্ষণ করিয়া ওঁ হূং মৃতকায় নমঃ ফট্ এই মন্ত্রে তিনবার পুষ্পাঞ্জলি দিবেন। শবকে স্পর্শ করিয়া শবমন্ত্রে শবকে প্রণাম করিবেন। ১২

ওঁ বীরেশ। ইত্যাদি মূলোক্ত মন্ত্রটি শবমন্ত্র। এই শবমন্ত্রে শবকে প্রণাম করিয়া

১। ক—নববজ্রং।

ইতি শবমন্ত্রেণ তং প্রণম্য ওঁ হুঁ মৃতকায় নম ইতি ক্ষালয়িত্বা সুগন্ধি-জলেন স্নাপয়িত্বা বাসসা জলমুত্তোল্য ধূপৈর্ধূপয়িত্বা চন্দনাদিনা শবং প্রলিপ্য শবস্য কটীদেশং ধৃত্বা পূজাস্থানমানয়েৎ। তত্র কুশ-শয্যায়াং পূর্বশিরসং শবং স্থাপয়েৎ। ১৪

এলা-লবঙ্গ-কর্পূর-জাতী-খাদিরমার্দ্রকম্।
তাম্বুলং তন্মুখে দত্ত্বা শবং কুর্য্যাদধোমুখম্॥ ১৫
তৎ-পৃষ্ঠং চন্দনেনাপি বিলিপ্য প্রয়তঃ সুধীঃ।
বাহু-মূলাদি-কট্যন্তং চতুরস্রং বিধায় চ॥ ১৬
মধ্যে পদ্মং চতুর্দ্বারং দলাষ্টক-সমন্বিতম্।
পীঠমন্ত্রং লিখেন্ মধ্যে তত্তৎ-কল্প-বিধানতঃ॥ ১৭

ওঁ হ্রীঁ ফড়িতি মন্ত্রেণ পীঠমন্ত্রং লিখেৎ। তদুপরি কম্বলাদি ন্যসেৎ। তন্ত্রান্তরে (১৮)—

গত্বা শবস্য সান্নিধ্যং ধারয়েৎ কটিদেশতঃ।
যদ্যুপদ্রাপয়েৎ তস্য দদ্যান্ নিষ্ঠীবনং শবে॥
পুনঃ প্রক্ষালনং কৃত্বা জপ-স্থানে সমানয়েৎ॥ ১৯

ওঁ হুং মৃতকায় নমঃ এই মন্ত্রে ক্ষালন করিয়া সুগন্ধি জলের দ্বারা স্নান করাইয়া বস্ত্রের দ্বারা জল উত্তোলন করিয়া (মুছিয়া) ধূপের দ্বারা ধূপিত করিয়া চন্দনাদি দ্বারা শবকে প্রলিপ্ত করিয়া শবের কটিদেশ ধারণ করিয়া পূজাস্থানে আনয়ন করিবেন। তাহার পর কুশ শয্যায় পূর্বশিরা শবকে স্থাপন করিবেন। ১৩-১৪

তাহার পর এলাচ, লবঙ্গ, কর্পূর, জাইফল, খদির, আদা ও তাম্বুল শবের মুখে দিয়া তাহাকে অধোমুখ করিবেন। ১৫

সংযত সুধী সাধক তাহার পৃষ্ঠকে চন্দনের দ্বারাও বিশেষভাবে লিপ্ত করিয়া বাহুমূল হইতে কটিপর্য্যন্ত স্থানে একটি চতুরস্র মণ্ডল করিয়া তাহার মধ্যে আটটি দল যুক্ত চতুর্দ্বার বিশিষ্ট পদ্ম অঙ্কন করিয়া তাহার মধ্যে সেই সেই কল্পের বিধান অনুসারে পীঠমন্ত্র লিখিবেন। ১৬-১৭

ওঁ হ্রীং ফট্ এই মন্ত্রে পীঠমন্ত্র লিখিবেন। তাহার উপর কম্বলাদি আসন স্থাপন করিবেন। তন্ত্রান্তরে বলিয়াছেন (১৮)—

শবের নিকটে গিয়া কটিদেশ ধারণ করিবেন। যদি ঐ শব উপদ্রব করে, তবে শবের উপরে নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ করিবে। পুনরায় তাহাকে প্রক্ষালন করিয়া জপস্থানে আনিবে। ১৯

ততো দ্বাদশাঙ্গুল-যজ্ঞকাষ্ঠানি দশদিক্ষু পূর্ববৎ সংস্থাপ্য তেষু ইন্দ্রাদি-দশদেবতাঃ সম্পূজ্য সামিষান্নেন বলিং দদ্যাৎ তত্রায়ং ক্রমঃ—ওঁ লাং ইন্দ্রায় সুরাধিপতয়ে বজ্রহস্তায় ঐরাবতবাহনায়[১] সপরিবারায় সায়ুধায় নমঃ ইতি পাদ্যাদিভিরভ্যর্চ্য বলিং দদ্যাৎ ওঁ লাং ইন্দ্রায় সুরাধিপতয়ে ইমং বলিং গৃহ্ণ গৃহ্ণ গৃহ্ণাপয় গৃহ্ণাপয় বিঘ্ননিবারণং কৃত্বা মম সিদ্ধিং প্রযচ্ছ স্বাহা এষ মাষভক্তবলিরিন্দ্রায় স্বাহা ইত্যনেন। এবং রাং অগ্নয়ে তেজোঽধিপতয়ে শক্তিহস্তায় মেষবাহনায় সপরিবারায় সায়ুধায় নমঃ ইতি সংপূজ্য ওঁ রাং অগ্নয়ে তেজোঽধিপতয়ে ইমমিত্যাদিনা বলিং দদ্যাৎ। ওঁ যাং যমায় প্রেতাধিপতয়ে দণ্ডহস্তায় মহিষবাহনায় সপরিবারায় সায়ুধায়েত্যাদিনাভ্যর্চ্য ওঁ যাং যমায় প্রেতাধি-পতয়ে ইমমিত্যাদিনা বলিং দদ্যাৎ। ওঁ ক্ষাং নির্ঋতয়ে রক্ষোঽধিপতয়ে-ঽসিহস্তায়াশ্ববাহনায় সপরিবারায়েত্যাদিনাভ্যর্চ্য ওঁ ক্ষাং নির্ঋতয়ে রক্ষোঽধিপতয়ে ইমমিত্যাদিনা বলিং দদ্যাৎ। ওঁ বাং বরুণায় জলাধিপতয়ে পাশহস্তায় মকর-বাহনায়েত্যাদিনাভ্যর্চ্য ওঁ বাং বরুণায় জলাধিপতয়ে ইমমিত্যাদিনা বলিং দদ্যাৎ। ওঁ যাং বায়বে প্রাণাধিপতয়ে অঙ্কুশহস্তায় হরিণ-বাহনায়[২] সপরিবারায়েত্যাদিনাভ্যর্চ্য ওঁ যাং বায়বে প্রাণাধিপতয়ে ইমমিত্যাদিনা বলিং দদ্যাৎ। ওঁ কুং কুবেরায়[৩] যক্ষাধিপতয়ে গদাহস্তায় নর-বাহনায় সপরিবারায়েত্যাদিনাভ্যর্চ্য ওঁ কুং কুবেরায় যক্ষাধিপতয়ে ইমমিত্যা-দিনা বলিং দদ্যাৎ। ওঁ হাং ঈশানায় ভূতাধিপতয়ে শূলহস্তায় বৃষবাহনায় সপরিবারায়েত্যাদিনা অভ্যর্চ্য ওঁ হাং ঈশানায় ভূতাধিপতয়ে ইমমিত্যাদিনা বলিং দদ্যাৎ। ইন্দ্রেশানয়োর্মধ্যে ওঁ আং ব্রহ্মণে প্রজাধিপতয়ে হংসবাহনায়

তাহার পর দ্বাদশ অঙ্গুল পরিমাণ যজ্ঞ কাষ্ঠগুলি দশ দিকে পূর্ববৎ স্থাপন করিয়া সেই কাষ্ঠগুলিতে ইন্দ্রাদি দশ দেবতার পূজা করিয়া সামিষ অন্নের দ্বারা বলি দিবেন। সেই পূজার ক্রম—ওঁ লাং ইন্দ্রায় ইত্যাদি মূলোক্ত মন্ত্রে, পাদ্যাদি দ্বারা ইন্দ্রের অর্চনা করিয়া বলি দিবেন। ওঁ লাং ইন্দ্রায় ইত্যাদি মূলোক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া এষঃ মাষভক্ত-বলিরিন্দ্রায় স্বাহা এই মন্ত্রে ইন্দ্রকে মাষভক্ত বলি দিবেন। এইরূপে মূলোক্ত অগ্নিমন্ত্রে অগ্নিকে, যমমন্ত্রে যমকে, নৈর্ঋত মন্ত্রে নৈর্ঋতকে, বরুণ মন্ত্রে বরুণকে, বায়ুমন্ত্রে

১। খ—সুরাধিপতয়ে ঐরাবত-বাহনায় বজ্রহস্তায়। ২। খ—হরিণবাহনায় অঙ্কুশহস্তায়।
৩। ক—ওঁ কুবেরায় যক্ষাধিপতয়ে ইমমিত্যাদিনা বলিং দদ্যাদিতি পাঠঃ।

পদ্মহস্তায় সপরিবারায়েত্যাদিনাভ্যর্চ্য ওঁ আং ব্রহ্মণে লোকাধিপতয়ে ইমমিত্যাদিনা বলিং দদ্যাৎ। নিঋ‌র্তি-বরুণয়োর্মধ্যে ওঁ হ্রীঁ অনন্তায় নাগাধিপতয়ে চক্রহস্তায় রথ-বাহনায় সপরিবারায়েত্যাদিনাভ্যর্চ্য ওঁ হ্রীঁ অনন্তায় নাগাধিপতয়ে ইমমিত্যাদিনা বলিং দদ্যাৎ। ততঃ সর্বভূতবলিং দদ্যাৎ। সর্বত্র সামিষান্নেন। ২০

ততঃ— অধিষ্ঠাতৃ-দেবতাভ্যো বলিঞ্চ হারয়েৎ ততঃ।
চতুঃষষ্টি-যোগিনীভ্যো ডাকিনীভ্যোঽপি সংদিশেৎ ॥ ২১

অথ পূজাসামগ্রীং সমীপে উত্তর-সাধকং দূরে সংস্থাপ্য মূলান্তে হ্রীঁ ফট্ শবাসনায় নম ইতি শবং সম্পূজ্য হ্রীং ফড়ন্তমূলমুচ্চার্য্যাশ্বারোহণ-ক্রমেণ শবোপর্য্যুপবিশ্য স্বপাদতলে কুশান্ দত্ত্বা স্বকেশান্[১] প্রসার্য্য জুটিকাং বদ্ধা গুরুং গণপতিং দেবীঞ্চ নমস্কৃত্য প্রাণায়াম-ষড়ঙ্গন্যাসৌ কৃত্বা পূর্বোক্ত-বীরার্দ্দন-মন্ত্রেণ দশদিক্ষু লোষ্ট্রান্ বিক্ষিপ্য সংকল্পং কুর্য্যাৎ। ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুক-গোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা অমুকদেবতা-সন্দর্শন-কামোঽমুকমন্ত্রস্যামুক-সংখ্য-জপমহং করিষ্যে ইতি সংকল্প্য, ওঁ হ্রীঁ আধারশক্তিকমলাসনায় নমঃ ইত্যাসনং সম্পূজ্য স্ববামতঃ শবসমীপে অর্ঘ্যাদিকং সংস্থাপ্য শব-জুটিকায়াং

বায়ুকে, কুবের মন্ত্রে কুবেরকে, ঈশান মন্ত্রে ঈশানকে, ইন্দ্র ও ঈশানের মধ্যে ব্রহ্মমন্ত্রে ব্রহ্মাকে এবং নিঋতি ও বরুণের মধ্যে মূলোক্ত অনন্ত মন্ত্রে অনন্তকে পূজা করিয়া ইঁহাদের প্রত্যেককে মূলোক্ত মন্ত্রে বলি দিবেন। তাহার পর সর্বভূতকে বলি দিবেন। সর্বত্র সামিষ অন্নের দ্বারা বলি দিবেন। ২০

তাহার পর অধিষ্ঠাতৃ দেবতাগণকে বলি দিবেন। তাহার পর চতুঃষষ্টি যোগিনীকে ও ডাকিনীগণকে বলি দিবেন। ২১

অনন্তর নিকটে পূজা সামগ্রী রাখিয়া ও কিছু দূরে উত্তর সাধককে বসাইয়া মূল মন্ত্রের পরে হ্রীং ফট্ শবাসনায় নমঃ এই মন্ত্রে শবকে পূজা করিয়া হূং ফট্ অন্ত মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া অশ্বারোহণ ক্রমে শবের উপর উপবেশন করিয়া নিজের পাদতলে কুশ দিয়া নিজের কেশসমূহকে প্রসারিত করিয়া জুটিকা (চুলের ঝুঁটি) বাঁধিয়া গুরু, গণপতি ও দেবীকে নমস্কার করিয়া, প্রাণায়াম ও ষড়ঙ্গ ন্যাস করিয়া পূর্বোক্ত বীরার্দন মন্ত্রে দশ দিকে লোষ্ট্র সমূহ নিক্ষেপ করিয়া, মূলোক্ত সঙ্কল্প বাক্যে সঙ্কল্প করিবেন। তাহার পর আসন মন্ত্রে আসনকে পূজা করিয়া নিজের বামভাগে শবের নিকটে

১। খ—শবকেশান্।

পীঠ-পূজাং কৃত্বা ষোড়শোপচারৈর্দশোপচারৈঃ পঞ্চোপচারৈর্বা দেবীমভ্যর্চ্য শব-মুখে দেবীং গন্ধাদিনা সন্তর্পয়েৎ। ততঃ শবাদুত্থায় সংমুখে[১] গত্বা ইমং মন্ত্রং পঠেৎ। ২২

ওঁ বশো মে ভব দেবেশ ! মম বীরসিদ্ধিং দেহি[২]।
দেহি দেহি ! মহাভাগ ! কৃতাশ্রয়-পরায়ণ ! ॥ ২৩

ততঃ পট্টসূত্রেণ বদ্ধা শব চরণৌ দৃঢ়ৌ রক্ষয়েৎ। মূলেন—

মদ্বশো ভব দেবেশ ! বীর-সিদ্ধিকৃতাস্পদ !।
ওঁ ভীম ! ভীরু-ভয়াভাব ! ভব্যমোচন ! ভাবুক[৩] !।
ত্রাহি মাং দেবদেবেশ ! শবানামধিপাধিপ !॥ ২৪

ইত্যনেন শবস্য পাদতলে ত্রিকোণ-যন্ত্রমুল্লিখেৎ। ততঃ শবোপর্য্যুপবিশ্য হস্তদ্বয়ং পার্শ্বয়োঃ প্রসার্য্য তদুপরি কুশান্ দত্ত্বা তদুপরি স্বপাদং[৪] নিধায় পুনঃ

অর্ঘ্যাদি রাখিয়া শবের জুটিকায় পীঠ পূজা করিয়া ষোড়শ উপচার, দশোপচার অথবা পঞ্চোপচারে দেবীকে পূজা করিয়া শব মুখে দেবীকে গন্ধাদি দ্বারা তর্পণ করিবেন। তাহার পর শব হইতে উত্থিত হইয়া সম্মুখে গমন করিয়া ওঁ বশো মে ইত্যাদি মূলোক্ত মন্ত্র পাঠ করিবেন। ২২

মন্ত্রার্থ হইতেছে—হে দেবেশ! আমার বশীভূত হও, আমাকে বীর সিদ্ধি দিন। হে মহাভাগ! আমাকে বীরসিদ্ধি দিন। হে আশ্রিত বৎসল! আমাকে বীরসিদ্ধি দিন। ২৩

তাহার পর পট্ট সূত্রের দ্বারা শবের দুইটি চরণকে দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া রক্ষা করিবেন। মূলের সহিত ওঁ মদ্বশো ভব দেবেশ! বীরসিদ্ধি-কৃতাস্পদ ইত্যাদি মূলোক্ত মন্ত্রে শবের পাদতলে ত্রিকোণ যন্ত্র লিখিবেন। মন্ত্রার্থ হইতেছে—

হে দেবেশ! আমার বশীভূত হও। হে বীরসিদ্ধি কৃত্যের আশ্রয়! হে ভীম! হে ভীরুগণের ভয় নিবারক! হে ভবমোচন! হে ভাবুক! হে দেবদেবেশ! হে শবগণের অধিপের অধিপতি! আমাকে রক্ষা করুন। ২৪

তাহার পর শবের উপরে উপবেশন করিয়া সেই শবের হস্তদ্বয় উভয় পার্শ্বে প্রসারিত করিয়া তাহার উপরে কুশগুলি পাতিয়া তাহার উপরে নিজের দুইটী পদ রাখিয়া পুনরায় তিন বার প্রাণায়াম করিয়া মস্তকে গুরুকে, হৃদয়ে দেবীকে ধ্যান

১। খ—সম্মুখে দেবীং গন্ধাদিনা সন্তর্পয়েৎ। ততঃ শবাদুত্থায় সম্মুখে গত্বেত্যাদি পাঠঃ।
২। খ—বীরসিদ্ধিং দেহি দেহি মহাভাগ ইত্যাদি পাঠঃ। ৩। ক+খ—ভব্যালোচনভাবুক।
৪। খ—স্বপাদৌ।

প্রাণায়ামত্রয়ং কৃত্বা শিরসি গুরুং হৃদি দেবীং ধ্যাত্বা ওষ্ঠৌ সংপুটৌ কৃত্বা বিহিত-মালয়া মৌনীভূয় বিগত-ভীর্জপেৎ। ২৫

অত্র শ্মশান-সাধনক্রমেণ জপঃ কার্য্যঃ। যদ্যর্দ্ধরাত্র-পর্য্যন্তং কিঞ্চিৎ ন লক্ষ্যতে, তদা পূর্ববৎ সর্ষপ-তিল-বিকিরণং সপ্তপদগমনঞ্চ কৃত্বা জপেৎ। ভয়ে জাতে সত্যেবং পঠেৎ। যথা[1] (২৬)—

যৎ প্রার্থ্যতে[2] বলিত্বেন দাতব্যং কুঞ্জরাদিকম্।
দিনান্তরে চ দাস্যামি স্বনাম কথয়স্ব মে॥ ২৭
ইত্যুক্ত্বা সংস্কৃতেনৈব নির্ভয়শ্চ পুনর্জপেৎ।
ততশ্চেন্মধুরং বক্তি বক্তব্যং মধুরং ততঃ[3]॥ ২৮

ততো যদি স্বনাম মধুরং কথয়তি, তদা ত্বং অমুকী ইতি সত্যং কুরু। কৃতে বরং প্রার্থয়েৎ। যদি কদাপি সত্যং ন করোতি বরঞ্চ ন দদাতি, তদা পুনর্জপেৎ। ২৯

করিয়া ওষ্ঠ দ্বয় সম্পুট (যুক্ত) করিয়া ভয় পরিত্যাগ করিয়া মৌনী হইয়া বিহিত মালায় জপ করিবেন। ২৫

এস্থলে শ্মশান সাধন ক্রমেই জপ করিবেন। যদি অর্দ্ধ রাত্রি পর্য্যন্ত কিছু না দেখা যায়, তবে পূর্ববৎ সর্ষপ ও তিল বিকিরণ এবং সাত পা গমন করিবেন। ভয় উৎপন্ন হইলে এইরূপ পাঠ করিবেন। যেমন (২৬)—

যৎ প্রার্থ্যতে বলিত্বেন দাতব্যং কুঞ্জরাদিকম্।
দিনান্তরে চ দাস্যামি স্বনাম কথয়স্ব মে॥ ২৭

উহার অর্থ—তুমি বলিরূপে আমার নিকট যে কুঞ্জরাদি চাহিতেছ। তাহা দাতব্য। দিনান্তরে তাহা দিব। তুমি আমাকে নিজের নাম বল। ইহা সংস্কৃত ভাষা দ্বারাই বলিয়া নির্ভয় হইয়া পুনরায় জপ করিবেন। তাহাতে দেবী যদি নিজের নাম মধুর করিয়া বলেন, তবে সাধককেও মধুর বলিতে হইবে। ২৮

তাহার পর দেবী যদি নিজের নাম মধুর করিয়া বলেন, তখন সাধক বলিবেন—তুমি যে অমুকী, এই সত্য কর। দেবী সত্য করিলে বর প্রার্থনা করিবেন। যদি কখনও সত্য না করেন, বরও না দেন, তাহা হইলে পুনরায় জপ করিবেন। ২৯

১। খ—লেশেনাস্মাদ্ভয়মিত্যাদি। তন্ত্রসারে—যথেত্যনন্তরং—চলচ্ছবাদ্ ভয়ং নাস্তি ভয়ে জাতে বদেৎ ততঃ। ইতি পাঠঃ। ২। ক+খ—যৎ প্রার্থয়সি। যৎ প্রার্থয়েতি তন্ত্রসার-পাঠঃ। ৩। মধুরং ততঃ ইত্যনন্তরং—ততঃ সত্যং কারয়িত্বা বরঞ্চ প্রার্থয়েৎ ততঃ। যদি সত্যং ন কুরুতে বরং বা ন প্রযচ্ছতি। তদা পুনর্জপেদ্ ধীমানেকাগ্রমানসস্তথা। ইত্যধিকন্তন্ত্রসারে দৃশ্যতে।

সত্যে কৃতে বরং লব্ধ্বা সন্ত্যজেচ্চ জপাদিকম্ ।
ফলং জাতমিতি জ্ঞাত্বা জুটিকাং মোচয়েৎ ততঃ ॥ ৩০
শবং প্রক্ষাল্য সংস্থাপ্য মোচয়েৎ পাদ-বন্ধনম্ ।
পাদচক্রং[১] মোচয়িত্বা পূজা-দ্রব্যং জলে ক্ষিপেৎ ॥ ৩১
শবং জলে তু গর্ত্তে বা নিক্ষিপ্য স্নানমাচরেৎ ।
ততস্তু স্বগৃহং গত্বা বলিং দদ্যাদ্ দিনান্তরে ॥ ৩২

মন্ত্রস্তু অগ্রিম-রাত্রৌ যেষাং যজমানোঽহং তে গৃহ্নন্তু ইমং বলিম্ ।

অথ তৈর্যাচিতানশ্বান্ নর-কুঞ্জর-শূকরান্ ।
দত্ত্বা পিষ্টময়ানন্তে কর্ত্তব্যং সমুপোষণম্ ॥ ৩৩

পরেঽহ্নি নিত্যক্রিয়াং কৃত্বা পঞ্চগব্যং পিবেৎ। ততঃ পঞ্চবিংশতি-সংখ্যকান্ ব্রাহ্মণানপি ভোজয়েৎ। ৩৪

পরেঽহ্নি[২] নিত্যমাচর্য্য পঞ্চগব্যং পিবেৎ ততঃ ।
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ তত্র পঞ্চবিংশতি-সংখ্যকান্ ।
সপ্ত-পঞ্চ-বিহীনান্ বা ক্রমেণৈব দশাবধি ॥ ৩৫

তন্ত্রে বলিয়াছেন—সত্য করিয়া বলিলে তাঁহার নিকট হইতে বর লইয়া জপাদি ত্যাগ করিবে। তাহার পর ফল উৎপন্ন হইয়াছে ইহা জানিয়া জুটিকা মোচন করিবে। ৩০

তাহার পর শবকে প্রক্ষালন করিয়া কোন স্থানে স্থাপন করিয়া পাদের বন্ধন মোচন করিয়া দিবে। পাদবন্ধন মোচন করিয়া পূজা দ্রব্য জলে নিক্ষেপ করিবে। ৩১

শবকে জলে অথবা গর্ত্তে নিক্ষেপ করিয়া স্নান করিবে। তাহার পর স্বগৃহে গমন করিয়া দিনান্তরে মূলোক্ত বলি মন্ত্রে প্রতিশ্রুত বলি দিবে। ৩২

বলি মন্ত্রার্থ হইতেছে—অগ্রিম রাত্রিতে যাঁহাদের আমি যজমান, তাঁহারা এই বলি গ্রহণ করুন।

তন্ত্রে বলিয়াছেন—অনন্তর সেই দেবতাদিগের প্রার্থিত পিষ্টময় নর, কুঞ্জর বা শূকর বলি দিয়া অন্তে উপবাস করিবে। ৩৩

পর দিবসে নিত্য ক্রিয়া করিয়া পঞ্চগব্য পান করিবেন। তাহার পর পঞ্চবিংশতি সংখ্যক ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবেন। ৩৪

তন্ত্রে যেমন বলিয়াছেন—পর দিনে নিত্য ক্রিয়ার আচরণ করিয়া পঞ্চগব্য পান করিবে। সেই ক্রিয়াতে পঞ্চবিংশতি সংখ্যক ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। অথবা অসমর্থ

১। খ—পাদে চক্রং। ২। খ—পরেঽহ্নীত্যাদি-দশাবধীত্যন্তপাঠো নাস্তি।

ততঃ স্নাত্বা চ ভুক্ত্বা চ নিবিশেদুত্তমং স্থলম্ ।
যদি ন স্যাদ্ বিপ্রভোজ্যং তদা নির্ধনতাং ব্রজেৎ ॥ ৩৬
তেন চোন্নির্ধনত্বং স্যাৎ তদা দেবী প্রকুপ্যতি ।
ত্রিরাত্রং বাথ ষড়্‌রাত্রং নবরাত্রং তু গোপয়েৎ ॥ ৩৭
স্ত্রীশয্যা যদি গচ্ছেৎ তু তদা ব্যাধিং বিনির্দিশেৎ ।
গীতং শ্রুত্বা তু বধিরো নিশ্চক্ষুর্নৃত্য-দর্শনাৎ ॥ ৩৮
যদি বক্তি দিনে বাক্যং তদাঽস্য মূকতা ভবেৎ ।
পঞ্চদশদিনং যাবদ্ দেহে দেবস্য সংস্থিতিঃ ॥ ৩৯
ন স্বীকুর্য্যাদ্ গন্ধ-পুষ্পে বহির্যাতি যদা যদা
তদা বস্ত্রং পরিত্যজ্য গৃহ্নীয়াদ্ বসনান্তরম্ ॥ ৪০
গো-ব্রাহ্মণ-বিরুদ্ধঞ্চ ন কুর্য্যাচ্চ কদাচন ।
দুর্জনং পতিতং ক্লীবং ন স্পৃশেচ্চ কদাচন ॥ ৪১
দেব-গো-ব্রাহ্মণাদীংশ্চ প্রত্যহং সংস্পৃশেচ্ছুচিঃ ।
প্রাতর্নিত্যক্রিয়ান্তে চ বিল্বপত্রোদকং পিবেৎ ॥ ৪২

হইলে ক্রমে ক্রমে পাঁচ বাদ দিয়া ২০ জনকে বা সাত বাদ দিয়া ১৮ বা অবশিষ্ট ক্রমে দশাবধি ব্রাহ্মণগণকে অর্থাৎ দশটি পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবে। ৩৫

তাহার পর স্নান করিয়া ভোজন করিয়া উত্তম স্থানে বাস করিবে। যদি ব্রাহ্মণ ভোজন না হয়, তবে নির্ধনত্ব প্রাপ্ত হইবে। ৩৬

তাহাতে যদি নির্ধন হয়, তবে দেবী বিশেষভাবে কুপিতা হন। তিন রাত্রি অথবা ছয় রাত্রি অথবা নয় রাত্রি, ইহা গোপন করিবে। ৩৭

যদি স্ত্রীর শয্যায় গমন করে, তবে তাহা ব্যাধির সূচনা করে। গীত শ্রবণ করিয়া বধির হয়। নৃত্য দর্শন হইতে অন্ধ হয়। ৩৮

যদি দিবসে কথা বলে, তবে সে মূক হইবে। পঞ্চদশ দিন যাবৎ দেহে দেবতা সংস্থিত থাকেন। ৩৯

গন্ধ ও পুষ্প গ্রহণ করিবে না। যখন যখন বাহিরে যাইবে, তখন বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অন্য বস্ত্র গ্রহণ করিবে। ৪০

দেবতা, গরু ও ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধ কার্য্য কখনও করিবে না। দুর্জন ব্যক্তিকে, পতিত ব্যক্তিকে ও নপুংসকে কখনও স্পর্শ করিবে না। ৪১

শুচি হইয়া প্রত্যহ দেবতা, গরু ও ব্রাহ্মণকে স্পর্শ করিবে। প্রাতঃকালে নিত্য ক্রিয়ার শেষে বিল্বপত্রোদক পান করিবে। ৪২

ততঃ স্নাত্বা তু গঙ্গায়াং প্রাপ্তে ষোড়শ-বাসরে।
স্বাহান্তং মন্ত্রমুচ্চার্য্য তর্পণান্তে নমঃ-পদম্ ॥ ৪৩
এবং শতত্রয়াদূর্ধ্বং দেবান্ সন্তর্পয়েজ্জলৈঃ।
স্নান-তর্পণ-শূন্যস্য ন স্যাদ্ দেবস্য তর্পণম্ ॥ ৪৪
ইত্যনেন বিধানেন সিদ্ধিমাপ্নোতি সাধকঃ।
ইহ ভুক্ত্বা বরান্ ভোগানন্তে যাতি হরেঃ পদম্ ॥
ততো দক্ষিণাং দত্ত্বাঽচ্ছিদ্রমবধারয়েৎ। ৪৫ ইতি শবসাধনম্।

অথ যোগিনী-সাধনম্। সুন্দরী-সাধনম্। ভূতডামরে—

অথ প্রাতঃ সমুত্থায় কৃত্বা স্নানাদিকং শুভম্।
প্রাসাদঞ্চ সমাসাদ্য কুর্য্যাদাচমনং ততঃ ॥ ১
প্রণবান্তে সহস্রারে হূঁ ফড়্দিগ্বন্ধনং চরেৎ।
প্রাণায়ামং ততঃ কুর্য্যান্ মূলমন্ত্রেণ মন্ত্রবিৎ ॥ ২
ষড়ঙ্গং মায়য়া কুর্য্যাৎ পদ্মমষ্টদলং লিখেৎ।
তস্মিন্ পদ্মে মহামন্ত্রং জীবন্যাসং সমাচরেৎ।
পীঠে দেবীং সমভ্যর্চ্য ধ্যায়েদ্ দেবীং জগৎ-প্রিয়াম্ ॥ ৩

ষোড়শ দিবস উপস্থিত হইলে প্রাতঃকালে গঙ্গাস্নান করিয়া স্বাহান্ত মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া তর্পণ পদের অন্তে নমঃ পদ দিবে। এইরূপে জলের দ্বারা দেবগণকে তিন শতাধিক তর্পণ করিবে। স্নান ও তর্পণ শূন্য ব্যক্তির দেবতার তর্পণ (তৃপ্তি) হয় না। ৪৩-৪৪

সাধক এইরূপ বিধানে সিদ্ধি লাভ করেন। ইহলোকে শ্রেষ্ঠ ভোগ সকল ভোগ করিয়া শেষে হরির স্থানে গমন করেন অর্থাৎ মুক্তিলাভ করেন। তাহার পর দক্ষিণা দিয়া অচ্ছিবধারণ করিবে। ৪৫। শবসাধন সমাপ্ত হইল।

অনন্তর যোগিনীসাধন কথিত হইতেছে। ভূতডামর তন্ত্রে বলিয়াছেন—অনন্তর প্রাতঃকালে শয্যাত্যাগ করিয়া স্নানাদি সমস্ত শুভ কর্ম করিয়া প্রাসাদ (হৌং) গ্রহণ (উচ্চারণ) করিয়া আচমন করিবে। তাহার পর প্রণবের অন্তে সহস্রারে হুং ফট্ (ওঁ সহস্রারে হুং ফট্) মন্ত্রে দিগ্‌বন্ধন করিবে। তাহার পর মন্ত্রবিৎ সাধক মূলমন্ত্রে প্রাণায়াম করিবে। ১-২

মায়াবীজের দ্বারা ষড়ঙ্গ ন্যাস করিবে এবং একটি অষ্ট দল পদ্ম লিখিবে। সেই পদ্মে মহামন্ত্রে (মূলমন্ত্রে) জীব ন্যাস করিবে। পীঠদেবীকে অর্চনা করিয়া জগৎপ্রিয়া সুন্দরী দেবীকে ধ্যান করিবে। ৩

পূর্ণচন্দ্রাননাং গৌরীং বিচিত্রাম্বর-ধারিণীম্ ।
পীনোৎতুঙ্গ-কুচাং বামাং সর্ব্বেষামভয়-প্রদাম্ ॥ ৪
ইতি ধ্যাত্বা চ মূলেন দদ্যাৎ পাদ্যাদিকং ততঃ ।
পুনর্ধূপং নিবেদ্যৈব নৈবেদ্যং মূলমন্ত্রতঃ ।
গন্ধ-চন্দন-তাম্বূলং কর্পূরঞ্চ সুশোভনম্ ॥ ৫
প্রণবান্তে ভুবনেশী ত্বং গচ্ছ সুরসুন্দরি ! ।
বহ্নের্ভার্য্যা জপেন্ মন্ত্রং ত্রিসন্ধ্যঞ্চ দিনে দিনে ॥ ৬
সহস্রৈক-প্রমাণেন ধ্যাত্বা দেবীং সদা বুধঃ ।
মাসান্তে ব্যাপ্য দিবসং বলিপূজাং সুশোভনাম্ ।
কৃত্বা চ প্রজপেন্ মন্ত্রং নিশীথে যাতি সুন্দরী ॥ ৭
সুদৃঢ়ং সাধকং মত্বা যাতি সা সাধকালয়ে ।
সুপ্রসন্না সাধকাগ্রে সদা স্মেরমুখী ততঃ ॥ ৮
দৃষ্ট্বা দেবীং সাধকেন্দ্রো দদ্যাৎ পাদ্যাদিকং শুভম্ ।
সুচন্দনং সুমনসো দত্ত্বাঽভিলষিতং[১] বদেৎ ।
মাতরং ভগিনীং বাপি ভার্য্যাং বা ভক্তি-ভাবতঃ ॥ ৯

পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় আনন বিশিষ্টা, গৌরী, বিচিত্র বস্ত্রধারিণী, পীন ও উত্তুঙ্গ স্তন-ধারিণী, সকলের অভয়প্রদা বামাকে ধ্যান করিবে। ৪

এই মূর্ত্তি ধ্যান করিয়া মূলমন্ত্রের দ্বারা পাদ্যাদি দিবে। তাহার পর পুনরায় ধূপ নিবেদন করিয়া মূলমন্ত্রে নৈবেদ্য নিবেদন করিবে। অতিসুন্দর গন্ধ চন্দন ও তাম্বুল দিবে। ৫

পণ্ডিত সাধক সর্বদা দেবীকে ধ্যান করিয়া প্রণবের অন্তে ভুবনেশী (হ্রীং) আগচ্ছ সুরসুন্দরী বহ্নিজায়া (স্বাহা) অর্থাৎ ওঁ হ্রীং আগচ্ছ সুরসুন্দরী স্বাহা এই মন্ত্র প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যায় এক সহস্র পরিমাণ জপ করিবে। ৬

মাসান্তে সারাদিন ব্যাপী অতি সুন্দরভাবে বলিদানসহ পূজা করিয়া রাত্রিতে মন্ত্র জপ করিবে। তখন সুন্দরী দেবী আসেন। ৭

সেই দেবী সাধককে সুদৃঢ় মনে করিয়া সাধকের গৃহে আগমন করেন এবং সুপ্রসন্না হইয়া সাধকের অগ্রে সর্বদা হাস্যমুখী হইয়া থাকেন। ৮

সাধক দেবীকে দেখিয়া সংযত চিত্ত হইয়া পবিত্র পাদ্যাদি দিবে এবং সুন্দর চন্দন

১। খ—সুমনসো জ্ঞাত্বাভিলষিতং।

যদি মাতা তদা বিত্তং দ্রব্যঞ্চ সুমনোহরম্ ।
ভূপতিত্বং প্রার্থিতং[১] যদ্ ভবিষ্যতীতি তৎ পুনঃ ॥ ১০
তৎ সর্বং সাধকেন্দ্রায় নিবেদয়তি নিশ্চিতম্ ।
যদ্ যৎ প্রার্থয়তে সর্বং দদাতি সা দিনে দিনে ।
পুত্রবৎ পালয়েৎ লোকে সত্যং সত্যং সুনিশ্চিতম্ ॥ ১১
স্বসা দদাতি দ্রব্যঞ্চ দিব্যং বস্ত্রং তথৈব চ ।
দিব্যকন্যাং[২] সমানীয় নাগকন্যাং দিনে দিনে[৩] ।
ভ্রাতৃবৎ পালিতং লোকে কামনাভির্মনোগতৈঃ ॥ ১২
ভার্য্যা স্যাদ্ যদি সা দেবী সাধকস্য মনোহরা ।
রাজেন্দ্রঃ সর্বরাজানাং সংসারে সাধকোত্তমঃ[৪] ॥ ১৩
যদ্ যদ্ ভবতি ভূতঞ্চ ভবিষ্যতীতি যৎ পুনঃ ।
তৎ সর্বং সাধকেন্দ্রায় নিবেদয়তি তৎ পুনঃ ॥ ১৪

দিয়া সাধক দেবীকে মাতা, ভগিনী অথবা ভার্য্যারূপে দেখিয়া ভক্তিভাবে নিজের অভিলষিত বিষয় বলিবে । ৯

দেবী যদি মাতা হন, তবে বিত্ত, সুমনোহর দ্রব্য ও ভূপতিত্ব যাহা তাঁহার নিকট প্রার্থিত হইবে, তাহা হইবে বলিয়া দেবী বলেন । ১০

দেবী সাধক-শ্রেষ্ঠকে সে সমস্তই প্রদান করেন, ইহা নিশ্চিত । সাধক আর যাহা যাহা প্রার্থনা করে, দেবী প্রতিদিন সাধককে তাহা দেন এবং এই লোকে তাহাকে পুত্রবৎ পালন করেন । ইহা সত্য সত্য ও সুনিশ্চিত । ১১

যদি দেবী স্বসা (ভগিনী) হন, তবে তিনি মনোহর দ্রব্য ও বস্ত্র দেন এবং প্রতিদিন দিব্যকন্যা নাগকন্যাকে আনিয়া দেন এবং মনোগত কাম্য বিষয় সমূহের প্রদানের দ্বারা সাধককে এই লোকে ভ্রাতার ন্যায় পালন করেন । ১২

যদি সেই দেবী সাধকের মনোহরা ভার্য্যা হন, তবে সাধক সংসারে সমস্ত রাজগণের রাজেন্দ্র হইয়া থাকে । ১৩

যাহা যাহা হইতেছে, হইয়াছে বা পুনরায় যাহা হইবে, তাহা সমস্তই দেবী সাধক শ্রেষ্ঠকে পুনঃপুনঃ বলিয়া দেন । ১৪

---

১ । খ—প্রার্থিতং যৎ তদ্ দদাতি দিনে দিনে । পুত্রবৎ পালয়েৎ লোকে সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ । ইতি পাঠঃ । ২ । খ—দিব্যাং কন্যাং । ৩ । খ—দিনে ইত্যনন্তরং—যদ্ ভবতি ভূতঞ্চ ভবিষ্যতীতি তৎ পুনঃ । তৎ সর্বং সাধকেন্দ্রায় নিবেদয়তি নিশ্চিতম্ । যদ্ যৎ প্রার্থয়তে সর্বং দদাতি সা দিনে দিনে । ভ্রাতৃবৎ প্রালিতং লোকে ইত্যাদি পাঠঃ । ৪ । খ—সাধকোত্তম ইত্যনন্তরং স্বর্গে মর্ত্ত্যে চেত্যাদি পাঠঃ ।

স্বর্গে মর্ত্ত্যে চ পাতালে গতিঃ সর্বত্র নিশ্চিতম্।
যদ্ যদ্ দদাতি সা দেবী কথিতুং নৈব শক্যতে ॥ ১৫

তয়া সার্দ্ধঞ্চ সম্ভোগং করোতি সাধকোত্তমঃ।
অন্য-স্ত্রীগমনং ত্যক্ত্বা চান্যথা নশ্যতি ধ্রুবম্ ॥ ১৬

অস্যা মন্ত্রস্তু ওঁ হ্রীঁ আগচ্ছ সুন্দরি স্বাহেতি। ইত্যেকা সুন্দরী নাম্নী ॥ ১

অথ মনোহরা-সাধনম্

অথ নদীতীরং গত্বা পূর্ববৎ কার্য্যং কৃত্বা চন্দনৈর্মণ্ডলং লিখিত্বা তত্র স্বমন্ত্রং বিলিখ্যাবাহ্য ধ্যায়েৎ। ১৭

কুরঙ্গ-নেত্রাং শরদিন্দু-বক্ত্রাং বিম্বাধরাং চন্দন-গন্ধ-লিপ্তাম্।
চীনাংশুকাং পীনকুচাং মনোজ্ঞাং শ্যামাং সদা কামদুঘাং বিচিত্রাম্ ॥ ১৮

এবং ধ্যাত্বা বিধিবৎ সংপূজ্য প্রত্যহমযুত-সংখ্যয়া জপেৎ। মাসান্তে আনিশীথং জপেৎ। ততো নিশীথে সাগতা[১] বরং বরয় ভাষতে। ততঃ সাধকঃ প্রাণায়ামং ষড়ঙ্গঞ্চ মায়য়া কৃত্বা পাদ্যাদ্যৈঃ সদ্যো-মাংসবলিনা চ পূজয়েৎ। ১৯

স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল সর্বত্র সাধকের গতি নিশ্চিত। দেবী যাহা যাহা সাধককে প্রদান করেন, তাহা আমি বলিতে পারি না। ১৫

সাধক অন্য স্ত্রীগমন পরিত্যাগ করিয়া তাহার সহিত সম্ভোগ করে। অন্যথা তাহার অবশ্যই বিনাশ হয়। ১৬

এই দেবীর মন্ত্র হইতেছে—ওঁ হ্রীং আগচ্ছ সুন্দরি স্বাহা। ইহা এক সুন্দরী নাম্নী যোগিনী। ১

অনন্তর মনোহরা দেবীর সাধন কথিত হইতে হইতেছে। নদী তীরে গমন করিয়া পূর্ববৎ সমস্ত কার্য্য করিয়া সেই চন্দনের দ্বারা মণ্ডল লিখিয়া সেই মণ্ডলে দেবীর মন্ত্র লিখিয়া আবাহন করিয়া মূলোক্ত "কুরঙ্গনেত্রাং" ইত্যাদি ধ্যানে ধ্যান করিবেন। ১৭

ধ্যানের অর্থ—হরিণের নেত্রের ন্যায় সুন্দর নয়না; শরৎচন্দ্র বদনা, বিম্বফলের ন্যায় অধরবিশিষ্টা, চন্দনগন্ধে লিপ্তা, চীনবস্ত্র পরিহিতা, স্থূলস্তনী, মনোজ্ঞা, শ্যামবর্ণা, কামধেনুর ন্যায় অভীষ্টদায়িনী, বিচিত্র-রূপা দেবীকে ধ্যান করিবে। ১৮

এইরূপে ধ্যান করিয়া বিধিবৎ পূজা করিয়া প্রত্যহ অযুত সংখ্যক জপ করিবে। মাসের শেষে রাত্রি পর্য্যন্ত জপ করিবে। তাহার পর রাত্রিতে সেই দেবী আগমন

১। খ—সা গত্বা।

ততোঽর্চিতা প্রসন্না সা পুষ্ণাতি প্রার্থিতঞ্চ যৎ।
স্বর্ণশতং সাধকায় দদাতি সা দিনে দিনে ॥ ২০
সাবশেষং ব্যয়ং কুর্য্যাৎ স্থিতে তৎ তু ন দাস্যতি।
অন্যস্ত্রী-গমনং তস্য ন ভবেৎ সত্যমীরিতম্ ॥ ২১

অস্যা মন্ত্রস্তু—ওঁ হ্রীঁ আগচ্ছ মনোহরে স্বাহা। যথা—

তারং মায়াগচ্ছ মনোহরে পাবকবল্লভা ॥ ২২ ॥ ইত্যন্যা ॥ ২

অথ কনকাবতী

গত্বা বটতলে দেবীং পূজয়েৎ সাধকোত্তমঃ।
প্রাণায়ামং ষড়ঙ্গঞ্চ মায়য়াঽথ সমাচরেৎ ॥ ২৩
সদ্যো-মাংসং বলিং দত্ত্বা পূজয়েৎ তাং সমাহিতঃ।
অর্ঘ্যমুচ্ছিষ্ট-রক্তেন দদ্যাৎ তস্যৈ দিনে দিনে ॥ ২৪
প্রচণ্ড-বদনাং গৌরীং পক্ক-বিম্বাধরাং পরাম্।
রক্তাম্বর-ধরাং বালাং সর্বকাম-প্রদাং শুভাম্ ॥ ২৫

করিয়া বলেন—বর প্রার্থনা কর। তাহার পর সাধক প্রাণায়াম ও মায়াবীজের দ্বারা ষড়ঙ্গ ন্যাস করিয়া পাদ্যাদি উপচার ও সদ্য মাংস বলি দ্বারা পূজা করিবে। ১৯

তন্ত্রে বলিয়াছেন—তাহার পর সেই অর্চিতা দেবী প্রসন্না হইয়া যাহা তাঁহার নিকট প্রার্থিত হইয়াছিল, তাহা দিয়া তাহাকে পোষণ করেন এবং তিনি প্রতি দিন সেই সাধককে এক শত স্বর্ণ মুদ্রা প্রদান করেন। ২০

সেই স্বর্ণমুদ্রা নিঃশেষে ব্যয় করিবে। উহার কিছু অবশেষে থাকিলে তিনি আর তাহা দেন না। তাহার অন্য স্ত্রীগমন হইবে না। ইহা সত্য বলিতেছি। ২১

ইহার মন্ত্র হইতেছে—ওঁ হ্রীং আগচ্ছ মনোহরে। স্বাহা। যেমন তন্ত্রে বলিয়াছেন—তার (ওঁ) মায়া (হ্রীং) আগচ্ছ মনোহরে। ও পাবক-বল্লভা (স্বাহা)। ২২ ইনি অন্যা যক্ষিণী। ২

অনন্তর কনকাবতী সাধন কথিত হইতেছে। (তন্ত্রে বলিয়াছেন)—

সাধকোত্তম বটবৃক্ষের তলে গমন করিয়া দেবীকে পূজা করিবে। প্রথমে মায়া বীজের দ্বারা প্রাণায়াম ও ষড়ঙ্গ ন্যাস করিবে। ২৩

সমাহিত হইয়া সেই দেবীকে সদ্যো মাংস বলি দিয়া পূজা করিবে। প্রতিদিন উচ্ছিষ্ট রক্তের দ্বারা সেই দেবীকে অর্ঘ্য দিবে। ২৪

দেবীর ধ্যান—প্রচণ্ড (ঘোর) বদনা, পক্ক বিম্বের সদৃশ অধর বিশিষ্টা, রক্তবস্ত্র পরিহিতা, বালা, সর্বকামপ্রদা, শুভা (শ্রেষ্ঠা) গৌরীকে ধ্যান করিবে। ২৫

এবং ধ্যাত্বা জপেন্ মন্ত্রময়ুতং সাধকোত্তমঃ।
সপ্তদিনং সমভ্যর্চ্য অষ্টমে বিধিবচ্চরেৎ।
কায়েন মনসা বাচা পূজয়েচ্চ দিনে দিনে॥ ২৬
তারং মায়া তথা কূর্চং রক্ষ-কর্মণি তদ্বহিঃ।
আগচ্ছ কনকান্তে চ বতি স্বাহা মহামনুঃ[১] ॥ ২৭

তথাচ—ওঁ হ্রীঁ হুঁ রক্ষকর্মণি আগচ্ছ কনকাবতি স্বাহেতি মন্ত্রঃ।

অনিশীথং জপেন্ মন্ত্রং বলিং দত্ত্বা মনোরমম্।
সাধকেন্দ্রং দৃঢ়ং জ্ঞাত্বা সা যাতি সাধকালয়ে॥ ২৮
সাধকেন্দ্রোঽপি তাং দৃষ্ট্বা দদ্যাদর্ঘ্যাদিকং ততঃ।
ততঃ সপরিবারেণ ভার্য্যা স্যাৎ কাম-ভোজনৈঃ।
বস্ত্র-ভূষাদিকং ত্যক্ত্বা যাতি সা নিজ-মন্দিরম্॥ ২৯
এবং ভার্য্যা ভবেন্নিত্যং সাধকাজ্ঞানুরূপতঃ।
আত্ম-ভার্য্যাং পরিত্যজ্য ভজেৎ তাঞ্চ বিচক্ষণঃ॥৩০॥ ইত্যপরা। ৩

অথ কামেশ্বরী-সাধনম্

অথ কামেশ্বরীং বক্ষ্যে সর্বকাম-ফলপ্রদাম্।

এইরূপ ধ্যান করিয়া সাধক শ্রেষ্ঠ অযুত মন্ত্র জপ করিবে। সাত দিন সম্যক্ রূপে অর্চ্চনা করিয়া অষ্টম দিনে বিধিবৎ পূজা করিবে। শরীর, মন ও বাক্যের দ্বারা প্রতিদিন পূজা করিবে। ২৬

তার (ওঁ), মায়া (হ্রীং), সেইরূপ কূর্চ (হুং), রক্ষ কর্মণি, তাহার বহির্ভাগে (পরে) আগচ্ছ কনকা শব্দের পরে বতি স্বাহা—এইটি মহামন্ত্র। ২৭

তাহা হইলে এই মন্ত্র হয়—ওঁ হ্রীং হুং রক্ষ-কর্মণি আগচ্ছ কনকাবতি। স্বাহা।

মনোহর বলি দিয়া রাত্রি পর্য্যন্ত মন্ত্র জপ করিবে। সেই দেবী সাধককে দৃঢ় বুঝিলে সাধকের গৃহে যান। ২৮

তাহার পর সাধক শ্রেষ্ঠও তাঁহাকে দেখিয়া অর্ঘ্যাদি দান করিবে। তাহার পর তিনি কাম (অভীষ্ট) ভোজনের দ্বারা সপরিবারে তাহার ভার্য্যা হইবেন। প্রভাতে বস্ত্র ও ভূষণাদি পরিত্যাগ করিয়া সেই দেবী নিজ মন্দিরে গমন করেন। ২৯

সাধকের আজ্ঞানুসারে এইরূপে তিনি নিত্য ভার্য্যা হইয়া থাকেন। বিচক্ষণ সাধক নিজের ভার্য্যাকে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকে ভজনা করিবে। ৩০। ইনি অন্যা। ৩

অনন্তর সর্বকাম ফল-প্রদা কামেশ্বরীর সাধন বলিতেছি। পূর্ববৎ সমস্ত করিয়া

১। ক—মহামন্ত্রঃ।

পূর্ববৎ সকলং কৃত্বা ভূর্জপত্রে গোরোচনয়া প্রতিমাং নির্মায় শয্যামারুহ্য সহস্রৈক-প্রমাণেন মাসমেকং জপেৎ। ঘৃতেন মধুনা বা দীপং দত্ত্যাৎ ॥ ৩১

কামেশ্বরীং শশাঙ্কাস্যাং চলৎ-খঞ্জন-লোচনাম্।
সদা লোলগতিং কান্তাং কুসুমাস্ত্র-শিলীমুখাম্ ॥ ৩২

এবং ধ্যাত্বা মন্ত্রং জপেৎ। সা নিশীথে যাতি।

স্ত্রীভাবেন তদা তস্যৈ দদ্যাৎ পাদ্যাদিকং ততঃ ॥ ৩৩
সা সুখেন নিশাং নীত্বা দত্ত্বা চ বিপুলং ধনম্।
বস্ত্রালঙ্কার-দ্রব্যাদীন্ প্রভাতে যাতি নিশ্চিতম্ ॥ ৩৪

মন্ত্রস্তু—ওঁ হ্রীঁ আগচ্ছ কামেশ্বরি স্বাহা। তথা চ—

প্রণবং ভুবনেশী চাগচ্ছ কামেশ্বরি! ততঃ।
বহ্নের্ভার্য্যা মহামন্ত্রং সাধকানাং সুখাবহম্ ॥৩৫॥ ইতীতরা। ৪

অথ রতি-সুন্দরী ॥

সুবর্ণবর্ণ-গৌরাঙ্গীং সর্বালঙ্কার-ভূষিতাম্।
নূপুরাঙ্গদ-হারাঢ্যাং রম্যাঞ্চ পুষ্করেক্ষণাম্ ॥ ৩৬

ভূর্জপত্রে গোরোচনা দ্বারা প্রতিমা নির্মাণ করিয়া শয্যাতে আরোহণ করিয়া একমাস যাবৎ অবিচ্ছেদে এক হাজার পরিমাণ জপ করিবেন। ঘৃত বা মধু দ্বারা দীপ দিবেন। ৩১

কামেশ্বরী ধ্যান—চন্দ্রের ন্যায় কান্তি যুক্ত মুখ বিশিষ্টা, চঞ্চল খঞ্জনের ন্যায় চঞ্চল নয়না, সর্বদা চঞ্চলগতিময়ী, জ্যোতিঃ-বিশিষ্টা, পুষ্পবাণ ও ধনুর্দ্ধারিণী কামেশ্বরীকে ধ্যান করিবে। ৩২

এইরূপ ধ্যান করিয়া মন্ত্রজপ করিবে। রাত্রিতে সেই দেবী সাধকের নিকট গমন করেন। তখন সাধক তাঁহাকে স্ত্রীভাবে পাদ্যাদি প্রদান করিবে। তাহার পর সেই দেবী সুখে রাত্রি যাপন করিয়া বিপুল ধন, বস্ত্র, অলঙ্কার দ্রব্যাদি দিয়া প্রভাতে নিশ্চয়ই চলিয়া যান। ৩৩-৩৪

ইহাঁর মন্ত্র কিন্তু—ওঁ হ্রীং আগচ্ছ কামেশ্বরি। স্বাহা। তাহাই তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে—প্রণব (ওঁ), ভুবনেশী (হ্রীং), আগচ্ছ কামেশ্বরি! তাহার পর বহ্নির ভার্য্যা (স্বাহা)। তাহাতে মন্ত্রটি হইল—ওঁ হ্রীং আগচ্ছ কামেশ্বরি! স্বাহা। এই মহামন্ত্র সাধকের সুখাবহ। ৩৫। ইনি অন্যা যক্ষিণী। ৪

অনন্তর রতিসুন্দরীর সাধন কথিত হইতেছে। তাঁহার ধ্যানের এই অর্থ—রতি-

ইত্যেবং পুত্তলীং পটে নির্মায় ধ্যাত্বা সংপূজ্য জপেদষ্টসহস্র, মানেন প্রত্যহম্। ৩৭

মাসান্তে সময়ং প্রাপ্য নিশীথে যাতি সুন্দরী।
ততস্তামর্চয়েদ্ ভক্ত্যা জাতী-কুসুম-মালয়া॥ ৩৮
ভূত্বা ভার্য্যা চ সা তস্মৈ দদাতি বাঞ্ছিতং বরম্।
ভূষাদিকং পরিত্যজ্য প্রভাতে যাতি সা ধ্রুবম্।
ত্যক্ত্বা ভার্য্যাং ভজেৎ তাঞ্চ অন্যথা নশ্যতি ধ্রুবম্॥ ৩৯

অস্যা মন্ত্রস্তু—ওঁ হ্রীঁ আগচ্ছ রতিসুন্দরি স্বাহা। যথা—

তারং মায়া তথাগচ্ছ রতিসুন্দরি পদস্ততঃ।
বহ্নিজায়াষ্টসাহস্রং জপেন্মন্ত্রং দিনে দিনে ॥৪০॥ ইয়মিতরা। ৫

অথ পদ্মিনী

স্বগৃহে শিবসন্নিধৌ পূর্ববচ্চন্দনেন মণ্ডলং কৃত্বা তত্র মূলমন্ত্রং লিখিত্বা—

পদ্মাননাং শ্যামবর্ণাং পীনোত্তুঙ্গ-পয়োধরাম্।
কোমলাঙ্গীং স্মেরমুখীং রক্তোৎপল-দলেক্ষণাম্॥ ৪১

সুন্দরীকে সুবর্ণ-বর্ণা গৌরাঙ্গী, সমস্ত অলঙ্কারে ভূষিতা, নূপুর, অঙ্গদ ও হার মুক্তা মনোহরা, পদ্মপত্রের ন্যায় লোচন বিশিষ্টা ধ্যান করিবে। ৩৬

পটে এইরূপ প্রতিমা নির্মাণ করিয়া ধ্যান করিয়া অষ্ট সহস্র পরিমাণ সংখ্যায় প্রত্যহ জপ করিবে। ৩৭

একমাস অন্তে সময় উপস্থিত হইলে সুন্দরী যক্ষিণী সাধকের নিকট গমন করেন। তাহার পর তাঁহাকে জাতি পুষ্পের মালা দ্বারা ভক্তির সহিত পূজা করিবে। ৩৮

সেই সুন্দরী সাধকের ভার্য্যা হইয়া তাহাকে বাঞ্ছিত বর প্রদান করেন। সেই সুন্দরী প্রভাতে ভূষণাদি পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। নিজ ভার্য্যাকে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকে ভজনা করিবে। অন্যথা নিশ্চয় বিনষ্ট হইবে। ৩৯

এই সুন্দরীর মন্ত্র কিন্তু—ওঁ হ্রীং আগচ্ছ রতিসুন্দরি। স্বাহা। যেমন তন্ত্রে বলিয়াছেন—তার (ওঁ), মায়া (হ্রীং), সেইরূপ আগচ্ছ রতিসুন্দরি। পদ, তাহার পর বহ্নিজায়া (স্বাহা) তাহাতে মন্ত্রটি হইল—ওঁ হ্রীং আগচ্ছ রতিসুন্দরি। স্বাহা। দিনে দিনে প্রতিদিন আট হাজার মন্ত্র জপ করিবে। ৪০। ইনি অন্যা যক্ষিণী। ৫

অনন্তর পদ্মিনীর সাধন কথিত হইতেছে। নিজের গৃহে শিবের নিকটে পূর্ববৎ চন্দনের দ্বারা মণ্ডল করিয়া সেই মণ্ডলে মূল মন্ত্র লিখিয়া পদ্মাসনা, শ্যামবর্ণা পীন ও

ইতি ধ্যাত্বা সংপূজ্য কৃষ্ণপ্রতিপদাদি-মাসে সহস্রং প্রত্যহং জপেৎ। মাসান্তে পূর্ণিমায়াং বিধিবৎ পূজয়েৎ। অনিশীথং জপেৎ। ততঃ সাগত্য ভার্য্যা ভবতি, ধনাদি দদাতি। অন্যা স্ত্রী ত্যাজ্যা। মন্ত্রস্তু—ওঁ হ্রীঁ আগচ্ছ পদ্মিনি! স্বাহা।

যথা—বেদাদ্যং ভুবনেশী চাগচ্ছ পদ্মিনি! ঠ-দ্বয়ম্ ॥ ৪২ ॥ ইয়মন্যা। ৬

অথ নটিনী

ততো বক্ষ্যে মহাবিদ্যাং বিশ্বামিত্রেণ ধীমতা।
জ্ঞাত্বা যাং সাধিতা বিদ্যা বলা চাতিবলা প্রিয়ে! ॥ ৪৩

প্রণবান্তে মহামায়া নটিনি পাবক-প্রিয়া।
মহাবিদ্যেহ কথিতা গোপনীয়া প্রযত্নতঃ ॥ ৪৪

অশোক-মূলে গত্বা—ত্রৈলোক্য-মোহিনীং গৌরীং বিচিত্রাম্বর-ধারিণীম্।
বিচিত্রালঙ্কৃতাং রম্যাং নর্ত্তকীবেশ-ধারিণীম্ ॥ ৪৫

উত্তুঙ্গ (অত্যুচ্চ) স্তনধারিণী, কোমলাঙ্গী, ঈষৎ হাস্যমুখী রক্তোৎপলের পত্রের ন্যায় নয়নবিশিষ্টা পদ্মিনীকে ধ্যান করিবে। ৪১

এইরূপ ধ্যান করিয়া পূজা করিয়া কৃষ্ণ প্রতিপদাদি মাসে প্রত্যহ এক হাজার জপ করিবেন। মাসান্তে পূর্ণিমায় বিধিপূর্বক পূজা করিবেন। রাত্রি পর্য্যন্ত জপ করিবেন। তাহার পর সেই পদ্মিনী সাধকের নিকট আসিয়া ভার্য্যা হন, ধনাদি দান করেন। অন্য স্ত্রী ত্যাগ করিবেন। ইহার মন্ত্র হইতেছে—ওঁ হ্রীং আগচ্ছ পদ্মিনী স্বাহা। যেমন তন্ত্রে বলিয়াছেন—বেদাদ্য (ওঁ), ভুবনেশী (হ্রীং), আগচ্ছ পদ্মিনি। ও ঠদ্বয় (স্বাহা)। ৪২। ইনি অন্যা যক্ষিণী। ৬

অনন্তর নটিনীর সাধন কথিত হইতেছে। তাহার পর মহাবিদ্যা নটিনী বলিতেছি। হে প্রিয়ে! ধীমান্ বিশ্বামিত্র যাঁহাকে জানিয়া বলা ও অতিবলা নামক বিদ্যার সাধন করিয়াছিলেন। ৪৩

প্রণবের অন্তে মহামায়া (হ্রীং) নটিনি! ও পাবকপ্রিয়া (স্বাহা)। তাহাতে ওঁ হ্রীং নটিনি! স্বাহা—এই মন্ত্র হয়। এই মহাবিদ্যা কথিত হইয়াছে। যত্ন পূর্বক উহা গোপন করিবে। ৪৪

অশোক বৃক্ষের মূলে গিয়া—ত্রৈলোক্যমোহিনী, গৌরী, বিচিত্র বস্ত্র-ধারিণী, বিচিত্র অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা রম্যা নর্ত্তকী-বেশ-ধারিণী নটিনীকে ধ্যান করিবে। ৪৫

এবং ধ্যাত্বা সংপূজ্য দিনে দিনে সহস্রং জপেৎ। মাসান্তে মাংসোপহারাদিভিরর্চয়েৎ। ৪৬

অর্দ্ধরাত্রৌ ভয়ং দত্ত্বা কিঞ্চিৎ সাধকসত্তমে।
সুদৃঢ়ং সাধকং মত্বা যাতি সা সাধকালয়ম্ ॥ ৪৭
বিদ্যাভিঃ সকলাভিশ্চ কিঞ্চিৎ স্মেরমুখী ততঃ।
বরং বরয় শীঘ্রং ত্বমিতি ভূয়ঃ প্রভাষতে ॥ ৪৮

ততঃ মাতরং ভগিনীং ভার্য্যাং বা কুর্য্যাৎ। সা তু পূর্ব্ববৎ ফলং দদাতি। মন্ত্রস্তু—ওঁ হ্রীঁ নটিনি! স্বাহেতি। ৪৯। ইতি সপ্তমী ॥ ৭ ॥

অথ মধুমতী

মহাবিদ্যাং প্রবক্ষ্যামি সাবধানাঽবধারয় ॥ ৫০

ভূর্জপত্রে কুঙ্কুমেন স্ত্রিয়ং বিলিখ্য তদ্বহিরষ্টদলং পদ্মমালিখ্য ন্যাসাদিকং কৃত্বা ধ্যাত্বা জীবন্যাসং কৃত্বা ত্রিসন্ধ্যং প্রত্যহমুপচারৈরর্চয়েৎ। ধ্যানন্তু। (৫১)—

শুদ্ধস্ফটিক-সঙ্কাশাং নানারত্ন-বিভূষিতাম্।
মঞ্জীর-হার-কেয়ূর-রত্ন-কুণ্ডল-মণ্ডিতাম্ ॥ ৫২

এইরূপ ধ্যান করিয়া সুন্দরভাবে পূজা করিয়া দিনে দিনে (প্রত্যহ) এক সহস্র মন্ত্র জপ করিবেন। মাসান্তে মাংস উপহারাদি দ্বারা তাঁহার পূজা করিবেন। ৪৬

অর্দ্ধরাত্রিতে সাধক-শ্রেষ্ঠকে কিছু ভয় দেখাইয়া সাধককে সুদৃঢ় জানিয়া সেই নটিনী দেবী সাধকের গৃহে গমন করেন। ৪৭

তাহার পর সেই হাস্যমুখী নটিনী পুনরায় এই বলেন—তুমি শীঘ্র সকল বিদ্যার সহিত বর প্রার্থনা কর। ৪৮

তাহার পর সাধক তাঁহাকে মাতা, ভগিনী বা ভার্য্যা করিবেন অর্থাৎ মাতৃরূপে ভগিনীরূপে বা ভার্য্যারূপে ভাবনা করিবেন। তিনি পূর্ব্ববৎ ফল দান করেন। তাঁহার মন্ত্র এই হইতেছে—ওঁ হ্রীং নটিনি। স্বাহা। ৪৯। ইনি সপ্তমী যক্ষিণী। ৭

অনন্তর মধুমতী কথিত হইতেছে। তন্ত্রে বলিতেছেন—আমি মহাবিদ্যা বলিতেছি। তুমি সাবধান হইয়া অবধারণ কর। ৫০

ভূর্জপত্রে কুঙ্কুমের দ্বারা একটি স্ত্রীমূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া তাহার বহির্ভাগে একটি অষ্টদল পদ্ম লিখিয়া ন্যাসাদি করিয়া ধ্যান করিয়া জীবন্যাস করিয়া ত্রিসন্ধ্যায় প্রত্যহ উপচারের দ্বারা পূজা করিবেন। ধ্যান হইতেছে (৫১)—

শুদ্ধ স্ফটিকের সদৃশী, নানারত্নে বিভূষিতা, মঞ্জীর (নূপুর), হার, কেয়ূর ও রত্নকুণ্ডলে বিভূষিতা। এইরূপ মূর্ত্তি ধ্যান করিবে। ৫২

কৃষ্ণপ্রতিপদমারভ্য দিনে দিনে সহস্রং জপেৎ। পূর্ণিমায়াং দিবারাত্রৌ চ বিশেষতঃ পূজয়েৎ। ৫৩

প্রভাত-সময়ে যাতি সাধকস্যান্তিকং ধ্রুবম্।
যদ্ যৎ কাময়তে মন্ত্রী তত্তদ্ দদ্যাদ্ দিনে দিনে॥ ৫৪
স্বর্গে মর্ত্ত্যে চ পাতালে যদ্ বস্তু বিদ্যতে প্রিয়ে!।
আনীয় দীয়তে সত্যং সাধকাজ্ঞানুরূপতঃ॥ ৫৫
স্বর্ণশতং তদা তস্মৈ দদাতি সা দিনে দিনে।
তস্যা বর-প্রদানেন চিরজীবী নিরাময়ঃ॥ ৫৬
সর্বজ্ঞঃ সুন্দরঃ শ্রীমান্ সর্বগো ভবতি ধ্রুবম্।
অন্যস্ত্রী-গমনং ত্যজ্যমন্যথা নশ্যতি ধ্রুবম্॥ ৫৭

অস্যা মন্ত্রস্তু—ওঁ হ্রীঁ আগচ্ছানুরাগিণি মৈথুন-প্রিয়ে! স্বাহা।
যথা—তারং মায়া তথাগচ্ছানুরাগিণি! মৈথুন-প্রিয়ে!।
বহ্নি-ভার্য্যা মনুঃ প্রোক্তঃ সর্বসিদ্ধি-প্রদায়কঃ॥ ৫৮
এষা মধুমতী তু স্যাৎ সর্বসিদ্ধি-প্রদা প্রিয়ে!।
গুহ্যাদ্ গুহ্যতরা বিদ্যা তব স্নেহাৎ প্রকাশিতা॥ ৫৯॥ ইয়ং মধুমতী॥ ৮

কৃষ্ণ প্রতিপৎ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতিদিন এক সহস্র জপ করিবেন। পূর্ণিমাতে দিবারাত্রি বিশেষভাবে পূজা করিবেন। ৫৩

প্রভাত কালে মধুমতী সাধকের নিকট অবশ্যই গমন করেন। মন্ত্রজ্ঞ সাধক যাহা যাহা কামনা করেন, তিনি তাহা প্রতিদিন দান করেন। ৫৪

হে প্রিয়ে! স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতালে যে বস্তু বিদ্যমান আছে, সাধকের আজ্ঞানুসারে তিনি তাহা আনিয়া সাধককে দেন। ইহা সত্য। ৫৫

তিনি তখন প্রতিদিন সেই সাধককে স্বর্ণশত প্রদান করেন। সাধক তাঁহার বর দ্বারা চিরজীবী ও নিরাময় হইয়া থাকে। ৫৬

সাধক তাঁহার বরে নিশ্চয়ই সর্বজ্ঞ, শ্রীমান্, সুন্দর, সর্বগ হয়। অন্য স্ত্রীগমন পরিত্যজ্য। অন্যথা নিশ্চয়ই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। ৫৭

ইহাঁর মন্ত্র কিন্তু—ওঁ হ্রীং আগচ্ছানুরাগিণি! মৈথুনপ্রিয়ে স্বাহা। যেমন তন্ত্রে বলিয়াছেন—তার (ওঁ), মায়া (হ্রীং), এবং আগচ্ছানুরাগিণি! মৈথুনপ্রিয়ে! ও বহ্নিভার্য্যা (স্বাহা)। সর্বসিদ্ধি-প্রদায়ক এই মন্ত্র কথিত হইল। ৫৮

হে প্রিয়ে! সর্বসিদ্ধিপ্রদা এই মধুমতী বিদ্যা গুহ্য হইতে গুহ্যতরা তোমার স্নেহে ইহা প্রকাশিত হইল। ৫৯। ইনি মধুমতী। ৮

তারাপ্রদীপে—প্রণবং ভুবনেশানী প্রমোদায়ৈ দ্বিঠাবধিঃ।
অর্দ্ধরাত্রে সমুত্থায় সহস্রং প্রজপেন্ মনুম্।
মাসমেকং ততো দেবী নিধিঞ্চ দর্শয়েদ্ ধ্রুবম্ ॥ ৬০

মন্ত্রস্তু—ওঁ হ্রীঁ প্রমোদায়ৈ স্বাহেতি। এতদ্বিষয়ে ভার্য্যাদি ভাবো ন নিয়তঃ। তারাপ্রদীপাদৌ যক্ষিণী-মধ্যগণিতাপি ধনদা-লক্ষ্মী-প্রস্তাবে বক্ষ্যতে। এতা নব যক্ষিণ্যঃ তত্রৈব ॥ পৃচ্ছামঃ রে[১]!। ৬১

যদি কালমতিক্রামেন্নাগচ্ছতি ন সিধ্যতি।
ক্রোধেনানেন চাক্রম্য জপেদষ্ট-সহস্রকম্ ॥ ৬২
তথাকৃতে সমায়াতি বাঞ্ছিতার্থং প্রযচ্ছতি।
যদি নায়াতি চৈতেন অক্ষি মূর্দ্ধ্নি স্ফুটত্যপি।
রৌরবে নরকে বাপি পাতয়েৎ ক্রোধ-ভূপতিঃ[২] ॥ ৬৩

ক্রোধেন—ক্রোধভৈরবমন্ত্রেণ। আক্রম্য—পুটিতং কৃত্বা। ক্রোধমন্ত্রশ্চ—ওঁ হূঁ ফট্ অমুক-যক্ষিণি হ্রীঁ যঃ হূঁ হূঁ ফট্ ॥ ৬৪

তারা প্রদীপে বলিয়াছেন—প্রণব, ভুবনেশানী (হ্রীং) প্রমোদায়ৈ ও দ্বিঠ পর্য্যন্ত। অর্দ্ধরাত্রে উত্থিত হইয়া সহস্র মন্ত্র জপ করিবে। একমাস এইরূপ জপ করিবে। তাহাতে দেবী নিশ্চয়ই নিধি দেখাইবেন। ৬০

মন্ত্র হইতেছে—ওঁ হ্রীং প্রমোদায়ৈ স্বাহা। এই বিষয়ে ভার্য্যাদিভাব নিয়ত নহে। ইনি যক্ষিণী মধ্যে গণিতা হইলেও তারাপ্রদীপাদিতে ধনদা লক্ষ্মীর প্রস্তাবে কথিতা হইবেন। এই নয় জন যক্ষিণী সেইখানেই উক্ত হইয়াছে। ওরে! এখন প্রশ্ন। ৬১

যদি কাল অতীত হয়, যক্ষিণী না আসেন, যদি সিদ্ধি না হয়, তবে এই ক্রোধ মন্ত্রের দ্বারা আকর্ষণ করিয়া এক হাজার আট বার মন্ত্র জপ করিবেন। ৬২

এইরূপ করিলে তিনি সাধকের নিকট আসেন এবং সাধকের বাঞ্ছিত অর্থ প্রদান করেন। যদি ইহাতেও না আসেন, তবে ক্রোধভূপতি ক্রোধ ভৈরব চক্ষুঃ বা মস্তক বিদীর্ণ হইলেও তাহাকে রৌরব নরকে পাতিত করেন। ৬৩

ক্রোধেন অর্থ—ক্রোধভৈরব মন্ত্রের দ্বারা। আক্রম্য অর্থ—পুটিত করিয়া। ক্রোধমন্ত্র হইতেছে—ওঁ হূং ফট্ অমুকযক্ষিণি হ্রীং যঃ হূং হূং ফট্। অমুক স্থলে যক্ষিণীর নাম বক্তব্য। ৬৪

১। ক—পৃচ্ছাম রে ইতি পাঠঃ। খ—পৃচ্ছামরে নাস্তি। ২। খ—ক্রোধভূপতিরিত্যনন্তরং মন্ত্রঃ ওঁ হূং ফট্। ক্রোধেন ক্রোধভৈরব-মন্ত্রেণ। আক্রম্য পুটিতং কৃত্বেতি পাঠঃ।

অথৈতন্মুদ্রাঃ

মুষ্টিমন্যোন্যমাস্থায় কনিষ্ঠে বেষ্টয়েদ্বভে।
প্রসার্য্যাকুঞ্চ্য তর্জন্যৌ কার্য্যৌ তাবঙ্কুশাকৃতী।
ইয়ং ক্রোধাঙ্কুশী মুদ্রা ত্রৈলোক্যাকর্ষণ-ক্ষমা॥ ৬৫

অনয়া পূর্বোক্তেন ক্রোধমন্ত্রেণাকর্ষয়েৎ। ৬৬

পাণী সমৌ বিধায়াতো বিপরীতং মধ্যমাদ্বয়ম্।
কৃত্বা তির্যগনামান্তে[1] বাহ্যতঃ স্থাপয়েদ্ বুধঃ॥ ৬৭

তর্জন্যভিনিবিষ্টেন কনিষ্ঠা গর্ভ-সংস্থিতা।
অঙ্গুষ্টেনাহ্বয়েৎ সর্বাং যক্ষিণীং মুদ্রয়াঽনয়া॥ ৬৮

আহ্বানমন্ত্রস্তু—ওঁ হ্রীঁ আগচ্ছাগচ্ছ অমুকযক্ষিণি স্বাহা॥ ৬৯

কৃত্বান্যোন্যমুভে মুষ্টী প্রসার্য্য মধ্যমাদ্বয়ম্।
সম্মুখীকরণীমুদ্রা যক্ষীণাং[2] মনুনাঽমুনা॥ ৭০

মন্ত্রশ্চ—ওঁ মহাযক্ষিণি মৈথুন-প্রিয়ে স্বাহা॥

অনন্তর ইঁহাদের মুদ্রা কথিত হইতেছে—পরস্পর দুই হস্তে মুষ্টি করিয়া উভয় কনিষ্ঠাকে বেষ্টন করিয়া দুইটি তর্জনীকে প্রসারিত ও আকুঞ্চিত করিয়া সেই দুইটিকে অঙ্কুশাকার করিবে। ইহাই ক্রোধাঙ্কুশী মুদ্রা। ইহা ত্রৈলোক্যের আকর্ষণে সমর্থা। ৬৫

এই ক্রোধাঙ্কুশী মুদ্রা দ্বারা পূর্বোক্ত ক্রোধমন্ত্রে আকর্ষণ করিবেন। ৬৬

দুইটি হস্তকে সমান করিয়া অনন্তর বিপরীত মধ্যমাদ্বয়কে তির্য্যক্ করিয়া বিদ্বান্ সাধক বাহিরে অনামার শেষে স্থাপন করিবেন। ৬৭

কনিষ্ঠা গর্ভ সংস্থিতা হইবে, তর্জনীর দ্বারা অঙ্গুষ্ঠ অভিনিবিষ্ট হইবে, এই মুদ্রায় সমস্ত যক্ষিণীকে আহ্বান করিবেন। ৬৮

আহ্বানমন্ত্র—ওঁ হ্রীং আগচ্ছাগচ্ছ অমুকযক্ষিণি স্বাহা। অমুকস্থলে যক্ষিণীর নাম প্রযোজ্য। ৬৯

পরস্পর দুইটি মুষ্টি করিয়া মধ্যমাদ্বয়কে প্রসারিত করিবে। ইহাই সম্মুখীকরণ মুদ্রা। এই মুদ্রা দ্বারা যক্ষিণীগণের সম্মুখীকরণ করিবে। ৭০

মন্ত্র হইতেছে—ওঁ মহাযক্ষিণি! মৈথুনপ্রিয়ে! স্বাহা।

১। খ—টিপ্পনী—তির্য্যক্-কৃতয়োরনামিকয়োরন্তে মধ্যমাদ্বয়ং সর্বারন্তে বিপরীতং কৃত্বা স্থাপয়েদিত্যর্থঃ। ২। ক—যক্ষিণাং। খ—যক্ষাণাং।

অন্যোন্যমুষ্টিমাস্থায় প্রসার্য্যাকুঞ্চয়েচ্ছুভে।
কনিষ্ঠে চাপি মুদ্রেয়ং সান্নিধ্য-করণী স্মৃতা ॥ ৭১

মন্ত্রশ্চ—ওঁ ক্লীং ভোগেশ্বরি ! স্বাহা ॥

কৃত্বা মুষ্টিং ততোঽন্যোন্যং খট্টাকারং হৃদি ন্যসেৎ।
বক্ষ্যমাণেন মনুনা যুক্তা স্নপন-কর্মণি[১] ॥ ৭২

মন্ত্রস্তু—ওঁ ক্ষ্মীঁ হৃদয়ায় নমঃ ॥

কৃত্বা মুষ্টিং ততোঽন্যোন্যং তর্জনীমপি মধ্যমাম্।
প্রসার্য্য গন্ধপ্রমুখী মুদ্রা মন্ত্র-সমন্বিতা ॥ ৭৩

ওঁ সর্বমনোহারিণি স্বাহেতি মন্ত্রেণ গন্ধাদ্যৈঃ সংপূজয়েৎ ॥

আহ্বানমুদ্রয়া বামাঙ্গুষ্ঠেনাপি বিসর্জয়েৎ।
যক্ষিণীং মনুনানেন বক্ষ্যমাণেন পূজিতাম্ ॥ ৭৪

মন্ত্রস্তু—হ্রীং গচ্ছ গচ্ছ অমুকযক্ষিণি পুনরাগমনায় স্বাহা ॥ ৭৫

অথ ষট্-কিন্নরী-সাধনম্।

মনোহারী-সাধন।

ওঁ মনোহারিণি স্বাহা।

পরস্পর দুইটি মুষ্টি করিয়া দুইটি কনিষ্ঠাকে প্রসারিত করিয়া আকুঞ্চিত করিবে। এই মুদ্রা সান্নিধ্যকরণী বলিয়া কথিত হইয়াছে। ৭১

মন্ত্র হইতেছে—ওঁ ক্লীং ভোগেশ্বরি। স্বাহা।

মুষ্টি করিয়া তাহার পর খট্টাকার অন্যোন্য মুষ্টিকে হৃদয়ে স্থাপন করিবে। বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে এই মুদ্রাকে স্নপনে প্রয়োগ করিবে। ৭২

মন্ত্র হইতেছে—ওঁ ক্ষ্মীং হৃদয়ায় নমঃ।

তাহার পর অন্যোন্য মুষ্টি করিয়া তর্জনী ও মধ্যমাকে প্রসারিত করিবে। তাহাতে গন্ধপ্রমুখী মুদ্রা হইয়া থাকে। ইহা মন্ত্রসমন্বিতা হইবে। ৭৩

ওঁ সর্বমনোহারিণি ! স্বাহা—এই মন্ত্রে গন্ধাদি দ্বারা সম্যক্‌রূপে পূজা করিবেন।

এই বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে পূজিতা যক্ষিণীকে আহ্বান মুদ্রায় বামাঙ্গুষ্ঠের দ্বারাও বিসর্জন করিবেন। ৭৪

মন্ত্র হইতেছে—ওঁ গচ্ছ গচ্ছ অমুকযক্ষিণি ! পুনরাগমনায় স্বাহা। অমুকপদস্থলে যক্ষিণীর নাম উচ্চার্য্য। ৭৫

অনন্তর ষট্ কিন্নরীর সাধন কথিত হইতেছে। মনোহারিণী কিন্নরীর মন্ত্র—ওঁ

১। খ—যুক্তাস্তপনকর্মণি।

শৈলশৃঙ্গমাস্থায়াষ্ট সহস্রং জপেৎ। জপান্তে রাত্রৌ গোমাংসাদিভিরভ্যর্চ্য জপেৎ। সার্দ্ধরাত্রে সমাগত্য ভার্য্যা ভবতি সুন্দরী ॥ ৭৬

সুভগা-সাধনম্

ওঁ সুভগে স্বাহা।

পর্বতে নির্জ্জনে বাপি বিহারে বাঽযুতং জপেৎ।
ভার্য্যাভূয় দদাত্যষ্টৌ দীনারান্ প্রত্যহং মুদা ॥ ৭৭

বিশালনেত্রা-সাধনম্

ওঁ বিশালনেত্রে স্বাহা।

নীচগা-তটমাসাদ্য জপেদযুত-সংখ্যকম্।
সংপূজ্য সকলাং রাত্রিং প্রজপেদ্ রজনী ক্ষয়ে ॥ ৭৮

ফলং পূর্ব্ববৎ। নীচগা—নদী ॥ ৭৯

সুরতপ্রিয়া-সাধনম্

ওঁ সুরতপ্রিয়ে স্বাহা।

নীচগা-সঙ্গমে রাত্রৌ জপেদষ্ট-সহস্রকম্ ॥
জপান্তেঽন্তিকমাগত্য আত্মানং দর্শয়ত্যপি ॥ ৮০
স্থিত্বা পুরো দ্বিতীয়েঽহ্নি বচনং ভাষতে পুনঃ।

মনোহারিণি স্বাহা। শৈলশৃঙ্গে উপবেশন করিয়া এক হাজার আট এই মনোহারিণী কিন্নরীর মন্ত্র জপ করিবেন। জপের শেষে রাত্রিতে গোমাংস প্রভৃতি দ্বারা অর্চনা করিবেন। সুন্দরী অর্দ্ধরাত্রিতে আসিয়া ভার্য্যা হন। ৭৬

সুভগা কিন্নরীর মন্ত্র—ওঁ সুভগে স্বাহা। পর্বতে নির্জন স্থানে অথবা বিহার ভূমিতে অযুতসংখ্যক এই মন্ত্র জপ করিবেন। এই কিন্নরী ভার্য্যা হইয়া আনন্দে প্রত্যহ আটটি দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) প্রদান করেন। ৭৭

বিশালনেত্রা কিন্নরীর মন্ত্র—ওঁ বিশালনেত্রে স্বাহা। নীচগা নদীর তটে বসিয়া অযুতসংখ্যক মন্ত্র জপ করিবে। সমস্ত রাত্রি পূজা করিয়া রাত্রিশেষে জপ করিবে। ফল পূর্ববৎ। নীচগা—নদী। ৭৮-৭৯

সুরতপ্রিয়া কিন্নরীর মন্ত্র—ওঁ সুরতপ্রিয়ে স্বাহা। নদীর সঙ্গমে রাত্রিতে এক হাজার আটবার মন্ত্র জপ করিবেন। জপের অন্তে সাধকের নিকটে অসিয়া নিজেকে দর্শন দেন। ৮০

পুনরায় দ্বিতীয় দিবসে সম্মুখে দাঁড়াইয়া কথোপকথন করেন। তৃতীয় দিবসে

তৃতীয়ে দিবসে প্রাপ্তে ভার্য্যা ভবতি কামিতা ॥ ৮১

দদাত্যষ্টৌ দীনারাণি প্রত্যহং দিব্য-বাসসী ॥ ৮২

সুমুখা-সাধনম্

ওঁ সুমুখে স্বাহা। শৈলমূর্দ্ধন্যম্বহং মাংসাহারেণাযুতকং জপেৎ

জপান্তে পুরতঃ স্থিত্বা চুম্বত্যালিঙ্গয়ত্যপি ॥ ৮৩

দীনারাষ্টকং দদাতি ॥ ৫ ॥

দিবাকরমুখী-সাধনম্

ওঁ দিবাকরমুখি স্বাহা ॥

শৈল-মূর্দ্ধ্নি সমাস্থায় জপেদযুত-সংখ্যকম্।

রাত্রাবভ্যর্চ্য প্রজপেন্ মনুমষ্টসহস্রকম্ ॥৮৪॥ ফলং পূর্ব্ববৎ ॥ ৬

অথ পিশাচীসাধনম্

উল্কামুখী-সাধনম্

তারাপ্রদীপে— তারং উল্কামুখি মহাপিশাচি তদনন্তরম্।

দেহি-যুগ্মং সমাভাষ্য দাপয়াগ্নিপ্রিয়া ততঃ ॥ ১

রাত্রৌ প্রদীপ-তৈলেন পাদৌ সংমৃক্ষ্য যত্নতঃ।

ততঃ সুপ্ত্বা জপেন্ মন্ত্রমেকবিংশতি-বাসরান্ ॥ ২

উপস্থিত হইলে কিন্নরী প্রার্থিতা হইয়া ভার্য্যা হন। প্রত্যহ আটটি দীনার ও দিব্য মনোহর বস্ত্রযুগল প্রদান করেন। ৮১-৮২

সুমুখা কিন্নরীর মন্ত্র—ওঁ সুমুখে স্বাহা। শ্যেন পক্ষীতে বসিয়া প্রত্যহ মাংস আহারের সহিত এই মন্ত্র অযুত জপ করিবে। জপের অন্তে সম্মুখে দাঁড়াইয়া চুম্বন এবং আলিঙ্গনও করে। ৮৩। ইনি অষ্ট দীনার দান করেন।

দিবাকরমুখী কিন্নরীর মন্ত্র—ওঁ দিবাকরমুখি। স্বাহা। শৈল-মস্তকে বসিয়া অযুত সংখ্যক এই মন্ত্র জপ করিবে। রাত্রিতে অর্চনা করিয়া এক হাজার আট মন্ত্র জপ করিবে। ৮৪। ফল পূর্ব্ববৎ।

অনন্তর পিশাচী সাধন কথিত হইতেছে। তারাপ্রদীপে বলিয়াছেন—তার (ওঁ) উল্কামুখি। মহাপিশাচি। তাহার পর দুইটি দেহি বলিয়া দাপয় ও তাহার পর অগ্নিপ্রিয়া (স্বাহা)। ১

রাত্রিতে যত্ন পূর্ব্বক প্রদীপের তৈলের দ্বারা দুইটি পাদ মর্দিত করিয়া তাহার পর শয়ন করিয়া একুইশ দিন মন্ত্র জপ করিবে। ২

ততঃ সিদ্ধা চ সা দেবী পিশাচী বরদা ভবেৎ।
প্রত্যহং পরিতুষ্টা সা দদ্যাৎ কার্ষাপণং ততঃ ॥ ৩

মন্ত্রস্তু—ওঁ উল্কামুখি মহাপিশাচি দেহি দেহি দাপয় স্বাহা। ইয়মুল্কামুখী ॥ ১

খরমুখী-সাধনম্

তারং খরমুখি! মহাপিশাচি! তদনন্তরম্।
দেহি-যুগ্মং সমাভাষ্য দাপয়াগ্নিপ্রিয়া ততঃ ॥ ৪
পূর্বোক্তেন বিধানেন জপেন্ মন্ত্রমনন্যধীঃ।
চতুর্বিংশতিকং নিত্যং পণং দদ্যাৎ প্রমোদিতা ॥ ৫

মন্ত্রস্তু—ওঁ খরমুখি! মহাপিশাচি! দেহি দেহি দাপয় স্বাহা ॥ ৬ ইয়ং খরমুখী ॥২

অথ মধুমতী-পিশাচী-সাধনম্ ॥

তারাপ্রদীপে— অথ বক্ষ্যে মধুমতীং সিদ্ধবিদ্যাঞ্চ কামদাম্।
যস্যাঃ সকৃজ্জপেনৈব সিদ্ধো ভবতি মানবঃ ॥ ৭
বিশ্বরূপে পদং বাচ্যং পিশাচি তদনন্তরম্।
বশ-দ্বিতয়মাভাষ্য মায়ান্তে বহ্নিবল্লভা ॥ ৮

তাহাতে সেই পিশাচী দেবী সিদ্ধা হইয়া বরদা হন। তাহার পর তিনি পরিতুষ্টা হইয়া প্রত্যহ কার্ষাপণ প্রদান করেন। ৩

মন্ত্র হইতেছে—ওঁ উল্কামুখি! মহাপিশাচি। দেহি দেহি দাপয় স্বাহা। ইনি উল্কামুখী।

তার, খরমুখি! মহাপিশাচি, তাহার পর দুইটি দেহি বলিয়া দাপয় ও তাহার পর অগ্নিপ্রিয়া (স্বাহা) বলিবেন। ৪

সাধক অনন্য-চিত্ত হইয়া পূর্বোক্ত বিধানে এই মন্ত্র জপ করিবেন। তাহাতে তিনি হৃষ্টা হইয়া প্রত্যহ চতুর্বিংশতি পণ দান করেন। ৫

মন্ত্রটি হইতেছে—ওঁ খরমুখি। মহাপিশাচি। দেহি দেহি দাপয় স্বাহা। ইনি উল্কামুখী। ৬

অনন্তর মধুমতী পিশাচীর সাধন কথিত হইতেছে। তারা প্রদীপে বলিয়াছেন—

অনন্তর কামপ্রদা সিদ্ধবিদ্যা মধুমতী বলিতেছি। যাহার একবারমাত্র জপের দ্বারা মানব সিদ্ধ হয়। ৭

বিশ্বরূপে পদ বলিবে। তাহার পর পশাচি পদ ও বশ-দ্বিতয় বলিয়া মায়ার অন্তে অগ্নিবল্লভা (স্বাহা) বলিবে। ৮

তথাচ— বিশ্বরূপে পিশাচি হ্রীঁ স্বাহা ইতি মন্ত্রঃ। ধ্যানন্তু—

দীর্ঘাকারাং কৃষ্ণবর্ণাং ললদ্দীর্ঘ-পয়োধরাম্।
লোলয়া জিহ্বয়া গাত্রং লিহন্তীং সর্বতো নিজম্ ॥ ৯

তথা— শয্যায়াং প্রজপেন্ নিত্যমষ্টোত্তর-শতং নরঃ।
ততো বীর্য্যবতী ভূত্বা সর্বজ্ঞং কারয়েন্ নরম্।
বলিদানং প্রদদ্যাচ্চ ভোজনান্তে চ সাধকঃ ॥ ১০

বিশ্বরূপে! মহাভাগে! পৈশাচত্ব-প্রচারিণি!।
উচ্ছিষ্টমন্নং দাস্যামি গৃহাণ প্রীত-মানসা ॥ ১১

নমামি বরদাং দেবীং মোহিনীং সর্বকামদাম্।
হয়গ্রীবাং মধুমতীং রৌদ্রীং শঙ্কর-বল্লভাম্ ॥ ১২

সদা প্রসাদ-দাত্রী চ জননী চ ভবেৎ সদা।
জরা-মৃত্যু-গ্রহ-হন্ত্রী শত্রু-সংঘ-বিমর্দ্দিনী ॥ ১৩

মতিদা ভোগদা নিত্যা স্মরণাৎ সর্বসিদ্ধিদা।
কদাচিদ্ ভ্রাময়ন্তী সা ভার্য্যারূপ-ধরা সতী ॥ ১৪

তাহা হইলে মন্ত্রটি হইল—ওঁ বিশ্বরূপে। পিশাচি! হ্রীং স্বাহা। ধ্যান হইতেছে—দীর্ঘাকারা, কৃষ্ণ বর্ণা, দোদুল্যমান দীর্ঘ পয়োধর-ধারিণী লোল জিহ্বা দ্বারা সমস্ত নিজগাত্র লেহনকারিণী বিশ্বরূপা পিশাচীকে ধ্যান করিবে। ৯

তন্ত্রে সেইরূপ আরও বলিয়াছেন—মানব শয্যায় নিত্য একশত আটবার এই মন্ত্র জপ করিবে। তাহাতে পিশাচী বীর্য্যবতী হইয়া মানবকে সর্বজ্ঞ করিয়া দেন। সাধক ভোজনের শেষে উচ্ছিষ্ট অন্ন বলি দিবে। ১০

বলি মন্ত্রের অর্থ—হে বিশ্বরূপে। হে মহাভাগে। হে পৈশাচত্ব-প্রচারিণি। উচ্ছিষ্ট অন্ন দিতেছি। তুমি প্রীত মনে গ্রহণ কর। ১১

প্রণাম মন্ত্র—আমি বরদা, মোহিনী, সর্বকাম-প্রদা, হয়-গ্রীবা, রৌদ্রী, শঙ্কর-বল্লভা মধুমতী দেবীকে প্রণাম করি। ১২

তিনি সর্বদা প্রসাদ-(অনুগ্রহ) দাত্রী ও সর্বদা জননী হইতে পারেন। তিনি জরা, মৃত্যু ও গৃহদোষ-নাশিনী ও শত্রু সঙ্ঘ-বিমর্দিনী হইয়া থাকেন। ১৩

তিনি সর্বদা ভোগদা এবং তাঁহার স্মরণে সর্বসিদ্ধিপ্রদা। তিনি কখনও ভার্য্যার রূপ ধারণ করিয়া ভ্রামিত করেন। ১৪

তদা কামবশাৎ শান্তং মোহয়ন্তী চ সাধকম্ ॥
নগরে নগরে গ্রামে দেশে দেশে বনে বনে ॥ ১৫
গৃহীত্বা সাধকং নিত্যং যামিন্যাং প্রমদা ইব।
প্রক্রীড়মানা সহসা চত্বরে চত্বরে গিরৌ ॥ ১৬
সুগন্ধি-কুসুমৈর্নিত্যং চন্দনাগুরু-লেপনৈঃ।
নানাভোগৈঃ পরিষ্কৃত্য রসসিদ্ধি-রসায়নৈঃ ॥ ১৭
মেষ-কুক্কুট-হংসৈশ্চ বরাহ-মহিষামিষৈঃ।
নানাবিধৈঃ স্বাদু-মাংসৈর্গব্য-মাংস-মনোহরৈঃ ॥ ১৮
অন্নং প্রমোদ-জননং ভৃঙ্গারৈঃ শীতলং জলম্।
কর্পূরাক্তঞ্চ তাম্বূলং দদাতি বহুলং মধু ॥ ১৯
হর্ম্ম্যং পর্য্যঙ্ক-শয়নং সুন্দরং প্রতিমন্দিরম্।
নির্মায় নিশি সা দেবী সাধকং ভক্তি-মানসম্ ॥ ২০
মুহুর্মুহুঃ প্রপশ্যন্ত্যালিঙ্গন্তী চ মুহুর্মুহুঃ।
নক্তঞ্চ রমতে সা তু রুদ্রাণী শঙ্করং যথা ॥ ২১ ॥ ইতি মধুমতী ॥ ৩

অথ যক্ষিণ্যাদি-সাধনে সময়নির্ণয়ঃ

বসন্তে সাধয়েদ্ ধীমান্ হবিষ্যাশী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
উজ্জটে প্রান্তরে বাপি কামরূপে বিশেষতঃ ॥ ২২

তিনি তখন কামবশে শান্ত সাধককে মোহিত করেন। হে বরাননে! সেই পিশাচী প্রত্যহ নগরে নগরে গ্রামে দেশে দেশে সাধককে লইয়া রাত্রিতে স্ত্রীর ন্যায় ক্রীড়া করেন। সহসা চত্বরে চত্বরে পর্বতে সর্বদা সুগন্ধি কুসুম, চন্দন ও অগুরু পঙ্কের দ্বারা সজ্জিত করিয়া নানা ভোগ, রস, সিদ্ধি ও রসায়ন, মেষ, কুক্কুট ও হংস, বরাহ ও মহিষের আমিষ (মাংস), নানাবিধ স্বাদু মাংস ও মনোহর গব্য মাংস সহিত হর্ষজনক অন্ন এবং ভৃঙ্গারে শীতল জল, কর্পূর যুক্ত তাম্বূল ও প্রচুর মধু দান করেন। ১৫-১৯

হর্ম্য, পর্য্যঙ্ক, শয্যা, প্রতিটি সুন্দর গৃহ রাত্রিতে নির্মাণ করিয়া সে দেবী ভক্তিচিত্ত সাধককে দান করেন। ২০

সেই দেবী মুহুর্মুহুঃ আলিঙ্গন করেন এবং রাত্রিতে রুদ্রাণী শঙ্করের ন্যায় রমণ করেন। ২১। মধুমতী সমাপ্ত হইল।

অনন্তর যক্ষিণী প্রভৃতির সাধনে সময় নির্ণয় হইতেছে। ধীমান্ সাধক হবিষ্যাশী

দেব্যাশ্চ সেবকাঃ সর্বে পরঞ্চাত্রাঽধিকারিণঃ।
তারক-ব্রহ্মণো ভৃত্যং বিনাপ্যত্রাধিকারিণঃ ॥ ২৩

এতেন শৈবাদিভিরপি কর্ত্তুং শক্যতে ইত্যায়াতম্। ইতি যক্ষিণী-সাধনম্ ॥

অথাদর্শনসিদ্ধিঃ

অর্ক-শাল্মলি-কার্পাস-পট্ট-পঙ্কজ-তন্তুভিঃ।
পঞ্চভির্বর্ত্তিকাভিশ্চ নৃকপালেষু পঞ্চসু।
নারতৈলেন দীপাঃ স্যুঃ কজ্জলং তেষু কারয়েৎ ॥ ২৪
পঞ্চস্থানীয়-জাতন্তু একীকুর্য্যাৎ প্রযত্নতঃ।
মন্ত্রয়িত্বাঞ্জয়েন্ নেত্রে দেবৈরপি ন দৃশ্যতে ॥ ২৫

মন্ত্রশ্চ—ওঁ হূঁ ফট্ কালি! কালি! মহাকালি! মাংস-শোণিতং খাদয় খাদয় দেবি! মা পশ্যতু মানুষেতি হূঁ ফট্ স্বাহা। ইতি মন্ত্রেণাষ্টোত্তর-সহস্রাভিমন্ত্রিতং কৃত্বা কজ্জলং নেত্রে দত্ত্বা ত্রৈলোক্যাদৃশ্যো ভবতি ।২৬। ইত্যঞ্জনসিদ্ধিঃ।

ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া বসন্তকালে উজ্জটে, প্রান্তরে, বিশেষতঃ কামরূপে এই সাধনা করিবেন। ২২

দেবীর সাধক সকলেই এই বিদ্যায় শ্রেষ্ঠ অধিকারী। তারক ব্রহ্মের সেবক ছাড়া এই বিদ্যায় সকলেই অধিকারী। ২৩

ইহা দ্বারা শৈবগণও এই বিদ্যার সাধনা করিতে পারেন ইহা সূচিত হইল।

যক্ষিণীসাধন সমাপ্ত হইল।

অনন্তর অদর্শন সিদ্ধি কথিত হইতেছে। অর্কতন্ত, শাল্মলিতন্তু, কার্পাসতন্তু, পট্ট (রেসম) তন্ত, পদ্মতন্তু—এই পাঁচটি তন্ত দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ পাঁচটি বাতি করিয়া সেই বাতিগুলি দ্বারা পাঁচটি নরকপালে নরতৈলের দ্বারা পাঁচটি দীপ করিবেন। সেই নরকপালে কজ্জল করিবেন। ২৪

এই পঞ্চ নরকপাল জাত কজ্জল যত্নপূর্বক এক করিয়া মূলোক্ত মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া দুই নেত্রে কাজল দিবেন। দেবগণেরও তিনি অদৃশ্য হইবেন। ২৫

মন্ত্র হইতেছে—ওঁ হুং ফট্ কালি! কালি! মহাকালি! মাংস-শোণিতং খাদয় খাদয় দেবি! মা পশ্যতু মানুষেতি হুং ফট্ স্বাহা।

এই মন্ত্রের দ্বারা কজ্জলকে এক হাজার আটবার অভিমন্ত্রিত করিয়া দুই নেত্রে দিয়া ত্রৈলোক্যের অদৃশ্য হইবে। ২৬

অঞ্জন সিদ্ধি সমাপ্ত হইল।

অথ সিদ্ধ্যন্তরম্

অথবা কৃষ্ণমার্জারমেক-ঘাতেন ঘাতয়েৎ।
কুজে চতুষ্পথে রাত্রৌ নিখনেন্ মন্ত্রিতং ততঃ॥ ২৭

তত্র মোচাং সমারোপ্য যাবৎ পত্রং প্রজায়তে।
তাবদ্ ভুক্ত্বা হবিষ্যান্নং প্রতিরাত্রং জপেদ্ বিভীঃ। ২৮

অষ্টোত্তর-সহস্রন্তু একাকী দীপ-বর্জিতঃ।
উৎপন্নং পত্রমালোক্য স্থিত্বা নিশ্ছিদ্রমানয়েৎ॥ ২৯

তত্র ভুক্ত্বা হবিষ্যাশী তদ্দিনে তটিনী-তটে।
তমানীয় সুহৃৎ-সঙ্গঃ ক্ষালয়েন্ মন্ত্রমুচ্চরন্। ৩০

ততঃ স্রোতোমুখং বৎস! যদস্থি প্রতিগচ্ছতি।
তদানীয় যজেৎ তত্র কালিকাং ঘোর-নিস্বনাম্॥ ৩১

অভিমন্ত্র্য সহস্রন্তু কালীমন্ত্রং প্রযত্নতঃ[1]।
সিদ্ধাঞ্জনো ভবেন্ মন্ত্রী নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥ ৩২

অনন্তর অন্যান্য সিদ্ধি কথিত হইতেছে। অথবা একটি কৃষ্ণবর্ণ বিড়ালকে একটি আঘাতে হত্যা করিবে। তাহার পর মঙ্গলবারে চতুষ্পথে রাত্রিতে তাহাকে মন্ত্রিত করিয়া পুতিয়া দিবে। ২৭

সেইখানে একটি কদলী বৃক্ষ রোপণ করিয়া যে পর্য্যন্ত তাহার পত্র না জন্মায়, সে পর্য্যন্ত হবিষ্যান্ন ভোজন করিয়া নির্ভয় হইয়া প্রতিরাত্রে একাকী দীপবর্জিত হইয়া অন্ধকারে এক হাজার আট মন্ত্র জপ করিবে। পত্র উৎপন্ন দেখিয়া দাঁড়াইয়া নিশ্ছিদ্র পত্র আনিবে। ২৮-২৯

সেই দিনে হবিষ্যাশী হইয়া সেই পাত্রে ভোজন করিয়া তটিনীতটে সুহৃৎগণের সহিত সেই পত্রকে আনিয়া মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে প্রক্ষালন করিবে। ৩০

তাহার পর হে বৎস! স্রোতমুখে যে অস্থি গমন করে, সেই অস্থি আনিয়া সেই অস্থিতে ঘোরনিস্বনা কালিকাকে পূজা করিবে। ৩১

মন্ত্রজ্ঞ সাধক যত্ন পূর্বক এক সহস্রবার কালী মন্ত্রে তাহাকে অভিমন্ত্রিত করিবে। তদ্দ্বারা সিদ্ধাঞ্জন হইবে। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ করিবে না। ৩২

১। খ—প্রযত্নতঃ ইত্যনন্তরং—অষ্টোত্তরসহস্রং ত্বিত্যাদি পাঠঃ।

চন্দনাগুরু-কস্তূরী-মিশ্রিতং চাস্থি-ঘর্ষিতম্ ।
কৃত্বা তিলকমাদায় সর্বং জায়তি সাধকঃ ॥ ৩৩

কুলমীনং কুলান্নঞ্চ কুলমদ্যং কুলেশ্বরি ।
কুলস্থানে সমানীয় দত্ত্বা দ্রব্যৈঃ প্রযত্নতঃ ॥ ৩৪

অষ্টোত্তর-সহস্রন্তু জপ্ত্বা ভূমিস্থলে স্থিতঃ ।
ভূমৌ ফুৎকারমাত্রেণ বিবরং তত্র জায়তে ॥ ৩৫

শতযোজন দূরে বা যত্র সাধ্য-স্থিতির্ভবেৎ ।
তত্রৈব গমনং তস্য ভূতলান্তঃ-প্রসর্পিণঃ ॥ ৩৬

এবং বিবরমধ্যে তু পবাক্ষ-কুহরেঽপি বা ।
কায়-সঙ্কোচমাসাদ্য গচ্ছত্যবিকলো নরঃ ॥ ৩৭

দুর্গামন্ত্রং বিনা বৎস ! কালীমন্ত্রং তথৈব চ ।
সিদ্ধয়ঃ কালনাথেশ ! জায়ন্তে ন কথঞ্চন ॥ ৩৮

অথ মন্ত্রসিদ্ধি-লক্ষণম্

মনোরথানামক্লেশ-সিদ্ধিরুত্তম-লক্ষণম্ ।
মৃত্যুনাং হরণং তদ্বদ্ দেবতা-দর্শনং তথা ॥ ৩৯

চন্দন, অগুরু ও কস্তুরী মিশ্রিত দ্রব্যকে অস্থি দ্বারা ঘর্ষণ করিয়া তাহা লইয়া তিলক করিয়া সাধক সমস্তকে জয় করেন। ৩৩

হে কুলেশ্বরি ! শকুলাদি (শোল) প্রভৃতি কুলমৎস্য, কুলান্ন (ভাজা জিনিষ), কুলমদ্য কুলস্থানে আনিয়া যত্নপূর্বক দ্রব্যের সহিত দেবীকে দিয়া অষ্টোত্তর সহস্র মন্ত্র জপ করিয়া ভূমিতলে অবস্থিত হইবে। ভূমিতে ফুৎকার মাত্রের দ্বারা সেইখানে বিবর উৎপন্ন হইবে। ৩৪-৩৫

শত যোজন দূরে বা যেখানে সাধ্য অবস্থিত হইতে পারে, ভূতল মধ্যে দ্রুতগমনকারীর সেইখানেই গমন হইবে। ৩৬

এইরূপ বিবর মধ্যে অথবা গবাক্ষ ছিদ্রের মধ্যে দেহ সঙ্কোচ করিয়া অবিকল মানব গমন করে। ৩৭

হে কালনাথ ! হে ঈশ ! হে বৎস ! দুর্গামন্ত্র বিনা, সেইরূপ কালীমন্ত্র বিনা কোন প্রকারে সিদ্ধিসমূহ জন্মে না। ৩৮

অনন্তর সিদ্ধির লক্ষণ কথিত হইতেছে। উত্তম সিদ্ধির লক্ষণ হইতেছে—মনোরথ

প্রয়োগস্যাক্লেশ-সিদ্ধিঃ সিদ্ধেস্তু লক্ষণং পরম্ ।
পরকায়-প্রবেশশ্চ পুর-প্রবেশনং তথা ।। ৪০
ঊর্ধ্বোৎক্রমণমেবং হি চরাচর-পুরে স্থিতিঃ ।
খেচরী-মেলনঞ্চৈব তৎকথা-শ্রবণাদিকম্ ।। ৪১
ভূচ্ছিদ্রাণি প্রপশ্যেৎ তু তদুত্তমস্য লক্ষণম্ ।
খ্যাতির্ভূষণ-বাহাদি-লাভঃ সুচির-জীবনম্ ।। ৪২
নৃপাণাং তদ্-গণানাঞ্চ বশীকরণমুত্তমম্ ।
সর্বত্র সর্বলোকেষু চমৎকার-করঃ সুখী ।। ৪৩
রোগাপহরণং দৃষ্ট্যা বিষাপহরণং তথা ।
পাণ্ডিত্যং লভতে মন্ত্রী চতুর্বিধমযত্নতঃ ।। ৪৪
বৈরাগ্যঞ্চ মুমুক্ষুত্বং ত্যাগিতা সর্ববশ্যতা ।
অষ্টাঙ্গ-যোগাভ্যসনং ভোগেচ্ছা-পরিবর্জনম্ ।। ৪৫
সর্বভূতেষ্বনুকম্পা সার্বজ্ঞ্যাদি-গুণোদয়ঃ ।
ইত্যাদি-গুণ-সম্পত্তির্মধ্যসিদ্ধেস্তু লক্ষণম্ ।। ৪৬
খ্যাতির্বাহন-ভূষাদি-লাভঃ সুচির-জীবনম্ ।
নৃপাণাং তদ্-গণানাঞ্চ বাৎসল্যং লোকবশ্যতা ।। ৪৭

সমূহের অক্লেশে সিদ্ধি উত্তম সিদ্ধির লক্ষণ। মৃত্যুর হরণ, সেইরূপ দেবতার দর্শন, প্রয়োগের অক্লেশে সিদ্ধি—এইগুলি শ্রেষ্ঠ উত্তম সিদ্ধির লক্ষণ। পরকায় প্রবেশ, পুরপ্রবেশনও উত্তম সিদ্ধির লক্ষণ। ৩৯-৪০

ঊর্ধ্বে গমন, এইরূপ চর ও অচরের অভ্যন্তরে গতি, খেচরীর সহিত মিলন তাহাদের কথা শ্রবণ, ভূ-বিবরের দর্শন—ইহা উত্তম মন্ত্র সিদ্ধির লক্ষণ। খ্যাতি, বাহন ও ভূষণাদির লাভ, দীর্ঘ জীবন, নৃপগণের ও তাহার পারিষদ্‌গণের বশীকরণ, সকল স্থানে সকল লোকের মধ্যে বিস্ময়কর আচরণ, সুখী। দৃষ্টি দ্বারা রোগের অপহরণ,—এইগুলি মধ্যম মন্ত্র সিদ্ধির লক্ষণ। মধ্যম মন্ত্র সিদ্ধি হইলে সাধক অযত্নে চতুর্বিধ পাণ্ডিত্য লাভ করেন। ৪১-৪৪

বৈরাগ্য, মুমুক্ষুত্ব (মোক্ষেচ্ছা), ত্যাগিত্ব, সর্ববশ্যতা, অষ্টাঙ্গযোগের অভ্যাস, ভোগেচ্ছার পরিবর্তন, সর্বভূতে অনুকম্পা, সার্বজ্ঞ্যাদি গুণের উদয়—এই সমস্ত গুণের প্রাপ্তি মধ্যম মন্ত্র সিদ্ধির লক্ষণ। ৪৫-৪৬

খ্যাতি, বাহন ও ভূষণ প্রভৃতির প্রাপ্তি, দীর্ঘ জীবন, নৃপগণের ও তাহার পরিবার-

মহৈশ্বর্য্যং ধনিত্বঞ্চ পুত্রদারাদি-সম্পদঃ।
অধমাঃ সিদ্ধয়ঃ প্রোক্তা মন্ত্রিণাং প্রথম-ভূমিকাঃ।
সিদ্ধমন্ত্রস্তু যঃ সাক্ষাৎ স শিবো নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৪৮

মহাকপিলপঞ্চরাত্র-নারায়ণীয়য়োঃ—

মন্ত্রং যঃ সাধয়েদেকং জপ-হোমার্চনাদিভিঃ।
ক্রিয়াভির্ভূরিভিস্তস্য সিধ্যন্ত্যন্যেঽল্প-সাধনাৎ ॥ ৪৯

সম্যক্ সিদ্ধৈক-মন্ত্রস্য নাসাধ্যমিহ কিঞ্চন।
বহুমন্ত্রবিদঃ পুংসঃ কা কথা শিব এব সঃ ॥ ৫০

অথ মন্ত্র-সিদ্ধেরুপায়ঃ। গৌতমীয়ে—

সম্যগুনুষ্ঠিতো মন্ত্রো যদি সিদ্ধো ন জায়তে।
পুনস্তেনৈব কর্ত্তব্যং[১] ততঃ সিদ্ধো ভবেদ্ ধ্রুবম্ ॥ ৫১

পুনরনুষ্ঠিতো মন্ত্রো যদি সিদ্ধো ন জায়তে।
ততস্তেনৈব কর্ত্তব্যং ততঃ সিদ্ধো ন সংশয়ঃ ॥ ৫২

গণের বাৎসল্য, লোক-বশ্যতা, মহাঐশ্বর্য্য প্রাপ্তি, ধনিত্ব, পুত্র, দারাদি সম্পত্তি লাভ—এইগুলি অধম সিদ্ধির লক্ষণ বলিয়া কথিত হইয়াছে। এইগুলি মন্ত্র সিদ্ধির প্রথম ভূমিকা। যিনি সিদ্ধ-মন্ত্র, তিনি সাক্ষাৎ শিব, ইহাতে কোন সংশয় নাই। ৪৭-৪৮

মহাকপিল পঞ্চরাত্র ও নারায়ণীয় তন্ত্রে বলিয়াছেন—যিনি একটি মন্ত্রকে জপ, হোম ও অর্চনা এবং বহু ক্রিয়া দ্বারা সিদ্ধ করেন, তাঁহার অল্প সাধনায় অন্য সিদ্ধিগুলি জন্মে। ৪৯

যাঁহার একটি মন্ত্র সম্যক্ প্রকারে সিদ্ধ হইয়াছে, তাঁহার ইহ লোকে অসাধ্য কিছুই নাই। যিনি বহুমন্ত্রবিৎ অর্থাৎ বহু মন্ত্র-সিদ্ধ, তাহার কথা আর কি বলিব? তিনি সাক্ষাৎ শিবই। ৫০

অনন্তর মন্ত্র সিদ্ধির উপায় কথিত হইতেছে। গৌতমীয় তন্ত্রে বলিয়াছেন—সম্যক্ প্রকারে অনুষ্ঠিত মন্ত্র যদি সিদ্ধ না হয়, তবে পুনরায় সেই প্রকারে সিদ্ধির অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য, তাহা হইলে নিশ্চয় মন্ত্র সিদ্ধ হইবে। ৫১

পুনরায় অনুষ্ঠিত মন্ত্র যদি সিদ্ধ না হয়, তবে সেই বিধি দ্বারাই পুনরায় অনুষ্ঠান করিবে। তাহাতে সিদ্ধ হইবে, সংশয় নাই। ৫২

১। তেনৈব প্রকারেণ পুরশ্চরণাদেঃ সম্যগনুষ্ঠানং কর্ত্তব্যমিত্যর্থঃ।

পুনঃ সোঽনুষ্ঠিতো মন্ত্রো যদি সিদ্ধো ন জায়তে।
উপায়াস্তস্য কর্ত্তব্যাঃ সপ্ত শঙ্কর-ভাষিতাঃ ॥ ৫৩
ভ্রামণং[১] রোধনং বশ্যং পীড়নং পোষ-শোষণে।
দহনান্তং ক্রমাৎ কুর্য্যাৎ ততঃ সিদ্ধো ভবেন্ মনুঃ ॥ ৫৪
ভ্রামণং বায়ুবীজেন গ্রথনং ক্রম-যোগতঃ।
তন্মন্ত্রং যন্ত্রে ত্বালিখ্য সিহ্ল-কর্পূর-কুঙ্কুমৈঃ ॥ ৫৫
উশির-চন্দনাভ্যাঞ্চ মন্ত্রং সংগ্রথিতং লিখেৎ।
ক্ষীরাজ্য-মধু-তোয়ানাং মধ্যে তল্লিখিতং[২] ক্ষিপেৎ ॥ ৫৬
পূজনাজ্জপনাদ্ধোমাৎ ভ্রামিতঃ সিদ্ধিদো ভবেৎ।
ভ্রামিতোঽপি[৩] ন সিদ্ধঃ স্যাদ্ রোধনং তস্য কারয়েৎ ॥ ৫৭
সারস্বতেন বীজেন সংপুটীকৃত্য সংজপেৎ।
এবং রুদ্ধো ভবেৎ সিদ্ধো ন চেদেতদ বশীকুরু ॥ ৫৮
অলক্তং চন্দনং কুষ্ঠং হরিদ্রা মাদনং শিলা।
এতৈস্তু মন্ত্রমালিখ্য ভূর্জপত্রে সুশোভনে ॥ ৫৯

পুনরায় অনুষ্ঠিত হইলেও মন্ত্র যদি সিদ্ধ না হয়, তবে তাহার শঙ্কর কথিত সাতটি উপায় অনুষ্ঠান করিবেন। ৫৩

ভ্রামন, রোধন, বশীকরণ, পীড়ন, পোষণ, শোষণ ও দহন—পর পর ক্রমে ক্রমে করিবেন। তাহা দ্বারা মন্ত্র সিদ্ধ হইবে। ৫৪

সেই মন্ত্রকে বায়ুবীজের দ্বারা ক্রমে ক্রমে গ্রথিত করিবে। এই গ্রথনই ভ্রামণ। সিহ্ল (তুরস্কজাত গন্ধ দ্রব্য বিশেষ), কর্পূর ও কুঙ্কুমের সহিত উশীর ও চন্দনের দ্বারা যন্ত্র লিখিয়া তাহাতে সংগ্রথিত মন্ত্র লিখিবে। দুগ্ধ, ঘৃত ও মধু যুক্ত জলের মধ্যে সেই লিখিত যন্ত্রকে নিক্ষেপ করিবে। ৫৫-৫৬

পূজা, জপ ও হোম দ্বারা ভ্রামিত হইলে মন্ত্র সিদ্ধি-প্রদ হইবে। ভ্রামিত হইলেও যদি সিদ্ধ না হয়, তবে তাহার রোধন করাইবে। ৫৭

সারস্বত বীজ দ্বারা মন্ত্রকে পুটিত করিয়া জপ করিবে। এইভাবে মন্ত্র রুদ্ধ হইলে সিদ্ধ হইবে। যদি সিদ্ধ না হয়, তবে বশীকরণ করিবে। ৫৮

অলক্ত, চন্দন, কুষ্ঠ (কুড়), হরিদ্রা, মাদন (মদনা গাছ), শিলা (শিলাজতু)—এই সকলের দ্বারা সুন্দর ভূর্জপত্রে মন্ত্র লিখিয়া কণ্ঠে ধারণ করিবে। তাহাতে সিদ্ধ

১। খ—সিদ্ধনাগার্জ্জুনকক্ষপুটে—দ্রাবণং। ২। খ—মধ্যে তদ্ গ্রথিতং ক্ষিপেৎ।
৩। নাগার্জ্জুনে—দ্রাবিতোঽপি ন।

ধার্য্যঃ কণ্ঠে ভবেৎ সিদ্ধঃ পীড়নং বাস্য কারয়েৎ।
অধরোত্তর-যোগেন পদানি পরিজপ্য বৈ।
ধ্যায়েচ্চ দেবতাং তদ্বদধরোত্তর-রূপিণীম্ ॥ ৬০

বিদ্যামাদিত্য-দুগ্ধেন লিখিত্বাক্রম্য চাঙ্‌ঘ্রিণা।
তথাভূতেন মন্ত্রেণ হোমঃ কার্য্যো দিনে দিনে ॥ ৬১

অস্যার্থঃ—অধরোত্তর-যোগেন ব্যুৎক্রমেণ মন্ত্রপদানি জপেৎ। মন্ত্রস্যান্ত-পদম্ আদৌ আদি-পদঞ্চান্তে দত্ত্বা জপেৎ। দেবতাঞ্চ অধরোত্তর-রূপিণীম্ ঊর্দ্ধপাদামধঃশিরসং ধ্যায়েৎ। তথা অর্কক্ষীরেণ লিখিত্বা তৎপাত্রং পাদেন স্পৃষ্ট্বা তথাভূতেন বুৎক্রমোচ্চারিতেন মন্ত্রেণ হোমঃ কার্য্য ইতি। ৬২

পীড়িতো লজ্জয়াবিষ্টঃ সিদ্ধঃস্যাদথ পোষয়েৎ।
বালায়াস্ত্রিতয়ং বীজং আদ্যন্তে তস্য যোজয়েৎ ॥ ৬৩

গোক্ষীর-মধুনালিখ্য বিদ্যাং পাণৌ বিধারয়েৎ।
পোষিতোঽয়ং ভবেৎ সিদ্ধো নচেৎ কুর্বীত শোষণম্ ॥ ৬৪

হইবে। মন্ত্র সিদ্ধ না হইলে পীড়ন করিবে। অধরোত্তর ক্রমে অর্থাৎ ব্যুৎক্রমে মন্ত্রের পদগুলিকে জপ করিয়া সেই মন্ত্রের দেবতাকে তদ্বৎ অধরোত্তররূপী (উর্দ্ধপাদ ও অধঃশিরঃ) ধ্যান করিবে। ৫৯-৬০

অর্কক্ষীরের দ্বারা বিদ্যাকে লিখিয়া পায়ের দ্বারা তাহাকে আক্রমণ (স্পর্শ) করিয়া সেই ব্যুৎক্রমে উচ্চারিত মন্ত্রের দ্বারা দিন দিন হোম করিবে। ৬১

এই শ্লোকের অর্থ—অধরোত্তর যোগে অর্থাৎ ব্যুৎক্রমে মন্ত্রপদগুলি জপ করিবেন। মন্ত্রের অন্ত পদ আদিতে এবং আদিপদ অন্তে দিয়া জপ করিবেন। মন্ত্রদেবতাকে অধরোত্তররূপিণী অর্থাৎ উর্দ্ধপাদ ও অধোমস্তক ধ্যান করিবেন। সেইরূপ অর্কক্ষীরের দ্বারা মন্ত্রকে লিখিয়া সেই পাত্রকে পায়ের দ্বারা স্পর্শ করিয়া তথাভূত অর্থাৎ ব্যুৎক্রমে উচ্চারিত মন্ত্রের দ্বারা হোম করিবে। ৬২

মন্ত্র এইভাবে পীড়িত হইলে লজ্জাযুক্ত হইয়া সিদ্ধ হইবে। যদি সিদ্ধ না হয়, তবে পোষণ করিবে। সেই মন্ত্রের আদিতে ও অন্তে বালার তিনটি বীজ যোজনা করিবে। ৬৩

গোদুগ্ধ ও মধুদ্বারা বিদ্যাকে লিখিয়া হস্তে ধারণ করিবে। মন্ত্র এইভাবে পোষিত হইলে সিদ্ধ হয়। ইহাতে সিদ্ধ না হইলে শোষণ করিবে। ৬৪

দ্বাভ্যাঞ্চ বায়ু-বীজাভ্যাং মন্ত্রং কুর্য্যাদ্ বিদর্ভিতম্ ।
এষা বিদ্যা গলে ধার্য্যা লিখিত্বাঽধ্বর-ভস্মনা ॥ ৬৫

বিদর্ভ-লক্ষণং বক্ষ্যতে । বায়ুবীজস্য যমিত্যাকারস্য যুগলান্তরং মন্ত্রস্যৈকাক্ষরমিতি ক্রমেণ যাবমন্ত্রাক্ষরং লিখিত্বা ধারয়েদিত্যর্থঃ[১] ।

শোষিতোঽপি ন সিদ্ধশ্চেদ দহনীয়োঽগ্নি-বীজতঃ ।
আগ্নেয়েন তু বীজেন মন্ত্রস্যৈকৈকমক্ষরম্ ॥ ৬৬

আদ্যন্তমধ উর্ধ্বঞ্চ যোজয়েদ্ দাহ-কর্মণি ।
ব্রহ্মবৃক্ষস্য তৈলেন মন্ত্রমালিখ্য ধারয়েৎ ।
কণ্ঠদেশে ততো মন্ত্রঃ সিদ্ধঃ স্যাচ্ছঙ্করোদিতম্ ॥ ৬৭

ইত্যেতৎ কথিতং সম্যক্ কেবলং তব ভক্তিতঃ ।
একেনৈব কৃতার্থঃ স্যাদ্ বহুভিঃ কিমু সুব্রতে ! ॥ ৬৮

অথান্যৎ সংপ্রবক্ষ্যামি মন্ত্রসিদ্ধেস্তু কারণম্ ।
মাতৃকা-পুটিতং কৃত্বা মন্ত্রং চ প্রজপেৎ সুধীঃ ।
ক্রমোৎক্রমাচ্ছতাবৃত্ত্যা তদন্তে কেবলং মনুম্ ॥ ৬৯

দুইটি বায়ুবীজের দ্বারা মন্ত্রকে বিদর্ভিত করিবে। যজ্ঞভস্মের দ্বারা এই বিদ্যা লিখিয়া গলে ধারণ করিবে। ৬৫

শোষিত হইলেও যদি সিদ্ধ না হয়, তবে অগ্নিবীজের দ্বারা মন্ত্রটি দহনীয় হইবে। ঐ দহনকর্মে মন্ত্রের এক একটি অক্ষরকে আগ্নেয় বীজের সহিত আদিতে, অন্তে, উর্ধ্বে ও অধোভাগে যুক্ত করিবে। ব্রহ্মবীজের (পলাশ বীজের) তেলের দ্বারা মন্ত্রকে লিখিয়া কণ্ঠদেশে ধারণ করিবে। তাহাতে মন্ত্র সিদ্ধ হইবে। ইহা শঙ্করে উক্তি। কেবল তোমার ভক্তিতে এই সকল কথিত হইল। ৬৬-৬৭

হে সুব্রতে! ইহার একটি দ্বারা মানব কৃতার্থ হইতে পারে, বহু দ্বারা কি প্রয়োজন? অনন্তর মন্ত্রসিদ্ধির অন্য উপায় বলিতেছি। ৬৮

সুধী সাধক নিজের মন্ত্রকে মাতৃকাবর্ণের দ্বারা পুটিত করিয়া ক্রমে ও উৎক্রমে (অনুলোম ও বিলোমে) শতাবৃত্তিতে জপ করিবেন। ইহার পরে কেবল মন্ত্র জপ করিবেন। ৬৯

১। খ—বিদর্ভেত্যাদীত্যর্থ ইত্যন্তো গ্রন্থঃ মূলে বর্ত্ততে। ক—গ্রন্থোঽয়ং পাদটীকায়াম্।

এবন্তু প্রত্যহং কুর্য্যাদ্ যাবল্লক্ষং সমাপ্যতে।
নিশ্চিতং মন্ত্রসিদ্ধিঃ স্যাদিত্যুক্তং তন্ত্রবেদিভিঃ ॥ ৭০

অথ মন্ত্রাণাং দোষাদয়ো নিরূপ্যন্তে। মুণ্ডমালাতন্ত্রে ঈশ্বর উবাচ—

ভুবনেশী মহাবিদ্যা দেবরাজেন বৈ পুরা।
আরাধিতা মহাবিদ্যা বীর্য্যহীনাঽভবৎ তদা ॥ ১
একাক্ষরী বীর্য্যহীনা বাগ্‌ভবেনোজ্জ্বলীকৃতা।
কামরাজাখ্য-বিদ্যা যা বিদ্ধা সা পুষ্পধন্বনা ॥ ২
শরেণ পীড়িতা পূর্বং ভুবনেশ্যা প্রতিষ্ঠিতা।
কুমারী যা চ বিদ্যেয়ং ত্বয়া শপ্তা পতিব্রতে! ॥ ৩
কেবলং শিবরূপেণ শক্তিরূপেণ কেবলম্।
ময়া প্রতিষ্ঠিতা বিদ্যা তারা চন্দ্র-স্বরূপিণী ॥ ৪

ভৈরব্যাদি-বিদ্যামধিকৃত্য—

সুপ্তা দগ্ধা কীলিতা চ সৈব সংহার-রূপিণী।

যে পর্য্যন্ত লক্ষ সংখ্যার সমাপ্তি না হয়, সে পর্য্যন্ত প্রত্যহ এইভাবে জপ করিবে। তাহা হইলে নিশ্চিত মন্ত্রসিদ্ধি হইবে। ইহা তন্ত্রবিদ্‌গণ কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে। ৭০

অনন্তর মন্ত্রসমূহের দোষ প্রভৃতি নিরূপিত হইতেছে। মুণ্ডমালা তন্ত্রে ঈশ্বর বলিয়াছেন—

পুরাকালে দেবরাজ ইন্দ্রকর্ত্তৃক মহাবিদ্যা ভুবনেশ্বরী আরাধিতা হইয়াছিলেন। (তিনি তাহাতে সিদ্ধিলাভ করিতে না পারায় অভিশাপ দিয়াছিলেন)। তখন এই মহাবিদ্যা বীর্য্যহীনা হইয়া পড়েন। ১

অভিশাপে শক্তিহীনা ভুবনেশ্বরীর একাক্ষরী বিদ্যা (হ্রীং) বাগ্‌ভববীজ ঐং দ্বারা উজ্জ্বলীকৃতা (অভিশাপ রহিত হইয়া বীর্য্যবতী) হইয়াছিলেন। কামরাজ নামক যে বিদ্যা, সে বিদ্যা পূর্বে পুষ্পধনু মদন কর্ত্তৃক বিদ্ধা, বাণের দ্বারা পীড়িতা অর্থাৎ অভিশপ্তা হইয়াছিলেন, পরে ভুবনেশী (হ্রীং) দ্বারা প্রতিষ্ঠিতা (শাপমুক্তা হইয়া বীর্য্যবতী) হইয়াছিলেন। হে পতিব্রতে! এই যে কুমারী (বালা) বিদ্যা, ইনি তোমার কর্ত্তৃক অভিশপ্তা হইয়াছিলেন। আমার কর্ত্তৃক কেবল শিবরূপের (হকার) দ্বারা ও কেবল শক্তিরূপের (সকারের) দ্বারা প্রতিষ্ঠিতা (শাপমুক্তা) হইয়াছিলেন। তারা বিদ্যা ত্রীংও এইরূপ চন্দ্রস্বরূপিণী (সকার যুক্ত) হইয়া শাপমুক্তা হইয়াছেন। ২-৪

ভৈরবী বিদ্যার অধিকারে বলিয়াছেন—সেই সংহাররূপিণী বিদ্যা সুপ্তা, দগ্ধা,

মদোন্মত্তা মূর্চ্ছিতা চ হীনবীর্য্যা চ স্তম্ভিতা।
ছিন্না রুদ্ধা চ বিদ্ধা চ নির্বীজ-শক্তিহীনিকা ॥ ৫

তথা বিশ্বসারে নিবন্ধে চ—

ছিন্নো রুদ্ধঃ শক্তিহীনঃ পরাঙ্মুখ উদীরিতঃ।
বধিরো নেত্রহীনশ্চ কীলিতঃ স্তম্ভিতস্তথা ॥ ৬
দগ্ধস্ত্রস্তশ্চ[১] ভীতশ্চ মলিনশ্চ তিরস্কৃতঃ।
ভেদিতশ্চ সুষুপ্তশ্চ মদোন্মত্তশ্চ মূর্ছিতঃ ॥ ৭
হৃতবীর্য্যশ্চ[২] হীনশ্চ প্রধ্বস্তো বালকঃ পুনঃ।
কুমারশ্চ যুবা প্রৌঢ়ো বৃদ্ধো নিস্ত্রিংশকস্তথা ॥ ৮
নির্বীজঃ সিদ্ধিহীনশ্চ মন্দঃ কূটস্তথা পুনঃ।
নিরংশকঃ সত্ত্বহীনঃ কেকরো বীজহীনকঃ[৩] ॥ ৯
ধূমিতালিঙ্গিতৌ স্যাতাং মোহিতশ্চ[৪] ক্ষুধার্ত্তকঃ।
অতিদৃপ্তোঽঙ্গহীনঃ স্যাদতিক্রুদ্ধঃ সমীরিতঃ ॥ ১০
অতিক্রূরশ্চ সব্রীড়ঃ শান্তমানস এব চ।
স্থানভ্রষ্টশ্চ বিকলো নিঃস্নেহঃ পরিকীর্ত্তিতঃ[৫]।
অতিবৃদ্ধঃ পীড়িতশ্চ বক্ষ্যাম্যেষাঞ্চ লক্ষণম্ ॥ ১১

কীলিতা, মদোন্মত্ত', মূর্চ্ছিতা, হীনবীর্য্যা, স্তম্ভিতা, ছিন্না, রুদ্ধা, বিদ্ধা, নির্বীর্য্যা ও শক্তিহীনা হইয়াছিলেন। ৫

বিশ্বসার তন্ত্রে ও নিবন্ধে (শারদাতিলকে) বলিয়াছেন—(১) ছিন্ন, (২) রুদ্ধ, (৩) শক্তিহীন, (৪) পরাঙ্মুখ, (৫) বধির, (৬) নেত্রহীন, (৭) কীলিত, (৮) স্তম্ভিত, (৯) দগ্ধ, (১০) ত্রস্তঃ, (১১) ভীত, (১২) মলিন, (১৩) তিরস্কৃত, (১৪) ভেদিত, (১৫) সুষুপ্ত, (১৬) মদোন্মত্ত, (১৭) মূর্চ্ছিত, (১৮) হৃতবীর্য্য, (১৯) হীন, (২০) প্রধ্বস্ত, (২১) বালক, (২২) কুমার, (২৩) যুবা, (২৪) প্রৌঢ়, (২৫) বৃদ্ধ, (২৬) নিস্ত্রিংশক, (২৭) নির্বীজ, (২৮) সিদ্ধিহীন, (২৯) মন্দ, (৩০) কূট, (৩১) নিরংশক, (৩২) সত্ত্বহীন, (৩৩) কেকর, (৩৪) বীজহীন, (৩৫) ধূমিত, (৩৬) আলিঙ্গিত, (৩৭) মোহিত, (৩৮) ক্ষুধার্ত্ত, (৩৯) অতিদৃপ্ত, (৪০) অঙ্গহীন, (৪১) অতিক্রুদ্ধ, (৪২) অতিক্রূর, (৪৩) সব্রীড়, (৪৪) শান্তমানস, (৪৫) স্থানভ্রষ্ট, (৪৬) বিকল, (৪৭)

১। ক+খ—দগ্ধঃ স্রস্তশ্চ। ২। ক+খ—কৃতবীর্য্যশ্চ ভীমশ্চ। ৩। ক+খ—জীবহীনকঃ।
৪। ক—আহিতশ্চ। ৫। মুদ্রিত শারদায়াং—বিকলঃ সোঽতিবৃদ্ধঃ প্রকীর্ত্তিতঃ। নিঃস্নেহঃ পীড়িতশ্চাপি বক্ষ্যামেষাঞ্চ লক্ষণম্।

মনোর্যস্যাদি-মধ্যান্তেষ্বানিলং[১] বীজমুচ্যতে।
সংযুক্তং বা বিযুক্তং বা স্বরাক্রান্তং ত্রিধা পুনঃ।
চতুর্ধা পঞ্চধা বাপি স মন্ত্রশ্ছিন্ন-সংজ্ঞকঃ॥ ১২
আদি-মধ্যাবসানেষু ভূবীজ-দ্বয়-লাঞ্ছিতঃ।
রুদ্ধ-মন্ত্রঃ স বিজ্ঞেয়ো ভুক্তি-মুক্তি-বিবর্জ্জিতঃ[২]॥ ১৩
মায়া-ত্রি-তত্ত্ব-শ্রীবীজ-রাব-হীনস্তু যো মনুঃ।
শক্তিহীনঃ স কথিতো যস্য মধ্যে ন বিদ্যতে। ১৪
কামবীজং মুখে মায়া শিরস্যঙ্কুশমেব বা।
অসৌ পরাঙ্মুখঃ প্রোক্তো হকারো বিন্দু-লাঞ্ছিতঃ।
আদ্যন্ত-মধ্যেষ্বিন্দুর্বা ন[৩] ভবেদ্ বধিরঃ স্মৃতঃ॥ ১৫
পঞ্চবর্ণো মনুর্যঃ স্যাদ্ রেফার্কেন্দু-বিবর্জিতঃ।

নিঃস্নেহ, (৪৮) অতিবৃদ্ধ, (৪৯) পীড়িত—এই উনপঞ্চাশটি মন্ত্রের দোষ। ইহাদের লক্ষণ বলিতেছি। ৬-১১

যে মন্ত্রের আদি, মধ্য ও অন্তে বায়ু বীজ (যং) বা শক্তি বীজ অক্ষরান্তরের সহিত সংযুক্ত বা বিযুক্ত অথবা কেবল আছে। অথবা শক্তিবীজ তিন প্রকারে, চারি প্রকারে বা পাঁচ প্রকারে দীর্ঘস্বর আ ঈ উ ঐ ঔ দ্বারা যুক্ত হইয়া হ্রাং হ্রীং হ্রূং হ্রৈং হ্রৌং এইরূপে আছে, সেই মন্ত্রের নাম ছি[illegible]লিয়া কথিত। ১২

মন্ত্রের আদি, মধ্য ও অবসানে মন্ত্র যদি দুইটি ভূবীজ দ্বারা ভূষিত হয়, তবে তাহাকে রুদ্ধ মন্ত্র জানিবে। উহা [illegible]োগ ও মোক্ষ রহিত অর্থাৎ উহা ভোগ ও মোক্ষ প্রদান করে না। ১৩

যে মন্ত্র মায়াবীজ (হ্রীং) রহিত, অথবা ত্রিতত্ত্ব (হুং অথবা ওঁ) রহিত, অথবা শ্রীবীজ (শ্রীং) রহিত অথবা রাব (ক্রেং) রহিত, সেই মন্ত্র শক্তিহীন মন্ত্র বলিয়া কথিত হয়। যে মন্ত্রের মধ্যে মুখে (আদিতে) কামবীজ (ক্লীং), মধ্যে মায়াবীজ (হ্রীং), এবং মস্তকে (অন্তে) অঙ্কুশবীজ (ক্রোং) নাই, সেই মন্ত্র পরাঙ্মুখ মন্ত্র বলিয়া উক্ত হইয়াছে। যে মন্ত্রের আদিতে বিন্দু সংযুক্ত হকার বা বিন্দু সংযুক্ত ইন্দু (স) নাই অথবা অন্তে বিন্দু সংযুক্ত হকার বা বিন্দু সংযুক্ত ইন্দু নাই অথবা মধ্যে বিন্দু সংযুক্ত হকার ও বিন্দু সংযুক্ত ইন্দু নাই, সেই মন্ত্র বধির মন্ত্র বলিয়া কথিত হইয়াছে। ১৪-১৫

যে মন্ত্রটি পাঁচটি বর্ণের মন্ত্র হইবে, সেই পাঁচটি বর্ণের মন্ত্রটি রকার, অর্ক (হকার)

১। খ—মধ্যান্তেষ্বনিলং। ২। ক—ভক্তিমুক্তি। ৩। ক+খ—মধ্যেষ্বিন্দুর্বা স ভবেৎ।

নেত্রহীনঃ স বিজ্ঞেয়ো দুঃখ-শোকাময়-প্রদঃ ॥ ১৬
আদি-মধ্যাবসানেষু হংসঃ প্রাসাদ-বাগ্‌ভবৌ।
হকারো বিন্দুমান্ জীবো রাবশ্চাপি চতুষ্কলঃ[১]।
মায়া নমামি চ পদং নাস্তি যস্মিন্ স কীলিতঃ ॥ ১৭
একং মধ্যে দ্বয়ং মূর্ধ্নি যস্মিন্নস্ত্র-পুরন্দরৌ।
বিদ্যেতে স তু মন্ত্রস্তু[২] স্তম্ভিতঃ সিদ্ধিবর্জিতঃ ॥ ১৮
বহ্নির্বায়ুসমাযুক্তো যস্য মন্ত্রস্য মূর্দ্ধনি।
সপ্তধা দৃশ্যতে তন্তু দগ্ধং মন্ত্রং প্রচক্ষতে ॥ ১৯
অস্ত্রং দ্বাভ্যাং ত্রিভিঃ ষড় ভিরষ্টাভির্দৃশ্যতেঽক্ষরৈঃ।
ত্রস্তঃ সোঽভিহিতো[৩] যস্য মুখে ন প্রণবঃ স্থিতঃ।
শিবো বা শক্তিরথবা ভীতাখ্যঃ স প্রকীর্তিতঃ ॥ ২০

ও ইন্দু (সকার) রহিত হইলে তাহাকে নেত্রহীন মন্ত্র বলিয়া জানিবে। সেই পঞ্চ বর্ণের মন্ত্রটি রকার রহিত হইলে দুঃখ, অর্ক রহিত হইলে শোক এবং ইন্দু রহিত হইলে রোগপ্রদ হয়। ১৬

যে মন্ত্রের আদিতে, মধ্যে ও অবসানে হংস, প্রাসাদবীজ (হৌং), ও বাগ্‌ভব বীজ নাই অথবা বিন্দুযুক্ত হকার বা বিন্দুযুক্ত জীব (স) কিম্বা রাব (ক্রেং) অথবা চতুষ্কল (হুং) অথবা মায়া অথবা নমামি পদ নাই, সেই মন্ত্র কীলিত মন্ত্র। ১৭

যে মন্ত্রের মধ্যে একটি অস্ত্র (ফট্) বা পুরন্দর (ল), অন্তে দুইটি পুরন্দর (ল) বা দুইটি অস্ত্র আছে, সেই মন্ত্রটি স্তম্ভিত মন্ত্র। উহা সিদ্ধির রোধক অর্থাৎ উহা সিদ্ধিপ্রদ হয় না। ১৮

যে মন্ত্রের মূর্দ্ধাতে (অধোদেশে নীচে বা উপরে) বহ্নি (র) ও বায়ু (য) যুক্ত হইয়া সপ্ত বা সাত প্রকারে অর্থাৎ সাত স্থানে দেখা যায়, সেই মন্ত্রকে মন্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণ দগ্ধ মন্ত্র বলেন। ১৯

যে মন্ত্রে দুইটি, তিনটি, ছয়টি বা আটটি অক্ষরের সহিত অস্ত্র (ফট্) দৃশ্যমান হয়, সে মন্ত্র ত্রস্ত মন্ত্র বলিয়া অভিহিত হয়। যে মন্ত্রের মুখে (আদিতে) প্রণব নাই কিম্বা শিব (হকার) বা শক্তি (সকার) নাই, সে মন্ত্র ভীত মন্ত্র বলিয়া কথিত হয়। ২০

১। কচিৎ—রাবং বাপি চতুষ্কলং। ২। খ—ন বিদ্যতে ন মন্ত্রাত্মা। ৩। খ—স ত্রস্তো ভিহিতো।

আদৌ মধ্যে তথা চান্তে যস্য মার্ণ-চতুষ্টয়ম্ ।
স এব মলিনো মন্ত্রঃ সর্ববিঘ্ন-সমন্বিতঃ ॥ ২১
যস্য মধ্যে দকারো বা কবচং মূর্দ্ধনি দ্বিধা[১] ।
অস্ত্রং তিষ্ঠতি মন্ত্রঃ স তিরস্কৃত উদাহৃতঃ ॥ ২২
ন্তো-দ্বয়ং[২] হৃদয়ে শীর্ষে বষড়স্ত্রঞ্চ[৩] মধ্যতঃ ।
যস্যাসৌ ভেদিতো মন্ত্রঃ সর্বশাস্ত্র-বিবর্জ্জিতঃ ॥ ২৩
ত্রিবর্ণো হংসহীনো যঃ সুষুপ্তঃ স উদাহৃতঃ ।
মন্ত্রো বাঽপ্যথ বা বিদ্যা সপ্তাধিক-দশাক্ষরঃ ।
ফট্কার-পঞ্চকাদির্যো মদোন্মত্ত উদাহৃতঃ ॥ ২৪
তদ্বদস্ত্রং স্থিতং মধ্যে যস্য মন্ত্রঃ স মূর্চ্ছিতঃ ।
বিরাম-স্থানগং যস্য[৪] হৃতবীর্য্যঃ স উচ্যতে ॥ ২৫
আদৌ মধ্যে তথাচান্তে চতুরস্ত্র-যুতো মনুঃ ।
জ্ঞাতব্যো[৫] হীন ইত্যেষ যঃ স্যাদষ্টাদশাক্ষরঃ ॥ ২৬

যে মন্ত্রের আদি, মধ্য ও অবসান—এই তিন স্থানে মিলিয়া চারিটি মবর্ণ দেখা যায়, সেই মন্ত্র মলিন। উহা সমস্ত প্রকার দুঃখ যুক্ত অর্থাৎ উহা সমস্ত দুঃখ প্রদান করে। ২১

যে মন্ত্রের মধ্যে দকার অথবা কবচ (হুং) আছে এবং মস্তকে (অন্তে) দুইটি অস্ত্র (ফট্) আছে, সে মন্ত্র তিরস্কৃত মন্ত্র বলিয়া কথিত হয়। ২২

যে মন্ত্রের হৃদয়ে (আদিতে) দ্যোদ্বয় (ওঁকারদ্বয়), শীর্ষে (অন্তে) বষট্ ও মধ্যে অস্ত্র হুঃ আছে, সেই মন্ত্র ভেদিত মন্ত্র। উহা সর্বশাস্ত্র বিবর্জ্জিত। ২৩

বর্ণত্রয়যুক্ত যে মন্ত্র হংসহীন, সে মন্ত্র সুষুপ্ত মন্ত্র বলিয়া কথিত হইয়াছে। যে মন্ত্র অথবা বিদ্যা সপ্তাধিক দশাক্ষর অর্থাৎ অষ্টাদশ অক্ষর বিশিষ্ট ও আদিতে পঞ্চ ফট্কার যুক্ত, সেই মন্ত্র মদোন্মত্ত মন্ত্র বলিয়া কথিত হয়। ২৪

যে মন্ত্রের মধ্যে তদ্বৎ অস্ত্র অর্থাৎ পঞ্চ ফট্কার আছে, সেই মন্ত্র মূর্চ্ছিত মন্ত্র। যে মন্ত্রের বিরামে (শেষে) অস্ত্র থাকে, সে মন্ত্র হৃতবীর্য্য মন্ত্র বলিয়া কথিত হয়। ২৫

যে অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রটি আদিতে, মধ্যে ও সেইরূপ অন্তে—এই স্থানত্রয়ে মিলিয়া চারিটি অস্ত্র যুক্ত, সেই মন্ত্রকে হীনমন্ত্র বলিয়া জানিবে। ২৬

১। ক—কবচং মূর্দ্ধনি ত্রিধা। ২। ক—ওঁ দ্বয়ং। খ—দ্যোদ্বয়ং। মুদ্রিতে—ভ্যোদ্বয়ং। ৩। ক+খ—বষট্ বৌষট্ চ মধ্যতঃ। ৪। ক+খ—বিরামোঽন্যস্য যো মন্ত্রো। ৫। ক+খ—জ্ঞাতব্যো ভীম ইত্যেষঃ।

একোনবিংশত্যর্ণো বা যো মন্ত্রস্তার-সংযুতঃ।
হৃল্লেখাঙ্কুশ-বীজাঢ্যঃ[১] প্রধ্বস্তং তং প্রচক্ষতে ॥ ২৭
সপ্তবর্ণো ভবেদ্ বালঃ কুমারোঽষ্টাক্ষরঃ স্মৃতঃ।
ষোড়শার্ণো যুবা[২] প্রৌঢ়শ্চত্বারিংশল্লিপির্মনুঃ ॥ ২৮
ত্রিংশদর্ণশ্চতুঃষষ্টি-বর্ণো মন্ত্রঃ শতাক্ষরঃ।
চতুঃশতাক্ষরশ্চাপি বৃদ্ধঃ স পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ২৯
নবাক্ষরো ধ্রুবো যুতো মনুর্নিস্ত্রিংশ ঈরিতঃ।
যস্যাবসানে হৃদয়ং শিরো-মন্ত্রশ্চ[৩] মধ্যতঃ ॥ ৩০
শিখা বর্ম চ ন স্যাতাং বৌষট্ ফট্কার এব বা।
শিবশক্ত্যর্ণ-হীনো বা স নির্বীজ উদাহৃতঃ ॥ ৩১
এষু স্থানেষু ফট্কারঃ ষোঢ়া যস্মিন্ প্রদৃশ্যতে।
স মন্ত্রঃ সিদ্ধিহীনঃ স্যান্ মন্দঃ পঙ্ক্ত্যক্ষরো মনুঃ ॥ ৩২
কূট একাক্ষরো মন্ত্রঃ স এবোক্তো নিরংশকঃ।
দ্বিবর্ণঃ সত্ত্বহীনঃ স্যাচ্চতুর্বর্ণস্তু কেকরঃ ॥ ৩৩

যে অষ্টাদশক্ষর বা উনবিংশাক্ষর মন্ত্রটি তার (ওঁ) যুক্ত এবং হৃল্লেখাবীজ (হ্রীং) ও অঙ্কুশ বীজের (ক্রোং) দ্বারা ভূষিত, তাহাকে মন্ত্রবিদ্গণ প্রধ্বস্ত মন্ত্র বলেন। ২৭

সাত অক্ষর বিশিষ্ট মন্ত্রটি বাল মন্ত্র। যে মন্ত্রটি অষ্টাক্ষর, তাহা কুমার মন্ত্র। ষোড়শাক্ষর মন্ত্রটি যুবক মন্ত্র। চত্বারিংশৎ অক্ষর বিশিষ্ট মন্ত্রই প্রৌঢ় মন্ত্র। ২৮

ত্রিশ অক্ষর বিশিষ্ট, চৌষট্টি অক্ষর বিশিষ্ট, শতাক্ষর বিশিষ্ট, একশত চারি অক্ষর বিশিষ্ট মন্ত্রটি বৃদ্ধ মন্ত্র বলিয়া কথিত হয়। ২৯

ধ্রুব (ওঁ) যুক্ত নবাক্ষর মন্ত্রই নিস্ত্রিংশ (ঘাতক) মন্ত্র বলিয়া কথিত হয়। যে মন্ত্রের শেষে হৃদয় (নমঃ), মধ্যে শিরোমন্ত্র (স্বাহা) ও বর্ম (হুং) থাকে বা শিখা (বষট্) ও বর্ম (হুং) থাকে, বৌষট্ ও ফট্কার থাকে না অথবা শিববর্ণ (হ) ও শক্তিবর্ণ (স) থাকে না, সেই মন্ত্র নির্বীজ মন্ত্র বলিয়া কথিত হয়। ৩০-৩১

যে মন্ত্রে এই সকল স্থানে অর্থাৎ আদি, মধ্য ও অন্তে—এই স্থান ক্রমে মিলিয়া ছয়টি ফট্কার দেখা যায়, সেই মন্ত্র সিদ্ধিহীন মন্ত্র। দশাক্ষর মন্ত্রই মন্দ মন্ত্র। ৩২

একাক্ষর মন্ত্রই কূট মন্ত্র অথবা সেই একাক্ষর মন্ত্রই নিরংশ মন্ত্র বলিয়া কথিত হয়।

১। ক+খ—হৃল্লেখাঙ্কুশ-বীজাঢ্যঃ। ২। ক—ষোড়শার্ণপুরা। ৩। ক—হৃদয়ং শিরো চন্দ্রো চ।

ষড়ক্ষরো বীজহীনঃ[১] সার্দ্ধ-সপ্তাক্ষরো মনুঃ।
সার্দ্ধ-দ্বাদশবর্ণো বা ধূমিতঃ স তু নিন্দিতঃ ॥ ৩৪
সার্দ্ধ-বীজ-ত্রয়স্তদ্বদেকবিংশতি-বর্ণকঃ[২]।
বিংশত্যর্ণ-স্ত্রিংশদর্ণো যঃ স্যাদালিঙ্গিতস্তু সঃ ॥ ৩৫
দ্বাত্রিংশদক্ষরো মন্ত্রো মোহিতঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
চতুর্বিংশতি-বর্ণো[৩] যঃ সপ্তবিংশতি-বর্ণকঃ ॥ ৩৬
ক্ষুধার্ত্তঃ স তু বিজ্ঞেয়শ্চতুর্বিংশতি-বর্ণকঃ।
একাদশাক্ষরো বাপি পঞ্চবিংশতি[৪]-বর্ণকঃ।
ত্রয়োবিংশতি-বর্ণো বা মন্ত্রো দৃপ্ত উদাহৃতঃ ॥ ৩৭
ষড়্‌বিংশত্যক্ষরো মন্ত্রঃ ষড়্‌ত্রিংশদ্‌-বর্ণকস্তথা
ত্রিংশদেকোন-বর্ণো বাঽপ্যঙ্গহীনঃ স এব চ ॥ ৩৮

দুই অক্ষরের মন্ত্রই সত্ত্বহীন মন্ত্র। চারিবর্ণ অর্থাৎ চারিবীজ বিশিষ্ট মন্ত্রই কেকর মন্ত্র। ৩৩

ষড়ক্ষর মন্ত্রই নির্বীজ বা বীজহীন মন্ত্র। সার্দ্ধ সপ্তাক্ষর মন্ত্র অথবা সার্দ্ধ দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রই ধূমিত মন্ত্র। উহা নিন্দিত। ৩৪

বিবৃতি। স্বরবর্ণ স্বতঃই উচ্চরিত হয় বলিয়া পূর্ণ বর্ণ। ব্যঞ্জন বর্ণই অর্দ্ধবর্ণ। সপ্তাক্ষর মন্ত্রের শেষে স্বরহীন ব্যঞ্জন থাকিলেই অর্দ্ধ সপ্তাক্ষর মন্ত্র হয়। সার্দ্ধ দ্বাদশক্ষর স্থলেও এইরূপ বুঝিতে হইবে। ৩৪

সার্দ্ধ বীজত্রয় (বর্ণত্রয়) বিশিষ্ট মন্ত্র সেইরূপ ধূমিত মন্ত্র। একবিংশতি বর্ণ বিশিষ্ট মন্ত্র বা বিংশতি বর্ণ বিশিষ্ট মন্ত্র বা ত্রিংশৎ বর্ণ বিশিষ্ট যে মন্ত্র, তাহাই আলিঙ্গিত মন্ত্র। ৩৫

বত্রিশ অক্ষরের মন্ত্রটি মোহিত মন্ত্র বলিয়া কথিত হইয়াছে। যে মন্ত্রটি চতুর্বিংশতি অক্ষর যুক্ত বা সপ্তবিংশতি অক্ষর যুক্ত, সেই মন্ত্রকে ক্ষুধার্ত্ত মন্ত্র জানিবে।

চতুর্বিংশতি বর্ণ বিশিষ্ট, একাদশ বর্ণ বিশিষ্ট, পঞ্চবিংশতি বর্ণ বিশিষ্ট বা ত্রয়োবিংশতি বর্ণ বিশিষ্ট মন্ত্র দৃপ্ত মন্ত্র বলিয়া কথিত হয়। ৩৬-৩৭

ষড়্‌বিংশতি অক্ষর বিশিষ্ট মন্ত্র অথবা ষট্‌ত্রিংশদ্‌ বর্ণ বিশিষ্ট মন্ত্র অথবা উনত্রিশ অক্ষর বিশিষ্ট মন্ত্র অঙ্গহীন মন্ত্র বলিয়া কথিত হয়। ৩৮

১। ক+খ—জীবহীনঃ। ২। খ—সার্দ্ধবীজত্রয়ঃ। ৩। ক+খ—দ্বাত্রিংশদর্ণো। ৪। ক+খ—পঞ্চবিংশতি-সংখ্যকঃ।

অষ্টাবিংশত্যক্ষরো য একত্রিংশদথাপি বা।
অতিক্রুদ্ধঃ স বিজ্ঞেয়ো নিন্দিতঃ সর্বকর্মসু॥ ৩৯
ত্রিংশদক্ষরকো মন্ত্রস্ত্রয়স্ত্রিংশদথাপি বা।
অতিক্রূরঃ স বিজ্ঞেয়ো নিন্দিতঃ সর্বকর্মসু॥ ৪০
চত্বারিংশতমারভ্য ত্রি-ষষ্টির্যাবতা ভবেৎ।
তাবৎ সংখ্যা নিগদিতা মন্ত্রাঃ সব্রীড়-সংজ্ঞকাঃ॥ ৪১
পঞ্চষষ্ট্যক্ষরা যে স্যুর্মন্ত্রাস্তে শান্তমানসাঃ।
একোনশত-পর্য্যন্তং পঞ্চ-ষষ্ট্যক্ষরাদিতঃ।
তে সর্বে কথিতা মন্ত্রাঃ স্থানভ্রষ্টা ন শোভনাঃ॥ ৪২
ত্রয়োদশাক্ষরা যে স্যুর্মন্ত্রাঃ পঞ্চদশাক্ষরাঃ।
বিকলাস্তেঽভিধীয়ন্তে শতং সার্দ্ধং শতং তু বা॥ ৪৩

বিবৃতি। মন্ত্র দোষের নাম কীর্ত্তনের সময় একটি মন্ত্র দোষের নাম অতিদৃপ্ত। অতি উপসর্গ দ্বারা ধাতুর অর্থ ভিন্ন না হওয়ায় দৃপ্ত ও অতিদৃপ্ত এক। তাই লক্ষণে দৃপ্ত বলায় কোন বিরোধ নাই। ৩৮

অষ্টাবিংশতি অক্ষর বিশিষ্ট মন্ত্র বা একত্রিংশৎ অক্ষর বিশিষ্ট মন্ত্র অতিক্রুদ্ধ মন্ত্র বলিয়া কথিত হয়। উহা সমস্ত কর্মে মিন্দিত। ৩৯

ত্রিশ অক্ষর বিশিষ্ট মন্ত্র অথবা তেত্রিশ অক্ষর বিশিষ্ট মন্ত্র অতিক্রুর মন্ত্র বলিয়া কথিত হয়। উহা সমস্ত কর্মে নিন্দিত। ৪০

চত্বারিংশৎ অক্ষর হইতে আরম্ভ করিয়া এক একটি অক্ষরের বৃদ্ধিতে ত্রিষষ্টি অক্ষর পর্য্যন্ত যত সংখ্যক মন্ত্র হয় অর্থাৎ চল্লিশ অক্ষর হইতে চৌষট্টি অক্ষর পর্য্যন্ত প্রতিটি মন্ত্র সব্রীড় নামক মন্ত্র। ৪১

যে যে মন্ত্র পঞ্চষষ্টি অক্ষর বিশিষ্ট, সেই মন্ত্রগুলি শান্তমানস নামক মন্ত্র। পঞ্চষষ্টি অক্ষরাদি অর্থাৎ ছয়ষষ্টি অক্ষর হইতে এক এক অক্ষরের বৃদ্ধিতে নিরানব্বই অক্ষর পর্য্যন্ত প্রতিটি মন্ত্র অর্থাৎ ছয়ষষ্টি, সাতষষ্টি ইত্যাদি আটত্রিশটি মন্ত্র স্থানভ্রষ্ট মন্ত্র বলিয়া কথিত হয়। এগুলি শোভন নহে। ৪২

যে যে মন্ত্র ত্রয়োদশ অক্ষর বিশিষ্ট অথবা পঞ্চদশ অক্ষর বিশিষ্ট, তাহারা বিকল মন্ত্র বলিয়া কথিত হয়।

যে যে মন্ত্র শত অক্ষর বিশিষ্ট অথবা যে যে মন্ত্র সার্দ্ধ শত অক্ষর বিশিষ্ট, অথবা যে যে মন্ত্র দুই শত বিরানব্বই অথবা সার্দ্ধশতদ্বয় বিরানব্বই অক্ষর বিশিষ্ট অথবা

শতদ্বয়ং দ্বি-নবতিরেকহীনাঽথবাপি সা[১]।
শতত্রয়ং বা যৎসংখ্যা[২] নিঃস্নেহাস্তে প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৪৪
চতুঃশতমথারভ্য যাবদ্-বর্ণ-সহস্রকম্ ।
অতিবৃদ্ধঃ স মন্ত্রস্তু সর্বশাস্ত্র-বিবর্জ্জিতঃ ॥ ৪৫
সহস্রার্ণাধিকা মন্ত্রা দণ্ডকা পীড়িতাহ্বয়াঃ।
দ্বি-সহস্রাক্ষরা মন্ত্রাঃ খণ্ডশঃ শতধা[৩] কৃতাঃ ॥ ৪৬
জ্ঞাতব্যাঃ স্তোত্ররূপাস্তে মন্ত্রা এতে যথাস্থিতাঃ।
তথা বিদ্যাশ্চ বোদ্ধব্যা মন্ত্রিভিঃ সর্বকর্মসু ॥ ৪৭
দোষানিমানবিজ্ঞায় যো মন্ত্রং ভজতেঽবুধঃ[৪] ।
সিদ্ধির্ন জায়তে সম্যক্ কল্পকোটি-শতৈরপি ॥ ৪৮

তন্ত্রান্তরে—একাক্ষরং সমারভ্য যাবন্মন্ত্রাঃ ষড়ক্ষরাঃ ।
বালাস্তে ভৈরবেণোক্তা মন্ত্রা বিংশতি-বর্ণকাঃ ॥ ৪৯

যে যে মন্ত্র এক সংখ্যাহীন শতত্রয় দ্বিনবতি অর্থাৎ তিনশত একানব্বই অক্ষর বিশিষ্ট অথবা যে যে মন্ত্র তিন শত অক্ষর বিশিষ্ট, সেই সেই মন্ত্রগুলি নিঃস্নেহ মন্ত্র বলিয়া কথিত হয়। ৪৩-৪৪

যে যে মন্ত্রে চারিশত বর্ণ হইতে আরম্ভ করিয়া এক এক বৃদ্ধি ক্রমে সহস্র বর্ণ থাকে, তাহার প্রতিটি মন্ত্র অতিবৃদ্ধ মন্ত্র বলিয়া কথিত হয়। উহা সমস্ত শাস্ত্র বর্জ্জিত। ৪৫

যে সমস্ত মন্ত্র সহস্র বর্ণাধিক, তাহার প্রতিটি মন্ত্রই দণ্ডক; উহারা স্তোত্ররূপ পীড়িত মন্ত্র বলিয়া কথিত হইয়াছে।

দুই সহস্রের অধিক অক্ষর বিশিষ্ট মন্ত্রগুলি খণ্ডে খণ্ডে শত ভাগ হইলে সেই মন্ত্রগুলিকে স্তোত্ররূপ পীড়িত মন্ত্র জানিবে।

মন্ত্রিগণ সমস্ত কাম্য কর্মে এই মন্ত্রগুলি যেমন সদোষ জানিবেন, বিদ্যাগুলিও সেইরূপ সদোষ জানিবেন। ৪৬ ৪৭

যে পণ্ডিত সাধক এই দোষগুলিকে না জানিয়া মন্ত্রের ভজনা করে, শত কোটি কল্পেও তাহার সম্যক্ সিদ্ধি জন্মায় না। ৪৮

তন্ত্রান্তরে বলিয়াছেন—একাক্ষর হইতে আরম্ভ করিয়া ষড়ক্ষর পর্য্যন্ত যতগুলি মন্ত্র হয়, সে সমস্ত মন্ত্রই বাল। ইহা ভৈরব কর্তৃক উক্ত হইয়াছে। বিংশতি বর্ণ বিশিষ্ট মন্ত্র প্রৌঢ়।

১। ক+খ—হীনাঽথবাপি বা। ২। ক+খ—যাবচ্ছতত্রয়ং সংখ্যা। ৩। ক+খ—খণ্ডশঃ সপ্তধা কৃতা। ৪। খ—মন্ত্রং ভজতে বুধঃ।

প্রৌঢ়া জ্ঞেয়াস্ততোঽন্যে যে তে মন্ত্রাঃ স্থবিরা মতাঃ।
স্ত্রীরূপা বহ্নিজায়ান্তা মন্ত্রা যে তু নমোঽন্তকাঃ॥ ৫০

রামার্চনচন্দ্রিকায়াম্—আরভ্যৈকাক্ষরং মন্ত্রা বালা আষোড়শাক্ষরাৎ।
ততঃ[১] আবিংশতেঃ প্রৌঢ়াস্তেভ্যোঽন্যে স্থবিরা মতাঃ॥ ৫১
স্বাহান্তা স্ত্রীস্বরূপাঃ স্যুর্নমোঽন্তাশ্চ নপুংসকাঃ।
হূঁফড়ন্তাশ্চ যে মন্ত্রাঃ পুমাংসস্তে প্রকীর্ত্তিতাঃ॥ ৫২

অথ মন্ত্রাণাং দোষ-শান্তিঃ। তদুক্তং তত্রৈব—
ছিন্নাদি-দুষ্টা যে মন্ত্রাস্তন্ত্রে তন্ত্রে নিরূপিতাঃ।
তে সর্বে সিদ্ধিমায়ান্তি মাতৃকার্ণ-প্রভাবতঃ॥ ৫৩
মাতৃকার্ণৈঃ পুটীকৃত্য[২] মন্ত্রং বিদ্যাং বিশেষতঃ।
শতমষ্টোত্তরং পূর্বং প্রজপেৎ ফল-সিদ্ধয়ে।
তদা মন্ত্রো মহাবিদ্যা যথোক্ত-ফলদা ভবেৎ॥ ৫৪

তাহার পর বিংশতিবর্ণের অধিক বর্ণ বিশিষ্ট মন্ত্র স্থবির মন্ত্র বলিয়া কথিত হইয়াছে। বহ্নিজায়ান্ত (স্বাহান্ত) মন্ত্রগুলি স্ত্রীরূপ জানিবে। যে সমস্ত মন্ত্র নমঃ অন্তক, (তাহারা নপুংসক জানিবে)। ৪৯-৫০

রামার্চন চন্দ্রিকায় বলিয়াছেন—একাক্ষর হইতে আরম্ভ করিয়া ষোড়শ অক্ষর পর্য্যন্ত মন্ত্রগুলি বালক। তাহার পর বিংশতি অক্ষর পর্য্যন্ত মন্ত্রগুলি প্রৌঢ়। তাহার পর মন্ত্রগুলি স্থবির বলিয়া কথিত হইয়াছে। ৫১

স্বাহান্ত মন্ত্রগুলি স্ত্রীরূপা হইবে। নমঃ অন্ত মন্ত্রগুলি নপুঃসক জানিবে। যে মন্ত্রগুলি হুঁ ফট্ অন্ত, সেই মন্ত্রগুলি পুরুষ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। ৫২

অনন্তর মন্ত্রসমূহের দোষ শান্তি কথিত হইতেছে। সেই রামার্চন-চন্দ্রিকাতেই তাহা উক্ত হইয়াছে—

ছিন্নাদি দুষ্ট যে সকল মন্ত্র তন্ত্রে তন্ত্রে অর্থাৎ সকল তন্ত্রে নিরূপিত হইয়াছে। সেই সকল মন্ত্র মাতৃকাবর্ণ প্রভাবে সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ৫৩

প্রথমে ফলসিদ্ধির জন্য মন্ত্র বা বিদ্যাকে বিশেষভাবে মাতৃকাবর্ণ সমূহের দ্বারা পুটিত করিয়া একশত আট বার জপ করিবে। তখন মন্ত্র বা মহাবিদ্যা যথোক্ত ফলপ্রদা হন। ৫৪

১। ক—তত আবিংশতি প্রৌঢ়া। ২। আদাবানুলোম্যেন পশ্চাৎ প্রতিলোম্যেন মাতৃকামধ্যে মন্ত্রঃ ইতি ভাবঃ।

মাতৃকা-পুটিতং কৃত্বা মধ্যে বর্ণং নিধায় চ।
মন্ত্রবর্ণাংস্ততঃ কুর্য্যাৎ শোধনং তন্ত্র-সংমতম্ ॥ ৫৫
তথা বদ্ধা তু যো মুদ্রাং সঙ্কোচ্যাধার-পঙ্কজম্।
তদুৎপন্ন-মন্ত্রবর্ণান্ কুর্বতশ্চ গতাগতান্ ॥ ৫৬
ব্রহ্মরন্ধ্রাবধি ধ্যাত্বা বায়ুমাপূর্য্য কুম্ভয়েৎ।
সহস্রং প্রজপেন্ মন্ত্রং মন্ত্র-দোষোপশান্তয়ে ॥ ৫৭

তথা— এষু দোষেষু প্রাপ্তেষু মায়াং কামমথাপি বা।
ক্ষিপ্তা বাদৌ শ্রিয়ঞ্চৈব তদ্-দূষণ-বিমুক্তয়ে ॥ ৫৮

তথা— তার-সংপুটিতো বাপি দুষ্টমন্ত্রোঽপি সিধ্যতি।
যস্য যত্র ভবেদ্ ভক্তিঃ সোঽপি মন্ত্রোঽস্য সিধ্যতি ॥ ৫৯

তথা— প্রণবো মাতৃকাদেবী হৃল্লেখেত্যমৃতং ত্রয়ম্।
অমৃতত্রয়-সংযোগাদ্ দুষ্টমন্ত্রোঽপি সিধ্যতি ॥ ৬০

অথ বালকসংস্কারঃ

মধু-লাজাভ্যাং নাড়ীচ্ছেদাৎ প্রাক্ স্বর্ণশলাকয়া যজ্ঞদারু-শিখয়া শ্বেতদূর্বয়া

মধ্যে মন্ত্রবর্ণকে রাখিয়া মাতৃকা দ্বারা পুটিত করিয়া তাহার পর মন্ত্রবর্ণগুলিকে তন্ত্রসম্মতভাবে শোধন করিবে। ৫৫

সেইরূপ যোনিমুদ্রা বন্ধন (রচনা) করিয়া আধার পদ্মকে সঙ্কুচিত করিয়া সেই মূলাধারোৎপন্ন বর্ণসকলকে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত গমনাগমনকারী ধ্যান করিয়া বায়ুর আপূরণ করিয়া কুম্ভক করিবে। সেই কুম্ভককালে মন্ত্রের দোষ শান্তির জন্য সহস্র মন্ত্র জপ করিবে। ৫৬-৫৭

সেইরূপ আরও উক্ত হইয়াছে—এই সমস্ত দোষ প্রাপ্ত হইলে সেই দোষের শান্তির জন্য মন্ত্রের আদিতে মায়াবীজ হ্রীং, কামবীজ ক্লীং, অনন্তর শ্রীবীজ শ্রীং দিয়া জপ করিবেন। ৫৮

সেইরূপ আরও বলিয়াছেন—দুষ্টমন্ত্রকে তার (প্রণব) পুটিত করিয়া জপ করিলে দুষ্ট মন্ত্রও সিদ্ধ হয়। যাহার যে মন্ত্রে ভক্তি হইবে, তদ্দ্বারা তাহার সেই মন্ত্র সিদ্ধ হইবে। ৫৯

তন্ত্রে আরও বলিয়াছেন—প্রণব, মাতৃকাদেবী (মাতৃকাবর্ণ) ও হৃল্লেখা (হ্রীং) অমৃতত্রয়। এই অমৃতত্রয়ের যোগে দুষ্ট মন্ত্রও সিদ্ধ হয়। ৬০

অনন্তর বালক সংস্কার কথিত হইতেছে। নাড়ীছেদের পূর্বে মধু ও লাজা দ্বারা

বা বালকস্য জিহ্বামোষ্ঠং বা দক্ষিণ-পাণিনা ত্রিবারং সংমার্জ্য তত্র পিতা প্রত্যেকং পঙ্‌ক্ত্যাকারেণ মূলমন্ত্রং বিলিখ্য দেবীং পূজয়েৎ। তদুক্তং মৎস্য সূক্তে (১)—

অথবা মধু-লাজাভ্যাং জিহ্বায়াং বালকস্য চ।
নাড়ীচ্ছেদাদ্ যথাপূর্বং লিখেৎ স্বর্ণ-শলাকয়া ॥ ২
মূলমন্ত্রং লিখেন্ মন্ত্রী যস্যৌষ্ঠে শ্বেত-দূর্বয়া।
বাক্যোচ্চারণতো বালো বাগ্মী-দ্রুতকবির্ভবেৎ ॥ ৩

নৈমিত্তিক-সংস্কারানন্তরমেব মন্ত্র-লিখনং কার্য্যম্। তদুক্তং মহোগ্রে (৪)—

জন্ম-সংস্কারকং নাম পুত্রে জাতে প্রশস্যতে।
জিহ্বায়ান্তু লিখেন্ মন্ত্রং যজ্ঞদারু-কুশেন বা ॥ ৫
বারত্রয়ন্তু সংমার্জ্য দক্ষিণেনৈব পাণিনা।
মূলমুচ্চার্য্য প্রত্যেকং পঙ্‌ক্তিং কুর্য্যাৎ সুশোভনাম্ ॥ ৬
আদৌ সংস্কারঃ কর্ত্তব্যস্তদন্তে বিলিখেন্ মনুম্।
গন্ধ-চন্দন পুষ্পৈশ্চ পূজয়েৎ তারিণীং শিবাম্ ॥ ৭

বালকের জিহ্বা ও ওষ্ঠ মার্জনা করিয়া স্বর্ণ শলাকা দ্বারা বা যজ্ঞীয় কাষ্ঠের অগ্রদ্বারা বা শ্বেতদূর্বা দ্বারা দক্ষিণ হস্তে বালকের সেই জিহ্বায় ও ওষ্ঠে প্রত্যেক স্থানে পঙ্‌ক্ত্যাকারে মূলমন্ত্র লিখিয়া দেবীকে পূজা করিবে। তাহাই মৎস্যসূক্তে উক্ত হইয়াছে (১)—

অথবা মন্ত্রজ্ঞ সাধক নাড়ীচ্ছেদের পূর্বে মধু ও লাজা দ্বারা বালকের জিহ্বা মার্জন করিয়া সেই জিহ্বাতে স্বর্ণশলাকা দ্বারা যথাযথভাবে মূলমন্ত্র লিখিবে। ২

যাহার ওষ্ঠে শ্বেত দূর্বা দ্বারা মূলমন্ত্র লিখিবে, সেই বালক বাক্য উচ্চারণ করিলে বাগ্মী ও দ্রুত কবি হইবে। ৩

নৈমিত্তিক জাতকর্ম সংস্কারের অনন্তর মন্ত্রের লেখন করিবে। তাহাই মহোগ্রতন্ত্রে বলিয়াছেন (৪)—

পুত্র জন্ম গ্রহণ করিলে তাহার জন্মসংস্কার নামক সংস্কার প্রশস্ত। যজ্ঞীয় কাষ্ঠের দ্বারা অথবা কুশের দ্বারা মন্ত্র লিখিবে। ৫

মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া দক্ষিণ হস্তের দ্বারা জিহ্বা ও ওষ্ঠ প্রত্যেকটি তিনবার মার্জন (পরিষ্কার) করিয়া সেই ওষ্ঠে সুদৃশ্য পঙ্‌ক্তি করিবে। ৬

প্রথমে সংস্কার করিবে। তাহার পরে মন্ত্র লিখিবে। গন্ধ চন্দন ও পুষ্পের দ্বারা শিবা (কল্যাণময়ী) তারিণীকে পূজা করিবে। ৭

উত্তরাভিমুখো ভূত্বা স্থাপয়েৎ পীঠমুত্তমম্।
পূজয়েৎ তারিণীং দেবীং নানাভক্ষ্যৈঃ সুশোভনৈঃ।
কবির্বাগ্মী ভবেৎ পুত্রঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৮

অত্র তারিণীপদমুপলক্ষণম্, দেবীমাত্রমেব বোদ্ধব্যম্, বৃহচ্ছ্রীক্রমাদি-তন্ত্রে বাল-সংস্কার-দর্শনাৎ। তদুক্তং তত্রৈব—

বালকস্য তু জিহ্বায়াং[১] ত্রিদিনাভ্যন্তরে লিখেৎ ॥ ৯
মধুনা শ্বেত-দূর্বাভির্যদ্বা স্বর্ণ-শলাকয়া।
অমুং বাগ্‌ভব-কূটঞ্চ লিখেদ্ বৈ জননান্তরম্ ॥ ১০

এতেন তদ্দিনাশক্তৌ ত্রিরাত্রাভ্যন্তর ইতি সূচিতম্। অমুমিতি ভৈরব্যা বাগভ্‌বকূটমিত্যর্থঃ। কেচিৎ তু একাদশাহে দেবীং সংপূজ্য মন্ত্রং[২] লিখে-দিত্যাহুঃ। অথ পিতা যদি দূরস্থস্তদা পিতৃব্যো মাতুলো বা মন্ত্রং লিখেৎ। যথা মহোগ্রে (১১)—

পিতুর্ভ্রাতা লিখেন্মন্ত্রং মাতুর্ভ্রাতাঽথবা পুনঃ।
পিতা চৈব লিখেন্ মন্ত্রং নান্য এব কদাচন ॥ ১২

উত্তরাভিমুখ হইয়া উত্তম পীঠ স্থাপন করিবে। সুন্দর নানা প্রকার ভক্ষ্য দ্বারা তারিণী দেবীকে পূজা করিবে। ঐ পুত্র কবি, সত্যবাদী ও জিতেন্দ্রিয় হইবে। ৮

এ স্থলে তারিণী পদটি অন্য দেবীমাত্রের উপলক্ষণ জানিবে। যেহেতু বৃহচ্ছ্রী-ক্রমাদি তন্ত্রে বালকসংস্কার দেখা যায়। সেইখানেই তাহা উক্ত হইয়াছে—বাল সংস্কারের তিন দিনের মধ্যে লিখিবে। ৯

বালকের জন্মের পর মধু দ্বারা, শ্বেত দূর্বা দ্বারা, স্বর্ণ শলাকা দ্বারা এই বাগ্‌ভব-কূটকে লিখিবে। ১০

বালকজন্মের দিনে লিখিতে সমর্থ না হইলে জন্মের তিন দিনের মধ্যে লিখিবে—এই বচনের দ্বারা ইহা সূচিত হইয়াছে। অমুং এই পদের অর্থ—তারিণীর বাগ্‌ভব কূটকে। কেহ কেহ এই বলেন—একাদশ দিনে দেবীকে পূজা করিয়া মন্ত্র লিখিবে। পিতা যদি দূরদেশবর্ত্তী হন, তবে জন্মের অনন্তর পিতৃব্য বা মাতুল মন্ত্র লিখিবেন। যেমন মহোগ্রতন্ত্রে বলিয়াছেন (১১)—

পিতার ভ্রাতা অথবা মাতার ভ্রাতা মন্ত্র লিখিবেন। পিতাই মন্ত্র লিখিবেন। অন্য কেহ কখনও মন্ত্র লিখিবে না। ১২

১। ক—বালকসংস্কারস্য তু জিহ্বায়াং। ২। খ—সম্পূজ্য মন্ত্রং।

মাতুঃ ক্রোড়ে তু সংস্থাপ্য দর্ভানাস্তীর্য্য যত্নতঃ।
শান্তিং কুর্য্যাদ্ বালকস্য ব্রাহ্মণৈঃ সহ সাধকঃ ॥ ১৩

শান্তিমন্ত্রস্তু ওঁ ইমং পুত্রং কাময়তঃ কামজানাং ইহৈব হি দেবেভ্যঃ[১] পুষ্ণাতি সর্বমিদং মজ্জননং শিবশক্তিস্তারায়ৈ[২] কেশবেভ্যস্তারায়ৈ রুদ্রেভ্য উমায়ৈ শিবায় শিবযশসে। ইত্যনেন কুশোদকাভ্যাং শান্তিং কুর্য্যাদিতি। ১৪

অত্র কুলাচারো নিরূপ্যতে। তত্র শিবাবলিঃ। কুলচূড়ামণৌ—

বিল্বমূলে প্রান্তরে বা শ্মশানে বাপি সাধকঃ।
মাংস-প্রধান-নৈবেদ্যং সন্ধ্যাকালে নিবেদয়েৎ ॥ ১৫
কালি কালীতি বক্তব্যে তত্রোমা শিব-রূপিণী।
পশুরূপধরা যাতি পরিবারগণৈঃ সহ ॥ ১৬
ভুক্ত্বা রৌতি যদৈশান্যাং মুখমুত্তোল্য সুন্দরম্।
তদৈব মঙ্গলং তস্য নান্যথা কুল-ভূষণ! ॥ ১৭.
অবশ্যমন্নদানেন নিয়তং তোষয়েচ্ছিবাম্।
নিত্যশ্রাদ্ধং তথা সন্ধ্যা-বন্দনং পিতৃ-তর্পণম্ ॥ ১৮
তথৈব কুল-সেব্যানাং নিত্যতা কুলপূজনে।

মাতার ক্রোড়ে বালককে সংস্থাপিত করিয়া দর্ভ সমূহ আস্তৃত করিয়া সাধক ব্রাহ্মণগণের সহিত বালকের শান্তি করিবেন। ১৩

শান্তি মন্ত্র কিন্তু ওঁ ইমং পুত্রং ইত্যাদি মূলে উক্ত হইয়াছে। এই মন্ত্রে কুশোদকের দ্বারা বালকের শান্তি করিবেন। ১৪

অনন্তর কুলাচার নিরূপিত হইতেছে। তন্মধ্যে শিবাবলি। কুলচূড়ামণিতে বলিয়াছেন—সাধক বিল্ববৃক্ষের মূলে, প্রান্তরে অথবা শ্মশানে মাংস প্রধান নৈবেদ্য সন্ধ্যাকালে শিবাকে নিবেদন করিবে। ১৫

কালি! কালি এই বলিলে সেইখানে শিবা রূপিণী উমা পশুরূপ ধারণ করিয়া পরিবারগণের সহিত আগমন করেন। ১৬

হে কুলভূষণ! সেই শিবা ভোজন করিয়া যদি ঈশান কোণে মুখ তুলিয়া মধুর স্বরে রব করেন, তবে তাহার মঙ্গল জানিবে। অন্যথা মঙ্গল নহে। ১৭

নিয়ত (প্রত্যহ) অন্নদানের দ্বারা শিবাকে সন্তুষ্ট করিবে। নিত্য শ্রাদ্ধ, সন্ধ্যা, বন্দন ও পিতৃতর্পণ যেরূপ নিত্য করেন। ১৮

সেইরূপ. কুলপূজায় কুলসেব্যগণের নিত্যতা আছে অর্থাৎ কুলপূজাও নিত্য

১। ক—দেবেভ্যঃ নাস্তি। ২। খ—শিবশান্তিস্তারায়ৈ।

পশুরূপাং শিবাং দেবীং যো নার্চয়তি নির্জ্জনে ॥ ১৯
শিবারাবেণ তস্যাশু সর্বং নশ্যতি নিশ্চিতম্ ।
জপ-পূজা-বিধানানি যৎকিঞ্চিৎ সুকৃতানি চ ।
গৃহীত্বা সা প্রমাদায় শিবা রোদিতি নির্জ্জনে ॥ ২০
একয়া ভুজ্যতে যত্র শিবয়া দেব ! ভৈরব ! ।
তত্রৈব সর্বশক্তীনাং প্রীতিঃ পরম-দুর্ল্লভা ॥ ২১
রাজাদি-ভয়মাপন্নে দেশান্তর-ভয়াদিকে ।
শুভাশুভানি কর্মাণি বিচিন্ত্য বলিমাহরেৎ ॥ ২২
গৃহ্ণ দেবি ! মহাভাগে ! শিবে ! কালাগ্নি-রূপিণি ! ।
শুভাশুভফলং ব্যক্তং ব্রূহি গৃহ্ণ বলিং তব ॥ ২৩
এবমুচ্চার্য্য দাতব্যো বলিঃ কুলজন-প্রিয়ঃ ॥
যদি নো ভুজ্যতে বৎস ! তদা নৈব শুভং ভবেৎ ॥ ২৪
শুভং যদি ভবেৎ তত্র ভুজ্যতে তদশেষতঃ ।
এবং জ্ঞাত্বা মহাদেব ! শান্তি-স্বস্ত্যয়নং চরেৎ ॥ ২৫

ইতি শিবাবলিঃ ।

করিবে। পশুরূপা শিবা দেবীকে যে নির্জ্জনে পূজা করে না। শিবার রাবের দ্বারা তাহার সমস্ত নিশ্চয়ই শীঘ্র নষ্ট হয়। ১৯

সেই শিবা সাধকের জপ, পূজাদি কার্য্য সকলও যৎকিঞ্চিৎ সুকৃত সমূহ গ্রহণ করিয়া প্রমাদের জন্য নির্জ্জনে রোদন করেন। ২০

হে দেব! হে ভৈরব! একটি শিবা যেখানে ভোজন করে, সেইখানেই সমস্ত শক্তির পরম দুর্লভ প্রীতি জন্মে। ২১

রাজাদির নিকট হইতে ভয়, দেশান্তর হইবার ভয় উপস্থিত হইলে শুভ ও অশুভ কর্মসকল চিন্তা করিয়া শিবাকে বলি প্রদান করিবে। ২২

হে দেবি। হে মহাভাগে! হে শিবে! হে কালাগ্নিরূপিণি! বলি গ্রহণ করুন। শুভ ও অশুভ ফল স্পষ্ট করিয়া বলুন। তোমার বলি গ্রহণ করুন। ২৩

কুলজনগণের প্রিয় সাধক এই প্রকার মূলোক্ত মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া বলি প্রদান করিবে। বৎস! যদি শিবা ইহা ভোজন না করেন, তাহা হইলে অশুভ হইবে। ২৪

যদি নিঃশেষে শিবা ভোজন করেন, তবে সেখানে শুভ হইবে। হে মহাদেব! এই শিবাবলি দ্বারা শুভাশুভ জানিয়া শান্তি স্বস্ত্যয়নের অনুষ্ঠান করিবে। ২৫

শিবাবলি সমাপ্ত হইল।

কুলাচার নিরূপণম্

কালীতন্ত্রে—অথাচারং প্রবক্ষ্যামি যৎকৃতেঽমৃতমশ্নুতে।
সর্বভূত-হিতে যুক্তঃ সময়াচার-পালকঃ ॥ ২৬
অনিত্য-কর্ম-সন্ত্যাগী নিত্যানুষ্ঠান-তৎপরঃ।
মন্ত্রারাধনমাত্রেণ শিবভাবন-তৎপরঃ ॥ ২৭
পরস্যাং দেবতায়াঞ্চ সর্বকর্ম-নিবেদকঃ।
অন্য-মন্ত্রার্চনে শ্রদ্ধামন্য-মন্ত্রপ্রপূজনম্ ॥ ২৮
কুলস্ত্রী-বীর-নিন্দাঞ্চ তদ্-দ্রব্যস্যাপহারণম্।
স্ত্রীষু রোষং প্রহারঞ্চ বর্জয়েন্ মতিমান্ সদা ॥ ২৯
স্ত্রীময়ঞ্চ জগৎ সর্বং স্বয়ং তাবৎ তথা ভবেৎ।
কুলজাং যুবতীং বীক্ষ্য নমস্কুর্য্যাৎ সমাহিতঃ ॥ ৩০
যদি ভাগ্য-বশাদ্ দেবি! কুলদৃষ্টিঃ প্রজায়তে।
তদৈব মানসীং পূজাং তত্র তাসাং প্রকল্পয়েৎ ॥ ৩১

তাসাং ভগাদিনাং দেবীনাং। যথা—

কালীতন্ত্রে বলিয়াছেন—যে কুলাচারের অনুষ্ঠান করিলে অমৃত (মোক্ষ) লাভ করে, সেই কুলাচার বলিব। সময়াচার (কুলাচার) পরায়ণ ব্যক্তি সর্বভূতের হিতে নিযুক্ত হইবে। ২৬

অনিত্য কর্ম সকল ত্যাগ করিবে। নিত্য কর্মের অনুষ্ঠানে তৎপর হইবে। মন্ত্রের আরাধনা দ্বারা জপমাত্রকালে শিবোঽহং এইরূপ শিবভাবনায় তৎপর হইবে। ২৭

পরদেবতাকে সমস্ত কর্মফল নিবেদন করিবে। বুদ্ধিমান্ সাধক অন্য মন্ত্রের অর্চনায় শ্রদ্ধা ও অন্য মন্ত্রের পূজা, কুলস্ত্রী ও বীরের নিন্দা, কুলস্ত্রী ও বীরের দ্রব্যের অপহরণ, স্ত্রীলোকের প্রতি রোষ ও প্রহার সর্বদা বর্জন করিবে। ২৮-২৯

সমস্ত জগৎ স্ত্রীময় ভাবনা করিবে। নিজেও সেইরূপ স্ত্রীময় হইবে। কুলজাতা যুবতী স্ত্রীকে দর্শন করিয়া সমাহিত হইয়া নমস্কার করিবে। ৩০

হে দেবি! যদি ভাগ্যবশে কুলদর্শন জন্মে, তখনই সেইখানে তাঁহাদের মানসী পূজা করিবে। ৩১

তাসাং পদের অর্থ—ভগাদিনামক দেবীগণের অর্থাৎ যাঁহাদের নামের আদিতে ভগশব্দ আছে, তাদৃশ দেবীগণের। যেমন তন্ত্রে সেই নাম বলিয়াছেন—

ভগিনীং ভগচিহ্নাঞ্চ ভগাস্যাং ভগমালিনীম্ ।
ভগদন্তাং ভগাক্ষীঞ্চ ভগকর্ণীং ভগত্বচাম্ ॥ ৩২
ভগনাসাং ভগস্তনীং ভগস্থাং ভগসর্পিণীম্ ।
সংপূজ্য তাভ্যো গন্ধাদ্যৈর্মানসৈর্গুরুমেব চ ।
নমস্কৃত্য যথান্যায়ং স্বয়মক্ষোভিতঃ সুধীঃ ॥ ৩৩
বালাং বা যৌবনোন্মত্তাং বৃদ্ধাং বা সুন্দরীং তথা ।
কুৎসিতাং বা মহাদুষ্টাং নমস্কৃত্য বিভাবয়েৎ ॥ ৩৪
তাসাং প্রহারং নিন্দাঞ্চ কৌটিল্যমপ্রিয়ং তথা ।
সর্বথৈব ন কুর্য্যাৎ তু অন্যথা সিদ্ধিরোধকৃৎ ॥ ৩৫
স্ত্রিয়ো দেবাস্ত্রিয়ঃ প্রাণাঃ স্ত্রিয়শ্চৈব বিভূষণম্ ।
স্ত্রীসঙ্গিনা সদা ভাব্যমন্যথা স্বস্ত্রিয়ামপি ॥ ৩৬
বিপরীত-রতা সা তু ভবিতা হৃদয়োপরি ।
তদ্ধস্তাবচিতং পুষ্পং তদ্ধস্তাবচিতং জলম্ ।
তদ্ধস্তাবচিতং দ্রব্যং দেবতাভ্যো নিবেদয়েৎ ॥ ৩৭

তদ্ধস্তাবচিতং তদ্ধস্তাদ্ গৃহীতম্ । তথা—

ভগিনী, ভগচিহ্না, ভগাস্যা, ভগমালিনী, ভগদন্তা, ভগাক্ষী, ভগকর্ণী, ভগত্বচা, ভগনাসা, ভগস্তনী, ভগস্থা ও ভগসর্পিণীকে এবং গুরুকেও মানস গন্ধাদি উপচারে পূজা করিয়া যথাবিধানে নমস্কার করিয়া বিদ্বান্ সাধক স্বয়ং অক্ষোভিত হইয়া থাকিবে। ৩২-৩৩

বালা, যৌবনোন্মত্তা, বৃদ্ধা, সুন্দরী বা কুৎসিতা ও মহাদুষ্টা কুলরমণীকে দর্শন করিয়া দেবীরূপ ভাবনা করিবে। ৩৪

তাঁহাদিগের প্রহার ও নিন্দা, কুটিলতা প্রকাশ ও তাঁহাদের অপ্রিয় কার্য্য একেবারেই করিবে না। অন্যথা উহা করিলে সিদ্ধিরোধকারী হইবে। ৩৫

স্ত্রীলোক দেবতা, স্ত্রীগণ প্রাণ ও স্ত্রীগণ অলঙ্কার—এইরূপ ভাবনা করিবে। সর্বদা স্ত্রীসঙ্গী হইবে। অন্যথা অন্যস্ত্রী না পাইলে নিজের স্ত্রীর সহিত সঙ্গী হইবে। ৩৬

সেই স্ত্রী বিপরীতরতিতে আসক্তা হইয়া হৃদয়ের উপরে থাকিবে। সেই স্ত্রীর হস্ত হইতে গৃহীত পুষ্প, সেই স্ত্রীর হস্ত হইতে গৃহীত জল, সেই স্ত্রীর হস্ত হইতে গৃহীত দ্রব্য দেবতাগণকে নিবেদন করিবে। ৩৭

তদ্ধাবচিতং এই পদের অর্থ—সেই স্ত্রীর হস্ত হইতে গৃহীত। সেইরূপ বলিয়াছেন—

উচ্ছিষ্টং ভক্ষয়েৎ স্ত্রীণাং তাভ্যো নোচ্ছিষ্টমর্পয়েৎ।
স্ত্রীদ্বেষো নৈব কর্ত্তব্যো বিশেষাৎ পূজনং মহৎ ॥ ৩৮
জপস্থানে মহাশঙ্খং নিবেশ্যোর্ধ্বং জপং চরেৎ।
স্ত্রিয়ং গচ্ছন্ স্পৃশন্ পশ্যন্ বিশেষাৎ কুলজাং শুভাম্।
ভক্ষন্ তাম্বূলমন্যাংশ্চ ভক্ষ্যদ্রব্যান্ যথারুচি ॥ ৩৯

মহাশঙ্খং নৃমুণ্ডম্[১]। বীরতন্ত্রে—

দিক্-কাল-নিয়মো নাত্র স্থিত্যাদি নিয়মো ন চ।
জপে ন কালনিয়মো নার্চাদিষু বলিষ্বপি ॥ ৪০
স্বেচ্ছানিয়ম উক্তশ্চ মহামন্ত্রস্য সাধনে।
ন বিশেষো দিবারাত্রৌ ন সন্ধ্যায়াং মহানিশি ॥ ৪১
সর্বদা পূজয়েদ্ দেবীমস্নাতঃ কৃত-ভোজনঃ।
মহানিশ্যশুচৌ দেশে বলিং মন্ত্রেণ দাপয়েৎ ॥ ৪২

যৎ তু— রাত্রাবেব মহাপূজা কর্ত্তব্যা বীরবন্দিতে ! ।

স্ত্রীগণের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিবে। কিন্তু তাহাদিগকে উচ্ছিষ্ট অর্পণ করিবে না। স্ত্রীগণের প্রতি কখনও দ্বেষ করিবে না। বিশেষভাবে তাঁহাদিগের উত্তমরূপে পূজা করিবে। ৩৮

জপস্থানে মহাশঙ্খ (নরমুণ্ড) স্থাপন করিয়া স্ত্রীকে গমন করিয়া স্পর্শ করিয়া দেখিয়া বিশেষতঃ কুলজা শুভা (সুন্দরী) স্ত্রীকে দেখিয়া রুচি অনুসারে অন্যান্য ভক্ষ্য দ্রব্য ও তাম্বুল ভক্ষণ করিতে করিতে নৃমুণ্ডের উপরে জপ করিবে। ৩৯

মহাশঙ্খং—নৃমুণ্ড। বীরতন্ত্রে বলিয়াছেন—এই মহামন্ত্রের সাধনায় দিকের নিয়ম নাই, কালের নিয়ম নাই, উপবেশনাদির কোন নিয়ম নাই, জপে কোন কালের নিয়ম নাই, পূজাদিতে ও বলিতে কোন কাল নিয়ম নিয়ম নাই। ৪০

এই মহামন্ত্রের সাধনে নিজের ইচ্ছাই নিয়ম উক্ত হইয়াছে। দিবাতে বা রাত্রিতে কোন বিশেষ নাই, সন্ধ্যায়ও বিশেষ নাই, মহানিশায়ও বিশেষ নাই। ৪১

অস্নাতই হউক, ভোজন করিয়াই হউক, সর্বদা দেবীকে পূজা করিবে। মহানিশাতে অপবিত্রস্থানেও মন্ত্রের দ্বারা বলি প্রদান করিবে। ৪২

এই যে বচন আছে, হে বীরবন্দিতে! রাত্রিতেই মহাপূজা কর্ত্তব্য। হে সুব্রতে!

১। খ—মহাশঙ্খং নৃমুণ্ডমিতি নাস্তি।

ন দিনে সর্বথা কার্য্যা শাসনান্মম[১] সুব্রতে ! ॥ ৪৩

ইতি। তৎ পুনঃ কুলপূজাবিষয়ম্[২]। তন্ত্রান্তরে—

দিবা ন পূজয়েদ্ দেবীং রাত্রৌ নৈব প্রপূজয়েৎ।

সর্বদা পূজয়েদ্ দেবীং দিবা রাত্রৌ চ সাধকঃ ॥ ৪৪

এতদ্বিষয়-বিভাগস্তু তত্রৈব—

দিবা ন পূজয়েদ্ বীরো রাত্রৌ পশুর্ন পূজয়েৎ।

সর্বদা পূজয়েদ্ দিব্যো দিবারাত্রৌ চ সাধকঃ ॥ ৪৫

মহানিশোক্তা তত্রৈব—অর্দ্ধরাত্রাৎ পরং যচ্চ মুহূর্ত্তদ্বয়মেব চ।

সা মহারাত্রিরুদ্দিষ্টা তদ্দত্তমক্ষয়স্তু বৈ ॥ ৪৬

গান্ধর্বে— পৃথ্বীমৃতুমতীং বীক্ষ্য সহস্রং যদি নিত্যশঃ।

তদা বাদী স্বসিদ্ধান্ত-হতঃ[৩] ক্ষিতিতলং ব্রজেৎ ॥ ৪৭

নিত্যশ ইতি ষোড়শদিনং যাবদিত্যর্থঃ। পৃথিবীং কুলস্থানং ভগমিত্যর্থঃ ॥ ৪৮

আমার শাসন (উপদেশ) অনুসারে দিনে কোন প্রকারেই দেবীর পূজা করিবে না। ৪৩

তাহা কিন্তু কুলপূজা বিষয়ক জানিবে। তন্ত্রান্তরে বলিয়াছেন—সাধক দিবাতে দেবীকে পূজা করিবে না, রাত্রিতেও পূজা করিবে না। দিবারাত্রিতে সর্বদা দেবীকে পূজা করিবে। ৪৪

সেইখানেই এই বিষয়ের বিভাগ উক্ত হইয়াছে যে—বীরভাবের সাধক দিবাতে পূজা করিবে না। পশুভাবের সাধক রাত্রিতে পূজা করিবে না। দিব্যভাবের সাধক দিবাতে রাত্রিতে সর্বদা দেবীর পূজা করিবে। ৪৫

সেইখানেই মহানিশা উক্ত হইয়াছে যে—অর্দ্ধরাত্রির পর যে মুহূর্ত্তদ্বয়, তাহাই মহারাত্রি বলিয়া উদ্দিষ্ট হইয়াছে। এই সময়ে যাহা দান করিবে, তাহা নিশ্চয়ই অক্ষয় হইবে। ৪৬

গন্ধর্ব তন্ত্রে বলিয়াছেন—যদি পৃথ্বীকে (কুলস্ত্রীকে) ঋতুমতী দেখিয়া নিত্যশঃ (ষোড়শ দিন) প্রত্যহ সহস্র মন্ত্র জপ করে। তবে বাদী নিজের সিদ্ধান্তে নিজে হত (পরাজিত) হইয়া ক্ষিতিতলে প্রবেশ করে অর্থাৎ লজ্জায় অধোবদন হয়। ৪৭

নিত্যশঃ এই পদের অর্থ—ষোড়শদিন যাবৎ। পৃথ্বীং এই পদের অর্থ—কুলস্থান ভগ অর্থাৎ যোনি। ৪৮

১। ক—শাশনান্মম। ২। খ—তৎপুনঃ পূজাবিষয়ং। ৩। খ—তদা বাদিত্বসিদ্ধান্তহতঃ।

তথা— পর্বতে হস্তমারোপ্য নির্ভয়ো যত-মানসঃ ।
কবিতাং লভতে সোঽপি অমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি ॥ ৪৯

অত্রাপি সহস্রমিতি সম্বধ্যতে। পর্বতঃ—স্তনঃ। নীলতন্ত্রে (৫০)—

পদ্মং দৃষ্ট্বা তথা বিম্বং খঞ্জনং শিখরং তথা।
চামরং রবিবিম্বঞ্চ তিলপুষ্পং সরোরুহম্ ॥ ৫১

ত্রিশূলং বীক্ষ্য জপ্‌ত্বা চ শতশঃ শুদ্ধ-ভাবতঃ।
সুখং প্রসাদং সুমুখং সুলোচনং সুহাস্যকম্ ॥ ৫২

সুবেশং সুগতিঞ্চৈব সুগন্ধং সুখমেব চ।
লভতে চ যথাসংখ্যং শৃণু পার্বতি ! সাদরম্ ॥ ৫৩

পদ্মং মুখম্। বিম্বমধরম্। খঞ্জনং—চক্ষুঃ। শিখরং মস্তকম্। চামরং—কেশম্। রবিবিম্বং সিন্দুরম্। তিলপুষ্পং—নাসিকাম্। সরোরুহং নাভিম্, ত্রিশূলং ত্রিবলীম্। ৫৪

ভাবচূড়ামণৌ—একাকী নির্জনে দেশে শ্মশানে বিজনে বনে।
শূন্যাগারে নদী-তীরে নিঃশঙ্কো বিহরেৎ সদা ॥ ৫৫

সেইরূপ আরও উক্ত হইয়াছে যে, যে সাধক পর্বতে (কুলস্ত্রীর স্তনে) হস্ত স্থাপন করিয়া নির্ভয় হইয়া সংযত চিত্তে সহস্র মন্ত্র জপ করে, সে কবিত্ব লাভ করে এবং অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়। ৪৯

এই শ্লোকে পূর্বোক্ত সহস্র পদটির সম্বন্ধ (অন্বয়) হইবে। পর্বত হইতেছে স্তন। নীলতন্ত্রে বলিয়াছেন (৫০)—

হে পার্বতি! আদরের সহিত ইহা শ্রবণ কর। পদ্ম, বিম্ব, খঞ্জন, শিখর, চামর, রবিবিম্ব, তিলপুষ্প, সরোরুহ ও ত্রিশূল—এই সমস্ত বস্তু দেখিয়া বিশুদ্ধভাবে একশত করিয়া ক্রমে ক্রমে জপ করিয়া সংখ্যানুসারে মুখ, প্রসাদ, সুমুখ, সুলোচন; সুহাস্য, সুবেশ, সুগতি, সুগন্ধ ও সুখ—এইগুলি যথাক্রমে লাভ করে। ৫১-৫৩

শ্লোকোক্ত পদ্ম—মুখ; বিম্ব—অধর; খঞ্জন—চক্ষুঃ; শিখর—মস্তক; চামর—কেশ; রবিবিম্ব—সিন্দুর; তিলপুষ্প—নাসিকা; সরোরুহ—নাভি; ত্রিশূল—ত্রিবলী। ৫৪

ভাবচূড়ামণিতে বলিয়াছেন—নির্জন দেশে, শ্মশানে, বিজন বনে, শূন্যাগারে ও নদীতীরে একাকী নিঃশঙ্ক হইয়া সর্বদা বিচরণ করিবে। ৫৫

কালিকাপুরাণে—যঃ শিবাবিরুতং শ্রুত্বা শিবদূতীং শুভপ্রদাম্ ।
প্রণমেৎ সাধকো ভূত্বা তস্য কামঃ করে স্থিতঃ ॥ ৫৬

কুলচূড়ামণৌ— পর্বতে বিপিনে বাপি নির্জনে শূন্যমণ্ডপে ।
চতুষ্পথে জল-মধ্যে[১] যদি দৈবাৎ গতির্ভবেৎ ॥ ৫৭
ক্ষণং স্থিত্বা মনুং জপ্ত্বা নত্বা গচ্ছেৎ যথাসুখম্ ।
গৃধ্রং বীক্ষ্য মহাকালীং নমস্কুর্য্যাদলক্ষিতঃ ॥ ৫৮
ক্ষেমঙ্করীং তথা বীক্ষ্য জাম্বূকীং যমদূতিকাম্ ।
কুররং[২] শ্যেন-ভূকাকৌ কৃষ্ণমার্জারমেব চ ॥ ৫৯
কৃশোদরি ! মহাচণ্ডে ! মুক্তকেশি ! বলি-প্রিয়ে ! ।
কুলাচার-প্রসন্নাস্যে ! নমস্তে শঙ্কর-প্রিয়ে ! ॥ ৬০
শ্মশানঞ্চ শবং দৃষ্ট্বা প্রদক্ষিণমনুব্রজন্ ।
প্রণম্যানেন মনুনা মন্ত্রী সুখমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৬১
ঘোরদংষ্ট্রে ! করালাস্যে ! কিচিশব্দ-নিনাদিনি[৩] ! ।
ঘোর-ঘোর-রবাস্ফালে নমস্তে চিতি-বাসিনি[৪] ! ॥ ৬২

কালিকাপুরাণে বলিয়াছেন—যে সাধক শিবারব শ্রবণ করিয়া শুভপ্রদা শিবদূতীকে দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করে, তাহার অভিলষিত বিষয় হস্তেই রহিয়াছে । ৫৬

কুলচূড়ামণিতে বলিয়াছেন—যদি কখনও দৈবাৎ পর্বতে, নির্জ্জন বনে, শূন্যমণ্ডপে, চতুষ্পথে অথবা জলমধ্যে গমন হয়, তবে সেই স্থলে ক্ষণকাল থাকিয়া মন্ত্র জপ করিয়া নমস্কার করিয়া মনের আনন্দে গমন করিবে। গৃধ্রকে দেখিয়া অলক্ষিত হইয়া মহাকালীকে প্রণাম করিবে । ৫৭-৫৮

ক্ষেমঙ্করী জম্বুকী, যমদূতিকা (তেতুঁলগাছ) কুরর (দাঁড়কাক), শ্যেন, কাক ও কৃষ্ণ বিড়ালকে দেখিয়া কৃশোদরি ! মহাচণ্ডে ! ইত্যাদি মূলোক্ত মন্ত্রে প্রণাম করিবে । ৫৯

এই মন্ত্রের অর্থ—কৃশোদরি ! হে মহাচণ্ডে ! হে মুক্তকেশি ! হে বলিপ্রিয়ে ! হে কুলাচারদর্শনে প্রসন্নমুখি ! হে শঙ্কর প্রিয়ে ! তোমাকে নমস্কার । ৬০

শ্মশান বা শবকে দেখিয়া প্রদক্ষিণক্রমে অনুগমন করিতে করিতে ঘোরদ্রংষ্ট্রে ! করালাস্যে ! ইত্যাদি মূলোক্ত মন্ত্রে প্রণাম করিয়া মন্ত্রজ্ঞ সাধক সুখলাভ করে । ৬১

এই মন্ত্রের অর্থ—হে ঘোরদ্রংষ্ট্রে ! হে করালমুখি ! কিচি শব্দ নিনাদ-কারিণি ! ঘোর ঘোর রবে আস্ফালন-কারিণি ! চিতি-বাসিনি ! তোমাকে নমস্কার । ৬২

---

১ । খ—কলামধ্যে । ২ । খ—কুবরং শ্যেন । ৪ । খ—কিটি শব্দনিনাদিনি । ৩ । খ—তিতিবাসিনি ।

রক্তবস্ত্রং তথা পুষ্পং বিলোক্য ত্রিপুরাম্বিকাম্ ।
প্রণমেদ্ দণ্ডবদ্ ভূমাবিমং মন্ত্রং পঠন্নরঃ ॥ ৬৩

বন্ধূক-পুষ্প-সঙ্কাশে ! ত্রিপুরে ! ভয়নাশিনি ! ।
ভাগ্যোদয়-সমুৎপন্নে ! নমস্তে বরবর্ণিনি ! ॥ ৬৪

কৃষ্ণবস্ত্রং তথা পুষ্পং রাজানং রাজ-পুরুষম্ ।
হস্ত্যশ্ব-রথ-শস্ত্রাণি ফলকান্ বীর-পুরুষান্ ॥ ৬৫

মহিষং কুলদেবঞ্চ দৃষ্ট্বা মহিষমর্দিনীম্ ।
প্রণম্য জয়দুর্গাং বা স চ বিঘ্নৈর্ন লিপ্যতে ॥ ৬৬

জয়দেবি ! জগদ্ধাত্রি ! ত্রিপুরাদ্যে ! ত্রিদৈবতে ! ।
ভক্তেভ্যো বরদে ! দেবি ! মহিষঘ্নি ! নমোঽস্তু তে ॥ ৬৭

মদ্যভাণ্ডং সমালোক্য মৎস্যং মাংসং বরস্ত্রিয়ম্ ।
দৃষ্ট্বা চ ভৈরবীং দেবীং প্রণম্য বিমৃশেন্ মনুম্ ॥ ৬৮

ঘোরবিঘ্ন-বিনাশায় কুলাচার-সমৃদ্ধয়ে ।
নমামি বরদে ! দেবি ! মুণ্ডমালা-বিভূষিতে ! ॥ ৬৯

রক্ত বস্ত্র ও পুষ্পকে দেখিয়া মানব বক্ষ্যমাণ এই মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে ত্রিপুরাম্বিকাকে ভূমিতে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে। ৬৩

মন্ত্রার্থ—হে বন্ধুক পুষ্পের ন্যায় রক্তবর্ণে। হে ত্রিপুরে। হে ভয়নাশিনি। হে ভাগ্যোদয়ে জন্মগ্রহণ-কারিণি। হে বরবর্ণিনি। তোমাকে নমস্কার। ৬৪

কৃষ্ণ বস্ত্র ও কৃষ্ণ পুষ্প, রাজা, রাজপুরুষ, হস্তী, অশ্ব, শস্ত্র, ফলক, (ঢাল), বীর পুরুষ, মহিষ ও কুলদেবকে দেখিয়া মহিষ-মর্দিনী বা জয়দুর্গাকে জয় দেবি ! ইত্যাদি মূলোক্ত মন্ত্রে প্রণাম করিলে সেই সাধক বিঘ্নের দ্বারা লিপ্ত (আক্রান্ত) হয় না। ৬৫-৬৬

প্রণাম মন্ত্রের অর্থ—হে দেবি। হে জগদ্ধাত্রি। হে ত্রিপুরে। হে আদ্যে। হে ত্রিদৈবতে। তোমার জয় হউক। হে ভক্তগণকে বরদায়িনি। হে দেবি মহিষঘ্নি ! তোমাকে নমস্কার। ৬৭

মদ্যভাণ্ডকে সম্পূর্ণরূপে দেখিয়া অথবা মৎস্য, মাংস ও সুন্দরী রমণীকে দেখিয়া বক্ষ্যমাণ মন্ত্র স্মরণ করিতে করিতে ভৈরবী দেবীকে প্রণাম করিবে। ৬৮

মন্ত্রার্থ—হে দেবি। হে মুণ্ডমালাবিভূষিতে। হে বরদে। ভীষণ বিঘ্ন বিনাশের জন্য ও কুলাচারের সমৃদ্ধির জন্য তোমাকে নমস্কার করি। ৬৯

রক্তরাধা-সমাকীর্ণ-বদনে ! ত্বাং নমাম্যহম্ ।
সর্ববিঘ্নহরে ! দেবি ! নমস্তে হরবল্লভে ! ॥ ৭০
এতেষাং দর্শনে চৈব যদি নৈবং প্রকুর্বতে ।
শক্তিমন্ত্রং পুরস্কৃত্য তস্য সিদ্ধির্ন জায়তে ॥ ৭১

কুলচূড়ামণৌ— কুলবারে কুলাষ্টম্যাং চতুর্দ্দশ্যাং বিশেষতঃ ।
যোগিনী-পূজনং তত্র প্রধানং কুলপূজনম্ ॥ ৭২
যথা বিষ্ণু-তিথৌ বিষ্ণুঃ পূজিতো বাঞ্ছিত-প্রদঃ ।
তথা কুলতিথৌ দুর্গা পূজিতা বরদায়িনী ॥ ৭৩

কুলবারাদি-নিয়মস্তু যামলে—রবি-চন্দ্রৌ গুরুঃ শৌরিশ্চত্বারশ্চাকুলা ইমে ।
ভৌম-শুক্রৌ কুলাখ্যৌ হি বুধবারঃ কুলাকুলঃ ॥ ৭৪
দ্বিতীয়া দশমা ষষ্ঠী কুলাকুলমুদাহৃতম্ ।
বিষমাশ্চাকুলাঃ সর্বাঃ শেষাশ্চ তিথয়ঃ কুলাঃ ॥ ৭৫
বারুণার্দ্রাভিজিন্মূলং কুলাকুলমুদাহৃতম্ ।
কুলানি সম-ধিষ্ঠ্যাণি শেষাণি চাকুলানি চ ॥ ৭৬

হে রক্তধারা-সমাকীর্ণ-বদনে ! তোমাকে আমি প্রণাম করি। হে সর্ব্ববিঘ্ন-হরে ! হে দেবি ! হে হরবল্লভে ! তোমাকে নমস্কার। ৭০

ইহাঁদের দর্শন হইলেও যদি এইরূপ কার্য্য না করেন, তবে তাঁহার শক্তিমন্ত্রকে সম্মুখে করিয়া অর্থাৎ শক্তিমন্ত্র প্রমুখ মন্ত্র সকলের সিদ্ধি জন্মে না। ৭১

কুলচূড়ামণিতে বলিয়াছেন—সেস্থলে কুলবারে, কুলাষ্টমীতে বিশেষতঃ চতুর্দশীতে যোগিনী পূজাই প্রধান কুল পূজা। ৭২

যেমন বিষ্ণুতিথিতে বিষ্ণু পূজিত হইলে বাঞ্ছিত-প্রদ হন। সেইরূপ কুলতিথিতে দুর্গা পূজিতা হইলে বরদায়িনী হন। ৭৩

কুলবারাদির নিয়ম যামলে বলিয়াছেন—রবি, চন্দ্র, বৃহস্পতি ও শনি—এই চারিটি অকুল। মঙ্গল ও শুক্র—এই দুইটি কুল। বুধ বারটী কুলাকুল। ৭৪

দ্বিতীয়া, দশমী ও ষষ্ঠী কুলাকুল বলিয়া কথিত হইয়াছে। বিষমা (অযুগ্মা—বিজোড়) তিথিগুলি অকুল। অবশিষ্ট সমস্ত তিথিই কুল। ৭৫

বারুণ (শ্রবণা) নক্ষত্র, আর্দ্রা, অভিজিৎ (উত্তরাষাঢ়ার শেষ পাদ শ্রবণার প্রথম চারিদণ্ড) নক্ষত্র ও মূলানক্ষত্র কুলাকুল নক্ষত্র বলিয়া কথিত হইয়াছে। সম ধিষ্ণ্য (সম নক্ষত্র) গুলি কুল নক্ষত্র এবং অবশিষ্ট নক্ষত্রগুলি অকুল নক্ষত্র। ৭৬

তিথি-বারে চ নক্ষত্রে অকুলে স্থায়িনো ভয়ম্।
কুলাখ্যে জয়িনো নিত্যং সাম্যঞ্চৈব কুলাকুলে ॥ ৭৭

এবং কুল-বারাদৌ কর্ম কুর্য্যাৎ। কুলকর্ম[১] সর্বথা গোপনীয়ম্। যথা নীলতন্ত্রে (৭৮)—

নির্জ্জনে চৈব কর্ত্তব্যং ন চৈবং জন-সন্নিধৌ।
কিম্বা পক্ষি-পতঙ্গাদি-দর্শনে নৈব কারয়েৎ ॥ ৭৯
পাতাল-মণ্ডপে[২] বাপি গহ্বরে সুনিয়ন্ত্রিতে।
নিশ্ছিদ্র-মণ্ডপে বাপি কর্ত্তব্যং ন চ সন্নিধৌ ॥ ৮০
কুল-পুষ্পং কুল-দ্রব্যং কুল-পূজাং কুলং জপম্।
কুলং কুলপতিঞ্চৈব কুলমালাং কুলাকুলম্ ॥ ৮১
কুল-চক্রং কুল-ধ্যানং সর্বথা ন প্রকাশয়েৎ।
প্রকাশাৎ সিদ্ধি-হানিঃ স্যাৎ প্রকাশাদ্ বন্ধনাদিকম্ ॥ ৮২
প্রকাশান্মন্ত্র নাশঃ স্যাৎ প্রকাশাৎ কুল-হিংসনম্।
প্রকাশান্ মৃত্যু-লাভঃ স্যান্ন প্রকাশ্যং কদাচন ॥ ৮৩

অকুল বার, তিথি ও নক্ষত্রে কার্য্যে রত হইলে ভয়, কুল বার কুল তিথি ও কুলনক্ষত্রে কার্য্যে রত হইলে সর্বদা জয় এবং কুলাকুল বার, কুলাকুল তিথি ও কুলাকুল নক্ষত্রে কার্য্যে রত হইলে সম হয় অর্থাৎ সুফল বা কুফল কিছুই হয় না। ৭৭

এইরূপে কুলবারাদিতে কার্য্য করিবেন। কুলকর্ম সর্বপ্রকারে গোপনীয়। যেমন নীলতন্ত্রে বলিয়াছেন (৭৮)—

নির্জ্জনেই কুলকর্ম করিবে। জনগণের নিকটে কুলকর্ম করিবে না। এমন কি, পক্ষী, পতঙ্গাদির দর্শনেও কুলকর্ম করাইবে না। ৭৯

পাতালমণ্ডপে অথবা সুরক্ষিত পর্বত গহ্বরে অথবা নিশ্ছিদ্র মণ্ডপে কুলকার্য্য করিবেন। জনসন্নিধানে করিবেন না। ৮০

কুলপুষ্প, কুলদ্রব্য, কুলপূজা, কুলজপ, কুল, কুলপতি, কুলমালা, কুলাকুল, কুলচক্র ও কুলধ্যান সর্বপ্রকারে অর্থাৎ কোন প্রকারে প্রকাশ করিবে না। প্রকাশ হইতে সিদ্ধিহানি হয় এবং ইহার প্রকাশ হইতে বন্ধনাদি হইয়া থাকে। ৮১-৮২

ইহার প্রকাশ হইতে মন্ত্রনাশ হয়। প্রকাশ হইতে কুলহিংসা হয়, প্রকাশ হইতে মৃত্যুলাভ হয়। অতএব কখনও ইহা প্রকাশ্য নহে। ৮৩

১। খ—কুলবর্ম্ম। ২। ক—পাতাল মণ্ডলে।

পূজাকালে চ দেবেশি ! যদি কোঽপ্যত্র গচ্ছতি।
দর্শয়েদ্ বৈষ্ণবীং মুদ্রাং বিষ্ণু ন্যাসং তথা স্তবম্ ॥ ৮৪
প্রকাশাৎ যদি গুপ্তিঃ স্যাৎ তৎ প্রকাশান্ন দূষণম্।
গোপনাদ্ যদি ব্যক্তিঃ স্যান্ন গুপ্তিঃ সা বিধীয়তে ॥ ৮৫
কদাচিদ্ দেহ-হানিস্তু ন চাগুপ্তিঃ কদাচন।
বরং পূজা ন কর্ত্তব্যা ন চ ব্যক্তিং কদাচন ॥ ৮৬
অন্তঃ শাক্তা বহিঃ শৈবাঃ সভায়াং বৈষ্ণবা মতাঃ।
নানারূপ-ধরাঃ কৌলা বিচরন্তি মহীতলে।
সাধকঃ প্রাতরুত্থায় নমস্কুর্য্যাৎ কুল-দ্রুমম্ ॥ ৮৭

কুলদ্রুমা যথা রুদ্রযামলে—

পাদাঘাতাদশোকো বদন-মদিরয়া কেশরঃ কর্ণিকার-
শ্চ্যুতো বীক্ষা-সহাভ্যাং[১] তিলকতরু-নমেরুঃ পিয়ালশ্চ গীত্যা।
সংলাপাৎ কর্ণিকারঃ কুরুবক-তরুরালিঙ্গনাৎ সিন্ধুবারঃ
কাদম্বঃ কামিনীনামুদয়তি নিয়তং স্পর্শনাচ্চম্প-শাখী ॥ ৮৮

হে দেবেশি। যদি পূজা কালে কোন লোক ঐ স্থানে গমন করে, তবে তাহাকে বৈষ্ণবী মুদ্রা দেখাইবে, বিষ্ণু ন্যাস ও বিষ্ণুস্তব পাঠ করিবে। ৮৪

প্রকাশ হইতে যদি কুলকার্য্যের গোপন হয়, তবে সে প্রকাশ হইতে কোন দোষ হয় না। গোপন হইতে যদি কুলকার্য্যের প্রকাশ হয়, তবে সে গোপন বিহিত নহে। ৮৫

কখনও দেহনাশ বাঞ্ছনীয়, কিন্তু অগুপ্তি (প্রকাশ) বাঞ্ছনীয় নহে। কুল পূজা না করা ভাল, কিন্তু কুলকার্য্যের প্রকাশ ভাল নহে। ৮৬

কৌলগণ অন্তরে শাক্ত, বাহিরে শৈব এবং সভায় বৈষ্ণব। তাহারা নানারূপ ধারণ করিয়া এই মহীতলে বিচরণ করেন। সাধক প্রাতঃকালে উঠিয়া কুলবৃক্ষকে প্রণাম করিবে। ৮৭

কুলদ্রুম যেমন রুদ্র যামলে বলিয়াছেন—কামিনীগণের পাদাঘাতে অশোক বৃক্ষ, মুখমদিরার সিঞ্চনে বকুল বৃক্ষ ও কর্ণিকার বৃক্ষ, দর্শন ও হাস্য দ্বারা আম্র, সঙ্গীত দ্বারা তিলক (তিল), নমেরু (রুদ্রাক্ষ) ও পিয়াল বৃক্ষ, বাক্য দ্বারা কর্ণিকার (সোঁদাল) বৃক্ষ, আলিঙ্গন দ্বারা কুরুবক বৃক্ষ ও সিন্ধুবার (নিশুণ্ডী), কদম্ব বৃক্ষ এবং স্পর্শ দ্বারা চম্পক বৃক্ষ সর্বদা উদিত (মকুলিত) হয়। ৮৮

১। ক—বীক্ষন্ হসাভ্যাং।

তথাচ শ্রুতিঃ—দশকুলবৃক্ষাণামনুপপ্লব ইতি[১]। অনুপপ্লবোঽনুপহতিঃ। কার্য্য ইতি শেষঃ। তে চ—শ্লেষ্মাতক-করঞ্জৌ চ বিল্বাশ্বত্থ-কদম্বকাঃ।

নিম্বো বটোডুম্বুরৌ চ ধাত্রী চিঞ্চা দশ স্থিতাঃ ॥ ৮৯

তথা— ন স্বপেৎ কুল-বৃক্ষাধো ন চোপপ্লবমাচরেৎ।

দৃষ্ট্বা ভক্ত্যা নমস্কুর্য্যাচ্ছেদয়েন্ন কদাচন ॥ ৯০

প্রয়োগসারে— বিভীতকার্ক-কারঞ্জ-স্নুহি-চ্ছায়াং ন চাশ্রয়েৎ।

স্তম্ব-দীপ-মনুষ্যাণামন্যেষ্যাং[২] প্রাণিনাং তথা ॥ ৯১

শৈবাগমে—শক্তিঃ শিবঃ শিবঃ শক্তিঃ শক্তির্ব্রহ্মা জনার্দ্দনঃ।

শক্তিরিন্দ্রো রবিঃ শক্তিঃ শক্তিশ্চন্দ্রো গ্রহা ধ্রুবম্।

শক্তিরূপং জগৎ সর্বং যো ন জানাতি স নারকী ॥ ৯২

বৃথা ন গময়েৎ কালং দ্যূত-ক্রীড়াদিনা সুধীঃ।

গময়েদ্ দেবতাপূজা-জপ-যাগ-স্তবাদিনা ॥ ৯৩

কুল বৃক্ষ সম্বন্ধে শ্রুতিও সেইরূপ বলিয়াছেন—দশটি কুল বৃক্ষের অনুপপ্লব অর্থাৎ উন্মূলন করিবে না। সেই দশটি কুল বৃক্ষ হইতেছে—

শ্লেষ্মাতক (সোনালু), করঞ্জ, বিল্ব, অশ্বত্থ, কদম্ব, নিম্ব, বট, উডুম্বর, ধাত্রী ও চিঞ্চা (তেঁতুল)। ৮৯

তন্ত্রে সেইরূপ আরও উক্ত হইয়াছে—কুল বৃক্ষের নীচে শয়ন করিবে না। কুল বৃক্ষের উপপ্লব (উন্মূলন) করিবে না। কুল বৃক্ষকে দর্শন করিয়া ভক্তির সহিত নমস্কার করিবে। কখনও কুল বৃক্ষকে ছেদন করিবে না। ৯০

প্রয়োগসারেও বলিয়াছেন—বিভীতক (বহেড়া), অর্ক (আকন্দ), করঞ্জ ও স্নুহি (মনসা) বৃক্ষের ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিবে না। সেইরূপ স্তম্ব (তৃণাদির গুচ্ছ) দীপ, মনুষ্য ও অন্যান্য প্রাণিগণের ছায়াকে আশ্রয় করিবে না। ৯১

শৈবাগমে বলিয়াছেন—শক্তিই শিব, শিবই শক্তি। শক্তিই ব্রহ্মা ও জনার্দন। শক্তিই ইন্দ্র, শক্তিই রবি, শক্তিই চন্দ্র ও গ্রহ। ইহা নিশ্চিত। এই সমস্ত জগৎ শক্তিরূপ। ইহা যে না জানে, সে নারকী। ৯২

সুধী সাধক দ্যূত ক্রীড়াদি দ্বারা বৃথা কালক্ষেপ করিবে না। দেবতার পূজা, জপ, যাগ ও স্তবাদি দ্বারা কাল হরণ করিবে। ৯৩

১। খ—ইতীত্যাদি-তে চেত্যন্তঃ পাঠো নাস্তি। ২। খ—স্তম্বাদীপমনুষ্যাণাং।

বীরাণাং জপযজ্ঞস্তু সর্বকালে প্রশস্যতে।
সর্বদেশে সর্বপীঠে কর্ত্তব্যো নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৯৪

সর্বপীঠ ইতি সিদ্ধপীঠেষ্বিত্যর্থঃ। তেষু চ কামরূপাদি-দশপীঠানি প্রধান-তয়া পরাণি চোপপীঠতয়া[১] জ্ঞাতব্যানি। তেষাং নামানি চ তারা-ষোঢ়ান্যাসে সুন্দরী-পীঠন্যাসে বৃহন্নন্দীকেশ্বর-পুরাণোক্ত-দেবীপূজাদৌ চ যথাযোগমবসেয়ানি ॥ ৯৫

যথা— কামরূপং তথা জালন্ধরং পূর্ণগিরিস্তথা।
ওড্ডীয়ানং তথা বারাণসী চাথ জ্বলন্তিকা[২] ॥ ১
মায়াবতী চাষ্টপুরী অযোধ্যা চৈব কাঞ্চিকা।
দশৈতানি প্রধানানি পীঠানি ক্রমতো বিদুঃ ॥ ২
অথ পীঠং মহাচীনং নেপালং পৌণ্ড্রবর্দ্ধনম্।
পুরস্থিরং কান্যকুব্জং পীঠমর্বুদ-নামকম্ ॥ ৩
আম্রাতকেশ্বরং পীঠমেকাম্রঞ্চ ততঃ পরম্।
ত্রিস্রোত-পীঠমতুলং কামকোট্টমথাঽপরম্ ॥ ৪
ভৃগোঃ পুরঞ্চ কেদারং পীঠং চন্দ্রপুরং ততঃ।
শ্রীপীঠং পীঠমোঙ্কারং মালবং ভদ্রকং তথা ॥ ৫

বীরগণের জপ ও যজ্ঞ সর্বকালেই প্রশস্ত। সমস্ত পীঠের সর্বদেশে জপ যজ্ঞাদি কর্ত্তব্য। ইহাতে সংশয় কর্ত্তব্য নহে। ৯৪

সর্বপীঠে শব্দের অর্থ—সমস্ত সিদ্ধ পীঠে। সেই সিদ্ধ পীঠ সমূহের মধ্যে কামরূপাদি দশটি পীঠকে প্রধানরূপে এবং অবশিষ্ট পীঠগুলিকে উপপীঠরূপে জানিবে। তাহাদের নামগুলি তারার ষোঢ়ান্যাসে, ত্রিপুর সুন্দরীর পীঠ ন্যাসে এবং বৃহন্নন্দীকেশ্বর পুরাণোক্ত দেবী পূজাদিতে যথাসম্ভব জানিতে পারিবে। ৯৫

যেমন তন্ত্রে বলিয়াছেন—(১) কামরূপ, (২) জালন্ধর, (৩) পূর্ণগিরি, (৪) ওড্ডীয়ান, (৫) বারাণসী, (৬) জ্বলন্তিকা, (৭) মায়াবতী, (৮) অষ্টপুরী, (৯) অযোধ্যা ও (১০) কাঞ্চী—যথাক্রমে এই দশটিকে প্রধান পীঠ বলিয়া জানিবে। ১-২

অনন্তর সাধারণ পীঠ হইতেছে—(১১) মহাচীন (১২) নেপাল (১৩) পৌণ্ড্রবর্দ্ধন (১৪) পুরস্থির (১৫) কান্যকুব্জ (১৬) অর্বুদ (১৭) আম্রাতকেশ্বর (১৮) একাম্র (১৯) ত্রিস্রোত (২০) কামকোট্ট (২১) ভৃগুপুর (২২) কেদার (২৩) চন্দ্রপুর

১। ক—পরাণি চোপপীঠতয়েতি পাঠো নাস্তি। ২। জ্বালামুখী জ্বলন্তীত্যুচ্যতে। সৈব হিঙ্গুলাখ্যং মুখপীঠম্।

দেবীকোট্টঞ্চ গোকর্ণং পীঠং মঙ্গলকোট্টকম্ ।
মারুতেশ্বর-পীঠঞ্চাট্টহাসং বিরজং তথা ॥ ৬

অথ রাজগৃহং পীঠং মহাপথমপি ধ্রুবম্ ।
এলাপুরং কোন্‌লগিরিঃ পীঠং বাণেশ্বরং তথা ॥ ৭

জয়ন্তী চোজ্জয়নাখ্যং হরিদ্রাখ্যঞ্চ পীঠকম্ ।
ক্ষীরিকাপীঠমতুলং হস্তিনাপুর-নামকম্ ॥ ৮

উড্ডীশঞ্চ প্রয়াগঞ্চ ষষ্ঠীশং পীঠমুচ্যতে ।
জলেশ্বরাখ্যং মলয়ং শ্রীশৈলাখ্যং তথোত্তমম্ ॥ ৯

মেরুর্মহেন্দ্রপীঠঞ্চ বামনং পীঠমুচ্যতে ।
হিরণ্য-পূরকং পীঠং মহালক্ষ্মী-পুরং তথা ॥ ১০

ছায়া-ছত্রপুরং পীঠং করবীর-পুরং পরম্ ।
কাশ্মীরং নৈমিষঞ্চৈব কালিঘট্টং বিরাটকম্ ॥ ১১

কিষ্কিন্ধ্যা কীকটং কালঞ্জরং সাগরসঙ্গমঃ ।
চতুঃষষ্টিরিয়ং প্রোক্তা পীঠানাং তন্ত্র-সম্মতা ॥ ১২

পর্বতাঃ সরিতাঃ সর্বা সর্বাঃ কানন-ভূময়ঃ ।
অনাদি-শিব-লিঙ্গানি সিদ্ধ-স্থানানি সর্বশঃ ॥ ১৩

---

(২৪) শ্রীপীঠ (২৫) ওঁকারপীঠ (২৬) মালব (২৭) ভদ্রক (২৮) দেবীকোট্ট (২৯) গোকর্ণ (৩০) মঙ্গল কোট্ট (৩১) মারুতেশ্বর (৩২) অট্টহাস (৩৩) বিরজ (৩৪) রাজগৃহ (৩৫) মহাপথ (৩৬) এলাপুর (৩৭) কোন্‌লগিরি (৩৮) বাণেশ্বর (৩৯) জয়ন্তী (৪০) উজ্জয়ন (৪১) হরিদ্রা (৪২) ক্ষীরিকা (৪৩) হস্তিনাপুর (৪৪) উড্ডীশ (৪৫) প্রয়াগ (৪৬) ষষ্ঠীশ (৪৭) জলেশ্বর (৪৮) মলয় (৪৯) শ্রীশৈল (৫০) মেরু (৫১) মহেন্দ্রপীঠ (৫২) বামন (৫৩) হিরণ্যপুর (৫৪) মহালক্ষ্মীপুর (৫৫) ছায়াছত্রপুর (৫৬) করবীরপুর (৫৭) কাশ্মীর (৫৮) নৈমিষ (৫৯) কালীঘট্ট (৬০) বিরাট (৬১) কিষ্কিন্ধ্যা (৬২) কীকট (৬৩) কালঞ্জর (৬৪) সাগর সঙ্গম—তন্ত্র সম্মত ইহাই পীঠসমূহের চতুঃষষ্টি সংখ্যা কথিত হইয়াছে। ৩-১২

সমস্ত পর্বত, সমস্ত সরিৎ, সমস্ত কাননভূমি ও অনাদি সমস্ত শিবলিঙ্গ সমূহ সর্ব প্রকারে সিদ্ধ স্থান। ১৩

যত্র লক্ষং বলির্দত্তো যত্র দত্তো বলির্নরঃ।
তৎ সর্বং সিদ্ধপীঠং স্যাৎ তত্র জাপে মহৎ ফলম্ ॥ ১৪

তন্ত্র-চূড়ামণৌ যন্ত্র-লিখনানুবৃত্তৌ।

পশোরালোকনং ন স্যাৎ তথা কুর্বীত যত্নতঃ।
যদি দৈবাৎ পশোরগ্রে লিখনং বিদ্যতে ক্বচিৎ।
মমাঙ্গ-ক্ষতিরেবাত্র ক্রিয়তে পাপ-বুদ্ধিনা ॥ ১৫
কুঙ্কুমেন চন্দনেন রক্তেন চন্দনেন বা।
লিখেন্মন্ত্রং মহাদেব! সাবধানঃ স্মৃতাগমঃ ॥ ১৬
স্বয়ম্ভু-কুসুমেনৈব কুণ্ডগোলেন বা পুনঃ।
সর্বসিদ্ধিস্তদা তস্য জায়তে দেব! নিশ্চিতম্ ॥ ১৭

পশুরত্রাদীক্ষিতঃ। স্বয়ম্ভূকুসুমম্[১]—প্রথমার্ত্তব-রজঃ। কুণ্ডগোলোদ্ভবেন রজসা বেত্যর্থঃ। ১৮

যথা— আনীয় প্রমদাং নিত্যং[১] দীক্ষিতাং নবযৌবনাম্।
স্বকান্তাং পরকান্তাং বা ঘৃণা-লজ্জা-বিবর্জ্জিতাম্ ॥ ১৯
প্রাঙ্‌মুখেনোপবিষ্টস্তু নিশায়ামর্দ্ধরাত্রকে।

যেখানে লক্ষবলি প্রদত্ত হইয়াছে, যেখানে নরবলি প্রদত্ত হইয়াছে, সে সমস্তই সিদ্ধপীঠ। সেইখানে জপ করিলে মহাফল হয়। ১৪

তন্ত্রচূড়ামণিতে যন্ত্র লেখনের অনুবৃত্তিতে বলিয়াছেন—যাহাতে পশুর (অদীক্ষিতের) দর্শন না হইতে পারে, সেইরূপ যত্ন করিবে। যদি কোন স্থলে দৈবাৎ পশুর অগ্রে লেখন থাকে, তবে পাপবুদ্ধি আমারই অঙ্গের ক্ষতি করে। ১৫

হে মহাদেব। সাধক সাবধান হইয়া আগম স্মরণ পূর্বক কুঙ্কুমের দ্বারা চন্দনের দ্বারা অথবা রক্ত চন্দনের দ্বারা মন্ত্র লিখিবে। ১৬

স্বয়ম্ভুকুসুমের দ্বারা অথবা কুণ্ডগোল দ্বারা মন্ত্র লিখিবে। হে দেব। তখন তাহার নিশ্চয়ই সর্বসিদ্ধি উৎপন্ন হইবে। ১৭

এস্থলে পশু হইতেছে অদীক্ষিত ব্যক্তি। স্বয়ম্ভূকুসুম—প্রথম ঋতুর রজঃ। কুণ্ড-গোলোদ্ভব তত্ত্ব (রস) দ্বারা বা রজঃ দ্বারা—এই অর্থ। ১৮

যেমন তন্ত্রে বলিয়াছেন—সেই বীর সর্বদা দীক্ষিতা, নবযৌবনা, প্রমত্তা, ঘৃণা লজ্জা বিবর্জিতা, নিজকান্তা অথবা পরকান্তাকে আনিয়া রাত্রিতে পূর্বমুখে উপবিষ্ট হইয়া

১। ক—স্বয়ম্ভূকুসুমমিতি নাস্তি।

হেতুযুক্তং স তাম্বূলং কৃত্বা ন্যাসং বিধায় চ।
ন্যাসজালং ততঃ কৃত্বা তত্র সংপূজ্য দেবতাম্ ॥ ২০
মৌলৌ কুন্তল-কর্ষণং নয়নয়োরাচুম্বনং গণ্ডয়ো-
র্দন্তেনাধর-পীড়নং হৃদি হতির্মুষ্ট্যা চ নাভৌ ভগে।
কক্ষা-কণ্ঠ-কপোল-মণ্ডল-কুচ-শ্রোণিষু দেয়া নখাঃ।
সীমন্তে লিখনং নখৈরুরসিজাং গৃহ্ণীত গাঢ়ং ততঃ ॥ ২১
কুর্বীতাবিরতং মনোভব-গৃহে মাতঙ্গ-লীলায়িতং
জঙ্ঘাঙ্গুষ্ঠ-পদোরু-গুল্‌ফ-হননং চান্যোন্যতঃ কামিনোঃ। ২২

আঁ ঈঁ ক্লীঁ ক্লেঁ[২] অমুকীং দ্রাবয় দ্রাবয় স্বাহা ইতি বিন্যসেৎ। ঐঁ ক্লীঁ চপলে! চপলচিত্তে! রেতো মুঞ্চ মুঞ্চ ইতি পঠেৎ। ২৩

ব্লুঁ ক্লীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ চ দেবেশি! দ্রাবণী-বীজমুত্তমম্।
তস্যা যোনৌ ন্যসেদ্ বিদ্যাং মৈথুনঞ্চ তদাচরেৎ ॥ ২৪
শুদ্ধমন্ত্রৌষধেনৈব যোনেঃ প্রমথনং চরেৎ।
মথ্যমানে পুরস্তস্য জায়তে তত্ত্বমুত্তমম্ ॥ ২৫

হেতু (কারণ) যুক্ত তাম্বূলকে ভক্ষণ করিয়া নিজে ন্যাস করিয়া তাহার পর সেই প্রমদাতে ন্যাস করিয়া সেইখানে দেবতাকে পূজা করিবে। ১৯-২০

তাহার পর সেই প্রমদার মস্তকের কুন্তল আকর্ষণ করিবে। দুই নয়ন ও দুই গণ্ডে উত্তমরূপে চুম্বন করিবে। দন্তের দ্বারা অধর পীড়ন করিবে। মুষ্টি দ্বারা হৃদয়ে আঘাত করিবে। নাভিতে, ভগে, কক্ষাতে (কটিবন্ধে), কণ্ঠে, কপোল মণ্ডলে, কুচ (স্তন) দ্বয়ে ও শ্রোণীতে (নিতম্বে) নখাঘাত করিবে। সীমন্তে নখসমূহের দ্বারা লিখিবে। বক্ষোজাত স্তনকে গাঢ়ভাবে গ্রহণ করিবে। ২১

মনোভব (কাম) গৃহে সর্বদা মাতঙ্গলীলার ন্যায় লীলা করিবে। কামিগণ পরস্পর জঙ্ঘা, অঙ্গুষ্ঠ, পাদ, উরু ও গুল্ফকে বাহু দ্বারা পীড়ন করিবে। ২২

ওঁ আং ঈং ক্লীং ক্লেং ইত্যাদি মূলোক্ত মন্ত্রে ন্যাস করিবে। ওঁ ঐং ক্লীং চপলে ইত্যাদি মূলোক্ত মন্ত্র পাঠ করিবে। ২৩

হে দেবেশি! ব্লুং ক্লীং হ্রীং ক্লীং ইহা উত্তম দ্রাবণী বীজ! সেই প্রমদার যোনিতে এই বিদ্যা ন্যাস করিবে। তাহার পর মৈথুন করিবে। ২৪

শুদ্ধ মন্ত্রৌষধের দ্বারা যোনিকে মথিত করিবে। যোনি মথিত হইলে তাহার পুরোভাগে উত্তম তত্ত্ব উৎপন্ন হইবে। ২৫

১। খ—নিত্যাং। ২। খ—ব্লেং অমুকী দ্রাবয়।

গৃহ্ণীয়াৎ তৎ প্রযত্নেন দ্রব্যং কুণ্ডোদ্ভবং শুভম্ ।
নিঃশঙ্কমাহিতং[১] দ্রব্যং গৃহীত্বা পূজয়েৎ সদা ॥ ২৬
সান্নিধ্যা জায়তে দেবী সর্ব্বকামমুপালভেৎ ।
কুণ্ডোদ্ভবামৃতং দ্রব্যং কথিতং দুর্লভং ময়া ॥ ২৭

পঞ্চ যামলে— চর্ব্যং চোষ্যং নিবেদ্যাথ বস্ত্রালঙ্করণাদিকম্ ।
পূজয়েদক্ষতৈঃ শুদ্ধৈস্তস্যা মদন-মন্দিরম্ ॥ ২৮
ভাবয়েৎ কামভাবেন তাসু তত্ত্বং নচোৎসৃজেৎ ।
শুদ্ধমন্ত্রৌষধেনৈব মথয়েন্ মদনালয়ে ॥ ২৯
মথ্যমানে পুরস্তস্য[২] জায়তে তত্ত্বমুত্তমম্ ।
গৃহ্ণীয়াৎ তৎ প্রযত্নেন দ্রব্যং কুণ্ডোদ্ভবং শুভম্ ॥ ৩০

মন্ত্রৌষধং যথা—মায়াগচ্ছপদং শুক্রস্তম্ভনকারিণি ঠদ্বয়ম্ !
অনেনার্কোপরাগে চ জাতীমূলং সমানয়েৎ ॥ ৩১
এতদ্ ধৃত্বা সাধকেন্দ্রঃ শুক্রস্তম্ভনমাচরেৎ ।
গোলোদ্ভবং তথা দেবী গৃহ্যতে পরমস্তু যৎ ॥ ৩১

সেই শুভ কুণ্ডোদ্ভব দ্রব্যকে অতিযত্নের সহিত গ্রহণ করিয়া রাখিবে। সেই স্থাপিত দ্রব্যকে গ্রহণ করিয়া সর্বদা নিঃশঙ্ক হইয়া পূজা করিবে। ২৬

তাহাতে দেবী সন্নিহিতা হইয়া থাকেন এবং সাধক সমস্ত কামনা লাভ করেন। অতিদুর্লভ কুণ্ডোদ্ভব অমৃত দ্রব্য আমার কর্তৃক কথিত হইল। ২৭

পঞ্চ যামলে বলিয়াছেন—অনন্তর চর্ব্য, চোষ্য, বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি নিবেদন করিয়া শুদ্ধ অক্ষত দ্বারা তাহার মদন মন্দিরকে পূজা করিবে। ২৮

কামভাবে ভাবনা করিবে। তাহাতে তত্ত্ব উৎসর্গ করিবে না। সম্ভোগ গৃহে শুদ্ধ মন্ত্রৌষধের দ্বারা সেই প্রমত্তাকে মথিত করিবে। ২৯

সেই প্রমত্তা মথিত হইলে তাহার সম্মুখে উত্তম তত্ত্ব উৎপন্ন হইবে। সেই কুণ্ডোদ্ভব শুভ দ্রব্য যত্নের সহিত গ্রহণ করিবে। ৩০

মন্ত্রৌষধ যেমন—মায়া (হ্রীং) আগচ্ছ পদ, শুক্রস্তম্ভনকারিণি ও ঠদ্বয় (স্বাহা) তাহাতে মন্ত্রটি হইল—হ্রীং আগচ্ছ শুক্রস্তম্ভনকারিণি! স্বাহা। এই মন্ত্রের দ্বারা অর্কোপরাগে (সূর্য্য গ্রহণকালে) জাতীমূল আনয়ন করিবে। ৩১

ইহা ধারণ করিয়া সাধক শ্রেষ্ঠ শুক্র স্তম্ভন করিবে। হে দেবি! যে শ্রেষ্ঠ গোলোদ্ভব দ্রব্য, তাহাও সেইরূপ গৃহীত হইবে। ৩২

১। খ—নিঃশঙ্কয়াহিতং। ১। খ—পুনস্তস্য।

কুলজাং দীক্ষিতাং মত্তাং পতিহীনাং বিচক্ষণাম্।
শক্তিযোগ্যাং সুরূপাঞ্চ অনপত্যাং সমানয়েৎ ॥ ৩৩

সুন্দরীং শোভনাং দিব্যাং পীনোন্নত-পয়োধরাম্।
দ্বিরষ্টবর্ষ-দেশীয়াং সদা কামাভিলাষিণীম্ ॥ ৩৪

পূর্বোক্ত-ক্রমযোগেন কৃত্বা ন্যাসাদিকং ততঃ।
তত্ত্বং প্রগৃহ্য যত্নেন পূজার্থং সাধকোত্তমঃ ॥ ৩৫

ইদং গোলোদ্ভবং দ্রব্যং দেবতা-তৃপ্তি-কারকম্।
অনেন পূজয়েদ্ যো হি সর্বকামমুপালভেৎ ॥ ৩৬

স্বয়ম্ভুং কথয়িষ্যামি পূজার্থং সাধকস্তদা।
আনীয় প্রমদাং দিব্যাং প্রমত্তাং যৌবনোন্নতাম্ ॥ ৩৭

দীক্ষিতাং মূলমন্ত্রেণ সুনাসাং চারুহাসিনীম্।
সর্বদানন্দ-হৃদয়াং ঘৃণা-লজ্জা-বিবর্জিতাম্ ॥ ৩৮

গুরুভক্তাং সুবেশাঞ্চ দেবতা-পূজনে রতাম্।
যথা তন্ত্রানুসারেণ কৃত্বা ন্যাসান্ প্রগৃহ্য চ ॥ ৩৯

তস্যাস্তু মদনাগারে পূজয়েৎ পরমেশ্বরীম্।
স্বয়মক্ষোভিতো ভূত্বা সাধকঃ পূজনং চরেৎ ॥ ৪০

কুলজা, দীক্ষিতা, মত্তা, পতিহীনা, বিচক্ষণা, শক্তিযোগ্যা, সুরূপা, অপুত্রা, সুন্দরী, শোভনা, দিব্যা, স্থূল ও উন্নত স্তন-ধারিণী, দ্বিরষ্ট-(ষোড়শ)বর্ষ-ন্যূনা, সর্বদা কামাভিলাষিণী রমণীকে আনয়ন করিবে। ৩৩-৩৪

তাহার পর সাধক শ্রেষ্ঠ পূর্বোক্ত ক্রম অনুসারে ন্যাসাদি করিয়া পূজার জন্য যত্নপূর্বক তত্ত্ব গ্রহণ করিয়া রাখিবে। এই গোলোদ্ভব তত্ত্ব দ্রব্য দেবতার তৃপ্তিকারক। এই তত্ত্বের দ্বারা যে দেবীর অর্চনা করে, সে সমস্ত কাম লাভ করিতে পারে। ৩৫-৩৬

স্বয়ম্ভুকুসুম বলিতেছি। সাধক তখন দিব্যা, প্রমত্তা, যৌবনোন্নতা, মূলমন্ত্রে দীক্ষিতা, সুনাসা, চারুহাসিনী, সর্বদা আনন্দ-চিত্তা, ঘৃণা ও লজ্জা বিবর্জিতা, গুরুভক্তা, সুবেশা ও দেব-পূজা রতা প্রমদাকে আনিয়া তন্ত্রানুসারে ন্যাসাদি করিয়া তাহাকে লইয়া তাহার মদন গৃহে পরমেশ্বরীকে পূজা করিবে। সাধক নিজে অবিচলিত থাকিয়া দেবীকে পূজা করিবে। ৩৭-৪০

স্বেচ্ছা ঋতুমতী শক্তিঃ সাক্ষাদ্ দেবী সুরেশ্বরী।
তস্যাঃ পুষ্পং স্বয়ং যত্তৎ রক্ষণীয়ং প্রযত্নতঃ ॥ ৪১
বস্ত্রালঙ্কার-পুষ্পৈশ্চ শক্তিঞ্চ পূজয়েৎ সদা।
যথাকালে যথাপুষ্পং স্বয়ং যদ্ গোপয়েৎ সকৃৎ ॥ ৪২
গৃহীত্বা তৎ প্রযত্নেন স্বয়ম্ভুকুসুমং চরেৎ।
স্বয়ম্ভূপুষ্প-যোগেণ সাক্ষাৎ তেন সমর্চয়েৎ।
বিদ্যাং স্বপ্নাবতীং জপ্ত্বা ক্ষিপ্রমাকর্ষণাদিকম্ ॥ ৪৩
দেবতাশ্চ মহানাগা রাক্ষসা দানবাশ্চ যে।
রাজানশ্চ স্ত্রিয়ঃ সর্বা নিত্যং বশ্যা ভবন্তি হি ॥ ৪৪
স্বয়ম্ভূ-কুসুমং দ্রব্যং ত্রৈলোক্যে চাতিদুর্লভম্।
ক্বচিৎ গন্ধর্বরাজেন লভ্যতে বা ন বা বিভো! ॥ ৪৫
যদি তল্লভ্যতে দেব! লাক্ষারস-সমন্বিতম্।
কস্তূরী-কুঙ্কুমাক্তঞ্চ বটীং কৃত্বা তু গোপয়েৎ ॥ ৪৬
যন্ত্ররাজং[১] সমালিখ্য পূজয়েদ্ যদি সাধকঃ।
এতেনাক্ষর-যোগেন[২] মধু-সিদ্ধং[৩] সমালভেৎ ॥ ৪৭

স্বেচ্ছা ঋতুমতী শক্তি (স্ত্রী) সাক্ষাৎ দেবী সুরেশ্বরী। তাহার যে স্বয়ং পতিত পুষ্প (রজঃ—শোণিত), তাহা যত্নপূর্বক রক্ষা করিবে। ৪১

বস্ত্র, অলঙ্কার ও পুষ্পের দ্বারা সর্বদা শক্তিকে পূজা করিবে। যথাকালে যে যথাযথ পুষ্পকে স্বয়ং একবার গোপন করে, সেই স্বয়ম্ভু কুসুমকে যত্ন পূর্বক গ্রহণ করিয়া অনুষ্ঠান করিবে। সাক্ষাৎ সেই স্বয়ম্ভু পুষ্পযোগে সম্যক্‌রূপে অর্চনা করিবে। স্বপ্নাবতী বিদ্যাকে জপ করিয়া শীঘ্র আকর্ষণাদি করিবে। ৪২-৪৩

যে সমস্ত দেবতা, মহানাগ, রাক্ষস ও দানব আছে এবং যে সমস্ত রাজা ও স্ত্রী আছে। সে সকলেই সর্বদা বশ্য হইয়া থাকে। ৪৪

এই ত্রৈলোকে স্বয়ম্ভু কুসুম নামক দ্রব্য দুর্লভ। হে বিভো! কোন স্থলে গন্ধর্বরাজ তাহা প্রাপ্ত হন কিনা সন্দেহ। ৪৫

হে দেব। যদি তাহা পাওয়া যায়, তবে তাহাকে লাক্ষারসের সহিত যুক্ত করিয়া কস্তূরী ও কুঙ্কুম দ্বারা লিপ্ত করিয়া বটী করিয়া রক্ষা করিবেন। ৪৬

সাধক যদি মূলমন্ত্রের এই অক্ষর সহকারে যন্ত্ররাজকে লিখিয়া পূজা করেন। তবে তিনি মধুমতী বিদ্যা সিদ্ধ ঐশ্বর্য্যকে লাভ করিবেন। ৪৭

১। খ—মন্ত্ররাজং। ২। খ—এতেনাক্ষতযোগেন। ৩। মধুমতীসিদ্ধমিত্যর্থঃ।

অথ ভাবরহস্যম্

যথা সময়াতন্ত্রে দেব্যুবাচ—

তৎ-তদ্ ভাবরহস্যং মে প্রকাশয় কৃপাময় ! ।
যেন ভাবেন দেবেশ ! বিদ্যেয়ং বশগা ভবেৎ ॥ ১

ঈশ্বর উবাচ—

ত্রিবিধস্তু ভবেদ্ ভাবো দিব্যো বীরঃ পশুঃ ক্রমাৎ ।
উত্তমো মধ্যমশ্চৈব নিন্দিতঃ শক্তিসাধনে ॥ ২

কথ্যতে দিব্য-ভাবস্তু য উত্তম উদাহৃতঃ ।
পুং-স্ত্রী-রূপং সমাশ্রিত্য জগদেতৎ প্রবর্ত্ততে ॥ ৩

শিবশক্তিময়ং সর্বমভেদেনৈব পশ্যতি ।
ন বিধির্ন নিষেধোঽস্তি কার্য্যাকার্য্য-বিচারণা ।
যৎ যৎ সুখকরং লোকে তৎ তদেব হি চিন্তয়েৎ ॥ ৪

বীরস্তু পরমেশানি ! বিদ্যোপাসন-ভাবনে ।
সদা শিবময়ো ভূত্বা সময়োপাসনং চরেৎ ॥ ৫ সময়া শক্তিঃ[১]

অনন্তর ভাবরহস্য কথিত হইতেছে। যেমন সময়াতন্ত্রে দেবী বলিয়াছেন—হে দেবেশ ! যে যে ভাবের দ্বারা এই বিদ্যা বশবর্ত্তিনী হইতে পারে, হে কৃপাময় ! সেই সেই ভাবের রহস্য আমার নিকট প্রকাশ করুন। ১

ঈশ্বর বলিলেন—শক্তিসাধনে তিনটি ভাব—দিব্য, বীর ও পশু। উহারা যথাক্রমে উত্তম, মধ্যম ও নিন্দিত (অধম)। ২

যে দিব্য ভাব উত্তম বলিয়া কথিত হইয়াছে, তাহা কথিত হইতেছে। স্ত্রী ও পুরুষের রূপ আশ্রয় করিয়া এই জগৎ চলিতেছে। ৩

দিব্যভাব অভেদে সকলকেই শিবশক্তিময় দর্শন করে। তখন তাহার নিকট কোন বিধি নাই, কোন নিষেধ নাই, কার্য্য ও অকার্য্যের বিচার নাই। এই লোকে যাহা যাহা সুখকর, তাহা তাহাই চিন্তা করে। ৪

হে পরমেশানি। বিদ্যার উপাসনায় ও ভাবনায় সাধক যখন শিবময় হইয়া সময়ার (শক্তির) উপাসন করে, তখন সে বীর। ৫। সময়া—শক্তি।

১। থ—সময়া শক্তিরিতি পাঠো নাস্তি।

পুংসো রূপং স্ত্রিয়া রূপং শিব-শক্ত্যাদিকং প্রিয়ে ! ।
তত্তদাত্মতয়া পশ্যেজ্জ্ জগদেতচ্চরাচরম্ ॥ ৬
দেশে বা নগরে গ্রামে চত্বরে বা চতুষ্পথে ।
পর্বতস্য গুহামধ্যে শিখরে বা মনোহরে ॥ ৭
তদ্বদেক-তরৌ স্থানে[১] প্রান্তরে নির্জনেঽপি বা ।
শূন্যাগারে নদীকূলে উদ্যানে কাননে শুভে ॥ ৮
প্রদীপমালা-সুভগে রম্যে বা ভূমি-সদ্মনি ।
জপ-হোমাদিভির্যুক্তো দেব্যাঃ পূজাং সমাচরেৎ ॥ ৯
যতঃ সা পরমেশানী স্ত্রীরূপা জগতি স্থিতা ।
তস্মাদ্ বিধানতো দেবি ! পূজয়েৎ তাং প্রযত্নতঃ ॥ ১০
দ্বিতীয়-বৎসরাদূর্দ্ধমষ্টবর্ষাবধি প্রিয়ে ! ।
বালেতি কীর্ত্তিতা দ্রব্যৈঃ পূজয়েদ্ বালকপ্রিয়ৈঃ ॥ ১১
ততঃ ষড়্বর্ষ-পর্য্যন্তং বিজ্ঞেয়া হি কুমারিকা ।
তস্মাদষ্টাদশাব্দান্তং জ্ঞাতব্যা বীরবন্দিতে ! ॥ ১২

হে প্রিয়ে ! শিবশক্ত্যাদি সমস্তই পুরুষ-স্বরূপ ও স্ত্রী-স্বরূপ । এই চরাচর জগৎকে শিবশক্তি স্বরূপ দর্শন করে । ৬

দেশে বা নগরে, গ্রামে, চত্বরে বা চতুষ্পথে, পর্বতের গুহামধ্যে বা পর্বতের শিখরে বা মনোহর স্থানে, সেইরূপ এক তরু স্থানে অথবা প্রান্তরে বা নির্জন স্থানে বা শূন্যগৃহে বা নদীতীরে বা উদ্যানে বা সুন্দর কাননে বা প্রদীপমালা দ্বারা শোভিত মনোহর স্থানে বা মনোহর ভূমিতে বা পথে জপ হোমাদি যুক্ত হইয়া দেবীর পূজা করিবে । ৭-৯

হে দেবি ! যেহেতু সেই পরমেশানী স্ত্রীরূপে জগতে অবস্থিতা আছেন, সেই হেতু যথাবিধানে সেই স্ত্রীগণকে পূজা করিবে । ১০

হে প্রিয়ে ! দ্বিতীয় বৎসর হইতে উর্ধ্বে ও অষ্ট বর্ষের মধ্যে স্ত্রীলোক বালা এই নামে কীর্ত্তিত হয় । বালকপ্রিয় দ্রব্যসমূহ দ্বারা সাধক ঐ বালাকে পূজা করিবে । ১১

আট বৎসরের পর আর ছয় বৎসর পর্য্যন্ত অর্থাৎ চতুর্দশ বৎসর পর্য্যন্ত স্ত্রীকে কুমারী বলিয়া জানিবে । হে বীরবন্দিতে ! তাহা হইতে অর্থাৎ চৌদ্দ বৎসর হইতে আরও

---

১ । খ—একতরৌ স্থানে ।

যুবতীতি সমাখ্যাতা প্রমদা ভাব-গর্বিতা।
বিশেষতঃ পূজনীয়া নানা-দ্রব্যৈর্মনোহরৈঃ ॥ ১৩
ততোঽষ্টাদশ পর্য্যন্তং যোষিতো ভাব-তৎপরাঃ।
সামান্যাঃ শক্তয়স্তাস্তু সংপূজ্যা বীরবন্দিতে! ॥ ১৪
ততোঽপি দশ-পর্য্যন্তং যদি বৈদগ্ধ্য-সংযুতা।
কাম-সংসক্ত-হৃদয়া যোষাঃ স্যুঃ সময়ার্চনে ॥ ১৫
ষষ্ঠিবর্ষাধিকানান্তু দ্রব্যৈঃ সন্তোষণং চরেৎ।
ন গ্রাহ্যাঃ পরমেশানি! সময়ার্চন কর্মণি ॥ ১৬
গুর্বর্চনং বিনা দেবি! বিনা যোষিৎ-প্রপূজনম্।
সিদ্ধির্ন জায়তে দেবি! জপ-হোমাদি-পূজনৈঃ ॥ ১৭
যোষিৎ-প্রপূজনে দেবি! যস্যোপেক্ষা প্রবর্ত্ততে।
মন্ত্রাঃ পরাঙ্মুখাস্তস্য দেবতা বিমুখী যতঃ ॥ ১৮
একা চেৎ পূজিতা শক্তিঃ পূজিতাঃ সর্ব-দেবতাঃ।
তস্মাৎ সর্ব-প্রযত্নেন শক্তীনাং পূজনং চরেৎ ॥ ১৯

অষ্টাদশ বর্ষ অর্থাৎ বত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত স্ত্রীকে যুবতী বলিয়া প্রখ্যাতা জানিবে। সেই প্রমদা ভাবগর্বিতা। মনোহর নানাদ্রব্যের দ্বারা বিশেষভাবে তাহাকে পূজা করিবে। ১২-১৩

হে বীরবন্দিতে। তাহা হইতে অর্থাৎ বত্রিশ হইতে আরও অষ্টাদশ পর্য্যন্ত অর্থাৎ পঞ্চাশ বর্ষ পর্য্যন্ত স্ত্রীগণ ভাব-পরায়ণা হইয়া থাকেন। তাঁহারা সামান্য শক্তি! তাঁহারাও সংপূজ্যা। ১৪

তাহা হইতে আরও দশবর্ষ অর্থাৎ ষাট্ বর্ষ পর্য্যন্ত স্ত্রীগণ যদি বৈদগ্ধ্য (রসিকতা) যুক্ত ও কামাসক্ত চিত্ত হন, তবে সময়ার (শক্তির) পূজায় তাঁহাদিগকে নিয়োগ করিবে। ১৫

ষাট বৎসরের অধিক বর্ষের স্ত্রীগণকে নানাদ্রব্যের দ্বারা সন্তুষ্ট করিবে। হে পরমেশানি। সময়ার পূজা কার্য্যে তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিবে না। ১৬

হে দেবি। গুরুর পূজা ব্যতীত, হে দেবি। স্ত্রীগণের পূজা ব্যতীত জপ, হোম ও পূজা দ্বারা সিদ্ধি জন্মে না। ১৭

হে দেবি। স্ত্রীগণের পূজায় যাহার উপেক্ষা বর্ত্তমান আছে, তাহার নিকট মন্ত্রসমূহ পরাঙ্মুখ। যেহেতু মন্ত্র পরাঙ্মুখ, সেই হেতু দেবতাও বিমুখ। ১৮

একজন মাত্র শক্তি যদি পূজিতা হন, তবে সমস্ত দেবতা পূজিতা হইয়া থাকেন। অতএব সমস্ত প্রযত্নে শক্তিগণের পূজা করিবে। ১৯

দৃষ্ট্বা তু প্রমদাং রম্যাং দেবীং ধ্যাত্বা হৃদম্বুজে।
বীরঃ পরামৃশেদ্ বিদ্যাং তস্যাঃ সন্তোষণং চরেৎ ॥ ২০

পুষ্প-গন্ধানুলেপাদ্যৈরভাবে প্রিয়-ভাষিতৈঃ।
তদাজ্ঞা-পালনেনৈব তদ্বশত্বং সমাচরেৎ ॥ ২১

যুবতীনাং কুমারীণামিষ্ট-সম্ভাষণৈঃ প্রিয়ে!।
পরীহাস বচোভিশ্চ তাসাং প্রিয়-চিকীর্ষিতৈঃ ॥ ২২

লীলা-লাস্য-প্রকাশৈশ্চ তাসামালোকনাদিভিঃ।
বিহরেৎ সততং বীরস্তদা সিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ ॥ ২৩

একা চেৎ যুবতী ক্বাপি পূজিতা জগতী-তলে।
পূজিতাঃ শক্তয়ঃ সর্বা যোগিন্যঃ সর্ব-দেবতাঃ ॥ ২৪

দৃষ্ট্বা তু প্রমদাং বীরস্তস্যাঃ কৃত্বা প্রিয়ং প্রিয়ে!।
দেবীং ধ্যাত্বা জপেন্ মন্ত্রং কৃতকৃত্যো ভবেৎ স্বয়ম্ ॥ ২৫

সস্মের-বদনং তাসাং বক্ষোজ-যুগলং তথা।
দৃষ্ট্বা স্মৃত্বা পরাং বিদ্যাং সৌভাগ্যমতুলং লভেৎ ॥ ২৬

বীর সাধক মনোরমা প্রমদাকে দেখিয়া হৃৎপদ্মে দেবীকে ধ্যান করিয়া বিদ্যাকে স্মরণ করিবে এবং তাহার সন্তোষ বিধান করিবে। ২০

পুষ্প, গন্ধ ও অনুলেপনাদি দ্বারা, ইহাদের অভাবে প্রিয় ভাষণের দ্বারা এবং তাঁহার আজ্ঞাপালনের দ্বারা তাঁহার বশ্যতার আচরণ করিবে। ২১

হে প্রিয়ে! যুবতীগণের ও কুমারীগণের প্রিয় সম্ভাষণের দ্বারা পরীহাস বাক্য-সমূহের দ্বারা, তাঁহাদের প্রিয় চিকীর্ষা (করার ইচ্ছা) দ্বারা লীলা, লাস্য প্রকাশের দ্বারা তাঁহাদের প্রতি আলোকনের দ্বারা সন্তোষ বিধান করিয়া বীর সাধক সর্বদা বিহার করিবে। তাহাতে সে সিদ্ধি সমূহের অধিপতি হইবে। ২২-২৩

এই জগতীতলে কোন স্থানে একটি যুবতী যদি পূজিতা হন, তবে সমস্ত শক্তি, সমস্ত যোগিনী ও সমস্ত দেবতা পূজিতা হইয়া থাকেন। ২৪

হে প্রিয়ে! বীর সাধক প্রমদাকে দেখিয়া তাহার প্রিয় করিয়া দেবীকে ধ্যান করিয়া মন্ত্র জপ করিবে। তাহাতে সে নিজে কৃতকৃত্য হইবে। ২৫

তাঁহাদিগের ঈষৎ হাস্যময় বদন ও বক্ষোজ (স্তন) যুগল দেখিয়া পরা বিদ্যাকে স্মরণ করিয়া উত্তম সৌভাগ্য লাভ করে। ২৬

বিলোক্য নাভিকূপস্তু স্মৃত্বা বিদ্যাং ভবেৎ শিবঃ।
যদি পশ্যতি ভাগ্যেন পূর্ণং তং[১] যোনি-মণ্ডলম্ ॥ ২৭
স্মৃত্বা বিদ্যাং তদা বীরো ধ্যাত্বা কামকলামপি।
আনন্দ-হৃদয়ো ভূত্বা তদ্দিনং সফলং স্মরেৎ।
অবশ্যমিষ্টং লভতে তস্মিন্নহনি নিশ্চিতম্ ॥ ২৮
সময়ে পশুভাবস্তু নিন্দিতস্যাদ্য এব চ।
কথ্যতে কৌতুকেনৈবমিদানীং শ্রূয়তাং প্রিয়ে ! ॥ ২৯
সবিকল্পঃ সদা দেবি ! সংশয়াত্মা ক্রিয়ারতঃ।
সন্দেহ-নিন্দা-নিরতঃ স্নানমাত্রাত্ম-শুদ্ধিকৃৎ ॥ ৩০
উপবাস-ব্রতপরঃ ফল-মূলাশন-প্রিয়ঃ।
ইতিহাস-পুরাণাদি-কথা-শ্রবণ-তৎপরঃ ॥ ৩১
তত্রাপি শক্তিকল্পোক্ত-প্রসঙ্গেষু পরাঙ্মুখঃ।
ত্রিরাত্রাদি-ব্রতী যুক্তস্তীর্থ-পর্য্যটনাদিষু ॥ ৩২
হয়মেধাদি-যজ্ঞেষু হিংসা-সন্দিগ্ধ-চেতনঃ।
কায়-ক্লেশেন ধর্ম্মেণ সাদরঃ ক্লেশ-মানসঃ ॥ ৩৩

তাঁহাদের নাভিকূপ বিলোকন করিয়া পরা বিদ্যাকে স্মরণ করিয়া শিব হইবেন। যদি ভাগ্যবশে তাঁহাদের সেই পূর্ণ যোনিমণ্ডল দর্শন করে, তখন বীর সাধক বিদ্যাকে স্মরণ করিয়া কামকলাকেও ধ্যান করিয়া আনন্দচিত্ত হইয়া সেই সফল দিনটিকে স্মরণ করিবে। সেই দিনে অবশ্যই নিশ্চয় ইষ্ট লাভ করে। ২৭-২৮

সময়ে (শক্তিসাধনে) নিন্দিত ভাবের মধ্যে পশুভাবই প্রথম। হে প্রিয়ে! এখন সেই পশুভাব এই প্রকার কৌতুকের সহিত কথিত হইতেছে, শ্রবণ কর। ২৯

হে দেবি! পশু সর্বদা বিকল্প যুক্ত ও সন্দিগ্ধ হৃদয়, কিন্তু ক্রিয়াতে রত এবং অন্য দিব্যাদি ভাবে সন্দেহ ও নিন্দায় নিরত। স্নানমাত্রের দ্বারা আত্মশুদ্ধিকারী। ৩০

উপবাস ও ব্রত পরায়ণ, ফলমূল ভোজনে প্রিয়, ইতিহাস ও পুরাণাদির কথা শ্রবণে তৎপর। ৩১

সেই কথাশ্রবণেও শক্তিকল্পোক্ত প্রসঙ্গ সমূহের শ্রবণে পরাঙ্মুখ (অনিচ্ছুক)। ত্রিরাত্রাদি ব্রত পরায়ণ ও তীর্থ পর্য্যটনাদিতে যুক্ত। ৩২

অশ্বমেধাদি যজ্ঞসমূহে হিংসায় সন্দিগ্ধ-চেতাঃ। কায়-ক্লেশকর ধর্মের দ্বারা মনঃ ক্লিষ্ট হইলেও আদর যুক্ত। ৩৩

১। খ—দুর্লভং।

পরদোষানুসন্ধায়ী বিমূঢ়ঃ কুল-দূষকঃ।
ন মাংস-মৎস্যমশ্নাতি ন তৈলেনানুলেপনম্ ॥ ৩৪

তাম্বূলং নাদৃতঃ খাদেৎ ত্যজেৎ যোষিৎ-কথামপি।
অনৃতৌ ন স্ত্রিয়ং গচ্ছেদৃতৌ গচ্ছেৎ স্বকং স্ত্রিয়ম্ ॥ ৩৫

কদাচিদপি দেবেশি! পথি দৃষ্ট্বা বরাঙ্গনাম্।
ব্রজত্যধোমুখো ভূত্বা দূরং যাতি সমীপতঃ।
এবং বহুবিধো ভাবঃ কথিতঃ সময়ার্চনে ॥ ৩৬

সময়াতন্ত্রে— আনন্দার্থং সাধকেন্দ্রো মাদক-দ্রব্য-যোগতঃ।
সর্বসিদ্ধিমবাপ্নোতি সদাশিবময়ো ভবেৎ ॥ ৩৭

সদা কালং জপেদ্ বিদ্যাং সদা ধ্যানং সমাচরেৎ।
সদা কালং গুরুং নত্বা সহস্রারে তদাজ্ঞয়া। ৩৮

মূলাধারাৎ সমুত্থাপ্য কুণ্ডলীং কুলবর্ত্মনা।
অকুলস্থে মনো বশ্যং বিধায় সময়েশ্বরি! । ৩৯
তস্মাদুত্থিত-ধারাভিরাপ্লাব্য চ নিজাং তনুম্।
আনীয় কুণ্ডলীং শক্তিং পুনর্মূলে নি য়াজয়েৎ ॥ ৪০

পশু পর দোষের অনুসন্ধানকারী, বিমূঢ়, কুলদূষক হয়, মৎস ও মাংস ভোজন করে না এবং তৈলের দ্বারা অনুলেপনও করে না। ৩৪

পশু তাম্বুল ভোজন করে না। স্ত্রীলোকের কথা ত্যাগ করে। ঋতুকাল না হইলে স্ত্রী সহবাস করে না, ঋতুকালেই নিজের স্ত্রীতে উপগমন করে। ৩৫

হে দেবিশি! পথে কদাচিৎ বরাঙ্গনাকে দেখিয়া অধোমুখ হইয়া গমন করে, নিকট হইতে দূরে দূরে চলিয়া যায়। এইরূপ বহুবিধ ভাব সময়ার্চনে কথিত হইল। ৩৬

সময়াতন্ত্রে বলিয়াছেন—সাধক শ্রেষ্ঠ আনন্দের জন্য মাদকদ্রব্যের যোগে সমস্ত সিদ্ধি লাভ করেন। তাহাতে তিনি সদা শিবময় হইতে পারেন। ৩৭

সমস্ত সময় বিদ্যাকে জপ করিবে। সমস্ত সময় ধ্যান করিবে। সমস্ত সময় গুরুকে প্রণাম করিয়া তাহার আজ্ঞানুসারে মূলাধার হইতে কুণ্ডলিনীকে উত্থিত করিয়া কুলপথে সহস্রারে অকুলে (পরমাত্মাতে) মনকে বশীভূত করিবে। হে সময়েশ্বরি! সেই সহস্রারোত্থিত ধারা সমূহের দ্বারা নিজ দেহকে আপ্লাবিত করিয়া কুণ্ডলী শক্তিকে ফিরাইয়া পুনরায় মূলাধারে স্থাপন করিবে। ৩৮-৪০

ইতি ভাবঃ পরঃ কাম-কলাং ধ্যাত্বা নিজাং তনুম্।
সর্বসিদ্ধিং সমাসাদ্য সাধকো মরণং ত্যজেৎ ॥ ৪১

ইতি কুলাচার-নিরূপণম্।

অথান্তর্যাগঃ

যথা সময়াতন্ত্রে—ততশ্চ ভুক্তি-মুক্ত্যর্থমন্তর্যাগং সমাচরেৎ।

মূর্ধ্নি পদ্মং সহস্রারং শ্বেতবর্ণমধোমুখম্ ॥ ১
তস্য মধ্যস্থিতং ধ্যায়েদ্ গুরুং শান্তং সশক্তিকম্।
তয়োঃ পদাম্বুজং নত্বা তয়োরাজ্ঞাং প্রগৃহ্য চ ॥ ২
মূলাধারে কুণ্ডলাখ্যাং প্রসুপ্ত-ভুজগাকৃতিম্।
উদ্যদাদিত্য-সঙ্কাশাং বিদ্যুচ্চারুনিভ-দ্যুতিম্ ॥ ৩
তাঞ্চ মূর্ত্তিমতীং ধ্যাত্বা স্বয়ম্ভূলিঙ্গ-যোগতঃ।
রময়িত্বা পুনস্তাঞ্চ তেজোরূপাঞ্চ কুণ্ডলীম্ ॥ ৪
তাং সমুত্থাপ্য তৎপদ্ম-ভেদেন কমলাননে!।
স্বাধিষ্ঠান-পদ্মমন্যন্ মণিপূরঞ্চ সুন্দরি! ॥ ৫
সুষুম্নান্তঃ-পথেনৈব চালয়েৎ তামনাহতম্।
লিঙ্গেন রময়িত্বা তু পূর্ববৎ সাধকোত্তমঃ ॥ ৬

নিজ দেহকে কামকলা স্বরূপ ধ্যান করিয়া সর্বসিদ্ধি লাভ করিয়া সাধক মরণ ত্যাগ করে অর্থাৎ মৃত্যুঞ্জয় হয়। ৪১। ইহাই শ্রেষ্ঠ ভাব।

কুলাচার নিরূপণ সমাপ্ত হইল।

অনন্তর অন্তর্যাগ কথিত হইতেছে। যেমন সময়াতন্ত্রে বলিয়াছেন—তাহার পর ভোগ ও মুক্তির জন্য অন্তর্যাগের অনুষ্ঠান করিবেন। মস্তকে শ্বেতবর্ণ অধোমুখ সহস্রার পদ্ম আছে। ১

সেই সহস্রার পদ্মের মধ্যে অবস্থিত শক্তি-সমন্বিত শান্ত গুরুকে ধ্যান করিবে। শক্তি ও গুরুর পাদপদ্মকে প্রণাম করিয়া তাঁহাদের আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া মূলাধারে প্রসুপ্ত সর্পের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্টা উদীয়মান সূর্য্যের সদৃশী বিদ্যুতের ন্যায় চারু দ্যুতি বিশিষ্টা সেই কুণ্ডলিনী শক্তিকে মূর্ত্তিমতী ধ্যান করিয়া স্বয়ম্ভুলিঙ্গের মিলনে পুনরায় সেই তেজোরূপা কুণ্ডলিনীকে আনন্দিত করিয়া হে কমলাননে! হে সুন্দরি! সেই পদ্ম ভেদের দ্বারা তাঁহাকে উত্থিত করিয়া স্বাধিষ্ঠান পদ্ম, অন্য মণিপুর পদ্ম ও অনাহত পদ্মে সুষুম্নাপথে চালিত করিবে। সাধক শ্রেষ্ঠ পূর্ববৎ তাঁহাকে লিঙ্গের

পূর্ববৎ প্রকৃতিং নীত্বা ভিত্ত্বাঽনাহত-পঙ্কজম্ ।
বিশুদ্ধাখ্যং কণ্ঠদেশে নয়েদাজ্ঞাখ্য-পঙ্কজম্ ॥ ৭
ঈশ্বরাখ্যেন লিঙ্গেন ভ্রুবোর্মধ্যে চ পূর্ববৎ ।
রময়িত্বা কুণ্ডলিনীং পূর্ববৎ চালয়েৎ ক্রমাৎ ॥ ৮
সহস্রারে সমুত্থাপ্য কুণ্ডলীং কুণ্ডলাকৃতিম্ ।
দেবীরূপবতীং[১] কাম-সমুল্লাস-বিহারিণীম্ ॥ ৯
সহস্রদল-মধ্যস্থং চন্দ্রমণ্ডল-মধ্যগম্ ।
চিদানন্দময়-জ্ঞান-রূপং ধ্যায়েৎ সদাশিবম্ ॥ ১০
স্বচ্ছ-স্ফটিক-সঙ্কাশং সর্ববক্তারমব্যয়ম্ ।
কারণং সর্বভূতানাং শ্বেত-প্রেতাকৃতিং প্রভুম্ ।
লিঙ্গানন্দ-স্বভাবন্ত পরমানন্দ-রূপিণম্ ॥ ১১
ততো ভগবতীং ভাব্য ভগানন্দ-সুখাবহাম্ ।
তেন সংযোজয়েৎ তান্তু কাম-সিঞ্চন-কারিণীম্ ॥ ১২
অন্যোন্য-সঙ্গমোল্লাস-সমুৎকণ্ঠিতয়োঃ পরম্ ।
সামরস্যং তয়োঃ কুর্য্যাৎ সংযোগানন্দ-লক্ষণম্ ॥ ১৩

সহিত মিলনে আনন্দিত করিয়া পূর্ববৎ অনাহত পদ্মকে ভেদ করিয়া প্রকৃতিকে লইয়া কণ্ঠদেশে বিশুদ্ধনামক পদ্মে এবং পূর্ববৎ সেই পদ্মকে ভেদ করিয়া ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে আজ্ঞানামক পদ্মে প্রকৃতিকে লইয়া যাইবে এবং সেইখানে ঈশ্বর নামক লিঙ্গের সহিত মিলনে কুণ্ডলিনীকে আনন্দিত করিয়া পূর্ববৎ কুণ্ডলাকৃতি দেবী রূপবতী কামসমুল্লাস-বিহারিণী কুণ্ডলিনীকে উত্থাপিত করিয়া পূর্ববৎ ক্রমে ক্রমে সহস্রারে চালিত করিবে। ২-৯

সহস্রদল মধ্যস্থ চন্দ্রমণ্ডল মধ্যগত সদাশিবকে শুদ্ধ স্ফটিক সদৃশ, সর্ববক্তা, অব্যয়, সর্বভূতের কারণ, শ্বেত প্রেতাকার প্রভু লিঙ্গানন্দ-স্বরূপ পরমানন্দরূপী চিদানন্দময় জ্ঞানরূপ ধ্যান করিবে। ১০-১১

তাহার পর ভগানন্দ-সুখাবহা ভগবতীকে ভাবনা করিয়া কামসিদ্ধিকারিণী সেই ভগবতীকে সেই সদাশিবের সহিত মিলিত করিবে। ১২

পরস্পর মিলনোল্লাসে সমুৎকণ্ঠিত তাঁহাদের উভয়ের সংযোগানন্দরূপ পরম সামরস্য (অভেদ) করিবে। ১৩

১। খ—দেবী রূপবতী।

তদুদ্ভবামৃত-স্যন্দ-রসপূর্ণ-মহার্ণবে।
নিমজ্জন্ সুধয়া দেহং দেবতাস্তর্পয়েৎ তয়া ॥ ১৪

স্বয়মেনাং সুধা-ধারাং পীত্বা পীত্বা পুনঃ পুনঃ।
তৎকুলামৃত-পানেন মত্তবদ্ বিহরেৎ ততঃ ॥ ১৫

এবমানন্দ-হৃদয়ো ভূত্বা সাধক-সত্তমঃ।
নির্বিকল্পেন মনসা বহির্যাগং সমাচরেৎ ॥ ১৬

এবঞ্চ— পীত্বা পীত্বা পুনঃ পীত্বা পতিত্বা ধরণীতলে।
উত্থায় চ পুনঃ পীত্বা জীবন্মুক্তো ভবেন্নরঃ ॥ ১৭

ইত্যাদি-বচনমপ্যেতৎ-পরমিতি ধ্যেয়ম্।

অথান্তর্যাগস্য প্রকারান্তরম্

যথা তন্ত্রান্তরে—অথান্তর্যজনং বক্ষ্যে দৃষ্টাদৃষ্টফলপ্রদম্।
গুরুং ধ্যাত্বা প্রকুর্বীত যথাপূর্বং বিশালধীঃ ॥ ১৮

স্নাত্বা চ বিমলে তীর্থে পুষ্করে হৃদয়াশ্রিতে।
বিন্দুতীর্থেঽথবা স্নাত্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ ১৯

সেই সামরস্যোৎপন্ন অমৃত স্যন্দন রসে পরিপূর্ণ মহার্ণবে নিমজ্জিত হইয়া সেই সুধা দ্বারা দেহকে ও দেবতাকে তর্পিত করিবে। ১৪

তাহার পর নিজে এই সুধাধারাকে পুনঃ পুনঃ পান করিয়া সেই কুলামৃত পানের দ্বারা সত্ত্ববৎ হইয়া বিচরণ করিবে। ১৫

সাধক শ্রেষ্ঠ এইরূপে আনন্দপূর্ণ হৃদয় হইয়া নির্বিকল্পক মনের দ্বারা বহির্যাগের অনুষ্ঠান করিবেন। ১৬

পান করিয়া আবার পান করিয়া পুনরায় পান করিয়া ধরণীতলে (মূলাধারে) পতিত হইয়া (প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া) পুনরায় উত্থিত হইয়া মানব জীবন্মুক্ত হইয়া থাকে। ১৭। এইরূপ এই সমস্ত বচনগুলিও অন্তর্যাগ পর, ইহা জানিবেন।

অনন্তর অন্তর্যাগের প্রকারান্তর কথিত হইতেছে। যেমন তন্ত্রান্তরে বলিয়াছেন—

অনন্তর দৃষ্টফল ও অদৃষ্ট ফল অন্তর্যাগ কথিত হইতেছে। বিশাল-বুদ্ধি সাধক গুরুকে ধ্যান করিয়া পূর্বানুরূপ অন্তর্যাগ করিবে। ১৮

হৃদয়াশ্রিত বিমল পুষ্করতীর্থে স্নান করিলে অথবা বিন্দুতীর্থে স্নান করিলে আর পুনর্জন্ম হয় না। ১৯

অথবা—ইড়া-সুষুম্নাশিবতীর্থকেঽস্মিন্ জ্ঞানাম্বু-পূর্ণে বহতঃ শরীরে।
ব্রহ্মাম্বুভিঃ স্নাতি তয়োঃ সদা যঃ কিন্তস্য গাঙ্গৈরপি পৌষ্করৈর্বা॥ ২০
ইতি স্নানম্।

শিবশক্ত্যোঃ সমাযোগো যস্মিন্ কালে প্রজায়তে।
সা সন্ধ্যা কুলনিষ্ঠানাং সমাধেস্তু প্রজায়তে॥২১॥ ইতি সন্ধ্যা।

মূলাধারাৎ কুণ্ডলিনীং সোম-সূর্য্যাগ্নি-রূপিণীম্।
উত্থাপ্য বিন্দুং নির্ভিদ্য দেবতাং তেন তর্পয়েৎ॥ ২২

নবরত্নেশ্বরে— চন্দ্রার্কানল-সংঘট্টাদ্ গলিতং যৎ পরামৃতম্।
তেনামৃতেন দিব্যেন তর্পয়েৎ পরদেবতাম্॥ ২৩

ব্রহ্মরন্ধ্রাদধোভাগে যচ্চান্দ্রং পাত্রমুত্তমম্।
কলাসারেণ সংপূর্ণং তর্পয়েৎ তেন খেচরীম্॥২৪॥ ইতি তর্পণম্

অথ ধ্যানং— কিরণস্থং তদগ্নিস্থং তদা ভাস্কর-মধ্যগম্।
মহাশূন্যে লয়ং কৃত্বা পূর্ণস্তিষ্ঠতি যোগিরাট্॥ ২৫

অথবা এই শিবতীর্থ শরীরে জ্ঞানরূপ জল পূর্ণ ইড়া ও সুষুম্নারূপ দুইটি নদী প্রবাহিত হইতেছে। এই দুইটি নদীর ব্রহ্মাম্বু (জ্ঞানাম্বু) দ্বারা যে সর্বদা স্নান করে, তাহার গঙ্গাজল অথবা পুষ্করতীর্থের জলে কি প্রয়োজন অর্থাৎ কোন প্রয়োজন নাই। ২০। ইহাই স্নান।

যে কালে শিব ও শক্তির সংযোগ জন্মে, কুলনিষ্ঠগণের তাহাই সন্ধ্যা। উহা সমাধি হইতে জন্মে। ২১। ইহাই সন্ধ্যা।

সোম, সূর্য্য ও অগ্নিরূপিণী কুণ্ডলিনীকে মূলাধার হইতে উত্থাপিত করিয়া বিন্দুকে ভেদ করিয়া সেই বিন্দু দ্বারা দেবতাকে তর্পিত করিবেন। ২২

নবরত্নেশ্বরে বলিয়াছেন—চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নির সংঘট্ট (চালন—মন্থন) হইতে যে পরামৃত গলিত হয়, সেই দিব্য অমৃতের দ্বারা পরদেবতাকে তর্পণ করিবে। ২৩

ব্রহ্মরন্ধ্রের অধোভাগে যে উত্তম চান্দ্র পাত্র আছে, তাহা কলাসারের দ্বারা সম্পূর্ণ। তাহা দ্বারা খেচরীকে তর্পণ করিবে। ২৪। ইহা তর্পণ।

অনন্তর ধ্যান—যোগিরাজ কিরণস্থ, অগ্নিস্থ ও ভাস্কর মধ্যগত মহাশূন্যে লয় করিয়া পূর্ণ হইয়া অবস্থান করিতেছে। ২৫

অথবা— নিরালম্বে পদে শূন্যে যৎ তেজ উপজায়তে।
তদ্‌গর্ভমভ্যসেন্‌ নিত্যং ধ্যানমেতদ্ধি যোগিনাম্‌ ॥ ২৬

তদ্‌গর্ভমিতি অন্তঃকরণস্থমভ্যসেদিত্যর্থঃ।

অথ পূজা—মূলাধারাৎ কুণ্ডলিনীমুত্থাপ্য হৃদয়াদর্কমণ্ডলং নীত্বা সহস্রদল-কমল-কর্ণিকান্তর্গত-চন্দ্রান্ত-সুধাধারয়া[১] মূলমন্ত্রং স্মরন্‌ সিঞ্চেদিতি। ২৭

তথা— অর্চয়ন্‌ বিষয়ৈঃ[২] পুষ্পৈস্তৎক্ষণাৎ তন্ময়ো ভবেৎ।
ন্যাসস্তন্ময়তা-বুদ্ধিঃ সোঽহংভাবেন পূজয়েৎ ॥ ২৮

তন্ময়েতি তদেকত্ব-জ্ঞানং সোঽহমিতি।

মন্ত্রাক্ষরাণি চিচ্ছক্তৌ প্রোতানি পরিভাবয়েৎ।
তামেব পরমে ব্যোম্নি পরমামৃত-বৃংহিতে।
দর্শয়ত্যাত্মসদ্ভাবং পূজা-হোমাদিভির্বিনা ॥ ২৯। ইতি।

চিচ্ছক্তৌ কুণ্ডলিন্যাম্‌। প্রোতানি গ্রথিতানি; তামেব চিচ্ছক্তিমেব ব্যোম্নি আত্মনীত্যর্থঃ। ৩০

অথবা নিরালম্ব শূন্য পদে যে তেজের আবির্ভাব হয়, তাহাকে তদ্‌গর্ভস্থ (অন্তঃকরণস্থ) করিয়া অভ্যাস করিবে। ইহাই যোগিগণের ধ্যান। ২৬

তদ্‌গর্ভস্থম্‌ পদের অর্থ—অন্তকরণস্থ অর্থাৎ অন্তঃকরণগত করিয়া অভ্যাস করিবে। অনন্তর পূজা। মূলাধার হইতে কুণ্ডলিনীকে উত্থাপিত করিয়া হৃদয় হইতে সূর্য্যমণ্ডলে লইয়া সহস্রদল কমলের কর্ণিকার অন্তর্গত চন্দ্রের মধ্যবর্ত্তী সুধাধারা দ্বারা মূলমন্ত্র স্মরণ করিতে করিতে সেচন করিবেন। তাহাই উক্ত হইয়াছে (২৭)—

বিষয়রূপ পুষ্প সমূহের দ্বারা পূজা করিতে করিতে তৎক্ষণাৎ তন্ময় হইবেন। এই তন্ময়তা বুদ্ধি হইতেছে ন্যাস। সোঽহং ভাবের দ্বারা পূজা করিবে। ২৮

তন্ময় এই পদের অর্থ—তাহার সহিত অর্থাৎ পূজ্য দেবতার সহিত সোঽহং (সেই আমি) এইরূপ একত্ব জ্ঞান।

মন্ত্রের অক্ষরগুলি চিচ্ছক্তি কুণ্ডলিনীতে গ্রথিত ভাবনা করিবে। পরমানন্দ পরিপূর্ণ সেই পরমাকাশে (পরমাত্মাতে) সেই চিচ্ছক্তি কুণ্ডলিনী গ্রথিত (একত্ব প্রাপ্ত) ভাবনা করিবে। বাহ্য জপ, হোমাদি ছাড়াই এই ভাবনা আত্মসদ্ভাব (আত্ম-সাক্ষাৎকার) দর্শন করায়। চিচ্ছক্তৌ—কুণ্ডলিনীতে। প্রোতানি—গ্রথিত। তামেব—চিচ্ছক্তিকেই। ব্যোম্নি—আত্মাতে, এই অর্থ। ২৯-৩০। অনন্তর হোম কথিত হইতেছে।

১। খ—চন্দ্রাৎ সুধাধারয়া। ২। বিষয় পুষ্পাণি—অমায়ামনহঙ্কারমরাগমদং তথা। অমোহকমদম্ভং চ অনিন্দাক্ষোভকৌ তথা। অমাৎসর্য্যমলোভঞ্চ দশ পুষ্পং বিদুর্বুধাঃ। অহিংসা পরমং পুষ্পং পুষ্পমিন্দ্রিয়-নিগ্রহঃ। দয়া পুষ্পং ক্ষমা পুষ্পং জ্ঞানপুষ্পঞ্চ পঞ্চমম্‌।

অথ হোমঃ—আত্মানমপরিছিন্নং বিভাব্যাত্মান্তরাত্ম-পরমাত্ম-জ্ঞানাত্মরূপং চতুরস্র-চিৎ-কুণ্ডমানন্দ-মেখলাযুতং অর্দ্ধমাত্রাকৃতি-যোনি-বিভূষিতং নাভৌ ধ্যাত্বা তন্মধ্যস্থ-জ্ঞানাগ্নৌ জুহুয়াৎ। যথা (৩১)—

মূলান্তে— নাভিচৈতন্য-রূপাগ্নৌ হবিষা মনসা স্রুচা।
জ্ঞান-প্রদীপিতে নিত্যমক্ষবৃত্তীর্জুহোম্যহম্[১] ॥ স্বাহা ॥ ৩২

অনেন প্রথমাহূতিম্।

মূলান্তে— ধর্মাধর্ম-হবির্দীপ্তে আত্মাগ্নৌ মনসা স্রুচা।
সুষুম্না বর্ত্মনা নিত্যমক্ষবৃত্তীর্জুহোম্যহম্[২] ॥ স্বাহা ॥ ৩৩

ইতি দ্বিতীয়াহুতিম্।

মূলান্তে— প্রকাশাকাশ-হস্তাভ্যামবলম্ব্যোন্মনী-স্রুচা।
ধর্মাধর্মফলস্নেহপূর্ণমগ্নৌ জুহোম্যহম্ ॥ স্বাহা ॥ ৩৪

ইতি তৃতীয়াহুতিং জুহুয়াৎ। ততো মূলান্তে—

অন্তর্নিরন্তরনিরিন্ধনমেধমানে মায়ান্ধকারপরিপন্থিনি সম্বিদগ্নৌ।

আত্মাকে অপরিচ্ছিন্ন ভাবনা করিয়া আনন্দরূপ মেখলাযুক্ত অর্দ্ধ মাত্রাকার যোনি বিভূষিত আত্মা, অন্তরাত্মা, পরমাত্মা ও জ্ঞানাত্ম-স্বরূপ চতুরস্র চিৎকুণ্ড নাভিতে ধ্যান করিয়া তন্মধ্যস্থিত জ্ঞানরূপ অগ্নিতে হোম করিবেন। যেমন (৩১)—

মূলমন্ত্রের অন্তে মূলোক্ত "নাভিচৈতন্য" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ পূর্বক জ্ঞান প্রদীপ্ত নাভি স্থিত চৈতন্যরূপ অগ্নিতে হবিঃপূর্ণ মনোরূপ স্রুকের দ্বারা আমি সর্বদা অক্ষবৃত্তি-গুলিকে (ইন্দ্রিয়বৃত্তিগুলিকে) হোম করি। এইরূপ মন্ত্রার্থ স্মরণ পূর্বক মূলোক্ত ঐ মন্ত্রদ্বারা প্রথম আহুতি প্রদান করিবে। ৩২

তাহার পর মূলমন্ত্রের অন্তে—ধর্ম ও অধর্মরূপ হবিঃদ্বারা দীপ্ত আত্মরূপ অগ্নিতে সুষুম্না পথে মনোরূপ স্রুক্ দ্বারা আমি নিত্য অক্ষবৃত্তিগুলিকে হোম করি। এইরূপ মন্ত্রার্থ স্মরণ করিতে করিতে মূলোক্ত ঐ মন্ত্র দ্বারা দ্বিতীয় আহুতি প্রদান করিবে। ৩৩

তাহার পর মূলমন্ত্রের অন্তে—প্রকাশ ও আকাশরূপ হস্তদ্বয়ের দ্বারা ধারণ করিয়া উন্মনীরূপ স্রুকের দ্বারা ধর্ম ও অধর্মের ফলরূপ স্নেহপূর্ণ অক্ষবৃত্তিগুলি আমি হোম করি। এইরূপ মন্ত্রার্থ স্মরণ করিতে করিতে মূলোক্ত মন্ত্রে তৃতীয় আহুতি হোম করিবে। ৩৪

তাহার পর মূলমন্ত্রের শেষে—অন্তরে বিনা ইন্ধনে নিরন্তর প্রজ্বলিত মায়ারূপ

১। খ—অক্ষবৃত্তিং জুহোম্যহং। ২। খ—অক্ষবৃত্তিং।

কস্মিংশ্চিদদ্ভুতমরীচি-বিকাশভূমৌ বিশ্বং জুহোমি বসুধাদি শিবাবসানম্ ॥ স্বাহা ॥ ইতি চতুর্থাহুতিং জুহুয়াৎ। ৩৫

ইত্যন্তর্যজনং কৃত্বা সাক্ষাদ্ ব্রহ্মময়ো ভবেৎ।
ন তস্য পুণ্যপাপানি জীবন্মুক্তো ভবেদ্ ধ্রুবম্ ॥ ৩৬

অয়মন্তর্যাগো জ্ঞানিনামেব।

অথ কুমারী পূজা।

জামলে— একবর্ষা ভবেৎ সন্ধ্যা দ্বিবর্ষা সা সরস্বতী।
ত্রিবর্ষা চ ত্রিধামূর্ত্তিশ্চতুর্বর্ষা চ কালিকা ॥ ১
সুভগা পঞ্চবর্ষা চ ষড়্‌বর্ষা চ উমা ভবেৎ।
সপ্তভির্মালিনী সাক্ষাদষ্টবর্ষা চ কুব্জিকা ॥ ২
নবভিঃ কালসন্দর্ভা দশভিশ্চাঽপরাজিতা।
একাদশে চ রুদ্রাণী দ্বাদশাব্দে তু ভৈরবী ॥ ৩
ত্রয়োদশে মহালক্ষ্মীর্দ্বিসপ্তা পীঠ-নায়িকা।
ক্ষেত্রজ্ঞা পঞ্চদশভিঃ ষোড়শে চাম্বিকা মতা ॥ ৪

অন্ধকারের পরিপন্থী (নিবারক) অদ্ভুতভাবে মরীচির বিকাশভূমি সম্বিৎরূপ কোন অগ্নিতে বসুধাদি শিবাবসান (শিবান্ত) বিশ্বকে হোম করি। এই মন্ত্রার্থ স্মরণ করিতে করিতে মূলোক্ত এই মন্ত্রে চতুর্থ আহুতি হোম করিবে। ৩৫

এইরূপ অন্তর্যাগ করিয়া সাক্ষাদ ব্রহ্মময় হইবে। তাহার পুণ্য ও পাপ নাই। সে নিশ্চয়ই জীবন্মুক্ত হইবে। ৩৬। এই অন্তর্যাগ জ্ঞানিগণের কর্ত্তব্য। অন্যের কর্ত্তব্য নহে।

অনন্তর কুমারী পূজা কথিত হইতেছে। জামলে বলিয়াছেন—

একবর্ষীয়া কন্যার নাম সন্ধ্যা, দ্বিবর্ষীয়া সেই কন্যার নাম সরস্বতী, ত্রিবর্ষীয়া কন্যার নাম ত্রিধামূর্ত্তি ও চতুর্বর্ষীয়া কন্যার নাম কালিকা। ১

পঞ্চমবর্ষীয়া কন্যার নাম সুভগা, ষড়্‌বর্ষীয়া কন্যার নাম উমা হইবে। সপ্তবর্ষীয়া কন্যার নাম মালিনী ও অষ্টবর্ষীয়া কন্যার নাম কুব্জিকা। ২

নবমবর্ষীয়া কন্যার নাম কালসন্দর্ভা, দশবর্ষীয়া কন্যার নাম অপরাজিতা, একাদশ বর্ষীয়া কন্যার নাম রুদ্রাণী ও দ্বাদশবর্ষীয়া কন্যার নাম ভৈরবী। ৩

ত্রয়োদশবর্ষীয়া কন্যার নাম মহালক্ষ্মী, দ্বি-সপ্ত (চতুর্দশ) বর্ষীয়া কন্যার নাম পীঠ-নায়িকা, পঞ্চদশবর্ষীয়া কন্যার নাম ক্ষেত্রজ্ঞা ও ষোড়শবর্ষীয় কন্যার নাম অম্বিকা। ৪

এবং ক্রমেণ সংপূজ্য্য[১] যাবৎ পুষ্পং ন বিদ্যতে।
প্রতিপদাদি-পূর্ণান্তং বৃদ্ধি-ভেদেন পূজয়েৎ॥ ৫
মহাপর্বসু সর্বেষু বিশেষাচ্চ পবিত্রকে।
মহানবম্যাং দেবেশি! কুমারীঞ্চ প্রপূজয়েৎ॥ ৬
মহানবম্যাং যত্নেন স্নানাভরণ-ভোজনৈঃ।
কুমারী পূজনীয়া চ ভূষণীয়া চ ভূষণৈঃ॥ ৭
বিধিযুক্তং কুমারীভির্ভোজয়েচ্চৈব ভৈরবীম্।
পাদ্যমর্ঘ্যং তথা ধূপং কুসুমং চন্দনং শুভম্॥ ৮
ভক্তি-ভাবেন সংপূজ্য কুমারীভ্যো নিবেদয়েৎ।
প্রদক্ষিণ-ত্রয়ং কুর্য্যাদাদৌ মধ্যে তথান্ততঃ।
পশ্চাচ্চ দক্ষিণা দেয়া রজত-স্বর্ণ-মৌক্তিকৈঃ॥ ৯

যে পর্য্যন্ত কন্যাগণের পুষ্প (ঋতু) না হয়, তাবৎকাল তাঁহাদিগকে এইক্রমে পূজা করিবে। প্রতিপৎ হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত তিথির বৃদ্ধি ও বয়োবৃদ্ধি ভেদে কুমারীর পূজা করিবে। ৫

বিবৃতি। এক তিথির নাম প্রতিপৎ। চন্দ্রে দ্বিতীয় কলার যোগে তিথি বৃদ্ধি হইলে দ্বিতীয় তিথি দ্বিতীয়া হয়। এইভাবে এক একটি তিথির বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এই তিথির বৃদ্ধি ও কুমারীর বয়োবৃদ্ধির সমতা রাখিয়া অর্থাৎ প্রথম তিথি প্রতিপদে প্রথম এক বর্ষীয়া কন্যা; দ্বিতীয়াতে দ্বিবর্ষীয়া কুমারীর পূজা কর্ত্তব্য। তন্মধ্যে পূর্ণিমায় ক্ষেত্রজ্ঞা ও অমাবস্যায় অম্বিকার পূজা কর্ত্তব্য। বর্ত্তমানে তিথি অনুসারে কন্যার বর্ষের কেহ অনুসন্ধান করেন না। অনুসন্ধিৎসা ও উপদেশের অভাবই ইহার কারণ। ৫

হে দেবেশি! সমস্ত মহাপর্বদিনে, পবিত্র দিনে ও মহানবমীতে বিশেষ ভাবে কুমারীকে পূজা করিবে। ৬

মহানবমীতে স্নান, আভরণ ও ভোজনের সহিত যত্ন পূর্বক পূজা করিবে ও ভূষণ সমূহের দ্বারা ভূষিত করিবে। ৭

কুমারীগণের সহিত ভৈরবীকে বিধিপূর্বক ভোজন করাইবে। ভক্তিভাবে পূজা করিয়া কুমারীগণকে পাদ্য, অর্ঘ্য, ধূপ, পুষ্প ও সুগন্ধ চন্দন নিবেদন করিবে। আদিতে, মধ্যে ও শেষে তিন তিনবার প্রদক্ষিণ করিবে। পরে রজত, স্বর্ণ ও মুক্তার সহিত দক্ষিণা প্রদান করিবে। ৮-৯

১। খ—সম্পূজ্য।

তথা[১]— বিবাহয়েৎ স্বয়ং কন্যাং ব্রহ্মহত্যা বিনশ্যতি।
গোহত্যা চ স্ত্রী-হত্যা চ সর্বং পাপং প্রণশ্যতি ॥ ১০
যো যস্য[২] পুণ্যকালে তু কন্যাদানং প্রকল্পয়েৎ।
ভুক্তি-মুক্তি-ফলং তস্য সৌভাগ্যং সর্বসম্পদঃ।
রুদ্রলোকে বসেন্নিত্যং ত্রিনেত্রো ভগবান্ হরঃ। ॥ ১১
তীর্থকোটি-সহস্রাণি অশ্বমেধ-শতানি চ।
তৎফলং লভতে সদ্যো যস্তু কন্যাং বিবাহয়েৎ ॥ ১২
বালুকাঃ সাগরে জ্ঞেয়াস্তাবদব্দ-সহস্রকম্।
একৈক-কুলমুদ্ধৃত্য রুদ্রলোকে মহীয়তে ॥ ১৩

কন্যাদানন্তু তৎ-তদ্দেবতা-প্রীতয়ে ইতি সম্প্রদায়ঃ। বস্তুতস্তু তত্তদ্বর্ষীয়ায়াঃ কন্যায়াস্তত্তৎ-পরিভাষামনুসন্ধায় দেবী-বুদ্ধ্যা শিবরূপত্বেন ধ্যাতায় সম্প্রদানায় দানং সাধীয়ঃ[৩]। ১৪

তন্ত্রে সেইরূপ বলিয়াছেন—নিজে কন্যাকে বিবাহ করাইয়া দিবে। তাহাতে ব্রহ্মহত্যা জনিত, গোহত্যা জনিত ও স্ত্রীহত্যা জনিত পাপ এমন কি সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়। যে পুণ্যকালে যাহার কন্যাকে দানের কল্পনা করে, তাহার ভোগ ও মোক্ষফল এবং সৌভাগ্য ও সম্পদ্ লাভ হয়। সে ভগবান্ ত্রিনেত্র রুদ্র হইয়া রুদ্রলোকে সর্বদা বাস করে। ১০-১১

যে কন্যাকে বিবাহ করাইয়া দেয়, সে সহস্র কোটি তীর্থে গমন জন্য ও শত অশ্বমেধ জন্য পুণ্য ফল লাভ করে। ১২

এক একটি কুলকে উদ্ধার করিয়া সাগরে যে পরিমাণ বালুকা আছে, সেই পরিমাণ বর্ষ-সহস্র রুদ্রলোকে পূজিত হয়। ১৩

সেই সেই দেবতার প্রীতির জন্য কন্যাদান—ইহা এক সম্প্রদায় বলেন। বস্তুতঃ সেই সেই বর্ষীয় কন্যার সেই সেই পরিভাষা (নাম) অনুসন্ধান করিয়া যে কন্যাকে দেবীবুদ্ধিতে নিজেকে শিবরূপে ধ্যান করে, সেই সম্প্রদান পুরুষে কন্যাদান শ্রেষ্ঠ। ১৪

বিবৃতি। কুমারী পূজা করিলে পূজা জপাদি সফল হয়। তাই জ্ঞানার্ণব তন্ত্রে কুমারী পূজার ফল বলিয়াছেন—হোমাদিকং হি সকলং কুমারী-পূজনং বিনা। পরিপূর্ণ-ফলং ন স্যাৎ পূজয়া তদ্ ভবেদ্ ধ্রুবম্ ॥ কুমারী-পূজয়া দেবি। ফলং কোটি-

---

১। ক—তথেতি নাস্তি। ২। খ—যো যশ্চ পুণ্যকালে। ৩। খ—সাধীয় ইত্যনন্তরং অত্র কুলপূজা-দূতীযাগ-শক্তি-শোধনাদি-প্রক্রিয়া ন লিখিতা, তত্তৎকর্মণাং বীর-সাধকমাত্র-সাধ্যতয়া ইদানীমনুপযোগাৎ। যৎ তু ভাবচূড়ামণৌ।

অথ যদ্যপি দূতী-যাগাত্মক-কুলপূজা-শক্তিশোধন কুল-পুরশ্চরণানি বীর-ভাব-পূজাং পঞ্চমাশ্রমিণামেব সাধ্যতয়া কর্ত্তব্যতয়া চেদানীমনুপযুক্তানি, তথাপি তেষাং বিনোদায়ৈব নিরূপ্যন্তে। ১৫

অথ দূতীযাগঃ

তত্রাদৌ বিজয়া-স্বীকারঃ

বিজয়াকল্পে—সম্বিদাসবয়োর্মধ্যে সম্বিদেব গরীয়সী।
সম্বিৎ-প্রয়োগস্তেনেহ পূজাদৌ সাধকোত্তমৈঃ।
কর্ত্তব্যশ্চ মহাপূজা করণীয়া সুনিশ্চিতৈঃ ॥ ১

সা চ চতুর্বিধা শুক্ল-রক্ত-পীত-কৃষ্ণ-পুষ্পভেদাদ্ ব্রাহ্মণী ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা শূদ্রা চ। তাসাং শুদ্ধিস্তু (২)—

ওঁ সম্বিদে! ব্রহ্মসম্ভূতে! ব্রহ্মপুত্রি! সদানঘে!।
ভৈরবানাঞ্চ তৃপ্ত্যর্থং পবিত্রা ভব সর্বদা ॥ ৩

ওঁ ব্রাহ্মণ্যৈ নমঃ স্বাহা।

গুণং ভবেৎ। পুষ্পং কুমার্য্যৈ যদ্ দত্তং তন্মেরু-সদৃশং ফলম্। কুমারী ভোজিতা যেন ত্রৈলোক্যং তেন ভোজিতম্। ১৪

অনন্তর যদিও দূতীযাগাত্মক কুলপূজা, শক্তিশোধন ও কুলপুরশ্চরণ ও বীরভাবের পূজা পঞ্চমাশ্রমীরই সাধ্য ও কর্ত্তব্য বলিয়া এখন সেই পঞ্চমাশ্রমী লুপ্তপ্রায় বলিয়া এইগুলির প্রয়োজনীয়তা নাই, তথাপি তাঁহাদের বিনোদের জন্য এখন এইগুলি নিরূপিত হইতেছে। ১৫

অনন্তর দূতীযাগ কথিত হইতেছে। সেই দূতীযাগে প্রথমে বিজয়া স্বীকার (পান—গ্রহণ) কথিত হইতেছে। বিজয়াকল্পে বলিয়াছেন—

সম্বিদা (বিজয়া) ও আসবের মধ্যে সম্বিদাই গরীয়সী। এই জন্য এই দূতীযাগে পূজার আদিতে সাধকশ্রেষ্ঠ কর্তৃক সম্বিৎ-প্রয়োগ কর্ত্তব্য। তাহার পর সুস্থির সাধক-শ্রেষ্ঠ কর্ত্তৃক মহাপূজা কর্ত্তব্য। ১

সেই সম্বিদা শুক্ল, রক্ত, পীত ও কৃষ্ণ পুষ্প ভেদে চারি প্রকার—ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রা। তাহাদের যথাক্রমে শুদ্ধি কথিত হইতেছে। মূলোক্ত মন্ত্র পড়িয়া যথা-ক্রমে ব্রাহ্মণী প্রভৃতি বিজয়ার শোধন করিবে। ব্রাহ্মণীবিজয়ার শুদ্ধিমন্ত্রের অর্থ (২)—

হে সম্বিদে। ব্রহ্মভূতে। হে ব্রহ্মপুত্রি। হে সদা নিষ্পাপে। ভৈরবগণের তৃপ্তির জন্য তুমি সর্বদা পবিত্রা হও। ৩

ওঁ সিদ্ধিমূল-করে দেবি ! মূলাধার-প্রবোধিনি ! ।
রাজপুত্রি-বশঙ্করি ! শত্রুকণ্ঠ-ত্রিশূলিনি ॥ ৪

ওঁ ক্ষত্রিয়ায়ৈ নমঃ স্বাহা ॥

ওঁ অজ্ঞানেন্ধন দীপ্ত্যগ্নি-জ্ঞানাগ্নি-জ্বালরূপিণি ! ।
আনন্দাস্যাহুতিং মত্বা সম্যক্ জ্ঞানং প্রযচ্ছ মে ॥ ৫

হ্রীঁ বৈশ্যায়ৈ নমঃ স্বাহা ।

ওঁ নমস্যামি নমস্যামি যোগমার্গ-প্রদায়িনি ! ।
ত্রৈলোক্য-বিজয়ে ! মাতঃ ! সমাধি-ফলদা ভব ॥ ৬

শ্রীঁ শূদ্রায়ৈ নমঃ স্বাহা। ইত্যেতৈঃ প্রত্যেক-জ্ঞানে প্রত্যেকং শোধয়েৎ। ইতি। সর্বাসাং শোধনং ওঁ অমৃতে ! অমৃতোদ্ভবে অমৃতবর্ষিণি অমৃতমাকর্ষয়াকর্ষয় সিদ্ধিং দেহি অমুকং মে বশমানয় স্বাহেতি মন্ত্রেণ। প্রত্যেকাজ্ঞানে ত্বনেনৈব। ততস্তদুপরি মূলমন্ত্রং সপ্তধা জপ্ত্বাবাহনাদি-ধেনু-যোনিমুদ্রাঃ প্রদর্শ্য দিগ্বন্ধন-ছোটিকা-তালত্রয়-দিব্যদৃষ্টি-পার্ষ্ণিঘাতৈর্বিঘ্নান্নিরস্য মূলমন্ত্রেণ

ক্ষত্রিয়া বিজয়ার শুদ্ধিমন্ত্রের অর্থ হইতেছে—হে সিদ্ধিমূলকারিণি ! হে দেবি ! হে মূলাধার প্রবোধিনি ! হে রাজপুত্র-বশংকরি ! হে শত্রু কণ্ঠের ত্রিশূলিনি ! তুমি পবিত্রা হও। ৪

হে অজ্ঞানরূপ ইন্ধন-দীপ্ত অগ্নির জ্ঞানরূপ অগ্নির শিখা স্বরূপিণি ! অর্থাৎ যে অজ্ঞানরূপ ইন্ধন দ্বারা দীপ্ত অগ্নি (বিষয়াসক্তি) সৃষ্টি করিয়াছে, তুমি তাহাদের নিকট জ্ঞানরূপ প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা স্বরূপিণি ! তুমি আনন্দরূপ আজ্যের আহুতি স্বীকার (গ্রহণ) করিয়া আমাকে সম্যক্ জ্ঞান প্রদান করে। তুমি আমার জ্ঞানরূপ অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া সেই অগ্নিতে আনন্দাহুতি প্রদান কর। ৫

তাহার পর হে যোগমার্গ প্রদর্শিকে ! তোমাকে নমস্কার করিতেছি। হে ত্রৈলোক্য-বিজয়ে ! হে মাতঃ ! তুমি আমার প্রতি সমাধি ফল-প্রদা হও। ৬

ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রা বিজয়ার প্রত্যেকের জ্ঞান থাকিলে মূলোক্ত প্রত্যেক মন্ত্রের দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ শোধন করিবেন। ওঁ অমৃতে ! অমৃতোদ্ভবে ! তুমি অমৃত আকর্ষণ কর, অমৃতবর্ষিণি ! অমৃত আকর্ষণ কর, সিদ্ধি প্রদান কর। আমার অমুককে বশ কর। ইত্যাদি অর্থ স্মরণপূর্বক মূলোক্ত মন্ত্রে সকলের শোধন করিবে। প্রত্যেকের পৃথক্ জ্ঞান না থাকিলে এই মূলোক্ত মন্ত্রেই বিজয়া শোধন করিবে। অনন্তর সেই বিজয়ার উপর সাত বার মূল মন্ত্র জপ করিয়া আবাহনাদি

ব্রহ্মরন্ধ্রে তয়া গুরুং সপ্তধা সঙ্কেতমুদ্রয়া সন্তর্প্য মূলান্তে অমুক দেবতাং তর্পয়ামি স্বাহেতি ত্রিধা সন্তর্প্য ঐঁ বদবদ বাগ্বাদিনি মম জিহ্বাগ্রে স্থিরীভব সর্বসত্ত্ব-বশঙ্করি ! স্বাহেতি সঙ্কেতমুদ্রয়া তত্ত্বমুদ্রয়া বা তাং স্বীকুর্য্যাৎ । ৭

অথ যজনপ্রকারঃ

রাত্রৌ প্রহরে গতে তাম্বূল-পূর্ণ-মুখঃ সন্ রক্তচন্দন-লিপ্তাঙ্গো রক্তমাল্য-রক্ত-বসনবান্ কুলনায়িকামানীয় উদ্বর্ত্তনাদিকাং বিধায় পুষ্পাদি-ভূষিত-বিচিত্র-তূলিকোপর্য্যুপবেশয়েৎ । ৮

মুদ্রা এবং ধেনু ও যোনি মুদ্রা দেখাইয়া তিনবার হস্ততলে তালি দিয়া ছোটিকা দ্বারা দশ দিক্ বন্ধন করিয়া দিব্য দৃষ্টি, পার্ষ্ণি (গোড়ালির) আঘাত দ্বারা সকল বিঘ্ন নিবারণ করিয়া মূলমন্ত্রে সেই সঙ্কেত মুদ্রা দ্বারা ব্রহ্মরন্ধ্রে সাত বার তর্পণ করিয়া মূলমন্ত্রের অন্তে অমুক দেবতাং তর্পয়ামি স্বাহা এই মন্ত্রে তিনবার ইষ্ট দেবতার তর্পণ করিয়া ওঁ বদ বদ বাগ্‌বাদিনি ! মম জিহ্বাগ্রে স্থিরীভব সর্বসত্ত্ব-বশংকরি ! স্বাহা—এই মন্ত্রে সঙ্কেত মুদ্রায় বা তত্ত্বমুদ্রায় বিজয়াকে স্বীকার (পান) করিবেন । ৭

টিপ্পনী। এই পদ্ধতির মূল প্রমাণ হইতেছে—ওঁ অমৃতে অমৃতোদ্ভবে অমৃতবর্ষিণি পদং ততঃ। অমৃতমাকর্ষয়দ্বন্দ্বং সিদ্ধিং দেহি ততঃ পরম্। অমুকং মে ততো ক্রয়াদ্ বশমানয় তৎপরম্। দ্বিঠান্তোঽয়ং মনুঃ প্রোক্তঃ সর্বাসামিহ শোধনে। উত্তরতন্ত্রে বলিয়াছেন—মূলমন্ত্রং সপ্তবারং তস্যোপরি নিযোজয়েৎ। আবাহনাদি-মুদ্রাঞ্চ ধেনুং যোনিং ততঃ পরম্। দিগ্‌বন্ধনং ছোটিকাভিস্তালত্রয়-পুরঃসরম্। দিব্য-দৃষ্ট্যা পার্ষ্ণিঘাতৈঃ সর্বান্ বিঘ্নান্ নিরস্য চ। সপ্তধা তর্পয়েদ্ ব্রহ্মরন্ধ্রে মূলং জপন্ মনুম্। গুরুং পদ্মে সহস্রারে তথা সঙ্কেত-মুদ্রয়া। ত্রিবারং তর্পয়েদ্ ভক্ত্যা সাধকঃ সিদ্ধিহেতবে। পানমন্ত্রের প্রমাণ হইতেছে—ঐং বদ বদ পদং ক্রয়াদ্ বাগ্‌বাদিনি পদং ততঃ। মম জিহ্বাগ্রে স্থিরীতি ভব সর্বপদং ততঃ। সত্ত্ববশঙ্করি ! স্বাহা মন্ত্রেণ জুহুয়ান্ মুখে। ৭

অনন্তর যজন প্রকার কথিত হইতেছে। রাত্রিতে এক প্রহর গত হইলে মুখে তাম্বুল পূর্ণ করিয়া অঙ্গে রক্তচন্দন লেপন করিয়া রক্ত মাল্য ধারণ ও রক্তবস্ত্র পরিধান করিয়া কুলনায়িকাকে আনয়ন করিয়া তাহার উদ্বর্ত্তনাদি করিয়া পুষ্পাদি ভূষিত বিচিত্র সিংহাসনস্থ তুলিকার উপরে বসাইবেন। ৮

টিপ্পনী। এইরূপ অনুষ্ঠানের প্রমাণ উত্তরতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে। তদানীয় কুলং সম্যগুদ্বর্ত্তনমনন্তরম্। স্নাতং শুদ্ধ-দুকূলাদি-গন্ধ-লেপন-শোভিতম্। অলঙ্কৃতং গত-শ্রান্তিং স্বাগতং চাসনং তথা। নিবেশ্য তূলিকা-মধ্যে নানা-পুষ্প-সুগন্ধিনা। চন্দনাগুরু-কর্পূর-কস্তূরী-কুঙ্কুমাদিভিঃ। সমাকীর্ণে নিবেশ্যাথ পূজয়েৎ কুলনায়িকাম্। ৮

উত্তরতন্ত্রে—নটী কাপালিকী বেশ্যা পুক্কশী নাপিতাঙ্গনা।
রজকী রঞ্জকী চৈব সৈরিন্ধ্রী চ সুবাসিনী ॥ ৯
ঝটিকা ঘটিকা চৈব তথা গোপাল-কন্যকা।
বিশেষ-বৈদগ্ধ্য-যুতাঃ সর্বা এব কুলাঙ্গনাঃ ॥ ১০
গুরু-ভক্তা দেব-ভক্তা ঘৃণা-লজ্জা-বিবর্জিতাঃ।
সংগোপন-রতাঃ প্রায়স্তরুণ্যঃ সর্বসিদ্ধিদাঃ ॥ ১১

কুমারীতন্ত্রে— নটী কাপালিকী বেশ্যা রজকী নাপিতাঙ্গনা।
ব্রাহ্মণী শূদ্রকন্যা চ তথা গোপাল-কন্যকা।
মালাকারস্য কন্যা চ নব কন্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ১২

ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণ-বিষয়ে। তথা—ব্যঙ্গাঙ্গীং বিকৃতাঙ্গীং বা সবিকল্পক-মানসীম্।
বর্ষীয়সীং পাপরতাং হুঁঙ্কারীমর্থলোলুপাম্।
অভক্ত-মানসাং দীনাং বর্জয়েৎ সাধকোত্তমঃ ॥ ১৩
অর্থাদ্ বা কামতো বাপি সৌখ্যাদপি চ যো নরঃ।
লিঙ্গ-যোনিরতো মন্ত্রী রৌরবং নরকং ব্রজেৎ ॥ ১৪

ততো ভূতশুদ্ধ্যাদিকং বিধায় কুলনায়িকাঙ্গে করাঙ্গন্যাস-মাতৃকান্যাসাদিকং কৃত্বা মকার-পঞ্চকং শোধয়েৎ। তত্রাদৌ মদিরা-শোধনম্ ॥ ১৫

উত্তরতন্ত্রে বলিয়াছেন—নটী, কাপালিকী, বেশ্যা, পুক্কশী (চাণ্ডালী), নাপিত-স্ত্রী, রজকী, রঞ্জকী, সৈরিন্ধ্রী, সুবাসিনী, ঝটিকা, ঘটিকা ও গোপাল কন্যা—এই সকল বিশেষ বৈদগ্ধ্য (রসিকতা) যুক্ত হইলে কুলনায়িকা হইয়া থাকে ৯-১০

গুরুভক্তা, দেবভক্তা, ঘৃণা ও লজ্জারহিতা, সংগোপনে রমণশীলা তরুণীগণ প্রায়ই সর্বসিদ্ধিপ্রদা হইয়া থাকে। ১১

কুমারীতন্ত্রে বলিয়াছেন—নটী, কাপালিকী, বেশ্যা, রজকী, নাপিত-স্ত্রী, ব্রাহ্মণী, শূদ্রকন্যা, সেইরূপ গোপালকন্যা ও মালাকারের কন্যা—এই নয় কন্যা কুলনায়িকা বলিয়া কীর্ত্তিতা হইয়াছেন। ১২

ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণ বিষয়ে কুলনায়িকা হইবেন। সেইরূপ আরও উক্ত হইয়াছে—বিকলাঙ্গী, বিকৃতাঙ্গী, সন্দিগ্ধ-চিত্তা, বৃদ্ধা, পাপ-নিরতা, হুঙ্কার-কারিণী, অর্থ-লোলুপা, অভক্তিচিত্তা ও দীনা কামিনীকে সাধকশ্রেষ্ঠ এই কার্য্যে বর্জন করিবেন। ১৩

যে মন্ত্রজ্ঞ সাধক অর্থবশে, কামবশে বা সুখলোভে লিঙ্গ যোনি ব্যাপারে রত হয়, সে রৌরব নরকে গমন করে। ১৪

তাহার পর ভূতশুদ্ধি প্রভৃতি করিয়া কুলনায়িকার অঙ্গে করাঙ্গন্যাস ও মাতৃকা

একমেব পরং ব্রহ্ম স্থূল-সূক্ষ্ম-ময়ং ধ্রুবম্ ।
কচোদ্ভবাং ব্রহ্মহত্যাং তেন তে নাশয়াম্যহম্ ॥ ১৬
সূর্য্যমণ্ডল-সম্ভূতে! বরুণালয়-সম্ভবে ! ।
অমাবীজময়ে ! দেবি ! শুক্রশাপাদ্ বিমুচ্যতাম্ ॥ ১৭
বেদানাং প্রণবো বীজং ব্রহ্মানন্দময়ং যদি ।
তেন সত্যেন মে দেবি ! ব্রহ্মহত্যাং ব্যপহতু । ১৮

ততঃ ওঁ বাঁ বীঁ বূঁ বৈঁ বৌঁ বঃ ব্রহ্মশাপ-বিমোচিতায়ৈ সুধাদেব্যৈ নমঃ ইতি তদুপরি দশধা জপ্ত্বা, হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রাঁ ক্রীঁ ক্রীঁ ক্রূঁ ক্রৈঁ ক্রৌঁ ক্রঃ সুধা কৃষ্ণ-শাপং বিমোচয় অমৃতং স্রাবয় স্রাবয় স্বাহেতি দশধা প্রজপ্য মূল-মন্ত্রমষ্টধা জপ্ত্বা চ দেবতাময়ীং তাং বিচিন্তয়েদিতি দ্রব্যশুদ্ধিঃ ॥ ১৯

তন্ত্রে— মদিরায়াং মৈথুনে চ জাতিচিন্তাং ন কারয়েৎ ।

তথা— সংশোধনমনাচর্য্য স্ত্রীষু মদ্যেষু সাধকঃ ।
আচার্য্যঃ সিদ্ধিহানিঃ স্যাৎ ক্রুদ্ধা ভবতি সুন্দরী ॥ ২০

ন্যাসাদি করিয়া মকার পঞ্চকের শোধন করিবেন। তন্মধ্যে প্রথমে মদিরার শোধন কর্ত্তব্য। ১৫

টিপ্পনী। তন্ত্রে ইহার প্রমাণ এইরূপ উক্ত হইয়াছে—অঙ্গন্যাস-করন্যাসৌ প্রাণায়ামং ততঃ পরম্। বিধায় মাতৃকান্যাসং কুলাঙ্গেঽপি প্রবিন্যসেৎ। ১৫

সাধক সুরাভাণ্ড স্পর্শ করিয়া মূলোক্ত মন্ত্রে সুরা শোধন করিবে। মন্ত্রার্থ হইতেছে—পর ব্রহ্ম একই। তিনি নিত্য স্থূল সূক্ষ্মময়। আমি তাঁহার দ্বারা তোমার কচকৃতা ব্রহ্ম হত্যাকে নাশ করিতেছি। ১৬

হে সূর্য্যমণ্ডল-সম্ভূতে! হে বরুণালয়-সম্ভবে! হে অমাবীজময়ে! হে দেবি! তুমি শুক্রশাপ হইতে বিমুক্ত হও। ১৭

বেদ সমূহের প্রণব বীজ যদি ব্রহ্মানন্দময় হয়, তবে হে দেবি সুরে! সেই সত্যের দ্বারা তোমার ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ বিনষ্ট হউক। ১৮

তাহার পর ওঁ বাং বীং ইত্যাদি মূলোক্ত মন্ত্র ১০ দশবার জপ করিয়া পরে হ্রীং শ্রীং ক্রাং ক্রীং ইত্যাদি মূলোক্ত মন্ত্র দশ বার জপ করিয়া মূল মন্ত্র ৮ আট বার জপ করিয়া সেই সুরাকে দেবতাময়ী চিন্তা করিবে। ইহাই সুরা দ্রব্যের শুদ্ধি। ১৯

তন্ত্রে বলিয়াছেন—মদিরা ও মৈথুনে জাতি চিন্তা করিবে না।

সেইরূপ আরও বলিয়াছেন—আচার্য্য সাধক স্ত্রীসমূহ ও মদ্য সমূহের সংশোধন না করিয়া কার্য্য করিলে সিদ্ধিহানি হয়, সুন্দরী দেবী ক্রুদ্ধা হন। ২০

মদ্যেষু মুখ্যানুকল্পেষু। মাংস-মুদ্রা-প্রক্রিয়া ত্বগ্রে বক্ষ্যতে। ২১

অথ শক্তিশোধনম্

ভাবচূড়ামণৌ—অদীক্ষিত-কুলাসঙ্গাৎ সিদ্ধিহানিঃ প্রজায়তে।

তৎকথা-শ্রবণঞ্চেৎ স্যাৎ তৎ-তল্প-গমনং যদি ॥ ২২

স কুলীনঃ কথং দেবি! পুজয়েৎ পরমেশ্বরীম্।

অভিষেকাদ্ ভবেচ্ছুদ্ধির্মন্ত্রস্যোচ্চার-বিন্দুভিঃ ॥ ২৩

অভিষেকস্তু—ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ ত্রিপুরায়ৈ নমঃ ইমাং শক্তিং পবিত্রীকুরু মম সিদ্ধিং কুরু স্বাহেতি মন্ত্রেণ। ততস্তস্যাঃ কর্ণে মায়াবীজমষ্টোত্তর-শতং জপেৎ। ইতি শক্তিশোধনম্। ২৪

ততঃ শোধনদ্রব্যমর্ঘ্যে সংযোজ্যার্ঘ্যস্থাপনং কৃত্বা পর্য্যঙ্ক-মধ্যে পীঠং পূজয়েৎ। যথা—ওঁ মণ্ডুকায় নমঃ। এবং কালাগ্নিরুদ্রাধারশক্তি-কূর্ম-বরাহ-পৃথিব্যানন্দকন্দ-সম্বিন্নাল-কেশর-পদ্মকর্ণিকা-মণ্ডল-ধর্ম-বৈরাগ্যৈশ্বর্য্য-জ্ঞানা-জ্ঞানানৈশ্বর্য্যাবৈরাগ্যাধর্ম-জ্ঞান-বিদ্যাত্মনঃ সংপূজ্য তদুপরি-কুলরূপ-পীঠং সংস্থাপ্য তত্র পঞ্চ কামান্ পুজয়েৎ। ওঁ হ্রীঁ কামরাজায় নমঃ। ওঁ ক্লীং

মদ্যেষু কথার অর্থ—মুখ্য ও অনুকল্প মদ্য সমূহে। মাংস ও মুদ্রার প্রক্রিয়া অগ্রে কথিত হইবে। ২১

অনন্তর শক্তির শোধন কথিত হইতেছে। ভাবচূড়ামণি তন্ত্রে এই বলিয়াছেন—

অদীক্ষিত কুলনায়িকার সংসর্গে সিদ্ধিহানি জন্মে। যদি তাহার কথা শ্রবণ করে এবং তাহার শয্যায় গমন করে, তবে হে দেবি! সেই কুলীন কিরূপে পরমেশ্বরীকে পূজা করিবে? অর্থাৎ সে পূজা করিতে পারে না। অভিষেকের দ্বারা এবং মন্ত্রের উচ্চারণ পূর্বক জল বিন্দুর দ্বারা শুদ্ধি হইবে। ২২-২৩

ঐং ক্লীং সৌঃ ইত্যাদি মূলোক্ত মন্ত্রে অভিষেক হইবে। তাহার পর সেই শক্তির কর্ণে মায়াবীজ ১০৮ বার জপ করিবে। ইহা শক্তি শোধন। ২৪

তাহার পর শোধিত সুরা দ্রব্য অর্ঘ্যপাত্রে নিক্ষেপ করিয়া অর্ঘ্যস্থাপন করিয়া পর্য্যঙ্কমধ্যে পীঠ পূজা করিবে। যেমন—ওঁ মণ্ডুকায় নমঃ। এইরূপ কালাগ্নিরুদ্র, আধারশক্তি, কূর্ম, বরাহ, পৃথিবী, আনন্দকন্দ, সম্বিন্নাল, কেশর, পদ্ম, কর্ণিকা, মণ্ডল, ধর্ম, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য, জ্ঞান, অজ্ঞান, অনৈশ্বর্য্য, অবৈরাগ্য, অধর্ম, জ্ঞানাত্মা, বিদ্যাত্মা ও আত্মার পূজা করিয়া তাহার উপরে কুলরূপ পীঠকে স্থাপন করিয়া সেই কুলরূপ

কন্দর্পায় নমঃ। ওঁ ঐঁ মন্মথায় নমঃ। ওঁ ব্লুঁ মকরধ্বজায় নমঃ। ওঁ স্ত্রীঁ মনোভবায় নমঃ। চতুর্দ্দিক্ষু বটুকং ভৈরবং দুর্গাং ক্ষেত্রপালং পূজয়েৎ। ২৫

ততঃ ঐঁ ক্লীঁ স্ত্রীঁ ক্লীঁ ব্লুঁ আধারশক্তি-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামীতি তস্যা ললাটে সিন্দূরাদিনা ত্রিকোণং লিখেৎ। অত্র হে্সৌঃ মহাপ্রেতপদ্মাসনায় নম ইত্যভ্যর্চ্য বালাং কামেশ্বরীঞ্চ তত্রৈব সংপূজ্য, স্তনয়োঃ—বসন্তং মদনং, মুখে—সুধাকরং, মৌলৌ—গণেশং, কেশাগ্রে—কুলাধ্যক্ষং, ললাটে—দুর্গাং, ভ্রুবোর্লক্ষ্মীং, জিহ্বায়াং—সরস্বতীং সংপূজ্য দক্ষপাদাদি-মূর্দ্ধান্তং ষোড়শ কামকলাঃ পূজয়েৎ। ২৬

যথা—অঁ শ্রদ্ধায়ৈ নমঃ। আঁ প্রীত্যৈ, ইঁ রত্যৈ, ঈঁ ভূত্যৈ, উঁ কান্ত্যৈ, ঊঁ মনোভবায়ৈ, ঋঁ মনোহরায়ৈ, ৠঁ মনোরমায়ৈ, ঌঁ মদনায়ৈ, ৡঁ উৎপাদিন্যৈ, এঁ মোহন্যৈ, ঐঁ দীপন্যৈ, ওঁ শোধন্যৈ, ঔঁ বশঙ্কর্য্যৈ, অঁ রঞ্জন্যৈ, অঃ প্রিয়দর্শনায়ৈ। ২৭

ততঃ মূর্দ্ধাদি-বামপাদান্তং চন্দ্রস্য ষোড়শকলাঃ পূজয়েৎ। যথা অঁ পূষায়ৈ নমঃ, আং বসায়ৈ, ইঁ সুমনায়ৈ, ঈঁ রত্যৈ, উঁ প্রীত্যৈ, ঊঁ ধৃত্যৈ, ঋঁ শুদ্ধ্যৈ, ৠঁ সোম্যায়ৈ, ঌঁ মরীচ্যৈ, ৡঁ অংশুমালিন্যৈ, এঁ অঙ্গিরায়ৈ, ঐঁ বশিন্যৈ, ওঁ ছায়ায়ৈ, ঔঁ সম্পূর্ণমণ্ডলায়ৈ, অঁ তুষ্ট্যৈ, অঃ অমৃতায়ৈ। নমঃ সর্বত্র। অঙ্গিরাস্থানে মদিরেতি বা পাঠঃ। ২৮

পীঠে ওঁ হ্রীং কামরাজায় নমঃ, ওঁ ক্লীং কন্দর্পায় নমঃ, ওঁ ঐং মন্মথায় নমঃ, ওঁ ব্লুং মকরধ্বজায় নমঃ, ওঁ স্ত্রীং মনোভবায় নমঃ এই মূলোক্ত মন্ত্রে পঞ্চ কামের পূজা করিবেন। তাহার পর তাঁহার চারিদিকে বটুক, ভৈরব, দুর্গা ও ক্ষেত্রপালকে পূজা করিবেন। ২৫

তাহার পর ঐং ক্লীং স্ত্রীং ইত্যাদি মূলোক্ত মন্ত্রে তাঁহার ললাটে সিন্দুর প্রভৃতির দ্বারা ত্রিকোণ লিখিবেন। সেই ত্রিকোণে হে্সৌঃ মহাপ্রেত-পদ্মাসনায় নমঃ এই মন্ত্রে মহাপ্রেতাসনকে পূজা করিয়া তাহার পর বালা ও কামেশ্বরীকে সেইখানে পূজা করিয়া স্তনদ্বয়ে বসন্ত ও মদনকে, মুখে সুধাকরকে, মস্তকে গণেশকে, কেশাগ্রে কুলাধ্যক্ষকে, ললাটে দুর্গাকে, ভ্রুদ্বয়ের মধ্যে লক্ষ্মীকে ও জিহ্বায় সরস্বতীকে পূজা করিয়া দক্ষপাদ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত মূলোক্ত ওঁ অং শ্রদ্ধায়ৈ নমঃ ইত্যাদি মূলোক্ত ষোলটি মন্ত্রে ষোড়শ কামকলার পূজা করিবেন। ২৬-২৭

তাহার পর মস্তকাদি হইতে বামপাদের শেষ পর্য্যন্ত ওঁ পূষায়ৈ নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে

ললিতাতন্ত্রে— ভগে তদীয়ে বিজ্ঞেয়া নাড্যস্তিস্রঃ প্রবাহিকাঃ।
একা তু বাহিকা চান্দ্রী সৌরী চান্যা তু বাহিকা।
আগ্নেয়ী চাপরা জ্ঞেয়া পূজয়েৎ তাস্তু সাধকঃ॥ ২৯
অম্বু স্রবতি চান্দ্রী সা পুষ্পং স্রবতি ভানবী।
বীজং স্রবতি চাগ্নেয়ী তাস্তু নামভিরর্চয়েৎ।
বাগ্‌ভবাদ্যৈর্নমোযুক্তৈঃ পূজয়েৎ সুপ্রসন্নধীঃ॥ ৩০

তেন—ঐঁ চান্দ্র্যৈ নমঃ। এবং ঐঁ সৌর্য্যৈ, ঐঁ আগ্নেয্যৈ। উত্তরতন্ত্রে—
পূজয়েন্ মদনাগারে রক্ত-চন্দন-চর্চিতে।
ভগমালামনুং প্রোচ্য ত্রিতারানন্তরং তথা॥ ৩১

তেন ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ঐঁ জঁ ব্লুঁ ক্লিন্নে সর্ব্বাণি ভগানি বশমানয় স্ত্রীঁ ক্লীঁ ব্লুঁ ভগমালিন্যৈ নমঃ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ইতি মন্ত্রেণ গন্ধাদ্যৈস্তামর্চয়েৎ। ততস্তত্রৈব মূলদেবতাং ষোড়শোপচারৈঃ কুণ্ডগোলোদ্ভবৈশ্চ পূজয়েৎ॥ ৩২

চন্দ্রের ষোড়শ কলার পূজা করিবেন। বসায়ৈ ইত্যাদি নামের শেষে সর্বত্র নমঃ পদ দিবেন। অঙ্গিরাস্থানে মদিরা এইরূপ পাঠ কোন কোন পুস্তকে আছে। ২৮

ললিতাতন্ত্রে বলিয়াছেন—সেই শক্তির ভগে তিনটি প্রবাহিকা নাড়ী আছে জানিবে। একটী প্রবাহিকা নাড়ী হইতেছে চান্দ্রী, অন্য প্রবাহিকা নাড়ী হইতেছে সৌরী। অন্য প্রবাহিকা নাড়ী হইতেছে আগ্নেয়ী। সাধক সেই নাড়ীগুলিকে পূজা করিবে। ২৯

সেই চান্দ্রী নাড়ী জল ক্ষরণ করে। ভানবী (সৌরী) নাড়ী পুষ্প ক্ষরণ করে। আগ্নেয়ী নাড়ী বীজ ক্ষরণ করে। তাঁহাদিগকে নামের সহিত অর্থাৎ নামযোগে পূজা করিবে। সুপ্রসন্ন চিত্ত সাধক বাগ্‌ভবাদ্য ও নমোযুক্ত অর্থাৎ প্রথমে বাগ্‌ভবীজ (ঐং), অন্তে নমঃ যুক্ত মন্ত্রের দ্বারা তাঁহাদিগকে পূজা করিবেন। ৩০

তাহাতে মন্ত্রগুলি হইবে—ওঁ ঐং চান্দ্র্যৈ নমঃ, এইরূপ ওঁ ঐং সৌর্য্যৈ নমঃ, ওঁ ঐং আগ্নেয্যৈ নমঃ। উত্তরতন্ত্রে বলিয়াছেন—

রক্তচন্দন চর্চিত মদনাগারে ভগমালা মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া অনন্তর ত্রিতারা (ঐং হ্রীং শ্রীং) বলিয়া পূজা করিবে। ৩১

তাহাতে ভগমালার মন্ত্র হইবে—ঐং হ্রীং শ্রীং ঐং জং ব্লুং ক্লিন্নে সর্বাণি ভগানি বশমানয় স্ত্রীং ক্লীং ব্লুং ভগমালিন্যৈ নমঃ ঐং হ্রীং শ্রীং। এই মন্ত্রে গন্ধাদি দ্বারা সেই কুলনায়িকাকে পূজা করিবে। তাহার পর সেই কুলনায়িকাতে ষোড়শ উপচার ও কুণ্ডগোলোদ্ভব তত্ত্বের দ্বারা মূলদেবতাকে পূজা করিবে। ৩২

তন্ত্রান্তরে— ইহাপ্যাবাহনং নাস্তি জীবন্যাসো মহেশ্বরি !।
তথৈবঞ্চ বিধানেন তাং ষোড়শোপচারকৈঃ।
ইষ্টদেবীং প্রপূজ্যাথ সর্বসিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ ॥ ৩৩

ততঃ স্বলিঙ্গং পূজয়েৎ। যথা—পূজয়েদ্ গন্ধপুষ্পাদ্যৈঃ স্বশিবং তদনন্তরম্। ৩৪

তত্র মন্ত্রঃ। আদৌ তত্তদ্দেবতায়াঃ স্বোপাসিতমন্ত্রমুচ্চার্য্য ওঁ নমঃ শিবায় ইতি। তৎপরং তৎপুরুষাঘোর-সদ্যোজাত-মন্ত্রা ইত্যয়ং সমুদায়ঃ। শ্রীবিদ্যায়াস্তু—আদৌ প্রণবস্ততো মায়া ততঃ সুন্দর্য্যাঃ স্বোপাসিত-ত্রিকুটং ততো নমঃ শিবায়েতি দশাক্ষরঃ। ততস্তত্র ওঁ শান্ত্যৈ নমঃ এবং শান্ত্যতীতায়ৈ সমগ্রবিদ্যামুচ্চার্য্য ত্রিকোণায় নমঃ। এবং অবধূতেশ্বরীং কুব্জাং কামাখ্যাং সময়াং চক্রেশ্বরীং কালিকাং দিক্করবাসিনীং মহাচণ্ডেশ্বরীং তারাং পূজয়েৎ। ৩৫

তন্ত্রে— তদনুজ্ঞাং ততো লব্ধা দত্ত্বা তাম্বুলমেব চ।
শিবঞ্চ তত্র নিক্ষিপ্য গজতুণ্ডাখ্য-মুদ্রয়া ॥ ৩৬

তন্ত্রান্তরে বলিয়াছেন—হে মহেশ্বরি! এই পূজাতে আবাহন নাই, সেইরূপ জীবন্যাস নাই। এই প্রকার বিধানে ষোড়শোপচারে তাঁহাকে পূজা করিবে॥ ইষ্টদেবীকে পূজা করিয়া অনন্তর সর্বসিদ্ধির অধিপতি হইবে। ৩৩

তাহার পর স্বলিঙ্গকে পূজা করিবে। যেমন তন্ত্রে বলিয়াছেন—তাহার পর গন্ধ পুষ্পাদি উপচারের দ্বারা নিজ শিবকে পূজা করিবে। ৩৪

সেই স্বশিব পূজার মন্ত্র হইতেছে—প্রথমে সেই সেই দেবতার নিজের উপাসিত মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ওঁ নমঃ শিবায় এই বলিয়া তাহার পর তৎপুরুষ, অঘোর ও সদ্যোজাত মন্ত্র—এই সমুদায়ই মন্ত্র। শ্রীবিদ্যায় কিন্তু বিশেষ হইতেছে—প্রথমে প্রণব, তাহার পর মায়া তাহার পর সুন্দরীর নিজের উপাসিত ত্রিকূট মন্ত্র, তাহার পর নমঃ শিবায় এই দশাক্ষর মন্ত্র। তাহার পর সেই কুলনায়িকার অঙ্গে ওঁ নিবৃত্ত্যৈ নমঃ, ওঁ প্রতিষ্ঠায়ৈ নমঃ, ওঁ বিদ্যায়ৈ নমঃ, ওঁ শান্ত্যৈ নমঃ, ওঁ শান্ত্যতীতায়ৈ নমঃ—এইরূপ মন্ত্রে নিবৃত্তি প্রভৃতি কলার পূজা করিয়া অনন্তর সমগ্র বিদ্যা উচ্চারণ করিয়া ওঁ ত্রিকোণায় নমঃ মন্ত্রে ত্রিকোণের পূজা করিবে। এইরূপ অবধূতেশ্বরী, কুব্জা, কামাখ্যা, সময়া, চক্রেশ্বরী, কালিকা, দিক্করবাসিনী, মহাচণ্ডেশ্বরী ও তারাকে পূজা করিবেন। ৩৫

তন্ত্রে বলিয়াছেন—তাহার পর সেই কুলনায়িকার অনুজ্ঞা লইয়া তাঁহাকে তাম্বুল দিয়া গজতুণ্ড নামক মুদ্রায় মূলোক্ত ধর্মাধর্ম-হবির্দীপ্তে ইত্যাদি মন্ত্র পড়িতে পড়িতে সেই কুলনায়িকার যোনিতে নিজের শিবকে (লিঙ্গকে) নিক্ষেপ করিবে। ৩৬

ওঁ ধর্মাধর্ম-হবির্দীপ্ত আত্মাগ্নৌ মনসা স্রুচা।
সুষুম্না বর্ত্মনা নিত্যমক্ষবৃত্তিং জুহোম্যহম্ ॥ ৩৭
স্বাহান্তোঽয়ং মহামন্ত্রঃ আরম্ভে পরিকীর্ত্তিতঃ।
ততো জপেৎ স্ত্রিয়ং গচ্ছন্ বিদ্যাং ত্রিভুবনেশ্বরীম্ ॥ ৩৮

জপেদিতি। অষ্টোত্তর-সহস্রং শতং বা অক্ষুব্ধো জপেৎ। ৩৯
ওঁ প্রকাশাকাশহস্তাভ্যামবলম্ব্যোন্মনী স্রুচা।
ধর্মাধর্ম-ফল-স্নেহ-পূর্ণমগ্নৌ জুহোম্যহম্।
স্বাহান্তোঽয়ং মহামন্ত্রঃ শুক্রত্যাগে প্রকীর্তিতঃ ॥ ৪০

বিশেষস্তু জ্ঞানার্ণবে—শিব-শক্তি সমাযোগো যোগ এব ন সংশয়ঃ।
শীৎকারো মন্ত্রজাপশ্চ বচনং স্তবনং ভবেৎ ॥ ৪১
আলিঙ্গনন্তু কস্তূরী কর্পূরং চুম্বনং ভবেৎ।
নখ-দংষ্ট্র-ক্ষতাদীনি পুষ্পাণি বিবিধানি চ।
মথনং তর্পণং বিদ্ধি বীজপাতো বিসর্জনম্ ॥ ৪২

কূলার্ণবে— আলিঙ্গনং চুম্বনঞ্চ স্তনয়োর্মর্দ্দনং ততঃ।

ধর্মাধর্ম ইত্যাদি মন্ত্রের অর্থ হইতেছে—ধর্ম ও অধর্মরূপ হবিঃ দ্বারা দীপ্ত অগ্নিতে মনোরূপ স্রুক্ দ্বারা সুষুম্নাপথে আমি নিত্য ইন্দ্রিয় বৃত্তিগুলিকে হোম করি। ৩৭

এই স্বাহান্ত মন্ত্রটী অর্থাৎ ধর্মাধর্ম ইত্যাদি অক্ষবৃত্তীর্জুহোম্যহং স্বাহা এই স্বাহান্ত মহামন্ত্রটী লিঙ্গ প্রবেশের আরম্ভে কীর্ত্তিত হইয়াছে। তাহার পর সেই কুলনায়িকা স্ত্রীতে উপগত হইয়া ত্রিভুবনেশ্বরী বিদ্যাকে জপ করিবে। ৩৮

জপেৎ কথার অর্থ—লিঙ্গ প্রবেশ করাইয়া ক্ষুব্ধ না হইয়া ১০০৮ এক হাজার আট বা ১০৮ এক শত আট বার মন্ত্র জপ করিবেন। ৩৯

প্রকাশ ও আকাশরূপ হস্তের দ্বারা অবলম্বিত (ধৃত) উন্মনী স্রুকের দ্বারা ধর্ম ও অধর্মের ফলরূপ স্নেহপূর্ণ অগ্নিতে আমি ইন্দ্রিয়বৃত্তিগুলি আহুতি দিতেছি। স্বাহান্ত প্রকাশাকাশ-হস্তাভ্যাম্ ইত্যাদি মহামন্ত্রটি শুক্রত্যাগে কীর্ত্তিত হইয়াছে। ৪০

জ্ঞানার্ণবে বিশেষ উক্ত হইয়াছে যে—শিবশক্তির সম্যক্ যোগই যোগ, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। শীতকার (শব্দ) হইতেছে মন্ত্র-জপ, বচন অর্থাৎ বাক্য স্তব। ৪১

আলিঙ্গন হইতেছে কস্তূরী, চুম্বন কর্পূর হইবে। নখ ক্ষত ও দন্ত ক্ষতকে নানাবিধ পুষ্প ও মথনকে তর্পণ জানিবে। বীজপাত বিসর্জন হইবে। ৪২

কূলার্ণবে বলিয়াছেন—(১) আলিঙ্গন (২) চুম্বন (৩) স্তনদ্বয়ের মর্দন,

দর্শনং স্পর্শনং যোনের্বিকারো লিঙ্গঘর্ষণম্ ।
প্রবেশঃ স্থাপনং শক্তের্নবপুষ্পাণি পূজনে ॥ ৪৩

যামলে— সংযোগাজ্জায়তে সৌখ্যং পরমানন্দ-লক্ষণম্ ।
কুলামৃতং প্রযত্নেন গৃহ্ণীয়াদ্ দুর্লভং নরঃ ॥ ৪৪

তেনামৃতেন দিব্যেন সর্বে তুষ্টা ভবন্তি হি ।
যৎকামং কুরুতে মন্ত্রী তৎক্ষণাদেব সিধ্যতি ॥ ৪৫

ততস্তৎকুলামৃতমাদায় ওঁ অমৃতে ! অমৃতোদ্ভবে ! অমৃতবর্ষিণি ! শুক্রশাপং বিমোচয় বিমোচয় অমৃতং স্রাবয় স্রাবয় অমৃতং কুরু কুরু স্বাহেতি মন্ত্রেণ সংশোধ্যার্ঘ্যে নিক্ষিপ্য তদর্ঘ্যং দত্ত্বা পূজাশেষং সমাচরেৎ । ৪৬

উত্তরতন্ত্রে—ধূপদীপৈশ্চ নৈবেদ্যৈর্বিবিধৈঃ কুলসাধকঃ ।
বিধায় বন্দিতাং তাঞ্চ তদুচ্ছিষ্টং স্বয়ং চরেৎ ॥

ততস্তৎপীতাং সুরাং পিবেদিতি কুলপূজা । ৪৭

অথ বীরাণাং পুরশ্চরণম্

তত্রাদৌ দীক্ষিতাঃ পরকীয়া অষ্টশক্তীঃ ক্রমেণ সংস্থাপ্যার্ঘ্য-পাত্রং স্থাপয়িত্বার্ঘ্যোদকেন তা অভ্যুক্ষ্য বমিতি ধেনুমুদ্রয়ামৃতীকৃত্যাষ্টশক্তি-রূপভেদং

---

(৪) যোনি দর্শন, (৫) যোনি স্পর্শন, (৬) যোনিবিকাশ, (৭) লিঙ্গঘর্ষণ, (৮) লিঙ্গ-প্রবেশ ও (৯) লিঙ্গ স্থাপন শক্তির পূজায় এই নয় প্রকার পুষ্প । ৪৩

যামলে বলিয়াছেন—শিব ও শক্তির সংযোগ হইতে পরমানন্দ স্বরূপ সৌখ্য জন্মে । সাধক এই পূজায় দুর্লভ কুলামৃত যত্নের সহিত গ্রহণ করিবে । ৪৪

সেই দিব্য কুলামৃতের দ্বারা সকল দেবগণ তুষ্ট হইয়া থাকেন । মন্ত্রজ্ঞ সাধক যাহা যাহা কামনা করেন, তৎক্ষণাৎই তাহা সিদ্ধ হয় । ৪৫

তাহার পর সেই কুলামৃত গ্রহণ করিয়া ওঁ অমৃতে অমৃতোদ্ভবে ইত্যাদি মূলোক্ত মন্ত্রে সেই কুলামৃতকে (শুক্রকে) সংশোধন করিয়া অর্ঘ্যে নিক্ষেপ করিয়া সেই অর্ঘ্য দেবীকে প্রদান করিয়া পূজার অবশিষ্ট অনুষ্ঠান করিবেন । ৪৬

উত্তরতন্ত্রে বলিয়াছেন—কুলসাধক বিবিধ ধূপ, দীপ, নৈবেদ্যের দ্বারা সেই দেবীকে পূজা করিয়া স্বয়ং তাহার উচ্ছিষ্ট ভোজন করিবে । তাহার পর তাহার পীত সুরা পান করিবে । কুলপূজা সমাপ্ত হইল । ৪৭

অনন্তর বীর সাধকগণের পুরশ্চরণ কথিত হইতেছে । এই পুরশ্চরণের সময়ে দীক্ষিতা পরকীয়া আটটি শক্তিকে ক্রমে ক্রমে স্থাপিত করিয়া অর্ঘ্যপাত্র স্থাপন করিয়া অর্ঘ্যোদকের দ্বারা তাঁহাদিগকে প্রোক্ষণ করিয়া বং এই মন্ত্রে ধেনুমুদ্রা দ্বারা অমৃতীকরণ

কৃত্বা ব্রাহ্মণ্যাদ্যষ্টশক্তিনাং সংজ্ঞাভির্নামকরণং কৃত্বা ক্রমেণাসনাদিকং দদ্যাৎ। ১

কুলচূড়ামণৌ—ব্রাহ্মণী ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা শূদ্রা চ কুলভূষণা।

বেশ্যা নাপিত-কন্যা চ রজকী রঞ্জকী তথা।
বিশেষ-বৈদগ্ধ্য-যুতাঃ সর্বা এব কুলাঙ্গনাঃ ।। ২
অষ্টকন্যা-রূপভেদং বিলোক্যামর্ষ-বেষ্টিতম্।
ব্রাহ্মাণ্যাদ্যষ্টশক্তীনাং নামভিঃ কৃত-সংজ্ঞকাঃ ।। ৩
আসনং প্রথমং দত্ত্বা স্বাগতঞ্চ পুনঃ পুনঃ।
অর্ঘ্যং পাদ্যঞ্চ পানীয়ং মধুপর্ক-জলং ততঃ ।। ৪
স্নাপয়েদ্ গন্ধপুষ্পাদি কেশসংস্কারমেব চ।
ধূপয়িত্বা ততঃ কেশান্ কৌষেয়ঞ্চ নিবেদয়েৎ ।। ৫

তৎ স্থানান্তরে পীঠমাস্তীর্য্য পাদুকাদ্বয়ং দত্ত্বা তত্র সমাসীনাঃ প্রত্যেকং ভূষয়িত্বা গন্ধমাল্যাদীনি দদ্যাৎ। ততস্তাং তাং শক্তিং যথাক্রমেণ ব্রাহ্মণ্যাদি-রূপাং সমাবাহ্য জীবন্যাসাদিকং কৃত্বা গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপান্ন-ব্যঞ্জনাদিকং দত্ত্বা তাসাং সব্যকর্ণে ক্রমেণ স্তবং পঠেৎ। ৬

করিয়া ব্রাহ্মণী প্রভৃতি অষ্টশক্তির রূপভেদ (মূর্ত্তিভেদ) কল্পনা করিয়া ব্রাহ্মণী প্রভৃতি অষ্টশক্তির নামসমূহের দ্বারা নামকরণ করিয়া ক্রমে ক্রমে আসনাদি প্রদান করিবে। ১

কুলচূড়ামণিতে বলিয়াছেন—ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা, শূদ্রা, বেশ্যা, নাপিতকন্যা, রজকী ও রঞ্জকী—ইহারা এই কার্য্যে শক্তি হইবে। বিশেষ বৈদগ্ধ্য (লীলাচাতুর্য্য) যুক্ত হইলে সকল কুলস্ত্রীই শক্তি হইতে পারে। ২

অষ্ট কন্যার মূর্ত্তিবিশেষকে ক্রোধযুক্ত লক্ষ্য করিয়া ব্রাহ্মাণী প্রভৃতি অষ্টশক্তির নামসমূহের দ্বারা তাঁহাদের নামকরণ করিবে। ৩

প্রথমে আসন দিয়া পুনঃ পুনঃ স্বাগত উচ্চারণ করিবে। অর্ঘ্য, পাদ্য, পানীয়, মধুপর্ক, জল দিবে। তাহার পর স্নান করাইয়া গন্ধ, পুষ্প ও কেশ সংস্কার প্রদান করিবে। তাহার পর কেশসমূহকে ধূপিত করিয়া কৌষেয় বস্ত্র নিবেদন করিবে। ৪-৫

তাহার পর স্থানান্তরে পীঠ (চৌকি) পাতিয়া দুইটি পাদুকা দিয়া সেই পীঠে উপবিষ্টা শক্তি সমূহের প্রত্যেককে ভূষিত করিয়া গন্ধ, মাল্য প্রভৃতি প্রদান করিবেন। তাহার পর ব্রহ্মাণী প্রভৃতি স্বরূপা সেই সেই শক্তিকে যথাক্রমে আবাহন করিয়া জীবন্যাস প্রভৃতি করিয়া গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, অন্ন, ব্যঞ্জন প্রভৃতি দিয়া তাঁহাদের বামকর্ণে ক্রমে ক্রমে স্তব পড়িবেন। ৬

যথা— মাতর্দেবি ! নমস্তে তু ব্রহ্মরূপ-ধরেঽনঘে ! ।
কৃপয়া হর বিঘ্নং মে মন্ত্রসিদ্ধিং প্রযচ্ছ মে ॥ ৭

মাহেশি ! বরদে ! দেবি ! পরমানন্দরূপিণি ! । কৃপয়েত্যাদি । ৮
কৌমারি ! সর্ববিদ্যেশে ! কুমার-ক্রীড়নে বরে ! । কৃপয়েত্যাদি । ৯
বিষ্ণুরূপ-ধরে ! দেবি ! বিনতাসুত-বাহিনি ! । কৃপয়েত্যাদি । ১০
বারাহি ! বরদে ! দেবি ! দংষ্ট্রোদ্ধৃত-বসুন্ধরে ! । কৃপয়েত্যাদি । ১১
শক্ররূপধরে ! দেবি ! শক্রাদি-সুরপূজিতে ! । কৃপয়েত্যাদি । ১২
চামুণ্ডে ! মুণ্ডমালাসৃক্-চর্চিতে ! বিঘ্ননাশিনি ! । কৃপয়েত্যাদি । ১৩
মহালক্ষ্মি ! মহোৎসাহে ! ক্ষোভ-সন্তাপ-হারিণি ! । কৃপয়েত্যাদি । ১৪

মিতি-মাতৃময়ে ! দেবি ! মিতি-মাতৃ-বহিষ্কৃতে ! ।
একে বহুবিধে ! দেবি ! বিশ্বরূপে ! নমোঽস্তু তে ॥ ১৫

এতৎ স্তোত্রং পঠেৎ যস্তু কর্মারম্ভেষু সংযতঃ ।
বিদগ্ধাঞ্চ সমালোক্য তস্য বিঘ্নং ন জায়তে ॥ ১৬

স্তবের অর্থ । যেমন—হে মাতঃ ! দেবি ! তোমাকে নমস্কার । হে ব্রহ্মরূপ-ধরে ! অনঘে ! তুমি কৃপা পূর্বক আমার বিঘ্নসমূহ নাশ কর আমাকে মন্ত্রসিদ্ধি প্রদান কর । ৭

হে মাহেশি ! বরদে ! দেবি ! পরমানন্দরূপিণি ! তুমি কৃপাপূর্বক ইত্যাদি । ৮
হে কৌমারি সর্ববিদ্যেশে ! হে শিশু-ক্রীড়াশ্রেষ্ঠে ! তুমি কৃপাপূর্বক ইত্যাদি । ৯
হে বিষ্ণুরূপধরে ! দেবি ! হে গরুড়বাহিনি ! তুমি কৃপাপূর্বক ইত্যাদি । ১০
হে বারাহি ! বরদে ! দেবি ! হে দংষ্ট্রোদ্ধৃত-বসুন্ধরে ! তুমি কৃপাপূর্বক ইত্যাদি । ১১
হে শক্ররূপ-ধরে ! দেবি ! হে ইন্দ্রাদি-দেব-পূজিতে ! তুমি কৃপাপূর্বক ইত্যাদি । ১২
হে চামুণ্ডে ! মুণ্ডমালারক্ত-চর্চিতে ! বিঘ্ন-নাশিনি ! তুমি কৃপাপূর্বক ইত্যাদি । ১৩
হে মহালক্ষ্মি ! মহোৎসাহে ! ক্ষোভ-সন্তাপ-হারিণি ! তুমি কৃপাপূর্বক ইত্যাদি । ১৪

হে মিতিমাতৃময়ে ! জ্ঞান ও জ্ঞাতৃ-স্বরূপে ! হে মিতিমাতৃ-বহিষ্কৃতে ! জ্ঞাতৃ-ভিন্নে ! অর্থাৎ তুমি জ্ঞান ও জ্ঞাত্রী না হইলেও তুমি জীবের কল্যাণের জন্য জ্ঞান ও জ্ঞাত্রীরূপে আবির্ভূতা হও । হে একে ! বহুবিধে ! (তুমি এক হইয়া বহুমূর্তি-ধারিণি ।) হে দেবি ! হে বিশ্বরূপে ! তোমাকে আমার নমস্কার । ১৫

যে সাধক সংযত হইয়া বিদগ্ধা (রসিকা) শক্তিকে দেখিয়া এই স্তোত্র পাঠ করে, তাহার কোন বিঘ্ন জন্মে না । ১৬

যদি ব্রীড়া-পরা সা তু ভোজয়েৎ তদ্‌গৃহাদ্ বহিঃ ।
স্থিতস্তাবৎ পঠেৎ স্তোত্রং যাবৎ তৃপ্তিঃ প্রজায়তে ॥ ১৭
আচম্য মুখ-বাসাদি-তাম্বূলঞ্চ নিবেদয়েৎ ।
ততো দদ্যাৎ পুনর্মাল্যং গন্ধ-চন্দন-পঙ্কিলম্ ।
বিসৃজ্য দক্ষিণীকৃত্য বরং প্রার্থ্য সুখী ভবেৎ ॥ ১৮
অন্যা যদি ন গচ্ছেৎ তু নিজকন্যা নিজানুজা ।
অগ্রজা মাতুলানী বা মাতা বা তৎ-সপত্নিকা ॥ ১৯
পূর্বাভাবে পরা পূজ্যা মদংশা যোষিতো মতাঃ ।
সর্বাভাবে একতরা পূজনীয়া প্রযত্নতঃ ॥ ২০
একা চেৎ যুবতী তত্র পূজিতা চাবলোকিতা ।
সর্বা এব পরা দেব্যঃ পূজিতাঃ কুলভৈরব ! ॥ ২১
আদাবন্তে চ মধ্যে চ লক্ষ-পূর্ত্তৌ বিশেষতঃ ।
ন পূজয়তি চেৎ কান্তাং তদা বিঘ্নৈর্বিলিপ্যতে ॥ ২২
পূর্বার্জিত-ফলং নাস্তি কা কথা পর-জন্মনি ।
তস্মাৎ সর্ব-প্রযত্নেন পূজয়েৎ কুল-সুন্দরীম্ ॥ ২৩

যদি সেই শক্তি ভোজনে লজ্জাযুক্তা হয়, তবে গৃহের বাহিরে থাকিয়া যে পর্য্যন্ত শক্তির তৃপ্তি জন্মে, সেই পর্য্যন্ত স্তোত্র পাঠ করিবে। ১৭

ভোজন শেষ হইলে আচমন করাইয়া তাঁহার মুখবাসের জন্য তাম্বুল নিবেদন করিবে। তাহার পর পুনরায় গন্ধ চন্দন-পঙ্কিল মাল্য দান করিবে। তাহার পর বিসর্জন করিয়া প্রদক্ষিণ করিয়া বর প্রার্থনা করিয়া সুখী হইবে। ১৮

যদি এই শক্তিপূজায় অন্য স্ত্রীগমন না করে, তবে নিজের কন্যা, নিজের কনিষ্ঠা ও জ্যেষ্ঠা ভগিনী, মাতুলানী, মাতা অথবা তাঁহার সপত্নীর পূজা করিবে। ১৯

পূর্বকথিত স্ত্রীগণের মধ্যে পূর্বের অভাবে পরেরটি পূজ্যা। সমস্ত স্ত্রী আমার অংশ কথিত হইয়াছে। এই সকল স্ত্রীর অভাবে ইহাদের একতর স্ত্রীকে যত্নপূর্বক পূজা করিবে। ২০

হে কুলভৈরব ! এই বীর পুরশ্চরণে একটি যুবতী যদি পূজিতা ও অবলোকিতা হন, তবে সমস্ত শ্রেষ্ঠ দেবীগণ পূজিতা হইয়া থাকেন। ২১

এই পুরশ্চরণের আদিতে, অন্তে ও মধ্যে বিশেষতঃ লক্ষ জপের পূর্ত্তিতে যদি স্ত্রীকে পূজা না করে, তবে সে বিঘ্নসমূহের দ্বারা বিলিপ্ত হয়। ২২

এই কুলসুন্দরীর পূজা না করিলে পূর্বার্জিত কর্মের ফল হয় না। পরজন্মে কর্মের

তেন লক্ষ-জপাদি-করণে আদৌ মধ্যে চ কুলসুন্দরী পূজ্যেতি। ততো রাত্রৌ পঞ্চ-মকারেণ দেবীং সংপূজ্য রহস্যমালয়া কুলযুক্তো গুরুং শিরসি দেবীং হৃদি ধ্যাত্বা শিবোঽহমিতি ভাবয়ন্ জপং কুর্য্যাৎ। ২৪

মুণ্ডমালা তন্ত্রে—গতে তু প্রথমে যামে তৃতীয়-প্রহরাবধি।

নিশায়াঞ্চ প্রজপ্তব্যং রাত্রিশেষে জপেন্ নতু॥ ২৫

স্বতন্ত্রতন্ত্রে— রাত্রৌ মাংসাসবৈর্দেবীং পূজয়িত্বা বিধানতঃ।

ততো নগ্নাং স্ত্রিয়ং নগ্নো রমন্ ক্লেদ-যুতোঽপি বা॥ ২৬

জপেল্লক্ষং ততো দেবীং হোময়েজ্ জ্বলদিন্ধনে।

যোনিকুণ্ড-স্থিতে সর্পির্মাংস-মৎস্য-যুতং ভৃশম্॥ ২৭

দশাংশং তর্পয়েদ্ দ্রব্যৈর্মাংসমিশ্রৈস্তু সাধকঃ।

তর্পণস্য দশাংশেন অভিষিচ্য জগন্ময়ীম্॥ ২৮

দশাংশং ভোজয়েৎ সাধু সাধকং দেবতা-প্রিয়ম্।

দ্রব্যং মাংসঞ্চ মৎস্যঞ্চ চর্বণন্তু প্রদাপয়েৎ॥ ২৯

ফল যে হইবে না, ইহাতে আর কথা কি? অতএব সমস্ত প্রযত্নে কুলসুন্দরীকে পূজা করিবে। ২৩

অতএব লক্ষ জপাদি করিলে আদিতে ও মধ্যে কুলসুন্দরীকে পূজা করিবেন। তাহার পর রাত্রিতে কুলযুক্ত হইয়া পঞ্চ মকারের দ্বারা দেবীকে পূজা করিয়া রহস্য-মালা দ্বারা গুরুকে মস্তকে এবং হৃদয়ে দেবীকে ধ্যান করিয়া শিবোঽহং (আমি শিব) এই ভাবনা করিতে করিতে জপ করিবেন। ২৪

মুণ্ডমালাতন্ত্রে বলিয়াছেন—রাত্রির প্রথম প্রহর গত হইলে তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত জপ করিবে। রাত্রিশেষে কিন্তু জপ করিবে না। ২৫

স্বতন্ত্র তন্ত্রে বলিয়াছেন—রাত্রিতে মাংস ও আসব দ্বারা যথাবিধানে দেবীকে পূজা করিয়া তাহার পর নগ্ন হইয়া নগ্না স্ত্রীতে উপগত হইয়া ক্লেদযুক্ত হইয়াই লক্ষ মন্ত্র জপ করিবে। তাহার পর দেবীর উদ্দেশ্যে যোনিকুণ্ডস্থিত প্রজ্বলিত অগ্নিতে মৎস্য মাংস যুক্ত প্রচুর সর্পিঃ হোম করিবে। ২৬-২৭

সাধক মাংস-মিশ্র দ্রব্যের (মদ্য) দ্বারা হোমের দশাংশ তর্পণ করিবে। তর্পণের দশাংশ দ্বারা জগন্ময়ীকে অভিষেক করিয়া অভিষেকের দশাংশ পরিমাণ দেবতাপ্রিয় সাধককে উত্তম ভোজন করাইবে। ভোজনে দ্রব্য (মদ্য), মাংস, মৎস্য ও চর্বণ প্রদান করিবে। ২৮-২৯

তদন্তে তোষয়েদ্ ভক্ত্যা গুরুং স্বর্ণাদিভিঃ প্রিয়ে ! ।
এতৎ-কল্পান্মহাদেবি ! মন্ত্রঃ সিধ্যতি নিশ্চিতম্ ॥ ৩০

ইতি কুল-পুরশ্চরণম্ । যৎ তু তন্ত্রচূড়ামণৌ[১]—
বিনা হেতুকমাসাদ্য ক্ষোভযুক্তো মহেশ্বরঃ ।
ন পূজা-হবনং[২] কুর্য্যান্ন ধ্যানং নাপি চিন্তনম্ ।
তস্মাদ্ ভুক্ত্বা চ পীত্বা চ পূজয়েৎ পরমেশ্বরীম্ ॥ ৩১

হেতুকং—বিজয়াম্ । মহেশ্বরঃ—সাধকঃ[৩] । পীত্বেতি বিজয়ামেব, প্রকরণাদিতি । তৎ তু বীরপরম্ । মদ্যদানন্তু বীরভাব-ভাজামবধূতানাং শূদ্রস্য[৪] চ যুজ্যতে । যথা সময়াতন্ত্রে বীরভাবমুপক্রম্য—

ন বিধির্ন নিষেধোঽস্তি কার্য্যাকার্য্য-বিচারণা । ৩২

শ্রীক্রমে— ন দদ্যাদ্ ব্রাহ্মণো মদ্যং মহাদেব্যৈ কথঞ্চন ।
বামকাম্যা ব্রাহ্মণো হি মদ্যং মাংসং ন ভক্ষয়েৎ ॥ ৩৩

হে প্রিয়ে ! ইহার পর স্বর্ণাদি দ্বারা ভক্তির সহিত গুরুকে সন্তুষ্ট করিবে । হে মহাদেবি ! এই বীরাচার কল্প হইতে নিশ্চয়ই মন্ত্রসিদ্ধি হইবে । ৩০

কুল পুরশ্চরণ সমাপ্ত হইল

আর যে কুলচূড়ামণিতে বলিয়াছেন—হেতুক (বিজয়া) স্বীকার না করিয়া ক্ষোভ-যুক্ত হইয়া মহেশ্বর (সাধক) পূজা, হোম, ধ্যান ও চিন্তা করিবে না । অতএব ভোজন করিয়া পান করিয়া পরমেশ্বরীকে পূজা করিবে । ৩১

হেতুক—বিজয়া । মহেশ্বর—সাধক । পীত্বা এইটীর অর্থ—প্রকরণবশতঃ বিজয়া পান করিয়া । তাহা কিন্তু বীরপর । মদ্যদান কিন্তু বীরভাবের সাধক, অবধূত ও শূদ্রের পক্ষে উপযুক্ত । যেমন সময়াতন্ত্রে বীরভাবকে আরম্ভ করিয়া বলিয়াছেন—

বীরভাবে কোন বিষয়ের বিধি নাই, কোন বিষয়ের নিষেধ নাই এবং কার্য্য ও অকার্য্যের (কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্যের) বিচার নাই । ৩২

শ্রীক্রমে বলিয়াছেন—ব্রাহ্মণ কোন প্রকারে মহাদেবীকে মদ্য দান করিবে না । বামভাবযুক্ত ব্রাহ্মণও মদ্য এবং মাংস ভক্ষণ করিবে না । ৩৩

---

১ । খ—যৎ তু ভাবচূড়ামণৌ । ২ । খ—পূজাহরণং । ৩ । খ—মহেশ্বরঃ সাধক ইতি নাস্তি । ৪ । খ—মদ্যদানন্তু অবধূতস্য শূদ্রস্যাপি যথা ।

দেব্যাস্তু দক্ষিণে ভাগে চক্রপার্শ্বে নিবেদয়েৎ।
এতদ্ দ্রব্যন্তু শূদ্রস্য নান্যেষান্তু কদাচন॥ ৩৪

বৈশ্যস্য মাক্ষিকং শুদ্ধং ক্ষত্রিয়স্য গবাজ্যকম্[১]।
ব্রাহ্মণস্য গবাং ক্ষীরং তাম্রে বা বিসৃজেন্ মধু।
নারিকেলোদকং কাংস্যে সর্বেষাং দ্রব্য-শোধনম্॥ ৩৫

ক্ষত্রিয়-বৈশ্যয়োস্তু গৌড়ী মাধ্বী চ দানার্হা, তত্র তয়োরধিকারাৎ। তদভাবেঽনুকল্প-বিধানম্। তথা চ—

গোক্ষীরং ব্রাহ্মণো দদ্যাৎ গব্যমাজ্যঞ্চ বাহুজঃ।
বৈশ্যশ্চ মাক্ষিকং দ্রব্যং শূদ্রঃ পৈষ্টাদিকং পুনঃ॥ ৩৬

তেন শূদ্রস্যানুকল্পঃ। যৎ তু কুলার্ণবে—

জলং ক্ষীরং ঘৃতং ভদ্রে! মধু মৈরেয়মৈক্ষবম্[২]।
পৈষ্টং তরুভবং ধান্য-সম্ভবং চক্র-নির্মিতম্॥ ৩৭

সহকার-ভবং দেবি! মদ্যন্তু বহু-ভেদকম্।

শূদ্রের সম্বন্ধে অর্থাৎ শূদ্রের পূজায় এই দ্রব্য (মদ্য) দেবতার দক্ষিণে চক্রের পার্শ্বে নিবেদন করিবে। অন্যগণের পূজায় এই দ্রব্য কখনও দিবে না। ৩৪

বৈশ্যের মাক্ষিক (মধু) শুদ্ধ। ক্ষত্রিয়ের গোঘৃত শুদ্ধ। ব্রাহ্মণের গোক্ষীর শুদ্ধ অথবা তাম্রপাত্রে মধু নিবেদন করিবে। কাংস্য পাত্রে নারিকেলোদক সকলের পক্ষেই শোধিত দ্রব্য। ৩৫

ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য গৌড়ী (গুড়জাত) ও মাধ্বী (মধুজাত) সুরা দান করিতে পারে, কারণ এই দুই মদ্যে তাঁহাদের অধিকার আছে। এই দুইটির অভাব হইলে অনুকল্প বিহিত হইয়াছে। তাহাই তন্ত্রে বলিয়াছেন—

ব্রাহ্মণ মদ্য স্থলে গোক্ষীর, বাহুজাত ক্ষত্রিয় গব্য ঘৃত, বৈশ্য মধু এবং শূদ্র পৈষ্টাদি (চূর্ণজাত পিষ্টকাদি) প্রদান করিবে। ৩৬

ইহা দ্বারা শূদ্রের অনুকল্প উক্ত হইয়াছে। আর যে কুলার্ণবে বলিয়াছেন—

হে ভদ্রে। হে দেবি। জল, ক্ষীর, ঘৃত ও মধু, মৈরেয় (মিরাদেশজাত মদ্য বিশেষ), ঐক্ষব (ইক্ষুজাত), পৈষ্ট, তরুভব, ধান্যজাত, চক্রনির্মিত, সহকার-ভব

১। খ—ক্ষত্রিয়স্য তু সাজ্যকং। ব্রাহ্মণস্য গবাং। ২। খ—মধুমৈরেয়মক্ষবং পৌষ্পং তরু ভবং।

মাদক[১]-ধর্ম-সম্ভেদাদ্ বর্জ্যমাসীৎ সুলোচনে !।
জ্ঞানেন সংস্কৃতং তৎ তু মহাপাতক-নাশনম্ ॥ ৩৮ ॥ ইতি।

যচ্চ— পীত্বা পীত্বা পুনঃ পীত্বা পতিত্বা ধরণী-তলে।
উত্থায় চ পুন পীত্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ ৩৯

ইতি। তদপ্যবধূতাখ্য-পঞ্চমাশ্রমিপরম্[২]। যৎ তু—
সম্বিদাসবয়োর্মধ্যে সম্বিদেব গরীয়সী। ৪০

ইতি। তদপি ব্রাহ্মণেতর-পরম্। ভৈরব-তন্ত্রেঽপি—
মদ্যং মাংসং বিনা বৎস ! যৎকিঞ্চিৎ কুলসাধনম্।
শক্ত্যৈ দত্ত্বা ততঃ শেষং গুরবে তন্নিবেদয়েৎ।
তদনুজ্ঞাং মূর্ধ্নি কৃত্বা শেষমাত্মনি যোজয়েৎ ॥ ৪১

ইত্যনেন সামান্যতো মদ্যং নিষিদ্ধম্। বস্তুতস্তু ব্রাহ্মণস্য প্রতিনিধি-দ্রব্যদানমপি ন যুক্তম্। যথা তারাপ্রদীপে—

মদ্য। এই মদ্য বহুভেদ বিশিষ্ট। হে সুলোচনে! মাদক ধর্মের সম্ভেদ (মিশ্রণ) বশতঃ ইহা বর্জনীয় ছিল। ইহা জ্ঞানের (মন্ত্রের) দ্বারা সংস্কৃত হইলে মহাপাতকের নাশক হয়। ৩৭-৩৮

আর যে এই বলিয়াছেন—পান করিয়া পান করিয়া অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ পান করিয়া পুনরায় পান করিয়া ধরণীতলে আছাড় খাইয়া তাহার পর উঠিয়া পুনরায় পান করিলে তাহার পুনর্জন্ম হয় না। ৩৯

তাহাও অবধূত নামক পঞ্চম আশ্রমী বিষয়ক অর্থাৎ অবধূতাশ্রমীর এইরূপ মদ্যপান দোষাবহ নহে। আর যে বলিয়াছেন—সম্বিদা ও আসবের মধ্যে সম্বিদাই গরীয়সী অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ। ৪০

তাহাও ব্রাহ্মণ-ভিন্ন অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-ভিন্ন ক্ষত্রিয়াদি জাতি সম্বিদা গ্রহণ করিবে।

ভৈরব-তন্ত্রেও বলিয়াছেন—হে বৎস! মদ্য ও মাংস বিনা যাহা কিছু কুলপূজার সাধন, তাহা শক্তিকে প্রদান করিয়া তাহার সেই শেষ গুরুকে নিবেদন করিবে। তাঁহার অনুজ্ঞা মস্তকে করিয়া অবশিষ্ট নিজে গ্রহণ করিবে। ৪১

ইহা দ্বারা সামান্যভাবে মদ্য নিষিদ্ধ হইয়াছে। বস্তুতঃ ব্রাহ্মণের মদ্যের প্রতিনিধি দানও যুক্ত নহে। যেমন তারা-প্রদীপে বলিয়াছেন—

১। ক+খ—মাদকং ধর্মসম্ভেদাৎ। ২। খ—ইতি। তৎ তু পঞ্চমাশ্রমিপরম্।

পঞ্চামৃতং তথা খণ্ডং শাল্যন্নং পিষ্টকং তথা।
যব-গোধূমজৈর্মুদ্গৈঃ পক্কান্নং পরিকল্পয়েৎ ॥ ৪২
ব্যঞ্জনং ষড়্‌রসোপেতং ঘৃতাক্তং সুমনোহরম্।
ফলং নানাবিধং রম্যং পায়সান্নং তথৈব চ।
এবং সাত্ত্বিক-দ্রব্যেণ ব্রাহ্মণঃ পূজয়েচ্ছিবাম্ ॥ ৪৩
সামিষান্নমামিষঞ্চ মধু-মাক্ষিক-সম্ভবাম্।
গৌড়াং তালীঞ্চ বিবিধাং খার্জুরীং পুষ্প-সম্ভবাম্।
এবং দদ্যাৎ ক্ষত্রিয়োঽপি পৈষ্টিকং ন কদাচন ॥ ৪৪
নারিকেলোদকং কাংস্যে তাম্রে গব্যং তথা মধু।
রাজন্য-বৈশ্যয়োর্দেয়ং ন দ্বিজস্য কদাচন ॥ ৪৫
এবং প্রদানমাত্রেণ হীনায়ুর্ব্রাহ্মণো ভবেৎ।
শূদ্রস্য পৈষ্টিকং দানং ন বৈশ্যস্য কদাচন ॥ ৪৬ ॥ ইতি।

কুলপূজায়াস্তু মকার-পঞ্চকস্যাবশ্যকত্বম্। যথা—

মধুমাংসং বিনা দেবি! কুলপূজাং সমারভেৎ
জন্মান্তর-সহস্রস্য সুকৃতং তস্য নশ্যতি ॥ ৪৭

পঞ্চামৃত, সেইরূপ খণ্ড (মিসরি), শাল্যন্ন, পিষ্টক, যব, গোধূম ও মুদ্গের দ্বারা পক্কান্ন প্রদান করিবে। ৪২

ঘৃতাক্ত সুমনোহর ষড়্‌রস-যুক্ত ব্যঞ্জন, নানাবিধ মনোহর ফল ও সেইরূপ পায়সান্ন —এইরূপ সাত্ত্বিক দ্রব্যের দ্বারা ব্রাহ্মণ শিবাকে পূজা করিবে। ৪৩

সমিষান্ন, আমিষ, মধুজাতা, মক্ষিকাজাতা গৌড়ী, তালী, খর্জুরজাতা ও পুষ্প-জাতা এইরূপ বিবিধ সুরা ক্ষত্রিয়ও দান করিবে। কিন্তু কখনও পৈষ্টিক মদ্য দান করিবে না। ৪৪

ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের মদ্যের স্থলে কাংস্যপাত্রে নারিকেলোদক এবং তাম্রপাত্রে গব্য ঘৃত ও মধু দেয়। কিন্তু ব্রাহ্মণের উহা দেয় নহে। ৪৫

এইরূপ অনুকল্প প্রদানের দ্বারা ব্রাহ্মণ হীনায়ুঃ হইয়া থাকে। শূদ্র পৈষ্টিক মদ্য দিতে পারে। বৈশ্য কখনও তাহা দিতে পারে না। ৪৬

কুল-পূজায় কিন্তু মকার পঞ্চকের আবশ্যকতা আছে। যেমন তন্ত্রে বলিয়াছেন—

হে দেবি! মধু ও মাংস বিনা যে কুল-পূজা আরম্ভ করে, তাহার সহস্র জন্মান্তর কৃত সুকৃত বিনষ্ট হয়। ৪৭

তথা— মধু মদ্যং মৎস্য-মাংসং মুদ্রা চৈবেতি সাধকঃ।
মকার-পঞ্চকেনৈব কুলপূজাং সমাচরেৎ ॥ ৪৮

অথ মাংসাদি-নির্ণয়ঃ

মাংসন্তু বিবিধং জ্ঞেয়ং জল-খেচর-ভূচরম্।
ত্রিবিধং মাংসং সংপ্রোক্তং দেবতা-প্রীতি-কারকম্ ॥ ১
মৎস্যন্তু ত্রিবিধং দেবি! উত্তমাধম-মধ্যমম্।
উত্তমং ত্রিবিধং দেবি! শাল-পাঠীন-রোহিতম্ ॥ ২
প্রবীণং কণ্টকৈর্হীনং তৈলাক্তং বল্কলৈর্যুতম্।
দেব্যাঃ প্রীতিকরশ্চৈব মধ্যমং তচ্চতুর্বিধম্।
ক্ষুদ্রাণি তানি সর্বাণি অধমানি বিদুর্বুধাঃ ॥ ৩

ভূচর-মাংসঞ্চ— গোমেষাশ্বোষ্ট্র-মহিষ-বরাহাজ-মৃগোদ্ভবম্।
মহামাংসাষ্টকং প্রোক্তং দেবতাপ্রীতি-কারকম্ ॥ ৪

মাংসাভাবেঽনুকল্পঃ সময়াচারে—

লবণার্দ্রক-পিন্যাক-তিল-গোধূম-মাষকম্।
লশুনঞ্চ মহাদেবি! মাংস-প্রতিনিধিঃ স্মৃতঃ ॥ ৫

ইতি মাংসানুকল্পঃ।

এইরূপ আরও উক্ত হইয়াছে—সাধক মধু, মদ্য, মৎস্য, মাংস ও মুদ্রা—এই মকার পঞ্চকের দ্বারা কুলপূজার অনুষ্ঠান করিবে। ৪৮

অনন্তর মাংসাদির নির্ণয় হইতেছে। মাংস বিবিধ জানিবে। দেবতার প্রীতি-কারক মাংস জলচর, খেচর ও ভূচর ভেদে তিন প্রকার জানিবে। ১

হে দেবি! উত্তম, মধ্যম ও অধমভেদে মৎস্য ত্রিবিধ জানিবে। হে দেবি! উত্তম মৎস্য তিন প্রকার—শাল, পাঠীন (বোয়াল) ও রোহিত। ২

প্রবীণ (প্রাচীন—বৃহৎ), কণ্ঠকহীন, তৈলাক্ত ও বল্কল (আঁশ) যুক্ত মৎস্য মধ্যম মৎস্য। উহা দেবতার প্রীতিকারক। উহা চারি প্রকার। সেই সমস্ত ক্ষুদ্র মৎস্যকে পণ্ডিতগণ অধম মৎস্য বলেন। ৩

ভূচরমাংস—গো, মেষ, অশ্ব, উষ্ট্র, মহিষ, বরাহ, অজ ও মৃগোদ্ভব মাংস মহামাংসাষ্টক বলিয়া কথিত হইয়াছে। উহা দেবতার প্রীতিকারক। ৪

মাংসের অভাবে অনুকল্প দেয়। সময়াচার তন্ত্রে মাংসের প্রতিনিধি বলিয়াছেন—

হে মহাদেবি। লবণ, আর্দ্রক, পিণ্যাক (তিলকল্ক), তিল, গোধূম, মাষ ও লশুন—এইগুলি মাংস প্রতিনিধি কথিত হইয়াছে। ৫। মাংসানুকল্প কথিত হইল।

অথ ভক্ষ্য-বিশেষস্য মুদ্রা পরিভাষা দ্বিবিধা। যথা কুলার্ণবে—

কৃসরং মণ্ডলাকারং চন্দ্রবিম্ব-নিভং শুভম্।
চারু পক্কং মনোহারি শর্করাদ্যৈশ্চ পূরিতম্।
পূজাকালে দেবতায়া মুদ্রৈষা পরিকীর্ত্তিতা॥ ৬

যামলে— ভৃষ্ট-ধান্যাদিকং যাবচ্চর্বণীয়ং প্রকল্পয়েৎ।
তেষাং সংজ্ঞা কৃতা মুদ্রা মহামোদ-প্রদায়িনী॥ ৭

শোধনস্তু[১]—ওঁ প্রতদ্বিষ্ণুঃ স্তবতে বীর্য্যেণ মৃগো ন ভীমঃ কুচরো গরিষ্ঠাঃ যস্যোরুষু ত্রিষু বিক্রমণেষ্বধিক্ষিয়ন্তি ভুবনানি বিশ্বাঃ ইত্যনেন মাংসস্য। ওঁ ত্র্যম্বকমিত্যাদিনা মীনস্য। ওঁ তদ্বিষ্ণোরিত্যাদিনা মুদ্রায়াঃ। মাংস-মুদ্রাদানন্তু কুলপূজায়ামন্যত্রাপি ভবতি। ৮

অথ বামাচারানুকল্পঃ। যথা তন্ত্রান্তরে—

দেব্যুবাচ— পূর্বং যদুক্তং তৎ সর্বং কথয়স্ব মহেশ্বর!।
স্বয়ম্ভুকুসুমং কিম্বা কিম্বা শুক্রং মহামতে!। ৯

অনন্তর ভক্ষ্য বিশেষের দ্বিবিধা মুদ্রা পরিভাষা। সেই মুদ্রা কথিত হইতেছে। যেমন কুলার্ণবে বলিয়াছেন—

চন্দ্রবিম্বতুল্য মণ্ডলাকার সুপক্ক মনোহর শর্করাদি পরিপূরিত শুভ (উত্তম) কৃসর দেবতার পূজা কালে মুদ্রা বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। ৬

যামলে বলিয়াছেন—ভৃষ্ট ধান্য প্রভৃতি যাবতীয় চর্বণীয় বস্তু কল্পনা করিবে, তাহাদের মুদ্রা এই সংজ্ঞা করা হইয়্যছে। ইহা মহানন্দ প্রদায়িনী। ৭

ওঁ প্রতদ্ বিষ্ণু ইত্যাদি মূলোক্ত মন্ত্রে মাংসের শোধন, ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনম্। উর্বারুকমিব বন্ধনান্ মৃত্যোমু^র্ক্ষীয় মাঽমৃতাৎ এই মন্ত্রে মৎস্যের শোধন, ওঁ তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততম্ এই মন্ত্রে মুদ্রার শোধন করিবে। মাংস ও মুদ্রার শোধন কুল-পূজায় এবং অন্যত্রও হয়। ৮

অনন্তর বামাচারের অনুকল্প কথিত হইতেছে। যেমন তন্ত্রান্তরে দেবী বলিয়াছেন—

হে মহেশ্বর! পূর্বে যাহা যাহা আমার নিকট উক্ত হইয়াছে, সে সমস্ত আমাকে বলুন। হে মহামতে! স্বয়ম্ভূকুসুম কি? আর শুক্রই বা কি? ৯

১। খ—তেষাং শোধনন্তু স্বতন্ত্রতন্ত্রে ওঁ প্রতদ্বিষ্ণুরিত্যাদিনা মাংসং। ওঁ ত্র্যম্বকমিত্যাদিনা মীনং। ওঁ তদ্বিষ্ণোরিত্যাদিনা মুদ্রাং শোধ্য দৈব্যৈ দদ্যাদিতি পাঠঃ।

কিংবা শবাসনং কিংবা মৈথুনঞ্চাশুচিশ্চ বা।
কা বা যোনিস্তথা শয্যা কিংবা মৈথুন-সম্ভবম্ ॥ ১০
কিংবা শ্মশানং কেশঞ্চ রক্তং কিং মৎস্য-মাংসকম্।
ভগগীতির্লিঙ্গগীতির্নর-শঙ্খং মহেশ্বর!।
কথয়স্ব মহাদেব! নিখিলেন সমাদরাৎ ॥ ১১

ঈশ্বর উবাচ— পশুভাবং মহাদেবি! যদুক্তং[১] তৎ শৃণুষ্ব মে।
স্বয়ম্ভুকুসুমং দেবি! রক্তচন্দন-সংজ্ঞকম্ ॥ ১২
দুগ্ধং মথিত্বা যৎ কুর্য্যান্ নবনীতং মহেশ্বরি!।
শুক্রং তৎ কথিতং পূর্বং পুনশ্চাত্রৈব কথ্যতে ॥ ১৩
বীরাসনং মহাদেবি! শবাসনমুদাহৃতম্।
রক্তপুষ্পং মহাদেবি! দদ্যাদঞ্জন-যোগতঃ।
মৈথুনং[২] কথিতং দেবি! কথ্যতে চাশুচিঃ প্রিয়ে! ॥ ১৪
অস্নানমশুচির্যত্র অশুচিশ্চাভিধীয়তে।
ভোজনানন্তরং পূজা অশুচিঃ সর্বসম্মতা ॥ ১৫

শবাসন কি? মৈথুন কি? অথবা অশুচি কি? যোনিই বা কি? সেইরূপ শয্যাই বা কি? মৈথুন জাত পূজনই বা কি? ১০

শ্মশান কি? কেশ কি? রক্ত কি? মৎস্য কি? মাংস কি? হে মহেশ্বর! ভগগীতি কি? লিঙ্গগীতি কি? নরশঙ্খই বা কি? হে মহাদেব! আদরের সহিত এই সমস্ত বলুন। ১১

ঈশ্বর বলিলেন—মহাদেবি! পশুভাব যাহা আমার কর্তৃক উক্ত হইতেছে, তাহা আমার নিকট শ্রবণ কর। হে দেবি! রক্ত চন্দন নামক বস্তুই স্বয়ম্ভুকুসুম। ১২

হে মহেশ্বরি! দুগ্ধকে মন্থন করিয়া যে নবনীত করিবে, তাহা শুক্র বলিয়া পূর্বে আমার কর্তৃক কথিত হইয়াছে। এখানেও কথিত হইতেছে। ১৩

হে মহদেবি! বীরাসনই শবাসন বলিয়া কথিত হইয়াছে। হে মহাদেবি! অঞ্জন যোগে যে রক্তপুষ্প দেবীকে দান করিবে, হে দেবি! সেই কজ্জল যুক্ত রক্তপুষ্প মৈথুন বলিয়া কথিত হইয়াছে। হে প্রিয়ে! অশুচি কথিত হইতেছে। ১৪

যেখানে অস্নান অশুচি বলিয়া কথিত হয়, এখানে সেই অশুচি কথিত হইতেছে। ভোজনের অনন্তর পূজাই অশুচি। ইহা সর্বসম্মত। ১৫

১। ক+খ—যৎ কৃতং। ২। খ টিপ্পনী—কজ্জলযুক্ত-রক্তপুষ্পং মৈথুনমিত্যর্থঃ।

যোনির্যন্ত্রং মহাদেবি ! যোনির্যত্র প্রকীর্ত্তিতা
উত্তরাভিমুখীভূয় পূজয়েৎ পরদেবতাম্।
শয্যাশব্দঃ সমুদ্দিষ্টঃ সর্বতন্ত্র-সমন্বিতঃ ॥ ১৬
করকচ্ছপিকাং কৃত্বা দত্বা পুষ্পাঞ্জলিত্রয়ম্ ।
কথিতং দেব-দেবেশি ! পূজা মৈথুন-সম্ভবা ॥ ১৭
শ্মশানং দেব-দেবেশি ! যদুক্তং ভৈরবৈঃ পরৈঃ ।
শূন্যাগারং মহাদেবি ! শ্মশানং সমুদাহৃতম্ ॥ ১৮
কেশঞ্চ বিল্বপুষ্পঞ্চ রক্তঞ্চ রক্তচন্দনম্ ।
দধি দুগ্ধং পায়সঞ্চ নবনীতং তথা মধু ।
শর্করা পনসাম্রাদি মৎস্য-মাংসমুদাহৃতম্ ॥ ১৯
ভগগীতির্মহেশানি লিঙ্গ-স্তবমুদাহৃতম্ ।
নর-শঙ্খং মহেশানি ! শঙ্খং দক্ষিণ-সংজ্ঞকম্ ॥ ২০
নরাস্থি-মালিকা দেবি ! শঙ্খমালা[১] উদাহৃতা ।
ইতি তে কথিতং দেবি পশুভাবমনুত্তমম্ ॥ ২১
দক্ষিণায়া মহাপূজা কথিতা সর্বসম্মতা ।

হে মহাদেবি ! যেখানে যোনি কীর্ত্তিত হইয়াছে, সেখানে যন্ত্রই যোনি। উত্তর মুখ হইয়া পরদেবতাকে পূজা করিবে। উহা সমস্ত তন্ত্র সম্মত শয্যা বলিয়া কথিত। ১৬

হে দেবদেবেশি। করকচ্ছপিকা (কূর্মমুদ্রা) করিয়া পুষ্পাঞ্জলিত্রয় দিবে। ঐরূপ পুষ্পাঞ্জলি দানই মৈথুন সম্ভবা পূজা। ১৭

হে দেবদেবেশি ! শ্রেষ্ঠ ভৈরবগণ কর্তৃক যে শ্মশান উক্ত হইয়াছে। হে মহাদেবি ! শূন্যাগার সেই শ্মশান বলিয়া কথিত হইয়াছে। ১৮

বিল্বপুষ্পই কেশ, রক্তচন্দনই রক্ত। দধি, দুগ্ধ, পায়স, নবনীত, শর্করা, পনস আম্রাদি মৎস্য মাংস বলিয়া কথিত হইয়াছে। ১৯

হে মহেশানি ! দেবীর স্তব ভগগীতি এবং তোমার স্তব লিঙ্গগীতি বলিয়া কথিত হইয়াছে। হে মহেশানি ! দক্ষিণ নামক (দক্ষিণাবর্ত্ত) শঙ্খই নরশঙ্খ। ২০

হে দেবি। নরাস্থিমালা শঙ্খমালা বলিয়া কথিত হইয়াছে। হে দেবি। অনুত্তম (সর্বোত্তম) পশুভাব এই প্রকারে তোমার নিকট কথিত হইল। ২১

সর্বসম্মত দক্ষিণার মহাপূজা কথিত হইয়াছে। যে সাধক ভক্তিভাবে দক্ষিণাকে

১। খ—কম্বুখণ্ডকৃতা মালেত্যর্থঃ। রুদ্রাক্ষ-শঙ্খ-পদ্মাক্ষ-পুত্র-জীবক-মৌক্তিকৈরিতি বচনাৎ।

দক্ষিণাং দক্ষিণেনৈব যোঽর্চয়েদ্ ভক্তিভাবতঃ।
অচিরেণৈব সিদ্ধিঃ স্যান্নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥ ২২
কামবীজাদিকং কৃত্বা যদি বিদ্যাং জপেৎ সুধীঃ।
ত্রৈলোক্যং দাসবদ্ভাবং ভজতে চাপরেণ কিম্॥ ২৩
যামলে— ময়া চ কথিতো দেবি! তব পূজাবিধিঃ প্রিয়ে!।
আসুরী সা সমাখ্যাতা তথা চান্ত্যাবসায়িনাম্[১]॥ ২৪
বলিদানং মহেশানি! কথিতং যৎ তব প্রিয়ম্।
তত্র সর্বত্র দাতব্যং দধি দুগ্ধং তথা মধু॥ ২৫
কুক্কুটং মহিষং যত্র-তত্র মাংসমুদাহৃতম্।
নকুলান্ মহিষাদীনি তত্র দুগ্ধং নিবেদয়েৎ॥ ২৬
ছেদনং করণং দেবি! জন্তূনাং সমুদাহৃতম্।
আজ্যৈর্যজ্ঞবিশেষেণ কুর্য্যাচ্চৈবমনন্যধীঃ॥ ২৭
ইতি বামাচারানুকল্পঃ। ইতি কুলাচার-নিরূপণম্[২]।

অথ পূজাধারঃ[৩]

নারদীয়ে—আপোঽগ্নির্হৃদয়ং চক্রং বিষ্ণোঃ ক্ষেত্র-সমুদ্ভবম্।

দক্ষিণভাবে অর্চনা করে, তাহার অচিরেই সিদ্ধি হইবে, ইহাতে সন্দেহ করিবে না। ২২

সুধী সাধক যদি কালী বীজাদিকে প্রথমে দিয়া বিদ্যা জপ করে, তবে ত্রৈলোক্য দাসবৎ ভাব প্রাপ্ত হয়। আর অন্য ফলে প্রয়োজন কি? ২৩

হে দেবি! হে প্রিয়ে! যামলে তোমার পূজাবিধি কথিত হইয়াছে। সে পূজা আসুরী বলিয়া খ্যাত হইয়াছে। হে মহেশানি! সেই আসুরী পূজায় অন্ত্যাবসায়িগণের (চণ্ডালাদি অন্ত্যজ-বর্গের) তোমার প্রিয় যে বলিদান, তাহা কথিত হইয়াছে। সেই স্থলে সর্বত্র দধি, দুগ্ধ ও মধু প্রদান করিবে। ২৪-২৫

যে স্থলে কুক্কুট, মহিষ প্রভৃতি বলি হয়, সে স্থলে মৎস্য মাংস বলিয়া কথিত হইয়াছে। যে স্থলে নকুল ও মহিষ প্রভৃতি বলি হয়, সে স্থলে দুগ্ধ নিবেদন করিবে। ২৬

হে দেবি! জন্তুগণের ছেদন করণ বলিয়া কথিত হইয়াছে। সাধক অনন্যচিত্ত হইয়া আজ্যে যজ্ঞবিশেষের দ্বারা কর্ম করিবেন। ২৭। বামাচারের ইহাই অনুকল্প। কুলাচার নিরূপিত হইল।

অনন্তর পূজার আধার কথিত হইতেছে। নারদীয়ে পূজাস্থান বলিয়াছেন—জল,

---

১। খ—তথাচান্ত্যাবসায়িনামিতি পাঠঃ। টিপ্পনী—অন্ত্যজানাম্। ২। খ—ইতি কুলাচার-নিরূপণং নাস্তি। ৩। ক—পূজাবিধিঃ।

যন্ত্রঞ্চ প্রতিমা-স্থানমর্চনে সর্বদা হরেঃ ॥ ১

গৌতমীয়ে— শালগ্রামে মনৌ যন্ত্রে প্রতিমা-মণ্ডলেষু বা।
নিত্যং পূজা হরেঃ কার্য্যা ন তু কেবল-ভূতলে ॥ ২

বচনদ্বয়ে হরিরিতি দেবতামাত্রোপলক্ষকম্[১]। গৌতমীয়ে—

শালগ্রাম-শিলা-স্পর্শাৎ কোটি-জন্মাঘ-নাশনম্।
কিং পুনশ্চার্চনং তত্র হরি-সান্নিধ্য-কারণম্ ॥ ৩
বহুভির্জন্মভিঃ পুণ্যৈর্যদি কৃষ্ণশিলাং লভেৎ।
গোষ্পদেনৈব চিহ্নেন তেন জন্ম সমাপ্যতে ॥ ৪

এতেন বিষ্ণুপূজায়াং শিলায়া এব প্রাধান্যম্। মনৌ—চন্দনাদি-লিখিত-মন্ত্রে। বৌধায়নঃ—প্রতিমাস্থানেষ্বপস্মু নাগ্নাবাবাহন-বিসর্জনে ইতি[২]। অন্যত্রাপি—শালগ্রামে স্থাবিরে বা নাবাহন-বিসর্জনে ইতি। স্থাবিরং স্থিরপ্রতিমা। ৫

শক্তিবিষয়ে তু যোগিনীতন্ত্রে—

লিঙ্গস্থাং পূজয়েদ্ দেবীং পুস্তকস্থাং তথৈব চ।

অগ্নি, হৃদয়, বিষ্ণুক্ষেত্র (গণ্ডকীনদী) সমুদ্ভূত চক্র (শালগ্রাম), যন্ত্র ও প্রতিমা—এইগুলি সর্বদা বিষ্ণুপূজার আধার। ১

গৌতমীয় তন্ত্রে বলিয়াছেন—শালগ্রামে, মনুতে, যন্ত্রে, প্রতিমায় বা মণ্ডলে সর্বদা হরির পূজা করিবে। কদাচ কেবল ভূতলে হরির পূজা করিবে না। ২

এই বচনদ্বয়ে যে হরি পদ আছে, উহা দেবতামাত্রের উপলক্ষক অর্থাৎ উক্তস্থান-গুলিতে সমস্ত দেবতার পূজা হইবে। গৌতমীয় তন্ত্রে বলিয়াছেন—শালগ্রাম শিলার স্পর্শ হইলে কোটি জন্মের পাপ নাশ হয়। শালগ্রাম শিলাতে হরির পূজা যে হরির সান্নিধ্য-কারক, তাহাতে আর বক্তব্য কি ?। ৩

বহু জন্মের পুণ্য সমূহের দ্বারা যদি গোষ্পদ চিহ্নের দ্বারা চিহ্নিত একটি কৃষ্ণশিলা লাভ করেন, তবে তাহার দ্বারাই তাঁহার জন্মের সমাপ্তি হয়, তাঁহার পুনর্জন্ম হয় না। ৪

ইহা দ্বারা বিষ্ণুপূজায় শালগ্রাম শিলার প্রাধান্য সূচিত হইয়াছে। মনুতে—চন্দনাঙ্কিত মন্ত্রাদিতে। প্রতিমাতে, জলে ও অগ্নিতে আবাহন ও বিসর্জন নাই—ইহা বৌধায়ন বলিয়াছেন। অন্যত্রও উক্ত হইয়াছে—শালগ্রামে স্থাবিরে আবাহন ও বিসর্জন নাই। স্থাবির—স্থির প্রতিমা। ৫

শক্তিবিষয়ে কিন্তু যোগিনীতন্ত্রে বলিয়াছেন—শিবলিঙ্গস্থিতা, সেইরূপ পুস্তকস্থিতা,

---

১। খ—হরিরিতি বচনদ্বয়োপলক্ষকম্। ২। ক—নাবাহন-বিসর্জনমিতি।

মণ্ডলস্থাং মহামায়াং যন্ত্রস্থাং প্রতিমাসু চ।
জলস্থাং বা শিলাস্থাং বা পূজয়েৎ পরমেশ্বরীম্ ॥ ৬

শিলা শালগ্রামাদিস্তথা চ পদ্মপুরাণে—

শালগ্রামশিলা-রূপী যত্র তিষ্ঠতি কেশবঃ।
তত্র দেবাসুরা যক্ষা ভুবনানি চতুর্দ্দশ ॥ ৭ ॥ ইতি।

কৌলাবলীয়ে—যত্রাপরাজিতা-পুষ্পং জবাপুষ্পঞ্চ বিদ্যতে।
করবীরে শুক্ল-রক্তে দ্রোণং বা যত্র তিষ্ঠতি।
তত্র দেবী বসেন্নিত্যং তদ্-যন্ত্রে চণ্ডিকার্চনম্ ॥ ৮
হয়ারি-কুসুমে দেবঃ স্বয়মস্তি সদাশিবঃ[১]।
তন্মুখে মনুমাদায় পুষ্পমধ্যে তু পূজয়েৎ ॥ ৯

এতৎ সর্বং যন্ত্রাভাবে। তথাহি—

যন্ত্রং মন্ত্রময়ং প্রোক্তং মন্ত্রাত্মা দেবতৈব হি।
দেহাত্মনোর্যথাভেদো যন্ত্র-দেবতয়োস্তথা ॥ ১০

মণ্ডলস্থিতা মহামায়াকে যন্ত্রস্থিতা, প্রতিমাস্থিতা, জলস্থিতা, শালগ্রামাদি শিলাস্থিতা পরমেশ্বরীকে পূজা করিবে অর্থাৎ শিবলিঙ্গ, চণ্ডী প্রভৃতি পুস্তক, সর্বতোভদ্রাদি মণ্ডল, যন্ত্র, প্রতিমা, জল ও শালগ্রামাদি শিলাতে শক্তির পূজা করিবে। এইগুলি শক্তিপূজার স্থান। ৬

শিলা হইতেছে শালগ্রামাদি। পদ্মপুরাণে সেইরূপ বলিয়াছেন—শালগ্রাম শিলা-রূপী কেশব যেখানে অবস্থান করেন। সেখানে দেবগণ, অসুরগণ, যক্ষগণ ও চতুর্দশ ভুবন অবস্থান করে। ৭

কৌলাবলীয়ে বলিয়াছেন—যেখানে অপরাজিতা পুষ্প ও জবাপুষ্প বিদ্যমান আছে, যেখানে বা শুক্ল ও রক্ত করবীর পুষ্প বা দ্রোণ পুষ্প থাকে, সেখানে দেবী নিত্য বাস করেন, সেই পুষ্প যন্ত্রে চণ্ডিকার পূজা করিবে। ৮

হয়ারি (করবীর) পুষ্পে দেব সদাশিব স্বয়ং অবস্থান করিতেছেন। সেই পুষ্পের মুখে ও পুষ্পের মধ্যে মন্ত্র দ্বারা পূজা করিবে। ৯

যন্ত্রের অভাবে এই সকল পুষ্প যন্ত্র বলিয়া বিহিত হইয়াছে। তন্ত্রে বলিয়াছেন—যন্ত্র মন্ত্রময় কথিত হইয়াছে। মন্ত্রের স্বরূপটি দেবতাই। দেহ ও আত্মার যেমন ভেদ, যন্ত্র ও দেবতার সেইরূপ ভেদ। ১০

১। খ—হয়ারীত্যাদি পূজয়েদিত্যন্ত-পাঠো নাস্তি।

বিনা যন্ত্রেণ পূজায়াং দেবতা ন প্রসীদতি।
দুঃখ-নির্যন্ত্রণাদ্ যন্ত্রমিত্যাহুস্তন্ত্রবেদিনঃ ॥ ১১

ইতি যন্ত্রস্য প্রাধান্যমুক্তম্। এবঞ্চ যন্ত্রস্য মন্ত্রময়ত্ব-স্থিতৌ মন্ত্রোঽপি যন্ত্রতুল্য ইত্যায়াতম্। ১২

স্বচ্ছন্দভৈরবে—কুর্য্যাচ্চ স্থণ্ডিলে যন্ত্রং হস্তমাত্রং সুসুন্দরম্।
রত্নাদিষু বিনির্মাণে মানমিচ্ছাবশাদ্ ভবেৎ ॥ ১৩

রক্তেন রজসা পূর্য্য শ্রীচক্রং ভুবি পূজয়েৎ।
নশ্যন্তি সর্ব-বিঘ্নানি প্রাপ্যতে চ যথেপ্সিতম্ ॥ ১৪

রক্তেন রজসা চূর্ণেন, সিন্দূরাদিনেত্যর্থঃ। শ্রীচক্রমিত্যুপলক্ষণং সর্বত্র যন্ত্রমাত্রস্যেতি। ১৫

তথা— দশভাগং সুবর্ণস্য তাম্রস্য দ্বিদশং তথা।
ষড়্‌গুণং রজতস্যাপি চৈতল্লোহত্রয়ং শুভম্ ॥ ১৬

চক্রেঽস্মিন্ পূজয়েদ্ যো হি স সৌভাগ্যমবাপ্নুয়াৎ।
অণিমাদ্যষ্ট-সিদ্ধানামধিপো জায়তেঽচিরাৎ ॥ ১৭

যন্ত্র ব্যতিরেকে পূজায় দেবতা প্রসন্ন হন না। দুঃখের নিয়ন্ত্রণ (সঙ্কোচ) করেন বলিয়া তন্ত্র-বেদিগণ ইহাকে যন্ত্র বলেন। ১১

এই বচনের দ্বারা যন্ত্রের প্রাধান্য উক্ত হইয়াছে। এইরূপে যন্ত্র মন্ত্রময় হইলে মন্ত্রও যন্ত্রতুল্য—ইহা পাওয়া যায়। ১২

স্বচ্ছন্দভৈরব তন্ত্রে বলিয়াছেন—স্থণ্ডিলে হস্তপরিমাণ অতিসুন্দর যন্ত্র করিবে। রত্নাদিতে যন্ত্র নির্মাণে যন্ত্রের পরিমাণ ইচ্ছানুসারে হইবে। ১৩

ভূমিতে শ্রীচক্র অঙ্কিত করিয়া রক্তবর্ণ চূর্ণের দ্বারা পূরণ করিয়া পূজা করিবে। সমস্ত বিঘ্ন তাহাতে বিনষ্ট হয়; যাহা অভিলাষ করে, তাহা প্রাপ্ত হয়। ১৪

রক্তেন রজসা—রক্ত রজঃ অর্থাৎ চূর্ণ সিন্দূর প্রভৃতি দ্বারা, এই অর্থ। শ্রীচক্র এইটি সমস্ত যন্ত্রের উপলক্ষণ। ১৫

তন্ত্রে সেইরূপ উক্ত হইয়াছে—সুবর্ণের দশভাগ, তাম্রের দ্বাদশ ভাগ ও রজতের ষড়্‌গুণ ভাগ—এই লৌহত্রয় শুভ। ১৬

এই লৌহত্রয়ে অঙ্কিত যন্ত্রে যে পূজা করে, সে সৌভাগ্য লাভ করে এবং অচিরেই অণিমাদি অষ্ট সিদ্ধ ব্যক্তির অধিপতি হয়। ১৭

বিদ্রুমৈ রচিতে যন্ত্রে পদ্মরাগেঽথবা প্রিয়ে ! ।
ইন্দ্রনীলেঽথ বৈদুর্য্যে স্ফাটিকে মরকতেঽপি বা ।
ধনং পুত্রং তথা দারান্ যশাংসি লভতে ধ্রুবম্ ॥ ১৮

তাম্রন্তু কান্তিদং যন্ত্রং সৌবর্ণং শত্রুনাশনম্ ।
রাজতং ক্ষেমদঞ্চৈব স্ফাটিকং সর্ব-সিদ্ধিদম্ ॥ ১৯

তন্ত্রচূড়ামণৌ— অকৃত্বা সুষমাং রেখাং ন কৃত্বা সুষমং মুখম্ ।
যোঽত্র যন্ত্রে প্রবর্ত্তেত তস্য সর্বং হরাম্যহম্ ॥ ২০

অত্র যন্ত্রে[১] শ্রীযন্ত্রে, প্রকরণাৎ। বস্তুতস্তূপলক্ষণ-পরম্। তথা—

যস্য যত্র স্থিতির্দেব ! তত্র তং নার্চয়েদ্ যদি ।
তন্মাংস-রুধিরৈর্নৈব পারণা তস্য জায়তে ॥ ২১

পশোরালোকনং ন স্যাৎ তথা কুর্বীত যত্নতঃ[২] ।
যদি দৈবাৎ পশোরগ্রে লিখনং বিদ্যতে ক্বচিৎ ।
মমাঙ্গ-ক্ষতিরেবাত্র ক্রিয়তে পাপ-বুদ্ধিনা ॥ ২২

হে প্রিয়ে ! বিদ্রুমে রচিত যন্ত্রে অথবা পদ্মরাগে রচিত যন্ত্রে অথবা ইন্দ্রনীলে রচিত যন্ত্রে অথবা বৈদূর্য্যে রচিত যন্ত্রে অথবা স্ফটিক বা মরকতে রচিত যন্ত্রে যে পূজা করে, সে ধন, পুত্র, স্ত্রী ও যশঃ নিশ্চয়ই লাভ করে। ১৮

তাম্র যন্ত্র অর্থাৎ তাম্রে রচিত যন্ত্র কান্তি প্রদ, সৌবর্ণ যন্ত্র শত্রুনাশক, রাজত যন্ত্র ক্ষেম-প্রদ এবং স্ফাটিক যন্ত্র সর্ব-সিদ্ধি-প্রদ। ১৯

তন্ত্র চূড়ামণিতে বলিয়াছেন—সুষম (সুন্দর) রেখা না করিয়া সুষম মুখ না করিয়া যে এই যন্ত্রে পূজায় প্রবর্ত্তিত হয়, তাহার আমি সমস্তই হরণ করি। ২০

এই শ্লোকে যন্ত্রে কথার অর্থ—প্রকরণবশতঃ শ্রীযন্ত্রে। বস্তুতঃ উহা সমস্ত যন্ত্রের উপলক্ষণ। তন্ত্রে বলিয়াছেন—

হে দেব ! যেখানে যে দেবতার অবস্থিতি, সেইখানে যদি তাঁহার অর্চনা না করে, তাহার মাংস ও রুধিরের দ্বারা তাহার পারণ হইয়া থাকে। ২১

যাহাতে পশুর অবলোকন না হয়, সেইরূপ যত্ন পূর্বক করিবে। যদি দৈবাৎ পশুর অগ্রে কোথাও লেখন হয়, পাপবুদ্ধি এস্থলে আমার অঙ্গের ক্ষতিই করে। ২২

১। খ—যন্ত্রে ইতি নাস্তি। ২। খ—যত্নতঃ।

কুঙ্কুমেন চন্দনেন রক্তেন চন্দনেন বা।
লিখেদ যন্ত্রং মহাদেব! সাবধানঃ স্মৃতাগমঃ ॥ ২৩

পশুরত্রাদীক্ষিতঃ। মুণ্ডমালা-তন্ত্রে—
তাম্রপাত্রে কপালে বা শ্মশানকাষ্ঠ-নির্ম্মিতে।
শনি-ভৌমদিনে বাপি শরীরেঽমৃত-সম্ভবে।
স্বর্ণে রৌপ্যেঽথ লৌহে বা চক্রং কার্য্যং বিধানতঃ ॥ ২৪

পূজাপ্রদীপে— অনুক্তকল্পে যন্ত্রস্তু লিখেৎ পদ্মং দলাষ্টকম্।
ষট্-কোণ-কর্ণিকং তত্র বেদ-দ্বারোপশোভিতম্ ॥ ২৫

অথ যন্ত্রদর্শনফলম্—সম্যক্ শতক্রতূন্ কৃত্বা যৎ ফলং সমবাপ্নুয়াৎ।
তৎ ফলং লভতে ভক্ত্যা কৃত্বা শ্রীচক্র-দর্শনম্ ॥ ২৬
ষোড়শ মহাদানানি কৃত্বা যল্লভতে ফলম্।
তৎ ফলং সমবাপ্নোতি কৃত্বা শ্রীচক্র-দর্শনম্ ॥ ২৭
সার্দ্ধ-ত্রিকোটি-তীর্থেষু স্নাত্বা যৎ ফলমশ্নুতে।
তৎ ফলং লভতে ভক্ত্যা কৃত্বা শ্রীচক্র-দর্শনম্ ॥ ২৮

হে মহাদেব! সাবধান হইয়া আগম স্মরণ পূর্বক কুঙ্কুমের দ্বারা চন্দন বা রক্ত চন্দনের দ্বারা যন্ত্র লিখিবে। ২৩

এই শ্লোকস্থ পশুশব্দের অর্থ—অদীক্ষিত। মুণ্ডমালাতন্ত্রে বলিয়াছেন—তাম্রপাত্রে, কপালে, শ্মশান কাষ্ঠ নির্ম্মিত পাত্রে, অমৃত (আনন্দ) জাত শরীরে, স্বর্ণে, রৌপ্যে অথবা লৌহে শনি ও মঙ্গলবারে বিধান পূর্বক চক্র (যন্ত্র) অঙ্কিত করিবে। ২৪

পূজাপ্রদীপে বলিয়াছেন—যে দেবতার কল্পে (তন্ত্র প্রকরণে) যন্ত্র লেখনের পদ্ধতি উক্ত হয় নাই, সেস্থলে একটি অষ্টদল যুক্ত পদ্ম লিখিবে। সেই পদ্ম ষট্ কোণ কর্ণিক অর্থাৎ ষট্‌কোণ গর্ভ কর্ণিকা দ্বারা এবং চারিটি দ্বার দ্বারা উপশোভিত হইবে। ২৫

অনন্তর যন্ত্র দর্শনের ফল কথিত হইতেছে। তন্ত্রে বলিয়াছেন—মানব সম্যক্ প্রকারে শত সংখ্যক ক্রতু (যজ্ঞ) করিয়া যে ফল লাভ করে, ভক্তিপূর্বক শ্রীচক্র দর্শন করিয়া সেই ফল লাভ করে। ২৬

মানব ষোলটি মহাদান করিয়া যে ফল লাভ করে; শ্রীচক্র দর্শন করিয়া মানব সেই ফল লাভ করে। ২৭

সার্দ্ধ তিন কোটি তীর্থে স্নান করিয়া মানব যে ফল লাভ করে, ভক্তি পূর্বক শ্রীচক্র দর্শন করিয়া সেই ফল লাভ করে। ২৮

শ্রীচক্রেত্যুপলক্ষণম্। অথ চক্রপাদোদক-মাহাত্ম্যম্—

গঙ্গা-পুষ্কর-নর্মদাসু যমুনা-গোদাবরী-গোমতী-
গঙ্গাদ্বার-গয়া-প্রয়াগ-বদরী-বারাণসী-সিন্ধুষু।
রেবা-সেতু-সরস্বতী-প্রভৃতিষু ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদরে
তীর্থস্নান-সহস্রকোটি-ফলদং শ্রীচক্র-পাদোদকম্। ২৯

শ্রীচক্রেত্যুপলক্ষণম্। অথ যন্ত্রাদি-নাশ-প্রায়শ্চিত্তম্—

দগ্ধঞ্চ স্ফুটিতং যন্ত্রং হৃতং চৌরেণ বা প্রিয়ে!।
উপবাসং প্রকুর্বীত দিনমেকমতন্দ্রিতঃ॥ ৩০
লক্ষমাত্রং জপেদ্ বিদ্যাং হোম-তর্পণ-পূর্বিকাম্।
সদ্ভক্ত্যা চ গুরুং তোষ্য ব্রাহ্মণানপি ভোজয়েৎ॥ ৩১

লক্ষং জপ্ত্বা তদ্-দশাংশং হোমং তদ্-দশাংশ-তর্পণাদিকমপি কুর্য্যাৎ। অযুতজপঃ কার্য্য ইত্যেকে। ৩২

কদাচিদ্ লুপ্তচিহ্নং বা স্ফুটিতাদি-বিভূষণম্।
ভস্ম[১] করোতি যো মর্ত্ত্যো মৃত্যুস্তস্য দ্রুতং ভবেৎ॥ ৩৩

শ্রীচক্র এই পদটি সমস্ত যন্ত্রের উপলক্ষক। অনন্তর চক্রের পাদোদক মাহাত্ম্য কথিত হইতেছে।

শ্রীচক্রপাদোদক ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ডের মধ্যে গঙ্গা, পুষ্কর, নর্মদাতে, যমুনা, গোদাবরী, গোমতী, গঙ্গাদ্বার (হরিদ্বার), গয়া, প্রয়াগ, বদরী, বারাণসী ও সিন্ধুতে, রেবা, সেতুবন্ধ, সরস্বতী প্রভৃতিতে সহস্রকোটি তীর্থ স্নানের ফলতুল্য ফল-প্রদ হইয়া থাকে। ২৯

শ্রীচক্র এইটি অন্য চক্রেরও উপলক্ষণ। অনন্তর যন্ত্রাদি নাশের প্রায়শ্চিত্ত কথিত হইতেছে।

যন্ত্র দগ্ধ, স্ফুটিত, অথবা চৌর কর্ত্তৃক অপহৃত হইলে হে প্রিয়ে! একদিন অতন্দ্রিত হইয়া উপবাস করিবে। ৩০

লক্ষ সংখ্যক বিদ্যা জপ করিবে, যথাবিধি হোম ও তর্পণ করিবে। সদ্‌ভক্তি দ্বারা গুরুকে সন্তুষ্ট করিয়া ব্রাহ্মণগণকেও ভোজন করাইবে। ৩১

লক্ষ মন্ত্র জপ করিয়া তাহার দশাংশ হোম, তাহার দশাংশ তর্পণ ও তাহার দশাংশ অভিষেকও করিবেন। কেহ কেহ বলেন—অযুত জপ কর্ত্তব্য। ৩২

যে মানব কখনও লুপ্ত চিহ্ন স্ফুটিতাদিযুক্ত চক্রকে ভস্ম করে, তাহার দ্রুত মৃত্যু

১। খ—ভগ্নং।

তস্মাৎ তু তীর্থরাজে বা গঙ্গাদি-সরিতাং বরে।
সমুদ্রে বা ক্ষিপেদ্ দেবি! অন্যথা দুঃখমাপ্নুয়াৎ॥ ৩৪

ইদমপি যন্ত্রমাত্র-বিষয়কমিতি। অসংস্কৃত-যন্ত্রাদৌ পূজা ন কার্য্যা, ফলাজনকত্বাৎ প্রত্যবায়-জনকত্বাচ্চ। অথ প্রতিষ্ঠিত-যন্ত্রাদৌ কদাচিৎ পূজাঽভাবে মহাকপিল-পঞ্চরাত্রম্—

একাহ-পূজাঽবিহিতা কুর্য্যাদ্ দ্বিগুণমর্চনম্।
ত্রিরাত্রন্তু মহাপূজা সংপ্রোক্ষণমতঃ পরম্॥ ৩৫
মাসাদূর্দ্ধমনেকাহং পূজা যদি বিহন্যতে।
প্রতিষ্ঠৈবোচ্যতে কৈশ্চিৎ কৈশ্চিৎ সংপ্রোক্ষণ-ক্রমঃ॥ ৩৬
সংপ্রোক্ষণন্তু দেবস্য দেবস্য ত্বেতি পূর্ববৎ।
গবাং রসৈশ্চ সংস্নাপ্য দর্ভ-তোয়ৈর্নিষিচ্য চ।
প্রোক্ষয়েৎ প্রোক্ষণী-তোয়ৈর্মূলেনাষ্টোত্তরং শতম্॥ ৩৭
সপুষ্পং সকুশং পাণিং ন্যস্য দেবস্য মস্তকে।
পঞ্চাবরং[1] জপেন্ ন্যূনমষ্টোত্তর-শতোত্তরম্॥ ৩৮

হয়। অতএব হে দেবি! ঐরূপ যন্ত্ররাজকে তীর্থরাজ প্রয়াগে, গঙ্গাদি শ্রেষ্ঠ নদীতে বা সমুদ্রে নিক্ষেপ করিবে। অন্যথা দুঃখ লাভ করিবে। ৩৩-৩৪

ইহাও যন্ত্রমাত্র-বিষয়ক। অসংস্কৃত যন্ত্রাদিতে পূজা কর্ত্তব্য নহে। যেহেতু ঐ যন্ত্রে পূজা ফলের জনক হয় না, প্রত্যুত পাপের জনক হইয়া থাকে। অনন্তর প্রতিষ্ঠিত যন্ত্র, প্রতিমা প্রভৃতিতে কদাচিৎ পূজা না হইলে মহাকপিল পঞ্চরাত্র তাহার প্রতিকারে কর্ত্তব্য কার্য্য বলিতেছেন—

যদি এক দিন পূজা না হয়, তবে দ্বিগুণ অর্চনা করিবেন। তিন রাত্রি অর্থাৎ তিন দিন পূজা না হইলে জপ, হোম, তর্পণাদি যুক্ত ষোড়শোপচারে মহাপূজা করিবে। ইহার পর ত্রিরাত্রির অধিক পূজা না হইলে সংপ্রোক্ষণ করিবে। ৩৫

একমাসের পরে অনেক দিন যদি পূজা ব্যাহত হয়, তবে কেহ কেহ প্রতিষ্ঠা করিতে বলেন। কেহ কেহ সংপ্রোক্ষণ ক্রম অনুসরণ করিতে বলেন। ৩৬

দেবস্য ত্বা ইত্যাদি মন্ত্রে পূর্ববৎ দেবতার সংপ্রোক্ষণ হইবে। গোরসের (দুগ্ধের) দ্বারা স্নান করাইয়া কুশোদকের দ্বারা সেচন করিয়া অষ্টোত্তর মূলমন্ত্রে প্রোক্ষণী পাত্রের জলের দ্বারা প্রোক্ষণ করিবে। ৩৭

দেবতার মস্তকে সপুষ্প ও সকুশ হস্ত স্থাপন করিয়া পঞ্চ ন্যূন অষ্টোত্তর শতের অনধিক মন্ত্র জপ করিবে। ৩৮

১। খ টিপ্পনী—পঞ্চান্যূনমষ্টোত্তরশতানধিকমিত্যর্থঃ।

ততো মূলেন মূর্দ্ধাদি-পীঠান্তং সংস্পৃশেৎ। ইতি।
তত্ত্বন্যাসং লিপিন্যাসং মন্ত্রন্যাসঞ্চ বিন্যসেৎ॥ ৩৯
প্রাণপ্রতিষ্ঠা-মন্ত্রেণ প্রাণ-স্থাপনমাচরেৎ।
পূজাঞ্চ মহতীং কুর্য্যাৎ স্বতন্ত্রোক্তাং যথাবিধি।
যাগ-হীনাদিষু প্রায়ঃ সংক্ষেপেণ বিধিঃ স্মৃতঃ॥ ৪০

অথাস্পৃশ্য-স্পর্শে তু বৌধায়নঃ—

দ্রব্যবৎ কৃত-শৌচানাং দেবতার্চানাং ভূয়ঃ প্রতিষ্ঠাপনমিতি। ৪১

দেবতার্চা দেবতাপ্রতিমা। তাসামস্পৃশ্য-স্পৃষ্টানাং দ্রব্যবৎ কৃত-শৌচানাং প্রকৃত-দ্রব্যস্য তাম্রাদের্যথোক্ত শুদ্ধিজনকৈরম্লাদিভিঃ কৃত-শুদ্ধীনাং ভূয়ঃ প্রতিষ্ঠাপনাৎ পূজ্যত্বমিত্যর্থঃ। ৪২

আদিপুরাণে— খণ্ডিতে স্ফুটিতে দগ্ধে ভ্রষ্টে মান-বিবর্জ্জিতে।
যাগহীনে পশু-স্পৃষ্টে পতিতে দুষ্ট-ভূমিষু॥ ৪৩
অন্য-মন্ত্রার্চ্চিতে চৈব পতিত-স্পর্শ-দূষিতে।
দশস্বেতেষু নো চক্রুঃ সন্নিধানং দিবৌকসঃ॥ ৪৪

তাহার পর মূলের দ্বারা মস্তক হইতে পীঠ পর্য্যন্ত স্পর্শ করিবে। তাহার পর তত্ত্বন্যাস, লিপিন্যাস ও মন্ত্রন্যাস করিবে। ৩৯

তাহার পর প্রাণ-প্রতিষ্ঠা মন্ত্রে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিবে। তাহার পর যথাবিধি স্ব স্ব তন্ত্রোক্ত মহাপূজা করিবে। পূজাহীনাদি স্থলে প্রায় এই বিধি সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে। ৪০

অনন্তর অস্পৃশ্য স্পর্শে বৌধায়ন বলিতেছেন—দেবতার প্রতিমা অস্পৃশ্যের দ্বারা স্পৃষ্ট হইলে তাম্রাদি পাত্রের ন্যায় তাহার শুদ্ধি করিয়া পুনরায় প্রতিষ্ঠা করিবে। ৪১

দেবতার্চা—দেবতার প্রতিমা। অস্পৃশ্য স্পৃষ্ট দেবতা প্রতিমাসমূহের দ্রব্যের ন্যায় শুদ্ধি করিয়া—প্রকৃত দ্রব্য তাম্রাদি পাত্রের শুদ্ধিজনক যথোক্ত অম্লাদি দ্বারা শুদ্ধির ন্যায় শুদ্ধি করিয়া পুনরায় প্রতিষ্ঠা দ্বারা পূজ্যত্ব সম্পাদিত হয়, ইহাই বৌধায়ন বাক্যের অর্থ। ৪২

আদিপুরাণে বলিয়াছেন—দেব বিগ্রহ খণ্ডিত, (ভগ্ন), স্ফুটিত, (বিদীর্ণ), অগ্নিদগ্ধ, স্বস্থানচ্যুত, যথাবিধি পরিমাণ হীন, পূজাহীন, পশু দ্বারা স্পৃষ্ট, দুষ্ট ভূমিতে (অপবিত্র স্থানে) পতিত, অন্য দেবতার মন্ত্রের দ্বারা পূজিত এবং পতিত চণ্ডালাদির স্পর্শ দ্বারা দূষিত—এই দশটি স্থলে দেববিগ্রহে দেবতাগণ সন্নিধান করেন না। ৪৩-৪৪

পতিতে—দুষ্ট-ভূমিম্বিত্যেকম্[১]। অন্যমন্ত্রার্চিতে—অন্যদেবতা-মন্ত্রার্চিতে ইত্যর্থঃ। ৪৫

অথ লিঙ্গদ্বয়াদি-পূজা-নিষেধঃ

মন্ত্রতন্ত্রপ্রকাশে—লিঙ্গদ্বয়ং সদা নার্চ্যং গণেশ-দ্বয়মেব চ।
শক্তি-দ্বয়ং তথা সূর্য্য-দ্বয়মেকত্র নার্চয়েৎ॥ ১
দ্বে চক্রে দ্বারকায়াস্তু শালগ্রাম-শিলা-দ্বয়ম্।
এতেষামর্চনান্নিত্যমুদ্বেগং প্রাপ্নুয়াদ্ গৃহী॥ ২

একত্র—একাসনে। দ্বারকাচক্রং শিবনাভিত্বেন খ্যাতম্।

লৈঙ্গে— একীকৃত্য চ লিঙ্গানি দশ-পঞ্চ-শতানি বা।
প্রত্যেকেনাঽথবা দেবি! বিল্বপত্রৈঃ প্রপূজয়েৎ॥ ৩
একং পাশুপতং লিঙ্গং মৃচ্ছিলাদি-বিনির্মিতম্।
শালগ্রাম-শিলামেকাং গৃহস্থোঽপি প্রপূজয়েৎ॥ ৪

অথ পঞ্চধা শুদ্ধিং বিনা পূজায়াঃ ফলাজনকত্বাৎ সা নিরূপ্যতে। যথা

পতিতে দুষ্টভূমিষু—দুষ্টভূমিতে পতিত হইলে, এইটি একটি। অন্যমন্ত্রার্চিতে—অন্য দেবতার মন্ত্রের দ্বারা অর্চিত হইলে—এই অর্থ। ৪৫

অনন্তর শিবলিঙ্গদ্বয় প্রভৃতির পূজা নিষেধ কথিত হইতেছে। মন্ত্রতন্ত্র প্রকাশে বলিয়াছেন—

একত্র দুইটি শিবলিঙ্গ ও দুই গণেশের কখনও অর্চনা করিবে না। এইরূপ একত্র দুই শক্তি ও দুই সূর্য্যের কখনও পূজা করিবে না। ১

দুইটি দ্বারকাচক্র ও দুইটি শালগ্রাম—ইহাঁদের একত্র পূজা করিয়া গৃহী নিত্য উদ্বেগ প্রাপ্ত হন। ২

একত্র—এক আসনে। দ্বারকাচক্র—শিবনাভিরূপে প্রসিদ্ধ চক্র। লিঙ্গ পুরাণে বলিয়াছেন—

হে দেবি। পাঁচ, দশ বা শত শিবলিঙ্গ একত্র করিয়া পূজা করিবে অথবা প্রত্যেককে বিল্বপত্রের দ্বারা পূজা করিবে। ৩

গৃহস্থও মৃত্তিকা এবং শিলাদি দ্বারা নির্মিত একটি শিবলিঙ্গ ও একটি শালগ্রাম চক্র পূজা করিতে পারে। ৪

অনন্তর পঞ্চপ্রকার শুদ্ধি বিনা পূজা ফলের জনক হয় না বলিয়া সেই পঞ্চ শুদ্ধি

১। ক—ইত্যেতৎ।

কুলার্ণবে—আত্ম-স্থান-মন্ত্র-দ্রব্য-দেব-শুদ্ধিস্তু পঞ্চমী।

যাবন্ন কুরুতে দেবি! তাবদ্ দেবার্চনং কুতঃ॥ ৫

শুদ্ধিং বিনা হি পূজা তু অভিচারায় কল্পতে।

স্নাতৈর্ভূত-শুদ্ধ্যা চ[১] প্রাণায়ামাদিভিঃ প্রিয়ে!।

ষড়ঙ্গাদ্যখিল-ন্যাসৈরাত্মশুদ্ধিরুদীরিতা॥ ৬

সম্মার্জনানুলেপাদ্যৈর্দপণোদরবচ্ছুভম্।

বিতান-ধূপ-দীপাদি-পুষ্পমাল্যাদি-শোভিতম্।

পঞ্চবর্ণ-রজোভিশ্চ স্থানশুদ্ধিরিতীরিতা॥ ৭

গ্রথিত্বা মাতৃক-বর্ণৈর্মূলমন্ত্রাক্ষরাণি চ।

ক্রমোৎক্রমাদ্ দ্বিরাবৃত্ত্যা মন্ত্রাণাং শুদ্ধিরীরিতা॥ ৮

তথাচাদৌ একৈক-মাতৃকাবর্ণং জপ্ত্বা সমগ্র-মন্ত্রং জপ্ত্বা পুনর্মাতৃকৈকৈক-বর্ণং জপেৎ। যথা—অঁ মূলং অঁ ইত্যাদি। এবং ক্ষকার-পর্য্যন্তম্। ততঃ ক্ষকারাদ্যকারান্তং জপেদিত্যর্থঃ। ৯

নিরূপিত হইতেছে। যেমন কুলার্ণবে বলিয়াছেন—আত্মশুদ্ধি, স্থানশুদ্ধি, মন্ত্রশুদ্ধি, দ্রব্যশুদ্ধি ও পঞ্চমী দেবশুদ্ধি—হে দেবি! যে পর্য্যন্ত পূজক এই পাঁচ প্রকার শুদ্ধি না করিবেন, সে পর্য্যন্ত দেবতার অর্চনা কি করিয়া হইবে?। ৫

এই পঞ্চ শুদ্ধি ব্যতিরেকে পূজা করিলে উহা পূজকের অভিচারের উপযোগী হয় অর্থাৎ উহা পূজকের অনিষ্ট করে। হে প্রিয়ে! যথাবিধানে স্নান, ভূতশুদ্ধি, প্রাণায়াম, ষড়ঙ্গন্যাস প্রভৃতি সমস্ত ন্যাসের দ্বারা আত্মশুদ্ধি কথিত হইয়াছে। ৬

সম্মার্জন ও অনুলেপন প্রভৃতি দ্বারা পূজা স্থান দর্পণ মধ্যের ন্যায় স্বচ্ছ সুন্দর, বিতান (চাঁদোয়া), ধূপ, দীপ ও পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা এবং পঞ্চবর্ণ রজঃ দ্বারা শোভিত হইবে। ইহা স্থানশুদ্ধি কথিত হইয়াছে। ৭

মূলমন্ত্রের অক্ষরগুলিকে মাতৃকাবর্ণের দ্বারা ক্রমে ও উৎক্রমে (অনুলোম ও বিলোমে) পাঠ করিবে। ইহা মন্ত্রশুদ্ধি বলিয়া কথিত হইয়াছে। ৮

তাহা হইলে প্রথমে এক একটি মাতৃকাবর্ণ পাঠ করিয়া সমগ্র মন্ত্র পাঠ করিয়া পুনরায় মাতৃকার এক একটি বর্ণ পাঠ করিবেন। যেমন—অং মূলং অং ইত্যাদি। এইরূপ ক্ষকার পর্য্যন্ত পাঠ করিবেন। তাহার পর ক্ষকার হইতে অকার পর্য্যন্ত পাঠ করিবেন। ইহাই শ্লোকের অর্থ। ৯

১। ক—ভূতশুদ্ধেশ্চ। খ—ভূতশুদ্ধিশ্চ।

পূজা-দ্রব্যাণি সংপ্রোক্ষ্য মূলাস্ত্রৈশ্চ বিধানতঃ।
দর্শয়েদ্ ধেনুমুদ্রাদি দ্রব্যশুদ্ধিঃ প্রকীর্ত্তিতা ॥ ১০
পীঠে দেবীং প্রতিষ্ঠাপ্য সকলীকৃত্য[১] মন্ত্রবিৎ।
মূলমন্ত্রেণ দীপাদীন্ মাল্যাদীনুদকেন চ ॥ ১১
ত্রিবারং প্রোক্ষয়েদ্ বিদ্বান্ দেবশুদ্ধিরিতীরিতা।
পঞ্চশুদ্ধিং বিধায়েত্থং পশ্চাদ্ যজনমাচরেৎ ॥ ১২ ॥ ইতি পঞ্চশুদ্ধয়ঃ।

অথ কুণ্ডনির্ণয়ঃ[২]—ব্রাহ্মী সর্বার্থসিদ্ধিঃ স্যাৎ ক্ষত্রিয়া রাজ্যদা মতা।
ধন-ধান্যকরী বৈশ্যা শূদ্রা তু নিন্দিতা ভবেৎ ॥ ১৩

গৌতমীয়ে[৩]— ভূমেঃ পরিগ্রহং কুর্য্যাদ্ যাবতায়তনং ভবেৎ।
শুক্লমৃৎসা তু যা ভূমির্ব্রাহ্মী সা পরিকীর্ত্তিতা ॥
ক্ষত্রিয়া রক্ত-মৃদ্ ভূমির্হরিদ্ বৈশ্যা প্রকীর্ত্তিতা।
কৃষ্ণা ভূমি ভবেচ্ছূদ্রা চতুর্দ্ধা ভূঃ প্রকীর্ত্তিতা ॥

যথাবিধানে মূলমন্ত্র ও অস্ত্র (ফট্) দ্বারা পূজা দ্রব্যগুলিকে প্রোক্ষণ করিয়া দেবদেবীকে প্রদর্শনীয় ধেনুমুদ্রা প্রভৃতি মুদ্রা দেখাইবে। ইহা দ্রব্যশুদ্ধি কথিত হইয়াছে। ১০

মন্ত্রবিৎ বিদ্বান্ সাধক পীঠের উপরে দেবতাকে স্থাপিত করিয়া সকলীকরণ করিয়া মূলমন্ত্রে দীপাদি দেখাইয়া মাল্য প্রভৃতি জলের দ্বারা তিনবার প্রোক্ষণ করিবে। ইহা দেবশুদ্ধি কথিত হইয়াছে। এই প্রকারে পঞ্চশুদ্ধি করিয়া পরে পূজার অনুষ্ঠান করিবে। ১১-১২। পঞ্চশুদ্ধি সমাপ্ত হইল।

অনন্তর কুণ্ড নির্ণয় কথিত হইতেছে। কুণ্ডের জন্য ব্রাহ্মী ভূমি সমস্ত প্রয়োজন সিদ্ধি করে। ক্ষত্রিয়া ভূমি রাজ্যদা কথিত হইয়াছে। বৈশ্যা ভূমি ধন-ধান্য-করী হইয়া থাকে। শূদ্রা ভূমি নিন্দিতা হয়। ১৩

টিপ্পনী। গৌতমীয়-তন্ত্রে কুণ্ডের জন্য ভূমি গ্রহণ করিতে বলিয়াছেন। সেই ভূমি শুক্ল, রক্ত, হরিৎ ও কৃষ্ণভেদে চারি প্রকার। তন্মধ্যে শুক্ল মৃত্তিকাময় ভূমি ব্রাহ্মী, রক্ত মৃত্তিকাময় ভূমি ক্ষত্রিয়া, হরিদ্ বর্ণ মৃত্তিকাময় ভূমি বৈশ্যা, কৃষ্ণ মৃত্তিকাময় ভূমি শূদ্রা নামে কথিত হইয়াছে। সেখানে উক্ত হইয়াছে—শুক্লমৃৎস্না তু যা ভূমির্ব্রাহ্মী সা পরিকীর্ত্তিতা। ক্ষত্রিয়া রক্তমৃদ্-ভূমির্হরিদ্ বৈশ্যা প্রকীর্ত্তিতা। কৃষ্ণা ভূমির্ভবেচ্ছূদ্রা চতুর্দ্ধা ভূঃ প্রকীর্ত্তিতা। ভূমিবিশেষে কুণ্ডের ফল মূলেই উক্ত হইয়াছে। ১৩

১। খ—দেবতাকে ষড়ঙ্গন্যাসং কুর্ব্বেত্যর্থঃ। ২। খ—অথ হোমার্থং। ৩। ক—টিপ্পন্যাং গৌতমীয়ে ইত্যাদি।

মৎস্যপুরাণে[১]—প্রাগুদক্-প্লবনাং ভূমিং কারয়েদ্ যত্নতো নৃপ ! । ইতি[২]
তত্র পূর্বনীচামুত্তরনীচাং বেত্যর্থঃ । ১৪

গণেশবিমর্শিণ্যাম্—আদৌ ভূমিং পরীক্ষেত বাস্তুশাস্ত্র-বিশারদঃ ।
শল্যাদি-শোধনং কুর্য্যাৎ পৌরুষং* বা খনেৎ ততঃ ॥ ১৫

বাস্তোঃ সংগৃহ্য পূর্বস্যামৈশান্যামুত্তরেঽপি বা ।
দিশি সঙ্কল্পয়েন্মন্ত্রী মণ্ডপঞ্চ বিভাগতঃ ॥ ১৬
নবহস্ত-প্রমাণং বা সপ্ত-হস্তমথাপি বা ।
পঞ্চহস্ত-প্রমাণং বা চতুরস্রং সমন্ততঃ[৩] ॥ ১৭

সঙ্কল্পয়েৎ[৪]—কুর্য্যাৎ । সমন্ততঃ চতুরস্রং—চতুর্দ্দিক্ষু সমং । পঞ্চহস্ত-মণ্ডপমেক কুণ্ড-পক্ষে । তদুক্তং তত্রৈব—এককুণ্ডমতেনান্যৎ পঞ্চহস্ত-গৃহং ভবেৎ । তদেককুণ্ডং গৃহস্যোত্তরভাগে প্রশস্তম্[৫] । যথা (১৮)—

মৎস্যপুরাণে উক্ত হইয়াছে—হে নৃপ । যত্ন পূর্বক ভূমিকে পূর্ব-প্লবনা (পূর্বনীচ) ও উত্তর-প্লবনা (উত্তরনীচ) করাইবে । ১৪

সে স্থলে প্রাগুদক্-প্লবনা কথার অর্থ—পূর্ব-নীচা বা উত্তর নীচা । গণেশ্বরবিমর্শিণীতে বলিয়াছেন—

বাস্তুশাস্ত্র বিশারদ ব্যক্তি প্রথমে ভূমিকে পরীক্ষা করিবে, শল্যাদির শোধন করিবে । তাহার পর উর্ধ্ববাহু দণ্ডায়মান পুরুষের পরিমাণ খনন করিবে । ১৫

মন্ত্রজ্ঞ সাধক বাস্তুর পূর্ব দিকে, ঈশান দিকে, অথবা উত্তর দিকে ভূমি সংগ্রহ করিয়া বিভাগ অনুসারে মণ্ডপ করিবে । ১৬

চারিদিকে চতুরস্র নবহস্ত প্রমাণ অথবা সপ্তহস্ত প্রমাণ অথবা পঞ্চহস্ত প্রমাণ মণ্ডপ হইবে । ১৭

সঙ্কল্পয়েৎ অর্থ—করিবে । সমন্ততঃ চতুরস্রং অর্থ—চারি দিকে সম চতুরস্র । পঞ্চহস্ত মণ্ডপ এক কুণ্ডপক্ষে জানিবে । সেইখানেই তাহা উক্ত হইয়াছে—এক কুণ্ডমতে অন্য অর্থাৎ সপ্ত হস্ত ও নবহস্ত হইতে অন্য পঞ্চ হস্ত মণ্ডপ হইবে । সেই এক কুণ্ড গৃহের উত্তর ভাগে প্রশস্ত । যেমন তন্ত্রে বলিয়াছেন (১৮)—

১। খ—হয়শীর্ষ-পঞ্চরাত্রে । ২। খ—তত্র পূর্বনীচেত্যাদি-বেত্যর্থ ইত্যন্তপাঠো নাস্তি ।
* উর্দ্ধবিস্তৃতদোঃ পাণিনৃমানে পৌরুষং ত্রিষিতি । অমর—মনুষ্যবর্গ ১১৭ । ৩। খ—সমন্ততঃ ইত্যনন্তরং পঞ্চহস্তেত্যাদি পাঠঃ । ৪। ক—সমা । ৫। খ—প্রশস্তমিত্যত্র কার্য্যম্ । কার্য্যমিত্যনন্তরং মহাদান-নির্ণয়ে ইত্যাদি ।

অথোত্তরে তথা কুণ্ডমেকং বেদাস্রমুদ্ধরেৎ।
লক্ষহোমে তু তৎ কুর্য্যাদ্ গৃহমধ্যে ন দূষণম্[১] ॥ ১৯

মহাদাননির্ণয়ে—ভুক্তৌ মুক্তৌ[২] তথা পুষ্টৌ জীর্ণোদ্ধারে তথৈব চ।
দীক্ষা[৩] হোমে তথা শান্তাবেকং বরুণদিগ্-গতম্ ॥ ২০

অত্র মণ্ডপস্যেতি শেষঃ[৪]। জীর্ণোদ্ধারে নষ্টোদ্ধৃত-দেবগৃহাদি-প্রতিষ্ঠায়াম্।

তন্ত্রান্তরে— উদীচ্যং পৌষ্টিকে কুণ্ডং বারুণে শান্তিকাদিষু।
উচ্চাটে চানিলে কুণ্ডং যাম্যে চ মারণে ভবেৎ ॥ ইতি ॥ ২১

বশিষ্ঠসংহিতায়াং—বাস্তোরীশান-ভাগে তু মণ্ডপং রচয়েৎ সুধীঃ।
ষড়্-দ্বাদশাষ্টভির্হস্তৈঃ ষোড়শৈর্বা সমন্ততঃ।
চতুর্দ্বার-সমাযুক্তং তোরণাদ্যৈরলঙ্কৃতম্[৫] ॥ ২২

সমন্তত ইত্যনেন চতুর্দ্দিক্ষু সাম্যমুক্তম্। নিবন্ধে—

অনন্তর মণ্ডপের উত্তরভাগে সেইরূপ একটি চতুরস্র কুণ্ড উদ্ধার অর্থাৎ করিবে। লক্ষ হোমে কিন্তু মণ্ডপের মধ্যস্থলে সেই কুণ্ড করিবে, তাহা দোষ নহে। ১৯

মহাদান নির্ণয়ে বলিয়াছেন—ভোগকামনায় ও মুক্তিকামনায়, পুষ্টি কার্য্যে, জীর্ণোদ্ধারে, দীক্ষায় হোমে ও শান্তি কার্য্যে মণ্ডপের পশ্চিম দিগ্গত একটি কুণ্ড হইবে। ২০

এই বরুণদিগ্গতং পদস্থলে মণ্ডপস্য এই পদটি উহ্য করিতে হইবে। জীর্ণোদ্ধারে অর্থ—নষ্টোদ্ধৃত দেবগৃহাদি প্রতিষ্ঠায় অর্থাৎ জীর্ণ ও ভগ্ন মন্দিরের সংস্কার পূর্বক প্রতিষ্ঠায়। তন্ত্রান্তরে এই বলিয়াছেন—

পৌষ্টিক কর্মে উত্তরদিগ্গত কুণ্ড হইবে। শান্তিকাদি কর্মে বরুণ (পশ্চিম) দিগ্গত কুণ্ড হইবে। উচ্চাটন কর্মে বায়ুকোণগত কুণ্ড হইবে। মারণে দক্ষিণ দিগ্গত কুণ্ড হইবে।

বশিষ্ঠ-সংহিতায় বলিয়াছেন—সুধী সাধক বাস্তুর ঈশানভাগে চারিদিকে ছয় হস্ত, দ্বাদশ হস্ত, অষ্ট হস্ত অথবা ষোড়শ হস্ত বিশিষ্ট চারিটি দ্বারযুক্ত, তোরণাদি দ্বারা অলঙ্কৃত মণ্ডপ রচনা করিবে। ২২

সমন্ততঃ এই কথার দ্বারা মণ্ডপের চারিদিকে সমতা উক্ত হইয়াছে। নিবন্ধে

১। খ—ন দূষণমিত্যনন্তরং বশিষ্ঠ-সংহিতায়মিত্যাদি। ২। ক—উক্তোঽনুক্তৌ।
৩। ক—সদাহোমে। খ—মহাহোমে সদা শান্তাবেকং। ৪। খ—শেষ ইত্যনন্তরং তথা অথোত্তরে তথা কুণ্ডমেকং বেদ্যাঃ সমুদ্ধরেৎ। ক—বেদাস্রমুদ্ধরেৎ। ৫। খ—অলঙ্কৃতমিত্যনন্তরং নিবন্ধে তৎ-ত্রিভাগমিতে।

তৎ-ত্রিভাগ-মিতে ক্ষেত্রেঽরত্নিমাত্র-সমুন্নতাম্ ।
চতুরস্রাং ততো বেদীং মণ্ডলায় প্রকল্পয়েৎ ॥ ২৩

তস্য মণ্ডলস্য ত্রিভাগৈঃ পূর্ব-পশ্চিময়োর্দক্ষিণোত্তরয়োশ্চ কৃতৈস্ত্রিস্ত্রি[১] ভাগৈর্মিতেঽর্থান্নবধা বিভক্ত-মণ্ডলমধ্যে বেদীং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। অত্র যদ্যপি—

পুত্রপ্রদং যোনিকুণ্ডমর্দ্ধেন্দ্বাভং শুভ-প্রদম্ ।
শত্রুক্ষয়-করং ত্র্যস্রং বর্ত্তুলং শান্তি-কর্মণি ॥ ২৪
ছেদ-মারণয়োঃ কুণ্ডং ষড়স্রং পদ্ম-সন্নিভম্ ।
পুষ্টিদং[২] রোগ-শমনং কুণ্ডমষ্টাস্রমীরিতম্ ॥ ২৫

তথা সিদ্ধসারস্বতে—শান্তৌ পুষ্টৌ তথারোগ্যে কুণ্ডঞ্চ চতুরস্রকম্ ।
আকর্ষণে ত্রিকোণং স্যাদুচ্চাটে বর্ত্তুলং তথা ।
মারণে চ তথা যোজ্যং বর্ত্তুলং মন্ত্রিভিঃ সদা ॥ ২৬

তথা[৩]— বিপ্রাণাং চতুরস্রং স্যাদ্ রাজ্ঞাং বর্ত্তুলমিষ্যতে ।
বৈশ্যানামর্দ্ধচন্দ্রাভং শূদ্রাণাং ত্র্যস্রমীরিতম্ ॥ ২৭

বলিয়াছেন—তাহার পর সেই মণ্ডপের ত্রিভাগ পরিমিত ক্ষেত্রে বাস্তু মণ্ডলের জন্য অরত্নি পরিমাণ সমুন্নত চতুরস্র বেদী নির্মাণ করিবে। ২৩

সেই মণ্ডপের পূর্ব ও পশ্চিমে এবং উত্তর ও দক্ষিণে ত্রিভাগকৃত তিন তিন ভাগ পরিমিত অর্থাৎ নবধা বিভক্ত মণ্ডলের মধ্যে বেদী করিবেন। ইহাই শ্লোকের অর্থ। এ স্থলে যদিও বিভিন্ন তন্ত্রে বিশেষ ভাবে উক্ত হইয়াছে যে—

যোনিকুণ্ড পুত্রপ্রদ, অর্দ্ধচন্দ্রাকার কুণ্ড শুভ-প্রদ, ত্র্যস্র কুণ্ড শত্রু ক্ষয়-কর, শান্তিকর্মে বর্ত্তুল কুণ্ড উক্ত হইয়াছে। ২৪

বিদ্বেষ ও মারণে ষট্‌কোণ কুণ্ড, পদ্মাকার পদ্মকুণ্ড পুষ্টিপ্রদ এবং অষ্টাস্র কুণ্ড রোগ শান্তি-কর উক্ত হইয়াছে। ২৫

সেইরূপ সিদ্ধ সারস্বতে বলিয়াছেন—মন্ত্রিগণ সর্বদা শান্তিতে, পুষ্টিতে ও আরোগ্যে চতুরস্র কুণ্ড, আকর্ষণে ত্রিকোণ কুণ্ড, সেইরূপ উচ্চাটনে বর্ত্তুল কুণ্ড, সেইরূপ মারণেও সেই বর্ত্তুল কুণ্ড প্রয়োগ করিবেন। ২৬

সেইরূপ আরও উক্ত হইয়াছে—বিপ্রগণের চতুরস্র কুণ্ড হইবে। নৃপতিগণের বর্ত্তুল কুণ্ড অভিপ্রেত, বৈশ্যগণের অর্দ্ধচন্দ্র কুণ্ড এবং শূদ্রগণের ত্র্যস্র কুণ্ড কথিত হইয়াছে। ২৭

১। খ—কৃতৈস্ত্রিভাগৈর্মিতে। ২। খ—বৃদ্ধিদং। ৩। খ—তথাত্র।

ইতি বিশিষ্যাভিহিতম্[১]। তথাপি—সর্বসিদ্ধিকরং পুংসাং চতুরস্রমুদাহৃতম্।
ইতি নিবন্ধ-নির্বন্ধাৎ,

চতুরস্রস্তু সর্বেষাং কেচিদিচ্ছন্তি তান্ত্রিকাঃ।
চতুরস্রে মহেশানি! সর্বকর্মাণি সাধয়েৎ॥

ইতি তন্ত্রান্তর-বচনাৎ,

সর্বাধিকারিকং কুণ্ডং সর্বদং চতুরস্রকম্।

ইতি বিজ্ঞানলতিকা-বচনাচ্চ সর্বকামার্থিনাং সর্ববর্ণানাং চতুরস্রকুণ্ডে হোমাধিকারঃ সিধ্যতি। ২৮

অস্রং কোণঃ। যৎ তু শারদায়াম্—

প্রাক্‌প্রোক্ত-মণ্ডপে বিদ্বান্ বেদিকায়া বহিস্ত্রিধা।
ক্ষেত্রং বিভজ্য মধ্যেঽংশে[২] পূর্বাদি পরিকল্পয়েৎ॥ ২৯
অষ্টাস্বাশাসু কুণ্ডানি রম্যাকারাণ্যনুক্রমাৎ।
চতুরস্রং যোনিমর্দ্ধচন্দ্রং ত্র্যস্রং সুবর্ত্তুলম্॥ ৩০
ষড়স্রং পঙ্কজাকারমষ্টাস্রং তানি নামতঃ।
আচার্য্য-কুণ্ডং মধ্যে স্যাদ্ গৌরীপতি-মহেন্দ্রয়োঃ॥ ৩১

তথাপি—"চতুরস্র কুণ্ড মানবগণের সর্বসিদ্ধি-কর কথিত হইয়াছে"—এই নিবন্ধ (শারদাতিলক) বচনের নির্বন্ধবশতঃ এবং "কোন কোন তান্ত্রিক সকলের জন্য চতুরস্র কুণ্ড ইচ্ছা করেন। হে মহেশানি। চতুরস্র কুণ্ডে সমস্ত কর্মের সিদ্ধি হয়"—এই তন্ত্রান্তরের বচন ও "চতুরস্র কুণ্ড সর্বাধিকারিক অর্থাৎ সকলের অধিকার বিশিষ্ট সর্বপ্রদ"—এই বিজ্ঞানলতিকার বচন হইতে সর্বকামার্থিগণের চতুরস্র কুণ্ডে হোমের অধিকার সিদ্ধ হয়। ২৮

অস্র—কোণ। আর শারদাতিলকে এই যে নয়টি কুণ্ডের বিধান—পঞ্চমেখলাভিজ্ঞ বিদ্বান্ ব্যক্তি পূর্বপ্রোক্ত মণ্ডপে বেদিকার বহির্ভাগে চারিদিকে ক্ষেত্র মধ্য অংশকে তিন ভাগে ভাগ করিয়া তাহার মধ্যভাগে প্রদক্ষিণ ক্রমে পূর্বাদি আট দিকে অনুক্রমে মনোহরাকার কুণ্ড সমূহ নির্মাণ করিবেন। ২৯

সেই কুণ্ডগুলি চতুরস্র কুণ্ড, যোনিকুণ্ড, অর্দ্ধচন্দ্র কুণ্ড, ত্র্যস্র কুণ্ড, বৃত্তকুণ্ড, ষড়স্র-কুণ্ড, পদ্মকুণ্ড, অষ্টাস্রকুণ্ড নামে প্রসিদ্ধ। ঈশান কোণ ও পূর্ব দিকের মধ্যস্থলে আচার্য্য কুণ্ড চতুরস্র বা বৃত্ত হইবে। ৩০-৩১

১। খ—শিষ্যাভিহিতম্। ২। খ—মধ্যাংশে।

ইতি নবকুণ্ড-বিধানম্, তৎ সমর্থ-পরম্। অত্র বেদিকায়া বহিরিত্যস্য মধ্যে ইত্যর্থঃ। মধ্যেঽংশ ইতি পূজার্থং সর্বতোভদ্রমণ্ডলং কার্য্যমিত্যর্থঃ। অসামর্থ্যে ত্বেককুণ্ডে হোমোঽপি[১] শাস্ত্রার্থঃ। ৩২

নিবন্ধে— সহস্রে খলু হোতব্যে কুর্য্যাৎ কুণ্ডং করাত্মকম্।
দ্বিহস্তমযুতে তচ্চ লক্ষহোমে চতুষ্করম্॥ ৩৩
ষট্করে বেদ-লক্ষঞ্চাষ্টকরে দশ-লক্ষকম্।
দশহস্তন্তু কোট্যাং বৈ হস্তসংখ্যা ব্যবস্থিতা।
দশহস্তাৎ পরং কুণ্ডং নাস্তি হোমে মহীতলে[২]॥ ৩৪

এবঞ্চাবিশেষাচ্চতুরস্রস্যেব যোনিকুণ্ডাদেরপি হোমানুসারেণ দ্বিহস্তাদিত্বং বোধ্যম্। শারদায়াম্—কোট্যামষ্টকরং স্মৃতমিতি। এতয়োর্বিরোধস্তু দ্রব্যস্য গুরুত্বাগুরুত্বেন[৩] পরিহরণীয়ঃ। তথা—

একহস্তমিতং কুণ্ডং একলক্ষে বিধীয়তে।

তাহা সমর্থ ব্যক্তি পর অর্থাৎ সমর্থ ব্যক্তি নয়টি কুণ্ড করিতে পারেন। এই শ্লোকে বেদিকায়া বহিঃ এই পদের অর্থ—বেদিকার মধ্যে। মধ্যেঽংশে এই কথার অর্থ—পূজার জন্য সর্বতোমণ্ডল করিবে। অসমর্থ হইলে একটি কুণ্ডে হোমও শাস্ত্র সঙ্গত। ৩২

নিবন্ধে (শারদাতিলকে) বলিয়াছেন—সহস্র সংখ্যক হোম করিতে হইলে হস্ত পরিমিত কুণ্ড করিবে। অযুতহোমে সেই কুণ্ড দুই হাত এবং লক্ষ হোমে চারিহাত হইবে। ৩৩

ছয় হাত কুণ্ডে চারি লক্ষ, আট হাত কুণ্ডে দশলক্ষ হোম এবং দশ হাত কুণ্ড কোটি হোমে হইবে। কুণ্ডের হস্ত সংখ্যা এইরূপ ব্যবস্থিত আছে। এই পৃথিবীতে হোমে দশ হাতের পর কুণ্ড নাই। ৩৪

এইরূপ হইলে কোন বিশেষ না থাকায় হোমানুসারে চতুরস্র কুণ্ডের ন্যায় যোনি কুণ্ড প্রভৃতিও দুই হাত বা চারি হাত প্রভৃতি হইবে, ইহা জানিবে। শারদাতিলকে এই বলিয়াছেন—কোট্যামষ্টকরং স্মৃতম্ অর্থাৎ কোটি হোমে আট হাত কুণ্ড উক্ত হইয়াছে। ইহাতে উভয় বচনের সহিত বিরোধ হয়। হোমীয় দ্রব্যের গুরুত্ব ও অগুরুত্ব অনুসারে এই বিরোধ পরিহৃত হইবে। এইরূপ "একহস্ত পরিমিত কুণ্ড

১। খ—এককুণ্ডহোমোঽপি। ২। খ—মহীতলে। শারদায়াং—কোট্যামিত্যাদি।
৩। খ—গুরুত্বাৎ গুরুত্বেন।

ইদমপ্যাজ্যহোমে মধু-ঘৃত-দূর্বা-করবীরাদি-হোমে চ বোদ্ধব্যম্। ৩৫

তথা— মুষ্টিমাত্রমিতং কুণ্ডং শতার্দ্ধে চ প্রচক্ষতে।
শতহোমেঽরত্নিমাত্রং হস্তমাত্রং সহস্রকে॥ ৩৬
দ্বিহস্তমযুতে লক্ষে চতুর্হস্তমুদাহৃতম্।
দশলক্ষে তু ষড়্‌হস্তং কোট্যামষ্টকরং স্মৃতম্॥ ৩৭
একহস্তমিতে কুণ্ডে লক্ষমেকং বিধীয়তে।
লক্ষাণাং দশকং যাবৎ তাবদ্ধস্তেন বর্দ্ধয়েৎ[১]॥ ৩৮

মুষ্টিঃ কূর্পরাৎ কনিষ্ঠামূলাবধিঃ। অরত্নিঃ কূর্পরাৎ কনিষ্ঠাগ্রাবধিঃ। হস্ত-প্রমাণমগ্রে বক্ষ্যতে। দ্বিহস্তাদিকুণ্ডমানন্তু গৌতমীয়ে (৩৯)—

পূর্বপূর্বস্য কুণ্ডস্য কোণসূত্রন্তু যদ্ ভবেৎ।
উত্তরোত্তর-কুণ্ডানাং মানং তৎ পরিকীর্ত্তিতম্॥ ৪০

তথা— কর্ণসূত্র-প্রমাণেন দ্বিহস্তং কুণ্ডমুদ্ধরেৎ।
সর্বকুণ্ডেষু সর্বত্র বর্দ্ধয়েদ্ বিধিনাঽমুনা[২]॥ ৪১

একলক্ষ হোমে বিহিত হইয়াছে"—ইহাও আজ্যহোমে অথবা মধু, ঘৃত, দূর্বা, করবীরাদি হোমে জানিবেন। ৩৫

তন্ত্রে এইরূপ আরও উক্ত হইয়াছে—শতার্দ্ধহোমে মুষ্টিপরিমিত কুণ্ড হইবে বলেন। শত-হোমে অরত্নিমাত্র, সহস্রহোমে হস্তমাত্র কুণ্ড হইবে বলেন। ৩৬

অযুত হোমে দুই হাত কুণ্ড, লক্ষ হোমে চারি হাত কুণ্ড কথিত হইয়াছে। দশ-লক্ষ হোমে ছয় হাত কুণ্ড, কোটি হোমে আট হাত কুণ্ড কথিত হইয়াছে। ৩৭

একহাত পরিমিত কুণ্ডে এক লক্ষ হোম বিহিত হইয়াছে। এক লক্ষ হইতে দশ-লক্ষ যাবৎ হোমে কুণ্ডকে এক এক হাত বর্দ্ধিত করিবে। ৩৮

কূর্পর (কনুই) হইতে কনিষ্ঠাঙ্গুলির মূল পর্য্যন্ত পরিমাণ মুষ্টি। কনুই হইতে কনিষ্ঠাঙ্গুলির অগ্র পর্য্যন্ত অরত্নি। হস্তের পরিমাণ অগ্রে কথিত হইবে। দ্বিহস্তাদি কুণ্ডের পরিমাণ গৌতমীয় তন্ত্রে এইরূপ বলিয়াছেন (৩৯)—

পূর্ব পূর্ব কুণ্ডের কোণ সূত্র যে পরিমাণ হইবে, উত্তর উত্তর দ্বিহস্তাদি কুণ্ড সেই পরিমাণ কীর্ত্তিত হইয়াছে। ৪০

সেইরূপ আরও বলিয়াছেন—এক হস্ত কুণ্ডের কর্ণ সূত্রের পরিমাণের দ্বারাই দ্বিহস্ত কুণ্ড উদ্ধার করিবে। সকল স্থলে এই বিধি অনুসারে সমস্ত কুণ্ডকে বৃদ্ধি করিবে। ৪১

১। খ—লক্ষণাং দশকং যাবদ্ধস্তে নিবর্দ্ধয়েৎ। নিবর্দ্ধয়েদিত্যনন্তরং দ্বিহস্তাদিকুণ্ডে মানঞ্চ গৌতমীয়ে জামলে চ পূর্বপূর্বস্যেত্যাদি। ২। খ—অমুনা ইত্যনন্তরময়মর্থঃ ইত্যাদি।

কর্ণসূত্রং—কোণসূত্রম্। তথা চায়মর্থঃ—পূর্বপূর্বস্য হস্তাদিমিতস্য কোণ-সূত্রমানম্ ঈশানকোণ-নিঋ´তিকোণ-পাতিত-সূত্রস্য যন্মানং তদুত্তরোত্তরস্য দ্বিহস্তাদি-কুণ্ডস্য মানমিতি পারিভাষিকং দ্বিহস্তাদিকং, পরিভাষায়া বলবত্ত্বাৎ ন তু যথাশ্রুতস্য দ্বৈগুণ্যমিতি[১]। তথা চ একহস্তকুণ্ডকোণদ্বয়মানেন দ্বিহস্তং দ্বিহস্ত-কুণ্ডকোণেন ত্রিহস্তং পরিকল্প্য ত্রিহস্ত কুণ্ডকোণ-দ্বয়মানেন চতুর্হস্তং কার্য্যম্। এবং পরত্রাপি। ৪২

গৌতমীয়ে— ততঃ কুণ্ডং খনেন্মন্ত্রী যথা শাস্ত্রবিধানতঃ।
ত্যক্ত্বা সর্পস্য গাত্রঞ্চ শিরোদেশং* প্রযত্নতঃ॥ ৪৩
শিরোঘাতে ভবেন্ মৃত্যুঃ পিণ্ডেষু পিণ্ড ঘাতনম্।
পৃষ্ঠে তু দুঃখ-সম্ভূতিঃ ক্রোড়ে সর্বার্থ-সাধনম্॥ ৪৪

কর্ণ সূত্র—কোণ সূত্র। তাহা হইলে এই অর্থ হয়—পূর্ব পূর্ব হস্তাদি পরিমিত কুণ্ডের কোণ সূত্রের ঈশাণ কোণ ও নিঋ´তিকোণে পাতিত সূত্রের যে পরিমাণ, তাহা উত্তরোত্তর দ্বিহস্তাদি কুণ্ডের পরিমাণ, ইহাই পারিভাষা বলে পারিভাষিক দ্বিহস্তাদি। পরন্তু যথাশ্রুত পরিমাণের দ্বিগুণ দ্বিহস্ত নহে। তাহা হইলে এক হস্ত কুণ্ডের কোণ দ্বয়ের পরিমাণে দ্বিহস্ত চতুরস্র কুণ্ড, দ্বিহস্ত চতুরস্র কুণ্ডের কোণ পরিমাণে ত্রিহস্ত চতুরস্র কুণ্ড নির্মাণ করিয়া ত্রিহস্ত চতুরস্র কুণ্ডের কোণ দ্বয়ের পরিমাণে চারিহস্ত চতুরস্র কুণ্ড করিবে। এইরূপ পঞ্চ হস্ত কুণ্ডাদি স্থলেও জানিবে। ৪২

গৌতমীয় তন্ত্রে বলিয়াছেন—তাহার পর মন্ত্রজ্ঞ সাধক বাস্তু নাগের গাত্র ও মস্তক যত্ন পূর্বক ত্যাগ করিয়া যথাশাস্ত্র বিধানে কুণ্ড খনন করিবে। ৪৩

বাস্তু নাগের মস্তক আহত হইলে যজমানের মৃত্যু হইবে। পিণ্ড সমূহ অর্থাৎ শরীরাংশ সমূহ আহত হইলে যজমানের শরীরের সেই সেই অংশ সমূহ আহত হইবে। বাস্তুনাগের পৃষ্ঠ আহত হইলে দুঃখ উৎপন্ন হইবে। ক্রোড়ে গৃহ বা কুণ্ডাদি নির্মিত হইলে সর্বার্থ সিদ্ধি হইবে। ৪৪

১। খ—দ্বৈগুণ্যমিত্যনন্তরং গৌতমীয়ে—ততঃ কুণ্ডমিত্যাদি। * নাগশির-আদিনির্ণয়ো যথা—
বাস্তুপ্রমাণেন তু গাত্রকেণ বামেন শেতে খলু নিত্যকালঃ।
ত্রিভিস্ত্র মাসৈঃ পরিবৃত্য ভূমৌ তং বাস্তুনাগং প্রবদন্তি সিদ্ধাঃ।
ভাদ্রাদিকে বাসবদিক্-শিরাঃ স্যান্ মার্গাদিকেষু ত্রিষু যামামূর্দ্ধা।
প্রত্যক্-শিরাঃ স্যাৎ খলু ফাল্গুনাদৌ জ্যেষ্ঠাদি-কৌবের-শিরাঃ স নাগঃ।
বাস্তুর্বাস্তুভূমিস্তৎপ্রমাণেন শরীরেণ বাস্তুভূমিব্যাপক-শরীরেণ বামেন বামপার্শ্বেন নিত্যকালঃ শেতে ইত্যর্থঃ। বাসবদিক্-শিরাঃ ইন্দ্রাদিদিক্-শিরাঃ। কৌবেরদিক্-শিরাঃ উত্তরদিক্-শিরাঃ।

জ্যোতিষে—পূর্ব্বাদিষু শিরঃ কৃত্বা নাগঃ শেতে ত্রিভিস্ত্রিভিঃ।
ভাদ্রাদৌ বামপার্শ্বেন তস্য ক্রোড়ে শুভং গৃহম্ ॥৪৫॥ ইতি ॥

শারদায়াম্— যাবান্ কুণ্ডস্য বিস্তারঃ খননং তাবদিষ্যতে।
খাতাধিকে ভবেদ্ রোগী হীনে ধেনু-ধন-ক্ষয়ঃ ॥ ৪৬

বক্রে কুণ্ডে তু সন্তাপো মরণং ছিন্ন-মেখলে।
মেখলা-রহিতে শোকো হ্যধিকে বিত্ত-সংক্ষয়ঃ ॥ ৪৭

ভার্য্যা-বিনাশকং প্রোক্তং কুণ্ডং যোন্যা বিনাকৃতম্।
অপত্য-ধ্বংসনং প্রোক্তং কুণ্ডং যৎ কণ্ঠবর্জ্জিতম্[১] ॥ ৪৮

অতএব বশিষ্ঠসংহিতায়াম্—তস্মাৎ সর্বং পরীক্ষ্যৈবং কর্ত্তব্যং শুভবেদিকম্
হস্তমানং ততঃ কুর্য্যাৎ চতুরস্রং সমন্ততঃ।
সাত্ত্বিকী মেখলা পূর্ব্বা দ্বিতীয়া রাজসী স্মৃতা।
তৃতীয়া তামসী প্রোক্তা মেখলানাং বিনির্ণয়ঃ[২] ॥ ৪৯

জ্যোতিষে এই বলিয়াছেন—তিন তিন মাস ধরিয়া নাগ পূর্ব্বাদি দিকে মস্তক করিয়া শয়ন করে। ভাদ্রাদি মাসে বাম পার্শ্বে শয়ন করে। সেই বাস্তু নাগের ক্রোড়ে গৃহ হইলে শুভ হয়। ৪৫

শারদাতিলকে বলিয়াছেন—কুণ্ডের যে পরিমাণ বিস্তার বা মধ্য সূত্র, সেই পরিমাণ কুণ্ডের খাত কথিত হইয়াছে। খাত বিস্তারের অধিক হইলে রোগী হইবে। ন্যূন হইলে ধেনু ও ধনক্ষয় হইবে। ৪৬

কুণ্ড বক্র হইলে মনস্তাপ, কুণ্ডের মেখলা ছিন্ন হইলে মরণ হইবে। কুণ্ড মেখলা-রহিত হইলে শোক, মেখলা অধিক হইলে বিত্ত নাশ হয়। ৪৭

যোনি বিনা কুণ্ড নির্ম্মিত হইলে উহা ভার্য্যা বিনাশক কথিত হইয়াছে। যে কুণ্ড কণ্ঠ রহিত, তাহা অপত্য নাশক কথিত হইয়াছে। ৪৮

এই জন্যই বশিষ্ঠ-সংহিতায় বলিয়াছেন—অতএব এই প্রকারে সমস্ত পরীক্ষা করিয়া শুভ (সুন্দর) বেদী করিবে। তাহার পর চারিদিকে চতুরস্র হস্ত প্রমাণ কুণ্ড করিবে।

পূর্ব্বা (প্রথমা) মেখলা সাত্ত্বিকী, দ্বিতীয়া রাজসী কথিত হইয়াছে। তৃতীয়া মেখলা তামসী উক্ত হইয়াছে। ইহা মেখলার স্বরূপ নির্ণয়। ৪৯

১। ক—কুণ্ডং যৎ কুণ্ডবর্জিতম্। বর্জিতমিত্যনন্তরং অতএবেত্যাদি-সমন্ততঃ ইত্যন্ত-পাঠো নাস্তি।
২। খ—বিনির্ণয়ঃ ইত্যনন্তরং কুণ্ডনামিত্যাদি পাঠঃ।

হীনে ন্যূন-খাতে। অধিকে চতুরাদিমেখলাযুক্তে। পূর্বা—প্রথমা, কুণ্ডাদিতি শেষঃ। ৫০

তথা— কুণ্ডানাং মেখলাস্তিস্রো মুষ্টিমাত্রে তু তাঃ ক্রমাৎ।
উৎসেধায়ামতো জ্ঞেয়া দ্ব্যেকার্দ্ধাঙ্গুল-সম্মিতাঃ॥ ৫১
অরত্নিমাত্রে কুণ্ডে তু তাস্ত্রিদ্ব্যেকাঙ্গুলাত্মিকা।
হস্তমাত্রমিতে কুণ্ডে বেদাগ্নি-নয়নাঙ্গুলাঃ॥ ৫২
কুণ্ডে দ্বিহস্তে তা জ্ঞেয়া রস-বেদ-গুণাঙ্গুলাঃ।
চতুর্হস্তেষু কুণ্ডেষু বসু-তর্ক-যুগাঙ্গুলাঃ॥ ৫৩
কুণ্ডে রস-করে তাস্ত দশাষ্টর্ত্বঙ্গুলাঃ[১] ক্রমাৎ।
বসু-হস্তমিতে কুণ্ডে ভানু-পঙ্‌ক্ত্যষ্টকাঙ্গুলাঃ॥ ৫৪

হীনে—ন্যূনখাতে অর্থাৎ খাত কুণ্ডের বিস্তার অপেক্ষা ন্যূন হইলে। অধিকে—কুণ্ড চতুরাদি মেখলা যুক্তে অর্থাৎ চারিটির অধিক মেখলা যুক্ত হইলে। পূর্বা—প্রথমা, কুণ্ড হইতে, এইটি উহ্য হইবে। ৫০

কুণ্ড সমূহের তিনটি মেখলা হয়। মুষ্টি পরিমিত (২১ আঙ্গুল পরিমিত) কুণ্ড হইলে তাহার সেই মেখলাগুলি যথাক্রমে বিস্তারে ও উচ্চতায় দুই আঙ্গুল, এক আঙ্গুল ও অর্দ্ধ আঙ্গুল পরিমিত হইবে। ৫১

বিবৃতি। যে কুণ্ডই হউক, তাহার চব্বিশ ভাগের একভাগই এক আঙ্গুল, ইহা সোমশম্ভু বলিয়াছেন। খাত হইতে উভয় দিকে সমান অংশ অর্থাৎ আধ আঙ্গুল বাদ দিয়া মেখলা হইবে। অন্যান্য কুণ্ডের স্থলে এই মেখলা এই রীতিতে হইবে। উত্তম, মধ্যম ও অধম ভেদে মেখলা তিনটি, দুইটি বা একটিও হইতে পারে। ইহা ক্রিয়াসার ও বায়বীয় সংহিতায় বলিয়াছেন। ৫১

অরত্নি বা সাড়ে বাইশ আঙ্গুল পরিমিত কুণ্ডে সেই মেখলাগুলি উচ্চতায় ও বিস্তারে যথাক্রমে তিন আঙ্গুল, দুই আঙ্গুল ও এক আঙ্গুল হইবে। একহাত পরিমিত কুণ্ডে মেখলাগুলি যথাক্রমে চার আঙ্গুল, তিন আঙ্গুল ও দুই আঙ্গুল হইবে। ৫২

দ্বিহস্ত কুণ্ডে সেই মেখলাগুলি বিস্তারে ও উচ্চতায় যথাক্রমে ছয় আঙ্গুল, চারি আঙ্গুল ও তিন আঙ্গুল জানিবেন। চারি হাত কুণ্ডে যথাক্রমে আট আঙ্গুল, ছয় আঙ্গুল ও চারি আঙ্গুল হইবে জানিবেন। ৫৩

ছয় হাত কুণ্ডে সেই তিনটি মেখলা দশ আঙ্গুল, আট আঙ্গুল ও ছয় আঙ্গুল জানিবেন। আট হাত কুণ্ডে সেই মেখলা বার আঙ্গুল, দশ আঙ্গুল ও আট আঙ্গুল জানিবেন। ৫৪

১। খ—পঙ্‌ক্ত্যষ্ট ত্বঙ্গুলাঃ।

দশহস্তমিতে কুণ্ডে মনু-ভানু-দশাঙ্গুলাঃ।
বিস্তারোৎসেধতো[১] জ্ঞেয়াঃ মেখলাঃ সর্বতোবুধৈঃ ॥ ৫৫

মেখলা তু ব্রহ্মচারি-মেখলাবদ্ বেষ্টনরূপা চতুরস্রা কার্য্যা। তথা চ একহস্তে কুণ্ডে[২] কুণ্ডসমীপস্থা চতুরঙ্গুলা। তদ্বহিস্ত্র্যঙ্গুলা। সর্বাঃ পরস্পরং সংসক্তাঃ। এবং দ্বিহস্তে ষট্-চতুস্ত্র্যঙ্গুলাঃ, চতুর্হস্তে অষ্ট-ষট্-চতুরঙ্গুলা ইত্যাদি-ক্রমেণ মেখলা-কার্য্যাঃ। মানং তূৎসেধত আয়ামতশ্চৈকম্[৩]। ৫৬

পিঙ্গলায়াম্—খাতাদেকাঙ্গুলং ত্যক্ত্বা মেখলানাং বিধির্ভবেৎ। ৫৭

কালোত্তরে—খাতাদ্ বাহ্যেঽঙ্গুলঃ কণ্ঠঃ সর্বকুণ্ডেম্বয়ং বিধিঃ[৪] ॥ ৫৮

সর্বকুণ্ডেম্বিতি চতুরস্রাদি-নবকুণ্ডেম্বিত্যর্থঃ। তত্রাপি তেষাং মুষ্ট্যরত্ন্যেক-হস্তত্বে তথা বোধ্যম্। দ্বিহস্তাদিত্বে তু অর্দ্ধার্দ্ধাঙ্গুল-ক্রমেণ কণ্ঠবৃদ্ধিঃ। যথা গৌতমীয়ে (৫৯)—

সুধী সাধকগণ দশ হাত কুণ্ডে সেই তিনটি মেখলা চারিদিকে বিস্তারে ও ও উচ্চতায় চৌদ্দ আঙ্গুল, বার আঙ্গুল ও দশ আঙ্গুল জানিবেন। ৫৫

মেখলা কিন্তু ব্রহ্মচারীর মেখলার ন্যায় বেষ্টনরূপ চতুরস্র করিবে। তাহা হইলে এক হস্ত কুণ্ডে কুণ্ডসমীপে চারি আঙ্গুল, তাহার বাহিরে তিন আঙ্গুল, তাহার বাহিরে দুই আঙ্গুল মেখলা হইবে। সমস্ত মেখলাই পরস্পর সংযুক্ত হইবে। এইরূপ দুই হাত কুণ্ডে ছয় আঙ্গুল, চারি আঙ্গুল, তিন আঙ্গুল ; চারি হাত কুণ্ডে আট আঙ্গুল, ছয় আঙ্গুল ও চারি আঙ্গুল—এই ক্রমে মেখলা করিবেন। উচ্চতায় ও বিস্তারে পরিমাণ এক। ৫৬

পিঙ্গলাতন্ত্রে বলিয়াছেন—খাত হইতে এক আঙ্গুল ত্যাগ করিয়া মেখলা সমূহের রচনা হইবে। ৫৭

কালোত্তরে বলিয়াছেন—খাতের বাহিরে এক আঙ্গুল কণ্ঠ হইবে। সর্ব প্রকার কুণ্ডে এই বিধি। ৫৮

সর্ব কুণ্ডেষু অর্থ—চতুরস্রাদি নয়টি কুণ্ডে। সেস্থলেও সেই কুণ্ড সমূহ মুষ্টি পরিমিত, অরত্নি পরিমিত অথবা একহস্ত পরিমিত হইলে সেইরূপ এক আঙ্গুল কণ্ঠ হইবে বুঝিতে হইবে। দ্বিহস্তাদি পরিমিত কুণ্ড হইলে আধ আঙ্গুল আধ আঙ্গুল ক্রমে কণ্ঠ বৃদ্ধি হইবে। যেমন গৌতমীয় তন্ত্রে বলিয়াছেন (৫৯)—

১। খ—বিস্তারোঽশেষতো জ্ঞেয়া। ২। খ—একহস্তে কুণ্ডে চতুস্ত্রিদ্ব্যঙ্গুলাঃ দ্বিহস্তে ষট্চতুস্ত্র্যঙ্গুলাঃ চতুর্হস্তে অষ্টষট্ চতুরঙ্গুলাঃ ইত্যাদি ক্রমেণ। ৩। খ—একং নাস্তি। ৪। খ—বিধিরিত্যনন্তরং—শারদাতিলকে হোতুরগ্রে ইত্যাদি

মেখলানাং ভবেদন্তঃ পরিতো নেমিরঙ্গুলা।
একহস্তস্য কুণ্ডস্য বর্দ্ধয়েৎ তাং ক্রমাৎ সুধীঃ।
দশহস্তান্তমন্যেষামর্দ্ধাঙ্গুল-বশাৎ পৃথক্ ॥ ৬০

পরিতশ্চতুর্দিক্ষু মেখলাত্রয়স্যান্তর্ভাগে নেমির্ভবতি। সা চ বিস্তারোচ্ছ্রায়য়োরেকাঙ্গুল-প্রমাণা। একহস্তস্যেতি একহস্তান্ত-কুণ্ডত্রয়স্যেত্যর্থঃ। তৎ-ত্রয়ে যোনের্নাভেশ্চ সম-প্রমাণতয়া নেমেরপি সমপ্রমাণত্বাৎ। ইয়মেব কালোত্তরে কণ্ঠত্বেনোক্তা। ৬১

শারদায়াম্—হোতুরগ্রে যোনিরাসামুপর্য্যশ্বথ-পত্রবৎ।
মুষ্ট্যরত্ন্যেক-হস্তানাং কুণ্ডানাং যোনিরীরিতা।
ষড়্-চতুর্দ্ব্যঙ্গুলায়াম-বিস্তারোন্নতি-শালিনী ॥ ৬২

একাঙ্গুলন্তু যোন্যগ্রং কুর্য্যাদীষদধোমুখম্।
একৈকাঙ্গুলতো যোনিং কুণ্ডেষ্বন্যেষু বর্দ্ধয়েৎ।
যবদ্বয়-ক্রমেণৈব যোন্যগ্রমপি বর্দ্ধয়েৎ ॥ ৬৩

এক হস্ত পরিমিত কুণ্ডের মেখলা সমূহের ভিতরে চারি দিকে এক আঙ্গুল করিয়া নেমি (নাভি বা কণ্ঠ) হইবে। সুধী সাধক দশ হাত পর্য্যন্ত অন্যান্য কুণ্ড সমূহের সেই মেখলাগুলির নেমির সেই আঙ্গুলটি ক্রমে ক্রমে পৃথক্ পৃথক্ অর্দ্ধাঙ্গুল করিয়া বর্দ্ধিত করিবেন। ৬০

পরিতঃ অর্থাৎ চতুর্দিকে মেখলা তিনটির অন্তর্ভাগে নেমি হইবে। সেই নেমিটি উচ্চতায় ও বিস্তারে এক আঙ্গুল পরিমাণ। একহস্তস্য অর্থ—একহস্ত পর্য্যন্ত কুণ্ডত্রয়ের। সেই কুণ্ড তিনটিতে যোনি ও নাভি সম প্রমাণ বলিয়া নেমিও সম প্রমাণ হইবে। এই নেমিই কালোত্তরে কণ্ঠ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ৬১

শারদাতিলকে বলিয়াছেন—হোতার অগ্রে সেই মেখলা সমূহের উপরিভাগে অশ্বথ পত্রের ন্যায় যোনি হইবে। মুষ্টি পরিমিতি কুণ্ড, অরত্নি পরিমিত কুণ্ড ও একহস্ত পরিমিত কুণ্ড সমূহের যোনি দৈর্ঘ্যে ছয় আঙ্গুল, বিস্তারে চারি আঙ্গুল ও উচ্চতায় দুই আঙ্গুল বিশিষ্ট বলিয়া কথিত হইয়াছে। ৬২

যোনির অগ্রকে কিন্তু একাঙ্গুল ও ঈষৎ অধোমুখ করিবেন। অন্যান্য দুই হাত, চারি হাত প্রভৃতি কুণ্ডের যোনিকে এক এক আঙ্গুল করিয়া বর্দ্ধিত করিবেন। যোনির অগ্রকেও দুই দুই যব ক্রমেই বর্দ্ধিত করিবেন। ৬৩

আসামিতি মেখলানামিত্যর্থঃ[১]। যদ্যপি চতুরঙ্গুলাদ্যমেখলোপরিস্থায়া একাঙ্গুল-কণ্ঠব্যবহিত-খাতগতৈকাঙ্গুলাগ্রায়াঃ ষড়ঙ্গুল-প্রমাণায়া যোনের্দ্বিতীয়-তৃতীয়-মুখেনোপরিস্থত্বং ন সম্ভবতি, তথাপি সর্বোন্নত-মেখলোপরিস্থত্বে তয়োরপ্যুপরি সুতরামবস্থানম্। ষড়িতি। আয়ামে দৈর্ঘ্যে আয়তে ষট্ বিস্তারে চত্বারঃ উন্নতৌ দ্বাবঙ্গুলীত্যর্থঃ। অশ্বত্থপত্রবদিত্যনেন ষট্-চতুরঙ্গুল-বিস্তৃত-মূলা ক্রমিক-সঙ্কোচেনৈকাঙ্গুলাগ্রা যোনিরিত্যভিহিতম্[২]। মুষ্ট্যরত্ন্যেক-হস্তানাং যোনিরেকরূপৈব। ৬৪

গৌতমীয়ে—প্রথমে মেখলে যোনিং কুণ্ডৌষ্ঠীং হোতুরগ্রতঃ।
কুর্য্যাদ্ গজোষ্ঠবৎ তাস্তু কুণ্ডবিৎ সর্বলক্ষণাম্[৩] ॥ ৬৫

প্রথম ইতি। কুণ্ড-সমীপস্থায়াঃ প্রথম-মেখলায়া মধ্যভাগে ইত্যর্থঃ। কুণ্ডৌষ্ঠীমিতি। কুণ্ডে ওষ্ঠোঽগ্রং যস্যাস্তাদৃশীম্। গজোষ্ঠবদিতি। তথাচ শারদা-

---

আসাং অর্থ—মেখালানাং অর্থাৎ মেখলা সমূহের। যদিও চতুরঙ্গুল প্রথম মেখলার উপরিস্থিত একাঙ্গুল কণ্ঠ ব্যবহিত খাতগত একাঙ্গুলাগ্র পরিমিতা যোনি দ্বিতীয় ও তৃতীয় মুখে উপরিস্থিত হইতে পারে না, তথাপি সর্বোন্নত মেখলার উপরে অবস্থিত সেই দুইটিরও উপরে সুতরাং অবস্থান সম্ভব হইবে। ষড়্ ইত্যাদি কথার অর্থ—আয়ামে অর্থাৎ দৈর্ঘ্যে ছয় আঙ্গুল, বিস্তারে চারি আঙ্গুল, উচ্চতায় দুই আঙ্গুল। অশ্বত্থ পত্রবৎ এই কথা দ্বারা এই উক্ত হইয়াছে যে—চতুরঙ্গুল বিস্তৃত-মূলা যোনির ক্রমিক সংকোচের দ্বারা একাঙ্গুলাগ্রা যোনি অর্থাৎ যোনির অগ্র একাঙ্গুল হইবে। মুষ্টি পরিমিত, অরত্নি-পরিমিত ও একহস্ত পরিমিত কুণ্ডের যোনি একরূপই হইবে। ৬৪

গৌতমীয় তন্ত্রে বলিয়াছেন—প্রথমে হোতার অগ্রে মেখলার মধ্যে কুণ্ডৌষ্ঠী (কুণ্ডাগ্রা) যোনি করিবে। কুণ্ডবিৎ সেই যোনিকে হস্তীর ওষ্ঠের ন্যায় সর্বলক্ষণ-বিশিষ্টা করিবে। ৬৫

প্রথমে ইহার অর্থ—কুণ্ডসমীপস্থ প্রথম মেখলার মধ্যভাগে। কুণ্ডোষ্ঠীম্ ইহার অর্থ—কুণ্ডে ওষ্ঠ অর্থাৎ অগ্র আছে যে যোনির, সেই যোনিই কুণ্ডোষ্ঠী। গজোষ্ঠবৎ

১। খ—আসাং মেখলানাং। অশ্বত্থপত্রবদিত্যনেনেত্যাদি। ২। খ—অভিহিতমিত্যনন্তরং গৌতমীয়ে প্রথমে মেখলে ইত্যাদি। ৩। খ—সর্বলক্ষণামিত্যনন্তরং মেখলানাং ভবেদন্তঃ পরিতো নেমিরঙ্গুলা। একহস্তস্য কুণ্ডস্য বর্দ্ধয়েৎ তাং ক্রমাৎ সুধীঃ। দশহস্তান্তমন্যেষামর্দ্ধাঙ্গুলবশাৎ পৃথক্। নেমিরিতি নাভিরিত্যর্থঃ। তথাচ কুণ্ডস্যোপরি একাঙ্গুলমিতস্থানং ত্যক্ত্বা মেখলা দেয়া ইতি। একহস্তস্য একহস্তান্তস্য নাভিযোগ্যো নৈকমানস্য দৃষ্টত্বাৎ। গণেশবিমর্বিণ্যাম্—মেখলানাং বহিঃস্থানমিত্যাদি।

গৌতমীয়-বচনাভ্যামশ্বত্থপত্রাকারা গজোষ্ঠাকারা বা যোনিঃ কর্ত্তব্যেত্যর্থঃ। বাশিষ্ঠে—পৃষ্ঠোন্নতা গজোষ্ঠী বা সচ্ছিদ্রা মধ্য উন্নতা। যোনিরিতি শেষঃ। ৬৬

ত্রৈলোক্যসারে—কুম্ভদ্বয়-সমাযুক্তা অশ্বত্থ-দলবন্ নতা।
অঙ্গুষ্ঠ-মেখলা-যুক্তা মধ্যে চাজ্য-স্থিতির্যথা॥ ৬৭

কুম্ভদ্বয়েতি। গজকুম্ভাকার-মৃৎপিণ্ডদ্বয়-যুক্ত-মূলদেশা। নতা—নম্রা। অঙ্গুষ্ঠেতি। বিস্তারোচ্ছ্রায়য়োরঙ্গুষ্ঠমিতয়া একয়া মৃদ্‌ঘটিত-মেখলয়া বেষ্টিতেত্যর্থঃ। তথা সতি হস্তগলিতাজ্যস্য স্থিত্যা কুণ্ডে তৎপাতো ভবতীতি তাৎপর্য্যম্। এতেন যোন্যুপরি অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণা মেখলা দেয়েতি সিদ্ধম্। যোনি-প্রমাণ-বৃদ্ধাবপি ন তন্মান-বৃদ্ধিঃ। ৬৮

স্বায়ম্ভুবে—অঙ্গুষ্ঠমানৌষ্ঠ-কণ্ঠা কার্য্যাঽশ্বত্থ-দলাকৃতিঃ।
অঙ্গুষ্ঠমানৌষ্ঠং কণ্ঠে খাত-বাহ্যাঙ্গুলদেশে যস্যাস্তাদৃশী। ওষ্ঠোঽত্রাগ্রম্। ৬৯

ইহার অর্থ—তাহা হইলে শারদাতিলক ও গৌতমীয় তন্ত্রোক্ত বচনের দ্বারা অশ্বত্থ পত্রের আকারের ন্যায় অথবা হস্তীর ওষ্ঠের আকারের ন্যায় যোনি করিতে হইবে।

বাশিষ্ঠে বলিয়াছেন—যোনিটি পৃষ্ঠে উন্নতা, হস্তীর ওষ্ঠাকারা, সচ্ছিদ্রা ও মধ্যে উন্নতা। যোনি এই বিশেষ্য পদটি উহ্য করিতে হইবে। ৬৬

ত্রৈলোক্যসারে বলিয়াছেন—কুম্ভদ্বয়যুক্তা অশ্বত্থপত্রবৎ অবনতা অঙ্গুষ্ঠপরিমিত মেখলা দ্বারা যুক্তা, মধ্যে যাহাতে আজ্য থাকিতে পারে, তদ্রূপ যোনি হইবে। ৬৭

কুম্ভদ্বয় সমাযুক্তা অর্থ—যোনির মূলদেশ গজকুম্ভাকার মৃৎপিণ্ডদ্বয় যুক্তা হইবে। নতা—নম্রা। **অঙ্গুষ্ঠ ইত্যাদির অর্থ**—বিস্তারে ও উচ্চতায় অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত একটি মৃত্তিকা নির্মিত মেখলা দ্বারা যোনিটি বেষ্টিত হইবে। তাহা হইলে হস্তগলিত আজ্যের স্থিতি ও কুণ্ডে তাহার পাত হইবে, ইহাই তাৎপর্য্য। ইহা দ্বারা এই সিদ্ধ হইল যে, যোনির উপরে অঙ্গুষ্ঠপরিমিত মেখলা দিতে হইবে। যোনির পরিমাণ বৃদ্ধি হইলেও সেই মেখলার পরিমাণ বৃদ্ধি হইবে না। ৬৮

স্বায়ম্ভুব তন্ত্রে বলিয়াছেন—কণ্ঠে অঙ্গুষ্ঠ পরিমিতাগ্রা ও অশ্বত্থদলাকারা যোনি করিবে। অঙ্গুষ্ঠ-পরিমাণ ওষ্ঠ অঙ্গুষ্ঠ-মানৌষ্ঠ, অঙ্গুষ্ঠ-মানৌষ্ঠ কণ্ঠে যাহার অর্থাৎ খাতের বাহিরে অঙ্গুল পরিমিত দেশে অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত ওষ্ঠ (অগ্র) যে যোনির সেইরূপ যোনি অর্থাৎ খাতের বাহিরে অঙ্গুল পরিমিত দেশে যোনির অগ্রটি অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত হইবে। এস্থলে ওষ্ঠ হইতেছে অগ্র। ৬৯

গণেশবিমর্শিন্যাম্—মেখলানাং বহিঃ-স্থানং স্থলমিত্যভিধীয়তে।

চতুরস্র-স্থলারব্ধং নালং মধ্যে সরন্ধ্রকম্ ॥ ৭০

স্থূলমূলন্তু সূক্ষ্মাগ্রং তন্নালং স্যান্ মনোহরম্।

বাহ্যস্থ-মেখলা-বাহ্য-স্থানাদারভ্য[১] কারয়েৎ ॥ ৭১

বহিঃস্থানং হোতুরগ্রে ইতি শেষঃ। চতুরস্রেতি। চতুরস্রীকৃত-স্থলে লগ্ন-মূলমিত্যর্থঃ। তথা চ নালমূলে চতুরস্রং কার্য্যম্। ৭২

যামলে— নালং তিথ্যঙ্গুলায়ামমর্কাঙ্গুলমথাপি বা।

স্থূলং বেদাঙ্গুলং জ্ঞেয়ং যোনি-লগ্নং সরন্ধ্রকম্।

অরত্নি-মুষ্টি-হস্তানাং নালমাত্রমুদীরিতম্ ॥ ৭৩

দ্বিহস্তাদিক-কুণ্ডেষু চতুরঙ্গুলতঃ ক্রমাৎ।

আয়তিং তস্য জানীয়াৎ স্থৌল্যং দ্ব্যঙ্গুলতঃ পুনঃ ॥ ৭৪

সম্মোহনতন্ত্রে—মূলং মধ্যং তথাগ্রঞ্চ ব্যুৎক্রমাৎ ষট্-ত্রিকং চতুঃ।

তন্মানাঙ্গুলি-মানং স্যাদেতন্মানস্য লক্ষণম্ ॥ ৭৫

গণেশ-বিমর্শিণীতে বলিয়াছেন—মেখলা সমূহের বহিঃস্থান স্থল নামে কথিত হয়। চতুরস্র কুণ্ডের মেখলা সমূহের বহিঃস্থান-রূপ স্থল হইতে যোনির নাল আরব্ধ হইবে অর্থাৎ স্থলভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া যোনির বাহ্য মেখলা সংলগ্ন নাল হইবে। মধ্যে সরন্ধ্র হইবে। ৭০

নালের মূলটি স্থূল ও অগ্রটি সূক্ষ্ম ও নালটি মনোহর হইবে। বাহ্যস্থ মেখলার বাহ্যস্থান হইতে আরম্ভ করিয়া নাল নির্মাণ করিবে। ৭১

বহিঃস্থানম্ এই স্থলে হোতার অগ্রে, এইটি উহ্য করিতে হইবে। চতুরস্র ইত্যাদি কথার অর্থ—চতুরস্রীকৃত স্থলে মেখলার মূলটি লগ্ন হইবে। এই হইলে নালের মূলে চতুরস্র করিতে হইবে। ৭২

যামলে বলিয়াছেন—নাল আয়ামে (দৈর্ঘ্যে) পঞ্চদশ আঙ্গুল অথবা দ্বাদশ আঙ্গুল পরিমিত হইবে। স্থূল চারি আঙ্গুল জানিবে। উহা সরন্ধ্র ও যোনি লগ্ন হইবে। অরত্নি পরিমিত, মুষ্টি পরিমিত ও হস্ত পরিমিত কুণ্ডের নালমাত্র কথিত হইল। ৭৩

দ্বিহস্তাদি কুণ্ডে চারি আঙ্গুল ক্রমে সেই নালের দৈর্ঘ্য হইবে জানিবে এবং পুনরায় দুই আঙ্গুল হইতে তাহার স্থৌল্য হইবে। ৭৪

সম্মোহন তন্ত্রে বলিয়াছেন—নালের মূল, মধ্য ও অগ্র ব্যুৎক্রমে ছয় আঙ্গুল, তিন

১। খ—বাহ্যস্থ-মেখলা-বাহ্য-স্থলাদারভ্য কারয়েৎ। তথা—স্থলাদারভ্য নালমিত্যাদি।

মুলমিতি শেষাঙ্করোরেব ব্যুৎক্রমঃ। তেন চতুরঙ্গুলমধ্যং ত্র্যঙ্গুলমগ্রমিত্যর্থঃ। তথা—স্থলাদারভ্য নালং স্যাৎ[1] যোন্যা মধ্যে সরন্ধ্রকম্[2]। ৭৬

যোন্যা ইত্যস্য নালমিত্যন্বয়ঃ। সরন্ধ্রকমিত্যুভয়থা মুলাদগ্রাবধি অন্তঃ সূত্রাদিনা রন্ধ্রবৎ, স্থলাবধি-যোনিমুল-পর্য্যন্ত-নিরবকাশ-সংযোগে মধ্য-মেখলো-পরি পরিধি-স্থাপনার্থমবকাশাচ্চ (?)। ৭৭

তথাচ যামলে—নাল-মেখলয়োর্মধ্যে পরিধেঃ স্থাপনায় চ।

রন্ধ্রং কুর্য্যাৎ তথা বিদ্বান্ দ্বিতীয়-মেখলোপরি ॥ ৭৮

রন্ধ্রমবকাশম্। সরন্ধ্র-পদদ্বয়-দানাদুভয়থা সরন্ধ্রত্বং ব্যক্তমুক্তম্। যথা—

গৌতমীয়ে— স্থলাদারভ্য নালং স্যাৎ সরন্ধ্রং যোনি-মধ্যতঃ।

সূক্ষ্মাগ্রং স্থূলমূলঞ্চ সরন্ধ্রং নালমিষ্যতে।

যোন্যা মধ্যে বিলং কুর্য্যাৎ তদাজ্য-গ্রাহি-সংজ্ঞকম্ ॥ ৭৯

আঙ্গুল ও চারি আঙ্গুল হইবে। সেই পরিমাণের দ্বারা অঙ্গুলির পরিমাণ হইবে। ইহাই মানের লক্ষণ। ৭৫

মূলম্ এই কথার অর্থ—শেষ অঙ্ক দুইটির ব্যুৎক্রম হইবে। তাহাতে মধ্যভাগ চারি আঙ্গুল এবং অগ্রভাগ তিন আঙ্গুল হইবে। তন্ত্রে এইরূপ আরও উক্ত হইয়াছে—যোনির স্থল (মেখলার বহির্দেশ) হইতে আরম্ভ করিয়া নাল হইবে। মধ্য মেখলা রন্ধ্রযুক্ত হইবে। ৭৬

যোন্যাঃ এই পদের নালং এই পদের সহিত অন্বয় হইবে। সরন্ধ্রকম্ এই কথার অর্থ—উভয় প্রকারে মূল হইতে অগ্র পর্য্যন্ত মধ্যবর্ত্তী সূত্রাদি দ্বারা রন্ধ্রযুক্ত। স্থল হইতে যোনিমূল পর্য্যন্ত নিরবকাশ সংযোগ হইলে মধ্য মেখলার উপরি ভাগে পরিধি স্থাপনের জন্য অবকাশ থাকে। ৭৭

সেইরূপই যামলে বলিয়াছেন যে, বিদ্বান্ সাধক নাল ও মেখলার মধ্যে পরিধির স্থাপনের জন্য দ্বিতীয় মেখলার উপরিভাগে রন্ধ্র (অবকাশ—ফাঁক) করিবেন। ৭৮

রন্ধ্র—অবকাশ। সরন্ধ্র পদদ্বয় প্রয়োগের দ্বারা উভয় প্রকারে সরন্ধ্রত্ব স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে। যেমন গৌতমীয় তন্ত্রে বলিয়াছেন—

স্থল হইতে আরম্ভ করিয়া যোনির মধ্য পর্য্যন্ত নাল সরন্ধ্র হইবে। নালটি সূক্ষ্মাগ্র, স্থূল মূল ও সরন্ধ্র অভিপ্রেত। যোনির মধ্যে বিল (ছিদ্র) করিবে। উহা আজ্য গ্রাহী নামক ছিদ্র। ৭৯

১। ক—স্থলাদারভ্য মানং স্যাদিতি পাঠঃ। ২। খ—সরন্ধ্রকমিত্যুভয়ত্র সম্বধ্যতে তদুক্তং গৌতমীয়ে—স্থলাদারভ্য নালং স্যাৎ সরন্ধ্রমিত্যাদি পাঠঃ

মধ্যতো[১] মূলদেশস্য মধ্যপর্য্যন্তমিত্যর্থঃ। অতএব—স্থূলাদারভ্য নালং স্যাৎ যোনি-মূলস্য ধারণে। ইতি পুরশ্চরণ-চন্দ্রিকা। বিলং অভিন্নাধোভাগমীষন্নিম্নং তদেব ছিদ্রমুচ্যতে আজ্যগ্রাহি চ ৮০

পরিধীংস্তদ্বিন্যাসঞ্চাহ ছন্দোগপরিশিষ্টম্—

বাহুমাত্রাঃ পরিধয় ঋজবঃ সত্বচোঽব্রণাঃ।
ত্রয়ো ভবন্ত্যশীর্ণাগ্রা একেষান্তু চতুর্দ্দিশম্ ॥ ৮১
প্রাগগ্রাবভিতঃ পশ্চাদুদগগ্রমথাপরম্।
ন্যসেৎ পরিধিমন্যশ্চেচ্চদুদগগ্রঃ স পূর্বতঃ[২] ॥ ৮২

বাহুমাত্রা মূলাবধি-মধ্যমাঙ্গুল্যগ্রান্ত-দক্ষিণ-বাহু-প্রমাণাঃ। ঋজবঃ সরলাঃ। স-ত্বচস্ত্বক্-সহিতাঃ। অব্রণাশ্ছিদ্ররহিতাঃ। অশীর্ণাগ্রা অচ্ছিন্নাগ্রাঃ। তে চ উডুম্বর-শাখাময়াঃ কার্য্যাঃ। একেষাং মতে চতুর্দ্দিশং দেয়া ইত্যর্থঃ। অভিতঃ

মধ্যতঃ অর্থ—মূলদেশের মধ্য পর্য্যন্ত। এই জন্যই পুরশ্চরণচন্দ্রিকা এই বলিয়াছেন—ধারণের জন্য যোনিমূলের স্থূল হইতে আরম্ভ করিয়া নাল হইবে। অবিদীর্ণ (অপৃথক্) ও ঈষৎ নিম্ন অধোভাগই বিল। তাহাই ছিদ্র কথিত হয়। উহা আজ্য গ্রাহীও। ৮০

ছন্দোগপরিশিষ্ট পরিধি ও তাহার বিন্যাস বলিতেছেন—

তিনটি পরিধি বাহু পরিমাণ, ঋজু (সরল), ত্বক্ যুক্ত ও ছিদ্র শূন্য ও অচ্ছিন্নাগ্র হইবে। কাহারও মতে এই পরিধি চতুর্দিকে স্থাপনীয়। ৮১

এই পরিধিকে অগ্নির উত্তর ও দক্ষিণ পার্শ্বে পূর্বাগ্র স্থাপন করিবে। অপর একটি পরিধিকে পশ্চিমে উত্তরাগ্র করিয়া স্থাপন করিবে। অন্য একটি পরিধি যদি হয়, তবে সেইটি অগ্নির পূর্বে উত্তরাগ্র হইবে। ৮২

বাহুমাত্রাঃ অর্থ—দক্ষিণ বাহুর মূল হইতে মধ্যমাঙ্গুলির অগ্রের অন্ত পর্য্যন্ত পরিমাণ। ঋজুঃ—সরল। সত্বক্—ত্বক্ সহিত। অব্রণ—ছিদ্ররহিত। অশীর্ণাগ্র—অচ্ছিদ্রাগ্র। সেই পরিধিগুলি উড়ুম্বর শাখায় কর্ত্তব্য। এক সম্প্রদায়ের মতে চারি দিকে পরিধি

১। খ—মধ্যতো মধ্যপর্য্যন্তমিত্যর্থঃ। তথা বাশিষ্ঠে—পৃষ্ঠোন্নতা গর্জোষ্ঠী বা সচ্ছিদ্রা মধ্যমুন্নতা। সরন্ধ্রকমিতি মধ্যমেখলায়ামিত্যর্থঃ। তথাচ—নালমেখলয়োর্মধ্যে পরিধেঃ স্থাপনায় চ। রন্ধ্রং কুর্য্যাৎ তথা বিদ্বান্ দ্বিতীয়-মেখলোপরি। পরিধিরুক্তং ছন্দোগপরিশিষ্টে বাহুমাত্রা ইত্যাদি পাঠঃ।
২। খ—স পূর্বতঃ ইত্যনন্তরং অভিতঃ—অগ্নেঃ পার্শ্বদ্বয়ে। ত্রৈলোক্যসারে—কুণ্ডবর-সমাযুক্তা অশ্বত্থদলবন্নতা। অঙ্গুষ্ঠমেখলা যুক্তা মধ্যে চাজ্যস্থিতিস্তথা। স্বায়ম্ভুবে—অঙ্গুষ্ঠমানোষ্ঠকণ্ঠা কার্য্যাশ্বত্থদলাকৃতিঃ। অঙ্গুষ্ঠমানা কোষ্ঠকণ্ঠৌ যস্যাঃ সা। কাপিলপঞ্চরাত্রে—কল্পয়েদন্তরে ইত্যাদি পাঠঃ।

অগ্নেঃ পার্শ্বদ্বয়ে—দক্ষিণোত্তরয়োঃ। পশ্চাৎ—পশ্চিমে। উদগাগ্র উত্তরাগ্রঃ। পূর্বতঃ অগ্নেঃ পূর্বস্যাম্। সর্বে পরিধয়ো মধ্য-মেখলোপর্য্যেব, একত্র দৃষ্টত্বাৎ। ৮৩

নাভিঃ কুণ্ডমধ্যে নির্মাতব্যা। অন্যত্র নির্মায় বা তত্র ন্যস্তব্যা। কপিল-পঞ্চরাত্রে— কল্পয়েদন্তরে নাভিং কুণ্ডস্যাম্বুজ-সন্নিভাম্।
মুষ্ট্যরত্ন্যেক-হস্তানাং নাভিরুৎসেধ-বিস্তৃতা॥ ৮৪

নেত্র-বেদাঙ্গুলোপেতা[১] কুণ্ডেষ্বন্যেষু বর্দ্ধয়েৎ।
যবদ্বয়-ক্রমেণৈব নাভিং পৃথগুদারধীঃ[২]॥ ৮৫

নাভিক্ষেত্রং ত্রিধা ভিত্ত্বা মধ্যে কুর্বীত কর্ণিকাম্।
বহিরংশ-দ্বয়ে নাভৌ[৩] পত্রাণি পরিকল্পয়েৎ[৪]।
যোনিকুণ্ডে যোনিমব্জকুণ্ডে নাভিঞ্চ বর্জয়েৎ॥ ৮৬

স্থাপনীয়—এই অর্থ। অভিতঃ—অগ্নির দক্ষিণ ও উত্তর পার্শ্বদ্বয়ে। পশ্চাৎ—পশ্চিমে। উদগগ্র—উত্তরাগ্র। পূর্বতঃ—অগ্নির পূর্বদিকে। সমস্ত পরিধি মধ্য মেখলার উপরিভাগেই স্থাপনীয়, যেহেতু একত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে। ৮৩

নাভি কুণ্ড মধ্যে নির্মাণ করিতে হয়। অথবা অন্যত্র নির্মাণ করিয়া কুণ্ড মধ্যে স্থাপন করিবে। কপিলপঞ্চরাত্রে বলিয়াছেন—

কুণ্ডের মধ্যে পদ্মসদৃশ নাভি নির্মাণ করিবে। মুষ্টি পরিমিত কুণ্ড, অরত্নি পরিমিত কুণ্ড ও হস্ত পরিমিত কুণ্ডের নাভি দৈর্ঘ্য ও বিস্তারে তিন আঙ্গুল ও চারি আঙ্গুল পরিমিত হইবে। উদারবুদ্ধি সাধক অন্য কুণ্ড সমূহে এই নাভিকে যবদ্বয় ক্রমেই পৃথক্ পৃথক্-ভাবে বর্দ্ধিত করিবেন। ৮৪-৮৫

নাভি ক্ষেত্রকে ত্রিধা ভাগ করিয়া মধ্যভাগে কর্ণিকা করিবেন। নাভির বাহিরের অংশ দ্বয়ে পত্রসমূহ নির্ম্মাণ করিবেন। যোনি কুণ্ডে যোনি এবং পদ্মকুণ্ডে নাভি বর্জ্জন করিবেন। ৮৬

১। খ—নেত্রবেদাঙ্গুলোপেতা ন কুণ্ডেষন্যেম্বিত্যাদি পাঠঃ। ২। খ—উদার-ধীরিত্যন্তরং যোনিকুণ্ডে যোনিমব্জকুণ্ডে নাভিঞ্চ বর্জয়েৎ। নাভিক্ষেত্রমিত্যাদি পাঠঃ। ৩। খ—ন হিরং-শদ্বয়েনাষ্টাবিত্যাদি পাঠঃ। ৪। খ—পরিকল্পয়েদিত্যনন্তরং নবকুণ্ডপক্ষে যোনিনিয়মস্তু সিদ্ধান্ত-শিখরে—ইন্দ্রাগ্নিযমদিক্ কুণ্ডে যোনিঃ সৌর্ধ্যমুখী স্মৃতা। যোনিঃ পূর্বমুখান্যেষু পূর্বেশামেতরা মতা। পূর্বেশেতি। পূর্বে সভিন্নভিন্না পূর্বমুখী ঈশমুখী বেত্যর্থঃ। অল্পহোমঃ স্থণ্ডিলেঽপি বিধীয়তে। যথা সিদ্ধান্তশিখরে—প্রাগগ্রা উদগ্রা বা তিস্রো রেখান্তদন্তরে। উদগ্রত্বমুত্তরামুখ-হোমে। এতেন দেবী-শিব-হোমাদাবুত্তরামুখত্বমপ্যায়াতং। রেখাত্রয়ং প্রাদেশমিহমত্র দৃষ্টত্বাৎ। অথস্রুক্ স্রুবাবিতি পাঠঃ।

অথ স্থণ্ডিল-লক্ষণম্

সিদ্ধান্তশেখরে—হস্তমাত্রং স্থণ্ডিলং বা সংক্ষিপ্তে হোম-কর্ম্মণি।

ক্রিয়াসারে— কুণ্ডমেবংবিধং ন স্যাৎ স্থণ্ডিলে বা সমাচরেৎ ॥ ৮৭

শারদায়াম্— নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং স্থণ্ডিলে বা সমাচরেৎ।
তৎ কুর্য্যাদ্ হস্তমাত্রস্তু চতুরস্রং সমন্ততঃ।
প্রাগগ্রা উদগগ্রা বা তিস্রো রেখাস্তদন্তরে ॥ ৮৮

এতেন রেখাত্রয়-দানং বৈকল্পিকম্। হোমস্তু সর্ব্বদৈব পূর্ব্বাস্যেন কর্ত্তব্যঃ। রেখাত্রয়ং প্রাদেশমিতমন্যত্র দৃষ্টত্বাদিতি। ৮৯

অথ স্রুক্-স্রুবৌ

প্রকল্পয়েৎ স্রুচং যাগে বক্ষ্যমাণেন বর্ত্মনা।
শ্রীপর্ণী-শিংশপা-ক্ষীর-শাখিষ্বেকতমং গুরুঃ।
গৃহীত্বা বিভজেদ্ হস্তমাত্রং ষড়্ত্রিংশতা পুনঃ ॥ ৯০

হস্তমাত্রং বাহুমাত্রম্। ষট্‌ত্রিংশতা অঙ্গুলীভিরিতি শেষঃ। যথা আগস্ত্যে—

অনন্তর স্থণ্ডিল বলিতেছেন। সিদ্ধান্তশেখরে বলিয়াছেন—অথবা সংক্ষিপ্ত হোম কর্ম্মে হস্তমাত্র স্থণ্ডিল করিবে। ক্রিয়াসারে বলিয়াছেন—যদি কুণ্ড এই প্রকার না হয়, তবে স্থণ্ডিলে হোম করিবে। ৮৭

শারদাতিলকে বলিয়াছেন—অথবা নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য হোম স্থণ্ডিলে করিবেন। সেই স্থণ্ডিল চারিদিকে চতুরস্র ও এক হাত পরিমাণ হইবে। সেই স্থণ্ডিলের মধ্যে পূর্ব্বাগ্র বা উত্তরাগ্র তিনটি রেখা হইবে। ৮৮

ইহা দ্বারা রেখাত্রয় দান বৈকল্পিক বুঝাইতেছে। হোম কিন্তু পূর্ব্বমুখেই করিতে হইবে। রেখাত্রয় প্রাদেশ পরিমিত হইবে, যেহেতু অন্যত্র সেইরূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে। ৮৯

অনন্তর স্রুক্ ও স্রুব কথিত হইতেছে। গুরু বক্ষ্যমাণ প্রকারে যাগের জন্য স্রুক্ নির্ম্মাণ করিবেন। শ্রীপর্ণী (গাম্ভারী), শিংশপা (শিশু) ক্ষীর বৃক্ষ (বট, যজ্ঞ ডুমুর, অশ্বত্থ, প্লক্ষ—পাকুড়)—ইহাদের যে কোন একটিকে গ্রহণ করিয়া ছত্রিশ অঙ্গুলি পরিমিত বাহু প্রমাণ দীর্ঘ একভাগ করিবেন অর্থাৎ কাটিবেন। ৯০

হস্তমাত্র—বাহু মাত্র। ষট্‌ত্রিংশতা এই পদের সহিত অঙ্গুলীভিঃ এই পদটিকে উহ্য করিতে হইবে। যেমন অগস্ত্য-সংহিতায় বলিয়াছেন—

স্রুচং বাহুপ্রমাণেন হোমার্থং বিদধীত বৈ।
বিংশত্যংশৈর্ভবেদ্ দণ্ডো বেদী তৈরষ্টভির্ভবেৎ ॥ ৯১
একাংশেন মিতঃ কণ্ঠঃ সপ্তাংশেন মিতং মুখম্।
বেদী-ত্র্যংশেন বিস্তারঃ কণ্ঠস্য পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ৯২
মুখং কণ্ঠ-প্রমাণং স্যান্ মুখে মার্গং প্রকল্পয়েৎ।
কনিষ্ঠাঙ্গুলি-মানেন সর্পিষো নির্গমায় চ ॥ ৯৩
বেদীমধ্যে বিধাতব্যা ভাগেনৈকেন কর্ণিকা।
বিদধীত বহিস্তস্যা একাংশেনাভিহিতোঽবটম্ ॥ ৯৪
তস্য খাতং ত্রিভির্ভাগৈর্বৃত্তমর্দ্ধাংশতো বহিঃ।
অংশেনৈকেন পরিতো দলানি পরিকল্পয়েৎ ॥ ৯৫
মেখলা মুখ-বেদ্যোঃ[১] স্যাৎ পরিতোঽর্দ্ধাংশ-মানতঃ।
দণ্ড-মূলাগ্রয়োঃ কুম্ভৌ গুণ-বেদাঙ্গুলৈঃ ক্রমাৎ। ৯৬
গণ্ডীযুগং যমাংশৈঃ স্যাদ্ দণ্ডস্যানাহ ঈরিতঃ।
ষড়্ভিরংশৈঃ পৃষ্ঠভাগো বেদ্যাঃ কূর্মাকৃতির্ভবেৎ ॥ ৯৭

হোমের জন্য অবশ্যই বাহু প্রমাণ স্রুক্ নির্মাণ করিবে। ঐ ছত্রিশ অঙ্গুলির বিংশতি অংশ অর্থাৎ অঙ্গুলি দণ্ড হইবে। আটটি আঙ্গুলের দ্বারা বেদী হইবে। ৯১

একাংশ পরিমাণে কণ্ঠ হইবে। সপ্তাংশ পরিমাণে মুখ হইবে। বেদীর তিন-ভাগ পরিমাণে কণ্ঠের বিস্তার কথিত হইয়াছে। ৯২

মুখটি কণ্ঠ প্রমাণ অর্থাৎ বেদীর তৃতীয়াংশ পরিমাণ বিস্তার হইবে। নির্গমনের জন্য মুখে কনিষ্ঠাঙ্গুলি পরিমাণ মার্গ (গর্ত্ত) করিবে। ৯৩

বেদীর মধ্যে এক ভাগের দ্বারা কর্ণিকা করিবে। সেই কর্ণিকার বহির্ভাগে এক অংশের দ্বারা অবট (গর্ত্ত) করিবে। ৯৪

সেই গর্ত্তের তিন ভাগ পরিমাণে খাতটি হইবে এবং বাহিরে অর্দ্ধাংশমানে বৃত্তটি হইবে। এক অংশের দ্বারা বৃত্তের চারি দিকে দল সমূহ কল্পনা করিবে। ৯৫

মুখ ও বেদীর চারি দিকে অর্দ্ধাংশ পরিমাণে মেখলা হইবে। দণ্ডের মূল ভাগের ও অগ্রভাগের কুম্ভ দুইটী (মুখ) যথাক্রমে গুণাঙ্গুলি বা তিন অঙ্গুলি পরিমাণে ও বেদাঙ্গুলি বা চারি অঙ্গুলি পরিমাণে হইবে। ৯৬

মূল ও অগ্রের গণ্ডী দুইটি (ঘট দুইটি) দুই অংশ পরিমাণে কঙ্কণাকার হইবে।

১। ক—মেখলা মুখ-বেদ্যাঃ

হংসস্য বা হস্তিনো বা পোত্রিণো বা মুখং লিখেৎ।
মুখস্য পৃষ্ঠভাগে স্যাৎ সংপ্রোক্তং লক্ষণং স্রুচঃ ॥ ৯৮
স্রুচশ্চতুর্বিংশতিভির্ভাগৈরারচয়েৎ স্রুবম্।
দ্বাবিংশত্যা দণ্ডমানমংশৈরেতস্য কীর্ত্তিতম্ ॥ ৯৯
চতুর্ভিরংশৈরানাহঃ কর্ষাজ্য-গ্রাহি তচ্ছিরঃ।
অংশদ্বয়েন নিখনেৎ পঙ্কে মৃগপদাকৃতিঃ ॥ ১০০
দণ্ডমূলাগ্রয়োর্গণ্ডী ভবেৎ কঙ্কণ-ভূষিতা।
স্রুবস্য বিধিরাখ্যাতঃ সর্বতন্ত্র-সমন্বিতঃ ॥ ১০১

গণ্ডী কুম্ভঃ কঙ্কণঞ্চ। তথাচ—গণ্ডী কঙ্কণ-কুম্ভয়োরিতি ভাগুরিঃ। স্রুবস্তু পঞ্চাঙ্গুলাংস্ত্যক্ত্বা শঙ্খমুদ্রয়া ধার্য্যঃ। যথা—

পঞ্চাঙ্গুলান্ বহিস্ত্যক্ত্বা ধারয়েচ্ছঙ্খমুদ্রয়া। ইতি। ১০২

তয়োরভাবে তু বাশিষ্ঠে—

পলাশপত্রে নিশ্ছিদ্রে রুচিরে স্রুক্-স্রুবৌ স্মৃতৌ।

ছয়টি অংশের পরিমাণে দণ্ডের আনাহ (বিস্তার—বিশালতা) করিবে। বেদীর পৃষ্ঠভাগ কূর্মাকৃতি হইবে। ৯৭

এই স্রুকের মুখের পৃষ্ঠভাগে হংসের মুখ অথবা হস্তীর মুখ অথবা পোত্রীর (বরাহের) মুখ লিখিবে। স্রুকের লক্ষণ কথিত হইল। ৯৮

স্রুকের চতুর্বিংশতি ভাগের দ্বারা স্রুব রচনা করিবে। স্রুব দণ্ডের পরিমাণ ইহার অর্থাৎ এই চতুর্বিংশতি ভাগের দ্বাবিংশতি ভাগের দ্বারা উক্ত হইয়াছে। ৯৯

ইহার বিস্তার চারি অংশের দ্বারা হইবে। অংশ দ্বয়ের দ্বারা তাহার মস্তকটি কর্ষ পরিমিত আজ্যগ্রাহী (আশি রতি ঘৃত ধারণে সমর্থ) করিয়া নির্মাণ করিবে। পঙ্কে (মুখের পৃষ্ঠে) মৃগপদের আকৃতি করিবে। ১০০

দণ্ডের মূল ও অগ্রে কঙ্কভূষিত গণ্ডী (ঘট) হইবে। সর্বতন্ত্র সম্মত স্রুবের বিধি কথিত হইল। ১০১

গণ্ডী—কুম্ভ ও কঙ্কণ। গণ্ডী কঙ্কণ-কুম্ভয়োঃ অর্থাৎ কঙ্কণ ও কুম্ভ অর্থে গণ্ডী শব্দের প্রয়োগ হয়—এই বাক্যে ভাগুরি তাহাই বলিয়াছেন। পঞ্চাঙ্গুলি পরিত্যাগ করিয়া শঙ্খমুদ্রা দ্বারা স্রুবকে ধারণ করিবে। যেমন তন্ত্রে বলিয়াছেন—বহির্ভাগে পাঁচ আঙ্গুল ত্যাগ করিয়া শঙ্খমুদ্রায় স্রুবকে ধারণ করিবে। ১০২

স্রুক্ ও স্রুবের অভাবে বশিষ্ঠ সংহিতায় বলিয়াছেন—সংক্ষিপ্ত হোমকর্মে নিশ্ছিদ্র

বিদধ্যাদ্ বাশ্বত্থপত্রে সংক্ষিপ্তে হোম-কর্মণি ॥ ১০৩

অথ হস্ত-প্রমাণম্

গৌতমীয়ে— মুষ্ট্যরত্নি-প্রমাণাণি যৎকিঞ্চিৎ কথিতানি চ।
যজমানস্য কর্ত্তব্যং নান্যস্যাপি কদাচন ॥ ১০৪

তথা ছন্দোগ-পরিশিষ্টম্—

মানক্রিয়ায়ামুক্তায়ামনুক্তে মান-কর্ত্তরি।
মানকৃদ্ যজমানঃ স্যাদ্ বিদুষামেব নিশ্চয়ঃ।
চতুর্বিংশত্যঙ্গুলাঢ্যং হস্তং তন্ত্রবিদো বিদুঃ ॥ ১০৫
কর্ত্তুর্দক্ষিণ-হস্তস্য মধ্যমাঙ্গুলি-পর্বণঃ।
মধ্যস্য দৈর্ঘ্য-মানেন মানাঙ্গুলমুদাহৃতম্ ॥ ১০৬

যজমানস্যাসান্নিধ্যে তু কপিলপঞ্চরাত্রম্—

যবানাং তণ্ডুলৈরেকমঙ্গুলং চাষ্টভির্ভবেৎ।
অদীর্ঘ-যোজিতৈর্হস্তশ্চতুর্বিংশদ্ভিরঙ্গুলৈঃ ॥ ১০৭

বয়সোঽনুক্রমে পুনঃ—

মনোহর দুইটি পলাশ পত্র স্রুক্ ও স্রুব বলিয়া কথিত হইয়াছে। অথবা দুইটি অশ্বত্থ পত্রকে স্রুক্ ও স্রুব করিবে। ১০৩

অনন্তর হস্ত প্রমাণ কথিত হইতেছে। গৌতমীয় তন্ত্রে বলিয়াছেন—মুষ্টি, অরত্নি প্রভৃতি যাহা কিছু পরিমাণ কথিত হইয়াছে, সমস্ত পরিমাণ যজমানেরই পরিমাণে কর্ত্তব্য। কখনও অন্যের পরিমাণে কর্ত্তব্য নহে। ১০৪

ছন্দোগ পরিশিষ্ট সেইরূপ বলিয়াছেন—পরিমাণ কর্ত্তা উক্ত না হইলে পরিমাণ ক্রিয়া উক্ত হইলে যজমান পরিমাণকারী হইবে। ইহাই পণ্ডিতগণের নিশ্চয়। তন্ত্রবিদ্গণ চতুর্বিংশতি অঙ্গুলিযুক্ত পরিমাণকে হস্ত বলেন। ১০৫

কর্ত্তার দক্ষিণ হস্তের মধ্যমাঙ্গুলির মধ্য পর্বের দৈর্ঘ্যের পরিমাণের দ্বারা পরিমাণের অঙ্গুলি কথিত হইয়াছে অর্থাৎ মধ্যমাঙ্গুলির মধ্যপর্বের যে পরিমাণ, তাহাই এক অঙ্গুলি। ১০৬

যজমানের অসান্নিধ্যে অর্থাৎ অনুপস্থিতিতে কপিল পঞ্চরাত্র বলিয়াছেন—অদীর্ঘ-যোজিত আটটি যবতণ্ডুলে এক অঙ্গুলি হয় অর্থাৎ আটটি যবতণ্ডুলকে লম্বায় পরস্পর যুক্ত না করিয়া পাশাপাশি যুক্ত করিলে যে পরিমাণ হয়, তাহাই এক অঙ্গুলি। এইরূপ চব্বিশ অঙ্গুলিতে এক হস্ত হয়। ১০৭

অষ্টভিস্তৈর্ভবেজ্জ্যেষ্ঠং মধ্যমং সপ্তভির্যবৈঃ।
কন্যসং ষড়্‌ভিরুদ্দিষ্টমঙ্গুলং মুনিসত্তম ! * ॥ ১০৮॥ ইতি

কন্যসং কনিষ্ঠম্। মানন্তু সর্বত্র যবপার্শ্বেন[১]। ষড়্ যবাঃ পার্শ্ব-সম্মিতা ইতি কাত্যায়ন-বচনাৎ। ১০৯

বিশিষ্য[২] সংখ্যানুক্তৌ হোমাদি-সংখ্যামাহ মহাকপিলপঞ্চরাত্রম্—

সংখ্যানুক্তৌ শতং সাষ্টং সহস্রং বা জপাদিষু। ইতি। ১

বিষ্ণুধর্মোত্তরে—দূর্বা-হোমঃ পরঃ প্রোক্তস্তেন স্বর্গে মহীয়তে।
তস্মাদ্ দশগুণং প্রোক্তমিক্ষুভিঃ প্রাপ্নুয়াৎ কৃতে ॥ ২
তস্মাদ্ দশগুণং শস্যৈর্ব্রীহিভির্দ্বিগুণং ভবেৎ।
যবৈশ্চতুর্গুণং প্রোক্তং তিলৈর্দশগুণং তথা।
বিল্বৈর্দশগুণং প্রোক্তং ঘৃতেনাষ্টগুণং স্মৃতম্ ॥ ৩

ঘৃতঞ্চ গব্যেতরদগ্রাহ্যম্। যথা বরাহপুরাণম্—

যজমানের বয়ঃক্রম অনুসারে পুনরায় বলিয়াছেন—হে মুনিসত্তম। আটটি যবে জ্যেষ্ঠ (প্রবীণ বয়স্কের) অঙ্গুল, সাতটি যবে দ্বাদশবর্ষাদি মধ্য বয়স্কের মধ্যম অঙ্গুল এবং ছয়টি যবে পাঁচ ছয় বৎসর বয়সের কনিষ্ঠ অঙ্গুল হয়। ১০৮

কন্যসং—কনিষ্ঠ। ষড়্‌যবাঃ পার্শ্বসমিতাঃ অর্থাৎ পার্শ্বসংযুক্ত ছয়টি যবের তণ্ডুল (একটি অঙ্গুল)—এইরূপ কাত্যায়নের বচন অনুসারে সকল স্থলে যব পার্শ্বের সহিত সংযোগ দ্বারা অঙ্গুলির পরিমাণ গ্রহণ করিতে হইবে। ১০৯

বিশেষ করিয়া সংখ্যার উক্তি না থাকিলে মহাকপিল পঞ্চরাত্র হোমাদির সংখ্যা বলিতেছেন—জপ, হোম প্রভৃতিতে সংখ্যার উক্তি না থাকিলে অষ্ট সংখ্যা সহিত শত বা সহস্র জপ ও হোম করিবে। ১

বিষ্ণুধর্মোত্তরে বলিয়াছেন—দূর্বাহোম শ্রেষ্ঠ কথিত হইয়াছে। সেই দূর্বাহোমের দ্বারা স্বর্গে পূজিত হন। ইক্ষু সমূহের দ্বারা হোম করিলে তাহা হইতে কথিত ফলের দশগুণ ফলই লাভ করে। ২

শস্যের দ্বারা হোম করিলে তাহা হইতে দশগুণ ফল লাভ হয়। ব্রীহি সমূহের দ্বারা হোম করিলে দ্বিগুণ ফল হয়। যবের দ্বারা চতুর্গুণ, তিলের দ্বারা দশ গুণ ফল কথিত হইয়াছে। বিল্বের দ্বারা দশগুণ ফল উক্ত হইয়াছে এবং ঘৃতের দ্বারা আট গুণ ফল কথিত হইয়াছে। ৩

---

* প্রবীণ-বয়স্ক-যজমানাসান্নিধ্যে অষ্ট-যবৈরঙ্গুলম্। দ্বাদশবর্ষাদি-মধ্যবয়স্কস্য সপ্তভির্যবৈরঙ্গুলং পঞ্চষট্‌বর্ষস্য ষড়্‌ভির্যবৈরঙ্গুলমিত্যর্থঃ। ১। খ—মানন্তু পার্শ্বেন। ২। ক—বিশিষ্ট সংখ্যানুক্তৌ।

মাহিষং আবিকং আজমযজ্ঞীয়মিতি স্থিতিঃ[১] । ৪

হোমে স্বাহান্ত-মন্ত্রকরণকতামাহ যজ্ঞপার্শ্বঃ—

আদায় দক্ষিণে পাণৌ স্রুবং ত্রিমধুরং হবিঃ ।
প্রাঙ্মুখো বহ্নিজায়ান্তে জুহুয়ান্ ন্যুব্জপাণিনা ॥ ৫

আদায়েতি স্রুবমিত্যন্বয়ঃ। ত্রিমধুরং ঘৃত-মধু শর্করাবৎ। হবির্ঘৃতং, জুহুয়াদিত্যর্থঃ। ন্যুব্জপাণিনেতি অধোমুখ-হস্তেনেত্যর্থঃ। ৬

যৎ তু[২] ন্যুব্জপাণিনেতি শাখ্যন্তরীয়ম্—

উত্তানেনৈব হস্তেন অঙ্গুষ্ঠাগ্রেণ পীড়িতম্ ।
সংহতাঙ্গুলিপাণিস্তু বাগ্‌যতো জুহুয়াদ্ হবিঃ ॥

ইতি গোভিল-বচনাদিতি কেচিদাহুঃ। তৎ তুচ্ছম্, উক্ত-গোভিল-বচনস্য পাণ্যাহুতি-পরত্বাৎ, তাবতৈবাঙ্গুষ্ঠাগ্রেণ পীড়িতমিত্যস্য সঙ্গতেঃ।

আহুতীস্তু ঘৃতাদীনাং স্রুবেণাধোমুখেন তু ।

হোমে গব্য ঘৃত ভিন্ন অন্য ঘৃত অগ্রাহ্য। যেমন বরাহপুরাণ বলিয়াছেন—মহিষ ঘৃত, মেষ ঘৃত, ছাগল ঘৃত অযজ্ঞীয়—এই স্থিতি (মর্য্যাদা)। ৪

হোম স্বাহান্ত মন্ত্র করণক অর্থাৎ স্বাহান্ত মন্ত্র পাঠ দ্বারা হোম হইবে, এই যজ্ঞপার্শ্ব বলেন—

পূর্ব্বমুখ হইয়া দক্ষিণ হস্তে স্রুব লইয়া স্বাহান্ত মন্ত্রে ন্যুব্জ হস্তে ত্রিমধুর যুক্ত হবিঃ হোম করিবেন। ৫

আদায় এই পদের স্রুবং এই পদের সহিত অন্বয়। ত্রিমধুর—ঘৃত, মধু ও শর্করা যুক্ত। হবিঃ—ঘৃত, হোম করিবে—এই অর্থ। ন্যুব্জ-পাণিনা ইহার অর্থ—অধোমুখ হস্তের দ্বারা। ৬

আর যে কেহ কেহ এই বলেন—ন্যুব্জহস্তের দ্বারা, এইটি অন্য শাখীয়দের জন্য; যেহেতু গোভিলের এই বচন আছে যে—

হস্তের অঙ্গুলিগুলিকে সংহত করিয়া বাগ্‌যত হইয়া উত্তান হস্তের দ্বারাই অঙ্গুষ্ঠাগ্রের দ্বারা নিমজ্জিত হবিকে হোম করিবেন।

তাহা কিন্তু তুচ্ছ, যেহেতু উক্ত গোভিলের এই বচনটি হস্তের দ্বারা আহুতি পর

১। খ—স্থিতিরিত্যনন্তরং যৎ তু মন্ত্রেণোঙ্কার-পূতেনেত্যাদি পাঠঃ। ২। খ—অত্র যৎ ত্বিত্যস্মাৎ প্রাক্ টিপ্পন্যাং লিখিতং—অত্র পতিতং ক্রোড়পত্রং।

হুনেৎ তিলাদ্যাহুতীস্তু দৈবেনোত্তান-পাণিনা। ইতি ভবিষ্যপুরাণাচ্চ।
অতএব—পাণ্যাহুতি দ্বর্াদশ-পর্ব-পূরিকা। ইত্যপি সংগচ্ছতে ॥ ৭

মন্ত্র-তন্ত্রপ্রকাশে—নমোঽন্তে ন নমো দদ্যাৎ স্বাহান্তে দ্বিঠমেব চ।
পূজায়ামাহুতৌ চৈব সর্বত্রায়ং বিধিঃ স্মৃতঃ ॥ ৮

অস্যার্থঃ—সর্বত্র নমোঽন্তে মন্ত্রে নমঃ পদং ন দদ্যাৎ। তথাচ ইদং পাদ্যং আদিত্যায় নমঃ ইত্যেব প্রয়োজ্যম্। পাদ্যাদীনি সমুল্লিখ্য পশ্চাদুল্লেখয়েৎ সুরান্। ইত্যাদিবচনাৎ। ন তু ওঁ আদিত্যায় নমঃ ইদমর্ঘ্যং ওঁ আদিত্যায় নমঃ ইত্যাদি। ৯

প্রণবাদি-নমোঽন্ত-চতুর্থ্যন্ত-পদস্য মন্ত্রত্বমুক্তং ব্রহ্মপুরাণে। যথা—
ওঁঙ্কারাদি-সমাযুক্তং নমস্কারান্ত-কীর্ত্তিতম্।
স্বনাম সর্বসত্ত্বানাং মন্ত্র ইত্যভিধীয়তে ॥ ১০

নমোঽন্তে নমো নিষেধস্তু তান্ত্রিকেতরত্র, তেন নমোঽন্তে মন্ত্রান্তে ইদং

(বিষয়ক)। তাহাতেই অঙ্গুষ্ঠাগ্রেণ পীড়িতং এই বাক্যটির সঙ্গতি হয়। ঘৃতাদির আহুতি কিন্তু অধোমুখ স্রুবের দ্বারা হইবে। ভবিষ্যপুরাণেও এই বলিয়াছেন—

অধোমুখ স্রুবের দ্বারা ঘৃত প্রভৃতির আহুতি সকল দিবে। উত্তান হস্তে দৈবতীর্থ দ্বারা তিলাদি আহুতি হোম করিবে।

এই হইলেই পাণ্যাহুতির্দ্বাদশ-পর্ব-পূরিকা অর্থাৎ অঙ্গুলির দ্বাদশপর্ব পূরণ করিয়া পণ্যাহুতি হইবে—এই বচনও সঙ্গত হয়। ৭

মন্ত্রতন্ত্র প্রকাশে বলিয়াছেন—পূজায় এবং আহুতিতে নমো অন্ত মন্ত্রের অন্তে নমঃ এবং স্বাহান্ত মন্ত্রের অন্তে স্বাহা দিবে না। সর্বত্র এই বিধি শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। ৮

এই শ্লোকের অর্থ হইতেছে—সর্বত্র নমঃ অন্ত মন্ত্রে নমঃ পদ দিবেন না। তাহা হইলে ইদং পাদ্যং ওঁ আদিত্যায় নমঃ এইরূপই মন্ত্রপ্রয়োগ হইবে। যেহেতু পাদ্যাদির উল্লেখ করিয়া পরে দেবতাগণের উল্লেখ করিবে—এই সকল বচন আছে। কিন্তু ওঁ আদিত্যায় নমঃ ইদমর্ঘ্যং ওঁ আদিত্যায় নমঃ ইত্যাদি প্রয়োগ হইবে না। ৯

প্রণবাদি, নমঃ অন্ত ও চতুর্থী বিভক্ত্যন্ত দেবতাবাচক পদের মন্ত্রত্ব ব্রহ্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে। যেমন—

আদিতে ওঁঙ্কার যুক্ত এবং অন্তে নমঃ পদ কীর্ত্তিত (কথিত) সমস্ত সত্ত্বের (দেবতার) নাম মন্ত্র বলিয়া কথিত হয়। ১০

তান্ত্রিক পূজা ব্যতীত বৈদিকাদি পূজায় নমঃ অন্ত মন্ত্রের অন্তে নমঃ-পদ দানের নিষেধ। সেই জন্যই নমঃ অন্ত মন্ত্রের অন্তে ইদং দ্রব্যম্ অমুকদেবতায়ৈ নমঃ—এইরূপই

দ্রব্যমমুকদেবতায়ৈ নমঃ ইত্যেবং তান্ত্রিকপূজাসু প্রযুজ্যতে। এবং সর্বত্রা-আহুতৌ স্বাহান্তে দ্বিঠং স্বাহা-পদং ন দদ্যাদিতি। ১১

যৎ তু পূজায়ামাহুতৌ সর্বত্র নমোঽন্তে ন নমঃ স্বাহান্তে ন দ্বিঠং দদ্যাদিত্যর্থ ইতি ব্যাখ্যানম্, তন্ন চারু, আহুতৌ নমঃ-পদ-দানস্যাপ্রসক্ত্যা নিষেধানৌচিত্যাৎ, স্বাহান্তে দ্বিঠস্য তান্ত্রিক-পূজাদাবর্ঘ্যাদি-নিয়তস্য নিষেধানর্হত্বাচ্চ। ১২

যৎ তু— মন্ত্রেণোঙ্কার-পূতেন স্বাহান্তেন বিচক্ষণঃ।
স্বাহাবসানে জুহুয়াদ্ ধ্যায়ন্ বৈ মন্ত্রদেবতাম্ ॥

ইত্যনেন হোমে মন্ত্রস্য ওঁঙ্কারাদিত্বমুক্তম্, তদপি[১] তান্ত্রিকেতরমাত্র-পরম্, অন্যথা তান্ত্রিকমন্ত্রস্য মন্ত্রান্তরতা-প্রসঙ্গঃ, তেন স্বাহান্ত-মন্ত্রে স্বাহান্তরং ন প্রয়োজ্যম্। আপস্তম্বঃ—নাপ্রোক্ষিতমিন্ধনমগ্নাবাদধ্যাৎ। ১৩

স্মৃতিঃ—আদৌ তু দেবতোদ্দেশং তৈত্তিরী-কঠ-শাখিনোঃ।
কাণ্ব-মধ্যন্দিনানাস্তু পশ্চাদুল্লেখয়েৎ সুরান্ ॥

অন্যেষাং দেবতোদ্দেশো নাস্তি, অনভিধানাৎ ॥ ১৪

তান্ত্রিক পূজা সমূহে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। এইরূপ সর্বত্র আহুতিতে স্বাহান্তে দ্বিঠ অর্থাৎ স্বাহা পদ দিবে না। ১১

আর যে পূজায় ও আহুতিতে সর্বত্র নমঃ অন্ত মন্ত্রে নমঃ পদ এবং স্বাহান্ত মন্ত্রে দ্বিঠ (স্বাহা) পদ দিবে না—এই অর্থ, এইরূপ যে ব্যাখ্যা, তাহা সুন্দর (সুসঙ্গত) নহে। কোন স্থলে আহুতিতে নমঃ পদদানের প্রসক্তি (প্রাপ্তি) না থাকায় তাহার নিষেধ উচিত নহে। স্বাহান্তে দ্বিঠটি (স্বাহাটি) তান্ত্রিক পূজায় অর্ঘ্যাদিতে নিয়ত বলিয়া তাহা নিষেধের যোগ্যই নহে। ১২

বিচক্ষণ ঋত্বিক্ মন্ত্র দেবতাকে ধ্যান করিতে করিতে ওঁকার পূত (ওঁকারাদি) স্বাহান্ত মন্ত্রের দ্বারা স্বাহাবসানে অর্থাৎ শেষে স্বাহা পদ দিয়া হোম করিবে।

এই বচনের দ্বারা হোমে মন্ত্রের যে ওঁকারাদিত্ব উক্ত হইয়াছে, তাহাও তান্ত্রিক ভিন্ন মন্ত্রমাত্র পর। অন্যথা ইহা স্বীকার না করিলে তান্ত্রিক মন্ত্রের মন্ত্রান্তরত্ব প্রসঙ্গ হইবে। সেই হেতু স্বাহান্ত মন্ত্রে অন্য স্বাহা পদের প্রয়োগ কর্ত্তব্য নহে। আপস্তম্ব বলিয়াছেন—অপ্রোক্ষিত (প্রোক্ষণের দ্বারা অসংস্কৃত) ইন্ধন অগ্নিতে প্রদান করিবে না। ১৩

স্মৃতি বলিয়াছেন—তৈত্তিরী শাখী ও কঠ শাখিগণের প্রথমে কিন্তু দেবতার উদ্দেশ (নাম কীর্ত্তন) করিবেন। কাণ্ব ও মাধ্যন্দিন শাখিগণের ঋত্বিক্‌গণ পরে দেবতার

১। খ—তদপি বৈদিকমন্ত্রপরম্।

অগ্নিলক্ষণম্

বায়ুপুরাণে— অর্চিষ্মান্ পিণ্ডিতশিখঃ সর্পিঃ কাঞ্চন-সন্নিভঃ।
স্নিগ্ধঃ প্রদক্ষিণশ্চৈব বহ্নিঃ স্যাৎ কার্য্য-সিদ্ধয়ে ॥ ১৫

তথা তত্রৈব— ক্ষুৎ-তৃট্-ক্রোধ-ত্বরা-যুক্তো হীনমন্ত্রং জুহোতি যঃ।
অপ্রবুদ্ধে সধূমে বা সোঽন্ধঃ স্যাদন্য-জন্মনি ॥ ১৬
অল্পে রূক্ষে সস্ফুলিঙ্গে বামাবর্ত্তে ভয়ানকে।
আর্দ্রকাষ্ঠৈঃ সুসম্পন্নে ফুৎকারবতি পাবকে ॥ ১৭
কৃষ্ণার্চিষি সদুর্গন্ধে তথা নিহতি-মেদিনীম্ ॥
আহুতিং জুহুয়াদ্ যস্তু তস্য নাশো ভবেদ্ ধ্রুবম্ ॥ ১৮

তথাগমে—স্বর্ণ-সিন্দুর-বালার্ক-কুঙ্কুম-ক্ষৌদ্র-সন্নিভঃ[১]।
সুবর্ণ-রেতসো বর্ণঃ শোভনঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ১৯
ভেরী-বারিদ-হস্তীন্দ্র-নিনাদোঽগ্নিঃ শুভাবহঃ।
নাগ-চম্পক-পুন্নাগ-পাটলা যূথিকা-নিভঃ ॥ ২০

উল্লেখ করিয়া থাকেন। দেবতার উদ্দেশ উক্ত (বিহিত) না হওয়ায় অন্যান্য শাখি-গণের দেবতার উদ্দেশ নাই। ১৪

অগ্নির লক্ষণ কথিত হইতেছে। বায়ুপুরাণে বলিয়াছেন—কার্য্যসিদ্ধির জন্য বহ্নি অর্চিষ্মান্ (দীপ্ত শিখাযুক্ত) পিণ্ডিতশিখ (সংহত শিখ), ঘৃত ও কাঞ্চনের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট, স্নিগ্ধ (রম্য) ও প্রদক্ষিণ (দক্ষিণাবর্ত-বিশিষ্ট) হইবেন। ১৫

সেই বায়ুপুরাণেই সেইরূপ আরও বলিয়াছেন—যে ব্যক্তি ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্রোধ ও ত্বরা যুক্ত হইয়া অপ্রবুদ্ধ (অনুজ্জ্বল) ও সধূম বহ্নিতে হীনমন্ত্র (মন্ত্ররহিত) আজ্যাদি হোম করে, সে অন্য জন্মে অন্ধ হয়। ১৬

যে ব্যক্তি অল্প, রুক্ষ, স্ফুলিঙ্গযুক্ত, বামাবর্ত্ত, ভয়ানক, আর্দ্রকাষ্ঠ দ্বারা সম্পন্ন (জ্বালিত) ফুৎকারবিশিষ্ট, কৃষ্ণবর্ণ শিখা বিশিষ্ট, দুর্গন্ধযুক্ত মেদিনীবিদারণ অগ্নিতে আহুতি হোম করে, তাহার নিশ্চয়ই নাশ হয়। ১৭-১৮

আগমে সেইরূপ বলিয়াছেন—সুবর্ণরেতাঃ বহ্নির স্বর্ণ, সিন্দুর, বালসূর্য্য, কঙ্কুম চূর্ণ সদৃশ বর্ণ শোভন (মঙ্গলকর) কীর্ত্তিত হইয়াছে। ১৯

ভেরী, বারিদ (মেঘ) ও হস্তিশ্রেষ্ঠের শব্দের ন্যায় অগ্নির শব্দ শুভকর। নাগকেশর, চম্পক, পুন্নাগ (শ্বেতোৎপল), পাটল (পারুল), যূথিকা, পদ্ম, ইন্দীবর (নীলোৎপল)

১। খ—কঙ্কুম ক্ষোদসন্নিভঃ।

পদ্মেন্দীবর-কহ্লার-সর্পিগু´গ্‌গুলু-সন্নিভঃ।
পাবকস্য শুভো গন্ধ ইত্যুক্তস্তন্ত্র-বেদিভিঃ॥ ২১
প্রদক্ষিণাস্ত্যক্ত-কম্পাশ্ছত্রাভাঃ শিখিনঃ শিখাঃ।
শুভদা যজমানস্য রাজ্যস্যাপি বিশেষতঃ॥ ২২
কুন্দেন্দু-ধবলো ধূমো বহ্নেঃ প্রোক্তঃ শুভাবহঃ।
কৃষ্ণঃ কৃষ্ণগতের্বর্ণো যজমানং বিনাশয়েৎ॥ ২৩
শ্বেতো রাষ্ট্রং নিহন্ত্যাশু বায়স-স্বরসন্নিভঃ।
খরস্বর-সমো বহ্নের্ধ্বনিঃ সর্ব-বিনাশ-কৃৎ॥ ২৪
পূতিগন্ধো হুত-ভুজো হোতুর্দুঃখ-প্রদো ভবেৎ।
ছিন্নাবৃত্তা শিখা কুর্য্যান্ মৃত্যুং ধন-পরিক্ষয়ম্॥ ২৫
শুকপক্ষ-নিভো ধূমঃ পারাবত-সমপ্রভঃ।
হানিং তুরগ-জাতীনাং গবাঞ্চ কুরুতে চিরাৎ॥ ২৬
এবং বিধেষু দোষেষু প্রায়শ্চিত্তায় দেশিকঃ
মূলেনাজ্যেন জুহুয়াৎ পঞ্চবিংশতীমাহুতীঃ॥ ২৭
তথা— কর্ণ-হোমে ভবেদ্ ব্যাধির্নেত্রেঽন্ধত্বং সমীরিতম্।

কহ্লার (শ্বেতসুন্দি), ঘৃত ও গুগ্‌গুলুর গন্ধ সদৃশ অগ্নির গন্ধ শুভ, ইহা তন্ত্রবিদ্‌গণ কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে। ২০-২১

অগ্নির শিখা প্রদক্ষিণা (দক্ষিণাবর্ত্তা) কম্পশূন্যা ও ছত্রতল্যা হইলে যজমানের বিশেষতঃ রাজ্যের শুভপ্রদা হইয়া থাকে। ২২

বহ্নির ধূম কুন্দ পুষ্প ও চন্দ্রের ন্যায় ধবল হইলে শুভপ্রদ কথিত হইয়াছে। কৃষ্ণগতি বহ্নির কৃষ্ণবর্ণ যজমানকে বিনাশ করে। ২৩

কৃষ্ণগতির শ্বেতবর্ণ শীঘ্র রাস্ট্রকে বিনাশ করে। বহ্নির ধ্বনি বায়সের স্বরের সদৃশ বা গর্দভের স্বরের তুল্য হইলে সকলের বিনাশ-কর হয়। ২৪

হুতভুগ্ বহ্নি দুর্গন্ধযুক্ত হইলে হোতার দুঃখপ্রদ হইয়া থাকে। বহ্নির শিখা ছিন্না বা বৃত্তাকার হইলে উহা যজমানের বিনাশ ও ধননাশ করে। ২৫

বহ্নির ধূম শুক পক্ষীর পক্ষের সদৃশ অথবা পারাবত সদৃশ বর্ণবিশিষ্ট হইলে উহা যজমানের, অশ্বজাতির ও গোসমূহের অচিরে বিনাশ করে। ২৬

এই প্রকার দোষ দৃষ্ট হইলে মন্ত্রোপদেষ্টা দেশিক প্রায়শ্চিত্তের জন্য মূলমন্ত্রে আজ্যের দ্বারা পঁচিশবার আহুতি প্রদান করিবেন। ২৭

তন্ত্রে সেইরূপ আরও বলিয়াছেন—অগ্নির কর্ণদেশে হোম করিলে ব্যাধি হয়।

নাসিকায়াং মনঃ-পীড়া মস্তকে ধন-সংক্ষয়ঃ ॥ ২৮

যতঃ কাষ্ঠং ততঃ শ্রোত্রং যতো ধূমোঽত্র নাসিকা।

যত্রাঽল্প-জ্বলনং নেত্রং যতোঽঙ্গারস্ততঃ শিরঃ।

যত্র প্রজ্বলিতা জ্বালা জিহ্বা সা জাতবেদসঃ ॥ ২৯

তথা— বৈশ্বানরং স্থিতং ধ্যায়েৎ সমিদ্ধোমেষু দেশিকঃ।

শয়ানমাজ্য-হোমেষু নিষণ্ণং শেষ-বস্তুষু[১]।

আস্যান্তর্জুহুয়াদ্ বহ্নের্বিপশ্চিৎ সর্বকর্মসু ॥ ৩০ ॥ স্থিতমূর্দ্ধস্থিতমিত্যর্থঃ

হোমীয় দ্রব্য-পরিমাণম্

শারদায়াম্— অথাত্র হোম-দ্রব্যাণাং প্রমাণমভিধীয়তে।

কর্ষমাত্রং ঘৃতং হোমে শুক্তিমাত্রং পয়ঃ স্মৃতম্ ॥ ৩১

উক্তানি পঞ্চ গব্যানি তৎ সমানি মনীষিভিঃ।

তৎসমং মধু দুগ্ধান্নমক্ষমাত্রমুদাহৃতম্ ॥ ৩২

নেত্রে হোম করিলে অন্ধত্ব কথিত হইয়াছে। নাসিকাতে হোম করিলে মনঃপীড়া, মস্তকে হোম করিলে ধন নাশ হয়। ২৮

যেখানে অগ্নির কাঠ, সেইখানে অগ্নির শ্রোত্র, যেখানে ধূম, সেখানে অগ্নির নাসিকা, যেখানে অল্প জ্বলন, সেখানে অগ্নির নেত্র, যেখানে অঙ্গার, সেইখানে অগ্নির মস্তক, যেখানে অগ্নির শিখা প্রজ্বলিত, সেই প্রজ্বলিত শিখাই অগ্নির জিহ্বা। ২৯

সেইরূপ আর বলিয়াছেন—দেশিক সমিদ্ হোমে বৈশ্বানরকে স্থিত উত্থিত—দণ্ডায়মান ধ্যান করিবে। আজ্য হোমে বহ্নিকে শয়ান ধ্যান করিবে। অন্যান্য দ্রব্যের হোমে বৈশ্বানরকে উপবিষ্ট ধ্যান করিবে। বিদ্বান্ সাধক সকল বস্তুর হোমে অগ্নির মুখমধ্যে হোম করিবেন। ৩০। স্থিতং কথার অর্থ—উর্দ্ধ্বস্থিত।

অনন্তর হোমীয় দ্রব্যের পরিমাণ কথিত হইতেছে। শারদাতিলকে বলিয়াছেন—অনন্তর এখানে হোম-দ্রব্যের পরিমাণ কথিত হইতেছে। ঘৃত হোমে ঘৃতের পরিমাণ এক কর্ষ (১ তোলা), তৈলের পরিমাণ এইরূপ জানিবেন। দুগ্ধ হোমে দুগ্ধের পরিমাণ শুক্তি মাত্র (২ কর্ষ বা ২ তোলা) কথিত হইয়াছে। ৩১

মনীষিগণ পঞ্চগব্য হোমে পঞ্চগব্যকে তাহার অর্থাৎ দুগ্ধের সমপরিমাণ বলিয়াছেন। মধু তাহার অর্থাৎ পঞ্চগব্যের সম পরিমাণ। দুগ্ধান্ন অক্ষ (কর্ষ) পরিমাণ উক্ত হইয়াছে। ৩২

১। ক—সর্ববস্তুষু।

দধি প্রসৃতি-মাত্রং স্যাল্লাজাঃ স্যুর্মুষ্টি-সংমিতাঃ।
পৃথুকাস্তৎ-প্রমাণাঃ স্যুঃ শক্তবোঽপি তথোদিতাঃ॥ ৩৩
গুড়ং পলার্দ্ধমানং স্যাচ্ছর্করাপি তথা স্মৃতা।
গ্রাসার্দ্ধং চরুমানং স্যাদিক্ষুঃ পর্বাবধিঃ স্মৃতঃ॥ ৩৪
একৈকং পত্র-পুষ্পাণি তথাঽপূপানি কল্পয়েৎ।
কদলী-ফল-নারঙ্গ-ফলান্যেকৈকশো বিদুঃ॥ ৩৫
মাতুলঙ্গং চতুঃ-খণ্ডং পনসং দশধা-কৃতম্।
অষ্টধা নারিকেলানি খণ্ডিতানি বিদুর্বুধাঃ॥ ৩৬
ত্রিধাকৃতং ফলং বিল্বং কপিত্থং খণ্ডিতং ত্রিধা।
উর্বারুক-ফলং হোমে কথিতং খণ্ডিতং ত্রিধা॥ ৩৭
ফলান্যন্যান্যখণ্ডানি[১] সমিধঃ স্যুর্দশাঙ্গুলাঃ।
দূর্বাত্রয়ং সমুদ্দিষ্টং গুডূচী-চতুরঙ্গুলাঃ॥ ৩৮

দধি হোমে দধি প্রভৃতি প্রসৃতিমাত্র (পলদ্বয়মাত্র) হইবে। লাজহোমে লাজা মুষ্টিমাত্র (পল) পরিমিত হইবে। পৃথুক (চিপিটক—চিড়া) তৎপরিমিত (লাজপরিমিত) হইবে। শক্তু হোমে শক্তুও সেই পরিমাণ কথিত হইয়াছে। ৩৩

গুড় হোমে গুড় পলার্দ্ধ (কর্ষদ্বয়) পরিমিত হইবে। শর্করাও সেইরূপ পরিমাণ উক্ত হইয়াছে। চরুহোমে চরু গ্রাসার্দ্ধ (আশি রতি) পরিমাণ হইবে। ইক্ষু হোমে ইক্ষু পর্বাবধি—পর্ব পর্য্যন্ত পরিমাণ উক্ত হইয়াছে। ৩৪

পত্রহোমে পত্র ও পুষ্প এক একটি দেয়। অপূপও সেইরূপ এক একখানি কল্পন (হোম) করিবেন। ফলহোমে কদলী ফল, নারঙ্গ ফল এক একটি দেয় জানিবেন। ৩৫

চারিখণ্ডে খণ্ডিত মাতুলঙ্গের (বীজপূরের) এক এক খণ্ড, দশ খণ্ডে খণ্ডিত পনসের এক এক খণ্ড, আট খণ্ডে খণ্ডিত নারিকেলের এক এক খণ্ড হোমে দেয় বলিয়া কথিত হইয়াছে। ৩৬

তিন খণ্ডে বিভক্ত বিল্ব, দুই খণ্ডে বিভক্ত কপিত্থ ফল হোমে দেয়। ত্রিধা খণ্ডিত উর্বারুক (কর্কটী—ফুটী) হোমে দেয় বলিয়া কথিত হইয়াছে। ৩৭

অন্যান্য ফল অখণ্ড হোমে দেয়। সমিধ্‌গুলি দশাঙ্গুল পরিমাণ দেয়। এক একবারে দূর্বা তিন তিনটি দেয়। গুডূচী (গুলঞ্চ) লতা চারি আঙ্গুল দেয়। ৩৮

বিবৃতি। বিশীর্ণা, দ্বিদলা, হ্রস্বা, বক্রা, স্থূলা, দ্বিধা, কৃমিদষ্টা, দীর্ঘা, ত্বক্‌শূন্যা সমিধ্‌

১। ক—ফলান্যন্যানি খণ্ডানি।

ব্রীহয়ো মুষ্টিমাত্রাঃ স্যুর্মুদ্গা মাষা যবা অপি।
তণ্ডুলাঃ স্যুস্তদর্দ্ধাংশাঃ কোদ্রবা মুষ্টি-সংমিতাঃ ॥ ৩৯
গোধূমা রক্ত-কলমা বিহিতা মুষ্টিমানতঃ।
তিলাশ্চুলুক-মাত্রাঃ স্যুঃ সর্ষপাস্তৎ-প্রমাণকাঃ ॥ ৪০
মুষ্টি-প্রমাণং[১] লবণং মরীচান্যেক-বিংশতিঃ।
পুরং বদরমানং স্যাদ্ রামঠং তৎসমং স্মৃতম্ ॥ ৪১
চন্দনাগুরু-কর্পূর-কস্তুরী-কুঙ্কুমানি চ।
তিন্তিড়ীবীজ-মানানি সমুদ্দিষ্টানি দেশিকৈঃ ॥ ৪২

অথ কর্ষাদিমানম্

গুঞ্জাভির্দশভির্মাষঃ শাণো মাষ-চতুষ্টয়ম্।
দ্বৌ শাণৌ বটকঃ কোলো বদরং দ্রক্ষণশ্চ সঃ ॥ ৪৩

বর্জনীয়। উহাদের যে কোনটির দ্বারা হোম করিলে অনিষ্ট ফল হয়। অনধিক ও অন্যূন পরিমাণ যুক্ত ক্ষীর সমিধ্ সর্বকামপ্রদ। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি তর্জনী অঙ্গুলির ন্যায় বর্ত্তুল, আর্দ্রত্বক্‌যুক্ত উক্তলক্ষণ বিশিষ্ট সমিধ্‌কে হোম করিবেন, তাহাতে বিপুল সম্পদ্ লাভ হয়। শ্রৌত, স্মার্ত্ত ও তন্ত্রোক্ত হোমে এইরূপ সমিধ্ উক্ত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ শারদাতিলক তন্ত্রের টীকায় দ্রষ্টব্য। ৩৮

ব্রীহি মুষ্টি (পল) মাত্র পরিমাণ। মুগ, মাষ এবং যবও মুষ্টিমাত্র পরিমাণ। তণ্ডুল তাহার অর্দ্ধমাত্র (কর্ষদ্বয়) পরিমাণ এবং কোদ্রব (কোদ ধান) মুষ্টিমাত্র (পল) পরিমাণ হোমে দেয়। ৩৯

গোধূম, রক্ত কলমা (কলমা ধান) মুষ্টি পরিমাণ বিহিত হইয়াছে। তিল চুলুক-মাত্র (কর্ষ) পরিমাণ হোমে দেয়। সর্ষপও সেই পরিমাণ হোমে দেয়। ৪০

প্রতিবার হোমে লবণ মুষ্টিমাত্র পরিমাণ দেয়। মরিচ একেবারে একুইশটি হোমে দেয়। পুর (গুগ্‌গুল) বদর (৮০ গুঞ্জা) পরিমাণ, রামঠ (হিঙ্গু) তৎসম পরিমাণ বিহিত হইয়াছে। ৪১

চন্দন, অগুরু, কর্পূর ও কুঙ্কুম তিন্তিড়ি (তেঁতুল) বীজের পরিমাণ হোমে দেয় বলিয়া দেশিকগণ কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে। ৪২

অনন্তর কর্ষাদির পরিমাণ কথিত হইতেছে। দশটি গুঞ্জায় ১ মাষ, চারি মাষে ১ শাণ, দুই শাণে এক বটক। সেই বটককেই কোল, বদর ও দ্রক্ষণ বলে। দুই কোলে ১

১। খ—শুক্তি-প্রমাণং লবণং।

কোলৌ[১] পাণিতলং কর্ষঃ সুবর্ণং কবল-গ্রহঃ।
পিচুর্বিড়ালপদকং তিন্দুকোঽক্ষশ্চ[২] তদ্‌দ্বয়ম্ ॥ ৪৪
শুক্তিরষ্টমিকা তে দ্বে পলং[৩] বিল্বং চতুর্থিকা।
মুষ্টিরাম্রং[৪] প্রকুঞ্চোঽথ দ্বে পলে প্রসৃতিস্তথা ॥ ৪৫

অশীতি-গুঞ্জাতঃ শাস্ত্রোক্ত-তোলকম্। তথা—

সপ্ত-পত্রান্বিতা দূর্বা হোম-কর্মণি শস্যতে। ৪৬। ইতি

অথ নিত্য-হোমঃ। তদুক্তং সোমভুজগাবল্যাম্—

নাজপ্তঃ সিধ্যতে মন্ত্রো নাহুতশ্চ ফল-প্রদঃ।
নানিষ্টো যচ্ছতে কামান্ তস্মাৎ ত্রিতয়মাচরেৎ ॥ ৪৭
পূজয়া লভতে পূজাং জপাৎ সিদ্ধির্ন[৫] সংশয়ঃ।
বিভূতিং চাগ্নি-কার্য্যেণ সর্বসিদ্ধিঞ্চ বিন্দতি ॥ ৪৮

নীলতন্ত্রে— নিত্যহোমং প্রবক্ষ্যামি সর্বার্থং যেন বিন্দতি।
সপর্য্যাং সম্যগাপাদ্য বলিপূর্বং চরেদ্ বিধিম্ ॥ ৪৯

পাণিতল বা কর্ষ। এই কর্ষের বাচক—সুবর্ণ, কবলগ্রহ, পিচু, বিড়ালপদক, তিন্দুক, অক্ষ। ২ কর্ষে ১ শুক্তি, শুক্তির বাচক—অষ্টমিকা। ২ শুক্তিতে ১ পল। পলের বাচক—বিল্ব, চতুর্থিকা, মুষ্টি, আম্র, প্রকুঞ্চ। ২ পলে ১ প্রসৃতি। ৪৩-৪৫

আশি গুঞ্জাতে শাস্ত্রোক্ত তোলক (তোলা) হয়। সেরূপ আরও বলিয়াছেন—হোম কার্য্যে সপ্ত পত্র যুক্তা দূর্বা প্রশস্তা। ৪৬

অনন্তর নিত্য হোম কথিত হইতেছে। সোমভুজগাবলীতে তাহা উক্ত হইয়াছে। অজপ্ত মন্ত্র সিদ্ধ হয় না; অনাহুত মন্ত্র ফলপ্রদ হয় না; অপূজিত মন্ত্র কাম্য বিষয় প্রদান করে না। অতএব এই তিনটির (জপ, হোম ও পূজা) অনুষ্ঠান করিবে। ৪৭

মন্ত্রের পূজা দ্বারা পূজা (সম্মান) লাভ করে। মন্ত্রের জপ হইতে সিদ্ধি হয়। ইহাতে সংশয় নাই। মন্ত্রের অগ্নিকার্য্য (হোমের) দ্বারা বিভূতি ও সর্বসিদ্ধি হয়। ৪৮

নীলতন্ত্রে বলিয়াছেন—যে নিত্য হোমের দ্বারা সমস্ত প্রয়োজনের লাভ হয়, সেই নিত্য হোম বলিতেছি। বলি পূর্বক সম্যক্ প্রকারে পূজা করিয়া হোম বিধির অনুষ্ঠান করিবে। ৪৯

১। খ—শার্ণৌ। ২। খ—তিন্দুকক্ষশ্চ। ৩। ক—দ্বে দ্বে পলং। ৪। ক—ষষ্টিমাত্রং ।ঃ পদকং তিন্দুকক্ষশ্চ তদ্বয়ম্। শুক্তিরষ্টলিকা দ্বে দ্বে পলং বিল্বং চতুর্থিকা। ষষ্টিমাত্রং প্রকুঞ্চোঽথ দ্বে পলে প্রসৃতিস্তয়োঃ। ৫। খ—জপাৎ সিদ্ধিং ন সংশয়ঃ।

ততো হোমং তর্পণঞ্চ চরেৎ সাধক-সত্তমঃ।
বলি-বৈশ্বাদিকঞ্চৈব ব্রাহ্মণঃ স্বয়মাচরেৎ ॥ ৫০

অর্ঘ্যোদকেন সংপ্রোক্ষ্য তিস্রো-রেখাঃ সমালিখেৎ।
বিধিবদগ্নিমানীয় ক্রব্যাদেভ্যো নমস্তথা ॥ ৫১

মূলমন্ত্রং সমুচ্চার্য্য কুণ্ডে বা স্থণ্ডিলেঽপি বা।
ভূমৌ বা সংস্তরেদ্ বহ্নিং ব্যাহৃতি-ত্রিতয়েন তু ॥ ৫২

স্বাহান্তেন ত্রিধা হুত্বা ষড়ঙ্গ-হবনং চরেৎ।
ততো দেবীং সমাবাহ্য মূলেন ষোড়শাহুতিম্।
হুত্বা স্তুত্বা নমস্কৃত্য বিসৃজেদিন্দুমণ্ডলে * ॥ ৫৩

শ্যামাদৌ তু বিশেষঃ[১]—আদৌ ভৈরবান্ হুত্বা মূলেন ষোড়শাহুতীর্জুহুয়াৎ। তদ্ যথা (৫৪)—

সাধক শ্রেষ্ঠ তাহার পর হোম ও তর্পণ করিবেন। ব্রাহ্মণ বলি বৈশ্বদেব প্রভৃতির অনুষ্ঠান নিজে করিবেন। ৫০

স্থণ্ডিলকে অর্ঘ্যজলের দ্বারা প্রোক্ষণ করিয়া ঐ স্থণ্ডিলে তিনটি রেখা করিবেন। বিধিপূর্বক অগ্নি আনিয়া ওঁ ক্রব্যাদেভ্যো নমঃ বলিয়া ক্রব্যাদাংশ (রাক্ষসগণের অংশ) পরিত্যাগ করিবেন। ৫১

মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ভূমিতে কুণ্ডে অথবা স্থণ্ডিলে বহ্নি স্থাপন করিবেন। স্বাহান্ত ব্যাহৃতি ত্রিতয়ের দ্বারা অর্থাৎ ওঁ ভূঃ স্বাহা, ওঁ ভুবঃ স্বাহা, ওঁ স্বঃ স্বাহা এই তিনটি মন্ত্রের দ্বারা তিনবার হোম করিয়া পূজিত দেবতার ষড়ঙ্গের হোম করিবেন। তাহার পর দেবীকে আবাহন করিয়া মূলমন্ত্রের দ্বারা ষোড়শ বার আহুতি দিবেন। হোম করিয়া, স্তব করিয়া ও নমস্কার করিয়া চন্দ্র মণ্ডলে অগ্নিকে বিসর্জন দিবেন। ৫২-৫৩

শ্যামাদির হোমে বিশেষ আছে। প্রথমে ভৈরবগণের উদ্দেশে হোম করিয়া মূলমন্ত্রের দ্বারা ষোল বার আহুতি দিবেন। তন্ত্রে তাহা যেমন বলিয়াছেন (৫৪)—

---

* সংকল্পঞ্চ ততঃ কৃত্বা কাম্যহোমং সমাচরেৎ। স্বাহান্তং মূলমুচ্চার্য্য দেবতায়ৈ ত্রিদং বদন্। জুহুয়াদঞ্জলিতে বহ্নৌ সংখ্যাঞ্চ পরিতশ্চরন্। দ্বিজানামধিকারোঽস্তি তান্ত্রিকে হোমকর্মণি। অধিকারী ভবেচ্চৈব শূদ্রোঽপি হোমকর্মণি। বহ্নিজায়াং পরিত্যজ্য হৃদয়ান্তেন হোময়েৎ। বারাহী-তন্ত্রবাক্য মতমেতদুদীরিতম্।

১। খ—বিশেষঃ ইত্যনন্তরং মূলেন ষোড়শাহুতীর্দত্ত্বা ভৈরবাংশ্চ হুনেদষ্টা-বিত্যাদি পাঠঃ।

ভৈরবাংশ্চ হুনেদষ্টৌ আজ্যান্বিত-তিলৈঃ শুভৈঃ।
পূর্বাদি-দিক্-ক্রমেণৈব ততো হোমং সমাচরেৎ[১] ॥ ৫৫

অথ বৃহদ্ধোম-পদ্ধতিঃ

কুণ্ডস্যৈশান্যাং দিশি হস্তপ্রমাণ-বেদ্যাং শাক্তাভিষেক-রীত্যা ঘটং সংস্থাপ্য তত্র নিজদেবতামাবাহ্য সম্পূজ্য কুণ্ডং মূলেন বীক্ষ্য ফড়িতি কুশৈঃ সন্তাড্য ফড়িতি কুশোদকেন প্রোক্ষ্য হুমিত্যনেনাভুক্ষ্য ফড়িতি তাল-ত্রয়েণ সংরক্ষ্য মূলমুচ্চার্য্য সামান্য-কর্মণি ওঁ কুণ্ডায় নমঃ ইতি তমর্চয়েৎ। বিশেষ-হোমাদৌ তু ওঁ অমুকদেবতা-কুণ্ডায় নমঃ ইতি কুণ্ডং পূজয়েৎ। ১

ব্রহ্মসংহিতায়াং হোমকাণ্ডে—

ঐশান্যাং বেদিকাং হস্ত-বিস্তারোন্নতি-শালিনীম্।
কৃত্বাঽস্মিন্ স্থাপয়েৎ কুম্ভং যথোক্ত-ক্রম-যোগতঃ ॥ ২

তত্র সংপূজয়েদ্ দেবং যথাবিধ্যুপচারকৈঃ।
ততো হোমং প্রকুর্বীত দেবতা-সন্নিধানতঃ ॥ ৩

আজ্যাপ্লুত পবিত্র তিল সমূহের দ্বারা পূর্বাদি দিক্ ক্রমেই ভৈরবের উদ্দেশ্যে আটটি হোম করিবেন। তাহার পর মূলদেবতার হোম করিবেন। ৫৫

অনন্তর বৃহৎ হোম পদ্ধতি প্রদর্শিত হইতেছে। কুণ্ডের ঈশানকোণে একহস্ত পরিমিত বেদীতে শাক্তাভিষেক রীতিতে ঘট স্থাপন করিয়া, সেই ঘটে নিজের ইষ্টদেবতাকে আবাহন করিয়া পূজা করিয়া, কুণ্ডকে মূলমন্ত্রের দ্বারা বীক্ষণ করিয়া, ফট্ এই মন্ত্রে কুশের দ্বারা তাড়ন করিয়া, ফট্ এই মন্ত্রে কুশোদকের দ্বারা প্রোক্ষণ করিয়া, হুং এই মন্ত্রের দ্বারা অভ্যুক্ষণ করিয়া, ফট্ এই মন্ত্রে তালত্রয়ের দ্বারা রক্ষা করিয়া, মূল মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া, সামান্য কর্মে ওঁ কুণ্ডায় নমঃ এই মন্ত্রে সেই কুণ্ডকে অর্চনা করিবেন। বিশেষ হোমাদি স্থলে কিন্তু ওঁ অমুকদেবতা-কুণ্ডায় নমঃ এই মন্ত্রে কুণ্ডকে পূজা করিবেন। ১—

ব্রহ্ম-সংহিতায় হোম কাণ্ডে বলিয়াছেন—কুণ্ডের ঈশান কোণে এক হাত বিস্তার ও উচ্চতা বিশিষ্ট বেদী করিয়া সেই বেদীকাতে যথোক্ত ক্রমে ঘট স্থাপন করিবেন। ২ সেই ঘটে যথাবিধানে উপচার সমূহের দ্বারা নিজের ইষ্টদেবতাকে পূজা করিবেন। তারপর সেই দেবতার সন্নিধানে হোম করিবেন। ৩

১। খ—সমাচরেদিত্যত্র সমাপয়েৎ।

তন্ত্রে— বীক্ষণং মূলমন্ত্রেণ শরেণ তাড়নং স্মৃতম্।
তেনৈব প্রোক্ষণং প্রোক্তং বর্মণাঽভ্যুক্ষণং মতম্ ॥ ৪

ততঃ কুণ্ডমধ্যে প্রাগগ্রা উদগগ্রা বা তিস্রো রেখা লিখেৎ। হোতুঃ প্রাঙ্-মুখত্বে প্রাগগ্রা উদঙ্-মুখত্বে উত্তরাগ্রা ইতি বিশেষঃ। এতেন হোমে প্রাগুদগন্যতর-মুখত্বং হোতুঃ সিদ্ধম্। ৫

ততঃ সংক্ষেপ-হোম-পদ্ধতি-ক্রমেণ ক্রব্যাদাংশ-ত্যাগ-পর্য্যন্তং বিধায় ঔদর্য্য-মূলাধারস্থ-বহ্নিভ্যাং সহ ভৌমস্য বহ্নেরৈক্যং বিভাব্য রঁ বহ্নিচৈতন্যং কল্পয়ামীতি পাবকে চৈতন্যং নিধায় ওঁকারেণাষ্টোঽত্তর-শতমভিমন্ত্র্য ধেনুমুদ্রয়াঽমৃতীকৃত্য ফড়িতি প্রোক্ষ্য হুমিত্যবগুণ্ঠ্য রঁ বহ্নিমূর্ত্তয়ে নমঃ ইতি গন্ধপুষ্পাদিভিঃ সংপূজ্য কুণ্ডস্যোপরি ত্রিঃ পরিভ্রাম্য প্রণবমুচ্চার্য্য জানু-স্পৃষ্ট-ভূমিঃ শিবশুক্র বুদ্ধ্যা আত্মনোঽভিমুখং দেব্যা যোনাবেনং নিক্ষিপেৎ। ততো বাগীশ্বর-বাগীশ্বর্য্যৌ সম্পূজ্য ওঁ চিৎপিঙ্গল হন হন দহ দহ পচ পচ সর্বজ্ঞাজ্ঞাপয় স্বাহেতি বহ্নিং জ্বালয়েৎ। ততঃ ওঁ অগ্নিং প্রজ্বলিতং বন্দে জাত-

---

তন্ত্রে বলিয়াছেন—মূল মন্ত্রের দ্বারা বীক্ষণ এবং শর (ফট্) মন্ত্রের দ্বারা তাড়ন কথিত হইয়াছে। সেই শর মন্ত্রের দ্বারা প্রোক্ষণ এবং বর্ম (হুং) মন্ত্রের দ্বারা অভ্যুক্ষণ উক্ত হইয়াছে। ৪

তাহার পর কুণ্ডমধ্যে পূর্বাগ্র বা উত্তরাগ্র তিনটি রেখা করিবেন। হোতা পূর্বমুখ হইলে পূর্বাগ্র রেখা এবং উত্তরমুখ হইলে উত্তরাগ্র রেখা হইবে, ইহাই বিশেষ। ইহার দ্বারা সিদ্ধ হইল—হোমে হোতা পূর্ব-মুখ ও উত্তর-মুখ ইহার অন্যতর মুখ হইবেন। ৫

তাহার পর সংক্ষেপ হোম পদ্ধতি ক্রমে ক্রব্যাদের অংশ পরিত্যাগ পর্য্যন্ত যাবতীয় কর্ম করিয়া, ঔদর্য্য বহ্নি ও মূলাধারস্থিত বহ্নির সহিত ভৌম বহ্নির ঐক্য চিন্তা করিয়া ওঁ রং বহ্নিচৈতন্যং কল্পয়ামি এই মন্ত্রে অগ্নিতে চৈতন্য সম্পাদন করিয়া, ওঙ্কারের দ্বারা সেই বহ্নিকে ১০৮ বার অভিমন্ত্রিত করিয়া, ধেনুমুদ্রা দ্বারা অমৃতীকরণ করিয়া, ফট্ এই মন্ত্রে সেই বহ্নিকে প্রোক্ষণ করিয়া, হুং এই মন্ত্রে অবগুণ্ঠন করিয়া, ওঁ রং বহ্নিমূর্ত্তয়ে নমঃ এই মন্ত্রে সেই বহ্নিকে গন্ধ-পুষ্প দ্বারা পূজা করিয়া, কুণ্ডের উপরে সেই অগ্নিকে তিন বার ভ্রামিত করিয়া, প্রণব উচ্চারণ করিয়া ভূমিতে জানু পাতিয়া শিব শুক্রবুদ্ধিতে নিজের অভিমুখে দেবীর যোনিতে সেই বহ্নিকে স্থাপন করিবেন। তাহার পর বাগীশ্বর ও বাগীশ্বরীর পূজা করিয়া ওঁ চিৎপিঙ্গল হন হন দহ দহ পচ পচ সর্বজ্ঞাজ্ঞাপয় স্বাহা—এই মন্ত্রে সেই বহ্নিকে প্রজ্বালিত করিবেন। তাহার পর—

বেদং হুতাশনম্। সুবর্ণ-বর্ণমমলং সমিদ্ধং বিশ্বতোমুখমিতি বহ্নিমুপতিষ্ঠেত। ততঃ স্বদেহে বহ্নিজিহ্বা-ন্যাসং কুর্যাৎ যথা লিঙ্গে—সরযূং হিরণ্যায়ৈ নমঃ। পায়ৌ—ষরযূং কনকায়ৈ নমঃ। এবং মূর্ধ্নি—শরযূং রক্তায়ৈ নমঃ। মুখে—বরযূং কৃষ্ণায়ৈ নমঃ। ঘ্রাণে—লরযূং সুপ্রভায়ৈ, নেত্রে—ররযূং বহুরূপায়ৈ। সর্বগাত্রেষু—যরযূং অতিরক্তায়ৈ। নমঃ সর্বত্র। এতাঃ সাত্ত্বিক্যো যাগকর্মণি। কাম্য-কর্মণি তু উক্তবীজৈঃ সহ পদ্মরাগা-সুবর্ণা-ভদ্রলোহিতা-লোহিতা-শ্বেতা-ধূমিনী-করালিকাঃ এতা রাজস্যঃ। ক্রুর কর্মণি তু উক্তবীজৈঃ সহ বিশ্বমূর্ত্তি-স্ফুলিঙ্গিনী-ধূম্রবর্ণা-মনোজবা লোহিতা-করালা-কাল্যঃ এতাস্তামস্যঃ। ৬

শারদায়াম্—লিঙ্গ-পায়ু-শিরো-বক্ত্র-ঘ্রাণ-নেত্রেষু সর্বতঃ।
বহ্নীরার্ঘীশ-সংযুক্তাঃ সাদি-যান্তাঃ সবিন্দবঃ।
বর্ণা মন্ত্রাঃ সমুদ্দিষ্টা জিহ্বানাং সপ্ত দেশিকৈঃ॥ ৭

ওঁ অগ্নিং প্রজ্বলিতং বন্দে জাতবেদং হুতাশনম্। সুবর্ণ-বর্ণমমলং সমিদ্ধং বিশ্বতো মুখম্॥

(অর্থাৎ আমি সুবর্ণের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট অমল প্রজ্বলিত সমিদ্ধ (দীপ্ত) সর্বতোমুখ জাতবেদ হুতাশন অগ্নিকে বন্দনা করি) এই মন্ত্রে বহ্নির উপাসনা করিবেন। তাহার পর নিজ দেহে বহ্নির জিহ্বান্যাস করিবেন। যেমন লিঙ্গে—সরযূং হিরণ্যায়ৈ নমঃ। পায়ৌ—ষরযূং কনকায়ৈ নমঃ। এইরূপ মস্তকে—শরযূং রক্তায়ৈ নমঃ। মুখে—বরযূং কৃষ্ণায়ৈ নমঃ। ঘ্রাণে—লরযূং সুপ্রভায়ৈ নমঃ। নেত্রে—ররযূং বহুরূপায়ৈ নমঃ। সর্বগাত্রে—যরযূং অতিরক্তায়ৈ। সর্বত্র শেষে নমঃ পদ দেয়। যাগকর্মে এইগুলি সাত্ত্বিক জিহ্বা। কাম্যকর্মে কিন্তু উক্ত বীজের সহিত পদ্মরাগা, সুবর্ণা ভদ্রলোহিতা, লোহিতা, শ্বেতা, ধূমিনী, করালিকাকে পূর্বোক্ত আকার মন্ত্রে পূর্বোক্ত স্থানে ন্যাস করিবেন। অগ্নির এই জিহ্বাগুলি রাজস জিহ্বা। ক্রূর কর্মে কিন্তু উক্ত বীজের সহিত বিশ্বমূর্ত্তি, স্ফুলিঙ্গিনী, ধূম্রবর্ণা, মনোজবা, লোহিতা, করালা ও কালী—এই তামস জিহ্বাগুলিকে পূর্বোক্তরূপ মন্ত্রে পূর্বোক্ত স্থানে ন্যাস করিবেন। ৬

শারদাতিলক তন্ত্রে বলিয়াছেন—লিঙ্গে, গুহ্যে, শিরে, মুখে, নাসিকায়, নেত্রে ও সর্বাঙ্গে যথাক্রমে অগ্নি সাতটি জিহ্বার ন্যাস করিবেন। সকার হইতে যকার পর্য্যন্ত (স ষ শ ব ল র য পর্য্যন্ত) বর্ণগুলি বহ্নি (র), ইর (য), অর্ঘীশ (ঊ) ও বিন্দু (ং) যুক্ত হইলে অগ্নির ত্রিবিধ সাতটি জিহ্বার সাতটি মন্ত্র দেশিকগণ কর্তৃক উপদিষ্ট হইয়াছে। ৭

বিবৃতি। মূলোক্ত লিঙ্গাদি সাতটি স্থানে অগ্নির সাতটি জিহ্বার ও জিহ্বার অধিপতি দেবতার ন্যাস করিতে হয়। এই জন্যই শারদাতিলকে ত্রিবিধ জিহ্বার নাম

বহ্নী রেফঃ। ইরো—যকারঃ। অর্ঘীশঃ—ষষ্ঠস্বরঃ। তেন বর্ণত্রয়েণৈকং বীজম্। ততঃ করাঙ্গন্যাসৌ। সহস্রার্চিষে অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, এবং স্বস্তিপূর্ণায় তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। উত্তিষ্ঠ পুরুষায় মধ্যমাভ্যাং বষট্। ধুমব্যাপিনে কবচায় হুং। সপ্তজিহ্বায় কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। ধনুর্দ্ধরায় করতল-পৃষ্ঠাভ্যাং ফট্। এবং হৃদয়াদিষু। ততো মূর্ত্তি-ন্যাসঃ। মূর্দ্ধ্নি *—ওঁ অগ্নয়ে জাতবেদসে নমঃ। দক্ষাংসে—ওঁ অগ্নয়ে সপ্তজিহ্বায় নমঃ। দক্ষপার্শ্বে—ওঁ অগ্নয়ে হব্যবাহনায় নমঃ। দক্ষকট্যাং—ওঁ অগ্নয়ে অশ্বোদরজায় নমঃ। লিঙ্গে—ওঁ অগ্নয়ে বৈশ্বানরায় নমঃ। বামকট্যাং—ওঁ অগ্নয়ে কৌমারতেজসে নমঃ। বামপার্শ্বে—ওঁ অগ্নয়ে বিশ্বমুখায় নমঃ। বামাংসে—ওঁ অগ্নয়ে দেবমুখায় নমঃ। ততো রঁ বহ্ন্যাসনায় নমঃ ইতি বহ্নেরাসনং কল্পয়িত্বা তত্র বহ্নিং ধ্যায়েৎ। যথা (৮)—

উল্লেখ করিয়া "অমর্ত্ত্য-পিতৃ-গন্ধর্ব" ইত্যাদি শ্লোকে জিহ্বার অধিপতি দেবতার নাম উল্লেখ করিয়াছেন। রাঘবভট্টও পদার্থাদর্শে ইহা সমর্থন করিয়া প্রয়োগ মন্ত্র বলিয়াছেন—স্র্যূং হিরণ্যায়ৈঃ নমঃ ওঁ সুরেভ্যো নমঃ। কাহারও মতে স্র্যূং সুরাধিপতয়ে হিরণ্যায়ৈ নমঃ ঃ। বর্ণকূট মন্ত্রের প্রত্যেকবর্ণ অদন্তরূপে উচ্চরিত হইয়া থাকে। এই জন্যই গ্রন্থকার সরয়ূং এইরূপ লিখিয়াছেন। পদার্থাদর্শে স্র্যূং লিখিত হইলেও সরয়ূং এইরূপ অদন্তরূপে উচ্চারণ হইবে। ৭

মূলোক্ত বহ্নীরার্ঘীশ ইহার অর্থ—বহ্নি রেফ। ইর—য। অর্ঘীশ—ষষ্ঠস্বর উ। তাহাতে বর্ণত্রয়ের দ্বারা একটি বীজ হয়। তাহার পর মূলোক্ত মন্ত্রে অগ্নির করন্যাস ও অঙ্গন্যাস করিবে। যেমন ওঁ সহস্রার্চিষে অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ ইত্যাদি। এইরূপ ওঁ সহস্রার্চিষে হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি। তাহার পর মূলোক্ত মন্ত্রে অগ্নির মূর্ত্তি ন্যাস করিবে। যেমন মস্তকে—ওঁ অগ্নয়ে জাতবেদসে নমঃ ইত্যাদি। ৮

বিবৃতি। রাঘব ভট্ট পদার্থাদর্শে শারদাতিলককারের অভিপ্রায় অনুসারে মূর্ত্তিন্যাসে প্রথমে বাম স্কন্ধ, পার্শ্ব ও কটিতে মূর্ত্তি ন্যাস করিয়া পরে দক্ষিণ কটি, পার্শ্ব ও স্কন্ধে মূর্ত্তিন্যাস করিতে বলিয়াছেন। ইহাতে প্রদক্ষি ক্রমে ন্যাস হয়। কিন্তু তন্ত্রসারে ও আগমতত্ত্ব বিলাসে ইহার বিপরীত উক্ত হইয়াছে। এসম্বন্ধে কোন প্রমাণও উক্ত হয় নাই। সাধকগণ বিজ্ঞ গুরুসম্প্রদায়ের উপদেশ অনুসারে এই কার্য্য করিবেন। ৮

তাহার পর ওঁ রং বহ্ন্যাসনায় নমঃ এই মন্ত্রে নিজদেহে বহ্নির আসন কল্পনা করিয়া সেই আসনে মূলোক্তরূপে বহ্নিকে ধ্যান করিবেন।

---

* মূর্দ্ধ্নি দক্ষাংসকে চৈব তথা পার্শ্বে কটৌ তথা। পায়ৌ তথা বামপার্শ্বে কট্যংশে ক্রমতো ন্যসেৎ।

ইষ্টং শক্তিং স্বস্তিকাভীতিমুচ্চৈর্দীর্ঘৈর্দোর্ভির্ধারয়ন্তং জবাভম্।
হেমাকল্পং পদ্মসংস্থং ত্রিনেত্রং ধ্যায়েদ্ বহ্নিং বদ্ধমৌলিং জটাভিঃ॥ ৯

ততো মেখলানামুপরি বালামন্ত্রেণ শুদ্ধজলৈঃ পরিষিচ্য মেখলায়াং গর্ভশূন্যৈর্দর্ভৈরগ্রেণ মুলমাচ্ছাদয়ন্ ত্রিস্ত্রিঃ পরিবেষ্টয়েৎ। ততঃ প্রাচী-বর্জ্জং দিক্ষু পরিধীন্ নিক্ষিপ্য তত্র প্রাদক্ষিণ্যেন ব্রহ্মাদি-দেবতাঃ পূজয়েৎ। পুনর্বহ্নিং ধ্যাত্বা তত্র পীঠে সমাবাহ্য ওঁ বৈশ্বানর[১] জাতবেদ ইহাবহ লোহিতাক্ষ সর্বকর্মাণি সাধয় স্বাহা ইদং পাদ্যং ওঁ অগ্নয়ে নমঃ। এবং ক্রমেণাভ্যর্চ্য মেখলায়াং বামাং জ্যেষ্ঠাং রৌদ্রীমম্বিকাঞ্চ সংপুজ্য মধ্যে ষট্‌-কোণেষু সরযূং হিরণ্যায়ৈ নমঃ এবং ষরযূং কনকায়ৈ। শরযূং রক্তায়ৈ। বরযূং কৃষ্ণায়ৈ। লরযূং সুপ্রভায়ৈ ররযূং বহুরূপায়ৈ। যরযূং অতিরক্তায়ৈ। এবং কাম্যে সরযূং পদ্মরাগায়ৈ নমঃ ইত্যাদি। ক্রূরকর্মণি সরযূং বিশ্বমূর্ত্ত্যৈ নমঃ ইত্যাদি। ১০

যথা গণেশবিমর্শিণ্যাম্—

ধ্যানের অর্থ—পদ্মাসনে উপবিষ্ট, জবাপুষ্পের ন্যায় রক্তবর্ণ, ত্রিনেত্র, জটাসমূহের দ্বারা আবদ্ধ মস্তক, দক্ষিণের দীর্ঘ অধোহস্তে ইষ্ট (বরমুদ্রা) ও উর্ধ্বহস্তে শক্তি, বামের দীর্ঘ উর্ধ্ব হস্তে স্বস্তিকা ও অধোহস্তে অভয় মুদ্রাধারী স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত অগ্নিকে ধ্যান করিবেন। ৯

বিবৃতি। গ্রন্থকার এখানে মাত্র রং বহ্ন্যাসনায় নমঃ মন্ত্রে আসন কল্পনা করিতে বলিয়াছেন। কিন্তু রাঘব ভট্ট পদার্থাদর্শে নিজদেহে অগ্নির পীঠশক্তি পর্য্যন্ত পীঠ ন্যাস করিয়া পরে রং বহ্ন্যাসনায় নমঃ মন্ত্রে ন্যাস করিতে বলিয়াছেন। দেহে এই সকলের ন্যাসই আসন কল্পনা। ৯

তাহার পর মেখলা সমূহের উপরে বালামন্ত্রে (ঐং ক্লীং সৌঃ মন্ত্রে) শুদ্ধ জলের দ্বারা পরিষেচন করিয়া মধ্যমেখলাতে গর্ভশূন্য দর্ভসমূহের দ্বারা অগ্রের দ্বারা মূল আচ্ছাদন করিতে করিতে চারিদিকে তিন তিন বার পরিস্তরণ (পাতন) করিবেন। তাহার পর পূর্বদিক্ পরিত্যাগ করিয়া অন্য সকল দিকে পরিধি সমূহ স্থাপন করিয়া সেই পরিধি সমূহে প্রদক্ষিণক্রমে ব্রহ্মাদিদেবতার পূজা করিবেন। পুনরায় বহ্নির ধ্যান করিয়া সেই পীঠে অগ্নির আবাহন করিয়া ওঁ বৈশ্বানর ইত্যাদি মূলোক্ত মন্ত্রে পাদ্যাদি বা গন্ধাদি উপচারের দ্বারা অগ্নির পূজা করিবেন। এই ক্রমে অর্চনা করিয়া মেখলাতে বামা, জ্যেষ্ঠা, রৌদ্রী ও অম্বিকাকে পূজা করিয়া পূজিত কুণ্ডমধ্যে ও ছয়টি কোণে ও সরযূং হিরণ্যায়ৈ নমঃ ইত্যাদিমন্ত্রে অগ্নির সাতটির জিহ্বার পূজা করিবেন। এইরূপ

১। বৈশ্বানরেতি অয়ং মন্ত্রঃ প্রণবাদিঃ। তারং বৈশ্বানরপ্রান্তে জাতবেদ ইহাবহ। লোহিতাক্ষপদস্যান্তে সর্বকর্মাণি সাধয়। বহ্নিজায়ান্বিতো মন্ত্রঃ বহ্নিং সম্যক্ সমর্চয়। ইতি জ্ঞানার্ণববচনাৎ।

মধ্যে চ কোণ-ষট্‌কে চ জিহ্বাঃ সম্পূজয়েৎ ততঃ।
হিরণ্যা তপ্ত-হেমাভা শূলপাণের্দিশি স্থিতা॥ ১১
বৈদূর্য্য-বর্ণা কনকা প্রাচ্যাং দিশি সমাশ্রিতা।
তরুণাদিত্য-সঙ্কাশা রক্তা জিহ্বাঽগ্নি-সংস্থিতা॥ ১২
কৃষ্ণা নীলাভ্র-সঙ্কাশা নৈঋ্‌ত্যাং দিশি সংস্থিতা।
সুপ্রভা পদ্মরাগাভা বারুণ্যাং দিশি সংস্থিতা॥ ১৩
অতিরক্তা জবাভাসা বায়ব্যাং দিশি সংস্থিতা।
বহুরূপা যথার্থাভা দক্ষিণোত্তর-সংস্থিতা॥ ১৪

ততঃ কেশরেষগ্ন্যাদি-কোণে মধ্যে দিক্ষু চ অগ্নয়ে সপ্ত-জিহ্বায় নমঃ ওঁ সহস্রার্চিষে হৃদয়ায় নমঃ। ওঁ স্বস্তি-পূর্ণায় শিরসে স্বাহা। ওঁ উত্তিষ্ঠপুরুষায় শিখায়ৈ বষট্। ওঁ ধূমব্যাপিনে কবচায় হুঁ। ওঁ সপ্তজিহ্বায় নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। সর্বাঙ্গে—ওঁ ধনুর্দ্ধরায় অস্ত্রায় ফট্। পূর্বাদি দলেষু ওঁ অগ্নয়ে জাতবেদসে নমঃ। ওঁ অগ্নয়ে হব্যবাহনায় নমঃ। এবং ওঁ অগ্নয়ে অশ্বোদরজায় নমঃ। ওঁ অগ্নয়ে বৈশ্বানরায়। ওঁ অগ্নয়ে কৌমার-তেজসে।

কাম্যকর্মে ওঁ সরযূং পদ্মরাগায়ৈ নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে পদ্মরাগা, সুবর্ণা, ভদ্রলোহিতা, লোহিতা, শ্বেতা, ধূমিনী ও করালিকা—এই সাতটি জিহ্বার পূজা করিবেন। ক্রূরকর্মে ওঁ সরযূং বিশ্বমূর্ত্ত্যৈ নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে বিশ্বমূর্ত্তি, স্ফুলিঙ্গিনী, ধূম্রবর্ণা, মনোজবা, লোহিতা, করালা ও কালী—এই সাতটি জিহ্বার পূজা করিবেন। ১০

যেমন গণেশ্বর-বিমর্শিণীতে বলিয়াছেন—

তাহার পর মধ্যে ও ছয়টি কোণে অগ্নির জিহ্বাসমূহের পূজা করিবেন। হিরণ্যা তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় বর্ণবিশিষ্টা ঈশান দিকে অবস্থিতা। ১১

কনকা বৈদূর্য্যের বর্ণের ন্যায় বর্ণবিশিষ্টা ও পূর্ব কোণে অবস্থিতা। অগ্নির রক্তা জিহ্বা তরুণ সূর্য্যের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্টা ও অগ্নিকোণে অবস্থিতা। ১২

অগ্নির কৃষ্ণা জিহ্বা নীল মেঘের ন্যায় বর্ণবিশিষ্টা ও নৈঋ্‌ত কোণে আশ্রিতা। সুপ্রভা জিহ্বা পদ্মরাগের ন্যায় বর্ণবিশিষ্টা ও বরুণ (পশ্চিম) দিকে অবস্থিতা। ১৩

অতিরক্তা জিহ্বা জবাপুষ্পের ন্যায় রক্তবর্ণা ও বায়ুকোণে অবস্থিতা। বহুরূপা জিহ্বা বহুরূপের অর্থের ন্যায় বহুবর্ণ বিশিষ্টা ও দক্ষিণোত্তরে অবস্থিতা। ১৪

তাহার পর কেশর সমূহে অগ্ন্যাদি কোণে মধ্যে ও দিক্‌সমূহে মূলোক্ত ওঁ অগ্নয়ে সপ্ত-জিহ্বায় নমঃ মন্ত্রে পূজা করিয়া ওঁ সহস্রার্চিষে হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে

ওঁ অগ্নয়ে বিশ্বমুখায়। ওঁ অগ্নয়ে দেবমুখায়। ইতি বহ্নি মূর্ত্তীঃ শক্তি-স্বস্তিক-ধারিণীরভ্যর্চ্য স্ব-স্ব দিক্ষু লোকপালান্ পূজয়েৎ। ১৫

ততো হস্তাভ্যাং স্রুক্-স্রুবৌ গৃহীত্বা অধোমুখৌ কৃত্বা, ত্রিরগ্নৌ প্রতাপ্য, কুশৈস্তদগ্র মধ্য মূলানি সংমার্জ্য, দক্ষিণহস্তেন প্রোক্ষ্য, পুনঃ প্রতাপ্য, তান্ দর্ভানগ্নৌ প্রক্ষিপ্যাত্মনো দক্ষিণে কুশান্তরে স্থাপয়েৎ। ১৬

তত আজ্যস্থালীমাত্ম-সম্মুখমানীয় অস্ত্রজপ্তেন বারিণা সংশোধ্য, তস্যামাজ্যং নিক্ষিপ্য, বীক্ষণাদিভিঃ সংস্কৃত্য, বায়ব্যে অঙ্গারমুদ্ধৃত্য, তত্র নম ইত্যাজ্যস্থালীং নিবেশয়েৎ। ততো দর্ভযুগ্মং সংদীপ্য ঘৃতে ক্ষিপ্ত্বাগ্নৌ ক্ষিপেৎ। নমঃ ইতি মন্ত্রেণ দীপ্ত-দর্ভযুগ্মেনাজ্যং নির্মঞ্জ্য তদ্দর্ভদ্বয়মগ্নৌ ক্ষিপেৎ। ততঃ ফড়িতি মন্ত্রেণ ঘৃতেন প্রজ্বলিতান্ দর্ভান্ প্রদর্শ্যাগ্নৌ ক্ষিপেৎ। ততো ঘৃতং গৃহীত্বা

অগ্নির ষড়ঙ্গ দেবতার পূজা করিবেন। তাহার পর পূর্বাদি দল সমূহে মূলোক্ত ওঁ অগ্নয়ে জাতবেদসে নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে শক্তি ও স্বস্তিকধারিণী বহ্নির মূর্ত্তি সমূহের পূজা করিয়া স্ব স্ব দিক্ সমূহে লোকপালগণকে পূজা করিবেন। ১৫

বিবৃতি। তন্ত্রসারে ও মূলে অঙ্গদেবতার পূজা মন্ত্র ওঁ স্বস্তিপূর্ণায় শিরসে স্বাহা— এই পর্য্যন্ত উক্ত হইয়াছে, স্বাহা নমঃ উক্ত হয় নাই। পূজা মন্ত্র প্রণবাদি নমোঽন্ত হয় বলিয়া রাঘব ভট্ট শিরসে স্বাহা নমঃ এই মন্ত্র বলিয়াছেন। নমঃ শব্দের পরে নমঃ শব্দের এবং স্বাহা শব্দের স্বাহা শব্দ প্রয়োগের নিষেধ থাকায় নমো নমঃ এইরূপ হইবে না। ১৫

তাহার পর দুই হস্তের দ্বারা স্রুক্ ও স্রুব লইয়া ঐ দুইটিকে অধোমুখ করিয়া অগ্নিতে তিন বার তপ্ত করিয়া, কুশসমূহের দ্বারা ঐ স্রুক ও স্রুবের অগ্র, মধ্য ও মূল মার্জন করিয়া, দক্ষিণ হস্তের দ্বারা প্রোক্ষণ করিয়া, পুনরায় প্রতপ্ত করিয়া সেই কুশগুলিকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া নিজের দক্ষিণে অন্য কুশের উপরে সেই স্রুক্ ও স্রুবকে স্থাপন করিবেন। ১৬

তাহার পর নিজের সম্মুখে আজ্য স্থালী আনয়ন করিয়া, অস্ত্রমন্ত্র জপ্ত জলের দ্বারা সেই আজ্যস্থালী শোধন করিয়া, তাহাতে আজ্য নিক্ষেপ করিয়া, বীক্ষণাদি দ্বারা সেই আজ্যকে সংস্কৃত করিয়া, অঙ্গার তুলিয়া বায়ুকোণে রাখিয়া, সেই অঙ্গারের উপর নমঃ এই মন্ত্রে আজ্য স্থালী স্থাপন করিবেন। তাহার পর দুইটি দর্ভকে প্রজ্বলিত করিয়া ঘৃত মধ্যে তাহাকে নিক্ষেপ করিয়া পরে তাহা অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবেন। নমঃ এই মন্ত্রে প্রজ্বলিত দর্ভযুগলের দ্বারা ঘৃতের নির্মঞ্জন (চারিদিকে ভ্রামিত) করিয়া সেই দর্ভ দুইটিকে

পুনরঙ্গারং বহ্নৌ সংযোজ্য জলং স্পৃষ্ট্বা দক্ষিণ-হস্তোপরিভাবেনাধোমুখব্যস্ত-পাণিরগ্রে দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যাং মূলে বামহস্তাঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যাং প্রাদেশ-মিতৌ দর্ভৌ ধৃত্বা ফড়িতি মন্ত্রেণ ঘৃতং পবিত্রীকৃত্য নম ইতি মন্ত্রেণ তৎ-কুশাভ্যাং আত্মসংমুখে ঘৃত-সংপ্লবং কুর্য্যাৎ। ততঃ প্রাদেশমাত্রং পবিত্রং ঘৃতমধ্যে ক্ষিপ্ত্বা দ্বৌ ভাগৌ কৃত্বা শুক্ল-কৃষ্ণ-পক্ষৌ স্মরেৎ। ততো বামে ইড়াং দক্ষিণে পিঙ্গলাং মধ্যে সুষুম্নাং ধ্যাত্বা হোমং কুর্য্যাৎ। ১৭

যথা নম ইতি মন্ত্রেণ স্রুবেণ দক্ষভাগাদাজ্যং গৃহীত্বা ওঁ অগ্নয়ে স্বাহেতি বহ্নের্দক্ষিণ-নেত্রে জুহুয়াৎ। তথৈব বামাদাজ্যং গৃহীত্বা ওঁ সোমায় স্বাহেত্যগ্নে-র্বামনেত্রে জুহুয়াৎ। তথৈব মধ্যাদাজ্যং গৃহীত্বা ওঁ অগ্নীষোমাভ্যাং স্বাহেত্যগ্নেঃ কপালনেত্রে জুহুয়াৎ। ততো নম ইতি দক্ষিণভাগাদাজ্যং স্রুবেণাদায় ওঁ অগ্নয়ে স্বিষ্টিকৃতে স্বাহেত্যগ্নের্মুখে জুহুয়াৎ। ততো মহাব্যাহৃতিহোমং কুর্য্যাৎ—ওঁ ভূঃ স্বাহা, ওঁ ভুবঃ স্বাহা, ওঁ স্বঃ স্বাহেতি।

অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবেন। অনন্তর ফট্ এই মন্ত্রে ঘৃতের দ্বারা প্রজ্বলিত দর্ভগুলি ঘৃতে দেখাইয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবেন। অনন্তর ঘৃত লইয়া পুনরায় উদ্ধৃত অঙ্গারকে বহ্নির সহিত যুক্ত করিয়া, জলস্পর্শ করিয়া, অধোমুখ দক্ষিণ হস্তের উপরে অধোমুখ বামহস্ত রাখিয়া দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও অনামা দ্বারা প্রাদেশ পরিমিত দর্ভের অগ্র এবং বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও অনামা দ্বারা ঐ দর্ভের মূল ধারণ করিয়া, ফট্ এই মন্ত্রে ঘৃতকে পবিত্র করিয়া, নমঃ এই মন্ত্রে সেই কুশদ্বয়ের দ্বারা নিজের সম্মুখে ঘৃত সংপ্লব (আলোড়ন) করিবেন। তাহার পর প্রাদেশ পরিমিত কুশ ঘৃত মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া দুই ভাগ করিয়া বাম ভাগকে শুক্লপক্ষ এবং দক্ষিণ ভাগকে কৃষ্ণপক্ষ ভাবনা করিবেন। তাহার পর সেই ঘৃতের বাম ভাগে ইড়াকে, দক্ষিণ ভাগে পিঙ্গলাকে ও মধ্যে সুষুম্নাকে ধ্যান করিয়া হোম করিবেন। ১৭

সেই হোম প্রকার। যথা—নমঃ এই মন্ত্রে স্রুবের দ্বারা দ্বিধা বিভক্ত ঘৃতের দক্ষিণ ভাগ হইতে আজ্য লইয়া ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা এই বলিয়া অগ্নির দক্ষিণনেত্রে হোম করিবেন। সেইরূপ বাম ভাগ হইতে আজ্য লইয়া ওঁ সোমায় স্বাহা এই মন্ত্রে অগ্নির বামনেত্রে হোম করিবেন। সেইরূপ মধ্যভাগ হইতে আজ্য লইয়া ওঁ অগ্নীষোমাভ্যাং স্বাহা এই বলিয়া অগ্নির কপাল নেত্রে হোম করিবেন। তাহার পর নমঃ এই মন্ত্রে আজ্য স্থালীস্থ ঘৃতের দক্ষিণ ভাগ হইতে স্রুবের দ্বারা আজ্য লইয়া ওঁ অগ্নয়ে স্বিষ্টিকৃতে স্বাহা এই বলিয়া অগ্নির মুখে হোম করিবেন। তাহার পর ওঁ ভূঃ স্বাহা, ওঁ ভুবঃ স্বাহা, ওঁ

ততো ওঁ বৈশ্বানর জাতবেদ ইত্যাদিমন্ত্রেণ ত্রিবারং হুত্বাগ্নের্গর্ভাধানাদি-ক্রিয়াঃ কুর্য্যাৎ। যথা—ওঁ অগ্নের্গর্ভাধানং সম্পাদয়ামি স্বাহেতি প্রতিকর্মণি ক্রমেণাষ্টা-হুতীর্জুহুয়াৎ। এবং পুংসবনং, সীমন্তোন্নয়নং, জাতকর্ম, নামকরণং, নিষ্ক্রমণমন্ন-প্রাশনং, চূড়াকরণমুপনয়নং, মহাব্রতমুপনিষৎ-স্নানং, গোদানম্, উদ্বাহম্। ১৮

নামকরণে তু ওঁ অগ্নের্নামকরণং সম্পাদয়ামীত্যুক্ত্বাষ্টাহুতী র্হুত্বা অগ্নে! ত্বমমুক-নামাসীতি তত্তদ্বিহিতং নাম কুর্য্যাদিতি বিশেষঃ। ক্রূরকর্মণি মরণমধিকম্[১]। সুন্দরীপক্ষে তু ওঁ অগ্নের্গর্ভাধানং কল্পয়ামি ঐং নমঃ ইত্যেকৈকাহুতিং দদ্যাদিতি বিশেষঃ। ১৯

ততো বহ্নেঃ পিতরৌ সংপূজ্যাত্মনি সংযোজ্য, মূলাগ্র-মধ্য-ঘৃত-সংপ্লুতাঃ পঞ্চসমিধস্তূষ্ণীং হুত্বা বহ্নেঃ পূর্বোক্ত-জিহ্বাঙ্গ-মূর্ত্তীনামেকৈকাহুতিং হুত্বা স্রুবেণ চতুর্বারমাজ্যমাদায় স্রুচি নিধায় তাং স্রুচং স্রুবেণ পিধায় উত্তিষ্ঠন্ ওঁ

স্বঃ স্বাহা এই বলিয়া মহাব্যাহৃতি হোম করিবেন। তাহার পর ওঁ বৈশ্বানর জাতবেদ ইত্যাদি মন্ত্রে তিনবার হোম করিয়া অগ্নির গর্ভাধানাদি সংস্কার ক্রিয়াসমূহ করিবেন। যেমন—ওঁ অগ্নের্গর্ভাধানং সম্পাদয়ামি স্বাহা এই প্রকার মন্ত্রে প্রতি সংস্কার কর্মে যথাক্রমে আট বার আহুতি দিবেন। এই প্রকারে পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম, নামকরণ, নিষ্ক্রামণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন, মহাব্রত, উপনিষৎ স্নান, গোদান ও বিবাহ—এই সংস্কার কার্য্যগুলি করিবেন। ১৮

নামকরণে কিন্তু ওঁ অগ্নের্নাম-করণং সম্পাদয়ামি স্বাহা এই বলিয়া আট বার আহুতি দিয়া ওঁ অগ্নে! ত্বম্ অমুক-নামাসি এই বলিয়া সেই সেই বিহিত নাম করিবেন, ইহাই বিশেষ। ক্রূর-কর্মে মরণটি অধিক। সুন্দরীপক্ষে কিন্তু ওঁ অগ্নের্গর্ভাধানং কল্পয়ামি ঐং নমঃ এই বলিয়া এক একটি আহুতি দিবেন, এই বিশেষ। ১৯

বিবৃতি। বক্ষ্যমাণ পঞ্চসমিধ্ হোমরূপ নালাপনয়ন করিয়া সূতক দোষ নিবৃত্ত করিয়া সেই সেই পূজ্য দেবতার নামে অগ্নির নামকরণ করিতে হয়। যেমন—কৃষ্ণদেবতার পূজা স্থলে হুতাশন। ত্বং কৃষ্ণাগ্নিরসি, নারায়ণের পূজা স্থলে—নারায়ণাগ্নি রসি, দুর্গার পূজাস্থলে দুর্গাগ্নিরসি, এইরূপ নামকরণ করিবেন। ১৯

তাহার পর অগ্নির পিতা ও মাতা বাগীশ্বর ও বাগীশ্বরীকে পূজা করিয়া নিজের আত্মাতে তাঁহাদিগ সংযুক্ত (লীন) করিয়া পাঁচটি সমিধের মূল, মধ্য ও অগ্র ঘৃত-প্লুত করিয়া সেই সমিধ্গুলিকে নীরবে মন্ত্র না পড়িয়া আহুতি দিয়া বহ্নির জিহ্বা, অঙ্গদেবতা ও মূর্তিসমূহের উদ্দেশে এক এক আহুতি দিয়া স্রুবের দ্বারা চারি বার

১। শুভেষু স্যাদ্বিবাহান্তা মৃত্যন্তা ক্রূরকর্মসু। ইতি বচনাৎ।

বৈশ্বানর জাতবেদ ইত্যাদি-মন্ত্রেণ বৌষড়ন্তেন জুহুয়াৎ। ততো মহাবিঘ্নেশ্বর-মন্ত্রেণ দশাহুতী-র্জুহুয়াৎ। যথা—(১) ওঁ স্বাহা। (২) ওঁ শ্রীঁ স্বাহা। (৩) ওঁ শ্রীঁ হ্রীঁ স্বাহা। (৪) ওঁ শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ স্বাহা। (৫) ওঁ শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ গ্লৌঁ স্বাহা। (৬) ওঁ শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ গ্লৌঁ গঁ স্বাহা। (৭) ওঁ শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ গ্লৌঁ গঁ গণপতয়ে স্বাহা (৮) ওঁ শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ গঁ গণপতয়ে বর-বরদ স্বাহা। (৯) ওঁ শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ গ্লৌঁ গণপতয়ে বর-বরদ সর্বজনং স্বাহা। (১০) ওঁ শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ গ্লৌঁ গঁ গণপতয়ে বরবরদ সর্বজনং মে বশমানয় স্বাহা। ২০

প্রপঞ্চসারে—তারাদ্যৈর্দশভির্ভেদৈঃ! পূর্ব-পূর্বসমন্বিতৈঃ।
মনুনা গাণপত্যেন হুনেৎ পূর্বং দশাহুতীঃ॥ ২১

ততো বহ্নৌ দেবতায়াঃ পীঠমভ্যর্চ্য, বহ্নিরূপাং দেবতাং বিচিন্ত্য, পঞ্চোপচারৈরর্চয়েৎ। সুন্দরী-পক্ষে অঙ্গমন্ত্রেণ সংপূজ্য ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ সমস্তপ্রকট-গুপ্ত-গুপ্ততর-কুলকোটি-নিরহস্যাতিরহস্য-যোগিণীচক্র-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি। তারাদৌ তু ব্রাহ্ম্যাদি-লক্ষ্ম্যাদীন্দ্রাদি-বজ্রাদীংশ্চ পূজয়েৎ।

আজ্য লইয়া স্রুকে দিয়া স্রুবের দ্বারা তাহাকে আচ্ছাদিত করিয়া দাঁড়াইয়া বৌষট্-অন্ত ওঁ বৈশ্বানর জাতবেদ ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা অর্থাৎ ওঁ বৈশ্বানর জাতবেদ ইহাবহ লোহিতাক্ষ সর্বকর্মাণি সাধয় স্বাহা বৌষট্ মন্ত্রে আহুতি দিবেন। তাহার পর শ্রীং হ্রীং ক্লীং গ্লৌং গং গণপতয়ে বরবরদ সর্বজনং মে বশমানয় স্বাহা এই মহাগণপতি মন্ত্রকে পূর্ব-পূর্বের দ্বারা যুক্ত করিয়া দশ ভাগে ভাগ করিয়া মূলোক্ত দশটি মন্ত্রে দশটি আহুতি দিবেন (মূলে আহুতি মন্ত্র দ্রষ্টব্য)। ২০

প্রপঞ্চসার তন্ত্রে বলিয়াছেন—প্রণবাদি পূর্ব পূর্ব মন্ত্র যুক্ত দশটি গণপতি মন্ত্রের দ্বারা পূর্বে দশটি আহুতি দিবেন। ২১

বিবৃতি। বিভক্ত গণপতি মন্ত্রের দ্বারা দশটি আহুতির পর সমস্ত মন্ত্রের দ্বারা চারি বার আহুতি দেয়। পদার্থাদর্শ ধৃত গণেশ্বরবিমর্শিণীতে বলিয়াছেন—ভিন্নৈস্তু দশধা হুত্বা সমস্তেন সুরেশ্বরি। প্রপঞ্চসারে বলিয়াছেন—জুহুয়াচ্চ চতুর্বারং সমস্তেনৈব তেন তু। ২১

তাহার পর অগ্নিতে পূজ্য দেবতার পীঠের অর্চনা করিয়া অগ্নিরূপ দেবতাকে ধ্যান করিয়া পঞ্চোপচারের দ্বারা অর্চনা করিবেন। সুন্দরী পক্ষে অঙ্গমন্ত্রের দ্বারা পূজা করিয়া ঐং হ্রীং শ্রীং ইত্যাদি মূলোক্ত মন্ত্রের দ্বারা পূজা করিবেন। তারাদি পূজার হোমে ব্রাহ্মী প্রভৃতি অষ্টশক্তি, লক্ষ্মী প্রভৃতি, ইন্দ্রাদি লোকপাল ও বজ্রাদি

ততো বহ্নি-মুখে ঘৃতেন মূলমন্ত্রেণ পঞ্চবিংশত্যাহুতীর্হুত্বা বহ্নি দেবতয়োরাত্মনা সহৈক্যং বিভাব্য, মূলেনাজ্যেন একাদশাহুতীর্জুহুয়াৎ। ততস্তু তত্তদ্দেবতায়া আবরণ-দেবতানাং ঘৃতেনৈকৈকাহুতিং জুহুয়াৎ। ততঃ সঙ্কল্পিত-তত্তৎকল্পোক্ত-দ্রব্যেণ হোমং কুর্য্যাৎ। ২২

নিবন্ধে— বহুরূপাখ্য-জিহ্বায়াং জুহুয়াৎ সর্বকর্মণি।
যতঃ সমস্ত-সিদ্ধীনাং সবিত্রী বহুরূপিকা॥ ২৩

যামলে— কুণ্ডমধ্যে হিরণ্যাখ্যা বশ্যাকর্ষণ-কর্মণি।
কনকাখ্যা স্তম্ভনাদৌ রক্তাখ্যা দ্বেষণে মতা॥ ২৪
কৃষ্ণাখ্যা মারণে শস্তা সুপ্রভা শান্তি-কর্মণি।
উচ্চাটনেঽতিরক্তাখ্যা বহুরূপা সুসিদ্ধিদা॥ ২৫

তাস্তু প্রাগুক্ত-গণেশবিমর্শিণী-বচনাদবগন্তব্যাঃ। ততঃ (১) ওঁ ভূরগ্নয়ে পৃথিব্যৈ চ মহতে স্বাহা, (২) ওঁ ভুবো বায়বে অন্তরীক্ষায় চ দিবে মহতে স্বাহা, (৩) ওঁ স্বশ্চন্দ্রমসে নক্ষত্রেভ্যো দিগ্‌ভ্যো মহতে চ স্বাহা, (৪) ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বশ্চন্দ্রমসে নক্ষত্রেভ্যো দিগ্‌ভ্যো মহতে চ স্বাহা ইত্যাহুতীর্জুহুয়াৎ। ততো হোমদ্রব্যাণি স্রুবেণ স্রুচি বিধায় স্রুবেণাচ্ছাদ্য তৌ নাভৌ সংস্থাপ্য

অস্ত্রের পূজা করিবেন। তাহার পর বহ্নির মুখে ঘৃতের দ্বারা মূলমন্ত্রে ২৫ বার আহুতি দিয়া আত্মার সহিত বহ্নি ও দেবতার ঐক্য চিন্তা করিয়া মূল মন্ত্রে আজ্যের দ্বারা ১১ বার আহুতি দিবেন। তাহার পর পূজ্য সেই সেই দেবতার আবরণ দেবতা সমূহের প্রত্যেকের ঘৃতের দ্বারা এক একবার আহুতি দিবেন। অনন্তর সেই দেবতার কল্পবিহিত দ্রব্যের দ্বারা সঙ্কল্পিত হোম করিবেন। ২২

নিবন্ধে বলিয়াছেন—সমস্ত কর্মে অগ্নির বহুরূপা নামক জিহ্বাতে হোম করিবেন। যেহেতু বহুরূপা জিহ্বা সমস্ত সিদ্ধি সমূহের জনয়িত্রী। ২৩

যামলে বলিয়াছেন—বশ্য ও আকর্ষণ কর্মে কুণ্ড মধ্যে হিরণ্যা নামক জিহ্বা, স্তম্ভনাদিতে কনকা নাম্নী জিহ্বা, বিদ্বেষণে রক্তা নাম্নী জিহ্বা, মারণে কৃষ্ণা নাম্নী জিহ্বা, শান্তি কর্মে সুপ্রভা নাম্নী জিহ্বা, উচ্চাটনে অতিরক্তা নাম্নী জিহ্বা প্রশস্তা কথিত হইয়াছে। বহুরূপা সুসিদ্ধিদা। ২৪-২৫

পূর্বোক্ত গণেশ-বিমর্শিনীর বচন হইতে সেই সকল জিহ্বা অবগত হইবেন। তাহার পর ওঁ ভূরগ্নয়ে ইত্যাদি চারিটি মূলোক্ত মন্ত্রে চারিটি আহুতি দিবেন। তাহার পর হোমদ্রব্যসমূহ স্রুবের দ্বারা স্রুকে স্থাপন করিয়া স্রুবের দ্বারা তাহাকে আচ্ছাদন করিয়া

ওঁ ইতঃ পূর্বমিত্যাদি-মন্ত্রেণ মূলমন্ত্রেণ চ পূর্ণাহুতিং দত্ত্বা সংহারমুদ্রয়া-দেবতা-মাত্মন্যুদ্বাস্য পুনর্ব্যাহৃতিভির্হুত্বাগ্নেজিহ্বাঙ্গমূর্ত্তিনামেকৈকাহুতিং জুহুয়াৎ। ততঃ পূর্ববন্মেখলোপরি বারিণা পরিষিচ্যাত্মনি সংহারমুদ্রয়াগ্নিং যোজয়িত্বা পরিধীন্ পরিস্তরাংশ্চাগ্নৌ ক্ষিপেৎ। নৈমিত্তিকে কর্মণি এতান্ দহেৎ। নিত্যে ন দহেৎ[১]। ততো দক্ষিণাচ্ছিদ্র-বাচনে কার্য্যে। ২৬

কাম্যহোমেঽঙ্গুলি-নিয়মস্তু—

তর্জন্যঙ্গুষ্ঠ-সংযোগাচ্ছান্ত্যর্থং জুহুয়ান্নরঃ।
দাহ-জ্বরাভিচারাণামনামাঙ্গুষ্ঠ-মুদ্রয়া ॥ ২৭
বিদ্বেষণোচ্চাটনে তু মারণে চ প্রশস্যতে।
প্রদেশিনী-মধ্যমাভ্যাং বধোপশমনং ভবেৎ ॥ ২৮

সেই দুইটিকে নাভিসমীপে স্থাপন করিয়া ওঁ ইতঃ পূর্বং প্রাণ-বুদ্ধি-দেহধর্মাধিকারতো জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্ত্যবস্থাসু মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না যৎ স্মৃতং যদুক্তং যৎ কৃতং তৎ সর্বং ব্রহ্মার্পণং ভবতু স্বাহা মাং মদীয়ং সকলং সম্যক্ অমুকদেবতায়ৈ (অমুক স্থলে পূজ্য দেবতার চতুর্থী বিভক্ত্যন্ত নাম) সমর্পয়ে ওঁ তৎসৎ এই মন্ত্রে ও মূলমন্ত্রে পূর্ণাহুতি দিয়া, সংহার মুদ্রায় দেবতাকে আত্মাতে বিলীন করিয়া, পুনরায় ব্যাহৃতি দ্বারা হোম করিয়া, অগ্নির জিহ্বা সমূহের, অঙ্গদেবতা সমূহের ও মূর্ত্তি সমূহের প্রত্যেকের এক এক আহুতি হোম করিবেন। তাহার পর পূর্বের ন্যায় মেখলার উপরে জলসেচন করিয়া, সংহার মুদ্রায় আত্মাতে অগ্নিকে সংযুক্ত (বিলীন) করিয়া পরিধি-গুলিকে ও আস্তরণ কুশগুলিকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবেন। নৈমিত্তিক কর্মে এইগুলিকে দগ্ধ করিবেন। নিত্য কর্মে কিন্তু এগুলিকে দগ্ধ করিবেন না। তাহার পর দক্ষিণাদান ও অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবেন। ২৬

কাম্য হোমে অঙ্গুলি নিয়ম হইতেছে—মানব শান্তির জন্য তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের সংযোগে হোম করিবে। দাহ, জ্বর ও অভিচারের কার্য্যে অনামা ও অঙ্গুষ্ঠ মুদ্রায় হোম করিবে। ২৭

বিদ্বেষণ, মারণ ও উচ্চাটনে অনামা ও অঙ্গুষ্ঠ মুদ্রায় হোম প্রশস্ত। তর্জনী ও মধ্যমা দ্বারা হোম করিলে বধের উপশম হয়। ২৮

১। শারদায়াং—নৈমিত্তিকে দহেন মন্ত্রী নিত্যে ন তু দহেদিমান্। ক—টিপ্পন্যাম্—মহাব্যাহৃতি-হোমঞ্চ তারাদ্যেন চতুর্হুনেৎ। ত্রয়ে পৃথিব্যৈ চ মহতে বহ্নিবল্লভা। ভুবঃপদাদ্ বায়বে চ চান্তরীক্ষায়-শব্দতঃ। দিবায় মহতে চৈব বহ্নিজায়াবধিঃ স্মৃতঃ। স্বরাদিত্যচন্দ্রমসং ঙেন্তং নক্ষ-পদং ততঃ। ত্রেভান্ত মহতে স্বাহা ভূর্ভুবঃ স্বঃ পদং ততঃ। অগ্ন্যাদিত্য-চন্দ্রমসং ঙেন্তং নক্ষত্রইত্যপি। ভ্যসতশ্চৈব দিগ্‌ভ্যশ্চ মহতে বহ্নিবল্লভা।

বপুর্মেধা তথা কান্তি-নীতি-পুষ্ট্যাদিকে তথা।
আকর্ষণানি সর্বাণি দূরাদনুগতানি চ।
তর্জন্যনামিকা-যোগাৎ সন্ত এব ভবন্তি হি ॥ ২৯
মোহনং বশ্য-কাম্যঞ্চ প্রীতি-সম্বর্দ্ধনং তথা।
প্রদেশিনী-কনিষ্ঠাভ্যাং সর্বমেতৎ প্রসিধ্যতি ॥ ৩০
মোহনাকর্ষণঞ্চৈব ক্ষোভণোচ্চাটনং তথা।
কনিষ্ঠ -মধ্যমাঙ্গুষ্ঠ-সংযোগেন তু লীলয়া ॥ ৩১
বিধি-যুক্তেন হোমেন তথা দ্রব্যানুযোগতঃ।
সর্বে মন্ত্রাঃ প্রসিধ্যন্তি মুদ্রা-মন্ত্র-প্রয়োগতঃ ॥ ৩২

ইতি বৃহদ্ধোম-পদ্ধতিঃ

অথ[১] সংক্ষেপহোমপ্রয়োগঃ। কুণ্ডস্যৈশান্যাং দিশি হস্ত-বিস্তৃতোন্নত-বেদ্যাং শাক্তাভিষেক-রীত্যা ঘটং সংস্থাপ্য ঘট-শোধনং কুর্য্যাৎ। যথা—ক্লীমিতি

শরীর ও মেধার বৃদ্ধি, কান্তি-নীতির পুষ্টি প্রভৃতি কার্য্যে ও দূরবর্ত্তী হইতেও নৈকট্যকারক সমস্ত আকর্ষণ কার্য্যে তর্জনী ও অনামা যোগে হোম সদাই ফলপ্রদ হইয়া থাকে। ২৯

তর্জনী ও কনিষ্ঠাযোগে হোম করিলে মোহন, বশীকরণ, কাম্য লাভ ও প্রীতি বর্দ্ধন —এ সমস্তই সিদ্ধ হয়। ৩০

কনিষ্ঠা, মধ্যমা ও অঙ্গুষ্ঠ সংযোগে হোম করিলে লীলায় অনায়াসে মোহন, আকর্ষণ, ক্ষোভণ ও উচ্চাটন সিদ্ধ হইয়া থাকে।৩১

যথোক্ত দ্রব্যযোগে অর্থাৎ শাস্ত্র বিহিত যথোক্ত পরিমাণ দ্রব্যের দ্বারা মুদ্রা ও মন্ত্র প্রয়োগ সহকারে বিধিপূর্বক হোমের দ্বারা সমস্ত মন্ত্র সিদ্ধ হয়। ৩২

বৃহৎ হোম পদ্ধতি সমাপ্ত হইল।

অনন্তর সংক্ষেপ হোম প্রয়োগ কথিত হইতেছে। কুণ্ডের ঈশান দিকে এক হাত বিস্তৃত ও উন্নত বেদীতে শাক্তাভিষেক রীতিতে ঘট স্থাপন করিয়া ঘটের শোধন

১। খ—(৭০৯ পত্রস্থ) সমাপয়েদিত্যনন্তরং অথ সংক্ষেপহোমপ্রয়োগঃ। কুণ্ডং স্থণ্ডিলং বা মূলমন্ত্রেণ সংবীক্ষ্য ফড়িতি তাড়নং কৃত্বা ফড়িতি প্রোক্ষণঞ্চ কৃত্বা হুমিত্যভ্যুক্ষণং কুর্য্যাৎ। ততো মূলমুচ্চার্য্য ওঁ কুণ্ডায় নমঃ ইতি সম্পূজ্য তত্র প্রাগগ্রা উদগগ্রা বা তিস্রো রেখাঃ কুর্য্যাৎ। প্রাগগ্রেষু মুকুন্দেশ-পুরন্দরান্ প্রাদক্ষিণ্যেন পূজয়েৎ। উদগগ্রেষু ব্রহ্মবৈবস্বতচন্দ্রান্ পূজয়েৎ। সুন্দরীপক্ষে ইতি পাঠঃ।

সংপ্রোক্ষ্য ঐং ইতি তাড়য়েৎ। সৌঃ ইতি কলসমারোপ্য হ্রীং ইতি জলৈঃ পূরয়েৎ। ৩৩

গঙ্গাদ্যাঃ সরিতঃ সর্বাঃ সমুদ্রাশ্চ সরাংসি চ।
সর্বে সমুদ্রাঃ সরিতঃ সরাংসি জলদা নদাঃ॥ ৩৪
হ্রদাঃ প্রস্রবণা পুণ্যাঃ স্বঃ-পাতাল-মহীগতাঃ।
সর্বতীর্থানি পুণ্যানি ঘটে কুর্বন্তু সন্নিধিম্॥ ৩৫

ইতি তীর্থাবাহনম্। শ্রীং ইতি পল্লবং দদ্যাৎ। হূং ইতি ফলং, স্ত্রীং ইতি স্থিরীকরণং, রঁ ইতি সিন্দুরং, অস্ত্রায় ফড়িতি পুষ্পং, মূলমন্ত্রেণ দূর্বাম্। ও ইত্যভ্যুক্ষণম্। হুং ফট্ স্বাহা ইতি কুশেন তাড়নম্। তত্র দেবীপীঠং বিচিন্ত্য তত্র মূলদেবতামাবাহ্য সংপূজ্য কুণ্ডং স্থণ্ডিলং বা মূলমন্ত্রেণ বীক্ষ্য ফড়িতি কুশৈঃ সন্তাড্য ফড়িতি প্রোক্ষ্য হুমিত্যভ্যুক্ষ্য ফড়িতি তালত্রয়েণ সংরক্ষ্য মূলমুচ্চার্য্য সামান্যহোমে ওঁ কুণ্ডায় নম ইতি, বিশেষহোমে ওঁ অমুকদেবতা-কুণ্ডায় নমঃ ইতি সম্পূজ্য তত্র মধ্যভাগে প্রাগগ্রা উদগগ্রা বা তিস্রেঃ রেখাঃ কুর্য্যাৎ। ৩৬

তত্র প্রাগগ্রাসু তাসু মুকুন্দেশ-পুরন্দরান্ উত্তরাগ্রাসু ব্রহ্ম-বৈবস্বত-চন্দ্রান্ প্রাদক্ষিণ্যেন পূজয়েৎ। সুন্দরী-পক্ষে তু সর্বত্র ষট্-তারী প্রয়োগঃ। যথা—ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ ব্রহ্মণে নমঃ। এবং ক্রমেণ পূজয়েৎ। ততঃ

করিবেন। যেমন—ক্লীং এই মন্ত্রে প্রোক্ষণ করিয়া ঐং এই মন্ত্রে তাড়ন করিবেন। সৌঃ এই মন্ত্রে কলশ স্থাপন করিয়া, হ্রীং এই মন্ত্রে জলের দ্বারা পূরণ করিবেন। ৩৩

পরে মূলোক্ত ওঁ গঙ্গাদ্যাঃ ইত্যাদি মন্ত্রে ঘটে তীর্থের আবাহন করিবেন। শ্রীং এই মন্ত্রে পল্লব দিবেন। হূং এই মন্ত্রে ফল, স্ত্রীং এই মন্ত্রে স্থিরীকরণ, রং এই মন্ত্রে সিন্দুর, অস্ত্রায় ফট্ এই মন্ত্রে পুষ্প, মূলমন্ত্রে দূর্বা, ওঁ এই মন্ত্রে অভ্যুক্ষণ, হুং ফট্ স্বাহা এই মন্ত্রে কুশের দ্বারা তাড়ন (আঘাত) করিবেন। সেই ঘটে দেবীর পীঠ চিন্তা করিয়া, সেই ঘটরূপ পীঠে মূলদেবতাকে আবাহন করিয়া পূজা করিয়া কুণ্ড বা স্থণ্ডিলকে মূলমন্ত্রে বীক্ষণ, ফট্ এই মন্ত্রে কুশের দ্বারা তাড়ন, ফট্ এই মন্ত্রে প্রোক্ষণ, হুং এই মন্ত্রে অভ্যুক্ষণ, ফট্ এই মন্ত্রে তালত্রয়ের দ্বারা সংরক্ষণ করিয়া, মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া সামান্য হোমে ওঁ কুণ্ডায় নমঃ, বিশেষ হোমে ওঁ অমুকদেবতাকুণ্ডায় নমঃ এই মন্ত্রে কুণ্ডকে পূজা করিয়া, সেই কুণ্ডের মধ্যভাগে পূর্বাগ্র বা উত্তরাগ্র তিনটি রেখা করিবেন। ৩৪-৩৬

তন্মধ্যে সেই পূর্বাগ্র রেখাত্রয়ে প্রদক্ষিণ ক্রমে যথাক্রমে মুকুন্দ, ঈশ ও পুরন্দরকে, উত্তরাগ্র রেখাত্রয়ে যথাক্রমে ব্রহ্ম, বৈবস্বত ও চন্দ্রকে পূজা করিবেন। সুন্দরী পক্ষে

কুণ্ডমধ্যে আদৌ ষট্‌কোণং তদ্বহির্বৃত্তং তদ্বহিস্ত্রিকোণং তদ্বহির্বৃত্তং তদ্বহিরষ্টদলং তদ্বহিশ্চতুরস্রং চতুর্দ্বারম্—এবং যন্ত্রং সিন্দুরাদিনা লিখিত্বা তদুপরি মূলেন পুষ্পাঞ্জলীন্ দদ্যাৎ। সুন্দরীপক্ষে তু বালয়া। ততঃ সর্বাণি প্রণবেনাভ্যুক্ষ্য[১] কর্ণিকোপরি আধারশক্ত্যাদীন্ সম্পূজ্যাগ্ন্যাদি-কোণেষু ওঁ ধর্মায় নমঃ। এবং জ্ঞানায়, বৈরাগ্যায়, ঐশ্বর্য্যায়, পূর্বাদি-দিক্ষু অধর্মায়, অজ্ঞানায়, অবৈরাগ্যায়, অনৈশ্বর্য্যায়, মধ্যে ওঁ অনন্তায়, ওঁ পদ্মায়, অঁ অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে, উঁ সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে, মঁ বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে। ততঃ কেশরেষু পূর্বাদিতো মধ্যে চ পীতায়ৈ, শ্বেতায়ৈ, অরুণায়ৈ, কৃষ্ণায়ৈ, ধূম্রায়ৈ, তীব্রায়ৈ স্ফুলিঙ্গিন্যৈ রুচিরায়ৈ, জ্বালিন্যৈ[২], পুনর্মধ্যে রঁ বহ্ন্যাসনায় নমঃ। ৩৭

ততো বাগীশ্বরীমৃতুস্নাতাং নীলেন্দীবর-লোচনাং বাগীশ্বরেণ সংযুক্তামিতি

কিন্তু সর্বত্র মুকুন্দাদির পূজায় ষট্‌তারার প্রয়োগ হইবে। যেমন—ঐং হ্রীং শ্রীং ঐং ক্লীং সৌঃ ব্রহ্মণে নমঃ। এই ক্রমে সকলের পূজা করিবেন। তাহার পর কুণ্ডমধ্যে প্রথমে ষট্‌কোণ, তাহার বহির্ভাগে বৃত্ত, তাহার বহির্ভাগে ত্রিকোণ, তাহার বহির্ভাগে বৃত্ত, তাহার বহির্ভাগে অষ্টদল, তাহার বহির্ভাগে চতুর্দ্বার বিশিষ্ট চতুরস্র—এইরূপ যন্ত্র সিন্দুরাদি দ্বারা লিখিয়া সেই যন্ত্রের উপরে মূলমন্ত্রে পুষ্পাঞ্জলি দিবেন। সুন্দরী পক্ষে কিন্তু বালা মন্ত্রের দ্বারা পুষ্পাঞ্জলি দিবেন। তাহার পর সমস্ত হোমীয় দ্রব্য প্রণবের দ্বারা অভ্যুক্ষণ করিয়া কর্ণিকার উপরে আধার শক্তি প্রভৃতির পূজা করিয়া অগ্ন্যাদি কোণ সমূহে ওঁ ধর্মায় নমঃ, এই রূপ ওঁ জ্ঞানায় নমঃ, ওঁ বৈরাগ্যায় নমঃ, ওঁ ঐশ্বর্য্যায় নমঃ বলিয়া ক্রমে ক্রমে ধর্মাদির পূজা করিয়া, পূর্বাদি দিক্ সমূহে ওঁ অধর্মায় নমঃ, ওঁ অজ্ঞানায় নমঃ, ওঁ অবৈরাগ্যায় নমঃ, ওঁ অনৈশ্বর্য্যায় নমঃ বলিয়া ক্রমে ক্রমে অধর্মাদির পূজা করিয়া, মধ্যে ক্রমে ক্রমে ওঁ অনন্তায় নমঃ, ওঁ পদ্মায় নমঃ, ওঁ অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশ-কলাত্মনে নমঃ, ওঁ উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শ-কলাত্মনে নমঃ, ওঁ মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ বলিয়া ক্রমে ক্রমে অনন্তাদির পূজা করিবেন। তাহার পর কেসর সমূহে পূর্বাদি ক্রমে ওঁ পীতায়ৈ নমঃ, ওঁ শ্বেতায়ৈ নমঃ, ওঁ অরুণায়ৈ নমঃ, ওঁ কৃষ্ণায়ৈ নমঃ, ওঁ ধূম্রায়ৈ নমঃ, ওঁ তীব্রায়ৈ নমঃ, ওঁ স্ফুলিঙ্গিন্যৈ নমঃ, ওঁ রুচিরায়ৈ নমঃ, ওঁ জ্বালিন্যৈ নমঃ মন্ত্রে ক্রমে ক্রমে পীতাদি পীঠ শক্তির পূজা করিয়া মধ্যে ওঁ রং বহ্ন্যাসনায় নমঃ মন্ত্রে পীঠাসনের পূজা করিবেন। ৩৭

১। খ—অভ্যুক্ষ্য বহ্নের্যোগপীঠমর্চয়েৎ। যথা কর্ণিকোপরীত্যাদি পাঠঃ। ২। খ—জ্বালিন্যৈ ইত্যনন্তরং ততো রং বহ্ন্যাসনায়েতি পাঠঃ।

ধ্যাত্বা ওঁ হ্রীঁ বাগীশ্বরায় নমঃ। ওঁ হ্রীঁ বাগীশ্বর্য্যৈ নম ইতি মন্ত্রেণ[১] কুণ্ডমধ্যে পঞ্চোপচারৈঃ পূজয়েৎ। সুন্দরী-পক্ষে তু কামেশ্বরং কামেশ্বরীং পূজয়েৎ[২]। ততঃ কুণ্ডমধ্যে ওঁ বহ্নের্যোগপীঠায় নমঃ। চতুর্দ্দিক্ষু ওঁ বামায়ৈ নমঃ। এবং জ্যেষ্ঠায়ৈ রৌদ্র্যৈ অম্বিকায়ৈ, ততো মূলমুচ্চার্য্য ওঁ অমুক-দেবতা-কুণ্ডায় নমঃ ইতি কুণ্ডং সম্পূজ্য তদধো বাগীশ্বরীং তত্তদ্দেবতারূপাং ঋতুমতীং ধ্যাত্বা পূজয়েৎ। ততো বহ্নিমাদায় বৌষড়ন্ত-মূলমন্ত্রেণ বীক্ষ্য ফড়ন্ত-মূলমন্ত্রেণাবাহ্য রমিতি তস্মাদ্ বহ্নিমুদ্ধৃত্য মূলমুচ্চার্য্য হূঁ ফট্ ক্রব্যাদেভ্যঃ স্বাহা ইতি মন্ত্রেণ ক্রব্যাদাংশং ত্যজেৎ॥ ৩৮

গৌতমীয়ে—পাষাণ-ভবমগ্নিঞ্চ যদি বাঽরণি-সম্ভবম্।
শ্রোত্রিয়াণাং গেহজঞ্চ বনস্থং বাঽথবাহরেৎ।
যদৃচ্ছালাভ-সংপ্রাপ্তো হ্যযোগ্যো যাগ-কর্ম্মণি॥ ৩৯
নিরগ্নি-ব্রাহ্মণাল্লব্ধো হ্যর্দ্ধলাভ-করো ভবেৎ।

তাহার পর মূলোক্ত ওঁ বাগীশ্বরীমৃতুস্নাতাং ইত্যাদি ধ্যান করিয়া মূলোক্ত মন্ত্রে কুণ্ড মধ্যে বাগীশ্বর ও বাগীশ্বরীর পঞ্চোপচারে পূজা করিবেন। সুন্দরী পক্ষে কামেশ্বর ও কামেশ্বরীকে পূজা করিবেন। তাহার পর কুণ্ড মধ্যে ওঁ বহ্নের্যোগপীঠায় নমঃ। চারিদিকে যথাক্রমে ওঁ বামায়ৈ নমঃ, ওঁ জ্যেষ্ঠায়ৈ নমঃ, ওঁ রৌদ্র্যৈ নমঃ, ওঁ অম্বিকায়ৈ নমঃ বলিয়া পূজা করিবেন। তাহার পর মূল মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ওঁ অমুকদেবতা-কুণ্ডায় নমঃ এই মন্ত্রে কুণ্ডকে পূজা করিয়া তাহার অধোদেশে সেই সেই দেবতারূপা ঋতুমতী বাগীশ্বরীকে ধ্যান করিয়া পূজা করিবেন। তাহার পর অগ্নিকে আনিয়া, বৌষট্ অন্ত মূল মন্ত্রের দ্বারা সেই বহ্নিকে বীক্ষণ করিয়া, ফট্ অন্ত মূল মন্ত্রে আবাহন করিয়া, রং এই মন্ত্রে তাহা হইতে কিছু বহ্নি তুলিয়া লইয়া মূল মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া, ওঁ হুং ফট্ ক্রব্যাদেভ্যঃ স্বাহা এই মন্ত্রে ক্রব্যাদের অংশ পরিত্যাগ করিবেন। ৩৮

গৌতমীয় তন্ত্রে বলিয়াছেন—হোমের জন্য পাষাণ-জাত (চকমকি পাথর ও লোহার ঘর্ষণে উৎপন্ন), অথবা অরণি কাষ্ঠের ঘর্ষণে উৎপন্ন অথবা শ্রোত্রিয় সাগ্নিক ব্রাহ্মণের গৃহজাত অথবা অরণ্যস্থ অগ্নি আহরণ করিবে। যাদৃচ্ছিকভাবে লব্ধ বা প্রাপ্ত বহ্নি যাগকার্য্যে অযোগ্য। ৩৯

১। খ—ইতি মন্ত্রেণ পঞ্চোপচারৈঃ সম্পূজ্য সূর্য্যকান্তাদিসম্ভূতং শ্রোত্রিয়-গেহজং বা বহ্নিমানয়েৎ। সুন্দরী পক্ষে ত্বিত্যাদি পাঠঃ। ২। খ—পূজয়েদিত্যনন্তর গৌতমীয়ে পাষাণ-ভবমিত্যাদি।

ক্ষত্রবন্ধোশ্চতুর্থাংশং ফলং দত্থাদ্ হুতাশনঃ ॥ ৪০
বৈশ্যাচ্ ছূদ্রাচ্চ বিফলং জায়তে হোম-কর্ম তৎ।
তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন বহ্নিমুক্তং সমাহরেৎ[১] ॥ ৪১

তন্ত্রান্তরে— দ্বিজাতি-ভবনাদ্ বাপি বহ্নিমানীয় সাধকঃ।
বৌষড়ন্তেন মূলেন মন্ত্রিতং তং বিলোকয়েৎ ॥ ৪২
অগ্নিমাবাহয়েদস্ত্র-মন্ত্রেণ তদনন্তরম্।
হুঁ-ফড়ন্তেন মুলেন ক্রব্যাদাংশং পরিত্যজেৎ[২] ॥ ৪৩

ততো বহ্নিং ফড়িতি মন্ত্রেণ সংরক্ষ্য হুমিত্যবগুণ্ঠ্য বমিতি ধেনুমুদ্রয়ামৃতীকৃত্য বাহুভ্যামুদ্ধৃত্য কুণ্ডোপরি ত্রিবিভ্রাম্য মহীস্পৃষ্ট-জানুঃ শিবশুক্রবুদ্ধ্যা[৩] আত্মনোঽভিমুখং দেব্যা যোনাবেনং নিক্ষিপেৎ। ততো হ্রীঁ বহ্নিমূর্ত্তয়ে নমঃ ইত্যভ্যর্চ্য রং বহ্নি-চৈতন্যায় নম ইতি চৈতন্যং সংযোজ্য[৪], ওঁ চিৎপিঙ্গল হন

নিরগ্নি ব্রাহ্মণের নিকট প্রাপ্ত অগ্নি অর্দ্ধ ফল-প্রদ হইয়া থাকেন। ক্ষত্রবন্ধু হইতে প্রাপ্ত হুতাশন চতুর্থাংশ ফল প্রদান করেন। বৈশ্য ও শূদ্র হইতে প্রাপ্ত অগ্নি দ্বারা হোম করিলে সেই হোম বিফল হইয়া থাকে। অতএব সর্বপ্রযত্নে উক্ত বহ্নিকে বিহিত স্থান হইতে আহরণ করিবে। ৪০-৪১

তন্ত্রান্তরে বলিয়াছেন—সাধক দ্বিজাতির গৃহ হইতে অগ্নি আনিয়া মূল মন্ত্রের অন্তে বৌষট্ দিয়া সেই মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত সেই বহ্নিকে অবলোকন করিবে। ৪২

তাহার পর অস্ত্র (ফট্) মন্ত্রের দ্বারা অগ্নিকে আবাহন করিবে। মূলমন্ত্রের অন্তে হুং ফট্ যোগ করিয়া সেই মন্ত্রে ক্রব্যাদের অংশ পরিত্যাগ করিবে। ৪৩

তাহার পর ফট্ এই মন্ত্রে সেই বহ্নিকে রক্ষা করিয়া, হুং এই মন্ত্রে অবগুণ্ঠন করিয়া, বং এই মন্ত্রে ধেনু মুদ্রা দ্বারা অমৃতীকরণ করিয়া, বাহুদ্বয়ের দ্বারা সেই বহ্নিকে উদ্ধৃত করিয়া, কুণ্ডের উপরে তিনবার ভ্রামিত করিয়া ভূমিতে জানু পাতিয়া সেই অগ্নিকে শিবশুক্র বুদ্ধিতে নিজের অভিমুখে দেবীর যোনিতে স্থাপন করিবেন। তাহার পর

১। খ—সমাহরেৎ ইত্যনন্তরং এবং বহ্নিং পাত্রে নিধায় ওঁ ক্রব্যাদায় নমঃ ইতি ক্রব্যাদাংশং পরিত্যজেৎ। অথবা তন্ত্রান্তরে দ্বিজাতি-ভবনাদিত্যাদি পাঠঃ। ২। খ—পরিত্যজেদিত্যনন্তরং ততঃ বহ্নের্যোগপীঠায় নমঃ। চতুর্দিক্ষু ওঁ বামায়ৈ নমঃ। এবং জ্যেষ্ঠায়ৈ, রৌদ্রৈ্য, অম্বিকায়ৈ। ততো মূলমুচ্চার্য্য ওঁ অমুকদেবতাকুণ্ডায় নমঃ ইতি কুণ্ডং সম্পূজ্য তদধো বাগীশ্বরীং তত্তদ্দেবতারূপাং ঋতুমতীং ধ্যাত্বা পূজয়েৎ। ততো যথোক্তবহ্নিমাদায় বীক্ষণাদিভিঃ সংস্কৃত্য বং ইতি তস্মাদ্ বহ্নিমুদ্ধৃত্য হুং ফট্ ক্রব্যাদেভ্যঃ স্বাহা ইতি মন্ত্রেণ ক্রব্যাদাংশং ত্যজেৎ। ইতি প্রকারান্তরম্। ততো বহ্নিমন্ত্রেণ সংরক্ষ্যেত্যাদি পাঠঃ। ৩। খ—শিববীজবুদ্ধ্যা। ৪। খ—বিধায়।

হন দহ দহ পচ পচ সর্ব্বজ্ঞাজ্ঞাপয় স্বাহা ইতি জ্বালয়েৎ। ততঃ---ওঁ অগ্নিং প্রজ্বলিতং বন্দে জাতবেদং হুতাশনম্। সুবর্ণ-বর্ণমমলং সমিদ্ধং বিশ্বতো-মুখম্॥ ইত্যুপতিষ্ঠেত। ততঃ ওঁ অগ্নে ত্বমমুকনামাসি ইতি নাম কুর্য্যাৎ॥ ৪৪

যথা মৎস্যসূক্তে—প্রতিষ্ঠায়াং লোহিতাগ্নির্বাস্ত-যাগে প্রজাপতিঃ।

জলাশয়-প্রতিষ্ঠায়াং বরুণঃ সমুদাহৃতঃ॥ ৪৫

লক্ষহোমে বহ্নিনামা কোটিহোমে ধ্রুবঃ স্মৃতঃ।

পৌষ্টিকে বরদশ্চৈব ক্রোধোঽগ্নিশ্চাভিচারকে।

প্রকৃতে দেবতা-নাম পুরশ্চরণ-কর্ম্মণি॥ ৪৬

তত ওঁ বৈশ্বানর জাতবেদ ইহাবহ লোহিতাক্ষ সর্বকর্মাণি সাধয় স্বাহা ইত্যনেন পাদ্যাদিভিঃ সংপূজ্য ওঁ অস্যাগ্নেহিরণ্যাদি-সপ্ত-জিহ্বাভ্যো নমঃ। ওঁ সহস্রার্চিষে হৃদয়ায় নমঃ। ওঁ স্বস্তিপূর্ণায় শিরসে স্বাহা। ওঁ উত্তিষ্ঠ পুরুষায় শিখায়ৈ বষট্। ওঁ ধূমব্যাপিনে কবচায় হুঁ। ওঁ সপ্তজিহ্বায় নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। ওঁ ধনুর্দ্ধরায় অস্ত্রায় ফড়িতি সংপূজ্য, পূর্বাদিতঃ ওঁ অগ্নয়ে জাতবেদসে নমঃ, ওঁ অগ্নয়ে সপ্ত-জিহ্বায় নমঃ। ওঁ অগ্নয়ে হব্যবাহনায় নমঃ ওঁ অগ্নয়ে অশ্বোদরজায় নমঃ। ওঁ অগ্নয়ে বৈশ্বানরায় নমঃ ওঁ অগ্নয়ে কৌমার-

---

ওঁ হ্রীং বহ্নিমূর্ত্তয়ে নমঃ এই মন্ত্রে অর্চনা করিয়া ওঁ রুং বহ্নিচৈতন্যায় নমঃ এই মন্ত্রে অগ্নিতে চৈতন্য সংযোগ করিয়া, ওঁ চিৎ পিঙ্গল ইত্যাদি মূলোক্ত মন্ত্রে অগ্নিকে প্রজ্বালিত করিবেন। তাহার পর ওঁ অগ্নিং প্রজ্বলিতং ইত্যাদি মূলোক্ত মন্ত্রে অগ্নির উপস্থান (উপাসনা) করিবেন। তাহার পর ওঁ অগ্নে ত্বং অমুকদেবতা-নামাসি (অমুক স্থলে পূজ্য দেবতার নাম উল্লেখ্য) এই বলিয়া অগ্নির নাম করণ করিবেন। ৪৪

যেমন মৎস্য সূক্তে বলিয়াছেন—প্রতিষ্ঠায় অগ্নির নাম লোহিত, বাস্তুযাগে অগ্নির নাম প্রজাপতি। জলাশয় প্রতিষ্ঠায় অগ্নির নাম বরুণ কথিত হইয়াছে। ৪৫

লক্ষ হোমে অগ্নির নাম বহ্নি। কোটি হোমে অগ্নির নাম ধ্রুব কথিত হইয়াছে। পৌষ্টিক কর্মে অগ্নির নাম বরদ। অভিচার কর্মে অগ্নির নাম ক্রোধ। প্রকৃত পুরশ্চরণ কর্মে দেবতার নামই অগ্নির নাম। ৪৬

তাহার পর ওঁ বৈশ্বানর ইত্যাদি মূলোক্ত মন্ত্রে অগ্নিকে পাদ্যাদি উপচারে পূজা করিয়া ওঁ অস্যাগ্নেহিরণ্যাদি-সপ্ত-জিহ্বাভ্যো নমঃ মন্ত্রে অগ্নির জিহ্বার পূজা করিয়া, ওঁ সহস্রার্চিষে হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি মূলোক্ত মন্ত্রে অগ্নির ছয়টি অঙ্গ দেবতার পূজা করিয়া, পূর্বাদি দিক্ হইতে ওঁ অগ্নয়ে জাতবেদসে ইত্যাদি মূলোক্ত মন্ত্রে শক্তি ও

তেজসে নমঃ। ওঁ অগ্নয়ে বিশ্বমুখায় নমঃ। ওঁ অগ্নয়ে দেবমুখায় নমঃ[১]। ইতি বহ্নিমূর্ত্তীঃ শক্তি-স্বস্তিক-ধারিণীঃ পূজয়েৎ। তদ্বাহ্যে—ওঁ ব্রাহ্ম্যাদ্যষ্ট-শক্তিভ্যঃ। তদ্বাহ্যে—ওঁ পদ্মাদ্যষ্টনিধিভ্যঃ। তদ্বাহ্যে—ওঁ ইন্দ্রাদি-লোক-পালেভ্যঃ। তদ্বাহ্যে—বজ্রাদ্যস্ত্রেভ্যঃ[২]। ৪৭

ততো বৃহদ্ধোম-রীত্যা স্রুবাজ্য-সংস্কারো কার্য্যো। ততঃ প্রাদেশ-মাত্রং পবিত্রং ঘৃতমধ্যে নিক্ষিপ্য দ্বৌ ভাগৌ কৃত্বা শুক্ল-কৃষ্ণ-পক্ষৌ স্মরেৎ। ততঃ সব্যাপসব্য-মধ্য-ভাগেষু ইড়াং পিঙ্গলাং সুষুম্নাঞ্চ ধ্যাত্বা হোমং কুর্য্যাৎ। ৪৮

নম ইতি স্রুবেণ দক্ষ-ভাগাদাজ্যং গৃহীত্বা ওঁ অগ্নয়ে স্বাহেতি বহ্নের্দক্ষিণ-নেত্রে জুহুয়াৎ। তথা বামাদাজ্যং গৃহীত্বা ওঁ সোমায় স্বাহেতি বামনেত্রে। ততো মধ্যভাগাদাজ্যং গৃহীত্বা ওঁ অগ্নীষোমাভ্যাং স্বাহেত্যগ্নি-ললাটনেত্রে জুহুয়াৎ। পুনর্দক্ষিণতঃ ওঁ নম ইতি মন্ত্রেণ ঘৃতং গৃহীত্বা ওঁ অগ্নয়ে স্বিষ্টিকৃতে স্বাহা ইত্যগ্নিমুখে জুহুয়াৎ। ততঃ ওঁ ভূঃ স্বাহা, ওঁ ভুবঃ স্বাহা, ওঁ স্বঃ স্বাহা, ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ স্বাহা ইতি মহাব্যাহৃতি-হোমং কৃত্বা ওঁ বৈশ্বানর জাতবেদ ইতি

স্বস্তিক ধারিণী বহ্নির মূর্ত্তি সমূহের পূজা করিবেন। তাহার বাহিরে ওঁ ব্রাহ্ম্যাদ্যষ্ট-শক্তিভ্যো নমঃ। তাহার বাহিরে ওঁ পদ্মাদ্যষ্ট-নিধিভ্যো নমঃ। তাহার বাহিরে ওঁ ইন্দ্রাদি-লোকপালেভ্যো নমঃ। তাহার বাহিরে ওঁ বজ্রাদ্যস্ত্রেভ্যো নমঃ মন্ত্রে এই সকলের পূজা করিবেন। ৪৭

তাহার পর বৃহৎ হোম পদ্ধতি অনুসারে স্রুব ও আজ্যের সংস্কার করিবেন। তাহার পর প্রাদেশ পরিমিত কুশ ঘৃতমধ্যে নিক্ষেপ করিয়া, ঘৃতকে দুই ভাগ করিয়া পূর্ববৎ একটি ভাগকে শুক্ল পক্ষ এবং অপর ভাগকে কৃষ্ণ পক্ষ স্মরণ করিবেন। তাহার পর সব্য (দক্ষিণ), অপসব্য (বাম) ও মধ্য ভাগ সমূহে ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্নার ধ্যান করিয়া হোম করিবেন। ৪৮

নমঃ মন্ত্রে দক্ষিণ ভাগ হইতে স্রুবের দ্বারা আজ্য লইয়া ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা মন্ত্রে অগ্নির দক্ষিণ নেত্রে হোম করিবেন। সেইরূপ বামভাগ হইতে আজ্য লইয়া ওঁ সোমায় স্বাহা মন্ত্রে অগ্নির বামনেত্রে এবং তাহার পর মধ্যভাগ হইতে আজ্য লইয়া ওঁ অগ্নীষোমাভ্যাং স্বাহা মন্ত্রে অগ্নির ললাট নেত্রে হোম করিবেন। পুনরায় দক্ষিণভাগ হইতে ওঁ নমঃ এই মন্ত্রে আজ্য লইয়া ওঁ অগ্নয়ে স্বিষ্টিকৃতে স্বাহা মন্ত্রে অগ্নির মুখে হোম

১। খ—অগ্নয়ে বেদমুখায় নমঃ। ২। ক—বহ্ন্যস্ত্রেভ্যঃ। খ—বজ্রাদ্যস্ত্রেভ্যঃ ইত্যনন্তরং ততো প্রাদেশমাত্রং কুশপত্রদ্বয়ং ঘৃতমধ্যে নিক্ষিপ্য সব্যাপসব্যেত্যাদি পাঠঃ।

মন্ত্রেণ ত্রিবারং জুহুয়াৎ। ততোঽগ্নৌ মূলস্য পীঠপূজা-পূর্ব্বকং[১] দেবতাং সংপূজ্য তন্মুখে ঘৃতেন মূলমন্ত্রেণ পঞ্চবিংশতিবারং জুহুয়াৎ। ততো বহ্নিদেবতয়োরাত্মনা সহ ঐক্যং বিভাব্য মূলেনৈকাদশাহুতীর্জুহুয়াৎ। ততো মূলস্যাঙ্গ-দেবতাভ্যঃ স্বাহা, এবমাবরণ-দেবতাভ্যঃ স্বাহেতি জুহুয়াৎ। শক্তশ্চেৎ প্রত্যেক-মেকৈকাহুতিং জুহুয়াৎ। ততঃ সঙ্কল্পং বিধায়[২] তত্তৎ-কল্পোক্ত-দ্রব্যেণ হোমং[৩] কুর্য্যাৎ। যদি দীক্ষাঙ্গ-হোমস্তদা ঘৃতাক্তৈস্তিলৈস্তত্তৎ-কল্পোক্ত-দ্রব্যৈর্বাষ্টোত্তরং সহস্রং শতং বা জুহুয়াৎ। ততো মূলেন পূর্ণাহুতিং দত্ত্বা সংহারমুদ্রয়া স্বেষ্টদেবতাং হৃদয়ে সমানীয় ক্ষমস্বেত্যগ্নিং বিসৃজ্য দক্ষিণাং দদ্যাৎ[৪]। ৪৯

ইতি সংক্ষেপহোমবিধিঃ।

অথ প্রয়োগানন্তর-শান্তিকলস-জল-স্নান-মন্ত্রা বশিষ্ঠ-সংহিতোক্তা যথা—

> সুরাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বরাঃ।
> বাসুদেবো জগন্নাথস্তথা সঙ্কর্ষণঃ প্রভুঃ।
> প্রত্যুম্নশ্চানিরুদ্ধশ্চ ভবন্তু বিজয়ায় তে ॥ ৫০

করিবেন। তাহার পর মূলোক্ত মন্ত্রে মহাব্যাহৃতি হোম করিবেন। অনন্তর ওঁ বৈশ্বানর ইত্যাদি মন্ত্রে তিন বার হোম করিবেন। অনন্তর অগ্নিতে মূলদেবতার পীঠের পূজা পূর্ব্বক মূল দেবতার পূজা করিয়া, অগ্নির মুখে মূল মন্ত্রে ঘৃতের দ্বারা ২৫ বার হোম করিবেন। অনন্তর নিজের সহিত বহ্নি ও দেবতার ঐক্য ভাবনা করিয়া মূল মন্ত্রে ১১ বার হোম করিবেন। তাহার পর মূলদেবতার ওঁ অঙ্গদেবতাভ্যঃ স্বাহা। ওঁ আবরণদেবতাভ্যঃ স্বাহা মন্ত্রে হোম করিবেন। সমর্থ হইলে প্রত্যেককে এক এক আহুতি দিবেন। তাহার পর সঙ্কল্প করিয়া সেই সেই কল্পোক্ত হোম দ্রব্যের দ্বারা হোম করিবেন। যদি দীক্ষাঙ্গ হোম হয়, তবে ঘৃতাক্ত তিল বা সেই সেই কল্পোক্ত দ্রব্যের দ্বারা ১০০৮ বা ১০৮ বার হোম করিবেন। তাহার পর মূলমন্ত্রে পূর্ণাহুতি দিয়া সংহার মুদ্রায় নিজের ইষ্ট দেবতাকে হৃদয়ে আনিয়া ওঁ ক্ষমস্ব বলিয়া অগ্নিকে বিসর্জন করিয়া দক্ষিণা দিবেন। সংক্ষেপ হোম পদ্ধতি সমাপ্ত হইল। ৪৯

অনন্তর প্রয়োগের পরে বশিষ্ঠ-সংহিতায় উক্ত শান্তি কলশ জলের স্নানমন্ত্রসমূহ কথিত হইতেছে—

মন্ত্রার্থ—দেবগণ তোমাকে অভিষিক্ত করুন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, বাসুদেব,

---

১। খ—পীঠপূজানন্তরং। ২। ক—সংক্ষেপং বিধায়। ৩। ক—কল্পোক্ত হোমং কুর্য্যাৎ।
৪। খ—দক্ষিণাং দদ্যাদিতি হোমঃ।

আখণ্ডলোঽগ্নির্ভগবান্ যমো বৈ নৈঋ‌র্তস্তথা।
বরুণঃ পবনশ্চৈব ধনাধ্যক্ষস্তথা শিবঃ।
ব্রহ্মণা সহিতঃ শেষো দিক্‌পালাঃ পান্তু বঃ সদা॥ ৫১
কীর্ত্তির্লক্ষ্মীর্ধৃতির্মেধা পুষ্টিঃ শ্রদ্ধা ক্রিয়া মতিঃ।
বুদ্ধির্লজ্জাবপুঃ শান্তির্মায়া নিদ্রা চ ভাবনা।
এতাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু দেবপত্ন্যঃ সমাগতাঃ॥ ৫২
আদিত্যশ্চন্দ্রমা ভৌমো বুধ-জীব-সিতার্কজাঃ।
গ্রহাস্ত্বামাভিষিঞ্চন্তু রাহুঃ কেতুশ্চ তর্পিতাঃ॥ ৫৩
ঋষয়ো মুনয়ো গাবো দেবমাতর এব চ।
দেবপত্ন্যো দ্রুমা নাগা দৈত্যাশ্চাপ্‌সরসাং গণাঃ॥ ৫৪
অস্ত্রাণি সর্বশাস্ত্রাণি রাজানো বাহনানি চ।
ঔষধানি চ রত্নানি কালস্যাবয়বাশ্চ যে॥ ৫৫
সরিতঃ সাগরাঃ শৈলাস্তীর্থানি জলদা নদাঃ।
দেব-দানব-গন্ধর্বা যক্ষ-রাক্ষস-পন্নগাঃ।
এতে ত্বামভিষিঞ্চন্তু ধর্ম-কামার্থ-সিদ্ধয়ে॥ ৫৬॥ ইতি শান্তিস্নানম্।

অথ-শাক্তাভিষেকঃ

ঈশ্বর উবাচ— গুপ্তং সর্বেষু মন্ত্রেষু তব স্নেহেন পার্বতি!।

জগন্নাথ ও প্রভু সঙ্কর্ষণ (বলরাম), প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ তোমার বিজয়ের হেতু হউন। ৫০

আখণ্ডল (ইন্দ্র), অগ্নি, ভগবান্ যম, নৈঋ‌র্ত, বরুণ, পবন, ধনাধ্যক্ষ কুবের, ব্রহ্মার সহিত শেষ (অনন্ত), এই দিক্‌পালগণ সর্বদা তোমাদিগকে রক্ষা করুন। ৫১

কীর্ত্তি, লক্ষ্মী, ধৃতি, মেধা, পুষ্টি, শ্রদ্ধা, ক্রিয়া, মতি, বুদ্ধি, লজ্জা, বপুঃ, শান্তি, মায়া, নিদ্রা ও ভাবনা—এই দেবপত্নীগণ উপস্থিত হইয়া তোমাকে অভিষিক্ত করুন। ৫২

আদিত্য, চন্দ্রমা, ভৌম (মঙ্গল), বুধ, জীব (বৃহস্পতি), সিত (শুক্র), অর্কপুত্র (শনি), রাহু ও কেতু—এই নবগ্রহ সন্তুষ্ট হইয়া তোমাকে অভিষিক্ত করুন। ৫৩

ঋষিগণ, মুনিগণ, ধেনুগণ, দেবমাতৃগণ, দেবপত্নীগণ, দ্রুমগণ, নাগগণ, দৈত্যগণ, অপ্সরাগণ, অস্ত্র সমূহ, সর্বশাস্ত্র সমূহ, রাজগণ, বাহনগণ, ঔষধসমূহ, রত্নসমূহ, কালের কলা, কাষ্ঠা প্রভৃতি অবয়ব সমূহ, নদী সমূহ, সাগর সমূহ, পর্বত সমূহ, তীর্থ সমূহ, মেঘ সমূহ, নদ সমূহ, দেবগণ, দানবগণ, গন্ধর্বগণ, যক্ষগণ, রাক্ষসগণ ও পন্নগগণ—ইঁহারা ধর্ম, কাম ও অর্থ সিদ্ধির জন্য তোমাকে অভিষিক্ত করুন। ৫৪-৫৬

শান্তিস্নান সমাপ্ত হইল।

অভিষেকং প্রবক্ষ্যামি সর্বরোগ-ভয়াপহম্ ॥ ১
ধন্যং যশস্যমায়ুষ্যং মহাপাতক-নাশনম্ ।
সর্বাশা-পূরকং সর্ব-মন্ত্রদোষ-বিনাশনম্ ॥ ২
সর্বার্থ-সাধকং দেবি ! সর্বতীর্থ-ফলপ্রদম্ ।
অভিচার-হরং সর্ব-গ্রহদোষ[১] নিবারণম্ ॥ ৩
ভূতাবেশাদি-শমনং ডাকিনীনাং ভয়াপহম্ ।
তেজো-বৃদ্ধিকরং দেবি ! বলবৃদ্ধি-করং পরম্ ॥ ৪
তক্ষকেনাপি দষ্টস্য বিষপীড়া-বিনাশনম্ ।
তেজোহ্রাসে বল-হ্রাসে বুদ্ধি-হ্রাসে ধনক্ষয়ে ॥ ৫
স্ত্রীকৃতেষ্বপি দোষেষু শারীরে মানসে তথা ।
বিকারে দেশিকঃ কুর্য্যাদভিষেকং বিচক্ষণঃ ॥ ৬
অসৌভাগ্যে চ নারীণামভিষেকঃ প্রবর্ত্ততে ।
সর্বদোষ-হরো ধর্মঃ সত্যং সত্যং হি পার্বতি ! ॥ ৭
নদী-তীরে দেব-ভূমৌ তরুমূলে চতুষ্পথে ।
দেবতায়তনে বাপি স্থাপয়েদ্ ঘটমব্রণম্ ।
নাতি-হ্রস্বং নাতি-দীর্ঘং মৃৎ-তাম্র-স্বর্ণ-নির্মিতম ॥ ৮

অনন্তর শাক্তাভিষেক (দিব্যাভিষেক) কথিত হইতেছে। ঈশ্বর বলিলেন—হে দেবি পার্বতি ! তোমার প্রতি স্নেহে সমস্ত তন্ত্রে গুপ্ত সমস্ত রোগ ও ভয়ের নাশক, শ্লাঘ্য, যশস্কর, আয়ুষ্কর, মহাপাতক নাশক, সমস্ত আশার পরিপূরক, সমস্ত মন্ত্রদোষের বিনাশক, সমস্ত অর্থের সাধক, সমস্ত তীর্থ ফলের প্রদায়ক, অভিচার-হর ও সমস্ত গ্রহদোষের নিবারক অভিষেক বলিতেছি। ১-৩

হে দেবি। মন্ত্রোপদেষ্টা বিচক্ষণ দেশিক তেজের হ্রাসে, বলের হ্রাসে, বুদ্ধির হ্রাসে, ধনের ক্ষয়ে, স্ত্রীকৃত দোষ নিমিত্ত শরীর ও মনের বিকারে ভূতাবেশাদির শান্তি-কারক, ডাকিনীগণের ভয়-নিবারক তেজোবৃদ্ধিকর, তক্ষকের দ্বারা দষ্ট ব্যক্তিরও বিষপীড়ার বিনাশক শ্রেষ্ঠ অভিষেক করিবে। ৪-৬

স্ত্রীগণের অসৌভাগ্যে অর্থাৎ দুর্ভাগ্য উপস্থিত হইলে এই অভিষেক প্রবর্ত্তিত হয় অর্থাৎ করিতে হয়। হে পার্বতি ! এই অভিষেক সর্বরোগ-হর ধর্ম কর্ম। ইহা সত্য সত্য। ৭

১। খ—সর্বমন্ত্রদোষ নিবারণম্ ।

কামবীজেন সংপ্রোক্ষ্য বাগ্‌ভবেনৈব তাড়য়েৎ।
শক্ত্যা কলসমারোপ্য মায়য়া পূরয়েজ্জলৈঃ।
মন্ত্রেণানেন তীর্থানি দেশিকস্তত্র বিন্যসেৎ॥ ৯
গঙ্গাদ্যাঃ সরিতঃ সর্বাঃ সমুদ্রাশ্চ সরাংসি চ।
সর্বে সমুদ্রাঃ সরিতঃ সরাংসি জলদা নদাঃ॥ ১০
হ্রদাঃ প্রস্রবণাঃ পুণ্যাঃ স্বঃ-পাতাল-মহীগতাঃ।
সর্বতীর্থানি পুণ্যানি ঘটে কুর্বন্তু সন্নিধিম্॥ ১১
রমাবীজেন জপ্তেন পল্লবং প্রতিদাপয়েৎ।
কূর্চেন ফলদানং স্যাৎ স্ত্রী-বীজেন স্থিরীকৃতিঃ॥ ১২
সিন্দূরং বহ্নিবীজেন পুষ্পং দদ্যাচ্ছরাণুনা।
মূলেন দূর্বাং প্রণবৈঃ কুর্য্যাদভ্যুক্ষণং ততঃ॥ ১৩
হুঁ ফট্ স্বাহেতি মন্ত্রেণ কুর্য্যাদ্ দর্ভেণ তাড়নম্।
বিচিন্ত্য দেবীপীঠন্তু তত্রাবাহ্য প্রপূজয়েৎ॥ ১৪

নদীতীরে, দেবভূমিতে, বৃক্ষমূলে, চতুষ্পথে অথবা দেবগৃহে নাতিহ্রস্ব নাতিদীর্ঘ, মৃত্তিকা, তাম্র অথবা স্বর্ণনির্মিত অক্ষত ঘট স্থাপন করিবে। ৮

কাম (ক্লীং) দ্বারা ঐ ঘটকে প্রোক্ষণ করিয়া, বাগ্‌ভব (ঐং) বীজের দ্বারা তাড়ন (আঘাত) করিবে। শক্তি (সৌঃ) বীজের দ্বারা মণ্ডলে কলশ স্থাপন করিয়া মায়া (হ্রীং) বীজের দ্বারা ঐ ঘটে জল পূরণ করিবে। দেশিক বক্ষ্যমাণ এই মন্ত্রের দ্বারা সেই ঘটে তীর্থসমূহের ন্যাস (আবাহন) করিবে। ৯

গঙ্গাদি সমস্ত নদী, সমুদ্র সমূহ, সরোবর সমূহ, স্বর্গ, পাতাল ও পৃথিবী গত সমস্ত সমুদ্র, নদী, সরোবর, জলদ (মেঘ) সমূহ, পুণ্য হ্রদ ও প্রস্রবণসমূহ ও পুণ্য সমস্ত তীর্থ ঘটে সন্নিধান করুন। ১০-১১

জপ্ত রমা (শ্রীং) বীজের দ্বারা ঘটের উপরে পল্লব দান করিবেন। জপ্ত কূর্চ (হুং) বীজের দ্বারা নারিকেলাদি ফল দিবেন। জপ্ত স্ত্রী (স্ত্রীং) বীজের দ্বারা ঘটের স্থিরীকরণ করিবেন। ১২

জপ্ত বহ্নি (রং) বীজের দ্বারা ঘটে সিন্দূর দিবেন। জপ্ত শর (ফট্) বীজের দ্বারা ঘটে পুষ্প দিবেন। জপ্ত মূল মন্ত্রের দ্বারা ঘটে দূর্বা দিবেন। তাহার পর প্রণব উচ্চারণ করিয়া ঘটের অভ্যুক্ষণ করিবেন। ১৩

হুং ফট্ স্বাহা এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া কুশের দ্বারা ঘটে তাড়ন করিবেন। সেই

স্ব-তন্ত্রোক্ত-বিধানেন মন্ত্রস্যোদ্ধারণৈঃ সহ।
চালয়েৎ তং ঘটং মন্ত্রী মন্ত্রেণানেন দেশিকঃ॥ ১৫
ওঁ উত্তিষ্ঠ ব্রহ্মকলস! দেবতাত্মক! সিদ্ধিদ!।
সর্বতীর্থাম্বু-সম্পূর্ণ! পূরয়াঽস্মন্মনোরথম্॥ ১৬
ঈশানেন্দুস্মর-ক্ষৌণ্যন্তদন্তে[১] ভুবনেশ্বরী।
মন্ত্রেণানেন বাদিত্র-নির্ঘোষৈশ্চালয়েদ্ ঘটম্॥ ১৭
অভিষিঞ্চেদ্ গুরুঃ শিষ্যং যজমানং পুরোহিতঃ।
অভিষিঞ্চেদ্ গ্রহেঽশ্বত্থ-পল্লবৈর্ভূত-সঙ্গমে[২]॥ ১৮
সিঞ্চেদৌডুম্বরৈর্মন্ত্রদোষে চ করবীরজৈঃ।
যশোধনায়ুস্তেজঃ-শ্রী-ফলকামে[৩] চ চূতজৈঃ॥ ১৯
তুলসীমঞ্জরীভিশ্চ সর্বপাপক্ষয়ার্থিভিঃ।
সর্বতীর্থফলাবাপ্ত্যৈ শাক্তানাং বিল্বসম্ভবৈঃ॥ ২০

ঘটকে দেবীর পীঠ চিন্তা করিয়া পূজ্য দেবতার তন্ত্রোক্ত বিধান অনুসারে মন্ত্রজ্ঞ দেশিক সেই ঘটে দেবীকে আবাহন করিয়া পূজা করিবেন। মন্ত্রজ্ঞ দেশিক মন্ত্রের উচ্চারণের সহিত অর্থাৎ মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক মূলোক্ত ওঁ উত্তিষ্ঠ ইত্যাদি বক্ষ্যমাণ এই মন্ত্রের দ্বারা সেই ঘটকে চালিত করিবেন। ১৪-১৫

মন্ত্রের অর্থ—হে দেবতাত্মক সিদ্ধিপ্রদ ব্রহ্ম কলস! তুমি ওঠ। হে সর্বতীর্থাম্বুপূর্ণ! তুমি আমাদের মনোরথ পূর্ণ কর। ১৬

ঈশান (হ্), ইন্দু (স্), স্মর (ক্) ও ক্ষৌণী (ল), তাহার অন্তে ভুবনেশ্বরী (হ্রীং) অর্থাৎ শ্লোকমন্ত্রের অন্তে হ্স্ক্ল্ হ্রীং এই মন্ত্র বলিয়া বাদ্য যন্ত্রের শব্দ সহকারে ঘটকে চালিত করিবেন। ১৭

গুরু শিষ্যকে এবং পুরোহিত যজমানকে অভিষেক করিবেন। গ্রহপীড়ায় অশ্বত্থ-পল্লবের দ্বারা অভিষেক করিবেন। ভূতসঙ্গমে (ভূতাবেশে) উডুম্বর পল্লবের দ্বারা, মন্ত্রদোষে করবীর পল্লবের দ্বারা, যশঃকামনায়, ধনকামনায়, আয়ুষ্কামনায়, তেজস্বিত্ব কামনায় ও ঐশ্বর্যফল কামনায় আম্রপল্লবের দ্বারা অভিষেক করিবেন। ১৮-১৯

সমস্ত পাপ ক্ষয়কামী ব্যক্তি তুলসীমঞ্জরী সমূহের দ্বারা অভিষেক করিবেন। সমস্ত তীর্থ ফলের প্রাপ্তি জন্য শাক্তগণের বিল্ববৃক্ষজাত পল্লবের দ্বারা অভিষেক কর্তব্য। ২০

১। খ—ঈশানেন্দুপুর-ক্ষৌণ্য। ২। ক—ভূতসঙ্গরে। ৩। খ—যশোধনায়ুস্তেজস্বি-ফলকাম্যে।

অভিচারে নারসিংহৈরভিষেকঃ প্রচক্ষতে।
কুর্য্যাদ্ দর্ভৈরগর্ভৈশ্চ[১] দোষেষু স্ত্রীকৃতেষু চ ॥ ২১
অসৌভাগ্যে চ নারীণাং দূর্বাভিঃ সেচনং তথা।
অথবা সর্বকামেষু বিদধীতাম্র-পল্লবৈঃ ॥ ২২

অস্যাভিষেকমন্ত্রস্য[২] দক্ষিণামূর্ত্তি ঋষিরনুষ্টুপছন্দঃ শক্তির্দেবতা সর্বসিদ্ধি-সংকল্পসিদ্ধয়ে বিনিযোগঃ ॥ ২৩

ওঁ রাজরাজেশ্বরী শক্তি-ভৈরবী রুদ্রভৈরবী।
শ্মশানভৈরবী দেবী ত্রিপুরানন্দ-ভৈরবী ॥ ২৪
ত্রিকূটা ত্রিপুটা দেবী তথা ত্রিপুরসুন্দরী।
ত্রিপুরেশী মহাদেবী তথা ত্রিপুরনায়িকা[৩] ॥ ২৫
ত্রিপুরানন্দিনী দেবী তথৈব ত্রিপুরাতনী।
এতাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু মন্ত্রপূতেন বারিণা ॥ ২৬
ছিন্নমস্তা মহাদেবী তথা চৈকজটেশ্বরী।
তারা চ জয়দুর্গা চ শূলিনী ভুবনেশ্বরী ॥ ২৭
ত্বরিতাখ্যা মহাদেবী তথা বিন্ধ্য-নিবাসিনী[৪]।

অভিচারে নারসিংহের (চুনিয়া গাহড়ার) পল্লবের দ্বারা অভিষেক উক্ত হইয়াছে। স্ত্রীকৃত দোষের নিমিত্ত অগর্ভ দর্ভের দ্বারা অভিষেক করিবেন। ২১

নারীগণের দৌর্ভাগ্য উপস্থিত হইলে দূর্বা দ্বারা অভিষেক করিবেন। অথবা সমস্ত ফলের কামনায় আম্রপল্লবের দ্বারা হোম করিবেন। ২২

এই অভিষেক মন্ত্রের ঋষ্যাদিন্যাস করিয়া অভিষেক করিবেন। এই অভিষেক মন্ত্রের দক্ষিণামূর্তি ঋষি, অনুষ্টুপ ছন্দঃ, শক্তি দেবতা, সমস্ত সিদ্ধি ও সঙ্কল্প (কামনা) সিদ্ধির জন্য ইহার বিনিয়োগ (প্রয়োগ) হয়। ২৩

রাজ-রাজেশ্বরী শক্তিভৈরবী রুদ্রভৈরবী শ্মশানভৈরবী দেবী, ত্রিপুরানন্দ ভৈরবী, ত্রিকূটা দেবী, ত্রিপুটা, ত্রিপুর সুন্দরী, মহাদেবী ত্রিপুরেশী, ত্রিপুরনায়িকা, ত্রিপুরা-নন্দিনী দেবী, ত্রিপুরাতনী—ইহাঁরা তোমাকে মন্ত্রপূত জলের দ্বারা অভিষেক করুন। ২৪-২৬

মহাদেবী ছিন্নমস্তা, একজটেশ্বরী, তারা, জয়দুর্গা, শূলিনী, ভুবনেশ্বরী, মহাদেবী

১। খ—কুর্য্যাদ্ দর্ভৈ গর্ভৈশ্চ। ২। খ—অস্যাভিষেকমন্ত্রস্যেতি নাস্তি। ৩। খ—ত্রিপুর-মালিকা। প্রাঃ তোঃ—ত্রিপুরকাম্বিকা। ৪। খ—প্রাঃ তোঃ—তথৈব চ ত্রিখণ্ডিকা।

নিত্যা চ নিত্যরূপা চ বজ্রপ্রস্তারিণী পরা[১] ॥ ২৮
সর্বচক্রেশ্বরী দেবী তথা নীল-সরস্বতী।
সর্বসিদ্ধিকরী দেবী সিদ্ধ-গন্ধর্ব-সেবিতা ॥ ২৯
উগ্রতারা মহাদেবী তথা দক্ষিণকালিকা।
এতাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু মন্ত্রপূতেন বারিণা[২] ॥ ৩০
ক্ষেমঙ্করী মহাকালী চানিরুদ্ধ-সরস্বতী
মাতঙ্গিনী চান্নপূর্ণা রাজরাজেশ্বরী তথা।
এতাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু মন্ত্রপূতেন বারিণা ॥ ৩১
উগ্রচণ্ডা প্রচণ্ডা চ চণ্ডোগ্রা চণ্ডনায়িকা।
চণ্ডা চণ্ডবতী চৈব চণ্ডরূপাতিচণ্ডিকা।
এতাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু মন্ত্রপূতেন বারিণা ॥ ৩২
উগ্রদংষ্ট্রা মহাদংষ্ট্রা শুভদংষ্ট্রা কপালিনী।
ভীমনেত্রা বিশালাক্ষী মঙ্গলা বিজয়া জয়া।
এতাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু মন্ত্রপূতেন বারিণা ॥ ৩৩
মঙ্গলা নন্দিনী ভদ্রা লক্ষ্মীঃ কীর্ত্তির্যশস্বিনী।
পুষ্টির্মেধা শিবা সাধ্বী যশঃ শোভা[৩] জয়া ধৃতিঃ ॥ ৩৪

ত্বরিতা, সেইরূপ বিন্ধ্যবাসিনী, নিত্যা, নিত্যরূপা, পরা বজ্রপ্রস্তারিণী, সর্বচক্রেশ্বরী দেবী, নীলসরস্বতী, সর্বসিদ্ধিকরী সিদ্ধ গন্ধর্ব সেবিতা দেবী উগ্রতারা, সেইরূপ মহাদেবী দক্ষিণকালিকা—ইঁহারা তোমাকে মন্ত্রপূত জলের দ্বারা অভিষিক্ত করুন। ২৭-৩০

ক্ষেমঙ্করী মহাকালী, অনিরুদ্ধ সরস্বতী, মাতঙ্গিনী, অন্নপূর্ণা, রাজরাজেশ্বরী—ইঁহারা তোমাকে মন্ত্রপূত জলের দ্বারা অভিষিক্ত করুন। ৩১

উগ্রচণ্ডা, প্রচণ্ডা, চণ্ডোগ্রা, চণ্ডনায়িকা, চণ্ডা, চণ্ডবতী, চণ্ডরূপা, অতিচণ্ডিকা—ইহারা মন্ত্রপূত জলের দ্বারা তোমাকে অভিষিক্ত করুন। ৩২

উগ্রদংষ্ট্রা, মহাদংস্ট্রা, শুভদংস্ট্রা, কপালিনী, ভীমনেত্রা, বিশালাক্ষী, মঙ্গলা, বিজয়া, জয়া—ইঁহারা তোমাকে মন্ত্রপূত জলের দ্বারা অভিষিক্ত করুন। ৩৩

মঙ্গলা, নন্দিনী, ভদ্রা, লক্ষ্মী, কীর্ত্তি, যশস্বিনী, পুষ্টি, মেধা, শিবা, সাধ্বী, যশঃ,

---

১। —প্রাঃ তোঃ—পরেত্যনন্তরং এতাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু মন্ত্রপূতেন বারিণা। ২। প্রাঃ তোঃ—বারিণেত্যনন্তরং অশ্বারূঢ়া মহেশানী তথা মহিষমর্দিনী। দুর্গা চ বনদুর্গা চ শ্রীদুর্গা ভগমালিনী। তথা ভগন্দরী দেবী ভগক্লিন্না তথা পরা। ইত্যন্তঃ পাঠঃ পরিদৃশ্যতে। ৩। খ—যশা শোভা।

শ্রীনন্দা চ সুনন্দা চ নন্দিন্যানন্দ-পূজিতা।
এতাস্ত্বাভিষিঞ্চন্তু মন্ত্রপূতেন বারিণা ॥ ৩৫
বিজয়া মঙ্গলা ভদ্রা ধৃতিঃ শান্তির্দিতিঃ ক্ষমা[১]।
সিদ্ধিস্তুষ্টী রমা পুষ্টিঃ শ্রীর্ঋদ্ধিশ্চ রতিস্তথা[২] ॥ ৩৬
দীপ্তিঃ কান্তির্যশোলক্ষ্মীরীশ্বরী বৃদ্ধিরেব[৩] চ।
শাক্রী জয়াবতী[৪] ব্রাহ্মী জয়ন্তী চাপরাজিতা ॥ ৩৭
অজিতা মানবী শ্বেতা ভীতিশ্চাদিতিরেব চ।
মায়া চৈব মহামায়া মোহিনী ক্ষোভিণী তথা[৫] ॥ ৩৮
অবশা বিমলা গৌরী শরণ্যা মতিরেব চ।
দুর্গা ক্রিয়ারুন্ধতী চ তথৈব বিগ্রহাত্মিকা ॥ ৩৯
চর্চিকা চাপরা জ্যেষ্ঠা[৬] তথৈব সুরপূজিতা।
বৈবস্বতী চ কৌমারী তথা মাহেশ্বরী পরা ॥ ৪০
বৈষ্ণবী চ মহালক্ষ্মীঃ কার্ত্তিকী কৌষিকী তথা।
শিবদূতী চ চামুণ্ডা মুণ্ডমালা-বিভূষণা।
এতাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু মন্ত্রপূতেন বারিণা ॥ ৪১

শোভা, জয়া, ধৃতি, শ্রীনন্দা, সুনন্দা, নন্দিনী ও আনন্দপূজিতা—ইহাঁরা তোমাকে মন্ত্রপূত জলের দ্বারা অভিষিক্ত করুন। ৩৪-৩৫

বিজয়া, মঙ্গলা, ভদ্রা, ধৃতি, শান্তি, দিতি, ক্ষমা, সিদ্ধি, তুষ্টি, রমা, পুষ্টি, শ্রী, ঋদ্ধি, রতি, দীপ্তি, কান্তি, যশোলক্ষ্মী, ঈশ্বরী, বৃদ্ধি, শাক্রী জয়াবতী, ব্রাহ্মী, জয়ন্তী, অপরাজিতা, অজিতা, মানবী, শ্বেতা, ভীতি, অদিতি, মায়া, মহামায়া, মোহিনী, ক্ষোভিণী, অবশা, বিমলা, গৌরী, শরণ্যা মতি, দুর্গা, ক্রিয়া, অরুন্ধতী, সেইরূপ বিগ্রহস্বরূপা চর্চিকা, অপরা, জ্যেষ্ঠা, সেইরূপ সুরপূজিতা বৈবস্বতী, কৌমারী, সেইরূপ পরা মাহেশ্বরী, বৈষ্ণবী, মহালক্ষ্মী, কার্ত্তিকী, কৌষিকী, শিবদূতী, মুণ্ডমালা বিভূষিতা চামুণ্ডা—ইহারা তোমাকে মন্ত্রপূত জলের দ্বারা অভিষিক্ত করুন। ৩৬-৪১

১। প্রাঃ তোঃ—বিজয়া নন্দিনী ভদ্রা স্মৃতিঃ শান্তির্ধৃতি ক্ষমা। ২। প্রাঃ তোঃ—শ্রীবৃদ্ধিশ্চ রতিস্তথা। ৩। প্রাঃ তোঃ—ঈশ্বরী বুদ্ধিরেব চ। ৪। প্রাঃ তোঃ—শাক্রী মায়াবতী। ৫। তথেত্যনন্তরং প্রাণতোষণ্যাং—কমলা বিমলা গৌরী শরণ্যাম্বুধিসুন্দরী। দুর্গা ক্রিয়ারুন্ধতী চ ঘণ্টাকর্ণা কপালিনী। রৌদ্রী কালী চ মায়ূরী ত্রিনেত্রা চাপরাজিতা। স্বরূপা বহুরূপা চ তথৈব বিগ্রহাত্মিকা। ৬। প্রাঃ তোঃ—চর্চিকা চাপরা জ্যেষ্ঠা। ক+খ—জ্ঞেয়া।

ইন্দ্রো বহ্নির্যমশ্চৈব নৈর্ঋতো বরুণস্তথা।
পবনো ধনদেশানৌ ব্রহ্মানন্তৌ দিগীশ্বরাঃ।
এতে ত্বামভিষিঞ্চন্তু মন্ত্রপূতেন বারিণা॥ ৪২
সম্বৎসরশ্চায়নৌ চ মাসাঃ পক্ষৌ দিনানি চ।
তিথয়শ্চাভিষিঞ্চন্তু মন্ত্রপূতেন বারিণা॥ ৪৩
রবিঃ সোমঃ কুজঃ সৌম্যো গুরুঃ শুক্রঃ শনৈশ্চরঃ।
রাহুঃ কেতুশ্চ সততমভিষিঞ্চন্তু তে গ্রহাঃ॥ ৪৪
নক্ষত্রং করণং যোগোঽমৃতং সিদ্ধিস্ততঃ পরম্।
দগ্ধং পাপং তথা ভদ্রা যোগ-বারাঃ ক্ষণাস্তথা॥ ৪৫
বারবেলা কালবেলা দণ্ডা রাশ্যাদয়স্তথা[১]।
অভিষিঞ্চন্তু সততং মন্ত্রপূতেন বারিণা॥ ৪৬
অসিতাঙ্গো রুরুশ্চণ্ডঃ ক্রোধ উন্মত্ত-সংজ্ঞকঃ।
কপালী ভীষণাখ্যশ্চ সংহারোঽষ্টৌ চ ভৈরবাঃ।
অভিষিঞ্চন্তু সততং মন্ত্রপূতেন বারিণা॥ ৪৭
ডাকিনী পুত্রকাশ্চৈব রাকিনী-পুত্রকাস্তথা।
লাকিনী পুত্রকাশ্চান্যে কাকিনী-পুত্রকাঃ পরে॥ ৪৮

ইন্দ্র, অগ্নি, যম, নৈর্ঋত, বরুণ বায়ু, কুবের, ঈশান, ব্রহ্মা ও অনন্ত—এই দিক্‌পতিগণ তোমাকে মন্ত্রপূত জলের দ্বারা অভিষিক্ত করুন। ৪২

সংবৎসর, অয়ন (উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ণ), মাস, পক্ষ, দিন ও তিথিগুলি তোমাকে মন্ত্রপূত জলের দ্বারা অভিষিক্ত করন। ৪৩

রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু ও কেতু—এই গ্রহগণ তোমাকে মন্ত্রপূত জলের দ্বারা সর্বদা অভিষিক্ত করুন। ৪৪

নক্ষত্র, করণ, অমৃত যোগ, সিদ্ধিযোগ, দগ্ধযোগ, পাপযোগ, ভদ্রযোগ প্রভৃতি যোগ, বার, ক্ষণ, বারবেলা, কালবেলা, দণ্ড সমূহ, রাশি প্রভৃতি তোমাকে মন্ত্রপূত জলের দ্বারা সর্বদা অভিষিক্ত করন। ৪৫-৪৬

অসিতাঙ্গ, রুরু চণ্ড, ক্রোধ, উন্মত্ত, কপালী, ভীষণ, সংহারী—এই অষ্ট ভৈরব তোমাকে মন্ত্রপূত জলের দ্বারা সর্বদা অভিষিক্ত করুন। ৪৭

ডাকিনীর পুত্রগণ, রাকিনীর পুত্রগণ, অন্যান্য লাকিনীর পুত্রগণ, অপরাপর

১। প্রাঃ তোঃ—দণ্ডা বৃদ্ধাদয়স্তথা।

শাকিনী-পুত্রকা ভূয়ো[১] হাকিনী-পুত্রকাস্তথা।
ততশ্চ যাকিনীপুত্রা[২] দেবীপুত্রাস্ততঃ পরম্ ॥ ৪৯
মাতৃণাঞ্চ তথা পুত্রা ঊর্দ্ধমুখ্যাঃ সুতাশ্চ যে।
অধোমুখ্যাঃ সুতোত্তান-মুখ্যাঃ সুতাশ্চ যে পরে[৩]।
এতে ত্বামভিষিঞ্চন্তু মন্ত্রপূতেন বারিণা ॥ ৫০
ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ ঈশ্বরশ্চ সদাশিবঃ[৪]।
এতে ত্বামভিষিঞ্চন্তু মন্ত্রপূতেন বারিণা[৫] ॥ ৫১
পুরুষঃ প্রকৃতিশ্চৈব বিকারাশ্চৈব ষোড়শ।
আত্মনশ্চ গুণাশ্চৈব স্থূলা সূক্ষ্মাশ্চ[৬] যে পরে।
এতে ত্বামভিষিঞ্চন্তু মন্ত্রপূতেন বারিণা ॥ ৫২

কাকিনীর পুত্রগণ, শাকিনীর বহু পুত্রগণ, হাকিনীর পুত্রগণ, তাহার পর যাকিনীর পুত্রগণ, তাহার পর দেবীর পুত্রগণ, সেইরূপ মাতৃগণের পুত্রগণ, যে সমস্ত উর্ধ্বমুখী কন্যাগণ, অন্যান্য যে সমস্ত উর্ধ্বমুখী অধোমুখী ও উত্তানমুখী কন্যাগণ—ইহাঁরা তোমাকে মন্ত্রপূত জলের দ্বারা অভিষিক্ত করুন। ৪৮-৫০

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ঈশ্বর ও সদাশিব—ইহাঁরা তোমাকে মন্ত্রপূত জলের দ্বারা অভিষিক্ত করুন। ৫১

পুরুষ, প্রকৃতি, ষোড়শ বিকার (১১টি ইন্দ্রিয় ও পাঁচটি মহাভূত), আত্মার যে সমস্ত গুণ, অন্যান্য যে সমস্ত স্থূল ও সূক্ষ্ম—ইহাঁরা মন্ত্রপূত জলের দ্বারা তোমাকে অভিষিক্ত করুন। ৫২

১। খ—পুত্রকা ভূমৌ। ২। প্রাঃ—ততশ্চ যক্ষিণী পুত্রাঃ। ৩। প্রাঃ তোঃ—অধোমুখা সুতা যে চ উন্মুখ্যাশ্চ সুতা পরে। ৪। সদাশিব ইত্যনন্তরং—আত্মান্তরাত্মপরমজ্ঞানাত্মানঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ। ইত্যধিকঃ পাঠঃ প্রাণতোষণ্যাম্। ৫। বারিণেত্যনন্তরং প্রাণতোষণ্যাং—গঙ্গা গোদাবরী রেবা যমুনা চ সরস্বতী। আত্রেয়ী ভারতী চৈব সরযূর্গণ্ডকী তথা। করতোয়া চন্দ্রভাগা শ্বেতগঙ্গা চ কৌশিকী। ভোগবতী চ পাতালে স্বর্গে মন্দাকিনী তথা। এতাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু মন্ত্রপূতেন বারিণা। ভৈরবো ভীমরূপশ্চ শোণো ঘর্ঘর এব চ। সিন্ধুতোয়হ্রদাঃ পান্তু তথা পাতাল-সম্ভবাঃ। যানি কানি চ তীর্থানি পুণ্যান্যায়তনানি চ। তানি ত্বামভিষিঞ্চন্তু মন্ত্রপূতেন বারিণা। জম্বুদ্বীপাদয়ো দ্বীপাঃ সাগরা লবণাদয়ঃ। অনন্তাদ্যাস্তথা নাগাঃ সর্পা যে তক্ষকাদয়ঃ। এতে ত্বামভিষিঞ্চন্তু মন্ত্রপূতেন বারিণা। ইত্যাদি। ৬। প্রাঃ তোঃ—স্থূলং সূক্ষ্মাস্তথা পরে।

বেদাদিবীজং হুঁ বীজং বীজং তৎ শৈবকেতনম্[১]।
শক্তিবীজং রমাবীজং মায়াবীজং গুণাকরম্[২] ॥ ৫৩
চিন্তারত্নং মহাবীজং নারসিংহঞ্চ শ্রীকরম্[৩]।
মার্ত্তণ্ডভৈরবং দৌর্গবীজং শ্রীপুরুষোত্তমম্ ॥ ৫৪
গাণপত্যঞ্চ বারাহং কালীবীজং ভয়াপহম্।
এতে ত্বামভিষিঞ্চন্তু মন্ত্র-পূতেন বারিণা ॥ ৫৫
রতিশ্চ বল্লভা বহ্নের্বষট্ কূর্চমতঃ পরম্।
বৌষট্-কারস্তু ফট্কারমভিষিঞ্চন্তু সর্বদা ॥ ৫৬
নশ্যন্তু প্রেতকুষ্মাণ্ডা রাক্ষসা দানবাশ্চ যে।
পিশাচাঃ গুহ্যকা ভূতা অভিষেকেণ তাড়িতাঃ ॥ ৫৭
অলক্ষ্মীঃ কালকর্ণী চ পাপানি সুমহান্তি চ।
নশ্যন্তু চাভিষেকেণ তারাবীজেন তাড়িতাঃ ॥ ৫৮
রোগাঃ শোকাশ্চ দারিদ্র্যং দৌর্বল্যং চিত্ত-বিক্রিয়া।
নশ্যন্তু চাভিষেকেণ বাগ্বীজেনৈব তাড়িতাঃ ॥ ৫৯

বেদাদিবীজ (ওঁ), হূং বীজ, সেই শৈবকেতন (মীনকেতন) (ক্লীং), শক্তিবীজ (সৌঃ), রমাবীজ (শ্রীং), মায়াবীজ (হ্রীং), সুধাকর (দ্রাং), মহাবীজ চিন্তারত্ন, নারসিংহ বীজ (ক্ষ্রৌং), শ্রীকর বীজ (ক্লীং), মার্তণ্ড ভৈরব বীজ (হ্রোঁং), দৌর্গ-বীজ (দুং), শ্রীপুরুষোত্তম বীজ (ক্লীং), গণপতি বীজ (গং), বরাহবীজ (হুং), ভয়াপহ কালীবীজ (ক্রীং)—ইহাঁরা মন্ত্রপূত জলের দ্বারা তোমাকে অভিষিক্ত করুন। ৫৩-৫৫

রতিবীজ (ক্লীং), বহ্নিবল্লভা (স্বাহা), বষট্, কূর্চ (হূং), অতঃপর বৌষট্ কার, ফট্কার—তোমাকে সর্বদা অভিষিক্ত করুন। ৫৬

যে সমস্ত প্রেত, কুষ্মাণ্ড (গণদেবতাবিশেষ), রাক্ষস, দানব, পিশাচ, গুহ্যক (কুবেরের অনুচর) ও ভূতগণ আছেন, তাহারা এই অভিষেকের দ্বারা তাড়িত হইয়া বিনষ্ট হউন। ৫৭

অলক্ষ্মী, কালকর্ণী, মহাপাপ সমূহ তারাবীজের দ্বারা তাড়িত হইয়া এই অভিষেকের দ্বারা বিনষ্ট হউন। ৫৮

১। প্রাঃ তোঃ—স্ত্রীবীজং মীনকেতনম্। ২। প্রাঃ তোঃ—সুধাকরং। ৩। প্রাঃ তোঃ—শাঙ্করম্।

লোকাদুদ্বেগো[১] রাগশ্চ দৌর্ভাগ্যমপি দুর্যশঃ।
নশ্যন্তু চাভিষেকেণ মন্মথেনৈব তাড়িতাঃ ॥ ৬০

তেজোহ্রাসো বুদ্ধিহ্রাসঃ শক্তিহ্রাসস্তথৈব চ[২]।
নশ্যন্তু চাভিষেকেণ[৩] শক্তিবীজেন তাড়িতাঃ ॥ ৬১

বিষানিলা মহারোগো[৪] ডাকিন্যভিভবস্তথা।
ঘোরাভিচারাঃ ক্রূরাশ্চ গ্রহা নাগাস্তথৈব চ।
নশ্যন্তু চাভিষেকেণ কালীবীজেন তাড়িতাঃ ॥ ৬২

নশ্যন্তু বিপদঃ সর্বাঃ সম্পদঃ সন্তু সুস্থিরাঃ।
অভিষেকেণ শাক্তেন পূর্ণাঃ সন্তু মনোরথাঃ ॥ ৬৩

ইতি রাজরাজেশ্বরী-তন্ত্রে দেবীশ্বর-সম্বাদে শাক্তাভিষেকঃ।

অয়মেব দিব্যাভিষেকঃ। অনেন প্রকারেণ গুরুণা গুরুতুল্যেন বাঽভিষিক্তঃ

রোগ, শোক, দারিদ্র্য, দৌর্বল্য, চিত্তের বিকার—বাগ্‌ভব বীজের দ্বারা তাড়িত হইয়া এই অভিষেকের দ্বারা বিনষ্ট হউক। ৫৯

লোক সমাজ হইতে প্রাপ্ত উদ্বেগ, রাগ (আসক্তি), দৌর্ভাগ্য, দুর্যশঃ—মন্মথ বীজের দ্বারা তাড়িত হইয়া অভিষেকের দ্বারা বিনষ্ট হউক। ৬০

তেজোহ্রাস, বুদ্ধিহ্রাস, শক্তিহ্রাস—শক্তিবীজের দ্বারা তাড়িত হইয়া এই অভিষেকের দ্বারা বিনষ্ট হউক। ৬১

বিষসমূহ, বায়ুসমূহ, মহারোগ, ডাকিনীর অভিভব (আবেশ), ঘোর অভিচার ক্রূর গ্রহ ও নাগসমূহ—কালী-বীজের দ্বারা তাড়িত হইয়া এই অভিষেকের দ্বারা বিনষ্ট হউক। ৬২

শাক্ত অভিষেকের দ্বারা সমস্ত বিপদ্ বিনষ্ট হউক, সুস্থির সম্পদ্ হউক, মনোরথ পূর্ণ হউক। ৬৩

রাজরাজেশ্বরী তন্ত্রে দেবীশ্বর সংবাদে শাক্তাভিষেক সমাপ্ত হইল।

এই শাক্তাভিষেকই দিব্যাভিষেক। এই প্রকারে গুরুকর্তৃক অথবা গুরুতুল

১। খ—লোকাদ্ বিদ্বেষো। প্রাঃ তোঃ—লোকানুরাগত্যাগশ্চ। ২। প্রাঃ তোঃ—তেজোহ্রাসো বলহ্রাসো বুদ্ধিহ্রাসস্তথৈব চ। ৩। খ—মন্মথেনৈব তাড়িতাঃ। ৪। প্রাঃ তোঃ—বিষাপমৃত্যু-রোগশ্চ ডাকিন্যাদিভয়ং তথা।

কৃতপূর্ণানন্দাদি-নামা অকৃতনামা বাভিষিক্তঃ সম্যগ্ গুরুর্ভবিতুমর্হতি। অত-এবোক্তং—স্মরেচ্ছিরসি হংসগং তদভিধানপূর্বং গুরুমিতি।

অতএব নামান্তর-সত্ত্বে তন্নামানন্দনাথান্তং বক্তব্যম্, ন চেৎ প্রকৃতনাম্নৈবা-নন্দনাথান্তং প্রয়োজ্যম্, আনন্দনাথশব্দান্তা গুরব পরিকীর্ত্তিতা ইতি বচনাৎ।

অন্যাদৃশ্যবধূতাভিষেক-প্রক্রিয়া তু গৌরবাদ্ ব্যর্থত্বাচ্চ ন লিখিতা। ৬৪-৬৫

ইতি শ্রীরঘুনাথ তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্য-কৃতে আগম-তত্ত্ব-বিলাসে
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ॥

ব্যক্তি কর্ত্তৃক অভিষিক্ত হইয়া পূর্ণানন্দাদি নামকরণ করিয়া অথবা নামকরণ না করিয়া সম্যক্ প্রকারে অভিষিক্ত হইয়া গুরু হইতে পারেন। এইজন্যই উক্ত হইয়াছে —"মস্তকে হংসগত গুরুকে তাঁহার নামপূর্বক স্মরণ করিবে"। অতএব নামান্তর থাকিলে সেই নাম আনন্দনাথান্ত করিয়া অর্থাৎ নামের শেষে আনন্দনাথ দিয়া নাম বলিবে। নচেৎ জন্মনামের শেষে আনন্দনাথ দিয়া নাম প্রয়োগ করিবে। যেহেতু "আনন্দ-নাথ শব্দান্ত ব্যক্তিগণই গুরু কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন"—এই বচন আছে। ৬৪

অন্য প্রকার অবধূতাভিষেক প্রক্রিয়া গ্রন্থ গৌরব হয় বলিয়া এবং বর্ত্তমান কালে প্রকৃত অবধূতের অভাবহেতু ব্যর্থ বলিয়া এই গ্রন্থে তাহা লিখিত হইল না। ৬৫

শ্রীরঘুনাথ তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্য কৃত আগমতত্ত্ববিলাসের
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ সমাপ্ত হইল।

আগম-তত্ত্ব-বিলাসঃ

তৃতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ

ওঁ নমো গণেশায়

অথ মন্ত্রাদিভির্দেবতা নিরূপ্যতে। তত্রাদৌ গণেশঃ—

পঞ্চান্তকং শশিধরং বীজং গণপতের্বিদুঃ।

পঞ্চান্তকো গকারঃ। শশী নাদ-সম্বলিতো বিন্দুঃ। তথাচৈকাক্ষরোঽয়ং মন্ত্রঃ। ১

অস্য পূজাপ্রয়োগঃ—প্রাতঃ-কৃত্যাদি-পীঠন্যাসান্তং সামান্য-পদ্ধত্যুক্ত-রীত্যা বিধায় হৃৎপদ্মস্য কেসরেষু মধ্যে চ তীব্রাং জ্বালিনীং নন্দাং ভোগদাং কামরূপিণীং উগ্রাং তেজোবতীং সত্যাং বিঘ্ননাশিনীঞ্চ পীঠশক্তিং প্রণবাদি-নমোঽন্তেন বিন্যস্য[1] তদুপরি ওঁ সর্বশক্তি-কমলাসনায় নমঃ ইতি পীঠমন্ত্রং[2] ন্যসেৎ। তত ঋষ্যাদিন্যাসঃ। গণক ঋষির্নিবৃৎ ছন্দঃ গণেশো দেবতা।

অনন্তর মন্ত্রাদির সহিত দেবতা নিরূপিত হইতেছেন। তন্মধ্যে প্রথমে গণেশের মন্ত্রাদি নিরূপণ করিতেছি।

শশিধর (বিন্দুযুক্ত) পঞ্চান্তককে (গকারকে) গণেশের বীজ জানিবেন। পঞ্চান্তক—গকার। শশী—নাদ সম্বলিত বিন্দু। তাহাতে গণেশের বীজ হয়—গম্। তাহা হইলে এইটি গণেশের একাক্ষর মন্ত্র (বীজ) হয়। ১

এই গণেশের পূজাপদ্ধতি এইরূপ :—সামান্য পূজা পদ্ধতিতে কথিত রীতিতে প্রাতঃকৃত্য প্রভৃতি হইতে পীঠন্যাসের শেষ পর্য্যন্ত কার্য্যগুলি করিয়া, হৃৎপদ্মের কেশর সমূহে প্রদক্ষিণক্রমে ও মধ্যে তীব্রা, জ্বালিনী, নন্দা, ভোগদা, কামরূপিণী, উগ্রা, তেজোবতী, সত্যা ও বিঘ্ননাশিনী-এই নয় পীঠ শক্তিকে ওঁ তীব্রায়ৈ নমঃ ইত্যাদিরূপে আদিতে প্রণব ও অন্তে নমঃ দিয়া ন্যাস করিয়া, হৃদয়ের উপরি ভাগে ওঁ গং সর্বশক্তি-কমলাসনায় নমঃ এই পীঠমন্ত্রকে ন্যাস করিবেন। তাহার পর মূলোক্ত প্রকারে ঋষ্যাদি ন্যাস করিবেন। এই মন্ত্রের গণক ঋষি, নিবৃৎ ছন্দঃ, গণেশ দেবতা। অস্য শ্রীগণেশমন্ত্রস্য গণক ঋষিঃ, নিবৃৎ ছন্দঃ, গণেশো দেবতা, গকারো বীজং, বিন্দুঃ শক্তিঃ, সর্বকামসিদ্ধ্যর্থং গণেশ-পূজনে বিনিযোগঃ। মস্তকে—ওঁ গণকায় ঋষয়ে নমঃ।

১। খ—ন্যস্য। ২। খ—পীঠমনুং।

ততঃ করাঙ্গ-ন্যাসৌ। গাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নম ইত্যাদিনা গাং হৃদয়ায়[১] নমঃ ইত্যাদিনা চ। ২

ধ্যানম্— সিন্দুরাভং ত্রিনেত্রং পৃথুতর-জঠরং হস্ত-পদ্মৈর্দধানং
দন্তং পাশাঙ্কুশেষ্টান্যুরুকর-বিলসীদ্-বীজপুরাভিরামম্।

মুখে—ওঁ নিবৃচ্ছন্দসে নমঃ। হৃদয়ে—ওঁ গণেশায় দেবায় নমঃ। গুহ্যে—ওঁ গকারায় বীজায় নমঃ। পাদদ্বয়ে—ওঁ বিন্দুবীজায় নমঃ এই প্রকারে ঋষ্যাদি ন্যাস করিবেন। তাহার পর ওঁ গাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ওঁ গীং তর্জনীভ্যাং স্বাহা, ওঁ গূং মধ্যমাভ্যাং বষট্, ওঁ গৈং অনামিকাভ্যাং হুং, ওঁ গৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, ওঁ গঃ করতল-করপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্ এই প্রকারে করন্যাস করিয়া, ওঁ গাং হৃদয়ায় নমঃ, ওঁ গীং শিরসে স্বাহা, ওঁ গূং শিখায়ৈ বষট্, ওঁ গৈং কবচায় হুং, ওঁ গৌং নেত্রত্রয়ায় (দ্বিনেত্র দেবতা স্থলে নেত্রাভ্যাং) বৌষট্, ওঁ গঃ করতল-করপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্ এই প্রকারে অঙ্গন্যাস করিবেন। তাহার পর ধ্যান করিবেন। ২

বিবৃতি। ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে শয্যাত্যাগ, প্রাতস্মরণ মন্ত্র পাঠ, পৃথিবী প্রণাম, গুরুস্মরণ, ও গুরু প্রণাম, মলমূত্র ত্যাগান্তে শৌচ, দন্তধাবন, বৈধ বৈদিক স্নানের পর তান্ত্রিক স্নান, বৈদিক প্রাতঃ সন্ধ্যা ও তর্পণের পর তান্ত্রিক সন্ধ্যা ও তর্পণ। ইহাই প্রাতঃ কৃত্য। উহা না করিলে বৈধ কোন কর্ম্মে অধিকার জন্মে না। কাম্য পূজা করিতে প্রবৃত্ত হইলে প্রাতঃকৃত্যের অনন্তর তোড়ল তন্ত্রোক্ত পূজা সূত্রানুসারে প্রথমে স্বস্তিবাচন, সঙ্কল্প, ঘটস্থাপন, মূলমন্ত্রের দ্বারা আচমন, সামান্যার্ঘ্য স্থাপন, দ্বারপূজা, বিঘ্নাপসারণ, ভূতাপসারণ, আসনশুদ্ধি, পুষ্পশুদ্ধি, করশুদ্ধি, দিগ্‌বন্ধন, ভূতশুদ্ধি, মাতৃকান্যাস, অন্তর্মাতৃকান্যাস, বাহ্যমাতৃকান্যাস, সংহারমাতৃকান্যাস, প্রাণায়াম, পীঠন্যাস, ঋষ্যাদিন্যাস, (ঋষ্যাদি ন্যাসের পর বর্ণন্যাস প্রভৃতি বিশেষ ন্যাস) করন্যাস ও অঙ্গন্যাস, ব্যাপকন্যাস এইগুলি যথাক্রমে করিয়া পরে ধ্যান করিতে হয়। ধ্যানের পরে মানসোপচার পূজা, বিশেষার্ঘ্য স্থাপন, পীঠপূজা, পুনর্ধ্যান (প্রতিমাস্থলে চক্ষুর্দান, প্রাণপ্রতিষ্ঠা) আবাহন, (পৌরাণিক পূজাস্থলে গণেশাদি পঞ্চদেবতার পূজা) ও প্রধান দেবতার যথোপচারে পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি দানান্ত পূজা তাহার পর তৎ তৎকল্পোক্ত আবরণ দেবতার পূজার পর ধূপাদি দান হইতে বিসর্জন পর্য্যন্ত কার্য্যগুলি করিবেন।২

এই ধ্যানের অর্থ—সিন্দূরের ন্যায় রক্তবর্ণ, ত্রিনেত্র, অতিস্থূলোদর, বাম ও দক্ষিণ ঊর্দ্ধ হস্তপদ্ম দ্বারা অঙ্কুশ ও পাশধারী, বাম ও দক্ষিণ অধো হস্তপদ্মের দ্বারা নিজ দন্ত ও বরদমুদ্রাধারী, বৃহৎ করে (শুণ্ডে) দীপ্যমান বীজপূরের (দাড়িম ফলের)

১। খ—হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদিনা চ। ধ্যানং—

বালেন্দু-দ্যোতি-মৌলিং করিপতি-বদনং দান-পূরার্দ্রগণ্ডং
ভোগীন্দ্রাবদ্ধ-ভূষং ভজত গণপতিং রক্তবস্ত্রাঙ্গরাগম্ ॥ ৩

ইষ্টং বরম্। তথাচ দক্ষিণ-বাময়োরূর্দ্ধে অঙ্কুশ-পাশৌ অধশ্চ স্বকীয়ং দন্তং বরঞ্চ দধানমিত্যর্থঃ। এবং ধ্যাত্বা, মানসৈঃ সংপূজ্যার্ঘ্যং সংস্থাপ্য, পীঠপূজাং বিধায় কেশরেষু মধ্যে চ তীব্রাদিপীঠ-মন্ত্রান্তং সংপূজ্য, মূলেন মূর্ত্তিং প্রকল্প্য, পুনর্ধ্যাত্বাবাহনাদি-পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি-দানপর্য্যন্তং বিধায়াবরণ-পূজাং কুর্য্যাৎ। কর্ণিকায়াং পূর্বাদি-দিক্ষু ওঁ গণাধিপতয়ে নমঃ এবং গণেশায়, গণনায়কায়, গণক্রীড়ায়[১]। ততঃ কেশরেষু অগ্নি-নির্ঋতি-বায়্বীশান-কোণেষু মধ্যে দিক্ষু চ গাং হৃদয়ায় নম ইত্যাদিনা পূজয়েৎ। পত্রমধ্যে পূর্বাদিতঃ বক্রতুণ্ডমেকদন্তং

দ্বারা রমণীয়, বালচন্দ্রে উজ্জ্বল মুকুট ধারী (অথবা বালচন্দ্রে উজ্জ্বল মস্তক) হস্তিমুখ; মদপ্রবাহে আর্দ্রগণ্ড, ভোগীন্দ্রের দ্বারা আবদ্ধভূষণ অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ সর্পরূপ-ভূষণ ধারী, রক্তবস্ত্র পরিহিত রক্ত অঙ্গরাগে রঞ্জিত গণপতিকে ভজনা করুন। ৩

বিবৃতি। ধ্যানের পর গণপতি মুদ্রা দেখাইতে হয়। এই গণপতি মুদ্রার লক্ষণ হইতেছে—মুখাৎ প্রলম্বিতং হস্তং কৃত্বা সঙ্কুচিতাঙ্গুলিম্। মধ্যা তর্জনীগতাগ্রাঙ্গুষ্ঠং চাধঃস্থ-মধ্যমম্। কুর্য্যান্ মুদ্রা গণেশস্য প্রোক্তেয়ং সর্বসিদ্ধিদা। অথবা—তর্জনীমধ্যমা সন্ধিনির্গতাঽঙ্গুষ্ঠমুষ্টিকা। অধোমুখী দীর্ঘরূপা মধ্যমা বিঘ্নমুদ্রিকা। অথবা—কুঞ্চিতাগ্রস্য হস্তস্য মূলে নাসানিয়োগতঃ। গণেশ্বরী ভবেন্ মুদ্রা। এই শেষোক্ত মুদ্রাটি সমস্ত গণপতি মন্ত্র সাধারণ। ৩

ইষ্ট—বরমুদ্রা। দক্ষিণ ও বামের উর্ধ্বহস্তে অঙ্কুশ ও পাশ, অধো হস্ত দ্বয়ে স্বকীয় দন্ত ও বরমুদ্রাধারী—এই অর্থ। এই রূপে ধ্যান করিয়া, মানস উপচারে পূজা করিয়া বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করিয়া, পীঠপূজা করিয়া, কেশরে মধ্যে তীব্রাদি পীঠ শক্তি ও পীঠমন্ত্রের পূজা করিয়া, মূলমন্ত্রের দ্বারা মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া, পুনরায় ধ্যান করিয়া, আবাহন হইতে পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি দান পর্য্যন্ত কার্য্য সকল করিয়া, আবরণ পূজা করিবেন। কর্ণিকায় পূর্বাদি দিকে—ওঁ গণাধিপতয়ে নমঃ, এইরূপ ওঁ গণেশায় নমঃ, ওঁ গণনায়কায় নমঃ, ওঁ গণক্রীড়ায় নমঃ মন্ত্রে যথাক্রমে চারি গণাধিপতিকে পূজা করিবেন। তাহার পর কেশর সমূহে অগ্নিকোণ, নৈর্ঋত, বায়ু ও ঈশান কোণে, মধ্যে ও দিক্ সমূহে ওঁ গাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে অঙ্গসমূহের পূজা করিবেন।

পত্রমধ্যে পূর্বাদিক্রমে ওঁ গং বক্রতুণ্ডায় নমঃ ইত্যাদি প্রকার মন্ত্রে বক্রতুণ্ড, একদন্ত,

---

১। খ—কর্ণিকায়াং চতুর্দ্দিক্ষু প্রথমং পূজয়েদিমান। গণাধিপং গণেশানং তৃতীয়ং গণনায়কম। গণক্রীড়ং পীত-গৌর-রক্ত-নীলরুচঃ ক্রমাৎ।

মহোদরং গজাননং লম্বোদরং বিকটং বিঘ্নরাজং ধূম্রবর্ণং সম্পূজ্য দলাগ্রেষু ব্রাহ্ম্যাদ্যামাতৃঃ পূর্বাদিতঃ সংপূজ্য তদ্বহিরিন্দ্রাদীন্ বজ্রাদীংশ্চ সংস্পূজ্য ধূপাদি-বিসর্জনান্তং কর্ম সমাপয়েৎ। পুরশ্চরণং চতুর্লক্ষ-জপঃ। মোদক-পৃথুক-লাজ-শক্তু-ইক্ষুপর্ব-নারিকেল-তিল-সুপক্ক-কদলীফলৈরষ্টাভির্দ্রব্যৈর্দশাংশ-হোমঃ। ৪

মহোদর, গজানন, লম্বোদর, বিকট, বিঘ্নরাজ ও ধূম্রবর্ণকে পূজা করিয়া দলের অগ্রে পূর্বাদিক্রমে ওঁ ব্রাহ্ম্যৈ নমঃ ইত্যাদি প্রকার মন্ত্রে ব্রাহ্মী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী, ইন্দ্রাণী, চামুণ্ডা ও মহালক্ষ্মী এই মাতৃগণকে পূজা করিয়া, দলের বহির্ভাগে নিজের পূর্বাদি দিক্‌সমূহে দক্ষিণাবর্তে ক্রমে ক্রমে বীজযুক্ত, বাহনযুক্ত, জাতি ও অধিপতিযুক্ত, হেতি (আয়ুধ) যুক্ত ও মূল পারিষদ্ যুক্ত ইন্দ্র, অগ্নি প্রভৃতি লোকপাল গণকে ওঁ লং ইন্দ্রায় সুরাধিপতয়ে সায়ুধায় সবাহনায় সপরিবারায় সশক্তিকায় গণেশ-পারিষদায় নমঃ, ওঁ রং অগ্নয়ে তেজোধিপতয়ে সায়ুধায় সবাহনায় ইত্যাদি (অবশিষ্ট ইন্দ্রের ন্যায়) ওঁ যং যমায় প্রেতাধিপতয়ে ইত্যাদি। ওঁ ক্ষং নির্ঋতয়ে রক্ষোঽধিপতয়ে সায়ুধায় ইত্যাদি। ওঁ বং বরুণায় জলাধিপতয়ে সায়ুধায় ইত্যাদি। ওঁ যং বায়বে প্রাণাধিপতয়ে সায়ুধায় ইত্যাদি। ওঁ সং সোমায় তারাধিপতয়ে সায়ুধায় ইত্যাদি। ওঁ হং ঈশানায় গণাধিপতয়ে সায়ুধায় ইত্যাদি। নৈর্ঋত ও বরুণের মধ্যে ওঁ হ্রীং অনন্তায় নাগাধিপতয়ে সায়ুধায় ইত্যাদি। ইন্দ্র (পূর্ব) ও ঈশানের মধ্যে ওঁ আং ব্রহ্মণে প্রজাধিপতয়ে সায়ুধায় ইত্যাদি প্রকারে লোকপালগণের পূজা করিয়া ধূপদান হইতে বিসর্জন পর্য্যন্ত কর্ম করিবেন।

এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে চারি লক্ষ জপ কর্ত্তব্য। জপের পর মোদক, পৃথুক (চিড়া) লাজ (খৈ), শক্তু (ছাতু), ইক্ষুপর্ব, নারিকেল, শুদ্ধ (তুষমুক্ত) পরিষ্কৃত (ধৌত) তিল ও সুপক্ক কদলী ফল—এই আটটি দ্রব্যের দ্বারা জপের দশাংশ হোম, দশাংশ তর্পণ, তর্পণের দশাংশ অভিষেক কর্ত্তব্য। ৪

বিবৃতি। আবরণ দেবতার পূজার স্থান—কেশর সমূহের অগ্নি, নৈর্ঋত, বায়ু ও ঈশান কোণ, দেবতার পুরোভাগ ও দিক্‌সমূহ। তন্মধ্যে দেবতার পুরোভাগে কর্ণিকায় নেত্রের এবং দিক্‌সমূহে অস্ত্রের পূজা কর্ত্তব্য। হৃদয়াদি অঙ্গদেবতাগণকে যথাক্রমে তুষারবর্ণ, স্ফটিকবর্ণ, শ্যামবর্ণ, নীলবর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ ও অরুণবর্ণ, স্ত্রীরূপা বরদ ও অভয়মুদ্রাধারিণী ও প্রধান দেবতার দেহ-স্বরূপা ধ্যান করিবেন।

মোদকাদি আটটি দ্রব্যের প্রত্যেকটিকে ত্রিমধুরের দ্বারা আপ্লুত করিয়া তাহার এক একটি দ্বারা ৫ হাজার হোম করিলে ৪০ হাজার হোম হইবে। তিলের খোসা ছাড়াইয়া ধৌত করিয়া শুষ্ক করিয়া গণেশ গায়ত্রী দ্বারা প্রোক্ষণাদি করিবেন। শং

অথ-মন্ত্রান্তরম্। প্রণবঃ লক্ষ্মীবীজং মায়াবীজং কামবীজং[১] ভূবীজং বিঘ্নবীজং গণপতয়ে বরবরদ সর্বজনং মে বশমানয় স্বাহা[২]। যথা নিবন্ধে—

শ্রী-শক্তি-স্মর-ভূ-বিঘ্ন-বীজানি প্রথমং বদেৎ।
ঙেন্তং গণপতিং পশ্চাদ্ বা বরান্তে বরদং পদম্ ॥ ৫
উক্ত্বা সর্বজনং মেঽন্তে বশমানয় ঠদ্বয়ম্।
অষ্টাবিংশত্যক্ষরোঽয়ং তারাদ্যো মনুরীরিতঃ ॥ ৬

ইত্যষ্টাবিংশত্যক্ষরঃ। ভূবীজন্তু গ্লৌমিতি। যথা তন্ত্রে—স্মৃতিস্থং মাংসমৌ-বিন্দু-যুক্তং ভূবীজমীরিতম্। স্মৃতির্গকারঃ। মাংসং লকারঃ। বিঘ্নবীজং গমিতি। তথা চ ওঁ শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীং গ্লৌঁ গঁ গণপতয়ে বরবরদ সর্বজনং মে বশমানয় স্বাহা। ইত্যষ্টাবিংশত্যক্ষরো মন্ত্রঃ। অস্য ধ্যানং (৭)—

গণেশং তর্পয়ামি মন্ত্রে ৪ শত তর্পণ ও তাহার দশাংশ অভিষেক করিবেন। গণেশের গায়ত্রী—একদংষ্ট্রায় বিদ্মহে। বক্রতুণ্ডায় ধীমহি। তন্নো বিঘ্নঃ প্রচোদয়াৎ। ৪

অনন্তর মহাগণপতির মন্ত্র কথিত হইতেছে। প্রণব, লক্ষ্মীবীজ (শ্রীং), মায়াবীজ (হ্রীং), কামবীজ (ক্লীং), ভূবীজ (গ্লৌং), বিঘ্নবীজ (গং) গণপতয়ে বরবরদ সর্বজনং মে বশমানয় স্বাহা—তাহাতে মন্ত্রটি হইতেছে ওঁ শ্রীং হ্রীং ক্লীং গ্লৌং গং গণপতয়ে বরবরদ সর্বজনং মে বশমানয় স্বাহা—এইটি মহাগণতির অষ্টাবিংশতি অক্ষর বিশিষ্ট মন্ত্র। যেমন নিবন্ধে বলিয়াছেন—

প্রথমে শ্রীবীজ, শক্তিবীজ, স্মরবীজ, ভূবীজ, বিঘ্নবীজ বলিবেন। তাহার পর ঙেন্ত (চতুর্থী বিভক্ত্যন্ত) গণপতি অর্থাৎ গণপতয়ে বলিবেন। তাহার পর বরশব্দের অন্তে বরদপদ অর্থাৎ বরবরদ বলিবেন। তাহার পর সর্বজনং মে বলিয়া শেষে বশমানয় ও ঠদ্বয় (স্বাহা) বলিবেন। উহা প্রণবাদি হইবে। উহা মহাগণপতির অষ্টাবিংশতি অক্ষর বিশিষ্ট মন্ত্র কথিত হইয়াছে। ৫-৬

ইহা অষ্টাবিংশতি অক্ষর বিশিষ্ট। ভূবীজ—গ্লৌং। যেমন তন্ত্রে বলিয়াছেন—স্মৃতিস্থং মাংসমৌ-বিন্দু-যুক্তং ভূবীজমীরিতম্। স্মৃতি—গকার। স্মৃতিস্থ—গকারে স্থিত যে মংস ল অর্থাৎ গ্ল, উহা ঔ ও বিন্দুযুক্ত হইলে ভূবীজ বলিয়া কথিত হয়। বিঘ্নবীজ—গং। তাহাতে ওঁ শ্রীং হ্রীং ক্লীং গ্লৌং গং গণপতয়ে বরবরদ সর্বজনং মে বশমানয় স্বাহা। এইটি মহাগণপতির অষ্টাবিংশতি অক্ষর মন্ত্র। এই মন্ত্রের ধ্যান হইতেছে (৭)—

১। খ—মায়াকামবীজং। ২। খ—বশমানয় স্বাহা ইত্যষ্টাবিংশত্যক্ষরঃ। ভূবীজং তু গ্লৌং ইতি। যথা নিবন্ধে।

নবরত্নময়ং দ্বীপং স্মরেদিক্ষুরসাম্বুধৌ।
তদ্বীচি-ধৌত-পর্য্যন্তং মন্দমারুত-সেবিতম্ ॥ ৮
মন্দার-পারিজাতাদি-কল্পবৃক্ষ-লতাকুলম্।
তদ্ভুত-রত্নচ্ছায়াভিররুণীকৃত-ভূতলম্ ॥ ৯
উদ্যদ্দিনকরেন্দুভ্যামুদ্ভাসিত-দিগন্তরম্।
তস্য মধ্যে পারিজাতং নবরত্নময়ং স্মরেৎ ॥ ১০
ঋতুভিঃ সেবিতং ষড়্ভিরনিশং প্রীতিবর্দ্ধনৈঃ।
তস্যাধস্তান্মহাপীঠে রচিতে মাতৃকাম্বুজে।
ষট্কোণান্তস্ত্রিকোণস্থং মহাগণপতিং স্মরেৎ ॥ ১১
হস্তীন্দ্রাননমিন্দু-চূড়মরুণচ্ছায়ং ত্রিনেত্রং রসা-
দাশ্লিষ্টং প্রিয়য়া সপদ্মকরয়া সাঙ্কস্থয়া সন্ততম্।

বিবৃতি। এই মন্ত্রের গণক ঋষি, নিবৃৎ গায়ত্রী ছন্দঃ, মহাগণপতি দেবতা, গং বীজ ও স্বাহা শক্তি। এই মন্ত্রের ষড়ঙ্গন্যাস হইতেছে—ওঁ গাং হৃদয়ায় নমঃ, ওঁ শ্রীং শ্রীং শিরসে স্বাহা, ওঁ হ্রীং গৃং শিখায়ৈ বষট্, ওঁ ক্লীং গৈং কবচায় হুং, ওঁ গ্লৌং গৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ ও গং গঃ অস্ত্রায় ফট্। ৭

ইক্ষুসাগরে নবরত্নময় দ্বীপ স্মরণ করিবেন। এই দ্বীপটি চতুষ্পার্শে ইক্ষুসাগরের তরঙ্গের দ্বারা ধৌত ও মন্দ বায়ু দ্বারা সেবিত হইতেছে। ৮

এই দ্বীপটি মন্দার পারিজাত প্রভৃতি কল্পবৃক্ষ ও লতা দ্বারা পরিব্যাপ্ত। সেই দ্বীপ সম্ভূত রত্নের প্রভায় সেই দ্বীপের ভূতল অরুণীকৃত। ৯

বিবৃতি। এই পূজায় পীঠন্যাসে পৃথিবীর ন্যাসের অনন্তর ইক্ষুসমুদ্র, নবরত্নময় দ্বীপ, নবরত্নময় পারিজাতের ন্যাস করিয়া ক্ষীর সমুদ্রাদির ন্যাস করিবেন। ৯

এই দ্বীপের দিগন্তর উদীয়মান দিনকর ও শশধরের দ্বারা উদ্ভাসিত। তাহার মধ্যে নবরত্নময় পারিজাত স্মরণ করিবেন। ১০

এই পারিজাত বৃক্ষটি প্রীতিবর্দ্ধক ছয়টি ঋতু দ্বারা সেবিত হইতেছে। তাহার অধোভাগে রচিত মহাপীঠে মাতৃকাপদ্ম কর্ণিকাস্থিত ষট্কোণের মধ্যবর্তী অধোমুখ ত্রিকোণস্থিত মহাগণপতিকে ধ্যান করিবে। ১১

মহাগণপতির ধ্যানের অর্থ হইতেছে—হস্তীন্দ্রমুখ (গজেন্দ্র বদন), চন্দ্রচূড়, অরুণ বর্ণ, ত্রিনেত্র, রসভরে (অনুরাগবশে) ক্রোড়স্থা বামহস্তে পদ্মধরা প্রিয়া কর্ত্তৃক সর্বদা দক্ষিণ হস্তে আলিঙ্গিত, বামের অধোহস্ত হইতে দক্ষিণের অধোহস্ত পর্যন্ত হস্তসমূহের

বীজাপূর-গদা-ধনুস্ত্রিশিখ-যুক্-চক্রাব্জ-পাশোৎপলং
ব্রীহ্যগ্র-স্ববিষাণ-রত্ন-কলশান্[১] হস্তৈর্বহন্তং ভজে ॥ ১২
গণ্ডপালী[২]-গলদ্দান-পূর-লালস-মানসান্ ।
দ্বিরেফান্ কর্ণ-তালাভ্যাং বারয়ন্তং মুহুর্মুহুঃ ॥ ১৩
করাগ্রধৃত-মাণিক্য-কুম্ভ-বক্ত্র-বিনিঃসৃতৈঃ ।
রত্নবর্ষৈঃ প্রীণয়ন্তং সাধকং মদবিহ্বলম্ ।
মাণিক্য-মুকুটোপেতং রত্নাভরণভূষিতম্[৩] ॥ ১৪

দ্বারা বীজপূর (দাড়িম), গদা, ইক্ষু, ধনুঃ, ত্রিশিখ (ত্রিশূল), চক্র, পদ্ম, পাশ, উৎপল-ধারী ও নিজ শুণ্ডাগ্রে ধান্যমঞ্জরী শোভিত রত্নপূর্ণ কলশধারী মহাগণপতিকে আমি ভজনা করি। ১২

গণ্ডপালী (কপোল) নিঃসৃত মদে লালস-চিত্ত ভ্রমরগণকে কর্ণতালের দ্বারা বিতাড়নকারী, শুণ্ডাগ্রধৃত মাণিক্য কুম্ভের মুখনিঃসৃত রত্নবর্ষণের দ্বারা সাধকগণের প্রীতিবর্দ্ধনকারী, মদবিহ্বল, মাণিক্যময় মুকুট-ধারী রত্নাভরণে ভূষিত মহাগণপতিকে আমি ভজনা করি। ১৩-১৪

বিবৃতি। ধ্যানের অনন্তর যথাক্রমে পূর্ববৎ মানস উপচারে পূজা, বিশেষার্ঘ্য স্থাপন, পীঠন্যাসবৎ পীঠপূজা, তীব্রাদি পীঠ শক্তির পূজা, মূলমন্ত্রে মূর্ত্তির কল্পনা, পুনরায় ধ্যান, আবাহনাদি হইতে পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলি দান পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্য করিয়া আবরণ পূজা করিবেন। প্রথমে ত্রিকোণে গণনায়কের পূজা, পরে ক্রমে ক্রমে বক্ষ্যমাণ বিধানে ত্রিকোণের বাহিরে পূর্বাদি চারি দিকে অগ্রস্থ বিল্ব বৃক্ষের অধোভাগে শ্রী ও শ্রীপতিকে, দক্ষিণে বটবৃক্ষের অধোভাগে গৌরী ও গৌরীপতিকে, পশ্চিমে পিপ্পল বৃক্ষের অধোভাগে রতি ও রতিপতিকে, সৌম্যে (উত্তরে) প্রিয়ঙ্গু বৃক্ষের অধোভাগে মহী ও পোত্রিণ (বরাহকে), দেবতার অগ্রে লক্ষ্মী সহিত গোপনায়ককে, ছয়টি কোণের অগ্র কোণে সিদ্ধির সহিত আমোদকে, বহ্নিকোণে সমৃদ্ধির সহিত প্রমোদকে, ঈশান কোণে কান্তির সহিত সুমুখকে, বরুণ কোণে (নৈর্ঋত কোণে) মদনাবতীর সহিত দুর্মুখকে, নিশাচর (রাক্ষস কোণে) মদদ্রবার সহিত বিঘ্নকে, বায়ুকোণে দ্রাবিণীর সহিত বিঘ্ন-হর্ত্তাকে, ষট্‌কোণের উভয় পার্শ্বে মহাগণপতির দক্ষিণে বসুধারার সহিত শঙ্খনিধিকে, বামে বসুমতীর সহিত পদ্মনিধিকে, কেসর সমূহে অঙ্গপূজা, পত্রের মধ্যস্থলে ব্রাহ্মী প্রভৃতি মাতৃবর্গের পূজা, বহির্ভাগে লোকপালগণের পূজা ও তাহার বহির্ভাগে বজ্রাদি অস্ত্র সমূহের পূজা করিয়া জপ ও হোমান্তে আত্মসমর্পণাদি বিসর্জন পর্য্যন্ত কর্মগুলি করিবেন। ১৪

১। ক—সুবিষাণ রত্নকলশান্। ২। ক—গণ্ডপালী। ৩। খ—ভূষিতং। অস্য পুরশ্চরণং।

বীজপূরং দাড়িমীফলম্। পুরশ্চরণং চতুশ্চত্বারিংশৎ-সহস্রাধিক-চতুর্লক্ষ-জপঃ। দশাংশ-হোমঃ পূর্বোক্ত-দ্রব্যৈঃ। অধিকং গ্রন্থান্তরেঽনুসন্ধেয়ম্॥ ১৫

মায়া-পুটিত নিজবীজান্তে মহাগণপতয়ে স্বাহা ইতি দ্বাদশাক্ষরঃ[১]। তেন হ্রীঁ গং হ্রীঁ মহাগণপতয়ে স্বাহা ইতি দ্বাদশাক্ষরমন্ত্রঃ॥ ১৬

মুক্তাগৌরং মদগজমুখং চন্দ্রচূড়ং ত্রিনেত্রং
হস্তৈঃ স্বীয়ৈর্দধতমরবিন্দাঙ্কুশৌ রত্নকুম্ভম্।
অঙ্কস্থায়াঃ সরসিজ-রুচস্তদ্-ধ্বজালম্বি-পাণে
র্দেব্যা যোনৌ বিনিহিত-করং রত্নমৌলিং ভজামঃ॥ ১৭

তদ্ধ্বজেতি। তল্লিঙ্গালম্বি-পাণেরিত্যর্থঃ। দেব্যাঃ স্বপ্রিয়ায়া ইত্যর্থঃ। পুরশ্চরণমেকলক্ষজপঃ। অপূপৈর্দশাংশ-হোমঃ। অন্যদন্যত্র॥ ১৮

বীজপুর—দাড়িমফল। এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে চারিলক্ষ চুয়াল্লিশ (৪৪) হাজার জপ। পূর্বোক্ত মোদকাদি আটটি দ্রব্যের দ্বারা দশাংশ হোম। অধিক বিষয় গ্রন্থান্তরে অনুসন্ধেয়। ১৫

বিবৃতি। এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে প্রতিদিন পূর্বোক্ত পদ্ধতিতে ৪৪০০ তর্পণ এবং চারিশত চল্লিশ অভিষেক এবং ইহার দশাংশ চুয়াল্লিশ ব্রাহ্মণ ভোজন হইবে। ১৫

মায়া বীজের দ্বারা পুটিত নিজবীজের (গং) অন্তে মহাগণপতয়ে স্বাহা। তাহাতে হ্রীং গং হ্রীং মহাগণপতয়ে স্বাহা। ইহা গণেশের দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র। ১৬

বিবৃতি। এই মন্ত্রের গণক ঋষি, নিবৃৎগায়ত্রী ছন্দঃ, শক্তিগণাধিপ দেবতা, গং বীজ ও স্বাহা শক্তি। এই মন্ত্রের করাঙ্গন্যাস হইতেছে—ওঁ হ্রীং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ওঁ গং তর্জনীভ্যাং স্বাহা, ওঁ হ্রীং মধ্যমাং বষট্, ওঁ মহাগণপতয়ে অনামিকাভ্যাং হুং, ওঁ স্বাহা কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট। ওঁ হ্রীং গং হ্রীং গণপতয়ে স্বাহা করতলকর-পৃষ্ঠাভ্যাং ফট্। এইরূপ অঙ্গন্যাস করিবেন। তাহার পর ব্যাপকন্যাস করিয়া ধ্যান করিবেন। ১৬

এই ধ্যানের অর্থ হইতেছে—মুক্তার ন্যায় গৌড়বর্ণ, মদ্রস্রাবী গজের বদনের ন্যায় বদন অর্থাৎ গজানন, চন্দ্রচূড়, ত্রিনেত্র, স্বীয় দক্ষিণ ও বাম উধ্ব´ হস্ত দ্বারা পদ্ম ও অঙ্কুশধারী, দক্ষিণের অধোহস্তের দ্বারা রত্নকুম্ভধারী, নিজক্রোড়স্থিতা দক্ষহস্তস্থিত পদ্মের বর্ণসদৃশ বর্ণবিশিষ্টা নিজধ্বজে স্পৃষ্টহস্তা দেবীর (নিজপ্রিয়ার) যোনিতে ন্যস্তবামহস্ত, রত্নমৌলি শক্তিগণপতিকে ভজনা করি। ১৭

তদ্ধ্বজালম্বিপাণেঃ এই কথার অর্থ—তাঁহার লিঙ্গাগ্র স্পর্শকারিণী দেবীর।

১। খ—দ্বাদশাক্ষরঃ। অন্য ধ্যানং—মুক্তা গৌরং।

(মন্ত্রান্তরম্—) ওঁ হ্রীঁ গঁ হ্রীঁ বশমানয় স্বাহা। যথা—

শক্তিরুদ্ধং নিজং বীজং বশমানয় ঠদ্বয়ম্।
তারাদ্যো মনুরাখ্যাতো রুদ্রসংখ্যাক্ষরান্বিতঃ॥ ১৯

অস্য ধ্যানং—হস্তৈর্বিভ্রতমিক্ষুদণ্ড-বরদৌ পাশাঙ্কুশৌ পুষ্কর-
স্পৃষ্ট স্বপ্রমদা-বরাঙ্গমনয়াশ্লিষ্টং ধ্বজাগ্রস্পৃশা।
শ্যামাঙ্গ্যা বিধৃতাব্জয়া ত্রিনয়নং চন্দ্রার্দ্ধ-চূড়ং জবা-
রক্তং হস্তিমুখং স্মরামি সততং ভোগাতিলোলং বিভুম্॥ ২০

দেব্যাঃ এই পদের অর্থ—নিজপ্রিয়ার। এই মন্ত্রের পুরশ্চরণ এক লক্ষ জপ। অপূপের দ্বারা দশাংশ হোম। অন্যত্র শারদাতিলক প্রভৃতি গ্রন্থে ইহার অন্যান্য বিষয় দ্রষ্টব্য। ১৮

বিবৃতি। মহাগণপতির পূজাপদ্ধতি অনুসারে শক্তিগণপতির পূজা হইবে। পূর্ববৎ ধ্যান, মানসোপচারে পূজা, বিশেষার্ঘ্যস্থাপন, তীব্রাদি নবশক্তি ও পীঠমন্ত্রের সহিত পীঠ পূজা করিয়া, পুনরায় ধ্যান হইতে আবাহনাদি পুষ্পপুষ্পাঞ্জলি দান পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্য করিয়া আবরণ পূজা কর্ত্তব্য। ইহার প্রথম আবরণ পঞ্চ মিথুন, দ্বিতীয় আবরণ আমোদাদি। অঙ্গমন্ত্র সমূহ তৃতীয় আবরণ। ব্রাহ্ম্যাদি মাতৃকা দ্বারা চতুর্থ আবরণ। লোকপালগণের দ্বারা পঞ্চম আবরণ। বজ্রাদি অস্ত্রের দ্বারা ষষ্ঠ আবরণ। ইহাঁদিগকে পূর্বোক্ত স্থানে পূর্বোক্ত মন্ত্রে পূর্ববৎ পূজা করিবেন। ১৮

একাদশাক্ষর মন্ত্রান্তর কথিত হইতেছে। ওঁ হ্রীং গং হ্রীং বশমানয় স্বাহা। এইটি গণেশের একাদশাক্ষর মন্ত্রান্তর। যেমন তন্ত্রে (শারদাতিলকে) বলিয়াছেন—

শক্তি (হ্রীং) দ্বারা রুদ্ধ (পুটিত) নিজ বীজ গং, তাহার পর বশমানয় ও ঠদ্বয় (স্বাহা)। উহা তারাদি (প্রণবাদি) হইবে। তাহাতে মন্ত্রটি হয়—ওঁ হ্রীং গং হ্রীং বশমানয় স্বাহা। গণেশের এই একাদশ অক্ষরবিশিষ্ট মন্ত্রটিও কথিত হইয়াছে। ১৯

বিবৃতি। পূর্ব মন্ত্রোক্ত ঋষ্যাদিন্যাসের ন্যায় এই মন্ত্রের ঋষ্যাদিন্যাস হইবে। এই মন্ত্রের গং বীজ ও স্বাহা শক্তি। এই মন্ত্রের অঙ্গন্যাস এইরূপ হইবে ওঁ ওঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ওঁ হ্রীং গং হ্রীং তর্জনীভ্যাং স্বাহা, ওঁ বশং মধ্যমাভ্যাং বষট্, ওঁ আনয় অনামিকাভ্যাং হুং, ওঁ স্বাহা কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, ওঁ হ্রীং গং হ্রীং বশমানয় স্বাহা করতল-করপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্। সমস্ত মন্ত্র দ্বারা অস্ত্রন্যাস। অঙ্গন্যাসও এইরূপ হইবে। তন্ত্রসারে মুদ্রিতপাঠ লিপিকর প্রমাদ কৃত। ১৯

এই মন্ত্রের ধ্যানের অর্থ হইতেছে—হস্তসমূহের দ্বারা ইক্ষুদণ্ড, বরদ, পাশ ও অঙ্কুশধারী (বামের অধোহস্তে ইক্ষুদণ্ড, দক্ষিণের অধোহস্তে বরদ, দক্ষিণের উর্দ্ধ হস্তে পাশ, বামের উর্দ্ধ হস্তে অঙ্কুশ), নিজ শুণ্ডাগ্রের দ্বারা নিজস্ত্রীর বরাঙ্গ (উত্তমাঙ্গ)

পুরশ্চরণং লক্ষত্রয়ম্। ইক্ষুদণ্ডৈরাজ্যযুক্তৈরপূপৈর্দশাংশহোমঃ। অন্যদন্যত্র। ২১

অথ হেরম্বঃ[১]—পঞ্চান্তকো বিন্দুযুতো বামকর্ণ-বিভূষিতঃ।
তারাদি-হৃদয়ান্তোঽয়ং হেরম্বমনুরীরিতঃ॥ ২২

স্পর্শকারী, ধ্বজাগ্রস্পর্শিনী পদ্মধারিণী শ্যামাঙ্গী এই প্রিয়া কর্তৃক আশ্লিষ্ট (আলিঙ্গিত), ত্রিনয়ন, চন্দ্রার্দ্ধচূড়, জবার ন্যায় রক্তবর্ণ, সর্বদা ভোগে অতিলোলুপ বিভু গজেন্দ্রবদন গণেশকে আমি স্মরণ (ধ্যান) করি। ২০

এই মন্ত্রের পুরশ্চরণ তিন লক্ষ জপ। আজ্যযুক্ত ইক্ষুদণ্ড সমূহের দ্বারা অথবা অপূপের দ্বারা জপের দশাংশ হোম। অন্যান্য বিষয় অন্যত্র শারদাতিলক প্রভৃতিতে দ্রষ্টব্য। ২১

বিবৃতি। ধ্যানের অনন্তর অন্যান্য যাবতীয় কার্য্য বিরিগণপতি পূজার ন্যায় জানিবেন। কিন্তু এই গ্রন্থে বা তন্ত্রসারে বিরিগণপতির পূজাপদ্ধতি সঙ্কলিত হয় নাই। তাই আমি এখানে শারদাতিলক হইতে সংক্ষেপে বিরিগণতির পূজা পদ্ধতি সঙ্কলিত করিয়া দিতেছি।

বিরিগণপতির ২৬ অক্ষরের মন্ত্র হইতেছে—হ্রীং বিরি বিরি গণপতে বরবরদ সর্বলোকং মে বশমানয় স্বাহা। এই মন্ত্রের গণক ঋষি, গায়ত্রী ছন্দঃ বিরিবিঘ্নেশ্বর দেবতা, হ্রীং বীজ, স্বাহা শক্তি। এই মন্ত্রের অঙ্গন্যাস—ওঁ হ্রীং বিরি বিরি হৃদয়ায়, ওঁ হ্রীং গণপতে শিরসে, ওঁ হ্রীং বরবরদ শিখায়ৈ, ওঁ হ্রীং সর্বলোকং মে কবচায়, ওঁ হ্রীং বশমানয় নেত্রত্রয়ায়, ওঁ হ্রীং স্বাহা অস্ত্রায়। এই মন্ত্রের ধ্যান হইতেছে—

সিন্দূরাভমিভাননং ত্রিনয়নং হস্তেষু পাশাঙ্কুশৌ
বিভ্রাণং মধুমৎ-কপালমনিশং সার্দ্ধেন্দুমৌলিং ভজে।
পুষ্ট্যাশ্লিষ্ট-তনুং ধ্বজাগ্র-করয়া পদ্মোল্লসদ্ধস্তয়া
তদ্‌যোন্যাহিত-পাণিমাত্তবসুমৎ-পাত্রোল্লসৎ-পুষ্করম্॥

ধ্যানের অর্থ—সিন্দুর সদৃশ রক্তবর্ণ, গজানন, ত্রিনয়ন, হস্তসমূহের মধ্যে ঊর্ধ্ব দক্ষিণ হস্তে পাশ, বামের ঊর্ধ্ব হস্তে অঙ্কুশ, দক্ষিণের অধোহস্তে মধুমৎ কপাল, অর্দ্ধেন্দুমৌলি, পদ্মদ্বয়ের দ্বারা উজ্জ্বল, ধ্বজাগ্র স্পর্শি ঊর্ধ্বহস্ত দ্বারা পুষ্টিকর্তৃক আলিঙ্গিত দেহ, পদ্মের দ্বারা উল্লসিত বামহস্তা প্রিয়া পুষ্টির যোনিতে ন্যস্ত অধোবামহস্ত, অধো দক্ষিণ হস্তে বসুমৎ (ধনপূর্ণ) পাত্রে উল্লসিত পুষ্করধারী এই বিরিগণপতিকে আমি সর্বদা ভজনা করি।

ধ্যানের পর মহাগণপতির পূজার ন্যায় অন্যান্য সমস্ত কর্ম করিবেন। ২১

অনন্তর হেরম্ব মন্ত্র কথিত হইতেছে। বামকর্ণ (দীর্ঘ উকার) বিভূষিত বিন্দুযুক্ত

১। খ—অথ হেরম্বঃ। ওঁ পূং নমঃ ইতি চতুরক্ষরঃ। ধ্যানং—মুক্তা।

তথা চ— গূঁ নমঃ ইতি চতুরক্ষরঃ। অস্য ধ্যানম্—

মুক্তা-কাঞ্চন-নীল-কুন্দ-ঘুসৃণ-চ্ছায়ৈস্ত্রিনেত্রান্বিতৈ-
র্নাগাস্যৈর্হরিবাহনং শশিধরং হেরম্বমর্কপ্রভম্।
দৃপ্তং দানমভীতি-মোদক-রদান্ টঙ্কং শিরোক্ষাত্মিকাং
মালাং মুদ্গরমঙ্কুশং ত্রিশিখকং দোর্ভির্দধানং ভজে ॥ ২৩

হরিবাহনং সিংহবাহনম্। শিরো মুণ্ডম্। অক্ষাত্মিকাং মালামক্ষ-মালাম্ পুরশ্চরণং লক্ষত্রয়ম্। হোমশ্চ ঘৃতাক্ত-তিলৈর্দশাংশঃ। অন্যদন্যত্র। ২৪

পঞ্চান্তক (গ) প্রণবাদি ও হৃদয়ান্ত (নমঃ অন্ত) হইলে ওঁ গূং নমঃ এই মন্ত্র হয়। উহা হেরম্ব মন্ত্র বলিয়া কথিত হয়। ২২

তাহাতে ওঁ গূং নমঃ এই চারি অক্ষরে মন্ত্র হয়। এই মন্ত্রের ধ্যান হইতেছে—

বিবৃতি। এই মন্ত্রের গণক ঋষি, গায়ত্রীছন্দঃ, হেরম্ব গণপতি দেবতা, গকার(বীজ) ও বিন্দু শক্তি। ষড়্‌দীর্ঘ যুক্ত এই মন্ত্র কথিত গং বীজের দ্বারা ষড়ঙ্গন্যাস হইবে। পূর্ববৎ তীব্রাদি পীঠ শক্তির পূজা করিয়া ওঁ হ্রুং হ্রুং মহাসিংহায় গাং হেরম্বাসনায় নমঃ এই মন্ত্রে পীঠমন্ত্রের ন্যাস করিবেন। ২২

ধ্যানের অর্থ—মুক্তার ন্যায়, কাঞ্চনের ন্যায়, নীলের ন্যায়, কুন্দের ন্যায় ও ঘুসৃণের (কুঙ্কুমের) ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট নেত্রত্রয়যুক্ত ঊর্ধ্বাদি পাঁচটি হস্তিমুখের দ্বারা উপলক্ষিত, সিংহবাহন, চন্দ্রধর, সূর্য্যের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট, দৃপ্ত, হস্তসমূহের দ্বারা বর, অভয়, মুদ্রা, মোদক, দন্ত, টঙ্ক (পরশু), মুণ্ড (কপাল) অক্ষমালা, মুদ্গর, অঙ্কুশ ও ত্রিশিখ (ত্রিশূল) ধারী (দক্ষিণ ও বামের অধোহস্তদ্বয়ে বর ও অভয়, তাহার ঊর্ধ্ব ঊর্ধ্ব হস্তদ্বয়ে দক্ষাদিক্রমে মোদক দন্ত, টঙ্ক, মুণ্ড—কপাল, অক্ষমালা, মুদ্গর, অঙ্কুশ ও ত্রিশিখ ধারী হেরম্বকে আমি ভজনা করি। ২৩

হরিবাহন—সিংহবাহন। শিরঃ—মুণ্ড। অক্ষাত্মিকা মালা অক্ষমালা। লক্ষ-ত্রয় পুরশ্চরণ। ঘৃতাক্ত তিলের দ্বারা জপের দশাংশ হোম। অন্যান্য বিষয় শারদাতিলক প্রভৃতিতে দ্রষ্টব্য। ২৪

বিবৃতি। ধ্যান হইতে পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলি দান পর্য্যন্ত সমস্ত করিয়া ষড়ঙ্গন্যাস মন্ত্রে ষড়ঙ্গ দেবতার পূজা করিয়া, পত্রসমূহে বিঘ্ন, বিনায়ক, শূর, বীর, বরদ, ইভবক্ত্র, একরদ ও লম্বোদরের পূজা করিবেন। পত্রের অগ্রে ইন্দ্রাদি লোকপাল, তাহার বাহিরে বজ্রাদি অস্ত্রসমূহের পূজা করিয়া ধূপদান হইতে বিসর্জন পর্য্যন্ত যাবতীয় কর্ম করিবেন। ইহা তন্ত্রসারকার বলিয়াছেন। শারদাতিলকে এরূপ উক্ত হয় নাই। ২৪

(মন্ত্রান্তরম্—) গঁ ক্ষিপ্রপ্রসাদনায় নমঃ ইতি দশাক্ষরঃ। যথা নিবন্ধে—

সম্বর্ত্তকো নেত্রযুতঃ পার্শ্বো বহ্ন্যাসনে স্থিতঃ।
প্রসাদনায় হৃন্মন্ত্রঃ স্ববীজাদ্যো দশাক্ষরঃ ॥ ২৫

অস্য ধ্যানম্—পাশাঙ্কুশৌ কল্পলতাং বিষাণং দধৎ-স্বশুণ্ডাহিত-বীজপুরঃ।
রক্তস্ত্রিনেত্রস্তরুণেন্দুমৌলির্হারোজ্জ্বলো হস্তিমুখোঽবতাদ্ বঃ ॥

পুরশ্চরণং লক্ষজপঃ[১]। তিলৈর্মধুরত্রয়েণাষ্টদ্রব্যৈর্বাযুত-হোমঃ। অন্যদন্যত্র। ২৬

অথ হরিদ্রাগণেশঃ

পঞ্চান্তকো ধরা-সংস্থো বিন্দুভূষিত-মস্তকঃ।

ক্ষিপ্রপ্রসাদমন্ত্র কথিত হইতেছে। গং ক্ষিপ্রপ্রসাদনায় নমঃ এইটি ক্ষিপ্র-প্রসাদন গণেশের দশাক্ষর মন্ত্রঃ। যেমন নিবন্ধে (শারদাতিলকে) বলিয়াছেন—

নেত্র (ইকার) যুক্ত সম্বর্ত্তক (ক্ষ), তাহাতে হইল ক্ষি। বহ্ন্যাসনে (র কারে) স্থিত পার্শ্ব প, তাহাতে হইল প্র। তাহার পর প্রসাদনায় ও হৃন্মন্ত্র (নমঃ)। উহা স্ববীজাদি (গং বীজাদি) হইবে। তাহাতে গং ক্ষিপ্রপ্রসাদনায় নমঃ এই মন্ত্র হয়। উহা ক্ষিপ্রপ্রসাদ গণেশের দশাক্ষর মন্ত্র। ২৫

বিবৃতি। এই মন্ত্রের গণক ঋষি, বিরাট্ ছন্দঃ, ক্ষিপ্রপ্রসাদন বিঘ্ন দেবতা, গং বীজ, আয় শক্তি। ষড্ দীর্ঘযুক্ত আদি বীজের (গং বীজের) দ্বারা ষড়ঙ্গন্যাস হইবে। যেমন—ওঁ গাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ইত্যাদি। ২৫

এই মন্ত্রের ধ্যানের অর্থ—দক্ষিণের উর্ধ্ব হস্তের দ্বারা পাশ, বামের উর্ধ্ব হস্ত দ্বারা অঙ্কুশ, দক্ষিণের অধোহস্ত দ্বারা কল্পলতা ও বামের অধোহস্ত দ্বারা বিষাণ (দন্ত) ধারী নিজের শুণ্ডাগ্রে বীজপুরধারী, রক্তবর্ণ, ত্রিনেত্র, বালচন্দ্রচূড়, হারে উজ্জ্বল গজানন গণেশ তোমাদিগকে রক্ষা করুন।

বিবৃতি। একাক্ষর মন্ত্রোক্ত পীঠে এই গজাননকে পূজা করিয়া প্রথমে অঙ্গদেবতার পূজা, তাহারপর বিঘ্ন, বিনায়ক, বীর, শূর, বরদ, ইভবক্ত্র, একদন্ত ও লম্বোদর-এই অষ্ট বিঘ্নের পূজা করিয়া পত্রের অগ্রে ব্রাহ্মী প্রভৃতির পূজা, তাহার পর পত্রের বহির্ভাগে লোকপালগণ ও তাঁহাদের অস্ত্র সমূহের পূজা করিবেন। তাহার পর ধূপদান হইতে বিসর্জন পর্য্যন্ত যাবতীয় কর্ম করিবেন।

ইহার পুরশ্চরণ লক্ষজপ। মধুরত্রয়ের দ্বারা আপ্লুত তিলসমূহের দ্বারা বা পূর্বোক্ত অষ্টদ্রব্যের দ্বারা অযুত হোম হইবে। অন্যান্য বিষয় অন্যত্র শারদাতিলক প্রভৃতিতে দ্রষ্টব্য। ২৬

অনন্তর হরিদ্রাগণেশের মন্ত্র কথিত হইতেছে। পঞ্চান্তক গকার ধরায় (লকারে)

১। খ—পুরশ্চরণং লক্ষং। তিলৈঃ।

একাক্ষরো মহামন্ত্রঃ সর্বকাম-ফলপ্রদঃ ॥ ২৭

পঞ্চান্তকো গকারঃ। ধরা লকারঃ। তথা চ গ্লং ইত্যেকাক্ষরো মন্ত্রঃ।

অস্য ধ্যানং—হরিদ্রাভং চতুর্বাহুং হারিদ্র-বসনং বিভুম্।

পাশাঙ্কুশ-ধরং দেবং মোদকং দন্তমেব চ ॥ ২৮

পুরশ্চরণং চতুর্লক্ষম্। হরিদ্রাচূর্ণ-মিশ্রিত-ত্রিমধুরযুক্ত-তণ্ডুলৈরযুত-হোমঃ। অন্যদন্যত্র। ২৯

অথ মন্ত্রান্তরম্—ইন্দ্রবীজং সমুদ্ধৃত্য নিজবীজং সমুদ্ধরেৎ।

চতুর্দ্দশ-স্বরেণাঢ্যং বিন্দুভূষিত-মস্তকম্।

একাক্ষরী মহাবিদ্যা কথিতা পদ্মযোনিনা ॥ ৩০

ইন্দ্রবীজং লকারঃ। নিজবীজং গকারঃ। স তু উপরিস্থস্তথাচ গ্লৌং ইত্যেকাক্ষরমন্ত্রঃ অস্য ধ্যানাদি মহাগণপতিবৎ। অয়ং মন্ত্রো বহুধা। যথা (৩১)—

স্থিত হইলে এবং মস্তকে বিন্দু দ্বারা বিভূষিত হইলে উহা সর্বকাম-ফলপ্রদ গণেশের গ্লং এই একাক্ষর মহামন্ত্র হইয়া থাকে। ২৭

পঞ্চান্তক—গকার। ধরা—লকার। তাহা হইলে গ্লং এই একাক্ষর মন্ত্র হয়।

বিবৃতি। এই মন্ত্রের বশিষ্ঠ ঋষি, গায়ত্রীছন্দঃ, হরিদ্রাগণপতি দেবতা, গকার বীজ ও লকার শক্তি। বীজের দ্বারা এই মন্ত্রের ষড়ঙ্গন্যাস হইবে। ২৭

এই মন্ত্রের ধ্যানের অর্থ—হরিদ্রাবর্ণ, চতুর্বাহু, হারিদ্র (হরিদ্রাবর্ণ) বসন পরিহিত পাশ, অঙ্কুশ, মোদক ও দন্তধারী, বিভু দেব হরিদ্রাগণেশকে ধ্যান করি। ২৮

বিবৃতি। এইরূপ ধ্যান করিয়া মানসোপচার পূজা, বিশেষার্ঘ্য স্থাপন, পীঠপূজা পুনর্ধ্যান ও আবাহনাদি করিয়া পূজা করিবেন। একাক্ষর গণপতি মন্ত্রের ন্যায় আবরণ পূজা হইবে। ২৮

এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে চারি লক্ষ জপ। হরিদ্রাচূর্ণ মিশ্রিত মধুরত্রয় যুক্ত তণ্ডুলের দ্বারা অযুত হোম। অন্যান্য বিষয় অন্যত্র দ্রষ্টব্য। ২৯

হরিদ্রাগণেশের মন্ত্রান্তর। ইন্দ্রবীজকে (লকে) উদ্ধার করিয়া নিজবীজ গকে উদ্ধার করিবে। উহা চতুর্দশ স্বর ঔকারের দ্বারা যুক্ত ও মস্তকে বিন্দু ভূষিত হইবে। একাক্ষরী এই মহাবিদ্যা পদ্মযোনি ব্রহ্মা কর্তৃক কথিত হইয়াছে। ৩০

ইন্দ্রবীজ—লকার। নিজবীজ—গকার। এই গকারটি ল এর উপরি ভাগে অবস্থিত হইবে। তাহা হইলে গ্লৌং এই একাক্ষর মন্ত্র হইবে।

ইহার ধ্যান ও পূজা পদ্ধতি মহাগণপতির ন্যায় হইবে। ষড়্ দীর্ঘযুক্ত গং বীজের দ্বারা ষড়ঙ্গন্যাস হইবে। এই মন্ত্র বহু প্রকার হয়। যেমন (৩১)—

লক্ষ্ম্যাদ্যাং বাথ কূর্চ্চাদ্যাং মায়াদ্যাং বা জপেৎ সুধীঃ ॥
কামাদ্যাং বধূবীজাদ্যাং[1] বাগাদ্যাং প্রজপেৎ সদা।
ওঁকারাদ্যাং মহাবিদ্যাং নিজবীজাদিকাং তথা ॥ ৩২
দ্ব্যক্ষরী চ মহাবিদ্যা ত্র্যক্ষরী চাস্ত্র-সংযুতা।
চতুর্বর্ণাত্মিকা বিদ্যা বহ্নিজায়াবধিঃ প্রিয়ে! ॥ ৩৩

অথোচ্ছিষ্টগণেশঃ

তন্ত্রান্তরে—হস্তিপদং সমুচ্চার্য্য পিশাচীতি ততঃ পদম্।
দেবরাজং সনেত্রঞ্চ কান্তমীশ-স্বরান্বিতম্।
বহ্নিজায়াবধির্মন্ত্রস্তারাদ্যঃ সর্বকামদঃ ॥ ৩৪

তথাচায়ং মন্ত্রঃ—ওঁ হস্তি পিশাচি লিখে স্বাহা। প্রণবস্থানে গমিতি মন্ত্রান্তরম্। হস্তি-পিশাচি লিখেঽগ্নিবনিতা গঁ তদাদিত ইতি তত্ত্ববোধ-বচনাৎ[2]। ৩৫

তথা চ— সারভূতমিদং মন্ত্রং ন দেয়ং যস্য কস্যচিৎ।
গুহ্যং সর্বাগমেষ্বেব হিত-বুদ্ধ্যা প্রকাশিতম্ ॥ ৩৬

লক্ষ্ম্যাদ্যা (শ্রীং গ্লৌং), কূর্চাদ্যা (হূং গ্লৌং), অথবা মায়াদ্যা (হ্রীং গ্লৌং) এই বিদ্যাকে সুধী সাধক জপ করিবে। কামাদ্যা (ক্লীং গ্লৌং), বধূবীজাদ্যা (স্ত্রীং গ্লৌং) অথবা বাগাদ্যা (ঐং গ্লৌং) বীজকে সর্বদা জপ করিবে। ৩২

হে প্রিয়ে! এই মহাবিদ্যা নিজবীজ যুক্ত হইয়া দ্ব্যক্ষরী (গং গ্লৌং) হয়, অস্ত্র সংযুক্ত হইয়া ত্র্যক্ষরী (গং গ্লৌং ফট্), বহ্নিজায়ান্তা (স্বাহান্তা) হইয়া চারিবর্ণ স্বরূপা (গং গ্লৌং স্বাহা) হয়। ৩৩

অনন্তর উচ্ছিষ্টগণেশের মন্ত্র কথিত হইতেছে। তন্ত্রান্তরে বলিয়াছেন—হস্তিপদ উচ্চারণ করিয়া তাহার পর পিশাচি পদ বলিবে। নেত্র (ই) যুক্ত দেবরাজ (ল) এবং ঈশ স্বর (এ) যুক্ত কান্ত (খ)। প্রণবাদি ও বহ্নিজায়ান্ত এই মন্ত্র সর্বকামপ্রদ। ৩৪

তাহা হইলে এই মন্ত্র হয়—ওঁ হস্তি পিশাচি লিখে স্বাহা। কেহ কেহ বলেন—প্রণবস্থানে গং তাহাতে উহা মন্ত্রান্তর হয়। যেহেতু তত্ত্ববোধের বচন আছে যে—হস্তি পিশাচি লিখে ও বহ্নিবল্লভা স্বাহা এবং তাহার আদিতে গং। ৩৫

এইরূপ আরও উক্ত হইয়াছে—এই সারভূত মন্ত্র যে কোন লোককে দেয় নহে। সমস্ত আগমে ইহা গুহ্য ছিল। হিত বুদ্ধিতে ইহা প্রকাশিত হইয়াছে। ৩৬

১। খ—কামাদ্যাং বা বধূবীজাদ্যাং বাতু প্রজপেৎ। ২। খ—গং তদাদিত ইতি বচনান্তরাৎ।

ন তিথির্ন চ নক্ষত্রং নোপবাসো বিধীয়তে।
যথেষ্ট-চেষ্টয়া মন্ত্রঃ সর্বকাম-ফলপ্রদঃ ॥ ৩৭

অথাস্য পূজা—প্রাতঃকৃত্যাদি-প্রাণায়ামান্তং বিধায় ন্যসেৎ। শিরসি—সুধীর ঋষয়ে নমঃ। মুখে—নিবৃদ্গায়ত্রীছন্দসে নমঃ। হৃদি—উচ্ছিষ্টগণপতয়ে দেবতায়ৈ নমঃ। ততঃ প্রণবেণ করাঙ্গন্যাসৌ। ধ্যানম্ (৩৮)—

রক্তমূর্ত্তিং গণেশঞ্চ সর্বাভরণ-ভূষিতম্।
রক্তবস্ত্রং ত্রিনেত্রঞ্চ রক্তপদ্মাসনে স্থিতম্ ॥ ৩৯
চতুর্ভুজং মহাকায়ং দ্বিদন্তং সস্মিতাননম্।
ইষ্টঞ্চ দক্ষিণে হস্তে দন্তঞ্চ তদধঃ করে ॥ ৪০
পাশাঙ্কুশৌ চ হস্তাভ্যাং জটামণ্ডল-বেষ্টিতম্।
ললাট-চন্দ্র-রেখাঢ্যং সর্বালঙ্কার-ভূষিতম্ ॥ ৪১

এবং ধ্যাত্বার্ঘ্যং সংস্থাপ্যাষ্টদলপদ্মং লিখিত্বা পুনর্ধ্যাত্বা যথাশক্তি পূজয়েৎ। ততঃ পত্রেষু পূর্বাদিক্রমেণ ওঁ বক্রতুণ্ডায় স্বাহা। এবং একদন্তায়, লম্বোদরায়, বিকটায়, বিঘ্নেশায়, গজ-বক্ত্রায়, বিনায়কায়, গণপতয়ে মধ্যে হস্তি-মুখায়।

এই মন্ত্রের আরাধনায় তিথি নিয়ম, নক্ষত্র নিয়ম নাই, উপবাসের বিধান নাই; ইচ্ছানুরূপ চেষ্টায় এই মন্ত্র সর্বকাম ফলপ্রদ হইয়া থাকে। ৩৭

অনন্তর ইহার পূজা পদ্ধতি কথিত হইতেছে। প্রাতঃ-কৃত্য হইতে প্রাণায়াম পর্য্যন্ত যাবতীয় কর্ম করিয়া ঋষ্যাদি ন্যাস করিবেন। মস্তকে—ওঁ সুধীর ঋষয়ে নমঃ। মুখে—ওঁ নিবৃদ্ গায়ত্রী ছন্দসে নমঃ। হৃদয়ে—ওঁ উচ্ছিষ্টগণপতয়ে দেবতায়ৈ নমঃ। তাহার পর প্রণবের দ্বারা করাঙ্গন্যাস করিয়া ধ্যান করিবেন। ৩৮

এই ধ্যানের অর্থ—রক্তবর্ণ, ত্রিনেত্র, রক্তপদ্মাসনে অবস্থিত, চতুর্বাহু, দ্বিদন্ত, সস্মিতমুখ, দক্ষিণ উর্দ্ধহস্তে বরমুদ্রাধারী, অধোহস্তে দণ্ডধারী, বামের উর্দ্ধহস্তে পাশধারী, অধোহস্তে অঙ্কুশধারী, জটাজুট মণ্ডিত মস্তক, চন্দ্ররেখায় মণ্ডিত ললাট, সর্বালঙ্কারে ভূষিত মহাকাল উচ্ছিষ্ট গণপতিকে ধ্যান করিবে। ৩৯-৪১

এইরূপ ধ্যান করিয়া বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করিয়া, একটি অষ্টদল পদ্ম লিখিয়া, পুনরায় ধ্যান করিয়া যথাশক্তি পূজা করিবেন। তাহার পর পত্র সমূহে পূর্বাদি ক্রমে ওঁ বক্রতুণ্ডায় স্বাহা। এইরূপ মন্ত্রে বক্রতুণ্ডকে পূজা করিয়া এই প্রকারে একদন্তায় লম্বোদরায়, বিকটায়, বিঘ্নেশায়, গজবক্ত্রায়, বিনায়কায়, গণপতয়ে ও মধ্যে হস্তিমুখায় স্বাহা বলিয়া একদন্ত প্রভৃতি ও হস্তিমুখকে পূজা করিবেন;

সর্বত্র স্বাহান্ততা। পুনর্দেবং ত্রিঃ সংপূজ্য যথাশক্তি জপ্ত্বা জপং সমর্প্য বলিরূপ-নৈবেদ্যমানীয় ওঁ উচ্ছিষ্টগণেশায় মহাকালায় এষ বলির্নমঃ ইতি দদ্যাৎ। অথবা ওঁ হ্রীঁ হ্রীঁ হ্রৈঁ হূঁ ফট্ স্বাহেতি বলিং দদ্যাৎ। ততঃ ক্ষমস্বেতি বিসৃজেৎ। অস্য পুরশ্চরণং ষোড়শসহস্রজপঃ। তথাচ (৪২)—

কৃষ্ণাং চতুর্থীমারভ্য যাবৎ শুক্ল-চতুর্থিকাম্।
সহস্রং হি জপেন্নিত্যং যোষিন্নিয়ম-পূর্বকম্॥ ৪৩
স্নাপয়েন্ মধুনা নিত্যং নৈবেদ্যং গুড় পায়সম্।
ভুক্তোচ্ছিষ্টো জপেন্নিত্যং গণেশোঽহং সদা প্রিয়ঃ॥ ৪৪
শ্বেতার্কেণাকৃতিং কৃত্বা রক্ত-চন্দনকেন বা।
অঙ্গুষ্ঠমাত্রং প্রতিষ্ঠাপ্য দ্বিজাগ্নি-গুরু-সন্নিধৌ।
জপ্ত্বা ষোড়শ-সাহস্র্যং সিদ্ধমন্ত্রো ভবেদ্ ধ্রুবম্॥ ৪৫

যোষিদিতি। যোষিদুপগমনে নিয়ম-পুরঃ-সরমিত্যর্থঃ। ন তু ত্যাগঃ[১] অপ্রসঙ্গাদনৌচিত্যাদনাচাস্ত ইতি দর্শনাচ্চ। যথা (৪৬)—

সকল নামের অন্তে স্বাহা দিতে হইবে। পুনরায় দেবতাকে তিন বার পূজা করিয়া যথাশক্তি জপ করিয়া, জপ সমর্পণ করিয়া বলিরূপ নৈবেদ্য আনিয়া ওঁ উচ্ছিষ্ট-গণেশায় মহাকালায় এষ বলির্নমঃ এই মন্ত্রে বলি নিবেদন করিবেন। অথবা ওঁ হ্রীং হ্রীং হ্রৈং হুং ফট্ স্বাহা এই মন্ত্রে বলি দিবে। তাহার পর ক্ষমস্ব এই বলিয়া বিসর্জন দিবে। এই মন্ত্রের পুরশ্চরণ ১৬ হাজার জপ। সেইরূপ তন্ত্রে বলিয়াছেন (৪২)—

স্ত্রীসহবাসের নিয়ম পালন পূর্বক কৃষ্ণ চতুর্থী হইতে আরম্ভ করিয়া শুক্ল চতুর্থী পর্য্যন্ত প্রতিদিন ১০০০ এক সহস্র মন্ত্র জপ করিবে। ৪৩

এই মন্ত্রের দেবতাকে মধু দ্বারা প্রত্যহ স্নান করাইবে। গুড় ও পায়স নৈবেদ্য দিবে। ভোজন করিয়া উচ্ছিষ্ট অবস্থায় প্রত্যহ জপ করিবে। আমি গণেশ, সর্বদা গণেশের প্রিয় হই (এই ভাবনা করিবে)। ৪৪

শ্বেত অর্ক কাষ্ঠের দ্বারা বা রক্তচন্দন কাষ্ঠের দ্বারা অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ মূর্তি করিয়া ব্রাহ্মণ, অগ্নি ও গুরুর নিকটে প্রতিষ্ঠা করিয়া ষোড়শ সহস্র জপ করিয়া নিশ্চয়ই সিদ্ধমন্ত্র হইবে। ৪৫

যোষিৎ এই কথার অর্থ—স্ত্রীর উপগমনে নিয়ম সকল প্রতিপালন পূর্বক এই মন্ত্র জপ করিবে। স্ত্রীর উপগমন ত্যাগ করিবে না। যেহেতু ত্যাগের প্রসঙ্গ নাই এবং

১। খ—ন তু ত্যাগনিয়মঃ।

উচ্ছিষ্টশ্চাশুচির্ভূত্বা জপ-পূজনমাচরেৎ।
অনুচ্ছিষ্টে ন সিধ্যেত তস্মাদেবং সমাচরেৎ ॥ ৪৭

অথাস্য[1] প্রয়োগঃ—রাজদ্বারে তথারণ্যে সভায়াং গোত্র-সংসদি।
বিবাদে ব্যবহারে চ সংগ্রামে শত্রু-সঙ্কটে ॥ ৪৮
নৌকায়াং বিপিনে বাপি দ্যূতে চ ব্যসনে তথা।
গ্রাম-দাহে চৌর-বিদ্ধে সিংহ-ব্যাঘ্রাদি-সঙ্কটে ॥ ৪৯
স্মরণাদেব দেবস্য সর্বং বৈ বিদ্রুতং ভবেৎ।
তৎ সর্বং নশ্যতি ক্ষিপ্রং ভাস্করেণ তমো যথা।
অপামার্গ-সমিদ্ধোমে সৌভাগ্যং লভতে ধ্রুবম্ ॥ ৫০

তথা— বানরাস্থি-সমুদ্ভূতং কীলকং মন্ত্র-মন্ত্রিতম্।
নিখনেন্ মন্দিরে যস্য ভবেদুচ্চাটনং পরম্ ॥ ৫১
অথ বীথ্যাং খনেদ্ যস্য ক্রয়-বিক্রয়তাং হরেৎ।
নিখনেচ্ছৌণ্ডিকাগারে তন্মদ্যং বিকৃতং[2] ভবেৎ ॥ ৫২

সাধারণ পূজাবিধি পরিত্যাগ করিয়া উচিত আচার ও আচমন না করিয়া ইঁহার পূজাবিধান দেখা যায়। যেমন বলিয়াছেন (৪৬)—

উচ্ছিষ্ট হইয়া (আচমন না করিয়া) অশুচি হইয়া ইঁহার মন্ত্র জপ ও পূজার অনুষ্ঠান করিবে। অনুচ্ছিষ্ট অবস্থায় জপ পূজা করিলে সিদ্ধ হয় না। অতএব উচ্ছিষ্ট ও অশুচি অবস্থায় এইরূপ জপ ও পূজার অনুষ্ঠান করিবে। ৪৭

অনন্তর এই মন্ত্রের প্রয়োগ কথিত হইতেছে। রাজদ্বারে, মহারণ্যে, সভায়, সগোত্র সভায়, বিবাদে, ব্যবহারে, সংগ্রামে, শত্রু সঙ্কটে, নৌকায়, বনে, দ্যূতে, ব্যসনে, গ্রামদাহে, চৌরের আঘাতে, সিংহ ব্যাঘ্রাদির সঙ্কটে এই দেবদেবের স্মরণ হইতে এই সমস্ত নিশ্চয়ই বিনষ্ট হয়। সূর্য্যের দ্বারা যেমন অন্ধকার বিনষ্ট হয়। সেই সমস্ত তদ্রূপ শীঘ্র বিনষ্ট হয়। অপামার্গ সমিধের দ্বারা হোম করিলে নিশ্চয়ই সৌভাগ্য লাভ করে। ৪৮-৫০

সেইরূপ আরও উক্ত হইয়াছে—এই মন্ত্রের দ্বারা ১০৮ বার অভিমন্ত্রিত বানরের অস্থি নির্মিত কিলক যাহার গৃহে পুতিয়া দিবেন, তাহার অত্যন্ত উচ্চাটন হইবে। ৫১

যাহার বীথিতে (দোকানে) এই অস্থি কিলক পুতিবে, তাহার ক্রয়-বিক্রয় বন্ধ হইয়া যাইবে। শৌণ্ডিকাগারে ঐ কীলক পুতিবে, তাহার মদ্য বিকৃত হইবে। ৫২

১। খ—অথাত্র প্রয়োগঃ। ২। খ—বৈকৃতং।

বেশ্যাগৃহে তু নিখনেদ্ গ্রাহকং লভতে ন সা।
কন্যাগৃহে তু নিখনেন্ন বিবাহো ভবেদ্ ধ্রুবম্ ॥ ৫৩

মন্ত্র-মন্ত্রিতমিতি। অস্য মন্ত্রেণাষ্টোত্তরশতাভিমন্ত্রিতমিত্যর্থঃ।

মানুষাস্থি-সমুদ্ভূতং কীলকঞ্চাভিমন্ত্রিতম্।
নিখনেন্ মন্দিরে যস্য মরণং তস্য নিশ্চিতম্।
উদ্ধৃতে তু ভবেৎ স্বাস্থ্যমিতি সর্বস্য সম্মতম্ ॥ ৫৪

যস্য নাম্না জপেন্ মন্ত্রং সহস্রং স বশো ভবেৎ।
পঞ্চসহস্র-হোমেন উদ্বহেত বরাং স্ত্রিয়ম্ ॥ ৫৫

সহস্র-দশহোমেন রাজামাত্যো বশো ভবেৎ।
লক্ষজাপেন রাজৈব দ্বিলক্ষে রাজপংক্তয়ঃ।
দশলক্ষেণ তদ্ রাষ্ট্রং বশ্যং তস্য চ সর্বদা ॥ ৫৬
অণিমাদি-মহাসিদ্ধিঃ কোটিজাপান্ন সংশয়ঃ।
খেচরত্বং ভবেন্নিত্যং সর্বজ্ঞত্বঞ্চ জায়তে ॥ ৫৭
মন্ত্রং লিখিত্বা শিরসি কণ্ঠে বা ধারয়েদ্ যদি।

বেশ্যাগৃহে ঐ কীলক পুতিবে। তাহাতে সেই বেশ্যা গ্রাহক পাইবে না। কন্যার গৃহে এই কীলক পুতিবে। তাহাতে তাহার নিশ্চয়ই বিবাহ হইবে না। ৫৩

মন্ত্র-মন্ত্রিতম্ এই কথার অর্থ—এই মন্ত্রের দ্বারা ১০৮ বার অভিমন্ত্রিত।

মনুষ্যের অস্থি নির্মিত কীলক ১০৮ বার এই মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া যাহার গৃহে পুতিবে, তাহার নিশ্চয়ই মরণ হইবে। ইহা তুলিয়া ফেলিলে সে স্বস্থ হইবে, ইহা সর্বসম্মত। ৫৪

যাহার নামে এই মন্ত্র সহস্র সংখ্যক জপ করে, সে বশীভূত হয়। পাঁচ হাজার হোম করিলে উত্তম কন্যাকে বিবাহ করিতে পারে। ৫৫

দশ সহস্র হোমের দ্বারা রাজার মন্ত্রী বশীভূত হয়। লক্ষ মন্ত্র জপের দ্বারা রাজা বশীভূত হয়ই এবং দুই লক্ষ মন্ত্র জপের দ্বারা রাজন্যবর্গ বশীভূত হয়। দশলক্ষ জপের দ্বারা তাহার রাষ্ট্র সর্বদা তাহার বশ্য হইয়া থাকে। ৫৬

কোটি মন্ত্র জপে অণিমাদি মহাসিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে, ইহাতে সংশয় নাই। ইহা দ্বারা খেচরত্ব (আকাশচারিত্ব) লাভ হয় এবং সর্বজ্ঞত্বও জন্মে। ৫৭

মন্ত্রকে ভূর্জপত্রাদিতে লিখিয়া যদি মস্তকে বা কণ্ঠে ধারণ করে, তবে

সৌভাগ্যং সর্বরক্ষা চ ভবেৎ তত্র সুনিশ্চিতম্ ॥ ৫৮

ইত্যুচ্ছিষ্টগণেশ-প্রয়োগঃ ॥

অথ সূর্য্যঃ

ওঁ ঘৃণি সূর্য্য আদিত্য। অষ্টাক্ষরোঽয়ম্। যথা নিবন্ধে (১)—

তারো ঘৃণির্ভৃগুঃ পশ্চাদ্ বামকর্ণ-বিভূষিতঃ।

বহ্ন্যাসনো মরুচ্ছেষঃ সনেত্রোঽদ্রিস্ত্য-পশ্চিমঃ।

অষ্টাক্ষরো মনুঃ প্রোক্তো ভানোরভিমত-প্রদঃ ॥ ২

ঘৃণিরিতি নির্বিসর্গং স্বরূপম্। ভৃগুর্দন্ত্য-সকারঃ[১]। মরুৎ যকারঃ। শেষ আকারঃ। অদ্রির্দকারঃ[২]। ত্য-পশ্চিমঃ ত্য-স্বরূপঃ পশ্চিমস্থ ইত্যর্থঃ ॥ ৩

অস্য পূজা। প্রাতঃকৃত্যাদি-প্রাণায়ামান্তং বিধায় পীঠন্যাসং কুর্য্যাৎ। হৃদয়স্য পূর্বাদি-দিক্ষু মধ্যে চ প্রভূতং বিমলং সারং সমারাধ্যং পরমসুখং বিন্যস্য আধারশক্ত্যাদি অঁ সূর্য্যমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নম ইত্যন্তং ন্যসেৎ।

সৌভাগ্য লাভ হয় এবং সমস্ত বিপদ্ হইতে রক্ষাও হয়। সে বিষয়ে ইহা নিশ্চিত। ৫৮

উচ্ছিষ্ট গণেশের প্রয়োগ সমাপ্ত হইল।

অনন্তর সূর্য্যের মন্ত্রাদি নিরূপিত হইতেছে—ওঁ ঘৃণি সূর্য্য আদিত্য—এইটি সূর্য্যের অষ্টাক্ষর মন্ত্র। যেমন নিবন্ধে (শারদাতিলকে) বলিয়াছেন (১)—

তার, ঘৃণিপদ, পরে বামকর্ণ (ঊ) বিভূষিত ভৃগু (স), বহ্ন্যাসন (বহ্নির আসন) মরুৎ (য) তাহার পর শেষ (আ), তাহার পর সনেত্র (ই যুক্ত) অদ্রি (দ) ত্য পশ্চিম (ত্য অন্ত)। তাহাতে মন্ত্রটী হইল ওঁ ঘৃণি সূর্য্য আদিত্য। এই অষ্টাক্ষর মন্ত্র বেদাদিতে (নারায়ণীয় উপনিষৎ প্রভৃতিতে) অভিমত ফলপ্রদ উক্ত হইয়াছে। ২

ঘৃণি এইটি বিসর্গরহিত বর্ণদ্বয় স্বরূপ। ভৃগু—দন্ত্য সকার। মরুৎ—যকার। শেষ—আকার। অদ্রি—দকার (শারদামতে অত্রি। তাহার অর্থ—দ), ত্য পশ্চিম ত্য এই বর্ণস্বরূপটি পশ্চিমস্থ অর্থাৎ পরবর্তী এই অর্থ। ৩

বিবৃতি। এই মন্ত্রের দেবনাগ (তন্ত্রসার ও প্রপঞ্চসার মতে দেবভাগ) ঋষি, গায়ত্রী ছন্দঃ, দৃষ্ট ও অদৃষ্ট ফলের দাতা আদিত্য দেবতা, রং বীজ ও উং শক্তি। ৩

এই সূর্য্যের পূজা পদ্ধতি কথিত হইতেছে। প্রাতঃকৃত্য হইতে প্রাণায়াম পর্য্যন্ত কার্য্যসমূহ করিয়া পীঠন্যাস করিবেন। হৃদয়ের আগ্নেয়াদি চারি কোণে ও মধ্যে ওঁ প্রভূতায় নমঃ ইত্যাদি রূপে প্রভূত, বিমল, সার, সমারাধ্য ও পরমসুখকে ন্যাস করিয়া আধার শক্ত্যাদির ন্যাস হইতে অং সূর্য্যমণ্ডলায় দ্বাদশ-কলাত্মনে নমঃ এই পর্য্যন্ত

১। খ—ভৃগুঃ সকারঃ। ২। খ—অদ্রির্দকারঃ। অস্য পূজা।

ততঃ কেশরেষু মধ্যে চ রাং দীপ্তায়ৈ নমঃ। এবং রীং সূক্ষ্মায়ৈ, রূঁ জয়ায়ৈ, রেঁ ভদ্রায়ৈ, রৈঁ বিভূত্যৈ, রোঁ বিমলায়ৈ, রৌঁ অমোঘায়ৈ, রঁ বিদ্যুতায়ৈ[১], রঃ সর্বতোমুখ্যৈ ইতি পীঠশক্তীর্ন্যস্য তদুপরি ওঁ ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাত্মকায় সৌরায়-যোগপীঠায় নমঃ ইতি পীঠমন্থং ন্যসেৎ। ৪

ততঃ ঋষ্যাদিন্যাসঃ। দেবভাগ ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ আদিত্যো দেবতা। ততঃ করাঙ্গন্যাসৌ। সত্যায় তেজোজ্বালামণে হুঁ ফট্ স্বাহা অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ব্রহ্মণে তেজোজ্বালামণে হুঁ ফট্ স্বাহা তর্জনীভ্যাং স্বাহা। বিষ্ণবে মধ্যমাভ্যাং বষট্। রুদ্রায় অনাকিমাভ্যাং হুঁ। অগ্নয়ে কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। সর্বায় করতল-পৃষ্ঠাভ্যাং ফট্। এবং হৃদয়াদিষু। ৫

ন্যাস করিবেন। পরে সং সত্ত্বায় নমঃ ইত্যাদি সত্ত্বাদি হইতে জ্ঞানাত্মা পর্য্যন্ত ন্যাস করিবেন। তাহার পর কেশর সমূহে ও মধ্যে রাং দীপ্তায়ৈ নমঃ, এইরূপ রীং সূক্ষ্মায়ৈ নমঃ ইত্যাদি প্রকারে মূলোক্ত নবপীঠ শক্তির ন্যাস করিয়া তাহার উপরি ভাগে ওঁ ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাত্মকায় সৌরায় যোগপীঠায় নমঃ এই মন্ত্রে পীঠমন্ত্রের ন্যাস করিবেন। ৪

তাহার পর অস্য শ্রীসূর্য্যমন্ত্রস্য দেবনাগ ঋষির্গায়ত্রী ছন্দঃ আদিত্যো দেবতা রং বীজং উং শক্তিঃ মমাভীষ্ট-সিদ্ধ্যর্থং সূর্য্যপূজনে বিনিয়োগঃ। মস্তকে—ওঁ দেবনাগায় ঋষয়ে নমঃ। মুখে—ওঁ গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ। হৃদি—ওঁ আদিত্যায় দেবতায়ৈ নমঃ। গুহ্যে—ওঁ রং বীজায় নমঃ। পাদদ্বয়ে—ওঁ উং শক্তয়ে নমঃ।

তাহার পর করাঙ্গন্যাস করিবেন। ওঁ সত্যায় তেজোজ্বালামণে হুং ফট্ স্বাহা অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ওঁ ব্রহ্মণে তেজোজ্বালামণে হুং ফট্ স্বাহা তর্জনীভ্যাং স্বাহা। ওঁ বিষ্ণবে তেজোজ্বালামণে হুং ফট্ স্বাহা মধ্যমাভ্যাং বষট্। ওঁ রুদ্রায় তেজোজ্বালামণে হুং ফট্ স্বাহা অনামিকাভ্যাং হুং। ওঁ অগ্নয়ে তেজোজ্বালামণে হুং ফট্ স্বাহা কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। ওঁ সর্বায় তেজোজ্বালামণে হুং ফট্ স্বাহা করতল-করপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্। এই রূপে করন্যাস করিয়া হৃদয় প্রভৃতিতে এইরূপে অঙ্গন্যাস করিবেন। ৫

বিবৃতি। এই অঙ্গন্যাসের পর অষ্টাঙ্গন্যাসও কর্ত্তব্য, ইহা শারদাতিলকের টীকায় রাঘব ভট্ট বলিয়াছেন। অষ্টাঙ্গন্যাস যথা হৃদয়ে—ওঁ ওঁ নমঃ। মস্তকে—ওঁ ঘৃ নমঃ। শিখায়—ওঁ ণি নমঃ। বাহুদ্বয়ে—ওঁ সূ নমঃ। নেত্রত্রয়ে—ওঁ র্য্য নমঃ। করতলদ্বয়ে—ওঁ আ নমঃ। উদরে—ওঁ দি নমঃ। পৃষ্ঠে—ওঁ ত্য নমঃ। ৫

১। খ—রং বিদ্যুতায়ৈ।

ততো মূর্ত্তিন্যাসঃ। শিরসি—ওঁ আদিত্যায় নমঃ। মুখে—ওঁ রবয়ে। হৃদি—ওঁ ভানবে। গুহ্যে—ইঁ ভাস্করায়। চরণয়োঃ—অঁ সূর্য্যায়।

ততো মন্ত্রন্যাসঃ। শিরসি—ওঁ নমঃ। মুখে—ঘৃ নমঃ। কণ্ঠে—ণি নমঃ। হৃদি—সূ নমঃ। কুক্ষৌ—র্য্য নমঃ। নাভৌ—আ নমঃ। লিঙ্গে—দি নমঃ। পাদয়োঃ—ত্য নমঃ। ততো ধ্যানং (৬)—

রক্তাব্জ-যুগ্মাভয়-দান-হস্তং কেয়ূর-হারাঙ্গদ-কুণ্ডলাঢ্যম্।

মাণিক্য-মৌলিং দিননাথমীড়ে বন্ধূক-কান্তিং বিলসৎ-ত্রিনেত্রম্॥ ৭

এবং ধ্যাত্বা মানসৈরভ্যর্চ্যার্ঘ্যং সংস্থাপ্য গুরুপংক্তিং সংপূজ্য পীঠপূজাং কুর্য্যাৎ। ততঃ ওঁ খঁ খখোল্কায়[১] নমঃ ইতি মন্ত্রেণ মূর্ত্তিং কল্পয়েৎ। যথা—

তারাদি খঁ খখোল্কায়[২] মনুনা মূর্ত্তিকল্পনা।

ততঃ পুনর্ধ্যাত্বা আবাহনাদি-পঞ্চ-পুষ্পাঞ্জলি-দান-পর্য্যন্তং বিধায়াবরণান্ত-

---

তাহার পর মূর্ত্তি ন্যাস করিবেন। মস্তকে—ওঁ ওঁ আদিত্যায় নমঃ। মুখে—ওঁ এং রবয়ে নমঃ। হৃদয়ে—ওঁ উং ভানবে নমঃ। গুহ্যে—ওঁ ইং ভাস্করায় নমঃ। পাদদ্বয়ে—ওঁ অং সূর্য্যায় নমঃ। তাহার পর মন্ত্রবর্ণের ন্যাস করিবেন। যেমন মস্তকে—ওঁ ওঁ নমঃ। মুখে—ওঁ ঘৃ নমঃ। কণ্ঠে—ওঁ ণি নমঃ। হৃদয়ে—ওঁ সূ নমঃ। কুক্ষিতে—ওঁ র্য্য নমঃ। নাভিতে—ওঁ আ নমঃ। লিঙ্গে—ওঁ দি নমঃ। পাদদ্বয়ে—ওঁ ত্য নমঃ। তাহার পর ধ্যান করিবেন (৬)—

সেই ধ্যানের অর্থ—রক্ত পদ্মদ্বয়-হস্ত (বাম ও দক্ষিণের উর্ধ্বহস্তে রক্তপদ্ম) অভয় ও দান (বর) হস্ত (বামের অধোহস্তে অভয়, দক্ষিণের অধোহস্তে বরমুদ্রা-ধারী) কেয়ূর, হার, অঙ্গদ ও কুণ্ডলে ভূষিত, মাণিক্য-মৌলি (মাণিক্যমণ্ডিত কিরীটধারী) বন্ধুক পুষ্পের ন্যায় কান্তি বিশিষ্ট উজ্জ্বল ত্রিনেত্র বিশিষ্ট দীননাথকে আমি স্তুতি করি। ৭

এই রূপ ধ্যান করিয়া অব্জ ও বিল্বমুদ্রা দেখাইয়া, মানস উপচারে পূজা করিয়া শঙ্খ ভিন্ন তাম্রাদি পাত্রে বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করিয়া, গুরুপঙ্‌ক্তিগণের পূজা করিয়া পীঠন্যাসের ন্যায় পীঠপূজা করিবেন। তাহার পর ওঁ খং খখোল্কায় নমঃ এই মন্ত্রের দ্বারা মূর্ত্তি কল্পনা করিবেন। যেমন শারদাতিলকে বলিয়াছেন—"তারাদি খং-খকোল্কায় মন্ত্রের দ্বারা মূর্ত্তি কল্পনা হইবে"। তাহার পর পুনরায় ধ্যান করিয়া আবাহন হইতে পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি দান পর্য্যন্ত কার্য্য সমূহ যথাক্রমে করিয়া, কর্ণিকায়

১। ক+খ—খসোল্কায়। ২। ক+খ—খসোল্কায়।

চয়েৎ। কেশরেষু অগ্ন্যাদিকোণেষু মধ্যে দিক্ষু চ অঙ্গন্যাস-মন্ত্রৈরভ্যর্চ্চ্য দিক্‌-পত্রেষু পূর্ব্বাদিতঃ ওঁ আদিত্যায় নমঃ এবং এঁ রবয়ে নমঃ, উঁ ভানবে, ইঁ ভাস্করায়। বিদিক্-পত্রেষু উঁ উষায়ৈ, পঁ প্রজ্ঞায়ৈ, পঁ প্রভায়ৈ, সঁ সন্ধ্যায়ৈ। পত্রাগ্রেষু ব্রাহ্ম্যাদ্যাঃ সংপূজ্য পুরতো অরুণং সংপূজ্য তদ্বাহ্যে পূর্ব্বাদিতঃ চন্দ্রায়, মঙ্গলায়, বুধায়-বৃহস্পতয়ে, শুক্রায় শনৈশ্চরায় রাহবে কেতবে। ততঃ ইন্দ্রাদীন্ বজ্রাদীংশ্চ সংপূজ্য ধূপাদি-বিসর্জ্জনান্তং কর্ম সমাপয়েৎ। ৮

অস্য পুরশ্চরণমষ্টলক্ষজপঃ। ক্ষীরাক্তাভিঃ ক্ষীরবৃক্ষ-সমিদ্ভিরষ্ট-সহস্র-হোমো বাচনিকঃ। ৯

আবরণগণের পূজা করিবেন। কেশর সমূহে অর্থাৎ কর্ণিকার অগ্ন্যাদি কোণ, মধ্যে ও দিক্ সমূহে অর্থাৎ সম্মুখে অঙ্গন্যাস মন্ত্র সমূহের দ্বারা অঙ্গদেবতার অর্চনা করিয়া, দিক্ পত্র সমূহে পূর্ব্বাদি ক্রমে মূলোক্ত ওঁ আদিত্যায় নমঃ, এং রবয়ে নমঃ, উং ভানবে নমঃ, ইং ভাস্করায় নমঃ, অং সূর্য্যায় নমঃ মন্ত্রে পঞ্চ সূর্য্যমূর্ত্তির পূজা করিয়া, বিদিক্ (কোণ) পত্র সমূহে ওঁ উং উষায়ৈ নমঃ, এইরূপ পং প্রজ্ঞায়ৈ, পং প্রভায়ৈ, সং সন্ধ্যায়ৈ নমঃ মন্ত্রে উষাদি সূর্য্যশক্তির পূজা করিয়া, পত্রের অগ্রসমূহে ব্রাহ্মী প্রভৃতি মাতৃগণের পূজা করিয়া, সম্মুখে অরুণের পূজা করিয়া পত্রের বাহিরে পূর্ব্বাদি দিক্ ক্রমে ওঁ চন্দ্রায় নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে চন্দ্র, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, আগ্নেয়াদি কোণে মঙ্গল, শনৈশ্চর, রাহু ও কেতুর পূজা করিবেন। তাহার পর দলের বহির্ভাগে ইন্দ্রাদি লোকপাল ও তাহার বহির্ভাগে বজ্রাদি অস্ত্র সমূহের পূজা করিয়া ধূপদান হইতে বিসর্জন পর্য্যন্ত কর্মগুলি শেষ করিবেন। ৮

বিবৃতি। ষড়ঙ্গ দেবতার পূজার পরে কেশর সমূহে পূর্ব্বোক্ত অষ্টাঙ্গের পূজা ও দলের বহির্ভাগে স্বস্ববীজ পূর্বক চন্দ্রাদি গ্রহের পূজা কর্ত্তব্য। তন্মধ্যে পূর্ব্বদিকে চন্দ্র, বুধ, গুরু ও শুক্র এবং আগ্নেয়াদি কোণে মঙ্গল, শনি, রাহু ও কেতুর পূজা হইবে। দলের বহির্ভাগে ওঁ সূর্য্য-পারিষদ্ভ্যো নমঃ এই মন্ত্রে সূর্য্যপরিষদ্‌গণেরও পূজা কর্ত্তব্য। ৮

এই মন্ত্রের পুরশ্চরণ আট লক্ষ মন্ত্রজপ। ক্ষীরাক্ত ক্ষীরবৃক্ষের সমিধ্ সমূহের দ্বারা আট হাজার হোম হইবে। যদিও জপের দশাংশ হোম হইয়া থাকে, তথাপি বসুলক্ষং জপেন্ মন্ত্রং সমিদ্ভিঃ ক্ষীরশাখিনাম্। তৎসহস্রং প্রজুহুয়াৎ ক্ষীরাক্তাভি-র্জিতেন্দ্রিয়ঃ॥ এই বচন বলে ৮০০০০ আশি হাজার হোম না হইয়া আট হাজার হোম হইবে। ৯

হ্রাং হ্রীং সঃ। অয়ং ত্র্যক্ষরঃ। অস্য প্রথমবীজং দ্বিতীয়-স্বরান্তম্। দ্বিতীয়ং চতুর্থ-স্বরান্তম্। সর্বং পূর্ববৎ। মন্ত্রন্যাসস্তু আধারাদি-পাদপর্য্যন্তং হ্রাং নমঃ। কণ্ঠাদাধার-পর্য্যন্তং হ্রীঁ নমঃ। মূর্দ্ধাদিকণ্ঠ-পর্য্যন্তং—সঃ নমঃ। করাঙ্গন্যাসৌ ষড়্‌দীর্ঘভাজা মায়াবীজেন। ততো[1] ধ্যানম্ (১০)—

রক্তাম্বুজাসনমশেষ-গুণৈক-সিন্ধুং ভানু-সমস্ত-জগতামধিপং ভজামি।
পদ্মদ্বয়াভয়-বরান্ দধতং করাব্জৈর্মাণিক্য-মৌলিমরুণাঙ্গরুচিং ত্রিনেত্রম্॥ ১১

সর্বমন্যৎ পূর্ববৎ। অঙ্গপূজা তু অঙ্গন্যাসবৎ। অস্য[2] পুরশ্চরণং দ্বাদশলক্ষ-জপঃ[3]। আজ্যেন মধুরাসিক্ত-তিলৈর্বা দশাংশ-হোম। ১২

সূর্য্যের মন্ত্রান্তর কথিত হইতেছে। হ্রাং হ্রীং সঃ এইটি সূর্য্যের ত্র্যক্ষর মন্ত্র। ইহার প্রথম বীজ দ্বিতীয় স্বরান্ত, দ্বিতীয় বীজ চতুর্থ স্বরান্ত হইবে। অন্যান্য সমস্ত পূর্ববৎ। মন্ত্রন্যাস কিন্তু মূলাধার হইতে পাদের অগ্র পর্য্যন্ত স্থানে হ্রাং নমঃ। কণ্ঠ হইতে মূলাধার পর্য্যন্ত স্থানে হ্রীং নমঃ। মস্তক হইতে কণ্ঠ পর্য্যন্ত স্থানে সঃ নমঃ। ষড়্‌দীর্ঘযুক্ত মায়াবীজের (হ্রীং) দ্বারা করাঙ্গন্যাস হইবে। ১০

বিবৃতি। এই মন্ত্রের ব্রহ্মা অথবা ভৃগুঋষি, গায়ত্রী ছন্দঃ, তীক্ষ্ণদীধিতি সূর্য্য দেবতা, আদ্য হ্রাং বীজটি বীজ, দ্বিতীয় হ্রীং বীজটি শক্তি। তন্ত্রসারেও এখানে সাধারণ-ভাবে করাঙ্গন্যাস উক্ত হইয়াছে। কিন্তু এখানে করাঙ্গ ন্যাসে যে বিশেষ আছে। তাহা কেহ বলেন নাই। রাঘব ভট্ট শারদাতিলকে বলিয়াছেন—দীর্ঘযুক্তেন বীজেন নেত্রান্তাঙ্গানি বিন্যসেৎ। প্রয়োগসারে উক্ত হইয়াছে—অঙ্গুষ্ঠাদি-কনিষ্ঠান্তমঙ্গুলিষু যথাক্রমাৎ। ন্যস্বা বিনেত্রমঙ্গানি নেত্রং হস্ততলে ন্যসেৎ। নারায়ণীয় তন্ত্রেও উক্ত হইয়াছে—ন্যস্যাঙ্গুলিষু পঞ্চাঙ্গং লোচনং তলয়োর্ন্যসেৎ। ১০

তাহার পর ধ্যান করিবে। ধ্যানের অর্থ—রক্ত পদ্মাসন (রক্ত পদ্মে উপবিষ্ট) অশেষ গুণের একমাত্র সাগর (অশেষগুণের একমাত্র আধার) সমস্ত জগতের অধিপতি করপদ্ম সমূহের দ্বারা পূর্ববৎ দুইটি পদ্ম, বর ও অভয়মুদ্রা ধারণকারী মাণিক্যমৌলি (মাণিক্য মণ্ডিত কিরীটধারী) অরুণাঙ্গরুচি (যাঁহার অঙ্গ রক্তবর্ণ) ত্রিনেত্র ভানুকে ভজনা করি। ১১

ধ্যানের পর অন্য সমস্তই পূর্ববৎ। অঙ্গপূজাও অঙ্গন্যাসের ন্যায় হইবে। এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে এই মন্ত্রের দ্বাদশ লক্ষ জপ। আজ্যের দ্বারা অথবা মধুরাপ্লুত তিলের দ্বারা দশাংশ হোম করিতে হইবে। ১২

১। খ—ততো নাস্তি। ২। খ—অস্যেতি নাস্তি। ৩। খ—দ্বাদশ লক্ষম্।

অথ মার্ত্তণ্ডভৈরবঃ। হকার-রেফ-যকার-চতুর্দ্দশ-স্বর-বামকর্ণ-বিন্দুভিরেকাক্ষরঃ। যথা—আকাশমগ্নি-পবন-সত্যান্তার্ঘীশ-বিন্দুমদিতি। সত্যান্ত ঔকারঃ, অর্ঘীশঃ দীর্ঘোকারঃ[১] ইত্যেকাক্ষরঃ। স চ বিম্ববীজেন পুটিতং কৃত্বা জাপ্যঃ। বিম্ববীজন্ত—টান্তং দহন-নেত্রেন্দু-সহিতং তদুদীরিতম্[২]। নেত্রস্যা-বিশেষাদত্র দক্ষিণম্। তেন ঠ্রিং। তথা চ ঠ্রিং হ্ র্ য্ ঔ ঊ (হ্র্যৌং) ঠ্রিং[৩] ইতি ত্র্যক্ষরঃ। ১৩

অনন্তর মার্ত্তণ্ড ভৈরবের মন্ত্র কথিত হইতেছে। হকার, রেফ, যকার, চতুর্দশস্বর (ঔ), বামকর্ণ (ঊ) ও বিন্দু দ্বারা মার্ত্তণ্ড ভৈরবের একাক্ষর বীজ হয়। যেমন শারদাতিলকে বলিয়াছেন—আকাশ (হ), অগ্নি (র) পবন (য) সত্যান্ত (ঔ), অর্ঘীশ (ঊ) ও বিন্দুযুক্ত হইলে হ্র্যৌং হয়।

সত্যান্ত—ঔকার। অর্ঘীশ—দীর্ঘ উকার। ইহাতে একাক্ষর বীজ হয়। সেই একাক্ষর বীজকে বিম্ববীজের দ্বারা পুটিত করিয়া জপ করিতে হয়। বিম্ববীজ হইতেছে টান্ত (ঠ) দহন (র) নেত্র (ই) ও ইন্দু (ং) যুক্ত হইলে সেই বিম্ববীজ হয়। এস্থলে কোন বিশেষ না থাকায় নেত্র শব্দে দক্ষিণনেত্র বুঝিবেন। তাহাতে ঠ্রিং হয়। তাহা হইলে ঠ্রিং হ্র্যৌং ঠ্রিং এই ত্র্যক্ষর মন্ত্র হয়। ১৩

বিবৃতি। স্বরদ্বয় যুক্ত মন্ত্রের উচ্চারণ বিজ্ঞ সদ্‌গুরুর উপদেশ অনুসারে কর্ত্তব্য। এই মন্ত্রের ব্রহ্মা ঋষি, নিবৃৎছন্দঃ, মার্ত্তণ্ডভৈরব দেবতা, হং বীজ ও বিন্দু শক্তি। ইহা রাঘবভট্ট বলিয়াছেন। তন্ত্রসারকার পূর্ব্ববৎ ঋষ্যাদিন্যাস বলিয়াছেন। পূর্ব্ববৎ প্রাতঃকৃত্য হইতে পীঠন্যাস ও ঋষ্যাদিন্যাস করিয়া মূর্ত্তিন্যাস করিবেন। যেমন মধ্যমাদ্বয়ে ওঁ ঠ্রং সূর্য্যায় নমঃ। তর্জনীদ্বয়ে—ঠ্রিং-ভাস্করায় নমঃ। অঙ্গুষ্ঠদ্বয়ে—ঠ্রুং ভানবে নমঃ। অনামিকাদ্বয়ে—ওঁ ঠ্রেং রবয়ে নমঃ। কনিষ্ঠাদ্বয়ে—ওঁ ঠ্রোং দিবাকরায় নমঃ। এইরূপ মস্তকে—ওঁ ঠ্রং সূর্য্যায় নমঃ। মুখে—ওঁ ঠ্রিং ভাস্করায় নমঃ। হৃদয়ে—ঠ্রুং ভানবে নমঃ। গুহ্যে—ওঁ ঠ্রেং রবয়ে নমঃ। পাদদেশে—ওঁ ঠ্রোং দিবাকরায় নমঃ। তাহারপর করাঙ্গ ন্যাস করিবেন। যেমন—ওঁ ঠ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ওঁ ঠ্রীং তর্জনীভ্যাং স্বাহা। ওঁ ঠ্রূং মধ্যমাভ্যাং বষট্। ওঁ ঠ্রৈং অনামিকাভ্যাং হুং। ওঁ ঠ্রৌং কনিষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্। করতলে—ওঁ ঠ্রঃ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। এইরূপ ওঁ ঠ্রাং হৃদয়ায়। ওঁ ঠ্রীং শিরসে স্বাহা। ওঁ ঠ্রূং শিখায়ৈ বষট্। ওঁ ঠ্রৈং কবচায় হুং। ওঁ ঠ্রৌং অস্ত্রায় ফট্। ওঁ ঠ্রঃ নেত্রত্রায় বৌষট্। তাহার পর মূলবীজের দ্বারা ব্যাপক ন্যাস করিয়া ধ্যান করিবেন। ১৩

১। খ—অর্ঘীশ উকারস্তথাচ হ্র্য উ ঊ ইত্যেকাক্ষরঃ। ২। খ—পরিকীর্ত্তিতম্। ৩। খ—তথাচ ঠ্রিং হ্র্যৌং ঠ্রিং ইতি ত্র্যক্ষরঃ।

অস্য ধ্যানম্—হেমাম্ভোজ-প্রবাল-প্রতিম-নিজরুচিং চারু-খট্টাঙ্গ-পদ্মৌ
চক্রং শক্তিং সপাশং শৃণিমতিরুচিরামক্ষমালাং কপালম্।
হস্তাম্ভোজৈর্দধানং ত্রিনয়ন-বিলসদ্-বেদবক্ত্রাভিরামং
মার্ত্তণ্ডং বল্লভার্দ্ধং মণিময়-মুকুটং হার-দীপ্তং ভজামঃ ॥ ১৪

অস্য পুরশ্চরণং লক্ষত্রয়-জপঃ[১]। ত্রিমধুরাক্ত-কমলৈর্দশাংশ-হোমঃ। ১৫

টিপ্পনী। তন্ত্রসারকার করাঙ্গন্যাস বিষয়ক শারদাতিলকের বচন তুলিয়াও পাঁচটি ন্যাস কেন দেখাইয়াছেন, তাহার কোন যুক্তি বা প্রমাণ দেখান নাই। রাঘব ভট্ট উক্ত শারদাতিলক বচনের ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন—হৃদয়-শিরঃ-শিখা-কবচানি বিনস্যাস্ত্রমপি বিন্যস্য পশ্চান্নেত্রং বিন্যসনীয়ম্। ১৩

ধ্যানের অর্থ—হেম, পদ্ম ও প্রবালের প্রতিম নিজ দেহবর্ণ (রক্তবর্ণ) আটটি হস্ত-পদ্মের দক্ষিণ ও বামের উর্দ্ধ হস্তদ্বয়ে সুন্দর খট্টাঙ্গ (টাঙ্গী) ও পদ্ম, দক্ষিণ ও বামের অধো অধোভাগে দুই দুই হস্তে চক্র ও শক্তি, পাশের সহিত সৃণি অর্থাৎ পাশ ও অঙ্কুশ, অতিমনোহর অক্ষমালা ও কপালধারী, বেদবক্ত্র (চতুরানন) প্রতিমুখে ত্রিনয়ন দয়িতার্দ্ধ (জায়ার্দ্ধ যাঁহার দেহের বামার্দ্ধ নিজ জায়া স্বরূপ), মণিময় মুকুটধারী, হারে দীপ্ত মনোহর মার্ত্তণ্ডকে ভজনা করি। ১৪

বিবৃতি। এইরূপ ধ্যান করিয়া মানস উপচারে পূজা করিয়া বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করিবেন। তারার পর পূর্বোক্ত ক্রমে পীঠমন্ত্র পর্য্যন্ত পূজা করিয়া দীপ্তাদি সংযুক্ত সৌর পীঠে পূর্বাদি দিগ্‌গত কর্ণিকায়—ওঁ উং উষায়ৈ নমঃ, ওঁ প্রং প্রজ্ঞায়ৈ নমঃ, ওঁ প্রং প্রভায়ৈ নমঃ, ওঁ সং সন্ধ্যায়ৈ নমঃ মন্ত্রে উষাদির পূজা করিয়া, বিম্ববীজ পুটিত নমোঽন্ত মূলমন্ত্রের দ্বারা মূর্ত্তি কল্পনা করিবেন। পুনরায় ধ্যান করিয়া সেই মূর্ত্তিতে দেবতার আবাহন হইতে পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলি দান পর্য্যন্ত সমস্ত করিয়া আবরণ দেবতার পূজা করিবেন। প্রথমে পূর্বাদি চারিদিকে সূর্য্য, ভাস্কর, ভানু ও রবিকে ও কোণ-সমূহে দিবাকরকে পূজা করিয়া, পূর্বাদি-দিক্‌গত কেশরে, অগ্নি, নৈঋ‌র্ত, বায়ু ও ঈশানে ওঁ ঠ্রাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদিমন্ত্রে পাঁচটি অঙ্গদেবতার পূজা শেষে ঈশানে ওঁ ঠ্রৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ মন্ত্রে নেত্রের পূজা করিবেন। তাহার পর বাহ্যে পূর্বের ন্যায় চন্দ্রাদি আটটি গ্রহের পূজা করিয়া দলের বহির্ভাগে বজ্রাদি অস্ত্রের সহিত লোকপাল-গণের পূজা করিয়া অর্ঘ্য দিবেন। তাহার পর ধূপদান হইতে বিসর্জন পর্য্যন্ত যাবতীয় কর্মগুলি শেষ করিবেন। ১৪

ইহার পুরশ্চরণ তিন লক্ষ বিম্ববীজ পুটিত মন্ত্র জপ। তাহার পর বিকশিত ত্রিমধুরাপ্লুত পদ্মের দ্বারা দশাংশ হোম হইবে। ১৫

১। খ—লক্ষত্রয়ম্।

অথ অজপামন্ত্রঃ। স চ হংস ইতি দ্ব্যক্ষরঃ। যথা নিবন্ধে[১] (১৬)—

বিয়দর্দ্ধেন্দু-ললিতং[২] তদাদিঃ সর্গ-সংযুতঃ।
অজপাখ্যো মন্ত্রঃ প্রোক্তো দ্ব্যক্ষরঃ সুরপাদপঃ। ১৭

ইতি। অজপা ইতি রূঢ়-সংজ্ঞা, ন তু তস্য জপাভাবঃ। ভানু-লক্ষং জপেন্ মন্ত্রমিত্যস্য পুরশ্চরণ-নিয়মাৎ। অস্য ধ্যানম্ (১৮)—

উদ্যদ্ভানু-স্ফুরিত-তড়িদাকারমর্দ্ধাম্বিকেশং
পাশাভীতী বরদ-পরশুং সন্দধানং করাব্জৈঃ।
দিব্যাকল্পৈর্নব-মণিময়ৈঃ শোভিতং বিশ্বমূলং
সৌম্যাগ্নেয়ং বপুরবতু নশ্চন্দ্রচূড়ং ত্রিনেত্রম্॥ ১৯

অনন্তর অজপামন্ত্র কথিত হইতেছে। সেই অজপা মন্ত্রটি হংসঃ এইরূপ দ্ব্যক্ষর স্বরূপ। যেমন নিবন্ধে (শারদাতিলকে) বলিয়াছেন (১৬)—

বিয়ৎ (হ) অর্দ্ধেন্দু দ্বারা ললিত (যুক্ত) হইবে। তদাদি অর্থাৎ হকারাদি (সকারটি) সর্গ (বিসর্গ) দ্বারা যুক্ত হইবে। তাহা হইলে হয় হংসঃ। এই অজপানামক দ্ব্যক্ষর মন্ত্র সুরপাদপ বলিয়া কথিত হইয়াছে। ১৭

অজপা এইটি রূঢ়সংজ্ঞা। তাহার যে জপ নাই, তাহা নহে। যেহেতু "ভানুলক্ষং জপেন্ মন্ত্রং" অর্থাৎ দ্বাদশ লক্ষ এই মন্ত্র জপ করিবে—এই বচন দ্বারা এই মন্ত্রের পুরশ্চরণের নিয়ম হইয়াছে (১৮)—

বিবৃতি। এই মন্ত্রের ব্রহ্মা ঋষি, দেবী গায়ত্রী ছন্দঃ, গিরিজাপতি দেবতা, হং বীজ ও সঃ শক্তি। বিন্দু ও ছয়টি দীর্ঘস্বর যুক্ত হস বর্ণের দ্বারা করাঙ্গন্যাস হইবে।

এই মন্ত্রের পূজা প্রয়োগ এইরূপ—প্রাতঃকৃত্য হইতে পূর্বোক্ত পীঠমন্ত্রের ন্যাস পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্য করিয়া ঋষ্যাদি ন্যাস করিবেন। যথা—অস্য অজপামন্ত্রস্য ব্রহ্মাঋষির্গায়ত্রী ছন্দো গিরিজাপতির্দেবতা হং বীজং সঃ শক্তির্মমাভীষ্ট-সিদ্ধ্যর্থে বিনিয়োগঃ। মস্তকে—ওঁ ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ। মুখে—গায়ত্রী ছন্দসে নমঃ। হৃদয়ে—ওঁ গিরিজাপতয়ে দেবতায়ৈ নমঃ। গুহ্যে—ওঁ হং বীজায় নমঃ। পাদদ্বয়ে—ওঁ সঃ শক্তয়ে নমঃ। তাহার পর ষড়্দীর্ঘযুক্ত হস বর্ণের দ্বারা ওঁ হসাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ওঁ হসাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে করাঙ্গন্যাস করিয়া মূলমন্ত্রে ব্যাপক ন্যাস করিয়া ধ্যান করিবেন।১৮

সেই ধ্যানের অর্থ—উদীয়মান সূর্য্য ও স্ফুরিত তড়িতের ন্যায় উজ্জ্বল রক্ত বর্ণ দেহধারী অর্দ্ধাম্বিকেশ (যাঁহার অর্দ্ধেক অম্বিকা ও অর্দ্ধেক ঈশ—শিব) করপদ্ম সমূহের বামের উর্দ্ধ্ব হস্তে পাশ, অধোহস্তে অভয়, দক্ষিণের অধোহস্তে বর ও উর্দ্ধ্ব হস্তে

৮। খ—নিবন্ধে ইতি নাস্তি। ৯। খ—বিয়দর্দ্ধেন্দু বালজং।

অস্য পুরশ্চরণং দ্বাদশলক্ষজপঃ। ঘৃতযুক্ত-পায়সেন দশাংশ-হোমঃ ॥ ২০

অথ চন্দ্রমন্ত্রঃ। আঁ সোমায় নমঃ, ইঁ সোমায় নমঃ ষড়ক্ষরঃ। অথ ইন্দ্রঃ। ইঁ ইন্দ্রায় নমঃ। অস্য ব্রহ্মা ঋষিঃ[১] পংক্তিশ্ছন্দঃ, ইন্দ্রো দেবতা, ইঁ বীজং আয় শক্তিঃ। ততো বীজেন করাঙ্গন্যাসৌ। যথা—ইঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ইঁ তর্জনীভ্যাং স্বাহা ইত্যাদিনা। এবং হৃদয়াদিষু। ২১

পরশুধারী নূতন মণিময় দিব্যভূষণে ভূষিত বিশ্বের মূল চন্দ্রচূড় ত্রিনেত্র গিরিজাপতির সোমাগ্নিময় বপুঃ তোমাদিগকে রক্ষা করুন। ১৯

বিবৃতি। এইরূপ ধ্যান করিয়া মানস উপচারে পূজা করিয়া বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করিয়া পূর্বোক্ত দীপ্তাদি পূজিত পীঠে পূর্ববৎ পীঠপূজা করিয়া, পুনরায় ধ্যান করিয়া মূলমন্ত্রে কল্পিত মূর্ত্তিতে আবাহনাদি পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলি দান পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্য করিয়া আবরণ দেবতার পূজা করিবেন। যেমন অগ্নি, নৈঋর্ত, বায়ু ও ঈশান কোণে, মধ্যে ও দিক্ (সম্মুখ) দলে ওঁ হসাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে ষড়্‌অঙ্গদেবতায় পূজা করিয়া, পূর্বদিগ্‌দলে—ওঁ ঋতায় নমঃ। দক্ষিণ দলে—ওঁ বসবে নমঃ। পশ্চিমদলে—ওঁ নরায় নমঃ। উত্তর দলে—ওঁ বরায় নমঃ। আগ্নেয় দলে—ওঁ ঋতজায়ৈ নমঃ। নৈঋর্ত দলে—ওঁ গোজায়ৈ নমঃ। বায়ুদলে—ওঁ অজ্জায়ৈ নমঃ। ঈশান দলে—ওঁ অদ্রিজায়ৈ নমঃ মন্ত্রে পূজা করিয়া, দলের বাহিরে ইন্দ্রাদি লোকপাল ও বজ্রাদি অস্ত্রের পূজা করিয়া, পূর্বোক্ত প্রকারে অর্ঘ্যদান করিয়া ধূপদান হইতে বিসর্জন পর্য্যন্ত সমস্ত কর্ম সমাপ্ত করিবেন। ১৯

এই মন্ত্রের পুরশ্চরণ ১২ বার লক্ষ মন্ত্র জপ এবং ঘৃতযুক্ত পায়সের দ্বারা জপের দশাংশ হোম হইবে। ২০

অনন্তর চন্দ্রমন্ত্র কথিত হইতেছে। আং সোমায় নমঃ এইটি চন্দ্রের ষড়ক্ষর মন্ত্র। ইং সোমায় নমঃ এই রূপও ষড়ক্ষর মন্ত্র হয়। ২১

বিবৃতি। শারদাতিলক তন্ত্রের চতুর্দশ পটলের প্রথমে চন্দ্রের স্ত্রৌং সোমায় নমঃ এই মন্ত্র উদ্ধৃত হইয়াছে। এই মন্ত্রের ভৃগু ঋষি, পঙক্তি ছন্দঃ, সোম দেবতা, স্ত্রৌং বীজ, আয় শক্তি। ষট্ দীর্ঘস্বর যুক্ত স্ববীজের দ্বারা এই মন্ত্রের করাঙ্গন্যাস হইবে। পীঠন্যাসে সূর্য্যমণ্ডল ও অগ্নিমণ্ডলের পূজা করিয়া শেষে সোমমণ্ডলের পূজান্তে সত্ত্বাদির পূজা পূর্বক পূর্বাদিক্রমে অমৃতা, তারকা, জ্যোৎস্না, বিমলা, ব্যাপিনী, চিত্রা, কৃত্তিকা, কান্তি ও শ্রবণা এই নয় পীঠশক্তির ন্যাস করিয়া, ওঁ অমৃতকলাত্মনে সংবিৎপীঠায়াতে নমঃ মন্ত্রে পীঠ মন্ত্রের ন্যাস ও অন্যান্য ন্যাস করিয়া চন্দ্রের ধ্যান পূর্বক পূজা করিবে। চন্দ্রের ধ্যান—

১। খ—ব্রহ্মঋষঃ।

অস্য ধ্যানং— পীতবর্ণং সহস্রাক্ষং বজ্র-পদ্মকরং বিভুম্ ।
সর্বালঙ্কার-সংযুক্তং নৌমীন্দ্রং দিক্-পতীশ্বরম্ ॥ ২২

এবং ধ্যাত্বাবাহ্য সংপূজ্য ষড়ঙ্গৈরভ্যর্চ্চ্য পূর্বাদিপত্রেষু কং কার্ত্তিকেয়ায় নমঃ,

---

কর্পূরং স্ফটিকাবদাতমনিশং পূর্ণেন্দু-বিম্বাননং
মুক্তাদাম-বিভূষিতেন বপুষা নির্মূলয়ন্তং তমঃ ।
হস্তাভ্যাং কুমুদং বরঞ্চ দধতং নীলালকোদ্ভাসিতং
স্বস্যাঙ্কস্থ-মৃগাঙ্কোদিতাশ্রয়গুণং সোমং সুধাব্ধিং ভজে ॥

ইহার অর্থ—সর্বদা কর্পূর ও স্ফটিকের মত শুভ্র বর্ণ, পূর্ণচন্দ্রবিম্বের ন্যায় সুন্দর বদন, মুক্তামালায় বিভূষিত দেহের দ্বারা অন্ধকার নির্মূলকারী দক্ষিণ হস্তে কুমুদ ও বামহস্তে বরমুদ্রাধারী, নীল অলকের দ্বারা উদ্ভাসিত, নিজের অঙ্কস্থ মৃগচিহ্ন (কলঙ্ক) হইতে উৎপন্ন আশ্রয় (সেবনীয়) গুণ নীলিমা গুণবান্ অমৃতরূপ সুধাসাগর সোমকে আমি ভজনা করি ।

এইরূপ ধ্যানান্তে পূর্ববৎ সমস্ত—আবাহনাদি পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলি দান পর্যন্ত সমস্ত কার্য্য করিয়া কেশর সমূহে অঙ্গদেবতাগণের, পত্রমধ্যে রোহিণী, কৃত্তিকা, রেবতী, ভরণী, রাত্রি, আর্দ্রা, জ্যোতিঃ ও কলার পূজা করিয়া, দলের অগ্রভাগে পূর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তরে যথাক্রমে রবি, বুধ, গুরু ও শুক্রকে, আগ্নেয়াদি চারি কোণে মঙ্গল, শনি, রাহু ও কেতুকে পূজা করিয়া, দলের বাহিরে পূর্ববৎ বজ্রাদি অস্ত্রের সহিত লোকপাল-গণের পূজা করিয়া পূর্ববৎ বিসর্জন পর্য্যন্ত সমস্ত কর্ম শেষ করিবেন। এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে ছয় লক্ষ মন্ত্র জপ ও সঘৃত পায়সের দ্বারা ছয় হাজার হোম কর্ত্তব্য ।

গ্রন্থকার কেন চন্দ্রমন্ত্রের উদ্ধারে কোন প্রমাণ দেন নাই এবং পূজাপ্রয়োগের কোন বিবরণ দেন নাই, তাহা বুঝিতে পারি নাই। আমি শারদাতিলক হইতে চন্দ্রের সংক্ষেপ পূজা পদ্ধতি সঙ্কলন করিয়া দিলাম । ২১

অনন্তর ইন্দ্রমন্ত্র কথিত হইতেছে। মন্ত্রদেব প্রকাশিকা ইন্দ্রমন্ত্র বলিয়াছেন—ইং ইন্দ্রায় হৃৎ অর্থাৎ নমঃ। এই মন্ত্রের ব্রহ্মা ঋষি পঙ্‌ক্তি ছন্দঃ, ইন্দ্র দেবতা, ইং বীজ ও আয় শক্তি। ঋষ্যাদিন্যাসের পর বীজের দ্বারা করাঙ্গন্যাস হইবে। যথা—ইং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ইং তর্জনীভ্যাং স্বাহা ইত্যাদি প্রকারে করন্যাস এবং এই প্রকার মন্ত্রে হৃদয়াদি অঙ্গন্যাস করিবেন । ২২

ইঁহার ধ্যানের অর্থ—পীতবর্ণ, সহস্রলোচন, বজ্র ও পদ্ম হস্ত সর্বালঙ্কারে ভূষিত দিক্‌পতি-পতি বিভু ইন্দ্রকে প্রণাম করি । ২২

এইরূপ ধ্যান করিয়া আবাহন করিয়া সম্যক্‌রূপে পূজা করিয়া ইং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে ষড়ঙ্গের অর্চনা করিয়া পূর্বাদিপত্র সমূহে ওঁ কং কার্ত্তিকেয়ায় নমঃ,

এবং রঁ অগ্নয়ে, যঁ যমায়, ক্ষঁ নৈঋর্তয়ে, বঁ বরুণায়, যঁ বায়বে, সঁ সোমায়, হঁ ঈশানায়। ততো বজ্রাদীন্ পূজয়েৎ। অস্য পুরশ্চরণং লক্ষজপঃ। সাজ্য-তিলৈরযুত-হোমঃ। ২৩

অথাস্য প্রয়োগঃ। চতুষ্কোণ-মণ্ডস্থ-পদ্মে নববস্ত্র-বেষ্টিতং জলকুম্ভং স্থাপয়িত্বা গন্ধোদকেন সংপূর্য্য তত্র সপরিবারমিন্দ্রমারাধ্য সহস্রং জপ্ত্বা তজ্জলাভিষেকেণ ভ্রষ্ট-রাজ্যস্য রাজ্য-প্রাপ্তিরন্যেষাং পরমা শ্রীর্ভবতি॥ ইতি ইন্দ্রপ্রকরণম্[1] ॥ ২৪

অথ বিষ্ণু-প্রকরণম্

অথ বক্ষ্যে মহামন্ত্রান্ বিষ্ণোঃ সর্বার্থ-সাধকান্।
যস্য সংস্মরণাৎ সন্তো ভবাব্ধেঃ পারমাশ্রিতাঃ॥ ১

অথ বিষ্ণুঃ—তারং নমঃপদং ব্রূয়ান্ নরৌ দীর্ঘ-সমন্বিতৌ।
পাবনো ণায় মন্ত্রোঽয়ং প্রোক্তো বস্বক্ষরঃ পরঃ॥ ২

এইরূপ রং অগ্নয়ে, যং যমায়, ক্ষং নিঋর্তয়ে, বং বরুণায়, যং বায়বে, সং সোমায়, হং ঈশানায় নমঃ মন্ত্রে দিক্‌পতিগণের পূজা করিয়া, বজ্রাদি অস্ত্রসমূহের পূজা করিবেন। এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে লক্ষ মন্ত্র জপ। আজ্যাপ্লুত তিল সমূহের দ্বারা অযুত হোম হইবে। ২৩

অনন্তর এই মন্ত্রের প্রয়োগ কথিত হইতেছে। চতুষ্কোণ মণ্ডলস্থ পদ্মে নববস্ত্র বেষ্টিত জল কুম্ভ স্থাপন করিয়া গন্ধোদকের দ্বারা তাহা পূরণ করিয়া সেই কুম্ভে সপরিবার ইন্দ্রকে আরাধনা করিয়া সহস্র ইন্দ্র মন্ত্র জপ করিয়া সেই জলের অভিষেকের দ্বারা ভ্রষ্ট-রাজ্য রাজার রাজ্য প্রাপ্তি এবং অন্যান্য ব্যক্তিগণের পরমা প্রীতি হয়। ইন্দ্র প্রকরণ সমাপ্ত হইল। ২৪

অনন্তর বিষ্ণুর প্রকরণ আরব্ধ হইতেছে। শারদাতিলক তন্ত্রে বলিয়াছেন—

অনন্তর সমস্ত অর্থের (ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের) সাধক বিষ্ণুর মহামন্ত্র সমূহ বলিব। যাঁহার সম্যক্ স্মরণ হইতে সজ্জনগণ ভব-সমুদ্রের (সংসার সাগরের) পার আশ্রয় করিয়াছেন অর্থাৎ সংসার রূপ সাগর উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ১

অনন্তর বিষ্ণুমন্ত্র উদ্ধৃত হইতেছে। প্রথমে তার (ওঁ) পরে নমঃ পদ। তাহার পর দীর্ঘ আকার সমন্বিত ন ও র অর্থাৎ নারা। তাহার পর পবন (য়) ও ণায়। তাহাতে মন্ত্রটি হইল—ওঁ নমো নারায়ণায়। আট অক্ষর বিশিষ্ট বিষ্ণুর পবিত্রকর শ্রেষ্ঠ এই মন্ত্র কথিত হইয়াছে। ২

১। খ—ইতি ইন্দ্রপ্রকরণমিতি নাস্তি।

দীর্ঘোঽত্র আকারঃ। অস্য পূজাপ্রয়োগঃ—প্রাতঃকৃত্যাদি-স্নানান্তং বিধায় পূজাস্থানং প্রবিশ্য মন্ত্রাচমনং কুর্য্যাৎ। যথা গৌতমীয়ে (৩)—

কেশবাদ্যৈস্ত্রিভিঃ পীত্বা দ্বাভ্যাং প্রক্ষালয়েৎ করৌ।
দ্বাভ্যামোষ্ঠৌ চ সংমৃজ্য[১] দ্বাভ্যামৃজ্যান্ মুখং ততঃ॥ ৪
একেন হস্তং প্রক্ষাল্য পাদাবপি তথৈকতঃ।
সংপ্রোক্ষ্যৈকেন মূর্দ্ধানং ততঃ সঙ্কর্ষণাদিভিঃ॥ ৫
আস্য-নাসাক্ষি-কর্ণাংশ্চ নাভ্যুরস্কং তথা ভুজৌ।
স্পৃশেদেবং ভবেদাচমনঞ্চ বৈষ্ণবান্বয়ে।
এবমাচমনং কৃত্বা সাক্ষান্নারায়ণো ভবেৎ॥ ৬

কেশবাদয়স্তু কেশব-নারায়ণ-মাধব-গোবিন্দ-বিষ্ণু-মধুসূদন-ত্রিবিক্রম-বামন-শ্রীধর-হৃষীকেশ-পদ্মনাভ-দামোদর-সঙ্কর্ষণ-বাসুদেব-প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধ-পুরু-

---

এস্থলে দীর্ঘ হইতেছে আকার। এই মন্ত্রের পূজা প্রয়োগ হইতেছে—প্রাতঃকৃত্য হইতে স্নান পর্য্যন্ত সমাপ্ত করিয়া পূজা স্থানে প্রবেশ করিয়া বৈষ্ণব মন্ত্রাচমন করিবেন। যেমন গৌতমীয় তন্ত্রে বলিয়াছেন (৩)—

ওঁ কেশবায় নমঃ, ওঁ নারায়ণায় নমঃ, ওঁ মাধবায় নমঃ, এই কেশবাদি তিন মন্ত্রে তিন বার জলপান ক[illegible], ওঁ গোবিন্দায় নমঃ, ওঁ বিষ্ণবে নমঃ এই দুই মন্ত্রে দুই হস্ত প্রক্ষালন করিবে। ওঁ [illegible]ায় নমঃ, ওঁ ত্রিবিক্রমায় নমঃ এই দুই মন্ত্রে দুই ওষ্ঠ মার্জন করিয়া ওঁ বামনায় নমঃ, ওঁ শ্রীধরায় নমঃ এই দুই মন্ত্রে মুখ মার্জন করিবে। ৪

ওঁ হৃষীকেশায় নমঃ এই এক মন্ত্রে হস্ত প্রক্ষালন করিয়া, ওঁ পদ্মনাভায় নমঃ এই এক মন্ত্রে পদদ্বয় প্রক্ষালন করিবে। ওঁ দামোদরায় নমঃ এই এক মন্ত্রে মস্তক প্রোক্ষণ করিয়া সঙ্কর্ষণ প্রভৃতি দ্বারা মুখ, নাসিকা, চক্ষুঃ, কর্ণ, নাভি, হৃদয়, মস্তক ও বাহুদ্বয় স্পর্শ করিবে অর্থাৎ ওঁ সঙ্কষণায় নমঃ মন্ত্রে মুখস্পর্শ, ওঁ বাসুদেবায় নমঃ মন্ত্রে দক্ষিণনাসা, ওঁ প্রদ্যুম্নায় নমঃ মন্ত্রে বামনাসা, ওঁ অনিরুদ্ধায় নমঃ মন্ত্রে দক্ষিণনেত্র, ওঁ পুরুষোত্তমায় নমঃ মন্ত্রে বামনেত্র, ওঁ অধোক্ষজায় নমঃ মন্ত্রে দক্ষিণ কর্ণ, ওঁ নৃসিংহায় নমঃ মন্ত্রে বামকর্ণ, ওঁ উপেন্দ্রায় নমঃ মন্ত্রে মস্তক, ওঁ হরয়ে নমঃ মন্ত্রে দক্ষিণ বাহুমূল ওঁ বিষ্ণবে নমঃ মন্ত্রে বাম বাহুমূল স্পর্শ করিবে। বৈষ্ণবমতে এই প্রকার আচমন হয়। এই প্রকার আচমন করিয়া সাক্ষাৎ নারায়ণ হইয়া থাকে। ৫-৬

কেশবাদি হইতেছেন—কেশব, নারায়ণ, মাধব, গোবিন্দ, বিষ্ণু, মধুসূদন, ত্রিবিক্রম, বামন, শ্রীধর, হৃষীকেশ, পদ্মনাভ, দামোদর, সঙ্কর্ষণ, বাসুদেব, প্রদ্যুম্ন,

---

১। খ—সম্পূজ্য।

ষোত্তমাধোক্ষজ-নৃসিংহাচ্যুত-জনার্দ্দনোপেন্দ্র-হরি-বিষ্ণবঃ। বাক্যন্তু—ওঁ কেশবায় নমঃ ইত্যাদিনা। ততঃ সামান্য-পদ্ধতি-রীত্যা মাতৃকান্যাসান্তং বিধায় কেশবকীর্ত্ত্যাদি-ন্যাসং কুর্য্যাৎ। তত্রাদৌ তস্য ঋষ্যাদিন্যাসঃ। শিরসি—প্রজাপতয়ে ঋষয়ে নমঃ। মুখে—গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ। হৃদি—অর্দ্ধলক্ষ্মীহরয়ে দেবতায়ৈ নমঃ। ততো অবিকৃতেন শ্রীবীজেন শ্রীঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ ইত্যাদিনা করাঙ্গন্যাসৌ কৃত্বা ধ্যায়েৎ[১] (৭)—

উদ্যৎ-প্রদ্যোতন-শতরুচিং তপ্ত-হেমাবদাতং
পার্শ্বদ্বন্দ্বে জলধি-সুতয়া বিশ্বধাত্র্যা চ জুষ্টম্।
নানারত্নোল্লসিত-বিবিধাকল্পমাপীতবস্ত্রং
বিষ্ণুং বন্দে দর-কমল-কৌমোদকী-চক্রপাণিম্ ॥ ৮

এবং ধ্যাত্বা মাতৃকাস্থানেষু ন্যসেৎ। সর্ববর্ণেষ্বনুস্বারঃ প্রয়োজ্যঃ, বর্ণানুক্ত্বা সার্দ্ধচন্দ্রানিত্যাদি-বচনাৎ। তথা চ ললাটে—অঁ কেশবায় কীর্ত্ত্যৈ নমঃ। মুখে—আঁ নারায়ণায় কান্ত্যৈ নমঃ। এবং ইঁ মাধবায় তুষ্ট্যৈ নমঃ। ঈঁ

অনিরুদ্ধ, পুরুষোত্তম, অধোক্ষজ, নৃসিংহ, অচ্যুত, জনার্দন, উপেন্দ্র, হরি ও বিষ্ণু। আচমনের মন্ত্র বাক্য ওঁ কেশবায় নমঃ ইত্যাদি প্রকারে হইবে।

তাহার পর সামান্য পূজা পদ্ধতি অনুসারে মাতৃকা ন্যাস পর্য্যন্ত কার্য্য সমূহ করিয়া, কেশব কীর্ত্ত্যাদি ন্যাস করিবেন। সে স্থলে প্রথমে সেই কেশব কীর্ত্ত্যাদি ন্যাসের ঋষ্যাদি ন্যাস কর্ত্তব্য। যেমন—অস্য শ্রীকেশব-কীর্ত্ত্যাদি-ন্যাস-মন্ত্রস্য প্রজাপতি-ঋঁষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ অর্দ্ধলক্ষ্মী-হরির্দেবতা মমাভীষ্টসিদ্ধ্যর্থে বিনিয়োগঃ। মস্তকে—ওঁ প্রজাপতয়ে ঋষয়ে নমঃ। মুখে—ওঁ গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ। হৃদয়ে—ওঁ অর্দ্ধলক্ষ্মী-হরয়ে দেবতায়ৈ নমঃ। তাহার পর অবিকৃত শ্রী বীজের দ্বারা শ্রীং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, শ্রীং তর্জনীভ্যাং স্বাহা ইত্যাকার মন্ত্রে করন্যাস ও অঙ্গন্যাস করিয়া ধ্যান করিবেন (৭)—

ধ্যানের অর্থ—উদীয়মান শতকোটি সূর্য্যের ন্যায় কান্তি (দীপ্তি) বিশিষ্ট তপ্ত স্বর্ণের ন্যায় পীতবর্ণ, পার্শ্বদ্বয়ে জলধিকন্যা লক্ষ্মী ও বিশ্বধাত্রী পৃথিবী কর্ত্তৃক সেবিত, বিবিধ রত্নে উদ্ভাসিত, বিবিধভূষণে ভূষিত, পীত-বস্ত্র পরিহিত, শঙ্খ, পদ্ম, কৌমুদকী ও চক্রহস্ত বিষ্ণুকে বন্দনা করি। ৮

এইরূপ ধ্যান করিয়া মাতৃকাস্থানে কেশব কীর্ত্তি প্রভৃতির ন্যাস করিবেন। সমস্ত

১। ক+খ—ধ্যায়েদিতি নাস্তি

গোবিন্দায় পুষ্ট্যৈ নমঃ। উঁ বিষ্ণবে ধৃত্যৈ। ঊঁ মধুসূদনায় শান্ত্যৈ, ঋঁ ত্রিবিক্রমায় ক্রিয়ায়ৈ, ৠঁ বামনায় দয়ায়ৈ, ৯ঁ শ্রীধরায় মেধায়ৈ, ৡঁ হৃষীকেশায় হর্ষায়ৈ, এঁ পদ্মনাভায় শ্রদ্ধায়ৈ। ঐঁ দামোদরায় লজ্জায়ৈ, ওঁ বাসুদেবায় লক্ষ্ম্যৈ, ঔঁ সঙ্কর্ষণায় সরস্বত্যৈ, অঁ প্রদ্যুম্নায় প্রীত্যৈ, অঃ অনিরুদ্ধায় রত্যৈ[১], কঁ চক্রিণে জয়ায়ৈ, খং গদিনে দুর্গায়ৈ, গঁ শার্ঙ্গিণে প্রভায়ৈ, ঘং খড়্গিনে সত্যায়ৈ, ঙঁ শঙ্খিনে চণ্ডায়ৈ, চঁ হলিনে বাণ্যৈ, ছঁ মুষলিনে বিলাসিন্যৈ। জঁ শূলিনে বিজয়ায়ৈ। ঝঁ পাশিনে বিরজায়ৈ। ঞঁ অঙ্কুশিনে বিশ্বায়ৈ। টঁ মুকুন্দায় বিনদায়ৈ। ঠঁ নন্দজায় সুনদায়ৈ। ডঁ নন্দিনে স্মৃত্যৈ। ঢঁ নরায় ঋদ্ধ্যৈ। ণঁ নরকজিতে সমৃদ্ধ্যৈ। তঁ হরয়ে শুদ্ধ্যৈ। থঁ কৃষ্ণায় বুদ্ধ্যৈ। দঁ সত্যায় ভক্ত্যৈ। ধঁ সাত্বতায় মত্যৈ। নঁ শৌরয়ে ক্ষমায়ৈ। পঁ শূরায় রমায়ৈ। ফঁ জনার্দ্দনায় উমায়ৈ। বঁ ভূধরায় ক্লেদিন্যৈ। ভঁ বিশ্বমূর্ত্তয়ে ক্লিন্নায়ৈ। মঁ বৈকুণ্ঠায় বসুদায়ৈ। যঁ ত্বগাত্মনে পুরুষোত্তমায় বসুধায়ৈ[২]। রঁ অসৃগাত্মনে বলিনে পরায়ৈ। লঁ মাংসাত্মনে বলানুজায় পরায়ণায়ৈ। বঁ মেদ আত্মনে বালায়[৩] সূক্ষ্মায়ৈ। শঁ অস্থ্যাত্মনে বৃষঘ্নায় সন্ধ্যায়ৈ। ষঁ মজ্জাত্মনে[৪] বৃষায় প্রজ্ঞায়ৈ। সঁ শুক্রাত্মনে হংসায় প্রভায়ৈ। হঁ প্রাণাত্মনে বরাহায় নিশায়ৈ, লঁ জীবাত্মনে বিমলায় অমোঘায়ৈ। ক্ষঁ ক্রোধাত্মনে নৃসিংহায় বিদ্যুতায়ৈ। ৯

গৌতমীয়ে—কেশবাদিরয়ং ন্যাসো ন্যাসমাত্রেণ দেহিনাম্।
অচ্যুতত্বং দদাত্যেব সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ॥ ১০

কেচিৎ তু কেশব-কীর্ত্তিভ্যাং নম ইতি বাক্যক্রমমাহুস্তন্ন, মাতৃকার্ণং

মাতৃকাবর্ণে অনুস্বার প্রযোজ্য। যেহেতু ক্রমদীপিকার বচন আছে যে—অনুস্বারযুক্ত মাতৃকাবর্ণ সমূহ বলিয়া পরে (চতুর্থী বিভক্ত্যন্ত নাম ও নমঃ বলিবে)। তাহাতে এইরূপ ন্যাস হইবে। যেমন ললাটে—ওঁ অং কেশবায় কীর্ত্ত্যৈ নমঃ। এইরূপ মূলোক্ত প্রকারে মাতৃকান্যাস স্থানে অং হইতে ক্ষং পর্য্যন্ত এই ন্যাস করিবেন। ৯

গৌতমীয় তন্ত্রে বলিয়াছেন—এই কেশব কীর্ত্ত্যাদি ন্যাস জীবগণকে ইহার ন্যাসমাত্রের দ্বারা সত্য সত্য অচ্যুতত্ব দান করেই। ইহাতে সংশয় নাই। ১০

কেহ কেহ "কেশব-কীর্ত্তিভ্যাং নমঃ" এইরূপ ন্যাসবাক্যের ক্রম বলেন; তাহা

১। খ—অনিরুদ্ধায় সত্যৈ। ২। খ—সমুদায়ৈ। ৩। খ—বলায়। ৪। খ—সং সন্ধাত্মনে বৃষায়।

সমুচ্চার্য্য কেশবায় ইতি স্মরেৎ। কীর্ত্ত্যা চ নমসা যুক্তমিত্যাদি ন্যাসমাচরে-দিতি গৌতমীয়াৎ। অয়ং ন্যাসো ভুক্তি-মুক্তিমিচ্ছতাং[১] শ্রীবীজাদিঃ। তথাচ গৌতমীয়ে (১১)—

এবং প্রবিন্যসেন্ ন্যাসং লক্ষ্মীবীজ-পুরঃসরম্।
স্মৃতিং ধৃতিং মহালক্ষ্মীং প্রাপ্যান্তে হরিতাং ব্রজেৎ॥ ১২

ইতি। তথাচ শ্রীং অং কেশবায় কীর্ত্ত্যৈ নমঃ[২] ইত্যাদি প্রয়োজ্যম্॥ ১৩

অথ তত্ত্বন্যাসঃ—মং নমঃ পরায় জীবতত্ত্বাত্মনে নমঃ। ভং নমঃ পরায় প্রাণতত্ত্বাত্মনে নমঃ ইতি দ্বয়ং সর্বগাত্রে। বং নমঃ পরায় মতিতত্ত্বাত্মনে নমঃ। ফং নমঃ পরায়[৩] অহঙ্কার তত্ত্বাত্মনে নমঃ। পং নমঃ পরায় মনস্তত্ত্বাত্মনে নমঃ, এতত্ত্রয়ং হৃদি। নং নমঃ পরায় শব্দ-তত্ত্বাত্মনে নমঃ, ইত্যয়ং মস্তকে[৪]। ধং নমঃ পরায় স্পর্শ-তত্ত্বাত্মনে নমঃ—মুখে। এবং দং নমঃ পরায় রূপ-তত্ত্বাত্মনে নমঃ হৃদি। থং নমঃ পরায় রস-তত্ত্বাত্মনে নমঃ গুদে। তং নমঃ পরায় গন্ধ-

---

কিন্তু সঙ্গত নহে। যেহেতু গৌতমীয় তন্ত্রের এই বচন আছে যে, মাতৃকাবর্ণকে উচ্চারণ করিয়া কেশবায় ও নমো যুক্ত কীর্ত্ত্যৈ বলিবেন, অর্থাৎ কেশবায় কীর্ত্ত্যৈ নমঃ বলিবেন। ইত্যাদি প্রকারে এই ন্যাস করিবেন। ভোগ ও মোক্ষকামী ব্যক্তিগণের এই ন্যাস শ্রীবীজাদি হইবে। তাহাও গৌতমীয় তন্ত্রে বলিয়াছেন (১১)—

এইরূপ লক্ষ্মীবীজ পূর্বক এই কেশব কীর্ত্ত্যাদি ন্যাস বিন্যাস করিবেন। তাহাতে ইহলোকে স্মৃতি, ধৃতি, মহালক্ষ্মী (মহা ঐশ্বর্য্য) লাভ করিয়া অন্তে হরিত্ব লাভ করেন। ১২

সুতরাং এস্থলে শ্রীং অং কেশবায় কীর্ত্ত্যৈ নমঃ ইত্যাদিরূপে ন্যাসবাক্যের প্রয়োগ হইবে। ১৩

অনন্তর তত্ত্বন্যাস কথিত হইতেছে। সমস্ত দেহে—ওঁ মং নমঃ পরায় জীবতত্ত্বাত্মনে নমঃ, ওঁ ভং নমঃ পরায় প্রাণ-তত্ত্বাত্মনে নমঃ এই দুইটি ন্যাস করিবেন। হৃদয়ে—ওঁ বং নমঃ পরায় মতি-তত্ত্বাত্মনে নমঃ, ওঁ ফং নমঃ পরায় অহঙ্কার-তত্ত্বাত্মনে নমঃ, ওঁ পং নমঃ পরায় মনস্তত্ত্বাত্মনে নমঃ, এই তিনটি। মস্তকে—ওঁ নং নমঃ পরায় শব্দতত্ত্বাত্মনে নমঃ এই ন্যাসটি। মুখে—ওঁ ধং নমঃ পরায় স্পর্শ-তত্ত্বাত্মনে নমঃ। হৃদয়ে—ওঁ দং নমঃ পরায় রূপ-তত্ত্বাত্মনে নমঃ। গুহ্যে—ওঁ থং নমঃ পরায় রস-তত্ত্বাত্মনে নমঃ।

১। খ—ভুক্তিং মুক্তিমিচ্ছতাম্। ২। খ—শ্রীং অং কেশবায় নমঃ। ৩। খ—ফং নমঃ। ৪। খ—ইতিকারো নাস্তি।

তত্ত্বাত্মনে নমঃ পাদয়োঃ। ণং নমঃ পরায় শ্রোত্র-তত্ত্বাত্মনে নমঃ কর্ণয়োঃ। ঢং নমঃ পরায় ত্বক্-তত্ত্বাত্মনে নমঃ ত্বচি। ডং নমঃ পরায় নেত্র-তত্ত্বাত্মনে নমঃ নেত্রয়োঃ। ঠং নমঃ পরায় জিহ্বা-তত্ত্বাত্মনে নমঃ জিহ্বায়াম্। টং নমঃ পরায় ঘ্রাণ-তত্ত্বাত্মনে নমঃ ঘ্রাণয়োঃ। ঞং নমঃ পরায় বাক্-তত্ত্বাত্মনে নমঃ বাচি। ঝং নমঃ পরায় পাণি-তত্ত্বাত্মনে নমঃ পাণ্যোঃ। জং নমঃ পরায় পাদ-তত্ত্বাত্মনে নমঃ পাদয়োঃ। ছং নমঃ পরায় পায়ু-তত্ত্বাত্মনে নমঃ গুহ্যে। চং নমঃ পরায় উপস্থ-তত্ত্বাত্মনে নমঃ লিঙ্গে। ঙং নমঃ পরায় আকাশ-তত্ত্বাত্মনে নমঃ মূর্দ্ধ্নি। ঘং নমঃ পরায় বায়ু-তত্ত্বাত্মনে নমঃ মুখে। গং নমঃ পরায় তেজস্তত্ত্বাত্মনে নমঃ হৃদি। খং নমঃ পরায় জল-তত্ত্বাত্মনে নমঃ লিঙ্গে। কং নমঃ পরায় পৃথিবী-তত্ত্বাত্মনে নমঃ পাদয়োঃ। শং নমঃ পরায় হৃৎপুণ্ডরীক-তত্ত্বাত্মনে নমঃ হৃদি। হং নমঃ পরায় দ্বাদশকলা-ব্যাপ্ত-সূর্য্য-মণ্ডল-তত্ত্বাত্মনে নমঃ—হৃদি। সং নমঃ পরায় ষোড়শকলা-ব্যাপ্ত-সোমমণ্ডল-তত্ত্বাত্মনে নমঃ—হৃদি। রং[১] নমঃ পরায় দশকলা-ব্যাপ্ত-বহ্নিমণ্ডল-তত্ত্বাত্মনে নমঃ—হৃদি। মং নমঃ পরায় পরমেষ্ঠি-তত্ত্বাত্মনে বাসুদেবায় নমঃ—মস্তকে। যং নমঃ পরায়

পাদদ্বয়ে—ওঁ তং নমঃ পরায় গন্ধ-তত্ত্বাত্মনে নমঃ। কর্ণদ্বয়ে—ওঁ ণং নমঃ পরায় শ্রোত্র-তত্ত্বাত্মনে নমঃ। ত্বকে—ওঁ ঢং নমঃ পরায় ত্বক্-তত্ত্বাত্মনে নমঃ। নেত্রদ্বয়ে—ওঁ ডং নমঃ পরায় নেত্র-তত্ত্বাত্মনে নমঃ। জিহ্বায়—ওঁ ঠং নমঃ পরায় জিহ্বা-তত্ত্বাত্মনে নমঃ। ঘ্রাণদ্বয়ে—ওঁ টং নমঃ পরায় ঘ্রাণ-তত্ত্বাত্মনে নমঃ। বাকে (মুখবিবরে) —ওঁ ঞং নমঃ পরায় বাক্-তত্ত্বাত্মনে নমঃ। হস্তদ্বয়ে—ওঁ ঝং নমঃ পরায় পাণি-তত্ত্বাত্মনে নমঃ। পাদদ্বয়ে—ওঁ জং নমঃ পরায় পাদতত্ত্বাত্মনে নমঃ। গুহ্যে—ওঁ ছং নমঃ পরায় পায়ু-তত্ত্বাত্মনে নমঃ। লিঙ্গে—ওঁ চং নমঃ পরায় উপস্থ-তত্ত্বাত্মনে নমঃ। মস্তকে—ওঁ ঙং নমঃ পরায় আকাশ-তত্ত্বাত্মনে নমঃ। মুখে—ওঁ ঘং নমঃ পরায় বায়ু-তত্ত্বাত্মনে নমঃ। হৃদয়ে—ওঁ গং নমঃ পরায় তেজস্তত্ত্বাত্মনে নমঃ। লিঙ্গে—ওঁ খং নমঃ পরায় জল-তত্ত্বাত্মনে নমঃ। পাদদ্বয়ে—ওঁ কং নমঃ পরায় পৃথিবী-তত্ত্বাত্মনে নমঃ। হৃদয়ে—ওঁ শং নমঃ পরায় হৃৎপুণ্ডরীক-তত্ত্বাত্মনে নমঃ। হৃদয়ে—ওঁ হং নমঃ পরায় দ্বাদশকলাব্যাপ্ত-সূর্য্যমণ্ডল-তত্ত্বাত্মনে নমঃ। হৃদয়ে—ওঁ সং নমঃ পরায় ষোড়শকলাব্যাপ্ত-সোমমণ্ডল-তত্ত্বাত্মনে নমঃ। হৃদয়ে—ওঁ রং নমঃ পরায় দ্বাদশকলাব্যাপ্ত-বহ্নিমণ্ডল-তত্ত্বাত্মনে নমঃ। মস্তকে—ওঁ মং নমঃ পরায়

১। ক—রং দশকলা।

পুরুষ-তত্ত্বাত্মনে[১] সঙ্কর্ষণায় নমঃ—মুখে। লং নমঃ পরায় বিশ্বতত্ত্বাত্মনে প্রদ্যুম্নায় নমঃ—হৃদি। বং নমঃ পরায় নিবৃত্তি-তত্ত্বাত্মনে অনিরুদ্ধায় নমঃ—লিঙ্গে। লং নমঃ পরায় সর্বতত্ত্বাত্মনে নারায়ণায় নমঃ—পাদয়োঃ। ক্ষ্রৌং নমঃ পরায় কোপতত্ত্বাত্মনে নৃসিংহায় নমঃ—সর্বগাত্রে। ১৪

ততো যথাবিধি প্রাণায়ামং পীঠন্যাসঞ্চ কৃত্বা কেশরেষু প্রাদক্ষিণ্যেন মধ্যে চ পূর্বাদিতঃ[২] ওঁ বিমলায়ৈ নমঃ। এবং উৎকর্ষিণ্যৈ, জ্ঞানায়ৈ, ক্রিয়ায়ৈ, যোগায়ৈ, প্রহ্ব্যৈ[৩], সত্যায়ৈ, ঈশানায়ৈ, অনুগ্রহায়ৈ ইতি পীঠশক্তীর্ন্যস্য তদুপরি ওঁ নমো ভগবতে বিষ্ণবে সর্বভূতাত্মনে বাসুদেবায়[৪] সর্বাত্মসংযোগ-যোগপদ্ম-পীঠাত্মনে নমঃ ইতি পীঠমনুং ন্যসেৎ। ১৫

ততঃ ঋষ্যাদিন্যাসঃ। শিরসি—সাধ্য-নারায়ণায় ঋষয়ে নমঃ। মুখে—গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ। হৃদি—বিষ্ণবে[৫] দেবতায়ৈ নমঃ। যথা নিবন্ধে (১৬)—

পরমেষ্ঠি-তত্ত্বাত্মনে বাসুদেবায় নমঃ। মুখে—ওঁ যং নমঃ পরায় পুরুষ-তত্ত্বাত্মনে সঙ্কর্ষণায় নমঃ। হৃদয়ে—ওঁ লং নমঃ পরায় বিশ্বতত্ত্বাত্মনে প্রদ্যুম্নায় নমঃ। লিঙ্গে—ওঁ বং নমঃ পরায় নিবৃত্তি-তত্ত্বাত্মনে অনিরুদ্ধায় নমঃ। পাদদ্বয়ে—ওঁ লং নমঃ পরায় সর্বতত্ত্বাত্মনে নারায়ণায় নমঃ। সর্বগাত্রে—ওঁ ক্ষ্রৌং নমঃ পরায় কোপতত্ত্বাত্মনে নৃসিংহায় নমঃ। ১৪

তাহার পর যথাবিধি প্রাণায়াম ও পীঠন্যাস করিয়া কেশরসমূহে পূর্ব হইতে প্রদক্ষিণক্রমে ও মধ্যে ওঁ বিমলায়ৈ নমঃ। এইরূপ ওঁ উৎকর্ষিণ্যৈ নমঃ, জ্ঞানায়ৈ, ক্রিয়ায়ৈ, যোগায়ৈ, প্রহ্ব্যৈ, বুদ্ধ্যৈ, সত্যায়ৈ, ঈশানায়ৈ, অনুগ্রহায়ৈ নমঃ এইরূপ মন্ত্রে পীঠ শক্তির ন্যাস করিয়া, তাহার উপরিভাগে—ওঁ নমো ভগবতে বিষ্ণবে সর্বভূতাত্মনে বাসুদেবায় সর্বাত্মসংযোগ-যোগপদ্ম-পীঠাত্মনে নমঃ মন্ত্রে পীঠমনুর ন্যাস করিবেন। ১৫

তাহার পর ঋষ্যাদি ন্যাস করিবেন। যেমন—অস্য শ্রীবিষ্ণুমন্ত্রস্য সাধ্যনারায়ণ ঋষিঃ, দেবী গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুর্দেবতা প্রণবো বীজং আয় শক্তিঃ মমাভীষ্টসিদ্ধ্যর্থং পূজনে বিনিযোগঃ। মস্তকে—ওঁ সাধ্য-নারায়ণায় ঋষয়ে নমঃ। মুখে—ওঁ দেব্যৈ গায়ত্র্যৈ ছন্দসে নমঃ। হৃদয়ে—শ্রীবিষ্ণবে দেবতায়ৈ নমঃ। গুহ্যে—ওঁ বীজায় নমঃ। পাদদ্বয়ে আয় শক্তয়ে নমঃ। যেমন—নিবন্ধে (শারদাতিলকে) বলিয়াছেন (১৬)—

১। ক—পুরুষাত্ম-তত্ত্বা। খ—পুরুষায় তত্ত্বা। ২। খ+ক—কেশরেষু মধ্যে চ পূর্ব্বতঃ।
৩। ক—বুদ্ধ্যৈ। খ—শুদ্ধ্যৈ। ৪। ক—সর্বাত্ম-সংযোগ-পদ্মযোগ-যোগপদ্ম-পীঠাত্মনে।
৫। খ—শ্রীবিষ্ণবে দেবতায়ৈ। ততঃ করাঙ্গন্যাসৌ।

সাধ্য-নারায়ণঃ প্রোক্ত ঋষিশ্ছন্দ উদাহৃতঃ।
মন্ত্রস্য দেবী গায়ত্রী দেবতা বিষ্ণুরব্যয়ঃ॥ ১৭

ততঃ করাঙ্গন্যাসৌ—ক্রুদ্ধোল্কায় অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। মহোল্কায় তর্জনীভ্যাং স্বাহা। বীরোল্কায় মধ্যমাভ্যাং বষট্। দ্যুল্কায়[১] অনামিকাভ্যাং হুঁং সহস্রোল্কায় কনিষ্ঠাভ্যাং ফট্। এবং হৃদয়াদিষু। ১৮

ততো মন্ত্রেণ ষড়ঙ্গন্যাসং কুর্য্যাৎ[২]। ওঁ হৃদয়ায় নমঃ, নঁ শিরসে স্বাহা, মোঁ শিখায়ৈ বষট্, নাং কবচায় হুঁ, রাঁ নেত্রাভ্যাং বৌষট্। য়ঁ অস্ত্রায় ফট্[৩]। দক্ষিণপার্শ্বে—ণাং নমঃ। বামপার্শ্বে—য়ঁ নমঃ। ওঁ নমঃ সুদর্শনায় অস্ত্রায় ফড়িতি মন্ত্রেণ দিগ্-বন্ধনং কুর্য্যাৎ। অত্র মন্ত্রন্যাস-মূর্ত্তি-পঞ্জরন্যাসৌ কাম্যত্বান্ন লিখিতৌ। ১৯

এই মন্ত্রের সাধ্য নারায়ণ ঋষি, দেবী গায়ত্রী ছন্দঃ, অব্যয় বিষ্ণু দেবতা কথিত হইয়াছেন। (এই মন্ত্রের প্রণব বীজ, আয় শক্তি)। ১৭

তাহার পর করন্যাস ও অঙ্গন্যাস করিবেন। যথা—প্রথমে মূলোক্ত প্রকারে করন্যাস করিয়া ওঁ ক্রুদ্ধোল্কায় হৃদয়ায় নমঃ, ওঁ মহোল্কায় শিরসে স্বাহা, ওঁ বীরোল্কায় শিখায়ৈ বষট্, ওঁ দ্যুল্কায় কবচায় হুং, ওঁ সহস্রোল্কায় অস্ত্রায় ফট্ এই সকল মন্ত্রে অঙ্গন্যাস করিবেন। ১৮

বিবৃতি। অঙ্গন্যাসের পূর্বে করন্যাস কর্ত্তব্য। করন্যাস ও অঙ্গন্যাসে স্বাহান্ত জাতি হইবে বলিয়া রাঘব ভট্ট পদার্থাদর্শে বলিয়াছেন। মন্ত্রতন্ত্র-প্রকাশেও তাহাই উক্ত হইয়াছে। তাঁহার মতে এই ন্যাসের মন্ত্র হয়—ওঁ ক্রুদ্ধোল্কায় হৃদয়ায় নমঃ স্বাহা। কিন্তু তন্ত্রসারকার ও এই গ্রন্থকার স্বাহান্ত মন্ত্র বলেন নাই। ১৮

তাহার পর মূলমন্ত্রে মূলোক্ত প্রকারে ষড়ঙ্গন্যাস করিয়া দক্ষিণপার্শ্বে—ওঁ ণাং নমঃ, বামপার্শ্বে—ওঁ য়ং নমঃ। তাহার পর ওঁ নমঃ সুদর্শনায় অস্ত্রায় ফট্ এই মন্ত্রের দ্বারা দিগ্ বন্ধন করিবেন। এস্থলে মন্ত্রন্যাস ও মূর্ত্তিপঞ্জরন্যাস কাম্য বলিয়া লিখিত হইল না। ১৯

বিবৃতি। গ্রন্থকার অষ্টাঙ্গন্যাসে মূলমন্ত্রের শেষের দুইটি বর্ণ ণা বর্ণ ও য় বর্ণকে দক্ষিণ ও বামপার্শ্বে ন্যাস করিতে বলিয়াছেন। তন্ত্রসারেও এইরূপ লিখিত হইয়াছে। ইহার যে মূল শারদাতিলক হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে—অবশিষ্টৈঃ পুনর্বর্ণৈঃ বিন্যসেৎ কুক্ষিপার্শ্বয়োঃ তাহা প্রমাদ পাঠ। মুদ্রিত শারদাতিলকের কুক্ষিপৃষ্ঠয়োঃ এই পাঠ

১। ক+থ—অত্যুল্কায়। ২। খ—ষড়ঙ্গং ন্যসেৎ। ৩। খ—ফট্। ইতি পীঠমনুং ন্যসেৎ। ওঁ নমঃ সুদর্শনায়।

সম্প্রদায় সম্মত শুদ্ধ পাঠ। রাঘব ভট্ট নানা তন্ত্র বচনের দ্বারা উদর ও পৃষ্ঠে এই ন্যাস কর্ত্তব্য বলিয়া ন্যাস মন্ত্র লিখিয়াছেন—ণাং উদরায় নমঃ, য়ং পৃষ্ঠায় নমঃ।

মূলে তন্ত্রসারেও সুদর্শনায় অস্ত্রায় ফট্ মন্ত্রে দিগ্‌বন্ধন উক্ত হইয়াছে। কিন্তু কোন খানেই ইহার সমর্থক প্রমাণ উক্ত হয় নাই। পরন্তু শারদাতিলক ঐন্দ্রীচক্রেণ বধ্নামি নমশ্চক্রায় স্বাহা এই মন্ত্রে ছোটিকাবাদন পূর্বক দিগ বন্ধন করিতে বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—ঐন্দ্রীচক্রেণ বধ্নামি নমশ্চক্রায় ঠদ্বয়ম্। মন্ত্রেণানেন কুর্বীত দিশাং প্রাগাদি-বন্ধনম্ ॥ রাঘব ভট্ট এই দিক্‌বন্ধন স্থলে ঐন্দ্রী পদের স্থানে আগ্নেয়াদি পদ উহ্য করিতে প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার মতে পূর্বদিক্ বন্ধনের মন্ত্র হইবে—ওঁ ঐন্দ্রীং দিশং চক্রেণ বধ্নামি নমশ্চক্রায় স্বাহা। এইরূপ আগ্নেয়ীং দিশং চক্রেণ ইত্যাদি।

গ্রন্থকার মন্ত্রন্যাসকে কাম্য বলিয়াছেন, কিন্তু তাহার সমর্থক কোন প্রমাণ দেন নাই। পরন্তু তন্ত্রসারকার উহার নিত্যত্ব সমর্থন করিতে বলিয়াছেন—তথাচ কল্পে—মন্ত্রন্যাসং ততঃ কুর্য্যাৎ সর্বকাম-ফলপ্রদম্। যং বিনা নৈব তৎ সম্যগাসুরং নিষ্ফলং ভবেৎ। ইহা দ্বারা মন্ত্রন্যাসের নিত্যত্ব সূচিত হইয়াছে। এজন্য এস্থলে তাহা লিখিত হইল। এই মন্ত্রবর্ণের ন্যাস দেহে দশাবৃত্তিতে হইবে। ১ম আবৃত্তিতে যথা—(১) আধারে—ওঁ নমঃ (২) হৃদয়ে নং নমঃ (৩) বক্ত্রে—মোং নমঃ (৪) দঃ বাহুমূলে—নাং নমঃ (৫) বাঃ বাহু মূলে—রাং নমঃ। দঃ পাদে—য়ং নমঃ। বাঃ পাদে—ণাং নমঃ। নাসিকায়—য়ং নমঃ। ২য় আবৃত্তিতে পূর্ববৎ মন্ত্র বর্ণ (৯) কণ্ঠে (১০) নাভিতে (১১) হৃদয়ে (১২) দঃ স্তনে (১৩) বাঃ স্তনে (১৪) দঃ পার্শ্বে (১৫) বাম পার্শ্বে (১৬) পৃষ্ঠে ৩য় আবৃত্তিতে (১৭) মস্তকে (১৮) মুখে (১৯) দঃ নেত্রে (২০) বাঃ নেত্রে (২১) দঃ কর্ণে (২২) বাঃ কর্ণে (২৩) দঃ নাসা পুটে (১৪) বাঃ নাসা পুটে। ৪র্থ আবৃত্তিতে (২৫-২৭) দঃ হস্তের ৩ সন্ধিতে, (২৮-৩২) দঃ হস্তের ৫ অঙ্গুলিতে ; ৫ম আবৃত্তিতে (৩৩-৩৫) বাঃ হস্তের ৩ সন্ধিতে, (৩৬-৪০) বাঃ হস্তের ৫ অঙ্গুলিতে ; ৬ষ্ঠ আবৃত্তিতে (৪১-৪৩) দঃ পাদের ৩ সন্ধিতে, (৪৪-৪৮) দঃ পাদের ৫ অঙ্গুলিতে ৭ম আবৃত্তিতে (৪৯-৫১) বামপাদের ৩ সন্ধিতে, (২-৫৬) বাঃ পাদের ৫ অঙ্গুলিতে ; ৮ম আবৃত্তিতে (৫৭-৬৪) হৃদয়স্থ ৭ ধাতু ও প্রাণে ; ৯ম আবৃত্তিতে (৬৫) মস্তকে (৬৬) চক্ষুতে (৬৭) মুখে (৬৮) হৃদয়ে (৬৯) কুক্ষিতে (৭০) উরুতে (৭১) জঙ্ঘাতে (৭২) পদে ; ১০ম আবৃত্তিতে (৭৩) গণ্ডে (৭৪) অংসে (৭৫) উরুতে (৭৬) পদে (৭৭) শঙ্খমুদ্রায় শঙ্খস্থানে (৭৮) চক্রমুদ্রায় চক্রস্থানে (৭৯) গদামুদ্রায় গদা স্থানে (৮০) পদ্মমুদ্রায় পদ্ম স্থানে অবহিত হইয়া অষ্টাক্ষর মন্ত্রের এক একটি অক্ষরকে ন্যাস করিবেন।

ইহার পর অষ্টতত্ত্বন্যাস কর্ত্তব্য। এই ন্যাস দুই প্রকার—সংহাররূপ ও সৃষ্টিরূপ।

ততঃ ওঁ কিরীট-কেয়ুর-হার ! মকর-কুণ্ডলাঙ্কত ! শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মহস্ত ! পীতাম্বর-ধর ! শ্রীবৎসাঙ্কিত-বক্ষঃস্থল ! শ্রীভূমি-সহিতাত্মজ্যোতির্দ্বয় ! দীপ্ত-করায় সহস্রাদিত্য-তেজসে নমঃ ইতি কিরীট-মন্ত্রেণ ব্যাপকং ন্যস্য[১] মুদ্রাঃ প্রদর্শ্য ধ্যায়েৎ (২০)—

উদ্যৎ-কোটি-দিবাকরাভমনিশং শঙ্খং গদা-পঙ্কজং
চক্রং বিভ্রতমিন্দিরা-বসুমতী-সংশোভি পার্শ্বদ্বয়ম্ ।

ন্যাসের স্থান—পাদ, লিঙ্গ, হৃদয়, মুখ, মস্তক, হৃদয়, হৃদয় ও সর্বাঙ্গ। সংহারে অনুলোমে এবং সৃষ্টিতে প্রতিলোমে মন্ত্রবর্ণের ন্যাস হইবে। সৃষ্টিতে তত্ত্বের অনুলোম ও সংহারে তত্ত্বের প্রতিলোম হইবে। সংহারে তত্ত্বন্যাস যথা পদদ্বয়ে— ওঁ নমঃ পরায় পৃথিব্যাত্মনে নমঃ। লিঙ্গে—নং নমঃ পরায় জলাত্মমে নমঃ। হৃদয়ে—মোং নমঃ পরায় তেজআত্মনে নমঃ। ইত্যাদি

সৃষ্টিতে তত্ত্বন্যাস যথা সর্বশরীরে—য়ং নমঃ পরায় প্রকৃত্যাত্মনে নমঃ। হৃদয়ে—ণাং নমঃ পরায় মহদাত্মনে নমঃ। হৃদয়ে—য়ং নমঃ পরায় অহঙ্কারাত্মনে নমঃ ইত্যাদি বিন্দুরূপ আত্মা, নাদরূপ অন্তরাত্মা, শক্তিরূপ পরমাত্মা ও শান্তিরূপ জ্ঞানাত্মার শরীরে ওঁ বিন্দুরূপাত্মনে নমঃ, ওঁ নাদরূপান্তরাত্মনে নমঃ, ওঁ শক্তিরূপ-পরমাত্মনে নমঃ, ওঁ শান্তিরূপ-জ্ঞানাত্মনে নমঃ মন্ত্রে ব্যাপকরূপে ন্যাস করিবে।

মূর্ত্তিপঞ্জর ন্যাস ললাটে—ওঁ অং কেশবায় ধাত্রে নমঃ। কুক্ষিতে (নাভিভাগে) —নং আং নারায়ণায় অর্য্যম্নে নমঃ। হৃদয়ে—মোং ইং মাধবায় মিত্রায় নমঃ। গলকূপতলে—ভং ঈং গোবিন্দায় বরুণায় নমঃ। দক্ষপার্শ্বে—গং উং বিষ্ণবে অংশবে নমঃ। দক্ষিণ স্কন্ধে—বং উং মধুসূদনায় ভগায় নমঃ। গল দক্ষিণভাগে—তেং এং ত্রিবিক্রমায় বিবস্বতে নমঃ। বামপার্শ্বে—বাং ঐং বামনায় ইন্দ্রায়। বাম স্কন্ধে —সুং ওং শ্রীধরায় পূষ্ণে নমঃ। গল বাম ভাগে—দেং ওঁ হৃষীকেশায় পর্জন্যায় নমঃ। পৃষ্ঠে—বাং অং পদ্মনাভায় ত্বষ্ট্রে নমঃ। ককুদি (ঘাড়ে)—য়ং অঃ দামোদরায় বিষ্ণবে নমঃ। তাহার পর মস্তকে দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র ও অষ্টাক্ষর মন্ত্র ন্যাস করিবেন। ১৯

তাহার পর মূলোক্ত কিরীট মন্ত্রে ব্যাপক ন্যাস করিয়া মুদ্রা সকল দেখাইয়া ধ্যান করিবেন। ২০

ধ্যানের অর্থ—উদীয়মান কোটি দিবাকরের আভার ন্যায় আভা (দীপ্তি) বিশিষ্ট সর্বদা দক্ষিণের অধোহস্তে শঙ্খ, উর্দ্ধহস্তে পদ্ম, বামের অধোহস্তে চক্র, উর্দ্ধহস্তে

১। খ—ইতি ব্যাপকং ন্যস্য।

কোটীরাঙ্গদ-হার-কুণ্ডলধরং পীতাম্বরং কৌস্তুভো-
দ্দীপ্তং বিশ্বধরং স্ববক্ষসি লসচ্ছ্রীবৎস-চিহ্নং ভজে ॥ ২১

এবং ধ্যাত্বা মানসৈঃ সংপূজ্যার্ঘ্য-স্থাপনং কুর্য্যাৎ। ততো বিমলাদি-শক্তি-সহিত-পীঠপূজাং কৃত্বা পুনর্ধ্যাত্বাবাহনাদি-পঞ্চ-পুষ্পাঞ্জলি-দানপর্য্যন্তং বিধায়াবরণপূজাং কুর্য্যাৎ। যথা (২২)—

অগ্নি-নিঋ´তি-বায়্বীশানেষু দিক্ষু চ ক্রুদ্ধোল্কায় হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদিনা ষড়ঙ্গেন সম্পূজ্য, পূর্বাদি-কেশরেষু ওঁ নমঃ, নং নমঃ, মোঁ নমঃ, নাং নমঃ, রাঁ নমঃ, য় ँ নমঃ, ণাং নমঃ, য় ँ নমঃ। পূর্বাদি-দিগ্‌দলেষু বাসুদেব-সঙ্কর্ষণ-প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধান্। অগ্ন্যাদিকোণ-দলেষু শান্তি-শ্রী-সরস্বতী-রতীঃ। পূর্বাদিতঃ পত্রাগ্রেষু শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-কৌস্তুভ-মুষল-খড়্গ-বনমালাঃ। বহিরগ্রে—গরুড়ম্। দক্ষিণে—শঙ্খনিধিম্। বামে—পদ্মনিধিম্ পশ্চিমে—ধ্বজম্। অগ্নিকোণে—বিঘ্নম্। নৈঋ´তে—আর্য্যাম্। বায়ুকোণে—দুর্গাম্। ঈশানে—সেনান্যম্। তদ্বহিরিন্দ্রাদীন্ বজ্রাদীংশ্চ প্রণবাদি-নমোঽন্ত-চতুর্থ্যন্ত-নাম্না

গদাধারী, বাম পার্শ্বগত লক্ষ্মী ও দক্ষিণ পার্শ্বগত বসুমতী (পৃথিবী) দ্বারা শোভিত-পার্শ্বদ্বয়, কোটীর (মুকুট), অঙ্গদ, হার ও কুণ্ডলধারী, পীতাম্বর, নিজবক্ষঃস্থিত কৌস্তুভ মণিতে উদ্দীপ্ত, শ্রীবৎসচিহ্নধারী, বিশ্বের পোষক নারায়ণকে ভজনা করি। (ধ্যানের পর শ্রীবৎস, কৌস্তুভ, বনমালা ও আয়ুধ মুদ্রা দেখাইবেন)। ২১

এইরূপ ধ্যান করিয়া মানস উপচারে পূজা করিয়া বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করিবেন। তাহার পর পীঠন্যাসবৎ বিমলাদি শক্তি সহিত পীঠপূজা করিয়া পুনরায় ধ্যান করিয়া আবাহন হইতে পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি দান পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া আবরণ পূজা করিবেন। যেমন (২২)—

অগ্নি, নৈঋ´ত, বায়ু, ঈশান ও দিক্‌সমূহে ওঁ ক্রুদ্ধোল্কায় হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে ষড়ঙ্গের পূজা করিয়া, পূর্বাদি কেশর সমূহে মূলোক্ত প্রকারে মন্ত্রবর্ণ সকলকে পূজা করিয়া, পূর্বাদি দিক্‌দলের মধ্যে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধকে, অগ্ন্যাদি কোণদল সমূহে—শান্তি, শ্রী, সরস্বতী ও রতিকে, পূর্বাদিক্রমে পত্রের অগ্রসমূহে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, কৌস্তুভ, মুষল ও বনমালাকে, অষ্টদলের বহির্ভাগে চতুরস্রের মধ্যে গরুড়কে, তাহার দক্ষিণে শঙ্খনিধিকে ও বামে পদ্মনিধিকে, পশ্চিমে ধ্বজকে অগ্নিকোণে বিঘ্নকে, নৈঋ´তে—আর্য্যাকে, বায়ুকোণে দুর্গাকে, ঈশানে সেনানীকে, তাহার বহির্ভাগে ইন্দ্রাদি লোকপালগণ ও বজ্রাদি অস্ত্রসমূহকে প্রণবাদি নমঃ অন্ত

সংপূজ্য ধূপ-দীপৌ দত্ত্বা নৈবেদ্যং দদ্যাৎ। যথা নৈবেদ্যমানীয় দেবায় মূলেন পাদ্যাচমনীয়ং দত্ত্বা ফড়িতি নৈবেদ্যং সংপ্রোক্ষ্য, চক্রমুদ্রয়াভিরক্ষ্য যমিতি দোষসমূহং সংশোষ্য রমিতি দোষং সন্দহ্য বমিত্যমৃতীকৃত্য মূলমষ্টধা জপেৎ। গন্ধ-পুষ্পৈর্নৈবেদ্যমভ্যর্চ্চ্য উৎসৃজেৎ। ওঁ নিবেদয়ামি ভবতে জুষাণেদং হবির্হরে ইতি নিবেদ্য বামহস্তেন গ্রাস-মুদ্রাং প্রদর্শ্য দক্ষিণহস্তেন ওঁ প্রাণায় স্বাহেত্যাদিনা প্রাণাদি-মুদ্রাঃ প্রদর্শয়েৎ। তত আচমনীয়ং তাম্বুলঞ্চ দত্ত্বা বিসর্জনান্তং কর্ম কুর্য্যাৎ। অস্য পুরশ্চরণং ষোড়শ-লক্ষ-জপঃ। মধুরাপ্লুত-সরসিজৈর্দশাংশ-হোমঃ। ২৩ ইতি বিষ্ণু-প্রকরণম্[১]।

অথ শ্রীরামঃ[২]।

অনন্তোঽগ্ন্যাসনঃ সেন্দুর্বীজো রামায় হৃন্মনুঃ।
ষড়ক্ষরোঽয়মাদিষ্টো ভজতাং কামদো মণিঃ॥ ১

অনন্ত আকারঃ তথা চ রাঁ রামায় নমঃ ইতি[৩] ষড়ক্ষরো মন্ত্রঃ অস্য

মধ্যে চতুর্থী বিভক্ত নাম অর্থাৎ ওঁ ইন্দ্রায় নমঃ ইত্যাদি প্রকার মন্ত্রের দ্বারা পূজা করিয়া ধূপ ও দীপ দিয়া নৈবেদ্য দিবেন। যেমন নৈবেদ্য আনিয়া দেবতাকে মূলমন্ত্রে পাদ্য ও আচমন দিয়া ফট্ মন্ত্রে নৈবেদ্যকে প্রোক্ষণ করিয়া, চক্র মুদ্রা দ্বারা ঐ নৈবেদ্যকে সর্বতোভাবে রক্ষা করিয়া, যং মন্ত্রে দোষ সমূহকে শোষণ করিয়া, রং মন্ত্রে তাহাদিগকে দগ্ধ করিয়া, বং মন্ত্রে অমৃতীকরণ করিয়া, মূলমন্ত্র ৮ বার জপ করিবেন। গন্ধ পুষ্পের দ্বারা নৈবেদ্যকে অর্চনা করিয়া, মূলমন্ত্র বলিয়া নৈবেদ্যকে উৎসর্গ করিবেন। —ওঁ নিবেদয়ামি ভবতে জুষাণেদং হবির্হরে। এই মন্ত্রে নিবেদন করিয়া, বামহাতে গ্রাস মুদ্রা দেখাইয়া দক্ষিণ হস্তের দ্বারা ওঁ প্রাণায় স্বাহা ইত্যাদি মন্ত্রে প্রাণাদি মুদ্রাগুলি দেখাইবেন। তাহার পর আচমন ও তাম্বূল দিয়া, বিসর্জন পর্য্যন্ত কর্ম শেষ করিবেন। এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে ষোড়শ লক্ষ জপ ও মধুরাপ্লুত পদ্মের দ্বারা দশাংশ হোম হয়। ২৩

বিষ্ণুপ্রকরণ সমাপ্ত হইল।

অনন্তর শ্রীরামের মন্ত্র কথিত হইতেছে। (শারদাতিলকে বলিয়াছেন) অনন্ত—আ অগ্ন্যাসন রেফাসন অর্থাৎ আকারে র যুক্ত হইবে। উহা সেন্দু (সবিন্দু) অর্থাৎ বিন্দু-যুক্ত হইবে। তাহাতে রাং বীজ হয়। তাহার পর রামায় হৃৎ (নমঃ) হইবে। রাম ভজনাকারিগণের কামপ্রদ মণিস্বরূপ এই ষড়ক্ষর মন্ত্র উপদিষ্ট হইয়াছে। ১

অনন্ত—আকার। তাহা হইলে রাং রামায় নমঃ এই ষড়ক্ষর মন্ত্র হয়। এই মন্ত্রের

১। খ—অয়ং ইতীত্যাদি পাঠো নাস্তি। ২। খ—অথ রামমন্ত্রাঃ। ৩। খ—ইতি মন্ত্রঃ

পূজা—প্রাতঃকৃত্যাদি-বৈষ্ণবোক্ত-পীঠমন্ত্রান্তং বিন্যস্য ঋষ্যাদি-ন্যাসং কুর্য্যাৎ। যথা ব্রহ্মা ঋষির্গায়ত্রীছন্দঃ শ্রীরামো-দেবতা। ততঃ করাঙ্গন্যাসৌ। রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ ইত্যাদিনা রাঁ হৃদয়ায়[১] নমঃ ইত্যাদিনা চ। ততো মন্ত্রন্যাসঃ। ব্রহ্ম-রন্ধ্রে—রাঁ নমঃ, ভ্রূমধ্যে—রা নমঃ, হৃদি—মা নমঃ, নাভৌ—য় নমঃ। লিঙ্গে—ন নমঃ, পাদয়োঃ—মো নমঃ। ততো ধ্যায়েৎ (২)—

কালাম্ভোধর-কান্তি-কান্তমনিশং বীরাসনাধ্যাসিনং
মুদ্রাং জ্ঞানময়ীং দধানমপরং হস্তাম্বুজং জানুনি।
সীতাং পার্শ্বগতাং সরোরুহ-করাং বিদ্যুন্নিভাং রাঘবং
পশ্যন্তং মুকুটাঙ্গদাদি-বিবিধাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং ভজে ॥ ৩

এবং ধ্যাত্বা মানসৈঃ সংপূজ্যার্ঘ্যস্থাপনং পীঠপূজাঞ্চ বিধায় বৈষ্ণবোক্ত-পীঠশক্তীঃ পীঠমনুঞ্চ সংপূজ্য পুনর্ধ্যাত্বাবাহনাদি-পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি-দান-পর্য্যন্তং বিধায়াবরণানি পূজয়েৎ। যথা দেবস্য বামপার্শ্বে—শ্রীং সীতায়ৈ নমঃ, অগ্রে—ওঁ শার্ঙ্গায় নমঃ। বাম-বক্ষিণ-পার্শ্বয়োশ্চাপায় শরেভ্যঃ[২]। তদ্বহিঃ কেশরে

পূজাপদ্ধতি এইরূপ—প্রাতঃকৃত্য হইতে বিষ্ণুপ্রকরণোক্ত পীঠমন্ত্র পর্য্যন্ত ন্যাস করিয়া ঋষ্যাদি ন্যাস করিবেন। যথা—এই মন্ত্রের ব্রহ্মা ঋষি, গায়ত্রী ছন্দঃ, শ্রীরাম দেবতা, (রাং বীজ ও নমঃ শক্তি)। তাহার পর রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ ইত্যাদি প্রকারে এবং রাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি প্রকারে করাঙ্গ ন্যাস করিবেন। তাহার পর মন্ত্রন্যাস করিবেন। যথা ব্রহ্মরন্ধ্রে—রাং নমঃ। ভ্রূমধ্যে—রা নমঃ। হৃদয়ে—মা নমঃ। নাভিতে—য় নমঃ। লিঙ্গে—ন নমঃ। পাদদ্বয়ে—মঃ নমঃ। তাহার পর ধ্যান করিবেন (২)—

ধ্যানের অর্থ—প্রলয়কালীন মেঘের কান্তির ন্যায় কান্তি বিশিষ্ট, বীরাসনে উপবিষ্ট, একটি হস্তে জ্ঞানমুদ্রাধারী, অপর হস্তপদ্ম জানুতে স্থাপনকারী, পদ্মকরা বিদ্যুন্নিভা পার্শ্বগতা সীতাকে দর্শনকারী, মুকুট, অঙ্গদ প্রভৃতি বিবিধ ভূষণে উজ্জ্বলাঙ্গ রাঘবকে সর্বদা ভজনা করি। ৩

এইরূপ ধ্যান করিয়া, মানস উপচারে পূজা করিয়া, বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করিয়া, পীঠপূজা করিয়া, বিষ্ণু মন্ত্র প্রকরণোক্ত পীঠশক্তি ও পীঠমন্ত্রের পূজা করিয়া, পুনরায় ধ্যান করিয়া আবাহন হইতে পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি দান পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্য করিয়া, আবরণ সমূহের পূজা করিবেন। যথা দেবতার বামপার্শ্বে—শ্রীং সীতায়ৈ নমঃ

১। খ—রাঁং তর্জনীভ্যাং স্বাহেত্যাদিনা। রাঁং হৃদয়ায় নমঃ। ২। খ—শরেভ্যশ্চাপায়।

অগ্ন্যাদিকোণে মধ্যে দিক্ষু চ—রাঁ। হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদিনা ষড়ঙ্গানি সংপূজ্য, দলেষু পূর্বাদিতঃ—ওঁ হনুমতে নমঃ। এবং সুগ্রীবায়, বিভীষণায়, লক্ষ্মণায়, অঙ্গদায়, জাম্ববতে। দলাগ্রেষু—সৃষ্টয়ে, জয়ন্তায়, বিজয়ায়, সুরাষ্ট্রায়, রাষ্ট্র-বর্দ্ধনায়, অকোপায়, ধর্মপালায়, সুমন্ত্রায়। তত ইন্দ্রাদীন্ বজ্রাদীংশ্চ সংপূজ্য ধূপাদি-বিসর্জনান্তং কর্ম সমাপয়েৎ। ৪

পুরশ্চরণে তু—ঋতুলক্ষং জপেন্মন্ত্রং দশাংশং কমলৈঃ শুভৈঃ।

জুহুয়াদর্চিতে বহ্নৌ ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ ততঃ॥ ৫

অয়ং মন্ত্রঃ ষড়্বিধঃ—স্ববীজাদিঃ কামবীজাদির্মায়াদির্বাগ্ভবাদির্লক্ষ্মী-বীজাদিঃ প্রণবাদিশ্চেতি। যথা—

স্ব-কাম-শক্তি-বাগ্-লক্ষ্মী-তারাদ্যঃ[১] পঞ্চবর্ণকঃ।

ষড়ক্ষরঃ ষড়্বিধঃ স্যাচ্চতুর্বর্গ-ফলপ্রদঃ॥ ৬

মন্ত্রে সীতাকে, অগ্রে—ওঁ শার্ঙ্গায় নমঃ মন্ত্রে শার্ঙ্গকে, বাম ও দক্ষিণ পার্শ্বে—ওঁ চাপায় নমঃ, ওঁ শরেভ্যো নমঃ মন্ত্রে চাপ ও শরকে পূজা করিবেন। তাহার বহির্ভাগে কেশর সমূহে অগ্ন্যাদি কোণে মধ্যে ও দিক্‌সমূহে রাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে ষড়ঙ্গের পূজা করিয়া, দলসমূহে পূর্বাদি ক্রমে ওঁ হনুমতে নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে হনুমান্, সুগ্রীব, ভরত, বিভীষণ, অঙ্গদ, শত্রুঘ্ন ও জাম্ববানকে পূজা করিবেন। দলের অগ্রসমূহে সৃষ্টি, জয়ন্ত, বিজয়, সুরাষ্ট্র, রাষ্ট্রবর্দ্ধন, অকোপ, ধর্মপাল ও সুমন্ত্রকে পূজা করিবেন। তাহার পর ইন্দ্রাদি লোকপালগণকে ও তাহার বাহিরে বজ্রাদি অস্ত্রসমূহকে পূজা করিবেন। তাহার পর ধূপদানাদি বিসর্জন পর্য্যন্ত যাবতীয় কর্ম শেষ করিবেন। ৪

পুরশ্চরণে কিন্তু ছয় লক্ষ মন্ত্র জপ করিবেন। বহ্নিতে রামের পীঠ অর্চনা করিয়া সুন্দর বিকশিত পদ্মসমূহের দ্বারা জপের দশাংশ হোম করিবেন। তাহার পর ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইবেন। ৫

এই মন্ত্র ছয় প্রকার—স্ববীজাদি, কামবীজাদি, মায়াবীজাদি, বাগ্ভববীজাদি, লক্ষ্মীবীজাদি ও প্রণবাদি। যেমন তন্ত্রে বলিয়াছেন—

রামায় নমঃ এই পাঁচটি বর্ণ স্ব (রাং) বীজাদি, কাম (ক্লীং) বীজাদি, শক্তি (হ্রীং) বীজাদি, বাগ্ভব (ঐং) বীজাদি, লক্ষ্মী (শ্রীং) বীজাদি ও তারাদি (প্রণবাদি) হইলে ষড়ক্ষর হয়। উহা চতুর্বর্গ ফলপ্রদ। ৬

১। খ—তারাদ্যাঃ।

ব্রহ্মা-সম্মোহন-শক্তি-দক্ষিণামূর্ত্তিরুচ্যতে।
অগস্তিঃ শ্রীশিবঃ প্রোক্তা মুনয়োঽত্র ক্রমাদিমে ॥ ৭

মুনয়ঃ ঋষয়ঃ। অত্র এষু।

অথবা কামবীজাদেবিশ্বামিত্রো মুনির্মনোঃ।
ছন্দো গায়ত্রী-সংজ্ঞশ্চ শ্রীরামশ্চৈব দেবতা ॥ ৮

প্রাতঃ-কৃত্যাদি বিসর্জনান্তং সর্বং পূর্ববৎ। ৯

মন্ত্রান্তরম্

জানকীবল্লভং ভেন্তং বহ্নের্জায়া হুমাদিকম্।

এই ছয়টি মন্ত্রের যথাক্রমে ব্রহ্মা, সম্মোহন, শক্তি, দক্ষিণামূর্ত্তি, অগস্তি, শ্রীশিব—ইহাঁর মুনি কথিত হইয়াছেন। ৭

মুনয়ঃ—ঋষিগণ। অত্র—এই ছয়টি মন্ত্রে। অথবা কামবীজাদি মন্ত্রের বিশ্বামিত্র মুনি (ঋষি), গায়ত্রী নামক ছন্দঃ, শ্রীরাম দেবতা। প্রাতঃকৃত্য হইতে বিসর্জন পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্যই পূর্ববৎ। ৮-৯

বিবৃতি। এই রামের পূজায় হনুমান, সীতা ও লক্ষ্মণকে ধ্যানাদি সহকারে পূজা করিতে হয়, ইহা পদার্থাদর্শে রাঘব ভট্ট বলিয়াছেন। অগস্তি সংহিতায় হনুমান্ ও লক্ষ্মণের ধ্যানাদি উক্ত হইয়াছে। হনুমানের মন্ত্র :—ওঁ নমো ভগবতে আঞ্জনেয়ায় মহাবলায় স্বাহা। এই মন্ত্রের ঈশ্বর ঋষি, অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ, হনুমান্ দেবতা, হং বীজ, স্বাহা শক্তি, বিনিয়োগ—হনুমৎপ্রীতি বা ভুক্তিমুক্তি সাধন। ইহার ষড়ঙ্গন্যাস—ওঁ নমো ভগবতে আঞ্জনেয়ায় অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং, ওঁ রুদ্রমূর্ত্তয়ে তর্জনীভ্যাং, ওঁ বায়ুসুতায় মধ্যমাভ্যাং, ওঁ অগ্নিগর্ভায় অনামিকাভ্যাং, ওঁ রামদূতায় কনিষ্ঠাভ্যাং, ওঁ ব্রহ্মাস্ত্র-বারণার্থায় করতল-করপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায়। উহাঁর ধ্যান—স্ফটিকাভং স্বর্ণকান্তিং দ্বিভুজঞ্চ কৃতাঞ্জলিম্। কুণ্ডলদ্বয়-সংশোভি-মুখাম্ভোজং মুহুর্মুহুঃ। পুরশ্চরণে—অযুতমন্ত্র জপ। লক্ষ্মণের মন্ত্র—রং লক্ষ্মণায় নমঃ। এই মন্ত্রের অগস্ত্য ঋষি, গায়ত্রী ছন্দঃ, লক্ষ্মণ দেবতা, লং বীজ, ও নমঃ শক্তি। পুরুষার্থচতুষ্টয়ে ইহার বিনিয়োগ। দীর্ঘযুক্ত রং বীজের দ্বারা ষড়ঙ্গন্যাস। ইহাঁর ধ্যান—দ্বিভুজং স্বর্ণরুচিরং তনুং পদ্মনিভেক্ষণম্। ধনুর্বাণকরং রামসেবা-সংসক্ত-মানসম্। পুরশ্চরণে সপ্তলক্ষ মন্ত্র জপ। ভরত ও শত্রুঘ্নের এই বিধি। ইহা রাঘব ভট্ট ধৃত অগস্তি সংহিতার বচনে উক্ত হইয়াছে। ৯

রামের অন্য মন্ত্র কথিত হইতেছে। চতুর্থীর একবচনান্ত জানকীবল্লভ অর্থাৎ জানকী-বল্লভায় পরে স্বাহা ও আদিতে হুং।

তেন হুং জানকী-বল্লভায় স্বাহা। অস্য বশিষ্ঠ ঋষির্বিরাট্ ছন্দঃ শ্রীরামো দেবতা হুঁ বীজং স্বাহা শক্তিঃ। করাঙ্গন্যাসৌ কামবীজেন। তদুক্তম্—কামেনাঙ্গক্রিয়া মতেতি। শিরো-ললাট-ভ্রূমধ্য-তালু-কণ্ঠ-হৃদয়-নাভ্যূরু-জানু-পাদেষু দশ বর্ণান্ ন্যসেৎ হুঁ নমঃ ইত্যাদিনা। ধ্যানন্তু (১০)—

অযোধ্যানগরে চিত্ররত্ন-সৌবর্ণ-মণ্ডপে।
মন্দার-পুষ্পৈরাবদ্ধ-বিতানে তোরণান্বিতে ॥ ১১
সিংহাসন-সমারূঢ়ং পুষ্পকোপরি রাঘবম্।
রক্ষোভির্হরিভির্দেবৈর্দিব্যযান-গতৈঃ শুভৈঃ।
সংস্তূয়মানং মুনিভিঃ সর্বজ্ঞৈঃ পরিসেবিতম্ ॥ ১২
সীতালঙ্কৃত-বামাঙ্গং লক্ষ্মণেনোপশোভিতম্।
শ্যামং প্রসন্ন-বদনং সর্বাভরণ-ভূষিতম্ ॥ ১৩

চিন্তয়ামীত্যধ্যাহৃত্যান্বয়ঃ। প্রাতঃ-কৃত্যাদি-বিসর্জনান্তং সর্বমন্যৎ পূর্ববৎ। তথা—বর্ণলক্ষং জপেন্মন্ত্রং হবনং তদ্দশাংশতঃ। বর্ণলক্ষং মন্ত্র-বর্ণলক্ষ-মিত্যর্থঃ[১]। ১৪

তাহাতে হুং জানকীবল্লভায় স্বাহা, এই দশাক্ষর মন্ত্র হয়। এই মন্ত্রের বশিষ্ঠ ঋষি, বিরাট্ ছন্দঃ, শ্রীরাম দেবতা, হুং বীজ ও স্বাহা শক্তি। কামবীজের দ্বারা করাঙ্গন্যাস হইবে। হুং নমঃ ইত্যাদি প্রকারে শিরঃ, ললাট, ভ্রূমধ্য, তালু, কণ্ঠ, হৃদয়, নাভি, উরু, জানু ও পাদে দশটি বর্ণের ন্যাস করিবেন। ১০

বিবৃতি। দশ বর্ণের ন্যাস যথা, মস্তকে—হুং নমঃ। ললাটে—জাং নমঃ। ভ্রূমধ্যে—নং নমঃ। তালুতে—কীং নমঃ। কণ্ঠে—বং নমঃ। হৃদয়ে—ল্লং নমঃ। নাভিতে—ভাং নমঃ। উরুদ্বয়ে—য়ং নমঃ। জানুদ্বয়ে—স্বাং নমঃ। পাদদ্বয়ে—হাং নমঃ। ১০

ধ্যানের অর্থ—মনোহর অযোধ্যা নগরে তোরণ যুক্ত মন্দার পুষ্পব্যাপ্ত বিতান-যুক্ত, চিত্র রত্নমণ্ডিত সুবর্ণময় মণ্ডপে পুষ্পক রথের উপরে সিংহাসনে সমারূঢ়, দিব্য যান-গত পবিত্র রাক্ষস, বানর, দেবগণ কর্তৃক স্তূয়মান, সর্বজ্ঞ মুনিগণ কর্তৃক পরিসেবিত, সীতা কর্তৃক অলঙ্কৃত বামাঙ্গ, লক্ষ্মণের দ্বারা উপশোভিত, শ্যাম প্রসন্নবদন সর্বাভরণে ভূষিত রাঘবকে ধ্যান করি। ১১-১৩

চিন্তয়ামি এই পদটি অধ্যাহার করিয়া রাঘবং এই পদের সহিত অন্বয় করিতে হইবে। প্রাতঃকৃত্য হইতে বিসর্জন পর্যন্ত সমস্তই পূর্ববৎ হইবে। সেইরূপ আরও

১। খ—বর্ণলক্ষমিত্যাদি পাঠো নাস্তি।

মন্ত্রান্তরম্

বহ্নির্নারায়ণেনাঢ্যো জঠরঃ কেবলস্তথা।
দ্ব্যক্ষরো মন্ত্ররাজোঽয়ং সর্বাভীষ্ট-ফলপ্রদঃ ॥ ১৫
শ্রী-মায়া-মন্মথৈকৈক-বীজাদ্যন্তর্গতো মনুঃ।
চতুর্বর্ণ স এব স্যাৎ ষড়্ বর্ণো-বাঞ্ছিত-প্রদঃ।
স্বাহান্তো হুঁ ফড়ন্তো বা নমোঽন্তো বা ভবেন্মনুঃ ॥ ১৬
তার-মায়া-রমাঽনঙ্গ-বাক্-স্ববীজৈস্তু ষড়্ বিধঃ।
দ্ব্যক্ষরো[১] মন্ত্ররাজঃ স্যাৎ সর্বাভীষ্ট-ফল-প্রদঃ ॥ ১৭
দ্ব্যক্ষরশ্চন্দ্র-ভদ্রান্তো মন্ত্রোঽয়ং চতুরক্ষরঃ।
রামায় হৃন্মনুঃ প্রোক্তো মন্ত্রপঞ্চাক্ষরঃ পরঃ ॥ ১৮

অন্বয়ার্থঃ—বহ্নী রেফঃ। নারায়ণ অকারঃ। জঠরো মকারঃ। তেন রাম ইতি দ্ব্যক্ষরো মন্ত্রঃ। অয়ং বহুবিধঃ স্যাৎ। তথা চ রাম। শ্রীঁ রাম শ্রীঁ। হ্রীঁ রাম হ্রীঁ। ক্লীঁ রাম ক্লীঁ। শ্রীঁ রাম শ্রীঁ স্বাহা। হ্রীঁ রাম হ্রীঁ স্বাহা। ক্লীঁ

উক্ত হইয়াছে—বর্ণ লক্ষ মন্ত্র জপ করিবে এবং তাহার দশাংশ হোম করিবে। বর্ণ লক্ষং পদের অর্থ—মন্ত্রবর্ণ লক্ষ অর্থাৎ দশ লক্ষ। ১৪

বহ্নি (র) নারায়ণের (আকার) দ্বারা যুক্ত এবং কেবল জঠর (ম) অর্থাৎ রাম —এই দুই অক্ষরের মন্ত্ররাজ সমস্ত অভীষ্ট ফলের প্রদায়ক। ১৫

সেই দ্ব্যক্ষর মন্ত্র শ্রী, মায়া ও মন্মথ এই তিনটি বীজের এক একটি বীজ মন্ত্রের আদিগত ও অন্তগত হইলে চারি অক্ষরের মন্ত্র হইবে। উহা স্বাহান্ত, হুং ফট্ অন্ত বা নমঃ অন্ত হইলে বাঞ্ছিত ফলপ্রদ ষড়ক্ষর মন্ত্র হয়। ১৬

সর্বাভীষ্ট ফলপ্রদ দ্ব্যক্ষর মন্ত্ররাজ তার (ওঁ), মায়া (হ্রীং), রমা (শ্রীং), অনঙ্গ (ক্লীং) বাক্ (ঐং) ও স্ববীজ (রাং) যোগে ছয় প্রকার হয়। ১৭

বিবৃতি। উপরোক্ত শ্লোক হইতে এই মন্ত্রগুলি উদ্ধৃত হয়—ওঁ রাম, হ্রীং রাম, শ্রীং রাম, ক্লীং রাম, ঐং রাম, রাং রাম। ১৭

এই দ্ব্যক্ষর রাম মন্ত্র চন্দ্রান্ত ও ভদ্রান্ত হইলে চতুরক্ষর রাম মন্ত্র হয়। রামায় হৃৎ অর্থাৎ রামায় নমঃ এইটি রামের মন্ত্র কথিত হইয়াছে। এই পঞ্চাক্ষর মন্ত্র শ্রেষ্ঠ। ১৮

এই শ্লোকগুলির অর্থ—বহ্নি র। নারায়ণ—আকার। জঠর—মকার। তাহাতে রাম এই দ্ব্যক্ষর মন্ত্র হয়। এই দ্ব্যক্ষর মন্ত্র বহুবিধ হয়। তাহা এই—রাম। শ্রীং রাম শ্রীং।

১। খ—ত্র্যক্ষরো।

রাম ক্লীঁ স্বাহা। শ্রীঁ রাম শ্রীঁ হুঁ ফট্। হ্রীঁ রাম হ্রীঁ হুঁ ফট্। ক্লীঁ রাম ক্লীঁ হুঁ ফট্। শ্রীঁ রাম শ্রীঁ নমঃ। হ্রীঁ রাম হ্রীঁ নমঃ। ক্লীঁ রাম ক্লীঁ নমঃ। ওঁ রাম। হ্রীঁ রাম। শ্রীঁ রাম। ক্লীঁ রাম। ঐঁ রাম। রঁা রাম ইত্যেকোনবিংশতির্ভেদাঃ। এবং দ্ব্যক্ষরশ্চন্দ্রান্তো ভদ্রান্তো বা যদি, তদা চতুরক্ষর-মন্ত্রদ্বয়ং ভবতি। যথা—রামচন্দ্র ইতি রামভদ্র ইতি চ। এবং রামায় ইতি স্বরূপং, ততো হৃৎ নমঃ-পদঞ্চেৎ অপরঃ পঞ্চাক্ষরো মন্ত্র ইতি।

এতেষাং প্রাতঃকৃত্যমারভ্য ধূপাদি-বিসর্জনান্তং সর্বং কর্ম পূর্ববৎ পুরশ্চরণন্তু ষড়্‌লক্ষ-জপঃ। ১৯

মন্ত্রান্তরম্

বহ্নিস্থং শয়নং বিষ্ণোরর্দ্ধচন্দ্র-বিভূষিতম্।
একাক্ষরো মন্ত্রঃ প্রোক্তো মন্ত্ররাজঃ সুরদ্রুমঃ।
ব্রহ্মা মুনিঃ স্যাদ্ গায়ত্রী ছন্দো রামশ্চ দেবতা॥ ২০

বিষ্ণুশয়নমাকারঃ। তেন রামিত্যেকাক্ষরো মন্ত্রঃ। অস্য পুরশ্চরণং দ্বাদশলক্ষ-জপঃ। ভানুলক্ষং জপেন্মন্ত্রমিতি বচনাৎ। ধ্যান-পূজাদিকন্তু ষড়ক্ষরবৎ। ইতি শ্রীরামপ্রকরণম। ২১

হ্রীং রাম হ্রীং। ক্লীং রাম ক্লীং। শ্রীং রাম শ্রীং স্বাহা, হ্রীং রাম হ্রীং স্বাহা। ক্লীং রাম ক্লীং স্বাহা। শ্রীং রাম শ্রীং হুং ফট্। হ্রীং রাম হ্রীং হুং ফট্। ক্লীং রাম ক্লীং হুং ফট্। শ্রীং রাম শ্রীং নমঃ। হ্রীং রাম হ্রীং নমঃ। ক্লীং রাম ক্লীং নমঃ। ওঁ রাম। হ্রীং রাম। শ্রীং রাম। ক্লীং রাম। ঐং রাম। রাং রাম। এই একোনবিংশতি (উনিশ প্রকার) মন্ত্রের ভেদ হয়। এইরূপ যদি দ্ব্যক্ষর রাম এই মন্ত্র চন্দ্রান্ত বা ভদ্রান্ত হয়, তবে চতুরক্ষর দুইটি মন্ত্র হয়। যেমন রামচন্দ্র এই একটি এবং রামভদ্র এই একটি। এইরূপ রামায় এই স্বরূপের পর হৃৎ অর্থাৎ নমঃ পদ হয়, তবে অপর রামায় নমঃ এই পঞ্চাক্ষর মন্ত্র হয়। এই সকল মন্ত্রের প্রাতঃকৃত্য হইতে আরম্ভ করিয়া ধূপদানাদি বিসর্জন পর্য্যন্ত সমস্ত কর্ম পূর্ববৎ করিবেন। পুরশ্চরণে ছয় লক্ষ মন্ত্র জপ। ১৯

রামের মন্ত্রান্তর বলিতেছেন—বহ্নিস্থ রকারস্থ বিষ্ণুশয়ন (অনন্ত) আ অর্দ্ধচন্দ্র-বিভূষিত হইয়া রামের একাক্ষর মন্ত্র রাং উক্ত হইয়াছে। উহা সুরদ্রুম সদৃশ মন্ত্ররাজ। এই একাক্ষর মন্ত্রের ব্রহ্মা ঋষি, গায়ত্রী ছন্দঃ, শ্রীরাম দেবতা। ২০

বিষ্ণুশয়ন—আকার। তাহাতে রাং এই একাক্ষর মন্ত্র হয়। এই মন্ত্রের পুরশ্চরণ

অথ শ্রীকৃষ্ণঃ[১]

গোপীজনপদস্যান্তে বল্লভায় দ্বিঠাবধিঃ।
অয়ং দশাক্ষরো মন্ত্রো দৃষ্টাদৃষ্ট-ফলপ্রদঃ॥ ১

অয়ং মন্ত্রঃ কামবীজাদিঃ। রাশি-নক্ষত্র-চক্রাদৌ তু কামবীজ-বহির্ভাবেণ বিচারঃ কার্য্যস্তস্য লুপ্ত-বীজত্বাৎ। যথা গৌতমীয়ে (২)—

বীজপূর্বো জপশ্চাস্য রহস্যং কথিতং মুনে!।
লুপ্তবীজ-স্বভাবত্বাদ্ দশাক্ষর ইহোচ্যতে॥ ৩

বৃহদ্‌গৌতমীয়ে চ—ভোগমোক্ষৈক-নিলয়ো লুপ্তবীজো দশাক্ষরঃ।
উদ্ধরেৎ তু পৃথক্ত্বেন কামবীজং মহামুনে!।

---

১২ লক্ষ জপ। যেহেতু ভানুলক্ষং জপেন্ মন্ত্রম্ অর্থাৎ ভানুলক্ষ মন্ত্র জপ করিবে এইরূপ বচন আছে। এই মন্ত্রের ধ্যান পূজাদি ষড়ক্ষরের ন্যায় হইবে। ২১

বিবৃতি। ওঁ নমো ভগবতে রঘুনন্দনায় রক্ষোঘ্ন-বিষদায় মধুর-প্রসন্ন-বদনায় অমিত-তেজসে বালায় রামায় বিষ্ণবে নমঃ এইরূপ রামের মালামন্ত্র শারদাতিলকে উক্ত হইয়াছে। রাঘবভট্ট পদার্থাদর্শে এই মন্ত্রের ঋষ্যাদি, ধ্যান প্রভৃতি বলিয়াছেন। এইটি রামের ধারণ যন্ত্রেও লেখ্য। তন্ত্রসার কার ও এই গ্রন্থকার রামপ্রকরণে এই মন্ত্রের উল্লেখ করেন নাই। অনুসন্ধিৎসু পাঠক ইহার বিশেষ বিবরণ পদার্থাদর্শে পাইবেন। শ্রীরাম প্রকরণ সমাপ্ত হইল। ২১

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের মন্ত্র কথিত হইতেছে। গোপীজন পদের অন্তে বল্লভায় শেষে দ্বিঠ (স্বাহা) হইবে। তাহাতে গোপীজন-বল্লভায় স্বাহা মন্ত্র হইল। এই দশাক্ষর মন্ত্র দৃষ্ট ও অদৃষ্ট ফলের প্রদাতা। ১

এই মন্ত্র কামবীজাদি হয়। রাশিচক্র ও নক্ষত্র চক্রাদিতে কিন্তু কামবীজাদির বহির্ভাবে অর্থাৎ কামবীজকে বাদ দিয়া কেবল গোপীজন-বল্লভায় স্বাহা এই মন্ত্র লইয়া বিচার কর্ত্তব্য। কারণ কামবীজটি লুপ্তবীজ। যেমন—গৌতমীয় তন্ত্রে বলিয়াছেন (২)—

হে মুনে। এই মন্ত্রের বীজপূর্বক জপ হইবে। এ রহস্য কথিত হইয়াছে। এই মন্ত্রটি লুপ্ত বীজ স্বরূপ বলিয়া অর্থাৎ জপের কাল ছাড়া অন্য কালে এই বীজ থাকে না বলিয়া এই লোকে ইহা দশাক্ষর কথিত হইয়া থাকে। ৩

বৃহদ্‌গৌতমীয় তন্ত্রেও বলিয়াছেন—লুপ্তবীজ এই দশাক্ষর মন্ত্র ভোগ ও মোক্ষের একমাত্র স্থান। হে মহামুনে। কামবীজকে কিন্তু পৃথগ্‌ভাবে উদ্ধার করিবে। এই

১। খ—অথ শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রাঃ।

তদ্‌যোগাৎ ফলদো মন্ত্রো নান্যথা কল্প-কোটিভিঃ ॥ ৪

কামবীজমিত্যত্র পৃথগ্‌-যোগে দ্বিতীয়া, ন তু কর্মণি। তথা চ কামবীজ-বহির্ভাবেণ উদ্ধরেদর্থাদ্দশাক্ষরমিত্যর্থঃ। ৫

অথাস্য পূজা। প্রাতঃকৃত্যাদি-তত্ত্বন্যাসান্তং বিধায় প্রাণায়ামং কুর্য্যাৎ। তদ্‌যথা—কামবীজস্যৈকবার-জপেন দক্ষিণ-নাসয়া বায়ুং রেচয়েৎ। ততঃ সপ্তবার-জপেন বাম-নাসয়া বায়ুং পূরয়েৎ। ততো নাসা-পুটৌ ধৃত্বা বিংশতি-বার-জপেন বায়ুং কুম্ভয়েৎ। পুনর্বাম[১]-নাসয়া বিরিচ্য দক্ষিণেনাপূর্য্য দ্বাভ্যাং কুম্ভয়েৎ। পুনর্দক্ষয়া বিরিচ্য বামেনাপূর্য্য দ্বাভ্যাং কুম্ভয়েৎ। যথা (৬)—

একেন রেচয়েৎ কাম-বীজেনৈব পৃথক্ পৃথক্।
পূরয়েৎ সপ্ত-জপ্তেন বিংশত্যা তেন ধারয়েৎ।
সর্বেষু কৃষ্ণ-মন্ত্রেষু বীজেনানেন রেচয়েদিতি[২]। ৭

কামবীজের যোগে এই মন্ত্রটি ফলপ্রদ হয়। অন্যথা কোটি কল্পেও ইহা ফলপ্রদ হয় না। ৪

কামবীজম্ এই স্থলে পৃথক্ যোগে দ্বিতীয়া বিভক্তি হইয়াছে। কর্মে দ্বিতীয়া হয় নাই। তাহা হইলে কামবীজ বহির্ভাবে উদ্ধার করিবে অর্থাৎ দশাক্ষর মন্ত্র উদ্ধার করিবে এই অর্থ হয়। ৫

এই মন্ত্রের পূজাপদ্ধতি ইরূপ:—প্রাতঃকৃত্য হইতে তত্ত্বন্যাস পর্যন্ত সমস্ত কার্য্য করিয়া প্রাণায়াম করিবেন। যথা—কামবীজের একবার জপের দ্বারা দক্ষিণ নাসায় বায়ুর রেচন (ত্যাগ) করিবেন। তাহার পর সাতবার জপের দ্বারা বামনাসায় বায়ুর পূরণ করিবেন। তাহার পর দুই নাসাপুট ধরিয়া বিংশতি বার জপের দ্বারা বায়ুকে কুম্ভক (স্থির) করিবেন। পুনরায় বামনাসায় রেচন করিয়া দক্ষিণ নাসায় পূরণ করিয়া উভয় নাসিকায় কুম্ভক করিবেন। পুনরায় দক্ষিণ নাসিকায় রেচন করিয়া বামনাসা দ্বারা পূরণ করিয়া উভয় নাসিকা দ্বারা কুম্ভক করিবেন। যেমন তন্ত্রে বলিয়াছেন (৬)—

একবার কামবীজ জপের দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ রেচক করিবে। সাতবার জপের দ্বারা পূরক করিবে। কুড়িবার জপের দ্বারা ধারণ বা কুম্ভক করিবে। সমস্ত কৃষ্ণমন্ত্রে এই বীজের দ্বারা রেচন করিবে। ৭

১। খ—বাময়া রেচয়েৎ। দক্ষয়া পূরয়েৎ। দ্বাভ্যাং কুম্ভয়েৎ। পুনর্দক্ষয়া রেচয়েৎ। বাময়াপূর্য্য দ্বাভ্যাং কুম্ভয়েৎ। যথা—একেনেত্যাদি। ২। রেচয়েদিত্যনন্তরং অথবা মূলমন্ত্রেণৈব।

অত্র রেচয়েদিত্যুপলক্ষণম্। অথবা মূলমন্ত্রেণৈব প্রাণায়ামঃ। তদুক্তম্[১] (৮)—

পবন-সংযমনস্তমুনাচরেদ্ যমিহ জপ্তুমসৌ মনুমিচ্ছতি[২]।

তত্রায়ং বিশেষঃ—যদি দশাক্ষরং জপতি, তদা দশাক্ষরেণাষ্টাবিংশত্যাবৃত্তেন রেচকং পূরকং কুম্ভকঞ্চ[৩] যদ্যষ্টাদশাক্ষরং জপতি, তদা দ্বাদশাবৃত্তেন তেন। ৯

দশাক্ষরেণ চেৎ তত্রাষ্টাবিংশত্যাথ রেচয়েৎ।
পূরয়েদ্ বামতস্তদ্বদ্ ধারয়েৎ তৎ প্রমাণতঃ॥ ১০
প্রাণায়ামো ভবেদেকো রেচ-পূরক-কুম্ভকৈঃ।
অষ্টাদশাক্ষরেণ চেদ্ দ্বাদশৈবং সমাচরেৎ[৪]॥ ১১

ইতি বচনাৎ। অন্যমন্ত্রেষু তু অন্যমনুভির্বর্ণানুরূপমিত্যুক্তত্বাৎ। তত্তন্মন্ত্র-বর্ণ-সংখ্যয়া রেচকাদি-ত্রয়ং কুর্য্যাৎ[৫]। ক্রমদীপিকায়াং রেচয়েন্মারুতং দক্ষয়া

এস্থলে রেচয়েৎ এইটি পূরক ও কুম্ভকের উপলক্ষণ। অথবা মূলমন্ত্রের দ্বারাই প্রাণায়াম কর্ত্তব্য। ক্রমদীপিকায় তাহাই উক্ত হইয়াছে (৮)—

সাধক এখানে অর্থাৎ কৃষ্ণ মন্ত্র স্থলে যে মন্ত্র জপ করিতে ইচ্ছা করেন, সেই মন্ত্রেই প্রাণ সংযমন অর্থাৎ প্রাণায়াম করিবেন। এ স্থলে এই বিশেষ—যদি দশাক্ষর কৃষ্ণ মন্ত্র জপ করেন, তবে দশাক্ষর মন্ত্রের অষ্টাবিংশতিবার আবৃত্তি দ্বারা রেচক, পূরক ও কুম্ভক করিবেন। যদি অষ্টাদশাক্ষর কৃষ্ণমন্ত্র জপ করেন, তবে সেই মন্ত্রের দ্বাদশ বার আবৃত্তি দ্বারা রেচক, পূরক ও কুম্ভক করিবেন। ৯

যেহেতু বচন আছে যে—যদি দশাক্ষর মন্ত্রের দ্বারা জপ করেন, তবে অষ্টাবিংশতি বার জপের দ্বারা রেচক সেইরূপ বামনাসায় সেই পরিমাণ জপে অর্থাৎ অষ্টাবিংশতি বার জপে পূরণ করিবেন এবং সেই পরিমাণ জপের দ্বারা কুম্ভক (ধারণ) করিবেন। ১০

যদি অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রের দ্বারা জপ করেন, তবে এইরূপ পূরক, কুম্ভক ও রেচকে দ্বাদশবার মন্ত্র জপ করিবে। রেচক, পূরক ও কুম্ভকের দ্বারা একটি প্রাণায়াম হইয়া থাকে। ১১

অন্য মন্ত্র সমূহে কিন্তু অন্য মন্ত্রের বর্ণ সংখ্যার অনুরূপ সংখ্যা দ্বারা রেচক, পূরক ও কুম্ভক করিবে। ইহা উক্ত হইয়াছে। সেই সেই মন্ত্র বর্ণের সংখ্যা দ্বারা রেচকাদি ত্রয় করিবে—এই অর্থ। ক্রমদীপিকায় বলিয়াছেন—দক্ষিণ সাধক দক্ষিণ নাসিকা

১। খ—তদুক্তমিতি নাস্তি। ২। খ—ইচ্ছতি তথাচ যদি দশাক্ষরং জপতি। তদা দশাক্ষরেণ ...বিংশাবৃত্তেন। ৩। খ—কুম্ভকঞ্চেতি। যথা—দশাক্ষরেণ চেৎ তত্রাষ্টাবিংশত্যাথ রেচয়েৎ। ৪। খ—সমাচরেৎ। অন্য মন্ত্রেষু তু। ৫। খ—কুর্য্যাৎ। রেচয়েদ্ মারুতং দক্ষয়া দক্ষিণয়েবাময়া মধ্যমাভ্যাং পুনঃ ধারয়েদিত্যাদি।

দক্ষিণঃ পূরয়েদ্বাময়া মধ্যনাড্যা পুনর্ধারয়েদিত্যাদি। এতৎ তু শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্র-মাত্র-বিষয়কম্। নান্যত্র[১] বিষ্ণুমন্ত্রাদৌ। ১২

ততঃ পীঠন্যাসং বিধায় কেশরেষু মধ্যে চ বিমলাদি-পীঠ-মন্ত্রান্তং বিন্যস্য ঋষ্যাদিন্যাসং কুর্য্যাৎ। শিরসি—নারদায় ঋষয়ে নমঃ, মুখে—বিরাট্ ছন্দসে নমঃ, হৃদি—শ্রীকৃষ্ণায় দেবতায়ৈ, গুহ্যে—ক্লীঁ বীজায়, পাদয়োঃ—স্বাহা শক্তয়ে। ততঃ ওঁ মন্ত্রাধিষ্ঠাতৃ-দেবতায়ৈ দুর্গায়ৈ নমঃ ইতি দুর্গাং নমস্কুর্য্যাৎ। ততো দশাঙ্গুলীষু দশাক্ষরাণি ন্যসেৎ। যথা দক্ষিণ-করস্যাঙ্গুষ্ঠে[২]—গোং নমঃ, এবং তর্জন্যাং—পীং। মধ্যমায়াং জং, অনামিকায়াং নং, কনিষ্ঠায়াং—বং, বামস্য তাসু—ল্লং ভাং য়ং স্বাং হাং। ১৩

দ্বারা বায়ুর রেচন, বামনাসা দ্বারা পূরণ ও মধ্যনাড়ী সুষুম্না দ্বারা বায়ুর ধারণ (কুম্ভক) করিবে ইত্যাদি। ইহা শ্রীকৃষ্ণের মন্ত্রমাত্র বিষয়ে জানিবেন। অন্য বিষ্ণুমন্ত্রাদি স্থলে এই নিয়ম নহে। ১২

তাহার পর পীঠন্যাস করিয়া কেশর সমূহে ও মধ্যে বিমলাদি পীঠমন্ত্র পর্য্যন্ত ন্যাস করিয়া ঋষ্যাদিন্যাস করিবেন। যথা মস্তকে—ওঁ নারদায় ঋষয়ে নমঃ। মুখে—ওঁ বিরাট ছন্দসে নমঃ। হৃদয়ে—ওঁ শ্রীকৃষ্ণায় দেবতায়ৈ নমঃ। গুহ্যে—ওঁ ক্লীং বীজায় নমঃ। পাদদ্বয়ে—স্বাহা শক্তয়ে নমঃ। তাহার পর ওঁ মন্ত্রাধিষ্ঠাতৃ-দেবতায়ৈ দুর্গায়ৈ নমঃ এই মন্ত্রে দুর্গাকে নমস্কার করিবে। তাহার পর দশ অঙ্গুলিতে মন্ত্রের দশ অক্ষর ন্যাস করিবে। যথা দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠে—গোং নমঃ। তর্জনীতে—পীং নমঃ। মধ্যমাতে—জং নমঃ। অনামাতে—নং নমঃ। কনিষ্ঠায়—বং নমঃ। বামের জ্যেষ্ঠাদি পাঁচটি অঙ্গুলিতে যথাক্রমে পূর্ব্ববৎ—ল্লং ভাং য়ং স্বাং হাং এই পাঁচটি বর্ণ ন্যাস করিবেন। ১৩

বিবৃতি। গৌতমীয় তন্ত্রানুসারে দুর্গানমস্কারের পর ওঁ গোপীজন-বল্লভায় স্বাহা ওঁ এই মন্ত্রে হস্তদ্বয়ের মধ্যে পৃষ্ঠে ও পার্শ্বে তিন তিনবার ন্যাস করিয়া, সবিন্দু মন্ত্র বর্ণকে প্রণবের দ্বারা পুটিত ও নমোন্ত করিয়া অঙ্গুলি সমূহের পর্বসমূহে ন্যাস করিবেন। যেমন দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠের তিন পর্বে—ওঁ গোং ওঁ নমঃ। তর্জনীর পর্বত্রয়ে—ওঁ পীং ওঁ নমঃ। এইরূপ মধ্যমা, অনামা ও কনিষ্ঠাতে এক একটি মন্ত্রবর্ণের ন্যাস করিয়া বাম-হস্তের কনিষ্ঠা হইতে অঙ্গুষ্ঠ পর্য্যন্ত পাঁচটি অঙ্গুলির পর্বত্রয়ে পাঁচটি বর্ণের ন্যাস হইলে সৃষ্টি ন্যাস হয়। দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ হইতে বাম হস্তের কনিষ্ঠা পর্য্যন্ত দশ অঙ্গুলিতে পূর্ববৎ যথাক্রমে দশটি বর্ণের ন্যাসের নাম স্থিতি ন্যাস। বামের অঙ্গুষ্ঠ হইতে দক্ষিণের

১। খ—নান্যত্র। তত্র চ পীঠন্যাসং। ২। খ—দক্ষিণস্য করস্যাঙ্গুষ্ঠে।

অথ করয়োরঙ্গুলীষু পঞ্চাঙ্গন্যাসঃ। যথা—আ চক্রায় স্বাহা অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, বি চক্রায় স্বাহা তর্জনীভ্যাং স্বাহা, সু চক্রায় স্বাহা মধ্যমাভ্যাং বষট্। ত্রৈলোক্য-চক্রায় স্বাহা অনামিকাভ্যাং হুঁ, অসুরান্তক-চক্রায় স্বাহা কনিষ্ঠাভ্যাং ফট্। ততো মূলমন্ত্র-পুটিতান্ মাতৃকা-বর্ণান্ সবিন্দূন্ মাতৃকা-স্থানেষু ন্যসেৎ। ততঃ প্রণবপুটিতং মূলমন্ত্রং আকেশাদাপাদম্, আপাদাদাকেশং ত্রিবারং বিন্যস্য দশাঙ্গ-পঞ্চাঙ্গ-ন্যাসৌ কুর্য্যাৎ। যথা হৃদি—গোং নমঃ, এবং শিরসি—পীং নমঃ। শিখায়াং—জং নমঃ। সর্বাঙ্গে—নং, দিক্ষু—বং, দক্ষপার্শ্বে—ল্লং, বামপার্শ্বে—ভাং, কট্যাং—য়ং। পৃষ্ঠে—স্বাং, মূর্ধ্নি—হাং।

তথা—আচক্রায় স্বাহা হৃদয়ায় নমঃ। বিচক্রায় স্বাহা শিরসে স্বাহা। সুচক্রায় স্বাহা শিখায়ৈ বষট্। ত্রৈলোক্যরক্ষণ-চক্রায় স্বাহা কবচায় হুঁ। অসুরান্তক-চক্রায় স্বাহা অস্ত্রায় ফট্ ইতি। অস্য[১] তত্ত্বন্যাস-মূর্ত্তিপঞ্জরন্যাসাদয়ো ন্যাসাঃ কাম্যতয়া নোক্তাঃ। ১৪

অঙ্গুষ্ঠ পর্য্যন্ত এইরূপ ন্যাসের নাম সংহার ন্যাস। এই তিন প্রকার ন্যাস প্রথমে করিয়া পরে পুনরায় সৃষ্টি ও স্থিতি ন্যাস কর্ত্তব্য। এই পঞ্চ ন্যাসে অসমর্থ হইলে গৃহস্থ একটি মাত্র ন্যাস করিবেন। তাহার পর স্থিতিক্রমে দশ অঙ্গুলিতে দশ অক্ষরের ন্যাস করিবেন। তাহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে। ১৩

অনন্তর হস্তদ্বয়ের অঙ্গুলী সমূহে মূলোক্ত প্রকারে পঞ্চাঙ্গ ন্যাস করিবেন। তাহার পর গোপীজনবল্লভায় স্বাহা অং গোপীজনবল্লভায় স্বাহা এইরূপ মূলমন্ত্র পুটিত সবিন্দু মাতৃকাবর্ণগুলিকে ললাটাদি মাতৃকাস্থানে ন্যাস করিবেন। তাহার পর ওঁ গোপীজনবল্লভায় স্বাহা ওঁ এইরূপ প্রণব-পুটিত মূলমন্ত্রকে কেশ হইতে পাদ পর্য্যন্ত ও পাদ হইতে কেশ পর্য্যন্ত তিনবার ন্যাস করিয়া মূলোক্ত প্রকারে দশাঙ্গ ন্যাস ও পঞ্চাঙ্গ ন্যাস করিবেন। এই মন্ত্রের তত্ত্বন্যাস ও মূর্ত্তি পঞ্জর-ন্যাস কাম্য বলিয়া এখানে লিখিত হইল না। ১৪

টিপ্পনী। কোন ক্রিয়ায় অনুষ্ঠান পদ্ধতি লিখিত বা প্রচলিত না থাকিলে সে ক্রিয়ার অনুষ্ঠান লুপ্ত হইয়া যায়। কোন সকাম ব্যক্তি তাহা করিতে ইচ্ছুক হইলেও করিতে পারেন না। তাই ক্রিয়ার অনুষ্ঠান পদ্ধতি সুন্দর করিয়া সম্পূর্ণভাবে লেখা আবশ্যক। লেখা থাকিলে তাহা হইতে ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইতে পারে। তাই এখানে দশ তত্ত্বন্যাস প্রভৃতি লিখিত হইল।

১। খ—অন্তে।

তত্ত্বন্যাস যথা পাদদ্বয়ে—গোং নমঃ পরায় পৃথিবী-তত্ত্বাত্মনে নমঃ। লিঙ্গে—পীং নমঃ পরায় জলাতত্ত্বাত্মনে নমঃ। শেষে সর্বত্র নমঃ দেয়। হৃদয়ে—জং নমঃ পরায় তেজস্তত্ত্বাত্মনে। মুখে—নং নমঃ পরায় বায়ুতত্ত্বাত্মনে। মস্তকে—বং নমঃ পরায়াকাশতত্ত্বাত্মনে। হৃদয়ে—লং নমঃ পরায়াহঙ্কারতত্ত্বাত্মনে, ভাং নমঃ পরায় মহত্তত্ত্বাত্মনে নমঃ। সর্বগাত্রে—ম্বং নমঃ পরায় প্রকৃতিতত্ত্বাত্মনে, স্বাং নমঃ পরায় পুরুষতত্ত্বাত্মনে, হাং নমঃ পরায় পরতত্ত্বাত্মনে নমঃ। এইটি সংহারন্যাস। অনন্তর সৃষ্টিন্যাস। সর্বগাত্রে—পূর্ববৎ হাং স্বাং ম্বং। হৃদয়ে—ভাং লং। মস্তকে—বং। মুখে—নং। হৃদয়ে—জং। লিঙ্গে—পীং। পাদদ্বয়ে—গোং। ইহা সৃষ্টি ন্যাস। তাহার পর সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারক্রমে অক্ষরন্যাস। মস্তকে—গোং নমঃ। নেত্রদ্বয়ে—পীং। কর্ণদ্বয়ে—জং। নাসিকাদ্বয়ে—নং। মুখে—বং। হৃদয়ে—লং। নাভিতে—ভাং। লিঙ্গে—ম্বং। জানুদ্বয়ে—স্বাং। পাদদ্বয়ে—হাং। অনন্ত স্থিতিক্রমে ন্যাস। যথা হৃদয়ে—গোং নমঃ। নাভিতে—পীং। লিঙ্গে—জং। জানুদ্বয়ে—নং। পাদদ্বয়ে—বং। মস্তকে—লং। নেত্রদ্বয়ে—ভাং। কর্ণদ্বয়ে—ম্বং। নাসিকাদ্বয়ে—স্বাং। মুখে—হাং। অনন্তর সংহারক্রমে ন্যাস। যথা পাদদ্বয়ে—গোং। জানুদ্বয়ে—পীং। লিঙ্গে—জং। নাভিতে—নং। হৃদয়ে—বং। মুখে—লং। নাসিকাদ্বয়ে—ভাং। কর্ণদ্বয়ে—ম্বং। নেত্রদ্বয়ে—স্বাং। মস্তকে—হাং। পুনরায় সৃষ্টি ও স্থিতিন্যাস কর্ত্তব্য।

এই ন্যাসে অঙ্গুলি নিয়ম আছে। মস্তকে মধ্যমা, চক্ষুতে মধ্যমা ও তর্জনী, কর্ণে অঙ্গুষ্ঠ ব্যতীত সকল অঙ্গুলি, নাসিকাতে অঙ্গুষ্ঠ ও অনামা, মুখে সর্বাঙ্গুলি, হৃদয়ে অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনী, নাভি ও লিঙ্গে অঙ্গুষ্ঠ মধ্যমা, জানুতে অঙ্গুষ্ঠ রহিত সর্বাঙ্গুলি পাদদ্বয়ে সর্বাঙ্গুলি দ্বারা ন্যাস কর্ত্তব্য।

অনন্তর স্থিতিক্রমে ন্যাস। হৃদয়ে—গোং। নাভিতে—পীং। লিঙ্গে—জং। জানুদ্বয়ে—নং। পাদদ্বয়ে—বং। মস্তকে—লং। নেত্রদ্বয়ে—ভাং। কর্ণদ্বয়ে—ম্বং। ঘ্রাণদ্বয়ে—স্বাং। মুখে—হাং নমঃ। সর্বত্র শেষে নমঃ শব্দ দেয়। অনন্তর সংহার-ক্রমে ন্যাস। পাদদ্বয়ে—গোং। জানুদ্বয়ে—পীং। লিঙ্গে—জং। নাভিতে—নং। হৃদয়ে—বং। মুখে—লং। নাসিকাদ্বয়ে—ভাং। কর্ণদ্বয়ে—ম্বং। নেত্রদ্বয়ে—স্বাং। মস্তকে—হাং নমঃ। পুনরায় সৃষ্টি ও স্থিতি ন্যাস কর্ত্তব্য।

অনন্তর বিভূতিপঞ্জর ন্যাস কর্ত্তব্য। সর্বত্র অনুস্বারান্ত মন্ত্র বর্ণের পরে নমঃ দেয়। (১) মূলাধারে—গোং। লিঙ্গে—পীং। নভৌ—জং। হৃদয়ে—নং। গলে—বং। মুখে—লং। স্কন্ধদ্বয়ে—ভাং, ম্বং। উরুদ্বয়ে—স্বাং, হাং। (২) কন্ধরাতে—গোং। নাভিতে—পীং। কুক্ষিতে—জং। হৃদয়ে—নং। স্তনদ্বয়ে—বং, লং। পার্শ্বদ্বয়ে—

ততঃ কিরীটমন্ত্রেণ ব্যাপকং বিধায় বেণু-বিল্বাদি-মুদ্রাঃ প্রদর্শ্য ওঁ নমঃ সুদর্শনায় অস্ত্রায় ফড়িতি মন্ত্রেণ[১] দিগ্‌বন্ধনং[২] কুর্য্যাৎ। ততো ধ্যায়েৎ (১৫)—

স্মরেদ্ বৃন্দাবনে রম্যে মোহয়ন্তমনারতম্ ।
গোবিন্দং পুণ্ডরীকাক্ষং গোপকন্যাঃ সহস্রশঃ ॥ ১৬
আত্মনো বদনাম্ভোজে প্রেরিতাক্ষি-মধুব্রতাঃ ।
পীড়িতাঃ কামবাণেন চিরমাশ্লেষণোৎসুকাঃ ॥ ১৭
মুক্তাহার-লসৎ-পীন-তুঙ্গ-স্তনভরানতাঃ ।

ভাং, য়ং। জানুদ্বয়ে—স্বাং, হাং নমঃ। (৩) মস্তকে—গোং। মুখে—পীং। নেত্রদ্বয়ে জং, নং। কর্ণদ্বয়ে—বং, ল্লং। নাসিকাদ্বয়ে—ভাং, য়ং। কপোলদ্বয়ে—স্বাং, হাং। (৪) এইরূপ দক্ষিণ হস্তের মূলে—গোং। ৩টী সন্ধিতে—পীং, জং, নং। অগ্রে—বং। ৫টী অঙ্গুলিতে—ল্লং, ভাং, য়ং, স্বাং, হাং। (৫) এইরূপ বামহাতের মূল, তিনটি সন্ধি ও অগ্রে ৫টী এবং ৫টী অঙ্গুলিতে ৫টী বর্ণ ন্যাস করিবে। (৬) দক্ষিণ ও (৭) বাম পাদের মূল, তিনটি সন্ধি ও অগ্রে ৫টী ও অঙ্গুলিতে পাঁচ পাঁচটি বর্ণ ন্যাস করিবে। (৮) তৎপরে মস্তকে—গোং। তাহার পূর্বে—পীং। তাহার দক্ষিণে—জং। তাহার পশ্চিমে—নং। তাহার উত্তরে—বং। সমস্ত মস্তকে—ল্লং। বাহুদ্বয়ে—ভাং, য়ং। উরুদ্বয়ে—স্বাং, হাং। (৯) মস্তকে—গোং। নেত্রদ্বয়ে—পীং। মুখে—জং। কণ্ঠে—নং। হৃদয়ে—বং। জঠরে—ল্লং। মূলাধারে—ভাং। লিঙ্গে—য়ং। জানুদ্বয়ে—স্বাং। পাদদ্বয়ে—হাং। (১০) শ্রোত্রদ্বয়ে—গোং। গণ্ডদ্বয়ে—পীং। অংসদ্বয়ে—জং। স্তনদ্বয়ে—নং। পার্শ্বদ্বয়ে—বং। লিঙ্গে—জং। উরুদ্বয়ে—ভাং। জানুদ্বয়ে—য়ং। জঙ্ঘাদ্বয়ে—স্বাং। পাদদ্বয়ে—হাং। এইরূপ ন্যাসে দশাবৃতিময় বিভূতিপঞ্জর ন্যাস হয়। ইহা বিভূতিকর। অনন্তর বিষ্ণুমন্ত্রের ন্যায় মূর্ত্তিপঞ্জর ন্যাস করিয়া পুনরায় মূর্ত্তিপঞ্জরের সৃষ্টি ও স্থিতিন্যাস করিবেন। তাহার পর দশাঙ্গন্যাস ও পঞ্চাঙ্গন্যাস করিবেন। ১৪

তাহার পর নারায়ণ মন্ত্রোক্ত কিরীট মন্ত্রের দ্বারা ব্যাপক ন্যাস করিয়া বেণু, বিল্বাদি মুদ্রা দেখাইয়া ওঁ নমঃ সুদর্শনায় অস্ত্রায় ফট্ এই মন্ত্রে দিগ্‌বন্ধন করিয়া ধ্যান করিবেন। ১৫

ধ্যানের অর্থ—রম্য বৃন্দাবনে নিজের (গোবিন্দের) বদন-কমলে স্বীয় নয়নরূপ মধুকর প্রেরণকারিণী কামবাণে পীড়িতা হইয়া দীর্ঘকাল আলিঙ্গনে উৎসুকা মুক্তা-হারে উদ্‌ভাসিত স্থূল স্তনভারে অবনতা বিস্রস্ত কেশ-পাশা ও বিস্রস্ত বসনা মদভরে

১। খ—মন্ত্রেণেতি নাস্তি। ২। খ—দিগ্‌বন্ধনং কৃত্বা ধ্যায়েৎ। ক—দিগ্‌বন্ধনং কুর্য্যাৎ। স্মরেদ্।

স্রস্ত-ধম্মিল্ল-বসনা মদস্খলিত-ভাষণাঃ ॥ ১৮

দন্ত-পঙ্‌ক্তি-প্রভোদ্ভাসি-স্পন্দমানাধরাঞ্চিতাঃ।

বিলোভয়ন্তী বিবিধৈর্বিভ্রমৈর্ভাব-গর্ভিতৈঃ ॥ ১৯

ফুল্লেন্দীবর-কান্তিমিন্দুবদনং বর্হাবতংস-প্রিয়ং

শ্রীবৎসাঙ্কমুদার-কৌস্তুভ-ধরং পীতাম্বরং সুন্দরম্।

গোপীনাং নয়নোৎপলার্চিত-তনুং গো-গোপ-সংঘাবৃতং

গোবিন্দং কলবেণু-বাদন-পরং দিব্যাঙ্গ-ভূষং ভজে ॥ ২০

অথবা ক্রমদীপিকোক্ত-রাসধ্যানেন ধ্যায়েৎ। যথা—

স্থলনীরজ-সূনপরাগভৃতা লহরীকণজাল-ভরেণ সতা।

মরুতা পরিতাপ-হৃতাধ্যুষিতে যমুনা পুলিনে বিমলে ॥ ২১

অশরীর-নিশাত-শরোন্মথিত-প্রমদা-শতকোটিভিরাকুলিতে।

উড়ুনাথকরৈর্বিশদীকৃত-দিক্‌প্রসরে বিচরদ্ ভ্রমরীনিকরে ॥ ২২

বিদ্যাধর-কিন্নর-সিদ্ধ-সুরৈর্গন্ধর্ব-ভুজঙ্গম-চারণকৈঃ।

দারোপহিতৈঃ সুবিমানগতৈঃ[১] খস্থৈরভিবৃষ্ট-সুপুষ্পচয়ৈঃ ॥ ২৩

ইতরেতরবদ্ধ-কর-প্রমদাগণ-কল্পিত-রাসবিহার-বিধৌ।

স্খলিত ভাষিণী দন্তপঙ্‌ক্তির প্রভায় উদ্ভাসিত স্পন্দমান অধরবিশিষ্টা বিবিধ ভাব গর্ভিত বিভ্রমের দ্বারা বিলোভন-কারিণী সহস্র সহস্র গোপকন্যাগণকে সর্বদা মোহিত-কারী পুণ্ডরীকাক্ষ গোবিন্দকে ধ্যান করি। ১৬-১৯

বিকশিত ইন্দীবরের ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট, চন্দ্রবদন, ময়ুরপিচ্ছ রচিত শিরোভূষণ-প্রিয় শ্রীবৎস-লাঞ্ছিত বক্ষঃ, উদার কৌস্তুভমণিধারী, পীতাম্বর, সুন্দর, গোপীগণের নয়নরূপ উৎপলের দ্বারা অর্চিত-তনু, গো ও গোপীসঙ্ঘের দ্বারা আবৃত, মধুর গম্ভীর বেনুবাদনে তৎপর, দিব্য অঙ্গভূষণে ভূষিত গোবিন্দকে ভজনা করি। ২০

অথবা ক্রমদীপিকোক্ত রাসধ্যানের দ্বারা ধ্যান করিবেন। সেই ধ্যানের অর্থ—স্থলপদ্মজাত পরাগমিশ্রিত যমুনার লহরী কণা সমূহে পরিপূর্ণ, পরিতাপ হারী নির্মল বায়ুদ্বারা অধ্যুষিত, অশরীর কামের তীক্ষ্ণশরের দ্বারা উন্মথিত, প্রমদাশত কোটি দ্বারা আকুলিত, নক্ষত্রনাথ চন্দ্রের কিরণে উজ্জ্বল দিক্‌দিগন্তে বিচরণশীল ভ্রমরী সমূহবিশিষ্ট আকাশস্থ বিমানগত চতুর্দিকে পুষ্পবর্ষণকারী নিজ নিজ স্ত্রীগণে পরিবৃত বিদ্যাধর, কিন্নর, সিদ্ধ ও দেববৃন্দ এবং গন্ধর্ব, ভুজঙ্গম ও চারণগণ কর্তৃক অধ্যুষিত, বিশাল;

১। খ—খবিমানগতৈঃ খস্তৈরভিবৃষ্টসুপুষ্পচয়ে।

মণিশঙ্কুগমপ্যমুনা বপুষা[১] বহুধা-বিহিত-স্বক দিব্য-তনুম্ ॥ ২৪

সুদৃশামুভয়োঃ পৃথগন্তরগং দয়িতা-গলবদ্ধ-ভুজ-দ্বিতয়ম্[২] ।

নিজসঙ্গ-বিজ,ম্ভদনঙ্গ-শিখি-জ্বলিতাকুলমুৎপলকালিযুজাম্[৩] ॥ ২৫

বিবিধ-শ্রুতিভিন্ন-মনোজ্ঞতর-স্বরসপ্তক-মূর্ছ'ন-তালগণৈঃ[৪] ।

ভ্রমমাণমমূভিরুদারমণি-স্ফুট-মণ্ডল-শিঞ্জিত-চারুতরম্ ॥ ২৬

ইতি ভিন্নতনুং মণিভির্মিলিতং তপনীয়ময়ৈরিব মারকতম্ ।

মণি-নির্মিত-মধ্যগশঙ্কু-লসদ্বিপুলারুণ-পঙ্কজমধ্যগতম্ ॥ ২৭

অতসী-কুসুমাভ-তনুং তরুণং তরুণারুণ-পদ্মপলাশ-দৃশাম্ ।

নবপল্লব-চিত্র[৫]-সুগুচ্ছ-লসচ্ছিখি-পিচ্ছ-পিনদ্ধ-কচ-প্রচয়ম্ ॥ ২৮

চটুল-ভ্রুবমিন্দু-সমান-মুখং মণিকুণ্ডল-মণ্ডিত-গণ্ডযুগম্ ।

শশ-রক্ত[৬]-সদৃগ্-দশন-চ্ছদনং মণিরাজদনেকবিধাভরণম্ ॥ ২৯

অসন-প্রসবচ্ছদনোজ্জ্বল-সদ্বিলসদ্বসনং সুবিলাস-ভুবম্ ।

নববিদ্রুম-ভঙ্গ-করাঙ্ঘ্রি-তলং ভ্রমরাকুল-দাম-বিরাজি-ভুজম্ ॥ ৩০

নির্মল যমুনা পুলিনে পরস্পর বদ্ধহস্ত প্রমদাগণের কল্পিত (সৃষ্ট) রাসবিহার অনুষ্ঠানে এই দেহের দ্বারা মণিশঙ্কুভূষিত বহু নিজ দিব্য দেহ সৃষ্টিকারী, গোপী ও কৃষ্ণ উভয়ের ভ্রমর যুক্ত উৎপল সদৃশ পৃথক্ পৃথক্ ব্যবধান গত নিজসঙ্গের দ্বারা প্রস্ফুট অনঙ্গরূপ অগ্নিশিখায় চঞ্চল ভুজদ্বয়ের দ্বারা দয়িতার গলবেষ্টনকারী বিবিধ শ্রবণেন্দ্রিয়ের ভেদক মনোজ্ঞতর স্বর সপ্তকের মূর্চ্ছনা তালগণে রঞ্জিত এই গোপীগণের সহিত ভ্রমমাণ, উৎকৃষ্ট মণি দ্বারা সমুজ্জ্বল মণ্ডলের (ভূষণের) দ্বারা মনোহর ধ্বনিকারী, মরকত মণির ন্যায় স্বর্ণময় মণিসমূহে মণ্ডিত বিভিন্ন দেহধারী, মণি নির্মিত মধ্য শঙ্কু দ্বারা উদ্ভাসিত বৃহৎ রক্তপঙ্কজের মধ্যবর্ত্তী, অতসীপুষ্পবর্ণের সদৃশ বর্ণময় দেহধারী, তরুণ অরুণের ন্যায় পদ্ম পলাশ লোচন, চিত্র নব পল্লবে উজ্জ্বল ময়ূরপিচ্ছ বদ্ধ কেশকলাপ ধারী, চঞ্চল-ভ্রু চন্দ্র-বদন, মণিময় কুণ্ডলমণ্ডিত গণ্ডদ্বয়ধারী, শশ ও রক্ত সদৃশ দন্ত ও শ্রেষ্ঠ মণিসমূহে উজ্জ্বল আভরণ-ধারী, অসনজাত আচ্ছাদনে উজ্জ্বল সুন্দর বসন-ধারী, সুবিলাসভূমি নববিদ্রুমভঙ্গকর করপাদতলধারী, ভ্রমরব্যাকুল রজ্জুশোভিত হস্তধারী

১। খ—শঙ্কুগমপ্যমুনা বপুর্ষা। ২। ক—গলবদ্ধভুজদ্বিতীয়ম্। ৩। খ—পুলকালি যুজাম্। ৪। খ—সপ্তকমূর্চ্ছতাল। ৫। খ—চিত্রগুলুচ্ছলসাছখি। ৬। খ—শশরক্ত।

তরুণী-কুচযুক্-পরিরম্ভ-মিলদ্-ঘুসৃণারুণ-বক্ষসমুক্ষ-গতিম্।
শিববেণু-সমীরিত-গানপরং স্মরবিহ্বলিতং ভুবনৈক-গুরুম্ ॥ ৩১

এবং ধ্যাত্বা মানসৈঃ সংপূজ্যার্ঘ্যং সংস্থাপ্য বৈষ্ণবোক্ত-পীঠমন্ত্রন্তাং পীঠ-পূজাং কুর্য্যাৎ। ৩২

অস্য পূজাযন্ত্রম্

ষট্‌কোণ-গর্ভমষ্টদলপদ্মং বিলিখ্য ষট্‌কোণ-মধ্যে সসাধ্যং কামবীজং বিলিখ্য বক্ষ্যমাণাষ্টাদশাক্ষরমন্ত্রস্য শেষসপ্তদশাক্ষরৈস্তদ্বেষ্টয়েৎ। ষট্‌কোণস্য পূর্ব-রক্ষোঽনিলকোণেষু শ্রীবীজং অপর-কোণেষু মায়াবীজং, ষট্-সন্ধিষু ক্লীঁ কৃষ্ণায় নমঃ ইতি ষড় বর্ণান্, পূর্বাদি-কেশরেষু কামদেবায় বিদ্মহে পুষ্পবাণায় ধীমহি তন্নোঽনঙ্গঃ প্রচোদয়াদিতি কাম-গায়ত্র্যাস্ত্রীণি স্ত্রীণ্যক্ষরাণি, পূর্বাদি-পত্রেষু নমঃ কামদেবায় সর্বজনপ্রিয়ায় সর্বজন-সম্মোহনায় জ্বল জ্বল প্রজ্বল সর্বজনস্য হৃদয়ং মম বশং কুরু কুরু স্বাহা ইতি মালামন্ত্রস্য ষট্ ষট্ অক্ষরাণি লিখেৎ। তদ্বহির্মাতৃকয়া দলানি বেষ্টয়েৎ। চতুরস্রে দিক্ষু শ্রীবীজং বিদিক্ষু মায়াবীজং তদ্বহিরষ্টবজ্রাণি লিখেৎ। যথা (৩৩)—

তরুণীদের কুচদ্বয়ের আলিঙ্গনে কুঙ্কুমারুণে লিপ্ত বক্ষোধারী উক্ষগতি (বৃষগতি-ধীরগতি) মঙ্গলকর বেনুনিঃসৃত গানে রত কামবিহ্বল জগতের একমাত্র গুরু শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করি। ২১-৩১

এইরূপ ধ্যান করিয়া মানস উপচারে পূজা করিয়া, বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করিয়া, বৈষ্ণবোক্ত পীঠমনু পর্য্যন্ত পীঠপূজা করিবেন। ৩২

শ্রীকৃষ্ণের পূজাযন্ত্র কথিত হইতেছে। ষট্‌কোণ গর্ভ (মধ্য) অষ্টদল পদ্ম লিখিয়া ষট্‌কোণ মধ্যে সসাধ্য (অমুকের অমুকসিদ্ধি হউক) কামবীজ লিখিয়া বক্ষ্যমাণ অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রের শেষ সতেরটি অক্ষরের দ্বারা সসাধ্য কামবীজকে বেষ্টন করিবেন। ষট্‌কোণের পূর্বকোণে নৈঋ‍্‌তকোণে ও বায়ুকোণে শ্রীবীজ (শ্রীং), অবশিষ্ট তিনটি কোণে মায়াবীজ (হ্রীং) লিখিবেন। ছয়টি সন্ধিতে ক্লীং কৃ ষ্ণা য় ন মঃ এই ছয়টি বর্ণ লিখিবেন। পূর্বাদি কেশরসমূহে কামদে বায়বি দ্মহেপু ষ্পবাণা য়ধীম হিতন্নোঽ নঙ্গঃপ্র চোদয়াৎ—এই কামগায়ত্রীর তিনটি তিনটি অক্ষর লিখিবেন। পূর্বাদি পত্রসমূহে নমঃ কামদেবা য়সর্বজনপ্রি য়ায়সর্বজন সম্মোহনায়জ্ব লজ্বল প্রজ্বল সর্বজনস্যহৃ দয়ংমমবশং কুরুকুরু স্বাহা—এই মালামন্ত্রের ছয়টি ছয়টি অক্ষর লিখিবেন। তাহার বহির্ভাগে মাতৃকা বর্ণগুলির দ্বারা দলগুলি বেষ্টন করিবেন।

বিলিপ্য গন্ধ-পঙ্কেন লিখেদষ্টদলাম্বুজম্ ।
কর্ণিকায়াস্তু ষট্কোণং সসাধ্যং তত্র মন্মথম্ ॥ ৩৪
শিষ্টৈস্তং সপ্তদশভিরক্ষরৈর্বেষ্টয়েৎ স্মরম্ ।
প্রাক্-রক্ষোঽনিল-কোণেষু শ্রিয়ং শিষ্টেষু সম্বিদম্ ॥ ৩৫
ষড়ক্ষরং ষট্সন্ধিষু কেশরেষু ত্রিশস্ত্রিশঃ ।
বিলিখেৎ স্মর-গায়ত্রীং মালামন্ত্রং দলাষ্টকে ।
ষট্শঃ সংলিখ্য তদ্বাহ্যে বেষ্টয়েন্মাতৃকাক্ষরৈঃ ॥ ৩৬
ভূবিম্বঞ্চ লিখেদ্ বাহ্যে শ্রী-মায়ে দিগ্বিদিক্ষ্বপি ।
ভূগৃহং চতুরস্রং স্যাদষ্ট-বজ্র-বিভূষিতম্ ॥ ৩৭

মালামন্ত্রমাহ শারদায়াম্—নমোঽন্তে কামদেবায় বদেৎ সর্বজনং ততঃ ।
প্রিয়ায় সর্ববর্ণান্তে জন-সম্মোহনায় চ ॥ ৩৮

চতুরস্রে দিক্‌সমূহে শ্রীবীজ এবং বিদিক্ সমূহে মায়াবীজ ও তাহার বহির্ভাগে আটটি বজ্র লিখিবেন। যেমন তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে (৩৩)—

তাম্রাদি পাত্রে গন্ধ পঙ্ক লেপন করিয়া অষ্টদল একটি পদ্ম লিখিবে। তাহার কর্ণিকাতে সসাধ্য অর্থাৎ অমুকের কর্ম নাম সহিত ষট্‌কোণ লিখিবে। তাহার মধ্যে মন্মথ বীজ লিখিবে। ৩৪

অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রের শেষ সতেরটি অক্ষর দ্বারা ঐ কামবীজকে বেষ্টন করিবে। ঐ ষট্‌কোণের পূর্ব, নৈর্ঋত ও বায়ুকোণে শ্রীবীজ ও অবশিষ্ট তিন কোণে সম্বিদ (মায়াবীজ হ্রীং) লিখিবে। ৩৫

ঐ ষট্‌কোণের ছয়টি সন্ধিতে ক্লীং কৃ ষ্ণা য় নমঃ মন্ত্রের এক একটি করিয়া ছয়টি অক্ষর লিখিবে। তাহার পর পূর্বাদি ক্রমে এক একটি কেশরে স্মর গায়ত্রীর তিন তিনটি অক্ষর লিখিবে। আটটি দলের এক একটি দলের মধ্যভাগে মালামন্ত্রের ছয় ছয়টি অক্ষর লিখিয়া দলের বাহিরে মাতৃকাবর্ণের দ্বারা দলের অগ্রকে বেষ্টন করিবে। ৩৬

তাহার বাহিরে চতুষ্কোণ ভূবিম্ব (ভূগৃহ) লিখিবে। তাহার পূর্বাদি চারিটি দিকে শ্রীবীজ এবং চারিটি বিদিকে মায়াবীজ লিখিবে। ভূগৃহটী চতুরস্র অষ্ট বজ্রচিহ্নে বিভূষিত হইবে। ৩৭

শারদাতিলক তন্ত্রে কামদেবের মালামন্ত্র এই বলিয়াছেন—নমঃ শব্দের পরে কামদেবায় বলিবেন। তাহার পর সর্বজন ও প্রিয়ায়, সর্বপদের পরে জনসম্মোহনায়

জ্বলদ্বয়-প্রজ্বলার্ণান্ বদেৎ সর্বজনস্য চ।
হৃদয়ং মম শব্দান্তে বশং কুরুযুগং শিরঃ।
মালামন্ত্ররয়ং সাষ্ট-চত্বারিংশদ্ভিরক্ষরৈঃ[১] ॥ ৩৯

এতদ্ যন্ত্রমষ্টাদশাক্ষর-দ্বাদশাক্ষর-দ্বাবিংশত্যক্ষর-দশাক্ষর চতুর্দ্দশাক্ষরৈ-কাক্ষরমন্ত্রাণামন্যেষান্তু বালগোপালবৎ সামান্যমেব যন্ত্রমিতি। ৪০

যৎ তু— পদ্মমষ্টপলাশস্তু চতুরস্রং সুলক্ষণম্।
চতুর্দ্বার-সমাযুক্তং কামগর্ভিত-কর্ণিকম্।
সামান্যং যন্ত্রমুদ্দিষ্টমষ্টাদশাক্ষরে শৃণু॥ ৪১
চতুরস্রং চতুর্দ্বারং পদ্মমষ্টদলান্বিতম্।
ষট্‌কোণগর্ভ-কামাখ্যং সপ্তদশার্ণ-বেষ্টিতম্।
ষড়ক্ষরং মনুবরং ষট্‌কোণে বিলিখেৎ ততঃ॥ ৪২

ইতি। গোতমীয়ে[২]—অষ্টাদশাক্ষরেতরমন্ত্রমাত্রাষ্টাদশাক্ষর-মন্ত্রয়োর্বিশেষ-যন্ত্রমুক্তং, তদশক্তবিষয়মন্যথা তাপিন্যাদি-বিরোধঃ স্যাদিতি সাম্প্রদায়িকাঃ। ৪৩

ও জ্বলদ্বয় অর্থাৎ জ্বল জ্বল প্রজ্বল বলিবেন। সর্বজনস্য হৃদয়ং ও মম শব্দের অন্তে বশং কুরুযুগ অর্থাৎ কুরু কুরু ও শিরঃ (স্বাহা) বলিবেন। তাহাতে মালামন্ত্রটি হয় নমঃ কামদেবায় সর্বজনপ্রিয়ায় সর্বজন-সম্মোহনায় জ্বল জ্বল প্রজ্বল সর্বজনস্য হৃদয়ং মম বশং কুরু কুরু স্বাহা। অষ্টচত্বারিংশৎ (৪৮) অক্ষরের দ্বারা এই মালামন্ত্র হয়। ৩৮-৩৯

এই যন্ত্রটি অষ্টাদশাক্ষর, দ্বাদশাক্ষর, দ্বাবিংশত্যক্ষর, দশাক্ষর, চতুর্দশাক্ষর, মন্ত্রের ও অন্যান্য মন্ত্রের বালগোপালমন্ত্রের ন্যায় সামান্য যন্ত্র। ৪০

একটি অষ্টদল পদ্ম, তাহার বাহিরে সুলক্ষণ চতুর্দ্বার যুক্ত চতুরস্র ও কামবীজ-মধ্য কর্ণিকা হইবে। ইহা সামান্য যন্ত্র উদ্দিষ্ট হইল। অষ্টাদশ অক্ষরের যন্ত্রবিধি শ্রবণ কর। ৪১

ষট্‌কোণ মধ্যে সপ্তদশ অক্ষর বেষ্টিত কামবীজযুক্ত অষ্টদল পদ্মযুক্ত চতুর্দ্বারবিশিষ্ট চতুরস্র করিবে। তাহার পর ষট্‌কোণে ষড়ক্ষর মন্ত্রশ্রেষ্ঠ লিখিবে। ৪২

আর যে গোতমীয় তন্ত্রে অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র ছাড়া অন্য মন্ত্র ও অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রের বিশেষ যন্ত্র উক্ত হইয়াছে। তাহা প্রথম মন্ত্র রচনায় অশক্ত বিষয়ে, অন্যথা তাপিন্যাদির সহিত বিরোধ হইবে, ইহা সাম্প্রদায়িকগণ বলেন। ৪৩

১। ক+খ—চত্বারিংশদ্দ্ব্যক্ষরৈঃ। ২। খ—গোতমীয়ে অষ্টাক্ষর দশাক্ষরয়োর্বিশেষযন্ত্রমুক্তম্।

ততঃ পুনর্ধ্যাত্বাবাহনাদি-পঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদান-পর্য্যন্তং বিধায় দেবশরীরে দশাঙ্গন্যাস-পঞ্চাঙ্গন্যাস-ক্রমেণ পূজয়েৎ। ততঃ মুখে—ওঁ বেণবে নমঃ। এবং হৃদি—বনমালাং কৌস্তুভং শ্রীবৎসং সংপূজ্য পুনঃ পুষ্পাঞ্জলিপঞ্চকং দত্ত্বা শুক্ল-চন্দন-পঙ্কিলাং শ্বেত-তুলসীং রক্ততুলসীঞ্চ[১] মূলেন দেবস্য দক্ষিণ-বামপাদয়োঃ দদ্যাৎ। এবং হৃদয়ে করবীর-দ্বয়েন মূর্দ্ধ্নি পদ্মদ্বয়েন সংপূজ্য তুলসীদ্বয়ং করবীরদ্বয়ং পদ্মদ্বয়ং শিরসি দত্ত্বা সর্বাণি পুষ্পাণি সর্বতনৌ দদ্যাৎ। ৪৪

ততঃ আবরণ পূজা—পূর্বে ওঁ দামায় নমঃ। এবং দক্ষিণে সুদামায় নমঃ। পশ্চিমে বসু-দামায়। উত্তরে কিঙ্কিণ্যৈ। ততঃ কেশরেম্বগ্নি-নৈঋ৾ত-বায়ব্যৈ-শানেষু চতুর্দ্দিক্ষু চ আচক্রায় স্বাহেত্যাদিনা পঞ্চাঙ্গমন্ত্রেণ সম্পূজ্য পত্রেষু পূর্বাদিতঃ ওঁ রুক্মিণ্যৈ নমঃ। এবং সত্যভামায়ৈ, নাগ্নজিত্যৈ, মিত্রবিন্দায়ৈ, সুনন্দায়ৈ, সুলক্ষণায়ৈ, জাম্ববত্যৈ, সুশীলায়ৈ, পত্রাগ্রেষু পূর্বাদিতো বসুদেবং দেবকীং নন্দং যশোদাং বলভদ্রং সুভদ্রাং গোপান্ গোপীঃ। তদ্বহির্মধ্যে পূর্বাদিষু চ মন্দার-সন্তান-পারিজাত-কল্পবৃক্ষ-হরিচন্দন-বৃক্ষান্, তদ্বহিরিন্দ্রাদীন্

তাহার পর পুনরায় ধ্যান করিয়া, আবাহন হইতে পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি দান পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্য করিয়া, দেবশরীরে দশাঙ্গ ও পঞ্চাঙ্গ ন্যাস ক্রমে পূজা করিবেন। তাহার পর মুখে ওঁ বেণবে নমঃ। এইরূপ প্রণবাদি নমো অন্ত মন্ত্রে হৃদয়ে—বনমালা, কৌস্তুভ, শ্রীবৎসকে পূজা করিয়া, পুনরায় ৫ বার পুষ্পাঞ্জলি দিয়া শুক্ল চন্দনে পঙ্কিল শ্বেত তুলসী ও রক্ত তুলসী মূলমন্ত্রে দেবতার দক্ষিণপাদ ও বামপাদে দিবে। এইরূপ হৃদয়ে করবীর দ্বয়ের দ্বারা এবং মস্তকে পদ্মদ্বয়ের দ্বারা পূজা করিয়া, মস্তকে তুলসীদ্বয়, করবীর দ্বয় ও পদ্মদ্বয় দিয়া সমস্ত দেহে সমস্ত পুষ্প দিবে। ৪৪

তাহার পর আবরণ পূজা। পূর্বে—ওঁ দামায় নমঃ। এইরূপ দক্ষিণে—ওঁ সুদামায় নমঃ। পশ্চিমে—ওঁ বসুদামায় নমঃ। উত্তরে—ওঁ কিঙ্কিণ্যৈ নমঃ। তাহার পরে কেশর সমূহে, অগ্নি, নৈঋ৾ত, বায়ু ও ঈশানকোণে চতুর্দিকে (সম্মুখ দিকে) ওঁ আচক্রায় স্বাহা ইত্যাদি পঞ্চাঙ্গমন্ত্রের দ্বারা পূজা করিয়া, পত্রসমূহে পূর্বাদি ক্রমে ওঁ রুক্মিণ্যৈ নমঃ এই প্রকারে রুক্মিণীর, সত্যভামায়ৈ, নাগ্নজিত্যৈ, মিত্রবিন্দায়ৈ, সুনন্দায়ৈ, সুলক্ষণায়ৈ, জাম্ববত্যৈ সুশীলায়ৈ নমঃ মন্ত্রে সত্যভামাদির পূজা করিয়া, পত্রের অগ্রসমূহে পূর্বাদি ক্রমে বসুদেব, দেবকী, নন্দ, যশোদা, বলভদ্র, সুভদ্রা, গোপগণ ও গোপীগণের পূজা করিবেন। তাহার বহির্ভাগে মধ্যে ও পূর্বাদি দিকে মন্দার,

---

১। খ—রক্তচন্দনপঙ্কিলাং রক্ততুলসীঞ্চ।

বজ্রাদীংশ্চ সংপূজ্য কৃষ্ণাষ্টকং পূজয়েৎ। ওঁ শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ, এবং বাসুদেবায়, দৈবকী-নন্দনায়, নারায়ণায়, যদুশ্রেষ্ঠায়, বার্ষ্ণেয়ায়, ধর্মসংস্থাপনায়, অসুরাক্রান্ত-ভারহারিণে। অশক্তশ্চেদঙ্গেন্দ্রাদি-বজ্রাদীন্ কৃষ্ণাষ্টকঞ্চ[১] পূজয়েৎ। তত্রাপ্যশক্তশ্চেৎ কৃষ্ণাষ্টকেনৈব পূজয়েৎ। যথা গৌতমীয়ে (৪৫)—

অথবাঙ্গ-দিক্‌পতিভিস্তদস্ত্রৈরপি চার্চয়েৎ।

এবং বাভ্যর্চয়ন্ কৃষ্ণং কাম-মুক্ত্যোঃ স ভাজনম্[২] ॥ ৪৬

অপিকারাৎ কৃষ্ণাষ্টক-পরিগ্রহঃ। এবমিতি কৃষ্ণং কৃষ্ণাষ্টকং অর্চয়ন্ বেত্যর্থঃ। ততো ধূপাদি-বিসর্জনান্তং কর্ম সমাপয়েৎ। অস্য পুরশ্চরণং দশলক্ষজপঃ। যথা নিবন্ধে (৪৭)—

দশলক্ষমক্ষয়-ফলপ্রদং মন্তুং প্রতিজপ্য নির্মলমতির্দশাক্ষরম্।

জুহুয়াৎ সিতাজ্য-মধুভিঃ প্লুতৈর্নবৈররুণাম্বুজৈর্হুতবহে দশাযুতমিতি ॥ ৪৮

সন্তান, পারিজাত, কল্পবৃক্ষ, হরিচন্দন বৃক্ষগণকে, তাহার বাহিরে ইন্দ্রাদি লোকপাল ও বজ্রাদি অস্ত্র সমূহের পূজা করিয়া কৃষ্ণাষ্টককে পূজা করিবেন। যথা—ওঁ শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ, এইরূপ বাসুদেবায়, দেবকীনন্দনায়, নারায়ণায়, যদুশ্রেষ্ঠায়, বার্ষ্ণেয়ায়, ধর্ম-সংস্থাপনায়, অসুরাক্রান্তভার-হারিণে নমঃ বলিয়া পূজা করিবেন। যদি এই সকলের পূজায় অশক্ত হন, তবে অঙ্গদেবতা ইন্দ্রাদি লোকপাল, বজ্রাদি অস্ত্র সমূহ ও কৃষ্ণাষ্টককে পূজা করিবেন। তাহাতেও যদি অশক্ত হন, তবে কৃষ্ণাষ্টককে পূজা করিবেন। যেমন গৌতমীয় তন্ত্রে বলিয়াছেন (৪৫)—

অথবা অঙ্গদেবতা ও দিক্‌পতি এবং তাঁহাদের অস্ত্রের সহিত কৃষ্ণকে পূজা করিবে। অথবা কৃষ্ণ ও কৃষ্ণাষ্টককে এইরূপ যে অর্চনা করে, সে কাম ও মুক্তির ভাজন হইয়া থাকে। ৪৬

শ্লোকস্থ অপিকারের দ্বারা কৃষ্ণাষ্টকের গ্রহণ হইবে এবং এই কথার অর্থ—অথবা কৃষ্ণ ও কৃষ্ণাষ্টককে অর্চনা করিতে করিতে কাম ও মুক্তির ভাজন হইয়া থাকে। তাহার পর ধূপদানাদি হইতে বিসর্জন পর্য্যন্ত কর্ম শেষ করিবেন। এই মন্ত্রের পুরশ্চরণ দশলক্ষ জপ। যেমন নিবন্ধে বলিয়াছেন (৪৭)—

বিশুদ্ধমতি সাধক অক্ষয় ফলপ্রদ দশাক্ষর মন্ত্র জপ করিয়া শর্করা, ঘৃত ও মধু দ্বারা আপ্লুত নব রক্তপদ্মের দ্বারা অগ্নিতে অযুত (দশ হাজার) হোম করিবেন। ৪৮

১। খ—অশক্তশ্চেদঙ্গেন্দ্রবজ্রাদীন্ কেবলান্ পূজয়েৎ। এতদ্‌যজনাশক্তশ্চেৎ কৃষ্ণাষ্টকেনৈব পূজয়েৎ। গৌতমীয়ে— ২। খ—ভাজনং। ততো ধূপাদি।

মন্ত্রান্তরম্

সনৎ-কুমারতন্ত্রে—শ্রী শক্তি-মার-পূর্বশ্চ[১] শক্তি-শ্রী-মার-পূর্বকঃ।
কাম-শক্তি-রমাপূর্বো[২] দশার্ণো মনবস্ত্রয়ঃ॥ ৪৯

অস্যার্থঃ—উক্ত দশাক্ষরো যদি শ্রী-মায়া-কাম-পূর্বকঃ, মায়া-শ্রী-কাম-পূর্বকঃ, কাম-মায়া-রমাপূর্বকশ্চ বা ভবতি। তদা ত্রয়ো মন্ত্রাস্ত্রয়োদশাক্ষরা ভবন্তি। এতেষাং পূজা তু প্রাতঃকৃত্যাদি-বৈষ্ণবোক্ত পীঠন্যাসান্তং বিধায়; শিরসি—নারদায় ঋষয়ে নমঃ। মুখে—বিরাট্-গায়ত্রী-ছন্দসে[৩] নমঃ, হৃদি—শ্রীকৃষ্ণায় দেবতায়ৈ নমঃ ইতি বিন্যস্য, আচক্রায় স্বাহা অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ ইত্যাদিনা আচক্রায় স্বাহা হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদিনা চ করাঙ্গন্যাসৌ কৃত্বা, কিরীটমন্ত্রেণ ব্যাপকং কৃত্বা, যথাশক্তি মুদ্রাং বদ্ধা, ওঁ নমঃ সুদর্শনায় অস্ত্রায় ফড়িতি দিগ্-বন্ধনং কৃত্বা ধ্যায়েৎ। আদ্যে মনৌ দশাক্ষরবদ্ ধ্যানম্। দ্বিতীয়ে রত্নাভিষেকবৎ। তৃতীয়ে তু (৫০)—

শঙ্খ-চক্র-ধনুর্বাণ-পাশাঙ্কুশ-ধরোঽরুণঃ।

সনৎকুমার তন্ত্রে বলিয়াছেন—দশাক্ষর মন্ত্রগুলি তিনটি হয়—(১) শ্রী, শক্তি ও মার পূর্ব অর্থাৎ শ্রীং হ্রীং ক্লীং গোপীজন-বল্লভায় স্বাহা। (২) মায়া, শ্রী ও কামপূর্ব অর্থাৎ হ্রীং শ্রীং ক্লীং গোপীজন-বল্লভায় স্বাহা। (৩) কাম, মায়া শ্রীপূর্ব অর্থাৎ ক্লীং হ্রীং শ্রীং গোপীজন-বল্লভায় স্বাহা। ৪৯

এই শ্লোকের অর্থ—গোপীজন-বল্লভায় স্বাহা—এই দশাক্ষর মন্ত্র যদি শ্রী, মায়া ও কামপূর্বক হয়, অথবা মায়া, শ্রী ও কামপূর্বক হয় অথবা কাম, মায়া, রমা পূর্বক হয়, তবে ত্রয়োদশাক্ষর তিনটি মন্ত্র হয়। ইহাঁদের পূজা কিন্তু—প্রাতঃকৃত্যাদি হইতে বৈষ্ণবোক্ত পীঠন্যাস পর্য্যন্ত সমস্ত কর্ম করিয়া মূলোক্ত প্রকারে মস্তকে—ওঁ নারদায় ঋষয়ে নমঃ ইত্যাদি প্রকারে ঋষ্যাদিন্যাস করিয়া, ওঁ আচক্রায় স্বাহা অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ ইত্যাদি প্রকারে করন্যাস করিয়া, ওঁ আচক্রায় স্বাহা হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি প্রকারে অঙ্গন্যাস করিয়া, কিরীট মন্ত্রের দ্বারা ব্যাপক ন্যাস করিয়া, যথাশক্তি মুদ্রাবন্ধন করিয়া, ওঁ নমঃ সুদর্শনায় ফট্ এই মন্ত্রে দিগ্ বন্ধন করিয়া ধ্যান করিবেন। প্রথম মন্ত্রে দশাক্ষরের ন্যায় ধ্যান হইবে। দ্বিতীয় মন্ত্রে রত্নাভিষেক মন্ত্রবৎ (বিংশাক্ষরমন্ত্রবৎ) ধ্যান করিবে। তৃতীয় মন্ত্রে—মূলোক্ত ওঁ শঙ্খ চক্র ইত্যাদি ধ্যান করিবে। ৫০

১। খ—শক্তিমদিপূর্বশ্চ। ২। খ—রমাপূর্ণো। ৩। খ—গায়ত্রীছন্দসে। বিরাড়িতি নাস্তি।

বেণুং ধমন্ ধৃতং দোর্ভ্যাং ধ্যেয়ঃ কৃষ্ণো দিবাকরে ॥ ৫১ ॥ ইতি।

গৌতমীয়ে তু অস্যাপি দশাক্ষরবদ্ ধ্যানম্। ততো মানস-পূজার্ঘ্যস্থাপন-বৈষ্ণবোক্ত-পীঠপূজা-পুনর্ধ্যানাবাহনাদি-পঞ্চ-পুষ্পাঞ্জলি-দানপর্য্যন্তং বিধায়, পূর্বোক্ত-বেণ্বাদি পূজাং বিধায়াবরণানি[১] পূজয়েৎ। অস্যাবরণাণি চ অঙ্গানি ইন্দ্রাদয়ো বজ্রাদয়শ্চ। ততঃ কৃষ্ণাষ্টকেন সংপূজ্য ধূপাদি-বিসর্জনান্তং কর্ম সমাপয়েৎ[২]। এতেষাং পুরশ্চরণং পঞ্চলক্ষজপঃ। যথা (৫২)—

পঞ্চলক্ষং জপেৎ তাবদযুতং পায়সেন তু।
জুহুয়াৎ সংস্কৃতে বহ্নৌ মন্ত্রী সর্বার্থ-সিদ্ধয়ে ॥ ৫৩

(মন্ত্রান্তরম্)—কৃষ্ণায় পদমাভাষ্য গোবিন্দায় ততঃ পরম্।
গোপী-জন-পদস্যান্তে বল্লভায় দ্বিঠাবধিঃ।
কামবীজাদিরাখ্যাতো মনুরষ্টাদশাক্ষরঃ ॥ ৫৪

অস্য পূজা—প্রাতঃ-কৃত্যাদি-বৈষ্ণবোক্ত-পীঠমন্বন্তং বিন্যস্য ঋষ্যাদীন্ন্যসেৎ

ধ্যানের অর্থ—সূর্য্যমণ্ডলে অরুণবর্ণ হস্তদ্বয়-ধৃত বেণুবাদনকারী, শঙ্খ, চক্র, ধনুর্বাণ, পাশ ও অঙ্কুশধর শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করি। ৫১

গৌতমীয় তন্ত্রে কিন্তু এই মন্ত্রের দশাক্ষরের ন্যায় ধ্যান হইবে বলিয়াছেন। তাহার পর মানসপূজা, বিশেষার্ঘ্য স্থাপন, বৈষ্ণবোক্ত পীঠপূজা, পুনর্ধ্যান, আবাহন হইতে পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি দান পর্য্যন্ত কর্মগুলির অনুষ্ঠান করিয়া, পূর্বোক্ত বেণু প্রভৃতির পূজা করিয়া আবরণসমূহের পূজা করিবেন। ইঁহার আবরণ—ষড়ঙ্গ, ইন্দ্রাদি লোকপাল ও বজ্রাদি অস্ত্র। তাহাব পর কৃষ্ণাষ্টকের সহিত কৃষ্ণকে পূজা, ধূপদান হইতে বিসর্জন পর্য্যন্ত কর্মগুলি শেষ করিবেন। এই মন্ত্রগুলির পুরশ্চরণ পাঁচ লক্ষ মন্ত্রজপ। যেমন বলিয়াছেন (৫২)—

সাধক সমস্ত অর্থের সিদ্ধির জন্য পাঁচ লক্ষ এই মন্ত্র জপ করিবেন। সংস্কৃত বহ্নিতে পায়সের দ্বারা অযুত সংখ্যক হোম করিবেন। ৫৩

কৃষ্ণের অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র কথিত হইতেছে। কৃষ্ণায় পদ বলিয়া তাহার পর গোবিন্দায় গোপীজন পদের অন্তে বল্লভায় ও দ্বিঠ। উহা কামবীজাদি হইবে। তাহাতে মন্ত্রটি হয়—ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজন-বল্লভায় স্বাহা। কৃষ্ণের এইটি অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র কথিত হইয়াছে। ৫৪

এই মন্ত্রের পূজা পদ্ধতি—প্রাতঃকৃত্যাদি করিয়া বৈষ্ণবোক্ত পীঠমনু পর্য্যন্ত ন্যাস

১। ক—আবরণাদি। ২। খ—সমাপয়েৎ। তথা পঞ্চলক্ষং জপেৎ তাবদিত্যাদি।

শিরসি—নারদায় ঋষয়ে নমঃ। এবং মুখে—গায়ত্রী-ছন্দসে নমঃ, হৃদি—কৃষ্ণায় দেবতায়ৈ, গুহ্যে—ক্লীঁ বীজায়, পাদয়োঃ—স্বাহাশক্তয়ে। ততঃ প্রণব-পুটিত-মন্ত্রং ত্রিশঃ করয়োর্ব্যাপয্য[১] পঞ্চাঙ্গ-করাঙ্গন্যাসং কুর্য্যাৎ। যথা—ক্লীঁ কৃষ্ণায় অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, গোবিন্দায় তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। গোপীজন মধ্যমাভ্যাং বষট্। বল্লভায় অনামিকাভ্যাং হুং, স্বাহা কনিষ্ঠাভ্যাং ফট্। ততো মূলেন মূর্দ্ধাদি-পাদপর্য্যন্তং ত্রিশো ব্যাপয্য প্রণবেন সকৃদ্ ব্যাপয্য চ মন্ত্রন্যাসং[২] কুর্য্যাৎ। মূর্দ্ধ্নি ললাটে ভ্রূমধ্যে কর্ণয়োশ্চক্ষুষোর্ঘ্রাণয়োর্বদনে গ্রীবায়াং হৃদি নাভৌ কট্যাং লিঙ্গে জান্বোঃ পাদয়োঃ এষু স্থানেষু প্রত্যেকং মন্ত্রবর্ণান্ নমোঽন্তান্ ন্যসেৎ। শিরসি প্রণবঞ্চ ন্যস্যেৎ। ততো নয়ন-মুখ-হৃদয়-গুহ্যাঙ্ঘ্রিষু পদপঞ্চকং নমোঽন্তং ন্যসেৎ। ততঃ[৩] করন্যাসবদঙ্গন্যাসং কৃত্বা দশতত্ত্ব-মূর্ত্তিপঞ্জর-ন্যাসৌ বিধায়[৪] কিরীট-মন্ত্রেণ ব্যাপকং কৃত্বা মুদ্রা-প্রদর্শনাদি-পঞ্চ-পুষ্পাঞ্জলি-দানপর্য্যন্তং দশাক্ষরবৎ কৃত্বা এতন্মন্ত্রোক্তাঙ্গ-ন্যাসমন্ত্রৈরভ্যর্চ্চ্য পুনঃ পুষ্পাঞ্জলি-পঞ্চকং দত্ত্বা বেণুপূজাদি-বিসর্জ্জনান্তং দশাক্ষরবৎ কুর্য্যাৎ। অস্য পুরশ্চরণং দশাক্ষরবৎ। ৫৫

করিয়া, ঋষ্যাদি ন্যাস করিবেন। যথা মস্তকে—ওঁ নারদায় ঋষয়ে নমঃ। এইরূপ মুখে—গায়ত্রীচ্ছন্দসে। হৃদয়ে—কৃষ্ণায় দেবতায়ৈ। গুহ্যে—ক্লীং বীজায়। পাদয়োঃ—স্বাহা শক্তয়ে। তাহার পর প্রণব পুটিত মন্ত্রকে করদ্বয়ে তিন বার ন্যাস করিয়া মূলোক্ত প্রকারে পঞ্চাঙ্গ করাঙ্গন্যাস করিবেন। তাহার পর মূলমন্ত্রের দ্বারা মস্তক হইতে পাদ পর্য্যন্ত তিন বার ব্যাপক ন্যাস করিয়া, প্রণবের দ্বারা একবার ব্যাপক ন্যাস করিয়া, মন্ত্রন্যাস করিবেন। মস্তকে, ললাটে, ভ্রূমধ্যে, কর্ণদ্বয়ে, চক্ষুর্দ্বয়ে, নাসিকাদ্বয়ে, বদনে, গ্রীবায়, হৃদয়ে, নাভিতে, কটিতে, লিঙ্গে, জানুদ্বয়ে ও পাদদ্বয়ের প্রত্যেক স্থানে প্রত্যেক মন্ত্র বর্ণকে নমোঽন্ত করিয়া ন্যাস করিবেন। মস্তকে প্রণবকে ন্যাস করিবেন। তাহার পর নয়ন, মুখ, হৃদয়, গুহ্য ও অঙ্ঘ্রিতে পাঁচটি মন্ত্রের পদকে ন্যাস করিবেন। তাহার পর করন্যাসের ন্যায় অঙ্গন্যাস করিয়া, দশতত্ত্ব ন্যাস ও মূর্ত্তিপঞ্জর ন্যাস করিয়া, কিরীট-মন্ত্রের দ্বারা ব্যাপক ন্যাস করিয়া, মুদ্রাপ্রদর্শন হইতে পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি দান পর্য্যন্ত সমস্ত দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রের ন্যায় করিয়া এই মন্ত্রোক্ত অঙ্গন্যাস মন্ত্রের দ্বারা অর্চনা করিয়া পুনরায় পাঁচ বার পুষ্পাঞ্জলি দিয়া বেণুপূজা হইতে বিসর্জন পর্য্যন্ত যাবতীয় কর্ম দশাক্ষর

১। ক+খ—প্রণবেত্যাদি ব্যাপয্যেন্তঃ পাঠো নাস্তি। ২। ক+খ—মন্ত্রন্যাসমিত্যাদি-ন্যসেদিত্যন্ত পাঠো নাস্তি। ৩। ততঃ ইতি নাস্তি। ৪। ক+খ—দশতত্ত্বেত্যাদি-বিধায়েত্যন্তপাঠো নাস্তি।

অথ রত্না ভিষেক-মন্ত্রঃ। যথা নিবন্ধে—শক্তি-শ্রী-পূর্বকোঽষ্টাদশাক্ষরো-বিংশদর্ণকঃ। শক্তির্মায়াবীজম্। অস্য পূজা—প্রাতঃকৃত্যাদি-বৈষ্ণবোক্ত-পীঠমন্বন্তং পীঠন্যাসং কৃত্বা ঋষ্যাদীন্ ন্যসেৎ। শিরসি—ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ। এবং মুখে—গায়ত্রী-ছন্দসে নমঃ, হৃদি—শ্রীকৃষ্ণায় দেবতায়ৈ, গুহ্যে—ক্লীঁ বীজায়, পাদয়োঃ—স্বাহাশক্তয়ে। করাঙ্গন্যাসৌ তু—হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, কৃষ্ণায় তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, গোবিন্দায় মধ্যমাভ্যাং বষট্, গোপীজন অনামিকাভ্যাং হুঁ, বল্লভায় কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। স্বাহা করতল-পৃষ্ঠাভ্যাং ফট্। এবং হৃদয়াদিষু। ততঃ পূর্ববন্মুদ্রাং বদ্ধা দিগ্-বন্ধনঞ্চ কৃত্বা কিরীটমন্ত্রেণ ব্যাপকং কৃত্বা যথা-মুদ্রাং বদ্ধা ধ্যায়েৎ (৫৬)—

দ্বারবত্যাং সহস্রার্ক-ভাস্বরৈর্ভবনোত্তমৈঃ।
অনল্পৈঃ কল্পবৃক্ষৈশ্চ পরীতে মণিমণ্ডপে[১] ॥ ৫৭

জ্বলদ্-রত্নময়-স্তম্ব-দ্বার-তোরণ-কুড্যকে।

মন্ত্রের ন্যায় করিবেন। দশাক্ষর মন্ত্রের ন্যায় এই মন্ত্রের পুরশ্চরণ করিতে হয়। ৫৫

অনন্তর রত্নাভিষেক মন্ত্র কথিত হইতেছে। যেমন নিবন্ধে বলিয়াছেন—অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র শক্তি ও শ্রীবীজপূর্বক হইলে বিংশাক্ষর আর একটি মন্ত্র হয়। ইহা রত্নাভিষেক মন্ত্র। শক্তি—মায়াবীজ। ইহার পূজা প্রয়োগ :—প্রাতঃকৃত্য হইতে বৈষ্ণবোক্ত পীঠ-মন্ত্র পর্য্যন্ত পীঠন্যাস করিয়া, ঋষ্যাদি ন্যাস করিবেন। মস্তকে—ওঁ ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ। এইরূপ মুখে—ওঁ গায়ত্রী ছন্দসে নমঃ। হৃদয়ে—ওঁ শ্রীকৃষ্ণায় দেবতায়ৈ নমঃ। গুহ্যে—ওঁ ক্লীং বীজায় নমঃ। পাদদ্বয়ে—ওঁ স্বাহা শক্তয়ে নমঃ। তাহার পর করাঙ্গন্যাস কিন্তু এইরূপ :—ওঁ হ্রীং শ্রীং ক্লীং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ওঁ কৃষ্ণায় তর্জনীভ্যাং স্বাহা। ওঁ গোবিন্দায় মধ্যমাভ্যাং বষট্। ওঁ গোপীজন অনামিকাভ্যাং হুং। ওঁ বল্লভায় কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। ওঁ স্বাহা করতল-পৃষ্ঠাভ্যাং ফট্। এইরূপ হৃদয় প্রভৃতিতে অঙ্গন্যাস করিবেন। তাহার পর পূর্বের ন্যায় মুদ্রাবন্ধন করিয়া কিরীট মন্ত্রের দ্বারা ব্যাপকন্যাস করিয়া যথোচিত কূর্মমুদ্রা বন্ধন করিয়া ধ্যান করিবেন। ৫৬

ধ্যানের অর্থ—দ্বারবতী পুরীতে পদ্মরাগময়স্থলে বিরাজমান দুইটি রত্ননদীর মধ্যে নিয়ত গলিতরত্নধারা-বর্ষী স্বর্গতরু কল্পবৃক্ষের অধোভাগে সহস্র সূর্য্যের ন্যায় ভাস্বর বহু উত্তম ভবন ও বহু কল্প বৃক্ষ দ্বারা পরিবেষ্টিত উজ্জ্বল রত্নময় স্তম্ভ, দ্বার, তোরণ ভিত্তি

১। ক—পরীতৈমণির্মণ্ডপে

ফুল্ল-স্রগুল্লসচ্চিত্র-বিতানালম্বি-মৌক্তিকে ॥ ৫৮
পদ্মরাগ-স্থলী-রাজদ্-রত্নমধ্যোশ্চ মধ্যতঃ।
অনারত-গলদ্-রত্ন-ধারস্য স্বস্তরোরধঃ ॥ ৫৯
রত্নপ্রদীপাবলিভিঃ প্রদীপিত-দিগন্তরে।
উদ্যদাদিত্য-সঙ্কাশ-মণিসিংহাসনাম্বুজে ॥ ৬০
সমাসীনোঽচ্যুতো ধ্যেয়ো দ্রুতহাটক-সন্নিভঃ।
সমানোদিত-চন্দ্রার্ক-তড়িৎ-কোটি-সমদ্যুতিঃ ॥ ৬১
সর্বাঙ্গঃ সুন্দরঃ সৌম্যঃ সর্বাভরণ-ভূষিতঃ।
পীতবাসাশ্চক্র-শঙ্খ-গদা-পদ্মোজ্জ্বলদ্-ভুজঃ ॥ ৬২
অনারতং জ্বলদ্-রত্ন-ধারৌঘ-কলশং স্পৃশন্।
বামপাদাম্বুজাগ্রেণ মুষ্ণতা পল্লব-চ্ছবিম্ ॥ ৬৩
রুক্মিণী-সত্যভামে দ্বে[১] মূর্ধ্নি রত্নৌঘ-ধারয়া।
সিঞ্চন্ত্যৌ দক্ষ-বামস্থে স্ব-দোঃ-স্থ-কলসোত্থয়া[২] ॥ ৬৪
নাগ্নজিতী সুনন্দা চ দিশন্ত্যৌ কলসৌ তয়োঃ।
তাভ্যাঞ্চ দক্ষ-বামস্থে মিত্র-বিন্দা[৩]-সুলক্ষণে ॥ ৬৫

বিশিষ্ট প্রফুল্ল পুষ্পমালা ও মুক্তামালা-লম্বিত উজ্জ্বল চিত্রময় বিতান যুক্ত মণি মণ্ডপে পল্লবচ্ছবি (নবপল্লবদীপ্তি) অপহরণকারী বামপাদাম্বুজের অগ্রভাগের দ্বারা অনবরত রত্নধারা সমূহের উদ্গিরণকারী কলসকে স্পর্শ করিয়া উদীয়মান আদিত্যের ন্যায় উজ্জ্বল মণিময় সিংহাসনের উপরি ভাগস্থিত পদ্মে উপবিষ্ট দ্রবীভূত স্বর্ণতুল্য দ্যুতি বিশিষ্ট সমকালোদিত কোটি সূর্য্য, কোটি চন্দ্র ও কোটি বিদ্যুতের ন্যায় দ্যুতি বিশিষ্ট, সর্বাঙ্গ সুন্দর, সৌম্য, সর্বাভরণে ভূষিত, পীতবাস, শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্মে উজ্জ্বল হস্ত অচ্যুতকে ধ্যান করিবে। ৫৭-৬৩

দক্ষিণভাগে রুক্মিণী ও বামভাগে সত্যভামা ইহাঁর মস্তকে নিজহস্ত ধৃত কলসোত্থিত রত্নবৃন্দের ধারা সেচন (অভিষেক) করিতেছেন। ৬৪

নাগজিতী ও সুনন্দা তাঁহাদিগকে ঐরূপ কলস দিতেছেন। তাঁহার দক্ষিণভাগে মিত্রবিন্দা ও বামভাগে সুলক্ষণা রত্নদী হইতে রত্নপূর্ণ ঘট উত্তোলন করিয়া তাঁহাদিগকে দিতেছেন। ৬৫

১। খ—সত্যভামেঽস্য। ২। স্বদোঃ স্বকলশোত্থয়া। ৩। ক—মিত্রবিন্দো সুলক্ষণে।

রত্ন-নদ্যোঃ সমুদ্ধৃত্য রত্নপূর্ণৌ ঘটৌ তয়োঃ।
জাম্ববতী সুশীলা চ দিশন্ত্যৌ দক্ষ-বামগে ॥ ৬৬

বহিঃ ষোড়শসাহস্র-সংখ্যাতাঃ[১] পরিতঃ প্রিয়াঃ।
ধ্যেয়া কনক-রত্নৌঘ-ধারাযুক্-কলশোজ্জলাঃ ॥ ৬৭

তদ্বহিশ্চাষ্টনিধয়ঃ পূরয়ন্তো ধনৈর্ধরাম্।
তদ্বহির্বৃষ্ণয়ঃ সর্বে পুরোবচ্চ সুরাদয়ঃ ॥ ৬৮

এবং ধ্যাত্বা মানসৈঃ সংপূজ্যার্ঘস্থাপনং কুর্য্যাৎ। ততঃ পূর্বোক্ত-পীঠমন্ত্রান্তং পীঠপূজাং বিধায় পুনর্ধ্যাত্বাবাহনাদি পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি-দানপর্য্যন্তং কৃত্বা ষড়ঙ্গানি সংপূজ্য ওঁ কিরীটায় নমঃ এবং কুণ্ডলাভ্যাং, শঙ্খায়, চক্রায়[২], গদায়ৈ পদ্মায়, পুনঃ[৩] বনমালায়ৈ, শ্রীবৎসায়, কৌস্তুভায়। পুনঃ[৪] পুষ্পাঞ্জলি-পঞ্চকং দত্ত্বা পর্বাদি-দিক্-পত্র-মূলেষু বাসুদেব-সঙ্কর্ষণ-প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধান্। বিদিক্-পত্রমূলেষু শান্তি-শ্রী-সরস্বতী রতীঃ। পূর্বাদি-পত্রেষু রুক্মিণ্যাদ্যাঃ পূর্ববৎ সম্পূজ্য অগ্রে —ওঁ ষোড়শ-সহস্র-মহিষীভ্যো নমঃ; তদ্বহিঃ পূর্বাদিষু ওঁ ইন্দ্রনিধয়ে নমঃ।

দক্ষিণভাগে জাম্ববতী ও বামভাগে সুশীলা তাঁহাদিগকে আদেশ করিতেছেন। তাঁহাদের পশ্চাতে চতুর্দিকে রত্নৌঘধারা-যুক্ত স্বর্ণকলসে উজ্জ্বল ষোড়শ সহস্র প্রিয়া-গণকে ধ্যান করিবে। ৬৬

তাহার বহির্ভাগে ধনের দ্বারা ধরাকে পূর্ণকারী অষ্টনিধিকে এবং পূর্বোক্তবৎ তাহার বহির্ভাগে সমস্ত যাদব ও দেবগণ বিরাজমান ধ্যান করিবে। ৬৭-৬৮

এই প্রকারে ধ্যান করিয়া মানস উপচারে পূজা করিয়া বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করিবেন। তাহার পর পূর্বোক্ত পীঠমন্ত্র পর্য্যন্ত পূজা করিয়া পুনর্বার ধ্যান করিয়া আবাহন হইতে পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলি দান পর্যন্ত সমস্ত কার্য্য করিয়া, ষড়ঙ্গের পূজা করিয়া, ওঁ কিরীটায় নমঃ, এইরূপ কুণ্ডলাভ্যাং, শঙ্খায়, চক্রায়, গদায়ৈ, পদ্মায়, বনমালায়ৈ, শ্রীবৎসায়, কৌস্তুভায় নমঃ বলিয়া ইঁহাদের পূজা করিয়া, পুনরায় ৫ বার পুষ্পাঞ্জলি দিয়া পূর্বাদি দিক্‌পত্রের মূল সমূহে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধকে, বিদিক্ পত্রসমূহের মূলে শান্তি, শ্রী, সরস্বতী ও রতিকে, পূর্বাদি পত্র সমূহে রুক্মিণী প্রভৃতিকে পূর্ববৎ পূজা করিয়া, অগ্রে—ওঁ ষোড়শসহস্র-মহিষীভ্যো নমঃ মন্ত্রে মহিষীকে, তাহার

১। ক—ষোড়শসাহস্রবিখ্যাতাঃ। ২। খ—চক্রায় শঙ্খায় গদায়ৈ। ৩। খ—পুনরিতি নাস্তি। ৪। ক—পুনরিতি নাস্তি।

এবং নীল-নিধয়ে, মুকুন্দ-নিধয়ে, মকর-নিধয়ে, আনন্দ-নিধয়ে, কচ্ছপ-নিধয়ে, শঙ্খ-নিধয়ে, পদ্ম-নিধয়ে ইতি সম্পূজ্য তদ্বহিরিন্দ্রাদীন্ বজ্রাদীংশ্চ সম্পূজ্য ধূপাদি-বিসর্জনান্তং কর্ম সমাপয়েৎ। ৬৯

তথা— ধ্যাত্বৈবং পরমাত্মানং বিংশত্যর্ণ-মনুং জপেৎ[১]।
চতুর্লক্ষং হুনেদাজ্যৈশ্চত্বারিংশৎ-সহস্রকম্ ॥ ৭০

(মন্ত্রান্তরম্)— বাগ্‌ভবং কামবীজঞ্চ কৃষ্ণায় ভুবনেশ্বরী।
গোবিন্দায় রমা গোপীজন-বল্লভ-ঙে শিরঃ ॥ ১
চতুর্দশ-স্বরোপেতঃ শুক্রঃ সর্গী তদূর্দ্ধতঃ।
দ্বাবিংশত্যক্ষরো মন্ত্রো বাগীশত্ব-প্রদায়কঃ ॥ ২

গোপীজন-বল্লভেতি স্বরূপম্। ঙে ইতি চতুর্থী। শিরঃ স্বাহা। শুক্রো দন্ত্য-সকারঃ। অস্য পূজা—প্রাতঃ-কৃত্যাদি-বৈষ্ণবোক্ত-পীঠমন্ত্রান্তং পীঠন্যাসং বিধায়াষ্টাদশাক্ষরবদ্ ঋষ্যাদিন্যাসং করাঙ্গন্যাসৌ চ বিধায় মুদ্রা-দিগ্-বন্ধনাদিকঞ্চ বিধায় ধ্যায়েৎ। যথা (৩)—

বহির্ভাগে পূর্বাদি ক্রমে ওঁ ইন্দ্রনিধয়ে নমঃ, এইরূপ নীলনিধয়ে, মকুন্দনিধয়ে, মকরনিধয়ে, আনন্দনিধয়ে, কচ্ছপনিধয়ে, শঙ্খনিধয়ে, পদ্মনিধয়ে নমঃ এই প্রকারে অষ্ট নিধির পূজা করিয়া, তাহার বহির্ভাগে ইন্দ্রাদি লোকপাল ও বজ্রাদি অস্ত্রসমূহের পূজা করিয়া ধূপদান হইতে বিসর্জন পর্য্যন্ত কার্য্য সমূহ শেষ করিবেন। ৬৯

এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে চারি লক্ষ মন্ত্র জপ কর্ত্তব্য। তাহাই উক্ত হইয়াছে—এইরূপে পরমাত্মাকে ধ্যান করিয়া চারি লক্ষ বিংশাক্ষর মন্ত্র জপ করিবেন এবং ঘৃতের দ্বারা 40000 চল্লিশ হাজার হোম করিবেন। ৭০

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের অন্য মন্ত্র :—বাগ্‌ভব (ঐং), কামবীজ (ক্লীং) কৃষ্ণায় ভুবনেশ্বরী (হ্রীং) গোবিন্দায় রমা (শ্রীং) গোপীজনবল্লভ—ঙে অর্থাৎ গোপীজন-বল্লভায় শিরঃ (স্বাহা) ও চতুর্দশ স্বর ঔ যুক্ত শুক্র (স), তাহা সর্গী (বিসর্গযুক্ত)। তাহাতে বাগীশত্ব প্রদায়ক শ্রীং গোপীজন-বল্লভায় স্বাহা সৌঃ ঐং ক্লীং কৃষ্ণায় হ্রীং গোবিন্দায়—এই দ্বাবিংশতি অক্ষরের মন্ত্র হয়। ১-২

গোপীজন-বল্লভ এইটি ঐ স্বরূপ। ঙে এইটি চতুর্থী। শিরঃ—স্বাহা। শুক্র—দন্ত্য সকার। ইহার পূজা পদ্ধতি—প্রাতঃ কৃত্যাদি হইতে বৈষ্ণবোক্ত পীঠমন্ত্র পর্য্যন্ত ন্যাস করিয়া অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রের ন্যায় ঋষ্যাদি ন্যাস ও করাঙ্গ ন্যাস করিয়া মুদ্রা ও দিগ্‌বন্ধন প্রভৃতি করিয়া মূলোক্ত ধ্যান করিবেন (৩)—

১। ক—মনুং স্মরেৎ।

বামোর্দ্ধ্ব-হস্তে দধতং বিদ্যা-সর্বস্ব-পুস্তকম্।
অক্ষমালাঞ্চ দক্ষোর্দ্ধ্বে স্ফাটিকীং মাতৃকাময়ীম্॥ ৪
শব্দব্রহ্মময়ং বেণুমধঃ-পাণিদ্বয়েরিতম্[১]।
গায়ন্তং পীত-বসনং শ্যামলং কোমল-চ্ছবিম্॥ ৫
বর্হিবর্হ-কৃতোত্তংসং সর্বজ্ঞং সর্ববেদিভিঃ।
উপাসিতং মুনিগণৈরুপতিষ্ঠেদ্ ধরিং সদা॥ ৬

এবং ধ্যাত্বা বিংশত্যর্ণবৎ পূজয়েৎ। অস্য পুরশ্চরণং চতুর্লক্ষ-জপঃ। স্বাদ্বক্ত-পলাশপুষ্পৈশ্চত্বারিংশৎ-সহস্র-হোমঃ। ৭

(মন্ত্রান্তরম্)— বাগ্‌ভবং কামবীজঞ্চ মায়াং লক্ষ্মীমনন্তরম্।
দশার্ণো মনুবর্য্যশ্চ ভবেচ্ছক্রাক্ষরো মনুঃ॥ ৮

ব্রহ্মসংহিতায়ান্তু—বাগ্‌ভবং ভুবনেশানী শ্রীবীজং কামবীজকম্।
দশার্ণো মনুবর্য্যশ্চ ভবেচ্ছক্রাক্ষরোঽপরঃ[২]॥ ৯

ততো দশাক্ষরঃ। তথা চ চতুর্দ্দশাক্ষরো দ্বিবিধঃ। অনয়োর্ব্রহ্মা ঋষির্গায়ত্রী-ছন্দঃ শ্রীকৃষ্ণো দেবতা ধ্যানন্তু (১০)—

ধ্যানের অর্থ—বামের উর্দ্ধ্ব হস্তে বিদ্যাসর্বস্ব-রূপ পুস্তকধারী, দক্ষিণের উর্দ্ধ্ব হস্তে মাতৃকাবর্ণময়ী অক্ষমালার ন্যায় স্ফটিক মণি নির্মিত অক্ষমালাধারী, নিম্নের অধো-হস্ত দ্বয়ে শব্দব্রহ্মময় বেণু নিঃসৃত গানকারী, পীতবসন শ্যামল কোমলপল্লবের ন্যায় দ্যুতিমান্ ময়ূরপুচ্ছখচিত মকুটধারী সর্ববিৎ মুনিগণ কর্ত্তৃক উপাসিত সর্বজ্ঞ হরিকে সর্বদা ধ্যান করিবে। ৪-৬

এইরূপ ধ্যান করিয়া বিংশত্যক্ষর মন্ত্রের ন্যায় সমস্ত পূজা করিবেন। এই মন্ত্রের পুরশ্চরণ চারি লক্ষ মন্ত্র জপ এবং স্বাদু (ঘৃত, মধু শর্করা) যুক্ত পলাশ পুষ্পের দ্বারা চল্লিশ হাজার হোম হইবে। ৭

শ্রীকৃষ্ণের অন্য মন্ত্র—বাগ্‌ভব (ঐং), কামবীজ (ক্লীং), মায়া (হ্রীং) লক্ষ্মী (শ্রীং) অনন্তর দশাক্ষর মন্ত্রবর। তাহা হইলে ঐং ক্লীং হ্রীং শ্রীং গোপীজনবল্লভায় স্বাহা—এই শক্রাক্ষর (চতুর্দশাক্ষর) মন্ত্র হইবে। ৮

ব্রহ্মসংহিতায় বলিয়াছেন—বাগ্‌ভব, ভুবনেশানী, শ্রীবীজ, কামবীজ, তাহার পর দশাক্ষর মন্ত্রবর, তাহাতে অপর একটি চতুর্দশাক্ষর মন্ত্র হয়। ৯

বাগ্‌ভবাদির পর দশাক্ষর মন্ত্র। তাহাতে দুই প্রকার চতুর্দশাক্ষর মন্ত্র হয়। এই উভয় মন্ত্রের ব্রহ্মা ঋষি, গায়ত্রী ছন্দঃ, শ্রীকৃষ্ণ দেবতা। মূলোক্ত ধ্যানের অর্থ (১০)—

১। ক—দ্বয়োরিতম্। ২। খ—দর্শার্ণ ইত্যাদ্যপর ইত্যন্তঃ শ্লোকার্দ্ধো নাস্তি।

ধ্যায়েদ্ বৃন্দাবনে রম্যে কাঞ্চনী-ভূমি-মধ্যগে।
নানা-পুষ্প-লতা-কীর্ণে বৃক্ষষণ্ডৈশ্চ মণ্ডিতে॥ ১১
কল্পাটবী-তলে সম্যক্ শ্রীমন্মাণিক্য-মণ্ডপে।
নারদাদ্যৈর্মুনিগণৈঃ স্তুতিভিঃ পরিবারিতে॥ ১২
রত্ন-সিংহাসনে ধ্যায়েদুপবিষ্টং কজোপরি।
সজল-জলদ-শ্যামং রক্তপদ্ম-দলেক্ষণম্॥ ১৩
রক্তপদ্ম-স্ফুরৎ-পাদ-পাণিভ্যাং পরিমণ্ডিতম্।
নানারত্ন-সমারব্ধ-ভূষণৈঃ পরিভূষিতম্॥ ১৪
শ্রীযুক্ত-বক্ষসং[১] শ্রীমৎ-কৌস্তুভোদ্ভাসিতাম্বরম্।
তারহারাবলী-রম্যং শ্রীবৎসাঙ্কিত-বক্ষসম্॥ ১৫
রোচনাতিলক-প্রান্ত-কুন্তল-ভ্রমরায়িতম্।
কন্দর্প-চাপ-সদৃশ-চিল্লিমালা-বিরাজিতম্॥ ১৬
অনেক-রত্ন-সম্বদ্ধ-স্ফুরন্মকর-কুণ্ডলম্।
বর্হি-বর্হ-কৃতোত্তংসং[২] সর্বজ্ঞং সর্ববেদিভিঃ।
উপাসিতং মুনিগণৈরুপতিষ্ঠেদ্ধরিং সদা॥ ১৭ সর্বমন্যদ্দশাক্ষরবৎ।

রমণীয় বৃন্দাবনে কাঞ্চনময় ভূমির মধ্যভাগে নানাবিধ পুষ্প ও লতায় আকীর্ণ বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ সমূহের দ্বারা মণ্ডিত স্বর্গতরু কল্পবৃক্ষের মূলে পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যশালী মাণিক্য মণ্ডপে স্তুতিকারী মুনিশ্রেষ্ঠ নারদাদি মুনিগণ পরিবৃত রত্নসিংহানে কজোপরি (পদ্মোপরি) উপবিষ্ট সজল জলদের ন্যায় শ্যামবর্ণ রক্ত পদ্ম পত্রের ন্যায় লোচনধারী রক্ত পদ্মের ন্যায় উজ্জ্বল পাদ ও পাণিতলের দ্বারা পরিমণ্ডিত, নানারত্ননির্মিত ভূষণের দ্বারা পরিভূষিত সৌন্দর্য্যময় বক্ষোধৃত দীপ্তিমান্ কৌস্তুভ মণির দ্বারা উদ্ভাসিত বস্ত্রধারী, তার হারাবলী দ্বারা রমণীয়, শ্রীবৎসচিহ্ন বিশিষ্ট বক্ষোধারী, গোরোচনার তিলকের প্রান্তে ভ্রমরের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ নীলকুন্তলধারী কন্দর্পের চাপ সদৃশ চিল্লি (ভ্রূ) মালায় বিরাজিত, অনেক রত্নখচিত দীপ্ত মকর কুণ্ডলধারী ময়ূরপিচ্ছকৃত মুকুটধারী, সর্বজ্ঞ সর্ববিৎ মুনিগণের দ্বারা উপাসিত শ্রীহরিকে সর্বদা উপাসনা করিবে। ১১-১৭

এই মন্ত্রের ন্যাস, পূজা, হোমাদি অন্য সমস্ত কার্য্য দশাক্ষর মন্ত্রের ন্যায় করিতে হইবে। ১৭

১। ক—শ্রীযুক্তবক্ষসি। ২। ক+খ—বর্হিবর্হাকৃতোত্তংসং।

(মন্ত্রান্তরম)— কামাক্ষরং ধরাসংস্থং শান্তি-বিন্দু-বিভূসিতম।
ত্রৈলোক্য-মোহনো বিষ্ণুঃ কথিতস্তব যত্নতঃ ॥ ১৮

শান্তিস্তূর্য্যস্বরঃ[১]। এতেন কামবীজাত্মক একাক্ষরো মন্ত্রঃ। অস্য পূজা— প্রাতঃকৃত্যাদি-বৈষ্ণবোক্ত-পীঠশক্তি-পর্য্যন্তং বিন্যস্য তদুপরি ওঁ পক্ষিরাজায় স্বাহেতি পীঠমন্নং ন্যসেৎ। ততঃ ঋষ্যাদিন্যাসঃ। শিরসি—সম্মোহনায় ঋষয়ে নমঃ। মুখে—গায়ত্রীছন্দসে নমঃ। হৃদি—ত্রৈলোক্যমোহনায় বিষ্ণবে নমঃ। ততঃ করাঙ্গন্যাসৌ—ক্লাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ক্লাঁ হৃদয়ায় নমঃ ইতি রীত্যা ষড়দীর্ঘ-ভাজা কামবীজেনৈব। যথা[২]—দীর্ঘষট্‌ক-যুজানেন কামবীজেন কল্পয়েদিতি। ততো বাণন্যাসঃ—হ্রাঁ শোষণ-বাণায় নমঃ অঙ্গুষ্ঠয়োঃ। এবং তর্জ্জন্যাদিষু—হ্রীঁ মোহন-বাণায় নমঃ, ক্লীঁ সন্দীপন-বাণায়, ব্লুঁ তাপন-বাণায়, সঃ মাদন-বাণায়। তথা মস্তক-মুখ-হৃদয়-লিঙ্গ-পাদেষু তান্ ন্যসেৎ; ততো ধ্যানম্ (১৯)—

শ্রীকৃষ্ণের একাক্ষর মন্ত্র—ধরা (ল) স্থিত কামাক্ষর (ক) শান্তি (ঈ) ও বিন্দু বিভূষিত হইলে ক্লীং এই একাক্ষর মন্ত্র হয়। যত্নপূর্বক ইহা তোমার নিকট কথিত হইল। ১৮

শান্তি—চতুর্থ স্বর ঈ। ইহা দ্বারা কামবীজাত্মক একাক্ষর মন্ত্র হয়। ইহার পূজা পদ্ধতি—প্রাতঃকৃত্য হইতে বৈষ্ণবোক্ত পীঠশক্তি পর্যান্ত ন্যাস করিয়া তাহার পর ওঁ পক্ষিরাজায় স্বাহা এই পীঠমন্ত্র ন্যাস করিবেন। তাহার পর ঋষ্যাদি ন্যাস করিবেন। যথা মস্তকে—ওঁ সম্মোহনায় ঋষয়ে নমঃ। মুখে—ওঁ গায়ত্রীছন্দসে নমঃ। হৃদয়ে— ওঁ ত্রৈলোক্য-মোহনায় বিষ্ণবে নমঃ। তাহার পর ষড়্ দীর্ঘস্বর যুক্ত কামবীজের দ্বারাই ওঁ ক্লাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ওঁ ক্লাং হৃদয়ায় নমঃ এই রীতিতে করাঙ্গন্যাস করিবেন। যেমন নিবন্ধে বলিয়াছেন—ছয়টি দীর্ঘ যুক্ত এই কামবীজের দ্বারা ষড়ঙ্গন্যাস কল্পনা করিবে। তাহার পর বাণন্যাস করিবে। যথা অঙ্গুষ্ঠদ্বয়ে—ওঁ হ্রাং শোষণবাণায় নমঃ। এইরূপ তর্জনীদ্বয়ে—ওঁ হ্রীং মোহনবাণায় নমঃ। মধ্যমাদ্বয়ে—ওঁ ক্লীং সন্দীপন-বাণায় নমঃ। অনামিকাদ্বয়ে—ওঁ ব্লূং তাপনবাণায় নমঃ। কনিষ্ঠাদ্বয়ে— ওঁ সঃ মাদন-বাণায় নমঃ। সেইরূপ মস্তক, মুখ, হৃদয়, লিঙ্গ ও পাদে সেই বাণ ন্যাস করিবে। তাহার পর মূলোক্ত ধ্যান করিবেন। ১৯

১। শান্তিস্তূর্য্যস্বরঃ ইতি পাঠো নাস্তি। ২। খ—যথেত্যাদি-কল্পয়েদিত্যন্তঃ পাঠো নাস্তি।

ভগ্নবিদ্রুম-সঙ্কাশং সর্বতেজোময়ং বপুঃ।
কিরীটিনং কুণ্ডলিনং কেয়ূর-বলয়ান্বিতম্‌ ॥ ২০
মুক্তা-সদ্‌-রত্ন-সন্নদ্ধ-তুলাকোটি-সমুজ্জ্বলম্‌।
নানালঙ্কার-সুভগং পীতাম্বর যুগাবৃতম্‌ ॥ ২১
গরুড়োপরি সন্নদ্ধ-রক্ত-পঙ্কজ-মধ্যগম্‌।
উত্তপ্ত-হেম-সঙ্কাশাং লক্ষ্মীং বামোরু-সংস্থিতাম্‌ ॥ ২২
সর্বালঙ্কার-সুভগাং শুক্লবাসোযুগাবৃতাম্‌।
সকামাং লীলয়া দেবীং মোহয়ন্তং পুনঃ পুনঃ ॥ ২৩
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-পাশাঙ্কুশ-ধনুঃ-শরান্‌।
ধারয়ন্তং জগন্নাথং রক্তপদ্মারুণেক্ষণম্‌ ॥ ২৪

এবং ধ্যাত্বা মানসৈঃ সম্পূজ্যার্ঘ্যং সংস্থাপ্য ন্যাসক্রমেণ পীঠপূজাং বিধায় পুনর্ধ্যাত্বাবাহনাদি-পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি-দানান্তং বিধায় ন্যাসক্রমেণ[১] দেবশরীরে পঞ্চবাণান্‌ সম্পূজ্য ওঁ কিরীটায় নমঃ এবং কুণ্ডলায়, শঙ্খায়, চক্রায়, গদায়ৈ, পদ্মায়, পাশায়, অঙ্কুশায়, ধনুষে, শরায়[২] হৃদি হস্তেষু পূজয়েৎ।

সেই ধ্যানের অর্থ—নূতন ভগ্ন প্রবালের সদৃশ কান্তি-বিশিষ্ট সর্বতেজোময় দেহধারী, মস্তকে কিরীটধারী, কর্ণে কুণ্ডলধারী, বাহুতে কেয়ূর বলয়ধারী, ও উত্তম রত্ন মুক্তা খচিত তুলাকোটি (নূপুর) দ্বারা উদ্ভাসিত চরণবিশিষ্ট, নানালঙ্কারে প্রিয়দর্শন, পীতবস্ত্র যুগলের দ্বারা আবৃত, গরুড়ের উপরে নিবদ্ধ রক্তপদ্ম মধ্যে উপবিষ্টা, নিজ বাম উরুতে সংস্থিতা উত্তপ্ত স্বর্ণ সদৃশ কান্তিমতী সর্বালঙ্কারে সুভগা (ভাগ্যবতী), শুক্ল বস্ত্রযুগলের দ্বারা আবৃতা সকামা লক্ষ্মীদেবীকে লীলায় পুনঃ পুনঃ মোহনকারী, শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, পাশ, অঙ্কুশ, ধনুঃ ও বাণধারী রক্তপদ্মের ন্যায় অরুণ লোচন জগন্নাথকে ধ্যান করি। ২০-২৪

এইরূপ ধ্যান করিয়া মানস উপচারে পূজা করিয়া, বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করিয়া, ন্যাসক্রমে পীঠপূজা করিয়া, পুনরায় ধ্যান করিয়া, আবাহন হইতে পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলি দান পর্য্যন্ত সমস্ত করিয়া ন্যাস ক্রমে দেবশরীরে পঞ্চবাণ ন্যাস করিয়া, ওঁ কিরীটায় নমঃ এই মন্ত্রে মস্তকে কিরীটের পূজা করিয়া, এইরূপ প্রণবাদি নমঃ অন্ত মন্ত্রে কর্ণে—কুণ্ডলায়, হস্তসমূহে শঙ্খায়, চক্রায়, গদায়ৈ, পদ্মায়, পাশায়, অঙ্কুশায়, ধনুষে, শরায়

১। ক+খ—ন্যাসক্রমেণেত্যাদি-সম্পূজ্যেত্যন্তঃ পাঠো নাস্তি। ২। খ—শরায় ইতি হস্তেষু।

বক্ষসি—শ্রীবৎসায় কৌস্তুভায়। গলে—বনমালায়ৈ, নিতম্বে—পীতবসনায়, বামাঙ্কে—শ্রীঁ লক্ষ্ম্যৈ। ততঃ কেশরেষু অগ্ন্যাদিকোণেষু মধ্যে দিক্ষু চ ষড়ঙ্গানি সম্পূজ্য পূর্বাদি-দিক্ষু চতুষ্টয়ং, কোণেষু পঞ্চমং বাণং সম্পূজ্য পূর্বাদিপত্রেষু লক্ষ্মী-সরস্বতী-রতি-প্রীতি-কীর্ত্তি-কান্তি-তুষ্টি-পুষ্টীস্তদ্বহির্লোক-পালানর্চয়েৎ। অত্র বজ্রাদি-পূজনং নাস্তি অনুক্তত্বাৎ। ততো ধূপাদি-বিসর্জনান্তং কর্ম সমাপয়েৎ। ২৫

তথা— রবিলক্ষং জপেন্ মন্ত্রং জুহুয়াৎ তদ্দশাংশতঃ।
অমৃত-ত্রয়-সিক্তেন পায়সেন বিধানবিৎ।
অথবা রবি-সাহস্র্যং[১] হুনেৎ তাবচ্চ তর্পয়েৎ॥ ২৬

(মন্ত্রান্তরম্)— হৃষীকেশ-পদং ঙেহন্তং নমোহন্তং কাম-পূর্বকম্[২]।
অষ্টাক্ষরো মনুঃ প্রোক্তঃ সমস্ত-পুরুষার্থদঃ।
ধ্যান-পূজাদিকং সর্বং পূর্ববচ্চ সমাচরেৎ॥ ২৭

(মন্ত্রান্তরম্)— লক্ষ্মীর্মায়া কামবীজং[৩] ঙেন্তং কৃষ্ণপদং তথা।

নমঃ মন্ত্রে পূজা করিবেন। পরে বক্ষে—শ্রীবৎসায়, কৌস্তুভায়, গলে—বনমালায়ৈ, নিতম্বে—পীতবসনায়। বামাঙ্কে—ওঁ শ্রীলক্ষ্ম্যৈ নমঃ মন্ত্রে পূজা করিবেন। তাহার পর কেশরে অগ্ন্যাদিকোণে মধ্যে ও দিক্ সমূহে ষড়ঙ্গের পূজা করিয়া, পূর্বাদি দিক্ সমূহে চারিটি বাণ এবং কোণ সমূহে পঞ্চম বাণের পূজা করিয়া, পূর্বাদি পত্র সমূহে লক্ষ্মী, সরস্বতী, প্রীতি, কীর্ত্তি, কান্তি, তুষ্টি ও পুষ্টির ও তাহার বহির্ভাগে লোকপালগণের অর্চনা করিবেন। এখানে উক্ত না হওয়ায় বজ্রাদি অস্ত্রের পূজা নাই। তাহার পর ধূপদান হইতে বিসর্জন পর্য্যন্ত কর্ম শেষ করিবেন। ২৫

তাহার পর পুরশ্চরণ বিষয়ে তন্ত্রে বলিয়াছেন—রবি (১২) লক্ষ মন্ত্র জপ করিবে। তাহার পর বিধানবিৎ সাধক অমৃতত্রয় (ঘৃত, মধু ও শর্করা) সিক্ত পায়সের দ্বারা দশাংশ হোম করিবে। অথবা রবি সহস্র হোম এবং তাবৎ পরিমাণ (১২ হাজার) তর্পণ করিবে। ২৬

শ্রীকৃষ্ণের মন্ত্রান্তর—কামবীজ-(ক্লীং) পূর্ব ও নমঃ অন্ত। চতুর্থী বিভক্তি যুক্ত হৃষীকেশ অর্থাৎ হৃষীকেশায় ক্লীং নমঃ। সমস্ত পুরুষার্থপ্রদ এই অষ্টাক্ষর মন্ত্র কথিত হইয়াছে। এই মন্ত্রের ধ্যান পূজাদি সমস্তই পূর্ববৎ জানিবেন। ২৭

শ্রীকৃষ্ণের মন্ত্রান্তর—লক্ষ্মী (শ্রীং) মায়া (হ্রীং) কামবীজ (ক্লীং) চতুর্থী বিভক্তি

১। খ—রবি সাহস্রং। ২। খ—নমোহন্তঃ কামপূর্বকঃ। ৩। লক্ষ্মীর্মায়ারমাবীজং।

স্বাহেতি মন্ত্ররাজোঽয়ং ভজতাং সুরপাদপঃ ॥ ২৮

অস্য নারদ ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীকৃষ্ণো দেবতা। অস্য পূজা—প্রাতঃ-কৃত্যাদি-বৈষ্ণবোক্ত-পীঠমন্বন্তং বিন্যস্য ঋষ্যাদীংশ্চ বিন্যস্য ষড়্দীর্ঘ-ভাজা কাম-বীজেন করাঙ্গন্যাসৌ কৃত্বা ধ্যায়েৎ। যথা (২৯)—

কলায়-কুসুম-শ্যামং বৃন্দাবন-গতং হরিম্।
গোপ-গোপী-গবাবীতং[১] পীতবস্ত্র-যুগান্বিতম্ ॥ ৩০
নানালঙ্কার-সুভগং কৌস্তুভোদ্ভাসি-বক্ষসম্।
সনকাদি-মুনিশ্রেষ্ঠৈঃ সংস্তুতং পরয়া মুদা।
শঙ্খ-চক্র-লসদ্-বাহুং বেণু-হস্ত-দ্বয়েরিতম্ ॥ ৩১

এবং ধ্যাত্বা মানসৈঃ সম্পূজ্যার্ঘ্যস্থাপনং বৈষ্ণবোক্ত-পীঠমন্বন্তং পীঠপূজাং পুনর্ধ্যানাবাহনাদি-পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি-দানপর্য্যন্তং বিধায় অগ্ন্যাদি-কোণেষু মধ্যে দিক্ষু চ ষড়ঙ্গানি তদ্বহিরিন্দ্রাদীন্ বজ্রাদীংশ্চ সম্পূজ্য ধূপাদি-বিসর্জনান্তং কর্ম কুর্য্যাৎ। ৩২

যুক্ত কৃষ্ণপদ (কৃষ্ণায়), তাহার পর স্বাহা। এই মন্ত্ররাজ ভজনাকারিগণের সুরপাদপ কল্পবৃক্ষ স্বরূপ। ২৮

এই মন্ত্রের নারদ ঋষি, অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ, শ্রীকৃষ্ণ দেবতা। এই মন্ত্রের পূজা—প্রাতঃ কৃত্য হইতে বৈষ্ণবোক্ত পীঠমন্ত্র পর্য্যন্ত ন্যাস করিয়া, ঋষ্যাদি ন্যাস করিয়া ষড়্দীর্ঘ যুক্ত কামবীজের দ্বারা করাঙ্গন্যাস করিয়া যথোক্ত ধ্যান করিবেন (২৯)—

ধ্যানের অর্থ—কলায় (কড়াই) কুসুমের ন্যায় শ্যামবর্ণ, বৃন্দাবনগত, গোপ, গোপী ও গোগণের দ্বারা পরিবৃত, পীতবর্ণ বস্ত্র ও উত্তরীয়-ধারী, নানাবিধ অলঙ্কারে প্রিয়দর্শন, কৌস্তুভের দ্বারা উদ্ভাসিত বক্ষো বিশিষ্ট, সনকাদিগণ মুনি কর্ত্তৃক পরমানন্দে সংস্তুত, শঙ্খ ও চক্রে উদ্ভাসিত হস্তধারী হস্তদ্বয়ে বেণুবাদনকারী হরিকে ধ্যান করিবে। ৩০-৩১

এইরূপে ধ্যান করিয়া মানস উপচারে পূজা করিয়া বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করিয়া বৈষ্ণবোক্ত পীঠমনু পর্য্যন্ত পীঠ পূজা, পুনর্ধ্যান আবাহনাদি পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলিদান পর্য্যন্ত সমস্ত করিয়া, অগ্ন্যাদি কোণে মধ্যে দিক্‌সমূহে ষড়ঙ্গের পূজা করিয়া তাহার বাহিরে ইন্দ্রাদি লোকপাল ও বজ্রাদি অস্ত্রের পূজা করিয়া ধূপাদি দান হইতে বিসর্জন পর্য্যন্ত কর্ম করিবেন। ৩২

১। খ—গোপীগণাবীতং।

ধ্যাত্বৈবং পরমাত্মানং চতুর্লক্ষং মনুং জপেৎ।
দশাংশং জুহুয়ান্ মন্ত্রী কুসুমৈর্ব্রহ্ম-বৃক্ষজৈঃ ॥ ৩৩

(মন্ত্রান্তরম্)—শ্রী-শক্তি-স্মর-কৃষ্ণায় গোবিন্দায় শিরো মনুঃ। ৩৪

শিরঃ স্বাহা। অস্য পূজা—প্রাতঃকৃত্যাদি-বৈষ্ণবোক্ত-পীঠমন্ত্রান্তং পীঠন্যাসং বিধায় রত্নাভিষেকবৎ ঋষ্যাদিন্যাসং বিধায় করাঙ্গন্যাসৌ কুর্য্যাৎ। যথা—শ্রীঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, হ্রীং তর্জনীভ্যাং স্বাহা। ক্লীঁ মধ্যমাভ্যাং বষট্, কৃষ্ণায় অনামিকাভ্যাং হুঁ, গোবিন্দায় কনিষ্ঠাভ্যাং[১] বৌষট্। স্বাহা করতল-পৃষ্ঠাভ্যাং ফট্। এবং হৃদয়াদিষু। ততো মুদ্রাদি-দিগ্-বন্ধনঞ্চ বিধায় বিংশত্যক্ষরবদ্ ধ্যাত্বা তদ্বিধানেন পূজয়েৎ। পুরশ্চরণঞ্চ তদ্বৎ। ৩৫

(মন্ত্রান্তরম্)— তারং হৃদ্ভগবতে ঙেন্তো রুক্মিণী-বল্লভস্তথা।
শিরোঽন্তঃ ষোড়শার্ণোঽয়ং রুক্মিণীবল্লভস্য চ ॥ ৩৬

অস্য পূজা—প্রাতঃকৃত্যাদি-বৈষ্ণবোক্ত-পীঠমন্ত্রান্তং বিন্যস্য ঋষ্যাদি-ন্যাসং কুর্য্যাৎ। যথা শিরসি—নারদায় ঋষয়ে নমঃ, মুখে—অনুষ্টুপ্-ছন্দসে নমঃ।

পরমাত্মাকে এইরূপ ধ্যান করিয়া পুরশ্চরণে এই মন্ত্র চারি লক্ষ জপ করিবে। ব্রহ্মবৃক্ষ (পলাশ) জাত কুসুমের দ্বারা জপের দশাংশ হোম করিবে। ৩৩

শ্রীকৃষ্ণের মন্ত্রান্তর—শ্রী (শ্রীং), শক্তি (হ্রীং), স্মর (ক্লীং), কৃষ্ণায় গোবিন্দায় শিরঃ (স্বাহা)। এইটি শ্রীকৃষ্ণের অপর একটি মন্ত্র। ৩৪

শিরঃ—স্বাহা। এই মন্ত্রের পূজা পদ্ধতি—প্রাতঃকৃত্যাদি হইতে বৈষ্ণবোক্ত পীঠমন্ত্র পর্য্যন্ত পীঠন্যাস করিয়া, রত্নাভিষেক মন্ত্রবৎ ঋষ্যাদি ন্যাস করিয়া, মূলোক্ত প্রকারে করাঙ্গন্যাস করিবে। তাহার পর মুদ্রা প্রদর্শন প্রভৃতি ও দিগ্‌বন্ধন করিয়া বিংশতি অক্ষর মন্ত্রের ন্যায় ধ্যান করিয়া সেই মন্ত্রের পূজাবিধানে পূজা করিবেন। পুরশ্চরণও সেইরূপ হইবে। ৩৫

শ্রীকৃষ্ণের মন্ত্রান্তর—তার (ওঁ), হৃৎ (নমঃ) ভগবতে, চতুর্থী বিভক্তি যুক্ত রুক্মিণী-বল্লভ (রুক্মিণীবল্লভায়), শিরঃ অন্ত (স্বাহা অন্ত)। রুক্মিণীবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের এইটি ষোড়শাক্ষর মন্ত্র। ৩৬

এই মন্ত্রের পূজা—প্রাতঃকৃত্য হইতে বৈষ্ণবোক্ত পীঠমন্ত্র পর্য্যন্ত ন্যাস করিয়া ঋষ্যাদিন্যাস করিবেন। যথা মস্তকে—ওঁ নারদায় ঋষয়ে নমঃ। মুখে—ওঁ অনুষ্টুপ্

১। খ—কনিষ্ঠাভ্যাং স্বাহা করতল।

হৃদি—রুক্মিণী-বল্লভায় দেবতায়ৈ নমঃ। ততঃ করাঙ্গন্যাসৌ। ওঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং[১] নমঃ, নমঃ তর্জনীভ্যাং স্বাহা, ভগবতে মধ্যমাভ্যাং বষট্। রুক্মিণীবল্লভায় অনামিকাভ্যাং হুঁ। স্বাহা কনিষ্ঠাভ্যাং ফট্। এবং হৃদয়াদিষু। ততো ধ্যানম্ (৩৭)—

তাপিঞ্জ-চ্ছবিরঙ্কগাং প্রিয়তমাং স্বর্ণপ্রভামম্বুজ-
প্রোদ্যদ্-বামভুজাং স্ববাম-ভুজয়া শ্লিষ্যন্ সচিন্তাশ্ময়া।
শ্লিষ্যন্তীং স্বয়মন্য-হস্ত-বিলসৎ সৌবর্ণ-বেত্রশ্চিরং
পায়াদ্ বঃ শণসূন-পীতবসনো[২] নানা-বিভূষো হরিঃ॥ ৩৮

এবং ধ্যাত্বা মানসপূজা-বৈষ্ণবোক্ত-পীঠপূজে বিধায় পুনর্ধ্যাত্বাবাহনাদি-পঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদান-পর্য্যন্তং বিধায়াগ্ন্যাদি-কোণেষু মধ্যে দিক্ষু চ ষড়ঙ্গানি সম্পূজ্যাষ্টদলেষু পূর্বাদিতো নারদ-পর্বত-জিষ্ণু-নিশাটোঽক্রুর[৩]-দারুক-বিশ্বক্-সেন-শৈলেয়ান্ অগ্রে বিনতাসুতং তদ্-বহিরিন্দ্রান্ বজ্রাদীংশ্চ সম্পূজ্য ধূপাদি-বিসর্জনান্তং কর্ম কুর্য্যাৎ। অস্য পুরশ্চরণং লক্ষজপঃ। মধুরাপ্লুত-রক্ত-পদ্মৈরযুতহোমশ্চ। ৩৯

ছন্দসে নমঃ। হৃদয়ে—ওঁ রুক্মিণীবল্লভায় দেবতায়ৈ নমঃ। তাহার পর করাঙ্গন্যাস করিবেন। যথা—ওঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ওঁ নমঃ তর্জনীভ্যাং স্বাহা, ওঁ ভগবতে মধ্যমাভ্যাং বষট্, ওঁ রুক্মিণী-বল্লভায় অনামিকাভ্যাং হুং। ওঁ স্বাহা কনিষ্ঠাভ্যাং ফট্। এইরূপ হৃদয়াদিতে ন্যাস করিবেন। তাহার পর মূলোক্ত ধ্যান করিবেন (৩৭)—

ধ্যানের অর্থ—তমালের ন্যায় শ্যামবর্ণ অঙ্কগতা স্বর্ণের ন্যায় প্রভাবিশিষ্টা বামহস্তে উজ্জ্বল পদ্মধারিণী চিন্তামণিময় মালাধারিণী কর্তৃক আলিঙ্গনকারিণী প্রিয়তমাকে নিজ বাম হস্তে আলিঙ্গনকারী, নিজ দক্ষিণ হস্তে সুবর্ণময়বেত্র ধারী শণসূত্রজাত পীতবসনধারী নানাবিধ ভূষণে ভূষিত হরি তোমাদিগকে রক্ষা করুন। ৩৮

এই প্রকারে ধ্যান করিয়া মানস উপচারে পূজা ও বিশেষার্ঘ্যস্থাপন বৈষ্ণবোক্ত পীঠপূজা করিয়া পুনরায় ধ্যান করিয়া আবাহন হইতে পঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদান পর্য্যন্ত সমস্ত করিয়া অগ্ন্যাদি কোণে মধ্যে ও দিক্‌সমূহে ষড়ঙ্গের পূজা করিয়া অষ্টদলে পূর্বাদি ক্রমে ওঁ নারদায় নমঃ। এইরূপ মন্ত্রে নারদ, পর্বত, নিশাট, অক্রুর, দারুক, বিশ্বক্‌সেন ও শৈলেয়কে পূজা করিয়া, অগ্রে বিনতানন্দন গরুড়কে পূজা করিয়া, দলের বহির্ভাগে ইন্দ্রাদি লোকপাল ও বজ্রাদি অস্ত্র সমূহের পূজা করিয়া ধূপদান হইতে বিসর্জন পর্য্যন্ত

১। খ—অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমস্তর্জনীভ্যাং। ২। খ—শণসূনুপীত। ৩। খ—নিশাটোদ্ধবদারুক।

(মন্ত্রান্তরম্)— শ্রী-শক্তি-কামপূর্বোঽঙ্গ-জন্মশক্তি-রমান্তকঃ।
দশাক্ষরঃ স এবাদৌ স্যাচ্ছক্তি-রময়ান্বিতঃ।
মন্ত্রৌ বিকৃতি-রব্যর্ণৌ আচক্রাদ্যঙ্গিনাবিমৌ[১] ॥ ৪০

অস্যার্থঃ—পূর্বোক্ত-দশাক্ষর-মন্ত্রস্যাদৌ রমা-মায়া-কামবীজানি অন্তে চ কাম-মায়া-রমাবীজানি দত্ত্বাদিতেকঃ ষোড়শাক্ষরঃ। আদৌ বীজত্রয়ং দত্ত্বা মায়া-রমা-বীজে, অন্তে তু ন তত্রয়মিত্যপরো[২] দ্বাদশাক্ষরো মন্ত্রঃ। অনয়োঃ পূজা—ঋষ্যাদি-ষড়ঙ্গন্যাসৌ[৩] দশাক্ষরবৎ কৃত্বা বিংশত্যর্ণোক্তবৎ পূজাং কুর্য্যাৎ। ধ্যানং তু (৪১)—

বরদাভয়-হস্তাভ্যাং শ্লিষ্যন্তং স্বাঙ্কগে প্রিয়ে।
পদ্মোৎপল-করে তাভ্যাং শ্লিষ্টং চক্র-দরোজ্জ্বলম্ ॥ ৪২

কর্ম করিবেন। এই মন্ত্রের পুরশ্চরণ লক্ষ জপ। ত্রিমধুরের দ্বারা আপ্লুত রক্ত পদ্মের দ্বারা অযুত হোম। ৩৯

শ্রীকৃষ্ণের অন্য মন্ত্র—সেই গোপীজনবল্লভায় স্বাহা এই দশাক্ষর মন্ত্র শ্রী, শক্তি ও কাম পূর্বক ও অঙ্গজন্ম কাম, শক্তি ও রমান্তক হইলে শ্রীং হ্রীং ক্লীং গোপীজনবল্লভায় স্বাহা ক্লীং হ্রীং শ্রীং এইরূপ একটি ষোড়শাক্ষর মন্ত্র হয়। সেই দশাক্ষর মন্ত্র প্রথমে শক্তি (হ্রীং), রমা (শ্রীং) দ্বারা অন্বিত হইলে হ্রীং শ্রীং গোপীজনবল্লভায় স্বাহা এইরূপ একটি দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র হয়। এই ষোড়শাক্ষর ও দ্বাদশাক্ষর দুইটি মন্ত্রই আচক্রাদি অঙ্গযুক্ত অর্থাৎ ওঁ আচক্রায় স্বাহা হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি প্রকার অঙ্গন্যাস যুক্ত। ৪০

এই শ্লোকের অর্থ হইতেছে—পূর্বোক্ত দশাক্ষর মন্ত্রের আদিতে রমাবীজ, মায়াবীজ ও কামবীজ এবং শেষে কামবীজ, মায়াবীজ ও রমাবীজ দিবেন। ইহাতে একটি ষোড়শাক্ষর মন্ত্র হয়। প্রথমে বীজ তিনটি দিয়া শেষে মায়া ও রমাবীজ দিবেন। শেষে কিন্তু তিনটি দিবেন না। ইহাতে দ্বাদশাক্ষর আর একটি মন্ত্র হয়। এই দুই মন্ত্রের ঋষ্যাদিন্যাস ও ষড়ঙ্গন্যাস দশাক্ষর মন্ত্রের ন্যায় করিয়া বিংশাক্ষর মন্ত্রের ন্যায় পূজা করিবেন। ৪১

ধ্যানের অর্থ—বর হস্ত ও অভয় হস্তের দ্বারা নিজ অঙ্কগতা পদ্ম ও উৎপলহস্তা দুই প্রিয়াকে আলিঙ্গনকারী দুইপ্রিয়া কর্তৃক আশ্লিষ্ট, চক্র ও শঙ্খে উজ্জ্বল শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা করিবে। ৪২

১। খ—মন্ত্রাবিত্যাদি—বিমাবিত্যন্তঃ পাঠো নাস্তি। ২। খ—মিত্যপরো মন্ত্রঃ। । খ—ঋষ্যাদি-পঞ্চাঙ্গন্যাসৌ।

পুরশ্চরণং তু দশলক্ষজপঃ। আজ্যেনাযুত-হোমঃ বাচনিকঃ॥ ৪৩

(মন্ত্রান্তরম্)— প্রণবং নমসা যুক্তং কৃষ্ণ-গোবিন্দকৌ তথা।
শ্রীপূর্বৌ ঙেন্তাবুচ্চার্য্য হুঁ ফট্ স্বাহেতি কীর্ত্তিতঃ॥ ৪৪

অত্র কৃষ্ণস্য পূর্বমেব শ্রীশব্দাদয়ঃ ন তূভয়ত্র। যথা কবচে অষ্টাক্ষরোদ্ধারে কৃষ্ণগোবিন্দকৌ পাতু স্বরাদ্যৌ ঙেযুতৌ মনুরিত্যত্র স্বরাদিত্বং কৃষ্ণস্যৈব, ন তু গোবিন্দস্যাপীত্যয়ং পঞ্চদশাক্ষরঃ। অস্য নারদ ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দঃ পরমাত্মা হরির্দেবতা ক্লীঁ বীজং স্বাহা শক্তিঃ[১]। আচক্রাদ্যৈঃ করাঙ্গন্যাসৌ। দশাক্ষরবৎ পূজা-জপ-হোমাদয়ঃ। ৪৫

অথ বালগোপালঃ। গৌতমীয়ে নিবন্ধে চ—
চক্রী বসুস্বর-যুতঃ[২] সর্গ্যেকার্ণো মনুর্মতঃ।
কৃষ্ণেতি দ্ব্যক্ষরঃ কাম-পূর্বস্ত্র্যর্ণঃ স এব তু॥ ৪৬

এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে এই মন্ত্রের দশ লক্ষ জপ। আজ্যের দ্বারা অযুত হোম বাচনিক অর্থাৎ দশলক্ষং জপেদাজ্যৈর্হুনেৎ তাবৎ সহস্রকম্ এই শাস্ত্রবচন জপের দশাংশ ১ লক্ষ জপস্থলে দশ হাজার হোম করিতে বলিয়াছেন। ৪৩

শ্রীকৃষ্ণের মন্ত্রান্তর— নমো যুক্ত প্রণব, শ্রীপূর্ব চতুর্থী বিভক্ত্যন্ত কৃষ্ণ ও গোবিন্দকে (শ্রীকৃষ্ণায় শ্রীগোবিন্দায়) উচ্চারণ করিয়া হুং ফট্ স্বাহা বলিবে। কৃষ্ণের এই মন্ত্র কীর্ত্তিত হইয়াছে। ৪৪

এস্থলে কৃষ্ণ শব্দের পূর্বেই শ্রীশব্দ প্রভৃতি হইবে। পরন্তু কৃষ্ণ ও গোবিন্দ এই উভয়স্থলে শ্রীশব্দ প্রভৃতি হইবে না। যেমন কবচে অষ্টাক্ষরের উদ্ধারে—স্বরাদ্য ঙেবিভক্তি যুক্ত কৃষ্ণ ও গোবিন্দ মন্ত্র রক্ষা করুন। এই স্থলে কৃষ্ণেরই স্বরাদিত্ব, পরন্তু গোবিন্দেরও স্বরাদিত্ব নহে। এই জন্য মন্ত্রটি পঞ্চদশাক্ষর মন্ত্র। এই মন্ত্রের নারদ ঋষি, অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ, পরমাত্মা হরি দেবতা, ক্লীং বীজ, স্বাহা শক্তি। আচক্রাদি প্রভৃতি দ্বারা করাঙ্গ ন্যাস হইবে। দশাক্ষর মন্ত্রবৎ পূজা, জপ হোম প্রভৃতি হইবে। ৪৫

অনন্তর বালগোপালের মন্ত্র। গৌতমীয় তন্ত্রে ও নিবন্ধে বলিয়াছেন—চক্রী (ক) বসুস্বর (ঋকার) যুক্ত ও সর্গী (বিসর্গ) যুক্ত হইলে কৃঃ এই একাক্ষর মন্ত্র কথিত হয়। কৃষ্ণ এইটি দ্ব্যক্ষর মন্ত্র। সেই দ্ব্যক্ষর কাম (ক্লীং পূর্ব) হইলে ক্লীং কৃষ্ণ ত্র্যক্ষর মন্ত্র হয়। ৪৬

১। খ—আচক্রাদ্যৈঃ করাঙ্গন্যাসাবিতি পাঠো নাস্তি। ২। খ—বসুস্বরান্বিতঃ।

স এব চতুরর্ণঃ স্যাৎ ঙেঽন্তোঽন্যশ্চতুরক্ষরঃ।
বক্ষ্যতে পঞ্চবর্ণঃ স্যাৎ কৃষ্ণায় নমঃ ইত্যপি ॥ ৪৭
স এব কাম-পূর্বশ্চেৎ ষড়ক্ষর মনুঃ স্মৃতঃ।
কৃষ্ণায়েতি স্মর-দ্বন্দ্ব-মধ্যে পঞ্চাক্ষরোঽপরঃ ॥ ৪৮
গোপালায়াঽগ্নিজায়ান্তঃ ষড়ক্ষর উদাহৃতঃ।
কৃষ্ণায় কামবীজাদ্যো বহ্নিজায়ান্তকোঽপরঃ ॥ ৪৯
কৃষ্ণ-গোবিন্দকৌ ঙেন্তৌ সপ্তার্ণো মনুরুত্তমঃ।
কৃষ্ণ-গোবিন্দকৌ ঙেন্তৌ কামাদ্যশ্চাষ্টবর্ণকঃ ॥ ৫০
আদ্যন্ত-কামবীজশ্চেৎ নবাক্ষর উদাহৃতঃ।
দধি-ভক্ষণায় বহ্নি-বল্লভান্তোঽষ্ট-বর্ণকঃ ॥ ৫১
সুপ্রসন্নাত্মনে প্রোক্তো নমঃ ইত্যক্ষরাষ্টকঃ।
কামবীজং ধরাবীজং পুনঃ কামং সমুদ্ধরেৎ ॥ ৫২
শ্যামলাঙ্গ-পদং ঙেন্তং[১] নমোঽন্তোঽয়ং দশাক্ষরঃ[২]।

সেই ক্লীং কৃষ্ণ এই ত্র্যক্ষর মন্ত্রের কৃষ্ণপদটি চতুর্থী বিভক্ত্যন্ত কৃষ্ণায় হইলে ক্লীং কৃষ্ণায় এই চতুরক্ষর মন্ত্র হয়। অন্য প্রকার চতুরক্ষর মন্ত্র কথিত হইবে। কৃষ্ণায় নমঃ এইটি পঞ্চাক্ষর মন্ত্র হয়। ৪৭

সেই পঞ্চাক্ষর কৃষ্ণায় নমঃ কাম পূর্ব হইলে ক্লীং কৃষ্ণায় নমঃ এই ষড়ক্ষর মন্ত্র কথিত হয়। স্মর-(ক্লীং) দ্বন্দ্বের মধ্যে কৃষ্ণায় এই হইলে ক্লীং কৃষ্ণায় ক্লীং এই অন্য পঞ্চাক্ষর মন্ত্র হয়। ৪৮

অগ্নিজায়ান্ত (স্বাহান্ত) গোপালায় অর্থাৎ গোপালায় স্বাহা হইলে ষড়ক্ষর মন্ত্র হয়। কামবীজাদ্য অর্থাৎ প্রথমে কামবীজ ও বহ্নিজায়ান্ত অর্থাৎ শেষে স্বাহা এবং মধ্যে কৃষ্ণায় হইলে উহা অন্য ষড়ক্ষর মন্ত্র হয়। ৪৯

কৃষ্ণ ও গোবিন্দ ঙেন্ত (চতুর্থী বিভক্ত্যন্ত) কৃষ্ণায় গোবিন্দায় হইলে উত্তম সপ্তাক্ষর মন্ত্র হয়। চতুর্থী বিভক্ত্যন্ত কৃষ্ণ ও গোবিন্দ কামাদ্য হইলে অষ্টাক্ষর মন্ত্র হয়। ৫০

যদি কৃষ্ণায় গোবিন্দায়—ইহার আদিতে ও অন্তে কামবীজ হয়, তবে তাহা নবাক্ষর মন্ত্র কথিত হয়। দধিভক্ষণায় বহ্নিবল্লভান্ত (স্বাহান্ত) হইলে অষ্টাক্ষর মন্ত্র হয়। ৫১

সুপ্রসন্নাত্মনে শব্দের উত্তর নমঃ অর্থাৎ সুপ্রসন্নাত্মনে নমঃ এইটিও অন্য অষ্টাক্ষর মন্ত্র। কামবীজ (ক্লীং), ধরাবীজ (গ্লৌং) পুনরায় কামবীজ উদ্ধার করিবে। ঙেন্ত

১। খ—শ্যামলাঙ্গং পদং। ২। খ—দশাক্ষরঃ।

শিরোঽন্তো বালবপুষে কৃষ্ণায়াঽন্যো মনুর্মতঃ ॥ ৫৩
শ্রী-শক্তি-মার-কৃষ্ণায় মারঃ সপ্তাক্ষরো মনুঃ।
শিরোঽন্তো বাল-বপুষে ক্লীঁ কৃষ্ণায় স্মৃতো বুধৈঃ ॥ ৫৪

অয়মর্থঃ। চক্রী ককারঃ। বসু-স্বরো দীর্ঘ ঋকারঃ। বক্ষ্যত ইতি সদ্যঃ-ফলপ্রদমিত্যনেনেত্যর্থঃ। তচ্চ—ক্লীঁ কৃষ্ণ ক্লীঁ ইতি। ধরাবীজং গ্লৌঁ। শিরঃ স্বাহা। তথাচ (১) কৃঃ, (২) কৃষ্ণ, (৩) ক্লীঁ কৃষ্ণ, (৪) ক্লীঁ কৃষ্ণায়, (৫) কৃষ্ণ স্বাহা, (৬) কৃষ্ণায় নমঃ, (৭) ক্লীঁ কৃষ্ণায় নমঃ, (৮) ক্লীঁ কৃষ্ণায় ক্লীঁ, (৯) গোপালায় স্বাহা, (১০) ক্লীঁ কৃষ্ণায় স্বাহা, (১১) কৃষ্ণায় গোবিন্দায়, (১২) ক্লীঁ কৃষ্ণায় গোবিন্দায়, (১৩) ক্লীঁ কৃষ্ণায় গোবিন্দায় ক্লীঁ, (১৪) দধি-ভক্ষণায় স্বাহা, (১৫) সুপ্রসন্নাত্মনে নমঃ, (১৬) ক্লীঁ গ্লৌঁ ক্লীঁ শ্যামলাঙ্গায় নমঃ, (১৭) বালবপুষে ক্লীং কৃষ্ণায় স্বাহা, (১৮) শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ কৃষ্ণায় ক্লীঁ, (১৯) বালবপুষে ক্লীঁ কৃষ্ণায় স্বাহা। এতেষাং পূজাযন্ত্রং বৃত্তাষ্টদলপদ্মং[1] ভূগৃহং চতুর্দ্বারং বৃত্তমধ্যস্থং কামবীজম্। তথা চ গৌতমীয়ে (৫৫)—

শ্যামলাঙ্গপদ, তাহারপর নমঃ অন্তে হইলে ক্লীং গ্লৌং ক্লীং শ্যামলাঙ্গায় নমঃ এই দশাক্ষর মন্ত্র হয়। বালবপুষে কৃষ্ণায় শিরোঽন্ত (স্বাহান্ত) হইলে অন্য দশাক্ষর মন্ত্র হয়। ৫২-৫৩

শ্রী, শক্তি, মার (ক্লীং) কৃষ্ণায়, তাহার পর মার, এইটি একটি সপ্তাক্ষর মন্ত্র। বালবপুষে ক্লীং কৃষ্ণায় শিরোঽন্ত (স্বাহান্ত হইলে পণ্ডিতগণ কর্তৃক উহা একাদশাক্ষর মন্ত্র কথিত হইয়াছে। ৫৪

ইহার অর্থ—চক্রী—ককার। বসুস্বর—দীর্ঘ ঋকার। বক্ষ্যতে এই বাক্যের অর্থ সদ্যফল প্রদ এই গ্রন্থের দ্বারা কথিত হইবে। সেই মন্ত্রটি হইতেছে—ক্লীং কৃষ্ণ ক্লীং। ধরা-বীজ—গ্লৌং। শিরঃ—স্বাহা। তাহা হইলে এই মন্ত্রগুলি হয়—(১) কৃঃ (২) কৃষ্ণ (৩) ক্লীং কৃষ্ণ (৪) ক্লীং কৃষ্ণায় (৫) কৃষ্ণায় স্বাহা (৬) কৃষ্ণায় নমঃ (৭) ক্লীং কৃষ্ণায় নমঃ (৮) ক্লীং কৃষ্ণায় ক্লীং (৯) গোপালায় স্বাহা (১০) ক্লীং কৃষ্ণায় স্বাহা (১১) কৃষ্ণায় গোবিন্দায় (১২) ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় (১৩) ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় ক্লীং (১৪) দধিবামনায় স্বাহা (১৫) সুপ্রসন্নাত্মনে নমঃ (১৬) ক্লীং গ্লৌং ক্লীং শ্যামলাঙ্গায় নমঃ (১৭) বালবপুষে কৃষ্ণায় স্বাহা (১৮) শ্রীং হ্রীং ক্লীং কৃষ্ণায় ক্লীং (১৯) বালবপুষে ক্লীং কৃষ্ণায় স্বাহা।

এই মন্ত্র সমূহের পূজা যন্ত্র হইতেছে—বৃত্ত, অষ্টদল পদ্ম, ভূগৃহ, চারিটি দ্বার ও বৃত্ত মধ্যস্থ কামবীজ। তাহাই গৌতমীয় তন্ত্রে বলিয়াছেন (৫৫)—

১। খ—বৃত্তমষ্টদলপদ্মং।

পদ্মমষ্টপলাশস্থ চতুরস্রং সুলক্ষণম্।
চতুর্দ্বার-সমাযুক্তং কামগর্ভিত-কর্ণিকম্ ॥ ৫৬

অত্র ষট্‌কোণাদ্যপেক্ষা নাস্তি, প্রমাণাভাবাৎ। এতেষাং পূজা তু—প্রাতঃকৃত্যাদি-বৈষ্ণবোক্ত-পীঠমন্ত্রান্তং পীঠন্যাসং বিধায় ঋষ্যাদিন্যাসং কুর্য্যাৎ। যথা শিরসি—নারদায় ঋষয়ে নমঃ। মুখে—দেবী-গায়ত্রী-ছন্দসে নমঃ। হৃদি—শ্রীকৃষ্ণায় দেবতায়ৈ নমঃ। ততঃ ষড়্‌দীর্ঘ-ভাজা কামবীজেন করাঙ্গ-ন্যাসৌ কৃত্বা পূর্ববন্মুদ্রাং প্রদর্শ্য ধ্যায়েৎ। যথা (৫৭)—

অব্যাদ্ ব্যাকোশ-নীলাম্বুজ রুচিররুণাম্ভোজ-নেত্রোঽম্বুজস্থো
বালো জঙ্ঘা-কটীর-স্থল-কলিত-রণৎ-কিঙ্কিণীকো মুকুন্দঃ।
দোর্ভ্যাং হৈয়ঙ্গবীনং দধদতিবিমলং পায়সং বিশ্ববন্দ্যো
গো-গোপী-গোপ-বীতোরুরু-নখবিলসৎ-কণ্ঠভূষশ্চিরং নঃ ॥ ৫৮

এবং ধ্যাত্বা মানসৈঃ সম্পূজ্যার্ঘ্যস্থাপন-বৈষ্ণবোক্ত-পীঠমন্ত্রান্ত-পীঠপূজাদিকং বিধায় পুনর্ধ্যাত্বাবাহনাদি-পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি-দানপর্য্যন্তং বিধায়াবরণ-পূজামারভেৎ। যথা কেশরেষু অগ্ন্যাদি-কোণেষু মধ্যে দিক্ষু চ ষড়ঙ্গানি সম্পূজ্য

চতুর্দ্বার-যুক্ত সুলক্ষণ চতুরস্র। তন্মধ্যে কামবীজগর্ভ কর্ণিকাযুক্ত অষ্টদল পদ্ম। ৫৬

প্রমাণ না থাকায় এই যন্ত্রে ষট্‌কোণের অপেক্ষা নাই। এই মন্ত্রসমূহের পূজা কিন্তু—প্রাতঃকৃত্যাদি হইতে বৈষ্ণবোক্ত পীঠমন্ত্র পর্য্যন্ত পীঠন্যাস করিয়া ঋষ্যাদিন্যাস করিবেন। যেমন মস্তকে—ওঁ নারদায় ঋষয়ে নমঃ। মুখে—ওঁ দেবী গায়ত্রীছন্দসে নমঃ। হৃদয়ে—ওঁ শ্রীকৃষ্ণায় দেবতায়ৈ নমঃ। তাহার পর ষড়্‌দীর্ঘ স্বর যুক্ত কামবীজের দ্বারা করাঙ্গন্যাস করিয়া পূর্ববৎ মুদ্রা দেখাইয়া মূলোক্ত ধ্যান করিবেন। (৫৭)—

ধ্যানের অর্থ—প্রস্ফুটিত নীলপদ্মের বর্ণের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, রক্তপদ্ম সদৃশ নয়ন যুক্ত, পদ্মোপবিষ্ট, জঙ্ঘা ও কটীদেশে গৃহীত রুণু রুণু শব্দকারিণী কিঙ্কিণী (ক্ষুদ্র ঘণ্টা) ধারী, হস্তদ্বয়ের দ্বারা হৈয়ঙ্গবীন (সদ্যোজাত ঘৃত) ও অতিবিমল পায়স (দুগ্ধ) ধারণকারী, বিশ্বের বন্দনীয়, গো গোপী ও গোপগণে পরিবৃত কণ্ঠদেশে ব্যাঘ্রনখে উজ্জ্বল কণ্ঠভূষণধারী বালমুকুন্দ আমাদের রক্ষা করুন। ৫৮

এই প্রকারে ধ্যান করিয়া মানস উপচারে পূজা করিয়া বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করিয়া বৈষ্ণবোক্ত পীঠমন্ত্র পর্য্যন্ত পীঠপূজা প্রভৃতি করিয়া পুনরায় ধ্যান করিয়া, আবাহন হইতে পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি দান পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্য করিয়া আবরণ পূজা আরম্ভ করিবেন। যেমন কেশর সমূহের অগ্ন্যাদি কোণ সমূহে মধ্যে ও দিক্‌সমূহে ষড়ঙ্গের পূজা করিয়া

ইন্দ্রাদীন্ বজ্রাদীংশ্চ সম্পূজ্য ধূপাদি-বিসর্জনান্তং কর্ম সমাপয়েৎ। এতেষাং পুরশ্চরণং লক্ষজপঃ। ৫৭

তথাচ— ধ্যাত্বৈবমেমেবতেষাং লক্ষং জপ্যান্ মনুং ততঃ।
সর্পিঃ-সিতোৎপলোপেতৈঃ[১] পায়সৈরযুতং হুনেৎ।
তর্পয়েৎ তাবদেতেষাং মনূনাং হুত-সংখ্যয়া ॥ ৬০

(মন্ত্রান্তরম্)— সদ্যঃ-ফলপ্রদং মন্ত্রং বক্ষ্যামি চতুরক্ষরম্।
সংপ্রোক্তো মার-যুগ্মান্তঃ-সংস্থ-কৃষ্ণপদেন তু ॥ ৬১

তথাচ—ক্লীঁ কৃষ্ণ ক্লীঁ ইতি চতুরক্ষর-মন্ত্রান্তরম্। অস্য পূজা—পূর্বোক্ত-বালগোপালবৎ কার্য্যা। বিশেষস্তু (৬২)—

শ্রীমৎকল্পদ্রুমূলোদ্-গত-কমল-লসৎ[২]-কর্ণিকা-সংস্থিতো যঃ
স্তচ্ছাখা-লম্বিপদ্মোদর-বিসরদ-সংখ্যাতরত্নাভিষিক্তঃ[৩]।
হেমাভঃ[৪] স্বপ্রভাভিস্ত্রিভুবনমখিলং ভাসয়ন্ বাসুদেবঃ
পায়ান্[৫] নঃ পায়সাদোঽনবরত-নবনীতামৃতাশী বশী সঃ[৬] ॥ ৬৩

ইন্দ্রাদি লোকপাল ও বজ্রাদি অস্ত্রসমূহের পূজা করিয়া ধূপাদি দান হইতে বিসর্জন পর্য্যন্ত কর্ম সমাপ্ত করিবেন। এই মন্ত্রসমূহের পুরশ্চরণ লক্ষ জপ। ৫৭

তাহাই তন্ত্রে উক্ত হইতেছে—এই প্রকারে ধ্যান করিয়া ইহাদের মন্ত্র এক লক্ষ জপ করিবে এবং ঘৃত ও সিতোপল (শর্করাখণ্ড—মিছরী) যুক্ত পায়সের দ্বারা অযুত হোম করিবে। হোম সংখ্যানুসারে ইহাদের মন্ত্র সমূহের তর্পণ করিবে। ৬০

বালগোপালের মন্ত্রান্তর—সদ্যঃফলপ্রদ অন্য চতুরক্ষর মন্ত্র বলিয়াছেন। মার (ক্লীং) যুগ্মের মধ্যবর্ত্তী কৃষ্ণপদের দ্বারা এই মন্ত্র কথিত হইয়াছে। ৬১

তাহা হইলে ক্লীং কৃষ্ণ ক্লীং এই চতুরক্ষর মন্ত্রান্তর হয়। এই মন্ত্রের পূজা পূর্বোক্ত বালগোপালের ন্যায় করিবেন। বিশেষ কিন্তু মূলোক্ত ধ্যান (৬২)—

এই ধ্যানের অর্থ—যিনি কল্পদ্রুমের মূল হইতে উদ্‌গত কমলের উজ্জ্বল কর্ণিকামধ্যে অবস্থিত ঐ কল্পবৃক্ষের শাখাশ্রিত পদ্মের উদর নির্গত উজ্জ্বল রত্নসমূহের দ্বারা অভিষিক্ত, স্বর্ণবর্ন নিজ দেহের প্রভাসমূহের দ্বারা সমস্ত ত্রিভুবন প্রকাশকারী, পায়স ভক্ষণকারী, অনবরত নবনীত ও অমৃতভোজী বশীপ্রধান সেই বাসুদেব আমাদিগকে রক্ষা করুন। ৬৩

১। খ—সর্পি চ সিতোৎপলোপেতৈঃ। ২। খ—শ্রীমৎকল্পক্রমূলোদ্‌গলিতকমমলং।
৩। খ—সংখ্যান-রত্নাভিষিক্তঃ। ৪। খ—হেমাভুঃ। ৫। খ—পায়াদ্ বঃ।
৬। খ—পায়সাদোঽনবরবনীতোঽমৃতাশী। তন্ত্রসারে—বশীশঃ।

ইতি ধ্যানম্। ইন্দ্রাদি-পূজায়াঃ প্রাক্ পূর্বাদিষ্বষ্টনিধীনাং পূজা। তথা—

ধ্যাত্বৈবং প্রজপেল্লক্ষং চতুষ্কং জুহুয়াৎ ততঃ।

ত্রিমধ্বক্তৈর্বিল্বদলৈ[১]শ্চত্বারিংশৎ-সহস্রকম্ ॥ ৬৪

এতন্ মন্ত্রস্থ-কামবীজ দ্বয়স্য লকারয়োরন্তে রেফৌ চেৎ তদা মন্ত্র-চূড়ামণির্ভবতি। যথা নিবন্ধে (৬৫)—

মারয়োরস্য মাংসাধো রক্তশ্চেদপরো মনুঃ ॥ ৬৬

মারঃ—কামবীজম্। মাংসং লকারঃ। রক্তো রেফঃ তথাচ কৢর্রীঁ কৃষ্ণ কৢর্রীঁ[২] ইতি। অস্য পূজাদিকং সর্বং পূর্বমন্ত্রবৎ। বিশেষস্তু কলরাঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, কলরাঁ হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদিনা করাঙ্গন্যাসৌ। ধ্যানঞ্চ (৬৭)—

আরক্তোদ্যানকল্পদ্রুম-তল-বিলসৎ-স্বর্ণ-দোলাধিরূঢ়ং

গোপীভ্যাং প্রেঙ্খমানং[৩] বিকসিত-নববন্ধুক-সিন্দূর-ভাসম্।

বালং লোলালকান্তং কটিতট-বিলসৎ-ক্ষুদ্রঘণ্টা-ঘটাঢ্যং

বন্দে শার্দূল কামাঙ্কুশ-ললিতগলাকল্প-দীপ্তং[৪] মুকুন্দম্ ॥ ৬৮

ইন্দ্রাদি লোকপালগণের পূজার পূর্বে অষ্টনিধিগণের পূজা হইবে। সেইরূপ পুরশ্চরণে উক্ত হইয়াছে—

এই প্রকারে ধ্যান করিয়া এই মন্ত্র চারিলক্ষ জপ করিবে। তাহার পর ত্রিমধুর দ্বারা আপ্লুত বিল্বদলের দ্বারা চল্লিশ হাজার হোম করিবে। ৬৪

বালগোপালের মন্ত্রান্তর—এই মন্ত্রের অন্তর্গত কামবীজদ্বয়ের লকারের অন্তে দুইটি রেফ যদি হয়, তবে তাহা মন্ত্র চূড়ামণি হয়। যেমন নিবন্ধে বলিয়াছেন (৬৫)—

এই মন্ত্রের মারদ্বয়ের মাংসের (লকারের) অধোভাগে রক্ত (রকার) যদি হয়, তবে অপর একটি মন্ত্র হয়। ৬৬

মার—কামবীজ ক্লীং। মাংস—লকার। রক্ত—রেফ-রকার। তাহা হইলে কৢর্রীং কৃষ্ণ কৢর্রীং এই মন্ত্র হয়। ইহার পূজাদি সমস্তই পূর্ববৎ। বিশেষ এই—কৢরাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, কৢরাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে করাঙ্গন্যাস করিবেন। মূলোক্ত আরক্তোদ্যান ইত্যাদি ধ্যান (৬৭)—

ধ্যানের অর্থ—রক্তময় উদ্যানে কল্পবৃক্ষের তলে স্বর্ণময় দোলায় আরূঢ়, গোপীদ্বয় কর্তৃক প্রেঙ্ক্ষ্যমাণ (নিরীক্ষ্যমাণ) বিকশিত নব বন্ধুক পুষ্পের ন্যায় সিন্দুর বর্ণ, মুখের

১। খ—বিল্বফলৈ। ২। খ—ক্লৃীং কৃষ্ণ ক্লৃীং। ৩। খ—প্রেঙ্ক্ষমাণং।
৪। খ—কামাঙ্কুশলসিতগণাকল্পদীপ্তং।

কামাঙ্কুশো নখঃ। তথা—ধ্যাত্বৈবং পূর্বরীত্যৈব জপ্ত্বা রক্তোৎপলৈর্নবৈঃ।

মধুত্রয়যুতৈর্হুত্বা[১] অভ্যর্চ্চেৎ পূর্ববদ্ধরিম্ ॥ ৬৯

(মন্ত্রান্তরম্)— উর্দ্ধদন্ত যুতঃ শার্ঙ্গী চক্রী দক্ষিণ কর্ণ-যুক্।

মাংসং নাথায় নত্যন্তো মূলমন্ত্রোঽষ্ট-বর্ণকঃ ॥ ৭০

অস্যার্থঃ। উর্দ্ধদন্ত ওকারঃ। শার্ঙ্গী গকারঃ। চক্রী ককারঃ। দক্ষিণ-কর্ণো হ্রস্বোকারঃ[২]। মাংসং লকারঃ। নাথায় স্বরূপম্। নতির্নমঃ পদম্। তেন গোকুলনাথায় নমঃ ইতি মন্ত্রঃ ॥ ৭১

ঋষির্ব্রহ্মাঽস্য গায়ত্রী ছন্দঃ কৃষ্ণস্তু দেবতা।

বর্ণযুগ্মৈঃ সমস্তেন প্রোক্তং স্যাদঙ্গপঞ্চকম্ ॥ ৭২

তথাচ—গোকু অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, লনা তর্জনীভ্যাং স্বাহা, থায় মধ্যমাভ্যাং বষট্। নমঃ অনামিকাভ্যাং হুঁ, গোকুলনাথায় নমঃ কনিষ্ঠাভ্যাং ফট্। এবং হৃদয়াদিষু। ৭৩

দুই পার্শ্বে কুঞ্চিত কেশধারী, কটিতটে উজ্জ্বল ক্ষুদ্র ঘণ্টা (ঘুঁঘুর)-রূপ ঘট সমূহ যুক্ত, শার্দূল নখে খচিত গলভূষণে দীপ্ত বাল মুকুন্দকে বন্দনা করি। ৬৮

কামাঙ্কুশ—নখ। সেইরূপ আরও উক্ত হইয়াছে—এই প্রকারে ধ্যান করিয়া পূর্ব্বরীতিতেই জপ করিয়া মধুরত্রয়াপ্লুত নূতন উৎপলের দ্বারা হোম করিয়া পূর্ব্ববৎ হরির অর্চ্চনা করিবেন। ৬৯

বালগোপালের মন্ত্রান্তর—উর্ধ্বদন্ত (ও) যুক্ত শার্ঙ্গী (গ), দক্ষিণকর্ণ (উ) যুক্ত চক্রী (ক), মাংস (ল) নাথায় অন্তে নতি (নমঃ) এই অষ্টাক্ষর মূলমন্ত্র। ৭০

ইহার অর্থ—উর্ধ্বদন্ত ওকার। শার্ঙ্গী—গকার। চক্রী—ককার। দক্ষিণকর্ণ—হ্রস্ব উকার। মাংস—লকার। নাথায়—এইটি স্বরূপ অর্থাৎ অবিকল নাথায় পদ। নতি—নমঃ পদ। তাহাতে গোকুলনাথায় নমঃ এই মন্ত্র হয়। ৭১

এই মন্ত্রের ব্রহ্মা ঋষি, গায়ত্রী ছন্দঃ, শ্রীকৃষ্ণ দেবতা। বর্ণদ্বয়ের দ্বারা এবং সমস্ত মন্ত্রের দ্বারা ষড়ঙ্গন্যাস উক্ত হইয়াছে। ৭২

তাহা হইলে ওঁ গোকু অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ওঁ লনা তর্জনীভ্যাং স্বাহা। ওঁ থায় মধ্যমাভ্যাং বষট্। ওঁ নমঃ অনামিকাভ্যাং হুং। নমঃ গোকুলনাথায় কনিষ্ঠাভ্যাং ফট্। এইরূপে হৃদয়াদিতে অঙ্গন্যাস করিবে। মূলোক্ত ধ্যান কিন্তু পঞ্চবর্ষং ইত্যাদি। ৭৩

১। ক—মধুরত্রয়যুতৈর্হুত্বা। ২। খ—দক্ষিণকর্ণ উকারঃ।

ধ্যানন্তু— পঞ্চবর্ষমতিদীপ্তমঙ্গনে ধাবমানমলকাকুলেক্ষণম্।
কিঙ্কিণী-বলয়-হার-নূপুরৈরঞ্চিতং স্মরত গোপবালকম্[১] ॥ ৭৪
ধ্যাত্বৈবং প্রজপেদষ্টলক্ষং তাবৎ সহস্রকম্।
জুহুয়াদ্ ব্রহ্মবৃক্ষোত্থ-সমিদ্ভিঃ পায়সেন বা ॥ ৭৫

ব্রহ্মবৃক্ষঃ পলাশঃ। পূজাদিকং সর্বং পূর্ববৎ। ইন্দ্রাদি-পূজায়াঃ প্রাক্ অষ্টদিক্ষু-বাসুদেব-সঙ্কর্ষণ-প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধ-রুক্মিণী-সত্যভামা-সুলক্ষণা-জাম্ববতীঃ পূজয়েৎ। ৭৬

অথ বাসুদেবঃ—প্রণবো হৃদ্ ভগবতে বাসুদেবায় কীর্ত্তিতঃ[২]।
প্রধানং বৈষ্ণবে তন্ত্রে মন্ত্রোঽয়ং দ্বাদশাক্ষরঃ ॥ ১

অস্য প্রজাপতির্ঋষির্গায়ত্রীছন্দঃ বাসুদেবো দেবতা। পূজা তু—প্রাতঃকৃত্যাদি-পূর্বোক্ত পীঠমন্বন্তং বিন্যস্য ঋষ্যাদিন্যাসং কৃত্বা করাঙ্গন্যাসৌ কুর্য্যাৎ। যথা—ওঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, নমস্তর্জনীভ্যাং স্বাহা, ভগবতে মধ্যমাভ্যাং বষট্। বাসুদেবায় অনামিকাভ্যাং হুঁ, সমস্তমুচ্চার্য্য কনিষ্ঠাভ্যাং ফট্ এবং হৃদয়াদিষু। ততো বর্ণন্যাসঃ। ২

ধ্যানের অর্থ—পঞ্চবর্ষবয়স্ক অতিদৃপ্ত, অঙ্গনে ধাবমান, অতিচঞ্চল লোচন, কিঙ্কিণী, হার, বলয়, হার ও নূপুরের দ্বারা ভূষিত বাল গোপালকে ধ্যান কর। ৭৪

এই প্রকারে ধ্যান করিয়া আট লক্ষ মন্ত্র জপ করিবে। ব্রহ্মবৃক্ষ জাত সমিধ্ সমূহের দ্বারা অথবা পায়সের দ্বারা তাবৎ সহস্র (আট হাজার) হোম করিবে। ৭৫

ব্রহ্মবৃক্ষ—পলাশ। পূজাদি সমস্তই পূর্ববৎ। ইন্দ্রাদি লোকপালের পূজার পূর্বে আটটি দিকে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, রুক্মিণী, সত্যভামা, সুলক্ষণা ও জাম্ববতীকে পূজা করিবে। ৭৬

অনন্তর বাসুদেবের মন্ত্র কথিত হইতেছে। প্রণব, হৃৎ (নমঃ) ভগবতে বাসুদেবায়। বৈষ্ণব শাস্ত্রে এই দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র প্রধান কীর্ত্তিত হইয়াছে। ১

এই মন্ত্রের প্রজাপতি ঋষি, গায়ত্রী ছন্দঃ, বাসুদেব দেবতা, ওঁ বীজ ও নমঃ শক্তি। পূজা কিন্তু—প্রাতঃকৃত্য হইতে পূর্বোক্ত পীঠমনু পর্য্যন্ত ন্যাস করিয়া ঋষ্যাদি ন্যাস করিয়া করাঙ্গ ন্যাস করিবেন। যথা—ওঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ওঁ নমস্তর্জনীভ্যাং স্বাহা, ওঁ ভগবতে মধ্যমাভ্যাং বষট্। ওঁ বাসুদেবায় অনামিকাভ্যাং হুং। সমস্ত মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় কনিষ্ঠাভ্যাং ফট্। এইরূপ হৃদয়াদিতে অঙ্গন্যাস করিবে। তাহার পর বর্ণন্যাস করিবে। ২

১। খ—স্মরত বালগোপালকম্। ২। খ—কীর্ত্তিতম্।

মূর্ধ্নি ভালে দৃশোরাস্যে গলে দোর্হৃদয়াম্বুজে।
কুক্ষৌ নাভৌ ধ্বজে জানু-যুগ্মে পাদদ্বয়ে ক্রমাৎ ॥ ৩

দ্বাদশবর্ণান্ ন্যসেদিতি শেষঃ[১]। ততঃ কিরীটমন্ত্রেণ ব্যাপকং কৃত্বা ধ্যায়েৎ। যথা (৪)—

বিষ্ণুং শারদ-চন্দ্রকোটি-সদৃশং শঙ্খং রথাঙ্গং গদা-
মম্ভোজং দধতং সিতাব্জনিলয়ং কান্ত্যা জগন্মঙ্গলম্[২]।
আবদ্ধাঙ্গদ-হার-কুণ্ডল-মহামৌলিং স্ফুরৎ-কঙ্কণং
শ্রীবৎসাঙ্কমুদার-কৌস্তুভধরং বন্দে মুনীন্দ্রৈঃ স্তুতম্ ॥ ৫

এবং ধ্যাত্বা বিষ্ণুবদভ্যর্চ্যাঙ্গমন্ত্রেণার্চয়িত্বা শেষং বিষ্ণুবৎ সমাপয়েৎ। অস্য পুরশ্চরণং দ্বাদশলক্ষ জপঃ। আজ্যাক্ত-তিলৈর্দ্বাদশসহস্র-হোমঃ। ৬

অথ লক্ষ্মীবাসুদেবঃ

হৃল্লেখা-বীজ-যুগলং রমাবীজ-যুগং তথা।
লক্ষ্ম্যন্তে বাসুদেবায় হৃদন্তঃ প্রণবাদিকঃ ॥ ৭

মস্তকে, ললাটে, চক্ষুর্দ্বয়ে, মুখে গলে, বাহুতে, হৃৎপদ্মে, কুক্ষিতে, নাভিতে, লিঙ্গে, জানুদ্বয়ে ও পাদদ্বয়ে যথাক্রমে—(দ্বাদশ বর্ণ ন্যাস করিবে), এইটি উহ্য। ৩

যথা মস্তকে—ওঁ নমঃ, ললাটে—নং নমঃ, চক্ষুর্দ্বয়ে—মং নমঃ, মুখে—ভং নমঃ, গলে—গং নমঃ, বাহুদ্বয়ে—বং নমঃ, হৃদয়ে—তেং নমঃ, উদরে—বাং নমঃ, নাভিতে—সুং নমঃ, লিঙ্গে—দেং নমঃ, জানুদ্বয়ে—বাং নমঃ, পাদদ্বয়ে—য়ং নমঃ। তাহার পর মূর্তিপঞ্জর ন্যাস করিয়া কিরীট মন্ত্রের দ্বারা ব্যাপক ন্যাস করিয়া ধ্যান করিবে। ৪

ধ্যানের অর্থ—শরৎকালীন কোটি চন্দ্রের সদৃশ উজ্জ্বল ও মনোহর, দক্ষিণের উর্ধ্বাদি দুই হস্তে চক্র ও পদ্ম, বামের উর্ধ্বাদি দুই হস্তে গদা ও শঙ্খধারী, শ্বেতপদ্ম-বাসী, কান্তিতে জগন্মোহনকারী, অঙ্গদ, হার, কুণ্ডল, মহামুকুটধারী, উজ্জ্বল কঙ্কণধারী, শ্রীবৎস-চিহ্নধারী, উৎকৃষ্ট কৌস্তুভমণিধর, মুনিগণ বন্দিত বিষ্ণুকে বন্দনা করি। ৫

এইরূপ ধ্যান করিয়া বিষ্ণুপূজার ন্যায় অর্চনা করিয়া অঙ্গমন্ত্রের দ্বারা ষড়ঙ্গ দেবতার পূজা করিয়া অবশিষ্ট কর্মসকল বিষ্ণুপূজার ন্যায় শেষ করিবেন। এই মন্ত্রের পুরশ্চরণ বার লক্ষ মন্ত্র জপ এবং আজ্যাক্ত তিলের দ্বারা বার হাজার হোম। ৬

অনন্তর লক্ষ্মীবাসুদেব মন্ত্র। হৃল্লেখাবীজ (হ্রীং) দ্বয়, সেইরূপ রমাবীজদ্বয়, লক্ষ্মী শব্দের অন্তে বাসুদেবায়। উহা প্রণবাদি ও হৃৎ (নমঃ) অন্ত হইবে। ৭

১। খ—ইতি শেষ ইতি নাস্তি। ২। খ—জগন্মোহনম্।

তথাচ ওঁ হ্রীঁ হ্রীঁ শ্রীঁ শ্রীঁ লক্ষ্মী-বাসুদেবায় নমঃ ইতি চতুর্দ্দশাক্ষরো মন্ত্রঃ। অস্য করাঙ্গন্যাসৌ—ওঁ হ্রীঁ হ্রীঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ওঁ শ্রীঁ শ্রীঁ তর্জ্জনী-ভ্যাং স্বাহা, ওঁ লক্ষ্মী মধ্যমাভ্যাং বষট্। ওঁ বাসুদেবায় অনামিকাভ্যাং হুঁ। ওঁ নমঃ কনিষ্ঠাভ্যাং ফট্। এবং হৃদয়াদিষু। ধ্যানং তু (৮)—

বিদ্যুচ্চন্দ্রনিভং বপুঃ কমলজা-বৈকুণ্ঠয়োরেকতাং[১]
প্রাপ্তং স্নেহবশেন রত্নবিলসদ্-ভূষাভরালঙ্কৃতম্।
বিদ্যা-পঙ্কজ-দর্পণান্ মণিময়ং কুম্ভং সরোজং গদাং
শঙ্খং চক্রমমুনি বিভ্রদমিতাং[২] দিশ্যাৎ শ্রিয়ং নঃ সদা॥ ৯

সর্বমন্যদ্ বাসুদেববৎ। পুরশ্চরণং চতুর্দ্দশ-লক্ষজপঃ। মধুরত্রয়-সংযুত-পদ্মৈশ্চতুর্দ্দশ-সহস্রহোমশ্চ। ১০

অথ দধিবামনঃ। ওঁ নমো বিষ্ণবে সুরপতয়ে মহাবলায় স্বাহেত্যষ্টাদশাক্ষরো মন্ত্রঃ। অস্য ইন্দুঋষির্বিরাট্ছন্দঃ দধিবামনো দেবতা। করাঙ্গন্যাসৌ তু—ওঁ

তাহা হইলে ওঁ হ্রীং হ্রীং শ্রীং শ্রীং লক্ষ্মীবাসুদেবায় নমঃ এই চতুর্দশাক্ষর মন্ত্র হয়। এই মন্ত্রের করাঙ্গন্যাস এইরূপ :—ওঁ হ্রীং হ্রীং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ওঁ শ্রীং শ্রীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, ওঁ লক্ষ্মী-মধ্যমাভ্যাং বষট্, ওঁ বাসুদেবায় অনামিকাভ্যাং হুং। ওঁ নমঃ কনিষ্ঠাভ্যাং ফট্। এইরূপ ওঁ হ্রীং হ্রীং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে হৃদয়াদিতে অঙ্গন্যাস করিবে। মূলোক্ত ধ্যান বিদ্যুচ্চন্দ্রনিভং ইত্যাদি হইতেছে (৮)—

ধ্যানের অর্থ—কমলজা লক্ষ্মী ও বৈকুণ্ঠ নারায়ণের বিদ্যুৎ ও চন্দ্র সদৃশ উজ্জ্বল ও মনোহর বপুঃ (দেহার্দ্ধ) স্নেহবশে একতাপ্রাপ্ত, নানাবিধ রত্নোজ্জ্বল ভূষণে ভূষিত, বামের ঊর্ধ্বাদি হস্তে বিদ্যা, পঙ্কজ, দর্পণ ও মণিময় কুম্ভ এবং দক্ষিণের ঊর্ধ্বাদি হস্তে পদ্ম, গদা, শঙ্খ ও চক্রধারী এই যুগল বপু তোমাদের অমিত ঐশ্বর্য্য প্রদান করুন। ৯

এই মন্ত্রের পূজায় অন্যান্য সমস্ত বাসুদেবের মন্ত্রের মত হইবে। এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে চৌদ্দ লক্ষ এই মন্ত্র জপ এবং মধুর ত্রয়ের দ্বারা আপ্লুত পদ্মের দ্বারা চৌদ্দ হাজার হোম। ১০

অনন্তর দধিবামনের মন্ত্র—ওঁ নমো বিষ্ণবে সুরপতয়ে মহাবলায় স্বাহা, এই অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রটি দধিবামনের মন্ত্র। এই মন্ত্রের ইন্দু ঋষি, বিরাট্ ছন্দঃ, দধিবামন দেবতা, প্রণব বীজ ও স্বাহা শক্তি। ঋষ্যাদিন্যাস এইরূপ—অস্য শ্রীদধিবামন-মন্ত্রস্য ইন্দুঋষিঃ বিরাট্ ছন্দঃ দধিবামনো দেবতা প্রণবো বীজং স্বাহা শক্তিঃ মমাভীষ্ট-

---

১। খ—কমলজ-বৈকুণ্ঠয়োরেকতাং। ২। খ—বিভ্রদমিতাং।

অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, নমস্তর্জনীভ্যাং স্বাহা, বিষ্ণবে মধ্যমাভ্যাং বষট্, সুরপতয়ে অনামিকাভ্যাং হুঁ, মহাবলায় কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। স্বাহা করতল-পৃষ্ঠাভ্যাং ফট্। এবং হৃদয়াদিষু। ধ্যানস্তু (১১)—

মুক্তা-গৌরং মণিময়-লসদ্ ভূষণং চন্দ্র-সংস্থং
ভৃঙ্গাকারৈরলক-নিকরৈঃ[১] শোভি-বক্ত্রারবিন্দম্।
হস্তাব্জাভ্যাং কনক-কলসং শুদ্ধতোয়াভিপূর্ণং[২]
দধ্যন্নাঢ্যং কনক-চষকং ধারয়ন্তং ভজামঃ॥ ১২

ইতি ধ্যাত্বা বিষ্ণুবদভ্যর্চ্চ্য ষড়ঙ্গানি সম্পূজ্য শেষং সমাপয়েৎ। পুরশ্চরণং লক্ষত্রয়-জপঃ, ঘৃতপ্লুত-পায়সান্নেন[৩] দশাংশ-হোমশ্চ। ১৩

সিদ্ধ্যর্থে বিনিয়োগঃ। মস্তকে—ওঁ ইন্দবে ঋষয়ে নমঃ, মুখে—বিরাট্‌ছন্দসে নমঃ, হৃদয়ে—দধিবামন-দেবতায়ৈ নমঃ, গুহ্যে—ওঁ প্রণবায় বীজায় নমঃ, পাদয়োঃ—স্বাহা-শক্তয়ে নমঃ। তাহার পর মূলোক্ত প্রকারে করন্যাস ও অঙ্গন্যাস করিয়া মূলোক্ত মুক্তাগৌরং ইত্যাদি ধ্যান করিবেন (১১)—

ধ্যানের অর্থ—মুক্তার ন্যায় গৌরবর্ণ, নবমণি রচিত উজ্জ্বলভূষণে ভূষিত, চন্দ্র মণ্ডল মধ্যবাসী, ভৃঙ্গাকার ঘোরকৃষ্ণবর্ণ অলকসমূহের দ্বারা শোভিত মুখপদ্ম, হস্তপদ্মের দ্বারা শুদ্ধ জলপূর্ণ কনক কলশ ও দধ্যান্ন যুক্ত কনক চষকধারী দেবতাকে ভজনা করি। ১২

বিবৃতি। সাম্প্রদায়িক মতে প্রণবাদি পাঁচটি পদের দ্বারা পাঁচটি অঙ্গন্যাস এবং সমস্ত মন্ত্রের দ্বারা অস্ত্রন্যাস। তন্ত্রসারকার ও তত্ত্ববিলাসকারের এই মত নহে। করাঙ্গন্যাসের পর মস্তকে, ভালে, চক্ষুর্দ্বয়ে, কর্ণদ্বয়ে, নাসিকাদ্বয়ে, ওষ্ঠে, তালুতে, কণ্ঠে, বাহুদ্বয়ে, পৃষ্ঠে, হৃদয়ে, উদরে, নাভিতে, গুহ্যে, উরুদ্বয়ে, জানুদ্বয়ে জঙ্ঘাদ্বয়ে, পাদদ্বয়ে ও মস্তকে—ওঁ নমঃ ইত্যাদি আকারে বর্ণন্যাস করিয়া ভ্রূমধ্যে, গলে, হৃদয়ে, নাভিতে, লিঙ্গে ও মূলাধারে মন্ত্রের পদগুলিকে ন্যাস করিবেন। পদার্থাদর্শে ইহা প্রমাণসহ উক্ত হইয়াছে। পদন্যাসের পর মূর্ত্তিপঞ্জর প্রভৃতির ন্যাস করিয়া ধ্যান কর্ত্তব্য। ১২

এই প্রকারে ধ্যান করিয়া, মানস উপচারে পূজা ও বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করিয়া, রবি ও বহ্নিমণ্ডলের পূজাপূর্ব্বক শেষে চন্দ্রমণ্ডল পর্য্যন্ত পীঠ পূজা করিয়া পুনরায় ধ্যান ও আবাহনাদি করিয়া বিষ্ণুর ন্যায় পূজা করিয়া, পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলি দান পর্য্যন্ত সমস্ত

১। খ—ভৃঙ্গাকারৈ বালকণিকরৈঃ। ২। খ—তোয়াতিপূর্ণং।
৩। গুণলক্ষং জপেন্ মন্ত্রং তদ্দশাংশং ঘৃতপ্লুতম্। পায়সান্নং প্রজুহুয়াদ্ দধ্যন্নং বা যথা বিধি॥ বর্ণলক্ষং জপেন্ মন্ত্রং কুন্দপুষ্পৈর্মধুপ্লুতৈঃ। দশাংশং বৈষ্ণবে বহ্নৌ জুহুয়ান্ মন্ত্রবিত্তমঃ॥

অথ হয়গ্রীব—ওঁ উদ্গিরৎ প্রণবোদ্গীথ সর্বাবাগীশ্বরেশ্বর ! ।

সর্ববেদময়াচিন্ত্য ! সর্বং বোধয় বোধয় ॥

ইতি পদ্যাত্মকো[১] মন্ত্রঃ। উদ্গীথেতি তবর্গ-দ্বিতীয়ান্তম্। অস্য ব্রহ্মা ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দঃ, হয়গ্রীবো দেবতা। করাঙ্গন্যাসৌ তু—ওঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, উদ্গিরৎ[২] প্রণবোদ্গীথ তর্জনীভ্যাং স্বাহা, সর্ববাগীশ্বরেশ্বর মধ্যমাভ্যাং বষট্, সর্ববেদময়াচিন্ত্য অনামিকাভ্যাং হুঁ, সর্বং বোধয় বোধয় কনিষ্ঠাভ্যাং ফট্। এবং হৃদয়াদিষু। ততো[৩] ধ্যানম্ (১৪)—

শরচ্ছশাঙ্ক-প্রভমশ্ববক্ত্রং মুক্তাময়ৈরাভরণৈঃ প্রদীপ্তম্।

রথাঙ্গ-শঙ্খাচিত-বাহুযুগ্মং জানুদ্বয়ং ন্যস্তকরং ভজামঃ ॥ ১৫

করিয়া পূর্ববৎ ষড়ঙ্গের পূজা করিয়া, দশদলে বিষ্ণুমন্ত্রোক্ত শান্তি প্রভৃতি শক্তির সহিত বাসুদেব প্রভৃতির পূজা করিয়া কোণসমূহে ধ্বজ, বৈনতেয়, শঙ্খ ও পদ্মের, কোণসমূহে বিঘ্ন, আর্য্য, দুর্গা ও বিশ্বক্সেনের পূজা করিয়া, দলের অগ্রে কেশবাদির পূজা করিয়া, ইন্দ্রাদি লোকপাল ও বজ্রাদি অস্ত্রের পূজা করিয়া, পূর্বাদি দিক্‌ক্রমে দিগ্-গজগণকে ওঁ ঐরাবতায় দিগ্‌গজায় নমঃ এইরূপ মন্ত্রে ঐরাবত, পুণ্ডরীক, বামন, কুমুদ, অঞ্জন, পুষ্পদন্ত ও সার্বভৌমকে পূজা করিয়া, ধূপদানাদি বিসর্জন পর্য্যন্ত কর্ম শেষ করিবেন। এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে তিন লক্ষ এই মন্ত্র জপ। ঘৃতাপ্লুত পায়সের দ্বারা বা দধ্যন্নের দ্বারা দশাংশ হোম করিবেন। ১৩

অনন্তর হয়গ্রীব মন্ত্র। ওঁ উদ্গিরৎ প্রণবোদ্গীথ সর্ববাগীশ্বরেশ্বর ! । সর্ববেদময়াচিন্ত্য ! সর্বং বোধয় বোধয়। হয়গ্রীবের এইটি পদ্যাত্মক মন্ত্র। উদ্গীথ—এইটি তবর্গ দ্বিতীয়ান্ত। এই মন্ত্রের পূজাপদ্ধতি—প্রাতঃকৃত্য হইতে বৈষ্ণবোক্ত পীঠমন্ত্র পর্য্যন্ত ন্যাস করিয়া ঋষ্যাদি ন্যাস করিবেন। যথা—অস্য শ্রীহয়গ্রীব-মন্ত্রস্য ব্রহ্মা ঋষি, অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ, হয়গ্রীবো দেবতা, হলো বীজানি, স্বরাঃ শক্তয়ঃ বাগৈশ্বর্য্য-সিদ্ধ্যর্থং পূজনে বিনিয়োগঃ। মস্তকে—ওঁ ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ। মুখে—ওঁ অনুষ্টুপ্-ছন্দসে নমঃ। হৃদয়ে—ওঁ হয়গ্রীবায় দেবতায়ৈ নমঃ। গুহ্যে—ওঁ ব্যঞ্জনেভ্যো বীজেভ্যো নমঃ। পাদদ্বয়ে—ওঁ স্বরেভ্যঃ শক্তিভ্যো নমঃ। তাহার পর মূলোক্ত প্রকারে করন্যাস ও অঙ্গন্যাস করিবেন। তাহার পর মূলোক্ত শরচ্ছশাঙ্ক ইত্যাদি ধ্যান করিবেন (১৪)—

ধ্যানের অর্থ—শরৎকালীন চন্দ্রের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট, অশ্ববদন, মুক্তাময় আভরণ সমূহের দ্বারা প্রদীপ্ত, রথাঙ্গ চক্র ও শঙ্খের দ্বারা চর্চিত বাহুদ্বয়ধারী জানুদ্বয়ে ন্যস্ত হস্ত হয়গ্রীবকে ভজনা করি। ১৫

১। খ—পদ্যাত্মকঃ ইতি নাস্তি। ২। খ—উদ্গিরদিতি নাস্তি। ৩। খ—ততঃ ইতি নাস্তি।

এবং ধ্যাত্বা মানসৈরভ্যর্চ্যার্ঘ্যং সংস্থাপ্য বৈষ্ণবোক্ত-পীঠপূজাং কৃত্বা হ্স্ঁ ইত্যনেন মূর্ত্তিং সংকল্প্য পুনর্ধ্যাত্বাবাহনাদি-পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি-দানপর্য্যন্তং বিধায় কেশরেষু চতুর্দ্দিক্ষু ঋগ্-যজুঃ-সামাথর্বাখ্য-চতুর্বেদান্, বিদিক্ষু—অঙ্গ-স্মৃতি-ন্যায়-সর্বশাস্ত্রাণি, পত্রাগ্রেষগ্ন্যাদি-কোণেষু দিক্ষু চ পঞ্চাঙ্গানি, তদ্বহিরিন্দ্রাদীন্ বজ্রাদীংশ্চ সম্পূজ্য ধূপাদি-বিসর্জনান্তং কর্ম সমাপয়েৎ। পুরশ্চরণং ত্রয়স্ত্রিংশল্লক্ষজপঃ। মধুপ্লুত-কুন্দ-পুষ্পৈর্দশাংশ-হোমশ্চ। ১৬

(মন্ত্রান্তরম্)— বিয়দ্-ভৃগুস্থমর্ঘীশ-বিন্দুমদ্ বীজমীরিতম্।

একাক্ষরো মনুঃ প্রোক্তশ্চতুর্বর্গ-ফলপ্রদঃ॥ ১৭

বিয়ৎ হকারঃ, ভৃগুর্দন্ত্যসকারঃ, অর্ঘীশঃ ষষ্ঠস্বরঃ। তেন হ্স্ং[1] ইত্যেকাক্ষর-মন্ত্রঃ। অস্য ব্রহ্মা ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দঃ হয়গ্রীবরূপী বিষ্ণুর্দেবতা হকারো

এই প্রকারে ধ্যান করিয়া মানস উপচারে পূজা করিয়া বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করিয়া বৈষ্ণবোক্ত পীঠ পূজা করিয়া হ্স্ং এই মন্ত্রে মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া পুনরায় ধ্যান করিয়া আবাহন হইতে পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্য করিয়া চারিদিকের কেশরে ওঁ ঋগ্বেদায় নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে ঋগ্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব নামক চারি বেদকে এবং বিদিক্ সমূহে ওঁ অঙ্গশাস্ত্রায় নমঃ, ওঁ স্মৃতিশাস্ত্রায় নমঃ, ওঁ ন্যায়-শাস্ত্রায় নমঃ, ওঁ সর্বশাস্ত্রেভ্যোঃ নমঃ ইত্যাকার মন্ত্রে অঙ্গশাস্ত্র, স্মৃতিশাস্ত্র, ন্যায়শাস্ত্র ও সর্বশাস্ত্রকে, অগ্ন্যাদি কোণ ও দিক্সমূহে পত্রের অগ্রে ওঁ হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে পঞ্চাঙ্গের পূজা করিয়া, দলের বাহিরে ইন্দ্রাদি লোকপাল ও বজ্রাদি অস্ত্রসমূহের পূজা করিয়া, ধূপদান হইতে বিসর্জন পর্য্যন্ত কর্মসমূহ শেষ করিবেন। এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে তেত্রিশলক্ষ মন্ত্র জপ। মধু দ্বারা আপ্লুত কুন্দ পুষ্পের দ্বারা জপের দশাংশ তেত্রিশ হাজার হোম। ১৬

হয়গ্রীবের একাক্ষর মন্ত্র। ভৃগুস্থ (সকারস্থ) বিয়ৎ (হ) অর্ঘীশ (উ) ও বিন্দুমৎ হইলে উহা বীজ বলিয়া কথিত হয়। চতুবর্গ ফলপ্রদ হ্স্ং এই একাক্ষর মন্ত্র কল্পে উক্ত হইয়াছে। ১৭

বিয়ৎ—হকার। ভৃগু—দন্ত্য সকার। অর্ঘীশ—ষষ্ঠস্বর উ। হ্স্ং এই একাক্ষর মন্ত্র। এই মন্ত্রের ব্রহ্মা ঋষি, অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ, হয়গ্রীরূপী বিষ্ণু দেবতা, হকার বীজ, উকার শক্তি। ঋষ্যাদি ন্যাস যথা—অস্য শ্রীহয়গ্রীব-মন্ত্রস্য ব্রহ্মা ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দঃ হয়গ্রীবো বিষ্ণুর্দেবতা হকারো বীজং উকারঃ শক্তিঃ বাগৈশ্বর্য্য-প্রাপ্ত্যর্থে বিনিয়োগঃ। মস্তকে —ওঁ ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ, মুখে—অনুষ্টুপ্ ছন্দসে নমঃ। হৃদয়ে—ওঁ হয়গ্রীবরূপিণে

১। ক—তেন হ সূমিতি নাস্তি।

বীজং উকারঃ শক্তিঃ। হসাঁ হসীঁ হসূঁ হসৈঁ হসৌঁ হসঃ ইতি ক্রমেণ করাঙ্গন্যাসৌ। ততো ধ্যানম্ (১৮)—

ধবল-নলিননিষ্ঠং ক্ষীরগৌরং করাগ্রৈর্জপবলয়-সরোজে পুস্তকাভীষ্ট-দানে।
দধতমমলবস্ত্রাকল্প-জালাভিরামং তুরগবদন-বিষ্ণুং নৌমি বিদ্যাগ্র-জিষ্ণুম্ ॥ ১৯

অন্যচ্চ— শরচ্ছশাঙ্ক-প্রভমশ্ববক্ত্রং মুক্তাময়ৈরাভরণৈরুপেতম্।
রথাঙ্গ-শঙ্খোর্ধ্ব-করঞ্চ বিদ্যা-ব্যাখ্যান-মুদ্রান্যকরং নমামি ॥ ২০

এবং ধ্যাত্বা মানস-পূজার্ঘ্যস্থাপন-পুনর্ধ্যানাবাহনাদি-পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি-দানানি[১] বিধায়াবরণানি পূজয়েৎ। তত্রাঙ্গৈঃ প্রথমাবরণম্। প্রজ্ঞাহয়-মেধাহয়-স্মৃতিহয়-বিদ্যা হয়-লক্ষ্মী হয়-বাগীশী হয়-বিদ্যাবিশাল হয়-নাদবিমর্দ্দন-হয়ৈরষ্টভির্দ্বিতীয়ং, লক্ষ্মী-সরস্বতী-রতি-প্রীতি-কান্তি-পুষ্টি-তুষ্টিভিস্তৃতীয়ং, কুমুদাদিভি-

---

বিষ্ণবে নমঃ, গুহ্যে—ওঁ হকারায় বীজায় নমঃ। পাদদ্বয়ে—ওঁ উকার-শক্তয়ে নমঃ। তাহার পর হ্সাং হ্সীং হ্সূং হ্সৈং হ্সৌং হ্সঃ এই ক্রমে করাঙ্গন্যাস করিবে। যেমন—ওঁ হ্সাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ওঁ হ্সীং তর্জনীভ্যাং স্বাহা, ওঁ হ্সূং মধ্যমাভ্যাং বষট্, ওঁ হ্সৈং অনামিকাভ্যাং হুং, ওঁ হ্সৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, ওঁ হ্সঃ করতল-করপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্। এই প্রকারে ওঁ হ্সাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে অঙ্গন্যাস করিবেন। তাহার পর ধ্যান করিবে (১৮)—

ধ্যানের অর্থ—শ্বেতপদ্মে উপবিষ্ট, ক্ষীরের ন্যায় বর্ণ, হস্তাগ্রের দ্বারা জপমালারূপ বলয় ও পদ্ম, পুস্তক ও অভয় মুদ্রাধারী, অমল বস্ত্র ও ভূষণ সমূহে রমণীয়, বিদ্যাগ্র-জিষ্ণু (বিদ্যার প্রধান অধিকারী) অশ্ববদন হয়গ্রীব বিষ্ণুকে স্তুতি করি। ১৯

শরচ্ছশাঙ্ক ইত্যাদি অন্য প্রকার ধ্যানও আছে। সেই ধ্যানের অর্থ—শরৎকালীন চন্দ্রের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট, অশ্ববক্ত্র, মুক্তাময়-ভূষণে ভূষিত, উর্ধ্বকরে রথাঙ্গ (চক্র) ও শঙ্খধারী, অধোহস্তে বিদ্যা ও ব্যাখ্যামুদ্রা ধারী হয়গ্রীবকে নমস্কার করি। ২০

এই প্রকারে ধ্যান করিয়া, মানস উপচারে পূজা করিয়া, বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করিয়া, পুনরায় ধ্যান করিয়া, হয়গ্রীব গায়ত্রী দ্বারা আবাহন হইতে পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলি দান পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্য করিয়া আবরণের পূজা করিবেন।

এই আবরণ পূজায় অঙ্গমন্ত্রের দ্বারা প্রথম আবরণ। যেমন—এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হ্সাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি। প্রজ্ঞাহয়, মেধাহয়, স্মৃতিহয়, বিদ্যাহয়, লক্ষ্মীহয়, বাগীশীহয়, বিদ্যাবিলাশহয়, নাদবিমর্দনহয়—এই অষ্টহয়ের দ্বারা দ্বিতীয় আবরণ। যেমন—এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ প্রজ্ঞাহয়ায় নমঃ ইত্যাদি। তাহার পর লক্ষ্মী, সরস্বতী, রতি,

---

১। খ—দানপর্য্যন্তং বিধায়।

গজৈশ্চতুর্থং, ইন্দ্রাদিভিঃ পঞ্চমম্। ততো ধূপাদি-বিসর্জনান্তং কর্ম। অস্য পুরশ্চরণং চতুর্লক্ষজপঃ[১]। দশাংশ আজ্যেন হোমঃ। ২১

(মন্ত্রান্তরম্)—হ্স্ঁ হয়-শিরসে নমঃ[২] অস্য সর্বমেকাক্ষরবৎ। হ্স্ং[৩] ওঁ উদ্গিরৎ প্রণবোদ্গীথ সর্ববাগীশ্বরেশ্বর। সর্ববেদময়াচিন্ত্য সর্বং বোধয় বোধয় স্বাহা ওঁ হ্স্ঁ। হংসঃ বিশ্বোত্তীর্ণ-স্বরূপায় চিন্ময়ানন্দরূপিণে। তুভ্যং নমো হয়গ্রীব বিদ্যারাজায় বিষ্ণবে স্বাহা সোঽহঁ। এতাবপ্যেকাক্ষরবৎ। ২২

অথ নৃসিংহ—উগ্রং বীরং মহাবিষ্ণুং জ্বলন্তং সর্বতোমুখম্।

প্রীতি, কান্তি, পুষ্টি দ্বারা তৃতীয় আবরণ। যেমন—এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ লক্ষ্ম্যৈ নমঃ ইত্যাদি। কুমুদ, কুমুদাক্ষক, পুণ্ডরীক, সর্বনেত্র, বামন, শঙ্কুকর্ণ, সুমুখ ও সুপ্রতিষ্ঠ এই আট গজের দ্বারা চতুর্থ আবরণ। যেমন—ওঁ কুমুদায় নমঃ ইত্যাদি। ইন্দ্রাদি লোকপালের দ্বারা পঞ্চম আবরণ এবং তাঁহাদের আয়ুধের দ্বারা ষষ্ঠ আবরণ। আবরণ পূজার পর ধূপদান হইতে বিসর্জন পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্য শেষ করিবেন। এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে চারি লক্ষ মন্ত্র জপ। আজ্যের দ্বারা দশাংশ হোম। ২১

বিবৃতি। তন্ত্রসারে বা আগমতত্ত্ববিলাসে গায়ত্রী দ্বারা আবাহন উক্ত হয় নাই। কিন্তু রাঘবভট্ট পদার্থাদর্শে গায়ত্রী দ্বারা আবাহন করিতে বলিয়াছেন। হয়গ্রীবের গায়ত্রী হইতেছে—ঙেঽন্তং বাগীশ্বরপদং বিদ্মহে পদমুচ্চরেৎ। হয়গ্রীবং চ ঙেঽন্তং স্যাদ্ ধীমহীতি ততো বদেৎ। তন্নো হংস পদান্তে চ প্রবদেচ্চ প্রচোদয়াৎ। তাহাতে গায়ত্রী মন্ত্রটি হয়—বাগীশ্বরায় বিদ্মহে হয়গ্রীবায় ধীমহি তন্নো হংসঃ প্রচোদয়াৎ। ২১

হয়গ্রীবের মন্ত্রান্তর—হসৃং হয়শিরসে নমঃ। এই অষ্টাক্ষর মন্ত্র। এই মন্ত্রের ব্রহ্মা ঋষি, দেবী গায়ত্রী ছন্দঃ। (মতান্তরে—অনুষ্টুপ্ ছন্দ) হয়গ্রীবরূপী বিষ্ণু দেবতা হং বীজ, সোঁ শক্তি, এই মন্ত্রের অন্য সমস্ত উক্ত একাক্ষর মন্ত্রের ন্যায় হইবে।

হয়গ্রীবের মন্ত্রান্তর—হ্সৃং ওঁ উদগিরৎ প্রণবোদ্গীথ সর্ববাগীশ্বরেশ্বর। সর্ববেদময়াচিন্ত্য সর্বং বোধয় বোধয় স্বাহা ওঁ হ্সৃং—এই একটি মন্ত্র। ওঁ হংসঃ বিশ্বোত্তীর্ণ-স্বরূপায় চিন্ময়ানন্দরূপিণে। তুভ্যং নমো হয়গ্রীব বিদ্যারাজায় বিষ্ণবে স্বাহা সোহং —এইটি আর একটি মন্ত্র। এই দুইটি মন্ত্রের পূর্বমন্ত্রটির অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ। অন্যান্য সমস্তই একাক্ষর মন্ত্রবৎ জানিবেন। ২২

অনন্তর নৃসিংহ-মন্ত্র। উগ্রং বীরং মহাবিষ্ণুং জ্বলন্তং সর্বতোমুখম্।

১। খ—চতুর্লক্ষম্। ২। ক—একাক্ষরবৎ পূজাদিকং। ৩। খ—হসওঁ।

১। এইরূপ জপহোমে প্রমাণ—বেদলক্ষং জপিত্বান্তে তদ্দশাংশং হুনেদ্ ঘৃতৈঃ।—পদার্থাদর্শ।

২। হয়ঃ শিরঃ পদং ঙেন্তং হৃদন্তক সমুদ্ধরেৎ। স্ববীজাদিরয়ং মন্ত্রশ্চতুর্বর্গফলপ্রদঃ॥

নৃসিংহং ভীষণং ভদ্রং মৃত্যুমৃত্যুং নমাম্যম্ ॥ ২৩

অয়ং মন্ত্ররাজঃ। অয়ন্তু মন্ত্রো মায়াপুটিতশ্চেদপরঃ। অস্য ব্রহ্মা ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দঃ, নৃসিংহো দেবতা। অস্য ধ্যানং (২৪)—

মাণিক্যাদ্রি-সমপ্রভং নিজরুচা সংত্রস্ত-রক্ষোগণং

জানু-ন্যস্ত-করাম্বুজং ত্রিনয়নং রত্নোল্লসদ্-ভূষণম্।

বাহুভ্যাং ধৃত-চক্র-শঙ্খমনিশং দংষ্ট্রোগ্র-বক্ত্রোল্লস-

জ্জ্বালা-জিহ্বমুদগ্র-কেশনিচয়ং বন্দে নৃসিংহং বিভুম ॥ ২৫ অন্যদন্যত্র। ২৬

নৃসিংহং ভীষণং ভদ্রং মৃত্যু-মৃত্যুং নমাম্যহম্ ॥ ২৩

শ্লোকরূপ বত্রিশ অক্ষরের এই মন্ত্রটি মন্ত্ররাজ। এই মন্ত্র মায়াপুটিত হইলে অপর মন্ত্র হয়। এই মন্ত্রের ব্রহ্মা ঋষি, অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ, নরসিংহ দেবতা, হং বীজ, ঈং শক্তি। এই মন্ত্রের পূজা পদ্ধতি—প্রাতঃকৃত্য হইতে আরম্ভ করিয়া পীঠমন্ত্র পর্য্যন্ত ন্যাস করিয়া মস্তকে—ওঁ ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ, মুখে—ওঁ অনুষ্টুপ্ ছন্দসে নমঃ, হৃদয়ে—ওঁ নর-সিংহায় দেবতায়ৈ নমঃ, গুহ্যে—ওঁ হং বীজায় নমঃ, পাদদ্বয়ে—ওঁ ঈং শক্তয়ে নমঃ। এইরূপ ঋষ্যাদি ন্যাস করিয়া, ওঁ উগ্রং বীরং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ওঁ মহাবিষ্ণুং তর্জনীভ্যাং স্বাহা, ওঁ জ্বলন্তং সর্বতোমুখং মধ্যমাভ্যাং বষট্, নৃংসিংহং ভীষণং অনামিকাভ্যাং হুং, ওঁ ভদ্রং মৃত্যু-মৃত্যুং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, ওঁ নমাম্যহং করতল-পৃষ্ঠাভ্যাং ফট্ এইরূপে করন্যাস ও অঙ্গন্যাস করিয়া, (১) মস্তকে (২) ললাটে (৩) দঃ নেত্র (৪) বাঃ নেত্রে (৫) মুখে (৬) দঃ বাহুমূলে (৭) দঃ বাহুর মধ্যে সন্ধিতে (৮) দঃ মণিবন্ধে (৯) দঃ অঙ্গুলিমূলে (১০) দঃ অঙ্গুলির অগ্রে (১১) বাঃ বাহুমূলে (১২) বাঃ বাহুর মধ্য সন্ধিতে (১৩) বাঃ বাহুর মণিবন্ধে (১৪) বাঃ অঙ্গুলি মূলে (১৫) বাঃ অঙ্গুলির অগ্রে (১৬) দঃ পাদের উরুসন্ধিতে (১৭) দঃ পাদের মধ্যসন্ধিতে (১৮) দঃ জঙ্ঘার নিম্ন সন্ধিতে (১৯) দঃ পাদের অঙ্গুলি মূলে (২০) দঃ পাদের অঙ্গুলির অগ্রে (২১) বাঃ পাদের উরু সন্ধিতে (২২) বাঃ পাদের মধ্য সন্ধিতে (২৩) বাঃ জঙ্ঘার নিম্ন সন্ধিতে (২৪) বাঃ পাদের অঙ্গুলির অগ্রে (২৬) উদরে (২৭) হৃদয়ে (২৮) গলে (২৯) দক্ষিণপার্শ্বে (৩০) বামপার্শ্বে (৩১) অপরাঙ্গে (পৃষ্ঠে) (৩২) গ্রীবাতে যথাক্রমে প্রণব পুটিত বিন্দুযুক্ত এক একটি মন্ত্রবর্ণ ন্যাস করিয়া এই মন্ত্রের মূলোক্ত মাণিক্যাদ্রি-সমপ্রভং ইত্যাদি ধ্যান করিবেন (২৪)—

ধ্যানের অর্থ—মাণিক্য পর্বতের প্রভার সমান প্রভাবিশিষ্ট, নিজদীপ্তি দ্বারা রাক্ষস গণের সন্ত্রাসকারী, জানুতে ন্যস্ত হস্তপদ্ম, ত্রিনয়ন, রত্নোজ্জ্বলভূষণে ভূষিত, বাহুদ্বয়ের দ্বারা সর্বদা শঙ্খ ও চক্রধারী, বৃহৎদন্তের দ্বারা উগ্রবদন-নির্গত দীপ্ত জিহ্বা হইতে জ্বালা নিঃসরণকারী, উদগ্রকেশ (উর্দ্ধকেশ) বিভু নৃসিংহকে আমি বন্দনা করি। ২৫

পাশ-শক্তি-নরহরিরঙ্কুশো বর্ম ফট্ ততঃ।
তেন আঁ হ্রীঁ ক্ষ্রৌঁ ক্রোঁ হুঁ ফট্। ধ্যানং (২৭)—
কোপাদালোল-জিহ্বং বিবৃত-নিজমুখং সোম-সূর্য্যাগ্নি-নেত্রং

অন্যান্য বিষয় শারদাতিলক প্রভৃতিতে আছে। তাহা লিখিত হইল। এই প্রকারে ধ্যান করিয়া মানস উপচারে পূজা করিয়া, বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করিয়া, বৈষ্ণবোক্ত পীঠপূজা করিয়া, পুনরায় ধ্যান করিয়া, আবাহন হইতে পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি দান পর্য্যন্ত সমস্ত করিয়া আবরণ পূজা করিবেন। যেমন প্রথমে কেশর সমূহের অগ্ন্যাদি কোণে মধ্যে ও দিক্ সমূহে এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ উগ্রং বীরং হৃদয়ায় নমঃ, এইরূপে ওঁ মহাবিষ্ণুং শিরসে স্বাহা, ওঁ জ্বলন্তং সর্বতোমুখং শিখায়ৈ বষট্, নৃসিংহং ভীষণং কবচায় হুং, ভদ্রং মৃত্যু-মৃত্যুং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, নমাম্যহং অস্ত্রায় ফট্। তাহার পর পূর্বাদি-দিক্সমূহের দলে ওঁ গরুড়ায় নমঃ ইত্যাকার মন্ত্রে গরুড়, শঙ্কর, শেষ ও পদ্ম-যোনিকে এবং অগ্ন্যাদি কোণ সমূহে ওঁ শ্রিয়ৈ নমঃ, ওঁ হ্রিয়ৈ নমঃ, ওঁ ধৃত্যৈ নমঃ, ওঁ পুষ্ট্যৈ নমঃ মন্ত্রে শ্রী, হ্রী, ধৃতি ও পুষ্টিকে পূজা করিয়া দলের বাহিরে পূর্বাদি ক্রমে ইন্দ্রাদি লোকপাল ও তাহাদের অস্ত্র সমূহের পূজা করিবেন। তাহার পর ধূপদান হইতে বিসর্জন পর্য্যন্ত সমস্ত কর্ম শেষ করিবেন।

এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে মন্ত্র বর্ণ (বত্রিশ) লক্ষ জপ এবং ঘৃতের দ্বারা আপ্লুত পায়সের দ্বারা বত্রিশ হাজার হোম। শারদাতিলক তন্ত্রে (১৬।৭) তাহাই উক্ত হইয়াছে। ২৬

নৃসিংহের মন্ত্রান্তর—পাশ (আং) শক্তি (হ্রীং) নরহরিবীজ (ক্ষ্রৌং) অঙ্কুশ (ক্রোং) বর্ম (হুং) ও ফট্। নরহরির এই ষড়ক্ষর মন্ত্র সর্বকামপ্রদ কথিত হইয়াছে। তাহাতে আং হ্রীং ক্ষ্রৌং ক্রোং হুং ফট্ এই মন্ত্র হয়। এই মন্ত্রের ব্রহ্মা ঋষি, পঙ্‌ক্তি ছন্দঃ, নরসিংহ দেবতা, ক্ষ্রৌং বীজ, মায়া শক্তি।

এই মন্ত্রের পূজা পদ্ধতি—প্রাতঃকৃত্য হইতে বৈষ্ণবোক্ত পীঠমন্ত্র পর্য্যন্ত ন্যাস করিয়া ঋষ্যাদি ন্যাস করিবেন। যথা মস্তকে—ওঁ ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ, মুখে—ওঁ পঙ্‌ক্তি ছন্দসে নমঃ, হৃদয়ে—ওঁ নরসিংহায় দেবতায় নমঃ, গুহ্যে—ক্ষ্রৌং বীজায় নমঃ, পাদদ্বয়ে—ওঁ হ্রীং শক্তয়ে নমঃ। অনন্তর ওঁ আং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ওঁ হ্রীং তর্জনীভ্যাং স্বাহা, ওঁ ক্ষ্রৌং মধ্যমাভ্যাং বষট্, ওঁ ক্রোং অনামিকাভ্যাং হুং, ওঁ হুং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, ওঁ ফট্ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্। এই প্রকার মন্ত্রে অঙ্গন্যাস করিয়া মূলোক্ত কোপাৎ ইত্যাদি ধ্যান করিবেন (২৭)—

ধ্যানের অর্থ—কোপে জিহ্বা সঞ্চালনকারী, নিজমুখ ব্যাদানকারী, সোম, সূর্য্য ও অগ্নিরূপ ত্রিনেত্রধারী অর্থাৎ তিনটি নেত্র সোম, সূর্য্য ও অগ্নিরূপ, পাদ হইতে

পাদাদানাভি-রক্ত-প্রভমুপরি সিতং ভিন্ন-দৈত্যেন্দ্রগাত্রম্।
শঙ্খং চক্রাসি-পাশাঙ্কুশ-কুলিশ-গদা-দারণাহ্ব্যুদ্বহন্তং[১]
ভীমং তীক্ষ্ণোগ্রদংষ্ট্রং মণিময়-বিবিধাকল্পমীড়ে নৃসিংহম্ ॥ ২৮ অন্যদপ্যত্র[২]।
(মন্ত্রান্তরম্)— ক্ষকারো বহ্নিমারূঢো মনুরিন্দু-সমন্বিতঃ।
একাক্ষরো মনুঃ প্রোক্তঃ সর্বকাম-ফলপ্রদঃ ॥ ২৯
তেন ক্ষ্রৌং ইত্যেকাক্ষরঃ। অস্য ধ্যানাদি সর্বং মন্ত্ররাজবৎ। বিশেষস্তু

নাভি পর্য্যন্ত রক্তবর্ণ, তাহার উপরিভাগে শ্বেতবর্ণ দেহধারী, দৈত্যেন্দ্র হিরণ্যকশিপুর গাত্র বিদীর্ণকারী, দক্ষিণ ও বামের ঊর্ধ্ব হস্তদ্বয়ে শঙ্খ ও চক্র, তাহার অধোহস্তদ্বয়ে পাশ ও অঙ্কুশ, তাহারও অধোহস্তদ্বয়ে কুলিশ (বজ্র) ও গদা, চতুর্থ হস্তদ্বয়ে দারণ মুদ্রাবহনকারী*, ভীম (ভয়ঙ্কর) তীক্ষ্ণ ও উগ্র দংষ্ট্রা যুক্ত, মণিময় বিবিধ ভূষণে ভূষিত নৃসিংহকে স্তুতি করি। ২৮

ধ্যানের পর কর্ত্তব্য অন্যান্য বিষয় শারদাতিলক প্রভৃতিতে আছে। এস্থানে তাহা লিখিত হইল। এই প্রকারে ধ্যান করিয়া, মানস উপচারে পূজা করিয়া, বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করিয়া, বৈষ্ণবোক্ত পীঠপূজা করিয়া, পুনরায় ধ্যান করিয়া, আবাহন হইতে পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলি দান পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্য করিয়া আবরণ পূজা করিবেন। কেশরের অগ্নি প্রভৃতি চারি কোণে, মধ্যে ও দিক্ সমূহে—এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আং হৃদয়ায় নমঃ, এইরূপ হ্রীং শিরসে স্বাহা, ক্ষ্রৌং শিখায়ৈ বষট্, ক্রোং কবচায় হুং, হুং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, ফট্ করতল-করপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্ এইরূপে ষড়ঙ্গের পূজা করিয়া, পদ্মদলে পূর্বাদিক্রমে ওঁ শঙ্খায় নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে শঙ্খ, চক্র, পাশ, অঙ্কুশ, কুলিশ, গদা, খড়্গ ও খেটকের পূজা করিয়া, দলের বহির্ভাগে ইন্দ্রাদি লোকপাল ও বজ্রাদি অস্ত্রের পূজা করিয়া ধূপদান হইতে বিসর্জন পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্য শেষ করিবেন।

এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে ছয় লক্ষ মন্ত্র জপ এবং আজ্যের দ্বারা ছয় সহস্র হোম কর্ত্তব্য। তাহা শারদাতিলক প্রভৃতিতে উক্ত হইয়াছে। যথা—ঋতুলক্ষং জপেদেনং ঘৃতেন জুহুয়াৎ ততঃ। তৎসহস্রং সমিদ্ধেঽগ্নৌ তোষয়েদ্ দ্রবিণৈর্গুরুম্ ॥

নৃসিংহের মন্ত্রান্তর—ক্ষকার বহ্নিতে (রকারে) আরূঢ় (যুক্ত) হইয়া মনু (ঔ) ও বিন্দু দ্বারা বিভূষিত হইলে সর্বকাম ফলপ্রদ একাক্ষর (ক্ষ্রৌং) মন্ত্র কথিত হয়। ২৯

তাহাতে ক্ষ্রৌং এই একাক্ষর মন্ত্র হয়। এই মন্ত্রের ধ্যানাদি সমস্ত দ্বাত্রিংশৎ অক্ষর মন্ত্ররাজের ন্যায় জানিবেন। ঋষ্যাদি ন্যাসে বিশেষ এই যে, এই মন্ত্রের অত্রি

১। ক—দারুণাহ্ব্যুদ্। * দারণমুদ্রালক্ষণম্—মিথঃ সংসৃষ্ট-সম্মুখ্যোঽঙ্গুলয়ো বদ্ধাধোগ্রকাঃ। স্বস্থানঃসরলাঙ্গুষ্ঠৌ মুদ্রেয়ং দারণা মতা ॥ ২। খ—অন্যদপ্যত্রেতি নাস্তি।

অত্রিঋর্ষির্গায়ত্রীছন্দঃ নৃসিংহো দেবতা[১] ক্ষকারো বীজমৌকারঃ শক্তিঃ। ষড়্-দীর্ঘ-ভাজা মায়াবীজেন[২] করাঙ্গন্যাসৌ। ৩০

জয়দ্বয়ং সমুচ্চার্য্য শ্রীপূর্বো নৃসিংহেত্যপি।

অষ্টাক্ষরো মনুঃ প্রোক্তো ভজতাং কামদো মণিঃ ॥৩১॥ সর্বং মন্ত্ররাজবৎ।

অথ বরাহঃ। ওঁ নমো ভগবতে বরাহরূপায় ভূর্ভুবঃ-স্বঃ-পতয়ে ভূপতিত্বং মে দেহি দদাপয় স্বাহা। ইতি ত্রয়স্ত্রিংশদক্ষরো মন্ত্রঃ। যথা (৩২)—

ওঁ নমঃ পদমাভাষ্য ততো ভগবতে পদম্।
ততো বরাহরূপায় ভূর্ভুবঃ-স্বঃ-পতিং তথা ॥ ৩৩
ভেন্তঞ্চ ভূপতিত্বঞ্চ মে দেহীতি দদাপয়।
বহ্নিজায়ান্বিতো মন্ত্রো বরাহস্য বরাননে! ॥ ৩৪

অস্য ভার্গব ঋষিরনুষ্টুপ্ছন্দঃ আদিবরাহো দেবতা। ধ্যানং (৩৫)—

ঋষি, গায়ত্রী ছন্দঃ, নৃসিংহ দেবতা, ক্ষকারবীজ এবং ঔকার শক্তি। সমস্ত কাম্য ফলের লাভে এই মন্ত্রের প্রয়োগ হয়। ছয়টী দীর্ঘ স্বর যুক্ত মায়াবীজের দ্বারা করাঙ্গ-ন্যাস হইবে। ৩০

নৃসিংহের মন্ত্রান্তর—জয় দ্বয় অর্থাৎ জয় জয় উচ্চারণ করিয়া শ্রীপূর্ব নৃসিংহ অর্থাৎ (শ্রীনৃসিংহ) ইহাও উচ্চারণ করিলে জয় জয় শ্রীনৃসিংহ এই অষ্টাক্ষর মন্ত্র হয়। উহা ভজনাকারী ব্যক্তিগণের কামদ মণিস্বরূপ কথিত হইয়াছে। ৩১

এই মন্ত্রের ব্রহ্মা ঋষি, গায়ত্রী ছন্দঃ, নৃসিংহ দেবতা। ষড়্দীর্ঘ যুক্ত নৃসিংহ বীজের দ্বারা করাঙ্গন্যাস। যেমন—ওঁ ক্ষ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ ইত্যাদি। অন্যান্য সমস্ত দ্বাত্রিংশৎ অক্ষর মন্ত্রের ন্যায় করিবেন। এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে আট লক্ষ মন্ত্র জপ এবং আজ্যের দ্বারা দশাংশ হোম।

অনন্তর বরাহমন্ত্র—ওঁ নমো ভগবতে বরাহরূপায় ভূর্ভুবঃ-স্বঃ-পতয়ে ভূপতিত্বং দেহি দদাপয় স্বাহা, এইটি বরাহের তেত্রিশ অক্ষরের মন্ত্র। যেমন তন্ত্রে আছে (৩২)—

হে বরাননে! ওঁ নমঃ পদ বলিয়া অনন্তর ভগবতে পদ, তাহার পর বরাহরূপায় চতুর্থী বিভক্ত্যন্ত ভূর্ভুবঃ-স্বঃ-পতি অর্থাৎ ভূর্ভুবঃ-স্বঃ-পতয়ে, ভূপতিত্বং মে দেহি এই এবং বহ্নিজায়ান্ত দদাপয় অর্থাৎ দদাপয় স্বাহা। এইটি বরাহের মন্ত্র। ৩৩-৩৪

এই মন্ত্রের ভার্গব ঋষি, অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ, আদি বরাহ দেবতা, হুং বীজ ও স্বাহা শক্তি। এই মন্ত্রের পূজা পদ্ধতি এইরূপ—প্রাতঃকৃত্য হইতে বৈষ্ণবোক্ত পীঠমন্ত্র

১। খ—নৃসিংহো দেবতেতি নাস্তি। ২। খ—ষড়্দীর্ঘভাজা বীজেন।

আপাদং জানুদেশাদ্ বর-কনক-নিভং নাভিদেশাদধস্তান্
মুক্তাভং কণ্ঠদেশাৎ তরুণ-রবি নিভং মস্তকান্নীলভাসম্।
ঈড়ে হস্তৈর্দধানং রথচরণ-দরৌ খড়্গ-খেটৌ গদাখ্যাং
শক্তিং দানাভয়ে চ ক্ষিতিধরণ-লসদ্দংষ্ট্রমাদ্যং বরাহম্ ॥ ৩৬ অন্যদন্যত্র[১]।

পর্য্যন্ত ন্যাস করিয়া ঋষ্যাদিন্যাস করিবেন। যথা—অস্য শ্রীবরাহমন্ত্রস্য ভার্গব ঋষিঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ আদি-বরাহো দেবতা, হুং বীজং স্বাহা শক্তিঃ ভূপতিত্বদানে বিনিয়োগঃ। মস্তকে—ওঁ ভার্গবায় ঋষয়ে নমঃ। মুখে—ওঁ অনুষ্টুপ্ ছন্দসে নমঃ। হৃদয়ে—ওঁ আদি-বরাহায় দেবতায়ৈ নমঃ। গুহ্যে—হুং বীজায় নমঃ। পাদদ্বয়ে—স্বাহা শক্তয়ে নমঃ। তাহার পর করাঙ্গন্যাস করিবেন। যথা—ওঁ একদংষ্ট্রায় অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ওঁ ব্যোমোল্কায় তর্জনীভ্যাং স্বাহা, ওঁ তেজোঽধিপতয়ে মধ্যমাভ্যাং বষট্, ওঁ বিশ্বরূপায় অনামিকাভ্যাং হুং, ওঁ মহাদংষ্ট্রায় কনিষ্ঠাভ্যাং ফট্। এইরূপে হৃদয়াদিতে অঙ্গন্যাস করিয়া মূলোক্ত আপাদং ইত্যাদি ধ্যান করিবেন (৩৫)—

ধ্যানের অর্থ—জানুদেশ হইতে পাদতল পর্য্যন্ত উত্তম সুবর্ণের তুল্য পীতবর্ণ, নাভিদেশ হইতে জানু পর্য্যন্ত মুক্তাতুল্য শুভ্রবর্ণ, কণ্ঠ হইতে নাভিদেশ পর্য্যন্ত তরুণ সূর্য্যতুল্য রক্তবর্ণ এবং মস্তক হইতে কণ্ঠ পর্য্যন্ত নীলবর্ণ, দক্ষিণ ও বামের উর্ধ্ব হস্তদ্বয়ে রথচরণ (চক্র) ও শঙ্খ, তাহার অধো দুই হস্তে শঙ্খ ও খেটক, তাহার অধো দুই হস্তে গদা ও শক্তি, তাহার অধো দুই হস্তে দান (বর) ও অভয়মুদ্রাধারী, পৃথিবীর মূলে লগ্ন উজ্জ্বল-দংষ্ট্রা বিশিষ্ট আদি বরাহকে স্তুতি করি। ৩৬

এই মন্ত্রের অন্যান্য বিষয় অন্যত্র আছে। এখানে সেগুলি লিখিত হইতেছে। এই প্রকারে ধ্যান করিয়া, মানস উপচারে পূজা করিয়া, বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করিয়া, বৈষ্ণবোক্ত পীঠ পূজাদি কার্য্য করিয়া, পুনরায় ধ্যান করিয়া দুই প্রকার বারাহ মুদ্রা দেখাইয়া ও আবাহন হইতে পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলি দান পর্য্যন্ত কার্য্যসমূহ করিয়া আবরণ পূজা করিবেন। যথা পূর্বাদি চারিদিকে, সম্মুখে যথাক্রমে ওঁ একদংষ্ট্রায় হৃদয়ায় নমঃ, ওঁ ব্যোমোল্কায় শিরসে স্বাহা নমঃ, ওঁ তেজোঽধিপতয়ে শিখায়ে বষট্ নমঃ, ওঁ বিশ্বরূপায় কবচায় হুং নমঃ, সম্মুখে—ওঁ মহাদংষ্ট্রায় অস্ত্রায় ফট্ নমঃ। তাহার পর কোণসমূহে, অধঃ ও উর্ধ্বে অস্ত্রকে পূজা করিবেন। পত্রমধ্যে ওঁ চক্রায় নমঃ ইত্যাদি প্রকার মন্ত্রে চক্রায়, শঙ্খায়, খড়্গায়, খেটায়, গদায়, শক্তয়ে, বরায়, অভয়ায়—প্রণবাদি নমোঽন্ত মন্ত্রে অস্ত্র সমূহের পূজা করিয়া পত্রের বহির্ভাগে ইন্দ্রাদি লোকপাল ও বজ্রাদি অস্ত্রের পূজা করিয়া ধূপদান হইতে বিসর্জন পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্য শেষ করিবেন।

এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে লক্ষমন্ত্র জপ এবং মধুরাপ্লুত পদ্মের দ্বারা তাহার দশাংশ হোম

১। খ—অন্যদন্যত্রেতি নাস্তি।

অথ হরিহরঃ। মন্ত্রদেবপ্রকাশিকায়াং—তারো মায়া প্রাসাদং শঙ্কর-নারায়ণায় নমঃ প্রাসাদং মায়া তারঃ। তেন ওঁ হ্রীঁ হৌঁ শঙ্কর-নারায়ণায় নমঃ হৌঁ হ্রীঁ ওঁ ইতি ষোড়শাক্ষরমন্ত্রঃ। অস্য নারায়ণ ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দঃ হরিহরো দেবতা হৌঁ বীজং হ্রীঁ শক্তিঃ। পূজা তু প্রাতঃকৃত্যাদি-বৈষ্ণবোক্তং শৈবোক্তং বা পীঠন্যাসং বিধায় ঋষ্যাদীন্ ন্যস্য হ্রাঁ[১] অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, হ্রীঁ তর্জনীভ্যাং স্বাহেত্যাদি ষড়্দীর্ঘযুক্ত-মায়য়া করাঙ্গন্যাসৌ কৃত্বা ধ্যায়েৎ। তদ্ যথা (৩৭)—

শূলং চক্রং পাঞ্চজন্যমভীতিং দধতং করৈঃ।
স্ব-স্ব-ভূষাচ্ছ-লীলার্দ্ধদেহং হরিহরং ভজে ॥ ৩৮

এবং ধ্যাত্বা মানসৈঃ সম্পূজ্যার্ঘ্যং সংস্থাপ্য বৈষ্ণবোক্তং শৈবোক্তং বা পীঠার্চনং বিধায় পুনর্ধ্যাত্বাবাহনাদি-পঞ্চ-পুষ্পাঞ্জলিদান-পর্য্যন্তং বিধায়াবরণানি পূজয়েৎ। কেশরেষ্বগ্ন্যাদি-কোণেষু মধ্যে দিক্ষু চ ষড়ঙ্গেন সম্পূজ্য পূর্বাদি-

---

হইবে। তাহাই শারদাতিলকে বলিয়াছেন—লক্ষমেকং জপেন্ মন্ত্রং মধুরাক্তৈঃ সরোরুহৈঃ। জুহুয়াদ্ তদ্দশাংশেন পীঠে বিষ্ণুং প্রপূজয়েৎ।

অনন্তর হরিহর মন্ত্র। মন্ত্রদেব প্রকাশিকায় বলিয়াছেন—তার (ওঁ) মায়া (হ্রীং) প্রাসাদ (হৌং) শঙ্কর-নারায়ণায় নমঃ প্রাসাদ, মায়া ও তার। তাহাতে ওঁ হ্রীং হৌং শঙ্কর-নারায়ণায় নমঃ হৌং হ্রীং ওঁ এই ষোড়শাক্ষর মন্ত্র হয়। এই মন্ত্রের নারায়ণ ঋষি, অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ, হরিহর দেবতা, হৌং বীজ, হ্রীং শক্তি। এই মন্ত্রের পূজাপদ্ধতি—প্রাতঃকৃত্যাদি হইতে বৈষ্ণবোক্ত অথবা শৈবোক্ত পীঠন্যাস পর্য্যন্ত করিয়া পূর্বোক্তবৎ ঋষ্যাদি ন্যাস করিয়া, ওঁ হ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ ওঁ হ্রীং তর্জনীভ্যাং স্বাহা ইত্যাদি প্রকারে ছয়টি দীর্ঘ স্বর যুক্ত মায়াবীজের দ্বারা করন্যাস ও অঙ্গন্যাস করিয়া ধ্যান করিবেন। সেই ধ্যান যেমন শঙ্খং চক্রং ইত্যাদি (৩৭)—

ধ্যানের অর্থ—হস্ত সমূহের দ্বারা শূল, চক্র, পাঞ্চজন্য ও অভয় মুদ্রাধারী লীলায় স্বস্বভূষণে ভূষিত নির্মল হরি ও হরের অর্দ্ধদেহ ধারী হরিহরকে ভজনা করি। ৩৮

এই প্রকারে ধ্যান করিয়া মানস উপচারে পূজা করিয়া বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করিয়া বৈষ্ণবোক্ত অথবা শৈবোক্ত পীঠপূজা করিয়া, পুনরায় ধ্যান করিয়া আবাহন হইতে পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি দান পর্য্যন্ত সমস্ত করিয়া আবরণ পূজা করিবেন। কেশর সমূহের অগ্ন্যাদি কোণ সমূহে, মধ্যে ও দিক্ সমূহে পূর্বোক্ত প্রকারে ষড়ঙ্গের পূজা করিয়া

১। খ—হ্রীং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ হ্রীং তর্জনীভ্যাং।

পত্রেষু লক্ষ্মী-নারায়ণী-ধরা-ভূধরা[১]-ম্বিকা-ত্র্যম্বিকা-গঙ্গা-গঙ্গাধরাস্তদ্বহিরিন্দ্রাদীন্ সম্পূজ্য ধূপাদি বিসর্জনান্তং কর্ম সমাপয়েৎ। অত্র বজ্রাদি-পূজা নাস্ত্যনুক্তত্বাৎ। ৩৯

তথা— লক্ষমাত্রং জপেন্ মন্ত্রং তদ্দশাংশং ঘৃত-প্লুতৈঃ।
পায়সৈর্হবনং কুর্য্যাৎ সংস্কৃতে হব্যবাহনে॥ ৪০

বিষ্ণুমন্ত্রং রাত্রৌ ন জপেৎ। "ন জপেদ্ বৈষ্ণবং রাত্রৌ শক্তিমন্ত্রে ন দূষ্যতি"। ইতি বৈশম্পায়ন-সংহিতা-বচনাৎ॥ ৪১

ইতি বিষ্ণু-প্রকরণং সম্পূর্ণম্।

অথ শিবপ্রকরণম্

অথ বক্ষ্যে মহেশস্য মন্ত্রান্ সর্বসমৃদ্ধিদান্।
যৈঃ পূর্বমৃষয়ঃ প্রাপ্তাঃ শিবসাযুজ্যমঞ্জসা॥ ১
শান্তঃ সত্যান্ত-সংযুক্তো বিন্দু-ভূষিত-মস্তকঃ।
প্রাসাদাখ্যো মনুঃ প্রোক্তো ভজতাং কামদো মণিঃ॥ ২

পূর্বাদি পত্রে লক্ষ্মী, নারায়ণী, ধরা, ভূধরা, অম্বিকা, ত্র্যম্বিকা, গঙ্গা ও গঙ্গাধরাকে প্রণবাদি নমো অন্ত মন্ত্রে পূজা করিয়া তাহার বহির্ভাগে ইন্দ্রাদি লোকপালগণকে পূজা করিয়া ধূপদানাদি হইতে বিসর্জন পর্য্যন্ত কার্য্যগুলি শেষ করিবেন। এস্থলে বজ্রাদি অস্ত্রের পূজা নাই; যেহেতু তাহা মন্ত্রদেব প্রকাশিকাতে উক্ত হয় নাই। ৩৯

মন্ত্রদেব প্রকাশিকায় আরও উক্ত হইয়াছে—পুরশ্চরণে এই মন্ত্র এক লক্ষ জপ করিবে। ঘৃতাক্ত পায়সের দ্বারা সংস্কৃত অগ্নিতে তাহার দশাংশ হোম করিবে। ৪০

বিষ্ণুমন্ত্র রাত্রিতে জপ করিবেন না, যেহেতু "রাত্রিতে বৈষ্ণব মন্ত্র জপ করিবে না, কিন্তু শক্তিমন্ত্রে উহা দোষাবহ হয় না"। এইরূপ বৈশম্পায়ন সংহিতার বচন আছে। ৪১। বিষ্ণুপ্রকরণ সমাপ্ত হইল।

অনন্তর শিবপ্রকরণ আরব্ধ হইতেছে। যে মন্ত্র সমূহের দ্বারা ঋষিগণ পূর্বে শীঘ্র শিবসাযুজ্য লাভ করিয়াছিলেন, বিষ্ণুমন্ত্র কথনের অনন্তর মহেশ্বর শিবের সর্বসমৃদ্ধিপ্রদ সেই মন্ত্র সমূহ বলিব। ১

সান্ত হ সত্যান্ত ঔকার দ্বারা যুক্ত এবং মস্তকে বিন্দুভূষিত হইলে (হৌং) হয়। উহা প্রাসাদ নামক মন্ত্র। উহা ভজনাকারিগণের কামপ্রদ মণি কথিত হইয়াছে। ২

১। ক—ধরাভূধারা।

অস্য পূজা—প্রাতঃকৃত্যাদি-মাতৃকান্যাসং প্রাণায়ামাংশ্চ কৃত্বা শ্রীকণ্ঠ-ন্যাসং মাতৃকাস্থানে কুর্য্যাৎ। তদ্‌যথা—অং শ্রীকণ্ঠ-পূর্ণোদরীভ্যাং নমঃ। আং অনন্ত-বিরজাভ্যাং। ইং সূক্ষ্ম-শাল্মলীভ্যাং। ঈং ত্রিমূর্ত্তি-লোলাক্ষীভ্যাং উং অমরেশ্বর-বর্ত্তুলাক্ষীভ্যাং। ঊং অর্ঘীশ-দীর্ঘঘোণাভ্যাং। ঋং ভারভূতীশ-সুদীর্ঘ-মুখীভ্যাং। ৠং তিথীশ-গোমুখীভ্যাং। ঌং স্থাণু-দীর্ঘজিহ্বাভ্যাং[১]। ৡং হর-কুণ্ডোদরীভ্যাং। এং ঝিণ্টীশোর্দ্ধকেশীভ্যাং। ঐং ভৌতিক-বিকৃত-মুখীভ্যাং। ওং সদ্যোজাত-জ্বালামুখীভ্যাং। ঔং অনুগ্রহেশ্বরোল্কামুখীভ্যাং। অং অক্রুর-সুশ্রীমুখীভ্যাং[২]। অঃ মহাসেন-বিদ্যামুখীভ্যাং। কং ক্রোধীশ-মহাকালীভ্যাং[৩]। খং চণ্ডেশ-সরস্বতীভ্যাং[৪]। গং পঞ্চান্তক-সর্বসিদ্ধি-গৌরীভ্যাং[৫]। ঘং শিবোত্তম-ত্রৈলোক্যবিদ্যাভ্যাং। ঙং একরুদ্র-মন্ত্রশক্তিভ্যাং। চং কূর্মাত্মশক্তিভ্যাং। ছং একনেত্র-ভূতমাতৃভ্যাং[৬]। জং চতুরানন-লম্বোদরী-ভ্যাং। ঝং অজেশ-দ্রাবিণীভ্যাং[৭], ঞং শর্ব-নাগরীভ্যাং। টং সোমেশ-খেচরী-ভ্যাং। ঠং লাঙ্গলি-মঞ্জরীভ্যাং[৮]। ডং দারুক-রূপিণীভ্যাং। ঢং অর্দ্ধনারী-শ্বর-বীরিণীভ্যাং। ণং উমাকান্ত-কাকোদরীভ্যাং। তং আষাঢ়ি-পূতনাভ্যাং[৯]। থং দণ্ডি-ভদ্রকালীভ্যাং। দং অদ্রি-যোগিনীভ্যাং। ধং মীন-শঙ্খিনীভ্যাং[১০]। নং মেষ-গর্জ্জিনীভ্যাং। পং লোহিত-কালরাত্রিভ্যাং। ফং শিখি-কুব্জিনীভ্যাং। বং ছগলণ্ডেশ-কপর্দ্দিনীভ্যাং। ভং দ্বিরণ্ডেশ-বজ্রিণীভ্যাং। মং মহাকাল-জয়া-ভ্যাং। যং ত্বগাত্ম-বালি-সুমুখেশ্বরীভ্যাং। রং অসৃগাত্ম-ভুজঙ্গেশ-রেবতীভ্যাং। লং মাংসাত্ম-পিনাকীশ-মাধবীভ্যাং[১১]। বং মেদ-আত্ম-খড়্গীশ-বারুণীভ্যাং। শং অস্থ্যাত্ম-বক-বায়বীভ্যাং। ষং মজ্জাত্ম-শ্বেত-রক্ষো-বিদারিণীভ্যাং। সং শুক্রাত্ম-ভৃগ্বীশ-সহজাভ্যাং। হং প্রাণাত্ম-নকুলী-লক্ষ্মীভ্যাং। লং জীবাত্ম-শিব-ব্যাপিনীভ্যাং। ক্ষং ক্রোধাত্ম-সম্বর্ত্তক-মায়াভ্যাং[১২]। ততঃ সামান্য-

---

এই মন্ত্রের পূজাপদ্ধতি—প্রাতঃকৃত্যাদি হইতে মাতৃকান্যাস ও প্রাণায়াম-ত্রয় করিয়া মাতৃকান্যাস স্থানে মূলোক্ত প্রকারে শ্রীকণ্ঠ ন্যাস কৰিবেন। তাহার পর

১। ক—স্থাণুকদার্ঘ-জিহ্বিকা। ২। খ—অং ক্রূরসুশ্রী। ৩। ক+খ—ক্রোধীশ-সর্বসিদ্ধি মহা। ৪। ক+খ—চণ্ডেশ-সর্বসিদ্ধি সর। ৫। ক+খ—পঞ্চান্তক-গৌরী। ৬। ক—ছং নেত্রভূতমাতৃভ্যাং। ৭। ক—অজেশ-দ্রবিণীভ্যাং। ৮। খ—লাঙ্গলি মঞ্জুরীভ্যাং। ৯। খ—তং মাষাঢ়িপূতনাভ্যাং। ১০। খ—শঙ্কিনীভ্যাং। ১১। খ—পিনাকীশ-মাধুরীভ্যাং। ১২। খ—সম্বর্ত্ত-মায়াভ্যাং।

পদ্ধত্যুক্ত-পীঠন্যাসং কৃত্বা পীঠশক্তীর্ন্যসেৎ। যথা—বামায়ৈ নমঃ এবং জ্যেষ্ঠায়ৈ, রৌদ্র্যৈ, কাল্যৈ, কলবিকরণ্যৈ, বলবিকরণ্যৈ, বলপ্রমথন্যৈ[১], সর্বভূতদমন্যৈ। এতা হৃৎপদ্মস্য পূর্বাদি-কেশরেষু বিন্যস্য মধ্যে ওঁ মনোন্মন্যৈ, তদুপরি ওঁ নমো ভগবতে সকলগুণাত্ম-শক্তি-যুক্তায়ানন্তায় যোগপীঠাত্মনে নমঃ॥ ৩

ততঃ ঋষ্যাদিন্যাসঃ। শিরসি—বামদেবায় ঋষয়ে নমঃ। মুখে—পঙ্‌ক্তি-চ্ছন্দসে নমঃ, হৃদি—সদাশিবায় দেবতায়ৈ নমঃ। ততঃ করাঙ্গন্যাসৌ। হাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ ইত্যাদি ষড়্‌দীর্ঘ-যুক্তেন ন্যসেৎ। এবং হৃদয়াদিষু। ততঃ ঈশানাদ্যাঃ করয়োঃ পঞ্চ মূর্ত্তীর্ন্যসেৎ। যথা অঙ্গুষ্ঠয়োঃ—হোং[২] ঈশানায় নমঃ। তর্জন্যোঃ—হেং তৎপুরুষায় নমঃ। মধ্যময়োঃ—হুং অঘোরায় নমঃ। অনামিকয়োঃ—হিং বামদেবায় নমঃ। কনিষ্ঠয়োঃ—হং সদ্যোজাতায় নমঃ। ততস্তত্তদঙ্গুলীভিঃ হোং[৩] ঈশানায় নমঃ ইত্যাদি শিরো-বদন-হৃদ্-গুহ্য-পাদেষু

সামান্য পূজা পদ্ধতি কথিত পীঠন্যাস করিয়া হৃৎপদ্মের পূর্বাদি কেশরে পীঠশক্তির ন্যাস করিবেন। যথা—ওঁ বামায়ৈ নমঃ। এইরূপ জ্যৈষ্ঠায়ৈ, রৌদ্র্যৈ, কাল্যৈ, কল-বিকরণ্যৈ, বলবিকরণ্যৈ, বলপ্রমথন্যৈ ও সর্বভূতদমন্যৈ নমঃ। মধ্যে—ওঁ মনোন্মন্যৈ নমঃ। তাহার উপরিভাগে ওঁ নমো ভগবতে সকলগুণাত্মশক্তিযুক্তায়ানন্তায় যোগ-পীঠাত্মনে নমঃ। ৩

তাহার পর ঋষ্যাদি ন্যাস করিবেন। যথা ওঁ অস্য শ্রীপ্রাসাদমন্ত্রস্য বামদেব ঋষিঃ পঙ্‌ক্তিঃ ছন্দঃ, সদাশিবো দেবতা হং বীজং ঔং শক্তিঃ সর্বসিদ্ধিলাভার্থে ন্যাসে বিনিযোগঃ। মস্তকে—ওঁ বামদেবায় ঋষয়ে নমঃ। মুখে—ওঁ পঙ্‌ক্তিচ্ছন্দসে নমঃ। হৃদয়ে—ওঁ সদাশিবায় দেবতায়ৈ নমঃ। গুহ্যে—ওঁ হৌং বীজায় নমঃ, পাদদ্বয়ে—ওঁ ঔং শক্তয়ে নমঃ। তাহার পর হকারে ছয়টি দীর্ঘস্বর যুক্ত করিয়া ওঁ হাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ওঁ হাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি প্রকারে করাঙ্গন্যাস করিবেন। তাহার পর হকারে ওকারাদি পঞ্চ হ্রস্ব স্বর ও এ উ ই অ যুক্ত অঙ্গুষ্ঠাদি অঙ্গুলিতে মূলোক্ত প্রকারে যথা-ক্রমে ন্যাস করিবেন। যেমন অঙ্গুষ্ঠদ্বয়ে—ওঁ হোং ঈশানায় নমঃ। তর্জনীদ্বয়ে—ওঁ হেং তৎপুরুষায় নমঃ। মধ্যমাদ্বয়ে—ওঁ হুং অঘোরায় নমঃ। অনামিকাদ্বয়ে—ওঁ হিং বামদেবায় নমঃ। কনিষ্ঠাদ্বয়ে—ওঁ হং সদ্যোজাতায় নমঃ। তাহার পর সেই সেই অঙ্গুলি দ্বারা অর্থাৎ সমষ্টি অঙ্গুষ্ঠের দ্বারা মস্তকে, সাঙ্গুষ্ঠ তর্জনী দ্বারা মুখে, সাঙ্গুষ্ঠ মধ্যমা দ্বারা হৃদয়ে, সাঙ্গুষ্ঠ অনামিকা দ্বারা গুহ্যে ও সাঙ্গুষ্ঠ কনিষ্ঠা দ্বারা পাদ দেশে যথাক্রমে ওঁ হোং ঈশানায় নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে পঞ্চ মূর্ত্তির ন্যাস করিবেন।

১। খ—বলপ্রমথিন্যৈ ইতি নাস্তি। ২। খ—হৌং। ৩। খ—হৌং।

পঞ্চমূর্ত্তীর্ন্যসেৎ। তত[1] ঊর্দ্ধ-প্রাগ্-দক্ষিণোদীচ্য-পশ্চিম-মুখেষু তত্তদঙ্গুলীভিস্তত্তদ্বীজৈস্তত্তন্-মূর্ত্তীর্ন্যসেৎ। শূদ্রস্তু এতৎ-পর্য্যন্তং ন্যাসং কৃত্বা ধ্যায়েৎ, অন্যত্রাঽনধিকারাৎ। ৪

তত পূর্ব-দক্ষিণ-পশ্চিমোত্তর-মধ্য-মুখেষু ঈশানস্য শশিন্যাদি-পঞ্চকলা ঈশান ইত্যাদি ব্রহ্মঋচ পদাদিকাঃ প্রণবাদ্যা নমোঽন্তা ন্যসেৎ। যথা—

ওঁ ঈশানঃ সর্ববিদ্যানাং ওঁ শশিন্যৈ কলায়ৈ নমঃ। ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং ওঁ অঙ্গদায়ৈ কলায়ৈ নমঃ। ব্রহ্মাধিপতির্ব্রহ্মণোঽধিপতির্ব্রহ্মা ওঁ ইষ্টদায়ৈ কলায়ৈ নমঃ। শিবো মেঽস্তু ওঁ মরীচ্যৈ কলায়ৈ নমঃ। সদাশিবোম্ ওঁ অংশুমালিন্যৈ কলায়ৈ নমঃ। ৫

ততঃ পূর্ব-পশ্চিম-দক্ষিণোত্তর-বক্ত্রেষু তৎপুরুষস্য চতস্রঃ কলা ন্যসেৎ। যথা—ওঁ তৎপুরুষায় বিদ্মহে ওঁ শান্ত্যৈ কলায়ৈ নমঃ। মহাদেবায় ধীমহি ওঁ বিদ্যায়ৈ কলায়ৈ নমঃ। তন্নো রুদ্রঃ ওঁ প্রতিষ্ঠায়ৈ কলায়ৈ নমঃ। প্রচোদয়াৎ ওঁ নিবৃত্ত্যৈ কলায়ৈ নমঃ। ৬

তাহার পর নিজের মস্তকে কল্পিত ঊর্ধ্বমুখে, পূর্বমুখে, দক্ষিণমুখে, উত্তরমুখে ও পশ্চিমমুখে সেই সেই বীজের সহিত ওঁ হোং ঈশানায় নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে পঞ্চ মূর্ত্তির ন্যাস করিবেন। শূদ্র এই পর্য্যন্ত ন্যাস করিয়া ধ্যান করিবেন। অন্য ন্যাসে তাঁহাদের অধিকার নাই। ৪

তাহার পর ঊর্ধ্ব মুখে, পূর্ব মুখে, দক্ষিণ মুখে, পশ্চিম মুখে ও উত্তর মুখে তৈত্তিরীয় শাখায় উক্ত ঈশান ইত্যাদি ব্রহ্ম ঋকের পদের পরে প্রণব শশিন্যাদি কলার অন্তে নমঃ দিয়া ঈশানের শশিনী প্রভৃতি কলাকে ন্যাস করিবেন। যথা ঊর্ধ্বমুখে—ওঁ ঈশানঃ সর্ববিদ্যানাং ওঁ শশিন্যৈ কলায়ৈ নমঃ। পূর্বমুখে—ওঁ ঈশ্বর সর্বভূতানাং ওঁ অঙ্গদায়ৈ কলায়ৈ নমঃ। দক্ষিণমুখে—ওঁ ব্রহ্মাধিপতির্ব্রহ্মণোঽধিপতির্ব্রহ্মা ওঁ ইষ্টদায়ৈ কলায়ৈ নমঃ। পশ্চিমমুখে—ওঁ শিবোমেঽস্তু ওঁ মরীচ্যৈ কলায়ৈ নমঃ। উত্তরমুখে—ওঁ সদাশিবোম্ ওঁ অংশুমালিন্যৈ কলায়ৈ নমঃ। ৫

তাহার পর পূর্ব, পশ্চিম, দক্ষিণ ও উত্তর মুখে তৎপুরুষের চারিটি কলা ন্যাস করিবেন। যথা পূর্বমুখে—ওঁ তৎপুরুষায় বিদ্মহে ওঁ শান্ত্যৈ কলায়ৈ নমঃ। পশ্চিমমুখে—ওঁ মহাদেবায় ধীমহি ওঁ বিদ্যায়ৈ কলায়ৈ নমঃ। দক্ষিণমুখে—ওঁ তন্নো রুদ্রঃ ওঁ প্রতিষ্ঠায়ৈ কলায়ৈ নমঃ। উত্তরমুখে—ওঁ প্রচোদয়াৎ ওঁ নিবৃত্ত্যৈ কলায়ৈ নমঃ। ৬

১। খ—পাদেষু মূর্ত্তীর্ন্যস্য তত্র ঊর্ধ্বপ্রাগ্‌দক্ষিণোত্তর। ক—মূর্ত্তীর্ন্যসেৎ। ততঃ ঊর্ধ্বপ্রাগ্‌-দক্ষিণপশ্চিমোত্তর।

ততো হৃদয়ে গ্রীবায়াং অংসদ্বয়ে নাভৌ কুক্ষৌ পৃষ্ঠে বক্ষসি অঘোরস্যাষ্টৌ কলা ন্যসেৎ। ওঁ অঘোরেভ্যঃ ওঁ উমায়ৈ কলায়ৈ নমঃ। অথ ঘোরেভ্যঃ[১] ওঁ মোহায়ৈ কলায়ৈ নমঃ। ঘোর ওঁ ক্ষমায়ৈ কলায়ৈ নমঃ। ঘোরতরেভ্যঃ ওঁ নিদ্রায়ৈ কলায়ৈ নমঃ। সর্বতঃ শর্ব ওঁ ব্যাধয়ে কলায়ৈ নমঃ। শর্বেভ্যঃ ওঁ মৃত্যবে কলায়ৈ নমঃ। নমস্তেঽস্তু ওঁ ক্ষুধায়ৈ কলায়ৈ নমঃ। রুদ্ররূপেভ্যঃ ওঁ তৃষায়ৈ[২] কলায়ৈ নমঃ। ৭

ততো গুহ্যে অণ্ডকোষে উরুদ্বয়ে জানুদ্বয়ে জঙ্ঘাদ্বয়ে স্ফিক্‌দ্বয়ে কট্যাং পার্শ্বয়োঃ বামদেবস্য ত্রয়োদশকলা ন্যসেৎ। যথা ওঁ বামদেবায় নমঃ ওঁ রজায়ৈ কলায়ৈ[৩] নমঃ। জ্যেষ্ঠায় নমঃ ওঁ রক্ষায়ৈ কলায়ৈ নমঃ। রুদ্রায় নমঃ ওঁ রত্যৈ[৪] কলায়ৈ নমঃ। কালায় নমঃ ওঁ পালিন্যৈ[৫] কলায়ৈ নমঃ। কল ওঁ কামায়ৈ কলায়ৈ নমঃ। বিকরণায় নমঃ ওঁ সংযমিন্যৈ কলায়ৈ নমঃ। বল ওঁ ক্রিয়ায়ৈ কলায়ৈ নমঃ। বিকরণায় নমঃ ওঁ বৃদ্ধ্যৈ[৬] কলায়ৈ নমঃ। বল ওঁ স্থিরায়ৈ কলায়ৈ নমঃ। প্রমথনায় নমঃ ওঁ রাত্র্যৈ[৭] কলায়ৈ নমঃ।

তাহার পর হৃদয়, গ্রীবায়, অংসদ্বয়ে, নাভিতে, কুক্ষিতে, পৃষ্ঠে ও বক্ষে অঘোরের আটটি কলান্যাস করিবেন। যথা হৃদয়ে—ওঁ অঘোরেভ্যঃ ওঁ উমায়ৈ কলায়ৈ নমঃ। গ্রীবায়—ওঁ অথ ঘোরেভ্যঃ ওঁ মোহায়ৈ কলায়ৈ নমঃ। দক্ষিণ স্কন্ধে—ওঁ ঘোর ওঁ ক্ষমায়ৈ কলায়ৈ নমঃ। বামস্কন্ধে—ওঁ ঘোরতরেভ্যঃ ওঁ নিদ্রায়ৈ কলায়ৈ নমঃ। নাভিতে—ওঁ সর্বতঃ সর্ব ওঁ ব্যাধয়ে কলায়ৈ নমঃ। কুক্ষিতে—ওঁ শর্বেভ্যঃ ওঁ মৃত্যবে কলায়ৈ নমঃ। পৃষ্ঠে—ওঁ নমস্তেঽস্তু ওঁ ক্ষুধায়ৈ কলায়ৈ নমঃ। বক্ষে—ওঁ রুদ্ররূপেভ্যঃ তৃষ্ণায়ৈ কলায়ৈ নমঃ। ৭

তাহার পর গুহ্যে, অণ্ডকোষে, উরুদ্বয়ে জানুদ্বয়ে, জঙ্ঘাদ্বয়ে, স্ফিক্ (পাছা) দ্বয়ে, কটিতে ও পার্শ্বদ্বয়ে বামদেবের ত্রয়োদশ কলার ন্যাস করিবেন। যথা গুহ্যে—ওঁ বামদেবায় নমঃ ওঁ ঊর্দ্ধ্বায়ৈ কলায়ৈ নমঃ। অণ্ডকোষে—ওঁ জ্যেষ্ঠায় নমঃ ওঁ রক্ষায়ৈ কলায়ৈ নমঃ। দক্ষিণ উরুতে—ওঁ রুদ্রায় নমঃ ওঁ তুষ্ট্যৈ কলায়ৈ নমঃ। উরুতে—ওঁ কালায় নমঃ ওঁ কপালিন্যৈ কলায়ৈ সমঃ। দঃ জানুতে—ওঁ বিকরণায় নমঃ ওঁ সংযমিন্যৈ কলায়ৈ নমঃ। দঃ জঙ্ঘাতে—ওঁ বল ওঁ ক্রিয়ায়ৈ কলায়ৈ নমঃ। বাম জঙ্ঘাতে—ওঁ বিকরণায় নমঃ ওঁ বুদ্ধ্যৈ কলায়ৈ নমঃ। দঃ পাছাতে—ওঁ বল ওঁ স্থিরায়ৈ কলায়ৈ নমঃ। বাঃ পাছাতে—ওঁ প্রমথনায় নমঃ ওঁ ধাত্র্যৈ কলায়ৈ নমঃ।

১। খ—ওঁ অঘোরেভ্যঃ ওঁ মোহায়ৈ। ২। ক+খ—তৃষ্ণায়ৈ। ৩। ক+খ—ঊর্দ্ধায়ৈ। ৪। ক+খ—তুষ্ট্যৈ। ৫। ক+খ—কপালিন্যৈ। ৬। ক+খ—বৃদ্ধ্যৈ। ৭। ক+খ—মাত্র্যৈ।

সর্বভূতদমনায় নমঃ ওঁ ভ্রামিণ্যৈ কলায়ৈ নমঃ। মন ওঁ মোহিন্যৈ[১] কলায়ৈ নমঃ। উন্মনায় নমঃ ওঁ জরায়ৈ[২] কলায়ৈ নমঃ। ৮

ততঃ পাদয়োঃ দোস্তলয়ো[৩]র্নাসিকায়াং মূর্ধ্নি বাহু-যুগ্মে সদ্যোজাতস্যাষ্টৌ কলা ন্যসেৎ। যথা ওঁ সদ্যোজাতং প্রপদ্যামি ওঁ সিদ্ধ্যৈ কলায়ৈ নমঃ। সদ্যোজাতায় বৈ নমঃ ওঁ বৃদ্ধ্যৈ[৪] কলায়ৈ নমঃ। ভবে ওঁ দ্যুত্যৈ[৫] কলায়ৈ নমঃ।অভবে ওঁ লক্ষ্ম্যৈ কলায়ৈ নমঃ। অনাতিভবে ওঁ মেধায়ৈ কলায়ৈ নমঃ। ভজস্ব মাং ওঁ প্রজ্ঞায়ৈ কলায়ৈ নমঃ। ভব ওঁ প্রভায়ৈ কলায়ৈ নমঃ। উদ্ভবায়[৬] নমঃ ওঁ স্বধায়ৈ[৭] কলায়ৈ নমঃ। ৯

ততঃ পঞ্চাঙ্গুলীষু ঈশানাদ্যাঃ পঞ্চ ঋচো ন্যসেৎ। যথা—

(১) ওঁ ঈশানঃ সর্ববিদ্যানামীশ্বরঃ সর্বভূতানাং ব্রহ্মাধিপতির্ব্রহ্মণো অধিপতির্ব্রহ্মা শিবোমেঽস্তু সদাশিবোঁ। ১০

(২) ওঁ তৎপুরুষায় বিদ্মহে মহাদেবায় ধীমহি তন্নো রুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ। ১১

(৩) ওঁ অঘোরেভ্যোঽথ ঘোরেভ্যো ঘোরঘোরতরেভ্যঃ সর্বতঃ শর্ব-সর্বেভ্যো নমস্তেঽস্তু রুদ্ররূপেভ্যঃ। ১১

কটিতে—ওঁ সর্বভূতদমনায় নমঃ ওঁ ভ্রামিণ্যৈ কলায়ৈ নমঃ। দঃ পার্শ্বে—ওঁ নমঃ ওঁ মোহিন্যৈ কলায়ৈ নমঃ। বাঃ পার্শ্বে—ওঁ উন্মনায় নমঃ ওঁ জয়ায়ৈ কলায়ৈ নমঃ। ৮

তাহার পর পাদদ্বয়ে, হস্ততলদ্বয়ে, নাসিকায়, মস্তকে ও বাহুদ্বয়ে সদ্যোজাতের আটটি কলা ন্যাস করিবেন। যথা দঃ পাদে—ওঁ সদ্যোজাতং প্রপদ্যামি ওঁ সিদ্ধ্যৈ কলায়ৈ নমঃ। বাঃ পাদে—ওঁ সদ্যোজাতায় বৈ নমঃ ওঁ বৃদ্ধ্যৈ কলায়ৈ নমঃ। দঃ হস্ততলে—ওঁ ভবে ওঁ মত্যৈ কলায়ৈ নমঃ। বাঃ হস্ততলে—ওঁ অভবে ওঁ লক্ষ্ম্যৈ কলায়ৈ নমঃ। নাসিকায়—ওঁ অনাতিভবে ওঁ মেধায়ৈ কলায়ৈ নমঃ। মস্তকে—ওঁ ভজস্ব মাং ওঁ প্রজ্ঞায়ৈ কলায়ৈ নমঃ। দঃ বাহুতে—ওঁ ভব ওঁ প্রভায়ৈ কলায়ৈ নমঃ। বাঃ বাহুতে—ওঁ উদ্ভবায় নমঃ ওঁ সুধায়ৈ কলায়ৈ নমঃ। ৯

তাহার পর পাচটি অঙ্গুলিতে অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ ইত্যাদি যোগ করিয়া পাঁচটি ঋকের ন্যাস করিবেন। (১) অঙ্গুষ্ঠদ্বয়ে ওঁ ঈশানঃ সর্ববিদ্যানামীশ্বরঃ সর্বভূতানাং ব্রহ্মাধিপতির্ব্রহ্মণোঽধিপতির্ব্রহ্মা শিবো মেঽস্তু সদাশিবোম্ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। (২) তর্জনীতে—ওঁ তৎপুরুষায় বিদ্মহে মহাদেবায় ধীমতি তন্নো রুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ

১। খ—মোহিন্যৈ কলায়ৈ নমঃ। সদ্যোজাতায় বৈ নমঃ ওঁ বৃদ্ধ্যৈ ইতি পাঠঃ। ২। ক+খ—জয়ায়ৈ। ৩। ক+খ—পার্শ্বয়োঃ স্তনয়োঃ। ৪। ক+খ—বুদ্ধ্যৈ। ৫। ক+খ—মত্যৈ। ৬। খ—উদ্ভবায়। ৭। ক+খ—সুধায়ৈ।

(৪) ওঁ বামদেবায় নমো জ্যেষ্ঠায় নমো রুদ্রায় নমঃ কালায় নমঃ কলবিকরণায় নমো বলবিকরণায় নমো বলপ্রমথনায় নমঃ সর্বভূত-দমনায় নমো মনোন্মনায় নমঃ। ১৩

(৫) ওঁ সদ্যোজাতং প্রপদ্যামি সদ্যোজাতায় বৈ নমঃ।

ভবে[১] ভবেঽনাতিভবে ভজস্ব মাং ভবোদ্ভবায় নমঃ॥ ১৪

এবং মূর্দ্ধাস্য-হৃদয়-গুহ্য-পাদেষু এতা ঋচো ন্যসেৎ। ততোঽঙ্গন্যাসান্তরং[২] কুর্য্যাৎ। যথা—ঐং ক্লীং ব্লূং স্ত্রীং সঃ সর্বজ্ঞায় হৃদয়ায় নমঃ। অমৃত-তেজোমালিনে নিত্যতৃপ্তায় ব্রহ্মণে শিরসে স্বাহা। জ্বলিত-শিখি-শিখায় অনাদিবোধায় শিখায়ৈ বষট্। বজ্রিণে বজ্রহস্তায় স্বতন্ত্রায় কবচায় হুঁ। সৌং বৌং হৌং পুরতো লুপ্তশক্তয়ে নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। শ্লীং ত্রীং পশুং হুং ফট্ অনন্তশক্তয়ে অস্ত্রায় ফট্। ততো ধ্যানম্ (১৫)—

মুক্তা-পীত-পয়োদ-মৌক্তিক-জবা-বর্ণৈর্মুখৈঃ পঞ্চভি-
স্ত্র্যক্ষৈরঞ্চিতমীশমিন্দু-মুকুটং পূর্ণেন্দু-কোটি-প্রভম্।

তর্জনীভ্যাং স্বাহা। (৩) মধ্যমাদ্বয়ে—ওঁ অঘোরেভ্যোঽথ ঘোরেভ্যো ঘোরঘোরতরেভ্যঃ সর্বতঃ সর্বশর্বেভ্যো নমস্তেঽস্তু রুদ্ররূপেভ্যঃ মধ্যমাভ্যাং বষট্। (৪) অনামাদ্বয়ে—ওঁ বামদেবায় নমো জ্যেষ্ঠায় নমো রুদ্রায় নমঃ কালায় নমঃ কলবিকরণায় নমো বলায় নমো বলপ্রমথনায় নমঃ সর্বভূত দমনায় নমো মনোন্মনায় নমঃ অনামাকিভ্যাং হুং। (৫) কনিষ্ঠাদ্বয়ে—ওঁ সদ্যোজাতং প্রপদ্যামি সদ্যোজাতায় বৈ নমঃ। ভবেঽভবে নাতিভবে ভজস্ব মাং ভবোদ্ভবায় নমঃ কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। ১০-১৪

এইরূপ, মস্তকে, মুখে, গুহ্যে ও পাদে এই পাঁচটি ঋক্ ন্যাস করিবেন। তাহার পর অন্যরূপ অঙ্গন্যাস করিবেন। যথা (১)—ঐং ক্লীং ব্লূং স্ত্রীং সঃ সর্বজ্ঞায় হৃদয়ায় নমঃ। (২) ঐং ক্লীং ব্লূং স্ত্রীং সঃ অমৃত-তেজোমালিনে নিত্যতৃপ্তায় ব্রহ্মশিরসে শিরসে স্বাহা। (৩) ঐং ক্লীং ব্লূং স্ত্রীং সঃ জ্বলিত-শিখিশিখায়ানাদিবোধায় শিখায়ৈ বষট্। (৪) ঐং ক্লীং ব্লূং স্ত্রীং সঃ বজ্রিণে বজ্রহস্তায় কবচায় হুম্। (৫) সৌং বৌং হৌং পরতোঽলুপ্তশক্তয়ে নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। (৬) শ্লীং ত্রীং পশুং হুং ফট্ অনন্ত-শক্তয়ে অস্ত্রায় ফট্। তাহার পর মূলোক্ত ধ্যান করিবেন। (১৫)—

ধ্যানের অর্থ—মুক্তাবর্ণ ঊর্ধ্বমুখ, পীতবর্ণ পূর্বমুখ, পয়োদ (নীলমেঘ) বর্ণ দক্ষিণ মুখ, মুক্তাবর্ণ পশ্চিমমুখ ও জবাবর্ণ উত্তরমুখ—এই পঞ্চমুখ বিশিষ্ট, তিনটি নয়নের

১। খ—ভাবভাবনাদি ভবে। ২। খ—ততোঽঙ্গন্যাসানন্তরং।

শূলং টঙ্ক-কৃপাণ-বজ্র-দহনান্ নাগেন্দ্র-ঘণ্টাঙ্কুশান্
পাশং ভীতিহরং দধানমমিতাকল্লোজ্জ্বলাঙ্গং ভজে ॥ ১৬

এবং ধ্যাত্বা মানসৈঃ সম্পূজ্যার্ঘ্যং সংস্থাপ্য শৈবোক্ত-পীঠ-মন্বন্তাং পীঠ-পূজাং বিধায় পুনর্ধ্যাত্বাবাহনাদি-পঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদান-পর্য্যন্তং বিধায়াবরণানি পূজয়েৎ। যথা ঐশান্যাং—ওঁ ঈশানায় নমঃ। পূর্বে—তৎপুরুষায়। দক্ষিণে—অঘোরায়। উত্তরে—বামদেবায়। পশ্চিমে—সদ্যোজাতায়। তত ঈশানাদি-কোণেষু নিবৃত্ত্যৈ প্রতিষ্ঠায়ৈ বিদ্যায়ৈ শান্ত্যৈ। অষ্টপত্রেষু এষু[১] পূর্বাদিতঃ[২]—অনন্তায়, সূক্ষ্মায়, শিবোত্তমায়, একনেত্রায়, একরুদ্রায়[৩], ত্রিনেত্রায়[৪], শ্রীকণ্ঠায়[৫], শিখণ্ডিনে। উত্তরাদি-পত্রাগ্রেষু উমায়ৈ, চণ্ডেশ্বরায়, নন্দিনে, মহাকালায়, গণেশায়, বৃষায়, ভৃঙ্গরীটায়, স্কন্দায়। তদ্বহিরিন্দ্রাদীন্ বজ্রাদীংশ্চ সম্পূজ্য ধূপাদি-বিসর্জনান্তং কর্ম সমাপয়েৎ। ১৭

অস্য পুরশ্চরণং পঞ্চলক্ষজপঃ। যথা—

দ্বারা ভূষিত, চন্দ্রমৌলি, কোটি কোটি পূর্ণেন্দুর প্রভায় ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট, দক্ষিণের ঊর্ধ্বাদি হস্তে শূল, টঙ্ক, কৃপাণ, বজ্র ও অগ্নি এবং বামের ঊর্ধ্বাদি হস্তে সর্পরাজ, ঘণ্টা, অঙ্কুশ, পাশ ও অভয় মুদ্রাধারী, অপরিমিত ভূষণে উজ্জ্বল ঈশকে ধ্যান করিবে। ১৬

এই প্রকারে ধ্যান করিয়া, মানস উপচারে পূজা করিয়া, বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করিয়া শৈব পীঠমন্ত্র পর্য্যন্ত পীঠপূজা করিয়া পুনরায় ধ্যান ও আবাহন হইতে পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি দান পর্য্যন্ত কর্মসমূহ করিয়া, আবরণ পূজা করিবেন। যথা ঈশানে—ওঁ ঈশানায় নমঃ। পূর্বে—ওঁ তৎপুরুষায় নমঃ। দক্ষিণে—ওঁ অঘোরায় নমঃ। উত্তরে—ওঁ বামদেবায় নমঃ। পশ্চিমে—ওঁ সদ্যোজাতায় নমঃ। তাহার পর ঈশানাদি কোণ সমূহে ওঁ নিবৃত্ত্যৈ নমঃ। এইরূপ প্রতিষ্ঠায়ৈ, বিদ্যায়ৈ, শান্ত্যৈ। পূর্ববৎ ষড়ঙ্গের পূজা করিয়া পরে পূর্বাদি অষ্ট পত্রমধ্যে বিদ্যেশ্বর, অনন্ত প্রভৃতিকে ওঁ অনন্তায় নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে পূজা করিবেন। অনন্তের পূজার পর সূক্ষ্মায়, শিবোত্তমায়, একনেত্রায়, ত্রিমূর্ত্তয়ে, শ্রীকণ্ঠায় শিতিকণ্ঠায়, শিখণ্ডিনে নমঃ মন্ত্রে পূজা করিয়া তাহার পর উমায়ৈ, চণ্ডেশ্বরায়, নন্দিনে, মহাকালায়, গণেশায়, ভৃঙ্গরীটায়, স্কন্দায় নমঃ মন্ত্রে উমাদির পূজা করিয়া পত্রের বহির্ভাগে ইন্দ্রাদি লোকপাল ও বজ্রাদি অস্ত্র সমূহের পূজা করিয়া ধূপদান হইতে বিসর্জন পর্য্যন্ত কর্ম শেষ করিবেন। ১৭

১। খ—এষু ইতি নাস্তি। ২। ক—পূর্বাদি। ৩। ক+খ—একরুদ্রায়েতি নাস্তি। ৪। ক+খ—ত্রিনেত্রায়েত্যত্র ত্রিমূর্ত্তয়ে। ৫। ক+খ—শ্রীকণ্ঠায় শিতিকণ্ঠায় শিখণ্ডিনে।

এবং ধ্যাত্বা জপেন্ মন্ত্রং পঞ্চলক্ষং মধু-প্লুতৈঃ।
প্রসূনৈঃ করবীরোত্থৈর্জুহুয়াৎ তদ্দশাংশতঃ॥ ১৮

অথ মন্ত্রান্তরম্—হৃদয়ং বপরং সাক্ষি-লান্তোঽনন্তান্বিতো মরুৎ।
পঞ্চাক্ষরো মনুঃ প্রোক্তস্তারাদ্যোঽয়ং ষড়ক্ষরঃ॥ ১৯

বপরং তালব্য-শকারঃ। সাক্ষি তৃতীয়-স্বরবৎ। লান্তো বকারঃ। অনন্ত আকারঃ। মরুৎ যকারঃ। ইত্যেকঃ। প্রণবাদিশ্চেদপরঃ। ২০

অনয়োঃ পূজা। প্রাতঃকৃত্যাদি-শৈবোক্ত-পীঠমন্বন্তং ন্যাসং বিধায় ঋষ্যাদীন্ ন্যসেৎ। বামদেব ঋষিঃ পঙ্‌ক্তিশ্ছন্দঃ ঈশানো দেবতা। ততো মূর্ত্তিন্যাসঃ। তর্জন্যোঃ—নং তৎপুরুষায় নমঃ। মধ্যময়োঃ—মং অঘোরায় নমঃ। কনিষ্ঠয়োঃ—শিং সদ্যোজাতায় নমঃ। অনামিকয়োঃ—বাং বামদেবায় নমঃ। অঙ্গুষ্ঠয়ো—য়ং ঈশানায়। ২১

এই মন্ত্রের পুরশ্চরণ পাঁচলক্ষ মন্ত্র জপ। যেমন শারদাতিলকে বলিয়াছেন—এই প্রকারে ধ্যান করিয়া, পাঁচ লক্ষ মন্ত্র জপ করিবেন এবং মধু দ্বারা আপ্লুত করবীর পুষ্পের দ্বারা জপের দশাংশ হোম করিবেন। ১৮

অনন্তর শিবের মন্ত্রান্তর—প্রথমে হৃদয় (নমঃ) পরে অক্ষি (ই) যুক্ত বপর শ অর্থাৎ শি, পরে অনন্ত (আ) যুক্ত লান্ত ব অর্থাৎ বা, পরে মরুৎ য। শিবের এই পঞ্চাক্ষর মন্ত্র কথিত হইয়াছে। উহা প্রণবাদি হইলে ষড়ক্ষর হয়। ১৯

বপর—তালব্য শকার। সাক্ষি—তৃতীয় স্বরবান্। লান্ত—বকার। অনন্ত—আকার। মরুৎ—যকার। ইহা একটি মন্ত্র। উহা যদি প্রণবাদি হয়, তবে আর একটি ষড়ক্ষর মন্ত্র হয়। ২০

এই দুই মন্ত্রের পূজা পদ্ধতি এইরূপ—প্রাতঃকৃত্যাদি হইতে শৈবোক্ত পীঠমন্ত্র পর্য্যন্ত ন্যাস করিয়া, ঋষ্যাদি ন্যাস করিবেন। যথা—অস্য শ্রীশিবমন্ত্রস্য বামদেব ঋষিঃ পঙ্‌ক্তিশ্ছন্দঃ ঈশো দেবতা ওঁকারো বীজং উং শক্তিঃ মমাভীষ্টসিদ্ধ্যর্থং পূজনে বিনিযোগঃ। মস্তকে—ওঁ বামদেবায় ঋষয়ে নমঃ। মুখে—ওঁ পঙ্‌ক্তিছন্দসে নমঃ। হৃদয়ে—ওঁ ঈশায় দেবতায়ৈ নমঃ। গুহ্যে—ওঁ বীজায় নমঃ। পাদদ্বয়ে—ওঁ উং শক্তয়ে নমঃ। তাহার পর মূর্ত্তিন্যাস করিবেন। যথা তর্জনীদ্বয়ে—ওঁ নং তৎপুরুষায় নমঃ। মধ্যমাদ্বয়ে—ওঁ মং অঘোরায় নমঃ। কনিষ্ঠাদ্বয়ে—ওঁ শিং সদ্যোজাতায় নমঃ। অনামিকাদ্বয়ে—ওঁ বাং বামদেবায় নমঃ। অঙ্গুষ্ঠদ্বয়ে—ওঁ য়ং ঈশানায় নমঃ। ২১

নিবন্ধে— মন্ত্রবর্ণাদিকা ন্যসেৎ পঞ্চমূর্ত্তীর্যথাক্রমম্ ।
তর্জনী[১]-মধ্যয়োরন্ত্যানামিকাঙ্গুষ্ঠকে পুনঃ ॥ ২২

এবং বক্ত্র-হৃদয়-পাদদ্বয়-গুহ্য-মূর্দ্ধসু[২] তা ন্যস্যেৎ। এবং প্রাগ্-যাম্য-বারুণোদীচ্য[৩]-মধ্য-বক্ত্রেষু তা ন্যসেৎ। ততঃ করাঙ্গন্যাসৌ। ওঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। নং তর্জনীভ্যাং স্বাহেত্যাদি। এবং হৃদয়াদিষু। যথা নিবন্ধে—

ষড় ভির্বর্ণৈঃ ষড়ঙ্গানি কুর্য্যান্ মন্ত্রস্য দেশিকঃ। ২৩

ততো গোলকন্যাসঃ—হৃদি—ওঁ নমঃ, মুখে—নং নমঃ, অংসয়োঃ—মোং[৪] নমঃ, শিং নমঃ। ঊর্বোঃ—বাং নমঃ, য়ং নমঃ। এবং কণ্ঠে নাভৌ পার্শ্বদ্বয়ে পৃষ্ঠে হৃদি। এবং মূর্ধ্নি বদনে নেত্রয়োর্নসোঃ। এবং কর-পৎ-সন্ধিষু সাগ্রেষু[৫]। এবং শিরো-বদন-হৃৎ-কুক্ষৌ ঊরু-পাদদ্বয়ে[৬] এবং হৃদি বক্তে টঙ্ক-মৃগাভয়-

---

নিবন্ধে বলিয়াছেন—দেশিক যথাক্রমে তর্জনী, মধ্যমা, অন্ত্যা (কনিষ্ঠা) অনামিকা অঙ্গুষ্ঠ অঙ্গুলিতে যথাক্রমে মন্ত্রবর্ণাদি পঞ্চ মূর্ত্তিকে ন্যাস করিবেন। ২২

এইরূপ বক্ত্র, হৃদয়, পাদদ্বয়, গুহ্য ও মস্তকে পূর্বোক্তরূপ মন্ত্রে পঞ্চ মূর্ত্তিকে ন্যাস করিবেন। এইরূপ পূর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম, উত্তর ও মধ্য মুখে এইরূপ মন্ত্রে পঞ্চ মূর্ত্তিকে ন্যাস করিবেন। তাহার পর করন্যাস ও অঙ্গন্যাস করিবেন। যথা—ওঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, নং তর্জনীভ্যাং স্বাহা, মং মধ্যমাভ্যাং বষট্, শিং অনামিকাভ্যাং হুং, বাং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, য়ঃ করতল-পৃষ্ঠাভ্যাং ফট্। এইরূপ ওঁ হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি প্রকার মন্ত্রে হৃদয়াদিতে অঙ্গন্যাস করিবেন। যেমন শারদাতিলকতন্ত্র নিবন্ধে বলিয়াছেন—দেশিক মন্ত্রের ছয়টি বর্ণের দ্বারা ষড়ঙ্গন্যাস করিবেন। ২৩

অনন্তর দশাবৃত্তিময় গোলকন্যাস করিবেন। যথা হৃদয়ে—ওঁ ওঁ নমঃ। মুখে—ওঁ নং নমঃ। দক্ষিণ স্কন্ধে—ওঁ মং নমঃ। বাম স্কন্ধে—ওঁ শিং নমঃ। দক্ষিণ-ঊরুতে—ওঁ বাং নমঃ। বামঊরুতে—ওঁ য়ং নমঃ (১ম আবৃত্তি)। এইরূপ কণ্ঠে, নাভিতে, পার্শ্বদ্বয়ে, পৃষ্ঠে, হৃদয়ে (২য় আবৃত্তি) এইরূপ মস্তকে, বদনে, নেত্রদ্বয়ে, নাসিকাদ্বয়ে (৩য় আবৃত্তি)। এইরূপ দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলির মধ্য সন্ধি পর্য্যন্ত ৫টি ও অগ্রে (৪র্থ আবৃত্তি)। এইরূপ বামহস্তের অঙ্গুলির মধ্য সন্ধি পর্য্যন্ত ৫টি সন্ধিতে ও অগ্রে (৫ম আবৃত্তি)। এইরূপ দক্ষিণ পাদের ৫টি সন্ধি ও অগ্রে (৬ষ্ঠ আবৃত্তি)। এইরূপ বাম পাদের ৫টি সন্ধি ও অগ্রে (৭ম আবৃত্তি)। এইরূপ মস্তকে, মুখে, হৃদয়ে, কুক্ষিতে,

---

১। ক—তর্জনী-মধ্যময়োঃ। ২। ক—পাদদ্বয়গুহ্যে মূর্দ্ধসু। ৩। খ—প্রাগ্ যাম্য বারুণা দিব্যমধ্য। ৪। খ—অংসয়োঃ মোং নমঃ শিং নমঃ। ৫। ক—এবমিত্যাদিসাগ্রেষিত্যন্ত-পাঠো নাস্তি। ৬। ক+খ—পার্শ্বদ্বয়ে।

বরেষু। এবং বক্ত্রাংস-হৃৎ-পাদোরু-জঠরেষু। এবং মূর্দ্ধ-ভালোদরাংস-হৃদয়েষু তাঃ পঞ্চমূর্ত্তীর্ন্যসেৎ। ২৪

ততঃ— ওঁ নমোঽস্তু স্থাণুভূতায় জ্যোতির্লিঙ্গামৃতাত্মনে।
চতুর্মূর্ত্তি-বপুশ্ছায়া-ভাসিতাঙ্গায় শম্ভবে॥

ইত্যনেন ব্যাপকং কুর্য্যাৎ। ততো ধ্যানং (২৫)—

ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরি-নিভং চারু-চন্দ্রাবতংসং
রত্নাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং পরশু-মৃগ-বরাভীতি-হস্তং প্রসন্নম্।
পদ্মাসীনং সমন্তাৎ স্তুতমমরগণৈর্ব্যাঘ্র-কৃত্তিং বসানং
বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নিখিল-ভয়হরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রম্॥ ২৬

এবং ধ্যাত্বা মানসোপচারৈঃ সংপূজ্যার্ঘ্যস্থাপন-শৈবোক্ত-পীঠপূজাদি বিধায় পুনর্ধ্যাত্বাবাহনাদি-পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি-দান পর্য্যন্তং কর্ম বিধায়াবরণপূজা-মারভেৎ। যথা কর্ণিকায়াং পূর্ববৎ ঈশানাদি-পঞ্চমূর্তীঃ সংপূজ্য কেশরেষু

উরু সহিত দক্ষিণ পার্শ্বে ও বাম পার্শ্বে (৮ম আবৃত্তি)। এইরূপ হৃদয়ে, মুখপদ্মে ও নিজের শরীরে হস্ত চতুষ্টয় কল্পনা করিয়া তাহার টঙ্ক (পরশু), মৃগ, অভয় ও বর স্থানে সেই মুদ্রাযোগে (৯ম আবৃত্তি)। এইরূপ মুখে, অংসদ্বয়ে, হৃদয়ে, পাদের সহিত উরুতে ও জঠরে (১০ম আবৃত্তি)। তৎ তৎ অঙ্গুলিযোগে মন্ত্রের এক একটি বর্ণকে প্রণবাদি করিয়া ন্যাস করিবেন। ইহার পর মস্তকে, ললাটে, উদরে, অংসদ্বয়ে ও হৃদয়ে সেই পঞ্চ মূর্ত্তি যথাবৎ পুনরায় ন্যাস করিবেন। তাহার পর ওঁ নমোঽস্তু স্থাণুরূপায় জ্যোতির্লিঙ্গামৃতাত্মনে। চতুর্মূর্ত্তিবপুশ্ছায়া-ভাসিতাঙ্গায় শম্ভবে। এই এই মন্ত্রের দ্বারা ব্যাপক ন্যাস করিবেন। তাহার পর ধ্যান করিবেন (২৪-২৫)—

ধ্যানের অর্থ—রজতপর্বতের ন্যায় শুভ্রবর্ণ, সুন্দর চন্দ্রযুক্ত কিরীটধারী, রত্ন ভূষণে উজ্জ্বলাঙ্গ, দক্ষিণের উর্ধ্ব হস্তে পরশু ও বামের উর্ধ্বহস্তে মৃগমুদ্রা (মৃগ নহে), দক্ষিণের অধোহস্তে বরমুদ্রা ও বামের অধোহস্তে অভয়মুদ্রাধারী, প্রসন্ন, শ্বেতপদ্মাসন, চতুর্দিকে দেবগণ কর্ত্তৃক বন্দিত, ব্যাঘ্রচর্ম পরিহিত বিশ্বের আদিকারণ, বিশ্বরূপ, নিখিল ভয়হর পঞ্চবক্ত্র ত্রিনেত্র মহেশকে সর্বদা ধ্যান করিবেন। ২৬

এই প্রকারে ধ্যান করিয়া, মানস উপচারে পূজা করিয়া, বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করিয়া, শৈবোক্ত পীঠপূজা প্রভৃতি করিয়া, পুনরায় ধ্যান এবং আবাহন হইতে পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলি দান পর্য্যন্ত সমস্ত কর্ম করিয়া আবরণ পূজা করিবেন। যথা কর্ণিকাতে ঈশানে—ওঁ ঈশানায় নমঃ, পূর্বাদি চারিদিকে—ওঁ তৎপুরুষায় নমঃ, ওঁ অঘোরায় নমঃ,

নিবৃত্ত্যাদি-কলাঃ পূর্ববৎ পূজয়েৎ। ততঃ অগ্ন্যাদি-কোণেষু মধ্যে দিক্ষু চ ওঁ হৃদয়ায় নমঃ, নং শিরসে স্বাহা, মং শিখায়ৈ[1] বষট্ ইত্যাদিনা সম্পূজ্য পূর্ববদনন্তাদীন্ সম্পূজ্য উত্তরাদিত উমাদীন্, তদ্বহিরিন্দ্রাদীন্ বজ্রাদীংশ্চ সংপূজ্য ধূপাদি-বিসর্জনান্তং কর্ম সমাপয়েৎ। ২৭

অস্য পুরশ্চরণং ষট্-ত্রিংশল্লক্ষজপঃ। যথা—

তত্ত্ব-লক্ষং জপেন্ মন্ত্রং দীক্ষিতঃ শিব-বর্ত্মনা।
তাবৎ-সংখ্য-সহস্রাণি জুহুয়াৎ পায়সৈঃ শুভৈঃ ॥ ২৮

অত্র তত্ত্বশব্দেন ষট্ত্রিংশৎ-তত্ত্বমুক্তম্, অন্তরঙ্গত্বাৎ।

অথ মন্ত্রান্তরম্। নিবন্ধে—ষড়ক্ষরঃ শক্তি-রুদ্ধঃ কথিতোঽষ্টাক্ষরঃ পরঃ ॥ ২৯

শক্তির্মায়া। তেন হ্রীঁ ওঁ নমঃ শিবায় হ্রীঁ ইতি মন্ত্রঃ। অস্য পূজা—

ওঁ বামদেবায় নমঃ, ওঁ সদ্যোজাতায় নমঃ। পরে কেশর সমূহে যথাক্রমে অগ্ন্যাদি কোণ সমূহে ভূতবীজযোগে—ওঁ নিবৃত্ত্যৈ নমঃ, ওঁ প্রতিষ্ঠায়ৈ নমঃ, ওঁ বিদ্যায়ৈ নমঃ, ওঁ শান্ত্যৈ নমঃ, ঈশানে ওঁ শান্ত্যতীতায়ৈ নমঃ মন্ত্রে নিবৃত্ত্যাদি কলার পূজা করিবেন। তাহার পর অগ্ন্যাদি কোণে মধ্যে ও দিকে ওঁ হৃদয়ায় নমঃ, নং শিরসে স্বাহা, মং শিখায়ৈ বষট্ ইত্যাদি মন্ত্রে ষড়ঙ্গের পূজা করিয়া, পত্রমধ্যে ওঁ অনন্তায় নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে অনন্ত, সূক্ষ্ম, শিবোত্তম, একনেত্র, একরুদ্র, ত্রিনেত্র, শ্রীকণ্ঠ ও শিখণ্ডী নামক বিদ্যেশ্বরগণকে পূজা করিবেন। পরে পদ্মাসনে উত্তরাদি দিক্ হইতে ক্রমে ক্রমে ওঁ উমায়ৈ নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে উমা, চণ্ডেশ্বর, নন্দী, মহাকাল, গণেশ, ভৃঙ্গরীট ও স্কন্দকে পূজা করিয়া দলের বহির্ভাগে ইন্দ্রাদি লোকপাল ও বজ্রাদি অস্ত্রের পূজা করিয়া, ধূপদান হইতে বিসর্জন পর্য্যন্ত সমস্ত কর্ম শেষ করিবেন। ২৭

এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে ছত্রিশ লক্ষ মন্ত্র জপ। যেমন নিবন্ধে বলিয়াছেন—দীক্ষিত সাধক শৈবোক্ত রীতিতে তত্ত্ব লক্ষ মন্ত্র জপ করিবেন এবং সুন্দর পায়সের দ্বারা তাবৎ সংখ্য সহস্র (৩৬ হাজার) হোম করিবেন। ২৮

এস্থলে তত্ত্বশব্দে ষট্ত্রিংশৎ (৩৬) তত্ত্ব উক্ত হইয়াছে। যেহেতু উহা ইহার অন্তরঙ্গ অর্থাৎ শৈবমতে ছত্রিশটিই তত্ত্ব। শিবপ্রকরণে তত্ত্বশব্দে ছত্রিশ সংখ্যাই উপস্থিত হইবে।

অনন্তর মন্ত্রান্তর কথিত হইতেছে। শারদাতিলক নিবন্ধে বলিয়াছেন—ষড়ক্ষর মন্ত্র (ওঁ নমঃ শিবায়) শক্তি (হ্রীং) দ্বারা পুটিত হইলে অষ্টাক্ষর মন্ত্র হয়। ২৯

শক্তি—মায়া। তাহাতে হ্রীং ওঁ নমঃ শিবায় হ্রীং এই মন্ত্র হয়। এই মন্ত্রের

১। খ—মঃ শিখায়ৈ।

প্রাতঃকৃত্যাদি-শৈবোক্ত-পীঠমন্বন্ত-পীঠন্যাসং বিধায় ঋষ্যাদীন্[১] ন্যসেৎ। বামদেব ঋষিঃ পঙ্‌ক্তিশ্ছন্দ উমাপতির্দেবতা। ততঃ করাঙ্গন্যাসৌ। ওঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ; নং তর্জনীভ্যাং স্বাহা, মং মধ্যমাভ্যাং[২] বষট্। শিং অনামিকাভ্যাং হুঁ। বাং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। য়ঃ[৩] করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্। এবং হৃদয়াদিষু। ৩০

ধ্যানন্তু—বন্ধুকাভং ত্রিনেত্রং শশি-শকল-ধরং স্মেরবক্ত্রং বহস্তং

হস্তৈঃ শূলং কপালং বরদমভয়দং চারুহাসং নমামি।

বামোরুস্তম্ভগায়াঃ[৪] করতল-বিলসচ্চারু-রক্তোৎপলায়া

হস্তেনাশ্লিষ্ট-দেহং মণিময়-বিলসদ্-ভূষণায়াঃ প্রিয়ায়াঃ॥ ৩১

ইতি ধ্যাত্বা মানসপূজার্ঘ্য-স্থাপনে কৃত্বা শৈবোক্ত-পীঠমন্বন্ত-পীঠপূজাং[৫] বিধায় পুনর্ধ্যাত্বাবাহনাদি-পঞ্চ-পুষ্পাঞ্জলি-দান-পর্য্যন্তং বিধায়াবরণানি[৬]

পূজা পদ্ধতি—প্রাতঃকৃত্য প্রভৃতি হইতে শৈবোক্ত পীঠমনু পর্য্যন্ত পীঠন্যাস করিয়া ঋষ্যাদি ন্যাস করিবেন। যথা—অস্য শ্রীশিব-মন্ত্রস্য বামদেব ঋষিঃ পঙ্‌ক্তিশ্ছন্দঃ উমাপতির্দেবতা প্রণবো বীজং মায়া শক্তির্মমাভীষ্টসিদ্ধ্যর্থে পূজনে বিনিযোগঃ। মস্তকে—ওঁ বামদেবায় ঋষয়ে নমঃ। মুখে—ওঁ পঙ্‌ক্তিচ্ছন্দসে নমঃ। হৃদয়ে—ওঁ উমাপতিদেবতায়ৈ নমঃ। গুহ্যে—ওঁ বীজায় নমঃ। পাদদ্বয়ে—ওঁ হ্রীং শক্তয়ে নমঃ। তাহার পর করন্যাস ও অঙ্গন্যাস করিবেন। যথা—ওঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, নং তর্জনীভ্যাং স্বাহা, মং মধ্যমাভ্যাং বষট্, শিং অনামিকাভ্যাং হুং, বাং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, য়ঃ করতল-পৃষ্ঠাভ্যাং ফট্। এইরূপ হৃদয়াদিতে অঙ্গন্যাস করিবেন। ৩০

বিবৃতি। রাঘবভট্ট পদার্থাদর্শে সম্প্রদায় সিদ্ধ মত প্রকাশ করিতে বলিয়াছেন—ষড়্‌দীর্ঘযুক্ত বীজাদ্যৈঃ ষড়র্ণৈঃ ষড়ঙ্গবিধিঃ। প্রয়োগ মন্ত্রও বলিয়াছেন—ওঁ হ্রাং ওঁ হৃৎ, হ্রীং নং শিরঃ ইত্যাদি। তন্ত্রসারেও এই মত গৃহীত হয় নাই। ৩০

তাহার পর ধ্যান করিবেন। ধ্যানের অর্থ—বন্ধূক (বাঁধুলি) পুষ্পের বর্ণের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট (রক্ত বর্ণ), ত্রিনেত্র, চন্দ্রকলা-ধারী, বাম উরুস্তম্ভে উপবিষ্টা মণিময় উজ্জ্বল ভূষণে ভূষিতা নিজ বামহস্তে বিকসিত অরুণ রক্তোৎপল-ধারিণী প্রিয়ার দক্ষিণ হস্তে আলিঙ্গিত-দেহ মধুরহাস্য-কারী উমাপতিকে স্তুতি করি। ৩১

এইরূপ ধ্যান করিয়া, মানস উপচারে পূজা করিয়া, বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করিয়া শৈবোক্ত পীঠ মন্ত্র পূজা পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্য করিয়া পুনরায় ধ্যান করিয়া, আবাহন

১। খ—ঋষ্যাদি। ২। খ—মঃ মধ্যমাভ্যাং। ৩। খ—য়ং করতল। ৪। খ—বামোরুস্তম্ব। ৫। খ—শৈবোক্ত-পীঠপূজাং বিধায়। ৬। খ—আবরণ পূজাং কুর্য্যাৎ। অত্র।

পূজয়েৎ। তত্র প্রথমমঙ্গাবরণং কেশরেম্বগ্ন্যাদি-কোণেষু মধ্যে দিক্ষু চ ওঁ হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদিনা পূজয়েৎ। ততো মধ্যে পূর্বাদি-দিক্ষু চ হৃল্লেখাং গগনাং রক্তাং করালিকাং মহোচ্ছুষ্মাম্। পূর্বাদি-পত্রেষু বৃষভং ক্ষেত্রপালং চণ্ডেশং দুর্গাং কার্ত্তিকেয়ং নন্দিনং বিনায়কং সেনাপতিং[১]। পত্রাগ্রেষু পূর্ব-বহুমাদীন্, তদ্বাহ্যে ব্রাহ্ম্যাদ্যা মাতৃস্তদ্বহিরিন্দ্রাদীন্ বজ্রাদীংশ্চ সংপূজ্য ধূপাদি-বিসর্জনান্তং কর্ম সমাপয়েৎ ॥ ৩২ ॥ অস্য পুরশ্চরণং চতুর্দ্দশলক্ষ-জপঃ।

তথা[২]—মনুলক্ষং জপেন্ মন্ত্রং তদ্দশাংশং যথা বিধি।
জুহুয়ান্-মধুরাসিক্তৈরারগ্বধ-সমিদ্বরৈঃ ॥ আরগ্বধঃ সোনালুঃ। ৩৩

নিবন্ধে— তারো মায়া বিয়দ্ বিন্দু-মনুস্বর-সমন্বিতঃ[৩]।
পঞ্চাক্ষর-সমাযুক্তো বসুবর্ণো মনুর্মতঃ ॥ ৩৪

হইতে পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি দান পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্য করিয়া, আবরণ দেবতাগণের পূজা করিবেন। তন্মধ্যে প্রথম অঙ্গাবরণ, কেশরের অগ্ন্যাদিকোণে, মধ্যে ও দিক্‌সমূহে ওঁ হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে ষড়ঙ্গদেবতার পূজা করিবেন। পরে কর্ণিকামধ্যে ও পূর্বাদি দিক্ সমূহে ওঁ হ্রোং হৃল্লেখায়ৈ নমঃ, ওঁ হ্রেং গগনায়ৈ নমঃ, ওঁ হ্রীং রক্তায়ৈ নমঃ, ওঁ হ্রিং করালিকায়ৈ নমঃ। ওঁ হ্রুং মহোচ্ছুষ্মায়ৈ নমঃ। পরে পত্রে পূর্বাদি দিক্‌ক্রমে ওঁ বৃষভায় নমঃ ইত্যাকার মন্ত্রে বৃষভ, ক্ষেত্রপাল, চণ্ডেশ, দুর্গা, কার্ত্তিকেয়, নন্দী, বিঘ্ননায়ক ও সেনাপতিকে পূজা করিবেন। পত্রের অগ্রে ওঁ উমায়ৈ নমঃ ইত্যাকার মন্ত্রে উমা, চণ্ডেশ্বর, নন্দী মহাকাল, গণেশ, বৃষভ, ভৃঙ্গরীট ও স্কন্দকে পূজা করিবেন। পরে পত্রের অগ্রভাগে স্বস্ববীজ অগ্রে দিয়া ব্রাহ্মী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী, ইন্দ্রাণী, চামুণ্ডা ও মহালক্ষ্মীকে পূজা করিবেন। দলের বহির্ভাগে ইন্দ্রাদি লোকপাল ও বজ্রাদি অস্ত্রের পূজা করিয়া ধূপদান হইতে বিসর্জন পর্য্যন্ত সমস্ত কর্ম শেষ করিবেন। ৩২

এই মন্ত্রের পুরশ্চরণ চতুর্দশ লক্ষ মন্ত্র জপ। শারদাতিলকে বলিয়াছেন—চতুর্দশ লক্ষ মন্ত্র জপ করিবেন। যথাবিধানে মধুরাপ্লুত আরগ্বধ (সোনালু) বৃক্ষের উত্তম সমিধের দ্বারা তৎসহস্র (চতুর্দশ সহস্র) হোম করিবেন। আরগ্বধ—সোনালু। ৩৩

মন্ত্রান্তর। শারদাতিলক নিবন্ধে বলিতেছেন—তার (ওঁ) মায়া হ্রীং, বিন্দু ও মনুস্বর (ঔ) যুক্ত বিয়ৎ (হ) এবং পঞ্চাক্ষর মন্ত্র যুক্ত হইলে অষ্টাক্ষর মন্ত্র কথিত হয়। ৩৪

১। খ—সেনাধিপতিং। ২। ক—তথেতি নাস্তি। ৩। খ—সমন্বিতম্।

তেন ওঁ হ্রীঁ হৌঁ নমঃ শিবায় ইতি[১] হরগৌরী-মন্ত্রঃ। অস্য পূজা—পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলিদান-পর্য্যন্তমুক্তাষ্টাক্ষরবৎ কৃত্বা পূর্ব্ববদঙ্গানি সংপূজ্য শৈবোক্ত-দিশা পত্রেষনন্তাদীন্, পত্রাগ্রে উমাদীন্, তদ্বহিরিন্দ্রাদীন্ বজ্রাদীংশ্চ সংপূজ্য ধূপাদি-বিসর্জনান্তং কুর্য্যাৎ। ধ্যানন্তু (৩৫)—

বন্দে সিন্দুর-বর্ণং মণিমুকুট-লসচ্চারুচন্দ্রাবতংসং
ভালোদ্যন্নেত্রমীশং স্মিতমুখ-কমলং দিব্য-ভূষাঙ্গরাগম্।
বামোরুর্ন্যস্তপাণেররুণ-কুবলয়ং সন্দধত্যাঃ প্রিয়ায়া
বৃত্তোত্তুঙ্গ-স্তনাগ্রে নিহিত-করতলং বেদ-টঙ্কেষু-হস্তম্ ॥ ৩৬

নিবন্ধে— অষ্টলক্ষং জপেন্ মন্ত্রী মন্ত্রং মন্ত্রবিদাং বরঃ।
তৎ সহস্রং প্রজুহুয়াৎ পায়সান্নৈর্ঘৃত-প্লুতৈঃ ॥ ৩৭

অথ মৃত্যুঞ্জয়ঃ— তারং স্থিরা সকর্ণেন্দুর্ভৃগুঃ সর্গ-সমন্বিতঃ।
ত্র্যক্ষরাত্মা নিগদিতো মন্ত্রো মৃত্যুঞ্জয়াত্মকঃ ॥ ৩৮

তাহাতে ওঁ হ্রীং হৌং নমঃ শিবায় এই মন্ত্রটি হরগৌরীর মন্ত্র হয়। এই মন্ত্রের পূজা পদ্ধতি—পূর্বোক্ত পঞ্চাক্ষর মন্ত্রের ন্যায় পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলি দান পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্য করিয়া, পূর্ববৎ অঙ্গদেবতার পূজা করিয়া, শৈবোক্ত রীতিতে পত্র সমূহে অনন্ত প্রভৃতিকে, পত্রের অগ্রে উমা প্রভৃতিকে, তাহার বহির্ভাগে ইন্দ্রাদি লোকপাল ও বজ্রাদি অস্ত্র সমূহকে পূজা করিয়া ধূপাদিদান হইতে বিসর্জন পর্য্যন্ত কার্য্য সমূহ করিবেন। এই মন্ত্রের ধ্যান হইতেছে (৩৫)—

ধ্যানের অর্থ—সিন্দূর বর্ণ, মণিময় মুকুটে উজ্জ্বল, চারুচন্দ্রযুক্ত শিরোভূষণে ভূষিত, ললাটে উদ্‌গত-নেত্র, ঈষৎ হাস্যযুক্ত বদন-কমল, দিব্যভূষণে ভূষিত, অঙ্গরাগে রঞ্জিত, বাম উরুতে ন্যস্ত দক্ষিণহস্তা বামহস্তে অরুণ কুবলয়-ধারিণী প্রিয়ার স্থূল সুউচ্চ বামস্তনাগ্রে নিহিত অধোহস্তের করতল, বামের উর্দ্ধ হস্তে বর, দক্ষিণের উর্দ্ধাদি-হস্তদ্বয়ে বেদ (পুস্তক) ও টঙ্কধারী ঈশ্বরকে বন্দনা করি। ৩৬

শারদাতিলক নিবন্ধে বলিয়াছেন—মন্ত্রবিৎ-শ্রেষ্ঠ পুরশ্চরণে এই মন্ত্র আট লক্ষ জপ করিবেন এবং ঘৃতের দ্বারা আপ্লুত পায়সের দ্বারা আট হাজার হোম করিবেন। ৩৭

অনন্তর মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র। শারদাতিলকে বলিয়াছেন—তার, স্থিরা (জ) কর্ণ (বামকর্ণ উ) ইন্দু (ং) যুক্ত, ভৃগু (স) বিসর্গ-সমন্বিত হইবে। মৃত্যুঞ্জয়স্বরূপ ওঁ জুং সঃ এই ত্র্যক্ষর কথিত হইয়াছে। ৩৮

১। খ—ইতি মন্ত্রঃ।

স্থিরা জকারঃ, "ভোগদো বিজয়া স্থিরা" ইতি বর্গ্য-জকারানুশাসনাৎ। কর্ণঃ পঞ্চমস্বরঃ, সামান্য-নির্দ্দেশ-স্বরসাৎ। ইন্দুর্বিন্দুঃ। ভৃগুঃ সকারঃ। সর্গো বিসর্গঃ[১]। তথাচ ওঁ জুঁ সঃ ইতি ত্র্যক্ষরো মন্ত্রঃ। ৩৯

অস্য কহোল ঋষির্দেবীগায়ত্রীছন্দঃ মৃত্যুঞ্জয়ো দেবতা। যথা (৪০)—

ঋষিঃ কহোলো দেব্যাদি-গায়ত্রীছন্দ ঈরিতম্।
মৃত্যুঞ্জয়ো মহাদেবো দেবতাস্য প্রকীর্ত্তিতা॥ ৪১

করাঙ্গন্যাসৌ তু—সাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, সীং তর্জনীভ্যাং স্বাহেত্যাদিনা। সাং হৃদয়ায় নম ইত্যাদিনা চ। যথা নিবন্ধে—

ভৃগুণা দীর্ঘ-যুক্তেন কুর্য্যাদঙ্গ-ক্রিয়াং মনোঃ। ৪২

তথা চ প্রাতঃকৃত্যাদি-শৈবোক্ত-পীঠমন্বন্ত-পীঠন্যাসান্তং বিধায় ঋষ্যাদি-ন্যাস-করাঙ্গ-ন্যাসান্ বিধায় ধ্যায়েৎ। ৪৩

ভোগদো বিজয়া স্থিরা—এই বর্গ্য জকারের অনুশাসন অনুসারে স্থিরা জকার। সামান্যতঃ কর্ণ শব্দের নির্দেশ থাকায় এস্থলে কর্ণ—পঞ্চমস্বর উ। ইন্দুঃ—বিন্দু। ভৃগুঃ—সকার। সর্গ বিসর্গঃ। তাহা হইলে ওঁ জুং সঃ এই ত্র্যক্ষর মন্ত্র হয়। ৩৯

বিবৃতি। রাঘব ভট্ট পদার্থাদর্শে উহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—কর্ণো বামকর্ণঃ উ অথবা কর্ণশব্দেন ষট্‌সংখ্যা, তেন উ। ইহার দ্বারা বুঝা যায়, তাঁহার মতে মন্ত্রটি হইবে—ওঁ জুং সঃ। নারায়ণীয় তন্ত্রেরও এই মত। এস্থলে সম্প্রদায় অনুসারে ইহার প্রয়োগ কর্ত্তব্য। ৩৯

এই মন্ত্রের কহোল ঋষি, দেবী গায়ত্রী ছন্দ, মৃত্যুঞ্জয়, দেবতা, প্রণব বীজ, (পদ্মপাদাচার্য্য মতে জুং বীজ), সঃ শক্তি। যেমন শারদাতিলকে বলিয়াছেন (৪০)—

এই মন্ত্রের কহোল ঋষি, দৈবী গায়ত্রী ছন্দঃ কথিত হইয়াছে। এই মন্ত্রের মৃত্যুঞ্জয় মহাদেব দেবতা কথিত হইয়াছেন। ৪১

সাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, সীং তর্জনীভ্যাং স্বাহা ইত্যাদি মন্ত্রে করন্যাস এবং সাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে অঙ্গন্যাস হইবে। যেমন নিবন্ধে (শারদাতিলকে) বলিয়াছেন—ষড়্‌দীর্ঘযুক্ত ভৃগু (স) দ্বারা মন্ত্রের ষড়ঙ্গন্যাস করিবেন। ৪২

তাহা হইলে প্রাতঃকৃত্যাদি হইতে শৈবোক্ত পীঠমনু পর্য্যন্ত পীঠন্যাস করিয়া, ঋষ্যাদিন্যাস, করাঙ্গন্যাস করিয়া ধ্যান করিবেন ৪৩

১। খ—বিসর্গঃ। অস্য কহোল ইতি পাঠঃ।

চন্দ্রার্কাগ্নি-বিলোচনং স্মিতমুখং পদ্মদ্বয়ান্তঃ-স্থিতং
মুদ্রা-পাশ-মৃগাক্ষ-সূত্র বিলসৎ-পাণিং হিমাংশু-প্রভম্ ।
কোটীরেন্দু-গলৎ-সুধাপ্লুত-তনুং হারাদি ভূষোজ্জ্বলং
কান্ত্যা বিশ্ব-বিমোহনং পশুপতিং মৃত্যুঞ্জয়ং ভাবয়ে ॥ ৪৪

এবং ধ্যাত্বা মানসপূজার্ঘ্য-স্থাপনাদি-পীঠ-মন্বন্তাং পূজাং কৃত্বা পুনর্ধ্যাত্বা-বাহনাদি-পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি-দানপর্য্যন্তং বিধায় কেশরেষ্বগ্ন্যাদি-কোণেষু[১] মধ্যে দিক্ষু চ ষড়ঙ্গানি সংপূজ্য, তদ্বহিরিন্দ্রাদীন্ বজ্রাদীংশ্চ সংপূজ্য ধূপাদি-বিসর্জনান্তং কর্ম সমাপয়েৎ । ৪৫

তথা— গুণলক্ষং জপেন্মন্ত্রং তদ্দশাংশং বিশাল-ধীঃ ।
জুহুয়াদমৃতাখণ্ডৈঃ শুদ্ধ-দুগ্ধাজ্য-লোড়িতৈঃ ॥ ৪৬ গুণাস্ত্রয়ঃ । অমৃতা গুড়ূচী । ৪৭

অথ মৃত্যুঞ্জয়স্যাপরো মন্ত্রঃ

মৃত্যুঞ্জয়ং সমুদ্ধৃত্য পালয়-দ্বিতয়ং পুনঃ ।
মৃত্যুঞ্জয়ং সমুচ্চার্য্য পুনরেব বিলোমতঃ ॥ ৪৮

ধ্যানের অর্থ—চন্দ্র, অর্ক ও অগ্নিস্বরূপ তিনটি নয়ন বিশিষ্ট, স্মিতমুখ, পদ্মদ্বয়ের মধ্যে অবস্থিত অর্থাৎ ঊর্ধ্বমুখ পদ্মে উপবিষ্ট, অধোমুখ পদ্ম মস্তকে নিহিত, দক্ষিণের ঊর্ধ্ব হস্ত হইতে অধোহস্ত পর্য্যন্ত চারি হস্ত জ্ঞানমুদ্রা, পাশ, মৃগমুদ্রা ও অক্ষসূত্রে উল্লসিত, চন্দ্রতুল্য শুভ্রবর্ণ, মুকুটলগ্ন চন্দ্র হইতে বিগলিত সুধাধারায় আপ্লুত দেহ, হারাদি ভূষণে উজ্জ্বল, কান্তি দ্বারা বিশ্ব বিমোহনকারী পশুপতি মৃত্যুঞ্জয়কে ভাবনা করি । ৪৪

এই প্রকার ধ্যান করিয়া, মানস উপচারে পূজা করিয়া, বিশেষার্ঘ্য স্থাপন হইতে পীঠমন্ত্রের পূজা পর্য্যন্ত কার্য্য করিয়া, কেশরের অগ্ন্যাদিকোণে মধ্যে ও দিক্‌সমূহে ষড়ঙ্গের পূজা করিয়া, দলের বহির্ভাগে ইন্দ্রাদি লোকপাল ও বজ্রাদি অস্ত্রের পূজা করিয়া, ধূপদান হইতে বিসর্জন পর্য্যন্ত কর্মসমূহ শেষ করিবেন । ৪৫

এই মন্ত্রের পুরশ্চরণ সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে যে, বিশাল বুদ্ধি পুরশ্চরণে তিন লক্ষ মন্ত্র জপ করিবেন এবং শুদ্ধ (বস্ত্র দ্বারা গালিত) দুগ্ধ ও আজ্য দ্বারা আপ্লুত অমৃতা-খণ্ডের (গুড়ূচী) দ্বারা তাহার দশাংশ (তিন হাজার) হোম করিবেন । ৪৬

গুণ হইতেছে তিন । অমৃতা—গুড়ূচী (গুলঞ্চ) । ৪৭

অনন্তর মৃত্যুঞ্জয়ের অপর মন্ত্র । মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া পুনরায় পালয় দ্বিতয় অর্থাৎ পালয় পালয় বলিয়া পুনরায় বিলোমে মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র উচ্চারণ করিলে

---

১ । খ—অগ্ন্যাদিকোণে ।

দ্বাদশাক্ষরমন্ত্রোঽয়ং মৃত্যুঞ্জয়াভিধোঽপরঃ।
ধ্যান-পূজাদিকং সর্বং পূর্ববচ্চ সমাচরেৎ॥ ৪৯

তথা চ ওঁ জুঁ সঃ পালয় পালয় সঃ[1] জুঁ ওঁ॥ ৫০

অথ দক্ষিণামূর্ত্তিঃ—প্রণবো হৃদয়ং পশ্চাৎ ততো ভগবতে পদম্।
ঙেন্তাঞ্চ দক্ষিণামূর্ত্তিং মহ্যং মেধামুদীরয়েৎ।
প্রযচ্ছ ঠ-দ্বয়ান্তোঽয়ং দ্বাবিংশত্যক্ষরো মনুঃ॥ ৫১

তেন ওঁ নমো ভগবতে দক্ষিণামূর্ত্তয়ে মহ্যং মেধাং প্রযচ্ছ স্বাহা ইতি। অস্য পূজা—প্রাতঃকৃত্যাদি-শৈবোক্ত-পীঠমন্বন্তং বিন্যস্য ঋষ্যাদিন্যাসং কুর্য্যাৎ। চতুর্মুখ ঋষির্দেবী-গায়ত্রীছন্দঃ দক্ষিণামূর্ত্তির্দেবতা। করাঙ্গন্যাসৌ তু—ওঁ আঁ ওঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ওঁ ঈঁ ওঁ তর্জনীভ্যাং স্বাহা ইত্যাদি-ক্রমেণ। যথা নিবন্ধে (৫২)—

তাররুদ্ধৈঃ স্বরৈর্দীর্ঘৈঃ ষড়্ভিরঙ্গানি কল্পয়েৎ।
অথবা মন্ত্রসম্ভূতৈঃ পদৈর্বা কল্পয়েৎ ক্রমাৎ॥ ৫৩

মৃত্যুঞ্জয়ের অপর মৃত্যুঞ্জয় নামক দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র হইবে। এই মন্ত্রের ধ্যান পূজাদি সমস্তই মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্রের ন্যায় আচরণ করিবেন। ৪৮-৪৯

তাহা হইলে ওঁ জুংসঃ পালয় পালয় সঃ জুং ওঁ এই মন্ত্র হয়। ৫০

অনন্তর দক্ষিণামূর্ত্তির মন্ত্র। প্রথমে প্রণব ও হৃদয় (নমঃ), তাহার পর ভগবতে পদ, তাহার পর ঙে—বিভক্তিযুক্ত দক্ষিণামূর্ত্তি অর্থাৎ দক্ষিণামূর্ত্তয়ে পদ, তাহার পর মহ্যং মেধাং বলিবেন। তাহার পর প্রযচ্ছ ও ঠ দ্বয়ান্ত অর্থাৎ অন্তে ঠ দ্বয় (স্বাহা)। এই মন্ত্র দ্বাবিংশত্যক্ষর। ৫১

তাহাতে ওঁ নমো ভগবতে দক্ষিণামূর্ত্তয়ে মহ্যং মেধাং প্রযচ্ছ স্বাহা—এই মন্ত্র হইবে। এই মন্ত্রের পূজা পদ্ধতি—প্রাতঃকৃত্যাদি হইতে শৈবোক্ত পীঠমনু পর্য্যন্ত ন্যাস করিয়া ঋষ্যাদি ন্যাস করিবেন। এই মন্ত্রের চতুর্মুখ ঋষি, দেবী গায়ত্রী ছন্দঃ দক্ষিণামূর্ত্তি দেবতা, প্রণবান্ত নাদ বীজ ও স্বাহা শক্তি। এই মন্ত্রের করন্যাস যথা—ওঁ আং ওঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ওঁ ঈং ওঁ তর্জনীভ্যাং স্বাহা, ওঁ উং ওঁ মধ্যমাভ্যাং বষট্, ওঁ এং ওঁ অনামিকাভ্যাং হুং, ওঁ ঐং ওঁ কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, ওঁ অঃ ওঁ করতল-পৃষ্ঠাভ্যাং ফট্ যেমন নিবন্ধে বলিয়াছেন (৫২)—

প্রণব পুটিত ছয়টি দীর্ঘ স্বর আ ঈ উ এ ঐ অঃ দ্বারা অঙ্গন্যাস করিবেন। অথবা মন্ত্রের অন্তর্গত পদসমূহের দ্বারা ক্রমে ক্রমে করাঙ্গন্যাস করিবেন। ৫৩

১। খ—সো জুংওঁ।

যথা ওঁ নমো অঙ্গুষ্ঠভ্যাং নমঃ। ভগবতে তর্জনীভ্যাং স্বাহা। দক্ষিণামূর্ত্তয়ে মধ্যমাভ্যাং বষট্। মহ্যং মেধাং অনামিকাভ্যাং হুঁ। প্রযচ্ছ কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। সর্বং সমুচ্চার্য্য[১] করতল-পৃষ্ঠাভ্যাং ফট্। এবমেব হৃদয়াদিষু। তথাচ মানসোল্লাসে (৫৪)—

ত্রিভিশ্চতুর্ভিঃ ষড়্ভিশ্চ চতুর্ভিস্ত্রিভিরক্ষরৈঃ।
মন্ত্রবর্ণৈর্বিভক্তৈর্বা কুর্য্যাদঙ্গক্রিয়াং মনোঃ[২] ॥ ইতি ॥ ৫৫

ততো ধ্যানং— বটবৃক্ষং মহোচ্ছ্রায়ং পদ্মরাগ-ফলোজ্জ্বলম্।
গারুত্মত-ময়ৈঃ পত্রৈর্বিচিত্রৈরুপশোভিতম্ ॥ ৫৬
নবরত্ন-মহাকল্লৈর্লম্বমানৈরলঙ্কৃতম্।
বিচিন্ত্য বটমূলস্থং চিন্তয়েল্লোকনায়কম্ ॥ ৫৭

স্ফটিকরজতবর্ণং মৌক্তিকীমক্ষমালামমৃতকলস-বিদ্য -জ্ঞানমুদ্রাঃ করাব্জৈঃ।
দধতমুরগ-কক্ষং চন্দ্রচূড়ং ত্রিনেত্রং বিধৃত-বিবধ-ভূষং দক্ষিণামূর্ত্তিমীড়ে ॥ ৫৮

এবং ধ্যাত্বা মানসৈঃ সম্পূজ্যার্ঘ্যস্থাপন-শৈবোক্ত-পীঠপূজা-পুনর্ধ্যানা-

---

যেমন—ওঁ নমো অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ভগবতে তর্জনীভ্যাং স্বাহা, দক্ষিণামূর্ত্তয়ে মধ্যমাভ্যাং বষট্, মহ্যং মেধাং অনামিকাভ্যাং হুং, প্রযচ্ছ কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, স্বাহা করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্। এই প্রকারেই হৃদয়াদিতে অঙ্গন্যাস করিবেন। মানসোল্লাসেও সেইরূপ বলিয়াছেন। ৫৪

প্রথমে বিভক্ত তিনটি মন্ত্র বর্ণের দ্বারা, পরে চারিটি, পরে ছয়টি, পরে চারিটি, পরে তিনটি, পরে দুইটি বিভক্ত মন্ত্র বর্ণের দ্বারা এই মন্ত্রের অঙ্গক্রিয়া করিবেন। তাহার পর ধ্যান করিবেন (৫৫)—

হিমাচলতটে অতিবিশাল মহাদীর্ঘ, পদ্মরাগফলের দ্বারা উজ্জ্বল বিচিত্র গারুত্মত (মরকত) মণিময় পত্রের দ্বারা উপশোভিত, নবরত্নময় লম্বমান (ঝুরি) দ্বারা অলঙ্কৃত বটবৃক্ষকে চিন্তা করিয়া ঐ বটবৃক্ষমূলে লোকনাথকে চিন্তা করিবে। ৫৬-৫৭

স্ফটিক রজতের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, দক্ষিণের ঊর্ধ্বহস্ত হইতে অধোহস্ত পর্য্যন্ত করাগ্র সমূহের দ্বারা মুক্তাময়ী অক্ষমালা, অমৃতপূর্ণ কলশ, বিদ্যা (পুস্তক) ও জ্ঞানমুদ্রাধারী, বাহুমূলে বদ্ধসর্প, চন্দ্রচূড়, ত্রিনেত্র বিবিধভূষণধারী দক্ষিণামূর্ত্তিকে স্তুতি করি। ৫৮

এই প্রকারে ধ্যান করিয়া মানস উপচারে পূজা করিয়া, বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করিয়া

১। ক—বৌষট্। সমুচ্চার্য্য। ২। খ—অঙ্গক্রিয়াং মনাবিতি।

বাহনাদি-পঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদান-পর্য্যন্তং বিধায় কেশরেষু অগ্ন্যাদি-কোণেষু মধ্যে দিক্ষু চ ওঁ আঁ ওঁ হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদিনা ষড়ঙ্গেনাভ্যর্চ্য পূর্বাদি-পত্রেষু ওঁ সরস্বত্যৈ[1] নমঃ এবং ব্রহ্মণে, সনকায়, সনন্দায়, সনাতনায়, শুকায়, ব্যাসায়, গণেশ্বরায়। তদ্বহিঃ পূর্বাদিতঃ ওঁ সিদ্ধায়[2] নমঃ। এবং গন্ধর্বায়, যোগীন্দ্রায়, বিদ্যাধরায়, তদ্বহিরিন্দ্রাদীন্ বজ্রাদীংশ্চ সংপূজ্য ধূপাদি-বিসর্জনান্তং কর্ম সমাপয়েৎ। অস্য পুরশ্চরণং লক্ষজপঃ। সঘৃত-পদ্মৈর্দশাংশ-হোমশ্চ। ৫৯

অথার্দ্ধনারীশ্বরঃ—ত্বগ্নি-সমর্ত্তকাদিত্য-রানিলৌ-ষষ্ঠ-বিন্দুমৎ।
চিন্তামণিরিতি খ্যাতং বীজং সর্বসমৃদ্ধিদম্ ॥ ৬০

অগ্নি রেফঃ। সম্বর্ত্তকঃ ক্ষকারঃ। আদিত্যো মকারঃ। র স্বরূপম্।

শৈবোক্ত পীঠপূজা, পুনর্ধ্যান, আবাহন হইতে পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি দান পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্য করিয়া কেশরের অগ্ন্যাদিকোণে মধ্যে ও দিক্‌সমূহে ওঁ আং ওঁ হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি পূর্বোক্ত মন্ত্রে ষড়ঙ্গের পূজা করিয়া পূর্বাদি পত্রসমূহে ওঁ সরস্বত্যৈ নমঃ, এইরূপ ব্রহ্মণে, সনকায়, সনন্দায়, সনাতনায়, শুকায়, ব্যাসায়, গণেশ্বরায় নমঃ মন্ত্রে সরস্বতী প্রভৃতির পূজা করিয়া, চতুরস্রের মধ্যে পূর্বাদি দিক্‌ক্রমে ওঁ সিদ্ধায় নমঃ, এইরূপ গন্ধর্বায়, যোগীন্দ্রায়, বিদ্যাধরায় নমঃ মন্ত্রে সিদ্ধাদির পূজা করিয়া, পত্রের বহির্ভাগে ইন্দ্রাদি লোকপাল ও বজ্রাদি অস্ত্র সমূহের পূজা করিবেন। পরে ধূপদান হইতে বিসর্জন পর্য্যন্ত যাবতীয় কর্ম শেষ করিবেন। এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে লক্ষ মন্ত্র জপ এবং সঘৃত পদ্মের দ্বারা দশাংশ হোম। ৫৯

বিবৃতি। শারদাতিলক তন্ত্রে উনবিংশ পটলে প্রথমে দক্ষিণামূর্ত্তির এই মন্ত্রটি উক্ত হইয়াছে—দক্ষিণামূর্ত্তয়ে তুভ্যং বটমূলনিবসিনে। ধ্যানৈক-নিরতাঙ্গায় নমো রুদ্রায় শম্ভবে॥ এই মন্ত্রটী আদিতে ওঁ হ্রীং এবং অন্তে হ্রীং ওঁ দ্বারা পুটিত হয়। এই মন্ত্রের ঋষ্যাদিন্যাস, করাঙ্গন্যাস, বর্ণন্যাস ও ধ্যান প্রভৃতি সেখানে উক্ত হইয়াছে। যাঁহারা এই মন্ত্রে উপাসনা করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা শারদাতিলককে এই মন্ত্রের উপাসনা পদ্ধতি দেখিতে পাইবেন। আগম-তত্ত্ববিলাস ও তন্ত্রসারে এই মন্ত্র কেন উল্লিখিত হয় নাই, তাহা সুধীগণ চিন্তা করিয়া দেখিবেন। ৫৯

অনন্তর অর্দ্ধনারীশ্বর মন্ত্র। অগ্নিটি (র্) সবর্ত্তক (ক্ষ্), আদিত্য (ম্) র্, অনিল (য্), ঔ এবং ষষ্ঠ স্বর (ঊ) ও বিন্দু যুক্ত মন্ত্রটি সর্বসমৃদ্ধিপ্রদ চিন্তামণি বীজ বলিয়া খ্যাত হইয়াছে। ৬০

অগ্নি—রেফ র্। সম্বর্ত্তক—ক্ষকার। আদিত্য—মকার। র্—স্বরূপ অর্থাৎ র্।

১। খ—সরস্বত্যৈ ব্রহ্মণে। ২। খ—সিদ্ধায়, গন্ধর্বয়।

অনিলো যকারঃ। ঔ স্বরূপম্। ষষ্ঠ দীর্ঘোকারঃ[১]। তেন র ক্ষ ম র য ঔ ঊঁ। অস্য কশ্যপ ঋষিরনুষ্টুপ্-ছন্দঃ অর্দ্ধনারীশ্বরো দেবতা। পূজা তু—প্রাতঃ-কৃত্যাদি-শৈবোক্ত-পীঠমন্বন্তং বিন্যস্য ঋষ্যাদিন্যাসং কৃত্বা করাঙ্গন্যাসৌ কুর্য্যাৎ। যথা—রং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। কং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, যং মধ্যমাভ্যাং বষট্। মং অনামিকাভ্যাং হুঁ। রং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। যং করতল-পৃষ্ঠাভ্যাং ফট্। এবং হৃদয়াদিষু। তথাচ নিবন্ধে (৬১)—

রেফাদি-ব্যঞ্জনৈঃ ষড়্‌ভিঃ কুর্য্যাদঙ্গানি ষট্ ক্রমাদিতি[২]। ততো ধ্যানং—

নীলপ্রবাল-রুচিরং বিলসৎ-ত্রিনেত্রং পাশারুণোৎপল-কপালক-শূলহস্তম্।
অর্দ্ধাম্বিকেশমনিশং প্রবিভক্ত-ভূষং বালেন্দুবদ্ধ-মুকুটং প্রণমামি রূপম্॥ ৬২

এবং ধ্যাত্বা মানসৈঃ সম্পূজ্যার্ঘ্যস্থাপন-শৈবোক্ত-পীঠপূজা-পুনর্ধ্যানা[৩]-

---

অনিল—যকার। ঔ স্বরূপ। ষষ্ঠ—দীর্ঘ উকার। তাহাতে র্ ক্ষ্ ম্ র্ য্ ঔ ঊং হয়। এই মন্ত্রের কাশ্যপ ঋষি, অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ অর্দ্ধনারীশ্বর দেবতা, রেফ বীজ ও উকার শক্তি। এই মন্ত্রের পূজা কিন্তু—প্রাতঃকৃত্যাদি হইতে শৈবোক্ত পীঠ মনু পর্য্যন্ত ন্যাস করিয়া ঋষ্যাদি ন্যাস করিবেন। যথা অস্য শ্রীঅর্দ্ধনারীশ্বর-মন্ত্রস্য কাশ্যপ ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দঃ অর্দ্ধনারীশ্বরো দেবতা রেফো বীজং উকারঃ শক্তিঃ সর্বসমৃদ্ধি-প্রাপ্তয়ে পূজনে বিনিয়োগঃ। মস্তকে—ওঁ কাশ্যপায় ঋষয়ে নমঃ। মুখে—ওঁ অনুষ্টুপ্‌ছন্দসে নমঃ। হৃদয়ে—ওঁ অর্দ্ধনারীশ্বরায় দেবতায়ৈ নমঃ। গুহ্যে—ওঁ র্‌কারায় বীজায় নমঃ। পাদদ্বয়ে—ওঁ উকারায় শক্তয়ে নমঃ। পরে করন্যাস ও অঙ্গন্যাস করিবেন। যথা—রং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, কং তর্জনীভ্যাং স্বাহা, যং মধ্যমাভ্যাং বষট্, মং অনামিকাভ্যাং হুং। রং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, যং করতল-পৃষ্ঠাভ্যাং ফট্। এই প্রকার মন্ত্রে অঙ্গন্যাস করিবেন। তাহাই নিবন্ধে (শারদাতিলকে) বলিয়াছেন—রেফাদি ছয়টি ব্যঞ্জনের দ্বারা যথাক্রমে ছয়টি স্থানে অঙ্গন্যাস করিবেন। তাহার পর ধ্যান করিবেন (৬১)—

ধ্যানের অর্থ—মহেশের অর্দ্ধনীলবর্ণ, পাবতীর অর্দ্ধ প্রবালবর্ণ, উজ্জ্বল ত্রিনয়ন বিশিষ্ট, দেবীর অর্দ্ধ হস্তদ্বয়ে পাশ ও অরুণ উৎপল, মহেশের অর্দ্ধহস্তদ্বয়ে কপাল ও ত্রিশূল, মহেশের অর্দ্ধ সর্পাদি দ্বারা অলঙ্কৃত, পার্বতীর অর্দ্ধদেহ রত্ন তাটঙ্কাদি দ্বারা অলঙ্কৃত বালচন্দ্র-মণ্ডিত মুকুটে ভূষিত-মস্তক, অর্দ্ধাম্বিকেশ মূর্ত্তিকে সর্বদা প্রণাম করি। ৬২

এই প্রকারে ধ্যান করিয়া, মানস উপচারে পূজা করিয়া, বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করিয়া

১। খ—ষষ্ঠ উকারঃ। ২। খ—ষট্ ক্রমাৎ। ততো। ৩। খ—পুনর্ধ্যাত্ব।

বাহনাদি-পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি-দানপর্য্যন্তং বিধায় কেশরেষ্বগ্ন্যাদিকোণেষু মধ্যে দিক্ষু চ ষড়ঙ্গানি সম্পূজ্য পূর্বাদি-পত্রেষু বৃষভাদীন্, পত্রাগ্রেষু পূর্বাদিতঃ ব্রাহ্মী-মাহেশ্বরী-কৌমারী-বৈষ্ণবী-বারাহীন্দ্রাণী-চামুণ্ডা-মহালক্ষ্মীস্তদ্বহিরিন্দ্রাদীন্ বজ্রাদীংশ্চ সংপূজ্য ধূপাদি-বিসর্জনান্তং কর্ম সমাপয়েৎ। ৬৩

তথা— লক্ষমেকং জপেন্ মন্ত্রং মন্ত্রী মন্ত্রার্থ-তত্ত্ববিৎ।
অযুতং মধুরাসিক্তৈর্জুহুয়াৎ তিল-তণ্ডুলৈঃ॥ ৬৪

অথ নীলকণ্ঠঃ—লোহিতাগ্ন্যাসনঃ সত্যো বিন্দুমান্ প্রথমং পুনঃ।
দ্বিতীয়ং বহ্নিবীজস্থা দীর্ঘা শান্তীন্দু-ভূষিতা॥ ৬৫
তৃতীয়ং লাঙ্গলী সর্গী মন্ত্রো বীজত্রয়াত্মকঃ।
নীলকণ্ঠাত্মকঃ প্রোক্তো বিষদ্বয়-হরঃ পরঃ॥ ৬৬

অস্যার্থ :—লোহিতা পকারঃ, অগ্নী রেফঃ তৌ আসনে যস্য তাদৃশঃ[১] সত্য

শৈবোক্ত পীঠ পূজা করিয়া, পুনরায় ধ্যান, আবাহন প্রভৃতি হইতে পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলি দান পর্য্যন্ত সমস্ত কর্ম করিয়া, কেশরের অগ্ন্যাদি কোণে, মধ্যে ও দিক্‌সমূহে ওঁ রং হৃদয়ায় নমঃ, ওঁ কং শিরসে স্বাহা, ওঁ ষং শিখায়ৈ বষট্, ওঁ মং কবচায় হুং, ওঁ রং নেত্রত্রায় বৌষট্, ওঁ ষং অস্ত্রায় ফট্ মন্ত্রে ষড়ঙ্গের পূজা করিয়া, পদ্মদলে পূর্বাদিক্রমে ওঁ বৃষায় নমঃ, এইরূপ ক্ষেত্রপালায়, চণ্ডেশ্বরায়, দুর্গায়ৈ, কার্ত্তিকেয়ায়, নন্দিনে, বিঘ্ননায়কায় ও সেনাপতয়ে নমঃ মন্ত্রে বৃষাদির পূজা করিয়া, পত্রের অগ্রে প্রণবাদি নমো অন্ত ঙেবিভক্তিযুক্ত ব্রাহ্মী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী, ইন্দ্রাণী, চামুণ্ডা ও মহালক্ষ্মীকে পূজা করিয়া, পদ্মদলের বাহিরে ইন্দ্রাদি লোকপাল ও বজ্রাদি অস্ত্রের পূজা করিয়া, ধূপদান হইতে বিসর্জন পর্য্যন্ত কর্ম সমাপ্ত করিবেন। ৬৩

সেইরূপ উক্ত হইয়াছে—মন্ত্রার্থতত্ত্ববিৎ সাধক এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে এক লক্ষ মন্ত্র জপ করিবেন এবং মধুরাপ্লুত তিল তণ্ডুলের দ্বারা অযুত হোম করিবেন। ৬৪

নীলকণ্ঠের মন্ত্র—অগ্ন্যাসন (রেফাসন) অর্থাৎ রকারে যুক্ত লোহিত পকারটি সদ্য ও এবং বিন্দু যুক্ত হইলে প্রথম বীজ প্রোং হয়। তাহার পর বহ্নিবীজস্থা (রকারস্থা) দীর্ঘা নকার শান্তি ঈ ও বিন্দুভূষিত হইলে দ্বিতীয় বীজ নীং হয়। তাহার পর লাঙ্গলী ঠকার সর্গী বিসর্গযুক্ত হইলে তৃতীয় বীজ ঠঃ হয়। এই বীজত্রয় সমন্বিত স্থাবর ও জঙ্গম বিষের নাশক শ্রেষ্ঠ নীলকণ্ঠরূপ মন্ত্র কথিত হইয়াছে। ৬৫-৬৬

এই শ্লোকদ্বয়ের অর্থ—লোহিত পকার। অগ্নি—রেফ অর্থাৎ রকার, এই দুইটি

১। খ—তাদৃশঃ ইত্যন্তকারঃ। সতবিন্দু।

ওকারঃ, স চ বিন্দুমান ইতি প্রথমং বীজম্। দীর্ঘা নকারঃ, "বামনো জ্বালিনী দীর্ঘা নিরীহঃ সুগতির্বিয়"দিতি শাসনাৎ। শান্তিরীকারঃ ইতি দ্বিতীয়ম্। লাঙ্গলী ঠকারঃ। সর্গো বিসর্গঃ ইতি তৃতীয়ং বীজম্। তথাচ প্রোঁ ন্রীঁ ঠঃ। ইতি মন্ত্রঃ। ৬৭

অস্য অরুণ ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দঃ নীলকণ্ঠো দেবতা। পূজা তু—প্রাতঃকৃত্যাদি-শৈবোক্ত পীঠন্যাসান্তং বিধায় ঋষ্যাদিন্যাসং কৃত্বা করাঙ্গন্যাসৌ কুর্য্যাৎ। যথা—হরহর স্বাহা অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। কপর্দ্দিনে স্বাহা তর্জনীভ্যাং স্বাহা নীলকণ্ঠায় স্বাহা মধ্যমাভ্যাং বষট্। কালকূট-বিষভক্ষণায় হুঁ ফট্ অনামিকাভ্যাং হুঁ। নীলকণ্ঠিনে স্বাহা কনিষ্ঠাভ্যাং ফট্। এবং হৃদয়াদিষু। নিবন্ধে (৬৮)—

হরদ্বয়ং বহ্নিজায়া হৃদয়ং পরিকীর্ত্তিতম্।

বর্ণ আসন যাহার অর্থাৎ যে সত্যের, তাদৃশ সত্য ওকার, সে বিন্দুমান্। এইটি প্রথম বীজ। দীর্ঘা নকার, যেহেতু বামনো জ্বালিনী দীর্ঘা নিরীহঃ সুগতির্বিয়ৎ এইরূপ তান্ত্রিক কোষ শাস্ত্র আছে। শান্তি—ঈকার। এইটি দ্বিতীয় বীজ। লাঙ্গলী ঠকার। সর্গ—বিসর্গ। এইটি তৃতীয় বীজ। তাহা হইলে প্রোং ন্রীং ঠঃ এই মন্ত্র হয়। ৬৭

এই মন্ত্রের অরুণ ঋষি, অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ, (রাঘব ভট্টমতে—ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ) নীলকণ্ঠ দেবতা। আদ্য প্রোং বীজ, অন্ত্য ঠঃ শক্তি। এই মন্ত্রের পূজা পদ্ধতি—প্রাতঃকৃত্য প্রভৃতি হইতে শৈবোক্ত পীঠন্যাস পর্য্যন্ত কার্য্য সমূহ করিয়া ঋষ্যাদি ন্যাস করিবেন। যথা—অস্য শ্রীনীলকণ্ঠ-মন্ত্রস্য অরুণ ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দঃ নীলকণ্ঠো দেবতা প্রোং বীজং ঠঃ শক্তিঃ বিষদ্বয়-হরণে পূজনে বিনিয়োগ। মস্তকে—ওঁ অরুণায় ঋষয়ে নমঃ। মুখে—ওঁ অনুষ্টুপ্ ছন্দসে নমঃ। হৃদয়ে—ওঁ নীলকণ্ঠায় দেবতায়ৈ নমঃ। গুহ্যে—ওঁ প্রোং বীজায় নমঃ। পাদদ্বয়ে—ওঁ ঠঃ শক্তয়ে নমঃ। ইহার পর করন্যাস ও অঙ্গন্যাস করিবেন। যথা—ওঁ হরহর স্বাহা অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ওঁ কপর্দিনে স্বাহা তর্জনীভ্যাং স্বাহা, ওঁ নীলকণ্ঠায় স্বাহা মধ্যমাভ্যাং বষট্। ওঁ কালকূট-বিষভক্ষণায় হুং ফট্ অনামিকাভ্যাং হুং। ওঁ নীলকণ্ঠিনে স্বাহা কনিষ্ঠাভ্যাং ফট্। এইরূপ ওঁ হরহর স্বাহা হৃদয়ায় নমঃ; ওঁ কপর্দিনে স্বাহা শিরসে স্বাহা। ও নীলকণ্ঠায় স্বাহা শিখায়ৈ বষট্। ওঁ কালকূট-বিষভক্ষণায় হুং ফট্ কবচায় হুং ওঁ নীলকণ্ঠিনে স্বাহা অস্ত্রায় ফট্ এইরূপে অঙ্গন্যাস ন্যাস করিবেন। যেমন শারদাতিলক নিবন্ধে বলিয়াছেন (৬৮)—

হরদ্বয় বহ্নিজায়া অর্থাৎ হর হর স্বাহা—এইটি হৃদয় মন্ত্র কথিত হইয়াছে;

কপর্দিনে ঠ-যুগলং শিরো মন্ত্র উদাহৃতঃ ॥ ৬৯
নীলকণ্ঠায় ঠ-দ্বন্দ্বং শিখামন্ত্রোঽয়মীরিতঃ।
কালকূটপদস্যান্তে বিষভক্ষণ-ঙে-যুতম্ ॥ ৭০
হূঁ ফট্ কবচমাদিষ্টং বিদ্বদ্ভির্নীলকণ্ঠিনে।
স্বাহান্ত-মন্ত্রমেতানি পঞ্চাঙ্গানি মনোর্বিদুঃ ॥ ইতি ॥ ৭১

ততো মন্ত্রন্যাসঃ। মস্তকে—প্রোঁ নমঃ, কণ্ঠে—নীঁ নমঃ। হৃদি—ঠৌঁ[১] নমঃ। ততো ধ্যানং (৭২)—

বালার্কাযুত-তেজসং ধৃত-জটাজূটেন্দু-খণ্ডোজ্জ্বলং
নাগেন্দ্রৈঃ কৃতশেখরং জপবটীং শূলং কপালং করৈঃ।
খট্বাঙ্গং দধতং ত্রিনেত্র-বিলসৎ পঞ্চাননং সুন্দরং
ব্যাঘ্রত্বক্-পরিধানমব্জ-নিলয়ং শ্রীনীলকণ্ঠং ভজে ॥ ৭৩

এবং ধ্যাত্বা মানসৈঃ সম্পূজ্যার্ঘ্যস্থাপন-শৈবোক্ত-পীঠপূজা-পুনর্ধ্যানা-বাহনাদি-পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি-দানান্তে কেশরেষ্বগ্ন্যাদি-কোণেষু মধ্যে দিক্ষু চ

কপর্দিনে ঠ যুগল ঠদ্বয় (স্বাহা)—এইটি শিরোমন্ত্র উক্ত হইয়াছে। ৬৯

নীলকণ্ঠায় ঠদ্বয় (স্বাহা)—এইটি শিখামন্ত্র কথিত হইয়াছে। কালকূট পদের অন্তে ঙেবিভক্তি যুক্ত বিষভক্ষণপদ ও হুং ফট্ অর্থাৎ কালকূট-বিষভক্ষণায় হুং ফট্—এইটি বিদ্বদ্গণ কর্ত্তৃক কবচমন্ত্র কথিত হইয়াছে। নীলকণ্ঠিনে স্বাহান্ত হইলে অর্থাৎ নীল-কণ্ঠিনে স্বাহা—এইটি অস্ত্র মন্ত্র। এইগুলিকে মন্ত্রের পঞ্চাঙ্গ জানিবেন। ৭০-৭১

তাহার পর মন্ত্রন্যাস করিবেন। যথা মস্তকে—ওঁ প্রোং নমঃ। কণ্ঠে—ওঁ নীং নমঃ। হৃদয়ে—ওঁ ঠৌং নমঃ। তাহার পর ধ্যান করিবেন (৭২)—

ধ্যানের অর্থ—অযুত বালসূর্য্যের তেজের ন্যায় তেজোময়, শিরোধৃত জটাজূট মধ্যবর্ত্তী ইন্দুখণ্ডে উজ্জ্বল, নাগেন্দ্র সমূহের দ্বারা কৃতভূষণ, দক্ষিণের উর্দ্ধ হস্ত হইতে অধোহস্ত পর্য্যন্ত চারিহস্তে যথাক্রমে জপমালা, শূল, কপাল ও খট্বাঙ্গধারী ত্রিনেত্রে উজ্জ্বল পঞ্চমুখ বিশিষ্ট, সুন্দর, ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিহিত পদ্মনিলয় শ্রীনীলকণ্ঠকে ভজনা করি। ৭৩

এই প্রকারে ধ্যান, মানস উপচারে পূজা করিয়া, বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করিয়া, মৃত্যুঞ্জয় প্রকরণোক্ত বিধানে পীঠপূজাদি করিয়া পুনর্ধ্যান, আবাহনাদি হইতে পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি দান পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্য করিয়া, কেশরের অগ্ন্যাদি কোণ সমূহে মধ্যে ও দিক্‌সমূহে

১। খ—হৃদি ঠৌং নমঃ।

পঞ্চাঙ্গানি সম্পূজ্য তদ্বহিরিন্দ্রাদীন্ বজ্রাদীংশ্চ সম্পূজ্য ধূপাদি-বিসর্জনান্তং কর্ম সমাপয়েৎ। ৭৪

তথা—লক্ষত্রয়ং জপেন্মন্ত্রং তদ্দশাংশং সসর্পিষা।

হবিষা জুহুয়াৎ সম্যক্ সংস্কৃতে হব্যবাহনে ॥৭৫॥ হবিষা পরমান্নেন[1]।

কল্পে—তারো হৃন্নীলকণ্ঠায় মন্ত্রশ্চাষ্টাক্ষরঃ পরঃ। তথা চ—ওঁ নমো নীলকণ্ঠায়। অস্য পূজাদিকং সর্বং পূর্ববৎ। বিশেষস্তু—ব্রহ্মা ঋষির্গায়ত্রীছন্দঃ নীলকণ্ঠো দেবতা। ৭৬

অথ চণ্ডেশ্বরঃ—অর্ঘীশো বহ্নিশিখরো লান্তস্থো দান্ত ঈরিতঃ।

ফড়ন্তশ্চণ্ডমন্ত্রোঽয়ং ত্রিবর্ণাত্মা সমীরিতঃ ॥ ৭৭

অস্যার্থঃ—অর্ঘীশঃ ষষ্ঠ স্বরঃ[2] ইত্যেকো বর্ণঃ। দান্তো ধকারঃ, স চ লান্তস্য বকারস্যোপরি[3] স্থিতঃ। তথাচ বহ্নিশিখরেঽগ্রভাগে যস্য তাদৃশঃ ইতি দ্বিতীয়ো বর্ণস্তেন উর্দ্ধফট্ ইতি ত্র্যক্ষরো মন্ত্রঃ। ৭৮

অস্য ত্রিত ঋষিরনুষ্টুপ ছন্দশ্চণ্ডেশ্বরো দেবতা। তথা চ নিবন্ধে—

পঞ্চ অঙ্গদেবতার পূজা করিয়া, দলের বহির্ভাগে ইন্দ্রাদি লোকপাল ও বজ্রাদি অস্ত্রের পূজা করিয়া ধূপদান হইতে বিসর্জন পর্য্যন্ত যাবতীয় কর্ম সমাপ্ত করিবেন। ৭৪

সেইরূপ আরও উক্ত হইয়াছে—পুরশ্চরণে এই মন্ত্র তিন লক্ষ জপ করিবে। হবিষা—পরমান্নের দ্বারা। ৭৫

কল্পে উক্ত হইয়াছে—তার, হৃৎ নীলকণ্ঠায়। এইটি নীলকণ্ঠের অপর অষ্টাক্ষর মন্ত্র। তাহা হইলে ওঁ নমো নীলকণ্ঠায় এই মন্ত্র হয়। এই মন্ত্রের পূজাদি সমস্তই পূর্ববৎ। বিশেষ হইতেছে—এই মন্ত্রের ব্রহ্মা ঋষি, গায়ত্রী ছন্দঃ, নীলকণ্ঠ দেবতা। ৭৬

অনন্তর চণ্ডেশ্বর মন্ত্র। অর্ঘীশ উকার, লান্তস্থ (বকারস্থ—বকারে যুক্ত) দান্ত (ধ) বহ্নিশিখর (রেফ মস্তক) ও ফট্ অন্ত কথিত হইয়াছে। এই বর্ণত্রয়াত্মক চণ্ডমন্ত্র কথিত হইয়াছে। ৭৭

এই শ্লোকের অর্থ—অর্ঘীশ ষষ্ঠ স্বর উ, এই একটি বর্ণ। দান্ত—ধকার। সেই ধকারটি লান্ত বকারের উপরিস্থিত, অথচ উহা বহ্নিশিখর অর্থাৎ বহ্নি শিখরে অগ্রভাগে যাহার যে ধ্ব বর্ণের, তাদৃশবর্ণ, এইটি দ্বিতীয় বর্ণ। তাহাতে উ ধ্র্ব ফট্ এই ত্র্যক্ষর মন্ত্র হয়। ৭৮

এই মন্ত্রের ত্রিত ঋষি, অনুষ্টুপ্ ছন্দ, চণ্ডেশ্বর দেবতা। তাহাই শারদাতিলক

১। খ—হবিষা পরমান্নেন নমঃ ইতি নাস্তি। ২। খ—ষষ্ঠস্বর ইত্যেকং বীজম্ ॥ ৩। খ—স্থিতশ্চ ইতি দ্বিতীয় বীজম্। তেন উর্ধ্ব ফট্।

অস্য ত্রিতো মুনিঃ প্রোক্তশ্ছন্দোঽনুষ্টুবুদাহৃতম্। একত-দ্বিত-ত্রিতাস্ত্রয়ো ভ্রাতরস্তু ভারতাদৌ ব্যক্তাঃ। পূজা—প্রাতঃকৃত্যাদি শৈবোক্ত-পীঠন্যাসান্তং বিধায় ঋষ্যাদিন্যাসং কৃত্বা করাঙ্গন্যাসৌ কুর্য্যাৎ। দীপ্তফট্ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। জ্বলফট্ তর্জনীভ্যাং স্বাহা। জ্বালিনী ফট্ মধ্যমাভ্যাং বষট্। জ্ঞেয় ফট্ অনামিকাভ্যাং হুঁ। হন ফট্ কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। সর্বজ্বালিনী ফট্[১] করতল-পৃষ্ঠাভ্যাং ফট্। এবং হৃদয়াদিষু। যথা প্রপঞ্চসারে (৭৯)—

দীপ্ত জ্বল জ্বালিনীতি জ্ঞেয়েন তু হনেন চ।
সর্বজ্বালিনী সংযুক্তৈঃ ফড়ন্তৈরঙ্গমাচরেৎ ॥ ৮০

ততো ধ্যানম্— চণ্ডেশ্বরং রক্ততনুং ত্রিনেত্রং রক্তাংশুকাঢ্যং হৃদি ভাবয়ামি।
টঙ্কং ত্রিশূলং স্ফটিকাক্ষমালাং কমণ্ডলুং বিভ্রতমিন্দুচূড়ম্ ॥ ৮১

এবং ধ্যাত্বা মানসৈঃ সম্পূজ্যার্ঘ্য-স্থাপনং কৃত্বা শৈবোক্ত-পীঠপূজাং বিধায় ঠমিতি বীজেন মূর্ত্তিং সংকল্প্য পুনর্ধ্যাত্বাবাহনাদিপঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদান-

---

নিবন্ধে বলিয়াছেন—এই মন্ত্রের ত্রিত ঋষি, অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ উকারবীজ ও ফট্ শক্তি উদাহৃত হইয়াছে। একত, দ্বিত ও ত্রিত—তিন ভ্রাতা ভারত প্রভৃতিতে ব্যক্ত আছে। এই মন্ত্রের পূজাপদ্ধতি—প্রাতঃকৃত্যাদি হইতে শৈবোক্ত পীঠন্যাস পর্য্যন্ত করিয়া, ঋষ্যাদি ন্যাস করিবেন। যথা—অস্য শ্রীচণ্ডেশ্বরমন্ত্রস্য ত্রিত ঋষিঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ চণ্ডেশ্বরো দেবতা উকারো বীজং ফট্ শক্তিঃ মমাভীষ্টসিদ্ধ্যর্থে পূজনে বিনিয়োগঃ। মস্তকে—ওঁ ত্রিতায় ঋষয়ে নমঃ। ইত্যাদি। অনন্তর ওঁ দীপ্ত ফট্ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ওঁ জ্বল ফট্ তর্জনীভ্যাং স্বাহা, ওঁ জ্বালিনী ফট্ মধ্যমাভ্যাং বষট্, ওঁ জ্ঞেয় ফট্ অনামিকাভ্যাং হুং, হন ফট্ কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্ ওঁ সর্বজ্বালিনী ফট্ করতল-পৃষ্ঠাভ্যাং ফট্—এইরূপে হৃদয়াদিতে অঙ্গ ন্যাস করিবেন। যেমন প্রপঞ্চসারে বলিয়াছেন (৭৯)—

দীপ্ত, জ্বল, জ্বালিনী জ্ঞেয় ও হন সহ সর্বজ্বালিনী সংযুক্ত করিয়া উহাদের অন্তে ফট্ দিয়া অঙ্গন্যাস করিবেন। ৮০

অনন্তর ধ্যান করিবেন। ধ্যানের অর্থ—রক্তদেহ, ত্রিনেত্র, রক্তবস্ত্র পরিহিত, বাম ও দক্ষিণের ঊর্ধ্ব হস্তদ্বয়ে টঙ্ক, ত্রিশূল, দক্ষিণ ও বামের অধোহস্তদ্বয়ে স্ফটিকের অক্ষ-মালা ও কমণ্ডলুধারী চন্দ্রচূড় চণ্ডেশ্বরকে হৃদয়ে ভাবনা করি। ৮১

এইরূপে ধ্যান করিয়া মানস উপচারে পূজা করিয়া বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করিয়া, শৈবোক্ত পীঠ পূজা করিয়া ঠং এই বীজের দ্বারা মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া, পুনরায় ধ্যান

১। খ—জ্ঞেয়া ফট্।

পর্য্যন্তং বিধায়াবরণপূজামারভেৎ। যথা ষড়ঙ্গৈঃ প্রথমাবরণং। মাতৃভি-র্দ্বিতীয়ম্। ইন্দ্রাদিভিস্তৃতীয়ম্। বজ্রাদিভিশ্চতুর্থম্। ততো ধূপাদি-বিসর্জনান্তং কর্ম সমাপয়েৎ। অস্য পুরশ্চরণং ত্রিলক্ষ-জপঃ। ৮২

যথা— বর্ণলক্ষং জপেন্ মন্ত্রং হোমং কুর্য্যাদ্ দশাংশতঃ।
মধুরত্রয়-সংযুক্তৈঃ শুদ্ধৈশ্চ তিল-তণ্ডুলৈঃ॥ ৮৩

অথ চণ্ডোগ্রশূলপাণিঃ। যথা কুব্জিকাতন্ত্রে—
প্রণবঞ্চ ততো মায়াং কূর্চবীজং সমুচ্চরেৎ।
শিবায়েতি ফড়ন্তশ্চ চণ্ডোগ্রোহয়ং মহামনুঃ॥ ৮৪

ও আবাহনাদি পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি দান পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্য করিয়া আবরণ পূজা করিবেন। যথা ষড়ঙ্গের দ্বারা প্রথম আবরণ। যেমন—এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ দীপ্তফট্ হৃদয়ায় নমঃ, ইত্যাদি। তাহার পর ব্রাহ্মী প্রভৃতি অষ্ট মাতৃকা দ্বারা দ্বিতীয় আবরণ। যথা—এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হ্রীং ব্রাহ্ম্যৈ নমঃ। এই প্রকারে মাহেশ্বরী, কোমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী ইন্দ্রাণী, চামুণ্ডা ও মহালক্ষ্মীকে স্বস্ববীজপূর্বক পূজা করিবেন। ইন্দ্রাদি লোকপালগণের দ্বারা তৃতীয় আবরণ। পূর্ববৎ লোকপালগণকে স্বস্ববীজ ও বাহনাদি যুক্ত করিয়া পূজা করিবেন। বজ্রাদি অস্ত্রের দ্বারা চতুর্থ আবরণ। তাহার পর ধূপদান হইতে বিসর্জন পর্য্যন্ত সমস্ত কর্ম শেষ করিবেন। এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে তিন লক্ষ মন্ত্র জপ। যেমন শারদাতিলক নিবন্ধে বলিয়াছেন (৮২)—

বিবৃতি। গ্রন্থকার ঠং বীজের দ্বারা চণ্ডেশ্বরের মূর্ত্তি কল্পনা করিতে বলিয়াছেন। কিন্তু শারদাতিলক বলিয়াছেন—মূর্ত্তৌ বীজেন কণ্ডায়াম্ অর্থাৎ বীজের দ্বারা কণ্ডমূর্ত্তিতে। ইহার দ্বারা বুঝা যায়—বীজের দ্বারা মূর্ত্তি কল্পনা করিতে হইবে। এই গ্রন্থে বা তন্ত্রসারে চণ্ডেশ্বরের পূজামন্ত্র উক্ত হয় নাই। কিন্তু শারদাতিলকে (২০।১৩৩) চণ্ডেশ্বরের পূজা মন্ত্র পৃথক্ উক্ত হইয়াছে। সেই পূজামন্ত্র হইতেছে—তং কূর্মো বিন্দুসংযুতঃ। চণ্ডেশ্বরায় হৃদ্ বীজপূর্বঃ পূজামনুর্মতঃ। ঊর্ধ্ব ফট্ চং চণ্ডেশ্বরায় নমঃ। এইটি চণ্ডেশ্বরের পূজা মন্ত্র। ৮২

মন্ত্রবর্ণ লক্ষ মন্ত্র জপ করিবেন এবং মধুরত্রয় সংযুক্ত শুদ্ধ (ধৌত) তিল তণ্ডুলের দ্বারা জপের দশাংশ হোম করিবেন। ৮৩

অনন্তর চণ্ডোগ্রশূলপাণি মন্ত্র। যেমন কুব্জিকাতন্ত্রে—বলিয়াছেন—প্রথমে প্রণব, তাহার পর মায়া, তাহার পর কূর্চবীজ (হূং), উচ্চারণ করিবেন। তাহার পর ফড়ন্ত শিবায় এইটি অর্থাৎ শিবায় ফট্। ইহা চণ্ডোগ্র স্বরূপ মহামন্ত্র উক্ত হইয়াছে। ৮৪

অস্য ব্রহ্মা ঋষির্গায়ত্রী ছন্দঃ মায়া বীজং চণ্ডোগ্রো দেবতা। "ষড় দীর্ঘভাজা বীজেন তারাদ্যেন ষড়ঙ্গকম্"। বীজেন[1] মায়াবীজেন। ধ্যানম্ (৮৫)—

শুদ্ধস্ফটিক-সঙ্কাশং চতুর্বাহুং কিরীটিনম্।
শূলং কপালং দক্ষে তু বামে তু পাশমঙ্কুশম্[2]।
সুরাপান-রসাবিষ্টং সাধকাভীষ্ট-দায়কম্ ॥ ৮৬
ধ্যাত্বা সম্পূজ্য দেবেশং পঞ্চসহস্রং মনুং জপেৎ।
দশাংশং সংস্কৃতে বহ্নৌ হুনেদ্ রক্তোৎপলেন চ ॥ ৮৭

অথাস্য পুরশ্চরণান্তে প্রয়োগঃ—

ত্রিমধ্বক্তেন লভতে কবিতাং ধনভাগ্ ভবেৎ।
রক্ত-পদ্মস্য হোমেন মহতীং শ্রিয়মাপ্নুয়াৎ ॥ ৮৮
পায়সেন তু হোমেন শত্রূন্ নাশয়তেঽচিরাৎ।
কুসুম্ভতৈল-হোমেন রিপূন্ হন্যান্ন সংশয়ঃ ॥ ৮৯
করবীরস্য হোমেন বাক্স্তম্ভো জায়তে ধ্রুবম্।
শুক্লপদ্মস্য হোমেন মোহয়েদখিলং জগৎ ॥ ৯০

এই মন্ত্রের ব্রহ্মা ঋষি, গায়ত্রী ছন্দঃ, চণ্ডোগ্র দেবতা। "প্রণবাদি ছয়টি দীর্ঘস্বর যুক্ত বীজের (মায়া বীজের) দ্বারা ষড়ঙ্গন্যাস করিবেন"। বীজেন—মায়াবীজেন অর্থাৎ মায়াবীজের দ্বারা। ধ্যান হইতেছে শুদ্ধ-স্ফটিক-সঙ্কাশং ইত্যাদি। ৮৫

ধ্যানের অর্থ—শুদ্ধ নির্মল স্ফটিকের সদৃশ শুভ্রবর্ণ, চতুর্বাহু, কিরীটধারী, দক্ষিণ হস্তে শূল ও কপালধারী, বামে পাশ ও অঙ্কুশধারী, সুরাপানের রসে বিহ্বল সাধকের অভীষ্ট দায়ক চণ্ডোগ্র শূলপাণিকে ধ্যান করি। ৮৬

এই দেবেশ্বরকে ধ্যান করিয়া পূজা করিয়া পাঁচ হাজার মন্ত্র জপ করিবে। সংস্কৃত বহ্নিতে রক্ত উৎপলের দ্বারা জপের দশাংশ হোম করিবে। ৮৭

এই মন্ত্রের পুরশ্চরণের অন্তে নানারূপ প্রয়োগ কথিত হইতেছে—ত্রিমধুরাক্ত রক্ত উৎপলের দ্বারা হোমে কবিত্ব লাভ করে এবং ধনবান্ হয়। রক্ত পদ্মের হোমের দ্বারা মহা ঐশ্বর্য্য লাভ করে। ৮৮

পায়স হোমের দ্বারা অচিরেই শত্রুকে বিনাশ করায়। কুসুম্ভ বীজের তেলের হোমের দ্বারা শত্রু বধ করে, ইহাতে সংশয় নাই। করবীর হোমের দ্বারা নিশ্চয়ই বাক্স্তম্ভ জন্মে। শুক্ল পদ্মের হোমের দ্বারা অখিল জগৎকে (জীবকে) মুগ্ধ করে। ৮৯-৯০

১। খ—বীজেনার্থাৎ তু মায়াবীজেন। ২। খ—বামে দর্পণমঙ্কুশং।

অস্য যন্ত্রং ষট্‌কোণাষ্টদল-পদ্ম-ঘটিতম্[১]। যথা—

ষট্‌কোণাষ্টদলং পদ্মং মধ্যে মূলং প্রপূজয়েৎ।
কেবলং শুদ্ধভাবেন হবিষ্যাশী দিবা জপেৎ॥ ৯১

অথ মঞ্জুঘোষঃ। আগমোত্তরে—

মাতৃকাদিং সমুদ্ধৃত্য বহ্নিবীজং সমুদ্ধরেৎ।
বামাংশং কূর্মসংজ্ঞঞ্চ ততো[২] মেষোণমুদ্ধরেৎ॥ ১
মীনেশঞ্চ ততঃ কুর্য্যাদ্ বামনেত্রেন্দু-সংযুতম্।
ষড়ক্ষরো মনুঃ প্রোক্তো মঞ্জুঘোষস্য শম্ভুনা॥ ২
ইয়ন্তু দীপনী প্রোক্তা মূলমন্ত্রস্তু কথ্যতে।
অঙ্কুশং শক্তিবীজঞ্চ রমাবীজং ততঃ প্রিয়ে!।
বীজ-ত্রয়াত্মকো মন্ত্রো জাড্যৌঘ-ধ্বান্ত-নাশনঃ॥ ৩

অস্যার্থঃ—মাতৃকাদিরকারঃ, বহ্নিবীজং রেফঃ। বামাংসং বকারঃ। কূর্মশ্চকারঃ। মেষোণো দন্ত্যঃ নকারঃ[৩]। মীনেশো ধকারঃ। স চ বামনেত্রেন্দু-

---

এই মন্ত্রের যন্ত্র ষট্‌কোণ গর্ভ অষ্টদল পদ্ম ঘটিত। যেহেতু তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—ষট্‌কোণ গর্ভ একটি অষ্টদল পদ্ম হইবে। এই ষট্‌কোণের মধ্যে মূলমন্ত্র লিখিত হইবে। শুদ্ধ ভাবযুক্ত ও হবিষ্যাশী হইয়া তাহাতে ঐ মন্ত্রে পূজা করিবে ও দিবাতে জপ করিবে। ৯১

অনন্তর মঞ্জুঘোষ মন্ত্র। আগমোত্তরে বলিয়াছেন—প্রথমতঃ মাতৃকাবর্ণের প্রথম বর্ণ (অ) উচ্চারণ করিয়া বহ্নিবীজ (র) উচ্চারণ করিবে। পরে বামাংস (বকার); কূর্মনামক বর্ণ (চকার), তাহার পর মেষোণ (ন) উদ্ধার করিবে। তাহার পর মীনেশকে (ধকে) বামনেত্র (ঈ) ও বিন্দু সংযুক্ত করিবে। শম্ভু কর্ত্তৃক মঞ্জুঘোষের এই ষড়ক্ষর মন্ত্র উক্ত হইয়াছে। ১-২

ইহা দীপনী কথিত হইয়াছে। মূলমন্ত্র কথিত হইতেছে। হে প্রিয়ে! অঙ্কুশ, শক্তিবীজ, তাহার পর রমাবীজ। এই বীজ ত্রয়াত্মক মন্ত্র জড়তা সমূহ ও মালিন্যের নাশক। ৩

এই শ্লোকের অর্থ। মাতৃকাদি—অকার। বহ্নিবীজ—রেফ। বামাংস—বকার। কূর্ম—চকার। মেষোণ—নকার। মীনেশ—ধকার। সেই ধকার বামনেত্র ও ইন্দু দ্বারা

১। খ—ঘটিতং।০। অথ মঞ্জুঘোষঃ। ২। খ—ততো-মেষেশমুদ্ধরেৎ। ৩। খ—মেষোণো নকারঃ।

-সংযুক্তঃ। এষা ষড়ক্ষরী দীপনী। সা চ মন্ত্রাদৌ অনুলোমতঃ মন্ত্রান্তে প্রতি-লোমতঃ প্রয়োজ্যা। অঙ্কুশঃ ক্রোঁ। শক্তি-বীজং মায়া। রমাবীজং শ্রীবীজম্[১]। তেন অ র ব চ ন ধীঁ ক্রোঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ধীঁ ন চ ব র অ[২]। ইতি সিদ্ধম্। অকার-রেফ-বকারাশ্চাত্র[৩] ন সানুস্বারাঃ, কূর্মাদি-সাহচর্য্যাৎ। ৪

অথ মন্ত্রান্তরম্—শক্তিবীজং রমাবীজং কামবীজং ততঃ প্রিয়ে!।
বিদ্যা শ্রুতিধরী প্রোক্তা এষা বর্ণত্রয়াত্মিকা॥ ৫

অত্রাপি দীপনী যোজ্যা। মন্ত্রান্তরম্—

হকারো বহ্নিমারূঢো বামনেত্রেন্দু-ভূষিতঃ।
প্রোক্তা সর্বজ্ঞ-বিদ্যেয়ং একবর্ণাত্মিকা প্রিয়ে!॥ ৬

তথাচ— কেবলং মায়াবীজম্। দীপন্যত্রাপি।

সিদ্ধঃ সাধ্যঃ সুসিদ্ধো বা সাধকস্য তথা রিপুঃ।
তদা মন্ত্রো ভবেদ্ ভক্ত্যা শুভদো বৃদ্ধিদো ভবেৎ॥ ৭
মধ্যাহ্নে সলিলে চৈব ভোজনে ভাজনে তথা।
গোময়ে তু বহির্দেশে মৈথুনে রমণী-কুচে।

যুক্ত। এই ছয়টি অক্ষর দীপনী। উহা মন্ত্রের আদিতে অনুলোমে ও মন্ত্রের অন্তে প্রতিলোমে প্রযোজ্য। অঙ্কুশ—ক্রোং। শক্তিবীজ—মায়া হ্রীং। রমাবীজ—শ্রীবীজ শ্রীং। তাহাতে অ র ব চ ন ধীং ক্রোং হ্রীং শ্রীং ধীং ন চ ব র অ—এই মন্ত্র সিদ্ধ হয়। কূর্মাদির সাহচর্য্যবশতঃ অকার, রকার ও বকারে অনুস্বার যুক্ত হইবে না। ৪

হে প্রিয়ে! শক্তিবীজ, রমাবীজ ও তাহার পর কামবীজ। এই বর্ণ (বীজ) ত্রয়াত্মিকা বিদ্যা শ্রুতিধরী কথিত হইয়াছে। ৫

এই মন্ত্রেও দীপনী যোগ করিতে হইবে। ইহাঁর মন্ত্রান্তর কথিত হইতেছে—

বহ্নিতে (রকারে) আরূঢ় হকার বামনেত্র ও ইন্দু দ্বারা ভূষিত হইবে। হে প্রিয়ে! এক বর্ণাত্মিকা (বীজাত্মিকা) এই সর্বজ্ঞবিদ্যা কথিত হইয়াছে। ৬

তাহা হইলে ইহা কেবল মায়াবীজ হইল। এখানেও দীপনী যোগ করিতে হইবে। এই মন্ত্র যদি সাধকের সিদ্ধ, সাধ্য, সুসিদ্ধ অথবা অরিও হয়, তাহা হইলেও এই মন্ত্র ভক্তির সহিত যুক্ত হইলে অর্থাৎ ভক্তির সহিত এই মন্ত্রের উপাসনা করিলে উহা শুভপ্রদ ও বৃদ্ধিপ্রদ হয়। ৭

মধ্যাহ্ন কালে জলে, আহার কালে পাত্রে, বহির্দেশে গোময়ে, মৈথুনকালে রমণীর

১। খ—রমাবীজং শ্রীং। ২। খ—ন চ ব র য়। ৩। খ—রেফনকারাশ্চাত্র।

গোষ্ঠে চ নিশি গোমুণ্ডে যন্ত্রং ডমরু-সন্নিভম্ ॥ ৮
বিলিখ্য মন্ত্রবর্ণাংশ্চ ত্রিশ[১] উর্দ্ধে অধস্তথা।
লিখেচ্চন্দন-লেখন্যা[২] প্রযত্নাৎ সাধকোত্তমঃ ॥ ৯
উচ্চাটনে লিখেন্ মন্ত্রং গোচর্মণি বিশেষতঃ।
সলিলে বিজয়ী নিত্যং ভোজনে চ মহেশ্বরঃ ॥ ১০
গোময়ে বাবদূকঃ স্যাদ্ গোষ্ঠে সর্বজ্ঞতাং ব্রজেৎ।
কুচে শ্রুতিধরো নিত্যং গোমুণ্ডে চ মহাকবিঃ ॥ ১১
গোমুত্রং বদরীমূলং চন্দনং পাংশুমেব চ।
একীকৃত্যাঽষ্টধা জপ্ত্বা তিলকং কারয়েৎ সদা ॥ ১২
নান্যদেবার্চনং স্নানং[৩] প্রণবোচ্চারণং ন তু।
বস্ত্রাঞ্চলেন দন্তানাং শোধনং লবণেন বা।
রাত্রিবাসো ন মুঞ্চেত ন শুচিঃ স্যাৎ কদাচন ॥ ১৩
এবং কৃত্বা প্রযত্নেন জ্ঞাত্বা গুরুমুখাৎ সুধীঃ।
মাসৈকেন কবীন্দ্রঃ স্যাদ্ দ্বিমাসেনৈব ঈশ্বরঃ ॥ ১৪

স্তনে এবং রাত্রিতে গোষ্ঠস্থানে গোমুণ্ডে ডমরু সদৃশ এক যন্ত্র লিখিয়া সাধকশ্রেষ্ঠ কুললেখনী (চন্দনকাঠের লেখনী) দ্বারা যত্নপূর্বক যন্ত্রের উর্ধ্বদেশে ও অধোদেশে তিন বার মন্ত্রবর্ণগুলিকে (ক্রোং হ্রীং শ্রীং) লিখিবেন। ৮-৯

বিশেষতঃ উচ্চাটনে গোচর্মে মন্ত্র লিখিবেন। সলিলে মন্ত্র লিখিলে সর্বদা বিজয়ী হয়। ভোজনকালে ভাজনে (পাত্রে) লিখিলে মহেশ্বর হয়। ১০

গোময়ে লিখিলে বাবদূক (বহুবক্তা) হয়। গোষ্ঠে লিখিলে সর্বজ্ঞত্ব লাভ করে। রমণীর স্তনে লিখিলে সর্বদা শ্রুতিধর হয়। গোমুণ্ডে লিখিলে মহাকবি হয়। ১১

গোমূত্র, বদরীমূল, চন্দন ও পবিত্র ধূলি একত্র করিয়া অষ্টধা মন্ত্র জপ করিয়া সর্বদা তিলক করিবে। ১২

অন্য দেবতার অর্চনা নাই, স্নান নাই, প্রণবের উচ্চারণ নাই। বস্ত্রাঞ্চলের দ্বারা বা লবণের দ্বারা দন্তসমূহের শোধন হইবে। রাত্রিবাস ত্যাগ করিবে না। কখনও শুচি হইবে না। ১৩

এইরূপ করিয়া সুধী সাধক যত্নপূর্বক গুরুর মুখ হইতে মন্ত্র গ্রহণ করিয়া আরাধনা করিলে একমাসে কবীন্দ্র হয়। দুইমাসেই ঈশ্বর হয়। ১৪

১। ত্রিবারং মন্ত্রং লিখেদিত্যর্থঃ। ২। ক—লিখেচ্চ কুললেখন্যা। ৩। খ—দেবার্চমং স্থানং।

ত্রিভির্মাসৈর্ভবেন্ মর্ত্ত্যঃ সর্বশাস্ত্র-বিশারদঃ।
পুত্রার্থী লভতে পুত্রং ধনার্থী বিপুলং ধনম্ ॥ ১৫

অস্য করাঙ্গন্যাসৌ। ক্ষাঁ শাঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ক্ষীঁ শীঁ তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা ইত্যাদি-ক্রমেণ। ধ্যানং যথা (১৬)—

শশধরমিব শুভ্রং খড়্গপুস্তাঙ্কপাণিং সুরুচিরমতিশান্তং পঞ্চচূড়ং কুমারম্।
পৃথুতর-বরমুখ্যং পদ্মপত্রায়তাক্ষং কুমতি-দহনদক্ষং মঞ্জুঘোষং নমামি ॥ ১৭

পীঠপূজাং ততঃ কুর্য্যাদাধারাদ্যাদি-শক্তিতঃ।
ভূত-প্রেতাদিভিঃ কুর্য্যাৎ পীঠাসনমনন্তরম্ ॥ ১৮
জ্ঞানদাত্রে নমঃ পাদ্যং বুদ্ধিকর্ত্রে তথাচমম্।
জাড্যনাশায় গন্ধঃ স্যাদর্ঘ্যং যক্ষাধিপায় বৈ।
সর্বসিদ্ধি-প্রদায়েতি পুষ্পং দদ্যাদ্ বিচক্ষণঃ ॥ ১৯
কুন্দপুষ্পং সমাদায় ভৈরবান্ পূজয়েৎ ততঃ।
অসিতাঙ্গো রুরুশ্চণ্ডঃ ক্রোধ উন্মত্ত-সংজ্ঞকঃ।
কপালী ভীষণশ্চৈব সংহারশ্চাষ্টমঃ স্মৃতঃ ॥ ২০

মানব তিনমাস আরাধনা করিলে সর্বশাস্ত্র বিশারদ হয়। পুত্রার্থী পুত্র লাভ করে। ধনার্থী বিপুল ধন লাভ করে। ১৫

এই মন্ত্রের করাঙ্গন্যাস। যথা—ক্ষাং শাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ক্ষীং শীং তর্জনীভ্যাং স্বাহা—ইত্যাদি ক্রমে করাঙ্গন্যাস করিবে। ধ্যান যেমন শশধরামিব ইত্যাদি (১৬)—

ধ্যানের অর্থ—শশধরের ন্যায় অতিশুভ্র, খড়্গ ও পুস্তকধারী, অতিসুন্দর, অতি-শান্ত, পঞ্চ-মুকুটধারী, কুমারমূর্ত্তি অতিস্থূল, পদ্মপত্রের ন্যায় বিস্তৃতনেত্র, কুমতি-দহনে দক্ষ মঞ্জুঘোষকে নমস্কার করি। ১৭

এই ধ্যানের পর আধারাদি শক্তি সহিত পীঠপূজা করিবেন। অনন্তর ভূতপ্রেতাদি দ্বারা পীঠাসনের পূজা করিবেন। ১৮

বিচক্ষণ সাধক জ্ঞানদাত্রে নমঃ মন্ত্রে পাদ্য, সেইরূপ বুদ্ধিকর্ত্রে নমঃ মন্ত্রে আচমন, জাড্যনাশায় নমঃ মন্ত্রে গন্ধ এবং যক্ষাধিপায় নমঃ মন্ত্রে অর্ঘ্য এবং সর্বসিদ্ধি-প্রদায় নমঃ মন্ত্রে পুষ্প দিবেন। ১৯

তাহার পর কুন্দপুষ্প লইয়া ভৈরবগণকে পূজা করিবেন। সেই ভৈরবগণ হইতেছেন—অসিতাঙ্গ, রুরু, চণ্ড, ক্রোধ, উন্মত্ত, কপালী, ভীষণ ও অষ্টম সংহার নামক ভৈরব কথিত হইয়াছেন। ২০

তত্তো ধূপাদিকং দত্ত্বা প্রসূনানি বিসর্জয়েৎ।
তৈঃ পুষ্পৈঃ পূজয়েদষ্টৌ যক্ষিণী চ বিশেষতঃ॥ ২১
সুরাদি-সুন্দরী চৈব মনোহারিণ্যনন্তরম্।
কনকাবতী তথা কামেশ্বরী চ রতিকর্য্যথ॥ ২২
পদ্মিনী চ নটী চৈব অনুরাগিণ্যনন্তরম্।
পূজ্যা এতাস্ত যোগিন্যো হৃল্লেখা-বীজপূর্ব্বিকাঃ॥ ২৩

কুক্কুটেশ্বরতন্ত্রে—বৃহদারণ্যকো নামর্ষির্বিরাট্ ছন্দ এব চ।
স এব মঞ্জুঘোষাখ্যো ভক্তি-ভাবেন মুক্তিদঃ॥ ২৪
ধ্যাত্বা ভৈরবরূপেণ জপেন্ মন্ত্রমনন্যধীঃ[১]।
মন্ত্রোদ্ধারং প্রবক্ষ্যামি গুহ্যাদ্ গুহ্যতরং প্রিয়ে!॥ ২৫
বিষ্ণ্বগ্নি-পাশি-শশিযুক্-চলধী-স্বরূপং[২]
ষড়্বর্ণ-মন্ত্র উদিতো জগতাং সুখায়।
সর্বজ্ঞতাং সদসি বাক্-পটুতাং প্রসূতে
বেদান্ত-বেদ-নিরতস্য বসুপ্রদঃ স্যাৎ॥ ২৬

তাহার পর ধূপাদি দিয়া পুষ্পসমূহ বিসর্জন করিবেন অর্থাৎ পৃথক্ করিয়া রাখিবেন। সেই পুষ্পসমূহের দ্বারা বিশেষভাবে অষ্ট যক্ষিণীকে পূজা করিবেন। ২১

সুরাদি সুন্দরী অর্থাৎ সুরসন্দরী, অনন্তর মনোহারিণী, কনকাবতী, কামেশ্বরী, রতিকর্ষিণী, পদ্মিনী, নটী ও অনন্তর অনুরাগিণী। এই যোগিনীগণকে হৃল্লেখাবীজ (হ্রীং বীজ) পূর্বক পূজা করিবে। ২২-২৩

কুক্কুটেশ্বর তন্ত্রে বলিয়াছেন—এই মন্ত্রের বৃহদারণ্যক নামক ঋষি, বিরাট্ ছন্দঃ, মঞ্জু ঘোষ নামক দেবতা। সেই মঞ্জুঘোষ নামক দেবতা ভক্তিভাবে পূজিত হইলে মুক্তিপ্রদ হন। ২৪

অনন্যচিত্ত হইয়া ভৈরবরূপে তাঁহাকে ধ্যান করিয়া মন্ত্র জপ করিবে। হে প্রিয়ে! গুহ্য হইতে গুহ্যতর মন্ত্রোদ্ধার বলিতেছি। ২৫

বিষ্ণু (অ), অগ্নি (র), পাশী (ব) শশিযুক্ (নাদবিন্দুযুক্ত) চলধী স্বরূপ ষড়ক্ষর মন্ত্র

১। অনন্যধীরিত্যনন্তরং তদা মুক্তি-প্রদো মন্ত্রো নাত্র কার্য্যা বিচারণা। ধ্যানং তত্র প্রবক্ষ্যামি ভৈরবস্য মহাত্মনঃ। যথা ধ্যাত্বা জপেন্ মন্ত্রং তন্মে নিগদতঃ শৃণু। সাত্ত্বিকং রাজসং চৈব তামসং তদনন্তরম্। ধ্যানং বক্ষ্যে মহেশানি! বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া। সদ্যঃ সিদ্ধিকরং রূপং ধ্যাত্বা জপেচ্চ সাত্ত্বিকম্। সিদ্ধিপ্রদং সাধকানাং ভক্তানাং চিন্তিতপ্রদমিত্যধিকস্তন্ত্রসারে। ২। খ—চলধী স্বরূপঃ।

বিষ্ণুরকারঃ। অগ্নী রেফঃ, পাশী বকারঃ, তত্রয়ং শশিযুক্[১] নাদবিন্দুযুক্তং চলধী স্বরূপমিতি। তেন এতত্রয়ং[২] কেবলমেব। তথাচ অঁ রঁ বঁ চলধী ইতি মন্ত্রান্তরং তত্রৈব। ২৭

আদ্যমন্ত্রং জপেন্ মন্ত্রী অযুতং যদি সাধকঃ।
বলি-নৈবেদ্য-ভুক্ সাক্ষাদ্ বৃহস্পতিরিবাপরঃ।
মাসমাত্রেণ সততং কবিরেব ন সংশয়ঃ ॥ ২৮

গোমুণ্ডে গবি পৃষ্ঠে[৩] চ চক্রে বাপি চ গোময়ে।
মন্ত্রমস্য লিখেদাদৌ পশ্চান্মন্ত্রং জপেৎ পুনঃ ॥ ২৯

ধ্যানমাত্রং বিধায়াদৌ ভাবয়িত্বা চিরং সুধীঃ।
নির্জনং স্থানমাগত্য জপেন্ মন্ত্রমধোমুখঃ ॥ ৩০

পৌর্ণমাসীং সমাসাদ্য কুন্দস্য কুসুমৈঃ শতৈঃ।
অষ্টাধিকৈশ্চ সম্পূজ্য জপেন্ মন্ত্রং চতুষ্পথে ॥ ৩১
ত্রিমুণ্ডারোহণং কৃত্বা নিশীথে মুক্তকুন্তলঃ।

জগতের সুখের জন্য প্রকাশিত হইয়াছে। উহা সর্বজ্ঞতাকে ও সভায় বাক্পটুতা সৃষ্টি করে। বেদান্ত ও বেদনিরত ব্যক্তির ধনপ্রদ হয়। ২৬

বিষ্ণু—অকার। অগ্নি—রেফ। পাশী—বকার। এই তিনটি শশিযুক অর্থাৎ নাদবিন্দু যুক্ত। চলধী এইটি স্বরূপ। তাহাতে এই চলধী তিনটি কেবল অর্থাৎ বিন্দুযুক্ত নহে। তাহা হইলে অং রং বং চলধী এই মন্ত্রান্তর সেইখানেই উক্ত হইয়াছে। ২৭

মন্ত্রজ্ঞ সাধক যদি বলি ও নৈবেদ্য ভোজী হইয়া অযুত সংখ্যক প্রথম মন্ত্র জপ করেন, তবে তিনি সাক্ষাৎ দ্বিতীয় বৃহস্পতি সদৃশ হইয়া থাকেন। সর্বদা এই মন্ত্র জপ করিলে মাসমাত্রে কবি হয়, ইহাতে সংশয় নাই। ২৮

গোরুর মুণ্ডে, গোরুর পৃষ্ঠে, চক্রে অথবা গোময়ে প্রথমে এই মঞ্জু ঘোষের মন্ত্র লিখিবে। পরে পুনরায় মন্ত্রকে জপ করিবে। ২৯

সুধী সাধক প্রথমে ধ্যানমাত্র করিয়া দীর্ঘকাল ভাবনা করিয়া নির্জন স্থানে গমন করিয়া অধোমুখ হইয়া মন্ত্র জপ করিবে। ৩০

পৌর্ণমাসী তিথিকে পাইয়া অর্থাৎ পৌর্ণমাসী তিথিতে চতুষ্পথে অষ্টাধিক শত কুন্দপুষ্পের দ্বারা পূজা করিয়া মন্ত্র জপ করিবে। ৩১

১। খ—শশিযুক্ সানুস্বারং। ২। খ—তত্রয়ং। ৩। খ—গোমুণ্ডে পরিপৃষ্ঠে চক্রে বাপি চ তথাময়ে।

ষণ্মাসমাত্রং হি জপেদ্ যদি কৃত্বা বিধানবিৎ ।
বৃহস্পতি-সমো বক্তা নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৩২
কুক্কুরস্য চ মুণ্ডৈকং মুণ্ডং ক্রোষ্টুর্বৃষস্য চ ।
ত্রিমুণ্ডমেতদ্ বিখ্যাতং সাধকানাং সুখাবহম্ ॥ ৩৩
আসনঞ্চৈব গোমুণ্ডে বামে কুক্কুর-মুণ্ডকম্ ।
দক্ষিণে চ শিবামুণ্ডং কৃত্বা পূজাং সমাচরেৎ ॥ ৩৪
অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতিং সাক্ষাদ্ বালচন্দ্রোপমং স্ফুটম্ ।
যন্ত্রং লিখেৎ তত্র পূজা কুন্দস্য কুসুমেন চ ॥ ৩৫

সব্যেন পাণিকমলেন জপাদি-পূজাং শৃঙ্গারশীলন-বিধৌ খলু দক্ষিণেন ।
রাকা-সুধাকর-মরীচি-তুষার-গৌরং ধ্যাত্বা চতুষ্পথ-তটে বৃষ-মস্তকস্থঃ ॥ ৩৬
সঞ্চিন্ত্য কুক্কুর-শিবা[1]-শিরসাধিরূঢ়ঃ কুন্দেন সাধকতমো জপতি প্রকামম্ ।
গোচর্ম্মণা বিরচিতং রসকোণমাত্রং চক্রং ততোঽপি নবকুঙ্কুম-রোচনাভিঃ ।
নির্ম্মায় সব্যবিধিনা বিজনে শ্মশানে সংপূজয়েদ্ বন-ভবৈশ্চ নবৈঃ পলাশৈঃ ॥ ৩৭

রাত্রিতে মুক্তকেশ হইয়া ত্রিমুণ্ডে আরোহণ করিয়া বিধানবিৎ সাধক যদি যথাবিধি ছয় মাসমাত্র মন্ত্র জপ করেন, তবে তিনি বৃহস্পতি সম বক্তা হইয়া থাকেন, ইহাতে সংশয় করিবে না । ৩২

কুক্কুরের এক মুণ্ড, শৃগালের এক মুণ্ড ও বৃষের এক মুণ্ড—এই তিন মুণ্ড সাধকগণের সুখাবহ বলিয়া বিখ্যাত আছে । ৩৩

গোমুণ্ডে আসন করিয়া বামে কুক্কুর মুণ্ড ও দক্ষিণে শিবামুণ্ড স্থাপন করিয়া পূজার অনুষ্ঠান করিবে । ৩৪

অর্দ্ধচন্দ্রাকার সাক্ষাদ্ বালচন্দ্রের সদৃশ স্পষ্ট যন্ত্র লিখিবে । সেই যন্ত্রে কুন্দ পুষ্পের দ্বারা পূজা হইবে । ৩৫

চতুষ্পথে নদীতটে বৃষমুণ্ডে অবস্থিত হইয়া পূর্ণিমা চন্দ্রের কিরণ ও তুষারের ন্যায় গৌর (শুভ্র) মঞ্জুঘোষকে ধ্যান করিয়া বাম হস্ত-কমলের দ্বারা পূজা জপাদি করিবে । কিন্তু শৃঙ্গার চর্চ্চা ব্যাপারে দক্ষিণ হস্তের দ্বারা পূজা করিবে । ৩৬

নির্জ্জন শ্মশানে কুক্কুর ও শৃগালের মুণ্ডে উপবিষ্ট হইয়া গোচর্ম্মের উপরে নূতন কুঙ্কুম গোরোচনা দ্বারা ষট্‌কোণচক্র নির্ম্মাণ করিয়া বাম হস্তে কুন্দ পুষ্প ও বনজাত নব পলাশ পুষ্পে পূজা করিবে ও ইচ্ছামত জপ করিবে । ৩৭

১। ক—কুক্কুরশিরা। খ—কুক্কুট শিরা।

সম্পূর্ণ-মণ্ডল-তুষার-মরীচি-মধ্যে বালং বিচিন্ত্য ধবলং বর-খড়্গ-হস্তম্ ।
উদ্দাম-কেশনিবহং বর-পুস্তকাঢ্যং নগ্নং যজেৎ ক্ষতজ-পদ্ম-দলায়তাক্ষম্ ॥ ৩৮
মঞ্জিষ্ঠ[১]-তোয়দ-বচাসিত-ভানুমূলৈঃ স্বীয়াঙ্গ-শোণিত-যুতৈঃ[২] সহ কুষ্ঠকৈশ্চ ।
কৃত্বা ললাট-ফলকে তিলকং জপস্থো বিদ্যা-প্রবোধ-বিষয়ে স চ গীষ্পতিঃ স্যাৎ ॥ ৩৯

ভৈরবতন্ত্রে ঈশ্বর উবাচ—

শ্রূয়তাং দেবি ! মে বাক্যং নাত্র কার্য্যা বিচারণা ।
মঞ্জুঘোষস্তু যো দেবঃ সোঽহং দেবি ! ন সংশয়ঃ ॥ ৪০
একোঽহং শঙ্করো দেবি ! নানা-মূর্ত্তিধরঃ স্বয়ম্ ।
তস্যাধিষ্ঠানমধুনা শ্রূয়তাং মম তত্ত্বতঃ ॥ ৪১
মন্ত্রঃ ষড়ক্ষরঃ সারঃ সদ্যঃ কুমতি-নাশকঃ ।
রসলক্ষাবধিস্তস্য[৩] জাপ্য এব সুরেপ্সিতঃ ॥ ৪২
ত্রিপক্ষ-জপনাদ্ দেবি ! বাগ্মী ভবতি মানবঃ
সুকবিত্বং ভবেৎ তস্য প্রতিভা বিশ্বজিত্বরী ॥ ৪৩

সম্পূর্ণ চন্দ্রমণ্ডলের তুষার তুল্য মরীচি মধ্যে শ্বেতবর্ণ, বর ও খড়্গধারী আলুলায়িত কেশ, বর ও পুস্তকধারী রক্তপদ্মের ন্যায় আরক্ত নেত্র নগ্ন মঞ্জুঘোষকে ধ্যান করিয়া ভজনা করিবে। ৩৮

নিজ দেহের রুধিরের সহিত যুক্ত মঞ্জিষ্ঠা, তোয়দ (মুথা), বচা, শ্বেত আকন্দ মূল, কুড়ের দ্বারা ললাট ফলকে তিলক করিয়া জপযুক্ত হইলে বিদ্যার বিকাশ বিষয়ে সে বৃহস্পতি সদৃশ হয়। ৩৯

ভৈরব তন্ত্রে ঈশ্বর বলিয়াছেন—হে দেবি। আমার বাক্য শ্রবণ কর। ইহাতে সন্দেহ করিও না। হে দেবি। মঞ্জুঘোষ নামক যে দেবতা, সে আমি। ইহাতে সংশয় নাই। ৪০

হে দেবি। আমি শঙ্কর এক, কিন্তু আমি স্বয়ং নানামূর্ত্তি ধারণ করি। এখন আমার নিকট যথার্থতঃ তাহার অনুষ্ঠান শ্রবণ কর। ৪১

মঞ্জুঘোষের ষড়ক্ষর মন্ত্রই সার। উহা সদ্যঃ কুমতির নাশক। সেই মন্ত্রের ছয় লক্ষ অবধি জপ দেবতার অভিপ্রেত। ৪২

হে দেবি। মানব ত্রিপক্ষ কালব্যাপী মন্ত্র জপ হইতে বাগ্মী হয়। তাহার সুকবিত্ব লাভ হয়। তাহার প্রতিভা বিশ্ববিজয়িনী হইয়া থাকে। ৪৩

১। ক—মঞ্জিষ্ঠা-তোয়দ। ২। খ—শীবাঙ্গশোণিতযুতৈঃ। ৩। খ—বশলক্ষাবধিস্তস্য।

মাসমাত্রং জপেদ্ যস্তু পণ্ডিতোঽপণ্ডিতো যদি।
ষণ্মাসং যস্তু জপতি স সর্বজ্ঞঃ কুশাগ্রধীঃ॥ ৪৪
অব্দেন সিদ্ধয়ঃ সর্বা ভবন্তি সত্যমীশ্বরি!।
আহারোঽস্য নৃণাং বর্চো নৈবেদ্যং চক্ষুষোর্মলম্॥ ৪৫
মূত্রৈঃ পাদ্যং দদেৎ তস্য গন্ধো বিট্-খদিরোদ্ভবঃ।
আরণ্যস্য চ[১] পত্রাণি পুষ্পাণ্যেব সুনিশ্চিতম্॥ ৪৬
এরণ্ডতৈলৈঃ কার্পাস-বীজমর্ঘ্যং প্রচক্ষতে।
তুণ্ড-কীলাল-দানেন ভবেদাচমনীয়কম্॥ ৪৭

অথাচারঃ—অরিষ্টগেহে নিশি তৈলমেবমাদায় যত্নাৎ কর-পল্লবেন।
তেনাঞ্চিতং কাঞ্চন-পুষ্পমেব নিবেদ্য তস্মৈ জপতি প্রকামম্॥ ৪৮
আকিংশুকাক্ষোড়-তরোশ্চ মূলে বিলিপ্য পাদৌ বদনামৃতেন।
ত্রিমুণ্ডমাত্রাশ্রিত এব রাত্রৌ জপেদ্ যথাশক্তি তু পৌর্ণমাস্যাম্॥ ৪৯
বকুলতরুতলস্থো মুণ্ডমাত্রৈক-রূঢ়ো হিমকরকর-গৌরং চিন্তয়িত্বা নিশীথে।
যদি জপতি জড়াত্মা মন্ত্রমেনং ত্রিপক্ষং ভবতি জগতি সাক্ষাদ্‌গীষ্পতির্নাত্র চিত্রম্॥

অপণ্ডিত ব্যক্তি যদি মাসমাত্র এই মন্ত্র জপ করে, তবে সেই অপণ্ডিতও পণ্ডিত হয়। যে ব্যক্তি ছয়মাস এই মন্ত্র জপ করে, তবে সেই ব্যক্তি তীক্ষ্ণধী সর্বজ্ঞ হয়। ৪৪

হে ঈশ্বরি! এক বৎসর জপে সমস্ত সিদ্ধি হয়, ইহা সত্য। ইহার আহার মনুষ্যগণের মল। নৈবেদ্য হইতেছে নেত্র মল। ৪৫

এই দেবতাকে মূত্র দ্বারা পাদ্য দিবে। বিট্‌খদির-বালা-(জাত) গন্ধ। আরণ্য পত্র সমূহই পুষ্প, ইহা নিশ্চিত। এরণ্ড মূলের সহিত কার্পাস বীজ দ্বারা অর্ঘ্য কথিত হইয়াছে। স্বীয় মুখের নালার দ্বারা আচমন হইবে। ৪৬-৪৭

অনন্তর আচার (অনুষ্ঠান)—রাত্রিতে সূতিকাগারের তেল যত্নপূর্বক হস্তপল্লবের দ্বারা লইয়া তাহা দ্বারা কাঞ্চন পুষ্প ম্রক্ষিত করিয়া সেই দেবতাকে নিবেদন করিয়া ইচ্ছামত জপ করিবে। ৪৮

পলাশবৃক্ষ বা অশোকবৃক্ষের মূলে উপবিষ্ট হইয়া বদনামৃত (মুখের নালা) দ্বারা দুই পাদ লেপন করিয়া ত্রিমুণ্ড মাত্রে আশ্রিত হইয়া পূর্ণিমার রাত্রিতে যথাশক্তি মন্ত্র জপ করিবে। ৪৯

বকুল বৃক্ষের তলে ত্রিমুণ্ডের যে কোন এক মুণ্ডে আশ্রিত হইয়া চন্দ্রবদ্ গৌরবর্ণ

১। খ—অন্যস্য চ।

ভুক্তান্ন-শেষ-কদলীতরুমূল-সংস্থ আস্তীর্ণপুষ্পরচিতাসনসন্নিবিষ্টঃ[১]।
রাকাবিধূদ্গমমুপেত্য করোতি পূজাং যঃ সোঽপ্যজেয় ইহ বাক্‌পতিরীশ্বরঃ স্যাৎ ॥

জিহ্বাং বিমৃজ্য নিজপাণি-সরোরুহাভ্যাং
রাম্না-প্রসূন-শতকৈঃ পরিপূজ্য গোষ্ঠে।
যো বৈ জপেদনুদিনং রস-লক্ষমাত্রং
ঈশং জয়েৎ কিমুত বাক্‌পতিমেব চিত্রম্ ॥ ৫২

স্থিত্বা নিশীথ-সময়ে রজকস্য কাষ্ঠে
খড়্গান্বিতো জপতি যদ্যপি পৌর্ণমাস্যাম্।
সম্পূর্ণমাসমথবা তরসাপি তস্য
বক্ত্রাদ্ বিনিঃসরতি গীরমৃতায়মানা ॥ ৫৩

যো দন্তধাবনকরশ্চ করঞ্জকাষ্ঠৈ-
স্তস্যাপি গীষ্পতি-বচো নিয়তং সুলভ্যম্।
তৈলেন যস্তিলভুবা মতিমান্ জুহোতি
কুন্দেন কৈরব-দলেন চ সোঽর্চিতঃ স্যাৎ ॥ ৫৪

মঞ্জুঘোষ দেবতাকে ধ্যান করিয়া রাত্রিতে যদি কোন জড়ধী ব্যক্তি এই মন্ত্র তিন লক্ষ জপ করে, তবে সে এই জগতে সাক্ষাৎ বৃহস্পতি হইয়া থাকে, ইহা বিচিত্র নহে। ৫০

অন্ন শেষ ভক্ষণ করিয়া কদলীতরুর মূলে সংস্থিত হইয়া আস্তীর্ণ পুষ্পের দ্বারা রচিত আসনে উপবিষ্ট হইয়া পূর্ণিমা চন্দ্রের উদয়কে প্রাপ্ত হইয়া যে মঞ্জুঘোষ দেবকে পূজা করে, সে ইহলোকে অজেয় বৃহস্পতি ও ঈশ্বর হইয়া থাকে। ৫১

নিজের পাণিপদ্মের দ্বারা জিহ্বা মার্জন করিয়া গোষ্ঠে শতসংখ্যক রাম্না-পুষ্প দ্বারা মঞ্জুঘোষ-দেবকে পূজা করিয়া যে ব্যক্তি প্রতিদিন ছয় লক্ষ মন্ত্র জপ করে, সে ঈশ্বরকেও জয় করিতে পারে, বৃহস্পতিকে যে জয় করিবে, উহাতে আশ্চর্য্যের কি আছে। ৫২

রাত্রিকালে পূর্ণিমা তিথিতে রজকের কাষ্ঠে উপবেশন করিয়া খড়্গাযুক্ত হইয়া যদি সম্পূর্ণ একমাস মঞ্জুঘোষের মন্ত্র জপ করিতে পারে, তবে তাহার মুখ হইতে শীঘ্র অমৃততুল্য সমধুর বাক্য বিনির্গত হয়। ৫৩

যে ব্যক্তি করঞ্জকাষ্ঠের দ্বারা দন্তধাবন করে, কুন্দপুষ্প বা কৈরব (কুমুদ) পুষ্পের দ্বারা মঞ্জুঘোষ দেবকে অর্চনা করে ও তিলজাত তৈলের দ্বারা হোম করে, তাহার মুখ হইতে বৃহস্পতিতুল্য সুমধুর বাক্য সুলভ হইয়া থাকে। ৫৪

১। খ—পুষ্পখচিতাসন সন্নিবিষ্ট।

পিতা গুরুর্ন কার্য্যো বৈ দীক্ষা-কর্মণি পার্বতি !।
তাবৎ[1] কালং সুতো দুঃখী পিতা তু নরকং ব্রজেৎ ॥ ইতি[2] ॥ ৫৫

ইদঞ্চান্যাপেক্ষয়াধিক-দোষসূচকং প্রতিপ্রসূত-মহাতীর্থাদ্যধি-করণক-পিতৃ-দীক্ষা-নিষেধকঞ্চ। অস্য পুরশ্চরণং ষড়লক্ষজপঃ। যথা (৫৬)—

এবং সম্পূজ্য দেবেশং লক্ষষট্কং জপেন্ মনুম্।
ঘৃতাক্ত-কুন্দপুষ্পৈশ্চ একাদশ-শতানি চ।
জুহুয়াদেধিতে বহ্নৌ কান্তারে পিতৃ-বেশ্মনি ॥ ৫৭

অথাস্য স্তবঃ— অমলং নির্গুণং সারং গুণিনং সর্বকামদম্।
তং নমামি হিতং নাথং মঞ্জুঘোষং নমাম্যহম্ ॥ ৫৮
রবীশং পরমং সারং স্তুতং ব্রহ্মাদিভিঃ সুরৈঃ।
রক্তং রজোগুণৈর্যুক্তং মঞ্জুঘোষং নমাম্যহম্ ॥ ৫৯
বচনেন ন জানন্তি কামেন[3] ন চ কোবিদাঃ।
তং শান্তং তমসা যুক্তং পীতবস্ত্রং নমাম্যহম্ ॥ ৬০

হে পার্বতি। দীক্ষাকার্য্যে পিতাকে কখনই গুরু করিবে না। পিতাকে গুরু করিলে সমস্ত সময় পুত্র দুঃখী হইবে এবং পিতাও নরকে গমন করেন। ৫৫

এই বচনটি কিন্তু অন্য অপেক্ষায় অধিক দোষ সূচক এবং প্রতিপ্রসব প্রাপ্ত মহাতীর্থাদি স্থানেও পিতৃদীক্ষার নিষেধ সূচক। ৫৬

এই মঞ্জুঘোষ মন্ত্রের পুরশ্চরণে ছয় লক্ষ মন্ত্র জপ। যেমন তন্ত্রে বলিয়াছেন—এইরূপে কান্তারে পিতৃগৃহে (শ্মশানে) দেবেশ্বর মঞ্জুঘোষকে পূজা করিয়া ছয় লক্ষ মন্ত্র জপ করিবে। ঘৃতাক্ত কুন্দপুষ্পের দ্বারা প্রদীপ্ত অগ্নিতে এগার শত হোম করিবে। ৫৭

অনন্তর ইঁহার স্তব। স্তবের অর্থ—যিনি অমল (নির্মল), নির্গুণ, সার অর্থাৎ সর্বদেবশ্রেষ্ঠ গুণী ও সর্বকামপ্রদ, সাধকের হিতকারী ও নাথ (প্রভু), সেই মঞ্জুঘোষকে প্রণাম করি। ৫৮

যিনি রবিরও ঈশ্বর (নিয়ন্তা), পরম সার অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ, ব্রহ্মাদি দেবগণ কর্তৃক বন্দিত, রক্ত ও রজোগুণ যুক্ত, সেই মঞ্জুঘোষকে প্রণাম করি। ৫৯

পণ্ডিতগণ যাঁহাকে বাক্য ও কামের (মনের) দ্বারা জানিতে পারেন না, সেই শান্ত তমোগুণ যুক্ত পীতবস্ত্রধারী মঞ্জুঘোষকে প্রণাম করি। ৬০

১। ক+খ—যাবৎ। ২। খ—ইতীতি নাস্তি। ৩। খ—কায়েন।

চরণে পতিতা যস্য দৈত্যানাং জয়-হেতবে।
চরণে পতিতো জীবো বুদ্ধয়ে[১] তং নমাম্যহম্ ॥ ৬১
ন জানন্তি সুরা যস্য তত্ত্বং সত্ত্বগুণেন বৈ।
হৃষ্টং সমস্ত-সারঞ্চ মঞ্জুঘোষং নমাম্যহম্ ॥ ৬২
ধীশং বিশ্বেশ্বরঞ্চৈব প্রতিপত্ত্যাদি-হেতুকম্।
সকলং নিষ্কলঞ্চৈব তং নমামি হিত-প্রদম্[২] ॥ ৬৩

ইতি মঞ্জুঘোষস্তবঃ।

অত্র দীপনী-ষড়ক্ষরাণামেকৈকাক্ষরেণ ষট্পদ্যানামেকৈক-পদ্য-প্রথমাক্ষর-নিবন্ধ[৩] ইত্যবধেয়মিতি[৪] ॥ ৬৪

অথ ত্র্যম্বকঃ

ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনম্।
উর্বারুকমিব বন্ধনান্ মৃর্ত্যোর্মুক্ষীয় মাঽমৃতাৎ ॥ ১

দেবগণ দৈত্যগণের সহিত যুদ্ধে জয়লাভের জন্য যাঁহার চরণে নিপতিত, জীব (বৃহস্পতি) জ্ঞানলাভের জন্য যাঁহার চরণে নিপতিত, সেই মঞ্জুঘোষকে প্রণাম করি।

দেবগণ সত্ত্বগুণ দ্বারা যাঁহার তত্ত্ব জানিতে পারেন না, যিনি প্রসন্ন ও সর্বসার, সেই মঞ্জুঘোষ দেবকে প্রণাম করি। ৬১-৬২

যিনি বুদ্ধির ঈশ্বর, যিনি বিশ্বের ঈশ্বর, যিনি প্রতিপত্তি প্রভৃতির হেতু, যিনি সকল হইয়াও নিষ্কল, সেই মঞ্জুঘোষকে প্রণাম করি। ৬৩

মঞ্জুঘোষের স্তব সমাপ্ত হইল।

এই স্তবে দীপনীর ছয়টি অক্ষরের এক একটি অক্ষরের দ্বারা ছয়টি পদ্যের এক একটি পদ্যের প্রথমাক্ষর নিবদ্ধ হইয়াছে। ইহা জানিবেন। ৬৪

অনন্তর ত্র্যম্বক মন্ত্র। সেই মন্ত্রটি হইতেছে—ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনম্। উর্বারুকমিব বন্ধনান্ মৃত্যোর্মুক্ষীয় মাঽমৃতাৎ।

মন্ত্রের অর্থ—আমরা সুগন্ধি পুষ্টিবর্দ্ধক ত্র্যম্বক শিবকে পূজা করিতেছি। তিনি আমাদিগকে পক্ক উর্বারুকের (ফুটির) বন্ধন (বোঁটা) হইতে উর্বারুকের ন্যায় মৃত্যু হইতে মুক্ত করুন, কিন্তু অমৃত হইতে মুক্ত না করুন। ১

১। খ—বুদ্ধয়ে তং। ২। হিতপ্রদমিত্যনন্তরম্—ঋষিঃ কণ্বো ভবেৎ পঙ্‌ক্তিশ্ছন্দোঽঙ্গানি ষড়ক্ষরৈঃ। দক্ষিণাং শক্তিতো দদ্যাদ্ গুরুতুষ্টির্যথা ভবেৎ। গুরুসন্তোষ-মাত্রেণ সিদ্ধির্ভবতি নিশ্চিতম্। পিতা গুরুর্ন কার্য্যো বৈ দীক্ষা-কর্মণি সাধকঃ। তাবৎ কালং মৃতো দুঃখী পিতা তু নরকং ব্রজেদিত্যধিকস্তন্ত্রসারে। ৩। খ—প্রথমাক্ষরনির্বন্ধ ৪। খ—হিতপ্রদমিতি মঞ্জুঘোষঃ।

অস্য বশিষ্ঠ ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দস্ত্র্যম্বকো দেবতা। তত্র প্রয়োগঃ—ভূতশুদ্ধ্যাদি-পীঠন্যাসান্তং কর্ম সমাপ্য ঋষ্যাদি-ন্যাসং কুর্য্যাৎ। শিরসি—বশিষ্ঠায় ঋষয়ে নমঃ। মুখে—অনুষ্টুপ্-ছন্দসে নমঃ। হৃদি—ত্র্যম্বকায় দেবতায়ৈ নমঃ। অমুকস্যামুকশান্তয়ে বিনিয়োগঃ। ২

ততঃ করাঙ্গন্যাসৌ—ত্র্যম্বকং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, যজামহে তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনং মধ্যমাভ্যাং বষট্। উর্বারুকমিব-বন্ধনাৎ অনামিকাভ্যাং হুঁ। মৃত্যোর্মুক্ষীয় কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। মাঽমৃতাৎ করতল-পৃষ্ঠাভ্যাং

এই মন্ত্রের বশিষ্ঠ ঋষি, অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ, ত্র্যম্বক দেবতা, শ্রীং বীজ, মায়া (হ্রীং) শক্তি, অমুকের অমুকশান্তির জন্য ইহার বিনিয়োগ। এই মন্ত্রের পূজা প্রয়োগ (২)—

ভূতশুদ্ধি হইতে পীঠন্যাসান্ত কর্ম সমুহ করিয়া ঋষ্যাদি ন্যাস করিবেন। যথা—অস্য শ্রীত্র্যম্বক-মন্ত্রস্য বশিষ্ট ঋষিঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ, ত্র্যম্বকো দেবতা শ্রীং বীজং হ্রীং শক্তিঃ অমুকস্য মৃত্যুনিবারণে বিনিয়োগঃ। মস্তকে—ওঁ বশিষ্ঠায় ঋষয়ে নমঃ। মুখে—ওঁ অনুষ্টুপ্ছন্দসে নমঃ। হৃদয়ে—ওঁ ত্র্যম্বকায় দেবতায়ৈ নমঃ। গুহ্যে—শ্রীং বীজায় নমঃ। পাদদ্বয়ে—ওঁ হ্রীং শক্তয়ে নমঃ। তাহার পর করাঙ্গন্যাস করিবেন। যথা—ওঁ ত্র্যম্বকং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ওঁ যজামহে তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। ওঁ সুগন্ধিং পুষ্টি-বর্দ্ধনং মধ্যমাভ্যাং বষট্। ওঁ উর্বারুকমিব বন্ধনাৎ অনামিকাভ্যাং হুং। ওঁ মৃত্যোর্মুক্ষীয় কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। ওঁ মাঽমৃতাৎ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্। এইরূপে হৃদয়াদিতে অঙ্গন্যাস করিবেন। তাহার পর বর্ণন্যাস করিয়া পদন্যাস করিবেন। যথা—পূঃ মস্তকে—ত্র্যং নমঃ। পঃ মস্তকে—ম্বং নমঃ। দঃ মস্তকে—কং নমঃ। উঃ মস্তকে—যং নমঃ। হৃদয়ের উর্দ্ধভাগে—জাং নমঃ। গলে—মং নমঃ। আস্যে—হেং নমঃ। নাভিতে—সুং নমঃ। হৃদয়ে—গং নমঃ। পৃষ্ঠে—ন্ধিং নমঃ। কুক্ষিতে—পুং নমঃ। লিঙ্গে—ষ্টিং নমঃ। পায়ুতে—বং নমঃ। দঃ উরুমূলে—র্দ্ধং নমঃ। বাঃ উরুমূলে—নং নমঃ। দঃ উরুর অন্তে—উং নমঃ। বাঃ উরুর অন্তে—র্বাং নমঃ। দঃ জানুতে—রুং নমঃ। বাঃ জানুতে—কং নমঃ। দঃ জানুর উপরিস্থ বৃত্তে—মিং নমঃ। ঐ বামবৃত্তে—বং নমঃ। দঃ স্তনে—বং নমঃ। বাঃ স্তনে—ন্ধং নমঃ। দঃ পার্শ্বে—নাং নমঃ। বাঃ পার্শ্বে—মৃং নমঃ। দঃ পাদে—ত্যোং নমঃ। বাঃ পাদে—র্মুং নমঃ। দঃ হস্তে—ক্ষীং নমঃ। বাঃ হস্তে—যং নমঃ। দঃ নাসিকায়—মাং নমঃ। বাঃ নাসিকায়—ঽমৃং নমঃ। মস্তকে—তাং নমঃ। এইরূপে বর্ণন্যাস করিয়া মস্তকাদিতে—এগারটি পদের ন্যাস করিবেন। যথা—মস্তকে—ওঁ ত্র্যম্বকায় নমঃ। ভ্রূদ্বয়ে—ওঁ যজামহে নমঃ। চক্ষুতে—ওঁ সুগন্ধিং নমঃ। বক্ত্রে—ওঁ পুষ্টিবর্দ্ধনং নমঃ। গণ্ডদ্বয়ে—ওঁ উর্বারুকং নমঃ। হৃদয়ে—ওঁ

ফট্। এবং হৃদয়াদিষু। ততঃ শিরো-ভ্রূযুগলাক্ষি-বক্ত্র-গণ্ডযুগ-হৃদয়োদর-গুহ্যোরু-জানু-পাদেষু একাদশ পদানি ন্যস্য ধ্যায়েৎ। যথা (৩)—

হস্তাভ্যাং কলসদ্বয়ামৃতরসৈরাপ্লাবয়ন্তং শিরো
দ্বাভাং তৌ দধতং মৃগাক্ষ-বলয়ে দ্বাভ্যাং বহন্তং পরম্।
অঙ্কন্যস্ত-করদ্বয়ামৃত-ঘটং কৈলাস-কান্তং শিবং
স্বচ্ছাম্ভোজ-গতং নবেন্দু-মুকুটং দেবং ত্রিনেত্রং ভজে ॥ ৪

এবং ধ্যাত্বা মানসৈঃ সম্পূজ্যার্ঘ্যং সংস্থাপ্য শৈবোক্ত-পীঠপূজাং বিধায় পুনর্ধ্যাত্বাবাহনাদি-পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি-দান-পর্য্যন্তং বিধায়াবরণানি পূজয়েৎ। কেশরেষু অগ্ন্যাদি-কোণেষু মধ্যে দিক্ষু চ ষড়ঙ্গৈঃ পূজয়িত্বাঽষ্টপত্রেষু অর্কায়, ইন্দবে বসুধায়ৈ জলায় বহ্নয়ে, বায়বে বিয়তে যজমানায়। তদ্বহি পূর্বাদিতঃ

ইব নমঃ। জঠরে—ওঁ বন্ধনান্ নমঃ। গুহ্যে—ওঁ মৃত্যোঃ নমঃ। উরুতে—ওঁ মুক্ষীয় নমঃ। জানুতে—ওঁ মা নমঃ। পাদে—ওঁ অমৃতাৎ নমঃ। তাহার পর ধ্যান করিবেন। ৩

বিবৃতি। তন্ত্র সারে এই বৈদিক ত্র্যম্বক মন্ত্রের পূজা প্রয়োগে মন্ত্র বর্ণের ন্যাস লিখিত হইলেও আগম তত্ত্ব বিলাসে এই ন্যাসের উল্লেখ নাই। শারদাতিলকে করাঙ্গন্যাসের পর বর্ণন্যাস ও পদন্যাস কর্ত্তব্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে। তাই আমি অনুবাদে করাঙ্গন্যাসের পর বর্ণন্যাস ও পদন্যাস পৃথক্ পৃথক্ সম্পূর্ণ লিখিয়া দিয়াছি। ৩

ধ্যানের অর্থ—হস্তদ্বয়ের দ্বারা ধৃত কলশ দ্বয়ের মধ্যস্থ অমৃতরসের দ্বারা মস্তক প্লাবনকারী, দুই হস্তের দ্বারা ঘটদ্বয় ধারী, দুই হস্তের দ্বারা মৃগমুদ্রা ও অক্ষবলয়ধারী অঙ্কন্যস্ত করদ্বয়ে অমৃতপূর্ণ ঘটদ্বয়-ধারী স্বচ্ছপদ্মে সমাসীন কৈলাসকান্ত নবচন্দ্র চূড় ত্রিনেত্র পরম দেব শিবকে ভজনা করি। ৪

এই প্রকারে ধ্যান করিয়া, মানস উপচারে পূজা করিয়া, বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করিয়া, শৈবোক্ত পীঠপূজা করিয়া, পুনরায় ধ্যান করিয়া, মুদ্রা দেখাইয়া, আবাহন হইতে পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি দান পর্য্যন্ত সমস্ত করিয়া আবরণ পূজা করিবেন। প্রথম যথা কেশরের অগ্ন্যাদি কোণে, মধ্যেও দিক্‌সমূহে ষড়ঙ্গের পূজা করিবেন। যথা—এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ত্র্যম্বকং হৃদয়ায় নমঃ। ওঁ যজামহে শিরসে স্বাহা। ওঁ সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনং শিখায়ৈ বষট্। ওঁ উর্বারুকমিব বন্ধনাৎ কবচায় হুং। ওঁ মৃত্যোর্মুক্ষীয় নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। ওঁ মামৃতাৎ করতল-পৃষ্ঠাভ্যাং ফট্। পরে ২য় আবরণে অষ্ট পত্রের মূলে পূর্বাদিক্রমে ওঁ অর্কায় নমঃ। এইরূপ ইন্দবে, বসুধায়ৈ, জলায়, বহ্নয়ে, বায়বে, বিয়তে, যজমানায় নমঃ মন্ত্রে অষ্টমূর্ত্তির পূজা করিয়া, তৃতীয়

রামা-রাকা-প্রভা-জ্যোৎস্না-পূর্ণোষা-পূরণী-সুধাঃ[১] সম্পূজ্য, তদ্বহিঃ বিশ্বা-বিদ্যা-সিতা-প্রজ্ঞা-সারা-সন্ধ্যা-শিবা-নিশান্তদ্বাহ্যে আর্য্যা-প্রজ্ঞা-প্রভা-মেধা-শান্তি-কান্তি[২]-ধৃতি-মতীস্তদ্বহিঃ ধরা-মায়াবনী-পদ্মা-শান্তা-হমোঘা-জয়াহমলাঃ[৩] সম্পূজ্য ধূপাদি-বিসর্জনান্তং কর্ম সমাপয়েৎ। ৫

অস্য পুরশ্চরণং লক্ষজপঃ। বিল্ব-পলাশ-খদির-বট-তিল-সর্ষপ-নবনীত-দুগ্ধ-দধি-দূর্বাভির্দশদ্রব্যৈর্ঘৃতাক্তৈর্দশসহস্রহোমশ্চ। প্রয়োগস্তু—শনিবারে অশ্বত্থ-মূলং স্পৃষ্ট্বা সহস্রং জপেৎ। ততো মৃত্যুশঙ্কা নশ্যতি। তথা (৬)—

স্নাত্বা সহস্রং প্রজপেদাদিত্যাভিমুখো মনুম্।
আধি-ব্যাধি-বিনির্মুক্তো দীর্ঘমায়ুরবাপ্নুয়াৎ ॥ ৭

আবরণে পত্রের মূলবহির্ভাগে পূর্বাদি ক্রমে ওঁ রামায়ৈ নমঃ এইরূপে রাকায়ৈ, প্রভায়ৈ, জ্যোৎস্নায়ৈ, পূর্ণায়ৈ, উষায়ৈ, পূরণ্যৈ, সুধায়ৈ নমঃ মন্ত্রে অষ্টমূর্ত্তির পূজা করিয়া, চতুর্থ আবরণে তাহার বহির্ভাগে পত্র মধ্যে ওঁ বিশ্বায়ৈ নমঃ। এইরূপ বিদ্যায়ৈ, সিতায়ৈ, প্রজ্ঞায়ৈ, সারায়ৈ, সন্ধ্যায়ৈ, শিবায়ৈ, নিশায়ৈ নমঃ মন্ত্রে বিদ্যাদির পূজা করিয়া পঞ্চম আবরণে তাহার বাহিরে দলমধ্যে ওঁ আর্য্যায়ৈ নমঃ, এইরূপে প্রজ্ঞায়ৈ, প্রভায়ৈ, মেধায়ৈ, শান্ত্যৈ, কান্ত্যৈ ধৃত্যৈ, মত্যৈ নমঃ মন্ত্রে অষ্টশক্তির পূজা করিয়া, ষষ্ঠ আবরণে তাহার বহির্ভাগে দলমধ্যে ওঁ ধরায়ৈ নমঃ, এইরূপ মায়ায়ৈ, অবন্যৈ, পদ্মায়ৈ, শান্তায়ৈ, অমোঘায়ৈ, জয়ায়ৈ, অমলায়ৈ নমঃ মন্ত্রে ধরাদির পূজা করিয়া সপ্তম আবরণে দলের বহির্ভাগে ইন্দ্রাদি লোকপাল ও অষ্টম আবরণে অর্কাদি গ্রহের পূজা করিবেন। তাহার পর ধূপদানাদি বিসর্জন পর্য্যন্ত কর্ম শেষ করিবেন। ৫

এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে লক্ষ জপ। বিল্বফল, পলাশ, খদির ও বটের সমিধ্, তিল, সর্ষপ, দৌগ্ধ (দুগ্ধজাত নবনীত—পদার্থাদর্শমতে পায়স), দুগ্ধ, দধি ও দূর্বা—এই দশ ঘৃতাক্ত দ্রব্যের দ্বারা অযুত হোম। বিভিন্ন কামনায় এই মন্ত্রের প্রয়োগ হয়। তন্মধ্যে অকাল মৃত্যু নিবারণের প্রয়োগ হইতেছে—শনিবারে অশ্বত্থবৃক্ষের মূল স্পর্শ করিয়া সহস্র মন্ত্র জপ করিবেন। তাহাতে মৃত্যুর শঙ্কা বিনষ্ট হয়। সেইরূপ শারদাতিলকে-উক্ত হইয়াছে (৬)—

স্নান করিয়া সূর্য্যের অভিমুখ হইয়া এই মন্ত্র এক হাজার জপ করিবেন। ইহা দ্বারা আধি, ব্যাধি হইতে মুক্ত হইয়া দীর্ঘ আয়ুঃ লাভ করিবেন। ৭

১। ক+খ—রমা-রাকা প্রভাজ্যোৎস্না পূর্ণা-পূষা-পূরণা-সুধাঃ। ২। খ—আর্দ্রা প্রজ্ঞা প্রভা-মেধা কান্তি শান্তি ধৃতি মতীঃ। খ—আর্য্যা প্রজ্ঞা ইত্যাদি। ৩। খ—পরা উমা পাবনী পদ্মা শান্তা মনসাঃ। ক—ধরা উমা-পাবনী পদ্মা শান্তাঅমোঘা অমা-অমলাঃ।

অথ মৃতসঞ্জীবনী-বিদ্যা

আদৌ প্রাসাদবীজং তদনু মৃতিহরং তারকং ব্যাহৃতীশ্চ।
প্রোচ্চার্য্য ত্র্যম্বকং যো জপতি চ সততং সংপুটং চানুলোমম্ ॥ ৮

মৃতিহরং ত্র্যক্ষর-মৃত্যুঞ্জয়-মন্ত্রম্। সম্পুটমিতি অনুলোম-ক্রমেণৈব সম্পুটিত-মিত্যর্থঃ। তেন হৌঁ ওঁ জুঁ সঃ ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ ততো[1] মধ্যে ত্র্যম্বকমন্ত্রঃ। ততশ্চ হৌঁ ওঁ জুঁ সঃ ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ। অস্য জপাৎ সর্বসিদ্ধি-র্ভবতি। ৯

অথ শুক্রোপাসিতা মৃতসঞ্জীবনী-বিদ্যা

গায়ত্র্যা একৈক-পাদানন্তরং ত্র্যম্বকমন্ত্রস্য একৈক-পাদ ইতি। তথা চ ওঁ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনং ভর্গো দেবস্য ধীমহি উর্বারুকমিব বন্ধনাৎ ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়ান্ মৃত্যোর্মুক্ষীয় মাঽমৃতাৎ। অস্য ধ্যানং (১০)—

স্বচ্ছং স্বচ্ছারবিন্দ-স্থিতমুভয়করে সংস্থিতৌ পূর্ণ-কুম্ভৌ
দ্বাভ্যামেণাক্ষমালে নিজকরকমলে দ্বৌ ঘটৌ নিত্য-পূর্ণৌ।

অনন্তর মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা কথিত হইতেছে—প্রথমে প্রাসাদ বীজ (হৌং), তাহার পর মৃতিহর (মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র), তারক (প্রণব) ও ব্যাহৃতি (ভূর্ভুবঃ স্বঃ) উচ্চারণ করিয়া ত্র্যম্বক মন্ত্রকে অনুলোমে প্রাসাদ বীজ, মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র ও ব্যাহৃতি দ্বারা পুটিত করিয়া যে ব্যক্তি সর্বদা জপ করে, তাহার সর্বসিদ্ধি হয়। ৮

মৃতিহর—ত্র্যক্ষর মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র ওঁ জুংসঃ। সম্পুটম্ ইহার অর্থ—অনুলোম ক্রমেই সম্পুটিত তাহাতে হৌং ওঁ জুংসঃ ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ, মধ্যে ত্র্যম্বক মন্ত্র—ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টি বর্দ্ধনং। উর্বারুকমিব বন্ধনান্ মৃত্যোর্মুক্ষীয় মাঽমৃতাৎ। তাহার পর হৌং ওঁ জুংসঃ ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ এই মন্ত্র হয়। এই মন্ত্রের জপ হইতে সর্বসিদ্ধি হয়। ৯

অনন্তর শুক্রোপাসিত মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা কথিত হইতেছে—গায়ত্রীর এক একটি পাদের অনন্তর ত্র্যম্বক মন্ত্রের এক একটি পাদ। তাহা হইলে ওঁ তৎ-সবিতুর্বরেণ্যং ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনং ভর্গোদেবস্য ধীমহি উর্বারুকমিব বন্ধনাৎ ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ মৃত্যোর্মুক্ষীয় মামৃতাৎ এই মন্ত্র হয়। এই মন্ত্রের ধ্যান হইতেছে (১০)—

ধ্যানের অর্থ—স্বচ্ছ (নির্মল) স্বচ্ছ (শ্বেত) পদ্মের উপরে উপবিষ্ট, উভয় হস্তে ধৃত পূর্ণকুম্ভ, অন্য দুই হস্তে মৃগমুদ্রা ও অক্ষমালাধারী, অন্য দুই হস্তে নিত্য অমৃতপূর্ণ ঘটদ্বয়-

---

[1] খ—ততঃ ইতি নাস্তি।

দ্বাভ্যাং তৌ চ স্রবন্তৌ শিরসি শশিকলাং চামৃতৈঃ প্লাবয়ন্তং
দেহং দেবো দধানঃ প্রদিশতু[১] বিশদাকল্পজালঃ শ্রিয়ং বঃ ॥ ১১

এবং ধ্যাত্বাবাহ্য ওঁ ত্র্যম্বকায় মহাদেবায় নমঃ ইত্যনেন পূজয়েৎ। অস্য জপাৎ সর্বসিদ্ধিঃ ॥ ১২

অথ ক্ষেত্রপালঃ। বর্ণান্ত্য-মৌ-বিন্দুযুতং ক্ষেত্রপালায় হৃন্মনুঃ।
তারাদ্যো বসুবর্ণোঽয়ং ক্ষেত্রপালস্য কীর্ত্তিতঃ ॥ ১৩

তেন ওঁ ক্ষৌঁ ক্ষেত্রপালায় নমঃ ইতি তার-রহিতো[২] বসুবর্ণাঢ্য ইত্যর্থঃ। অস্য ব্রহ্মা ঋষির্গায়ত্রীছন্দঃ ক্ষেত্রপালো দেবতা ক্ষৌঁ বীজং আয়েতি শক্তিঃ। করাঙ্গন্যাসৌ তু ক্ষাঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ ইত্যাদিনা ষড়্দীর্ঘভাজা স্ববীজেনৈব। ততো ধ্যানং (১৪)—

ধারী, অপর দুই হস্তে অমৃতস্রাবী ঘটদ্বয়ধারী, সেই অমৃত পূর্ণ ঘট নিঃসৃত অমৃতের দ্বারা মস্তকস্থিত শশিকলা প্লাবনকারী, সেই অমৃত দ্বারা প্লাবিত দেহ ধারণকারী বিশদ (উজ্জ্বল) ভূষণে ভূষিত ত্র্যম্বক দেব তোমাদিগকে ঐশ্বর্য্য প্রদান করুন। ১১

এইরূপ ধ্যান করিয়া আবাহন করিয়া ওঁ ত্র্যম্বকায় মহাদেবায় নমঃ এই মন্ত্রের দ্বারা পূজা করিবেন। এই মন্ত্রের জপের দ্বারা সমস্ত সিদ্ধি হয়। ১২

অনন্তর ক্ষেত্রপাল মন্ত্র। বর্ণান্ত্য ক্ষকার ঔকার ও বিন্দুযুক্ত হইবে এবং তাহার পর ক্ষেত্রপালায় হৃৎ (নমঃ) ও তারাদ্য (প্রণবাদি) হইবে। এই অষ্টাক্ষর ক্ষেত্রপালের মন্ত্র কীর্ত্তিত হইয়াছে। ১৩

তাহাতে ওঁ ক্ষৌং ক্ষেত্রপালায় নমঃ এইটি তাররহিত অষ্টাক্ষর যুক্ত মন্ত্র, ইহা শ্লোকার্থ। এই মন্ত্রের ব্রহ্মা ঋষি গায়ত্রী ছন্দঃ, ক্ষেত্র পাল দেবতা, ক্ষৌং বীজ, আয় এইটি শক্তি, সর্বকামনার সিদ্ধিলাভে এই মন্ত্রের প্রয়োগ হয়। যথা—অস্য শ্রীক্ষেত্রপাল-মন্ত্রস্য ব্রহ্মা ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ ক্ষেত্রপালো দেবতা ক্ষৌং বীজং আয় শক্তিঃ সর্বকামসিদ্ধ্যর্থে পূজনে বিনিয়োগঃ। মস্তকে—ওঁ ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ। মুখে—ওঁ গায়ত্রী ছন্দসে নমঃ। হৃদয়ে—ওঁ ক্ষেত্রপালায় দেবতায়ৈ নমঃ। গুহ্যে—ওঁ ক্ষৌং বীজায় নমঃ। পাদদ্বয়ে—ওঁ আয়শক্তয়ে নমঃ। অনন্তর ষড়্দীর্ঘস্বর যুক্ত নিজ বীজের দ্বারাই করন্যাস ও অঙ্গন্যাস হইবে। যথা—ওঁ ক্ষাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ওঁ ক্ষীং তর্জনীভ্যাং স্বাহা ইত্যাদি প্রকারে করন্যাস করিয়া ওঁ ক্ষাং হৃদয়ায় নমঃ, ওঁ ক্ষীং শিরসে স্বাহা ইত্যাদি প্রকারে অঙ্গন্যাস ও ব্যাপক ন্যাস করিয়া ধ্যান করিবেন (১৪)—

১। খ—প্রতিশতু বিশদো কল্পজালঃ। ২। খ—বরে রহিতো।

ভ্রাজচ্চন্দ্র-জটাধরং ত্রিনয়নং নীলাঞ্জনাদ্রিপ্রভং
দোর্দণ্ডাত্ত-গদা-কপালমরুণস্রগ্-বস্ত্রগন্ধোজ্জ্বলম্।
ঘণ্টা-মেখল-ঘর্ঘর-ধ্বনি-মিলজ্-ঝঙ্কার-ভীমং বিভুং
বন্দে সংহিত-সর্প-কুণ্ডলধরং শ্রীক্ষেত্রপালং সদা॥ ১৫

এবং ধ্যাত্বা মানসপূজার্ঘ্যস্থাপনাদি-পঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদান-পর্য্যন্তং[১] বিধায়াবরণ-পূজামারভেৎ। অঙ্গৈঃ প্রথমাবরণম্। অনলাক্ষাগ্নিকেশ-করাল-ঘণ্টারব-মহা-ক্রোধ[২]-পিশিতাশন-পিঙ্গলাক্ষোর্দ্ধকেশৈরষ্টভির্দ্বিতীয়ম্। ইন্দ্রাদিভিস্তৃতীয়ম্। বজ্রাদিভিশ্চতুর্থম্। ততো ধূপাদি-বিসর্জনান্তং কর্ম সমাপয়েৎ। ১৬

অস্য পুরশ্চরণং লক্ষজপঃ। সাজ্য-চরুণা দশাংশহোমঃ। মন্ত্রদেব-প্রকাশিকায়াস্তু প্রণব-রহিতোঽয়ং মন্ত্রস্তথাচাষ্টাক্ষরঃ। অস্য পুরশ্চরণমযুত-জপঃ। ১৭

অথাস্য বলিবিধিঃ

রাত্রৌ গৃহাঙ্গনে স্থণ্ডিলং কৃত্বা তত্র সপরিবারং দেবং সম্পূজ্য দেবহস্তস্থ-

---

ধ্যানের অর্থ—চন্দ্রের দ্বারা প্রোজ্জ্বল জটাধারী, ত্রিনয়ন, অঞ্জন পর্বতের সদৃশ নীলবর্ণ দক্ষিণ বাহুদণ্ডে গদা ও বাম বাহুদণ্ডে কপালধারী, অরুণবর্ণ মাল্য, বস্ত্র ও গন্ধে উজ্জ্বল, মিলিত ঘণ্টা ও মেখলার ঘর্ঘর শব্দে ভীম দর্শন সর্বদা সর্পরচিত কুণ্ডলধারী বিভু শ্রীক্ষেত্রপালকে বন্দনা করি। ১৫

এই প্রকারে ধ্যান করিয়া মানস উপচারে পূজা, বিশেষার্ঘ্য স্থাপনাদি হইতে পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি দান পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্য করিয়া আবরণ পূজাআরম্ভ করিবেন। ষড়ঙ্গের পূজা দ্বারা প্রথম আবরণ। যথা—এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ক্ষাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি। অষ্টমূর্ত্তি দ্বারা দ্বিতীয় আবরণ। যথা—এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ অমলাক্ষায় নমঃ। এইরূপ অগ্নিকেশায়, করালায়, ঘণ্টারবায়, মহাক্রোধায়, পিশিতাশনায়, পিঙ্গলাক্ষায় ও উর্দ্ধ-কেশায়। ইন্দ্রাদি লোকপালগণের দ্বারা তৃতীয় আবরণ এবং বজ্রাদি অস্ত্রের দ্বারা চতুর্থ আবরণ। তাহার পর ধূপদানাদি হইতে বিসর্জন পর্য্যন্ত সমস্ত কর্ম শেষ করিবেন। ১৬

এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে লক্ষ মন্ত্র জপ। সাজ্য চরু দ্বারা জপের দশাংশ হোম। হোমের পর পুনরায় ক্ষেত্রপালকে পূজা করিবেন। মন্ত্রদেব-প্রকাশিকায় কিন্তু বলিয়াছেন—প্রণবরহিত এই মন্ত্র (পুরশ্চরণে) জপ্য মন্ত্র। তাহা হইলে অষ্টাক্ষর মন্ত্র হয়। এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে অযুত জপ। ১৭

অনন্তর ক্ষেত্রপালের বলি বিধি কথিত হইতেছে। রাত্রিতে গৃহের অঙ্গনে স্থণ্ডিল

১। খ—বিধায়াবরণানি পূজয়েৎ। ২। খ—মহাকোপ।

কপালে বলিমন্ত্রেণত্রিবারং বলিং দত্ত্বা সপরিবারেভ্যঃ স্বস্বনামভির্বলিং সকৃৎ সকৃৎ দদ্যাৎ। বলিমন্ত্রস্তু এহ্যেহি বিদুষি সুরু সুরু ভঞ্জয় ভঞ্জয়[১] তর্জ্জয় তর্জ্জয় বিঘ্নপদ বিঘ্নপদ মহাভৈরব ক্ষেত্রপাল বলিং গৃহ্ণ গৃহ্ণ স্বাহা। অথবা এহ্যেহি রুদ্র তুরু তুরু সুরু সুরু জম্ভ জম্ভ হন হন বিঘ্নং বিনাশয়[২] বিনাশয় মহাবলিং ক্ষেত্রপাল গৃহ্ণ গৃহ্ণ স্বাহা ইতি। বলিশ্চ সব্যঞ্জন-বৃহদ্গ্রাসেন দেয়ঃ। তন্ত্রে (১৮)—

বলিনানেন সন্তুষ্টঃ ক্ষেত্রপালঃ প্রযচ্ছতি।
কান্তি-মেধা-বলারোগ্য-তেজঃ-পুষ্টির্যশঃ শ্রিয়ঃ ॥১৯॥ ইতি[৩]

অথ বটুকঃ

নিবন্ধে— উদ্ধরেদ্ বটুকং ঙেন্তমাপদুদ্ধরণং তথা।
কুরুদ্বয়ং পুনর্ঙেন্তং বটুকঞ্চ সমুদ্ধরেৎ।
একবিংশত্যক্ষরাত্মা শক্তিরুদ্ধো মহামনুঃ ॥ ২০

তথেতি ঙেন্তমিত্যর্থঃ। তেন হ্রীঁ বটুকায় আপদুদ্ধরণায় কুরু কুরু

করিয়া সেই স্থণ্ডিলে পরিবারের সহিত ক্ষেত্রপালকে পূজা করিয়া ক্ষেত্রপাল দেবের বামহস্ত ধৃত কপালে বলিমন্ত্রের দ্বারা তিন বার ব্যঞ্জন সহিত বৃহৎ অন্নপিণ্ড বলি দিয়া তাঁহার পরিবারগণকে ওঁ অনলায় স্বাহা ইত্যাদি মন্ত্রে তাঁহাদের নাম উচ্চারণ করিয়া এক একবার বলি দিবেন।

বলিমন্ত্র হইতেছে—ওঁ এহ্যেহি বিদুষি সুরু সুরু ভঞ্জয় ভঞ্জয় তর্জয় তর্জয় বিঘ্নপদ বিঘ্নপদ মহাভৈরব। ক্ষেত্রপাল। বলিং গৃহ্ণ গৃহ্ণ স্বাহা। অথবা এহ্যেহি রুদ্র তুরু তুরু সুরু সুরু জম্ভ জম্ভ হন হন বিঘ্নং বিনাশয় বিনাশয় মহাবলিং ক্ষেত্রপাল গৃহ্ণ গৃহ্ণ স্বাহা। ব্যঞ্জনের সহিত বৃহদ্ গ্রাস পরিমাণ বলি দেয়। তন্ত্রে বলিয়াছেন (১৮)—

ক্ষেত্রপাল বলিদানের দ্বারা সন্তুষ্ট হইয়া কান্তি, মেধা, বল, আরোগ্য, তেজঃ, পুষ্টি, যশঃ ও ঐশ্বর্য্য প্রদান করেন। ১৯

অনন্তর বটুকমন্ত্র কথিত হইতেছে। নিবন্ধে বলিয়াছেন—ঙে-বিভক্তি যুক্ত বটুককে অর্থাৎ বটুকায় উদ্ধার করিবেন। এইরূপে ঙে-বিভক্তি যুক্ত আপদুদ্ধরণ অর্থাৎ আপদুদ্ধরণায় উদ্ধার করিবেন। পরে কুরুদ্বয় অর্থাৎ কুরু কুরু ও পুনরায় ঙে-বিভক্তি যুক্ত অর্থাৎ বটুকায়, উহা শক্তি দ্বারা রুদ্ধ (পুটিত) হইলে ইহা বটুকভৈরবের একবিংশতি অক্ষর মহামন্ত্র হয়। ২০

শ্লোকস্থ তথা এই কথার অর্থ—ঙে-বিভক্ত্যন্ত। তাহাতে হ্রীং বটুকায় আপদুদ্ধরণায় কুরু কুরু বটুকায় হ্রীং এই মন্ত্র হয়। এই মন্ত্রের পূজা পদ্ধতি হইতেছে—

১। খ—ভঞ্জয় তর্জয় তর্জয় বিঘ্নপদ মহাভৈরব। ২। খ—বিঘ্নং নাশয় নাশয়। ৩। ক—ইতি নাস্তি।

বটুকায় হ্রীঁ। অস্য পূজা—প্রাতঃকৃত্যাদি-প্রাণায়ামান্তং কৃত্বা ঋষ্যাদিন্যাসং কুর্য্যাৎ। শিরসি—বৃহদারণ্যক-ঋষয়ে নমঃ। মুখে—গায়ত্রী-ছন্দসে নমঃ। হৃদি—বটুকভৈরবায় দেবতায়ৈ নমঃ। ততঃ করাঙ্গন্যাসৌ ওঁ হ্রাঁ বাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ওঁ হ্রীঁ বীঁ তর্জনীভ্যাং স্বাহা ইত্যাদিনা। যথা নিবন্ধে (২১)—

ষড়্দীর্ঘ-যুক্তয়া শক্ত্যা বকারেণ চ তদ্বতা।
অঙ্গানি জাতি-যুক্তানি প্রণবাদ্যানি কল্পয়েৎ॥ ২২

শক্ত্যা মায়াবীজেন। তদ্বতা[১] নাদ-বিন্দূযুক্ত-ষড়্দীর্ঘ-বতা। জাতির্নমঃ স্বাহা বষড়াদিঃ। ততো ধ্যানং। তন্ত্রে—

তস্য ধ্যানং ত্রিধা প্রোক্তং সাত্ত্বিকাদি-প্রভেদতঃ। ২৩

প্রাতঃকৃত্য হইতে প্রাণায়াম পর্য্যন্ত কার্য্য করিয়া, পীঠশক্তি সহিত পীঠন্যাস করিয়া, ঋষ্যাদিন্যাস করিবেন। যথা মস্তকে—ওঁ বৃহদারণ্যকায় ঋষয়ে নমঃ। মুখে—ওঁ গায়ত্রীছন্দসে নমঃ। হৃদয়ে—ওঁ বকুটভৈরবায় দেবতায়ৈ নমঃ। গুহ্যে—ওঁ বং বীজায় নমঃ। পাদদ্বয়ে—হ্রীং শক্তয়ে নমঃ। তাহার পর মূর্ত্তিন্যাস করিবেন যথা—প্রথমে অঙ্গুষ্ঠাদি পাঁচটি অঙ্গুলিতে ওঁ হ্রোং বোং ঈশানায় নমঃ। ওঁ হ্রেং বেং তৎপুরুষায় নমঃ, ওঁ হ্রূং বূং অঘোরায় নমঃ, হ্রিং বিং বামদেবায় নমঃ, ওঁ হ্রং বং সদ্যোজাতায় নমঃ। অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা মস্তকে—ওঁ হ্রোং বোং ঈশানায় নমঃ, অনামায় বদনে—ওঁ হ্রেং বেং তৎপুরুষায় নমঃ, মধ্যমায় হৃদয়ে—ওঁ হ্রূং বূং অঘোরায় নমঃ। তর্জনী দ্বারা গুহ্যে—ওঁ হ্রিং বিং বামদেবায় নমঃ। অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা পাদদ্বয়ে—ওঁ হ্রং বং সদ্যোজাতায় নমঃ। এইরূপ ঊর্দ্ধ, পূর্ব, দক্ষিণ, উত্তর ও পশ্চিম মুখে সেই সেই অঙ্গুলি দ্বারা মূর্ত্তিন্যাস করিয়া করাঙ্গন্যাস করিবেন। যথ—ওঁ হ্রাং বাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ওঁ হ্রীং বীং তর্জনীভ্যাং স্বাহা ইত্যাদিরূপে করাঙ্গন্যাস করিবেন। ওঁ হ্রাং বাং হৃদয়ায় নমঃ, ওঁ হ্রীং বীং শিরসে স্বাহা ইত্যাদিরূপে অঙ্গন্যাস করিবেন। যেমন শারদাতিলক নিবন্ধে বলিয়াছেন (২১)—

ষড়্দীর্ঘ যুক্ত শক্তি ও ষড়্দীর্ঘ যুক্ত বকারের সহিত প্রণবাদি নমঃ, স্বাহা, বষট্ প্রভৃতি জাতিযুক্ত অঙ্গসমূহের কল্পনা করিবেন। ২২

মূলোক্ত শক্ত্যা পদের অর্থ—মায়াবীজের দ্বারা। তদ্বতা কথার অর্থ—নাদবিন্দু যুক্ত ষড়্দীর্ঘস্বর বিশিষ্টের দ্বারা। জাতিঃ—নমঃ, স্বাহা, বষট্, হুং, বৌষট্ ও ফট্। তাহার পর ধ্যান কর্ত্তব্য। তন্ত্রে বলিয়াছেন—সাত্ত্বিকাদি ভেদে ইহার ধ্যান তিন প্রকার। ২৩

১। খ—তদ্বজ ষড়্দীর্ঘবতা।

সাত্ত্বিকং যথা—বন্দে বালং স্ফটিক-সদৃশং কুণ্ডলোদ্ভাসি বক্ত্রং
দিব্যাকল্পৈর্নবমণিময়ৈঃ কিঙ্কিণী-নূপুরাদ্যৈঃ।
দীপ্তাকারং বিশদ-বসনং সুপ্রসন্নং ত্রিনেত্রং
হস্তাব্জাভ্যাং বটুকমনিশং শূল-দণ্ডৌ দধানম্ ॥ ২৪

রাজসং যথা— উদ্যদ্-ভাস্কর-সন্নিভং ত্রিনয়নং রক্তাঙ্গরাগ-স্রজং
স্মেরাস্যং বরদং কপালমভয়ং শূলং দধানং করৈঃ।
নীলগ্রীবমুদার-ভূষণ-শতং শীতাংশু-চূড়োজ্জ্বলং
বন্ধুকারুণ-বাসসং ভয়হরং দেবং সদা ভাবয়ে ॥ ২৫

তামসং যথা— ধ্যায়েন্নীলাদ্রিকান্তং শশি-শকল-ধরং মুণ্ডমালং মহেশং
দিগ্বস্ত্রং পিঙ্গলাক্ষং ডমরুমথ শৃণিং খড়্গশূলাভয়ানি।
নাগং[১] ঘণ্টাং কপালং কর-সরসিরুহৈর্বিভ্রতং ভীমদংষ্ট্রং
সর্পাকল্পং ত্রিনেত্রং মণিময়বিলসৎ কিঙ্কিণী-নূপুরাঢ্যম্ ॥ ২৬

সাত্ত্বিকং ধ্যানমাখ্যাতমপমৃত্যু-বিনাশনম্।
আয়ুরারোগ্য-জননমপবর্গ-ফলপ্রদম্ ॥ ২৭

সাত্ত্বিক ধ্যান। যথা বন্দে বালং ইত্যাদি। সাত্ত্বিক ধ্যানের অর্থ—স্ফটিক সদৃশ শুভ্র, কুণ্ডল শোভিত বদন, নব মণিময় দিব্য-ভূষণে ভূষিত, কিঙ্কিণী ও নূপুর প্রভৃতি দ্বারা উজ্জ্বলদেহ, শুভ্র-বসন, সুপ্রসন্ন ত্রিনেত্র বাম হস্ত-পদ্মে ত্রিশূল ও দক্ষিণ হস্ত-পদ্মে দণ্ডধারী বালক বটুকভৈরবকে বন্দনা করি। ২৪

রাজস ধ্যানের অর্থ—উদীয়মান সূর্য্যের সদৃশ রক্তবর্ণ, ত্রিনয়ন, রক্তাঙ্গরাগে রঞ্জিত রক্তমাল্যধারী, ঈষৎ হাস্যবদন, দক্ষিণ হস্তে শূল ও অভয় এবং বামহস্তে কপাল ও বরদ-ধারী, নীলগ্রীব, উৎকৃষ্ট শত ভূষণে, ভূষিত, চন্দ্রচূড়ায় উজ্জ্বল, বন্ধুক পুষ্প সদৃশ রক্তবর্ণ বস্ত্র পরিহিত, ভয়হর বটুকদেবকে সর্বদা ভাবনা করি। ২৫

তামস ধ্যানের অর্থ—নীলপর্বতের ন্যায় কান্তি বিশিষ্ট, চন্দ্র-কলাধারী, মুণ্ডমালায় বিভূষিত, দিগম্বর, পিঙ্গলবর্ণ কেশধারী দক্ষিণ ও বামের উর্ধ্ব করপদ্মে ডমরু ও সৃণি, তাহার অধস্তন দুই করপদ্মে খড়্গ ও পাশধারী, তাহার অধস্তন দুই হস্তপদ্মে অভয় ও নাগপাশধারী, তাহার অধস্তন দুই হস্তপদ্মে ঘণ্টা ও কপালধারী, ভীমদংষ্ট্র, সর্পভূষণে ভূষিত, মণিময় উজ্জ্বল কিঙ্কিণী ও নূপুরে অলঙ্কৃত, ত্রিনেত্র মহেশকে ধ্যান করিবে। ২৬

সাত্ত্বিক ধ্যান অপমৃত্যুর নিবারক, আয়ু ও আরোগ্যের জনক এবং অপবর্গরূপ ফলপ্রদ কথিত হইয়াছে। ২৭

১। খ—নাগং বাণং ঘণ্টাং ক্ষেড়ং কপালং।

রাজসং ধ্যানমাখ্যাতং সর্বকামার্থ-সিদ্ধিদম্ ।
তামসং শত্রু-শমনং কৃত্যাভূত-গদাপহম্ ॥ ২৮

এবং ধ্যাত্বা মানসপূজার্ঘ্যস্থাপনাদি কুর্য্যাৎ। অস্য পূজাযন্ত্রং—

ধর্মাধর্মাদিভিঃ ক্‌ৢপ্তে পীঠে পঙ্কজ-শোভিতে ।
ষট্‌কোণান্তস্ত্রিকোণস্থে[১] ব্যোমপঙ্কজ-শোভিতে ॥ ২৯

ব্যোমপঙ্কজম্ মাতৃকাপদ্মম্। "মাতৃকাকমলং দেবি! ব্যোমপঙ্কজমীরিত"-মিত্যুক্তত্বাৎ। ততঃ পূর্ববদ্ ধ্যাত্বাবাহনাদিকং কুর্য্যাৎ। তত্র ক্রমঃ (৩০)—

মূলাদি-সদ্যোজাত-মন্ত্রেণাবাহনম্। মূলাদি-বামদেবেন স্থাপনম্। মূলেন সান্নিধ্যম্। অঘোরেণ সন্নিরোধনম্। তৎপুরুষেণ যোনিমুদ্রাপ্রদর্শনম্। ঈশানেন বন্দনমিতি। ৩১

রাজস ধ্যান ধর্ম, কাম ও অর্থের সিদ্ধিপ্রদ কথিত হইয়াছে। তামস ধ্যান শত্রুশমন, কৃত্যা, ভূত ও গ্রহের নাশক কথিত হইয়াছে। ২৮

এই প্রকারে ধ্যান করিয়া মানস উপচারে পূজা করিয়া বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করিবেন। এই বটুকদেবের পূজা যন্ত্র হইতেছে—ধর্ম ও অধর্ম দ্বারা রচিত ষট্‌কোণের মধ্যবর্তী ত্রিকোণের মধ্যস্থ ব্যোমপঙ্কজ (বর্ণাব্জ) সংযুক্ত পঙ্কজশোভিত পীঠে (বটুকদেবকে পূজা করিবেন)। ২৯

বিবৃতি। একটি মাতৃকাপদ্ম করিয়া, তাহার উপরিভাগে ত্রিকোণ, তাহার উপরিভাগে ষট্‌কোণ, তাহার উপরে অষ্টদল পদ্ম, তাহার উপরে চতুরস্র ও চতুর্দ্বার করিবেন। ইহা বটুকদেবের পূজা যন্ত্র। ইহাতে আবাহন ও পূজা কর্ত্তব্য। ২৯

ব্যোমপঙ্কজ—মাতৃকাপদ্ম। যেহেতু—হে দেবি! মাতৃকাকমল ব্যোমপঙ্কজ বলিয়া কথিত হইয়াছে। তাহার পর পূর্ববদ্ ধ্যান করিয়া আবাহনাদি করিবেন। সেই আবাহনাদির ক্রম এইরূপ (৩০)—

ওঁ হ্রীং বটুকায় আপদুদ্ধরণায় কুরু কুরু বটুকায় হ্রীং ওঁ সদ্যোজাতং প্রপদ্যামি সদ্যোজাতায় বৈ নমঃ। ভবেঽভবেঽনাতিভবে ভজস্ব মাং ভবোদ্ভবায় নমঃ বটুক ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ—এইরূপ মূলাদি সদ্যোজাত মন্ত্রের দ্বারা আবাহন, এইরূপ মূলাদি বামদেব মন্ত্রের দ্বারা বটুক দেবের স্থাপন, মূলের দ্বারা দেবতার সন্নিধীকরণ, তাহার পর মূলাদি অঘোর মন্ত্রের দ্বারা সন্নিরোধন, মূলাদি তৎপুরুষ মন্ত্রের দ্বারা যোনি মুদ্রা প্রদর্শন, মূলাদি ঈশান মন্ত্রের দ্বারা বন্দন (ললাটস্থ অঞ্জলি বন্ধন মুদ্রা) করিবেন। ৩১

১। খ—ত্রিকোণস্থং ব্যোম পঙ্কজ শোভিতং। ব্যোম বৃত্তং। ততঃ পূর্ববদ্ ধ্যাত্বা।

ততো বহিঃ পদ্মস্য কর্ণিকায়াং দিক্ষু ত্রিকোণে চ ঈশান-তৎপুরুষাঘোর-বামদেব-সদ্যো জাতান্ সম্পূজ্য ব্যোমপঙ্কজ-দলেষু পূর্বাদিতো অসিতাঙ্গ-রুরু-চণ্ড-ক্রোধোন্মত্ত-কপালি-ভীষণ-সংহারানষ্টভৈরবানভ্যর্চ্য ষট্‌কোণেষু পূর্বাদিতঃ ষড়ঙ্গানি তদ্বহিঃ পূর্বাদিতো ডাকিনী-রাকিনী[১]-কাকিনী-সাকিনী হাকিনীঃ পূজয়েৎ। ততো দেবীপুত্রান্ উমাপুত্রান্ রুদ্রপুত্রান্ মাতৃপুত্রান্ দক্ষিণতো যজেৎ। উর্ধ্বে উর্দ্ধমুখীপুত্রান্ অধঃ অধোমুখীপুত্রান্। তদ্বহিরষ্টপত্রেষু ইন্দ্রাদীনষ্টলোকেশান্ বটুকরূপান্ পূজয়েৎ। তদ্বহিঃ পূর্বে ওঁ ব্রহ্মাণীপুত্রায় নমঃ। এবং ঈশানে মাহেশ্বরীপুত্রায়, উত্তরে বৈষ্ণবীপুত্রায়, অনিলে কৌমারী-

---

তাহার পর ন্যাস পদ্ধতির ন্যায় বহিঃ পদ্মের কর্ণিকায়, চারিদিকে ও ত্রিকোণে হ্রোং বোং ঈশানায় নমঃ, ওঁ হ্রেং বেং তৎপুরুষায় নমঃ, ওঁ হ্রুং বুং অঘোরায় নমঃ, ওঁ হ্রিং বিং বামদেবায় নমঃ, ওঁ হ্রং বং সদ্যোজাতায় নমঃ এইরূপ মন্ত্রে ঈশান, তৎপুরুষ, অঘোর, বামদেব ও সদ্যোজাতকে পূজা করিয়া, ব্যোম-পঙ্কজ-দলে পূর্বাদিক্রমে ওঁ অং অসিতাঙ্গায় ভৈরবায় নমঃ, ওঁ ইং রুরবে ভৈরবায় নমঃ, ওঁ উং চণ্ডায় ভৈরবায় নমঃ, ওঁ ঋং ক্রোধায় ভৈরবায় নমঃ, ওঁ ৯ং উন্মত্তায় ভৈরবায় নমঃ, ওঁ এং কপালিনে ভৈরবায় নমঃ, ওঁ ওং ভীষণায় ভৈরবায় নমঃ, ওঁ অং সংহারায় ভৈরবায় নমঃ মন্ত্রে অসিতাঙ্গ, রুরু, চণ্ড, ক্রোধ, উন্মত্ত, কপালী, ভীষণ ও সংহার—এই অষ্টভৈরবের পূজা করিয়া, ছয়টি কোণে পূর্বাদিক্রমে ওঁ হ্রাং বাং হৃদয়ায় নমঃ, ওঁ হ্রীং বীং শিরসে স্বাহা নমঃ, ওঁ হ্রূং বূং শিখায়ৈ বষট্ নমঃ। ওঁ হ্রৈং বৈং কবচায় হুং নমঃ। ওঁ হ্রৌং বৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ নমঃ। ওঁ হ্রং বঃ অস্ত্রায় ফট্ নমঃ মন্ত্রে ষড়ঙ্গের পূজা করিয়া, তাহার বহির্ভাগে অষ্টদল পদ্মের অভ্যন্তরে পূর্বাদি ক্রমে ওঁ ডাকিনীপুত্রেভ্যো নমঃ এইরূপ মন্ত্রে ডাকিনীপুত্র, রাকিণীপুত্র, লাকিনীপুত্র, কাকিনীপুত্র, সাকিনীপুত্র, ও হাকিনীপুত্রগণকে পূজা করিবেন। পরে দক্ষিণদিকে ওঁ উমাপুত্রেভ্যো নমঃ এইরূপ মন্ত্রে দেবীপুত্রগণকে অর্থাৎ উমাপুত্র, রুদ্রপুত্র ও মাতৃপুত্রগণকে, উর্ধ্বে উর্ধ্বমুখীর পুত্রগণ এবং অধোদিকে অধোমুখীর পুত্রগণকে পূজা করিবেন। ইহার বাহিরে পদ্মের অষ্টপত্রে পূর্বাদিক্রমে ওঁ লং বটুকরূপায় ইন্দ্রায় সুরাধিপতয়ে সায়ুধায় সবাহনায় সপরিবারায় সশক্তিকায় নমঃ ইত্যাকার মন্ত্রে ইন্দ্রাদি লোকপালগণকে পূজা করিবেন। পরে ঐ পদ্মপত্র মধ্যে পূর্বে ওঁ ব্রহ্মাণীপুত্রকায় নমঃ, এইরূপ ঈশানে ওঁ মাহেশ্বরী-পুত্রায়, উত্তরে—বৈষ্ণবীপুত্রায়, বায়ুকোণে—কৌমারীপুত্রায়, পশ্চিমে—

১। খ—রাকিনী লাকিনী কাকিনী।

পুত্রায়, পশ্চিমে ইন্দ্রাণীপুত্রায়, নৈঋ্র্তে মহালক্ষ্মীপুত্রায়; যাম্যে বারাহী-পুত্রায়, অনলে চামুণ্ডাপুত্রায়, তদ্বহির্দশদিক্ষু পূর্বদিতো হেতুকং ত্রিপুরান্তকং বেতালং বহ্নিজিহ্বং কালান্তকং করালং একপাদং ভীমরূপং অচলং হাটকে-শ্বরঞ্চ পুজয়েৎ। তত ঈশানাগ্নি-নিঋ্র্তিষু ওঁ যোগিনী-সহিত-দিব্যযোগীশায় নমঃ। ওঁ যোগিনী-সহিতান্তরীক্ষ-যোগীশায় নমঃ। ওঁ যোগিনী-সহিত-ভূমিষ্ঠ-যোগীশায় নমঃ ইতি সম্পূজ্য ধূপাদি-বিসর্জনান্তং কর্ম সমাপয়েৎ। ৩২

অস্য পুরশ্চরণমেকবিংশতি-লক্ষজপঃ। ত্রিমধুর-প্লুতৈস্তিলৈ-দর্শাংশহোমঃ। তথাচ (৩৩)—

ঈন্দ্রাণীপুত্রায়, নৈঋ্র্তে—মহালক্ষ্মীপুত্রায়। দক্ষিণে—বারাহীপুত্রায়। অগ্নিকোণে —চামুণ্ডাপুত্রায়। তাহার বাহিরে দশদিকে পূর্বাদি ক্রমে হেতুক, ত্রিপুরান্তক, বেতাল, বহ্নিজিহ্ব, কালান্ত, করাল, একপাদ, ভীমদংষ্ট্র, অচল ও হাটকেশ্বর—এই দশ বটুককে পূজা করিবেন। তাহার পর ঈশান কোণে, অগ্নিকোণে ও নৈঋ্র্ত কোণে যথাক্রমে ওঁ যোগিনী-সহিত-দিব্যযোগীশায় নমঃ, ওঁ যোগিনীসহিতা-ন্তরীক্ষ-যোগীশায় নমঃ, ওঁ যোগিনীসহিত-ভূমিষ্ঠ-যোগীশায় নমঃ মন্ত্রে যোগিনী-সহিত যোগীশের পূজা করিয়া ধূপদান হইতে বিসর্জন পর্য্যন্ত কর্মসমূহ শেষ করিবেন। ৩২

বিবৃতি। শারদাতিলকে দশ বটুক পূজার পরে চারিটি দিক্, চারিটি বিদিক্ ও তাহার আটটি অন্তরালে শ্রীকণ্ঠ, অনন্ত, সূক্ষ্ম, ত্রিমূর্ত্তি, অমরেশ্বর, অর্ঘীশ, ভারভূতীশ, তিথীশ, স্থাণু, হর, ঝিণ্টিশ, ভৌতিক, সদ্যোজাত, অনুগ্রহেশ্বর ও মহাসেন ও বাহিরে সেইরূপ আটটি দিক্, আটটি বিদিক্ ও তাহাদের অন্তরাল ষোলটি এই বত্রিশ স্থানে ক্রোধীশ, চণ্ডেশ, পঞ্চান্তক, শিবোত্তম, একরুদ্র, কূর্ম, একনেত্র, চতুরানন, অজেশ, শর্ব, সোমেশ, লাঙ্গলি, দারুক, অর্দ্ধনারীশ্বর, উমাকান্ত, আষাঢ়ী, দণ্ডী, অদ্রি, মীন, মেষ, লোহিত, শিখী, ছগলণ্ডেশ, দ্বিরণ্ডেশ, মহাকাল, বালী, ভুজঙ্গেশ, পিনাকীশ, খড়্গীশ, বক, শ্বেত ও ভৃগ্বীশ—এই বত্রিশ রুদ্রের ও তাহার পর দক্ষিণে নকুলীশ, শিব ও সম্বর্ত্তকের পূজা বিহিত হইয়াছে। কিন্তু তন্ত্রসারে ও এই গ্রন্থে এই পূজা কেন বিহিত হইল না, তাহা বুঝিতে পারি নাই। ইহা কাম্য বলিয়া যে পরিত্যক্ত হইয়াছে, তাহাও মনে হয় না। সুতরাং ইঁহাদেরও পূজা কর্ত্তব্য। ৩২

এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে একবিংশতি লক্ষ মন্ত্র জপ। এবং ত্রিমধুরাপ্লুত তিলের দ্বারা দশাংশ হোম। তাহাই তন্ত্রে বলিয়াছেন (৩৩)—

বর্ণলক্ষং জপেন্মন্ত্রং হবিষ্যাশী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
তদ্দশাংশং প্রজুহুয়াৎ তিলৈর্মধুর-সংযুতৈঃ॥ ৩৪

বর্ণৈঃ—মন্ত্রবর্ণঃ। অথাস্য বলি-বিধিঃ—

শাল্যন্নং পায়সং সর্পির্লাজ-চূর্ণানি শর্করাম্।
গুড়মিক্ষুরসাপূপৈর্মধ্বক্তৈঃ পরিমিশ্রিতৈঃ॥ ৩৫
কৃত্বা কবলমারাধ্য দেবং পূর্বোক্ত-বর্ত্মনা।
রক্তচন্দন-পুষ্পাদ্যৈর্নিশি তস্মৈ বলিং হরেৎ[১]॥ ৩৬

কবলং গ্রাসম্। পূর্বোক্তরীত্যা। যদ্বা—

অন্যূনাঙ্গমজং হত্বা রাজসং প্রাগুদীরিতম্।
বলিপ্রদান-সময়ে রিপুণাং সর্বসৈন্যকম্॥ ৩৭
নিবেদয়েদ্ বলিত্বেন বটুকায় বিশিষ্টধীঃ।
বিদর্ভয়েচ্ছত্রুনাম্না বলিমন্ত্রমুদারধীঃ॥ ৩৮
শত্রুপক্ষস্য রুধিরং পিশিতঞ্চ দিনে দিনে।
ভক্ষয় স্বগণৈঃ সার্দ্ধং সারমেয়-সমন্বিতঃ।
বলিমন্ত্রোঽয়মাখ্যাতঃ সর্বেষাং বিজয়-প্রদঃ॥ ৩৯

জিতেন্দ্রিয় সাধক হবিষ্যাশী হইয়া মন্ত্র বর্ণলক্ষ মন্ত্র জপ করিবেন এবং ত্রিমধুরাপ্লুত তিলের দ্বারা জপের দশাংশ হোম করিবেন। ৩৪

শ্লোকগত বর্ণ—মন্ত্রবর্ণ। অনন্তর এই বটুকদেবের বলিবিধি কথিত হইতেছে। ৩৫

শাল্যন্ন, পায়স, ঘৃত, লাজচূর্ণ, শর্করা, গুড়কে, ইক্ষুরস ও অপূপের সহিত মিশ্রিত করিয়া, মধুদ্বারা আপ্লুত করিয়া কবল করিয়া রাত্রিতে বটুকদেবের রক্তচন্দন, রক্তপুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য দ্বারা পূজা করিয়া পূর্বোক্ত পদ্ধতিতে ক্ষেত্রপাল বলিমন্ত্রে ক্ষেত্রপাল পদের স্থানে বটুক পদ দিয়া সেই মন্ত্রে রাত্রিতে তাঁহার হস্তে বলি দিবেন। ৩৬

কবল—গ্রাস। প্রাগুক্ত বর্ত্মনা—পূর্বোক্ত রীতিতে। অথবা—পূর্বকথিত অন্যূনাঙ্গ ছাগকে হত্যা করিয়া রাজস বলি দিবে। বিশিষ্টধী সাধক বলি প্রদান কালে শত্রুর সমস্ত সৈন্যকে বলিরূপে বটুককে নিবেদন করিবেন। সুধীসাধক সেইরূপ শত্রু নামের দ্বারা বলিমন্ত্রকে বিদর্ভিত করিবেন। ৩৭-৩৮

মূলোক্ত বলিমন্ত্রের অর্থ—কুক্কুর সমন্বিত হইয়া নিজ গণের সহিত শত্রুর রুধির ও মাংস প্রতিদিন ভক্ষণ কর। সকলের বিজয় প্রদ এই বলিমন্ত্র কথিত হইল। ৩৯

১। খ—হরেৎ। যদ্বা অন্যূনাঙ্গং ইত্যাদি।

অনেন বিধিনা হৃষ্টো বটুকঃ পরসৈন্যকম্।
সর্বং গণেভ্যো বিভজেচ্চামিষং ক্রুদ্ধ-মানসঃ।
এবং কৃতে পরবলং ক্ষীয়তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৪০

বিদর্ভলক্ষণঞ্চ প্রাগুক্তং যথা—মন্ত্রার্ণদ্বয়-মধ্যস্থং সাধ্যনাম প্রকীর্ত্তিতম্। তথাচ মন্ত্রস্য দ্বয়োর্দ্বয়োর্বর্ণয়োর্মধ্যে শত্রুনাম প্রয়োজ্যম্। ৪১

অথ লক্ষ্মীপ্রকরণম্

অথ বক্ষ্যে মহাবিদ্যাং কমলাং কমল-প্রিয়াম্।
যস্যাঃ প্রসাদমাসাদ্য জীবন্মুক্তঃ প্রজায়তে ॥ ১
বান্তং বহ্নি-সমারূঢ়ং বামনেত্রেন্দু-সংযুতম্[১]।
বীজমেতচ্ছ্রিয়ঃ প্রোক্তং সর্বকাম-ফলপ্রদম্ ॥ ২

বান্তং তালব্যশকারঃ[২]। তেন শ্রীবীজমাত্রম্। অস্য পূজা প্রয়োগঃ—প্রাতঃ-কৃত্যাদি-পীঠন্যাসান্তং বিধায় কেশরেষু মধ্যে চ পূর্বাদিতঃ ওঁ বিভূত্যৈ নমঃ। এবং উন্নত্যৈ কান্ত্যৈ সৃষ্ট্যৈ[৩] কীর্ত্ত্যৈ সন্নত্যৈ পুষ্ট্যৈ উৎকৃষ্ট্যৈ ঋদ্ধ্যৈ। পুনর্মধ্যে শ্রীঁ কমলাসনায় নমঃ ইতি পীঠশক্তীঃ পীঠমনুঞ্চ ন্যসেৎ। যথা নিবন্ধে (৩)—

এই বলির দ্বারা বটুক সাধকগণের প্রতি হৃষ্ট হইয়া শত্রুগণের প্রতি ক্রুদ্ধচিত্ত হইয়া সমস্ত শত্রু সৈন্যকে নিজ গণের মধ্যে আমিষরূপে ভাগ করিয়া দেন। এইরূপ করিলে শত্রু সৈন্য ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। ইহাতে সংশয় নাই। ৪০

বিদর্ভের লক্ষণ পূর্বে উক্ত হইয়াছে। যেমন—দুইটি মন্ত্র বর্ণের মধ্যে সাধ্য নাম কীর্ত্তিত হইলে বিদর্ভ হয়। তাহা হইলে মন্ত্রের দুইটি বর্ণের মধ্যে শত্রুর নাম প্রয়োগ করিবেন। ৪১

অনন্তর লক্ষ্মীর প্রকরণ। যাঁহার অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া মানব জীবন্মুক্ত হইয়া থাকে, আমি সেই কমল-প্রিয়া মহাবিদ্যা কমলার মন্ত্র ও উপাসনা বলিতেছি। ১

বান্ত (শ) বহ্নিতে (রকারে) সমারূঢ় হইয়া বামনেত্র (ঈ) ও ইন্দু (ং) সংযুক্ত হইবে। এই শ্রীং সর্বকাম ফল প্রদ লক্ষ্মীর বীজ বলিয়া কথিত হইয়াছে। ২

বান্ত—তালব্য শকার। তাহলে শ্রীং বীজ মাত্র হয়। এই মন্ত্রের পূজা প্রয়োগ এইরূপ—প্রাতঃ কৃত্যাদি হইতে পীঠ ন্যাস পর্য্যন্ত কার্য্যগুলি করিয়া কেশর সমূহে পূর্বাদি ক্রমে ও মধ্যে ওঁ বিভূত্যৈ নমঃ, এইরূপ উন্নত্যৈ, কান্ত্যৈ, সৃষ্ট্যৈ, কীর্ত্ত্যৈ, সন্নত্যৈ, পুষ্ট্যৈ, উৎকৃষ্ট্যৈ ও ঋদ্ধ্যৈ নমঃ মন্ত্রে অষ্টকেশরে বিভূত্যাদি অষ্ট পীঠ শক্তির

১। খ—বামনেত্রেন্দুভূষিতম্। ২। খ—বান্তং শকারঃ। ৩। খ—কান্ত্যৈ সৃষ্ট্যৈ কীর্ত্ত্যৈ সন্নত্যৈ ব্যুষ্ট্যৈ উৎকৃষ্ট্যৈ।

বিভূতিরুন্নতিঃ কান্তিঃ সৃষ্টিঃ কীর্ত্তিশ্চ সন্নতিঃ।
পুষ্টিরুৎকৃষ্টিঋর্দ্ধিশ্চ সংপ্রোক্তা নব শক্তয়ঃ ॥ ৪

তত ঋষ্যাদীন্ ন্যসেৎ ভৃগুঋষির্নিবৃচ্ছন্দঃ, শ্রীর্দেবতা। ততঃ করাঙ্গন্যাসৌ শ্রাঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, শ্রাঁ হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদিনা ষড়্দীর্ঘ ভাজা নিজ-বীজেন। ততো ধ্যানং (৫)—

কান্ত্যা কানঞ্চন-সন্নিভাং হিমগিরি-প্রখ্যৈশ্চতুর্ভির্গজৈ-
হস্তোৎক্ষিপ্ত-হিরণ্ময়ামৃতঘটৈরাসিচ্যমানাং শ্রিয়ম্।
বিভ্রাণাং বরমব্জযুগ্মমভয়ং হস্তৈঃ কিরীটোজ্জ্বলাং
ক্ষৌমাবদ্ধ[১]-নিতম্ব-বিম্ব-ললিতাং বন্দেঽরবিন্দ-স্থিতাম্ ॥ ৬

তথাচ দক্ষিণাধো বরম্, দক্ষিণোর্দ্ধে পদ্মম্। বামোর্দ্ধে পদ্মম্। বামাধোঽ-ভয়ম্। এবং ধ্যাত্বা মানসৈরভ্যর্চ্যার্ঘ্যং সংস্থাপ্য পীঠপূজাং বিধায় কেসরেষু

ন্যাস করিয়া পুনরায় মধ্যে শ্রীং বর্ণকমলাসনায় নমঃ মন্ত্রে পীঠ মন্ত্রের ন্যাস করিবেন। যেমন শারদাতিলক নিবন্ধে সলিয়াছেন (৩)—

বিভূতি, উন্নতি, কান্তি, সৃষ্টি, কীর্ত্তি, সন্নতি, পুষ্টি, উৎকৃষ্টি ও ঋদ্ধি—এই নয়টি লক্ষ্মীর শক্তি কথিত হইয়াছেন। ৪

অনন্ত ঋষ্যাদি ন্যাস করিবেন। যথা—অস্য শ্রীলক্ষ্মীমন্ত্রস্য ভৃগুঋষির্নিবৃৎ ছন্দঃ, শ্রীর্দেবতা, শকারো বীজং ঈকারঃ শক্তিঃ সর্বকাম-প্রাপ্ত্যর্থে পূজনে বিনিযোগঃ। মস্তকে—ওঁ ভৃগবে ঋষয়ে নমঃ। মুখে—ওঁ নিবৃচ্ছন্দসে নমঃ। হৃদয়ে—ওঁ শ্রিয়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ। গুহ্যে—ওঁ শকারায় বীজায় নমঃ। পাদদ্বয়ে—ওঁ ঈকার-শক্তয়ে নমঃ। পরে ছয়টী দীর্ঘ স্বরযুক্ত নিজ বীজের দ্বারা ওঁ শ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে এবং ওঁ শ্রাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে করাঙ্গ ন্যাস করিবেন। পরে ধ্যান করিবেন (৫)—

ধ্যানের অর্থ—কান্তিতে কাঞ্চন সদৃশী অর্থাৎ কাঞ্চন বর্ণা, হিমগিরি তুল্য সুউচ্চ চারিটি শ্বেত হস্তী কর্তৃক হস্ত (শুন্ত) দ্বারা উর্ধ্বে উদ্ধৃত অমৃত পূর্ণ ঘটের দ্বারা আসিচ্যমানা, বামহস্তের অধোহস্ত হইতে দক্ষিণ হস্তের অধোহস্ত পর্য্যন্ত চারি হস্তের দ্বারা বর মুদ্রা, দুইটী পদ্ম ও অভয় মুদ্রা ধারিণী কিরীটের দ্বারা উজ্জ্বলা, পট্ট বস্ত্রের দ্বারা আবদ্ধ নিতম্ববিম্বের দ্বারা শোভিতা শ্বেতপদ্মাসনা শ্রীকে বন্দনা করি। ৬

তাহা হইলে দক্ষিণের অধোহস্তে বর ও উর্ধ্বহস্তে পদ্ম। বামের উর্ধ্বহস্তে পদ্ম ও অধোহস্তে অভয়মুদ্রা হইবে। এই প্রকারে ধ্যান করিয়া মানস উপচারে পূজা করিয়া

১। খ—ক্ষৌমাবদ্ধ নিতম্ব।

মধ্যে চ বিভূত্যাদি-পীঠমন্ত্রান্তং সম্পূজ্য পুনর্ধ্যাত্বাবাহনাদি-পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি-দান-পর্য্যন্তং বিধায়াগ্ন্যাদি-কেশরেষু মধ্যে দিক্ষু চ শ্রাঁ হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদিনা সংপূজ্য দিগ্‌দলেষু পূর্বাদিতঃ ওঁ বাসুদেবায় নমঃ। এবং সঙ্কর্ষণায় প্রদ্যুম্নায় অরিরুদ্ধায়। বিদিগ্‌দলেষু—দমকায় সলিলায় গুগ্‌গুলবে কুরুণ্টকায়। দেব্যা দক্ষিণে শঙ্খনিধয়ে বসুধায়ৈ। বামে পদ্মনিধয়ে বসুমত্যৈ। পত্রাগ্রেষু পূর্বাদিতো বলাক্যৈ বিমলায়ৈ, কমলায়ৈ, বনমালিকায়ৈ, বিভীষিকায়ৈ মাণিক্যায়ৈ[১] শাঙ্কর্য্যৈ বসুমালিকায়ৈ, তদ্বহিরীন্দ্রাদীন্ বজ্রাদীংশ্চ সম্পূজ্য ধূপাদি-বিসর্জনান্তং কর্ম সমাপয়েৎ। ৭

পুরশ্চরণং দ্বাদশলক্ষজপঃ। ত্রিমধুরাক্তৈঃ পদ্মৈস্তিলৈর্বা বিল্বফলৈর্বা দ্বাদশ সহস্র-হোমো বাচনিকঃ। ৮

বাগ্‌ভবং রমাবীজং মায়া কাম ইতি চতুরক্ষরঃ। যথা নিবন্ধে (৯)—

বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করিয়া, পীঠ পূজা করিয়া, কেশরে ও মধ্যে বিভূতি প্রভৃতি পীঠ শক্তি ও পীঠ মন্ত্রের পূজা করিয়া, পুনরায় ধ্যান ও আবাহনাদি পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলি দান পর্য্যন্ত সমস্ত করিয়া, অগ্ন্যাদি কেশরে মধ্যে ও দিক্ সমূহে ওঁ শ্রাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে ষড়ঙ্গের পূজা করিয়া, দিগ্‌দলে পূর্বাদি ক্রমে ওঁ বাসুদেবায় নমঃ, এইরূপ সঙ্কর্ষণায়, প্রদ্যুম্নায়, অনিরুদ্ধায় নমঃ মন্ত্রে বাসুদেবাদির পূজা করিয়া, বিদিকের (কোণের) দলসমূহে ওঁ দমকায় নমঃ এইরূপ সলিলায়, গুগ্‌গুলবে, কুরুণ্টকায় নমঃ মন্ত্রে দমকাদি গজের পূজা করিয়া, দেবীর দক্ষিণে—ওঁ শঙ্খনিধয়ে নমঃ, ওঁ বসুধায়ৈ নমঃ। বামে—ওঁ পদ্মনিধয়ে নমঃ, ওঁ বসুমত্যৈ নমঃ। পত্রের অগ্রে পূর্বাদিক্রমে ওঁ বলাক্যৈ নমঃ, এইরূপ বিমলায়ৈ, কমলায়ৈ, বনলালিকায়ৈ, বিভীষিকায়ৈ মালিকায়ৈ, শাঙ্কর্য্যৈ, ওঁ বসুমালিকায়ৈ নমঃ মন্ত্রে লক্ষ্মীদূতীগণকে পূজা করিয়া দলের বহির্ভাগে ইন্দ্রাদি লোক-পাল ও বজ্রাদি অস্ত্রের পূজা করিয়া ধূপদানাদি বিসর্জনান্ত কর্ম শেষ করিবেন। ৭

এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে বার লক্ষ মন্ত্র জপ। জপের অন্তে মধুরাপ্লুত পদ্মের দ্বারা, মধুরাপ্লুত তিলের দ্বারা ও মধুরাপ্লুত বিল্বফলের দ্বারা বার হাজার বাচনিক হোম। ৮

বিবৃতি। তিনটি দ্রব্যের যে কোন একটি দ্বারা হোম করিতে পারেন। যদি কেহ তিনটি দ্রব্যের দ্বারা হোম করিতে চাহেন, তবে প্রত্যেক দ্রব্যের দ্বারা চারি হাজার হোম কর্তব্য। ৮

লক্ষ্মীর মন্ত্রান্তর। বাগ্‌ভব (ঐং), রমাবীজ (শ্রীং), মায়া হ্রীং, কাম (কামবীজ-

---

১। খ—বালিকায়ৈ শাঙ্কর্য্যৈ।

বাগ্‌ভবং বনিতা বিষ্ণোর্মায়া মকর-কেতনঃ।
চতুর্বীজাত্মকো মন্ত্রশ্চতুর্বর্গ-ফলপ্রদঃ ॥ ১০

অস্য পূজাদিকং সর্বং পূর্ববৎ। ধ্যানন্তু (১১)—

মাণিক্য-প্রতিম-প্রভাং হিমনিভৈস্তুঙ্গৈশ্চতুর্ভির্গজৈ-
র্হস্তাগ্রাহিত-রত্নকুম্ভ-সলিলৈরাসিচ্যমানাং সদা।
হস্তাব্জৈর্বরদানমম্বুজযুগাভীতীর্দধানাং হরেঃ,
কান্তাং কাঙ্ক্ষিত-পারিজাত-লতিকাং বন্দে সরোজাসনাম্। ১২

পুরশ্চরণং দ্বাদশলক্ষজপঃ। রক্তপদ্মৈর্দ্বাদশ-সহস্র-হোমঃ। ১৩

দীর্ঘা যাদির্বিসর্গান্তো ব্রহ্মা ভানুর্বসুন্ধরা।
বাঽন্তে সিন্যৈ প্রিয়াবহ্নের্মনুঃ প্রোক্তো দশাক্ষরঃ ॥ ১৪

দীর্ঘা নকারঃ, ভানুর্মকারঃ। তথা চ—নমঃ কমলবাসিন্যৈ স্বাহা। অস্য পূজা—প্রাতঃকৃত্যাদি-পীঠমন্বন্তং পূর্ববদ্ বিন্যস্য ঋষ্যাদীন্ ন্যসেৎ। দক্ষ ঋষি-

---

ক্লীং) এই চারি অক্ষরের অন্য একটি লক্ষ্মীর মন্ত্র। যেমন শারদাতিলক নিবন্ধে বলিয়াছেন (৯)—

বাগ্‌ভববীজ (ঐ), বিষ্ণুর বনিতাবীজ (শ্রীং), মায়াবীজ (হ্রীং) ও মকরকেতন কামবীজ (ক্লীং)। এই চতুর্বীজাত্মক লক্ষ্মীর মন্ত্র চতুর্বর্গফল প্রদ। ১০

এই মন্ত্রের পূজাদি সমস্তই পূর্ববৎ। ধ্যান কিন্তু পৃথক্। যেমন মাণিক্য-প্রতিম ইত্যাদি (১১)—

ধ্যানের অর্থ—মাণিক্য সদৃশ কান্তি বিশিষ্টা, মুউচ্চ হিমনিভ শুভ্র চারিটি শ্বেত গজ কর্তৃক শুণ্ডধৃত রত্নখচিত কুম্ভের জলের দ্বারা সর্বদা সিচ্যমানা, বামের অধোহস্ত হইতে দক্ষিণের অধোহস্ত পর্য্যন্ত চারিটি হস্তপদ্মের দ্বারা বরদ মুদ্রা, পদ্মদ্বয় ও অভয় মুদ্রা-ধারিণী, শ্বেতপদ্মাসনা পারিজাত কল্পলতিকার ন্যায় অভিলষিত ফলের দাত্রী হরিপ্রিয়া লক্ষ্মীকে বন্দনা করি। ১২

এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে দ্বাদশ লক্ষ এই মন্ত্র জপ এবং রক্তপদ্মের দ্বারা বার হাজার হোম। ১৩

লক্ষ্মীর মন্ত্রান্তর—দীর্ঘা (ন) বিসর্গান্ত যাদি মঃ। ব্রহ্মা (ক) ভানু (ম) বসুন্ধরা (ল) ও বাকারের পরে সিন্যৈ। তাহার পর বহ্নি প্রিয়া (স্বাহা)। লক্ষ্মীর এই দশাক্ষর মন্ত্র কথিত হইয়াছে। ১৪

দীর্ঘা—নকার। ভানু—মকার। তাহা হইলে মন্ত্রটি হয়—নমঃ কমলবাসিন্যৈ

বিরাট্ ছন্দঃ শ্রীর্দেবতা। ততঃ করাঙ্গন্যাসৌ—ওঁ দেব্যৈনমোঽঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ওঁ পদ্মিন্যৈ নমস্তর্জনীভ্যাং স্বাহা। ওঁ বিষ্ণুপত্ন্যৈ নমো মধ্যমাভ্যাং বষট্। ওঁ বরদায়ৈ নমোঽনামিকাভ্যাং হুঁ। ওঁ কমলরূপায়ৈ নমঃ কনিষ্ঠাভ্যাং ফট্। এবং হৃদয়াদিষু। ন্যাসাবেতৌ পঞ্চাঙ্গৌ। যথা নিবন্ধে (১৫)—

দেব্যৈ হৃদয়মাখ্যাতং পদ্মিন্যৈ শির ঈরিতম্।
বিষ্ণুপত্ন্যৈ শিখা প্রোক্তা বরদায়ৈ তনুচ্ছদম্।
অস্ত্রং কমলরূপায়ৈ নমোঽন্তাঃ প্রণবাদিকাঃ॥ ১৬

ততো[১] ধ্যানং—আসীনা সরসীরুহে স্মিতমুখী হস্তাম্বুজৈর্বিভ্রতী
দানং পদ্মযুগাভয়ে চ বপুষা সৌদামিনী-সন্নিভা।
মুক্তাদাম-বিরাজমান-পৃথুলোত্তুঙ্গ-স্তনোদ্ভাসিনী
পায়ান্নঃ কমলা কটাক্ষ-বিভবৈরানন্দয়ন্তীং হরিম্॥ ১৭

স্বাহা। এই মন্ত্রের পূজাপদ্ধতি এইরূপ—প্রাতঃকৃত্য হইতে পীঠমন্ত্র পর্য্যন্ত পূর্ববৎ ন্যাস করিয়া ঋষ্যাদির ন্যাস করিবেন। এই মন্ত্রের দক্ষ ঋষি, বিরাট্ ছন্দঃ, শ্রী দেবতা, শ্রীং বীজ ও স্বাহা শক্তি। পূর্ববৎ ঋষ্যাদির ন্যাস করিয়া করন্যাস করিবেন। যথা—ওঁ দেব্যৈ নমো অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ওঁ পদ্মিন্যৈ নমঃ তর্জনীভ্যাং স্বাহা। ওঁ বিষ্ণুপত্ন্যৈ নমো মধ্যমাভ্যাং বষট্, ওঁ বরদায়ৈ নমোঽনামিকাভ্যাং হুং। ওঁ কমলরূপায়ৈ নমঃ কনিষ্ঠাভ্যাং ফট্। পরে ওঁ দেব্যৈ নমো হৃদয়ায় নমঃ। ওঁ পদ্মিন্যৈ নমঃ শিরসে স্বাহা। ওঁ বিষ্ণুপত্ন্যৈ নমঃ শিখায়ৈ বষট্। ওঁ বরদায়ৈ নমঃ কবচায় হুং। ওঁ কমলরূপায়ৈ নমঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্। এইরূপে অঙ্গন্যাস করিবেন। এই দুইটি ন্যাস পঞ্চাঙ্গ, ইহাতে নেত্রে ন্যাস নাই। যেমন শারদাতিলক নিবন্ধে বলিয়াছেন (১৫)—

প্রণবাদি নমঃ অন্ত দৈব্যে মন্ত্রে অর্থাৎ ওঁ দেব্যৈ নমো হৃদয়ায় নমঃ মন্ত্রে হৃদয়, ওঁ পদ্মিন্যৈ নমঃ মন্ত্রে শিরঃ ন্যাস, ওঁ বিষ্ণুপত্ন্যৈ নমঃ মন্ত্রে শিখান্যাস, ওঁ বরদায়ৈ নমো মন্ত্রে কবচন্যাস, ওঁ কমলরূপায়ৈ নমঃ মন্ত্রে অস্ত্রন্যাস কথিত হইয়াছে। সমস্ত মন্ত্র প্রণবাদি ও নমো অন্ত হইবে। ১৬

তাহার পর ধ্যান। ধ্যানের অর্থ—পদ্মে উপবিষ্টা স্মিতমুখী পূর্ববৎ বামের অধোহস্ত হইতে দক্ষিণের অধোহস্ত পর্য্যন্ত চারি হস্তপদ্মে দান (বরমুদ্রা) দুইটি পদ্ম ও অভয়-মুদ্রা-ধারিণী বিদ্যুৎ সন্নিভ দেহ-ধারিণী মুক্তাহার শোভিত পীন উত্তুঙ্গ স্তনে উদ্ভাসিনী কটাক্ষবিক্ষেপে হরির আনন্দদায়িনী কমলা তোমাদিগকে রক্ষা করুন। ১৭

১। খ—তত ইতি নাস্তি।

এবং ধ্যাত্বা মানসৈঃ সম্পূজ্যার্ঘ্যং সংস্থাপ্য পূর্বোক্ত-পীঠমন্ত্রান্তাং পীঠপূজাং বিধায় পুনর্ধ্যাত্বাবাহনাদি-পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি-দানপর্য্যন্তং বিধায়াবরণানি পূজয়েৎ। যথা অগ্ন্যাদি-কেশরেষু চতুর্দিক্ষু মধ্যে চ ওঁ দেব্যৈ নমো হৃদয়ায় নমঃ, ওঁ পদ্মিন্যৈ নমঃ শিরসে স্বাহা। ওঁ বিষ্ণুপত্ন্যৈ নমঃ শিখায়ৈ বষট্। ওঁ বরদায়ৈ নমঃ কবচায় হুঁ। ওঁ কমলরূপায়ৈ নমোঽস্ত্রায় ফট্। ততঃ পূর্বাদি-দলেষু বলাক্যাদীস্তদ্বহিরিন্দ্রাদীন্ বজ্রাদীংশ্চ সম্পূজ্য ধূপাদি-বিসর্জনান্তং কর্ম সমাপয়েৎ। অস্য পুরশ্চরণং দশলক্ষজপঃ। মধুরাক্তপদ্মৈর্দশাংশ-হোমঃ। ১৮

অথ মহালক্ষ্মীঃ। ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীং হ্‌সৌঃ জগৎপ্রসূত্যৈ নমঃ। যথা নিবন্ধে[১] (১৯)—

বাগ্‌ভবং শম্ভুবনিতা রমা মকর-কেতনঃ।
তার্তীয়ঞ্চ জগৎ-পার্শ্বো বহ্নিবীজ সমুজ্জ্বলঃ[২] ॥ ২০
অর্ঘীশাঢ্যো ভৃগুস্ত্যৈ হৃন্মন্ত্রোঽয়ং দ্বাদশাক্ষরঃ।

এইরূপে ধ্যান করিয়া, মানস উপচারে পূজা করিয়া, বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করিয়া, পূর্বোক্ত পীঠমন্ত্র পর্য্যন্ত পীঠপূজা করিয়া, পুনরায় ধ্যান করিয়া, আবাহন হইতে পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলি দান পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্য করিয়া, আবরণ পূজা করিবেন। যেমন অগ্ন্যাদি কেশর সমূহে চারিদিকে ও মধ্যে ওঁ দেব্যৈ নমঃ হৃদয়ায় নমঃ, ওঁ পদ্মিন্যৈ নমঃ শিরসে স্বাহা, ওঁ বিষ্ণুপত্ন্যৈ নমঃ শিখায়ৈ বষট্, ওঁ বরদায়ৈ নমঃ কবচায় হুং, ওঁ কমলরূপায়ৈ নমঃ অস্ত্রায় ফট্। এইরূপে ষড়ঙ্গের পূজা করিয়া পূর্বাদিদলে পূর্ববৎ বলাক্যৈ, বিমলায়ৈ, কমলায়ৈ, বনমালিকায়ৈ, বিভীষিকায়ৈ, মালিকায়ৈ, শাঙ্কর্য্যৈ, বসুমালিকায়ৈ নমঃ মন্ত্রে লক্ষ্মীর দূতীগণকে পূজা করিয়া, দলের বহির্ভাগে ইন্দ্রাদি লোকপাল ও বজ্রাদি অস্ত্র সমূহের পূজা করিয়া ধূপদান হইতে বিসর্জন পর্য্যন্ত কার্য্য-সমূহ শেষ করিবেন। এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে দশ লক্ষ এই মন্ত্র জপ এবং মধুরাক্ত পদ্মের দ্বারা জপের দশাংশ হোম। ১৮

অনন্তর মহালক্ষ্মী মন্ত্র। ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং ক্লীং হ্‌সৌঃ জগৎপ্রসূত্যৈ নমঃ—এইটি মহালক্ষ্মীর মন্ত্র। যেমন শারদাতিলক নিবন্ধে বলিয়াছেন (১৯)—

বাগ্‌ভব (ঐং), শম্ভুবনিতা (হ্রীং), রমা (শ্রীং), মকরকেতন (ক্লীং) তার্তীয় (হ্‌সৌঃ), তাহার পর জগৎ, তাহার পর পার্শ্ব (প) বহ্নিবীজ রেফের (র) দ্বারা সমুজ্জ্বল অর্থাৎ রেফযুক্ত (প্র) তাহার পর অর্ঘীশ (উ) যুক্ত ভৃগু (স) তাহার পর

১। নবন্ধে ইতি নাস্তি। ১। খ—বহ্নিবীজং সমুজ্জ্বলঃ।

মহালক্ষ্যাঃ সমুদ্দিষ্টস্তারাদ্যঃ সর্বসিদ্ধিদঃ[১] ॥ ২১

অস্য পূজা—প্রাতঃকৃত্যাদি-শ্রীবীজোক্ত-পীঠন্যাসং কৃত্বা ঋষ্যাদীন্ ন্যসেৎ। ব্রহ্মা ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ মহালক্ষ্মী দেবতা। ততো মূলেন করৌ সংশোধ্য অঙ্গুষ্ঠাদিষু অঙ্গুলীষু ওঁ ঐঁ নমঃ। ওঁ হ্রীঁ নমঃ। ওঁ শ্রীঁ নমঃ। ওঁ ক্লীঁ নমঃ। ওঁ হ্‌সৌঃ নমঃ। করতলে—ওঁ জগৎ-প্রসূত্যৈ নমঃ। ততো মস্তকাদি-চরণান্তং মূলেন ব্যাপকং কৃত্বা[২] মূর্দ্ধাস্য-হৃদয়-গুহ্য-পাদেযু পঞ্চবীজানি ন্যস্য শেষাক্ষরাণি হৃদয়ে বসাসৃঙ্-মাংস-মেদোঽস্থি-মজ্জা-শুক্রাত্মক-সপ্তধাতুষু ন্যস্য করাঙ্গন্যাসৌ কুর্য্যাৎ। ঐঁ জ্ঞানায় অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। হ্রীঁ ঐশ্বর্য্যায় তর্জনী-ভ্যাং স্বাহা। শ্রীঁ শক্তয়ে মধ্যমাভ্যাং বষট্। ক্লীঁ বলায় অনামিকাভ্যাং হুঁ। হ্‌সৌঃ বীর্য্যায় কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট। জগৎ-প্রসূত্যৈ নমস্তেজসে করতল-পৃষ্ঠাভ্যাং ফট্। এবং হৃদয়াদিষু। ততো ধ্যানং (২২)—

ত্যৈ ও হৃৎ (নমঃ)। ইহাতে মহালক্ষ্মীর এই দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র হয়। উহা তারাদি (ওঁকারাদি) হইলে ত্রয়োদশাক্ষর সর্বসিদ্ধিপ্রদ মন্ত্র হয়, ইহা কথিত হইয়াছে। ২০-২১

এই মন্ত্রের পূজাপদ্ধতি এইরূপ—প্রাতঃকৃত্যাদি হইতে শ্রীবীজোক্ত পীঠন্যাস করিয়া ঋষ্যাদি ন্যাস করিবেন। এই মন্ত্রের ব্রহ্মা ঋষি, গায়ত্রী ছন্দঃ, মহালক্ষ্মী দেবতা, প্রণব বীজ, তার্ত্তীয় শক্তি, সর্বসিদ্ধি লাভে ইহার বিনিয়োগ। তাহার পর মূলমন্ত্রকে দুই হস্তে ব্যাপকরূপে ন্যাস দ্বারা দুই হস্ত সংশোধন করিয়া অঙ্গুষ্ঠাদি অঙ্গুলি সমূহে যথাক্রমে ওঁ ঐং নমঃ, ওঁ হ্রীং নমঃ, ওঁ শ্রীং নমঃ, ওঁ ক্লীং নমঃ, ওঁ হে্‌সৌঃ নমঃ। করতলে—ওঁ জগৎ-প্রসূত্যৈ নমঃ। পরে মস্তক হইতে চরণ পর্য্যন্ত মূলমন্ত্রে ব্যাপক ন্যাস করিবেন। পরে মস্তকে—ওঁ হ্রীং নমঃ। হৃদয়ে—ওঁ শ্রীং নমঃ। গুহ্যে—ওঁ ক্লীং নমঃ। পাদে—ওঁ হে্‌সৌঃ নমঃ মন্ত্রে পঞ্চবীজের ন্যাস করিয়া, হৃদয়স্থ ত্বক্, অসৃক্ (রক্ত), মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র ধাতুতে শেষাক্ষরগুলি অর্থাৎ ওঁ জগৎ-প্রসূত্যৈ নমঃ এই মন্ত্রের বর্ণগুলি ন্যাস করিয়া করাঙ্গ ন্যাস করিবেন। যথা—ওঁ ঐং জ্ঞানায় অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ওঁ হ্রীং ঐশ্বর্য্যায় তর্জনীভ্যাং স্বাহা, ওঁ শ্রীং শক্তয়ে মধ্যমা-ভ্যাং বষট্, ওঁ ক্লীং বলায় অনামিকাভ্যাং হুং, ওঁ হে্‌সৌঃ বীর্য্যায় কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, ওঁ জগৎপ্রসূত্যৈ নমস্তেজসে করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্। এইরূপ মন্ত্রে করন্যাস করিয়া ওঁ ঐং জ্ঞানায় হৃদয়ায় নমঃ। ওঁ হ্রীং ঐশ্বর্য্যায় শিরসে স্বাহা। ওঁ শ্রীং

১। খ—সর্বসিদ্ধিদঃ ইত্যনন্তরং তারাদ্য ইতি বাগ্ভবং বিহায় ইত্যর্থঃ। অস্য পূজা। ২। খ—ব্যাপকং কুর্য্যাৎ। ততো মূর্দ্ধাস্য।

বালার্ক-দ্যুতিমিন্দুখণ্ড-বিলসৎ-কোটীর-হারোজ্জ্বলাং
রত্নাকল্প-বিভূষিতাং কুচনতাং শালৈঃ করৈর্মঞ্জরীম্।
পদ্মং কৌস্তুভ-রত্নমপ্যবিরতং সংবিভ্রতীং সস্মিতাং
ফুল্লাম্ভোজ-বিলোচন-ত্রয়-যুতাং ধ্যায়েৎ পরামম্বিকাম্॥ ২৩

এবং ধ্যাত্বা মানসৈঃ সংপূজ্যার্ঘ্যং কৃত্বা শ্রীবীজোক্ত-পীঠপূজাং কৃত্বা পুনর্ধ্যাত্বাবাহনাদি-পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি-দানপর্য্যন্তং বিধায়াবরণানি পূজয়েৎ। যথা দেব্যা দক্ষিণে—ওঁ শঙ্করনন্দনায় নমঃ। এবং বামে—পুষ্পধন্বনে। অগ্ন্যাদি-কোণেষু মধ্যে দিক্ষু চ ঐঁ জ্ঞানায় হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদিনা ষড়ঙ্গেনাভ্যর্চ্য পূর্বাদি-পত্রেষু ওঁ উমায়ৈ নমঃ, এবং শ্রিয়ৈ, সরস্বত্যৈ, দুর্গায়ৈ, ধরণ্যৈ, গায়ত্র্যৈ, দেব্যৈ উষায়ৈ। দক্ষিণে—জহ্নু-সুতায়ৈ। বামে—সূর্য্যসুতায়ৈ।

শক্তয়ে শিখায়ৈ বষট্। ওঁ ক্লীং বলায় কবচায় হুং। ওঁ হেসোঃ বীর্য্যায় নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। ওঁ জগৎ-প্রসূত্যৈ নমস্তেজসে করতল-পৃষ্ঠাভ্যাং ফট্ মন্ত্রে অঙ্গন্যাস করিয়া (অতীব মনোহর বিশাল উদ্যানের মধ্যে মনোহর মহাসরোবরের মধ্যে অতি মনোহর পুলিনে (চড়ায়) চতুর্দিক্ পারিজাত বৃক্ষে পরিপূর্ণ মণ্ডপ ও মণিময় কুট্টিম (চাতাল) চিন্তা করিয়া মণ্ডপমধ্যে পারিজাত বৃক্ষের নীচে মহারত্ন সিংহাসনে মহালক্ষ্মী দেবীকে) ধ্যান করিবেন (২২)—

ধ্যানের অর্থ—বালসূর্য্যের ন্যায় দ্যুতি বিশিষ্টা (রক্তবর্ণা), ইন্দুখণ্ডে ভূষিত মুকুট ও হারে উজ্জ্বলা, রত্নালঙ্কারে ভূষিতা, স্তনভারে অবনতা, বামের অধোহস্ত হইতে দক্ষিণের অধোহস্ত পর্য্যন্ত চারিহস্তে সর্বদা শালিধান্যের মঞ্জরী, পদ্মদ্বয় ও কৌস্তুভরত্ন-ধারিণী, সুস্মিতা বিকশিত পদ্মপত্র সদৃশ লোচনত্রয়যুক্তা পরা অম্বিকাকে ধ্যান করি।২৩

এই প্রকারে ধ্যান করিয়া, মানস উপচারে পূজা ও বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করিয়া শ্রীবীজোক্ত পীঠপূজা করিয়া পুনরায় ধ্যান ও আবাহন হইতে পঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদান পর্য্যন্ত কার্য্যগুলি করিয়া আবরণ দেবতার পূজা করিবেন। যথা দেবীর দক্ষিণে—ওঁ শঙ্করনন্দনায় নমঃ। বামে—ওঁ পুষ্পধন্বনে নমঃ। তাহার পর কেশরের অগ্ন্যাদিকোণে মধ্যে ও দিক্‌সমূহে ওঁ ঐং জ্ঞানায় নমঃ হৃদয়ায় নমঃ, ওঁ হ্রীং ঐশ্বর্য্যায় নমঃ শিরসে স্বাহা, ওঁ শ্রীং শক্তয়ে নমঃ শিখায়ৈ বষট্, ওঁ ক্লীং বলায় নমঃ কবচায় হুং, ওঁ হেসোঃ বীর্য্যায় নমঃ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, ওঁ জগৎপ্রসূত্যৈ নমস্তেজসে নমঃ করতল-পৃষ্ঠাভ্যাং ফট্ এইরূপে ষড়ঙ্গের পূজা করিয়া পূর্বাদিদলে ওঁ উমায়ৈ নমঃ, এইরূপে শ্রিয়ৈ, সরস্বত্যৈ, দুর্গায়ৈ, ধরণ্যৈ, গায়ত্র্যৈ, দেব্যৈ ও উষায়ৈ নমঃ। দক্ষিণে—ওঁ জহ্নুসুতায়ৈ

পুনর্দক্ষিণে—শঙ্খ-নিধয়ে। বামে—পদ্মনিধয়ে, পশ্চিমে—বরুণায়। যথা নিবন্ধে (২৪)—

জহ্নু-সূর্য্য-সুতে পূজ্যে[1] পাদ-প্রক্ষালনোদ্যতে।
শঙ্খ-পদ্মনিধী পূজ্যৌ পার্শ্বয়োর্ধৃত-চামরৌ।
ধৃতাতপত্রং বরুণং পূজয়েৎ পশ্চিমে ততঃ ॥ ২৫

ততস্তদ্বহির্দ্বাদশরাশীন্ নবগ্রহান্ তদ্বহিরৈরাবতাদ্যষ্ট-গজান্ ইন্দ্রাদীন্ বজ্রাদীংশ্চ সংপূজ্য ধূপাদি-বিসর্জনান্তং কর্ম সমাপয়েৎ। পুরশ্চরণং দ্বাদশ-লক্ষ-জপঃ। ঘৃতেন দশাংশ-হোমশ্চ। ২৬

ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ কমলে কমলালয়ে প্রসীদ প্রসীদ শ্রীঁ হ্রীঁ শ্রীঁ মহালক্ষ্মি[2] নমঃ[3]। মন্ত্রোঽয়ং সপ্তবিংশত্যক্ষরঃ। যথা নিবন্ধে (২৭)—

নমঃ। বামে—ওঁ সূর্য্যসুতায়ৈ নমঃ। পুনরায় দক্ষিণে—ওঁ শঙ্খনিধয়ে নমঃ। বামে—ওঁ পদ্মনিধয়ে নমঃ। পশ্চিমে—ওঁ বরুণায় নমঃ। যেমন শারদাতিলক নিবন্ধে বলিয়াছেন (২৪)—

পত্রমধ্যে দক্ষিণে পাদ প্রক্ষালনে উদ্যতা জহ্নুসুতা ও সূর্য্যসুতাকে পূজা করিবেন। দক্ষিণপার্শ্বে চামরধারী শঙ্খনিধিকে এবং বামপার্শ্বে চামরধারী পদ্মনিধিকে পূজা করিবেন। পরে আতপত্র (ছত্র) ধারী বরুণকে পশ্চিমে পূজা করিবেন। ২৫

তাহার পর দলমধ্যে তাহার বাহিরে ওঁ মেষায় নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনুঃ, মকর, কুম্ভ ও মীন এই দ্বাদশ রাশির পূজা করিয়া, ওঁ সূর্য্যায় নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে সূর্য্য, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু ও কেতুগ্রহকে পূজা করিয়া, তাহার বাহিরে চারিদিকে ওঁ ঐরাবতায় নমঃ মন্ত্রে ঐরাবত, পুণ্ডরীক, বামন, কুমুদ, অঞ্জন, পুষ্পদন্ত, সার্বভৌম ও সুপ্রতীক—এই অষ্ট দিগ্‌গজকে স্বস্বদিকে পূজা করিয়া, দলের বহির্ভাগে ইন্দ্রাদি লোকপাল ও বজ্রাদি অস্ত্রের পূজা করিয়া, ধূপদান হইতে বিসর্জন পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্য শেষ করিবেন। এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে দ্বাদশ লক্ষ মন্ত্র জপ এবং ঘৃতের দ্বারা দশাংশ হোম করিবেন। সুগন্ধ শুদ্ধ সলিলের দ্বারা অযুতদ্বয় তর্পণ করিবেন। দশাংশ তর্পণ স্থলে অযুতদ্বয় তর্পণের বিধান বাচনিক। ২৬

মহালক্ষ্মীর মন্ত্রান্তর—ওঁ শ্রীং হ্রীং শ্রীং কমলে কমলালয়ে প্রসীদ প্রসীদ শ্রীং হ্রীং

১। খ—জহ্নু সূর্য্যসুত পূজ্যপাদ। ২। ক—মহালক্ষ্ম্যৈ। ৩। খ—নমঃ। অয়ং সপ্তবিংশত্যক্ষরঃ। অস্যা ধ্যানং সিন্দুরারুণকান্তিং।

শম্ভুপত্নী শ্রিয়ারুদ্ধা কমৌ ভগবতী মহী।
ব্রহ্মাদিত্যৌ ধরা দীর্ঘা লক্ষাদির্ভগবান্ মরুৎ ॥ ২৮

প্রসীদ-যুগলং ভূয়ঃ শ্রীরুদ্ধা ভুবনেশ্বরী।
মহালক্ষ্মি নমোঽন্তঃ স্যাৎ প্রণবাদিরয়ং মনুঃ ॥ ২৯

শম্ভুপত্নী মায়াবীজম্। ভগ একারঃ। মহী লকারঃ। ব্রহ্ম ককারঃ, আদিত্যো মকারঃ। ধরা লকারঃ। দীর্ঘা আকারযুক্তা। লক্ষশব্দস্যাদির্লক্ষাদির্লকারঃ। মরুৎ যকারঃ। স চ ভগবানেকারযুক্তঃ ॥ ৩০

অস্য পূজা—প্রাতঃকৃত্যাদি-ঋষ্যাদি-ন্যাসান্তমেকাক্ষরীবদ্ বিধায় করাঙ্গন্যাসৌ কুর্য্যাদ্। যথা—শ্রীঁ হ্রীঁ শ্রীঁ কমলে শ্রীঁ হ্রীঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, এবং শ্রীং হ্রীং শ্রীং কমলালয়ে শ্রীং হ্রীং শ্রীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। শ্রীং হ্রীং শ্রীং প্রসীদ শ্রীং হ্রীং শ্রীং মধ্যমাভ্যাং বষট্। শ্রীং হ্রীং শ্রীং প্রসীদ শ্রীং হ্রীং শ্রীং

শ্রীং মহালক্ষ্মি নমঃ। এই মন্ত্রটি সপ্তবিংশাক্ষর মন্ত্র। যেমন শারদাতিলক নিবন্ধে বলিয়াছেন (২৭)—

শম্ভুপত্নী মায়াবীজ (হ্রীং) শ্রীবীজের দ্বারা রুদ্ধ (পুটিত) হইবে। পরে ক ও ম এবং ভগ-(এ) যুক্ত মহী (ল), তাহার পর ব্রহ্ম (ক) আদিত্য (ম), দীর্ঘ আকার যুক্ত ল (লা) ক্ষাদি (মূর্দ্ধণ্য ল) ভগযুক্ত মরুৎ (য়), প্রসীদ দ্বয়, পুনরায় শ্রীবীজ রুদ্ধা (পুটিতা) ভুবনেশ্বরী (হ্রীং) অর্থাৎ শ্রীং হ্রীং শ্রীং তাহার পর নমঃ অন্ত মহালক্ষ্মি অর্থাৎ মহালক্ষ্মি নমঃ (কাহার মতে মহালক্ষ্ম্যৈ নমঃ) (সপ্তবিংশ অক্ষর যুক্ত ওঁ শ্রীং হ্রীং শ্রীং কমলে কমলালয়ে প্রসীদ প্রসীদ মহালক্ষ্মি। নমঃ) প্রণবাদি এই মন্ত্র। (সর্ব সমৃদ্ধি প্রদ কথিত হইয়াছে।) ২৮-২৯

শম্ভুপত্নী—মায়াবীজ। ভগ—একার। মহী—লকার। ব্রহ্মা—ককার। আদিত্য—মকার। ধরা—লকার। দীর্ঘা—আকার যুক্তা। ক্ষাদি—লকার। মরুৎ—য়কার। সেই যকার ভগবান্ অর্থাৎ একার যুক্ত। ৩০

এই মন্ত্রের পূজাপদ্ধতি এইরূপ—প্রাতঃকৃত্যাদি হইতে ঋষ্যাদিন্যাস (শ্রীং বীজ, মায়াশক্তি, সর্বসমৃদ্ধির জন্য বিনিয়োগ) পর্য্যন্ত একাক্ষরী মন্ত্রের ন্যায় করিয়া করাঙ্গন্যাস করিবেন। যথা—ওঁ শ্রীং হ্রীং শ্রীং কমলে শ্রীং হ্রীং শ্রীং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। এইরূপ ওঁ শ্রীং হ্রীং শ্রীং কমলালয়ে শ্রীং হ্রীং শ্রীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। ওঁ শ্রীং হ্রীং শ্রীং প্রসীদ শ্রীং হ্রীং শ্রীং মধ্যমাভ্যাং বষট্। ওঁ শ্রীং হ্রীং শ্রীং প্রসীদ শ্রীং হ্রীং শ্রীং

অনামিকাভ্যাং হুঁ। শ্রীং হ্রীং শ্রীং মহালক্ষ্মি! শ্রীং হ্রীং শ্রীং কনিষ্ঠাভ্যাং ফট্। এবং হৃদয়াদিষু। ততো ধ্যানম্ (৩১)—

সিন্দুরারুণ-কান্তিমব্জবসতিং সৌন্দর্য্যবারাং নিধিং
কোটীরাঙ্গদ-হার-কুণ্ডল-কটীসূত্রাদিভিভূর্ষিতাম্।
হস্তাব্জৈর্বসুপাত্রমব্জযুগলাদর্শৌ বহন্তীং পরা-
মাবীতাং পরিচারিকাভিরনিশং ধ্যায়েৎ প্রিয়াং শার্ঙ্গিণঃ॥ ৩২

বসুপাত্রং ধনপাত্রম্[১]। এবং ধ্যাত্বা মানসৈঃ সংপূজ্যার্ঘ্যস্থাপনাদি-পীঠপূজাং পূর্ববদ্ বিধায় পুনর্ধ্যাত্বাবাহনাদি-পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি-দান-পর্য্যন্তং বিধায়াবরণানি পূজয়েৎ। কেশরেম্বগ্ন্যাদি-কোণেষু মধ্যে দিক্ষু চ শ্রীঁ হ্রীঁ শ্রীঁ কমলে হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি-ষড়ঙ্গৈরভ্যর্চ্য পূর্বাদি-দলমূলেষু শ্রীধর-হৃষীকেশ-বৈকুণ্ঠ-

---

অনামিকাভ্যাং হুং। ওঁ শ্রীং হ্রীং শ্রীং মহালক্ষ্মি। শ্রীং হ্রীং শ্রীং কনিষ্ঠাভ্যাং ফট্, এইরূপে করন্যাস করিয়া অঙ্গন্যাস করিবেন। যথা—ওঁ শ্রীং হ্রীং শ্রীং কমলে শ্রীং হ্রীং শ্রীং হৃদয়ায় নমঃ। ওঁ শ্রীং হ্রীং শ্রীং কমলালয়ে শ্রীং হ্রীং শ্রীং শিরসে স্বাহা। ওঁ শ্রীং হ্রীং শ্রীং প্রসীদ শ্রীং হ্রীং শ্রীং শিখায়ে বষট্। ওঁ শ্রীং হ্রীং শ্রীং প্রসীদ শ্রীং হ্রীং শ্রীং কবচায় হুং। ওঁ শ্রীং হ্রীং শ্রীং মহালক্ষ্মি। শ্রীং হ্রীং শ্রীং নমঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যাং ফট্। তাহার পর সিন্দূরারুণ ইত্যাদি ধ্যান করিবেন (৩১)—

ধ্যানের অর্থ—সিন্দুরের ন্যায় অরুণবর্ণা, পদ্মনিবাসিনী, সৌন্দর্য্যের বারিনিধি, মুকুট, বলয়, হার, কুণ্ডল ও কটীসূত্রাদি দ্বারা বিভূষিতা, দক্ষিণের অধোহস্ত হইতে বামের অধোহস্ত পর্য্যন্ত চারিহস্তে যথাক্রমে বসু (ধন) পাত্র, দুইটি পদ্ম ও আদর্শ-ধারিণী পরিচারিকাগণের দ্বারা বেষ্টিতা শ্রেষ্ঠা হরিপ্রিয়াকে সর্বদা বন্দনা করি। ৩২

বসুপাত্র—ধনপাত্র। এইরূপ ধ্যান করিয়া মানস উপচারে পূজা করিয়া, বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করিয়া পূর্ববৎ পীঠপূজা করিয়া পুনরায় ধ্যান করিয়া আবাহন হইতে পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলি দান পর্য্যন্ত কার্য্যগুলি করিয়া আবরণ পূজা করিবেন। যথা—কেশরের অগ্ন্যাদিকোণ সমূহে মধ্যে ও দিক্ সমূহে—এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ শ্রীং হ্রীং শ্রীং কমলে শ্রীং হ্রীং শ্রীং হৃদয়ায় নমঃ, এইরূপ মন্ত্রে ষড়ঙ্গন্যাসোক্ত প্রকারে ষড়ঙ্গের পূজা করিয়া, পূর্বাদি দলমূলে এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ শ্রীধরায় নমঃ মন্ত্রে শ্রীধরকে পূজা করিয়া ঐরূপ

১। খ—ধনপাত্রমিত্যর্থঃ। করাঙ্গন্যাসৌ তু শ্রীং হ্রীং শ্রীং কমলে ইত্যাদি। কনিষ্ঠাভ্যাং ফট্। সর্বমন্যৎ পূর্ববৎ। অস্য পুরশ্চরণং লক্ষজপঃ। মধুরাপ্লুতবিল্বফলৈরযুতহোমঃ। অস্যামষ্টৌ বাণাঃ অনুরাগ বিসম্বাদ বিজয়বলভ মদ-হর্ষ বলতেজো নামানঃ। অথ ধনদামন্ত্রঃ। তত্ত্বর্য্যামিত্যাদি।

বিশ্বরূপ-বাসুদেব-সঙ্কর্ষণ-প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধান্ দল-মধ্যেষু ভারতী-পার্বতী-চান্দ্রী-শচী-দমক-সলিল-গুগ্‌গুলু-কুরুণ্টকান্ সংপূজ্য, দলাগ্রেষু অনুরাগং বিসম্বাদং বিজয়ং বল্লভং, মদং, হর্ষং, বলং, তেজঃ ইতি লক্ষ্মী-বাণান্ সংপূজয়েৎ। বাক্যন্তু—ওঁ অনুরাগায় লক্ষ্মীবাণায় নমঃ ইত্যাদি। তদ্বহিরিন্দ্রাদীন্ বজ্রাদীংশ্চ সংপূজ্য ধূপাদি-বিসর্জনান্তং কর্ম সমাপয়েৎ। অস্য পুরশ্চরণং লক্ষজপঃ। বিল্বফলৈর্মধুরাম্বিতৈর্দশাংশ-হোমশ্চ। ৩৩

অথ ধনদা। ত-তূর্য্যং বিন্দুসংযুক্তং লজ্জাবীজং সমুদ্ধরেৎ।

লক্ষ্মীবীজং ততো দেবি! সম্বোধ্যা চ রতিপ্রিয়া।
বহ্নিজায়াবধিঃ প্রোক্তো মন্ত্ররাজঃ সুরদ্রুমঃ॥ ৩৪

ধঁ হ্রীঁ শ্রীঁ রতিপ্রিয়ে! স্বাহা ইতি নবাক্ষরী। তন্ত্রান্তরে—

ত-তূর্য্যং বিন্দুসংযুক্তং লক্ষ্মী-প্রণবমেব চ।
মায়াবীজং সমুদ্ধৃত্য সম্বুধ্যা চ রতিপ্রিয়া।
বহ্নিজায়াবধিঃ প্রোক্তো মন্ত্ররাজোত্তমোত্তমঃ॥ ৩৫

প্রকারে হৃষীকেশ, বৈকুণ্ঠ, বিশ্বরূপ, বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধকে পূজা করিয়া দিক্‌পত্র মধ্যে ভারতী, পার্বতী, চান্দ্রী ও শচীকে এবং বিদিক্ পত্র মধ্যে দমক সলিল, গুগ্‌গুলু ও কুরুণ্টককে পূজা করিয়া, দলের অগ্রে—ওঁ অনুরাগায় লক্ষ্মীবাণায় নমঃ, এইরূপ সম্বাদায়, লক্ষ্মীবাণায়, বিজয়ায় লক্ষ্মীবাণায়, বল্লভায় লক্ষ্মীবাণায়, মদায় লক্ষ্মীবাণায়, হর্ষায় লক্ষ্মীবাণায়, বলায় লক্ষ্মীবাণায়, তেজসে লক্ষ্মীবাণায় নমঃ মন্ত্রে লক্ষ্মীর বাণসমূহকে পূজা করিবেন। দলের বহির্ভাগে ইন্দ্রাদি লোকপাল ও বজ্রাদি অস্ত্রসমূহের পূজা করিয়া ধূপদান হইতে বিসর্জন পর্য্যন্ত কার্য্যগুলি শেষ করিবেন। এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে লক্ষজপ। মধুরাপ্লুত বিল্বফলের দ্বারা দশাংশ হোম। ৩৩

অনন্তর ধনদা মন্ত্র। তন্ত্রে বলিয়াছেন—বিন্দুসংযুক্ত তবর্গের চতুর্থবর্ণ (ধং), লক্ষ্মীপ্রণব (শ্রীং), মায়াবীজ (হ্রীং) তাহার পর সম্বোধনান্ত রতিপ্রিয়া (রতিপ্রিয়ে) বহ্নিজায়াবধি (স্বাহা অবধি) অর্থাৎ বহ্নিজায়ান্ত হইলে কল্পবৃক্ষ সদৃশ মন্ত্র-রাজ কথিত হয়। ৩৪

ধং হ্রীং শ্রীং রতিপ্রিয়ে স্বাহা—ইহা নবাক্ষরী মন্ত্র। তন্ত্রান্তরে বলিয়াছেন—বিন্দু সংযুক্ত ত বর্গের চতুর্থবর্ণ, লক্ষ্মী প্রণব, মায়াবীজ উদ্ধার করিয়া সম্বোধনান্ত রতিপ্রিয়া শব্দ বহ্নিজায়াবধি অর্থাৎ বহ্নিজায়ান্ত হইলে উত্তমোত্তম মন্ত্ররাজ কথিত হয়। ৩৫

লক্ষ্মী-প্রণবং শ্রীবীজম্। তথাচ—ধঁ হ্রীঁ শ্রীঁ রতিপ্রিয়ে! স্বাহা। ইতি। কুবেরানুমতোঽয়ং মন্ত্রঃ। অস্য পূজা—প্রাতঃকৃত্যাদি-প্রাণায়ামান্তং[1] পীঠ-ন্যাসঞ্চ হ্রীঁ জ্ঞানাত্মনে নমঃ ইত্যন্তং কৃত্বা শিরসি কুবের ঋষয়ে নমঃ। মুখে—পঙ্‌ক্তি-ছন্দসে নমঃ। হৃদি—ধনদায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ। ততঃ করাঙ্গন্যাসৌ ষড়্‌দীর্ঘ-ভাজা মায়য়া। ততো ধ্যানম্ (৩৬)—

কুঙ্কুমোদর-গর্ভাভাং কিঞ্চিদ্ যৌবন-শালিনীম্।
মৃণাল-কোমল-ভুজাং কেয়ূরাঙ্গদ-ভূষণাম্ ॥ ৩৭
তুলা-কোটি-পরিভ্রান্ত-পাদ-পদ্মদ্বয়ান্বিতাম্।
মাণিক্যহার-মুকুট-কুণ্ডলাদি-বিভূষিতাম্ ॥ ৩৮
নীলোৎপল-দৃশং কিঞ্চিদুচ্ছৃৎ-কুচ-বিরাজিতাম্।
করাভ্যাং ভ্রাম্যৎ-কমলাং রক্ত-বস্ত্রাঙ্গ-রাগিণীম্ ॥ ৩৯
হেমপ্রাকার-মধ্যস্থাং রত্নসিংহাসনোপরি।
ধ্যায়েৎ কল্প-তরোর্মূলে দেবীং তাং ধনদায়িকাম্ ॥ ৪০

এবং ধ্যাত্বা মানসৈঃ সংপূজ্যার্ঘ্যং সংস্থাপ্যাধারশক্ত্যাদি-হ্রীঁ জ্ঞানাত্মনে

লক্ষ্মীপ্রণব—শ্রীবীজ শ্রীং। তাহা হইলে ধং হ্রীং শ্রীং রতিপ্রিয়ে স্বাহা। এই মন্ত্র কুবেরের অনুমত। এই মন্ত্রের পূজা পদ্ধতি এইরূপ—প্রাতঃকৃত্যাদি হইতে প্রাণায়াম পর্য্যন্ত কার্য্য সমূহ করিয়া, হ্রীং জ্ঞানাত্মনে নমঃ এই পর্য্যন্ত পীঠ ন্যাস করিয়া, ঋষ্যাদি ন্যাস করিবেন। যথা মস্তকে—ওঁ কুবেরায় ঋষয়ে নমঃ, মুখে—পঙ্‌ক্তিচ্ছন্দসে নমঃ। হৃদয়ে—ওঁ ধনদায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ। পরে ষড়্‌ দীর্ঘযুক্ত মায়াবীজ দ্বারা ওঁ হ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে করন্যাস এবং ওঁ হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে অঙ্গন্যাস করিবেন। তাহার পর কঙ্কুমোদর ইত্যাদি ধ্যান করিবেন (৩৬)—

ধ্যানের অর্থ—কুঙ্কুমের উদরগর্ভের ন্যায় অরুণবর্ণা, কিঞ্চিৎ যৌবন-শালিনী, মৃণালের ন্যায় কোমল বাহু-ধারিণী, কেয়ূর ও অঙ্গদ-ভূষণে ভূষিতা, নূপুর মণ্ডিত পরিভ্রমণশীল পাদদ্বয়-ধারিণী, মাণিক্য হার, মুকুট ও কুণ্ডলাদি ভূষণে বিভূষিতা নীলোৎপল সদৃশ নয়নদ্বয়-ধারিণী, কিঞ্চিৎ উন্নত কুচদ্বয়ে বিরাজিতা, করদ্বয়ের দ্বারা ভ্রাম্যমাণ কমল ধারিণী, রক্তবস্ত্র ও রক্ত অঙ্গরাগে অনুরাগিণী, হেম প্রাকারের মধ্যস্থ কল্পতরুর মূলে রত্নসিংহাসনের উপরে উপবিষ্টা ধনদা দেবীকে ধ্যান করিবে। ৩৭-৪০

এইরূপে ধ্যান করিয়া মানস উপচারে পূজা করিয়া বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করিয়া

১। খ—প্রাণায়ামান্তং কৃত্বা শিরসি কুবেরায়।

নমঃ ইত্যন্ত-পীঠপূজাং[১] বিধায় ওঁ পদ্মাসনায় নমঃ ইতি মধ্যে সম্পূজ্য পুনর্ধ্যাত্বাবাহ্য সংপূজ্য যোনিমুদ্রাং প্রদর্শ্য কেশরেষু অগ্ন্যাদি-কোণেষু মধ্যে দিক্ষু চ ষড়ঙ্গৈঃ প্রপূজ্য[২] পূর্বাদি-দলেষু লক্ষ্ম্যৈ পদ্মায়ৈ, পদ্মাসনায়ৈ, শ্রিয়ৈ, হরিপ্রিয়ায়ৈ, ইরায়ৈ, কমলায়ৈ, অব্জায়ৈ, চঞ্চলায়ৈ লোলায়ৈ। পুনর্মধ্যে দেবীং প্রপূজ্য যথাশক্তি জপিত্বা জপং সমর্প্য নত্বা বিসৃজেৎ। অস্যাঃ পূজাযন্ত্রং যথা (৪১)—

নবযোন্যাত্মকং চক্রং বিলিখেৎ কর্ণিকোপরি।
দিগ্‌দলং পদ্মমালিখ্য চতুরস্রং লিখেদ্ বহিঃ।
কোণেষু বজ্রান্ সংলিখ্য মধ্যে বীজং সমুল্লিখেৎ ॥ ৪২

অস্য পুরশ্চরণং লক্ষজপঃ—

প্রজপেদক্ষ-সূত্রেণ রত্নাদি-রচিতেন তু।
লক্ষে জপ্তে মন্ত্রসিদ্ধিঃ পুরশ্চর্য্যাং সমাচরেৎ ॥ ৪৩
রাত্রৌ[৩] চেজ্জপ্যতে চাষ্ট-সহস্রং সপ্তবাসরান্।
এতেনৈব সুসিদ্ধঃ স্যাৎ পুরশ্চর্য্যাধিকো বিধিঃ ॥ ৪৪

আধারশক্ত্যাদি হইতে হ্রীং জ্ঞানাত্মনে নমঃ এই পর্য্যন্ত পীঠপূজা করিয়া ওঁ পদ্মাসনায় নমঃ এই মন্ত্রে মধ্যে পূজা করিয়া, পুনর্ব্বার ধ্যান করিয়া আবাহন করিয়া পূজা করিয়া যোনিমুদ্রা দেখাইয়া কেশরের অগ্ন্যাদিকোণে মধ্যে দিক্‌সমূহে ওঁ হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে ষড়ঙ্গের পূজা করিয়া, পূর্বাদি দলে ওঁ লক্ষ্ম্যৈ নমঃ, এইরূপ পদ্মায়ৈ, পদ্মাসনায়ৈ, শ্রিয়ৈ, হরিপ্রিয়ায়ৈ, ইরায়ৈ, কমলায়ৈ, অব্জায়ৈ, চঞ্চলায়ৈ, লোলায়ৈ নমঃ মন্ত্রে পূজা করিয়া মধ্যে দেবীকে পূজা করিয়া, যথাশক্তি জপ করিয়া জপ সমর্পণ করিয়া প্রণাম করিয়া বিসর্জন করিবেন। ইঁহার পূজাযন্ত্র কথিত হইতেছে। যেমন তন্ত্রে বলিয়াছেন (৪১)—

কর্ণিকার উপরে একটি নবযোনি স্বরূপ চক্র লিখিয়া ও দশদল পদ্ম অঙ্কন করিয়া, তাহার বহির্ভাগে চতুরস্র লিখিয়া কোণে বজ্র লিখিয়া মধ্যে ধং বীজ লিখিবেন। ৪২

এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে লক্ষ মন্ত্র জপ। যেমন তন্ত্রে বলিয়াছেন—

রত্নাদি খচিত অক্ষসূত্রের মালায় জপ করিবে, লক্ষমন্ত্রের জপ হইলে মন্ত্র সিদ্ধি হয়। অতএব পুরশ্চরণ করিবে। ৪৩

যদি রাত্রিতে অষ্টাধিক সহস্র মন্ত্র সাত দিন জপ করেন, তবে ইহার দ্বারাই মন্ত্র সুসিদ্ধ হয়। ইহা পুরশ্চরণাধিক বিধি। ৪৪

১। খ—ইত্যন্তং পীঠপূজাং। ২। খ—ষড়ঙ্গেন সম্পূজ্য। ৩। তন্ত্রে—রাত্রৌ।

ভুক্ত্বা বাপ্যথবাঽভুক্ত্বা পায়সান্নং প্রদায় চ।
দশকৃত্বোঽথবা শৌচং কৃত্বা বাপি কুচেলতাম্।
যঃ স্মরেদ্ দেবি! বিদ্যাং তাং দারিদ্র্যৈর্নাভিভূয়তে ॥ ৪৫
পূজান্তে চ সমায়াতি রাত্রৌ দেবী ধনেশ্বরী।
সর্বালঙ্কারমুৎসৃজ্য দত্ত্বা যাতি নিজালয়ম্ ॥ ৪৬
ধনঞ্চ বিপুলং দত্ত্বা সাধকস্য মনোরথান্।
পূরয়িত্বা মহেশানি! বশগা জায়তে শুভা ॥ ৪৭
যক্ষিণী স্বয়মাহেতি যো মাং স্মরতি মানবঃ।
তস্য দারিদ্র্য-সংন্যাসং[১] দাসীবৎ করবাণ্যহম্ ॥ ৪৮
সহস্রং সপ্তভির্যাবৎ পুরশ্চরণমিষ্যতে।
তথা ঘৃতেন খণ্ডেন মধুনা চ দশাংশতঃ।
হোমোঽপি চ বিধাতব্যঃ ক্ষণাদ্ দারিদ্র্য-শান্তয়ে ॥ ৪৯
পূজা কার্য্যা মহাদেব্যাশ্চন্দনেনানুলেপিতে।
তাম্রপাত্রে তথা কার্য্যং মণ্ডলং সুমনোহরম্ ॥ ৫০

হে দেবি। ভোজন করিয়া অথবা ভোজন না করিয়া দশবার শৌচ করিয়া বা না করিয়া পায়সান্ন কুচেলতা দেবীকে প্রদান করিয়া সেই ধনদা বিদ্যাকে যে স্মরণ করে, সে দারিদ্র্যের দ্বারা অভিভূত হয় না। ৪৫

পূজান্তে রাত্রিতে দেবী ধনেশ্বরী সাধকের নিকট আগমন করেন এবং সমস্ত অলঙ্কার দেহ হইতে উন্মোচন করিয়া সাধককে দিয়া নিজ গৃহ গমন করেন। ৪৬

হে মহেশানি। বিপুল ধন প্রদান করিয়া সাধকের মনোরথ পূরাইয়া সেই মঙ্গলময়ী দেবী সাধকের বশবর্ত্তিনী হইয়া থাকেন। ৪৭

যক্ষিণী স্বয়ং এই কথা বলেন—যে মানব আমাকে স্মরণ করে, দাসীর ন্যায় আমি তাহার দারিদ্র্য মোচন করিয়া থাকি। ৪৮

সাত দিন যাবৎ প্রত্যহ এক হাজার মন্ত্র জপ পুরশ্চরণ বলিয়া তান্ত্রিকগণের অভিপ্রেত। জপের পর শীঘ্র দারিদ্র্য দোষের শান্তির জন্য ঘৃত, খণ্ড (খাঁড়গুড়) মধু দ্বারা জপের দশাংশ হোম কর্ত্তব্য। ৪৯

মহাদেবীর পূজাও কর্ত্তব্য। চন্দনের দ্বারা অনুলিপ্ত তাম্র পাত্রে সেইরূপ সুমনোহর

১। খ—দারিদ্র্য সনসং দাসীবৎ করয়াণ্যহং।

তত্র পূজা বিধাতব্যা দেব্যা এবং মনীষিণা।
কুতো দারিদ্র্য-শঙ্কাঽস্য স হি কোটীশ্বরো ভবেৎ ॥ ৫১
বিত্তং দৃষ্ট্বা তু লোকস্য জপ্যতেঽষ্টশতং মনুঃ।
তস্য বিত্তং প্রবিশ্যাশু দদাতি সাপি তৎক্ষণাৎ ॥ ৫২
দৃষ্ট্বা তু সাধকং ভূপাঃ সর্বস্বং দদতে হঠাৎ।
যস্ত্বয়ং জপ্যতে মন্ত্রঃ শ্বেতপুষ্পেণ পূজনম্ ॥ ৫৩
কুবেরোঽপি স্বয়ং দত্তে গৃহমানীয় হেম চ।
যক্ষেণানীয় সততং সমর্পয়তি তদ্ ধনম্[১] ॥ ৫৪
বহুধা কিং পুনর্বাক্যং মনুর্যস্যৈব বিদ্যতে।
তস্য পুত্রশ্চ পৌত্রশ্চ প্রপৌত্রশ্চাপি নিত্যশঃ।
দারিদ্র্যাভিভবং ত্যক্ত্বা শক্রতুল্যঃ সুনিশ্চিতঃ ॥ ৫৫
রম্যং দধি তথা খণ্ডং পায়সং শর্করা মধু।
নৈবেদ্যং বিবিধং দত্ত্বা রাত্রৌ পূজাং সমাচরেৎ ॥ ৫৬
ভুক্ত্বা তস্যৈ মহাদেবি ! চন্দনেনানুলেপনম্।
নৈবেদ্যঞ্চ প্রদাতব্যং নিত্যং দারিদ্র্য-শান্তয়ে ॥ ৫৭

মণ্ডল করিবে। সেই মণ্ডলে মনীষিগণ এই প্রকারে দেবীর পূজা করিবে। এইরূপে পূজা করিলে এই সাধকের কোথায় দারিদ্র্যের আশঙ্কা ? সে কোটিপতি হইবে। ৫০-৫১

লোকের বিত্ত দেখিয়া অষ্টাধিক শত মন্ত্র জপ করিবে। সেই দেবী তৎক্ষণাৎ তাহার বিত্ত শীঘ্র বিভাগ করিয়া তাহাকে প্রদান করেন। ৫২

যদি সাধক এই মন্ত্র জপ করেন এবং শ্বেত পুষ্পের দ্বারা দেবীর পূজা করেন। তবে রাজন্যবর্গ সাধককে দেখিয়া তাহাকে শীঘ্র সর্বস্ব দান করেন। ৫৩

কুবেরও স্বয়ং আসিয়া স্বর্ণ প্রদান করেন এবং যক্ষের দ্বারা সর্বদা সেই ধন আনাইয়া তাহাকে দেন। ৫৪

বহু বা আর কি বলিব—যাহারই এই মন্ত্র আছে, তাহার পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র সর্বদা দারিদ্র্যের পীড়নকে ত্যাগ করিয়া সুনিশ্চিত ইন্দ্র তুল্য হইয়া থাকে। ৫৫

মনোহর দধি, মনোহর খণ্ড, পায়স, শর্করা, মধু ও বিবিধ নৈবেদ্য দিয়া রাত্রিতে পূজা করিবে। হে মহাদেবি! ভোজনান্তে তাঁহাকে চন্দনের অনুলেপন দিবে। দারিদ্র্য শান্তির জন্য প্রত্যহ নৈবেদ্য দান করিবে। ৫৬-৫৭

১। খ—তদ্‌ধনঃ।

কামদেবং যজেৎ পার্শ্বে দেব্যাঃ প্রত্যহমাদরাৎ।
তেন দেব্যা মহাপ্রীতির্বাঞ্ছিতার্থং দদাতি চ ॥ ৫৮
অঙ্গন্যাস-করন্যাসৌ চাঙ্গে চৈবাস্য[১] দেবতা।
কুবেরস্য মতেনাস্যাঃ পূজাদি ক্রিয়তে তথা ॥ ৫৯

ওঁ হ্রীঁ রতিপ্রিয়ে! স্বাহা। ইত্যপরো মন্ত্রঃ। যথা তারাপ্রদীপে—

তারকং ভুবনেশীঞ্চ পূর্ববচ্চ ততঃ পরম্।
এবমষ্টাক্ষরীং জপ্ত্বা সর্বসৌখ্যমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৬০
শঙ্খ-লিপ্ত-পটে দেবীং গৌরবর্ণাং ধৃতোৎপলাম্।
সর্বালঙ্কারিণীং দেবীং সমালিখ্যার্চয়েৎ ততঃ ॥ ৬১
জাতিপুষ্পৈশ্চ ধূপৈশ্চ সহস্রং পরিবর্ত্তয়েৎ।
সপ্তাহং মন্ত্রমেতস্যাঃ প্রযত্নেন চ সাধয়েৎ ॥ ৬২
অর্দ্ধরাত্রে গতে গতে দেবী সমাগত্য প্রযচ্ছতি।
পঞ্চবিংশতি-দীনারং প্রত্যহং পরিতোষিতা ॥ ৬৩

ইতি ধনদাপ্রকরণম্।

দেবীর পার্শ্বে প্রতিদিন আদরের সহিত কামদেবকে পূজা করিবে। তাহাতে দেবীর মহাপ্রীতি জন্মে এবং বাঞ্ছিত অর্থ দান করেন। এই দেবতার অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করিবে। সেইরূপ কুবেরের মতেই এই দেবতার পূজা করিবে। ৫৮-৫৯

ওঁ হ্রীং রতিপ্রিয়ে। স্বাহা—এইটি ধনদার অপর মন্ত্র। যেমন তারা প্রদীপে বলিয়াছেন—তারক (ওঁ), ভুবনেশানী (হ্রীং) তাহার পর বহ্নিজায়ান্ত পূর্ববৎ সম্বোধন রতিপ্রিয়ে পদ। তাহাতে ওঁ হ্রীং রতিপ্রিয়ে! স্বাহা—এই অষ্টাক্ষর মন্ত্র হয়। এইরূপ অষ্টাক্ষরী মন্ত্র জপ করিয়া সমস্ত সৌখ্য লাভ করেন। ৬০

শঙ্খ চূর্ণ লিপ্ত পটে গৌরবর্ণা ধৃতোৎপলা সর্বালঙ্কার-ধারিণী দেবীকে সম্যক্‌রূপে অঙ্কিত করিয়া তাহার পর সহস্র জুই ফুল দ্বারা অর্চনা করিবে। ধূপের দ্বারা এক হাজার বার ভ্রামিত করিবেন। সপ্তাহ যাবৎ এই দেবতার মন্ত্র যত্নের সহিত উপাসনা করিবে। অর্দ্ধরাত্র অতীত হইলে দেবী পরিতুষ্টা হইয়া উপস্থিত হইয়া প্রত্যহ ২৫ দীনার প্রদান করেন। ৬১-৬৩

ধনদা প্রকরণ সমাপ্ত হইল।

১। খ—নাঙ্গে চৈবাস্য।

অথ বাগীশ্বরীং বক্ষ্যে বাগীশত্ব-প্রদায়িনীম্।
যস্যাঃ প্রসাদাদ্ ধর্মার্থ-কাম-মোক্ষাঃ কর-স্থিতাঃ[১] ॥ ১

অথ সরস্বতী। যথা নিবন্ধে—

অদ্রির্বরুণ-সংরুদ্ধো দ-বাগ্ বাদিনি ঠদ্বয়ম্।
সরস্বত্যা দশার্ণোঽয়ং রাজৈশ্বর্য্য-ফলপ্রদঃ ॥ ২

অদ্রির্দকারঃ। বরুণো বকারঃ। ঠদ্বয়ং স্বাহা। তেন বদ বদ বাগ্‌বাদিনি! স্বাহা ইতি দশাক্ষরঃ। ৩

অস্য পূজা—প্রাতঃকৃত্যাদি-পীঠন্যাসান্তং কৃত্বা কেশরেষু মধ্যে চ[২] ওঁ মেধায়ৈ নমঃ। এবং প্রজ্ঞায়ৈ, প্রভায়ৈ, বিদ্যায়ৈ, শ্রিয়ৈ, ধৃতৈ, স্মৃত্যৈ বুদ্ধ্যৈ বিদ্যেশ্বর্য্যৈ। পুনর্মধ্যে বর্ণপদ্মাসনায়। তত ঋষ্যাদি-ন্যাসঃ। কণ্ব ঋষি র্বিরাট্ ছন্দঃ, বাগীশ্বরী দেবতা। অথ বর্ণন্যাসঃ। শিরসি—বঁ নমঃ, শ্রবণয়োঃ—দঁ নমঃ বঁ নমঃ। চক্ষুষোঃ—দঁ নমঃ বাঁ নমঃ, নসোঃ—গ্‌বাঁ নমঃ দিঁ নমঃ।

যাঁহার প্রসাদে ধর্ম, অর্থ কাম ও মোক্ষ করস্থিত অর্থাৎ অনায়াস-লভ্য হয়, বাগীশত্ব-প্রদায়িনী সেই বাগীশ্বরীকে আমি বলিব। ১

অনন্তর সরস্বতীর মন্ত্র কথিত হইতেছে। যেমন শারদাতিলক নিবন্ধে বলিয়াছেন—অদ্রি দকার বরুণ বকারের দ্বারা পুটিত হইলে বদব হয়। তাঁহার পর দ বাগ্ বাদিনি ও ঠদ্বয় (স্বাহা) দিলে বাগীশ্বরী সরস্বতীর বদ বদ বাগ্‌বাদিনি স্বাহা এই দশাক্ষর মন্ত্র হয়। উহা বাগ্ বৈভব প্রদান করে। ২

অদ্রি—দকার। বরুণ—বকার। ঠদ্বয়—স্বাহা। তাহাতে বদ বদ বাগ্‌বাদিনি স্বাহা—এই দশাক্ষর মন্ত্র হয়। ৩

এই মন্ত্রের পূজা পদ্ধতি এইরূপ—প্রাতঃকৃত্যাদি হইতে পীঠ ন্যাস পর্য্যন্ত কার্য্য সমূহ করিয়া পূর্বাদি কেশরে ওঁ মেধায়ৈ নমঃ, এইরূপ প্রজ্ঞায়ৈ প্রভায়ৈ বিদ্যায়ৈ, শ্রিয়ৈ, ধৃত্যৈ, বিদ্যেশ্বর্য্যৈ নমঃ, মধ্যে ওঁ বর্ণপদ্মাসনায় নমঃ এইরূপ ন্যাস করিবেন। পরে ঋষ্যাদিন্যাস। যথা—অস্য শ্রীসরস্বতী-মন্ত্রস্য কণ্ব ঋষির্বিরাট্ ছন্দঃ বাগীশ্বরী দেবতা বাগ্‌বীজং স্বাহা শক্তির্বাগ্‌বিভব-প্রাপ্ত্যর্থে পূজনে বিনিযোগঃ। মস্তকে—ওঁ কণ্বায় ঋষয়ে নমঃ। মুখে—ওঁ বিরাট্‌ছন্দসে নমঃ। হৃদয়ে—ওঁ বাগীশ্বর্য্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ। গুহ্যে—ওঁ বাগ্‌বীজায় নমঃ। পাদদ্বয়ে—ওঁ স্বাহা শক্তয়ে নমঃ। পরে মন্ত্র বর্ণের ন্যাস। যথা মস্তকে—বং নমঃ। দঃ কর্ণে—দং নমঃ। বাঃ কর্ণে—বং নমঃ। দঃ চক্ষুতে—দং নমঃ। বাঃ চক্ষুতে—বাং নমঃ। দঃ নাসিকায়—গ্বাং নমঃ। বাম নাসিকায় দিং নমঃ।

১। খ—মোক্ষাঃ কৃতাশ্রয়াঃ। ২। খ—ওঁ মেধায়ৈ প্রজ্ঞায়ৈ।

মুখে—নিঁ নমঃ। লিঙ্গে—স্বাঁ নমঃ। গুহ্যে—হাঁ নমঃ। ততো মাতৃকোক্ত-করাঙ্গন্যাসৌ কৃত্বা ধ্যায়েৎ। যথা (৪)—

তরুণ-সকলমিন্দোর্বিভ্রতী শুভ্রকান্তিঃ
কুচভর-নমিতাঙ্গী সন্নিষণ্ণা সিতাব্জে।
নিজকর-কমলোদ্যল্লেখনী-পুস্তক-শ্রীঃ
সকল-বিভব-সিদ্ধ্যৈ পাতু বাগ্‌-দেবতা নঃ॥ ৫

এবং ধ্যাত্বা মানসৈরভ্যর্চ্যার্ঘ্যং সংস্থাপ্য পীঠপূজাং কৃত্বা কেশরেষু অগ্ন্যাদি-কোণেষু মধ্যে দিক্ষু চ মেধাদি-পীঠমন্বন্তং সম্পূজ্য পুনর্ধ্যাত্বাবাহনাদি-পঞ্চ-পুষ্পাঞ্জলি-দানপর্য্যন্তং কৃত্বাবরণানি পূজয়েৎ। যথা—অগ্নিকোণে অঁ কঁ খং গং ঘং ঙং আঁ হৃদয়ায় নমঃ। নৈর্ঋতে—ইঁ চঁ ছং জং ঝং ঞং ঈঁ শিরসে স্বাহা। বায়ৌ—উঁ টঁ ঠং ডং ঢং ণং ঊঁ শিখায়ৈ বষট্‌। ঈশানে—এঁ তঁ থং দং ধং নং ঐঁ কবচায় হুঁ। মধ্যে—ওঁ পঁ ফং বং ভং মং ঔং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্‌। দিক্ষু—অঁ যঁ রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং অঃ অস্ত্রায় ফট্‌। ৬

মুখে—নিং নমঃ। লিঙ্গে—স্বাং নমঃ। গুহ্যে—ওঁ হাং নমঃ। তাহার পর মাতৃকা-ন্যাসোক্ত প্রকারে করন্যাস ও অঙ্গন্যাস করিবেন। যথা—ওঁ অং কং খং গং ঘং ঙং আং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ওঁ ইং চং ছং জং ঝং ঞং ঈং তর্জনীভ্যাং স্বাহা ইত্যাদি। অঙ্গন্যাস যথা—ওঁ অং কং খং গং ঘং ঙং আং হৃদয়ায় নমঃ, ওঁ ইং চং ছং জং ঝং ঞং ঈং শিরসে স্বাহা ইত্যাদি। তাহার পর মূলোক্ত ধ্যান করিবেন। যথা (৪)—

ধ্যানের অর্থ—চন্দ্রের তরুণ খণ্ড (কলা) ধারিণী, শুভ্র কান্তিময়ী, স্তনদ্বয়ের ভারে অবনতাঙ্গী শ্বেত পদ্মে উপবিষ্টা নিজের বাম কর-পদ্মে উদ্যৎলেখনী ও দক্ষিণ করপদ্মে পুস্তক মুদ্রাধারিণী বাগ্‌দেবতা আমাদিগকে সকল বিভব সিদ্ধির জন্যে রক্ষা করুন। ৫

এই প্রকারে ধ্যান করিয়া মানস উপচারে পূজা করিয়া বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করিয়া, পীঠ পূজা করিয়া কেশরের মধ্যে ও দিক্‌সমূহে মেধাদি পীঠ মনু পর্য্যন্ত পূজা করিয়া, পুনরায় ধ্যান করিয়া আবাহনাদি হইতে পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলি পর্য্যন্ত কার্য্য করিয়া আবরণ সমূহের পূজা করিবেন। যথা অগ্নিকোণে—ওঁ অং কং খং গং ঘং ঙং আং হৃদয়ায় নমঃ। নৈর্ঋতে—ওঁ ইং চং ছং জং ঝং ঞং ঈং শিরসে স্বাহা নমঃ। বায়ুকোণে—ওঁ উং টং ঠং ডং ঢং ণং ঊং শিখায়ৈ বষট্‌ নমঃ। ঈশানে—ওঁ এং তং থং দং ধং নং ঐং কবচায় হুং নমঃ। মধ্যে—ওঁ ওং পং ফং বং ভং মং ঔং নেত্রাভ্যাং বৌষট্‌ নমঃ। পূর্ব-দিকের সম্মুখে—ওঁ অং যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং অঃ অস্ত্রায় ফট্‌ নমঃ। ৬

পূর্বাদি-পত্রেষু—যোগায়ৈ সত্যায়ৈ বিমলায়ৈ জ্ঞানায়ৈ বুদ্ধ্যৈ স্মৃত্যৈ, মেধায়ৈ, প্রজ্ঞায়ৈ। দলাগ্রেষু—ব্রাহ্ম্যাদ্যা মাতৄঃ সংপূজ্য তদ্বহিরিন্দ্রাদীন্ বজ্রাদীংশ্চ সংপূজ্য ধূপাদি-বিসর্জনান্তং কর্ম সমাপয়েৎ। ৭

পুরশ্চরণং দশলক্ষ-জপঃ। পয়োঽভ্যক্ত-পুণ্ডরীকৈর্মধুরাপ্লুত[1]-তিলৈর্বা দশাংশ-হোমঃ। দশলক্ষং জপেন্ মন্ত্রমিত্যাদিবচনাৎ। ৮

অস্য পূজাযন্ত্রং—ব্যোমেন্দ্বোরসনার্ণকর্ণিকমচাং দ্বন্দ্বৈঃ স্ফুরৎ-কেশরং
পত্রান্তর্গত-পঞ্চবর্গ-যশলার্ণাদি-ত্রিবর্গং ক্রমাৎ।

বিবৃতি। শারদাতিলকের টীকা পদার্থাদর্শে উক্ত হইয়াছে—প্রথমে কর্ণিকায় ষড়ঙ্গের পূজা। দ্বিতীয়াবরণে আটটি স্বরদ্বন্দ্বের পূজা। যথা—এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ অং আং নমঃ, এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ ইং ঈং নমঃ ইত্যাদি। তৃতীয়াবরণে—অষ্টবর্গের দ্বারা। যথা—এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ কং খং গং ঘং ঙং নমঃ। এইরূপে চ বর্গ, ট বর্গ, ত বর্গ, প বর্গ, যাদি বর্গ, শাদি বর্গ ও হাদি বর্গের পূজা করিয়া চতুর্থাবরণে যোগাদির পূজা করিতে বলিয়াছেন। সম্প্রদায়ানুসারে ইহা কর্ত্তব্য। ৬

অনন্তর পূর্বাদি পত্র সমূহে দক্ষিণাদিক্রমে ওঁ যোগায়ৈ নমঃ। এইরূপ সত্যায়ৈ, বিমলায়ৈ, জ্ঞানায়ৈ, বুদ্ধ্যৈ, স্মৃত্যৈ, মেধায়ৈ, প্রজ্ঞায়ৈ নমঃ। পরে দলের অগ্রে ওঁ ব্রাহ্ম্যৈ নমঃ, এইরূপ মাহেশ্বর্য্যৈ, কৌমার্য্যৈ, বৈষ্ণব্যৈ, বারাহ্যৈ, ইন্দ্রাণ্যৈ, চামুণ্ডায়ৈ, মহালক্ষ্ম্যৈ নমঃ মন্ত্রে ব্রাহ্মী প্রভৃতির পূজা করিয়া, তাহার বহির্ভাগে চতুরস্রে ইন্দ্রাদি-লোকপাল ও বজ্রাদি অস্ত্রের পূজা করিয়া ধূপদান হইতে বিসর্জন পর্য্যন্ত কার্য্যগুলি শেষ করিবেন। ৭

এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে দশ লক্ষ মন্ত্র জপ এবং দুগ্ধাপ্লুত পুণ্ডরীক (শ্বেত পদ্ম) দ্বারা অথবা মধুরাপ্লুত তিলের দ্বারা জপের দশাংশ হোম। যেহেতু—দশলক্ষং জপেন্ মন্ত্রং দশাংশং জুহুয়াৎ ততঃ। পুণ্ডরীকৈঃ পয়োভ্যক্তৈস্তিলৈর্বা মধুরাপ্লুতৈঃ। অর্থাৎ দশলক্ষ মন্ত্র জপ করিবেন। দুগ্ধাপ্লুত পুণ্ডরীকের দ্বারা অথবা মধুরাপ্লুত তিলের দ্বারা জপের দশাংশ হোম করিবেন—এই বচন আছে। ৮

ইঁহার পূজা যন্ত্র—এই যন্ত্রের কর্ণিকাটি ব্যোম (হ্), ইন্দু (স) ও এবং রসনার্ণ (ঃ) যুক্ত। প্রদক্ষিণক্রমে অকারাদি স্বরদ্বয়ের দ্বারা কেসরগুলি বিকশিত। অগ্র পত্র হইতে পাঁচটি পত্রের মধ্যে প্রদক্ষিণক্রমে কর্ণিকাভিমুখে ককারাদি পাঁচটি বর্গ, অবশিষ্ট তিনটি পত্রে যথাক্রমে যবর্গ (য র ল ব), শবর্গ (শ ষ স হ) ও লবর্গ

১। খ—মধুনাপ্লুত।

আশাস্বস্রিষু লান্ত-লাঙ্গলি-যুজা ক্ষৌণীপুরেণাবৃতং
যন্ত্রং বর্ণতনোঃ পরং নিগদিতং সর্বার্থসিদ্ধি-প্রদম্ ॥ ৯

আশা—দিক্। অস্রিঃ কোণঃ। লান্ত্যো বকারঃ। লাঙ্গলী ঠকারঃ।

তন্ত্রান্তরে[১]—কর্ণিকায়াং প্রেত-বীজং বিধিনা বিলিখেদ্ গুরুঃ।
তৎ-ষোড়শ-কেশরেষু বিলিখেৎ ষোড়শ স্বরান্ ॥ ১০
তথাষ্টদলমধ্যে চ বর্গাষ্টকং যথাবিধি।
কাদিমান্তাঃ পঞ্চ-পঞ্চ-বর্গাঃ স্যুর্মাতৃকোদিতাঃ ॥ ১১
যাদি-বান্তাঃ শাদি-হান্তা লক্ষমীশে প্রবিন্যসেৎ।
চতুরস্রং চতুর্দ্বারং বং ঠং দিক্ষু বিদিক্ষু চ[২] ॥ ১২

দিক্ষু বং, বিদিক্ষু ঠমিত্যর্থঃ। ভুবনেশী-সম্পুটোঽয়ং মহাসারস্বতপ্রদঃ। তেন মায়া-পুটিতত্বেন[৩] দ্বাদশাক্ষরঃ। অস্য প্রাতঃকৃত্যাদি সর্বং পূর্ববৎ। বিশেষস্তু বৃহস্পতি ঋষিঃ। ১৩

(ল ক্ষ) লিখিবেন। আশা (দিক্) সমূহে ও কোণ সমূহে যথাক্রমে লান্ত (ব) ও লাঙ্গলী (ঠ) দ্বারা যুক্ত ভূপুরের দ্বারা আবৃত এই বর্ণতনু সরস্বতীর সর্বসিদ্ধিপ্রদ যন্ত্র কল্পিত হইয়াছে। ৯

আশা—দিক্। অস্রি—কোণ। লান্ত—বকার। লাঙ্গলী—ঠকার। তন্ত্রান্তরে বলিয়াছেন—গুরু বিধিপূর্বক কর্ণিকায় প্রেতবীজ (হ্সৌঃ) লিখিবেন। তাহার ষোলটি কেশরে ষোলটি স্বর লিখিবেন। ১০

সেইরূপ আটটি দল মধ্যে যথা বিধি আটটি বর্গ লিখিবেন। মাতৃকাবর্ণ মধ্যে কথিত ককার হইতে মকার পর্য্যন্ত পাঁচ পাঁচটি বর্ণ বর্গ হয়। যকার হইতে বকার পর্য্যন্ত, শকার হইতে হকার পর্য্যন্ত বর্গ বর্ণ এবং লক্ষকে ঈশান কোণে বিন্যাস করিবেন। উহা চতুরস্র ও চতুর্দ্বার যুক্ত হইবে। দিক সমূহে বং এবং বিদিক্ সমূহে ঠং লিখিবে। ১১-১২

দিক্ সমূহে বং এবং বিদিক্ সমূহে ঠং লিখিবে—এই অর্থ। এই মন্ত্র ভুবনেশী (হ্রীং) দ্বারা পুটিত হইলে মহাসারস্বত-প্রদ হয়। তাহাতে মায়াবীজের দ্বারা পুটিত হয় বলিয়া দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র হয়। এই মন্ত্রের পূজা পদ্ধতি—প্রাতঃকৃত্যাদি সমস্তই পূর্ববৎ। ঋষ্যাদিন্যাসে বিশেষ বৃহস্পতি ঋষি। ১৩

১। খ—তন্ত্রান্তরে ইতি নাস্তি। ২। খ—চতুর্দ্বারং দিক্ষু বং ঠং বিদিক্ষু চ। ইতি।
৩। খ—মায়া পুটিতত্বে দ্বাদশাক্ষরঃ। সর্বং পূর্ববৎ। অস্য প্রাতঃকৃত্যাদীতি নাস্তি।

হৃদয়ান্তে ভগবতি! বদ শব্দ-যুগং ততঃ।
বাগ্‌দেবী বহ্নিজায়ান্তং বাগ্‌ভবাদ্যং সমুদ্ধরেৎ ॥ ১৪

তথা চ—ঐঁ নমো ভগবতি বদবদ বাগ্‌দেবি স্বাহা ইতি ষোড়শাক্ষরঃ[১]। অস্য করাঙ্গন্যাসৌ। ঐঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, নমস্তর্জনীভ্যাং, ভগবতি মধ্যমাভ্যাং বষট্‌। বদবদ অনামিকাভ্যাং, বাগ্‌দেবি কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্‌। স্বাহা করতল-পৃষ্ঠাভ্যাং ফট্‌। এবং হৃদয়াদিষু। ধ্যানস্তু (১৫)—

শুভ্রাং স্বচ্ছ-বিলেপ-মাল্য-বসনাং শীতাংশু-খণ্ডোজ্জ্বলাং
ব্যাখ্যামক্ষগুণং সুধাঢ্য-কলসং বিদ্যাঞ্চ হস্তাম্বুজৈঃ।
বিভ্রাণাং কমলাসনাং কুচনতাং বাগ্‌দেবতাং সুস্মিতাং[২]।
বন্দে বাগ্‌বিভব-প্রদাং ত্রিনয়নাং সৌভাগ্য-সম্পৎ-করীম্‌ ॥ ১৬

ব্যাখ্যা মুদ্রাবিশেষঃ[৩]। প্রাতঃকৃত্যাদি সর্বমন্যৎ পূর্ববৎ। অঙ্গাবরণ-পূজা ত্বঙ্গন্যাসবৎ। পুরশ্চরণমষ্টলক্ষ-জপঃ। আজ্যাক্ত-তিলৈর্দশাংশ-হোমশ্চ[৪]। ১৭

সরস্বতীর মন্ত্রান্তর। হৃদয় (নমঃ) শব্দের অন্তে ভগবতি, তাহার পর দুইটি বদ শব্দ ও বাগ্‌দেবি শব্দ, সকলের শেষে বহ্নিজায়া (স্বাহা) ও আদিতে বাগ্‌ভব বীজ (ঐং) দিয়া মন্ত্রটি উদ্ধার করিবেন। ১৪

তাহাতে ঐং নমো ভগবতি। বদ বদ বাগ্‌দেবি। স্বাহা—এই ষোড়শাক্ষর মন্ত্র হয়। এই মন্ত্রের ঋষ্যাদিন্যাস পূর্বমন্ত্রবৎ। করাঙ্গন্যাস যথা—ওঁ ঐং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ওঁ নমস্তর্জনীভ্যাং স্বাহা। ওঁ ভগবতি মধ্যমাভ্যাং বষট্‌। ওঁ বদ বদ অনামিকাভ্যাং হুং। ওঁ বাগ্‌দেবি! কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্‌। ওঁ স্বাহা করতল-পৃষ্ঠাভ্যাং ফট্‌। এইরূপ ওঁ ঐং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি প্রকারে অঙ্গন্যাস করিয়া ধ্যান করিবেন (১৫)—

ধ্যানের অর্থ—শুভ্রা, স্বচ্ছ অঙ্গরাগ, মাল্য ও বসন-ধারিণী, চন্দ্র খণ্ডের ন্যায় উজ্জ্বলা, দক্ষিণের উর্ধ্বহস্ত হইতে বামের উর্ধ্ব হস্ত পর্য্যন্ত চারি হস্ত পদ্মের দ্বারা ব্যাখ্যান মুদ্রা, অক্ষমালা, সুধাপূর্ণ কলশ ও পুস্তক-মুদ্রা-ধারিণী, শ্বেত কমলাসনা, কুচভারে অবনতা, ত্রিনয়না, সুন্দর হাস্য যুক্তা, বাগৈশ্বর্য্যপ্রদা, সৌভাগ্য ও সম্পৎকরী বাগ্‌দেবতাকে বন্দনা করি। ১৬

ব্যাখ্যা—মুদ্রা বিশেষ*। প্রাতঃকৃত্যাদি অন্য সমস্তই পূর্বোক্ত মন্ত্রবৎ। অঙ্গন্যাসের

১। খ—ষোড়শাক্ষরী। অস্যাঃ সর্বং পূর্ববৎ। করাঙ্গন্যাসৌ তু। ২। ক—শাশ্বতীং। ৩। খ—বিশেষাঃ। অস্য পুরশ্চরণমষ্ট। ৪। খ—হোমশ্চ ইত্যনন্তরং ওঁ হ্রীং ঐং হ্রীং ও সরস্বত্যৈ নমঃ। একাদশাক্ষরী। অস্য পূজা। ঋষ্যাদি ন্যাসান্তং পূর্ববৎ। ঐং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং।

* ব্যাখ্যান মুদ্রার লক্ষণ—অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনীর অগ্রকে সংযুক্ত করিয়া অন্য অঙ্গুলিগুলিকে প্রসারিত করিবেন ও প্রযোজ্য সাধকের অভিমুখ করিবেন। এই সেই মুদ্রা ব্যাখ্যান মুদ্রা নামে কথিত হয়।

(মন্ত্রান্তরম্)—প্রণবো মায়া বাগ্‌ভবং মায়া প্রণবঃ সরস্বত্যৈ নমঃ ইত্যেকাদশাক্ষরঃ। অস্য পূজা ঋষ্যাদিন্যাসঞ্চ পূর্ববৎ। ঐঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ঐং তর্জনীভ্যাং স্বাহেত্যাদিনা বাগ্‌ভবাদ্যেন করাঙ্গন্যাসৌ। ধ্যানন্তু (১৮)—

বাণীং পূর্ণনিশাকরোজ্জ্বল-মুখীং কর্পূর-কুন্দ-প্রভাং
চন্দ্রার্দ্ধাঙ্কিত-মস্তকাং নিজকরৈঃ সংবিভ্রতীমাদরাৎ।
বীণামক্ষগুণং সুধাঢ্য-কলসং বিদ্যাঞ্চ তুঙ্গস্তনীং
দিব্যৈরাভরণৈর্বিভূষিত-তনুং হংসাধিরূঢ়াং ভজে ॥ ১৯

প্রাতঃকৃত্যাদি সর্বমন্যৎ[1] পূর্ববৎ। আবরণপূজা তু[2] দেব্যা দক্ষিণে—ওঁ

ন্যায় অঙ্গাবরণের পূজা। পুরশ্চরণে আটলক্ষ মন্ত্র জপ এবং আজ্যাক্ত তিলের দ্বারা দশাংশ হোম। ১৭

সরস্বতীর মন্ত্রান্তর—প্রণব, মায়া বাগ্‌ভব, মায়া, প্রণব ও সরস্বত্যৈ নমঃ। তাহাতে ওঁ হ্রীং ঐং হ্রীং ওঁ সরস্বত্যৈ নমঃ—এই মন্ত্র হয়। ইহা একটি একাদশাক্ষর মন্ত্র। এই মন্ত্রের পূজা পদ্ধতি—দশাক্ষরের ন্যায় এই মন্ত্রের কণ্ব ঋষি, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ, হংস-বাগীশ্বরী দেবতা, ঐং বীজ ও মায়া শক্তি। পূর্ববৎ ঋষ্যাদিন্যাস হইবে। ওঁ ঐং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ওঁ ঐং তর্জনীভ্যাং স্বাহা ইত্যাদি প্রকারে মন্ত্রের আদ্য বাগ্‌ভব বীজের দ্বারা করাঙ্গন্যাস হইবে। তাহার পর ধ্যান করিবেন (১৮)—

ধ্যানের অর্থ—পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বলমুখী কর্পূর ও কুন্দের ন্যায় প্রভা বিশিষ্টা, মস্তকে অর্দ্ধচন্দ্রধারিণী, দক্ষিণের উর্দ্ধ্বহস্ত হইতে বামের উর্দ্ধ্বহস্ত পর্য্যন্ত নিজ চারি হস্তের দ্বারা আদরের সহিত বীণা, অক্ষমালা, সুধাপূর্ণ কলস ও বিদ্যামুদ্রাধারিণী, তুঙ্গ-স্তনী, দিব্যাভরণে ভূষিত-তনু হংসারূঢ়া বাণীকে ভজনা করি। ১৯

বিবৃতি। এই মন্ত্রের অঙ্গন্যাসের পূর্বে ব্রহ্মরন্ধ্র, ভ্রূমধ্য ও নবরন্ধ্রে অর্থাৎ কর্ণদ্বয়, নেত্রদ্বয় ও নাসাদ্বয়ে এবং মুখ, লিঙ্গ ও গুহ্যদেশে মন্ত্র বর্ণগুলিকে ন্যাস করিতে শারদা-তিলকে বলিয়াছেন। তন্ত্রসারেও এই ন্যাসের উল্লেখ আছে। যথা ব্রহ্মরন্ধ্রে—ওঁ ওং নমঃ। ভ্রূমধ্যে—ওঁ হ্রীং নমঃ। দঃ কর্ণে—ওঁ ঐং নমঃ। বাঃ কর্ণে—ওঁ হ্রীং নমঃ। দঃ চক্ষুতে—ওঁ ওং নমঃ বাঃ চক্ষুতে—ওঁ সং নমঃ। দঃ নাসিকায়—ওঁ রং নমঃ। বাং নাসিকায়—ওঁ স্বং নমঃ। মুখে—ওঁ ত্যৈং নমঃ। লিঙ্গে—ওঁ নং নমঃ। গুহ্যদেশে—ওঁ মং নমঃ। গ্রন্থকার ঋষ্যাদি এই পদের দ্বারা এই ন্যাসের কর্তব্যতা সূচনা করিয়াছেন। স্পষ্ট বলেন নাই। ১৯

প্রাতঃকৃত্যাদি অন্য সমস্তই পূর্ববৎ। অর্থাৎ এই প্রকারে ধ্যান করিয়া মানস

১। খ—প্রাতঃকৃত্যাদীতি নাস্তি। ২। খ—পূজা ষড়ঙ্গেন কৃত্বা দেব্যাঃ।

সংস্কৃতায়ৈ নমঃ। ওঁ বাঙ্‌ময্যৈ নমঃ। বামে—ওঁ প্রাকৃতায়ৈ নমঃ, ওঁ বাঙ্‌ময্যৈ[১] নমঃ। ততঃ ষড়ঙ্গেন। ততঃ পূর্বাদি-পত্রেষু প্রজ্ঞা-মেধা-শ্রুতি-শান্তি-স্মৃতি-বাগীশ্বরী-মতি-স্বস্তীঃ, পত্রাগ্রেষু ব্রাহ্ম্যাদ্যাস্তদ্বহিরিন্দ্রাদীন্ বজ্রাদীংশ্চ সংপূজ্য ধূপাদি-বিসর্জনান্তং কর্ম সমাপয়েৎ। ২০

পুরশ্চরণং দ্বাদশলক্ষ জপঃ। সিতাম্বুজৈর্নাগচম্পক-পুষ্পৈর্বা দ্বাদশ-সহস্র-হোমঃ॥ ২১

(মন্ত্রান্তরম্)—ঐঁ বাচস্পতে অমৃতে প্লুবঃ প্লুঃ। একাদশাক্ষরঃ[২]। অস্য করাঙ্গন্যাসৌ। ঐঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। বাচস্পতে তর্জনীভ্যাং স্বাহা। অমৃতে মধ্যমাভ্যাং বষট্। প্লুবঃ অনামিকাভ্যাং হুং। প্লুঃ কনিষ্ঠাভ্যাং ফট্। এবং হৃদয়াদিষু[৩]। যথা নিবন্ধে (২২)—

উপচারে পূজা করিয়া বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করিয়া, পীঠপূজা করিয়া কেশর সমূহে ও মধ্যে পূর্বোক্ত পীঠশক্তি ও পীঠমন্ত্রের পূজা করিবেন। তাহার পর দেবীর দক্ষিণে—ওঁ সংস্কৃতায়ৈ নমঃ, ওঁ বাঙ্‌ময্যৈ নমঃ। বামে—ওঁ প্রাকৃতায়ৈ নমঃ ওঁ বাঙ্‌ময্যৈ নমঃ। তাহার পর কেশরের অগ্নিকোণে—এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ঐং হৃদয়ায় নমঃ। নৈর্ঋতে—ওঁ ঐং শিরসে স্বাহা নমঃ। বায়ুকোণে—ওঁ ঐং শিখায়ৈ বষট্ নমঃ। ঈশানে—ওঁ ঐং কবচায় হুং নমঃ। মধ্যে—ওঁ ঐং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ নমঃ। সম্মুখ দিকে—ওঁ ঐং অস্ত্রায় ফট্ নমঃ। অনন্তর পত্রে পূর্বাদি ক্রমে—ওঁ প্রজ্ঞায়ৈ নমঃ। এইরূপ মেধায়ৈ, শ্রুত্যৈ, শান্ত্যৈ, স্মৃত্যৈ, বাগীশ্বর্য্যৈ, মত্যৈ, স্বস্ত্যৈ নমঃ। পত্রাগ্রে ব্রাহ্মী প্রভৃতি মাতৃবর্গের এবং দলের বহির্ভাগে ইন্দ্রাদি লোকপাল ও বজ্রাদি অস্ত্র সমূহের পূজা করিয়া ধূপদান হইতে বিসর্জন পর্য্যন্ত কর্ম শেষ করিবেন। ২০

এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে দ্বাদশ লক্ষ মন্ত্র জপ। শ্বেতপদ্ম অথবা নাগচম্পক পুষ্প সমূহের দ্বারা দ্বাদশ সহস্র হোম। ২১

সরস্বতীর মন্ত্রান্তর—ঐং বাচস্পতে অমৃতে প্লুবঃ প্লুঃ। এই মন্ত্র একাদশাক্ষর। (এই মন্ত্রের ঋষ্যাদি পূর্বমন্ত্রবৎ। কিন্তু ঐং বীজ ও প্লুং শক্তিঃ) ঋষ্যাদি ন্যাসের পর অঙ্গন্যাস। যথা—ওঁ ঐং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ওঁ বাচস্পতে তর্জনীভ্যাং স্বাহা। ওঁ অমৃতে মধ্যমাভ্যাং বষট্। ওঁ প্লুবঃ অনামিকাভ্যাং হুং। ওঁ প্লুঃ কনিষ্ঠাভ্যাং ফট্। এইরূপ ওঁ ঐং হৃদয়ায় নমঃ। ওঁ বাচস্পতে শিরসে স্বাহা। ওঁ অমৃতে

১। খ—বাঙময্যৈ নমঃ। অস্য পুরশ্চরণং। ২। খ—একাদশাক্ষরঃ। অমৃতে ইত্যত্র নাকারস্য লোপঃ। সর্বং পূর্ববৎ। করাঙ্গন্যাসৌ তু। ৩। খ—হৃদয়াদিষু। ধ্যানং আসীনা-ইত্যাদি।

কুর্য্যাদঙ্গানি বিধিবদ্ বাগাদ্যৈঃ পঞ্চভিঃ পদৈঃ।
মাতৃকাং বিন্যসেৎ পূর্বং পূর্ববৎ তাং যথাবিধি ॥ ২৩

মন্ত্রেঽমৃত ইত্যত্র নাঽকারস্য লোপঃ। তথা চ শারদায়াং—

বাচস্পতেঽমৃতে ভূয়ঃ প্লু বঃ প্লু রিতি কীর্ত্তয়েৎ।
বাগাদ্যো মনুরাখ্যাতো রুদ্রসংখ্যাক্ষরো পরঃ ॥ ২৪

প্লু বঃ প্লু রিতি বিসর্গান্তমুভয়ম্। ধ্যানন্তু—

আসীনা কমলে করৈর্জপবটীং পদ্মদ্বয়ং পুস্তকং
বিভ্রাণা তরুণেন্দু-বদ্ধ-মুকুটা মুক্তেন্দু-কুন্দ-প্রভা।

শিখায়ৈ বষট্। ওঁ প্লূবঃ কবচায় হুং। ওঁ প্লূঃ নেত্রত্রয়ায় অস্ত্রায় ফট্। যেমন নিবন্ধে বলিয়াছেন (২২)—

বাগ্ভবাদি (বাগ্ভব বীজাদি) পাঁচটি পদের দ্বারা বিধিবৎ শিরঃ প্রভৃতি পাঁচটি স্থানে পঞ্চাঙ্গন্যাস করিবেন। যথাবিধি সেই মাতৃকাবর্ণগুলিকে পূর্ববৎ পূর্বে ন্যাস করিবেন। ২৩

বিবৃতি। তন্ত্রসারে ও উক্ত গ্রন্থে এই মন্ত্রের পাঁচটি পদের দ্বারা পাঁচটি স্থানে করাঙ্গ ন্যাস দেখাইয়াছেন। কিন্তু পদার্থাদর্শে রাঘব ভট্ট বিচার পূর্বক ছয়টি স্থানে উহা করিতে বলিয়াছেন। তাহার মতে ওঁ ঐং বচস্পতে অমৃতে প্লূবঃ প্লূঃ এই সমস্ত মন্ত্রের দ্বারা অস্ত্রন্যাস হইবে। যেখানে পঞ্চাঙ্গ ন্যাস, সেখানে শারদাতিলকে স্পষ্টতঃ পঞ্চাঙ্গ ন্যাস বলিয়াছেন। এখানে পঞ্চঙ্গ ন্যাস না বলিয়া কেবল অঙ্গানি বলিয়াছেন। ইহা দ্বারা বুঝা যায়—তাঁহার ষড়ঙ্গন্যাসই অভিপ্রেত। কোন গ্রন্থে তাহা উক্ত হয় নাই। সুধী সাধক বিচার পূর্বক ইহা করিবেন। ২৩

ষড়ঙ্গন্যাসের পূর্বে মাতৃকাবর্ণের ন্যাস বিহিত হইলেও মন্ত্রে বাচস্পতেঽমৃতে ঐ স্থলে শ্লোকে অকারের লোপ হইলেও মন্ত্রে অকারের লোপ হয় না। শারদাতিলকে সেইরূপই বলিয়াছেন—

বাচস্পতে অমৃতে এই দুইটি পদ বলিয়া পুনরায় প্লূবঃ প্লূঃ এই দুইটি পদ কীর্ত্তন করিবেন। উহা বাগাদ্য অর্থাৎ ঐ সকল পদের আদিতে বাগ্ভব বীজ ঐং দিতে হইবে। এই রুদ্রসংখ্যাক্ষর (একাদশাক্ষর) মন্ত্র মুনিগণ কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে। (সন্ধিতে অকারের লোপ হইলে দশাক্ষর হইবে। তাই মন্ত্রে অমৃতের অকারের লোপ হয় না)। ২৪

প্লবূ প্লূ—ঐ উভয় পদই বিসর্গান্ত হইবে। তাহার পর ধ্যান করিবেন। সেই ধ্যানের অর্থ—শ্বেতপদ্মে সমাসীনা, দক্ষিণ অধোহস্ত হইতে বামের অধোহস্ত পর্য্যন্ত চারি

ভালোন্মীলিত-লোচনা কুচভর-ক্লান্তা ভবদ্ভূতয়ে
ভূয়াদ্ বাগধিদেবতা মুনিগণৈরাসেব্যমানাঽহনিশম্ ॥ ২৫

জপবটী জপমালা। পুরশ্চরণমেকাদশ-লক্ষ-জপঃ। ঘৃতৈর্দশাংশ-হোমঃ[১]। প্রাতঃকৃত্যাদি সর্বমন্যৎ পূর্ববৎ। ২৬

মন্ত্রান্তরম্

শারদায়াম্— তোয়স্থং শয়নং বিষ্ণোঃ সকেবল-চতুর্মুখম্[২]।
অর্ঘীশেন্দু-যুতো বহ্নির্বিন্দু-সত্যাম্বুমান্ ভৃগুঃ।
উক্তানি ত্রীণি বীজানি সদ্ভিঃ সারস্বতার্থিনাম্ ॥ ২৭

তোয়ং বকারঃ, বিষ্ণোঃ শয়নমাকারঃ। কেবলেন স্বররহিতেন চতুর্মুখেন ককারেণ সহিতম্। তেন বাক্ ইতি পদং সিদ্ধম্। তস্য চ বাগ্ভবমর্থঃ, লক্ষিতলক্ষণা-বলাৎ। কেচিৎ তু লক্ষিত-লক্ষণাভয়াদেবং বর্ণয়ন্তি—কে মস্তকে

হস্তের দ্বারা যথাক্রমে জপমালা, দুইটি পদ্ম ও পুস্তক মুদ্রা ধারিণী, নবচন্দ্রযুক্ত মুকুট ধারিণী, মুক্তা, চন্দ্র ও কুন্দের ন্যায় প্রভাশালিনী, ললাট দেশে উন্মীলিত (বিকশিত) নয়না, কুচভারে নম্রা, সর্বদা মুনিগণ কর্তৃক সেব্যমানা বাক্যের অধিপতি এই দেবী সরস্বতী আপনাদের ঐশ্বর্য্যের হেতু হউন। ২৫

জপবটী—জপমালা। এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে একাদশ লক্ষ মন্ত্র জপ। ঘৃতের দ্বারা জপের দশাংশ হোম। প্রাতঃকৃত্যাদি হইতে অন্য সমস্তই পূর্ববৎ। ২৬

সরস্বতীর অন্য এক ম। শারদাতিলকে বলিয়াছেন—বিষ্ণুর শয়ন (শয্যা) অনন্ত—আকার তোয়স্থ (বকারস্থ) হইলে বা হয়। চতুর্মুখ—ককার কেবল অর্থাৎ স্বরহিত হইলে বাক্ হয়। ঐ বাক্‌পদে লক্ষিত-লক্ষণা দ্বারা বাগ্‌ভব ঐং গ্রহীত হইলে উহা একটি বীজ হইবে। বহ্নি (র) অর্ঘীশ (উ) ও বিন্দু (ং) যুক্ত হইলে রূং হয়। উহা দ্বিতীয় বীজ। ভৃগু (স) সদ্য (ও), অম্বু (ব) ও বিন্দুমান্ হইলে স্বোং বীজ হয়। সারস্বতার্থিগণের এই তিনটি বীজ পণ্ডিতগণ কর্তৃক উক্ত হইয়াছে। ২৭

তোয়ং—বকার। বিষ্ণোঃ শয়নং—আকার। কেবলেন—স্বররহিতেন। চতুর্মুখেন ককারের সহিত। তাহাতে বাক্ এই পদ সিদ্ধ হয়। তাহা হইলে লক্ষিত-লক্ষণা বলে বাক্‌পদের বাগ্‌ভব অর্থাৎ বাগ্‌ভব বীজ অর্থ হয়। কেহ কেহ লক্ষিত-লক্ষণার ভয়ে সকেবল শব্দের এই প্রকার অর্থ বর্ণনা করেন—কে অর্থাৎ মস্তকে বলতে বর্ত্তে

১। খ—দশাংশহোমঃ। শারদায়াং। ২। ক—সকেবল চতুর্মুখঃ।

বলতে কেবলোঽনুস্বারঃ, তদ্‌যুক্তেন[১] ককারেণ সহিতো বাকারঃ। তেন ক্কামিতি * সিদ্ধিমিতি। তন্ন। নিরূঢ়-লক্ষণায়াঃ শক্তি-তুল্যত্বাৎ বাক্‌পদস্য বাগ্‌ভব-পর্যায়ত্বাচ্চ। ২৮

বস্তুতস্তু— দ্বাদশস্বরমুদ্ধৃত্য বিন্দুনাদ-বিভূষিতম্।
বিন্দুনাদ-সমাযুক্তং বহ্নিবীজং সমুদ্ধরেৎ।
ষষ্ঠস্বর-সমাযুক্তং দ্বিতীয়ং বীজমুদ্ধরেৎ॥ ২৯
চন্দ্রবীজং সমুদ্ধৃত্য বারুণং যোজয়েৎ ততঃ[২]।
ত্রয়োদশ-স্বরারূঢ়ং বিন্দুনাদ-বিভূষিতম্॥ ৩০

ইতি বিশ্বসার-বচনাৎ বাগ্‌ভব-বীজমেব। অর্ঘীশ উকারঃ। ইন্দুঃ অনুস্বারঃ তদ্‌যুতো বহ্নী রেফঃ, ইতি দ্বিতীয়বীজম্। সত্য ওকারঃ। অম্বু বকারঃ, তাভ্যাং সহিতো ভৃগুঃ সকার ইতি তৃতীয়বীজম্। তেনায়ং মন্ত্রঃ—ঐঁ হ্রাঁ স্বৌঁ। ৩১

অস্য প্রাতঃকৃত্যাদি[৩] সর্বং পূর্ববৎ। করাঙ্গন্যাসৌ তু ঐঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ,

---

অর্থাৎ থাকে বলিয়া কেবল হইতেছে অনুস্বার, তদ্‌যুক্ত ককারের সহিত বাকার। তাহাতে ক্কাং ইহা সিদ্ধ হয়। তাহা কিন্তু সঙ্গত নহে। যেহেতু নিরূঢ় লক্ষণা শক্তিতুল্য। আর বাক্ পদটী বাগ্‌ভবের পর্য্যায় শব্দ। ২৮

বস্তুতঃ—দ্বাদশ স্বর ঐ কারকে উদ্ধার করিয়া বিন্দুনাদের দ্বারা বিভূষিত করিবে। তাহা হইলে প্রথমবীজের উদ্ধার হইবে। বিন্দুনাদ যুক্ত ও ষষ্ঠস্বর সংযুক্ত বহ্নিবীজকে উদ্ধৃত করিবে। এইভাবে দ্বিতীয় বীজ (হ্রূং) উদ্ধার করিবে। ২৯

চন্দ্রবীজ সকারকে উদ্ধার করিয়া পরে তাহাতে বারুণ বীজ (ব) যোগ করিবে। উহা ত্রয়োদশ স্বরে আরূঢ় করিয়া বিন্দুনাদ বিভূষিত করিবে। তাহাতে তৃতীয় বীজ স্বৌং উদ্ধৃত হইবে। ৩০

এই বিশ্বসার তন্ত্রের বচন হইতে বুঝা যায়, বাক্ বাগ্‌ভব বীজই। অর্ঘীশ— উকার। ইন্দু—অনুস্বার। তাহা দ্বারা যুক্ত বহ্নি—রকার। ইহা দ্বিতীয় বীজ। সত্য—ওকার। অম্বু—বকার। তাহাদের দ্বারা যুক্ত ভৃগু—স। ইহা তৃতীয় বীজ। তাহাতে ঐং হ্রূং স্বৌং এই মন্ত্র হয়। ৩১

এই মন্ত্রের প্রাতঃকৃত্যাদি হইতে সমস্তই পূর্ববৎ। ঋষ্যাদিন্যাসে ঋষি, ছন্দঃ ও দেবতা পূর্ববৎ। কেবল ঐং বীজ ও স্বৌং শক্তি। সারস্বত কামে ইহার বিনিয়োগ।

১। খ—তদ্‌যুক্তেন কারেণ। * তন্ত্রসারে ও এই গ্রন্থে কাম্ আছে। কিন্তু ব্যাখ্যানুসারে বাকং হয়। যুক্তাযুক্ত সুধীগণের চিন্তনীয়। ২। খ—যোজয়ে নচঃ। ৩। খ—প্রাতঃকৃত্যাদীতিনাস্তি।

ক্লাঁ তর্জনীভ্যাং স্বাহা, স্বোঁ মধ্যমাভ্যাং বষট্। ঐঁ অনামিকাভ্যাং হুঁ। ক্লাঁ কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। স্বোঁ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্। এবং হৃদয়াদিষু।
ধ্যানম্—মুক্তাহারাবদাতাং শিরসি শশিকলালঙ্কৃতাং বাহুভিঃ স্বৈ-

ৰ্ব্বাখ্যাং বর্ণাখ্য-মালাং মণিময়-কলসং পুস্তকং চোদ্বহন্তীম্।

আপীনোত্তুঙ্গ-বক্ষোরুহ-ভর-বিলসন্মধ্যদেশামধীশাং

বাচামীড়ে চিরায় ত্রিভুবন-নমিতাং পুণ্ডরীকে নিষণ্ণাম্॥ ৩২

অস্য পুরশ্চরণং লক্ষত্রয়-জপঃ। সাজ্য-পায়সৈর্দশাংশ-হোমঃ। ৩৩

অথ পারিজাত-সরস্বতী

প্রণবো মায়া হকার-সকার-চতুর্দ্দশস্বর[১]-বিন্দ্বাত্মকবীজং মায়া প্রণবঃ সরস্বত্যৈ নমঃ। তেন ওঁ হ্রীঁ হ্সৌঁ হ্রীঁ ওঁ সরস্বত্যৈ নমঃ। ইত্যেকাদশাক্ষরঃ। অস্য কণ্ব ঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ পারিজাত-সরস্বতী[২] দেবতা। করাঙ্গ-ন্যাসৌ তু হসাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। হসীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহেত্যাদিনা, হসাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদিনা চ। সর্বমন্যৎ পূর্ববৎ। ৩৪

দ্বিরুক্ত বীজের দ্বারা করাঙ্গন্যাস হইবে। যেমন—ওঁ ঐং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ওঁ ক্লং তর্জনীভ্যাং স্বাহা। ওঁ স্বোং মধ্যমাভ্যাং বষট্। ওঁ ঐং অনামিক্যাভ্যাং হুং। ওঁ ক্লং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। ওঁ স্বোং করতল পৃষ্ঠাভ্যাং ফট্। এইরূপ হৃদয়াদিতে অঙ্গন্যাস করিবে। অনন্তর ধ্যান করিবে—

ধ্যানের অর্থ—মুক্তাহারের ন্যায় শুভ্রবর্ণা, মস্তকে চন্দ্র কলায় অলঙ্কৃতা, দক্ষিণের উর্দ্ধ্ব হস্ত হইতে বামের উর্দ্ধ্ব হস্ত পর্য্যন্ত চারি হস্তের দ্বারা ব্যাখ্যা মুদ্রা, মাতৃকার অক্ষমালা, মণিময় কলস ও পুস্তক মুদ্রা-ধারিণী, পীন উত্তুঙ্গ স্তনভারে অবনত মধ্য-দেহা, শ্বেতপদ্মে উপবিষ্টা, ত্রিভুবনপূজিতা, বাক্য সমূহের অধিপতি সরস্বতীকে আমরা সর্বদা স্তুতি করি। ৩২

এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে লক্ষত্রয় মন্ত্র জপ এবং আজ্য সহিত পায়সের দ্বারা জপের দশাংশ হোম। ৩৩

অনন্তর পারিজাত সরস্বতীর মন্ত্র। প্রণব (ওঁ) মায়া (হ্রীং), হস্, চতুর্দশ স্বর ও বিন্দুরূপ বীজ (হ্সৌং), মায়া, প্রণব ও সরস্বত্যৈ নমঃ। তাহাতে ওঁ হ্রীং হ্সৌং হ্রীং ওঁ সরস্বত্যৈ নমঃ। ইহা একাদশাক্ষর মন্ত্র। এই মন্ত্রের কণ্ব ঋষি, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ, পারিজাত সরস্বতী দেবতা। করাঙ্গন্যাস যথা—ওঁ হ্সাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ওঁ হ্সীং

১। খ—সকারৌকারবিন্দ্বাত্মকা। ২। খ—ছন্দঃ সরস্বতী দেবতা। মাতৃকোক্ত করাঙ্গন্যাসৌ। ধ্যানং হংসা।

তথা প্রণবো মায়া হকার-সকার-রেফ[১]-দ্বাদশস্বর-বিন্দ্বাত্মক-বীজং মায়া প্রণবঃ সরস্বত্যৈ নমঃ, তেন ওঁ হ্রীঁ হ্‌স্‌রৈঁ[২] হ্রীঁ ওঁ সরস্বত্যৈ নমঃ[৩]। অয়মপ্যেকাদশাক্ষরঃ। অস্য দক্ষিণা-মূর্ত্তি-ঋষির্গায়ত্রীছন্দঃ পারিজাতেশ্বরী বাণী দেবতা। হ্‌স্‌রৈঁ বীজম্[৪], হ্রীঁ শক্তিঃ, ওঁ কীলকম্। হসরাঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, হসরীঁ তর্জনীভ্যাং স্বাহেত্যাদিনা করাঙ্গন্যাসৌ। সর্বমন্যদুক্তৈকাদশাক্ষরবৎ[৫]। ধ্যানন্তু (৩৫)—

হংসারূঢ়া হরহসিতহারেন্দু-কুন্দাবদাতা
বাণী মন্দস্মিততর-মুখী মৌলিবদ্ধেন্দু-রেখা।

তর্জনীভ্যাং স্বাহা, ওঁ হ্‌সূং মধ্যমাভ্যাং বৌষট্‌, ওঁ হ্‌সৌং অনামিকাভ্যাং হুং, ওঁ হ্‌সৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। ওঁ হ্‌সঃ করতল-পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্‌। ওঁ হ্‌সাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদিরূপে অঙ্গন্যাস করিবে। তাহার পর মস্তকে—ওঁ নমঃ। ভ্রূমধ্যে—হ্রীং নমঃ। দঃ নেত্রে—ঐং নমঃ। বাঃ নেত্রে—হ্রীং নমঃ। দঃ কর্ণে—ওঁ নমঃ। বামকর্ণে—সং নমঃ। দঃ নাসাভে—রং নমঃ। বামনাসাতে—স্বং নমঃ। মুখে—ত্যৈং নমঃ। গুহ্যে—নং নমঃ। পাদে—মং নমঃ। এই একাদশ স্থানে একাদশ মন্ত্রবর্ণের ন্যাস করিবেন। অন্যান্য সমস্তই পূর্ববৎ। ৩৪

প্রণব, মায়া, হকার, সকার, রকার, দ্বাদশ স্বর বিন্দ্বাত্মক বীজ, মায়া প্রণব সরস্বত্যৈ নমঃ। তাহাতে ওঁ হ্রীং হসরৈং হ্রীং ওঁ সরস্বত্যৈ নমঃ। এইটিও একটি সরস্বতীর একাদশাক্ষর মন্ত্র। এই মন্ত্রের দক্ষিণামূর্ত্তি ঋষি, গায়ত্রী ছন্দঃ, পারিজাতেশ্বরী বাণী দেবতা, হসরৈং বীজ, হ্রীং শক্তি, ওঁ কীলক।

এই মন্ত্রের পূজা পদ্ধতি এইরূপ—প্রাতঃকৃত্যাদি হইতে পীঠন্যাস পর্য্যন্ত সমস্ত করিয়া ঋষ্যাদিন্যাস করিবে। যথা মস্তকে—ওঁ দক্ষিণামূর্ত্তয়ে ঋষয়ে নমঃ। মুখে—ওঁ গায়ত্রীছন্দসে নমঃ। হৃদয়ে—ওঁ পারিজাতেশ্বরী বাণী দেবতায়ৈ নমঃ। গুহ্যে—ওঁ হ্‌স্‌রৈং বীজায় নমঃ। পাদদ্বয়ে—ওঁ হ্রীং শক্তয়ে নমঃ। সর্বাঙ্গে—ওঁ কীলকায় নমঃ। তাহার পর ওঁ হ্‌স্‌রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ওঁ হ্‌স্‌রীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা ইত্যাদি প্রকারে করাঙ্গন্যাস করিবেন। অন্য সমস্তই পূর্বোক্ত একাদশাক্ষর মন্ত্রবৎ হইবে। তাহার পর হংসারূঢ়া ইত্যাদি ধ্যান করিবেন (৩৫)—

ধ্যানের অর্থ হইতেছে—হংসারূঢ়া, হর-হাস্য, কুন্দ ও ইন্দুর ন্যায় শুভ্র বর্ণা,

---

১। খ—তথা প্রণবো মায়া হকার সকার রেকৈকার বিন্দ্বাত্মকং। ২। খ—হে্‌সৌং। ৩। খ—নমঃ। ইয়মপ্যেকাদশাক্ষরী। ৪। খ—হ্রীং বীজং। হে্‌সৌং শক্তিঃ। ৫। খ—দশাক্ষরবৎ। অনয়োঃ পুরশ্চরণং।

বিদ্যা-বীণামৃতময়-ঘটাক্ষস্রজা দীপ্ত-হস্তা
শুভ্রাজস্থা ভবদভিমত-প্রাপ্তয়ে ভারতী স্যাৎ ॥ ৩৬

অস্য পুরশ্চরণং দ্বাদশলক্ষজপঃ। পুণ্ডরীকৈর্নাগচম্পকপুষ্পৈর্বা দ্বাদশ-সহস্র-হোমো বাচনিকঃ। ৩৭

অথ সারস্বত-কল্পঃ[১]।

নারদ উবাচ— কেনোপায়েন দেবেশ! বিদ্যোৎপত্তির্ভবেন্ নৃণাম্।
বেদবিদ্যা-প্রকাশশ্চ তন্মে ব্রূহি জগৎ-পতে!॥ ১

ব্রহ্মোবাচ—সাধু সাধু ত্বয়া পৃষ্টং লোকানাং হিতকারকম্।
এতদেব পুরা পৃষ্টং কল্পাদৌ বিষ্ণবে ময়া॥ ২
ব্রহ্মশব্দস্বরূপেণ প্রসন্নেনান্তরাত্মনা।
যৎ প্রোক্তং তেন মে ব্রহ্মন্ তত্তে বক্ষ্যামি যত্নতঃ॥ ৩

ভগবানুবাচ— শৃণু ব্রহ্মন্! পরং গুহ্যং কল্পং সারস্বতং মম।
যস্য বিজ্ঞানমাত্রেণ জাড্য-প্রহরণং ভবেৎ॥ ৪
সর্বশাস্ত্রপ্রকাশশ্চ সর্বজ্ঞো জায়তেঽচিরাৎ।
অভ্যাসাচ্চ ধ্রুবং যস্য বাচশ্চিত্রা ভবন্তি হি॥ ৫

ঈষৎ হাস্য-মুখী, মস্তকে ইন্দুলেখা ধারিণী, বিদ্যা, বীণা, অমৃতময় ঘট ও অক্ষমালায় দীপ্ত হস্তা, শ্বেতপদ্মাসনা বাণী আপনাদিগের অভীষ্ট প্রাপ্তির হেতু হউন। ৩৬

এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে দ্বাদশ লক্ষ মন্ত্র জপ। পুণ্ডরীক অথবা নাগ-চম্পক পুষ্পের দ্বারা বাচনিক বার হাজার হোম। ৩৭

অনন্তর সারস্বত কল্প আরব্ধ হইতেছে। নারদ বলিলেন—দেবেশ্বর! কোন উপায়ে মনুষ্যগণের বিদ্যার উৎপত্তি ও বেদবিদ্যার প্রকাশ হইবে? হে জগৎপতে! তাহা আমাকে বলুন। ১

ব্রহ্মা বলিলেন—সাধু সাধু! তুমি লোকগণের হিতকারক বিষয় প্রশ্ন করিয়াছ। পুরাকালে কল্পের আদিতে আমি ইহা বিষ্ণুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। ২

সেই ব্রহ্মশব্দস্বরূপ সকলের অন্তরাত্মা বিষ্ণু প্রসন্ন হইয়া আমাকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা যত্নপূর্বক তোমাকে বলিব। ৩

ভগবান্ বলিলেন—হে ব্রহ্মন্! যাহার বিজ্ঞানমাত্রে জড়তার বিনাশ হয়, সেই গুহ্য শ্রেষ্ঠ সারস্বত কল্প আমার নিকট শ্রবণ কর। ৪

যাহার অভ্যাস (নিরন্তর জপ) হইতে অবশ্যই সর্বশাস্ত্রের প্রকাশ হয়। অচিরে

১। খ—কল্প: স্বায়ম্ভুব মাতৃকাতন্ত্রে নারদ উবাচ—।

অবাপুস্ত্রিদশা রাজ্যং[১] বাগীশত্বং বৃহস্পতিঃ।
দ্বৈপায়নোঽপি যং জ্ঞাত্বা বেদব্যাসোঽভবন্ মুনিঃ।
মন্ত্রোদ্ধারং প্রবক্ষ্যামি স্বাঙ্গাবরণ-পূজনৈঃ ॥ ৬
অনন্তং বিন্দুনা যুক্তং বামগণ্ডান্ত-ভূষিতম্।
জপেদ্ দ্বাদশ-লক্ষন্তু মূকোঽপি বাক্‌পতির্ভবেৎ ॥ ৭

অস্যার্থঃ—অনন্ত আকারঃ। স খলু বামগণ্ডস্য ঙ্কারস্যান্তেন একারেণ ভূষিতঃ। তথাচ আ এ ইতি স্থিতে ঐকারঃ সিধ্যতি। ততশ্চ বিন্দুনা যুক্তঃ কার্য্যঃ। এতাবতা বাগ্‌ভববীজমাত্রং মন্ত্র ইত্যায়াতম্। এতস্যৈকত্বেঽপি করাঙ্গন্যাসে "আদ্যেন দীর্ঘযুক্তেনে"ত্যত্র প্রকৃতেরাদ্যবর্ণ-গ্রহণম্। ৮

তথা— নাভৌ শুদ্ধারবিন্দঞ্চ ধ্যায়েদ্ দশদলং সুধীঃ।
তন্মধ্যে ভাবয়েন্ মন্ত্রী মণ্ডলানাং ত্রয়ং চিরম্ ॥ ৯
রত্ন-সিংহাসনং ধ্যায়েদ্ বর্ণং জ্যোৎস্নাময়ং পুনঃ।
তস্যোপরি পুনর্ধ্যায়েদ্ দেবীং বাগীশ্বরীং ততঃ ॥ ১০
মুক্তাকান্তি-নিভাং দেবীং জ্যোৎস্নাজাল-বিকাশিনীম্।
মুক্তাহার-যুতাং শুভ্রাং শশিখণ্ডেন মণ্ডিতাম্ ॥ ১১

সর্বজ্ঞত্ব জন্মে, বিচিত্র বাক্‌শক্তি হয়। দ্বৈপায়ন যাহাকে জানিয়া বেদব্যাস মুনি হইয়াছিলেন, অঙ্গাবরণ ও পূজার সহিত সেই মন্ত্রের উদ্ধার বলিতেছি। ৫-৬

বাম গণ্ডান্ত ভূষিত বিন্দুযুক্ত অনন্তকে বার লক্ষ জপ করিবেন, যে মূক, সেও ইহাতে বাক্‌পতি হইবে। ৭

এই শ্লোকের অর্থ—অনন্ত—আকার, সেই আকার বামগণ্ডান্ত (ঙ্কারান্ত) একারের দ্বারা ভূষিত হইবে। তাহা হইলে আ এ এই প্রকার হইলে ঐকার সিদ্ধ হয়। তাহার পর তাহাকে বিন্দু দ্বারা যুক্ত করিবে। ইহা দ্বারা বাগ্‌ভব বীজমাত্রই (ঐং) মন্ত্ররূপে উপস্থিত হয়। এই মন্ত্র এক (একাক্ষর) হইলেও করাঙ্গন্যাসের জন্য "দীর্ঘযুক্ত আদ্য আকারের দ্বারা" এই স্থলে মন্ত্র প্রকৃতির আদ্যবর্ণ গৃহীত হইয়াছে। ৭

তাহাই বলিতেছেন—সুধী সাধক নাভিতে শুদ্ধ (নির্মল-শুভ্র) দশদল পদ্ম চিন্তা করিবে। তাহার মধ্যে তিনটি মণ্ডল দীর্ঘকাল ভাবনা করিবে। ৯

তাহার পর রত্নময় সিংহাসন ধ্যান করিবে। তাহার পর জ্যোৎস্নাময় বর্ণ ধ্যান করিবে। তাহার পর পুনরায় তাহার উপরে দেবী বাগীশ্বরীকে ধ্যান করিবে। ১০

মুক্তার কান্তির ন্যায় কান্তি বিশিষ্টা জ্যোৎস্নাজাল-বিকাশিনী মুক্তহার যুক্তা, চন্দ্র-

---

১। ক—ব্যাপ্তিং।

বিভ্রতীং দক্ষহস্তাভ্যাং ব্যাখ্যাং বর্ণস্য মালিকাম্।
অমৃতেন তথা পূর্ণং ঘটং দিব্যঞ্চ পুস্তকম্ ॥ ১২

দধতীং বামহস্তাভ্যাং পীনস্তন-ভরান্বিতাম্[১]।
মধ্যে ক্ষীণাং তথা স্বচ্ছাং নানারত্ন-বিভূষিতাম্ ॥ ১৩

আত্মাভেদেন ধাত্বৈবং ততঃ সংপূজয়েৎ ক্রমাৎ।
আদ্যেন দীর্ঘ-যুক্তেন কুর্য্যাদঙ্গানি হস্তয়োঃ।
হৃদয়াদৌ তথা কুর্য্যাদ্বীজেনাঙ্গক্রিয়া পুনঃ ॥ ১৪

অত্রাদ্য আকারস্তস্য দীর্ঘেণাকারাদিনা যোগ ইত্যর্থঃ[২]। তথা চ—

স্বরং বিহায় বীজস্ত দীর্ঘষট্‌কেন যোজয়েৎ।

ইতি স্বচ্ছন্দসংগ্রহ-বচনাদাদ্যস্বরত্যাগেনাত্র কেবলদীর্ঘস্বরাণামেব সবিন্দুনামেব গ্রহণম্। তথা চ আঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ঈঁ তর্জনীভ্যাং স্বাহা, তথা আঁ হৃদয়ায় নমঃ। ঈঁ শিরসে স্বাহেত্যাদিপ্রয়োগঃ। ১৫

খণ্ডের দ্বারা মণ্ডিতা, দক্ষিণ হস্তদ্বয়ের দ্বারা ব্যাখ্যা মুদ্রা ও অক্ষমালাধারিণী বামহস্ত দ্বয়ের দ্বারা অমৃতপূর্ণ ঘট ও দিব্য পুস্তক (মুদ্রা) ধারিণী পীনস্তনভার যুক্তা মধ্যে ক্ষীণা স্বচ্ছা শুভ্রা নানা রত্নভূষণে ভূষিতা দেবী বাগীশ্বরীকে ধ্যান করি। ১১-১৩

এই প্রকারে আত্মার সহিত অভেদে দেবীকে ধ্যান করিয়া, তাহার পর যথাক্রমে দেবীর পূজা করিবেন। দীর্ঘযুক্ত আদ্যবর্ণের দ্বারা হস্তদ্বয়ে অঙ্গন্যাস (করন্যাস) করিবেন। পুনরায় সেইরূপ আদ্যবীজের দ্বারা হৃদয়াদিতে অঙ্গক্রিয়া (অঙ্গন্যাস) করিবেন। ১৪

এস্থলে আদ্য হইতেছে আকার, তাহার দীর্ঘ আকারের সহিত যোগ, এই অর্থ। তাহাই বলিতেছেন—বীজ স্বরকে পরিত্যাগ করিয়া ছয়টী দীর্ঘের দ্বারা অঙ্গন্যাসের যোজনা করিবেন—স্বচ্ছন্দ তন্ত্রের এই বচন বলে প্রথম স্বরের পরিত্যাগ করিয়া এস্থলে কেবল বিন্দুযুক্ত দীর্ঘ স্বরেরই গ্রহণ হইবে। তাহা হইলে ওঁ আং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ওঁ ঈং তর্জনীভ্যাং স্বাহা। সেইরূপ ওঁ আং হৃদয়ায় নমঃ, ওঁ ঈং শিরসে স্বাহা ইত্যাদি প্রকারে করাঙ্গন্যাসের প্রয়োগ হইবে। ১৫

১। ক—অয়ং শ্লোকোর্দ্ধো নাস্তি। ২। খ—ইত্যর্থঃ। তথাচ আং আং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। আং ঈং তর্জনীভ্যাং স্বাহে ত্যাদি প্রয়োগঃ। করন্যাসে। অঙ্গন্যাসস্তু বীজেন বাগ্‌ভবৈনৈব। তেন ঐং হৃদয়ায় নমঃ। ঐং শিরসে স্বাহেত্যাদি প্রয়োগঃ ইতি। তথা ভ্রুবোর্মধ্যে ইত্যাদি।

ভ্রুবোর্মধ্যে তথা নাভৌ গুহ্যে চ দেশিকস্তথা।
ন্যসেদ্ বীজং পুনর্বস্তৌ ব্যাপকং বিন্যসেৎ ততঃ॥ ১৬

পীঠন্যাসং তনৌ কুর্য্যাদ্ দেবতাভাব-সিদ্ধয়ে।
মাতৃকায়াস্তু যৎ প্রোক্তং পীঠমভ্যর্চ্য যত্নতঃ॥ ১৭

বর্ণাব্জেনাসনং দত্বান্ মূর্ত্তিং মূলেন কল্পয়েৎ।
আবাহ্য পূজয়েৎ তস্যাং দেবীং বাগীশ্বরীং ততঃ॥ ১৮

অঙ্গৈঃ প্রথমাবৃত্তিঃ স্যাদ্ দ্বিতীয়া শক্তিভিস্ততঃ।
দলাগ্রেষু সমভ্যর্চ্য ব্রহ্মাণ্যাদ্যা যথাবিধি॥ ১৯

লোকপালা বহিঃ পূজ্যাস্তেষামস্ত্রাণি তদ্বহিঃ।
এবং সংপ্রভজেন্মন্ত্রী জপ-পূজা-রতঃ সদা॥ ২০

কবিত্বং লভতে বাগ্মী লক্ষৈর্দ্বাদশভির্ধ্রুবম্।
প্রাতর্জপ্ত্বা সহস্রন্তু পিবেদ্ ব্রাহ্মীং বচান্বিতাম্।
ন বিস্মরতি মেধাবী শ্রুতান্ বেদাগমানপি॥ ২১

দেশিক (পূজক) ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে, নাভিতে, গুহ্যে ও বস্তিতে (তলপেটে) বীজন্যাস করিবেন। তাহর পর ব্যাপকন্যাস করিবেন। ১৬

দেবভাব সিদ্ধির জন্য দেহেতে পীঠন্যাস করিবেন। যে মাতৃকান্যাস উক্ত হইয়াছে, তাহা করিয়া, যত্নপূর্বক পীঠদেবতার অর্চনা করিয়া বর্ণাব্জের দ্বারা ওঁ বর্ণকমলাসনায় নমঃ মন্ত্রে আসন দিবেন অর্থাৎ পীঠমনুর ন্যাস করিবেন। তাহার পর সেই পীঠে দেবী বাগীশ্বরীকে আবাহন করিয়া পূজা করিবেন। ১৮

অঙ্গের দ্বারা প্রথম আবরণ, পীঠশক্তি দ্বারা দ্বিতীয় আবরণ হইবে। তাহার পর দলের অগ্রসমূহে ব্রহ্মাণী প্রভৃতি মাতৃবর্গের যথাবিধি পূজা করিবেন। ১৯

দলের বহির্ভাগে লোকপালগণকে পূজা করিবেন। তাহার বহির্ভাগে তাহাদের অস্ত্র সমূহের পূজা করিবেন। মন্ত্রী এইরূপে বাগীশ্বরীকে ভজনা করিবেন এবং সর্বদা জপ পূজায় রত হইয়া থাকিবেন। ২০

দ্বাদশ লক্ষ মন্ত্র জপের দ্বারা নিশ্চয়ই বাগ্মী হয়, কবিত্ব লাভ করে। প্রাতঃকালে সহস্র মন্ত্র জপ করিয়া, বচা (বচ) যুক্ত ব্রাহ্মী পান করিয়া মেধাবী হয়। শ্রুত বেদ ও আগম প্রভৃতিকে ভুলিয়া যায় না। ২১

কণ্ঠমাত্রোদকে স্থিত্বা ধ্যায়েন্ মার্ত্তণ্ড-মণ্ডলে।
জ্যোতিঃ-পুঞ্জ-নিভাং দেবীং পরিবার-সমন্বিতাম্।
বরাভয়যুতাং হস্তে মুদ্রাপুস্তক-ধারিণীম্ ॥ ২২
জপেৎ সহস্র-মানেন ষণ্মাসং বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
ভীমাং সংপ্রাপ্য বাক্‌সিদ্ধিং কবীনামগ্রণীর্ভবেৎ ॥ ২৩
অথ প্রয়োগং বক্ষ্যামি জাড্যনাশ-করং পরম্।
রাত্রিশেষে সমুত্থায় শুচির্ভূত্বা সমাহিতঃ।
শুদ্ধভাবেন চাত্মানং গুরুঞ্চ[1] পরিকল্পয়েৎ ॥ ২৪
তৎ-প্রভাপটল-ব্যাপ্তং জগৎ সর্বং বিচিন্তয়েৎ।
মূলাধার-স্থিতাং দেবীং কুণ্ডলীং পরদেবতাম্।
সুপ্তাং প্রোত্থাপ্য তাং শক্ত্যা ক্রমাচ্চক্রাণি ভেদয়েৎ ॥ ২৫
ততঃ পরশিবে নীত্বা সৌধীঞ্চ প্রাপয়েৎ ততঃ।
ঊর্ধ্বং গ্রন্থিং বিনির্ভিদ্য জিত্বা দীপ-স্বরূপিণীম্ ॥ ২৬
বীজরূপাং স্বশক্ত্যা তু প্রোল্লসন্তীং পরাত্মিকাম্।
শব্দব্রহ্ম-স্বরূপাঞ্চ[2] নিস্বনাং চিন্তয়েৎ ততঃ।
তৎ-প্রভাপটল-ব্যাপ্তং শরীরং চিন্তয়েৎ ততঃ ॥ ২৭

কণ্ঠমাত্র জলে দাঁড়াইয়া সূর্য্যমণ্ডলে জ্যোতিঃ পুঞ্জের ন্যায় কান্তি বিশিষ্টা পরিবারগণে পরিবৃতা হস্তে বর ও অভয়মুদ্রা এবং ব্যাখ্যামুদ্রা ও পুস্তক ধারিণী দেবীকে ধ্যান করিবে। ২২

বিজিতেন্দ্রিয় হইয়া ছয় মাস যাবৎ প্রত্যহ সহস্র সংখ্যায় মন্ত্র জপ করিবেন। ইহাতে ভীম (অতীব) বাক্‌সিদ্ধি লাভ করিয়া কবিগণের অগ্রণী হইবেন। ২৩

অনন্তর জড়তা নাশক শ্রেষ্ঠ প্রয়োগ বলিতেছি। রাত্রিশেষে শয্যা হইতে উঠিয়া পবিত্র হইয়া সমাহিত হইয়া শুদ্ধভাবে আত্মাকে ও গুরুকে চিন্তা করিবে। ২৪

সমস্ত জগৎকে সেই গুরুর প্রভাসমূহের দ্বারা ব্যাপ্ত চিন্তা করিবে। মূলাধারস্থিতা সুপ্তা সেই পরদেবতা দেবী কুণ্ডলিনীকে শক্তি দ্বারা জাগরিত করিয়া ক্রমে ক্রমে চক্র সমূহ ভেদ করিবেন। ২৫

তাহার পর সেই কুণ্ডলিনীকে পরম শিবে লইয়া গিয়া সৌধীকে (সুধাধারাকে) পাওইয়া দিবেন। তাহার পর ঊর্ধ্ব গ্রন্থি ভেদ করিয়া ও নিজ শক্তি দ্বারা জয় করিয়া

১। খ—ত্র্যব্যঞ্চ। ২। খ—শব্দব্রহ্মাস্বরূপাং চ নিশ্চলাং।

নিত্যং সহস্রমানেন জপেৎ সংবৎসরং যদি।
ততঃ সংজায়তে মন্ত্রী বাচস্পতিরিবাপরঃ ॥ ২৮

ছন্দোঽলঙ্কার-তর্কাদি-নানাশাস্ত্রার্থবিদ্ ভবেৎ।
কবিত্বং জ্ঞান-শক্ত্যা তু পাণ্ডিত্যমধিকং ভবেৎ ॥ ২৯

অথাপরং প্রবক্ষ্যামি যোগং ভুবি সুদুর্লভম্।
নাভিচক্র-স্থিতাং সৌম্যাং রক্তাকারাং বিচিন্তয়েৎ ॥ ৩০

ক্ষৌমাবদ্ধ-নিতম্বাঞ্চ রক্তাভরণ-ভূষিতাম্।
পাশাঙ্কুশ-ধরাং দিব্যাং বরাভয়যুতাং পুনঃ ॥ ৩১

দৃষ্ট্যা চামৃত-বর্ষিণ্যা পূরয়ন্তীং মনোরথান্।
এবং ধ্যাত্বা জপেল্লক্ষং মনুজো বিহিতং ততঃ ॥ ৩২

হোমং কুর্য্যাৎ ত্রিমধ্বক্তৈ রক্তোৎপল-যুতৈর্দ্বিজঃ।
ততঃ সন্তর্পয়েদ্ দেবীং দুগ্ধযুক্তেন সর্পিষা ॥ ৩৩

পায়সেন বলিং দদ্যাদ্ দধি-পিষ্টৈর্মধু-প্লুতৈঃ।
এবং কৃত্বা বিধানন্তু সাক্ষাদ্ বৈশ্রবণো ভবেৎ ॥ ৩৪

দীপ শিখাতুল্যা বীজরূপিণী দীপ্তিময়ী পরস্বরূপা শব্দব্রহ্মময়ী নিস্বনা (শব্দহীনা) কুণ্ডলিনীকে চিন্তা করিবেন। ২৬-২৭

যদি প্রত্যহ সহস্র সংখ্যায় এক বৎসর মন্ত্র জপ করেন, তাহা হইলে তদ্দ্বারা সাধক দ্বিতীয় বৃহস্পতির ন্যায় হইবেন। ২৮

ছন্দঃ, অলঙ্কার, তর্কাদি নানাশাস্ত্রবিদ্ হইবেন, জ্ঞান শক্তি দ্বারা কবিত্ব লাভ করিবেন ও অধিক পাণ্ডিত্য হইবে। ২৯

অনন্তর এই পৃথিবীতে সুদুর্লভ একটি অন্য প্রয়োগ বলিতেছি। নাভিচক্রস্থিতা সৌম্যা রক্তাকারা (রক্তবর্ণা), ক্ষৌমবস্ত্রে আবদ্ধ নিতম্বা রক্তাভরণে ভূষিতা পাশ ও অঙ্কুশধরা দিব্যা বরাভয়ধারিণী অমৃতময় বৃষ্টি দ্বারা মনোরথ পূরণ-কারিণী দেবীকে ধ্যান করিবে। মানব এই প্রকারে ধ্যান করিয়া লক্ষ মন্ত্র জপ করিবে। তাহার পর দ্বিজ ত্রিমধুর যুক্ত রক্তোৎপলের দ্বারা বিহিত হোম করিবেন। তাহার পর দুগ্ধযুক্ত সর্পিঃ দ্বারা দেবীকে তর্পণ করিবেন। ৩০-৩৩

মধু দ্বারা আপ্লুত দধি ও পিষ্টকের সহিত পায়সের দ্বারা বলি দিবেন। এই প্রকারে বিধান (অনুষ্ঠান) করিয়া সাক্ষাৎ বৈশ্রবণ (কুবের) হইবেন। ৩৪

সিদ্ধার্থৈস্ত্রিমধুরোপেতৈর্হুত্বা জগদ্ বশং নয়েৎ।
পদ্মহোমেন মহতীং প্রাপ্নুয়াৎ শ্রিয়মূর্জ্জিতাম্॥ ৩৫
সিদ্ধমন্ত্রো যদা মন্ত্রী বালীশস্যাপি মূর্দ্ধনি।
হস্তং দত্ত্বা স্পৃশেৎ[1] সোঽপি সৌরীং[2] বাচমনর্গলাম্।
গদ্য-পদ্যময়ীং ব্রূতে সিদ্ধবিদ্যাপ্রসাদতঃ॥ ৩৬
ইতি সারস্বত কল্পঃ।

ইতি শ্রীরঘুনাথ তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্য কৃতে আগমতত্ত্ব-বিলাসে
তৃতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ।

ত্রিমধুর যুক্ত সিদ্ধার্থের দ্বারা হোম করিয়া জগৎকে বশে আনয়ন করে। পদ্ম-হোমের দ্বারা প্রখ্যাত মহাঐশ্বর্য্য লাভ করে। ৩৫

যখন সাধক সিদ্ধমন্ত্র হয়, তখন সে বালিশের (মূর্খের) মস্তকে হাত দিয়া স্পর্শ করিলে সেই বালিশও সিদ্ধ-বিদ্যার প্রভাবে অনর্গল গদ্য পদ্যময়ী সৌরী (দৈবী) বাক্য বলে। ৩৬

সারস্বত কল্প সমাপ্ত হইল।

শ্রীরঘুনাথ তর্কবাগীশকৃত আগাতত্ত্ব-বিলাসের তৃতীয় পরিচ্ছেদের অনুবাদ সমাপ্ত হইল।

১। খ—দিশেৎ ২। ক—সৌধীং।

আগম-তত্ত্ব-বিলাসঃ

চতুর্থঃ পরিচ্ছেদঃ

ওঁ ভুবনেশ্বর্য্যৈ নমঃ

অথ বক্ষ্যামি জপতামীশ্বরীং ভুবনেশ্বরীম্।
ব্রহ্মাদয়ো ন[১] যাং বেত্তুং মহামায়াং সমীশতে ॥ ১
নকুলীশোঽগ্নিমারূঢো বামনেত্রার্দ্ধচন্দ্রবান্।
বীজমস্যাঃ[২] সমাখ্যাতং সেবিতং সিদ্ধিকাঙ্ক্ষিভিঃ ॥ ২

অস্যার্থঃ—নকুলীশো হকারঃ। অগ্নিঃ রেফঃ। বামনেত্রমীকারঃ। তেন মায়া-বীজমায়াতম্। কালিকা-পুরাণে তু হ্রীমিত্যস্য চতুরক্ষরত্বমুক্তম্; যথা (৩)—

চতুরক্ষর মন্ত্রেণ পাদ্যাদীনথ ষোড়শ।
বিতরেদুপচারাংশ্চ পূর্বপ্রোক্তাংশ্চ ভৈরব! ॥ ৪ ॥ ইতি

ভুবনেশ্বরী-শব্দস্যার্থমাহ দক্ষিণা-মূর্ত্তি-সংহিতায়াম্—

ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ যে মহামায়াকে সম্যক্‌রূপে জানিতে সমর্থ হন না। অনন্তর আমি সেই জপকারিগণের ঈশ্বরী ভুবনেশ্বরীর মন্ত্র প্রভৃতি বলিব। ১

নকুলীশ হকার অগ্নিতে রেফে আরূঢ় হইয়া বামনেত্র ঈকার ও অর্দ্ধচন্দ্র অনুস্বারে যুক্ত হইবে। ইহা সিদ্ধিকামিগণ কর্ত্তৃক সেবিত ভুবনেশ্বরীর বীজ বলিয়া সমাখ্যাত। ২

এই শ্লোকের অর্থ, নকুলীশ—হকার। অগ্নি—রেফ। বামনেত্র—ঈকার। ইহাতে মায়াবীজ (হ্রীং) উপস্থিত হয়। কালিকাপুরাণে কিন্তু হ্রীং এই বীজের চতুরক্ষরত্ব অর্থাৎ হ্রীং এই বীজটি চারি অক্ষর উক্ত হইয়াছে। যেমন (৩)—

হে ভৈরব। পূর্বপ্রোক্ত চতুরক্ষর মন্ত্রের দ্বারা দেবীকে পাদ্যাদি ষোড়শ উপচার বিতরণ (নিবেদন) করিবে। ৪

দ্রষ্টব্য:—চতুর্থ পরিচ্ছেদের প্রথমে ক+খ পুস্তকে মহাবিদ্যা নিরূপণে আশ্চর্য্যজনক পার্থক্য দেখা যায়। খ পুস্তকে প্রথমে তারা প্রকরণ, তাহার বহু বহু পরে ভুবনেশ্বরী প্রকরণ। ক পুস্তকে প্রথমে ভুবনেশ্বরী প্রকরণ, তাহার বহু পরে তারা প্রকরণ। ক পুস্তকের প্রকরণ সূচী প্রথম পরিচ্ছেদের প্রথমে গ্রন্থকারোক্ত প্রকরণ সূচী এক ও সামঞ্জস্য যুক্ত। খ পুস্তক সামঞ্জস্য বিহীন। তাই আমি ক পুস্তক অনুসরণ করিয়া প্রকরণ সন্নিবেশ করিয়াছি।

১। ক—ব্রহ্মাদয়োঽপি যাং বেত্তুং। ২। খ—বীজং তস্যাঃ।

ব্যোমবীজে মহেশানি ! কৈলাশাদি প্রতিষ্ঠিতম্ ।
বহ্নিবীজাৎ সুবর্ণাদি নিষ্পন্নং বহুধা প্রিয়ে ! ॥ ৫
তেনায়ং বর্ত্ততে লোকো ভুমিমণ্ডল-সংস্থিতঃ ।
তুর্য্যস্বরেণ পাতালে শেষরূপেণ ধার্য্যতে ॥ ৬
মহাভূমণ্ডলং তস্মাৎ পাতালস্যাপি নায়িকা ।
অতএব মহেশানি ! ভুবনাধীশ্বরী প্রিয়ে[১] ! ॥ ৭

অথাস্য মন্ত্রস্য[২] পূজাপ্রয়োগঃ । সামান্য-পূজা-পদ্ধত্যুক্ত-প্রাতঃকৃত্যাদি পীঠন্যাসান্তং কর্ম বিধায় হৃৎপদ্মস্য পূর্বাদি-কেশরেষু পীঠশক্তীর্ন্যসেৎ । যথা ওঁ জয়ায়ৈ নমঃ এবং বিজয়ায়ৈ নমঃ, অজিতায়ৈ, অপরাজিতায়ৈ, নিত্যায়ৈ, বিলাসিন্যৈ, দোগ্ধ্রৈ, অঘোরায়ৈ, মধ্যে—মঙ্গলায়ৈ, কর্ণিকায়াং—হ্রীং সর্বশক্তি-কমলাসনায় নমঃ । ৮

তত ঋষ্যাদিন্যাসঃ । অস্য ভুবনেশ্বরী-মন্ত্রস্য শক্তির্ঋষির্গায়ত্রী ছন্দঃ

দক্ষিণামূর্ত্তি সংহিতায় ভুবনেশ্বরী শব্দের অর্থ বলিতেছেন—হে মহেশানি। ব্যোম বীজে কৈলাশ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত আছে। হে প্রিয়ে। বহ্নিবীজ হইতে সুবর্ণাদি বহু প্রকারে নিষ্পন্ন হইয়াছে। ৫

ভূমি মণ্ডলস্থিত এই লোক তাহা দ্বারাই বর্ত্তমান আছে। শেষরূপ (অনন্তরূপ) তুর্য্য স্বরের দ্বারা এই মহাভূমণ্ডল ধৃত হইয়া আছে। সেই হেতু ইনি পাতালেরও নায়িকা। হে মহেশানি ! হে প্রিয়ে। এই হেতুতেই ইনি ভুবনাধীশ্বরী। ৬-৭

অনন্তর এই মন্ত্রের পূজা প্রয়োগ কথিত হইতেছে। সামান্য পূজা পদ্ধতিতে উক্ত প্রাতঃকৃত্য হইতে পীঠন্যাসের শেষ পর্য্যন্ত কর্মসমূহ করিয়া হৃৎপদ্মের পূর্বাদিকেশর সমূহে পীঠশক্তি ন্যাস করিবেন। যথা—ওঁ জয়ায়ৈ নমঃ, এইরূপ ওঁ বিজয়ায়ৈ নমঃ, ওঁ অজিতায়ৈ নমঃ, ওঁ অপরাজিতায়ৈ নমঃ, ওঁ নিত্যায়ৈ নমঃ, ওঁ বিলাসিন্যৈ নমঃ, ওঁ দোগ্ধ্রৈ নমঃ, ওঁ অঘোরায়ৈ নমঃ, মধ্যে ওঁ মঙ্গলায়ৈ নমঃ, কর্ণিকাতে ওঁ হ্রীং সর্বশক্তি-কমলাসনায় নমঃ। ৮

তাহার পর ঋষ্যাদিন্যাস। যথা—ওঁ অস্য ভুবনেশ্বরী-মন্ত্রস্য শক্তির্ঋষিঃ গায়ত্রী

১। খ—প্রিয়ে ইত্যনন্তরম্—ঈকারে ব্যোম তুর্য্যেণ স্বরেণানিল-সম্ভবঃ। বিকারে সতি রফেণ সাক্ষাদ্ বহ্নিস্বরূপিণী। বহ্নিবীজং বসুধেয়ং তস্মাদ্ রেফঞ্চ সুন্দরি !। অতএব মহেশানি। স বায়ৌ শমতা ভবেৎ। বিন্দুরত্রামৃতা দেবি প্লাবয়ন্তী জগৎত্রয়ম্। দ্রবরূপী ভবেৎ তস্মাৎ প্লাবয়ন্তী চার্দ্ধমাত্রয়া। অতএব মহেশানি। ভুবনেশীতি কথ্যতে। ইত্যধিকঃ। ২। খ—অথাত্রাঃ পূজা।

হকারো বীজং ঈকারঃ শক্তিঃ রেফঃ কীলকং ভুবনেশ্বরী দেবতা চতুর্বর্গ-সিদ্ধ্যর্থে বিনিয়োগঃ। শিরসি—শক্ত্রয়ে ঋষয়ে নমঃ। মুখে—গায়ত্রী-ছন্দসে নমঃ। হৃদি—ভুবনেশ্বর্য্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ। গুহ্যে—হ-বীজায় নমঃ[১]। পাদয়োঃ—ঈ-শক্তয়ে নমঃ। সর্বাঙ্গে—র-কীলকায় নমঃ। ৯

ততো মন্ত্রন্যাসঃ। শিরসি—ওঁ হৃল্লেখায়ৈ নমঃ। বদনে—এঁ গগনায়ৈ নমঃ। হৃদি—ওঁ উং রক্তায়ৈ নমঃ। গুহ্যে—ইং করালিকায়ৈ নমঃ। পাদয়োঃ—অং মহোচ্ছুষ্মায়ৈ নমঃ। এবমাত্মনঃ[২] শিবরূপতয়া উর্দ্ধ-প্রাগ্-যাম্যোদীচ্য-পশ্চিমেষু মুখেষু তান্ন্যসেৎ। এতাসাং বীজানি যথা নিবন্ধে—সত্যাদি পঞ্চহ্রস্বাঢ্যা ন্যস্তব্যা ভূত-সপ্রভাঃ। সত্য ওকারস্তদাদিত্বং প্রাতিলোম্যেন। ওকারেকারয়োস্তু[৩] তন্ত্রে হ্রস্বত্ব-ব্যবহারঃ। ১০

ছন্দঃ ভুবনেশ্বরী দেবতা হকারো বীজম্ ঈকারঃ শক্তিঃ রেফঃ কীলকং চতুর্বর্গসিদ্ধ্যর্থে বিনিয়োগঃ। মস্তকে—ওঁ শক্ত্রয়ে ঋষয়ে নমঃ। মুখে—ওঁ গায়ত্রীছন্দসে নমঃ। হৃদয়ে—ওঁ ভুবনেশ্বর্য্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ। গুহ্যে—ওঁ হং বীজায় নমঃ। পাদদ্বয়ে—ওঁ ঈং শক্তয়ে নমঃ। সর্বাঙ্গে—ওঁ রং কীলকায় নমঃ। ৯

তাহার পর মন্ত্রন্যাস। যথা মস্তকে—ওঁ হ্রোং হৃল্লেখায়ৈ নমঃ। বদনে—ওঁ হ্রেং গগনায়ৈ নমঃ। হৃদয়ে—ওঁ হ্রুং রক্তায়ৈ নমঃ। গুহ্যে—ওঁ হ্রিং করালিকায়ৈ নমঃ। পাদদ্বয়ে—ওঁ হ্রং মহোচ্ছুষ্মায়ৈ নমঃ। এইরূপ আত্মা শিবরূপ বলিয়া নিজের ঊর্ধ্ব, পূর্ব, যাম্য, দক্ষিণ, উত্তর ও পশ্চিম মুখে সেই হৃল্লেখা প্রভৃতিকে ন্যাস করিবে। যথা ঊর্ধ্বমুখে- ওঁ হ্রোং হৃল্লেখায়ৈ নমঃ। পূর্বমুখে—ওঁ হ্রেং গগনায়ৈ নমঃ। দক্ষিণ মুখে—ওঁ হ্রুং রক্তায়ৈ নমঃ। উত্তর—মুখে ওঁ হ্রিং করালিকায়ৈ নমঃ। পশ্চিম মুখে—ওঁ হ্রং মহোচ্ছুষ্মায়ৈ নমঃ।

এই হৃল্লেখাদির বীজগুলি যেমন নিবন্ধে (শারদাতিলকে) বলিয়াছেন—সত্যাদি-পঞ্চ হ্রস্বাঢ্যা ন্যস্তব্যা ভূতসপ্রভাঃ অর্থাৎ পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতবর্গের প্রভার ন্যায় প্রভা (বর্ণ) বিশিষ্টা হৃল্লেখা প্রভৃতিকে সত্যাদি (ওকারাদি) পঞ্চহ্রস্ব বর্ণ যুক্ত বীজের দ্বারা ভূষিত করিয়া ন্যাস করিবে। সত্য—ওকার। প্রতিলোমে তদাদি অর্থাৎ ওকারাদি (ও এ উ ই ও অ) বুঝিতে হইবে। ওকার ও একারের তন্ত্রে হ্রস্বত্বরূপে ব্যবহার আছে। ১০

১। ক—গুহ্যে হং বীজায়। পাদয়োঃ ঈশক্তয়ে। সর্বাঙ্গে রং কীলকায়। ২। খ—এবং ঊর্ধ্ব-প্রাগিত্যাদি পশ্চিমেষু তান্ ন্যসেৎ। ৩। খ—ওকারস্তু তন্ত্রে।

ততঃ ষড়্দীর্ঘ-ভাজা মায়াবীজেন করাঙ্গন্যাসৌ। যথা—ষড়্দীর্ঘ-ভাজা বীজেন কুর্য্যাদঙ্গক্রিয়াং মনোরিতি[১]। স্বচ্ছন্দসংগ্রহে (১১)—

স্বরং বিহায় বীজস্তু দীর্ঘ-ষট্‌কেন যোজয়েৎ।
ষড়ঙ্গানি বিধেয়ানি সর্বত্রায়ং বিধিঃ স্মৃতঃ॥ ১২

অস্যার্থঃ—হ্রীঙ্কারস্য দীর্ঘেকারং ত্যক্ত্বা আকারাদি যোজয়েৎ[২]। সর্বত্র করাঙ্গন্যাসয়োরেবং ক্রমঃ। ন্যাসেঽঙ্গুলিনিয়মস্তু প্রাগুক্তঃ। ১৩

ততঃ কপালে—ওঁ গায়ত্রী-সহিত-ব্রহ্মণে নমঃ। এবং দক্ষিণ-কপোলে—সাবিত্রী-সহিত-বিষ্ণবে। বামকপোলে—বাগীশ্বরী-সহিত-মহেশ্বরায়, বাম-

বিবৃতি। তন্ত্রসারে ও এই গ্রন্থে বিন্দুযুক্ত পঞ্চ হ্রস্বস্বর (ও এ উ ই অ) যোগে মূর্ত্তি ন্যাস লিখিত হইয়াছে। তাহা কিন্তু সঙ্গত নহে। শারদাতিলককার সদ্যাদি পঞ্চ হ্রস্ব স্বর যুক্ত বীজযোগে মূর্ত্তিন্যাস করিতে বলিয়াছেন। পদার্থদর্শকার রাঘব ভট্ট প্রমাণ সহকারে ইহা সমর্থন করিয়াছেন। দশপটলীতেও উক্ত হইয়াছে—সদ্যোষ্ঠ-শ্রুতি-নেত্রাদ্যৈর্বিদ্যাং সংভেদ্য মন্ত্রবিৎ। হৃল্লেখাদীন্ প্রবিন্যসেৎ। উভয় গ্রন্থকারের সত্যাদি পঞ্চহ্রস্বাঢ্যা এই প্রমাদ পাঠের অনুসরণই এই প্রমাদের কারণ। শারদায় সদ্যাদি হ্রস্ববীজাঢ্যা এইরূপ পাঠ আছে। ১০

তাহার পর করাঙ্গন্যাস। ষড়্দীর্ঘযুক্ত মায়াবীজের দ্বারা করাঙ্গন্যাস করিবেন। যেমন তন্ত্রেবলিয়াছেন—ছয়টি দীর্ঘ স্বর যুক্ত বীজের দ্বারা মন্ত্রের অঙ্গক্রিয়া (করাঙ্গন্যাস) হইবে। স্বচ্ছন্দ সংগ্রহে বলিয়াছন (১১)—

বীজের স্বরকে (ঈকারাদিকে) পরিত্যাগ করিয়া সেই বীজকে ছয়টি দীর্ঘস্বরের সহিত যোগ করিবেন। তাহা দ্বারা ষড়ঙ্গন্যাস করিবেন। সর্বত্র এই বিধি কথিত হইয়াছে। ১২

এই শ্লোকের অর্থ—হ্রীংকারের দীর্ঘ ঈকারকে ত্যাগ করিয়া আকারাদি যোগ করিবেন। সর্বত্র করাঙ্গন্যাসে এইরূপ ক্রম। ন্যাসে অঙ্গুলি নিয়ম পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। তাহা হইলে করন্যাস হইবে—ওঁ হ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ওঁ হ্রীং তর্জনীভ্যাং স্বাহা, ওঁ হ্রূং মধ্যমাভ্যাং বষট্, ওঁ হ্রৈং অনামিকাভ্যাং হুং, ওঁ হ্রৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, ওঁ হ্রঃ করতল-কর-পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্। এইরূপ হৃদয়াদিতে ওঁ হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে অঙ্গন্যাস করিবেন। ১৩

তাহার পর যোনিন্যাস। যথা কপালে—ওঁ গায়ত্রী সহিত-ব্রহ্মণে নমঃ। এইরূপ দক্ষিণ কপোলে—ওঁ সাবিত্রী-সহিত-বিষ্ণবে নমঃ। বামকপোলে—ওঁ বাগীশ্বরী-

১। খ—মনোরিতি বচনাৎ। ২। খ—যোজয়েৎ। ন্যাসেঽঙ্গুলি নিয়মস্তু।

কর্ণোপরি—শ্রীসহিত-ধনপতয়ে, মুখে—রতি-সহিত-স্মরায়, দক্ষকর্ণোপরি—পুষ্টিসহিত-গণপতয়ে[১]। দক্ষিণগণ্ড-কর্ণান্তরালে—শঙ্খনিধয়ে। বামগণ্ড-কর্ণান্তরালে—পদ্মনিধয়ে। মুখে (চিবুকে)—ভুবনেশ্বর্য্যৈ দেবতায়ৈ। এবং কণ্ঠমূল-দক্ষিণ-স্তন-বাম-স্তন-বামাংস-হৃদয়-দক্ষিণাংস-পার্শ্বদ্বয়-নাভিষু[২] তান্ ন্যসেৎ। যথা কণ্ঠ মূলে—ওঁ গায়ত্রী-সহিত-ব্রহ্মণে নমঃ ইত্যাদি[৩]। ১৪

ততো ভালে—ওঁ ব্রাহ্মৌ নমঃ। এবং বামাংসে—মাহেশ্বর্য্যৈ, বামপার্শ্বে কৌমার্য্যৈ, জঠরে—বৈষ্ণব্যৈ, দক্ষিণপার্শ্বে—বারাহ্যৈ, দক্ষিণাংসে—ইন্দ্রাণ্যৈ, গলে—চামুণ্ডায়ৈ, হৃদি—মহালক্ষ্ম্যৈ। এবং বিন্যস্য মূলেন ব্যাপকত্রয়ং কুর্য্যাৎ। ততো ধ্যানম্ (১৫)—

উদ্যদিন-দ্যুতিমিন্দুকিরীটাং[৪] তুঙ্গ-কুচাং নয়নত্রয়-যুক্তাম্।

সহিত-মহেশ্বরায় নমঃ। বামকর্ণের উপরে—ওঁ শ্রীসহিত-ধনপতয়ে নমঃ। মুখে—ওঁ রতি সহিত-স্মরায় নমঃ। দক্ষিণ কর্ণের উপরে—ওঁ পুষ্টি-সহিত-ধনপতয়ে নমঃ। দক্ষিণ গণ্ড ও কর্ণের অন্তরালে—ওঁ শঙ্খনিধয়ে নমঃ। বামগণ্ড ও কর্ণের অন্তরালে—ওঁ পদ্মনিধয়ে নমঃ। মুখে (চিবুকে)—ওঁ ভুবনেশ্বর্য্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ। এইরূপ কণ্ঠমূলে, দক্ষিণ স্তনে, বামস্তনে, বামস্কন্ধে, হৃদয়ে, দক্ষিণ স্কন্ধে, পার্শ্বদ্বয়ে ও নাভিতে তাঁহাদিগকে ন্যাস করিবেন। যথা কণ্ঠমূলে—ওঁ গায়ত্রী-সহিত-ব্রহ্মণে নমঃ। দক্ষিণস্তনে—ওঁ সাবিত্রী-সহিত-বিষ্ণবে নমঃ। বামস্তনে—ওঁ বাগীশ্বরী-সহিত-মহেশ্বরায় নমঃ। বামস্কন্ধে—ওঁ শ্রীসহিত-ধনপতয়ে নমঃ। হৃদয়ে—ওঁ রতিসহিত-স্মরায় নমঃ। দক্ষিণস্কন্ধে—ওঁ পুষ্টিসহিত গণপতয়ে নমঃ। দঃ পার্শ্বে—ওঁ শঙ্খনিধয়ে নমঃ। বামপার্শ্বে—ওঁ পদ্মনিধয়ে নমঃ! নাভিতে—ওঁ ভুবনেশ্বর্য্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ। ১৪

তাহার পর অষ্ট শক্তির ন্যাস। যথা ভালে—ওঁ ব্রাহ্মৌ নমঃ। এইরূপ বামস্কন্ধে—ওঁ মাহেশ্বর্য্যৈ নমঃ। বামপার্শ্বে—ওঁ কৌমার্য্যৈ নমঃ। জঠরে—ওঁ বৈষ্ণব্যৈ নমঃ। দক্ষিণপার্শ্বে—ওঁ বারাহ্যৈ নমঃ। দঃ স্কন্ধে—ওঁ ইন্দ্রাণ্যৈ নমঃ। গলে—ওঁ চামুণ্ডায়ৈ নমঃ। হৃদয়ে—ওঁ মহালক্ষ্ম্যৈ নমঃ। এই প্রকারে ন্যাস করিয়া মূলমন্ত্রের দ্বারা মস্তক হইতে পাদের অঙ্গুষ্ঠ পর্য্যন্ত তিন বার ব্যাপক ন্যাস করিবেন। তাহার পর ধ্যান করিবেন (১৫)—

ধ্যানের অর্থ—উদীয়মান বালসূর্য্যের ন্যায় কান্তি বিশিষ্টা, চন্দ্রমণ্ডিত-কিরীট-

---

১। খ—পুষ্টিসহিতধনপতয়ে। ২। খ—দক্ষিণস্তন-দক্ষিণাংশ-বামাংশ-হৃদয়-পার্শ্বদ্বয়-নাভিষু। ৩। খ—ইত্যাদি। তথাচ বর্ণ-ভিন্নন্যাসে বিশ্বসারঃ—ওঁকারাদ্যং ঙে-যুতঞ্চ নমোঽন্তঞ্চ যথাস্থিতি। বিধিনা বিন্যসেৎ পূর্বং শঙ্করস্য মতে যথা। এবং সর্বত্র। ততো ভালে। ৪। খ—কিরীটীং।

স্মেরমুখীং বরদাঙ্কুশাভীতি-করাং প্রভজেদ্ ভুবনেশীম্[১] ॥ ১৬

ইনঃ সূর্য্যঃ। এবং ধ্যাত্বা মানসৈরুপচারৈঃ সংপূজ্য সামান্য-পূজা-পদ্ধত্যুক্ত-রীত্যাঽর্ঘস্থাপনং কুর্য্যাৎ ॥ অস্যাঃ পূজাযন্ত্রং যথা (১৭)—

পদ্মমষ্টদলং বাহ্যে বৃত্তং ষোড়শভির্দলৈঃ।
বিলিখেৎ কর্ণিকামধ্যে ষট্‌কোণমতিসুন্দরম্।
চতুরস্রং চতুর্দ্বারমেবং মণ্ডলমালিখেৎ। ১৮

ততঃ সামান্যপূজা পদ্ধত্যুক্ত-রীত্যা পীঠপূজাং তত্র কৃত্বা পীঠশক্তীরর্চয়েৎ। যথা পূর্বাদিকেশরেষু—ওঁ জয়ায়ৈ নমঃ, এবং বিজয়ায়ৈ, অজিতায়ৈ, অপরাজিতায়ৈ, নিত্যায়ৈ, বিলাসিন্যৈ, দোগ্ধ্রৈ, অঘোরায়ৈ, মধ্যে মঙ্গলায়ৈ, তদুপরি হ্রীং সর্বশক্তি-পদ্মাসনায়। ততো মূলেন মূর্ত্তিং সংকল্প্য পূর্ব্ববদ্ধ্যাত্বা-বাহনাদি-পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি-দান-পর্য্যন্তং বিধায়াবরণানি[২] পূজয়েৎ। ১৯

ধারিণী, উন্নতস্তনী, ত্রিনয়না, ঈষৎহাস্যমুখী, বামের অধোহস্তে বর, উর্ধ্বহস্তে পাশ, দক্ষিণের উর্ধ্বহস্তে অঙ্কুশ ও অধোহস্তে অভয়-মুদ্রাধারিণী ভুবনেশ্বরীকে ভজনা করি। ১৬

ইন—সূর্য্য। এইরূপ ধ্যান করিয়া, মানস উপচারে পূজা করিয়া, সামান্য পূজা পদ্ধতিতে উক্ত রীতি অনুসারে বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করিবেন। এই ভুবনেশ্বরীর পূজা যন্ত্র হইতেছে (১৭)—

প্রথম একটি অষ্টদল পদ্ম আঁকিবে। তাহার বাহিরে একটি বৃত্ত আঁকিবে। উহা ষোলটি দলের দ্বারা যুক্ত হইবে। অষ্টদল পদ্মের কর্ণিকাতে অতিসুন্দর ষট্‌কোণ অঙ্কন করিবে। তাহার পর পদ্মের বাহিরে একটি চতুর্দ্বার যুক্ত চতুরস্র আঁকিবে। এই প্রকারে মণ্ডল (পূজাযন্ত্র) আঁকিবে। ১৮

তাহার পর সামান্য পূজা পদ্ধতিতে উক্ত রীতি অনুসারে সেই পূজাযন্ত্রে পীঠপূজা করিয়া পীঠশক্তির পূজা করিবেন। প্রদক্ষিণক্রমে যথা কেশরে—ওঁ জয়ায়ৈ নমঃ। এইরূপ অগ্নিকোণ কেশরে—ওঁ বিজয়ায়ৈ নমঃ। দঃ কেশরে—ওঁ অজিতায়ৈ নমঃ। নৈঃ কেশরে—ওঁ অপরাজিতায়ৈ নমঃ। পঃ কেশরে—ওঁ নিত্যায়ৈ নমঃ। বাঃ কেশরে—ওঁ বিলাসিন্যৈ নমঃ। উঃ কেশরে—ওঁ দোগ্ধ্রৈ নমঃ। ঈঃ কেশরে—ওঁ অঘোরায়ৈ নমঃ। মধ্যে—ওঁ মঙ্গলায়ৈ নমঃ। তাহার উপরিভাগে—ওঁ হ্রীং সর্বশক্তি-কমলাসনায় নমঃ। তাহার পর মূলমন্ত্রে মূর্ত্তির কল্পনা করিয়া পূর্ববৎ ধ্যান

১। খ—ভুবনেশীং। এবং ধ্যাত্বা। ২। খ—বিধায় হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদিনা ষড়ঙ্গেন পূজয়িত্বা। পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলীন্ দত্ত্বাবরণানি পূজয়েৎ। যথা কর্ণিকামধ্যে।

যথা কর্ণিকা-মধ্যে—ওঁ হৃল্লেখায়ৈ নমঃ। পূর্বে—এঁ গগনায়ৈ নমঃ। দক্ষিণে—উং রক্তায়ৈ। উত্তরে—ইঁ করালিকায়ৈ। পশ্চিমে—অঁ মহোচ্ছুষ্মায়ৈ। ষট্কোণেষু পূর্বে—ওঁ গায়ত্র্যৈ নমঃ ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ। এবং নৈর্ঋতে—সাবিত্র্যৈ বিষ্ণবে। বায়ব্যে—সরস্বত্যৈ রুদ্রায়। বহ্নিকোণে—শ্রিয়ৈ ধনপতয়ে। পশ্চিমে—রত্যৈ স্মরায়। ঐশান্যাং—পুষ্ট্যৈ গণপতয়ে। ষট্কোণস্যোভয়পার্শ্বয়োঃ—শঙ্খনিধয়ে, পদ্মনিধয়ে। ২০

কেশরেষ্বগ্নি-নির্ঋতি-বায়্বীশান-কোণেষু মধ্যে চতুর্দ্দিক্ষু চ হ্রাঁ হৃদয়ায় নম ইত্যাদিনা ষড়ঙ্গানি পূজয়েৎ। নিবন্ধে (২১)—

করিয়া আবাহনাদি করিয়া, পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি দান পর্য্যন্ত কার্য্য সমূহ করিয়া আবরণ দেবতাগণের পূজা করিবেন। ১৯

বিবৃতি। ধ্যানের পর পাশ, অঙ্কুশ, অভয়, বর, পুস্তক, জ্ঞান ও যোনিমুদ্রা দেখাইবেন। তাহার পর ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং পরামৃতরূপে ভগবতি। চন্দ্রমণ্ডলবাসিনি! চন্দ্রামৃতেন পূরয় দ্রব্যমিদং পবিত্রয় পূরয় শ্রীং হ্রীং ঐং স্বাহা—এই মন্ত্রে নিজেকে ও পূজার উপকরণ দ্রব্যগুলিকে প্রোক্ষণ করিবেন। ইহা রাঘব ভট্ট পদার্থাদর্শে বলিয়াছেন। ১৯

সেই আবরণ দেবতার পূজা। যথা কর্ণিকামধ্যে—ওঁ ওং হৃল্লেখায়ৈ নমঃ। সেই কর্ণিকার পূর্বে—ওঁ এং গগনায়ৈ নমঃ। দক্ষিণে—ওঁ উং রক্তায়ৈ নমঃ। উত্তরে ওঁ ইং করালিকায়ৈ নমঃ। পশ্চিমে—ওঁ অং মহোচ্ছুষ্মায়ৈ নমঃ।

অনন্তর ষট্কোণের উর্দ্ধাগ্রে ত্রিকোণ হইতে প্রদক্ষিণক্রমে মিথুনদেবতার পূজা কর্ত্তব্য। যথা ইন্দ্রকোণে—ওঁ গায়ত্র্যৈ নমঃ, ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ। এইরূপ নৈর্ঋত-কোণে—ওঁ সাবিত্র্যৈ নমঃ, ওঁ বিষ্ণবে নমঃ। বায়ুকোণে—ওঁ সরস্বত্যৈ নমঃ, ওঁ রুদ্রায় নমঃ। অগ্নিকোণে—ওঁ শ্রিয়ৈ নমঃ, ওঁ ধনপতয়ে নমঃ। পশ্চিমে—ওঁ রত্যৈ নমঃ, ওঁ স্মরায় নমঃ। ঈশানে—ওঁ পুষ্ট্যৈ নমঃ, ওঁ গণপতয়ে নমঃ৷ ষট্কোণের উভয় পার্শ্বে—ওঁ শঙ্খনিধয়ে নমঃ, ওঁ পদ্মনিধয়ে নমঃ। ২০

অনন্তর ষড়ঙ্গদেবতা পূজা। অগ্নি, নৈর্ঋত, বায়ু ও ঈশান কোণে, মধ্যে ও চারিদিকে হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি প্রকারে ষড়ঙ্গের পূজা করিবেন। যথা কেশরের অন্তর্গত অগ্নিকোণে—ওঁ হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ। ঈশকোণে—ওঁ হ্রীং শিরসে স্বাহা নমঃ। নৈর্ঋতকোণে—ওঁ হ্রূং শিখায়ৈ বষট্ নমঃ। বায়ুকোণে—ওঁ হ্রৈং কবচায় হুং নমঃ। মধ্যে—ওঁ হ্রৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ নমঃ। কর্ণিকায় সম্মুখে—ওঁ হ্রঃ করতল-পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্ নমঃ। নিবন্ধে বলিয়াছেন (২১)—

কেশরেষ্বগ্নি-কোণাদৌ হৃদয়াদীনি[১] পূজয়েৎ ।
নেত্রমগ্রে দিশাস্বস্ত্রং ধ্যাতব্যাশ্চাঙ্গদেবতাঃ ॥ ২২

দিশাস্বস্ত্রমিতি চতুর্দিক্ষু পূজনে অস্ত্রমন্ত্রস্যাবৃত্তিরিত্যর্থঃ। এবং সর্বত্র। ভৈরব্যাদৌ তু বিশেষো বক্তব্যঃ। ২৩

ততোঽষ্টদলেষু পূর্বাদিতঃ অনঙ্গকুসুমায়ৈ নমঃ এবং অনঙ্গকুসুমাতুরায়ৈ[২] অনঙ্গমদনায়ৈ, অনঙ্গমদনাতুরায়ৈ, ভুবনপাশায়ৈ, গগনবেগায়ৈ, শশিরেখায়ৈ[৩] গগনরেখায়ৈ। পূর্বাদিষোড়শদলেষু করাল্যৈ, বিকরাল্যৈ, উমায়ৈ, সরস্বত্যৈ[৪], শ্রিয়ৈ, দুর্গায়ৈ[৫], ভবায়ৈ, লক্ষ্ম্যৈ, শ্রুত্যৈ, স্মৃত্যৈ, ধৃত্যৈ, শ্রদ্ধায়ৈ, মেধায়ৈ, মত্যৈ, কান্ত্যৈ, আর্য্যায়ৈ। ২৪

তদ্বহির্ভূগৃহে পূর্বাদিতঃ অনঙ্গরূপায়ৈ, অনঙ্গমদনায়ৈ, অনঙ্গমদনতুরায়ৈ,

---

কেশরের অগ্নিকোণাদিতে হৃদয়াদি অঙ্গদেবতার পূজা করিবেন। অগ্রে নেত্রের ও দিক্ সমূহে অস্ত্রের পূজা করিবেন। অঙ্গদেবতাকে ধ্যান করিবেন। ২২

বিবৃতি। গ্রন্থকার মিথুনদেবতার পূজার পর ষড়ঙ্গদেবতার পূজা লিখিয়াছেন। কিন্তু শারদাতিলকে ষড়ঙ্গদেবতার পূজার পর মিথুনদেবতার পূজা লিখিয়াছেন। রাঘব ভট্ট কর্ণিকার অন্তর্গত অগ্ন্যাদি কোণে এবং গ্রন্থকার কেশরের অগ্ন্যাদিকোণে ষড়ঙ্গের পূজা করিতে বলিয়াছেন। সম্প্রদায় অনুসারে ইহা কর্ত্তব্য। ২২

দিশাসু অস্ত্রমিতি। ইহার অর্থ—চতুর্দিকে পূজায় অস্ত্র মন্ত্রের আবৃত্তি হইবে। এইরূপ সর্বত্র জানিবেন। ভৈরব্যাদি বিষয়ে বিশেষ বক্তব্য আছে। ২৩

তাহার পর অষ্টদলে পূর্বাদিক্রমে—ওঁ অনঙ্গকুসুমায়ৈ নমঃ। এইরূপ ওঁ অনঙ্গকুসুমাতুরায়ৈ, ওঁ অনঙ্গমদনায়ৈ, ওঁ অনঙ্গমদনাতুরায়ৈ, ওঁ ভুবনপাশায়ৈ, ওঁ গগনবেগায়ৈ, ওঁ শশিরেখায়ৈ, ওঁ গগনরেখায়ৈ নমঃ মন্ত্রে অনঙ্গকুসুমাদির পূজা করিবেন।

পূর্বাদি ষোড়শদলে যথাক্রমে—ওঁ করাল্যৈ নমঃ এইরূপ মন্ত্রে করালীকে, এইরূপ বিকরাল্যৈ, উমায়ৈ, সরস্বত্যৈ, শ্রিয়ৈ, দুর্গায়ৈ, ভবায়ৈ, লক্ষ্ম্যৈ, শ্রুত্যৈ, স্মৃত্যৈ, ধৃত্যৈ, শ্রদ্ধায়ৈ, মেধায়ৈ, মতৈ, কান্ত্যৈ ও ওঁ আর্য্যায়ৈ নমঃ মন্ত্রে পূজা করিবেন। ২৪

ষোড়শদলের বহির্ভাগে ভূগৃহে পূর্বাদিক্রমে ওঁ অনঙ্গরূপায়ৈ নমঃ, এইরূপ অনঙ্গ-

---

১। খ—কোণাদি হৃদয়াদীনি। ২। খ—কুসুমাতুরায়ৈ অনঙ্গমদনাতুরায়ৈ ভুবনপালায়ৈ। ৩। খ+ক—শশিশেখরায়ৈ। ৪। খ—সরস্বত্যৈ প্রিয়ৈ। ৫। খ—দুর্গায়ৈ উষায়ৈ।

ভুবনবেগায়ৈ, ভুবনপালিকায়ৈ, সর্বশিশিরায়ৈ, অনঙ্গবেদনায়ৈ; অনঙ্গ-মেখলায়ৈ। ২৫

তদ্বহিশ্চতুরস্ত্রে পূর্বাদিতঃ ওঁ লঁ। ইন্দ্রায় দেবাধিপতয়ে সায়ুধায় সবাহনায় সপরিবারায় নমঃ। ওঁ রঁ। অগ্নয়ে তেজোঽধিপতয়ে সায়ুধায়েত্যাদি, ওঁ যঁ। যমায় প্রেতাধিপতয়ে[১] সায়ুধায়েত্যাদি। ওঁ ক্ষঁ। নির্ঋতয়ে রক্ষোঽধিপতয়ে[২] সায়ুধায়েত্যাদি। ওঁ বঁা বরুণায় জলাধিপতয়ে[৩] সায়ুধায়েত্যাদি। ওঁ যঁা বায়বে প্রাণাধিপতয়ে[৪] সায়ুধায়েত্যাদি, সঁা সোমায় তারাধিপতয়ে সায়ুধায়েত্যাদি। ওঁ হঁা ঈশানায় গণাধিপতয়ে সায়ুধায়েত্যাদি। ইন্দ্রেশানয়োর্মধ্যে ওঁ অঁ। ব্রহ্মণে প্রজাধিপতয়ে সায়ুধায়েত্যাদি। নির্ঋতি-বরুণয়োর্মধ্যে ওঁ হ্রীঁ অনন্তায় নাগাধিপতয়ে সায়ুধায়েত্যাদি। ২৬

তথাচ— লোকপালা বহিঃ পূজ্যাঃ সমন্তাশ্চতুরস্রকে।

মদনায়ৈ, মদনাতুরায়ৈ, ভুবনবেগায়ৈ, ভুবনপালিকায়ৈ, সর্বশিশিরায়ৈ, অনঙ্গবেদনায়ৈ, ও অনঙ্গমেখলায়ৈ নমঃ মন্ত্রে পূজা করিবেন। ২৫

তাহার পর লোকপাল পূজা। ভুগৃহের বহির্ভাগে চতুরস্রমধ্যে পূর্বাদিক্রমে ওঁ লাং ইন্দ্রায় সুরাধিপতয়ে বজ্রায়ুধায় ঐরাবতবাহনায় সপরিবারায় সশক্তিকায় ভুবনেশ্বরী-পারিষদায় নমঃ। অগ্নিকোণে—ওঁ রাং অগ্নয়ে তেজোঽধিপতয়ে শক্ত্যায়ুধায় অজবাহনায় ইত্যাদি। দক্ষিণে—ওঁ যাং যমায় প্রেতাধিপতয়ে দণ্ডায়ুধায় মহিষ-বাহনায় সপরিবারায় ইত্যাদি। নৈর্ঋতে—ওঁ ক্ষাং রক্ষোধিপতয়ে অস্যায়ুধায় নরবাহ-নায় সপরিবারায় ইত্যাদি। পশ্চিমে—ওঁ বাং বরুণায় জলাধিপতয়ে পাশায়ুধায় মকরবাহনায় সপরিবারায় ইত্যাদি। বায়ুকোণে—ওঁ যাং বায়বে প্রাণাধিপতয়ে অঙ্কুশায়ুধায় মৃগবাহনায় সপরিবারায় ইত্যাদি। উত্তরে—ওঁ সাং সোমায় তারাধি-পতয়ে গদায়ুধায় অশ্ববাহনায় সপরিবারায় ইত্যাদি। ঈশানে—ওঁ হাং ঈশানায় গণাধিপতয়ে শূলায়ুধায় বৃষভবাহনায় সপরিবারায় ইত্যাদি। ইন্দ্র ও ঈশানের মধ্যে—ওঁ আং ব্রহ্মণে প্রজাধিপতয়ে চক্রায়ুধায় রথবাহনায় ইত্যাদি। নির্ঋতি ও বরুণের মধ্যে—ওঁ হ্রীং অনন্তায় নাগাধিপতয়ে পদ্মায়ুধায় হংসবাহনায় ইত্যাদি। ২৬

তাহাই উক্ত হইয়াছে—দলের বহির্ভাগে চতুরস্রের মধ্যে চারিদিকে আটটি লোক-

---

১। খ—প্রেতাধিপতয়ে পূর্ববৎ। ২। খ—রক্ষোধিপতয়ে পূর্ববৎ। ৩। খ—জলাধিপতয়ে পূর্ববৎ। ৪। খ—প্রাণাধিপতয়ে পূর্ববৎ।

পুরুহূতেশয়োর্মধ্যে রক্ষো-বরুণয়োস্তথা।
ব্রহ্মা-বিষ্ণু সদা পূজ্যৌ দিগীশার্চাং বিদুর্বুধাঃ ॥ ২৭
ইন্দ্রাদি-লোকপালানাং যে মন্ত্রাস্তে ধ্রুবাদিকাঃ।
স্বস্ববীজান্বিতাঃ সর্বে স-চতুর্থী-নমোঽন্তকাঃ ॥ ২৮

ধ্রুবঃ প্রণবঃ। স্ববীজমাহ মন্ত্রদর্শনে—

পৃথ্ব্যগ্নি-পবনানন্তা বরুণানিলসেশ্বরৈঃ।
অনন্ত-বিন্দুসংযুক্তৈরর্চ্যা পাশেন মায়য়া ॥ ২৯

অস্যার্থঃ। পৃথ্বী লকারঃ, অগ্নীঃ রেফঃ, পবনো[১] যকারঃ, অনন্তঃ ক্ষকারঃ, বরুণো বকারঃ, অনিলো যকারঃ, সঃ সকারঃ, ঈশ্বরো হকারঃ, তৈঃ অনন্ত আকারঃ। পাশ আঁ বীজম্। মায়া হ্রীঙ্কারঃ। ৩০

তথা— অন্তে যজেল্লোকপালান্ মূল-পারিষদান্বিতান্।
হেতি-জাত্যধিপোপেতান্ দিক্ষু পূর্বাদিতো যজেৎ ॥ ৩১

পালকে পূজা করিবে। পুরুহূত (পূর্ব) ঈশ অর্থাৎ ইন্দ্র ও ঈশানের মধ্যে এবং রক্ষঃ ও বরুণের মধ্যে ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর (অনন্তের) সর্বদা পূজা করিবে। পণ্ডিতগণ দিক্‌পতিগণের পূজাকে এইরূপ জানিবেন। ২৭

ইন্দ্রাদি লোকপালগণের যে মন্ত্র সমূহ, সেগুলি প্রণবাদি হইবে। স্ব স্ব বীজের দ্বারা যুক্ত হইবে, চতুর্থী বিভক্তি যুক্ত ও নমঃ অন্ত হইবে। ২৮

ধ্রুব—প্রণব (ওঁ)। মন্ত্র দর্শনে দিক্‌পালগণের বীজ বলিয়াছেন—অনন্ত (আ) ও বিন্দু (ং) সংযুক্ত পৃথিবী (ল), অগ্নি (র) পবন (যকার) অনন্ত (ক্ষ), বরুণ (ব), অনিল (য), স—সকার ও ঈশ্বর (হ) দ্বারা আটদিক্ পালের বীজ হয়। পাশ (আং) ও মায়া (হ্রীং) দ্বারা অনন্ত ও ব্রহ্মার বীজ হয়। ২৯

এই শ্লোকের অর্থ—পৃথ্বী লকার। অগ্নি—রেফ। পবন যকার অনন্ত—ক্ষকার। বরুণ—বকার। অনিল—যকার। স—সকার। ঈশ্বর—হকার, তাহাদের দ্বারা। অনন্ত—আকার। পাশ—আং। মায়া—হ্রীংকার। ৩০

তাহাই (শারদাতিলকে) বলিয়াছেন—সর্বশেষে বাহ্যে পূর্বাদি দিক্‌সমূহে ক্রমে ক্রমে বীজযুক্ত, বাহনযুক্ত, জাতিযুক্ত, অধিপতিযুক্ত, হেতি (অস্ত্র) যুক্ত ও মূল পারিষদযুক্ত ইন্দ্র, অগ্নি প্রভৃতি লোকপালগণকে পূজা করিবেন। ৩১

বিবৃতি। তন্ত্রসারকার ও এই গ্রন্থকার দিক্‌পাল পূজায় ব্রহ্মার পূজার পর অনন্তের

১। ক—পবনস্য যকারস্য।

হেতিরস্ত্রম্। সবাহনায়েতি ক্রমদীপিকা। তদ্বহিঃ পূর্বাদিতো বজ্রায়, শক্তয়ে, দণ্ডায়, খড়্গায়, পাশায়, অঙ্কুশায়, গদায়ৈ, শূলায়, পদ্মায়, চক্রায়। ৩২

ততো ধূপাদি-বিসর্জনান্তং কর্ম সমাপয়েৎ। অস্য পুরশ্চরণং দ্বাত্রিংশ-ল্লক্ষজপঃ। যথা—

প্রজপেন্ মন্ত্রবিন্ মন্ত্রং দ্বাত্রিংশল্লক্ষমানতঃ।
ত্রিস্বাদুযুক্তৈর্জুহুয়াদষ্টদ্রব্যৈর্দশাংশতঃ॥ ৩৩

পূজা বলিয়াছেন। ইহা পৌরাণিক ক্রম হইলেও তান্ত্রিক ক্রম নহে। তান্ত্রিক মতে অনন্তের পূজার পর ব্রহ্মার পূজা হইবে। মহাকপিল পঞ্চরাত্র, হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্র, প্রপঞ্চসার, শারদাতিলক প্রভৃতিতে এইরূপ উক্ত হইয়াছে। বঙ্গদেশে নিবন্ধ ও পদ্ধতিকারগণ দিক্‌পালের পূজামন্ত্রে মাত্র জাত্যধিপতির উল্লেখ করেন। আয়ুধ, বাহন, পারিষদের নাম উল্লেখ করেন না। কিন্তু এগুলির নামোল্লেখ কর্ত্তব্য মনে করি। অন্যথা শারদাতিলকে অস্ত্রের নাম উল্লেখ ব্যর্থ হইয়া পড়ে। প্রপঞ্চসার তন্ত্রে বেদ ও তন্ত্রের রক্ষক ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন—অনন্ত-ব্রহ্ম-পর্য্যন্তৈঃ পঞ্চ-মৌন্দ্রাদিভির্মতা। চক্রপদ্মান্তিকৈঃ যষ্ঠী বজ্রাদ্যৈঃ। এজন্য আমি এখানে দিক্‌পালের পূজামন্ত্রে অস্ত্র ও বাহনের নাম যুক্ত করিয়াছি। সাধকগণ বিজ্ঞ সদ্‌গুরুর উপদেশ অনুসারে প্রয়োগ করিবেন। ৩১

হেতি—অস্ত্র। ক্রমদীপিকা বলিয়াছেন—সবাহনায় অর্থাৎ বাহনের সহিত। তাহার বাহিরে পূর্বাদিক্রমে ওঁ বজ্রায় নমঃ, শক্তয়ে, দণ্ডায়, খড়্গায়, পাশায়, অঙ্কু-শায়, গদায়ৈ শূলায়, পদ্মায় ও চক্রায় নমঃ মন্ত্রে বজ্রাদি সমূহের পূজা করিবেন। ৩২

বিবৃতি। তন্ত্রসারকার ও এই গ্রন্থকার ওঁ বজ্রায় নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে বজ্রাদি অস্ত্রের পূজা করিতে বলিয়াছেন। প্রপঞ্চসার মতানুসরণে পদার্থাদর্শে ওঁ বজ্রলাঞ্ছিত-মৌলয়ে সায়ুধায় সবাহনায় সপরিবারায় সশক্তিকায় ভুবনেশ্বরী পারিসদায় নমঃ মন্ত্রে বজ্রাদি অস্ত্রের পূজা করিতে বলিয়াছেন। মনে রাখিতে হইবে—ইহা জড় অচেতন অস্ত্রের পূজা নহে। উহা অস্ত্রের অধিপতি চেতন দেবতার পূজা। প্রপঞ্চসারতন্ত্রেও তাহাই বলিয়াছেন। এস্থলে সদ্‌গুরুর উপদেশ গ্রহণীয়। ৩২

অনন্তর ধূপদান হইতে বিসর্জন পর্য্যন্ত কর্ম শেষ করিবেন। এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে ৩২ লক্ষ মন্ত্র জপ। যেমন শারদাতিলকে বলিয়াছেন—

মন্ত্রজ্ঞ সাধক পুরশ্চরণে ৩২ লক্ষ মন্ত্র জপ করিবেন। তাহার পর ত্রিমধুর (সম পরিমাণ চিনি, ঘৃত মধু) যুক্ত অষ্ট দ্রব্যের দ্বারা জপের দশাংশ হোম করিবেন। ৩৩

অষ্ট দ্রব্যাণি যথা—অশ্বত্থোডুম্বর-প্লক্ষ-ন্যগ্রোধ-সমিধস্তিলাঃ।
সিদ্ধার্থ-পায়সাজ্যানি দ্রব্যাণ্যষ্টৌ বিদুর্বুধাঃ ॥ ৩৪

ত্রিস্বাদ্বিতি। ঘৃত-মধু-শর্করাত্মকমিতি। একাক্ষরীয়ং বিদ্যাঽভিশপ্তেতি বাগ্‌ভবদ্বয়-পুটিতত্বেন শাপোদ্ধার[১] ইত্যুক্তং প্রাক্‌। যথা (৩৫)—

ভুবনেশী মহাবিদ্যা দেবরাজেন বৈ পুরা।
আরাধিতা মহাবিদ্যা বীর্য্যহীনাঽভবৎ তদা।
একাক্ষরী বীর্য্যহীনা বাগ্‌ভবেনোজ্জ্বলীকৃতা ॥ ৩৬

ইতি। তথাচ—বাগ্‌বীজ-পুটিতা মায়া বিদ্যেয়ং ত্র্যক্ষরী মতা[২]। ৩৭

অস্য মন্ত্রস্য পূর্ববন্ন্যাসঃ। বিশেষস্তু ঐঁ হ্রীঁ ঐঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ঐঁ হ্রীঁ ঐঁ তর্জনীভ্যাং স্বাহা এবং ক্রমেণ করাঙ্গন্যাসৌ। যথা নিবন্ধে—

মধ্যেন দীর্ঘ-যুক্তেন বাক্‌পুটেন প্রকল্পয়েদিতি।

দীর্ঘ-যুক্তেন ষড়্‌দীর্ঘ-যুক্তেনেত্যর্থঃ। ধ্যানন্তু (৩৮)—

অষ্টদ্রব্যগুলি যেমন—অশ্বত্থ, যজ্ঞডুমুর, পাকুড় ও বটের সমিধ্‌, তিল, সিদ্ধার্থ (শ্বেতরাই), পায়স ও আজ্য—এই আট দ্রব্যকে পণ্ডিতগণ অষ্ট দ্রব্য জানেন। ৩৪

ত্রিস্বাদু—ঘৃত, মধু ও শর্করারূপ। এই একাক্ষরী ভুবনেশ্বরীর এই বিদ্যা অভিশপ্তা হইয়াছিল। সেই জন্য বাগ্‌ভব বীজদ্বয়ের দ্বারা পুটিত (ঐং হ্রীং ঐং) করিয়া শাপোদ্ধার হইয়াছিল। ইহা পূর্বে বলিয়াছি। যেমন তন্ত্রে বলিয়াছেন (৩৫)—

পুরাকালে দেবরাজ ইন্দ্র কর্তৃক ভুবনেশী মহাবিদ্যা আরাধিতা হইয়াছিলেন। তখন মহাবিদ্যা বীর্য্যহীনা (শক্তিহীনা) হইয়াছিলেন অর্থাৎ ফল প্রদান করেন নাই। এই একাক্ষরী মহাবিদ্যা বীর্য্যহীনা হইয়াও বাগ্‌ভব বীজের দ্বারা উজ্জ্বলীকৃতা অর্থাৎ বীর্য্যবতী হইয়াছিলেন। ৩৬

শারদাতিলকে তাহাই বলিয়াছেন—এই মায়া বাগ্‌ভব বীজের দ্বারা পুটিতা হইয়া ত্র্যক্ষরী বিদ্যা বলিয়া কথিত হয়। ৩৭

এই মন্ত্রের ন্যাসগুলি পূর্ববৎ। কেবল করাঙ্গন্যাসে বিশেষ আছে। যেমন—ওঁ ঐং হ্রীং ঐং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ওঁ ঐং হ্রীং ঐং তর্জনীভ্যাং স্বাহা, ওঁ ঐং হ্রীং ঐং হৃদয়ায় নমঃ, ওঁ ঐং হ্রীং ঐং শিরসে স্বাহা ইত্যাদিরূপে ষড়্‌ দীর্ঘস্বর যুক্ত মধ্যবীজের (হ্রীং) দ্বারা করন্যাস ও অঙ্গন্যাস হইবে। যেমন নিবন্ধে বলিয়াছেন—বাগ্‌বীজের দ্বারা

১। খ—শাপোদ্ধার ইতি বক্ষ্যতে। তথাচ বাগ্‌বীজপুটিতা। ২। খ—ত্র্যক্ষরী মতা। অস্যা বিশেষস্তু ঐং হ্রীং ঐং।

শ্যামাঙ্গীং শশি-শেখরাং নিজকরৈর্দানঞ্চ রক্তোৎপলং
রত্নাঢ্যং চষকং পরং ভয়হরং সংবিভ্রতীং শাশ্বতীম্ ।
মুক্তাহার-লসৎ-পয়োধর-নতাং নেত্রত্রয়োল্লাসিনীং
বন্দেঽহং সুরপূজিতাং হরবধূং রক্তারবিন্দ-স্থিতাম্ ॥ ৩৯ ইতি[১] ।

অষ্টপত্রেষু পূজায়াং বিশেষস্তু । আঁ ব্রাহ্ম্যৈ নমঃ এবং ঈঁ মাহেশ্বর্য্যৈ, ঊঁ কৌমার্য্যৈ, ঋঁ বৈষ্ণব্যৈ ৯ং বারাহ্যৈ, ঐঁ ইন্দ্রাণ্যৈ, ঔঁ চামুণ্ডায়ৈ, অঃ মহালক্ষ্ম্যৈ । ৪০

পুনরষ্টদলেষু অঁ অসিতাঙ্গায়, ইঁ রুরবে, উঁ চণ্ডায়, ঋঁ- ক্রোধায়, ৯ঁ উন্মত্তায়, এঁ কপালিনে, ওঁ ভীষণায়, অং সংহারায়। যদ্বা—অঁ আঁ অসিতাঙ্গ-ব্রাহ্মীভ্যাং নমঃ ইত্যাদিনাঽর্চয়েৎ। তথাচ নিবন্ধে—

পুটিত ষড়্ দীর্ঘযুক্ত মধ্যবীজের দ্বারা করাঙ্গন্যাস কল্পনা করিবেন। দীর্ঘযুক্ত কথার অর্থ—ষড়্দীর্ঘ যুক্ত। সমস্ত ন্যাসের পর মূলোক্ত ধ্যান করিবেন (৩৮)—

ধ্যানের অর্থ—শ্যামাঙ্গী, চন্দ্রশেখরা, দক্ষিণের অধোহস্তে দান (বর মুদ্রা), দক্ষিণের উর্দ্ধহস্তে রক্ত উৎপল, বামের উর্দ্ধহস্তে রত্নপূর্ণ উৎকৃষ্ট চষক ও বামের অধোহস্তে অভয়মুদ্রাধারিণী, সনাতনী, মুক্তাহারে উজ্জ্বল স্তনের ভারে নম্রা, দেবপূজিতা, রক্তপদ্মে উপবিষ্টা, হরবধূ ভূবনেশ্বরীকে আমি বন্দনা করি। ৩৯

এই ধ্যান হইতে পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি দান পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্য পূর্বমন্ত্রোক্ত প্রকারে শেষ করিয়া মধ্যাদিক্রমে হৃল্লেখাদির, ষট্‌কোণে মিথুনবর্গের, কেশর সমূহে অঙ্গপূজার পর অষ্টপত্রে ব্রাহ্ম্যাদি মাতৃবর্গের ও অষ্ট ভৈরবের পূজা করিবেন। এই পূজায় বিশেষ হইতেছে। যথা—ওঁ আং ব্রাহ্ম্যৈ নমঃ, এইরূপ ওঁ ঈং মাহেশ্বর্য্যৈ নমঃ, ওঁ উং কৌমার্য্যৈ নমঃ, ওঁ ঋং বৈষ্ণব্যৈ নমঃ, ওঁ ৯ং বারাহ্যৈ নমঃ, ওঁ ঐং ইন্দ্রাণ্যৈ নমঃ, ওঁ ঔং চামুণ্ডায়ৈ নমঃ, ওঁ অঃ মহালক্ষ্ম্যৈ নমঃ। ৪০

পুনরায় অষ্টপত্রে ভৈরবগণকে পূজা করিবেন। যথা—ওঁ অং অসিতাঙ্গায় ভৈরবায় নমঃ। ওঁ ইং রুরবে ভৈরবায় নমঃ। ওঁ উং চণ্ডায় ভৈরবায় নমঃ, ওঁ ঋং ক্রোধায় ভৈরবায় নমঃ, ওঁ ৯ং উন্মত্তায় ভৈরবায় নমঃ, ওঁ এং কপালিনে ভৈরবায় নমঃ, ওঁ ওঁ ভীষণায় ভৈরবায় নমঃ, ওঁ অং সংহারায় ভৈরবায় নমঃ। অথবা ওঁ অং আং অসিতাঙ্গ-ব্রাহ্মীভ্যাং নমঃ ইত্যাদি প্রকার মন্ত্রে ব্রাহ্মী প্রভৃতির পূজা করিবেন।

১। খ—ইতি ধ্যাত্বা পূর্ববৎ পূজয়েৎ। অষ্টপত্রেষু চ আং ব্রাহ্ম্যৈ।

দীর্ঘাদ্যা মাতরঃ প্রোক্তা হ্রস্বাদ্যা ভৈরবাঃ স্মৃতাঃ। ইতি। ৪১

সর্বমন্যদেকাক্ষরীবৎ। পুরশ্চরণন্তু দশলক্ষজপঃ। যথা—

তত্ত্বলক্ষং জপেন্মন্ত্রং জুহুয়াৎ তদ্দশাংশতঃ।
পলাশ-পুষ্পৈঃ স্বাদ্বক্তৈঃ পুষ্পৈর্বা রাজবৃক্ষজৈঃ॥ ৪২

অত্র তত্ত্বলক্ষং দশলক্ষং, শক্তের্দশ তত্ত্বমিতি বচনাৎ ইতি সম্প্রদায়বিদঃ। চতুর্বিংশতি-লক্ষমিত্যপি কেচিৎ। রাজবৃক্ষঃ সোনালুরিতি খ্যাতঃ। ৪৩

তাহাই নিবন্ধে (শারদাতিলকে) বলিয়াছেন—ব্রাহ্মী প্রভৃতি মাতৃগণ দীর্ঘাদ্য কথিত হইয়াছেন এবং ভৈরবগণ হ্রস্বাদ্য উক্ত হইয়াছেন। ৪১

বিবৃতি। পদার্থাদর্শে রাঘব ভট্ট ব্রাহ্মী প্রভৃতির পূজা মন্ত্র বলিয়াছেন—ওঁ অং অসিতাঙ্গ ভৈরবাঙ্কস্থায়ৈ আং ক্ষাং ব্রাহ্ম্যৈ নমঃ। তন্ত্র সারে ও এই গ্রন্থে কিন্তু বিকল্প পক্ষে অং আং অসিতাঙ্গ-ব্রাহ্মীভ্যাং নমঃ এই মন্ত্র বলিয়াছেন, ব্রাহ্ম্যাদির বীজের ও উল্লেখ নাই। শারদাতিলকে বলিয়াছেন—দীর্ঘাদ্যা মাতরঃ প্রোক্তা হ্রস্বাদ্যাঃ ভৈরবাঃ স্মৃতাঃ। পুরাণে ও তন্ত্রে ব্রাহ্ম্যাদির বীজ পূর্বক পূজা উক্ত হইয়াছে। তন্ত্রান্তরে ব্রাহ্ম্যাদির বীজ এইরূপ উক্ত হইয়াছে—অষ্টৌ দীর্ঘা ক্ষাদয়োঽষ্টৌ সানন্তা বিন্দুযোগতঃ। ইন্দ্র আকাশ-সংযুক্তো বীজান্যাসাং ক্রমাদ্ বিদুঃ। ৪১

ইহার পর অন্য সমস্তই—ষোড়শপত্রে পূর্বোক্ত করালী প্রভৃতির পূজা, তাহার পর অনঙ্গরূপাদির পূজা, তাহার বাহিরে লোকপাল ও তাঁহাদের অস্ত্র পূজা একাক্ষরী মন্ত্রবৎ জানিবেন। এই মন্ত্রের পুরশ্চরণ দশ লক্ষ মন্ত্রজপ। শারদাতিলক তন্ত্রে বলিয়াছেন—

তত্ত্ব লক্ষ মন্ত্র জপ করিবেন। ত্রিমধুরের দ্বারা আপ্লুত পলাশ পুষ্পের দ্বারা অথবা রাজবৃক্ষের (সোনালু—সোঁদালের) পুষ্পের দ্বারা জপের দশাংশ হোম করিবেন। ৪২

এস্থলে তত্ত্বলক্ষ হইতেছে দশলক্ষ, যেহেতু শক্তের্দশ তত্ত্বম্ এইরূপ বচন আছে ইহা সাম্প্রদায়িকগণ বলেন। ইহাও কেহ বলেন—তত্ত্ব হইল চতুর্বিংশতি লক্ষ। রাজবৃক্ষ—সোনালু নামে লোকে প্রসিদ্ধ। ৪৩

বিবৃতি। এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে হোমসংখ্যা সম্বন্ধে মতভেদ দেখা যায়। রাঘবভট্ট তত্ত্বলক্ষের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—চতুর্বিংশতি লক্ষ। তিনি বিকল্পমতের উল্লেখ করেন নাই। একটি বচনও আছে—জপেচ্ চতুর্বিংশতিলক্ষমেনং সুমন্ত্রিতো মন্ত্রবরং যথাবৎ। ইহা দ্বারা রাঘব ভট্টের মতই সমর্থিত হইতেছে। ৪৩

(মন্ত্রান্তরম্)—বাগ্‌ভবং শম্ভুবনিতা রমাবীজ-ত্রয়াত্মকম্।
মন্ত্রং সমুদ্ধরেন্ মন্ত্রী ত্রিবর্গফল-সাধনম্।
ন্যাস-পূজাদিকং সর্বং পূর্ববচ্চ সমাচরেৎ॥ ৪৪

করাঙ্গন্যাসৌ তু ঐঁ হ্রীঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ঐঁ হ্রীঁ তর্জনীভ্যাং স্বাহেত্যাদি-ক্রমেণ। যথা নিবন্ধে—

ষড়্‌দীর্ঘভাজা মধ্যেন বাগ্‌ভবাদ্যেন কল্পয়েৎ।
ষড়ঙ্গানি মনোরস্য জাতি-যুক্তেন দেশিকঃ॥

জাতির্নমঃ স্বাহা বষড়াদিঃ[১] ধ্যানন্তু (৪৫)—

সিন্দুরারুণ-বিগ্রহাং ত্রিনয়নাং মাণিক্য-মৌলি-স্ফুরৎ-
তারা-নায়ক-শেখরাং স্মিতমুখীমাপীন-বক্ষোরুহাম্।
পাণিভ্যাং মণিপূর্ণ রত্নচষকং রক্তোৎপলং বিভ্রতীং
সৌম্যাং রত্নঘটস্থ-সব্যচরণাং ধ্যায়েৎ পরামম্বিকাম্[২]॥ ৪৬

অত্র সব্যো বামঃ। অস্য ন্যাসাদিকং সর্বং পূর্ববৎ। পুরশ্চরণন্তু দ্বাদশ-লক্ষ-জপঃ। যথা (৪৭)—

ভুবনেশ্বরীর মন্ত্রান্তর। শারদাতিলক তন্ত্রে বলিয়াছেন—বাগ্‌ভব (ঐং) শম্ভুবনিতা (হ্রীং) রমাবীজ (শ্রীং)—মন্ত্রজ্ঞ সাধক ত্রিবর্গফল সাধন এই বীজত্রয়রূপ মন্ত্র উদ্ধার করিবেন। ন্যাসপূজাদি সমস্তই পূর্ববৎ অনুষ্ঠান করিবেন। ৪৪

করাঙ্গন্যাস কিন্তু ও ঐং হ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ও ঐং হ্রীং তর্জনীভ্যাং স্বাহা ইত্যাদি মন্ত্রে হইবে। যেমন নিবন্ধে বলিয়াছেন—

দেশিক বাগ্‌ভব বীজাদি নমঃ স্বাহা জাতিযুক্ত ষড়দীর্ঘ স্বর বিশিষ্ট মধ্যবীজ হ্রাং হ্রীং প্রভৃতি দ্বারা এই মন্ত্রের ষড়ঙ্গন্যাস করিবেন। জাতি হইতেছে—নমঃ, স্বাহা, বষট্, বৌষট্, হুং ও ফট্। একাক্ষর মন্ত্রবৎ ধ্যান পর্য্যন্ত সমস্ত করিয়া ধ্যান করিবেন। ৪৫

ধ্যানের অর্থ—সিন্দূরের ন্যায় অরুণবর্ণ দেহধারিণী, ত্রিনয়না, মাণিক্যখচিত মুকুটের দ্বারা উজ্জ্বল চন্দ্ররূপ শিরোভূষণ-ধারিণী, স্মিতমুখী, পীনস্তনী, হস্তদ্বয়ের দ্বারা মণিপূর্ণ চষক ও রক্তোৎপল ধারিণী, রত্নপূর্ণ ঘটে বামচরণ স্থাপন-কারিণী, রক্তপদ্মস্থা সৌম্যা পরা অম্বিকাকে ধ্যান করিবে। ৪৬

এই স্থলে সব্য হইতেছে বাম। এই মন্ত্রের ন্যাসাদি একাক্ষরী মন্ত্রবৎ জানিবেন। এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে দ্বাদশ লক্ষ মন্ত্র। সেইরূপই শারদাতিলকে বলিয়াছেন (৪৭)—

১। খ—বষড়াদিঃ। করন্যাসোঽঙ্গন্যাসবদেব। ধ্যানন্তু। ২। খ—পরামম্বিকাম্ অস্য ন্যাসাদিকং

রবিলক্ষং জপেন্মন্ত্রং পায়সৈর্মধুরান্বিতৈঃ।
দশাংশং জুহুয়ান্মন্ত্রী পীঠে প্রাগীরিতে যজেৎ ॥ ৪৮

(মন্ত্রান্তরম্)—অনন্তো বিন্দু সংযুক্তো মায়া-ব্রহ্মাগ্নি-তারবান্।
পাশাদি-ত্র্যক্ষরো মন্ত্রঃ সর্ববশ্য-ফলপ্রদঃ ॥ ৪৯

অনন্তঃ আকারঃ। ব্রহ্মা ককারঃ, অগ্নী রেফঃ। তারঃ সানুস্বার ওকারঃ[১] পাশাদিরিতি স্বরূপকথনম্। তথা চ—আঁ হ্রীঁ ক্রোঁ ইতি মন্ত্রঃ। ৫০

অস্য করাঙ্গন্যাসৌ তু কেবল-মায়া-বীজেনৈব ; তেন হ্রাঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, হ্রীঁ তর্জনীভ্যাং স্বাহেত্যাদি-প্রয়োগঃ। তথা চ নিবন্ধে—

ঋষ্যাদ্যাঃ পূর্বমুক্তাঃ স্যুর্বীজেনাঙ্গ-ক্রিয়া মতেতি। ৫১

ধ্যানন্তু—বরাঙ্কুশৌ পাশমভীতি-মুদ্রাং করৈর্বহন্তীং কমলাসনস্থাম্।
বালার্ককোটি-প্রতিমাং ত্রিনেত্রাং ভজেঽহমাদ্যাং ভুবনেশ্বরীং তাম্ ॥ ৫২

পুরশ্চরণে এই মন্ত্র বার লক্ষ জপ করিবেন। মধুরাপ্লুত পায়সের দ্বারা জপের দশাংশ হোম করিবেন। মন্ত্রজ্ঞ সাধক ভুবনেশ্বরীর প্রকরণে কথিত পীঠে এই ভুবনেশ্বরীর পূজা করিবেন। ৪৮

ভুবনেশ্বরের মন্ত্রান্তর। বিন্দুসংযুক্ত অনন্ত (আং) মায়া (হ্রীং) ও ব্রহ্ম (ক্) অগ্নি (র্) ও তার (ওঁ) যুক্ত হইলে (ক্রোং) সর্ববশ্যফলপ্রদ ভুবনেশ্বরীর এই আং হ্রীং ক্রোং ত্র্যক্ষর মন্ত্র হয়। ৪৯

অনন্ত—আকার। ব্রহ্মা—ককার। অগ্নি—রেফ। তার—অনুস্বার যুক্ত ও-কার। পাশাদি এই কথা দ্বারা মন্ত্রের স্বরূপ কথিত হইয়াছে। তাহা হইলে আং হ্রীং ক্রোং এই মন্ত্র হয়। ৫০

এই মন্ত্রের ঋষ্যাদিন্যাস পূর্ববৎ। এই মন্ত্রের বীজ ও শক্তি পূর্ববৎ। করাঙ্গন্যাস কিন্তু কেবল মায়াবীজের দ্বারাই কর্ত্তব্য। তাহাতে ওঁ হ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ওঁ হ্রীং তর্জনীভ্যাং স্বাহা—ইত্যাদি প্রকারে করাঙ্গন্যাসের প্রয়োগ হইবে। শারদাতিলক নিবন্ধে তাহাই বলিয়াছেন—এই মন্ত্রের ঋষ্যাদি পূর্বে উক্ত হইয়াছে। বীজের দ্বারা করাঙ্গন্যাস উক্ত হইয়াছে। ৫১

এই মন্ত্রের ধ্যান কিন্তু বরাঙ্কুশৌ ইত্যাদি। তাহার অর্থ—পূর্ববৎ হস্তসমূহের দ্বারা বর, অঙ্কুশ, পাশ ও অভয়মুদ্রা-ধারিণী, রক্তপদ্মে আসীনা, কোটি বালসূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিমতী ত্রিনেত্রা সেই আদ্যা ভুবনেশ্বরীকে আমি ভজনা করি। ৫২

১। খ—ওকারঃ তথাচ আং হ্রীং।

দক্ষিণেঽধো বরং ঊর্দ্ধেঽঙ্কুশং বামে ঊর্দ্ধে পাশং অধোঽভয়ং দধতীমিত্যর্থঃ। অস্যাঃ পূজাদিকমেকাক্ষরীবৎ। অষ্টদলেষু ব্রাহ্ম্যাদিযুগলং পূর্ব্ববৎ পূজয়েৎ। কিন্তু ষোড়শদলে পূজায়াঽনুক্তত্বাদত্র ষোড়শদলাভাবঃ যথা নিবন্ধে—

অঙ্গানি কেশরেষ্বর্চ্যাঃ পত্রস্থা মাতরঃ ক্রমাদিতি॥ ৫৩

অস্যাপি পুরশ্চরণং দশলক্ষজপঃ। হোমশ্চ অশ্বত্থোড়ুম্বর-ন্যগ্রোধ-প্লক্ষান্যতমস্য সমিদ্ভির্দধি-মধু-ঘৃতাক্তাভিঃ দশসহস্র-সংখ্যস্তিলৈর্দুগ্ধাক্তৈশ্চ দশ সহস্রসংখ্যঃ। যথা (৫৪)—

হবিষ্য-ভুক্ জপেন্মন্ত্রং তত্ত্বলক্ষং জিতেন্দ্রিয়ঃ।
তৎ-সহস্রং জুহুয়াচ্চ জপান্তে মন্ত্র-বিত্তমঃ॥ ৫৫
দধি-ক্ষৌদ্র-ঘৃতাক্তাভিঃ সমিদ্ভিঃ ক্ষীর-ভূরুহাম্।
তৎসংখ্যয়া তিলৈঃ শুদ্ধৈঃ পয়োঽক্তৈর্জুহুয়াৎ ততঃ॥ ৫৬

দক্ষিণের অধোহস্তে বর, ঊর্দ্ধ্বহস্তে অঙ্কুশ, বামের ঊর্দ্ধ্বহস্তে পাশ, অধোহস্তে অভয়মুদ্রাধারিণী—এই অর্থ। এই মন্ত্রের পূজাদি একাক্ষরী মন্ত্রের ন্যায় কর্ত্তব্য। অষ্টদলে ব্রাহ্ম্যাদি যুগলকে অর্থাৎ ব্রাহ্ম্যাদি শক্তি ও অসিতাঙ্গাদি ভৈরবকে পূর্ববৎ পূজা করিবেন। কিন্তু ষোড়শদলে পূজা উক্ত না হওয়ায় এখানে ষোড়শদল নাই। যেমন নিবন্ধে বলিয়াছেন—কেশর সমূহে অঙ্গদেবতাগণকে পূজা করিবেন। পত্রস্থিতা মাতৃগণকে যথাক্রমে পত্রেই পূজা করিবেন। ৫৩

এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে দশলক্ষ জপ। হোম কিন্তু দধি, মধু ও ঘৃত দ্বারা আপ্লুত অশ্বত্থ, উড়ুম্বর, ন্যগ্রোধ ও প্লক্ষ—ইহাদের অন্যতম সমিধ্ দ্বারা সহস্র সংখ্যক হোম হইবে। পরে দুগ্ধাক্ত তিলের দ্বারা দশ সহস্র সংখ্যক হোম করিবেন। যেমন শারদাতিলকে বলিয়াছেন (৫৪)—

জিতেন্দ্রিয় হইয়া হবিষ্য ভোজন করিয়া তত্ত্ব লক্ষ মন্ত্র জপ করিবেন। মন্ত্রবিৎ শ্রেষ্ঠ পূজক জপের অন্তে তত্ত্ব সহস্র হোম করিবেন। ৫৫

দধি, মধু ও মধুর দ্বারা আপ্লুত ক্ষীর বৃক্ষের (অশ্বত্থ, উড়ুম্বর, প্লক্ষ ও বটের প্রত্যেকের সমিধ্ দ্বারা তত্ত্ব সংখ্যায় হোম করিবেন। পরে দুগ্ধাক্ত শুদ্ধ তিলের দ্বারা তত্ত্ব সংখ্যায় হোম করিবে। ৫৬

বিবৃতি। তন্ত্রসারে ও আগমতত্ত্ববিলাসে তত্ত্ব শব্দটি দশ সংখ্যার বোধক বলিয়া উক্ত হইয়াছে। কিন্তু উহা শারদাতিলক ও প্রপঞ্চসার তন্ত্র বিরুদ্ধ। আচার্য্য শঙ্কর প্রপঞ্চসারে স্পষ্ট বলিয়াছেন—জপেচ্ চতুর্বিংশতিলক্ষমেনং সুযন্ত্রিতো মন্ত্রবরং যথা-

অত্র তত্ত্বশব্দো দশবাচকঃ। পূর্ব্বোক্তযুক্তেঃ। ইতি ভুবনেশ্বরী-প্রকরণম্।

অথান্নপূর্ণা

মায়া-হৃদ্-ভগবত্যন্তে মাহেশ্বরি-পদং ততঃ।
অন্নপূর্ণে ঠযুগলং মন্ত্রঃ সপ্তদশাক্ষরঃ॥ ১

অস্যার্থঃ। আদৌ মায়া বীজম্। ততো হৃৎ নমঃ পদম্। ভগবতি স্বরূপম্। মাহেশ্বরি স্বরূপম্। অন্নপূর্ণে স্বরূপম্। ঠ যুগলং স্বাহা। কল্পে চ (২)—

প্রণবাদ্যা যদা দেবি! তদা সপ্তদশাক্ষরী।
অন্নদা মোক্ষদা চৈব সদা বিভব-বর্দ্ধিনী॥ ৩
মায়াদ্যা চ যদা দেবি! তদা সা সকলেষ্টদা।
শ্রীবীজাদ্যা যদা দেবি! তদা সুখ-বিবর্দ্ধিনী॥ ৪
বাগ্‌বীজাদ্যা যদা দেবি! বাগীশত্ব-প্রদায়িনী।
কামাদ্যা চ যদা দেবি! সর্ব্বকাম-প্রদায়িনী॥ ৫

বং। হোমস্থলে বলিয়াছেন—পয়োক্তমাণাক্ত সমিৎ সহস্র-ষট্কং দধিক্ষৌদ্র ঘৃতাবসিক্তম্। সুতরাং প্রপঞ্চসারাদির মতে তত্ত্ব শব্দ চতুর্বিংশতি সংখ্যার বোধক। সাধক যুক্তাযুক্ত বিচার করিয়া সদ্‌গুরুর উপদেশানুসারে এই সংখ্যা গ্রহণ করিবেন। ৫৬

এস্থলে পূর্ব্বোক্ত যুক্তি অনুসারে তত্ত্ব লক্ষ শব্দের ঘটক তত্ত্বশব্দটি দশ সংখ্যার বাচক। ভুবনেশ্বরীর প্রকরণ সমাপ্ত হইল।

অনন্তর অন্নপূর্ণার মন্ত্র। প্রথমে মায়া (হ্রীং), পরে হৃৎ (নমঃ ও ভগবতি। তাহার অন্তে মাহেশ্বরি! পদ, অন্নপূর্ণে ও ঠ যুগল (স্বাহা)—এইটি অন্নপূর্ণার সপ্তদশাক্ষর মন্ত্র। ১

এই শ্লোকের অর্থ—প্রথমে মায়াবীজ, তাহার পর হৃৎ—নমঃ পদ। ভগবতি এই স্বরূপ অর্থাৎ এই শব্দ, মাহেশ্বরি এই শব্দ, অন্নপূর্ণে এই শব্দ, পরে ঠ যুগল—স্বাহা। অন্নপূর্ণাকল্পেও বলিয়াছেন (২)—

হে দেবি! যখন এই বিদ্যা প্রণবাদি হয়, তখন তাহা সপ্তদশাক্ষরী হয়। তখন উহা অন্নদাত্রী, মোক্ষদাত্রী ও সর্বদা বিভববর্দ্ধিনী হইয়া থাকেন। ৩

হে দেবি! এই বিদ্যা যখন মায়াবীজাদ্যা হন, তখন সমস্ত ইষ্টফলের দাত্রী হইয়া থাকেন। হে দেবি! যখন এই বিদ্যা শ্রীবীজাদি হন, তখন সুখবর্দ্ধন করেন। ৪

হে দেবি! এই বিদ্যা যখন বাগ্‌বীজাদি হন, তখন ইনি বাগৈশ্বর্য্য প্রদান করেন। হে দেবি। এই বিদ্যা যখন কামবীজাদি হন, তখন ইনি সমস্ত কামের প্রদাত্রী হন। ৫

তার-মায়াদিকা বিদ্যা ভোগমোক্ষৈক-দায়িনী।
মায়া-শ্রী-যুগ্ম-বীজাদ্যা সদা বিভব-বৰ্দ্ধিনী।
শ্রী-মায়া-যুগ্ম-বীজাদ্যা সদা সম্পত্তি-পূরণী ॥ ৬

এবঞ্চাস্যা মায়ারহিতৈব প্রকৃতিঃ। তথাচ তন্ত্রান্তরে—

বি-মায়া প্রণবাদ্যৈষা ভবেৎ সপ্তদশাক্ষরী ॥ ৭ ইতি।

অতএব মায়া প্রকৃতি-মন্ত্র-ঘটিকৈব, এতাদৃশ্যা এব চ বিদ্যায়া আদৌ প্রণবাদি-যোগ ইতি কিং ন স্যাদিতি নিরস্তম্, "প্রণবাদ্যা যদা দেবি! তদা[1] সপ্তদশাক্ষরী"ত্যস্য বিরোধাচ্চ, মায়া-ঘটিত-মন্ত্রস্য তার-মায়াদি-বীজদ্বয়-পূর্ব-কত্বে ঊনবিংশত্যক্ষরত্বাপত্তেঃ সম্প্রদায়বিরোধশ্চ। তথা চ মায়াদ্যন্যতম-যোগ আবশ্যকঃ। তেনেয়ং[2] বিদ্যা মায়াদিরেকা, মায়াং বিনা প্রণবাদিঃ শ্রীবীজাদি-র্বাগ্ভবাদিঃ কামাদিশ্চেতি পঞ্চধা সপ্তদশাক্ষরী বিদ্যা, কল্পে[3] কবচে তথা প্রতিপাদনাৎ। তার-মায়া-যুগ্মাদ্যা মায়া-শ্রী-যুগ্মাদ্যা শ্রীমায়া-যুগ্মাদ্যা চেতি

এই বিদ্যা তার (ওঁ) ও মায়াবীজাদি হইলে ভোগ ও মোক্ষের একটি প্রদান করেন। মায়া ও শ্রী—এই উভয় বীজ আদিতে হইলে সর্বদা বিভব বৰ্দ্ধন করেন। শ্রী ও মায়া—এই উভয় বীজ আদিতে হইলে সর্বদা সম্পত্তি পূরণ করেন। ৬

এই হইলে মায়ারহিত বিদ্যাই এই বিদ্যার প্রকৃতি হইবে। তন্ত্রান্তরে তাহাই বলিয়াছেন—এই বিদ্যা বি-মায়া বিগতমায়া অর্থাৎ মায়ারহিত হইয়া প্রণবাদি হইলে সপ্তদশাক্ষরী বিদ্যা হইবে। ৭

অতএব—মায়া প্রকৃতি মন্ত্রের ঘটকই। এতাদৃশ মায়াঘটিত প্রকৃতি বিদ্যারই আদিতে প্রণবাদির যোগই বা কেন হইবে না—এই সন্দেহও নিরস্ত হইল। যেহেতু "প্রণবাদ্যা যদা দেবি! তদা সপ্তদশাক্ষরী" এই বচনের সহিত বিরোধ হয় এবং মায়া ঘটিত মন্ত্র তার ও মায়াদি বীজপূর্ব হইলে অর্থাৎ 'হ্রীং নমো ভগবতি' ইত্যাদি বিদ্যার আদিতে তার ও মায়া বা মায়া ও শ্রী বা শ্রী ও মায়া যুক্ত হইলে এই বিদ্যা ঊনবিংশত্যক্ষরী হইয়া পড়িবে। তাহাতে সম্প্রদায় বিরোধ হইবে। তাহা হইলে মায়াদির অন্যতম যোগ আবশ্যক। তাহা হইলে এই বিদ্যা মায়াদি হইলে একটি বিদ্যা হয়। মায়া ব্যতীত প্রণবাদি, শ্রীবীজাদি, বাগ্ভব বীজাদি, কামবীজাদি হয়। তাহাতে সপ্তদশাক্ষরী বিদ্যা পাঁচ প্রকার হয়। কল্পে ও অন্নপূর্ণার কবচে তাহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। তার ও মায়া—এই উভয় বীজাদি, মায়া ও শ্রী—এই উভয়

১। খ—তদা সপ্তদশাক্ষরী। ২। খ—এতেন ইয়ং বিদ্যা মায়াদি। ৩। ক—বিদ্যাকল্পে।

ত্রিবিধাষ্টাদশাক্ষরী[১] বাগ্‌ভব-মায়া-যুগ্মাদ্যা কাম-মায়া-যুগ্মাদ্যাষ্টাদশাক্ষরীতি কবচোক্তা। অন্নাদৌ বর্ণ-সন্দেহঃ প্রাগেব নিরাকৃতঃ। ৮

অথৈষাং মন্ত্রাণাং পূজা[২] চ—প্রাতঃকৃত্যাদি-পীঠন্যাসান্তং কর্ম বিধায় হৃৎ-পদ্মস্য কেশরেষু মধ্যে চ ভুবনেশ্বরী-পীঠমন্বন্তাঃ পীঠশক্তীর্বিন্যস্য ঋষ্যাদি-ন্যাসং কুর্য্যাৎ। যথা শিরসি—ওঁ ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ, মুখে—ওঁ পঙ্‌ক্তি-ছন্দসে নমঃ, হৃদি—অন্নপূর্ণায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ। ৯

বীজাদি, শ্রী ও মায়া—এই উভয় বীজাদি—এই প্রকারে তিন প্রকার অষ্টাদশাক্ষরী বিদ্যা এবং বাগ্‌ভব ও মায়া—এই উভয় বীজাদি, কাম ও মায়া—এই উভয় বীজাদি এই অষ্টাদশাক্ষরী বিদ্যা কবচে উক্ত হইয়াছে। চক্র বিচারোপযোগী সন্দিগ্ধ বর্ণ নির্ণয় প্রসঙ্গে অন্নাদিশব্দের বর্ণ সন্দেহ পূর্বেই নিরস্ত হইয়াছে। ৮

বিবৃতি। এই অন্নপূর্ণার প্রণবযোগে (১) ওঁ নমো ভগবতি। মাহেশ্বরি! অন্নপূর্ণে স্বাহা। হ্রীং যোগে (২) হ্রীঁ নমো ভবগতি। মাহেশ্বরি। অন্নপূর্ণে স্বাহা। শ্রীং যোগে (৩) শ্রীং নমো ভগবতি ইত্যাদি। ঐং যোগে (৪) ঐং নমো ভগবতি! ক্লীং যোগে (৫) ক্লীং নমো ভগবতি ইত্যাদি। তার ও মায়া যোগে (৬) ওঁ হ্রীং নমো ভগবতি ইত্যাদি। মায়া ও শ্রী যোগে (৭) হ্রীং শ্রীং নমো ভগবতি। ইত্যাদি। শ্রী ও মায়া যোগে (৮) শ্রীং হ্রীং নমো ভগবতি ইত্যাদি। বিভিন্ন ফল সিদ্ধির জন্য বিভিন্ন মন্ত্র কথিত হইয়াছে। ৮

এই মন্ত্রসমূহের পূজাপদ্ধতি। প্রাতঃকৃত্য হইতে পীঠন্যাস পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্য করিয়া, হৃৎপদ্মের পূর্বাদি কেশর সমূহে ও মধ্যে ভুবনেশ্বরীর পীঠশক্তি ও পীঠমনু ন্যাস করিবেন। যথা—ওঁ জয়ায়ৈ নমঃ, ওঁ বিজয়ায়ৈ নমঃ, ওঁ অজিতায়ৈ নমঃ, ওঁ অপরাজিতায়ৈ নমঃ, ওঁ নিত্যায়ৈ নমঃ, ওঁ বিলাসিন্যৈ নমঃ। ওঁ দোগ্ধ্র্যৈ নমঃ, ওঁ অঘোরায়ৈ নমঃ, ওঁ মঙ্গলায়ৈ নমঃ। কর্ণিকায়—ওঁ হ্রীং সর্বশক্তি-কমলাসনায় নমঃ। এইরূপে পীঠশক্তির ন্যাস করিয়া ঋষ্যাদি ন্যাস করিবেন। যথা—অস্য শ্রীঅন্নপূর্ণা-মন্ত্রস্য ব্রহ্মা ঋষিঃ পঙ্‌ক্তিশ্ছন্দঃ অন্নপূর্ণা দেবতা হ্রীং বীজং স্বাহা শক্তিঃ অন্নপ্রদানে বিনিয়োগঃ। মস্তকে—ওঁ ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ। মুখে—ওঁ পঙ্‌ক্তিছন্দসে নমঃ। হৃদয়ে—ওঁ অন্নপূর্ণায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ। গুহ্যে—ওঁ হ্রীং বীজায় নমঃ। পাদদ্বয়ে—ওঁ স্বাহা শক্তয়ে নমঃ। ৯

১। খ—অষ্টাদশাক্ষরী। বিশেষস্তু যদ্বীজমাদৌ তেনৈবাঙ্গন্যাসাদি। যথা কল্পে যদ্বীজাদ্যা ভবেদ্‌ বিদ্যা তদ্বীজেনাঙ্গকল্পনা। অন্নাদৌ বর্ণসন্দেহস্তু। ২। ক—মন্ত্রাঃ। পূজা চ। খ—অথাস্যাঃ পূজা।

কল্পে— এতেষাং মন্ত্ররাশীনাং ঋষির্ব্রহ্মাভিধীয়তে।
পঙ্‌ক্তিশ্ছন্দঃ সমাখ্যাতং দেবতা চান্নপূর্ণিকা॥ ১০

ততোঽবিকৃতেনাদ্যবীজেনৈব[১] করাঙ্গন্যাসৌ কুর্য্যাৎ। হ্রীঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, হ্রীঁ তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা ইত্যাদিনা[২]। যথা নিবন্ধে (১১)—

অঙ্গানি মায়য়া কুর্য্যাৎ ততো দেবীং বিচিন্তয়েৎ।

কল্পে চ— যদ্ বীজাদ্যা ভবেদ্ বিদ্যা তদ্ বীজেনাঙ্গ-কল্পনা।

ততো ধ্যানং—রক্তাং বিচিত্রবসনাং নবচন্দ্রচূড়ামন্নপ্রদাননিরতাং স্তনভার-নম্রাম্। নৃত্যন্তমিন্দু-শকলাভরণং বিলোক্য হৃষ্টাং ভজে ভগবতীং ভবদুঃখহন্ত্রীম্॥ ১২

এবঞ্চ বামহস্তে সুবর্ণময়মন্নপূর্ণপাত্রং কৃত্বা দক্ষিণহস্তেন রত্নময়-হস্তয়া অন্নং ক্ষিপন্তীত্যর্থঃ[৩]। ১৩

কল্পে উক্ত হইয়াছে—এই মন্ত্রসমূহের ব্রহ্মা ঋষি কথিত হইয়াছেন। পঙ্‌ক্তি ছন্দঃ ও দেবতা অন্নপূর্ণা কথিত হইয়াছেন। ১০

তাহার পর অবিকৃত আদ্য হ্রীং বীজের দ্বারা করাঙ্গন্যাস করিবেন। যথা—ওঁ হ্রীং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, হ্রীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা ইত্যাদি। এইরূপ ওঁ হ্রীং হৃদয়ায় নমঃ, ওঁ হ্রীং শিরসে স্বাহা ইত্যাদি। যেমন নিবন্ধে বলিয়াছেন—মায়াবীজের দ্বারা অঙ্গন্যাস করিবে। তাহার পর দেবীকে ধ্যান করিবে। কল্পে বলিয়াছেন—যদ্‌বীজাদ্যা ভবেদ্‌ বিদ্যা তদ্‌বীজেনাঙ্গকল্পনা। এই বিদ্যা যে বীজাদি হইবে, সেই বীজের দ্বারা অঙ্গন্যাস করিবে। ১১

বিবৃতি। রাঘবভট্ট পদার্থাদর্শে ঋষ্যাদি ন্যাসে অনুষ্টুপ্‌ ছন্দঃ বলিয়াছেন। কিন্তু তন্ত্রসারে ও এই গ্রন্থে প্রমাণ সহকারে পঙ্‌ক্তি ছন্দঃ এবং অবিকৃত হ্রীং বীজের দ্বারা করাঙ্গন্যাস উক্ত হইয়াছে। কিন্তু এই বিষয়ে কোন প্রমাণ প্রদর্শিত হয় নাই। রাঘবভট্ট কিন্তু ষড়্‌দীর্ঘ যুক্ত মায়া দ্বারা অঙ্গন্যাস করিতে বলিয়াছেন। অন্নপূর্ণার মন্ত্র গুলি যখন যে বীজাদি হইবে, তখন সেই বীজের দ্বারা করাঙ্গন্যাস করিতে হইবে। ১১

তাহারপর ব্যাপক ন্যাস করিয়া ধ্যান করিবেন। সেই ধ্যানের অর্থ—রক্তবর্ণা, বিচিত্র বসনা, নবচন্দ্র যুক্ত মুকুটধারিণী, অন্নপ্রদানে নিরতা, স্তনভারে নম্রা, চন্দ্রখণ্ডাভরণ শিবকে নৃত্য করিতে দেখিয়া হৃষ্টা ভবদুঃখহারিণী ভগবতী অন্নপূর্ণাকে ভজনা করি। ১২

এইরূপ ধ্যান হইলে বামহস্তে সুবর্ণময় অন্নপরিপূর্ণ পাত্র ধারণ করিয়া রত্নময় দক্ষিণ হস্তের দ্বারা অন্ন বিতরণ করিতেছেন—এই অর্থ হয়। ১৩

১। খ—ততশ্চ অবিকৃতেন মায়াবীজেন। ২। ক—ইত্যাদিনেত্যাদ্যঙ্গকল্পনেত্যন্তপাঠো নাস্তি। ৩। খ—ইত্যর্থ ইত্যনন্তরং এতেনৈষা বিভুজেতি।

ইতি ধ্যাত্বা মানসৈঃ সংপূজ্য সামান্যপূজা-পদ্ধত্যুক্তরীত্যার্ঘ্যস্থাপন-পীঠ-পূজে বিধায় ভুবনেশ্বরী-মন্ত্রোক্ত-জয়াদিপীঠমন্বন্তাং পূজাং বিধায় পুনর্ধ্যাত্বা-বাহনাদি-পঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদান-পর্য্যন্তং বিধায়াবরণপূজামারভেৎ। যথা অগ্ন্যাদি-কোণ-কেশরেষু মধ্যে দিক্ষু চ হ্রীঁ হৃদয়ায় নম ইত্যাদিনা চ ষড়ঙ্গেন সংপূজ্যাষ্টদলেষু[১] পূর্বাদিক্রমেণ ওঁ ব্রাহ্ম্যৈ নমঃ এবং মাহেশ্বর্য্যৈ, কৌমার্য্যৈ, বৈষ্ণব্যৈ, বারাহ্যৈ, ইন্দ্রাণ্যৈ, চামুণ্ডায়ৈ, মহালক্ষ্ম্যৈ[২] পূজয়েৎ। তত্রৈব—

দলেষু পূজয়েদেতাঃ ব্রাহ্ম্যাদ্যাঃ ক্রমতঃ সুধীঃ॥ ১৪ ইতি।

তত ইন্দ্রাদীন্ বজ্রাদীংশ্চ সংপূজ্য ধূপাদি-বিসর্জনান্তং কর্ম সমাপয়েৎ। অস্য পুরশ্চরণং ষোড়শসহস্র-জপঃ। তথা চ—

যথাবিধি জপেন্মন্ত্রং বসুযুগ্ম-সহস্রকম্।
সাজ্যেনান্নেন জুহুয়াৎ তদ্দশাংশমনন্তরম্॥ ১৫

অথ মন্ত্রান্তরম্—মায়া পদ্মাবতি! স্বাহা সপ্তার্ণোঽয়ং মনুঃ স্মৃতঃ।
ন্যাস-পূজাদিকং সর্ব্বং পূর্ব্ববৎ সমুপাচরেৎ॥ ১৬

এই প্রকারে ধ্যান করিয়া, মানস উপচারে পূজা করিয়া, সামান্য পূজা পদ্ধতিতে উক্ত প্রকারে বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করিয়া, পীঠপূজা করিয়া ভুবনেশ্বরী মন্ত্রোক্ত জয়াদি পীঠমনু পর্য্যন্ত পীঠ পূজা করিয়া, পুনর্ব্বার ধ্যান ও আবাহনাদি করিয়া, পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি দান পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্য করিয়া আবরণ পূজা করিবেন। যথা অগ্ন্যাদি কোণের কেশরে মধ্যে ও দিক্‌সমূহে—ওঁ হ্রীং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে ষড়ঙ্গের পূজা করিয়া, অষ্টদলে পূর্বাদিক্রমে ওঁ হ্রীং ক্ষাং ব্রাহ্ম্যৈ নমঃ। এইরূপ মাহেশ্বর্য্যৈ কৌমার্য্যৈ, বৈষ্ণব্যৈ, বারাহ্যৈ, ইন্দ্রাণ্যৈ, চামুণ্ডায়ৈ, মহালক্ষ্ম্যৈ নমঃ মন্ত্রে পূজা করিবেন। যেহেতু সেই কল্পেই বলিয়াছেন—

সুধী সাধক পদ্মের দলসমূহে ক্রমে ক্রমে এই ব্রাহ্মী প্রভৃতিকে পূজা করিবেন। ১৪

তাহার পর ইন্দ্রাদি লোকপাল ও বজ্রাদি অস্ত্র সমূহের পূজা করিয়া ধূপ দান হইতে বিসর্জন পর্য্যন্ত সমস্ত কর্ম শেষ করিবেন। এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে ষোড়শ সহস্র জপ। শারদাতিলকে তাহাই উক্ত হইয়াছে যে—

যথাবিধি বসু (অষ্ট) যুগ্ম অর্থাৎ ষোড়শ সহস্র সংখ্যক মন্ত্র জপ করিবেন। অনন্তর আজ্য দ্বারা আপ্লুত অন্নের দ্বারা জপের দশাংশ হোম করিবেন। ১৫

অনন্তর অন্নপূর্ণার মন্ত্রান্তর। মায়া (হ্রীং) পদ্মাবতি। স্বাহা—এই সপ্তাক্ষর

১। খ—দলেষু পূর্বাদিতঃ ব্রাহ্ম্যৈ মাহেশ্বর্য্যৈ। ২। খ—মহালক্ষ্ম্যৈ তত্রৈব দলেষু।

তেন—হ্রীঁ পদ্মাবৈ স্বাহেতি মন্ত্রঃ। ইত্যন্নপূর্ণাপ্রকরণম্। ১৭

অথ ত্রিপুটা— শ্রী-মায়া-মদনৈঃ প্রোক্তো মন্ত্রো বীজত্রয়াত্মকঃ।
পরাদির্বা ভবেদ্দেবি! কামাদির্বা ভবেদয়ম্॥ ১৮

তেন শ্রীবীজং মায়াবীজং কামবীজমিতি ত্র্যক্ষরঃ। পরা ভুবনেশী। তেন মায়া রমা কাম ইতি। কামাদিরিতি। তেন কামবীজং রমাবীজং মায়াবীজমিতি ত্রিধায়ং মন্ত্রঃ। ১৯

এতেষাং পূজা—প্রাতঃকৃত্যাদি-পীঠন্যাসান্তং কর্ম কৃত্বা ভুবনেশ্বরী-মন্ত্রোক্ত-জয়াদি-পীঠমন্বন্তং বিন্যস্য ঋষ্যাদিন্যাসং কুর্যাৎ। শিরসি—সম্মোহনায় ঋষয়ে

অন্নপূর্ণার মন্ত্র বলিয়া কথিত হইয়াছে। এই মন্ত্রের ন্যাস পূজাদি পূর্বোক্ত অন্নপূর্ণা মন্ত্রবৎ অনুষ্ঠান করিবেন। ১৬

তাহাতে হ্রীং পদ্মাবত্যৈ স্বাহা এই মন্ত্র হয়। অন্নপূর্ণার প্রকরণ সমাপ্ত হইল। ১৭

বিবৃতি। এই গ্রন্থে এই মন্ত্রটি অন্নপূর্ণার মন্ত্রান্তর কথিত হইয়াছে। কিন্তু শারদাতিলকে উহা পদ্মাবতীর মন্ত্র বলিয়া কথিত হইয়াছে এবং তাঁহার ধ্যান ও সংক্ষেপ পূজা পদ্ধতিও উক্ত হইয়াছে। উক্ত মন্ত্রের শারদাতিলোক্ত ধ্যান হইতেছে—

পদ্মাসনস্থাং করপঙ্কজাভ্যাং রক্তোৎপলে সংদধতীং ত্রিনেত্রাম্।
আবিভ্রতীমাভরণানি রক্তাং পদ্মাবতীং পদ্মমুখীং ভজামি।

এই পদ্মাবতীর মন্ত্রের ঋষ্যাদি ন্যাস, অঙ্গন্যাস, মূল পূজা ও আবরণ পূজা সমস্তই অন্নপূর্ণা মন্ত্রবৎ জানিবেন। কেবল পুরশ্চরণে পঞ্চলক্ষ মন্ত্র জপ এবং ঘৃতের দ্বারা দশাংশ হোম। ১৭

অনন্তর ত্রিপুটা মন্ত্র। শ্রীবীজ (শ্রীং), মায়াবীজ (হ্রীং) ও মদনবীজ (ক্লীং) দ্বারা বীজত্রয়রূপ ত্রৈপুট মন্ত্র কথিত হইয়াছে। হে দেবি! এই মন্ত্র পরাবীজাদি (হ্রীং বীজাদি) হইয়া থাকে অথবা কামবীজাদিও হইয়া থাকে। ১৮

তাহাতে শ্রীবীজ, মায়াবীজ ও কামবীজ—এই তিনটি ত্র্যক্ষরমন্ত্র। পরা—ভুবনেশী। তাহাতে মায়াবীজ, রমাবীজ ও কামবীজ—এই তিনটিও ত্র্যক্ষর মন্ত্র। কামাদি বলায় কামবীজ, রমাবীজ ও মায়াবীজ—এই তিনটিও ত্র্যক্ষর মন্ত্র। সুতরাং ত্রিপুটার তিন প্রকার মন্ত্র। ১৯

এই মন্ত্রগুলির পূজা পদ্ধতি। যথা—প্রাতঃকৃত্য হইতে পীঠন্যাস পর্য্যন্ত সমস্ত কর্ম করিয়া ভুবনেশ্বরী মন্ত্রোক্ত জয়াদি হইতে পীঠমনু পর্য্যন্ত পীঠ শক্তি ও পীঠমন্ত্রের ন্যাস করিয়া ঋষ্যাদি ন্যাস করিবেন। যথা অস্য শ্রীত্রিপুটা-মন্ত্রস্য সম্মোহন ঋষিঃ শ্রীপুটা-দেবতা শ্রীং বীজং ক্লীং শক্তিঃ মমাভীষ্টসিদ্ধ্যর্থে বিনিযোগঃ। মস্তকে—ওঁ সম্মোহনায়

নমঃ, মুখে—গায়ত্রীছন্দসে নমঃ। হৃদি—ত্রিপুটায়ৈ দেবতা নমঃ। নিবন্ধে (২০)—

ঋষিঃ সম্মোহনশ্ছন্দো গায়ত্রী দেবতা স্মৃতা।
ত্রিপুটাখ্যা দ্বিরুক্তৈস্তৈর্বীজৈরঙ্গানি ষট্ ক্রমাৎ ॥ ২১ ॥ ইতি

ততঃ করাঙ্গন্যাসৌ শ্রীঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, হ্রীঁ তর্জনীভ্যাং স্বাহা ক্লীঁ মধ্যমাভ্যাং বষট্, পুনস্তথৈব ত্রয়ম্। এবমঙ্গন্যাসঃ। তথাচ নিবন্ধে—দ্বিরুক্তৈস্তৈরিত্যুক্তম্। ততো ধ্যানম্ (২২)—

পারিজাত-বনে রম্যে মণ্ডপে মণিকুট্টিমে।
রত্নসিংহাসনে রম্যে পদ্মে ষট্কোণ-শোভিতে।
অধস্তাৎ কল্পবৃক্ষস্য নিষণ্ণাং দেবতাং স্মরেৎ ॥ ২৩
চাপং পাশাম্বুজ-সরসিজান্যঙ্কুশং পুষ্পবাণান্
সংবিভ্রাণাং করসরসিজৈঃ রত্নমৌলিং ত্রিনেত্রাম্।

ঋষয়ে নমঃ। মুখে—ওঁ গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ। হৃদয়ে—ওঁ ত্রিপুটাদেবতায়ৈ নমঃ। গুহ্যে—ওঁ শ্রীং বীজায় নমঃ। পাদদ্বয়ে—ওঁ ক্লীং শক্তয়ে নমঃ। শারদাতিলক নিবন্ধে বলিয়াছেন (২০)—

এই মন্ত্রের সম্মোহন ঋষি, গায়ত্রী ছন্দঃ, ত্রিপুটা (ত্রিপুটানাম্নী) দেবতা কথিত হইয়াছেন। দ্বিরুক্ত সেই বীজের দ্বারা যথাক্রমে ছয়টী অঙ্গের ন্যাস করিবেন। ২১

ঋষ্যাদি ন্যাসের পর করাঙ্গন্যাস। যথা—ওঁ শ্রীং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ওঁ হ্রীং তর্জনীভ্যাং স্বাহা, ওঁ ক্লীং মধ্যমাভ্যাং বষট্, পুনরায় সেইরূপ তিনটি। যথা ওঁ শ্রীং অনামিকা-ভ্যাং হুং, ওঁ হ্রীং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্ ওঁ ক্লীং করতলকর-পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্। এইরূপ অঙ্গন্যাস করিবেন। যথা—ওঁ শ্রীং হৃদয়ায় নমঃ, ওঁ হ্রীং শিরসে স্বাহা, ওঁ ক্লীং শিখায়ৈ বষট্, ওঁ শ্রীং কবচায় হুং, ওঁ হ্রীং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, ওঁ ক্লীং করতলকর-পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্। তাহাই শারদাতিলক নিবন্ধে দ্বিরুক্ত সেই বীজের দ্বারা (ষড়ঙ্গ-ন্যাস করিবেন)—এই বলিয়াছেন। অনন্তর পারিজাত ইত্যাদি ধ্যান করিবেন (২২)—

পারিজাত বনে মনোহর মণ্ডপে কল্পবৃক্ষের অধোভাগে মণি কুট্টিমে রত্নসিংহাসনে ষট্কোণ শোভিত সুন্দর পদ্মে উপবিষ্টা ত্রিপুটা দেবতাকে ধ্যান করিবেন। ২৩

এই মন্ত্রের ধ্যানের অর্থ—বামের অধোহস্ত হইতে দক্ষিণের অধোহস্ত পর্য্যন্ত ছয় হস্ত পদ্মে ইক্ষুচাপ, পাশ ও দুইটি পদ্ম এবং অঙ্কুশ ও পঞ্চপুষ্পবাণ-ধারিণী মস্তকে রত্ন-

হেমাব্জাভ্যাং কুচভর-নতাং রত্নমঞ্জীর-কাঞ্চীং
গ্রৈবেয়াদ্যৈর্বিলসিত-তনুং ভাবয়েচ্ছক্তিমাদ্যাম্ ॥ ২৪
চামরাদর্শ-তাম্বূল-করণ্ডক-সমুদ্গকান্।
বহন্তীভিঃ কুচার্ত্তাভির্দূতিভিঃ পরিবারিতাম্।
কারুণ্যামৃত-বর্ষিণ্যা পশ্যন্তীং সাধকং দৃশা ॥ ২৫

অম্বুজং পদ্মং ন তু শঙ্খং, দধতী পদ্মযুগলমিতি দক্ষিণামূর্ত্তি-বচনাৎ। তেন বামহস্তত্রয়ে ঊর্দ্ধতশ্চাপাদি-ত্রয়ং, দক্ষিণহস্তত্রয়ে অধস্তঃ সরসিজম্, অঙ্কুশং পুষ্প-বাণ-পঞ্চকঞ্চ বিভ্রাণামিত্যর্থঃ। ইয়ং ষড়ভুজা। করণ্ড সাজী ইতি খ্যাতঃ। ২৬

এবং ধ্যাত্বা মানসপূজার্ঘ্য-স্থাপন-সামান্য-পূজা-পদ্ধত্যুক্ত-পীঠপূজাং বিধায় কেশরেষু ভুবনেশ্বরী-মন্ত্রোক্ত জয়াদি পীঠমন্বন্তাং পীঠপূজাং বিধায় পুনর্ধ্যাত্বা-বাহনাদি-পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি-দান-পর্য্যন্তং বিধায়াবরণপূজাং কুর্য্যাৎ। যথা—অগ্ন্যাদি-ষট্‌কোণেষু ওঁ লক্ষ্ম্যৈ নমঃ এবং হরয়ে, গৌর্য্যৈ শিবায়, রত্যৈ কামায়। যথা (২৭)—

মুকুটধারিণী, ত্রিনেত্রা, স্বর্ণপদ্মের ন্যায় বর্ণ প্রভাবিশিষ্টা, স্তনভারে নম্রা, রত্নময় নূপুর, কাঞ্চী (চন্দ্রহার) ও গ্রৈবেয়াদি কণ্ঠভূষণের দ্বারা শোভিত-দেহা সেই আদ্যা শক্তিকে ভাবনা (ধ্যান) করিবেন। ২৪

চামর, দর্পণ, তাম্বূল-করণ্ড (পানের সাজী) ও সমুদ্গকে (গন্ধাদি স্থাপনের পাত্র-কৌটা) বহনকারিণী, স্তনভার পীড়িতা সৌম্যাদি চতুর্দলস্থা ঘৃণিনী, সূর্য্যা, আদিত্যা, প্রভাবতী নাম্নী দূতীগণ কর্ত্তৃক পরিবৃতা, করুণারূপ অমৃতবর্ষী চক্ষুঃ দ্বারা সাধককে দর্শনকারিণী সেই আদ্যা শক্তিকে ভাবনা করিবে। ২৫

দধতীং পদ্মযুগলম্ অর্থাৎ পদ্মদ্বয় ধারণ কারিণী এইরূপ দক্ষিণামূর্ত্তি-সংহিতার বচন হইতে বুঝা যায়, ধ্যান-শ্লোক স্থিত অম্বুজ শব্দের অর্থ—পদ্ম, শঙ্খ নহে। তাহা হইলে বামহস্ত ত্রয়ে ঊর্ধ্ব হইতে ইক্ষুচাপ, পাশ, পদ্ম—এই তিনটি, দক্ষিণ হস্তত্রয়ে অধো হইতে পদ্ম, অঙ্কুশ ও পুষ্পবাণ-পঞ্চকধারিণী—এই অর্থ হয়। ইনি ষড়্‌ভুজা। করণ্ড সাজী বলিয়া প্রসিদ্ধ। ২৬

এই প্রকারে ধ্যান করিয়া মানস পূজা বিশেষার্ঘ্য স্থাপন, সামান্য পূজা পদ্ধতি-কথিত পীঠপূজা করিয়া, কেশর সমূহে ভুবনেশ্বরী মন্ত্রোক্ত জয়াদি পীঠ শক্তি ও পীঠমনুর পূজা করিয়া, পুনরায় ধ্যান, আবাহন হইতে পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলি দান পর্য্যন্ত সমস্ত করিয়া আবরণ পূজা করিবেন। যথা আগ্নেয়াদি ছয়টি কোণে—ওঁ লক্ষ্ম্যৈ

অগ্ন্যাদি-ষট্সু কোণেষু লক্ষ্ম্যাদ্যাঃ পূজয়েদ্ ধ্রুবম্ ।
লক্ষ্মীং হেমপ্রভাং তন্বীং স-বরাব্জ-যুগাভয়াম্ ॥ ২৮
শঙ্খ-চক্র-গদাম্ভোজ ধরং হেমনিভং হরিম্ ।
পাশাঙ্কুশাভয়াভীষ্ট-ধরাং গৌরীং জবারুণাম্ ॥ ২৯
মৃগ-টঙ্কাভয়াভীষ্ট-ধরং স্বর্ণনিভং হরম্ ।
নীলোৎপল-করাং[১] সৌম্যাং রতিং কাঞ্চন-সন্নিভাম্ ।
ধৃত-পাশঙ্কুশেষ্বাসং পুষ্পেষুমরুণং[২] স্মরম্ ॥ ৩০

ষটকোণস্যোভয়তঃ শঙ্খনিধয়ে, পদ্মনিধয়ে। অগ্ন্যাদিকোণ-কেশরেষু মধ্যে দিক্ষু চ শ্রীঁ হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদিনা ষড়ঙ্গেন পূজয়েৎ। ততঃ পত্রেষু ব্রাহ্ম্যাদ্যা মাতরঃ পূজ্যাঃ ব্রাহ্মী-মাহেশ্বরী-কৌমারী-বৈষ্ণবী-বারাহীন্দ্রাণী চামুণ্ডা-মহালক্ষ্ম্যঃ। তদ্বহিরিন্দ্রাদীন্ পূজয়েৎ। নিবন্ধে (৩১)—

নমঃ, ওঁ হরয়ে নমঃ, ওঁ গৌর্য্যৈ নমঃ, ওঁ শিবায় নমঃ, ওঁ রত্যৈ নমঃ, ওঁ কামায় নমঃ মন্ত্রে পূজা করিবেন। যেমন শারদাতিলক নিবন্ধে বলিয়াছেন (২৭)—

আগ্নেয়াদি ছয়টি কোণে বক্ষ্যমাণ লক্ষ্মী প্রভৃতিকে পূজা করিবেন। আগ্নেয় কোণে —হেমবর্ণা তন্বী বরমুদ্রা, দুইটি পদ্ম ও অভয় মুদ্রাধারিণী লক্ষ্মীকে পূজা করিবেন। ২৮

নৈঋ‌র্ত কোণে—শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্মধারী হরিকে পূজা করিবেন। পশ্চিম কোণে—জবাপুষ্পের ন্যায় রক্তবর্ণা পাশ, অঙ্কুশ, বর ও অভয় মুদ্রাধারিণী গৌরীকে পূজা করিবেন। ২৯

বায়ুকোণে—মৃগ, টঙ্ক, পরশু, অভয় ও বরমুদ্রাধারী স্বর্ণবর্ণ হরকে পূজা করিবেন। ঈশান কোণে—নীলোৎপলধারিণী স্বর্ণবর্ণা সৌম্যা রতিকে পূজা করিবেন। পূর্বকোণে—পাশ, অঙ্কুশ, ধনুঃ ও পুষ্পবাণধারী রক্তবর্ণ স্মরকে পূজা করিবেন। ৩০

ষট্ কোণের পার্শ্বদ্বয়ে—সেই শঙ্খনিধি ও পদ্মনিধি এই নিধিদ্বয়কে ওঁ শঙ্খনিধয়ে নমঃ, ওঁ পদ্ম নিধয়ে নমঃ মন্ত্রে পূর্ববৎ পূজা করিবেন। কেশরের অগ্ন্যাদি কোণে মধ্যে ও দিক্ সমূহে যথাক্রমে ওঁ শ্রীং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে ছয়টি অঙ্গদেবতার পূজা করিবেন। তাহার পর পত্রগুলিতে ব্রাহ্ম্যাদি মাতৃগণকে পূজা করিবেন। যথা ব্রাহ্মী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী, ইন্দ্রাণী, চামুণ্ডা ও মহালক্ষ্মী। দলের বহির্ভাগে ইন্দ্রাদি লোকপালগণকে পূজা করিবেন। শারদাতিলক নিবন্ধে বলিয়াছেন (৩১)—

১। খ—নীলোৎপল বরাং। ২। খ—ধৃতপাশাঙ্কুষেষাস-পুষ্পেষুমরুণম্।

লোকেশান্ বনিতারূপানর্চয়েৎ সৌম্যবিগ্রহান্ ।

ততো ধূপাদি-বিসর্জনান্তং কর্ম সমাপয়েৎ। পুরশ্চরণং দ্বাদশলক্ষ জপঃ।
যথা (৩২)— ভানুলক্ষং জপেদেনং মনুং তাবৎ সহস্রকম্ ।

বিল্বারগ্বধ-সম্ভূতৈর্মধুরাক্তৈঃ সমিদ্বরৈঃ ।

জবাপুষ্পৈশ্চ জুহুয়াৎ তোষয়েদ্ বসুনা গুরুম্ ॥ ৩৩

আরগ্বধঃ সোনালুরিতি খ্যাতঃ। ত্রয়াণাং মন্ত্রাণাং মধ্যে যস্যাদৌ যদ্বীজং তদাদি-বীজ-ত্রিকোণ-দ্বিরুক্তেন করাঙ্গন্যাসৌ তত্র কার্য্যৌ। ৩৪

ইতি ত্রিপুটা-প্রকরণম্ ।

অথাভিধাস্যে ত্বরিতাং ত্বরিতং ফলদায়িনীম্ ।

তারো মায়া বর্মবীজং ঋদ্ধিরীশ স্বরান্বিতা ॥ ৩৫

কূর্মস্তদন্ত্যো ভগবান্ ক্ষঃ স্ত্রী দীর্ঘতনুচ্ছদম্ ।

সম্বর্ত্তো ভগবান্ মায়া ফড়ন্তো দ্বাদশাক্ষরঃ ॥ ৩৬

তারঃ প্রণবঃ মায়া ভুবনেশী, বর্মবীজং[১] পঞ্চম-স্বর-বিন্দুমান্ হকারঃ, নতু

বনিতারূপ সৌম্য সুন্দর দেহধারী লোকপালগণকে পূজা করিবেন। তাহার পর ধূপদান হইতে বিসর্জন পর্য্যন্ত সমস্ত কর্ম শেষ করিবেন। পুরশ্চরণে দ্বাদশ লক্ষ মন্ত্র জপ। যেমন নিবন্ধে বলিয়াছেন (৩২)—

পুরশ্চরণে এই মন্ত্র বার লক্ষ জপ করিবেন। জপের অন্তে মধুরাক্ত বিল্ব ও আরগ্‌বধ (সোনালু) জাত উত্তম সমিধের দ্বারা বা মধুরাক্ত জবাপুষ্প সমূহের দ্বারা বার হাজার হোম করিবেন। ধনের দ্বারা গুরুকে সন্তুষ্ট করিবেন। ৩৩

আরগ্বধ—সোনালু নামে লোকে প্রসিদ্ধ। এই তিনটি মন্ত্রের মধ্যে যে মন্ত্রের আদিতে যে বীজ থাকিবে, সেই আদিবীজ দ্বিরুক্ত করিয়া দ্বিরুক্ত ত্রিকোণে অর্থাৎ ষট্‌কোণে করাঙ্গন্যাস করিবেন। ত্রিপুটার প্রকরণ সমাপ্ত হইল। ৩৪

অনন্তর ত্বরিতামন্ত্র। অনন্তর ত্বরিত ফলদায়িনী ত্বরিতার মন্ত্র বলিতেছি। প্রথমে তার (ওঁ), মায়াবীজ (হ্রীং), বর্মবীজ (হুং) ঈশস্বর (একাদশস্বর এ) যুক্ত ঋদ্ধি (খ) অর্থাৎ খে, অনন্তর কূর্ম (চ), ভগবান্ (একার যুক্ত) তদন্ত্য (সেই চকারের পরবর্ত্তী বর্ণ ছ) অর্থাৎ ছে, তাহার পর ক্ষঃ স্ত্রী ও দীর্ঘতনুচ্ছদ (হূং), তাহার পর ভগবান্ (একার যুক্ত) সংবর্ত্ত (ক্ষকার) অর্থাৎ ক্ষে, তাহার পর ফট্ অন্ত মায়া অর্থাৎ হ্রীং ফট্। এইগুলি ত্বরিতার দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র। ৩৫-৩৬

তার—প্রণব। মায়া—ভুবনেশী (হ্রীং)। বর্মবীজ—পঞ্চম স্বর ও বিন্দু যুক্ত

১। খ—বর্ম হুং। ঋদ্ধিঃ ক্ষকারঃ।

কূর্চং, সামান্য-নির্দ্দেশাৎ। অতএব পরার্দ্ধে কূর্চবীজ-প্রতিপত্তয়ে দীর্ঘতনুচ্ছদ-মিত্যত্র প্রযুক্তম্। ঋদ্ধিঃ খকারঃ, ঈশ-স্বর একারঃ। কূর্মশ্চকারঃ। তদন্ত্য-শ্ছকারঃ। ভগ একারঃ তদ্বান্। ক্ষঃ স্ত্রী স্বরূপম্। দীর্ঘতনুচ্ছদং[১] ষষ্ঠস্বর-বিন্দু-মান্ হকারঃ। সম্বর্ত্তঃ ক্ষকারঃ। ভগ একারস্তদ্বান্। তেন ওঁ হ্রীঁ হুঁ খে চ ছে ক্ষঃ স্ত্রী হূঁ ক্ষে হ্রীঁ ফট্ ইতি মন্ত্রঃ। ৩৭

অস্য পূজা—প্রাতঃকৃত্যাদি পীঠন্যাসান্তং কর্ম কৃত্বা কেশরেষু ভুবনেশ্বরী-মন্ত্রোক্ত-জয়াদি-পীঠশক্তীর্বিন্যস্য মধ্যে ক্ষঁ হুঁ হঁ বজ্রদেহ পুরু পুরু হিঙ্গুলু হিঙ্গুলু গর্জ্জ গর্জ হঁ হুঁ ক্ষাঁ পঞ্চাননায় নমঃ ইতি মন্ত্রং ন্যসেৎ। ৩৮

তত ঋষ্যাদিন্যাসঃ। অস্য ত্বরিতামন্ত্রস্য অর্জুন ঋষির্বিরাট্ ছন্দস্ত্বরিতা দেবতা পুরুষার্থ-চতুষ্টয়-সিদ্ধ্যর্থে বিনিয়োগঃ। শিরসি—অর্জুন ঋষয়ে নমঃ, মুখে—বিরাট্ ছন্দসে নমঃ। হৃদি—ত্বরিতায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ। ৩৯

ততো মন্ত্রন্যাসঃ। মূর্ধ্নি ওঁ নমঃ, ভালে হুঁ নমঃ। গলে খে নমঃ, হৃদি চ নমঃ, নাভৌ ছে নমঃ গুহ্যে ক্ষঃ নমঃ, ঊর্বোঃ স্ত্রী নমঃ, জান্বোঃ হূঁ নমঃ,

---

হকার (হুং), কিন্তু কূর্চ (হূং) নহে। যেহেতু সামান্যভাবে নির্দেশ হইয়াছে। এই জন্য ইহার পরার্দ্ধে কূর্চবীজ বোধের জন্য দীর্ঘতনুচ্ছদ প্রযুক্ত হইয়াছে। ঋদ্ধি—খকার। ঈশস্বর—একার। কূর্ম—চকার। তদন্ত্য—ছকার। ভগ—একার; তদ্বান্ অর্থাৎ একার যুক্ত। ক্ষঃ স্ত্রী এই দুইটি স্বরূপ অর্থাৎ অবিকল এই দুইটি বর্ণ। দীর্ঘতনুচ্ছদ—ষষ্ঠস্বর দীর্ঘ উকার ও বিন্দু যুক্ত হকার। সম্বর্ত্ত—ক্ষকার। ভগ—একার, তদ্বান্। তাহাতে ত্বরিতার ওঁ হ্রীং হুং খে চ ছে ক্ষঃ স্ত্রী হূং ক্ষে হ্রীং ফট্—এই দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র হয়। ৩৭

এই মন্ত্রের পূজা পদ্ধতি। প্রাতঃকৃত্য হইতে পীঠন্যাস পর্য্যন্ত যাবতীয় কর্ম করিয়া কেশর সমূহে পূর্ববৎ ভুবনেশ্বরী মন্ত্রপ্রোক্ত জয়াদি পীঠ শক্তির ন্যাস করিয়া, মধ্যে ক্ষং হুং হং বজ্রদেহ পুরু পুরু হিঙ্গুলু হিঙ্গুলু গর্জ্জ গর্জ হং হুং ক্ষাং পঞ্চাননায় নমঃ এই মন্ত্রে পীঠ মন্ত্রের ন্যাস করিবেন। ৩৮

অনন্তর ঋষ্যাদি ন্যাস। যথা অস্য ত্বরিতামন্ত্রস্য অর্জুন ঋষির্বিরাট্ ছন্দঃ ত্বরিতা দেবতা প্রণবো বীজং মায়া শক্তিঃ পুরুষার্থ-চতুষ্টয়সিদ্ধ্যর্থে বিনিযোগ। মস্তকে—ওঁ অর্জুন ঋষয়ে নমঃ। মুখে—ওঁ বিরাট্-ছন্দসে নমঃ। হৃদয়ে—ওঁ ত্বরিতায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ। গুহ্যে—ওঁ ওঁকার-বীজায় নমঃ। পাদদ্বয়ে—ওঁ স্বাহা শক্তয়ে নমঃ। ৩৯

অনন্তর মন্ত্রন্যাস। যথা মস্তকে—ওঁ নমঃ। ভালে—হুং নমঃ। গলে—খে নমঃ।

১। খ—দীর্ঘতনুচ্ছদং হূং। সম্বর্ত্তঃ।

জঙ্ঘয়োঃ ক্ষে নমঃ[১], পাদয়োঃ ফট্ নমঃ। ততো মূলেন ব্যাপকং কুর্য্যাৎ। নিবন্ধে (৪০)—

মায়া-বিবর্জিতান্ বর্ণান্ মূর্ধ্নি ভালে গলে হৃদি।
নাভি-গুহ্যোরু-যুগ্মেষু জানু-জঙ্ঘাপদেষু চ।
বিন্যস্য ব্যাপকং কুর্য্যাৎ সমস্তেনৈব সাধকঃ ॥ ৪১

ততঃ করাঙ্গন্যাসৌ—চ ছে অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ ছে ক্ষ তর্জনীভ্যাং স্বাহা, ক্ষঃ স্ত্রী মধ্যমাভ্যাং বষট্। স্ত্রী হূঁ অনামিকাভ্যাং হুঁ। হুঁ ক্ষে কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। ক্ষে[২] ফট্ করতল-পৃষ্ঠাভ্যাং ফট্। এবং হৃদয়াদিষু। যথা নিবন্ধে (৪২)—

কূর্মাদ্যৈঃ সপ্তভির্বর্ণৈঃ পূর্ব-পূর্ব-বিয়োজিতৈঃ।
দ্বাভ্যাং দ্বাভ্যাং ষড়ঙ্গানি কুর্য্যাৎ সাধক-সত্তমঃ[৩] ॥ ৪৩

অত্রাপি মায়া-বর্জনম্। ততো ধ্যানম্—

হৃদয়ে—চ নমঃ। নাভৌ—ছে নমঃ। গুহ্যে—ক্ষঃ নমঃ। উরু দ্বয়ে—স্ত্রী নমঃ। জানুদ্বয়ে—হূং নমঃ। জঙ্ঘাদ্বয়ে—ক্ষে নমঃ। পাদদ্বয়ে—ফট্ নমঃ। তাহার পর মূলের দ্বারা ব্যাপক ন্যাস করিবেন। যেমন নিবন্ধে বলিয়াছেন (৪০)—

সাধক এই মন্ত্রের মায়ারহিত বর্ণগুলির এক একটিকে মস্তকে, ললাটে, গলে, হৃদয়ে, নাভিতে, গুহ্যে, উরুদ্বয়ে, জানুদ্বয়ে, জঙ্ঘাদ্বয়ে ও পাদদ্বয়ে ন্যাস করিয়া সমস্ত মন্ত্রের দ্বারা ব্যাপক ন্যাস করিবেন। ৪১

অনন্তর করাঙ্গন্যাস। যথা—ওঁ চ ছে অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ওঁ ছে ক্ষঃ তর্জনীভ্যাং স্বাহা। ওঁ ক্ষঃ স্ত্রী মধ্যমাভ্যাং বষট্। ওঁ স্ত্রী হূং অনামিকাভ্যাং হুং। ওঁ হূং ক্ষে কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। ওঁ ক্ষে ফট্ করতল-পৃষ্ঠাভ্যাং ফট্। এইরূপ হৃদয়াদিতে—ওঁ চ ছে হৃদয়ায় নমঃ। ওঁ ছে ক্ষঃ শিরসে স্বাহা। ওঁ ক্ষঃ স্ত্রী শিখায়ৈ বষট্। ওঁ স্ত্রী হূং কবচায় হূং। ওঁ হূং ক্ষে নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। ওঁ ক্ষে ফট্ করতল-পৃষ্ঠাভ্যাং ফট্। যেমন শারদাতিলক নিবন্ধে বলিয়াছেন (৪২)—

সাধক শ্রেষ্ঠ এই মন্ত্রের মায়ারহিত কূর্মাদ্য (চকারাদ্য) যে প্রভৃতি সাতটি বর্ণের পূর্ব পূর্ব এক একটি বর্ণকে পরিত্যাগ করিয়া দুই দুইটি বর্ণ দ্বারা ছয়টি অঙ্গের ন্যাস করিবেন। ৪৩

এই করাঙ্গন্যাস স্থলে মায়াবীজকে বর্জন করিবেন। তাহার পর ত্বরিতার ধ্যান করিবেন। সেই ধ্যানের অর্থ—

১। ক্ষে নমঃ। ততো মূখেন। ২। খ—ক্ষে হ্রীং করতল। ৩। খ—সাধকসত্তমঃ ততো ধ্যানং।

শ্যামাং বর্হিকলাপ-শেখর-যুতামাবদ্ধ-পর্ণাংশুকাং
গুঞ্জাহার-লসৎ-পয়োধর-ভরামষ্টাহিপান্ বিভ্রতীম্।
তাড়ঙ্কাঙ্গদ-মেখলা-গুণ-রণন্মঞ্জীরতাং প্রাপিতান্।
কৈরাতীং বরদাভয়োদ্যত-করাং দেবীং ত্রিনেত্রাং ভজে ॥ ৪৪

ইতি ধ্যাত্বা মানস-পূজার্ঘ্যস্থাপন-সামান্য-পূজাগদ্ধত্যুক্ত পীঠপূজান্তে পদ্মস্থ কেশরেষু পূর্বাদিতঃ জয়াং, বিজয়াং, অজিতাং, অপরাজিতাং, নিত্যাং বিলাসিনীং, দোগ্ধ্রীং, অঘোরাং, মঙ্গলাং সম্পূজ্য মধ্যে ক্ষ্ঁ হুঁ হঁ বজ্রদেহ[১] পুরু পুরু হিঙ্গুলু হিঙ্গুলু গর্জ্জ গর্জ্জ হঁ হুঁ ক্ষাঁ পঞ্চাননায় নমঃ ইতি সংপূজ্য পুনর্ধ্যাত্বাবাহনাদি-পঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদান-পর্য্যন্তং বিধায় অগ্ন্যাদি-কেশরেষু চ ছে গায়ত্র্যৈ হৃদয়ায় নমঃ। ছে ক্ষঃ গায়ত্র্যৈ শিরসে স্বাহা। ক্ষঃ স্ত্রী গায়ত্র্যৈ শিখায়ৈ বষট্। স্ত্রীং হুঁ গায়ত্র্যৈ কবচায় হুঁ। হূঁ ক্ষে গায়ত্র্যৈ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। দিক্ষু[২] ক্ষে ফট্ গায়ত্র্যৈ অস্ত্রায় ফট্। যথা নিবন্ধে—

শ্যামবর্ণা, ময়ূরপুচ্ছ রচিত মুকুটধারিণী, পর্ণরচিত বস্ত্র পরিহিতা, গুঞ্জাহার (কুঁচফলের হার) মণ্ডিত স্তনদ্বয়-ধারিণী, তাটঙ্ক (কর্ণভূষণ), অঙ্গদ (বাহুভূষণ), মেখলা (চন্দ্রহার) ও গুণদ্বারা ঝুণ ঝুণ শব্দকারী নূপুরের রূপ প্রাপ্ত অষ্টসর্পেন্দ্র ধারিণী অর্থাৎ কর্ণে তাটঙ্করূপ অনন্ত ও কুলিক ধারিণী, বাহুতে অঙ্গদরূপ বাসুকী ও শঙ্খপাল-ধারিণী, কটিতে চন্দ্রহাররূপ তক্ষক ও মহাপদ্ম ধারিণী ও পাদদ্বয়ে নূপুররূপ কর্কোটক ও পদ্মনাগ-ধারিণী, কৈরাতরূপিণী, উদ্যত বামহস্তে বরমুদ্রা ও উদ্যত দক্ষিণ হস্তে অভয়মুদ্রাধারিণী, ত্রিনেত্রা ত্বরিতা দেবীকে ভজনা করি। ৪৪

এই প্রকারে ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা, বিশেষার্ঘ্য স্থাপন, সামান্য পূজা পদ্ধতি কথিত পীঠপূজা করিয়া পদ্মের কেশর সমূহে পূর্বাদিক্রমে জয়া, বিজয়া, অজিতা, অপরাজিতা, নিত্যা, বিলাসিনী, দোগ্ধ্রী, অঘোরা ও মঙ্গলাকে পূজা করিয়া মধ্যে ওঁ ক্ষং হুং হং বজ্রদেহ পুরু পুরু হিঙ্গুলু হিঙ্গুলু গর্জ্জ গর্জ্জ হং হুং ক্ষাং পঞ্চাননায় নমঃ মন্ত্রে পীঠমনুকে পূজা করিয়া পুনরায় ধ্যান, আবাহন হইতে পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি দান পর্য্যন্ত কর্মসমূহ করিয়া অগ্ন্যাদি কেশর সমূহে ওঁ চ ছে গায়ত্র্যৈ হৃদয়ায় নমঃ, ওঁ ছে ক্ষঃ গায়ত্র্যৈ শিরসে স্বাহা, ওঁ ক্ষঃ স্ত্রী গায়ত্র্যৈ শিখায়ৈ বষট্, ওঁ স্ত্রী হুং গায়ত্র্যৈ কবচায় হুং, ওঁ হুং ক্ষে গায়ত্র্যৈ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। দিক্‌সমূহে—ওঁ ক্ষে ফট্ গায়ত্র্যৈ অস্ত্রায় ফট্। যেমন শারদাতিলক নিবন্ধে বলিয়াছেন—

১। খ—বজ্রদেহ ঘুরু ঘুরু হিঙ্গুলু, ক—বজ্রদেহ ঘুরি ঘুরি। ২। খ—দিক্ষু ক্ষে হ্রীং গায়ত্র্যৈ অস্ত্রায় ফট্। পূর্বাদি দলেষু।

অঙ্গৈঃ প্রণীতাং গায়ত্রীং কেশরেষর্চয়েৎ ক্রমাৎ ॥ ৪৫

পূর্বাদি-দলেষু শ্রীঁ হুঙ্কার্যৈ নমঃ, শ্রীঁ খেচর্যৈ নমঃ। এবং চণ্ডায়ৈ, ছেদিন্যৈ, ক্ষেপিন্যৈ, স্ত্রিয়ৈ, হূঙ্কার্যৈ, ক্ষেমকার্যৈ। বহিরগ্রতঃ ফট্‌কার্যৈ দ্বারস্যোভয়তঃ জয়ায়ৈ[1] বিজয়ায়ৈ। তদ্বাহ্যে—কিঙ্করায় রক্ষ রক্ষ ত্বরিতাজ্ঞা স্থিরো ভব হুং ফট্ ইতি মন্ত্রেণ কিঙ্করং পূজয়েৎ। তথা চ নিবন্ধে—

দ্বারস্য পার্শ্বয়োঃ পূজ্যে হেম-বেত্র-করাম্বুজে।
জয়াখ্যা বিজয়াখ্যা চ কিঙ্করায় পদন্ততঃ ॥ ৪৬

কেশর সমূহে ক্রমে ক্রমে ছয়টি অঙ্গের সহিত প্রণীতা ও গায়ত্রীকে অর্চনা করিবেন। ৪৫

বিবৃতি। তন্ত্রসারে ও এই গ্রন্থে শারদাতিলকের বচনকে প্রমাণরূপে উল্লেখ করিয়া অঙ্গন্যাসের যে মন্ত্র লিখিত হইয়াছে, তাহা সঙ্গত কিনা সুধী সাধকগণের বিবেচ্য। শারদাতিলক বলিয়াছেন—অঙ্গের সহিত প্রণীতা ও গায়ত্রীকে পূজা করিবেন। ইহাতে অঙ্গমন্ত্রের সহিত গায়ত্রীর যোগ কর্তব্য বুঝা যায় না। গায়ত্রীর যদি যোগ হয়, তবে প্রণীতার পূজা কোথায় কিভাবে হইবে? রাঘবভট্ট প্রপঞ্চসার, পদ্মপাদাচার্য্য, ত্রোতলামত, মন্ত্রদেবপ্রকাশিকার মত বিচার পূর্বক বলিয়াছেন যে, কেশরেষু ষড়ঙ্গানি সম্পূজ্য কৌবেরেশানয়োঃ প্রণীতাং গায়ত্রীঞ্চ পূজয়েৎ। তোতলামতে স্পষ্ট বলিয়াছেন—যজেৎ তত্রাষ্টপত্রেষু পূর্বাশাদ্যঙ্গদেবতাঃ। সৌম্যে প্রণীতামৈশে চ গায়ত্রীমভিপূজয়েৎ ॥ সুধী সাধক বিচার পূর্বক ষড়ঙ্গমন্ত্র নির্ণয় করিবেন। ৪৫

পূর্বাদি দল সমূহে—ওঁ শ্রীং হুঙ্কার্যৈ নমঃ। ওঁ শ্রীং খেচর্যৈ নমঃ। এইরূপ চণ্ডায়ৈ, ছেদিন্যৈ, ক্ষেপিন্যৈ, স্ত্রিয়ৈ, হূঙ্কার্যৈ ও ওঁ শ্রীং ক্ষেমকার্যৈ নমঃ মন্ত্রে হুঙ্কারী প্রভৃতি মন্ত্রবর্ণের শক্তিগুলিকে পূজা করিবেন। দলের বাহিরে দেবীর অগ্রে—ওঁ শ্রীং ফট্‌কার্যৈ নমঃ। দ্বারের বাহিরে উভয় পার্শ্বে—ওঁ জয়ায়ৈ নমঃ, বিজয়ায়ৈ নমঃ মন্ত্রে জয়া ও বিজয়াকে পূজা করিয়া দ্বারের বহির্ভাগে ওঁ কিঙ্করায় রক্ষ রক্ষ ত্বরিতাজ্ঞাস্থিরোভব হুঁ ফট্, এই মন্ত্রে কিঙ্করকে পূজা করিবেন। তাহাই শারদাতিলক নিবন্ধে বলিয়াছেন—

দ্বারের বাহ্য পার্শ্ব দুইটিতে হস্তপদ্মে হেমময় বেত্রধারিণী জয়া ও বিজয়াকে পূজা করিবেন। তাহার দ্বারের বহির্ভাগে হুং ফট্-অন্ত কিঙ্কর মন্ত্রের দ্বারা দেবীর ভৃত্যরূপ কিঙ্করকে পূজা করিবেন। কিঙ্করমন্ত্র এইরূপ—কিঙ্করায় পদ বলিয়া রক্ষ

১। খ—জয়ায়ৈ তদ্বাহ্যে।

রক্ষ রক্ষ পদস্যান্তে ত্বরিতাজ্ঞাস্থিরোভব।
বর্মাস্ত্রান্তেন মনুনা কিঙ্করং তদ্বহির্যজেৎ॥ ৪৭
লগুড়ং বিভ্রতং কৃষ্ণং কৃষ্ণ চর্চর-মূর্দ্ধজম্।
আরণ্যৈররুণৈঃ পুষ্পৈরতিরম্যৈঃ সুগন্ধিভিঃ।
পূজয়েদ্ ধূপদীপাদ্যৈর্নৃত্য-গীত-মহোৎসবৈঃ[১]॥ ৪৮

অত্রেন্দ্রাদি-পূজা নাস্তি অনুক্তত্বাৎ। ততো ধূপাদি-বিসর্জনান্তং কর্ম্ম সমাপয়েৎ। অস্য পুরশ্চরণং লক্ষজপঃ। যথা (৪৯)—

লক্ষং সংজপ্য মন্ত্রজ্ঞো মন্ত্রমেনং জিতেন্দ্রিয়ঃ।
দশাংশং জুহুয়াদ্ বৈল্বৈস্ত্রিমধ্বক্তৈঃ সমিদ্বরৈঃ[২]॥ ৫০

অস্যাঃ পূজাযন্ত্রং দক্ষিণামূর্ত্তৌ—

অষ্টপত্রং লিখেৎ পদ্মং বহির্ভূবিম্বমালিখেৎ।
প্রত্যেকং বসু-পত্রেষু কবচং চাষ্টধা লিখেৎ।
মধ্যে তু ভুবনেশানীং বেষ্টয়েন্ মাতৃকাক্ষরৈঃ। ৫১ ইতি।

রক্ষ পদের অন্তে ত্বরিতাজ্ঞা স্থিরোভব, ইহার অন্তে বর্ম (হুং) ও অস্ত্র (ফট্)। ইহাতে কিঙ্করায় রক্ষ রক্ষ ত্বরিতাজ্ঞাস্থিরোভব হুং ফট্—এই মন্ত্র হয়। এই মন্ত্রের দ্বারা দ্বারের বহির্ভাগে কিঙ্করকে পূজা করিবেন। ৪৬-৪৭

কৃষ্ণবর্ণ কুটিল কেশবিশিষ্ট লগুড়ধারী এই কিঙ্করকে অতিরমণীয় সুগন্ধ অরণ্যজাত রক্তপুষ্প সমূহের দ্বারা, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্যের দ্বারা মনোরম নৃত্য গীতের সহিত পূজা করিবেন। ৪৮

এই ত্বরিতামন্ত্রের পূজায় ইন্দ্রাদিলোকপাল ও বজ্রাদি অস্ত্রের পূজা নাই। যেহেতু তাহা উক্ত হয় নাই। তাহার পর ধূপদান হইতে বিসর্জন পর্য্যন্ত কর্ম সমূহ শেষ করিবেন। এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে লক্ষ মন্ত্র জপ। যেমন নিবন্ধে বলিয়াছেন (৪৯)—

জিতেন্দ্রিয় মন্ত্রজ্ঞ সাধক এক লক্ষ এই মন্ত্র জপ করিয়া ত্রিমধুরের দ্বারা আপ্লুত শ্রেষ্ঠ বিল্ব সমিধের দ্বারা জপের দশাংশ হোম করিবেন। ৫০

এই মন্ত্রের পূজা যন্ত্র দক্ষিণামূর্ত্তি সংহিতায় উক্ত হইয়াছে। যন্ত্রটি এইরূপ— একটি অষ্টদল পদ্ম লিখিবে। তাহার বহির্ভাগে ভূবিম্ব রচনা করিবে। অষ্টদলের প্রত্যেক পত্রে কবচ (হুং) লিখিবে। মধ্যে ভুবনেশানী (হ্রীং) লিখিবে এবং উহাকে মাতৃকাবর্ণের দ্বারা বেষ্টিত করিবে। ৫১

১। খ—অয়ং শ্লোকার্দ্ধো নাস্তি। ২। খ—সমিদ্বরৈঃ। অথ নিত্যা।

অথ নিত্যা[১]।

বাগ্ভবং মান্মথং বীজং নিত্যক্লিন্নে-মদৌ পুনঃ।
দ্রবে-বহ্নিবধূ মন্ত্রো দ্বাদশার্ণোঽয়মীরিতঃ॥

ঐঁ ক্লীঁ নিত্যক্লিন্নে! মদদ্রবে! স্বাহেতি মন্ত্রঃ[২]। অস্য পূজা—প্রাতঃ-কৃত্যাদি-পীঠন্যাসান্তং কৃত্বা কেশরেষু মধ্যে চ পূর্বাদিতঃ জয়াদি-হ্রীঁ সর্বশক্তি-কমলাসনায় নমঃ ইত্যন্তং বিন্যস্য ঋষ্যাদীন্ ন্যসেৎ। সম্মোহন ঋষির্নিবৃৎ-ছন্দঃ নিত্যা দেবতা। ততঃ[৩] করাঙ্গন্যাসৌ (৫২)—

ঐঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ঐঁ তর্জনীভ্যাং স্বাহা ইত্যাদি বাগ্বীজাদ্যেন। এবং হৃদয়াদিষু। ততো ধ্যানম্ (৫৩)—

অর্দ্ধেন্দুমৌলিমরুণামমরাভিবন্দ্যামম্ভোজ-পাশ-সৃণি-পূর্ণকপাল-হস্তাম্।
রক্তাঙ্গরাগবসনাভরণাং ত্রিনেত্রাং ধ্যায়েচ্ছিবস্য বনিতাং মদবিহ্বলাঙ্গীম্॥

অনন্তর নিত্যা মন্ত্র। বাগ্ভব (ঐং), মন্মথবীজ (ক্লীং) নিত্যক্লিন্নে ও মদ পদ, পরে দ্রবে পদ ও বহ্নিবধূ (স্বাহা)—নিত্যার এই দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র কথিত হইয়াছে।

ঐং ক্লীং নিত্যক্লিন্নে মদদ্রবে স্বাহা—এইটি নিত্যা মন্ত্র। এই মন্ত্রের পূজা পদ্ধতি—প্রাতঃকৃত্য হইতে পীঠন্যাস পর্য্যন্ত যাবতীয় কর্ম করিয়া, পূর্বাদি ক্রমে কেশরে ও মধ্যে পূর্বোক্ত জয়াদি পীঠ শক্তির ন্যাস করিয়া হ্রীং সর্বশক্তি-কমলাসনায় নমঃ মন্ত্রে পীঠমনুর ন্যাস করিয়া ঋষ্যাদি ন্যাস করিবেন। এই মন্ত্রের সম্মোহন ঋষি, নিবৃৎ ছন্দ, নিত্যা দেবতা, ক্লীং বীজ, স্বাহা শক্তি। যথা—অস্য নিত্যামন্ত্রস্য সম্মোহন ঋষির্নিবৃচ্ছন্দো নিত্যা দেবতা ক্লীং বীজং স্বাহা শক্তির্মমাভীষ্ট-সিদ্ধ্যর্থে পূজনে বিনিয়োগঃ। মস্তকে—ওঁ সম্মোহনায় ঋষয়ে নমঃ। মুখে—ওঁ নিবৃচ্ছন্দসে নমঃ। হৃদয়ে—ওঁ নিত্যায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ। গুহ্যে—ওঁ ক্লীং বীজায় নমঃ। পাদদ্বয়ে—ওঁ স্বাহা শক্তয়ে নমঃ। ৫২

অনন্তর করাঙ্গন্যাস। যথা—ওঁ ঐং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ওঁ ঐং তর্জনীভ্যাং স্বাহা ইত্যাদি। এইরূপ—ওঁ ঐং হৃদয়ায় নমঃ, ওঁ ঐং শিরসে স্বাহা ইত্যাদি বাগ্-বীজাদি (ঐং) মন্ত্রের দ্বারা এই করাঙ্গন্যাস হইবে। তাহার পর ধ্যান (৫৩)—

এই ধ্যানের অর্থ—মস্তকে অর্দ্ধচন্দ্র-ধারিণী, অরুণবর্ণা, দেবগণের অভিবন্দনীয়া, দক্ষিণ ও বামের উর্দ্ধ্বহস্তে পদ্ম ও পাশ-ধারিণী, দক্ষিণ ও বামের অধোহস্তে অঙ্কুশ ও সুরাপূর্ণ কপালধারিণী, রক্ত অঙ্গরাগ, রক্ত বসন ও আভরণে ভূষিতা, ত্রিনেত্রা মদ-বিহ্বলাঙ্গী শিবের বনিতা নিত্যাকে ধ্যান করিবেন। ৫৪

১। ক—অথ নিত্যা। ঐং ক্লীমিত্যাদি। মন্ত্রোদ্ধার-শ্লোকস্তু নাস্তি। ২। খ—মদদ্রবে স্বাহা। পূজা তু। ৩। খ—ততঃ ঐং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং।

এবং ধ্যাত্বা মানস-পূজার্ঘ্যস্থাপন-পীঠপূজাং বিধায় কেশরেষু জয়াদি-পীঠ-শক্তীর্মধ্যে হ্রীঁ সর্বশক্তিকমলাসনায় নম ইত্যন্তং সংপূজ্য পুনর্ধ্যাত্বাবাহনাদি-পঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদান-পর্য্যন্তং বিধায়াগ্ন্যাদি-কোণ-চতুষ্টয়ে মধ্যে দিক্ষু চ ঐঁ হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি-ষড়ঙ্গৈরভ্যর্চ্যাষ্টদলেষু নিত্যা-নিরঞ্জনা-ক্লিন্না-ক্লেদিনী-মদনাতুরা-মদদ্রবা[১]-দ্রাবিণী-দ্রবিণীঃ সংপূজ্য তদ্বাহ্যে ইন্দ্রাদীন্ বজ্রাদীংশ্চ সংপূজ্য ধূপাদি-বিসর্জনান্তং কুর্য্যাৎ। নিবন্ধে (৫৫)—

চতুর্লক্ষং জপিত্বা তু মধুরাক্তৈর্মধূকজৈঃ।
কুসুমৈরযুতং হুত্বা তোষয়েদ্ গুরুমাত্মনঃ॥ ৫৬

অথ বজ্র-প্রস্তারিণী। বাগ্‌ভবং মায়া নিত্যক্লিন্নে মদদ্রবে স্বাহা ইতি দ্বাদশাক্ষরো মন্ত্রঃ। তথা চ (৫৭)—

বাঙ্‌মায়ানন্তরং নিত্যক্লিন্নে ভূয়ো মদদ্রবে!।
দ্বিঠান্তো রবিসংখ্যার্ণো মন্ত্রো বশ্য-প্রদায়কঃ॥ ৫৮

এই প্রকারে ধ্যান করিয়া মানস উপচারে পূজা, বিশেষার্ঘ্য স্থাপন, পীঠ পূজা করিয়া, কেশর সমূহে পূর্বোক্ত জয়াদি পীঠশক্তি ও মধ্যে ওঁ হ্রীং সর্বশক্তি-কমলাসনায় নমঃ মন্ত্রে পীঠমনুর পূজা করিয়া, পুনরায় ধ্যান করিয়া আবাহন হইতে পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি দান পর্যান্ত সমস্ত কার্য্য করিয়া, অগ্ন্যাদি কোণ চতুষ্টয়ে, মধ্যে ও দিক্‌সমূহে ওঁ ঐং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি ছয় প্রকার অঙ্গমন্ত্রে পূজা করিয়া, অষ্টদলের এক একটি দলে যথাক্রমে ওঁ নিত্যায়ৈ নমঃ, ওঁ নিরঞ্জনায়ৈ নমঃ, ওঁ ক্লিন্নায়ৈ নমঃ, ওঁ ক্লেদিন্যৈ নমঃ, ওঁ মদনাতুরায়ৈ নমঃ, ওঁ মদদ্রবায়ৈ নমঃ, ওঁ দ্রাবিণ্যৈ নমঃ, ওঁ দ্রবিণ্যৈ নমঃ মন্ত্রে এই অষ্ট শক্তির পূজা করিয়া, দলের বাহিরে আয়ুধ বাহনাদি সহিত ইন্দ্রাদি লোকপাল ও বজ্রাদি অস্ত্রসমূহের পূজা করিয়া, ধূপদান হইতে বিসর্জন পর্য্যন্ত সমস্ত কর্ম শেষ করিবেন। শারদাতিলক নিবন্ধে পুরশ্চরণ বিষয়ে বলিয়াছেন (৫৫)—

এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে চারি লক্ষ এই মন্ত্র জপ করিয়া মধুরাক্ত মধূক পুষ্পের দ্বারা অযুত হোম করিয়া নিজের গুরুকে সন্তুষ্ট করিবেন। ৫৬

বিবৃতি। শারদাতিলক তন্ত্রের দশম পটলে নিত্যার পঞ্চদশাক্ষর আর একটি মন্ত্র আছে। তাহার পূজা পদ্ধতি স্বতন্ত্র। ৫৬

অনন্তর বজ্রপ্রস্তারিণী। প্রথমে বাগ্‌ভব, মায়া নিত্যক্লিন্নে মদদ্রবে স্বাহা—এইটি বজ্রপ্রস্তারিণীর দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র। তাহাই শারদাতিলকে বলিয়াছেন (৫৭)—

১। খ—মদদ্রবা দ্রবিণী দ্রাবিণীঃ।

অস্য পূজা যন্ত্রং—ষট্‌কোণং দ্বাদশদলং চতুর্দ্বারং চতুরস্রঞ্চ। ৫৯

পূজা তু—প্রাতঃকৃত্যাদি-পীঠন্যাসান্তং বিধায় কেশরেষু জয়াদি-পীঠমন্ত্রান্তং বিন্যস্য ঋষ্যাদিন্যাসং কুর্য্যাৎ। অঙ্গিরা ঋষিস্ত্রিষ্টুপ্‌ ছন্দো বজ্রপ্রস্তারিণী-দেবতা। ৬০

ততঃ করাঙ্গন্যাসৌ ঐঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ঐঁ তর্জনীভ্যাং স্বাহা ইত্যাদিনা বাগ্‌ভবাদ্যেন। এবং হৃদয়াদিষু। ততো ধ্যানং (৬১)—

রক্তাব্ধৌ রক্তপোতে রবিদল-কমলাভ্যন্তরে ষন্নিষণ্ণাং
রক্তাঙ্গীং রক্তমৌলি-স্ফুরিত-শশিকলাং স্মেরবক্ত্রাং ত্রিনেত্রাম্।
বীজাপূরেষু-পাশাঙ্কুশ-মদন-ধনুঃ-সৎকপালানি হস্তৈ-
র্বিভ্রাণামানতাঙ্গীং স্তনভর-নমিতামম্বিকামাশ্রয়ামঃ॥ ৬২

বাগ্‌বীজ ও মায়াবীজের অনন্তর নিত্যক্লিন্নে. পুনরায় মদদ্রবে পদ। উহা দ্বিঠান্ত স্বাহান্ত হইবে। এই দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রটি বশ্যপ্রদায়ক। ৫৮

এই মন্ত্রের পূজা যন্ত্র। ষট্‌কোণ, তাহার বহির্ভাগে দ্বাদশ দল, তাহার বাহিরে চতুর্দ্বার ও চতুরস্র অঙ্কন করিলে বজ্রপ্রস্তারিণীর যন্ত্র হয়। ৫৯

এই মন্ত্রের পূজা পদ্ধতি। প্রাতঃকৃত্য হইতে পীঠন্যাস পর্য্যন্ত করিয়া, কেশর সমূহে পূর্বোক্ত জয়াদি পীঠশক্তি ও পীঠমন্ত্রের ন্যাস করিয়া ঋষ্যাদি ন্যাস করিবেন। এই মন্ত্রের অঙ্গিরা ঋষি, ত্রিষ্টুপ্‌ ছন্দঃ, বজ্রপ্রস্তারিণী দেবতা, বাক্‌বীজ ও স্বাহা শক্তি। ন্যাস যথা—অস্য বজ্রপ্রস্তারিণী মন্ত্রস্য অঙ্গিরা ঋষিস্ত্রিষ্টুপ্‌ ছন্দঃ বজ্রপ্রস্তারিণী দেবতা বাক্‌বীজং স্বাহা শক্তিঃ অভীষ্টসিদ্ধার্থে বিনিয়োগ। মস্তকে—ওঁ অঙ্গিরসে ঋষয়ে নমঃ। মুখে—ওঁ ত্রিষ্টুপ্‌ ছন্দসে নমঃ। হৃদয়ে—ওঁ বজ্রপ্রস্তারিণী দেবতায়ৈ নমঃ। গুহ্যে—ওঁ বাক্‌বীজায় নমঃ। পাদদ্বয়ে—ওঁ স্বাহা শক্তয়ে নমঃ। ৬০

তাহার পর করাঙ্গন্যাস। বাগ্‌ভব বীজাদি মন্ত্রের দ্বারা করাঙ্গন্যাস কর্তব্য। যথা—ওঁ ঐং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ওঁ ঐ তর্জনীভ্যাং স্বাহা। হৃদয়াদিতে ওঁ ঐং হৃদয়ায় নমঃ, ওঁ ঐং শিরসে স্বাহা ইত্যাদি। তাহার পর মূলোক্ত ধ্যান করিবেন (৬১)—

ধ্যানের অর্থ—রক্ত-সমুদ্রে রক্ত-নৌকায় দ্বাদশদল পদ্মের অভ্যন্তরে উপবিষ্টা, রক্তাঙ্গী, রক্তবর্ণ মস্তকে দেদীপ্যমান শশিকলা যুক্তা, ঈষৎ হাস্যমুখী, ত্রিনেত্রা, বামের ঊর্দ্ধহস্ত হইতে অধোহস্ত পর্য্যন্ত তিন হস্তে যথাক্রমে পাশ, ইক্ষুচাপ, সৎকপাল ধারিণী, দক্ষিণের ঊর্দ্ধহস্ত হইতে অধোহস্ত পর্য্যন্ত তিন হস্তে যথাক্রমে অঙ্কুশ, শর ও বীজাপূর ধারিণী, স্থূলস্তনের ভারে অবনতাঙ্গী অম্বিকাকে আশ্রয় করি। ৬২

এবং ধ্যাত্বা মানস-পূজার্ঘ্যস্থাপনাদি কৃত্বা পূর্ববৎ পীঠপূজাং কৃত্বা পুনর্ধ্যাত্বা-বাহনাদি-পঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদান-পর্য্যন্তং কৃত্বাবরণানি পূজয়েৎ। যথা অগ্ন্যাদি-কোণেষু মধ্যে দিক্ষু চ ঐঁ হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদিনাভ্যর্চ্য দ্বাদশদলেষু পূর্বাদিতঃ হৃল্লেখাং ক্লেদিনীং ক্লিন্নাং ক্ষোভিণীং মদনাতুরাং নিরঞ্জনাং রাগবতীং মদনাবতীং মেখলাং দ্রাবিণীং বেগবতীং স্মরাং[১] তদ্বাহ্যে ব্রাহ্ম্যাদ্যা মাতৃস্তদ্বহি-রিন্দ্রাদীন্ বজ্রাদীংশ্চ পূজয়িত্বা ধূপাদি-বিসর্জনান্তং কুর্য্যাৎ। অস্য পুরশ্চরণং লক্ষজপঃ। ঘৃতাক্ত-রাজবৃক্ষ-সমিদ্ভিরযুতহোমঃ। রাজবৃক্ষঃ[২] সোনালুরিতি খ্যাতঃ। ৬৩

অথ শূলিনী

জ্বল জ্বল শূলিনী দুষ্টগ্রহ হুঁ ফট্ স্বাহা। যথা নিবন্ধে (৬৪)—

জ্বল জ্বল পদস্যান্তে শূলিনীতি পদং ততঃ।
দুষ্টগ্রহ ! হুমস্ত্রান্তে বহ্নিজায়াবধির্মনুঃ ॥ ৬৫

এইরূপ ধ্যান করিয়া, মানস উপচারে পূজা করিয়া, বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করিয়া পূর্ববৎ পীঠ পূজা করিয়া, পুনরায় ধ্যান, আবাহন হইতে পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি দান পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্য করিয়া আবরণ দেবতার পূজা করিবেন। যথা—অগ্ন্যাদি কোণ, মধ্যে ও দিক্‌সমূহে—ওঁ ঐং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি প্রকারে ষড়ঙ্গ মন্ত্র দ্বারা পূজা করিয়া, দ্বাদশদলে পূর্বাদি ক্রমে ওঁ হৃল্লেখায়ৈ নমঃ, ওঁ ক্লেদিন্যৈ নমঃ, ওঁ ক্লিন্নায়ৈ নমঃ, ওঁ ক্ষোভিণ্যৈ নমঃ, ওঁ মদনাতুরায়ৈ নমঃ, ওঁ নিরঞ্জনায়ৈ নমঃ, রাগবত্যৈ নমঃ, ওঁ মদনাবত্যৈ নমঃ, মেখলায়ৈ নমঃ, ওঁ দ্রাবিণ্যৈ নমঃ, ওঁ বেগবত্যৈ নমঃ, ওঁ স্মরায়ৈ নমঃ মন্ত্রে হৃল্লেখাদির পূজা করিয়া, তাহার বাহিরে পূর্ববৎ ব্রাহ্মী প্রভৃতি মাতৃগণের পূজা করিয়া, দলের বাহিরে চতুরস্রের মধ্যে ইন্দ্রাদি লোকপাল ও বজ্রাদি অস্ত্রের পূজা করিয়া, ধূপদান হইতে বিসর্জন পর্য্যন্ত সমস্ত কর্ম করিবেন। এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে লক্ষ মন্ত্র জপ। ঘৃতাক্ত রাজবৃক্ষের শ্রেষ্ঠ সমিধ্ দ্বারা অযুত হোম। রাজ-বৃক্ষ সোনালু গাছ নামে প্রসিদ্ধ। ৬৩

অনন্তর শূলিনী দুর্গা মন্ত্র। জ্বল জ্বল শূলিনি। দুষ্টগ্রহ হুং ফট্ স্বাহা—এইটি শূলিনী দুর্গার মন্ত্র। যেমন শারদাতিলক নিবন্ধে বলিয়াছেন (৬৪)—

জ্বল জ্বল পদের অন্তে শূলিনি। এই পদ, পরে দুষ্টগ্রহ হুং ও অস্ত্রের (ফট্-এর) অন্তে বহ্নিজায়া (স্বাহা)। এই অবধি মন্ত্র। ৬৫

১। খ—স্মরাং পূজয়িত্বা ধূপাদি বিসর্জনান্তং। ২। খ—স চ বৃক্ষঃ।

অস্যাঃ পূজা—প্রাতঃকৃত্যাদি-পীঠন্যাসান্তং দুর্গা-মন্ত্রবৎ কৃত্বা ঋষ্যাদীন্ ন্যসেৎ। অস্য দীর্ঘতপা ঋষিঃ ককুপ্ ছন্দঃ শূলিনী দেবতা। ৬৬

ততঃ করাঙ্গন্যাসৌ কুর্য্যাৎ। শূলিনি দুর্গে! হুঁ ফট্ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, শূলিনি বরদে হুঁ ফট্ তর্জনীভ্যাং স্বাহা, শূলিনি! বিন্ধ্যবাসিনি হুঁ ফট্ মধ্যমাভ্যাং বষট্, শূলিনি অসুরমর্দিনি! যুদ্ধপ্রিয়ে ত্রাসয় ত্রাসয় হুঁ ফট্ অনামিকাভ্যাং হুঁ। শূলিনি দেবসিদ্ধ-প্রপূজিতে নন্দিনি রক্ষ রক্ষ মহা-যোগেশ্বরি! হুঁ ফট্ কনিষ্ঠাভ্যাং ফট্। এবং হৃদয়াদিষু। অস্যা ন্যাসোঽয়ং পঞ্চাঙ্গঃ। ততো ধ্যানম্ (৬৭)—

অধ্যারূঢ়াং মৃগেন্দ্রং সজল-জলধর-শ্যামলাং হস্তপদ্মৈঃ
শূলং বাণং কৃপাণং শৃণি-জলজ-গদা-চাপ-পাশান্ বহন্তীম্।
চন্দ্রোত্তংসাং ত্রিনেত্রাং চতসৃভিরসিনা খেটকং বিভ্রতীভিঃ
কন্যাভিঃ সেব্যমানাং প্রতিভট-ভয়দাং শূলিনীং ভাবয়ামি॥ ৬৮

এই মন্ত্রের পূজা পদ্ধতি। প্রাতঃকৃত্য হইতে পীঠন্যাস পর্য্যন্ত দুর্গামন্ত্রের ন্যায় কর্ম সমূহ করিয়া ঋষ্যাদি ন্যাস করিবেন। যথা—অস্য শূলিনীমন্ত্রস্য দীর্ঘতপাঃ ঋষিঃ ককুপ্ ছন্দঃ শূলিনী দেবতা হুং বীজং স্বাহা শক্তিঃ গ্রহাদিদোষ-শান্ত্যর্থে ন্যাসে বিনিয়োগঃ। মস্তকে—ওঁ দীর্ঘতমসে ঋষয়ে নমঃ, মুখে—ককুপ্ ছন্দসে নমঃ, হৃদয়ে—ওঁ শূলিনী দেবতায়ৈ নমঃ। গুহ্যে—হুং বীজায় নমঃ। পাদদ্বয়ে—ওঁ স্বাহা শক্তয়ে নমঃ। ৬৬

তাহার পর পঞ্চ করাঙ্গন্যাস করিবেন। যথা—ওঁ শূলিনি! দুর্গে! হুং ফট্ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ওঁ শূলিনি! বরদে! হুং ফট্ তর্জনীভ্যাং স্বাহা। ওঁ শূলিনি! বিন্ধ্যবাসিনি! হুং ফট্ মধ্যমাভ্যাং বষট্। ওঁ শূলিনি! অসুরমর্দিনি! যুদ্ধপ্রিয়ে! ত্রাসয় ত্রাসয় হুং ফট্ অনামিকাভ্যাং হুং। ওঁ শূলিনি! দেবসিদ্ধ-প্রপূজিতে! নন্দিনি! রক্ষ রক্ষ মহাযোগেশ্বরি! হুং ফট্ কনিষ্ঠাভ্যাং ফট্। এইরূপ হৃদয়াদিতে—ওঁ শূলিনি! দুর্গে হুং ফট্ হৃদয়ায় নমঃ। ওঁ শূলিনি! বরদে! হুং ফট্ শিরসে স্বাহা। ওঁ শূলিনি! বিন্ধ্যবাসিনি! হুং ফট্ শিখায়ৈ বষট্। ওঁ শূলিনি! অসুরমর্দিনি! যুদ্ধপ্রিয়ে! ত্রাসয় ত্রাসয় হুং ফট্ কবচায় হুং। ওঁ শূলিনি! দেবসিদ্ধ-প্রপূজিতে নন্দিনি! রক্ষ রক্ষ মহাযোগেশ্বরি! হুং ফট্ করতলকর-পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্। এই মন্ত্রের পঞ্চাঙ্গন্যাস। তাহার পর ধ্যান করিবেন। (৬৭)—

ধ্যানের অর্থ—সিংহে উপবিষ্টা, সজল মেঘের ন্যায় শ্যাম বর্ণা, দক্ষিণের অধোহস্ত হইতে বামের অধোহস্ত পর্য্যন্ত হস্তপদ্ম সমূহের দ্বারা শূল, বাণ, কৃপাণ, অরি (চক্র), শঙ্খ, গদা, চাপ ও পাশ বহন-কারিণী, চন্দ্রযুক্ত মুকুট-ধারিণী, ত্রিনেত্রা, খেটক-

এবং ধ্যাত্বা মানসৈঃ সংপূজ্যার্ঘ্যং সংস্থাপ্য পূর্বোক্ত-পীঠপূজাং বিধায় পুনর্ধ্যাত্বাবাহনাদি-পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি-দান-পর্য্যন্তং কৃত্বাবরণানি পূজয়েৎ। যথা—অগ্ন্যাদিকোণে মধ্যে চ পঞ্চাঙ্গানি পূজয়েৎ। ততঃ পত্রেষু পূর্বাদিতঃ দুর্গাং বরদাং বিন্ধ্যবাসিনীং অসুরমর্দিনীং যুদ্ধপ্রিয়াং দেবসিদ্ধ-প্রপূজিতাং[১] নন্দিনীং মহাযোগেশ্বরীং সংপূজ্য পত্রাগ্রেষু শঙ্খায় চক্রায় খড়্গায় গদায়ৈ শরায় চাপায় শূলায় পাশায় ইতি তদস্ত্রাণি সংপূজ্য তদ্বহির্দিকৃপালান্ সংপূজ্য ধূপাদি-বিসর্জনান্তং কর্ম সমাপয়েৎ। অস্য পুরশ্চরণং পঞ্চদশ-লক্ষ-জপঃ। তথাচ—মনুমেনং জপেন্মন্ত্রী বর্ণলক্ষং বিচক্ষণঃ। ৯
সর্পিষান্নেন বা হোমস্তদ্দশাংশমিতো ভবেৎ ॥ ৭০ ॥ ইতি শূলিনী-প্রকরণম্।

ব্রহ্ম-বিষ্ণুশিরোরত্ন-নীরাজিত-পদাম্বুজাম্।
বন্দেঽহং জগতামাদ্যাং দুর্গাং দুর্গতিহারিণীম্ ॥ ১

ধারিণী জয়া, বিজয়া, ভদ্রা ও শূলকাত্যায়নী নাম্নী চারিকন্যাগণ কর্তৃক উভয় দিকে সেব্যমানা, শত্রুগণের ভয়দায়িনী শূলিনীকে আমি ধ্যান করি। ৬৮

এই প্রকারে ধ্যান করিয়া মানস উপচারে পূজা ও বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করিয়া, দুর্গার অষ্টাক্ষর মন্ত্রোক্ত পীঠপূজাবৎ পীঠপূজা করিয়া, পুনরায় ধ্যান, আবাহন হইতে পঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদান কার্য্যগুলি করিয়া আবরণ দেবতার পূজা করিবেন। যথা কেশর সমূহে অগ্ন্যাদি কোণে ও মধ্যে পাঁচটি অঙ্গদেবতার পূজা করিবেন। তাহার পর পত্রে পূর্বাদি ক্রমে ওঁ দুর্গায়ৈ নমঃ ইত্যাকার প্রণবাদি নমঃ অন্ত মন্ত্রে দুর্গা, বরদা, বিন্ধ্য-বাসিনী, অসুরমর্দিনী, যুদ্ধ : দেবসিদ্ধ প্রপূজিতা, নন্দিনী ও মহাযোগেশ্বরীকে পূজা করিয়া, পত্রের অগ্রে শূলিনীর অস্ত্র—ওঁ শঙ্খায় নমঃ ইত্যাকার প্রণবাদি নমঃ অন্ত মন্ত্রে শঙ্খ, চক্র, খড়্গ, গদা, শর, চাপ, শূল ও পাশকে পূজা করিয়া, দলের বহির্ভাগে দিকৃপাল ও বজ্রাদি অস্ত্রসমূহকে পূজা করিয়া, ধূপাদি দান হইতে বিসর্জন পর্য্যন্ত কর্মগুলি শেষ করিবেন। ৬৯

ইহাঁর পুরশ্চরণে পনর লক্ষ মন্ত্রজপ কর্ত্তব্য। তাহাই শারদাতিলকে বলিয়াছেন—

বিচক্ষণ মন্ত্রজ্ঞ সাধক এই মন্ত্র মন্ত্রবর্ণ লক্ষ মন্ত্র জপ করিবেন। জপের দশাংশ পরিমাণ সর্পিঃ দ্বারা বা অন্নের দ্বারা হোম হইবে। ৭০

ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর শিরোরত্ন দ্বারা যাঁহার পাদদ্বয়ে আরতি হইয়াছে, এই জগতের আদি দুর্গতিহারিণী সেই দুর্গাকে আমি বন্দনা করি। ১

১। খ--দেবসিদ্ধ-সুপূজিতাং।

বিশ্বসারে— অথ দুর্গামনূন্ বক্ষ্যে দৃষ্টাদৃষ্ট-ফলপ্রদান্ ।
যেন বিজ্ঞানমাত্রেণ ভবেদ্ গঙ্গাধরঃ[১] স্বয়ং ॥ ২

শারদায়াম্— অথ দুর্গা মনুং বক্ষ্যে দৃষ্টাদৃষ্ট ফলপ্রম্ ।
মায়াঽদ্রিঃ কর্ণবিন্দ্বাঢ্যো ভূয়োঽসৌ সর্গবান্ ভবেৎ ॥ ৩
পঞ্চান্তকঃ প্রতিষ্ঠাবান্ মারুতো ভৌতিকাসনঃ ।
তারাদি-হৃদয়ান্তোঽয়ং মন্ত্রো বস্বক্ষরাত্মকঃ ॥ ৪

অস্যার্থঃ—অদ্রির্দকারঃ। কর্ণঃ পঞ্চমস্বরঃ, সামান্য-নির্দেশ-স্বরসাৎ। অসৌ কর্ণাঢ্যোঽদ্রিঃ। অত্র বিসর্গনির্দ্দেশাদ্ ন বিন্দ্বন্বয়ঃ, সর্বনাম্নাং বুদ্ধিস্থ-বাচকত্বাৎ। সর্গো বিসর্গস্তদ্বান্। তথাচ বিসর্গস্য রেফত্বমিতি। পঞ্চান্তকো গকারঃ; প্রতিষ্ঠা আকারঃ,[২] মারুতো যকারঃ, ভৌতিক ঐকারঃ, হৃদয়ং নমঃ, তেন ওঁ হ্রীং দুং দুর্গায়ৈ নমঃ ইতি মন্ত্রঃ। ৫

বিশ্বসার তন্ত্রে বলিয়াছেন—যাহার জ্ঞানমাত্রে সাধক স্বয়ং গঙ্গাধর হইয়া থাকেন, আমি দৃষ্ট ও অদৃষ্ট ফলপ্রদ দুর্গার মন্ত্রসমূহ বলিব। ২

শারদাতিলকে বলিয়াছেন—অনন্তর দৃষ্ট ও অদৃষ্ট ফল-প্রদ দুর্গামন্ত্র বলিব। মায়া—মায়াবীজ হ্রীং, কর্ণ—উ ও বিন্দু যুক্ত অদ্রি—দ তাহাতে হইল দুং। পুনরায় উহা (ঐ দু) সর্গবান্—সর্গ (র) যুক্ত হইবে। (সর্গ—উপসর্গ, উপসর্গটি রেফরূপ বলিয়া মন্ত্রে দুকারটি রেফযুক্ত অর্থাৎ দুর্ হইবে।) তাহার পর পঞ্চান্তক গকারটি প্রতিষ্ঠা—আকারবান্ হইবে। মারুত যকার ভৌতিকাসন অর্থাৎ ভৌতিক ঐকারে স্থিত হইবে। তাহাতে দুর্গায়ৈ হইল। উহা প্রণবাদি ও হৃদয়ান্ত (নমঃ অন্ত) হইলে ওঁ হ্রীং দুং দুর্গায়ৈ নমঃ মন্ত্র হয়। এইটি দুর্গার অষ্টাক্ষর মন্ত্র। ৩-৪

ইহার অর্থ—অদ্রি—দকার। কর্ণ—পঞ্চম স্বর উকার; যেহেতু এখানে বামকর্ণ বা দক্ষিণ কর্ণ এই রূপ বিশেষভাবে কর্ণের নির্দেশ না হইয়া কর্ণ এইরূপ সামান্যভাবে নির্দেশ হইয়াছে। অসৌ—এই কর্ণযুক্ত অদ্রি অর্থাৎ দু, সর্বনাম শব্দ বুদ্ধিগত অর্থের বাচক বলিয়া এস্থলে সর্গ অর্থাৎ বিসর্গের নির্দেশ আছে বলিয়া বিন্দুর অন্বয় হইবে না অর্থাৎ অসৌ এই সর্বনাম শব্দে দু এইটি বুদ্ধিস্থ হইবে, দুং এইটি বুদ্ধিতে উপস্থিত হইবে না, কারণ ং ঃ যুক্ত বর্ণের প্রয়োগ বিরল ও অনুচ্চার্য্য। সর্গ—বিসর্গ, তদ্বান্ বিসর্গবান্। সুতরাং বিসর্গটি রেফ হইবে। পঞ্চান্তক-গকার। প্রতিষ্ঠা—আকার। মারুত—যকার। ভৌতিক—ঐকার। হৃদয়—নমঃ। তাহাতে ওঁ হ্রীং দুং দুর্গায়ৈ নমঃ এই মন্ত্র হয়। ৫

১। ক—ভবেদ্ যোগীশ্বরঃ। ২। খ—আকারঃ ভৌতিকঃ ঐকারঃ।

অস্যাঃ পূজাপ্রয়োগঃ। প্রাতঃকৃত্যাদি-পীঠন্যাসান্তং কর্ম বিধায় কেশরেষু মধ্যে চ পীঠশক্তীর্ন্যসেৎ। যথা—আং প্রভায়ৈ নমঃ, এবং ঈং মায়ায়ৈ নমঃ, ঊং জয়ায়ৈ, এং সূক্ষ্মায়ৈ, ঐং বিশুদ্ধায়ৈ, ওঁ নন্দিন্যৈ, ঔং সুপ্রভায়ৈ, অং বিজয়ায়ৈ, অঃ সর্বসিদ্ধিদায়ৈ, তদুপরি ওঁ বজ্রনখদংষ্ট্রায়ুধায় মহাসিংহায় হুং ফট্ নমঃ ইতি ন্যসেৎ। ৬

তত ঋষ্যাদিন্যাসঃ। শিরসি—নারদঋষয়ে নমঃ, মুখে—গায়ত্রীছন্দসে নমঃ। হৃদি—দুর্গায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ। যথা (৭)—

ঋষিঃ স্যান্ নারদশ্ছন্দো গায়ত্রী দেবতা মনোঃ।
দুর্গা সমীরিতা সদ্ভির্দুরিতাপন্নিবারিণী॥ ৮

ততঃ করাঙ্গন্যাসৌ ওঁ হ্রীঁ দুং দুর্গায়ৈ হ্রাঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ওঁ হ্রীঁ দুং দুর্গায়ৈ হ্রীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। এবং মধ্যমাদিযু। তথা ওঁ হ্রীঁ দুং দুর্গায়ৈ

এই মন্ত্রের তন্ত্রোক্ত পূজা পদ্ধতি এইরূপ—প্রাতঃকৃত্য হইতে পীঠ ন্যাস পর্য্যন্ত কার্য্যগুলি করিয়া হৃৎপদ্মের কেশরে ও মধ্যে পীঠ শক্তিগুলির ন্যাস করিবেন। যথা—ওঁ আং প্রভায়ৈ নমঃ, ওঁ ঈং মায়ায়ৈ নমঃ, ওঁ উং জয়ায়ৈ নমঃ, ওঁ এং সূক্ষ্মায়ৈ নমঃ, ওঁ ঐং বিশুদ্ধায়ৈ নমঃ, ওঁ ওঁ নন্দিন্যৈ নমঃ, ওঁ ঔং সুপ্রভায়ৈ নমঃ, ওঁ অং বিজয়ায়ৈ নমঃ, ওঁ অঃ সর্বসিদ্ধিদায়ৈ নমঃ, তাহার উপরিভাগে—ওঁ বজ্রনখ-দংষ্ট্রায়ুধায় মহাসিংহায় হুং ফট্ নমঃ এইরূপে পীঠশক্তির ন্যাস করিবেন। ৬

তাহার পর ঋষ্যাদি ন্যাস। যথা অস্য শ্রীদুর্গামন্ত্রস্য নারদ ঋষিঃ, গায়ত্রী ছন্দঃ দুর্গা দেবতা দুং বীজং হ্রীং শক্তিঃ দুরিতাপন্নিবারণে বিনিয়োগঃ। মস্তকে—ওঁ নারদায় ঋষয়ে নমঃ। মুখে—ওঁ গায়ত্রী-ছন্দসে নমঃ। হৃদয়ে—ওঁ দুর্গায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ। গুহ্যে—ওঁ দুং বীজায় নমঃ। পাদদ্বয়ে—ওঁ হ্রীং শক্তয়ে নমঃ। যেমন শারদাতিলকে বলিয়াছেন (৭)—

এই মন্ত্রের নারদ ঋষি, গায়ত্রী ছন্দঃ হইতেছে। পণ্ডিতগণ কর্তৃক দুরিত ও আপদের নিবারণী দুর্গা দেবতা উক্ত হইয়াছেন। ৮

তাহার পর করাঙ্গন্যাস। যথা—ওঁ হ্রীং দুং দুর্গায়ৈ হ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ওঁ হ্রীং দুং দুর্গায়ৈ হ্রীং তর্জনীভ্যাং স্বাহা। এইরূপ মধ্যমাদিতে ন্যাস করিবেন। যথা—ওঁ হ্রীং দুং দুর্গায়ৈ হ্রূং মধ্যমাভ্যাং বষট্। ওঁ হ্রীং দুং দুর্গায়ৈ হ্রৈং অনামিকাভ্যাং হুং। ওঁ হ্রীং দুং দুর্গায়ৈ হ্রৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। ওঁ হ্রীং দুং দুর্গায়ৈ হ্রঃ করতল কর-পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্। সেইরূপ ওঁ হ্রীং দুং দুর্গায়ৈ হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ,

হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ। ওঁ হ্রীঁ দুঁ দুর্গায়ৈ হ্রীঁ শিরসে স্বাহা ইত্যাদিনা হৃদয়াদিষু চ। তথা চ নিবন্ধে (৯)—

নমস্কার-বিযুক্তেন[১] মূলমন্ত্রেণ সাধকঃ।
হ্রামাদ্যৈঃ সহ কুর্বীত ষড়ঙ্গানি যথাবিধি ॥ ১০

ততো ধ্যানং—সিংহস্থা শশিশেখরা মরকত-প্রখ্যা চতুর্ভিভুর্জৈঃ
শঙ্খং চক্র-ধনুঃ-শরাংশ্চ দধতী নেত্রৈস্ত্রিভিঃ শোভিতা।
আমুক্তাঙ্গদ-হার-কঙ্কণ-রণৎ-কাঞ্চী-ক্বণন্-নূপুরা
দুর্গা দুর্গতিহারিণী ভবতু নো রত্নোল্লসৎ-কুণ্ডলা ॥ ১১

এবং ধ্যাত্বা মানসোপচারৈঃ সংপূজ্যার্ঘ্যং সংস্থাপ্য পীঠপূজাং কৃত্বা

ওঁ হ্রীং দুং দুর্গায়ৈ হ্রীং শিরসে স্বাহা, ওঁ হ্রীং দুং দুর্গায়ৈ হ্রূং শিখায়ৈ বষট্। ওঁ হ্রীং দুং দুর্গায়ৈ হ্রৈং কবচায় হুং। ওঁ হ্রীং দুং দুর্গায়ৈ হ্রৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। ওঁ হ্রীং দুং দুর্গায়ৈ হ্রঃ করতল-কর-পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্—ইত্যাদিরূপে হৃদয়াদিতে ন্যাস করিবেন। সেইরূপ শারদাতিলক নিবন্ধে বলিয়াছেন (৯)—

সাধক হ্রাং হ্রীং ইত্যাদি সহকারে নমস্কার রহিত মূল মন্ত্রের দ্বারা ওঁ হ্রীং দুং দুর্গায়ৈ মন্ত্রে যথাবিধি শক্তি ষড়ঙ্গ মুদ্রায় ষড়ঙ্গন্যাস করিবেন। ১০

বিবৃতি। তন্ত্রসারে হ্রাং হ্রীং প্রভৃতিকে আগে দিয়া পরে দুর্গামন্ত্রকে দিয়া করাঙ্গন্যাসের মন্ত্র মুদ্রিত হইয়াছে। উহা প্রমাদকৃত। রাঘবভট্ট ধৃত বচনে আছে—তারো মায়া চ দুর্গায়ৈ হ্রামাদ্যন্তাঽঙ্গকল্পনা। রাঘবভট্ট অঙ্গন্যাস মন্ত্র বলিয়াছেন—ওঁ হ্রীং দুং দুর্গায়ৈ হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ। ওঁ হ্রীং দুং দুর্গায়ৈ হ্রীং শিরসে স্বাহা। ১০

তাহার পর ধ্যান করিবেন। সেই ধ্যানের অর্থ—সিংহের উপরে উপবিষ্টা, চন্দ্রশেখরা (চন্দ্রযুক্ত মুকুট ধারিণী) মরকত-মণিতুল্য চারি বাহুর বাম ও দক্ষিণের ঊর্ধ্ব দুই হস্ত দ্বারা যথাক্রমে শঙ্খ ও চক্র এবং বাম ও দক্ষিণের অধো দুই হস্ত দ্বারা ধনুঃ ও শর-ধারিণী, নেত্রত্রয়ে শোভিতা, মুক্তামণ্ডিত অঙ্গদ, হার, কঙ্কণ, শব্দায়মান কাঞ্চী ও শব্দায়মান নূপুর-ধারিণী, রত্নোজ্জ্বল কুণ্ডল-ধারিণী দুর্গা তোমাদের দুর্গতি-হারিণী হউন। ১১

এইরূপ ধ্যান করিয়া, দুর্গামুদ্রা, শঙ্খমুদ্রা, চক্রমুদ্রা, ধনুর্মুদ্রা, ও বাণমুদ্রা দেখাইয়া মানস উপচারে পূজা করিয়া বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করিয়া, পীঠ পূজা করিয়া, কেশর সমূহে পূর্বাদি দিক ক্রমে ও মধ্যে—ওঁ আং প্রভায়ৈ নমঃ, ওঁ ঈং মায়ায়ৈ নমঃ, ওঁ উং

১। খ—নমস্কার বিমুক্তেন।

কেশরেষু মধ্যে চ পূর্বাদিতঃ আং প্রভায়ৈ নমঃ ইত্যাদিনা পূর্বোক্তেন পূজয়েৎ। তদুপরি ওঁ বজ্রনখদংষ্ট্রায়ুধায় মহাসিংহায় হুঁ ফট্ নমঃ ইতি পূজয়েৎ। তথা চ নিবন্ধে (১২)—

প্রভা মায়া জয়া সূক্ষ্মা বিশুদ্ধা নন্দিনী পুনঃ।
সুপ্রভা বিজয়া সর্ব-সিদ্ধিদা নবশক্তয়ঃ।
অজ্‌ভির্হ্রস্বত্রয়-ক্লীব-রহিতৈঃ[১] পূজয়েদিমাঃ॥ ১৩

তথা— প্রণবানন্তরং বজ্র-নখদংষ্ট্রায়ুধায় চ।
মহাসিংহায় বর্মাস্ত্রং নতিঃ সিংহমনুর্মতঃ॥ ১৪

ততঃ পুনর্ধ্যাত্বাবাহনাদি-পঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদান-পর্য্যন্তং বিধায়াবরণপূজাং কুর্য্যাৎ[২]। যথা অগ্ন্যাদি-কেশরেষু মধ্যে দিক্ষু চ পূর্ববৎ ওঁ হ্রীং দুং দুর্গায়ৈ হ্রাং হৃদয়ায় নম ইত্যাদিনা ষড়ঙ্গেন সম্পূজ্য পত্রেষু পূর্বাদিতঃ জঁ জয়ায়ৈ, বিঁ বিজয়ায়ৈ, কীঁ কীর্ত্ত্যৈ, প্রঁ[৩] প্রীত্যৈ, পঁ প্রভায়ৈ, শ্রঁ শ্রদ্ধায়ৈ, মঁ মেধায়ৈ,[৪] শ্রঁ শ্রুত্যৈ। নমঃ সর্বত্র[৫]। পত্রাগ্রেষু শঙ্খং চক্রং গদাং খড়্গং পাশমঙ্কুশং[৬] চাপং

জয়ায়ৈ নমঃ, ওঁ এং সূক্ষ্মায়ৈ নমঃ, ওঁ ঐং বিশুদ্ধায়ৈ নমঃ, ওঁ ওং নন্দিন্যৈ নমঃ। ওঁ ঔং সুপ্রভায়ৈ নমঃ, ওঁ অং বিজয়ায়ৈ নমঃ, ওঁ অঃ সর্বসিদ্ধিদায়ৈ নমঃ। তাহার উপরে ওঁ বজ্রনখদংষ্ট্রায়ুধায় মহাসিংহায় হুং ফট্ নমঃ মন্ত্রে নবশক্তি ও পীঠমনুর পূজা করিবেন। যেমন শারদাতিলকে বলিয়াছেন (১২)—

প্রভা, মায়া, জয়া, সূক্ষ্মা, বিশুদ্ধা, নন্দিনী, সুপ্রভা, বিজয়া ও সর্বসিদ্ধিদা—এই নয়জন পীঠশক্তি। হ্রস্বত্রয়—অ, ই, উ, এবং ক্লীবরহিত বিন্দুযুক্ত নয়টি স্বরবর্ণ রূপ বীজের দ্বারা এই শক্তিসমূহকে পূজা করিবেন। ১৩

সেইরূপ আরও বলিয়াছেন—প্রণবের অনন্তর বজ্রনখদংষ্ট্রায়ুধায় মহাসিংহায়, তাহার পর বর্ম (হুং) অস্ত্র (ফট্) নতি (নমঃ)—এইটি সিংহমন্ত্র কথিত হইয়াছে। ১৪

তাহার পর পুনরায় ধ্যান, আবাহন হইতে পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলি দান পর্য্যন্ত কার্য্যগুলি করিয়া আবরণ পূজা করিবে। যথা অগ্ন্যাদি কেশরে, মধ্যে ও দিক্ সমূহে পূর্ববৎ ওঁ হ্রীং দুং দুর্গায়ৈ হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি পূর্বোক্ত মন্ত্রে ষড়ঙ্গের পূজা করিয়া, পত্র সমূহে পূর্বাদিক্রমে আদিতে ওঁ এবং অন্তে নমঃ দিয়া ওঁ জং জয়ায়ৈ, বিং বিজয়ায়ৈ, কীং কীর্ত্ত্যৈ, প্রীং প্রীত্যৈ, প্রং প্রভায়ৈ, শ্রং শ্রদ্ধায়ৈ, মং মেধায়ৈ শ্রং শ্রুত্যৈ নমঃ বলিয়া

১। খ—অাদ্যা হ্রস্বত্রয় ক্লীবরহিতৈঃ। ২। খ—আবরণ-পূজামারভেৎ। ৩। খ—পং প্রীত্যৈ। ৪। খ—মং মেধায়ৈ ইতি নাস্তি। ৫। খ—সর্বত্র প্রণবাদি-নমোঽন্তেন পূজয়েৎ। ৬। ক—পাশাঙ্কুশং।

শরং তদ্বাহ্যে ইন্দ্রাদীন্ বজ্রাদীংশ্চ সম্পূজ্য ধূপাদি-বিসর্জনান্তং কর্ম সমাপয়েৎ। অস্য পুরশ্চরণমষ্ট-লক্ষ জপঃ। তথা চ (১৫)—

বসুলক্ষং জপেন্মন্ত্রং তিলৈর্মধুর-লোড়িতৈঃ।
পয়োঽন্ধসা বা জুহুয়াৎ তৎ-সহস্রং জিতেন্দ্রিয়ঃ॥ ১৬

পয়োঽন্ধসা দুগ্ধযুক্তান্নেন। তথা চ বাচনিকোঽষ্ট-সহস্রহোমঃ। ১৭

অথ প্রকারান্তরম্। বিশ্বসারে[১]—

থান্ত-বীজং সমুদ্ধৃত্য বামকর্ণ-বিভূষিতম্।
ইন্দু-বিন্দু-সমাযুক্তং বীজং পরম-দুর্লভম্॥ ১৮

চতুর্বর্গপ্রদং সাক্ষান্মহাপাতক-নাশনম্।
একাক্ষরী সমা নাস্তি বিদ্যা ত্রিভুবনে প্রিয়ে!॥ ১৯

বিনা গন্ধৈর্বিনা পুষ্পৈর্বিনা হোম-পুরঃসরৈঃ।
বিনায়াসৈর্মহাদেবি! জপমাত্রেণ সিদ্ধিদা॥ ২০

জয়াদির পূজা করিবেন। পত্রের অগ্র সমূহে শঙ্খ, চক্র, গদা, খড়্গ, পাশ, অঙ্কুশ, চাপ ও শরের পূজা করিবেন। পত্রের বাহিরে ইন্দ্রাদি লোকপাল ও বজ্রাদি অস্ত্রের পূজা করিয়া ধূপদান হইতে বিসর্জন পর্য্যন্ত কার্য্যগুলি শেষ করিবেন। এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে আট লক্ষ মন্ত্র জপ। শারদাতিলকে তাহাই বলিয়াছেন (১৫)—

জিতেন্দ্রিয় সাধক এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে আট লক্ষ মন্ত্র জপ করিবেন। মধুরাপ্লুত তিলের দ্বারা অথবা পায়সের দ্বারা আট সহস্র হোম করিবেন। ১৬

পয়োন্ধসা—দুগ্ধযুক্ত অন্নের দ্বারা। সুতরাং আট সহস্র হোম বাচনিক অর্থাৎ তন্ত্র বচনের বলে ৮০ আশি হাজার হোম স্থলে ৮ হাজার হোম হইবে। ১৭

অনন্তর দুর্গার অন্য প্রকার মন্ত্র। বিশ্বসার তন্ত্রে বলিয়াছেন—থান্তবর্ণ (দ বর্ণকে) উদ্ধার করিয়া বামকর্ণ (উ) দ্বারা বিভূষিত ও ইন্দু বিন্দু (ং) দ্বারা যুক্ত করিলে পরম দুর্লভ দুং এই একাক্ষর বীজ হয়। ১৮

উহা চতুর্বর্গ (ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ) প্রদ ও সাক্ষাৎ মহাপাপের নাশক। হে প্রিয়ে! এই ত্রিভুবনে একাক্ষরী বিদ্যার সমান বিদ্যা নাই। ১৯

হে মহাদেবি! গন্ধ বিনা, পুষ্প বিনা, হোম প্রমুখ বিনা, পরিশ্রম বিনা কেবল

১। খ—বিশ্বসারে ফড়ন্তাং বেতান্ত বিনিবেশেন পৌনরুক্ত্যাপত্তেশ্চ তস্মাদ্ যন্ত্রান্তরমতে মন্ত্রবীজমুক্তম্, তদ্বীজং তন্মন্ত্রস্যান্তে দীয়তে চেন্মন্ত্রান্তরমিতি তত্ত্বম্। থান্তবীজমিত্যাদি পাঠঃ।

মন্ত্রস্যাস্য ঋষির্দেবি ! নারদঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
গায়ত্রী ছন্দ আখ্যাতং জগদ্ধাত্রী চ দেবতা ॥ ২১
চতুর্বর্গপ্রদা দুর্গা সর্বসত্ত্বেষু সংস্থিতা।
বিবিধা সা মহাবিদ্যা তৎ শৃণুষ্ব গণেশ্বরি ! ॥ ২২
কূর্চাদ্যাং বা জপেদ্ বিদ্যাং তদন্তে বহ্নিসুন্দরী।
লজ্জাদ্যাং বা জপেদ্ বিদ্যাং ফড়ন্তাং বা জপেৎ সুধীঃ ॥ ২৩
বধূবীজ-যুতাং বাপি স্বাহান্তাং বা জপেৎ পুনঃ।
লক্ষ্ম্যাদ্যাং বা জপেদ্ বিদ্যাং চতুর্বর্গ-ফলাপ্তয়ে ॥ ২৪
বাগ্‌ভবাদ্যাং জপেদ্ বাপি প্রণবাদ্যাং জপেৎ পুনঃ।
কামবীজাদিকাং বাপি ফড়ন্তাং বা জপেৎ সুধীঃ।
ত্র্যক্ষরী বিবিধা বিদ্যা ব্রহ্মণা কথিতা পুরা ॥ ২৫

অস্যার্থঃ—কূর্চাদ্যামিতি। বিদ্যামেকাক্ষরী-যুক্ত-বিদ্যাম্। তেনায়ং দ্ব্যক্ষরো মন্ত্রঃ। তদন্তে কূর্চাদি-মূলবিদ্যান্তে বহ্নিসুন্দরী। অত্রাপি বাকারো অনুষঞ্জনীয়ঃ, সর্বত্র তথা দর্শনাৎ। ১৩

জপমাত্রের দ্বারা এই বিদ্যা সিদ্ধিপ্রদা হইয়া থাকেন। হে দেবি ! এই মন্ত্রের নারদ ঋষি কীর্ত্তিত হইয়াছেন। গায়ত্রী ছন্দঃ এবং জগদ্ধাত্রী দেবতা কথিত হইয়াছেন।২০-২১

চতুর্বর্গপ্রদা দুর্গা সমস্ত সত্ত্বের (বিদ্যার) মধ্যে অবস্থিতা। হে গণেশ্বরি ! একাক্ষরী সেই বিদ্যা সমস্ত বীজে অবস্থিত হইয়া বহুপ্রকার হইয়াছেন, তাহা শ্রবণ কর। ২২

এই একাক্ষরী বিদ্যার আদিতে কূর্চবীজ দিয়া জপ করিবে। অথবা সেই কূর্চাদি বিদ্যার অন্তে বহ্নিসুন্দরী দিয়া জপ করিবে। অথবা এই একাক্ষরী বিদ্যার আদিতে লজ্জাবীজ দিয়া জপ করিবে অথবা সুধী সাধক লজ্জাবীজাদি এই বিদ্যার অন্তে ফট্ দিয়া জপ করিবে। ২৩

অথবা এই একাক্ষরী বিদ্যাতে বধূবীজ (স্ত্রীবীজ) যোগ করিয়া জপ করিবে অথবা বধূবীজাদি এই বিদ্যার অন্তে পুনরায় স্বাহা দিয়া জপ করিবে। অথবা চতুর্বর্গ ফলের প্রাপ্তির জন্য এই একাক্ষরী বিদ্যার আদিতে লক্ষ্মীবীজ দিয়া জপ করিবে। ২৪

অথবা এই একাক্ষরী বিদ্যার আদিতে বাগ্‌ভব-বীজ দিয়া জপ করিবে। অথবা এই বিদ্যার আদিতে প্রণব দিয়া জপ করিবে। অথবা এই বিদ্যার আদিতে কামবীজ দিয়া জপ করিবে। অথবা সুধী সাধক তাহার অন্তে ফট্ দিয়া জপ করিবে। পুরাকালে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক এই ত্র্যক্ষরী বিদ্যা নানা প্রকার কথিত হইয়াছে। ২৫

ন চ তদন্তে একাক্ষর-বিদ্যান্তে, তথা চায়ং ত্র্যক্ষরো মন্ত্র ইতি বাচ্যম্। তথা সতি—বধূবীজযুতাং বাপি স্বাহান্তাং বা জপেৎ পুনরিত্যত্রাপ্যুক্তরীত্যা বধূরহিত-বিদ্যায়া এব স্বাহান্তত্ব-প্রাপ্তৌ পৌনরুক্ত্যাপত্তেঃ, ফড়ন্তাং বেত্যস্য দ্বিনিবেশেন পৌনরুক্ত্যাপত্তেশ্চ। তস্মাৎ যন্মন্ত্রানন্তরমন্তে বীজমুক্তং, তদ্বীজং তন্মন্ত্রস্যান্তে দীয়তে চেন্ মন্ত্রান্তরমিতি তত্ত্বম্। তথায়ং চতুরক্ষরঃ। ২৭

লজ্জাদ্যামিতি দ্ব্যক্ষরোঽয়ম্। ফড়ন্তামিতি সার্দ্ধত্র্যক্ষরঃ। বধূবীজেতি দ্ব্যক্ষরঃ। স্বাহান্তামিতি চতুরক্ষরঃ। লক্ষ্ম্যাদ্যামিতি দ্ব্যক্ষরঃ। বাগভবাদ্যামিতি দ্ব্যক্ষরঃ প্রণবাদ্যামিতি দ্ব্যক্ষরঃ। কামেতি দ্ব্যক্ষরঃ। ফড়ন্তামিতি সার্দ্ধত্র্যক্ষরঃ। ত্র্যক্ষরী দকারোকারানুস্বারাত্মক-ত্র্যক্ষরময়ী মূলবিদ্যেত্যর্থঃ। তথা চ দূং। হূঁ দূঁ। হূঁ দূঁ স্বাহা। হ্রীঁ দূঁ। হ্রীঁ দূঁ ফট্। স্ত্রীঁ দূঁ। স্ত্রীঁ দূঁ স্বাহা। শ্রীঁ দূঁ। ঐঁ দূঁ। ওঁ দূঁ। ক্লীঁ দূঁ। ক্লীঁ দূঁ ফট্। ইতি দ্বাদশমন্ত্রাঃ। ২৮

এই শ্লোকের অর্থ :—কূর্চাদ্যাং ইহার অর্থ—কূর্চবীজ যুক্তা একাক্ষরী বিদ্যা। তাহাতে এইটি দ্ব্যক্ষর মন্ত্র হয়। তদন্তে—কূর্চবীজাদি মূলবিদ্যার অন্তে বহ্নি সুন্দরী। এস্থলেও বাকার অনুবৃত্ত হইবে; যেহেতু এস্থলে সর্বত্র বাকার দেখা যায়। ২৬

তদন্তে কথার অর্থ—একাক্ষর বিদ্যার অন্তে বহ্নি সুন্দরী এই অর্থ হউক, তাহাতে এইটি ত্র্যক্ষর মন্ত্র হয়, ইহা বলিতে পারেন না। কারণ তাহা হইলে বধূবীজ যুতাং বাপি স্বাহান্তাং বা জপেৎ পুনঃ। এই স্থলেও উক্ত রীতিতে বধূ বীজরহিত কেবল একাক্ষরী বিদ্যাই স্বাহান্ত হওয়ায় পুনরুক্তির আপত্তি হইবে। আর ফড়ন্তাং বা এইটির দুইবার নিবেশ প্রযুক্ত উহার পুনরুক্তির আপত্তি হইবে। অতএব যে বীজের অনন্তর অন্তে যে বীজ উক্ত হইবে, সেই বীজটিকে সেই বীজের অন্তে যদি দেন; তবে তাহা মন্ত্রান্তর হইবে। ইহাই তত্ত্ব। তাহা হইলে এইটি চতুরক্ষর মন্ত্র। ২৭

লজ্জাদ্যামিতি। এইটি দ্ব্যক্ষর। ফড়ন্তামিতি। এইটি সার্দ্ধ ত্র্যক্ষর। বধূবীজেতি। এইটি দ্ব্যক্ষর। স্বাহান্তামিতি। এইটি চারি অক্ষর। লক্ষ্ম্যাদ্যামিতি। এইটি দ্ব্যক্ষর। বাগ্‌ভবাদ্যামিতি। এইটি দ্ব্যক্ষর। প্রণবাদ্যামিতি। এইটি দ্ব্যক্ষর। কামেতি। এইটি দ্ব্যক্ষর। ফড়ন্তামিতি। এইটি ত্র্যক্ষর। ত্র্যক্ষরী কথার অর্থ—দকার, উকার ও অনুস্বার স্বরূপ অক্ষর ত্রয়রূপ মূল বিদ্যা দুং। তাহা হইলে—(১) দুং। (২) হুং দুং। (৩) হুং দুং স্বাহা (৪) হ্রীং দুং (৫) হ্রীং দুং ফট্ (৬) স্ত্রীং দুং (৭) স্ত্রীং দুং স্বাহা (৮) শ্রীং দুং (৯) ঐং দুং (১০) ওঁ দুং (১১) ক্লীং দুং (১২) ক্লীং দুং ফট্—এই দ্বাদশ প্রকার মন্ত্র। ২৮

বিশ্বসারে—দীর্ঘস্বর-সমাযুক্ত-নিজবীজানি পার্বতি ! ।
বিন্যসেদাত্মনো দেহে হৃদয়াদিষু পূর্ববৎ ॥ ২৯
পূর্ববন্ ন্যাসবর্গন্তু পূর্ববৎ কর্ম চাচরেৎ ।
কালীবদাচরেদ্ বিদ্যাং জপেদ্ বিদ্যামহর্নিশ.ম্ ।
লক্ষ-দ্বাদশকৈর্দেবি ! পুরশ্চরণমীরিতম্ ॥ ৩০
মৎস্য-মাংসৈঃ সূপ-পূপৈর্মৃগৈঃ শশক-শল্লকৈঃ ।
পূজয়েৎ পরয়া ভক্ত্যা দুর্গাং দুর্গতিনাশিনীম্ ॥ ৩১
স্বয়ম্ভুকুসুমৈঃ শুক্রৈঃ সুগন্ধি-কুসুমান্বিতৈঃ ।
জবা-যাবক-সিন্দুরৈঃ রক্তচন্দন-সংযুতৈঃ ।
নানা-মাংসৈর্নানাদ্রব্যৈঃ পূজয়েৎ পরমেশ্বরীম্ ॥ ৩২
কাকৈঃ শুকৈশ্চ মহিষৈর্মেষৈশ্ছাগৈর্নরৈস্তথা ।
গজৈরুষ্ট্রৈঃ খগৈর্গৃধ্রৈঃ[১] পূজয়েদ্ বিধিনামুনা ।
তদা ভবেন্মহাসিদ্ধির্নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৩৩
ধ্যানন্তু— সিংহস্কন্ধসমারূঢ়াং নানালঙ্কার-ভূষিতাম্ ।
চতুর্ভুজাং মহাদেবীং নাগযজ্ঞোপবিতিনীম্ ॥ ৩৪

হে পার্বতি ! নিজের দেহে হৃদয়াদি স্থানসমূহে পূর্ববৎ ছয়টি দীর্ঘস্বর যুক্ত নিজ বীজ (মূলবীজ) গুলিকে ন্যাস করিবে। (ইহা ষড়ঙ্গন্যাস) । ২৯

পূর্ববৎ ন্যাসসমূহ করিবে। পূর্ববৎ সমস্ত কর্ম করিবে। কালীর ন্যায় বিদ্যার অনুষ্ঠান করিবে। দিবারাত্রি এই বিদ্যাকে জপ করিবে। হে দেবি দ্বাদশ লক্ষ জপের দ্বারা পুরশ্চরণ কথিত হইয়াছে। ৩০

মৎস্য, মাংসের দ্বারা সূপ (ডাল), পূপ (পিষ্টক) দ্বারা, মৃগ দ্বারা, শশক ও শল্লকের দ্বারা অতিভক্তির সহিত দুর্গতিনাশিনী দুর্গাকে পূজা করিবে। ৩১

স্বয়ম্ভু কুসুমের দ্বারা, সুগন্ধি কুসুম যুক্ত শুক্রের দ্বারা, জবা, যাবক (আলতা) সিন্দূরের দ্বারা, রক্ত চন্দনের দ্বারা, নানামাংস ও নানা দ্রব্যের দ্বারা পরমেশ্বরীকে পূজা করিবে। ৩২

এই বিধি অনুসারে কাকের দ্বারা, শুকের দ্বারা, মহিষের দ্বারা, মেষের দ্বারা, ছাগের দ্বারা, নরের দ্বারা, গজের দ্বারা, উষ্ট্রের দ্বারা, খগের দ্বারা, গৃধ্রের দ্বারা পরমেশ্বরীকে পূজা করিবে। তখন মহাসিদ্ধি হইবে, ইহাতে সন্দেহ করিবে না। ৩৩

ধ্যানের অর্থ হইতেছে—সিংহস্কন্ধে আরূঢ়া নানা অলঙ্কারে ভূষিতা চতুর্ভুজা

১। ক—খরৈ গৃধ্রৈঃ।

শঙ্খ-শার্ঙ্গ-সমাযুক্ত-বামপাণি-দ্বয়ান্বিতাম্ ।
চক্রঞ্চ পঞ্চবাণাঞ্চ ধারয়ন্তীঞ্চ দক্ষিণে ॥ ৩৫

রক্তবস্ত্র-পরিধানাং বালার্ক-সদৃশী তনুম্ ।
নারদাদ্যৈর্মুনিগণৈঃ সেবিতাং ভবগেহিনীম্ ॥ ৩৬

ত্রিবলী-বলয়োপেত-নাভিনাল-মৃণালিনীম্ ।
রত্নদ্বীপ-মহাদ্বীপে সিংহাসন-সমন্বিতে ।
প্রফুল্লকমলারূঢাং ধ্যায়েৎ তাং ভবগেহিনীম্ ॥ ৩৭

অস্যা যন্ত্রং—ত্রিকোণং বিন্যসেৎ পূর্বং নবকোণ-সমন্বিতম্ ।
ত্রিবিম্ব-সহিতং কার্য্যমষ্টপত্রসমন্বিতম ॥ ৩৮

ত্রিরেখা সহিতং কার্য্যং বজ্র-ভূপুর-সংযুতম্ ।
সমীকৃত্য যথোক্তেন বিলিখেদ্ বিধিনাঽমুনা ॥ ৩৯

নানাস্ত্র-সংযুক্তং লেখ্যং চক্রং মন্ত্র-সমন্বিতম্ ।
তত্র তাং পূজয়েদ্ দেবীং মূল-প্রকৃতি-রূপিণীম্ ॥ ৪০

পদ্মস্থাং পূজয়েদ্ দুর্গাং সিংহপৃষ্ঠ-নিষেদুষীম্ ।
প্রভাদ্যাঃ শক্তয়ঃ পূজ্যাঃ গন্ধাদ্যৈর্নবকোণকে ॥ ৪১

মহাদেবী,, স্কন্ধে নাগরূপ উপবীত ধারিণী, বাম হস্তদ্বয়ে শঙ্খ ও শার্ঙ্গধারিণী, দক্ষিণে চক্র ও পঞ্চবাণ ধারিণী রক্ত বস্ত্রপরিহিতা, বালসূর্য্যের সদৃশ রক্তবর্ণ দেহধারিণী, নারদাদি মুনিগণ কর্তৃক সেবিতা ত্রিবলীরূপ বলয়যুক্তা নাভিপদ্মের নালরূপ মৃণাল বিশিষ্টা রত্নদ্বীপরূপ মহাদ্বীপে সিংহরূপ আসন স্থিত বিকশিত কমলে আরূঢা সেই ভবসুন্দরী ভবগেহিনীকে ধ্যান করিবে। ৩৪-৩৭

এই জগদ্ধাত্রী দুর্গার যন্ত্র হইতেছে—নবকোণ যুক্ত ত্রিকোণ অঙ্কিত করিবে। ঐ নবকোণ তিনটি বিম্ব (বৃত্ত) বিশিষ্ট হইবে। উহা অষ্টপত্র বিশিষ্ট হইবে। তাহার বাহিরে উহাকে তিনটি রেখা যুক্ত ও বৃহৎ ভূপুর যুক্ত করিবে। সমান করিয়া যথোক্ত এই বিধি অনুসারে এই যন্ত্র অঙ্কন করিবে। ৩৮-৩৯

এই যন্ত্র নানা অস্ত্র সংযুক্ত ও মূলমন্ত্র সমন্বিত করিয়া লিখিবে। সেই যন্ত্রে মূল-প্রকৃতি রূপিণী সেই দেবীকে পূজা করিবে। পদ্মাসনা সিংহ পৃষ্ঠ-নিবাসিনী সেই দুর্গাকে পূজা করিবে। নবকোণে গন্ধাদি দ্বারা প্রভা প্রভৃতি শক্তিকে পূজা করিবে। ৪০-৪১

পূজায়াস্তু নবকোণে—প্রভা মায়া জয়া সূক্ষ্মা বিশুদ্ধা নন্দিনী পুনঃ।
সুপ্রভা বিজয়া সর্বসিদ্ধিদা নবশক্তয়ঃ।
এতাঃ প্রণব-মায়াদ্যা স্বস্বনাম্না প্রপূজয়েৎ ॥ ৪২

ওঁ হ্রীঁ প্রভায়ৈ নমঃ ইত্যাদিনা। দেব্যা বামে শঙ্খনিধয়ে। দক্ষিণে পদ্মনিধয়ে[১]। যথা নিবন্ধে (৪৩)—

ওঁকারং পূর্বমুচ্চার্য্য হ্রীঁকারং তদনন্তরম্।
যথা পাদং চতুর্থ্যন্তং পূজয়েৎ ক্রমতঃ প্রিয়ে! ॥ ৪৪
শঙ্খ-পদ্ম নিধী দেব্যা বাম-দক্ষিণ-যোগতঃ।
পূজয়েৎ পরয়া ভক্ত্যা রক্তচন্দন-পূর্বকৈঃ ॥ ৪৫
অর্ঘ্যদানং সদা কার্য্যং পূজান্তে পর্বতাত্মজে!।
অঙ্গাবৃতৈঃ পুনঃ পূজ্যা পত্রকোণেষু মাতরঃ[২] ॥ ৪৬
বজ্রাদ্যায়ুধ-সংযুক্তা ভূপুরে লোকনায়কাঃ ॥ ৪৭

এষাং পুরশ্চরণং দ্বাদশলক্ষজপঃ।

পূজায় নব কোণে—প্রভা, মায়া, জয়া, সূক্ষ্মা, বিশুদ্ধা, নন্দিনী, সুপ্রভা, বিজয়া, সর্বসিদ্ধিদা—এই নয়টি। ইহাঁদিগকে প্রণব ও মায়াবীজ আদিতে দিয়া নিজ নিজ নামের দ্বারা পূজা করিবে। ৪২

ওঁ হ্রীং প্রভায়ৈ নমঃ ইত্যাদিরূপে পূজা করিবে। দেবীর বামে—ওঁ শঙ্খনিধয়ে নমঃ বলিয়া এবং দক্ষিণে—ওঁ পদ্মনিধয়ে নমঃ বলিয়া পূজা করিবে। যেমন নিবন্ধে বলিয়াছেন (৪৩)—

হে প্রিয়ে। ওঁকারকে প্রথমে উচ্চারণ করিয়া তাহার পর হ্রীংকার ও চতুর্থীবিভক্তি অন্ত যথা পদ (পূজ্য প্রভাদি দেবতার নাম পদ) উচ্চারণ করিয়া ক্রমে ক্রমে পূজা করিবে। ৪৪

দেবীর বাম ও দক্ষিণভাগে অতিভক্তির সহিত রক্ত চন্দন দ্বারা শঙ্খনিধি ও পদ্মনিধিকে পূজা করিবে। হে পর্বতাত্মজে। পূজান্তে সর্বদা অর্ঘ্যদান করিবে। পুনরায় অঙ্গাবরণের সহিত পত্র কোণে ব্রাহ্মী প্রভৃতি মাতৃগণকে পূজা করিবে। ভূপুরে বজ্রাদি আয়ুধের সহিত ইন্দ্রাদি লোকপালগণকে পূজা করিবে। ৪৫-৪৭

এই মন্ত্রের পুরশ্চরণ বার লক্ষ মন্ত্র জপ।

১। খ—পদ্মনিধয়ে। তথা অর্ঘ্যদানং ইত্যাদি। ২। মাতরঃ পত্রকোণেষু ব্রাহ্মীমাহেশ্বরীক্রমাৎ। কৌমারী বৈষ্ণবী পূজ্যা বারাহীন্দ্রাণ্যপীজ্যতে। চামুণ্ডাদ্যা মহালক্ষ্মীর্মাতরস্তাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।

অথ জয়দুর্গা[১]—তারো দুর্গে যুগং রক্তমন্ত্যো ঢান্তং সলোচনম্।
দ্বিঠান্তা জয়দুর্গেয়ং বিদ্যা বেদ্যা দশাক্ষরী ॥ ৪৮

রক্তং রেফঃ, অন্ত্যঃ ক্ষকারঃ, দ্বিঠঃ স্বাহা। অস্যাঃ পূজা-প্রয়োগঃ—প্রাতঃকৃত্যাদি-দুর্গামন্ত্রোক্ত-ঋষ্যাদি-ন্যাসান্তং কৃত্বা করাঙ্গন্যাসৌ কুর্য্যাৎ। যথা দুর্গে অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, দুর্গে তর্জনীভ্যাং স্বাহা, দুর্গায়ৈ মধ্যমাভ্যাং বষট, ভূতরক্ষণি অনামিকাভ্যাং হুঁ, ওঁ দুর্গে দুর্গে রক্ষণি কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। দুর্গে দুর্গে! রক্ষণি! করতল-পৃষ্ঠাভ্যাং ফট্। এবং হৃদয়াদিষু। তথা চ নিবন্ধে (৪৯)—

তারাদি দুর্গে হৃদয়ং দুর্গে শির উদীরিতম্।
দুর্গায়ৈ স্যাচ্ছিখা বর্ম ভূতরক্ষণি কীর্ত্তিতম্ ॥ ৫০
তারাদি দুর্গে দ্বিতয়ং রক্ষণ্যক্ষ সমীরিতম্।
তারাদি দুর্গে যুগলং রক্ষণ্যস্ত্রমুদীরিতম্ ॥ ৫১

অনন্তর জয় দুর্গা মন্ত্র। প্রথমে তার, পরে দুইটি দুর্গে, পরে রক্ত (র) অন্ত্য (ক্ষ) ও ঢান্ত (ণ) সলোচন (ইকার যুক্ত)। উহা দ্বিঠান্ত (স্বাহান্ত) হইবে। ইহাকে দ্বাদশাক্ষরী জয়দুর্গা বিদ্যা জানিবে। ৪৮

রক্ত—রেফ (র)। অন্ত্য—ক্ষকার। দ্বিঠঃ—স্বাহা। এই মন্ত্রের পূজা পদ্ধতি—প্রাতঃকৃত্য হইতে দুর্গামন্ত্রোক্ত ঋষ্যাদিন্যাস পর্য্যন্ত করাঙ্গন্যাস করিবেন। যথা—ওঁ দুর্গে অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ওঁ দুর্গে তর্জনীভ্যাং স্বাহা। ওঁ দুর্গায়ৈ মধ্যমাভ্যাং বষট্। ওঁ ভূতরক্ষণি অনামিকাভ্যাং হুং। দুর্গে দুর্গে রক্ষণি কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। ওঁ দুর্গে দুর্গে রক্ষণি করতল-পৃষ্ঠাভ্যাং ফট্। এইরূপে হৃদয়াদিতে ন্যাস করিবেন। যেমন শারদাতিলক নিবন্ধে বলিয়াছেন (৪৯)—

তারাদি দুর্গে অর্থাৎ ওঁ দুর্গে—এইটি হৃদয় মন্ত্র। ওঁ দুর্গে—এইটি শিরো মন্ত্র কথিত হইয়াছে। ওঁ দুর্গায়ৈ—এইটি শিখা মন্ত্র এবং ওঁ ভূতরক্ষণি—এই কবচ মন্ত্র কথিত হইয়াছে। ৫০

তারাদি-দুর্গে-দ্বিতয় ও রক্ষণি অর্থাৎ ওঁ দুর্গে। দুর্গে। রক্ষণি!—এইটি নেত্র মন্ত্র কথিত হইয়াছে। তারাদি দুর্গে যুগল, রক্ষণি ও ফট্ অর্থাৎ ওঁ দুর্গে। দুর্গে। রক্ষণি। অস্ত্রায় ফট্—এইটি অস্ত্রমন্ত্র কথিত হইয়াছে। ৫১

বিবৃতি। এই মন্ত্রের মার্কণ্ডেয় ঋষি, বৃহতীছন্দঃ জয়দুর্গা দেবতা, প্রণব বীজ ও স্বাহা শক্তি। সিদ্ধিকামনায় এই মন্ত্রের প্রয়োগ হয়। ইহা রাঘব ভট্ট পদার্থাদর্শে বলিয়াছেন। দুর্গামন্ত্রের ঋষ্যাদি পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। ৫১

১। খ—অথ জয়দুর্গা-মন্ত্রঃ।

ততো ধ্যানং—কালাভ্রাভাং কটাক্ষৈররিকুল-ভয়দাং মৌলিবদ্ধেন্দুরেখাং
শঙ্খং চক্রং কৃপাণং ত্রিশিখমপি করৈরুদ্বহন্তীং ত্রিনেত্রাম্।
সিংহস্কন্ধাধিরূঢ়াং ত্রিভুবনমখিলং তেজসা পূরয়ন্তীং
ধ্যায়েদ্ দুর্গাং জয়াখ্যাং ত্রিদশ-পরিবৃতাং সেবিতাং সিদ্ধিকামৈঃ॥ ৫২

এবং ধ্যাত্বা মানসপূজার্ঘ্য-স্থাপনাদি কৃত্বা পূর্বোক্ত-পীঠপূজাং বিধায় পূর্ববৎ পূজয়েৎ। অস্য পুরশ্চরণং পঞ্চলক্ষজপঃ। যথা নিবন্ধে (৫৩)—

বাণলক্ষং জপেন্ মন্ত্রং ঘৃতেন জুহুয়াৎ ততঃ।
দশাংশং সংস্কৃতে বহ্নৌ ব্রাহ্মণানপি ভোজয়েৎ।
অষ্টাক্ষরোদিতে পীঠে পূজয়েৎ পূর্ববৎ সুধীঃ॥ ৫৪

অথ মহিষমর্দ্দিনী

ভান্তং বিয়ৎ সনয়নং শ্বেতো মর্দিনি! ঠদ্বয়ম্।
অষ্টাক্ষরী সমাখ্যাতা বিদ্যা মহিষমর্দিনী॥ ৫৫

ভান্তং মকারঃ। বিয়ৎ হকারঃ। নয়নং হ্রস্বেকারঃ, সামান্য-নির্দ্দেশ-

---

তাহার পর ধ্যান। ধ্যানের অর্থ—কৃষ্ণমেঘের ন্যায় নীলবর্ণা, কটাক্ষ বিক্ষেপে শত্রু কুলের ভয়-প্রদা, মস্তকে ইন্দুকলায় মণ্ডিতা, (অষ্টাক্ষরী মন্ত্রবৎ) হস্ত সমূহের দ্বারা শঙ্খ, চক্র, কৃপাণ ও ত্রিশূল-ধারিণী, ত্রিনেত্রা, সিংহস্কন্ধে আরূঢ়া, তেজের দ্বারা অখিল ত্রিভুবন পূরণ-কারিণী দেবতাগণের দ্বারা পরিবৃতা, সিদ্ধি-কামিগণ কর্তৃক সেবিতা জয়দুর্গাকে ধ্যান করি। ৫২

এই প্রকারে ধ্যান করিয়া মানস পূজা, অর্ঘ্য স্থাপনাদি করিয়া পূর্বোক্ত পীঠপূজা করিয়া পূর্বোক্ত অষ্টাক্ষর মন্ত্রবৎ পূজা করিবেন। এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে পাঁচ লক্ষ মন্ত্র জপ। যেমন শারদাতিলক নিবন্ধে বলিয়াছেন (৫৩)—

এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে ৫ পাঁচ লক্ষ মন্ত্র জপ করিবেন। তাহার পর সংস্কৃত বহ্নিতে ঘৃতের দ্বারা জপের দশাংশ হোম করিবেন এবং ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইবেন। সুধী সাধক অষ্টাক্ষর মন্ত্রোক্ত পীঠে দেবীর পূজা করিবেন। ৫৪

অনন্তর মহিষমর্দিনী মন্ত্র। ভান্ত—ম, সনয়ন অর্থাৎ ইকার সহিত বিয়ৎ—হ, শ্বেত—ষ, তাহার পর মর্দিনী। ও ঠদ্বয় (স্বাহা)। তাহাতে হইল মহিষমর্দিনী। স্বাহা। এই অষ্টাক্ষরী বিদ্যা মহিষমর্দিনী বলিয়া কথিত হইয়াছে। ৫৫

ভান্ত—মকার। বিয়ৎ—হ। নয়ন—হ্রস্ব ইকার; যেহেতু এখানে নয়ন শব্দের

স্বরসাৎ। শ্বেতো মূর্দ্ধণ্য-ষকারঃ। মর্দিনি স্বরূপম্। ঠ দ্বয়ং স্বাহা। অত্র মন্ত্রে তৃতীয়-স্বরবিশিষ্টো দকারঃ। যথা নারায়ণী-তন্ত্রে—

বিষং হি মজ্জা কালোঽগ্নিরদ্রিরিস্থো নি ঠদ্বয়ম্ ॥ ৫৬

অস্যার্থঃ—বিষং মকারঃ, হি স্বরূপং, মজ্জা মূর্দ্ধণ্য-ষকারঃ। কালো মকারঃ। অগ্নী রেফঃ, অদ্রির্দকারঃ, ইস্থো হ্রস্বেকারস্থঃ। নি স্বরূপম্। ঠদ্বয়ং স্বাহা। অত্রৈক এব দকারঃ, উদ্ধারে তথাদর্শনাৎ, তেন ন দ্বিত্বাশঙ্কা। ৫৭

অয়ং মন্ত্রস্তারাদির্মায়াদির্বধ্বাদিঃ কবচাদিঃ কামাদির্বাগ্‌ভবাদিঃ[১]। প্রণব-পুটিতা মায়া-পুটিতা বধূ-পুটিতা কবচ-পুটিতা কাম-পুটিতা বাগ্‌ভব-পুটিতা। প্রণবদ্বয়াদির্মায়াদ্বয়াদির্বধূদ্বয়াদিঃ কবচদ্বয়াদিঃ কামদ্বয়াদির্বাগ্‌ভবদ্বয়াদিঃ। প্রণব মায়োভয়াদিঃ কাম-প্রণবোভয়াদিশ্চ ভবতি। যথা বিশ্বসারে (৫৮)—

প্রণবাদ্যাং জপেদ্ বিদ্যাং মায়াদ্যাং বা জপেৎ সুধীঃ।
বধূবীজাদিকাং বাপি কবচাদ্যাং জপেৎ তথা ॥ ৫৯

সামান্যভাবে নির্দেশ হইয়াছে। শ্বেত—মূর্দ্ধণ্য ষকার। মর্দিনি—এই মর্দিনী শব্দ। ঠদ্বয়—স্বাহা। এই মন্ত্রে তৃতীয় স্বর বিশিষ্ট দকার। যেমন নারায়ণী তন্ত্রে বলিয়াছেন—বিষং হি মজ্জা কালোঽগ্নিরদ্রিরিস্থো নি ঠদ্বয়ম্। ৫৬

ইহার অর্থ। বিষ—মকার, হি—এই হি শব্দ। মজ্জা—মূর্দ্ধণ্য ষকার। কাল—মকার। অগ্নি—রেফ। অদ্রি—দকার। উহা ইস্থ—হ্রস্ব ইকারস্থ অর্থাৎ হ্রস্ব ইকার যুক্ত। নি—স্বরূপ অর্থাৎ নি শব্দ। ঠদ্বয়—স্বাহা। এই মন্ত্রে একটিই দকার, যেহেতু উদ্ধারে সেইরূপ একটি দকার দেখা যায়। অতএব এস্থলে দ্বিত্বের আশঙ্কা নাই। ৫৭

এই মন্ত্র তারাদি, মায়াবীজাদি, বধূবীজাদি, কবচবীজাদি, কামবীজাদি ও বাগ্‌ভব বীজাদি হয়। এই বিদ্যা প্রণব পুটিতা মায়াবীজ পুটিতা, বধূবীজ পুটিতা, কবচ পুটিতা, কামবীজ পুটিতা, বাগ্‌ভববীজ পুটিতা হয়। এই মন্ত্র প্রণব দ্বয়াদি, মায়াদ্বয়াদি, বধূদ্বয়াদি, কবচ দ্বয়াদি, কামবীজ দ্বয়াদি, বাগ্‌ভববীজ দ্বয়াদি হয়। এই মন্ত্র প্রণব ও মায়া এই উভয় বীজাদি এবং কাম ও প্রণব এই উভয় বীজাদিও হয়। যেমন বিশ্বসার তন্ত্রে বলিয়াছেন (৫৮)—

সুধী সাধক প্রণবাদ্যা এই বিদ্যাকে জপ করিবে অথবা মায়াদ্যা এই বিদ্যাকে জপ করিবে। অথবা বধূবীজাদি এই বিদ্যাকে অথবা কবচাদি এই বিদ্যাকে জপ করিবে। ৫৯

১। খ—বাগ্‌ভবাদিশ্চ ভবতি। যথা বিশ্বসারে—প্রণবাদ্যাং ইত্যাদি।

সর্বকামেষু সর্বত্র কামাদ্যাং প্রজপেৎ সুধীঃ।
বাগভবাদ্যাং জপেৎ তাস্তু দেবীং বাক্য-বিশুদ্ধয়ে ॥ ৬০
বিনা বীজৈর্মহাবিদ্যা নির্বীর্য্যা পরিকীর্ত্তিতা।
পুটিতা বীজযুগ্মেন মুখে যুগ্মৈক-দেশকে * ॥ ৬১
দশাক্ষরী সমা নাস্তি বিদ্যা ত্রিভুবনেশ্বরী।
প্রণবঞ্চ তথা মায়া ভবেদ্ বিদ্যা পুনর্দশ।
কামং প্রণবমিত্যুক্তং ভবেদ্ বিদ্যা পুনর্দশ[১] ॥ ৬২

কবচাদ্যামিত্যত্র কবচং পঞ্চম-স্বর-বিন্দু-মর্দ্-হকাররূপম্। পুটিতেতি। বীজ-যুগ্মেন পুটিতা উক্ত বীজানামেকতমবীজেনাদ্যন্তয়োর্যুক্তা, একদেশে মুখে মুগ্মাযুগ্ম-ঘটিতা বা যদি, তদা দশাক্ষরী সমা বিদ্যা নাস্তীত্যর্থঃ। যুগ্মেত্যত্রার্শ আদিত্বাদৎ। ৬৩

সুধী সাধক সমস্ত কামনায় সর্বত্র কামবীজাদি এই বিদ্যাকে জপ করিবে। বাক্যের বিশুদ্ধির জন্য বাগ্ভবাদ্যা সেই বিদ্যাদেবীকে জপ করিবে। ৬০

বীজভিন্ন এই মহাবিদ্যা বীর্য্যহীনা কীর্ত্তিত হইয়াছেন। এইহেতু মুখে (আদিতে) যুগ্মৈক দেশকে (অন্তে) বীজ দুইটির দ্বারা পুটিত হন। ৬১

হে ঈশ্বরি! দশাক্ষরীর সমান বিদ্যা ত্রিভুবনে নাই। প্রণব ও মায়া যোগে এই মন্ত্র দশাক্ষর হয়। কামবীজ ও প্রণব যোগ দিলে এই মন্ত্র দশাক্ষর হয়, ইহা উক্ত হইয়াছে। ৬২

কবচাদ্যাম্—এই স্থলে কবচটি পঞ্চমস্বর ও বিন্দুযুক্ত হকার স্বরূপ। পুটিতা—বীজযুগ্মের দ্বারা পুটিতা। উক্ত বীজসমূহের একতম বীজের দ্বারা আদিতে ও অন্তে যুক্তা। একদেশে মুখে। যদি বা যুগ্মাযুগ্ম ঘটিতা হয়, তবে দশাক্ষরীতুল্যা বিদ্যা নাই, এই অর্থ। যুগ্ম এই স্থলে অর্শআদিত্ব নিবন্ধন অৎ প্রত্যয় হইয়াছে। ৬৩

বিবৃতি। প্রণবাদি ওঁ মহিষমর্দিনি! স্বাহা। মায়াবীজাদি—হ্রীং মহিষমর্দিনি স্বাহা। বধূবীজাদি স্ত্রীং মহিষমর্দিনি! স্বাহা। কবচাদি—হুং মহিষমর্দিনি স্বাহা। কামবীজাদি—ক্লীং মহিষমর্দিনি। স্বাহা। বাগ্ভববীজাদি—ঐং মহিষমর্দিনি!

---

* পুটিতবীজযুগ্মেন মুখে যুগ্মৈকদেশকে। অস্যার্থ—প্রণবাদিরূপ-সজাতীয়-বীজদ্বয়েনেত্যর্থঃ। পুটিতত্বং বিবৃণোতি—মুখে ইত্যাদি। মুখে আদৌ যুগ্মকং স্বাহা। তস্যৈকদেশকে তৎ সমীপ ইত্যর্থঃ। তেনাদাবন্তে চ প্রণবাদিপুটিতেত্যর্থঃ। কেচিৎ তু পুটিতেত্যনেনৈব মন্ত্রস্যাদ্যন্তয়োঃ প্রণবাদিলাভে পুনর্মুখে যুগ্মৈকদেশকে ইতি কথনাৎ স্বাহায়াঃ পূর্বং বীজদানং পূর্বস্যাদিসমীপত্বাৎ। তেন ওঁ মহিষমর্দিনি স্বাহা ইত্যাদয়ো দশাক্ষর-মন্ত্রা ইত্যাহুঃ।

১। খ—পুনর্দশা। অথৈতাসাং বিদ্যানাং পূজাপ্রয়োগঃ।

অথৈতাসাং বিদ্যানাং পূজাপ্রয়োগঃ—প্রাতঃকৃত্যাদি পীঠন্যাসান্তং কর্ম বিধায় কেশরেষু মধ্যে দিক্ষু চ দুর্গামন্ত্রোক্ত-পীঠশক্তীঃ পীঠমনুঞ্চ ন্যসেৎ। ততঃ পূর্বোক্ত-ঋষ্যাদিন্যাসং কৃত্বা করাঙ্গন্যাসৌ কুর্য্যাৎ। যথা—মহিষ-হিংসিকে হুঁ ফট্ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। মহিষশত্রো শার্ঙ্গি[1] হুঁ ফট্ তর্জনীভ্যাং স্বাহা। মহিষং হেষয় হেষয় হুঁ ফট্ মধ্যমাভ্যাং বষট্। মহিষং হন হন দেবি। হুঁ ফট্ অনামিকাভ্যাং হুঁ। মহিষ-সূদনি হুঁ ফট্ কনিষ্ঠাভ্যাং ফট্। এবং হৃদয়াদিষু নেত্র-রহিতং পঞ্চাঙ্গন্যাসং কুর্য্যাৎ। যথা-নিবন্ধে (৬৪)—

মহিষ-হিংসিকে হুঁ ফট্ হৃদয়ং পরিকীর্ত্তিতম্।
মহিষশত্রো শার্ঙ্গি হুঁ ফট্ শিরোঽঙ্গমুদাহৃতম্ ॥ ৬৫
মহিষং ভীষয় দ্বন্দ্বং হুঁ ফড়ন্তঃ শিখামনুঃ।
মহিষং হন যুগ্মান্তে দেবি! হুঁ ফট্ তনুচ্ছদম্।

স্বাহা। এই কয়টি নবাক্ষর মন্ত্র। প্রণব ও মায়াদি—ওঁ হ্রীং মহিষমর্দিনি! স্বাহা। কাম ও প্রণবাদি—ক্লীং ওঁ মহিষমর্দিনি! স্বাহা। ওঁ মহিষমর্দিনি! ওঁ স্বাহা। হ্রাং মহিষমর্দিনি! হ্রীং স্বাহা। স্ত্রীং মহিষমর্দিনি! স্ত্রীং স্বাহা। হুং মহিষমর্দিনি! হুং স্বাহা। ক্লীং মহিষমর্দিনি! ক্লীং স্বাহা। এই কয়টি দশাক্ষর মন্ত্র। ৬৩

এই সমস্ত মন্ত্রের পূজা পদ্ধতি :—প্রাতঃকৃত্যাদি হইতে পীঠ ন্যাস পর্য্যন্ত কর্মসমূহ করিয়া, কেশর সমূহে মধ্যে ও দিক্ সমূহে দুর্গামন্ত্রোক্ত পীঠ শক্তি ও পীঠমনুর ন্যাস করিয়া, তাহার পর পূর্বোক্ত ঋষ্যাদি ন্যাস করিয়া করাঙ্গন্যাস করিবেন। করন্যাস যথা—ওঁ মহিষ হিংসিকে! হুং ফট্ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ওঁ মহিষশত্রো! শার্ঙ্গী হুং ফট্ তর্জনীভ্যাং স্বাহা। ওঁ মহিষং ভীষয় ভীষয় হুং ফট্ মধ্যমাভ্যাং বষট্। ওঁ মহিষং হন হন দেবি। হুং ফট্ অনামিকাভ্যাং হুং। ওঁ মহিষসূদনি! হুং ফট্ কনিষ্ঠাভ্যাং ফট্। অঙ্গন্যাস যথা—ওঁ মহিষহিংসিকে! হুং ফট্ হৃদয়ায় নমঃ। ওঁ মহিষশত্রো! শার্ঙ্গি হুং ফট্ শিরসে স্বাহা। ওঁ মহিষং ভীষয় ভীষয় হুং ফট্ শিখায়ৈ বষট্। ওঁ মহিষং হন হন দেবি! হুং ফট্ কবচায় হুং। ওঁ মহিষ-সূদনি! হুং ফট্ কনিষ্ঠাভ্যাং ফট্। এইরূপে নেত্ররহিত হৃদয়াদি স্থানে পঞ্চাঙ্গন্যাস করিবেন। যেমন শারদাতিলক নিবন্ধে বলিয়াছেন (৬৪)—

মহিষহিংসিকে! হুং ফট্—এইটি হৃদয়মন্ত্র কথিত হইয়াছে। মহিষশত্রো! শার্ঙ্গি হুং ফট্—এই শিরোমন্ত্র বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। ৬৫

মহিষং ভীষয় ভীষয় হুং ফট্—এইটি শিখামন্ত্র। মহিষং হন হন দেবি! হুং ফট্—

১। ক+খ—মহিষশত্রো শার্বি।

মহিষান্তে সূদনি হুঁ ফড়স্ত্রমন্ত্রমীরিতম্ ॥ ৬৬

ততো ধ্যানং—গারুড়োপল-সন্নিভাং-মণি-মৌলি-কুণ্ডলমণ্ডিতাং
নৌমি ভাল-বিলোচনাং মহিষোত্তমাঙ্গ-নিষেদুষীম্
শঙ্খ-চক্র-কৃপাণ-খেটক-বাণ-কার্মুক-শূলকান্।
তর্জনীমপি বিভ্রতীং নিজবাহুভিঃ শশি-শেখরাম্ ॥ ৬৭

এবং ধ্যাত্বা মানসোপচারৈঃ সংপূজ্যার্ঘ্যস্থাপন-পীঠপূজাদি কৃত্বা কেশরেষু মধ্যে চ পূর্বোক্ত-পীঠশক্তীঃ পীঠমনুঞ্চ যজেৎ। পুনর্ধ্যাত্বাবাহনাদিপঞ্চপুষ্পাঞ্জলি-দানপর্য্যন্তং কর্ম বিধায়াবরণানি পূজয়েৎ। যথা কেশরেষ্বগ্ন্যাদি-কোণেষু পূর্ব-বদঙ্গং সংপূজ্য পত্রেষু পূর্বাদিতঃ আঁ দুর্গায়ৈ ঈঁ বরবর্ণিন্যৈ উঁ আর্য্যায়ৈ ঋং কণক-প্রভায়ৈ, ৯ঁ কৃত্তিকায়ৈ ঐঁ অভয়-প্রদায়ৈ, ঔঁ কন্যায়ৈ, অঃ সুরূপায়ৈ।

এইটি কবচ মন্ত্র। মহিষ শব্দের অন্তে সূদনি অর্থাৎ মহিষসূদনি। হুং ফট্—এইটি অস্ত্র মন্ত্র বলিয়া কথিত হইয়াছে। ৬৬

বিবৃতি। এই মন্ত্রের ষড়ঙ্গন্যাসে শারদাতিলকোক্ত ষড়ঙ্গন্যাস মন্ত্রের সহিত তন্ত্রসার ও এই গ্রন্থোক্ত মন্ত্রের ভেদ দেখা যায়। তন্ত্রসারাদির তর্জনীর মন্ত্র মহিষ শাত্রো শার্বি। মধ্যমার মন্ত্র—মহিষং হেষয় হেষয়। শারদার পাঠ মূলে ও অনুবাদে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। সাধক বিচার পূর্বক মন্ত্র পাঠ গ্রহণ করিবেন। ৬৬

তাহার পর ধ্যান। ধ্যানের অর্থ—গারুড়োপল (গরুড়ের উদ্‌গার মণি মরকত মণি) তুল্যা, মণিময় মুকুট ও কুণ্ডলে ভূষিতা, ললাট-নেত্রা, মহিষের উত্তমাঙ্গে (মস্তকে) উপবিষ্টা, নি-জর বাহু সমূহের দ্বারা অর্থাৎ দক্ষিণ ও বামের উর্ধ্ব হস্তের দ্বারা শঙ্খ ও চক্র, তাহার অধোহস্ত দ্বয়ের দ্বারা কৃপাণ ও খেটক, তাহার অধোহস্ত দ্বয়ের দ্বারা বাণ ও কার্ম্মুক, তাহার অধোহস্ত দ্বয়ের দ্বারা শূল ও তর্জনী মুদ্রাধারিণী চন্দ্রশেখরা মহিষমর্দিনীকে স্তুতি করি। ৬৭

এইরূপ ধ্যান করিয়া, মানস উপচারে পূজা করিয়া, বিশেষার্ঘ্য স্থাপন ও পীঠ পূজা করিয়া, কেশরে মধ্যে ও দিক্ সমূহে পীঠ শক্তি ও পীঠমনুর পূজা করিবেন। পুনরায় ধ্যান করিয়া আবাহন হইতে পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি দান পর্য্যন্ত কার্য্যগুলি করিয়া আবরণ দেবতার পূজা করিবেন। যথা কেশর সমূহে অগ্ন্যাদিকোণে পূর্ববৎ অঙ্গদেবতার পূজা করিয়া, পত্র সমূহে পূর্বাদি ক্রমে—ওঁ আং দুর্গায়ৈ নমঃ, ওঁ ঈং বরবর্ণিন্যৈ নমঃ, ওঁ উং আর্য্যায়ৈ নমঃ, ওঁ ঞং কনকপ্রভায়ৈ নমঃ, ওঁ ঐং কৃত্তিকায়ৈ নমঃ, ওঁ ওং অভয়প্রদায়ৈ নমঃ, ওঁ ঔং কন্যায়ৈ নমঃ, ওঁ অঃ সুরূপায়ৈ নমঃ।

পত্রাগ্রেষু যঁ চক্রায়, রঁ শঙ্খায়, লঁ খড়্গায়, বঁ খেটকায়[১], শঁ বাণায়, ষঁ ধনুষে, সঁ শূলায়, হঁ তর্জ্জন্যৈ। নমঃ[২] সর্বত্র। পুনঃ পত্রাগ্রেষু ব্রাহ্ম্যাদ্যাঃ পূজয়েৎ। তদ্বহিরিন্দ্রাদীন্ বজ্রাদীংশ্চ সংপূজ্য ধূপাদি-বিসর্জনান্তং কর্ম সমাপয়েৎ। জপসমর্পণাৎ পূর্বম্ উত্তরস্যাং দিশি ত্রিকোণমণ্ডলং বিলিখ্য তত্র বলিং দদ্যাৎ। তন্মন্ত্রস্তু (৬৮)—

এহি এহি পদদ্বন্দ্বং গৃহ্ণ গৃহ্ণ পদদ্বয়ম্।
মদীয়ঞ্চ বলিং দেবি! লুলাপক-পদদ্বয়ম্ ॥ ৬৯
সাধয়-দ্বিতয়ং ব্রূয়াৎ খাদয়-দ্বিতয়ং পুনঃ।
সর্বসিদ্ধিং পদং দেহি ততঃ স্বাহা-পদং বদেৎ।
বলিদানস্য মন্ত্রোঽয়ং মর্দ্দিন্যাঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ৭০

অস্য পুরশ্চরণমষ্টলক্ষজপঃ। যথা—

অষ্টলক্ষং জপেন্মন্ত্রং তৎ-সহস্রং তিলৈর্হুনেৎ।

ইতি মহিষমর্দ্দিনী-প্রকরণম্ ॥

পত্রের অগ্রে—ওঁ যং চক্রায় নমঃ, ওঁ রং শঙ্খায় নমঃ, ওঁ লং খড়্গায় নমঃ। ওঁ বং খেটকায় নমঃ। ওঁ শং বাণায় নমঃ, ওঁ ষং ধনুষে নমঃ, ওঁ সং শূলায় নমঃ, ওঁ হং তর্জন্যৈ নমঃ। সর্বত্র চতুর্থ্যন্ত নামের শেষে নমঃ দিতে হইবে। পুনরায় পত্রের অগ্রে—ব্রাহ্মী প্রভৃতি মাতৃগণকে পূর্বোক্ত মন্ত্রে পূজা করিবেন। তাহার বহির্ভাগে ইন্দ্রাদি লোকপাল ও বজ্রাদি অস্ত্রসমূহের পূজা করিবেন। পরে ধূপদান হইতে বিসর্জন পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্য করিবেন। জপ সমর্পণের পূর্বে উত্তর দিকে ত্রিকোণ মণ্ডল অঙ্কন করিয়া সেইখানে বলি দিবেন। বলিদানের মন্ত্র হইতেছে (৬৮)—

এহি এহি দুইটি পদ, গৃহ্ণ গৃহ্ণ দুইটি পদ, মদীয়ং বলিং দেবি! ও লুলাপক পদদ্বয়, সাধয় পদদ্বয়, পুনরায় খাদয় পদদ্বয়, পরে সর্বসিদ্ধিং পদ, দেহি ও তাহার পর স্বাহা পদ বলিবেন। তাহাতে মন্ত্রটি হইল—ওঁ এহি এহি গৃহ্ণ গৃহ্ণ মদীয়ং বলিং লুলাপক লুলাপক সাধয় সাধয় খাদয় খাদয় সর্বসিদ্ধিং দেহি স্বাহা। মহিষমর্দিনীর এইটি বলিমন্ত্র কথিত হইয়াছে। ৬৯-৭০

এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে আট লক্ষ এই মন্ত্র জপ। যেমন বলিয়াছেন—

অষ্ট লক্ষ মন্ত্র জপ করিবে এবং তিলের দ্বারা আট সহস্র হোম করিবে।

মহিষমর্দিনীর প্রকরণ সমাপ্ত হইল।

১। খ—বং খেটকায়েতি নাস্তি। ২। খ—নমঃ সর্বত্র। পুনরিতি নাস্তি।

যস্যাঃ[১] প্রসাদমাসাদ্য সদ্যঃ সিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ।
বন্দেঽহং জগতামাদ্যাং তাং কালীং কালরূপিণীম্ ॥ ১

ভৈরবীতন্ত্রে—অথ বক্ষ্যে মহাবিদ্যাঃ কালিকায়াঃ সুদুর্লভাঃ।
যাসাং বিজ্ঞানমাত্রেণ জীবন্মুক্তো ভবেন্নরঃ ॥ ২
নাত্র চিন্তা বিশুদ্ধেঃ স্যান্ নচামিত্রাদি-দূষণম্[২]।
ন বা প্রয়াস-বাহুল্যং সময়াসময়াদিকম্।
ন বিত্তব্যয়-বাহুল্যং কায়-ক্লেশকরং ন চ ॥ ৩
য এনাং চিন্তয়েন্মন্ত্রী সর্বকাম-সমৃদ্ধিকাম্।
তস্য হস্তে সদৈবাস্তি সর্বসিদ্ধির্ন সংশয়ঃ ॥ ৪
গদ্যপদ্যময়ী বাণী সভায়াং তস্য জায়তে।
তস্য দর্শনমাত্রেণ বাদিনো নিষ্প্রভা মতাঃ।
রাজানোঽপি হি দাসত্বং ভজন্তে কিং পরে জনাঃ ॥ ৫
বহ্নেঃ শৈত্যং জলস্তম্ভং গতিস্তম্ভং বিবস্বতঃ।
দিবারাত্রি-ব্যত্যয়ঞ্চ বশীকর্তুং ক্ষমো ভবেৎ ॥ ৬

কালী প্রকরণম্। যাঁহার প্রসাদ লাভ করিয়া সদ্যঃ সিদ্ধীশ্বর হইতে পারেন। জগতের আদি সেই কালরূপিণী কালীকে আমি বন্দনা করি। ১

ভৈরবী তন্ত্রে বলিয়াছেন—অনন্তর যে সমস্ত বিদ্যার জ্ঞানমাত্রেই মানব জীবন্মুক্ত হয়, সেই কালিকার সুদুর্লভ মহাবিদ্যা সমূহ বলিতেছি। ২

এই বিদ্যায় বিশুদ্ধির বিচার নাই, অমিত্রাদি দোষও নাই। ইহাতে প্রয়াসের বাহুল্য নাই, সময় ও অসময় নাই। ইহাতে বিত্ত ব্যয়ের বাহুল্য নাই। ইহা কায়-ক্লেশকরও নহে। যে মন্ত্রজ্ঞ সাধক সর্বসমৃদ্ধিপ্রদা এই দেবীকে ভাবনা করে, তাহার হস্তে সর্বদাই সর্বসিদ্ধি আছে, ইহাতে সংশয় নাই। ৩-৪

সভাতে তাহার গদ্যময়ী ও পদ্যময়ী বাক্য জন্মে অর্থাৎ সে অনর্গল গদ্যময় ও পদ্যময় বাক্য বলিতে পারে। তাহার দর্শনমাত্রে বাদিগণ নিষ্প্রভ হয়, ইহা সকলের সম্মত। রাজগণও ইহাঁর দাসত্ব করে। অন্যান্য ব্যক্তিগণ যে দাসত্ব করে, ইহাতে কোনই বক্তব্য নাই। ৫

বহ্নির শৈত্য, জলস্তম্ভ, সূর্য্যের গতিস্তম্ভ ও দিবারাত্রির ব্যত্যয় করিতে পারেন এবং জগৎকে বশীভূত করিতে সমর্থ হন। ইহলোকে মানব সমস্ত লোকের অধিপতি ও

১। খ—যস্যা ইত্যাদি—কালরূপিণীমিত্যন্ত-শ্লোকো নাস্তি। ২। খ—স্যান্ নারি-মিত্রাদি-দূষণম্।

সর্বস্যৈব জনস্যেহ বল্লভঃ কীর্ত্তিবর্দ্ধনঃ।
অন্তে চ ভজতে দেব্যা গণত্বং দুর্লভং নরঃ॥ ৭
চন্দ্রসূর্য্য-সমো ভূত্বা বসেৎ কল্পাযুতং দিবি।
ন তস্য দুর্লভং কিঞ্চিদ্ যঃ স্মরেদ্ ঘোরদর্শনাম্[১]॥ ৮

তত্রাদৌ দক্ষিণকালী। তন্ত্রে—

সর্বসিদ্ধি-প্রদা দেবী হেলয়া চিন্তিতা যদি।
অতঃ সা দক্ষিণা নাম্নী ত্রিষু লোকেষু গীয়তে॥ ৯

স্বতন্ত্রতন্ত্রে—ক্রোধীশং বিন্দুযুক্ কান্তে ত্রিমূর্ত্ত্যগ্নি-সমাযুতম্।
ত্রির্লিখেৎ পরতো দেবি! হূঁস্কার-দ্বয়মেব হি॥ ১০
মায়াদ্বন্দ্বং সমালিখ্য অত্রিঃ সম্বর্ত্ত-সূক্ষ্ম-যুক্।
ণে কালিকে সপ্তবর্ণান্ পূর্ববৎ পরমেশ্বরি!॥ ১১
স্বাহান্তেয়ং মহাবিদ্যা দ্বাবিংশত্যক্ষরী মতা।
অনয়া সদৃশী বিদ্যা নাস্তি জ্ঞানে তু মামকে॥ ১২

কীর্ত্তি বর্দ্ধক হইয়া থাকে। অন্তে দেহের অবসানে দুর্লভ দেবীর গণত্ব লাভ করে। ৬-৭

চন্দ্র ও সূর্য্যের সমান হইয়া দ্যুলোকে অযুত কল্প বাস করে। যে ঘোরদর্শনা কালিকাকে স্মরণ (ভাবনা) করে, তাহার দুর্লভ কিছুই নাই। ৮

সেই কালিকার বিদ্যাসমূহের মধ্যে প্রথমে দক্ষিণকালী কথিত হইতেছে। তন্ত্রে বলিয়াছেন—

যদি এই দেবী হেলায় চিন্তিতা হন, তবে তিনি (সর্বসিদ্ধি প্রদা) হইয়া থাকেন। এই জন্যই তিনি তিন লোকে দক্ষিণা নামে কীর্ত্তিত হইতেছেন। ৯

স্বতন্ত্র তন্ত্রে বলিয়াছেন—ক্রোধীশ (ক) বিন্দুযুক্ত (কং) হইবে। ককারের পরে উহা অগ্নি (র) ও ত্রিমূর্ত্তি (ঈ) যুক্ত হইবে। তাহাতে ক্রীং হইবে। হে দেবি! ইহা (ক্রীং) তিন বার লিখিবে। তাহাতে ক্রীং ক্রীং ক্রীং হইবে। পরে দুইটি হূং লিখিবে। পরে দুইটি মায়া (হ্রীং) লিখিবে। পরে অত্রি (দ) সূক্ষ্ম (ই) যুক্ত সম্বর্ত্ত (ক্ষ) অর্থাৎ ক্ষি, পরে ণে ও কলিকে এই দুই স্বরূপে লিখিবে। হে পরমেশ্বরি! পরে পূর্ববৎ সাতটি বর্ণ (ক্রীং ক্রীং ক্রীং হূং হূং হ্রীং হ্রীং) লিখিবে। ইহা স্বাহান্তা হইবে। এই মহাবিদ্যা দ্বাবিংশত্যক্ষরী বলিয়া কীর্ত্তিতা হইয়াছেন। আমার জ্ঞানে এই বিদ্যার সদৃশী বিদ্যা আর নাই। ১০-১২

১। খ—ঘোরদক্ষিণাম্।

ক্রোধীশঃ ককারঃ। ত্রিমূর্ত্তিশ্চতুর্থস্বরঃ। অগ্নী রেফঃ। অত্রির্দকারঃ। সম্বর্ত্তঃ ক্ষকারঃ। সূক্ষ্মস্তৃতীয়স্বরঃ। ণে কালিকে ইতি স্বরূপম্[১]। তথা চ ক্রীঁ ক্রীঁ ক্রীঁ হূঁ হূঁ হ্রীঁ হ্রীঁ দক্ষিণে কালিকে ক্রীঁ ক্রীঁ ক্রীঁ হূঁ হূঁ হ্রীঁ হ্রীঁ স্বাহা ইতি সিদ্ধম্ ॥ ১৩

কালীতন্ত্রেঽপি—কামত্রয়ং বহ্নিসংস্থং রতিবিন্দু সমন্বিতম্।
কূর্চযুগ্মং তথা লজ্জা-যুগলং তদনন্তরম্ ॥ ১৪
দক্ষিণে কালিকে চেতি পূর্ববীজানি চোচ্চরেৎ।
অন্তে বহ্নিবধূং দদ্যাদ্ বিদ্যা রাজ্ঞী প্রকীর্ত্তিতা ॥ ১৫

কামঃ ককারঃ বহ্নী রেফঃ রতিশ্চতুর্থস্বরঃ। কুমারীতন্ত্রেঽপি—

ভৈরব উবাচ—

অতিগুহ্যতমং হ্যেতজ্ জ্ঞানাত্মক-সনাতনম্[২]।
অতীব চ সুগোপ্যঞ্চ কথিতুং নৈব শক্যতে।
অতীব মৎপ্রিয়াসীতি কথয়ামি তবানঘে! ॥ ১৬
রূপাণি বহুসংখ্যানি প্রকৃতেঃ সন্তি ভাবিনি!।
তেষাং মধ্যে প্রধানন্তু কালীরূপং মনোহরম্ ॥ ১৭

ক্রোধীশঃ—ককার। ত্রিমূর্ত্তিঃ—চতুর্থ স্বর ঈ। অগ্নিঃ—রেফ। অত্রিঃ—দকার। সম্বর্ত্তঃ—ক্ষকার। সূক্ষ্মঃ—তৃতীয় স্বর ই। ণে কালিকে এই দুইটি স্বরূপ। তাহা হইলে ক্রীং ক্রীং ক্রীং হূং হূং হ্রীং হ্রীং দক্ষিণে কালিকে ক্রীং ক্রীং ক্রীং হূং হূং হ্রীং হ্রীং স্বাহা —এই মন্ত্র উদ্ধৃত হয়। ১৩

কালীতন্ত্রেও বলিয়াছেন—বহ্নিতে অবস্থিতা কামত্রয় (তিনটি ককার) রতি (চতুর্থ স্বর ঈ) ও বিন্দু (ং) সমন্বিত হইবে। তাহাতে হইল—ক্রীং ক্রীং ক্রীং। পরে দুইটি কূর্চ বীজ—হূং হূং। পরে দুইটি লজ্জাবীজ—হ্রীং হ্রীং। পরে দক্ষিণে কালিকে এইটি ও পূর্ববীজ সাতটি উচ্চারণ করিবেন। শেষে বহ্নি বধূ (স্বাহা) দিবেন। ইহা বিদ্যারাজ্ঞী বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। ১৪-১৫

কাম—ককার। বহ্নিঃ—রেফ। রতিঃ—চতুর্থ স্বর। কুমারী তন্ত্রেও বলিয়াছেন—

ভৈরব বলিলেন—এই জ্ঞানাত্মক সনাতন বিদ্যা তত্ত্ব (বিদ্যারহস্য) অতি গুহ্যতম এবং অতীব সুগোপ্য। ইহা বলিতে পারিতেছি না। হে অনঘে! তুমি আমার অতিপ্রিয়া হইতেছ, এই জন্য তোমাকে বলিতেছি। হে ভামিনি। প্রকৃতির বহুসংখক রূপ (মূর্ত্তি) আছে। তাহার মধ্যে প্রধান—মনোহর কালীরূপ। ১৬-১৭

১। খ—স্বরূপং। কালীতন্ত্রেঽপি কামত্রয়ং। ২। খ—হ্যেতদজ্ঞানাত্মকনাশনম্।

বিশেষতঃ কলিযুগে নরাণাং[১] ভুক্তি-মুক্তিদম্ ।
তস্যা উপাসকাশ্চৈব ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাদয়ঃ ॥ ১৮
চন্দ্রঃ সূর্য্যশ্চ বরুণঃ কুবেরোঽগ্নিস্তথা যমঃ ।
দুর্বাসাশ্চ বশিষ্ঠশ্চ দত্তাত্রেয়ো বৃহস্পতিঃ ॥ ১৯
বহুনাত্র কিমুক্তেন সর্বে দেবা উপাসকাঃ ।
কালিকায়াঃ প্রসাদেন ভুক্তিমুক্ত্যাদি-ভাগিনঃ[২] ॥ ২০
তস্যা মন্ত্রং প্রবক্ষ্যামি যতো রক্ষেজ্জগৎ-ত্রয়ম্ ।
ককারং বহ্নিসংযুক্তং রতি-বিন্দু-সমন্বিতম্ ॥ ২১
ত্রিগুণঞ্চ ততঃ কূর্চযুগ্মং লজ্জা-যুগং ততঃ ।
দক্ষিণে কালিকে চেতি পূর্ববীজানি চোচ্চরেৎ ॥ ২২
বহ্নিজায়াবধির্মন্ত্রঃ কালিকায়া মনুর্মতঃ ।
ন চ সিদ্ধাদ্যপেক্ষাস্তি নারিমিত্রাদি-চিন্তনম্ ॥ ২৩

শ্রুতৌ চ—অথ হৈ না[৩] ব্রহ্মরন্ধ্রে ব্রহ্মস্বরূপিণীমাপ্নোতি সুভগাং ত্রিগুণাম্ কামরেফেন্দিরা-বিন্দু-মেলনরূপাম্ । এতৎ-ত্রিগুণিতামাদৌ । তদনু কূর্চদ্বয়ম্ ।

বিশেষতঃ কলিযুগে এই কালীরূপ মানবগণের ভুক্তি ও মুক্তিপ্রদ। ব্রহ্মা, শিব প্রভৃতি তাঁহার উপাসক। ১৮

চন্দ্র, সূর্য্য, বরুণ, কুবের, অগ্নি সেইরূপ যম, দুর্বাসা, বশিষ্ঠ, দত্তাত্রেয়, বৃহস্পতি তাঁহার উপাসক। অধিক আর কি বলিব, সমস্ত দেবতাই তাঁহার উপাসক। কালিকার প্রসাদে তাঁহারা সকলেই ভোগ ও মোক্ষভাগী। ১৯-২০

সেই কালিকার মন্ত্র বলিতেছি, যে মন্ত্র হইতে এই জগৎ-ত্রয়কে রক্ষা করেন। বহ্নিতে (রকারে) সংযুক্ত ক ও রতি (ঈ) ও বিন্দু দ্বারা যুক্ত ত্রিগুণ হইবে (ক্রীং ক্রীং ক্রীং) হইবে। তাহার পর কূর্চবীজ যুগল (হূং হূং) তাহার পর লজ্জাবীজ দ্বয় (হ্রীং হ্রীং), তাহার পর দক্ষিণে কালিকে এই পদ, তাহার পর পূর্ববীজগুলি উচ্চারণ করিবেন। উহা বহ্নিজায়ান্ত (স্বাহান্ত) হইবে। এইটি দক্ষিণ কালিকার মন্ত্র বলিয়া কথিত হইয়াছে। এই মন্ত্রে সিদ্ধাদি বিচার নাই, অরিমিত্রাদির বিচারও নাই। ২১-২৩

কালিকোপনিষদেও বলিয়াছেন—অনন্তর এই সাধক নিশ্চয়ই ব্রহ্মরন্ধ্রে সুভগা (ষড়ৈশ্বর্য্যশালিনী) ত্রিগুণা (সৃষ্টি স্থিতিলয়কারিণী) ব্রহ্মস্বরূপিণী কালিকাকে লাভ করেন। এই কালিকা কাম, রেফ, ইন্দিরা ও বিন্দুর মিলনরূপা। প্রথমে ইনি

১। ক—নরাণাং ভক্তিমুক্তিদম্। ২। ক—ভক্তিমুক্ত্যাদি-ভাগিনঃ। ৩। ক+খ—অথৈর্হৈবা।

কূর্চবীজন্ত ব্যোম-ষষ্ঠস্বর-বিন্দু মেলনরূপম্। তদেতদ্দ্বিরুচ্চার্য্য ভুবনাদ্বয়ম্। ভুবনা তু ব্যোম-জ্বলনেন্দিরা-শূন্যমেলন-রূপা, তদ্-দ্বয়ম্। দক্ষিণে কালিকে চেত্যভিমুখগতা। তদনুবীজসপ্তকমুচ্চার্য্য বৃহদ্ভানু-জায়ামুচ্চরেৎ। স তু শিবময়ো ভবেৎ, সর্বসিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ, গতিস্তস্যাস্তি সত্যম্, নান্যস্য গতিরস্তীতি। স তু নারীশ্বরঃ, স তু বাগীশ্বরঃ, স তু দেবেশ্বরঃ, স তু সর্বেশ্বর ইতি। ২৪

মন্ত্রার্থমাহ[১] রুদ্রযামলে—

ককারো জলরূপত্বাৎ[২] কেবলং মোক্ষ-দায়িনী।
জ্বলনার্ণ-সমাযোগাৎ সর্বতেজোময়ী শুভা॥ ২৫
মায়াত্রয়েণ দেবেশি! সৃষ্টি-স্থিত্যন্ত-কারিণী।
বিন্দুনাং নিষ্কলত্বাচ্চ কৈবল্য-ফলদায়িনী॥ ২৬
বীজত্রয়ী শাম্ভবী সা কেবলং[৩] জ্ঞানচিৎ-কলা।
শব্দবীজ-দ্বয়েনৈব শব্দরাশি-প্রবোধিনী॥ ২৭
লজ্জাবীজ-দ্বয়েনৈব সৃষ্টি-স্থিত্যন্ত-কারিণী।
সম্বোধন-পদেনৈব সদা সন্নিধি-কারিণী।

ত্রিগুণিতা (ক্রীং ক্রীং ক্রীং)। তাহার পর কূর্চদ্বয় (হুং হুং)। কূর্চবীজ ব্যোম, ষষ্ঠ স্বর ও বিন্দুর মিলনরূপ। সেই এই কূর্চ দুইবার উচ্চারণ করিয়া ভুবনা দুইটি। ভুবনা ব্যোম, জ্বলন, ইন্দিরা ও শূন্যের (ং) মিলনরূপ। তাহার দুইটি ও তাহার অভিমুখগতা দক্ষিণে কালিকে এইটি। তাহার পর পূর্ববীজ সাতটি উচ্চারণ করিয়া বৃহদ্ভানু (স্বাহা) উচ্চারণ করিবেন। সেই সাধক শিবময় হইবে, সর্বসিদ্ধিশ্বর হইবে, তাহার গতি আছে, ইহা সত্য। অন্যের কিন্তু গতি নাই। সে নারীগণের ঈশ্বর, সে বাক্যের ঈশ্বর, সে দেবগণের ঈশ্বর, সে সকলের ঈশ্বর। ২৪

রুদ্রযামলে মন্ত্রের অর্থ বলিতেছেন—ক্রীং এই মন্ত্রের ককারটি জলরূপ বলিয়া উহা মোক্ষদায়িনী। জ্বলন বর্ণ (অগ্নিবর্ণ) রকারের যোগে উহা শুভা ও সর্বতেজোময়ী। ২৫

হে দেবেশি! মায়াত্রয়ের দ্বারা ইনি সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় করেন। বিন্দুসমূহ নিষ্কল (উত্তম ফলপ্রদ) বলিয়া ইহা দ্বারা ইনি কেবল্যদায়িনী। ২৬

তিনি শাম্ভবী বীজত্রয়রূপা কেবল জ্ঞানরূপ চৈতন্যের কলা (শক্তি) রূপা। শব্দবীজ (কূর্চবীজ) দ্বয়ের দ্বারা ইনি শব্দরাশির প্রবোধকর্ত্রী। ২৭

ইনি লজ্জাদ্বয়ের দ্বারা সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় করেন। সম্বোধন পদের দ্বারা ইনি

১। খ—মন্ত্রার্থমাহ। ২। ক+খ+তন্ত্রসারেঽপি ককারাজ্জলরূপত্বাৎ। ৩। খ—সকেবলং।

স্বাহয়া জগতাং মাতা সর্বপাপ-প্রণাশিনী ॥ ২৮

জ্বলনার্ণো বহ্নিবর্ণঃ রেফ ইত্যর্থঃ। মায়া চতুর্থ-স্বরঃ। শব্দবীজং কূর্চম্। স্পষ্টমন্যৎ। ২৯

অথাস্য মন্ত্রস্য[১] সপর্য্যা-বিধিঃ। গুরু-নমস্কারাদি সামান্যপদ্ধতাবুক্তম্। অথ স্নানম্। নদ্যাদৌ গত্বা[২] বৈদিকস্নানং কৃত্বা দেবীরূপং সর্বং বিভাব্য সুবর্ণ-রজতাত্মক-কুলদর্ভান্ দর্ভান্ বা করয়োর্ন্যস্যাচামেৎ। কুলদর্ভা যথা তন্ত্রে (৩০)—

সুবর্ণং রজতঞ্চৈব জপ-পূজাদি-কর্মসু।
কুশকার্য্যকরং প্রোক্তং নতু বন্যাঃ কুশাঃ কুশাঃ।
তর্জ্জন্যো রজতং ধার্য্যমনামাসু সুবর্ণকম্ ॥ ৩১ ॥ ইতি

তত ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুকদেবতা-প্রীতিকামো মন্ত্রস্নানমহং করিষ্যে ইতি সংকল্প্য জলে ত্রিকোণং বিলিখ্য তত্র ওঁ গঙ্গে চেত্যাদিনাঙ্কুশমুদ্রয়া সূর্য্য-মণ্ডলাৎ তীর্থমাবাহ্য[৩] ওঁ হ্রীঁ স্বাহেত্যাচামেৎ। ততস্তেন জলেনাত্মানং

সর্বদা সকলের সান্নিধ্য করিয়া থাকেন। ইনি স্বাহা দ্বারা জগতের মাতা হইয়া সর্বপাপ বিনাশ করিয়া থাকেন। ২৮

জ্বলনার্ণ—বহ্নিবর্ণ, রেফ এই অর্থ। মায়া—চতুর্থ স্বর (ঈ)। শব্দবীজ—কূর্চ (হূং) অন্য সমস্তই স্পষ্ট। ২৯

অনন্তর এই মন্ত্রের সপর্য্যা বিধি কথিত হইতেছে। গুরু নমস্কারাদি সামান্য পূজা পদ্ধতিতে উক্ত হইয়াছে। অনন্তর স্নান কথিত হইতেছে। নদী প্রভৃতিতে গমন করিয়া বৈদিক স্নান করিয়া, সকলকে দেবীরূপ চিন্তা করিয়া, সুবর্ণ বা রজতরূপ কুলদর্ভ বা দর্ভকে দুই হস্তে লইয়া আচমন করিবেন। কুলদর্ভ যেমন তন্ত্রে বলিয়াছেন (৩০)—

জপ ও পূজা প্রভৃতি কর্ম সমূহে সুবর্ণ ও রজত কুশের কার্য্য করে, ইহা উক্ত হইয়াছে। বন্য কুশ কুশ নহে। তর্জনী দ্বয়ে রজত ধারণ করিবে। অনামাদ্বয়ে সুবর্ণ ধারণ করিবে। ৩১

তাহার পর ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুকদেতাপ্রীতিকামো মন্ত্রস্নানমহং করিষ্যে এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া, জলে ত্রিকোণ লিখিয়া, সেই জলে ওঁ গঙ্গে চ ইত্যাদি মন্ত্রে অঙ্কুশ মুদ্রায় সূর্য্য মণ্ডল হইতে তীর্থ আবাহন করিয়া, ওঁ হ্রীং স্বাহা—এই মন্ত্রে আচমন করিবেন।

১। খ—অথাস্যাঃ সপর্য্যাবিধিঃ। ২। খ—গত্বা দেবীরূপং সর্বং বিভাব্য বৈদিক-স্নানং কৃত্বা।
৩। খ—তীর্থমাবাহ্য মূলান্তে ওঁ আত্মতত্ত্বায় স্বাহা, ওঁ বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা, ওঁ শিবতত্ত্বায় স্বাহেত্যাচামেৎ। অথবা হ্রীং স্বাহেত্যাচামেৎ। ততস্তেন জলেনাত্মানং।

ত্রিঃ সংপ্রোক্ষ্য মূলেন করাভ্যাং মৃত্তিকামাদায় সূর্য্যায় দর্শয়িত্বা তয়া মৃত্তিকয়া মূলেনাঙ্গলেপনং কৃত্বা[1] মূর্দ্ধ-হৃদয়-নাভিষু জলাঞ্জলি-ত্রয়ং দত্ত্বা পূর্ববদাচম্য তৎ-ত্রিকোণং দক্ষিণহস্ত-তর্জ্জন্যা দক্ষিণাবর্ত্তেন বিলোড্য চক্ষুরাদি-সপ্তছিদ্রাণি প্রসৃতকরদ্বয়াঙ্গুলিভিরাচ্ছাদ্য মূলবিদ্যামুচ্চরন্ তত্র ত্রির্নিমজ্য দেবতাং ধ্যায়ন্ উন্মজ্য মূলবিদ্যয়া ত্রিবারমভিমন্ত্রিতেন পয়সা কলসমুদ্রয়া ত্রিবারমাত্মমূর্দ্ধানমভিষিচ্য ওঁ আত্মতত্ত্বায় স্বাহা, ওঁ বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা, ওঁ শিবতত্ত্বায় স্বাহেত্যাচামেৎ। যথা নীলতন্ত্রে (৫২)—

মৃৎকুশানপি সংগৃহ্য গত্বা জলান্তিকং ততঃ।
মলাপকর্ষণং স্নাত্বা[2] মন্ত্রস্নানং সমাচরেৎ॥ ৩৩

কুলচূড়ামণৌ— কৃষ্ণ-রক্ত-হরিন্নীলা বিবিধা মম মূর্ত্তয়ঃ।
তত্র যৎকুলগঃ শিষ্যঃ স তদ্ রূপং পরামৃশন্॥ ৩৪
দিবং স্বর্গমথোর্বীঞ্চ পাতালতল-সম্ভবম্।
আচান্তঃ কুলদর্ভেণ সদর্ভঃ কুলপুত্রকঃ॥ ৩৫

তাহার পর সেই জলের দ্বারা নিজেকে ৩ বার প্রোক্ষণ করিয়া, মূলমন্ত্রে দুই হাতে মৃত্তিকা আনিয়া, সূর্য্যকে তাহা দেখাইয়া, সেই মৃত্তিকা দ্বারা মূলমন্ত্রে অঙ্গলেপন করিয়া, মস্তকে, হৃদয়ে ও নাভিতে জলাঞ্জলি তিনটি দিয়া, পূর্ববৎ আচমন করিয়া, পূর্বলিখিত সেই ত্রিকোণকে দক্ষিণ হস্তের তর্জনীর দ্বারা দক্ষিণাবর্ত্তে আলোড়ন করিয়া চক্ষুঃ প্রভৃতি ৭টি ছিদ্রকে বিস্তৃত হস্তদ্বয়ের অঙ্গুলি সমূহের দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া, মূলবিদ্যাকে উচ্চারণ করিয়া, সেই নদী প্রভতির জলে ৩ বার নিমজ্জন করিয়া, দেবতাকে ধ্যান করিতে করিতে উন্মজ্জন করিয়া, মূলবিদ্যায় ৩ বার অভিমন্ত্রিত জলের দ্বারা কলস মূদ্রায় ৩ বার নিজ মস্তকে অভিষেক করিয়া, ওঁ আত্মতত্ত্বায় স্বাহা, ওঁ বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা, ওঁ শিবতত্ত্বায় স্বাহা এই মন্ত্রে আচমন করিবে। যেমন নীলতন্ত্রে বলিয়াছেন (৩২)—

মৃত্তিকা ও কুশগুলি সংগ্রহ করিয়া তাহার পর জলের নিকটে গিয়া মলাপকর্ষণ স্নান করিয়া মন্ত্রস্নান করিবেন। ৩৩

কুলচূড়ামণিতে বলিয়াছেন—আমার কৃষ্ণ, রক্ত, হরিৎ ও নীল বর্ণা নানা মূর্ত্তি আছে। তন্মধ্যে শিষ্য যে কুলগত হইবে, সে দ্যুলোক (আকাশ), স্বর্গ ও পৃথিবী এবং

১। খ—কৃত্বা বমিতি গোকরীষং নাসাপুটদ্বয়ে দদ্যাৎ। ততো মূর্দ্ধেত্যাদি। ২। খ—মলাপকর্ষণং কৃত্বা মন্ত্রস্নানং সমাচরেৎ। বিদ্যয়া ত্রির্নিমজ্জ্যৈবমাচামেৎ পাথসা তয়া। তয়া বিদ্যয়েত্যর্থঃ। কুমারী তন্ত্রে—বেদাদ্যক

কুলপাত্রং সদূর্বঞ্চ সতিলং সজলং ততঃ।
গৃহীত্বা কুলদেবস্য প্রীতয়ে স্নানমাচরেৎ ॥ ৩৬
কৃতসঙ্কল্প এবাসৌ কুলচক্রং জলে ন্যসেৎ।
কুলস্থানাৎ সমানীয় কুলমুদ্রাঙ্কুশেন চ ॥ ৩৭
কুলতীর্থানি তত্রৈব সমাবাহ্য শিবাত্মকম্।
তত্তোয়ঞ্চ ত্রিধা পীত্বা ত্রিধা চ প্রোক্ষণং তনোঃ ॥ ৩৮

দিবমাকাশং, তদ্রূপং পরামৃশন্নিতি সর্বত্র সম্বন্ধঃ। কুলদর্ভেণ সদর্ভো দর্ভবান্। কুলপাত্রং কপালাদি। কুলচক্রং ত্রিকোণম্। কুলস্থানাৎ সূর্য্যাৎ। তোয়ং ত্রিধা পীত্বেতি আচম্যেত্যর্থঃ[১]। ৩৯

কুমারী তন্ত্রে— বেদাদ্যঞ্চ তথা মায়া স্বাহেত্যাচমনং মতম্[২]। ৪০

মায়াতন্ত্রে—মৃত্তিকাং মূলমন্ত্রেণ সংগৃহ্য চ করদ্বয়ে।
সূর্য্যায় দর্শয়িত্বাত্র পশ্চাদ্ বিলেপনং স্মৃতম্[৩] ॥ ৪১

পাতালতল সম্ভব সেই রূপকে (মৃত্তিকে) অর্থাৎ আকাশ, স্বর্গ, পৃথিবী ও পাতালে সেই মৃত্তিকে স্মরণ করিতে করিতে আচমন করিয়া কুলদর্ভের দ্বারা দর্ভ যুক্ত হইয়া কুলপুত্র দূর্বাযুক্ত, জলযুক্ত কুলপাত্র (কপালাদি) লইয়া তাহার পর কুলদেবতার প্রীতির জন্য স্নান করিবে। ৩৪-৩৬

সেই শিষ্য সঙ্কল্প করিয়া জলে কুলচক্র (ত্রিকোণ) অঙ্কন করিবে। কুলস্থান (সূর্য্যমণ্ডল) হইতে কুলমুদ্রা অঙ্কুশের দ্বারা সেই কুলচক্রে তীর্থগণকে আবাহন করিয়া আনিয়া সেই শিবস্বরূপ জলকে তিনবার পান করিয়া অর্থাৎ আচমন করিয়া ৩ বার দেহকে প্রোক্ষণ করিবে। ৩৭-৩৮

দিবম্—আকাশ। তদ্রূপং পরামৃশন্—সেই রূপ (মূর্ত্তি) স্মরণ করিতে করিতে ইহা আকাশ প্রভৃতি সকল স্থলে সম্বন্ধ হইবে। কুলদর্ভেণ—কুলদর্ভ সুবর্ণ রজত দ্বারা সদর্ভ দর্ভযুক্ত হইবে। কুলপাত্রং—কপালাদি। কুলচক্রম্—ত্রিকোণ। কুলস্থানাৎ—সূর্য্যমণ্ডল হইতে। তোয়ং ত্রিধা পীত্বা এই কথার অর্থ—আচমন করিয়া। ৩৯

কুমারীতন্ত্রে বলিয়াছেন—বেদাদ্য (ওঁ), সেইরূপ মায়া (হ্রীং) ও স্বাহা এই মন্ত্রে আচমন কথিত হইয়াছে। ৪০

মায়া তন্ত্রে বলিয়াছেন—মূলমন্ত্রে হস্তদ্বয়ে মৃত্তিকা গ্রহণ করিয়া সূর্য্যকে দেখাইয়া পরে এই দেহে সেই মৃত্তিকার বিলেপন উক্ত হইয়াছে। ৪১

১। খ—আচম্যেত্যর্থঃ। মায়াতন্ত্রে—মৃত্তিকাং। ২। খ—মতমিত্যনন্তরং কুলচূড়ামণৌ—কৃষ্ণরক্ত। ৩। খ—স্মৃতম্। গোকরীষং নাসিকায়াং বং মন্ত্রেণ পুটদ্বয়ে। জলাঞ্জলি ত্রয়ং।

জলাঞ্জলি-ত্রয়ং কুর্য্যান্ মূৰ্দ্ধ-হৃন্নাভিকেষু চ।
তৎ তথাচমনং কৃত্বা ত্রিকোণং দক্ষিণেন তু ॥ ৪২
গৃহীত্বা পাণিনা দেবি! শঙ্খাবৰ্ত্তক্রমেণ তু।
বিলোড্য তত্র ত্রির্মজ্জেদঘমর্ষণকং[১] ত্রিধা[২] ॥ ৪৩

ত্রিধেতি ফলাতিশয়ার্থম্। নীলতন্ত্রে—বিদ্যয়া ত্রির্নিমজ্জেবমাচামেৎ পাথসা তয়া। পাথসা জলেন। তয়া বিদ্যয়া। স্বতন্ত্রতন্ত্রে (৪৪)—

মূলং পঠন্ মূর্দ্ধ্নি তোয়ং মুদ্রয়া কুম্ভসংজ্ঞয়া।
ক্ষিপ্ত্বা বারত্রয়ং দেবি! আচামেৎ সাধকাগ্রণীঃ।
আত্ম-বিদ্যা শিবৈস্তত্ত্বৈস্ততো যাগগৃহং বিশেৎ॥ ইতি স্নানম্ ॥ ৪৫

ততস্তত্র গৃহাদৌ বা স্থিত্বা সূর্য্যার্ঘ্যদানপর্য্যন্তাং বৈদিকসন্ধ্যাং কৃত্বা তান্ত্রিকসন্ধ্যাং কুর্য্যাৎ। সা যথা—আত্মতত্ত্বাদ্যৈরাচম্য ষড়ঙ্গন্যাসং কৃত্বা বামহস্তে জলং গৃহীত্বা দক্ষিণেনাচ্ছাদ্য হং যং বং লং রং ইতি ত্রিরভিমন্ত্র্য মূলেন গলদম্বুভিস্তত্ত্বমুদ্রয়া মূৰ্দ্ধানং সপ্তধাভ্যুক্ষ্য শেষজলং দক্ষিণহস্তে সমাদায়াঘ্রায়

অনন্তর হে দেবি! মস্তক, হৃদয় ও নাভিতে ৩ বার জলাঞ্জলি দিবেন। তাহার পর পূর্ববৎ আচমন করিয়া দক্ষিণ হস্তের দ্বারা ত্রিকোণ ধারণ করিয়া শঙ্খাবৰ্ত্তক্রমে ৩ বার আলোড়ন করিয়া ৩ বার নিমজ্জন করিবেন এবং ৩ বার অঘমর্ষণ করিবেন। ৪২-৪৩

তিন বার অঘমর্ষণ; ইহা অতিশয় ফলের জন্য। নীলতন্ত্রে বলিয়াছেন—মূলবিদ্যা দ্বারা ৩ বার নিমজ্জন করিবে। সেই বিদ্যায় জলের দ্বারা আচমন করিবে। পাথসা—জলের দ্বারা। তয়া—সেই বিদ্যা দ্বারা। স্বতন্ত্রতন্ত্রে বলিয়াছেন (৪৪)—

হে দেবি! সাধকাগ্রণী কুম্ভনামক মুদ্রায় মূলমন্ত্র পড়িতে পড়িতে ৩ বার মস্তকে জল নিক্ষেপ করিয়া আত্মতত্ত্ব, বিদ্যাতত্ত্ব ও শিবতত্ত্বের দ্বারা অর্থাৎ ওঁ আত্মতত্ত্বায় স্বাহা, ওঁ বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা, ওঁ শিবতত্ত্বায় স্বাহা এই মন্ত্রে ৩ বার আচমন করিবে এবং তাহার পর যাগ গৃহে প্রবেশ করিবে। স্নান সমাপ্ত হইল। ৪৫

তাহার পর সেই নদী প্রভৃতিতে বা গৃহাদিতে অবস্থিত হইয়া সূর্য্যার্ঘদান পর্য্যন্ত বৈদিক সন্ধ্যা করিয়া তান্ত্রিক সন্ধ্যা করিবেন। সেই সন্ধ্যা যথা—আত্মতত্ত্বাদি দ্বারা আচমন করিয়া ষড়ঙ্গন্যাস করিয়া বাম হস্তে জল লইয়া দক্ষিণ হস্তের দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া, হং যং বং লং রং এই মন্ত্রে সেই জলকে ৩ বার অভিমন্ত্রিত করিয়া মূলমন্ত্রে তত্ত্বমুদ্রায় ক্ষরিত সেই জলদ্বারা মস্তকে ৭ বার অভ্যুক্ষণ করিয়া, অবশিষ্ট জল দক্ষিণ

১। ক—বিলোড্য ত্রির্নিমজ্জেদঘমর্ষণ। ২। খ—ত্রিধা। স্বতন্ত্রতন্ত্রে মূলং পঠন্নিত্যাদি।

ইড়য়াকৃষ্য দেহান্তঃ পাপং প্রক্ষাল্য কৃষ্ণবর্ণং তজ্জলং পাপরূপং পিঙ্গলয়া বিরিচ্য পুরতো বজ্রপাষাণে ফড়িতি মন্ত্রেণ তাড়য়েদিত্যঘমর্ষণম্। ৪৬

ততো হস্তৌ প্রক্ষাল্যাচম্য গুরূংস্তর্পয়েৎ। যথা—শ্রীঅমুকানন্দনাথভৈরবস্তৃপ্যতামিতি ক্রমেণ দিব্য সিদ্ধ-মানবৌঘ-গুরূন্ সন্তর্প্য নিজগুরুং তর্পয়েৎ। ততো দেবীং তর্পয়েৎ। যথা—জলে যন্ত্রং বিলিখ্য তত্র দেবীমাবাহ্য মূলান্তে শ্রীমহাকাল-সহিত-দক্ষিণ-কালিকে মাতস্তৃপ্যতামিতি ত্রিঃ সন্তর্প্য একৈকাঞ্জলিনা পরিবারান্ তর্পয়েৎ। অশক্তৌ তু সায়ুধ-বাহন-সপরিবার-মহাকাল-সহিত-শ্রীদক্ষিণকালিকে মাতস্তৃপ্যতামিতি ত্রিস্তর্পয়েৎ। ৪৭

তন্ত্রে— তর্পণাদৌ প্রযুঞ্জীত তৃপ্যতাং ব্রহ্মভৈরব!।
আবাহনেম্বপি পিতৄন্ ভৈরবানপি কীর্ত্তয়েৎ ॥ ৪৮
তত্র ভৈরবরূপেণ দেবীমপি চ কালিকাম্।
তৃপ্যতাং কালিকে মাতঃ পিতর্ভৈরব তৃপ্যতাম্।
এবমেব বিধানেন যথা শক্ত্যা চ তর্পয়েৎ[১] ॥ ৪৯

হস্তে লইয়া আঘ্রাণ করিয়া ইড়ানাড়ী দ্বারা সেই জলকে আকর্ষণ করিয়া দেহের মধ্যবর্ত্তী পাপকে প্রক্ষালন করিয়া পাপরূপ সেই কৃষ্ণবর্ণ জলকে পিঙ্গলানাড়ী দ্বারা বাহির করিয়া পুরোবর্ত্তী বজ্র পাষাণে ফট্ এই মন্ত্রে নিক্ষেপ করিবেন। ইহা অঘমর্ষণ। ৪৬

অনন্তর দুই হাত প্রক্ষালন করিয়া আচমন করিয়া গুরুকে তর্পণ করিবেন। যথা—শ্রীঅমুকানন্দ নাথ ভৈরবস্তৃপ্যতাম্ এই মন্ত্রক্রমে দিব্যৌঘ, সিদ্ধৌঘ, মানবৌঘ গুরুগণকে তর্পণ করিয়া নিজ গুরুকে তর্পণ করিবেন। অনন্তর দেবীকে তর্পণ করিবেন। যথা—জলে যন্ত্র লিখিয়া সেই যন্ত্রে দেবীকে আবাহন করিয়া মূলমন্ত্রের অন্তে শ্রীমহাকাল-সহিত দক্ষিণে কালিকে মাতস্তৃপ্যতাম্ এই মন্ত্রে ৩ বার তর্পণ করিয়া এক এক অঞ্জলি দ্বারা পরিবারগণকে তর্পণ করিবেন। অশক্ত হইলে মূলমন্ত্রের অন্তে সায়ুধ-বাহন-সপরিবার-মহাকাল-সহিত-শ্রীমদ্দক্ষিণকালিকে মাতস্তৃপ্যতাম্—এই মন্ত্রে ৩ বার তর্পণ করিবেন। ৪৭

তন্ত্রে বলিয়াছেন—হে ব্রহ্মভৈরব! তর্পণ প্রভৃতিতে তৃপ্যতাং প্রয়োগ করিবে। সেই আবাহনেও ভৈরবরূপে পিতৄন্ ভৈরবান্ কীর্ত্তন করিবেন। দেবী কালিকাকে কালিকে মাতস্তৃপ্যতাম্, পিতর্ভৈরবস্তৃপ্যতাম্—এইরূপ বিধানেই যথাশক্তি তর্পণ করিবেন। ৪৮-৪৯

১। খ—তর্পয়েৎ। কালীগুরবস্তু।

ইতি শ্যামারহস্যম্। সাম্প্রদায়িক-মতে তু প্রাগুক্তাহঃ-কৃত্যান্তর্গত-তর্পণ-রীত্যৈব তর্পণম্। কালীগুরবস্তু বীরতন্ত্রোক্তাঃ পূজাবসরে বক্তব্যাঃ। ততো হ্রীঁ হংসঃ শ্রীমার্ত্তণ্ড-ভৈরবায় প্রকাশশক্তি-সহিতায় ইদমর্ঘ্যং স্বাহেতি সূর্য্যায়[1] ত্রিরেকধা বাঽর্ঘ্যং দত্ত্বা সূর্য্যমণ্ডলে দেবীং বিভাব্য ওঁ সূর্য্যমণ্ডল-বাসিন্যৈ শ্রীদক্ষিণকালিকায়ৈ ইদমর্ঘ্যং স্বাহেতি ত্রিরর্ঘ্যং দত্ত্বা গায়ত্রীং যথাশক্তি জপ্ত্বা দেবীবামহস্তে সমর্পয়েৎ। নন্দিকেশ্বর-সংহিতায়াং (৫০)—

যাবন্ন দীয়তে চার্ঘ্যং ভাস্করায় নিবেদনম্।
তাবন্ন পূজয়েদ্ বিষ্ণুং শঙ্করং বা সুরেশ্বরীম্॥ ৫১

তন্ত্রান্তরে—দিনেশায়োৎক্ষিপেৎ তিষ্ঠন্ বারিণা চাঞ্জলি-ত্রয়ম্।
অষ্টোত্তর-শতাবৃত্ত্যা গায়ত্রীং প্রজপেৎ সুধীঃ॥ ৫২

গায়ত্রী যথা কুমারী তন্ত্রে—

কালিকায়ৈ পদং প্রোক্ত্বা বিদ্মহে তদনন্তরম্।
শ্মশানবাসিনীং ঙেন্তাং ধীমহীতি ততো বদেৎ।
তন্নো ঘোরে পদং প্রোচ্য প্রচোদয়াদ্ বদেদিতি॥ ৫৩

ইহা শ্যামরহস্যের বলিয়াছেন। সাম্প্রদায়িক মতে কিন্তু পূর্বোক্ত অহঃ কৃত্যান্তর্গত তর্পণের রীতিতেই তর্পণ হইবে। বীরতন্ত্রোক্ত কালীর গুরু সমূহ পূজাবসরে কথিত হইবে। তাহার পর ওঁ হ্রীং হংস শ্রীমার্ত্তণ্ডভৈরবায় প্রকাশশক্তি-সহিতায় ইদমর্ঘ্যং স্বাহা—এই মন্ত্রে সূর্য্যকে ৩ বার অথবা একবার অর্ঘ্য দিয়া, সূর্য্যমণ্ডলে দেবীকে ভাবনা করিয়া, ওঁ সূর্য্য-মণ্ডলবাসিন্যৈ শ্রীদক্ষিণকালিকায়ৈ ইদমর্ঘ্যং স্বাহা—এই মন্ত্রে ৩ বার অর্ঘ্য দিয়া, যথাশক্তি গায়ত্রী জপ করিয়া দেবীর বামহস্তে জপ সমর্পণ করিবেন। নন্দিকেশ্বর-সংহিতায় বলিয়াছেন (৫০)—

যে পর্য্যন্ত ভাস্করকে অর্ঘ্য নিবেদন না করিবেন, সে পর্য্যন্ত বিষ্ণুকে, শঙ্করকে বা সুরেশ্বরীকে পূজা করিবেন না। ৫১

তন্ত্রান্তরে বলিয়াছেন—সুধী পূজক দণ্ডায়মান হইয়া সূর্য্যের উদ্দেশ্যে অঞ্জলিত্রয় প্রদান করিবেন এবং অষ্টোত্তর শতবার আবৃত্তি করিয়া গায়ত্রী জপ করিবেন। ৫২

যেমন কুমারী তন্ত্রে সেই গায়ত্রী বলিয়াছেন—'কালিকায়ৈ' পদ বলিয়া অনন্তর 'বিদ্মহে' বলিবেন। অনন্তর চতুর্থী বিভক্ত্যন্ত শ্মশানবাসিনী অর্থাৎ 'শ্মশানবাসিন্যৈ

১। খ—সূর্য্যায় ত্রিরর্ঘ্যং দত্ত্বা সূর্য্যমণ্ডলে দেবীং বিভাব্য ওঁ সূর্য্যমণ্ডলবাসিন্যৈ শ্রীদক্ষিণকালিকায়ৈ ইদমর্ঘ্যং স্বাহেতি ত্রিরর্ঘ্যং দত্ত্বা গায়ত্রীং যথা শক্তি।

অস্যাঃ প্রসাদমাত্রেণ মহাপাতক-কোটয়ঃ।
সদ্যঃ প্রলয়মায়ান্তি সাধকস্য ন চান্যথা ॥ ৫৪

রাবণস্য বধাচ্চৈব রামচন্দ্রো বিমোচিতঃ।
গুরুদারাকর্ষণাচ্চ দেবেন্দ্রোঽপি বিমোচিতঃ ॥ ৫৫

নিজকন্যাকর্ষণাচ্চ ব্রহ্মা চাপি বিমোচিতঃ।
মাতৃবধাৎ পর্শুরামো মুক্তশ্চাস্যাঃ প্রসাদতঃ ॥ ৫৬

সুরাপানাচ্চ শ্রীকৃষ্ণো দত্তাত্রেয়স্তথৈব চ।
এবমেষা মহাবিদ্যা গোপ্তব্যা দেবি! সুন্দরি! ॥ ৫৭

মহাপাতক-যুক্তোঽপি প্রজপেদ্ দশধা যদি।
সত্যং সত্যং মহাদেবি! মুক্তো ভবতি তৎক্ষণাৎ[১] ॥ ৫৮

ততঃ স্ব-স্ব-মন্ত্রমষ্টোত্তরশতং জপ্ত্বা জপং সমর্প্য সংহার-মুদ্রয়া সূর্য্যমণ্ডলাদ্ দেবীং স্বহৃদয়মানয়েৎ। যথা চ (৫৯)—

ধীমহি' এই পদ বলিবেন। অনন্তর 'তন্নো ঘোরে' এই পদ বলিয়া 'প্রচোদয়াৎ' এই পদ বলিবেন। ৫৩

এই গায়ত্রীমাত্রের প্রসাদমাত্রের দ্বারা (অনুগ্রহের দ্বারা) সাধকের কোটি মহাপাপ প্রলয় প্রাপ্ত হয়। অন্য কোন প্রকারে উহা প্রলীন হয় না। ৫৪

এই গায়ত্রীমাত্রের প্রসাদে রামচন্দ্র রাবণ বধের পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়াছিলেন। গুরুপত্নীর আকর্ষণ জনিত পাপ হইতে দেবেন্দ্রও মুক্ত হইয়াছিলেন। ৫৫

নিজকন্যার আকর্ষণ জনিত পাপ হইতে ব্রহ্মাও বিমুক্ত হইয়াছিলেন। এই গায়ত্রীর প্রসাদে পরশুরামের মাতৃবধ পাপ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। ৫৬

সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ ও দত্তাত্রেয় সুরাপান জনিত পাপ হইতে এইরূপ মুক্ত হইয়াছিলেন। হে দেবি সুন্দরি! এই মহাবিদ্যা গোপনীয়া। ৫৭

মহাপাতক যুক্ত ব্যক্তিও যদি দশবার এই গায়ত্রী জপ করে, হে মহাদেবি! তৎক্ষণাৎ সে মহাপাতক হইতে মুক্ত হয়, ইহা সত্য সত্য। ৫৮

তাহার পর নিজ নিজ ইষ্ট মন্ত্র ১০৮ বার জপ করিয়া জপ সমর্পণ করিয়া সংহার মুদ্রায় সূর্য্যমণ্ডল হইতে স্বহৃদয়ে দেবীকে আনয়ন করিবেন। যেমন তন্ত্রে বলিয়াছেন (৫৯)—

১। খ—তৎক্ষণাৎ। কুলচূড়ামণৌ—উথায়েত্যাদি।

ততো বিদ্যাং হৃদি ধ্যাত্বা অষ্টোত্তরশতং জপেৎ।
অবহির্মানসো যোগী যাগভূমিমথাবিশেৎ ॥ ৬০

এতৎ পর্য্যন্তং জলেঽপি কর্ত্তুং শক্যতে। ততো ধৌত-বাসসী পরিধায় পাদৌ হস্তৌ চ প্রক্ষাল্য তিলকং কুর্য্যাৎ। কুলচূড়ামণৌ (৬১)—

উত্থায় কুলবস্ত্রে দ্বে পরিধায় কুলেন চ।
তিলকং কুলরূপস্তু কৃত্বাচম্য কুলেশ্বরঃ[১] ॥ ৬১

কুলবস্ত্রং রক্তাদিবস্ত্রং প্রাগুক্তম্। কুলেন রক্তচন্দনাদিনা। কুলরূপং ত্রিপুণ্ড্রাদ্যাত্মকম্। কুলেশ্বরঃ সাধকঃ। ৬৩

মায়াতন্ত্রে—তিলকং রক্তগন্ধেন গোপীনাং চন্দনেন চ। ৬৪

স্বতন্ত্রতন্ত্রে—মোক্ষার্থী রক্তবস্ত্রে চ ভোগার্থী শ্বেতবাসসী।
মারণে কৃষ্ণবাসস্তু বশ্যে রক্তং সদা গৃহী ॥ ৬৫

তাহার পর দেবীকে হৃদয়ে ধ্যান করিয়া এই বিদ্যা ১০৮ বার জপ করিবেন। যোগী বহির্মনা না হইয়া যাগভূমিতে প্রবেশ করিবেন। ৬০

এই পর্য্যন্ত কার্য্যগুলি জলেও করিতে পারেন। তাহার পর ধৌত বস্ত্রদ্বয় (বস্ত্র ও উত্তরীয়) পরিধান করিয়া পাদদ্বয় ও হস্তদ্বয় প্রক্ষালন করিয়া তিলক করিবেন। কুলচূড়ামণিতে বলিয়াছেন (৬১)—

কুলেশ্বর সাধক জল হইতে উত্থিত হইয়া দুইখানি কুলবস্ত্র (রক্তাদি বস্ত্র) পরিধান করিয়া কুলের (রক্ত চন্দনাদি) দ্বারা কুলরূপ (ত্রিপুণ্ড্রাদিরূপ) তিলক করিয়া আচমন করিয়া (যাগভূমিতে প্রবেশ করিবেন)। ৬২

কুলবস্ত্রম্—পূর্বোক্ত রক্তাদি বস্ত্র। কুলেন—রক্ত চন্দনাদি দ্বারা। কুলরূপম্—ত্রিপুণ্ড্রাদিরূপ। কুলেশ্বরঃ—সাধক। ৬৩

মায়াতন্ত্রে বলিয়াছেন—রক্তগন্ধ দ্বারা অথবা গোপীগণের চন্দনের দ্বারা তিলক করিবে। ৬৪

স্বতন্ত্র তন্ত্রে বলিয়াছেন—গৃহী মোক্ষার্থী হইলে দুইখানি রক্ত বস্ত্র এবং ভোগার্থী হইলে দুইখানি শ্বেত বস্ত্র পরিবেন। মারণে সর্বদা কৃষ্ণ বস্ত্র, বশ্যকর্মে সর্বদা রক্ত বস্ত্র পরিবেন। ৬৫

১। খ—কুলেশ্বরঃ। স্বতন্ত্রে চ—মোক্ষার্থীত্যাদি।

উচ্চাটনে ব্যাঘ্রচর্ম[১] বৃক্ষত্বক্ স্তম্ভ-কর্মণি।
পরিধায় ততো মন্ত্রী যাগভূমিমথাবিশেৎ॥ ৬৬

অথ মন্ত্রাচমনং যথা—

কালিকাভিস্ত্রিভিঃ পীত্বা কাল্যাদিভিরুপস্পৃশেৎ।
দ্বাভ্যামোষ্ঠৌ দ্বিরুন্মৃজ্য চৈকেন ক্ষালয়েৎ করম্॥ ১
মুখ-ঘ্রাণেক্ষণ-শোত্র-নাভ্যুরস্ কং ভুজৌ ক্রমাৎ।
আচম্যৈবং ভবেৎ কালী বৎসরাৎ তাং প্রপশ্যতি॥ ২

কং শিরঃ। কালিকাভিঃ কালিকাবীজৈঃ। তথাচ ক্রীমিতি ত্রিরাচামেৎ। ওঁ কাল্যৈ নমঃ, ওঁ কপালিন্যৈ নমঃ ইত্যোষ্ঠৌ দ্বিরুন্মৃজেৎ। ওঁ কুল্লায়ৈ নমঃ ইতি করং ক্ষালয়েৎ। ওঁ কুরুকুল্লায়ৈ নমঃ ইতি মুখে, ওঁ বিরোধিন্যৈ নমঃ, ওঁ বিপ্রচিত্তায়ৈ নমঃ ইতি দক্ষিণ-বাসনসোঃ। ওঁ উগ্রায়ৈ নমঃ, ওঁ উগ্রপ্রভায়ৈ নমঃ ইতি দক্ষিণ-বামনেত্রয়োঃ। ওঁ দীপ্তায়ৈনমঃ, ওঁ নীলায়ৈ নমঃ ইতি দক্ষিণ-বাম-শ্রোত্রয়োঃ। ঘনায়ৈ নমঃ ইতি নাভৌ। বলাকায়ৈ নমঃ ইতি বক্ষসি।

উচ্চাটনে ব্যাঘ্র চর্ম্ম এবং স্তম্ভন কর্মে বৃক্ষত্বক্ পরিধান করিয়া অনন্তর সাধক যাগভূমিতে প্রবেশ করিবেন। ৬৬

অনন্তর মন্ত্রাচমন করিবেন। যেমন তন্ত্রে বলিয়াছেন—কালিকার তিনটি বীজ দ্বারা আচমন করিয়া কাল্যাদি মন্ত্রসমূহের দ্বারা ইন্দ্রিয়স্থানে স্পর্শ করিবেন। দুইটি মন্ত্রের দ্বারা দুই ওষ্ঠকে দুই বার মার্জন করিয়া একটি মন্ত্রের দ্বারা হস্ত প্রক্ষালন করিবেন। তাহার পর মুখ, ঘ্রাণ দ্বয়, চক্ষুঃ দ্বয়, শ্রোত্রদ্বয়, নাভি, বক্ষঃ, মস্তক ও বাহু দ্বয় স্পর্শ করিবেন। এই প্রকারে আচমন করিয়া কালী হইবেন। বৎসরের মধ্যে তাঁহাকে দেখিতে পাইবেন। ১-২

কং—মস্তক। কালিকাভিঃ—তিনটি কালিকাবীজের দ্বারা। তাহা হইলে ক্রীং—এই মন্ত্রে তিনবার আচমন করিবেন। ওঁ কাল্যৈ নমঃ, ওঁ কপালিন্যৈ নমঃ এই মন্ত্রদ্বয়ে দুইবার ওষ্ঠ দুইটিকে মুছিবেন। ওঁ কুল্লায়ৈ নমঃ এই মন্ত্রে হস্ত প্রক্ষালন করিবেন। ওঁ কুরুকুল্লায়ৈ নমঃ মন্ত্রে মুখ, ওঁ বিরোধিন্যৈ নমঃ মন্ত্রে দক্ষিণ নাসিকা, ওঁ বিপ্রচিত্তায়ৈ নমঃ মন্ত্রে বাম নাসিকা, ওঁ উগ্রায়ৈ নমঃ মন্ত্রে দক্ষিণ নেত্র, ওঁ উগ্রপ্রভায়ৈ নমঃ মন্ত্রে বামনেত্র, ওঁ দীপ্তায়ৈ নমঃ মন্ত্রে দক্ষিণ কর্ণ, ওঁ নীলায়ৈ নমঃ

১। খ—ব্যাঘ্রচর্ম কালং নারকী স্যাদ্ যাবদাহুতসংপ্লবম্। কালিকামিতি শবারূঢ়াদেবীমাত্রোপলক্ষকম্। তথা মৃতাভাবে বিষ্টরঞ্চ শবরূপং প্রকল্পয়েৎ। অত্রাবসরে বিজয়ামিত্যাদি।

ওঁ মাত্রায়ৈ নমঃ ইতি শিরসি। ওঁ মুদ্রায়ৈ নমঃ, ওঁ মিতায়ৈ নমঃ ইতি দক্ষ-বামাংসয়োঃ। ইদং মন্ত্রাচমনং পাপক্ষয়ায় অন্যদাপি কর্ত্তুং যুজ্যতে। ৩

অথ পূজাবিধিঃ। যাগস্থানং গত্বা ওঁ ওঁ বজ্রোদকে হূঁ ফট্ স্বাহেতি জল-মভিমন্ত্র্য সব্যে সমানীয়াসনমভ্যুক্ষ্য তত্রোপবিশ্য ওঁ হ্রীঁ বিশুদ্ধ সর্বপাপানি শময়াশেষবিকল্পমপনয় হূঁ ফট্ স্বাহেতি চরণৌ প্রক্ষাল্য, ওঁ মণিধরণি বজ্রিণি মহাপ্রতিসরে রক্ষ রক্ষ হঁ ফট্ স্বাহেতি শিখাবন্ধনং কৃত্বা কুলদর্ভান্ দর্ভান্ বা করয়োর্দত্ত্বা ওঁ হ্রীঁ স্বাহেত্যাচামেৎ। তদুক্তং কুমারী-কল্পে (৪)—

ওঁ ওঁ বজ্রোদকে হূঁ ফট্ স্বাহা-মন্ত্রেণ মন্ত্রবিৎ।
জলমানীয় সব্যে তু আসনং শোধয়েৎ ততঃ॥ ৫
প্রণবং পূর্বমুদ্ধৃত্য লজ্জাবীজং তথৈব চ
ততো বিশুদ্ধান্তে সর্বপাপানি শময়াদথ॥ ৬
অশেষান্তে বিকল্পং স্যাদপনয়েতি তৎপরম্।
কূর্চবীজং তথাঽস্ত্রঞ্চ বহ্নিজায়া ততঃ পরম্।
অনেন সাধকঃ কুর্য্যাৎ পাদপ্রক্ষালনং প্রিয়ে!॥ ৭

মন্ত্রে বাম কর্ণ, ওঁ ঘনায়ৈ নমঃ মন্ত্রে নাভি, ওঁ বলাকায়ৈ নমঃ মন্ত্রে বক্ষঃ, ওঁ মাত্রায়ৈ নমঃ মন্ত্রে মস্তক, ওঁ মুদ্রায়ৈ নমঃ মন্ত্রে দক্ষিণ স্কন্ধ এবং ওঁ মিতায়ৈ নমঃ মন্ত্রে বামস্কন্ধ স্পর্শ করিবে। এই মন্ত্রাচমন পাপক্ষয়ের জন্য অন্য সময়েও করিতে পারেন। ৩

অনন্তর পূজাবিধি কথিত হইতেছে। যাগ (পূজা) স্থানে গমন করিয়া, ওঁ বজ্রোদকে হুং ফট্ স্বাহা মন্ত্রে জলকে অভিমন্ত্রিত করিয়া, বামে আনিয়া, তাহা দ্বারা আসনকে অভ্যুক্ষণ করিয়া, সেই আসনে বসিয়া ওঁ হ্রীং বিশুদ্ধ সর্বপাপানি শময়াশেষ বিকল্পমপনয় হূং ফট্ স্বাহা মন্ত্রে দুইটি পা ধুইয়া, ওঁ মণিধরণি বজ্রিণি মহাপ্রতিসরে রক্ষ রক্ষ হূং ফট্ স্বাহা মন্ত্রে শিখা বন্ধন করিয়া, কুলদর্ভ (সুবর্ণ বা রজত) অথবা দর্ভসমূহ দুই হাতে দিয়া, ওঁ হ্রীং স্বাহা মন্ত্রে আচমন করিবেন। তাহাই কুমারীকল্পে উক্ত হইয়াছে (৪)—

মন্ত্রবিৎ পূজক ওঁ ওঁ বজ্রোদকে হূং ফট্ স্বাহা মন্ত্রের দ্বারা বামে জল আনিয়া তাহা দ্বারা আসন শোধন করিবেন। অনন্তর প্রথমে প্রণব উচ্চারণ করিয়া লজ্জাবীজ (হ্রীং) উচ্চারণ করিয়া পরে বিশুদ্ধ পদের অন্তে সর্বপাপানি শময় পদের পরে অশেষ পদের পরে বিকল্পমপনয়, ইহার পর কূর্চবীজ (হূং), অস্ত্র (ফট্) ও তাহার পর বহ্নিজায়া (স্বাহা)—হে প্রিয়ে! এই মন্ত্রের দ্বারা সাধক পাদ প্রক্ষালন করিবে। ৫-৭

তথা— প্রণবং পূর্বমুদ্ধৃত্য মণ্যন্তে ধরণীতি চ।
বজ্রিণীতি পদং প্রোক্ত্বা মহাপ্রতিসরে তথা ॥ ৮
রক্ষদ্বয়ং ততো হুঁ ফট্ স্বাহা চ তদনন্তরম্।
অনেনৈব বিধানেন রক্ষাং কুর্য্যাদ্ বিচক্ষণঃ ॥ ৯

তন্ত্রে— বেদাদ্যঞ্চ তথা মায়া স্বাহেত্যাচমনে মন্থুরিতি। ১০

কুমারীকল্পে— প্রণবং পূর্বমুদ্ধৃত্য সর্ববিঘ্নান্ ততঃ পরম্।
উৎসারয় ততো হুঁ ফট্ স্বাহা চ তদনন্তরম্।
অনেনৈব চ মন্ত্রেণ বিঘ্নমুৎসারয়েৎ সুধীঃ ॥ ১১

তেন ওঁ সর্ববিঘ্নানুৎসারয় হুঁ ফট্ স্বাহেতি সিদ্ধার্থ-তিলৈর্নারাচ-মুদ্রয়া ভূতাপসরণং কৃত্বা ওঁ রক্ষ রক্ষ হুঁ ফট্ স্বাহেতি মুষ্টি-নিঃসৃত-জলেন ভূমিশোধনং কৃত্বা ওঁ পবিত্র বজ্র হুং হুং ফট্ স্বাহেতি ভূমিমভিমন্ত্রয়েৎ। তদুক্তং কুমারীকল্পে (১২)—

প্রণবং পূর্বমুদ্ধৃত্য রক্ষদ্বয়মতঃ পরম্।
হুং ফট্ স্বাহেতি মন্ত্রেণ ভূমিঞ্চ পরিশোধয়েৎ ॥ ১৩
ততঃ পবিত্র বজ্রাদৌ প্রণবং পূর্বমুদ্ধরেৎ।

এইরূপ আরও উক্ত হইয়াছে—প্রথমে প্রণব উচ্চারণ করিয়া মণি শব্দের অন্তে ধরণি এই পদ বলিয়া ও বজ্রিণি এই পদ বলিয়া মহাপ্রতিসরে ও পরে রক্ষ রক্ষ দুইটি ও তাহার পর হুং ফট্ স্বাহা। বিচক্ষণ সাধক এই মন্ত্রের দ্বারা রক্ষা করিবেন। ৮-৯

তন্ত্রে বলিয়াছেন—বেদাদ্য (ওঁ), মায়া (হ্রীং) ও স্বাহা—ইহা আচমনে মন্ত্র। ১০

কুমারী কল্পে বলিয়াছেন—প্রথমে প্রণব উচ্চারণ করিয়া, তাহার পর সর্ববিঘ্নান্ তাহার পর উৎসারয়, তাহার পর হুং ফট্ স্বাহা। এই মন্ত্রের দ্বারা সুধী সাধক বিঘ্ন উৎসারণ করিবেন। ১১

সুতরাং ওঁ সর্ববিঘ্নানুৎসারয় হুঁ ফট্ স্বাহা মন্ত্রে নারাচমুদ্রায় শ্বেতরাই ও তিল সমূহের দ্বারা ভূতাপসারণ করিয়া, ওঁ রক্ষ রক্ষ হুং ফট্ স্বাহা মন্ত্রে মুষ্টি নিঃসৃত জলের দ্বারা ভূমি শোধন করিয়া, ওঁ পবিত্র বজ্র হুং হুং ফট্ স্বাহা মন্ত্রে ভূমিকে অভিমন্ত্রিত করিবেন। কুমারী কল্পে তাহা উক্ত হইয়াছে (১২)—

প্রথমে প্রণব উচ্চারণ করিয়া তাহার পর রক্ষ দ্বয় অর্থাৎ রক্ষ রক্ষ হুং ফট্ স্বাহা —এই মন্ত্রের দ্বারা ভূমি শোধন করিবেন। ১৩

তাহার পর পবিত্র বজ্র শব্দের আদিতে প্রণবকে প্রথমে উচ্চারণ করিবেন অর্থাৎ

বর্মদ্বয়ং ততশ্চৈব ফট্ স্বাহা তদনন্তরম্।
অনেনৈব চ মন্ত্রেণ কুর্য্যাদ্ ভূম্যভিমন্ত্রণম্ ॥ ১৪

অত্র বর্ম দীর্ঘং, হুং ফড়েকাদশস্যাপি বাচকত্বাৎ। ততো ভূমৌ আঃ সুরেখে বজ্ররেখে হুং ফট্ স্বাহেতি ত্রিকোণমণ্ডলং কৃত্বা তত ওঁ আধার-শক্ত্যাদিভ্যো নমঃ ইতি সংপূজ্য তত্র কোমলাদ্যাসনং তদভাবে কম্বলাদ্যাসনং সংস্থাপ্য কুশবিষ্টরে শবপ্রাণ-প্রতিষ্ঠাং কৃত্বা তত্র তং সংস্থাপ্য কৃতাঞ্জলিঃ—মেরুপৃষ্ঠ ঋষিঃ সুতলং ছন্দঃ কূর্মোঽত্র দেবতা আসনপরিগ্রহে বিনিয়োগঃ।

ওঁ পৃথ্বি! ত্বয়া ধৃতা লোকা দেবি! ত্বং বিষ্ণুনা ধৃতা।
ত্বঞ্চ ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রং কুরু চাসনম্ ॥

ইতি পঠিত্বা হ্রীঁ আধারশক্তি-কমলাসনায় নমঃ ইত্যাসনং[১] পূজয়েৎ। যথা তন্ত্রান্তরে (১৫)—

ভূমৌ ত্রিকোণমালিখ্যাধারশক্ত্যাদি পূজয়েৎ[২]।

তথা— মায়াবীজং সমুদ্ধৃত্যাধারশক্তিং সমুচ্চরন্।
তেন্তং কমলাসনমাস্তীর্য্য নমোঽন্তঞ্চ প্রপূজয়েৎ ॥ ১৬

ওঁ পবিত্র বজ্র উচ্চারণ করিয়া তাহার পর বর্মদ্বয় অর্থাৎ হুং হুং ও তাহার পর ফট্, স্বাহা এই মন্ত্রের দ্বারা ভূমির অভিমন্ত্রণ করিবেন। ১৪

এস্থলে বর্ম দীর্ঘ হুং যেহেতু বর্ম শব্দটি হুং ফট্ ও একাদশ স্বরেরও বাচক হইয়া থাকে। তাহার পর ওঁ আঃ সুরেখে বজ্ররেখে হুং ফট্ স্বাহা মন্ত্রে ভূমিতে ত্রিকোণ মণ্ডল করিয়া, তাহার পর ওঁ আধার-শক্ত্যাদিভ্যো নমঃ মন্ত্রে সেই ত্রিকোণে পূজা করিয়া, তাহার উপর কোমলাদি আসন তাহার অভাবে কম্বলাদি আসন পাতিয়া, কুশবিষ্টরে শবের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া, সেইখানে তাহা রাখিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া ওঁ আসন মন্ত্রস্য মেরুপৃষ্ঠ ঋষিঃ সুতলং ছন্দঃ কূর্মো দেবতা আসন-পরিগ্রহে বিনিয়োগঃ। ওঁ পৃথ্বি! ত্বয়া ইত্যাদি মূলোক্ত মন্ত্র পড়িয়া ওঁ হ্রীং আধার-শক্তি-কমলাসনায় নমঃ মন্ত্রে আসনকে পূজা করিবেন। যেমন তন্ত্রান্তরে বলিয়াছেন (১৫)—

ভূমিতে ত্রিকোণ লিখিয়া আধার শক্ত্যাদির পূজা করিবে। সেইরূপ আরও উক্ত হইয়াছে—মায়াবীজকে উচ্চারণ করিয়া আধারশক্তি উচ্চারণ করিয়া ঙে বিভক্ত্যন্ত কমলাসন অর্থাৎ কমলাসনায় বলিয়া উহাকে নমঃ অন্ত করিয়া অর্থাৎ ওঁ হ্রীং আধার-শক্তি-কমলাসনায় নমঃ মন্ত্রে পূজা করিবে। ১৬

১। খ—আসনং সম্পূজ্য ওঁ আঃ সুরেখে বজ্ররেখে হুং ফট্ স্বাহেতি চ সংপূজয়েৎ। ২। খ—আধারশক্ত্যাদি পূজনম্।

কুমারীকল্পে—আঃ কারান্তং সুরেখে চ বজ্ররেখে ততঃ পরম্।
হুঁ ফট্ স্বাহেতি কুর্য্যাৎ তু মণ্ডলঞ্চ শবাসনে।
বীরাসনেনোপবিশেৎ সংপূজ্যাসনমেব চ[১] ॥ ১৭

শবাসন ইত্যস্যোপবিশেদিত্যত্রান্বয়ঃ। এবং বিধিনাসনং সংস্থাপ্য পদ্ম-স্বস্তিক-বীরাসনান্যতমাসনেনোত্তরমুখ উপবিশেৎ[২]। আসনানি যথা—মৎস্য-সূক্তে (১৮)—

মৃত্থং চূড়কমাসীনশ্চান্যেষু কোমলেষু বা।
বিষ্টরেষু সমাসীনঃ সাধয়েৎ সিদ্ধিমুত্তমাম্ ॥ ১৯

মৃত্থাদিলক্ষণমাহ নীলতন্ত্রে—

অর্বাক্ ষণ্মাসতো গর্ভচ্যুতমাহুর্মৃত্থং বুধাঃ।
চূড়োপনয়নৈর্হীনং মৃতমচূড়কং বিদুঃ ॥ ২০
নিবৃত্ত-চূড়কো বালো হীনোপনয়নঃ পুমান্।
যো মৃতঃ পঞ্চমে বর্ষে তমেব কোমলং বিদুঃ ॥ ২১

স্বতন্ত্রে— কম্বলে লোহিতে বাপি কৃষ্ণে বা ব্যাঘ্রচর্মণি।
সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী তু বিশেৎ কৃষ্ণস্য চর্মণি ॥ ২২

কুমারী কল্পে বলিয়াছেন—আঃ কারের অন্তে সুরেখে ও বজ্ররেখে, তাহার পর হুং ফট্ স্বাহা মন্ত্রে মণ্ডল করিবেন। আসনকে পূজা করিয়া শবাসনে বীরাসন করিয়া উপবেশন করিবেন। ১৭

শবাসনে এই পদের উপবিশেৎ এই পদে অন্বয়। এইরূপ বিধি অনুসারে আসন পাতিয়া পদ্মাসন, স্বস্তিকাসন, বীরাসন—ইহাদের অন্যতম আসনের দ্বারা উত্তর মুখ হইয়া উপবেশন করিবেন। মৎস্য সূক্তে আসনগুলি যেমন বলিয়াছেন (১৮)—

মৃত্থ আসনে বা চূড়ক আসনে উপবিষ্ট হইয়া অথবা অন্য কোমল আসনে অথবা বিষ্টরে উপবিষ্ট হইয়া সাধক উত্তম সিদ্ধির সাধন করিবেন। ১৯

নীলতন্ত্রে মৃত্থ প্রভৃতি আসনের লক্ষণ বলিতেছেন—পণ্ডিতগণ ছয়মাসের পূর্বে গর্ভচ্যুত মৃতকে মৃত্থ বলেন। চূড়াকরণ ও উপনয়নহীন মৃতকে অচূড়ক জানিবে। ২০

যে বালক পুরুষের চূড়াকরণ হইয়াছে অথচ উপনয়ন হয় নাই, সে যদি পাঁচ বৎসরের মধ্যে মরে, তবে তাহাকে কোমল জানিবে। ২১

স্বতন্ত্রতন্ত্রে বলিয়াছেন—রক্ত কম্বলে অথবা কৃষ্ণবর্ণ ব্যাঘ্র চর্মে উপবেশন করিবে। সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী কিন্তু কৃষ্ণসার মৃগের চর্মে বসিবেন। ২২

১। খ—আসনমেব চ। এবং বিধিনাসনং। ২। খ—উপবিশেৎ। ততো বামকর্ণোর্দ্ধে ওঁ।

মৎস্যসূক্তে— কৃষ্ণসারং দ্বীপি-চর্ম অচূড়ং কম্বলং তথা।
পীতং বস্ত্রঞ্চ শুক্লঞ্চ আসনায় প্রকল্পয়েৎ॥ ২৩

কালীতন্ত্রে— মৃতাসনং বিনা দেবি! যো জপেৎ কালিকাং নরঃ।
তাবৎ কালং নারকী স্যাৎ যাবদাহূত-সংপ্লবম্॥ ২৪

অত্রাবসরে বিজয়াং স্বীকুর্বন্তি। পঠন্তি চ ভাবচূড়ামণৌ—

বিনা হেতুকমাসাদ্য ক্ষোভযুক্তো মহেশ্বরঃ।
ন জাপং মম[১] সংকুর্য্যান্ন ধ্যানং ন চ পূজনম্।
তস্মাদ্ ভুক্ত্বা চ পীত্বা চ পূজয়েৎ পরমেশ্বরীম্॥ ২৫

বিজয়াকল্পে— সম্বিদাসবয়োর্মধ্যে সম্বিদেব গরীয়সী।
সম্বিৎ-প্রয়োগস্তেনেহ পূজাদৌ সাধকোত্তমঃ।
কর্ত্তব্যশ্চ মহাপূজা করণীয়াভিনন্দিতৈঃ॥ ২৬

তৎ-শোধন-স্বীকারাদি-প্রকারস্তু শ্যামারহস্যাদৌ দ্রষ্টব্যঃ। বিজয়াদি-স্বীকারস্ত্ববধুতপর ইত্যবধেয়ম্[২]। ২৭

ততো বামকর্ণোর্দ্ধে ওঁ গুরুভ্যো নমঃ। দক্ষকর্ণোর্দ্ধে গং গণেশায় নমঃ।

মৎস্য সূক্তে বলিয়াছেন—কৃষ্ণসার মৃগের চর্ম, দ্বীপীর চর্ম, অচূড়, পীত কম্বল ও শুক্ল বস্ত্র আসনের জন্য স্থির করিবে। ২৩

কালীতন্ত্রে বলিয়াছেন—হে দেবি! যে মানব মৃতাসন বিনা কালিকা মন্ত্রকে জপ করে, যে পর্য্যন্ত ভূতপ্রলয় না হয়, সে পর্য্যন্ত সে নারকী হইয়া থাকে। ২৪

এই অবসরে বিজয়া গ্রহণ করেন। ভাবচূড়ামণিতে বলিয়াছেন—হেতুক (বিজয়া) গ্রহণ না করিয়া জপ পূজাদি করিলে মহেশ্বর ক্ষুব্ধ হন। অতএব হেতুক বিনা আমার জপ ধ্যান ও পূজা করিবে না। অতএব ভোজন করিয়া ও পান করিয়া পরমেশ্বরীকে পূজা করিবে।

বিজয়া কল্পে বলিয়াছেন—সম্বিদা ও আসবের মধ্যে সম্বিদাই গরীয়সী (শ্রেষ্ঠা)। সেইজন্য সাধকোত্তম এই পূজাদিতে সম্বিদার প্রয়োগ কর্ত্তব্য মনে করেন। অভিনন্দিত সাধক কর্ত্তৃক মহাপূজা করণীয়। ২৬

সম্বিদার শোধন ও স্বীকারের প্রকার কিন্তু শ্যামা রহস্যাদিতে দ্রষ্টব্য। বিজয়ার স্বীকার কিন্তু অবধূতপর, ইহা জানিবেন। ২৭

তাহার পর বামকর্ণের উর্দ্ধে—ওঁ গুরুভ্যো নমঃ। দক্ষিণ কর্ণের উর্দ্ধে—ওঁ

১। খ—ন পূজা মম। ২। খ—অবধেয়ম্। ততো ভূমৌ ত্রিকোণমণ্ডলং কৃত্বা তত্র।

মধ্যে শ্রীকালিকায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ ইতি নমস্কুর্য্যাৎ। ততঃ স্ববামে সামান্যার্ঘ্যং বিধায় তেনোদকেনাত্মানং পূজোপকরণঞ্চাভ্যুক্ষ্য স্বদক্ষিণে গন্ধপুষ্পাদিকং বামে সুগন্ধিজলং দেবতায়াঃ পশ্চিমে কুলদ্রব্যাণি অন্যৎ পানাদিকং দেবতা বামে স্থাপয়েৎ। কুলচূড়ামণৌ (২৮)—

সর্বঞ্চ দক্ষিণে স্থাপ্যং বামে চার্ঘ্যং নিবেশয়েৎ।
দেবতা-পশ্চিমে ভাগে কুল-দ্রব্যাণি ধারয়েৎ ॥ ২৯

পশ্চিমে পৃষ্ঠে ইত্যর্থঃ। "সুরাঞ্চ পৃষ্ঠতো দদ্যাদন্যৎ পানঞ্চ বামতঃ" ইতি কালিকাপুরাণৈক-বাক্যত্বাৎ। তত ওঁ শতাভিষেকে হূঁ ফট্ স্বাহা, ওঁ পুষ্পকেতু রাজার্হতে শতায় সম্যক্ সম্বন্ধায় পুষ্পে পুষ্পে মহাপুষ্পে সুপুষ্পে পুষ্পভূষিতে। ৩০

পুষ্পচয়াবকীর্ণে হূঁ ফট্ স্বাহেত্যাভ্যাং পুষ্পাধিষ্ঠানং কুর্য্যাৎ। যথা কুমারীকল্পে (৩১)—

অধিষ্ঠানে চ পুষ্পস্য প্রণবং পূর্বমুচ্চরেৎ।
শতাভিষেকেতি পদং হূঁ ফট্ স্বাহা ততঃ পরম্।

গং গণেশায় নমঃ। মধ্যে—ওঁ শ্রীকালিকায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ মন্ত্রে নমস্কার করিবেন। তাহার পর নিজের বামদিকে সামান্যার্ঘ্য করিয়া, সেই সামান্যার্ঘের জলের দ্বারা নিজেকে ও পূজার উপকরণগুলিকে অভ্যুক্ষণ করিয়া, নিজের দক্ষিণে গন্ধপুষ্পাদি, বামে সুগন্ধি জল, দেবতার পশ্চিমে কুলদ্রব্য এবং বামে অন্য পানাদি দ্রব্য স্থাপন করিবেন। ২৮

সমস্ত দ্রব্য দক্ষিণে স্থাপ্য, বামে অর্ঘ্য স্থাপন করিবে। দেবতার পশ্চিমভাগে কুলদ্রব্য সমূহ স্থাপন করিবে। ২৯

পশ্চিমে এই কথার অর্থ—পৃষ্ঠে। যেহেতু সুরাকে পৃষ্ঠভাগে দিবে। অন্যান্য পানীয় বামভাগে রাখিবে—এই কালিকাপুরাণের বচনের সহিত একবাক্যতা আছে। ৩০

তাহার পর ওঁ শতাভিষেক হুং ফট্ স্বাহা, ওঁ পুষ্পকেতু রাজার্হতে শতায় সম্যক্ সম্বন্ধায়, ওঁ পুষ্পে পুষ্পে মহাপুষ্পে সুপুষ্পে পুষ্পভূষিতে। পুষ্পচয়াবকীর্ণে হুং ফট্ স্বাহা, এই দুইটি মন্ত্রের দ্বারা পুষ্পের অধিষ্ঠান (পুষ্পে দেবীর অধিষ্ঠান) করিবেন। যেমন কুমারীকল্পে বলিয়াছে (৩১)—

পুষ্পের অধিষ্ঠানে প্রথমে প্রণব উচ্চারণ করিবেন। পরে শতাভিষেক এই পদ,

অনেন মনুনা দেব্যাঃ পুষ্পাধিষ্ঠানমেব চ ॥ ৩২
প্রণবং পুষ্পকেতুশ্চ তথা রাজার্হতেঽপি চ।
শতায় সম্যগিত্যুক্ত্বা সম্বন্ধায় ততঃ পরম্ ॥ ৩৩
পুষ্পে পুষ্পে মহাপুষ্পে সুপুষ্পে পুষ্পভূষিতে।
পুষ্পচয়াবকীর্ণে হুং ফট্ স্বাহেতি ততঃ পরম্।
বিশুদ্ধং পুষ্পমেতেন জলং পূর্ব্ববদাচরেৎ[১] ॥ ৩৪

অথ গন্ধ-পুষ্পাভ্যাং করৌ সংশোধ্য বামপার্ষ্ণি-ঘাত-ত্রয়ং ভূমৌ দত্ত্বা তর্জনী-মধ্যমাভ্যামূর্দ্ধোর্দ্ধ-তালত্রয়ং তর্জন্যঙ্গুষ্ঠ-যোগেন ছোটিকাভির্দশদিগ্-বন্ধনং কৃত্বা দিব্যদৃষ্ট্যা দিব্যান্ বিঘ্নান্ নিরস্য চতুর্দিক্ষু বহ্নিপ্রাকারং বিচিন্ত্য প্রাণায়াম-ত্রয়ং কুর্য্যাৎ। তদুক্তং স্বতন্ত্রে (৩৫)—

পার্ষ্ণিঘাত-করাস্ফোট-সমুদঞ্চিত-বক্ত্রকঃ।
তালত্রয়মথো দত্ত্বা সশব্দং সম্প্রদায়তঃ ॥ ৩৬
ঋতু-চন্দ্রৈর্নেত্র-রামৈ রসৈর্বেদাধিকৈঃ প্রিয়ে!।

তাহার পর হুং ফট্ স্বাহা—এই মন্ত্রের দ্বারা দেবীর পুষ্পে অধিষ্ঠান হয়। ৩২

প্রণব, পুষ্পকেতু, সেইরূপ রাজার্হতে ও শতায় সম্যক্ এই বলিয়া সম্বন্ধায় তাহার পর পুষ্পে পুষ্পে মহাপুষ্পে সুপুষ্পে পুষ্পভূষিতে পুষ্পচয়াবকীর্ণে, তাহার পর হুং ফট্ স্বাহা এই পদ। তাহাতে মন্ত্রটি হয়—ওঁ পুষ্পকেতু রাজার্হতে শতায় সম্যক্ সম্বন্ধায়, পুষ্পে পুষ্পে মহাপুষ্পে সুপুষ্পে পুষ্পভূষিতে পুষ্পচয়াবকীর্ণে হুং ফট্ স্বাহা—এই মন্ত্র হয়। ইহা দ্বারা পুষ্পের বিশুদ্ধি হয়। জলকে পূর্ববৎ বিশুদ্ধ করিবে। ৩৩-৩৪

অনন্তর গন্ধপুষ্পের দ্বারা দুই কর সংশোধন করিয়া বামপার্ষ্ণি (বাম পায়ের গোড়ালির) আঘাত তিনটি ভূমিতে দিয়া, তর্জনী ও মধ্যমা দ্বারা ঊর্ধ্বে ঊর্ধ্বে তিনটি তালি দিয়া, তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের যোগে ছোটিকা দ্বারা দশ দিক্ বন্ধন বন্ধন করিয়া, দিব্য দৃষ্টি (নির্নিমেষ দৃষ্টি দ্বারা) দিব্য বিঘ্ন সমূহকে দূর করিয়া, চারি দিকে বহ্নিপ্রাচীর চিন্তা করিয়া তিনটি প্রাণায়াম করিবেন। স্বতন্ত্র তন্ত্রে তাহাই বলিয়াছেন (৩৫)—

হে প্রিয়ে! বাম পায়ের গোড়ালির আঘাত, করের আস্ফোট (হাততালি), ঊর্ধ্বমুখ হইয়া অনন্তর সশব্দে তালত্রয় (তিনবার করতালি) দিয়া সম্প্রদায় অনুসারে ঋতু (৬) ও চন্দ্র (১) অর্থাৎ ১৬, নেত্র (২) ও রাম (৩) অর্থাৎ ৩২, বেদাধিক (৪) ও রস

১। খ—আহরেৎ। অথ বামপার্ষ্ণিঘাতত্রয়ং।

মাত্রাভিঃ প্রণবং জপ্ত্বা পুর-কুম্ভক-রেচকঃ।
প্রাণায়ামং ততঃ কৃত্বা ভূতশুদ্ধিং ততশ্চরেৎ ॥ ৩৭

অন্যত্রাপি—মনোজীবাত্মনোঃ শুদ্ধিঃ প্রাণায়ামেন জায়তে ॥ ৩৮

কালীহৃদয়েঽপি—প্রাণায়ামত্রয়ং কুর্য্যান্ মূলেন প্রণবেন বা।
অথবা মন্ত্রবীজেন যথোক্ত-বিধিনা সুধীঃ ॥ ৩৯

বীজমন্ত্র মায়াবীজম্। তত্রায়ং ক্রমঃ—মূলাধারে মনঃ সংযোজ্য দক্ষাঙ্গুষ্ঠেন দক্ষনাসা-পুটং ধৃত্বা মূলমন্ত্রং ষোড়শবারং জপন্ বামেন বায়ুমাপূর্য্য কনিষ্ঠানামিকাভ্যামঙ্গুষ্ঠেন চ নাসাপুটদ্বয়ং ধৃত্বা তমেব চতুঃষষ্টিবারং জপন্ বায়ুং কুম্ভয়িত্বা পুনস্তং দ্বাত্রিংশদ্-বারং জপন্ দক্ষিণেন বায়ুং রেচয়েৎ। এবং ক্রমোৎক্রমেণ[১] বারত্রয়ে কৃতে প্রাণায়াম-ত্রয়ং ভবতি ॥ ৪০

অথ ভূতশুদ্ধিঃ—অঙ্কে উত্তানৌ করৌ কৃত্বা সামান্য-পদ্ধত্যুক্ত-ভূতশুদ্ধি-প্রক্রিয়য়া জীবাত্ম-কুলকুণ্ডলিনী-তত্ত্বানি পরমশিবে সংযোজ্য পূরক-কুম্ভক-রেচকাদি-ক্রমেণ দেহং সংশোধ্য, আঁ সোঽহমিতি মন্ত্রেণ বিপরীত-গত্যা

(৬) অর্থাৎ ৬৪ মাত্রায় প্রণব জপ করিয়া পূরক, কুম্ভক ও রেচকরূপ প্রাণায়াম ৩ বার করিয়া ভূতশুদ্ধি করিবেন। ৩৬-৩৭

অন্যত্রও কথিত হইয়াছে—প্রাণায়ামের দ্বারা মনঃ ও জীবাত্মার শুদ্ধি হইয়া থাকে। ৩৮

কালীহৃদয়েও বলিয়াছেন—সুধী সাধক মূল মন্ত্রের দ্বারা, অথবা প্রাণায়ামের দ্বারা অথবা মন্ত্রের বীজ দ্বারা যথোক্ত বিধানে ৩ বার প্রাণায়াম করিবে। ৩৯

এস্থলে বীজ হইতেছে—মায়াবীজ। এস্থলে প্রাণায়ামের ক্রম—মূলাধারে মনঃকে সংযুক্ত করিয়া, দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ নাসাপুট ধরিয়া মূলমন্ত্র ১৬ বার জপ করিতে করিতে বামনাসা পুট দ্বারা বায়ুকে পূরণ করিয়া, কনিষ্ঠা ও অনামিকা দ্বারা বামনাসা পুট, দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ নাসাপুট ধরিয়া সেই মূলকে ৬৪ বার জপ করিতে করিতে বায়ুকে কুম্ভক (নিশ্বাস রোধ) করিয়া, পুনরায় সেই মূলমন্ত্রকে ৩২ বার জপ করিতে করিতে দক্ষিণ নাসিকা দ্বারা সেই বায়ুকে ধীরে ধীরে রেচন (ত্যাগ) করিবেন। এইরূপ ক্রমে ও ব্যুৎক্রমে ৩ বার করিলে প্রাণায়াম-ত্রয় হয়। ৪০

অনন্তর ভূতশুদ্ধি—নিজের ক্রোড়ে দুই হস্ত উত্তান করিয়া, সামান্য পদ্ধতিতে কথিত ভূতশুদ্ধি প্রক্রিয়া দ্বারা জীবাত্মা, কুলকুণ্ডলিনী ও তত্ত্ব সমূহকে পরমশিবে যুক্ত করিয়া, পূরক, কুম্ভক ও রেচক ক্রমে দেহকে শোধন করিয়া, আং সোঽহম্ এই মন্ত্রের

১। খ—এবং ক্রমাৎ ক্রমেণ।

ষট্‌চক্রভেদেন জীবাত্মানং শিবসংযোগ জনিত-সুধাধারা-লোলীভূতাং কুল-কুণ্ডলিনীং পৃথিব্যাদি-পঞ্চভূতাত্মক-পঞ্চতত্ত্বানি গন্ধাদ্যেকোনবিংশতি-তত্ত্বানি চ যথাযথং স্ব-স্ব-স্থানে নিয়োজয়েৎ। ততো দেবীরূপমাত্মানং বিভাব্য স্বহৃদি হস্তং দত্ত্বা আঁ হ্রীঁ ক্রোঁ স্বাহেতি[১] মন্ত্রং জপন্নাত্মনি দেবতা-জীবন্যাসং কুর্য্যাৎ। তন্ত্রান্তরে (৪১)—

দেবীরূপং ততো ধ্যায়েৎ স্বাত্মানং[২] কমলেক্ষণে!।
ততো জীবং প্রবিন্যস্য পাশাদি-ত্র্যক্ষরেণ তু[৩] ॥ ৪২

পাশাদি-ত্র্যক্ষরেণ আঁ সোঽহমিতি স্বরূপেণেত্যর্থঃ। কুমারীকল্পে—ভূতশুদ্ধিং বিধায় স্বং দেবীরূপেণ চিন্তয়েৎ। ততঃ ওঁ আঁ হুঁ ফট্ স্বাহেতি ব্যাপকেন কায়-বাক্-চিত্ত-শোধনং কৃত্বা হৃদি হস্তং দত্ত্বা ওঁ রক্ষ হুঁ ফট্ স্বাহেতি আত্মরক্ষাং কুর্য্যাৎ[৪]।

দ্বারা বিপরীত গতিতে ষট্‌ চক্র ভেদ ক্রমে জীবাত্মাকে শিবের সহিত মিলন জনিত সুধাধারায় লোলীভূত কুলকুণ্ডলিনীকে, পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতাত্মক পঞ্চ তত্ত্বকে গন্ধাদি একোনবিংশতি (উনিশ) তত্ত্বকে যথাযথভাবে স্বস্থানে স্থাপন করিবে। তাহার পর নিজেকে দেবীরূপ চিন্তা করিয়া নিজের হৃদয়ে হাত দিয়া "আং হ্রীং ক্রোং স্বাহা"[১] এই মন্ত্র জপ করিতে করিতে নিজেতে দেবতার জীবন্যাস করিবেন। তন্ত্রান্তরে বলিয়াছেন (৪১)—

হে কমলেক্ষণে। তাহার পর নিজেকে দেবীরূপ ধ্যান করিবে। তাহার পর পাশাদি ত্র্যক্ষরের (আং সোঽহং মন্ত্রের) দ্বারা জীবকে ন্যাস করিয়া (আত্মরক্ষা করিবেন)। ৪২

পাশাদি ত্র্যক্ষরেণ—আং সোঽহং স্বরূপের দ্বারা এই অর্থ। কুমারীকল্পে বলিয়াছেন—ভূতশুদ্ধি করিয়া নিজেকে দেবীরূপ চিন্তা করিবে। তাহার পর ওঁ আং হুং ফট্ স্বাহা—এই মন্ত্রে ব্যাপকের দ্বারা দেহ, বাক্য ও চিত্ত শোধন করিয়া হৃদয়ে হস্ত দিয়া ও ওঁ রক্ষ হুং ফট্ স্বাহা এই মন্ত্রে আত্মরক্ষা করিবেন। যেমন বলিয়াছেন—

১। খ—আং হ্রীং ক্রোং হংস ইতিমন্ত্রেণ জীবন্যাসং কুর্য্যাৎ। ২। খ—ধ্যায়েৎ আত্মানং।
৩। খ—ত্র্যক্ষরেণ তু ইত্যনন্তরং প্রাণমন্ত্রেণ যুক্তেন ততোঽমুষ্যাঃ পদং ততঃ। প্রাণা ইতি বদেৎ পশ্চাৎ ইহ প্রাণাস্ততঃ পরম্। অমুষ্যা জীব ইহ স্থিতোঽমুষ্যাঃ পদং ততঃ। সর্বেন্দ্রিয়াণ্যমুষ্যাশ্চ বাঙ্‌মনোনয়নাৎ ততঃ। শ্রোত্রপ্রাণপদাৎ প্রাণা ইহাগত্য সুখং চিরম্। তিষ্ঠন্তু বহ্নিজায়ান্তঃ প্রাণমন্ত্রোঽয়মীরিতঃ। জ্ঞানার্ণবে প্রকারন্তরং যথা—বিপরীতং প্রাণমন্ত্রং বিলিখেৎ পাশপূর্বকম্। প্রাণ প্রতিষ্ঠামন্ত্রোঽয়ং সর্বকর্মাণি সাধয়েৎ ইত্যধিকঃ। ততঃ পরং কুমারী কল্পে ভূতশুদ্ধিমিত্যাদি।
৪। খ—কুর্য্যাদিত্যনন্তরং যথা কৃতাঞ্জলিঃ ওঁ অস্য শ্রীত্যাদি।

যথা-- প্রণবং পূর্বমুদ্ধৃত্য শেষ-সঙ্গিনমেব চ।
হূঁ ফট্ স্বাহা মনুঃ প্রোক্তঃ কায়-বাক্-চিত্ত-শোধনে।
ওঁ রক্ষ হূঁ ফট্ স্বাহা চ মন্ত্রঃ স্যাদাত্মরক্ষণে ॥ ৪৩

তত ঋষ্যাদিন্যাসং কুর্য্যাৎ। কৃতাঞ্জলিঃ অস্য শ্রীদক্ষিণকালিকামন্ত্রস্য ভৈরব ঋষিরুষ্ণিক্‌ছন্দঃ শ্রীদক্ষিণকালিকা দেবতা হ্রীঁ বীজং হূঁ শক্তিঃ ক্রীঁ কীলকং পুরুষার্থ-চতুষ্টয়-সিদ্ধ্যর্থে বিনিয়োগঃ ইত্যুচ্চার্য্য, শিরসি—ভৈরবায় ঋষয়ে নমঃ মুখে—উষ্ণিক্‌ছন্দসে নমঃ। হৃদি—শ্রীদক্ষিণকালিকায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ। গুহ্যে—হ্রীঁ বীজায় নমঃ। পাদয়োঃ—হূং শক্তয়ে নমঃ। সর্বাঙ্গে—ক্রী কীলকায় নমঃ। তদুক্তং কালীতন্ত্রে (৪৪)—

ভৈরবোঽস্য ঋষিঃ প্রোক্ত উষ্ণিক্-ছন্দ উদাহৃতম্।
দেবতা কালিকা প্রোক্তা লজ্জাবীজন্তু বীজকম্ ॥ ৪৫
কীলকং চাদ্য-বীজং স্যাচ্চতুর্বর্গফলপ্রদঃ[১]।
কবিত্বার্থে নিয়োগঃ স্যাদেবমৃষ্যাদি-কল্পনা ॥ ৪৬

কবিত্বার্থ ইত্যুপলক্ষণম্। যথা কুলচূড়ামণৌ—

প্রণবকে প্রথমে উদ্ধার করিয়া শেষ সঙ্গী আং ও হূং ফট্—এই মন্ত্র কায়, বাক্ ও চিত্তশোধনে উক্ত হইয়াছে। ওঁ রক্ষ হূং ফট্ স্বাহা—আত্মরক্ষণে এই মন্ত্র। ৪৩

অনন্তর ঋষ্যাদি ন্যাস করিবেন। কৃতাঞ্জলি হইয়া অস্য শ্রীদক্ষিণকালিকামন্ত্রস্য ভৈরব ঋষিরুষ্ণিক্ ছন্দঃ শ্রীদক্ষিণকালিকা দেবতা হ্রীং বীজং হূং শক্তিঃ ক্রীং কীলকং পুরুষার্থ-চতুষ্টয়-সিদ্ধার্থে বিনিয়োগঃ। এই বলিয়া মস্তকে—ওঁ ভৈরবায় ঋষয়ে নমঃ; মুখে—উষ্ণিক্ ছন্দসে নমঃ। হৃদয়ে—ওঁ শ্রীদক্ষিণকালিকায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ। গুহ্যে—ওঁ হ্রীং বীজায় নমঃ। পাদদ্বয়ে—ওঁ হূং শক্তয়ে নমঃ। সর্বাঙ্গে—ওঁ ক্রীং কীলকায় নমঃ। কালীতন্ত্রে তাহাই উক্ত হইয়াছে (৪৪)—

এই মন্ত্রের ভৈরব ঋষি কথিত হইয়াছে। উষ্ণিক্ ছন্দঃ উদাহৃত হইয়াছে। কালিকা দেবতা ও লজ্জাবীজ (হ্রীং) বীজ কথিত হইয়াছে। ৪৫

আদ্যবীজ কীলক হয়। এই মন্ত্র চতুর্বর্গ ফলপ্রদ। কবিত্ব লাভে ইহার বিনিয়োগ হয়। এই মন্ত্রের এইরূপ ঋষ্যাদি কল্পনা হইয়া থাকে। ৪৬

কবিত্বার্থ এইটি চতুবর্গের উপলক্ষণ। যেমন কুলচূড়ামণিতে বলিয়াছেন—এই

১। খ—স্যাদনিরুদ্ধসরস্বতী। কবিত্বার্থে ইত্যাদি।

ভৈরবোঽস্য ঋষিঃ প্রোক্ত উষ্ণিক্ ছন্দ উদাহৃতম্ ।
দক্ষিণা কালিকা দেবী চতুর্বর্গফলপ্রদা ॥ ৪৭

ততঃ করাঙ্গন্যাসৌ। যথা তন্ত্রে—ষড়্দীর্ঘভাজা বীজেন প্রণবাদ্যেন কল্পয়েৎ। তেন প্রণবাদ্য-মায়াবীজেন ষড়্দীর্ঘ-ভাজা ন্যাসঃ, লজ্জাবীজস্ত বীজকমিত্যুক্তত্বাৎ। অথবা ষড়্দীর্ঘ-ভাজা প্রণবাদ্যেন নিজ-বীজেন।

যথা বীরতন্ত্রে—দীর্ঘষট্ক-যুতাদ্যেন প্রণবাদ্যেন কল্পয়েৎ। ৪৮

তথা চ—ওঁ হ্রাঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যা নমঃ, ওঁ হ্রীঁ তর্জনীভ্যাং স্বাহা ইত্যাদিনা। অথবা ওঁ ক্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ওঁ ক্রীং তর্জনীভ্যাং স্বাহেত্যাদিনা ন্যসেৎ। এবং হৃদয়াদিষু। অঙ্গন্যাসস্তু ত্রিঃ সকৃদ্বা কার্য্যঃ। যথা ভৈরব-তন্ত্রে—ষঙ্গাঙ্গানি ন্যসেন্ মন্ত্রী ত্রিঃসকৃদ্বা যথাক্রমম্। ৪৯

ততো বর্ণন্যাসঃ[১]। যথা কুমারী তন্ত্রে—

ক্ষ কারান্তান্ মাতৃকার্ণান্ হৃদয়ে সংপ্রবিন্যসেৎ।

মন্ত্রের ভৈরব ঋষি ও উষ্ণিক্ ছন্দ কথিত হইয়াছে। চতুর্বর্গ-ফলপ্রদা-দক্ষিণ কালিকা দেবতা। ৪৭

তাহার পর করাঙ্গন্যাস। যেমন তন্ত্রে বলিয়াছেন—প্রণবাদি ষড়্দীর্ঘযুক্ত বীজের দ্বারা করাঙ্গ ন্যাস করিবেন। সুতরাং প্রণবাদি ষড়্দীর্ঘ স্বর যুক্ত মায়াবীজের দ্বারা করাঙ্গন্যাস করিবেন। যেহেতু লজ্জাবীজস্তু বীজকম্—ইহা উক্ত হইয়াছে। অথবা প্রণবাদি ষড়্ দীর্ঘ যুক্ত নীজবীজ দ্বারা করাঙ্গন্যাস করিবেন। যেমন বীরতন্ত্রে বলিয়াছেন—দীর্ঘ ষট্ক-যুতাদ্যেন প্রণবাদ্যেন কল্পয়েৎ অর্থাৎ প্রণবাদি দীর্ঘ ষট্ক যুক্ত আদ্য বীজের দ্বারা করাঙ্গন্যাস করিবে। ৪৮

তাহা হইলে ওঁ হ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ওঁ হ্রীং তর্জনীভ্যাং স্বাহা। ওঁ হ্রূং মধ্যমাভ্যাং বষট্। ওঁ হ্রৈং অনামিকাভ্যাং হুং। ওঁ হ্রৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। ওঁ হ্রঃ করতল-করপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্। অথবা ওঁ ক্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ; ওঁ ক্রীং তর্জনীভ্যাং স্বাহা-ইত্যাদি প্রকারে করন্যাস করিবেন। ওঁ হৃদয়ায় নমঃ অথবা ওঁ ক্রাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি প্রকারে অঙ্গন্যাস করিবে। অঙ্গন্যাস কিন্তু তিনবার বা একবার করিবেন। যেমন ভৈরবতন্ত্রে বলিয়াছেন—

মন্ত্রজ্ঞ সাধক যথাক্রমে তিনবার বা একবার অঙ্গন্যাস করিবেন। ৪৯

তাহার পর বর্ণন্যাস। যেমন কুমারী তন্ত্রে বলিয়াছেন—হৃদয়ে অ হইতে ক্ষ পর্য্যন্ত

১। খ—বর্ণন্যাসঃ। হৃদয়ে—অং আমিত্যাদি।

যকারান্তান্ ততঃ পশ্চাৎ দক্ষিণে চ প্রবিন্যসেৎ ॥ ৫০
চকারান্তান্ মহামন্ত্রান্ ততো বামভুজে ন্যসেৎ।
ভকারান্তান্ ততঃ পশ্চাৎ ততো দক্ষিণ-পাদকে ॥ ৫১
ক্ষকারান্তান্ ততঃ পশ্চাদ্ বিন্যসেদ্ বাম-পাদকে।
ব্যাপকানি ততঃ পশ্চান্ মূলমন্ত্রেণ মন্ত্রবিৎ ॥ ৫২

তথাচ হৃদয়ে—অং আং ইং ঈং উং ঊং ঋং ৠং ঌং ৡং নমঃ। দক্ষিণ বাহৌ—এং ঐং ওং ঔং অং অঃং কঁ খঁ গঁ ঘঁ নমঃ। বাম বাহৌ—ঙং চঁ ছঁ জং ঝঁ ঞং টং ঠঁ ডং ঢং নমঃ। দক্ষিণপাদে[১]—ণং তঁ থং দঁ ধঁ নং পং ফঁ বঁ ভঁ নমঃ। বামপাদে[২]—মঁ যঁ রঁ লঁ বঁ শঁ ষঁ সঁ হঁ লঁ ক্ষং নমঃ। ৫৩

বিরূপাক্ষমতে সবিন্দুরয়ং ন্যাসঃ। যথা বীরতন্ত্রে—অং আং ইঁ ঈং উং ঊং ঋং ৠং ঌং ৡং বৈ[৩] হৃদয়ে ন্যসেৎ ইত্যাদি। কালীতন্ত্রে নির্বিন্দু। যথা-অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ ঌ ৡ বৈ হৃদয়ং স্পৃশেৎ ইত্যাদি, কিন্তু সবিন্দুন বা ন্যসেদেতান্

মাতৃকাবর্ণগুলিকে ন্যাস করিবেন। দক্ষিণ বাহুতে—এ হইতে ঘ পর্য্যন্ত বর্ণগুলিকে-ন্যাস করিবেন। ৫০

তাহার পর বাম বাহুতে ঙ হইতে ঝ পর্য্যন্ত মহামন্ত্র মাতৃকা বর্ণগুলিকে ন্যাস করিবেন। তাহার পর দক্ষিণ পাদে—ণ হইতে ভ পর্য্যন্ত বর্ণগুলিকে ন্যাস করিবেন। ৫১

তাহার পর বামপাদে ম হইতে ক্ষ পর্য্যন্ত বর্ণগুলি ন্যাস কারবেন। তাহার পর মন্ত্রবিৎ সাধক মূলমন্ত্রের দ্বারা ব্যাপক ন্যাস করিবেন। ৫২

বর্ণন্যাস যথা—ওঁ অং আং ইং ঈং উং ঊং ঋং ৠং ঌং ৡং নমঃ। দঃ বাহুতে—ওঁ এং ঐং ওং ঔং অং অঃং কং খং গং ঘং নমঃ। বাম বাহুতে—ওঁ ঙং চং ছং জং ঝং ঞং টং ঠং ডং ঢং নমঃ। দঃ পাদে—ওঁ ণং তং থং দং ধং নং পং ফং বং ভং নমঃ। বাম পাদে—ওঁ মং যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং নমঃ। ৫৩

বিরূপাক্ষ মতে এই বর্ণন্যাস সবিন্দু হইবে। যেমন বীরতন্ত্রে বলিয়াছেন অং আং ইং উং উং উং ঋং ৠং ঌং ৡং বৈ হৃদয়ে ন্যসেৎ। অর্থাৎ মাতৃকাবর্ণকে বিন্দুযুক্ত করিয়া অং আং—ঌং ৡং পর্য্যন্ত হৃদয়ে ন্যাস করিবেন। কালীতন্ত্রে নির্বিন্দু এই ন্যাস বলিয়াছেন। যথা—অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ ঌ ৡ বৈ হৃদয়ং স্পৃশেৎ। অর্থাৎ মাতৃকাবর্ণকে বিন্দুযুক্ত না করিয়া অ আ হইতে ঌ ৡ পর্য্যন্ত হৃদয়ে ন্যাস করিবে। কিন্তু সবিন্দুন্ বা

১। খ—দক্ষিণ জঙ্ঘায়াং। ২। খ—বামজঙ্ঘায়াং। ৩। ক+খ—ৡং নমো হৃদয়ে।

নির্বিন্দুন্ বাথ বর্ণকানিতি ভৈরবীতন্ত্রবচনাদুভয়মপ্যবিরুদ্ধম্। অত্র বর্ণন্যাস এব মাতৃকান্যাস ইতি সম্প্রদায়ঃ। পূর্ণানন্দস্তু বর্ণন্যাসানন্তরং সর্বসাধারণ-মাতৃকান্যাসমপ্যাহ। তচ্চিন্ত্যম্। "যথা কালী তথা নীলা তৎ-ক্রমান্ মাতৃকান্ ন্যসেদিতি নীলামাতৃকায়াঃ কালীমাতৃকা-সাদৃশ্য-নির্দ্দেশেন কালীমাতৃকায়াঃ সামান্য-মাতৃকা-বৈলক্ষণ্যস্য সিদ্ধত্বাৎ।[১] ৫৪

অথ ষোঢ়ান্যাসঃ। যথা বীরতন্ত্রে—

কেবলাং মাতৃকাং কৃত্বা মাতৃকাং তার-সংপুটাম্।
মাতৃকা-পুটিতং তারং ন্যসেৎ সাধক-সত্তমঃ ॥ ৫৫
শ্রীবীজ-পুটিতাং তান্তু মাতৃকা-পুটিতঞ্চ তৎ।
কামেন পুটিতাং দেবীং তৎপুটং কামমেব চ ॥ ৫৬
শক্ত্যা চ পুটিতাং দেবীং শক্তিঞ্চ তৎপুটাং ন্যসেৎ।
হ্রীং দ্বন্দ্বঞ্চ[২] পুনর্ন্যস্ত্বা ঋ ৠ ঌ ৡঞ্চ পূর্ববৎ ॥ ৫৭

ন্যসেদেতান্ নির্বিন্দুন্ বাথ বর্ণকান্ অর্থাৎ এই মাতৃকাবর্ণগুলিকে সবিন্দু বিন্দুযুক্ত করিয়া অথবা নির্বিন্দু বিন্দুযুক্ত না করিয়া ন্যাস করিবে—এই ভৈরবীতন্ত্রের বচন আছে বলিয়া উভয়ই অবিরুদ্ধ। এ স্থলে বর্ণন্যাসই মাতৃকান্যাস, ইহা সম্প্রদায় বলেন। পূর্ণানন্দ কিন্তু বর্ণন্যাসের অনন্তর সর্ব সাধারণ মাতৃকান্যাস বলিয়াছেন। তাহা চিন্তনীয়। যথা কালী তথা নীলা তৎ ক্রমাৎ মাতৃকান্ ন্যসেৎ অর্থাৎ যেমন কালী, সেই রূপ নীলা। অতএব নীলার ক্রমেই মাতৃকাবর্ণগুলিকে ন্যাস করিবেন—এইরূপ বচনে নীলার মাতৃকার সহিত কালী মাতৃকার সাদৃশ্য কথিত হওয়ায় কালীমাতৃকার সাধারণ মাতৃকার বৈলক্ষণ্য সিদ্ধ হইয়াছে। ৫৪

অনন্তর ষোঢ়ান্যাস। সাধক-শ্রেষ্ঠ মাতৃকা ন্যাসের স্থানে কেবল মাতৃকাকে ন্যাস করিয়া, প্রণব পুটিত মাতৃকাকে ঐ মাতৃকা স্থানে ন্যাস করিবে। পরে মাতৃকা পুটিত প্রণকে ন্যাস করিবেন। ৫৫

পরে শ্রীবীজ পুটিত মাতৃকা ও মাতৃকাপুটিত শ্রীবীজকে ন্যাস করিবে। পরে কামবীজ পুটিত মাতৃকাকে এবং মাতৃকা পুটিত কামবীজকে ন্যাস করিবে। ৫৬

পরে শক্তিবীজ পুটিত মাতৃকাকে ও মাতৃকা পুটিত শক্তিবীজকে ন্যাস করিবে।

১। খ—বৈলক্ষণ্যস্য সিদ্ধত্বাদিত্যনন্তরং, ততঃ শিবপটলোক্তরীত্যা শ্রীকণ্ঠন্যাসঃ কার্য্যঃ। যথা স্বতন্ত্রে—আদৌ তু মাতৃকান্যাসস্ততঃ শ্রীকণ্ঠ উচ্যতে। অয়ং ন্যাসঃ কার্য্যঃ। অথ ষোঢ়ান্যাসঃ।
২। খ- ক্রীং দ্বন্দ্বঞ্চ।

মূলেন পুটিতাং দেবীং তৎ-পুটং মন্ত্রমেব চ।
অনুলোম-বিলোমেন ন্যস্বা মন্ত্রং যথাবিধি।
মূলেনাষ্টশতং কুর্য্যাদ্ ব্যাপকং তদনন্তরম্[১] ॥ ৫৮

তাং মাতৃকাম্। তৎ শ্রীবীজম্। শক্তির্মায়াবীজম্। দেবীং মাতৃকাম্। তথা চ আদৌ কেবল-মাতৃকাং মাতৃকা-স্থানেষু ন্যসেৎ। ততস্তৎ-স্থানেষু প্রণব-পুটিতাং মাতৃকাং মাতৃকা-পুটিতঞ্চ প্রণবং ন্যসেৎ। তদ্‌যথা—ওঁ অং ওঁ।

পুনরায় হ্রীং হ্রীং পুটিত ঋ ঋৃ ৯ ৯কে ন্যাস করিয়া পুনরায় ঋ ঋৃ ৯ ৯ পুটিত হ্রীং বীজকে ন্যাস করিবে। ৫৭

মূলমন্ত্রের দ্বারা পুটিত মাতৃকাবর্ণকে ও মাতৃকা পুটিত মূলমন্ত্রকে ন্যাস করিবে। যথা বিধানে অনুলোম ও বিলোমে এই মন্ত্রন্যাস করিয়া অনন্তর মূল মন্ত্রের দ্বারা ১০৮ বার ব্যাপক ন্যাস করিবে। ৫৮

তাং অর্থ—মাতৃকাকে। তৎ অর্থ—শ্রীবীজকে। দেবীং অর্থ—মাতৃকাকে। শক্তিঃ অর্থ—মায়াবীজকে। (১) তাহা হইলে প্রথমে কেবল মাতৃকা বর্ণগুলির এক একটিকে মাতৃকা স্থানে ন্যাস করিবেন। যথা ললাটে অং নমঃ। মুখে—আং নমঃ। ইত্যাদি। (২) তাহার পর সেই মাতৃকাস্থানে প্রণব পুটিত মাতৃকাবর্ণ সমূহের এক একটিকে এবং মাতৃকাবর্ণ সমূহের এক একটি দ্বারা পুটিত প্রণবকে ন্যাস করিবেন। যথা—ললাটে—ওঁ অং ওঁ নমঃ। মুখবৃত্তে—ওঁ আং ওঁ নমঃ। এইরূপ ক্ষ পর্য্যন্ত মাতৃকাবর্ণকে প্রণব পুটিত করিয়া ন্যাস করিবেন। যথা ললাটে—অং ওঁ অং নমঃ। মুখে—আং ওঁ আং নমঃ ইত্যাদি। এইরূপ ক্ষ পর্য্যন্ত ন্যাস করিবেন। সর্বত্র শেষে নমঃ পদ হইবে।

১। খ—ব্যাপকং তদনন্তরং। ক্লীমন্ত্রমিত্যত্র ককারঘটিতবীজং নতু মায়াবীজং নিজবীজদ্বয়ৈশ্চৈব ঋ ঋৃ ৯ ৯ ঞ্চ বিন্যসেদিতি তন্ত্রান্তরবচনাৎ। মায়াবীজমিত্যপরে। যথা ওঁ অং ওঁ। এবং তথৈব মাতৃকাপুটিতং তারং যথা অং ওঁ অং। এবং শ্রীবীজপুটিতাং।

ক পুস্তকেঽত্রায়ং পাঠো টিপ্পনাত্বয়া দৃশ্যতে। মহাকালসংহিতায়াং—বিন্যাসেৎ মাতৃকাং পূর্বং ন্যাসোঽয়ং প্রথমঃ স্মৃতঃ (১) শ্রিয়া সংপুটিতং বর্ণং বর্ণ-সংপুটিতাং শ্রিয়ম্। এবং ক্রমেণ বিন্যস্য দ্বিতীয়শ্চ সমীরিতঃ (২) কামসংপুটিতাং লক্ষ্মীং লক্ষ্মীসংপুটিতঞ্চ তৎ। বিন্যসেৎ মাতৃকাস্থানে তৃতীয়োঽয়ং সমীরিতঃ (৩) লজ্জা-সংপুটিতাং লক্ষ্মীং শ্রিয়া সংপুটিতং হ্রিয়ম্। পূর্ববৎ বিন্যসেন্মন্ত্রী ন্যাসতূর্য্য উদাহৃতঃ (৪) মুখবৃত্ত-সমারূঢ়ং লজ্জাদ্বন্দ্বং নসোর্দ্বয়ম্। শশাঙ্ক-শকলারূঢ়ং কামং শক্রপদে স্থিতম্। মূল-সংপুটিতং কৃত্বা তৎ পুটঞ্চ মনুং তথা। বিন্যসেদুক্তমার্গেণ ন্যাসোঽয়ং পঞ্চমঃ স্মৃতঃ (৫) অনুলোম-বিলোমেন লিপিস্থানেষু কেবলং। মূলং বিন্যস্য মেধাবী মূলমষ্টোত্তরং শতম্। সংজপ্য ব্যাপয়েদ্দেহে ন্যাসঃ ষষ্ঠোঽয়মীরিতঃ (৬) কামঃ কামবীজং ক্লীঁ ইতি বীজং (৭) ইমং ন্যাসন্তু যঃ কুর্য্যাৎ স মন্ত্রী ভৈরবো ভবেৎ। স হরিঃ স হরঃ.........নাত্র সংশয়ঃ।

সর্বত্র শেষে নমঃ পদম্। এবং শ্রী-বীজ-পুটিতাং মাতৃকাং মাতৃকা-পুটিতঞ্চ শ্রীবীজম্। এবং কামেন পুটিতাং মাতৃকাং মাতৃকা-পুটিতঞ্চ কামম্। এবং শক্ত্যা পুটিতাং মাতৃকাং মাতৃকা-পুটিতাঞ্চ শক্তিং ন্যসেৎ[১]। ৫৯

হ্রীং দ্বন্দ্বমিতি মায়াদ্বয়-পুটিতাং মাতৃকাং মাতৃকা-পুটিতং মায়াদ্বয়মিত্যর্থঃ। একমায়া-ঘটিত-মায়াদ্বয়-ঘটিত-প্রকারয়োর্মায়াঘটিতত্বেনৈকত্বম্। ঋ ৠ ঌ ৡ ক্ষ পূর্ববদিতি। সানুস্বার-ঋকারাদি-চতুষ্ক-পুটিতাং মাতৃকাং মাতৃকাপুটিতং তচ্চতুষ্কমিত্যর্থঃ। ৬০

---

(৩) এইরূপ শ্রীবীজ পুটিত মাতৃকা ও মাতৃকা পুটিত শ্রীবীজকে মাতৃকাস্থানে ন্যাস করিবেন। যথা ললাটে—শ্রীং অং শ্রীং নমঃ। মুখে—শ্রীং আং শ্রীং নমঃ ইত্যাদি। এইরূপ ক্ষ পর্য্যন্ত। এইরূপ ললাটে—অং শ্রীং অং নমঃ। মুখে—আং শ্রীং আং নমঃ। ইত্যাদি।

(৪) পরে কামবীজ পুটিত মাতৃকাকে এবং মাতৃকা পুটিত কামবীজকে ন্যাস করিবেন। যথা ললাটে—ক্লীং অং ক্লীং নমঃ। মুখে—ক্লীং আং ক্লীং নমঃ। ইত্যাদি। এইরূপ ললাটে—অং ক্লীং অং নমঃ। মুখে—আং ক্লীং আং নমঃ। এইরূপ ক্ষ পর্য্যন্ত।

(৫) এইরূপ শক্তিবীজ (হ্রীং) পুটিত মাতৃকাবর্ণগুলি এবং মাতৃকাবর্ণ পুটিত শক্তিবীজকে ন্যাস করিবেন। যথা ললাটে—শ্রীং অং শ্রীং নমঃ। মুখে—শ্রীং আং শ্রীং নমঃ। এইরূপ ক্ষ পর্য্যন্ত। পরে ললাটে—অং শ্রীং অং নমঃ। মুখে—আং শ্রীং আং নমঃ। এইরূপ ক্ষ পর্য্যন্ত। ৫৯

হ্রীং দ্বন্দ্বম্—ইহার অর্থ—মায়াদ্বয় পুটিত মাতৃকাবর্ণগুলিকে এবং মাতৃকা বর্ণ পুটিত মায়াদ্বয়কে ন্যাস করিবেন। যথা ললাটে—হ্রীং হ্রীং অং হ্রীং হ্রীং নমঃ। মুখে—হ্রীং হ্রীং আং হ্রীং হ্রীং নমঃ। এইরূপ ক্ষ পর্য্যন্ত। এইরূপ ললাটে—অং হ্রীং হ্রীং অং নমঃ। মুখে—আং হ্রীং হ্রীং আং নমঃ। এইরূপ ক্ষ পর্য্যন্ত। এক মায়া ঘটিত ও মায়াদ্বয় ঘটিত প্রকার দুইটি মায়াঘটিত বলিয়া এক। (৫) ঋ ৠ ঌ ৡ ক্ষ পূর্ববৎ ইহার অর্থ—অনুস্বার যুক্ত ঋ ৠ ঌ ৡ এই চারি বর্ণ পুটিত মাতৃকা ও মাতৃকা পুটিত সেই চারি বর্ণকে ন্যাস করিবেন। যথা ললাটে—ঋং ৠং ঌং ৡং অং ঋং ৠং ঌং ৡং নমঃ। মুখে—ঋং ৠং ঌং ৡং আং ঋং ৠং ঌং ৡং নমঃ। ইত্যাদি। এইরূপ ক্ষকার পর্য্যন্ত। আর একবার ললাটে—অং ঋং ৠং ঌং ৡং অং নমঃ। মুখে—আং ঋং ৠং ঌং ৡং আং নমঃ। এইরূপ ক্ষকার পর্য্যন্ত ন্যাস হইবে। ৬০

১। খ—শক্তিং ন্যসেৎ। তথা হ্রীং-দ্বন্দ্বং ঋ ৠ ঌ ৡ ক্ষ পূর্ববৎ। মাতৃকাপুটিতং তৎ তৎপুটিতাঞ্চ মাতৃকাং ন্যসেৎ। মন্ত্রপুটিতাং মাতৃকাং মাতৃকাপুটিতঞ্চ মন্ত্রম্। পুনরনুলোম-বিলোমেন কেবলং মন্ত্রং মাতৃকাস্থানে ন্যস্য মূলেনাষ্টোত্তরশতং ব্যাপকমিতি পাঠঃ।

অত্র হ্রীং-দ্বন্দ্বমিত্যত্র ক্রীং-দ্বন্দ্বমিতি কেচিদ্ বদন্তি, নিজবীজ-দ্বয়ঞ্চৈব খ্ফ্রে ৯ ঃ ঞ বিন্যসেদিতি তন্ত্ররাজ-দর্শনাৎ। তন্ন, লজ্জাবীজন্তু বীজকমিতি কালীতন্ত্র-বচনৈকবাক্যতয়া নিজবীজপদস্য মায়াপরত্বাৎ। অতএব মায়া-ঘটিতত্বেন প্রকারদ্বয়স্যৈক্যান্ন ষোঢ়াত্ব-ব্যাঘাতঃ। এবঞ্চ দুর্গাদি-বিষয়কত্বমস্য ন্যাসস্য যুজ্যতে চ। এবং মন্ত্রপুটিতাং মাতৃকাং তৎ-পুটিতঞ্চ মন্ত্রম্। অনুলোম-বিলোমেন মূলেনাষ্টোত্তরশতং ব্যাপকং কুর্য্যাৎ। অয়ং ন্যাসস্তারায়া অপি কার্য্যঃ। যথা (৬১)—

ইতি গুপ্তেন দুর্গায়া অঙ্গষোঢ়া প্রকীর্ত্তিতা।
তারায়াঃ কালিকায়াশ্চ উন্মুখ্যাশ্চ তথা পরা ॥ ৬২
কৃতেঽস্মিন্ ন্যাসবর্য্যে তু সর্বং পাপং প্রণশ্যতি।
বিষাপমৃত্যু-হরণং গ্রহ-রোগাদি-নাশনম্ ॥ ৬৩
দুষ্ট-সত্ত্বানি নশ্যন্তি শত্রবো যান্তি মিত্রতাম্।
কবিতা-লহরী তস্য দ্রাক্ষারস-পরম্পরা।
অণিমাদ্যষ্ট-সিদ্ধিস্তু তস্য হস্তে ব্যবস্থিতা ॥ ৬৪

এস্থলে হ্রীং-দ্বন্দ্বং স্থলে ক্রীং-দ্বন্দ্বং কেহ বলেন। যেহেতু নীজবীজদ্বয়ং চৈব খ্ফ্রে ৯ ঃ ঞ বিন্যসেৎ অর্থাৎ নিজবীজ দ্বয় ও খ্ফ্রে ৯ ঃকে ন্যাস করিবে—এইরূপ তন্ত্ররাজের বচন দেখা যায়। তাহা কিন্তু যথার্থ নহে, যেহেতু "লজ্জাবীজং তু বীজকম্" অর্থাৎ এই মন্ত্রের লজ্জাবীজই বীজ"—এই কালীতন্ত্রের বচনের সহিত একবাক্যতা প্রযুক্ত সেস্থলে নিজবীজ পদ মায়াপর অর্থাৎ মায়ার্থক হইবে। এইহেতু মায়াদ্বয় ঘটিত প্রকারদ্বয়ের একত্বহেতু ষোঢ়াত্বের (ছয় প্রকারের) বাধা হয় না। এইজন্যই এই মন্ত্রের দুর্গাবিষয়কত্বও যুক্ত হয় অর্থাৎ দুর্গাবিষয়েও এই ষোঢ়ান্যাস হইবে। এইরূপ মন্ত্র পুটিত মাতৃকাকে ও মাতৃকা পুটিত মন্ত্রকে অনুলোম ও বিলোমে ন্যাস করিবেন। মূলের দ্বারা ১০৮ বার ব্যাপক ন্যাস করিবেন। এই ন্যাস তারার পূজায়ও কর্ত্তব্য। যেমন তন্ত্রে বলিয়াছেন (৬১)—

এই প্রকারে গুপ্ত দুর্গার অঙ্গষোঢ়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। তারা, কালিকা ও উন্মুখী (ভুবনেশ্বরী বা বগলা মুখী) দেবতার পূজায় এই শ্রেষ্ঠ ষোঢ়ান্যাস কর্ত্তব্য। ৬২

এই শ্রেষ্ঠ ষোঢ়ান্যাস করিলে সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়। ইহা বিষ, অপমৃত্যু এবং গ্রহদোষ ও রোগাদির নাশক। ৬৩

এই ন্যাস করিলে দুষ্ট প্রাণিগণ বিনষ্ট হয়, শত্রুগণ মিত্রতা প্রাপ্ত হয়, তাহার

কায়িকং বাচিকঞ্চাপি মানসং যচ্চ দুষ্কৃতম্ ।
সর্বং তস্য বিনাশিত্বং যাতি ন্যাসস্য চিন্তনাৎ ॥ ৬৫

পরকৃত্যা ক্ষয়ং যাতি যৎ কিঞ্চিদুপপাতকম্ ।
যদ্ রূপং দৃশ্যতে যেন স তদ্রূপঞ্চ গচ্ছতি ॥ ৬৬

যং নমন্তি মহাদেবি ! ষোঢ়া-পুটিত-বিগ্রহাঃ ।
অল্পায়ুঃ স ভবেৎ সদ্যো দেবতা কম্পতে ভিয়া[১] ॥ ৬৭

ষোঢ়াসিদ্ধিস্তু লক্ষবার-করণাদ্ ভবতি । ষট্-প্রকারেণ ন্যস্তব্যত্বাৎ ষোঢান্যাস ইত্যুচ্যতে । অঙ্গষোঢ়া প্রকীর্ত্তিতেত্যাদৌ ষোঢ়াষট্প্রকারা বিদ্যন্তেঽত্রেতি অর্শ-আদিত্বাদৎ, ততস্ত্রিয়ামাপ্-প্রত্যয়েন সিদ্ধম্, লোকাশ্রয়ত্বাল্লিঙ্গস্যেতি স্ত্রীত্বম্ ।৬৮

অথ তত্ত্বন্যাসঃ । যথা—মূলং ত্রিখণ্ডং বিধায় প্রথম-খণ্ডান্তে ওঁ আত্মতত্ত্বায় নমঃ ইতি পাদাদি-নাভি পর্য্যন্তম্, দ্বিতীয়-খণ্ডান্তে ওঁ বিদ্যাতত্ত্বায় নমঃ ইতি

দ্রাক্ষারস পরম্পরা (তুল্যা) মধুর কবিতা লহরী জন্মে। অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি তাহার হস্তে ব্যবস্থিত আছে। ৬৪

এই ন্যাসের চিন্তা হইতে কায়িক, বাচিক, মানসিক যে সমস্ত দুষ্কৃত আছে, সে সমস্ত দুষ্কৃতই বিনাশ প্রাপ্ত হয় ॥ ৬৫

এই ষোঢ়ান্যাস হইতে শত্রুকৃত কৃত্যা ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, যাহা কিছু উপপাতক, তাহাও ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। যৎ কর্ত্তৃক দেবীর যে রূপ দৃশ্য হয়, সে সেই রূপ প্রাপ্ত হয়। ৬৬

হে মহাদেবি! যা [illegible] শরীর ষোঢ়াদ্বারা পুটিত, সে যাহাকে নমস্কার করে, সে সদ্যঃ অল্পায়ুঃ হয়, দেবতা ভয়ে কাঁপেন। ৬৭

লক্ষবার ষোঢ়া করিলে ষোঢ়াসিদ্ধ হয়। ছয় প্রকারে ন্যাস হয় বলিয়া ষোঢ়ান্যাস এই নামে কথিত হয়। অঙ্গষোঢ়া প্রকীর্ত্তিতা—ইত্যাদি স্থলে ষোঢ়া ষট্ প্রকার বিদ্যতে অত্র অর্থাৎ ছয়টি প্রকার ইহাতে আছে এইরূপ বহুব্রীহি সমাসে নিষ্পন্ন হইয়াছে। অর্শ আদিত্ব নিবন্ধন তাহার উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে আৎ প্রত্যয় করিয়া ষোঢ়াপদ সিদ্ধ হইয়াছে। লিঙ্গ লোকব্যবহারের অনুবর্ত্তী বলিয়া স্ত্রীলিঙ্গ হইয়াছে। ৬৮

অনন্তর তত্ত্বন্যাস। যথা মূলকে ত্রিখণ্ড করিয়া প্রথম খণ্ড ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং অন্তে ওঁ আত্মতত্ত্বায় স্বাহা যোগ করিয়া পাদ হইতে নাভি পর্য্যন্ত, দ্বিতীয় খণ্ড 'দক্ষিণে কালিকে' ইহার অন্তে ওঁ বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা যোগ করিয়া নাভি হইতে হৃদয়

১। খ—ভিয়া ইত্যনন্তরং ষট্‌প্রকারেণ ন্যস্তব্যত্বাৎ ইতি পাঠঃ।

নাভ্যাদি-হৃদয়-পর্য্যন্তং, তৃতীয়-খণ্ডান্তে ওঁ শিবতত্ত্বায় নমঃ ইতি হৃদয়াদি-শিরঃ-পর্য্যন্তং ন্যসেৎ ॥ ৬৯

যথা স্বতন্ত্রে—মূলবিদ্যা-ত্রিখণ্ডান্তে প্রণবাদ্যৈর্যথাবিধি।
আত্ম-বিদ্যা-শিবৈস্তত্ত্বৈস্তত্ত্বন্যাসং সমাচরেৎ॥ ৭০

অথ বীজন্যাসঃ। কুমারীকল্পে—
ব্রহ্মরন্ধ্রে ভ্রুবোর্মধ্যে ললাটে নাভি-দেশকে।
গুহ্যে বক্ত্রে চ সর্বাঙ্গে সপ্তবীজং ক্রমান্ন্যসেৎ ॥ ৭১

যথা—আদ্যং বীজং ব্রহ্মরন্ধ্রে। দ্বিতীয়বীজং ভ্রূমধ্যে। তৃতীয়বীজং ললাটে। চতুর্থবীজং নাভৌ। পঞ্চমবীজং গুহ্যে। ষষ্ঠবীজং বক্ত্রে। সপ্তমবীজং সর্বাঙ্গে ॥ ৭১

ষোঢ়ান্যাস তত্ত্বন্যাস-বীজন্যাসাঃ কাম্যাঃ[১]। একাক্ষর-মন্ত্রাদৌ তত্ত্বন্যাস-বীজ-ন্যাসয়োঃ সুতরামভাবঃ। ততো মূলেন নবধা সপ্তধা পঞ্চধা[২] ত্রিধা বা ব্যাপকন্যাসং কুর্য্যাৎ। যথা ভৈরবতন্ত্রে—

পর্য্যন্ত, তৃতীয় খণ্ড ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং স্বাহা ইহার অন্তে ওঁ শিবতত্ত্বায় স্বাহা যোগ করিয়া হৃদয় হইতে মস্তক পর্য্যন্ত স্থানে ন্যাস করিবেন। তাহা হইলে এই ন্যাসটি এইরূপ হইবে। যথা পাদ হইতে নাভি পর্য্যন্ত স্থানে—ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং ওঁ আত্মতত্ত্বায় স্বাহা। নাভি হইতে হৃদয় পর্য্যন্ত স্থানে—দক্ষিণে কালিকে ওঁ বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা। হৃদয় হইতে মস্তক পর্য্যন্ত স্থানে—ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং স্বাহা ওঁ শিবতত্ত্বায় স্বাহা। ৬৯

স্বতন্ত্র তন্ত্রে যেমন বলিয়াছেন—মূলবিদ্যার ত্রিখণ্ডের অন্তে প্রণবাদি নমঃ অন্ত আত্মতত্ত্ব, বিদ্যাতত্ত্ব ও শিবতত্ত্বের দ্বারা যথাবিধি তত্ত্ব ন্যাসের অনুষ্ঠান করিবে। ৭০

অনন্তর বীজন্যাস। কুমারীকল্পে বলিয়াছেন—ব্রহ্মরন্ধ্রে, ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে, ললাটে, নাভিদেশে, গুহ্যে, বক্ত্রে ও সর্বাঙ্গে যথাক্রমে সাতটি বীজ ন্যাস করিবে। ৭১

যথা ব্রহ্মরন্ধ্রে—আদ্য বীজ (ক্রীং) ভ্রূমধ্যে—দ্বিতীয় বীজ (ক্রীং)। ললাটে—তৃতীয় বীজ (ক্রীং)। নাভিতে—চতুর্থ বীজ (হুং)। গুহ্যে—পঞ্চম বীজ (হুং) বক্ত্রে—ষষ্ঠ বীজ (হ্রীং)। সর্বাঙ্গে—সপ্তম বীজ (হ্রীং)। ৭২

ষোঢ়ান্যাস, তত্ত্বন্যাস ও বীজন্যাস কাম্য। একাক্ষর মন্ত্রাদিতে তত্ত্বন্যাস ও বীজন্যাস সুতরাং নাই। তাহার পর মূলের দ্বারা নয়বার, সাতবার, পাঁচবার বা তিনবার

১। খ—কাম্যাঃ ইত্যনন্তরং ততো মূলেন নবধা ইত্যাদি পাঠঃ। ২। খ—পঞ্চধা ব্যাপকং কুর্য্যাৎ।

নবধা সপ্তধা বাপি মূলেন পঞ্চধা ত্রিধেতি[1] ॥ ৭৩

ততঃ পীঠন্যাসঃ। হৃৎপদ্মস্থ মধ্যে ওঁ আধার-শক্তয়ে নমঃ। এবং প্রকৃতয়ে, কূর্মায়, শেষায়, পৃথিব্যৈ, সুধাম্বুধয়ে, মণিদ্বীপায়, চিন্তামণি-গৃহায়, শ্মশানায়, পারিজাতায়, তন্মূলে রত্নবেদিকায়ৈ, তদুপরি মণিপীঠায়, চতুর্দ্দিক্ষু মুনিভ্যঃ দেবেভ্যঃ, পরিতঃ বহুমাংসাস্থি-মোদমান-শিবাভ্যঃ, শবমুণ্ডেভ্যঃ। অগ্ন্যাদি-কোণেষু ধর্মায়, জ্ঞানায়, বৈরাগ্যয়, ঐশ্বর্য্যায়। পূর্বাদি-দিক্ষু অধর্মায়, অজ্ঞানায়, অবৈরাগ্যায়, অনৈশ্বর্য্যায়। মধ্যে আনন্দকন্দায়, সম্বিন্নালায়, প্রকৃতিময়-পত্রেভ্যঃ, বিকারময়-কেশরেভ্যঃ, তত্ত্বরূপ-কর্ণিকায়ৈ, পদ্মায়, অঁ অর্কমণ্ডলায়, উঁ সোমমণ্ডলায়, মঁ বহ্নিমণ্ডলায়, সঁ সত্ত্বায়, রঁ রজসে, তঁ তমসে, আঁ আত্মনে, অঁ অন্তরাত্মনে, পঁ পরমাত্মনে, হ্রীঁ জ্ঞানাত্মনে। পূর্বাদিতঃ পত্রমূলেষু ইচ্ছায়ৈ, জ্ঞানায়ৈ, ক্রিয়ায়ৈ, কামিন্যৈ, কামদায়িন্যৈ, রত্যৈ, রতিপ্রিয়ায়ৈ, আনন্দায়ৈ। কর্ণিকায়াং মনোন্মন্যৈ। মধ্যে ঐঁ পরায়ৈ, ঐং অপরায়ৈ, ঐং বিরূপায়ৈ[2], হ্‌সৌঃ সদাশিব-মহাপ্রেত-পদ্মাসনায় নমঃ ॥ ৭৪

ব্যাপক ন্যাস করিবেন। যেমন ভৈরবতন্ত্রে বলিয়াছেন—মূলের দ্বারা নয়বার বা সাতবার বা পাঁচবার বা তিনবার (ব্যাপকন্যাস করিবেন)। ৭৩

তাহার পর পীঠ ন্যাস। যথা হৃৎপদ্মের মধ্যে—ওঁ আধার-শক্তয়ে নমঃ। এইরূপ ওঁ প্রকৃতয়ে নমঃ, কূর্মায়, শেষায়, পৃথিব্যৈ, সুধাম্বুধয়ে, মণিদ্বীপায়, চিন্তামণিগৃহায়, শ্মশানায়, পারিজাতায়, তাহার মূলে—রত্নবেদিকায়ৈ। তাহার উপরে—মণিপীঠায় নমঃ। পরিতঃ চারিদিকে— মুনিভ্যঃ, দেবেভ্যঃ। চারিদিকে—বহুমাংসাস্থি-মোদমান-শিবাভ্যঃ, শবমুণ্ডেভ্যঃ। অগ্ন্যাদিকোণ সমূহে—ধর্মায়, জ্ঞানায়, বৈরাগ্যায়, ঐশ্বর্য্যায়,। পূর্বাদি দিক্‌ সমূহে—অধর্মায়, অজ্ঞানায়, অবৈরাগ্যায়, অনৈশ্বর্য্যায়। মধ্যে—আনন্দ-কন্দায়, সম্বিন্নালায়, প্রকৃতিময়-পত্রেভ্যঃ, বিকারময়-কেশরেভ্যঃ, তত্ত্বরূপ-কর্ণিকায়ৈ, পদ্মায়, অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে, উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শ-কলাত্মনে. মং বহ্নি-মণ্ডলায় দশকলাত্মনে, সং সত্ত্বায়, রং রজসে, তং তমসে, আং আত্মনে, অং অন্তরাত্মনে, পং পরমাত্মনে, হ্রীং জ্ঞানাত্মনে। পত্রমূলে পূর্বাদিক্রমে—ইচ্ছায়ৈ, জ্ঞানায়ৈ, ক্রিয়ায়ৈ, কামিন্যৈ, কামদায়িন্যৈ, রত্যৈ, রতিপ্রিয়ায়ৈ, আনন্দায়ৈ। কর্ণিকাতে—মনোন্মন্যৈ। মধ্যে—ঐং পরায়ৈ, ঐং অপরায়ৈ, ঐং বিরূপায়ৈ, হ্‌সৌঃ সদাশিব-মহাপ্রেত-পদ্মাসনায় নমঃ। ৭৪

১। খ—মূলেন সপ্তধা তথেতি। ২। খ—ঐং পরায়ৈ, অপরায়ৈ, বিরূপায়ৈ।

তথা তন্ত্রে—ইচ্ছা জ্ঞানা ক্রিয়া চৈব কামিনী কামদায়িনী।
রতী রতি-প্রিয়ানন্দা কর্ণিকায়াং মনোন্মনী ॥ ৭৫
বাগ্‌ভবং প্রথমঞ্চোক্ত্বা পরায়ৈ তদনন্তরম্।
অপরায়ৈ বিরূপায়ৈ হ্‌সৌঃ বাচ্যমতঃ পরম্ ॥ ৭৬
সদাশিব-মহাপ্রেতং ঙেহন্তং পদ্মাসনং ততঃ।
নমঃ ইত্যেবমন্ত্রোঽয়ং পীঠন্যাসে উদাহৃতঃ।
এবং দেহময়ে পীঠে চিন্তয়েদিষ্টদেবতাম্ ॥ ৭৭

ততঃ প্রাগুক্ত-কামকলারূপমাত্মানং বিভাব্য মূলাধারাৎ পরমশিব-পর্য্যন্তং কুণ্ডলিনীং ধ্যাত্বা তত্রামৃতেন সংপ্লাব্য করকচ্ছপিকয়া পুষ্পং গৃহীত্বা সুষুম্না-বহিঃস্থ-হৃদয়াষ্টদল-রক্তপদ্ম-মধ্যে দেবীং ধ্যায়েৎ। তদুক্তং স্বতন্ত্রে (৭৮)—

ততঃ কামকলা-ধ্যানাদাবাহ্য কালিকাং পরাম্।
কূর্মাখ্য-মুদ্রয়া পুষ্পৈশ্চক্রমধ্যে নিধাপয়েৎ ॥ ৭৯

ধ্যানং যথা কালীতন্ত্রে ভৈরবতন্ত্রে চ—

করালবদনাং ঘোরাং মুক্তকেশীং চতুর্ভুজাম্।
কালিকাং দক্ষিণাং দিব্যাং মুণ্ডমালা-বিভূষিতাম্ ॥ ৮০

সেইরূপ তন্ত্রে বলিয়াছেন—ইচ্ছা, জ্ঞানা, ক্রিয়া, কামিনী, কামদায়িনী, রতি, রতিপ্রিয়া, আনন্দা ও কর্ণিকাতে মনোন্মনী পূজনীয়া। ৭৫

প্রথমে বাগ্‌ভব (ঐং) বলিয়া তাহার পর পরায়ৈ, অপরায়ৈ ও বিরূপায়ৈ বলিবেন। অতঃপর হ্‌সৌঃ বলিবেন। পরে সদাশিব মহাপ্রেত ও চতুর্থী বিভক্তি অন্ত পদ্মাসন অর্থাৎ পদ্মাসনায়, তাহার পর নমঃ। এইরূপ এই পীঠ মন্ত্র পীঠন্যাসে উক্ত হইয়াছে। এইরূপ দেহময় পীঠে ইষ্টদেবতাকে ধ্যান করিবে। ৭৬-৭৭

তাহার পর নিজেকে পূর্বোক্ত কামকলা রূপ ভাবনা করিয়া মূলাধার হইতে পরম শিব পর্য্যন্ত কুণ্ডলিনীকে ধ্যান করিয়া, সেইখানে অমৃতের দ্বারা কুলকুণ্ডলিনীকে প্লাবিত করিয়া করকচ্ছপিকায় (কূর্মমুদ্রায়) পুষ্প লইয়া সুষুম্নানাড়ীর বহিঃস্থিত হৃদয়গত অষ্টদল রক্তপদ্ম মধ্যে দেবীকে ধ্যান করিবেন। স্বতন্ত্রতন্ত্রে তাহাই উক্ত হইয়াছে যে (৭৮)—

তাহার পর কামকলা ধ্যানের পর পরা কালিকা দেবীকে আবাহন করিয়া কূর্মনামক মুদ্রায় পুষ্প সমূহের দ্বারা চক্রমধ্যে দেবীকে স্থাপন করিবেন। ৭৯

কালীতন্ত্রে ও ভৈরবতন্ত্রে কালীর যেরূপ ধ্যান বলিয়াছেন, তাহার অর্থ—করাল-

সদ্যশ্ছিন্ন-শিরঃ-খড়্গ-বামাধোর্দ্ধ-করাম্বুজাম্ ।
দক্ষোর্দ্ধাধঃ-করাম্ভোজে বিভ্রতীঞ্চাভয়ং বরম্ ॥ ৮১
মহামেঘ-প্রভাং শ্যামাং তথৈব চ দিগম্বরীম্ ।
কণ্ঠাবসক্ত-মুণ্ডালী-গলদ্-রুধির-চর্চ্চিতাম্ ॥ ৮২
কর্ণাবতংসতা-নীত-শবযুগ্ম-ভয়ানকাম্ ।
ঘোরদংষ্ট্রাং করালাস্যাং পীনোন্নত-পয়োধরাম্ ॥ ৮৩
শবানাং করসংঘাতৈঃ কৃতকাঞ্চীং হসন্মুখীম্ ।
সৃক্কদ্বয়-গলদ্-রক্ত-ধারা-বিস্ফুরিতাননাম্ ॥ ৮৪
ঘোর-রাবাং মহারৌদ্রীং শ্মশানালয়-বাসিনীম্ ।
বালার্ক-মণ্ডলাকার-লোচন-ত্রিতয়ান্বিতাম্ ॥ ৮৫
দন্তুরাং দক্ষিণ-ব্যাপি-লম্বমান-কচোচ্চয়াম্ ।
শবরূপ-মহাদেব-হৃদয়োপরি সংস্থিতাম্ ॥ ৮৬
শিবাভির্ঘোর-রাবাভিশ্চতুর্দিক্ষু সমন্বিতাম্ ।
মহাকালেন সার্দ্ধং তামুপরিষ্টাং[১] রতাতুরাম্ ॥ ৮৭
সুখ-প্রসন্নবদনাং স্মেরানন-সরোরুহাম্ ।
এবং সঞ্চিন্তয়েৎ কালীং সর্বকামার্থ-সিদ্ধিদাম্ ॥ ৮৮

বদনা (ভীষণদন্তবিশিষ্টমুখী), ঘোরা (ভীষণা), মুক্তকেশী, চতুর্ভুজা, দিব্যা (দ্যুলোকবাসিনী), মুণ্ডমালায় বিভূষিতা, বামের অধোহস্তে সদ্যচ্ছিন্ন নরমুণ্ড ধারিণী, বামের ঊর্দ্ধ হস্তে খড়্গধারিণী, দক্ষিণের ঊর্দ্ধ হস্তে অভয় এবং অধোহস্তে বরমুদ্রা ধারিণী, মহামেঘের ন্যায় প্রভাবিশিষ্টা, শ্যামবর্ণা, দিগম্বরী, কণ্ঠলগ্নমুণ্ডমালা ক্ষরিত রুধিরে চর্চিতা (লিপ্তা), ভয়ানক শবযুগ্মকে কর্ণাবতংস (কর্ণভূষণ) কারিণী, ঘোরদংষ্ট্রা (ভীষণ বৃহদ্-দন্তযুক্তা), করালমুখী, পীন ও উন্নত স্তনধারিণী, শবের হস্তসমূহে কৃতা কাঞ্চী ধারিণী, হাস্যমুখী, সৃক্কদ্বয় (ওষ্ঠপ্রান্তদ্বয়) বিগলিত রক্তধারায় বিস্ফুরিত বদনা, ভীষণ শব্দ কারিণী, মহারুদ্রমূর্তি, শ্মশানবাসিনী, নবোদিত অর্ক-মণ্ডলের ন্যায় বৃত্তাকার রক্তবর্ণ লোচনত্রয়যুক্তা, উন্নতদশনা, দক্ষিণভাগব্যাপী আলুলায়িত-কুন্তলা, শব রূপ মহাদেবের উপরে সংস্থিতা, চতুর্দিকস্থ ঘোর গর্জনকারী শৃগালগণে পরিবৃতা, মহাকালের সহিত উপরিস্থিতা হইয়া রতাতুরা, সুখপ্রসন্নবদনা, ঈষৎ হাস্যময় মুখপদ্ম ধারিণী, সর্বসিদ্ধি-প্রদা সেই দক্ষিণা কালীকে এই মূর্ত্তিতে ধ্যান করিবে। ৮০-৮৮

১। খ—মুপরিষ্টাং রতাতুরাং।

বামাধোর্দ্ধ-করাম্বুজামিত্যত্রাদন্তেনাধ-শব্দেন বিসর্গলোপে সন্ধেশ্ছান্দসত্বেন বা সমাধানম্। অভয়ং বরদঞ্চৈব দক্ষিণাধোর্দ্ধ-পাণিকামিতি পাঠো দুর্ঘট এব[১]। শ্যামামিত্যত্র ক্ষামামিতি পাঠস্তত্র ক্ষীণামিত্যর্থঃ। দিগম্বরীমিত্যত্র বহুব্রীহি-সমাসেঽপি[২] ত্র্যক্ষরী বিদ্যা ইতিবৎ গৌরাদিত্বাদ্ ঙী। কর্ণাবতংসতা-নীতেত্যসমস্ত-পদম্ সমস্তপদান্বয়ীত্যপি কেচিদ্। শবযুগ্মেত্যত্র প্রেতযুগ্মেত্যর্থঃ। প্রেতকর্ণাবতংসেতি বচনাৎ, বিগতাসু-কিশোরাভ্যাং কৃতকর্ণাবতংসিনীমিতি শ্রবণাচ্চ। অত্র রেফমধ্যমপি পঠন্তি, ঘোরবাণাবতংসেতি বচনাৎ, শকুন্ত-পক্ষ-সংযুক্ত-বামকর্ণ-বিভূষিতামিতি শ্রবণাচ্চ। বস্তুতস্তু পাঠোঽন্যতর এব পাঠ্যঃ, ধ্যানে তু কর্ণাধঃ প্রেতযুগ্মং কর্ণোর্দ্ধে বাণযুগ্মং ধ্যেয়ম। করালাস্যামিতি। পূর্বং বদনপদেন[৩] মুখবৃত্তমত্রাস্যপদেন মুখমুক্তমিত্যপৌনরুক্ত্যম্। সৃক্কশব্দো[৪] বকারযুক্ত-ককার-মধ্যো নাস্তঃ,

---

বামাধোর্ধ্বকরাম্বুজাম্—এই অদন্ত (অকারান্ত) অধ শব্দের উর্ধ্ব শব্দের সহিত সন্ধি হইলে অথবা অধস্ শব্দের বিসর্গলোপ করিয়া সন্ধি করিলে অথবা ছান্দস বলিয়া সন্ধির সমাধান করিতে হইবে। অভয়ং বরদঞ্চৈব দক্ষিণাধোর্ধ্ব-পাণিকাম্ এই স্থলে অভয়ং ও বরদং এই দুই পদের পাণিকার সহিত অন্বয় দুর্ঘট। শ্যামাম্—এই স্থলে ক্ষামাং এইরূপ পাঠ আছে। সেস্থলে তাহার অর্থ—ক্ষীণা। দিগম্বরীং—এই স্থলে বহুব্রীহি সমাস হইলেও ত্র্যক্ষরী বিদ্যা ইহার ন্যায় গৌরাদিত্বনিবন্ধন ঈপ্রত্যয়। কর্ণাবতংসতাং নীতাং—এইটি অসমস্ত-পদ সমস্ত পদের সহিত অন্বয়যুক্ত—ইহাও কেহ কেহ বলেন। শবযুগ্ম পদের অর্থ—প্রেতযুগ্ম। যেহেতু প্রেতকর্ণাবতংসা অর্থাৎ প্রেত কর্ণভূষণ, এই বচন আছে এবং বিগতাসুকিশোরাভ্যাং কৃতকর্ণাবতংসিনীং অর্থাৎ বিগত প্রাণ কিশোরদ্বয় দ্বারা কর্ণভূষণ কারিণী—এইরূপ বচনও শ্রুত আছে। এস্থলে রেফ মধ্যও কেহ কেহ পাঠ করেন। যেহেতু ঘোরবাণাবতংসা অর্থাৎ ঘোরবাণরূপ কর্ণভূষণা—এইরূপ বচন আছে এবং শকুন্ত পক্ষ-সংযুক্ত বামকর্ণ-বিভূষিতাম্ অর্থাৎ শকুন্ত-পক্ষ-সংযুক্ত বামকর্ণের দ্বারা ভূষিত—এইরূপ বচনও শ্রুত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ অন্যতর পাঠ পাঠ্য। ধ্যানে কিন্তু কর্ণের অধোভাগে প্রেতযুগ্ম এবং কর্ণের উর্ধ্বে বাণ যুগ্ম ধ্যান করিবে। করালাস্যাম্-এই স্থলে পূর্বে বদন পদের দ্বারা মুখ-বৃত্ত, এস্থলে আস্য কথা দ্বারা

১। ক+খ—পাণিকামিত্যত্র পাণিকে ইতি পাঠে দুর্ঘটাভাবঃ স্যাৎ। সতু কচিন্ন দৃশ্যতে।
২। খ—বহুব্রীহিসমাসে গৌরাদিত্বাৎ ঙী, ত্র্যক্ষরী বিদ্যা ইতিবৎ। ৩। খ—পদেন মুখবৃত্তমাত্রস্য পদেন মুখমুক্তমিত্যপৌনরুক্ত্যম্। ৪। খ—সৃকঃ শব্দঃ ককারদ্বয়বান্নান্তঃ স্মিতস্য সস্তাসস্য সৃকণাকণানিতি নৈষধীয়দর্শনাৎ।

ককার-দ্বয়মধ্যত্বেহকারলোপাপত্ত্যা স্মিতস্য সন্তাসয় সৃক্বণা-কণানিতি নৈষধীয়বিরোধাৎ। দক্ষিণব্যাপীত্যত্র দক্ষিণব্যাপিমুক্তালম্বি-কচোচ্চয়ামিত্যপি পাঠঃ। হৃদয়োপরি সংস্থিতামিতি। বামপাদস্য[১] শবহৃদয়স্থতয়া দক্ষিণ-পাদস্য চ শবচরণ-দ্বয়স্থতয়া আলীঢ়রূপস্থিত্যা সংস্থিতামিত্যর্থঃ। মহাকালেন সার্দ্ধং তামুপরিষ্টামিত্যত্র কদাচিদিত্যধ্যাহৃত্যান্বয়ঃ। ন হি সর্বদৈব উপবিশ্য তিষ্ঠতীতি। যদ্বা রতাতুরাং চেন্মহাকালেন সার্দ্ধমুপরিষ্টামিত্যর্থঃ[২]। কেচিৎ তু উপরিষ্ঠামিতি পাঠং বর্ণয়ন্তি। তত্র চ মহাকালেন সার্দ্ধং তাং চিন্তয়ে-দিত্যর্থঃ। উপরি তিষ্ঠতীতি উপরিষ্টা[৩] মহাকালস্যেত্যর্থঃ। সুষামাদিত্বাৎ ষত্বম্। তথা চ বিপরীত-সুরতোপযোগাৎ শয়নে শিবস্যোর্দ্ধাবস্থিত-লিঙ্গং স্বযোনৌ সংঘট্ট্য স্থিতামিতি রহস্যার্থঃ। মহাকালেন চ সমং বিপরীত-রতাতুরামিত্যপি পাঠঃ ক্বাচিৎকঃ। ৮৯

মুখ উক্ত হইয়াছে, এইহেতু পুনরুক্ত হয় না। সৃক্ক শব্দটি বকারযুক্ত ককার মধ্য ও নাহে, ককারদ্বয় মধ্য হইলে নকারলোপের আপত্তি হেতু স্মিতস্য সন্তাসয় সৃক্বণা-কণান্—এই নৈষধবাক্যের সহিত বিরোধ হইবে। দক্ষিণব্যাপি এই স্থলে দক্ষিণ-ব্যাপি-মুক্তালম্বি-কচোচ্চয়াম্—এইরূপও পাঠ আছে। হৃদয়োপরি সংস্থিতাম্, ইহার অর্থ—কালিকার বামপাদটি শবের হৃদয়ে স্থিত এবং দক্ষিণ পাদটি শবের চরণদ্বয়ে স্থিত বলিয়া আলীঢ় রূপে সংস্থিতা। মহাকালেন সার্দ্ধং তামুপরিষ্টাম্—এই স্থলে কদাচিৎ এই পদটি অধ্যা-হার করিয়া অন্বয় হইবে। যেহেতু তিনি সর্বদা হৃদয়ের উপরে উপবেশন করিয়া থাকেন না। অথবা যদি রতাতুরাং পাঠ হয়, তবে মহাকালেন সার্দ্ধমুপরিষ্টাম্ অর্থাৎ মহাকালের সহিত উপরিস্থিতা তাঁহাকে (চিন্তা করিবে) এই অর্থ হয়। কেহ কেহ উপরিষ্টাং এই পাঠ বর্ণনা করেন। সে স্থলে মহাকালের সহিত তাঁহাকে উপরিস্থিতা চিন্তা করিবে, এই অর্থ হয়। মহাকালস্য উপরি তিষ্ঠতি অর্থাৎ মহাকালের উপরে দাঁড়াইয়া থাকেন, এই অর্থ। সুষামাদিত্বহেতু ষত্ব হইয়াছে। এই অর্থ হইলে বিপরীত সুরতের উপযোগী বলিয়া শয়নে শিবের উর্দ্ধস্থিত লিঙ্গকে নিজের যোনিতে মিলিত

১। খ—বামপাদস্য শ ত্রি জপে কালনিয়মস্তু মুণ্ডমালাতন্ত্রে গতে তু প্রথমে যামে⋯ ⋯রাত্রিশেষে জপেন্ নতু। পুনঃ কুমারী তন্ত্রে—এবং লক্ষদ্বয়ং⋯দিবারাত্রিবিভেদতঃ। তেন যাবতা কালেন সিধ্যতি, তাবতা দিবা লক্ষং জপ্ত্বা দিবৈব তদ্দশাংশং হোময়েৎ। ততঃ পরং তাম্বূলপূর্ণাস্যো যাবতা সিধ্যতি, তাবতা কালেন রাত্রৌ লক্ষং জপ্ত্বা রাত্রৌ তদ্দশাংশং হোময়েদিতি বিষয়-বিভাগঃ। দক্ষিণা তু।
২। খ—সার্দ্ধমুপরিস্তামিত্যর্থঃ। ৩। খ—উপরিষ্ঠা। মহাকালস্য।

ধ্যানান্তরং স্বতন্ত্রতন্ত্রে—অঞ্জনাদ্রি-নিভাং দেবীং করাল-বদনাং শিবাম্।

মুণ্ডমালাবলী-কীর্ণাং মুক্তকেশীং স্মিতাননাম্ ॥ ১

মহাকাল-হৃদম্ভোজ-স্থিতাং পীন-পয়োধরাম্।

বিপরীত-রতাসক্তাং ঘোরদংষ্ট্রাং শিবৈঃ সহ ॥ ২

নাগযজ্ঞোপবীতাঢ্যাং চন্দ্রার্দ্ধ-কৃত-শেখরাম্।

সর্বালঙ্কার-যুক্তাঞ্চ মুণ্ডমালা-বিভূষিতাম্ ॥ ৩

মৃত-হস্ত-সহস্রৈস্তু বদ্ধ-কাঞ্চীং দিগম্বরীম্।

শিবাকোটি-সহস্রৈস্তু যোগিনীভির্বিরাজিতাম্ ॥ ৪

রক্তপূর্ণ-মুখাম্ভোজাং মদ্যপান-প্রমত্তিকাম্।

বহ্ন্যর্ক-শশি-নেত্রাঞ্চ রক্ত-বিস্ফুরিতাননাম্ ॥ ৫

বিগতাসু-কিশোরাভ্যাং[১] কৃত-কর্ণাবতংসিনীম্।

কণ্ঠাবতংস-মুণ্ডালী-গলদ্রুধির-চর্চিতাম্ ॥ ৬

শ্মশান-বহ্নি-মধ্যস্থাং ব্রহ্ম-কেশব-বন্দিতাম্।

সদ্যঃ-কৃত্ত-শিরঃ-খড়্গ-বরাভীতি-করাম্বুজাম্ ॥ ৭

করিয়া স্থিতা, ইহাই রহস্যার্থ। মহাকালেন চ সমং বিপরীত-রতাতুরাম্—এইরূপ পাঠও কোন কোন স্থলে আছে। ৮৯

স্বতন্ত্রতন্ত্রে অন্যরূপ ধ্যান আছে। তাহার অর্থ—অঞ্জন পর্বতের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণা, করাল-বদনা, শিবা (কল্যাণময়ী), মুণ্ডমালা সমূহের দ্বারা আকীর্ণা (ব্যাপ্তা), মুক্তকেশী, ঈষৎ হাস্যবদনা, মহাকালের হৃৎপদ্মে দণ্ডায়মানা, পীনস্তনী, শিবের সহিত বিপরীত রতিতে আসক্তা, ঘোরদংষ্ট্রা, সর্পরূপ যজ্ঞোপবীত ভূষিতা, চন্দ্রার্দ্ধে কৃত মুকুট-ধারিণী, সমস্ত অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা, মুণ্ডমালা দ্বারা বিভূষিতা, শবের হস্ত সহস্রের দ্বারা রচিত কাঞ্চী ধারিণী, দিগম্বরী, কোটি সহস্র শৃগাল ও যোগিনী সমূহের দ্বারা বিরাজমানা রক্ত পরিপূর্ণ মুখপদ্ম-ধারিণী, মদ্যপানে প্রমত্তা, অগ্নি, সূর্য্য ও চন্দ্র রূপ ত্রিনেত্র যুক্তা, রক্ত বিস্ফুরিত বদন-ধারিণী, বিগত-প্রাণ কিশোর দ্বারা রচিত কর্ণভূষণ ধারিণী, কণ্ঠলগ্ন মুণ্ডমালা হইতে ক্ষরিত রক্তের দ্বারা চর্চিতা (অনুলিপ্তা), শ্মশানবহ্নি মধ্য-বর্ত্তিনী, ব্রহ্মা ও কেশবের বন্দিতা, সদ্যচ্ছিন্ন শিরঃ, খড়্গ, বর ও অভয় যুক্ত হস্তপদ্ম-ধারিণী—এইরূপ মূর্ত্তিতে দেবী কালিকাকে ধ্যান করিবে। ১-৭

১। খ—কিশোরাভ্যাং কৃতধ্যানেন ধ্যায়েৎ। যথা—ভিন্নাঞ্জন।

অথবা বিরূপাক্ষকৃত-ধ্যানেন ধ্যায়েৎ। যথা—

ভিন্নাঞ্জন-চয়-প্রখ্যাং প্রধান-শব-সংস্থিতাম্।
গলচ্ছোণিত-ধারাভিঃ স্মেরানন-সরোরুহাম্ ॥ ৮
পীনোন্নত-কুচ-দ্বন্দ্বাং পীন-বক্ষো-নিতম্বিনীম্।
দক্ষিণা-মুক্ত-কেশাঙ্গীং দিগম্বর-বিনোদিনীম্ ॥ ৯
মহাকাল-রতাবিষ্টাং[১] স্মরানন্দোপরি স্থিতাম্।
অথ সান্দ্রাস্মিতামোদ-মোদিনীং মদ-বিহ্বলাম্ ॥ ১০
আরক্ত-মুখ-সংশোভি-দন্তপংক্তি-বিরাজিতাম্[২]।
শবদ্বয়-কৃতোত্তংসাং সিন্দূর-তিলকোজ্জ্বলাম্ ॥ ১১
পঞ্চাশন্মুণ্ড-ঘটিত-মালাং লোহিত-শোণিতাম্।
নানামণি-বিশোভাঢ্যাং নানালঙ্কার-ভূষিতাম্ ॥ ১২
শবাস্থি-কৃতকেয়ুর-শঙ্খ-কঙ্কণ-মণ্ডিতাম্।
শববক্ষঃ-সমারূঢ়াং লেলিহানাং শবং ক্বচিৎ ॥ ১৩
শবমাংস-কৃত-গ্রাসাং সাট্টহাসাং মুহুর্মুহুঃ।
খড়্গ-মুণ্ড ধরাং বামে সব্যেঽভয়ং বরপ্রদাম্ ॥ ১৪
দন্তুরাঞ্চ মহারৌদ্রীং চণ্ডনাদাদি-ভীষণাম্।
শিবাভির্ঘোররূপাভির্বেষ্টিতাং ভীমনাদিনীম্ ॥ ১৫

অথবা বিরূপাক্ষকৃত ধ্যানের দ্বারা ধ্যান করিবেন। সেই ধ্যানের অর্থ—বিভিন্ন অঞ্জন সমষ্টির ন্যায় কৃষ্ণবর্ণা, প্রধান শবের উপরে দণ্ডায়মানা, ক্ষরিত শোণিত সমূহের দ্বারা ঈষৎ হাস্যযুক্ত মুখ-পদ্ম-ধারিণী, পীন ও উন্নত স্তনদ্বয় যুক্তা, পীন বক্ষঃ ও নিতম্ব মণ্ডিতা, দক্ষিণে মুক্তকেশাঙ্গী, দিগম্বরের বিনোদ-কারিণী, মহাকালের রসে আবিষ্টা, কামানন্দের উপরিস্থিতা, ঘন অস্মিতারূপ হর্ষে হৃষ্টা, মদবিহ্বলা, আরক্ত মুখের শোভাবর্দ্ধক দন্ত-পঙ্‌ক্তি দ্বারা শোভিতা, শবদ্বয়ের দ্বারা রচিত কর্ণভূষণ-ধারিণী, সিন্দুরের তিলকে উজ্জ্বলা, লোহিতের দ্বারা শোণিতা (রক্ত-রঞ্জিতা) পঞ্চাশৎ মুণ্ডের মালা ধারিণী, নানা মণির শোভায় শোভিতা, নানা অলঙ্কারে বিভূষিতা, শবাস্থি দ্বারা রচিত কেয়ূর, শঙ্খ ও কঙ্কণে ভূষিতা, শববক্ষে সমারূঢ়া, কখনও কখনও শবলেহন-কারিণী, শবমাংসে কৃতগ্রাস (কৃত অন্নপিণ্ড) ভক্ষণ-কারিণী, মুহুর্ম্মুহুঃ অট্টহাসকারিণী, বামহস্তে মুণ্ড ও খড়্গ ধারিণী এবং দক্ষিণ হস্তে অভয় ও বরমুদ্রা-ধারিণী, দন্তুরা,

১। খ—মহাকালরসাবিষ্টাং। ২। খ—আরক্তমুখ সান্দ্রভির্দন্ত।

মাভৈর্মাভৈঃ স্ব-ভক্তেষু জল্পন্তীং ঘোরনিস্বনৈঃ।
যূয়ং কিমিচ্ছথ ব্রূথ দদামীতি প্রভাষিণীম্ ॥ ১৬

এষামেকতমেন দেবীং ধ্যাত্বা মানসোপচারৈঃ পূজয়েৎ। যথা কুমারীকল্পে—

এনাস্তু মানসৈর্ভোগৈরর্চয়িত্বা যথাবিধি।
ততো বৈ মানসং জাপং কুর্য্যাদ্ হোমাদিকং তথা।
নমস্কৃত্য ততস্তুত্বা বহির্যাগমথাচরেৎ ॥ ১৭

ততোঽর্ঘ্যস্থাপনং কুর্য্যাৎ। যথা স্ববামে ভূমৌ হূং-গর্ভং ত্রিকোণং বিলিখ্য তত্র সাধারমর্ঘ্যপাত্রং অস্ত্রায় ফড়িতি প্রক্ষালিতং সংস্থাপ্য, মূলেন শুদ্ধজলেনাপূর্য্য, বিল্বপত্রাক্ষতাদীনি তত্র নিক্ষিপ্য[১], মঁ বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ ইত্যাধারং, অঁ সূর্য্যমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ ইতি পাত্রং, উঁ সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ ইতি জলঞ্চ সংপূজ্য ওঁ গঙ্গে চেত্যাদিনাঙ্কুশমুদ্রয়া সূর্য্যমণ্ডলাত্তীর্থমাবাহ্য ওঁ হ্রাঁ হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদিনা চতুষ্কোণাগ্নীশা-

---

মহারৌদ্রী, চণ্ডনাদে অতিভীষণা, ঘোররূপ শৃগালগণ কর্তৃক বেষ্টিতা, ভীষণ গর্জন কারিণী, নিজ ভক্তগণের মধ্যে ঘোর শব্দে মাভৈঃ মাভৈঃ বচন কারিণী, তোমরা কি চাও বল, আমি তাহা দিব—এইরূপ ভাষণ-কারিণী দেবী কালিকাকে ধ্যান করিবে। ৮-১৬

এই ধ্যান তিনটির যে কোন একটি ধ্যানের দ্বারা দেবীকে ধ্যান করিয়া মানস উপচারের দ্বারা পূজা করিবেন। যেমন কুমারী কল্পে বলিয়াছেন—

মানস ভোগের (উপচারের) দ্বারা ইঁহাকে যথাবিধি অর্চনা করিয়া, তাহার পর মানস জপ ও সেইরূপ মানস হোম প্রভৃতি করিবেন। তাহার পর নমস্কার করিয়া স্তুতিপাঠ করিয়া অনন্তর বহির্যাগ (বাহ্যপূজা) করিবেন। ১৭

তাহার পর বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করিবেন। যথা—নিজের বামভাগে ভূমিতে হূংগর্ভ ত্রিকোণ মণ্ডল লিখিয়া, সেই ত্রিকোণ মণ্ডলে অস্ত্রায় ফট্ মন্ত্রে প্রক্ষালিত সাধার অর্ঘ্য পাত্র (শঙ্খাদি) স্থাপন করিয়া, মূলমন্ত্রে শুদ্ধজলের দ্বারা তাহা পূরণ করিয়া, সেই পাত্রে বিল্বপত্র, অক্ষত, পুষ্প চন্দন, দূর্বাদি স্থাপন করিয়া ওঁ মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ মন্ত্রে আধারকে, ওঁ অং সূর্য্যমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ মন্ত্রে পাত্রকে, ওঁ উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ মন্ত্রে জলকে পূজা করিয়া, ওঁ গঙ্গে চ ইত্যাদি মন্ত্রে অঙ্কুশমুদ্রায় সূর্য্যমণ্ডল হইতে তীর্থকে আবাহন করিয়া, চতুষ্কোণের অগ্নি, ঈশান,

---

১। খ—নিক্ষিপ্য ওঁ হ্রাং হৃদয়ায়।*

ম্বর-বায়ুষু ওঁ হ্রৌঁ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ ইত্যগ্রে। ওঁ হ্রঃ অস্ত্রায় ফড়িতি চতুর্দ্দিক্ষু চ সংপূজ্য তদুপরি মৎস্যমুদ্রয়াচ্ছাদ্য মূলং দশধা জপ্ত্বা বমিতি ধেনুমুদ্রয়াহমৃতীকৃত্যাস্ত্রেণ সংরক্ষ্য হুমিত্যবগুণ্ঠ্য ভূতিনী-যোনিমুদ্রে প্রদর্শ্য[1] তদ্দক্ষিণে পাদ্যাচমনীয়-পাত্রঞ্চ সংস্থাপ্যার্ঘ্য-জলং কিঞ্চিৎ প্রোক্ষণী পাত্রে নিক্ষিপ্য মূলেন তেনোদকেনাত্মানং পূজোপকরণাঞ্চাভ্যুক্ষ্য পীঠং পূজয়েৎ ॥ ১৮

অস্যাঃ পূজাযন্ত্রম্। আদৌ বিন্দুং স্ববীজং ভুবনেশীঞ্চ বিলিখ্য ততস্ত্রিকোণ-মধোবক্ত্রং তদ্বাহ্যেঽধোবক্ত্র-ত্রিকোণ-চতুষ্টয়ং ততো বৃত্তমষ্টদল-পদ্মং পুনর্ব্বৃত্তং চতুর্দ্বারাত্মকং ভূগৃহং লিখেৎ। যথা কালীতন্ত্রে (১৯)—

আদৌ ত্রিকোণমালিখ্য ত্রিকোণং তদ্বহির্লিখেৎ।
ততো বৈ বিলিখেন্ মন্ত্রী ত্রিকোণত্রয়মুত্তমম্ ॥ ২০
ততো বৃত্তং সমালিখ্য লিখেদষ্টদলং ততঃ।
বৃত্তং বিলিখ্য বিধিবল্লিখেদ্ ভূপুরমেককম্ ॥ ২১

নৈর্ঋত ও বায়ু কোণে যথাক্রমে ওঁ হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ, ওঁ হ্রীং শিরসে স্বাহা, ওঁ হ্রুং শিখায়ৈ বষট্, ওঁ হ্রৈং কবচায় হুং মন্ত্রে, অগ্রে—ওঁ হ্রৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ মন্ত্রে ও চারিদিকে ওঁ হ্রঃ অস্ত্রায় ফট্ মন্ত্রে পূজা করিয়া, তাহার উপরে মৎস্য মুদ্রা দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া, মূলমন্ত্র দশ বার জপ করিয়া, বং মন্ত্রে ধেনুমুদ্রা দ্বারা অমৃতীকরণ করিয়া, অস্ত্রমন্ত্রের দ্বারা রক্ষা করিয়া, হুং মন্ত্রে অবগুণ্ঠন করিয়া, ভূতিনী ও যোনি মুদ্রা দেখাইয়া, তাহার দক্ষিণে পাদ্যপাত্র ও আচমন পাত্র স্থাপন করিয়া কিছু অর্ঘ্য জল প্রোক্ষণী পাত্রে নিক্ষেপ করিয়া, মূলমন্ত্রে সেই জলের দ্বারা আত্মাকে ও পূজার উপকরণকে অভ্যুক্ষণ করিয়া, পীঠের পূজা করিবেন। ১৮

এই কালিকার পূজা যন্ত্র। প্রথমে ভূমিতে বিন্দু, স্ববীজ ও ভুবনেশীবীজ লিখিয়া তাহার পর অধোমুখ ত্রিকোণ, তাহার বাহিরে অধোমুখ চারিটি ত্রিকোণ, তাহার পর বৃত্ত ও অষ্টদল পদ্ম, পুনরায় বৃত্ত, তাহার পর চতুর্দ্বার যুক্ত ভূগৃহ লিখিবেন। যেমন কালীতন্ত্রে বলিয়াছেন (১৯)—

প্রথমে ত্রিকোণ লিখিয়া তাহার বাহিরে একটি ত্রিকোণ লিখিবে। তাহার পর মন্ত্রজ্ঞ সাধক তাহার বাহিরে একটি ত্রিকোণ লিখিয়া পরে তিনটি উত্তম ত্রিকোণ লিখিবে। তাহার পর ত্রিকোণের বাহিরে একটি বৃত্ত লিখিয়া তাহার পর অষ্টদল পদ্ম লিখিবে। তাহার পর একটি বৃত্ত লিখিয়া যথাবিধি চতুর্দ্বারযুক্ত একটি ভূপুর লিখিবে। ২০-২১

১। খ—প্রদর্শ্য পাদ্যমাচনীয়ং মহাকাভৈরবেতি। সর্ববিঘ্নান্ নাশয়েতি পুনঃ প্রোচ্য মায়া লক্ষ্মীং সমুদ্ধরেৎ।

কুমারীকল্পে—মধ্যে তু বৈন্দবং চক্রং বীজমায়া-বিভূষিতম্। ইতি।
অথ যন্ত্রান্তরং যথা তন্ত্রে (২২)—

শক্ত্যগ্নিভ্যাঞ্চ ষট্‌কোণং শক্তিভিশ্চ নবাত্মকম্।
পদ্মে বসুদলে ভূমিপুশ্চতুর্দ্বার-সংযুতা ॥ ২৩

ইতি। অস্যার্থঃ—শক্তিরধোমুখস্ত্রিকোণং অগ্নিরূর্দ্ধমুখ-ত্রিকোণং তাভ্যাং মধ্যে ষট্‌কোণং তদ্বহিঃ শক্তিভিরধোমুখ-ত্রিকোণ-ত্রয়েণ নবকোণং ততোঽষ্ট-দল-পদ্মং চতুরস্রং চতুর্দ্বারঞ্চেতি ॥ ২৪

পীঠপূজা যথা—ওঁ আধার-শক্তয়ে নমঃ এবং প্রকৃতয়ে, কূর্ম্মায়, শেষায়, পৃথিব্যৈ, সুধাম্বুধয়ে, মণিদ্বীপায়, চিন্তামণি-গৃহায়, শ্মশানায়, পারিজাতায়, তন্মূলে রত্ন-বেদিকায়ৈ, তদুপরি মণিপীঠায়, চতুর্দ্দিক্ষু মুনিভ্যঃ, দেবেভ্যঃ, পরিতো বহুমাংসাস্থি-মোদমান-শিবাভ্যঃ শবমুণ্ডেভ্যঃ। অগ্ন্যাদিকোণেষু ধর্ম্মায়, জ্ঞানায়, বৈরাগ্যায়, ঐশ্বর্য্যায়। পূর্বাদি-দিক্ষু অধর্ম্মায়, অজ্ঞানায়, অবৈরাগ্যায়, অনৈশ্বর্য্যায়। মধ্যে আনন্দকন্দায়, সম্বিন্নালায়, প্রকৃতিময়-পত্রেভ্যঃ,

---

কুমারীকল্পেও বলিয়াছেন—মধ্যে বীজ ও মায়া-বিভূষিত বৈন্দব চক্র (লিখিবেন)। অনন্তর যন্ত্রান্তর কথিত হইতেছে। যেমন তন্ত্রান্তরে বলিয়াছেন (২২)—

শক্তি (অধোমুখ ত্রিকোণ) ও অগ্নি (ঊর্ধ্বমুখ ত্রিকোণ) সহিত মধ্যে ষট্‌কোণ, তাহার বহির্ভাগে শক্তিসমূহের দ্বারা অর্থাৎ অধোমুখ ত্রিকোণ ত্রয়ের দ্বারা নবকোণ, অষ্টদল পদ্ম ও চতুর্দ্বার সংযুক্ত ভূপুর লিখিবেন। ২৩

ইহার অর্থ। শক্তি—অধোমুখ ত্রিকোণ। অগ্নি—ঊর্ধ্বমুখ ত্রিকোণ। তাভ্যাং—তাহার সহিত মধ্যে ষট্‌কোণ। তদ্‌বহিঃ—তাহার বহির্ভাগে। শক্তিভিঃ—অধোমুখ ত্রিকোণ ত্রয়ের সহিত। নবকোণং—নবকোণ। তাহার পর অষ্টদল পদ্ম ও চতুর্দ্বার যুক্ত চতুরস্র (ভূপর)। ২৪

পীঠপূজা। যথা—ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ। এইরূপ প্রকৃতয়ে, কূর্ম্মায়, শেষায়, পৃথিব্যৈ, সুধাম্বুধয়ে, মণিদ্বীপায়, চিন্তামণিগৃহায়, শ্মশানায়, পারিজাতায়, পারিজাতের মূলে—রত্নবেদিকায়ৈ, রত্নবেদীর উপরে—মণিপঠায় চারিটি দিকে—মুনিভ্যঃ, দেবেভ্যঃ। চতুর্দিকে—বহুমাংসাস্থি-মোদমান-শিবাভ্যঃ, শবমুণ্ডেভ্যঃ। অগ্ন্যাদিকোণে—ধর্ম্মায়, জ্ঞানায়, বৈরাগ্যায়, ঐশ্বর্য্যায়। পূর্বাদি দিকে—অধর্ম্মায়, অজ্ঞানায় অবৈরাগ্যায়, অনৈশ্বর্য্যায়। মধ্যে—আনন্দকন্দায়, সম্বিন্নালায়, প্রকৃতিময়-পত্রেভ্যঃ,

---

* কালীপ্রকরণে বহুশঃ পাঠ ব্যতিক্রমঃ পরিলক্ষ্যতে পূর্বপাঠঃ পরত্র পর-পাঠস্তু পূর্বত্র ইতি।

বিকারময়-কেশরেভ্যঃ, তত্ত্বরূপ-কর্ণিকায়ৈ, পদ্মায়, অঁ সূর্য্যমণ্ডলায়, উঁ সোমমণ্ডলায়, মঁ বহ্নিমণ্ডলায়, সঁ সত্ত্বায়, রঁ রজসে, তঁ তমসে, আঁ আত্মনে, অঁ অন্তরাত্মনে, পঁ পরমাত্মনে, হ্রীঁ জ্ঞানাত্মনে। পূর্বাদিতঃ পত্রমূলেষু ইচ্ছায়ৈ, জ্ঞানায়ৈ, ক্রিয়ায়ৈ, কামিন্যৈ, কামদায়িন্যৈ, রত্যৈ, রতিপ্রিয়ায়ৈ, আনন্দায়ৈ। কর্ণিকায়াং মনোন্মন্যৈ, মধ্যে ঐঁ পরায়ৈ, অপরায়ৈ, বিরূপায়ৈ, হ্‌সৌঃ সদাশিকমহাপ্রেত-পদ্মাসনায় নমঃ। ততঃ পুনর্ধ্যাত্বা পুষ্পাঞ্জলাবানীয় যন্ত্রমধ্যে আবাহয়েৎ—

ওঁ দেবেশি! ভক্তি-সুলভে! পরিবার-সমন্বিতে!।
যাবৎ ত্বাং পূজয়িষ্যামি তাবৎ ত্বং সুস্থিরা ভব॥ ২৫

ততো মূলমুচ্চার্য্য শ্রীদক্ষিণকালিকে! দেবি! ইহাবহ ইহাবহ, ইহ তিষ্ঠ তিষ্ঠ, ইহ সন্নিধেহি, ইহ সন্নিধেহি, ইহ সন্নিরুধ্যস্ব, ইহ সন্নিরুধ্যস্ব ইত্যাবাহন-স্থাপন-সন্নিরোধন-মুদ্রাভিরাবাহনাদি কৃত্বা অত্রাধিষ্ঠানং কুরু মম পূজাং গৃহাণেতি সম্মুখীকরণ-মুদ্রয়া সম্মুখীকৃত্য দেবীং ষড়ঙ্গ-ন্যাসেন সকলীকৃত্য হুমিত্যবগুণ্ঠন-মুদ্রয়াবগুণ্ঠ্য বমিতি ধেনুমুদ্রয়ামৃতীকৃত্য, মহামুদ্রাখ্য-পরমী-

---

বিকারময়-কেশরেভ্যঃ তত্ত্বরূপ-কর্ণিকায়ৈ, পদ্মায়, ওঁ অং সূর্য্যমণ্ডলায়, ওঁ উং সোম-মণ্ডলায়, সং সত্ত্বায়, রং রজসে, তং তমসে, আং আত্মনে, অং অন্তরাত্মনে, পং পরমাত্মনে, হ্রীং জ্ঞানাত্মনে। পূর্বাদিক্রমে পত্রের মূলে—ইচ্ছায়ৈ, জ্ঞানায়ৈ, ক্রিয়ায়ৈ কামিন্যৈ, কামদায়িন্যৈ, রত্যৈ, রতিপ্রিয়ায়ৈ, আনন্দায়ৈ। কর্ণিকায়—মনোন্মন্যৈ। মধ্যে—ঐং পরায়ৈ, অপরায়ৈ, বিরূপায়ৈ, হ্‌সৌঃ সদাশিব-মহাপ্রেত-পদ্মাসনায় নমঃ। তাহার পর পুনরায় ধ্যান করিয়া পুষ্পাঞ্জলিতে তাঁহাকে আনিয়া যন্ত্রমধ্যে তাঁহাকে আবাহন করিবেন। বলিবেন—

ওঁ দেবেশি! ভক্তি-সুলভে। পরিবার-সমন্বিতে।
যাবৎ ত্বাং পূজয়িষ্যামি তাবৎ ত্বং সুস্থিরা ভব॥ ২৫

তাহার পর মূল মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া, শ্রীদক্ষিণ-কালিকে। দেবি। ইহাবহ ইহাবহ ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ, ইহ সন্নিধেহি ইহ সন্নিধেহি, ইহ সন্নিরুধ্যস্ব, ইহ সন্নিরুধ্যস্ব মন্ত্রে আবাহন, স্থাপন, সন্নিধাপন, সন্নিরোধন মুদ্রাসমূহের দ্বারা আবাহনাদি করিয়া, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু মম পূজাং গৃহাণ—এই মন্ত্রে সম্মুখীকরণ মুদ্রায় সম্মুখীকরণ করিয়া দেবীকে ষড়ঙ্গন্যাসের দ্বারা সকলীকরণ করিয়া, হুং এই মন্ত্রে অবগুণ্ঠন মুদ্রায় অবগুণ্ঠন করিয়া, বং মন্ত্রে ধেনুমুদ্রায় অমৃতীকরণ করিয়া; মহামুদ্রা নামক পরমী-

করণ-মুদ্রয়া পরমীকৃত্য ভূতিন্যাকর্ষণী-যোনিমুদ্রাঃ প্রদর্শ্য প্রাণপ্রতিষ্ঠাং বিধায় পূজয়েৎ। ২৬

সব্যহস্তকৃতা মুষ্টির্দীর্ঘাধোমুখ-তর্জনী।
অবগুণ্ঠন-মুদ্রেয়মভিতো ভ্রামিতা মতা॥ ২৭
অন্যোন্য-গ্রথিতাঙ্গুষ্ঠা প্রসারিত-করাঙ্গুলিঃ।
মহামুদ্রেয়মুদিতা পরমীকরণে বুধৈঃ॥ ২৮

পরমীকরণমায়ুধাভরণাদিভিঃ পূর্ণীকরণম্।

বদ্ধা তু যোনিমুদ্রাং বৈ মধ্যমে কুটিলে কুরু।
অঙ্গুষ্ঠেন তদগ্রন্তু মুদ্রৈষা ভূতিনী মতা॥ ২৯
মধ্যমা-তর্জনীভ্যাঞ্চ কনিষ্ঠানামিকে সমে।
অঙ্কুশাকার-রূপাভ্যাং মধ্যমে পরমেশ্বরি!॥ ৩০
অঙ্গুষ্ঠঞ্চ বিযুঞ্জীত কনিষ্ঠানামিকোপরি।
ইয়মাকর্ষণী মুদ্রা ত্রৈলোক্যাকর্ষণী পরা॥ ৩১

ততো মূলমুচ্চার্য্য এতৎপাদ্যং দক্ষিণ-কালিকায়ৈ নমঃ, এবমিদমর্ঘ্যং স্বাহা, ইদমাচমনীয়ং স্বধা, স্নানীয়ং নিবেদয়ামি। পুনরাচমনীয়ং স্বধা। এষ গন্ধো

করণ মুদ্রায় পরমীকরণ করিয়া, ভূতিনী, আকর্ষণী ও যোনিমুদ্রা দেখাইয়া প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা করিবেন। ২৬

বাম ও দক্ষিণ উভয় হস্তের মুষ্টি করিয়া দীর্ঘ ও অধোমুখ তর্জনীকে উভয় দিকে ভ্রামিত করিলে ইহা অবগুণ্ঠন মুদ্রা বলিয়া কথিত হয়। ২৭

উভয় হস্তের অঙ্গুষ্ঠকে পরস্পর গ্রথিত করিয়া হাতের অন্যান্য অঙ্গুলি প্রসারিত হইবে। পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক পরমীকরণে ইহা মহামুদ্রা বলিয়া কথিত হয়। ২৮

পরমীকরণ হইতেছে আয়ুধ ও আভরণাদি দ্বারা পূর্ণীকরণ। যোনি মুদ্রা বন্ধন করিয়া মধ্যমাঙ্গুলি দুইটিকে কুটিল করিবে। অঙ্গুষ্ঠের সহিত তাহার অগ্রকে যুক্ত করিবে। ইহা ভূতিনী মুদ্রা নামে কথিত হয়। ২৯

হে পরমেশ্বরি। অঙ্কুশাকার মধ্যমা ও তর্জনীর সহিত কনিষ্ঠা ও অনামিকাকে সমান করিবে। কনিষ্ঠা ও অনামিকার উপরিভাগে অঙ্গুষ্ঠযোগ করিবে। ইহা শ্রেষ্ঠ অকর্ষণী মুদ্রা। ইহা ত্রৈলোক্যকে আকর্ষণ করিতে পারে। ৩০-৩১

তাহার পর মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া এতৎ পাদ্যং দক্ষিণ-কালিকায়ৈ নমঃ মন্ত্রে পাদ্য দিবে। এইরূপ ইদমর্ঘ্যং স্বাহা মন্ত্রে অর্ঘ্য, ইদমাচনীয়ং স্বধা মন্ত্রে আচমন, ইদং

নমঃ, এতানি পুষ্পাণি বৌষট্, ততো মূলেন পুষ্পাঞ্জলিপঞ্চকং দত্ত্বা ধূপদীপৌ দদ্যাৎ। যথা—মূলমুচ্চার্য্য এষ ধূপঃ ওঁ দক্ষিণ-কাল্যৈ নমঃ ইত্যুৎসৃজ্য ওঁ জয়ধ্বনি-মন্ত্রমাতঃ স্বাহেতি ঘণ্টামভ্যর্চ্য বামপাণিনা বাদয়ন্

ওঁ বনস্পতি রসো দিব্যো গন্ধাঢ্যঃ সুমনোহরঃ।
আঘ্রেয়ঃ সর্বদেবানাং ধূপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্॥ ৩২

ইতি পঠিত্বা নীচৈর্ধূপং প্রচালয়েৎ। ততো মূলমুচ্চার্য্য এষ দীপঃ ওঁ দক্ষিণ-কাল্যৈ নমঃ ইত্যুৎসৃজ্য বামেন ঘণ্টাং বাদয়ন্

ওঁ সুপ্রকাশো মহাদীপঃ সর্বতস্তিমিরাপহঃ।
সবাহ্যাভ্যন্তরং জ্যোতির্দীপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্॥ ৩৩

ইত্যুক্ত্বা দৃষ্টি-পর্য্যন্তং দীপং চালয়েৎ। ততো মূলেন পুষ্পাঞ্জলিত্রয়ং দত্ত্বা নৈবেদ্যমাচমনীয়ং তাম্বুলঞ্চ দত্ত্বা শ্রীদক্ষিণকালিকে দেবি! আবরণং তে পূজয়ামীত্যনুজ্ঞাং গৃহীত্বাবরণানি পূজয়েৎ। যথা অগ্ন্যাদি-কোণ-কেশরেষু-

---

স্নানীয়ং নিবেদয়ামি মন্ত্রে স্নানীয়, পুনরাচমনীয়ং স্বধা মন্ত্রে পুনরায় আচমন, এষ গন্ধো নমঃ মন্ত্রে গন্ধ, এতানি পুষ্পানি বৌষট্ মন্ত্রে পুষ্পসমূহ দিবেন। তাহার পর মূলের দ্বারা পাঁচ বার পুষ্পাঞ্জলি দিয়া ধূপ ও দীপ দিবেন। যথা—মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া এষ ধূপঃ ওঁ দক্ষিণকাল্যৈ নমঃ মন্ত্রে ধূপকে উৎসর্গ করিয়া, ওঁ জয়ধ্বনি মন্ত্রমাতঃ স্বাহা এই মন্ত্রে ঘণ্টাকে অর্চনা করিয়া বামহাতে ঘণ্টাকে বাজাইতে বাজাইতে—

ওঁ বনস্পতিরসো দিব্যো গন্ধাঢ্যঃ সুমনোহরঃ।
আঘ্রেয়ঃ সর্বদেবানাং ধূপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্॥ ৩২

এই শ্লোক মন্ত্র পড়িয়া দেবীর নিম্নে ধূপকে চালিত করিবেন। তাহার পর মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া এষঃ দীপঃ ওঁ দক্ষিণকাল্যৈ নমঃ মন্ত্রে দীপকে উৎসর্গ করিয়া বাম হাতে ঘণ্টা বাজাইতে বাজাইতে—

ওঁ সুপ্রকাশো মহাদীপঃ সর্বতস্তিমিরাপহঃ।
সবাহ্যাভ্যন্তরং জ্যোতির্দীপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্॥ ৩৩

এই শ্লোক মন্ত্র বলিয়া দৃষ্টি পর্য্যন্ত দীপকে চালিত করিবে। তাহার পর মূলের দ্বারা তিনবার পুষ্পাঞ্জলি দিয়া, নৈবেদ্য, আচমন ও তাম্বুল দিয়া শ্রীদক্ষিণ-কালিকে। দেবি। আবরণং তে পূজয়ামি এই বলিয়া অনুজ্ঞা গ্রহণ করিয়া আবরণ সমূহের পূজা করিবেন। যথা অগ্ন্যাদি কোণের কেশর সমূহে—

তুষার-স্ফটিক-শ্যাম-নীল-কৃষ্ণারুণার্চিষঃ।
বরদাভয়ধারিণ্যঃ পুরাতন-নব-স্ত্রিয়ঃ ॥ ৩৪

ইতি ধ্যাত্বা ওঁ ক্রাঁ হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদিনা, মধ্যে ওঁ ক্রোঁ নেত্র-ত্রয়ায় বৌষট্, চতুর্দিক্ষু ওঁ ক্রঃ অস্ত্রায় ফট্। ওঁ হ্রাঁ হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদিনা বা। ততো বায়ব্যাদীশ-পর্য্যন্তং গুরুপঙ্‌ক্তিং সমর্চয়েৎ। যথা—ওঁ মহাদেব্যম্বায়ৈ নমঃ, ওঁ মহাদেবানন্দনাথায় নমঃ এবং ক্রমেণ দিব্যৌঘ-সিদ্ধৌঘ-মানবৌঘান্ গুরূনর্চয়েৎ। তত ওঁ গুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরমগুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরাপর-গুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরমেষ্ঠি-গুরুভ্যো নমঃ ইতি পূজয়েৎ। যথা বীরতন্ত্রে (৩৫)—

শ্রীদেব্যুবাচ—আদৌ সর্বত্র দেবেশ ! মন্ত্রদঃ পরমো গুরুঃ।
পরাপরগুরুস্ত্বং হি পরমেষ্ঠিরহং স্বতঃ ॥ ৩৬

ঈশ্বর উবাচ—সর্বমন্ত্রেষু বিদ্যাসু স্বয়ং প্রকৃতি-রূপিণী।
ততঃ পুরুষরূপস্তু ততঃ স্বগুরু সন্ততিঃ ॥ ৩৭
তেন চাহং মদংশাশ্চ মদ্ভক্তাশ্চাবিশেষতঃ।

ওঁ তুষার-স্ফটিক-শ্যাম-নীল-কৃষ্ণারুণার্চিষঃ।
বরদাভয়-ধারিণ্যঃ পুরাতন-নবস্ত্রিয়ঃ ॥ ৩৪

এইরূপ ধ্যান করিয়া ওঁ ক্রাং হৃদয়ায় নমঃ, ওঁ ক্রীং শিরসে স্বাহা, ওঁ ক্রুং শিখায়ৈ বষট্, ওঁ ক্রৈং কবচায় হুং মন্ত্রে অগ্ন্যাদি চারিকোণে পূজা করিয়া, মধ্যে—ওঁ ক্রোং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। চারিদিকে—ওঁ ক্রঃ অস্ত্রায় ফট্, মন্ত্রে ষড়ঙ্গের পূজা করিবেন। অথবা ওঁ হ্রাং হৃদয়াদি নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে ষড়ঙ্গের পূজা করিবেন। তাহার পর বায়ু-কোণ হইতে ঈশান কোণ পর্য্যন্ত গুরু পঙ্‌ক্তির পূজা করিবেন। যথা—ওঁ মহাদেব্য-ম্বায়ৈ নমঃ, ওঁ মহাদেবানন্দনাথায় নমঃ এই ক্রমে দিব্যৌঘ, সিদ্ধৌঘ মানবৌঘ, গুরু-সমূহকে অর্চনা করিবেন। তাহার পর ওঁ গুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরমগুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরাপরগুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরমেষ্ঠিগুরুভ্যো নমঃ মন্ত্রে গুরু পঙ্‌ক্তির পূজা করিবেন। যেমন বীরতন্ত্রে বলিয়াছেন (৩৫)—

শ্রীদেবী বলিলেন—হে দেবেশ। প্রথমে সর্বত্র মন্ত্রদাতাই হইলেন পরম গুরু। তুমিই পরাপর গুরু, আমি স্বতঃই পরমেষ্ঠী গুরু। ৩৬

ঈশ্বর বলিলেন—সর্ব মন্ত্রে সমস্ত বিদ্যাতে স্বয়ং তুমি প্রকৃতিরূপিণী, তাহার পর পুরুষ তাহার পর স্বগুরু সন্ততি। হে দেবি। সেই জন্য আমি, আমার অংশ ও আমার

দিব্যৌঘা গুরবো দেবি! সিদ্ধৌঘা গুরবস্তথা।
মানবৌঘাঃ সমাসেন কথয়ামি তবাগ্রতঃ ॥ ৩৮
তত্রাদৌ কালিকাদেবী তস্যাঃ শৃণু গুরুক্রমম্।
মহাদেবী মহাদেবস্ত্রিপুরশ্চৈব ভৈরবঃ।
দিব্যৌঘা গুরবঃ প্রোক্তাঃ সিদ্ধৌঘান্ কথয়ামি তে ॥ ৩৯
ব্রহ্মানন্দঃ পূর্ণদেবশ্চলচিত্তশ্চলাচলঃ।
কুমারঃ ক্রোধনশ্চৈব বরদঃ স্মরদীপনঃ।
মায়া মায়াবতী চৈব মানবৌঘান্ শৃণু প্রিয়ে! ॥ ৪০
বিমলঃ ক্রকরশ্চৈব ভীমসেনঃ সুধাকরঃ।
নীলো গোরক্ষকশ্চৈব ভোজদেবঃ প্রজাপতিঃ ॥ ৪১
মূলদেবো রন্তিদেবো বিঘ্নেশ্বর-হুতাশনৌ।
সময়ানন্দ-সন্তোষৌ কালিকা-গুরবঃ স্মৃতাঃ।
আনন্দনাথ-শব্দান্তাঃ গুরবঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৪২

তথা— অজ্ঞানাদ্ গুরুনাম্নাং বৈ গুরু-ত্রিতয়মর্চয়েৎ।
চতুষ্টয়ং বা সঙ্কোচো ন চ কার্য্যস্ততঃ পরম্ ॥ ৪৩

ভক্ত সমূহ অবিশেষে দিব্যৌঘ গুরু। সেইরূপ সিদ্ধৌঘ গুরু আছে। মানবৌঘ গুরু আছে। তোমার অগ্রে সংক্ষেপে সেই সকল বলিতেছি। ৩৭-৩৮

তন্মধ্যে প্রথমে কালিকা দেবী। তাঁহার পর গুরুক্রম শ্রবণ কর। মহাদেবী, মহাদেব, ত্রিপুরভৈরব দিব্যৌঘ গুরু বলিয়া প্রখ্যাত। তোমাকে সিদ্ধৌঘ গুরুবর্গ বলিতেছি। ৩৯

ব্রহ্মানন্দ, পূর্ণদেব, চলচিত্ত, চলাচল, কুমার, ক্রোধন, বরদ, স্মরদীপন, মায়া, মায়াবতী —ইঁহারা সিদ্ধৌঘ। তুমি মানবৌঘ গুরুবর্গ শ্রবণ কর। ৪০

বিমল, ক্রকর, ভীমসেন, সুধাকর, নীল গোরক্ষ, ভোজদেব, প্রজাপতি, মূলদেব, রন্তিদেব, বিঘ্নেশ্বর, হুতাশন, সময়ানন্দ, সন্তোষ—ইঁহারা কালিকার গুরু বলিয়া কথিত হইয়াছেন। গুরুবর্গ আনন্দ নাথ শব্দান্ত হইয়া থাকেন। ৪১-৪২

সেইরূপ আরও বলিয়াছেন—গুরুর নাম অজ্ঞাত হইলে গুরু ত্রিতয়কে—গুরু, পরম গুরু ও পরাপর গুরুকে অর্চ্চনা করিবেন অথবা গুরু চতুষ্টয়কে—গুরু, পরম-গুরু, পরাপর গুরু ও পরমেষ্ঠীগুরুকে অর্চনা করিবে। ইহার পর আর সঙ্কোচ করিবে না। ৪৩

গুরুঃ পরমগুরুশ্চৈব পরাপর-গুরুস্ততঃ।
পরমেষ্ঠী-গুরুশ্চৈব কথিতা গুরবস্ততঃ ॥ ৪৪

ভৈরবতন্ত্রে— ঋষ্যন্তা গুরবো বিষ্ণোর্নাথান্তা গুরবঃ শিবে!।
আনন্দান্তাশ্চ নাথান্তাঃ শক্তৌ চ গুরবঃ স্মৃতাঃ ॥ ৪৫

ততঃ বহিঃ-ষট্‌কোণে—ওঁ কাল্যৈ নমঃ এবং কপালিন্যৈ, কুল্লায়ৈ, কুরুকুল্লায়ৈ, বিরোধিন্যৈ, বিপ্রচিত্তায়ৈ। অন্তস্ত্র্যস্রে—উগ্রায়ৈ, উগ্রপ্রভায়ৈ, দীপ্তায়ৈ। দ্বিতীয়-ত্র্যস্রে—ওঁ নীলায়ৈ, ঘনায়ৈ, বলাকায়ৈ। তৃতীয়-ত্র্যস্রে—মাত্রায়ৈ, মুদ্রায়ৈ, মিতায়ৈ ॥ ৪৬

সর্বাঃ শ্যামা অসিকরা মুণ্ডমালা-বিভূষিতাঃ।
তর্জনীং বামহস্তেন ধারয়ন্ত্যঃ শুচি-স্মিতাঃ।
দিগম্বরা হসন্মুখ্যঃ স্বস্ববাহন-ভূষিতাঃ ॥ ৪৭

ইতি ধ্যাত্বাঽর্চয়েৎ। ততোঽষ্টপত্রেষু পূর্বাদিতঃ ওঁ আং ব্রাহ্ম্যৈ নমঃ। এবং ওঁ ঈঁ নারায়ণ্যৈ, ওঁ উং মাহেশ্বর্য্যৈ, ওঁ ঋঁ চামুণ্ডায়ৈ। ওঁ ৯ঁ কৌমার্য্যৈ ওঁ ঐঁ অপরাজিতায়ৈ। ওঁ ঔঁ বারাহ্যৈ, ওঁ অঃ নারসিংহ্যৈ ইতি সম্পূজ্য

গুরু, পরম-গুরু, তাহার পর পরাপর গুরু, তাহার পর পরমেষ্ঠী গুরু, গুরু পঙ্‌ক্তি বলিয়া কথিত হইয়াছেন। ৪৪

ভৈরব তন্ত্রে বলিয়াছেন—বিষ্ণুর গুরু ঋষ্যন্ত হইবে। শিবের গুরুবর্গ নাথান্ত হইবে। শক্তির গুরুবর্গ আনন্দান্ত ও নাথান্ত অর্থাৎ আনন্দনাথান্ত হইবে। ইহা কথিত হইয়াছে। ৪৫

তাহার বাহিরের ছয়টি কোণে ওঁ কাল্যৈ নমঃ। এইরূপ কপালিন্যৈ, কুল্লায়ৈ, কুরুকুল্লায়ৈ, বিরোধিন্যৈ, বিপ্রচিত্তায়ৈ। মধ্য ত্রিকোণে—উগ্রায়ৈ, উগ্রপ্রভায়ৈ, দীপ্তায়ৈ। দ্বিতীয় ত্রিকোণে—ওঁ নীলায়ৈ, ঘনায়ৈ, বলাকায়ৈ। তৃতীয় ত্রিকোণে—মাত্রায়ৈ, মুদ্রায়ৈ, ওঁ মিতায়ৈ নমঃ মন্ত্রে পূজা করিবে। ৪৬

ইঁহারা সকলেই শ্যামবর্ণা, অসিহস্তা, মুণ্ডমালায় বিভূষিতা, বামহস্তে তর্জনীমুদ্রাধারিণী, শুচিস্মিতা, দিগম্বরা, হসন্মুখী ও নিজ নিজ বাহনে ভূষিতা। ৪৭

এইরূপ ধ্যান করিয়া অর্চনা করিবেন। তাহার পর অষ্টপত্রে পূর্বাদিক্রমে ওঁ আং ব্রাহ্ম্যৈ নমঃ, ওঁ ঈং নারায়ণ্যৈ নমঃ, ওঁ উং মাহেশ্বর্য্যৈ নমঃ, ওঁ ঋং চামুণ্ডায়ৈ নমঃ, ওঁ ৯ং কৌমার্য্যৈ নমঃ, ওঁ ঐং অপরাজিতায়ৈ নমঃ, ওঁ ঔং বারাহ্যৈ নমঃ,

মূলেন পুষ্পাঞ্জলি-ত্রয়ং দদ্যাৎ। ততঃ পাদ্যাদিনা মহাকালমর্চয়েৎ। যথা কুমারীকল্পে (৪৮)—

দেব্যাস্তু দক্ষিণে ভাগে মহাকালং প্রপূজয়েৎ।

তত্র মন্ত্রঃ—হুঁ ক্ষ্ৰৌঁ যাঁ রাঁ লাঁ বাঁ ক্রোঁ মহাকালভৈরব! সর্ববিঘ্নান্ নাশয় নাশয় হ্রীঁ শ্রীঁ ফট্ স্বাহা। যথা কালীকল্পে (৪৯)—

কবচং ক্ষ্ৰৌঁ সমুদ্ধৃত্য যাঁ রাঁ লাঁ বাঁ চ ক্রোঁ ততঃ।
মহাকাল ভৈরবেতি সর্ববিঘ্নান্ নাশয়েতি চ ॥ ৫০
নাশয়েতি পুনঃ প্রোচ্য মায়াং লক্ষ্মীং সমুদ্ধরেৎ।
ফট্ স্বাহয়া সমাযুক্তো মন্ত্রঃ সর্বার্থ-সাধকঃ[১] ॥ ৫১

কবচং পঞ্চমস্বরবদ্-রূপম্। ততো মহাকালং ত্রিস্তর্পয়িত্বা পত্রাগ্রেষু পূর্বাদিতঃ ঐঁ হ্রীঁ অসিতাঙ্গায় ভৈরবায় নমঃ। এবং রুরবে, চণ্ডায়, ক্রোধায়, উন্মত্তায়, কপালিনে, ভীষণায়, সংহারায় ইত্যভ্যর্চ্য[২] তদ্বহিরিন্দ্রাদি-লোক-পালান্ তদ্বহির্বজ্রাদ্যস্ত্রাণি চ পূজয়েৎ। যথা কুমারীতন্ত্রে (৫২)—

ওঁ অঃ নারসিংহ্যৈ নমঃ—এইরূপে পূজা করিয়া মূলমন্ত্রে ৩ বার পুষ্পাঞ্জলি দিবেন। অনন্তর—পাদ্যাদি উপচারে মহাকালকে পূজা করিবেন। যেমন কুমারীকল্পে বলিয়াছেন (৪৮)—

দেবীর দক্ষিণভাগে মহাকালকে উত্তমরূপে পূজা করিবে। সেই মহাকালের মন্ত্রঃ—হুং ক্ষ্ৰৌং যাং রাং লাং বাং ক্রোং মহাকালভৈরব সর্ববিঘ্নান্ নাশয় নাশয় হ্রীং শ্রীং ফট্ স্বাহা। যেমন কালীকল্পে বলিয়াছেন (৪৯)—

কবচ (হুং) ক্ষ্ৰৌংকে উদ্ধার করিয়া যাং রাং লাং বাং ক্রোং বলিবেন। তাহার পর মহাকাল-ভৈরব এই পদ ও সর্ববিঘ্নান্ নাশয় এই পদ এবং নাশয় এই পদ পুনরায় বলিয়া মায়া (হ্রীং) ও লক্ষ্মীকে (শ্রীং) উদ্ধার করিবে। এই মন্ত্র ফট্ ও স্বাহা দ্বারা যুক্ত হইয়া সর্বার্থ সাধক হয়। ৫০-৫১

কবচটি পঞ্চম স্বর রূপ বিশিষ্ট হইবে। তাহার পর মহাকালকে ৩ বার তর্পণ করিয়া, পত্রের অগ্রে পূর্বাদিক্রমে ওঁ ঐং হ্রীং অসিতাঙ্গায় ভৈরবায় নমঃ। এইরূপ রুরবে, চণ্ডায়, ক্রোধায়, উন্মত্তায়, কপালিনে, ভীষণায়, সংহারিণে নমঃ মন্ত্রে—এই

১। খ—সর্বার্থ সাধকঃ। ততো মহাকালং ত্রিস্তর্পয়িত্বা। ২। খ—তদ্বহিঃ ওঁ ইন্দ্রায়, অগ্নয়ে, যমায়, নৈঋতায়, বরুণায়, বায়বে, কুবেরায়, ঈশানায়, ব্রহ্মণে, অনন্তায়। তদ্বহিঃ ওঁ বজ্রায়, শক্তয়ে, দণ্ডায়, খড়্গায়, পাশায়, অঙ্কুশায়, গদায়ৈ, শূলায়, পদ্মায়, চক্রায়। ততো দেব্যা বামোর্ধ্বহস্তে।

ব্রাহ্ম্যাদ্যাঃ পূজয়েৎ পত্রে পত্রাগ্রে ভৈরবান্ যজেৎ।
লোকপালাংস্ততো বাহ্যে তদস্ত্রাণি চ তদ্বহিঃ॥ ৫৩

ততো দেব্যা বামোর্দ্ধ-হস্তে—ওঁ খং খড়্গায়, এবং অধো—নৃমুণ্ডায়। দক্ষোর্দ্ধহস্তে—ওঁ অঁ অভয়ায়। এবমধঃ—বরায়। ততো ষড়ঙ্গন্যাসং বিধায় মূলেন পঞ্চোপচারৈর্দেবীং পূজয়েৎ। যথা কালীতন্ত্রে (৫৪)—

মহাকালং যজেদ্ যত্নাৎ পশ্চাদ্দেবীং প্রপূজয়েৎ।

কুমারীকল্পে— ততো নীরাজনং কুর্য্যাদ্ দশবারং প্রদীপকৈঃ। ৫৫

ততঃ প্রাণায়ামং বিধায় কামকলাং ধ্যাত্বা শিরসি গুরুং হৃদি দেবীং ভাবয়ন্ যথাশক্তি জপেৎ। ততঃ প্রাণায়ামং কৃত্বা অর্ঘ্যাজ্জল-পুষ্পাদিকং গৃহীত্বা গুহ্যেত্যাদিনা দেব্যা বামহস্তে জপং সমর্প্য স্তুত্বা প্রদক্ষিণীকৃত্যাষ্টাঙ্গ-পাতং প্রণমেৎ, জগন্মঙ্গলং নাম কবচঞ্চ পঠেৎ। তত ওঁ ইতঃ পূর্বমিত্যা-দিনাত্মসমর্পণং কৃত্বা যোনিমুদ্রাং প্রদর্শ্যাবরণানি দেব্যঙ্গে বিলাপ্য সংহার-

---

ভৈরবগণকে পূজা করিয়া, তাহার বহির্ভাগে ইন্দ্রাদি লোকপাল, তাহার বহির্ভাগে বজ্রাদি অস্ত্র সমূহের পূজা করিবেন। যেমন কুমারীতন্ত্রে বলিয়াছেন (৫২)—

পত্রে ব্রাহ্মী প্রভৃতি মাতৃগণকে, পত্রের অগ্রে ভৈরবগণকে পূজা করিবেন। তাহার বাহিরে চতুরস্রের মধ্যে লোকপালগণকে, তাহার বাহিরে তাঁহাদের অস্ত্রসমূহকে পূজা করিবেন। ৫৩

তাহার পর দেবীর বাম উর্ধ্বহস্তে—ওঁ খং খড়্গায়। এইরূপ অধোহস্তে—নৃমুণ্ডায়। দক্ষিণের উর্ধ্ব হস্তে—ওঁ অং অভয়ায়। এইরূপ অধোহস্তে—বং বরায় নমঃ মন্ত্রে পূজা করিবেন। তাহার পর ষড়ঙ্গন্যাস করিয়া মূলমন্ত্রের দ্বারা পঞ্চোপচারে দেবীকে পূজা করিবেন। যেমন কালীতন্ত্রে বলিয়াছেন (৫৪)—

মহাকালকে যত্নপূর্বক পূজা করিবে। তাহার পর দেবীকে উত্তমরূপে পূজা করিবে। কুমারীকল্পে বলিয়াছেন—তাহার পর প্রদীপ সমূহের দ্বারা দশবার নীরাজন করিবে। ৫৫

তাহার পর প্রাণায়াম করিয়া কামকলাকে ধ্যান করিয়া মস্তকে গুরু, হৃদয়ে দেবীকে ভাবনা করিতে করিতে যথা শক্তি জপ করিবেন। তাহার পর প্রাণায়াম করিয়া, অর্ঘ্য হইতে জল, পুষ্পাদি লইয়া ওঁ গুহ্যাতি ইত্যাদি মন্ত্রে দেবীর বামহাতে জপ সমর্পণ করিয়া স্তুতি করিয়া প্রদক্ষিণ করিয়া অষ্টাঙ্গ প্রণাম করিবেন এবং জগন্মঙ্গল নামক কবচ পড়িবেন। তাহার পর "ওঁ ইতঃ পূর্বম্" ইত্যাদি মন্ত্রে আত্মসমর্পণ করিয়া যোনিমুদ্রা দেখাইয়া, আবরণ সমূহকে দেবীর অঙ্গে বিলাপিত

মুদ্রয়া হে দেবি! পূজিতাসি ক্ষমস্বেতি বিসৃজ্য তত্তেজঃ পুষ্পেণ সহানীয় বামনাসা-বিবর-বর্ত্মনা স্বহৃদয়মারোপয়েৎ। ৫৬

ওঁ উত্তরে শিখরে দেবি! ভূম্যাং পর্বতবাসিনি!।
ব্রহ্মযোনি-সমুৎপন্নে গচ্ছ দেবি! মমান্তরম্॥ ৫৭

ইতি মন্ত্রেণ। তত ঐশান্যাং মণ্ডলিকাং কৃত্বা তত্র ওঁ উচ্ছিষ্ট-চাণ্ডালিন্যৈ[১] নমঃ ইতি ত্রিঃ সংপূজ্য যন্ত্রলেপং বামহস্তে কৃত্বা দক্ষিণহস্ত-কনিষ্ঠয়া তত্র মায়াবীজং বিলিখ্য তয়া তিলকং কুর্য্যাৎ। যথা (৫৮)—

বামে কৃত্বা যন্ত্রলেপং মায়াং সব্য-কনিষ্ঠয়া।
বিলিখ্য তিলকং কুর্য্যান্ মন্ত্রেণানেন সাধকঃ॥ ৫৯
যং যং স্পৃশামি হস্তেন যং যং পশ্যামি চক্ষুষা।
স স মে বশ্যতাং যাতু যদি শক্রসমো ভবেৎ॥ ৬০

জপকালে জিহ্বা কর্পূরাঢ্যা কার্য্যা। "কর্পূরাঢ্যা সদা জিহ্বা কর্ত্তব্যা জপ-কর্মণি" ইতি বিশ্বসার-বচনাৎ। ইদং কাম্য জপ-বিষয়কমিতি তত্ত্বম্।

করিয়া, সংহার মুদ্রায় "হে দেবি! পূজিতাসি ক্ষমস্ব" এই মন্ত্রে বিসর্জন করিয়া সেই তেজঃ পুষ্পের সহিত আনিয়া বাম নাসিকার রন্ধ্রপথে নিজের হৃদয়ে "উত্তরে শিখরে" ইত্যাদি মন্ত্রে আরোপিত করিবেন। ৫৬

তাহার পর ঈশানে মণ্ডল করিয়া, সেই মণ্ডলে ওঁ উচ্ছিষ্ট-চাণ্ডালিন্যৈ নমঃ মন্ত্রে ৩ বার পূজা করিয়া বামহাতে যন্ত্রলেপ ধারণ করিয়া, দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠার দ্বারা সেইখানে মায়াবীজ লিখিয়া সেই যন্ত্রলেপ দ্বারা তিলক করিবেন। যেমন তন্ত্রে বলিয়াছেন (৫৭-৫৮)—

সাধক বাম হস্তে যন্ত্রের লেপ করিয়া, দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠা দ্বারা সেইখানে মায়া লিখিয়া বক্ষ্যমাণ এই মন্ত্রের দ্বারা তিলক করিবেন। ৫৯

সেই মন্ত্রের অর্থ হইতেছে—হস্তের দ্বারা যাহাকে যাহাকে স্পর্শ করিবে, যাহাকে যাহাকে চক্ষুঃ দ্বারা দর্শন করিবে। যদি সে সকলে ইন্দ্রতুল্য হয়, তবেও সে আমার বশ্যত্ব প্রাপ্ত হইবে। ৬০

জপকালে জিহ্বাকে কর্পূর যুক্ত করিবে। যেহেতু কর্পূরাঢ্যা সদা জিহ্বা কর্ত্তব্যা জপকর্মণি অর্থাৎ জপকর্মে জিহ্বাকে সর্বদা কর্পূর যুক্ত করিবে—এই বিশ্বসারতন্ত্রের বচন আছে। এই বচনটি কাম্য জপ-বিষয়ক, ইহাই তত্ত্ব। সেই কালিকার নৈবেদ্য

১। খ—উচ্ছিষ্ট চাণ্ডাল্যৈ।

তন্নৈবেদ্যং শিষ্টেভ্যো দত্বা কিঞ্চিৎ স্বীকৃত্য যন্ত্রোদকং পীত্বা নির্মাল্যং শিরসা বিধৃত্য[১] ত্রৈলোক্যং বশীকুর্য্যাৎ। ৬১

অস্য পুরশ্চরণং লক্ষদ্বয়-জপঃ। যথা কালীতন্ত্রে—

লক্ষমেকং জপেন্ মন্ত্রং হবিষ্যাশী দিবা শুচিঃ।
রাত্রৌ তাম্বুল-পূর্ণাস্যঃ শয্যায়াং লক্ষমানতঃ। ৬২

ব্যবস্থামাহ স্বতন্ত্র-তন্ত্রে—

দিবা লক্ষং শুচির্ভূত্বা হবিষ্যাশী জপেন্নরঃ।
ততস্তু তদ্দশাংশেন হোময়েদ্ হবিষা প্রিয়ে[২]! ৬৩

তেন যাবতা কালেন সিধ্যতি, তাবতা দিবা লক্ষং জপ্ত্বা দিবৈব তদ্দশাংশং জুহুয়াৎ। ততঃ পরং যাবতা সিধ্যতি, তাবতা রাত্রৌ শয্যায়াং তাম্বুলপূর্ণাস্যো লক্ষং জপ্ত্বা রাত্রাবেব তদ্দশাংশং জুহুয়াদিত্যর্থঃ। অত্রাঙ্গস্য কালান্তরমাহ নীলসারস্বতে (৬৪)—

নিজ ভক্ত ব্যক্তিগণকে দিয়া, নিজে কিছু গ্রহণ করিয়া, যন্ত্রোদক পান করিয়া, নির্মাল্য মস্তকে ধারণ করিয়া যথেচ্ছভাবে বিচরণ করিবেন। তাহার পর মূলের দ্বারা ১০৮ বার অভিমন্ত্রিত পুষ্প চন্দন ধারণ করিয়া ত্রৈলোক্যকে বশ করিতে পারিবেন। ৬১

এই মন্ত্রের পুরশ্চরণ লক্ষদ্বয় জপ। যেমন কালীতন্ত্রে বলিয়াছেন—এক লক্ষ মন্ত্র জপ করিবে। হবিষ্যাশী ও শুচি হইয়া দিবাতে এক লক্ষ মন্ত্র জপ করিবে। রাত্রিতে শয্যায় মুখে তাম্বুলপূর্ণ করিয়া লক্ষ পরিমাণ জপ করিবে। ৬২

স্বতন্ত্রতন্ত্রে ব্যবস্থা বলিতেছেন—মানব হবিষ্যাশী ও শুচি হইয়া দিবাতে লক্ষ মন্ত্র জপ করিবে। হে প্রিয়ে। তাহার পর ঘৃতের দ্বারা তাহার দশাংশ হোম করিবে। ৬৩

তাহাতে যাবৎ কালে সিদ্ধি হইবে, তাবৎ দিবাতে লক্ষ মন্ত্র জপ করিয়া দিবাতেই তাহার দশাংশ হোম করিবে। তাহার পর যে পরিমাণ কালে সিদ্ধি হয়, সেই পরিমাণ কালে শয্যায় মুখে তাম্বুল পুরিয়া লক্ষ মন্ত্র জপ করিয়া রাত্রিতেই জপের দশাংশ হোম করিবে, এই অর্থ হয়। এস্থলে নীলসারস্বতে তর্পণাদি অঙ্গের অন্য কাল বলিতেছেন (৬৪)—

১। খ—বিধৃত্যাঃ তথেচ্ছং বিহরেৎ। ততো মূলেনাষ্টোত্তর-শতাভিমন্ত্রিতং পুষ্পং চন্দনঞ্চ বিধৃত্বা ত্রৈলোক্যং। ২। খ—প্রিয়ে। অত্রাঙ্গস্য কালান্তরমাহ।

লক্ষমেকং জপেন্মন্ত্রং হবিষ্যাশী দিবা শুচিঃ।
অশুচিশ্চ তথা রাত্রৌ লক্ষমেকং তথৈব চ।
দশাংশং হোমযেন্ মন্ত্রী তর্পয়েদভিষেচয়েৎ[১]। ৬৫

কুমারীকল্পেঽপি— লক্ষমেকং জপেদ্ বিদ্যাং হবিষ্যাশী দিবা শুচিঃ।
রাত্রৌ তাম্বুল-পূরাস্যঃ শয্যায়াং লক্ষ-মানতঃ[২]। ৬৬
এবং লক্ষ-দ্বয়ং জপ্ত্বা তদ্দশাংশেন মন্ত্রবিৎ।
অযুতং হোমযেদ্ দেবি! দিবা-রাত্রি-বিভেদতঃ॥ ৬৭

তেন দিবারাত্রৌ লক্ষ-দ্বয়ং জপ্ত্বা পশ্চাদ্ দিবারাত্রৌ দশাংশং জুহুয়াদিতি বিষয়-বিভাগঃ। দক্ষিণা তু[৩] কল্পদ্বয়ে লক্ষদ্বয় জপাযুতদ্বয়-হোম-তর্পণাদ্যনন্তর-মেব। এতেন যাবৎসু দিনেষু শুচিনা লক্ষং দিবা জপ্তব্যম্, তাবৎস্বেবাঽশুচিনা রাত্রৌ লক্ষং জপ্তব্যমিত্যেকাহোরাত্রে তাম্বুল-ভক্ষণেন হবিষ্যান্ন ভক্ষণস্য বিরোধোঽপি নিরস্ত[৪] ইতি। এবঞ্চ তর্পণাদ্যঙ্গমপি দিবারাত্রৌ কর্ত্তব্যমেকত্র

শুচি, হবিষ্যাশী ব্যক্তি দিবাতে এক লক্ষ মন্ত্র জপ করিবে। অশুচি হইয়া রাত্রিতে সেইরূপ এক লক্ষ মন্ত্র জপ করিবে। মন্ত্রজ্ঞ সাধক সেইরূপ জপের দশাংশ হোম করিবে, তর্পণ করিবে, অভিষেক করিবে। ৬৫

কুমারীকল্পেও বলিয়াছেন—হবিষ্যাশী ও শুচি হইয়া দিবাতে এক লক্ষ বিদ্যা জপ করিবে। রাত্রিতে শয্যায় তাম্বুল মুখে পুরিয়া এক লক্ষ জপ করিবে। ৬৬

হে দেবি! মন্ত্রবিৎ সাধক দিবা রাত্রি ভেদে এইরূপে দুই লক্ষ জপ করিয়া তাহার দশাংশ পরিমাণে অযুত হোম করিবে। ৬৭

তাহাতে দিবা রাত্রিতে দুই লক্ষ জপ করিয়া পরে দিবা ও রাত্রিতে জপের দশাংশ হোম করিবে—এইরূপ বিষয় বিভাগ হয়। দক্ষিণা দুই কল্পে কিন্তু লক্ষদ্বয় জপ, অযুত-দ্বয় হোম ও তর্পণাদির অনন্তর হইবে। ইহা দ্বারা যতদিন শুচি ব্যক্তি দিবাতে লক্ষ-মন্ত্র জপ করিবে, ততদিন রাত্রিতে অশুচি ব্যক্তি লক্ষ মন্ত্র জপ করিবে। এইজন্য এক অহোরাত্রে তাম্বুল ভক্ষণের সহিত হবিষ্যান্ন ভক্ষণের বিরোধও নিরস্ত হইল; যেহেতু এক কালে হবিষ্যান্ন ভক্ষণ ও তাম্বুল ভক্ষণের প্রাপ্তি হয় নাই। এইরূপ

১। খ—অভিষেচয়েৎ। ইতি সাম্প্রদায়িকাঃ। বস্তুতস্তু কুমারীকল্পে। ২। খ—লক্ষমানতঃ। যা যদ্কক্ক্ স্তম্ভকর্মাণি পরিধায় ততো মন্ত্রী যাগভূমি যথাবিশেৎ মন্ত্রাচমনম্। ৩। খ—দক্ষিণা তু লক্ষদ্বয়...... ৪। খ - নিরস্ত ইতি রহস্যার্থঃ। অত্রেদং বোধ্যম্ বিপ্রাণাং।

দৃষ্টত্বাদিতি বা কল্পঃ। অত্রেদং বোধ্যং বিপ্রাণাং দিবা লক্ষ-জপমাত্রেণৈব পুরশ্চরণং সিধ্যতি। যথা ফেৎকারীয়ে (৬৮)—

দ্বিজাতীনাঞ্চ সর্বেষাং দিবা বিধিরিহোচ্যতে।

শূদ্রাণাঞ্চ তথা প্রোক্তং রাত্রাবিষ্টং মহাফলম্ ॥ ইতি ॥ ৬৯

কালীরহস্যেঽপি—দিবৈব প্রজপেন্ মন্ত্রং লক্ষমেকং শুচির্দ্বিজঃ[১] ॥ ৭০

রাত্রিজপে কালনিয়মস্তু মুণ্ডমালাতন্ত্রে —

গতে তু প্রথমে যামে তৃতীয়-প্রহরাবধি।

নিশায়ান্তু প্রজপ্তব্যং রাত্রিশেষে জপেন্ ন তু। ৭১

অথ মন্ত্রভেদাঃ—বর্গাদ্যং বহ্নি-সংযুক্তং রতি-বিন্দু বিভূষিতম্।

একাক্ষরো মহামন্ত্রঃ সর্বকাম-ফলপ্রদঃ।

ত্রিগুণা তু বিশেষেণ সর্বশাস্ত্র-প্রবোধিনী ॥ ১

কালিকাশ্রুতৌ—অথাহ সর্বাং বিদ্যাং প্রথমমেকং দ্বয়ং ত্রয়ং বা নামপুটিতং কৃত্বা যো জপেৎ গতিস্তস্যাস্তীতি নান্যস্যেহ গতিঃ ওঁ সত্যং তৎ সৎ।

তর্পণাদি অঙ্গও দিবা ও রাত্রিতে কর্তব্য। যেহেতু একত্র উহা দৃষ্ট হইয়াছে। এইরূপ বা কল্প। এ স্থলে ইহা জ্ঞাতব্য যে, ব্রাহ্মণগণের দিবাতে লক্ষ মন্ত্র জপের দ্বারাই পুরশ্চরণ সিদ্ধ হয়। যেমন ফেৎকারীয় তন্ত্রে বলিয়াছেন (৬৮)—

এ স্থলে সমস্ত দ্বিজাতিগণের দিবাবিধি কথিত হইয়াছে। শূদ্রগণের সেইরূপ রাত্রি বিধি কথিত হইয়াছে। ইহাতে ইষ্ট মহাফল হয়। ৬৯

কালীরহস্যেও বলিয়াছেন - শুচি বিপ্র দিবাতেই এক লক্ষ মন্ত্র জপ করিবেন। ৭০

মুণ্ডমালাতন্ত্রে রাত্রিজপে কাল নিয়ম বলিয়াছেন—রাত্রির প্রথম প্রহর গত হইলে তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত রাত্রিতে জপ করিবে, রাত্রিশেষে কিন্তু জপ করিবে না। ৭১

অনন্তর কালীর বিভিন্ন মন্ত্র কথিত হইতেছে। বর্গের আদিবর্ণ ক বহ্নি রকারে স্থিত হইয়া রতি ঈ ও বিন্দু দ্বারা ভূষিত হইলে সর্বকাম্য ফলপ্রদ হয়। উহা বিশেষভাবে ত্রিগুণিত হইলে সর্বশাস্ত্র প্রবোধিনী হইয়া থাকে। ১

কালিকোপনিষদে বলিয়াছেন—অনন্তর সমস্ত পূর্বোক্ত বিদ্যাকে একটি, দুইটি বা তিনটি নাম পুটিত করিয়া যে জপ করে, তাহার গতি (ফল) আছে, অন্যের গতি

১। খ—শুচির্দ্বিজঃ। অথ মন্ত্রভেদাঃ বর্গাদ্যং।

অথ গুরুং পরিতোষ্য গৃহ্ণীয়ান্মন্ত্ররাজকম্। গুরুস্তমপি শিষ্যায় সৎকুলীনায় বিদ্যাযুক্তায় শুশ্রূষবে স্ত্রিয়ং স্পৃষ্ট্বা স্বয়ং পরিপূজ্য নিশায়াং নিহ্নবে একাকী শিবগৃহে লক্ষং তদর্দ্ধং বা জপ্ত্বা দদ্যাৎ। ওঁ সত্যং তৎসৎ। নান্যপ্রকারেণ সিদ্ধির্ভবতীহ বৈ কালিকামনোর্বা[1] তারায়াস্ত্রিপুরামনোর্বা সর্বস্য দুর্গামনোর্বা ইত্যোম্ শিবং ওঁ তৎসদিতি। ২

সর্বাং বিদ্যামিতি পূর্বোক্ত-বিদ্যামিত্যর্থঃ। তস্যাঃ প্রথমবীজং বা বীজদ্বয়ং বা বীজত্রয়ং বা একেন বীজেন দ্বাভ্যাং ত্রিভির্বা পুটিতং নাম[2] বা জপেদিত্যর্থঃ। তথা চ মহাস্তবে—প্রত্যেকং বা দ্বয়ং বা ত্রয়মপি চ পরং বীজমত্যন্তগুহ্যম্।

ত্বন্নাম্না যোজয়িত্বা ইত্যুক্তম্। ৩

কালীতন্ত্রে চ— কামাক্ষরং বহ্নিসংস্থং ইন্দিরা-নাদ-বিন্দুভিঃ।
মন্ত্ররাজমিদং খ্যাতং দুর্লভং পাপ-চেতসাম্॥ ৪
সুলভা শুভদা ভক্ত্যা সাধকানাং মহাত্মনাম্।
ত্রিগুণা তু বিশেষেণ সর্বশাস্ত্র-প্রবোধিকা।

নাই। হাঁ, ইহা সত্য। ইহাই সেই সৎ ব্রহ্ম। অনন্তর গুরুকে সন্তুষ্ট করিয়া মন্ত্ররাজকে গ্রহণ করিবে। গুরু সেই সৎকুলীন বিদ্বান্ শুশ্রূষু নিহ্নব (অবিশ্বাসী) শিষ্যকেও স্ত্রীকে স্পর্শ করিয়া স্বয়ং উত্তমরূপে পূজা করিয়া রাত্রিতে একাকী শিবগৃহে লক্ষ বা তদর্দ্ধ মন্ত্র জপ করিয়া দিবেন। ইহা সত্য, ইহা সেই সৎ ব্রহ্ম। ইহ লোকে কালিকা-মন্ত্রের, তারামন্ত্রের বা সমস্ত দুর্গামন্ত্রের অন্য প্রকারে সিদ্ধি হয় না। ইহা শিব। ইহা সেই সৎ ব্রহ্ম। ২

সর্ববিদ্যাং অর্থ—পূর্বোক্ত বিদ্যা। তাহার প্রথমবীজ বা বীজদ্বয় বা বীজত্রয়। একটি বীজের দ্বারা বা দুইটি বীজের দ্বারা বা তিনটি বীজের দ্বারা পুটিত কালী নাম জপ করে—এই অর্থ। মহাস্তবে তাহাই বলিয়াছেন—প্রত্যেক বীজ, দুইটি বীজ বা তিনটি বীজ অত্যন্ত গুহ্য। উহা তোমার নামের সহিত যোগ করিয়া যে জপ করে, ইহা উক্ত হইয়াছে। ৩

কালীতন্ত্রেও বলিয়াছেন—কামাক্ষর ককার বহ্নি রকারে সংস্থিত হইয়া ইন্দিরা, চতুর্থ স্বর ঈকার ও বিন্দুর সহিত যুক্ত হইলে ইহা মন্ত্ররাজ বলিয়া প্রখ্যাত হইয়াছে। এই বিদ্যা পাপচেতাঃ ব্যক্তিগণের দুর্লভ। ৪

ইহা মহাত্মা সাধকগণের ভক্তি দ্বারা সুলভা ও শুভপ্রদা। উহা ত্রিগুণিতা হইলে

১। খ—কালিকামনোর্বা সর্বস্য দুর্গামনোর্বা। ২। খ—নামদ্বয়ং বা।

অনয়া সদৃশী বিদ্যা ন হি সারস্বত-প্রদা ॥ ৫
আকর্ষণ-বশীকার-মারণোচ্চাটনং তথা।
শান্তি-পুষ্ট্যাদি-কর্মাণি সাধয়েদনয়াঽচিরাৎ ॥ ৬
কিং কর্ত্তব্যমনেনাপি[১] বর্ণিতুং নৈব শক্যতে।
জিহ্বা-কোটি সহস্রৈস্তু বক্ত্র-কোটিশতৈরপি ॥ ৭
অনয়া সদৃশী বিদ্যা অনয়া সদৃশো জপঃ।
অনয়া সদৃশং জ্ঞানং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি[২] ॥ ৮

ইন্দিরা চতুর্থস্বরঃ। অনয়োঃ - একাক্ষর-দ্ব্যক্ষরয়োঃ। করাঙ্গন্যাসৌ দীর্ঘ-ষট্ক-যুতেনাদ্যবীজেনৈব, ন তু মায়াবীজেনাপি। যথা বীরতন্ত্রে (৯)—

দীর্ঘ-ষট্‌ক-যুতাদ্যেন প্রণবাদ্যেন কল্পয়েৎ।
ষড়ঙ্গানি মনোরস্য জাতি যুক্তেন দেশিকঃ ॥ ১০

জাতিশ্চ হৃদয়াদিকমিতি। তেন ক্রাঁ হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি প্রয়োজ্য-মিতি। ধ্যানস্তু কুলচূড়ামণ্যুক্তং পূর্ণানন্দ-ধৃতম্। যথা (১১)—

বিশেষভাবে সর্বশাস্ত্রের প্রবোধ-জনিকা হইয়া থাকে। এই বিদ্যার সদৃশ সারস্বত প্রদা বিদ্যা আর নাই। এই বিদ্যা দ্বারা অচিরেই আকর্ষণ, বশীকরণ, মারণ, উচ্চাটন, শান্তি ও পুষ্ট্যাদি কর্ম সাধিত হইয়া থাকে। ৫-৬

এই বিদ্যা দ্বারা কি করা যায়, তাহা কোটি সহস্র জিহ্বা দ্বারা কোটি শত মুখ-দ্বারাও বর্ণনা করিতে পারা যায় না। ৭

এই বিদ্যার সদৃশ বিদ্যা, এই বিদ্যার জপ সদৃশ জপ, এই বিদ্যার জ্ঞান সদৃশ জ্ঞান হয় নাই, হইবেও না। ৮

ইন্দিরা—চতুর্থ স্বর ঈ। এই একাক্ষর ও দ্ব্যক্ষর মন্ত্রের দীর্ঘ ষট্‌ক (আ ঈ ঊ ঐ ঔ অঃ) যুক্ত আদ্য বীজের দ্বারাই করন্যাস ও অঙ্গন্যাস হইবে। মায়াবীজের দ্বারা হইবে না। যেমন বীরতন্ত্রে বলিয়াছেন (৯)—

দেশিক সাধক এই মন্ত্রের প্রণবাদি দীর্ঘ ষট্‌ক যুক্ত ও জাতি (নমঃ, স্বাহাদি) যুক্ত আদ্য ক্রীং বীজের দ্বারা এই মন্ত্রের ষড়ঙ্গন্যাস করিবে। ১০

জাতি—নমঃ স্বাহাদি। তাহাতে ক্রাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রই প্রযোজ্য। পূর্ণানন্দ ধৃত কুলচূড়ামণিতন্ত্রোক্ত ধ্যান করিবে। সেই ধ্যানের অর্থ যথা। (১১)—

১। খ—কিং বক্তব্যমনেনাপি। ২। খ—ভবিষ্যতীত্যনন্তরং অনয়োঃ করাঙ্গন্যাসৌ।

ধ্যায়েৎ করালাস্য- দংষ্ট্রাং নীল-রক্ত-বিলোচনাম্ ।
স্ফুরচ্ছব-করশ্রেণী-কৃত-কাঞ্চীং দিগম্বরীম্ । ১২
বীরাসন-সমাসীনাং মহাকালোপরি স্থিতাম্ ।
শ্রুতিমূল-সমাকীর্ণ-সৃক্কণীং চণ্ডনাদিনীম্ ॥ ১৩
মুণ্ডমালা-গলদ্-রক্ত-চর্চিতাং পীবর-স্তনীম্ ।
মদিরা-মোদিতাস্ফাল-কম্পিতাখিল-মেদিনীম্ ॥ ১৪
বামে করে খড়্গ-মুণ্ড-ধারিণীং দক্ষিণে করে ।
বরাভয়যুতাং ঘোর-বদনাং লোল-জিহ্বিকাম্ ॥ ১৫
শকুন্ত-পক্ষ- সংযুক্ত-বাণকর্ণ-বিভূষিতাম্ ।
শিবাভির্ঘোর-রাবাভিঃ সেবিতাং প্রলয়োদিতাম্ ॥ ১৬
চণ্ডহাস-চণ্ডনাদ চণ্ডাস্ফালৈশ্চ ভৈরবীম্ ।
গৃহীত্বা নর-কঙ্কালং জয়শব্দ-পরায়ণৈঃ ॥ ১৭
শিরসাখিল সিদ্ধৌঘ-মুনিভিঃ সেবিতাং পরাম্ ।
এবং তাং কালিকাং ধ্যাত্বা পূজয়েৎ কুলনায়কঃ ॥ ১৮

করালবদনা, করালদ্রংষ্ট্রা, নীলবর্ণা, রক্তলোচনা, উজ্জ্বল শবহস্ত সমূহে কৃতা কাঞ্চী-ধারিণী, দিগম্বরী, বীরাসনে সমাসীনা, মহাকালের উপরে স্থিতা, কর্ণমূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত সৃক্ক-ধারিণী, চণ্ডনাদিনী মুণ্ডমালা ক্ষরিত রক্তের দ্বারা চর্চিতা, পীবর-স্তনী, মদিরা দ্বারা আমোদ জনিত আস্ফালনের দ্বারা অখিলমেদিনী কম্পিতকারিণী, বামকরে খড়্গ ও মুণ্ড ধারিণী, দক্ষিণ করে বর ও অভয় মুদ্রাধারিণী, ঘোরবদনা, লোল-জিহ্বিকা, শকুন্ত পক্ষ সংযুক্ত বাণের দ্বারা বামকর্ণ বিভূষিতা, ঘোররাবকারী শিবাগণ কর্তৃক সেবিতা, প্রলয়ের ন্যায় উদিতা, মস্তকে নরকঙ্কাল লইয়া চণ্ডহাস, চণ্ডনাদ ও প্রচণ্ড আস্ফাল (আস্ফালনের) দ্বারা ভৈরবী, জয় জয় শব্দকারী অখিল সিদ্ধৌঘ ও মুনিগণ কর্তৃক সেবিতা সেই পরা কালিকাকে কুলনায়ক এইরূপ ধ্যান করিয়া পূজা করিবেন। ১৭-১৮

বিবৃতি। তন্ত্রসারের কোন্ কোন্ পুস্তকে একাক্ষর মন্ত্রের সিদ্ধেশ্বরতন্ত্রোক্ত এইরূপ ধ্যান দেখা যায়—শবারূঢ়াং মহাভীমাং ঘোরদংষ্ট্রাং বরপ্রদাম্। হাস্যযুক্তাং ত্রিনেত্রাঞ্চ কপাল-কর্ত্রিকা-করাম্। মুক্তকেশীং ললজ্জিহ্বাং পিবন্তীং রুধিরং মুহুঃ। চতুর্বাহু-যুতাং দেবীং বরাভয়-করাং স্মরেৎ। কালীপূজা পদ্ধতিতে এই ধ্যান দেখা যায়। ১৮

অন্যৎ সর্বং পূর্ববৎ। অনয়োঃ পুরশ্চরণং লক্ষজপঃ *। যথা সিদ্ধেশ্বরতন্ত্রে (১৯)

এবং ধ্যাত্বা জপেন্ মন্ত্রং লক্ষমেকং বিধানতঃ।
তদ্দশাংশং বিধানেন হোময়েৎ সাধকোত্তমঃ। ইতি। ২০

অথ মন্ত্রান্তরম্[১]

কালীতন্ত্রে— অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি মন্ত্রং কল্পদ্রুমং পরম্।
যেন জপ্তেন বিধিবৎ সিদ্ধয়োঽষ্ট ভবন্তি হি॥ ২১
যস্য স্মরণমাত্রেণ পলায়ন্তে মহাপদঃ।
বৃহস্পতি-সমো বাগ্মী ধনৈর্ধনপতির্ভবেৎ। ২২
কামতুল্যশ্চ নারীণাং রিপূণাং স যমোপমঃ।
তস্য পাদাম্বুজ-দ্বন্দ্বং রাজ্ঞাং কিরীট ভূষণম্।
তস্য ভুতিং বিলোক্যৈব কুবেরোঽপি তিরস্কৃতঃ॥ ২৩

অন্যান্য সমস্তই পূর্ববৎ। এই একাক্ষর ও দ্ব্যক্ষর মন্ত্রের পুরশ্চরণ লক্ষ মন্ত্র জপ। যেমন সিদ্ধেশ্বরতন্ত্রে বলিয়াছেন (১৯)—

এইরূপ ধ্যান করিয়া যথাবিধানে এক লক্ষ মন্ত্র জপ করিবে। সাধক শ্রেষ্ঠ যথা বিধানে জপের দশাংশ হোম করিবেন। ২০

অনন্তর কালিকার মন্ত্রান্তর কথিত হইতেছে। কালীতন্ত্রে বলিয়াছেন—যে মন্ত্র বিধিপূর্বক জপ্ত হইলে অষ্ট সিদ্ধি হয়, অনন্তর এই সিদ্ধি লাভের জন্য শ্রেষ্ঠ কল্পদ্রুম সদৃশ মন্ত্র বলিব। ২১

যে বিদ্যার স্মরণমাত্রে মহা আপদ্‌সমূহ পলায়ন করে, বৃহস্পতি সমান বাগ্মী হয়, ধনসমূহের দ্বারা ধনপতি হয় ও নারীগণের নিকট কামতুল্য হয়, শত্রুগণের নিকট সে যমের তুল্য হয়, তাঁহার পাদপদ্মদ্বয় রাজন্যবৃন্দের কিরীটের ভূষণ, তাঁহার ঐশ্বর্য দেখিয়া কুবেরও তিরস্কৃত হন। ২২-২৩

---

* ক পুস্তকে চায়মতিরিক্ততয়া লিখিতঃ—তন্ত্রে—শৃণু দেবি। প্রবক্ষ্যামি একাক্ষরমনুং প্রিয়ে।। যস্য বিজ্ঞানমাত্রেণ জীবন্মুক্তস্তু সাধকঃ॥ গুহ্যাদ্ গুহ্যতরো মন্ত্রো ন দেয়ঃ প্রাণ-সংশয়ে। সান্তাদি-বহ্নিমারূঢ়ং সব্যেতর-দৃগন্বিতম্॥ চন্দ্রবিন্দু-সমাযুক্তং গুহ্যাদ গুহ্যতরং স্মৃতম্। ধ্যানং শৃণু বরারোহে। সাধকানাং সুখাবহম্॥ শবারূঢ়াং মহাভীমাং ঘোরদংষ্ট্রাং ভয়প্রদাম্। হাস্যযুক্তাং ত্রিনেত্রাঞ্চ কপালকর্ত্রিকাকরাম্॥ মুক্তকেশীং লললজ্জিহ্বাং পিবন্তীং রুধিরং মুহুঃ। চতুর্বাহু-যুতাং দেবীং বরাভয়করাং স্মরেৎ॥ তস্যাঃ পূজাদিকং দক্ষিণাবৎ। তদুক্তং তত্রৈব—ঋষিন্যাসং পূজনঞ্চ দেব্যাস্তু পূর্ববৎ ভবেৎ। পুরশ্চরণং লক্ষজপঃ। তদুক্তং তত্রৈব—

১। খ—প্রকারান্তরম্।

তস্যৈব জননী ধন্যা পিতা তস্য সুরোত্তমঃ।
সম্প্রদায়বিদাং বক্ত্রাদ্ য এনাং বেত্তি তত্ত্বতঃ। ২৪
মায়াদ্বন্দ্বং কূর্চযুগ মঋৈন্দ্রান্তং মাদন-ত্রয়ম্।
মায়া-বিন্দ্বীশ্বর-যুতং দক্ষিণে! কালিকে। পদম্। ২৫
সংহার-ক্রম-যোগেন বীজ-সপ্তকমুদ্ধরেৎ।
একবিংশত্যক্ষরাঢ্যস্তারাদ্যঃ কালিকা-মনুঃ[১]। ২৬

তেন ওঁ হ্রীঁ হ্রীঁ হূঁ হূঁ ক্রীঁ ক্রীঁ ক্রীঁ দক্ষিণে! কালিকে! ক্রীঁ ক্রীঁ ক্রীঁ হূং হূং হ্রীঁ হ্রীঁ। ইতি সিদ্ধম্। ২৭

পূর্বোক্ত-মন্ত্রবৎ কুর্য্যাৎ সর্বাং পূজাং বিচক্ষণঃ।
স্বাহান্তশ্চ ত্রয়োবিংশত্যক্ষরো মন্ত্ররাজকঃ। ২৮
বিনা প্রণবং দেবেশি! দ্বাবিংশত্যক্ষরী ভবেৎ।
বিংশত্যর্ণা মহাবিদ্যা স্বাহা-প্রণব-বর্জিতা।
ধ্যান-পূজাদিকং সর্বং দক্ষিণাবদুপাচরেৎ। ২৯

যে ব্যক্তি সম্প্রদায়বিদ্ ব্যক্তিগণের মুখ হইতে এই বিদ্যা তত্ত্বতঃ জানে, তাঁহার জননী ধন্যা, তাঁহার পিতা সুরোত্তম। ২৪

দুইটি মায়া (হ্রীং হ্রীং) দুইটি কূর্চ্চ (হূং হূং), মায়া (ঈ) বিন্দু ও ঈশ্বর (নাদ) অর্থাৎ নাদবিন্দুযুক্ত ঐন্দ্র্যান্ত (লকার সমীপস্থ) মাদনত্রয় (ককারত্রয় অর্থাৎ ক্রীং ক্রীং ক্রীং), দক্ষিণে কালিকে শব্দ তাহার পর সংহারক্রমে সাতটি বীজ উদ্ধার করিবে। উহা তারাদ্য (প্রণবাদি) হইবে। এই একবিংশতি অক্ষর যুক্ত মন্ত্রটি কালিকার মন্ত্র। ২৫-২৬

তাহাতে ওঁ হ্রীং হ্রীং হূং হূং ক্রীং ক্রীং ক্রীং দক্ষিণে কালিকে ক্রীং ক্রীং ক্রীং হূং হূং হ্রীং হ্রীং—এই মন্ত্র সিদ্ধ হয়। ২৭

বিচক্ষণ সাধক পূর্বোক্ত প্রথম মন্ত্রের ন্যায় সমস্ত পূজা করিবে। এই মন্ত্র স্বাহান্ত হইলে ত্রয়োবিংশাক্ষর মন্ত্ররাজ হয়। ২৮

হে দেবেশি! প্রণব বিনা উহা দ্বাবিংশত্যক্ষরী বিদ্যা হয়। এই মন্ত্র স্বাহা ও প্রণববর্জিত হইলে বিংশাক্ষরী বিদ্যা হয়। এই সকল বিদ্যার ধ্যান পূজাদি দক্ষিণা কালিকার ন্যায় করিবে। ২৯

১। খ—কালিকামনুরিত্যনন্তরং পূর্বোক্ত মন্ত্রবৎ কুর্য্যাদিত্যাদি।

ইন্দ্রস্য[১] লকারস্য সমীপমৈন্দ্রং রেফঃ, স এবান্তে যস্য তাদৃশং মাদনত্রয়ং ককার-ত্রয়ম্। মায়া চতুর্থ স্বরঃ। ঈশ্বরো নাদঃ[২]। তন্ত্রান্তরে চ (৩০)—

মায়া-ক্রোধৌ ত্রয়ঃ কামা বহ্ন্যন্তে রতি-সংযুতাঃ।
বিন্দুযুক্তা মহেশানি! সম্বোধন-পদদ্বয়ম্।
সপ্ত বীজানি সংহারৈঃ স্বাহান্তঃ প্রণবাদিকঃ। ইতি। ৩১

রতিশ্চতুর্থস্বরঃ। তথাচ প্রণবং মায়াদ্বয়ং কূর্চদ্বয়ং নিজবীজ-ত্রয়ং দক্ষিণে কালিকে[৩] নিজবীজত্রয়ং কূর্চদ্বয়ং মায়াদ্বয়মিত্যেকবিংশত্যক্ষরী। অস্যাঃ পূজাদিকং সর্বং দক্ষিণাবৎ। পুরশ্চরণন্তু লক্ষজপঃ। অয়ং মন্ত্রঃ স্বাহান্তশ্চেৎ ত্রয়োবিংশত্যক্ষরঃ। অয়ন্তু প্রণবরহিতশ্চেদ্ দ্বাবিংশত্যক্ষরঃ। স্বাহা-প্রণব-রহিতশ্চেদ্ বিংশত্যক্ষরঃ। এষাং[৪] একবিংশত্যক্ষরাদীনাং ধ্যান-পূজাদিকং সর্বং দক্ষিণাবৎ। ৩২

ভৈরবতন্ত্রে—কালী-বীজ-দ্বয়ং দেবি! দীর্ঘ-হূংকারমেব চ।

ইন্দ্রের লকারের সমীপে যে বর্ণ থাকে, তাহাই ঐন্দ্র বর্ণ অর্থাৎ র, সেই রটি অন্তে যে মাদনত্রয়ের, তাদৃশ মাদনত্রয় অর্থাৎ ককার ত্রয়। মায়া—চতুর্থস্বর ঈ। ঈশ্বর—নাদ। তন্ত্রান্তরেও বলিয়াছেন (৩০)—

হে মহেশানি! মায়াদ্বয় ও ক্রোধবীজ দ্বয় (হূং হূং) ককার-ত্রয় বহ্ন্যন্তা রকারান্তা রতি (ঈ) সংযুক্তা ও বিন্দুযুক্তা অর্থাৎ ক্রীং ক্রীং ক্রীং, দুইটি সম্বোধন পদ অর্থাৎ দক্ষিণে কালিকে, সংহার ক্রমে সপ্তবীজ। তাহাতে পূর্বোক্ত একবিংশত্যক্ষর মন্ত্র হয়। উহা স্বাহান্ত ও প্রণবাদি হয়। ৩১

রতি—চতুর্থ স্বর ঈ। তাহা হইলে প্রণব, মায়াদ্বয়, কূর্চদ্বয়, নিজবীজত্রয় (ক্রীং ক্রীং ক্রীং) দক্ষিণে কালিকে নিজবীজ ত্রয়, কূর্চদ্বয় ও মায়াদ্বয়। ইহা একবিংশত্যক্ষর মন্ত্র। এই মন্ত্রের পূজাদি সমস্তই দক্ষিণাকালীর স্থায় হইবে। পুরশ্চরণ লক্ষজপ। এই মন্ত্র যদি স্বাহান্ত হয়, তবে তাহা ত্রয়োবিংশত্যক্ষর মন্ত্র হইবে। এই মন্ত্র যদি প্রণব রহিত হয়, তবে দ্বাবিংশত্যক্ষর মন্ত্র হয়। স্বাহা ও প্রণবরহিত মন্ত্র হইলে বিংশত্যক্ষর মন্ত্র হয়। এই একবিংশত্যক্ষর প্রভৃতি মন্ত্রত্রয়ের ধ্যান পূজাদি সমস্তই দক্ষিণাকালীর স্থায় হইবে। ৩২

কালীর মন্ত্রান্তর। ভৈরবতন্ত্রে বলিয়াছেন—হে দেবি। কালীর বীজদ্বয় ও দীর্ঘ

১। খ—ইন্দ্রস্য সমীপমৈন্দ্রং ইত্যাদি। ২। খ—নাদঃ ইত্যনন্তরং তথাচ প্রণবং মায়াদ্বয়ং ইত্যাদি। ৩। খ—কালিকে নিজবীজ কূর্চদ্বয়ং ইত্যাদি। ৪। খ—এষামেকবিংশত্যক্ষরাদীনামিতি নাস্তি।

ত্র্যক্ষরী সা মহাবিদ্যা চামুণ্ডা কালিকা স্মৃতা ॥ ৩৩

অস্যাঃ সর্বং দক্ষিণাবৎ।

তন্ত্রে— অথ বক্ষ্যে মহাবিদ্যাং সিদ্ধবিদ্যাং মহোদয়াম্।
ভৈরবেণ পুরা প্রোক্তা কালীহৃদয়-সংজ্ঞিতা।
অস্যা জ্ঞান-প্রভাবেণ কলয়ামি জগত্রয়ম্ ॥ ৩৪
প্রণবং পূর্বমুদ্ধৃত্য হৃল্লেখা-বীজমুদ্ধরেৎ।
রতি-বীজং সমুদ্ধৃত্য প-পঞ্চম-ভগান্বিতম্।
ঠদ্বয়েন সমাযুক্তা বিদ্যারাজ্ঞী প্রকীর্ত্তিতা ॥ ৩৫

রতিবীজং নিজবীজম্। ওঁ হ্রীঁ ক্রীঁ মে স্বাহা পাতু জানুনী কালিকা সদেতি ভৈরবতন্ত্র-কবচে তথাদর্শনাৎ। কালীকুলার্ণবেঽপি রত্যাদ্যত্বেন দ্বাবিংশত্যক্ষর্য্যা বিবরণাৎ, রতিবীজং বীজমস্যা হৃল্লেখা শক্তিরুচ্যতে ইতি দর্শনাৎ। রত্যাদ্যা কালিকা পাতু দ্বাবিংশত্যক্ষররূপিণীতি চামুণ্ডাতন্ত্রৈকবাক্যত্বাচ্চ। প-পঞ্চমো মকারঃ। ভগ একারঃ। ঠদ্বয়ং স্বাহা। তেন প্রণবঃ মায়াবীজং নিজবীজং মে স্বাহা[১]। ওঁ হ্রীঁ ক্রীঁ মে স্বাহা। ইতি সিদ্ধম্। ৩৬

হূঁকার। ত্র্যক্ষরী সেই মহাবিদ্যা চামুণ্ডা কালিকা বলিয়া কথিত হইয়াছে। ইহার ধ্যান পূজা সমস্তই দক্ষিণাকালীর ন্যায় হইবে। ৩৩

কালীর মন্ত্রান্তর। তন্ত্রে বলিয়াছেন—অনন্তর মহা-অভ্যুদয়কারিণী সিদ্ধবিদ্যা মহাবিদ্যা বলিব। এই কালীহৃদয় নামে প্রখ্যাতা বিদ্যা ভৈরব কর্ত্তৃক পূর্বকালে কথিত হইয়াছে। এই বিদ্যার জ্ঞান প্রভাবে আমি জগৎত্রয়কে পরিচালিত করি। ৩৪

প্রথমে প্রণবকে উদ্ধার করিয়া হৃল্লেখাবীজ (হ্রীং) উদ্ধার করিবে। পরে রতি বীজ (ক্রীং) উদ্ধার করিয়া ভগ (এ) যুক্ত পবর্গের পঞ্চম মকারকে উদ্ধার করিবে। ইহা ঠদ্বয়ের (স্বাহার) সহিত যুক্ত হইলে এই বিদ্যা বিদ্যারাজ্ঞী বলিয়া কীর্ত্তিতা হয়। ৩৫

রতিবীজ—নিজবীজ। যেহেতু "ওঁ হ্রীং ক্রীং মে স্বাহা পাতু জানুনী কালিকা সদা" এই ভৈরব-তন্ত্রের কবচে তাহাই দেখা যায়। কালীকুলার্ণবেও রতিবীজাদিরূপে দ্বাবিংশত্যক্ষরী মন্ত্রের বিবরণ করায় "রতিবীজং বীজমস্যা হৃল্লেখা শক্তিরুচ্যতে" ইহা দেখা যায় এবং "রত্যাদ্যা কালিকা পাতু দ্বাবিংশত্যক্ষররূপিণী" অর্থাৎ রত্যাদ্যা দ্বাবিংশত্যক্ষররূপিণী বিদ্যা আমাকে রক্ষা করুন—এই চামুণ্ডাতন্ত্র বচনের সহিত একবাক্যতাও আছে। প-পঞ্চম—মকার। ভগ—একার। ঠদ্বয়—স্বাহা। তাহাতে

১। খ—মে স্বাহেত্যনন্তরং অত্র কেচিৎ রতি দীর্ঘোকার।

অত্র কেচিৎ—রতিঃ দীর্ঘোকারঃ। তস্য বীজং কারণং[১] হ্রস্বোকারস্তেন[২] ওঁ হ্রীঁ। (?) দ্বিতীয়স্বর-নাদ-বিন্দুযুক্ত-ককারদ্বয়ং মে স্বাহেতি মন্ত্র ইত্যুচুস্তন্ন, সম্প্রদায়-বিরোধাৎ। কবচ-বিরোধাচ্চ। ৩৭

অস্য পূজাপ্রয়োগঃ। প্রাতঃকৃত্যাদি-প্রাণায়ামান্তং বিধায় ঋষ্যাদিন্যাসং কুর্য্যাৎ। যথা অস্য মন্ত্রস্য ভৈরব ঋষির্বিরাট্ ছন্দঃ সিদ্ধকালী ব্রহ্মরূপা ভুবনেশী দেবতা[৩] ক্রীঁ বীজং হ্রীঁ শক্তিঃ। ধ্যানন্তু (৩৮)—

খড়্গোচ্ছিন্নেন্দু-খণ্ড-স্রবদমৃতরস-প্লাবিতাঙ্গী ত্রিনেত্রা
সব্যে পাণৌ কপালাদ্[৪] গলদসৃজমথো মুক্তকেশী পিবন্তী।
দিগ্বস্ত্রা বদ্ধকাঞ্চী মণিময়-মুকুটাদ্যৈর্যুতা দীপ্ত-জিহ্বা।
পায়ান্নীলোৎপলাভা রবি-শশি-বিলসৎ-কুণ্ডলালীঢ়-পাদা॥ ৩৯

এবং ধ্যাত্বা দক্ষিণাবৎ সর্বং কার্য্যম্। পুরশ্চরণমেকবিংশতি-সহস্র-জপঃ। যথা কালীতন্ত্রে (৪০)—

প্রণব, মায়াবীজ, নিজবীজ (ক্রীং) মে স্বাহা। ইহাতে ওঁ হ্রীং ক্রীং মে স্বাহা—এই মন্ত্র উদ্ধৃত হয়। ৩৬

এস্থলে কেহ কেহ এই মন্ত্র বলেন—রতি দীর্ঘ উকার, তাহার বীজ কারণ হ্রস্ব উকার, তাহাতে ওঁ হ্রীং। দ্বিতীয় স্বর নাদবিন্দুযুক্ত ককার দ্বয় ও মে স্বাহা। তাহা ঠিক নহে; যেহেতু উহাতে সম্প্রদায় বিরোধ ও কবচ বিরোধ হয়। ৩৭

এই মন্ত্রের পূজা প্রয়োগ—প্রাতঃকৃত্যাদি হইতে প্রাণায়াম পর্য্যন্ত করিয়া ঋষ্যাদি ন্যাস করিবেন। যথা—অস্য শ্রীসিদ্ধকালী-মন্ত্রস্য ভৈরব ঋষির্বিরাট ছন্দঃ সিদ্ধকালী ব্রহ্মরূপা ভুবনেশী দেবতা ক্রীং বীজং হ্রীং শক্তিঃ মমাভীষ্টসিদ্ধ্যর্থে বিনিযোগঃ। এই মন্ত্রের ধ্যানের অর্থ (৩৮)—

খড়্গাবিদারিত ইন্দুমণ্ডল হইতে বিগলিত অমৃতের রসে প্লাবিতাঙ্গী, ত্রিনেত্রা, বাম হস্ত ধৃত কপাল হইতে বিগলিত রক্ত পানকারিণী, মুক্তকেশী দিগ্বস্ত্রা (নগ্না) কটিতটে বদ্ধ কাঞ্চী, মণিময় মুকটধারিণী, প্রসারিত জিহ্বা, নীলোৎপলের ন্যায় বর্ণবিশিষ্টা, সূর্য্য ও চন্দ্রের ন্যায় শোভমান কুণ্ডল-ধারিণী আলীঢ় পদা দেবী আমাদিকে রক্ষা করুন। ৩৯

এইরূপ ধ্যান করিয়া দক্ষিণা কালিকার ন্যায় সমস্ত করিবেন। এই মন্ত্রের পুরশ্চরণ একুইশ সহস্র মন্ত্র জপ। যেমন কালীতন্ত্রে বলিয়াছেন (৪০)—

১। খ—কারণমিতি নাস্তি। ২। খ—তেন ওঁ হ্রীং মে স্বাহেতি মন্ত্রঃ। ৩। খ—দেবতা নিজবীজং বীজং লজ্জাবীজং শক্তিঃ। ৪। খ—কপালে।

জপেদ্ বিংশতি-সাহস্রং সহস্রৈকেন সংযুতম্ ।
হোময়েৎ তদ্দশাংশেন মৃত্থপুষ্পেণ মন্ত্রবিৎ ॥ ৪১

মৃত্থপুষ্পং শিরীষাদি । প্রথমার্ত্তব-রজ ইতি কেচিৎ। (১) নিজবীজ-ত্রয়ং স্বাহা। (২) নিজবীজত্রয়ং ফট্ স্বাহা। (৩) নিজবীজং কূর্চবীজং লজ্জা-বীজং পুনর্নিজং কূর্চং লজ্জা স্বাহা। এষাং ত্রয়াণাং ধ্যান-পূজাদিকং সর্বং দক্ষিণাবৎ। পুরশ্চরণন্তু মন্ত্রবর্ণসংখ্য-লক্ষ-জপঃ। ৪২

বাগ্‌ভবং নমঃ নিজবীজদ্বয়ং কালিকায়ৈ স্বাহা। যথা ভৈরবতন্ত্রে—

বাগ্‌ভবোঽস্যাদিহৃ্দয়ং বহ্ন্যারূঢ়ঃ প্রজাপতিঃ।
দ্বিতীয়-স্বর-সংযুক্তো বিন্দু-খণ্ডেন্দু-সংযুতঃ ॥ ৪৩

অস্যাঃ[১] পূজায়াং বিশেষস্তু। দক্ষিণামূর্ত্তিঋর্ষিঃ পঙ্‌ক্তিচ্ছন্দঃ কালিকা দেবতা। ধ্যানন্তু (৪৪)—

চতুর্ভুজা কৃষ্ণবর্ণা মুণ্ডমালা-বিভূষিতা।
খড়্গঞ্চ দক্ষিণে পাণৌ বিভ্রতীন্দীবর-দ্বয়ম্ ॥ ৪৫

মন্ত্রবিৎ সাধক সহস্রের অধিক এক সংখ্যা যুক্ত বিংশতি সহস্র অর্থাৎ এক বিংশতি সহস্র মন্ত্র জপ করিবে, মৃত্থপুষ্পের দ্বারা জপের দশাংশ হোম করিবে। ৪১

মৃত্থপুষ্প—শিরীষাদি। কেহ বলেন—প্রথম আর্ত্তব রজঃ। (১) নিজ বীজত্রয় ও স্বাহা অর্থাৎ ক্রীং ক্রীং ক্রীং স্বাহা। (২) নিজবীজত্রয় ও ফট্ স্বাহা অর্থাৎ ক্রীং ক্রীং ক্রীং ফট্ স্বাহা। (৩) নিজবীজ, কূর্চবীজ, লজ্জাবীজ, পুনরায় নিজবীজ, কূর্চবীজ, লজ্জাবীজ ও স্বাহা—ক্রীং হূং হ্রীং ক্রীং হূং হ্রীং স্বাহা—এই তিনটি মন্ত্রের ধ্যান পূজাদি সমস্তই দক্ষিণা কালীর ন্যায় হইবে। পুরশ্চরণ কিন্তু মন্ত্রবর্ণের যত সংখ্যা, তত লক্ষ সংখ্যক মন্ত্র জপ। ৪২

বাগ্‌ভব, নমঃ নিজবীজদ্বয় ও কালিকায়ৈ স্বাহা। যেমন ভৈরবতন্ত্রে বলিয়াছেন—এই মন্ত্রের আদিতে বাগ্‌ভব বীজ, তাহার পর হৃদয় নমঃ, তাহার পর বিন্দুখণ্ড ও চন্দ্র সংযুক্ত (ং যুক্ত) দ্বিতীয় স্বরবিশিষ্ট বহ্ন্যারূঢ় (রকারারূপ) প্রজাপতি (ঢ়ক) অর্থাৎ ক্রীং ক্রীং বীজদ্বয় তাহার পর কালিকায়ৈ স্বাহা। ৪৩

এই মন্ত্রের পূজায় বিশেষ হইতেছে—এই মন্ত্রের দক্ষিণামূর্ত্তি ঋষি, পঙ্‌ক্তি ছন্দঃ কালিকা দেবতা। অন্যান্য সমস্ত পূর্ববৎ। ধ্যানের অর্থ হইতেছে (৪৪)—

চতুর্ভুজা, কৃষ্ণবর্ণা, মুণ্ডমালায় বিভূষিতা, দক্ষিণ হস্ত দুইটিতে খড়্গ ও ইন্দীবর

১। খ—স্বাহা। অস্যাং পূজায়াং।

কর্ত্রীঞ্চ খর্পরঞ্চৈব ক্রমাদ্ বামেন বিভ্রতী।
দ্যাং লিখন্তীং জটামেকাং বিভ্রতী শিরসা দ্বয়ীম্ ॥ ৪৬
মুণ্ডমালাং পরাং শীর্ষে গ্রীবায়ামথ চাপরাম্।
বক্ষসা নাগহারঞ্চ বিভ্রতী রক্তলোচনা ॥ ৪৭
কৃষ্ণ-বস্ত্র-ধরা কট্যাং ব্যাঘ্রাজিন-সমন্বিতা।
বামপাদং শবহৃদি সংস্থাপ্য দক্ষিণং পদম্ ॥ ৪৮
বিলাপ্য সিংহ-পৃষ্ঠে তু লেলিহানা শবং স্বয়ম্।
সাট্টহাসা মহাঘোর-রাবযুক্তা সুভীষণা[১] ॥ ৪৯

শীর্ষেঽপরাং গ্রীবায়ামপরামিতি মুণ্ডমালাদ্বয়ীং বিভ্রতীমিত্যর্থঃ। ইয়মেব "কালিকেতি সমাখ্যাতা হিমাচলকৃতাশ্রয়ে"তি মার্কণ্ডেয়-পুরাণোক্তা কালিকা। পুরাণে তু ইয়মেবোগ্রতারেত্যুচ্যতে একজটেতি চ ইতি নক্ষত্রবিদ্যা-প্রকাশে বক্ষ্যতে। অস্যাঃ সর্বমন্যদ্ দক্ষিণাবৎ। পুরশ্চরণন্তু লক্ষদ্বয়-জপঃ। ৫০

নিজবীজং মায়া-দ্বয়ং দক্ষিণে কালিকে স্বাহা। অস্য সর্বং দক্ষিণাবৎ[২]। ৫১

(নীলোৎপল) দ্বয়-ধারিণী, বাম হস্তদ্বয়ে যথাক্রমে কর্ত্রিকা ও খর্পর ধারিণী, মস্তকে গগনস্পর্শিনী একটি জটা ও অপর দুইটি জটাধারিণী, মস্তকে একটি শ্রেষ্ঠ মুণ্ডমালা ধারিণী, গ্রীবাতে অপর একটি মুণ্ডমালা ধারিণী, বক্ষে নাগহার ধারিণী, রক্তলোচনা, কৃষ্ণবস্ত্র পরিহিতা, কটিতে ব্যাঘ্রচর্ম যুক্তা, শবের হৃদয়ে বামপাদ স্থাপন করিয়া দক্ষিণপদ সিংহপৃষ্ঠে স্থাপন করিয়া স্বয়ং শবলেহন-কারিণী, অট্টহাস্য-কারিণী, মহাঘোর শব্দকারিণী সুভীষণা দেবীকে ধ্যান করিবে। ৪৫-৪৯

শীর্ষে পরাং গ্রীবায়ামপরাম্—এই গ্রন্থের এই অর্থ—শীর্ষে একটি মুণ্ড মালা, গ্রীবাতে অপর একটি মুণ্ডমালা। ইনিই কালিকেতি সমাখ্যাতা হিমাচল কৃতাশ্রয়া—এই মার্কণ্ডেয় পুরাণোক্ত কালিকা। পুরাণে ইনি উগ্রতারা নামে কথিত হন, একজটা বলিয়াও কথিত হন। ইহা নক্ষত্র-বিদ্যা-প্রকাশে বলিব। এই মন্ত্রের অন্য সমস্ত দক্ষিণা কালীর ন্যায় করিবে। এই মন্ত্রের পুরশ্চরণ লক্ষদ্বয় জপ। ৫০

কালীর মন্ত্রান্তর। নিজবীজ (ক্রীং), মায়াদ্বয়, দক্ষিণ কালিকে স্বাহা অর্থাৎ ক্রীং হ্রীং হ্রীং দক্ষিণে কালিকে স্বাহা—এইটী একটি মন্ত্র। এই মন্ত্রের ধ্যান পূজাদি সমস্তই দক্ষিণ কালীর ন্যায় কর্তব্য। ৫১

১। খ—সুভীষণা। অন্যৎ সর্বং দক্ষিণাবৎ। ২। খ—দক্ষিণাবৎ। বীজং মায়াযুগলঞ্চ। কূর্চবীজং নিজবীজং লজ্জা দক্ষিণে।

(১) নিজবীজং মায়া-যুগ্মঞ্চ (২) নিজবীজং কূর্চং লজ্জা দক্ষিণে কালিকে ফট্। এতয়োরপি সর্বং দক্ষিণাবদবিশেষাৎ[১]। ৫২

নিজবীজদ্বয়ং কূর্চদ্বয়ং লজ্জাদ্বয়ং দক্ষিণে কালিকে নিজবীজদ্বয়ং কূর্চদ্বয়ং লজ্জাদ্বয়ং স্বাহা। অস্যা দক্ষিণামূর্ত্তির্ঋষিঃ পঙ্‌ক্তিচ্ছন্দঃ দক্ষিণ-কালিকা দেবতা। সর্বমন্যদ্ দক্ষিণাবৎ। ৫৩

ক্রীঁ হূঁ হ্রীঁ দক্ষিণে কালিকে স্বাহা। অস্যা দক্ষিণামূর্ত্তির্ঋষিঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ দক্ষিণ-কালিকা দেবতা। ধ্যানং পূজাদিকং সর্বং দক্ষিণাবৎ। ৫৪

নিজবীজং স্বাহা। অস্য ভৈরব[২] ঋষিরুষ্ণিক্‌ছন্দো দক্ষিণ-কালিকা দেবতা। সর্বমন্যদ্ দক্ষিণাবৎ। ৫৫

নিজবীজদ্বয়ং কূর্চদ্বয়ং লজ্জাদ্বয়ং স্বাহা। অস্য সর্বং দক্ষিণাবৎ। ৫৬

কালীর মন্ত্রান্তর। (১) নিজবীজ ও মায়াদ্বয় অর্থাৎ ক্রীং হ্রীং হ্রীং—এই একটি মন্ত্র। (২) নিজবীজ, কূর্চ্চবীজ, লজ্জাবীজ, দক্ষিণে কালিকে ফট্ অর্থাৎ ক্রীং হূং হ্রীং দক্ষিণে কালিকে ফট্—এইটি আর একটি মন্ত্র। বিশেষ না থাকায় এই উভয় মন্ত্রের ধ্যান পূজাদি সমস্ত দক্ষিণা কালীর ন্যায় কর্ত্তব্য। ৫২

কালীর মন্ত্রান্তর। নিজবীজ দ্বয়, কূর্চ্চবীজ দ্বয়, লজ্জাবীজ দ্বয় দক্ষিণে কালিকে নিজবীজ দ্বয়, কূর্চ্চবীজ দ্বয়, লজ্জাবীজ দ্বয় স্বাহা অর্থাৎ ক্রীং ক্রীং হূং হূং হ্রীং হ্রীং, দক্ষিণে কালিকে ক্রীং ক্রীং হূং হূং হ্রীং হ্রীং স্বাহা—এইটি আর একটি কালীর মন্ত্র। এই মন্ত্রের দক্ষিণামূর্ত্তি ঋষি, পঙ্‌ক্তিছন্দঃ দক্ষিণ-কালিকা দেবতা। অন্য সমস্তই দক্ষিণা কালীর ন্যায় কর্ত্তব্য। ৫৩

কালীর মন্ত্রান্তর। ক্রীং হূং হ্রীং দক্ষিণে কালিকে স্বাহা। এই মন্ত্রের দক্ষিণামূর্ত্তি ঋষি, অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ, দক্ষিণ-কালিকা দেবতা। ইহার ধ্যান পূজাদি সমস্তই দক্ষিণ কালীর ন্যায় হইবে। ৫৪

কালীর মন্ত্রান্তর। নিজবীজ স্বাহা অর্থাৎ ক্রীং স্বাহা—এইটি আর একটি মন্ত্র। এই মন্ত্রের ভৈরব ঋষি, উষ্ণিক্ ছন্দঃ, দক্ষিণ-কালিকা দেবতা। অন্য সমস্তই দক্ষিণা কালীর ন্যায় কর্ত্তব্য। ৫৫

কালীর মন্ত্রান্তর। নিজবীজদ্বয়, কূর্চ্চদ্বয়, লজ্জাদ্বয় স্বাহা (ক্রীং ক্রীং হূং হূং হ্রীং হ্রীং স্বাহা)—এইটি একটি মন্ত্র। এই মন্ত্রের সমস্তই দাক্ষিণা কালীর ন্যায় কর্ত্তব্য। ৫৬

১। খ—অবিশেষাদিতি নাস্তি। ২। খ—ভৈরব ঋষিঃ সর্বমন্যৎ দক্ষিণাবৎ।

নিজবীজং কূর্চং লজ্জা স্বাহা। অস্য পঞ্চবক্ত্র ঋষিঃ। সর্বমন্যদ্ দক্ষিণাবৎ। ৫৭

(১) নিজবীজ[১]-ত্রয়ং কূর্চদ্বয়ং লজ্জাদ্বয়ং বহ্নিজায়া (২) মূলবীজং দক্ষিণে কালিকে বহ্নিজায়া (৩) নিজবীজং কূর্চং মায়া পুনস্তানি স্বাহা (৪) মূলবীজ-দ্বয়ং কূর্চদ্বয়ং লজ্জাদ্বয়ং পুনস্তান্যেব বহ্নিজায়া (৫) নিজবীজ-ত্রয়ং লজ্জাদ্বয়ং কূর্চদ্বয়ং পুনস্তান্যেব স্বাহা (৬) নমঃ বাগভবং নিজবীজদ্বয়ং কালিকায়ৈ স্বাহা (৭) নমঃ আঁ আঁ ক্রোঁ ক্রোঁ[২] ফট্ স্বাহা কালিকে কালিকে কূর্চম্। এতাষাং সর্বং দক্ষিণাবৎ। পুরশ্চরণন্তু লক্ষ জপঃ। ৫৮

মায়া কূর্চং ফট্। অস্যাপি সর্বং দক্ষিণাবৎ। এতাসাং প্রমাণন্তু বিশ্বসারাদৌ। যথা বিশ্বসারে (৫৯)—

অথ পঞ্চাক্ষরীং বিদ্যাং শৃণুষ্ব কমলাননে॥

কালীর মন্ত্রান্তর। নিজবীজ, কূর্চবীজ, লজ্জাবীজ স্বাহা (ক্রীং হুং হ্রীং স্বাহা) এইটি একটি মন্ত্র। এই মন্ত্রের পঞ্চবক্ত্র ঋষি। অন্য সমস্তই দক্ষিণাকালীর ন্যায় কর্তব্য। ৫৭

কালীর অন্যান্য মন্ত্রান্তর। (১) নিজবীজত্রয়, কূর্চদ্বয়, লজ্জাদ্বয়, বহ্নি-জায়া অর্থাৎ ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং স্বাহা—এই একটী মন্ত্র। (২) মূলবীজ, দক্ষিণে কালিকে স্বাহা অর্থাৎ ক্রীং দক্ষিণে কালিকে স্বাহা—এইটি একটি মন্ত্র। (৩) নিজবীজ, কূর্চ, মায়া, পুনরায় সেইগুলি ও স্বাহা অর্থাৎ ক্রীং হুং হ্রীং ক্রীং হুং হ্রীং স্বাহা—এইটি আর একটি মন্ত্র (৪) নিজবীজদ্বয় কূর্চদ্বয়, লজ্জাদ্বয়, পুনরায় সেইগুলি ও বহ্নিজায়া অর্থাৎ ক্রী ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং স্বাহা—এই একটি মন্ত্র (৫) নিজ বীজত্রয়, লজ্জাদ্বয়, কূর্চদ্বয়, পুনরায় সেইগুলি ও স্বাহা অর্থাৎ ক্রীং ক্রীং ক্রীং হ্রীং হ্রীং হুং হুং ক্রীং ক্রীং ক্রীং হ্রীং হ্রীং হুং হুং স্বাহা—এইটি একটি মন্ত্র। (৬) নমঃ, বাগ্‌ভব-বীজ, নিজ বীজদ্বয়, কালিকায়ৈ স্বাহা—(নমঃ ঐং ক্রীং ক্রীং কালিকায়ৈ স্বাহা) এইটি একটি মন্ত্র (৭) নমঃ আং আং ক্রোং ক্রোং ফট্ স্বাহা কালি কালিকে কূর্চ (হুং) —এইটি একটি মন্ত্র। এই সমস্ত মন্ত্রের পূজা ধ্যান সমস্তই দক্ষিণ কালীর ন্যায় করিবে। পুরশ্চরণ লক্ষ জপ। ৫৮

কালীর মন্ত্রান্তর। মায়া, কূর্চ ফট্ অর্থাৎ হ্রীং হুং ফট্। এইটি একটি মন্ত্র। এই মন্ত্রেরও ধ্যান পূজাদি দক্ষিণা কালীর ন্যায়। ইহাদের প্রমাণ কিন্তু বিশ্বসারাদি তন্ত্রে আছে। যেমন বিশ্বসারে বলিয়াছেন (৫৯)—

হে প্রিয়ে। হে কমলাননে। অনন্তর কালীর পঞ্চাক্ষরী বিদ্যা শ্রবণ কর।

১। খ—মূলত্রয়ং। ২। খ—নমঃ আং ক্রোং আং ক্রোং ফট্।

প্রজাপতিং সমুদ্ধৃত্য বহ্ন্যারূঢ়ং ততঃ প্রিয়ে ! ॥ ৬০

চতুর্থ-স্বর-সংযুক্তং নাদ-বিন্দু-সমন্বিতম্ ।

বীজত্রয়ং ক্রমেণৈব তদন্তে বহ্নি-সুন্দরী ।

পঞ্চাক্ষরী মহাবিদ্যা কথিতা পদ্ম-যোনিনা ॥ ৬১

ষড়ক্ষরীং মহাকালীং বক্ষ্যামি শৃণু পার্বতি ! ॥

বীজত্রয়ং সমুদ্ধৃত্য অস্ত্রমন্ত্রং সমুদ্ধরেৎ ।

বহ্নিজায়াবধিঃ প্রোক্তা বিদ্যা ত্রৈলোক্য-মোহিনী ॥ ৬২

অষ্টাক্ষরী মহাবিদ্যা কথ্যতে পরমেশ্বরি ! ।

বীজত্রয়ং ক্রমেণৈব পুনর্বীজত্রয়ং সুধীঃ ।

স্বাহান্তা কথিতা বিদ্যা চতুর্বর্গফল-প্রদা[১] ॥ ৬৩

বীজত্রয়মত্র সর্বপ্রথমোক্ত-দ্বাবিংশত্যক্ষর-মন্ত্রবীজ ত্রয়ম্ । নিজবীজ-কূর্চবীজ-মায়া-বীজাত্মকং বোধ্যম্ । তন্ত্রসার-কারোঽপ্যেবং বিবৃতবান । ৬৪

একাদশাক্ষরী বিদ্যা কথ্যতে শৃণু পার্বতি ! ।

বাগ্‌ভবং হৃদয়ং পশ্চাদ্ বহ্ন্যারূঢ়ং প্রজাপতিম্ ॥ ৬৫

হে প্রিয়ে । প্রজাপতিকে (ক) উদ্ধার করিয়া বহ্ন্যারূঢ, চতুর্থ স্বর সংযুক্ত, নাদবিন্দু-বিভূষিত কর । ক্রমে ক্রমে তিনটি বীজ ও তাহার অন্তে বহ্নি সুন্দরী স্বাহা দিলে পঞ্চাক্ষরী বিদ্যা হয় । পদ্মযোনি ব্রহ্মা কর্তৃক এই পঞ্চাক্ষরী বিদ্যা কথিত হইয়াছে । ৬০-৬১

হে পার্বতি । ষড়ক্ষরী মহাকালীকে বলিতেছি, শ্রবণ কর । বীজত্রয় উদ্ধার করিয়া অস্ত্র মন্ত্র (ফট্) উদ্ধার করিবে । উহা বহ্নিজায়ান্ত হইবে । এই ত্রৈলোক্য-মোহিনী ষড়ক্ষরী বিদ্যা কথিত হইয়াছে । ৬২

হে পরমেশ্বরি । অষ্টাক্ষরী মহাবিদ্যা কথিত হইতেছে । সুধী সাধক ক্রমে ক্রমে নিজবীজ, কূর্চবীজ, মায়াবীজরূপ বীজত্রয় উদ্ধার করিয়া পুনরায় বীজত্রয় উদ্ধার করিবে । উহা স্বাহান্তা হইবে । উহা চতুর্বর্গ (ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ) ফলপ্রদা বিদ্যা । ৬৩

এস্থলে বীজত্রয় হইতেছে সর্ব প্রথমোক্ত দ্বাবিংশত্যক্ষর মন্ত্রের বীজত্রয় । নিজবীজ, কূর্চবীজ ও মায়াবীজরূপ জানিবেন । তন্ত্রসারকারও এইরূপ বিবরণ করিয়াছেন । ৬৪

হে পার্বতি ! একাদশাক্ষরী বিদ্যা কথিত হইতেছে, শ্রবণ কর । বাগ্‌ভব (ঐং)

১। খ—ফলপ্রদা একাদশাক্ষরী বিদ্যা ।

চতুর্থ-স্বর-সংযুক্তং বিন্দুনাদ-বিভূষিতম্ ।
দ্বিগুণঞ্চ ততঃ কৃত্বা ভেন্তঞ্চ কালিকাপদম্ ।
স্বাহান্তা কথিতা বিদ্যা প্রিয়ে ! একাদশাক্ষরী ॥ ৬৬
ঋষিঃ স্যাদ্ দক্ষিণামূর্ত্তিশ্ছন্দঃ পঙ্‌ক্তিরুদাহৃতম্ ।
পরাৎ পরতরা শক্তিঃ কালিকা দেবতা স্মৃতা ।
একাদশাক্ষরী বিদ্যা কালিকায়াঃ সুদুর্লভা ॥ ৬৭
লক্ষদ্বয়ং জপেদ্ বিদ্যাং পুরশ্চরণ-কর্মণি ।
অন্যাসাং বর্ণলক্ষং স্যাৎ কথিতং পদ্মযোনিনা ॥ ৬৮

অন্যাসামুক্ত-পঞ্চাক্ষরী-প্রভৃতীনাম্ । বর্ণলক্ষমিতি । মন্ত্রাক্ষর-সমসংখ্য-লক্ষমিত্যর্থঃ । অস্যা ধ্যানম্—চতুর্ভুজা কৃষ্ণবর্ণা মুণ্ডমালা-বিভূষিতা ইত্যাদি পূর্বোক্তম্ । ৬৯

বিশ্বসারে—মূলবীজং ততো মায়া লজ্জাবীজং ততঃ পরম্ ।
দক্ষিণে কালিকে চেতি তদন্তে বহ্নিসুন্দরী ॥ ৭০
একাদশাক্ষরী কালী চতুর্বর্গ-ফলপ্রদা ।
ধ্যান-পূজাদিকং সর্বং দক্ষিণাবদুপাচরেৎ ॥ ৭১

হৃদয় (নমঃ), পরে প্রজাপতিকে (ক) বহ্ন্যারূঢ়, চতুর্থস্বর সংযুক্ত ও বিন্দুনাদ বিভূষিত করিবে। তাহার পর তাহাকে দ্বিগুণ করিয়া কালিকা পদকে ঙে বিভক্ত্যন্ত করিবে। উহা স্বাহান্তা হইবে। হে প্রিয়ে। এই একাদশাক্ষরী বিদ্যা কথিত হইয়াছে। ৬৫-৬৬

এই মন্ত্রের দক্ষিণামূর্ত্তি ঋষি, পঙ্‌ক্তি ছন্দঃ কথিত হইয়াছে। শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠা শক্তি কালিকা দেবতা উক্ত হইয়াছে। কালিকার একাদশাক্ষরী বিদ্যা সুদুর্লভা। ৬৭

এই বিদ্যার পুরশ্চরণ কার্য্যে লক্ষদ্বয় এই মন্ত্র জপ করিবে। অন্যান্য পঞ্চাক্ষরী প্রভৃতি বিদ্যার পুরশ্চরণে মন্ত্রবর্ণ সমসংখ্যক লক্ষ মন্ত্র জপ করিবে। ইহা পদ্মযোনি ব্রহ্মা কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে। ৬৮

অন্যাসাং অর্থ—উক্ত পঞ্চাক্ষরী প্রভৃতির। বর্ণলক্ষং অর্থ—মন্ত্রবর্ণের সম-সংখ্যক লক্ষ। এই মন্ত্রের ধ্যান—"চতুর্ভুজা কৃষ্ণবর্ণা মুণ্ডমালা-বিভূষিতা" ইত্যাদি পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। ৬৯

বিশ্বসার তন্ত্রে বলিয়াছেন—মূলবীজ, তাহার পর মায়া, লজ্জাবীজ, তাহার পর দক্ষিণে কালিকে, তাহার অন্তে বহ্নিসুন্দরী। এই একাদশাক্ষরী কালী চতুর্বর্গফল-প্রদা। এই মন্ত্রের ধ্যান পূজাদি সমস্তই দক্ষিণাকালীর ন্যায় অনুষ্ঠান করিবেন। ৭০-৭১

মূলবীজং ততো মায়া লজ্জাবীজং ততঃ পরম্ ।
মহাবিদ্যা মহাকাল্যা মহাকালেন ভাষিতা ॥ ৭২
কবচং মূলবীজঞ্চ তদন্তে ভুবনেশ্বরী ।
দক্ষিণে কালিকে চেতি অস্ত্রান্তা সমুদীরিতা[১] ॥ ৭৩

অত্র কবচং দীর্ঘকবচং, কালী-মায়োভয়-সাহচর্য্যাৎ ।

অথাপরাং প্রবক্ষ্যামি বিদ্যাং বিংশতি-বর্ণিকাম্ ।
যস্যাঃ প্রসাদমাত্রেণ ভবেদ্ ভূমি-পুরন্দরঃ ॥ ৭৪
মূলবীজদ্বয়ং ব্রূয়াৎ ততঃ কূর্চদ্বয়ং বদেৎ ।
লজ্জা-যুগ্মং সমুদ্ধৃত্য সম্বুদ্ধ্যন্ত-পদদ্বয়ম্ ।
পূর্ব্ববৎ ষট্ তথা বীজান্যন্তে চ বহ্নিসুন্দরী ॥ ৭৫
ঋষিঃ স্যাদ্ দক্ষিণামূর্ত্তিঃ পঙ্‌ক্তিশ্ছন্দ উদাহৃতম্ ।
দেবতা কথিতা সদ্ভিঃ কালী দক্ষিণপূর্ব্বিকা ॥ ৭৬
একাদশাক্ষরী বিদ্যা কথ্যতে শৃণু পার্ব্বতি ! ।
মূলং কবচ-মায়াঞ্চ সম্বুদ্ধ্যন্ত-পদদ্বয়ম্ ।
স্বাহান্তা কথিতা বিদ্যা চতুর্ব্বর্গ-ফলপ্রদা ॥ ৭৭

মূলবীজ, তাহার পর মায়া, তাহার পর লজ্জাবীজ। মহাকালীর এই মহাবিদ্যা মহাকাল কর্তৃক ভাষিত হইয়াছে। ৭২

কবচ, মূলবীজ ও তাহার অন্তে ভুবনেশ্বরী ও দক্ষিণে কালিকে এইটি। উহা অস্ত্রান্তা (ফট্ অন্তা) বিদ্যা কথিত হইয়াছে। এস্থলে কালী ও মায়া এই উভয়ের সাহচর্য্যবশতঃ কবচ হইতেছে দীর্ঘ কবচ। ৭৩

যে বিদ্যার প্রভাবমাত্রে মানব ভূমির অধিপতি হইতে পারে, অনন্তর সেই কালীর অপর বিংশত্যক্ষরী বিদ্যা বলিব। ৭৪

মূলবীজদ্বয় বলিবে, তাহার পর কূর্চদ্বয় বলিবে। পরে লজ্জাবীজদ্বয় উদ্ধার করিয়া, সম্বোধনান্ত দক্ষিণে কালিকে এই পদদ্বয় উদ্ধার করিবে। পূর্ব্বোক্ত সেইরূপ ছয়টী বীজ উদ্ধার করিয়া শেষে বহ্নিসুন্দরী বলিবে। ৭৫

এই মন্ত্রের দক্ষিণামূর্ত্তি ঋষি ও পঙ্‌ক্তি ছন্দঃ উক্ত হইয়াছে। সজ্জন পণ্ডিতগণ কর্তৃক দক্ষিণ পূর্ব্বিকা কালী অর্থাৎ দক্ষিণ কালী দেবতা কথিত হইয়াছেন। ৭৬

হে পার্ব্বতি ! একাদশাক্ষরী বিদ্যা কথিত হইতেছে, শ্রবণ কর। মূল, কবচ, মায়া,

---

১। খ—সমুদীরিতা। অথাপরাং।

ঋষিঃ স্যাদ্ দক্ষিণামূর্ত্তিশ্ছন্দোঽনুষ্টুবুদাহৃতম্[১]।

অত্র কবচং দীর্ঘকবচম্, কালীমায়োভয়-সাহচর্য্যাৎ ॥ ৭৮

অথাপরাং প্রবক্ষ্যামি বিদ্যাং ত্রিভুবনেশ্বরীম্।
নিজবীজং সমুদ্ধৃত্য তদন্তে বহ্নিসুন্দরী।
ভৈরবোঽস্য ঋষিঃ প্রোক্তঃ সর্বতন্ত্র-সমন্বিতঃ ॥ ৭৯
অষ্টাক্ষরী তু যা[২] প্রোক্তা সর্বতন্ত্রেষু গোপিতা।
নিজবীজদ্বয়ং কূর্চ-দ্বয়ং লজ্জাদ্বয়ং ততঃ।
স্বাহান্তা কথিতা বিদ্যা সর্বকাম-ফলপ্রদা ॥ ৮০
নিজং কূর্চং তথা লজ্জা তদন্তে বহ্নিসুন্দরী।
পঞ্চাক্ষরী মহাবিদ্যা পঞ্চবক্ত্র ঋষিঃ স্মৃতঃ ॥ ৮১
নবাক্ষরীং মহাবিদ্যাং শৃণুষ্ব কমলাননে!।
নিজবীজত্রয়ং কূর্চযুগ্মং লজ্জাযুগং ততঃ।
স্বাহান্তা কথিতা বিদ্যা সর্বসম্পৎ-করী মতা ॥ ৮২

সম্বোধনান্ত দক্ষিণে কালিকে এই পদদ্বয়, উহা স্বাহান্তা হইবে। এই বিদ্যা চতুর্বর্গ ফলপ্রদা। ৭৭

এই বিদ্যার দক্ষিণামূর্ত্তি ঋষি, অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ উক্ত হইয়াছে।

এই স্থলে কবচটি দীর্ঘকবচ, যেহেতু উহাতে কালী ও মায়া উভয়ের সাহচর্য্য আছে। ৭৮

অনন্তর অপর ত্রিভুবনেশ্বরী বিদ্যা বলিব। নিজবীজ দুইটি ও তাহার অন্তে বহ্নিসুন্দরী। এই মন্ত্রের ভৈরব ঋষি কথিত হইয়াছেন। উহা সর্বতন্ত্র সম্মত। ৭৯

অষ্টাক্ষরী যে বিদ্যা কথিত হইয়াছে, তাহা সমস্ত তন্ত্রে গোপিতা। নিজবীজ দ্বয়, কূর্চবীজ দ্বয়, তাহার পর লজ্জাবীজ দ্বয়, উহা স্বাহান্তা কথিত হইয়াছে। উহা সর্বকামফলপ্রদা। ৮০

নিজবীজ, কূর্চবীজ, সেইরূপ লজ্জাবীজ, তাহার অন্তে বহ্নিসুন্দরী। ইহা পঞ্চাক্ষরী মহাবিদ্যা। ইহার পঞ্চবক্ত্র ঋষি। ৮১

হে কমলাননে। নবাক্ষরী মহাবিদ্যাকে শ্রবণ কর। নিজবীজ ত্রয়, কূর্চবীজ দ্বয়, তাহার অন্তে লজ্জাবীজ দ্বয়। স্বাহান্তা এই বিদ্যা কথিত হইয়াছে। উহা সম্পৎকরী কথিত হইয়াছে। ৮২

১। খ—উদাহৃতম্। অথাপরাং। ২। খ—অষ্টাক্ষরী ময়া প্রোক্তা।

অথাপরাং প্রবক্ষ্যামি বিদ্যাং তাঞ্চ নবাক্ষরীম্ ।
মূলবীজং সমুদ্ধৃত্য সম্বুদ্ধ্যন্ত-পদদ্বয়ম্ ।
স্বাহান্তা কথিতা বিদ্যা সর্বশত্রুক্ষয়ঙ্করী ॥ ৮৩
অথবাঽষ্টাক্ষরীং বিদ্যাং শৃণুষ্ব কমলাননে ! ।
নিজবীজং ততঃ কূর্চং ততো মায়াং সমুদ্ধরেৎ ।
পুনস্তানি সমুদ্ধৃত্য স্বাহান্তা মোক্ষদায়িনী ॥ ৮৪
অথাঽপরাং প্রবক্ষ্যামি দশতত্ত্ব-সমন্বিতাম্ ।
মূলদ্বয়ং কূর্চযুগ্মং তথা লজ্জাদ্বয়ং ততঃ ॥ ৮৫
পুনস্তান্যেব বীজানি তদন্তে বহ্নিসুন্দরী ।
চতুর্দ্দশাক্ষরী বিদ্যা চতুর্বর্গ-ফলপ্রদা ॥ ৮৬
ব্রহ্মত্রয়ং সমুদ্ধৃত্য রতি-বহ্নি-সমন্বিতম্ ।
নাদবিন্দু-সমাযুক্তং লজ্জা-কূর্চদ্বয়ং ততঃ ॥ ৮৭
পুনঃ ক্রমেণ চোদ্ধৃত্য বহ্নিজায়াবধির্মনুঃ ।
ষোড়শীয়ং সমাখ্যাতা বিদ্যা কল্পদ্রুমোপমা ॥ ৮৮

লজ্জেতি। লজ্জা-যুগং কূর্চযুগঞ্চেত্যর্থঃ। তেন নিজবীজত্রয়ং মায়াদ্বয়ং

অনন্তর অন্য সেই নবাক্ষরী বিদ্যাকে বলিতেছি। মূলবীজকে উদ্ধার করিয়া, সম্বোধনান্ত দক্ষিণে কালিকে এই পদদ্বয়। উহা স্বাহান্তা হইবে। এই বিদ্যা শত্রুক্ষয়করী কথিত হইয়াছে। ৮৩

হে কমলাননে! অথবা অষ্টাক্ষরী বিদ্যা শ্রবণ কর। নিজবীজ, তাহার পর কূর্চবীজ, তাহার পর মায়াকে উদ্ধার করিবে। পুনরায় সেই বীজগুলিকে উদ্ধার করিয়া স্বাহান্তা করিবে। উহা মোক্ষদায়িনী। ৮৪

অনন্তর দশতত্ত্ব সমন্বিতা বিদ্যাকে বলিবে। মূলদ্বয়, কূর্চবীজদ্বয় ও লজ্জাদ্বয়। তাহার পর পুনরায় সেই বীজগুলি, তাহার অন্তে বহ্নিসুন্দরী। এই চতুর্দশাক্ষরী বিদ্যা চতুর্বর্গ ফলপ্রদা। ৮৫-৮৬

রতি ও বিন্দুসমন্বিত নাদবিন্দুযুক্ত ব্রহ্মত্রয় (ককারত্রয়) উদ্ধার করিয়া লজ্জাদ্বয় ও কূর্চদ্বয় উদ্ধার করিয়া পুনরায় তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়া বহ্নিজায়ান্ত মন্ত্র হইবে। এই ষোড়শ বর্ণরূপ বিদ্যা কল্পদ্রুমতুল্যা কথিত হইয়াছে। ৮৭-৮৮

লজ্জা ইত্যাদির অর্থ—লজ্জাদ্বয় এবং কূর্চদ্বয়। তাহাতে নিজবীজত্রয়, মায়া দ্বয়,

কূর্চদ্বয়ং পুনর্নিজ-বীজত্রয়ং মায়াদ্বয়ং কূর্চদ্বয়ং স্বাহেতি[১] ক্রীঁ ক্রীঁ ক্রীঁ হ্রীঁ হ্রীং হূঁ হূঁ ক্রীঁ ক্রীঁ ক্রীঁ হ্রীঁ হ্রীঁ হূং হূং স্বাহা (১৬) ইতি সিদ্ধম্। ৮৯

মায়াতন্ত্রে—হৃদয়ং বাগ্ভবং দেবি! নিজবীজযুগং ততঃ।
কালিকায়ৈ পদঞ্চোক্ত্বা তদন্তে বহ্নিসুন্দরী॥ ৯০

অত্র বিসর্গো লোপ্য ইত্যুক্তং প্রাক্[২]। তেন ক্রীঁ ক্রীঁ হূং হূং হ্রীঁ হ্রীঁ ক্রীঁ ক্রীঁ হূং হূং হ্রীঁ হ্রীঁ স্বাহা। দেবীতি সম্বোধনম্, ন তু তস্য মন্ত্রেঽন্তর্ভাবঃ। অতএব হৃদয়ং বাগ্ভবং মূলদ্বয়ং কালিকায়ৈ ঠদ্বয়মিতি তন্ত্রসারকৃতাপি বিবৃতম্। ৯১

তন্ত্রান্তরে—নমঃ পাশাঙ্কুশৌ দ্বেধা ফট্ স্বাহা কালি কালিকে।
দীর্ঘতনুচ্ছদং কালী-মনুঃ পঞ্চদশাক্ষরঃ[৩]॥ ৯২

অত্রাপি বিসর্গো লোপ্য ইত্যুক্তং প্রাক্। দ্বেধেতি পাশদ্বয়মঙ্কুশদ্বয়ঞ্চেতি তন্ত্রসারকৃতা বিবৃতম্। ৯৩

কূর্চদ্বয়, পুনরায় নিজবীজত্রয়, মায়াদ্বয়, কূর্চদ্বয় ও স্বাহা। ইহাতে ক্রীং ক্রীং ক্রীং হ্রীং হ্রীং হূং হূং ক্রীং ক্রীং ক্রীং হ্রীং হ্রীং হূং হূং স্বাহা—এই মন্ত্র সিদ্ধ হয়। ৮৯

মায়াতন্ত্রে বলিয়াছেন—হে দেবি! হৃদয় (নমঃ), বাগ্ভববীজ, নিজবীজদ্বয়, তাহার পর কালিকায়ৈ পদ বলিয়া তাহার অন্তে বহ্নিসুন্দরী বলিবে। ৯০

এস্থলে বিসর্গ লোপ্য, ইহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে। তাহাতে ক্রীং ক্রীং হূং হূং হ্রীং হ্রীং ক্রীং ক্রীং হূং হূং হ্রীং হ্রীং স্বাহা। দেবি! এইটি সম্বোধন পদ, কিন্তু তাহার মন্ত্রে অন্তর্ভাব হয় নাই। অতএব হৃদয়, বাগ্ভব, মূলদ্বয়, কালিকায়ৈ ও ঠদ্বয়। ইহা তন্ত্র সারকারও বিবৃত করিয়াছেন। ৯১

তন্ত্রান্তরে বলিয়াছেন—নমঃ, পাশদ্বয়, অঙ্কুশদ্বয়, ফট্ স্বাহা কালি। কালিকে! দীর্ঘতনুচ্ছদ,—উহা পঞ্চদশাক্ষর কালী মন্ত্র। ৯২

এস্থলেও বিসর্গ লোপ্য, ইহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে। দ্বেধা, ইহার অর্থ—পাশদ্বয় ও অঙ্কুশদ্বয়। ইহা তন্ত্র-সারকারও বিবৃত করিয়াছেন। ৯৩

১। খ—স্বাহেতি। মায়াতন্ত্রে—হৃদয়ং বাগ্ভবং ইত্যাদি। ২। খ—প্রাক্। তন্ত্রান্তরে—নমঃ পাশাঙ্কুশৌ ইত্যাদি। ৩। খ—পঞ্চদশাক্ষরঃ। বস্ত্রদয়স্থতয়া দক্ষিণপাদস্য চ শবচরণদ্বয়যুতয়া আলীঢ়-রূপস্থিত্যা সংস্থিতামিত্যর্থঃ। মহাকালেন সার্দ্ধং তামুপরিস্তামিত্যত্র কদাচিদিত্যাধ্যাহৃত্যান্বয়ঃ।

এতাসাং পূজনং দেবি ! দক্ষিণাবৎ সুরেশ্বরি ! ।
লক্ষসংখ্যং জপং কুর্য্যাৎ পুরশ্চরণসিদ্ধয়ে ॥ ৯৪

মৎস্যসূক্তে—লজ্জাবীজং ততঃ ক্রোধং ফড়ন্তা ত্র্যক্ষরী ভবেৎ। এতাসাং পূজাযন্ত্রং কালীতন্ত্রে (৯৫)—

আদৌ ত্রিকোণং বিন্যস্য ত্রিকোণং তদ্বহির্ন্যসেৎ।
ততো বৈ বিলিখেন্মন্ত্রী ত্রিকোণ-ত্রয়মুত্তমম্ ॥ ৯৬

ততো বৃত্তং সমালিখ্য লিখেদষ্টদলং ততঃ।
বৃত্তং বিলিখ্য বিধিবল্লিখেদ্ ভূপুরমেককম্ ॥ ৯৭

কুমারীকল্পে—মধ্যে তু বৈন্দবং চক্রং বীজমায়া-বিভূষিতম্।
বীজং—নিজবীজম্ ॥ ৯৮

অথ গুহ্যকালী

বিশ্বসারে—অথ বক্ষ্যে মহেশানি ! বিদ্যাং সর্বফল-প্রদাম্।
চতুর্বর্গ-প্রদাং সাক্ষান্ মহাপাতক-নাশিনীম্।
গুহ্যকালীং মহাবিদ্যাং ত্রৈলোক্যে চাতিদুর্লভাম্ ॥ ১

হে সুরেশ্বরি। ইঁহাদের পূজা দক্ষিণাকালীর ন্যায় হইবে। পুরশ্চরণ সিদ্ধির জন্য লক্ষ সংখ্যক জপ করিবে। ৯৪

মৎস্য সূক্তে বলিয়াছেন—লজ্জাবীজ, তাহার পর ক্রোধবীজ (হুং)। উহা ফট্ অন্ত হইলে ত্র্যক্ষরী বিদ্যা হয়। এই সকল বিদ্যার পূজাযন্ত্র কালীতন্ত্রে বলিয়াছেন (৯৫)—

প্রথমে একটি ত্রিকোণ অঙ্কন করিয়া তাহার বহির্ভাগে একটি ত্রিকোণ অঙ্কন করিবে। তাহার পর মন্ত্রজ্ঞ সাধক তিনটি উত্তম ত্রিকোণ অঙ্কন করিবে। ৯৬

তাহার পর বৃত্ত অঙ্কন করিয়া সেই বৃত্তে আটটি দল অঙ্কন করিবে। বিধিবৎ একটি বৃত্ত লিখিয়া একটি ভূপুর লিখিবে। ৯৭

কুমারী কল্পে বলিয়াছেন—মধ্যে বৈন্দব চক্রটি মায়া ও নিজবীজের দ্বারা বিভূষিত হইবে। বীজ—নিজবীজ। ৯৮

বিশ্বসার তন্ত্রে বলিয়াছেন—হে মহেশানি। অনন্তর সর্বফল-প্রদা, চতুর্বর্গপ্রদা, সাক্ষাৎ মহাপাপঃনাশিনী ত্রৈলোক্যে অতিদুর্লভা মহাবিদ্যা গুহ্যকালী বিদ্যাকে বলিব। ১

মন্ত্রো যথা—(১) নিজবীজ-ত্রয়ং কূর্চদ্বয়ং মায়াদ্বয়ং গুহ্য-কালিকে[১] নিজবীজ-ত্রয়ং কূর্চদ্বয়ং মায়াদ্বয়ং বহ্নিজায়া (২) কামবীজত্রয়ং কূর্চদ্বয়ং মায়াদ্বয়ং দক্ষিণে কালিকে কামত্রয়ং কূর্চদ্বয়ং মায়াদ্বয়ং বহ্নিজায়া। (৩) নিজবীজং কূর্চং মায়া গুহ্য-কালিকে নিজবীজদ্বয়ং কূর্চদ্বয়ং মায়াদ্বয়ং বহ্নিজায়েতি ষোড়শী (৪) শেষে "কামবীজদ্বয়-ত্যাগাদিয়ং বিদ্যা চতুর্দ্দশী"। (৫) নিজবীজ-ত্রয়ং কূর্চদ্বয়ং মায়াদ্বয়ং গুহ্যে-কালিকে স্বাহা। এষাপি চতুর্দ্দশাক্ষরী (৬) নিজবীজ-ত্রয়ং কূর্চদ্বয়ং মায়াদ্বয়ং দক্ষিণে কালিকে স্বাহা। এষা পঞ্চদশী (৭) কূর্চং মায়া গুহ্যে কালিকে নিজবীজদ্বয়ং কূর্চদ্বয়ং মায়াদ্বয়ং স্বাহা। ইয়মপি পঞ্চদশী (৮) নিজবীজং গুহ্যে কালিকে নিজবীজং স্বাহা' (৯) নিজবীজং[২] দক্ষিণে কালিকে নিজবীজং স্বাহা (১০)। এতাসাং প্রমাণানি যথা—বিশ্বসারে (২)—

> ইন্দ্রাদি-রূঢ়ং বর্গাদ্যং রতি-বিন্দু-সমন্বিতম্।
> ত্রিগুণঞ্চ ততঃ কৃত্বা ঈশানঞ্চ সমুদ্ধরেৎ ॥ ৩
> ষষ্ঠ-স্বর-সমাযুক্তং নাদ-বিন্দু-কলান্বিতম্।
> দ্বিগুণঞ্চ ততঃ কৃত্বা ঈশদ্বয়ং সমুদ্ধরেৎ ॥ ৪

মন্ত্র যথা—(১) নিজবীজত্রয়, কূর্চদ্বয়, মায়াদ্বয় গুহ্যকালিকে। নিজবীজত্রয়, কূর্চদ্বয়, মায়াবীজদ্বয় বহ্নিজায়া। (২) নিজবীজ, কূর্চবীজ, মায়াবীজ, গুহ্যকালিকে। নিজবীজদ্বয়, কূর্চবীজদ্বয়, মায়াদ্বয় ও বহ্নিজায়া। ইহা ষোড়শাক্ষরী। (৩) কামবীজ-দ্বয়ের ত্যাগহেতু এই বিদ্যা চতুর্দশাক্ষরী হয়। (৪) নিজবীজত্রয়, কূর্চবীজদ্বয়, মায়া-বীজদ্বয়, গুহ্যকালিকে স্বাহা। এই বিদ্যাও চতুর্দশাক্ষরী। (৫) নিজবীজত্রয়, কূর্চবীজদ্বয়, মায়াবীজদ্বয়, দক্ষিণে কালিকে। স্বাহা। এই বিদ্যা পঞ্চদশাক্ষরী। (৬) কূর্চবীজ, মায়াবীজ, গুহ্যে কালিকে। নিজবীজদ্বয়, কূর্চদ্বয়, মায়াদ্বয় ও স্বাহা। এই বিদ্যাও পঞ্চদশাক্ষরী। (৭) নিজবীজ গুহ্যে। কালিকে। নিজবীজ ও স্বাহা। (৮) নিজবীজ দক্ষিণে। কালিকে। স্বাহা। এই বিদ্যাসমূহের প্রমাণ যেমন বিশ্বসার তন্ত্রে বলিয়াছেন (১)—

বর্গাদ্য ককে রতি (ঈ) ও বিন্দু সমন্বিত ইন্দ্রের (লকারের) আদি রকারে আরূঢ় করিবে। তাহার পর তাহাকে ত্রিগুণ (ক্রীং ক্রীং ক্রীং) করিয়া, ষষ্ঠস্বর (ঊ) যুক্ত নাদ ও বিন্দুকলা (ং) সমন্বিত ঈশানকে উদ্ধার করিবে। তাহার পর তাহাকে

১। খ—কালিকে কামবীজত্রয়ং। ২। খ—ক্রীং দক্ষিণে কালিকে ক্রীং স্বাহা।

বামাক্ষি-বহ্নি-সংযুক্তং নাদ-বিন্দু-বিভূষিতম্ ।
তদ্‌গুহ্যে কালিকে প্রোক্ত্বা অথবা দক্ষিণে বদেৎ ॥ ৫
সপ্তবীজং পুনঃ পূর্বক্রমেণ যোজয়েৎ ততঃ ।
বহ্নিজায়াবধিঃ প্রোক্তা বিদ্যা ত্রৈলোক্য-মোহিনী ॥ ৬

অথবেতি। গুহ্যে ইতি দক্ষিণে ইতি বা বদেৎ; তথা চ মন্ত্রদ্বয়মুক্তম্ । ৭

কামবীজং ততঃ কূর্চং তদন্তে ভুবনেশ্বরী ।
গুহ্যে চ কালিকে চেতি তথা বীজদ্বয়ং ভবেৎ ॥ ৮
স্বাহান্তা কথিতা বিদ্যা সর্বতন্ত্রেষু গোপিতা ।
এষা তু ষোড়শী বিদ্যা চতুর্বর্গ-ফলপ্রদা ॥ ৯

তথা বীজদ্বয়ং ভবেদিতি। নিজবীজদ্বয়ং কূর্চদ্বয়ং মায়াদ্বয়মিতি তাৎপর্য্যার্থঃ। অত্র কামবীজমিত্যত্র নিজবীজমিত্যপি পাঠঃ। তত্র চ গুহ্যকাল্যা নিজবীজং কামবীজমিত্যর্থঃ। তথা (১০)—

কামবীজদ্বয়ং হিত্বা ভবেদ্ বিদ্যা চতুর্দ্দশী। অস্য মন্ত্রস্যেতি শেষঃ। কামবীজদ্বয়মিতি। সম্বুদ্ধ্যন্ত-পদদ্বয়ানন্তর-কামবীজদ্বয়মিত্যর্থঃ। ১১

দ্বিগুণ (হূঁ হূঁ) করিয়া, নাদবিন্দু সমন্বিত বামাক্ষি (ঈ) ও বহ্নি (র্) যুক্ত ঈশ (হ) দ্বয়কে উদ্ধার করিবে। তাহার পর গুহ্যে। কালিকে। বলিয়া অথবা দক্ষিণে। কালিকে বলিবে। তাহার পর পুনরায় পূর্ব ক্রমে সাতটি বীজকে যোগ করিবে। এই ত্রৈলোক্যমোহিনী বিদ্যা বহ্নিজায়ান্তা কথিত হইয়াছে। ৩-৬

অথবেতি ইহার অর্থ—গুহ্যে ইতি এই পদ অথবা দক্ষিণে এই পদ বলিবে। তাহাতে মন্ত্রদ্বয় কথিত হয়। ৭

কামবীজ (ক্লীং), তাহার পর কূর্চ, তাহার শেষে ভুবনেশ্বরী (হ্রীং) ও গুহ্যে। কালিকে। এবং নিজবীজদ্বয়, কূর্চদ্বয় ও মায়াদ্বয় হইবে। সর্বতন্ত্রে গোপিতা স্বাহান্তা এই বিদ্যা কথিত হইয়াছে। চতুর্বর্গফল প্রদা এই বিদ্যা ষোড়শাক্ষরী। ৮-৯

তথা বীজদ্বয়ং ভবেৎ, ইহার তাৎপর্য্যার্থ—নিজবীজদ্বয়, কূর্চদ্বয় ও মায়া দ্বয়। এই শ্লোকে কামবীজম্ এই স্থলে নিজবীজং এইরূপও পাঠ আছে। সেস্থলে গুহ্যকালীর নিজবীজ অর্থ—কামবীজ। সেইরূপ তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে (১০)—

এই মন্ত্রের কামবীজদ্বয়কে ত্যাগ করিলে এই বিদ্যা চতুর্দশাক্ষরী হইবে। অস্য মন্ত্রস্য এইটিকে উহ্য করিতে হইবে। কামবীজদ্বয়ম্, ইহার অর্থ—সম্বোধনান্ত পদদ্বয়ের অনন্তর কামবীজদ্বয়। ১১

সপ্ত বীজং পুরা প্রোক্তং গুহ্যে চ কালিকে ! পুনঃ।
স্বাহান্তা কথিতা বিদ্যা সর্বতন্ত্রেষু গোপিতা ॥ ১২

সপ্তেতি কামত্রয়ং কূর্চদ্বয়ং মায়াদ্বয়মিত্যর্থঃ। এষাপি চতুর্দ্দশাক্ষরী। অস্যা গুহ্যেতি নামপদং ত্যক্ত্বা দক্ষিণে ইতি পদশ্চেদ্ দীয়তে তদা পঞ্চদশাক্ষরী। ১৩

তথা চ— দক্ষিণে পদমাভাষ্য ভবেৎ পঞ্চদশাক্ষরী।

তথা— কামবীজং পরিত্যজ্য অথবা ষোড়শাক্ষরী ॥ ১৪

অস্যার্থঃ। ষোড়শাক্ষর-বিদ্যায়া আদৌ কামবীজাভাবে পঞ্চদশী ভবতীতি। ১৫

তথা— কামবীজং সমুদ্ধৃত্য সম্বুদ্ধ্যন্ত-পদদ্বয়ম্।
পুনঃ কামং তদন্তে চ দদ্যাদ্ বহ্নেশ্চ সুন্দরীম্ ॥ ১৬
এষা নবাক্ষরী বিদ্যা গুহ্যকাল্যাঃ সমীরিতা।
দক্ষিণে পদমাভাষ্য ভবেদ্ বিদ্যা দশাক্ষরী ॥ ১৭

পূর্বপ্রোক্ত সাতটি বীজ, পুনরায় গুহ্যে। কালিকে।। সর্বতন্ত্রে গোপিতা এই বিদ্যা স্বাহান্তা কথিত হইয়াছে। ১২

সপ্ত ইহার অর্থ—কামত্রয়, কূর্চদ্বয়, মায়াদ্বয়। এই বিদ্যাও চতুর্দশাক্ষরী। এই মন্ত্রের গুহ্যে এই নাম পদ পরিত্যাগ করিয়া যদি দক্ষিণে এই পদ দেন, তবে পঞ্চাদশাক্ষরী বিদ্যা হইবে। ১৩

তাহাই তন্ত্রে বলিয়াছেন—দক্ষিণে পদ বলিলে পঞ্চদশাক্ষরী বিদ্যা হইবে। সেইরূপ আরও বলিয়াছেন—কামবীজ পরিত্যাগ করিলে ষোড়শাক্ষরী হইবে। ১৪

এই শ্লোকের অর্থ—ষোড়শাক্ষরী বিদ্যার প্রথমে কামবীজ না থাকিলে পঞ্চদশাক্ষরী বিদ্যা হয়। ১৫

সেইরূপ আরও উক্ত হইয়াছে—কামবীজকে উদ্ধার করিয়া সম্বোধনান্ত গুহ্যে। কালিকে। এই পদ দুইটি উদ্ধার করিবে। তাহার পর পুনরায় কাম বীজ ও তাহার অন্তে বহ্নিসুন্দরী দিবে। ইহা গুহ্যকালীর নবাক্ষরী বিদ্যা কথিত হইয়াছে। ইহাতে গুহ্যে পদের স্থানে দক্ষিণে পদ বলিলে দশাক্ষরী বিদ্যা হইবে। ১৬-১৭

শ্যামাবিষয়মধিকৃত্য যামলে—জাগর্ত্ত্যেষা মহবিদ্যা কেবলং চিৎ-প্রকাশিকা। ন চ সুপ্তা চ যে চান্দ্রদর্শেন পূজনোৎসুকাঃ। কয়স্থং রত্নমুৎসার্য্য স্ফটিকং ধারয়ন্তি তে। ন মাং ত্বাং বেত্তি পুণ্যাত্মা আবয়োরৈক্যমস্ততঃ। দক্ষিণা সিদ্ধিসাধ্যাদি-রহিতা ক্ষিপ্রসিদ্ধিদা। 'কালস্য গ্রহণাৎ কালী কালগ্রাসং করোত্যুত। ততঃ কালী সিদ্ধবিদ্যা কলৌ পূর্ণ ফলপ্রদা। যথা নিজজনাদিভ্যশ্চাস্পৃষ্টং বিমলং নভঃ। তথাচেয়ং মহাবিদ্যা কলিদোষায় বাধিতা। সিদ্ধমন্ত্রতয়া নাত্র যুগসেবা-পরিশ্রমঃ। তস্মাৎ সা সকলোপায়ৈরারাধ্যেয়ং মহাত্মভিঃ।

আসাং ন্যাস-পূজাদি সর্বং পূর্ববদেব[১]। যথা তত্রৈব (১৮)—

পূর্ববন্ন্যাসবর্গস্তু পূর্ববৎ পূজয়েচ্ছিবাম্।
পূর্ববচ্চ জপেদ্বিদ্যাং সর্বং পূর্ববদেব হি ॥ ১৯

বলিমন্ত্রস্তু—এহ্যেহি জগন্মাতর্জ্জগতাং জননি! গৃহ্ণ গৃহ্ণ মম বলিং সিদ্ধিং দেহি দেহি শত্রুক্ষয়ং কুরু কুরু হূঁ হূঁ হ্রীঁ হ্রীঁ ফট্ ফট্ ওঁ কালিকায়ৈ নমঃ ফট্ স্বাহা ইতি। অথবা এহ্যেহি গুহ্যকালি! মম বলিং গৃহ্ণ গৃহ্ণ মম শত্রূন্ নাশয় নাশয় খাদয় খাদয় স্ফুর স্ফুর ছিন্ধি ছিন্ধি সিদ্ধিং দেহি দেহি হূঁ ফট্ স্বাহা। আসনমন্ত্রস্তু ওঁ সদাশিব-মহাপ্রেতায় গুহ্যকাল্যাসনায় নমঃ। ২০

অথ ভদ্রকালী—

নিজবীজ-ত্রয়ং কূর্চদ্বয়ং মায়াদ্বয়ং ভদ্রকাল্যৈ নিজবীজ-ত্রয়ং কূর্চদ্বয়ং মায়াদ্বয়ং স্বাহা[২]। যথা (১)—

কামবীজাদিকং বীজং সর্বং পূর্বাপরে যজেৎ।
ভদ্রকালীং তথা ঙেন্তাং বীজমধ্যে নিয়োজয়েৎ ॥ ২
স্বাহান্তা কথিতা বিদ্যা বিংশত্যর্ণাত্মিকা পরা।
চতুর্বর্গপ্রদা বিদ্যা ভদ্রকালী শুভাবহা ॥ ৩

অথ নিগ্রহে মন্ত্রান্তরং যথা—

এই সকল বিদ্যার ন্যাস পূজাদি সমস্তই পূর্বের (দক্ষিণাকালীর) ন্যায় হইবে। যেমন সেইখানে বলিয়াছেন (১৮)—

পূর্ববৎ ন্যাস সমুদায় করিবে, পূর্ববৎ শিবাকে পূজা করিবে। পূর্ববৎ এই বিদ্যাকে জপ করিবে। সমস্তই পূর্ববৎ হইবে। ১৯

দুই প্রকার বলিমন্ত্র কিন্তু—ওঁ এহ্যেহি ইত্যাদি মূলোক্তরূপ হইবে। আসন মন্ত্র (পীঠমন্ত্র) হইবে—ওঁ সদাশিব মহাপ্রেতায় গুহ্যকল্যাসনায় নমঃ। ২০

অনন্তর ভদ্রকালী। নিজবীজত্রয়, কূর্চদ্বয়, মায়াদ্বয় ভদ্রকাল্যৈ নিজবীজত্রয়, কূর্চদ্বয়, মায়াদ্বয় ও স্বাহা। যেমন তন্ত্রে বলিয়াছেন (১)—

কামবীজাদি সমস্ত বীজ পূর্বে ও পরে যোগ করিবে। এই পূর্বাপর বীজবর্গের মধ্যে ঙে-বিভক্ত্যন্ত ভদ্রকালী পদকে যোগ করিবে। বিংশতিবর্ণাত্মিকা এই বিদ্যা স্বাহান্তা কথিত হইয়াছে। ২-৩

১। খ—পূর্ববদেব। বলিমন্ত্রস্তু— ২। খ—স্বাহা। বিংশত্যর্ণাত্মিকা বিদ্যা ভদ্রকালী শুভাবহা। অথ নিগ্রহে মন্ত্রান্তরম্।

প্রাসাদবীজমুদ্ধৃত্য কালীতি পদমুদ্ধরেৎ।
মহাকালী পদঞ্চোক্ত্বা কিলিযুগ্মমতঃ পরম্ ॥ ৪
অস্ত্র-বহ্নিপ্রিয়ান্তোঽয়ং ভদ্রকালী-মহামনুঃ।
আরাধ্য প্রজপেন্ নিত্যমষ্টোত্তর-শতং মনুম্ ॥ ৫
জপমালা বিধাতব্যা হ্যষ্টোত্তর-শতেন তু।
ধ্যাতব্যেয়ং মহাদেবী ভদ্রকালী ভয়াপহা ॥ ৬

আরাধ্যেতি। ভূতশুদ্ধি-প্রাণায়ামৌ কৃত্বা পঞ্চোপচারৈঃ শিবলিঙ্গে সম্পূজ্যেত্যর্থঃ। ধ্যানন্তু—

ক্ষুৎক্ষামা কোটরাক্ষী মসিমলিনমুখী মুক্তকেশী রুদন্তী
নাহং তৃপ্তা বদন্তী জগদখিলমিদং গ্রাসমেকং করোমি।
হস্তাভ্যাং ধারয়ন্তী জ্বলদনল-শিখা-সন্নিভং দাশযুগ্মং
দন্তৈর্জম্বুফলাভৈঃ পরিহরতু ভয়ং পাতু মাং ভদ্রকালী ॥ ৭

প্রয়োগমাত্রং কর্ত্তব্যং বৈরি-নিগ্রহ-কারকম্।
ইয়ং দেবী মহাদেবী শত্রুনিগ্রহ-কারিণী।
যথেষ্টচিন্তয়া চিন্ত্যা ধর্ম-কামার্থ-সিদ্ধিদা ॥ ৮

অনন্তর নিগ্রহে মন্ত্রান্তর আছে। যথা—প্রাসাদবীজ (হৌং) উদ্ধার করিয়া কালী এই পদ উদ্ধার করিবে। অনন্তর মহাকালী পদ বলিয়া কিলিপদদ্বয় বলিবেন। অতঃপর অস্ত্র ও বহ্নিপ্রিয়া অন্তে দিবেন। হ্রীং কালী মহাকালী কিলি কিলি ফট্ স্বাহা—এইটি ভদ্রকালীর মহামন্ত্র। ভদ্রকালীকে পূজা করিয়া নিত্য অষ্টোত্তর শত মন্ত্র জপ করিবে। অষ্টোত্তর শত গুটিকা দ্বারা জপমালা নির্মাণ করিবে। এই ভয়নাশিনী ভদ্রকালী মহাকালী সকলেরই ধ্যেয়া। ৪-৬

আরাধ্য কথার অর্থ—ভূতশুদ্ধি ও প্রাণায়াম করিয়া পাঁচটি উপচারের দ্বারা শিবলিঙ্গে পূজা করিয়া। ধ্যানের অর্থ হইতেছে—

ক্ষুধায় ক্ষীণা, কোটরাক্ষী, মসীর ন্যায় মলিনমুখী, মুক্তকেশী, রোদন কারিণী আমি তৃপ্ত নহি, অখিল জগৎ এক গ্রাস করিব—এই বাক্যবাদিনী, জ্বলৎ অনল শিখাতুল্য দাশদ্বয়কে হস্তদ্বয়ের দ্বারা ধারণ কারিণী, জম্বুফলের ন্যায় দন্তবিশিষ্টা, ভদ্রকালী ভয় নিবারণ করুন, আমাকে রক্ষা করুন। ৭

বৈরিনিগ্রহ-কারক প্রয়োগমাত্র কর্ত্তব্য। এই দেবী মহাদেবী, শত্রুনিগ্রহ-কারিণী ধর্ম, কাম ও অর্থের সিদ্ধিপ্রদা। যথেষ্ট ধ্যানের দ্বারা ইনি ধ্যেয়া। ৮

অত্র পুরশ্চরণাদিকং দক্ষিণ-কালীতন্ত্রবদিতি কেচিৎ। বস্তুতস্তু পুরশ্চরণ-মষ্টোত্তর-সহস্রজপঃ, বিশেষানুক্তত্বাৎ ॥ ৯

অথ মহাকালী

সপ্তবীজানি মহাকালি সপ্তবীজানি স্বাহা[১] ॥ যথা—

বীজানি চোচ্চরেৎ পূর্বং মহাকালি-পদং ততঃ।
তদন্তে সপ্তবীজানি স্বাহান্তা সর্বসিদ্ধিদা।
বিংশত্যর্ণা মহাবিদ্যা মহাকাল্যাঃ প্রকীর্ত্তিতা ॥ ১

এতাসাং পূজা-জপাদি দক্ষিণাবৎ। বিশেষস্তু ভূপুরে ইন্দ্রাদি-দিক্‌পালান্ তদ্বহির্বজ্রাদীন্ ভূগৃহস্য পূর্বাদি-চতুর্দ্বারে বিষ্ণুং শিবং সূর্য্যং গণেশং পূজয়েৎ। গুহ্যকাল্যাদীনাং যন্ত্রস্তু (২)—

ত্রিকোণঞ্চৈব ষট্‌কোণং নবকোণং মনোহরম্।
ত্রিবৃত্তং সাষ্টপত্রঞ্চ সুকিঞ্জল্ক-সমন্বিতম্ ॥ ৩
ভূপুরত্রিতয়ারূঢ়ং যোনি-মণ্ডল-মণ্ডিতম্।
ত্রিপঞ্চারমিদং চক্রং সর্বতন্ত্র-প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ৪

এই বিদ্যার পুরশ্চরণাদি দক্ষিণা কালীর ন্যায়, ইহা কেহ কেহ বলেন। বস্তুতঃ বিশেষ উক্ত না হওয়ায় ইহাঁর পুরশ্চরণ অষ্টোত্তর সহস্র মন্ত্র জপ হইবে। ৯

অনন্তর মহাকালী। পূর্ব কথিত সাতটি বীজ, মহাকালি! সপ্ত বীজ ও স্বাহা। যেমন তন্ত্রে বলিয়াছেন—প্রথমে ক্লীং ক্লীং প্রভৃতি সাতটি বীজ উচ্চারণ করিবে। তাহার পর মহাকালি! পদ ও তাহার শেষে পূর্বোক্ত সাতটি বীজ ও স্বাহা। মহাকালীর এই বিংশত্যক্ষরী বিদ্যা মহাসিদ্ধি প্রদা কথিত হইয়াছে। ১

এই বিদ্যাসমূহের পূজা জপাদি দক্ষিণা কালীর ন্যায় হইবে। বিশেষ হইতেছে—ভূপুরে ইন্দ্রাদি লোকপাল, তাহার বাহিরে বজ্রাদি অস্ত্র, ভূগৃহে পূর্বাদি চারি দ্বারে বিষ্ণু, শিব, সূর্য্য ও গণেশকে পূজা করিবেন। গুহ্যকালী প্রভৃতির যন্ত্র হইতেছে (২)—

ত্রিকোণ, ষট্‌কোণ অর্থাৎ অধোমুখ ত্রিকোণাকার ষট্ কোণদ্বয় ও মনোহর নবকোণ অর্থাৎ অধোমুখ তিনটি ত্রিকোণ, তিনটি বৃত্ত, মনোহর কিঞ্জল্ক-বিশিষ্ট অষ্টদল। উহা ভূপুর ত্রিতয়ের দ্বারা আরূঢ় এবং যোনি-মণ্ডলের (অধোমুখ ত্রিকোণের) দ্বারা মণ্ডিত হইবে। এই ত্রিপঞ্চ (পঞ্চদশ) আর (কোণ) বিশিষ্ট চক্র সমস্ত তন্ত্রেই কীর্ত্তিত হইয়াছে। ৩-৪

১। খ—স্বাহা। এতাসাং পূজাদি দক্ষিণাবৎ।

ত্রিকোণং ত্রিকোণাকারমিত্যর্থঃ। তথা চ ষট্‌কোণপদেনাত্রাধোমুখ-ত্রিকোণদ্বয়মভিহিতম্, ন তূর্দ্ধাধোভাবেন ষট্‌কোণমিত্যর্থ-লাভায়। ষট্‌কোণস্য বিশেষণং ত্রিকোণমন্যথাষ্টাদশ-কোণত্বাপত্তেস্ত্রিপঞ্চারত্বানুপপত্তেশ্চ। ৫

কেচিৎ তু ত্রিকোণঞ্চৈব ষট্‌কোণং ত্রিকোণ-দ্বিতয়ং পুনরিতি পাঠস্তত্র ত্রিকোণপদং ন বিশেষণম্, ষট্‌কোণপদঞ্চ উপদর্শিত-ত্রিকোণদ্বয়-পরম্। ভূপুরং চতুরস্রম্। যোনিমণ্ডলমধোমুখ-ত্রিকোণম্, তেন মণ্ডিতমর্থাদ্ বেষ্টিতম্। ৬

ধ্যানন্তু— মহামেঘ-প্রভাং দেবীং কৃষ্ণবস্ত্র-পিধায়িনীম্।
ললজ্জিহ্বাং ঘোরদংষ্ট্রাং কোটরাক্ষীং হসন্মুখীম্ ॥ ৭
নাগহার-লতোপেতাং চন্দ্রার্দ্ধকৃত-শেখরাম্।
দ্যাং লিখন্তীং জটামেকাং লেলিহানাং শবং স্বয়ম্ ॥ ৮
নাগযজ্ঞোপবীতাঙ্গীং নাগশয্যা-নিষেদুষীম্[১]।
নাগেন রসনা-হার-কল্পিতাং রত্ননূপুরাম্ ॥ ৯

ত্রিকোণম্—ত্রিকোণাকার, এই অর্থ। তাহা হইলে এস্থলে ষট্‌কোণ পদের দ্বারা অধোমুখ ত্রিকোণদ্বয় অভিহিত হইয়াছে। কিন্তু উর্ধ্ব ও অধোভাবে ষট্‌কোণ লাভের জন্য ইহা উক্ত হয় নাই। ষট্‌কোণের বিশেষণ ত্রিকোণ, অন্যথা অষ্টাদশ কোণের আপত্তি হইবে, ত্রিপঞ্চ (পঞ্চদশ) কোণের অনুপত্তি হইবে। ৫

কেহ কেহ বলেন—ত্রিকোণং চৈব ষট্‌কোণং ত্রিকোণ-দ্বিতয়ং পুনঃ—এই পাঠ। এইরূপ পাঠে ত্রিকোণ পদটি বিশেষণ নহে, ষট্‌কোণ পদটি প্রদর্শিত ত্রিকোণদ্বয় তাৎপর্য্যক। ভূপুরং—চতুরস্র। যোনিমণ্ডল—অধোমুখ ত্রিকোণ। তেন মণ্ডিতং—তাহার দ্বারা ভূষিত এই অর্থ। ৬

ধ্যানের অর্থ—মহামেঘের ন্যায় প্রভাবিশিষ্টা, দেবী (জ্যোতির্ময়ী), কৃষ্ণ বস্ত্র পরিহিতা, ললজ্জিহ্বিকা, ঘোরদংষ্ট্রা, কোটরাক্ষী, হাস্যমুখী, নাগহাররূপ লতাবিশিষ্টা; চন্দ্রার্দ্ধখচিত মুকুট-ধারিণী, গগনস্পর্শিনী একটি জটাধারিণী, স্বয়ং শবলেহন কারিণী, নাগনির্মিত যজ্ঞোপবীত ধারিণী, নাগশয্যায় শায়িনী, পঞ্চাশৎ-মুণ্ডখচিত নরমালা-ধারিণী, বিশাল উদর বিশিষ্টা, মস্তকে সহস্র ফণাবিশিষ্ট অনন্তনাগ-ধারিণী, চারিদিকে নাগগণের ফণাদ্বারা বেষ্টিতা, বামহস্তে সর্পরাজ তক্ষকরূপ কঙ্কণে এবং দক্ষিণ হস্তে নাগরাজ অনন্তরূপ কঙ্কণে মণ্ডিতা, কটিতটে নাগরূপ কাঞ্চী দ্বারা, গলদেশে নাগরূপ

১। খ—নিষেদুষীমিত্যনন্তরং পঞ্চাশন্মুণ্ড-সংযুক্ত নরমালা মহোদরীম্। সহস্রফণসংযুক্তমনন্তং শিরসোপরি। চতুর্দিক্ষু নাগফণা বেষ্টিতাং গুহ্যকালিকাম্। তক্ষক-সর্পব্যাজেন বামকঙ্কণ-ভূষণাম্। অনন্তনাগব্যাজেন কৃতদক্ষিণকঙ্কণা। নাগেন রসনা ইত্যাদিকঃ।

বামে শিবস্বরূপং তং কল্পিতং বৎসরূপকম্ ।
দ্বিভুজাং চিন্তয়েদ্ দেবীং নাগযজ্ঞোপবীতিনীম্ ॥ ১০
নরদেহ-সমারব্ধ-কুণ্ডল-শ্রুতি-মণ্ডিতাম্ ।
প্রসন্ন-বদনাং সৌম্যাং নবরত্ন-বিভূষিতাম্ ॥ ১১
নারদাদ্যৈর্মুনিগণৈঃ সেবিতাং শিবমোহিনীম্ ।
সাট্টহাসাং মহাভীমাং সাধকাভীষ্ট-দায়িনীম্ ॥ ১২

জটামেকামিতি ধারয়ন্তীমিতি শেষঃ[1] । আজানুলম্বিনী মালা বনমালা প্রকীর্ত্তিতা । ১৩

অনন্তং শিরসোপরীতি । দধতীমিতি শেষঃ । বামে বামেপার্শ্বে বৎসরূপং বালকরূপং শিবং ধারয়ন্তীমিতি শেষঃ । গুহ্যকালিকামিত্যত্র গুহ্যত্বমুপলক্ষণম্ । পূজাদি সর্বং দক্ষিণাবৎ । ১৪

উচ্চাটনে মহাকাল্যা মন্ত্রান্তরম্ । যথা—ওঁ ফ্রেঁ ফ্রেঁ ক্রেঁ ক্রেঁ পশূন্ গৃহাণ হুঁ ফট্ স্বাহা । অত্র দ্বিতীয়-তৃতীয়-বীজে পবর্গ-দ্বিতীয়-রেফৈকাদশ-স্বর-বিন্দুভিঃ । চতুর্থপঞ্চমে ককারেফৈকাদশ-স্বর-বিন্দুভিঃ । ১৫

হারের দ্বারা শোভিতা, রত্নময় নূপুর ধারিণী, বামহস্তে শিবস্বরূপ কল্পিত বালক ধারিণী, দ্বিভুজা, নাগরূপ যজ্ঞোপবীত-ধারিণী, কর্ণদ্বয়ে নরদেহরূপ কুণ্ডলধারিণী, প্রসন্নবদনা, সৌম্যা, নবরত্নে বিভূষিতা, নারদাদি মুনিগণ কর্ত্তৃক সেবিতা, শিবমোহিনী, সাট্টহাসা, মহাভীমা, সাধকের অভীষ্ট ফলদায়িনী, দেবী মহাকালীকে ধ্যান করিবে । ৭-১২

জটামেকাম্ এই স্থলে ধারয়ন্তীং পদ উহ্য করিতে হইবে । আজানুলম্বিতা মালা বনমালা বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে । ১৩

অনন্তং শিরসোপরি এই স্থলে দধতীং এই পদ উহ্য করিতে হইবে । বামে—বামপার্শ্বে । বৎসরূপং—বালকরূপ শিবকে, ধারয়ন্তীং এই পদ উহ্য করিতে হইবে । গুহ্যকালিকাম্—এই স্থলে গুহ্যপদটি উপলক্ষণ । পূজাদি সমস্তই দক্ষিণাকালীর ন্যায় হইবে । ১৪

উচ্চাটনে মহাকালীর মন্ত্রান্তর । যথা—ওঁ ফ্রেং ফ্রেং ক্রেং ক্রেং পশূন্ গৃহাণ হুঁ ফট্ স্বাহা । এ স্থলে দ্বিতীয় ও তৃতীয় বীজটি পবর্গের দ্বিতীয় বর্ণ, রকার, একাদশ স্বর ও বিন্দু দ্বারা হইয়াছে । চতুর্থ ও পঞ্চম বীজ ককার, রকার, একাদশ স্বর একার ও বিন্দু দ্বারা হইয়াছে । ১৫

১। খ—শেষঃ । অনন্তং শিরসোপরি ।

অথাস্য প্রয়োগঃ। অত্রাঙ্গন্যাসাদিকং ন কর্ত্তব্যম্। তথা চ—

ন্যাস-শুদ্ধ্যাদিকানাঞ্চ নাত্র কার্য্যা বিচারণা।
কৃষ্ণতোয়ৈশ্চ সংপূর্ণে কৃষ্ণকুম্ভে চ কালিকাম্।
পঞ্চবক্ত্রাং মহারৌদ্রীং প্রতিবক্ত্রং ত্রিলোচনাম্ ॥ ১৬

শক্তি-শূল-ধনুর্বাণ-খড়্গ-খেট-বরাভয়ান্।
দক্ষাদক্ষ-ভুজৈর্দেবীং বিভ্রাণাং ভূরি-ভূষণাম্ ॥ ১৭

এবং ধ্যাত্বা যথাবিধ্যুপচারৈরভ্যর্চ্য কুম্ভে পূর্বাদীশান-পর্য্যন্তং ব্রাহ্মী-মাহেশ্বরী-কৌমারী-বৈষ্ণবী-বারাহ্যৈন্দ্রী-চামুণ্ডা-চণ্ডিকা অষ্টশক্তীঃ-পূজয়েৎ।

তথা— নামোচ্চারণ-সম্বন্ধং বহ্নৌ প্রজ্বলিতেঽম্বরে।
জুহুয়াদ্ বৈরিণাং শুদ্ধৌ দেবীমন্ত্রং জপংস্তথা ॥ ১৮

সমিধঃ পিচুমর্দ্দস্য তথা বিভীতকাষ্ঠিকাঃ।
গৃহধূমঃ শ্মশানান্ত-র্বিভীতাঙ্গার-হোমতঃ।
সপ্তাহাদ্ বৈরিণং হন্তি কালিকামন্ত্র-যোগতঃ ॥ ১৯

অনন্তর এই মন্ত্রের প্রয়োগ। এই প্রয়োগে অঙ্গন্যাসাদি করিবে না। তাহাই তন্ত্রে বলিয়াছেন—

এই বিদ্যার প্রয়োগ। এই প্রয়োগে ন্যাস, শুদ্ধি প্রভৃতির বিচার করিবে না। কৃষ্ণবর্ণ জলের দ্বারা পরিপূর্ণ কৃষ্ণবর্ণ কুম্ভে মহারৌদ্রী পঞ্চবক্ত্রা, প্রতিমুখে লোচনত্রয়যুক্তা, দক্ষিণ ও বামবাহু সমূহে শক্তি, শূল, ধনুঃ, বাণ, খড়্গ, খেট, বর ও অভয়মুদ্রাধারিণী, ভূরিভূষণা, দেবী কালিকাকে এই মূর্ত্তিতে ধ্যান করিবে। ১৬-১৭

এই প্রকারে ধ্যান করিয়া যথাবিধি উপচার সমূহের দ্বারা পূজা করিয়া কুম্ভে পূর্ব হইতে ঈশান পর্য্যন্ত স্থানে ব্রাহ্মী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী, ঐন্দ্রী, চামুণ্ডা ও চণ্ডিকা—এই অষ্টশক্তিকে পূজা করিবেন।

সেইরূপ শত্রুগণের জন্য শত্রুর নামোচ্চারণের সহিত সম্বদ্ধ দেবীর মন্ত্র জপ করিতে করিতে আকাশে প্রজ্বলিত শুদ্ধ বহ্নিতে হোম করিবে। ১৮

শ্মশানের মধ্যে বিভীতক অঙ্গারে কালিকার মন্ত্রযোগে পিচুমর্দ (নিম্ববৃক্ষের) সমিধের দ্বারা, সেইরূপ বিভীতক (বহেড়ার) সমিধ্ ও গৃহধূম দ্বারা হোম করিলে সপ্তাহের মধ্যে শত্রুকে বধ করে। ১৯

উচ্চাটনঞ্চাপরাহ্নে সন্ধ্যায়াং মারণং তথা।
দক্ষিণস্যাং দিশি স্থিত্বা গ্রামাদের্দক্ষিণামুখঃ ॥ ২০

অথ শ্মশানকালী

নিজবীজত্রয়ং কূর্চদ্বয়ং মায়াদ্বয়ং শ্মশানকালি পুনস্তানি স্বাহা[১]। যথা (১)—

সপ্তবীজং সমুদ্ধৃত্য শ্মশানকালি! চেত্তথা।
পুনর্বীজক্রমেণৈব স্বাহান্তা সর্বসিদ্ধিদা।
বিংশত্যধিকা বিদ্যা সা শ্মশানকালিকা মতা ॥ ২

অস্যাঃ সর্বং ভদ্রকালীবৎ। অথাস্যা মন্ত্রান্তরম্। কালীতন্ত্রে (৩)—

বাণীং মায়াং ততো লক্ষ্মীং কামবীজমতঃ পরম্।
কালিকে সংপুটত্বেন চতুষ্কং বীজমালিখেৎ।
একাদশার্ণা দেবেশি! চতুর্বর্গ-প্রদায়িনী[২] ॥ ৪

তেন বাগ্‌ভবং মায়া রমা কামবীজং কালিকে বাগ্‌ভবং মায়া রমা নিজবীজঞ্চেতি। অস্যাঃ পূজা যন্ত্রম্ (৫)—

গ্রামের দক্ষিণদিকে দক্ষিণমুখে অবস্থিত হইয়া অপরাহ্নে উচ্চাটন, সন্ধ্যায় মারণ কর্ম করিবে। ২০

অনন্তর শ্মশান কালী। নিজবীজত্রয়, কূর্চদ্বয়, মায়াদ্বয়, শ্মশানকালি। পুনরায় সেই পূর্ববীজগুলি ও স্বাহা। যেমন তন্ত্রে বলিয়াছেন (১)—

সাতটি বীজ (ক্রীং ক্রীং ক্রীং হূং হূং হ্রীং হ্রীং) উদ্ধার করিয়া শ্মশানকালি। পুনরায় ক্রমে ক্রমে সেই সাতটি বীজ। উহা স্বাহান্তা হইলে সর্বসিদ্ধিদা হয়। বিংশতি অক্ষরের অধিক এই বিদ্যা শ্মশানকালিকা কথিত হইয়াছেন। ২

এই বিদ্যার ধ্যান পূজাদি সমস্ত ভদ্রকালীর ন্যায় হইবে। অনন্তর মহাকালীর মন্ত্রান্তর কথিত হইতেছে। যেমন কালীতন্ত্রে বলিয়াছেন (৩)—

বাণী (ঐং) মায়া, তাহার পর লক্ষ্মী, কামবীজ, তাহার পর কালিকে। সম্পুট-রূপে ঐ চারিটি বীজ পুনরায় লিখিবেন। হে দেবেশি! এই একাদশাক্ষরী বিদ্যা চতুর্বর্গ প্রদায়িনী। ৪

তাহাতে বাগ্‌ভব, মায়া, রমা, কামবীজ, কালিকে। বাগ্‌ভব, মায়া, রমা, নিজবীজ—এই মন্ত্র হয়। এই শ্মশানকালীর পূজাযন্ত্র হইতেছে (৫)—

১। খ—স্বাহা। সর্বং ভদ্রকালীবৎ। ২। খ—প্রদায়িনী। তথাচ ঐং হ্রীং শ্রীং ক্লীং কালিকে! ক্লীং শ্রীং হ্রীং ঐং ইতি। অস্যা পূজাযন্ত্রম্।

পদ্মমষ্টদলং বৃত্তং তদ্বাহ্যে ধরণীতলম্।
চতুর্দ্বার সমাযুক্তং মধ্যে মূলং সমালিখেৎ ॥ ৬
দলেষ্বষ্টাস্থু বিলিখেৎ কবর্গাদ্যষ্ট-বর্গকম্।
ধরণ্যাং বিলিখেদাদ্যং চতুষ্কঞ্চ চতুষ্ককে।
পূর্বাদি উত্তরান্তঞ্চ মধ্যে দেবীং প্রপূজয়েৎ[১] ॥ ৭

ধরণীতলং চতুরস্রম্। অষ্টবর্গকং ক চ ট ত প য শ হ বর্গাত্মকম্। হবর্গো হক্ষৌ। আদ্যং বীজচতুষ্কং ধরণ্যাং চতুষ্ককে চতুর্দ্বারে ইত্যর্থঃ ৮

প্রাতঃকৃত্যাদি প্রাণায়ামান্তং কর্ম কৃত্বা ঋষ্যাদিন্যাসং কুর্য্যাৎ। শিরসি—ভৃগুঋষয়ে নমঃ। মুখে—নিবৃচ্ছন্দসে নমঃ। হৃদি—শ্মশানকালিকায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ। গুহ্যে—ঐঁ বীজায় নমঃ। পাদয়োঃ—হ্রীঁ শক্তয়ে নমঃ। সর্বাঙ্গে—ক্রীঁ কীলকায় নমঃ। ৯

ততঃ করাঙ্গন্যাসৌ[২]। যথা—ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ হৃদয়ায় নমঃ। ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ শিরসে স্বাহা ইত্যাদ্যঙ্গ-কল্পনা-প্রকারঃ। যথা তন্ত্রে—

একটি অষ্টদল পদ্ম, তাহার বাহিরে একটি বৃত্ত ও চতুর্দ্বার যুক্ত চতুরস্র, মধ্যে মূলবীজকে লিখিবে। আটটি দলে কবর্গাদি আটটি বর্গকে লিখিবে। ধরণীর (ভূগৃহের) চতুর্দ্বারে পূর্ব হইতে উত্তর পর্য্যন্ত চারিটি বীজ লিখিবে। মধ্যে দেবীকে পূজা করিবে। ৬-৭

ধরণীতলং—চতুরস্র। অষ্টবর্গকম্—ক, চ, ট, ত, প, য, শ, য হ বর্গরূপ আটটি বর্গ। হ বর্গ—হ ও ক্ষ। আদ্য বীজ চারিটি চতুরস্রের চতুষ্ককে অর্থাৎ চতুর্দ্বারে এই অর্থ। ৮

প্রাতঃকৃত্য হইতে প্রাণায়াম পর্য্যন্ত কর্ম করিয়া ঋষ্যাদি ন্যাস করিবেন। মস্তকে—ওঁ ভৃগু ঋষয়ে নমঃ। মুখে—ওঁ নিবৃচ্ছন্দসে নমঃ। হৃদয়ে—শ্মশান-কালিকায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ। গুহ্যে—ওঁ ঐং বীজায় নমঃ। পাদদ্বয়ে—ওঁ হ্রীং শক্তয়ে নমঃ। সর্বাঙ্গে—ওঁ ক্রীং কীলকায় নমঃ। ৯

তাহার পর করাঙ্গ ন্যাস। যথা—ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং ক্রীং হৃদয়ায় নমঃ। ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং শিরসে স্বাহা। ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং ক্রীং শিখায়ৈ বষট্। ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং

১। খ—প্রপূজয়েৎ। আদ্যমিতি বীজচতুষ্কমিত্যর্থঃ। চতুষ্কং শেষচতুষ্কম্ প্রাতঃকৃত্যাদি।
২। খ—ততঃ করাঙ্গন্যাসৌ যথা—ঐঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, হ্রীঁ তর্জনীভ্যাংস্বাহা, শ্রীঁ মধ্যমাভ্যাং বষট্ ক্রীঁ অনামিকাভ্যাং হুঁ, কালিকে কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। ক্রীমাদি-বাগ্-ভবান্তং করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্। এবং হৃদয়াদিষু। ততো ধ্যানম্।

চতুস্ত্রিশ্চ চতুর্বর্ণৈর্দ্বিরাবৃত্ত্যা ষড়ঙ্গকমিতি। ১০

ততো ধ্যানম্— অঞ্জনাদ্রি নিভাং দেবীং শ্মশানালয়-বাসিনীম্।
রক্তনেত্রাং মুক্তকেশীং শুষ্কমাংসাতি-ভৈরবাম্ ॥ ১১
পিঙ্গাক্ষীং বামহস্তেন মদ্যপূর্ণং সমাংসকম্।
সদ্যঃ-কৃত্ত-শিরো দক্ষ-হস্তেন দধতীং শিবাম্ ॥ ১২
স্মিতবক্ত্রাং সদাচাম-মাংস-চর্বণ-তৎপরাম্।
নানালঙ্কার-ভূষাঙ্গীং নগ্নাং মত্তাং সদাসবৈঃ ॥ ১৩
এবং ধ্যাত্বা যজেদ্ দেবীং শ্মশানে তু বিশেষতঃ।
গৃহে বাপি গৃহস্থোঽপি মৎস্য-মাংসৈঃ সুশোভনৈঃ।
নগ্নো ভূত্বা মহাপূজাং কুর্য্যাদ্ রাত্রৌ বিশেষতঃ ॥ ১৪

পূজা তু প্রাতঃকৃত্যাদি ধ্যান-মানস-পূজার্ঘ্যং সংস্থাপ্য পুনর্ধ্যাত্বা যথোক্তোপচারৈরভ্যর্চ্য পত্রেষু ব্রাহ্ম্যাদ্যাস্তদ্বহিরসিতাঙ্গাদীন্ সংপূজ্য ধূপাদি বিসর্জনান্তং কর্ম সমাপয়েৎ। পুরশ্চণমেকাদশলক্ষ-জপঃ[১]। ১৫

ক্রীং কবচায় হুং। ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং ক্রীং করতল-পৃষ্ঠাভ্যাং ফট্। এইগুলি অঙ্গকল্পনার প্রকার। যেমন তন্ত্রে বলিয়াছেন—

চারিটি বীজ, তিনটি বীজ ও চারিটি বীজ—ইহাদের দুইবার আবৃত্তি দ্বারা ষড়ঙ্গন্যাস করিবে। তাহার পর ধ্যান করিবে। ১০

ধ্যানের অর্থ—অঞ্জন পর্বতের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণা, দিব্যা, শ্মশান-গৃহবাসিনী, রক্তনেত্রা, মুক্তকেশী, শুষ্কমাংসা, অতিভৈরবা, পিঙ্গাক্ষী, বামহস্তে সমাংস মদ্য পূর্ণ পাত্র ধারিণী, দক্ষিণহস্তে সদ্যশ্ছিন্ন মুণ্ডধারিণী, শিবা, স্মিতমুখী, সর্বদা আম মাংস চর্বণে তৎপরা, নানা অলঙ্কারে ভূষিতদেহা, নগ্না, সর্বদা আসব-সমূহের দ্বারা মত্তা দেবী কালীকে ধ্যান করিবে। ১১-১৩

এই প্রকারে ধ্যান করিয়া শ্মশানে বিশেষভাবে দেবী কালিকাকে পূজা করিবে। গৃহস্থও গৃহে অতি সুন্দর মৎস্য মাংসের দ্বারা পূজা করিবে। উলঙ্গ হইয়া রাত্রিতে বিশেষভাবে মহাপূজা করিবে। ১৪

পূজা পদ্ধতি হইতেছে—প্রাতঃকৃত্যাদি হইতে ধ্যান, মানস পূজা, বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করিয়া পুনরায় ধ্যান করিয়া যথোক্ত উপচারে অর্চনা করিয়া পত্রসমূহে ব্রাহ্মী প্রভৃতি মাতৃবর্গ, তাহার বাহিরে অসিতাঙ্গাদি ভৈরবগণকে পূজা করিয়া ধূপদান হইতে বিসর্জন পর্য্যন্ত কর্ম সমাপ্ত করিবেন। এই বিদ্যার পুরশ্চরণ এগার লক্ষ মন্ত্র জপ। ১৫

১। খ—লক্ষজপঃ। অথাস্যা মন্ত্রান্তরং কামবীজং ইত্যাদি।

অথ সর্বাঙ্গ-কালিকা

যথা স্বতন্ত্রে— কামবীজং সমালিখ্য কালিকায়ৈ পদং লিখেৎ।
নমোঽস্তু এষ দেবেশি! সপ্তার্ণো মনুরুত্তমঃ[১]।
সর্বাঙ্গ-কালিকা দেবী অন্যৎ সর্বন্তু পূর্ববৎ ॥ ১৬

অন্যদ্ধ্যানাদিকং পূজনঞ্চ সর্বং পূর্ববৎ শ্মশানকালিকাবদিত্যর্থঃ। ১৭

ইতি শ্যামাপ্রকরণম্ ॥

যস্যাঃ প্রসাদ-লেশেন করস্থা হ্যষ্টসিদ্ধয়ঃ।
তামুগ্ররূপিণীং বন্দে তারিণীং দুর্গতারিণীম্ ॥ ১

মৎস্যসূক্তে— অথ ভেদান্ প্রবক্ষ্যামি তারিণ্যাঃ সর্বসিদ্ধিদান্।
যেষাং বিজ্ঞানমাত্রেণ জীবন্মুক্তস্তু সাধকঃ ॥ ২
কবিতাং লভতে দিব্যামনর্গল-বিজৃম্ভিণীম্।
পাণ্ডিত্যং সর্বশাস্ত্রেষু ধনৈর্ধনপতির্ভবেৎ ॥ ৩
রাজদ্বারে সভায়াঞ্চ বিবাদে ব্যবহারকে।
সর্বত্র জয়মাপ্নোতি বৃহস্পতিরিবাপরঃ ॥ ৪

অনন্ত সর্বাঙ্গকালিকা। যেমন স্বতন্ত্রতন্ত্রে বলিয়াছেন—কামবীজ লিখিয়া কালিকায়ৈ পদ ও অন্তে নমঃ লিখিবেন। হে দেবেশি! এই তিনটি সপ্তাক্ষর উত্তম মন্ত্র। এই মন্ত্র সর্বাঙ্গকালিকা দেবী। অন্য সমস্তই পূর্ববৎ। ১৬

অন্যৎ সর্বং তু পূর্ববৎ অর্থ—অন্য-ধ্যানাদি ও পূজা সমস্তই পূববৎ শ্মশান কালিকাবৎ। ১৭ শ্যামা প্রকরণ সমাপ্ত হইল।

যাহার প্রসাদের লেশমাত্রের দ্বারা আটটি সিদ্ধি করস্থ হয়। সেই দুর্গতারিণী উগ্ররূপিণী তারিণীকে বন্দনা করি। ১

মৎস্যসূক্তে বলিয়াছেন—অনন্তর তারিণীর সর্বসিদ্ধিপ্রদ ভেদগুলিকে বলিব। সাধক যাহাদের জ্ঞানমাত্রের দ্বারাই জীবন্মুক্ত হয়। ২

সেই সাধক অনর্গলপ্রকাশ মনোহর কবিত্বকে লাভ করে, সর্বশাস্ত্রে পাণ্ডিত্যকে লাভ করে, ধনসমূহের দ্বারা ধনপতি হয়। রাজদ্বারে, সভায়, বিবাদে, ব্যবহারে সর্বত্র জয়লাভ করে। সে দ্বিতীয় বৃহস্পতি সদৃশ হইয়া থাকে। ৩-৪

১। খ—মনুরুত্তমঃ ইত্যনন্তরং—ষড়ঙ্গং কালিকা দেব্যা অন্যৎ সর্বং তু পূর্ববৎ। কালিকা দেব্যেতি। নিজবীজেনেত্যর্থঃ। ইতি কালীপ্রকরণং।

অন্যত্র তারা-বিলাস-ধৃত-বচনানি। যথা—

কৈলাশ-শিখরাসীনং চন্দ্রখণ্ড-বিভূষিতম্।
বক্ষঃস্থলে সমাসীনা পৃচ্ছতি স্ম নগাত্মজা॥ ৫
কথমীশান! সর্বজ্ঞ! ভবতস্তে তপোধনাঃ।
কাং বিদ্যাং প্রাপ্য মুনয়ো[১] ভারতাদি প্রচক্রিরে॥ ৬
শ্রুত্বা নগাত্মজা-বাক্যং প্রহস্য পরমেশ্বরঃ।
প্রাহ প্রিয়াং পরিষ্বজ্য সাধু সাধ্বিতি পূজয়ন্॥ ৭
শৃণু সাধ্বি! মহাবিদ্যামজ্ঞানেন্ধন-দাহিনীম্[২]।
যামবাপ্য মহাত্মানো ধর্ম-কর্মার্থ-মুক্তিষু॥ ৮
নাসাধ্যং মেনিরে কিঞ্চিৎ কবয়ঃ শুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
বাদে চ সদসি বাক্যস্তম্ভিনী প্রতিবাদিনাম্॥ ৯
বিদ্যা-হানিকরী বৈরি-বিদ্বিষাং বলি-দানতঃ[৩]।
বাদিনং বাথ রাজানং তৎপত্নীশ্চ বশং নয়েৎ॥ ১০

সুবিমল-নখ-দন্ত-পাণি-পাদো মুদিতমনাঃ পরদূষণে চ মৌনী।
হর-হর-কমলোদ্ভবাঙ্‌ঘ্রি-ভক্তো ভবতি চিরায় সরস্বতী-নিবাসঃ॥ ১১

অন্য গ্রন্থে তারাবিলাস ধৃত বচনগুলি। যেমন—নগাত্মজা পার্বতী হরবক্ষঃ স্থলে লগ্ন হইয়া কৈলাস শিখরস্থিত চন্দ্রখণ্ড বিভূষিত মহেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—হে ঈশান। হে সর্বজ্ঞ! আপনার সেই তপোধন ব্যাসাদি মুনিগণ কোন বিদ্যালাভ করিয়া মহাভারতাদি নির্মাণ করিয়াছিলেন? ৫-৬

পরমেশ্বর নগাত্মজার বাক্য শ্রবণ করিয়া হাসিয়া প্রিয়াকে আলিঙ্গন করিয়া সাধু সাধু বলিয়া প্রশংসা করিয়া বলিলেন—সাধ্বি! অজ্ঞানেন্ধন দাহকারিণী বিদ্যাকে শ্রবণ কর। বাদে প্রতিবাদিগণের সভায় বাক্যস্তম্ভনকারিণী যে বিদ্যাকে সম্যক্ প্রকারে প্রাপ্ত হইয়া শুদ্ধবুদ্ধি মহাত্মা কবিগণ ধর্ম, অর্থ, কাম ও মুক্তি বিষয়ে কোন কিছু অসাধ্য মনে করেন নাই। এই বিদ্যা বৈরী বিদ্বিষ্ট ব্যক্তিগণের বিদ্যাহানিকরী। এই বিদ্যা বলিদান প্রভাবে বাদীকে অথবা রাজাকে ও তাঁহার পত্নীগণকে বশে আনিতে পারে। ৭-১০

সুবিমল নখ, দন্ত, পাণি, পাদ বিশিষ্ট, হৃষ্ট-মনাঃ, পরদূষণে মৌনী, হরি, হর ও ব্রহ্মার চরণভক্ত ব্যক্তি সুচিরকাল সরস্বতীর বাসগৃহ হইয়া থাকেন। ১১

১। খ—প্রাপ্য কবয়ো। ২। খ—অজ্ঞানেন্ধন পাহিনীম্। ৩। খ—দানতঃ। ইত্যনন্তরং হাস্যায় বা সদস্যানামশুদ্ধমপি জল্পয়েৎ ইত্যাধিকঃ।

মৎস্যসূক্তে— কৃত-সুকৃত-সহস্রানেক-জন্মপ্রভাবৈ-
র্ভবতি যদি মনুষ্যো গুর্বধীনশ্চিরায়ুঃ।
কথমপি মনুমেনং প্রাপ্য শিষ্যায় তস্মৈ
নিজকুলতিলকায় জ্যেষ্ঠ-পুত্রায় দদ্যাৎ॥ ১২

অন্যত্রাপি—মনুর্বিমৃশ্য দাতব্যো জ্যেষ্ঠায় হিতকারিণে।
পুত্রায় কিমুতান্যস্মৈ বিগোত্রায়-সুপৌরুষঃ॥ ১৩
মধুনা ত্রিদিনাদর্বাক্ যজ্জিহ্বায়াং ন্যসেদমুম্।
বিনা পাঠেন মূর্খোঽপি পণ্ডিতঃ সোঽভিজায়তে॥ ১৪
সর্বদা গোপয়েদেনং মনুং সদ্-গুরুমেব চ।
তেন বীর্য্যবতী বিদ্যা নির্বীর্য্যা স্যাৎ প্রকাশতঃ॥ ১৫
ন পাপরতায় দদ্যান্নাভক্তায় কদাচন।
গুরু-ভক্তায় দান্তায় দদ্যাদেবাম্বু-পূর্বকম্[১]॥ ১৬
বিদ্যা ব্রাহ্মণমিত্যাহ সেবধিস্তেঽস্মি রক্ষ মাম্।
নাসূয়কায় মাং ব্রূয়াস্তদা স্যাং বীর্য্যবত্তমা॥ ১৭

মৎস্যসূক্তে বলিয়াছেন—অর্জিত সুকৃত সহস্র জনিত অনেক জন্মের প্রভাবে যদি মনুষ্য গুরুর অধীন হইয়া দীর্ঘায়ুঃ হয়, তবে সে কোন প্রকারে এই বিদ্যাকে পাইয়া নিজ কুলতিলক সেই জ্যেষ্ঠপুত্রকে প্রদান করিয়াছিলেন। ১২

অন্যত্রও বলিয়াছেন—বিশেষ বিচার করিয়া সুপৌরুষ ব্যক্তি হিতকারী জ্যেষ্ঠ পুত্রকে মন্ত্র দিবেন। বিগোত্রকে (অন্য গোত্রকে) যে বিশেষ বিচার করিয়া দিবেন, সে বিষয়ে আর বক্তব্য কি? ১৩

যদি তিন দিন পূর্বে জিহ্বাতে মধু দ্বারা এই মন্ত্র লিখেন, তবে সেই মূর্খও অধ্যয়ন বিনাই পণ্ডিত হইয়া থাকে। ১৪

সর্বদা এই মন্ত্রকে ও সদ্গুরুকে গোপন করিবে। তাহাতে বিদ্যা বীর্য্যবতী হয়, প্রকাশিতা হইলে নির্বীর্য্যা হয়। ১৫

পাপাসক্ত ব্যক্তিকে বিদ্যা দিবে না, অভক্ত ব্যক্তিকে কখনও দিবে না। গুরু-ভক্ত ও দান্ত (ইন্দ্রিয় সংযত) ব্যক্তিকে জলদান পূর্বক মন্ত্র দিবে। ১৬

বিদ্যা ব্রাহ্মণের নিকট গিয়া এই বলিয়াছিলেন—আমি তোমার সেবধি (নিধি)

১। খ—অম্বুপূর্বকমিত্যনন্তরং যদ্দৃষ্টবশাল্লাভো মন্ত্রস্যাস্য ভবেন্ মুনে। স্বগোত্রপৌরুষং মৈত্তদন্যগোত্রং নয়েৎ সুধীঃ। বিদ্যা ব্রাহ্মণমিত্যাদি।

যমেব তু শুচিং বিদ্যা নিয়তং ব্রহ্মবাদিনম্।
তস্মৈ মাং ব্রূহি বিপ্রায় নাবিপ্রায় প্রমাদিনে[১] ॥ ১৮

তথা— নীল-সারস্বতে তন্ত্রে কবিতা[২] চিত্তহারিণী।
বিশেষতঃ কলিযুগে মৎপ্রসাদাৎ ভবিষ্যতি ॥ ১৯
অল্পজ্ঞমপি বিদ্বাংসং মানয়িষ্যন্তি বাগ্মিনঃ।
বৃহস্পতি-বদাশ্চর্য্যং দৃশ্যং মন্ত্রজ্ঞমদ্ভুতম্ ॥ ২০
মন্ত্রস্য জ্ঞানমাত্রেণ অনুভাবদ্বয়ং ভবেৎ।
তাৎকালিকী চ কবিতা পরৈরনভিভাব্যতা ॥ ২১
সিদ্ধমন্ত্রো যদা মন্ত্রী বালিশস্যাপি মূর্দ্ধনি।
হস্তং দত্বা দিশত্যাশু সোঽপি শ্লোকান্ করোত্যুত[৩] ॥ ২২

বীরতন্ত্রে ভগবানুবাচ—প্রোক্তা দেবি ! মহাবিদ্যা তারা ত্রিভুবনেশ্বরী।
কতিধা সা মহাদেবী মন্ত্রভেদেন কথ্যতাম্ ॥ ২৩

হইতেছি। আমাকে রক্ষা কর। অসূয়াকারী ব্যক্তির নিকট আমাকে বলিও না। তাহা হইলে আমি বীর্য্যবতী হইব। ১৭

যাহাকে শুচি নিয়ত ব্রহ্ম-বাদী বলিয়া বুঝিবে, সেই বিপ্রের নিকট আমাকে বলিবে। প্রমাদযুক্ত বিপ্রকে দিবে না। ১৮

সেইরূপ নীল সারস্বত তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—বিশেষতঃ কলিযুগে আমার প্রসাদে মনোহর কবিত্ব জন্মে। ১৯

অল্পজ্ঞ এই মন্ত্রবিৎ ব্যক্তিগণকে বাগ্মিগণ বৃহস্পতির ন্যায় সম্মানিত করিবেন। মন্ত্রজ্ঞকে আশ্চর্য্য অদ্ভুত দৃশ্য মনে করে। ২০

এই মন্ত্রের জ্ঞানমাত্রের দ্বারা এই দুইটি অনুভাব হয়—তাৎকালিক কবিত্ব ও অন্যকর্ত্তৃক অনভিভূতত্ব। ২১

যখন মন্ত্রজ্ঞ সাধক সিদ্ধমন্ত্র হইয়া মূর্খেরও মস্তকে হাত দিয়া উপদেশ করেন, তবে সেও শীঘ্র নিশ্চয়ই শ্লোক সমূহ রচনা করে। ২২

বীরতন্ত্রে ভগবান্ বলিলেন—দেবি! ত্রিভুবনেশ্বরী তারা মহাবিদ্যা কথিত হইয়াছে। সেই মহাদেবী মন্ত্রভেদে কত প্রকার বলুন। ২৩

১। খ—প্রমাদিনে ইত্যনন্তরং অনাত্মৈব দ্বিতীয়ঞ্চ ন কিঞ্চিদ্ বিঘ্নকারণম্। ২। খ—ক্ষিপ্রপ্রসাদা ভজতাং মহানীল সরস্বতীম্। নীলসারস্বতে ইত্যাদি। কবিতা বিঘ্নকারিণী। ৩। খ—করোত্যুত ইত্যনন্তরং তারিণীতন্ত্রে—ধন্যা চ জননী তস্য ধন্যস্তস্য পিতাপি চ। য এনাং কামলতিকাং বিদ্যাং রাজ্ঞীং জপেন্নরঃ। বীরতন্ত্রে ইত্যাদি।

দেব্যুবাচ—প্রাণৈঃ পণৈর্মহাদেব ! ন প্রকাশ্যং মহাকুলম্ ।
তথাপি তব ভক্ত্যা তু তুভ্যং বক্ষ্যামি শঙ্কর ! ॥ ২৪
ত্রপয়াঽত্র বধূবাক্যং[১] যথা ন ক্ষরতে প্রিয় ! ।
তথৈবেয়ং মহাবিদ্যা ন কদা ভুবি গোচরা ॥ ২৫

তন্ত্রান্তরে[২]—যে জপন্তি পরাং বিদ্যাং নিয়মেন বশস্থিতাঃ ।
দেবাঃ সর্বে নমস্যন্তি কিঃ পুনর্মানবাদয়ঃ ॥ ২৬
বৃহস্পতি-সমো বাগ্মী ধনৈর্ধনপতির্ভবেৎ ।
কামতুল্যশ্চ নারীণাং রিপূণাং শমনোপমঃ ॥ ২৭
তস্য পাদাম্বুজদ্বন্দ্বং রাজ্ঞাং মূর্ধ্নি বিভূষণম্ ।
তস্য ভূতিং বিলোক্যৈব কুবেরোঽপি তিরস্কৃতঃ ॥ ২৮
য এবং পূজয়েদ্ দেবীং নিয়মে পিতৃকাননে ।
তস্যৈবাজ্ঞাকরাস্তাবৎ সিদ্ধয়োঽষ্টৌ ভবন্তি হি ॥ ২৯

দেবী বলিলেন—হে মহাদেব ! প্রাণপণে মহাকুল প্রকাশ্য নহে । তথাপি হে শঙ্কর । তোমার প্রতি ভক্তিবশতঃ তোমাকে বলিব । হে প্রিয় । শ্বশুরের সম্মুখে লজ্জা হেতু বধূর মুখ হইতে যেমন বাক্য ক্ষরিত হয় না । অর্থাৎ বধূবাক্য যেমন কাহারও শ্রুতিগোচর হয় না, সেইরূপ এই মহাবিদ্যা কখন এই পৃথিবীতে কাহারও শ্রুতিগোচর হয় না । ২৪-২৫

তন্ত্রান্তরে বলিয়াছেন—যে ব্যক্তিগণ বশে থাকিয়া অর্থাৎ স্থির হইয়া নিয়ম পূর্বক পরা বিদ্যাকে জপ করেন । সমস্ত দেবগণ তাহাকে নমস্কার কবেন, মানব প্রভৃতি যে তাঁহাকে নমস্কার করেন, তাহাতে বক্তব্য কি ? ২৬

সেই ব্যক্তিগণ বৃহস্পতি তুল্য বাগ্মী হয়, ধনসমূহের দ্বারা ধনপতি হয় । নারীগণের নিকট কামের তুল্য হয়, শত্রুগণের নিকট শমন সদৃশ হয় । ২৭

তাঁহার পাদপদ্মদ্বয় নৃপতিগণের মস্তকের ভূষণ । তাঁহার ভূতি (ঐশ্বর্য্য) দেখিয়া কুবেরও তিরস্কৃত (লজ্জিত) হন । ২৮

যে পিতৃকাননে (শ্মশানে) নিয়মে এই প্রকারে দেবীকে পূজা করেন, সকলে তাহার আজ্ঞাকর হয় । আটটি সিদ্ধি তাহার হইয়া থাকে । ২৯

১। খ—বধূশব্দো । ২। খ—কালীকুলার্ণবে শিব উবাচ—

তস্যৈব জননী ধন্যা পিতা তস্য সুরোত্তমঃ।
সম্প্রদায়বিদাং বক্ত্রাদ্ য এনাং বেত্তি তত্ত্বতঃ ॥ ৩০
তস্যা বিজ্ঞানমাত্রেণ কুলকোটিং সমুদ্ধরেৎ।
নন্দন্তি পিতরঃ সর্বে গাথাং গায়ন্তি তে মুদা ॥ ৩১
অপি নঃ স্বকুলে কশ্চিৎ কুলজ্ঞানী ভবিষ্যতি।
স ধন্যঃ স চ বিজ্ঞানী স কবিঃ স চ পণ্ডিতঃ ॥ ৩২
স কুলীনঃ স চ সুখী স বশী স চ সাধকঃ।
স ব্রাহ্মণঃ স বেদজ্ঞঃ সোঽগ্নি-হোত্রী স দীক্ষিতঃ ॥ ৩৩
সতীর্থ সেবী পীঠানাং স নিবাসী[১] স সর্বদঃ।
স সোমযাজী স ব্রতী স সন্ন্যাসী স পূজিতঃ ॥ ৩৪
স ধর্মাত্মা স যোগী চ স মুক্তো ব্রহ্মবিৎ স চ।
স বৈষ্ণবঃ স শৈবশ্চ স সৌরঃ স চ গাণপঃ ॥ ৩৫
স চ বিজ্ঞান-বেত্তা চ য এনাং বেত্তি তত্ত্বতঃ।
অপি চেৎ তৎ সমা নারী মৎসমঃ পুরুষো যদি।
অনিরুদ্ধ-সরস্বত্যাঃ সমো মন্ত্রোঽস্তি বৈ তদা ॥ ৩৬

যে সম্প্রদায়বিদ্‌গণের মুখ হইতে তত্ত্বতঃ এই বিদ্যাকে জানে, তাহার জননী ধন্যা। তাহার পিতা দেবশ্রেষ্ঠ। ৩০

সেই মহাবিদ্যার বিজ্ঞানমাত্রের দ্বারা কোটি কুলকে উদ্ধার করে। সমস্ত পিতৃগণ আনন্দে নৃত্য করেন এবং গাথা গান করেন। ৩১

যদি আমাদের নিজকূলে কোন ব্যক্তি কুলজ্ঞানী হয়, সে ধন্য, সে বিজ্ঞানী, সে কবি, সে পণ্ডিত, সে কুলীন, সে সুখী, সে বশী, সে সাধক, সে ব্রাহ্মণ, সে বেদজ্ঞ, সে অগ্নি-হোত্রী, সে দীক্ষিত। ৩২-৩৩

সে তীর্থসেবী, সে পীঠ সমূহের নিবাসী, সে সর্বপ্রদ, সে সোমযাজী, সে ব্রতী, সে সন্ন্যাসী, সে সকলের পূজিত। সে ধর্মাত্মা, সে যোগী, সে মুক্ত, সে ব্রহ্মবিৎ, সে বৈষ্ণব, সে শৈব, সে সৌর, সে গাণপত্য। ৩৪-৩৫

যে ইহাঁকে যথার্থতঃ জানে সে বিজ্ঞানবেত্তা। তোমার সমান যদি নারী এবং আমার সমান যদি পুরুষ থাকে, তবে অনিরুদ্ধ সরস্বতীর সমান মন্ত্রও আছে। ৩৬

১। খ—স নিবাসা স সর্বদঃ।

মহাপদি মহাপাপে মহাগ্রহ-নিবারণে।
মহোৎপাতে মহাশোকে মহাদাহে মহাগদে।
মহামোহে মহাশৌর্য্যে মহাদারিদ্র্য-সঙ্কটে॥ ৩৭
মহারণে মহাশূন্যে মহাঽজ্ঞানে মহাহ্রদে।
সমস্ত-ক্লেশসংঘাতে স্মরণাদেব নাশয়েৎ॥ ৩৮
অস্যা জ্ঞানং জ্ঞানমেব ধ্যানমেবাত্ম-দর্শনম্।
অনয়া সদৃশী বিদ্যা নাস্তি তন্ত্রে ন সংশয়ঃ॥ ৩৯
অস্যাঃ স্মরণ-মাত্রেণ বচশ্চিত্রায়তে নৃণাম্।
যজ্জ্-জ্ঞানাদমরত্বঞ্চ লভেন্ মুক্তিং চতুর্বিধাম্॥ ৪০

ফেৎকারীয়ে— জিহ্বায়াং ন্যসনাদেব মূকোঽপি সুকবির্ভবেৎ।
জ্ঞানমাত্রেণ মন্ত্রস্য জপাৎ সর্বজ্ঞতা ভবেৎ।॥ ৪১
অব্যাহতা মতিঃ শাস্ত্রে বিজয়ো বাক্পতেরিব।
ভাবনা-বশ-সম্পন্নো ভবেদ্ যোগী মহাকবিঃ॥ ৪২
জড়োঽপি যদি মূকঃ স্যাদ্ ভাবনাবশ-তৎপরঃ।
লভতে শ্রীমতাং বাণীং মন্ত্রস্য লক্ষজাপতঃ॥ ৪৩

মহাবিপদে, মহাপাপে, মহাগ্রহের নিবারণে, মহাউৎপাতে, মহাশোকে, মহাদাহে, মহারোগে, মহামোহে, মহাশৌর্য্যে, মহাদারিদ্র্য সঙ্কটে, মহারণে, মহাশূন্যে, মহাঅজ্ঞানে, মহাহ্রদে, সমস্ত ক্লেশের সংঘাতে তাঁহার স্মরণ হইতেই এই সমস্তকে নাশ করায়। ৩৭-৩৮

এই বিদ্যার জ্ঞানই জ্ঞান, ধ্যানই আত্মদর্শন। এই বিদ্যার সদৃশী বিদ্যা তন্ত্রে নাই, ইহাতে সংশয় নাই। ৩৯

যে বিদ্যার জ্ঞান হইতে মানব অমরত্ব ও চতুর্বিধ মুক্তি লাভ করে, সেই এই বিদ্যার স্মরণমাত্রেই নানবগণের বাক্য চিত্রের ন্যায় হইয়া থাকে। ৪০

ফেৎকারীয় তন্ত্রে বলিয়াছেন—জিহ্বাতে এই মন্ত্রের ন্যাস হইতে মূকও সুকবি হইয়া থাকে। এই মন্ত্রের জ্ঞানমাত্রেই এই মন্ত্রের জপ হইতে সর্বজ্ঞত্ব হয়। ৪১

শাস্ত্রে বুদ্ধি অব্যাহত হয়, বাক্পতির (বৃহস্পতির) ন্যায় বিজয়ী হয়। ভাবনাবশ সম্পন্ন হইলে যোগী মহাকবি হয়। ৪২

মূক জড়ও যদি ভাবনাবশ তৎপর হয়, তবে সেও লক্ষ মন্ত্র জপ হইতে ব্যাসাদিগণের বাণী লাভ করে। ৪৩

শ্রীমতাং ব্যাসাদীনাম্। কাং বিদ্যাং প্রাপ্য মুনয়ো ভারতাদি প্রচক্রিরে। ইত্যুক্তত্বাৎ। তন্ত্রান্তরে—

ন কদাপি ভবতি মূর্খো মন্ত্রমেনং বেত্তি যো মনুজঃ।
ত্রিজগতি ভবতি খ্যাতো বিধায় পূজামমুষ্য[১] মনোঃ ॥ ৪৪

তথা— সর্বত্র জয়মাপ্নোতি কীর্ত্তিমায়ুঃ সুতান্ বহূন্।
স বাসঃ শ্রীসরস্বত্যোর্যত্র সারস্বতো মনুঃ ॥ ৪৫

তারাবিদ্যায়া আবির্ভাবঃ

অথেয়ং বিদ্যা কদাবিভূ'ব কথং বা বাঙ্ময়াধিকারিণী সরস্বতীত্যুচ্যতে, উচ্যতে—

আদ্যা-প্রকৃতি-ভূতা যা শক্তির্দেবী সনাতনী।
চতুর্বেদময়ী ভূত্বা সৈব বাগধিকারিণী ॥ ১
শব্দব্রহ্মময়ী সৈব সর্বাভ্যন্তর-বর্ত্তিনী।
প্রবর্ত্তয়তি সর্বাসু ক্রিয়াসু নিখিলং জগৎ ॥ ২
সেয়ং জগতি ভূয়োভির্নামভিঃ প্রণিগদ্যতে।
তারেত্যেকজটেত্যেবং নীলবাণীতি চিন্ময়ী ॥ ৩

শ্রীমতাং অর্থ—ব্যাসাদির। যেহেতু "কাং বিদ্যাং প্রাপ্য মুনয়ো ভারতাদি প্রচক্রিরে" ইহা উক্ত হইয়াছে। তন্ত্রান্তরে বলিয়াছেন—

যে মানব এই মন্ত্রকে জানে, সে কখনও মূর্খ হয় না। মনুষ্য এই মন্ত্রের পূজা করিয়া ত্রিজগতে খ্যাত হয়। ৪৪

সেইরূপ আরও বলিয়াছেন—যে মানবে সরস্বতীর মন্ত্র বিরাজ করে, সেখানে সরস্বতী দ্বয়ের বাস। সর্বত্র জয়, কীর্ত্তি, আয়ুঃ ও বহু পুত্র প্রাপ্ত হয়। ৪৫

এই বিদ্যার কখন আবির্ভাব হইয়াছিল? কিহেতু বা বাঙ্‌ময়াধিকারিণী সরস্বতী নামে কথিত হন? তাহার উত্তর বলিতেছি—

আদ্যা প্রকৃতিভূতা দেবী সনাতনী যে শক্তি, তিনি চতুর্বেদময়ী হইয়া বাক্যের অধিকারিণী হন। ১

তিনিই শব্দব্রহ্মময়ী সকলের অভ্যন্তর-বর্ত্তিনী। তিনি অখিল জগৎকে সমস্ত ক্রিয়াতে প্রবর্ত্তিত করেন। ২

সেই শব্দব্রহ্মময়ী আদ্যা শক্তিই এই জগতে তারানামে, একজটা নামে ও নীলবাণী বা সরস্বতী বহু নামে কথিত হইয়াছেন। ৩

১। খ—বিধায় খ্যাতো বিধায় পূজামুষ্য মনোঃ। যস্মিন্ দিবা স লভতে মনুমেনম্ তত্র তু লাঃ স্যান্নিয়তম্। ভবতি ব্যত্যয়মপি সদসৎ কর্মণোরুভয়োঃ। তথা সর্বত্রেত্যাদি।

তন্ত্রে— লীলয়া বাক্‌প্রদা চেতি তেন লীলসরস্বতী।
বিদিতা নীলবর্ণত্বাৎ তথা নীলসরস্বতী ॥ ৪
প্রধানৈকজটা যস্মাৎ তস্মাদেকজটা শিবা।
তারকত্বাৎ সদা তারা সুখ-মোক্ষ-প্রদায়িনী ॥ ৫
উগ্রাপৎ-তারিণী যস্মাদুগ্রতারা প্রকীর্ত্তিতা।
এবং নিগদিতা বিদ্যা তারিণী সর্বসিদ্ধিদা ॥ ৬

শব্দব্রহ্মময়ীতি শব্দাত্মক-ব্রহ্মস্বরূপেত্যর্থঃ। তথাচোক্তং—শব্দাত্মিকা-সুবিমলর্গ্-যজুষাং নিধানমুদ্‌গীতরম্য পদ-পাঠবতাঞ্চ সাম্নাম্। দেবী ত্রয়ী ভগবতীতি দেব্যা স্তুতৌ। ত্বং স্বাহা ত্বং স্বধা ত্বং হি বষট্‌কার-স্বরাত্মিকেত্যাদৌ চ[১]। ৭

নম্বস্যাঃ সরস্বতীত্বে কথং নীলবর্ণত্বমিতি। উচ্যতে সিদ্ধসারস্বতে (৮)—

শ্রীদেব্যুবাচ— ভগবন্ সর্ববিদ্যানাং পারগ! ত্বং মহেশ্বর!।
বদ চিন্ময়! বিশ্বান্ত-র্ব্যাপ্ত-রশ্মি-কদম্বক! ॥ ৯
তন্নাস্তি জগতি চক্রে যৎ তু বা গোচরং পরম্।
অথ সর্বজ্ঞ-নামাসি দেবেষু সকলেষ্বপি ॥ ১০

তন্ত্রে বলিয়াছেন—লীলায় বাক্ প্রদান করেন, এই হেতু তিনি লীলসরস্বতী। তিনি নীলবর্ণা বলিয়া বিদিতা, সেই হেতু তিনি নীলসরস্বতী। ৪

যেহেতু একটি জটা প্রধান, সেই হেতু সেই শিবা একজটা। সর্বদা তারক অর্থাৎ ত্রাণ করেন বলিয়া তারা সুখমোক্ষ প্রদায়িনী। ৫

যেহেতু উগ্র আপৎ হইতে ত্রাণ করেন বলিয়া উগ্রাপৎ-তারিণী, সেই হেতু উগ্রতারা নামে কীর্ত্তিতা। সর্বসিদ্ধিপ্রদা তারিণী বিদ্যা এই প্রকার কথিত হইয়াছেন। ৬

শব্দব্রহ্মময়ী ইহার অর্থ—শব্দরূপ ব্রহ্মস্বরূপা। শব্দাত্মিকা সুবিমলর্গ্ ইত্যাদি দেবী স্তুতিতে ও ত্বং স্বাহা ত্বং স্বধা ত্বং হি বষট্‌কার-স্বরাত্মিকা—ইত্যাদিতে তাহাই উক্ত হইয়াছে। ৭

আচ্ছা, ইনি সরস্বতী হইলে ইহাঁর নীলবর্ণত্ব কিরূপে হইল? ইহার উত্তর বলিতেছি। সিদ্ধ সারস্বতে শ্রীদেবী বলিলেন—

হে ভগবন্! হে শঙ্কর! তুমি সমস্ত বিদ্যার পারগ। হে চিন্ময়! হে বিশ্বান্তর্ব্যাপ্ত রশ্মিকদম্বক! (বিশ্বান্তর্ব্যাপ্ত তেজোরশ্মি সমূহ-ধারিন্!) বলুন। ৮-৯

১। ক+খ—স্বরাত্মিকেত্যাদি চ।

খ্যাতো সর্বত্র লোকেঽস্মিন্ ধবলা ভারতী শুভা।
ন পীতা ন চ বাঽশ্বেতা কথং নীলা সরস্বতী ॥ ১১
এতদ্ বক্তুং বিস্তরেণ দেব-দেব! ত্বমর্হসি।
গায়ত্রী চৈব সাবিত্রী সরস্বত্যপি শঙ্কর! ॥ ১২
প্রাতর্মধ্যাহ্ন-সময়ে রক্তা শ্বেতা চ শ্যামলা।
সাবিত্রীহৃদয়ে প্রোক্তা সৈবান্যা বদ কিং প্রভো! ॥ ১৩

মহেশ্বর উবাচ—সাধু! ত্বয়া পৃষ্টমিদং সম্যগেতদ্ বিবিচ্যতে।
পূর্বং দেবাসুরে যুদ্ধে দানবা দিতিজৈঃ সহ।
চক্রেণ চক্রিণা ছিন্নাঃ কান্দিশীকাঃ প্রদুদ্রুবুঃ ॥ ১৪
সম্ভূয় দুষ্টদৈত্যাশ্চ সমুদ্র-কুহরোদরে।
মন্ত্রণাং চক্রিরে পূর্বং দেবানাং পরিভূতয়ে ॥ ১৫
বেদরূপা ভগবতী সর্বমন্ত্রময়ী হি সা।
তয়ৈব সর্ববিপ্রাণাং যজ্ঞকাণ্ডঃ প্রবর্ত্ততে ॥ ১৬
তেষু যজ্ঞেষু সম্ভূতৈর্হবির্ভিঃ সবলাঃ সুরাঃ।

যাহা তোমার অগোচর শ্রেষ্ঠ বস্তু, তাহা এই জগচ্চক্রে নাই। সকল দেবের মধ্যেও তুমি সর্বজ্ঞ নামে খ্যাত। ১০

এই লোকে সর্বত্র শুভপ্রদা ভারতী ধবল বলিয়া খ্যাত, তিনি পীতা নহেন, অথবা অশ্বেতা (শ্বেতভিন্না) নহেন, তবে তিনি কিরূপে নীল সরস্বতী হইলেন? হে দেবদেব। ইহা তুমি সবিস্তরে বলিতে পার। হে শঙ্কর। গায়ত্রী, সাবিত্রী, সরস্বতীও প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নকালে রক্তা ও শ্বেতা শ্যামলা সাবিত্রী হৃদয়ে উক্ত হইয়াছে। হে প্রভো! তিনি কি ভিন্না? ১১-১৩

মহেশ্বর বলিলেন—তুমি ইহা ভাল প্রশ্ন করিয়াছি। ইহা আমি সম্যক্‌রূপে বিবেচনা করিতেছি। পূর্বে দেবাসুর যুদ্ধে দিতিজ (দৈত্য) গণের সহিত দানবগণ চক্রধারী কর্তৃক চক্রের দ্বারা ছিন্ন হইয়া যত্র তত্র ভয়ে পলায়ন করিয়াছিলেন। ১৪

দুষ্ট দৈত্যগণ মিলিত হইয়া সমুদ্র গহ্বরের মধ্যে দেবতাগণের পরাভবের জন্য পূর্বে মন্ত্রণা করিয়াছিলেন। ১৫

বেদরূপী সেই ভগবতী সর্বমন্ত্রময়ী। তাঁহার দ্বারাই সমস্ত বিপ্রগণের যজ্ঞকাণ্ড প্রবর্ত্তিত হইতেছে। ১৬

সেই সমস্ত যজ্ঞসম্ভূত হবিঃ দ্বারা দেবতাগণ বলবান্ হইয়াছিলেন। এই জন্যই

অতোঽস্মান্ প্রবাধ্যন্তে বয়ঞ্চাবলিনস্ততঃ ॥ ১৭
ইতি তেষাং বচঃ শ্রুত্বা দীনানাং দিতি-জন্মনাম্ ।
হয়গ্রীব-সোমকশ্চ নির্বেদং ভৃশমাপতুঃ ॥ ১৮
তাবুভৌ ভ্রাতরৌ দীপ্তৌ তুরঙ্গ-গ্রীব-সোমকৌ ।
শব্দাকর্ষণিকাং দেবীং সমুদ্দিশ্যাঽতপস্যতাম্ ॥ ১৯
তয়োর্ঘোর-তপঃ-প্রীতা প্রাহাকর্ষণ-দেবতা ।
কো বাঽতিবীর্য্যবানত্র বরঃ কো বাঽভিবাঞ্ছিতঃ ॥ ২০
তাভ্যামুক্তা ভগবতী[১] বরপ্রার্থন-হেতবে ।
সর্বশব্দাকর্ষণাস্ত্রমাবাভ্যাং দীয়তামিতি ॥ ২১
তথাঽস্ত্বিতি তয়া প্রোক্তৌ দানবাবতিগর্বিতৌ ।
অস্যাস্ত্রস্য প্রভাবেণ ভুলোকং সমুপস্থিতৌ ॥ ২২
সর্বাংশ্চ কর্ষতঃ শব্দান্ মন্ত্ররূপান্ দ্বিজন্মনাম্ ।
সা শব্দরূপিণী দেবী শুক্লরূপা সরস্বতী ॥ ২৩
মুখানি সর্বং বিপ্রাণাং ত্যক্ত্বাসিত বপুর্ধরা[২] ।
আয়ত্তা দৈত্য-বরয়োর্হস্তগ্রাহমুপাগতা ॥ ২৪

আমরা দেবতাগণ কর্ত্তৃক পীড়িত হইতেছি। সেই হেতুই আমরা দুর্বল হইয়াছি। ১৭

দীন দৈত্যগণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া হয়গ্রীব ও সোমক অত্যন্ত নির্বেদ পাইয়াছিলেন। ১৮

সেই হয়গ্রীব ও সোমক দুই ভ্রাতা দীপ্ত হইয়া শব্দাকর্ষণী দেবীর উদ্দেশ্যে তপস্যা করিয়াছিলেন। ১৯

তাহাদের ঘোরতর তপস্যায় প্রীত হইয়া আকর্ষণ দেবতা বলিয়াছিলেন—এস্থলে কে অতি শক্তিশালী? কি বরই বা তোমাদের বাঞ্ছিত?। ২০

বর প্রার্থনার জন্য ভগবতী তাহাদের কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়াছিলেন। সেই দুই ভ্রাতা বলিল—আমাদিগকে শব্দাকর্ষণ অস্ত্র প্রদান করুন। ২১

তথাস্তু বলিয়া ভগবতী কর্ত্তৃক উক্ত হইয়া সেই দুই ভ্রাতা হয়গ্রীব ও সোমক অত্যন্ত গর্বিত হইয়া এই অস্ত্রের প্রভাবে ভূলোকে উপস্থিত হইয়াছিল। ২২

দ্বিজগণের মন্ত্ররূপ সকলশব্দকে আকর্ষণ করিয়াছিলেন। সেই শব্দরূপিণী শুক্লবর্ণা

১। ক—ভগবতা। ২। খ—ত্যক্ত্বা দিব্যবপুর্ধরা।

ক্রন্দন্তীং তাঞ্চ বিবশাং নীত্বা পাতাল-গোলকে।
হালাহলবিষৈঃ কুণ্ডং[1] শুভ্র-নীলাঞ্জন-প্রভৈঃ ॥ ২৫
তত্র তাং বিনিমার্জ্যৈব বদ্ধাং পন্নগ-রজ্জুভিঃ।
পর্বতৈর্নিচিতাং কৃত্বা পুনর্দেব-জিগীষয়া।
স্বর্গমাসাদ্য সেনাভিঃ প্রতুষ্টুবতুরাহবম্ ॥ ২৬
শব্দাকর্ষণ-বাণেন দৈত্যানাং পৃথিবীতলে।
নিঃশব্দাশ্চৈব নির্মন্ত্রা বেদবিস্তারিণো দ্বিজাঃ ॥ ২৭
মন্ত্র-বিস্মরণেনৈব যজ্ঞবিদ্যা নিরাসিতা।
তন্নাশতো হবির্ভোগ-বর্জিতা বলহানিতঃ।
নিবীর্য্যাস্ত্রা নিরুদ্-যোগাস্তাভ্যাং দেবা নিরাকৃতাঃ ॥ ২৮
ইত্থং বিদ্রাব্য বিবুধান্ তৌ হয়গ্রীব-সোমকৌ।
বিষ্ণুচক্রাচ্ছঙ্কিতৌ চ সমুদ্রান্তর্গৃহে স্থিতৌ ॥ ২৯
ইত্থং যদা বেদময়ী বিকৃষ্টা বচঃ-প্রসূঃ সর্বমন্ত্র-স্বরূপা।

সরস্বতী দেবী সমস্ত বিপ্রের মুখ ত্যাগ করিয়া অসিতদেহ ধারণ করিয়া দৈত্যবরদ্বয়ের অধীন হইয়া তাহার হাতের মধ্যে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ২৩-২৪

সেই রোদনকারিণী বিবশা সরস্বতীকে পাতালগোলকে লইয়া গেলেন। সেই পাতালগোলকে হলাহল বিষে পরিপূর্ণ নীলাঅঞ্জনের সদৃশ একটি কুণ্ড আছে। সেই কুণ্ডে তাঁহাকে পন্নগ-রুজ্জু দ্বারা বাঁধিয়া সেই পাতালে বিষকুণ্ডে তাঁহাকে নিমজ্জিত করাইয়া পর্বতে তাঁহাকে সঞ্চিত রাখিয়া পুনরায় স্বর্গজয়ের ইচ্ছায় স্বর্গে উপস্থিত হইয়া সেনাগণের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছিলেন। ২৫-২৬

পৃথিবীতলে বেদবিস্তারকারী দ্বিজগণ দৈত্যগণের শব্দাকর্ষণ বাণের দ্বারা নিঃশব্দ ও নির্মন্ত্র হইয়াছিলেন। ২৭

মন্ত্রের বিস্মরণের দ্বারা যজ্ঞবিদ্যা নিঃসারিত হইয়াছিল। সেই যজ্ঞবিদ্যার নাশে হবির্ভোগ রহিত হইয়া বলহানি প্রযুক্ত নিবীর্য্যাস্ত্র (যাঁহার অস্ত্র বীর্য্যহীন) হইয়া উদ্‌যোগহীন হইয়া দেবগণ দৈত্যদ্বয় কর্তৃক পরাজিত হইয়াছেন। ২৮

সেই হয়গ্রীব ও সোমক এই প্রকারে দেবগণকে পরাজিত করিয়া বিষ্ণুর চক্রের ভয়ে সমুদ্রের মধ্যবর্তী গৃহে থাকিল। ২৯

এইরূপে সর্বমনু স্বরূপা বাক্যপ্রসবিনী বেদময়ী সরস্বতী যখন দৈত্যদ্বয় কর্তৃক আকৃষ্ট

১। খ—কুণ্ডং কৃত্বা নীলাঞ্জনপ্রভৈঃ।

যজ্ঞ-প্রণাশাদ্ ব্যথিতাঃ সুরেন্দ্রাস্তদা হরিং তুষ্টুবুরাদিদেবম্ ॥ ৩০
শ্রুত্বা বচঃ সোঽথ বরোরুমায়ো মায়াবিনৌ তৌ দিতি-জন্মবর্য্যৌ।
বেদস্য চৌরৌ মনসা বিদিত্বা চকার তস্য হরণায় যত্নম্ ॥ ৩১
সহস্র-দংষ্ট্রস্য ঝষস্য রূপং পাঠীন-নাম্নঃ পরমোঽথ বিষ্ণুঃ।
রূপং গৃহীত্বা ভগবাননন্তো বিবেশ বেদোদ্ধরণায় সিন্ধুম্ ॥ ৩২
বরাহ-রূপেণ যথা নিমগ্নাং যুগে যুগে প্রোদ্ধৃতবান্ ধরিত্রীম্।
তথৈব মৎস্যাকৃতিরম্বুজাক্ষো বিলোড়য়ামাস সমুদ্র-পূরম্ ॥ ৩৩
মৎস্য-স্বরূপস্য হরেঃ শরীরাদাবির্বভূবুশ্চ ভুজাশ্চতস্রঃ।
চক্রং তথা নন্দক-শার্ঙ্গ-চাপৌ কৌমদকীং হস্ত[১] চতুষ্টয়েন ॥ ৩৪
মৎস্য-স্বরূপস্য জনার্দ্দনস্য বভূব যুদ্ধং শরদাং সহস্রম্।
ততস্তু শব্দার্থ-বিকর্ষণাস্ত্রং নিশ্বাস-বাতেন বলাদগৃহ্লাৎ ॥ ৩৫
অপাকৃতাস্ত্রৌ হরিচক্র-কৃত্তৌ কৌমোদকী তাড়ন-মূর্চ্ছিতৌ চ।
খড়্গ-প্রহারাৎ পতিতৌ চ নাশমুভৌ হয়গ্রীবক-সোমকাখ্যৌ ॥ ৩৬

হইলেন, তখন যজ্ঞের নাশহেতু দেবগণ ব্যথিত হইয়া আদিদেব হরিকে স্তুতি করিতে লাগিলেন। ৩০

অনন্তর মায়াবিনাশী সেই হরি দেবগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই মায়াবী দুই দৈত্যবর্য্যকে বেদচোর মনে করিয়া সেই বেদের উদ্ধারের জন্য যত্ন করিলেন। ৩১

অনন্তর সেই ভগবান্ অনন্ত পরম বিষ্ণু পাঠীননামক সহস্রদন্ত ঋষাকার রূপ ধারণ করিয়া বেদ উদ্ধারের জন্য সমুদ্র মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ৩২

অম্বুজাক্ষ হরি যুগে যুগে বরাহরূপে যেমন নিমগ্না পৃথিবীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, সেইরূপ তিনি মৎস্যাকৃতি ধারণ করিয়া সমুদ্রকে আলোড়ন করিতে লাগিলেন। ৩৩

মৎস্যরূপী হরির শরীর হইতে চারিটি বাহু আবির্ভূত হইল। সেই হস্তচতুষ্টয়ের দ্বারা চক্র, নন্দক নামক খড়্গ, শার্ঙ্গনামক ধনুঃ ও কৌমুদকী নামক গদা ধারণ করিলেন। ৩৪

সেই হয়গ্রীব ও সোমকের সহিত মৎস্যরূপী জনার্দনের এক হাজার বৎসর যুদ্ধ হইয়াছিল। তাহার পর তাহাদের নিকট হইতে নিশ্বাস বায়ু দ্বারা বলপূর্বক শব্দার্থ বিকর্ষণ অস্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। ৩৫

সেই হয়গ্রীব ও সোমক—উভয়েই হরি কর্তৃক নিরস্ত্র হইয়া হরির চক্রের দ্বারা

১। ক—কৌমুদকীত্যত্র চতুষ্টয়েন। খ—কৌমুদকীত্যন্ত চতুষ্টয়েন।

অথাম্বুধের্গর্ভপুরান্তরালে নিবেশিতাং তাং বিষকুণ্ড-মধ্যে।
মৎস্য-স্বরূপী ভগবাননন্তঃ প্রোদ্ধৃত্য নিশ্বাস-নিরস্ত-পঙ্কঃ ॥ ৩৭
গরুত্মতালোকন-শুধ্যমানে বিষস্য কুণ্ডে বিবশাং শয়ানাম্।
নিরস্ত-চেষ্টাং নিভৃতাঙ্গ-যষ্টিং নিশ্বাসমাত্রৈক-শবৈক-শেষাম্ ॥ ৩৮
অশ্বাসয়ামাস সুশীতবাক্যৈর্হরিঃ স্মিতং প্রাহ সরস্বতীং সঃ।
ত্রিতার-বিদ্যাং প্রথমং জগাদ সমস্ত-মন্ত্র-প্রকরস্য মূলম্[১] ॥ ৩৯
তেনাপি নো সম্বিদমাপ দেবী প্রাসাদ-মন্ত্রং পুনরুজ্জগাদ।
তেনাপি নো সম্বিদমাপ দেবী বীজত্রয়ীমভ্যদধন্ মুকুন্দঃ ॥ ৪০
তেনাপি নো সম্বিদমাপ দেবী বাচাং ত্রয়ীমভ্যদধন্ মহাত্মা।
তেনাপি নো সম্বিদমাপ দেবী কামেশ্বরীং সোঽথ জগাদ বিষ্ণুঃ ॥ ৪১
এবং ষড়াকারমনু-প্রণীত্যা সংজ্ঞামবাপ বচসাং সবিত্রী ॥ ৪২

ছিন্ন হইয়া কৌমুদকী গদা দ্বারা তাড়িত ও মূর্চ্ছিত হইয়া খড়্গ প্রহারে পতিত হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল। ৩৬

অনন্তর মৎস্যরূপী ভগবান্ অনন্ত সমুদ্রের গর্ভগৃহে মধ্যে বিষকুণ্ড মধ্যে স্থাপিতা সেই সরস্বতীকে উদ্ধার করিয়া নিশ্বাসের দ্বারা তাঁহার গাত্রপঙ্ক দূর করিয়া নিজে নিশ্বাস-নিরস্ত পঙ্ক হইয়াছিলেন। ৩৭

গরুড়ের দৃষ্টিমাত্রের দ্বারা শুধ্যমানা বিষের কুণ্ডে শয়ানা বিবশা চেষ্টাশূন্যা অঙ্গযষ্টি ধারিণী নিশ্বাসমাত্রাবশেষা শবৈকশেষা সরস্বতীকে সেই হরি সুশীত (স্নিগ্ধ) বাক্যের দ্বারা আশ্বাস প্রদান করিয়াছিলেন এবং হাসিয়া বলিলেন। প্রথমে বলিলেন—সমস্ত মন্ত্রসমূহের মূল ত্রিতারাকে জানিবে। ৩৮-৩৯

তাহা দ্বারাও দেবী সম্বিৎ (চৈতন্য) লাভ করিলেন না। তখন মুকুন্দ প্রাসাদ বীজ বলিয়াছেন। তাহাতেও দেবী সম্বিৎ লাভ করিলেন না, তখন মকুন্দ বীজত্রয় বলিলেন। ৪০

তাহা দ্বারাও সম্বিৎ ফিরিয়া পাইলেন না। তখন মুকুন্দ বীজত্রয় বলিলেন। তাহা দ্বারাও দেবী সম্বিৎ ফিরিয়া পাইলেন না। তখন মহাত্মা মকুন্দ বাক্যত্রয় বলিলেন। ৪১

তাহা দ্বারাও দেবী সম্বিৎ ফিরিয়া পাইলেন না। তখন সেই বিষ্ণু কামেশ্বরীকে বলিলেন। এই ছয় প্রকার মন্ত্র প্রণয়নের দ্বারা বাক্যের জননী সরস্বতী সংজ্ঞালাভ করিলেন। ৪২

১। খ—মূলম্ ইত্যনন্তরং তেনাপি নো সম্বিদমাপ দেবী কামেশ্বরীমিত্যাদি।

উত্থাপ্য তাং সস্মিতমাবভাসে নীলাসি জাতা বিষকুণ্ড-মগ্না।
সর্বাঙ্গপূর্ণাসিতশোভিতাঙ্গী[১] ময়া হতৌ তেঽপি চ শত্রু-মুখ্যৌ ॥ ৪৩
যথা পুরা সর্বমহীসুরাণাং[২] মুখান্তরে জাগ্রতি বীতশঙ্কা।
যত্নং সমুল্লাসয় দেবতাভ্য ইত্যাদি-বাণীং হরিরাহ দেবীম্ ॥ ৪৪
মৎস্যাবতারেণ সুরক্ষিতাঽহং ত্বয়া ভজস্বেহ ফলং সমস্তম্।
কিন্ত্বিন্দু-শোভাকৃতিরপ্যধীশ নীলত্বমাপ্তাসি নিতান্তনিন্দ্যম্ ॥ ৪৫
নিবেশিতাহং বিষকুণ্ডমধ্যে তদ্ যেন দূরীভবতি ক্ষণেন।
তথা কুরুস্ব প্রথিতৈরুপায়ৈরিত্যুক্ত ঈশোঽপি জগাদ ভূয়ঃ ॥ ৪৬
মা ত্বং শুচো[৩] যাহি বচঃ-সবিত্রি ! প্রাগপ্যপূর্বং শশি-শুদ্ধবর্ণা।
উগ্রেণ হালাহল-দুর্বিষেণ নীলত্বমাপ্তাসি কুতোঽত্র দোষঃ ॥ ৪৭
নানাবিধান্যাভরণানি শোভাং পুষ্ণন্তি[৪] নীলে খলু দেহ এব।
নীলা মৃড়ানী জগতাং সবিত্রী নীলশ্চ কণ্ঠো বিষশাসনস্য ॥ ৪৮

বিষ্ণু তাঁহাকে বিষকুণ্ড হইতে উঠাইয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—তুমি বিষকুণ্ডে মগ্ন হইয়া নীল হইয়াছ। সর্বাঙ্গ পূর্ণ অসিত শোভায় তোমার অঙ্গ শোভিত হইয়াছে। সেই শত্রুমুখ্য হয়গ্রীব ও সোমক আমার কর্তৃক নিহত হইয়াছে। ৪৩

পূর্বকালে যেমন ভূদেবগণের মুখ মধ্যে নিঃশঙ্ক হইয়া জাগ্রত ছিলে, দেবতাগণের উদ্দেশে যত্নকে উল্লাসিত কর—ইত্যাদি কথা হরি দেবী সরস্বতীকে বলিলেন। ৪৪

মৎস্য অবতারে আমি তোমার কর্তৃক উদ্ধৃত হইয়াছি। এই লোকে তাহার সমস্ত ফল ভোগ করুন। হে অধীশ! চন্দ্রশোভার ন্যায় আকার যুক্ত হইয়াও আমি বিষকুণ্ড মধ্যে স্থাপিত হইয়া নিতান্ত নিন্দনীয় নীলবর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছি। ৪৫

তাহা যাহাতে অতি শীঘ্র দূর হয়, স্বপ্রেক্ষিত (নিজের উদ্ভাবিত) উপায়ের দ্বারা তাহা করুন। এইরূপ কথিত হইয়া ঈশ্বরও পুনরায় তাহাকে বলিলেন। ৪৬

তুমি শোক করিও না, বাক্যজননি! পূর্বাপেক্ষা আরও অপূর্ব চন্দ্রের ন্যায় শুদ্ধবর্ণ রূপ প্রাপ্ত হও। উগ্র হালাহল বিষের দ্বারা তুমি নীল হইয়াছ। উহাতে দোষ কোথায়। ৪৭

নানাবিধ আভরণ দেহের নীলে সম্যক্ শোভা ধারণ করে। দেহে নীল হইয়াও নীল মৃড়ানী জগৎ প্রসবিনী হইয়াছেন। বিষশাসক নীলকণ্ঠের কণ্ঠও নীল। ৪৮

১। খ—শোভিতাঙ্গী। ২। খ—মহীসুধীনাং। ৩। খ—মা ত্বং শুচং যাহি। ৪। খ—শোভাং প্রাপন্তি নীলে।

নীলো মহেন্দ্রঃ সুরচক্রবর্ত্তী নীলা জগজ্জীবন-দাশ্চ মেঘাঃ।
নীলং নভঃ সর্বজনাবকাশো নীলঃ কলঙ্কঃ শশিদীপ্তি-হেতুঃ ॥ ৪৯

নীলোঽপ্যহং সত্ত্বগুণাশ্রয়শ্চ নীলস্য বর্ণস্য কুতোঽস্তি দোষঃ।
অশেষভূষা-মণিবেষ্টিতাঙ্গ্যো বিনাঞ্জনেনাক্ষি-নিবেশিতেন।
ন রূপবত্যো ন চ বা যুবত্যো বিলাসবত্যো নবযৌবনাশ্চ ॥ ৫০

অতশ্চ তে নীল-সরস্বতীতি খ্যাতির্ভবিত্রী ভুবনত্রয়েঽপি।
ত্বদর্থমেব প্রহিতা মহার্হা যাট্কৌষিকী বালমৃগাক্ষি-বিদ্যা ॥ ৫১

ষট্কাস্ত্র-যোগেন হি জীবিতাসি বিনষ্ট-চেষ্টা বিষকুণ্ডমধ্যে।
ষাট্কৌষিকস্তেন মনুর্ভবত্যাঃ প্রবর্ত্ততে সপ্তদশদ্বয়ার্ণঃ ॥ ৫২

ইত্যাগমো নীলসরস্বতী যো মহেশ্বরেণ প্রতিপাদনীয়ঃ[১]।
এতৎ-প্রভাবাদ্ বচসাং সবিত্রি! ভবিষ্যসি ত্বং দ্রুত-বাক্প্রদাত্রী ॥ ৫৩

ইত্থং সমাশ্বাস্য বচোভিরাদ্যঃ পুমান্ সমাদায় সরস্বতীং তাম্।
প্রবর্ত্তয়ামাস মুখে দ্বিজানাং পুনঃ সুরাস্তে মখ ইত্যনাদ্যাঃ ॥ ৫৪

দেব চক্রবর্ত্তী মহেন্দ্রও নীল, জগতের জীবনদাতা মেঘও নীল, সর্বজনের অবকাশ আকাশও নীল, চন্দ্রের দীপ্তির (গৌরবের) হেতু কলঙ্কও নীল। ৪৯

আমি সত্ত্বগুণের আশ্রয় হইয়াও নীল, অতএব নীল বর্ণের দোষ কোথায়? নবযৌবনা তুমি নানাপ্রকার ভূষণ ও মণিদ্বারা বেষ্টিতাঙ্গী হইয়াছ। অঞ্জন বিনা চক্ষুর নিক্ষেপ মাত্রের দ্বারা রূপবতী হয় না বা যুবতী ও বিলাসবতী নবযৌবনাও হয় না। এই হেতু এই ভুবনত্রয়েও তোমার নীলসরস্বতী এই খ্যাতি হইবে। তোমার জন্যই মহার্হ ষাট্কৌষিকী বালমৃগাক্ষিবিদ্যা প্রয়োগ করিয়াছি। ৫০-৫১

বিষকুণ্ড মধ্যে তুমি নিশ্চেষ্ট হইয়া ছয়টি অস্ত্রযোগে জীবিত হইয়াছে। সেই হেতু তোমার সপ্তদশদ্বয় (চতুস্ত্রিংশৎ) অক্ষর মন্ত্র ষাট্কৌষিক হইয়াছে। ৫২

নীল সরস্বতী সম্বন্ধীয় এই আগম মহেশ্বর কর্ত্তৃক প্রতিপাদিত হইয়াছে। হে বাক্য জননি। ইহার প্রভাবে তুমি দ্রুত বাক্-প্রদাত্রী হইবে। ৫৩

এই প্রকার বাক্য সমূহের দ্বারা তাঁহাকে আশ্বস্তা করিয়া প্রথম পুরুষ সেই সরস্বতীকে লইয়া দ্বিজগণের মুখে প্রবর্ত্তিত করিলেন। সেই অনাদি দেবগণ পুনরায় মখে (যজ্ঞে) প্রবৃত্ত হইলেন। ৫৪

১। খ—প্রতিপাদনীয়ঃ ইত্যনন্তরম্ ততঃ প্রভৃত্যোবেত্যাদি পাঠঃ।

ততঃ প্রভৃত্যেব জগৎ-প্রতীতা শ্রিয়ঃ-প্রদা নীলসরস্বতীতি।
নীলত্বহেতুঃ পুনরেবমুক্তঃ পুনস্তু শুশ্রূষিতমস্তু কিং তে ॥ ৫৫
ইতি সারস্বতাখ্যানং যে পঠন্তি স্মরন্তি বা।
তেষাং বিষ-ভয়ং শত্রু-ভয়ং নৈব প্রবর্ত্ততে ॥ ৫৬

ইতি সিদ্ধ-সারস্বত-বচনানি। নন্থ সরস্বত্যা নীলত্বে তরুণশকলমিন্দো-র্বিভ্রতী শুভ্রকান্তিরিত্যাদি-ধ্যানপ্রমাণা শুক্ল-সরস্বতীদানীং ছুর্লভেতি চেৎ। উচ্যতে; ভগবতী যয়া সরস্বতী-মূর্ত্ত্যা মহাবিষ্ণুমুপতস্থে সৈব সরস্বতী মূর্ত্তিরিদানীমপি শুক্লেতি[১] ন বিবাদস্পর্শঃ। এবং সাবিত্রীরূপেণ সরস্বতী ভূত্বা ভগবতী ব্রহ্মাণমুপাস্তে, তদপি সরস্বত্যাঃ প্রাতর্মধ্যাহ্নে সায়াহ্নেষু রূপ-ভেদমাদধদ্ রূপান্তরমেব। অতএব দেব্যাঃ স্তুতাবুক্তম্—ত্বং হি শ্রীস্ত্বং হি সাবিত্রীত্যাদি। অত এব তস্যাঃ সর্বরূপায়া মূলপ্রকৃতের্লক্ষ্মীরূপেণ বিষ্ণু-পত্নীত্বমবিরুদ্ধম্, উক্তঞ্চ লক্ষ্মীরূপেণ সংস্থিতেত্যাদি। বস্তুতস্তু বিষ্ণু-প্রভৃতীনামপি শিবাংশতয়া পূর্বপক্ষাবকাশো নাস্ত্যেব। তথা চোক্তং—

সেই হইতে সরস্বতী কল্যাণ প্রদা নীল সরস্বতী নামে জগতে প্রতীত হইয়াছেন। মহেশ্বর কর্ত্তৃক সরস্বতীর নীলত্বহেতু পুনরায় এইরূপ উক্ত হইল। পুনরায় আর তোমার শ্রবণেচ্ছার বিষয় কি আছে? ৫৫

এই সরস্বতীর ইতিকথা যাহারা পাঠ করে বা স্মরণ করে, তাহাদের বিষভয় ও শত্রুভয় উপস্থিত হয় না। এইগুলি সিদ্ধ সারস্বততন্ত্রের বচন। ৫৬

আচ্ছা, সরস্বতী এইরূপে নীল হইলে "তরুণ-শকলমিন্দোর্বিভ্রতী শুভ্রকান্তি" ইত্যাদি ধ্যান-প্রমাণক শুক্ল সরস্বতী এখন দুর্লভ, এই যদি বলি। তাহার উত্তর বলিতেছি। ভগবতী যে সরস্বতী মূর্ত্তিতে মহাবিষ্ণুর উপাসনা করিয়াছিলেন। সেই সরস্বতী মূর্ত্তি এখনও শুক্লা, ইহাতে বিবাদ সম্বন্ধ নাই।

এইরূপ ভগবতী সাবিত্রী আকারে (মূর্ত্তিতে) সরস্বতী হইয়া ব্রহ্মার উপাসনা করিয়াছিলেন, তাহাও সরস্বতীর শুক্ল রূপ। সেই সাবিত্রী প্রতি মাধ্যাহ্নে ও সায়াহ্ন-সমূহে আকারভেদ (মূর্ত্তিভেদ) ধারণ করিয়া রূপান্তর ধারণ করিয়াছিলেন। এই জন্যই দেবীর স্তুতিতে উক্ত হইয়াছে—ত্বং হি শ্রীস্ত্বং হি সাবিত্রী ইত্যাদি। অতএব সেই সর্বরূপা মূল প্রকৃতির লক্ষ্মীরূপে বিষ্ণুপত্নীত্ব বিরুদ্ধ নহে। এই জন্যই উক্ত হইয়াছে—লক্ষ্মীরূপেণ সংস্থিতা ইত্যাদি। বস্তুতঃ বিষ্ণু প্রভৃতিও শিবের অংশরূপ বলিয়া পূর্বপক্ষের অবকাশই নাই। সেই জন্যই উক্ত হইয়াছে—

১। খ—শুভ্রেতি।

ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ ঈশ্বরশ্চ সদাশিবঃ।

ততঃ পরশিবো দেবি ! ষট্ শিবাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥ ইতি ॥ ৫৭

তত্র চ বিষ্ণুর্মহাবিষ্ণুর্নীলরূপঃ, রুদ্রঃ শিবঃ, ঈশ্বরশ্চতুর্ভুজ-শুক্ল-নারায়ণ-মূর্ত্তিঃ, সদাশিবঃ পঞ্চমুখোঽর্দ্ধনারীশ্বরমূর্ত্তিস্তত্র চ প্রধান-মধ্য-মুখস্যার্দ্ধং গৌরমিতি প্রসঙ্গাদুক্তম্। ৫৮

নমু বিষ্ণোরপি শিবত্বে হরের্নাম ন গৃহ্ণীয়াদিত্যাদি-বচনবিরোধ ইতি চেদুচ্যতে, যতো বিষ্ণুরপি শিবাংশ এব, অতো বিষ্ণু-বৈরাগ্যাদিকং বামাচার-তয়োচ্যতে। ততশ্চ বামাচারস্য বাচনিকতয়া ন দোষঃ। যথা কালিকাপুরাণে (৫৯)—

শ্মশানভৈরবীং দেবীমুগ্রতারাং তথৈব চ।

উচ্ছিষ্টভৈরবীং চণ্ডীং তারাং ত্রিপুরভৈরবীম্।

এতাস্তু বামভাবেন পূজ্যা দক্ষিণতাং বিনা ॥ ৬০ ॥ ইতি

আদ্যায়াঃ শক্তেঃ প্রকৃতিরূপায়াঃ শিবেন সহৈব পতি-পত্নীভাবঃ। শিবো জড়ঃ শক্তিঃ ক্রিয়াবতী। তৎ খলু[১] জড়ঃ শিবঃ ক্রিয়াবত্যা প্রকৃত্যা শক্তি-রূপয়া সঙ্গতঃ সর্বসংসারং তনুতে। কোঽত্র সংশয়ঃ ? অত এবোক্তম্ (৬১)—

হে দেবি ! ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ঈশ্বর, সদাশিব ও তাহার পর শিব—এই ছয়জন শিব বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। ৫৭

সে স্থলে বিষ্ণু হইতেছেন—মহাবিষ্ণু নীলরূপ, রুদ্র, শিব, ও ঈশ্বর চতুর্ভুজ শুক্ল নারায়ণ মূর্ত্তি, সদাশিব পঞ্চ অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তি। সেস্থলে প্রধান মধ্য মুখের অর্দ্ধ গৌর, ইহা প্রসঙ্গক্রমে উক্ত হইয়াছে। ৫৮

আচ্ছা, বিষ্ণু শিব হইলে "হরের্নাম ন গৃহ্ণীয়াৎ" এইরূপ বাক্যের সহিত বিরোধ হইবে, এই যদি বলি। তাহার উত্তর বলিতেছি। যেহেতু বিষ্ণু শিবাংশ, সেই হেতু বিষ্ণুর প্রতি বৈরাগ্য বামাচাররূপে উক্ত হইতেছে। তাহাতে বামাচারটি বাচনিক বলিয়া দোষ হয় না। যেমন কালিকা-পুরাণে বলিয়াছেন (৫৯)—

শ্মশান ভৈরবী দেবী, সেইরূপ উগ্রতারা, উচ্ছিষ্ট ভৈরবী, চণ্ডী, তারা, ত্রিপুরা ভৈরবী—ইঁহারা দক্ষিণভাব ব্যতীত বামভাবেই পূজ্যা। ৬০

প্রকৃতিরূপা আদ্যা শক্তির শিবের সহিত পতি-পত্নীভাব সম্বন্ধ। শিব জড়, শক্তি ক্রিয়াবতী। সেইহেতু জড় শিব ক্রিয়াবতী শক্তিরূপ প্রকৃতির সহিত মিলিত হইয়া সমস্ত সংসার বিস্তার করেন। ইহাতে সংশয় কি ? এই জন্যই উক্ত হইয়াছে (৬১)—

১। খ—উৎখলু।

বিসৃষ্টৌ সৃষ্টিরূপা ত্বং স্থিতিরূপা চ পালনে।
তথা সংহৃতি-রূপাঽন্তে জগতোঽস্য জগন্ময়ে ! ॥ ইতি। ৬২

সৃষ্টিরূপেত্যাদিষু কার্য্যে কারণোপচারঃ। সৃষ্টিং রূপয়তি করোতীত্যাদিকো বাঽর্থঃ। উক্তঞ্চ শ্রীমতাচার্য্যেণ—

শিবঃ শক্ত্যা যুক্তো যদি ভবতি শক্তঃ প্রভবিতুং
ন চেদেবং দেবো ন খলু কুশলঃ স্পন্দিতুমপি ॥ ইতি ॥ ৬৩

প্রকৃতেঃ সংসার-কর্ত্তৃত্বে—বিষ্ণুঃ শরীর-গ্রহণমহমীশান এব চ।
কারিতাস্তে যতোঽতস্ত্বাং কঃ স্তোতুং শক্তিমান্ ভবেৎ।

ইত্যাদি-ব্রহ্মবাক্যাদিরেব সুতরাং প্রমাণমস্তি। এতেন প্রকৃতি-দ্বেষিণঃ পাষণ্ডাঃ পরাস্তাঃ। বেদময়মূর্ত্তেঃ প্রকৃতেরস্যা দেব্যা ভৈরব-রূপিণা শিবেন সহ পতি-পত্নী-ভাব এব। বিষকুণ্ডে নাগাচ্ছাদিততয়াঽস্যা নাগভূষা সম্মতৈব। ৬৪

যৎ তু কালিকাপুরাণে পূর্বং শুম্ভ-নিশুম্ভোপদ্রুতা দেবা হিমালয়ে গত্বা গঙ্গাবতরণ-স্থলে দেবীং তুষ্টুবুঃ। ততস্তুতা সা মাতঙ্গ-বনিতা ভূত্বা দেবান-

---

হে জগন্ময়ে। বিচিত্র সৃষ্টিতে তুমি সৃষ্টিরূপ (সৃষ্টির কারণ), পালনে স্থিতিরূপ (স্থিতিকারণ। এই জগতের অন্তে (প্রলয়ে) তুমি সংহাররূপ (সংহারকারণ)। ৬২

সৃষ্টিরূপা ইত্যাদি স্থলে কার্য্যে কারণের উপচার হইবে। অথবা সৃষ্টিং রূপয়তি সৃষ্টি করেন অর্থাৎ সৃষ্টিকে রূপিত করেন ইত্যাদি অর্থ। শ্রীমান্ শঙ্করাচার্য্যও বলিয়াছেন—

যদি শিব শক্তির সহিত যুক্ত হন, তবে তিনি প্রভু (জগৎকর্ত্তা বা নিয়ন্তা) হইতে পারেন। যদি দেব এইরূপ না হন অর্থাৎ শক্তির সহিত যুক্ত না হন, তাহা হইলে তিনি কোন কিছু করিতেই সমর্থ হন না। ৬৩

প্রকৃতির সংসার কর্ত্তৃত্বে বিষ্ণুঃ শরীর-গ্রহণমহমিশান এব চ। কারিতাস্তে যতোঽতস্ত্বাং কঃ স্তোতুং শক্তিমান্ ভবেৎ—যেহেতু আমি ঈশানই বিষ্ণুকে শরীর গ্রহণ করাইয়াছিলাম, সেই হেতু কে তোমাকে স্তুতি করিতে সমর্থ হইবে? অর্থাৎ কেহই সমর্থ হইবে না—ইত্যাদি ব্রহ্মবাক্যাদিই সুতরাং প্রমাণ আছে। বেদময়মূর্ত্তি এই প্রকৃতি দেবীর ভৈরবরূপী শিবের সহিত পতি-পত্নীভাবই। বিষকুণ্ডে নাগের দ্বারা আচ্ছাদিতা হইয়াছিলেন বলিয়া ইহাঁর নাগভূষা সমীচনই হইয়াছে। ৬৪

আর যে কালিকা-পুরাণে বলিয়াছেন—পূর্বে দেবগণ শুম্ভ ও নিশুম্ভের দ্বারা পীড়িত হইয়া হিমালয়ে গিয়া গঙ্গার অবতরণ স্থলে দেবীকে স্তুতি করিয়াছিলেন। তাহার পর সেই দেবী স্তুত হইয়া মাতঙ্গবনিতা হইয়া দেবগণকে জিজ্ঞাসা করিয়া-

পৃচ্ছৎ ভবদ্ভিঃ কা স্তূয়তে ইতি। ততস্তস্যাঃ কায়কোষতঃ সমদ্ভূতাঽব্রবীৎ মাং স্তৌতীতি। যা নিঃসৃতা, সা গৌরাঙ্গী, যা প্রাক্ স্থিতা, সা কৃষ্ণবর্ণা কালিকাখ্যা ভূত্বা হিমাচলে স্থিতা। তামুগ্রতারাং বদন্তি একজটাধারিত্বা-দেকজটেতি চ। এবং প্রস্তাবানন্তরং ধ্যানমুক্তং যথা (৬৫)—

চতুর্ভুজা [illegible] মুণ্ডমালা-বিভূষিতা।
খড়্গাং দক্ষিণ-পাণিভ্যাং বিভ্রতীন্দীবর দ্বয়ম্ ॥ ৬৬
কর্ত্রীঞ্চ খর্পরঞ্চৈব ক্রমাদ্ বামেন বিভ্রতী।
দ্যাং লিখন্তীং জটামেকাং বিভ্রতী শিরসা দ্বয়ীম্ ॥ ৬৭
মুণ্ডমালাং পরাং[১] শীর্ষে গ্রীবয়ামপি সর্বদা।
বক্ষসা নাগহারস্তু বিভ্রতী রক্ত-লোচনা ॥ ৬৮
কৃষ্ণবস্ত্র-ধরা কট্যাং ব্যাঘ্রাজিন-সমন্বিতা।
বামপাদং শবহৃদি সংস্থাপ্য দক্ষিণং পদম্ ॥ ৬৯
বিন্যস্য সিংহপৃষ্ঠে তু লেলিহানা শবং স্বয়ম্।
সাট্টহাসা মহাঘোর-রাবযুক্তাতিভীষণা।
চিন্ত্যোগ্রতারা সততং ভক্তিমদ্ভিঃ সুখেপ্সুভিঃ ॥ ৭০

ছিলেন—আপনারা কার স্তুতি করিতেছেন। তাহার পর তাঁহার দেহকোষ হইতে এক নারী মূর্ত্তি আবির্ভূ্তা হইয়া বলিলেন—আমাকে স্তুতি করিতেছে। যিনি নিঃসৃতা হইয়াছিলেন—তিনি গৌরাঙ্গী। যিনি পূর্বে ছিলেন, তিনি কৃষ্ণবর্ণা কালিকা হইয়া হিমাচলে অবস্থিতা আছেন। তাঁহাকে উগ্রতারা বলেন, একটি জটা ধারণ করেন বলিয়া একজটাও বলেন। এইরূপ প্রস্তাবের অনন্তর তাঁহার ধ্যান উক্ত হইয়াছে। সেই ধ্যানের অর্থ (৬৫)—

চতুর্ভুজা, কৃষ্ণবর্ণা, মুণ্ডমালায় বিভূষিতা, দক্ষিণ হস্তদ্বয়ের দ্বারা খড়্গ, ইন্দীবর-দ্বয়-ধারিণী, বাম হস্তদ্বয়ের দ্বারা যথাক্রমে কর্ত্রী ও খর্পর-ধারিণী, আকাশে ন্যস্ত একটী জটা, মস্তকে দুইটী জটা-ধারিণী, মস্তকে এবং গ্রীবায়ও সর্বদা উত্তম মুণ্ডমালা-ধারিণী; বক্ষে নাগহার-ধারিণী, রক্তলোচনা, রক্তবস্ত্রধরা, কটিতে ব্যাঘ্রাজিন মণ্ডিতা, শবের হৃদয়ে দক্ষিণ পাদ স্থাপন করিয়া সিংহপৃষ্ঠে দক্ষিণ পদ বিন্যাস করিয়া স্বয়ং আসব লেহনকারিণী, সাট্টহাসা, মহাগর্জন-কারিণী অতিভীষণ উগ্রতারা ভক্তিমান্ সুখকামী ব্যক্তিগণ কর্তৃক চিন্তনীয়া।৬৬-৭০

১। খ—মুণ্ডমালাধরা শীর্ষে

অস্যাঃ সখ্যস্তু তত্রৈবোক্তাঃ। যথা—

মহাকাল্যথ রুদ্রাণী উগ্রা ভীমা তথৈব চ।
ঘোরা চ ভ্রামরী চৈব মহারাত্রিশ্চ ভৈরবী ॥ ৭১ ইতি।

তৎ তু তদানীমপি তস্যা রূপান্তরেণাবির্ভাবান্তর-স্বীকারাদবিরুদ্ধম্। অন্যথা বর্ণবৈজাত্যস্য পরিধান-বৈজাত্যস্য[১] চরণ-বিন্যাস বৈজাত্যস্য বাহন-বৈজাত্যস্য চ সত্ত্বাদ্ বিভিন্নয়োঃ পৌরাণিকাগমিক-ধ্যানয়োর্ধ্যেয়রূপস্যাবির্ভাবৈক-বিষয়ত্বে বিরোধস্য দুরুদ্ধরতাপত্তেঃ। ৭২

যচ্চোক্তং শ্রীমতা শঙ্করাচার্য্যেণ—শবং বামপাদেন কণ্ঠে নিপীড্য স্থিতাং দক্ষিণেনাঙ্ঘ্রিণাঙ্ঘ্রিং নিপীড্যেতি চরণবিন্যাস-বৈজাত্যং, তৎ কিল কালিকা-পুরাণ-ধ্যানানুসারেণেতি সর্বমনাকুলম্। সর্বাসাং দেবীনাং মহাভৈরবরূপী শিব এব নায়কঃ। যথা কালিকাপুরাণে (৭৩)—

এষা চ ত্রিপুরা দেবী যশ্চান্যাঃ পূর্বভাষিতাঃ।
সর্বাস্তু মায়া ভৈরব্যা যোগনিদ্রা জগৎ-প্রসূঃ।
তস্যাঃ প্রপঞ্চরূপৈস্তু বহুভিঃ ক্রীড়তি প্রভুঃ ॥ ৭৪

ইঁহার সখীগণ সেইখানেই উক্ত হইয়াছেন। যেমন—মহাকালী, অনন্তর রুদ্রাণী, উগ্রা, ভীমা, সেইরূপ ঘোরা, ভ্রামরী, মহারাত্রি ও ভৈরবী। ৭১

তাহা কিন্তু তখনও তাঁহার রূপান্তরে আবির্ভাবান্তর স্বীকার জন্য বিরুদ্ধ হয় না। অন্যথা বর্ণের বৈজাত্য, পরিধানের বৈজাত্য, চরণ বিন্যাসের বৈজাত্য ও বাহনের বৈজাত্য থাকায় পৌরাণিক ও আগমিক ধ্যানদ্বয়ের ধ্যেয় রূপ এক আবির্ভাব বিষয়ক হইলে বিরোধ দুরুদ্ধর হইয়া পড়িবে। ৭২

আর যে শ্রীমান্ শঙ্করাচার্য্য কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে—শবং বামপাদেন কণ্ঠে নিপীড্য স্থিতা দক্ষিণেনাঙঘ্রিণাঙঘ্রিং নিপীড্য অর্থাৎ শবকে কণ্ঠে বামপাদের দ্বারা নিপীড়ন করিয়া দক্ষিণ অঙঘ্রি দ্বারা অঙঘ্রিকে নিপীড়ন করিয়া ইত্যাদি বাক্যে চরণ বিন্যাসের বৈজাত্য প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা কালিকাপুরাণোক্ত ধ্যানানুসারে উক্ত হইয়াছে বলিয়া সমস্তই অনাকুল (অবিরুদ্ধ)। সমস্ত দেবীগণের মহাভৈরবরূপী শিবই নায়ক। যেমন কালিকাপুরাণে বলিয়াছেন (৭৩)—

এই ত্রিপুরা দেবী এবং পূর্বপ্রোক্ত অন্যান্য দেবীগণ—সকলেই ভৈরবীয় মায়া। জগৎ-প্রসবিনী মায়া জগতের শাসিকা যোগনিদ্রা তাঁহার বহু প্রপঞ্চ বিভিন্ন রূপের দ্বারা ক্রীড়া করেন। ৭৪

১। খ—পরিধানবৈজাত্যস্য পরিন্যাস বৈজাত্যস্য।

তত্রৈব শিব উবাচ—মহামায়া মূলভূতা ততস্তু শারদা পরা।
উমা ততঃ শৈলপুত্রী মৎপ্রিয়াস্তু তাস্থিমাঃ ॥ ৭৫

উগ্রচণ্ডা প্রচণ্ডাদ্যাস্ত্রিপুরাদ্যাস্তথৈব চ।
তাসাঞ্চাপি সদৈবাহং মহাভৈরব-রূপধৃক্।
নায়কঃ সুতরাং তাভির্নিত্য-নিত্যং রমে বুধঃ ॥ ৭৬

যথেষ্ট-মাংস-মৎস্যাদি-ভোজনায় ময়া ধৃতঃ।
মহাভৈরব-রূপোঽয়ং তথা স্ত্রী রতি-সঙ্গমে ॥ ৭৭

ইতি প্রসঙ্গাদুক্তম্। এতস্যাঃ খলু সর্বারাধ্যায়াঃ প্রধানং নামত্রয়ম্। একজটোগ্রতারা নীলসরস্বতীতি মন্ত্র-ভেদাৎ। তত্র প্রকৃতিরূপৈকজটৈব। লীলয়া বাক্প্রদা চেতি তেন লীল-সরস্বতীতি[১] বচনাৎ লীল-সরস্বতীতি যবর্গ-তৃতীয়াদিনা। সাপি মন্ত্রভেদে। তদর্থশ্চ সরস্বতীপদেন বাক্দাত্রী উচ্যতে[২]। তথা চ নীলয়া সরস্বতীতি তৎপদ-সিদ্ধিঃ। তন্নাম্নো যবর্গ-তৃতীয়াদিত্বে প্রমাণন্তু দশাক্ষরী বিদ্যা। যথা তদীয়-কবচে (৭৮)—

সেইখানেই শিব বলিলেন—মহামায়া মূলভূতা, তাঁহার পর তাঁহার অপর শারদা, উমা ও শৈলপুত্রী। আমার প্রিয়ার সেই এই উগ্রচণ্ডা, প্রচণ্ডাদি, ত্রিপু[illegible] সেইরূপ অপর রূপ। সুতরাং মহাভৈরবরূপধারী আমি সর্বদাই সেই সমস্ত র[illegible] নায়ক। পণ্ডিত সাধক সেইরূপ (মূর্তি) সমূহের দ্বারা আনন্দিত হন। ৭৫-৭৬

যথেষ্ট মৎস্য মাংসাদি ভোজনের জন্য আমি এই মহাভৈরব রূপ (মূর্তি) ধ[illegible] করিয়াছি। সেইরূপ রতিসঙ্গমে স্ত্রী রূপ ধারণ করিয়াছি। ৭৭

ইহা প্রসঙ্গতঃ উক্ত হইয়াছে। এই সর্বারাধ্যা মহামায়া ভৈরবীর মন্ত্রভেদে প্রধান নাম তিনটি—একজটা, উগ্রতারা ও নীলসরস্বতী। তন্মধ্যে একজটাই প্রকৃতিরূপা। লীলয়া বাক্প্রদা চেতি তেন লীল-সরস্বতী অর্থাৎ লীলায় বাক্প্রদান করেন, এই হেতু তাঁহার একটি নাম লীল-সরস্বতী। এই বচন অনুসারে যবর্গের তৃতীয় অক্ষর ল বর্ণ দ্বারা লীল-সরস্বতী। তাহাও মন্ত্রভেদে হইয়া থাকে। তাহার অর্থ—সরস্বতী পদের দ্বারা বাগ্‌দাত্রী কথিত হয়। লীলায় সরস্বতী বাক্‌দাত্রী বলিয়া লীল-সরস্বতী পদের সিদ্ধি হয়। তাঁহার নামের আদিটি যবর্গের তৃতীয়, ইহাতে প্রমাণ দশাক্ষরী বিদ্যা। যেমন তাঁহার কবচে বলিয়াছেন (৭৮)—

১। খ—তেন নীলসরস্বতি। ২। খ—উচ্যতে। তথাচ নীলসরস্বতীতি।

ইন্দ্রো বামাক্ষি-যুক্ পৃথ্বী সরস্বত্যনল-প্রিয়া।
কূর্চাদ্যন্তা পাতু চোর্দ্ধং মূলবিদ্যা দশাক্ষরীতি ॥ ৭৯

তত্র ইন্দ্রো যবর্গ-তৃতীয়-বর্ণঃ। বামাক্ষি চতুর্থস্বরঃ। পৃথ্বী যবর্গ-তৃতীয়ঃ। সরস্বতি ইতি সম্বুদ্ধ্যন্ত-পদরূপম্। অনলপ্রিয়া স্বাহা। আদাবন্তে চ কূর্চম্। এবং মহানীল-সরস্বতীতি চাপর-নাম। তথা তারাদি-নাম-ভেদেন ভেদাষ্টকম-পরমপি মন্ত্র-ভেদাদ্ বক্ষ্যত ইতি তত্ত্বম্। ৮০

অথ প্রভেদান্ বক্ষ্যামি তারিণ্যাঃ সর্বসিদ্ধিদান্।
যান্ বিজ্ঞায় মহাত্মানঃ সর্বৈশ্বর্য্যমবাপ্নুয়ুঃ ॥ ৮১

ইয়ং ত্রয়োদশ-ভেদবতী একজটোগ্রতারা-নীলসরস্বতী-লীলসরস্বতী-মহানীলসরস্বতী-তারোগ্রা-মহোগ্রা-বজ্রা-নীলা-সরস্বতী-কামেশ্বরী-ভদ্রকালী-ভেদাৎ। তত্র প্রকৃতিরূপতয়া প্রথমমেকজটা-মন্ত্রো নিরূপ্যতে। যথা মৎস্যসূক্তে (১)—

মায়াবীজং সমুদ্ধৃত্য তকারং বহ্নি-সংযুতম্।
মায়াবিন্দ্বীশ্বরযুতং দ্বিতীয়ং বীজমুদ্ধরেৎ[1] ॥ ২

বামাক্ষি (ঈ) যুক্ত ইন্দ্র (ল), পৃথ্বী (ল), সরস্বতি! অনলপ্রিয়া (স্বাহা) ও আদ্যন্তা (আদিতে ও অন্তে কূর্চবীজযুক্তা) দশাক্ষরী মূলবিদ্যা তোমার উর্দ্ধদেশ রক্ষা করুন। ৭৯

সেই স্থলে (শ্লোকে) ইন্দ্র—যবর্গের তৃতীয় বর্ণ ল, বামাক্ষি—চতুর্থ স্বর ঈ, পৃথ্বী—যবর্গের তৃতীয় বর্ণ ল, সরস্বতি এই পদটি সম্বোধনপদের রূপ। অনলপ্রিয়া—স্বাহা, আদি ও অন্তে কূর্চবীজ হুং। এইরূপ মহানীল-সরস্বতী এইটি অপর নাম। সেইরূপ মন্ত্র-ভেদ-বশতঃ তারাদি নাম ভেদে অপর আটটি ভেদ পরে কথিত হইবে, ইহাই তত্ত্ব। ৮০

মহাত্মগণ যে মন্ত্র সমূহকে জানিয়া সমস্ত ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছিলেন, আমি সেই তারিণীর সর্বসিদ্ধি প্রদ মন্ত্রসমূহ বলিব। ৮১

এই তারিণী একজটা, উগ্রতারা, নীল-সরস্বতী, লীল-সরস্বতী, মহানীল-সরস্বতী, তারা, উগ্রা, মহোগ্রা, বজ্রা, নীলা, সরস্বতী, কামেশ্বরী, ভদ্রকালী ভেদে ত্রয়োদশ প্রকার ভেদ-বিশিষ্টা। তন্মধ্যে একজটা প্রকৃতি বলিয়া তাঁহার মন্ত্র প্রথমে নিরূপিত হইতেছে। যেমন মৎস্যসূক্তে বলিয়াছেন (১)—

মায়াবীজকে উদ্ধার করিয়া, বহ্নি (র) সংযুক্ত তকারকে মায়া (ঈ) ও নাদ বিন্দু দ্বারা যুক্ত করিয়া দ্বিতীয় বীজ (ত্রীং) কে উদ্ধার করিবে। ২

১। খ—দ্বিতীয়ং বীজমুত্তমম্।

কূর্চবীজং তৃতীয়ঞ্চ ফট্কারস্তদনন্তরম্।
সম্পূর্ণঃ সিদ্ধমন্ত্রস্তু রশ্মিপঞ্চক-সংযুতঃ ॥ ৩

মায়াবীজং লজ্জাবীজম্। মায়া চতুর্থস্বরঃ। ঈশ্বরো নাদঃ। কূর্চবীজং ষষ্ঠ-স্বর-নাদ-বিন্দুমান্ হকারঃ। এতস্য নামান্তরং উগদর্পঃ দীর্ঘতনুচ্ছদমিত্যাদি। এতেন সামান্যতঃ কবচপদেন পঞ্চমস্বর-নাদ-বিন্দুমান্ হকার উচ্যতে। অতএব কবচায় হুমিত্যেব ন্যাসে হ্রস্বান্ত-নির্দ্দেশঃ ক্রিয়তে। "কবচং মূলবীজাদ্যং[১] তদন্তে ভুবনেশ্বরী"ত্যত্র দীর্ঘপদং কবচ-মায়াঞ্চ সম্বুদ্ধ্যন্ত-পদদ্বয়মিত্যত্র চ শ্যামা-মন্ত্রোদ্ধারে কবচপদং দীর্ঘ-কবচপরং কালীমায়োভয়-সাহচর্য্যাদিত্যুক্তম্। ৪

যৎ তু "কালীবীজ-দ্বয়ং দেবি! দীর্ঘহূঙ্কারমেব চে" ত্যত্র দীর্ঘপদং, তৎ-স্বরূপাখ্যান-পরমেবেতি ধ্যেয়ম্। সুব্যক্তং তন্ত্রান্তরে—শিখায়ৈ বষড়িত্যুক্তং কবচায় হুমীরিতমিত্যত্র কবচস্য হ্রস্ব-মধ্যত্বম্। সিদ্ধসারস্বতেঽপি—বিষ্ণু-বাগ্রূপিণীং প্রোচ্য কবচায় হুমুচ্চরেদিত্যুক্তম্[২]। ন চ তারিণ্যষ্টক-মন্ত্রোদ্ধারে

কূর্চবীজ তৃতীয় বীজ, তদনন্তর ফট্কার। তাহাতে হ্রীং ত্রাং হুং ফট্ এই মন্ত্র উদ্ধৃত হয়। রশ্মিপঞ্চক (বর্ণপঞ্চক) সংযুক্ত সম্পূর্ণ মন্ত্রই সিদ্ধমন্ত্র। ৩

মায়াবীজ—লজ্জাবীজ (হ্রীং)। মায়া—চতুর্থ স্বর (ঈ)। ঈশ্বর—নাদ। কূর্চবীজ—ষষ্ঠস্বর (ঊ), নাদ ও বিন্দুযুক্ত হকার অর্থাৎ হূং। ইহার নামান্তর উগ্রদর্প, দীর্ঘকবচ, দীর্ঘতনুচ্ছদ ইত্যাদি। ইহা দ্বারা সামান্যভাবে বুঝা যায়—সামান্যতঃ কবচ পদের দ্বারা পঞ্চম স্বর ও নাদ বিন্দুযুক্ত হকার (হুং) কথিত হয়। এইজন্যই ন্যাসে "কবচায় হুং" এইরূপই হ্রস্বান্ত নির্দেশ করা হয়। "কবচং মূলবীজাদ্যং তদন্তে ভুবনেশ্বরী" এই স্থলে ও "কবচ-মায়াঞ্চ সম্বুদ্ধ্যন্ত-পদদ্বয়ম্ এই স্থলে শ্যামার মন্ত্রোদ্ধারে কবচ পদের কালী ও মায়া উভয়ের সাহচর্য্যবশতঃ দীর্ঘকবচে তাৎপর্য্য, ইহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে। ৪

কালীবীজদ্বয়ং দেবি! দীর্ঘ-হূঙ্কারমেব চ—এই স্থলে যে দীর্ঘপদ, তাহার স্বরূপ কথনেই তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে। তন্ত্রান্তরে সুস্পষ্ট বলিয়াছেন—শিখায়ৈ বষড়িত্যুক্তং কবচায় হুমীরিতম্—এই স্থলে কবচটি হ্রস্বমধ্য। সিদ্ধসারস্বতেও এই বলিয়াছেন—বিষ্ণুবাগ্রূপিণীং প্রোচ্য কবচায় হুমুচ্চরেৎ। তারিণীর আটটি মন্ত্রের উদ্ধারে'—

১। খ—কবচং মূলবীজঞ্চ তদন্তে ভুবনেশ্বরীত্যাদিন্যাসায় মন্ত্রোদ্ধারাদৌ তু কবচপদং দীর্ঘকবচ-পরম্, অন্যথা কবচপদেনৈব সর্বত্র কূর্চপ্রাপ্তৌ নমঃ প্যাশাঙ্কুশৌ ধেধা ফট্ স্বাহা কালি কালিকে। দীর্ঘ-তনুচ্ছদং কালীমনুঃ পঞ্চদশাক্ষরঃ ইত্যাদৌ দীর্ঘপদ-বৈয়র্থ্যাপত্তেঃ। ২। খ—হুমুচ্চরেদিত্যুক্তম্ ইত্যোনন্তরং ফট্কারষ্টকারান্তঃ।

মধ্যাদি-মায়া কবচমিত্যাদৌ হ্রস্ববদ্রূপ-গ্রহণমস্ত্বিতি বাচ্যম্। তত্র সার্দ্ধ-চতুরক্ষর-মন্ত্রস্য প্রকৃতিত্বেন তত্র চ হ্রস্বাপ্রসক্ত্যা কবচ-পদস্য দীর্ঘ-কবচ-পরত্বাদিতি। ৫

ফট্কারষ্টকারান্তঃ। রশ্মিপঞ্চকপদেনাত্র বর্ণপঞ্চকমুচ্যতে। কেচিৎ তু রশ্মি-পঞ্চক-পদেনাত্র প্রণব উচ্যতে, তস্যাকারোকার-মকার-নাদ-বিন্দুরূপ-বর্ণ-পঞ্চক-ময়ত্বাৎ। তেন প্রণবাদি-মন্ত্রোদ্ধারোঽয়মিত্যাহুঃ। তৎ তু ন যুজ্যতে, "এষৈব হি মহাবিদ্যা মায়াদ্যা সকলেষ্টদে"ত্যাদি-বচন-বিরোধাৎ। অত্র মধ্যম-বীজে গুপ্তামৃত-বীজমস্তি। তত্র কারণমাহ তারার্ণবে (৬)—

বশিষ্ঠারাধিতা বিদ্যা ন তু শীঘ্রফলা যতঃ।
অতস্তেনাপি মুনিনা শাপো দত্তঃ সুদারুণঃ।
ততঃ প্রভৃতি বিদ্যেয়ং ফলদাত্রী ন কস্যচিৎ॥ ৭

শাপোদ্ধারমাহ তত্রৈব—

চন্দ্রবীজং ত্রপান্তস্থ-বীজোপরি নিয়োজিতম্।
ততঃ প্রভৃতি বিদ্যেয়ং বধূরিব যশস্বিনী।
ফলিনী সর্ববিদ্যানাং জয়িনী জয়-কাঙ্ক্ষিণাম্॥ ৮

"মধ্যাদি-মায়া কবচং" ইত্যাদি স্থলে হ্রস্ববিশিষ্ট রূপের গ্রহণ হউক, ইহা বলিতে পারেন না, যেহেতু সার্দ্ধ চতুরক্ষর মন্ত্র প্রকৃতি বলিয়া সে স্থলে হ্রস্বের প্রসক্তি না থাকায় কবচ পদের দীর্ঘ কবচেই তাৎপর্য্য গৃহীত হইয়াছে। ৫

ফট্কারটি টকারান্ত। এ স্থলে রশ্মিপঞ্চক পদের দ্বারা বর্ণপঞ্চক কথিত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন—এই স্থলে রশ্মিপঞ্চক পদের দ্বারা প্রণব কথিত হয়, যেহেতু তাহা অকার, উকার, মকার, নাদ ও বিন্দুরূপ বর্ণপঞ্চকময়। তাহা কিন্তু যুক্তিযুক্ত নহে। যেহেতু—এষৈব হি মহাবিদ্যা মায়াদ্যা সকলেষ্টদা অর্থাৎ মায়াদ্যা এই মহাবিদ্যা সমস্ত অভিলষিত প্রদা, ইত্যাদি বচনের সহিত বিরোধ হয়। এই মহাবিদ্যার মধ্যমবীজে গুপ্ত অমৃতবীজ (স) আছে। সেস্থলে তাহার কারণ তারার্ণবে বলিতেছেন (৬)—

এই বিদ্যা বশিষ্ঠ কর্তৃক আরাধিতা হইয়াও যেহেতু শীঘ্র ফলপ্রদা হন নাই, সেই হেতু সেই মুনি দারুণ শাপ দিয়াছিলেন। সেই হইতে এই বিদ্যা কাহারও ফলদাত্রী হন নাই। ৭

সেই তারার্ণবেই শাপোদ্ধার এই বলিয়াছেন—ত্রপার (ভুবনেশী বীজের) অন্তস্থিত ঞীং বীজের উপরে চন্দ্রবীজ (স) নিয়োজিত হইবে। সেই হইতে এই বিদ্যা বধূর ন্যায় যশস্বিনী হইলেন, সর্ববিদ্যার ফলদাত্রী হইলেন, জয়-কামিগণের জয়দাত্রী হইলেন। ৮

বিষক্ষয়করী বিদ্যা অমৃতত্ব-প্রদায়িনী।
মন্ত্রস্য জ্ঞানমাত্রেণ বিজয়ী ভুবি জায়তে ॥ ৯

তেন পঞ্চাক্ষর-বিদ্যায়া অভিশপ্তায়া উদ্ধৃত-শাপত্বাৎ তদ্-ঘটিত-যাবন্-মন্ত্রেষেব শাপোদ্ধারঃ স্ফুটঃ। তথা চৈকবীরাকল্পে (১০)—

লজ্জাবীজং বধূবীজং কূর্চবীজং তথা হি ফট্।
এবং পঞ্চাক্ষরী বিদ্যা পঞ্চভূত-প্রকাশিনী ॥ ১১

বধূবীজং স্ত্রীঙ্কারঃ তথা চ বিশ্বসারে—

সতরীঞ্চ মহেশানি! বধূবীজং প্রকীর্ত্তিতম্[১]।

একবীরাকল্পে—ষোড়শ-ব্যঞ্জনং বহ্নি-বামাক্ষি-বিন্দু-সংযুতম।
চন্দ্রবীজ-সমারূঢ়ং বধূবীজং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ১২

চন্দ্রবীজং দন্ত্যসকারস্তেনারূঢমিত্যর্থঃ অতএব পঞ্চাক্ষরী-ঘটিত-যাবন্-মন্ত্রাণামুদ্ধৃত-শাপত্বান্নীলতন্ত্রবচনমপ্যুপপদ্যতে। যথা—

তারাদ্যা পঞ্চবর্ণেয়ং শ্রীমন্নীল-সরস্বতী।
সর্বভাষাময়ী শুদ্ধা সর্বাম্নায়ৈর্নমস্কৃতা ॥ ১৩

এই বিদ্যা বিষক্ষয়করী ও অমরত্বদায়িনী হইল। এই বিদ্যার জ্ঞানমাত্রেই ভূমণ্ডলে বিজয়ী হইয়া থাকে। ৯

তাহাতে অভিশপ্ত পঞ্চাক্ষর বিদ্যার শাপ উদ্ধৃত হওয়ায় তদ্‌ঘটিত যাবতীয় মন্ত্রেরই শাপোদ্ধার হইয়াছে, ইহা তাহা দ্বারা স্ফুট হইল। তাহাই একবীরাকল্পে বলিয়াছেন (১০)—

লজ্জাবীজ, বধূবীজ (স্ত্রীং), কূর্চবীজ, সেইরূপ ফট্—এইরূপ পঞ্চাক্ষরী বিদ্যা পঞ্চভূতের প্রকাশিনী। ১১

বধূবীজ—স্ত্রীংকার। তাহা বিশ্বসারতন্ত্রে বলিয়াছেন—হে মহেশানি! স্ ত্ রীং অর্থাৎ স্ত্রীং বধূবীজ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। একবীরা কল্পেও বলিয়াছেন—ষোড়শ ব্যঞ্জন ত বহ্নি (র), বামাক্ষি (ঈ) ও বিন্দু সংযুক্ত হইয়া চন্দ্রবীজে সমারূঢ় হইলে বধূবীজ বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। ১২

চন্দ্রবীজ দন্ত্য সকার, তৎকর্ত্তৃক আরূঢ়—এই অর্থ। অতএব পঞ্চাক্ষরী ঘটিত যাবতীয় মন্ত্রের শাপোদ্ধার হইয়াছে বলিয়া নীলতন্ত্রের বচনও উপপন্ন হয়। যেমন—

তারাদি এই পঞ্চাক্ষরী হইতেছেন—শ্রীমন্‌নীল সরস্বতী। ইনি সর্বভাষাময়ী শুদ্ধা ও সমস্ত আম্নায় কর্ত্তৃক নমস্কৃতা (প্রশংসিতা)। ১৩

১। খ—বধূবীজমিদং স্মৃতম্।

নীলসরস্বতীত্যত্র যবর্গ-তৃতীয়াদি-নাম-নির্দ্দেশঃ। প্রণবাদি-মন্ত্রস্য উগ্র-তারাত্মকত্বাৎ নীলসরস্বত্যনাত্মকত্বাচ্চ। যথা বীরতন্ত্রে—

অস্ত্রান্তেয়ং মহাবিদ্যা জটাপুঙ্গব-ধারিণী।
বেদাদি-মুখ-যুক্তা চেৎ তারা ভুবন-তারিণী ॥ ১৪

জটাপুঙ্গবঃ জটাশ্রেষ্ঠঃ, বেদাদিঃ প্রণবঃ। তন্ত্রে—

তারাস্ত্র-রহিতা ত্র্যর্ণা মহানীল-সরস্বতী।
কুল্লুকেয়ং সমাখ্যাতা সর্বতন্ত্রেষু গোপিতা ॥ ১৫

তথাচ কুল্লুকৈব নীলসরস্বতীত্যুচ্যতে। এতৎ সুব্যক্তং কালী-কবচান্তরে—

জিহ্বাং মে সর্বদা পাতু তারা সংসার-তারিণী।
বেদাদি-বীজ-লজ্জা স্ত্রীং[১] কবচাস্ত্র-স্বরূপিণী ॥ ১৬
নীলসরস্বতী পাতু মধ্যং মে সর্বদৈব হি।
মায়া-ত্রীঁ কবচরূপা বাগীশত্ব-প্রদায়িনী।
নাভিং পায়াদেকজটা ভুবনেশী ত্রীং বর্মাস্ত্রা ইতি ॥ ১৭

অত্র শাপোদ্ধার-রহিত-নির্দ্দেশঃ। প্রচণ্ড-চণ্ডিকা-কবচেঽপি—

নীল সরস্বতী এই স্থলে যবর্গের তৃতীয়াদি অর্থাৎ লকারাদি নাম নির্দেশ হইয়াছে। যেহেতু প্রণবাদি মন্ত্র উগ্রতারা স্বরূপ, কিন্তু নীল সরস্বতী স্বরূপ নহে। যেমন বীরতন্ত্রে বলিয়াছেন—

অস্ত্রান্ত (ফট্‌কারান্ত) এই মহাবিদ্যা জটাপুঙ্গব-ধারিণী। এই মহাবিদ্যা যদি বেদাদিমুখ (ওঁ) যুক্তা হন, তবে তিনি ভুবনতারিণী তারা হন। ১৪

জটাপুঙ্গব—জটাশ্রেষ্ঠ। বেদাদি—প্রণব। তন্ত্রে বলিয়াছেন—তার (ওঁ) ও অস্ত্র (ফট্) রহিত ত্র্যক্ষরী মহানীল সরস্বতী। ইনি কুল্লুকানামে বিখ্যাতা এবং সমস্ত তন্ত্রে গোপিতা। ১৫

তাহা হইলে এই কুল্লুকাই নীল সরস্বতী নামে কথিত হন। কালীর কবচান্তরে ইহা সুব্যক্ত সুস্পষ্ট হইয়াছে—বেদাদি বীজ (ওঁ), লজ্জা (হ্রীং) স্ত্রীং, কবচ (হুং) ও অস্ত্র-স্বরূপিণী সংসার-তারিণী তারা আমার জিহ্বাকে সর্বদা রক্ষা করুন। ১৬

মায়া, ত্রীং কবচরূপা বাগীশত্ব-প্রদায়িনী নীল সরস্বতী আমার মধ্যদেহকে সর্বদাই রক্ষা করুন। ভুবনেশী, ত্রীং বর্ম (হুং) ফট্‌রূপা একজটা আমার নাভিকে রক্ষা করুন। ১৭

এস্থলে শাপোদ্ধার রহিত বীজের নির্দেশ হইয়াছে। প্রচণ্ড চণ্ডিকা কবচেও

১। খ—বেদাদিবীজলজ্জাত্রীং।

তারো মায়া বধূঃ কূর্চঃ ফট্‌কারোঽয়ং মহামনুঃ।
খড়্গ-কর্ত্রীধরা তারা চোর্দ্ধ্বদেশং সদাবতু ॥ ১৮
হ্রীং স্ত্রীং হূং ফট্‌ পাতালে মাং পাতু চৈকজটা সতী।
তারাস্ত্র-রহিতা সা তু খেঽব্যান্নীল-সরস্বতীতি ॥ ১৯

এতেন মায়া-বধূ-কবচৈর্নীলসরস্বতী। অস্ত্রান্তৈস্তৈরেকজটা প্রণবাদ্যৈরস্ত্রান্তৈস্তৈরুগ্রতারেতি বিষয় বিভাগঃ। নন্মু প্রাগুক্ত-নীলতন্ত্রোক্ত-"তারাদ্যা-পঞ্চবর্ণেয়"মিত্যাদি বচনোক্ত-প্রণবাদি-মন্ত্রস্য বধূবীজ-ঘটিতত্বে কিং মানমিতি চেদুচ্যতে। যথা মন্ত্রচূড়ামণৌ (২০)—

অনুত্তরং সমুদ্ধৃত্য মায়োত্তরমতঃ পরম্।
প-পঞ্চম-সমারূঢ়ং পঞ্চরশ্মিঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ২১
জীবনী-মধ্যগা পশ্চাদেকাক্ষী তদনন্তরম্।
উগ্রদর্পং ততো দদ্যাদস্ত্রং দেবি ! প্রকাশিতম্ ॥ ২২

অস্যার্থঃ—অনুত্তরং সর্বপূর্বমকারমিত্যর্থঃ। মায়া চতুর্থস্বরস্তদুত্তরমুকারঃ,

---

বলিয়াছেন—তার, মায়া, বধূ, কূর্চ ও ফট্‌কার—এই মহামন্ত্র খড়্গ ও কর্ত্রিকা-(কাতারী) ধরা তারা। তিনি উর্দ্ধ্বদেশ সর্বদা রক্ষা করুন। ১৮

হ্রীং স্ত্রীং হূং ফট্‌, একজটা হইয়া পাতালে আমাকে রক্ষা করুন। তার ও অস্ত্র রহিত সেই মহাবিদ্যা নীল সরস্বতী। ইনি আকাশে আমাকে রক্ষা করুন। ১৯

ইহা দ্বারা এই বিষয় বিভাগ হয়—মায়া, বধূ ও কবচের দ্বারা অর্থাৎ হ্রীং স্ত্রীং হূং দ্বারা নীল সরস্বতী। অস্ত্র অন্ত তাহাদের দ্বারা অর্থাৎ হ্রীং স্ত্রীং হূং ফট্‌ দ্বারা একজটা এবং প্রণবাদি ও অস্ত্র অন্ত তাহাদের দ্বারা অর্থাৎ ওঁ হ্রীং স্ত্রীং হূং ফট্‌ দ্বারা তারা হয়।

আচ্ছা, পূর্বোক্ত নীলতন্ত্রোক্ত "তারাদ্যা পঞ্চবর্ণেয়ম্" ইত্যাদি বচনোক্ত প্রণবাদি মন্ত্র বধূবীজ ঘটিত, ইহাতে প্রমাণ কি? এই যদি বলি। তাহার উত্তর বলিতেছি। যেমন মন্ত্র-চূড়ামণিতে বলিয়াছেন (২০)—

অনুত্তর (অ) উদ্ধার করিয়া অতঃপর মায়ার (চতুর্থ স্বর ঈর) উত্তর বর্ণ উকার পবর্গের পঞ্চম মকারে সমারূঢ় হইলে পঞ্চরশ্মি নামে কীর্ত্তিত হয়। ২১

হে দেবি! পরে অর্থাৎ ওঁকারের পর জীবনীমধ্যগা (হ্রীং) ও একাক্ষী (বধূবীজ স্ত্রীং) তাহার পর উগ্রদর্প (হূং) দিবে! তাহার পর অস্ত্র (ফট্‌), তাহাতে মন্ত্রের আবির্ভাব হইবে। ২২

এই শ্লোকের অর্থ—অনুত্তরং কথার অর্থ—সর্ববর্ণের পূর্ব অকার। মায়া—চতুর্থ

প-পঞ্চমো মকারঃ। তেন পঞ্চরশ্মি-পদেন প্রণব উক্তঃ। জীবনী-মধ্যগা-পদেন মায়াবীজমুচ্যতে। যথা সঙ্কেত-চন্দ্রোদয়ে (২৩)—

হৃল্লেখা ভুবনেশ্বরী চ ভুবনা দেবীশ্বরী হ্রীর্মহা-

মায়া জীবনমধ্যগা ত্রিজগতাং ধাত্রী পরেশী পরা। ইতি। ২৪

মহামায়েতি মায়েত্যপ্যুচ্যতে। জীবনমধ্যগেতি জীবনস্য জীবন্যাস-মন্ত্রস্য পাশাদি-ত্র্যক্ষরস্য মধ্যগেত্যর্থঃ। জীবনীত্যত্র বিদ্যা বিশেষ্যা। এবং পরাপদেন কচিৎ সৌরিতি বীজমপ্যুচ্যতে, বালায়াঃ পরাবীজত্বাৎ সঙ্কেতান্তর-সত্ত্বাচ্চেতি ধ্যেয়ম্। একাক্ষী বধূবীজম্[১]। যথা সঙ্কেতচন্দ্রোদয়ে—

একাক্ষী কুসুমেষু পঞ্চম-বধূর্বামেক্ষণা স্ত্রী তথেতি উগ্রদর্পঃ কূর্চম্[২]। এতেন প্রণবাদি-মন্ত্রস্য বধূঘটিতত্বং সিদ্ধমিতি সর্বত্র শাপোদ্ধারঃ। যৎ তু ফেৎকারীয়ে (২৫)—

ত্র্যক্ষরোঽহসৌ মহামন্ত্রঃ ফট্‌কারোঽন্তে যদি স্থিতঃ।

পঞ্চরশ্মি-সমাযুক্তোঽপ্যজ্ঞানেন্ধন-দাহকঃ॥ ২৬

স্বর ঈ, তাহার উত্তর বর্ণ উ। প-পঞ্চম—মকার। তাহাতে পঞ্চরশ্মি পদের দ্বারা প্রণব উক্ত হয়। জীবনীমধ্যগা পদের দ্বারা মায়াবীজ উক্ত হয়। যেমন সঙ্কেত-চন্দ্রোদয়ে বলিয়াছেন (২৩)—

হৃল্লেখা, ভুবনেশ্বরী, ভুবনা, দেবী, ঈশ্বরী, হ্রী, মহামায়া, জীবনমধ্যগা, ত্রিজগৎ-ধাত্রী, পরেশী, পরা, (এইগুলি মায়াবীজের বাচক)। ২৪

মহামায়া এইটি মায়ানামে কথিত হয়। জীবনীমধগা এই পদের অর্থ—জীবের অর্থাৎ জীবন্যাস মন্ত্র পাশাদি তিনটি অক্ষরের (আং হ্রীং ক্রোং) মধ্যবর্তী। এস্থলে জীবনী পদটির বিদ্যা বিশেষ্য। এইরূপ পরাপদের দ্বারা কোন স্থলে সৌঃ এই বীজ কথিত হয়। যেহেতু বালা পরাবীজ এবং তাহার সঙ্কেতান্তরও বর্ত্তমান, ইহা জানিবেন। একাক্ষী বধূবীজ স্ত্রীং। যেমন সঙ্কেত-চন্দ্রোদয়ে বলিয়াছেন—একাক্ষী কুসুমেষু পঞ্চম-বধূ বামেক্ষণা, সেইরূপ স্ত্রী (এইগুলি স্ত্রীং বীজের বাচক) উগ্রদর্পঃ—কূর্চবীজ হুং। ইহা দ্বারা প্রণবাদি মন্ত্রের বধূ-ঘটিতত্ব সিদ্ধ হইল বলিয়া সর্বত্র শাপোদ্ধার হইল। আর যে ফেৎকারীয়ে বলিয়াছেন (২৫)—

ত্র্যক্ষর এই মহামন্ত্র, ইহার অন্তে যদি ফট্ অবস্থিত হয়, উহা পঞ্চ রশ্মি সংযুক্ত হইলে অজ্ঞানরূপ ইন্ধনের দাহক হয়। ২৬

১। খ—স্ত্রীং বীজম্। ২। খ—উগ্রদর্পং কূর্চমিতি পাঠো নাস্তি।

তস্যোদ্ধারমহং বক্ষ্যে মম সার্বজ্ঞ্য-কারণম্[1] ।
প্রণবং স-পরং দদ্যাচ্চতুর্থ-স্বর-ভূষিতম্ ॥ ২৭
বহ্ন্যারূঢ়ং স্ফুরদ্দীপ্তমিন্দু-বিন্দু-বিভূষিতম্ ।
ত্রঙ্কারঞ্চ ততো দদ্যাচ্চতুর্থ-স্বর-ভূষিতম্[2] ॥ ২৮
দীর্ঘোকার-সমাযুক্তং হঙ্কারং[3] যোজয়েৎ ততঃ ।
ফট্‌কারঞ্চ ততো দদ্যাৎ সংপূর্ণং সিদ্ধ-মন্ত্রকম্ ॥ ২৯
লীলয়া বাক্‌প্রদা চেতি তেন লীল-সরস্বতী ।
তারকত্বাৎ সদা তারা সুখ-মুক্তি-প্রদায়িনী ॥ ৩০
উগ্রাপত্তারিণী যস্মাদুগ্রতারা প্রকীর্ত্তিতা ।
বিতারৈকজটা চৈষা মহামুক্তি-করী মতা ॥ ৩১
তারাস্ত্র-রহিতা ত্র্যর্ণা মহালীল-সরস্বতী ।
কুল্লুকেয়ং সমাখ্যাতা সর্বতন্ত্রেষু গোপিতা ॥ ৩২

এতেন প্রণবাদি-বিদ্যৈব লীলসরস্বতী তারা উগ্রতারেতি চ কথ্যতে ।

আমার সর্বজ্ঞত্বের কারণ সেই মন্ত্রের উদ্ধার বলিব । প্রণব, তাহার পর সকারের পরে চতুর্থ স্বরভূষিত বিন্দু সমন্বিত বহ্নিতে (রকারে) আরূঢ় স্ফুরদ্‌দীপ্ত ইন্দু সকার অর্থাৎ স্ত্রীং দিবে । তাহার পর চতুর্থ স্বর ভূষিত ও নাদবিন্দুযুক্ত দীর্ঘ উকার সংযুক্ত হকার অর্থাৎ হূং যোগ করিবে । তাহার পর ফট্‌কার দিবে । ওঁ স্ত্রীং ত্রীং হূং ফট্—এই সম্পূর্ণ মন্ত্রটি সিদ্ধ মন্ত্র । ২৭-২৯

লীলায় বাক্ প্রদান করেন, সেই হেতু তিনি লীল সরস্বতী, সর্বদা আপদ্ হইতে ত্রাণ করেন বলিয়া তারা । তিনি সুখরূপ মুক্তিদায়িনী । ৩০

যেহেতু উগ্র আপৎ হইতে ত্রাণ করেন, সেই হেতু তিনি উগ্রতারা নামে কীর্ত্তিতা হইয়াছেন । এই বিদ্যা বিতারা (প্রণব শূন্যা) হইলে একজটা হয় । এই মায়াদি ফট্ অন্তা পঞ্চাক্ষরী বিদ্যা মহামুক্তিকরী বলিয়া কথিত হইয়াছেন । ৩১

প্রণব ও অস্ত্র শূন্য ত্র্যক্ষরী বিদ্যা মহালীল সরস্বতী । ইনি কুল্লুকা বলিয়া খ্যাতা ও সমস্ত তন্ত্রে গোপিতা । ৩২

ইহা দ্বারা প্রণবাদি বিদ্যাই লীল সরস্বতী, তারা ও উগ্রতারা নামে কথিত হইয়াছে

১। ক—মম সর্বজ্ঞ-কারণম্ । ২। খ—শ্লোকার্দ্ধোঽয়ং নাস্তি । ৩। খ—হকারং ।

অত্র নীলসরস্বতী-পদং যবর্গ-তৃতীয়াদি। তারাস্ত্র-রহিতেতি তারাস্ত্রাভ্যাং রহিতেত্যর্থঃ ইতি সকার-রহিত-তকার-ঘটিত-প্রকৃতি-মন্ত্রকথনম্। ৩৩

যচ্চ শঙ্করাচার্য্যেণোক্তম্—

সপর-চতুর্থস্বর-রজনীশং শূন্যং পরুষং তদধোদেশম্।

মধ্যে ষোড়শহনি তে শুদ্ধং অন্তে হূঁ ফট্কার-নিবদ্ধম্॥ ইতি

শুদ্ধতকারো মন্ত্র-ঘটক ইতি তদুভয়মতিগুপ্ত-চন্দ্রবীজ-রহিত-প্রকৃতি-মন্ত্র-পরতয়ৈব বোধ্যম্। ৩৪

নমু পঞ্চাক্ষরৈকজটা-মন্ত্রস্যাভিশপ্ততয়া তস্যৈব শাপোদ্ধারঃ কৃতঃ। তৎ কথমন্যমন্ত্রেষু শাপোদ্ধার-সম্ভাবনা। ন চ মূলমন্ত্রস্যাভিশপ্ততয়া তদ্ঘটিত-মন্ত্রা অভিশপ্তা ইতি বাচ্যম্। অভিশপ্ত-ভুবনেশ্বর্য্যেকাক্ষর-ঘটিত-যাবন্মন্ত্রাণা-মভিশপ্তত্বাপত্তেঃ। অথ তদীয়াভিশপ্ত-মন্ত্রঘটিত-তদীয়মন্ত্রোঽভিশপ্ত ইতি যদ্যুচ্যতে, তদা পাশাঙ্কুশপুটিত-শক্তিবীজাত্মক-ভুবনেশ্বরীমন্ত্রস্য দুষ্টত্বাপত্তিঃ। যদি তু পাশাঙ্কুশাভ্যাং শাপ উদ্ধৃত ইত্যুচ্যতে, তদা একাক্ষরী বীর্য্যহীনা বাগ্ভবেনোজ্জ্বলীকৃতেতি বচন-বিরোধঃ। ৩৫

বুঝিবেন। এস্থলে নীল সরস্বতীপদ যবর্গ তৃতীয়াদি অর্থাৎ লকারাদি। তারাস্ত্র-রহিতা তার ও অস্ত্রের দ্বারা রহিত হওয়ায় সকার রহিত তকার ঘটিত প্রকৃতি মন্ত্র কথিত হইল। ৩৩

আর যে শঙ্করাচার্য্য সপর-চতুর্থ-স্বর-রজনীশং ইত্যাদি বাক্যে শুদ্ধ (কেবল) তকারকে মন্ত্রের ঘটক বলিয়া বলিয়াছেন, সেই উভয়ই অতিগুপ্ত চন্দ্রবীজ সকার রহিত প্রকৃতি মন্ত্র-পর রূপেই বুঝিতে হইবে। ৩৪

আচ্ছা, পঞ্চাক্ষর একজটার মন্ত্র অভিশপ্ত বলিয়া তাহারই শাপোদ্ধার করা হইয়াছে। অতএব অন্য মন্ত্র সমূহে শাপোদ্ধারের সম্ভবনা কোথায়? মূলমন্ত্র অভিশপ্ত বলিয়া তদ্ঘটিত মন্ত্র সমূহও অভিশপ্ত, ইহা বলিতে পারেন না। যেহেতু তাহা বলিলে অভিশপ্ত ভুবনেশ্বরীর একাক্ষর হ্রীং বীজ ঘটিত যাবতীয় মন্ত্রের অভিশপ্ততার আপত্তি উপস্থিত হইবে। এই আপত্তি পরিহারের জন্য যদি বলেন—তদীয় অভিশপ্ত মন্ত্র ঘটিত তদীয় মন্ত্রই অভিশপ্ত, অন্য মন্ত্র অভিশপ্ত নহে অর্থাৎ যাঁহার যে মন্ত্রটী অভিশপ্ত, সেই মন্ত্র ঘটিত, তাঁহারই অন্য মন্ত্র অভিশপ্ত হইবে। সেই অভিশপ্ত মন্ত্র ঘটিত অন্য দেবতার মন্ত্র অভিশপ্ত হইবে না। তাহা হইলে পাশ ও অঙ্কুশবীজ পুটিত শক্তিবীজরূপে ভুবনেশ্বরী মন্ত্রের দুষ্টত্ব প্রসঙ্গ হইবে। যদি বলেন—সেস্থলে

উচ্যতে। বাগ্‌ভবস্যোপলক্ষণপরতয়া নাপত্তিঃ[1]। বস্তুতস্তু পঞ্চাক্ষরী বিদ্যৈব প্রকৃতিরূপা। তত্র বীজান্তর-প্রক্ষেপেঽপি শাপ-সম্ভাবনা। পাশাঙ্কুশ-পুটিত-শক্তেস্তু মন্ত্রান্তরতয়া মায়া ন তস্য প্রকৃতিরিতি সর্বং চতুরস্রম্। পঞ্চাক্ষরমন্ত্রস্য দ্বিতীয়বীজে শাপো দত্তঃ, সর্বমন্ত্রাণাং প্রায়শস্তদ্-ঘটিতত্বাদ্ যাবদ্ বিদ্যৈবাভিশপ্তা, তত্তস্তদুদ্ধারে সর্ববিদ্যৈবানবদ্যেতি। অতএব বধূ-বীজাত্মকৈকাক্ষর-মন্ত্রেঽপি শাপ-তদুদ্ধারৌ যুক্তৌ। অন্যথা একাক্ষর্য্যা অভিশপ্ত-পঞ্চাক্ষরকূট-ঘটিতত্বাভাবাত্তত্র সকারযোগস্যালগ্নতাপত্তেরিতি তু পরমার্থঃ। পঞ্চাক্ষর্য্যাঃ প্রকৃতিত্বন্তু উক্তফেৎকারীয়-বচনাৎ[2] বক্ষ্যমাণ-নীল তন্ত্র-বচনাচ্চ। তচ্চ যথা পঞ্চাক্ষরীমধিকৃত্য (৩৬)—

তারাদ্যা পঞ্চ-বর্ণেয়ং শ্রীমল্লীল-সরস্বতী।
সর্বভাষাময়ী শুদ্ধা সর্বাম্নায়ৈর্নমস্কৃতা ॥ ৩৭
শ্রীবীজাদ্যা যদা বিদ্যা তদা শ্রীঃ সর্বতোমুখী।

পাশ ও অঙ্কুশের দ্বারা অভিশাপ উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহা হইলে বলিব—একাক্ষরী বীর্য্যহীনা বাগ্‌ভবেনোজ্জ্বলীকৃতা—এই বচনের সহিত বিরোধ হইবে। ৩৫

উক্ত প্রশ্নের উত্তর বলিতেছি। বাগ্‌ভব পদটি অন্যেরও উপলক্ষণ তাৎপর্য্যক বলিয়া উক্ত আপত্তি হয় না। বস্তুতঃ পক্ষে পঞ্চাক্ষরী বিদ্যাই প্রকৃতিরূপা, তাহাতে বীজান্তরের প্রবেশ হইলেও শাপের সম্ভাবনা। পাশ ও অঙ্কুশের দ্বারা শক্তিবীজ মন্ত্রান্তর বলিয়া মায়া তাহার প্রকৃতিরূপ নহে। এই হেতু সমস্ত সুসমঞ্জস হয়। পঞ্চাক্ষরী মন্ত্রের দ্বিতীয়বীজে শাপ প্রদত্ত হইয়াছে। সমস্ত মন্ত্র প্রায়শঃ তদ্‌ঘটিত বলিয়া সমস্ত বিদ্যাই অভিশপ্ত হয়। অতএব তাহার শাপোদ্ধার হইলে সমস্ত বিদ্যাই অনবদ্যা (নির্দোষা) হইবে। এই জন্যই বধূবীজরূপ একাক্ষর মন্ত্রেও শাপ ও তাহার উদ্ধার যুক্ত হয়। অন্যথা একাক্ষরী বিদ্যা অভিশপ্ত পঞ্চাক্ষর কূট ঘটিত না হওয়ায় সেস্থলে সকার যোগ অসংলগ্ন হইয়া পড়ে। ইহাই কিন্তু পরমার্থ। উক্ত ফেৎকারীয় তন্ত্রের বচন ও বক্ষ্যমাণ নীলতন্ত্রের বচন হইতে পঞ্চাক্ষরীর প্রকৃতিত্ব সিদ্ধ হয়। তাহা কিন্তু পঞ্চাক্ষরীর অধিকারে উক্ত হইয়াছে (৩৬)—

এই তারাদি পঞ্চবর্ণা শ্রীমল্লীল সরস্বতী। ইনি সর্বভাষাময়ী শুদ্ধা ও সমস্ত আম্নায় (তন্ত্র) কর্তৃক নমস্কৃতা। ৩৭

যখন এই বিদ্যা শ্রীবীজাদি হন, তখন তিনি সর্বতোমুখী (সর্বজনবর্ত্তিনী) শ্রী। এই

১। খ—নাপত্তেঃ। ২। খ—ফেৎকারীয়বচনাৎ। সর্বতোমুখী এবৈবহি ইত্যাদি।

এষৈব হি মহাবিদ্যা মায়াদ্যা সকলেষ্টদা ॥ ৩৮
বাগ্‌ভবাদ্যা যদা বিদ্য বাগীশত্ব-প্রদায়িনী।
এষা ক্রমগতা প্রাপ্তা মতভেদাদনেকধা ॥ ৩৯

এষা পঞ্চাক্ষরী। তদেবাহ—

পঞ্চাক্ষরী একজটা তারাভাবে মহেশ্বরি !।
তারাদ্যা তু ভবেদ্দেবি ! শ্রীমল্লীলসরস্বতী ॥ ৪০

লীলেতি যবর্গ-তৃতীয়াদিঃ। একবীরাকল্পেঽপি—

লজ্জাবীজং বধূবীজং কূর্চবীজং তথাহি ফট্।
এবং পঞ্চাক্ষরী বিদ্যা পঞ্চভূত-প্রকাশিনীতি।
অন্যাসাং[১] বিদ্যানামেকজটৈব দেবতা প্রকৃতিত্বাৎ ॥ ৪১

অথাসাং সপর্য্যাবিধিঃ

অত্র প্রাতগু‍র্বুচিন্তনাদি সামান্য-পূজাপদ্ধতাবুক্তম্। অথ স্নানম্।

নদ্যাদৌ গত্বা বৈদিক স্নানং কৃত্বা দেবীরূপং সর্বং বিভাব্য স্বুবর্ণরজতাত্মক-কুলদর্ভান্ দর্ভান্ বা[২] করয়োর্দত্ত্বাচামেৎ। কুলদর্ভা যথা তন্ত্রে (১)—

পঞ্চাক্ষরী বিদ্যা মায়াদি হইলে সকলের অভীষ্টফল দাত্রী হইয়া থাকেন। ৩৮

এই পঞ্চাক্ষরী বিদ্যা যখন বাগ্‌ভবাদি হন, তখন তিনি বাক্‌পতিত্ব প্রদায়িনী।
এই পঞ্চাক্ষরী বিদ্যা সম্প্রদায়ক্রমে প্রাপ্ত এবং মতভেদে উহা অনেক প্রকার। ৩৯

এষা—পঞ্চাক্ষরী বিদ্যা। তাহাই তন্ত্রে বলিতেছেন—হে মহেশ্বরি ! এই পঞ্চাক্ষরী বিদ্যা তার রহিত হইলে একজটা হন। হে দেবি ! এই বিদ্যা তার (ওঁ) যুক্ত হইলে শ্রীমান্ লীল সরস্বতী হন। ৪০

লীলসরস্বতী এই স্থলে যবর্গ-তৃতীয় লকারাদি অর্থাৎ লীলসরস্বতী, নীলসরস্বতী নহেন। একবীরাকল্পেও বলিয়াছেন—লজ্জাবীজ, বধূবীজ, কূর্চবীজ, সেইরূপ ফট্। এইরূপ পঞ্চাক্ষরী বিদ্যা পঞ্চভূতের প্রকাশিনী। তারা, নীলসরস্বতী প্রভৃতি অন্যান্য বিদ্যাসমূহের একজটা দেবতাই প্রকৃতি। ৪১

অনন্তর এই বিদ্যা সমূহের সপর্য্যা (পূজা) বিধি কথিত হইতেছে। সেই সপর্য্যাস্থলে প্রাতঃকালে গুরুচিন্তনাদি সামান্য পূজা পদ্ধতিতে উক্ত হইয়াছে। অনন্তর স্নান কর্ত্তব্য। নদী প্রভৃতিতে গমন করিয়া, বৈদিক স্নান করিয়া, সমস্ত বস্তুকে দেবীরূপ চিন্তা করিয়া, দুই হস্তে সুবর্ণ বা রজতরূপ কুলদর্ভ বা দর্ভসমূহ ধারণ করিয়া আচমন করিবেন। কুলদর্ভ যেমন তন্ত্রে বলিয়াছেন (১)—

১। খ—অন্যাসাং বিদ্যানাং শ্রীবীজাদিমন্ত্রাণামিত্যর্থঃ। ২। খ- রজতাত্মক-কুলদর্ভং দর্ভং বা।

সুবর্ণ-রজতঞ্চৈব জপ-পূজাদি-কর্ম্মসু।
কুশকার্য্যকরং প্রোক্তং ন তু বন্যাঃ কুশাঃ কুশাঃ।
তর্জন্যো রজতং ধার্য্যমনামাসু সুবর্ণকম্ ॥ ২ ॥ ইতি।

ততঃ ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা অমুক-দেবতা-প্রীতি-কামো মন্ত্রস্নানমহং করিষ্যে ইতি সংকল্প্য জলে ত্রিকোণং বিলিখ্য তত্র ওঁ গঙ্গে চেত্যাদিনাঙ্কুশমুদ্রয়া[১] সূর্য্য-মণ্ডলাৎ তীর্থমাবাহ্য[২] ওঁ হ্রীঁ স্বাহেত্যাচামেৎ। ততস্তেন জলেনাত্মানং ত্রিঃ সংপ্রোক্ষ্য মূলেন করাভ্যাং মৃত্তিকামাদায় সূর্য্যায় দর্শয়িত্বা তয়া মৃত্তিকয়া মূলেনাঙ্গলেপনং কৃত্বা[৩] মূর্দ্ধ-হৃদয়-নাভিষু জলাঞ্জলি-ত্রয়ং দদ্যাৎ। ততঃ পূর্ব্ববদাচম্য তত্ত্রিকোণং দক্ষিণহস্ত-তর্জ্জন্যা দক্ষিণাবর্ত্তেন বিলোড্য চক্ষুরাদি-সপ্ত-ছিদ্রাণি প্রসৃত-করদ্বয়াঙ্গুলীভিরাচ্ছাদ্য মূলবিদ্যামুচ্চরন্ তত্র ত্রির্নিমজ্জ্য দেবতাং ধ্যায়ন্ উন্মজ্য মূলবিদ্যয়া ত্রিবারমভিমন্ত্রিতেন পয়সা কলসমুদ্রয়া ত্রিবারমাত্ম-মূর্দ্ধানমভিষিচ্য ওঁ আত্মতত্ত্বায় স্বাহা, ওঁ বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা, ওঁ শিবতত্ত্বায় স্বাহেত্যাচামেৎ। যথা নীলতন্ত্রে (৩)—

জপ ও পূজাদি কর্ম্মসমূহে সুবর্ণ ও রজত কুশকর কথিত হইয়াছে। বন্য কুশ কিন্তু কুশ নহে। তর্জনীদ্বয়ে রজত এবং অনামাদ্বয়ে সুবর্ণ ধারণ করিবে। ২

অনন্তর মূলোক্ত সঙ্কল্পবাক্যে সঙ্কল্প করিয়া, জলে ত্রিকোণ লিখিয়া, সেই ত্রিকোণে "ওঁ গঙ্গে চ" ইত্যাদি মন্ত্রে অঙ্কুশ মুদ্রায় সূর্য্যমণ্ডল হইতে তীর্থসমূহ আবাহন করিয়া, "ওঁ হ্রীং স্বাহা" মন্ত্রে আচমন করিবেন। অনন্তর সেই ত্রিকোণস্থ জলের দ্বারা নিজেকে ৩ বার প্রোক্ষণ করিয়া, মূলমন্ত্রে দুই হাতে মৃত্তিকা আনিয়া, সূর্য্যকে দেখাইয়া, সেই মৃত্তিকা দ্বারা মূলমন্ত্রে অঙ্গলেপন করিয়া, মস্তকে, হৃদয়ে ও নাভিতে তিন অঞ্জলি জল দিবেন। অনন্তর পূর্ব্ববৎ আচমন করিয়া সেই ত্রিকোণকে দক্ষিণ হস্তের তর্জনী দ্বারা দক্ষিণাবর্ত্তে আলোড়িত করিয়া, চক্ষুরাদির সাতটি ছিদ্রকে প্রসারিত করদ্বয়ের অঙ্গুলি সমূহের দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া, মূলবিদ্যা উচ্চারণ করিতে করিতে সেই ত্রিকোণে তিন বার নিমজ্জন করিয়া, দেবতাকে ধ্যান করিতে করিতে উন্মজ্জন করিয়া, মূলবিদ্যায় বারত্রয়ে অভিমন্ত্রিত জলের দ্বারা কলশমুদ্রায় তিনবার নিজ মস্তকে

১। অঙ্কুশমুদ্রা যথা—জ্ঞানার্ণবে দক্ষমুষ্টিং বিধায়াথ তর্জন্যঙ্কুশরূপিণী। অঙ্কুশাখ্যা মহামুদ্রা ত্রৈলোক্যাকর্ষণক্ষমা॥ ২। খ—তীর্থমাবাহ্য মূলান্তে ওঁ আত্মতত্ত্বায় স্বাহা ওঁ বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা ওঁ শিবতত্ত্বায় স্বাহা ইত্যাচামেৎ। অথবা হ্রীং স্বাহেত্যাচামেৎ। ৩। খ—বিলেপনং কৃত্বা বক্ষিতি গোক্ষীরং নাসাপুটদ্বয়ে দদ্যাৎ। ততো মূর্দ্ধ।

মৃৎকুশানপি সংগৃহ্য গত্বা জলান্তিকং ততঃ।
মলাপকর্ষণং কৃত্বা মন্ত্রস্নানং সমাচরেৎ[১] ॥ ৪

কুলচূড়ামণৌ— কৃষ্ণ-রক্ত-হরিন্নীলা বিবিধা মম মূর্ত্তয়ঃ।
তত্র যৎ কুলগঃ শিষ্যঃ স তদ্রূপং পরামৃশন্ ॥ ৫
দিবং স্বর্গমথোর্ব্বীঞ্চ পাতাল-তল-সম্ভবম্।
আচান্তঃ কুলদর্ভেণ স-দর্ভঃ কুলপুত্রকঃ ॥ ৬
কুলপাত্রং সদূর্বঞ্চ সতিলং সজলং ততঃ।
গৃহীত্বা কুলদেবস্য প্রীতয়ে স্নানমাচরেৎ ॥ ৭
কৃতসংকল্প এবাসৌ কুলচক্রং জলে ন্যসেৎ।
কুলস্থানাৎ সমানীয় কুলমুদ্রাঙ্কুশেন চ ॥ ৮
কুলতীর্থানি তত্রৈব সমাবাহ্য শিবাত্মকম্।
তত্তোয়ঞ্চ ত্রিধা পীত্বা ত্রিধা চ প্রোক্ষণং তনোঃ ॥ ৯

দিবমাকাশম্। তদ্রূপং পরামৃশন্নিতি সর্বত্র সম্বন্ধঃ। কুলদর্ভেণ সদর্ভঃ

অভিষেচন করিয়া ওঁ আত্মতত্ত্বায় স্বাহা ইত্যাদি মূলোক্ত মন্ত্রে আচমন করিবেন। যেমন নীলতন্ত্রে বলিয়াছেন (৩)—

মৃত্তিকা এবং কুশও সংগ্রহ করিয়া জলের নিকটে গিয়া তাহার পর মলাপকর্ষণ স্নান করিয়া মন্ত্রস্নান করিবে। ৪

কুলচূড়ামণিতে বলিয়াছেন—কৃষ্ণ, হরিৎ, রক্ত ও নীল—বহু প্রকার আমার মূর্ত্তি আছে। তন্মধ্যে শিষ্য যে কুল (মন্ত্র) গামী, সেই কুল শিষ্য সেই রূপকে দ্যুলোক, স্বর্গ, পৃথিবী অথবা পাতালগত মূর্ত্তিকে চিন্তা করিতে করিতে কুলদর্ভের দ্বারা দর্ভযুক্ত হইয়া আচমন করিয়া তাহার পর সদূর্ব, সতিল, সজল, কুলপাত্র (কপালাদি) গ্রহণ করিয়া, সঙ্কল্প করিয়া কুল দেবতার প্রীতির জন্য স্নান করিবে। ৫-৭

কৃতসঙ্কল্প এই শিষ্য জলে কুলচক্র (ত্রিকোণ) অঙ্কন করিবে। কুলমুদ্রা অঙ্কুশের দ্বারা কুলস্থান (সূর্য্য) হইতে কুলতীর্থ সমূহকে সেই ত্রিকোণেই আবাহন করিয়া আনিয়া, শিবস্বরূপ সেই জলকে তিন বার পান করিয়া তিন বার দেহে প্রোক্ষণ করিবে। ৮-৯

দিবম্—আকাশ। তদ্রূপং পরামৃশন্ এইটি সমস্ত ক্রিয়ার সহিত অন্বিত হইবে।

১। খ—সমাচরেৎ। বিপ্রস্ত্রা ত্রির্নিমজ্জ্যেবমাচামেৎ পাথসা তয়া। তয়া বিষ্ণ্বেত্যর্থঃ। কুমারীতন্ত্রে—বেদান্তক তথা মায়া ঘাহেত্যাচমনং মতম্। কুলচূড়ামণৌ—

দর্ভবান্। কুলপাত্রং কপালাদি। কুলচক্রং ত্রিকোণম্। কুলস্থানাৎ সূর্য্যাৎ। তোয়ং ত্রিধা পীত্বেতি আচম্যেত্যর্থঃ। ১০

কুমারীতন্ত্রে—বেদাদ্যঞ্চ তথা মায়া স্বাহেত্যাচমনং মতম্[১]। ১১

মায়াতন্ত্রে—মৃত্তিকাং মূলমন্ত্রেণ সংগৃহ্য চ করদ্বয়ে।

সূর্য্যায় দর্শয়েত্তত্র পশ্চাদ্বিলেপনং স্মৃতম্[২] ॥ ১২

জলাঞ্জলিত্রয়ং দদ্যান্ মূর্দ্ধ-হৃন্নাভিকেষু চ।

তত আচমনং কৃত্বা ত্রিকোণং দক্ষিণেন তু ॥ ১৩

গৃহীত্বা পাণিনা দেবি! শঙ্খাবর্ত্ত-ক্রমেণ তু।

বিলোড্য তত্র ত্রির্মজ্জেদঘমর্ষণকং ত্রিধা[৩] ॥ ১৪

ত্রিধেতি ফলাতিশয়ার্থম্। নীলতন্ত্রে—

বিদ্যয়া ত্রির্নিমজ্জ্যৈবমাচামেৎ পাথসা তয়া। ১৫

পাথসা জলেন। তয়া বিদ্যয়া। স্বতন্ত্রতন্ত্রে—

কুলদর্ভেণ সদর্ভঃ—কুলদর্ভ সুবর্ণ রজতাদি দ্বারা দর্ভযুক্ত। কুলপাত্রং—কপালাদি। কুলচক্রং—ত্রিকোণম্। কুলস্থানাৎ—সূর্য্য হইতে। তোয়ং ত্রিধা পীত্বা, ইহার অর্থ—আচমন করিয়া ১০

কুমারীতন্ত্রে বলিয়াছেন—বেদাদ্য (ওঁ) সেইরূপ মায়া (হ্রীং) ও স্বাহা—অর্থাৎ ওঁ হ্রীং স্বাহা এই মন্ত্রে আচমন উক্ত হইয়াছে। ১১

মায়াতন্ত্রে বলিয়াছেন—করদ্বয়ে মূলমন্ত্রে মৃত্তিকা গ্রহণ করিয়া, সূর্য্যকে তাহা দেখাইবে। পরে তাহার অঙ্গে বিলেপন উক্ত হইয়াছে। ১২

পরে মস্তকে, হৃদয়ে ও নাভিতে জলাঞ্জলি তিনটি দিবেন। হে দেবি! তাহার পর আচমন ও ত্রিকোণ করিয়া দক্ষিণ হস্তের দ্বারা শঙ্খাবর্ত্ত ক্রমে সেই জলকে আলোড়ন করিয়া সেই জলে তিন বার নিমজ্জন করিবে ও তিন বার অঘমর্ষণ করিবে। ১৩-১৪

ফলের অতিশয়ের জন্য ৩ বার অঘমর্ষণ। নীলতন্ত্রে বলিয়াছেন—এই প্রকারে তিন বার নিমজ্জন করিয়া বিদ্যা দ্বারা সেই জলে আচমন করিবে। ১৫

পাথসা—জলেন, অর্থাৎ জলের দ্বারা। তয়া—বিদ্যয়া, অর্থাৎ বিদ্যা দ্বারা।

১। খ—কুমারীকল্পে ইত্যাদি-মতমিত্যন্ত-পাঠো নাস্তি। ২। খ—স্মৃতম্। গোকরীষং নাসিকায়াং বং মন্ত্রেণ পুটদ্বয়েঃ জলাঞ্জলীত্যাদি-পাঠঃ। ৩। খ—ত্রিধা স্বতন্ত্রতন্ত্রে—ততঃ আচমনং কৃত্বা ইত্যাদি ত্রিধেত্যনন্তরং দদ্যাজ্জলাঞ্জলিত্রীণি বরুণায় ততঃ পরম্। সোমায় ভানবে পশ্চাজ্জলাদুত্থায় বাসসী। পরিধায় ততো মন্ত্রী যথাবিধি সমাচরেদিতি পাঠঃ।

মূলং পঠন্ মূর্দ্ধ্নি তোয়ং মুদ্রয়া কুম্ভসংজ্ঞয়া * ;
ক্ষিপ্ত্বা বারত্রয়ং দেবি! আচামেৎ সাধকাগ্রণীঃ।
আত্ম-বিদ্যা-শিবৈস্তত্ত্বৈস্ততো যাগগৃহং বিশেৎ॥ ১৬

ইতি স্নানম্। ততো বৈদিক-সন্ধ্যাং কৃত্বা তান্ত্রিকসন্ধ্যাং কুর্য্যাৎ। সা যথা ঐঁ আত্মতত্ত্বায় স্বাহা ইত্যাদিনা আচম্য ষড়ঙ্গন্যাসং কৃত্বা বামহস্তে জলং নিধায় তত্র দক্ষিণহস্ত-তর্জন্যা কূর্চবীজেন ত্রিকোণং বিলিখ্য দক্ষিণহস্তেনাচ্ছাদ্য তত্র কূর্চবীজং ত্রির্জপ্ত্বা মূলেন গলদম্বুভিস্তত্ত্বমুদ্রয়া সপ্তকৃত্বো মূর্দ্ধানমভ্যুক্ষ্য শেষজলং দক্ষিণহস্তে সমাদায় তজ্জলং শুক্লবর্ণমিড়য়াকৃষ্য দেহান্তঃ পাপং প্রক্ষাল্য কজ্জলাভং তজ্জলং দক্ষিণনাসাপুটেন পিঙ্গলয়া নিঃসার্য্য দক্ষিণভাগে বজ্রশিলোপরি প্রক্ষিপেদেবং ত্রিধা[১] একধা বাঘমর্ষণং কৃত্বা আত্মতত্ত্বাদিভিঃ পুনরাচম্য ওঁ হংসঃ শুচিসদ্বসুরন্তরিক্ষসদ্ধোতা বেদিষদতিথি-র্দুরোণসন্ নৃষদ্ব-রসদৃতসদ্ব্যোমসদব্জা গোজা ঋতজা অদ্রিজা ঋতং বৃহদিতি হংসঋচং ত্রিরূর্দ্ধ-

---

স্বতন্ত্রতন্ত্রে বলিয়াছেন—হে দেবি! সাধক শ্রেষ্ঠ মূলমন্ত্র পড়িতে পড়িতে কুম্ভ নামক মুদ্রা দ্বারা মস্তকে তিনবার জল নিক্ষেপ করিয়া আত্মতত্ত্ব, বিদ্যাতত্ত্ব ও শিবতত্ত্ব দ্বারা আচমন করিবে। তাহার পর যাগগৃহে প্রবেশ করিবে। ১৬

স্নান সমাপ্ত। তাহার পর বৈদিক সন্ধ্যা করিয়া তান্ত্রিক সন্ধ্যা করিবেন। সেই তান্ত্রিক সন্ধ্যা যথা—ঐং আত্মতত্ত্বায় স্বাহা ইত্যাদি মন্ত্রে আচমন করিয়া, ষড়ঙ্গন্যাস করিয়া, বাম হস্তে জল লইয়া, সেই জলে দক্ষিণ হস্তের তর্জনী দ্বারা কূর্চবীজ সহিত ত্রিকোণ লিখিয়া, দক্ষিণ হস্তের দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া, সেই জলে তিন বার কূর্চবীজ জপ করিয়া, মূলমন্ত্রে গলিত জলের দ্বারা তত্ত্বমুদ্রায় সাতবার মস্তকে অভ্যুক্ষণ করিয়া, অবশিষ্ট জল দক্ষিণ হস্তের করতলে লইয়া সেই শুক্লবর্ণ জলকে ইড়ানাড়ী দ্বারা আকর্ষণ করিয়া, দেহের মধ্যবর্ত্তী পাপকে প্রক্ষালন করিয়া, কজ্জল সদৃশ সেই জলকে দক্ষিণ নাসা পুটে পিঙ্গলা নাড়ী দ্বারা নিঃসৃত করিয়া দক্ষিণভাগে বজ্রশিলার উপরে নিক্ষেপ করিবেন। এইরূপ তিন বার বা এক বার অঘমর্ষণ করিয়া, আত্মতত্ত্বাদি দ্বারা পুনরায় আচমন করিয়া, ঊর্দ্ধবাহু হইয়া ওঁ হংসঃ শুচিসৎ ইত্যাদি মূলোক্ত হংস ঋক্

---

* কুম্ভমুদ্রা। যথা--জ্ঞানার্ণবে—দক্ষাঙ্গুষ্ঠে পরাঙ্গুষ্ঠং ক্ষিপ্ত্বা হস্তদ্বয়েন তু। সাবকাশং চৈকমুষ্টিং কুম্ভমুদ্রাং বিদুর্বুধাঃ॥ ১। খ—ত্রিধাঘমর্ষণং কৃত্বা ওঁ বরুণায় স্বাহা ইত্যঞ্জলিত্রয়মেবং সোমায় ভানবে দদ্যাৎ। তত আত্মতত্ত্বাভিঃ পুনরাচম্য ওঁ হংস ইত্যাদি।

বাহুরভিজপন্ সূর্য্যমুপতিষ্ঠেৎ। ততো মূলমুচ্চার্য্য শ্রী অমুকদেবীং তর্পয়ামি স্বাহেতি[১] ত্রিস্তর্পয়েৎ। যথা মালিনীতন্ত্রে (১৭)—

আচামেদাত্মতত্ত্বাদ্যৈঃ প্রণবাদ্যৈর্দ্বিঠান্তকৈঃ।
আত্ম-বিদ্যা-শিবাস্তত্ত্বাঃ প্রণবং বাগ্ভবং মতম্ ॥ ১৮
অঘমর্ষণকং তত্র কূর্চবীজ-জপো মতঃ।
উপস্থায় পুনর্হংসমূর্দ্ধ-বাহুস্ত্রিধা জপেৎ ॥ ১৯
উত্তরাশামুখো ভূত্বা দেবীমাত্রং প্রতর্পয়েৎ।
মূলান্তে তারিণীঞ্চোক্ত্বা তর্পয়াম্যগ্নিবল্লভা ॥ ২০

ততো হস্তৌ প্রক্ষাল্যাচম্য, "হ্রীঁ হংসঃ শ্রীমার্ত্তণ্ডভৈরবায় প্রকাশশক্তি-সহিতায় ইদমর্ঘ্যং স্বাহেতি" বারত্রয়মেকবারং বা সূর্য্যায়ার্ঘ্যং দত্ত্বা, সূর্য্য-মণ্ডলে দেবীং বিচিন্ত্য, তাম্রাদিপাত্রে রক্তচন্দন-শ্বেতার্ককুসুমাপরাজিতাপুষ্পা ক্ষতাদীনি নিক্ষিপ্য মূলমুচ্চার্য্য "ওঁ উদ্যদাদিত্য-মণ্ডল-মধ্য-বর্ত্তিন্যৈ নিত্য-চৈতন্যোদিতায়ৈ শ্রীমদেকজটায়ৈ ইদমর্ঘ্যং স্বাহে"তি অর্ঘ্যত্রয়ং দত্ত্বা গায়ত্রীং ধ্যাত্বা, শতধা দশধা বা সংজপ্য, দেবীবামহস্তে জপং সমর্পয়েৎ। ২১

তিনবার পাঠ করিতে করিতে সূর্য্যের উপস্থান (উপাসনা) করিবেন। তাহার পর মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া "শ্রী অমুকী-দেবীং তর্পয়ামি স্বাহা" মন্ত্রে তিন বার তর্পণ করিবেন। যেমন মালিনীতন্ত্রে বলিয়াছেন (১৭)—

প্রণবাদি ও দ্বিঠ (স্বাহা) অন্ত আত্মতত্ত্বাদি দ্বারা আচমন করিবে। আত্ম, বিদ্যা ও শিব—তত্ত্ব এবং বাগ্ভব বীজ (ঐং) প্রণব কথিত হইয়াছে ১৮

সেস্থলে কূর্চবীজ (হূং) জপ অঘমর্ষণ উক্ত হইয়াছে। পুনরায় উর্দ্ধ্ববাহু হইয়া হংস ঋক্ তিন বার জপ করিবে। সূর্য্যকে উপস্থান করিয়া উত্তরমুখ হইয়া, মূল-বিদ্যার অন্তে "তারিণীং তর্পয়ামিস্বাহা" মন্ত্র বলিয়া দেবীমাত্রকে তর্পণ করিবে। ১৯-২০

তাহার পর দুই হস্ত প্রক্ষালন ও আচমন করিয়া, "ওঁ হ্রীং হংসঃ শ্রীমার্ত্তণ্ড-ভৈরবায় প্রকাশ-শক্তি-সহিতায় ইদমর্ঘ্যং স্বাহা" এই মন্ত্রে তিনবার বা একবার সূর্য্যকে অর্ঘ্য দিয়া, সূর্য্যমণ্ডলে দেবীকে চিন্তা করিয়া, তাম্রাদি পাত্রে রক্ত চন্দন, শ্বেত অর্কপুষ্প, অপরাজিতা পুষ্প ও অক্ষত প্রভৃতি দিয়া মূল মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া, ওঁ উদ্যদাদিত্য-মণ্ডল-মধ্যবর্ত্তিন্যৈ নিত্যচৈতন্যোদিতায়ৈ শ্রীমদেকজটায়ৈ ইদমর্ঘ্যং স্বাহা, মন্ত্রে অর্ঘ্যত্রয়

১। খ—স্বাহেতি পঞ্চবিংশতিবারং ত্রিধা সন্তর্পয়েৎ। যথা মায়াতন্ত্রে—ততঃ আচমনং ইত্যাদি—যথাবিধি সমাচরেৎ। মালিনীতন্ত্রে—

বীরতন্ত্রে তু—ওঁ উদ্যদাদিত্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তিন্যৈ শিবচৈতন্যময্যৈ শ্রীমদেকজটায়ৈ ইদমর্ঘ্যং[১] স্বাহেত্যর্ঘ্যমন্ত্র উক্তস্তথাচান্যতর-প্রকার-করণেনৈব সিদ্ধিঃ। প্রমাণন্তু সামান্যপূজাপদ্ধতাবুক্তম্। সর্বত্রৈকজটাপদ-স্থানে অন্য-নামাপি যথাযথমূহ্যমিতি। গায়ত্রী-তদ্ধ্যানঞ্চ পূর্বমুক্তম্। ততঃ স্ব-স্ব-মন্ত্রমষ্টোত্তর-শতং জপ্ত্বা জপং সমর্প্য সংহারমুদ্রয়া দেবতাং সূর্য্যমণ্ডলাৎ স্বহৃদয়মানয়েৎ। ২২

যথা— ততো বিদ্যাং হৃদি ধ্যাত্বা অষ্টোত্তরশতং জপেৎ।
অবহির্মানসো যোগী যাগভূমিমথাবিশেৎ॥ ইতি। ২৩

এতৎপর্য্যন্তং জলেঽপি কর্ত্তুং শক্যতে। ততো ধৌত-বাসসী পরিধায় পাদৌ হস্তৌ চ প্রক্ষাল্য তিলকং[২] কুর্য্যাৎ। যথা কুলচূড়ামণৌ (২৪)—

উত্থায় কুলবস্ত্রে দ্বে পরিধায় কুলেন চ।
তিলকং কুলরূপন্তু কৃত্বাচম্য কুলেশ্বরঃ॥ ২৫

দিয়া, গায়ত্রীকে ধ্যান করিয়া শতবার বা দশবার গায়ত্রীকে জপ করিয়া দেবীর বাম হস্তে জপ সমর্পণ করিবেন। ২১

বীরতন্ত্রে কিন্তু "ওঁ উদ্যদাদিত্য-মণ্ডল-মধ্যবর্ত্তিন্যৈ শিবচৈতন্যময্যৈ শ্রীমদেকজটায়ৈ ইদমর্ঘ্যং স্বাহা" এই অর্ঘ্য-মন্ত্র উক্ত হইয়াছে। সুতরাং অন্যতর প্রকার করিলেই এই অর্ঘ্যদান সিদ্ধি হইবে। ইহার প্রমাণ কিন্তু সামান্য পূজা পদ্ধতিতে উক্ত হইয়াছে। সর্বত্র একজটা পদস্থানে অন্য নামও যথাযথা উহ্য করিবে। গায়ত্রী ও তাহার ধ্যান পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। তাহার পর নিজ নিজ ইষ্টমন্ত্র অষ্টোত্তর শত (১০৮) জপ করিয়া জপ সমর্পণ করিয়া সংহার মুদ্রায় দেবতাকে সূর্য্যমণ্ডল হইতে নিজ হৃদয়ে আনয়ন করিবে। ২২

যেমন তন্ত্রে বলিয়াছেন—তাহার পর যোগী বহির্মনাঃ না হইয়া অন্তশ্চিত্ত হইয়া বিদ্যাকে হৃদয়ে ধ্যান করিয়া অষ্টোত্তর শত (১০৮) ইষ্ট মন্ত্র জপ করিবে। তাহার পর পূজাভূমিতে প্রবেশ করিবে। ২৩

এই পর্য্যন্ত জলেও করিতে পারেন। তাহার পর ধৌত বস্ত্রদ্বয় (পরিধেয় বস্ত্র ও উত্তরীয়) পরিধান করিয়া হস্তদ্বয় ও পাদদ্বয় প্রক্ষালন করিয়া তিলক করিবেন। যেমন কুলচূড়ামণিতে বলিয়াছেন (২৪)—

কুলেশ্বর সাধক নদী প্রভৃতি হইতে উঠিয়া কুলবস্ত্র (রক্তবস্ত্র) দ্বয় পরিধান করিয়া

১। খ—ইদমর্ঘ্যং স্বাহেত্যর্ঘ-মন্ত্রঃ। এবঞ্চ মাতৃকান্যাস ইবাত্রান্যতর-প্রকারেত্যাদি।
২। খ—তিলকং কৃত্বা ভালাদৌ বীজানি সংলিখ্য কুলদর্ভান্ দর্ভান্ বা করয়োর্ন্যস্য মন্ত্রাচমনং কুর্য্যাৎ। কুলচূড়ামণৌ—

কুলবস্ত্রং রক্তাদিবস্ত্রং প্রাগুক্তম্[১]। কুলেন রক্ত-চন্দনাদিনা। কুলরূপং ত্রিপুণ্ড্রাদ্যাত্মকম্। কুলেশ্বরঃ সাধকঃ। মায়াতন্ত্রে—

তিলকং রক্তগন্ধেন গোপীনাং চন্দনেন চ।
দেব্যস্ত্রং বিলিখেদ্ ভালে তারাবীজং ততো হৃদি ॥ ২৬
শক্তিং মধ্যে তথালিখ্য প্রাণায়ামং সমাচরেৎ।
আচম্য প্রাঙ্মুখো ভূত্বা উপবিশ্য চ মন্ত্রবিৎ।

ততো মন্ত্রাচমনং কুর্য্যাৎ। যথা—

অথ মন্ত্রাচমনম্[২]। ওঁ উগ্রতারায়ৈ নমঃ। ওঁ একজটায়ৈ নমঃ, ওঁ নীলসরস্বত্যৈ নমঃ ইতি জলং ত্রিঃ পীত্বা[৩] হ্রীমিতি করৌ ক্ষালয়েৎ। ততো বধূকূর্চ-বীজাভ্যাং ওষ্ঠৌ দ্বিরুন্মৃজ্য ফড়িতি করং ক্ষালয়েৎ। ততঃ ওঁ বৈরোচনায় নমঃ ইত্যাস্যং[৪] স্পৃশেৎ। ততঃ ওঁ শঙ্খ-পাণ্ডুরায় নমঃ। ওঁ পদ্ম-নাভায় নম ইতি নসোঃ, ওঁ নামকায় নমঃ, ওঁ সামকায় নমঃ ইতি দৃশোঃ। ওঁ তাবকায় নমঃ, ওঁ পাণ্ডুরায় নমঃ, ইতি শ্রুত্যোঃ, ওঁ অসিতাভায় নম,

---

কুলের (রক্তচন্দনাদি) দ্বারা কুলরূপ (ঊর্ধ্বপুণ্ড্রাদিরূপ) তিলক করিয়া আচমন করিয়া (যাগভূমিতে প্রবেশ করিবেন)। ২৫

কুলবস্ত্রং—পূর্বোক্ত রক্তাদি বস্ত্র। কুলেন—রক্তচন্দনাদি দ্বারা। কুলরূপ—ত্রিপুণ্ড্রাদি স্বরূপ। কুলেশ্বরঃ—সাধক। মায়াতন্ত্রে বলিয়াছেন—

রক্তচন্দনের দ্বারা ও গোপীগণের চন্দন দ্বারা তিলক করিবে। ললাটে দেবীর অস্ত্র অঙ্কন করিবে। তাহার পর হৃদয়ে তারাবীজ, সেইরূপ মধ্যে শক্তি বীজ লিখিয়া মন্ত্রবিৎ সাধক উপবেশন করিয়া পূর্বমুখ হইয়া আচমন করিয়া প্রাণায়াম করিবে। ২৬

অনন্তর মন্ত্রাচমন। ওঁ উগ্রতারায়ৈ নমঃ, ওঁ একজটায়ৈ নমঃ, ওঁ নীলসরস্বত্যৈঃ নমঃ এই মন্ত্রে তিনবার জল পান করিয়া হ্রীং এই মন্ত্রে হস্ত দ্বয় ক্ষালন করিবেন। তাহার বধূবীজ (স্ত্রীং) ও কূর্চবীজ (হুং) দ্বারা দুই ওষ্ঠ মার্জন করিয়া, ফট্ এই মন্ত্রে হস্ত প্রক্ষালন করিবেন। তাহার পর ওঁ বৈরোচনায় নমঃ মন্ত্রে মুখ স্পর্শ করিবেন। তাহার পর ওঁ শঙ্খপাণ্ডুরায় নমঃ, ওঁ পদ্মনাভায় নমঃ মন্ত্রে নাসিকাদ্বয়, ওঁ নামকায় নমঃ, ওঁ সামকায় নমঃ মন্ত্রে চক্ষুর্দ্বয়, ওঁ তাবকায় নমঃ, ওঁ পাণ্ডুরায়

১। খ—প্রাগুক্তং। মায়াতন্ত্রে। ২। ক—দেব্যস্ত্রমিত্যাদি কুর্য্যাৎ যথেত্যন্তঃ পাঠো নাস্তি। ৩। খ—পীত্বা স্ত্রীং হুমিতি করং ক্ষালয়েৎ। ওঁ বৈরোচনায় নম ইত্যাষ্টং স্পৃশেৎ। ওঁ শঙ্খ পাণ্ডুরায় নমঃ। ওঁ পদ্মনাভায় নমঃ ইতি নসোঃ। ৪। ক—বৈরোচনায় নমঃ ইত্যোষ্ঠং।

ইতি নাভৌ, ওঁ পদ্মান্তকায় নম ইতি বক্ষসি, ওঁ যমান্তকায় নম ইতি শিরসি, ওঁ বিঘ্নান্তকায় নমঃ, ওঁ নরান্তকায় নম ইত্যংশয়োঃ স্পৃশেৎ। যথা ভৈরবতন্ত্রে (২৭)—

তারাভেদৈস্ত্রিভিঃ পীত্বা মায়য়া ক্ষালয়েৎ করম্।
স্ত্রীঁ হূঁ ওষ্ঠৌ দ্বিরুন্মৃজ্য ফট্কারৈঃ ক্ষালয়েৎ করম্ ॥ ২৮
আস্য-নাসে দৃশৌ শ্রোত্রে নাভি-বক্ষঃ-শিরো-ভুজান্।
বৈরোচনাদিভিঃ স্পৃষ্ট্বা সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
আচম্য ভৈরবো ভূত্বা বৎসরাৎ তাং প্রপশ্যতি ॥ ২৯

তারাভেদৈরিতি উগ্রতারৈকজটা-নীলসরস্বতী-ভেদৈঃ। বৈরোচনাদয়স্তু সচতুর্থীকাঃ প্রণবাদ্যা নমোঽন্তাশ্চ[১]। ইদং মন্ত্রাচমনং পাপক্ষয়ায় অন্যদাপি কর্ত্তুং যুজ্যতে। ৩০

অথ পূজাবিধিঃ। যাগ স্থানং গত্বা ওঁ বজ্রোদকে হূঁ ফট্ স্বাহেতি মন্ত্রেণ জলমভিমন্ত্র্য[২] তজ্জলং পূজার্থং স্ববামে নিধায় ততঃ কিঞ্চিদন্যজলে প্রক্ষিপ্য তেন বারিণা ওঁ হ্রীঁ বিশুদ্ধসর্বপাপানি শময়াশেষ-বিকল্পমপনয় হূঁ ফট

নমঃ মন্ত্রে কর্ণদ্বয়, ওঁ অসিতাভায় নমঃ মন্ত্রে নাভি, ওঁ পদ্মান্তকায় নমঃ মন্ত্রে হৃদয়, ওঁ যমান্তকায় নমঃ মন্ত্রে মস্তক, ওঁ বিঘ্নান্তকায় নমঃ, ওঁ নরকান্তকায় নমঃ মন্ত্র দ্বয়ে স্কন্ধ দ্বয় স্পর্শ করিবে। যেমন ভৈরবতন্ত্রে বলিয়াছেন (২৭)—

তিন তারাভেদের অর্থাৎ মূলোক্ত উগ্রতারা প্রভৃতির দ্বারা তিন বার জল পান করিয়া মায়া দ্বারা কর ক্ষালন করিবে। স্ত্রীং হূং মন্ত্রে ওষ্ঠকে দুই বার মার্জন করিয়া ফট্‌কারের দ্বারা কর প্রক্ষালন করিবে। ২৮

মুখ, নাসিকাদ্বয়, চক্ষুর্দ্বয়, শ্রোত্রদ্বয়, নাভি, হৃদয়, মস্তক ও বাহুদ্বয় বৈরোচনাদি মন্ত্রের দ্বারা স্পর্শ করিয়া সমস্ত পাপের দ্বারা মুক্ত হয়। আচমন করিয়া ভৈরব হইয়া বৎসরের মধ্যে তাঁহাকে দর্শন করিবে। ২৯

তারাভেদৈঃ—উগ্রতারা, একজটা, নীল সরস্বতী ভেদে। বৈরোচন প্রভৃতি চতুর্থী বিভক্তিযুক্ত, প্রণবাদি ও নমঃ অন্ত হইবে। ইহা মন্ত্রাচমন। পাপক্ষয়ের জন্য অন্য সময়েও ইহা করিতে পারেন। ৩০

অনন্তর পূজাবিধি। পূজাস্থানে গিয়া ওঁ বজ্রোদকে হুং ফট্ স্বাহা মন্ত্রে জল অভিমন্ত্রিত করিয়া, সেই জলকে পূজার জন্য বামভাগে রাখিয়া, তাহা হইতে কিছু জল লইয়া অন্য জলে নিক্ষেপ করিয়া, সেই অন্য জলের দ্বারা ওঁ হ্রীং বিশুদ্ধি

১। খ—নমোঽন্তাশ্চ। ততঃ ওঁ বজ্রোদকে ইত্যাদি। ২। খ—জলমধিষ্ঠায়।

স্বাহেতি পাদৌ হস্তৌ চ প্রক্ষাল্য কুলকুশান্ রজত-সুবর্ণরূপান্ তর্জন্যনামাসু দত্ত্বা ওঁ হ্রীঁ স্বাহেত্যাচামেৎ[১]। ৩১

মৎস্য-সূক্তে—তারং বজ্রোদকে হূং ফট্ স্বাহা জলমধিষ্ঠিতম্। ৩২

তথা— তারং লজ্জা বিশুদ্ধান্তে সর্বপাপানি চৈব হি।
শময়ান্তে ত্বশেষান্তে বিকল্পং পদমুচ্চরেৎ ॥ ৩৩
অপনয়ান্তে বর্ম ফট্ স্বাহা পাদ-বিশুদ্ধয়ে।
ওঁ মায়া বহ্নিজায়া চ তথাচাচমনে মনুঃ[২] ॥ ৩৪

অত্র বর্ম দীর্ঘকবচং বক্ষ্যমাণ-কুমারীকল্পৈকবাক্যত্বাৎ। কুমারী-কল্পেঽপি—

ওঁ বজ্রোদকে হূং ফট্ স্বাহা-মন্ত্রেণ মন্ত্রবিৎ।
জলমানীয় সব্যে তু আসনং শোধয়েৎ ততঃ ॥ ৩৫
প্রণবং পূর্বমুদ্ধৃত্য লজ্জাবীজং তথৈব চ।
ততো বিশুদ্ধান্তে সর্ব-পাপানি শময়াদথ ॥ ৩৬

সর্বপাপানি শময়াশেষ বিকল্পমপনয় হূং ফট্ স্বাহা মন্ত্রে হস্ত ও পাদ প্রক্ষালন করিয়া, রজত ও সুবর্ণরূপ কুলকুশ তর্জনী ও অনামাতে ধারণ করিয়া, ওঁ হ্রীং স্বাহা—মন্ত্রে আচমন করিবে। ৩১

মৎস্য সূক্তে বলিয়াছেন—তার (ওঁ) বজ্রোদকে হুং ফট্ স্বাহা মন্ত্রে জল অভিমন্ত্রিত করিবে। ৩২

সেইরূপ আরও বলিয়াছেন—তার (ওঁ), লজ্জা (হ্রীং), বিশুদ্ধ পদের অন্তে বিকল্প পদ উচ্চারণ করিবে। তাহার পর অপনয় পদের অন্তে বর্ম (হূং) ও ফট্ স্বাহা—এই মন্ত্র পাদবিশুদ্ধির জন্য প্রযুক্ত হয়। ওঁ, মায়া (হ্রীং) বহ্নিজায়া (স্বাহা) —আচমনে এই মন্ত্র। ৩৩-৩৪

বক্ষ্যমাণ কুমারী কল্পের বচনের সহিত একবাক্যতা হেতু এস্থলে বর্ম—দীর্ঘকবচ। কুমারী কল্পেও বলিয়াছেন—

মন্ত্রবিৎ সাধক ওঁ বজ্রোদকে হূং ফট্ স্বাহা মন্ত্রের দ্বারা জল আনিয়া বামে রাখিবেন এবং তাহার দ্বারা আসন শোধন করিবেন। ৩৫

প্রথমে প্রণবকে উচ্চারণ করিয়া তাহার পর সেইরূপ লজ্জাবীজ উচ্চারণ করিয়া

১। খ—আচামেৎ। কুমারী তন্ত্রে—স্নানাচ্চ তীর উথায় বস্ত্রে দ্বে পরিধায় চ। তিলকং কুলবৎ কৃত্বা তথাচম্য সুরেশ্বরি। জলশন্থং করে কৃত্বা গত্বা দ্বারি মহেশ্বরি। ক্ষালয়েদ্ধস্ত পাদৌ চ বক্ষ্যমাণেন বর্ত্মনা। মৎস্যসূক্তে। ২। খ—মনুঃ। কুমারীকল্পেঽপি।

অশেষান্তে বিকল্পং স্যাদপনয়েতি তৎপরম্।
কূর্চবীজং ততোঽস্ত্রঞ্চ বহ্নিজায়া ততঃ পরম্।
অনেন সাধকঃ কুর্য্যাৎ পাদ-প্রক্ষালনং প্রিয়ে[১]! ॥ ৩৭

কুমারীতন্ত্রেঽপ্যেবম্। অধিকন্তু—

বেদাদ্যঞ্চ তথা মায়া স্বাহেত্যাচমনে মনুঃ। ইতি। ৩৮

বীরতন্ত্রে তু—ওঁ শ্রীঁ স্বাহেতি পাদপ্রক্ষালনং, ওঁ হ্রীঁ সুবিশুদ্ধ-ধর্মগাত্রি-সর্বপাপানি শময়াশেষবিকল্পান্যপনয় হুং ফট্ স্বাহেত্যাচমনমুক্তম্। তদ্—যথা (৩৯)—

ওঁ হ্রীঁ স্বাহেতি মন্ত্রেণ তেনৈব পাদধাবনম্।
ওঁ হ্রীঁ সুবিশুদ্ধস্যান্তে ধর্মগাত্রি ততঃ পরম্॥ ৪০
সর্বপাপাণি শময় ততোঽশেষপদং বদেৎ।
বিকল্পান্যপনয়[২] হুং ফট্ স্বাহেত্যাচমনং প্রিয়ে[৩]! ॥ ইতি ॥৪১

তস্মাদেকতর করণেন সিদ্ধিরেব। পূর্বকল্পস্তু বহুসম্মতঃ। ততঃ পীঠং চিন্তয়েৎ। তদ্ যথা (৪২)—

বিশুদ্ধপদের অন্তে সর্বপাপানি শময়, অনন্তর অশেষ পদের অন্তে বিকল্প পদ হইবে। তাহার পর অপনয়, কূর্চবীজ (হুং). তাহার পর অস্ত্র (ফট্), তাহার পর বহ্নিজায়া। হে প্রিয়ে! এই মন্ত্রের দ্বারা সাধক পাদপ্রক্ষালন করিবে। ৩৮-৩৭

কুমারীতন্ত্রেও এইরূপ বলিয়াছেন। অধিকন্তু বলিয়াছেন—বেদাদ্য (ওঁ), সেইরূপ মায়া (হ্রীং) ও স্বাহা—এইটি আচমনের মন্ত্র। ৩৮

বীরতন্ত্রে—ওঁ শ্রীং স্বাহা মন্ত্রে পাদ প্রক্ষালন। ওঁ হ্রীং সুবিশুদ্ধ-ধর্মগ্রাত্রি সর্বপাপানি শময়াশেষবিকল্পান্যপনয় হুং ফট্ স্বাহা মন্ত্রে আচমন উক্ত হইয়াছে। তাহা যেমন (৩৯)—

সেই ওঁ হ্রীং স্বাহা মন্ত্রের দ্বারাই পাদ ধৌত করিবে। ওঁ হ্রীং সুবিশুদ্ধ পদের অন্তে ধর্মগ্রাত্রি পদ, পরে সর্বপাপানি শময়, পরে অশেষ পদ বলিবেন। পরে বিকল্পান্যপনয় হুং ফট্ স্বাহা। হে প্রিয়ে। এই মন্ত্রে আচমন করিবে। ৪০-৪১

অতএব যে কোন একটি মন্ত্রের করণ হইলে কার্য্য সিদ্ধ হইবে। তবে পূর্বকল্পটি বহুসম্মত। তাহার পর পীঠ চিন্তা করিবে। তাহা যেমন (৪২)—

১। খ—প্রিয়ে। বীরতন্ত্রে তু। ২। খ—বিকল্পান্যপনয়। ৩। খ—স্বাহা তেনৈবাচমনং প্রিয়ে।

শ্মশানং তত্র সঞ্চিন্ত্য তত্র কল্পদ্রুমং স্মরেৎ।
তন্-মূলে মণিপীঠঞ্চ নানা-মণি-বিভূষিতম্ ॥ ৪৩

নানালঙ্কার-ভূষাঢ্যং মুনিদেবৈশ্চ ভূষিতম্।
শিবাভির্বহুমাংসাস্থি-মোদমানাভিরন্ততঃ ॥ ৪৪

চতুর্দ্দিক্ষু শবমুণ্ড-চিতাঙ্গারাস্থি-ভূষিতম।
তন্মধ্যে ভাবয়েদ্ দেবীং যথোক্ত-ধ্যান-যোগতঃ ॥ ৪৫

ততঃ ওঁ মণিধরি[১]-বজ্রিণি! সর্ববশঙ্করী! হূং ফট্ স্বাহেতি শিখাং বধ্নীয়াৎ। যথা বীরতন্ত্রে—

ওঁ মণিধরি-বজ্রিণি! ততঃ সর্বপদং বদেৎ।
বশঙ্করি! হূং ফড়ন্তে স্বাহা রক্ষা প্রকীর্ত্তিতেতি ॥ ৪৬

ততঃ রক্ষ রক্ষ হূং ফট্ স্বাহেতি মুষ্টি-নিঃসৃত-জলসেকাৎ ভূমিং শোধয়িত্বা ওঁ সর্ববিঘ্নানুৎসারয় হূং ফট্ স্বাহেতি নারাচমুদ্রয়া অক্ষত-প্রক্ষেপেণ দিব্যান্তরীক্ষ-ভৌমান্ ত্রিবিধান্ বিঘ্নানুৎসার্য্য ওঁ পবিত্রবজ্রভূমে হূং ফট্

সেই পীঠে শ্মশান চিন্তা করিয়া সেই শ্মশানে কল্পবৃক্ষকে চিন্তা করিবে। সেই কল্পবৃক্ষের মূলে নানা মণি বিভূষিত মুনি ও দেবগণে মণ্ডিত, বহু মাংস ও অস্থি দ্বারা হৃষ্ট শিবাগণ কর্ত্তৃক বেষ্টিত, চারিদিকে শবমুণ্ড, চিতাঙ্গার ও অস্থিদ্বারা ভূষিত নানা ভূষণে ভূষিত মণি পীঠ চিন্তা করিবে। তন্মধ্যে যথোক্ত ধ্যানযোগে দেবীকে ভাবনা করিবে। ৪৩-৪৫

তাহার পর ওঁ মণিধরি-বজ্রিণি। সর্ববশঙ্করি। হূং ফট্ স্বাহা মন্ত্রে শিখাবন্ধন করিবে। যেমন বীরতন্ত্রে বলিয়াছেন—মণিধরি-বজ্রিণি!, তাহার পর সর্ব পদ বলিবেন। পরে বশঙ্করি! হূং ফট্, অন্তে স্বাহা—ইহা রক্ষা কীর্ত্তিতা হইয়াছে। ৪৬

তাহার পর রক্ষ রক্ষ হূং ফট্ স্বাহা মন্ত্রে মুষ্টি নিসৃত জলসেচন দ্বারা ভূমিকে শোধন করিয়া, ওঁ সর্ববিঘ্নানুৎসারয় হূং ফট্ স্বাহা মন্ত্রে নারাচ মুদ্রায় তণ্ডুল নিক্ষেপ দ্বারা দিব্য, অন্তরীক্ষ ও ভৌম বিঘ্ন সমূহ উৎসারণ করিয়া, ওঁ পবিত্র-বজ্রভূমে হূং ফট্ স্বাহা

---

[১] খ—মণিধরিণি বজ্রিণি মহাপরিসরে রক্ষ রক্ষ হূং ফট্ স্বাহেতি শিখাবন্ধনরূপরক্ষাং কুর্য্যাৎ। যথা কুমারীকল্পে—প্রণবং পূর্বমুদ্ধৃত্য মণ্যন্তে ধরিণীতি চ। পদং প্রোক্তা মহাপরিসরে তথা। রক্ষদ্বয়ং ততো হূং ফট্ স্বাহা চ তদনন্তরম্। অনেনৈব বিধানেন রক্ষাং কুর্য্যাদ্ বিচক্ষণঃ। বীরতন্ত্রে তু ওঁ মণিধরি-বজ্রিনি সর্ববশঙ্করি হূং ফট্ স্বাহেতি শিখাং বধ্নীয়াৎ। যথা মণিধরি।

স্বাহেতি[১] ভূমিমভিমন্ত্র্য ওঁ আঃ সুরেখে বজ্ররেখে হূং ফট্ স্বাহেতি তত্র ত্রিকোণ-মণ্ডলং কৃত্বা তত্র কোমল-কম্বলাদ্যাসনমাস্তীর্য্য[২] কুশপত্রশত-বিরচিত-বিষ্টরৈঃ শবপ্রাণ-প্রতিষ্ঠাং কৃত্বা তত্র তং সংস্থাপ্য ওঁ আঃ সুরেখে বজ্ররেখে হূং ফট্ স্বাহেতি পুষ্পাদিনা তানি সংপূজ্য স্বস্তিকাদ্যন্যতম-ক্রমেণ তত্রোপবিশেৎ। যথা—কুমারীকল্পে (৪৭)—

প্রণবং পূর্বমুদ্ধৃত্য রক্ষ-দ্বয়মতঃ পরম্।
হূং ফট্ স্বাহেতি মন্ত্রেণ ভূমিঞ্চ পরিশোধয়েৎ। ৪৮

তথা— প্রণবং পূর্বমূদ্ধৃত্য সর্ববিঘ্নান্ ততঃ পরম্।
উৎসারয় ততো হূং ফট্ স্বাহা চ তদনন্তরম্।
অনেনৈব চ মন্ত্রেণ বিঘ্নানুৎসারয়েৎ সুধীঃ[৩] ॥ ৪৯

কুমারীকল্পে— ওঁ কারং আঃ সুরেখে চ বজ্ররেখে ততঃ পরম।

মন্ত্রে ভূমিকে অভিমন্ত্রিত করিয়া, ওঁ আঃ সুরেখে! বজ্ররেখে! হূং ফট্ স্বাহা মন্ত্রে সেই ভূমিতে ত্রিকোণ মণ্ডল করিয়া, সেই ত্রিকোণে কোমল, কম্বল প্রভৃতি আসন পাতিয়া, শত কুশপত্র বিরচিত বিষ্টরের দ্বারা শবের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া, সেইখানে তাহাকে রাখিয়া, ওঁ আঃ সুরেখে! বজ্ররেখে! হূং ফট্ স্বাহা মন্ত্রে পুষ্পাদি দ্বারা সেইগুলিকে পূজা করিয়া, স্বস্তিকাদি অন্যতম আসন ক্রমে সেইখানে উপবেশন করিবেন। যেমন কুমারী কল্পে বলিয়াছেন (৪৭)—

প্রথমে প্রণব উচ্চারণ করিয়া অনন্তর রক্ষ পদদ্বয় (রক্ষ রক্ষ) ও হূং ফট্ স্বাহা—এই মন্ত্রে ভূমিকে শোধন করিবেন। ৪৮

সেইরূপ আরও বলিয়াছেন—প্রথমে প্রণব উচ্চারণ করিয়া সর্ববিঘ্নান্, তাহার পর উৎসারয়, তাহার পর হূং ফট্, অনন্তর স্বাহা। সুধী সাধক এই মন্ত্রের দ্বারা বিঘ্নসমূহ উৎসারণ করিবেন। ৪৯

কুমারী কল্পে বলিয়াছেন—ওঁকার, আঃ সুরেখে। বজ্ররেখে! তাহার পর

১। খ—স্বাহেতি রহস্যবৃত্ত্যুক্তমন্ত্রেণ ওঁ পবিত্র বজ্র হূং হূং ফট্ স্বাহেতি কুমারীকল্পোক্তমন্ত্রেণ বা ভূমিমন্ত্র্য তেনৈব তত্র ত্রিকোণ মণ্ডলং। ২। খ—আস্তীর্য্য কুশপত্রশত-বিরচিতস্য বিষ্টরস্য। ৩। খ—সুধীঃ। ততঃ পবিত্র বজ্রাদৌ প্রণবং পূর্বমুদ্ধরেৎ। বর্মদ্বয়ং ততশ্চৈব ফট্ স্বাহা তদনন্তরম্। অনেনৈব চ মন্ত্রেণ কুর্যাাদ্ ভূম্যভিমন্ত্রণম্। তন্ত্রান্তরে ভূমৌ ত্রিকোণমালিখ্যাধারশক্ত্যাদি পূজয়েৎ। কুমারীকল্পে ওঁ কারং ইত্যাদি।

হূং ফট্ স্বাহেতি কুর্য্যাৎ তু মণ্ডলঞ্চ শবাসনে।
বীরাসনেনোপবিশেৎ সংপূজ্যাসনমেব চ[১] ॥ ৫০

শবাসন ইত্যস্য উপবিশেদিত্যত্রান্বয়ঃ। মৎস্য-সূক্তে—

মৃদু-চূড়কমাসীনশ্চান্যেষু কোমলেষু বা।
বিষ্টরেষু সমাসীনঃ সাধয়েৎ সিদ্ধিমুত্তমাম ॥ ৫১

কালীতন্ত্রে—মৃতাসনং বিনা দেবি! যো জপেৎ কালিকাং নরঃ[২]।
তাবৎ কালং নারকী স্যাদ যাবদাভূত-সংপ্লবম্।
মৃতাভাবে বিষ্টরঞ্চ শবরূপং প্রকল্পয়েৎ ॥ ৫২

অত্র কালিকাপদং শবারূঢ়-দেবীমাত্রোপলক্ষকম্। মৃদ্বাদিলক্ষণমাসন-বিবেচনঞ্চ প্রাক্ প্রপঞ্চিতমাসন-প্রস্তাবে। ততো[৩] বিশেষানুক্তত্বেঽপি সামান্যতো দৃষ্টতয়া বামপার্ষ্ণি-ঘাতত্রয়েণ ভৌমান্ তালত্রয়েণান্তরীক্ষগান্ দিব্যদৃষ্ট্যা দিব্যান্ বিঘ্নানুৎসার্য্য ওঁ মণিধরি-বজ্রিণি মহাপ্রতিসরে রক্ষ রক্ষ হূং ফট্ স্বাহেতি বস্ত্রাঞ্চলে রক্ষাগ্রন্থিং বধ্নীয়াদ্[৪]। যথা কুমারীতন্ত্রে (৫৩)—

হূং ফট্ স্বাহা মন্ত্রে ত্রিকোণ মণ্ডল করিবে। তাহার পর আসনকে পূজা করিয়া শবাসনে বীরাসনে উপবেশন করিবে। ৫০

শবাসনে এই পদটির উপবিশেৎ এই ক্রিয়ার সহিত অন্বয়। মৎস্যসূক্তে বলিয়াছেন—মৃদু আসনে, কোমল আসনে উপবিষ্ট হইয়া অথবা অন্য কোমল আসনে বা বিষ্টরে উপবিষ্ট হইয়া উত্তম সিদ্ধি সাধন করিবে। ৫১

কালীতন্ত্রে বলিয়াছেন—হে দেবি! যিনি মৃতাসন বিনা পরা কালিকা মন্ত্রকে জপ করেন। তিনি ভূত-প্রলয় পর্য্যন্ত নারকী হইয়া থাকেন। মৃতাসনের অভাব হইলে বিষ্টরকে শবরূপ কল্পনা করিবেন। ৫২

এস্থলে কালিকাপদটি শবারূঢ় দেবীমাত্রের উপলক্ষক। মৃদু প্রভৃতি আসনের লক্ষণ ও আসনের বিবেচনা আসন প্রকরণে পূর্বেই সবিস্তরে উক্ত হইয়াছে। তাহার পর বিশেষভাবে উক্ত না হইলেও সামান্য ভাবে বিঘ্নগুলি দৃষ্ট বলিয়া বাম গোড়ালির তিনটি আঘাত দ্বারা ভৌম বিঘ্ন সমূহ, ঊর্ধ্বে‘ধ্বে’ তাল ত্রয়ের দ্বারা অন্তরীক্ষগত বিঘ্ন সমূহ, দিব্যদৃষ্টি (নির্নিমেষ দৃষ্টি) দ্বারা দিব্য বিঘ্ন সমূহ উৎসারণ করিয়া, ওঁ মণিধরি-

---

১। খ—সম্পূজ্যাসনমেব চ। মৎস্যসূক্তে—মৃদু। ২। ক—কালিকাং পরাম্। ৩। খ—ততো বামপার্ষ্ণি। ৪। খ—বধ্নীয়াৎ। ততঃ ওঁ আং হূং ফট্ স্বাহেতি ব্যাপকেন কায়-বাক চিত্তানি সংশোধ্য ওঁ শতাভিষেক ইত্যাদি।

প্রণবং পূর্বমুদ্ধৃত্য মণ্যন্তে ধরিণীতি চ।
বজ্রিণীতি পদং প্রোক্তা মহাপ্রতিসরে তথা ॥ ৫৪
রক্ষদ্বয়ং ততো হূঁ ফট্ স্বাহা চ তদনন্তরম্।
অনেনৈব বিধানেন রক্ষাং কুর্য্যাদ্ বিচক্ষণঃ ॥ ৫৫

অত্র ধরিণীত্যস্য বজ্রিণীত্যনেন সমাসাৎ পুঁবদ্ভাবস্তেন মণিধরি-বজ্রিণীতি মন্ত্রভাগঃ, ন পুনর্ধরিণীতি মন্ত্রভাগঃ।

মণিধরি-বজ্রিণি দেবি! মহাপ্রতিসরে তথেতি কবচে হূঁ মণিধরি-বজ্রিণি বজ্রিত-সারে ইতি বিরূপাক্ষকৃত-স্তবে চ তথাপ্রতিপাদনাৎ। ততঃ ওঁ আঃ হূঁ ফট্ স্বাহেতি ব্যাপকেন কায়-বাক্-চিত্তানি সংশোধ্য, ওঁ শতাভিষেক হূঁ ফট্ স্বাহা। ওঁ পুষ্পকেতু রাজার্হতে শতায় সম্যক্ সম্বন্ধায় পুষ্পে পুষ্পে মহাপুষ্পে সুপুষ্পে পুষ্প-ভূষিতে। পুষ্পচয়াবকীর্ণে হূঁ ফট্ স্বাহেতি মন্ত্রাভ্যাং পুষ্পমভিমন্ত্রয়েৎ। যথা কুমারীতন্ত্রে (৫৬)—

প্রণবং পূর্বমুদ্ধৃত্য শেষং সর্গিণমেব[১] চ।

বজ্রিণি! মহাপ্রতিসরে রক্ষ রক্ষ হূং ফট্ স্বাহা মন্ত্রে বস্ত্রাঞ্চলে রক্ষাগ্রন্থি বন্ধন করিবে। যেমন কুমারীতন্ত্রে বলিয়াছেন (৫৩)—

প্রথমে প্রণব উচ্চারণ করিয়া, মণির অন্তে ধরিণি এই বলিয়া বজ্রিনি! এই পদ বলিয়া, সেই মহাপ্রতিসরে ও দুইটি রক্ষ বলিয়া হূং ফট্, তাহার পর স্বাহা। বিচক্ষণ সাধক এই মন্ত্র দ্বারা রক্ষা বিধান করিবেন। ৫৪-৫৫

এস্থলে ধরিণী এই পদের বজ্রিনী এই পদের সহিত সমাস হওয়ায় পূর্বপদের পুংবৎ-ভাব হইয়াছে। তাহাতে মণিধরি-বজ্রিণি এই মন্ত্রাংশ হইবে। কিন্তু ধরিণি এইরূপ মন্ত্রাংশ হইবে না। যেহেতু—"মণিধরি-বজ্রিণি দেবি মহাপ্রতিসরে তথা" এই কবচে এবং হূং মণিধরি-বজ্রিণি বজ্রিতসারে এই বিরূপাক্ষ কৃত স্তবে সেইরূপ প্রতিপাদিত হইয়াছে। তাহার পর ওঁ আঃ হূং ফট্ স্বাহা মন্ত্রে ব্যাপকের দ্বারা দেহ, বাক্য ও চিত্ত শোধন করিয়া, ওঁ শতাভিষেক হূং ফট্ স্বাহা। ওঁ পুষ্পকেতু রাজার্হতে শতায় সম্যক্ সম্বন্ধায়, পুষ্পে পুষ্পে মহাপুষ্পে সুপুষ্পে পুষ্প-ভূষিতে পুষ্পচয়াবকীর্ণে হূং ফট্ স্বাহা—এই মন্ত্র দুইটির দ্বারা পুষ্পকে অভিমন্ত্রিত করিবে। যেমন কুমারী তন্ত্রে বলিয়াছেন (৫৬)—

প্রথমে প্রণব উচ্চারণ করিয়া বিসর্গ বিশিষ্ট শেষকে (আকারকে) ও

১। খ—শেষসংজ্ঞিনমেব চ।

হূঁ ফট্ স্বাহা মনুঃ প্রোক্তঃ কায়-বাক্-চিত্তশোধনে ॥ ৫৭

শেষ আকারঃ। সর্গী বিসর্গবান্[১]। কুমারীকল্পে—

অধিষ্ঠানে চ পুষ্পস্য প্রণবং পূর্বমুচ্চরেৎ।
শতাভিষেকেতি পদং হূং ফট্ স্বাহা ততঃ পরম্[২]।
অনেন মনুনা দেব্যা পুষ্পাধিষ্ঠানমেব চ ॥ ৫৮
প্রণবং পুষ্পকেতুশ্চ তথা রাজার্হতেঽপি চ।
শতায় সম্যগিত্যুক্ত্বা সম্বন্ধায় ততঃ পরম্ ॥ ৫৯
পুষ্পে পুষ্পে মহাপুষ্পে সুপুষ্পে পুষ্পভূষিতে।
পুষ্পচয়াবকীর্ণে হূং ফট্ স্বাহেতি ততঃ পরম্।
বিশুদ্ধং পুষ্পমেতেন জলং পূর্ববদাহরেৎ ॥ ৬০

ততঃ সুবর্ণাদি-পীঠে গোরোচনা-কুঙ্কুমাদি-লিপ্তে ওঁ আঃ সুরেখে বজ্ররেখে হূং ফট্ স্বাহেতি মন্ত্রেণাধোমুখ-ত্রিকোণ-গর্ভাষ্টদলপদ্ম-চতুরস্র-চতুর্দ্বার-যুতং যন্ত্রং লিখেৎ। পদ্মস্য পূর্বাদি-দলেষু মন্ত্রাক্ষরাণি লিখেৎ। তথা চ তন্ত্র-চূড়ামণৌ (৬১)—

হূং ফট্ স্বাহা উচ্চারণ করিবে। দেহ, বাক্য ও চিত্তের শোধনে এই মন্ত্র। ৫৭

শেষঃ—আকার। সর্গী—বিসর্গবান্। কুমারী কল্পে বলিয়াছেন— পুষ্পে দেবীর অধিষ্ঠানে প্রথমে প্রণব উচ্চারণ করিবে। পরে শতাভিষেক এই পদ ও হূং ফট্ স্বাহা—এই মন্ত্রে পুষ্পে দেবীর অধিষ্ঠান হইয়া থাকে। ৫৮

প্রণব, পুষ্পকেতু ও রাজার্হতে, আর শতায় সম্যক্ এই বলিয়া সম্বন্ধায়। তাহার পর পুষ্পে পুষ্পে মহাপুষ্পে সুপুষ্পে পুষ্প-ভূষিতে। তাহার পর পুষ্পচয়াবকীর্ণে হূং ফট্ স্বাহা। এই মন্ত্রের দ্বারা পুষ্পকে বিশুদ্ধ করিবে ও পূর্ববৎ জল আহরণ করিবে। ৫৯-৬০

তাহার পর গোরোচনা কুঙ্কুমাদি লিপ্ত সুবর্ণাদি পীঠে ওঁ আঃ সুরেখে বজ্ররেখে। হূং ফট্ স্বাহা এই মন্ত্রে দ্বারা অধোমুখ ত্রিকোণ গর্ভ অষ্টদল পদ্ম, চতুরস্র ও চতুর্দ্বার রূপ যন্ত্র লিখিবেন। পদ্মের পূর্বাদি দলে মন্ত্রের অক্ষরগুলি লিখিবেন। তাহাই তন্ত্র-চূড়ামণিতে বলিয়াছেন (৬১)—

১। খ—বিসর্গবানিত্যন্ত-পাঠো নাস্তি। ২। খ—শতাভিষেক ওঁ পুষ্পকেতুরাজার্হতে ইত্যাভ্যামিত্যর্থঃ।

ততঃ কুলরসেনৈব পীঠং নির্মায় যত্নতঃ।
ওঁ আঃ সুরেখে বজ্ররেখে হূং ফট্ স্বাহা-সমন্বিতঃ ॥ ৬২
মন্ত্রেণানেন সংলিখ্য বসুপত্রং মনোহরম্।
চতুরস্রং চতুর্দ্বারমেবং মণ্ডলমালিখেৎ ॥ ৬২

কুল-রসেন[১] স্বয়ম্ভূ-কুসুমেন তদনুকল্প-রক্তচন্দনেন বা। স্বয়ম্ভূ-কুসুমং দেবি! রক্তচন্দন-সংজ্ঞকমিত্যুক্তত্বাৎ। বর্ণলিখনপ্রকারঃ ফেৎকারীয়ে (৬৩)—

সযোনিং চন্দনেনাষ্টদলং বৃত্তং লিখেৎ ততঃ।
মৃদ্বাসনং সমাসাদ্য মায়াং পূর্বদলে লিখেৎ ॥ ৬৪
মধ্যবীজং দ্বিতীয়ে ফমুত্তরে পশ্চিমে তু টম্।
মধ্যে বীজং লিখেৎ তারং ভূতশুদ্ধিমথাচরেৎ ॥ ৬৫

মধ্যবীজং বধূবীজম্। দ্বিতীয়ে—দক্ষিণে। তারং হূংকারম্, তারা-প্রণবত্বাৎ। টং পশ্চিমে। ভগে কূর্চং। পত্রান্তে ভূপুরদ্বয়মিতি[২] বক্ষ্যমাণ-ষট্‌কোণ-তদ্-যন্ত্রান্তর-প্রতিপাদক-ভৈরবতন্ত্র-বচনৈকবাক্যত্বাচ্চ। যন্ত্রান্তরং যথা (৬৬)—

তাহার পর কুলরস (স্বয়ম্ভূকুসুম বা রক্তচন্দন) দ্বারা যত্নপূর্বক পীঠ নির্মাণ করিয়া ওঁ আঃ সুরেখে বজ্ররেখে ও স্বাহা সমন্বিত হূং ফট্ অর্থাৎ হূং ফট্ স্বাহা—এই মন্ত্রের দ্বারা মনোহর আটটি পত্র, চতুরস্র ও চতুর্দ্বার যুক্ত একটি মণ্ডল (বৃত্ত) আঁকিবে। ৬২

কুলরসেন—স্বয়ম্ভূকুসুম বা তাহার অনুকল্প রক্তচন্দন দ্বারা। যেহেতু—স্বয়ম্ভূকুসুমং দেবি। রক্তচন্দন-সজ্ঞকম্—এইরূপ উক্ত আছে। বর্ণলেখনের প্রকার ফেৎকারীয় তন্ত্রে বলিয়াছেন (৬৩)—

সেই সাধক চন্দনের দ্বারা যোনি (ত্রিকোণ) লিখিবে। তাহার পর বৃত্ত ও অষ্টদল লিখিবে। মৃদু আসনে বসিয়া পূর্বদলে মায়াকে লিখিবে। ৬৪

দ্বিতীয় দক্ষিণদলে মধ্যবীজ স্ত্রীংকে, উত্তরে ফকে, পশ্চিমে ট্‌কে, মধ্যে তার (হূং) বীজকে লিখিবে। অনন্তর ভূতশুদ্ধি করিবে। ৬৫

মধ্যবীজং—বধূবীজ স্ত্রীং। দ্বিতীয়ে—দক্ষিণ দলে। তারং—হূঙ্কার, যেহেতু ইহা তারা প্রণব। পশ্চিম দলে ট্, ভগে যোনিতে কূর্চ (হূং)। পত্রের শেষে দুইটি ভূপুর—ইহা তাঁহার বক্ষ্যমাণ ষট্‌কোণ যন্ত্রান্তরের প্রতিপাদক ভৈরবতন্ত্রের বচনের সহিত একবাক্যতা প্রযুক্ত হইয়াছে। যন্ত্রান্তর যেমন বলিয়াছেন (৬৬)—

১। খ—কুলরসেনেত্যাদীত্যুক্তত্বাদিত্যন্তঃ পাঠো নাস্তি। ২। খ—দ্বয়মিতি ভৈরবীয়বাক্যাচ্চ। মধ্যে ষট্‌কোণান্বিতপদ্মমিতি কেচিৎ। ষট্‌কোণান্তর্গতং ইত্যাদি।

যট্‌কোণান্তর্গতং পদ্মং ভূবিম্ব-দ্বিতয়ং পুনঃ।
চতুরস্রং চতুর্দ্বারমেবং বা যন্ত্রমালিখেৎ ॥ ৬৭

বীজলিখনন্তু পুর্ববৎ। মধ্যে মম দ্রুত-কবিত্ব-পাণ্ডিত্যং কুরু কুরু ইত্যাদি সাধ্যঞ্চ লিখেৎ। সারস্বতার্থিনাং বিশেষযন্ত্রমাহ নীলতন্ত্রে বীরতন্ত্রে চ (৬৮)—

ব্যোমেন্দ্বৌ রসনার্ণ-কর্ণিকমচাং দ্বন্দ্বৈঃ স্ফুরৎ-কেশরং
বর্গোল্লাসি-বসুচ্ছদং বসুমতী-গেহেন সংবেষ্টিতম্।
তারাধীশ্বর-বারিবর্ণ-বিলসদ্দিক্কোণ-সংশোভিতং
যন্ত্রং নীলতনোঃ পরং নিগদিতং সর্বার্থ-সিদ্ধিপ্রদম্ ॥ ৬৯

ব্যাখ্যাতপ্রায়মিদং দীক্ষায়াং মাতৃকাযন্ত্রপ্রস্তাবে। বিশেষস্তু তারাধীশ্বরশ্চন্দ্রঃ বারি জলং তয়োর্বর্ণৌ ঠকার-বকারৌ, তাভ্যাং দিক্কোণবিলাসঃ। মাতৃকাযন্ত্রে তু দিক্কোণয়োর্বকার-ঠকারৌ যথাক্রমমিতি ভেদঃ। ততস্তদ্ যন্ত্রং পুরতঃ পুষ্পাচ্ছাদিতং সংস্থাপ্য সামান্যার্ঘ্যং সংস্থাপ্য যন্ত্রে পীঠ পূজাং কুর্য্যাৎ। ৭০

যথা—পীঠস্য পুর্বদ্বারে—ওঁ হ্রীঁ গাঁ গণপতয়ে নমঃ। পীঠস্য দক্ষিণে—

ষট্‌কোণান্তর্গত অর্থাৎ ষট্‌কোণ গর্ভ পদ্ম, দুইটি ভূবিম্ব, পুনর্ব্বার চতুরস্র ও চতুর্দ্বার। এইরূপই বা যন্ত্র লিখিবেন। ৬৭

পূর্ববৎ বীজের লিখন হইবে। মধ্যে—মম দ্রুত-কবিত্ব-পাণ্ডিত্যং কুরু কুরু ইত্যাদি সাধ্যও লিখিবেন। সারস্বতার্থিগণের বিশেষ যন্ত্র নীলতন্ত্রে ও বীরতন্ত্রে বলিয়াছেন। সেই যন্ত্রবাক্যের অর্থ (৬৮)—

এই যন্ত্রের কর্ণিকাটি ব্যোম (হ), ইন্দু (স) ও ঔ এবং রসনার্ণ (ঃ) যুক্ত অর্থাৎ হ্‌সৌঃ যুক্ত। প্রদক্ষিণক্রমে অকারাদি স্বর দ্বারা কেশরগুলি শোভিত। অষ্টপত্র অষ্টবর্গের দ্বারা উল্লসিত। ভূগৃহের দ্বারা বেষ্টিত। তারাধীশ্বর চন্দ্রের বর্ণ ও জলবর্ণ ঠকার ও বকারের দ্বারা বিকসিত দিক্ ও কোণের দ্বারা শোভিত। সর্বার্থসিদ্ধিপ্রদ নীলসরস্বতীর এই শ্রেষ্ঠ যন্ত্র কথিত হইল। ৬৯

দীক্ষায় মাতৃকা যন্ত্র প্রস্তাবে এই যন্ত্রটি প্রায় ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বিশেষ হইতেছে—তারাধীশ্বর হইতেছেন চন্দ্র ; বারি—জল, তাহাদের বর্ণ ঠকার ও বকার। তাহাদের দ্বারা দিক্ কোণের বিলাস। মাতৃকাযন্ত্র কিন্তু দিক্ ও কোণে যথাক্রমে বকার ও ঠকার—এই ভেদ। তাহার পর পুষ্পাচ্ছাদিত সেই যন্ত্রকে স্থাপন করিয়া, সামান্যার্ঘ্য স্থাপন করিয়া যন্ত্রে পীঠ পূজা করিবেন। ৭০

পীঠপূজা যথা, পীঠের পূর্বদ্বারে—ওঁ হ্রীং গাং গণপতয়ে নমঃ। পীঠের দক্ষিণে—

ওঁ হ্রীঁ বাঁ বটুকায় নমঃ। পীঠস্য পশ্চিমে—ওঁ হ্রীঁ ক্ষাঁ ক্ষেত্রপালায় নমঃ। পীঠস্যোত্তরে—ওঁ হ্রীঁ যাঁ যোগিনীভ্যো নমঃ। ততো মধ্যে উপর্য্যুপরি—ওঁ শ্মশানায় নমঃ। ওঁ কল্পবৃক্ষায় নমঃ। তন্মূলে—ওঁ মণিপীঠায় নমঃ। ওঁ নানামণিভ্যো নমঃ। ওঁ নানালঙ্কারেভ্যো নমঃ, ওঁ মুনিভ্যো নমঃ। ওঁ দেবেভ্যো নমঃ, ওঁ বহুমাংসাস্থি-মোদমান-শিবাভ্যো নমঃ। চতুর্দ্দিক্ষু—শবমুণ্ড-চিতাঙ্গারাস্থিভ্যো নমঃ। ততঃ পূর্বাদ্যষ্টদলে দেব্যগ্রাদি-ক্রমেণ ওঁ লক্ষ্ম্যৈ নমঃ, ওঁ সরস্বত্যৈ, রত্যৈ, প্রীত্যৈ, কীর্ত্ত্যৈ, শান্ত্যৈ, তুষ্ট্যৈ, পুষ্ট্যৈ ইতি সংপূজ্য কর্ণিকায়াং হ্‌সৌঃ সদাশিব-মহাপ্রেত-পদ্মাসনায় নমঃ ইত্যর্চয়েৎ। কুমারী-কল্পে (৭১)—

ততোঽর্ঘ্যপাত্রং বিন্যস্য দ্বারপালান্ সমর্চয়েৎ।
গাং বীজাদ্যং গণেশঞ্চ বামাদ্যং বটুকন্তথা॥ ৭২
ক্ষামাদ্যং ক্ষেত্রপালঞ্চ যামাদ্যাং যোগিনীং ততঃ।
পূর্বে যাম্যে পশ্চিমে চ উত্তরে চ প্রপূজয়েৎ॥ ৭৩

তন্ত্রান্তরে[১]—তে সর্বে ধ্রুব-দীর্ঘাদ্যাঃ শক্তিবীজ-পুরঃসরাঃ।

ওঁ হ্রীং বাং বটুকায় নমঃ। পীঠের পশ্চিমে—ওঁ হ্রীং ক্ষাং ক্ষেত্রপালায় নমঃ। পীঠের উত্তরে—ওঁ হ্রীং যাং যোগিনীভ্যো নমঃ। তাহার পর মধ্যে উপরি উপরি—ওঁ শ্মশানায় নমঃ, ওঁ কল্পবৃক্ষায় নমঃ, তাহার মূলে—ওঁ মণিপীঠায় নমঃ, ওঁ নানামণিভ্যো নমঃ, ওঁ নানালঙ্কারেভ্যো নমঃ, ওঁ মুনিভ্যো নমঃ, ওঁ দেবেভ্যো নমঃ, ওঁ বহুমাংসাস্থি-মোদমান-শিবাভ্যো নমঃ, চারিদিকে—ওঁ শবমুণ্ড-চিতাঙ্গারাস্থিভ্যো নমঃ। তাহার পূর্বাদি অষ্টদলে দেবীর অগ্রাদিক্রমে—ওঁ লক্ষ্ম্যৈ নমঃ, ওঁ সরস্বত্যৈ নমঃ, রত্যৈ, প্রীত্যৈ, কীর্ত্ত্যৈ, শান্ত্যৈ, তুষ্ট্যৈ, ওঁ পুষ্ট্যৈ নমঃ এইরূপ প্রণবাদি নমঃ অন্ত মন্ত্রে পূজা করিয়া, কর্ণিকায়—ওঁ হ্‌সৌঃ সদাশিব-মহাপ্রেত-পদ্মাসনায় নমঃ মন্ত্রে শববাহনকে অর্চনা করিবেন। কুমারী কল্পে বলিয়াছেন (৭১)—

তাহার পর অর্ঘ্যপাত্র স্থাপন করিয়া দ্বারপালগণকে পূজা করিবেন। পূর্বে, দক্ষিণে, পশ্চিমে ও উত্তরে গাং বীজকে আদিতে দিয়া গণেশকে, বাং বীজকে আদিতে দিয়া বটুককে, ক্ষাং বীজকে আদিতে দিয়া ক্ষেত্রপালকে এবং যাং বীজকে আদিতে দিয়া যোগিনীকে পূজা করিবেন। ৭২-৭৩

তন্ত্রান্তরে বলিয়াছেন—গণেশাদি সকলে প্রণবাদি, দীর্ঘ ঈকারাদি যুক্ত শক্তিবীজ

১। খ—তন্ত্রান্তরে ইতি নাস্তি।

ধ্রুবঃ প্রণবঃ। দীর্ঘঃ[১] আকারঃ। শক্তিবীজং মায়া। সিদ্ধসারস্বতে (৭৪)—

লক্ষ্মীঃ সরস্বতী চৈব রতিঃ প্রীতিস্তথৈব চ।
কীর্ত্তিঃ শান্তিশ্চ[২] পুষ্টিশ্চ তুষ্টিরিত্যষ্ট-শক্তয়ঃ।
দেব্যা নীল-সরস্বত্যাঃ পীঠ-শক্তয় ঈরিতাঃ ॥ ৭৫

বীরতন্ত্রে—তন্মধ্যে পূজয়েদ্ দেব্যা বাহনং শবমেব চ ॥ ৭৬

ততো যন্ত্রোপরি মূলেন মূর্ত্তিং সংকল্প্য, বদ্ধাঞ্জলির্বামকর্ণোর্দ্ধে—ওঁ গুরুভ্যো নমঃ। দক্ষিণ-কর্ণোর্দ্ধে—ওঁ গণেশায় নমঃ। মধ্যে—ওঁ শ্রীমদেকজটায়ৈ দেবতায়ৈ নম ইত্যাদিনা নমস্কৃত্য ফড়িতি গন্ধ-পুষ্পাভ্যাং করৌ সংশোধ্য বাম-তলে দক্ষিণ-তর্জনী-মধ্যমাভ্যামূর্দ্ধোর্দ্ধ-তালত্রয়ং তর্জন্যঙ্গুষ্ঠ-যোগেন ছোটিকাভির্দশদিগ্-বন্ধনঞ্চ কৃত্বা রমিতি জলধারয়া বহ্নি-প্রাকারং বিচিন্ত্য ভূতশুদ্ধিং কুর্য্যাদ্। ৭৬

যথা—অঙ্কে উত্তানৌ করৌ কৃত্বা হংস ইতি মন্ত্রেণ হৃদয়স্থং দীপকলিকাকারং জীবাত্মানং সুষুম্না-বিবর-বর্ত্মনা পরমশিবে সংযোজ্য মূলাধার-পদ্মস্থাং কুণ্ডলিনীং নিদ্রাণাং ষট্‌চক্রভেদ-প্রক্রিয়য়া বক্ষ্যমাণ-স্বরূপাং হুমিতি ত্রিকোণ-

ও আদ্যবীজ পূর্বক হইবে। ধ্রুবঃ—প্রণব। দীর্ঘঃ—আকার। শক্তিবীজং—মায়া। সিদ্ধ সারস্বতে বলিয়াছেন (৭৪)—

লক্ষ্মী, সরস্বতী, রতি, প্রীতি, সেইরূপ কীর্ত্তি, শান্তি, পুষ্টি ও তুষ্টি—এই আটটি শক্তি। ৭৫

বীরতন্ত্রে বলিয়াছেন—তাহার অর্থাৎ কর্ণিকার মধ্যে দেবীর বাহন শবকে পূজা করিবে। ৭৬

তাহার পর যন্ত্রের উপরে মূলের দ্বারা মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া বদ্ধাঞ্জলি হইয়া বাম-কর্ণের উর্ধ্বে—ওঁ গুরুভ্যো নমঃ, দক্ষিণকর্ণের উর্ধ্বে—ওঁ গণেশায় নমঃ, মধ্যে ওঁ শ্রীমদেকজটায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে নমস্কার করিয়া, ফট্ মন্ত্রে গন্ধ ও পুষ্পের দ্বারা করশোধন করিয়া, বাম হস্ততলে দক্ষিণ হস্তের তর্জনী ও মধ্যমা দ্বারা উর্ধ্ব উর্ধ্ব তালত্রয় দিয়া, তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠযোগে ছোটিকা সমূহের দ্বারা দশ দিক্ বন্ধন করিয়া, রং মন্ত্রে জলধারা দ্বারা বহ্নি-প্রাচীর চিন্তা করিয়া ভূতশুদ্ধি করিবে। ৭৬

ভূতশুদ্ধি যথা—নিজের ক্রোড়ে দুই করকে উত্তান করিয়া, হংসঃ মন্ত্রে হৃদয়স্থ দীপ-কলিকাকার জীবাত্মাকে সুষুম্না নাড়ীর বিবর পথে পরম শিবে মিলিত করিয়া, মূলাধার পদ্মস্থা নিদ্রিতা বক্ষ্যমাণ স্বরূপা কুলকুণ্ডলিনীকে ষট্-চক্র ভেদ প্রক্রিয়ায় হুং

১। খ—দীর্ঘ ইত্যাদি-মায়ত্যন্তো নাস্তি। ২। খ—কীর্ত্তিঃ শান্তিশ্চ তুষ্টিশ্চ পুষ্টিঃ।

মণ্ডলস্থাগ্নি-শিখয়া সজাগরাং বিধায় হংসঃ ইতি মন্ত্রেণোত্তোল্য বক্ষ্যমান-ষট্-চক্রভেদ-প্রক্রিয়য়া ষটচক্র-ভেদেন পরমশিবে সংযোজ্য পৃথিব্যাদীনি গন্ধাদীনি চ তত্ত্বানি সামান্য-ভূতশুদ্ধি-দর্শিতরীত্যা পরমশিবে সংযোজয়েৎ। ততঃ কনিষ্ঠানামিকাভ্যামঙ্গুষ্ঠেন চ নাসাপুটদ্বয়ং ধৃত্বা কুম্ভকেন নাভৌ রক্তবর্ণং হ্রীঁ কারং ধ্যাত্বা তদুদ্ভূতেনাগ্নিনা বামকুক্ষিস্থেন সামান্য-ভূতশুদ্ধি-প্রক্রিয়া-লিখিত-স্বরূপেণ পাপপুরুষেণ সহ লিঙ্গ-শরীরং সংদহ্য পীতবর্ণং স্ত্রীঙ্কারং হৃদি বিচিন্ত্য তদুদ্ভূতেন বায়ুনা রেচকেন তদ্ভস্ম প্রোৎসার্য্য পুনরঙ্ক-গত-করদ্বয়ঃ শ্বেতবর্ণং হূঙ্কারং শিরসি বিচিন্ত্য তদুদ্ভূতেনামৃতাম্বুনা[১] তদস্থি প্লাবিতং কৃত্বা সমস্তমপগত-ব্যথং বিশ্বং শরীরমাপ্লাবয়েৎ। তত আত্মানমপগত-ব্যথং নির্মলং দেব্যভেদেন চিন্তয়েৎ। তস্মিন্ বিশ্বব্যাপকেঽমৃত-বারিণি আঃ-কারাদ্-রক্তপদ্মং তদুপরি টাঙ্কারাৎ শ্বেতপদ্মং তদুপরি নীলং হূঙ্কারং তদুপরি হূঙ্কার-বীজভূষিতাং কর্ত্রিকাং ধ্যায়েৎ। তদুপরি দেবতাং স্বহৃদয়ে হস্তং দত্ত্বা আঁ হ্রীঁ ক্রোঁ স্বাহেতোকাদর্শ-বারং জপন্নাত্মনি[২] প্রাণৈঃ প্রতিষ্ঠাপ্যাত্মাভেদেন ধ্যায়েৎ (৭৭)—

মন্ত্রে ত্রিকোণ মণ্ডলস্থ অগ্নিশিখা দ্বারা জাগরিত করিয়া হংস এই মন্ত্রের দ্বারা তাঁহাকে উত্তোলন করিয়া, বক্ষ্যমাণ ষট্-চক্র ভেদ প্রক্রিয়ায় ষট্-চক্র ভেদের দ্বারা পরমশিবে মিলিত করিয়া, পৃথিব্যাদি ও গন্ধাদি তত্ত্বগুলিকে সামান্য ভূতশুদ্ধি প্রকরণে দর্শিত রীতিতে পরম-শিবে মিলিত করিবেন। তাহার পর কনিষ্ঠা ও অনামিকা এবং অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা নাসাপুট-দ্বয় ধরিয়া কুম্ভকের দ্বারা নাভিতে রক্তবর্ণ হ্রীং কারকে ধ্যান করিয়া, সেই হ্রীং-কারোদ্ভূত অগ্নিদ্বারা বামকুক্ষি স্থিত সামান্য ভূতশুদ্ধি প্রক্রিয়ায় লিখিত স্বরূপে পাপ পুরুষের সহিত লিঙ্গ শরীরকে দগ্ধ করিয়া, পীতবর্ণ স্ত্রীং-কারকে হৃদয়ে চিন্তা করিয়া, সেই স্ত্রীং-কারোদ্ভূত বায়ু দ্বারা রেচকের সাহায্যে সেই পাপ পুরুষের দেহ ভস্ম উৎসারিত করিয়া, পুনরায় অঙ্কে করদ্বয় স্থাপন করিয়া, মস্তকে শ্বেতবর্ণ হূংকারকে চিন্তা করিয়া, সেই হূংকারোদ্ভূত অমৃত জলের দ্বারা তাহার অস্থিকে প্লাবিত করিয়া ব্যথারহিত সমস্ত বিশ্ব শরীরকে প্লাবিত করিবেন। তাহার পর ব্যথাহীন নির্মল আত্মাকে দেবীর সহিত অভেদে চিন্তা করিবেন। সেই বিশ্বব্যাপক অমৃত বারিতে আঃকার হইতে রক্তপদ্ম, তাহার উপরে টাংকার হইতে শ্বেতপদ্ম, তাহার উপরে নীল হূংকার, তাহার উপরে টাংকার বীজভূষিত কর্ত্রিকাকে ধ্যান করিবেন। তাহার উপরে দেবতাকে নিজের হৃদয়ে হাত দিয়া, আং হ্রীং ক্রোং স্বাহা এই মন্ত্র

১। খ—তদুদ্ভূতেনাত্মনামৃতাম্বুনা। ২। খ—আত্মনি প্রাণৈঃ প্রতিষ্ঠাপ্য।

যথা—খর্বাং অভিনব-জলদ-নীলবর্ণাং লম্বোদরীং ব্যাঘ্রচর্মাবৃত-কটীং পীনোন্নত-পয়োধরাং রক্ত-বর্ত্তুল-ত্রিনেত্রাং ললজ্জিহ্বাং দংষ্ট্রাকরাল-বদনাং পিঙ্গৈকজটাজুটাং[১] পদদ্বয়লম্বমান-নীলোৎপল-মালাং অতিনীল-নাগবদ্ধ-জটাজূটাং ললাটে শ্বেভাস্থিপট্টিকা-সংযুক্ত-কপালপঞ্চকান্বিতাং জবাকুসুমসঙ্কাশ-তক্ষক-নাগকৃতকুণ্ডলাম্ অতিশুভ্র-শেষ-নাগকৃত-হারাং দূর্বাদল-শ্যাম-নাগকৃত-যজ্ঞোপবীতাং চতুর্ভুজাং উপরি দক্ষিণে সরক্ত-মাংসখণ্ড-মণ্ডিত-মুষ্টি-নিবিষ্ট-জটাজূট-সংলগ্নাগ্র-খড়্গ-ভূষিত-করাং উপরি বামে রক্ত-নীল-কিঞ্চিদ্বিকস্বর-নীলোৎপল-করাম্ অধস্তাদ দক্ষিণে বীজভূষিত-বৃন্তক-কর্ত্রিকালঙ্কৃত-করাম্ অধস্তাদ্বামে ত্রিজগজ্জাড্য-সমেত-শুভ্র-কপালমণ্ডিতকরাং ভুজচতুষ্টয়ে ধূম্রাভ-নাগকৃত-কেয়ূরাং কনকাভ-নাগকৃত-কঙ্কণাং শবারূঢ়াং শবহৃদয়স্থিত-দক্ষিণ-চরণাং শব-পাদদ্বয়স্থিত-প্রসারিত-বামচরণাং কুন্দাভ-নাগকৃত-কটিসূত্রাং ঈষদ্রক্ত-নাগকৃত-নূপুরাং সদ্যঃ-কৃত্ত-গলদ্রুধিরান্যোন্য-কেশগ্রথিত-পাদপদ্ম-

---

একাদশ বার জপ করিতে করিতে আত্মাতে প্রাণ সমূহের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করিয়া আত্মার সহিত অভেদে দেবতাকে ধ্যান করিবেন (৭)—

ধ্যানের অর্থ যথা—খর্বা, বর্ষণোন্মুখ নূতন মেঘের ন্যায় নীলবর্ণা, লম্বোদরী, ব্যাঘ্র চর্মের দ্বারা আবৃত কটি, পীন ও উন্নত স্তনধারিণী, রক্তবর্ণ বর্ত্তুল লোচনত্রয়যুক্তা, ললজ্জিহ্বা, দংষ্ট্রায় করাল বদনা, পিঙ্গলবর্ণ একটি জটায় মণ্ডিতা, পদদ্বয় পর্য্যন্ত লম্বমান নীলোৎপলের মালাধারিণী, অতিনীল জটাজূট ধারিণী, ললাটে শ্বেত অস্থিপট্টিকায় সংযুক্ত কপাল পঞ্চক ধারিণী, জবাকুসুম সদৃশ তক্ষক নাগকৃত কুণ্ডল-ধারিণী, অতিশ্বেত শ্বেতনাগকৃত হার-ধারিণী, দূর্বাদলের ন্যায় শ্যাম নাগকৃত যজ্ঞোপবীতে মণ্ডিতা, চতুর্ভুজা, দক্ষিণের উপরে সরক্ত মাংসখণ্ড-মণ্ডিত মুষ্টিতে নিবিষ্ট জটাজূট সংলগ্ন খড়্গাগ্র ভূষিত-করা, বামের উপরে রক্ত নীল কিঞ্চিৎ বিকাশ শীল নীলোৎপল-হস্তা, দক্ষিণের নীচে বীজভূষিত বৃন্ত (মুঠি) বিশিষ্ট কর্ত্রিকায় অলঙ্কৃত হস্তা, বামের নীচে ত্রিজগতের জাড্য পূর্ণ শুভ্র কপালে মণ্ডিত-করা, চারি বাহুতে ধূম্রাভ নাগকৃত কেয়ূর, কনকাভ নাগকৃত কঙ্কণ-ধারিণী, শবারূঢা, শবহৃদয়স্থিত দক্ষিণ চরণ বিশিষ্ট-শবের পাদদ্বয়-স্থিত প্রসারিত বামচরণ-যুক্তা, কুন্দাভ নাগকৃত কটি-সূত্র-ধারিণী, ঈষৎ রক্ত নাগকৃত নূপুর-ধারিণী, সদ্যশ্ছিন্ন পরস্পর কেশে গ্রথিত পাদপদ্ম লম্বিত গলৎ

১। খ—পিঙ্গোগ্রৈকজটাজূটাং।

প্রলম্বিত-পঞ্চাশন্নরমুণ্ড-মালাং জ্বলদনল-চিতামধ্য-স্থিতাং দ্বীপিচর্মকৃতোপরি-বস্ত্রাং যোষিদখিলালঙ্কার-ভূষিতাং সাবেশ-স্মেরবদনাম্। ৭৮

যথা বীরতন্ত্রে—ততো বদ্ধাসনো বীর আত্মানং শোধয়েৎ ততঃ।

রক্তবর্ণং ত্রপাবীজং নাভৌ ধ্যায়েৎ সমাহিতঃ ॥ ১

তজ্জাত-বহ্নিনা সর্বং দগ্ধং খং চিন্তয়েৎ ততঃ।

পীতবর্ণং বধূবীজং হৃদি সংচিন্ত্য সাধকঃ।

তদ্ভস্মোৎসারয়েন্ মন্ত্রী তদ্ভূতেন বায়ুনা ॥ ২

শব্দবীজং শুক্লবর্ণং ললাটে চন্দ্রমণ্ডলে।

ধ্যাত্বা তদমৃতেনৈব শরীরং পরিকল্পয়েৎ ॥ ৩

ততোঽপগত-পাপাত্মা জগৎ সর্বং চরাচরম্।

মগ্নং ব্যাপক-তোয়াব্ধাবাঃ-কারং চিন্তয়েৎ ততঃ ॥ ৪

তচ্ছব্দগুণ-যোগেন রক্তপদ্মং বিচিন্তয়েৎ।

তস্যোপরি ততো ধ্যায়েৎ টাঙ্কারাৎ শ্বেতপঙ্কজম্ ॥ ৫

রুধির যুক্ত পঞ্চাশৎ (৫০) নরমুণ্ডের মালা-ধারিণী, প্রজ্বলিত অনল গর্ভ চিতার মধ্যে স্থিতা, দ্বীপি (ব্যাঘ্র) চর্ম-কৃত বহির্বস্ত্র পরিহিতা, স্ত্রীগণের অখিল অলঙ্কারে ভূষিতা, আবেশ যুক্ত ঈষৎ হাস্যবদনা একজটাকে ধ্যান করিবে। ৭৮

যেমন বীরতন্ত্রে বলিয়াছেন—তাহার পর বীর সাধক আসনে বসিয়া আত্মাকে শোধন করিবে। তাহার পর সমাহিত হইয়া রক্তবর্ণ ত্রপাবীজকে (লজ্জাবীজকে) নাভিতে ধ্যান করিবে। ১

সেই লজ্জাবীজ জাত বহ্নি দ্বারা নিজেকে ও সমস্ত অবকাশকে দগ্ধ চিন্তা করিবে। তাহার পর মন্ত্রজ্ঞ সাধক হৃদয়ে পীত বর্ণ বধূবীজকে চিন্তা করিয়া সেই বধূবীজোদ্ভূত বায়ু দ্বারা সেই ভস্মকে উৎসারিত করিবে। ২

ললাটে চন্দ্র মণ্ডলে শুক্লবর্ণ শব্দবীজ হুংকারকে ধ্যান করিয়া সেই হুংকারামৃতের দ্বারা শরীরকে পরিকল্পিত করিবে। ৩

তাহার পর পাপরহিত সাধক সমস্ত চরাচর জগৎকে সেই ব্যাপক তোয়াব্ধিতে মগ্ন চিন্তা করিবেন। তাহার পর আঃকারকে চিন্তা করিবে। ৪

সেই শব্দগুণ হূংকার যোগে রক্তপদ্মকে চিন্তা করিবে। তাহার পর তাহার উপরে টাংকার হইতে শ্বেত পঙ্কজকে ধ্যান করিবে। ৫

তস্যোপরি ততো ধ্যায়েৎ হূঙ্কারং নীলসন্নিভম্।
তস্যোপরি ততো ধ্যায়েৎ কর্ত্রিকাং বীজ-ভূষিতাম্ ॥ ৬
কর্ত্র্যুপরি[১] মহাদেবীং খর্বাং নীলঘন-প্রভাম্।
লম্বোদরীং ব্যাঘ্রচর্ম-সমাবৃত-নিতম্বিনীম্ ॥ ৭
পীনোন্নত-পয়ো-ভারাং রক্ত-বর্ত্তুল-লোচনাম্।
ললজ্জিহ্বাং মহাভাগাং দংষ্ট্রাকোটি-সমুজ্জ্বলাম্ ॥ ৮
পিঙ্গোগ্রৈক-জটাজূটাং নীলনাগ-সমুজ্জ্বলাম্।
নীলোৎপলল-সম্মালা-বদ্ধজূটাং ভয়ঙ্করীম্ ॥ ৯
শ্বেতাস্থি-পট্টিকাযুক্ত-কপালপঞ্চ-শোভিতাম্।
ললাটে রক্তনাগেন কৃতকর্ণাবতংসিকাম্ ॥ ১০
অতিশুভ্র-মহানাগ-কৃতহার-মহোজ্জ্বলাম্।
দূর্বাদল-শ্যামনাগ-কৃত-যজ্ঞোপবীতিনীম্ ॥ ১১
চতুর্ভুজাং রক্তমাংস-খণ্ড-মণ্ডিত-মুষ্টিনা।
জটাজূটেঽগ্রলগ্নেন[২] শোভিনা তীক্ষ্ণ-ধারয়া[৩] ॥ ১২
খড়্গেন দক্ষিণস্যোর্দ্ধে শোভিতাং বীরনাদিনীম্।
তদধস্তাদ্ বীজবৃন্ত-কর্ত্রিকালঙ্কৃতাং পরাম্ ॥ ১৩

তাহার পর তাহার উপরে নীল সন্নিভ হূংকারকে ধ্যান করিবে। তাহার পর তাহার উপরে বীজ ভূষিতা কর্ত্রিকাকে (কাতারিকে) ধ্যান করিবে। ৬

কর্ত্রিকার উপরে মহাদেবীকে খর্বা, নীলমেঘের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণা, লম্বোদরী, ব্যাঘ্রচর্মে আবৃত-নিতম্বিনী, পীন ও উন্নত স্তন-ধারিণী, রক্তবর্ণ গোলাকার লোচন-ধারিণী, ললজ্জিহ্বা-ধারিণী, মহাভাগা, দংষ্ট্রাকোটিতে উজ্জ্বলা, পিঙ্গলবর্ণ উগ্র একটি জটাধারিণী নীলনাগে সমুজ্জ্বলা, বিকসিতনীলোৎপল মালায় বদ্ধ-জুটা (ঝুঁটি), ভয়ঙ্করী, ললাটে শ্বেতঅস্থি পট্টিকায় (পটিতে) যুক্ত কপালপঞ্চকে শোভিতা, রক্তনাগকৃত কর্ণভূষণে ভূষিতা, অতিশুভ্র মহানাগকৃত হারে মহোজ্জ্বলা, দূর্বাদলের ন্যায় শ্যাম নাগকৃত যজ্ঞোপবীত-ধারিণী, চতুর্ভুজা, রক্ত মাংসখণ্ড-মণ্ডিত মুষ্টি (মুঠী) যুক্ত জটাজূটে অগ্রলগ্ন সুন্দর তীক্ষ্ণধার খড়্গের দ্বারা দক্ষিণের উর্ধ্ব হস্ত শোভিতা, বীরনাদিনী, তাহার অধোভাগে (অধোহস্তে) বীজমণ্ডিত বৃন্ত (বোঁটা—মুঠি) যুক্ত কর্ত্রিকায় শোভিতা,

---

১। খ—তস্যোপরি মহাদেবীং। ২। খ—জটাজূটেন সূত্রেণ। ৩। তীক্ষ্ণধারয়া শোভিনেত্যর্থঃ।

বামোর্দ্ধে রক্তনীলেষদ্-বিকস্বর-মনোহরাম্ ।
দধতীং নীলপদ্মঞ্চ তদধস্তাৎ কপালকম্ ॥ ১৪
জগতাং জাড্য-সংহারি দধতীং কুন্দ-সন্নিভম্ ।
ধূম্রাভ-নাগসন্দোহ-কৃত-কেয়ূর-সুন্দরীম্ ॥ ১৫
সুবর্ণ-বর্ণ-নাগেন কঙ্কণোজ্জ্বল-পাণিকাম্ ।
শুভ্রবর্ণ-মহাদেব-শবহৃদ্-বিমলাসনাম্ ॥ ১৬
নির্যন্ত্রণ-ভিয়া তদ্বৎ সঙ্গচ্ছৎ-প্রপদাঞ্চনাম্ ।
শবপাদদ্বয়ারূঢ়-বামপাদাং হসন্-মুখীম্ ॥ ১৭
কুন্দাভ-নাগ-সংশোভি-কটিসূত্রাং ত্রিলোচনাম্ ।
ঈষদ্রক্তেন নাগেন কৃত-নূপুর-পল্লবাম্ ॥ ১৮
সদ্যশ্ছিন্ন-গলদ্রক্ত-নৃমুণ্ডৈ রক্তভূষণৈঃ ।
অন্যোন্য-কেশগ্রথিতৈঃ পাদপদ্ম-প্রলম্বিতৈঃ ॥ ১৯
পঞ্চাশদ্ভির্মহামালাং দধতীং পরমেশ্বরীম্ ।
জ্বলচ্চিতা-মধ্য-সংস্থাং দ্বীপি-চর্মোত্তরাংশুকাম্ ॥ ২০
অক্ষোভ্য-*-নাগ-সন্নদ্ধ-জটাজূটাং বরপ্রদাম্[১] ।
এবং-ভূতাং মহাদেবীমাত্মানং যোগ-বর্ত্মনি ।
বিজ্ঞাপয়েন্মহাদেব ! পণ্ডিতোঽহং মহাকবিঃ ॥ ২১

পরা, বামের ঊর্দ্ধে (ঊর্দ্ধহস্তে) রক্তনীল ঈষদ্ বিকসিত মনোহর নীলোৎপল-ধারিণী, তাহার অধোভাগে (অধোহস্তে) জগতের জাড্য সংহারী কুন্দসন্নিভ কপাল-ধারিণী, ধূম্রাভ নাগ সন্দোহ (সমূহ) কৃত কেয়ূরে সুন্দরী, সুবর্ণ বর্ণ নাগকৃত কঙ্কণে উজ্জল-হস্তা, শুভ্রবর্ণ মহাদেবরূপ শবহৃদয়কে বিমল আসনকারিণী অর্থাৎ শবহৃদয়ে স্থাপিতপাদা, সেইরূপ পীড়নভয়ে সংযুক্ত পাদাগ্রাংশা, অর্থাৎ মহাদেবরূপ শবের পীড়নভয়ে পাদের অগ্রাংশমাত্র লগ্না শবপাদদ্বয়ে আরূঢ়-বামপাদা, হসন্মুখী, কুন্দাভ নাগ সংশোভি কটি-সূত্রা, ত্রিলোচনা, ঈষৎরক্ত নাগকৃত নূপুর-পল্লব-ধারিণী, সদ্যশ্ছিন্ন গলৎ রক্ত-মণ্ডিত পরস্পরের কেশে গ্রথিত পাদপর্য্যন্ত লম্বমান পঞ্চাশৎ নৃমুণ্ডের দ্বারা রচিত মহামালা ধারিণী, পরমেশ্বরী, জ্বলৎ চিতামধ্যে সংস্থিতা, ব্যাঘ্রচর্মরূপ বহির্বস্ত্র-পরিহিতা অক্ষোভ্য নাগ দ্বারা আবদ্ধ জটাজূট-ধারিণী, বরপ্রদা—

* অক্ষোভ্য-সংজ্ঞক-সর্পভূষিতামিত্যর্থঃ। যদ্যপ্যস্যাশ্চন্দ্রমৌলিত্বে প্রমাণং ন প্রতীয়তে তথাপি শক্তিরূপত্বাৎ ২.১মতীরূপত্বাচ্চ তাদৃশত্বমব্যাহতমিতি মন্তব্যম্। ১। খ—বরপ্রভাম্।

ফেৎকারীয়ে— মায়াং নাভৌ রক্তবর্ণাং ধ্যাত্বা তজ্জাত-বহ্নিনা।
শুষ্কং কর্মাত্মকং দেহং দগ্ধং সঞ্চিন্তয়েৎ ততঃ ॥ ২২
স্ত্রীঙ্কারং হৃদি পীতাভং তদুদ্ভূতেন বায়ুনা।
ভস্ম প্রোৎসারিতং কৃত্বা ললাটে চিন্তয়েৎ ততঃ ॥ ২৩
কূর্চং তুষার-বর্ণাভং তদুদ্ভূতামৃতেন চ।
তদস্থি-প্লাবিতং কৃত্বা তদাত্মানং বিচিন্তয়েৎ ॥ ২৪
সর্বব্যথা-বিনির্মুক্তং নির্মলং দেবতাময়ম্।
ভূতশুদ্ধিং বিধায়েত্থং শূন্যং বিশ্বং বিচিন্তয়েৎ ॥ ২৫
নির্লেপং নির্গুণং শুদ্ধমাত্মানং দেবতাময়ম্।
অন্তরীক্ষে ততো ধ্যায়েদাঃ-কারাদ্ রক্তপঙ্কজম্ ॥ ২৬
ভূয়স্তস্যোপরি ধ্যায়েট্টাঙ্কারাৎ শ্বেতপঙ্কজম্।
তস্যোপরি পুনর্ধ্যায়েৎ হূঙ্কারং নীলসন্নিভম্ ॥ ২৭
ততো হূঙ্কারজাং পশ্যেৎ কর্ত্রিকাং বীজভূষিতাম্।
কর্ত্র্যুপরি-গতাং ধ্যায়েদাত্মানং তারিণীময়ম্ ॥ ২৮

এবম্ভূতা মহাদেবীকে যোগপথে ধ্যান করিবে। হে মহাদেব! আত্মাকে বিজ্ঞাপিত করিবে যে—আমি পণ্ডিত ও মহাকবি। ৭-২১

ফেৎকারীয় তন্ত্রে বলিয়াছেন—মায়াকে নাভিতে রক্তবর্ণা ধ্যান করিয়া, তাহার পর সেই মায়াজাত বহ্নিদ্বারা শুষ্ক কর্মাত্মক দেহকে দগ্ধ চিন্তা করিবে। ২২

হৃদয়ে পীতাভ স্ত্রীংকারকে চিন্তা করিবে। তাহার পর সেই স্ত্রীংকারোদ্ভূত বায়ু দ্বারা ভস্ম প্রোৎসারিত করিয়া ললাটে তুষার বর্ণাভ কূর্চবীজ হূংকে চিন্তা করিবে। সেই হূংকারোদ্ভূত অমৃতের দ্বারা সেই অস্থিকে প্লাবিত করিয়া সমস্ত ব্যথাহীন নির্মল দেবতাময় সেই আত্মাকে চিন্তা করিবে। এইরূপে ভূতশুদ্ধি করিয়া বিশ্বকে শূন্য চিন্তা করিবে। ২৩-২৫

আত্মাকে নির্লেপ, নির্গুণ, শুদ্ধ ও দেবতাময় চিন্তা করিবে। তাহার পর অন্তরীক্ষে আঃকার হইতে রক্তপঙ্কজকে ধ্যান করিবে। ২৬

পুনরায় তাহার উপরে টাংকার হইতে শ্বেতপঙ্কজকে ধ্যান করিবে। পুনরায় তাহার উপরে নীলসন্নিভ হূংকারকে ধ্যান করিবে। ২৭

তাহার পর হূংকার-জাতা বীজ-ভূষিতা কর্ত্রিকাকে দর্শন করিবে। কর্ত্রিকার উপরে আত্মাকে তারিণীময় ধ্যান করিবে। ২৮

প্রত্যালীঢ়পদাং ঘোরাং মুণ্ডমালা-বিভূষিতাম্ ।
খর্বাং লম্বোদরীং ভীমাং ব্যাঘ্রচর্ম-বৃতাং কটৌ ॥ ২৯
নব-যৌবন-সম্পন্নাং পঞ্চমুদ্রা-বিভূষিতাম্ ।
চতুর্ভুজাং ললজ্জিহ্বাং মহাভীমাং বরপ্রদাম্ ॥ ৩০
খড়্গ-কর্ত্রী-সমাযুক্ত-সব্যেতর-ভুজ-দ্বয়াম্ ।
কপালোৎপল-সংযুক্ত-সব্যপাণি-যুগান্বিতাম্ ॥ ৩১
পিঙ্গোগ্রৈক-জটাং ধ্যায়েন্মৌলাবক্ষোভ্য-ভূষিতাম্ ।
বালার্ক-মণ্ডলাকার-লোচনত্রয়-ভূষিতাম্ ॥ ৩২
জ্বলচ্চিতা-মধ্যগতাং ঘোর-দংষ্ট্রাং করালিনীম্ ।
সাবেশ-স্মেরবদনাং স্ত্র্যলঙ্কার-বিভূষিতাম্ ॥ ৩৩
বিশ্বব্যাপক-তোয়ান্তঃ-শ্বেতপদ্মোপরি স্থিতাম্ ।
অক্ষোভ্যো দেবী-মূর্দ্ধন্যস্ত্রিমূর্ত্তির্নাগরূপধৃক্ ॥ ৩৪ ॥ ইতি ।

পঞ্চমুদ্রাবিভূষিতামিতি ললাটে শ্বেতাস্থি-পট্টিকা-চতুষ্টয়ান্বিত[১]-মুকুটায়িত-কপাল-পঞ্চকান্বিতামিত্যর্থঃ। শ্বেতাস্থি-পট্টিকাযুক্ত-কপাল-পঞ্চ-শোভিতামিতি বীরতন্ত্র-তন্ত্রচূড়ামণি-বচনাৎ। শ্রীমতা শঙ্করাচার্য্যেণাপ্যুক্তম্—বিচিত্রাস্থিমালাং

সেই তারিণী হইতেছেন—প্রত্যালীঢ়পদে দণ্ডায়মানা, ঘোরা, মুণ্ডমালায় বিভূষিতা, খর্বা, লম্বোদরী, ভীমা ভয়জনিকা, ব্যাঘ্রচর্মে আবৃত কটি, নবযৌবন সম্পন্না, পঞ্চমুদ্রায় বিভূষিতা, চতুর্ভুজা, লোলজিহ্বা-ধারিণী, মহাভয়ঙ্কর মূর্ত্তি বিশিষ্টা, বরপ্রদা, খড়্গ ও কর্ত্রীযুক্ত সব্যেতর (দক্ষিণ) বাহুদ্বয় ধারিণী, কপাল ও উৎপল যুক্ত বাম বাহুদ্বয় ধারিণী, পিঙ্গলবর্ণ উগ্র একটি জটা মণ্ডিতা, মস্তকে অক্ষোভ্য ভূসিতা, বালসূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় বর্ত্তুল রক্ত লোচনত্রয়ে ভূষিতা, জ্বলন্ত চিতার মধ্যবর্ত্তিনী, ঘোরদ্রংষ্ট্রা-বিশিষ্টা, করালিনী, আবেশ ভাবযুক্ত ঈষৎ হাস্যবদনা, স্ত্রীগণের অলঙ্কারে ভূষিতা, বিশ্বব্যাপক তোয়ের মধ্যগত শ্বেতপদ্মের উপরিস্থিতা দেবীকে ধ্যান করিবে। নাগরূপধারী ত্রিমূর্ত্তি হইতেছেন অক্ষোভ্য, ইনি দেবীর মস্তকে স্থিত। ২৯-৩৪

পঞ্চমুদ্রা বিভূষিতাম্ অর্থ—ললাটে শ্বেতবর্ণ অস্থি পট্টিকা চতুষ্টয় সংলগ্ন মুকুটায়িত (মকুটাকার) কপাল-পঞ্চক-যুক্তা। যেহেতু শ্বেতাস্থি-পট্টিকাযুক্ত-কপাল-পঞ্চ-শোভিতাম্—এই বীরতন্ত্র ও তন্ত্র-চূড়ামণির বচন আছে। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যও

১। খ—চতুষ্টয়ান্বিত-কপালপঞ্চকান্বিতাম্।

ললাটে করালাং কপালঞ্চ পঞ্চান্বিতাং ধারয়ন্তীমিতি পঞ্চান্বিতাং কপাল-পঞ্চকান্বিতাং বিচিত্রাস্থি-মালাং অস্থিপট্টিকা[১]-চতুষ্টয়ীং করালাং কপালং অর্থাৎ পট্টিকালগ্নং তদেব কপাল-পঞ্চকঞ্চ ললাটে ধারয়ন্তীমিতি তদর্থঃ। অথবা পঞ্চমুদ্রা-বিভূষিতামিত্যস্য যোনি-ভূতিনী-বীজদানব-ধূমকেতু-লেলিহানাখ্য-পঞ্চমুদ্রা-সন্তুষ্টামিত্যর্থঃ। নাগ-নাম-ধ্যানে তন্ত্রান্তরোক্তে যথা (৩৫)—

জটাস্বনন্তঃ শ্রবসোশ্চ তক্ষকো মহাদি-পদ্মো হৃদি হার-ভূষণঃ।
অবাপ কর্কোট ইহোপবীততাং সুমেখলায়ামথ দেবি ! বাসুকিঃ ॥ ৩৬
স শঙ্খপালঃ কিল কঙ্কণং গতঃ করেষু পদ্মঃ পদনূপুর-শ্রিয়ম্।
ভুজেষু নাগঃ কুলিকোঽঙ্গদো মতো ভুজোর্দ্ধমালা চ মহাস্থিভিঃ স্থিতা ॥৩৭
সিতশ্চ রক্তো ধবলশ্চমেচকস্তথৈব পীতোঽপ্যসিতশ্চ পাণ্ডুরঃ।
ভুজঙ্গ-মালামিহ বর্ণ-জাতয়ো ভবন্তি সর্বৈর্মণিভির্জ্জ্বলন্তিতাম্[২] ॥ ৩৮

ততঃ আঃ সোঽহমিতি মন্ত্রেণ জীবং কুণ্ডলিনীং তত্ত্বানি চ যথা স্থান-মানয়েৎ। ৩৯

বলিয়াছেন—বিচিত্রাস্থি-মালাং ললাটে করালাং কপালঞ্চ পঞ্চান্বিতাং ধারয়ন্তীম্। পঞ্চান্বিতাং—কপাল পঞ্চক-যুক্তা। বিচিত্রাস্থিমালাং—অস্থিপট্টি চতুষ্টয়ী। করালং কপালং—ভীষণ নরমুণ্ড অর্থাৎ পট্টিকালগ্ন সেই কপালপঞ্চক ললাটে ধারণকারিণী, এই সেই বাক্যের অর্থ। অথবা পঞ্চমুদ্রাবিভূষিতাম্ এইটির অর্থ—যোনি, ভূতিনী, বীজদানব, ধূমকেতু ও লেলিহানা নামক পঞ্চমুদ্রায় সন্তুষ্টা। নাগের নাম ও ধ্যান তন্ত্রান্তরে উক্ত হইয়াছে। যথা (৩৫)—

জটাসমূহে অনন্ত, কর্ণদ্বয়ে তক্ষক, মহাদি পদ্ম অর্থাৎ মহাপদ্ম হৃদয়ের হারভূষণ, কর্কোটক দেবীর যজ্ঞোপবীতত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। হে দেবি। বাসুকি সুন্দর মেখলায় পরিণত হইয়াছে। সেই শঙ্খপাল বাহুসমূহে কঙ্কণ হইয়াছে। পদ্মনাগ নূপুরের শ্রীপ্রাপ্ত হইয়াছে। বাহুসমূহে কুলিক নাগ অঙ্গদ হইয়াছে, বাহুর উর্দ্ধে মহাস্থি নির্মিত মালা আছে। সিত, রক্ত, ধবল, মেচক (শ্যাম), সেইরূপ পীত, অসিত ও পাণ্ডুর। এই সকল বর্ণ জাতি এই নাগের হইয়া থাকে। সেই ভুজঙ্গমালাকে ধারণ করিয়া আছেন। তিনি মনিসমূহ দ্বারা উজ্জ্বলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। ৩৬-৩৮

তাহার পর আং সোঽহং এই মন্ত্রের দ্বারা জীবকে, কুণ্ডলিনীকে ও তত্ত্বসমূহকে যথাস্থানে আনয়ন করিবে। ৩৯

১। খ—পঞ্চান্বিতং ধারয়ন্তীমিতি। অথ বক্ষ্যমাণ-শঙ্করাচার্য্যভুজঙ্গপ্রয়াতস্তবানুসারেণ আত্মানং দেবতাময়ং ধ্যায়েৎ। নাগনাম ধ্যানে ইত্যাদি। ২। ক+খ—জ্বলন্তিতাম্। ততো প্রাণায়ামঃ।

ততঃ প্রাণায়ামঃ। বামনাসা-পুটেন মূলং চতুর্বারং জপ্ত্বা বায়ুং পূরয়েৎ। তদন্থ নাসাপুটৌ ধৃত্বা ষোড়শ-বারেণ কুম্ভয়েৎ। তদন্থ দক্ষিণনাসা-পুটেন বারাষ্টকাবর্ত্তেন রেচয়েৎ। পুনর্দক্ষিণেনাপূর্য্য কুম্ভয়িত্বা বামেন রেচয়েৎ। পুনর্বামেনাপূর্য্য কুম্ভয়িত্বা দক্ষিণেন রচয়েদেবং কৃতে প্রাণায়ামত্রয়ং ভবতি। ৪০

তত ঋষ্যাদিন্যাসঃ। শিরসি—অক্ষোভ্য ঋষয়ে নমঃ। মুখে—বৃহতীছন্দসে নমঃ। হৃদি—শ্রীমদেকজটায়ৈ[১] দেবতায়ৈ নমঃ। এবং তত্তন্নাম প্রয়োজ্যম্। মূলাধারে—হূং বীজায় নমঃ। পাদয়োঃ—ফট্ শক্তয়ে[২] নমঃ। সর্বাঙ্গে—কূর্চাস্ত্রেতর-মন্ত্রাক্ষরাণ্যুচ্চার্য্য কীলকায় নমঃ ইতি ন্যস্য মম দ্রুতকবিত্ব-পাণ্ডিত্য-সিদ্ধ্যর্থে বিনিয়োগঃ চতুর্বর্গফল-সিদ্ধ্যর্থে ইতি বা সর্বাঙ্গে পুনর্ন্ন্যসেৎ। যথা বীরতন্ত্রে (৪১)—

অক্ষোভ্য ঋষিরেতস্যা বৃহতীছন্দ ঈরিতম্।

তাহার পর প্রাণায়াম। বামনাসা পুটের দ্বারা মূলমন্ত্রকে ৪ চারি বার জপ করিয়া বায়ুকে পূরণ করিবেন। তাহার পর দুই নাসাপুট ধারণ করিয়া ষোড়শ বার জপের দ্বারা কুম্ভক করিবেন। তাহার পর দক্ষিণ নাসাপুটের দ্বারা আট বার জপে রেচক করিবেন। পুনরায় দক্ষিণ নাসাপুটের দ্বারা পূর্ববৎ পূরক, কুম্ভক ও রেচক করিবেন। পুনরায় বামনাপুটের দ্বারা প্রথমবৎ পূরক, কুম্ভক ও রেচক করিবেন। এইরূপ করিলে তিনটি প্রাণায়াম হয়। ৪০

তাহার পর ঋষ্যাদি ন্যাস। যথা—অস্য শ্রীমদেকজটা-মন্ত্রস্য অক্ষোভ্য ঋষি ঋষি, বৃহতীচ্ছন্দঃ শ্রীমদেকজটা দেবতা হূং বীজং, ফট্ শক্তিঃ, হ্রীং স্ত্রীং কীলকং মম দ্রুত-কবিত্ব-পণ্ডিত্য-সিদ্ধ্যর্থে পূজনে বিনিযোগঃ। মস্তকে—ওঁ অক্ষোভ্য ঋষয়ে নমঃ। মুখে—ওঁ বৃহতীচ্ছন্দসে নমঃ। হৃদয়ে—শ্রীমদেকজটায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ। এইরূপ তারাপূজায় তারা ও উগ্রতারা পূজায় উগ্রতারা নাম প্রয়োগ করিতে হইবে। মূলাধারে হূং বীজায় নমঃ। পাদদ্বয়ে—ওঁ ফট্ শক্তয়ে নমঃ। কূর্চ ও অস্ত্রভিন্ন মন্ত্রাক্ষর সমূহ হ্রীং স্ত্রীং উচ্চারণ করিয়া সর্বাঙ্গে ওঁ হ্রীং স্ত্রীং কীলকায় নমঃ এইরূপ ন্যাস করিয়া, মম দ্রুত-কবিত্ব-সিদ্ধ্যর্থে বিনিয়োগঃ। চতুবর্গ ফল-সিদ্ধ্যর্থে বিনিয়োগঃ এই প্রকারে বা সর্বাঙ্গে ন্যাস করিবে। যেমন বীরতন্ত্রে বলিয়াছেন (৪১)—

১। খ—একজটাদিদেবতাভ্যো নমঃ। মূলাধারে ইত্যাদি। ২। খ—ফট্ শক্তয়ে নমঃ। শেষাণ্যক্ষরাণ্যুচ্চার্য্য সর্বাঙ্গে কীলকায় নমঃ। তথা চোক্তং যথা কালী তথা নীলা তৎক্রমাৎ মাতৃকাং ন্যসেৎ। যথা হৃদি অং অং ইত্যাদি।

নীলসরস্বতী দেবী ত্রিষু লোকেষু গোপিতা।
হূং বীজমন্ত্রং শক্তিঃ স্যাচ্চতুর্বর্গফলপ্রদা ॥ ৪২

নীল-সরস্বতীত্যুপলক্ষণম্। তত্র কীলকং বীরতন্ত্রাদ্যনুক্তমপি রহস্য-কারাদি-সকল-সম্প্রদায়-নিখিলানুসারাদবগন্তব্যং ন্যস্তব্যঞ্চ। চতুর্বর্গফলেতি। বিনিয়োগ-কীর্ত্তনম্। তচ্চ ফলান্তরস্যাপ্যুপলক্ষকম্। ৪৩

ততো মাতৃকান্যাসঃ। তথাচোক্তম্—যথা কালী তথা নীলা তৎক্রমান্ মাতৃকাং ন্যসেৎ। তথাচ কুমারীতন্ত্রে—

ঌকারান্তান্ মাতৃবর্ণান্ হৃদয়ে সংপ্রবিন্যসেৎ।
ঘকারান্তাংস্ততঃ পশ্চাদ্ দক্ষিণে চ প্রবিন্যসেৎ ॥ ৪৪
ঢকারান্তান্ মহামন্ত্রাংস্ততো বামভুজে ন্যসেৎ।
ভকারান্তাংস্তথা পশ্চাৎ ততো দক্ষিণপাদকে।
ক্ষকারান্তাংস্ততঃ পশ্চাদ্ বিন্যসেৎ বামপাদকে ॥ ৪৫

তথা চ হৃদি—অঁ আঁ ইঁ ঈঁ উঁ ঊঁ ঋঁ ৠঁ ঌঁ ৡঁ নমঃ। দক্ষিণভুজে—এঁ ঐঁ ওঁ ঔঁ অঁ অঃ কঁ খঁ গঁ ঘঁ নমঃ। বামভুজে—ঙঁ চঁ ছঁ জঁ ঝঁ ঞঁ টঁ ঠঁ

এই বিদ্যার অক্ষোভ্য ঋষি ও বৃহতী ছন্দঃ উক্ত হইয়াছে। ত্রিলোকে গোপিতা নীলসরস্বতী দেবী হইতেছেন। হূং বীজ ও চতুর্বর্গ ফলপ্রদা অস্ত্র শক্তি। ৪২

এস্থলে নীলসরস্বতী পদটি একজটা প্রভৃতির উপলক্ষণ। তন্মধ্যে বীরতন্ত্র প্রভৃতিতে অনুক্ত হইলেও রহস্যকারাদি সকল সম্প্রদায়ের লিখন অনুসারে সেস্থলে কীলক আছে বুঝিতে হইবে এবং ন্যাস করিতে হইবে। চতুর্বর্গ ফলপ্রদা—ইহা দ্বারা বিনিযোগ কথিত হইয়াছে। তাহা ফলান্তরেরও উপলক্ষণ। ৪৩

তাহার পর মাতৃকা ন্যাস। যেমন তন্ত্রে বলিয়াছেন—যেমন কালী, সেইরূপ তারা। সেইক্রমে মাতৃকা ন্যাস করিবে। সেইরূপ কুমারীতন্ত্রে বলিয়াছেন—

হৃদয়ে ঌকারান্ত মাতৃকা বর্ণগুলিকে ন্যাস করিবে। তাহার পর দক্ষিণ বাহুতে ঘকারান্ত মাতৃকা বর্ণগুলিকে ন্যাস করিবে। ৪৪

তাহার পর বাম বাহুতে ঢকারান্ত মাতৃকা বর্ণগুলিকে ন্যাস করিবে। তাহার পর দক্ষিণপাদে সেইরূপ ভকারান্ত মাতৃকা বর্ণগুলিকে ন্যাস করিবে। তাহার পর বামপাদে ক্ষকারান্ত মাতৃকা বর্ণগুলিকে ন্যাস করিবে। ৪৫

তাহা হইলে হৃদয়ে—অং আং ইং ঈং উং ঊং ঋং ৠং ঌং ৡং নমঃ। দক্ষিণ বাহুতে—এং ঐং ওং ঔং অং অঃ কং খং গং ঘং নমঃ। বাম বাহুতে—ঙং চং ছং জং

ডঁ ঢঁ নমঃ। দক্ষিণপাদে—ণঁ তঁ থঁ দঁ ধঁ নঁ পঁ ফঁ বঁ ভঁ নমঃ। বামপাদে—মঁ যঁ রঁ লঁ বঁ শঁ ষঁ সঁ হঁ ळँ ক্ষঁ নমঃ। ৪৬

যদ্যপ্যয়ং ন্যাসঃ কালীতন্ত্রে নির্বিন্দুস্তথাপি বীরতন্ত্রানুসারাৎ সবিন্দুরেব-কর্ত্তব্যঃ। ভৈরবীতন্ত্রে তু—সবিন্দুন্ বা ন্যসেদেতান্নির্বিন্দূন্ বাথ বর্ণকান্। ইতি। ৪৭

ততঃ করাঙ্গন্যাসৌ। হ্রাং অখিলবাগ্রূপিণ্যৈ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। হ্রীং অখণ্ডবাগ্রূপিণ্যৈ তর্জনীভ্যাং স্বাহা। হ্রূং ব্রহ্মবাগ্রূপিণ্যৈ মধ্যমাভ্যাং বষট্। হ্রৈং বিষ্ণুবাগ্রূপিণ্যৈ অনামিকাভ্যাং হুং। হ্রৌং রুদ্রবাগ্রূপিণ্যৈ কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। হ্রঁ সর্ববাগ্রূপিণ্যৈ করতল-পৃষ্ঠাভ্যাং ফট্। এবং হৃদয়াদিষু। অঙ্গুলী-নিয়মস্তু পূর্বমেবোক্তঃ। অয়ন্তু নীলসরস্বতী-পক্ষে—তথাচ তামধিকৃত্য সিদ্ধসারস্বতে (৪৮)—

অখিল-বাগ্রূপিণীং প্রোচ্য হৃদয়ায় নমো বদেৎ।
অখণ্ডবাগ্-রূপিণীতি শিরসে বহ্নিবল্লভা॥ ৪৯
ব্রহ্মবাগ্-রূপিণীমুক্ত্বা শিখায়ৈ বষড়িত্যপি।
বিষ্ণুবাগ্-রূপিণীং প্রোচ্য কবচায় হুমুচ্চরেৎ॥ ৫০

ঝং ঞং টং ঠং ডং ঢং নমঃ। দক্ষিণ পাদে—ণং তং থং দং ধং নং পং ফং বং ভং নমঃ। বাম পাদে—মং যং রং লং বং শং ষং সং হং ळং ক্ষং নমঃ। ৪৬

যদিও কালীতন্ত্রে এই ন্যাস নির্বিন্দু উক্ত হইয়াছে, তথাপি বীরতন্ত্রের মতানুসারে উহা সবিন্দুই কর্ত্তব্য। ভৈরবীতন্ত্রে কিন্তু বলিয়াছেন যে, এই মাতৃকা বর্ণগুলিকে সবিন্দু অথবা নির্বিন্দু ন্যাস করিবে। ৪৭

তাহার পর করাঙ্গন্যাস। ওঁ হ্রাং অখিল-বাগ্রূপিণ্যৈ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ওঁ হ্রীং অখণ্ড-বাগ্রূপিণ্যৈ তর্জনীভ্যাং স্বাহা। ওঁ হ্রূং ব্রহ্মবাগ্রূপিণ্যৈ মধ্যমাভ্যাং বষট্। ওঁ হ্রৈং বিষ্ণুবাগ্রূপিণ্যৈ অনামিকাভ্যাং হুং। ওঁ হ্রৌং রুদ্রবাগ্রূপিণ্যৈ কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। ওঁ হ্রঃ সর্ববাগ্রূপিণ্যৈ করতল-পৃষ্ঠাভ্যাং ফট্। এইরূপ হৃদয়াদিতে ন্যাস করিবে। অঙ্গুলি নিয়ম কিন্তু পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। এই ন্যাস নীলসরস্বতী পক্ষে। নীলসরস্বতীর অধিকারে (প্রকরণে) সিদ্ধ সারস্বতে তাহাই উক্ত হইয়াছে (৪৮)—

অখিল বাগ্রূপিণীকে বলিয়া হৃদয়ায় নমঃ বলিবেন। অখণ্ড বাগ্রূপিণী বলিয়া শিরসে বহ্নিবল্লভা (স্বাহা) বলিবে। ৪৯

ব্রহ্মবাগ্রূপিণীকে বলিয়া শিখায়ৈ বষট্, ইহাও বলিবে। বিষ্ণুবাগ্রূপিণী বলিয়া কবচায় হুং উচ্চারণ করিবে। ৫০

রুদ্রবাগ্-রূপিণীং নেত্রত্রয়ায় বৌষড়িত্যপি ।
সর্ববাগ্-রূপিণীমুক্ত্বা অস্ত্রায় ফড়িতি স্মরেৎ ।
ষড়্দীর্ঘ-মায়াবীজান্তে ঙেন্তং নামাভিযোজয়েৎ ॥ ৫১

অন্যত্র তু সর্বত্র হ্রাঁ একজটায়ৈ[১] অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। হ্রীঁ তারিণ্যৈ তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। হ্রূং বজ্রোদকে মধ্যমাভ্যাং বষট্। হ্রৈঁ উগ্রজটে অনামিকাভ্যাং হুঁ। হ্রৌঁ মহাপ্রতিসরে কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। হ্রঃ পিঙ্গোগ্রৈকজটে করতল-পৃষ্ঠাভ্যাং ফট্। এবং হৃদয়াদিষু। তথা চৈকজটাদিমধিকৃত্য নীলতন্ত্রে (৫২)—

বীজান্তে একজটায়ৈ হৃদয়ং পরিকীর্ত্তিতম্ ।
তারিণ্যৈ শিরসে তদ্বদ্ বজ্রোদকে শিখা তথা ॥ ৫৩
উগ্রজটে চ কবচং মহাপ্রতিসরে তথা ।
পিঙ্গোগ্রৈকজটে তদ্বন্নেত্রাস্ত্রে পরিকীর্ত্তিতে ॥ ৫৪

রুদ্রবাগ্রূপিণী বলিয়া নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, ইহাও বলিবে। সর্ববাগ্রূপিণী বলিয়া অস্ত্রায় ফড়্, ইহা স্মরণ করিবে। ছয়টী দীর্ঘ স্বর যুক্ত মায়াবীজের অন্তে চতুর্থী বিভক্তিযুক্ত নাম ইহার সহিত যোগ করিবে। ৫১

অন্যত্র সকল স্থলে ওঁ হ্রাং একজটায়ৈ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ওঁ হ্রীং তারিণ্যৈ তর্জনীভ্যাং স্বাহা, ওঁ হ্রূং বজ্রোদকে মধ্যমাভ্যাং বষট্, ওঁ হ্রৈং উগ্রজটে অনামিকাভ্যাং হুং। ওঁ হ্রৌং মহাপ্রতিসরে কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। ওঁ হ্রঃ পিঙ্গোগ্রৈকজটে করতল-পৃষ্ঠাভ্যাং ফট্। হৃদয়াদিস্থানে এইরূপে অঙ্গন্যাস করিবে। নীলতন্ত্রে একজটাকে অধিকার করিয়া অর্থাৎ একজটার প্রকরণে তাহাই বলিয়াছেন যে (৫২)—

ছয়টী দীর্ঘস্বর যুক্ত মায়া বীজের অন্তে একজটায়ৈ নমঃ—এইটি হৃদয় মন্ত্র কীর্ত্তিত হইয়াছে। ঐরূপ মায়াবীজান্তে তারিণ্যৈ শিরসে স্বাহা। সেই রূপ মায়াবীজের অন্তে বজ্রোদকে শিখায়ৈ বষট্। সেইরূপ মায়াবীজের অন্তে উগ্রজটে কবচায় হুং, সেইরূপ মায়াবীজের অন্তে মহা-প্রতিসরে নেত্রত্রয়ায় বৌষট, সেইরূপ মায়াবীজের অন্তে পিঙ্গোগ্রৈকজটে করতল-পৃষ্ঠাভ্যাং ফট্—এইটি অস্ত্রমন্ত্র কীর্ত্তিত হইয়াছে। ৫৩-৫৪

১। খ—একজটায়ৈ করতল পৃষ্ঠাভ্যাং ফট্। এবং হৃদয়াদিষু তথাচৈকজটামধিকৃত্য নীলতন্ত্রে—বীজান্তে একজটায়ৈ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ইত্যাদি। এবং হৃদয়াদিষু। তথাচেকজটামধিকৃত্য নীলতন্ত্রে বীজান্তে একজটায়ৈ ইত্যাদি।

বীজান্তে ষড়্-দীর্ঘ-যুক্ত-মায়াবীজান্তে[১], ষড়্দীর্ঘ-মায়াবীজান্তে ঙেন্তং নামাভিযোজয়েদিতি পূর্বকল্পে তথাদর্শনাৎ। করাঙ্গন্যাসয়োঃ প্রতিসরে ইত্যত্র পরিসরে ইতি পাঠো ন যুক্তঃ, রক্ষাগ্রন্থি-বন্ধনে অর্ঘ্যদানে কবচান্তরে চ তথৈব দর্শনাদিতি ধ্যেয়ম্। অনুক্তত্বাদত্র বর্ণন্যাস-পীঠন্যাসৌ ন লিখিতৌ। তথা চ ফেৎকারীয়ে—অত্রোক্তমাচরেৎ সম্যক্ নান্যৎ সঞ্চারয়েদ্ বুধঃ। ততঃ ফলার্থিনা তারাষোঢ়ান্যাসঃ কর্ত্তব্যঃ। যথা রুদ্রযামলে (৫৫)—

তারা-ষোঢ়াং প্রবক্ষ্যামি সর্বতন্ত্রেষু গোপিতাম্।
সর্ববিঘ্নোপশমনীং সর্বপাপ-প্রণাশিনীম্॥ ৫৬
মহাদারিদ্র্য শমনীং সর্বসম্পৎ-প্রদায়িনীম্।
সর্বকাম-প্রদাং নিত্যাং সর্বসাম্রাজ্য-দায়িনীম্॥ ৫৭
শিষ্যায় ভক্তিযুক্তায় বিনীতায় মহাত্মনে।
বদান্যায় কুলীনায় শুদ্ধাচার-রতায় চ॥ ৫৮
এবং বিধায় দেবেশি! সাধকায় প্রকাশয়েৎ।
অন্যথা সিদ্ধি-হানিঃ স্যাদিত্যাজ্ঞা শঙ্করৈঃ কৃতা॥ ৫৯

বীজান্তে—ছয়টী দীর্ঘস্বর যুক্ত মায়াবীজের অন্তে, যেহেতু "ষড়্দীর্ঘ-মায়াবীজান্তে ঙেন্তং নামাভিযোজয়েৎ" এই পূর্বকল্পে (নীলসরস্বতী কল্পে) সেইরূপই দেখা যায়। করাঙ্গ ন্যাসস্থলে প্রতিসরে এইস্থলে পরিসরে এই পাঠ প্রমাদ প্রযুক্ত, রক্ষাগ্রন্থি বন্ধনে, অর্ঘ্যদানে ও কবচান্তরে সেইরূপই (প্রতিসরেই) দেখা যায় জানিবে। শাস্ত্রে উক্ত হয় নাই বলিয়া বর্ণন্যাস ও পীঠন্যাস লিখিত হইল না। তাহাই ফেৎকারীয়ে বলিয়াছেন—এই শাস্ত্রে যাহা উক্ত হইয়াছে, পণ্ডিত সাধক তাহারই সম্যক্ প্রকারে অনুষ্ঠান করিবে। অন্য কিছুর আচরণ করিবে না। তাহার পর ফলার্থী সাধকের তারাষোঢ়া ন্যাস কর্ত্তব্য। যেমন রুদ্রযামলে বলিয়াছেন (৫৫)—

সমস্ত তন্ত্রে সুরক্ষিতা সমস্ত বিঘ্নের নিবারিণী সর্বপাপ প্রণাশিনী, মহাদারিদ্র্য-শমনী, সর্বসম্পৎ-প্রদায়িনী, সর্বকামপ্রদা, নিত্যা, সর্বসাম্রাজ্য-দায়িনী তারাষোঢ়া বলিতেছি। ৫৬-৫৭

ভক্তিযুক্ত, বিনীত, মহাত্মা (সর্বদা সকলের হিতচিন্তক) বদান্য, কুলীন, শুদ্ধাচার রত, হে দেবেশি! এইরূপ সাধকের নিকট এই তারাষোঢ়া প্রকাশ করিবে। ইহার অন্যথা করিলে সিদ্ধিহানি হইবে। শঙ্কর এইরূপ আজ্ঞা করিয়াছেন। ৫৮-৫৯

১। খ—বীজান্তে। অনুক্তত্বাদত্র।

রুদ্রৈস্তু প্রথমো ন্যাসো দ্বিতীয়স্তু গ্রহৈর্যুতঃ।
লোকপালৈস্তৃতীয়ঃ স্যাচ্ছিবশক্ত্যা চতুর্থকঃ।
তারাদিভিঃ পঞ্চমঃ স্যাৎ ষষ্ঠঃ পীঠৈর্নিগদ্যতে ॥ ৬০
একেন সহিতা রুদ্রাঃ পঞ্চাশৎ পরিকীর্তিতাঃ।
বিন্দুযুক্তৈর্মাতৃকার্ণৈস্ত্র্যক্ষরী-বীজপূর্বকৈঃ ॥ ৬১
ঙেন্তৈর্নমোঽন্তৈর্দেবেশি! বিন্যসেৎ তান্ ক্রমাৎ সুধীঃ।
তারিণী ত্র্যক্ষরী প্রোক্তা ভববন্ধ-বিনাশিনী ॥ ৬২
নীলবর্ণাং ত্রিনয়নাং শবাসন-সমাযুতাম্।
বিভ্রতীং বিবিধাং ভূষাং মৌলাবক্ষোভ্য-ভূষিতাম্।
এবং ধ্যাত্বা তারিণীন্তু সমাহিতমনাশ্চিরম্ ॥ ৬৩

অথ রুদ্রন্যাসঃ। হ্রীঁ স্ত্রীঁ হূঁ অং শ্রীকণ্ঠেশায় নমঃ। ইত্যাদিনা মাতৃকাবন্ন্যসেৎ। হ্রীং স্ত্রীং হূং আং অনন্তেশায় নমঃ এবং হ্রীং স্ত্রীং হূং ইং সূক্ষ্মেশায়, হ্রীং স্ত্রীং হূং ঈং ত্রিমূর্ত্তীশায়, হ্রীং স্ত্রীং হূং উং অমরেশ্বরেশায়, হ্রীং স্ত্রীং হূং ঊং অর্ঘীশেশায়। হ্রীং স্ত্রীং হূং ঋঁ ভারভূতীশেশায়, হ্রীং স্ত্রীং হূং ৠঁ তিথীশেশায়। হ্রীং স্ত্রীং হূং ঌং স্থাণ্বীশায়। হ্রীং স্ত্রীং হূং ৡং হরেশায়, হ্রীং স্ত্রীং হূং এং ঝিণ্টীশেশায়। হ্রীং স্ত্রীং হূং ঐং ভৌতিকেশায়, হ্রীং স্ত্রীং হূং ওঁ সদ্যোজাতেশায়। হ্রীং স্ত্রীং হূং ঔং অনুগ্রহেশ্বরেশায়। হ্রীং স্ত্রীং হূং অং অক্রূরেশায়।

রুদ্রবর্গের দ্বারা প্রথম ন্যাস অর্থাৎ প্রথম রুদ্র ন্যাস। দ্বিতীয় গ্রহবর্গযুক্ত গ্রহন্যাস। তৃতীয় লোকপালসমূহের দ্বারা যুক্ত লোকপাল ন্যাস। চতুর্থ শিবশক্তিযুক্ত শিবশক্তি ন্যাস। পঞ্চম তারাদিযুক্ত তারাদি ন্যাস। ষষ্ঠ পীঠ সমূহের দ্বারা পীঠ ন্যাস। এই ছয়টি ন্যাস তারাষোঢ়া নামে প্রসিদ্ধ। ৬০

একের সহিত পঞ্চাশৎ (৫১) রুদ্র কীর্ত্তিত হইয়াছে। হে দেবেশি! সুধী সাধক তারার ত্র্যক্ষর বীজপূর্বক বিন্দুযুক্ত মাতৃকাবর্ণ সমূহ চতুর্থী বিভক্ত্যন্ত রুদ্র নাম ও অন্তে নমঃ দিয়া মাতৃকাস্থানে সেই মাতৃকাবর্ণগুলিকে ক্রমে ক্রমে ন্যাস করিবে। ভববন্ধ-বিনাশিনী তারিণী ত্র্যক্ষরা (হ্রীং স্ত্রীং হূং) কথিতা হইয়াছেন। ৬১-৬২

নীলবর্ণা, ত্রিনয়না, শবাসনে আরূঢ়া, বিবিধভূষণ ধারিণী, মস্তকে অক্ষোভ্যভূষিতা তারিণীকে এই মূর্ত্তিতে ধ্যান করিয়া চিরকাল (দীর্ঘকাল) সমাহিত চিত্ত হইয়া ষোঢ়ান্যাস ন্যাস করিবে। ৬৩

অনন্তর মূলোক্ত প্রকারে রুদ্রন্যাস করিবে। অনন্তর হৃদয়ে হ্রীং স্ত্রীং হূং এই ত্র্যক্ষর

হ্রীং স্ত্রীং হূং অঃ মহাসেনেশায়, হ্রীং স্ত্রীং হূং কং ক্রোধশেশায়। হ্রীং স্ত্রীং হূং খঁ চণ্ডেশেশায়। হ্রীং স্ত্রীং হূং গঁ পঞ্চান্তকেশায়, হ্রীং স্ত্রীং হূং ঘঁ শিবোত্তমেশায়, হ্রীং স্ত্রীং হূং ঙঁ একরুদ্রেশায়। হ্রীং স্ত্রীং হূং চঁ কূর্মেশায়। হ্রীং স্ত্রীং হূং ছং একনেত্রেশায়। হ্রীং স্ত্রীং হূং জঁ চতুরাননেশায়। হ্রীং স্ত্রীং হূং ঝঁ অজেশেশায়[১]। হ্রীং স্ত্রীং হূং ঞঁ শর্বেশায়। হ্রীং স্ত্রীং হূং টঁ সোমেশেশায়। হ্রীং স্ত্রীং হূং ঠঁ লাঙ্গলীশায়। হ্রীং স্ত্রীং হূং ডঁ দারুকেশায়। হ্রীং স্ত্রীং হূং ঢঁ অৰ্দ্ধনারীশ্বরেশায়। হ্রীং স্ত্রীং হূং ণঁ উমাকান্তেশায়। হ্রীং স্ত্রীং হূং তঁ আষাঢীশায়। হ্রীং স্ত্রীং হূং থঁ দণ্ডীশায়। হ্রীং স্ত্রীং হূং দঁ অত্রীশায়। হ্রীং স্ত্রীং হূং ধঁ মীনেশায়। হ্রীং স্ত্রীং হূং নং মেষেশায়। হ্রীং স্ত্রীং হূং পঁ লোহিতেশায়। হ্রীং স্ত্রীং হূং ফঁ শিখীশায়। হ্রীং স্ত্রীং হূং বঁ ছগলণ্ডেশায়। হ্রীং স্ত্রীং হূং ভঁ দ্বিরণ্ডেশায়। হ্রীং স্ত্রীং হূং মঁ মহাকালেশায়। হ্রীং স্ত্রীং হূং যঁ বালীশায়। হ্রীং স্ত্রীং হূং রঁ ভুজঙ্গেশায়। হ্রীং স্ত্রীং হূং লঁ পিনাকীশায়। হ্রীং স্ত্রীং হূং বঁ খড়্গীশায়। হ্রীং স্ত্রীং হূং শঁ বকেশায়। হ্রীং স্ত্রীং হূং ষঁ শ্বেতেশায়। হ্রীং স্ত্রীং হূং সঁ ভৃগ্বীশায়। হ্রীং স্ত্রীং হূং হঁ নকুলীশায়। হ্রীং স্ত্রীং হূং লঁ শিবেশায়। হ্রীং স্ত্রীং হূং ক্ষঁ সম্বর্ত্তকেশায়। ইতি রুদ্রন্যাসঃ। ৬৪

স্বরৈর্হৃদি ন্যসেৎ সূর্য্যং রক্তং ত্র্যক্ষরপূর্বকৈঃ।
ভ্রুবোর্মধ্যে যবর্গেণ সোমং শুক্লন্ত বিন্যসেৎ ॥ ৬৫
নেত্রত্রয়ে কবর্গেণ লোহিতং মঙ্গলং ন্যসেৎ।
হৃন্মণ্ডলে তথা শ্যামং চবর্গেণ বুধং ন্যসেৎ ॥ ৬৬
কণ্ঠকূপে পীতবর্ণং টবর্গেণ বৃহস্পতিম্।
পাণ্ডুরাভং তবর্গেণ শুক্রঞ্চ গলদেশকে ॥ ৬৭

বীজ পূর্বক স্বরবর্ণ সহিত রক্তবর্ণ সূর্য্যকে ধ্যান করিবে। ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে ঐ ত্র্যক্ষর বীজপূর্বক য বর্গের সহিত শুক্লবর্ণ সোমকে ন্যাস করিবে। ৬৪-৬৫

নেত্রত্রয়ে ঐ বীজত্রয় পূর্বক লোহিত বর্ণ মঙ্গলকে কবর্গের সহিত ন্যাস করিবে। হৃদয় মণ্ডলে ঐ বীজত্রয় পূর্বক শ্যামবর্ণ বুধকে চবর্গের সহিত ন্যাস করিবে। ৬৬

কণ্ঠকূপে ঐ বীজত্রয় পূর্বক টবর্গের সহিত পীতবর্ণ বৃহস্পতিকে ন্যাস করিবে। গলদেশে ঐ বীজত্রয় পূর্বক তবর্গের সহিত পাণ্ডর বর্ণ শুক্রকে ন্যাস করিবে। ৬৭

১। খ—অজিতেশায়।

নাভিদেশে নীলবর্ণং পবর্গেণ শনৈশ্চরম্।
শবর্গেণ ধূম্রবর্ণং রাহুং বক্তে্র ন্যসেৎ ততঃ।
লক্ষাভ্যাং গুদদেশে চ কেতুং ধূম্রং বরাননে! ॥ ৬৮

অথ প্রয়োগঃ। হৃদি রক্তবর্ণং সূর্য্যং ধ্যাত্বা হ্রীং স্ত্রীং হূং অঁ আং ইং ঈং উং ঊং ঋং ৠং ঌং ৡং এং ঐং ওং ঔং অং অঃ সূর্য্যায় নমঃ। ভ্রূমধ্যে শুক্লবর্ণং চন্দ্রং ধ্যাত্বা হ্রীং স্ত্রীং হূং যঁ রঁ লঁ বঁ সোমায় নমঃ। নেত্রত্রয়ে লোহিতং মঙ্গলং ধ্যাত্বা হ্রীং স্ত্রীং হূং কং খং গং ঘং ঙং মঙ্গলায় নমঃ। হৃদয়মণ্ডলে—শ্যামং বুধং ধ্যাত্বা হ্রীং স্ত্রীং হূং চং ছং জং ঝং ঞং বুধায় নমঃ। কণ্ঠকূপে পীতং বৃহস্পতিং ধ্যাত্বা হ্রীং স্ত্রীং হূং টং ঠং ডং ঢং ণং বৃহস্পতয়ে নমঃ। গলদেশে পাণ্ডুরং শুক্রং ধ্যাত্বা হ্রীং স্ত্রীং হূং তং থং দং ধং নং শুক্রায় নমঃ। নাভিদেশে নীলবর্ণং শনিং ধ্যাত্বা হ্রীং স্ত্রীং হূং পং ফং বং ভং মং শনৈশ্বরায় নমঃ। মুখে—ধূম্রবর্ণং রাহুং ধ্যাত্বা হ্রীং স্ত্রীং হূং শং ষং সং হঁ রাহবে নমঃ। গুদে ধূম্রবর্ণং কেতুং ধ্যাত্বা হ্রীং স্ত্রীং হূং লং ক্ষং কেতবে নমঃ। ইতি গ্রহন্যাসঃ। ৬৯

ইন্দ্রমগ্নিং যমং রক্ষো বরুণং পবনং বিভুম্।
ঈশানমাত্মনো মূর্দ্ধ্নি দিক্ষুচাষ্টস্বনুক্রমাৎ ॥ ৭০
অধোঽনন্তমূর্দ্ধ্বদেশে ব্রহ্মাণঞ্চ ততো ন্যসেৎ।
হ্রস্বদীর্ঘস্বরৈশ্চাষ্টবর্গৈস্ত্র্যক্ষরপূর্বকৈঃ ॥ ৭১

আত্মনো মূর্দ্ধ্নিদেশেঽষ্টদিক্ষু অধ উর্দ্ধ্বঞ্চ বিন্যসেদিত্যর্থঃ। অথ প্রয়োগঃ—হ্রীং স্ত্রীং হূং অঁ আঁ কং খং গং ঘং ঙং ইন্দ্রায় নমঃ। এবং হ্রীং স্ত্রীং হূং ইং

নাভিদেশে ঐ বীজত্রয় পূর্বক পবর্গের সহিত নীলবর্ণ শনিকে ন্যাস করিবে। ঐ বীজত্রয় পূর্বক শবর্গের সহিত ধূম্রবর্ণ রাহুকে ন্যাস করিবে। অনন্তর গুহ্যদেশে ঐ বীজত্রয় পূর্বক ল ও ক্ষ বর্ণের সহিত ধূম্রবর্ণ কেতুকে ন্যাস করিবে। ৬৮

অনন্তর উহার প্রয়োগ কথিত হইতেছে। রক্তবর্ণ সূর্য্যকে ধ্যান করিয়া হৃদয়ে, ভ্রূ মধ্যে, নেত্রত্রয়ে, হৃদয়মণ্ডলে, কণ্ঠকূপে, গলদেশে, নাভিদেশে, মুখে ও গুহ্যদেশে মূলোক্ত প্রকারে গ্রহন্যাস করিবে। ৬৯

নিজের মস্তকের আটটি দিকে যথাক্রমে বীজত্রয় পূর্বক হ্রস্বদীর্ঘ স্বরের সহিত আটটি বর্গের দ্বারা ইন্দ্র, অগ্নি, যম, রক্ষঃ, বরুণ, বায়ু, কুবর ও ঈশানের ন্যাস করিবে। মস্তকের উর্দ্ধ্বদেশে ব্রহ্মাকে, মস্তকের অধোদেশে অনন্তকে ন্যাস করিবে। ৭০-৭১

ঈং চঁ ছং জং ঝং ঞং অগ্নয়ে। হ্রীং স্ত্রীং হূং উং ঊং টং ঠং ডং ঢং ণং যমায়। হ্রীং স্ত্রীং হূং ঋং ৠং তং থং দং ধং নং নৈঋর্তায়। হ্রীং স্ত্রীং হূং ঌং ৡং পং ফং বং ভং মং বরুণায়। হ্রীং স্ত্রীং হূং এঁ ঐঁ যঁ রঁ লঁ বঁ বায়বে। হ্রীং স্ত্রীং হূং ওঁ ঔঁ শঁ ষঁ সঁ হঁ কুবেরায়। হ্রীং স্ত্রীং হূং অঁ অঃ লঁ ক্ষঁ ঈশানায়। অধঃ হ্রীং স্ত্রীং হূং অনন্তায়। উর্ধ্বং—হ্রীং স্ত্রীং হূং ব্রহ্মণে। নমঃ সর্বত্র[১]। ইতি লোকপালন্যাসঃ। ৭২

ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ ঈশ্বরশ্চ সদাশিবঃ।
ততঃ পরশিবো দেবি! ষট্‌শিবাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥ ৭৩

মুলাধারে তু ব্রহ্মাণং ডাকিনী-সহিতং ন্যসেৎ।
সর্বত্র ত্র্যক্ষরীমুক্ত্বা বাদি-সান্তং সবিন্দুকম্॥ ৭৪

স্বাধিষ্ঠানাখ্য-চক্রে তু সবিষ্ণু-রাকিণীং[২] তথা।
বাদি-লান্তং প্রবিন্যস্য নাভৌ তু মণিপূরকে॥ ৭৫

ডাদি-ফান্তার্ণ-সহিতং রুদ্রঞ্চ লাকিনীং তথা।
অনাহতে কাদি-ঠান্তমীশ্বরং কাকিনীং তথা॥ ৭৬

বিশুদ্ধাখ্য-মহাচক্রে ষোড়শস্বর-সংযুতম্।
সদাশিবং শাকিনীঞ্চ বিন্যসেৎ পূর্ববত্ততঃ॥ ৭৭

নিজের মস্তকের আটটি দিকে উর্দ্ধে ও অধোদেশে ন্যাস করিবে, এই অর্থ। অনন্তর মূলোক্ত প্রকারে সর্বত্র অন্তে নমঃ দিয়া লোকপাল ন্যাস করিবে। ৭২

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ঈশ্বর, সদাশিব তাহার পর পরশিব। হে দেবি! এই ছয়টি শিব কীর্ত্তিত হইয়াছেন। ৭৩

এই শিবশক্তি ন্যাসে সর্বত্র ত্র্যক্ষরী বীজ হ্রীং স্ত্রীং হূং বলিয়া মূলাধারে, স্বাধিষ্ঠানে সবিন্দু বকার হইতে সকার পর্য্যন্ত বর্ণ বলিয়া ডাকিনী সহিত ব্রহ্মাকে ন্যাস করিবেন। ৭৪

স্বাধিষ্ঠান নামক চক্রে সবিন্দু বকার হইতে লকার পর্য্যন্ত বর্ণ বলিয়া সবিষ্ণু রাকিণীকে ন্যাস করিবে। নাভিতে মণিপূরকে সবিন্দু ডকার হইতে ফকার পর্য্যন্ত বর্ণ বলিয়া রুদ্র ও লাকিনীকে ন্যাস করিবে। অনাহত চক্রে পূর্ববৎ সবিন্দু ককারাদি ঠকারান্ত বর্ণ উচ্চারণ করিয়া ঈশ্বর ও কাকিনীকে ন্যাস করিবে। ৭৫-৭৬

তাহার পর বিশুদ্ধ নামক মহাচক্রে সবিন্দু ষোড়শ স্বর সংযুক্ত শিব ও শাকিনীকে পূর্ববৎ ন্যাস করিবে। ৭৭

১। খ—নমঃ সর্বত্রেতি পাঠো নাস্তি। ২। খ—সবিষ্ণুং রাকিণীং।

আজ্ঞাচক্রে তু দেবেশি ! লক্ষ-বর্ণ-সমন্বিতম্[১] ।
ব্রহ্মরূপং পরশিবং[২] হাকিনী-সহিতং ন্যসেৎ ॥ ৭৮

অথ প্রয়োগঃ—মূলাধারে হ্রীং স্ত্রীং হূং বঁং শঁং ষঁং সঁং ডাকিনী-সহিত-ব্রহ্মণে নমঃ। এবং স্বাধিষ্ঠানে—হ্রীং স্ত্রীং হূং বঁ ভঁ মঁ যঁ রং লঁ কাকিনী-সহিত-বিষ্ণবে। মণিপুরে—হ্রীং স্ত্রীং হূং ডং ঢ়ং ণং তং থং দং ধং নং পং ফঁ লাকিনী-সহিত-রুদ্রায় নমঃ। অনাহতে—হ্রীং স্ত্রীং হূং কঁ খঁ গঁ ঘঁ ঙং চং ছং জং ঝং ঞং টং ঠং কাকিনী-সহিতেশ্বরায় নমঃ। বিশুদ্ধাখ্যে—অং আং ইং ঈং উং ঊং ঋং ৠং ৯ং ৡং এং ঐং ওং ঔং অং অঃ শাকিনী-সহিত-সদাশিবায় নমঃ। আজ্ঞাচক্রে—হ্রীং স্ত্রীং হূং লং ক্ষং[৩] হাকিনী-সহিত-পর-শিবায় নমঃ। ইতি শিবশক্তিন্যাসঃ। ৭৯

তারা চোগ্রা মহোগ্রা চ বজ্রা নীলা[৪] সরস্বতী।
কামেশ্বরী ভদ্রকালী ইত্যষ্টৌ তারিণী মতা ॥ ৮০
সর্বাদৌ তারিণী-বীজং[৫] সমুচ্চার্য্য ক্রমেণ তু।
স্বরাদি-বসুবর্গেণ ভূষিতেন চ বিন্দুনা।
ঙেন্তা নমোঽন্তা ন্যস্তব্যাস্তারাদ্যা ধ্যান-পূর্বিকাঃ ॥ ৮১
ব্রহ্মরন্ধ্রে ললাটে চ ভ্রূমধ্যে কণ্ঠগহ্বরে।
হৃদয়ে নাভিদেশে চ লিঙ্গে চাধারকে ন্যসেৎ ॥ ৮২

হে দেবেশি। আজ্ঞাচক্রে ল ও ক্ষ বর্ণ ব্রহ্মরূপ পর শিবকে হাকিনী সহিত সংযুক্ত ন্যাস করিবে। ৭৮

অনন্তর মূলোক্ত প্রকারে মূলাধারাদি স্থানে শিবশক্তি ন্যাস করিবে। অনন্তর তারাদি ন্যাস করিবে। তারা, উগ্রা, মহোগ্রা, বজ্রা, নীলা, সরস্বতী, কামেশ্বরী ও ভদ্রকালী—এই আট প্রকার তারিণী কথিত হইয়াছেন। ৭৯-৮০

সর্বপ্রথমে, তারিণী বীজ হ্রীং স্ত্রীং, হূং উচ্চারণ করিয়া পরে বিন্দুভূষিত স্বরাদি আটটি বর্গের সহিত চতুর্থী বিভক্ত্যন্ত ও নমঃ অন্ত তারাদির ধ্যান পূর্বক ন্যাস করিবে। ৮১

ব্রহ্মরন্ধ্রে, ললাটে, ভ্রূমধ্যে, কণ্ঠ কূপে, হৃদয়ে, নাভিদেশে, লিঙ্গে ও মূলাধারে এই

১। খ—হক্ষবর্ণ-সমন্বিতম্। ২। খ—পরং শিবং ব্রহ্মরূপং। ৩। খ—হং ক্ষং শকিনী। ৪। খ—বজ্রকালী সরস্বতী। কামেশ্বরী চ চামুণ্ডা ইত্যষ্টৌ। ৫। খ—তারিণীবর্ণং।

প্রয়োগস্তু। ব্রহ্মরন্ধ্রে—হ্রীং স্ত্রীং হূং অং আং ইং ঈং উং ঊং ঋং ৠং ঌং ৡং এং ঐং ওং ঔং অং অঃ তারায়ৈ নমঃ। ললাটে—হ্রীং স্ত্রীং হূং কং খং গং ঘং ঙং উগ্রায়ৈ নমঃ। ভ্রূমধ্যে—হ্রীং স্ত্রীং হূং চং ছং জং ঝং ঞং মহোগ্রায়ৈ নমঃ। কণ্ঠগহ্বরে—হ্রীং স্ত্রীং হূং টং ঠং ডং ঢং ণং বজ্রায়ৈ নমঃ। হৃদয়ে—হ্রীং স্ত্রীং হূং তং থং দং ধং নং নীলায়ৈ নমঃ। নাভৌ—হ্রীং স্ত্রীং হূং পং ফং বং ভং মং সরস্বত্যৈ নমঃ। লিঙ্গে—হ্রীং স্ত্রীং হূং যঁ রঁ লঁ বঁ কামেশ্বর্য্যৈ নমঃ। মূলাধারে—হ্রীং স্ত্রীং হূং শং ষং সং হং লং ক্ষং ভদ্রকাল্যৈ নমঃ। ইতি তারাদিন্যাসঃ। ৮৩

মূলাধারে কামরূপং হৃদি জালন্ধরং তথা।
ললাটে পূর্ণগির্য্যাখ্যমুড্ডীয়ানং তদূর্দ্ধ্বকম্ ॥ ৮৪
বারাণসীং ভ্রুবোর্মধ্যে জ্বলন্তীং লোচনত্রয়ে।
মায়াবতীং মুখবৃত্তে কণ্ঠে অষ্টপুরীং ততঃ।
অযোধ্যাং নাভিদেশে চ কট্যাং কাঞ্চীং বিনির্দিশেৎ ॥ ৮৫
দশৈতানি প্রধানানি পীঠানি ক্রমতো বিদুঃ।
হ্রস্বদীর্ঘস্বরৈর্বর্গৈর্নমোহন্তৈঃ ক্রমতো ন্যসেৎ ॥ ৮৬

অথ প্রয়োগঃ—মূলাধারে হ্রীং স্ত্রীং হূং অং আং কং খং গং ঘং ঙং কামরূপ-পীঠায় নমঃ। হৃদয়ে—হ্রীং স্ত্রীং হূং ইং ঈং চং ছং জং ঝং ঞং জালন্ধর-পীঠায় নমঃ। ললাটে—উং ঊং টং ঠং ডং ঢং ণং পূর্ণগিরি-পীঠায় নমঃ। ললাটোর্ধ্বে—হ্রীং স্ত্রীং হূং ঋং ৠং তং থং দং ধং নং উড্ডীয়ান-পীঠায় নমঃ। ভ্রুবোঃ—হ্রীং স্ত্রীং হূং ঌং ৡং পং ফং বং ভং মং বারাণসী-পীঠায় নমঃ। লোচনত্রয়ে—হ্রীং স্ত্রীং হূং এং ঐং যং রং লং বং জ্বলন্তী-পীঠায় নমঃ। মুখবৃত্তে—হ্রীং স্ত্রীং হূং ওং ঔং শং ষং সং হং মায়াবতী-পীঠায় নামঃ। কণ্ঠে—

ন্যাস করিবেন। মূলোক্ত প্রকারে তারাদি ন্যাস কর্ত্তব্য। ৮২-৮৩

অনন্তর কামরূপাদি পীঠের ন্যাস করিবেন। মূলাধারে কামরূপ, হৃদয়ে জলন্ধর, ললাটে পূর্ণগিরি, ললাটের উর্ধ্বে ব্রহ্মরন্ধ্রে উড্ডীয়ান, ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে বারাণসী, লোচনত্রয়ে জ্বলন্তী, মুখবৃত্তে মায়াবতী, কণ্ঠে অষ্টপুরী, তাহার পর নাভি দেশে অযোধ্যা, কটিতে কাঞ্চীর ন্যাস নির্দিষ্ট হইয়াছে। ৮৪-৮৫

এই দশটি প্রধান পীঠ ক্রমে ক্রমে ন্যাস করিতে হইবে, জানিবেন। নমঃ অন্ত

হ্রীং স্ত্রীং হূং অং অঃ লং ক্ষং অষ্টপুরী পীঠায় নমঃ। নাভিদেশে—হ্রীং স্ত্রীং হূং অযোধ্যা-পীঠায় নমঃ। কট্যাং—হ্রীং স্ত্রীং হূং কাঞ্চী-পীঠায় নমঃ[১]॥ ইতি পীঠন্যাসঃ। ৮৭

ইতি ষোঢ়া চ কথিতা তারায়াঃ সর্বসিদ্ধিদা।
অক্ষোভ্যঃ সর্বজন্তূনাং ন্যাসস্যাস্য প্রসাদতঃ॥ ৮৮

অক্ষোভ্যঃ অধৃষ্যঃ স্যাদিত্যর্থঃ। ইতি রুদ্রযামলোক্তঃ ষোঢ়ান্যাসঃ।

প্রকারান্তরম্। যথা কালীতন্ত্রে—

মন্ত্রেণান্ত[২]রিতান্ কৃত্বা ষড়্ধা চ মাতৃকাং[৩] ন্যসেৎ।
ক্রমোৎক্রমাদ্[৪] বরারোহে! তারাষোঢ়া প্রকীর্ত্তিতা॥ ৮৯
কৃতেঽস্মিন্ ন্যাসবর্য্যে তু সর্বং পাপং প্রণশ্যতি।
যোগিনীনাং ভবেৎ পূজ্যঃ স দেবো ন তু মানুষঃ॥ ৯০
যং নমন্তি মহেশানি! ষোঢ়া-পুটিত-বিগ্রহাঃ।
অল্পায়ুঃ স ভবেৎ সদ্যো দেবতা কম্পতে ভিয়া।
নাস্ত্যস্য লোকে পূজ্যোঽপি পিতৃ-মাতৃ-মুখো-জনঃ[৫]॥ ৯১

হ্রস্ব ও দীর্ঘ স্বরের সহিত ও বর্গের সহিত ক্রমে ক্রমে এই দশটি পীঠের ন্যাস করিবেন। মূলোক্ত প্রকারে এই ন্যাস কর্ত্তব্য। ৮৬-৮৭

তারার সর্বসিদ্ধি প্রদা এই ষোঢ়ান্যাস কথিত হইল। সমস্ত জীব এই ন্যাসের প্রসাদে অক্ষোভ্য হন। অক্ষোভ্যঃ—অধৃষ্য (অনভিভবনীয়) হন, এই অর্থ। ৮৮

রুদ্রযামলোক্ত ষোঢ়ান্যাস সমাপ্ত হইল

প্রকারান্তর ষোঢ়ান্যাস। যেমন কালীতন্ত্রে বলিয়াছেন—হে বরারোহে! প্রত্যেক মাতৃকাবর্ণকে উপাসিত তারা মন্ত্রের দ্বারা পুটিত করিয়া ক্রমে ও উৎক্রমে (অনুলোমে ও বিলোমে) ন্যাস করিবেন। ইহা তারাষোঢ়া নামে কীর্ত্তিত হইয়াছে। ৮৯

এই ন্যাসশ্রেষ্ঠ ষোঢ়ান্যাস করিলে সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয় এবং যোগিনীগণের পূজ্য হয়। সে দেবতা মানুষ নহে। ৯০

হে মহেশানি! ষোঢ়াপুটিত-দেহ মনুষ্যগণ যাহাকে নমস্কার করে, সে সদ্যঃ অল্পায়ুঃ হয়। তাহাকে দেখিয়া দেবতা ভয়ে কাঁপিতে থাকেন। এই লোকে ইহাঁর সমান পূজ্যও নাই। পিতৃ-মাতৃ-প্রমুখ ব্যক্তিও পূজ্য নহে। ৯১

১। কাঞ্চীপীঠায় নমঃ। ইতি ষোঢ়া চ। ২। উপাসিত-মন্ত্রপুটিতানিত্যর্থঃ। ৩। প্রত্যেকং মাতৃকাবর্ণানিত্যর্থঃ। ৪। ক্রমোৎক্রমং বক্ষ্যতি ন্যাসঃ সংহারান্ত ইত্যাদিনা। ৫। খ—মুখোজনঃ। তদ্বক্তং তন্ত্রান্তরে।

পিতৃ-মাত্রাদিরপি ন পূজ্য ইত্যর্থঃ। তদুক্তং তন্ত্রান্তরে—

ন্যসেৎ[১] সর্গান্বিতাং সৃষ্ট্যা হৃত্যা বিন্দ্বস্তিকাং ন্যসেৎ।
বিন্দু-সর্গান্বিতান্ ন্যসেদ্ ডাদ্যর্ণান্ স্থিতি-বর্ত্মনা ॥ ৯২
সংহৃতের্দ্দোষসংহারঃ সৃষ্টেস্তু সুত-পুষ্টয়ঃ।
স্থিতেস্তু শান্তিবিন্যাসস্তস্মাৎ কার্য্যা ত্রিধা মতঃ ॥ ৯৩
ন্যাসঃ সংহারান্তো মস্করি-বৈখানসেষু বিহিতোঽয়ম্।
স্থিত্যন্তো গৃহমেধিষু সৃষ্ট্যন্তো বর্ণিনামিতি প্রাহুঃ ॥ ৯৪
বৈরাগ্য-যুজি গৃহস্থে সংহারান্তং কেচিদাহুরাচার্য্যাঃ।
সহজানৌ বনবাসিনি স্থিতিঞ্চ বিদ্যার্থিনাং সৃষ্টিং চ ॥ ৯৫

সহজানৌ[২] সস্ত্রীকে। এতেন সৃষ্টি-স্থিতি-সংহৃতি-ক্রমেণ কর্ত্তব্যম্। ষড়্ধা চেতি। সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার-স্থিত্যাদ্যুৎক্রমেণেত্যর্থঃ। সৃষ্টিরকারাদি-

---

পিতৃ-মাতৃমুখঃ, ইহার অর্থ—পিতৃ মাতৃরূপ ব্যক্তিও পূজ্য নহে। তাহাই তন্ত্রান্তরে বলিয়াছেন—

সৃষ্টি ক্রমে বিসর্গ যুক্ত করিয়া ন্যাস করিবে। সংহার ক্রমে অনুস্বার যুক্ত করিয়া ন্যাস করিবে। সংস্থিতিক্রমে ডাদি বর্ণগুলিকে অনুস্বার ও বিসর্গযুক্ত করিয়া ন্যাস করিবে। ৯২

এই সংহার ন্যাস হইতে দোষের নাশ, সৃষ্টি ন্যাস হইতে পুত্র ও পুষ্টি এবং স্থিতিন্যাস হইতে শান্তি স্থাপিত হয়। অতএব তিন প্রকারেই ন্যাস কর্ত্তব্য, ইহা উক্ত হইয়াছে। ৯৩

এই সংহারান্ত ন্যাস অর্থাৎ সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার মস্করি (ভিক্ষু), বৈখানস (বানপ্রস্থী) গণের মধ্যে বিহিত। গৃহস্থগণের মধ্যে স্থিত্যান্ত ন্যাস অর্থাৎ সৃষ্টি ও স্থিতি। বর্ণিগণের (ব্রহ্মচারিগণের) মধ্যে কেবল সৃষ্টিন্যাস বিহিত হইয়াছে। ৯৪

বৈরাগ্যবান্ গৃহস্থগণের মধ্যে সংহার ন্যাস, সস্ত্রীক বনবাসিগণের মধ্যে স্থিতিন্যাস এবং বিদ্যার্থিগণের মধ্যে সৃষ্টি ন্যাস—ইহা কোন আচার্য্য বলেন। ৯৫

সহজানৌ—সস্ত্রীকে। সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার ক্রমেই এই ন্যাস কর্ত্তব্য। ষড়্ধা চ ইহার অর্থ—সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার, স্থিতি প্রভৃতি উৎক্রমে। সৃষ্টি—অকারাদি ক্ষকারান্ত।

১। মন্ত্রেণান্তরিতানিত্যাদিনা যৎ যোঢ়ান্তরমুক্তং তৎ সৃষ্ট্যাদিক্রমেণৈব কর্ত্তব্যমিত্যাহ ন্যসেদিত্যাদিনা। ২। খ—সহজানৌ বনব্যসিনি স্থিতিঞ্চ। বিদ্যার্থিনাং সৃষ্টিন্। এতেন সৃষ্টি।

ক্ষকারান্তঃ। স্থিতির্ডাদি-ঠান্তঃ। সংহৃতিঃ ক্ষকারাদ্যকারান্তঃ। অথ ষোঢ়ান্তরম্ যথা রুদ্রযামলে (৯৬)—

শৃণু দেবি! প্রবক্ষ্যামি গুহ্য-ষোঢ়া দ্বিয়ং প্রিয়ে[১]!।
ন প্রকাশ্যমিদং ক্বাপি মন্ত্রিণঃ কায়-শোধনে ॥ ৯৭
প্রণবং মাতৃকাবর্ণৈঃ পুটিতং মাতৃকাস্থলে।
তেনৈব পুটিতং বর্ণং ন্যসেৎ তত্রৈব পার্বতি! ৯৮
মায়াবীজং তথা দেবি! বিন্যস্তব্যং প্রযত্নতঃ।
বধূবীজং তথা চৈব বিন্যসেৎ সুসমাহিতঃ ॥ ৯৯
কূর্চবীজং তথা দেবি! ন্যসনীয়মশেষতঃ।
অস্ত্রঞ্চৈব তথা ন্যস্ত্বা সকলং তদনন্তরম্ ॥ ১০০
গুহ্যষোঢ়া দ্বিয়ং দেবি! ন প্রকাশ্যা কদাচন।
অবশ্যং প্রত্যহং কার্য্যা ন পূজা ন জপস্তথা[২] ॥ ১০১

স্থিতি—ডাদি-ঠান্ত। সংহার—ক্ষকরাদি অকারান্ত। অনন্তর ষোঢ়ান্তর রুদ্র যামলে বলিয়াছেন (৯৬)—

হে দেবি! আর একটি ষোঢ়া বলিতেছি, শ্রবণ কর। ইহা গুহ্য ষোঢ়া, ইহা কোনও স্থলে প্রকাশ্য নহে। হে পার্বতি! সাধকের দেহশুদ্ধির জন্য মাতৃকাবর্ণের দ্বারা প্রণবকে এবং প্রণবের দ্বারা মাতৃকাবর্ণকে পুটিত করিয়া সেই মাতৃকাস্থানেই ন্যাস করিবেন। যেমন ললাটে অং ওঁ অং নমঃ, আং ওঁ আং নমঃ ইত্যাদি। ওঁ অং ওঁ নমঃ, ওঁ আং ওঁ নমঃ ইত্যাদি। ৯৭-৯৮

হে দেবি! মায়াবীজকে সেইরূপ অর্থাৎ মায়াবীজকে অকারাদি বর্ণের দ্বারা এবং মাতৃকাবর্ণগুলিকে মায়াবীজের দ্বারা পুটিত করিয়া যত্নপূর্বক ন্যাস করিবে। সুসমাহিত হইয়া বধূবীজকে মাতৃকাবর্ণগুলি দ্বারা এবং মাতৃকাবর্ণগুলিকে বধূবীজের দ্বারা পুটিত করিয়া সেইরূপ মাতৃকাস্থানে ন্যাস করিবে। ৯৯

হে দেবি। কূর্চবীজকে সেইরূপ মাতৃকাবর্ণগুলির দ্বারা এবং মাতৃকাবর্ণগুলিকে কূর্চবীজের দ্বারা পুটিত করিয়া অশেষে ন্যাস করিবে। তাহার পর এইরূপ অস্ত্রকে (ফট্‌কে) মাতৃকাবর্ণের দ্বারা এবং মাতৃকাবর্ণকে ফট্ দ্বারা পুটিত করিয়া ন্যাস করিয়া সকলকে সকল করিবে। ১০০

হে দেবি। এই গুহ্য ষোঢ়া কখনও প্রকাশ্য নহে। প্রত্যহ ইহা অবশ্য করিবে। পূজা করিবে না। সেইরূপ জপ করিবে না। ১০১

১। খ—পাদদ্বয়ং নাস্তি। ২। খ—ন জপস্তথা। অথবা পূর্বোক্তা কালীষোঢ়া।

এতৎ-করণে পূজা-জপাকরণেঽপি ন প্রত্যবায় ইতি ভাবার্থঃ। এতেনাবশ্যকতা দর্শিতা। অথবা পূর্বোক্তা কালীষোঢা কর্ত্তব্যা। যথা যামলে (১০২)—

গুহ্য-ষোঢা সদা কার্য্যা তারিণ্যা মন্ত্র-সিদ্ধয়ে।
কালীষোঢ়াঽথবা দেবি! ন পূজা ন জপস্ততঃ॥ ১০৩

ইতি ষোঢ়া-প্রকরণম্।

ততো মূলমুচ্চার্য্য শির আদি পাদ-পর্য্যন্তং পাদাদি-শিরোঽন্তং হৃদাদি-মুখ-পর্য্যন্তং ব্যাপক ত্রয়ং ন্যসেৎ। অথবা প্রণব-পুটিত-মূলেন ব্যাপক-ন্যাসং[1] কুর্য্যাৎ। তদুক্তং ফেৎকারীয়ে—

ওঁ কারপুটিতং কৃত্বা মনুনা ব্যাপকং ন্যসেৎ[2] ॥ ১

ততঃ পুষ্পং গৃহীত্বা বক্ষ্যমাণ-ধ্যান-শ্লোকং পঠন্ দেবতাং হৃদি চিন্তয়ন্ স্বশিরসি তৎ পুষ্পং বিন্যস্য মানসৈরুপচারৈঃ সুধাসমুদ্র-মাংস-পর্বতাদ্যৈ-নৈবেদ্য-রহিতৈরুক্ত-মানসপূজা-রীত্যা সংপূজ্য বিশেষার্ঘ্য-স্থাপনং কুর্য্যাৎ। ২

ইহা করিলে পূজা, জপাদি না করিলেও প্রত্যবায় হয় না, ইহাই ভাবার্থ। ইহা দ্বারা ইহার আবশ্যকতা দর্শিত হইয়াছে। অথবা পূর্বোক্ত কালীষোঢ়াই কর্ত্তব্য। যেমন যামলে বলিয়াছেন (১০২)—

মন্ত্র সিদ্ধির জন্য তারিণীর গুহ্য ষোঢ়া সর্বদাই কার্য্য। অথবা হে দেবি! কালীষোঢ়া করিবে। জপ ও পূজা করিবে না। ১০৩

ষোঢ়াপ্রকরণ সমাপ্ত হইল।

অনন্তর ব্যাপক ন্যাস। অনন্তর ষোঢ়ান্যাসের পরে মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া মস্তক হইতে পাদ পর্য্যন্ত, পাদ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত, হৃদয় হইতে মুখ পর্য্যন্ত তিনবার ব্যাপক ন্যাস করিবে। অথবা প্রণব পুটিত মূলমন্ত্রের দ্বারা ব্যাপক ন্যাস করিবে। তাহাই ফেৎকারীয়ে উক্ত হইয়াছে—ওঁকার পুটিত করিয়া মূলমন্ত্রের দ্বারা ব্যাপক ন্যাস করিবে। ১

তাহার পর কূর্ম মুদ্রায় পুষ্প লইয়া বক্ষমাণ ধ্যান শ্লোক পড়িতে পড়িতে দেবতাকে হৃদয়ে চিন্তা করিতে করিতে নিজের মস্তকে সেই পুষ্প রাখিয়া মানস উপচারে নৈবেদ্যরহিত সুধাসমুদ্র মাংসপর্বতাদি দ্বারা উক্ত মানসপূজার রীতিতে পূজা করিয়া বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করিবেন। ২

১। খ—ব্যাপকন্যাসং সপ্তধা বা পঞ্চধা। ২। খ—ন্যসেৎ। ততোঽর্ঘ্যস্থাপনম্। যথা স্ববামে ত্রিকোণবৃত্ত।

তদ যথা—স্ববামে আধারমুখ-ত্রিকোণ-বৃত্ত-চতুরস্র-মণ্ডলং কৃত্বা সাধার-পাত্রং মূলেন[১] প্রক্ষাল্য তত্র সংস্থাপ্য মূলেন শুদ্ধজলেনাপূর্য্য রক্তচন্দন-বিল্ব-পত্রাক্ষতাদীনি তত্র নিক্ষিপ্য[২] মঁ বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ, অঁ সূর্য্য-মণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ, উঁ সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ ইতি ত্রিপদিকায়াং পাত্রে জলে চ সংপূজ্য ওঁ গঙ্গে চেত্যাদিনাঙ্কুশমুদ্রয়া সূর্য্য-মণ্ডলাত্তীর্থমাবাহ্যার্ঘ্যস্যাগ্নীশাসুর-বায়ু-কোণেষু মধ্যে দিক্ষু চ হ্রাঁ অখিলবাগ্-রূপিণ্যৈ হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদিনা হ্রাঁ একজটায়ৈ হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদিনা বা যথাযোগং ষড়ঙ্গানি বিন্যস্যার্ঘপাত্রং মৎস্যমুদ্রয়াচ্ছাদ্য তদুপরি মূলং দশধা জপেৎ। তথাচ কালীতন্ত্রে—দশকৃত্বো জপেদ্বিদ্যাং দেবতা-ভাবসিদ্ধয়ে॥ ৩

তদর্ঘ্যং[৩] ফড়িত্যস্ত্র-মুদ্রয়া সংরক্ষ্য হুমিত্যবগুণ্ঠন-মুদ্রয়াবগুণ্ঠ্য বমিতি ধেনু-মুদ্রয়ামৃতীকৃত্য ভূতিনী-যোনি-মুদ্রে প্রদর্শ্য তেজোময়ং তজ্জলং বিভাব্য তদ্দক্ষিণে পাদ্যমাচমনীয়ঞ্চ সংস্থাপ্যার্ঘ্য-জলং কিঞ্চিৎ প্রোক্ষণী-পাত্রস্থ-জলে

বিশেষার্ঘ্য স্থাপন যথা—নিজের বামভাগে মূলাধারমুখ ত্রিকোণ, বৃত্ত ও চতুরস্র মণ্ডল করিয়া সাধার পাত্রকে মূলের দ্বারা প্রক্ষালন করিয়া, সেই মণ্ডলে রাখিয়া, মূল মন্ত্রে শুদ্ধ জলের দ্বারা সেই পাত্র পূরণ করিয়া, রক্তচন্দন, বিল্বপত্র, গন্ধপুষ্প, অক্ষত প্রভৃতি সেই পাত্রে নিক্ষেপ করিয়া, ওঁ মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ মন্ত্রে ত্রিপদিকাতে, ওঁ অং সূর্য্যমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ মন্ত্রে পাত্রে, ওঁ উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ মন্ত্রে জলে পূজা করিয়া, ওঁ গঙ্গে চ ইত্যাদি মন্ত্রে অঙ্কুশ মুদ্রায় সূর্য্যমণ্ডল হইতে তীর্থ আবাহন করিয়া, অর্ঘ্যের অগ্নি, ঈশান, অসুর (নিঋতি) ও বায়ুকোণে মধ্যে ও দিক্‌সমূহে ওঁ হ্রাং অখিল-বাগ্‌রূপিণ্যৈ নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে অথবা ওঁ হ্রাং একজটায়ৈ নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে যথাযোগ্য ষড়ঙ্গন্যাস করিয়া, অর্ঘ্যপাত্রকে মৎস্য মুদ্রায় আচ্ছাদন করিয়া, সেই অর্ঘ্যপাত্রের উপরে দশবার মূলমন্ত্র জপ করিবেন। সেইরূপ কালীতন্ত্রে বলিয়াছেন—দেবভাবের সিদ্ধির জন্য দশবার বিদ্যা জপ করিবে। ৩

সেই অর্ঘ্য "ফট্" এই অস্ত্র মন্ত্রে অস্ত্রমুদ্রায় রক্ষা করিয়া, হুং এইমন্ত্রে অবগুণ্ঠন মুদ্রায় অবগুণ্ঠন করিয়া, বং এই মন্ত্রে ধেনুমুদ্রায় অমৃতীকরণ করিয়া, ভূতিনী মুদ্রা ও যোনি মুদ্রা দেখাইয়া, অর্ঘ্যজলকে তেজোময় ভাবনা করিয়া, সেই অর্ঘ্যের দক্ষিণে পাদ্য ও

১। খ—মূলেনেতি নাস্তি। ২। খ—নিক্ষিপ্যার্ঘস্যাগ্নীশাসুর। ৩। খ—তদর্ঘ্যং অস্ত্রেণ রক্ষ্য ধেনুযোনিমুদ্রে প্রদর্শ্য।

নিক্ষিপ্য তেনোদকেনাত্মানং পূজোপকরণঞ্চাভ্যুক্ষেৎ[১]। বস্তুতস্ত্বেতদ্-বিষয়ে ভূতশুদ্ধ্যনন্তরমেবার্ঘ্যং কার্য্যম্।

ভূতশুদ্ধিং বিধায়াথ অর্ঘ্যাদি-স্থাপনঞ্চরেৎ।
প্রাণায়ামং ততঃ কৃত্বা ঋষ্যাদিন্যাসমাচরেৎ॥ ৪

ইতি ফেৎকারীয়ে বিশেষ্যাভিধানাদিতি। ততঃ পুষ্পাঞ্জলিং রক্তচন্দন-বিল্বপত্র-জবা-করবীরাপরাজিতা-পুষ্প-সমন্বিতং বিরচয্যাত্মাভেদেন দেবীং ধ্যায়েদ্। যথা:—

প্রত্যালীঢ়-পদার্পিতাঙ্‌ঘ্রি-শব-হৃদ্ ঘোরাট্টহাসা পরা
খড়্গেন্দীবর-কর্ত্রি-খর্পরভুজা হূঙ্কারবীজোদ্ভবা।
খর্বা নীলবিশাল-পিঙ্গল-জটাজূটোগ্রনাগৈর্যু্তা
জাড্যং ন্যস্য কপালকে ত্রিজগতাং হন্ত্যুগ্রতারা স্বয়ম্॥ ৫

অস্যার্থঃ—পদং সংস্থানং, তথাচ প্রত্যালীঢ়-পদেন বামপদাকুঞ্চনসহকৃত-দক্ষিণপদ-প্রসরণরূপ-সংস্থানেনার্পিতো অঙ্ঘ্রিঃ শবহৃদি যয়া তাদৃশী। শবহৃদি

আচমনীয় স্থাপন করিয়া, বিশেষার্ঘ্যের কিছু জল প্রোক্ষণী পাত্রের জলে নিক্ষেপ করিয়া, সেই প্রোক্ষণী পাত্রের জলের দ্বারা নিজেকে পূজার উপকরণ সমূহকে অভ্যুক্ষণ করিবেন। বস্তুতঃ এই পূজা বিষয়ে ভূতশুদ্ধির অনন্তর বিশেষার্ঘ্য স্থাপন কর্ত্তব্য। যেহেতু—

অনন্তর ভূতশুদ্ধি করিয়া বিশেষার্ঘ্যের স্থাপন করিবে। তাহার পর প্রাণায়াম করিয়া ঋষ্যাদিন্যাস করিবে। ৪

এইরূপ বিশেষ উক্ত হইয়াছে। তাহার পর কূর্মমুদ্রায় রক্তচন্দন যুক্ত বিল্বপত্র জবা, অপরাজিতা পুষ্প বিশিষ্ট পুষ্পাঞ্জলি রচনা করিয়া আত্মার সহিত অভেদে দেবীকে ধ্যান করিবেন।

ধ্যান-শ্লোকের অর্থ—শবের হৃদয়ে প্রত্যালীঢ় আকারে চরণ স্থাপন কারিণী, ঘোর অট্টহাসকারিণী, পরা, বাহুচতুষ্টয়ে খড়্গ, ইন্দীবর, কর্ত্রিকা ও খর্পরধারিণী, হূঙ্কার বীজোদ্ভবা, খর্বা, নীল পিঙ্গল জটাজূটে মণ্ডিতা, উগ্রনাগ সমূহের দ্বারা ভূষিতা, ত্রিজগতের জাড্য কপালে রাখিয়া স্বয়ং উগ্রতারা উহা নাশ করিতেছেন। ৫

সেই শ্লোকের অর্থ। পদ শব্দের অর্থ—সংস্থান অর্থাৎ সন্নিবেশ বা অবস্থান।

১। খ—পূজোপকরণঞ্চ ত্রিরভ্যুক্ষ্য অর্ঘস্য দক্ষিণে পাদ্যাচমনীয়ে সংস্থাপয়েত। ভূতশুদ্ধ্যনন্তরমর্ঘাং কার্য্যম্। যথা ফেৎকারীয়ে—ভূতশুদ্ধিং।

দক্ষিণপাদং প্রসারণেন নির্ভরং বিন্যস্য শবপাদ-দ্বয়োপরি বাম-পাদমাকুঞ্চনেন বিন্যস্য তিষ্ঠতীত্যর্থঃ। এবমেব প্রত্যালীঢ়-শব্দার্থঃ। যৎ তু শঙ্করাচার্য্য-কৃত-স্তবে শবং বামপাদেন কণ্ঠে নিপীড্য স্থিতাং দক্ষিণেনাঙ্ঘ্রিণাঙ্ঘ্রী নিপীড্যেতি দৃশ্যতে, তৎ তু রূপান্তর-পরতয়া ব্যত্যাসান্বয়েন বা সমর্থনীয়ম্। ৬

নম্বেবং সংস্থান-বিশেষো যদি সর্বদৈব, তদা কদাচিদপ্যুপবেশনাদি ন স্যাৎ, সর্বদৈব খড়্গাদি-যোগশ্চ স্যাদিতি চেন্ন অপরাপর-বেশাদেঃ সত্ত্বেঽপি এতাদৃশ-রূপস্য ধ্যেয়ত্বেন নির্দ্দেশাৎ। এবমেবাপরদেবতা-ধ্যানেঽপি বোধ্যম্। ৭

যদ্বা প্রত্যালীঢ়ং পদং যস্যাঃ, সা প্রত্যালীঢ়পদা, অর্পিতোঽঙ্ঘ্রিঃ শবহৃদি যয়া, সা অর্পিতাঙ্ঘ্রি শবহৃদিতি পদদ্বয়মেকপদং বা। খড়্গাদি-সংস্থানন্তু দক্ষিণোর্দ্ধ-বামোর্দ্ধ-দক্ষিণাধো-বামাধঃ-ক্রমেণ। হূঁঙ্কারেতি। হূঙ্কারবীজো-

---

সুতরাং প্রত্যালীঢ় পদের দ্বারা অর্থাৎ বামপাদের আকুঞ্চন সহকারে দক্ষিণপাদ প্রসারণ রূপ সংস্থান দ্বারা শবের হৃদয়ে অর্পিত হইয়াছে দক্ষিণ অঙিঘ্র যাঁহার কর্ত্তৃক, তিনি তাদৃশী অর্থাৎ প্রত্যালীঢ় পদে অর্পিতাঙ্ঘ্রি শবহৃৎ। শবের হৃদয়ে দক্ষিণ পাদ প্রসারণের দ্বারা নির্ভরভাবে স্থাপন করিয়া, শবের পাদদ্বয়ের উপরে বামপাদকে আকুঞ্চন করিয়া স্থাপনের দ্বারা দাঁড়াইয়া আছেন—এই অর্থ। ইহা প্রত্যালীঢ় শব্দের অর্থ। শঙ্করাচার্য্য কৃত স্তবে—শবং বামপাদেন কণ্ঠে নিপীড্য স্থিতাং দক্ষিণেনাঙঘ্রী নিপীড্য অর্থাৎ শবকে বামপাদের দ্বারা কণ্ঠে নিপীড়ন করিয়া দক্ষিণ অঙিঘ্র (চরণ) দ্বারা দুই অঙিঘ্র পীড়ন করিয়া অবস্থিতা আছেন—এই যে অন্তরূপ দেখা যায়, তাহা দেবীর অন্যমূর্ত্তি তাৎপর্য্যে অথবা বিপরীত অন্বয়ের দ্বারা অর্থাৎ দক্ষিণেনাঙিঘ্রণা শবং কণ্ঠে নিপীড্য বামপাদেনাঙঘ্রী নিপীড্য স্থিতাং অর্থাৎ দক্ষিণ চরণের দ্বারা শবের কণ্ঠ নিপীড়ন করিয়া বামপাদের দ্বারা (শবের) পাদদ্বয় নিপীড়ন করিয়া অবস্থিতা—এইরূপ অন্বয়ের দ্বারা সমর্থন করিতে হইবে। ৬

আচ্ছা, এই সংস্থান বিশেষ যদি সর্বদাই থাকে, তবে কখনও তাঁহার উপবেশনাদি হইবে না এবং সর্বদা খড়্গাদির সংযোগ থাকুক, এই যদি কেহ বলেন। তবে বলিব—না। যেহেতু অন্যান্য বেশ থাকিলেও এতাদৃশ রূপই ধ্যেয় বলিয়া শাস্ত্রের নির্দ্দেশ আছে। অন্যান্য দেবতার ধ্যানেও এইরূপই বুঝিতে হইবে। ৭

অথবা প্রত্যালীঢ় পদ যাঁহার, তিনি প্রত্যালীঢ়-পদা, অর্পিত শবহৃদি, শব হৃদয়ে অঙিঘ্র যৎ কর্ত্তৃক তিনি অর্পিতাঙিঘ্র-শব্দহৃৎ। অতএব ইহা দুইটি পদ অথবা একটি পদ। খড়্গাদি আয়ুধের অবস্থান কিন্তু দক্ষিণের উর্দ্ধহস্ত ও বামের উর্দ্ধহস্ত এবং দক্ষিণের অধোহস্ত এবং বামের অধোহস্ত ক্রমে হইবে। হূঙ্কারবীজ এই কথার অর্থ—

পরিষ্টাদাবির্ভূতামিত্যর্থঃ। এতদুক্তমস্যা ভূতশুদ্ধৌ। নীলেতি নীলো নীলবর্ণঃ বিশাল-পিঙ্গল-জটাজূটশ্চ উগ্রনাগাশ্চ তৈর্যুতা। যদ্বা বিশালঃ পিঙ্গলো জটাজূটো যস্যাঃ, সা তাদৃশী। ততশ্চ নীলয়া কর্মধারয়ঃ। তথাচ নীল-বিশাল-পিঙ্গল-জটাজূটেত্যেকপদং বা। শেষং সুগমম্। ৮

এতাদৃশ রূপস্য ধ্যেয়ত্বেন তদর্থোপস্থাপকতয়া ধ্যান-পদ্যস্যাপি পাঠ্যতা। বস্তুতস্তু ধ্যান-পদ্যস্যাবশ্য-পাঠ্যত্বং প্রচণ্ডচণ্ডিকা-প্রকরণে প্রোক্তম্। তস্য চ উপলক্ষণ-পরতয়া সার্বত্রিকত্বমিতি। ৯

এবং বিভাব্য কর-কলিত-দূর্বাক্ষত-রক্তচন্দন-মিলিত-দিনকর-কিরণারুণ-কুসুমাঞ্জলৌ মাতৃকা-যন্ত্রং ধ্যাত্বা হৃদয়াদ্ মূল-মন্ত্র-তেজোময়ীং শুদ্ধজ্ঞান-চৈতন্য-ময়ীং ষট্চক্র-ভেদেন শিরঃস্থিত-সহস্রদল-কমল-কর্ণিকান্তর্গত-পরমশিবং প্রাপয্য ক্রিয়া-সমভিব্যাহারেণ তদমৃতাম্বুধৌ বিশ্রাম্য তদমৃত-লোলীভূতাং চৈতন্যানন্দময়ীং তাং প্রবহন্-নাসাপুটাদানীয় মূলেন কল্পিত-মূর্ত্তাবাবাহয়েৎ। তন্ত্রান্তরে (১০)—

হুংকার বীজের উপরিভাগে আবির্ভূতা। ইহাঁর ভূতশুদ্ধিতে ইহা উক্ত হইয়াছে। নীল এই পদের অর্থ—নীল অর্থাৎ নীলবর্ণ যে বিশাল পিঙ্গল জটাজূট ও উগ্রনাগ (কর্মধারয়) তাহাদের কর্তৃক যুতা (যুক্তা) অথবা বিশাল পিঙ্গল জটাজূট যাঁহার, তিনি বিশাল পিঙ্গল জটজূটা, তাহার পর নীলা পদের সহিত কর্মধারয়। অথবা তাহা হইলে নীল বিশাল পিঙ্গল জটাজূটা এইটি একটি পদ। শেষ পাদের অর্থ সুগম। ৮

এতাদৃশ রূপটি ধ্যেয় বলিয়া সেই অর্থের (রূপের) উপস্থাপক বলিয়া ধ্যান শ্লোক পড়িতে হয়। বস্তুতঃ ধ্যান শ্লোক অবশ্য পাঠ্য, ইহা প্রচণ্ডচণ্ডিকা প্রকরণে উক্ত হইয়াছে। সেইটির সকল ধ্যান-শ্লোকের উপলক্ষণে তাৎপর্য্য বলিয়া সকল স্থলেই প্রযোজ্য (পাঠ্য)। ৯

এই প্রকার রূপ (মূর্ত্তি) ধ্যান করিয়া করতল গৃহীত দূর্বাক্ষত রক্তচন্দন যুক্ত সূর্য্য-কিরণের ন্যায় অরুণ বর্ণ কুসুমাঞ্জলিতে মাতৃকা যন্ত্র ধ্যান করিয়া হৃদয় হইতে মূলমন্ত্র-রূপ তেজোময়ী শুদ্ধ জ্ঞান চৈতন্যময়ী দেবীকে ষট্চক্রভেদের দ্বারা শিরঃস্থিত সহস্রদল কমলের কর্ণিকার অন্তর্গত পরমশিবের সহিত মিলিত করাইয়া ক্রিয়া সমভিহার দ্বারা সেই অমৃত সিন্ধুতে বিশ্রাম করাইয়া সেই অমৃতের দ্বারা লোলীভূতা চৈতন্যানন্দময়ী সেই দেবীকে প্রবহমান নাসা পুটের দ্বারা আনিয়া মূলের দ্বারা কল্পিত মূর্ত্তিতে স্থাপন করিয়া আবাহন করিবেন। যেমন তন্ত্রান্তরে বলিয়াছেন (১০)—

দেবীং সুষুম্না-মার্গেণ চানীয় ব্রহ্মরন্ধ্রকম্ ।
বহন্নাসাপুটে ধ্যাত্বা নির্যান্তীং স্বাঞ্জলিস্থিতাম্ ।
পুষ্পে আরোপ্য তৎ পুষ্পং প্রতিমাদৌ নিধাপয়েৎ ॥ ১১

ততঃ— ওঁ দেবেশি ! ভক্তি-সুলভে ! পরিবার-সমন্বিতে ।
যাবত্ত্বাং পূজয়িষ্যামি তাবৎ ত্বং সুস্থিরা ভব ॥

ইতি পঠিত্বা তত্তন্নাম্নাবাহনাদিকং কুর্য্যাৎ। যথা—ওঁ শ্রীমদেকজটে ইহাবহাবহ[১] ইত্যনামিকা-মূলপর্ব-গতাঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলিরূপাবাহনমুদ্রাং দর্শয়ন্নাবাহনম্, ইহ তিষ্ঠ তিষ্ঠ ইতি তমেবাধোমুখং[২] স্থাপনমুদ্রাখ্যং দর্শয়ন্ স্থাপনম্, ইহ সন্নিধেহি সন্নিধেহি ইত্যূর্দ্ধাঙ্গুষ্ঠমুষ্টিযুগং[৩] সন্নিধাপন-মুদ্রাখ্যং দর্শয়ন্ সন্নিধাপনম্, ইহ সন্নিরুধ্যস্ব সন্নিরুধ্যস্ব ইতি গর্ভিতাঙ্গুষ্ঠমুষ্টিযুগং[৪] সন্নিরোধন-মুদ্রাখ্যং দর্শয়ন্ সন্নিরোধনম্, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু মম পূজাং গৃহাণেতি উত্তান-মুষ্টি-যুগলাত্মক-সংমুখীকরণ-মুদ্রাং দর্শয়ন্ সংমুখীকরণম্। দেব্যঙ্গে-ষড়ঙ্গ-ন্যাসাত্মক-সকলীকরণম্। হুমিত্যবগুণ্ঠনমুদ্রাং দর্শয়ন্নবগুণ্ঠনম্। বমিতি

সুষুম্নাপথে দেবীকে ব্রহ্মরন্ধ্রে আনিয়া প্রবহমান নাস পুট হইতে নির্গমনকারিণী নিজ অঞ্জলি স্থিত পুষ্পে দেবীকে ধ্যান করিয়া সেই পুষ্পে স্থাপন করিয়া সেই পুষ্পকে প্রতিমাদিতে স্থাপন করিবেন। ১১

তাহার পর ওঁ দেবেশি। ভক্তিসুলভে ইত্যাদি মূলোক্ত শ্লোক মন্ত্র পড়িয়া সেই সেই নামে আবাহন করিবেন। যথা—ওঁ শ্রীমদেকজটে ইহাবহ ইহাবহ এই মন্ত্রে অনামিকা মূলপর্বগত অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলিরূপ আবাহন মুদ্রা দেখাইয়া আবাহন, ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ এই মন্ত্রে সেই অঞ্জলিকে অধোমুখে স্থাপন রূপ স্থাপনী মুদ্রা দেখাইয়া স্থাপন, ইহ সন্নিধেহি ইহ সন্নিধেহি বলিয়া উর্দ্ধাঙ্গুষ্ঠ মুষ্টিদ্বয় রূপ সন্নিধাপন মুদ্রা দেখাইয়া সন্নিধাপন, ইহ সন্নিরুধ্যস্ব ইহ সন্নিরুধ্যস্ব বলিয়া মুষ্টিগত অঙ্গুষ্ঠ মুষ্টিদ্বয়-রূপ সন্নিরোধন মুদ্রা দেখাইয়া সন্নিরোধন, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ বলিয়া উত্তান মুষ্টি যুগলরূপ সম্মুখীকরণ মুদ্রা দেখাইয়া সম্মুখীকরণ করিবেন। দেবীর অঙ্গে ষড়ঙ্গন্যাসকে সকলীকরণ বলেন। হুং বলিয়া অবগুণ্ঠন মুদ্রা দেখাইয়া অবগুণ্ঠন, বং বলিয়া ধেনু

১। খ—ইহাগচ্ছ ইত্যঞ্জলিং দর্শয়েৎ। ২। খ—অধোমুখং ইহ সন্নিধেহি। ৩। খ—মুষ্টিযুগং ইহ সন্নিরুধ্যস্ব। ৪। খ—মুষ্টিধূপং দর্শয়েৎ। ততোঽবগুণ্ঠনমুদ্রয়া কবচেনাবগুণ্ঠ্য ধেনুমুদ্রয়া পরমীকৃত্যাধোঙ্গুষ্ঠ-প্রসারিতমুষ্টিযুগলেন সম্মুখীকুর্য্যাৎ। ততো যোন্যাদি পঞ্চমুদ্রা-বীজ সহিতা দর্শয়েৎ। আবাহনাদি।

ধেনুমুদ্রাং দর্শয়ন্নমৃতীকরণম্। অন্যোহন্যগ্রথিতাঙ্গুষ্ঠ-প্রসারিত-করদ্বয়াঙ্গুল্যাত্মক মহামুদ্রাং দর্শয়ন্নায়ুধাভরণাদিভিঃ পূর্ণীকরণরূপং পরমীকরণং কুর্য্যাৎ। ততো যোনি-ভূতিনী-বীজদানব-ধূমকেতু-লেলিহাখ্যাঃ পঞ্চমুদ্রাঃ সবিন্দ্বেকাদশস্বর-মায়া-বাগ্‌ভব-বধূ-কূর্চানাং যথাক্রমমেকৈক-বীজমুক্ত্বা দর্শয়েৎ। "আবাহনাদিমুদ্রাভিঃ পঞ্চমুদ্রাঃ প্রদর্শয়ে"দিতি ভৈরবীয়াৎ। তাস্ত মুদ্রা-প্রকরণেঽনুসন্ধেয়াঃ[১]। ততঃ লেলিহা-মুদ্রয়া স্পৃষ্ট্বা তত্তন্নাম্না আঁ হ্রীঁ ক্রোঁ স্বাহা শ্রীমদেকজটায়াঃ প্রাণা ইহপ্রাণা ইত্যাদিক্রমেণ প্রাণপ্রতিষ্ঠাং[২] কুর্য্যাৎ। অত্রৈতাদৃশমন্ত্রোঽপ্রসিদ্ধপ্রমাণ-বচনকোঽপি পূর্ব-পূর্ব-পদ্ধতিকার-লিখনানুসারাদনুমিত-প্রমাণকঃ। তত আদৌ মূলমুচ্চার্য্য তদনন্তরং শ্রীমদেকজটে বজ্রপুষ্পং প্রতীচ্ছ হূঁ ফট্ স্বাহেতি মন্ত্রমুচ্চার্য্য চ এতৎপাদ্যং ওঁ শ্রীমদেক-জটায়ৈ নমঃ ইত্যাদি-ক্রমেণ চতুর্থ্যন্ত-তত্তন্নাম্না ষোড়শোপচারৈরষ্টোপচারৈঃ পঞ্চোপচারৈর্বা যথাশক্তি পূজয়েৎ। অর্ঘ্যং স্বাহা-পদেন। আচমনীয়-মধুপর্কৌ

মুদ্রা দেখাইয়া অমৃতীকরণ, অঙ্গুষ্ঠদ্বয়কে পরস্পর গ্রথিত করিয়া প্রসারিত করদ্বয়ের অঙ্গুলি রূপ মহামুদ্রা দেখাইয়া আভরণাদি দ্বারা পূর্ণীকরণ-রূপ পরমীকরণ করিবেন। তাহার পর সবিন্দু একাদশ স্বর (ঐং), মায়া (হ্রীং) বাগ্‌ভব (ঐং), বধূ (স্ত্রীং) ও কূর্চ (হুং) ইহাদের এক একটি বীজ যথাক্রমে উচ্চারণ করিয়া যোনি, ভূতিনী, বীজ দানব, ধূমকেতু ও লেলিহা নামক মুদ্রাগুলি দেখাইবেন। যেহেতু "আবাহনাদিমুদ্রাভিঃ পঞ্চমুদ্রাঃ প্রদর্শয়েৎ" অর্থাৎ আবাহনাদি মুদ্রাসমূহের সহিত পঞ্চমুদ্রা দেখাইবেন—এইরূপ বচন আছে। সেই পঞ্চমুদ্রা প্রকরণে অনুসন্ধেয়। তাহার পর লেলিহা মুদ্রা দ্বারা স্পর্শ করিয়া সেই সেই নামের দ্বারা আং হ্রীং ক্রোং স্বাহা শ্রীমদেকজটায়াঃ প্রাণা ইহ প্রাণাঃ ইত্যাদি ক্রমে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবেন। এই প্রাণপ্রতিষ্ঠা স্থলে প্রাণ প্রতিষ্ঠার মন্ত্র অপ্রসিদ্ধ প্রমাণ-বচন বিশিষ্ট হইলেও পূর্ব পূর্ব পদ্ধতিকারের লেখা অনুসারে লিখিত হওয়ায় উহার প্রামাণিক বচন আছে অনুমিত হয়। তাহার পর প্রথমে মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া তাহার পর শ্রীমদেকজটে বজ্র পুষ্পং প্রতীচ্ছ হূং ফট্ স্বাহা এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া এতৎ পাদ্যং ওঁ শ্রীমদেকজটায়ৈ নমঃ ইত্যাদি ক্রমে চতুর্থী বিভক্তি অন্ত সেই সেই নামের দ্বারা শক্তি অনুসারে ষোড়শ উপচারে, অষ্ট

১। খ—অনুসন্ধেয়াঃ ততঃ আং হ্রীং ক্রোং হংসঃ স্বাহা। ২। খ—প্রাণপ্রতিষ্ঠাং কৃত্বা দেব্যঙ্গেঽঙ্গন্যাসং কৃত্বা মূলমুচ্চার্য্য শ্রীমদেকজটে বজ্র পুষ্পং প্রতীচ্ছ হুং ফট্ স্বাহা এতৎ পাদ্যং··· ইত্যাদিক্রমেণ ষোড়শোপচারৈঃ।

স্বধা-পদেন। পুষ্পং বৌষট্‌-পদেন। সর্বমন্যন্নমঃ-পদেন দেয়ম্। তথাচ ফেৎকারিণ্যাং—শ্রীমদেকজটে উক্ত্বা বজ্রপুষ্পং প্রতীচ্ছ চ।

তারাদি-বহ্নিজায়ান্তমুদীর্য্য যজনঞ্চরেৎ ॥ ইতি ॥ ১২

তারঃ কূর্চং তদাদি হূঁ ফড়িত্যর্থঃ। স চ বহ্নিজায়ান্তঃ[১] ইতি। অত্র মন্ত্রে নামোহো ন কার্য্যঃ, সর্ব-সাধারণ্যেনোক্তত্বাৎ। কস্যাঞ্চিৎ প্রাচীন-পদ্ধতৌ তু বিশেষঃ—ওঁ ভগবত্যেকজটে হ্রীঁ বিশুদ্ধধর্মগাত্রি সর্বপাপানি তারয় সর্ববিকল্পানপনয় হূঁ ফট্ স্বাহা পাদ্যং নমঃ। ওঁ মণিধরিবজ্রণি মহাপ্রতিসরে ইদমর্ঘ্যং স্বাহা। ওঁ তারিণি হ্রীঁ ইদমাচমনীয়ং স্বধা। হ্রীঁ কপালিকে মধুপর্কঃ স্বধা। শ্রীমদেকজটে ইদমাচমনীয়ং সুগন্ধিজলং নমঃ। গন্ধ-পুষ্পয়োর্বিশেষস্ত্বয়ম্—পরমানন্দসৌরভ্য-পরিপূর্ণদিগন্তরম্। গৃহাণ পরমং গন্ধং কৃপয়া পরমেশ্বরি!॥ শ্রীমদেকজটে এষ গন্ধো নমঃ। তুরীয়বন-সম্ভূতং নানা-

---

উপাচারে অথবা পঞ্চোপচারের দ্বারা পূজা করিবেন। স্বাহা পদের দ্বারা অর্ঘ্য, স্বধাপদের দ্বারা আচমন ও মধুপর্ক, বৌষট্‌পদের দ্বারা পুষ্প, নমঃ পদের দ্বারা অন্য সমস্ত দিবেন। তাহাই ফেৎকারিণী তন্ত্রে বলিয়াছে—

শ্রীমদেকজটে ও বজ্রপুষ্পং প্রতীচ্ছ বলিয়া তারাদি স্বাহান্ত অর্থাৎ শ্রীমদেকজটে বজ্রপুষ্পং প্রতীচ্ছ হুং ফট্ স্বাহা বলিয়া যজন (দেবপূজা) করিবে। ১২

তার হইতেছে, কূর্চং (হুং) তদাদি অর্থাং হুং ফট্ এই অর্থ। সেই হুং ফট্‌টি বহ্নিজায়ান্ত (স্বাহান্ত) হইবে। এই মন্ত্রে নামের উহ্য করিবে না; যেহেতু উহা সর্ব-সাধারণরূপে উক্ত হইয়াছে। কোন প্রাচীন পদ্ধতিতে এইরূপ বিশেষ আছে—ওঁ ভগবত্যেকজটে হ্রীং বিশুদ্ধ-সর্বগাত্রি সর্বপাপানি তারয় সর্ববিকল্পানপনয় হুং ফট্ স্বাহা পাদ্যং নমঃ। ওঁ মণিধরিব জ্রণী মহাপ্রতিস্বরে ইদমর্ঘ্যং স্বাহা। ওঁ তারিণি। হ্রীং ইদমাচমনীয়ং স্বধা। হ্রীং কপালিকে মধুপর্কঃ স্বধা। শ্রীমদেকজটে ইদমাচনীয়ং সুগন্ধি-জলং নমঃ। গন্ধ ও পুষ্পের এই বিশেষ—

পরমানন্দ-সৌরভ্য-পরিপূর্ণ-দিগন্তরম্। (যে পরমানন্দ জনক সৌরভে দিগন্তর পরিপূর্ণ) গৃহাণ পরমং গন্ধং কৃপয়া পরমেশ্বরি। (পরমেশ্বরি। কপাপূর্বক শ্রেষ্ঠ গন্ধ গ্রহণ করুন।) শ্রীমদেকজটে। এষ গন্ধো নমঃ। তুরীয় বনসম্ভূতং নানাগুণমহোৎসবম্॥ (তুরীয় বনজাত নানাগুণের মহোৎসবভূমি)। আনন্দ সৌরভ্যং পুষ্পং গৃহ্যতাং পরমেশ্বরি।। (হে পরমেশ্বরি! আনন্দরূপ সৌরভযুক্ত পুষ্পকে গ্রহণ করুন)

১। খ—বহ্নিজায়ান্ত ইতি। কস্যাঞ্চিৎ প্রাচীন—

গুণমহোৎসবম্। আনন্দ-সৌরভং পুষ্পং গৃহ্যতাং পরমেশ্বরি !॥ এতাদৃশী বাক্যরচনা বিদ্যাধরাচার্য্য সম্মতা। মহাতন্ত্রে তারিণীনির্ণয়ে (১৩)—

প্রণবান্তগবত্যেকজটে মায়া ততঃ পরম্।
বিশুদ্ধধর্মগাত্রিতঃ সর্বপাপানি তৎপরম্ ॥ ১৪
তারয় সর্ববিকল্পানপনয় হূঁ ফট্ শিরঃ।
অয়ং পাদ্যমনুর্দেবি ! আচমনীয়মনুং শৃণু ॥ ১৫
তারং তারিণি মায়েতি তারো মায়া ততঃ পরম্।
মণিধরিবজ্রিনীতি মহাপ্রতিসরে মনুঃ।
মায়া কপালিকে মন্ত্রো মধুপর্কে সুরেশ্বরি[১] !॥ ১৬

তারো মায়েত্যাদি মন্ত্রস্তু পরিশেষাদর্ঘ্যস্য। বিশেষস্তু ওঁ জয়ধ্বনি মন্ত্রমাতঃ স্বাহেতি ঘণ্টাং সংপূজ্য বামপাণিনা বাদয়ন্ নীচৈর্ধূপমুচ্চৈর্দীপং নিবেদ্য নৈবেদ্যং ফড়িতি প্রোক্ষ্য চক্রমুদ্রয়াভিরক্ষ্য তদুপরি মূলমষ্টধা জপ্ত্বা ধেনুমুদ্রয়ামৃতী-

---

শ্রীমদেকজটে এতানি পুষ্পানি বৌষট্ মন্ত্রে পুষ্প দিবেন। এতাদৃশ বাক্যের রচনা বিদ্যাধরাচার্যের সম্মত। মহাতন্ত্র তারিণী-নির্ণয়ে বলিয়াছেন (১৩)—

প্রণবের পরে ভগবত্যেকজটে! মায়া (হ্রীং) তাহার পর বিশুদ্ধগাত্রির পরে সর্বপাপানি তাহার পর তারয় সর্ববিকল্পানপনয় হূং ফট্ ও শিরঃ (স্বাহা)। হে দেবি! অর্থাৎ ওঁ ভগবত্যেকজটে হ্রীং বিশুদ্ধ-ধর্মগাত্রি! সর্বপাপানি তারয় সর্ববিকল্পানপনয় হূং ফট্ স্বাহা—এইটি পাদ্য মন্ত্র। আচমনীয় মন্ত্র শ্রবণ কর। ১৪-১৫

হে সুরেশ্বরি! তার (ওঁ) তারিণি! মায়া (হ্রীঁ) অর্থাৎ ওঁ তারিণি! হ্রীং এইটি আচমন মন্ত্র। তার ও মায়া, তাহার পর মণিধরিবজ্রিনি। মহাপ্রতিস্বরে। এইটি অর্ঘ্যমন্ত্র। মায়া ও কপালি—এইটি মধুপর্কের মন্ত্র। ১৬

তারা মায়া ইত্যাদি মন্ত্রটি পরিশেষে অর্ঘ্যের হয়। বিশেষ কিন্তু এই যে, ওঁ জয়ধ্বনি মন্ত্রমাতঃ স্বাহা মন্ত্রে ঘণ্টাকে পূজা করিয়া বামহাতে সেই ঘণ্টা বাজাইতে বাজাইতে দেবীর নিম্নদেশে ধূপ, উচ্চদেশে দীপ দিবেন। নৈবেদ্যকে ফট্ মন্ত্রে প্রোক্ষণ করিয়া চক্রমুদ্রা দ্বারা চ:র্দিক রক্ষা করিয়া, সেই নৈবেদ্যের উপরে মূলমন্ত্র

১। খ—সুরেশ্বরি। ততো যোনিমুদ্রাং।

অথোপচারমন্ত্রাঃ—পাদ্যঞ্চ পাদয়োর্দদ্যাদ্মোহস্তেন চ মন্ত্রবিৎ। শিরোমন্ত্রেণ-দেবেশি অর্ঘ্যং দদ্যাচ্ছিরোপরি। আচমনং মধুপর্কং স্বধামন্ত্রেণ বৈ মুখে। স্নানং গন্ধং স্বধা দদ্যাৎ পুষ্পাণি বৌষড়িত্যপি। ততো নিবেদয়ামীতি সর্বং দদ্যান্মহেশ্বরি ! ॥

কৃত্যোক্ত-মন্ত্রেণ দদ্যাৎ। ততঃ পানার্থজলমাচমনীয়াদি চ দত্ত্বা শিরো-হৃদয়-মূলাধার-পাদ-সর্বাঙ্গেষু পুষ্পাঞ্জলি-পঞ্চকং দদ্যাৎ। ততো যোনিমুদ্রাং প্রদর্শ্য দেবি! আজ্ঞাপয় ভবত্যা পরিবারান্ পূজয়ামীতি সংপ্রার্থ্যাবরণানি পূজয়েৎ। ১৭

তদ্ যথা—কেশরেষ্বগ্নীশাম্বুর-বায়ুষু মধ্যে দিক্ষু ষড়ঙ্গানি পূজয়েৎ। হ্রাঁ একজটায়ৈ হৃদয়ায় নমঃ ইত্যগ্নৌ। হ্রীঁ তারিণ্যৈ শিরসে স্বাহা ইতীশানে। হ্রূঁ বজ্রোদকে শিখায়ৈ বষট্ ইতি নৈঋ‍র্তে। হ্রৈঁ উগ্রজটে কবচায় হুমিতি বায়ৌ। মধ্যে হ্রৌঁ মহাপ্রতিসরে নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। চতুর্দ্দিক্ষু—হ্রঃ পিঙ্গোগ্রৈকজটে অস্ত্রায় ফট্। নীলসরস্বতী-বিষয়ে তু হ্রাঁ অখিলবাগ্রূপিণ্যৈ হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদিনা ষড়ঙ্গানি পূজয়েৎ। অগ্ন্যাদি-ব্যবস্থা তু পূজ্য-পূজক-য়োর্মধ্যদেশস্য পূর্বত্বমাদৃত্য। ততো দেব্যা মৌলৌ ওঁ অক্ষোভ্য বজ্রপুষ্পং প্রতীচ্ছ হূঁ ফট্ স্বাহেতি মন্ত্রেণাক্ষোভ্যং পূজয়েৎ[১]। ততঃ পীঠস্যোত্তরে

আটবার জপ করিয়া, ধেনুমুদ্রা দ্বারা অমৃতীকরণ করিয়া উক্তমন্ত্রে দেবীকে নিবেদন করিবেন। তাহার পর পানার্থ জল ও আচমনীয় প্রভৃতি দিয়া, মস্তক, হৃদয়, মূলাধার, পাদ ও সর্বাঙ্গে পাঁচটি পুষ্পাঞ্জলি দিয়া, যোনি মুদ্রা দেখাইয়া, প্রার্থনা মুদ্রায় "দেবি! আজ্ঞাপয় ভবত্যাঃ পরিবারান্ পূজায়াম্যি" বলিয়া প্রার্থনা করিয়া আবরণ দেবতা সমূহকে পূজা করিবেন। ১৭

আবরণ পূজা যথা—কেশর সমূহের অগ্নি, ঈশান, নৈঋ‍র্ত ও বায়ুকোণে ষড়ঙ্গের পূজা করিবেন। অগ্নিকোণে ওঁ হ্রাং একজটায়ৈ হৃদয়ায় নমঃ। ঈশানে—ওঁ হ্রীং তারিণ্যৈ শিরসে স্বাহা। নৈঋ‍র্তে—ওঁ হ্রূং বজ্রোদকে শিখায়ৈ বষট্। বায়ু কোণে—ওঁ হ্রৈং উগ্রজটে কবচায় হুং। মধ্যে—ওঁ হ্রৌং মহাপ্রতিসরে নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। চারিদিকে—ওঁ হ্রঃ পিঙ্গোগ্রৈকজটে অস্ত্রায় ফট্ মন্ত্রে ষড়ঙ্গের পূজা করিবেন। নীল সরস্বতী বিষয়ে কিন্তু ওঁ হ্রাং অখিল-বাগ্রূপিণ্যৈ হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি পূর্বোক্ত মন্ত্রে ষড়ঙ্গের পূজা করিবেন। পূজ্য ও পূজকের মধ্য দেশকে পূর্বদিক্ স্বীকার করিয়া অগ্ন্যাদি কোণের ব্যবস্থা হইবে। তাহার পর দেবীর মস্তকে ওঁ অক্ষোভ্য বজ্রপুষ্পং প্রতীচ্ছ হূং ফট্ স্বাহা এই মন্ত্রে অক্ষোভ্যকে পূজা করিবেন। তাহার পর পীঠের উত্তরে বায়ুকোণ হইতে ঈশান কোণ পর্য্যন্ত গুরুপঙ্‌ক্তিকে পূজা করিবেন। যথা—

১। খ—অক্ষোভ্যং পূজয়েৎ। তদুক্তং ফেৎকারীয়ে—প্রণবং বহ্নিজায়ান্তং বজ্রপুষ্পাং বিনিক্ষিপেৎ। ততঃ পীঠস্যোত্তরে।

বায়ব্যাদীশং পর্য্যন্তং গুরুপঙ্‌ক্তিং পূজয়েৎ। যথা—উৰ্দ্ধকেশানন্দনাথ বজ্রপুষ্পং প্রতীচ্ছ হূঁ ফট্‌ স্বাহেতি। তথা চ ফেৎকারীয়ে[১] (১৮)—

বজ্রপুষ্পং প্রতীচ্ছেতি হূঁ ফট্‌ স্বাহেতি মন্ত্রতঃ।
এতন্মন্ত্রে নামমাত্রং ভিন্নঞ্চৈব ন সংশয়ঃ।
অমুনা মনুনা সর্বান্ পরিবারান্ সমর্চয়েৎ॥ ১৯

এবং ব্যোমকেশানন্দনাথ-নীলকণ্ঠানন্দনাথ-বৃষধ্বজানন্দনাথান্।[২] এতে দিব্যৌঘাঃ। এবং বশিষ্ঠানন্দনাথ-কূর্মনাথানন্দনাথ-মীননাথানন্দনাথ-মহেশ্বরানন্দনাথ-হরিনাথানন্দনাথান্[৩] এতে সিদ্ধৌঘাঃ। এবং তারাবত্যম্ব-ভানুমত্যম্ব-জয়াম্ব-বিদ্যাম্ব-মহোদর্য্যম্ব-সুখানন্দনাথ-পরানন্দনাথ-পারিজাতানন্দনাথ-কুলেশ্বরানন্দনাথ-বিরূপাক্ষানন্দনাথ-ফেরব্যম্বাঃ[৪]। এতে মানবৌঘাঃ। তথাচ বীরতন্ত্রে (২০)— অথ তারা-গুরূন্ বক্ষ্যে দৃষ্টাদৃষ্ট-ফলপ্রদান্।

উৰ্দ্ধকেশো ব্যোমকেশো নীলকণ্ঠো বৃষধ্বজঃ।
দিব্যৌঘাঃ সিদ্ধিদা বৎসা সিদ্ধৌঘান্ শৃণু যত্নতঃ॥ ২১

ওঁ উধ্বর্কেশানন্দনাথ বজ্রপুষ্পং প্রতীচ্ছ হুং ফট্‌ স্বাহা মন্ত্রে পূজা করিবেন। তাহাই ফেৎকারীয়তন্ত্রে বলিয়াছেন (১৮)—

বজ্রপুষ্পং প্রতীচ্ছ এই পদ হুং ফট্‌ স্বাহা এই মন্ত্রের অর্থাৎ বজ্রপুষ্পং প্রতীচ্ছ হুং ফট্‌ স্বাহা এই মন্ত্রের আদিতে গুরুপঙ্‌ক্তির এক একটি নাম দিবে। এই মন্ত্রে নাম মাত্রই ভিন্ন। ইহাতে কোন সংশয় নাই। এই মন্ত্রের দ্বারা সমস্ত পরিবারকে অর্চনা করিবে। ১৯

এইরূপ ব্যোমকেশানন্দনাথ, নীলকণ্ঠানন্দনাথ, বৃষধ্বজানন্দনাথকে পূজা করিবেন। ইহারা দিব্যৌঘ। এইরূপ বশিষ্ঠানন্দনাথ, কূর্মনাথানন্দনাথ, মীননাথানন্দনাথ, মহেশ্বরানন্দনাথ, হরিনাথানন্দনাথকে পূজা করিবেন। ইহারা সিদ্ধৌঘ। এইরূপ তারাবত্যম্ব, ভানুমত্যম্ব, জয়াম্ব, বিদ্যাম্ব, মহোদর্য্যম্ব, সুখানন্দনাথ, পরানন্দনাথ, পারিজাতানন্দনাথ, কুলেশ্বরানন্দনাথ, বিরূপাক্ষানন্দনাথ, ফেরব্যম্বকে পূজা করিবেন। ইহারা মানবৌঘ। (উধ্বর্কেশানন্দনাথের মন্ত্রের ন্যায় মন্ত্রে পূজা কর্ত্তব্য।) তাহাই বীরতন্ত্রে বলিয়াছেন (২০)—

অনন্তর দৃষ্ট ও অদৃষ্টফলপ্রদ তারার গুরুসমূহকে বলিব। উধ্বর্কেশ, ব্যোমকেশ, নীলকণ্ঠ, বৃষধ্বজ ইহারা সিদ্ধিপ্রদ দিব্যৌঘ। বৎস! যত্নপূর্বক সিদ্ধৌঘ শ্রবণ কর। ২১

১। খ—ফেৎকারীয়ে ইতি নাস্তি। ২। খ—বৃজধ্বজানন্দনাথান্ পূজয়েৎ। এতে দিব্যৌঘাঃ। বশিষ্ঠানন্দ। ৩। খ—হরিনাথানন্দনাথান্ পূজয়েৎ। এতে সিদ্ধৌঘাঃ। ৪। খ—ফেরব্যম্ব সর্বত্র বজ্রেত্যাদিনা পূজয়েৎ। এতে মানবৌঘাঃ। তথাচ বীরতন্ত্রে—

বশিষ্ঠঃ কূর্মনাথশ্চ মীননাথো মহেশ্বরঃ।
হরিনাথো মানবৌঘান্ শৃণু বক্ষ্যামি তদ্‌গুরূন্ ॥ ২২

তারাবতী ভানুমতী জয়া বিদ্যা মহোদরী।
সুখানন্দঃ পরানন্দঃ পারিজাতঃ কুলেশ্বরঃ।
বিরূপাক্ষঃ ফেরবী চ কথিতং তারিণীকুলম্ ॥ ২৩

আনন্দনাথ-শব্দান্তা গুরবঃ সর্বসিদ্ধিদাঃ।
স্ত্রিয়োঽপি গুরুরূপাশ্চ অম্বান্তাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥ ২৪

ভৈরবতন্ত্রে— ঋষ্যন্তা গুরবো বিষ্ণোর্নাথান্তা গুরবঃ শিবে!।
আনন্দান্তাশ্চ নাথান্তাঃ শক্তৌ চ গুরবঃ স্মৃতাঃ[১] ॥ ২৫

এষু সর্বত্র বজ্রেতি মন্ত্রো যোজ্যঃ। অশক্তশ্চেদক্ষোভ্যমাত্রং পূজয়েৎ। "মম মৌলিস্থিতমবশ্যং পরিপূজয়েদি"তি ফেৎকারীয়ে দেবীবাক্যম্। ততঃ[২] পূর্বাদি-দলমূলেষু বামাবর্ত্তেন প্রণবাদিনমোঽন্ত-চতুর্থ্যন্ত-নাম-মন্ত্রেণ মহাকাল্যাদ্যাঃ পূজয়েৎ। যথা (২৬)—

বশিষ্ঠ, কূর্মনাথ, মীননাথ, মহেশ্বর, হরিনাথ—ইঁহারা সিদ্ধৌঘ। তারার মানবৌঘ গুরু সমূহকে বলিব, শ্রবণ কর। তারাবতী, ভানুমতী, জয়া, বিদ্যা, মহেশ্বরী, সুখানন্দ, পরানন্দ, পারিজাত, কুলেশ্বর, বিরূপাক্ষ, ফেরবী—ইহারা মানবৌঘ। তারিণী কুল কথিত হইল। ২২-২৩

আনন্দনাথ শব্দান্ত গুরুগণ সর্বসিদ্ধিপ্রদ, অম্বান্ত-শব্দ স্ত্রীগণও গুরুরূপা কীর্ত্তিতা হইয়াছেন। ২৪

ভৈরবতন্ত্রে বলিয়াছেন—বিষ্ণুর গুরুবর্গ ঋষ্যন্ত, শিবের গুরুবর্গ নাথান্ত ও শক্তির গুরুবর্গ আনন্দনাথান্ত কীর্ত্তিত হইয়াছেন। ২৫

এই গুরুবর্গের সর্বত্র বজ্রপুষ্পং ইত্যাদি মন্ত্র যোগ করিতে হইবে। এই গুরুবর্গের পূজায় অসমর্থ হইলে অক্ষোভ্যমাত্রকে পূজা করিবেন। যেহেতু—মম মৌলিস্থিতমবশ্যং পরিপূজয়েৎ অর্থাৎ আমার মস্তকস্থিত অক্ষোভ্যকে অবশ্যই পূজা করিবে—এইরূপ ফেৎকারীয় তন্ত্রে দেবীবাক্য আছে। তাহার পর পূর্বাদি দলমূলে বামাবর্ত্তে প্রণবাদি, চতুর্থী বিভক্ত্যন্ত নাম মন্ত্রের দ্বারা মহাকালী প্রভৃতির পূজা করিবেন। যেমন তন্ত্রে বলিয়াছেন (২৬)—

১। খ—স্মৃতাঃ। অশক্তশ্চেৎ। ২। খ—ততঃ পূর্বাদিদলমূলে মহাকাল্যাদ্যাঃ।

মহাকাল্যথ রুদ্রাণী উগ্রা ভীমা তথৈব চ।
ঘোরা চ ভ্রামরী চৈব মহারাত্রিশ্চ সপ্তমী।
অষ্টমী ভৈরবী প্রোক্তা যোগিনীস্তাঃ প্রপূজয়েৎ॥ ২৭

ততঃ পূর্বাদি-চতুর্দ্দলে[1] বামাবর্ত্তেন বৈঁ বৈরোচনং শঁ শঙ্খপাণ্ডুরং পঁ পদ্মনাভং অঁ অসিতাভং। অগ্ন্যাদিকোণদলেষু বামাবর্ত্তেন নাঁ নামকং সাঁ সামকং পাঁ পাণ্ডুরং তাঁ তারকং। পূর্বাদি-দ্বার-চতুষ্টয়ে বামাবর্ত্তেন পঁ পদ্মান্তকং যঁ যমান্তকং বিঁ বিঘ্নান্তকং নঁ নরকান্তকম্। সর্বত্র বজ্রেত্যাদি-মন্ত্রযোগঃ। তথাচ-সিদ্ধ-সারস্বতে (২৮)—

বৈরোচনং তথা শঙ্খং পাণ্ডুরং পদ্মনাভকম্।
অসিতাভং যজেন্মন্ত্রী দিক্ষ্বিন্দ্রাদি-চতুর্দ্দলে॥ ২৯

নামকং সামকঞ্চৈব[2] পাণ্ডুরং তারকং তথা।
বহ্ন্যাদিক-চতুষ্কোণে মন্ত্রৈঃ স্বৈঃ স্বৈঃ ক্রমাদ্ যজেৎ॥ ৩০

মন্ত্রৈঃ স্বৈঃ স্বৈরিতি সানুস্বার সস্বরনামাদ্য-বর্ণৈরিত্যর্থঃ[3]। বজ্রেত্যাদি-

---

মহাকালী, অনন্তর রুদ্রাণী, উগ্রা, ভীমা, সেইরূপ ঘোরা, ভ্রামরী, সপ্তমী মহারাত্রি, অষ্টমী ভৈরবী যোগিনী কীর্ত্তিতা হইয়াছেন। তাঁহাদিগকে পূজা করিবেন। ২৭

তাহার পর পূর্বাদি চারি পত্রে বামাবর্ত্তে বৈং বৈরোচন! বজ্রপুষ্পং প্রতীচ্ছ হুং ফট্ স্বাহা ইত্যাকার মন্ত্রে বৈরোচনকে পূজা করিবে। এইরূপ শং শঙ্খপাণ্ডুর, পং পদ্মনাভ, অং অসিতাভকে। অগ্ন্যাদি কোন দলে বামাবর্ত্তে নাং নামক, সাং সামক, পাং পাণ্ডুর, তাং তারককে এবং পূর্বাদি দ্বার চতুষ্টয়ে বামাবর্ত্তে পং পদ্মান্তক, যং যমান্তক, বিং বিঘ্নান্তক, নং নরকান্তকে পূর্বোক্তরূপ মন্ত্রে পূজা করিবেন। সর্বত্র বজ্রপুষ্পং ইত্যাদি মন্ত্র যোগ করিতে হইবে। তাহাই সিদ্ধ সারস্বতে বলিয়াছেন (২৮)—

মন্ত্রজ্ঞ সাধক বৈরোচন, সেইরূপ শঙ্খ, পাণ্ডুর, পদ্মনাভ ও অসিতাভকে, চতুর্দলে ইন্দ্রাদি দিকে পূজা করিবেন। বহ্ন্যাদি চতুষ্কোণে সামক, মামক, পাণ্ডুর ও তারককে নিজ নিজ মন্ত্রে ক্রমে ক্রমে অর্চনা করিবেন। ২৯-৩০

মন্ত্রৈঃ স্বৈঃ স্বৈঃ ইহার অর্থ—অনুস্বার যুক্ত স্বরবিশিষ্ট নামের আদিবর্ণ দ্বারা।

১। খ—পূর্বাদিদ্বারচতুষ্টয়ে বামাবর্ত্তেন পদ্মান্তক-যমান্তক-বিঘ্নান্তক নরকান্তকান্ পূজয়েৎ। সর্বত্র বজ্রেত্যাদিমন্ত্র। তথাচ সিদ্ধাসারস্বতে। ২। ক—নামকঞ্চৈব। ৩। খ—ইত্যর্থঃ। বং বৈরোচন।

মন্ত্রস্তু শেষে যোজ্য এব। তেন বৈং বৈরোচন বজ্রপুষ্পং প্রতীচ্ছ হূঁ ফট্ স্বাহেত্যাদি-ক্রমেণার্চ্চয়েদিত্যর্থঃ। নীলতন্ত্রে[১] বৈরোচনাদিমধিকৃত্য (৩১)—

বামাবর্ত্তক্রমেণৈব পূজয়েদঙ্গদেবতাঃ।
দ্বারে পূর্বাদিতস্তদ্বৎ পদ্মান্তক-যমান্তকম্।
বিঘ্নান্তকমথাভ্যর্চ্য পূজয়েন্ নরকান্তকম্ ॥ ৩২

তদ্বদিতি। নামাদ্যক্ষরবীজমুচ্চার্য্য বামাবর্ত্তেনেত্যর্থঃ[২]। ততো দেবীং পুনর্গন্ধাদিভিরভ্যর্চ্য মূলেন পুষ্পাঞ্জলিত্রয়ং দদ্যাৎ। ৩৩

ততো বলিদানম্। তদুক্তং ফেৎকারীয়ে—পূজান্তে ভোজনাদৌ চ বলিং মন্ত্রেণ দাপয়েৎ। ৩৪

তত্র ক্রমঃ। স্ববামে অধোমুখ-ত্রিকোণবৃত্ত-চতুরস্র-মণ্ডলং কৃত্বা পুষ্পৈস্তদভ্যর্চ্য তত্র বিহিত-বলিদ্রব্য-ভরিতং সাধার-পাত্রং নিধায় তদ্বামাঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যাং স্পৃষ্ট্বা ওঁ হ্রীঁ একজটে মহাযক্ষাধিপতয়ে ময়োপনীতং বলিং গৃহ্ণ গৃহ্ণ গৃহ্ণাপয় গৃহ্ণাপয় মম সর্বশান্তিং কুরু কুরু পরবিদ্যামাকৃষ্যাকৃষ্য ত্রুট

বজ্রপুষ্পং ইত্যাদি মন্ত্রটি শেষে যোগ করিতেই হইবে। তাহাতে বৈং বৈরোচন বজ্রপুষ্পং প্রতীচ্ছ হূং ফট্ স্বাহা ইত্যাদি মন্ত্রে ক্রমে ক্রমে অর্চনা করিবেন। নীলতন্ত্রে বৈরোচনাদিকে অধিকার করিয়া বলিয়াছেন (৩১)—

বামাবর্ত্ত ক্রমে অঙ্গদেবতাগণকে পূজা করিবেন। দ্বারে পূর্বাদি দিক্ হইতে পূর্ববৎ মন্ত্রে পদ্মান্তক, যমান্তক, বিঘ্নান্তককে পূজা করিয়া অনন্তর নরকান্তককে পূজা করিবে। ৩২

তদ্বৎ কথার অর্থ—নামাদ্যক্ষররূপ বীজ উচ্চারণ করিয়া বামাবর্ত্ত ক্রমে। তাহার পর পুনরায় দেবীকে গন্ধাদি উপচারে পূজা করিয়া মূলমন্ত্রের দ্বারা ৩ বার পুষ্পাঞ্জলি দিবেন। ৩৩

তাহার পর বলিদান। তাহাই ফেৎকারীয় তন্ত্রে বলিয়াছেন—পূজার শেষে ও ভোজনের আদিতে মন্ত্রের দ্বারা বলি দান করাইবেন। ৩৪

সেই বলিদানের ক্রম—নিজের বামভাগে অধোমুখ ত্রিকোণ বৃত্ত, চতুরস্র, মণ্ডল করিয়া পুষ্পসমূহের দ্বারা তাহার অর্চনা করিয়া, সেইস্থানে বিহিত বলিদ্রব্যপূর্ণ সাধার পাত্র স্থাপন করিয়া, সেই পাত্রকে বাম অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা স্পর্শ করিয়া, ওঁ হ্রীং একজটে মহাযক্ষাধিপতয়ে ময়োপনীতং বলিং গৃহ্ণ গৃহ্ণ গৃহ্ণাপয় গৃহ্ণাপয় মম

১। খ—বৈরোচনাদিমধিকৃত্যেতি নাস্তি। ২। খ—ইত্যর্থঃ। ততো বলিদানম্।

ক্রুট ছিন্ধি ছিন্ধি সর্বজগদ্বশমানয় হ্রীঁ স্বাহেতি ত্রিঃ পঠিত্বা বলিং দদ্যাৎ।
তদুক্তং মৎস্যসূক্তে (৩৫)—

ইতি সংপূজ্য বামে চ ব্যাপকং মণ্ডলং লিখেৎ।
কুসুমৈরর্চয়েৎ তৎ তু তত্র পাত্রং নিধায় চ॥ ৩৬
পাত্রে বিনিহিতং দ্রব্যং নিধায় সাধকোত্তমঃ।
অঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যাস্তু বলিং দদ্যাৎ প্রযত্নতঃ॥ ৩৭

তথা সিদ্ধসারস্বতে—প্রণবং পূর্বমুদ্ধৃত্য হৃল্লেখা চ ততঃ পরম্।

একজটে পদান্তে চ মহাশব্দমুদীরয়েৎ॥ ৩৮
যক্ষাধিপদমাভাষ্য পতয়ে-পদতো ময়া।
উপনীতং পদঞ্চোক্ত্বা বলিং গৃহ্ণেতি চ দ্বিধা॥ ৩৯
গৃহ্ণাপয় দ্বিধা প্রোক্ত্বা মম সর্বপদং তথা।
শান্তিং কুরু-পদদ্বন্দ্বং পরবিদ্যামনন্তরম্॥ ৪০
দ্বিধাকৃষ্যেতি চ ব্রূয়াৎ ক্রুট ছিন্ধীতি চ দ্বিধা।
সর্বাদি চ ততো জগদ্বশমানয়-শব্দতঃ।
মায়া স্বাহেতি মন্ত্রোঽয়ং বল্যাদৌ বৃদ্ধিদঃ স্মৃতঃ[১]॥ ৪১

সর্বশান্তিং কুরু কুরু পরবিদ্যামাকৃষ্যাকৃষ্য ক্রুট ক্রুট ছিন্ধি ছিন্ধি সর্বজগদ্-বশমানয় হ্রীং স্বাহা এই মন্ত্র তিন বার পড়িয়া বলি দিবেন। তাহা মৎস্য সূক্তে উক্ত হইয়াছে (৩৫)—

এইরূপে পূজা করিয়া বামে ব্যাপক মণ্ডল লিখিবে। সেই মণ্ডলকে পুষ্পসমূহের দ্বারা পূজা করিবে। সেই মণ্ডলে পাত্র স্থাপন করিয়া সেই পাত্রে বিহিত বলিদ্রব্য রাখিয়া সাধকশ্রেষ্ঠ বাম অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা স্পর্শ করিয়া যত্ন পূর্বক বলি দিবেন। ৩৬-৩৭

সেইরূপ সিদ্ধ সারস্বতেও বলিয়াছেন—প্রথমে প্রণব উচ্চারণ করিয়া তাহার পর হৃল্লেখা (হ্রীং) একজটে পদের অন্তে মহাশব্দ উচ্চারণ করিবে। যক্ষাধি পদ বলিয়া পতয়ে পদের পর ময়া উপনীতং পদ বলিয়া বলিং, গৃহ্ণ এইটি দুইবার বলিয়া গৃহ্ণাপয় গৃহ্ণাপয় বলিয়া মম ও সর্ব পদ বলিয়া শান্তিং ও দুইটি কুরুপদ বলিয়া পরবিদ্যাং পদ অনন্তর আকৃষ্য এই পদ দুই বার বলিবেন। ক্রুট ও ছিন্ধি দুইবার সর্ব পদকে আদিতে রাখিয়া জগদ্-বশমানয় শব্দের পরে মায়া (হ্রীং) ও স্বাহা বলিবেন। (তাহাতে মূলোক্ত মন্ত্র উদ্ধৃত হইবে।) বলি প্রভৃতিতে এই মন্ত্র বৃদ্ধিপ্রদ কথিত হইয়াছে। ৩৮-৪১

১। খ—স্মৃতঃ। ততো রহস্যমালয়া।

ততো মূলেন পুষ্পাঞ্জল্যষ্টকং দত্ত্বা রহস্যমালয়া নিগদেনোপাংশুনা মানসেন বা অষ্টোত্তরং সহস্রং শতং বা জপেৎ। তথাচ (৪২)—

অষ্টোত্তর-শতং জাপ্যং যাবজ্জীবিত-সংখ্যয়া।
সহস্রং বা জপেদ্ দেবি! নিত্যপূজাবিধৌ পুনঃ॥ ৪৩

অশক্তশ্চেৎ বিংশত্যা ন্যূনং ন জপেৎ। তথাচ—

সহস্রং শতং বিংশতিং[১] বা জপেদ্ রহস্য-মালয়া। ৪৪

জপক্রমস্তু-মন্ত্র-স্মরণোক্ত-প্রক্রিয়াং কৃত্বা মূলাধার-স্বাধিষ্ঠান-মণিপুরকেষু যথাক্রমং বীজত্রয়-ব্যাপ্তিং তড়িৎ-কোটি-ভাস্বরাং পরস্পরানুস্যূতাং বিভাব্য সর্বতেজোময়ং ফট্কারং বিশ্রান্তিময়ং হৃদি ধ্যাত্বা জপেদিতি[২]। যথা নীল-তন্ত্রে (৪৫)—

মন্ত্র-ধ্যানং প্রবক্ষ্যামি জপাৎ সার্বজ্ঞ্য-দায়কম্।
মন্ত্রধ্যানান্ মহেশানি! শুধ্যতে ব্রহ্মহা যতঃ॥ ৪৬
মূল-চক্রে তু হৃল্লেখাং সূর্যকোটি-সমপ্রভাম্।
স্বাধিষ্ঠানে পীতবর্ণং দ্বিতীয়ঞ্চ বিভাবয়েৎ॥ ৪৭

তাহার পর মূলের দ্বারা ৮ বার পুষ্পাঞ্জলি দিয়া, রহস্য মালায় নিগদ (উচ্চৈঃস্বরে) উপাংশু অথবা মানস ১০০৮ অথবা অথবা ১০৮ বার জপ করিবেন। তাহাই উক্ত হইয়াছে (৪২)—

হে দেবি! নিত্য পূজা বিধিতে পুনরায় যাবৎ জীবিত সংখ্যায় ০৮ বার সংখ্যায় মন্ত্র জপ করিবে অথবা ১০০০ এক হাজার জপ করিবে। ৪৩

অশক্ত যদি হন, তবে বিংশতির ন্যূন জপ করিবেন না। তাহাই উক্ত হইয়াছে যে—রহস্য মালায় সহস্র, শত বা বিংশতি বার মূলমন্ত্র জপ করিবে। ৪৪

জপের ক্রম কিন্তু মন্ত্র-স্মরণোক্ত প্রক্রিয়া করিয়া মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর সমূহে যথাক্রমে বীজত্রয়ে ব্যাপ্ত কোটি তড়িতের ন্যায় ভাস্কর পরস্পর অনুস্যূত ভাবনা করিয়া হৃদয়ে সর্বতেজোময় ফট্‌ কারকে বিশ্রান্তিময় ভাবনা করিয়া জপ করিবেন। যেমন নীলতন্ত্রে বলিয়াছেন (৪৫)—

মন্ত্রধ্যান বলিতেছি। হে মহেশানি! যেযেতু মন্ত্রধ্যান হইতে ব্রহ্মঘাতী শুদ্ধ হয়, সেই হেতু জপ-জন্য সার্বজ্ঞ্যপ্রদায়ক মন্ত্রধ্যান বলিব। ৪৬

মূলাধার চক্রে কোটি সূর্য্যের প্রভার ন্যায় প্রভাবিশিষ্টা হৃল্লেখাকে, স্বাধিষ্ঠান চক্রে দ্বিতীয় স্ত্রীংকে পীতবর্ণ ভাবনা করিবে। ৪৭

১। খ—বিংশতি বা মন্ত্রস্মরণোক্ত। ২। খ—ধ্যাত্বা উচ্চারয়েৎ। যথা নীলতন্ত্রে।

নাভৌ জীমূত-সঙ্কাশং কূর্চবীজং মহাপ্রভম্ ।
অস্ত্রবীজং হৃদি ধ্যায়েৎ কালাগ্নি-সদৃশ-প্রভম্ ॥ ৪৮
মূলাদি-ব্রহ্মরন্ধ্রে তু সর্বাং বিদ্যাং বিভাবয়েৎ ।
সূর্যকোটি-প্রতীকাশাং যোগিভির্দৃষ্ট-পূর্বিকাম্ ॥ ৪৯

এবং যথাশক্তি জপ্ত্বা জপ-সমর্পণাদি-বিসর্জনান্তং কর্ম সমাপয়েৎ । জপ-সমর্পণন্তু ফেৎকারীয়ে (৫০)—

ততশ্চার্ঘ্যোদকেনৈব দেব্যাশ্চ বামহস্তকে ।
জপং সমর্পয়েদ্ ধীমান্ গুহ্যাতি-গুহ্যমন্ত্রকৈঃ ॥ ৫১

এষাং[১] মন্ত্রাণাং পুরশ্চরণং লক্ষজপঃ । যথা—

এবং কৃত্বা হবিষ্যাশী জপেল্লক্ষমনন্য-ধীঃ । ৫২

তন্ত্রচূড়ামণৌ— সিদ্ধবিদ্যাতয়া নাত্র যুগসেবা-পরিশ্রমঃ ।
নক্তং ভোজ্যং হবিষ্যান্নং জপেন্মন্ত্রং দিবা শুচিঃ ॥ ৫৩
জপকালে চ সততং ভার্য্যাং যত্নেন বর্জয়েৎ ।
বর্জ্জয়েদ্ বিষ্ণুকল্পঞ্চ বর্জ্জয়েৎ তুলসীদলম্ ।
বর্জ্জয়েন্মালতী-পুষ্পং বর্জ্জয়েদন্য-পূজনম্ ॥ ৫৪

নাভিতে জীমূত (মেঘ) সদৃশ মহাপ্রভাবিশিষ্ট কূর্চবীজ হূংকে, হৃদয়ে অস্ত্র বীজ ফট্‌কে কালাগ্নি সদৃশ ভাবনা করিবে । ৪৮

মূলাধার হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত সমস্ত চক্রে কোটি সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বলা যোগিগণ কর্তৃক পূর্বদৃষ্টা সমস্ত বিদ্যাকে ভাবনা করিবে । ৪৯

এইরূপে যথাশক্তি জপ করিয়া জপ সমর্পণ হইতে বিসর্জন পর্য্যন্ত সমস্ত কর্ম শেষ করিবেন । ফেৎকারীয় তন্ত্রে জপ সমর্পণ প্রকার এই বলিয়াছেন (৫০)—

তাহার পর ধীমান্ সাধক গুহ্যাতিগুহ্য গোত্রী ইত্যাদি মন্ত্রে অর্ঘ্যজল দ্বারা দেবীর বাম হস্তে জপ সমর্পণ করিবে । ৫১

ইঁহাদের মন্ত্র সমূহের পুরশ্চরণ লক্ষমন্ত্র জপ । যেমন তন্ত্রে বলিয়াছেন—এই প্রকারে পূজাদি করিয়া হবিষ্যাশী ও অনন্যচিত্ত হইয়া লক্ষ মন্ত্র জপ করিবে । ৫২

তন্ত্রচূড়ামণিতে বলিয়াছেন—সিদ্ধবিদ্যা বলিয়া এই মন্ত্রে যুগসেবার পরিশ্রম নাই । রাত্রিতে হবিষ্যান্ন ভোজন করিবে । দিবাতে শুচি হইয়া মন্ত্র জপ করিবে । ৫৩

জপকালে ভার্য্যাকে যত্নপূর্বক বর্জন করিবে । বিষ্ণু কল্প বর্জন করিবে, তুলসীপত্র বর্জন করিবে । মালতী পুষ্প বর্জন করিবে । অন্য দেবতার পূজা বর্জন করিবে । ৫৪

১ । খ—অস্য ।

তথা— রহস্য-মালামাদায় লক্ষমেকং সদা জপেৎ[১]। ৫৫

রহস্যমালা যথা—অকস্মাদ্বিহিতা সিদ্ধির্মহাশঙ্খাখ্য-মালয়া।
পঞ্চাশন্মণিভির্মালা নির্মিতা সর্ব-সিদ্ধিদা॥ ৫৬

তথা— কান্তেন রচিতা সিদ্ধির্মহাশঙ্খাখ্য-মালয়া।
পঞ্চাশন্মণিভির্মালা নির্মিতা সর্বসিদ্ধিদা॥ ৫৭

কান্তেন—মস্তকাবয়বেন[২]। মহাশঙ্খাভাবে স্ফাটিকী মালা কর্ত্তব্যা।

তথা চ— মহাশঙ্খেঽপ্যশক্তশ্চেৎ স্ফাটিক্যা-মালয়া জপেৎ। ৫৮

তারামন্ত্রেষু কুল্লুকা-জ্ঞানমাবশ্যকম্। তথাচ মৎস্যসূক্তে—
কুল্লুকাং যো ন জানাতি মহামন্ত্রং জপেন্নরঃ।
পঞ্চত্বং জায়তে তস্য অথবা বাতুলো ভবেৎ॥ ৫৯

মায়াতন্ত্রে— কুল্লুকাং স্থাপয়েচ্ছীর্ষে লিখিত্বা ভূর্জ্জ-পত্রকে।
রাজদ্বারে সভায়াঞ্চ বিজয়ী ভবতি ধ্রুবম্॥ ৬০॥ ইতি

সেইরূপ আরও উক্ত হইয়াছে—রহস্যমালা লইয়া সর্বদা এক লক্ষ জপ করিবে। ৫৫

রহস্যমালা যেমন বলিয়াছেন—রহস্যমালা নামক মালায় অকস্মাৎ (অনায়াসে) সিদ্ধি বিহিত হইয়াছে। পঞ্চাশৎ মণিদ্বারা নির্মিত মালা সর্বসিদ্ধিপ্রদা কথিত হইয়াছে। ৫৬

সেইরূপ আরও উক্ত হইয়াছে—কান্তের (মস্তকাবয়বের দ্বারা) রচিত মহাশঙ্খ নামক মালায় সিদ্ধি জন্মে। পঞ্চাশৎ মণি দ্বারা নির্মিত মালা সর্বসিদ্ধিপ্রদা। ৫৭

কান্তেন—মস্তকাবয়বের দ্বারা। মহাশঙ্খ মালার অভাবে স্ফটিকের মালা কর্ত্তব্য। তাহাই তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, মহাশঙ্খ মালায় জপ করিতে অসমর্থ হইলে স্ফটিকের মালায় জপ করিবে। ৫৮

তারার মন্ত্র সমূহে কুল্লুকা জ্ঞান আবশ্যক। তাহা মৎস্য সূক্তে বলিয়াছেন—কুল্লুকা যে ব্যক্তি জানে না, সে মানব যদি মহামন্ত্র জপ করে, তবে তাহার মৃত্যু হয় অথবা তাহার বাতুলতা জন্মে। ৫৯

মায়াতন্ত্রে বলিয়াছেন—ভূর্জপত্রে কুল্লুকাকে লিখিয়া মস্তকে স্থাপন করিবে। ইহাতে রাজদ্বারে ও সভায় অবশ্যই বিজয়ী হইবে। ৬০

১। খ—লক্ষমেকং জপেদিতি। ২। খ—কান্তেনেত্যংশো নাস্তি।

এবমুক্তেন জপ্ত্বা তু তদ্দশাংশেন হোময়েৎ।
তদ্দশাংশং তর্পণঞ্চ দশাংশং বিপ্র-ভোজনম্।
তর্পয়েচ্চ পরাং দেবীং তৎপ্রকার ইহোচ্যতে ॥ ৬১

তথা সিদ্ধসারস্বতে—এবং জপং পুরা কৃত্বা দশাংশমসিতোৎপলৈঃ।
আজ্যাক্তৈর্জুহুয়ান্মন্ত্রী তদ্দশাংশেন তর্পণম্ ॥ ৬২

তত্রৈব— এবং জপং পুরা কৃত্বা দশাংশমসিতোৎপলৈঃ।
আজ্যাক্তৈর্জুহুয়ান্মন্ত্রী বিল্বৈর্বা জুহুয়াত্ততঃ ॥ ৬৩
কালাগুরু-দ্রবোপেতৈর্বিমলৈর্গন্ধবারিভিঃ।
তর্পয়েচ্চ পরাং দেবীং তৎপ্রকার ইহোচ্যতে ॥ ৬৪
জলে চাবাহ্য বিধিবৎ পাদ্যাদ্যৈরুদকাত্মকৈঃ।
সন্তর্প্য বিধিবদ্দেবীং পরিবারান্ সকৃৎ সকৃৎ ॥ ৬৫

অভিষেকো যথা—দেবীবুদ্ধ্যা স্বমাত্মানং সংপূজ্য সাধকোত্তমঃ।
তারিণীং সিঞ্চয়ামীতি জলং মূর্ধ্নি বিনিক্ষিপেৎ ॥ ৬৬

তন্ত্রান্তরে— সংখ্যা-পূর্ত্তৌ নিজদ্রব্যৈর্জপসংখ্যা-দশাংশতঃ।

এইরূপ উক্ত প্রকারে জপ করিয়া তাহার দশাংশ সংখ্যায় হোম করিবে। হোমের দশাংশ সংখ্যায় তর্পণ, তর্পণের দশাংশ সংখ্যায় ব্রাহ্মণ ভোজন কর্ত্তব্য। পরা দেবীকে তর্পণ করিবে। তাহার প্রকার কথিত হইতেছে। ৬১

সেইরূপ সিদ্ধ সারস্বতে বলিয়াছেন—মন্ত্রজ্ঞ সাধক এইরূপে প্রথমে জপ করিয়া আজ্যাপ্লুত অসিত উৎপলের দ্বারা জপের দশাংশ হোম করিবে। ৬২

সেইখানে বলিয়াছেন—প্রথমে এইরূপে জপ করিয়া তাহার পর মন্ত্রজ্ঞ সাধক আজ্যাক্ত অসিত উৎপলের দ্বারা অথবা আজ্যাক্ত বিল্বের দ্বারা জপের দশাংশ হোম করিবে। ৬৩

কৃষ্ণাগুরুর দ্রব (ঘসা চন্দন) যুক্ত নির্মল সুগন্ধ জলের দ্বারা পরা দেবীকে তর্পণ করিবে। সেই প্রকার এখানে কথিত হইতেছে। ৬৪

জলে দেবীকে বিধিবৎ আবাহন করিয়া উদকরূপ পাদ্যাদি দ্বারা বিধিবৎ দেবীকে তর্পণ করিয়া পরিবারগণকে এক একবার তর্পণ করিবে। ৬৫

অভিষেক যেমন—নিজেকে দেবীজ্ঞানে পূজা করিয়া সাধক শ্রেষ্ঠ "তারিণীং সিঞ্চয়ামি" এই বলিয়া মস্তকে জল নিক্ষেপ করিবে। ৬৬

তন্ত্রান্তরে বলিয়াছেন—যথাবিধি সমাহিত হইয়া জপ সংখ্যা গণনার দ্রব্যের দ্বারা

যথোক্ত-কুণ্ডে জুহুয়াদ্ যথাবিধি সমাহিতঃ ॥ ৬৭
অথবা প্রত্যহং জপ্ত্বা জুহুয়াৎ তদ্দশাংশতঃ।
অত্র হোম-দশাংশস্তু তর্পণং পরিকীর্ত্তিতম্ ॥ ৬৮

এতদ্বিদ্যায়াঃ সাধনস্থানং নীলতন্ত্রে মহাফেৎকারীয়ে চ—

একলিঙ্গে শ্মশানে বা শূন্যাগারে চতুষ্পথে।
তত্রস্থঃ সাধয়েন্মন্ত্রী বিদ্যাং ত্রিভুবনেশ্বরীম্ ॥ ৬৯

তত্রৈব— পঞ্চক্রোশান্তরে যত্র ন লিঙ্গান্তরমীক্ষতে।
তদেকলিঙ্গমাখ্যাতং তত্র সিদ্ধিরনুত্তমা ॥ ৭০

অন্যত্রাপি— উজ্জটে পর্বতে বাপি নির্জনে বা চতুষ্পথে।
দেবাগারে চ শূন্যে চ নির্জ্জনৈকান্ত-বেশ্মনি ॥ ৭১

বীরতন্ত্রে— শূন্যাগারে শ্মশানে যদি জপতি জড়স্ত্বেকলিঙ্গে তড়াগে
গঙ্গাগর্ভে গিরৌ বা শুচি-বিমলমতিঃ সর্বদা ভক্তি-যুক্তঃ।
বিদ্যাং শ্রীনীলবাণ্যা ভুবনজনপতিঃ সর্বশাস্ত্রার্থবেত্তা
দেহান্তে যোগিমুখ্যঃ পরম-সুখপদং ব্রহ্ম নির্বাণমেতি ॥ ৭২

ইতি পূজাপদ্ধতিঃ।

জপের সংখ্যা পূর্ণ হইলে যথোক্ত কুণ্ডে যথোক্ত দ্রব্যের দ্বারা জপের দশাংশ পরিমাণ হোম করিবে। ৬৭

অথবা প্রত্যহ জপ করিয়া জপের দশাংশ পরিমাণে হোম করিবে। এস্থলে হোমের দশাংশ পরিমাণে তর্পণ কীর্তিত হইয়াছে। ৬৮

এই বিদ্যার সাধন স্থান নীলতন্ত্রে ও ফেৎকারীয়তন্ত্রে এই বলিয়াছেন—এক লিঙ্গে অথবা শ্মশানে, শূন্যগৃহে, চতুষ্পথে—মন্ত্রজ্ঞ সাধক ইহাদের একস্থানে উপবিষ্ট হইয়া ত্রিভুবনেশ্বরী বিদ্যাকে সাধন করিবে। ৬৯

পাঁচ ক্রোশের মধ্যে যেখানে অন্য শিবলিঙ্গ দেখা যায় না, সেই লিঙ্গ একলিঙ্গ নামে কীর্ত্তিত হন। সেখানে সর্বোত্তম সিদ্ধি জন্মে।

অন্যত্রও বলিয়াছেন—উজ্জটে, পর্বতে অথবা নির্জনে অথবা চতুষ্পথে, শূন্যবিগ্রহ দেবগৃহে, অথবা নির্জন একান্ত গৃহে (বিদ্যার সাধন করিবে।)। ৭১

বীরতন্ত্রে বলিয়াছেন—যদি শুচি ও নির্মলমতি মূর্খ ব্যক্তি সর্বদা ভক্তিযুক্ত হইয়া শূন্যাগারে শ্মশানে, একলিঙ্গে, তড়াগে, গঙ্গাগর্ভে অথবা পর্বতে শ্রীনীল সরস্বতীর বিদ্যা সাধন করে, তবে সেই জড় সকল শাস্ত্রার্থবিৎ ভুবনের জনগণের অধিপতি ও

অষ্টম্যাদিষু বিশেষপূজা-বিধানং নৈমিত্তিকবিধৌ পূর্বমুক্তম্। অথ মন্ত্রভেদাঃ একবীরাকল্পে—

লিখেৎ খং কূর্চসংযুক্তং রৌদ্রং ত্রৈগুণ্যমেব চ।
বিধি-বিষ্ণু-মহেশানাং স্বশক্ত্যা ক্রমযোগতঃ ॥ ১
এষা মতা মহাবিদ্যা সর্বসিদ্ধি-ফলপ্রদা।
সর্বমন্ত্রময়ী বিদ্যা সর্বতন্ত্রেষু গোপিতা ॥ ২
সিদ্ধিদা ভজতামাশু সম্প্রদায়-বিধানতঃ।
ধ্যানার্চন-প্রকারশ্চ তারিণ্যাঃ পূর্ববদ্ভবেৎ ॥ ৩

অস্যার্থঃ। খং নাদবিন্দু-বিশিষ্ট-কবর্গ-দ্বিতীয়বর্ণ-স্বরূপম্। ন ত্বাকাশবীজম্। যথা তন্ত্রে—ঋদ্ধি-সংজ্ঞং সমুদ্ধৃত্য বিন্দুনাদ-বিভূষিতমিতি। ৪

কূর্চং কূর্চবীজম্। রৌদ্রং প্রাসাদবীজম্। ত্রৈগুণ্যং প্রণবম্। বিধি-শক্তির্বাগ্ভবম্। বিষ্ণুশক্তী রমাবীজম্। মহেশশক্তির্ভুবনেশীবীজম্। ইয়ং সপ্তাক্ষরী। নীলতন্ত্রে (৫)—

যোগিশ্রেষ্ঠ হইয়া দেহান্তে পরম সুখের স্থান ব্রহ্মনিবাণ লাভ করে। পূজাপদ্ধতি সমাপ্ত হইল। ৭২

অষ্টমী প্রভৃতিতে বিশেষ পূজার বিধান নৈমিত্তিক বিধিতে পূর্বে উক্ত হইয়াছে। অনন্তর মন্ত্র ভেদ কথিত হইতেছে। একবীরাকল্পে বলিয়াছেন—

বিধিশক্তি (বাগ্ভব ঐং) বিষ্ণুশক্তি (রমাবীজ শ্রীং) ও মহেশবীজ (ভুবনেশী বীজ হ্রীং) ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের নিজ নিজ শক্তির সহিত যথাক্রমে লিখিবে। কূর্চ (হূং) সংযুক্ত খং কে, রোদ্র (প্রাসাদ বীজ) হৌং, ত্রৈগুণ্য (ওঁ) তাহাতে মহাবিদ্যাটি হইবে—খং হূং হৌং ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং। এই সপ্তাক্ষর মহাবিদ্যা সর্বসিদ্ধি প্রদা কথিত হইয়াছে। এই সর্বময়ী বিদ্যা সমস্ত তন্ত্রে গোপিতা। ১-২

এই বিদ্যা সম্প্রদায় সম্মত বিধানে এই বিদ্যার ভজনা-কারিগণের শীঘ্র সিদ্ধিপ্রদা। এই তারিণীর ধ্যান ও অর্চনার প্রকার পূর্ববৎ হইবে। ৩

এই শ্লোকের অর্থ খং—নাদবিন্দুবিশিষ্ট কবর্গের দ্বিতীয়বর্ণ-স্বরূপ। আকাশ বীজ কিন্তু নহে। যেমন তন্ত্রে এই বলিয়াছেন—বিন্দুনাদ-বিভূষিত ঋদ্ধিনামক বর্ণকে (খবর্ণকে উদ্ধার করিয়া)। ৪

কূর্চং—কূর্চবীজ (হূং)। রৌদ্রং—প্রাসাদ বীজ (হৌং)। ত্রৈগুণ্যম—প্রণব (ওং) বিধিশক্তি—বাগ্ভববীজ ঐং। বিষ্ণুশক্তিঃ রমাবীজ শ্রীং। মহেশশক্তিঃ ভুবনেশী বীজ হ্রীং। এই বিদ্যা সপ্তাক্ষরী। নীলতন্ত্রে এই বলিয়াছেন (৫)—

অথ বিদ্যাং প্রবক্ষ্যামি তারাং ভুবনতারিণীম্
যস্যাঃ স্মরণমাত্রেণ ভয়মাশু শমং ব্রজেৎ ॥ ৬

প্রণবং পূর্বমুদ্ধৃত্য হৃল্লেখাবীজমুদ্ধরেৎ।
গগনং শেষসংযুক্তং বিন্দুনাদ-বিভূষিতম্ ॥ ৭

কূর্চবীজঞ্চ হৃদয়ং তারায়ৈ চ সমুদ্ধরেৎ।
সকলদুস্তরং তারয় তারয়েতি তথা পুনঃ ॥ ৮

তারযুগ্মং বহ্নিজায়া মন্ত্রোঽয়ং সুরপাদপঃ।
গদ্যপদ্যময়ী বাণী কথায়ামভিধানতঃ ॥ ৯

চতুর্লক্ষজপেনাস্যাঃ সিদ্ধয়োঽষ্টৌ ভবন্তি হি।
ধ্যানপূজাদিকং সর্বং পূর্ববৎ সমুপাচরেৎ ॥ ১০

অস্যার্থঃ—হৃল্লেখা মায়া, গগনং হকারঃ, শেষ আকারঃ, তেন হাঁ ইতি। হৃদয়ং নমঃ-পদম্। তারায়ৈ সকল-দুস্তরং তারয় তারয় স্বরূপম্[১]। তারযুগ্মং প্রণবদ্বয়ম্। ইয়ং পঞ্চবিংশত্যক্ষরী। মায়াতন্ত্রে[২] (১১)—

অনন্তর ভুবনতারিণী তারাবিদ্যা বলিব। প্রথমে প্রণবকে উদ্ধার করিয়া হৃল্লেখা বীজকে উদ্ধার করিবে। বিন্দুনাদ-বিভূষিত শেষ (আকার) সংযুক্ত গগন (হ) কূর্চবীজ (হূং), হৃদয় নমঃ ও তারায়ৈ পদ উদ্ধার করিবে। তাহার পর সকল দুস্তরং তারয় তারয় এই বলিবে। পুনরায় তার দ্বয় (ওঁ ওঁ) ও বহ্নিজায়া (স্বাহা) বলিবে। তাহাতে মন্ত্রটি হইল—ওঁ হ্রীং হাং হূং নমস্তারায়ৈ সকল দুস্তরং তারয় তারয় ওঁ ওঁ স্বাহা। এই মন্ত্র সুরপাদপ স্বরূপ। এই বিদ্যার প্রভাবে কথোপকথনে গদ্য পদ্যময়ী বাণী নিসৃত হয়। ৬-৯

এই বিদ্যার চারি লক্ষ জপের দ্বারা অষ্ট সিদ্ধি হইয়া থাকে। ধ্যান পূজাদি সমস্তই পূর্ববৎ আচরণ করিবে। ১০

এই শ্লোকের অর্থ—হৃল্লেখা—মায়া হ্রীং। গগন—হকার। শেষ—আকার। তাহাতে হাং হয়। হৃদয়ং—নমঃ পদ। তারায়ৈ সকল দুস্তরং তারয় তারয়—উহা ঐ স্বরূপ। তারযুগ্মং—প্রণব দ্বয়। ইহা পঞ্চবিংশত্যক্ষরী বিদ্যা। মায়াতন্ত্রে বলিয়াছেন (১১)—

১। খ—স্বরূপম্। তারঃ প্রণবঃ। ২। খ—মায়াতন্ত্রে শ্রীভগবানুবাদ—অথ তারামনূন বক্ষ্যে ভুক্তিমুক্তি ফলপ্রদান্। যেষাং স্মরণ মাত্রেণ জগদ্বশ্যং ভবেদ্ ধ্রুবম্। তারা চেৎপ্রোত্যাদি।

তারা চোগ্রা মহোগ্রা চ বজ্রনীলা সরস্বতী।
কামেশ্বরী ভদ্রকালী ইত্যষ্টৌ তারিণী মতা ॥ ১২

উষ্মবর্ণ-গতো[১] জীবো নিগমস্বর-সংযুতঃ।
নাদবিন্দু-সমাক্রান্তস্তত্ত্বরশ্মি-সমন্বিতঃ ॥ ১৩

কপিলো বামকর্ণস্থো নাদাঢ্যো বিন্দুশেখরঃ।
পার্শ্বান্ত্যঞ্চ তথা ঞান্তং[২] শরান্তং[৩] পরিকীর্ত্তিতম্। ১৪

মধ্যাদিমায়া-কবচং দ্বিতীয়ং মন্ত্রমুদ্ধৃতম্।
বিপরীতং ত্রিধা জ্ঞেয়ং কূর্চাদ্যঞ্চ তুরীয়কম্ ॥ ১৫

মায়াদি-কবচান্তঞ্চ পঞ্চমং পরিকীর্ত্তিতম্।
মায়ামধ্যগতং ষষ্ঠং দ্বিতীয়ান্তঞ্চ সপ্তমম্।
অষ্টমং কবচমধ্যং স্যাদেবং ভেদাষ্টকং ভবেৎ ॥ ১৬

তারা, উগ্রা, মহোগ্রা, বজ্রা, নীলা, সরস্বতী, কামেশ্বরী ও ভদ্রকালী—এই আট প্রকার তারিণী কথিত হইয়াছেন। ১২

উষ্মবর্ণ (র্) গত জীব (হ) নিগম স্বর (ঈ) সংযুক্ত ও নাদ বিন্দু বিভূষিত হইবে। তাহাতে হ্রীং হয়। উহা তত্ত্বরশ্মি (বধূবীজ স্ত্রীং) সমন্বিত হইবে। তাহাতে হ্রীং স্ত্রীং হয়। কপিল (হ) বামকর্ণ (উ) যুক্ত নাদযুক্ত ও বিন্দুমস্তক হইবে। তাহাতে হূং হয়। উহা পার্শ্বান্ত (ফ) ও ঞ-কারান্ত (ট্) যুক্ত হইবে। তাহাতে হ্রীং স্ত্রীং হূং ফট্ হয়। উহা শরান্ত (ফট্কারান্ত) কীর্ত্তিত হইয়াছে। তাহাতে হ্রীং স্ত্রীং হূং ফট্ ফট্ এই হয়। উহা তারামন্ত্র। ১৩-১৪

উক্ত বিদ্যার মধ্যবীজ স্ত্রীং আদিতে হইলে অর্থাৎ স্ত্রীং হ্রীং হূং ফট্ ফট্ হইলে উহা দ্বিতীয় উগ্রার মন্ত্র উদ্ধৃত হয়। উহা বিপরীত হইলে অর্থাৎ আদিবীজ অন্তে ও অন্তবীজ আদিতে নিবিষ্ট হইয়া হূং স্ত্রীং হ্রীং ফট্ হইলে উহা তৃতীয় মহোগ্রার মন্ত্র উদ্ধৃত হয়। উহা কূর্চাদ্য মন্ত্র অর্থাৎ হূং হ্রীং স্ত্রীং ফট্ এইটি চতুর্থ বজ্রার মন্ত্র হইবে। ১৫

মায়াদি এবং কবচান্ত অর্থাৎ হ্রীং স্ত্রীং ফট্ হূং মন্ত্রটি পঞ্চম নীলার মন্ত্র কীর্ত্তিত হইয়াছে। মায়াবীজ মধ্যগত অর্থাৎ স্ত্রীং হ্রীং ফট্ হূং এই হইলে ষষ্ঠ সরস্বতীর মন্ত্র হয়। দ্বিতীয়বীজ স্ত্রীংটি অন্তগত হইলে অর্থাৎ হ্রীং হূং স্ত্রীং ফট্ হইলে এইটি সপ্তম

১। খ—গতো বীজো। ২। খ—তথা ঞান্তং। ৩। শরান্তং অস্ত্রান্তং ফড়ন্তমিত্যর্থঃ। তেন মায়া বধূ কূর্চং ফট্কারদ্বয়কেতি প্রথমো মন্ত্রঃ, তথাচ হ্রীঁ স্ত্রীঁ হূঁ ফট্ ইতি সিদ্ধম্।

ঋষিঃ স্যাদষ্টকশ্ছন্দো হ্যনুষ্টুব্ দেবতা তথা।
শম্ভুপত্নী মহেশানি! চতুর্বর্গেষু যোজয়েৎ ॥ ১৭
কাললক্ষং জপেন্মন্ত্রমেবমুক্তেন বর্ত্মনা।
ধ্যান-পূজাদিকং সর্বং পূর্ববৎ সমুপাচরেৎ ॥ ১৮
ত্র্যক্ষরস্যৈব ভেদোঽয়ং ফটৌ যত্র ন তত্র বৈ।
জপে তু ত্র্যক্ষরং জ্ঞেয়ং ন্যাসে সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১৯

এষামর্থঃ। উষ্মবর্ণো রেফঃ। জীবো হকারঃ। নিগমস্বর ঈকারঃ। নাদবিন্দূ স্পষ্টৌ। তেন মায়াবীজমুদ্ধৃতম্। তত্ত্বরশ্মির্বধূবীজম্। কপিলো হকারঃ। বামকর্ণঃ উকারঃ। নাদবিন্দূ স্পষ্টৌ। তেন কূর্চবীজমুদ্ধৃতম্। পার্শ্বঃ পকারস্তস্যান্ত্যং ফকারঃ। ঞান্তং টকারঃ ইতি[১] সার্দ্ধ-চতুরক্ষর-মন্ত্রস্বরূপং প্রকৃতিভূতম্, তচ্চ শরান্তমস্ত্রবীজান্তং ষড়ন্তমিত্যর্থঃ। তেন মায়া-বধূ-কূর্চং ফট্কার-দ্বয়ঞ্চেতি প্রথমো মন্ত্রঃ[২]। তন্ত্রসারকারোঽপি এতেন

কামেশ্বরীর মন্ত্র হয়। কবচ মধ্য মন্ত্রটি অর্থাৎ হ্রীং হূং স্ত্রীং ফট্ মন্ত্রটি অষ্টম ভদ্রকালীর মন্ত্র হয়। এইরূপ আটটি ভেদ হয়। ১৬

হে মহেশানি! এই মন্ত্রসমূহের অষ্টকঋষি, অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ শম্ভুপত্নী দেবতা। চতুর্বর্গলাভে এই মন্ত্রগুলির বিনিযোগ করিবে। ১৭

এই প্রকার পদ্ধতিতে কাল (ছয়) লক্ষ মন্ত্র জপ করিবে। ধ্যান পূজা প্রভৃতি সমস্তই—পূর্ববৎ অনুষ্ঠান করিবে। ১৮

যে বীজত্রয়ের মধ্যে ফকার ও টকার নাই। সে স্থলে ত্র্যক্ষরেরই এই ভেদ। জপে ত্র্যক্ষর মন্ত্র জানিবে। ন্যাসে সমস্তই প্রতিষ্ঠিত জানিবে। ১৯

এই শ্লোকগুলির এই অর্থ। উষ্মবর্ণঃ—রেফ্। জীবঃ—হকার। নিগমস্বরঃ—ঈকার। নাদবিন্দূ—নাদ ও বিন্দুর অর্থ স্পষ্ট। ইহাতে মায়াবীজ হ্রীং উদ্ধৃত হইল। তত্ত্বরশ্মিঃ—বধূবীজ স্ত্রীং। কপিলঃ—হকার। বামকর্ণঃ—উকার। নাদবিন্দূ—নাদ ও বিন্দুর অর্থ স্পষ্ট। তাহাতে কূর্চবীজ হূং উদ্ধৃত হইল। পার্শ্বঃ—পকার। তস্যান্ত্যং—ফকার। ঞান্তং—টকার। এই সার্দ্ধচারিঅক্ষর মন্ত্রের স্বরূপটি প্রকৃতিভূত। তাহা শরান্ত অস্ত্রবীজান্ত অর্থাৎ ফড়ন্ত এই অর্থ। তাহাতে মায়া, বধূবীজ, কূর্চবীজ ও ফট্কারদ্বয়—(১) এইটি প্রথম মন্ত্র। তন্ত্রসারকারও—এতেন (ইহা দ্বারা) পঞ্চাক্ষরঃ

১। খ—টকার ইতি পঞ্চাক্ষর মন্ত্রোদ্ধারঃ। স চ মন্ত্রঃ শরান্তঃ অস্ত্রবীজান্তঃ তেন পঞ্চাক্ষরস্যান্তে পুনঃ ফট্কার ইত্যায়াতম্। তথাচ পঞ্চাক্ষরঃ প্রকৃতিঃ সচ ফড়ন্তশ্চেৎ বিদ্যান্তরং। তেন মায়া।
২। খ—প্রথমো মন্ত্রঃ। মধ্যাদীতি। কবচং দীর্ঘকবচং এবমন্যত্রাপি। তেন বধূর্মায়াকূর্চমন্ত্রং।

পঞ্চাক্ষরঃ ফড়ন্তশ্চেদেকা বিদ্যা, তেন পঞ্চাক্ষরঃ প্রকৃতিরিত্যাহ। মধ্যাদীতি। মধ্যং বধূবীজমাদৌ যস্যাস্তাদৃশযুক্তং কবচং যত্র, তাদৃশং প্রকৃতিভূতং সার্দ্ধ-চতুরক্ষরমিত্যর্থঃ। এতদাদি-স্থলেষু কবচং দীর্ঘকবচমুপস্থিতত্বাৎ, তেন বধূ-মায়া-কূর্চমন্ত্রম্। (২) বিপরীতমিতি[1] অব্যবহিত-পূর্বোক্ত-মন্ত্রো যদি বিপরীতশ্চরমবীজাদিরিত্যর্থঃ। ত্রিধেতি। তৃতীয়মিত্যর্থঃ। তেন কূর্চং বধূ-র্মায়া ফট্। (৩) কূর্চেতি। অর্থাৎ[2] প্রকৃতং, তেন কূর্চং মায়া বধূরস্ত্রং কূর্চবধ্বো-র্মায়া-পরত্বে উক্তাভেদঃ। (৪) মায়াদীতি। প্রকৃতি-মন্ত্রস্য মায়াদি-কবচান্তত্বে কবচাৎ প্রাগস্ত্রমভিপ্রেতম্, তেন মায়া বধূরস্ত্রং কূর্চম্। সপ্তম-মন্ত্রবদন্তপদস্য ত্র্যক্ষর-পরত্বে মূলভূতৈকজটামন্ত্রাভেদঃ। (৫) মায়ামধ্যেতি[3]। এতদেবেত্যর্থঃ, তেন বধূর্মায়া ফট্ কূর্চম্। (৬) দ্বিতীয়েতি। তেন মায়া কূর্চং বধূরস্ত্রম্[4]। ন

ফড়ন্তশ্চেৎ (পঞ্চাক্ষর যদি ফড়ন্ত হয়, তবে উহা) একা বিদ্যা (একটি বিদ্যা)। তেন (তাহা দ্বারা) পঞ্চাক্ষরঃ প্রকৃতিঃ (পঞ্চাক্ষর প্রকৃতি) ইত্যাহ (ইহা বলিলেন)। মধ্যাদি এই কথার অর্থ—মধ্য বধূবীজ আদিতে যে বিদ্যার, তাদৃশ বধূবীজ যুক্ত কবচ যে প্রকৃতিতে, তাদৃশ প্রকৃতিভূত সার্দ্ধ চারি অক্ষর। এই সমস্ত স্থলে কবচটি দীর্ঘকবচ; যেহেতু সমস্ত দীর্ঘ সন্নিধানে উপস্থিত হইয়াছে। তাহাতে বধূ, মায়া, কূর্চ ও অস্ত্র অর্থাৎ স্ত্রীং হ্রীং হূং ও ফট্—(২) এইটি দ্বিতীয় মন্ত্র। বিপরীতম্ এই কথার অর্থ—অব্যবহিত পূর্বোক্ত মন্ত্র যদি বিপরীত অর্থাৎ চরম (অন্ত) বীজাদি হয়। ত্রিধা ইহার অর্থ—তৃতীয়। তাহাতে কূর্চবীজ, বধূবীজ, মায়াবীজ, ও ফট্ অর্থাৎ হূং স্ত্রীং হ্রীং ফট্—(৩) এইটি তৃতীয় মন্ত্র। কূর্চ এই কথার অর্থ—প্রকৃত কূর্চবীজ। তাহাতে কূর্চবীজ, মায়াবীজ, বধূবীজ ও অস্ত্র অর্থাৎ হূং হ্রীং স্ত্রীং ফট্—(৪) এইটি চতুর্থ মন্ত্র। কূর্চ ও বধূর পর মায়া হইলে পূর্বোক্ত মন্ত্রের সহিত অভেদ হয়। মায়াদি এই কথার প্রকৃতি মন্ত্রটি মায়াদি ও কবচান্ত হইলে কবচের পূর্বে অস্ত্র অভিপ্রেত হয়। তাহাতে অর্থ হয়—মায়া, বধূ, অস্ত্র ও কবচ অর্থাৎ হ্রীং স্ত্রীং ফট্ হূং; (৫) এইটি পঞ্চম মন্ত্র। সপ্তম মন্ত্রের ন্যায় অন্তপদটি ত্র্যক্ষর তাৎপর্য্যক হইলে মূলভূত একজটা মন্ত্রের সহিত অভেদ হয়। মায়া মধ্য এই কথার এই অর্থ। তাহাতে বধূ, মায়া, ফট্, কূর্চ অর্থাৎ

১। খ—বিপরীতমিতি। অব্যবহিতোক্তমন্ত্রস্য আদ্যন্তবীজয়োর্বৈপরীত্যমিত্যর্থঃ। ত্রিধেতি।
২। খ—অর্থাৎ প্রকৃতিমন্ত্রে ইত্যর্থঃ। তেন কূর্চং মায়া বধূরস্ত্রং মায়াদীতি। মায়াদি কবচান্ত-মন্ত্রস্য প্রকৃতিরূপত্বমাত্র কবচাৎ প্রাক্ অস্ত্রমভিপ্রেতম্। তেন মায়া বধূরস্ত্রং কূর্চং। ৩। খ—ফট্। অষ্টমমিতি। তেন নামভেদেনাষ্টৌ মন্ত্রাঃ। ত্র্যক্ষরৈস্যেবেতি। যত্র ফকারটকারৌ নস্তস্তত্র ত্র্যক্ষরস্য স্থূল্কামস্য ত্বয়ং বিশেষঃ। জপস্ত্র্যক্ষরস্য মায়ামধ্যেতি। তেন বধূর্মায়া ফট্ কূর্চং। ৪। দ্বিতীয়েতি।

চাত্রান্তপদস্য পঞ্চম-মন্ত্রবৎ সর্বান্ত-পরত্বং ত্র্যক্ষরান্ত্যাবয়ব-পরত্বাবাধে সর্বান্ত-পরত্বস্যাকল্পনাৎ পঞ্চমমন্ত্রে তথা ব্যুৎপত্তের্দর্শিত-দোষত্বাৎ। (৭) অষ্টমমিতি তেন বধূঃ কূর্চং মায়া ফট্। মায়া-কূর্চ-বধ্বস্ত্র-পরত্বে পূর্বাভেদঃ। (৮) ত্র্যক্ষরস্যেতি। যত্র বীজত্রয়-মধ্যে ফকার-টকারৌ নস্তস্তত্র ত্র্যক্ষরস্যাপি অয়ং ভেদ ইত্যর্থঃ। ২০

তথাচ মায়া-বধূ-কূর্চৈর্বধূ-মায়া-কূর্চৈঃ কূর্চ-বধূ-মায়াভিঃ, কূর্চ-মায়া-বধূভির্মায়া-কূর্চ-বধুভির্বধূ-কূর্চ-মায়াভিশ্চ ষাড়্বিধ্যং প্রকারান্তরস্যাভাবাৎ। অয়ন্তু বিরোধঃ। ২১

জপস্ত্র্যক্ষরস্যৈব ন্যাসে তু সর্বং প্রতিষ্ঠিতং ফট্কারোঽপি ন্যস্তব্য ইত্যর্থঃ। যথা পাদয়োঃ—ফট্ শক্তয়ে নমঃ ইত্যাদি[১]। এবং ন্যাস ইত্যপি সামান্যতঃ প্রাপ্তয়োর্ভাবনা-যন্ত্র-বীজ-লিখনয়োরপ্যুপলক্ষকম্। তেন পূজা-প্রস্তাবে পূর্বমুক্তম্। যোঢ়ান্যাসোঽপি প্রণবাস্ত্র-ঘটিতঃ সর্বমন্ত্র-সাধারণতয়া কর্ত্তব্য এব। যথা রুদ্র-জামলে (২২)—

স্ত্রীং হ্রীং ফট্ হূং—(৬) এইটি ষষ্ঠ মন্ত্র হয়। দ্বিতীয় ইহা দ্বারা মায়া, কূর্চ, বধূ ও অস্ত্র অর্থাৎ হ্রীং হূং স্ত্রীং ফট্—(৭) এইটি সপ্তম মন্ত্র। এস্থলে অন্তপদটি পঞ্চম মন্ত্রের ন্যায় সর্বান্ত তাৎপর্য্যক নহে। ত্র্যক্ষরের অন্ত্য অবয়ব তাৎপর্য্যের বাধা না হওয়ায় সর্বান্ত তাৎপর্য্যক কল্পনা সঙ্গত নহে। পঞ্চম মন্ত্রে সেইরূপ ব্যুৎপত্তিতে (সর্বান্ত পরত্বে) দোষ দর্শিত হইয়াছে। অষ্টমম্—ইহা দ্বারা বধূ, কূর্চ, মায়া ফট্ অর্থাৎ স্ত্রীং হূং হ্রীং ফট্—(৮) এইটি অষ্টম মন্ত্র হয়। মায়া কূর্চ, বধূ ও অস্ত্র পর হইলে পূর্বের সহিত অভেদ হয়। ত্র্যক্ষরস্য এই কথার এই অর্থ—যেখানে বীজত্রয় মধ্যে ফকার ও টকার নাই, সেস্থলে ত্র্যক্ষরেই এই ভেদ। ২০

তাহা হইলে মায়া, বধূ ও কূর্চের দ্বারা, বধূ, মায়া ও কূর্চের দ্বারা, কূর্চ, বধূ ও মায়া দ্বারা, কূর্চ, মায়া ও বধূ দ্বারা, মায়া, কূর্চ ও বধূ দ্বারা, বধূ, কূর্চ ও মায়া দ্বারা ছয় প্রকার মন্ত্র হইবে, অন্য প্রকার মন্ত্রের সম্ভাবনা নাই। ইহা কিন্তু বিরুদ্ধ। ২১

ত্র্যক্ষর বিদ্যারই জপ হইবে। ন্যাসে কিন্তু সমস্ত বিদ্যাই প্রতিষ্ঠিত (আবশ্যক) অর্থাৎ ফট্কারের ন্যাস কর্ত্তব্য। যেমন পাদদ্বয়ে ফট্ শক্তয়ে নমঃ ইত্যাদি। এইরূপ ন্যাস—এইটিও সামান্যভাবে প্রাপ্ত দুইটির ভাবনা এবং যন্ত্র-বীজ লেখারও উপলক্ষণ। সেই জন্য ইহা পূজা প্রস্তাবে পূর্বে উক্ত হইয়াছে। যোঢ়ান্যাসও প্রণব ও অস্ত্র ঘটিত সর্বমন্ত্র-সাধারণ বলিয়া কর্ত্তব্যই। যেমন রুদ্রযামলে বলিয়াছেন (২২)—

১। খ—ইত্যাদি। যোঢ়ান্যাসোঽপি প্রণবাস্ত্রঘটিতত্বেন তত্রৈব। যথা রুদ্র।

প্রণবং মাতৃকাবর্ণৈঃ পুটিতং মাতৃকাস্থলে।
তেনৈব পুটিতং বর্ণং ন্যসেৎ তত্রৈব পার্বতি! ॥ ২৩
মায়াবীজং তথা দেবি! বিন্যস্তব্যং প্রযত্নতঃ।
বধূবীজং তথা চৈব বিন্যসেৎ সুসমাহিতঃ ॥ ২৪
কূর্চবীজং তথা দেবি! ন্যসনীয়মশেষতঃ।
অস্ত্রঞ্চৈব তথা ন্যস্ত্বা সকলং[১] তদনন্তরম্ ॥ ইতি ॥ ২৫

স্বতন্ত্রতন্ত্রে গন্ধর্বে চ—জলাপচ্ছমনীং তারাং বক্ষ্যেঽন্যাং শৃণু তত্ত্বতঃ।
যস্যাঃ স্মরণ-মাত্রেণ ভয়মাশু বিনাশয়েৎ ॥ ২৬
প্রণবং পূর্বমুদ্ধৃত্য তারে তু তারে তথা।
তুত্তা স্বাহেতি মন্ত্রোঽয়ং দশাক্ষরঃ উদাহৃতঃ ॥ ২৭

অস্যা ধ্যানং স্বতন্ত্রে—শ্যামবর্ণাং ত্রিনয়নাং দ্বিভুজাং বর-পঙ্কজে।
দধানাং বহুবর্ণাভির্বহুরূপাভিরাবৃতাম্ ॥ ২৮
শক্তিভিঃ স্মেরবদনাং স্মের-মৌক্তিক-ভূষণাম্।

মাতৃকাবর্ণের এক একটি দ্বারা পুটিত প্রণবকে মাতৃকাস্থানে ন্যাস করিবে। হে পার্বতি! সেই মাতৃকাস্থানেই প্রণবের দ্বারা পুটিত মাতৃকাবর্ণকে ন্যাস করিবে। ২৩

হে দেবি! যত্নপূর্বক মায়াবীজকে সেইরূপ ন্যাস করিবে। সমাহিত হইয়া সাধক বধূবীজকে সেইরূপ ন্যাস করিবে। ২৪

হে দেবি। কূর্চবীজকে সেইরূপ অশেষে সকল মাতৃকাস্থানে ন্যাস করিবে। অস্ত্রকে সেইরূপ ন্যাস করিয়া তাহার পর সকল মন্ত্রবর্ণকে সেইরূপ ন্যাস করিবে। ২৫

স্বতন্ত্রতন্ত্রে ও গন্ধর্বতন্ত্রে তারার মন্ত্রান্তর বলিতেছেন—জলীয় আপদ্-নাশিনী অন্য তারা বিদ্যাকে তত্ত্বতঃ বলিতেছি, শ্রবণ কর। যাঁহার স্মরণমাত্রে শীঘ্র ভয় বিনাশ করান। ২৬

প্রথমে প্রণব উদ্ধার করিয়া পুনরায় তারে তু তারে বলিয়া তুত্তা স্বাহা বলিবে। তাহাতে মন্ত্রটি হইল—ওঁ তারে তু তারে তুত্তা স্বাহা। তারার এই দশাক্ষর মন্ত্র কথিত হইয়াছে। ২৭

স্বতন্ত্রতন্ত্রে এই মন্ত্রের ধ্যান উক্ত হইয়াছে। সেই ধ্যানের অর্থ—শ্যামবর্ণা, ত্রিনয়না, দ্বিভূজা, বরমুদ্রা ও পঙ্কজধারিণী, বহুরূপা শক্তি সমূহের দ্বারা আবৃতা (বেষ্টিতা),

---

১। খ—সকলং তদনন্তরম্। ইত্যয়ং ষোঢ়ান্যাসঃ সর্বমন্ত্রাণামেব। তথাচ ত্র্যক্ষরস্যেত্যুপলক্ষণম্ সর্বমন্ত্রাণামেব ন্যাসভাবনাদিকং পঞ্চাক্ষরঘটনাম্না ষোঢ়া প্রণবেনাপি। অপন্তু দন্ত্যাক্ষরমাত্রস্যেতি তত্ত্বম্। স্বতন্ত্র—

রত্ন-পাদুকয়োর্ন্যস্ত-পাদাম্বুজ-যুগাং স্মরেৎ।
অস্য পূজাদিকং সর্বং পূর্ববৎ সমুপাচরেৎ॥ ২৯

পুরশ্চরণন্তু দশলক্ষ-জপঃ। তদুক্তং তত্রৈব—

দশলক্ষং জপেদ্ ধীমান্নিয়মেন যথাবিধি।
দশাংশং জুহুয়ান্মন্ত্রী ঘৃতাক্তৈঃ রক্ত-পুষ্পকৈঃ॥ ৩০

মাতৃকার্ণবে— বিদ্যান্তরং প্রবক্ষ্যামি শৃণু সাবহিতা প্রিয়ে!।
বাগ্‌ভবং কুলদেবীঞ্চ তারকং বাগ্‌ভবং তথা॥ ৩১
হৃল্লেখা চাস্ত্রমন্ত্রান্তে বহ্নিজায়াবধির্মনুঃ।
অষ্টাক্ষরো মনুঃ প্রোক্তো বেদমাতুরনুত্তমঃ॥ ৩২
পঞ্চাঙ্গান্যস্য মন্ত্রস্য পঞ্চবীজৈঃ প্রকল্পয়েৎ।
অস্ত্রং শেষাক্ষরৈর্ন্যস্য কৃতকৃত্যো ভবেন্নরঃ।
ধ্যান-পূজাদিকং সর্বং পূর্ববচ্চ সমাচরেৎ[১]॥ ৩৩

স্মেরবদনা, সমুজ্জ্বলমুক্তামণ্ডিত ভূষণে ভূষিতা, রত্ন পাদুকায় চরণদ্বয় স্থাপন কারিণী তারাকে স্মরণ (ধ্যান) করিবে। এই বিদ্যার ধ্যান পূজাদি সমস্তই পূর্ববৎ অনুষ্ঠান করিবে। ২৮-২৯

পুরশ্চরণ কিন্তু দশ লক্ষ জপ। সেই স্বতন্ত্রতন্ত্রে তাহা উক্ত হইয়াছে—

ধীমান্ সাধক যথাবিধি নিয়মের সহিত দশ লক্ষ মন্ত্র জপ করিবে। মন্ত্রজ্ঞ সাধক ঘৃতাক্ত রক্ত পুষ্পের দ্বারা জপের দশাংশ পরিমাণে হোম করিবে। ৩০

মাতৃকার্ণবে তারার অন্য বিদ্যা বলিয়াছেন—হে প্রিয়ে! তারার অন্য বিদ্যা বলিতেছি; অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। বাগ্‌ভব, কুলদেবী (মায়াবীজ), তার, বাগ্‌ভব, হৃল্লেখা ও অস্ত্রমন্ত্রের অন্তে বহ্নিজায়া অবধি মন্ত্র। তাহাতে মন্ত্রটি হইল—ঐং হ্রীং ওঁ ঐং হ্রীং ফট্ স্বাহা। বেদমাতা নীলসরস্বতীর এই অষ্টাক্ষর মন্ত্রটী সর্বশ্রেষ্ঠ। ৩১-৩২

এই মন্ত্রের পাঁচটি বীজের দ্বারা পাঁচটি অঙ্গের ন্যাস করিবেন। শেষাক্ষর সমূহের দ্বারা অস্ত্র ন্যাস করিয়া মানব কৃতকৃত্য হইতে পারে। এই মন্ত্রের ধ্যান পূজাদি সমস্তই পূর্ববৎ করিবেন। ৩৩

বিবৃতি। এই মন্ত্রের ষড়ঙ্গন্যাস যথা হৃদয়ে—ওঁ ঐং হৃদয়ায় নমঃ। মস্তকে—ওঁ হ্রীং শিরসে স্বাহা। শিখায়—ওঁ ওঁ শিখায়ৈ বষট্। বাহুদ্বয়ে—ওঁ ঐং কবচায় হুং।

১। খ—সমাচরেৎ। কালিকা সিদ্ধবিদ্যা স্যান্ মহাকালী পরা মতা। তস্যান্তে মহাবিদ্যা বিজ্ঞেয়া সাধকোত্তমৈঃ। তেনাদৌ।

তেনাদৌ বাগ্‌ভবস্ততঃ কুলদেবী-মায়াবীজং, ততস্তারঃ প্রণবঃ পুনর্বাগ্‌ভবঃ পুনর্মায়া, ততঃ ফট্ স্বাহা। অষ্টাক্ষর ইতি। টকারস্যার্দ্ধাক্ষরতয়া গণনাভাবাদিতি ভাবঃ। ৩৪

মৎস্যসূক্তে—প্রণবং পূর্বমুচ্চার্য্য পদ্মে যুগ্মং তথৈব চ।

মহাপদ্মে পদং ব্রূয়াৎ পদ্মাবতি পদং ততঃ॥ ৩৫

মায়ে স্বাহেতি মন্ত্রোঽয়ং প্রোক্তঃ সপ্তদশাক্ষরঃ।

পূজা পূর্ববদুদ্দিষ্টা অর্দ্ধরাত্রে চতুষ্পথে।

জপমস্যাশ্চরেদ্ যস্তু স স্যাদ্ দ্রুতকবির্ধ্রুবম্[১]॥ ৩৬

মায়ে ইতি সম্বুধ্যন্ত-পদস্বরূপম্, নতু মায়া-বীজদ্বয়ং, সম্বুদ্ধ্যন্ত-পদ-সমভিব্যাহারস্য তথা তাৎপর্য্যগ্রাহকত্বাৎ। স্বচ্ছন্দসংগ্রহে (৩৭)—

শিববীজং মহেশানি! শক্তিবীজং ততঃ পরম্।

বিন্দুসর্গ-সমাযুক্তং বেদাদ্যং তদধঃ-ক্রমাৎ॥ ৩৮

নেত্রত্রয়ে—ওঁ হ্রীং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। করতলে—ওঁ ফট্ স্বাহা করতল-পৃষ্ঠাভ্যাং ফট্। এইরূপ করন্যাস প্রভৃতি করিয়া ধ্যানাদি করিবেন। ৩৩

তাহাতে প্রথমে বাগ্‌ভববীজ ঐং, তাহার পর কুলদেবী মায়াবীজ হ্রীং, তাহার পর তার প্রণব ওঁ, পুনরায় বাগ্‌ভববীজ, পুনরায় মায়া, তাহার পর ফট্ স্বাহা। অষ্টাক্ষর কথার তাৎপর্য্য—টকারটি অর্দ্ধঅক্ষর বলিয়া গণনা হয় না বলিয়া অষ্টাক্ষর মন্ত্র বলা হইয়াছে। ৩৪

মৎস্য সূক্তে সপ্তদশাক্ষর মন্ত্র বলিতেছেন—প্রথমে প্রণব উচ্চারণ করিয়া সেইরূপ পদ্মে দ্বয় অর্থাৎ পদ্মে পদ্মে ও মহাপদ্মে পদ বলিবে। তাহার পর পদ্মাবতি পদ, তাহার পর মায়ে স্বাহা এই বলিবে। তাহাতে ওঁ পদ্মে পদ্মে মহাপদ্মে পদ্মাবতি মায়ে স্বাহা—এই সপ্তদশাক্ষর মন্ত্র হয়। অর্দ্ধরাত্রে চতুষ্পথে এই মন্ত্রের পূজা পূর্ববৎ উদ্দিষ্ট হইয়াছে। যিনি এই মন্ত্রের জপ করেন। তিনি নিশ্চয়ই দ্রুতকবি হন। ৩৫-৩৬

মায়ে এইটি মায়াপদের সম্বোধন পদের রূপ; কিন্তু মায়াবীজ দ্বয় নহে। সম্বোধন পদের সমভিব্যাহারে মায়া পদের সেইরূপই তাৎপর্য্য গৃহীত হয়। ৩৭

স্বচ্ছন্দ সংগ্রহে অষ্টাক্ষরী বিদ্যা কথিত হইয়াছে—হে মহেশানি! যথাক্রমে বিন্দু ও বিসর্গযুক্ত, শিববীজ, তাহার পর শক্তিবীজ স, তাহার পর যথাক্রমে বেদার্থ

১। খ—ধ্রুবম্। স্বচ্ছন্দ সংগ্রহে।

মায়া-স্ত্রী-বর্মবীজান্তে হংসবীজমুদাহৃতম্ ।
এষা অষ্টাক্ষরী বিদ্যা কথিতা ভুবি দুর্লভা ॥ ৩৯

আজ্ঞা-সিদ্ধিমবাপ্নোতি ত্রৈলোক্যং বশমানয়েৎ ।
বশমায়ান্তি সততং তস্য বিদ্যাশ্চতুর্দ্দশ ॥ ৪০

হংসতারা মহাবিদ্যা তব স্নেহাৎ প্রকাশিতা ।
কবিতা সা বহেৎ পুংসাং ধনার্থী ধনমাপ্নুয়াৎ ।
মোক্ষার্থী লভতে মোক্ষং নাত্র কার্য্যা বিচারণা[১] ॥ ৪১

শিববীজং হকারঃ, স চ বিন্দুযুক্তঃ। শক্তিবীজং দন্ত্যসকারঃ, স চ বিসর্গবান্, তেন হংস ইতি সিদ্ধম্। তথা চ হংসঃ প্রণবঃ মায়া বধূঃ কূর্চং হংসঃ ইত্যষ্টাক্ষরী। তত্রৈব (৪২)—

পঞ্চাক্ষরী চ যা বিদ্যা হংসাদ্যন্তা মহোদয়া ।
কেবলং ত্বৎ-প্রযত্নেন তব স্নেহাৎ প্রকাশিতা ॥ ৪৩

প্রণব, মায়াবীজ, স্ত্রীবীজ, বর্মবীজ, তাহার অন্তে হংসবীজ কথিত হইয়াছে। তাহাতে হংসঃ ওঁ হ্রীং স্ত্রীং হূং হংস—এই অষ্টাক্ষরী বিদ্যা হয়। পৃথিবীতে এই বিদ্যা দুর্লভ। ৩৮-৩৯

এই বিদ্যা দ্বারা আজ্ঞাসিদ্ধি লাভ করে, ত্রৈলোক্যকে বশে আনয়ন করে। তাহার চতুর্দশ বিদ্যা সর্বদা বশীভূত হয়। ৪০

হংসতারা মহাবিদ্যা তোমার স্নেহে কথিত হইল। এই মহাবিদ্যা মানবগণের কবিত্ব প্রদান করে। ধনার্থী ধনলাভ করে, মোক্ষার্থী মোক্ষলাভ করে। ইহাতে সন্দেহ করিবে না। ৪১

শিববীজং—হকার। তাহা বিন্দুযুক্ত হইবে। শক্তিবীজং—দন্ত্য সকার। তাহা বিসর্গ যুক্ত হইবে। তাহাতে হংসঃ এইপদ সিদ্ধ হয়। তাহাতে হংসঃ প্রণব (ওঁ) মায়া (হ্রীং), বধূ (স্ত্রীং), কূর্চ (হূং) ও হংসঃ—এই অষ্টাক্ষরী বিদ্যা হয়। সেই স্বচ্ছন্দ সংগ্রহেই বলিয়াছেন (৪২)—

পঞ্চাক্ষরী যে বিদ্যা, তাহার আদিতে ওঁ অন্তে হংসঃ হইলে মহা অভ্যুদয়কারিণী হন। কেবল তোমার যত্নে ও তোমার প্রতি স্নেহে ইহা প্রকাশিত হইয়াছে। ৪৩

১। খ—বিচারণা। উগ্রতারা মহাবিদ্যা কথ্যতে মম পৌরুষম্। অন্বার্থঃ। শিববীজং।০

তথাচেয়ং ফট্-কার-মধ্যা চেন্নবাক্ষরী। অনয়োর্জপ-পূজাদীন্ পঞ্চাক্ষরী-বদাচরেৎ ॥ ৪৪

তন্ত্রান্তরে—লজ্জা-যুগং বধূবীজং ততো দীর্ঘতনুচ্ছদম্।
সারস্বতোঽপরো মন্ত্রঃ সংপ্রোক্তশ্চতুরক্ষরঃ।
তদন্তে যদি ফট্কারো মনুঃ পঞ্চাক্ষরো ভবেৎ ॥ ৪৫

তথা— তার-শক্তি-বধূবীজান্যন্তে দীর্ঘতনুচ্ছদম্।
অস্ত্রমগ্নি-বধূরন্তে মনুঃ সপ্তাক্ষরো ভবেৎ ॥ ৪৬

মন্ত্রমাত্রেষ্বয়ং প্রোক্তস্তথা দীর্ঘেন বর্মণা।
পুটিতঞ্চ বধূবীজমপরোঽসৌ গুণাক্ষরঃ[১] ॥ ৪৭

তথাচ কূর্চং বধূঃ কূর্চমিতি ত্র্যক্ষরো মন্ত্রঃ। একবীরাকল্পেঽপি—
শিবঃ শক্তিস্তার-মায়া-ফট্কারান্ত উদাহৃতঃ।
সার্দ্ধপঞ্চাক্ষরো মন্ত্রো জ্ঞানদীপ-প্রদো মতঃ[২] ॥ ৪

এই অষ্টাক্ষরী বিদ্যা ফট্‌কার মধ্যা হইলে নবাক্ষরী বিদ্যা হয়। এই দুই বিদ্যার জপ পূজা প্রভৃতি পঞ্চাক্ষরী বিদ্যার ন্যায় করিবে। ৪৪

তন্ত্রান্তরে বলিয়াছেন—লজ্জাবীজদ্বয় (হ্রীং হ্রীং), বধূবীজ (স্ত্রীং) ও দীর্ঘতনুচ্ছদ (হূং)—এই চতুরক্ষর নীল সরস্বতীর অপর মন্ত্র কথিত হইয়াছে। তাহার অন্তে যদি ফট্‌কার হয়, তবে পঞ্চাক্ষর মন্ত্র হইবে। ৪৫

সেইরূপ আরও বলিয়াছেন—তার (ওঁ), শক্তি (হ্রীং) বধূবীজ (স্ত্রীং), ইহার অন্তে দীর্ঘতনুচ্ছদ (হূং), অস্ত্র (ফট্) ও অন্তে অগ্নিবধূ (স্বাহা)। তাহাতে ওঁ হ্রীং স্ত্রীং হূং ফট্ স্বাহা—এই সপ্তাক্ষর মন্ত্র হইবে। ৪৬

মন্ত্রমাত্রে এই বিধি উক্ত হইয়াছে। সেইরূপ দীর্ঘকবচের দ্বারা বধূবীজ স্ত্রীং পুটিত অর্থাৎ হূং স্ত্রীং হূং এই হইলে অপর এই গুণাক্ষর মন্ত্র হয়। ৪৭

তাহা হইলে কূর্চ হূং বধূ স্ত্রীং কূর্চ অর্থাৎ হূং স্ত্রীং হূং এই ত্র্যক্ষর মন্ত্র হয়। একবীরাকল্পেও বলিয়াছেন—

শিব (হং), শক্তি (হ্রীং), তার (ওঁ), মায়া (হ্রীং) ও অন্তে ফট্ অর্থাৎ হং সঃ হ্রীং ওঁ হ্রীং ফট্—এই সার্দ্ধ পঞ্চাক্ষর মন্ত্র কথিত হইয়াছে। উহা জ্ঞান প্রদ বলিয়া কথিত হইয়াছে। ৪৮

১। খ—গুণাক্ষর। একবীরাকল্পেঽপি। ২। ক—মন্ত্রো জ্ঞানপঞ্চকবিদঃ। খ—জ্ঞানদীপপ্রদঃ।

তারো মায়া শিবঃ শক্তিঃ ফট্‌কারান্তা পরা স্মৃতা।
এতয়োঃ কল্পমুদিতং মহোগ্রাকল্পমুত্তমম্ ॥ ৪৯

এতয়োরনয়োঃ। শিবঃ সানুস্বার-হকারঃ। শক্তিঃ সবিসর্গ-দন্ত্যসকারঃ। ৫০

অথ নীলসরস্বতী। যথা সিদ্ধসারস্বতে—

বাঙ্‌-মায়া-কমলাবীজমীশো ভৃগু-নিষেবিতঃ।
চতুর্দ্দশেন্দু-সংযুক্তঃ[১] পশ্চাদ্‌ভৃগু-মহেশ্বরৌ ॥ ১
চতুর্দ্দশ-বিসর্গাঢ্যৌ বদ-দ্বন্দ্বঞ্চ বাক্‌-পদম্।
বাদিনীতি পদং পশ্চাৎ নীং[২] পদ-ত্রিতয়ং ততঃ ॥ ২
নীলসরস্বতীপদং ত্রিরাবৃত্তিশ্চ বাঙ্‌-মনোঃ।
কা হি শব্দদ্বয়ং পশ্চাৎ কলরীমগ্নিবল্লভা ॥ ৩
চতুস্ত্রিংশদ্বর্ণযুক্তো নীলসারস্বতো মনুঃ।
ষাট্‌কৌষিকোঽয়ং বিজ্ঞেয়ঃ ষড়্‌ভিবর্ণৈর্যতঃ কৃতঃ ॥ ৪
ঋষি-ছন্দো-দেবতানাং বিভাগং শৃণু পার্বতি!।
গঙ্গা-প্রবাহো নামর্ষি মৎস্যরূপী জনার্দ্দনঃ ॥ ৫

তার, মায়া, শিব, শক্তি, অন্তে ফট্‌কার অর্থাৎ ওঁ হ্রীং হং সঃ ফট্‌—এই আর একটি বিদ্যা। এই দুই বিদ্যার কল্প (বিধি) উক্ত হইয়াছে। মহোগ্রা কল্প উত্তম। ৪৯

এতয়োঃ—এই দুইটির। শিবঃ—সানুস্বার হকার। শক্তিঃ—সবিসর্গ দন্ত্যসকার। ৫০

অনন্তর নীলসরস্বতী বিদ্যা। যেমন সিদ্ধ সারস্বতে বলিয়াছেন—

বাঙ্‌ (ঐং) মায়া (হ্রীং), কমলাবীজ (শ্রীং), চতুর্দশ স্বর ও ইন্দু সংযুক্ত ভৃগুতে (সকারে) সংযুক্ত ঈশ অর্থাৎ হ্‌সৌং, অনন্তর চতুর্দশ ও বিসর্গযুক্ত ভৃগু (সকার) সংযুক্ত মহেশ্বর অর্থাৎ স্হৌঃ, বদদ্বয় অর্থাৎ বদ বদ, বাক্ পদ, বাদিনি এই পদ, নীংপদ ত্রিতয় অর্থাৎ নীং নীং নীং, তাহার পর নীলসরস্বতী পদ, ত্রিরাবৃত্ত বাঙ্‌মনু অর্থাৎ ঐং ঐং ঐং, কাহি কাহি শব্দদ্বয়, পরে কলরীং ও অগ্নিবল্লভা (স্বাহা) অর্থাৎ ঐং হ্রীং শ্রীং হ্‌সৌং স্হৌঃ বদ বদ বাগ্‌বাদিনি নীলসরস্বতি ঐং ঐং ঐং কাহি কাহি কলরীং স্বাহা—এই চতুস্ত্রিংশৎ (৩৪) বর্ণযুক্ত নীলসরস্বতীর মন্ত্র। যেহেতু ছয়টি বর্ণের দ্বারা এই মন্ত্র উদ্ধৃত, সেই হেতু এই মন্ত্র ষাট্‌-কৌষিক জানিবে। ১-৪

হে পার্বতি! এই মন্ত্রের ঋষি, ছন্দঃ ও দেবতার বিভাগ শ্রবণ কর। এই মন্ত্রের

১। খ—চতুর্দশস্বরোপেতঃ। ২। খ—তবর্গপঞ্চমঘটিতমিদং বীজং নাম বীজমুচ্যতে। ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হ্‌সৌং বদবদ বাগ্‌বাদিনি নীং নীং নীং নীলসরস্বতি ঐঁ ঐঁ ঐঁ কাহি কাহি কলরীং স্বাহা।

অতিশয়-বাক্‌কবিতা[১] ছন্দো দেবী সরস্বতী।
সর্ববাগৈশ্বর্য্যময়ী সমস্তাভীষ্টদায়িনী ॥ ৬
ঐঁ বীজং কীলকং জ্ঞেয়ং কলাঃ শক্তিঃ সমীরিতা।
নীলো বর্ণস্তু বিজ্ঞেয়স্ত্বরিতং[২] কবিতাফলম্ ॥ ৭
মুদ্রা তু প্রতিবাদীন্দ্র মুখ-মুদ্রা সমীরিতা।
হৃল্লেখয়া ষড়ঙ্গানি কুর্য্যাৎ ষড়্‌দীর্ঘ-যুক্তয়া ॥ ৮

নীলাং শুক্লাং মানময়ীঞ্চ করেষু বীণাং মুদ্রাঞ্চ পাত্রমথপূর্ণ-সুধাং দধানাম্।
উদ্যচ্চতুর্মুখ-বহৎ-কবিতা-প্রবাহাং নীলাং ভজামি হৃদয়েষু সরস্বতীং তাম্ ॥ ৯

অথ মাতৃকার্ণবোক্ত-ধ্যানম্—

নীলাম্ভোধর-সন্নিভা ত্রিনয়না বাহুস্ফুরদ্বল্লকী
মুদ্রাপাত্রকরা চতুর্মুখবহদ্বাক্-পূর-কল্লোলিনী।
নীলচ্ছায়মরালপংক্তি-ঘটনা-রম্যে বিমানে স্থিতা।
প্রোত্তুঙ্গ-স্তনভার-ভঙ্গুর-তনুর্নীলা শিবা পাতু বঃ। ১০

ইতি নক্ষত্রবিদ্যাপ্রকরণং[৩] সম্পূর্ণম্ *।

গঙ্গাপ্রবাহ নামক ঋষি। ইনি মৎস্যরূপী জনার্দ্দন। অতিশয়বাক্ কবিতা ছন্দঃ, সমস্ত বাগৈশ্বর্য্যময়ী, সমস্ত অভীষ্ট প্রদায়িনী সরস্বতী দেবী (দেবতা), ঐং বীজকে কীলক জানিবে। কলা শক্তি বলিয়া কীর্ত্তিত। নীলবর্ণকে শীঘ্র কবিত্ব ফলদায়ক জানিবে। ৫-৭

প্রতিবাদীন্দ্রের মুখ মুদ্রা মুদ্রা নামে কথিত হইয়াছে। ছয়টি দীর্ঘস্বর যুক্ত হৃল্লেখা দ্বারা ষড়ঙ্গন্যাস করিবে। ৮

ধ্যানের অর্থ—নীলবর্ণ বস্ত্র পরিহিতা মানময়ী হস্তসমূহে বীণা, মুদ্রা, পাত্র ও পূর্ণ সুধা ধারিণী, উত্থিত চারি মুখ হইতে কবিতা প্রবাহ সৃষ্টি কারিণী সেই নীলা সরস্বতীকে হৃদয়ে ভজনা করি। ৯

মাতৃকার্ণবোক্ত ধ্যানের অর্থ হইতেছে—নীল জলধরের ন্যায় নীলবর্ণা, ত্রিনয়না, বাহুতে উজ্জ্বলবীণা-ধারিণী মুদ্রা ও পাত্র হস্তা, চতুর্মুখের ন্যায় বাক্‌পূরক তরঙ্গ ধারিণী নীলবর্ণ মরাল পঙ্‌ক্তি ঘটনায় (রচিত) মনোহর বিমানে স্থিতা, প্রোন্নত (অত্যুচ্চ) স্তনভারে অবনত দেহা নীলা শিবা তোমাদিগকে রক্ষা করুন। ১০

নক্ষত্র বিদ্যার প্রকরণ সমাপ্ত হইল।

১। খ—অতিবশয়বাক্ কবিতা ২। খ—বিজ্ঞেয়স্ত্বরিতা। ৩। খ—প্রকরণং সম্পূর্ণম্। অথ তারিণী কল্পঃ। তারিনীতন্ত্রে ঈশ্বর উবাচ। * খ—পুস্তকে নক্ষত্রবিদ্যানন্তরং তারিণী কল্পতঃ প্রচণ্ডচণ্ডিকাকল্পঃ।

প্রচণ্ড-চণ্ডিকাং দেবীমথ বক্ষ্যামি বিস্তরাৎ।
যস্যাঃ প্রসাদমাসাদ্য সদ্যঃ সিদ্ধো ভবেন্নরঃ ॥ ১
কবিত্বঞ্চ সুপাণ্ডিত্যং ধনং পুত্রং প্রগল্‌ভতাম্ ।
বহুনা কিমিহোক্তেন স হি সাক্ষাৎ সদাশিবঃ ॥ ২

অথ মন্ত্রাঃ। তথা বিশ্বসারতন্ত্রে—

লক্ষ্মীং লজ্জাং তথা মায়াং মাত্রাং দ্বাদশিকামপি।
বজ্রবৈরোচনীয়ে দ্বে মায়ে ফট্ স্বাহয়া যুতঃ ॥ ৩

মাত্রাং দ্বাদশিকামপীতি। মাত্রা স্বরস্তথা চ দ্বাদশস্বরাত্মকং বাগ্‌ভব-বীজমিত্যর্থঃ। সর্বত্র উদ্ধরেদিত্যধ্যাহৃতেন সম্বন্ধঃ। অত্র লজ্জাপদং কামবীজ-পরম্। তথা চ (৪)—

অত্র লজ্জাপদে দেবি! কামবীজং বিতন্যতে।
মহাকালমতং জ্ঞেয়ং মন্ত্রোদ্ধারং শুভাবহম্ ॥ ৫

পূর্বমায়া-পদে দেবীতি পাঠে মায়াপদস্য পূর্বং পূর্বমায়াপদং রাজদন্তাদিত্বাৎ পরনিপাতঃ[১]। তথা চ পূর্বমায়াপদং যল্লজ্জাপদং তস্মিন্নিত্যর্থঃ। তথা চ

অনন্তর আমি সেই প্রচণ্ডচণ্ডিকা দেবীকে অতিবিস্তরে বলিতেছি। যাঁহার প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়া মানব সদ্যঃ সিদ্ধ হয়। কবিত্ব, সুপাণ্ডিত্য, ধন, পুত্র, প্রগল্‌ভতা প্রাপ্ত হয়। এখানে অধিক উক্তির প্রয়োজন কি? সে সাক্ষাৎ সদাশিব। ১-২

অনন্তর প্রচণ্ড চণ্ডিকার মন্ত্র। যেমন বিশ্বসার তন্ত্রে বলিয়াছেন—

লক্ষ্মীবীজ, লজ্জাবীজ, সেইরূপ মায়াবীজ, দ্বাদশিকা মাত্রা (দ্বাদশ স্বর ঐং), বজ্র বৈরোচনীয়ে, দুইটি মায়া, স্বাহা যুক্ত ফট্ অর্থাৎ শ্রীং ক্লীং হ্রীং ঐং বজ্রবৈরোচনীয়ে হ্রীং হ্রীং ফট্ স্বাহা। এইটি প্রচণ্ডচণ্ডিকার মন্ত্র। ৩

মাত্রাং দ্বাদশিকামপি, ইহার অর্থ—মাত্রা হইতেছে স্বর। তাহা হইলে দ্বাদশ-স্বরাত্মক বাগ্‌ভব বীজ। সর্বত্র উদ্ধরেৎ এই অধ্যাহৃত ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধ। এস্থলে লজ্জা পদটি কামবীজ তাৎপর্য্যক। তাহাই উক্ত হইয়াছে (৪)—

হে দেবি! এস্থলে লজ্জাপদে কামবীজ শব্দিত (ধ্বনিত) হয়। ইহা মহাকালের মত জানিবে। মন্ত্রোদ্ধার শুভাবহ জানিবে। ৫

অত্র লজ্জাপদে দেবি! এই স্থলে পূর্বমায়াপদে দেবি এই পাঠ হইলে মায়াপদস্য পূর্বং—মায়াপদের পূর্ব এইরূপ সমাসে রাজদন্তাদিত্ব নিবন্ধন মায়া পদের

১। খ—পরনিপাতঃ। তথাচ পূর্বমায়াপদং যল্লজ্জাপদং তস্মিন্নিত্যর্থঃ। তথাচ পূর্বমায়াপদ-পদেন।

পূর্বমায়াপদপদেন কামবীজমুচ্যতে, অন্যথা তাপিনী-বিশ্বসারাদি-গ্রন্থবিরোধঃ স্যাৎ। তথা চ বিশ্বসারতন্ত্রে (৬)—

কামাদ্যাং বাগ্‌ভবাদ্যাং বা মায়াদ্যাং বা জপেৎ সুধীঃ।
লক্ষ্ম্যাদ্যাং বা জপেদ্বিদ্যাং চতুর্বর্গফল-প্রদাম্ ॥ ৭

এবঞ্চাত্র কল্পে—সর্বত্রমায়াপদং ভুবনেশী-বাচকমেব। যথা ভৈরবমতম্—

লক্ষ্মীঃ প্রথমবীজেঽস্তি লজ্জাবীজে মনোভবঃ।
তৃতীয়েঽস্মিন্ সদা দেবী মহাপাতক-নাশিনী ॥ ৮

চতুর্থে তু গুণাতীতা মুক্তিবিদ্যা-প্রদায়িকা।
বকারে বরুণঃ সাক্ষাজ্জকারে তু সুরাধিপঃ ॥ ৯

রেফে হুতাশনো দেবো বকারে বসুধাধিপঃ।
ঐকারে ত্রিপুরা দেবী রেফে ত্রিপুরসুন্দরী ॥ ১০

ত্রৈলোক্য-বিজয়া দেবী সদৈবৌকার-সংস্থিতা।
চকারে চন্দ্রমা দেবো নকারে হি বিনায়কঃ ॥ ১১

পরনিপাত হইবে। তাহা হইলে পূর্বমায়াপদ অর্থাৎ মায়া পদের পূর্বে যে লজ্জাপদ তাহাতে। তাহা হইলে পূর্বমায়া পদে কামবীজ উক্ত হয়। অন্যথা তাপিনী, বিশ্বসারাদি তন্ত্রের সহিত বিরোধ হইবে। তাহাই বিশ্বসার তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে (৬)—

সুধী সাধক এই বিদ্যাকে কামাদ্যা করিয়া অর্থাৎ কামবীজকে প্রথমে দিয়া অথবা এই বিদ্যাকে বাগ্‌ভবাদ্যা করিয়া অথবা এই বিদ্যাকে মায়াদ্যা করিয়া জপ করিবে। চতুর্বর্গফল প্রদা এই বিদ্যাকে লক্ষ্ম্যাদ্য করিয়া জপ করিবে। ৭

সুতরাং এই কল্পে সর্বত্র মায়াপদটি ভুবনেশ্বরী বাচক। যেমন ভৈরবমত—লক্ষ্মী প্রথমবীজে আছেন। লজ্জাবীজে মনোভব (কাম), তৃতীয়বীজে মহাপাতকনাশিনী এই দেবী সর্বদা আছেন। ৮

চতুর্থবীজে গুণাতীতা মুক্তি বিদ্যা প্রদায়িকা দেবী, বকারে সাক্ষাৎ বরুণ ও জকারে সাক্ষাৎ সদাশিব আছেন। ৯

রেফে হুতাশন দেব, বকারে বসুধাপতি, একারে ত্রিপুরা দেবী, রেফে ত্রিপুর সুন্দরী আছেন। ১০

ত্রৈলোক্যবিজয়া দেবী সর্বদাই ঔকারে অবস্থিত আছেন। চকারে চন্দ্রমা দেব এবং নকারে বিনায়ক অবস্থিত আছেন। ১১

ঈকারে কমলা সাক্ষাদ্ যকারে চ সরস্বতী।
মায়া যুগ্মে সদা দেবী প্রকৃত্যা সহ সঙ্গতা ॥ ১২
বৈখরী চৈব ফট্‌কারে স্বাকারে কুসুমায়ুধঃ।
হাকারে চ রতিস্তিষ্ঠেদেবং মন্ত্র-সমুচ্চয়ঃ ॥ ১৩

এবঞ্চ বজ্রশব্দস্য বকারো যরলবীয় ইতি সিদ্ধম্, বো "বালো বারুণী সূক্ষ্মা বরুণো বেদ-সংজ্ঞকঃ" ইতি বর্ণাভিধানেনান্ত্য-বকারপর্য্যায়-দর্শনাৎ। তথা বৈরোচনীয়-শব্দস্য পবর্গীয়-বকারাদিত্বমপি, "সুরভির্মুখবিষ্ণূ চ সংহারো বসুধাধিপ" ইতি তেনৈব বর্গ্য-বকারানুশাসনাৎ[১]। ১৪

ইত্থঞ্চ এতৎ-কল্পে আদৌ-রমা ততঃ কামস্ততো মায়া ততো বাগ্‌-ভবস্ততো বজ্র-বৈরোচনীয়ে ইতি পদম্, ততঃ পুনর্মায়া যুগ্মং, ততঃ ফট্‌কারঃ, ততঃ স্বাহা ইতি ষোড়শাক্ষরী বিদ্যোদ্ধৃতেতি কেচিৎ। তচ্চিন্ত্যম্[২]। তথাচ শ্রীঁ ক্লীঁ হ্রীঁ হ্রীঁ বজ্রবৈরোচনীয়ে হ্রীঁ হ্রীঁ ফট্ স্বাহা ইতি সিদ্ধম্। এতাদৃশ-ষোড়শ্যা ইত এবোদ্ধারে বক্ষ্যমাণ-ষোড়শ্যন্তর-বোধক-বিশ্বসার-বচনস্য পৌনরুক্ত্যাপত্তেঃ। তদ্বচনম্ যথা (১৫)—

ঈকারে সাক্ষাৎ কমলা, যকারে সাক্ষাৎ সরস্বতী, মায়াদ্বয়ে প্রকৃতির সহিত দেবী সর্বদা সঙ্গত হইয়া আছেন। ১২

ফট্‌কারে বৈখরী দেবী, স্বাকারে কুসুমায়ুধ (কন্দর্প) হাকারে রতি আছেন। এইরূপে মন্ত্রে দেবগণের সমুচ্চয় হইয়াছে। ১৩

এই হইলে বজ্রশব্দের বকার—যরলবীয় ইহা সিদ্ধ হয়; যেহেতু "বো বালো বারুণী, সূক্ষ্মা, বরুণো বেদসংজ্ঞকঃ" এই বর্ণাভিধানে অন্ত্য বকারের বাল, বারুণী, সূক্ষ্মা, বরুণ প্রভৃতি পর্য্যায় শব্দ দৃষ্ট হইয়া থাকে। সেইরূপ বৈরোচনীয় শব্দটি পবর্গীয় বকারাদিও হয়; যেহেতু "সুরভিমুখ বিষ্ণু চ সংহারো বসুধাধিপ'' এইরূপ সেই বর্ণাভিধানে বর্গীয় বকারের অনুশাসন (সুরভি প্রভৃতি বাচক শব্দ) দেখা যায়। ১৪

এইরূপ হইলে এই কল্পে প্রথমে রমা, পরে কাম, পরে মায়া, পরে বাগ্‌ভব, পরে বজ্রবৈরোচনীয়ে এই পদ, পরে পুনরায় মায়াদ্বয়, পরে ফট্‌কার, পরে স্বাহা—এই ষোড়শাক্ষরী বিদ্যা উদ্ধৃতা হইয়াছে, ইহা কেহ কেহ বলেন। তাহা চিন্তনীয়।

১। খ—বসুধাধিপ ইতি তেনৈবান্ত্যবকারানুশাসনাৎ। ২। খ—চিন্ত্যং। এতাদৃশষোড়শ্যা ইত এবোদ্ধারে রমা কাম…সমন্বিতমিতি বক্ষ্যমাণ ষোড়শ্যন্তরবোধকবিশ্বসারবচনস্য পৌনরুক্ত্যাপত্তেঃ। বক্তব্যং অত্র।

রমা কামস্তথা লজ্জা বাগ্‌ভবং বজ্রবৈ-পদম্‌ ।
রোচনীয়ে লজ্জাদ্বন্দ্বং মন্ত্রং স্বাহা-সমন্বিতম্‌ ॥ ১৬

ইতি। বস্তুতস্তু অত্র লজ্জাপদং ভুবনেশীপরমেব। মায়াপদস্তু সর্বত্র কূর্চপরম্‌। তত্রৈব—

বান্তং বহ্নিসমারূঢ়ং রতিবিন্দুবিভূষিতম্‌ ।
লক্ষ্মীবীজমিদং প্রোক্তং সর্বকামার্থ-সিদ্ধিদম্‌ ॥ ১৭

বামাক্ষি-বহ্নি-সংযুক্তং বিন্দুনাদ-বিভূষিতম্‌ ।
শিববীজং মহেশানি ! লজ্জাবীজমুদাহৃতম্‌ ॥ ১৮

ঈশানমুদ্ধৃত্য পুরারিবীজং[১] সবিন্দুকং নাদ-বিভূষিতঞ্চ ।
স বামকর্ণং পরিতঃ প্রকল্প্য মায়াং বদন্তীহ মনীষিণস্তাম্‌ ॥ ১৯

দ্বাদশ স্বরবর্ণং স্যান্নাদবিন্দু-বিভূষিতম্‌ ।
বাগ্‌ভববীজমিত্যুক্তং সর্ববাক্য-বিশুদ্ধয়ে ॥ ২০

এতাদৃশ ষোড়শাক্ষরীরই উদ্ধার হইলে বক্ষ্যমাণ অন্য ষোড়শাক্ষরীর বোধক বিশ্বসার-বচনের পুনরুক্তির আপত্তি হইবে। সেই বচনটি যেমন (১৫)—

রমা, কাম, সেইরূপ লজ্জা, বাগ্‌ভব, বজ্রবৈ পদ, বৈরোচনীয়ে ও স্বাহা সমন্বিত লজ্জাদ্বয়কে মন্ত্র জানিবে। ১৬

বস্তুতঃপক্ষে এস্থলে লজ্জাপদটি ভুবনেশ্বরীর বাচক। মায়াপদটি সর্বত্র কূর্চবীজ তাৎপর্য্যক। যেহেতু সেইখানেই বান্ত শকার বহ্নিতে (রকারে) সমারূঢ় হইয়া রতি (ঈ) ও বিন্দু বিভূষিত হইলে ইহা সর্বকাম ও সর্ব অর্থপ্রদ লক্ষ্মীবীজ নামে কথিত হয়। ১৭

শিববীজ (হ) বহ্নি (র) ও বামাক্ষি (ঈ) সংযুক্ত হইয়া নাদবিন্দু দ্বারা বিভূষিত হইলে হে মহেশানি। ইহা লজ্জাবীজ বলিয়া কথিত হয়। ১৮

পুরারিবীজ ঈশানকে (হকে) বামকর্ণ (উ) যুক্ত বিন্দুযুক্ত নাদ বিভূষিত উদ্ধার করিয়া সর্বতোভাবে কল্পনা (উদ্ধার) করিলে এস্থলে তাঁহাকে মনীষিগণ মায়া বলেন। ১৯

দ্বাদশ স্বরবর্ণ (ঐ) নাদবিন্দু বিভূষিত হইলে তাহা সর্ববাক্য বিশুদ্ধির জন্য বাগ্‌ভববীজ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ২০

১। খ—পুরারিরাজং।

ইতি মন্ত্র-চতুর্বীজ-বিবরণাৎ, শ্রী-মায়া-কূর্চ-বাগ্-বীজৈর্বজ্র বৈরোচনীয়ে হূং। হূঁ ফট্ স্বাহা মহাবিদ্যা ষোড়শী ব্রহ্মরূপিণী॥ ইতি কবচে তথৈব প্রতিপাদনাচ্চ। এবঞ্চাদৌ শ্রীস্ততো মায়া ততঃ কূর্চং ততো বাগ্ভবং ততো বজ্রবৈরোচনীয়ে ইতি পদং ততঃ পুনঃ কূর্চদ্বয়ং ততঃ ফট্কারস্ততঃ স্বাহেতি ষোড়শীবিদ্যা উদ্ধৃতেতি। তন্ত্রসার-কৃতাপ্যেষ কল্পঃ সমাদৃতঃ[১]। তথাচ শ্রীঁ হ্রীঁ হূঁ ঐঁ বজ্রবৈরোচনীয়ে হূঁ হূঁ ফট্ স্বাহা ইতি সিদ্ধম্। অতএবাদি-চতুর্বীজানাং পৌর্বাপর্য্যভেদাদেতদ্বিদ্যায়াশ্চতুর্বিধত্বমুক্তং যথা-শ্রুতমেব সাধু সঙ্গচ্ছতে। যথা (২১)—

লক্ষ্মীবীজং যদাদ্যং স্যাত্তদা শ্রীঃ সর্বতোমুখী।
লজ্জাবীজেন চাদ্যেন বশ্যতাং যান্তি যোষিতঃ॥ ২২
মায়াবীজেন চাদ্যেন মহাপাতক-নাশনম্।
মাত্রা দ্বাদশিকা বীজমাদ্যং স্যান্মুক্তি-দায়কম্॥ ২৩

ন চৈবং প্রাগুক্তানাং বিশ্বসার-বচনানাং ভৈরব-মতোক্ত-বচনানাঞ্চ বিরোধ

এইরূপে মন্ত্রের চারিটি বীজের বিবরণ দেখা যায়। এবং শ্রী-মায়া-কূর্চ-বাগ্-বীজৈর্বজ্র বৈরোচনীয়ে হূং। হূং ফট্ স্বাহা মহাবিদ্যা ষোড়শী ব্রহ্মরূপিণী অর্থাৎ শ্রী মায়া, কূর্চ ও বাগ্‌বীজের সহিত বজ্রবৈরোচনীয়ে হূং হূং ফট্ স্বাহা—এই ষোড়শাক্ষরী মহাবিদ্যা ব্রহ্মরূপিণী—এই কবচে সেইরূপ মায়াকে কূর্চ বলিয়া প্রতিপাদন করা হইয়াছে। এই হইলে প্রথমে শ্রী, তাহার পর মায়া, তাহার পর কূর্চ, তাহার পর বাগ্‌ভব, তাহার পর বজ্রবৈরোচনীয়ে এই পদ, তাহার পর পুনরায় দুইটি কূর্চ, তাহার পর ফট্, তাহার পর স্বাহা—এই ষোড়শী বিদ্যা উদ্ধৃতা হইয়াছে, এই বলিয়া তন্ত্রসার-কারও এই কল্পের আদর করিয়াছেন। তাহা হইলে শ্রীং হ্রীং হূং ঐং বজ্রবৈরোচনীয়ে হূং হূং ফট্ স্বাহা—ইহা সিদ্ধ হয়। এই জন্যই প্রথম চারিটি বীজের পৌর্বাপৌর্য্যভেদে এই বিদ্যার চতুর্বিধত্ব উক্ত হইয়াছে। উহা যথাশ্রুত সুন্দরভাবে সঙ্গত হয়। যেমন তন্ত্রে বলিয়াছেন (২১)—

লক্ষ্মীবীজ যখন প্রথমে হইবে, তখন সর্বতোমুখী শ্রী হইবে। লজ্জাবীজ প্রথমে হইলে স্ত্রীগণ বশ্যতা প্রাপ্ত হয়। ২২

মায়াবীজ প্রথমে হইলে মহাপাপ নাশ হয়। মাত্রা দ্বাদশিকা বীজ (ঐং বীজ) প্রথমে হইলে উহা মুক্তিদায়ক হয়। ২৩

পূর্বোক্ত বিশ্বসারের বচনসমূহের ও ভৈরবমতোক্ত বচন সমূহের বিরোধ, ইহা

১। খ—সমাদৃতঃ। অতএবাদি চতুর্বীজানাং।

ইতি বাচ্যম্, তত্তদ্বচনানাং বক্ষ্যমাণ-ষোড়শী-বিদ্যান্তর-পরত্বাৎ। বীজচতুষ্টয়-মাচমনে সুব্যক্তীভবিষ্যতীতি চ ধ্যেয়ম্। ২৪

অথাস্যাঃ পূজাপ্রয়োগঃ। প্রাতঃকৃত্যাদিকং সামান্য-পদ্ধত্যুক্ত-ক্রমেণ কৃত্বা মন্ত্রাচমনং কুর্য্যাৎ; যথা—

লক্ষ্মী-মায়া-কূর্চবীজৈস্ত্রিভিঃ পীত্বাম্বু সাধকঃ।
বাগ্‌ভবেনোষ্ঠৌ সংমৃজ্য মায়াভ্যাঞ্চ দ্বিরুন্মৃজেৎ।
কূর্চেন ক্ষালয়েৎ পাণী এভির্মন্ত্রৈশ্চ বিন্যসেৎ॥ ২৫
শ্রীমায়া কূর্চবাক্-কাম-ত্রিপুটা-ভগ-বর্ত্তুলৈঃ[১]।
কামকলাঙ্কুশাভ্যাঞ্চ বক্ত্র-নাসাক্ষি-কর্ণয়োঃ॥ ২৬
নাভি-হৃন্মস্তকঞ্চাংসৌ স্পৃষ্ট্বা শম্ভুর্ভবেৎ ক্ষণাৎ।
আচম্যৈবং ছিন্নমস্তাং বৎসরাৎ তাং প্রপশ্যতি॥ ২৭

লক্ষ্মী—রমাবীজম্। মায়া—ভুবনেশী। মায়াভ্যাঞ্চেতি মায়াদ্বয়মুচ্চার্য্য বারদ্বয়মুন্মৃজেদিত্যর্থঃ। অন্যথা মায়য়া চ দ্বিরুন্মৃজেদিত্যেব ব্রূয়াৎ। শ্রীমায়েতি। বাক্—বাগ্‌ভবম্। ত্রিপুটা বর্ণাঃ—লক্ষ্মী মায়া কামবীজানি।

বলিতে পারেন না, যেহেতু সেই সেই বচনগুলি বক্ষ্যমাণ অন্য ষোড়শী বিদ্যা তাৎপর্য্যক। বীজ চতুষ্টয় আচমনে সুস্পষ্ট হইবে ইহা জানিবে। ২৪

অনন্তর প্রচণ্ডচণ্ডিকার পূজা প্রয়োগ। সামান্য পদ্ধতি কথিত ক্রমে প্রাতঃকৃত্যাদি করিয়া মন্ত্রাচমন করিবেন। যেমন—

সাধক লক্ষ্মী, মায়া ও কূর্চ তিনটি বীজের দ্বারা জলপান করিয়া বাগ্‌ভবের দ্বারা ওষ্ঠদ্বয় মার্জন করিয়া (মুছিয়া) দুইটি মায়া দ্বারা তাহাকে শুদ্ধ করিবেন। কূর্চের দুইটি দ্বারা কর ক্ষালন করিয়া এই সকল বীজের দ্বারা স্পর্শ করিবেন। ২৫

শ্রীবীজ, মায়াবীজ, কূর্চবীজ, বাক্, বাগ্‌ভববীজ, কামবীজ, ত্রিপুটা (লক্ষ্মীবীজ, মায়াবীজ, কামবীজ) ভগ (ঐং), বর্ত্তুল (ওঁ), কামকলা (ঈং) অঙ্কুশ (ক্রোং) দ্বারা মুখ, নাসা, অক্ষি, কর্ণদ্বয়, নাভি, হৃদয়, মস্তক ও অংসদ্বয় স্পর্শ করিয়া তৎক্ষণাৎ শম্ভু হইবে। এইরূপে আচমন করিয়া বৎসরের মধ্যে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিবে। ২৬-২৭

লক্ষ্মী—রমাবীজ শ্রীং। মায়—ভুবনেশী হ্রীং। মায়াভ্যাঞ্চ ইহার অর্থ—দুইটি মায়া উচ্চারণ করিয়া দুইবার মার্জনা করিবেন। অন্যথা মায়াভ্যাং না বলিয়া মায়য়া চ দ্বিরুন্মৃজেৎ অর্থাৎ মায়া দ্বারা দুইবার মার্জনা করিবেন, এইই বলিতেন। শ্রীমায়া ইত্যাদি গ্রন্থের অর্থ। বাক্—বাগ্‌ভববীজ ঐং। ত্রিপুটা—বর্ণ, লক্ষ্মী, মায়া, কাম-

১। খ—ত্রিপুটা ভগবর্ণকৈঃ।

ভগমৈকারঃ।[১] ক্ষমাত্মকো জগদ্ যোনিঃ পরঃ পরনিরোধ-কৃদিতি বর্ণমালায়াং যোনিপদেন দ্বাদশ-স্বর-কথনাৎ[২] তত্র জগদিত্যেকং নাম। এবঞ্চ দ্বাদশ স্বরোঽত্র বাগ্‌ভবরূপঃ সমভিব্যাহার-বশাৎ বীজ-বোধকত্বাচ্চ। বর্ত্তুলং প্রণবঃ। কামকলা ঈঙ্কারঃ। অঙ্কুশঃ ক্রোঙ্কার[৩]। ২৮

তথাচ লক্ষ্মী-মায়া-কূর্চৈস্ত্রিরম্বু পীত্বা বাগ্‌ভবেনোষ্ঠৌ সংমৃজ্য মায়া-দ্বয়েন দ্বিরুন্মৃজ্য-কূর্চেন পাণী প্রক্ষাল্য মুখে শ্রীঃ। নসোঃ হ্রীঁ হূঁ। দৃশোঃ ঐঁ ক্লীঁ। কর্ণয়োঃ শ্রীঁ হ্রীঁ। নাভৌ ক্লীঁ। হৃদি ঐঁ। মস্তকে ওঁ। অংসয়োঃ ঈঁ ক্রোঁ ন্যসেৎ। ততঃ প্রাণায়ামান্তং কৃত্বা ষোঢ়ান্যাসং কুর্য্যাৎ। যথা (২৯)—

মন্ত্রষোঢাং ততঃ কুর্য্যাৎ ত্রৈলোক্য-বশকারিণীম্।
শ্রী-বালা-ত্রিপুটা-যোনি-প্রাসাদ-প্রণবৈস্তথা॥ ৩০
কালী-বধ্বঙ্কুশৈঃ কামকলা-কূর্চ্চাস্ত্রকৈঃ ক্রমাৎ।

বীজ। ভগ—ঐকার, যেহেতু—"ক্ষমাত্মকো জগদ্‌যোনিঃ পরঃ পর নিরোধকৃৎ" এই বর্ণমালায় যোনি শব্দ দ্বাদশস্বর বলা হইয়াছে। সেই কোষে জগৎ একটি ঐকারের নাম (বাচক শব্দ)। এই হইলে বীজের সমভিব্যাহার (সাহচর্য্য) বশতঃ এবং বীজের বোধক বলিয়া এখানে দ্বাদশ স্বর বাগ্‌ভবরূপ হইবে। বর্ত্তুলং—প্রণব। কামকলা—ঈকার। অঙ্কুশঃ—ক্রোঙ্কার। ২৮

তাহা হইলে লক্ষ্মী, মায়া ও কূর্চের অর্থাৎ শ্রীং হ্রীং হুং মন্ত্রে তিনবার জল পান করিয়া, বাগ্‌ভববীজ ঐং মন্ত্রে ওষ্ঠদ্বয় মুছিয়া, দুইটি মায়া অর্থাৎ হ্রীং হ্রীং মন্ত্রে দুইবার ওষ্ঠ মুছিয়া, কূর্চবীজ হূং মন্ত্রে দুইবার ধুইয়া, শ্রীং মন্ত্রে মুখ, হ্রীং মন্ত্রে দক্ষিণ নাসিকা, হুং মন্ত্রে বামনাসিকা, ঐং মন্ত্রে দক্ষিণ চক্ষুঃ, ক্লীং মন্ত্রে বাম চক্ষুঃ, শ্রীং মন্ত্রে দক্ষিণকর্ণ, হ্রীং মন্ত্রে বামকর্ণ, ক্লীং মন্ত্রে নাভি, ঐং মন্ত্রে হৃদয়, ওঁ মন্ত্রে মস্তক, ঈং মন্ত্রে দক্ষিণ স্কন্ধ ও ক্রোং মন্ত্রে বামস্কন্ধ স্পর্শ করিবেন। তাহার পর প্রাণায়াম পর্য্যন্ত কার্য্যগুলি করিয়া ষোঢ়ান্যাস করিবেন। যেমন তন্ত্রে বলিয়াছেন (২৯)—

তাহার পর ত্রৈলোক্যবশকারিণী মন্ত্রষোঢ়ার ন্যাস করিবেন। শ্রীবীজ (শ্রীং), বালাবীজ (ঐং ক্লীং সৌঃ), ত্রিপুটাবীজ (শ্রীং হ্রীং ক্লীং), যোনিবীজ (ঐং) প্রসাদ-বীজ (হৌং), প্রণব (ওঁ) সহিত, এইরূপ কালীবীজ (ক্রীং), বধূবীজ (স্ত্রীং), অঙ্কুশবীজ (ক্রোং) সহিত, কামকলা (ঈং), কূর্চবীজ (হূং) ও অস্ত্রের (ফট্‌কারের)

১। খ—ঐকারঃ। স চ বাগ্‌ভববীজম্ ক্ষমাত্মকো। ২। খ—কথনাৎ কেবলযোনিবাচক-শব্দস্যাপি তদ্বাচকত্বাৎ সমভিব্যাহার। ৩। খ—ক্রোংকারঃ। স চাংসয়োরেব ন্যস্তব্যঃ। তথাচ—

ষোড়শী-মনুবর্ণৈশ্চ পৃথগষ্টাদশাক্ষরৈঃ।
এভির্বীজৈর্মাতৃকার্ণান্ স্বেষু স্থানেষু বিন্যসেৎ ॥ ৩১
এষা ব্রহ্ম-স্বরূপা হি বীজষোঢ়া প্রকীর্ত্তিতা।
অস্যাঃ সন্ন্যসনাৎ সর্বে বজ্রদেহা ভবন্তি হি।
সর্বৈশ্বর্য্য-যুতাস্তে হি জীবন্মুক্তা দশাব্দতঃ ॥ ৩২

শ্রীর্লক্ষ্মীবীজম্। বালা-বাগ্‌ভবঃ কামঃ সৌরিতি বীজত্রয়ম্। ত্রিপুটা-লক্ষ্মী-মায়া-কামাত্মক-বীজত্রয়ম্। যোনিরৈকারঃ[১] প্রাগুক্ত-বর্ণমালাবচনাৎ, প্রকৃতে তু তদ্‌ঘটিতত্বাদ্ বাগ্‌ভব-বীজম্। প্রাসাদঃ শিববীজম্। প্রণবঃ—ওঁ-কারঃ। কালী কালীবীজম্। বধূর্বধূবীজম্। অঙ্কুশঃ—ক্রোঁ। কামকলা ঈঁ। কূর্চং স্পষ্টম্। অস্ত্রং—ফট্-কারঃ। ষোড়শী মনুবর্ণৈরিতি। অস্যা উক্ত-ষোড়শী-মন্ত্রবর্ণৈরিত্যর্থঃ। পৃথক্—প্রত্যেকবর্ণম্। অষ্টাদশাক্ষরৈরিতি এতদীয়-কমলা-ভুবনেশীত্যাদি-বক্ষ্যমাণাষ্টাদশাক্ষরী-বর্ণৈরিত্যর্থঃ। এভিরিতি ইত্যুক্তৈরেকপঞ্চাশদ্বর্ণৈরিত্যর্থঃ। ৩৩

সহিত ষোড়শ মন্ত্র বর্ণ—শ্রীং ঐং ক্লীং সৌঃ শ্রীং হ্রীং ক্লীং ঐং হৌং ওঁ ক্রীং স্ত্রীং ক্রোং ঈং হূং ফট্—এই ষোড়শ মন্ত্রবর্ণের সহিত এবং অষ্টাদশ অক্ষরের সহিত, উক্ত এই সকল বর্ণের সহিত মাতৃকাবর্ণগুলির পৃথক্ পৃথক্ মাতৃকাস্থানে ন্যাস করিবে। ৩০-৩১

ব্রহ্মস্বরূপা এই বীজষোঢ়া কীর্ত্তিত হইল। এই বীজষোঢ়ার ন্যাসের দ্বারা সকলেই বজ্রদেহ হইয়া থাকে। সে সমস্ত ঐশ্বর্য্যযুক্ত এবং দশবৎসরের মধ্যে জীবন্মুক্ত হয়। ৩২

শ্রীঃ—লক্ষ্মীবীজ, বালা—বাগ্‌ভব বীজ ও কামবীজ সৌঃ—এই বীজত্রয়। ত্রিপুটা—লক্ষ্মীবীজ মায়াবীজ ও কামবীজ রূপ বীজত্রয়। যোনিঃ—ঐকার। পূর্বোক্ত বর্ণমালা বচন হইতে ইহা জানা যায়। প্রকৃতপক্ষে এস্থলে ঐকার ঘটিত বলিয়া বাগ্‌ভববীজ। প্রাসাদঃ—শিববীজ। প্রণবঃ—ওঁকার। কালী—কালীবীজ ক্রীং। বধূঃ—বধূবীজ। অঙ্কুশঃ—ক্রোং। কামকলা—ঈং। কূর্চং—স্পষ্ট অর্থাৎ হূং। অস্ত্রং—ফট্‌কার। ষোড়শী মনুবর্ণৈঃ ইহার অর্থ—এই প্রচণ্ড-চণ্ডিকার ষোড়শাক্ষর মন্ত্র বর্ণের দ্বারা পৃথক্—প্রত্যেক বর্ণ। অষ্টাদশাক্ষরৈঃ এই কথার অর্থ—এই প্রচণ্ড চণ্ডিকার কমলা ভুবনেশানী ইত্যাদি বাক্যে বক্ষ্যমাণ অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রের বর্ণের দ্বারা। এভিঃ এই কথার অর্থ—এই প্রকারে উক্ত এক পঞ্চাশৎ বর্ণের দ্বারা। ৩৩

১। খ—যোনির্জগদ্-যোনিরৈকারঃ। ক্রমাত্মকো জগদ্‌যোনিঃ পরঃ পরনিরোধকৃদিতি বর্ণমালাবর্ণনাৎ। প্রকৃতে তু।

যথা—শ্রীঁ অঁ নমঃ। ঐঁ আঁ নমঃ। ক্লীঁ ইঁ নমঃ। সৌঃ ঈঁ নমঃ। শ্রীঁ উঁ নমঃ। হ্রীঁ ঊঁ নমঃ। ক্লীঁ ঋঁ নমঃ। ঐঁ ৠঁ নমঃ। হ্রৌঁ ৯ঁ নমঃ। ওঁ ৡঁ নমঃ। ক্রীঁ এঁ নমঃ। স্ত্রীঁ ঐঁ নমঃ। ক্রোঁ ওঁ নমঃ। ঈঁ ঔঁ নমঃ। হূঁ অঁ নমঃ। ফ অঃ নমঃ। ট্ কঁ নমঃ। শ্রীঁ খঁ নমঃ। হ্রীঁ গঁ নমঃ। হূঁ ঘঁ নমঃ। ঐঁ ঙঁ নমঃ। ব চঁ নমঃ। জ্র ছঁ নমঃ। বৈ জঁ নমঃ। রো ঝঁ নমঃ। চ ঞং নমঃ। নী টঁ নমঃ। য়ে ঠঁ নমঃ। হূঁ ডঁ নমঃ। হূঁ ঢঁ নমঃ। ফট্ ণং নমঃ। স্বা তং নমঃ। হা থঁ নমঃ। শ্রীঁ দঁ নমঃ। হ্রীঁ ধঁ নমঃ। হূঁ নঁ নমঃ। ঐঁ পঁ নমঃ। ব ফঁ নমঃ। জ্র বঁ নমঃ। বৈ ভঁ নমঃ। রো মঁ নমঃ। চ যঁ নমঃ। নী রঁ নমঃ। য়ে লঁ নমঃ। শ্রীঁ বঁ নমঃ। হ্রীঁ শঁ নমঃ। হূঁ ষঁ নমঃ। ঐঁ সঁ নমঃ। ফট্ হঁ নমঃ। স্বা লঁ নমঃ। হা ক্ষঁ নমঃ। ৩৪

বীজ যোড়া যথা,—(১) ললাটে—শ্রীং অং নমঃ। (২) মুখবৃত্তে—ঐং আং নমঃ। (৩) দঃ চক্ষুতে—ক্লীং ইং নমঃ। (৪) বাঃ চক্ষুতে—সৌঃ ঈং নমঃ। (৫) দঃ কর্ণে—শ্রীং উং নমঃ। (৬) বাঃ কর্ণে—হ্রীং ঊং নমঃ। (৭) দঃ নাসিকায়—ক্লীং ঋং নমঃ। (৮) বাঃ নাসিকায়—ঐং ৠং নমঃ। (৯) দঃ গণ্ডে—হ্রৌং ৯ং নমঃ। (১০) বাঃ গণ্ডে—ওঁ ৡং নমঃ। (১১) ওষ্ঠে—ক্রীং এং নমঃ। (১২) অধরে—স্ত্রীং ঐং নমঃ। (১৩) ঊর্ধ্বদন্তে—ক্রোং ওঁ নমঃ। (১৪) অধোদন্তে—ঈং ঔং নমঃ। (১৫) ব্রহ্মরন্ধ্রে—হূং অং নমঃ। (১৬) মুখে—ফ অঃ নম। (১৭) দঃ বাহুমূলে—ট কং নমঃ। (১৮) কনুইতে—শ্রীং খং নমঃ। (১৯) মণিবন্ধে—হ্রীং গং নমঃ। (২০) অঙ্গুলিমূলে—হূং ঘং নমঃ। (২১) অঙ্গুল্যগ্রে—ঐং ঙং নমঃ। (২২) বাম বাহুমূলে—ব চং নমঃ। (২৩) কনুইতে জ্র ছং নমঃ। (২৪) মণিবন্ধে বৈ জং নমঃ। (২৫) অঙ্গুলিমূলে রো ঝং নমঃ। (২৬) অঙ্গুল্যগ্রে চং ঞং নমঃ। (২৭) দঃ পাদের মূলে—নী টং নমঃ। (২৮) হাঁটুতে—য়ে ঠং নমঃ। (২৯) গোড়ালিতে—হূং ডং নমঃ। (৩০) অঙ্গুলিমূলে—হূং ঢং নমঃ। (৩১) অঙ্গুল্যগ্রে—ফট্ ণং নমঃ। (৩২) বাম পাদমূলে—ফট্ পং নমঃ। (৩৩) হাঁটুতে—হা থং নমঃ। (৩৪) গোড়ালিতে—শ্রীং দং নমঃ। (৩৫) অঙ্গুলিমূলে—হ্রীং ধং নমঃ। (৩৬) অঙ্গুলির অগ্রে—হূং নং নমঃ। (৩৭) দঃ পার্শ্বে—ঐং পং নমঃ। (৩৮) বাঃ পার্শ্বে—ব ফং নমঃ। (৩৯) পৃষ্ঠে জ্র বং নমঃ। (৪০) নাভৌ—বৈ ভং নমঃ। (৪১) উদরে—রো মং নমঃ। (৪২) হৃদয়ে—চ যং নমঃ। (৪৩) দঃ স্কন্ধে—নী রং নমঃ। (৪৪) ককুদ—য়ে লং নমঃ। (৪৫) বাঃ স্কন্ধে—শ্রীং বং নমঃ। (৪৬) হৃদয়াদি দক্ষ করে—হ্রীং শং নমঃ। (৪৭) হৃদয়াদি বামকরে—হূং ষং নমঃ। (৪৮) হৃদয়াদি দক্ষ পাদে—ঐং সং

তত ঋষ্যাদিকং ন্যসেৎ। যথা—অস্য মন্ত্রস্য ভৈরব ঋষিঃ সম্রাট্ ছন্দশ্ছিন্নমস্তা দেবতা হূঙ্কারদ্বয়ং বীজং স্বাহা শক্তিরভীষ্টার্থসিদ্ধয়ে বিনিয়োগঃ। শিরসি—ভৈরবায় ঋষয়ে নমঃ। মুখে—সম্রাট্ছন্দসে নমঃ। হৃদি—ছিন্নমস্তায়ৈ

নমঃ। (৪৯) হৃদয়াদি বামপাদে—ফট্ হং নমঃ। (৫০) হৃদয়াদি উদরে—স্বা লং নমঃ। (৫১) হৃদয়াদি মুখে—হা ক্ষং নমঃ। ৩৪

বিবৃতি। মন্ত্রযোঢ়াং ততঃ কুর্য্যাৎ ইত্যাদি বচনের দ্বারা মন্ত্রযোঢ়ায় মন্ত্র বর্ণের সহিত ৫১ মাতৃকাবর্ণের ৫১ মাতৃকা স্থানে ন্যাস বিহিত হইয়াছে। তন্ত্রসারে এই ন্যাসের প্রকার লিখিত হয় নাই। কিন্তু এই গ্রন্থে তাহা লিখিত হইয়াছে। শ্রীবালা বাক্যের দ্বারা যে ফট্কারান্ত মন্ত্র শরীর গঠিত হয়, তাহা সপ্তদশ অক্ষর। ষোড়শীবর্ণৈশ্চ এই বাক্যের দ্বারা এবং অষ্টাদশাক্ষরৈঃ এই বাক্যের দ্বারা যে মন্ত্র হয়, তাহা সমস্তই ফট্কারান্ত। ফটের টকারকে পৃথক্ বর্ণ ধরিলে ১৭ + ১৭ + ১৯ সংখ্যা হয়। তাহা ৫১ সংখ্যার বেশী। স্বরহীন টকার অনুচ্চার্য্য বলিয়া পূজা ন্যাসাদিতে যদি উহা পৃথক্ বর্ণরূপে গৃহীত না হয়, তবে ৫১ সংখ্যার কম হয়। গ্রন্থকার প্রথম মন্ত্রের ফট্কে ২টি বর্ণ করিয়া ১৭, পরের দুইটি মন্ত্রের ফট্কে এক বর্ণ ধরিয়া ১৬ + ১৮ সংখ্যা ধরিয়া ৫১ সংখ্যার পূরণ করিয়াছেন। একই ন্যাসে একমন্ত্রে ফট্কারে বিভাগ ও অন্য দুই মন্ত্রে বিশেষ বিধি না থাকিলে অবিভাগ করা যায় কি? আমি তো এইরূপ বিভাগের কারণ দেখিতে পাই নি। আমার মনে হয়—ষোড়শীমনুবর্ণৈঃ এই পদটি কৃচাস্ত্রকৈঃ পদের বিশেষণ। তাহাতে ১৬ অক্ষরের লাভ হয়। পৃথদষ্টাদশক্ষরৈঃ বাক্যের দ্বারা ১৮ অক্ষরের লাভ হয়। গ্রন্থকার অষ্টাদশাক্ষরৈঃ বাক্যের দ্বারা যে মন্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাও ফট্অন্তা, উহাতে ১৯ অক্ষর থাকিলেও যখন বচনে অষ্টাদশাক্ষর বলা হইয়াছে, তখন বচনেই ফটের একবর্ণত্ব স্বীকৃত হইয়াছে বুঝা যায়। ষোড়শীমনুবর্ণৈঃ স্থলেও ফটের একত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। সুতরাং শ্রীবালা ইত্যাদি দ্বারা ১৬টি, অষ্টাদশাক্ষরৈঃ দ্বারা ১৮টি মন্ত্র বর্ণ ধরিলে ৩৪টি মন্ত্রবর্ণ। বাকি ১৭ সপ্তদশাক্ষর একটি মন্ত্র লইলে ৫১ সংখ্যার পূরণ হয়। বচনে ২য় ও ৩য় মন্ত্রের স্পষ্ট উল্লেখ নাই। ষোড়শীমনুবর্ণৈশ্চ এই স্থলে অনুক্ত সমুচ্চয়ার্থক চকারের দ্বারা ওঁ শ্রীং হ্রীং হূং ঐং বজ্র বৈরোচনীয়ে হুং ফট্ স্বাহা—এই সপ্তদশাক্ষর বা অন্য সপ্তদশাক্ষর মন্ত্র গ্রহণ করিলে সর্ব সামঞ্জস্য হয়। প্রকৃত ন্যাসের আকারটি কি হইবে, তাহা সুবিজ্ঞ মন্ত্র শাস্ত্রাভিজ্ঞ সম্প্রদায়বিৎ সাধককে নির্ণয় করিতে অনুরোধ করি। ৩৪

তাহার পর ঋষ্যাদি ন্যাস করিবেন। যথা—অস্য প্রচণ্ড-চণ্ডিকামন্ত্রস্য ভৈরব ঋষিঃ, সম্রাট্ ছন্দঃ, ছিন্নমস্তা দেবতা, হূঙ্কারদ্বয়ং বীজং স্বাহা শক্তিঃ মমাভীষ্টার্থসিদ্ধয়ে বিনিযোগঃ। মস্তকে—ওঁ ভৈরবায় ঋষয়ে নমঃ। মুখে—ওঁ সম্রাট্ ছন্দসে নমঃ।

দেবতায়ৈ নমঃ। গুহ্যে—হূঁ হূঁ বীজায় নমঃ। পাদয়োঃ—স্বাহা শক্তয়ে নমঃ। যথা (৩৫)—

ভৈরবোঽস্য ঋষির্দেবি ! সম্রাট্ ছন্দ উদাহৃতম্।
ছিন্নমস্তা স্মৃতা দেবী বীজং কূর্চদ্বয়ং পুনঃ।
স্বাহা শক্তিরভীষ্টার্থে বিনিয়োগ উদাহৃতঃ॥ ৩৬

ততঃ করাঙ্গন্যাসৌ কুর্য্যাৎ। ওঁ আঁ খড়্গায় হৃদয়ায় স্বাহা ইতি কনিষ্ঠয়োঃ। ওঁ ঈঁ সুখড়্গায় শিরসে স্বাহা ইতি পবিত্রাঙ্গুল্যোঃ। ওঁ ঊঁ সুবজ্রায় শিখায়ৈ স্বাহেতি মধ্যময়োঃ। ওঁ ঐঁ পাশায় কবচায় স্বাহেতি তর্জন্যোঃ। ওঁ ঔঁ অঙ্কুশায় নেত্রত্রয়ায় স্বাহেত্যঙ্গুষ্ঠয়োঃ। ওঁ অঃ সুরক্ষাসুরক্ষায়াস্ত্রায় ফড়িতি করতলপৃষ্ঠয়োঃ। এবং হৃদয়াদিষু। তদুক্তং ভৈরবতন্ত্রে (৩৭)—

উচ্চরেৎ পূর্বমাকারং বিন্দুলাঞ্ছিত-মস্তকম্[১]।
খড়্গায় হৃদয়ায়েতি স্বাহাযুক্তং কনীয়সি॥ ৩৮
ঈং-কারঞ্চ ততো দেবি ! চন্দ্রকোটি-সমপ্রভম্।

হৃদয়ে—ওঁ ছিন্নমস্তায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ। গুহ্যে—হূং হূং বীজায় নমঃ। পাদদ্বয়ে—স্বাহা শক্তয়ে নমঃ। যেমন তন্ত্রে বলিয়াছেন (৩৫)—

হে দেবি ! এই মন্ত্রের ভৈরব ঋষি, সম্রাট্ ছন্দঃ কথিত হইয়াছে। ছিন্নমস্তা দেবতা, কূর্চদ্বয় বীজ ও স্বাহা শক্তি কথিত হইয়াছেন। অভীষ্ট সিদ্ধির লাভে এই মন্ত্রের প্রয়োগ কথিত হইয়াছে। ৩৬

তাহার পর করাঙ্গন্যাস করিবেন। কনিষ্ঠাদ্বয়ে—ওঁ আং খড়্গায় হৃদয়ায় স্বাহা। পবিত্রাঙ্গুলিদ্বয়ে (অনামাদ্বয়ে) ওঁ ঈং সুখড়্গায় শিরসে স্বাহা। মধ্যমাদ্বয়ে—ওঁ উং সুবজ্রায় শিখায়ৈ স্বাহা। তর্জনীদ্বয়ে—ওঁ ঐং পাশায় কবচায় স্বাহা। অঙ্গুষ্ঠদ্বয়ে—ওঁ ঔং অঙ্কুশায় নেত্রত্রয়ায় স্বাহা। করতল-পৃষ্ঠে—ওঁ অঃ সুরক্ষাসুরক্ষায়াস্ত্রায় ফট্। এইরূপ হৃদয়াদিতে অঙ্গন্যাস করিবেন। তাহাই ভৈরবতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে (৩৭)—

বিন্দুলাঞ্ছিত মস্তক (বিন্দুযুক্ত) আকারকে প্রথমে উচ্চারণ করিবে। পরে স্বাহান্ত খড়্গায় হৃদয়ায় অর্থাৎ খড়্গায় হৃদয়ায় স্বাহা এই বলিয়া কনিষ্ঠাতে ন্যাস করিবে। ৩৮

হে দেবি ! তাহার পর কোটিচন্দ্রের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট ঈংকারকে উচ্চারণ

১। খ—মস্তকমিত্যনন্তরং সুগ্রীবায় ততো বাচ্য শিখায়ৈ তদনন্তরম্। স্বাহান্তং মধ্যমায়াঞ্চ বিন্যসেৎ তদনন্তরমিত্যাদি পাঠব্যতিক্রমো দৃশ্যতে। খ—পুস্তকে করন্যাসমন্ত্রান্ পৃথগুদ্ধৃত্য পৃথগঙ্গন্যাস মন্ত্রা উদ্ধৃতাঃ।

সুখড়্গায় ততো বাচ্যং শিরসে তদনন্তরম্ ।
স্বাহা-যুক্তং ততো বাচ্যং পবিত্রাঙ্গুলি-সংযুতম্ ॥ ৩৯
উকারঞ্চ ততো বাচ্যং বিন্দুলাঞ্ছিত-মস্তকম্ ।
সুবজ্রায় ততো বাচ্যং শিখায়ৈ তদনন্তরম্ ।
স্বাহান্তং মধ্যমায়াঞ্চ বিন্যসেৎ তদনন্তরম্ ॥ ৪০
মাত্রাং দ্বাদশিকাং দেবীং বিন্যসেচ্চ ততঃ পরম্ ।
পাশায়েতি সমুচ্চার্য্য প্রবদেৎ কবচায় চ ।
স্বাহান্তং বিন্যসেন্মন্ত্রং তর্জন্যাং তদনন্তরম্ ॥ ৪১
ঔঙ্কারঞ্চ ততো দেবি ! চাঙ্কুশায় ততঃ পরম্ ।
নেত্রত্রয়ায় স্বাহান্তমঙ্গুষ্ঠে করয়োর্দ্বয়োঃ ॥ ৪২
অ-কারঞ্চ বিসর্গান্তং সুরক্ষাক্ষর-সংযুতম্ ।
অসুরক্ষায়-সংযুক্তং অস্ত্রায়েতি ততঃ পরম্ ।
ফড়ক্ষর-সমাযুক্তং বিন্যসেৎ করয়োর্দ্বয়োঃ ॥ ৪৩
হৃদি মূর্দ্ধ্নি শিখায়াঞ্চ কবচে নেত্র-মণ্ডলে ।
যাবদস্ত্রং চতুর্দিক্ষু বিদিক্ষু চ যথাক্রমম্[১] ॥ ৪৪

করিয়া অনন্তর সুখড়্গায় বলিয়া পরে পবিত্রাঙ্গুলি-সংযুক্ত স্বাহান্ত শিরসে বলিবে অর্থাৎ অনামাদ্বয়ে অঙ্গুষ্ঠদ্বয় সংযুক্ত করিয়া ওঁ ঈং সুখড়্গায় শিরসে স্বাহা বলিবে। ৩৯

তাহার পর বিন্দুলাঞ্ছিত মস্তক উকারকে (উং কে) বলিবে। তাহার পর সুবজ্রায় শিখায়ৈ বলিবে। অনন্তর অন্তে স্বাহা বলিয়া মধ্যমাতে ন্যাস করিবে। ৪০

তদনন্তর দ্বাদশমাত্রা (স্বর) রূপিণী দেবীকে অর্থাৎ ঐংকে পাশায় উচ্চারণ করিয়া কবচায় বলিবে। তাহার পর তাহাকে স্বাহান্ত করিয়া তর্জনীদ্বয়ে ন্যাস করিবে। ৪১

হে দেবি। তাহার পর ঔঁকার ও অঙ্কুশায় তাহার পর স্বাহান্ত নেত্রত্রয়ায় অর্থাৎ ওঁ ঔং অঙ্কুশায় নেত্রত্রয়ায় স্বাহা বলিয়া দুই হস্তের অঙ্গুষ্ঠে ন্যাস করিবে। ৪২

বিসর্গান্ত অঃকার, সুরক্ষা অক্ষরের ও অসুরক্ষায় পদের পর অর্থাৎ অঃ সুরক্ষা-সুরক্ষায় এবং ফড়ক্ষর সংযুক্ত অস্ত্রায় ফট্ বলিয়া করতল দ্বয়ে বিন্যাস করিবে। ৪৩

চারি দিকে ও বিদিক্ সমূহে যথাক্রমে হৃদয়ে, মস্তকে, শিখায়, কবচে, নেত্রমণ্ডলে, ও অস্ত্র পর্য্যন্ত অঙ্গন্যাস করিবে। ৪৪

১। খ—যথাক্রমম্। ত্রিশক্তিতন্ত্রে ভৈরববাক্যম্—

অত্র দিগ্বিদিক্ষ্বিতি কথনং ষড়ঙ্গ-পূজাবিষয়ম্। ত্রিশক্তিতন্ত্রে ভৈরববাক্যম্—উচ্চরেৎ প্রণবং পূর্বমাকারং বিন্দুসংযুতমিত্যাদি-বাক্যাদত্র করাঙ্গেষু প্রণবসম্বলিতো ন্যাসঃ। ততো মূলেন মস্তকাদি-পাদ-পর্য্যন্তং পাদাদি-মস্তক-পর্য্যন্তং বারত্রয়ং ন্যসেৎ। ততো ধ্যানম্ (৪৫)—

স্বনাভৌ নীরজং ধ্যায়েদূর্দ্ধং বিকসিতং সিতম্।
তৎপদ্ম-কোষমধ্যে তু মণ্ডলং চণ্ডরোচিষঃ ॥ ৪৬
জবা-কুসুম-সঙ্কাশং রক্তবন্ধুক-সন্নিভম্।
রজঃ-সত্ত্ব-তমো-রেখা যোনিমণ্ডল-মণ্ডিতম্ ॥ ৪৭
মধ্যে তু তাং মহাদেবীং সূর্য্যকোটি-সমপ্রভাম্।
ছিন্নমস্তাং করে বামে ধারয়ন্তীং স্বমস্তকম্ ॥ ৪৮
প্রসারিত-মুখীং ভীমাং লেলিহানোগ্র-জিহ্বিকাম্।
পিবন্তীং রৌধিরীং ধারাং নিজকণ্ঠ-বিনির্গতাম্ ॥ ৪৯

বিবৃতি। এখানে ও তন্ত্রসারে অঙ্গন্যাসের প্রকার লিখিত হয় নাই। এখানে তাহা লিখিত হইল। যথা হৃদয়ে ওঁ আং খড়্গায় হৃদয়ায় স্বাহা। মস্তকে—ওঁ ঈং সুখড়্গায় শিরসে স্বাহা। শিখায়—ওঁ উং সুবজ্রায় শিখায়ৈ স্বাহা। বাহুদ্বয়ে—ওঁ ঐং পাশায় কবচায় স্বাহা। নেত্রত্রয়ে—ওঁ ঔং অঙ্কুশায় নেত্রত্রয়ায় স্বাহা। করতল করপৃষ্ঠে—ওঁ অঃ সুরক্ষাসুরক্ষায় অস্ত্রায় ফট্। ৪৪

এস্থলে যে দিগ্‌বিদিক্ অর্থাৎ দিক্‌সমূহে ও বিদিক্‌সমূহে যে বলা হইয়াছে, তাহা ষড়ঙ্গপূজা বিষয়ক জানিবেন। ত্রিশক্তিতন্ত্রে ভৈরববাক্য হইতেছে—উচ্চরেৎ প্রণবং পূর্বং আকারং বিন্দুসংযুক্তম্ অর্থাৎ প্রথমে প্রণব, পরে বিন্দুসংযুক্ত আকার উচ্চারণ করিবে—ইত্যাদি বাক্য হইতে জানা যায়—এস্থলে করাঙ্গন্যাসে প্রণবযুক্ত মন্ত্রের ন্যাস হইবে। তাহার পর মূলের দ্বারা মস্তক হইতে পাদ পর্য্যন্ত ও পাদ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত বারত্রয় ব্যাপক ন্যাস করিবেন। তাহার পর ধ্যান করিবেন (৪৫)—

সেই ধ্যানের অর্থ—মন্ত্রজ্ঞ সাধকগণ সর্বদা নিজের নাভিতে উর্দ্ধ্বদিকে বিকসিত শ্বেত পদ্ম ধ্যান করিবে। সেই পদ্মের কোষমধ্যে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোরূপ রেখাত্রয় স্বরূপ যোনি মণ্ডলে মণ্ডিত জবাকুসুম সদৃশ রক্তবন্ধুক পুষ্পতুল্য রক্ত বর্ণ প্রচণ্ড-কিরণ সূর্য্যের মণ্ডল ধ্যান করিবে। সেই মণ্ডলমধ্যে কোটি সূর্য্যের ন্যায় প্রভাবিশিষ্টা সেই মহাদেবী ছিন্নমস্তাকে বামকরে স্বীয় ছিন্নমস্তক-ধারিণী, প্রসারিতমুখী (বিস্তৃতাননা), লেলিহান উগ্র জিহ্বা-ধারিণী, নিজকণ্ঠ বিনির্গত রুধিরধারা পানকারিণী, বিকীর্ণকেশ

বিকীর্ণ-কেশপাশাঞ্চ নানাপুষ্প-সমন্বিতাম্।
দক্ষিণে চ করে কর্ত্রীং মুণ্ডমালা-বিভূষিতাম্ ॥ ৫০
দিগম্বরীং মহাঘোরাং প্রত্যালীঢ়-পদে স্থিতাম্।
অস্থিমালা-ধরাং দেবীং নাগ-যজ্ঞোপবীতিনীম্ ॥ ৫১
রতিকামোপরিষ্ঠাঞ্চ সদা ধ্যায়ন্তি মন্ত্রিণঃ।
সদা ষোড়শ-বর্ষীয়াং পীনোন্নত-পয়োধরাম্ ॥ ৫২
বিপরীত-রতাসক্তৌ ধ্যায়েদ্ রতি-মনোভবৌ।
ডাকিনী-বর্ণিনী-যুক্তাং বাম-দক্ষিণ-যোগতঃ।
দেবী-গলোচ্ছলদ্রক্ত-ধারাপানং প্রকুর্বতীম্ ॥ ৫৩
বর্ণিনীং লোহিতাং সৌম্যাং মুক্তকেশীং দিগম্বরীম্।
কপাল-কর্ত্রিকা-হস্তাং বাম-দক্ষিণ-যোগতঃ ॥ ৫৪
নাগযজ্ঞোপবীতাঢ্যাং জ্বলত্তেজোময়ীমিব।
প্রত্যালীঢ়পদাং দিব্যাং নানালঙ্কার-ভূষিতাম্।
সদা দ্বাদশবর্ষীয়ামস্থিমালা-বিভূষিতাম্ ॥ ৫৫
ডাকিনীং বামপার্শ্বে তু কল্প-সূর্য্যানলোপমাম্।

পাশা (আলুলায়িত কেশা—মুক্তকেশী) নানাবিধ পুষ্পে বিভূষিতা, দক্ষিণহস্তে কর্ত্রিকা-ধারিণী, মুণ্ডমালায় বিভূষিতা, দিগম্বরী (নগ্না), মহাঘোরা, প্রত্যালীঢ় পদে (দক্ষিণপাদ অগ্রভাগে এবং পশ্চাদ্ ভাগে কিঞ্চিৎ আকুঞ্চিত বামপাদে) অবস্থিতা অস্থিনির্মিত মালাধারিণী, দেবী (জ্যোতির্ময়ী), নাগরূপ যজ্ঞোপবীত-ধারিণী, সর্বদা ষোড়শ বর্ষীয়া, পীন ও উন্নত স্তন-ধারিণী, বিপরীত রতিযুক্ত রতিকামের উপরে অবস্থিতা ধ্যান করেন। ৪৬-৫২

রতি ও মনোভবকে (কামকে) বিপরীত রতিতে আসক্ত ধ্যান করিবে। দেবীর বামে ও দক্ষিণে দেবীর গলদেশ-গলিত রক্তধারা পানকারিণী ডাকিনী ও বর্ণিনী যুক্তা দেবীকে ধ্যান করিবে। ৫৩

বর্ণিনীকে রক্তবর্ণা, সৌম্যা, মুক্তকেশী, দিগম্বরী (বিবস্ত্রা), বামহস্তে কপাল ও দক্ষিণ হস্তে কর্ত্রিকা (কাতারী) ধারিণী, নাগরূপ যজ্ঞোপবীত যুক্তা, জ্বলৎ-তেজোময়ী, প্রত্যালীঢ়-পদা, দিব্যা, নানালঙ্কারে বিভূষিতা, সর্বদা দ্বাদশ বর্ষীয়া, অস্থিমালায় বিভূষিতা ধ্যান করিবে। ৫৪-৫৫

দেবীর বামপার্শ্বে মহাদেবী ডাকিনীকে প্রলয়কালীন সূর্য্য ও অগ্নির ন্যায় সমুজ্জ্বলা

বিদ্যুজ্জটাং ত্রিনয়নাং দন্ত-পংক্তি-বলাকিনীম্ ॥ ৫৬
দংষ্ট্রা-করাল-বদনাং পীনোন্নত-পয়োধরাম্ ।
মহাদেবীং মহাঘোরাং মুক্তকেশীং দিগম্বরীম্ ॥ ৫৭
লেলিহান-মহাজিহ্বাং মুণ্ডমালা-বিভূষিতাম্ ।
কপাল-কর্ত্রিকা-হস্তাং বাম-দক্ষিণ-যোগতঃ ॥ ৫৮
দেবীগলোচ্ছলদ্রক্ত-ধারা-পানং প্রকুর্বতীম্ ।
করস্থিত-কপালেন ভীষণেনাতিভীষণাম্ ।
আভ্যাং নিষেব্যমানাং তাং ধ্যায়েদ্দেবীং বিচক্ষণঃ ॥ ৫৯

পিবন্তীমিতি মুখেনেতি শেষঃ। তথা চ ভৈরবতন্ত্রে—

স্ব-মস্তকং স-খর্পরং রক্ত-ধারাভিপূরিতম্ ।
ললজ্জিহ্বং মহাভীমং ধৃতং বামভুজে তথা ॥ ৬০

এবঞ্চাস্যাঃ শবারূঢ়ত্বে চতুর্ভুজত্বে চ প্রমাণং নাস্তীতি তত্ত্বম্। অথবা ধ্যানান্তরম্—

স্বনাভৌ নীরজং ধ্যায়েত্তান্নুমণ্ডল-সংযুতম্ ।
যোনিচক্র-সমাযুক্তং গুণত্রিতয়-সংজ্ঞিতম্ ॥ ৬১

বিদ্যুদ্বৎ জটাধারিণী, ত্রিনয়না, বলাকীর ন্যায় শুভ্রদশনা, দংষ্ট্রায় করালবৎ বদনা, পীন ও উন্নত স্তন-ধারিণী, মহাঘোরা, মুক্তকেশী, দিগম্বরী, অতিবৃহৎ লোলজিহ্বা-ধারিণী, মুণ্ডমালায় বিভূষিতা, বামে কপাল ও দক্ষিণে কর্ত্রিকা-ধারিণী, বামহস্ত ধৃত নিজ মুখের দ্বারা দেবীর গলদেশ নির্গত রক্তধারা-পানকারিণী, করস্থিত ভীষণ কপালের দ্বারা অতিভীষণা ধ্যান করিবে। এই ডাকিনী ও বর্ণিণী দ্বারা সেব্যমানা দেবীকে বিচক্ষণ সাধক ধ্যান করিবে। ৫৬-৫৯

পিবন্তী অর্থ—তেন মুখেন অর্থাৎ সেই মুখের দ্বারা, এইটি উহ্য করিতে হইবে। তাহাই ভৈরবতন্ত্রে বলিয়াছেন—

বামহস্ত ধৃত রক্তধারায় পরিপূর্ণ ললজ্জিহ্ব মহাভীষণ সখর্পর অর্থাৎ খর্পরের মধ্যে নিজমস্তক (ধ্যান করিবে)। ৬০

এই হইলে ইনি শবারূঢ়া ও চতুর্ভুজা, ইহাতে কোন প্রমাণ নাই। ইহাই তত্ত্ব। অথবা অন্য ধ্যানের অর্থ—

যতি নিজের নাভিতে সত্ত্ব, রজ, ও তমোরূপ গুণ ত্রিতয় নামক যোনি চক্র ভূষিত সূর্য্যমণ্ডলের দ্বারা যুক্ত একটি পদ্ম ধ্যান করিবে। ৬১

ততো মধ্যে মহাদেবীং ছিন্নামস্তাং স্মরেদ্ যতিঃ।
প্রদীপ-কলিকাকারামদ্বিতীয়-ব্যবস্থিতাম্।
যোনিমুদ্রা-সমাযুক্তাং হৃদয়স্থিত-লোচনাম্ ॥ ৬২
ধ্যেয়মেতদ্ যতীনাঞ্চ গৃহস্থানাং নিশাময়।
যথা— অন্তরা স্বশরীরস্য নাভি-নীরজ-সঙ্গতাম্ ॥ ৬৩
নির্লেপাং ত্রিগুণাং সূক্ষ্মাং বালচন্দ্র-সমপ্রভাম্।
সমাধিমাত্র-গম্যাস্তু গুণ-ত্রিতয়-বেষ্টিতাম্।
কলাতীতাং গুণাতীতাং মুক্তিমার্গ-প্রদায়িনীম্ ॥ ৬৪

ধ্যানস্যাবশ্যকত্বমাহ তন্ত্রে—

প্রচণ্ডচণ্ডিকামেবমধ্যাত্বা যস্তু পূজয়েৎ।
সদ্যস্তস্য শিরশ্ছিত্বা দেবী পিবতি শোণিতম্ ॥ ৬৫

প্রচণ্ডচণ্ডিকামিত্যুপলক্ষণম্। সর্বত্রৈব ধ্যানমাবশ্যকম্। এবং ধ্যাত্বা মানসৈঃ সম্পূজ্য তারিণীবচ্ছঙ্খস্থাপনং কুর্য্যাৎ[1]। ততো যন্ত্রাদৌ পীঠপূজাং কুর্য্যাৎ। যন্ত্রমাহ ভৈরব-তন্ত্রে। যথা (৬৬)—

তাহার মধ্যে যতি প্রদীপ কলিকার ন্যায় আকারবিশিষ্টা অদ্বৈতরূপে অবস্থিতা যোনিমুদ্রা যুক্তা, হৃদয়গত লোচন যুক্তা মহাদেবী ছিন্নমস্তাকে স্মরণ করিবেন। ৬২

ছিন্নমস্তার এই রূপ যতিগণের ধ্যেয়। গৃহস্থগণের ধ্যেয় রূপ বলিতেছি, শ্রবণ কর। যথা—নিজের শরীরের মধ্যে নাভিপদ্মে মণিপুরে অবস্থিতা ছিন্নমস্তা দেবীকে নির্লিপ্তা, নির্গুণা, সূক্ষ্মা, বালচন্দ্রের ন্যায় প্রভাশালিনী, সমাধিমাত্রগম্যা ত্রিগুণে বেষ্টিতা, কলাতীতা, সত্ত্বাদি-গুণাতীতা ও মুক্তিদাত্রী ধ্যান করিবে। ৬৩-৬৪

তন্ত্রে ধ্যানের আবশ্যকত্ব বলিতেছেন—যে ব্যক্তি প্রচণ্ডচাণ্ডিকাকে এইরূপ ধ্যান না করিয়া পূজা করে, দেবী তৎক্ষণাৎ তাহার মস্তক ছিন্ন করিয়া শোণিত পান করেন। ৬৫

শ্লোকে প্রচণ্ডচণ্ডিকা পদটি উপলক্ষণ। সমস্ত দেবদেবীর পূজায় ধ্যান আবশ্যক। এই প্রকারে ধ্যান করিয়া মানস উপচারে পূজা করিয়া তারিণীর ন্যায় বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করিবেন। তাহার পর যন্ত্রাদিতে পীঠপূজা করিবেন। ভৈরবতন্ত্রে যন্ত্র বলিতেছেন। যথা (৬৬)—

১। খ—কুর্য্যাৎ। অস্যা পূজাযন্ত্রং যথা—

ত্রিকোণং বিন্যসেদাদৌ তন্মধ্যে মণ্ডলত্রয়ম্ ।
তন্মধ্যে বিন্যসেদ্ যোনিং দ্বারত্রয়-সমন্বিতাম্ ॥ ৬৭
বহিরষ্টদলং পদ্মং ভূবিম্ব-ত্রিতয়ং পুনঃ ।
কূর্চবীজং লিখেন্ মধ্যে ত্রিকোণে ফট্-সমন্বিতম্ ॥ ৬৮

যন্ত্রান্তরং[১] তত্রৈব—সিতং কুর্য্যাদ্দলং পূর্বমাগ্নেয়ং রক্তবর্ণকম্ ।
যাম্যং কৃষ্ণমতঃ পীতং শুক্লং রক্তং সিতাসিতম্ ॥ ৬৯
ততঃ পীতাং প্রকুর্বীত কর্ণিকাং তস্য মধ্যগাম্ ।
তন্মধ্যে তু প্রকুর্বীত মণ্ডলং চণ্ডরোচিষঃ ।
রজঃ-সত্ত্বং তমো রেখা রক্তা শুক্লা সিতা ক্রমাৎ ॥ ৭০
মায়া-যুগ্মং ততো ন্যস্য ফড়ক্ষর-সমন্বিতম্ ।
বাহ্যং তস্য চ চক্রস্য কুর্য্যাৎ প্রাকার-বেষ্টিতম্ ॥ ৭১
পূর্বং রক্তং তথা কৃষ্ণং সিতং পীতং যথাক্রমাৎ ।
চতুর্দ্বার-সমাযুক্তং ক্ষেত্রপালৈরধিষ্ঠিতম্ ॥ ৭২

প্রথমে একটি ত্রিকোণ অঙ্কন করিবে। সেই ত্রিকোণের মধ্যে তিনটি মণ্ডল (বৃত্ত) লিখিবে। সেই বৃত্ত মধ্যে দ্বারত্রয় যুক্ত যোনিচক্র আঁকিবে। তাহার বাহিরে অষ্টদল পদ্ম লিখিবে। তাহার বাহিরে পুনরায় তিনটি ভূগৃহ লিখিবে। ত্রিকোণে ফট্ সহ মধ্যে কূর্চবীজ হূং লিখিবে। ৬৭-৬৮

সেইখানেই যন্ত্রান্তর উক্ত হইয়াছে—সেই যন্ত্রের পূর্বদলটিকে শুভ্র করিবে। আগ্নেয় দলকে রক্তবর্ণ, দক্ষিণ দলকে কৃষ্ণবর্ণ, তাহার পর যথাক্রমে অন্যান্য দলগুলিকে পীত, শুক্ল, রক্ত, সিত ও অসিত করিবে। ৬৯

তাহার পর তাহার মধ্যবর্ত্তী কর্ণিকাকে পীতবর্ণ করিবে। সেই কর্ণিকায় চণ্ড-কিরণ সূর্য্যের মণ্ডল করিবে। সেই সূর্য্যমণ্ডলে যথাক্রমে রজোরূপ রক্তরেখা, সত্ত্বরূপ শুক্লরেখা ও তমোরূপ কৃষ্ণরেখায় একটি ত্রিকোণ করিবে। ৭০

তাহার পর তাহার মধ্যে ফট্কার সহ দুইটি মায়া (হূং হূং) লিখিবে। সেই চক্রের বহির্ভাগকে প্রাকার বেষ্টিত করিবে। ৭১

তাহার পর তাহাকে যথাক্রমে প্রথম রক্তবর্ণ সেইরূপ কৃষ্ণবর্ণ, সিতবর্ণ ও পীতবর্ণ চতুর্দ্বার যুক্ত ক্ষেত্রপালের দ্বারা অধিষ্ঠিত করিবে। ৭২

১। খ—যন্ত্রান্তরমিতি নাস্তি।

ইতি[১]। ততঃ পীঠপূজাং কুর্য্যাৎ। সা যথা—ওঁ আধারশক্তয়ে নম। এবং কূর্মায়, অনন্তায়, পৃথিব্যৈ, ক্ষীরসমুদ্রায়, রত্নদ্বীপায়, কল্পবৃক্ষায়ঃ তদধঃ স্বর্ণসিংহাসনায়, আনন্দকন্দায়, সম্বিন্নালায়, সর্বতত্ত্বাত্মকপদ্মায়, সঁ সত্ত্বায়, রঁ রজসে, তঁ তমসে, আঁ আত্মনে, অঁ অন্তরাত্মনে, পঁ পরমাত্মনে, হ্রীঁ জ্ঞানাত্মনে। পদ্মমধ্যে—রতিকামাভ্যাং। ভৈরবমতে তু (৭৩)—

আধারশক্তিং কূর্মঞ্চ নাগরাজমতঃ পরম্।
পদ্ম-নালঞ্চ পদ্মঞ্চ পূজয়েন্মন্ত্রবিন্নরঃ॥ ৭৪
মণ্ডলং চতুরস্রঞ্চ রজঃ সত্ত্বং তমস্তথা।
রতি-কামৌ চ সম্পূজ্য শক্তিপূজাং সমাচরেৎ॥ ৭৫ ইতি।

রতিকামোপরি বজ্রবৈরোচনীয়ে দেহি দেহি এহি এহি গৃহ্ণ গৃহ্ণ মম সিদ্ধিং দেহি দেহি মম শত্রূন্ মারয় মারয় করালিকে হুঁ ফট্ স্বাহেতি পীঠমন্ত্রেণ-পূজয়েৎ। সর্বত্র প্রণবাদি-নমোঽন্তেন পূজনম্। পুনর্ধ্যাত্বাবাহয়েৎ। তদ্ যথা (৭৬)—

সর্বসিদ্ধিবর্ণিনীয়ে সর্বসিদ্ধিডাকিনীয়ে বজ্রবৈরোচনীয়ে ইহাবহ ইহাবহ

তাহার পর পীঠ পূজা করিবেন। সেই পীঠ পূজা যেমন—ওঁ আধার-শক্তয়ে নমঃ। এইরূপ প্রথমে ওঁ এবং শেষে নমঃ পদ দিয়া কূর্মায়, অনন্তায়, পৃথিব্যৈ, ক্ষীর-সমুদ্রায়, রত্নদ্বীপায়, কল্পবৃক্ষায়, তাহার অধোভাগে স্বর্ণসিংহাসনায়, আনন্দকন্দায়, সম্বিন্নালায়, সর্বতত্ত্বাত্মক-পদ্মায়, সং সত্ত্বায়, রং রজসে, তং তমসে, আং আত্মনে, অং অন্তরাত্মনে, পং পরমাত্মনে, হ্রীং জ্ঞানাত্মনে, পদ্মমধ্যে—রতিকামাভ্যাম্। ভৈরবমতে কিন্তু (৭৩)—

আধারশক্তি, কূর্ম, নাগরাজ, তাহার পর পদ্মনাল ও পদ্মকে মন্ত্রজ্ঞ সাধক পূজা করিবে। তাহার পর মণ্ডল, চতুরস্র, রজঃ, সত্ত্ব ও তমকে এবং রতি ও কামকে পূজা করিয়া শক্তির পূজা করিবে। ৭৪-৭৫

রতি ও কামের উপরে ওঁ বজ্রবৈরোচনীয়ে দেহি দেহি এহি এহি গৃহ্ণ গৃহ্ণ মম সিদ্ধিং দেহি দেহি মম শত্রূন্ মারয় করালিকে হুং ফট্ স্বাহা—এই পীঠমন্ত্রে পূজা করিবেন। সর্বত্র আদিতে প্রণব ও অন্তে নমঃ দিয়া পূজা হইবে। পুনরায় ধ্যান করিয়া আবাহন করিবেন। যথা (৭৬)—

ওঁ সর্বসিদ্ধি-বর্ণিনীয়ে। সর্বসিদ্ধি-ডাকিনীয়ে। বজ্রবৈরোচনীয়ে। ইহাবহ

১। খ—ইতি। যন্ত্রা এতদ্ধ্যানোক্তযন্ত্রং লিখেৎ। ততঃ পীঠ পূজাং.।

পুনস্তন্মন্ত্রমুচ্চার্য্য ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ ইহ সন্নিধেহি ইহ সন্নিধেহি ইহ সন্নিরুধ্যস্ব ইহ সন্নিরুধ্যস্ব ইত্যনেনাবাহ্য আঁ হ্রীঁ ক্রোঁ হংসঃ ইত্যনেন প্রাণপ্রতিষ্ঠাং কৃত্বা ওঁ আঁ খড়্গায় হৃদয়ায় স্বাহা ইত্যাদিনা ষড়ঙ্গং বিন্যস্য যথাশক্তি পূজাং কৃত্বা, বলিং দদ্যাৎ। যথা—বজ্রবৈরোচনীয়ে দেহি দেহি এহি এহি গৃহ্ণ গৃহ্ণ ইমং বলিং মম সিদ্ধিং দেহি দেহি মম শত্রূন্ মারয় করালিকে হূঁ ফট্ স্বাহেতি মন্ত্রেণ। ততো দেব্যা দক্ষিণে—বর্ণিন্যৈ নমঃ। বামে—ডাকিন্যৈ নমঃ। ততো দেব্যঙ্গে ষড়ঙ্গং সংপূজ্য দক্ষিণে—ওঁ শঙ্খনিধয়ে নমঃ। বামে—ওঁ পদ্মনিধয়ে নমঃ। পূর্বাদি-দিক্ষু—লক্ষ্মীং লজ্জাং মায়াং বাণীঞ্চ পূজয়েৎ। বিদিক্ষু—ব্রহ্মা-বিষ্ণু-রুদ্রেশ্বরান্। মধ্যে—সদাশিবং। সর্বত্র প্রণবাদি-নমোঽন্তেন পূজয়েৎ। ততঃ পুষ্পাঞ্জলীন্ দত্ত্বাবরণানি পূজয়েৎ। যথা—অগ্নীশাসুরবায়ুষু মধ্যে দিক্ষু চ ওঁ আং খড়্গায়-

---

ইহাবহ; পুনরায় এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া, ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ, পুনঃ সেই মন্ত্র পূর্বক ইহ সন্নিধেহি ইহ সন্নিধেহি; পুনরায় সেই মন্ত্র পূর্বক ইহ সন্নিরুধ্যস্ব ইহ সন্নিরুধ্যস্ব, পুনঃ সেই মন্ত্রপূর্বক অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ—এইরূপ মন্ত্রে আবাহন করিয়া, ওঁ আং হ্রীং ক্রোং হংসঃ এই মন্ত্রের দ্বারা প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া ওঁ আং খড়্গায় হৃদয়ায় স্বাহা ইত্যাদি মন্ত্রে ষড়ঙ্গের ন্যাস করিয়া, যথাশক্তি দেবীর পূজা করিয়া বলি দিবেন। যথা—ওঁ বজ্রবৈরোচনীয়ে দেহি দেহি এহি এহি গৃহ্ণ গৃহ্ণ ইমং বলিং মম সিদ্ধিং দেহি দেহি মম শত্রূন্ মারয় করালিকে হূং ফট্ স্বাহা—এই মন্ত্রের দ্বারা বলি দিবেন। তাহার পর দেবীর দক্ষিণে বর্ণিন্যৈ নমঃ, বামে—ওঁ ডাকিন্যৈ নমঃ মন্ত্রে বর্ণিনী ও ডাকিনীর পূজা করিয়া, তাহার পর দেবীর অঙ্গে ওঁ আং খড়্গায় হৃদয়ায় স্বাহা, ওঁ ঈং সুখড়্গায় শিরসে স্বাহা, ও উং সুবজ্রায় শিখায়ৈ স্বাহা, ওঁ ঐং পাশায় কবচায় স্বাহা, ওঁ ঔং অঙ্কুশায় নেত্রত্রয়ায় স্বাহা ওঁ অঃ সুরক্ষাসুরক্ষায় অস্ত্রায় ফট্ স্বাহা। ইত্যাদি মন্ত্রে ষড়ঙ্গের পূজা করিয়া, দক্ষিণে—ওঁ শঙ্খনিধয়ে নমঃ। বামে—ওঁ পদ্মনিধয়ে নমঃ পূর্বে—ওঁ লক্ষ্ম্যৈ নমঃ। দক্ষিণে—ওঁ লজ্জায়ৈ নমঃ। পশ্চিমে—ওঁ মায়ায়ৈ নমঃ। উত্তরে—ওঁ বাণ্যৈ নমঃ মন্ত্রে পূজা করিবেন। অগ্ন্যাদি কোণে যথাক্রমে প্রণবাদি, নমঃ অন্ত মন্ত্রে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র ও ঈশ্বরকে, মধ্যে সদাশিবকে পূজা করিবেন। সর্বত্র প্রণবাদি, নমঃ অন্ত মন্ত্রে পূজা করিবেন। তাহার পর পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি দিয়া আবরণ দেবতাগণের পূজা করিবেন। যথা—অগ্নি, ঈশ, অসুর ও বায়ুকোণে, মধ্যে দিক্‌সমূহে ওঁ আং খড়্গায় হৃদয়ায় স্বাহা

হৃদয়ায় স্বাহা ইত্যাদিনা ষড়ঙ্গানি সংপূজ্যাষ্টপত্রেষু পূর্বাদিক্রমেণ ওঁ হ্রীঁ কাল্যৈ নমঃ। ওঁ হ্রীঁ বর্ণিন্যৈ নমঃ। এবং ডাকিন্যৈ, মহাভৈরব্যৈ। ভৈরব্যৈ, ইন্দ্রাক্ষ্যৈ, পিঙ্গাক্ষ্যৈ। সংহারকারিণ্যৈ[১]। সর্বং প্রণবাদি-নমোঽন্তেন পূজয়েৎ। যথা (৭৭)—

একাং নামাভিধাং কালীং বর্ণিনীং ডাকিনীং তথা।
ভৈরবীঞ্চ মহাপূর্বাং ভৈরবীং তদনন্তরম্।
ইন্দ্রাক্ষীঞ্চ সপিঙ্গাক্ষীং ততঃ সংহারকারিণীম্ ॥ ৭৮
পূর্বাদিকে দলে পূজ্যাঃ শক্তয়শ্চ যথাক্রমম্।
প্রণবাদি-নমোঽন্তেন লজ্জাবীজং সমুচ্চরন্ ॥ ৭৯

মহাপূর্বামিত্যস্য পূর্বভৈরব্যামন্বয়ঃ। তথা চ সুব্যক্তং কবচে—

ডাকিনী দক্ষিণে পাতু শ্রীমহাভৈরবীঞ্চ মাম্।
নৈঋর্ত্যাং সততং পাতু ভৈরবী পশ্চিমেঽবতু ॥ ৮০ ॥ ইতি

পদ্মমধ্যে হূঁ হূঁ ফট্ নমঃ স্বাহা নমঃ। দেব্যা দক্ষিণে—ওঁ সম্রাট্-ছন্দসে

ইত্যাদি মন্ত্রে ষড়ঙ্গের পূজা করিয়া আটটি পত্রে পূর্বাদিক্রমে—ওঁ হ্রীং কাল্যৈ নমঃ, ওঁ হ্রীং বর্ণিন্যৈ নমঃ। এইরূপ ওঁ হ্রীং আদি ও নমঃ অন্ত মন্ত্রে ডাকিন্যৈ, মহাভৈরব্যৈ, ভৈরব্যৈ, ইন্দ্রাক্ষ্যৈ, পিঙ্গাক্ষ্যৈ, সংহার-কারিণ্যৈ বলিয়া পূজা করিবেন। এই সকলকে প্রণবাদি ও নমঃ অন্ত মন্ত্রে পূজা করিবেন। যেমন তন্ত্রে বলিয়াছেন (৭৭)—

কালী নাম্নী এক শক্তি, তাহার পর বর্ণিনী, ডাকিনী ও মহাপূর্বা ভৈরবী অর্থাৎ মহাভৈরবী, ভৈরবী, অনন্তর ইন্দ্রাক্ষী, পিঙ্গাক্ষী, অনন্তর সংহারকারিণী—পূর্বাদি দলে এই শক্তিসমূহকে লজ্জাবীজ উচ্চারণ করিয়া প্রণবাদি অর্থাৎ ওঁ হ্রীং আদি ও নমঃ অন্ত মন্ত্রে পূজা করিবে। ৭৮-৭৯

মহাপূর্বাং এই শব্দটির পূর্ববর্তী ভৈরবী পদের সহিত অন্বয়ঃ। তাহা ছিন্নমস্তার কবচে সুস্পষ্ট উক্ত হইয়াছে—

ডাকিনী দক্ষিণে আমাকে রক্ষা করুন। শ্রীমহাভৈরবী নৈঋর্তে আমাকে রক্ষা করুন। সর্বদা ভৈরবী আমাকে রক্ষা করুন। ৮০

পদ্ম মধ্যে—হূং হূং ফট্ নমঃ, স্বাহা নমঃ। দেবীর দক্ষিণে—ওঁ সম্রাট্ ছন্দসে

১। খ—সংহারিণ্যৈ।

নমঃ। দেব্যা উত্তরে—ওঁ সর্ববর্ণেভ্যো নমঃ। পুনর্দক্ষিণে—ওঁ বীজশক্তিভ্যাং নমঃ। পত্রাগ্রেষু পূর্বাদি ক্রমেণ ব্রাহ্ম্যৈ, মাহেশ্বর্যৈ, কৌমার্য্যৈ, বৈষ্ণব্যৈ, বারাহ্যৈ, ইন্দ্রাণ্যৈ, চামুণ্ডায়ৈ, মহালক্ষ্ম্যৈ। সর্বত্র প্রণবাদি-নমোঽন্তেন পূজয়েৎ ততশ্চতুর্দ্দিক্ষু দ্বারেষু—ওঁ করালায় নমঃ, ওঁ বিকরালায়[১] নমঃ। এবং অতি-করালায়, মহাকরালায়। যথা ভৈরবীয়ে (৮১)—

পূর্বদ্বারে করালঞ্চ বিকরালঞ্চ দক্ষিণে।
পশ্চিমেঽতিকরালঞ্চ মহাকরালমুত্তরে ॥ ৮২

ততো ধুপাদি-বিসর্জনান্তং কর্ম সমাপয়েৎ[২]। বিসর্জনে ত্বয়ং বিশেষঃ। সংহারমুদ্রাং প্রদর্শ্য নির্মাল্য-পুষ্পাণ্যঞ্জলাবারোপ্যাঘ্রায় তৎ-পুষ্পাঞ্জলিতো বামনাসাপুটেন—

যোনিমুদ্রা-সমারূঢ়াং প্রদীপ-কলিকোজ্জ্বলাম্।
কৃষ্ণপক্ষে বিধুমিব ক্রমেণ ক্ষীণতাং গতাম্[৩] ॥

দেবীং বিচিন্ত্য "উত্তরে শিখরে দেবী ভূম্যাং পর্বতবাসিনী"ত্যাদি-

---

নমঃ। দেবীর উত্তরে—ওঁ সর্ববর্ণেভ্যোঃ নমঃ। পুনরায় দক্ষিণে—ওঁ বীজশক্তিভ্যাং নমঃ। পত্রসমূহের অগ্রে পূর্বাদি ক্রমে প্রণবাদি বীজান্ত অর্থাৎ ওঁ আং ইত্যাদি নমঃ অন্ত মন্ত্রে ব্রাহ্ম্যৈ, মাহেশ্বর্য্যৈ, কোমার্য্যৈ, বৈষ্ণব্যৈ, বারাহ্যৈ, ইন্দ্রাণ্যৈ, চামুণ্ডায়ৈ, মহালক্ষ্ম্যৈ বলিয়া ব্রাহ্মী প্রভৃতি মাতৃবর্গকে পূজা করিবেন। সর্বত্র প্রণবাদি নমঃ অন্ত মন্ত্রে পূজা করিবেন। তাহার পর চারিদিকে দ্বারে—ওঁ করালায় নমঃ। ওঁ বিকরালায় নমঃ। এইরূপ অতিকরালায় ও মহাকরালায় নমঃ বলিয়া পূজা করিবেন। যেমন ভৈরবীয়ে বলিয়াছেন (৮১)—

পূর্ব দ্বারে করালকে, দক্ষিণ দ্বারে বিকরালকে, পশ্চিম দ্বারে অতিকরালকে ও উত্তর দ্বারে মহাকরালকে পূজা করিবে। ৮২

তাহার পর ধূপদান হইতে বিসর্জন পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্য শেষ করিবেন। বিসর্জনে এই বিশেষ—সংহার মুদ্রা দেখাইয়া নির্মাল্য পুষ্পগুলিকে অঞ্জলিতে রাখিয়া সেই পুষ্পাঞ্জলি হইতে বামানাসা পর্য্যন্ত যোনিমুদ্রায় সমারূঢ়া প্রদীপ কলিকার ন্যায় উজ্জ্বলা, কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্রের ন্যায় ক্ষীণত্ব প্রাপ্তা দেবীকে চিন্তা করিয়া, "ওঁ উত্তরে

১। খ—ওঁ বিকরালায়েতি নাস্তি। ২। খ—সমাপয়েৎ। সংহারমুদ্রাং প্রদর্শ্যাঞ্জলাবারোপ্য বামনাসাপুটেন যোনিমুদ্রাসমারূঢ়াং। ৩। খ—ইমং মন্ত্রং সমুচ্চার্য্য চণ্ডরশ্মৌ নিবেশয়েৎ। উত্তরে শিখরেত্যাদি। অস্য পুরশ্চরণম্।

কালীপূজোক্ত-মন্ত্রমুচ্চার্য্য নাভ্যুপরিস্থিত-পদ্মকোষান্তর্গত-সূর্য্যমণ্ডলে নিবেশয়েৎ। ৮৩

অস্য পুরশ্চরণং লক্ষজপঃ সিদ্ধবিদ্যাত্বাৎ। বলিদানে তু ভৈরবীয়ে—

রাত্রৌ বলিঃ প্রদাতব্যো মৎস্য-মাংস-সুরাদিভিঃ।
অথবা মধুপানাদ্যৈর্মধুরৈর্বিভবক্রমৈঃ॥ ৮৪

মন্ত্রস্তু— উচ্চরেৎ প্রণবং পূর্বং সর্বসিদ্ধি-প্রদেঽন্বিতম্।
বর্ণিনীয়ে ততো বাচ্যং সর্বসিদ্ধিপ্রদে ততঃ॥ ৮৫
ডাকিনীয়ে ততো বাচ্যং[১] দেবী নাম ততঃ পরম্।
এহ্যেহীতি ততো বাচ্যমিমং বলিমনন্তরম্॥ ৮৬
গৃহ্ন গৃহ্ন ততঃ প্রোক্ত্বা মম সিদ্ধিমনন্তরম্।
দেহি দেহীতি মায়ে চ ততঃ ফট্ স্বাহয়াযুতঃ।
বলিমন্ত্রঃ সমাখ্যাতঃ পূজিতেয়ং সুরেশ্বরী[২]!॥ ৮৭

শিখরে দেবী ভূম্যাং পর্বতবাসিনী" ইত্যাদি কালীপূজা প্রকরণোক্ত মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া নাভির উপরিস্থিত পদ্মকোষের অন্তর্গত সূর্য্যমণ্ডলে নিবেশ করাইবেন। ৮৩

সিদ্ধ বিদ্যা বলিয়া এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে লক্ষ মন্ত্র জপ কর্ত্তব্য। বলিদানে কিন্তু ভৈরবীয় তন্ত্রে বলিয়াছেন—

রাত্রিতে মৎস্য, মাংস ও সুরাদির সহিত বলি দিবে। অথবা বিভব অনুসারে মধুর মধু, পানাদির সহিত বলি দিবে। ৮৪

মন্ত্র কিন্তু—প্রথমে প্রণব (ওঁ) উচ্চারণ করিবে। তাহার পর সর্বসিদ্ধিপ্রদে! অনন্তর বর্ণিনীয়ে! অনন্তর সর্বসিদ্ধিপ্রদে! বলিবে। পরে ডাকিনীয়ে, অনন্তর দেবীর নাম অর্থাৎ বজ্রবৈরোচনীয়ে! তাহার পর এহি এহি এই বলিবে। অনন্তর ইমং বলিং, অনন্তর গৃহ্ণ গৃহ্ণ, তাহার পর মম সিদ্ধিং বলিয়া অনন্তর দেহি দেহি বলিয়া দুইটি মায়ে অর্থাৎ হ্রীং হ্রীং, তাহার পর স্বাহা-যুক্ত ফট্ অর্থাৎ ফট্ স্বাহা। তাহাতে বলিমন্ত্রটি হইল—ওঁ সর্বসিদ্ধিপ্রদে! বর্ণিনীয়ে! সর্বসিদ্ধিপ্রদে! ডাকিনীয়ে! বজ্রবৈরোচনীয়ে এহি এহি ইমং বলিং গৃহ্ণ গৃহ্ণ মম সিদ্ধিং দেহি দেহি হ্রীং হ্রীং ফট্ স্বাহা। ইহা ছিন্নমস্তার বলিমন্ত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই সুরেশ্বরী ইহা দ্বারা পূজিতা হইয়া থাকেন। ৮৫-৮৭

১। খ—ততো বাচ্যং ইমং বলিমনন্তরং। গৃহ্ন গৃহ্ন। ২। খ—ষোড়শীবিদ্যা প্রশংসামাহ তন্ত্রে তথা সর্বপ্রযত্নেন।

ইতি। দেবী নাম বজ্রবৈরোচনীয়ে ইতি সম্বুদ্ধ্যন্তম্। মায়ে—ভুবনেশী-বীজদ্বয়ম্। তন্ত্রে (৮৮)—

তথা সর্বপ্রযত্নেন সর্বোপাস্যা চ ষোড়শী।
লক্ষ্মীবীজাদিকা সৈব সর্বৈশ্বর্য্য-প্রদায়িনী ॥ ৮৯
লজ্জাদ্যা স্বর্গ-ভূ-নাগ-যোষিদাকর্ষণী পরা।
কূর্চাদ্যা সর্বজন্তূনাং মহাপাতক-নাশিনী ॥ ৯০
বাগ্‌ভবাদ্যা যদা বিদ্যা বাগীশত্ব-প্রদায়িনী।
এষা তু ষোড়শীবিদ্যা বেদ্যা সপ্তদশাক্ষরী ॥ ৯১
শ্রীবীজ-পুটিতা সা তু লক্ষ্মী-বৃদ্ধি-করী সদা।
লজ্জয়া পুটিতা বিদ্যা ত্রৈলোক্যাকর্ষিণী পরা ॥ ৯২
কূর্চেন পুটিতা সর্ব-পাপিনাং পাপহারিণী।
বাগ্‌বীজ-পুটিতা চৈষা বাগীশত্ব প্রদায়িনী ॥ ৯৩
চতুর্বিধেতি বিদ্যৈষা প্রিয়ে! সপ্তদশাক্ষরী।
তারাদ্যা ষোড়শী চান্যা ভবেৎ সপ্তদশাক্ষরী।

দেবী নাম—বজ্রবৈরোচনীয়ে এই সম্বোধনান্ত নাম। মায়ে—ভুবনেশ্বরী বীজদ্বয় হ্রীং হ্রীং। তন্ত্রে এইরূপ বিদ্যার প্রশংসা করিয়াছেন (৮৮)—

ষোড়শাক্ষরী বিদ্যা সেইরূপ সকলের সর্বপ্রযত্নে উপাস্যা। সেই ষোড়শাক্ষরী বিদ্যা লক্ষ্মীবীজাদি হইলে সমস্ত ঐশ্বর্য্য-প্রদায়িনী হইয়া থাকেন। ৮৯

সেই ষোড়শাক্ষরী বিদ্যা লজ্জা বীজাদি হইলে স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও নাগলোকের স্ত্রীগণের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণী হইয়া থাকেন। সেই ষোড়শাক্ষরী কূর্চাদি হইলে মহাপাতক-নাশিনী হইয়া থাকেন। ৯০

যখন ঐ ষোড়শাক্ষরী বাগ্‌ভব বীজাদি হইয়া থাকেন, তখন তিনি বাগৈশ্বর্য্য-প্রদায়িনী হইয়া থাকেন। এই হইলেন ষোড়শী বিদ্যা। সপ্তদশাক্ষরী বিদ্যা জানিতে হইবে। ৯১

সেই ষোড়শাক্ষরী শ্রীবীজ পুটিতা হইলে সর্বদা ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধিকরী হন। লজ্জা বীজ দ্বারা পুটিতা হইলে শ্রেষ্ঠ ত্রৈলোক্যাকর্ষিণী হইয়া থাকেন। ৯২

কূর্চ বীজের দ্বারা পুটিতা হইলে সমস্ত পাপিগণের পাপবিনাশিনী হইয়া থাকেন। বাগ্‌বীজের দ্বারা পুটিতা হইলে বাগৈশ্বর্য্য-প্রদায়িনী হইয়া থাকেন। ৯৩

হে প্রিয়ে! এই সপ্তদশাক্ষরী বিদ্যা এই চারি প্রকার। প্রণবাদি ষোড়শাক্ষরী

এষা বিদ্যা মহাবিদ্যা ভুক্তি-মুক্তিকরী সদা ॥ ৯৪

ইতি সপ্তদশাক্ষরী। অথ মন্ত্রান্তরম্—

ভুবনেশী কামবীজং কূর্চবীজঞ্চ বাগ্‌ভবম্।
ভুবনেশী কূর্চবীজং বাগ্‌ভবং তদনন্তরম্ ॥ ৯৫
বজ্রবৈরোচনীয়ে চ হূঁ ফট্ স্বাহা ততঃ পরম্।
ন্যাস-পূজাদিকং চাস্যা ষোড়শীবৎ সমাচরেৎ ॥ ৯৬

তথা— হৃল্লেখা মাদনং লক্ষ্মী বাগ্‌বীজং[১] কূর্চমেব চ।
অস্ত্রান্তা ছিন্নমস্তায়া মহাবিদ্যা প্রকীর্ত্তিতা ॥ ৯৭
অস্যাশ্চ সদৃশী বিদ্যা জগৎস্বপি ন বিদ্যতে।
ষড়্‌বর্ণোঽয়ং মনুঃ সাক্ষান্মোক্ষদো নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৯৮

হৃল্লেখা—মায়া। মাদনং কামবীজম্। অস্যা ধ্যানমহং বক্ষ্যে শৃনুষ্ব কমলাননে ॥ ৯৯

প্রত্যালীঢ়-পদাং সদৈব দধতীং ছিন্নং শিরঃ কর্ত্রিকাং
দিগ-বস্ত্রাং স্বকবন্ধ-শোণিত সুধা-ধারাং পিবন্তীং মুদা।

অন্য প্রকার সপ্তদশাক্ষরী হইয়া থাকে। এই বিদ্যা মহাবিদ্যা সর্বদা ভোগকরী ও মোক্ষকরী। ৯৪

সপ্তদশাক্ষরী বিদ্যা সমাপ্ত হইল। অনন্তর ছিন্নমস্তার মন্ত্রান্তর কথিত হইতেছে।

ভুবনেশী (হ্রীং), কামবীজ (ক্লীং), কূর্চবীজ (হূং), বাগ্‌ভববীজ (ঐং), ভুবনেশী, কূর্চবীজ, বাগ্‌ভব বীজ, তাহার পর বজ্রবৈরোচনীয়ে, তাহার পর হূং ফট্ স্বাহা। তাহাতে মন্ত্রটি হইল—হ্রীং ক্লীং হূং ঐং হ্রীং হূং ঐং বজ্রবৈরোচনীয়ে হূং ফট্ স্বাহা। এই বিদ্যার ন্যাস পূজাদি সমস্তই ষোড়শাক্ষরীর ন্যায় করিবে। ৯৫-৯৬

হৃল্লেখা (হ্রীং), মাদন (ক্লীং), লক্ষ্মী (শ্রীং), বাগ্‌বীজ (ঐং), কূর্চ (হূং), উহা অর্থাৎ হ্রীং ক্লীং শ্রীং ঐং হূং অস্ত্রান্ত (ফট্ অন্ত) হইলে ছিন্নমস্তার মহাবিদ্যা বলিয়া কথিত হয়। ৯৭

এই মহাবিদ্যার সদৃশী মহাবিদ্যা জগতেই নাই। এই ষড়ক্ষর মন্ত্র সাক্ষাৎ মোক্ষপ্রদ, ইহাতে কোন সংশয় নাই। ৯৮

হৃল্লেখা—মায়া। মাদনং—কামবীজ। হে কমলাননে! এই মহাবিদ্যার ধ্যান বলিতেছি শ্রবণ কর। ৯৯

ধ্যানের অর্থ—প্রত্যালীঢ়পদা, সর্বদা ছিন্ন শিরঃ ও কর্ত্রিকা-ধারিণী, দিগ্‌বস্ত্রা,

১। খ—বাগ্‌ভবং।

নাগাবদ্ধ-শিরোমণিং ত্রিনয়নাং হৃদ্যুৎপলালঙ্কৃতাং
রত্যাসক্ত-মনোভবোপরিদৃঢ়াং ধ্যায়েজ্জবাসন্নিভাম্ ॥ ১

দক্ষে চাতিসিতা বিমুক্তচিকুরা কর্ত্রীং তথা খর্পরং
হস্তাভ্যাং দধতী রজোগুণভবা নাম্নাপি সা বর্ণিনী।
দেব্যাশ্ছিন্ন-কবন্ধতঃ পতদসৃগ্ধারাং পিবন্তী মুদা
নাগাবদ্ধ-শিরোমণির্মনুবিদা ধ্যেয়া সদা সাসুরৈঃ ॥ ২

বামে কৃষ্ণ-তনুং তথৈব দধতী খড়্গং তথা খর্পরং
প্রত্যালীঢ়পদা কবন্ধ-বিগলদ্রক্তং পিবন্তী মুদা।
সৈষা যা প্রলয়ে সমস্ত-ভুবনং ভোক্তুং ক্ষমা তামসী
শক্তিঃ সাপি পরাৎপরা ভগবতী নাম্না পরা ডাকিনী ॥ ৩

ইতি ধ্যাত্বা[১] পূজাদিকং সর্বং ষোড়শীবৎ কুর্য্যাৎ। তথা—তারং লজ্জাদ্বয়ং বজ্রবৈরোচনীয়ে হূঁ ফট্ স্বাহা। ইয়মপি চতুর্দ্দশাক্ষরী। অস্যাপি ধ্যান-পূজাদিকং ষোড়শীবৎ। ৪

আনন্দের সহিত নিজ কবন্ধ গলিত শোণিত রূপ সুধাধারা পানকারিণী, নাগাবদ্ধ শিরোমণি-ধারিণী, ত্রিনয়না, হৃদয়ে উৎপলের দ্বারা অলঙ্কৃতা, রতিতে আসক্ত মনোভবের উপরে দৃঢ়ভাবে অবস্থিতা (দণ্ডায়মানা) জবাসদৃশ রক্তবর্ণা ধ্যান করিবে। ১

দেবীর দক্ষিণে অতিশুক্লা, মুক্তকেশী, দুই হস্তের দ্বারা কর্ত্রিকা ও খর্পর-ধারিণী, রজোগুণভবা নামে তিনি বর্ণিনী অর্থাৎ বর্ণিনী নাম্নী দেবীকে দেবীর কবন্ধ হইতে গলিত রক্তধারা আনন্দে পানকারিণী. নাগাবদ্ধ শিরোমণি-ধারিণী মন্ত্রবিৎ-সাধক ও দেবগণ কর্তৃক সর্বদা ধ্যেয়া চিন্তা করিবে। ২

দেবীর বামে কৃষ্ণবর্ণ-দেহা, খড়্গ ও খর্পর-ধারিণী, প্রত্যালীঢ়পদে দণ্ডায়মানা, আনন্দে কবন্ধ গলিত রক্তধারা পানকারিণী যে তামসী শক্তি প্রলয়ে সমস্ত জগৎ ভক্ষণ করিতে সমর্থা, সেই ডাকিনী নাম্নী ভগবতী শক্তি শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠা ধ্যান করিবে। ৩

এইরূপ ধ্যান করিয়া পূজাদি সমস্তই ষোড়শাক্ষরীর ন্যায় করিবেন। তন্ত্রে সেইরূপ আরও মন্ত্র বলিয়াছেন—তার (ওঁ), লজ্জাদ্বয় (হ্রীং হ্রীং), বজ্রবৈরোচনীয়ে হুং ফট্ স্বাহা—এই বিদ্যাও চতুর্দশাক্ষরী। এই বিদ্যারও পূজাদি ষোড়শক্ষরীর ন্যায় হইবে। ৪

১। খ—ইতি ধ্যাত্বেতি নাস্তি।

বিয়ৎ সূত্র-যুতং বিন্দুনাদযুক্তং ততঃ প্রিয়ে !
একাক্ষরী মহাবিদ্যা ত্রৈলোক্য-বশকারিণী ॥ ৫

সূত্রং দীর্ঘোকারঃ। তেন কূর্চবীজমাত্রম্। সর্বং পূর্ববৎ[১]।

তারাদ্যন্তা ভবত্যেষা চতুর্বর্গফলপ্রদা।

তেন প্রণবপুটিতং কূর্চমিত্যপি ত্র্যক্ষরী। ঠঠান্তৈষা মহাবিদ্যা ত্রৈলোক্য-মোহকারিণী। ঠঠঃ স্বাহা দ্বিঠত্বাৎ। তথাচ কূর্চং স্বাহেতি ত্র্যক্ষরী। তথা (৬)—

বজ্রবৈরোচনীয়ে চ কূর্চযুগ্মং স-ফট্ ঠঠঃ।
তারাদ্যৈষা[২] মহাবিদ্যা সর্বতেজোঽপহারিণী।
ত্রৈলোক্যাকর্ষিণী বিদ্যা চতুর্বর্গফলপ্রদা ॥ ৭

তেন ওঁ বজ্রবৈরোচনীয়ে হূঁ হূঁ ফট্ স্বাহেতি ত্রয়োদশাক্ষরী। ধ্যান-পূজাদিকং সর্বং ষোড়শীবৎ। অথাষ্টাদশাক্ষরী বিদ্যা যথা (৮)—

কমলা ভুবনেশানী কূর্চবীজং সরস্বতী।
বজ্রবৈরোচনীয়ে চ পূর্ববীজানি চোচ্চরেৎ ॥ ৯

হে প্রিয়ে। বিয়ৎ (হ) সূত্র (উকার) যুক্ত হইবে। তাহার পর উহা বিন্দুনাদ যুক্ত হইবে। একাক্ষরী এই বিদ্যা ত্রৈলোক্যের বশকারিণী হইয়া থাকে। ৫

সূত্রং—দীর্ঘ উকার। তাহাতে কূর্চবীজমাত্র হয়। সমস্তই পূর্ববৎ। এই বিদ্যা তারাদ্যন্তা (আদিতে ও অন্তে তার হইলে) চতুর্বর্গফলপ্রদা হয়। তাহাতে প্রণব পুটিত কূর্চ হয়। ইহাও ত্র্যক্ষরী বিদ্যা। এই মহাবিদ্যা ঠঠান্তা (স্বাহান্তা) হইলে ত্রৈলোক্য-বশকারিণী হয়। ঠ ঠ দ্বিঠ বলিয়া স্বাহা হয়। তাহা হইলে কূর্চ স্বাহা অর্থাৎ হূং স্বাহা—এইটি ত্র্যক্ষরী মহাবিদ্যা হয়। ৬

তাহাই তন্ত্রে বলিয়াছেন—বজ্রবৈরোচনীয়ে কূর্চ যুগ্ম, ফটের সহিত ঠ ঠ অর্থাৎ বজ্রবৈরোচনীয়ে হূং হূং ফট্ স্বাহা। উহা তারাদ্য অর্থাৎ প্রণবাদি হইলে সমস্ত তেজের বিনাশিনী, ত্রৈলোক্যের আকর্ষিণী ও চতুর্বর্গ ফলপ্রদা হইয়া থাকেন। ৭

তাহা হইলে ওঁ বজ্রবৈরোচনীয়ে হূং হূং ফট্ স্বাহা—এই ত্রয়োদশাক্ষরী বিদ্যা হয়। এই বিদ্যার ধ্যানপূজাদি সমস্তই ষোড়শাক্ষরী বিদ্যার ন্যায় হইবে। অনন্তর অষ্টাদশাক্ষরী বিদ্যা। যেমন তন্ত্রে বলিয়াছেন (৮)—

কমলা (শ্রীং), ভুবনেশানী (হ্রীং), কূর্চবীজ (হূং), সরস্বতী (ঐং) বজ্রবৈরো-

---

১। খ—সর্বং পূর্ববৎ ঠঠান্তৈষা মহাবিদ্যা। ২। খ—তারাদ্যন্তা ভবত্যেষা চতুর্বর্গ-প্রদায়িনী। তেন প্রণবপুটিতং কূর্চমিত্যপি ত্র্যক্ষরী। তথা বজ্র-বৈরোচনীয়ে চেত্যাদি।

ফট্ স্বাহা চ মহাবিদ্যা বসুচন্দ্রাক্ষরী পরা।
তারাদ্যৈকোনবিংশার্ণা ব্রহ্মবিদ্যা-স্বরূপিণী ॥ ১০
এতে বিদ্যোত্তমে দেবি ! ভক্তি-মুক্তি-প্রদে শুভে।
লক্ষ্ম্যাদি-পুটিতা-পূর্বা রন্ধ্রচন্দ্রাক্ষরী ভবেৎ ॥ ১১
চতুর্ধা চ মহাবিদ্যা চতুর্বর্গফদপ্রদা।
প্রণবাদ্যা যদা চৈষা ভোগমোক্ষকরী সদা ॥ ১২
বিদ্যান্তরং প্রবক্ষ্যামি সাবধানাবধারয়।
হৃল্লেখা কূর্চ-বাগ্‌বীজে বজ্রবৈরোচনীয়ে হূঁ ॥ ১৩
অস্ত্রং স্বাহা মহাবিদ্যা চতুর্দ্দশাক্ষরী মতা।
সর্বৈশ্বর্য্য-প্রদা চৈষা সর্বসম্মোহকারিণী ॥ ১৪
ভুবনেশী ত্রি-তত্ত্বঞ্চ বাগ্ বীজং প্রণবস্ততঃ।
বজ্রবৈরোচনীয়ে চ ফট্ স্বাহা চ তথা পরা ॥ ১৫
চতুর্দশাক্ষরী চৈষা চতুর্বর্গফলপ্রদা।
এষা বিদ্যা মহাবিদ্যা জন্মমৃত্যু-বিনাশিনী ॥ ১৬ ॥ ত্রিতত্ত্বং প্রণবঃ।

চনীয়ে ও পূর্ববীজগুলি অর্থাৎ শ্রীং হ্রীং হূং ঐং ফট্ স্বাহা—এই বসু (৮) চন্দ্র (১) অক্ষরবিশিষ্টা অষ্টাদশাক্ষরী শ্রেষ্ঠা। উহা তারাদি (প্রণবাদি) হইলে একোনবিংশত্যক্ষরী ব্রহ্মবিদ্যা-স্বরূপিণী হয়। ৯-১০

হে দেবি! এই অষ্টাদশাক্ষরী ও উনবিংশাক্ষরী বিদ্যা বিদ্যোত্তমা, শুভকরী, ভোগ ও মুক্তিপ্রদা। পূর্বোক্ত অষ্টাদশাক্ষরী বিদ্যা লক্ষ্মীবীজ, লজ্জাবীজ, কূর্চবীজ ও বাগ্‌ভব বীজদ্বারা পুটিতা হইলে চারি প্রকার উনবিংশাক্ষরী চতুর্বর্গফলপ্রদা মহাবিদ্যা হয়। এই অষ্টাদশাক্ষরী বিদ্যা প্রণবাদি হইলে সর্বদা ভোগকরী ও মোক্ষকরী হইয়া থাকে। ১১-১২

এই ছিন্নমস্তার বিদ্যান্তর বলিব। মনোযোগপূর্বক শ্রবণ কর। হৃল্লেখা (হ্রীং), কূর্চ (হূং), বাগ্‌বীজ (ঐং), বজ্রবৈরোচনীয়ে হূং অস্ত্র (ফট্) স্বাহা—এই চতুর্দশাক্ষরী মহাবিদ্যা বলিয়া কথিত হইয়াছে। এই মহাবিদ্যা সর্বৈশ্বর্য্যপ্রদা ও সর্বসম্মোহকারিণী। ১৪

ভুবনেশী (হ্রীং), ত্রিতত্ত্ব (ওঁ), বাগ্‌বীজ (ঐং), অনন্তর প্রণব (ওঁ), বজ্রবৈরোচনীয়ে ফট্ স্বাহা—এই চতুর্দশাক্ষরী বিদ্যা শ্রেষ্ঠা মহাবিদ্যা। ইহা চতুর্বর্গফলপ্রদা ও জন্মমৃত্যু-নাশিনী। ত্রিতত্ত্বং—প্রণব। ১৫-১৬

তথা[১]— রমা কামস্তথা লজ্জা বাগ্ভবং বজ্রবৈ-পদম্ ।
রোচনীয়ে লজ্জা-দ্বন্দ্বমস্ত্রং স্বাহা-সমন্বিতম্ ॥ ১৭
ইয়ং সা ষোড়শী প্রোক্তা সর্বকাম-ফলপ্রদা ।
কথিতাঃ সকলা বিদ্যাঃ সারাৎ সারতরাঃ শুভাঃ ॥ ১৮
আসাং ঋষির্ভৈরবোঽহং নাম্না তু ক্রোধভূপতিঃ ।
সম্রাট্ ছন্দো দেবতা চ ছিন্নমস্তা প্রকীর্ত্তিতা ॥ ১৯
ষড়্দীর্ঘভাক্-স্বরেণৈব প্রণবাদ্যেন সুন্দরি ! ।
খড়্গাদ্যেন ঠঠান্তানি ষড়ঙ্গানি প্রকল্পয়েৎ ॥ ২০
নারি-দোষাদিকঞ্চাসাং তাঃ সুসিদ্ধাঃ সুরাসুরৈঃ ।
সকলেষু চ বর্ণেষু সকলেষ্বাশ্রমেষু চ ।
অন্তিমেষু চ বর্ণেষু ভুক্তিমুক্তি-প্রদায়িকাঃ ॥ ২১
প্রণবাদ্যা চ যা বিদ্যা শূদ্রাদৌ ন সমীরিতা ।
অস্যাশ্চৈব বিশেষোঽয়ং যোষিচ্চেৎ সমুপাসয়েৎ ॥ ২২
ডাকিনী সা ভবত্যেব ডাকিনীভিঃ প্রজায়তে ।
পতিহীনা পুত্রহীনা যথা স্যাৎ সিদ্ধযোগিনী ॥ ২৩

সেইরূপ আর একটি বিদ্যা তন্ত্রে বলিয়াছেন—রমা (শ্রীং), কাম (ক্লীং), লজ্জা (হ্রীং), বাগ্ভব (ঐং), বজ্রবৈ পদ, রোচনীয়ে, দুইটি লজ্জা (হ্রীং হ্রীং) ও স্বাহা সহ অস্ত্র অর্থাৎ ফট্ স্বাহা। এই সেই ষোড়শাক্ষরী সর্বকাম ফলপ্রদা কথিত হইয়াছে। সার হইতে সারা (শ্রেষ্ঠা) শুভা সকল বিদ্যা কথিত হইল। ১৭-১৮

এই বিদ্যা সমূহের আমি ক্রোধভূপতি নামক ভৈরব ঋষি, সম্রাট্ ছন্দঃ, ছিন্নমস্তা দেবতা কীর্ত্তিত হইয়াছেন। ১৯

প্রণবাদি ছয়টি দীর্ঘ স্বরের দ্বারা খড়্গাদি এবং ঠঠান্ত (স্বাহান্ত) অর্থাৎ ওঁ আং খড়্গায় হৃদয়ায় স্বাহা ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা ষড়ঙ্গের ন্যাস করিবেন। ২০

এই বিদ্যা সমূহের অরিদোষাদি নাই। সেই সকল বিদ্যাই সুরাসুর কর্তৃক সুসিদ্ধা হইয়া আছেন। সকল বর্ণে, সকল আশ্রমে, অন্তিম শূদ্রবর্ণ সমূহে ভোগ ও মোক্ষপ্রদা। প্রণবাদি যে বিদ্যা, সেই বিদ্যা শূদ্রাদি বিষয়ে উক্ত হয় নাই। ২১

এই বিদ্যাতে এই বিশেষ যে, যোষিৎ যদি ইহার উপাসনা করে, তবে সে ডাকিনী-গণের সহিত ডাকিনী হইয়া জন্মায়। সিদ্ধ যোগিনী যেরূপ হয়, সেও পতিহীনা পুত্রহীনা হইয়া থাকে। ২২-২৩

১। খ—তথেতি নাস্তি।

ইতি তে কথিতং তত্ত্বং রহস্যমখিলং প্রিয়ে ! ।
অতিস্নেহ-তরঙ্গেন ভক্ত্যা দাসোঽস্মি তে প্রিয়ে[১] ! ॥ ২৪

ষড়্দীর্ঘেত্যাদি ষোড়শ্যুক্তক্রমেণ বোধ্যম্। তথাচ—ওঁ আঁ ষড়ঙ্গায় হৃদয়ায় স্বাহা ইত্যাদি প্রয়োজ্যম্। এতাসাং ধ্যান-পূজাদিকং সর্ব্বং ষোড়শীবৎ কার্য্যমিতি ॥ ইতি ছিন্নমস্তাপ্রকরণম্।

ব্রহ্মাদয়োঽপি যাং বেত্তুং তত্ত্বতঃ প্রভবন্তি নো।
তাং জগন্মাতরং বন্দে ভৈরবীং ত্রিপুরভৈরবীম্[২] ॥ ১

অথ ভৈরবী প্রকরণম্। তত্রাদৌ ত্রিপুরভৈরবী[৩]। ত্রিপুরায়াস্ত্রৈবিধ্যং জ্ঞানার্ণবে ব্যক্তম্। যথা ত্রিবিধা ত্রিপুরা দেবীতি। তথাচ—ত্রিপুরভৈরবী ত্রিপুরাবালা ত্রিপুর-সুন্দরীতি ভেদত্রয়ম্। ত্রিপুরাপদব্যুৎপত্তিস্তু বারাহী-তন্ত্রে (২)—

ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশাদি-ত্রিদশৈরর্চিতা পুরা।
ত্রিপুরেতি ততো নাম কথিতং দৈবতৈস্তব ॥ ইতি ॥ ৩

হে প্রিয়ে। অতি স্নেহতরঙ্গে বিহ্বল হইয়া আমি তোমাকে এই সকল রহস্ত তত্ত্ব বলিয়াছি। হে প্রিয়ে। ভক্তিতে আমি তোমার দাস (আজ্ঞাবাহী) হইয়াছি। ২৪

ষড়্দীর্ঘেত্যাদি গ্রন্থের অর্থ ষোড়শাক্ষরী বিদ্যার প্রকরণ ক্রমে বুঝিতে হইবে। এই বিদ্যাসমূহের ধ্যান পূজাদি সমস্তই ষোড়শীর স্থায় করিবেন। ২৫

ছিন্নমস্তার প্রকরণ সমাপ্ত হইল।

ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণও যাঁহাকে তত্ত্বতঃ জানিতে সমর্থ হন না, সেই জগন্মাতা ভৈরবী ত্রিপুরভৈরবীকে আমি বন্দনা করি। ১

অনন্তর ভৈরবীর বিদ্যা নিরূপিত হইতেছে। তন্মধ্যে প্রথমে ত্রিপুর ভৈরবীর বিদ্যা কথিত হইবে। ত্রিবিধা ত্রিপুরা জ্ঞানার্ণবে ব্যক্ত হইয়াছে। যেমন—ত্রিবিধা ত্রিপুরা দেবী। তাহা হইলে ত্রিপুর ভৈরবী, ত্রিপুরা বালা, ত্রিপুর-সুন্দরী—এই তিনটি ত্রিপুরার ভেদ। ত্রিপুরা পদের ব্যুৎপত্তি কিন্তু বারাহীতন্ত্রে এই বলিয়াছেন (২)—

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশাদি ত্রিদশগণ (দেবগণ) কর্ত্তৃক পুরা (প্রাচীন কালে) অর্চিতা হইয়াছিলেন। সেই হেতু দেবতাগণ কর্ত্তৃক তোমার ত্রিপুরা এই নাম কথিত হইয়াছে। ৩

১। খ—প্রিয়ে।। এতাষাং ধ্যানপূজাদিকং। ২। খ—অয়ং শ্লোকো নাস্তি। ৩। খ—তত্রাদৌ ভৈরবী প্রকরণম্। তত্রাদৌ ত্রিপুরাভৈরবী।

অথ মন্ত্রাঃ শারদায়াম্—বিয়দ্ ভৃগু-হুতাশস্থো ভৌতিকো বিন্দুশেখরঃ।
বিয়ত্তদাদি-কেন্দ্রাগ্নি-স্থিতং বামাক্ষি-বিন্দুমৎ ॥ ৪

আকাশ-ভৃগু-বহ্নিস্থো মনুঃ সর্গেন্দুখণ্ডবান্।
পঞ্চকূটাত্মিকা বিদ্যা বেদ্যা ত্রিপুরভৈরবী ॥ ৫

প্রথমং বাগ্ভবং কূটং দ্বিতীয়ং কামবীজকম্।
তৃতীয়ং শক্তিকূটাখ্যং ত্রিভির্বীজৈরুদাহৃতম্ ॥ ৬

অস্যার্থঃ—বিয়ৎ হকারঃ। ভৃগুর্দন্ত্যসকারঃ। হুতাশো রেফঃ। তদাশ্রিতো ভৌতিক ঐকারঃ[১]। স চ বিন্দুশেখরো বিন্দুমান্। বিন্দুরনুনাসিকত্তেন হকার-সকার-রেফৈকার-বিন্দুভির্বাগ্ভবাখ্যং প্রথম-কূটম্। ৭

বিবৃতি। প্রপঞ্চসার তন্ত্রে এই ব্যুৎপত্তি উক্ত হইয়াছে—ত্রিমূর্ত্তিসর্গাচ্চ পুরাভবত্বাৎ ত্রয়ীময়ত্বাচ্চ পুরৈব দেব্যাঃ। লয়ে ত্রিলোক্যা অপি পূরণত্বাৎ প্রায়োঽম্বিকায়াস্ত্রিপুরেতি নাম। অর্থাৎ দেবীর ত্রিমূর্ত্তি হইতে পুরাকালে সর্গ (সৃষ্টি), স্থিতি ও লয় হেতু, দেবীর পুরাকালে ত্রয়ীময়ত্ব (ত্রিবেদরূপত্ব) হেতু ও ত্রিলোকের লয়ে পূরণহেতু প্রায় অম্বিকার ত্রিপুরা এই নাম হইয়াছে। ৩

অনন্তর ত্রিপুরা দেবীর মন্ত্রসমূহ কথিত হইতেছে। শারদাতিলকে বলিয়াছেন—

বিয়ৎ (হ্), ভৃগু (স্), হুতাশ (র্), এইগুলি থাকে যে বিন্দুমস্তক ভৌতিকে (ঐতে) তাদৃশ বিয়ৎ ভৃগু-হুতাশস্থ ভৌতিক অর্থাৎ হ্স্রৈং। বিয়ৎ (হ), তদাদি অর্থাৎ হকারাদি (স্) ক, ইন্দ্র (ল), অগ্নি (র), এইগুলি স্থিত আছে যে বিন্দুমৎ বামাক্ষিতে, তাদৃশ বিয়ৎ-তদাদি-কেন্দ্রাগ্নিস্থিত বিন্দুমৎ বামাক্ষি অর্থাৎ হসকলরীং। ৪

আকাশ (হ), ভৃগু (স), বহ্নি (র), এইগুলি স্থিত আছে যে সর্গ (ঃ) ও ইন্দুখণ্ড (ং) বান্ মনুতে (ঔ তে), তাদৃশ আকাশ ভৃগু-বহ্নিস্থ সর্গেন্দুখণ্ডবান্ মনু অর্থাৎ হসরৌঃং। এই পঞ্চকূটস্বরূপা বিদ্যাকে ত্রিপুর ভৈরবী জানিবেন অর্থাৎ এই পঞ্চকূটা বিদ্যাই ত্রিপুর ভৈরবীর বিদ্যা। ৫

প্রথম কূটটি বাগ্ভব কূট, দ্বিতীয় কূটটি কামবীজ কূট, তৃতীয় কূটটি শক্তিকূট। তিনটি বীজের দ্বারা ইহা উক্ত হইয়াছে। ৬

ইহার অর্থ—বিয়ৎ—হকার, ভৃগুঃ—দন্ত্যসকার, হুতাশঃ—রেফ রকার, তদাশ্রিত ভৌতিকঃ—ঐকার। সেই ঐকার বিন্দুশেখরঃ—বিন্দুমান্। বিন্দুঃ—অনুনাসিক

১। খ—ভৌতিক ঐকারঃ তেন হকারঃ—

বিয়ৎ হকারস্তস্যাদিস্তদাদির্দন্ত্যসকারঃ। কঃ ককারঃ স্বরূপঃ। ইন্দ্রো লকারঃ। অগ্নীরেফঃ। তত্র স্থিতং বামাক্ষি দীর্ঘেকারঃ, তেন হকার-দন্ত্য-সকার-ককার-লকার রেফ-চতুর্থস্বর-বিন্দুভিঃ কামবীজাখ্যং দ্বিতীয়-কূটম্। ৮

আকাশো হকারঃ ভৃগুর্দন্ত্য-সকারঃ বহ্নী রেফঃ, তত্রস্থো মনুরৌকারঃ। সর্গো বিসর্গঃ। ইন্দুখণ্ডমনুস্বারঃ, তেন হকার-সকার-রেফ-চতুর্দ্দশস্বর-বিসর্গানুস্বারৈঃ শক্তিকূটাখ্যং তৃতীয়কূটম্। পঞ্চকূটেতি পঞ্চভির্ব্যঞ্জনৈর্হকার-সকার-ককার-লকার-রেফস্বরূপৈঃ কূটং যস্যাং সা[১]। তেন হসরৈঁ হসকলরীং হসরৌঃং ইতি সিদ্ধম্। ইয়ং ত্রিপুরভৈরবী॥ ৯

অস্যাঃ পূজা—প্রাতঃকৃত্যাদি-প্রাণায়ামান্তং বিধায় পীঠন্যাসং কুর্য্যাৎ। পূর্বোক্তমাধারশক্ত্যাদি-হ্রীঁ জ্ঞানাত্মনে নমঃ ইত্যন্তং বিন্যস্য হৃৎপদ্মস্য পূর্বাদি-কেসরেষু ওঁ ইচ্ছায়ৈ নমঃ। এবং জ্ঞানায়ৈ নমঃ। ক্রিয়ায়ৈ, কামিন্যৈ, কামদায়িন্যৈ, রত্যৈ, রতিপ্রিয়ায়ৈ, নন্দায়ৈ। মধ্যে মনোন্মন্যৈ। তদুপরি

অনুস্বার। তাহাতে হকার সকার রেফ ঐকার ও বিন্দু দ্বারা (হসরৈং দ্বারা) বাগ্ভব কূটনামক প্রথমকূট হয়। ৭

বিয়ৎ—হকার, সেই হকারের আদি—দন্ত্যসকার, কঃ—ককার স্বরূপ, ইন্দ্রঃ—লকার, অগ্নিঃ—রেফ, তাহাতে স্থিত বামাক্ষিঃ—দীর্ঘ ঈকার, তাহাতে হকার, দন্ত্য-সকার, ককার, লকার, রেফ (রকার), চতুর্থ স্বর ও বিন্দু অর্থাৎ হসকলরীং দ্বারা কামবীজ নামক দ্বিতীয় কূট হয়। ৮

আকাশঃ—হকার, ভৃগুঃ—দন্ত্যসকার, বহ্নিঃ—রেফ (রকার), এই রেফে স্থিত মনুঃ—ঔকার। সর্গঃ—বিসর্গ, ইন্দুখণ্ডং—অনুস্বার। তাহাতে হকার, সকার, রকার, চতুর্দশ স্বর ঔকার, বিসর্গ ও অনস্বারের দ্বারা শক্তিকূট নামক তৃতীয় কূট হইল। পঞ্চকূটার অর্থ—পাঁচটি ব্যঞ্জন হকার, সকার, ককার, লকার ও রেফ-কার দ্বারা যাহার কূট হইয়াছে, সে পঞ্চকূটা। তাহাতে হসরৈং, হসকলরীং, হসরৌঃং এই তিনটি কূট সিদ্ধ হয়। এই বিদ্যাই ত্রিপুর-ভৈরবী। ৯

এই বিদ্যার পূজা। প্রাতঃকৃত্য হইতে প্রাণায়াম পর্য্যন্ত করিয়া পীঠন্যাস করিবেন। যথা—পূর্বোক্তক্রমে আধারশক্তি প্রভৃতি হইতে "হ্রীং জ্ঞানাত্মনে নমঃ" এই পর্য্যন্ত ন্যাস করিয়া, হৃৎপদ্মের পূর্বাদিকেশরে যথাক্রমে ওঁ ইচ্ছায়ৈ নমঃ, এইরূপ ওঁ জ্ঞানায়ৈ নমঃ, ক্রিয়ায়ৈ, কামিন্যৈ, কামদায়িন্যৈ, রত্যৈ, রতিপ্রিয়ায়ৈ, নন্দায়ৈ, মধ্যে

১। খ—সা। অস্যাঃ পূজা।

ঐঁ পরায়ৈ, অপরায়ৈ, পরাপরায়ৈ, হ্‌সৌঃ সদাশিব-মহাপ্রেত-পদ্মাসনায় নমঃ ইতি পীঠশক্তীঃ পীঠমন্ত্রঞ্চ বিন্যস্য ঋষ্যাদিন্যাসং কুর্য্যাৎ। ১০

শিরসি—দক্ষিণামূর্ত্তয়ে ঋষয়ে নমঃ। মুখে—পঙ্‌ক্তিছন্দসে নমঃ। হৃদি—ত্রিপুরভৈরব্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ, গুহ্যে—বাগ্‌ভবায় বীজায় নমঃ। পাদয়োঃ—তার্ত্তীয়-শক্তয়ে নমঃ। সর্বাঙ্গে—কামরাজায় কীলকায় নমঃ। দক্ষিণামূর্ত্তি-সংহিতায়াম্ (১১)—

ঋষিস্তু দক্ষিণামূর্ত্তিরমুং শিরসি বিন্যসেৎ।
ছন্দঃ পংক্তিস্তু বিজ্ঞেয়ং মুখে বিন্যস্য দেবতাম্॥ ১২
হৃদয়ে ত্রিপুরেশানীং বাগ্‌ভবং বীজমুচ্যতে।
শক্তিবীজং শক্তিরেব কামবীজঞ্চ কীলকম্॥ ১৩

ততো নাভ্যাদি-চরণান্তং—হসরৈঁ নমঃ। হৃদয়ান্নাভি-পর্য্যন্তং—হসকলরীঁ নমঃ। শিরসো হৃদয়ান্তং—হসরৌঃং নমঃ। এবমাদ্যবীজং দক্ষিণে করে।

মনোন্মন্যৈ, তদুপরি—ঐং পরায়ৈ, অপরায়ৈ, পরাপরায়ৈ, হ্‌সৌঃ সদাশিব মহাপ্রেত-পদ্মাসনায় নমঃ মন্ত্রে পীঠশক্তি ও পীঠমন্ত্রের ন্যাস করিয়া ঋষ্যাদিন্যাস করিবেন। ১০

ঋষ্যাদি ন্যাস যথা—অস্য ত্রিপুর-ভৈরবী মন্ত্রস্য দক্ষিণামূর্ত্তির্ঋষিঃ পঙ্‌ক্তিশ্ছন্দঃ ত্রিপুর-ভৈরবী দেবতা বাগ্‌ভববীজং বীজং তার্ত্তীয়-বীজং শক্তিঃ কামরাজ-বীজং কীলকং মমাভীষ্ট-সিদ্ধ্যর্থং পূজনে বিনিযোগঃ। মস্তকে—ওঁ দক্ষিণামূর্ত্তয়ে ঋষয়ে নমঃ। মুখে—ওঁ পঙ্‌ক্তিছন্দসে নমঃ। হৃদয়ে—ওঁ ত্রিপুর-ভৈরব্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ। গুহ্যে—ওঁ বাগ্‌ভবায় বীজায় নমঃ। পাদদ্বয়ে—ওঁ তার্ত্তীয়শক্তয়ে নমঃ। সর্বাঙ্গে—ওঁ কামরাজায় কীলকায় নমঃ। দক্ষিণামূর্ত্তি সংহিতায় বলিয়াছেন (১১)—

এই বিদ্যার দক্ষিণামূর্ত্তি ঋষি, ইহাঁকে মস্তকে ন্যাস করিবে। পঙ্‌ক্তিছন্দঃ জানিবে। মুখে ছন্দঃকে ন্যাস করিয়া হৃদয়ে ত্রিপুরেশানী দেবতাকে ন্যাস করিবে। বাগ্‌ভব বীজটি বীজ, শক্তিবীজ শক্তি এবং কামবীজ কীলক কথিত হয়। ১২-১৩

অনন্তর বীজ ন্যাস। নাভি হইতে চরণ পর্য্যন্ত স্থানে—ওঁ হসরৈং নমঃ। হৃদয় হইতে নাভি পর্য্যন্ত স্থানে—ওঁ হসকলরীং নমঃ। মস্তক হইতে হৃদয় পর্য্যন্ত—ওঁ সহরৌঃং নমঃ। এইরূপ দক্ষিণ করে—ওঁ হসরৈং নমঃ। বামহস্তে—ওঁ হসকলরীং নমঃ। উভয় হস্তে—ওঁ সহরৌঃং নমঃ। তাহার পর মস্তকে, মূলাধারে ও হৃদয়ে সংখ্যানুসারে তিনটি বীজন্যাস করিবেন। মস্তকে—ওঁ হসরৈং নমঃ। মূলাধারে—

দ্বিতীয়-বীজং বামকরে। তৃতীয়বীজমুভয়করে। ততো মূর্দ্ধি মূলাধারে হৃদি যথা-সংখ্যেন ত্রীণি বীজানি ন্যসেৎ। তথা চ নিবন্ধে (১৪)—

নাভেরাচরণং ন্যস্যেদ্ বাগভবং মন্ত্রবিত্তমঃ।
হৃদয়ান্নাভিপর্য্যন্তং কামরাজং প্রবিন্যসেৎ।
শিরসো হৃৎ-প্রদেশান্তং তার্তীয়ং বিন্যসেত্ততঃ॥ ১৫
আদ্যং দ্বিতীয়ং করয়োস্তার্তীয়মুভয়োরপি।
মূর্দ্ধ্যাধারে হৃদি ন্যস্যেদ্ভূয়ো বীজত্রয়ং ক্রমাৎ॥ ১৬

ততো নবযোনিন্যাসঃ। আদ্যবীজং দক্ষিণকর্ণে, দ্বিতীয়বীজং বামকর্ণে, তৃতীয়বীজং চিবুকে। এবং গণ্ডয়োর্বদনে। নেত্রয়োর্নসি। অংসয়োর্জঠরে। কূর্পরয়োঃ কুক্ষৌ। জানুনোর্লিঙ্গে। পাদয়োর্গুহ্যে। পার্শ্বয়োর্হৃদি। স্তনয়োঃ কণ্ঠে। তথা চ নিবন্ধে (১৭)—

ওঁ হসকলরীং নমঃ। হৃদয়ে ওঁ সহরৈঃং নমঃ। যেমন নিবন্ধে (শারদাতিলকে) বলিয়াছেন (১৪)—

মন্ত্রবিৎ-শ্রেষ্ঠ সাধক নাভি হইতে চরণ পর্য্যন্ত বাগ্‌ভব বীজ ন্যাস করিবেন। হৃদয় হইতে নাভি পর্য্যন্ত কামরাজ বীজ ন্যাস করিবেন। তাহার পর মস্তক হইতে হৃদয় পর্য্যন্ত তৃতীয় শক্তিবীজ ন্যাস করিবেন। ১৫

বাম ও দক্ষিণ করে প্রথম বীজ ও দ্বিতীয় বীজ এবং উভয় করে তৃতীয় বীজ ন্যাস করিবে। মস্তকে, মূলাধারে, হৃদয়ে পুনরায় যথাক্রমে তিনটি বীজ ন্যাস করিবে। ১৬

অনন্তর নবযোনি ন্যাস। যথা দক্ষিণকর্ণে—ওঁ হসরৈং নমঃ। বামকর্ণে—ওঁ হসকলরীং নমঃ। চিবুকে—ওঁ সহরৈঃং নমঃ। এইরূপ দক্ষিণ গণ্ডে—ওঁ হসরৈং নমঃ। বাম গণ্ডে—ওঁ হসকলরীং নমঃ। বদনে—ওঁ সহরৈঃং নমঃ। দক্ষিণ নেত্রে—ওঁ হসরৈং নমঃ। বামনেত্রে—ওঁ হসকলরীং নমঃ। নাসিকায়—ওঁ হসরৈঃং নমঃ। দঃ স্কন্ধে—ওঁ হসরৈং নমঃ। বাঃ স্কন্ধে—ওঁ হসকলরীং নমঃ। জঠরে—ওঁ সহরৈঃং নমঃ। দঃ কনুইতে—ওঁ হসরৈং নমঃ। বাঃ কনুইতে—ওঁ হসকলরীং নমঃ। কুক্ষিতে—ওঁ সহরৈঃং নমঃ। দঃ জানুতে—ওঁ হসরৈং নমঃ। বাঃ জানুতে ওঁ হসকলরীং নমঃ। লিঙ্গাগ্রে—ওঁ সহরৈঃং নমঃ। দঃ পাদে—ওঁ হসরৈং নমঃ। বাঃ পদে—ওঁ হসকলরীং নমঃ। গুহ্যে—ওঁ সহরৈঃং নমঃ। দঃ পার্শ্বে—ওঁ হসরৈং নমঃ। বাঃ পার্শ্বে—ওঁ হসকলরীং নমঃ। হৃদয়ে—ওঁ সহরৈঃং নমঃ। দঃ স্তনে—ওঁ হসরৈং নমঃ। বাঃ স্তনে—ওঁ হসকলরীং নমঃ। কণ্ঠে—ওঁ হসরৈঃং নমঃ। তাহাই নিবন্ধে বলিয়াছেন (১৭)—

নবযোন্যাত্মকং ন্যাসং কুর্য্যাদ্ বীজৈস্ত্রিভিঃ ক্রমাৎ।
কর্ণয়োশ্চিবুকে ভূয়ো গণ্ডয়োর্বদনে পুনঃ ॥ ১৮
নেত্রয়োর্নসি বিন্যসেদংসয়োর্জঠরে পুনঃ।
ততঃ কূর্পরয়োঃ কুক্ষৌ জান্বোর্ধ্বজমূর্দ্ধনি ॥ ১৯
পাদয়োর্গুহ্যদেশে চ পার্শ্বয়োর্হৃদয়াম্বুজে।
স্তনয়োঃ কণ্ঠদেশে চ ত্রীণি বীজানি বিন্যসেৎ ॥ ২০

ততো রত্যাদি-ন্যাসঃ। মূলাধারে—ঐঁ রত্যৈ নমঃ। হৃদি—ক্লীঁ প্রীত্যৈ নমঃ। ভ্রূমধ্যে—সৌঃ মনোভবায়ৈ নমঃ। পুনর্ভ্রূমধ্যে—সৌঃ অমৃতেশ্যৈ নমঃ। হৃদি—ক্লীঁ যোগেশ্যৈ নমঃ। মূলাধারে—ঐঁ বিশ্বযোন্যৈ নমঃ। ১৯

তথা চ নিবন্ধে—মূলে রতিং হৃদি প্রীতিং ভ্রুবোর্মধ্যে মনোভবাম্।
বালাবীজৈস্ত্রিভির্ন্যস্যেৎ স্থানেষ্বেষ্বনুলোমতঃ ॥ ২০
অমৃতেশীঞ্চ[১] যোগেশীং বিশ্বযোনিং ক্রমাদিমাঃ।
বিলোমবীজৈর্বিন্যস্যেন্ মূর্ত্তিন্যাসমথাচরেৎ ॥ ২১

তিনটি বীজের দ্বারা ক্রমে ক্রমে নবযোনি ন্যাস করিবেন। (১) দক্ষিণ কর্ণ, বামকর্ণ ও চিবুকে, (২) পুনরায় দক্ষিণগণ্ড, বামগণ্ড ও বদনে, (৩) পুনরায় দক্ষিণ নেত্রে, বামনেত্রে ও নাসিকায় ন্যাস করিবেন (৪) পুনরায় দক্ষিণস্কন্ধে, বামস্কন্ধে ও জঠরে, (৫) তাহার পর দক্ষিণ কূর্পর, বামকূর্পর ও কুক্ষিতে, (৬) দক্ষিণ জানু, বামজানু ও লিঙ্গাগ্রে, (৭) দক্ষিণপাদে, বামপাদে ও গুহ্যদেশে, (৮) দক্ষিণ পার্শ্বে, বাম পার্শ্বে ও হৃৎপদ্মে, (৯) দক্ষিণস্তনে, বামস্তনে ও কণ্ঠে তিন তিন স্থানে তিন তিনটি বীজ ন্যাস করিবেন। ১৮

তাহার পর রত্যাদি ন্যাস। মূলাধারে—ওঁ ঐং রত্যৈ নমঃ। হৃদয়ে—ওঁ ক্লীং প্রীত্যৈ নমঃ। ভ্রূমধ্যে—সৌঃ মনোভবায়ৈ নমঃ। পুনরায় ভ্রূমধ্যে—ওঁ সৌঃ অমৃতেশ্যৈ নমঃ। হৃদয়ে—ওঁ ক্লীং যোগেশ্যৈ নমঃ। মূলাধারে—ওঁ ঐং বিশ্বযোন্যৈ নমঃ। ১৯

তাহাই নিবন্ধে বলিয়াছেন—বিলোমে তিনটি বালাবীজের দ্বারা মূলাধারে রতিকে, হৃদয়ে প্রীতিকে ও ভ্রূমধ্যে মনোভবাকে ন্যাস করিবেন। অমৃতেশী, যোগেশী ও বিশ্বযোনি—ইহাদিগকে ক্রমে ক্রমে এই তিন স্থানে বিলোম বালাবীজের দ্বারা ন্যাস করিবেন। অনন্তর মূর্ত্তিন্যাস করিবেন। ২০-২১

১। খ—অমৃতেশীঞ্চ যোগিনীং।

অথ মূৰ্ত্তিন্যাসঃ। মূৰ্দ্ধি—সহরোঁ ঈশানমনোভবায় নমঃ। বক্ত্রে—সহরেঁ তৎপুরুষ-মকরধ্বজায় নমঃ। হৃদি—সহরুঁ অঘোর-কুমার-কন্দর্পায় নমঃ। গুহ্যে—সহরিং বামদেব-মন্মথায় নমঃ। পাদয়োঃ—সহরঁ সদ্যোজাত-কামদেবায় নমঃ। এবমূৰ্দ্ধপ্রাগ্-যাম্যোত্তর-পশ্চিম-মুখেষু ঈশান-মনোভবাদি-পঞ্চ-মূৰ্ত্তীস্তত্তদ্বীজাদিকা ন্যসেৎ। তথা চ নিবন্ধে (২২)—

বিবৃতি। ঐং ক্লীং সৌঃ—এই তিনটি বালাবীজ। তন্মসারে আগমবাগীশ মহাশয় অনুলোম বালাবীজের দ্বারা রত্যাদিন্যাস লিখিয়া প্রমাণরূপে শারদাতিলকের এই বচন তুলিয়াছেন। ঐ বচনে বিলোমতঃ কথাটিকে রত্যাদিন্যাসে অন্বয় না করিয়া পরবর্ত্তী অমৃতেশী প্রভৃতির ন্যাসে অন্বয় করিয়াছেন অর্থাৎ অনুলোম বালাবীজের দ্বারা রত্যাদিন্যাস এবং বিলোম বালাবীজের দ্বারা অমৃতেশী প্রভৃতির ন্যাস লিখিয়াছেন। এই গ্রন্থকারও ঐ মত অনুবর্ত্তন করিয়াছেন। কিন্তু বিলোমতঃ স্থলে অনুলোমতঃ পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। উহা যদি বীজেরে সহিত অন্বিত হয়, তবে বিলোম স্থানে অমৃতেশীর ন্যাস কিরূপে লিখিত হইল? সুতরাং অনুলোমতঃ এই পাঠটি সঙ্গত মনে হয় না। বিলোমতঃ পাঠ হইলে লিখিত বিলোম স্থানে বিলোম বীজের দ্বারা অমৃতেশী প্রভৃতির ন্যাস সঙ্গত হইতে পারে। বহুদর্শী রাঘবভট্ট পদার্থাদর্শে বিলোম বালাবীজের দ্বারা উভয় ন্যাসই করিতে বলিয়াছেন। এস্থলে আগামবাগীশ ও তর্ক-বাগীশ বিলোম শব্দের যথাশ্রুত অর্থ—সৌঃ ক্লীং ঐং লইয়াছেন। কিন্তু পদার্থাদর্শ ধৃত বচন বলিতেছেন—কামস্য কামবীজং রতিবীজং বাগ্ভবং সমুদ্দিষ্টম্। সম্মোহনাখ্য-মন্ত্যং প্রীতেবীজং তথা প্রোক্তম্॥ তাহাতে রতির বাগ্ভববীজ (ঐং) প্রীতির অন্ত্য সৌঃ বীজ এবং মনোভবার মধ্য ক্লীং বীজ। উক্ত বচনানুসারী রাঘব ভট্টের এই বিলোম। এইরূপ বিলোমেই উভয় ন্যাস কর্ত্তব্য। ২১

অনন্তর মূৰ্ত্তিন্যাস। মস্তকে—ওঁ সহরোং ঈশানমনোভবায় নমঃ। মুখে—ওঁ সহরেং তৎপুরুষ-মকরধ্বজায় নমঃ। হৃদয়ে—ওঁ সহরুং অঘোরকুমার-কন্দর্পায় নমঃ। গুহ্যে—ওঁ সহরিং বামদেব-মন্মথায় নমঃ। পাদদ্বয়ে—ওঁ সহরং সদ্যোজাত-কাম-দেবায় নমঃ। এইরূপ উর্দ্ধমুখ, পূর্বমুখ, দক্ষিণমুখ, উত্তরমুখ ও পশ্চিমমুখে ঈশান মনোভবাদি পঞ্চ মূৰ্ত্তিকে সেই সেই বীজ আদিতে দিয়া ন্যাস করিবেন। যথা উর্দ্ধমুখে—ওঁ সহরোং ঈশানমনোভবায় নমঃ। পূর্বমুখে—ওঁ সহরৈং তৎপুরুষ-মকর-ধ্বজায় নমঃ। দক্ষিণমুখে—ওঁ সহরুং অঘোরকুমার-কন্দর্পায় নমঃ। উত্তরমুখে—ওঁ সহরিং বামদেব-মন্মথায় নমঃ। পশ্চিমমুখে—ওঁ সহরং সদ্যোজাত-কামদেবায় নমঃ। ২২

স্ব-স্ব-বীজাদিকং পূর্বং মূর্দ্ধ্নীশান-মনোভবম্ ।
ন্যসেদ্ বক্ত্রে তৎপুরুষ-মকরধ্বজমাত্মবিৎ ॥ ২৩
হৃদ্যঘোর-কুমারাদিং কন্দর্পং তদনন্তরম্ ।
গুহ্যদেশে প্রবিন্যস্যেদ্ বামদেবাদি-মন্মথম্ ॥ ২৪
সদ্যোজাতং কামদেবং পাদয়োর্বিন্যসেৎ ততঃ ।
ঊর্দ্ধ-প্রাগ্ দক্ষিণোদীচ্য-পশ্চিমেষু মুখেষু তান্ ॥ ২৫
প্রবিন্যসেদ্ যথাপূর্বং ভৃগুর্ব্যোমাগ্নি-সংস্থিতঃ ।
সদ্যাদি-পঞ্চহ্রস্বাঢ্যং বীজমাসাং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ২৬

ভৃগুর্দন্ত্য-সকারঃ । ব্যোম—হকারঃ । অগ্নী রেফঃ । সদ্যঃ ওকার-স্তদাদিত্বং পূর্বপূর্বক্রমেণ । আসাং মূর্ত্তীনাং । ততঃ করয়োরঙ্গুলিষু ক্রমেণ পঞ্চবাণান্ পঞ্চকামাংশ্চ ন্যসেৎ[১] । ২৭

তত্র বাণন্যাসঃ । অঙ্গুষ্ঠয়োঃ—দ্রাঁ দ্রাবিণৈ্য নমঃ । তর্জন্যোঃ—দ্রীঁ ক্ষোভণৈ্য নমঃ । মধ্যমেয়োঃ—ক্লীঁ বশীকরণৈ্য নমঃ । অনামিকয়োঃ—ব্লুঁ আকর্ষণৈ্য নমঃ । কনিষ্ঠয়োঃ—সঃ সম্মোহন্যৈ নমঃ । ২৮

তাহাই নিবন্ধে বলিয়াছেন—আত্মজ্ঞ সাধক প্রথমে মস্তকে স্বস্ববীজাদি পূর্বক ঈশানমনোভবকে ন্যাস করিবেন । মুখে তৎপুরুষ মকরধ্বজকে ন্যাস করিবেন । ২৩

হৃদয়ে অঘোরকুমারাদি কন্দর্পকে অর্থাৎ অঘোরকুমার কন্দর্পকে, তাহার পর গুহ্যদেশে বামদেবাদি মন্মথকে অর্থাৎ বামদেব মন্মথকে ন্যাস করিবেন । ২৪

তাহার পর পাদদ্বয়ে সদ্যোজাত কামদেবকে ন্যাস করিবেন । ঊর্ধ্বমুখ, পূর্বমুখ, দক্ষিণমুখ, উত্তরমুখ ও পশ্চিমমুখে তাঁহাদিগকে পূর্বের ন্যায় ন্যাস করিবেন । ভৃগুঃ (স) ব্যোম (হ) ও অগ্নিতে (রকার) ঊর্ধ্ব ও অধঃ ক্রমে অর্থাৎ অগ্র পশ্চাৎ ক্রমে সংযুক্ত সদ্যাদি পঞ্চ হ্রস্বের (ও এ উ ই অ) দ্বারা যুক্ত হইলে এইগুলি এই মূর্ত্তিগুলির বীজ বলিয়া কীর্ত্তিত হয় । ২ -২৬

ভৃগুঃ—দন্ত্যসকার । ব্যোম—হকার । অগ্নিঃ—রেফ রকার । সদ্যঃ—ওকার । তদাদি অর্থাৎ ওকারাদি পূর্বপূর্ব ক্রমে অর্থাৎ ও এ উ ই অ এই ক্রমে যুক্ত হইবে । আসাং—মূর্ত্তি সমূহের । তাহার পর করদ্বয়ের অঙ্গুলি সমূহে পঞ্চবাণ ও পঞ্চকামের ন্যাস করিবেন । ২৭

তন্মধ্যে বাণন্যাস । যথা অঙ্গুষ্ঠদ্বয়ে ওঁ দ্রাং দ্রাবিণৈ্য নমঃ । তর্জনীদ্বয়ে—ওঁ

---

১ । খ—ন্যসেৎ । বাণাঃ স্রোতেন নির্দেশ্যাঃ । তত্র বাণন্যাসঃ ।

ততঃ ক্রমেণ কামন্যাসঃ। হ্রীঁ কামায় নমঃ। ক্লীঁ মন্মথায় নমঃ। ঐঁ কন্দর্পায় নমঃ। ব্লূঁ মকরধ্বজায় নমঃ। স্ত্রীঁ মীনকেতনায় নমঃ। ততো মূর্দ্ধ্নি পাদে বক্ত্রে গুহ্যে হৃদি পূর্বোক্ত-পঞ্চবাণান্ পঞ্চকামাংশ্চ ন্যসেৎ। তথা চ জ্ঞানার্ণবে (২৯)—

থান্ত-দ্বয়ং সমালিখ্য বহ্নিসংস্থং ক্রমেণ হি।
মুখবৃত্তেন নেত্রেণ বামেন পরিমণ্ডিতম্॥ ৩০
বাণদ্বয়মিদং প্রোক্তং মাদনং ভূমি-সংস্থিতম্।
চতুর্থস্বর-বিন্দ্বাঢ্যং নাদরূপং বরাননে!॥ ৩১
ফান্তং শক্র-সমাযুক্তং বামকর্ণ-বিভূষিতম্।
নাদবিন্দু-সমাযুক্তং সর্গবাংশ্চন্দ্রমা ভবেৎ॥ ৩২
পঞ্চবাণান্ মহেশানি! নামতঃ শৃণু পার্বতি!।

ক্ষোভিণ্যৈ নমঃ। মধ্যমাদ্বয়ে—ওঁ ক্লীং বশীকরণ্যৈ নমঃ। অনামিকাদ্বয়ে—ওঁ ব্লুং আকর্ষণ্যৈ নমঃ। কনিষ্ঠাদ্বয়ে—ওঁ সঃ সম্মোহন্যৈ নমঃ। ২৮

তাহার পর যথাক্রমে কামন্যাস। যথা অঙ্গুষ্ঠদ্বয়ে—হ্রীং কামায় নমঃ। তর্জনী-দ্বয়ে—ওঁ ক্লীং মন্মথায় নমঃ। মধ্যমাদ্বয়ে—ওঁ ঐং কন্দর্পায় নমঃ। অনামাদ্বয়ে—ওঁ ব্লূং মকরধ্বজায় নমঃ। কনিষ্ঠাদ্বয়ে—ওঁ স্ত্রীং মীনকেতনায় নমঃ। তাহার পর মস্তকে, পাদে, বক্ত্রে, গুহ্যে ও হৃদয়ে পূর্বোক্ত পঞ্চবাণ ও পঞ্চ কামকে ন্যাস করিবেন। বাণন্যাস যথা মস্তকে—ওঁ ওঁ দ্রাং দ্রাবিণ্যৈ-নমঃ। পাদদ্বয়ে—ওঁ দ্রীং ক্ষোভিণ্যৈ নমঃ। বক্ত্রে—ওঁ ক্লীং বশীকরণ্যৈ নমঃ। গুহ্যে—ওঁ ব্লূং আকর্ষণ্যৈ নমঃ। হৃদয়ে—ওঁ সঃ সম্মোহন্যৈ নমঃ। তাহার পর কামন্যাস। মস্তকে—হ্রীং কামায় নমঃ। পাদদ্বয়ে—ওঁ ক্লীং মন্মথায় নমঃ। বক্ত্রে—ওঁ ঐং কন্দর্পায় নমঃ। গুহ্যে—ওঁ ব্লূং মকরধ্বজায় নমঃ। হৃদয়ে—ওঁ স্ত্রীং মীনকেতনায় নমঃ। তাহাই জ্ঞানার্ণব তন্ত্রে বলিয়াছেন (২৯)—

থান্ত দকার দ্বয় লিখিয়া বহ্নিসংস্থ (রকার সংযুক্ত) করিয়া তাহা যথাক্রমে মুখবৃত্ত (আ) ও বামনেত্র (ঈ) পরিমণ্ডিত হইয়া নাদবিন্দু যুক্ত হইলে দুইটি বাণবীজ হয়, ইহা কথিত হইয়াছে। হে বরাননে! মাদন (ক) ভূমি (ল) সংযুক্ত হইয়া চতুর্থস্বর ঈ ও বিন্দু দ্বারা যুক্ত হইলে নাদরূপ তৃতীয় বাণবীজ হয়। ৩০-৩১

ফান্ত বকার শক্র (ল) সংযুক্ত হইয়া বামকর্ণ (উ) দ্বারা বিভূষিত ও নাদবিন্দু যুক্ত হইলে চতুর্থ বাণবীজ হয়। চন্দ্রমা স বিসর্গ যুক্ত হইলে পঞ্চম বাণবীজ হয়। ৩২

হে মহেশানি! হে পার্বতি! হে পরমেশ্বরি! নামতঃ পঞ্চবাণকে অর্থাৎ পঞ্চবাণের

দ্রাবণঃ ক্ষোভণো বশ্যস্তথাকর্ষণ-সংজ্ঞকঃ ॥
অথোন্মাদঃ ক্রমেণৈব নামানি পরমেশ্বরি ! । ৩৩

ন্যাসে তু সর্বত্র স্ত্রী-লিঙ্গেন প্রয়োগঃ। তথা চ নিবন্ধে—

দ্রামাদ্যাং দ্রাবিণীং[১] মূর্দ্ধ্নি দ্রীমাদ্যাং ক্ষোভণীং পদে।
ক্লীঁ বশীকরণীং বক্ত্রে, গুহ্যে ব্লূঁ বীজ-পূর্বিকাম্ ॥ ৩৪
আকর্ষণীং হৃদি পুনঃ সর্গান্তর্ভৃগু-সংস্থিতাম্।
সম্মোহনীং ক্রমাদেবং বাণন্যাসোঽয়মীরিতঃ ॥ ৩৫

অত্রোন্মাদ-সম্মোহন-পদয়োঃ পর্য্যায়তা।

কামাস্তত্রৈব বিজ্ঞেয়াস্তেষাং বীজানি সংশৃণু।
পরাবীজং মধ্যবাণং বাগ্ভবং পরমেশ্বরি ! ॥ ৩৬
তুর্য্যবাণং ততশ্চৈব স্ত্রীবীজঞ্চ ক্রমাৎ প্রিয়ে ! ।
পঞ্চ কামা ইমে দেবি ! নামানি শৃণু পার্বতি ! ॥ ৩৭
কাম-মন্মথ-কন্দর্প-মকরধ্বজ-সংজ্ঞকাঃ।
মীনকেতুর্মহেশানি ! পঞ্চমঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
পঞ্চকামাংস্ততো দেবি ! বাণস্থানেষু বিন্যসেৎ ॥ ৩৮

নাম শ্রবণ কর, দ্রাবণ, ক্ষোভণ, বশ, (বশীকরণ) আকর্ষণ তাহার পর উন্মাদ (সম্মোহন) এইগুলি ক্রমে ক্রমে বাণের নাম জানিবে। ৩৩

ন্যাসে সকল স্থলে স্ত্রীলিঙ্গেই প্রয়োগ হইবে। তাহাই নিবন্ধে বলিয়াছেন—মস্তকে দ্রাম্ আদিতে দ্রাবিণীকে, পরে দ্রীংকে আদিতে দিয়া ক্ষোভণীকে, বক্ত্রে ক্লীং আদিতে দিয়া বশীকরণীকে, গুহ্যে ব্লূং বীজপূর্বক আকর্ষণীকে এবং হৃদয়ে বিসর্গান্ত-ভৃগু অর্থাৎ সঃ সহিত সম্মোহনীকে ক্রমে ক্রমে ন্যাস করিবে। এইরূপ ক্রমেই বাণন্যাস কথিত হইয়াছে। ৩৪-৩৫

কামগুলি অর্থাৎ কামন্যাসগুলি সেই বাণন্যাস স্থানেই জানিবে। তাঁহাদের বীজগুলি শ্রবণ কর। পরাবীজ (হ্রীং), হে পরমেশ্বরি। মধ্যবাণবীজ (ক্লীং), বাগ্ভব (ঐং), তুর্য্যবাণ অর্থাৎ চতুর্থবাণবীজ (ব্লূং), তাহার পর হে প্রিয়ে। স্ত্রীবীজ (স্ত্রীং)—এইগুলিতে ক্রমে ক্রমে কামগণের বীজ জানিবে। হে দেবি। হে পার্বতি। এইগুলি পঞ্চকাম। ইহাঁদিগের নাম শ্রবণ কর। ৩৬-৩৭

হে মহেশানি। কাম, মন্মথ, কন্দর্প, মকরধ্বজ নামক চার কাম, মীনকেতু পঞ্চম-

---

১। খ—দ্রাবণীং।

পরা[১] বীজং মায়াবীজম্। মধ্যবাণং মধ্যবাণবীজং—কামবীজম্। তূর্য্যবাণং চতুর্থবাণবীজম্ বকার-লকার-বামকর্ণ-বিন্দ্বাত্মকম্।

ততঃ করাঙ্গন্যাসৌ। যথা—হসরাঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। হসরীঁ তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। হসরূঁ মধ্যমাভ্যাং বষট্। হসরৈঁ অনামিকাভ্যাং হুঁ। হসরৌঁ কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। হসরঃ করতল-পৃষ্ঠাভ্যাং ফট্। এবং হৃদয়াদিষু। তথাচ নিবন্ধে—

ষড়্দীর্ঘ-যুক্তেনাদ্যেন বীজেনাঙ্গক্রিয়া মতা।

ততঃ সুভগাদিন্যাসঃ। ভালে—ঐঁ ক্লীঁ ব্লুঁ স্ত্রীঁ সঃ সুভগায়ৈ নমঃ। ভ্রূমধ্যে—ঐং ক্লীং ব্লুং স্ত্রীং সঃ ভগায়ৈ নমঃ। বদনে—ঐঁ ক্লীং ব্লুং স্ত্রীং সঃ ভগসর্পিণ্যৈ নমঃ। কণ্ঠিকায়াং—ঐঁ ক্লীং ব্লুং স্ত্রীং সঃ ভগমালিন্যৈ নমঃ। কণ্ঠে—ঐঁ ক্লীং ব্লুং স্ত্রীং সঃ অনঙ্গায়ৈ[২] নমঃ। হৃদি—ঐঁ ক্লীং ব্লুং স্ত্রীং সঃ অনঙ্গকুসুমায়ৈ[৩]। নাভৌ—ঐঁ ক্লীং ব্লুং স্ত্রীং সঃ অনঙ্গমেখলায়ৈ। লিঙ্গমূলে—ঐঁ ক্লীং ব্লুং স্ত্রীং সঃ অনঙ্গমদনায়ৈ। তথা চ নিবন্ধে (৪১)—

কাম বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। হে দেবি! বাণন্যাসের পর বাণস্থানে পঞ্চ কামের ন্যাস করিবেন। ৩৮

পরাবীজং—মায়াবীজ। মধ্যবাণং—মধ্যবাণ বীজ কামবীজ। তূর্য্যবাণম্—চতুর্থবাণবীজ অর্থাৎ বকার লকার বামকর্ণ (ঊ) ও বিন্দুর মিলনরূপ ব্লূং বীজ। ৩৯

তাহার পর করাঙ্গন্যাস। যথা—ওঁ হ্স্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। হ্স্রীং তর্জনীভ্যাং স্বাহা। হ্স্রূং মধ্যমাভ্যাং বষট্। হ্স্রৈং অনামিকাভ্যাং হুং। হ্স্রৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। হ্স্রঃ করতল-পৃষ্ঠাভ্যাং ফট্। এইরূপ হৃদয়াদিস্থানে ন্যাস করিবেন। যথা হৃদয়ে—ওঁ হ্স্রাং হৃদয়ায় নমঃ। মস্তকে—হ্স্রীং শিরসে স্বাহা। শিখায়—হ্স্রূং শিখায়ৈ বষট্। বাহুদ্বয়ে—হ্স্রৈং কবচায় হুং। নেত্রত্রয়ে—হ্স্রৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। করতলে—হ্স্রঃ করতল-পৃষ্ঠাভ্যাং ফট্। তাহাই নিবন্ধে বলিয়াছেন—

ছয়টি দীর্ঘস্বর যুক্ত আদ্যবীজের দ্বারা অঙ্গক্রিয়া অঙ্গন্যাস উক্ত হইয়াছে। ৪০

তাহার পর ভাল প্রভৃতি স্থানে মূলোক্ত প্রকারে সুভগাদি ন্যাস করিবেন। নিবন্ধে তাহাই বলিয়াছেন (৪১)—

১। খ—পরা ভুবনেশী মধ্যবাণং। ২। খ—অনঙ্গায়। ৩। খ—অনঙ্গকুসুমায়।

ভাল-ভ্রূ-মধ্যবদনে কণ্ঠিকা-কণ্ঠ-হৃৎসু চ।
নাভ্যধিষ্ঠানয়োঃ পঞ্চ তারাদ্যাঃ সুভগাদিকাঃ ॥ ৪২

ন্যস্তব্যা বিধিনা দেব্যো মন্ত্রিণা সুভগা ভগা।
ভগসর্পিণ্যথ পরা ভগমালিন্যতঃ পরম্ ॥ ৪৩

অনঙ্গানঙ্গকুসুমা ভূয়শ্চানঙ্গমেখলা।
অনঙ্গমদনা সর্বা মদবিভ্রম-মন্থরাঃ।
বাক্-কাম-বীজং ব্লুঁ স্ত্রীঁ সস্তারাঃ পঞ্চোদিতাস্ত্বমী ॥ ৪৪

ততো ভূষণন্যাসঃ। যথা শিরসি—অং নমঃ। এবং ভালে—আং। ভ্রুবোঃ—ইং ঈং। কর্ণয়োঃ—উং ঊং। নেত্রয়োঃ—ঋং ৠং। নসি—ঌং গণ্ডয়োঃ—ৡং এং। ওষ্ঠয়োঃ—ঐং ওং। দন্ত্যপঙ্‌ক্ত্যোঃ—ঔং অং। মুখে—অং। চিবুকে—কং, গলে খং। কণ্ঠে গং। পার্শ্বয়োঃ ঘং ঙং। স্তনয়োঃ চং ছং। দোর্মূলয়োঃ—জং ঝং। কুর্পরয়োঃ—ঞং টং। পাণ্যোঃ—ঠং ডং। কর-পৃষ্ঠয়োঃ—ঢং ণং। নাভৌ—তং। গুহ্যে—থং। উর্ব্বোঃ দং ধং। জান্বোঃ—নং পং। জঙ্ঘয়োঃ—ফং বং। স্ফিচোঃ—ভং মং। পত্তলয়োঃ—যং, চরণাঙ্গুষ্ঠয়োঃ—রং। কাঞ্চ্যাং—বং। গ্রীবায়াং—লং। কটকে—শঁ। হৃদি—ষং। গুহ্যে—ক্ষং। কর্ণয়োঃ—সং। গণ্ডয়োঃ—লং। মৌলৌ—হং। তথা চ নিবন্ধে (৪৫)—

ভাল, ভ্রূ, বদন, কণ্ঠিকা (মুখমধ্যে স্থানবিশেষ), কণ্ঠ, হৃদয়, নাভি ও স্বাধিষ্ঠানে (লিঙ্গমূলে) বক্ষ্যমাণ পঞ্চ তার (ঐং ক্লীং ব্লুং স্ত্রীং সঃ) আদিতে দিয়া সুভগাদি শব্দকে চতুর্থী বিভক্ত্যন্ত ও প্রণবাদি ও নমঃ অন্ত করিয়া ওঁ ঐং ক্লীং ব্লুং সঃ সুভগায়ৈ নমঃ ইত্যাকার মন্ত্রে সুভগাদি দেবীকে বিধিপূর্বক ন্যাস করিবেন। ৪২

মন্ত্রজ্ঞ সাধক কর্ত্তৃক ন্যস্তব্য দেবীগণের নাম হইতেছে—(১) সভগা, (২) ভগা, (৩) ভগসর্পিণী, (৪) অনন্তর শ্রেষ্ঠা ভগমালিনী, (৫) অনন্তর অনঙ্গা, (৬) অনঙ্গকুসমা, (৭) তাহার পর অনঙ্গমেখলা (৮) অনঙ্গমদনা। ইহাঁরা সকলেই মদবিভ্রমে মন্থরা। বাগ্ বাগ্‌ভব বীজ (ঐং) কাম কামবীজ (ক্লীং) ব্লুং স্ত্রীং সঃ—এই পাঁচটি তার বলিয়া কথিত হইয়াছে। ৪৩-৪৪

অনন্তর ভূষণ-ন্যাস। মূলোক্ত প্রকারে বর্ণরূপ ভূষণ-ন্যাস করিবেন। নিবন্ধে তাহাই বলিয়াছেন (৪৫)—

ন্যসেচ্ছিরসি-ভাল-ভ্রূ-কর্ণাক্ষি-যুগলে নসি।
গণ্ডয়োরোষ্ঠয়োর্দন্ত-পঙ্‌ক্ত্যোরাস্যে ন্যসেৎ স্বরান্॥ ৪৬
চিবুকেঽথ গলে কণ্ঠে পার্শ্বয়োঃ স্তনযুগ্মকে।
দোর্ম্মূলয়োঃ কর্পূরয়োঃ পাণ্যোস্তৎপৃষ্ঠদেশতঃ॥ ৪৭
নাভৌ গুহ্যে পুনশ্চোর্ব্বো জান্বোর্জঙ্ঘয়োস্ততঃ।
স্ফিচোঃ পত্তলয়োঃ পশ্চাচ্চরণাঙ্গুষ্ঠয়োর্দ্বয়োঃ।
কাদি-রান্তান্ ন্যসেদ্ বর্ণান্ স্থানেষ্বেষু সমাহিতঃ॥ ৪৮
কাঞ্চ্যাং গ্রৈবেয়কে পশ্চাৎ কটকে হৃদি গুহ্যকে।
কর্ণয়োর্গণ্ডয়োর্মৌলৌ বলশান্ ষক্ষসান্ লহৌ।
অষ্টাবিমান্ প্রবিন্যস্যেদেবং সাধকসত্তমঃ॥ ৪৯

ততস্ত্রিখণ্ডাং মুদ্রাং বদ্ধা ধ্যায়েৎ।

উদ্যদ্ভানু-সহস্র-কান্তিমরুণ-ক্ষৌমাং শিরোমালিকাং

মস্তকে, ললাটে, ভ্রূতে, কর্ণদ্বয়ে, চক্ষুর্দ্বয়ে নাসিকাদ্বয়ে, গণ্ডদ্বয়ে, ওষ্ঠদ্বয়ে, দন্ত-পঙ্‌ক্তিদ্বয়ে ও মুখে স্বরবর্ণগুলিকে ন্যাস করিবেন। ৪৬

বিবৃতি। রাঘবভট্ট সম্প্রদায় বিদ্‌গণের মত ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন—কর্ণাদি-স্থলে দুই দুইটি বর্ণের এবং ভ্রূ, হস্ত ও হস্ত পৃষ্ঠে এক একটি বর্ণের ন্যাস হইবে। তন্ত্রসার ও তন্ত্র বিলাসে নাসিকায় একটি বর্ণের ন্যাস লিখিত হইয়াছে। শারদায় কর্ণকুণ্ডলয়োর্মৌলৌ এইরূপ পাঠ আছে। উহা রাঘবভট্ট সম্মত। কিন্তু কর্ণয়োর্গণ্ডয়োর্মৌলৌ এইরূপ পাঠ ধৃত হইয়াছে। ৪৬

চিবুকে, অনন্তর গলে, কণ্ঠে, পার্শ্বদ্বয়ে, স্তনদ্বয়ে, বাহুমূলদ্বয়ে, কূর্পরদ্বয়ে, হস্তদ্বয়ে, হস্তপৃষ্ঠদ্বয়ে, নাভিতে, গুহ্যে, উরুদ্বয়ে, জঙ্ঘাদ্বয়ে, গুল্‌ফদ্বয়ে, পাদতলদ্বয়ে ও চরণের অঙ্গুষ্ঠদ্বয়ে সাধক সমাহিত হইয়া ক হইতে র পর্য্যন্ত ব্যঞ্জনবর্ণগুলিকে ন্যাস করিবেন। ৪৭-৪৮

বিবৃতি। রাঘবভট্ট বলিয়াছেন—পাণিতে, পাণির পৃষ্ঠদেশে এক একটি বর্ণের ন্যাস হইবে। কটকে ল, হৃদয়ে তালব্য শ, কর্ণকুণ্ডলদ্বয়ে মূর্দ্ধণ্য ষ ও দন্ত্য সকারের ন্যাস হইবে। কিন্তু উক্ত গ্রন্থে পাণিদ্বয়ে ও তাহার পৃষ্ঠদেশে দুই দুইটি বর্ণের ন্যাস লিখিত হইয়াছে। কর্ণ কুণ্ডলদ্বয়ে ন্যাস লিখিত হয় নাই। ৪৮

সাধক-সত্তম কাঞ্চীতে, গ্রৈবেয়কে, অনন্তর কটকে, হৃদয়ে, গুহ্যে, কর্ণদ্বয়ে, গণ্ডদ্বয়ে ও মস্তকে ব ল শ, ষ ক্ষ স ও ল হ এই আটটি বর্ণকে এইরূপে ন্যাস করিবে। ৪৯

তাহার পর ত্রিখণ্ডা মুদ্রা রচনা করিয়া ধ্যান করিবেন। ধ্যানের অর্থ—উদীয়মান

রক্তালিপ্ত-পয়োধরাং জপবটীং বিদ্যামভীতিং বরম্ ।
হস্তাব্জৈর্দধতীং ত্রিনেত্র-বিলসদ্বক্ত্রারবিন্দ-শ্রিয়ং
দেবীং বদ্ধ-হিমাংশু-রত্ন-মুকুটাং বন্দে সমন্দস্মিতাম্ ॥ ৫০

তথা চ—রক্ত-বর্ণাং রক্ত-বস্ত্রাং মুণ্ডমালারক্তালিপ্ত-কুচাং দক্ষিণে ঊর্দ্ধে জপমালাং বামোর্দ্ধে বিদ্যাং পুস্তকম্ বামাধোঽভয়ং দক্ষিণাধো বরং দধতীং ধ্যায়েৎ ॥ ৫১

এবং ধ্যাত্বা মানসৈরুপচারৈরভ্যর্চ্যার্ঘ্যং সংস্থাপ্যাধারশক্ত্যাদি-হ্রীঁ জ্ঞানাত্মনে নমঃ ইত্যন্তং সংপূজ্য পূর্বাদি-কেসরেষু মধ্যে চ—

ইচ্ছা জ্ঞানা ক্রিয়া চৈব কামিনী কামদায়িনী ।
রতী রতিপ্রিয়া নন্দা নবমী চ মনোন্মনী ॥

এতাঃ প্রণবাদি-নমোঽন্তেন সংপূজ্য ঐঁ পরায়ৈ, অপরায়ৈ, পরাপরায়ৈ । হে্সৌঃ সদাশিবমহাপ্রেত-পদ্মাসনায় নমঃ ইতি সংপূজ্য প্রাগ্যোনি-মধ্য-যোন্যন্তরালে ওঁ গুরুভ্যো নমঃ, ওঁ গুরুপাদুকাভ্যো নমঃ। ওঁ পরমগুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরমগুরুপাদুকাভ্যো নমঃ। ওঁ পরাপরগুরুভ্যো নমঃ, ওঁ

সহস্র আদিত্যের কান্তির ন্যায় কান্তি বিশিষ্টা, রক্তবর্ণ পট্টবস্ত্র পরিহিতা, মুণ্ডমালা-ধারিণী, রক্তচন্দন লিপ্ত-স্তনধরা, দক্ষিণ ও বাম ঊর্ধ্ব হস্তপদ্মে যথাক্রমে জপমালা, ও বিদ্যা (পুস্তকমুদ্রা), দক্ষিণ ও বাম অধঃ হস্তপদ্মে অভয় ও বরমুদ্রাধারিণী, নেত্রত্রয়ে শোভমান মুখপদ্ম বিশিষ্টা, চন্দ্রকলাবদ্ধ রত্নমুকুটধারিণী, ঈষৎ হাস্যমুখী দেবীকে আমি বন্দনা করি। ৫০

অতএব দেবীকে রক্ত বর্ণা রক্তবস্ত্রা, মুণ্ডমালা ও রক্তচন্দনে লিপ্ত স্তন-ধারিণী, দক্ষিণের ঊর্ধ্বহস্তে জপমালা, বামে ঊর্ধ্বহস্তে বিদ্যা অর্থাৎ পুস্তমুদ্রা, বামের অধোহস্তে অভয়মুদ্রা, দক্ষিণের অধোহস্তে বরমুদ্রা-ধারিণী ধ্যান করিবে। ৫১

এই প্রকারে ধ্যান করিয়া, মানস উপচারের দ্বারা পূজা করিয়া, অর্ঘ্য স্থাপন করিয়া আধার শক্তি প্রভৃতি হইতে হ্রীং জ্ঞানাত্মনে নমঃ পর্য্যন্ত পূজা করিয়া, পূর্বাদি কেশরে মধ্যে ও দিক্সমূহে—ওঁ ইচ্ছায়ৈ নমঃ, এইরূপ জ্ঞানায়ৈ, ক্রিয়ায়ৈ, কামিন্যৈ, কামদায়িন্যৈ, রত্যৈ, রতিপ্রিয়ায়ৈ, নন্দায়ৈ, নবমীশক্তি মনোন্মন্যৈ—ইঁহাদিগকে প্রণবাদি ও নমঃ অন্ত মন্ত্রে পূজা করিয়া, ঐং পরায়ৈ, ঐং অপরায়ৈ, ঐং পরাপরায়ৈ, হে্সৌঃ সদাশিব মহাপ্রেতপদ্মাসনায় নমঃ মন্ত্রে পীঠমন্ত্রের পূজা করিয়া, পূর্বযোনি (ত্রিকোণ) ও মধ্য ত্রিকোণের অন্তরালে ওঁ গুরুভ্যো নমঃ, ওঁ গুরুপাদুকাভ্যো নমঃ,

পরাপরগুরুপাদুকাভ্যো নমঃ। ওঁ পরমেষ্ঠিগুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরমেষ্ঠি-গুরুপাদুকাভ্যো নমঃ। এবমাচার্য্যেভ্যস্তৎপাদুকাভ্যশ্চ[১]। ৫২

অস্যাঃ পূজাযন্ত্রম্। শারদায়াম্—

পদ্মমষ্টদলোপেতং নবযোন্যাঢ্য-কর্ণিকম্।
চতুর্দ্বার-সমাযুক্তং ভূগৃহং বিলিখেৎ ততঃ ॥ ৫৩

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হ স খ ফ্রেং হে্সৌঃ ইতি বিন্দুচক্রে দেব্যা মূর্ত্তিং সংকল্প্য ত্রিখণ্ডমুদ্রয়া পূর্ববদ্দেবীং ধ্যাত্বাবাহয়েৎ (৫৪)—

ওঁ দেবেশি! ভক্তি-সুলভে! পরিবার-সমন্বিতে!।
যাবৎ ত্বাং পূজয়িষ্যামি তাবৎ ত্বং সুস্থিরা ভব ॥ ৫৫

তথা চ নিবন্ধে—পঞ্চভিঃ প্রণবৈর্মূর্ত্তিং তস্যামাবাহ্য দেবতাম্।

ওঁ পরমগুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরমগুরু-পাদুকাভ্যো নমঃ, ওঁ পরাপরগুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরাপরগুরু-পাদুকাভ্যো নমঃ, ওঁ পরমেষ্ঠিগুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরমেষ্ঠিগুরু-পাদুকাভ্যো নমঃ। এইরূপ ওঁ আচার্য্যেভ্যো নমঃ, ওঁ আচার্য্য-পাদুকাভ্যো নমঃ বলিয়া পূজা করিবে। ৫২

বিবৃতি। শ্রীগুরুর ক্রম তিন প্রকার—দিব্যোঘ, সিদ্ধৌঘ ও মানবৌঘ। তন্মধ্যে দিব্যোঘ—পরপ্রকাশানন্দ, পরমেশানন্দ, পরমশিবানন্দ, কামেশ্বর্য্যানন্দ, মোক্ষানন্দ, কামানন্দ ও অমৃতানন্দ। সিদ্ধৌঘ—ঈশান, তৎপুরুষ, অঘোর, বামদেব ও সদানন্দ। মানবৌঘ—স্বস্বগুরুসম্প্রদায়, গুরু, পরমগুরু, পরাপরগুরু, পরমেষ্ঠি গুরু। পীঠের উত্তরে ইহাঁদের পূজা করিতে হয়। ৫২

এই ত্রিপুরভৈরবীর পূজা যন্ত্র। শারদাতিলকে বলিয়াছেন—নবযোনি যুক্ত কর্ণিকাবিশিষ্ট একটি অষ্টদল পদ্ম লিখিয়া চতুর্দ্বার যুক্ত ভূগৃহ লিখিবেন। এইটি দেবীর পূজাযন্ত্র। ৫৩

তাহার পর ঐং হ্রীং শ্রীং হ স খ ফ্রেং হে্সৌঃ এই মন্ত্রে বিন্দুচক্রে দেবীর মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া ত্রিখণ্ডমুদ্রায় পূর্ববৎ দেবীর ধ্যান করিয়া শ্লোকমন্ত্র পড়িতে পড়িতে দেবীকে আবাহন করিবেন। ৫৪

শ্লোকমন্ত্রের অর্থ—হে দেবেশি! হে ভক্তিসুলভে। হে পরিপার-সমন্বিতে। যে পর্য্যন্ত তোমাকে পূজা করিব। সে পর্য্যন্ত তুমি সুস্থির হইয়া থাক। ৫৫

তাহাই নিবন্ধে বলিয়াছেন—পারিভাষিক পঞ্চ প্রণবের দ্বারা মূর্ত্তির কল্পনা

১। খ—তৎপাদুকাভ্যো নমঃ।

তারা-বাক্-শক্তি-কমলা হ স খ ফ্রেঁ হে সৌঃ স্মৃতাঃ ॥ ৫৬

এতে পঞ্চতারাঃ প্রণবাঃ স্মৃতাঃ ইত্যর্থঃ। তত আবাহনাদি-পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি-দানপর্য্যন্তং বিধায়াবরণপূজামারভেত। যথা দেব্যা বামকোণে—ঐঁ রত্যৈ নমঃ। দক্ষিণকোণে—ক্লীঁ প্রীত্যৈ নমঃ। অগ্রকোণে—সৌঃ মনোভবায় নমঃ। কেশরেষগ্ন্যাদি-কোণেষু মধ্যে দিক্ষু চ পূর্বোক্তাঙ্গমন্ত্রেণ পূজয়েৎ। ৫৭

তথা চ জ্ঞানার্ণবে—অগ্নীশাসুর-বায়ব্য-মধ্য-দিক্ষ্বঙ্গপূজনম্।

তত উত্তরে—দ্রাঁ দ্রাবিণ্যৈ নমঃ। দ্রীঁ ক্ষোভণ্যৈ নমঃ। দক্ষিণে—ক্লীঁ বশীকরণ্যৈ নমঃ, ব্লুঁ আকর্ষণ্যৈ নমঃ। অগ্রে—সঃ সম্মোহন্যৈ নমঃ। ৫৮

ততঃ পঞ্চকামান্ পূজয়েৎ। উত্তরে—হ্রীঁ কামায় নমঃ, ক্লীঁ মন্মথায় নমঃ। দক্ষিণে—ঐঁ কন্দর্পায় নমঃ, ব্লুং মকরধ্বজায় নমঃ। অগ্রে—স্ত্রীঁ মীনকেতনায়[১] নমঃ। তথাচ জ্ঞানার্ণবে (৫৯)—

করিয়া সেই মূর্ত্তিতে দেবীকে আবাহন করিয়া (সমাহিত হইয়া আগমোক্ত বিধানে পূজা করিবেন)। বাক্ বাগ্‌ভববীজ ঐং, শক্তি শক্তিবীজ হ্রীং, কমলা লক্ষ্মীবীজ শ্রীং, হ্‌ স্‌ খ্‌ ফ্রেং, হ্‌সৌঃ—এইগুলি পরিভাষিক পঞ্চ প্রণব বলিয়া কথিত হইয়াছে। ৫৬

এইগুলি পঞ্চ তার প্রণব বলিয়া কথিত, ইহাই শ্লোকার্থ। তাহার পর আবাহনাদি হইতে পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি দান পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্য করিয়া আবরণ পূজা আরম্ভ করিবেন। যথা দেবীর বামকোণে—ওঁ ঐং রত্যৈ নমঃ। দক্ষিণকোণে—ওঁ ক্লীং প্রীত্যৈ নমঃ। অগ্রকোণে—ওঁ সৌঃ মনোভবায় নমঃ। কেশরের অগ্ন্যাদিকোণে, মধ্যে ও দিক্ সমূহে পূর্বোক্ত অঙ্গমন্ত্রের দ্বারা ছয়টি অঙ্গদেবতার পূজা করিবেন। ৫৭

যথা অগ্নিকোণে—ওঁ হ্‌স্‌ রাং হৃদয়ায় নমঃ। ঈশানে—ওঁ হ্‌ স্‌ রীং শিরসে স্বাহা নমঃ। নৈঋ‍র্তকোণে—ওঁ হ্‌ স্‌ রূং শিখায়ৈ বষট্ নমঃ। বায়ুকোণে—ওঁ হ্‌ স্‌ রৈং কবচায় হুং নমঃ। মধ্যে—ওঁ হ্‌ স্‌ রৌং নেত্রত্রায় বৌষট্ নমঃ। সম্মুখ-দিকে—ওঁ হ্‌ স্‌ রঃ করতল-পৃষ্ঠাভ্যাং ফট্ নমঃ। তাহাই জ্ঞানার্ণবে বলিয়াছেন—অগ্নিকোণে, ঈশানকোণে, নৈঋ‍র্তকোণে, বায়ুকোণে, মধ্যে ও দিক্‌সমূহে অঙ্গদেবতার পূজা হইবে। তাহার পর উত্তরে—ওঁ দ্রাং দ্রাবিণ্যৈ নমঃ। ওঁ দ্রীং ক্ষোভণ্যৈ নমঃ। দক্ষিণে—ওঁ ক্লীং বশীকরণ্যৈ নমঃ। ওঁ ব্লূং আকর্ষণ্যৈ নমঃ। অগ্রে—ওঁ সঃ সম্মোহন্যৈ নমঃ। ৫৮

তাহার পর পঞ্চ কামের পূজা করিবেন। যথা উত্তরে—ওঁ হ্রীং কামায় নমঃ, ওঁ ক্লীং মন্মথায় নমঃ। দক্ষিণে—ওঁ ঐং কন্দর্পায় নমঃ। ওঁ ব্লূং মকরধ্বজায় নমঃ। অগ্রে—ওঁ স্ত্রীং মীনকেতনায় নমঃ। তাহাই জ্ঞানার্ণবে বলিয়াছেন (৫৯)—

১। খ—মীনকেতবে নমঃ।

উত্তরস্যাং দ্বয়ং দেবি! দক্ষিণস্যাং দ্বয়ং দিশি।
অগ্রে চৈকং ক্রমেণৈব পঞ্চবাণাংস্ততো যজেৎ।
পঞ্চকামাংস্তথা দেবি! বাণবৎ পরিপূজয়েৎ॥ ৬০

ততোঽষ্ট-যোনিষু পূর্বাদিতঃ ঐঁ ক্লীঁ ব্লুঁ স্ত্রীঁ সঃ সুভগায়ৈ নমঃ। ঐঁ ৫ ভগায়ৈ নমঃ। ঐঁ ৫ ভগসর্পিণ্যৈ। ঐঁ ৫ ভগমালিন্যৈ। ঐং ৫ অনঙ্গায়ৈ[১]। ঐং ৫ অনঙ্গকুসুমায়ৈ। ঐঁ ৫ অনঙ্গমেখলায়ৈ। ঐং ৫ অনঙ্গমদনায়ৈ। ততোঽষ্ট-পত্রেষু পূর্বাদিতঃ[২] ওঁ অসিতাঙ্গ-ব্রাহ্মীভ্যাং নমঃ। এবং ওঁ রুরু-মাহেশ্বরীভ্যাং নমঃ। ওঁ চণ্ড-কৌমারীভ্যাং। ওঁ ক্রোধ-বৈষ্ণবীভ্যাম্। ওঁ উন্মত্ত-বারাহীভ্যাম্। ওঁ কপালীন্দ্রাণীভ্যাম্। ওঁ ভীষণ-চামুণ্ডাভ্যাম্। ওঁ সংহার-মহালক্ষ্মীভ্যাম্। তথা চ নিবন্ধে (৬১)—

অষ্টযোনিষ্বষ্ট-শক্তীঃ পূজয়েৎ সুভগাদিকাঃ।
মাতরো ভৈরবাঙ্কস্থা মদবিভ্রম-বিহ্বলাঃ।
অষ্ট-পত্রেষু সংপূজ্যা যথাবৎ কুসুমাদিভিঃ॥ ৬২

ততস্তদ্বহিরিন্দ্রাদীন্[৩] বজ্রাদীংশ্চ সংপূজ্য ধূপাদি-বিসর্জনান্তং কর্ম সমাপয়েৎ। নৈবেদ্যানন্তরং শ্রীবিদ্যোক্ত-বলিচতুষ্টয়মত্র কর্ত্তব্যম্। ৬৩

হে দেবি! উত্তর দিকে দুইটি বাণের এবং দক্ষিণ দিকে দুইটি বাণের ও অগ্রে একটি বাণের ক্রমে ক্রমে এই পঞ্চ বাণকে পূজা করিবে। তাহার পর হে দেবি! সেইরূপ পঞ্চকামকে পঞ্চবাণের স্থায় পূজা করিবে। ৬০

তাহার পর অষ্টযোনিতে পূর্বাদিক্রমে মূলোক্ত প্রকারে সুভগাদির পূজা করিয়া মূলোক্ত প্রকারে মাতৃগণের সহিত অসিতাঙ্গাদি ভৈরবের পূজা করিবেন। তাহাই নিবন্ধে বলিয়াছেন (৬১)—

অষ্টযোনিতে সুভগাদি অষ্টশক্তিকে পূজা করিবেন। অসিতাঙ্গাদি ভৈরবের ক্রোড়ে অবস্থিতা মদবিভ্রমে বিহ্বলা ব্রাহ্মী প্রভৃতি মাতৃগণকে পুষ্পাদি দ্বারা যথাযথ-ভাবে পূজা করিবেন। ৬২

তাহার পর তাহার বহির্ভাগে ইন্দ্রাদি লোকপাল ও বজ্রাদি অস্ত্রের পূজা করিয়া ধূপদান হইতে বিসর্জন পর্য্যন্ত কর্মগুলি শেষ করিবেন। নৈবেদ্যের পর শ্রীবিদ্যোক্ত বলি চারিটি এইখানেই করিবেন। ৬৩

১। খ—ঐঃ ৫ অনঙ্গায়ৈ ইতি নাস্তি। ২। খ—পূর্বাদিত ইতি নাস্তি। ৩। খ—ততস্তদ্বহিঃ পূর্ববদিন্দ্রাদীন্।

অস্য পুরশ্চরণং দশলক্ষজপঃ। হোমস্তু দ্বাদশ সহস্রম্। তথা চ নিবন্ধে—

দীক্ষাং প্রাপ্য জপেন্মন্ত্রং তত্ত্বলক্ষং[1] জিতেন্দ্রিয়ঃ।
পুষ্পৈর্ভানু-সহস্রাণি জুহুয়াদ্ ব্রহ্মবৃক্ষজৈঃ।
ত্রিমধ্বক্তৈঃ প্রসূনৈর্বা করবীর-সমুদ্ভবৈঃ ॥ ৬৪

তথান্যত্র দশৈব[2]। ব্রহ্মবৃক্ষঃ পলাশঃ। বৃহজ্জামলে—

পূর্বজন্মকৃতৈঃ পুণ্যৈর্ধ্যাত্বৈনাং পরদেবতাম্।
যো ভজেত্তুক্তমার্গেণ স সাক্ষাৎ শঙ্করো ভবেৎ ॥ ৬৫

অথ সম্পৎপ্রদাভৈরবী

জ্ঞানার্ণবে— যথাসৌ ত্রিপুরা বালা তথা ত্রিপুরভৈরবী।
সম্পৎ-প্রদা নাম তস্যাঃ শৃণু নির্মলমানসে! ॥ ১
শিবচন্দ্রৌ বহ্নিসংস্থৌ বাগ্ভবং তদনন্তরম্।
কামরাজং তথা দেবি! শিবচন্দ্রান্বিতং ততঃ ॥ ২

এই মন্ত্রের পুরশ্চরণ দশলক্ষ মন্ত্র জপ। হোম কিন্তু ১২ হাজার। তাহাই নিবন্ধে বলিয়াছেন—

জিতেন্দ্রিয় সাধক শক্তি দীক্ষা গ্রহণ করিয়া পুরশ্চরণে তত্ত্ব (দ্বাদশ) লক্ষ মন্ত্র জপ করিবে। ব্রহ্মবৃক্ষজাত পুষ্প সমূহের দ্বারা ভানু (দ্বাদশ) সহস্র হোম করিবেন। অথবা ত্রিমধুরাপ্লুত করবীর বৃক্ষজাত পুষ্পের দ্বারা হোম করিবেন। ৬৪

অন্যত্র দশলক্ষই মন্ত্র জপ। ব্রহ্মবৃক্ষঃ—পলাশ। বৃহজ্জামলে বলিয়াছেন—যে ব্যক্তি পূর্বজন্মকৃত পুণ্যবশে এই পদ্ধতিতে এই পরদেবতাকে ধ্যান করিয়া ভজনা করে, সে সাক্ষাৎ শঙ্কর হয়। ৬৪

অনন্তর সম্পৎপ্রদা ভৈরবী। জ্ঞানার্ণব তন্ত্রে বলিয়াছেন—এই ত্রিপুরাবালা যেরূপ ত্রিপুরভৈরবীও সেইরূপ। হে নির্মল-মানসে! তাঁহার সম্পৎপ্রদা নাম বলিতেছি শ্রবণ কর। ১

শিব (হ), চন্দ্র (স) বহ্নি (রকারের সহিত) সংযুক্ত ও বাগ্ভববীজ ঐং। তাহাতে হ্স্রৈং হইল। হে দেবি। তাহার পর কুমারী বালার কামরাজ কামবীজ, শিব

১। প্রয়োগসারে—অতো দ্বাদশতত্ত্বানি বদন্তোকে বিপশ্চিতঃ। —পদার্থাদর্শধৃতম্।
২। খ—তথান্যত্র দশৈবেতি নাস্তি।

পৃথ্বীবীজান্ত-বহ্ন্যাঢ্যং তার্ত্তীয়ং শৃণু বল্লভে ! ।
শক্তিবীজে ! মহেশানি শিববহ্নী নিয়োজয়েৎ ॥ ৩
কুমার্য্যাঃ পরমেশানি ! হিত্বা সর্গন্তু বৈন্দবম্ ।
ত্রিপুরাভৈরবী দেবী মহাসম্পৎ-প্রদা প্রিয়ে ! ॥ ৪

অস্যার্থঃ। শিবো হকারশ্চন্দ্রো দন্ত্যসকারস্তৌ রেফস্থৌ। ততো বাগ্‌ভবমিতি হকার-দন্ত্যসকার-রেফ-বাগ্‌ভবৈঃ প্রথমকূটম্। শিবচন্দ্রান্বিতমিতি। শিবচন্দ্রয়োরধোগতং কুমার্য্যা বালায়াঃ কামরাজং কামরাজকূটং কামবীজমিত্যর্থঃ। কামবীজমিতি পাঠে কুমার্য্যানন্বয়েঽপি ন ক্ষতিঃ। তথা পৃথ্বীবীজস্য কামবীজস্থ-লকারস্যান্তে বহ্ন্যাঢ্যং রেফযুক্তম্। তথাচ হকার-দন্ত্যসকার-ককার-লকার-রেফ-চতুর্থ-স্বরবিন্দুভির্দ্বিতীয়কূটম্। অথ তার্ত্তীয়ং বীজং শৃণু শক্তিবীজ ইতি। কুমার্য্যা বালা-ভৈরব্যা যৎ শক্তিবীজং দন্ত্য-সকারঃ চতুর্দ্দশ-স্বর-বিসর্গ-ঘটিতং বক্ষ্যমাণং তৃতীয়-কূটং, তত্র শিববহ্নী হকার-রেফৌ নিয়োজয়েৎ উপর্য্যধোভাবেন মিশ্রয়েৎ। তথাচাদৌ হকারস্ততো দন্ত্য-

---

(হ) ও চন্দ্রের সহিত যুক্ত হইয়া কামবীজস্থ পৃথ্বীবীজ লকারে রকার যুক্ত হইবে। তাহাতে হ্‌স্‌ক্‌ল্‌রীং হইবে। হে বল্লভে! তার্ত্তীয় বীজ শ্রবণ কর। হে মহেশানি! কুমারী বালা ভৈরবীর শক্তিবীজ সকারে শিব (হ) ও বহ্নিকে উপরে ও নীচে যোগ করিবে। বিসর্গকে পরিত্যাগ অর্থাৎ শক্তিবীজের বিসর্গকে পরিত্যাগ করিয়া বিন্দু অনুস্বার যোগ করিবে। তাহাতে হসরৌং হইবে। হে প্রিয়ে! এই ত্রিপুরা ভৈরবী দেবী মহাসম্পৎ প্রদা ভৈরবী। ২-৪

এই শ্লোকের অর্থ—শিব হকার, চন্দ্র দন্ত্যসকার, এই দুইটি রকারস্থ অর্থাৎ রকারের সহিত মিলিত হইবে। তাহার পর বাগ্‌বীজ ঐ হইলে হ, সকার, রকার ও বাগ্‌ভব বীজের দ্বারা প্রথমকূট হ্‌স্‌রৈং হইবে। শিবচন্দ্রান্বিতম্ ইহার অর্থ—শিব ও চন্দ্রের অধোগত (পরবর্ত্তী) কুমারী বালার কামরাজ কামরাজ কূট কামবীজ। কামবীজং এইরূপ পাঠ হইলে কুমারীর সহিত ইহার অন্বয় না হইলেও ক্ষতি নাই। সেইরূপ পৃথিবীবীজস্থ-লকারের শেষে বহ্নিযুক্ত রকার যুক্ত। তাহাতে হকার, দন্ত্য-সকার, ককার, লকার, রকার চতুর্থ স্বর ঈকার ও বিন্দু দ্বারা দ্বিতীয় কূট হ্‌স্‌ক্‌ল্‌রীং হইবে। শৃণু শক্তিবীজ এই গ্রন্থে তৃতীয় কূট উদ্ধৃত হইয়াছে। কুমারী বালাভৈরবীর যে শক্তিবীজ চতুর্দশস্বর ও সর্গ (ঃ) ঘটিত দন্ত্য সকার, যাহা বক্ষ্যমাণ তৃতীয় কূট, সেই সকারে শিব (হ) ও বহ্নি (র কে) যোগ করিবে অর্থাৎ উর্দ্ধভাবে (অগ্রে) ও

সকারস্ততো রেফ ইতি সিদ্ধম্। তত্র চ বিসর্গং হিত্বা বিন্দুং যোজয়েৎ। এবঞ্চ হকার-দন্ত্য-সকার-রেফ-চতুর্দ্দশস্বর-বিন্দুভিস্তৃতীয়কূটম্। তথাচ ত্রিপুর-ভৈরবী বিসর্গরহিতা চেৎ সম্পৎপ্রদা ভৈরবীতি তত্ত্বম্[১]। তেন হসরৈঁ ইতি প্রথমকূটম্। হসকলরীঁ ইতি দ্বিতীয়কূটম্। হসরৌঁ ইতি তৃতীয় কূটমিতি সিদ্ধম্। ইয়ং সম্পৎপ্রদা ভৈরবী। অস্যা ধ্যানম্ (৫)—

আতাম্রার্ক-সহস্রাভাং স্ফুরচ্চন্দ্রকলা-জটাম্।
কিরীট-রত্নবিলসচ্চিত্র-চিত্রিত-মৌক্তিকাম্॥ ৬
স্রবদ্রুধির-পঙ্কাঢ্য-মুণ্ডমালা-বিরাজিতাম্।
নয়নত্রয়-শোভাঢ্যাং পূর্ণেন্দু-বদনান্বিতাম্॥ ৭
মুক্তাহার-লতা-রাজৎ-পীনোন্নত-ঘন-স্তনীম্।
রক্তাম্বর-পরীধানাং যৌবনোন্মত্ত-রূপিণীম্॥ ৮
পুস্তকং চাভয়ং বামে দক্ষিণে চাক্ষমালিকাম্।
বরদান-রতাং নিত্যাং মহাসম্পৎ-প্রদাং স্মরেৎ॥ ৯

তেন বামোর্দ্ধ্বে পুস্তকং বামাধোঽভয়ম্। দক্ষিণোর্দ্ধ্বে জপমালাং দক্ষিণাধো

অধোভাবে (পরে) মিশ্রিত করিবে। তাহাতে আদিতে হকার পরে দন্ত্যসকার তাহার পর রকার ইহা সিদ্ধ হয়। সে স্থলে বিসর্গকে ত্যাগ করিয়া বিন্দু (ং) যোগ করিবে। তাহা হইলে হকার, দন্ত্যসকার, রকার চতুর্দশ স্বর ঔ ও বিন্দু দ্বারা তৃতীয় কূট হয়। তাহা হইলে ত্রিপুরভৈরবী যদি বিসর্গরহিত হইয়া বিন্দুযুক্তা হন, তবে তিনি সম্পৎ প্রদা ভৈরবী হন; ইহাই তত্ত্ব। তাহাতে হ্স্রৈং এইটি প্রথমকূট, হ্স্ক্ল্রীং এইটি দ্বিতীয় কূট। হ্স্রৌং এইটি তৃতীয় কূট, ইহা সিদ্ধ হয়। ইনি অর্থাৎ এই ত্রিকূটা সম্পৎপ্রদা ভৈরবী। ৫

ইহাঁর ধ্যানের অর্থ—অরুণবর্ণা সহস্র সূর্য্যের ন্যায় কান্তি বিশিষ্টা, চন্দ্রকলাবিকসিত জটাধারিণী রত্নবিলসিত চিত্রচিত্রিত মুক্তাখচিত কিরীট ধারিণী, গলিত রক্ত পঙ্ক যুক্ত মুণ্ডমালাধারিণী, নয়নত্রয় শোভায় শোভিতা, পূর্ণচন্দ্র-বদনা, মুক্তাময় হারলতায় শোভিত পীন ও উন্নত ঘন স্তনী, রক্তবস্ত্রপরিহিতা, যৌবনোন্মত্তা, বামহস্তে পুস্তক ও অভয়মুদ্রা ধারিণী দক্ষিণে অক্ষমালিকা ও বরমুদ্রা ধারিণী নিত্যা সম্পৎপ্রদা ভৈরবীকে ধ্যান করিবে। ৬-৯

তাহাতে বুঝা যায়—বামের উর্দ্ধ্বহস্তে পুস্তক এবং অধোহস্তে—অভয়। দক্ষিণের

১। খ—তত্ত্বম্। অস্যা ধ্যানম্।

বরং দধতীং ধ্যায়েৎ। ন্যাস-পূজাদিকন্তু ত্রিপুরভৈরবীবৎ[১]। অত্রাঙ্গমন্ত্রে তু বিশেষঃ—দ্বিরুক্তৈস্তু ত্রিভির্বীজৈঃ করাঙ্গন্যাস-কল্পনেতি। অস্যাঃ পুরশ্চরণং ত্রিলক্ষজপঃ। যথা জ্ঞানার্ণবে (১০)—

বালাবদস্যাঃ পূজাদি কুর্য্যাৎ সাধকসত্তমঃ।
গুণলক্ষং জপেন্ মন্ত্রং জুহুয়াৎ তদ্দশাংশতঃ ॥ ১১
ন্যাস-পূজাদিকং সর্বং কুমার্য্যা ইব সুব্রতে!।
একলক্ষং জপেন্মন্ত্রং সিদ্ধয়ে সাধকোত্তমঃ ॥ ১২

ইতি বচনাৎ সিদ্ধবিদ্যাত্বাচ্চ একলক্ষজপঃ পুরশ্চরণমিতি বদন্তি ॥ ১৩

অথকৌলেশভৈরবী

জ্ঞানার্ণবে—সম্পৎ-প্রদা ভৈরবীবদ্ বিদ্ধি কৌলেশ-ভৈরবীম্।
হসাদ্যা সৈব দেবেশি! ত্রিষু বীজেষু পার্বতি![২]। ১৪

সৈব সম্পৎপ্রদা ভৈরব্যেব। ইয়ন্তু সহরাদ্যা স্যাৎ পূজা-ধ্যানাদিকং

ঊর্দ্ধহস্তে জপমালা এবং অধোহস্তে বর মুদ্রা ধারিণীকে ধ্যান করিবে। ন্যাস ও পূজাদি সমস্তই ত্রিপুরভৈরবীর ন্যায় হইবে। এই পূজায় অঙ্গন্যাসের মন্ত্রে কিন্তু বিশেষ এই যে, দ্বিরাবৃত্ত তিনটি বীজের দ্বারা করাঙ্গন্যাস মন্ত্র হইবে। ইঁহার পুরশ্চরণে তিন লক্ষ মন্ত্র জপ। যেমন জ্ঞানার্ণবে বলিয়াছেন (১০)—

সাধকশ্রেষ্ঠ বালার ন্যায় ইঁহার পূজাদি করিবে। গুণ (৩) লক্ষ মন্ত্র জপ করিবে। জপের দশাংশ পরিমাণে হোম করিবে। ১১

হে সুব্রতে! ইঁহার ন্যাস পূজাদি সমস্ত কুমারীর (বালার) ন্যায় হইবে। সাধক শ্রেষ্ঠ সিদ্ধির জন্য এক লক্ষ মন্ত্র জপ করিবে। ১২

এই বচন আছে বলিয়া এবং সিদ্ধ বিদ্যা বলিয়া একলক্ষ জপ পুরশ্চরণ—ইহা কেহ কেহ বলেন। ১৩

অনন্তর কৌলেশ ভৈরবী। জ্ঞানার্ণবে বলিয়াছেন—হে দেবেশি! হে পার্বতি! সম্পৎপ্রদা ভৈরবীর ন্যায় কৌলেশী ভৈরবীকে জানিবে। সেই সম্পৎপ্রদা ভৈরবী হসাদ্যা তিনটি বীজেই অধিষ্ঠিত হইয়া থাকেন। ১৪

সৈব পদের অর্থ—সম্পৎপ্রদা ভৈরবীই। এই কৌলেশী ভৈরবী বিদ্যা সহরাদ্যা

১। খ—ন্যাসপূজাদিকং তু পূর্ববৎ। ২। খ—পার্বতি!। ইয়ন্তু সহরাদ্যা স্যাৎ পূজা ধ্যানাদিকং তথা। অস্যার্থঃ। ত্রিষু কূটেষু সকার আদিশ্চেৎ তদা কৌলেশভৈরবী। অস্যা পূজাধ্যানাদিকন্তু।

তথা। ইয়ন্ত কৌলেশভৈরবী তু। অস্যার্থঃ। সৌ দন্ত্য-সকারঃ। হরো হকারস্তাবাদ্যৌ যস্যাস্তাদৃশী। তথা চ ত্রিকূটেষু হকার-দন্ত্যসকারয়োর্ব্যত্যয়শ্চেত্তদা কৌলেশভৈরবী ভবতি। তেন সহরৈঁ সহকলরীঁ সহরৌঁ ইতি সিদ্ধম্। ইয়ং কৌলেশভৈরবী। অস্যা ধ্যান-পূজাদিকন্তু সম্পৎপ্রদা ভৈরবীবৎ বোদ্ধব্যম্। ১৫

অথ ভয়বিধ্বংসিনী ভৈরবী

সম্পৎ-প্রদা-ভৈরবী আদ্যন্ত-কূটয়ো রেফবর্জিতা চেদ্ভয়বিধ্বংসিনী ভৈরবী ভবতি, দক্ষিণামূর্ত্তৌ তথা দর্শনাৎ। ধ্যান-পূজাদিকং সর্বং সম্পৎ-প্রদাবৎ[১]। তেন হসৈং হসকলরীঁ হসৌং ইতি সিদ্ধম্। ইয়ং ভয়বিধ্বংসিনী ভৈরবী। ১৬

অথ সকল-সিদ্ধিদা ভৈরবী ॥

জ্ঞানার্ণবে[২] কৌলেশ-ভৈরবীমধিকৃত্য—

এতস্যা এব বিদ্যায়া আদ্যন্তে রেফবর্জিতে।
তদেয়ং পরমেশানি! নাম্না সকল-সিদ্ধিদা।
সম্পৎপ্রদা ভৈরবীবদ্ ধ্যান-পূজাদিকং ভবেৎ ॥ ১৭

হইবে। পূজা ধ্যানাদি সেইরূপ সম্পৎপ্রদা ভৈরবীর ন্যায় হইবে। ইয়ন্ত অর্থ—কৌলেশী ভৈরবী। এই শ্লোকের অর্থ। স—দন্ত্য সকার। হর—হকার, সেই সকার ও হকার আদিতে যাহার, তাদৃশী সহরাদ্যা যে বিদ্যা। তাহা হইলে তিনটি কূটেই হকার ও দন্ত্য সকারের যদি ব্যত্যয় হয়, তখন কৌলেশী ভৈরবী হয়। তাহাতে সহরৈং স্ হ্ ক্ ল্ রীং স্ হ্ রৌং ইহা সিদ্ধ হয়। এই বিদ্যা কৌলেশ ভৈরবী। এই বিদ্যার ধ্যান পূজাদি সমস্তই সম্পৎপ্রদা ভৈরবীর ন্যায় জানিবে। ১৫

ভয়-বিধ্বংসিনী ভৈরবী। সম্পৎপ্রদা ভৈরবী বিদ্যা যদি আদ্য কূট ও অন্ত কূট রেফ বর্জিত হন, তবে ভয় বিধ্বংসিনী ভৈরবী হন। যেহেতু দক্ষিণামূর্ত্তি সংহিতাতে সেইরূপ দেখা যায়। ধ্যান পূজাদি সমস্তই সম্পৎপ্রদা ভৈরবীর ন্যায় হইবে। তাহাতে হ্সৈং হ্স্কল্রীং হ্সৌং এই বিদ্যা সিদ্ধ হয়। ইনি ভয়-বিধ্বংসিনী ভৈরবী। ১৬

অনন্তর সকল সিদ্ধিদা ভৈরবী। জ্ঞানার্ণবে কৌলেশী ভৈরবীর অধিকারে (প্রকরণে) বলিয়াছেন—

হে পরমেশানি! এই কৌলেশ-ভৈরবী বিদ্যার আদিকূট ও অন্তকূট রেফ বর্জিত হইলে তখন এই কৌলেশ-ভৈরবী বিদ্যা সকল-সিদ্ধিদা ভৈরবী হন। এই বিদ্যার ধ্যান পূজাদি সমস্তই সম্পৎপ্রদা ভৈরবীর ন্যায় হইবে। ১৭

১। খ—প্রদাবৎ। অথ সকলসিদ্ধিদা। ২। খ—জ্ঞানার্ণবে এতস্যা এব।

অস্যার্থঃ। কৌলেশ-ভৈরবী আদ্যন্তে রেফ-রহিতা চেৎ সকল-সিদ্ধিদা ভৈরবী[১] ভবতি। তেন সহৈং সহকলরীং সহৌঃ ইতি সিদ্ধম্। ইয়ং সকল-সিদ্ধিদা ভৈরবী ১৮

অথ চৈতন্য-ভৈরবী

যথা জ্ঞানার্ণবে—বাগ্‌ভব-বীজমুচ্চার্য্য জীব-প্রাণ-সমন্বিতম্।
সকলা ভুবনেশানী দ্বিতীয়ং বীজমুদ্ধরেৎ॥ ১৯
জীবং প্রাণ-বহ্নি-সংস্থং[২] শক্রস্বর-বিভূষিতম্।
বিসর্গাঢ্যং মহেশানি! বিদ্যা ত্রৈলোক্যমাতৃকা॥ ২০

অস্যার্থঃ। অত্র জীবো দন্ত্য-সকারঃ। প্রাণো হকারস্তাভ্যাং যুক্তং বাগ্‌-ভব-বীজমিতি প্রথমবীজম্। সকলা ইতি স্বরূপম্। ভুবনেশানী মায়া ইতি দ্বিতীয়ম্। তথাচ চন্দ্র-শিব-দ্বাদশস্বরাত্মকং[৩] বিন্দুনাদ-কলাঢ্যং প্রথম-বীজম্। চন্দ্র-কাম-পৃথিবী-মায়াভির্দ্বিতীয়বীজম্। চন্দ্র-শিব-বহ্নি-চতুর্দ্দশস্বর-বিসর্গাঢ্যং

ইহার অর্থ—কৌলেশ ভৈরবী বিদ্যার আদি ও অন্ত রেফ রহিত হইলে সকল-সিদ্ধিদা ভৈরবী হন। তাহাতে স্‌হৈং স্‌হ্‌ক্‌ল্‌রীং সহৌঃ এই সিদ্ধ হয়। এই বিদ্যা সকল সিদ্ধিদা ভৈরবী। ১৮

অনন্তর চৈতন্য-ভৈরবী। যেমন জ্ঞানার্ণব তন্ত্রে বলিয়াছেন—জীব (স) ও প্রাণ-সমন্বিত বাগ্‌ভববীজ (ঐং) অর্থাৎ সহৈং উচ্চারণ করিয়া, দ্বিতীয় বীজ স্‌ক্‌ল্‌ ও ভুবনেশানী (হ্রীং) অর্থাৎ স্‌ক্‌ল্‌ হ্রীং উদ্ধার করিবে। ১৯

হে মহেশানি! জীব (স) প্রাণ (হ) ও বহ্নিতে (রকারে) মিলিত হইয়া শক্রস্বর (চতুর্দশ স্বর) ঔকারে বিভূষিত হইয়া বিসর্গ (ঃ) যুক্ত হইলে ইহা ত্রৈলোক্য-মাতৃকা বিদ্যা হয়। ২০

এই শ্লোকের অর্থ—এস্থলে জীব দন্ত্য সকার; প্রাণ হকার, এই দুইটি দ্বারা যুক্ত বাগ্‌ভব বীজ ঐং। ইহা প্রথম কূট। সকল এইটি স্বরূপ। ভুবনেশানী—মায়া, এইটি দ্বিতীয় কূট। তাহা হইলে চন্দ্র (স্‌), শিব (হ্‌) বিন্দুনাদকলা যুক্ত দ্বাদশস্বর স্বরূপটি প্রথম বীজ। চন্দ্র (স), কাম (ক্‌), পৃথিবী (ল) ও মায়া দ্বারা দ্বিতীয় বীজ। চন্দ্র (স্‌), শিব (হ্‌), বহ্নি (র), চতুর্দশ স্বর বিসর্গযুক্ত হইলে তৃতীয়

১। খ—ভৈরবী। অথ চৈতন্য ভৈরবী। জ্ঞানার্ণবে। ২। খ—জীবপ্রাণবহ্নি। ৩। খ—দ্বাদশস্বরযুক্তং।

তৃতীয়বীজম্[১]। তেন সহৈং ইতি প্রথমকূটম্। সকলহ্রীঁ ইতি দ্বিতীয়কূটম্। সহরৌঃ ইতি তৃতীয়-কূটমিতি সিদ্ধম্।

ইয়ং চৈতন্যভৈরবী। অস্যাঃ পূজা-যন্ত্রম্ (২১)—

ত্রিকোণঞ্চৈব ষট্‌কোণং বসুপত্রং বরাননে!।
চতুরস্রং চতুর্দ্বারমেবং মণ্ডলমালিখেৎ॥ ২২

অস্যাঃ পূজা—আধারশক্ত্যাদি-হ্রীঁ জ্ঞানাত্মনে নমঃ ইত্যন্তং বিন্যস্য পূর্বাদি-কেসরেষু বামাং জ্যেষ্ঠাং রৌদ্রীং অম্বিকামিচ্ছাং জ্ঞানাং ক্রিয়াং[২] কুব্জিকাং চিত্রাং বিষঘ্নিকাং ভ্রামরীমানন্দাং বিন্যস্য মধ্যে হে্‌সৌঃ সদাশিব-মহাপ্রেত-পদ্মাসনায় নম ইতি ন্যসেৎ।

সম্পৎ-প্রদা-বালা-কৌলেশী-সকলেষ্টদা-বিদ্যানামেতাবত্যঃ পীঠ-শক্তয় এব জ্ঞানার্ণবোক্তাঃ। ২৩

ততঃ ঋষ্যাদিন্যাসঃ। শিরসি—দক্ষিণামূর্ত্তয়ে ঋষয়ে নমঃ। মুখে—পঙ্‌ক্তি-চ্ছন্দসে নমঃ। হৃদি—চৈতন্য-ভৈরবৈ্য দেবতায়ৈ নমঃ। ২৪

ততঃ করাঙ্গন্যাসৌ—পূর্ববীজমুচ্চার্য্য অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। দ্বিতীয়-বীজমুচ্চার্য্য তর্জনীভ্যাং স্বাহা। তৃতীয়-বীজমুচ্চার্য্য মধ্যমাভ্যাং বষট্। পুনঃ প্রথমং

বীজ হয়। তাহাতে সহৈং এইটি প্রথম কূট, স্‌কল্ হ্রীং এইটি দ্বিতীয় কূট, স্‌হ্‌রৌঃ এইটি তৃতীয় কূট সিদ্ধ হয়। ইনিই চৈতন্য-ভৈরবী। ইহাঁর পূজাযন্ত্র এইরূপ (২১)—

হে বরাননে! একটি ত্রিকোণ, তাহার পর একটি ষট্‌কোণ ও অষ্টদল, তাহার পর চতুর্দ্বার যুক্ত চতুরস্র—এইরূপ মণ্ডল লিখিবে। ২২

এই ভৈরবীর পূজা। আধার শক্ত্যাদি-হ্রীং জ্ঞানাত্মনে নমঃ—এই পর্য্যন্ত ন্যাস করিয়া পূর্বাদি কেশরে বামা, জ্যেষ্টা, রৌদ্রী, অম্বিকা, ইচ্ছা, জ্ঞানা, ক্রিয়া, কুব্জিকা, চিত্রা, বিষঘ্নিকা, ভ্রামরী ও আনন্দাকে ন্যাস করিয়া মধ্যে হে্‌সৌঃ সদাসিব মহাপ্রেত-পদ্মাসনায় নমঃ এই মন্ত্রে পীঠমন্ত্রকে ন্যাস করিবে। জ্ঞানার্ণবোক্ত এইগুলিই সম্পৎপ্রদা, বালা, কৌলেশী ও সকলেষ্টদা বিদ্যাসমূহের পীঠ শক্তি। ২৩

তাহার পর ঋষ্যাদি ন্যাস। যথা মস্তকে—ওঁ দক্ষিণামূর্ত্তয়ে ঋষয়ে নমঃ। মুখে—ওঁ পঙ্‌ক্তিশ্ছন্দসে নমঃ। হৃদয়ে—ওঁ চৈতন্য-ভৈরবৈ্য দেবতায়ৈ নমঃ। তাহার পর করাঙ্গন্যাস। যথা ওঁ উচ্চারণ পূর্বক পূর্ববীজ অর্থাৎ ওঁ সহৈং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। এইরূপ ওঁ ও দ্বিতীয় বীজ অর্থাৎ ওঁ হ্‌স্‌ক্‌ল্ হ্রীং তর্জনীভ্যাং স্বাহা। ওঁ তৃতীয়

১। খ—তৃতীয়বীজম্। অস্যাঃ পূজাযন্ত্রং। ২। খ—জ্ঞানক্রিয়াং।

অনামিকাভ্যাং হুঁ। দ্বিতীয়ং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। তৃতীয়ং করতল-পৃষ্ঠাভ্যাং ফট্। এবং হৃদয়াদিষু। "দ্বিরাবৃত্ত্যা ষড়ঙ্গানি বিন্যস্য সাধকঃ সদা"। ইতি বচনাৎ। ২৫

ততো ধ্যানং— উদ্যদ্ভানু-সহস্রাভাং নানালঙ্কার-ভূষিতাম্।
মুকুটাগ্র-লসচ্চন্দ্র-রেখাং রক্তাম্বরান্বিতাম্ ॥ ২৬
পাশাঙ্কুশধরাং নিত্যাং বামহস্ত-কপালিনীম্।
বরদাভয়-শোভাঢ্যাং পীনোন্নত-ঘনস্তনীম্ ॥ ২৭

এবং ধ্যাত্বার্ঘ্যং সংস্থাপ্যাধারশক্ত্যাদি-বামা-জ্যেষ্ঠাদি-পীঠশক্তীঃ পীঠমন্ত্রঞ্চ সংপূজ্য ত্রিপুরভৈরব্যুক্ত-গুরুপংক্তিং সংপূজ্য পুনর্ধ্যাত্বাবাহনাদি-পঞ্চ-পুষ্পাঞ্জলিদান-পর্য্যন্তং বিধায়াবরণানি পূজয়েৎ। ২৮

তত্র প্রথমং ষড়ঙ্গপূজা। যথা অগ্নিকোণে—প্রথমবীজমুচ্চার্য্য হৃদয়ায় নমঃ। এবমীশানে দ্বিতীয়ং শিরসে স্বাহা। নৈঋর্তে তৃতীয়ং শিখায়ৈ বষট্।

বীজ সহরৌঃ উচ্চারণ পূর্বক অর্থাৎ ওঁ স্‌হ্‌রৌঃ মধ্যমাভ্যাং বৌষট্। পুনরায় ওঁ সহৈং অনামিকাভ্যাং হুং। ওঁ হ্‌স্‌ক্‌ ল্‌ হ্রীং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। ওঁ স্‌হ্‌রৌঃ করতল-পৃষ্ঠাভ্যাং ফট্। এইরূপ হৃদয়ে—ওঁ স্‌হৈং হৃদয়ায় নমঃ। মস্তকে—ওঁ হ্‌স্‌ক্‌ল্‌ হ্রীং শিরসে স্বাহা। শিখায়—ওঁ সহরৌঃ শিখায়ৈ বষট্। বাহুদ্বয়ে—ওঁ স্‌হৈং কবচায় হুং। নেত্রত্রয়ে—ওঁ হ্‌স্‌ক্‌ল্‌ হ্রীং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। করতল পৃষ্ঠে—ওঁ স্‌হ্‌রৌঃ করতল-পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্। যেহেতু এই বচন আছে যে—সাধক সর্বদা প্রথমাদি বীজগুলিকে দুইবার আবৃত্তি করিয়া করাঙ্গন্যাস করিয়া ধ্যান করিবে। ২৪

ধ্যানের অর্থ—উদীয়মান সূর্য্য-সহস্রের ন্যায় দ্যুতিবিশিষ্টা, নানা অলঙ্কারে বিভূষিতা, মুকুটাগ্রে উজ্জ্বল চন্দ্র রেখা-ধারিণী, রক্তবস্ত্র পরিহিতা, নিত্যা, দক্ষিণ হস্তে পাশাঙ্কুশ ও বরমুদ্রা এবং বাম হস্তে কপাল ও অভয়মুদ্রা ধারিণী পীন ও উন্নত ঘনস্তনী চৈতন্য ভৈরবীকে ধ্যান করিবে। ২৬-২৭

এই প্রকারে ধ্যান করিয়া, বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করিয়া, আধার শক্তি প্রভৃতি হইতে বামা, জ্যেষ্ঠাদি পীঠ শক্তি ও পীঠ মন্ত্র পর্য্যন্ত পূজা করিয়া, ত্রিপুর ভৈরবী প্রকরণোক্ত গুরু পঙ্‌ক্তিকে পূজা করিয়া, পুনরায় ধ্যান করিয়া, আবাহনাদি পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি দান পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্য করিয়া আবরণ দেবতার পূজা করিবেন। ২৮

তন্মধ্যে প্রথম ষড়ঙ্গ পূজা। যথা—অগ্নিকোণে প্রথম বীজ উচ্চারণ করিয়া অর্থাৎ ওঁ সহৈং হৃদয়ায় নমঃ। এইরূপ ঈশানে—ওঁ হ্‌স্‌ক্‌ল্‌ হ্রীং শিরসে স্বাহা।

বায়ৌ পুনঃ প্রথমং কবচায় হুঁ। মধ্যে—দ্বিতীয়ং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্‌। চতুর্দ্দিক্ষু—তৃতীয়মস্ত্রায় ফট্‌। ততঃ পূর্ববদ্ রত্যাদিকং সংপূজ্য অগ্রে ওঁ বসন্তায় নমঃ। বামে—কামদেবায়। দক্ষিণে—চাপায়। ততঃ পূর্ববদ্বাণান্ সংপূজ্য ষট্‌কোণে পূর্বাদিতঃ—ওঁ ডাকিন্যৈ নমঃ। এবং কাকিন্যৈ, লাকিন্যৈ, রাকিন্যৈ, সাকিন্যৈ, হাকিন্যৈ। অষ্টদলেষু পূর্বাদিতঃ পূর্বোক্তানঙ্গকুসুমাদ্যাঃ। পূর্বাদিপত্রাগ্রেষু ওঁ পরভৃতায় নমঃ। এবং সারসায়, শুকায়, মেঘাহ্বায় মেঘায়েতি বা অপাঙ্গায়, ভ্রূবিলাসায়, হাবায়, ভাবায়। তত ইন্দ্রাদীন্ বজ্রাদীংশ্চ সংপূজ্য ধূপাদি-বিসর্জনান্তং কর্ম সমাপয়েৎ ॥ অস্যাঃ পুরশ্চরণং লক্ষজপঃ। ২৯

অথ কামেশ্বরী ভৈরবী

জ্ঞানার্ণবে— কামেশ্বরী চ রুদ্রার্ণা পূর্বসিংহাসনে স্থিতা।
এতস্যা এব বিদ্যায়া বীজদ্বয়মুদাহৃতম্ ॥ ৩০
তদন্তে পরমেশানি! নিত্যক্লিন্নে! মদদ্রবে!।
এতস্যা এব তার্তীয়ং রুদ্রার্ণা পরমেশ্বরী ॥ ৩১

নৈর্ঋতে—ওঁ স্‌হ্‌রৌঃ শিখায়ৈ বৌষট্‌। বায়ুকোণে—ওঁ স্‌হৈং কবচায় হুং। মধ্যে—ওঁ হ্‌স্‌ক্‌ল হ্রীং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্‌। চারিদিকে—ওঁ স্‌হ্‌রৌঃ অস্ত্রায় ফট্‌। তাহার পর পূর্ববৎ রতি প্রভৃতিকে পূজা করিয়া, অগ্রে—ওঁ বসন্তায় নমঃ। বামে—ওঁ কামদেবায় নমঃ। দক্ষিণে—ওঁ চাপায় নমঃ। তাহার পর পূর্ববৎ বাণগণকে পূজা করিয়া, ছয়টি কোণে পূর্বাদি ক্রমে ওঁ ডাকিন্যৈ নমঃ। এইরূপ রাকিন্যৈ, লাকিন্যৈ, কাকিন্যৈ, সাকিন্যৈ, হাকিন্যৈ নমঃ বলিয়া পূজা করিয়া, অষ্টদলে পূর্বাদিক্রমে পূর্বোক্ত অনঙ্গকুসুমাদির পূজা করিবেন। পূর্বাদি পত্রের অগ্রসমূহে ওঁ পরভৃতায় নমঃ। এইরূপ সারসায়, শুকায়, মেঘাহ্বায় অথবা মেঘায়, অপাঙ্গায়, ভ্রূবিলাসায়, হাবায়, ভাবায় নমঃ বলিয়া পূজা করিবেন। তাহার পর ইন্দ্রাদি লোকপাল ও বজ্রাদি অস্ত্রসমূহকে পূজা করিয়া, ধূপদান হইতে বিসর্জন পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্য শেষ করিবেন। এই বিদ্যার পুরশ্চরণ লক্ষ জপ। ২৯

অথ কামেশ্বরী ভৈরবী। জ্ঞানার্ণব তন্ত্রে বলিয়াছেন—একাদশাক্ষরা কামেশ্বরী সিংহাসনের পূর্বে অবস্থিতা। হে পরমেশানি। এই চৈতন্য ভৈরবী বিদ্যার দুইটি বীজ স্‌হৈং ও স্‌ক্‌ল্‌ হ্রীং উদ্ধৃত হইবে। তাহার অন্তে নিত্যক্লিন্নে। মদদ্রবে। তাহার পর এই চৈতন্য ভৈরবীর তৃতীয় বীজ স্‌হ্‌রৌঃ উদ্ধার করিবে। এই একাদশাক্ষরা কামেশ্বরী। ৩০-৩১

ধ্যানপূজাদিকং দেবি ! চৈতন্যা ইব পূর্ববৎ।
ত্রিকোণে তু বিশেষোঽস্তি কথয়ামি তবানঘে ! ॥ ৩২
অগ্রকোণক্রমেণৈব নিত্যাং ক্লিন্নাং মদদ্রবাম্।
ষড়ঙ্গাবরণং পশ্চাৎ পূজয়েৎ সর্বসিদ্ধয়ে ॥ ৩৩

পূর্বেতি। শিবাধ্যাসিত-সিংহাসনস্য পূর্বস্মিন্ স্থিতেত্যর্থঃ। কেচিৎ তু শিবমুখস্য সিংহাসনসংজ্ঞা ইত্যাহুঃ।

স্থানত্রয়ে[১] এতস্যা ইত্যস্য চৈতন্য-ভৈরব্যা ইত্যর্থঃ। বীজদ্বয়মিতি আদ্যবীজদ্বয়মিত্যর্থঃ[২]। তেন সহৈঁ সকলহ্রীঁ নিত্যক্লিন্নে মদদ্রবে সহরৌঁ ইতি সিদ্ধম্। ইয়ং কামেশ্বরী ভৈরবী। ৩৪

অথ ষট্কূটা ভৈরবী

জ্ঞানার্ণবে—ডাকিনী-রাকিনী-বীজে লাকিনী-কাকিনী-যুগম্।
সাকিনী-হাকিনী-বীজে আহৃত্য সুরসুন্দরি ! ॥ ৩৫
আদ্যমৈকার-সংযুক্তমন্যদীকার-সংযুক্তম্
শক্রস্বরান্বিতং দেবি ! তার্তীয়ং বীজমালিখেৎ।

হে দেবি। ধ্যান, পূজাদি সমস্তই পূর্ববৎ চৈতন্য ভৈরবীর ন্যায় হইবে। অনঘে! পূজায় ত্রিকোণে বিশেষ আছে, তাহা তোমার নিকট বলিতেছি। ৩২

পূর্ব ইত্যাদি কথার অর্থ—শিবের অধ্যাসিত সিংহাসনের পূর্বে অবস্থিতা। কেহ কেহ এই বলেন—শিবমুখের সিংহাসন নাম। স্থানত্রয়ে এতস্যাঃ পদের অর্থ—চৈতন্য-ভৈরবীর। বীজদ্বয়ম্—এই কথার অর্থ—প্রথমবীজ দ্বয়। তাহাতে সহৈং স্ ক্ ল্ হ্রীং নিত্যক্লিন্নে মদদ্রবে স্ হ্ রৌং—এই মন্ত্র সিদ্ধ হয়। এই বিদ্যাই কামেশ্বরী ভৈরবী। ৩৪

বিবৃতি। স্বরহীন ব্যঞ্জন বর্ণ অনুচ্চার্য্য বলিয়া অর্দ্ধাক্ষর। স্বরবর্ণই অক্ষর। এই বিদ্যাতে বহু ব্যঞ্জন বর্ণ থাকিলেও ১১টি স্বরবর্ণ আছে বলিয়া উহাকে একাদশ বর্ণা বলা হইয়াছে। ৩৪

অনন্তর ষট্কূটা ভৈরবী। জ্ঞানার্ণবে বলিয়াছেন—হে সুরসুন্দরি!। ডাকিনী বীজ (ড), রাকিনী বীজ (র), এই দুইটি; লাকিনী (ল) ও কাকিনী (ক)—এই দুইটি বীজ; সাকিনী বীজ (স) ও হাকিনী বীজ (হ)—এই দুইটি উদ্ধার করিয়া প্রথম ড র ল ক স হ-কে ঐকার সংযুক্ত, অন্য দ্বিতীয় ড র ল ক স হ-কে ঈকার সংযুক্ত

১। খ—স্থানদ্বয়েঽপি। ২। খ—ইত্যর্থঃ। অথ ষট্কূটা ভৈরবী।

বিন্দুনাদ-কলাক্রান্তং ত্রিতয়ং শৈলসম্ভবে ! । ৩৬

ডাকিনী-বীজং টবর্গ-তৃতীয়াক্ষরম্ । রাকিনী বীজং—রেফঃ । লাকিনী-বীজং—লকারঃ । কাকিনী-বীজং—ককারঃ । সাকিনী-বীজং দন্ত্য-সকারঃ । অতএব সাকিনী-শব্দোঽপি দন্ত্যাদিরেব । হাকিনী-বীজং—হকারঃ । পদ-ত্রয়ং কর্মবিভক্ত্যন্তম্ । অন্যদ্দ্বিতীয়-বীজং । শক্রস্বরশ্চতুর্দ্দশস্বরঃ । ত্রিতয়ং কূটত্রয়ং বিন্দুনাদাঢ্যং[১] । ষড়্ভির্ব্যঞ্জনৈর্কূটং যস্যা সা ইতি নামার্থঃ[২] । তেন ড র ল ক স হৈঁ, ড র ল ক স হীঁ ড র ল ক স হৌঁ ইতি সিদ্ধম্ । ইয়ং ষট্কূটা ভৈরবী । ৩৭

তৃতীয়বীজং সবিসর্গমিত্যপি মতম্ । যথা দক্ষিণামূর্ত্তি-সংহিতায়াং—

ডরৌক্ষ্মা-মাদনং চন্দ্র-শিবমত্র ত্রিধা লিখেৎ ।
অর্কেলা-শক্র-কলয়া ক্রমাৎ তং মণ্ডিতং কুরু ।
বিন্দুনাদান্বিতঞ্চাদ্যযুগ্মমন্ত্যং বিসর্গবৎ ॥ ৩৮

করিবে । হে দেবি । তৃতীয় ড র ল ক স হ-কে শক্রস্বর ঔকার দ্বারা যুক্ত করিয়া লিখিবে । হে শৈলসম্ভবে । এই তিনটি বিন্দু ও নাদকলা দ্বারা যুক্ত হইবে । ৩৫-৩৬

ডাকিনী বীজং—ট বর্গের তৃতীয় অক্ষর ড । রাকিনী বীজং—রেফ র । লাকিনী বীজং—লকার । কাকিনী বীজং—ককার । সাকিনী বীজং—দন্ত্য সকার । অতএব সাকিনী শব্দও দন্ত্যাদি অর্থাৎ দন্ত্য সকারাদি । হাকিনী বীজং—হকার । তিনটি পদই কর্মবিভক্ত্যন্ত । অন্যৎ অর্থ—দ্বিতীয় বীজ । শক্রস্বরঃ—চতুর্দশ স্বর ঔ । ত্রিতয়ং —কূটত্রয়—এই অর্থ । কূটত্রিতয় বিন্দুনাদ যুক্ত । ছয়টি ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বারা কূট হইয়াছে যাহার অর্থাৎ যে বিদ্যার, তিনি ষট্কূটা । ইহাই ষট্কূটা নামের অর্থ । তাহাতে ড্ র্ ল্ ক্ স্ হৈং, ড্ র্ ল্ ক্ স্ হীং, ড্ র্ ল্ ক্ স্ হৌং এই সিদ্ধ হয় । এই বিদ্যাই ষট্কূটা ভৈরবী । ৩৭

তৃতীয় বীজটি সবিসর্গ, এইও মত আছে । যেমন দক্ষিণামূর্ত্তি সংহিতায় বলিয়াছেন—ড্ র্ ক্ষ্মা (ল্) মাদন (ক্), চন্দ্র (স্), শিবকে (হ) অর্থাৎ ড্ র্ ল্ ক্ স্ হ্-কে এই বিদ্যায় তিনবার লিখিবে । সেই ত্রিতয়কে অর্ক (দ্বাদশ স্বর ঐ), ইলা (চতুর্থ স্বর ঈ), শক্র (চতুর্দশ স্বর ঔ) ও কলা (বিন্দুনাদ) দ্বারা এই তিনটিকে ক্রমে ক্রমে যুক্ত করিবে । প্রথম দুইটি বিন্দুনাদের দ্বারা যুক্ত হইবে । অন্ত্য তৃতীয়টি বিসর্গ যুক্ত হইবে । ৩৮

---

১ । ক—ত্রিতয়ং কূটত্রয়মিত্যর্থঃ । বিন্দুনাদাঢ্যং । ২ । খ—তৃতীয় বীজং সবিসর্গবদিতি কেচিৎ । যথা দক্ষিণামূর্ত্তি ।

অর্কো দ্বাদশস্বরঃ। ঈলা চতুর্থস্বরঃ। শক্রশ্চতুর্দ্দশস্বরঃ। অর্কেণ মায়া-শক্রাভ্যাং ক্রমাত্তং মণ্ডিতং কুরু। ইত্যপি কচিৎ পাঠস্তত্র মায়া চতুর্থস্বরঃ। অস্যা ধ্যানম্ (৩৯)—

বালসূর্য্যপ্রভাং দেবীং জবাকুসুম-সন্নিভাম্।
মুণ্ডমালাবলী-রম্যাং বালসূর্য্য-সমাংশুকাম্ ॥ ৪০
সুবর্ণকলসাকার-পীনোন্নত-পয়োধরাম্।
পাশাঙ্কুশৌ পুস্তকঞ্চ তথা চ জপমালিকাম্ ॥ ৪১ দধতীমিতি শেষঃ।
দ্বিরাবৃত্ত্যা ষড়ঙ্গানি বিধায় পরমেশ্বরি!।
যন্ত্রমস্যা বরারোহে! ত্রিকোণং তৎ-পুটং লিখেৎ ॥ ৪২
বহিরষ্টদলং পদ্মং রবিপত্রং ততো লিখেৎ।
চতুরস্রং চতুর্দ্বারমেবং মণ্ডলমালিখেৎ ॥ ৪৩
ষড়ঙ্গাবরণং দেবি! পূর্ব্ববৎ পূজয়েচ্ছিবে!।

অর্কঃ—দ্বাদশ স্বর। ঈলা—চতুর্থ স্বর। শক্র—চতুর্দশ স্বর। অর্কেণ মায়া-শক্রাভ্যাং ক্রমাৎ তং মণ্ডিতং কুরু অর্থাৎ অর্কের দ্বারা মায়া ও শক্র দ্বারা ক্রমে ক্রমে তাহাকে মণ্ডিত কর—এইরূপও কোন কোন স্থলে পাঠ আছে। সেই পাঠে মায়া—চতুর্থ স্বর। ইহার ধ্যানের অর্থ (৩৯)—

বাল সূর্য্যের ন্যায় প্রভাবিশিষ্টা, জবাকুসুমের ন্যায় রক্তবর্ণা, মুণ্ডমালাবলী দ্বারা মনোহরা, বালসূর্য্যের তুল্য রক্তবস্ত্র পরিহিতা, সুবর্ণ কলশের আকার পীন ও উন্নত স্তনধারিণী, পাশ, অঙ্কুশ, পুস্তক ও জপমালা-ধারিণী দেবীকে চিন্তা করিবে। ৪০-৪১। দধতীম্ এই পদটি উহ্য।

হে পরমেশ্বরি। বীজত্রয়কে দুইবার আবৃত্তি করিয়া ষড়ঙ্গের ন্যাস করিবে। যথা—ওঁ ডরলকসহৈং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ওঁ ডরলকসহীং তর্জনীভ্যাং স্বাহা, ওঁ ডরলকসহৌং মধ্যমাভ্যাং বৌষট্, ওঁ ডরকলসহৈং অনামিকাভ্যাং হুং। ওঁ ডরলকসহীং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, ওঁ ডরলকসহৌং করতল-পৃষ্ঠাভ্যাং ফট্। এইরূপ ওঁ ডরলকসহৈং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি আকারে অঙ্গন্যাস করিবে। হে বরারোহে। এই বিদ্যার যন্ত্র এইরূপ—একটি ত্রিকোণ, তাহার বাহিরে পুটিত ত্রিকোণ অর্থাৎ ষট্কোণ, তাহার বাহিরে দ্বাদশদল পদ্ম, তাহার বাহিরে চতুর্দ্বার ও চতুষ্কোণ—এই মণ্ডল (যন্ত্র) লিখিবে। ৪২-৪৩

হে দেবি। পূর্ব্ববৎ ছয়টি অঙ্গাবরণের পূজা করিবেন। যথা—ওঁ ডরলকসহৈং

রত্যাদি-ত্রিতয়ং দেবি ! ত্রিকোণে পরিপূজয়েৎ ॥ ৪৪
ডাকিন্যাদ্যাস্তু ষট্‌কোণে বসুপত্রে ততঃ পরম্ ।
ব্রাহ্ম্যাদি-যুগলং পশ্চাদ্রবিপত্রে ততঃ পরম্ ॥ ৪৫
বালায়াঃ পীঠশক্তীস্তু বামাদ্যাঃ পূজয়েৎ ক্রমাৎ ।
চতুরস্রে লোকপালান্ সায়ুধান্ পরমেশ্বরি ! ॥ ৪৬
তৎপুটং ত্রিকোণদ্বয়মধ্যগতং ষট্‌কোণান্তর্গতমিতি যাবৎ ॥ ৪৭

অথ ভোগমোক্ষদা ভৈরবী[১]

যথা জ্ঞানার্ণবে—এতস্যা এব বিদ্যায়াঃ ষড়্ বর্ণান্ ক্রমশঃ স্থিতান্ ।
বিপরীতান্ বদ প্রৌঢ়ে ! বিদ্যেয়ং ভোগমোক্ষদা ।
ন্যাস-পূজাদিকং সর্বমস্যাঃ পূর্ববদাচরেৎ । ৪৮

হৃদয়ায় নমঃ, ওঁ ডরলকসহৈং শিরসে স্বাহা, ওঁ ডরলকসহৌং শিখায়ৈ বষট্, ওঁ ডরকল সহৈং কবচায় হুং, ওঁ ডরলকসহীং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, ওঁ ডরলকসহৌং অস্ত্রায় ফট্ । হে দেবি। ত্রিকোণে রতি, প্রীতি, মনোভবাকে ওঁ রত্যৈ নমঃ, ওঁ প্রীত্যৈ নমঃ, ওঁ মনোভবায়ৈ নমঃ মন্ত্রে পূজা করিবে । ৪৪

তাহার পর ষট্‌কোণে ওঁ ডাকিন্যৈ নমঃ, ইত্যাকার মন্ত্রে ডাকিনী, রাকিনী, লাকিনী, কাকিনী, সাকিনী ও হাকিনীকে পূজা করিবেন । বসুপত্রে ব্রাহ্ম্যাদি যুগলের পূজা করিবেন । যথা—ওঁ অসিতাঙ্গ-ব্রাহ্মীভ্যাং নমঃ, ওঁ রুরুমাহেশ্বরীভ্যাং নমঃ, ওঁ চণ্ডঃকৌমারীভ্যাং নমঃ, ওঁ ক্রোধভৈরবীভ্যাং নমঃ, ওঁ উন্মত্তবারাহীভ্যাং নমঃ, ওঁ কপালীন্দ্রাণীভ্যাং নমঃ, ওঁ ভীষণচামুণ্ডাভ্যাং নমঃ, ওঁ সংহার-মহালক্ষ্মীভ্যাং নমঃ। তাহার পর দ্বাদশ দলে বালার পীঠশক্তি বামাদির যথাক্রমে পূজা করিবেন। যথা—ওঁ বামায়ৈ নমঃ, এইরূপ জ্যেষ্ঠায়ৈ, রৌদ্র্যৈ, অম্বিকায়ৈ, ইচ্ছায়ৈ, জ্ঞানায়ৈ, ক্রিয়ায়ৈ, কুব্জিকায়ৈ, বিচিত্রায়ৈ, বিষবিম্বিকায়ৈ, ভূচর্য্যৈ ও আনন্দায়ৈ। হে পরমেশ্বরি। তাহার পর চতুরস্রে বজ্রাদি অস্ত্রের সহিত লোকপালগণকে পূজা করিবেন। এইরূপ বিধানেই ষট্‌কূটা ভৈরবীকে পূজা করিবে। ৪৫-৪৬

তৎপুট কথার অর্থ—ত্রিকোণদ্বয়ের মধ্যগত, ষট্‌কোণের অন্তর্গত। ইহাই তাৎপর্য্য । ৪৭

অনন্তর ভোগমোক্ষদা ভৈরবী। যেমন জ্ঞানার্ণবে বলিয়াছেন—হে প্রৌঢ়ে! এই ষট্‌কূটা ভৈরবী বিদ্যার ক্রমে ক্রমে অবস্থিত ছয়টি বর্ণকে বিপরীত বল। এই বিদ্যা ভোগমোক্ষদা ভৈরবী। এই বিদ্যার ন্যাস পূজাদি সমস্তই পূর্ববৎ অর্থাৎ ষট্‌কূটা ভৈরবীর ন্যায় হইবে। ৪৮

১। খ—ভৈরবী। তত্রৈব এতস্যা।

বিপরীতান্ ইতি ষট্কূটা-ভৈরব্যা এব বর্ণা বিপরীতা ইত্যর্থঃ। তেনাদৌ হকারস্ততো দন্ত্য-সকারস্ততঃ ককারস্ততো লকারস্ততো রেফস্ততো ডকারঃ ইত্যেব ক্রম ইত্যর্থঃ। ইয়মেব নিত্যা ভৈরবী উচ্যতে। তেন—হ স ক ল র ডৈঁ হ স ক ল র ডীঁ হ স ক ল র ডৌঁ ইতি সিদ্ধম্। ইয়ং ভোগমোক্ষদা ভৈরবী। ৪৯

অথ রুদ্রভৈরবী[১]

যথা জ্ঞানার্ণবে—শিবচন্দ্রৌ মাদনান্তং পান্তং বহ্নি-সমন্বিতম্।
শক্তি-ভিন্নং বিন্দুনাদ-কলাঢ্যং বাগ্‌ভবং প্রিয়ে! ॥ ৫০
সম্পৎ-প্রদায়া ভৈরব্যাঃ কামরাজং তদেব হি।
সদাশিবস্য বীজন্তু মহাসিংহাসনস্য চ।
এষা বিদ্যা মহেশানি! বর্ণিতুং নৈব শক্যতে ॥ ৫১

শিবো হকারশ্চন্দ্রো দন্ত্য-সকারঃ মাদনান্তং খকারঃ। পান্তং ফকারঃ। বহ্নী রেফঃ। শক্তিরেকাদশস্বরঃ। ইতি বাগ্‌ভব-কূটম্। সম্পৎ-প্রদায়া মধ্যমকূটমস্যা মধ্যমকূটমেব। আসনীভূত-শিবস্য বীজং প্রেতবীজং তৃতীয়ং[২]

বিপরীতান্ অর্থ—ষট্‌কূটা ভৈরবীর বর্ণগুলিকে বিপরীত করিয়া। তাহাতে প্রথমে হকার, পরে দন্ত্য সকার, পরে ককার, পরে লকার, পরে রকার, পরে ডকার; এইরূপ ক্রম। ইনিই নিত্যভৈরবী বলিয়া কথিত হন। তাহাতে হসকলরডৈং, হসকলরডীং ও হসকলরডৌং এই বিদ্যা সিদ্ধ হয়। এই বিদ্যা ভোগ মোক্ষদা ভৈরবী। ৪৯

অনন্তর রুদ্রভৈরবী। যেমন জ্ঞানার্ণবে বলিয়াছেন—হে প্রিয়ে! শিব (হ্) ও চন্দ্র (স্) মাদনান্ত (খ্), বহ্নিসমন্বিত, পান্ত (ফ্), শক্তি (এ) সহিত ভিন্ন (মিশ্রিত) এবং বিন্দু ও নাদকলা যুক্ত, ইহা বাগ্‌ভবকূট। সম্পৎপ্রদা ভৈরবীর সেই মধ্যমকূট কামরাজই ইঁহার মধ্যম কূট। মহাসিংহাসন শিবের প্রেতবীজই এই বিদ্যার তৃতীয় বীজ। হে মহেশানি! এই বিদ্যা আমি বর্ণনা করিতে পারি না। ৫০-৫১

শিবঃ—হকার; চন্দ্র—দন্ত্য সকার; মাদনান্ত—খকার; পান্ত—ফকার; বহ্নি—রেফ রকার; শক্তি—একাদশ স্বর ঐ—ইহা বাগ্‌ভব কূট। সম্পৎপ্রদা ভৈরবীর মধ্যম কূটই এই বিদ্যার মধ্যম কূট। আসনীভূতপ্রেত শিবের বীজ অর্থাৎ প্রেতবীজ এই

১। খ—ভৈরবী। তত্রৈব শিবচন্দ্রৌ। ২। খ—তৃতীয়ং শক্তিকূটমিতি। অস্যা পূজা যথং।

শক্তিকূটমিত্যর্থঃ। তেন হ স খ ফ্রেঁ হ স ক ল রীঁ হে্সৌঁ ইতি সিদ্ধম্। ইয়ং রুদ্রভৈরবী। অস্যাঃ পূজা-যন্ত্রম্ (৫২)—

ত্রিকোণঞ্চৈব বৃত্তঞ্চ বৃত্তাষ্টদলপঙ্কজম্।
বৃত্তং ভূমণ্ডলঞ্চেতি[১] ভৈরব্যা যন্ত্রমুত্তমম্ ॥ ৫৩

অস্যাঃ পূজা। প্রাতঃকৃত্যাদি-প্রাণায়ামান্তং বিধায় চৈতন্যভৈরবীবৎ পীঠ-ন্যাসং কুর্য্যাৎ। অস্যাঃ পীঠমন্ত্রস্তু—অঘোরে ঐঁ ঘোরে হ্রীঁ সর্বতঃ সর্ব-সর্বেভ্যো ঘোরঘোরতরে[২] শ্রীঁ নমোঽস্তু রুদ্ররূপেভ্যঃ ঐঁ ক্লীঁ সৌঁ[৩] ইতি। ৫৪

বিদ্যার তৃতীয় শক্তি কূট—এই অর্থ। তাহাতে হসখফ্রেং, হসকলরীং হে্সৌঃ—ইহা সিদ্ধ হয়। এই বিদ্যাই রুদ্রভৈরবী। এই বিদ্যার পূজার যন্ত্র এইরূপ (৫২)—

একটি ত্রিকোণ, তাহার পর একটি বৃত্ত, পুনরায় একটি বৃত্ত, তাহার পর অষ্টদল পদ্ম, তাহার বাহিরে বৃত্ত ও ভূমণ্ডল (চতুর্দ্বার যুক্ত চতুরস্র)। ইহা ভৈরবীর উত্তম যন্ত্র। ৫৩

এই বিদ্যার পূজা। প্রাতঃকৃত্যাদি হইতে প্রাণায়াম পর্য্যন্ত করিয়া চৈতন্যভৈরবীর ন্যায় পীঠন্যাস করিবেন। যথা—আধার শক্ত্যাদি হইতে হ্রীং জ্ঞানাত্মনে নমঃ পর্য্যন্ত ন্যাস করিয়া, পূর্বাদিক্রমে ওঁ বামায়ৈ নমঃ। এইরূপ জ্যৈষ্ঠায়ৈ, রৌদ্র্যৈ, অম্বিকায়ৈ, ইচ্ছায়ৈ, জ্ঞানায়ৈ, ক্রিয়ায়ৈ, কুব্জিকায়ৈ, চিত্রায়ৈ, বিষঘ্নিকায়ৈ, ভূচর্য্যৈ, আনন্দায়ৈ নমঃ মন্ত্রে পীঠশক্তির ন্যাস করিয়া মধ্যে পীঠমন্ত্রের ন্যাস করিবেন। ইহাঁর পীঠমন্ত্র—ওঁ অঘোরে ঐং ঘোরে হ্রীং সর্বতঃ সর্বসর্বেভ্যো ঘোরঘোরতরেভ্যঃ শ্রীং নমোঽস্তু রুদ্র-রূপেভ্যঃ ঐং ক্লীং সৌং হ্রীং। ৫৪

বিবৃতি। তন্ত্রসারে ও এখানে পীঠমন্ত্রের শরীর ভিন্ন। তন্ত্রসারে—অঘোরে ঐং ঘোরে হ্রীং সর্বতঃ সর্বসর্বেভ্যো ঘোরঘোরতরে শ্রীং নমোঽস্তু রুদ্ররূপেভ্যঃ ঐং হ্রীং শ্রীং। তন্ত্রসারের পাঠান্তর ঐং ক্লীং সৌঃ। জ্ঞানমালা তন্ত্রে বলিয়াছেন—অঘোরে বাগ্‌ভবং পশ্চাদ্ ঘোরে তু ভুবনেশ্বরী। সর্বতঃ সর্বসর্বেভ্যো ঘোরঘোরতরে রমাম্। নমোঽস্তু রুদ্ররূপেভ্যো দেব্যা বীজত্রয়ং ক্রমাৎ। ত্রিংশত্তিশ্চ ত্রিভির্বর্ণৈর্বিদ্যেয়ং কথিতা প্রিয়ে। এই মন্ত্রটি তেত্রিশ অক্ষরের হইলে খোরতরেভ্যঃ এই পাঠটিকে প্রমাদকৃত বলিতে হইবে। ঘোরতরে পাঠই সমীচীন। দেব্যাঃ বীজত্রয়ং বাক্যের অর্থ স্পষ্ট নহে; সন্দিগ্ধ। এই মন্ত্রের অন্তর্গত যে বীজত্রয়, সেই বীজত্রয়? অথবা ঐং ক্লীং সৌং

১। খ—ভৈরব্যা যন্ত্রমুত্তমমিতি নাস্তি। ২। খ—ঘোরঘোরতরেভ্যঃ শ্রীং নমো রুদ্ররূপেভ্যঃ ঐং ক্লৌং। ততঃ ষড়াদি ন্যাসঃ। ৩। ক+খ—সৌং হ্রীং।

তত ঋষ্যাদিন্যাসঃ ॥ শিরসি—দক্ষিণামূর্ত্তয়ে ঋষয়ে নমঃ, মুখে—পংক্তিচ্ছন্দসে নমঃ। হৃদি—রুদ্রভৈরব্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ। কূটত্রয়েণ দ্বিরাবৃত্ত্যা করাঙ্গন্যাসৌ পূর্ববৎ কৃত্বা ধ্যায়েৎ। ৫৫

উদ্যদ্ভানু-সহস্রাভাং চন্দ্রচূড়াং ত্রিলোচনাম্।
নানালঙ্কার-সুভগাং সর্ববৈরি-নিকৃন্তনীম্ ॥ ৫৬
বমদ্রুধিরমুণ্ডালী-কলিতাং রক্তবাসসম্।
ত্রিশূলং ডমরুং খড়্গং তথা খেটকমেব চ ॥ ৫৭
পিনাকঞ্চ শরান্ দেবীং পাশাঙ্কুশযুগং ক্রমাৎ।
পুস্তকঞ্চাক্ষ-মালাঞ্চ শিবসিংহাসনে স্থিতাম্ ॥ ৫৮

ইয়ং দশভূজা। এবং ধ্যাত্বা মানসৈরভ্যর্চ্যার্ঘ্যং সংস্থাপ্য চৈতন্যভৈরব্যুক্ত-পীঠপূজাং বিধায় এতন্মন্ত্রোক্ত-পীঠমন্ত্রেণ পীঠং সংপূজ্য পুনর্ধ্যাত্বাবাহনাদি-পঞ্চ-পুষ্পাঞ্জলি-দানান্তং বিধায়াবরণানি পূজয়েৎ। ৫৯

এই বীজত্রয় ? কোনটি যথার্থ, তাহার নির্ণয় দুরূহ। সম্প্রদায়বিৎ গুরুর উপদেশানুসারে ইহার নির্ণয় কর্ত্তব্য। ৫৪

তাহার পর ঋষ্যাদি ন্যাস। যথা মস্তকে—ওঁ দক্ষিণামূর্ত্তয়ে ঋষয়ে নমঃ। মুখে—ওঁ পঙ্‌ক্তিচ্ছন্দসে নমঃ। হৃদয়ে—ওঁ রুদ্রভৈরব্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ। তাহার পর করাঙ্গন্যাস। যথা—ওঁ হসখফ্রেং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ওঁ হসকলরীং তর্জনীভ্যাং স্বাহা, হ্‌সৌঃ মধ্যমাভ্যাং বৌষট্, ওঁ হসখফ্রেং অনামিকাভ্যাং হুং, ওঁ হসকলরীং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, ওঁ হ্‌সৌঃ করতল-পৃষ্ঠাভ্যাং ফট্। এইরূপ হৃদয়ে—ওঁ হসখফ্রেং হৃদয়ায় নমঃ। ওঁ হসকলরীং শিরসে স্বাহা, ওঁ হ্‌সৌঃ শিখায়ৈ বষট্। ওঁ হসখফ্রেং কবচায় হুং, ওঁ হসকলরীং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। ওঁ হ্‌সৌঃ করতল-পৃষ্ঠাভ্যাং ফট্। এইরূপ দ্বিরাবৃত্ত কূট ত্রয়ের দ্বারা পূর্ববৎ করাঙ্গন্যাস করিয়া ধ্যান করিবেন। ৫৫

ধ্যানের অর্থ—উদীয়মান আদিত্য সহস্রের ন্যায় দীপ্তি যুক্তা, চন্দ্রচূড়া, ত্রিলোচনা, নানালঙ্কারে প্রিয়দর্শিনী, সর্ববৈরী বিনাশিনী, গলিতরুধির মুণ্ডসমূহের মালায় বিভূষিতা, রক্তবস্ত্র পরিহিতা, ক্রমে ক্রমে ত্রিশূল, ডমরু, খড়্গ, খেটক, পিনাক (ধনুঃ), শর, পাশ, অঙ্কুশ, পুস্তক ও অক্ষমালা-ধারিণী, শিব সিংহাসনে স্থিতা দেবীকে ধ্যান করিবে। ৫৬-৫৮

ইনি দশভূজা। এই প্রকারে ধ্যান করিয়া, মানস উপচারে পূজা করিয়া, বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করিয়া, চৈতন্য ভৈরবী প্রকরণোক্ত আধার শক্তি প্রভৃতির পূজা করিয়া, বামাদি পীঠশক্তি, এই মন্ত্রোক্ত পীঠমন্ত্রের দ্বারা পীঠ মনুর পূজা করিয়া,

চৈতন্য-ভৈরবীবদগ্নিকোণাদৌ ষড়ঙ্গেনাভ্যর্চ্য ত্রিকোণে রত্যাদিকং পত্রমূলেঽনঙ্গাদিকাঃ পূর্বাদিপত্রেষু চাসিতাঙ্গ-ব্রাহ্ম্যাদীন্ ভূগৃহে ইন্দ্রাদীন্ বজ্রাদীংশ্চ সংপূজ্য ধূপাদি-বিসর্জনান্তং কর্ম সমাপয়েৎ। অস্যাঃ পুরশ্চরণং লক্ষজপঃ। ৬০

অথ ভুবনেশ্বরী ভৈরবী

যথা জ্ঞানার্ণবে[১]—হসাদ্যং বাগ্ভবঞ্চাদ্যং হসকান্তে সুরেশ্বরি!।

ভূবীজং ভুবনেশানী দ্বিতীয়ং বীজমুদ্ধৃতম্।

শিবচন্দ্রৌ মহেশানি! ভুবনেশী চ ভৈরবী॥ ৬১

ত্রিপুর ভৈরবী প্রকরণোক্ত গুরুপঙ্‌ক্তির পূজা করিয়া পুনরায় ধ্যান করিয়া, আবাহনাদি পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলি দান পর্য্যন্ত কার্য্যগুলি করিয়া আবরণ সমূহের পূজা করিবেন। ৫৯

আবরণ পূজা। যথা চৈতন্য ভৈরবীর ন্যায় অগ্নিকোণে—ওঁ হসখফ্রেং হৃদয়ায় নমঃ। ঈশান কোণে—ওঁ হসকলরীং শিরসে স্বাহা। নৈঋর্ত কোণে—ওঁ হ্‌সৌঃ শিখায়ৈ বষট্‌। বায়ুকোণে—ওঁ হসখফ্রেং কবচায় হুং। মধ্যে—ওঁ হসকলরীং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্‌। চতুর্দিকে—ওঁ হসৌঃ অস্ত্রায় ফট্‌। এইরূপে ষড়ঙ্গের পূজা করিয়া দেবীর বামকোণে—ওঁ রত্যৈ নমঃ। দক্ষিণ কোণে—ওঁ প্রীত্যৈ নমঃ। অগ্নিকোণে—ওঁ মনোভবায়ৈ নমঃ। দলমূলে পূর্বাদি ক্রমে—ওঁ অনঙ্গকুসুমায়ৈ নমঃ। এইরূপ অনঙ্গমেখলায়ৈ, অনঙ্গমদনায়ৈ, অনঙ্গমদনাতুরায়ৈ, অনঙ্গমদনবেগায়ৈ, অনঙ্গসম্ভবায়ৈ, অনঙ্গভুবনপালিন্যৈ, অনঙ্গশশিরেখায়ৈ নমঃ মন্ত্রে অনঙ্গকুসুমাদির পূজা করিয়া, পূর্বাদি পত্রসমূহে—ওঁ অসিতাঙ্গ-ব্রাহ্মীভ্যাং নমঃ, এইরূপ রুরুমাহেশ্বরীভ্যাং, চণ্ডকৌমারীভ্যাং, ক্রোধবৈষ্ণবীভ্যাং, কপালীন্দ্রাণীভ্যাং, উন্মত্ত-বারাহীভ্যাং, ভীষণ-চামুণ্ডাভ্যাং, ওঁ সংহার-মহালক্ষ্মীভ্যাং নমঃ মন্ত্রে ইহাঁদের পূজা করিয়া ভূগৃহে ইন্দ্রাদি লোকপাল ও বজ্রাদি অস্ত্রসমূহের পূজা করিয়া, ধূপদান হইতে বিসর্জন পর্য্যন্ত কর্মগুলি শেষ করিবেন। এই মন্ত্রের পুরশ্চরণ একলক্ষ জপ। ৬০

অথ ভুবনেশ্বরী। যেমন জ্ঞানার্ণবে বলিয়াছেন—হসাদ্য বাগ্ভববীজ অর্থাৎ হস এই দুইটিকে আদিতে রাখিয়া বাগ্‌ভববীজ ঐং—এইটি প্রথম বীজ। হে সুরেশ্বরি হসক এর অন্তে ভূবীজ (ল্) ও ভুবনেশানী হ্রীং—এইটি দ্বিতীয় বীজ উদ্ধৃত হইয়াছে। শিব (হ) চন্দ্র (স) ও ঔঃ—এইটি তৃতীয় বীজ। হে মহেশানি! এইটি ভুবনেশী ভৈরবী। ৬১

১। খ—তত্রৈব।

ত্রিপুরার্ণবেঽপি—হংসাস্ত্রয়ো দন্ত্য-সকাররূঢা[১] রব্যদ্ধি পংক্তি-স্বর-সংবিভিন্নাঃ।
আদৌ সবিন্দু পরতো বিসর্গী মধ্যে বিরিঞ্চীন্দ্র-হরাগ্নি-যুক্তঃ ॥ ৬২

তথাচ[২] হকার-সকার-দ্বাদশ-স্বর-বিন্দুভিঃ প্রথমং বাগ্‌ভব-কূটম্। হকার-দন্ত্যসকার ককার-লকার-মায়াবীজৈর্দ্বিতীয়ং কামরাজ-কূটম্। হকার-দন্ত্য-সকার-চতুর্দ্দশ-স্বর-বিসর্গঘটিতং প্রেতবীজং তৃতীয়ং শক্তিকূটম্[৩]। তেন হ সৈং, হ স ক ল হ্রীঁ, হে্‌সৌঃ ইতি সিদ্ধম্। ইয়ং ভুবনেশ্বরী ভৈরবী। অস্যাঃ পূজাযন্ত্রং চৈতন্য-ভৈরবীবৎ। ৬৩

পূজা তু চৈতন্য-ভৈরব্যুক্তদিশা ঋষ্যাদি-ন্যাসান্তং কৃত্বা করাঙ্গন্যাসৌ কুর্য্যাৎ। হ স ক ল হ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ ইত্যাদি-ক্রমেণ, ষড়্‌দীর্ঘভাজা মধ্যেন কুর্য্যাদঙ্গক্রিয়াং মনোরিতি বচনাৎ। ততো ধ্যানম্ (৬৪)—

জবাকুসুম-সঙ্কাশাং দাড়িমী-কুসুমোপমাম্।
চন্দ্ররেখা-জটাজূটাং ত্রিনেত্রাং রক্তবাসসম্।
নানালঙ্কার-সুভগাং পীনোন্নত-ঘনস্তনীম্।

ত্রিপুরার্ণবেও বলিয়াছেন—তিনটি হংস (হ) দন্ত্য সকারে আরূঢ়, রবিস্বর (দ্বাদশস্বর ঐ) অব্ধিস্বর (৪র্থ স্বর ঈ) ও পঙ্‌ক্তিস্বর (চতুর্দশস্বর ঔ) সহিত মিলিত, প্রথম দুইটি স্বর সবিন্দু অর্থাৎ বিন্দুযুক্ত, তৃতীয় স্বরটি বিসর্গযুক্ত, মধ্য হসটি বিরিঞ্চি (ক), ইন্দ্র (ল) হর শিব (হ) ও অগ্নি (র) যুক্ত। ৬২

তাহা হইলে হকার, সকার, দ্বাদশস্বর ও বিন্দুদ্বারা প্রথম বাগ্‌ভব কূট। হকার, দন্ত্য সকার, ককার, লকার, মায়াবীজের দ্বারা দ্বিতীয় কামরাজ কূট। হকার, দন্ত্য সকার, চতুর্দশস্বর, বিসর্গ ঘটিত প্রেতবীজ দ্বারা তৃতীয় শক্তি কূট। তাহাতে হ্‌সৈং, হসকলহ্রীং, হ্‌সৌঃ এই সিদ্ধ হয়। ইনি ভুবনেশ্বরী ভৈরবী। ইঁহার পূজা যন্ত্র চৈতন্য ভৈরবীবৎ। ৬৩

পূজা কিন্তু চৈতন্য ভৈরবী প্রকরণোক্ত পূজা প্রকারে ঋষ্যাদিন্যাস পর্য্যন্ত করিয়া সকলহ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, সকলহীং তর্জনীভ্যাং স্বাহা ইত্যাদি প্রকারে করাঙ্গন্যাস করিবেন। যেহেতু বচন আছে যে, ষড়্‌দীর্ঘযুক্ত মধ্য বীজের দ্বারা মন্ত্রের করাঙ্গন্যাস করিবে। তাহার পর ধ্যান। ধ্যানের অর্থ (৬৪)—

জবাকুসুম ও দাড়িম্ব পুষ্পের ন্যায় রক্তবর্ণা, চন্দ্রলেখা যুক্ত জটাজূটধারিণী, ত্রিনেত্রা, রক্ত বস্ত্র পরিহিতা, নানা অলঙ্কারে প্রিয়দর্শিনী, পীন ও উন্নত ঘনস্তনী, পাশ, অঙ্কুশ,

---

১। খ—হরাস্ত্রয়োদন্ত্যে সকাররূঢ়া। ২। খ—তেন। ৩। খ—শক্তিকটং। অস্যাঃ পূজা-যন্ত্রং চৈতন্যভৈরবীবৎ। পূজা তু।

পাশাঙ্কুশ-বরাভীতীর্ধারয়ন্তীং শিবাং শ্রয়ে ॥ ৬৫

অন্যৎ সর্বং চৈতন্য-ভৈরবীবৎ কার্য্যম্।

ভুবনেশ্বরী ভৈরব্যা ভেদান্তরমথোচ্যতে ! ।
সহাদ্যা সৈব দেবেশি ! তদা সা সকলেশ্বরী ।
ধ্যানপূজাদিকং সর্বমেতস্যা এব পার্বতি[১] ! ॥ ৬৬

এতস্যা এব ভুবনেশ্বরী-ভৈরব্যা এব। ইয়ং সহাদ্যা চেৎ সকলেশ্বরী ভৈরবী ভবতি। ৬৭

অথ ত্রিপুরা বালা

অধরো বিন্দুমানাদ্যং ব্রহ্মেন্দ্রস্থঃ শশীযুতঃ ।
দ্বিতীয়ং ভৃগুসর্গাঢ্যো মনুস্তার্ত্তীয়মীরিতম্ ।
এষা বালেতি বিখ্যাতা ত্রৈলোক্য-বশকারিণী ॥ ৬৮

তথাচ বাগ্‌ভবং কামবীজং সৌরিতি বীজত্রয়ম্[২]। তেন ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ ইতি সিদ্ধম্। ইয়ং ত্রিপুরা বালা।

অস্যাঃ পূজাদিকন্তু ত্রিপুরভৈরবীবৎ। জ্ঞানার্ণবে তু বিশেষঃ—ন্যাসাদিক-

---

বর ও অভয়ধারিণী শিবাকে আশ্রয় করি। অন্য সমস্তই চৈতন্য ভৈরবীর ন্যায় করিবে। ৬৫

ভুবনেশ্বরী ভৈরবীর অন্য প্রকার ভেদ কথিত হইতেছে। হে দেবেশি! ভুবনেশ্বরী ভৈরবীর বীজ যখন সহাদি অর্থাৎ সহৈং, সহকলহ্রীং ও স্‌হৌঃ হইবে, তখন ইনি সকলেশ্বরী ভৈরবী হইবেন। হে পার্বতি! ইহার ধ্যান পূজাদি সমস্তই ভুবনেশ্বরী ভৈরবীর পূজার ন্যায়ই হইবে। ৬৬

এতস্যা এব—এই ভুবনেশ্বরী ভৈরবীর ন্যায়ই। এই বিদ্যার আদিতে যদি সহ হয়, তবে সকলেশ্বরী ভৈরবী হয়। ৬৭

অনন্তর ত্রিপুরা বালা। শারদাতিলকে বলিয়াছেন—বিন্দুযুক্ত অধর (ঐ) আদ্যবীজ। ইন্দ্রস্থ (লকারস্থ) ব্রহ্মা (ক), শশী (বিন্দু—ং) ও ঈ যুক্ত হইলে ক্লীং দ্বিতীয় বীজ। মনু (ঔ) ভৃগু ও (স) সর্গ (ঃ) দ্বারা অগ্রপশ্চাদ্‌ভাবে যুক্ত হইলে তৃতীয় বীজ কথিত হয়। ইনি বালা বলিয়া বিখ্যাত। ইনি ত্রৈলোক্য-বশকারিণী। ৬৮

তাহাতে বাগ্‌ভববীজ, কামবীজ, সৌঃ এই বীজত্রয় হয়। তাহাতে ঐং, ক্লীং, সৌঃ—এই বীজত্রয় সিদ্ধ হয়। ইনিই ত্রিপুরা বালা। ইহাঁর পূজা কিন্তু ত্রিপুর

১। খ—পার্বতি। ইয়ং সহাদ্যা চেৎ। ২। খ—বীজত্রয়ং ভবতীতি। অস্যাঃ পূজাদিকন্তু।

মেতদ্বীজেনৈব কুর্য্যাৎ। করাঙ্গন্যাসৌ তু দ্বিরুক্ত্যেতি। অস্যাঃ পুরশ্চরণং ত্রিলক্ষ-জপঃ। তথাচ জ্ঞানার্ণবে (৬৯)—

বর্ণলক্ষং জপেন্মন্ত্রং দশাংশং হবনঞ্চরেৎ।
তর্পণঞ্চ তথা কুর্য্যাৎ সর্বসৌভাগ্য-ভাগ্‌ ভবেৎ॥ ৭০

ইতরেষান্তু লক্ষজপঃ। শ্রীবিদ্যায়াং লক্ষ-জপস্যোক্তত্বাৎ। অথ মন্ত্রান্তরং জ্ঞানার্ণবে (৭১)—

সূর্য্য-স্বরং মহেশানি! বিন্দুনাদ-কলান্বিতম্।
স্বরান্তং পৃথিবী-সংস্থং তুর্য্যস্বর-সমন্বিতম্॥ ৭২
বিন্দুনাদ-কলাক্রান্তং সর্গবান্ ভৃগুরব্যয়ঃ।
শক্রস্বর-সমাযুক্তো বিদ্যেয়ং ত্র্যক্ষরী মতা॥ ৭৩

অস্যার্থঃ। সূর্য্য স্বরঃ ঐকারঃ। স্বরান্তং ককারঃ। পৃথিবী লকারঃ। ভৃগুর্দন্ত্যসকারঃ। অব্যয়ো বিন্দুঃ। দক্ষিণামূর্ত্তি-সংহিতায়ামপ্যেবম্। তেন বাগ্‌ভবমাত্রং প্রথমবীজম্ কামবীজমাত্রং দ্বিতীয়ম্। দন্ত্যসকার-চতুর্দ্দশ-স্বর-বিসর্গ-বিন্দুভিস্তৃতীয়ম্। শারদোক্ত-মন্ত্রো বিন্দুরহিতঃ। অয়ন্তু বিন্দু-সহিত

ভৈরবীর ন্যায়। জ্ঞানার্ণবে কিন্তু বিশেষ উক্ত হইয়াছে। নবযোন্যাদিন্যাস প্রভৃতি এই বীজেরই দ্বারা করিবেন। দ্বিরাবৃত্ত এই মন্ত্রের দ্বারা করাঙ্গন্যাস হইবে। এই বিদ্যার পুরশ্চরণ তিন লক্ষ জপ। তাহাই জ্ঞানার্ণবে বলিয়াছেন (৬৯)—

মন্ত্রবর্ণ (৩) লক্ষ মন্ত্র জপ করিবে। জপের দশাংশ হবন করিবে। তর্পণও সেইরূপ হোমের দশাংশ করিবে। তাহাতে সমস্ত সৌভাগ্য-ভাগী হইবে। ৭০

অন্যান্য বিদ্যার লক্ষ জপ; যেহেতু শ্রীবিদ্যায় লক্ষ জপ উক্ত হইয়াছে। অনন্তর মন্ত্রান্তর জ্ঞানার্ণবে উক্ত হইয়াছে (৭১)—

হে মহেশানি! বিন্দু ও নাদকলা যুক্ত সূর্য্য (দ্বাদশ) স্বর অর্থাৎ ঐং—এই বীজটি প্রথম বীজ। স্বরের অন্ত (ক) পৃথিবী (লকারে) যুক্ত হইয়া চতুর্থ স্বর ঈ এবং বিন্দু ও নাদকলা দ্বারা অন্বিত হইলে ইহা দ্বিতীয় বীজ হয়। বিসর্গযুক্ত ভৃগু বিন্দু যুক্ত হইয়া শক্র (চতুর্দশ) স্বরের সহিত মিলিত হইলে তৃতীয় বীজ হয়। এই বিদ্যা ত্র্যক্ষরী বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ৭২-৭৩

ইহার অর্থ সূর্য্যস্বরঃ—ঐকার। স্বরান্তং—ককার। পৃথিবী—লকার। ভৃগুঃ—দন্ত্য সকার। অব্যয়ঃ—বিন্দু। দক্ষিণামূর্ত্তি সংহিতাতেও এইরূপই উক্ত হইয়াছে। তাহাতে বাগ্‌ভব বীজ মাত্রই প্রথম বীজ। কামবীজ মাত্র দ্বিতীয় বীজ। দন্ত্যসকার,

ইতি ভেদঃ। এষা বিসর্গ-বিন্দ্বন্তা বিদ্যা শপ্তা, এতাং বিদ্যামুদ্ধৃত্য সারসমুচ্চয়াদৌ তত্র শাপবোধনাৎ। যথা (৭৪)—

বিদ্যামূলোৎপত্তিরেষা ময়োক্তা জ্ঞাতব্যেয়ং সর্বদা সিদ্ধিকামৈঃ।
দেব্যা শপ্তা যেন বিদ্যেয়মাদ্যা পূর্বং তেন প্রাণহীণা ভবেৎ সা॥ ৭৫

মুণ্ডমালাতন্ত্রেঽপি—কুমারী যা চ বিদ্যেয়ং ত্বয়া শপ্তা পতিব্রতে!।
উত্তরষট্‌কেঽপি—আদিমেন তু সা লুপ্তা মধ্যমেন তু কীলিতা।
অন্তিমেন তু সম্ভিন্না তেন বিদ্যা ন সিধ্যতি॥ ৭৬

শাপোদ্ধারস্তু মুণ্ডমালাতন্ত্রে—
কেবলং শিবরূপেণ শক্তিরূপেণ কেবলম্।
ময়া প্রতিষ্ঠিতা বিদ্যা তারা-চন্দ্র-স্বরূপিণী[১]॥ ৭৭

অস্যার্থঃ। শিবো হকারঃ। শক্তির্দন্ত্য-সকারঃ। তথাচ হকার-দন্ত্য-সকারৌ বাগ্‌ভব-বীজে কামবীজে চ দদ্যাৎ। তেন মধ্যমকূটে রেফো নাস্তীতি

চতুর্দশ স্বর, বিসর্গ বিন্দু দ্বারা তৃতীয় বীজ। শারদাতিলকোক্ত মন্ত্র বিন্দুরহিত। ইনি কিন্তু বিন্দু সহিত। ইহাই প্রভেদ। এই বিসর্গ ও বিন্দু অন্তা বিদ্যা অভিশপ্তা। সার-সমুচ্চয়াদিতে এই বিদ্যাকে উদ্ধার করিয়া সেইখানে শাপ প্রতিপাদিত হইয়াছে। যেমন বলিয়াছেন (৭৪)—

এই বিদ্যামূলের উৎপত্তি আমি বলিয়াছি। সমস্ত সিদ্ধি কামী সাধকের ইহা জ্ঞাতব্য। দেবী কর্তৃক এই আদ্যা যখন অভিশপ্তা হন, তখন ইনি প্রাণহীনা হইয়াছিলেন। ৭৫

মুণ্ডমালাতন্ত্রেও বলিয়াছেন—হে পতিব্রতে! এই যে কুমারী বিদ্যা, তাহা তোমার কর্তৃক অভিশপ্তা হইয়াছে।

উত্তরষট্‌কেও বলিয়াছেন—যেহেতু এই বালা বিদ্যা অভিশপ্তা, সেই হেতু সেই বিদ্যা প্রথম বীজের দ্বারা লুপ্ত, দ্বিতীয় বীজের দ্বারা কীলিত, অন্তিম তৃতীয় বীজের দ্বারা সংভিন্ন (মিশ্রিত-একীভূত), সেইজন্য সে বিদ্যা সিদ্ধ হয় না। ৭৬

মুণ্ডমালাতন্ত্রে শাপোদ্ধার বলিয়াছেন—কেবল শিবরূপে (হকাররূপে) ও কেবল শক্তিরূপে (সকাররূপে) আমি তারা মধ্যবর্তী চন্দ্রতুল্যা সেই বালা বিদ্যাকে প্রতিষ্ঠা করিয়াছি। ৭৭

ইহার অর্থ শিবঃ—হকার ও শক্তিঃ—দন্ত্য সকার। তাহা হইলে হকার ও দন্ত্য সকারকে বাগ্‌ভবে ও কামরাজবীজে দিবেন। তাহাতে জানা গেল—মধ্যম কূটে

১। খ—বিদ্যেতি। অস্যার্থঃ।

তত্ত্বম্। তৃতীয়-বীজে তু হকারমাত্রং দন্ত্য-সকারস্য স্বভাবসিদ্ধত্বাৎ, অন্যত্র তথা-দর্শনাচ্চ। রুদ্রজামলেঽপি (৭৮)—

বাগ্‌ভবং প্রথমং দেবি! কামবীজং দ্বিতীয়কম্।
তৃতীয়ং-শক্তি-বীজন্তু শিবযুক্তং যদা ভবেৎ।
এষা বালা সমাখ্যাতা সর্বদোষ-বিবর্জিতা[১] ॥ ৭৯

ইদমপি শপোদ্ধারপ্রকারান্তরম্। তথাচ বাগ্‌ভবং কামবীজং সৌরিতি বীজত্রয়ং বালাভৈরবী ভবতীতি। অস্যাঃ পূজাদিকন্তু ত্রিপুরভৈরবীবৎ। জ্ঞানার্ণবে তু বিশেষঃ—ন্যাসাদিকমেতদ্বীজত্রয়েণৈব কুর্য্যাৎ। করাঙ্গন্যাসৌ তু দ্বিরুক্ত্যেতি। অস্যাঃ পুরশ্চরণং ত্রিলক্ষজপঃ। তথাচ জ্ঞানার্ণবে (৮০)—

বর্ণলক্ষং জপেন্মন্ত্রং দশাংশং হবনঞ্চরেৎ।
তর্পণঞ্চ তথা কুর্য্যাৎ সর্বসৌভাগ্য-ভাগ্ ভবেৎ ॥ ৮১

ইতরেষান্তু লক্ষজপঃ, শ্রীবিদ্যায়াং লক্ষজপস্যোক্তত্বাৎ। মন্ত্রান্তরং শ্রীক্রমে—

বাগ্‌ভবং ক্লেদিনী-বীজমীকারান্তং ততঃ পঠেৎ।
নাদবিন্দু-সমাক্রান্তং বীজং পরম-দুর্লভম্ ॥ ৮২

রেফ নাই। ইহাই তত্ত্ব। তৃতীয়বীজে হকার মাত্র দিবেন, তাহার দন্ত্য সকারটি স্বভাবসিদ্ধ এবং অন্যত্রও সেইরূপ দেখা যায়। রুদ্রযামলেও বলিয়াছেন (৭৮)—

হে দেবি! প্রথম বাগ্‌ভববীজ। দ্বিতীয় কামবীজ। তৃতীয় শক্তিবীজ, ইহা শিবশক্তি যুক্ত হইবে। এই বালা সর্বদোষ বিবর্জিতা বলিয়া কথিতা হইয়াছেন। ৭৯

ইহাও শাপোদ্ধারের প্রকারান্তর। তাহা হইলে বাগ্‌ভববীজ, কামবীজ ও সৌঃ —এই তিনটি বীজ বালাভৈরবী হইয়া থাকেন। এই বিদ্যার পূজাদি কিন্তু ভৈরবীর ন্যায় হইবে। জ্ঞানার্ণবে কিন্তু বিশেষ উক্ত হইয়াছে। এই বীজত্রয়ের দ্বারাই ন্যাসাদি করিবেন। করাঙ্গন্যাস কিন্তু দ্বিরাবৃত্ত মন্ত্রের দ্বারা করিবেন। এই বিদ্যার পুরশ্চরণ তিন লক্ষ জপ। তাহাই জ্ঞানার্ণবে বলিয়াছেন (৮০)—

মন্ত্রবর্ণ (তিন) লক্ষ মন্ত্র জপ করিবেন। জপের দশাংশ হবন করিবেন। তর্পণও সেইরূপ করিবেন। তাহাতে সর্ব সৌভাগ্যশালী হইবেন। ৮১

অন্যান্য মন্ত্রের লক্ষ জপ, যেহেতু শ্রীবিদ্যায় লক্ষ জপ উক্ত হইয়াছে। শ্রীক্রমে মন্ত্রান্তর উক্ত হইয়াছে—

বাগ্‌ভববীজ, তাহার পর ঈকারান্ত ক্লেদিনীবীজ (ক্লী)-কে নাদবিন্দু যুক্ত পাঠ করিবেন। এই বীজ পরম দুর্লভ। ৮২

১। খ—প্রকারান্তরম্। মন্ত্রান্তরং শ্রীক্রমে—

শক্তিমৌকার-সংযুক্তাং বিসর্গং তদধঃ পঠেৎ।
এতদ্বীজত্রয়ং দেবি ! সৌঃ ক্লীঞ্চ তদনন্তরম্।
ইয়ং পঞ্চাক্ষরী বিদ্যা কথিতা ভুবি দুর্লভা ॥ ৮৩

ক্লেদিনীবীজং লকারবান্ ককারঃ। শক্তির্দন্ত্য-সকারঃ। তেন বাগ্‌ভবং কামবীজং সৌরিতি ত্রয়ম্। ততঃ পুনঃ সৌস্ততঃ কামবীজমিতি পঞ্চাক্ষরী। তত্রৈব (৮৪)—

বালা-বীজত্রয়ং দেবি ! হংসাদ্যং বা জপেৎ সুধীঃ।
হংসান্তং বা মহাভাগে ! শপ্তাদি-দোষ-শান্তয়ে ॥ ৮৫

তথা তত্রৈব— পাশবীজং মহেশানি ! শক্তি-শৈবং সবহ্নিকম্ ॥
দ্বাদশস্বর-সংযুক্তং নাদ-বিন্দু-সমন্বিতম্ ॥ ৮৬
কামরাজং প্রবক্ষ্যামি হ্রীঙ্কারং শক্তি-শৈবকম্।
মাদনঞ্চেন্দ্রবীজঞ্চ বহ্নি-বামাক্ষি-বিন্দুমৎ ॥ ৮৭

শক্তিকে (স কে) ঔকার সংযুক্ত করিয়া তাহার পরে বিসর্গ পাঠ করিবেন। হে দেবি। ঐং ক্লীং সৌঃ এই বীজত্রয়, তাহার পর সৌঃ ক্লীং—এই পঞ্চাক্ষরী বিদ্যা পৃথিবীতে দুর্লভা কথিত হইয়াছে। ৮৩

ক্লেদিনীবীজং—লকারযুক্ত ককার অর্থাৎ ক্ল। শক্তিঃ—দন্ত্য সকার। তাহাতে বাগ্‌ভববীজ (ঐং), কামবীজ (ক্লীং) সৌঃ—এই তিনটি। তাহার পর পুনরায় সৌঃ তাহার পর পুনরায় কামবীজ (ক্লীং)—এই পঞ্চাক্ষরী। সেইখানেই উক্ত হইয়াছে (৮৪)—

হে দেবি। অথবা সুধী সাধক অভিশাপাদি দোষ শান্তির জন্য বালার বীজ তিনটিকে হংসাদ্য করিয়া অর্থাৎ আদিতে হংসঃ দিয়া জপ করিবে। হে মহেশানি। অথবা হংসান্ত অর্থাৎ অন্তে হংসঃ দিয়া জপ করিবে। ৮৫

সেইরূপ সেইখানেই বলিয়াছেন—হে মহেশানি ! পাশবীজ (আং) শক্তি (স) সবহ্নি (রকার সহ) শৈব (হ) উহা দ্বাদশ স্বরসংযুক্ত ও নাদবিন্দু সমন্বিত হইবে। তাহা হইলে আং স্‌ হ্‌ রৈং হইবে। ইহা বাগ্‌ভব কূট। ৮৬

কামরাজ কূট বলিতেছি। হ্রীং, শক্তিশৈব (স্‌ হ্‌) মাদন (ক্), ইন্দ্রবীজ (ল্), বামাক্ষি (ঈ) বিন্দুমৎ (ং যুক্ত)। তাহাতে হ্রীং স্‌ হ্‌ ক্ল্‌রীং হইল। ইহা কামরাজ কূট। ৮৭

শক্তিকূটং মহাদেবি ! ক্রোঙ্কারং শক্তি-শৈবকম্ ।
বহ্নিবীজং মনোর্যুক্তং নাদবিন্দু-সসর্গকম্ ॥ ৮৮
চতুর্দ্দশাক্ষরী বিদ্যা ষোড়শীং শৃণু চাম্বিকে ! ।
হংসবীজং ততঃ পশ্চাৎ ষোড়শী কথিতা ময়া ॥ ৮৯

অস্যার্থঃ—পাশবীজং আঙ্কারঃ। শক্তির্দন্ত্যসকারঃ। শৈবো হকারঃ। শক্তি-শৈবমিতি সমাহারদ্বন্দ্বম্। এবং পরত্রাপি। তথা চ পাশবীজং দন্ত্যসকার-হকার-রেফ-বাগ্ভবৈরেকম্ ইত্যুভয়ং বাগ্ভব-কূটম্। ৯০

হ্রীঙ্কারো মায়াবীজম্। শক্তির্দন্ত্য-সকারঃ। শৈবো হকারস্তেন দন্ত্য-সকার-হকার[১]লকার-রেফ-চতুর্থ-স্বরবিন্দুভিরেকমিত্যুভয়ং কামরাজকূটম্। ৯১

ক্রোঙ্কারঃ সুপ্রসিদ্ধঃ। সগো বিসর্গঃ। নাদবিন্দূ ইতি সমাহারঃ অথবা নাদবিন্দুভ্যাং সসর্গকং বিসর্গবদিতি বহ্নিবীজস্য বিশেষণম্। তেন দন্ত্যসকার-হকার-রেফ-চতুর্দ্দশস্বর[২]বিন্দুনাদ-বিসর্গৈরেকমিত্যুভয়ং শক্তি-কূটম্। ইতি ষড়্বীজৈঃ কূটত্রয়ম্। ৯২

হে মহাদেবি। শক্তি কূট বলিতেছি। ক্রোং শক্তিশৈব (স্‌হ্‌), বহ্নিবীজ (র) ও মনু (ঔ) যুক্ত নাদবিন্দু (ং) ও বিসর্গ সমন্বিত। তাহাতে ক্রোং স্‌হ্‌রৌঃ হয়। ইহা শক্তি কূট। ৮৮

হে অম্বিকে! এইটি চতুর্দশাক্ষরী বিদ্যা। ষোড়শী বিদ্যা শ্রবণ কর। সেই চতুর্দশাক্ষরী বিদ্যার পরে হংসবীজ (হংসঃ) যোগ করিয়া আমি ষোড়শাক্ষরী বিদ্যা বলিয়াছি। ৮৯

ইহার অর্থ। পাশবীজং—আংকার। শক্তিঃ—দন্ত্যসকার। শৈবঃ—হকার। শক্তি-শৈবং এই পদটি সমাহার দ্বন্দ্বসমাসে নিষ্পন্ন। পরবর্ত্তী শক্তিশৈবং স্থলে এইরূপ জানিবে। তাহাতে পাশবীজ এক, দন্ত্যসকার, হকার, রেফ, বাগ্‌ভব (ঐং) দ্বারা একটি, এই উভয়ই বাগ্‌ভব কূট। ৯০

হ্রীংকারঃ—মায়াবীজ এক। শক্তিঃ—দন্ত্যসকারঃ। শৈবঃ—হকার। তাহাতে দন্ত্যসকার, হকার, লকার, চতুর্থস্বর ও বিন্দু দ্বারা এক; এই উভয়ই কামরাজ কূট। ৯১

ক্রোংকার প্রসিদ্ধ। উহা এক। সর্গঃ—বিসর্গ। নাদবিন্দু এইটি সমাহারদ্বন্দ্বে নিষ্পন্ন। অথবা নাদ ও বিন্দুর সহিত সসর্গক অর্থাৎ বিসর্গবৎ। ইহা বহ্নিবীজং

১। খ—হকার-ককার রেফ। ২। খ—চতুর্দশস্বরনাদবিন্দুভিরেকং।

তথা চ পাশমায়াঙ্কুশৈরক্ষর-ত্রয়ং স্বরব্যতিরেকেণাপরাক্ষরৈশ্চ একাদশাক্ষরাণীতি চতুর্দ্দশাক্ষরীয়ং বিদ্যা[১]। তেন আঁ সহরৈঁ হ্রীঁ সহকলরীঁ ক্রোঁ সহরৌঃ ইতি সিদ্ধম্। ৯৩

অস্যাঃ পুরশ্চরণং ত্রিলক্ষজপঃ। এতস্যা অন্তে হংস ইত্যক্ষরদ্বয়ঞ্চেৎ ষোড়শী ভবতি[২]।

অথ নবাক্ষরী

যথা শ্রীক্রমে— শিবঃ শক্তিশ্চ বাগ্‌বীজং বিন্দুনাদ-কলান্বিতম্।
বাগ্‌ভবং কথিতং দেবি! কামরাজং শৃণু প্রিয়ে! ॥ ১
শিবশক্তি-মাদনেন্দ্র-বহ্নি-মায়া-সমন্বিতম্।
নাদবিন্দু-কলাক্রান্তং কূটং পরম-দুর্লভম্ ॥ ২
শিবশ্চন্দ্রশ্চ সত্যান্তঃ সর্গ-বিন্দু-কলান্বিতঃ।
এষা নবাক্ষরী বালা সর্বদোষ-বিবর্জিতা ॥ ৩

এই পদের বিশেষণ। তাহাতে দন্ত্যসকার, হকার, রকার, চতুর্দশ স্বর, বিন্দু, নাদ, বিসর্গ দ্বারা একটি,—এই উভয় শক্তি কূট এই দুয়টি বীজের দ্বারা কূটত্রয়। ৯২

তাহাতে পাশ, মায়া ও অঙ্কুশের দ্বারা অক্ষরত্রয়, স্বর ব্যতিরিক্ত অপর অক্ষর সমূহের দ্বারা একাদশ অক্ষর। এই উভয় মিলিয়া এই বিদ্যা চতুর্দশাক্ষরী হয়। তাহাতে আং স্ হ্ রৈং, হ্রীং স্ হ্ ক্ ল্ রীং, ক্রোং স্ হ্ রৌঃ এই বিদ্যা সিদ্ধ হয়। ৯৩

এই বিদ্যার পুরশ্চরণ তিন লক্ষ জপ। এই চতুর্দশাক্ষরী বিদ্যার অন্তে হংস এই অক্ষরদ্বয় যদি হয়, তবে ষোড়শাক্ষরী বিদ্যা হয়। ৯৪

অনন্তর নবাক্ষরী বিদ্যা। যেমন শ্রীক্রমে বলিয়াছেন—হে দেবি। শিব (হ), শক্তি (স), বাগ্‌বীজ (ঐ) বিন্দুনাদকলান্বিত হইলে বাগ্‌ভব কূট কথিত হয়। হে প্রিয়ে? কামরাজ কূট শ্রবণ কর। ১

শিব (হ্), শক্তি (স্), মাদন (ক্), ইন্দ্র (ল্), বহ্নি (র্) মায়া (ঈ) সমন্বিত নাদ বিন্দু কলাযুক্ত কামরাজ কূট পরম দুর্লভ। ২

শিব (হ্), সত্যান্ত ঔকারান্ত চন্দ্র (স্) সর্গ ও বিন্দুকলা (ং) দ্বারা যুক্ত হইলে শক্তি কূট হয়। এই নবাক্ষরী বালা সর্বদোষ বিবর্জিতা। ৩

১। খ—বিদ্যা। অস্যাঃ পুরশ্চরণম্। ২। খ—ভবেৎ। অথ মন্ত্রান্তরং শ্রীক্রমে—।

বাগ্‌বীজমত্র কেবলমৈকারস্তথাচ[১] হকার-সকার-বাগ্‌ভবৈঃ প্রথমং বাগ্‌-ভব-কূটম্। হকার-দন্ত্য-সকার-ককার-লকার-রেফ-তুর্য্যস্বর-বিন্দুভির্দ্বিতীয়ং কামরাজকূটম্। হকার-দন্ত্যসকার-চতুর্দ্দশস্বর-বিন্দু-বিসর্গৈস্তৃতীয়ং শক্তি-কূটম্[২]। তেন হসৈঁ হসকলরীঁ হসৌঃ ইতি সিদ্ধম্। অয়ং মন্ত্রো দন্ত্য-সকারাদিশ্চ ভবতি। তথা চ ত্রিপুরা-সারসমুচ্চয়ে (৪)—

ভৈরবীয়মুদিতাঽকুলপূর্বা দেশিকৈর্যদি ভবেৎ কুলপূর্বা।
সৈব শীঘ্রফলদা ভুবি বিদ্যেত্যুচ্যতে পশুজনেষ্বতিগোপ্যা ॥ ৫

অস্যার্থঃ। অকুলং হকারঃ, কুলং দন্ত্যসকারস্তথা চ হকার-ত্রয়-পরস্থিতং দন্ত্যসকারত্রয়ং হকার-ত্রয়াদৌ যোজ্যমিতি। ইয়ং শক্তি বালা ভৈরবী॥ অথ মন্ত্রান্তরং ত্রিপুরাসারে (৬)—

শিবাষ্টমং কেবলমাদিবীজং ভগস্য পূর্বাষ্টমবীজমন্যৎ।
পরং শিরোঽন্তং গদিতা ত্রিবর্ণা সঙ্কেতবিদ্যা গুরুবক্ত্রগম্যা ॥ ৭

এই স্থলে বাগ্‌বীজটি কেবল ঐকার। তাহাতে হকার, সকার বাগ্‌ভবের দ্বারা প্রথম বাগ্‌ভব কূট। হকার, দন্ত্যসকার, ককার, লকার, রেফ, চতুর্থ স্বর ও বিন্দু দ্বারা দ্বিতীয় কামরাজ কূট। হকার, দন্ত্যসকার, চতুর্দশ স্বর, বিন্দু ও বিসর্গের দ্বারা তৃতীয় শক্তি কূট। তাহাতে হসৈং, হ্‌স্‌ক্‌ল্‌রীং, হ্‌সৌঃ এই সিদ্ধ হয়। এই মন্ত্র দন্ত্যসকারাদিও হয় অর্থাৎ স্‌হৈং, স্‌হ্‌ক্‌ল্‌রীং, স্‌হৌঃ হয়। সার-সমুচ্চয়ে তাহাই বলিয়াছেন (৪)—

দেশিকগণ কর্তৃক এই বিদ্যা অকুল (হ্‌) পূর্বা কথিত হইয়াছে। যদি উহা কুল (স্‌) পূর্বা হয়, তবে এই বিদ্যা ভূমণ্ডলে শীঘ্র ফলপ্রদা হয়। ইহা কথিত হইয়াছে। পশুভাবযুক্ত সাধকের নিকট উহা গোপ্যা। ৫

হকার তিনটির পরস্থিত দন্ত্যসকার তিনটিকে হকার তিনটির আদিতে যোগ করিবে। তাহা হইলে ইনি শক্তিবালা ভৈরবী হন। ত্রিপুরাসারে মন্ত্রান্তর বলিয়াছেন (৬)—

শিবের (উকারের) অষ্টম ঐ ও কেবল (ং) হইলে প্রথম বীজ হয়। ভগের একারের পূর্ব অষ্টম ঈ কেবল (ং যুক্ত) হইলে দ্বিতীয় বীজ হয়। শিরোন্ত (ওকারান্ত ঔ) কেবল (ং যুক্ত) হইলে পর তৃতীয় বীজ হয়। এই সঙ্কেত বিদ্যা গুরুমুখ গম্যা অর্থাৎ গুরুমুখ হইতে এই বিদ্যা গ্রহণীয়। ৭

১। খ—ঐকারঃ। অস্যার্থঃ। ২। খ—কূটম্। অয়ং মন্ত্রঃ।

অস্যার্থঃ। শিব উকারস্তস্যাষ্টমং ঐকারঃ স্বরূপম্। ভগমেকারস্তস্য পূর্বাষ্টমবীজং চতুর্থস্বরঃ। শিরোঽনুস্বারঃ। স এবান্তে যস্য তাদৃশমৌকাররূপম্। পরং শেষবীজম্। তত্রয়ং কীদৃক্? কেবলং। কে মস্তকে বলতে কেবলো বিন্দুস্তদ্বৎ অর্শ আদিত্বাৎ। তথা চ ঐঁ ঈঁ ঔঁ ইতি ত্রিবর্ণা বালা উদ্ধৃতা। অতএব ঐঁ ঈঁ ঔঁ মে মধ্যদেশং বীজবিদ্যা সদাঽবত্বিতি তৎকবচেঽপি প্রতিপাদিতম্। কেচিৎ তু কেবলং শুদ্ধং বর্ণত্রয়ং ঐ ঈ ঔ ইতি মন্ত্রমাহুঃ। ৮

মন্ত্রান্তরং শ্রীক্রমে—শক্তিঃ শিবো বহ্নিবীজং দ্বাদশস্বর-বিন্দুকম্।

শক্তির্মহেশঃ কামশ্চ ইন্দ্রো বহ্নীন্দু-মায়য়া॥ ৯

শক্তিঃ শিবশ্চ বহ্নিশ্চ মনুস্বর-বিসর্গকঃ।

নাদবিন্দু-কলা-ক্রান্তং বীজমেতৎ প্রকীর্ত্তিতম্॥ ১০

অস্যার্থঃ—দন্ত্যসকার-হকার-রেফ-বাগ্‌ভবৈঃ প্রথমম্। দন্ত্যসকায়-হকার-ককার-লকার-রেফ-চতুর্থস্বর-বিন্দুভির্দ্বিতীয়ম্। দন্ত্যসকার-হকার-রেফ-চতুর্দ্দশ-স্বর-বিসর্গ-বিন্দুভিস্তৃতীয়কূটম্[১]॥ তেন সহরৈঁ সহকলরীঁ সহরৌঁ ইতি সিদ্ধম্। ১১

ইহার অর্থ শিব—উকার, তাহার অষ্টম ঐকার। উহা স্বরূপ অর্থাৎ ঐকারই থাকিবে। ভগ—একার, তাহার পূর্ব অষ্টমবীজ চতুর্থ স্বর ঈ। শিরঃ অনুস্বার, সেই অনুস্বার অন্তে যে বর্ণের, সে শিরোঽন্ত বর্ণ, তাহা ঔকাররূপ। পরং—শেষ বীজ। সে তিনটি বর্ণ কিরূপ? কেবল। কেবল কথার অর্থ—কে অর্থাৎ মস্তকে বলতে আস্তরণ করে যে, সে হইল কেবল, তাহা বিন্দু, তদ্বৎ অর্থাৎ বিন্দুমৎ, অর্শআদিত্ব হেতু অৎ প্রত্যয়। তাহা হইলে ঐং ঈং ঔং এই ত্রিবর্ণা বালা উদ্ধৃত হয়। এই জন্যই ঐং ঈং ঔং মে মধ্যদেশং বীজ-বিদ্যা সদাঽবতু অর্থাৎ ঐং ঈং ঔং এই বীজ বিদ্যা সর্বদা আমার মধ্যদেশ রক্ষা করুন—এই কবচেও ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। কেহ কেহ কেবব শুদ্ধ ঐ ঈ ঔ এই বর্ণত্রয় মাত্রকে মন্ত্র বলেন। ৮

শ্রীক্রমে মন্ত্রান্তর বলিয়াছেন—শক্তি (স্), শিব (হ্), বহ্নিবীজ (র), দ্বাদশস্বর (ঐ) ও বিন্দু। তাহাতে হইল—স্হ্রৈং। শক্তি, শিব, কাম (ক্), ইন্দ্র (ল), বহ্নি (র্), ইন্দু (ং) ও মায়া দ্বারা দ্বিতীয় কূট। শক্তি, শিব, মনু স্বর (ঔ), বিসর্গ বিশিষ্ট বহ্নি নাদ ও বিন্দু কলাযুক্ত হইলে এই তৃতীয় বীজ কীর্ত্তিত হয়। ৯-১০

ইহার অর্থ—দন্ত্যসকার, হকার, রেফ, বাগ্‌ভব ও বিন্দু দ্বারা প্রথম কূট, দন্ত্যসকার-

---

১। খ—কূটম্। তত্রৈব বালাবীজ।

অথ নবকূট-বালা

তত্রৈব— বালাবীজত্রয়ং দেবি ! কূটত্রয়ং নবাক্ষরম্ ।
বিয়ৎ-কূটত্রয়ং দেবি ! ভৈরব্যা নবকুটকম্ ॥ ১২

বালাবীজত্রয়ং অধরো বিন্দুমানাদ্যমিত্যাদিনোক্তম্ । নবাক্ষরমিতি শিবঃ শক্তিশ্চ বাগ্‌বীজমিত্যাদিনোক্তম্ । বিয়ৎ-কূটত্রয়ং বিয়ৎ-পদঘটিতোদ্ধারক-প্রথমোক্তত্রিপুর-ভৈরবী-কূটত্রয়ম্ । এতানি মিলিত্বা ভৈরব্যা বালায়া নব কূটকং ভবতীত্যর্থঃ । ১২

অস্যাঃ পুরশ্চরণং ত্রিলক্ষজপঃ । এতাসাং ত্রিপুরাবালানাং পূজাযন্ত্রং ধ্যানপূজাদিকঞ্চ ত্রিপুভৈরবীবৎ । পুরশ্চরণন্তু লক্ষজপঃ, শ্রীক্রমোক্তত্বাৎ । ১৪

এতাসাং[১] ত্রিপুরাবালানাং দীপনী বিদ্যা শ্রীক্রমে—

বদযুগ্মং মহেশাণি বাগ্‌বাদিনি ততঃ পরম্ ।
এষা ত্বষ্টাক্ষরী বিদ্যা বাগ্‌ভবাদ্যে নিয়োজয়েৎ ॥ ১৫ এতামিতি শেষঃ ।

হকার, ককার, লকার, রকার, চতুর্থ স্বর ও বিন্দু দ্বারা দ্বিতীয় কূট ও দন্ত্যসকার, হকার, রকার, চতুর্দশ স্বর, বিসর্গ ও বিন্দু দ্বারা তৃতীয় কূট হয়। তাহাতে স্‌হ্‌রৈং, হ্‌স্‌ক্‌ল্‌রীং ও স্‌হ্‌রৌং এই সিদ্ধ হয় । ১১

অনন্তর নবকূটা বালা। সেইখানেই উক্ত হইয়াছে—হে দেবি ! বালার কূট ত্রয় ঐং ক্লীং সৌঃ, হ্‌সৈং, হ্‌স্‌ক্‌ল্‌রীং হ্‌সৌঃ এই নবাক্ষর কূটত্রয় । হে দেবি । হ্‌সরৈং হ্‌ল্‌ক্‌ল্‌রীং, হ্‌স্‌রৌঃ এই বিয়ৎ কূটত্রয় ভৈরবীর নবকূট । ১২

বালা বীজত্রয় "অধরো বিন্দুমান্" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা উক্ত হইয়াছে। নবাক্ষর কূটত্রয় "শিবঃ শক্তিশ্চ বাগ্‌বীজং" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা উক্ত হইয়াছে। বিয়ৎ কূটত্রয় বিয়ৎ পদ ঘটিত মন্ত্রোদ্ধার কারক প্রথমোক্ত ত্রিপুর ভৈরবীর কূটত্রয় । এইগুলি মিলিয়া ভৈরবী বালার নবকূট হয়, ইহাই মন্ত্রোদ্ধার বাক্যের অর্থ । ১৩

এই বিদ্যার পুরশ্চরণ তিন লক্ষ জপ । এই ত্রিপুরা বালা সমূহের পূজাযন্ত্র, ধ্যান, পূজাদি ত্রিপুর ভৈরবীর ন্যায় হইবে। কিন্তু পুরশ্চরণ শ্রীক্রমোক্ত বলিয়া লক্ষ জপ । ১৪

এই ত্রিপুরা বালা সমূহের দীপনী বিদ্যা শ্রীক্রমে বলিয়াছেন—

হে মহেশানি। প্রথমে বদ যুগ্ম (বদ বদ), তাহার পর বাগ্‌বাদিনি—এই অষ্টাক্ষরী বিদ্যা, ইহাকে হ্‌স্‌রৈং এই বাগ্‌ভবকূটের আদিতে যোগ করিবে। ১৫ এতাং এইটি উহ্য ।

১। খ—অথৈতাসাং দীপনী বিদ্যা শ্রীক্রমে।

ক্লিন্নে ক্লেদিনি দেবেশি ! মহামোক্ষং ততঃ কুরু ।
কামরাজং সমুচ্চার্য্য প্রণবং তদনন্তরম্ ॥ ১৬
মহামোক্ষং কুরু পশ্চাৎ শক্তিকূটং তথোচ্চরেৎ ।
জপেদাদৌ জপেৎ পশ্চাৎ সপ্তবারমনুক্রমাৎ ॥ ১৭

অথান্নপূর্ণেশ্বরী ভৈরবী । যথা জ্ঞানার্ণবে—

তারঞ্চ ভুবনেশানীং[১] শ্রীবীজং কামবীজকম্ ।
হৃদয়ান্তে ভগবতি মাহেশ্বরি-পদস্ততঃ ।
অন্নপূর্ণেঽগ্নিজায়া চ বিদ্যেয়ং বিংশদক্ষরী ॥ ১৮

তথা কল্পে— কামবীজং বিনা দেবি ! ত্রিবীজ-পূর্বিকা যদা ।
ঊনবিংশাক্ষরী দেবী ধনধান্য-সমৃদ্ধিদা ॥ ১৯

অস্যাঃ পূজা—প্রাতঃকৃত্যাদি-সামান্যোক্ত-পীঠন্যাসং বিধায়, পূর্বাদি-কেশরেষু ওঁ বামায়ৈ নমঃ । এবং জ্যেষ্ঠায়ৈ নমঃ । রৌদ্র্যৈ, কাল্যৈ,

---

হে দেবেশি । তাহার পর ক্লিন্নে ক্লেদিনি । মহামোক্ষং, অনন্তর কুরু ও কামরাজ কূট হস্‌ক্‌ল্‌রীং উচ্চারণ করিয়া, প্রণব (ওঁ), অনন্তর মহামোক্ষং কুরু, পরে হ্‌স্‌রৌঃ এই শক্তিকূটকে সেইরূপ উচ্চারণ করিবে। তাহাতে দীপনী বিদ্যাটি হইবে—বদ বদ বাগ্‌বাদিনি! হ্‌স্‌রৈং ক্লিন্নে ক্লেদিনি। মহামোক্ষং কুরু হ্‌স্‌ক্‌ল্‌রীং ওঁ মহামোক্ষং কুরু হ্‌সরৌঃ। এই বিদ্যাকে জপের আদিতে অনুক্রমে ৭ বার এবং জপের অন্তে ৭ বার জপ করিবে। ১৬-১৭

অনন্তর অন্নপূর্ণেশ্বরী ভৈরবী। যেমন জ্ঞানার্ণবে বলিয়াছেন—প্রথমে তার (ওঁ), ভুবনেশানী (হ্রীং), শ্রীবীজ (শ্রীং), কামবীজ (ক্লীং), হৃদয় (নমঃ), তাহার অন্তে ভগবতি। মাহেশ্বরি ! পদ, তাহার পর অন্নপূর্ণে ! ও অগ্নিজায়া (স্বাহা)। তাহাতে হয়—ওঁ হ্রীং শ্রীং ক্লীং নমো ভগবতি ! মাহেশ্বরি ! অন্নপূর্ণে স্বাহা। এই বিদ্যা বিংশাক্ষরী। ১৮

সেইরূপ কল্পে বলিয়াছেন—হে দেবি ! যখন এই বিদ্যা কামবীজ ক্লীং ব্যতীত ওঁ হ্রীং শ্রীং এই ত্রিবীজপূর্বা অর্থাৎ ওঁ হ্রীং শ্রীং নমো ভগবতি। মাহেশ্বরি ।। অন্নপূর্ণে। স্বাহা হইবে, তখন এই বিদ্যা উনবিংশাক্ষরী হইবে। দেবী ধান্য-ধান্য সমৃদ্ধি প্রদা। ১৯

এই বিদ্যার পূজা। প্রাতঃকৃত্য হইতে সামান্য পূজা পদ্ধতি কথিত পীঠন্যাস

১। খ—পরমেশানীং।

কলবিকরণ্যৈ, বলবিকরণ্যৈ, বলপ্রমথন্যৈ, সর্বভূতদমন্যৈ, মধ্যে মনোন্মন্যৈ ; তৎসমীপে ওঁ জয়ায়ৈ, বিজয়ায়ৈ, অজিতায়ৈ, অপরাজিতায়ৈ; নিত্যায়ৈ, বিলাসিন্যৈ, দোগ্ধ্র্যৈ, অঘোরায়ৈ, মধ্যে মঙ্গলায়ৈ, হ্সৌঃ সদাশিব-মহাপ্রেত-পদ্মাসনায় নমঃ। ২০

ততঃ ঋষ্যাদিন্যাসঃ। শিরসি—ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ। মুখে—পঙ্‌ক্তি-ছন্দসে নমঃ। হৃদি—অন্নপূর্ণেশ্বর্য্যৈ ভৈরব্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ। গুহ্যে—হ্রীঁ বীজায় নমঃ। পাদয়োঃ—শ্রীঁ শক্তয়ে নমঃ। সর্বাঙ্গে—ক্লীঁ কীলকায় নমঃ। ২১

ততঃ করাঙ্গন্যাসৌ—হ্রাঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ ইত্যাদিনা হ্রাঁ হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদিনা চ। তথা চ জ্ঞানার্ণবে—ভুবনেশ্যা মহেশানি! ষঙ্‌দীর্ঘ-স্বরভিন্নয়া ইত্যাদি। ২২

ততঃ পদন্যাসঃ। মূর্ধ্নি—ওঁ নমঃ। চক্ষুষোঃ—হ্রীঁ নমঃ, শ্রীঁ নমঃ। কর্ণয়োঃ—ক্লীঁ নমঃ, নমো নমঃ। নসোর্ভগবতি নমঃ, মাহেশ্বরি নমঃ। মুখে—অন্নপূর্ণে নমঃ, গুহ্যে স্বাহা নমঃ। পুনর্গুহ্যাদি-মূর্দ্ধান্তং ন্যসেৎ। যথা তত্রৈব (২৩)—

করিয়া, পূর্বাদি কেশর সমূহে ওঁ বামায়ৈ নমঃ, এইরূপ জ্যেষ্ঠায়ৈ নমঃ, রৌদ্র্যৈ, কাল্যৈ, কলবিকরণ্যৈ, বলবিকরণ্যৈ, বলপ্রমথন্যৈ, সর্বভূতদমন্যৈ, মধ্যে মনোন্মন্যৈ, তাহাদের সমীপে ওঁ জয়ায়ৈ, বিজয়ায়ৈ, অপরাজিতায়ৈ, নিত্যায়ৈ, বিলাসিন্যৈ, দোগ্ধ্র্যৈ, অঘোরায়ৈ, মধ্যে মঙ্গলায়ৈ, হ্সৌঃ সদাশিব-মহাপ্রেত-পদ্মাসনায় নমঃ মন্ত্রে পীঠ শক্তি ও পীঠ মনুর ন্যাস করিবেন। ২০

তাহার পর ঋষ্যাদি ন্যাস। অস্য শ্রীঅন্নপূর্ণেশ্বরী-ভৈরবী-মন্ত্রস্য ব্রহ্মা ঋষিঃ পঙ্‌ক্তিশ্ছন্দঃ শ্রীঅন্নপূর্ণেশ্বরী ভৈরবী দেবতা হ্রীং বীজং শ্রীং শক্তিঃ ক্লীং কীলকং ধান্যসমৃদ্ধি-সিদ্ধ্যর্থং বিনিয়োগঃ। মস্তকে—ওঁ ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ, মুখে—ওঁ পঙ্‌ক্তি-চ্ছন্দসে নমঃ, হৃদয়ে—ওঁ অন্নপূর্ণেশ্বর্য্যৈ ভৈরব্যৈ নমঃ। গুহ্যে—ওঁ হ্রীং বীজায় নমঃ, পাদদ্বয়ে—ওঁ শ্রীং শক্তয়ে নমঃ। সর্বাঙ্গে—ওঁ ক্লীং কীলকায়। ২১

তাহার পর করাঙ্গন্যাস। ওঁ হ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমং, ওঁ হ্রীং তর্জনীভ্যাং স্বাহা ইত্যাদি প্রকারে করন্যাস এবং হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ, ওঁ হ্রীং শিরসে স্বাহা ইত্যাদি প্রকারে অঙ্গন্যাস করিবেন। তাহাই জ্ঞানার্ণবে বলিয়াছেন—হে মহেশানি! ষড়্‌দীর্ঘস্বরের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন ভুবনেশী অর্থাৎ হ্রাং হ্রীং হ্রূং হ্রৈং হ্রৌং হ্রঃ দ্বারা অঙ্গন্যাস করিবেন। ২২

তাহার পর পদন্যাস। যথা মস্তকে—ওঁ নমঃ, চক্ষুর্দ্বয়ে—হ্রীং নমঃ, শ্রীং নমঃ।

একমেকং পুনশ্চৈকং পুনরেকং দ্বয়ং ততঃ।
চতুশ্চতুস্তথা[1] দ্বাভ্যাং পদান্যেতানি পার্বতি[2] ! ॥ ২৪
পদান্যেতানি দেবেশি ! নবদ্বারেষু বিন্যসেৎ।
মূর্দ্ধাদি-গুহ্য-পর্য্যন্তং পুনস্তেষু বরাননে ! ।
গুহ্যাদি-ব্রহ্মরন্ধ্রান্তং পদানাং নবকং ন্যসেৎ ॥ ২৫

ততো ব্রহ্মরন্ধ্র-মুখ-হৃদয়-মূলাধারেষু চতুর্বীজানি বিন্যস্য[3] শেষাণি ভ্রূমধ্য-নাসিকা-কণ্ঠ-নাভি-লিঙ্গেষু নমোঽন্তানি ন্যসেৎ। তদুক্তং তত্রৈব—

ব্রহ্মরন্ধ্রাস্য-হৃদয়-মূলাধারেষ্বনুক্রমাৎ।
চতুর্বীজানি বিন্যস্য পরেষন্যাংশ্চ বিন্যসেৎ ॥ ২৬
ভ্রূমধ্য-নাসিকা-কণ্ঠ-নাভি-লিঙ্গেষু পঞ্চসু।
পূর্ববৎ ক্রমতো দেবি ! নমঃ-প্রকৃতিকং ন্যসেৎ ॥ ২৭

ততো মূলেন ব্যাপকং কৃত্বা ধ্যায়েৎ—

তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভাং বালেন্দুকৃত-শেখরাম্।

ইত্যাদি মূলোক্ত প্রকারে মস্তক হইতে গুহ্য পর্য্যন্ত নবদ্বারে নয়টি মন্ত্র পদের ন্যাস করিয়া পুনরায় গুহ্য হইতে মস্তক পর্য্যন্ত ন্যাস করিবেন। ২৩

যেমন সেইখানে বলিয়াছেন—একটি পদ, পরে একটি পদ, পরে একটি পদ, পুনরায় একটি পদ, তাহার পর দুই অক্ষরের দ্বারা একটি পদ, চারি চারি অক্ষরের দ্বারা ৩ পদ, দুই অক্ষরের দ্বারা একটি পদ। হে পার্বতি। এইগুলি পদ। ২৪

হে দেবশি। এই নয়টি পদকে মস্তক হইতে গুহ্য পর্য্যন্ত নবদ্বারে ন্যাস করিবে। হে বরাননে। গুহ্য হইতে মস্তক পর্য্যন্ত সেই সেই স্থানে নয়টি পদকে ন্যাস করিবে। ২৫

তাহার পর ব্রহ্মরন্ধ্র, মুখ, হৃদয়, মূলধারে নমঃ অন্ত চারিটি বীজ ন্যাস করিয়া, অবশিষ্ট পাঁচটি পদকে নমঃ অন্ত করিয়া ভ্রূমধ্য, নাসিকা, কণ্ঠ, নাভি ও লিঙ্গে ন্যাস করিবে। সেইখানেই তাহা উক্ত হইয়াছে—ব্রহ্মরন্ধ্র, মুখ, হৃদয় ও মূলাধারে অনুক্রমে চারিটি বীজ ন্যাস করিয়া অন্যান্য স্থানে অন্যান্য পদগুলিকে ন্যাস করিবে। ২৬

হে দেবি। পূর্ববৎ ক্রমে ক্রমে ভ্রূমধ্য, নাসিকা, কণ্ঠ, নাভি ও লিঙ্গ—পাঁচটি স্থানে নমঃ প্রকৃতিক (নমঃঅন্ত) পাঁচটি পদকে ন্যাস করিবেন। ২৭

তাহার পর মূলমন্ত্রে ব্যাপক ন্যাস করিয়া ধ্যান করিবেন। সেই ধ্যানের অর্থ—

১। খ—দ্বৈর্দ্বৈস্ত্রিভিস্তথা দ্বাভ্যাং। ২। খ—পার্বতি। ততো ব্রহ্মরন্ধ্র। ৩। খ—বিন্যস্য শেষং তন্ত্রে। সর্বত্র নমোঽন্তেন ন্যসেৎ। ততো মূলেন ব্যাপকং।

নবরত্নপ্রভা-দীপ্ত-মুকুটাং কুঙ্কুমারুণাম্ ॥ ২৮
চিত্রবস্ত্র-পরিধানাং সফরাক্ষীং ত্রিলোচনাম্ ।
সুবর্ণ-কলসাকার-পীনোন্নত-পয়োধরাম্[১] ॥ ২৯
গোক্ষীর-ধাম-ধবলং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিলোচনম্ ।
প্রসন্নবদনং শম্ভুং নীলকণ্ঠবিরাজিতম্ ॥ ৩০
কপর্দ্দিনং স্ফুরৎ-সর্প-ভূষণং কুন্দসন্নিভম্ ।
নৃত্যন্তমনিশং হৃষ্টং দৃষ্ট্বানন্দময়ীং পরাম্ ॥ ৩১
সানন্দমুখ-লোলাক্ষীং মেখলাঢ্যাং নিতম্বিনীম্ ।
অন্নদানরতাং নিত্যং ভূ-শ্রীভ্যাং সমলঙ্কৃতাম্ ॥ ৩২

এবং ধ্যাত্বা মানসোপচারৈরভ্যর্চ্চ্যার্ঘ্যং স্থাপয়েৎ। অস্যাঃ পূজাযন্ত্রম্—

ত্রিকোণঞ্চ চতুঃপত্রং বসুপত্রং ততঃ পরম্ ।
কলাপত্রঞ্চ ভূবিম্বং চতুর্দ্বারং সমালিখেৎ ॥ ৩৩

ততঃ পীঠপূজাং বিধায় পুনর্ধ্যাত্বাবাহনাদি-পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি-দান-পর্য্যন্তং বিধায়াবরণানি পূজয়েৎ। কর্ণিকায়াং অগ্নীশাসুর-বায়ুষু মধ্যে দিক্ষু চ হ্রাঁ হৃদয়ায় নম ইত্যাদিনা পূজয়েৎ। ত্রিকোণাগ্রে—ওঁ হৌঁ নমঃ শিবায়েতি শিবং

তপ্তকাঞ্চনের দীপ্তির ন্যায় দীপ্তি বিশিষ্টা, বালচন্দ্র খচিত শেখর-ধারিণী, নবরত্নের প্রভায় দীপ্ত মুকুট-ধারিণী, কুঙ্কুমের ন্যায় অরুণবর্ণা, চিত্রবস্ত্র-পরিহিতা, সফরীমৎস্যের ন্যায় ত্রিনয়না, সুবর্ণ কলশাকার পীন ও উন্নত স্তনধারিণী, গোদুগ্ধ ধামের ন্যায় ধবল পঞ্চানন ত্রিলোচন প্রসন্নবদন, নীলকণ্ঠে বিরাজমান কপর্দী (জটাধারী) উল্লসিত সর্পরূপভূষণে ভূষিত কুন্দতুল্য ধবল হৃষ্ট শম্ভুকে সর্বদা নৃত্য করিতে দেখিয়া আনন্দ-ময়ী, পরা, আনন্দমুখী লোলাক্ষী, মেখলাযুক্ত নিতম্ব-ধারিণী, অন্নদাননিরতা, নিত্যা, ভূমি (পৃথিবী) ও শ্রী কর্ত্তৃক অলঙ্কৃতা অন্নপূর্ণেশ্বরী ভৈরবীকে ধ্যান করি। ২৮-৩২

এই প্রকারে ধ্যান করিয়া, মানস উপচারে পূজা করিয়া বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করিবেন। ইঁহার পূজাযন্ত্র যেমন—

একটি ত্রিকোণ, বৃত্ত, চারিটি পত্র, পুনরায় আটটি পত্র, তাহার পর ষোড়শ পত্র, তাহার পর চতুর্দ্বার যুক্ত ভূবিম্ব লিখিবেন। ৩৩

তাহার পর পীঠ পূজা করিয়া পুনরায় ধ্যান করিয়া, আবাহন হইতে পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলি দান পর্য্যন্ত সমস্ত করিয়া আবরণ সমূহের পূজা করিবেন। কর্ণিকায় অগ্নি,

---

১। খ—পীনোন্নতঘনস্তনীং।

পূজয়েৎ। বামকোণে—ওঁ নমো ভগবতে বরাহরূপায় ভূর্ভুবঃস্বঃপতয়ে ভূপতিত্বং মে দেহি দদাপয় স্বাহেতি বরাহং পূজয়েৎ। দক্ষিণকোণে—ওঁ নমো নারায়ণায়েতি নারায়ণং পূজয়েৎ। ততো বামে দক্ষিণে চ গ্লৌঁ শ্রীঁ অন্নং মহ্যমন্নং দেহ্যন্নাধিপতয়ে মমান্নং দদাপয় স্বাহা শ্রীঁ গ্লৌঁ ইত্যনেন ভূমি-শ্রিয়ৌ পূজয়েৎ। ততশ্চতুর্দ্দলেষু পুরতঃ আরভ্য ওঁ পরবিদ্যায়ৈ নমঃ। হ্রীঁ ভুবনেশ্বর্য্যৈ নমঃ। শ্রীঁ কমলায়ৈ নমঃ। ক্লীঁ সুভগায়ৈ নমঃ। তথাচ জ্ঞানার্ণবে (৩৪)—

তারেণ পরবিদ্যাঞ্চ ভুবনেশীং তদাত্মনা।
কমলাং রময়া ভদ্রে ! কামেন সুভগাং যজেৎ ॥ ৩৫

অষ্টপত্রেষু পশ্চিমাদিতো ব্রাহ্ম্যাদি-মাতৄঃ পূজয়েৎ। ষোড়শপত্রেষু—নং অমৃতায়ৈ অন্নপূর্ণায়ৈ নমঃ। এবং মোং মানদায়ৈ, ভং তুষ্টৈ্য, গং পুষ্টৈ্য, বং প্রীত্যৈ, তিং রত্যৈ, মাং ক্রিয়ায়ৈ, হেং শ্রিয়ৈ, শ্বং সুধায়ৈ, রিং রাত্র্যৈ, অং জ্যোৎস্নায়ৈ, ন্নং হিমবত্যৈ, পূং ছায়ায়ৈ, র্ণেং পূর্ণিমায়ৈ, স্বাং নিত্যায়ৈ, হাং অমাবাস্যায়ৈ। এতা-অন্নপূর্ণা-পদান্তাঃ পূজয়েৎ। তথা চ জ্ঞানার্ণবে—

ঈশান, নৈঋ্ঋত, বায়ুকোণে, মধ্যে ও দিক্‌সমূহে ওঁ হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে ষড়ঙ্গের পূজা করিবেন। ত্রিকোণের অগ্রে—ওঁ হৌং নমঃ শিবায় এই মন্ত্রে শিবকে পূজা করিবেন। বামকোণে—ওঁ নমো ভগবতে বরাহরূপায় ভূর্ভুবঃস্বঃপতয়ে ভূপতিত্বং মে দেহি দদাপয় স্বাহা—এই মন্ত্রে বরাহকে পূজা করিবেন। দক্ষিণ কোণে—ওঁ নমো নারায়ণায়—এই মন্ত্রে নারায়ণকে পূজা করিবেন। তাহার পর বামে ও দক্ষিণে —ওঁ গ্লৌং শ্রীং অন্নং মহ্যমন্নং দেহ্যন্নাধিপতয়ে মমান্নং দদাপয় স্বাহা শ্রীং গ্লৌং—এই মন্ত্রে ভূমি ও শ্রীকে পূজা করিবেন। তাহার পর চারিটি দলে সম্মুখ হইতে আরম্ভ করিয়া ওঁ পরবিদ্যায়ৈ নমঃ, ওঁ হ্রীং ভুবনেশ্বর্য্যৈ নমঃ, ওঁ শ্রীং কমলায়ৈ নমঃ, ওঁ ক্লীং সুভগায়ৈ নমঃ। তাহাই জ্ঞানার্ণবে বলিয়াছেন (৩৪)—

হে ভদ্রে ! প্রণবের সহিত পরবিদ্যাকে, ভুবনেশী স্বরূপ হ্রীং বীজের সহিত ভুবনেশীকে, রমার (শ্রীং) সহিত কমলাকে এবং কামের (ক্লীং) সহিত সুভগাকে—পূজা করিবেন। ৩৫

অষ্ট পত্র সমূহে পশ্চিম দিক্ হইতে ব্রাহ্মী প্রভৃতি মাতৃগণকে পূজা করিবেন। ষোড়শ পত্রে নং অমৃতায়ৈ অন্নপূর্ণায়ৈ নমঃ ইত্যাদি মূলোক্ত এক একটি মন্ত্র বর্ণের সহিত পূজা করিবেন। অন্নপূর্ণা পদকে অন্তে দিয়া এই অমৃতাদি দেবতাগণকে পূজা

স্বৈঃ স্বৈর্বর্ণৈঃ প্রপূজ্যাশ্চ অন্নপূর্ণান্ত[১]-শব্দিকাঃ। ৩৬

ততশ্চতুরস্রে লোকপালান্ পূজয়েৎ। যথা তত্রৈব—

চতুরস্রে লোকপালান্ ক্রমেণ পরিপূজয়েৎ।

ততো ধূপাদিবিসর্জ্জনান্তং কর্ম সমাপয়েৎ। অস্যাঃ পুরশ্চরণং লক্ষজপঃ॥ ৩৭

তথা চ কল্পে—এবং ধ্যাত্বা জপেন্মন্ত্রং লক্ষসংখ্যমনন্যধীঃ।

সাজ্যেনান্নেন জুহুয়াত্তদ্দশাংশমনন্তরম্[২]॥ ৩৮

অথ শ্মশান-ভৈরবী

শ্মশানভৈরবি! নররুধিরাস্থি-বসাভক্ষিণি! সিদ্ধিং মে দেহি মম মনোরথান্ পূরয় হূঁ ফট্ স্বাহেতি মন্ত্রঃ। অনেন যাবৎ ক্রূরকর্মণি প্রয়োগঃ কার্য্যঃ। ৩৯

ইতি ভৈরবীপ্রকরণম্

বন্দিতামিন্দ্রচন্দ্রাদ্যৈশ্চন্দ্রশেখর-সুন্দরীম্।

বন্দে সর্বেষ্ট-সিদ্ধ্যর্থং মহাত্রিপুরসুন্দরীম্॥ ১

করিবেন। তাহাই জ্ঞানার্ণবে বলিয়াছেন—অর্থাৎ বীজ চতুষ্টয়ের অতিরিক্ত অবশিষ্ট এক একটি মন্ত্র বর্ণের সহিত অন্নপূর্ণা শব্দ অন্তে দিয়া ইঁহাদের পূজা করিবেন। ৩৬

তাহার পর চতুরস্রে লোকপালগণকে পূজা করিবেন। যেমন সেইখানেই বলিয়াছেন—চতুরস্রে ক্রমে ক্রমে লোকপালগণকে পূজা করিবে। ৩৭

তাহার পর ধূপদানাদি হইতে বিসর্জন পর্য্যন্ত কর্ম শেষ করিবেন। এই বিদ্যার পুরশ্চরণ লক্ষ জপ। কল্পে তাহাই বলিয়াছেন—

এই প্রকারে ধ্যান করিয়া অনন্যচিত্ত হইয়া লক্ষ সংখ্যক মন্ত্র জপ করিবে। অনন্তর ঘৃতযুক্ত অন্নের দ্বারা জপের দশাংশ হোম করিবে। ৩৮

অনন্তর শ্মশান ভৈরবী। এই শ্মশান ভৈরবীর মন্ত্র হইতেছে—শ্মশান-ভৈরবি! নররুধিরাস্থি-বসা-ভক্ষিণি! সিদ্ধিং মে দেহি মম মনোরথান্ পূরয় হুং ফট্ স্বাহা। এই মন্ত্রের দ্বারা যাবতীয় ক্রুর কর্মের প্রয়োগ করিবেন। ৩৯

ভৈরবী প্রকরণ সমাপ্ত হইল।

ইন্দ্র চন্দ্র প্রভৃতি দেবগণের বন্দিতা চন্দ্রশেখর-সুন্দরী মহাত্রিপুর-সুন্দরীকে সমস্ত ইষ্টসিদ্ধির জন্য বন্দনা করি। ১

১। খ—অন্নপূর্ণা জপঃ। তথাচ কল্পে—এবং ধ্যাত্বা। ২। খ—অনন্তরম্ যস্যাঃ প্রসাদমাসাদ্য সিদ্ধয়োঽষ্টৌ করস্থিতাঃ। তাং জগন্মাতরং বন্দে ভৈরবীং রিপুভৈরবীম্। ইতি ভৈরবীপ্রকরণং পূর্ণম্।

জ্ঞানার্ণবে—ভূমিশ্চন্দ্রঃ শিবো মায়া শক্তিঃ কৃষ্ণাধ্ব-মাদনৌ।
অর্দ্ধচন্দ্রশ্চ বিন্দুশ্চ নবার্ণো মেরুরুচ্যতে।
মহাত্রিপুরসুন্দর্য্যা মন্ত্রা মেরু-সমুদ্ভবাঃ ॥ ২

ভূমির্লকারঃ, চন্দ্রো দন্ত্যসকারঃ, শিবো হকারঃ, মায়া চতুর্থ স্বরঃ, শক্তিরেকাদশস্বরঃ। কৃষ্ণাধ্বা বহ্নিঃ, স তু রেফঃ। মাদনঃ ককারঃ। অর্দ্ধচন্দ্রবিন্দূ স্পষ্টৌ[১]। ইতি নবভিরক্ষরৈর্মেরুস্তথাচৈতৈরেবাক্ষরৈর্ঘটিতা অস্যা মন্ত্রা[২] বক্তব্যা ইত্যর্থঃ। প্রকৃতিভূত-কামরাজাদি-বিদ্যা বক্তব্যা ইত্যর্থঃ। তেন ষোড়শ্যাদৌ বীজান্তর-সত্ত্বেঽপি ন ক্ষতিঃ। ৩

জ্ঞানার্ণবে—শক্ত্যন্তস্তু র্য্যবর্ণোঽয়ং কলমধ্যে বরাননে।
বাগ্‌ভবং পঞ্চবর্ণৈস্তু কামরাজমথোচ্যতে ॥ ৪
মাদনং শিবচন্দ্রাদ্যং শিবান্তং মীনলোচনে!।
কামরাজমিদং ভদ্রে! ষড়্‌বর্ণং সর্বমোহনম্ ॥ ৫

জ্ঞানার্ণবে বলিয়াছেন—ভূমি (ল), চন্দ্র (স), শিব (হ), মায়া (চতুর্থস্বর ঈ), শক্তি (এ), কৃষ্ণাধ্বা বহ্নি (র), মাদন (ক); অর্দ্ধচন্দ্র (ঁ), বিন্দু (ং)—এই নয় অক্ষর মেরু বলিয়া কথিত হয়। মহাত্রিপুরসুন্দরীর মন্ত্রগুলি এই মেরু হইতে উদ্ভূত। ২

ভূমি লকার, চন্দ্র—দন্ত্য সকার, শিব—হকার, মায়া—চতুর্থস্বর ঈ, শক্তি—একাদশ স্বর এ, কৃষ্ণাধ্বা—বহ্নি। তিনি কিন্তু রকার। মাদন—ককার। অর্দ্ধচন্দ্র ও বিন্দুর অর্থ স্পষ্ট। এই নয়টি অক্ষরের দ্বারা মেরু হয়। সুতরাং এই বর্ণ গুলি ঘটিত ইহাঁর মন্ত্র সমূহ বক্তব্য—এই অর্থ অর্থাৎ প্রকৃতিভূত কামরাজাদি বিদ্যা বক্তব্য এই অর্থ। এইরূপ অর্থ হওয়ায় ষোড়শী প্রভৃতিতে বীজান্তর থাকিলেও কোন ক্ষতি নাই। ৩

জ্ঞানার্ণবে বলিয়াছেন—হে বরাননে। কল মধ্যে অর্থাৎ ক ও লকারের মধ্যে শক্তি একারের অন্তে এই চতুর্থ বর্ণ ঈ। শেষে মায়াবীজ। এই পঞ্চ বর্ণের দ্বারা বাগ্‌ভব কূট হয়। অনন্তর কামরাজ কূট বলিতেছি। ৪

হে মীনলোচনে। শিবচন্দ্রাদ্য মাদন অর্থাৎ হকার ও সকারাদি মাদন (ক) শিবান্ত (হকারান্ত) অর্থাৎ মাদন ককারের শেষে হকার, শেষে ল ও মায়াবীজ—এই ষড় বর্ণ যুক্ত সর্বমোহন কামরাজ বীজ। ৫

১। খ—স্পষ্টৌ। তেন ল স হ ঈ এ র কং প্রতিমেরু। তথাচৈতৈঃ। ২। খ—মন্ত্রা জ্ঞানার্ণবে।

শক্তিবীজং বরারোহে ! চন্দ্রাদ্যং সর্বসিদ্ধিদম্ ।
চতুরক্ষর-রূপস্তু ত্র্যক্ষরী ত্রিপুরা ভবেৎ ॥ ৬
এতামুপাস্য দেবেশি ! কামঃ সর্বাঙ্গসুন্দরঃ ।
কামরাজো ভবেদ্দেবি ! বিদ্যেয়ং ব্রহ্মরূপিণী ॥ ৭

অস্যার্থঃ। শক্তিরেকাদশস্বরস্তস্যান্তর্ভূতস্তুর্য্যবর্ণো দীর্ঘেকারস্তথা চ[১] তৌ ককার-লকারয়োর্মধ্যে লেখ্যৌ। এতদ্বাগ্‌ভবং পঞ্চবর্ণৈরুচ্যতে। তেন শেষবর্ণো বচনান্তরৈকবাক্যতয়া মায়াবীজম্[২]। তথা তত্রৈব (৮)—

সকলা ভুবনেশানী কামেশী-বীজমুদ্ধৃতম্ ।
অনেন সকলা বিদ্যাঃ কথয়ামি বিশেষতঃ। ৯

অস্যার্থঃ। কলাভ্যাং সহ বর্ত্তমানা সকলা ককার-লকারাত্মক-বর্ণদ্বয়ান্বিতা ভুবনেশী মায়াবীজং কামেশ্বরী-বীজং ভবতি। অতএব বশিন্যাদিন্যাসে—

কবর্ণান্তে মহেশানি ! কামেশী-বীজমুত্তমম্ ।
মেরুভূতং সমুচ্চার্য্য বাগ্‌দেবীং পূজয়েত্ততঃ ॥ ১০

হে বরারোহে। সর্বসিদ্ধিপ্রদ শক্তিবীজ চন্দ্রাদ্য (সকারাদি)। উহা চারি অক্ষর স্বরূপ। ত্রিপুরা ত্র্যক্ষরী হইয়া থাকেন। ৬

হে দেবেশি। ইহাঁকে উপাসনা করিয়া সর্বাঙ্গসুন্দর কাম ও কামরাজ হইবে। হে দেবি। এই বিদ্যা ব্রহ্মরূপিণী। ৭

ইহার অর্থ। শক্তিঃ—একাদশ স্বর। তাহার অন্তর্ভূত তুর্য্যবর্ণ দীর্ঘ ঈকার, তাহা হইলে এ ও ঈ এই দুই বর্ণকে ককার ও লকারের মধ্যে লিখিবেন। এই পঞ্চবর্ণের দ্বারা এই বাগ্‌ভববীজ কথিত হয়। সেই জন্য অর্থাৎ পাঁচটি বর্ণ না হওয়ায় শেষ বর্ণটি বচনান্তরের সহিত এক বাক্যতাবশতঃ মায়াবীজ হইবে। সেইখানেই সেইরূপ বলিয়াছেন (৮)—

সকলা ভুবনেশানী (হ্রীং) অর্থাৎ ক্‌ল্‌ হ্রীং কামেশী বীজ কথিত হয়। ইহা দ্বারা বিশেষ ভাবে সকল বিদ্যাই বলিতেছি। ৯

ইহার অর্থ। ক ও ল এর সহিত বর্ত্তমান যে, সে সকলা। ককার লকার স্বরূপ বর্ণের দ্বারা যুক্তা ভুবনেশী মায়াবীজ কামেশ্বরী কামরাজ বীজ হয়। এই জন্যই ইহার বশিন্যাদি ন্যাসে—

১। খ—দীর্ঘেকারস্তৌ ককার লকারয়োর্মধ্যে লেখ্যৌ। তেন ক এ ঈ ল ইত্যায়াতম্। ২। খ—মায়াবীজং। যথা সকলা।

ইতি জ্ঞানার্ণব-বচনং বক্ষ্যমাণং তদ্বীজপ্রদর্শকতয়া উপযুজ্যতে। অনেনেতি তেন। কল হ্রীমিতি কামেশ্বরী-বীজং[১] প্রকৃতিভূত-কামরাজাদি-সর্ববিদ্যা-ঘটকং তেনৈকাক্ষর-মন্ত্রাঘটকত্বেঽপি ন ক্ষতিঃ। অতএব মেরুভূতমিত্যুক্তম্। তথাচৈক-বর্ণাকাঙ্ক্ষায়াং বিশেষ্যীভূতা ভুবনেশী। বর্ণদ্বয়াকাঙ্ক্ষায়াং সান্নিধ্যবশাৎ লকারবতী ভুবনেশী। বর্ণত্রয়াকাঙ্ক্ষায়াং কলবতী ভুবনেশী বিদ্যা-ঘটিকা। এবঞ্চ ককারৈকাদশ-স্বর-চতুর্থস্বর-লকার-মায়াবীজৈর্বাগ্-ভবকূটং মায়াবীজস্যানেকবর্ণঘটিতত্বেঽপ্যেকং বীজরূপত্বাৎ। এবমন্যত্রাপি। ১১

মাদনমিতি মাদনং ককারঃ। শিবচন্দ্রৌ হসৌ তাবাদ্যৌ যস্য তাদৃশম্। শিবান্তমিতি, শিবো হকারঃ, স এবান্তো যস্য ইতি মাদনবিশেষণ-দ্বয়ম্। তেন চতুর্বর্ণ-প্রাপ্তৌ[২] ষড়্বর্ণত্বেন বর্ণদ্বয়াকাঙ্ক্ষায়াং বচনান্তরৈকবাক্যতয়া কামেশ্বরী-শেষাক্ষয়-দ্বরস্য পরিশেষেণ দাতব্যত্বাদন্তে লকার-মায়াবীজঞ্চ।

হে মহেশানি! কবর্ণের অন্তে মেরুভূত উত্তম কামেশী বীজ উচ্চারণ করিয়া তাহার পর বাগ্দেবীকে পূজা করিবে। ১০

এই বক্ষ্যমাণ জ্ঞানার্ণব তন্ত্রের বচন সেই কামেশী বীজের প্রদর্শকরূপে উপযোগী হয়। অনেন এই বাক্যের অর্থ—সেই কামেশ্বরী বীজ দ্বারা। কল্ হ্রীং এই কামেশ্বরী বীজ প্রকৃতিভূত কামরাজাদি সমস্ত বিদ্যার ঘটক। তাহাতে উহা একাক্ষর মন্ত্রের ঘটক না হইলেও ক্ষতি নাই। এই জন্যই উহা মেরুভূত বলিয়া উক্ত হইয়াছে। তাহা হইলে একবর্ণের আকাঙ্ক্ষায় ভুবনেশী (হ্রীং) বিশেষ্য হইবে। বর্ণদ্বয়ের আকাঙ্ক্ষায় সান্নিধ্যনিবন্ধন ভুবনেশী লকারবতী হইবে। বর্ণত্রয়ের আকাঙ্ক্ষায় কলবতী ভুবনেশী বিদ্যা ঘটক হয়। তাহা হইলে ককার, একাদশ স্বর একার, চতুর্থস্বর ঈকার, লকার ও মায়াবীজের দ্বারা বাগ্ভব কূট হয়। মায়াবীজ অনেক বর্ণ ঘটিত হইলেও বীজরূপ বলিয়া একটি বর্ণ। এই রূপ অন্যান্য স্থলেও জানিবেন। ১১

মাদনং ইত্যাদির ব্যাখ্যা। মাদনং—ককার। শিবচন্দ্রৌ—হ ও স। এই হ ও স দুইটি আদিতে যাহার, তাদৃশ মাদন। শিবান্তং কথার অর্থ—শিব হকার। তাহা অন্ত যে বর্ণের। শিবচন্দ্রাদ্য ও শিবান্ত—ইহা মাদনের বিশেষণ দ্বয়। তাহাতে চারিবর্ণের প্রাপ্তি হইলে বিদ্যাটি ছয়টি বর্ণরূপ বলিয়া দুই বর্ণের আকাঙ্ক্ষা হওয়ায় বচনান্তরের সহিত এক বাক্যতা প্রযুক্ত কামেশ্বরীর শেষ অক্ষরদ্বয় পরিশেষে দেয়

১। খ—কামেশ্বরীবীজং সর্ববিদ্যাঘটকম্। অতএব তত্র মেরুভূতমিত্যুক্তম্। এবঞ্চ ক এ ঈ ল হ্রীমিতি পঞ্চবর্ণৈর্বাগভবকূটম্। ২। চতুর্বর্ণপ্রাপ্তৌ ষড়্বর্ণপ্রাপ্তৌ ষড়্বর্ণত্বেন।

তেন[১] হকার-দন্ত্য-সকার-ককার-হকার-লকার-মায়াবীজৈঃ ষড়্ বর্ণাত্মকং কামরাজকূটং ভবতি। ১২

অথ শাক্তকূটমুচ্যতে[২]। শক্তিবীজ-চতুরক্ষররূপস্থিতি। সান্নিধ্যাৎ কামরাজস্য চন্দ্রাদ্যং চতুরক্ষররূপং শক্তিবীজমিত্যর্থঃ। তেন[৩] দন্ত্যসকার-ককার-লকার-মায়াবীজৈশ্চতুরক্ষরং শক্তিকূটং ভবতি। ১৩

ন চ চন্দ্রাদি-চতুরক্ষরস্য গ্রাহ্যত্বে কহলান্যতম-ত্যাগে বিনিগমনাবিরহ ইতি বাচ্যম্, চন্দ্রাদ্যপদেন শিববীজরাহিত্যস্য বিবক্ষণাৎ। তাবতৈব কামরাজস্য হকারদ্বয়-রাহিত্য-লাভাৎ বচনান্তরৈকবাক্যত্বাচ্চ। যথা চতুঃশত্যাম্ (১৪)—

মাদনং তদধঃ শক্তিস্তদন্তা বিন্দুমালিনী।
ঐন্দ্রঞ্চ ভুবনেশানী বীজং তদ্বাগ্‌ভবং ভবেৎ॥ ১৫
শিববীজং ত্রিধা কৃত্বা সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-ক্রমাৎ।
দ্বয়মাদ্যেন রহিতমাদ্যাধো মাদনাক্ষরম্॥ ১৬

হওয়ায় অন্তে লকার ও মায়াবীজ দেয়। তাহাতে হকার, দন্ত্য সকার, ককার, হকার, লকার ও মায়া বীজের দ্বারা ষড়্‌বর্ণ স্বরূপ কামরাজ কূট হয়। ১২

অনন্তর শক্তিবীজং চতুরক্ষরং এই গ্রন্থের দ্বারা শক্তি কূট কথিত হইতেছে। সান্নিধ্যনিবন্ধন কামরাজের চন্দ্রাদ্য (সকারাদ্য) চতুরক্ষররূপ শক্তি বীজ (শক্তি কূট) —এই অর্থ। তাহাতে দন্ত্য সকার, ককার, লকার ও মায়াবীজের দ্বারা চারি অক্ষর বিশিষ্ট শক্তি কূট হয়। ১৩

চন্দ্রাদি চারি অক্ষর গ্রাহ্য হইবে, কহলের অন্যতম ত্যাজ্য হইবে, ইহাতে বিনিগমনা (একতর পক্ষ-পাতিনী যুক্তি) নাই, ইহা বলিতে পারেন না। যেহেতু চন্দ্রাদ্য পদের দ্বারা শিববীজ রাহিত্যই বিবক্ষিত হইয়াছে। তাহা দ্বারাই কামরাজের হকার দ্বয়ের ত্যাগ লাভ হইয়াছে এবং বচনান্তরের সহিত এক বাক্যতাও আছে। যেমন চতুঃশতীতে বলিয়াছেন (১৪)—

মাদন (ক), তাহার অধঃ অনন্তর শক্তি (এ), তাহার অন্তে বিন্দুমালিনী (ঈ), ঐন্দ্র (ল) ও ভুবনেশানী (হ্রীং)—ইহা বাগ্‌ভব কূট হয়।

শিববীজকে (হকারকে) সৃষ্টি, স্থিতি, লয় ক্রমে ত্রিধা করিয়া অর্থাৎ তিন স্থানে লিখিয়া মধ্যম ও শেষ হকারদ্বয়কে শিবাদ্য (সকার) রহিত করিবে। আদ্যের অধো-

---

১। খ—তেন হ স ক হ ল হ্রীমিতি ষড়বর্ণাত্মকং। ২। খ—শক্তিবীজমিতি। চতুরক্ষরমিতি সান্নিধ্যাৎ। ৩। খ—তেন সকল হ্রীমিতি চতুরক্ষরময়ং শক্তিকূটং।

পরস্থিতিশিবাধস্তাদিন্দ্রবীজং নিয়োজয়েৎ।
তথা লয়-শিবাধোঽপি বহ্নিতুর্য্যস্বরেন্দুমান্।
এবমেতন্মহাবীজং কামরাজং মহোদয়ম্ ॥ ১৭
মায়াবীজং মহেশানি! মাদনং শক্র-সংযুতম্।
চন্দ্রবীজং কেবলন্তু বিনিযুজ্য বরাননে!।
সংহার-ক্রমযোগেন শক্তিবীজং সমুদ্ধরেৎ ॥ ১৮

অস্যার্থঃ—মাদনং ককারঃ। শক্তিরেকারঃ, বিন্দুমালিনী দীর্ঘেকারঃ, সপ্তশতী-মূলভূতে মেরুচন্দ্রে[১] চতুর্থস্বরাভিধানাৎ। তন্ত্রান্তরেঽপি তুর্য্যবর্ণ ইত্যভিধানাচ্চ। বারাহীতন্ত্রে তু—

কৃত্বা তু মাদনঞ্চাদৌ তৎ-পাতালে ভগং কুরু।
দক্ষাক্ষীন্দ্রং শিবা চৈব বাণার্ণং পুণ্যমেব তৎ ॥ ১৯

ইত্যত্র দক্ষাক্ষীত্যুক্তম্, তত্র বামদক্ষক্রমেণ ন্যাস ইতি শিষ্টাঃ। বস্তুতস্তু

ভাগে মাদনাক্ষর ককার হইবে। পরবর্ত্তী স্থিতিরূপ দ্বিতীয় হকারের পরে ইন্দ্র বীজ (ল) যোগ করিবে। সেইরূপ লয়রূপ তৃতীয় শেষ শিব বীজের পরে বহ্নি (র), চতুর্থস্বর ঈ ও বিন্দু (ং) যুক্ত হইবে। ইহা মহোদয় কামরাজ মহাবীজ কামরাজ কূট হইবে। ১৬-১৭

হে বরাননে! হে মহেশানি! মায়াবীজ (হ্রীং) শক্র (ল) সংযুক্ত মাদন (ক) ও কেবল চন্দ্র সকারকে সংহারক্রমে (বিপরীত ক্রমে) যোগ করিয়া শক্তি কূট উদ্ধার করিবে। ১৮

ইহার অর্থ। মাদন—ককার, শক্তি—একার, বিন্দুমালিনী—দীর্ঘ ঈকার। যেহেতু সপ্তশতীর মূলভূত মেরুচন্দ্র নামক গ্রন্থে বিন্দুমালিনীকে চতুর্থস্বর বলিয়াছেন, তন্ত্রান্তরেও তূর্য্যবর্ণ এই উক্ত হইয়াছে। বারাহীতন্ত্রে কিন্তু—

প্রথমে মাদনকে (ককে) উচ্চারণ করিয়া তাহার পাতালে অধোভাগে অর্থাৎ পরে ভগকে (একারকে) উচ্চারণ কর। তাহার পর দক্ষাক্ষি (ঈ), ইন্দ্র (ল) ও শিবা (হ) সেই পঞ্চবর্ণ পুণ্য।

এই স্থলে দক্ষাক্ষী এই উক্ত হইয়াছে। সে স্থলে বাম ও দক্ষিণ ক্রমে ন্যাস হয়, ইহা শিষ্টগণ বলেন। ১৯

বস্তুতঃ দক্ষাক্ষী এইটি দীর্ঘান্ত চতুর্থ স্বরের সংজ্ঞাবাচক শব্দ আছে। ইহা প্রত্যেক

১। গ্রন্থবিশেষ-নাম।

দক্ষাক্ষী ইতি দীর্ঘান্তশ্চতুর্থস্বর-সংজ্ঞাশব্দোঽস্তীতি প্রত্যেকাক্ষর-স্তোত্রে তৃতীয়ে—

ঈশানাদি-মহাপ্রেত-মৌলি-লালিত-পাদুকে !।
ঈশ্বরীন্দ্রাদিভূতানাং সুন্দরি ! ত্বাং সমাশ্রয়ে ॥ ২০

ইত্যভিধানাচ্চ চতুর্থস্বরঃ সুব্যক্তমুক্তঃ। ঐন্দ্রং লকারঃ। ভুবনেশী মায়াবীজম্। ইতি বাগ্‌ভবকূটম্। শিববীজং হকারঃ। ত্রিধেতি ত্রিষু স্থানেষু উপর্য্যধোভাবেন লিখিত্বেত্যর্থঃ। দ্বয়মিতি[১]। মধ্যম-চরম-হকারদ্বয়মিত্যর্থঃ। আদ্যেন শিবাদ্যেন দন্ত্যসকারেণ রহিতম্। এবঞ্চ প্রথম-শিবানন্তরং দন্ত্যসকারোঽর্থাৎ[২]। আদ্যাধঃ দন্ত্যসকার-যুক্ত-হকারাধঃ। পরস্থিতি-শিবেতি। পরো দ্বিতীয়ঃ স্থিতিরূপো যঃ শিবস্তদধস্তাদিত্যর্থঃ। ইন্দ্রবীজং লকারঃ। লয়শিবস্তৃতীয়শিবঃ। বহ্নী রেফঃ। কামরাজমিতি কামরাজ-কূটমিত্যর্থঃ। শক্র-সংযুতমিতি তেন লকারাধঃ ককার ইত্যর্থঃ। চন্দ্রো দন্ত্যসকারঃ। সংহারো বৈপরীত্যম্। তেন চাদৌ দন্ত্যসকারস্ততঃ ককারস্ততো লকারস্তদন্তে মায়াবীজমিত্যর্থঃ। শক্তিবীজমিতি শক্তিকূটমিত্যর্থঃ। ২১

অক্ষরের তৃতীয় স্তোত্রে—ঈশানাদি-মহাপ্রেত-মৌলি-লালিত-পাদুকে। ঈশ্বরীন্দ্রাদিভূতানাং সুন্দরি। ত্বাং সমাশ্রয়ে। অর্থাৎ ঈশানাদি মহাপ্রেতের মস্তক কর্তৃক সেবিত পাদুকে। তুমি ইন্দ্রাদিভূত বর্গের (দেববৃন্দের) ঈশ্বরী। হে সুন্দরি! আমি তোমাকে আশ্রয় করি। ২০

এই উক্ত হওয়ায় চতুর্থ স্বর সুস্পষ্ট উক্ত হইয়াছে। ঐন্দ্র—লকার, ভুবনেশী—মায়াবীজ, ইহা বাগ্‌ভব কূট। শিববীজ হকার। ত্রিধা ইহার অর্থ—তিন স্থানে উর্ধ্ব ও অধোভাবে লিখিয়া। দ্বয়ম্ ইহার অর্থ—মধ্যম ও চরম হকার দ্বয়। আদ্যেন—শিবাদ্য দন্ত্য সকারের দ্বারা রহিত। এই হইলে প্রথম শিবের অনন্তর অর্থাৎ দন্ত্য সকার হয়। আদ্যাধঃ—দন্ত্য সকার যুক্ত হকারের অধঃ। পরস্থিতিশিব ইহার অর্থ—পর অর্থাৎ দ্বিতীয় স্থিতিরূপ যে শিব, তাহার অধঃ। ইন্দ্র-বীজ—লকার। লয় শিব—তৃতীয় শিব। বহ্নি—রকার। কামরাজং—কামরাজ কূট এই অর্থ। শক্র সংযুত ইহার অর্থ—লকারের অধোভাগে ককার। চন্দ্র—দন্ত্য সকার। সংহার—বৈপরীত্য। তাহাতে দন্ত্য সকার, তাহার পর ককার, তাহার পর লকার, তাহার অন্তে মায়াবীজ—এই অর্থ। শক্তিবীজম্—শক্তি কূট, এই অর্থ। ২১

১। খ—দ্বয়ং মধ্যম-চরম-হকারদ্বয়ং। ২। খ—অর্থাং। আশক্র সংযুতমিতি।

অথবা—শক্তিবীজং বরারোহে! চন্দ্রাদ্যং সর্বসিদ্ধিদম্। চতুরক্ষর-রূপস্থিত্যস্যৈবমর্থঃ। চন্দ্রাদ্যং চতুরক্ষরং শক্তিকূটং চতুরক্ষরস্য সকারাদিত্ব-প্রাপ্তৌ পরিশেষাৎ কামেশ্বরী-বর্ণত্রয়স্য সকারাদিত্বং লভ্যতে। অতএব কামেশ্বরী-মন্ত্র-সম্বন্ধিন একাক্ষরস্য বাগ্ভবে দ্ব্যক্ষরস্য কামরাজে ত্র্যক্ষরস্য শক্তিকূটে পরিশেষাৎ সমুপযোগঃ। ইত্থঞ্চ[1] ককারৈকাদশস্বর-তুর্য্যস্বর-ভূমি-লজ্জা-বীজৈর্বাগ্ভবকূটং প্রথমম্। শিব-চন্দ্র-কাম-শিব-ভূমি-লজ্জাভিঃ কাম-রাজকূটং দ্বিতীয়ম্। চন্দ্র-কাম-ভূমি-লজ্জাভিঃ শক্তিকূটং তৃতীয়ম্। ইত্যুক্ত-প্রকারেণ ত্র্যক্ষরী ত্রিপুরা ভবেদিতি নির্গলিতার্থঃ। ২২

তথা চন্দ্রপীঠে— স্মরো ভগং বিন্দুমতী ল-পরা বাগ্ভবং মতম্।
শিবো জীবঃ স্মরঃ শম্ভুর্ল-পরা কামকূটকে ॥
ভৃগুঃ কামঃ ক্ষমা মায়া কামরাজাভিধা মতা[2] ॥ ২৩

ইয়ং কামোপাসিতা পঞ্চদশাক্ষরী। ইয়ং ত্র্যক্ষরী বিদ্যা বিদ্যারাজ্ঞীত্যুচ্যতে

অথবা—শক্তিবীজং বরারোহে। চন্দ্রাদ্যং সর্বসিদ্ধিদম্। চতুরক্ষররূপং তু—ইহারই এইরূপ অর্থ। চন্দ্রাদ্য চারিঅক্ষর শক্তিকূট। চতুরক্ষরের সকারাদিত্ব প্রাপ্তি হইলে পরিশেষে কামেশ্বরীর বর্ণত্রয়ের সকারাদিত্ব লাভ হয়। অতএব পরিশেষে কামেশ্বরী মন্ত্র সম্বন্ধী একাক্ষরের বাগ্ভবে, দ্ব্যক্ষরের কামরাজে ও ত্র্যক্ষরের শক্তিকূটে উপযোগ আছে। এই প্রকার হইলে ককার, একাদশ স্বর একার, চতুর্থ স্বর ঈকার, ভূমি (ল) ও লজ্জাবীজের দ্বারা প্রথম বাগ্ভব কূট। শিব (হ), চন্দ্র (স) কাম (ক), শিব (হ) ভূমি (ল) ও লজ্জাবীজের দ্বারা দ্বিতীয় কামরাজ কূট। চন্দ্র (স) কাম (ক) ভূমি (ল) ও লজ্জাবীজের দ্বারা তৃতীয় শক্তিকূট—এইরূপ উক্ত প্রকারে ত্রিপুরা ত্র্যক্ষরী হন, ইহাই নির্গলিতার্থ। ২২

সেই চন্দ্রপীঠেও বলিয়াছেন—স্মর (ক), ভগ (এ), বিন্দুমতী (ঈ) ল ও পরা (হ্রীং) বাগ্ভবকূট বলিয়া কথিত হইয়াছে। শিব (হ), জীব (স), স্মর (ক), শম্ভু (হ), ল ও পরা (হ্রীং) কামরাজকূটে আছে। ভৃগু (স), কাম (ক), ক্ষমা (ল) ও মায়া কামরাজ নামক বিদ্যা বলিয়া কথিত হইয়াছে। ২৩

এই বিদ্যাটি কামের উপাসিতা পঞ্চদশাক্ষরী। এই ত্র্যক্ষরী বিদ্যারাজ্ঞী বলিয়া ও

১। খ—ইত্থঞ্চ ক এ ঈ ল হ্রীমিতি বাগ্ভবকূটং প্রথমম্। হ স ক হ ল হ্রীমিতি কামরাজকূটং দ্বিতীয়ম্। স ক ল হ্রীমিতি শক্তিকূটং তৃতীয়ম্। ২। খ—মতা। ইয়ং ত্র্যক্ষরী বিদ্যা কামরাজাখ্যা।

কামরাজাখ্যা চ। "কামরাজো ভবেদ্ দেবি! বিদ্যেয়ং ব্রহ্মরূপিণী"ত্যভিধানাৎ। তথাচ কামরাজ-পদেন কচিদ্বিদ্যাবিশেষোঽয়ং কচিৎ কামরাজাখ্য-মধ্যমকূটমপ্যুচ্যতে। ইদন্তু বোধ্যং—সর্ববিদ্যানামেব কূটত্রয়স্য বাগ্‌ভবাদি-পরিভাষাঽস্তীতি[১]। তেন ক এ ঈ ল হ্রীঁ। হ স ক হ ল হ্রীঁ। স ক ল হ্রীঁ ইতি সিদ্ধম্। ২৪

জ্ঞানার্ণবে—শৃণু দেবি! প্রবক্ষ্যামি লোপামুদ্রাভিধাং পরাম্।
কামরাজাখ্য-বিদ্যায়াঃ শক্তিং তুর্য্যঞ্চ সুন্দরি!।
হিত্বা মুখে শিবেন্দুভ্যাং লোপামুদ্রা প্রকাশিতা।
অগস্ত্যোপাসিতা বিদ্যা ত্রৈলোক্য-ক্ষোভকারিণী॥ ২৫

অস্যার্থঃ[২] কামরাজাখ্য-বিদ্যায়া বাগ্‌ভবাখ্যে আদিকূটে দ্বিতীয়-তৃতীয়-স্বরদ্বয়ং হিত্বা হকার-দন্ত্যসকারৌ প্রথমং দদ্যাদিত্যর্থঃ। তেন[৩] শিবচন্দ্রকাম-ভূ-লজ্জাভিঃ প্রথমকূটম্। শেষদ্বয়ন্তথৈব। ইয়মগস্ত্যোপাসিতা প্রথম-লোপা-

---

কামরাজ নামক বিদ্যা বলিয়া কথিত হয়। যেহেতু কামরাজো ভবেদ্ দেবি! বিদ্যেয়ং ব্রহ্মরূপিণী অর্থাৎ হে দেবি। এই ব্রহ্মরূপিণী বিদ্যা কামরাজ হইবেন। এইরূপ উক্ত হইয়াছে। সুতরাং কামরাজপদের দ্বারা কোন স্থলে এই পঞ্চদশাক্ষরী বিদ্যাবিশেষ কোন স্থলে বা কামরাজ নামক মধ্যমকূটও কথিত হইয়া থাকে। এই স্থলে ইহা জানিবেন যে, সমস্ত বিদ্যারই কূটত্রয়ে বাগ্‌ভবাদি পরিভাষা আছে। তাহাতে ক এ ঈ ল হ্রীং, হ স ক হ ল হ্রীং, সকল হ্রীং এই সিদ্ধ হয়। ২৪

লোপামুদ্রা বিদ্যা কথিত হইতেছে। জ্ঞানার্ণবে বলিয়াছেন—হে দেবি! লোপামুদ্রানাম্নী অপরা বিদ্যা বলিতেছি শ্রবণ কর। হে সুন্দরি! কামরাজ নামক বিদ্যার বাগ্‌ভব নামক প্রথম কূটের শক্তি ও চতুর্থস্বর ত্যাগ করিয়া প্রথমে শিব ও চন্দ্রের (হকার ও সকারের) দ্বারা যুক্ত হইলে লোপামুদ্রা বিদ্যা প্রকাশিতা হয়। ত্রৈলোক্যক্ষোভকারিণী এই বিদ্যা অগস্ত্যের উপাসিতা। ২৫

ইহার অর্থ—কামরাজ নামক বিদ্যার বাগ্‌ভব নামক আদিকূটে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্বরদ্বয় ত্যাগ করিয়া হকার ও দন্ত্যসকারকে প্রথমে দিবে, এই অর্থ। তাহাতে শিব (হ); চন্দ্র (স), কাম (ক) ভূ (ল) ও লজ্জা দ্বারা লোপামুদ্রার প্রথম কূট হয়।

১। খ—অস্তীতি। জ্ঞানার্ণবে—শৃণু দেবি। ২। খ—অস্যার্থ ইতি নাস্তি। ৩। খ—তেন হ স ক ল হ্রীমিতি প্রথমকূটম্। শেষদ্বয়ং তথৈব। ইয়মগস্ত্যোপাসিতা লোপামুদ্রা কামরাজ লোপামুদ্রা। কামরাজ লোপামুদ্রায়া অবান্তর।

মুদ্রা পঞ্চদশাক্ষরী; কামরাজ-প্রথম-লোপামুদ্রয়োরবান্তর-বিশেষমগ্রে বক্ষ্যামঃ। ২৬

তত্রৈব[১]— কামরাজাখ্য-বিদ্যায়াস্তৃতীয়ং সুরবন্দিতে!।
সহাদ্যং শক্তিবীজং স্যাদ্বিদ্যাগস্ত্য-প্রপূজিতা।
লোপামুদ্রা-প্রভাবেণ সাক্ষাদব্রহ্মস্বরূপিণী ॥ ২৭

তৃতীয়ং শক্তিবীজমিত্যন্বয়ঃ। সহাদ্যমিতি কামরাজাখ্যবিদ্যায়া যদেব বাগ্‌ভবকূটং কামরাজকূটঞ্চাস্যা অপি তদেব। শক্তিকূটস্তু সহাদ্যমিতি বিশেষঃ। তেন[২] চন্দ্র-শিব-চন্দ্র-কাম-ভূ-লজ্জাভিস্তৃতীয়কূটমিত্যর্থঃ। তথা চ ক এ ঈ ল হ্রীঁ, হ স ক হ ল হ্রীঁ, স হ স ক ল হ্রীঁ ইতি সিদ্ধম্। ইয়ং সপ্তদশাক্ষরী দ্বিতীয়-লোপামুদ্রা। ইয়মপ্যগস্ত্যোপাসিতা দ্বিতীয়-লোপামুদ্রা ॥ তথা চ কামরাজবিদ্যামধিকৃত্য চন্দ্রপীঠে (২৮)—

অস্যাশ্চ শক্তিকূটঞ্চেদ্ ভৃগু-শম্ভু-পুরঃসরঃ।
ভুক্তিমুক্তি-প্রদা বিদ্যা লোপামুদ্রাদ্যুপাসিতা ॥ ২৯

শেষদ্বয় সেইরূপ। এই পঞ্চদশাক্ষরী বিদ্যা অগস্ত্যের উপাসিতা প্রথম লোপামুদ্রা। কামরাজ ও প্রথম লোপামুদ্রার অবান্তর বিশেষ অগ্রে বলিব। ২৬

সেইখানেই বলিয়াছেন—সুরবন্দিতে! কামরাজ নামক বিদ্যার তৃতীয় শক্তিকূট সহাদ্য হইবে। এই বিদ্যা অগস্ত্যের উপসিতা। লোপামুদ্রার প্রভাবে এই বিদ্যা ব্রহ্মস্বরূপিণী হইয়াছে। ২৭

তৃতীয়ং শক্তিবীজং এই অন্বয় হইবে। সহাদ্যং ইহার অর্থ—কামরাজ নামক বিদ্যার যে বাগ্‌ভবকূট ও কামরাজকূট, এই বিদ্যারও তাহাই বাগ্‌ভবকূট ও কামরাজকূট। শক্তিকূট কেবল সহাদ্য হইবে, এই বিশেষ। তাহাতে চন্দ্র, শিব, চন্দ্র, কাম, ভূ ও লজ্জা দ্বারা তৃতীয় কূট হয়, এই অর্থ। তাহা হইলে ক এ ঈ ল হ্রীং, হ স ক হ ল হ্রীং, স হ স ক ল হ্রীং এই সিদ্ধ হয়। ইনি সপ্তদশাক্ষরী দ্বিতীয় লোপামুদ্রা। ইনিও অগস্ত্যের উপাসিতা দ্বিতীয় লোপামুদ্রা। কামরাজ বিদ্যার অধিকারে চন্দ্রপীঠে তাহাই বলিয়াছেন (২৮)—

এই বিদ্যার শক্তিকূট যদি হয়, তবে তাহা ভৃগু (স) ও শম্ভু (হ) পূর্বক হইবে। এই বিদ্যা ভুক্তি ও মোক্ষপ্রদা লোপামুদ্রাদি দ্বারা উপাসিতা। ২৯

১। খ—তত্রৈবেতি নাস্তি। ২। খ—তেন স হ স ক ল হ্রীমিতি তৃতীয়বীজমিত্যর্থঃ। ইয়মপ্যগস্ত্যো।

তত্রৈব[১]— কামরাজাখ্য-বিদ্যায়া বাগ্‌ভবেন বরাননে ! ।
বিদ্যোদ্ধারং প্রবক্ষ্যামি শক্তিমাদন-মধ্যগম্ ॥ ৩০
শিবং কুর্য্যাদ্ বাগ্‌ভবে তু শিবাদ্যং কামবীজকম্ ।
চন্দ্রাদ্যন্তু তৃতীয়ং স্যাদ্বিদ্যেয়ং মনু-পূজিতা ॥ ৩১

অস্যার্থঃ—অতঃপরং কামরাজাখ্য-বিদ্যায়া বাগ্‌ভবেন বাগ্‌ভবেনৈব বিদ্যোদ্ধারং প্রবক্ষ্যামি। মনু-চন্দ্র-কুবের-পূজিতানাং তিসৃণামেব বিদ্যানাং উদ্ধারং প্রবক্ষ্যামীত্যন্বয়ঃ। তথা চৈতাসাং কূটত্রয়ং কামরাজ-বাগভবকূট-ঘটিতমেবেত্যর্থঃ। কামরাজ-বিদ্যায়া বাগ্‌ভবকূটঘটিত-কূটত্রয়স্যাপি[২] প্রথমকূটং বাগ্‌ভবাখ্যম্। দ্বিতীয়ং কামরাজাখ্যম্। তৃতীয়ং শক্তিকূটাখ্যম্। তত্র প্রথমে শক্তীতি শক্তিরেকারঃ। মাদনং ককারঃ। তয়োর্মধ্যগং শিবং হকারং কুর্য্যাৎ। প্রথমে বাগ্‌ভবাখ্যকূটে একার-ককারয়োর্মধ্যে হকারং দদ্যাদিত্যর্থঃ।[৩] তেন কাম-শিব-ভগ-তুর্য্যস্বর-ভূ-লজ্জাভির্বাগ্‌ভবাখ্যং প্রথমং

সেইখানেই উক্ত হইয়াছে—হে বরাননে। কামরাজ নামক বিদ্যার বাগ্‌ভবের দ্বারা বিদ্যার উদ্ধার বলিতেছি। এই বিদ্যার বাগ্‌ভবকূটে শিবকে (হকে) শক্তি (এ) ও মাদনের (ককারের) মধ্যগত করিবে। কামরাজ কূট শিবাদ্য (হকারাদ্য) হইবে। তৃতীয় শক্তিকূট চন্দ্রাদ্য (সকারাদ্য) হইবে। এই বিদ্যা মনু কর্ত্তৃক পূজিতা। ৩০-৩১

ইহার অর্থ—অতঃপর কামরাজাখ্য বিদ্যার বাগ্‌ভবকূটের দ্বারা অর্থাৎ বাগ্‌ভব-কূটের দ্বারাই উদ্ধার বলিব। মনু, চন্দ্র ও কুবেরের পূজিত তিনটি বিদ্যারই উদ্ধার বলিব, এই অন্বয় হইবে। তাহা হইলে এই বিদ্যাসমূহের কূটত্রয় কামরাজ ও বাগ্‌ভব-কূট ঘটিতই—এই অর্থ। কামরাজ বিদ্যার বাগ্‌ভবকূট ঘটিত কূটত্রয়েরও প্রথমকূট—বাগ্‌ভব নামক কূট, দ্বিতীয়—কামরাজ নামককূট, তৃতীয়—শক্তিকূট নামক কূট। তন্মধ্যে শক্তি এই গ্রন্থের দ্বারা প্রথমকূটের উদ্ধার বলিতেছেন। শক্তিঃ—একার। মাদনং—ককার। শিব হকারকে এই উভয়ের মধ্যগত করিবে। প্রথম বাগ্‌ভব কূটে একার ও ককারের মধ্যে হকারকে দিবে, এই অর্থ। তাহাতে কাম (ক), শিব (হ), ভগ (এ), চতুর্থস্বর (ঈ), ভূ (ল), ও লজ্জা দ্বারা বাগ্‌ভব নামক প্রথম

১। খ—তত্রৈবেতি নাস্তি। ২। খ—বাগ্‌ভবকূটত্রয়স্যাপি। ৩। খ—দদ্যাদিত্যর্থঃ। কামরাজাখ্যং দ্বিতীয়কূটং হকারাদ্যং। তৃতীয়ং শক্তিকূটং সকারাদ্যং। তথাচ চন্দ্রপীঠে কশিবৌ ভগতূর্য্যৌ চ ক্ষমা মায়েতি বাগ্‌ভবম্। শিবঃ কামো ভগং তূর্য্যং ক্ষমা মায়েতি কামকম্। জীবঃ

কূটম্। শিব-কাম-ভগ-তুর্য্যস্বর-ভূ-লজ্জাভিঃ কামরাজাখ্যং দ্বিতীয়কূটম্। চন্দ্র-কাম-ভগ-তুর্যাস্বর-ভূ-লজ্জাভিঃ শক্তিকূটাখ্যং তৃতীয়-কূটম্। তথা চ— ক হ এ ঈ ল হ্রীঁ, হ ক এ ঈ ল হ্রীঁ, স ক এ ঈ ল হ্রীঁ ইতি সিদ্ধম্। ইয়ং মনুপূজিতা অষ্টাদশাক্ষরী ॥ ৩২ ॥

তত্রৈব— সহাদ্যং বাগ্ভবং দেবি ! চন্দ্রাদ্যং শিবমধ্যগম্।
মাদনং কামরাজে তু শক্তিবীজং সহাননম্।
চন্দ্রারাধিত-বিদ্যেয়ং ভোগমোক্ষফল-প্রদা ॥ ৩৩

অস্যার্থঃ। কামরাজ-বিদ্যায়া বাগ্ভবং সহাদ্যঞ্চেদস্যা বাগ্ভবম্। তস্যা দ্বিতীয়-বাগ্ভবে ককারো যদি দন্ত্যসকারাদির্হকারয়োর্মধ্যগতশ্চ যদি স্যাৎ, তদাস্যাঃ কামরাজাখ্য-কূটম্। তথা চ কামরাজকূটে আদৌ দন্ত্যসকার-স্ততো হকারস্ততঃ ককারস্ততো হকারস্তত একারস্তত ঈকারস্ততো লকারস্ততো মায়েতি। সহাননমিতি। তথাচাস্যা বাগ্ভবকূটমেব শক্তিকূটম্ ॥ তেন[২] চন্দ্র-

কূট হয়। শিব, কাম, ভগ, চতুর্থস্বর, ভূ ও লজ্জা দ্বারা কামরাজ নামক দ্বিতীয় কূট হয়। চন্দ্র (স), কাম, ভগ, চতুর্থস্বর ও লজ্জাবীজ দ্বারা শক্তিকূট নামক তৃতীয় কূট হয়। তাহা হইলে ক হ এ ঈ ল হ্রীং, হ ক এ ঈ ল হ্রীং, স ক এ ঈ ল হ্রীং— এইরূপ বিদ্যার উদ্ধার হয়। মনু পূজিতা এই বিদ্যা অষ্টাদশাক্ষরী। ৩২

সেইখানেই বলিয়াছেন—হে দেবি! কামরাজ বিদ্যার বাগ্ভবকূটটি যদি সহাদ্য হয়, তবে তাহা এই বিদ্যার বাগ্ভবকূট হয়। এই বিদ্যার কামরাজে কিন্তু চন্দ্রাদ্য ও শিবমধ্যগত মাদন হইবে। শক্তিকূট সহানন (সহমুখ বা সহাদ্য) হইবে। ৩৩

ইহার অর্থ—কামরাজ বিদ্যার বাগ্ভবকূটটি যদি সহাদ্য হয়, তবে তাহা এই বিদ্যার বাগ্ভবকূট হইবে। তাঁহার দ্বিতীয় বাগ্ভবে ককার যদি দন্ত্যসকারাদি এবং হকারদ্বয়ের মধ্যগত হয়, তাহা হইলে তাহা এই বিদ্যার কামরাজকূট হইবে। তাহা হইলে কামরাজকূটে প্রথমে দন্ত্য সকার, তাহার পর হকার, অনন্তর ককার, অনন্তর হকার, অনন্তর একার, অনন্তর ঈকার, অনন্তর লকার, অনন্তর মায়া। সহাননম্ ইহা

কামো ভগাস্তুর্য্য লপরাঃ শক্তিকূটকম্। মানবায় সমুদ্দিষ্টা সর্বদেবৈর্নমস্কৃতা। তেন কহ এ ঈ ল হ্রীমিতি বাগ্ভবাখ্যং প্রথমং কূটং। হ ক এ ঈ ল হ্রীমিতি কামরাজাখ্যং দ্বিতীয়ং কূটং। স ক ল এ ঈ ল হ্রীমিতি শক্তিকূটাখ্যং তৃতীয়কূটং। ইয়ং মনুপূজিতা। সহাদ্যং।

২। খ—তেন স হ ক এ ঈ ল হ্রীমিতি প্রথমং স হ ক হ এ ঈ ল হ্রীমিতি দ্বিতীয়ং সহ ক এ ঈ ল হ্রীমিতি তৃতীয় কূটং। ইয়ং চন্দ্রোপাসিতা। তথাচ চন্দ্রপীঠে।

শিব-কাম-ভগ-তুর্য্যস্বর-ভু-লজ্জাভিঃ প্রথমং বাগ্ভব-কূটম্। চন্দ্র-শিব-কাম-শিব-ভগ-তুর্য্যস্বর-ভু-লজ্জাভির্দ্বিতীয়ং কামরাজ-কূটম্। চন্দ্র-শিব-কাম-ভগ-তুর্য্যস্বর-ভু-লজ্জাভিস্তৃতীয়ং শক্তিকূটম্। তথা চ চন্দ্রপীঠে (৩৪)—

চন্দ্রঃ শিবঃ কাম-ভগে সর্পিণী-স্মাপরেতি বাক্।
কামং ক-ভগয়োর্মধ্যে শিবঃ শক্তৌ ভৃগুঃ শিবঃ॥
ক-ভগে তুর্য্য-ল-পরা চন্দ্রেণোপাসিতা মতা॥ ৩৫

অস্যার্থঃ[১] বাক্ বাগ্ভবকূটমিত্যর্থঃ। অস্যৈব বাগ্ভব-কূটস্থ ককারে-কারয়োর্মধ্যে শিব ইতি। কামং কামরাজ-কূটমিত্যর্থঃ। শক্তৌ শক্তিকূটে[২] ইত্যর্থঃ তথাচ স হ ক এ ঈ ল হ্রীঁ, স হ ক হ এ ঈ ল হ্রীঁ, স হ ক এ ঈ ল হ্রীঁ ইতি সিদ্ধম্। ইয়ং চন্দ্রোপাসিতা দ্বাবিংশত্যক্ষরী॥ ৩৬

তত্রৈব— হসাদ্যং বাগ্ভবং বীজং শিবাদ্যং সহ মধ্যগম্।
মাদনং কামরাজে তু তৃতীয়ং শৃণু পার্বতি!।
হসাদ্যং শক্তিবীজন্তু কুবেরেণ সমর্চিতা॥ ৩৭

দ্বারা জানা গেল—এই বিদ্যার বাগ্ভব কূটই শক্তিকূট। তাহাতে চন্দ্র, শিব, কাম, ভগ, চতুর্থস্বর, ভূ ও লজ্জাবীজ দ্বারা প্রথম বাগ্ভবকূট। চন্দ্র, শিব, কাম, শিব, ভগ, চতুর্থস্বর, ভূ ও লজ্জাবীজ দ্বারা দ্বিতীয় কামরাজকূট। চন্দ্র, শিব, কাম, ভগ, চতুর্থ স্বর, ভূ, ও লজ্জাবীজ দ্বারা তৃতীয় শক্তিকূট হয়। চন্দ্রপীঠে তাহাই বলিয়াছেন (৩৪)—

চন্দ্র, শিব, কাম, ভগ, সর্পিণী (ঈ), স্মা (ল) ও পরা মায়াবীজ—ইহা বাগ্ভবকূট। ক ও ভগের মধ্যে শিব হইলে কামরাজকূট হয়। শক্তিকূটে ভৃগু, শিব, ক, ভগ, চতুর্থস্বর, ল ও পরা (লজ্জাবীজ)। ইনি চন্দ্রের দ্বারা উপাসিত বলিয়া কথিত হইয়াছেন। ৩৫

ইহার অর্থ। বাক্—বাগ্ভবকূট, এই অর্থ। এই বাগ্ভবকূটেরই ককার ও একারের মধ্যে শিব। কামং—কামরাজকূট, এই অর্থ। শক্তৌ—শক্তিকূটে, এই অর্থ। তাহা হইলে স হ ক এ ঈ ল হ্রীং, স হ ক হ এ ঈ ল হ্রীং, স হ ক এ ঈ ল হ্রীং—এই বিদ্যা উদ্ধৃত হয়। এই দ্বাবিংশাক্ষরী বিদ্যা চন্দ্রের উপাসিতা। ৩৬

সেইখানেই বলিয়াছেন—কামরাজ বিদ্যার প্রথম বাগ্ভবকূট যদি হসাদ্য হয়, তবে তাহা বিদ্যার বাগ্ভবকূট হইবে। কামরাজ কূটে মাদন (ক) শিবাদি এবং সকার ও হকারের মধ্যগত হইবে। হে পার্বতি! তৃতীয় শক্তিকূট শ্রবণ কর। শক্তিকূট কিন্তু হসাদ্য হইবে। ইহা কুবেরের উপাসিতা। ৩৭

১। খ—অস্যার্থঃ বাগ্ভবকূটং। অস্যৈব। ২। খ—শক্তিকূটে। হসাদ্যং।

অস্যার্থঃ—কামরাজাখ্য-বিদ্যায়া আদ্যং বাগ্‌ভবকূটং হসাদ্যঞ্চেদস্যা বাগ্‌ভবং বীজম্। তস্যা দ্বিতীয়বাগ্‌ভবে ককারো যদি হকারাদির্দন্ত্যসকার-হকারয়োর্মধ্যগতশ্চ স্যাদস্যাঃ কামরাজাখ্য-কূটম্। তথা চ কামরাজকূটে আদৌ হকারস্ততো দন্ত্যসকারস্তত ককারস্ততো হকারস্তত একারস্তত ঈকারস্ততো লকারস্ততো মায়েতি। হসাদ্যমিতি। তথা চাস্যা বাগ্‌ভব-কূটমেব শক্তিকূটমিত্যর্থঃ। তেন[1] শিব-চন্দ্র-কাম-ভগ-তুর্য্যস্বর-ভূ-লজ্জাভিঃ প্রথমং বাগ্‌ভব-কূটম্। শিব-চন্দ্র-কাম-শিব-ভগ-তুর্য্য-স্বর-ভূ-লজ্জাভির্দ্বিতীয়ং কামরাজ-কূটম্। শিব-চন্দ্র-কাম-ভগ-তুর্য্যস্বর-ভূ-লজ্জাভিস্তৃতীয়ং শক্তিকূটম্। তথা চ চন্দ্রপীঠে (৩৮)—

শিবো জীবস্ততঃ শম্ভুর্ভৃগুঃ কামঃ শিবস্তথা।
শম্ভুর্ভৃগুঃ কতো যোজ্যা ভগতুর্য্যক্ষমাপরাঃ॥ ৩৯

অস্যার্থঃ। শিবানন্তরং[2] কতঃ ককারাৎ পরং ভগাদি যোজ্যমিতি বাগ্‌ভবম্। এবমেব শক্তিকূটম্। কামরাজে তু কহানন্তরমেব ভগাদীতি

ইহার অর্থ—কামরাজ নামক বিদ্যার প্রথম বাগ্‌ভবকূট যদি হসাদ্য হয়, তবে তাহা এই বিদ্যার বাগ্‌ভবকূট হইবে। ইহাঁর দ্বিতীয় বাগ্‌ভবে ককার যদি হকারাদি ও সকার হকারের মধ্যগত হয়, তবে তাঁহার কামরাজ নামক কূট হইবে। তাহা হইলে কামরাজকূটে প্রথমে হকার, পরে দন্ত্য সকার, পরে ককার, পরে হকার, পরে একার, পরে ঈকার, পরে লকার, তাহার পর মায়া হইবে। হসাদ্যং কথার অর্থ—তাহা হইলে ইহাঁর বাগ্‌ভবকূটই শক্তিকূট। সেইজন্য শিব, চন্দ্র, কাম, ভগ, চতুর্থস্বর, ভূ ও লজ্জা দ্বারা প্রথম বাগ্‌ভবকূট। শিব, চন্দ্র, কাম, শিব, ভগ, চতুর্থস্বর, ভূ ও লজ্জাবীজ দ্বারা দ্বিতীয় কামরাজকূট। শিব, চন্দ্র, কাম, ভগ, চতুর্থস্বর, ভূ ও লজ্জা-বীজের দ্বারা তৃতীয় শক্তি কূট হয়। তাহাই চন্দ্রপীঠে উক্ত হইয়াছে (৩৮)—

শিবের পর জীব, পরে শম্ভু, ভৃগু, কাম, শিব, সেইরূপ শম্ভু, ভৃগু, ককারের পর ভগ, চতুর্থস্বর, ক্ষমা ও পরা (হ্রীং) যোগ করিবে। ৩৯

ইহার অর্থ—শিবের অনন্তর জীব প্রভৃতি, ককারের পর ভগাদি যোগ করিবে। ইহা বাগ্‌ভবকূট। এইরূপই শক্তিকূট। কামরাজকূটে কিন্তু কহের অনন্তরই

১। খ—তেন হ স ক ঈ ল হ্রীমিতি দ্বিতীয়ং। হ স ক এ ঈ ল হ্রীমিতি তৃতীয়ং কূটং। তথাচ চন্দ্রপীঠে— শিবো। ২। খ—শিবজীবানন্তরং ক্রতোঃ ককারাৎ পরং ভগাদি ইতি বাগ্‌ভবং।

বিশেষঃ[১]। তথাচ হ স ক এ ঈ ল হ্রীঁ, হ স ক হ এ ঈ ল হ্রীঁ, হ স ক এ ঈ ল হ্রীমিতি সিদ্ধম্। ইয়ং কুবেরোপাসিতা দ্বাবিংশত্যক্ষরী ॥ ৪০

তত্রৈব— কামরাজ্যখ্য-বিদ্যায়া হিত্বা ভূমিং তৃতীয়কে।
শক্তিবীজে স্থিতাং দেবি! চন্দ্রাধঃ কুরু তত্র চ।
ইন্দ্রারাধিত-বিদ্যেয়ং ভুক্তি-মুক্তি-ফলপ্রদা ॥ ৪১

অস্যার্থঃ—কামরাজাখ্য-বিদ্যায়াঃ শক্তিকূটে স্থিতাং ভূমিং লকারং তৃতীয়-স্থানে হিত্বা চন্দ্রাধঃ কুরু দন্ত্যসকারস্যাধঃ স্থাপয়েদিত্যর্থঃ। তথা চ শক্তিকূটে আদৌ দন্ত্যসকারস্ততো লকারস্ততঃ ককারস্ততো মায়া। অন্যদুভয়কূটং পূর্ববৎ। তেন[২] কাম-ভগ-তুর্য্যস্বর-ভূ-লজ্জাভিঃ প্রথমকূটম্। শিব-চন্দ্রঃ কাম-শিবেন্দ্র-লজ্জাভির্দ্বিতয়কূটম্। চন্দ্রেন্দ্র-কাম-লজ্জাভিস্তৃতীয়ং কূটম্। তথাচ ক এ ঈ ল হ্রীঁ, হ স ক হ ল হ্রীঁ, স ল ক হ্রীঁ ইতি সিদ্ধম্। ইয়ং ইন্দ্র-পূজিতা পঞ্চদশাক্ষরী। ৪২

তত্রৈব— কামরাজাখ্য-বিদ্যায়া বাগ ভবে মাদনং ত্যজ।
চন্দ্রং তত্রৈব সংযোজ্য কামরাজে ততঃ পরম্ ॥
হিত্বা চন্দ্রং মুখে কুর্য্যাদ্ বিদ্যেয়ং নন্দি-পূজিতা ॥ ৪৩

ভগাদি, এই বিশেষ। তাহা হইলে হ স ক এ ঈ ল হ্রীং, হ স ক হ এ ঈ ল হ্রীং, হ স ক এ ঈ ল হ্রীং—এই সিদ্ধ হয়। এই দ্বাবিংশাক্ষরী বিদ্যা কুবেরের উপাসিতা। ৪০

সেইখানেই উক্ত হইয়াছে—কামরাজ নামক বিদ্যার ভূমি (ল) কে তৃতীয় স্থানে ত্যাগ করিয়া চন্দ্রের (সকারে) পরে রাখিবে। তাহা হইলে শক্তিকূটে প্রথমে দন্ত্য-সকার, পরে লকার, পরে ককার, তাহার পর মায়া। অন্য উভয়কূট পূর্ববৎ। তাহাতে কাম, ভগ (এ), চতুর্থস্বর, ভূ (ল), ও লজ্জাবীজের দ্বারা প্রথম কূট, শিব, চন্দ্র (স), কাম (ক), শিব, ইন্দ্র (ল) ও লজ্জাবীজের দ্বারা দ্বিতীয় কূট এবং চন্দ্র, ইন্দ্র, কাম (ক) ও লজ্জাবীজের দ্বারা তৃতীয় কূটম্। তাহা হইলে ক এ ঈ ল হ্রীং, হ স ক হ ল হ্রীং, সলক হ্রীং—এই উদ্ধার হয়। এই পঞ্চদশাক্ষরী বিদ্যা ইন্দ্রের পূজিতা। ৪২

সেইখানেই বলিয়াছেন—কামরাজ নামক বিদ্যার বাগ্‌ভবে ককার ত্যাগ কর। সেই ককারের স্থানে চন্দ্রকে যোগ করিয়া তাহার পর কামরাজে চন্দ্রকে ত্যাগ করিয়া তাহাকে প্রথমে দিবেন। এই বিদ্যা নন্দি কর্তৃক পূজিতা। ৪৩

১। খ—বিশেষঃ। কামরাজাখ্যবিদ্যায়া। ২। খ—তেন ক এ ঈ ল হ্রীং ইতি প্রথমং। হ স ক হ ল হ্রীমিতি দ্বিতীয়ং। স ল ক হ্রীমিতি তৃতীয়কূটং। কামরাজাখ্যবিদ্যায়া

অস্যার্থঃ—কামরাজাখ্য-বিদ্যায়া বাগ্‌ভবে ককারস্থানে দন্ত্যসকারং দদ্যাৎ। তথা চ[১] চন্দ্র-ভগ-তুর্য্যেন্দ্র-মায়াভির্বাগ্‌ভবকূটম্। কামরাজে পুনঃ শিবান্তে চন্দ্রং ত্যক্ত্বা মুখে শিবাদৌ দদ্যাৎ। তথাচ[২] চন্দ্র-শিব-কাম-শিব-ভূ-লজ্জাভিঃ কামরাজকূটম্। শক্তিকূটন্তু সমানম্। তথা চ চন্দ্রপীঠতন্ত্রে (৪৪)—

ভৃগুর্ভগং বিন্দুমতী ল-মায়া ভৃগুঃ শিবঃ কাম-হ-ভূমি-মায়াঃ।
ভৃগুঃ স্মরো ভূর্ভুবনেশ্বরী চ বিদ্যেয়মুক্তা ভুবি নন্দিবন্দ্যা। ৪৫

ভৃগুর্দন্ত্যসকারঃ। বিন্দুমতী চতুর্থস্বরঃ[৩]। তথাচ স এ ঈ ল হ্রীঁ, স হ ক হ ল হ্রীঁ, স ক ল হ্রীঁ ইতি সিদ্ধম্। ইয়ং নন্দিপূজিতা পঞ্চদশাক্ষরী। ৪৬

তত্রৈব— ত্রিকূটে ভুবনেশানীং দ্বিধা কুরু মহেশ্বরি!।
বিন্দুহীনা নাদহীনা দুর্বাসঃ-পূজিতা ভবেৎ॥ ৪৭

তন্ত্রান্তরে—কামরাজাখ্য-বিদ্যায়াস্ত্রিকূটেষু বরাননে!।
যা স্থিতা ভুবনেশানী দ্বিধা কুরু মহেশ্বরি!॥
নাদহীনা বিন্দুহীনা দুর্বাসঃ-পূজিতা ভবেৎ॥ ৪৮

ইহার অর্থ—কামরাজ নামক বিদ্যার বাগ্‌ভবকূটে ককারের স্থানে দন্ত্য সকার দিবে। তাহা হইলে চন্দ্র, ভগ, চতুর্থস্বর, ইন্দ্র (ল) ও মায়াবীজের দ্বারা বাগ্‌ভব কূট হইবে। কামরাজ কূটে পুনঃ শিবান্তে চন্দ্রকে ত্যাগ করিয়া মুখে শিবের আদিতে দিবে। তাহা হইলে চন্দ্র, শিব, কাম, শিব, ভূ ও লজ্জাবীজ দ্বারা কামরাজ কূট হইবে। শক্তি কূট কিন্তু সমান। তাহই চন্দ্রপীঠ তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে (৪৪)—

ভৃগু (স), ভগ, বিন্দুমতী (ঈ), ল, মায়া, (হ্রীং); ভৃগু, শিব, কাম, হ, ভূমি ও মায়া। ভৃগু, স্মর, ভূ, ভুবনেশ্বরী (হ্রীং)। নন্দি পূজিতা এই বিদ্যা পৃথিবীতে প্রকাশিতা হইয়াছে। ৪৫

ভৃগু—দন্ত্য সকার, বিন্দুমতী—চতুর্থস্বর। তাহা হইলে স এ ঈ ল হ্রীং, স হ ক হ ল হ্রীং, সকল হ্রীং ইহা সিদ্ধ হয়। এই পঞ্চদশাক্ষরী বিদ্যা নন্দি কর্ত্তৃক পূজিতা। ৪৬

সেইখানেই উক্ত হইয়াছে—হে মহেশ্বরি। কামরাজ বিদ্যার ত্রিকূটে যে মায়াবীজ তিনটি আছে, তাহাকে দুই ভাগ (হ + রী) কর। তাহা নাদবিন্দু হীনা হইবে। ইহা দুর্বাসার পূজিত হইবেন। ৪৭

তন্ত্রান্তরে বলিয়াছেন—হে বরাননে। কামরাজ নামক বিদ্যার ত্রিকূটে যে

১। খ—তথাচ স এ ঈ ল হ্রীমিতি বাগ্‌ভবকূটম্। কামরাজে পুনঃ। ২। খ—তথাচ স হ ক ল হ্রীমিতি কামরাজকূটং শক্তিকূটং তু। ৩। খ—চতুর্থস্বরঃ। ত্রিকূটে ভুবনেশানীং।

অস্যার্থঃ[১]। কামরাজাখ্য-বিদ্যায়াস্ত্রিকূটেষু যন্মায়াবীজত্রয়ং বর্ত্ততে, তৎ দ্বিধাকৃত্য দ্বিখণ্ডীকৃত্য নাদবিন্দুহীনঞ্চ কৃত্বোচ্চরেৎ। তেন হরী ইতি বর্ণদ্বয়ং মায়াস্থানে প্রয়োজ্যম্। দক্ষিণামূর্ত্তৌ চ—মায়াস্থানে হরীবর্ণ-যুগলঞ্চ ক্রমাল্লিখেদিতি। তেন[২] কাম-ভগ-তুর্য্যেন্দ্র-শিব-রীকারৈঃ প্রথমকূটম্। শিব-চন্দ্র-কাম-শিব-ভূ-শিব-রীকারৈর্দ্বিতীয়-কূটম্। চন্দ্র-কাম-ভূ-শিব-রীকারৈস্তৃতীয়-কূটম্। এতেনাত্রৈব বিশ্লিষ্টোচ্চারণস্য বিহিতত্বান্নান্যত্র সংযুক্ত-বীজস্য বিশ্লেষেণোচ্চারণং প্রতীয়তে, বিশ্লেষং বিনাঽনুচ্চার্য্যাণাং কূটানাস্ত্বগত্যৈব বিশ্লেষেণোচ্চারণমিতি ধ্যেয়ম্। তথাচ ক এ ঈ ল হরী, হ স ক হ ল হরী, স ক ল হরী ইতি সিদ্ধম্। ইয়ং দুর্বাসঃ-পূজিতা অষ্টাদশাক্ষরী ॥ ৪৯ ॥

তত্রৈব— লোপামুদ্রাখ্য-বিদ্যায়া দ্বিতীয়ায়া মহেশ্বরি !।
কামরাজ-ভৃগুং হিত্বা মুখে কুর্য্যাৎ তমেব হি ॥ ৫০
শিবং বিনা চতুর্থস্তু তার্ত্তীয়ে স ক গঃ শিবঃ।
এষা বিদ্যা বরারোহে ! ত্রিপুরা সূর্য্য-সেবিতা ॥ ৫১

ভুবনেশানী হ্রীং বীজ আছে, হে মহেশ্বরি। তাহাকে দ্বিধা কর। উহা নাদহীনা ও বিন্দুহীনা হইলে দুর্বাসা কর্ত্তৃক পূজিতা হইবেন। ৪৮

ইহার অর্থ—কামরাজ নামক বিদ্যার তিনটি কূটে যে মায়াবীজ তিনটি আছে, তাহাকে দ্বিধা করিয়া—দুই খণ্ড করিয়া ও নাদহীন বিন্দুহীন করিয়া উচ্চারণ করিবে। তাহাতে মায়া (হ্রীং) স্থানে হ+রী এই বর্ণদ্বয় প্রয়োগ করিবে। দক্ষিণামূর্ত্তি-সংহিতাতে এই বলিয়াছেন—মায়াস্থানে হরী-বর্ণ-যুগলঞ্চ ক্রমাল্লিখেৎ। তাহাতে কাম, ভগ, চতুর্থস্বর, ইন্দ্র, হ ও রী দ্বারা প্রথম কূট হইবে। শিব, চন্দ্র, কাম, শিব, ভূ, শিব ও রীকারের দ্বারা দ্বিতীয় কূট। চন্দ্র, কাম, ভূ, শিব ও রীকারের দ্বারা তৃতীয় কূট। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে—এইখানেই বিশ্লিষ্ট (বিভক্ত) বর্ণের উচ্চারণ বিহিত হওয়ায় অন্যত্র সংযুক্ত বীজের বিশ্লেষণ করিয়া উচ্চারণ হইবে না। বিশ্লেষ বিনা অনুচ্চার্য্য কূট সমূহের অগত্যা বিশ্লেষণ করিয়াই উচ্চারণ হইবে, ইহা জানিবেন। তাহা হইলে ক এ ঈ ল হ রী, হসকহল হ রী, সকল হ রী ইহা সিদ্ধ হয়। এই অষ্টাদশাক্ষরী বিদ্যা দুর্বাসার পূজিতা। ৪৯

সেইখানেই বলিয়াছেন—হে মহেশ্বরি। দ্বিতীয়স্থানে উদ্ধৃত প্রথম লোপামুদ্রা নামক বিদ্যার ভৃগুকে ত্যাগ করিয়া সেই ভৃগুকে মুখে আদিতে করিবে। চতুর্থে কিন্তু

১। খ—অয়মর্থঃ। ২। খ—তেন ক এ ঈ ল হরী ইতি প্রথমং হ স ক হ ল হরী ইতি দ্বিতীয়ং স ক ল হরী ইতি তৃতীয় কূটম্। লোপামুদ্রাখ্য বিদ্যায়া।

অত্র দ্বিতীয়-লোপামুদ্রা-ভ্রম-নিরাসায় দ্বিতীয়ায়া ইতি। উদ্ধারক্রমাৎ কামরাজাখ্য-বিদ্যাপেক্ষয়া দ্বিতীয়ায়াঃ প্রথমলোপামুদ্রায়া ইতি তদর্থঃ। তথাচ প্রথম-লোপামুদ্রায়াঃ কামরাজকূটে ভৃগুং অর্থাৎ হকারাধঃস্থ-দন্ত্যসকারং ত্যক্ত্বা তমেব দন্ত্যসকারমেব মুখে আদৌ হকারোপরি কুর্য্যাৎ। চতুর্থন্ত শিবং বিনা অর্থাৎ দ্বিতীয়-হকারং ত্যজেৎ। তথা তৃতীয়শক্তিকূটে শিবো-হকারঃ স ক গঃ দন্ত্যসকার-ককারয়োরধোগামী বক্ষ্যমাণ-চন্দ্রপীঠ-বচনৈকবাক্যত্বাৎ। বাগ্‌ভবকূটস্তু পূর্ববদেব। তথাচ[১] শিব-চন্দ্র-কামেন্দ্র-মায়াভির্বাগ্‌ভব-কূটম্। চন্দ্র-শিব-কামেন্দ্র-মায়াভিঃ কামরাজ-কূটম্। চন্দ্র-কাম-শিবেন্দ্র-মায়াভিঃ শক্তিকূটম্। দক্ষিণামূর্ত্তিসংহিতায়াঞ্চ প্রথম-লোপা-মুদ্রামধিকৃত্য (৫২)—

কান্তস্থানাচ্ছিবং ত্যক্ত্বা হসান্তং বাচি মন্মথে।
সহান্তমন্তে সহয়োর্মধ্যে কঃ সূর্য্যপূজিতা॥ ৫৩

শিবকে ত্যাগ করিবে। তৃতীয় শক্তিকূটে স ক ল ও শিব হইবে। এই ত্রিপুরা বিদ্যা সূর্য্য সেবিতা। ৫০-৫১

এস্থলে দ্বিতীয় লোপামুদ্রা ভ্রমনিরাসের জন্য দ্বিতীয়ায়া এই বলিয়াছেন। উদ্ধার ক্রম হইতে কামরাজ নামক বিদ্যার দ্বিতীয়া অর্থাৎ দ্বিতীয় স্থানবর্ত্তী প্রথম লোপামুদ্রার, ইহাই তাহার অর্থ। তাহা হইলে প্রথম লোপামুদ্রার কামরাজ কূটে ভৃগুকে অর্থাৎ হকারের অধঃস্থ দন্ত্যসকারকে ত্যাগ করিয়া সেই দন্ত্যসকারকেই মুখে আদিতে হকারের উপরে করিবে। কিন্তু চতুর্থ শিব বিনা অর্থাৎ দ্বিতীয় হকারকে ত্যাগ করিবে। সুতরাং তৃতীয় শক্তিকূটে বক্ষ্যমাণ চন্দ্রপীঠ বচনের সহিত একবাক্যতা প্রযুক্ত শিব হকার স ক গটি দন্ত্য সকার ও ককারের অধোগামী হইবে। বাগ্‌ভবকূট কিন্তু পূর্ববৎ। তাহা হইলে শিব, চন্দ্র, কাম, ইন্দ্র ও মায়াবীজের দ্বারা বাগ্‌ভবকূট হইবে। চন্দ্র-শিব-কাম-ইন্দ্র ও মায়ার দ্বারা কামরাজ কূট এবং শিব, কাম, শিব, ইন্দ্র, মায়া দ্বারা শক্তিকূট। দক্ষিণামূর্ত্তি-সংহিতাতে প্রথম লোপা মুদ্রার অধিকারে বলিয়াছেন (৫২)—

মধ্যম কূটের ককারের পশ্চাৎ দেশ হইতে হকারকে বাদ দিলে ইহাঁর বাগ্‌ভব কূট হয়। সেইরূপ কামরাজ কূটে হকারকে বাদ দিয়া তাহা যদি হসান্ত হয়, তবে

১। খ—তথাচ হ স ক ল হ্রীমিতি বাগ্‌ভবকূটং স ক ল হ্রীমিতি—কামরাজকূটং স ক ল হ হ্রীমিতি শক্তিকূটং। দক্ষিণামূর্ত্তি-সংহিতায়াঞ্চ প্রথমলোপামুদ্রামধিকৃত্য কান্তস্থানাৎ।

অস্যার্থঃ—ককারস্যানুস্থানাৎ পশ্চাদ্দেশাৎ হকারং পরিশেষেণ মধ্যম-কূটস্থ-দ্বিতীয়-হকারং ত্যক্ত্বা তদেব কূটং[1] সহাদ্যশ্চেদস্যা মন্মথে কামরাজকূটে ভবতি। অন্তে প্রথম-লোপামুদ্রায়াঃ শক্তিকূটে সকার-হকারয়োর্মধ্যে ককারশ্চেদধর্থাৎ ককারস্যাধো হকারো দীয়তে চেদস্যাঃ শক্তিকূটং ভবতীতি। ব্যক্তমাহ চন্দ্রপীঠে (৫৪)—

শিবো ভৃগুঃ কাম-ধরা-পরাঃ স হ ক লাঃ পরা।
জীবকামেশ-ল-পরাঃ সৌরী সর্বসমৃদ্ধিদা ॥ ৫৫

জীবো দন্ত্যসকারঃ[2]। এবঞ্চ দ্বিতীয়লোপামুদ্রামাশ্রিত্য তন্ত্রসারোক্ত-কল্পনমযুক্তমেব, চন্দ্রপীঠতন্ত্রবিরোধাদিতি ধ্যেয়ম্। তেন শিব-ভৃগু-কাম-ধরা-পরাভির্বাগ্‌ভবকূটম্। সহকলপরাভিঃ কামরাজ-কূটম্। জীব-কামেশ-

---

তাহা কামরাজ কূট হইবে। অন্তে সহাদ্য শক্তি কূটে সকার-হকারের মধ্যে ক হইলে শক্তি কূট হইবে। এই বিদ্যা সূর্য্য-পূজিতা। ৫৩

ইহার অর্থ—ককারের অনুস্থান পশ্চাৎ দেশ হইতে হকারকে পরিশেষে মধ্যমকূটস্থ দ্বিতীয় হকারকে ত্যাগ করিয়া সেই কূটই এই বিদ্যার বাকে বাগ্‌ভবকূটে হয়। হসাদ্যম্ এইটি হস এই স্বরূপের উক্তি। সেইরূপ দ্বিতীয় হকারকে ত্যাগ করিয়া সেই কূটই যদি সহাদ্য হইয়া ইহাঁর মন্মথ অর্থাৎ কামরাজ কূটে হয়। অন্তে প্রথম লোপা-মুদ্রার শক্তিকূটে সকার ও হকারের মধ্যে ককার যদি অর্থাৎ ককারের অধোদেশে অর্থাৎ পরে যদি দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাহা এই বিদ্যার শক্তিকূট হয়। ইহা চন্দ্রপীঠে সুস্পষ্ট বলিতেছেন (৫৪)—

শিব, ভৃগু, কাম, ধরা (ল) ও পরা (মায়া—হ্রীং); স হ ক ল ও পরা; জীব (স) কাম, ঈশ, ল ও পরা। ইনি সূর্য্যের উপাসিতা সর্বসমৃদ্ধিপ্রদা বিদ্যা। ৫৫

জীব—দন্ত্যসকার। এই প্রকার হইলে দ্বিতীয় লোপামুদ্রাকে আশ্রয় করিয়া তন্ত্রসারোক্ত কল্পনা অযুক্তই, যেহেতু তাহা চন্দ্র পীঠতন্ত্রের বিরোধী হয়, ইহা জানিবেন। তাহাতে শিব, ভৃগু, কাম, ধরা ও পরা দ্বারা বাগ্‌ভব কূট, সহকল ও পরা দ্বারা কামরাজ কূট, জীব, কাম, ঈশ, ল ও পরা দ্বারা শক্তিকূট হয়। তাহা হইলে

১। খ—তদেব কূটং অস্যা বাচি বাগ্‌ভবকূটে ভবতি। হসাদ্যমিতি স্বরূপাখ্যানম্। তথা দ্বিতীয় হকারং ত্যক্ত্বা। তদেব কূটং সহাদ্যঞ্চেৎ অস্যা মন্মথ কামরাজ কূটে—। ২। খ—সকারঃ। এতেন তন্ত্রসারোক্ত ব্যাখ্যানং ন শ্রদ্ধেয়ম্ ইতি দশ ত্রিকূটাঃ। চন্দ্র পীঠাদিতন্ত্র-বিরোধাদিতি।

ল-পরাভিঃ শক্তিকূটম্। তথাচ হ স ক ল হ্রীঁ, স হ ক ল হ্রীঁ, স ক হ ল হ্রীঁ ইতি সিদ্ধম্। ইয়ং সূর্য্যপূজিতা পঞ্চদশাক্ষরী ॥ ৫৬॥

ইতি দশত্রিকূটকাঃ ॥

শৃণু দেবি! প্রবক্ষ্যামি চতুষ্কূটাঞ্চ শাঙ্করীম্।
লোপামুদ্রাং দ্বিতীয়াস্তু বিলিখ্য সুরবন্দিতে! ॥ ৫৭
পুনর্বিলিখ্যতামেব চতুর্থে পঞ্চমে স্থিতাম্।
হিত্বা তু ভুবনেশানীমেকোচ্চারেণ চোচ্চরেৎ।
চতুষ্কূটাত্মিকা বিদ্যা শঙ্করেণ প্রপূজিতা ॥ ৫৮

অস্যার্থঃ—অত্র দ্বিতীয়ত্বং প্রথমলোপামুদ্রাপেক্ষয়া, ন তু কামরাজাপেক্ষয়েতি তন্ত্রসারকারাদয়স্তথাচ দ্বিতীয়লোপামুদ্রায়াং দ্বির্লিখিতায়াং ষট্‌কূটানি ভবন্তি। তত্র চতুর্থ-পঞ্চম-কূটয়োর্মায়াবীজং ত্যজেৎ। তথাচ প্রথম-কূটত্রয়ং পৃথগুচ্চার্য্য শেষকূটত্রয়মেকীকৃত্যোচ্চারয়েৎ[১]। তেন কাম-ভগ-তুর্য্যেন্দ্র-মায়াভিঃ প্রথমকূটম্। শিব-চন্দ্র-কাম-শিবেন্দ্র-মায়াভির্দ্বিতীয়-কূটম্। চন্দ্র-শিব-চন্দ্র-কামেন্দ্র-মায়াভিস্তৃতীয়কূটম্। কাম-ভগ-তুর্য্যেন্দ্র-শিব-চন্দ্র-

হসকল হ্রীং, সহকল হ্রীং, সকহল হ্রীং—এই সিদ্ধ হয়। ইহা সূর্য্য পূজিতা পঞ্চদশাক্ষরী বিদ্যা। ৫৬ এই দশটি ত্রিকূটা। ১০

হে দেবি। হে শঙ্করি। চতুষ্কূটা বলিব, শ্রবণ কর। হে সুরবন্দিতে। দ্বিতীয় লোপামুদ্রাকে লিখিয়া পুনরায় লোপামুদ্রাকে লিখিয়া অর্থাৎ দুইটি লোপামুদ্রা বিদ্যা লিখিয়া তাহার চতুর্থ ও পঞ্চমকূটে স্থিতা ভুবনেশানীকে ত্যাগ করিয়া এক উচ্চারণে দ্বিতীয়টিকে উচ্চারণ করিবেন। এই চতুষ্কূটা বিদ্যা শঙ্কর কর্ত্তৃক পূজিতা। ৫৭-৫৮

এই স্থলে দ্বিতীয়টি প্রথম লোপামুদ্রার অপেক্ষায়, কামরাজ বিদ্যার অপেক্ষায় নহে। ইহা তন্ত্রসারকার প্রভৃতি বলেন। তাহা হইলে দ্বিতীয় লোপামুদ্রাটি দুইবার লিখিত হইলে ছয়টি কূট হয়। তন্মধ্যে চতুর্থ ও পঞ্চমকূটের মায়াবীজকে ত্যাগ করিবেন। তাহা হইলে প্রথম কূটত্রয়কে পৃথক্ উচ্চারণ করিয়া শেষ কূট তিনটিকে এক করিয়া উচ্চারণ করিবেন। তাহাতে কাম, ভগ, তুর্য্য, ইন্দ্র ও মায়া দ্বারা প্রথম কূট; শিব, চন্দ্র, কাম, শিব, ইন্দ্র ও মায়া দ্বারা দ্বিতীয় কূট; চন্দ্র, শিব, চন্দ্র, কাম, ইন্দ্র ও মায়া দ্বারা তৃতীয় কূট; কাম, ভগ, চতুর্থস্বর, ইন্দ্র, শিব, চন্দ্র, কাম, শিব, ইন্দ্র,

১। খ—উচ্চারয়েৎ। তেন ক এ ঈ ল হ্রীমিতি প্রথমং হ স ক ল হ্রীমিতি দ্বিতীয়ং স হ ক ল হ্রীমিতি তৃতীয়ম্। ক এ ঈ ল হ স ক হ ল হ্রীম চতুর্থকূটম্ ইত্যেকা চতুষ্কূটা। লোপামুদ্রাং তথা।

কাম-শিবেন্দ্র-চন্দ্র-শিব-চন্দ্র-কামেন্দ্র-মায়াভিশ্চতুর্থ কূটম্। তথাচ ক এ ঈ ল হ্রীঁ, হ স ক হ ল হ্রীঁ, স হ স ক ল হ্রীঁ, ক এ ঈ ল হ স ক ঈ ল স হ স ক ল হ্রীঁ ইতি সিদ্ধম্। ইত্যেকা চতুষ্কূট দ্বাত্রিংশদক্ষরী শঙ্করোপাসিতা॥ ৫৯

অথ ষট্‌কূটা— লোপামুদ্রাং তথা দেবি! বিলিখেত্তদনন্তরম্।

নন্দিকেশ্বরবিদ্যাঞ্চ ষট্‌কূটা বৈষ্ণবী[1] ভবেৎ॥ ৬০

অস্যার্থঃ—লোপামুদ্রাং দ্বিতীয়লোপমুদ্রাং সন্নিহিতত্বাৎ, "অগস্ত্যস্য দ্বিধা-বিদ্যাং বিলিখ্য নন্দিপূজিতা"মিতি দক্ষিণামূর্ত্তিসংহিতা-বচনাচ্চ। তন্ত্রসার-কৃতস্তু লোপামুদ্রাং পুনর্দ্দেবীতি পাঠং বদন্তঃ পুনঃ শব্দস্বরসাৎ দ্বিতীয়াং লোপামুদ্রামিত্যর্থ ইত্যাহুঃ। তেন ক এ ঈ ল হ্রীঁ ইতি প্রথমং, হ স ক হ ল হ্রীঁ ইতি দ্বিতীয়ং, স হ স ক ল হ্রীঁ ইতি তৃতীয়ং, স এ ঈ ল হ্রীঁ ইতি চতুর্থং, স হ ক হ ল হ্রীঁ ইতি পঞ্চমং, স ক ল হ্রীঁ ইতি ষষ্ঠ কূটম্। তন্ত্রকৌমুদীকৃতস্তু প্রক্রান্তত্বাৎ প্রথমলোপামুদ্রামাহুস্তন্ন পুনঃশব্দবৈয়র্থ্যাৎ দক্ষিণামূর্ত্তি-বিরোধাচ্চ। ইত্যেকা ষট্‌কূটা[2] দ্বাবিংশত্যক্ষরী বিষ্ণুপাসিতা। ইতি শুদ্ধা দ্বাদশ-বিধৈবেতি। ৬১

চন্দ্র, শিব, চন্দ্র, কাম, ইন্দ্র ও মায়া দ্বারা চতুর্থ কূট। তাহা হইলে ক এ ঈ ল হ্রীং হ স ক হল হ্রীং, সহ সকল হ্রীং, ক এ ঈ ল হ স ক ঈ ল স হ সকল হ্রীং—এই সিদ্ধ হয়। এই একটি শঙ্করের উপাসিতা দ্বাবিংশাক্ষরী বিদ্যা। ৫৯। ১১

অনন্তর ষট্‌কূটা। হে দেবি! দ্বিতীয় লোপামুদ্রা তদনন্তর সেইরূপ নন্দিপূজিত বিদ্যাকে লিখিবেন। ইহা বৈষ্ণবী ষট্‌কূটা হইবে। ৬০

ইহার অর্থ—এখানে লোপামুদ্রা সন্নিধান-বশতঃ এবং "অগস্ত্যস্য দ্বিধা বিদ্যাং বিলিখ্য নন্দিপূজিতাম্" এই দক্ষিণা মূর্ত্তি-সংহিতার বচন অনুসারে দ্বিতীয় লোপামুদ্রা। তন্ত্রসারকার কিন্তু লোপামুদ্রাং পুনর্দেবি এই পাঠ কল্পনা করিয়া পুনঃ শব্দের স্বারস্যে (মহিমায়) দ্বিতীয়াং লোপামুদ্রাং এই অর্থ বলেন। তাহাতে ক এ ল ঈ হ্রীং এই প্রথম, হ স ক হ ল হ্রীং এই দ্বিতীয়, স হ সকল হ্রীং এই তৃতীয়, স এ ঈ ল হ্রীং এই চতুর্থ, স হ ক হ ল হ্রীং এই পঞ্চম, সকল হ্রীং এই ষষ্ঠ কূট। তন্ত্র-কৌমুদীকার কিন্তু আরম্ভ-বশতঃ প্রথম লোপামুদ্রা বলেন। তাহা সঙ্গত নহে, যেহেতু তাহাতে পুনঃ শব্দের বৈয়র্থ্য প্রসঙ্গ হয় এবং দক্ষিণামূর্ত্তি সংহিতার বচনের সহিত বিরোধও হয়। এই একটি দ্বাবিংশাক্ষরী ষট্‌কূটা বিষ্ণুর উপাসিতা। এই শুদ্ধা বিদ্যা দ্বাদশ প্রকারই। ৬১

১। বিষ্ণুপূজিতা ভবেদিত্যর্থঃ। ২। খ—ষট্‌কূটা ইতি শুদ্ধা দ্বাদশ।

অথ পারিভাষিক-ষোড়শ্যঃ॥ এতাসাং দ্বাদশবিদ্যানামাদৌ হ্রীং শ্রীং ইতি কূটদ্বয়ং যোজিতশ্চেদন্যা দ্বাদশবিদ্যা ভবন্তি। তথা জ্ঞানার্ণবে (১)—

চন্দ্রান্তং বারুণান্তঞ্চ শক্রাদি-সহিতং পৃথক্।
বামাক্ষি-বিন্দুনা যুক্তং বিশ্বমাতৃকলান্বিতম্॥ ২

বিদ্যাদৌ যোজয়েদ্দেবি! সাক্ষাজ্জাগ্রৎ-স্বরূপিণী।
ত্রিকূটাঃ সকলা ভদ্রে! পঞ্চকূটা ভবন্তি হি॥ ৩

বৈষ্ণবী বসুকূটা স্যাৎ ষট্কূটা শাঙ্করী ভবেৎ।
দ্বিতীয়োঽয়ং প্রকারঃ স্যাদ্দুর্লভো ভুবনত্রয়ে॥ ৪

অস্যার্থঃ—চন্দ্রঃ সকারস্তস্যান্তো হকারঃ। বারুণো বকারস্তদন্তঃ শকারস্তদ্দ্বয়ং পৃথক্। শক্রাদিনা রেফেণ সহিতম্। বামাক্ষি বিন্দুনাদস্তদ্‌যুক্তম্। তথা বিশ্ব-মাতৃকলা নাদস্তদ্‌যুক্তম্। তথাচ বর্ণাভিধানং (৫)—

অর্দ্ধমাত্রা কলা বাণী নাদোঽর্দ্ধেন্দুঃ সদাশিবঃ।
অনুচ্চার্য্যা তুরীয়া চ বিশ্বমাতৃকলা পরেতি॥ ৬

অনন্তর পারিভাষিক ষোড়শীবর্গ। এই দ্বাদশবিধ বিদ্যার আদিতে হ্রীং শ্রীং এই কূটদ্বয় যদি যুক্ত হয়, তবে অন্য প্রকার দ্বাদশ বিদ্যা হয়। যেমন জ্ঞানার্ণবে বলিয়াছেন (১)—

চন্দ্রবর্ণ সকারের অন্তর্বর্ণ হ, বরুণের অন্তবর্ণ শকারে শক্রের আদিবর্ণ র পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে যোগ করিয়া বামাক্ষি (ঈ) ও বিশ্বমাতৃকলারূপ বিন্দু নাদকে যোগ করিলে হ্রীং শ্রীং হয়। হে দেবি। এই দুইটিকে পূর্বোক্ত বিদ্যাসমূহের আদিতে যোগ করিলে এই বিদ্যা সকল সাক্ষাদ্ ব্রহ্মস্বরূপিণী হয়। হে ভদ্রে! এই দুই কূট যোগ করিলে সকল ত্রিকূটই পঞ্চকূট হয়। বৈষ্ণবী বিষ্ণুর উপাসিতা বিদ্যা বসুকূটা (অষ্টকূটা), শঙ্করের উপাসিতা শাঙ্করী বিদ্যা ষট্‌কূটা হয়। এই দ্বিতীয় প্রকার ত্রিভুবনে দুর্লভ। ২-৪

ইহার অর্থ—চন্দ্র দন্ত্যসকার, তাহার অন্ত হকার। বারুণ বকার, তাহার অন্ত শকার, এই দুইটি পৃথক্। শক্র লকারের আদি রকারের সহিত, বামাক্ষি ঈ ও বিন্দুর সহিত যুক্ত হইয়া বিশ্বমাতৃকলা নাদের সহিত যুক্ত হইবে। ৫

তাহাই বর্ণাভিধান বলিতেছেন—অর্দ্ধমাত্রা, কলা, বাণী, নাদ, অর্দ্ধেন্দু, সদাশিব, অনুচ্চার্য্যা, তুরীয়া, বিশ্বমাতৃকলা ও পরা—এই শব্দগুলি নাদের বাচক। ৬

এবঞ্চ মায়া-রমাত্মক-বীজদ্বয়ং বিদ্যাদৌ প্রাগুক্ত-দ্বাদশ-বিদ্যাদৌ যোজয়েৎ। তদা বিদ্যা সাক্ষাজ্জগ্রৎ-স্বরূপিণী ভবতি। অনয়োরুভয়োরেব যোগো নান্যতরয়োঃ। তেন চতুর্বিংশতিবিদ্যা উদ্ধৃতাঃ[১]। মায়াদৌ কূট-ব্যবহারস্তু গৌণ ইত্যুক্তং প্রাক্। এবং মায়া-রমাবীজয়োরাদৌ প্রণবশ্চেৎ প্রযুজ্যতে, তদা অন্যেঽপি দ্বাদশপ্রকারা ভবন্তি। ৭

যথা— বেদাদি-মণ্ডিতা দেবি! শিব-শক্তিময়ী সদা।

তস্যা ভেদাস্তু সকলাঃ ষট্‌কূটাঃ পরমেশ্বরি! ॥

বৈষ্ণবী নবকূটা স্যাৎ সপ্ত-কূটা তু শাঙ্করী ॥ ৮

পূর্বোক্ত-বীজদ্বয়বতী বিদ্যা বেদাদিরোঙ্কারস্তেন মণ্ডিতা আদৌ ভূষিতেত্যর্থঃ। অস্যাস্ত্রিকূটায়াঃ। তেন ষট্‌বিংশদ্বিদ্যা[২] উদ্ধৃতাঃ। এতাশ্চতুর্বিংশতিঃ পারিভাষিক-ষোড়শ্যঃ। ৯ ২৪।

অথ মহাষোড়শী

জ্ঞানার্ণবে—আদ্যবীজদ্বয়ং ভদ্রে। বিপরীত-ক্রমেণ হি।

বিলিখ্য পরমেশানি! ততোঽন্যানি সমুদ্ধরেৎ ॥ ১০

এইরূপ হইলে মায়া ও রমারূপ বীজদ্বয় বিদ্যার আদিতে অর্থাৎ পূর্বোক্ত দ্বাদশ বিদ্যার আদিতে যোগ করিবেন। তখন বিদ্যা সাক্ষাদ্ জাগ্রৎস্বরূপিণী হয়। মায়া ও রমা উভয়েরই যোগ হইবে, একতরের যোগ নহে। তাহাতে চতুর্বিংশতি প্রকার বিদ্যা উদ্ধৃত হয়। মায়াদিতে কূট ব্যবহার গৌণ, ইহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। এইরূপ মায়া ও রমাবীজের আদিতে প্রণব যদি প্রযুক্ত হয়, তবে অন্য দ্বাদশ প্রকার বিদ্যা হয়। ৭

যেমন বলিয়াছেন—হে দেবি! যখন শিব শক্তিময়ী (হ্রীং শ্রীং) বেদাদি (প্রণব) যুক্ত হইবেন। হে পরমেশ্বরি! তখন সকল কূট ভিন্ন ভিন্ন ষট্‌কূট হইবে। বৈষ্ণবী নবকূট হইবে, শাঙ্করী সপ্তকূট হইবে। ৮

পূর্বোক্ত বীজদ্বয়বতী বিদ্যা বেদাদি ওঁকার, তাহার দ্বারা মণ্ডিতা অর্থাৎ প্রথমে ভূষিতা হয়, এই অর্থ। তস্যাঃ—সেই ত্রিকূটার। ষড়্‌বিংশ বিদ্যা উদ্ধৃত হইল। এই চতুর্বিংশতি বিদ্যা পারিভাষিকী ষোড়শী। ৯

অনন্তর মহাষোড়শী। জ্ঞানার্ণবে বলিয়াছেন—হে প্রিয়ে! এই বিদ্যার ত্রিভেদ উক্ত হইয়াছে। এখন মহাবিদ্যা শ্রবণ কর। হে ভদ্রে! হে পরমেশানি! আদ্য বীজদ্বয় হ্রীং শ্রীং কে বিপরীত ক্রমে অর্থাৎ শ্রীং হ্রীং ক্রমে লিখিয়া তাহার পর অন্যান্য

১। খ—উদ্ধৃতাঃ। এবং মায়া। ২। খ—ষট্‌ত্রিংশদ্।

অন্তর্মুখী বরারোহে ! কুমারী ত্রিপুরেশ্বরী ।
এভিস্তু পঞ্চসংখ্যাকৈর্বীজৈঃ সংপুটিতাং যজেৎ ।
ষট্‌কূটাং পরমেশানি ! বিজ্ঞেয়ং ষোড়শাক্ষরী ॥ ১১
ত্রিকূটাঃ সকলা ভদ্রে ! ষোড়শার্ণা ভবন্তি হি ।
বৈষ্ণব্যেকোনবিংশার্ণা শৈবী সপ্তদশাক্ষরী ॥ ১২

অস্যার্থঃ। আদ্যবীজদ্বয়ং প্রকৃত-দ্বাদশবিদ্যানামাদৌ[1] প্রযুজ্যমানং মায়া-রমাত্মকবীজদ্বয়ং তস্য বিপরীত-ক্রমঃ আদৌ রমা পশ্চান্মায়া। কুমারী চ প্রাগুক্তা ঐঁ ক্লীঁ সৌরিতি বীজত্রয়াত্মিকা, সৈব অন্তর্মধ্যে স্থিতামর্থাৎ কাম-বীজং মুখে আদৌ যস্যাস্তাদৃশী কার্য্যা। ক্লীঁ ঐঁ সৌরিতি সংস্থাপ্যেত্যর্থঃ। ততশ্চ এতৈঃ পঞ্চসংখ্যাকৈর্বীজৈঃ[2] ষট্‌কূটাং নবকূটাং সপ্তকূটাং বা সংপুটিতাং সংপুটবৎকৃতাং যজেৎ। তেনানুলোমবিলোমতঃ পুটিতামিত্যর্থঃ। ১৩

তথা চায়ং নির্গলিতার্থঃ—পূর্বোক্তানাং দ্বাদশ-বিদ্যানামাদৌ প্রণব-মায়া-

---

বীজগুলি উদ্ধার করিবেন। হে বরারোহে! কুমারী ত্রিপুরেশ্বরী অন্তর্মুখী হইবে অর্থাৎ বালার অন্তঃস্থিত ক্লীংবীজ মুখে আদিতে হইবে। তাহা হইলে ক্লীং ঐং সৌঃ হইবে। এই শ্রীং হ্রীং ক্লীং ঐং সৌঃ পঞ্চবীজের দ্বারা ষট্‌কূটা ক এ ঈ ল হ্রীং, হ স ক ল হ্রীং, স স হ স ক ল হ্রীং, স এ ঈ ল হ্রীং, স হ ক ল হ্রীং, সকল হ্রীং কে অনুলোম বিলোমে পুটিত করিয়া পূজা করিবে। ১০-১১

হে ভদ্রে! সকল ত্রিকূটা ষোড়শাক্ষরী হয়। বৈষ্ণবী বিদ্যা একোনবিংশাক্ষরী, শৈবী বিদ্যা সপ্তদশাক্ষরী হইয়া থাকে। ১২

ইহার অর্থ—আদ্য বীজদ্বয়—প্রকৃত দ্বাদশবিদ্যার আদিতে প্রযুজ্যমান মায়া ও রমাত্মক বীজদ্বয়। তাহার বীপরীত ক্রম—প্রথমে রমা ও পরে মায়া। কুমারী—পূর্বপ্রোক্ত ঐং ক্লীং সৌঃ এই বীজত্রয় স্বরূপা। সেই অন্তঃ অর্থাৎ মধ্যে। তিনি অন্তর মধ্যে স্থিতা অর্থাৎ কামবীজ ক্লীং মুখে আদিতে যাহার, তাদৃশী করিতে হইবে। ক্লীং ঐং সৌঃ এই রূপ স্থাপন করিতে হইবে—এই অর্থ। সেই জন্য এই পঞ্চবীজের দ্বারা ষট্‌কূটা নবকূটা বা সপ্তকূটাকে সংপুটিত অর্থাৎ সম্পুটের ন্যায় করিয়া পূজা করিবেন। তাহাতে অনুলোম বিলোমে পুটিত—এই অর্থ হয়। ১৩

তাহা হইলে এই নির্গলিতার্থ হইল যে, পূর্বোক্ত দ্বাদশ বিদ্যার আদিতে প্রণব,

---

১। খ—প্রকৃত বিদ্যানামাদৌ। ২। খ—বীজৈঃ ষট্কূটা ভবতি ষট্‌কূটা নবকূটা ভবতি চতুষ্কূটা ভবতি। তাসাঞ্চ রমাদিবীজ।

রমা-যোগো যদি ক্রিয়তে, তদা সর্বা ত্রিকূটা ষট্‌কূটা ভবতি, ষট্‌কূটা নবকূটা ভবতি, চতুষ্কূটা সপ্তকূটা ভবতি। তাসাঞ্চ রমাদি-বীজপঞ্চক-সংপুটং কুর্য্যাৎ। ততশ্চ সহজ-ত্রিকূটা প্রণব-মায়া-রমাভিঃ ষট্‌কূটা ভূত্বা বীজপঞ্চক-পুটিতা সতী মহাষোড়শী ভবতি। সহজষট্‌কূটা তাভির্নবকূটা ভূত্বা পঞ্চপুটিতা সতী উনবিংশতি-বর্ণা ভবতি।[১] সহজসপ্তকূটা তাভিঃ সপ্তকূটা ভূত্বা পঞ্চ-পুটিতা সতী সপ্তদশার্ণা ভবতি। এবঞ্চ যদ্যপি ত্রিকূটামাত্রং ষোড়শী ভবতি, তথাপি কামরাজ-ঘটিতা[২] লোপামুদ্রা ঘটিতা চ মহাষোড়শী মুখ্যা বক্ষ্যমাণ-নিবন্ধ-বচন-স্বরসাৎ[৩]। তত্রাপি প্রথমলোপামুদ্রা ঘটিতৈব মুখ্যা।

"পঞ্চদশাক্ষরীং পশ্চাদুদ্ধরেৎ পরমেশ্বরি!"। ইতি বক্ষ্যমাণ-গন্ধর্বতন্ত্র-বচনাৎ। এবঞ্চ লোপামুদ্রাপদেন সর্বত্র পঞ্চদশাক্ষরী প্রথমলোপৈব গ্রাহ্যা, ন তু সপ্তদশাক্ষরী দ্বিতীয়াপি, ত্রিকূটা-পদেন তু সাপ্যুচ্যতে, একোনবিংশার্ণা সপ্তদশার্ণা চ পারিভাষিক্যেব। তেন[৪] শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ ঐঁ সৌঃ ইতি প্রথমং বীজ-

---

মায়া ও রমার যোগ যদি হয়, তখন সমস্ত ত্রিকূটই ষট্‌কূট হয়, ষট্‌কূট নবকূট হয়। চতুষ্কূটা সপ্তকূটা হয়। তাহাদেরও রমাদি বীজ পঞ্চকের সংপুট করিবে। তাহার পর সহজ ত্রিকূটগুলি প্রণব, মায়া ও রমা দ্বারা ষট্‌কূট হইয়া বীজ পঞ্চকের দ্বারা পুটিত হইয়া মহাষোড়শী হয়। স্বভাবতঃ ষট্‌কূটগুলি প্রণব মায়া রমা দ্বারা নবকূট হইয়া পঞ্চবীজের দ্বারা পুটিতা হইয়া উনবিংশাক্ষরী হয়। স্বভাবতঃ সপ্তকূটগুলি তাহাদের দ্বারা সপ্তকূট হইয়া পঞ্চবীজের দ্বারা পুটিতা হইয়া সপ্তদশার্ণা হয়। এইরূপে যদিও ত্রিকূটামাত্র ষোড়শী হয়, তথাপি কামরাজ ঘটিতা লোপামুদ্রা ঘটিতা মহাষোড়শী বক্ষ্যমাণ নিবন্ধ বচনের অভিপ্রায়ানুসারে মুখ্যা। তন্মধ্যে প্রথম লোপামুদ্রা ঘটিতই মুখ্যা। যেহেতু "পঞ্চদশাক্ষরীং পশ্চাদুদ্ধরেৎ পরমেশ্বরি।" অর্থাৎ হে পরমেশ্বরি পরে পঞ্চদশাক্ষরীকে উদ্ধার করিবে। এইরূপ বক্ষ্যমাণ গন্ধর্বতন্ত্রের বচন আছে। এইরূপ হইলে লোপামুদ্রা পদের দ্বারা সর্বত্র পঞ্চদশাক্ষরী প্রথম লোপামুদ্রাই গ্রহণীয়া। কিন্তু সপ্তদশাক্ষরী দ্বিতীয় লোপামুদ্রা গ্রহণীয়া নহে। ত্রিকূটাপদের দ্বারা তাহাও কথিত হয়। একোনবিংশার্ণা ও সপ্তদশার্ণা পারিভাষিকীই। তাহাতে শ্রীং হ্রীং ক্লীং ঐং সৌঃ এই প্রথম বীজ পঞ্চক, অনন্তর প্রণব, তাহার পর মায়া, তাহার পর রমা, তাহার

১। খ—ভবতি। সহজ ষট্‌কূটা তাভি সপ্তকূটা। ২। খ—ঘটিতা লোপামুদ্রা ঘটাতন্ত্র ঘটিতাভি মহাষোড়শী। ৩। খ—স্বরসাৎ। অপরাপর ত্রিকূটা ঘটিতা গৌণী। একোনবিংশার্ণা। ৪। খ—তেন ঐং হ্রীং ক্লীং।

পঞ্চকং ততঃ প্রণবস্ততো মায়া ততো রমা ততঃ কামরাজবিদ্যায়াঃ[১] প্রথম-লোপামুদ্রায়া বা কূটত্রয়ং ততঃ সৌঃ ঐঁ ক্লীঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ইতি বীজপঞ্চকম্, ইত্যেষা প্রধান-ষোড়শী। এবমপরাপর-ত্রিকূটমধ্যাপ্যূহ্যা[২] ॥ তথাচ শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ ঐঁ সৌঃ ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক এ ঈ ল হ্রীঁ হ স ক হ ল হ্রীঁ স ক ল হ্রীঁ সৌঃ ঐঁ ক্লীঁ শ্রীঁ ইতি সিদ্ধম্। ১৪

এবং প্রথমলোপা-ঘটিতা ষোড়শ্যপ্যূহ্যা। কেচিৎ তু অনুলোমতঃ সংপুটি-তত্বমাহুস্তন্ন তন্ত্রবিরোধাৎ। তথাচ যোগিনী-তন্ত্রে (১৫)—

শ্রীবীজ-মায়া-স্মর-যোনি-শক্তিস্তারঞ্চ মায়া কমলাঽথ বিদ্যা।
শক্ত্যাদি-বীজৈশ্চ বিলোমতঃ সা শ্রীষোড়শীয়ন্তু শিবপ্রদিষ্টা[৩] ॥ ১৬

অত্র যোনির্বাগ্‌ভব-বীজম্। যদ্যপি যোনি-পদেন দ্বাদশস্বর এবোচ্যতে। তথাচ বর্ণাভিধানম্—

ক্ষমাত্মকো জগদ্যোনিঃ পরঃ পরনিরোধকৃৎ ইতি। তথাপি বীজমধ্য-পঠিতত্বাত্তদ্‌ঘটিত-বীজমেবোচ্যতে। এবমন্যত্রাপি বোধ্যম্। বিদ্যা কামরাজাদি-

---

পর কামরাজ বিদ্যার অথবা প্রথম লোপমুদ্রার কূটত্রয়, তাহার পর সৌঃ ঐং ক্লীং হ্রীং শ্রীং এই বীজ পঞ্চক, এইরূপ এই প্রধান ষোড়শী। এইরূপ অপরাপর ত্রিকূটমধ্যা বিদ্যাও উহ্য করিতে হইবে। তাহা হইলে শ্রীং হ্রীং ক্লীং ঐং সৌঃ ওঁ হ্রীং শ্রীং ক এ ঈ ল হ্রীং হ স ক হ ল হ্রীং সকল হ্রীং সৌঃ ঐং ক্লীং হ্রীং শ্রীং এই সিদ্ধ হয়। ১৪

এইরূপ প্রথম লোপামুদ্রা ঘটিতা ষোড়শীকে উহ্য করিবে।

কেহ কেহ বলেন অনুলোমে সংপুট করিতে হইবে। তাহা সমীচীন নহে; যেহেতু তাহাতে তন্ত্রের সহিত বিরোধ হয়। তাহাই যেগিনীতন্ত্রে বলিয়াছেন (১৫)—

শ্রীবীজ, মায়া, স্মর (ক্লীং), যোনি (ঐং), শক্তি, তার (ওঁ), মায়া, কমলা (শ্রীং) অনন্তর কামরাজাদি ত্রিকূট বিদ্যা। তাহা শক্ত্যাদিবীজের দ্বারা বিলোমে পুটিতা হইলে শিবের উপদিষ্ট শ্রীষোড়শী বিদ্যা হয়। ১৬

এস্থলে যোনি বাগ্‌ভববীজ। যদিও যোনি পদে দ্বাদশ স্বরই কথিত হয়, সেইরূপ বর্ণাভিধান হইতেছে—"ক্ষমাত্মক, জগদ্‌যোনি, পর, পর-নিরোধকৃৎ" এই শব্দগুলি ঐকারের বাচক। তথাপি এই যোনি শব্দটি বীজমধ্যে পঠিত হওয়ায় ঐকার ঘটিত বীজই কথিত হয়। এইরূপ অন্যান্য স্থলেও বুঝিতে হইবে। বিদ্যা—কামরাজাদি

১। খ—কামরাজ বিদ্যায়া কূটত্রয়ং। ততঃ সৌঃ ঐং ২। খ—মধ্যাপ্যূহ্যা। কেচিত্তু অনুলোমতঃ। ৩। খ—প্রদিষ্টা। বিদ্যা কামরাজাদি।

ত্রিকূটরূপা। বিলোমত ইতি। বিলোমতঃ শক্ত্যাদিবীজৈঃ। শক্তি-বাগ্‌ভব-কাম-মায়া-রমাভিরিত্যর্থঃ। ১৭

গান্ধর্বেঽপি—রমাবীজং সমুদ্ধৃত্য মায়াবীজং নিয়োজয়েৎ।

কামবীজং সমালিখ্য বাগ্‌বীজং তদনন্তরম্ ॥ ১৮
চতুর্দ্দশ-স্বরোপেতং চন্দ্রং বিন্দুযুগান্বিতম্।
প্রণবং ভুবনেশানীং রমাঞ্চৈব মহেশ্বরি ! ॥ ১৯
পঞ্চদশাক্ষরীং পশ্চাদুদ্ধরেৎ পরমেশ্বরি !।
ব্যুৎক্রমাৎ পরমেশানি পূর্বোক্ত-বীজপঞ্চকম্।
আলিখ্য সংপুটীকুর্য্যাদ্বিদ্যেয়ং দ্ব্যষ্ট-কূটিকা ॥ ২০

বিন্দুযুগং বিসর্গঃ। পঞ্চদশাক্ষরীং[1] কামরাজ-প্রথমলোপামুদ্রান্যতর-ত্রিকূটাম্। দ্ব্যষ্টকূটিকা ষোড়শকূটেত্যর্থঃ। তথাচ রুদ্রজামলে (২১)—

শ্রীর্মায়া মদনো বাণী পরা তারঃ শিবপ্রিয়া।
হরিপ্রিয়া ত্রিকূটা সা পরা বাণী মনোভবঃ।
মায়া লক্ষ্মীর্মহাবিদ্যা শ্রীবিদ্যা ষোড়শী পরা[2] ॥ ২২

ত্রিকূটরূপা। বিলোমতঃ কথার অর্থ—বিলোমে শক্ত্যাদি বীজের দ্বারা শক্তি, বাগ্‌ভব, কাম, মায়া, রমাবীজের দ্বারা। ১৭

গন্ধর্বতন্ত্রেও বলিয়াছেন—রমাবীজকে উদ্ধার করিয়া মায়াবীজকে লিখিবেন। কামবীজকে লিখিয়া বাগ্‌ভববীজকে লিখিবেন। তাহার পর চতুর্দশ স্বর ঔ এবং বিন্দুযুগ (ঃ) সহিত চন্দ্র (সৌঃ)। হে মহেশ্বরি। তাহার পর প্রণব, ভুবনেশানী (হ্রীং) রমা, হে পরমেশ্বরি। পরে পঞ্চদশাক্ষরীকে উদ্ধার করিবে। হে পরমেশ্বরি। ব্যুৎক্রমে পূর্বোক্ত বীজপঞ্চককে লিখিয়া সংপুট করিবে। এই বিদ্যা দ্বি-অষ্ট (ষোড়শ) কূটা। ১৮-২০

বিন্দুযুগ—বিসর্গ। পঞ্চদশাক্ষরী—কামরাজবিদ্যা, প্রথমলোপা মুদ্রা, ইহার অন্যতর কূট। দ্ব্যষ্টকূটিকা ইহার অর্থ—ষোড়শকূটা। ২১-১৬

তাহাই রুদ্রযামলে বলিয়াছেন—শ্রী, মায়া, মদন (ক্লীং), বাণী (ঐং), পরা (সৌঃ), তার, শিবপ্রিয়া (হ্রীং), হরিপ্রিয়া (শ্রীং), সেই ত্রিকূটা, অনন্তর পরা (সৌঃ), বাণী (ঐং), মনোভব (ক্লীং), মায়া, লক্ষ্মী। ইনি মহাবিদ্যা শ্রীবিদ্যা পরা ষোড়শী। ২২

১। খ—পঞ্চদশাক্ষরীং ত্রিকূটাং। দ্ব্যষ্টকূটিকা। ২। খ—পরা দক্ষিণামূর্ত্তৌ চ।

পরেতি মহতীত্যর্থঃ। দক্ষিণামূর্ত্তৌ চ—

দ্বিতীয়স্যাদি-যুগ্মস্তু বিপরীতং লিখেৎ সুধীঃ।
বালাং চান্তর্মুখাং কৃত্বা বিলিখেত্তদনন্তরম্ ॥ ২৩

তারং মায়াং ততো লক্ষ্মীং তথা কূটত্রয়ং লিখেৎ।
কলয়া সংপুটাং কুর্য্যাদ্রমাখ্যাং পরমেশ্বরি ! ॥ ২৪

অস্যার্থঃ। দ্বিতীয়স্য দ্বিতীয়কল্পোক্তস্য মায়া-রমা-ঘটিত-মন্ত্রস্য। কলয়া পূর্বোক্ত-পঞ্চবর্ণাত্মক-কলয়েত্যর্থঃ। রমাখ্যাং প্রণবাদিষট্‌কূটাম্। উমাখ্যা-মিতি পাঠেঽপ্যয়মেবার্থঃ। ২৫

কেচিৎ তু কলয়েত্যস্য স্থানে বালয়েতি পাঠং পরমেশ্বরীত্যত্র পরমেশ্বরী-মিতি পাঠঞ্চ কল্পয়ন্তি, তেনান্তর্মুখয়া বালয়া সংপুটাং বদন্তি। রমাখ্যাং শ্রীবীজং পরমেশ্বরীং মায়াবীজঞ্চ বদন্তি। তেনোত্তরদলে ক্লীঁ ঐঁ সৌঁ শ্রীঁ হ্রীঁ ইতি স্বীকুর্বতে, তন্ন সম্যক্। সংপুটশব্দার্থাপরিজ্ঞানাৎ অনন্বয়াপত্তেঃ সর্ব-তন্ত্র-বিরোধাচ্চ। তথাচ বৃহচ্ছ্রীক্রম-সংহিতায়াম্ (২৬)—

পরা ইহার অর্থ—মহতী। দক্ষিণামূর্ত্তিতে বলিয়াছেন—সুধী সাধক দ্বিতীয় কল্পোক্ত আদিবীজ দ্বয় হ্রীং শ্রীং কে বিপরীতভাবে (শ্রীং হ্রীং রূপে) লিখিবেন। তাহার পর বালাকে অন্তর্মুখী করিয়া লিখিবেন। অনন্তর তার, মায়া ও লক্ষ্মী সেইরূপ কূটত্রয় লিখিবেন। হে পরমেশ্বরি! তাহাকে অর্থাৎ রমানামক পূর্বোক্ত প্রণবাদি ষট্‌কুটাকে পূর্বোক্ত বীজ পঞ্চকরূপ কলাদ্বারা সম্পুট করিবেন। ২৩-২৪

ইহার অর্থ। দ্বিতীয়স্য—দ্বিতীয় কল্পোক্ত মায়া রমা ঘটিত মন্ত্রের। কলয়া অর্থ—পূর্বোক্ত পঞ্চবর্ণাত্মক কলা দ্বারা। রমাখ্যাং—প্রণবাদি ওঁ হ্রীং শ্রীং ক এ ঈ ল হ্রীং, হ স ক ল হ্রীং, সকল হ্রীং এই ষট্‌কূটাকে। রমাখ্যাং স্থলে উমাখ্যাং এইরূপ পাঠ হইলেও এই অর্থই। ২৫

কেহ কেহ কলয়া এই স্থানে বালয়া এই পাঠ, পরমেশ্বরি এই স্থানে পরমেশ্বরীং এই পাঠ কল্পনা করেন। ফলে অন্তর্মুখ বালা দ্বারা সম্পুটা বলেন। রমাখ্যাকে শ্রীবীজ, পরমেশ্বরীকে মায়া বীজ বলেন। তাহাতে উত্তর দলে ক্লীং ঐং সৌঃ শ্রীং হ্রীং এই স্বীকার করেন। তাহা কিন্তু যথার্থ নহে। যেহেতু সংপুট শব্দের অর্থবোধ নাই অনন্বয়ের আপত্তি হয় এবং সমস্ত তন্ত্রের সহিত বিরোধ হয়। তাহাই বৃহচ্ছ্রীক্রম সংহিতায় বলিয়াছেন (২৬)—

শ্রীর্মায়া মদনো যোনিঃ পরৈতানি[1] মুখে কুরু।
বেদাদি-ভুবনেশানী-শ্রীবীজঞ্চ ত্রিকূটকম্।
ষট্‌কূটাং সংপুটাং কুর্য্যাদাদ্যৈঃ পঞ্চভিরক্ষরৈঃ॥ ২৭

আদ্যৈরিতি শ্রীমায়াদিভিরিত্যর্থঃ। মায়াতন্ত্রে চ—

লক্ষ্মীঃ পরা মদনযোনিযুতা চ শক্তিস্তারং পরা চ কমলাপ্যথ মূলবিদ্যা।
শক্ত্যাদিভিশ্চ বিপরীততয়া প্রদিষ্টং শ্রীমন্ত্ররাজমুদিতং পরদেবতায়াঃ॥ ২৮

লক্ষ্মী রমাবীজম্। অত্র পরা ভুবনেশী, নতু বালাশেষবীজং, ষোড়শী-প্রতিপাদক-বচনান্তরৈকবাক্যত্বাৎ। মদনঃ কামবীজম্। যোনির্বাগ্‌ভব-বীজম্[2]। শক্তিঃ সৌরিতি বীজম্। তারং প্রণবঃ। পরা মায়া। কমলা লক্ষ্মীবীজম্। মূলবিদ্যা কামরাজ-ত্রিকূটাদিকা। শক্ত্যাদিভিরিতি। শক্তি[3]-বাগ্‌ভব-কাম-মায়া-রমাভিঃ। এতেনানুলোমতঃ পঞ্চবীজৈঃ সংপুটামিতি চ মতং হেয়ম্। শ্রুতৌ চ—শ্রীর্মায়া তারঃ পরা লক্ষ্মীঃ, কুমারিকা বিদ্যা ব্যস্তা বালা শ্রীঃ পরা তথা॥ ব্যস্তা বিপরীতা বালেত্যর্থঃ। তথেতি। ব্যস্তেত্যর্থঃ। কুমারী চান্তর্মুখা গ্রাহ্যা। অত্র কুমারিকানন্তরং তারাদিবীজ-

---

শ্রী, মায়া, মদন, যোনি ও পরা—এই বীজগুলিকে মুখে প্রথমে লিখুন। বেদাদি ভুবনেশানী, শ্রীবীজ ও ত্রিকূট—এই ছয়টি কূটকে প্রথম পাঁচটি অক্ষরের দ্বারা সংপুটা করিবে। ২৭

আদ্যৈঃ অর্থ—শ্রীমায়াদি দ্বারা। মায়াতন্ত্রে বলিয়াছেন—লক্ষ্মী, পরা, মদন, যোনিযুক্তা, শক্তি, তার, পরা, কমলা, অনন্তর মূলবিদ্যা (কামরাজের ত্রিকূট প্রভৃতি), শক্ত্যাদি দ্বারা বিপরীতভাবে উচ্চারিত হইলে উহা পরদেবতার মন্ত্ররাজ বলিয়া কথিত হয়। ২৮

লক্ষ্মী—রমাবীজ (শ্রীং)। এস্থলে পরা ভুবনেশী, কিন্তু বালার শেষ বীজ নহে, যেহেতু ষোড়শী প্রতিপাদক বচনান্তরের সহিত একবাক্যতা আছে। মদনঃ—কামবীজ। যোনি—বাগ্‌ভববীজ। শক্তিঃ—সৌঃ এই বীজ। তার—প্রণব। পরা—মায়া। কমলা—লক্ষ্মীবীজ। মূলবিদ্যা—কামরাজ ত্রিকূটাদিকা। শক্ত্যাদিভিঃ—শক্তি, বাগ্‌ভব, কাম, মায়া ও রমা দ্বারা। ইহা দ্বারা অনুলোমে পঞ্চবীজের দ্বারা সংপুটা এই মত হেয় হইল। শ্রুতিও বলিতেছেন—শ্রী, মায়া, তার, পরা, লক্ষ্মী, কুমারিকা বিদ্যা ব্যস্তা অর্থাৎ বালা ব্যস্তা, কুমারী অন্তর্মুখী গ্রহণীয়া। এস্থলে

১। খ—পরৈতানি। ২। খ—বাগ্‌ভবং। ৩। খ—শক্তিযোনি কাম।

ত্রয়-সম্বন্ধঃ, তন্ত্রান্তরৈকবাক্যত্বাৎ। শ্রীঃ পরা চেতি পাঠে ন কেবলং বালা ব্যস্তা শ্রীঃ পরা চেতি বাক্যার্থঃ। তথা চাদৌ রমা ততো মায়া ততো চান্তর্মুখা বালা ততস্তারস্ততো মায়া ততো রমা ততো মূলকূটত্রয়ং বিদ্যা। ততোঽন্তর্মুখা বালা ব্যস্তা, তেনাদৌ সৌঃ ততো বাগ্ভবস্ততঃ কামস্ততো মায়া ততো রমেতি সমুদিতার্থঃ। শ্রুতৌ বিদ্যা-ষোড়শবর্ণ-স্বরূপকথনং বা ন ত্বগ্র-পশ্চাদ্ভাবোঽপি তৎপ্রতিপাদ্যঃ। ২৯

বস্তুতস্তু শ্রীমায়ে মধ্যাদি-বালিকা তারো মায়া শ্রীবিদ্যা-পরাদি-পঞ্চ-বীজানি ব্যস্তানি চেত্যেব ত্রৈপুরী শ্রুতিঃ। এতেন শ্রীর্মায়া তারং মায়া শ্রীর্বালা মূলত্রিকূটং ব্যস্তা বালা রমা মায়েতি মন্ত্র ইতি মতঞ্চ হেয়ম্। ৩০

কুলামৃতে—শ্রীবীজং শক্তিবীজঞ্চ কামবীজঞ্চ বাগ্ভবম্।
বালান্ত-সংস্থিতং বীজং প্রণবঞ্চ ততঃ পরম্॥ ৩১
শক্তিবীজং রমাঞ্চৈব বিদ্যাঞ্চ পরমেশ্বরি!।
লোপাং বা কামরাজং বা ত্রিকূটামথবা পরাম্॥ ৩২

কুমারিকার অনন্তর তারাদি বীজত্রয়ের সম্বন্ধ; যেহেতু তন্ত্রান্তরের সহিত একবাক্যতা আছে। শ্রী পরা—এই পাঠ হইলে এইরূপ বাক্যার্থ হইবে—কেবল বালা ব্যস্তা নহে, শ্রী পরাও ব্যস্তা হইবে। তাহা হইলে আদিতে রমা, অনন্তর মায়া, অনন্তর অন্তর্মুখা বালা, অনন্তর তার, অনন্তর মায়া, অনন্তর রমা, অনন্তর মূলকূটত্রয় বিদ্যা; অনন্তর অন্তর্মুখা বালা ব্যস্তা। তাহাতে আদিতে সৌঃ, অনন্তর বাগ্ভব, অনন্তর কাম, অনন্তর মায়া, অনন্তর রমা, ইহাই সমুদিতার্থ। শ্রুতিতে বিদ্যা অথবা ষোড়শ বর্ণস্বরূপ কথিত হইয়াছে। বীজের অগ্রপশ্চাদ্ভাব শ্রুতির প্রতিপাদ্য নহে। ২৯

বস্তুতঃ পক্ষে শ্রী মায়ে মধ্যাদি বালিকা তারো মায়া শ্রীবিদ্যা-পরাদি-পঞ্চবীজানি ব্যস্তানি চ অর্থাৎ শ্রীবীজ, মায়াবীজ, মধ্যাদি বালাবীজ (ক্লীং ঐং সৌঃ) তার, শ্রীবীজ-পরা, মায়াবীজ অর্থাৎ হ্রীং শ্রীং, ব্যস্ত দ্বিতীয় পঞ্চবীজ (সৌঃ ঐং ক্লীং হ্রীং শ্রীং, ইহাই ত্রৈপুরী শ্রুতি। ইহা দ্বারা শ্রী, মায়াবীজ, তার, মায়াবীজ, শ্রীবীজ বালা-বীজ, মূল ত্রিকূট, ব্যস্তা বালা (সৌঃ ক্লীং ঐং) রমাবীজ ও মায়াবীজ—এই মন্ত্র, এই মতও হেয় হইল। ৩০

কুলামৃতে বলিয়াছেন—শ্রীবীজ, মায়াবীজ, কামবীজ, বাগ্ভববীজ, বালার অন্তে সংস্থিত (শেষ) বীজ, প্রণব, মায়াবীজ, শ্রীবীজ, হে পরমেশ্বরি। অনন্তর লোপা-মুদ্রা, কামরাজ বা ত্রিকূট অথবা পরা বিন্যাস করিয়া হে সুন্দরি। অনন্তর আদ্য পঞ্চ-

বিন্যস্য পুনরাদ্যানি পঞ্চবীজানি সুন্দরি।।
বিপরীত-ক্রমেণৈব বিন্যসেৎ ষোড়শী পরা ॥ ৩৩

জামলে— লক্ষ্মীঃ পরা মদন-বাগ্ভব-শক্তি-বীজং
তারঞ্চ ভূতি-কমলে কথিতা চ বিদ্যা।
কূটত্রয়ঞ্চ বিপরীততয়া নিযুক্তং
শ্রীষোড়শাক্ষরমিহাগম-সুপ্রসিদ্ধম্ ॥ ৩৪

অস্যার্থঃ—অত্র পরা মায়াবীজং, ন তু বালাশেষবীজম্, ষোড়শী-প্রতিপাদক-বচনান্তরৈকবাক্যত্বাৎ। শক্তিবীজং সৌঃ। ভূতির্মায়াবীজম্। কমলা শ্রীবীজম্। বিদ্যা কামরাজাদি-বিদ্যেত্যর্থঃ। কূটত্রয়ঞ্চেতি। অন্তর্মুখ-বালায়া ইত্যর্থঃ। চকারাদন্তে রমা মায়া চ বিপরীতেত্যর্থঃ। ৩৫

নিবন্ধে চ—সান্তান্তং শিবপূর্ব-সপ্তম-যুতং সূক্ষ্মান্ত-মন্তান্বিতং
দেবীং দক্ষিণবাহু-শক্র-নয়নং কামং কলা-লাঞ্ছিতম্।
দন্তান্তোর্দ্ধ-মুখং সশেষ-দশনং জীবং মুখেনান্বিতং
বীজং পঞ্চকমিত্থমেবমুদিতং সর্বার্থ-সিদ্ধি-প্রদম্ ॥ ৩৬

বীজকে বিপরীত ক্রমে বিন্যাস করিবে। উহাতে অন্য একটি ষোড়শী বিদ্যা হইবে। ৩১-৩৩

জামলে বলিয়াছেন—শ্রীবীজ, মায়াবীজ, বাগ্ভববীজ, শক্তি (সৌঃ) প্রণব, মায়াবীজ, শ্রীবীজ, তার, ভূতি (মায়াবীজ), কমলাবীজ, অনন্তর কথিত মূল কাম-রাজাদি বিদ্যা, বিপরীতভাবে প্রযুক্ত বালার কূটত্রয় ও বিপরীত রমা মায়া। ইহা আগম-প্রসিদ্ধ ষোড়শাক্ষরী বিদ্যা। ৩৪

ইহার অর্থ—ষোড়শী প্রতিপাদক বচনান্তরের সহিত একবাক্যত্ব নিবন্ধন এইস্থলে পরা হইতেছে মায়াবীজ, কিন্তু বালার শেষবীজ নহে। শক্তিবীজ—সৌঃ। ভূতি—মায়াবীজ। বিদ্যা—কামরাজাদি বিদ্যা—এই অর্থ। কূটত্রয়ং—অন্তর্মুখ বালার কূটত্রয়, চকারের দ্বারা শেষে রমা মায়াও বিপরীত, এই অর্থ পাওয়া যায়। ৩৫

নিবন্ধে বলিয়াছেন—সান্তান্ত (শ), শিবের (হকারের) পূর্ব সপ্তম বর্ণ (র), সূক্ষ্মান্ত (ঈ), মন্ত (ং), তাহাতে শ্রীং হইল। দেবী (হ্রীং), দক্ষিণবাহু (ক), শক্র (ল) কলায় ঈকারে লাঞ্ছিত কাম (ং)। তাহাতে ক্লীং হইল। দন্তান্ত (ঐ) ঊর্দ্ধমুখ (ং) ও শেষদশনের (ঔকারের) সহিত মুখের (ঃ) দ্বারা যুক্ত জীব (স) অর্থাৎ সৌঃ। সর্বার্থসিদ্ধিপ্রদ এই পাঁচটি বীজ এই প্রকারে আবির্ভূত হইয়াছে। ৩৬

বেদাদ্যং ত্রিগুণাং রমামথ বদেৎ কামেন সংসেবিতাং
লোপাং বা পুনরেব পঞ্চকমথো পূর্বং বিলোমক্রমৈঃ।
এষা শ্রীঃ পরমা পরাৎ পরতমা সর্বার্থ-সিদ্ধি-প্রদা
সারাৎ সারতরা সমস্তজগতামুৎপত্তিভূতা শিবা ॥ ৩৭

অনয়োরর্থঃ—দন্ত্যসকার এবান্তো যস্য স সান্তো মূর্দ্ধন্য-ষকারঃ, স এবান্তো যস্য স সান্তান্তস্তালব্যশকারঃ। শিবো হকারস্তস্য পূর্বসপ্তমো রেফঃ। সূক্ষ্মান্তমীকারঃ, মস্তমনুস্বারঃ। তেন রমাবীজম্[১]। সর্বত্র বদেদিতি পরপদ্যস্থেনান্বয়ঃ। দেবীং মায়াম্। দক্ষিণবাহুঃ ককারঃ। শক্রো[২] লকারস্তয়োর্নয়নং মেলনং যস্যেতি কামবিশেষণম্। কামো বিন্দুঃ। কলা কামকলা দীর্ঘেকারস্তেন কামবীজম্। দন্তান্ত ঐকারঃ মুখস্যোর্দ্ধম্ উর্দ্ধমুখং বিন্দুঃ, তেন বাগ্‌ভব-বীজম্। জীবো দন্ত্যসকারঃ। শেষদশন ঔকারঃ। মুখং বিসর্গঃ। তেন সৌরিতি পরাবীজম্। বেদাদ্যং প্রণবঃ। ত্রিগুণা মায়া। লোপাং প্রথমলোপাম্। ৩৮

বেদাদ্য (ওঁ), ত্রিগুণা (মায়া—হ্রীং), অনন্তর কাম (ক্লীং) সেবিতা (সহিতা) রমা (শ্রীং) বলিবেন। অনন্তর কামরাজ বিদ্যার প্রথম লোপামুদ্রা (ক এ ঈ ল-হ্রীং, হ স ক ল হ্রীং, সকল হ্রীং) অনন্তর বিলোমক্রমে পুনরায় পূর্ব বর্ণপঞ্চক (সৌঃ ঐং হ্রীং ক্লীং শ্রীং)। এই শ্রীবিদ্যা পরমা (শ্রেষ্ঠা), পর হইতে পরতরা সমস্ত অর্থের (ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের) সিদ্ধিপ্রদা সার হইতে সারতমা সমস্ত জগতের উৎপত্তিভূতা শিবা কল্যাণময়ী। ৩৭

এই দুই শ্লোকের অর্থ—দন্ত্যসকারটি অন্ত যাহার অর্থাৎ যে বর্ণের, সে হইল দন্তান্ত অর্থাৎ মূর্দ্ধণ্য ষকার, সেই মূর্দ্ধণ্য ষকারটি অন্ত যে বর্ণের, সে হইল ষান্তান্ত অর্থাৎ তালব্য শকার। শিব—হকার, তাহার পূর্ব সপ্তম (রেফ—র)। সূক্ষ্মান্ত—ঈকার। মস্ত—অনুস্বার। তাহাতে রমাবীজ হইল। সর্বত্র পরপদ্যস্থ বদেৎ এই ক্রিয়ার সহিত অন্বয়। দেবী—মায়াবীজ। দক্ষিণ বাহু—ককার। শক্র—লকার। এই উভয়ের মেলন যেখানে, তিনি দক্ষিণ বাহু শক্র নয়ন, ইহা কামং পদের বিশেষণ। কাম—বিন্দু (ং)। কলা—কামকলা—দীর্ঘ ঈকার, তাহাতে কামবীজ হইল। দন্তান্ত—ঐকার। মুখের উর্দ্ধ উর্দ্ধমুখ—ং। তাহাতে বাগ্‌ভব ঐং হইল। জীব—দন্ত্য

১। খ—রমাবীজং। দেবীং মায়াং। ২। খ—শক্রো লকারঃ। নয়নমীকারঃ। কামো বিন্দুঃ।

স্বচ্ছন্দসংগ্রহে চ—লক্ষ্মীর্লজ্জা চ কামেশী বাণীশক্তিস্তথৌকৃতিম্ ।

সবিসর্গাং পুরো দত্ত্বা[1] ততঃ প্রণব উচ্যতে ॥ ৩৯

ততো মায়াং রমাবীজং লোপাং বা কামরাজকম্ ।

পূর্বোক্তৈঃ পঞ্চভির্বীজৈর্বিলোমেন প্রপূরয়েৎ ।

এষা বিদ্যা সদা দেবি ! পুত্রেঽপি চ সুগোপিতা ॥ ৪০

কামেশী কামবীজম্ । শক্তির্দন্ত্যসকারঃ । লোপাং[2] প্রথম-লোপাম্ ॥

ভেদান্তরমাহ কুব্জিকাতন্ত্রে (৪১)—

পরা চ কমলা কামো বাগ্‌ভবং শক্তিরেব চ ।

তারঃ শক্তিশ্চ কমলা ত্রিকূটাং যোজয়েৎ ততঃ ॥ ৪২

শক্ত্যাদ্যং ব্যুৎক্রমান্ন্যস্যং স্যান্ মহাষোড়শী পরা ।

ইমাং বিদ্যাং মহাদেবি ! যতির্ভূপোঽথবা জপেৎ ॥ ৪৩

ভুক্তিমুক্তি-প্রদা বিদ্যা হ্যন্তে কৈবল্য-দায়িনী ।

পরাদ্যা ভুবনেশানি ! জ্ঞেয়া ভুবন-সুন্দরী ॥ ৪৪

সকার। শেষদশন—ঔকার। মুখ—বিসর্গ। তাহাতে সৌঃ এই পরাবীজ হইল। বেদাদ্য—প্রণব ওঁ। ত্রিগুণা—মায়া অর্থাৎ মায়াবীজ। লোপা—প্রথম লোপা। ৩৮

স্বচ্ছন্দসংগ্রহে বলিয়াছেন—লক্ষ্মীবীজ, লজ্জাবীজ, কামেশীবীজ (ক্লীং), বাণীবীজ (ঐং), শক্তি (স), সবিসর্গ ঔকার অর্থাৎ সৌঃ পূর্বে দিয়া তাহার পর প্রণব বলিবে। তাহার পর মায়া, রমাবীজ, লোপামুদ্রা বা কামরাজ ত্রিকূট, তাহার পর পঞ্চবীজকে বিলোমে পূরণ করিবে। হে দেবি! এই বিদ্যা সর্বদা পুত্রের নিকটও গুপ্তা থাকিবে। ৩৯-৪০

কামেশী—কামবীজ। শক্তি—দন্ত্যসকার। লোপা—প্রথম লোপা। কুব্জিকা তন্ত্রে ইহার ভেদ বলিতেছেন (৪১)—

পরা (হ্রীং), শ্রীবীজ, বাগ্‌ভববীজ, শক্তি (সৌঃ), প্রণব (ওঁ), মায়াবীজ, শ্রীবীজ, তাহার পর ত্রিকূটাকে যোগ করিবে। তাহার পর শক্ত্যাদ্য অর্থাৎ শক্তি সৌঃকে আদি করিয়া পঁচটি বীজ ব্যুৎক্রমে স্থাপনীয়। ইহা পরা মহাষোড়শী হইবে। হে মহাদেবি! এই বিদ্যাকে যোগী ও ভূপতিগণ জপ করেন। ৪২-৪৩

এই বিদ্যা ইহলোকে ভোগ ও মোক্ষপ্রদা। দেহান্তে ইনি কৈবল্য প্রদান করেন। হে ভুবনেশানি। এই পরাদি (মায়াবীজাদি) এই বিদ্যাকে ভুবনসুন্দরী জানিবে। ৪৪

১। খ—পরো দত্ত্বা। ২। খ—লোপামিত্যাদি-কুব্জিকাতন্ত্রে ইত্যন্তো নাস্তি।

কমলাদ্যা মহাদেবি! কমলা সুন্দরী মতা।
কামাদ্যা চ মহাবিদ্যা বিজ্ঞেয়া কামসুন্দরী ॥ ৪৫
বাগ্‌ভবাদ্যা মহাবিদ্যা সদা বাক্ সুন্দরী মতা।
শক্ত্যাদ্যা চ মহাবিদ্যা বিজ্ঞেয়া শক্তি-সুন্দরী।
তারাদ্যা বেদমাতা চ বিজ্ঞেয়া বেদ-সুন্দরী[১] ॥ ৪৬

কামরাজেন দেবেশি! লোপয়া চ বিশেষতঃ।
স্যান্মহাষোড়শী-মন্ত্রচতুষ্কাদ্য-বিপর্য্যয়াৎ[২] ॥ ৪৭

অত্র পরা—মায়া, শক্তিঃ সৌঃ। পরতঃ শক্তির্মায়া। আদ্যে বিপর্যয়ো ন ত্বন্তেঽপীতি ভাবার্থঃ। তারাদ্যেতি। অত্র মায়াস্থানে প্রণবো দেয়ঃ। নাত্র বিপর্য্যয়ঃ। ৪৮

অথ বীজাবলী-ষোড়শী। যথা রুদ্রজামলে ষোড়শীখণ্ডে—

শ্রীবীজ-মায়ে সংলিখ্য তথৈব চ কুমারিকাম্।
শ্রীবীজ-মায়ে কামঞ্চ বাঙ্মায়া-কমলান্তথা ॥ ৪৯

হে মহাদেবি। এই বিদ্যা কমলাদি (শ্রীবীজাদি) হইয়া কমলা সুন্দরী নামে খ্যাত হইয়াছেন। এই কামাদি (কামবীজাদি) বিদ্যাকে কামসুন্দরী জানিবে। ৪৫

বাগ্‌ভব বীজাদি এই মহাবিদ্যা সর্বদা বাক্‌সুন্দরী নামে খ্যাত হন। শক্তি বীজাদি এই মহাবিদ্যাকে শক্তিসুন্দরী জানিবে। তারাদ্যা এই বিদ্যাকে বেদমাতা বেদসুন্দরী জানিবে। ৪৬

হে দেবেশি! কামরাজের দ্বারা বিশেষতঃ লোপামুদ্রা দ্বারা এবং চারিটি আদ্য বর্ণের বিপর্য্যয়ের দ্বারা মহাষোড়শী মন্ত্র হয়। ৪৭

এই স্থলে পরা—মায়া। শক্তি—সৌঃ। পরে শক্তি—মায়া। আদ্যে বিপর্য্যয় হয়, অন্তে কিন্তু বিপর্য্যয় হয় না। ইহাই ভাবার্থ। তারাদ্যা এই স্থলে মায়া স্থানে প্রণব দেয়। এস্থলে বিপর্য্যয় নাই। ৪৮

অনন্তর বীজাবলী ষোড়শী। যেমন রুদ্র-জামলে ষোড়শী খণ্ডে বলিয়াছেন—শ্রীবীজ ও মায়াবীজ লিখিয়া সেইরূপ কুমারিকা বালাবীজ, শ্রীবীজ, মায়াবীজ, কাম-বীজ, বাগ্‌ভববীজ, মায়াবীজ, কমলাবীজ, পরাবীজ (সৌঃ), কামবীজ, বাগ্‌ভব-

---

১। খ—বেদসুন্দরী। ইত্যনন্তরং আনন্দসুন্দরী বিদ্যা প্রথমা গুপ্ত-রূপিণীত্যধিকঃ। ২। খ—বিপর্য্যয়াৎ। অথ বীজাবলী ষোড়শী।

পরাং কামঞ্চ বাগ্বীজং মায়াং শ্রীবীজমেব চ।
বীজাবলী-ষোড়শীয়ং সর্বতন্ত্রেষু গোপিতা।
রাজ্যং দেয়ং শিরো দেয়ং ন দেয়া বীজষোড়শী[১] ॥ ৫০

তথাচ—শ্রীবীজং মায়াবীজং, বাগ্‌ভবং কামঃ, সৌঃ শ্রী-মায়া-কাম-বাগ্‌ভব-মায়া-শ্রীবীজানি সৌঃ কাম-বাগ্‌ভব-মায়া-শ্রীবীজানি চেতি বীজষোড়শী। তথাচ ব্রহ্মজামলে (৫১)—

আদৌ লক্ষ্মীং পরাঞ্চৈব তথৈব চ কুমারিকাম্।
শ্রীবীজঞ্চ[২] পরাবীজং কামং বাগ্‌ভবমেব চ ॥ ৫২

পরা শ্রীবালিকাঞ্চৈব লিখেৎ ব্যুৎক্রম-যোগতঃ।
অন্তে দদ্যাৎ পরা শ্রীশ্চ সম্পূর্ণা কথিতা ত্বয়ি।
বালা প্রধান-বিদ্যা চ সর্বতন্ত্রেষু গোপিতা[৩] ॥ ৫২-৫৩

জ্ঞানার্ণবে প্রধান-ষোড়শীমধিকৃত্য—

বক্ত্রকোটি-সহস্রৈস্তু জিহ্বাকোটি-শতৈরপি।
বর্ণিতুং নৈব শক্যেয়ং শ্রীবিদ্যা ষোড়শাক্ষরী ॥ ৫৪

বীজ, মায়াবীজ ও শ্রীবীজ লিখিবে। এই বীজাবলী ষোড়শী সমস্ত তন্ত্রে গোপিতা। রাজ্য দেয়, মস্তক দেয়; কিন্তু বীজ ষোড়শী দেয় নহে। ৪৯-৫০

তাহা হইলে শ্রীবীজ, মায়াবীজ, কামবীজ, বাগ্‌ভববীজ, কামবীজ, সৌঃ, শ্রীবীজ, মায়াবীজ, কামবীজ, বাগ্‌ভববীজ, মায়াবীজ, শ্রীবীজ, সৌঃ, কামবীজ, বাগ্‌ভববীজ, মায়াবীজ ও শ্রীবীজ—ইহাই ষোড়শী। তাহাই ব্রহ্ম-যামলে বলিয়াছেন (৫১)—

প্রথমে লক্ষ্মীবীজ, অনন্তর পরা (মায়া) বীজ, সেইরূপ কুমারিকা (বালা) বীজ, শ্রীবীজ, পরাবীজ, কামবীজ, বাগ্‌ভববীজ, পরাবীজ, মায়াবীজ, শ্রীবীজ, অনন্তর ব্যুৎক্রমে বালিকা (বালা) বীজ লিখিবে। অন্তে পরাবীজ ও শ্রীবীজ দিবে। তোমার নিকট সম্পূর্ণ বিদ্যা কথিত হইল। বালা ও প্রধান বিদ্যা সমস্ত তন্ত্রে গোপিতা। ৫২-৫৩

শতকোটি মুখ ও সহস্র কোটি জিহ্বা দ্বারা এই ষোড়শাক্ষরী শ্রীবিদ্যাকে বর্ণনা করিতে পারা যায় না। ৫৪

১। খ—ষোড়শী। তথাচ ব্রহ্মজামলে। ২। খ—শ্রীবীজঞ্চ নবা বীজম্। ৩। খ—গোপিতা। ভৃগুঃ সর্গান্বিতো।

বৈখরী বাচ্যভাবত্বাদশক্তা গুণ-বর্ণনে।
যতো নিরক্ষরং বস্তু পরা তত্রৈব কারণম্ ॥ ৫৫
মূকীভূতা হি পশ্যন্তী মধ্যমা মধ্যমা ভবেৎ।
ব্রহ্মবিদ্যা-স্বরূপা যা ভুক্তি-মুক্তি-ফলপ্রদা ॥ ৫৬
একোচ্চারেণ দেবেশি! বাজপেয়স্য কোটয়ঃ।
অশ্বমেধ-সহস্রাণি প্রাদক্ষিণ্যং ভুবস্তথা।
কাশ্যাদিতীর্থ-যাত্রাঃ স্যুঃ সার্দ্ধকোটি-ত্রয়ান্বিতাঃ ॥ ৫৭
ষোড়শার্ণা মহাবিদ্যা ন প্রকাশ্যা কদাচন।
গোপনীয়া ত্বয়া ভদ্রে! স্বযোনিরিব পার্বতি! ॥ ৫৮

বৈখরী কণ্ঠস্থিতা বর্ণনকারিকা শক্তিঃ, সা গুণবর্ণনে অশক্তা। কুতঃ? বাচ্যভাবত্বাৎ, বাচ্যো বর্ণনীয়ো ভাব ইন্দ্রিয়-বিষয়ো যস্যাস্তত্ত্বাৎ, তথাচেন্দ্রিয়াগোচরায়া অস্যা বর্ণনে সা অশক্তেত্যর্থঃ। তদেবাহ যতঃ সা নিরক্ষরং অক্ষরাপ্রতিপাদ্যং বস্তু। তথা তত্রৈব বর্ণনে কারণং পরাশক্ত্যন্তরং মূকীভূতা। তথা মধ্যমা বৈখরী কুলকুণ্ডলিন্যোর্মধ্যে বর্ত্তমানা মধ্যমা নাম্নী শক্তিরপি মূকী-ভূতেত্যর্থঃ। যথা শারদায়াং (৫৯)—

কণ্ঠস্থিতা বৈখরী শক্তি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের বর্ণনায় সমর্থা, এই বিদ্যার গুণবর্ণনে অশক্তা। যেহেতু এই শ্রীবিদ্যা নিরক্ষর বস্তু (অক্ষরের দ্বারা অপ্রতিপাদ্য)। পরা শক্তি সেই গুণবর্ণনে কারণ হইলেও মূকীভূতা। পশ্যন্তী এবং মধ্যমা শক্তিও ইঁহার গুণবর্ণেনে মধ্যমা (উদাসীনা) হইয়াছেন; যেহেতু ভোগমোক্ষ ফলপ্রদা এই ষোড়শী বিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যা (ব্রহ্মস্বরূপা)। ৫৪-৫৬

হে দেবেশি! একবার এই বিদ্যার উচ্চারণের সহিত কোটি বাজপেয় যজ্ঞ, সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ, সমস্ত ভূমণ্ডলের প্রদক্ষিণ ও সাড়ে তিন কোটি কাশ্যাদিতীর্থের যাত্রা তুল্য হইতে পারে না। হে দেবেশি! এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ৫৭

হে গিরিজে! এই ষোড়শাক্ষরী মহাবিদ্যা কখনও প্রকাশ্যা নহে। হে পার্বতি! ইহা নিজ যোনির ন্যায় গোপনীয়া। ৫৮

বৈখরী—কণ্ঠস্থিতা বর্ণন কারিকা শক্তি। ইনি ইঁহার গুণবর্ণনে অসমর্থা। কি হেতু? বাচ্যভাবত্বহেতু। বাচ্য—বর্ণনীয় ভাব—ইন্দ্রিয় বিষয় যাহার—যে বৈখরী শক্তির তিনিই বাচ্যভাব, তাঁহার বাচ্যভাবত্বহেতু অর্থাৎ তিনি ইন্দ্রিয় বিষয় বিষয়ক। সেইজন্য ইন্দ্রিয়ের অবিষয় এই বিদ্যার বর্ণনায় তিনি অসমর্থা—এই অর্থ। তাহাই

শক্তিং ততো ধ্বনিস্তস্মান্নাদস্তস্মান্নিরোধিকা।
ততোঽর্দ্ধেন্দুস্ততো বিন্দুস্তস্মাদাসীৎ পরা ততঃ।
পশ্যন্তী মধ্যমা বাচি বৈখরীশব্দজন্মভূঃ॥

ইত্যুক্তং সৃষ্টিপ্রক্রিয়ায়াম্। সিদ্ধজামলে (৬০)—

কামো মায়া রমা বালা ত্রিকূটা স্ত্রী ভগাঙ্কুশৌ।
কালী কামকলা কূর্চং সর্বাদৌ প্রণবঃ প্রিয়ে!॥
শ্রীমহাষোড়শীয়ঞ্চ যা খ্যাতা ভুবনত্রয়ে॥ ৬১
জ্ঞানেন মৃত্যুহা বিদ্যা সর্বাম্নায়ৈর্নমস্কৃতা।
সপ্তলক্ষমহাবিদ্যাস্তন্ত্রাদৌ কথিতাঃ প্রিয়ে!॥ ৬২

বলিতেছেন—যেহেতু তিনি নিরক্ষর (অক্ষরের অপ্রতিপাদ্য) বস্তু। সেই রূপ বর্ণনার কারণ পরা শক্ত্যন্তরও মূক। সেইরূপ মধ্যমা বৈখরীও কুলকুণ্ডলিনীর মধ্যে বর্তমানা মধ্যমা শক্তিও মূক (অসমর্থা)—ইহাই অর্থ। ৫৯

যেমন শারদাতিলকে বলিয়াছেন—সেই কুণ্ডলিনী শক্তিকে (মূল কারণ শব্দের উন্মুখীকরণ অবস্থাকে) সৃষ্টি করেন। তাহা হইতে ধ্বনি, সেই ধ্বনি হইতে নাদ, সেই নাদ হইতে নিরোধিকা; সেই নিরোধিকা হইতে অর্দ্ধেন্দু, অর্দ্ধেন্দু হইতে বিন্দু, সেই বিন্দু হইতে শব্দ জন্মের ভূমি পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও মুখে বৈখরীর আবির্ভাব হয়। ইহা সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় বলিয়াছেন। ৬০

বিবৃতি। মূলকারণের উন্মুখীকরণ অবস্থাই শক্তি। সত্ত্বগুণ-প্রধান শক্তিই চিচ্ছক্তি। এই চিচ্ছক্তিই পরমাকাশ। সত্ত্বগুণ-প্রধান চিচ্ছক্তি রজোগুণের দ্বারা অনুবিদ্ধ হইলে ধ্বনি শব্দবাচ্য হন। এই ধ্বনিই অক্ষরাবস্থা। সেই চিচ্ছক্তি তমোগুণের দ্বারা অনুবিদ্ধা হইলে নাদ শব্দ বাচ্যা হন। ইহাই অব্যক্তাবস্থা। সেই চিচ্ছক্তি প্রচুর তমোগুণের দ্বারা অনুবিদ্ধা হইলে নিরোধিকা শব্দবাচ্যা হন। তিনি আবার প্রচুর সত্ত্বগুণের দ্বারা অনুবিদ্ধা হইলে অর্দ্ধেন্দু শব্দের বাচ্যা হন। এই উভয়ের যোগে বিন্দুশব্দ বাচ্যা হন। এই বিন্দু হইতেই পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরীর আবির্ভাব হয়। ৬০

সিদ্ধ-যামলে বলিয়াছেন—কামবীজ, মায়াবীজ, শ্রীবীজ, বালাবীজ, ত্রিকূটা, স্ত্রীবীজ (স্ত্রীং), ভগবীজ (এং), অঙ্কুশবীজ (ক্রোং), কালীবীজ (ক্রীং), কামকলা (ঈং) ও কূর্চ (হূং)। হে প্রিয়ে! সকলের আদিতে প্রণব। হে প্রিয়ে! যে বিদ্যা ত্রিভুবনে বিখ্যাতা, এই সেই মহাষোড়শী। ৬১

এই বিদ্যা জ্ঞানের বিষয়ীভূতা হইলে মৃত্যুহা হয়। এই বিদ্যা সকল আম্নায়ের পূজিতা। হে প্রিয়ে! তন্ত্রের আদিতে সাত লক্ষ মহাবিদ্যা কথিত হইয়াছে। ৬২

সারাৎসারতরা ভূতা যা যা বিদ্যাঃ সুগোপিতাঃ।
বহুনা কিমিহোক্তেন তাসাং সারা হি ষোড়শী ॥ ৬৩

অত্র ভগং যোনির্বাগ্‌ভববীজং বীজমধ্যপঠিতত্বাৎ, ন ত্বেকাদশস্বর ইত্যুক্তং প্রাক্। আম্নায়ঃ শিবমুখপ্রোক্তাগমভাগঃ। তেনাদৌ প্রণবস্ততঃ কামবীজং ত.ত্র মায়া ততো লক্ষ্মীস্ততো বালায়া প্রকৃতি-স্থিতায়া বীজত্রয়ম্। ততস্তত্তৎ কূটত্রয়ম্। ততো বধূবীজং ততো বাগ্‌ভববীজং ততোঽঙ্কুশস্ততঃ ক্রীঁ বীজম্। ততঃ কামকলা ঈঙ্কারস্ততঃ কূর্চম্। তথাচ ওঁ ক্লীঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ ক এ ঈ ল হ্রীঁ, হ স ক হ ল হ্রীঁ, স ক ল হ্রীঁ ইতি কামরাজকূটং প্রথমলোপা-মুদ্রা বা, ততঃ স্ত্রীঁ ঐঁ ক্রোঁ ক্রীঁ ঈঁ হূঁ ইতি সিদ্ধম্। অত্র ত্রিকূটা ইত্যত্র ত্রিপুটা ইতি পাঠঃ প্রামাণিকঃ, সুন্দরীমন্ত্র-মাত্রস্য কামেশীবীজঘটিতত্ব-নিয়মাৎ। তথাচোক্তম্ (৬৪)—

সকলা ভুবনেশানী কামেশী-বীজমুদ্ধৃতম্।
অনেন সকলাঃ বিদ্যাঃ কথয়ামি বিশেষতঃ ॥ ৬৫ ইতি।

একাক্ষরমন্ত্রস্য পঞ্চদশাক্ষর-ষোড়শাক্ষর-বীজাবলীদ্বয়স্য চ একাক্ষরত্বেন

যে যে মহাবিদ্যা সার হইতে সারতরভূতা ও অতিগোপিতা; অধিক আর কি বলিব, এই ষোড়শী বিদ্যা তাহাদের হইতে সার। ৬৩

এস্থলে ভগ অর্থাৎ যোনি বাগ্‌ভববীজ, যেহেতু ইহা বীজ মধ্যে পঠিত। কিন্তু পূর্বে একাদশ স্বর, ইহা উক্ত হইয়াছে। আম্নায়—শিবমুখপ্রোক্ত আগম। তাহাতে প্রথমে প্রণব, পরে কামবীজ, পরে মায়াবীজ, পরে লক্ষ্মীবীজ, পরে প্রকৃতিভূত বালার বীজত্রয়, পরে সেই সেই কূটত্রয়, পরে বধূবীজ, বাগ্‌ভববীজ, পরে অঙ্কুশবীজ, পরে ক্রীং বীজ, পরে কামকলা ঈঙ্কার ও তাহার পর কূর্চ। তাহা হইলে ওঁ ক্লীং হ্রীং শ্রীং ঐং ক্লীং সৌঃ ক এ ঈ ল হ্রীং হ স ক হ ল হ্রীং স ক ল হ্রীং এই কামরাজ কূট অথবা প্রথম লোপা মুদ্রা, তাহার পর স্ত্রীং ঐং ক্রোং ক্রীং ঈং হূং এই মন্ত্র উদ্ধৃত হয়। এস্থলে ত্রিকূটা এই স্থলে ত্রিপুটা এই পাঠ প্রামাণিক, যেহেতু সুন্দরীর মন্ত্র মাত্রই কামেশী বীজ ঘটিত, এই নিয়ম আছে। তাহাই উক্ত হইয়াছে (৬৪)—

স ক ল ও ভুবনেশানী, ইহা দ্বারা কামেশী বীজ উদ্ধৃত হয়। ইহা দ্বারা বিশেষ-ভাবে কামরাজ প্রভৃতি সকল বিদ্যাই বলিব। ৬৫

একাক্ষর মন্ত্রে এবং পঞ্চদশাক্ষর, ষোড়শাক্ষর বীজাবলী দ্বয়ের একাক্ষররূপে ও

বীজাবলীত্বেন চ গ্রন্থান্তরে পৃথঙ্ নির্দ্দেশ ইতি তেষেব কামেশী-রাহিত্যমিতি। ইয়মপি মহাষোড়শী। ৬৬

তন্ত্রান্তরে—দত্ত্বা গোপাল-বীজন্তু কামরাজস্য পূর্বতঃ।
ষোড়শী কামরাজাখ্যা কন্দর্পারাধিতা মতা॥ ৬৭
মায়া পুরস্কৃতা বিদ্যা ষোড়শী সা সুদুর্লভা।
শ্রীকৃষ্ণারাধিতাখ্যেয়ং যতোঽভূদীশ্বরঃ স্বয়ম্॥ ৬৮
শ্রীযুতা ষোড়শী বিদ্যা সর্বসৌভাগ্যদায়িনী।
লক্ষ্ম্যা আরাধিতা বিদ্যা যা বিভর্ত্তি জগত্রয়ম্॥ ৬৯
কামরাজ-মহাবিদ্যা তারপূর্বা চ ষোড়শী।
উপাস্যা নারদেনেয়ং যতোঽভূন্মানসী গতিঃ॥ ৭০
বিনা গুরূপদেশেন শ্রীবিদ্যাং ষোড়শাক্ষরীম্।
দৃষ্ট্বা প্রজাপতে! যস্তু স ভক্ষ্যো যোগিনীগণৈঃ॥ ৭১
যোড়শার্ণা মহাবিদ্যা শ্রীবিদ্যা কথিতা পুরা।
নিধানমিব চৌরেভ্যো রক্ষণীয়া ত্বয়া প্রিয়ে!॥ ৭২

বীজাবলীত্বরূপে গ্রন্থান্তরে নির্দেশ আছে। এই জন্য সেই সকলেই কামেশী বীজ রাহিত্য আছে। ইনিও মহাষোড়শী। ৬৬

তন্ত্রান্তরে বলিয়াছেন—কামরাজের পূর্বে গোপালবীজ (ক্লীং) দিয়া কামরাজ নাম্নী ষোড়শী বিদ্যা উদ্ধার করিবে। ইনি কন্দর্পের আরাধিতা বলিয়া প্রসিদ্ধ। ৬৭

যে ষোড়শী মায়া দ্বারা পুরস্কৃতা অর্থাৎ মায়াপূর্বা, তিনি সুদুর্লভা। ইনি শ্রীকৃষ্ণের আরাধিতা বলিয়া প্রসিদ্ধা। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ ইঁহার আরাধনা করিয়া স্বয়ং ঈশ্বর হইয়াছিলেন। ৬৮

শ্রীযুক্তা ষোড়শী বিদ্যা সমস্ত সৌভাগ্য প্রদায়িনী। যে লক্ষ্মী এই জগৎত্রয়কে পোষণ করেন। এই বিদ্যা সেই লক্ষ্মীর আরাধিতা। ৬৯

তারপূর্বা (প্রণবপূর্বা) ষোড়শী কামরাজ মহাবিদ্যা হইলে ইনি নারদের উপাস্যা হন। যাহা হইতে তাঁহার মানসী গতি হইয়াছিল। ৭০

যিনি গুরুর উপদেশ বিনাই ষোড়শাক্ষরী শ্রীবিদ্যাকে দেখিয়া জপ করেন, তিনি যোগিনীগণের ভক্ষ্য। ৭১

হে প্রিয়ে। যোড়শাক্ষরী মহাবিদ্যা শ্রীবিদ্যা বলিয়া পূর্বে কথিত হইয়াছে। উহা চৌর হইতে নিধির ন্যায় তোমার রক্ষণীয়। ৭২

তথা চ পঞ্চদশ-বর্ণ-ঘটিত-কূটত্রয়-রূপায়াঃ প্রকৃত-কামরাজ-বিদ্যায়া আদৌ কামবীজং মায়াবীজং রমাবীজং প্রণবো বা যদি দীয়তে, তদা চতুর্বিধাঽপরা ষোড়শী ভবতি। অথ প্রকারান্তরম্। যথা রুদ্রজামলে (৭৩)—

লোপামুদ্রা-বাগ্‌ভবে তু পৃথ্ব্যন্তে শিবযোজনাৎ।
সকারং কামরাজাদৌ লোপা তু ষোড়শাক্ষরী।
অনয়া সদৃশী বিদ্যা ন বিদ্যার্ণব-গোচরে॥ ৭৪

অস্যার্থঃ—প্রথমলোপামুদ্রায়া বাগ্‌ভবকূটে যা পৃথ্বী লকারস্তদন্তে হকারান্তর-যোজনাৎ কামরাজকূটস্যাদৌ দন্ত্যসকারং যদি চ দদ্যাৎ অর্থাৎ হকারস্যাধঃস্থ-দন্ত্যসকারো যদ্যূর্দ্ধস্থো ভবতি, তদা লোপা ষোড়শী ভবতি। তেন শিব-চন্দ্র-কাম-ভূ-শিব-মায়াভিঃ প্রথমকূটম্, চন্দ্র-শিব-কাম-শিব-ভূ-মায়াভির্দ্বিতীয়-কূটম্, চন্দ্র-কাম-ভূ-মায়াভিস্তৃতীয়কূটং ইতি ষোড়শাক্ষরী। তথাচ হ স ক ল হ হ্রীঁ, স হ ক হ ল হ্রীঁ, স ক ল হ্রীঁ ইতি সিদ্ধম্। প্রথম-লোপামুদ্রা ষোড়শাক্ষরী॥ ৭৫

রুদ্রযামলে—বিদ্যারাজ্ঞী বাগ্‌ভবে তু কান্তেঽনন্ত-নিয়োজনাৎ।

তাহা হইলে পঞ্চদশ-বর্ণ ঘটিত কূটত্রয়রূপ প্রকৃত কামরাজ বিদ্যার আদিতে কামবীজ, মায়াবীজ, রমাবীজ অথবা প্রণব যদি দেওয়া হয়, তাহা হইলে অপর চারি প্রকার ষোড়শী হয়। ৭৩

অনন্তর প্রকারান্তর কথিত হইতেছে। রুদ্রযামলে বলিয়াছেন—লোপামুদ্রার বাগ্‌ভব কূটে পৃথ্বীর (লকারের) পরে শিব (হ) যোগ করিলে, কামরাজ কূটের আদিতে সকার দিলে ষোড়শাক্ষরী লোপা হয়। ইহার সদৃশী বিদ্যা বিদ্যারূপ সাগরে নাই। ৭৪

ইহার অর্থ—প্রথম লোপামুদ্রার বাগ্‌ভবকূটে যে পৃথ্বী (লকার) আছে, তাহার অন্তে (পরে) হকার যোগ করিয়া কামরাজ কূটের আদিতে দন্ত্যসকার যদি দেন, অর্থাৎ হকারের অধঃস্থ দুইটি দন্ত্যসকার যদি ঊর্ধ্বস্থ হয়, তখন লোপামুদ্রা ষোড়শী হন। তাহাতে শিব (হ), চন্দ্র (স), কাম (ক), ভূ (ল), শিব ও মায়াবীজ দ্বারা প্রথম কূট। চন্দ্র, শিব, কাম, শিব, ভূ ও মায়াবীজের দ্বারা দ্বিতীয় কূট। চন্দ্র, কাম, ভূ ও মায়া দ্বারা তৃতীয় কূট হয়। ইনি ষোড়শাক্ষরী। তাহা হইলে হ স ক ল হ হ্রীং স হ ক হ ল হ্রীং সকল হ্রীং ইহা সিদ্ধ হয়। ৭৫

প্রথম লোপামুদ্রা ষোড়শাক্ষরী। রুদ্রযামলে বলিয়াছেন—বিদ্যারাজ্ঞী

ষোড়শার্ণা মহাবিদ্যা চিদ্‌ব্রহ্মৈক্যময়ী শুভা ॥ ৭৬

বিদ্যারাজ্ঞী কামরাজবিদ্যা, বাগ্‌ভবে বাগ্‌ভবকূটে। কান্তে ককারস্যান্তে। অনন্তো হকারঃ। ইতি ষোড়শী-প্রকরণম্ ॥ ৭৭

অথ সপ্তদশাক্ষরী। যথা রুদ্রযামলে—

লোপা-বাগ্‌ভব-শক্রান্তে শিববীজং নিয়োজয়েৎ
তথৈব শক্তিবীজে চ লোপা সপ্তদশাক্ষরী ॥ ৭৮

অস্যাঃ স্মরণ-মাত্রেণ শিবো ভবতি নান্যথা।
অণিমাদ্যষ্টসিদ্ধীশঃ সাক্ষাদ্ভূমিপুরন্দরঃ ॥ ৭৯

অস্যার্থঃ—প্রথমলোপায়া বাগ্‌ভবকূটে শক্তিকূটে চ শক্রস্য লকারস্যান্তে শিববীজং হকারং যদি যোজয়েত্তদা সপ্তদশাক্ষরী বিদ্যা ভবতি। ৮০

প্রকারান্তর-সপ্তদশাক্ষরী। রুদ্রযামলে—

লোপায়াঃ শক্তিকূটান্তে হংসবীজযুতা যদি।
তদা সপ্তদশী বিদ্যা সাক্ষাৎ জাগ্রৎ-স্বরূপিণী ॥ ৮১

কামরাজ বিদ্যার বাগ্‌ভবকূটে ককারের অন্তে অনন্ত (হকার) যোগ করিলে ষোড়শাক্ষরী শুভা মহাবিদ্যা হয়। ইনি চিদ্‌ব্রহ্মৈক্যময়ী। ৭৬

বিদ্যারাজ্ঞী—কামরাজবিদ্যা। বাগ্‌ভবে—বাগ্‌ভবকূটে। কান্তে—ককারের অন্তে। অনন্তঃ—হকার। ষোড়শী প্রকরণ সমাপ্ত হইল। ৭৭

অনন্তর সপ্তদশাক্ষরী। রুদ্রযামলে বলিয়াছেন—প্রথম লোপার বাগ্‌ভবকূটে শক্রের (লকারের) অন্তে যদি শিববীজকে (হকারকে) যোগ করেন, সেইরূপ শক্তিকূটেও যদি করেন, তবে সপ্তদশাক্ষরী লোপা বিদ্যা হয়। ৭৮

এই বিদ্যার স্মরণমাত্রে সাধক শিব হইয়া যান, ইহার অন্যথা হয় না। তিনি ভূমিপতি হইয়া সাক্ষাৎ অণিমাদি অষ্ট সিদ্ধির অধিপতি হন। ৭৯

ইহার অর্থ—প্রথম লোপার বাগ্‌ভবকূটে ও শক্তিকূটে শক্র লকারের অন্তে শিববীজ হকারকে যদি যোগ করেন, তবে সপ্তদশাক্ষরী বিদ্যা হয়। ৮০

প্রকারান্তর সপ্তদশাক্ষরী রুদ্রযামলে বলিয়াছেন—লোপামুদ্রার শক্তিকূটের অন্তে ঐ বিদ্যা যদি হংসবীজযুক্তা হন, তবে সাক্ষাৎ জাগ্রৎস্বরূপিণী সপ্তদশাক্ষরী বিদ্যা হন। ৮১

অথাষ্টদশাক্ষরী

প্রথমলোপামুদ্রামধিকৃত্য তত্রৈব—

অধরং বিন্দুনা যুক্তং বাগ্ভবাদ্যে নিয়োজয়েৎ।
মাদনং কামরাজাদ্যে তার্ত্তীয়াদ্যে মহেশ্বরি! ॥ ১
ভৃগুঃ সর্গান্বিতো দেবি! মনুনা চ সমন্বিতঃ।
অষ্টাদশাক্ষরী হ্যেষা শ্রীবিদ্যা ভুবি দুর্লভা ॥ ২
শ্রীগুরোঃ কৃপয়া দেবি! নিত্য-সিদ্ধিপ্রদায়িনী।
নবলক্ষং জপিত্বা তু লোপামুদ্রাং মহেশ্বরীম্ ॥ ৩
অষ্টাদশাক্ষরী বিদ্যা পশ্চাদ্ রাধ্যা বরাননে!।
অন্যথা শাপমাপ্নোতি কুলং তস্য বিনশ্যতি ॥ ৪
সর্বকল্যাণদা বিদ্যা সর্ববিঘ্নবিনাশিনী।
সর্বসৌভাগ্যদা দেবি[১]! সর্বমঙ্গলকারিণী।
অনয়া সদৃশী বিদ্যা ত্রৈলোক্যে চাতিদুর্লভা ॥ ৫
রুদ্রত্বং প্রাপ্তবানস্মি জপ্ত্বা চাষ্টাদশাক্ষরীম্।
বিষ্ণুত্বং প্রাপ্তবান্ বিষ্ণুর্ব্রহ্মত্বঞ্চ পিতামহঃ ॥ ৬

অনন্তর অষ্টাদশাক্ষরী বিদ্যা। প্রথম লোপামুদ্রাকে অধিকার (প্রস্তাব) করিয়া সেইখানেই বলিয়াছেন—হে দেবি! হে মহেশ্বরি! বাগ্ভবকূটের আদিতে বিন্দু-যুক্ত অধর (ঐং) যোগ করিবে। কামরাজকূটের আদিতে মাদন (ক্লীং), তৃতীয় শক্তিকূটের আদিতে সর্গঃ (ঃ) যুক্ত ও মনু (ঔ) যুক্ত ভৃগু (স) অর্থাৎ সৌঃ যোগ করিবে। তাহাতে অষ্টাদশাক্ষরী শ্রীবিদ্যা হইবে। এই বিদ্যা পৃথিবীতে দুর্লভা। ১-২

হে দেবি! শ্রীগুরুর কৃপায় ইনি নিত্য সিদ্ধি প্রদায়িনী হন। হে বরাননে! প্রথমে মহেশ্বরী লোপামুদ্রাকে নয় লক্ষ জপ করিয়া পরে এই অষ্টাদশাক্ষরী বিদ্যাকে উপাসনা করিবে। অন্যথা শাপ প্রাপ্ত হইবে এবং তাহার কুলও নাশ হইবে। ৩-৪

হে দেবি! এই বিদ্যা সমস্ত কল্যাণের প্রদাত্রী, সমস্ত বিঘ্নের নাশিনী, সমস্ত সৌভাগ্য দায়িনী, সমস্ত মঙ্গল কারিণী। ইহাঁর সদৃশ বিদ্যা ত্রৈলোক্যে অতিদুর্লভা। ৫

আমি এই অষ্টাদশাক্ষরী বিদ্যা প্রাপ্ত হইয়া রুদ্রত্ব লাভ করিয়াছি। এই অষ্টা-দশাক্ষরী বিদ্যা জপ করিয়া বিষ্ণু বিষ্ণুত্ব ও পিতামহ ব্রহ্মত্ব লাভ করিয়াছেন। ৬

১। খ—সৌভাগ্যদা বিদ্যা।

অস্যার্থঃ—অধরং দ্বাদশস্বরঃ বিন্দুনাদযুক্তঃ, অর্থাদ্ বাগ্‌ভববীজং বাগ্‌-ভব-কূটস্যাদৌ দদ্যাৎ। কামরাজকূটস্যাদৌ মাদনং কামবীজং দদ্যাৎ। তথা তৃতীয়কূটাদ্যে মনুনা চতুর্দ্দশস্বরেণ সমন্বিতো ভৃগুর্দন্ত্যসকারঃ, স চ বিসর্গান্তঃ। তেন বালাবীজত্রয়ং ত্রিকূটস্যাদৌ যথাসংখ্যং[১] যোজ্যমিত্যষ্টাদশাক্ষরী। নবলক্ষ-মিতি। আদৌ প্রথমলোপামুদ্রাং গৃহীত্বা নবলক্ষং জপ্ত্বা পশ্চাৎ তদ্‌ঘটিতমষ্টাদশাক্ষরীং গৃহ্ণীয়াদিত্যর্থঃ। তত্রৈব (৭)—

কামরাজাখ্য-বিদ্যায়া বাগ্‌ভবাদৌ তু বাগ্‌ভবম্।
ভুবনেশী-কামরাজে শ্রীবীজং শক্তিপূর্বতঃ॥ ৮
এষাপ্যষ্টাদশী প্রোক্তা সর্বসিদ্ধি-প্রদায়িকা।
ভোগ-মোক্ষপ্রদা সাক্ষাৎ পুরুষার্থপ্রদায়িকা॥ ৯
অনয়া সদৃশী বিদ্যা ন বিদ্যার্ণব-গোচরা।
নাস্তি নাস্তি পুনর্নাস্তি সত্যং সত্যং বদামি তে[২]॥ ১০

ইহার অর্থ। অধর—দ্বাদশস্বর, ঐ বিন্দুনাদ যুক্ত অর্থাৎ বাগ্‌ভববীজ ঐংকে বাগ ভব কূটের আদিতে দিবেন। কামরাজ কূটের আদিতে মাদন কামবীজ ক্লীংকে দিবেন। সেইরূপ তৃতীয় শক্তিকূটের আদিতে মনু চতুর্দশস্বর ঔকারের দ্বারা যুক্ত ভৃগু দন্ত্যসকারকে দিবেন। তাহা বিসর্গান্ত হইবে। তাহাতে বালার বীজত্রয় তিনটি কূটের আদিতে যথাসংখ্যক যোগ করিবেন। তাহাতে ঐং হ স ক ল হ্রীং, ক্লীং হ স ক হ ল হ্রীং সৌঃ সকল হ্রীং এই অষ্টাদশাক্ষরী বিদ্যা হইবে। নবলক্ষং কথার অর্থ —প্রথমে প্রথম লোপামুদ্রাকে গ্রহণ করিয়া নয় লক্ষ জপ করিয়া পরে সেই লোপা-মুদ্রা ঘটিত অষ্টাদশাক্ষরী বিদ্যাকে গ্রহণ (জপ) করিবে। ৭

সেইখানেই বলিয়াছেন—কামরাজ বিদ্যার বাগ্‌ভব কূটের আদিতে বাগ্‌বীজ ঐং, কামরাজ কূটের আদিতে ভুবনেশী হ্রীং এবং শক্তিকূটের আদিতে শ্রীবীজ শ্রীং বীজ দিলে সমস্ত সিদ্ধি প্রদায়িনী অষ্টাদশাক্ষরী বিদ্যা কথিত হয়। ইনি ভোগমোক্ষ-প্রদা ও সাক্ষাৎ পুরুষার্থের প্রদাত্রী। ৮-৯

এই বিদ্যার সদৃশী বিদ্যা বিদ্যাসাগরের মধ্যে নাই, নাই, নাই। পুনরায় বলিতেছি নাই। তোমাকে বলিতেছি—ইহা সত্য সত্য। ১০

১। খ—যথাসংখ্যং যোজ্যম্। তথাচ ঐং হ স ক ল হ্রীং ক্লীং হ স ক ল হ হ্রীং সৌঃ সকল হ্রীমিত্যষ্টাদশাক্ষরী। তত্রৈব কামরাজাখ্য বিদ্যায়া। ২। খ—কথয়ামি তে। তেন ঐং ক এ ঈ ল হ্রীং হ্রীং হ স ক হ ল হ্রীং শ্রীং সকল হ্রীং। তন্ত্রান্তরে কামরাজ বিদ্যামধিকৃত্য-।

যোগিনীজালন্ধরে—কামরাজবিদ্যামধিকৃত্য—

বাঙ্‌মায়া[১] শক্তিবীজাদ্যা ত্রিকূটা ক্রমযোগতঃ।
ত্রিপুরামালিনী[২] নাম্না ভবেদষ্টাদশাক্ষরী[৩] ॥ ১১
লোপা-বাগ্‌ভবমুদ্ধৃত্য বিলোমাং বালিকাং ততঃ।
প্রণবং সবিসর্গন্তু ততো বৈ কুলসুন্দরীম্ ॥ ১২
শক্তিকূট-মধ্যভাগে হকারং যোজয়েচ্ছিবে!।
বিলোমাং বালিকাং তত্র ব্রহ্মার্ণঃ সবিসর্গকঃ ॥ ১৩
ইয়ং শ্রীপরমা বিদ্যা কেবলা মোক্ষদায়িনী।
অস্যা লক্ষজপেনৈব কিং ন সিধ্যতি ভূতলে।
অস্যাঃ স্মরণমাত্রেণ শিবো ভবতি নান্যথা ॥ ১৪

অস্যার্থঃ—কুলসুন্দরী বালা[৪], কামাক্ষরং ককারঃ, শক্তিবর্ণ একাদশস্বরঃ। পুরন্দরো লকারঃ, হরো হকারঃ, লোপা প্রথমলোপা। ব্রহ্মার্ণঃ প্রণবঃ। তথাচ প্রণবঃ, বাগ্‌ভবং, কামবীজং, সৌরিতি বালাবীজত্রয়ম্, ক এ ল হ

যোগিনী জালন্ধরে কামরাজ বিদ্যার অধিকারে (প্রস্তাবে) বলিয়াছেন—কামরাজ বিদ্যার তিনটি কূটের আদিতে যথাক্রমে বাগ্‌বীজ ঐং, মায়বীজ ক্লীং ও শক্তি (সৌঃ) যোগ করিলে ত্রিপুরামালিনী নামক অষ্টাদশাক্ষরী বিদ্যা হয়। ১১

হে শিবে! লোপামুদ্রার বাগ্‌ভব কূটকে উদ্ধার করিয়া বিলোমে বালাবীজ, তাহার পর সবিসর্গ প্রণব, তাহার পর কুলসুন্দরী বালা, তাহার পর শক্তিকূটের মধ্যভাগে হকার যোগ করিবে। তাহার পর বিলোম বালিকা (বালা), তাহার পর সবিসর্গ ব্রহ্মার্ণ (প্রণব) দিবেন। ১২-১৩

এই পরমা শ্রীবিদ্যা কেবল মোক্ষদায়িনী। ইহার লক্ষ জপের দ্বারা ভূতলে কি না সিদ্ধ হয় অর্থাৎ সমস্তই সিদ্ধ হয়। এই বিদ্যার স্মরণমাত্রে শিব হয়। ইহার অন্যথা হয় না। ১৪

ইহার অর্থ। কুলসুন্দরী—বালা। কামাক্ষর—ককার। শক্তিবর্ণ—একাদশ স্বর। পুরন্দর—লকার। হর—হকার। লোপা—প্রথম লোপা। ব্রহ্মার্ণ—প্রণব।

১। খ—বাঙ্‌মায় শক্তি। ২। খ—ত্রিপুরাবাসিনী। ৩। খ—দশাক্ষরী। বর্ণসংখ্যার্দ্ধ জাপেন পুরশ্চরণমিষ্যতে। বাঙ্‌মায়েতি বালাবীজত্রয়ম্। তত্রৈব প্রণবং পূর্বমুদ্ধৃত্য ততো বৈ কুলসুন্দরীম্। কামাক্ষরং শক্তিবর্ণং পুরন্দরহরৌ ততঃ। ভুবনেশীং সমুদ্ধৃত্য বিলোমাং বালিকাং ততঃ। প্রণবং সাধনার্থকম্। ৪। খ—বালা। ব্রহ্মার্ণঃ।

হ্রীँ ততঃ সৌঃ ক্লীँ ঐँ ইতি বিলোম-বালাবীজ-ত্রয়ং, ততঃ[১] সবিসর্গঃ প্রণবঃ, ততঃ কুলসুন্দরী বালা, লোপা বাগ্‌ভবো হ স ক ল হ্রীँ, ততো বিলোম-বালিকা, ততঃ সবিসর্গঃ প্রণবঃ, ততঃ কুলসুন্দরী বালা, ততঃ প্রথমলোপামুদ্রা, শক্তি-কূটমধ্যভাগে হকারযোজনাৎ স ক হ ল হ্রীँ ইতি। ততো বিলোম-বালিকা, ততঃ প্রণব-বিসর্গৌ চেতি সপ্তত্রিংশদক্ষরীয়ং বিদ্যা। অত্র বিসর্গস্যানুচ্চার্য্যত্বেঽপি ধ্যেয়তেতি ধ্যেয়ম্। তেন ওঁ ঐँ ক্লীँ সৌঃ ক এ ল হ হ্রীँ সৌঃ ক্লীँ ঐँ ওঁঃ ঐँ ক্লীँ সৌঃ হ স ক ল হ্রীँ সৌঃ ক্লীँ ঐং ওঁঃ ঐँ ক্লীँ সৌঃ স ক হ ল হ্রীँ সৌঃ ক্লীँ ঐँ ওঁঃ ইতি সিদ্ধম্ ॥ ১৫ ॥

অথ ব্রহ্মবিদ্যা

ব্রহ্মবিদ্যেতি যা প্রোক্তা সৃজিতা ন প্রকাশিতা। ইতি প্রশ্নোত্তরং শ্রীক্রমে—

তাং বিদ্যাং শৃণু দেবেশি! কামমিন্দ্র-সমন্বিতম্।
নাদ-বিন্দুকলা-ভেদাৎ তুরীয়-স্বরসংযুতম্।
মহাশ্রীসুন্দরী বিদ্যা মহাত্রিপুরসুন্দরী ॥ ১৬

তাহা হইলে প্রণব, বাগ্‌ভব, কামবীজ, সৌঃ এই বালাবীজ ত্রয়, ক এ ল হ হ্রীং, তাহার পর সৌঃ ক্লীং ঐং এইরূপ বিলোম বালাবীজ ত্রয়, তাহার পর সবিসর্গ প্রণব, তাহার পর কুলসুন্দরী বালা, তাহার পর লোপার বাগ্‌ভববীজ হ স ক ল হ্রীং তাহার পর বিলোম বালাবীজ, তাহার পর সবিসর্গ প্রণব, তাহার পর কুলসুন্দরী বালা, তাহার পর প্রথম লোপা মুদ্রা ও শক্তিকূটের মধ্যভাগে হকারের যোগ হইতে সকহলহ্রীং। তাহার পর বিলোম বালিকা (বাপ্সা), তাহার পর প্রণব ও বিসর্গ—ইহাই সপ্তত্রিংশৎ (৩৭) অক্ষরী বিদ্যা। এ স্থলে প্রণবের পরে বিসর্গ অনুচ্চার্য্য হইলেও ধ্যেয়, ইহা জানিবেন। তাহাতে ওঁ ঐং ক্লীং সৌঃ কএলহ হ্রীং সৌঃ ক্লীং ঐং ওঁঃ ঐং ক্লীং সৌঃ হ স ক ল হ্রীং সৌঃ ক্লীং ঐং ওঁঃ ঐং ক্লীং সৌঃ সকহল হ্রীং সৌঃ ক্লীং ঐং ওঁঃ এই উদ্ধৃত হয়। ১৫

অনন্তর ব্রহ্মবিদ্যা। ব্রহ্মবিদ্যা বলিয়া যাহা কথিত হইয়াছে, তাহা সৃজিতা হইলেও প্রকাশিতা হয় নাই, এইরূপ প্রশ্নোত্তর শ্রীক্রমে আছে—

হে দেবিশি। সেই ব্রহ্মবিদ্যাকে শ্রবণ কর। ককারকে ইন্দ্র (ল) সমন্বিত করিবে ও তুরীয় স্বর ঈর সহিত সংযুক্ত করিবে। নাদও বিন্দুকলার ভেদ (মিশ্রণ—যোগবশতঃ) ইহা মহাশ্রীসুন্দরী বিদ্যা ও মহাত্রিপুর সুন্দরী বিদ্যা হয়। ১৬

১। খ—ততঃ প্রণবো বিসর্গঃ বালা হ স ক ল হ্রীং বিলোম বালা ততঃ প্রণবঃ বিসর্গো বালা স ক হ ল হ্রীং বিলোম বালা প্রণব বিসর্গী চেতি সপ্তত্রিংশাদক্ষরীয়ং বিদ্যা। অত্র বিসর্গস্যানুচার্য্যত্বেপি ধ্যেয়ত্বং মতেতি ধ্যেয়ম্। অথ ব্রহ্মবিদ্যা।

ককারে সর্বমুৎপন্নং কামকৈবল্য-দায়কম্ ।
লকারে সর্বমৈশ্বর্য্যমীকারে সর্বসৌখ্যকম্ ।
এবং বীজত্রয়ং দেবি ! বিদ্যানাং সারসংগ্রহম্ ॥ ১৭
বাগ্ভবং কামরাজঞ্চ শক্তিত্বেন নিয়োজয়েৎ ।
একাক্ষরেণ কথিতা ব্রহ্মবিদ্যৈব কেবলা ॥ ১৮

এতেন কামরাজমস্যা একাক্ষরমন্ত্রঃ[১] । তথাচ ক্লীঁ ইতি সিদ্ধম্ । এবমিতি ককার-লকারেকার-রূপং বীজত্রয়ং বাগ্ভবং কামরাজং জানীয়াৎ শক্তিত্বেন চ । নিয়োজয়েৎ জানীয়াদিতি । তেন বর্ণত্রয়স্য কূটত্রয়াত্মকত্বং ককারো বাগ্ভবাখ্যং লকারঃ কামরাজাখ্যং ঈকারঃ শক্ত্যাখ্যং কূটং তৎ-ত্রয়ঞ্চ বিদ্যানাং সারসংগ্রহমিতি ভাবার্থঃ[২] । অত্রৈকাক্ষরে কূটত্বমৌপচারিকম্ । ১৮

ইদানীং পূর্বোক্তায়াঃ কামরাজ-প্রথমলোপামুদ্রয়োর্বিশেষোঽভিধীয়তে । যথা—তেঽধিকৃত্য যথাকুলোড্ডীশে—

শ্রীপরা বাগ্ভবাখ্যেশ্চ ঈশ্বরী তার-মন্মথৈঃ ।
আদ্যভূতৈর্ভিদ্যমানা সুন্দরী ষড়্বিধা ভবেৎ ॥ ১৯

ইহার ককারে সমস্ত উৎপন্ন হইয়াছে এবং উহা কাম ও কৈবল্যদায়ক। লকারে সকল ঐশ্বর্য্য ও ঈকারে সকল সুখ লাভ হয়। হে দেবি! এই তিনটি বীজ বিদ্যার সংগ্রহ। ১৭

এই তিনটিকে বাগ্ভবকূট, কামরাজকূট ও শক্তিকূটরূপে নিয়োগ (প্রয়োগ) করিবে। এই একাক্ষর ক্লীং দ্বারা কেবল ব্রহ্মবিদ্যাই কথিত হইয়াছে। ১৮

ইহা দ্বারা এই সিদ্ধ হয় যে, এই বিদ্যার একটি অক্ষর কামরাজ। তাহা হইলে ক্লীং এই সিদ্ধ হয়। এবম্ ইতি—ইহার ভাবার্থ এই যে, ককার, লকার, ও ঈকার রূপ বীজ তিনটিকে বাগ্ভবকূট, কামরাজকূট ও শক্তিকূট জানিবে। নিযোজয়েৎ—জানীয়াৎ (জানিবে)। তাহাতে এই বর্ণত্রয় কূটত্রয়রূপ। ককার বাগ্ভবকূট, লকার—কামরাজকূট ও ঈকার শক্তিনামক কূট। সেই তিনটি বিদ্যার সার সংগ্রহ। এই স্থলে একটি অক্ষরে কূট-ব্যবহার গৌণ। ১৮

এখন পূর্বোক্ত কামরাজবিদ্যা ও প্রথম লোপা মুদ্রার বিশেষ যেরূপ তাহা তাহার অধিকারে কথিত হইতেছে। যেমন কুলোড্ডীশে বলিয়াছেন—

আদিভূত শ্রীবীজ, পরা (বালার) শেষ বীজ সৌঃ, বাগ্ভববীজ, ঈশ্বরীবীজ হ্রীং,

---

১। খ—মন্ত্রঃ। এবমিতি। ২। খ—ভাবার্থঃ। ইদানীং পূর্বোক্তায়াঃ।

অস্যার্থঃ। শ্রী রমাবীজম্। পরা বালা-শেষবীজং, ন তু মায়াবীজং, ঈশ্বর্য্যা সহ পৌনরুক্ত্যাৎ। বাগ্‌ভবং সেন্দু দ্বাদশস্বর-বীজম্[১]। তারঃ প্রণবঃ। মন্মথঃ কামবীজম্। প্রত্যেকমেতৈরাদ্যভূতৈর্ভিদ্যমানা সুন্দরী কামরাজবিদ্যা প্রথমলোপামুদ্রা চ প্রত্যেকং ষড়্‌বিধা ভবেৎ। তথাচ কামরাজবিদ্যায়াঃ প্রথমলোপামুদ্রায়াশ্চাদৌ ষড়্‌বীজানামেকৈক-দানে ষট্ ষট্ ভেদা ভবন্তীত্যর্থঃ। অতএব "স্মরং যোনিং লক্ষ্মীং ত্রিতয়মিদমাদ্যে তব মনো"রিতি ভগবতাচার্য্যেণাপি প্রতিপাদিতম্। তত্র চ স্মরঃ কামবীজম্। যোনির্বাগ্‌ভববীজম্। লক্ষ্মীঃ শ্রীবীজম্। ত্রিতয়মিতি প্রত্যেকমিত্যর্থাৎ ন তু সমুদিতম্। ২০

তথা অনয়োরাদ্যে কাম-মায়া রমাবীজং মায়া-শ্রী-কামবীজং শ্রী-মায়া-কামবীজং বা যদি ত্রয়ং ত্রয়ং প্রযুক্তং স্যাৎ, তদা প্রত্যেকং ত্রিবিধা অষ্টাদশাক্ষরী ভবতি[২]। যথা তত্রৈব (২১)—

তার (ওঁ) ও মন্মথ বীজ (ক্লীং) দ্বারা ভিদ্যমান হইয়া সুন্দরী কামরাজ বিদ্যা ও প্রথম লোপামুদ্রা ছয় প্রকার হয়। ১৯

ইহার অর্থ। শ্রী—রমাবীজ। পরা—বালার শেষবীজ, মায়াবীজ কিন্তু নহে, যেহেতু ঈশ্বরীর সহিত পুনরুক্তি হয়। বাগ্‌ভব—ইন্দু (ং) যুক্ত দ্বাদশ স্বরবীজ ঐং। ঈশ্বরী—মায়াবীজ। তার—প্রণব। মন্মথ—কামবীজ। আদিভূত এই বীজ সমূহের প্রত্যেকের দ্বারা ভিন্ন হইয়া সুন্দরী কামরাজ বিদ্যা ও প্রথম লোপা মুদ্রা প্রত্যেকে ছয় প্রকার হন। সুতরাং কামরাজ বিদ্যার ও প্রথম লোপামুদ্রার আদিতে ছয়টি বীজের এক একটি দিলে ছয় ছয়টি ভেদ হইবে, ইহাই অর্থ। এই জন্যই ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যও—স্মরং যোনিং লক্ষ্মীং ত্রিতয়মিদমাদ্যে তব মনোঃ অর্থাৎ মাতঃ! তোমার মন্ত্রের প্রথমে স্মর, যোনি ও লক্ষ্মী এই তিনটি বীজ—ইহা প্রতিপাদন করিয়াছেন। সেই আচার্য্য বাক্যে স্মর—কামবীজ। যোনি—বাগ্‌ভববীজ। লক্ষ্মী—শ্রীবীজ। ত্রিতয়ম্—প্রত্যেক, ইহা অর্থাৎ সিদ্ধ হয়। তিনটির সমুদায় নহে। ২০

সেইরূপ কামরাজ বিদ্যা ও প্রথম লোপামুদ্রার আদিতে কামবীজ, মায়াবীজ ও রমাবীজ; মায়াবীজ, শ্রীবীজ ও কামবীজ অথবা শ্রীবীজ, মায়াবীজ ও কামবীজ—

১। খ—ঈশ্বরী মায়াবীজম্। তারঃ।

২। খ—ভবতি। তেন কামরাজবিদ্যায়া লোপামুদ্রায়াশ্চাদৌ।

কাম মায়া রমা পূর্বে মায়ালক্ষ্মীঃ স্মরস্তথা।
রমা মায়া তথা কামো বসু-চন্দ্রাক্ষরী ত্রিধা ॥ ২২

কেচিৎ তু লক্ষণয়া যোনিপদেন মায়াবীজমুক্ত্বা স্মরং যোনিং লক্ষ্মী-মিত্যাচার্য্যপদ্যং সমুদিত-পরতয়াঽত্রোদাহরন্তি। ২৩

অথ কামরাজবিদ্যায়াঃ শাম্ভব-শক্তিভেদ উচ্যতে। যথা হংসমাহেশ্বরে—

প্রকারভেদ-মনসা পূজয়েদ্ যদি সাধকঃ।
তাং বিদ্যাং শৃণু দেবেশি! ক্রমেণ কথয়ামি তে ॥ ২৪
পূর্বোদ্ধৃতং কামরাজং তদেব শাম্ভবং বিদুঃ।
ককারাদির্যদা দেবি[১]! পূর্বাম্নায়-প্রচোদিতা ॥ ২৫
জ্ঞেয়ঃ স কীলিতো মন্ত্রঃ সর্বদা সিদ্ধিদো ন হি[২]।
এতচ্ছাম্ভবমুদ্দিষ্টং শৃণু শাক্তং বরাননে! ॥ ২৬
মায়াবীজং ততো ঝিণ্টী কামং শক্রং বিয়ৎ ক্রমাৎ।

যদি তিন তিনটি বীজ প্রযুক্ত হয়, তখন প্রত্যেকই তিন প্রকার অষ্টাদশাক্ষরী বিদ্যা হয়। ২১

যেমন সেইখানেই বলিয়াছেন—কামরাজবিদ্যা ও লোপামুদ্রার প্রথমে কাম, মায়া ও রমাবীজ, মায়া, লক্ষ্মী ও কামবীজ, রমা, মায়া ও কাম বীজ হইলে তিন প্রকার অষ্টাদশাক্ষরী বিদ্যা হয়। ২২

কেহ কেহ লক্ষণা দ্বারা যোনি পদে মায়াবীজ বলিয়া "স্মরং যোনিং লক্ষ্মীম্" এই আচার্য্য বাক্যকে সমুদিত পর করিয়া এই স্থলে উদাহরণ প্রদর্শন করেন। ২৩

অনন্তর কামরাজ বিদ্যা হইতে শাম্ভব শক্তির ভেদ কথিত হইতেছে। যেমন হংসমাহেশ্বরে বলিয়াছেন—

হে দেবেশি! যদি সাধক প্রকারভেদকে মনের দ্বারা পূজা করে, তবে সেই বিদ্যাকে ক্রমে ক্রমে তোমার নিকট বলিতেছি। ২৪

পূর্বে যে কামরাজ বিদ্যা উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাকেই শাম্ভব-বিদ্যা জানিবে। হে দেবি! যখন পূর্বাম্নায়ে ককারাদি মন্ত্র উপদিষ্ট হয়, তখন সে মন্ত্র কীলিত জানিবে। উহা সর্বদা সিদ্ধপ্রদ নহে। ইহাই শাম্ভব কামরাজ বলিয়া উদ্দিষ্ট হইয়াছে। হে বরাননে! শাক্ত কামরাজ শ্রবণ কর। ২৫-২৬

মায়াবীজ (ঈ), অনন্তর ক্রমে ক্রমে ঝিণ্টি (এ), কাম (ক), শক্র (ল), বিয়ৎ

১। খ—যদা বিদ্যা।   ২। খ—ন সঃ।

জাতবেদো মৃগাঙ্কেন লাঞ্ছিতং পরমেশ্বরী ॥ ২৭
এতদ্বাগ্‌ভবকূটঞ্চ পূর্ব্ববৎ কামরাজকম্ ।
তথৈব শক্তিকূটঞ্চ সুন্দর্য্যেষা প্রকীর্ত্তিতা ॥ ২৮
সবীর্য্যা সিদ্ধিদা নিত্যা ত্রৈলোক্য-বশকারিণী ॥
নিষ্কীলিতা মহাবিদ্যা পূর্বাম্নায়-প্রচোদিতা ॥ ২৯

অস্যার্থঃ—যৎ কামরাজাখ্য-বিদ্যাস্বরূপমুক্তং, তদেব[১] শাম্ভবং কামরাজাখ্যম্। স তু মন্ত্রঃ কীলিতঃ। অতঃ শাক্তাখ্য-কামরাজ-বিদ্যোপাস্যা। তৎ ক্রমমাহ—মায়াবীজমিতি। মায়াবীজং দীর্ঘেকারঃ। ঝিণ্টী একারঃ। কামঃ ককারঃ। শক্রো লকারঃ। বিয়ৎ হকারঃ। জাতবেদো রেফঃ। মৃগাঙ্কো নাদবিন্দূ তৈর্লাঞ্ছিতং যুক্তং বিয়ৎ পরমেশ্বরী দীর্ঘেকারঃ।

তথাচ[২]—তূর্য্য-স্বরৈকাদশ-স্বর-কবর্গাদি-ভূ-মায়া-বীজৈর্বাগ্‌ভবকুটম্। তেন ঈ এ ক ল হ্রীঁ, হ স ক হ ল হ্রীঁ, স ক ল হ্রীঁ ইতি সিদ্ধম্। পূর্ববদিতি। পূর্বোক্ত-কামরাজাখ্য-বিদ্যায়া যৎ কামরাজকূটং শক্তিকূটঞ্চ তদত্রাপীত্যর্থঃ ৩০

(হ) জাতবেদ (র) মৃগাঙ্ক (নাদবিন্দু) দ্বারা লাঞ্ছিত (যুক্ত) পরমেশ্বরী (হ্রীং) —ইহা বাগ্‌ভবকূট। পূর্বের ন্যায় কামরাজ কূট ও শক্তিকূট—ইহা সুন্দরী বিদ্যা বলিয়া কীর্ত্তিতা। ২৮

এই বিদ্যা বীর্য্যবতী সর্বদা সিদ্ধিপ্রদা ও ত্রৈলোক্য বশকারিণী। এই মহাবিদ্যা নিষ্কীলিতা হইয়া পূর্বাম্নায়ে উপদিষ্ট হইয়াছে। ২৯

ইহার অর্থ। কামরাজ বিদ্যার যে স্বরূপ উক্ত হইয়াছে, তাহাই শাম্ভব কামরাজ। সেই মন্ত্র কিন্তু কীলিত। এইজন্য শাক্তা নামক কামরাজ বিদ্যা উপাস্যা। মায়াবীজ এই গ্রন্থের দ্বারা তাহার (অক্ষরের) ক্রম বলিতেছেন—মায়া বীজ—দীর্ঘ ঈকার, ঝিণ্টি—একার, কাম—ককার, শক্র—লকার, বিয়ৎ—হকার, জাতবেদ—রেফ—রকার, মৃগাঙ্ক—নাদবিন্দু। তাহাদের দ্বারা লাঞ্ছিত যুক্ত বিয়ৎ। পরমেশ্বরী দীর্ঘ ঈকার। তাহা হইলে চতুর্থ স্বর ঈ, একাদশ স্বর এ, কবর্গের আদি ক, ভূ (ল), মায়া বীজ হ্রীং দ্বারা বাগ্‌ভব কূট হয়। তাহাতে ঈ এ ক ল হ্রীং, হ স ক হ ল হ্রীং, স ক ল হ্রীং এই সিদ্ধ হয়। পূর্ববৎ এই কথার এই অর্থ—পূর্বোক্ত কামরাজ নামক বিদ্যার যে কামরাজ নামক কূট ও শক্তি কূট, তাহা এখানেও আছে। ৩০

১। খ—তদেব শাম্ভবং। স তু মন্ত্রঃ। ২। খ—তথাচ ঈ এ ক ল হ্রীং ইতি বাগ্‌ভবকূটং। পূর্ববদিতি।

অত্রাপি পূর্ববদ্বিদ্যাদৌ[১] শ্রীপরাদ্যন্ত্যন্তর-যোগাৎ ষড়্‌বিধত্বম্, কাম-মায়া-রমাদি-ত্রিক-ত্রিক-যোগাৎ ত্রিবিধত্বঞ্চ ভবতি। এবং পরত্রাপি। হংস-মাহেশ্বরে[২] ভেদান্তরমাহ (৩১)—

মোক্ষবীজং ততো মায়া ব্রহ্মা[৩] শক্রো হরোঽগ্নিনা।
বিধুনা বামনেত্রেণ নাদবিন্দুবিভূষিতঃ॥
পূর্ববৎ কাম শক্তী চ ধ্যায়েৎ কামকলাত্মিকে[৪]!॥ ৩২
বিদ্যা বেদ্যা পরা গুপ্তা সংহাররূপ-বর্জ্জিতা।
এষা শ্রী-প্রাণ-সংযুক্তা দারিদ্র্যদুঃখ-মোচনী॥ ৩৩

মোক্ষবীজমেকারঃ। মায়া দীর্ঘেকারঃ। তথা চ শ্রীক্রমে—

এতদ্ ভগং ততো মায়া ব্রহ্মা শক্রো হরোঽগ্নিনা।
বামনেত্রেণ সংযুক্তো নাদবিন্দুবিভূষিতঃ।
এতদ্ বাগ্‌ভবমুদ্দিষ্টং পূর্ববৎ কামশক্তিকম্॥ ৩৪

এ স্থলেও পূর্বের ন্যায় প্রথমে শ্রী ও পরাদি—ইহার অন্যতরের যোগে ছয় প্রকার বিদ্যা হয়। কাম, মায়া ও রমাদি তিন তিনটির যোগে তিন প্রকার হয়। এইরূপ অন্যত্রও জানিবে। হংসমাহেশ্বরে ভেদান্তর বলিতেছেন (৩১)—

মোক্ষবীজ এ, অনন্তর মায়া ঈ, ব্রহ্মা ক, শক্র ল, হর হ, অগ্নি র বিধু ৺ ও বামনেত্র ঈ দ্বারা যুক্ত ও নাদবিন্দু দ্বারা বিভূষিত হইলে বাগ্‌ভব কূট হয়। পূর্ববৎ কামরাজ কূট ও শক্তিকূট। হে কামকলাত্মিকে। ইহাঁকে ধ্যান করিবে। ৩২

ইহাঁর বাগ্‌ভবকূট অন্য হওয়ায় ইহাকে অন্য বিদ্যা জানিবে। ইনি গুপ্তা ও সংহাররূপবর্জিতা। এই বিদ্যা শ্রী ও প্রাণ সংযুক্তা হইলে দারিদ্র্য-দুঃখের নাশিনী হইয়া থাকেন। ৩৩

মোক্ষবীজ—একার। মায়া—দীর্ঘ—ঈকার। তাহাই শ্রীক্রমে বলিয়াছেন—এই ভগ (এ), অনন্তর মায়া (ঈ), ব্রহ্মা, শক্র, হর (হ) অগ্নি, বামনেত্র ঈ দ্বারা যুক্ত হইয়া নাদবিন্দু বিভূষিত হইলে ইহা বাগ্‌ভবকূট বলিয়া উদ্দিষ্ট হয়। পূর্ববৎ কামরাজকূট ও শক্তিকূট হইবে। ৩৪

১। খ—বিদ্যাদৌ মায়া রমাযোগে পঞ্চকূটত্বম্। তথা বিদ্যাদৌ বিদ্যান্তে চ যথাযথং ত্রয়োদশবীজযোগঃ ক্রিয়তে চেৎ তদা শ্রীং হ্রীং ক্লীং ঐং সৌঃ ওঁ হ্রীং শ্রীং ৯ এ ক ল হ্রীং হ স ক হ ল হ্রীং সকল হ্রীং সৌঃ ঐং ক্লীং হ্রীং শ্রীং ইত্যেষাপি ষোড়শী ভবতি। এবং শাক্তকামরাজস্যাদৌ শ্রীপর্বত্যাদ্যন্ততমযোগাৎ ষড়্‌বিধত্বং কাম মায়া। ২। খ—হংসমাহেশ্বরে—সবীজ সিদ্ধিদা বিদ্যা ত্রৈলোক্য-বশকারিণী। নিষ্কীলিতা মহাবিদ্যা পূর্বাম্নায়-প্রচোদিতা। দোত্তরমাহ—মোক্ষবীজং। ৩। খ—ব্রহ্মাশক্রৌ পুরাগ্নিনা। ৪। খ—কামকলাত্মকম্।

ভগমেকারঃ। মায়া দীর্ঘেকারঃ[১]। তত্রৈব ভগাদিমন্ত্রে বিশেষো যথা—

ব্রহ্মবীজং যদা দদ্যাৎ ত্রিকূটে দেবি! দুর্লভে।
প্রথমা সুন্দরী দেবী দ্বিতীয়া ব্রহ্মসুন্দরী॥ ৩৫
শক্তিকূটে মহেশানি! অনন্তসুন্দরী মতা।
এষা তু ষোড়শী বিদ্যা মতভেদেন দর্শিতা॥ ৩৬
ত্রিকূটান্তে হংসবীজং[২] বিন্দুসর্গবিভূষিতম্।
এষা শ্রী-প্রাণ-সংযুক্তা দারিদ্র্য-দুঃখমোচনী॥ ৩৭

অনয়োরর্থঃ[৩]। ব্রহ্মবীজং প্রণবঃ। স চাদ্যকূটাদৌ চেৎ[৪] প্রথমা সুন্দরী। দ্বিতীয়-কূটাদৌ চেদ্ ব্রহ্মসুন্দরী। তৃতীয়-কূটাদৌ চেদনন্তসুন্দরী[৫] ভবতি। এষা ত্বিতি। ত্রিকূটস্য পঞ্চদশাক্ষরত্বাদিতি ভাবঃ॥ ত্রিকূটান্তে সর্বশেষে। প্রাণো হংসবীজম্। ইয়ং সপ্তদশাক্ষরী পারিভাষিক-ষোড়শী ভবতি। ৩৮

অথ লোপামুদ্রায়াঃ শাম্ভবশাক্তভেদমাহ স্বচ্ছন্দ-মাহেশ্বরে—

লোপামুদ্রা মহাবিদ্যা প্রথমং যা সমীরিতা।

ভগ—একার। মায়া—দীর্ঘ ঈকার। সেই শ্রীক্রমেই ভগাদি মন্ত্রে বিশেষ যেমন বলিয়াছেন—

হে দেবি! দুর্লভ ত্রিকূটে ব্রহ্মবীজ (ওঁ) যখন দিবে, তখন প্রথমা বিদ্যা সুন্দরী, দ্বিতীয়া বিদ্যা ব্রহ্মসুন্দরী, হে মহেশানি! শক্তিকূটে ব্রহ্মবীজ যোগ করিলে অনন্ত সুন্দরী বিদ্যা হয়। মতভেদে এই ষোড়শী বিদ্যা প্রদর্শিত হইল। ৩৫-৩৬

ত্রিকূটের অন্তে বিন্দু (ং) ও সর্গ (ঃ) বিভূষিত হংস বীজ হইলে এবং ইহা শ্রী ও প্রাণযুক্তা হইলে দারিদ্র্য-দুঃখের নাশিনী হইয়া থাকে। ৩৭

এই দুই শ্লোকের অর্থ। ব্রহ্মবীজ—প্রণব। সেই ব্রহ্মবীজ প্রথম কূটের আদিতে যদি হয়, তবে প্রথমা সুন্দরী হয়, দ্বিতীয় কূটের আদিতে হইলে ব্রহ্ম সুন্দরী, তৃতীয় কূটের আদিতে যদি হয়, তবে অনন্ত সুন্দরী হয়। ত্রিকূট পঞ্চদশ অক্ষরস্বরূপ এক বলিয়া এষা তু এইরূপ একবচন প্রযুক্ত হইয়াছে, ইহাই তাৎপর্য্য। ত্রিকূটান্তে—সর্বশেষে। প্রাণ—হংসবীজ। ইনি সপ্তদশাক্ষরী পারিভাষিকী ষোড়শী। ৩৮

অনন্তর লোপামুদ্রার শাম্ভব ও শাক্তভেদ স্বচ্ছন্দমাহেশ্বরে বলিতেছেন—হে

১। খ—ঐকারঃ। ব্রহ্মা ককারঃ। হরো হকারঃ। অগ্নী রেকঃ। বামনেত্রমীকারঃ। অত্র বিশেষঃ। ব্রহ্মবীজং। ২। হংস ইত্যক্ষর-দ্বয়াত্মকমিত্যর্থঃ। ৩। খ—অস্যার্থঃ। ৪। খ—চেৎ সুন্দরী। ৫। খ—ভবতি। অথ লোপায়াঃ।

নৈব শাম্ভবমুদ্দিষ্টং শৃণু শাক্তং বরাননে ! ॥ ৩৯
শক্তির্মহেশঃ কামশ্চ ইন্দ্রবীজং ততঃ পরম্ ।
মহামায়া ততঃ পশ্চাত্তব স্নেহাদ্বদাম্যহম্ ॥ ৪০
পূর্ববৎ কামশক্ত্যাখ্যৌ বর্ণৌ নিষ্কীলিতাত্মকৌ ।
ইতি শাক্তা মহাবিদ্যা পশ্চিমাম্নায়-যোজিতা ॥ ৪১

শক্তির্দন্ত্য-সকারঃ। পূর্ববৎ কামরাজবিদ্যাবৎ[১]। আম্নায়ঃ—শিবমুখ-প্রোক্তাগমভাগঃ। পশ্চিমত্বং মুখস্য। তথা চ স হ ক ল হ্রীঁ, হ স ক হ ল হ্রীঁ, স ক ল হ্রীঁ ইতি সিদ্ধম্। অত্রাপি শ্রীপরাদি-যোগাৎ ষোঢ়া ষোড়শী। কাম-মায়া-রমা-ত্রিকাদিযোগাৎ ত্রিবিধাষ্টাদশী। ৪২

শ্রীক্রমে— শিববীজং শক্তি-সোমং মাদনঞ্চ পুরন্দরম্ ।
ব্যোম-বহ্নি-সমাযুক্তং তুরীয়-স্বর-বিন্দুকম্ ॥ ৪৩
পূর্ববৎ কামরাজস্তু শক্তিবীজং সমুদ্ধরেৎ ।
এষা বিদ্যা মহেশানি ! বর্ণিতুং নৈব শক্যতে ॥ ৪৪

বরাননে ! প্রথমে যে মহাবিদ্যা লোপামুদ্রা কথিত হইয়াছে, তাহা শাম্ভব উদ্দিষ্ট হইয়াছে। এখন শাক্ত শ্রবণ কর। ৩৯

শক্তি (স), মহেশ (হ), কাম (ক), ইন্দ্রবীজ (ল), তাহার পর মহামায়া (হ্রীং) —ইহা বাগ্‌ভবকূট তোমার স্নেহে বলিতেছি। তাহার পূর্ববৎ কামরাজকূট ও শক্তিকূট নামক বর্ণ নিষ্কীলিত স্বরূপ। এই শাক্ত মহাবিদ্যা শিবের পশ্চিম মুখ নির্গত পশ্চিমাম্নায়ে যোজিত আছে। ৪০-৪১

শক্তি—দন্ত্য সকার। পূর্ববৎ—কামরাজ বিদ্যাবৎ। আম্নায়—শিবমুখ প্রোক্ত আগম ভাগ। মুখের পশ্চিমত্ব, আম্নায়ের পশ্চিমত্ব নহে। তাহা হইলে সহকল হ্রীং, হসকহল হ্রীং, সকল হ্রীং—এই সিদ্ধ হয়। এখানেও শ্রী ও পরাদির যোগে ছয় প্রকার ষোড়শী হয়। কাম, মায়া ও রমা—এই ত্রিকের যোগে অষ্টাদশাক্ষরী বিদ্যা ত্রিবিধা হইয়া থাকে। ৪২

শ্রীক্রমে বলিয়াছেন—শিববীজ (হ), শক্তি (স), সোম (স), মাদন (ক), পুরন্দর ইন্দ্র (ল), ব্যোম (হ), বহ্নি (র) সংযুক্ত চতুর্থ স্বর ও বিন্দু। পূর্ববৎ কামরাজকূট ও শক্তিকূট উদ্ধার করিবে। হে মহেশানি ! এই বিদ্যা আমি বর্ণনা করিতে পারি না। ৪৩-৪৪

১। খ—কামরাজবৎ অত্রাপি পূর্ববদ্ বীজসংযোগঃ। শ্রীক্রমে—শিববীজং।

শক্তির্দন্ত্য-সকারঃ, সোমো দন্ত্যসকারঃ। কামরাজ-কূটং শক্তিকূটঞ্চ পূর্ব্ববৎ কামরাজবিদ্যাবৎ সমুদ্ধরেৎ। অত্র বীজযোগো নাস্তি॥ অত্র হি শ্রী-পরাদ্যৈকৈক-যোগে ষোড়শী নির্ব্বহতি। তত্র শ্রীপরাদি-যোগঃ। যত্র কাম-মায়া-রমা-ত্রিকাদি-যোগে অষ্টাদশী নির্ব্বহতি, তত্রৈব কাম-মায়া-রমা-ত্রিকাদি-যোগঃ ক্রিয়তে। এবমুত্তরত্রাপি। ইয়মপি ষোড়শী। ৪৫

শিবঃ শক্তির্ভুবনেশী বাগ্‌ভবং বীজমুত্তমম্।
কামং ব্যোম চ দেবেশি! মহামায়া ততঃ পরম্॥ ৪৬
সোমো ব্যোম মহামায়া নবার্ণা পরিকীর্ত্তিতা।
রুদ্রশক্তিরিয়ং দেবি! পূর্বাম্নায়ে হি নায়িকা॥ ৪৭
মাদনং গোত্রভিৎ সান্তো রেফো বামাক্ষি-চন্দ্রবান্।
নাদবিন্দু-সমাযুক্তঃ কথিতঃ পরমেশ্বরি!॥ ৪৮
ব্রহ্মা চ গগনং শক্রো নকুলীশোঽনলস্তথা।
মায়া-বিন্দু-সনাদেন কামরাজং সমুদ্ধরেৎ॥ ৪৯

শক্তি—দন্ত্য সকার। সোম—দন্ত্য সকার। কামরাজকূট ও শক্তিকূট পূর্ব্ববৎ কামরাজ বিদ্যাবৎ উদ্ধার করিবে। এই বিদ্যাতে অন্য বীজের যোগ নাই। যেস্থলে শ্রী পরাদি এক একটি বীজের যোগে ষোড়শীর আবির্ভাব হয়, সে স্থলে শ্রী পরাদি বীজের যোগ হয়। যেখানে কাম, মায়া ও রমা এই ত্রিকাদির যোগে অষ্টাদশা-দর্শাক্ষরী বিদ্যার আবির্ভাব হয়, সেইখানেই কাম, মায়া, রমা রূপ ত্রিকের যোগ করা হয়। এইরূপ উত্তরবর্ত্তী স্থলেও জানিবে। ইনিও ষোড়শী। ৪৫

হে দেবেশি। শিব (হ), শক্তি (স), ভুবনেশী (হ্রীং) ইহা উত্তম বাগ্‌ভবকূট। কাম (ক), ব্যোম (হ) ও মহামায়া (হ্রীং) (ইহা কামরাজকূট)। সোম (স), ব্যোম ও মহামায়া—ইহা শক্তিকূট। এই নবাক্ষর মন্ত্র কীর্ত্তিত হইয়াছে। এই দেবী রুদ্র-শক্তি। ইনি পূর্বাম্নায়ে নায়িকা। ৪৬-৪৭

হে পরমেশ্বরি। মাদন (ক), গোত্রভিৎ ইন্দ্র (ল), সান্ত (হ), অগ্নি (র), বামাক্ষি (ঈ) ও চন্দ্র (ँ) যুক্ত ও নাদ বিন্দু বিভূষিত। উহা অন্য এক মন্ত্র কথিত হইয়াছে। ৪৮

ব্রহ্মা (ক), গগন (হ), শক্র (ল), নকুলীশ (হ), অনল (র), মায়া (ঈ),

---

১। খ—সকারঃ। পূর্ব্ববৎ। ২। খ—কামরাজবিদ্যাবৎ। শিবঃ শক্তিঃ। ৩। খ—নায়িকা। তেন হ স হ্রীং ক হ হ্রীং সহ হ্রীং। মাদ্য গোত্রভিৎ।

শক্তির্মাদন শক্রশ্চ হরো বহ্নিশ্চ মায়য়া।
নাদবিন্দু-সমাক্রান্তঃ কথিতঃ কামদো মনুঃ।
এষা বিদ্যা মহেশানি! কথিতৈকাদশাক্ষরী[১] ॥ ৫০

গোত্রভিৎ লকারঃ। চন্দ্রো নাদঃ। নাদবিন্দুর্নাদমধ্যগত-বিন্দুঃ। বিন্দু-সনাদেন সনাদবিন্দুনেত্যর্থঃ। অত্র বিন্দূরেব সনাদা বিন্দু-সনাদ ইতি বিগ্রহঃ। উপমানাবধারণে ইত্যনেন সমাসঃ। তেন কামেন্দ্র-মায়াভিঃ কাম-শিবেন্দ্র-মায়াভিঃ শক্তি-কামেন্দ্র-মায়াভির্মন্ত্রো বোধ্যঃ। তথাচ ক ল হ্রীঁ, ক হ ল হ্রীঁ, স ক ল হ্রীঁ ইতি সিদ্ধম্। ৫১

মাদনং পঞ্চবক্ত্রঞ্চ লোহিতা রুদ্র-যোগিনী।
পুরন্দরো মহামায়া বাগ্ভবং বীজমুত্তমম্ ॥
পূর্ববৎ কামশক্ত্যাখ্যমুদ্ধরেদ্দেবি! সুন্দরীম্ ॥ ৫২

অস্যার্থঃ। লোহিতা ক্ষকারঃ। রুদ্রযোগিনী পবর্গ-পঞ্চমঃ। পূর্ববৎ কামরাজ-বিদ্যাবৎ[২]। তেন ক হ ক্ষ ম ল হ্রীঁ, হ স ক হ ল হ্রীঁ, স ক ল হ্রীঁ ইতি সিদ্ধম্। ৫৩

বিন্দু ও নাদের সহিত কামরাজকে উদ্ধার করিবে। শক্তি (স), মাদন (ক), শক্র (ল) হর (হ), বহ্নি (র) মায়ার (ঈর) সহিত নাদবিন্দু যুক্ত হইলে উহা কামপ্রদ মন্ত্র কথিত হয়। হে মহেশানি। এই একাদশাক্ষরী বিদ্যা কথিত হইয়াছে। ৫০

গোত্রভিৎ—(ল) কার: চন্দ্র—নাদ। নাদ বিন্দু—নাদ মধ্যগত বিন্দু। বিন্দু-সনাদেন—সনাদ বিন্দু দ্বারা, এই স্থলে বিন্দুই—সনাদ। বিন্দুসনাদ এই বিগ্রহ বাক্য। উপমানাবধারণে এই সূত্রের দ্বারা সমাস হইয়াছে। তাহাতে কাম, ইন্দ্র ও মায়া (হ্রীং) দ্বারা, কাম, শিব, ইন্দ্র ও মায়া (হ্রীং) দ্বারা এবং শক্তি, কাম, ইন্দ্র ও মায়া দ্বারা মন্ত্র হয় জানিবেন। সুতরাং কলহ্রীং কহলহ্রীং সকলহ্রীং এই মন্ত্র সিদ্ধ হয়। ৫১

মাদন (ক), পঞ্চবক্ত্র (হ) লোহিতা (ক্ষ), রুদ্র যোগিনী (ম), পুরন্দর (ল) ও মহামায়া (হ্রীং)—ইহা উত্তম বাগ্ভব কূট। হে দেবি। পূর্ববৎ সুন্দরী কামরাজ-কূট ও শক্তিকূটকে উদ্ধার করিবে। ৫২

লোহিতা—ক্ষকার। রুদ্রযোগিনী—পবর্গের পঞ্চম ম। পূর্ববৎ—কামরাজ বিদ্যার ন্যায়। তাহাতে ক হ ক্ষ ম ল হ্রীং, হ স ক হ ল হ্রীং, সকল হ্রীং ইহা সিদ্ধ হয়। ৫৩

১। খ—একাদশাক্ষরী। তেন ক ল হ্রীং ক হ ল হ্রীং সকল হ্রীং। মাদনং। ২। খ—রাজবিদ্যাবৎ। তৃতীয়ংশং।

ভৃগ্বীশং গগনং হান্তং কালমিন্দ্রং মহেশ্বরম্।
বামাক্ষি-বহ্নি-বিন্দ্বাঢ্যং বাগ্‌ভবং পরমেশ্বরি!।
কামবীজং শক্তিকূটং পূর্ববৎ তু সমুদ্ধরেৎ॥ ৫৪

ভৃগ্বীশো দন্ত্যসকারঃ। গগনং হকারঃ। হান্তঃ ক্ষকারঃ। কালঃ পবর্গ-পঞ্চমঃ। পূর্ববৎ কামরাজবিদ্যাবৎ॥ সর্বত্রৈবায়ং ক্রমঃ[১]। তথা চ স হ ক্ষ ম ল হ্রীঁ, হ স ক হ ল হ্রীঁ, স ক ল হ্রীঁ ইতি সিদ্ধম্॥ ৫৫

বিষ্ণুরীশস্ততো হান্তঃ কালেশঃ পৃথিবী ততঃ।
ভুবনেশী ততঃ পশ্চাদ্বাগ্‌ভবং কথিতং ত্বয়ি!।
কামরাজং শক্তিকূটং পূর্ববৎ কথিতং প্রিয়ে!॥ ৫৬

অস্যার্থঃ[২]। বিষ্ণুরকারঃ, ঈশো হকারঃ, তথাচ বিশিষ্টে লক্ষণয়া অকারযুক্তো হকার ইত্যর্থঃ। কালেশো মকারঃ। ৫৭

অথ বীজাবলী পঞ্চদশী

যথা নবরত্নেশ্বরে—মায়া-শ্রীর্মদনৈর্দেবি! শ্রী-মায়া-মদনৈরপি।
মদনো মায়য়া শ্রীশ্চ শ্রীশ্চ মদন-মায়য়া॥ ৫৮

ভৃগ্বীশ (স), গগন (হ), হান্ত (ক্ষ), কাল (ম), ইন্দ্র (ল), মহেশ্বর (হ) বামাক্ষি (ঈ) সহিত বহ্নি (র) ও বিন্দুযুক্ত হইলে হে পরমেশ্বরি! ইহা বাগ্‌ভব-কূট হয়। পূর্ববৎ কামরাজ কূটের ন্যায় কামরাজকূট ও শক্তিকূট উদ্ধার করিবে। ৫৪

ভৃগ্বীশ—দন্ত্য সকার। গগন—হকার। হান্ত—ক্ষকার। কাল—পবর্গের পঞ্চম। পূর্ববৎ—কামরাজ বিদ্যাবৎ। সকল মন্ত্র স্থলেই এই ক্রম। তাহা হইলে স হ ক্ষ ম ল হ্রীং, হ স ক হ ল হ্রীং, সকল হ্রীং, এই মন্ত্র সিদ্ধ হয়। ৫৫

বিষ্ণু (অ), ঈশ (হ), অনন্তর হান্ত (ক্ষ), কালেশ (ম), অনন্তর পৃথিবী (ল), তাহার পর ভুবনেশী, (হ্রীং) এই বাগ্‌ভবকূট তোমার নিকট কথিত হইল। হে প্রিয়ে! পূর্ববৎ কথিত কামরাজকূট ও শক্তিকূট উদ্ধার করিবে। ৫৬

ইহার অর্থ—বিষ্ণু—অকার। ঈশ—হকার। তাহা হইলে বিশিষ্টে লক্ষণা দ্বারা অকার যুক্ত হকার—এই অর্থ হইবে। কালেশ—মকার। ৫৭

অনন্তর বীজাবলী পঞ্চদশী। যেমন নবরত্নেশ্বরে বলিয়াছেন—হে দেবি! মায়া-বীজ (হ্রীং), শ্রীবীজ (শ্রীং) ও মদনবীজ (ক্লীং), শ্রীবীজ, মায়াবীজ ও মদন-

---

১। খ—ক্রমঃ। বিষ্ণুরীশঃ। ২। খ—বিষ্ণুরীশঃ অকার যুক্ত হকারঃ কালেশো মকারঃ।

মায়য়া মদন-শ্রীশ্চ কথিতা পরমেশ্বরি ! ।
ত্রি-পঞ্চ বীজরূপা হি গদিতা মৃত্যুনাশিনী ! ।
নাস্ত্যস্যাঃ পরমা বিদ্যা বিজ্ঞেয়া পরমেশ্বরি ! ॥ ৫৯

শক্তিঃ স্বয়ম্ভূঃ শম্ভুশ্চ শক্রস্তু ভুবনেশ্বরী ।
শিবো মাদন-রুদ্রেন্দ্রা মহামায়া ততঃ পরম্ ॥ ৬০

কামঃ শিবস্ততো ব্রহ্মা ইন্দ্রশ্চ ভুবনেশ্বরী ।
এষা তু পরমেশানি সুন্দরী সুভগোদয়া[১] ।
ত্রিকূটান্তে হংসবীজং তদা সপ্তদশী ভবেৎ ॥ ৬১

ত্রিকূটান্তে ইত্যত্রাস্যা ইতি শেষঃ। তথাচ—স ক হ ল হ্রীঁ, হ ক হ ল হ্রীঁ; ক হ ক ল হ্রীঁ ইতি[২] সিদ্ধং সুভগায়াস্ত্রিকূটম্। ৬২

বাগ্‌বীজং বিজয়া মায়া ব্রহ্মা শক্রস্তু পার্বতী ।
মান্মথং শিব-শক্তী চ মদনো হর ইন্দ্রকঃ ॥ ৬৩

বীজের দ্বারা, মদনবীজ, মায়াবীজ ও শ্রীবীজের দ্বারা, শ্রীবীজ, মদনবীজ ও মায়াবীজের দ্বারা এবং মায়াবীজ মদনবীজ ও শ্রীবীজের দ্বারা হে পরমেশ্বরি! ত্রিপঞ্চ (পঞ্চদশ) বীজরূপা বিদ্যা কথিত হইয়াছে। ইনি মৃত্যুনাশিনী কথিত হইয়াছেন। হে পরমেশ্বরি। ইহা হইতে পরমা বিদ্যা আর নাই জানিবে। ৫৮-৫৯

শক্তি (স), স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা (ক), শম্ভু (হ), শক্র (ল) ও ভুবনেশ্বরী (হ্রীং), শিব (হ), মদন (ক), রুদ্র (হ) ইন্দ্র (ল) ও মহামায়া (হ্রীং)। তাহার পর কাম (ক), শিব (হ), ব্রহ্মা (ক), ইন্দ্র (ল) ও ভুবনেশ্বরী (হ্রীং)—হে পরমেশ্বরি। ইনি সুভগোদয়া সুন্দরী বিদ্যা। এই বিদ্যার ত্রিকূটের অন্তে হংসবীজ যোগ করিলে তখন এই বিদ্যা সপ্তদশাক্ষরী হইবে। ৬০-৬১

ত্রিকূটান্তে এই স্থলে অস্যাঃ এই পদটী অধ্যাহার করিতে হইবে। তাহা হইলে সকহলহ্রীং, হকহলহ্রীং, কহকলহ্রীং—এই সুভগার ত্রিকূট সিদ্ধ হইল। ৬২

বাগ্‌বীজ (ঐং), বিজয়া (এ), মায়া (ঈ), ব্রহ্মা (ক), শক্র (ল), পার্বতী (হ্রীং), মান্মথ (ক্লীং), শিব (হ), শক্তি (স), মাদন (ক), হর (হ), ইন্দ্র (ল)

১। খ—সুভগোদয়া। তেন সকল হ্রীং। ২। খ—হ্রীমিতি পঞ্চদশাক্ষরী সুন্দরী সুভগাখ্যা। যত্র তত্র সুভগাপদং সৌভাগ্যপদং বা দৃশ্যতে, তত্র তত্রাস্যা গ্রহণমিত্যবধাতব্যম্ ত্রিকূটান্তে হংসবীজং তদা সপ্তদশী ভবেৎ। বাগবীজং।

মহামায়া ততঃ পশ্চাচ্ছক্তির্মনুঃ স-সর্গকঃ।
চন্দ্রঃ প্রজাপতিঃ শক্রো মহামায়া ততঃ পরা ॥ ৬৪
অষ্টাদশাক্ষরী বিদ্যা মহাত্রিপুরসুন্দরী।
সর্বান্তে হংসযুক্তা[১] চেত্তদা বিংশাক্ষরী ভবেৎ ॥ ৬৫

বিজয়া একারঃ[২]। মায়া তুর্য্যস্বরঃ। অত্র কূটত্রয়াদৌ বালাবীজত্রয়ং ক্রমেণ দত্তমিত্যষ্টাদশাক্ষরী। তথাচ—ঐঁ এ ঈ ক ল হ্রীঁ, ক্লীঁ হ স ক হ ল হ্রীঁ সৌঃ, স ক ল হ্রীঁ[৩] ইতি সিদ্ধম্। ইয়মষ্টাদশাক্ষরী। অস্যাঃ শেষে হংসঃ ইতি বীজদ্বয়ঞ্চেদ্বিংশত্যক্ষরীত্যর্থঃ। ৬৬

শ্রীদেব্যুবাচ—ভাষা-সৃষ্টি-স্থিতি-হৃতি-নিরাখ্যাঃ পঞ্চ সুন্দরী।
কথয়স্ব প্রভো দেব! যদি তে রোচতে মতিঃ ॥ ৬৭

ঈশ্বর উবাচ—শিবো মাদন ইন্দ্রশ্চ শক্তিশ্চ ভুবনেশ্বরী।
ব্রহ্মা শিবেন্দ্রৌ শক্তিশ্চ মহামায়া ততঃ পরা ॥ ৬৮
মাদনেন্দ্রৌ শক্তি-শিবৌ মহামায়া তদন্তিকে।
এষা পঞ্চদশী ভাষা সাক্ষাত্রিপুরসুন্দরী ॥ ৬৯

ও মহামায়া (হ্রীং), তাহার পর শক্তি (স) বিসর্গযুক্ত মনু (ঔ), চন্দ্র (স), প্রজাপতি (ক), শক্র (ল) ও মহামায়া—এই অষ্টাদশাক্ষরী বিদ্যা মহাত্রিপুর-সুন্দরী। ইহাঁর সকলের শেষে হংসঃ যুক্ত হইলে তখন ইনি বিংশাক্ষরী বিদ্যা হন। ৬৩-৬৫

বিজয়া—একার। মায়া—চতুর্থস্বর ঈ। এস্থলে কূটত্রয়ের আদিতে বালাবীজ-ত্রয় ক্রমে ক্রমে প্রদত্ত হইয়াছে। এজন্য ইহা অষ্টাদশাক্ষরী হইয়াছে। তাহা হইলে ঐং এ ঈ ক ল হ্রীং, ক্লীং হ স ক হ ল হ্রীং, সৌঃ সকল হ্রীং—এই সিদ্ধ হয়। ইনি অষ্টাদশাক্ষরী। যদি এই বিদ্যার শেষে হংসঃ এই বীজদ্বয় দেওয়া হয়, তবে বিংশাক্ষরী বিদ্যা হইবে—এই অর্থ। ৬৬

শ্রীদেবী বলিলেন—হে দেব! যদি তোমার বুদ্ধি আমার প্রতি রুচিকর হয়, তবে আমার নিকটে ভাষা, সৃষ্টি, স্থিতি, সংহৃতি ও নিরাখ্যা—এই পাঁচটি সুন্দরী বলুন। ৬৭

ঈশ্বর বলিলেন—শিব (হ), মাদন (ক), ইন্দ্র (ল), শক্তি (স) ও ভুবনেশ্বরী (হ্রীং); ব্রহ্মা (ক), শিব (হ), ইন্দ্র (ল), শক্তি (স) ও মহামায়া (হ্রীং),

---

১। হংসঃ ইত্যক্ষরদ্বয়াত্মকবীজযুক্তা চেদিত্যর্থঃ। ২। খ—একারঃ। তেন ঐং এ হ্রীং ক ল হ্রীং। ৩। খ—হ্রীমিত্যষ্টাদশাক্ষরী। সর্বশেষে।

শক্তির্দন্ত্যসকারঃ। তেন[১] শিব-কামেন্দ্র-মায়াভিঃ কাম-শিবেন্দ্রশক্তি-মায়াভিঃ, কামেন্দ্র-শক্তি-শিব-মায়াভির্মন্ত্রঃ। তথাচ হ ক ল স হ্রীঁ, ক হ ল স হ্রীঁ, ক ল স হ হ্রীঁ ইতি সিদ্ধম্। এষা ভাষা। ৭০

শিবশ্চন্দ্রস্তথা কামঃ শক্রশ্চ ভুবনেশ্বরী।
শিবেন্দ্রৌ কাম-রুদ্রৌ চ চন্দ্রশ্চ পরমেশ্বরী॥
শক্তিঃ কামশ্চ শক্রশ্চ মাহামায়া ততঃ পরম্[২]॥ ইয়ং সৃষ্টিঃ॥ ৭১
শিবেন্দ্রৌ কাম-শক্তী চ মহামায়া ততঃ পরা।
কামশ্চন্দ্রো মহেশশ্চ ইন্দ্রঃ শক্তিশ্চ পার্বতী॥
ব্রহ্মা মহেশ্বরঃ শক্তিঃ শক্রশ্চ ভুবনেশ্বরী[৩]॥ ইয়ং স্থিতিঃ॥ ৭২
শিবেন্দ্র-কামাঃ শক্তিশ্চ তৎপরা ভুবনেশ্বরী।
শিব-শক্তী মাদনেন্দ্রৌ শিবো বহ্নীন্দু-মায়য়া॥
শিবঃ শক্তিশ্চ কলহা বহ্নিমায়েন্দু ভূষিতাঃ[৪]॥ এষা সংহৃতিঃ। ৭৩

তাহার পর মাদন (ক), ইন্দ্র (ল), শক্তি (স), শিব (হ), তাহার অন্তে মহামায়া (হ্রীং), এই পঞ্চদশাক্ষরী ভাষা। ইনি সাক্ষাৎ ত্রিপুরসুন্দরী। ৬৮-৬৯

শক্তি—দন্ত্য সকার। তাহা হইলে শিব, কাম, ইন্দ্র ও মায়া দ্বারা ; কাম, শিব, ইন্দ্র, শক্তি ও মায়া দ্বারা এবং কাম, ইন্দ্র, শক্তি, শিব ও মায়া দ্বারা মন্ত্র হয়। তাহা হইলে হ ক ল হ্রীং, ক হ ল স হ্রীং, ক ল স হ হ্রীং এই মন্ত্র সিদ্ধ হয়। ইনি ভাষা সুন্দরী। ৭০

শিব (হ), চন্দ্র (স), তাহার পর কাম (ক), শক্র (ল) ও ভুবনেশ্বরী (হ্রীং) ; শিব, ইন্দ্র (ল), কাম (ক), রুদ্র (হ) চন্দ্র (স) ও পরমেশ্বরী (হ্রীং) ; শক্তি (স), কাম (ক), শক্র (ল) ও তাহার পর মহামায়া (হ্রীং)। ইনি সৃষ্টি। ৭১

শিব (হ), ইন্দ্র (ল), কাম (ক), শক্তি (স) ও মহামায়া (হ্রীং) ; তাহার পর কাম (ক), চন্দ্র (স), মহেশ (হ), ইন্দ্র (ল), শক্তি (স) ও পার্বতী (হ্রীং) ; ব্রহ্মা (ক), মহেশ্বর (হ), শক্তি (স), শক্র (ল) ও ভুবনেশ্বরী (হ্রীং)। ইনি স্থিতি সুন্দরী। ৭২

শিব, ইন্দ্র, কাম, শক্তি ও তাহার পর পরমেশ্বরী (হ্রীং) ; শিব, শক্তি, মাদন, ইন্দ্র, বহ্নি (র), মায়া (ঈ) ও বিন্দু দ্বারা যুক্ত ; শিব (হ), অর্থাৎ হ্রীং ; শিব, শক্তি কল ও বহ্নি মায়া ও ইন্দুভূষিত হ অর্থাৎ হ্রীং। ইনি সংহৃতি সুন্দরী। ৭৩

১। খ—তেন হ ক ল স হ্রীং। ২। খ—তেন হ স ক হ ল হ্রীং সকলহ্রীমিতি। ইয়ং সৃষ্টিঃ। ৩। খ—ভুবনেশ্বরী। তথাচ হ ল ক স হ্রীং ক স হ ল হ্রীমিতী। ইয়ং স্থিতিঃ। শিবেন্দ্রৌ কামশক্তী। ৪। খ—ভূষিতাঃ। তেন হ ল ক স হ্রীং হ স ক ল হ্রীমিত্যেষা।

শক্রো ব্রহ্মা ইন্দ্রবীজং মহামায়া ততঃ পরম্।
বাগ্‌ভবং কথিতঞ্চৈতৎ কামরাজং ততঃ শৃণু॥
শক্তিঃ শিবো মাদনেন্দ্রৌ তৎপরা পরমেশ্বরী।
শিবঃ শক্তিশ্চ সোমশ্চ শূন্যো ব্রহ্মা মহেশ্বরী।

শূন্যো হকারঃ[১]। এষা নিরাখ্যা॥ ৭৪

দেব্যুবাচ—স্বপ্নাবতীং মধুমতীং কথয়স্ব ময়ি প্রভো!।
ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি যদি চাস্তি কৃপা ময়ি॥ ৭৫

ঈশ্বর উবাচ—শিবো মাদন-শক্রৌ চ শক্তিশ্চ ভুবনেশ্বরী।
মহেশো ব্রহ্মা হংসশ্চ ইন্দ্রশ্চ[২] পরমেশ্বরী॥ ৭৬
মহেশঃ শক্তিঃ কামশ্চ পুরন্দরো বিয়ৎ তথা।
অগ্নি-মায়া-কলা-যুক্তং নাদ-বিন্দু-বিভূষিতম্॥

হংসো হকারঃ। মায়াকলা—ঈকারঃ। ৭৭

এষা স্বপ্নাবতী খ্যাতা কলা পঞ্চদশী তথা।

তেন হকলস হ্রীং, হকহল হ্রীং হসকল হ্রীং। ইতি স্বপ্নাবতী। ৭৮

শক্র (ল), ব্রহ্মা (ক), চন্দ্র (স), মহামায়া (হ্রীং), তাহার পর বাগ্‌ভববীজ (ঐং)—ইহা বাগ্‌ভবকূট কথিত হইয়াছে। তাহার পর কামরাজকূট শ্রবণ কর। শক্তি (স), শিব (হ), মাদন (ক), ইন্দ্র (ল), তাহার পর পরমেশ্বরী (হ্রীং); শিব, শক্তি, সোম (স), শূন্য (হ), ব্রহ্মা (ক) ও মহেশ্বরী (হ্রীং)। শূন্য—হকার। ইনি নিরাখ্যা সুন্দরী। ৭৪

দেবী বলিলেন—হে প্রভো! যদি আমার প্রতি কৃপা থাকে, তবে স্বপ্নাবতী ও মধুমতী বিদ্যা বলুন। এখন আমি তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি। ৭৫

ঈশ্বর বলিলেন—শিব (হ), মাদন (ক), শক্র (ল), শক্তি (স) ও ভুবনেশ্বরী (হ্রীং); মহেশ (হ), ব্রহ্মা (ক), হংস (হ), ইন্দ্র (ল) ও পরমেশ্বরী (হ্রীং); মহেশ (হ), শক্তি (স), কাম (ক), পুরন্দর (ল), সেইরূপ অগ্নি (র), মায়াকলা (ঈ) যুক্ত ও বিন্দুনাদ বিভূষিত হইবে। হংসঃ—হকার। মায়াকলা—ঈকার। ৭৭

ইনি স্বপ্নাবতী বলিয়া খ্যাতা। ইনি পঞ্চদশী কলা (পঞ্চদশাক্ষরী)। তাহাতে হ ক ল স হ্রীং, হ ক হ ল হ্রীং, হ স ক ল হ্রীং হয়—ইহাই স্বপ্নাবতী। ৭৮

১। খ—হকারঃ। তেন ল ক স হ্রীং স হ ক ল হ্রীং হ স স হ ক হ্রীমিতি। এষা নিরাখ্যা।
২। খ—ইন্দ্রোঽপি। খ—ভুবনেশ্বরী।

ব্রহ্মা মহেশ ইন্দ্রশ্চ শক্তিশ্চ ভুবনেশ্বরী।
ব্রহ্মা বিয়ৎ-মরুচ্ছক্রস্তৎপরা ভুবনেশ্বরী ॥ ৭৯
মাদনং সোম-চন্দ্রৌ চ শক্রশ্চ পরমেশ্বরী।
এষা মধুমতী খ্যাতা সর্বশাস্ত্রেষু গোপিতা ॥ ৮০

অস্যার্থঃ। মরুদ্ যকারঃ। তেন কহলস হ্রীং, কহযল হ্রীঁ কসসল হ্রী-মিত্যেষা মধুমতী। ৮১

শ্রীক্রমে— কামকেশ্বর-বিদ্যৈব ত্রিকূট-ক্রম-পাঠিতা।
সৌভাগ্যায়াস্ত্রিকূটেন পঞ্চম্যাঃ পঞ্চকূটকম্ ॥ ৮২
ত্রিপুরা যা মহাবিদ্যা কূটৈকাদশ-নির্মিতা।
সারাৎসার-তরা বিদ্যা কথিতৈকাদশাক্ষরী ॥ ৮৩

অস্যার্থঃ। কামরাজবিদ্যায়াস্ত্রিকূটং সুভাগায়াঃ কূটত্রয়ং, পঞ্চমাঃ পঞ্চ-কূটঞ্চেতি একাদশকূটেয়ম্[১]। (১) ক এ ঈ ল হ্রীং (২) হ স ক হ ল হ্রীং! (৩) স ক ল হ্রীং। (৪) হ স ক ল হ্রীং (৫) হ স ক হ ল হ্রীং। (৬) স ক ল হ্রীং (৭) ক এ ঈ ল হ্রীং (৮) হ স ক ল হ্রীং (৯) হ ক হ ল হ্রীং (১০) ক হ য ল হ্রীং (১১) হ ক ল স হ্রীং ইতি। ৮৪

ব্রহ্মা (ক), মহেশ (হ), ইন্দ্র (ল), শক্তি (স) ও ভুবনেশ্বরী (হ্রীং), ব্রহ্মা, বিয়ৎ (হ), মরুৎ (য), শক্র (ল) ও তাহার পর ভুবনেশ্বরী (হ্রীং)। মাদন (ক), সোম (স), চন্দ্র (স), শক্র (ল) ও পরমেশ্বরী (হ্রীং)। ইনি মধুমতী বলিয়া প্রখ্যাতা এবং সমস্ত শাস্ত্রে গোপিতা। ৭৯-৮০

ইহার অর্থ। মরুৎ—যকার। তাহাতে ক হ ল স হ্রীং, ক হ য ল হ্রীং, ক স স ল হ্রীং—এইরূপই এই মধুমতী। ৮১

শ্রীক্রমে বলিয়াছেন—যথাক্রমে পঠিত কামরাজ বিদ্যার ত্রিকূট, সুভগার ত্রিকূটের সহিত পঞ্চমীর পঞ্চকূট, এই একাদশ কূটের দ্বারা মহাবিদ্যা ত্রিপুরা হয়। এই বিদ্যা সার হইতে সারতরা। ইনি একাদশাক্ষরী। ৮২-৮৩

ইহার অর্থ—কামরাজ বিদ্যার ত্রিকূট, সুভগার কূটত্রয় এবং পঞ্চমীর পঞ্চকূট—এই ত্রিপুরা বিদ্যা একাদশ কূটা। সেই একাদশ কূট—১। ক এ ঈ ল হ্রীং। ২। হ স ক হ ল হ্রীং। ৩। স ক ল হ্রীং। ৪। হ স ক ল হ্রীং। ৫। হ স ক হ ল হ্রীং। ৬। স ক ল হ্রীং। ৭। ক এ ঈ ল হ্রীং। ৮। হ স ক ল হ্রীং। ৯। হ ক হ ল হ্রীং। ১০। ক হ য ল হ্রীং। ১১। হ ক ল স হ্রীং। ৮৪

১। খ—কূটেয়ং। অথ পঞ্চমী।

অথ পঞ্চমী। অস্যাঃ পঞ্চকূটো মন্ত্রঃ। তত্র প্রথমমেককূটাত্মকং বাগ্‌ভব-কূটম্। ততঃ কূটত্রয়াত্মকং[1] কামরাজকূটম্। তত্রাপি স্বপ্নাবত্যা মধ্যকূটেন দ্বিতীয়কূটম্। মধুমত্যা মধ্যকূটেন তৃতীয়কূটম্[2]। ততঃ শক্তিকূটম্। যথা তন্ত্রে (৮৪)—

কামং বিষ্ণুযুতং দেবি! শক্তিমায়েন্দ্র এব চ।
মহামায়া ততঃ পশ্চাদ্ বাগ্‌ভবং বীজমুদ্ধরেৎ ॥ ৮৫

বিষ্ণুযুতমকারযুতমিত্যর্থঃ। শক্তিরেকারঃ। মায়া ঈকারঃ। ইন্দ্রো-লকারঃ। মহামায়া হ্রীঙ্কারঃ। তেন ক এ ঈ ল হ্রীং ইতি বাগ্‌ভবকূটম্। ৮৬

জীবপ্রাণৌ মহাদেবি! মাদনং তদনন্তরম্ ॥
ইন্দ্রবীজং ততঃ পশ্চাদ্ভুবনেশী ততঃ পরম্।

জীবো দন্ত্যসকারঃ। প্রাণো হকারঃ। তথাচ। চন্দ্র-শিব-কামেন্দ্র-মায়াভিঃ শক্তিকূটং পঞ্চমম্। তেন স হ ক ল হ্রীঁ ইতি সিদ্ধম্। বাগ্‌ভবাদি-কূটচতুষ্কং পূর্ববদেব। ইতি দ্বিবিধা পঞ্চমী ॥ ৮৭

বিয়চ্চন্দ্রস্ততঃ পশ্চাৎ কলৌ নকুলি-বহ্নি চ।

অনন্তর পঞ্চমী। এই পঞ্চমীর পঞ্চকূট মন্ত্র। তন্মধ্যে প্রথম এককূটাত্মক বাগ্‌ভব কূট, তাহার পর কূটত্রয়াত্মক কামরাজ কূট। সেই কামরাজ কূটে স্বপ্নাবতীর মধ্যকূটের দ্বারা দ্বিতীয় কূট, মধুমতীর মধ্যকূটের দ্বারা তৃতীয়কূট, তাহার পর শক্তিকূট। যেমন শ্রীক্রম তন্ত্রে বলিয়াছেন (৮৪)—

হে দেবি! বিষ্ণু (অকার) যুক্ত কাম (ক), শক্তি (এ), মায়া (ঈ), ইন্দ্র (ল), তাহার পর মায়াবীজ (হ্রীং)—এই বাগ্‌ভবকূট উদ্ধার করিবে। ৮৫

বিষ্ণুযুতং—অকার যুক্ত—এই অর্থ। শক্তিঃ—একার। মায়া—ঈকার। ইন্দ্রঃ—লকার। মহামায়া—হ্রীংকার। তাহাতে ক এ ঈ ল হ্রীং—এই বাগ্‌ভবকূট হয়। ৮৬

হে মহাদেবি! জীব (স), প্রাণ (হ) তাহার পর মাদন (ক), তাহার পর ইন্দ্র বীজ (ল), তাহার পর ভুবনেশী (হ্রীং)।

জীব—দন্ত্যসকার। প্রাণ—হকার। তাহা হইলে চন্দ্র, শিব, কাম, ইন্দ্র ও মায়া দ্বারা পঞ্চম শক্তিকূট হয়। তাহাতে স হ ক ল হ্রীং—এই সিদ্ধ হয়। পূর্বের ন্যায় বাগ্‌ভবাদি চারিটি কূট। এই দুই প্রকার পঞ্চমী। ৮৭

বিয়ৎ (হ), চন্দ্র (স), তাহার পর ক ল, নকুলী (হ), বহ্নি (র), মায়া স্বরের

১। খ—কূটত্রয়াত্মক কূটং। ততঃ ততঃ কূট ত্রয়াত্মকং কামরাজকূটং। তত্রাপি স্বপ্নাবত্যা॥
২। খ—তৃতীয়কূটং। যথা তন্ত্রে। ৩। খ—বাগ্‌ভবকূটং। বিয়ৎ চন্দ্রস্ততঃ পশ্চাৎ।

মায়া-স্বরেণ সংযুক্তং নাদ-বিন্দু-কলান্বিতম্ ॥
প্রথমং কামরাজস্য কূটং পরমদুর্লভম্[১] ॥ ৮৮

নকুলি-বহ্নীতি সমাহারে দ্বন্দ্বঃ। কামরাজস্যেতি বীজত্রয়াত্মকস্য কামরাজস্য প্রথমকূটং পঞ্চম্যাস্তু দ্বিতীয়কূটমিত্যর্থঃ। ৮৯

বিয়দ্বিষ্ণুযুতং কামো হংসঃ শক্রস্ততঃ পরম্।
মহামায়া ততঃ পশ্চাৎ স্বপ্নাবতীতি কথ্যতে ॥ ৯০

হংসো হকারঃ। এতৎ স্বপ্নাবতী-মধ্যকূটময়ং কামরাজস্য দ্বিতীয়কূটং[২] পঞ্চম্যাস্তু তৃতীয় কূটম্। যদ্যপি স্বপ্নাবত্যা মধ্যকূটে প্রথমবর্ণে স্বরো নাস্তি পঞ্চম্যাস্তৃতীয়কূটে প্রথমবর্ণে অকারো বিদ্যত ইতি বৈষম্যং সম্ভাব্যতে, তথাপি বহুতর-সাজাত্যাদুচ্চারণ-বৈজাত্যাভাবাৎ পারিভাষিকত্বাচ্চ তৃতীয়-কূটং স্বপ্নাবতীত্যুচ্যত ইতি তত্ত্বম্। ৯১

মাদনং শিববীজঞ্চ বায়ুবীজস্ততঃ পরম্।
ইন্দ্রবীজং ততঃ পশ্চান্মহামায়াং সমুদ্ধরেৎ ॥ ৯২

(ঈকারের) দ্বারা যুক্ত এবং নাদ ও বিন্দুকলা দ্বারা মণ্ডিত। ইহা অতিদুর্লভ কামরাজের প্রথম কূট। ৮৮

নকুলীবহ্নি এইটি সমাহার দ্বন্দ্বে নিষ্পন্ন। কামরাজস্য এই কথার অর্থ—বীজ-ত্রয়াত্মক কামরাজের প্রথম কূট, পঞ্চমীর কিন্তু দ্বিতীয় কূট। ৮৯

বিষ্ণুযুত (অকার যুক্ত) বিয়ৎ (হ), কাম (ক), হংসঃ (হ), তাহার পর শক্র (ল), তাহার পর মহামায়া (হ্রীং), ইহা স্বপ্নাবতী বলিয়া কথিত হয়। ৯০

হংসঃ—হকার। ইহা স্বপ্নাবতীর মধ্যকূটময়, কামরাজের দ্বিতীয় কূট, পঞ্চমীর তৃতীয় কূট। যদিও স্বপ্নাবতীর মধ্য কূটে প্রথম বর্ণে স্বর নাই; পঞ্চমীর তৃতীয় কূটে প্রথম বর্ণে অকার আছে, এই জন্য বৈষম্যের সম্ভাবনা আছে, তথাপি এই উভয়ের মধ্যে বহুতর সাজাত্য আছে বলিয়া, উচ্চারণের বৈজাত্য নাই বলিয়া এবং পারি-ভাষিক বলিয়া তৃতীয় কূট স্বপ্নাবতী বলিয়া কথিত হয়, ইহাই তত্ত্ব। ৯১

মাদন (ক), শিববীজ (হ), বায়ুবীজ (য), তাহার পর ইন্দ্রবীজ (ল), তাহার পর মহামায়া বীজ (হ্রীং) উদ্ধার করিবে। ৯২

১। খ—পরমদুর্লভম্। তেন হ স ক ল হ্রীমিতি কামরাজস্য প্রথমকূটং পঞ্চম্যাস্তু দ্বিতীয় কূটং। বিয়ৎ বিষ্ণুযুতং। ২। খ—দ্বিতীয়কূটং মাদনং শিববীজঞ্চ।

বায়ুবীজং যকারঃ। এতন্মধুমতী মধুকূটময়ং কামরাজস্য তৃতীয়কূটং পঞ্চম্যাস্তু চতুর্থকূটং মধুমতীত্যুচ্যতে[১] ॥ ৯৩

শিববীজং তথা কামমিন্দ্রং দেবীং নিয়োজয়েৎ।
মহামায়াং ততঃ পশ্চাচ্ছক্তিকূটং সমুদ্ধরেৎ ॥ ৯৪

দেবী সকারঃ[২]। ইয়ং পঞ্চম্যাঃ শক্তিকূটাখ্যং পঞ্চমকূটং। তথাচোক্তম্—

বাগ্‌ভবং প্রথমং কূটং শক্তিকূটঞ্চ পঞ্চমম্।
মধ্যকূটত্রয়ং দেবি! কামরাজং মনোহরম্ ॥
কথিতা পঞ্চমী বিদ্যা ত্রৈলোক্যে সুভগোদয়া[৩] ॥ ৯৫

তথাচ—ক এ ঈ ল হ্রীঁ, হ স ক ল হ্রী, হ ক হ ল হ্রীঁ, ক হ য় ল হ্রীঁ, হ ক ল স হ্রীঁ ইতি সিদ্ধম্। পঞ্চবিংশত্যক্ষরী ত্রিপুরসুন্দরী পঞ্চকূটাত্মিকা ॥৯৬

অথ প্রকারান্তরং শক্তিকূটম্। যথা ঈশ্বর উবাচ—

শৃণু দেবি! মহাভাগে! শক্তিকূটং সুদুর্লভম্[৪]।
মহেশঃ শক্তিঃ কামশ্চ পুরন্দরো বিয়ত্তথা ॥

বায়ুবীজ—যকার। ইহা মধুমতী মধুকূটময় কামরাজের তৃতীয় কূট; পঞ্চমীর চতুর্থকূট মধুমতী বলিয়া কথিত হয়। ৯৩

শিববীজ (হ), সেইরূপ কাম (ক), ইন্দ্র (ল), দেবী (স) কে প্রয়োগ করিবে। তাহার পর মহামায়াকে (হ্রীং) দিয়া শক্তিকূট উদ্ধার করিবে। ৯৪

দেবী—সকার। ইনি পঞ্চমীর শক্তিকূট নামক পঞ্চম কূট। তাহাই কুলোড্ডীশ তন্ত্রে বলিয়াছেন—

প্রথম বাগ্‌ভবকূট, পঞ্চম শক্তিকূট। হে দেবি। মধ্যকূটত্রয় মনোহর কামরাজ কূট। এই পঞ্চমী বিদ্যা ত্রিভুবনে সুভগোদয়া বলিয়া কথিত হয়। ৯৫

তাহা হইলে ক এ ঈ ল হ্রীং, হ স ক ল হ্রীং, হ ক হ ল হ্রীং, ক হ য় ল হ্রীং, হ ক ল স হ্রীং ইহা সিদ্ধ হয়। পঞ্চবিংশত্যক্ষরী ত্রিপুর-সুন্দরী পঞ্চকূট স্বরূপা। ৯৬

অনন্তর প্রকারান্তর শক্তিকূট। যেমন ঈশ্বর বলিলেন—হে দেবি। হে মহাভাগে। সুদুর্লভ শক্তিকূট বলিতেছি, শ্রবণ কর।

১। খ—ত্যুচ্যতে। তেন ক হ য ল হ্রীমিতি সিদ্ধম্ শিববীজং তথা। ২। খ—সকারঃ। তেন হ ক ল স হ্রীমিতি শক্তিকূটম্। পঞ্চম্যাস্তু পঞ্চকূটম্। ৩। খ—সুভগোদয়া। অথবা প্রকারান্তরং শক্তিকূটম্। ৪। ক—সুদুর্লভং বাগ্‌ভবং প্রথমঞ্চ খ— বাগ্‌ভবং প্রথমং কূটং কামরাজত্রিকূটং প্রবক্ষ্যামি। তবস্নেহাং বিশেষতঃ জীবপ্রাণৌ মহাদেবি! মাদনং তদনন্তরম্।

অগ্নি-মায়া-কলা-যুক্তং বিন্দুনাদ-বিভূষিতম্ ।
এষা স্বপ্নাবতী খ্যাতা কলা-পঞ্চদশী তথা ॥ ৯৭

হংসো হকারঃ। মায়া-কলা দীর্ঘেকারঃ; তথাচ, হ স ক ল হ্রীঁ, হ ক হ ল হ্রীঁ, হ স ক ল হ্রীঁ ইতি সিদ্ধম্। ইয়ং স্বপ্নাবতী পঞ্চদশাক্ষরী ॥

ব্রহ্মা মহেশ ইন্দ্রশ্চ শক্তিশ্চ ভুবনেশ্বরী।
ব্রহ্মা বিয়ন্মরুচ্ছক্রস্তৎপরা ভুবনেশ্বরী ॥
মাদনং সোমচন্দ্রৌ চ শক্রশ্চ পরমেশ্বরী।
এষা মধুমতী খ্যাতা সর্বশাস্ত্রেষু গোপিতা ॥ ৯৮

মরুদ্ যকারঃ। তথাচ—ক হ ল স হ্রীঁ, ক হ য ল হ্রী, ক স স ল হ্রীঁ ইতি সিদ্ধম্। ইয়ং মধুমতী পঞ্চদশাক্ষরী ॥ ৯৯

শ্রীক্রমে— কামকেশ্বরী-বিদ্যৈব ত্রিকূটক্রম-পাঠিতা।
সৌভাগ্যায়াস্ত্রিকূটেন পঞ্চম্যাঃ পঞ্চকূটকম্ ॥ ১০০

মহেশ (হ), শক্তি (স), কাম (ক), পুরন্দর (ল) এবং বিয়ৎ (হ), সেইরূপ অগ্নি (র) মায়াকলা (ঈ), বিন্দুনাদ (ং) বিভূষিত অর্থাৎ হ্রীং। ইনি স্বপ্নাবতী নামে খ্যাতা এবং ইনি পঞ্চদশী কলা। ৯৭

হংসঃ—হকার। মায়াকলা—দীর্ঘ ঈকার। তাহা হইলে হ স ক ল হ্রীং, হ ক হ ল হ্রীং, হ স ক ল হ্রীং এই সিদ্ধ হয়। ইনি পঞ্চদশাক্ষরী স্বপ্নাবতী।

ব্রহ্মা (ক), মহেশ (হ), ইন্দ্র (ল), শক্তি (স) ও ভুবনেশ্বরী (হ্রীং), ব্রহ্মা, বিয়ৎ (হ), মরুৎ (য), ইন্দ্র (ল), তাহার পর ভুবনেশ্বরী (হ্রীং), মাদন (ক), সোম (স), চন্দ্র (স), শক্র (ল) ও পরমেশ্বরী (হ্রীং)। ইনি মধুমতী নামে খ্যাতা এবং সমস্ত শাস্ত্রে গোপিতা। ৯৮

মরুৎ—যকার। তাহা হইলে ক হ ল স হ্রীং, ক হ য ল হ্রীং ক স স ল হ্রীং—এই সিদ্ধ হয়। ইনি পঞ্চদশাক্ষরী মধুমতী। ৯৯

শ্রীক্রমে বলিয়াছেন—ক্রমে ক্রমে পাঠিত ত্রিকূট কামকেশ্বর (কামরাজ) বিদ্যা অর্থাৎ কামরাজ বিদ্যার ক্রমে ক্রমে পঠিত তিনকূট, সৌভাগ্যার তিন কূটের সহিত

ইন্দ্রবীজং ততঃ পশ্চাৎ ভুবনেশী ততঃ পরম্। জীবঃ সকারঃ প্রাণো হকারঃ। তথাচ স হ ক ল হ্রীমিতি শক্তিকূটং পঞ্চমং কূট চতুষ্কং পূর্ববদেব। তথাচ ক এ ঈ ল হ্রীং হ স ক ল হ্রীং হ ক হ ল হ্রীং ক হ স ল হ্রীং হ ক ল স হ্রীমিত্যেকা পঞ্চমী। ক এ ঈ ল হ্রীং হ ক হ ল হ্রীং স হ ক ল হ্রীমিত্যপরা পঞ্চমী ইতি ইতি দ্বিবিধা। অথবা দেবদেবেশি।

ত্রিপুরা যা মহাবিদ্যা কূটৈকাদশনির্মিতা।
সারাৎ সারতরা বিদ্যা কথিতৈকাদশাক্ষরী ॥ ১০১

অস্যার্থঃ। কামরাজবিদ্যায়াস্ত্রিকূটং শক্তিঃ স্বয়ম্ভুঃ শম্ভুশ্চেত্যুক্ত-সুভগায়াঃ কূটত্রয়ম্, ততঃ কামং বিষ্ণুযুতম্ দেবীতি বক্ষ্যমাণ-প্রথম-পঞ্চম্যাঃ পঞ্চকূটঞ্চেতি একাদশকূটেয়ম্। অত্র পঞ্চম-গ্রহণে প্রথমোপস্থিতিস্তন্ত্রম্। ঈ এ ক ল হ্রীং, হ স ক ল হ্রীঁ, স ক ল হ্রীঁ। হ ক ল স হ্রীঁ, হ ক হ ল হ্রীঁ, হ স ক ল হ্রীঁ, ক এ ঈ ল হ্রীঁ, হ স ক ল হ্রীঁ, হ ক হ ল হ্রীঁ, ক হ য ল হ্রীঁ, হ ক ল স হ্রীং ইতি সিদ্ধম্। ইয়মেকাদশকূটা ত্রিপুরসুন্দরী ॥ ১০২

অথবা দেবদেবেশি! সৌভাগ্যায়াশ্চ বাগ্‌ভবম্।
কূটত্রয়ং কামরাজং শক্তিবীজঞ্চ পূর্ববৎ ॥ ১
বামনেত্রাদি-কূটং বা ভগাদি-কূটমেব বা।
অরিহা সিদ্ধিদা বিদ্যা সর্বদোষ-বিবর্জিতা ॥ ২

অস্যার্থঃ[১]—শক্তিকূটদ্বৈবিধ্যেন দ্বিবিধায়াঃ পঞ্চম্যা বাগ্‌ভবকূটং পরিত্যজ্য সৌভাগ্যায়াঃ প্রথমলোপামুদ্রায়া বাগ্‌ভবকূটং যোজয়েৎ। কামরাজ-

---

পঞ্চমীর পাঁচটি কূট, ইহা দ্বারা ত্রিপুরা মহাবিদ্যার যে একার কূট উদ্ধৃত হইয়াছে। সেই একাদশাক্ষরী (একাদশ কূটা) বিদ্যা সার হইতে সারতরা কথিত হইয়াছে। ১০০-১০১

ইহার অর্থ—কামরাজ বিদ্যার ত্রিকূট, "শক্তিঃ স্বয়ম্ভুঃ শম্ভুশ্চ" ইত্যাদি বচনোক্ত সুভগার ত্রিকূট, তাহার পর "কামং বিষ্ণুযুতং দেবী" এই বচনোক্ত বক্ষ্যমাণ প্রথম পঞ্চমীর পঞ্চকূট, এই একাদশ কূটা এই বিদ্যা। এস্থলে পঞ্চম গ্রহণে প্রথম উপস্থিতিই তন্ত্র (হেতু)। ঈ এ ক ল হ্রীং, হ স ক ল হ্রীং, স ক ল হ্রীং, হ ক ল স হ্রীং, হ ক হ ল হ্রীং, হসকল হ্রীং, ক এ ঈ ল হ্রীং, হ স ক ল হ্রীং, হ ক হ ল হ্রীং, ক হ য় ল হ্রীং, হ ক ল স হ্রীং—ইহ সিদ্ধ হয়। ইনিই একাদশ কূটা ত্রিপুর সুন্দরী। ১০২

হে দেবদেবেশি! অথবা সৌভাগ্যার বাগ্‌ভবকূট, কামরাজের তিনটি কূট এবং পূর্ববৎ শক্তিকূট। অথবা বামনেত্রাদি কূট অথবা ভগাদি কূট। এই বিদ্যা শত্রু নাশিনী ও সিদ্ধিপ্রদা এবং সর্বদোষ বিবর্জিতা। ১-২

ইহার অর্থ—শক্তিকূট দ্বিবিধ হওয়ায় দুই প্রকার পঞ্চমী বিদ্যার বাগ্‌ভবকূট পরিত্যাগ করিয়া সৌভাগ্যা নামক প্রথম লোপামুদ্রার কূট যোগ করিবে। কাম-

---

১। খ—অস্যার্থঃ। এতয়োর্বাগ্‌ভবকূটং পরিবর্জ্য সুভগায়াঃ শক্তিঃ স্বয়ম্ভুঃ শম্ভুশ্চেত্যাদিনা প্রাগুক্তায়া বিদ্যায়া বাগ্‌ভবকূটং যোজয়েৎ। কামরাজকূটত্রয়ং।

কূটত্রয়ং শক্তি-কূটঞ্চ। পূর্ববৎ—প্রাগুক্ত-পঞ্চমীবৎ। তেনৈতয়োরাদ্য-কূটং[১] শিবেন্দু-কাম মায়া-ভূবীজৈঃ প্রয়োজ্যং তথাচ হ স ক হ ল হ্রীং ইতি সিদ্ধম্। সর্বমন্যৎ পূর্ববদিত্যপর-ভেদদ্বয়ম্। বামনেত্রং চতুর্থস্বরঃ। তেন প্রথমোক্তয়োঃ পঞ্চম্যোর্বাগ্ভবকূটস্থানে যদি[২] শাক্ত-কামরাজাদ্যভূতং দীর্ঘৈকারাদিকূটং প্রযুজ্যতে। কামরাজকূটত্রয়ং শক্তিকূটঞ্চ প্রথমোক্ত-পঞ্চমীবৎ। তেন তয়োরাদ্যকূটং[৩] চতুর্থৈকাদশ-স্বর-কাম-শক্র-মায়াভিঃ প্রয়োজ্যম্। সর্বমন্যৎ পূর্ববদিত্যপর-ভেদদ্বয়ম্। ভগমেকাদশস্বরঃ। তেন তয়োরাদ্যে[৪] একারাদ্য-কূটং প্রযুক্তং[৫] স্যাত্তদা একাদশ-তুর্য্যস্বর-কাম-শক্র-মায়াভির্বাগ্ভবকূটম্। সর্বমন্যৎ পূর্ববদিত্যপর-ভেদদ্বয়ম্[৬]। ৩

জামলে— দ্বিবিধা পঞ্চমী বিদ্যা পঞ্চপঞ্চাক্ষরী পরা।
মধ্যে ষড়ক্ষরশ্চৈব শক্তিশ্চ চতুরক্ষরী॥ ৪

অস্যার্থঃ—পঞ্চমী বিদ্যা দ্বিবিধা ভবতি। একা পঞ্চ-পঞ্চাক্ষরী পঞ্চ-

---

রাজের পূর্ববৎ কূটত্রয় ও শক্তিকূট। পূর্ববৎ—প্রাগুক্ত পঞ্চমীবৎ। তাহাতে এই দুইটির আদ্যকূট শিব, ইন্দু, কাম, ভূ ও মায়াবীজের দ্বারা প্রযুক্ত হইবে। তাহা হইলে হ স ক ল হ্রীং এই মন্ত্র সিদ্ধ হয়। অন্য সমস্ত পূর্ববৎ। এই অপর ভেদদ্বয়। বামনেত্রং—চতুর্থস্বর ঈ। তাহাতে প্রথমোক্ত দুইটি পঞ্চমীর বাগ্ভবকূট স্থানে যদি শাক্ত কামরাজের আদিভূত দীর্ঘৈকারাদি কূট প্রযুক্ত হয়, কামরাজ কূটত্রয় ও শক্তি-কূট প্রথমোক্ত পঞ্চমীর ন্যায় প্রদত্ত হয়, তাহা হইলে সেই দুইটির আদ্যকূট চতুর্থস্বর (ঈ), একাদশ স্বর (এ), কাম (ক), শক্র (ল) ও মায়াবীজের দ্বারা প্রযুক্ত হইবে। অন্য সমস্তই পূর্ববৎ। এই অপর দুইটি ভেদ। ভগম্—একাদশ স্বর এ। তাহাতে সেই দুইটির আদিতে একারাদি যখন প্রযুক্ত হইবে। তখন একাদশ স্বর (এ), চতুর্থস্বর (ঈ), কাম (ক), শক্র (ল) ও মায়াবীজের দ্বারা বাগ্ভবকূট হইবে। অন্য সমস্তই পূর্ববৎ। এই অপর ভেদদ্বয়। ৩

জামলে বলিয়াছেন —পঞ্চমী বিদ্যা দুই প্রকার। তন্মধ্যে এক প্রকার পাঁচ পাঁচটি অক্ষরঘটিত পঞ্চকূটরূপ। অপরটি মধ্যে ষড়ক্ষরী ও শক্তিকূট চতুরক্ষরী হইবে। ৪

১। খ—আদ্যকূটং স ক হ ল হ্রীমিতি প্রায়োজ্যম্। সর্বমন্যৎ। ২। খ—যদি ঐকারাদি কূটত্রয়ং। ৩। খ—আদ্যকূধং ঈ এ ক ল হ্রীমিতি প্রয়োজ্যম্। ৪। খ—আদ্যে একারাদি কূটং। ৫। খ—স্যাৎ তথাচ এ ঈ ক ল হ্রীমিতি। ৬। খ—ভেদদ্বয়মিত্যষ্টধা পঞ্চমী শক্তিবাগ্ভব-কূটভেদেন। তথাচ জামলে দ্বিবিধা।

পঞ্চাক্ষর-ঘটিত-পঞ্চকূটা। পরা অন্যা তু কথ্যতে ইতি শেষঃ। তস্যা মধ্যে পঞ্চ-কূটান্তর্গত-তৃতীয়কূটে স্বপ্নাবত্যাখ্যে ষড়ক্ষরং কূটং অর্থাৎ কামরাজ-বিদ্যায়া মধ্যকূটং প্রয়োজ্যম্। তেন প্রথমোক্ত-পঞ্চম্যাঃ স্বপ্নাবত্যাখ্য-কূটং দূরীকৃত্য[১] শিব-চন্দ্র-কাম-শিব-শক্র-মায়াত্মকং ষড়ক্ষরং কূটং প্রয়োজ্যম্। এবং প্রথমোক্ত-পঞ্চম্যা[২] যৎ শক্তিকূটং দ্বিবিধমুক্তং, তৎ পরিত্যজ্য চতুরক্ষরকূটং অর্থাৎ কামরাজ-বিদ্যায়াঃ শক্তিকূটং[৩] চন্দ্র-কামেন্দ্র-মায়াত্মকং চতুরক্ষররূপং প্রয়োজ্যম্। এতাবতাপি পঞ্চম্যাঃ পঞ্চবিংশতি-বর্ণাত্মকত্বমক্ষতম্। তেন[৪] কাম-ভগ-তুর্য্য-ভূ-মায়াভিঃ শিব-চন্দ্র-কাম-ভূ-মায়াভিঃ শিব-চন্দ্র-কাম-শিব-ভূ-মায়াভিঃ। কাম-শিব-বায়ু-ভূ-মায়াভিঃ। শক্তি-কাম-ভূ-মায়াভিশ্চ কূট-পঞ্চকমিত্যেকা পঞ্চমী। তথাচ—ক এ ঈ ল হ্রীং, হ স ক ল হ্রীং, হ স ক হ ল হ্রীং, ক হ য ল হ্রীং, স ক ল হ্রীং ইতি সিদ্ধম্। ৫

ইহার অর্থ—পঞ্চমী বিদ্যা দুই প্রকার হয়। একটি পঞ্চ পঞ্চাক্ষরী অর্থাৎ পাঁচ পাঁচটি অক্ষর ঘটিত পঞ্চকূট। পরা অর্থাৎ অন্যা পঞ্চমী। কথ্যতে অর্থাৎ কথিত হইতেছে এইটি অধ্যাহার করিবে। তাহা হইলে অর্থ হইবে—অন্য পঞ্চমী কথিত হইতেছে। সেই অন্যা পঞ্চমীর মধ্যে পঞ্চকূটের অন্তর্গত স্বপ্নাবতী নামক তৃতীয় কূটে ষড়ক্ষর কূট অর্থাৎ কামরাজ বিদ্যার মধ্যকূট প্রয়োগ করিবে। তাহাতে প্রথমোক্ত পঞ্চমীর স্বপ্নাবতী নামক কূটকে পরিত্যাগ করিয়া তৎস্থলে শিব (হ), চন্দ্র (স) কাম (ক), শিব (হ), শক্র (ল) ও মায়াবীজ (হ্রীং) রূপ ষড়ক্ষর কূট প্রয়োগ করিবে। এইরূপ প্রথমোক্ত পঞ্চমীর যে দুই প্রকার শক্তি কূট উক্ত হইয়াছে, তাহা পরিত্যাগ করিয়া তৎস্থলে চারি অক্ষরের কূট অর্থাৎ কামরাজ বিদ্যার চন্দ্র (স), কাম (ক), ইন্দ্র (ল) ও মায়াবীজ (হ্রীং) রূপ চারি অক্ষরের শক্তিকূট প্রয়োগ করিবে। এইরূপ হইলেই পঞ্চমীর পঞ্চবিংশতি বর্ণ স্বরূপত্ব অক্ষতই রহিল। তাহাতে কাম, ভগ, তুর্য্যস্বর (ঈ), ভূ ও মায়াবীজ দ্বারা, শিব, চন্দ্র, কাম, ভূ ও মায়াবীজ দ্বারা, শিব, চন্দ্র, কাম, শিব, ভূ ও মায়াবীজ দ্বারা, কাম, শিব, বায়ু, ভূ ও মায়াবীজ দ্বারা ও শক্তি, কাম, ভূ ও মায়াবীজ দ্বারা কূট পঞ্চক হয়। এই একটি পঞ্চমী। তাহা হইলে ক এ ঈ ল হ্রীং, হ স ক ল হ্রীং, হ স ক হ ল হ্রীং, ক হ য় ল হ্রীং, স ক ল হ্রীং—এই বীজ উদ্ধৃত হয়। ৫

১। খ—দূরীকৃত্য হ স ক হ ল হ্রীমিতি ষড়ক্ষরং। ২। খ—পঞ্চম্যা ত্রিকূটাত্মক কামরাজ কূটস্থ যৎ শক্তিকূটং মধুমত্যাখ্যং তৎ পরিত্যজ্য অর্থাৎ। ৩। খ—শক্তিকূটং স ক ল হ্রীমিতি চতুরক্ষর রূপং। ৪। খ—তেন ক এ ঈ ল হ্রীং হ স ক ল হ্রীং হ স ক ল হ্রীং হ ক ল হ্রীমিত্যেকা পঞ্চমী। অন্যা বাগ্‌ভবকূটং।

অস্যা বাগ্ভবকূটং পরিত্যজ্য পূর্ববৎ[১] প্রথমলোপায়া বাগ্ভবকূটং বামনেত্রাদিকূটং ভগাদিকূটং বা যদি প্রযুজ্যতে, তদাঽপরভেদত্রয়ং ভবতীত্যেষা পঞ্চমী চতুর্দ্ধা। এতেন দ্বাদশবিধা পঞ্চমী দর্শিতা। তথা এতয়োরষ্টধা চতুর্ধা চ ব্যবস্থিতয়োঃ পঞ্চম্যোস্ত্রিকূটাত্মক-কামরাজকূটস্য তৃতীয়-কূটে মধুমত্যাখ্যে[২] বক্ষ্যমাণবান্তর-ভেদেন পঞ্চম্যা অন্যেঽপি ভেদাঃ। ৬

যথা— কামবীজং মহেশানি! শিববীজং ততঃ পরম্।
তদধো হংসবীজন্তু ইন্দ্রবীজং বিচিন্তয়েৎ।
মহামায়া ততঃ পশ্চাৎ কূটং পরমদুর্লভম্॥ ৭

তথাচ পঞ্চকূটায়াশ্চতুর্থকূটং যদি[৩] কাম-শিব-রুদ্র-ভূ-মায়াত্মক-পঞ্চাক্ষর-কূটাত্মকং ভবতি, তদা যাঽষ্টবিধা সা পুনরষ্টবিধা। অন্যা যা চতুর্বিধা, সাপি পুনশ্চতুর্বিধা ভবতীতি চতুর্বিংশতি-প্রকারা পঞ্চমী[৪]। ৮

প্রকারান্তরং যথা তত্ত্ববোধে—কামাকাশ-পরাশক্র-সংস্থানকৃত-রূপিণীতি। পরা দন্ত্যসকারঃ॥ সংস্থানকৃত[৫]-রূপিণী—মায়াবীজম্। তথাচ তন্ত্রে (১)

ইঁহার বাগ্ভব কূটকে পরিত্যাগ করিয়া তৎস্থলে পূর্ববৎ প্রথম লোপার বাগ্ভব-কূট, বামনেত্রাদি কূট অথবা ভগাদি কূট যদি প্রদত্ত হয়, তাহা হইলে অপর তিনটি ভেদ হয়। এইজন্য এই পঞ্চমী বিদ্যা চারি প্রকার হইল। ইহা দ্বারা দ্বাদশ প্রকার পঞ্চমী বিদ্যা প্রদর্শিত হইল। সেইরূপ আট প্রকারে ও চারি প্রকারে অবস্থিত এই দুই পঞ্চমী বিদ্যার ত্রিকূটাত্মক কামরাজ কূটের মধুমতী নামক তৃতীয় কূটে বক্ষ্যমাণ অবান্তরভেদে পঞ্চমী বিদ্যার অন্যান্য ভেদও হয়। ৬

যেমন বলিয়াছেন—হে মহেশানি! কামরাজ, শিববীজ, তাহার পর তাহার অধোভাগে হংসবীজ (হ) ও ইন্দ্রবীজ (ল) চিন্তা করিবে। তাহার পর মহামায়া। এই কূট পরম দুর্লভ। ৭

তাহা হইলে পঞ্চকূটার চতুর্থকূট যদি কাম, শিব, রুদ্র, ভূ ও মায়াবীজরূপ পঞ্চাক্ষর কূটাত্মক হয়। তবে যে আট প্রকার পঞ্চমী বিদ্যা, সে আবার আট প্রকার হয়। অন্য যে চারি প্রকার পঞ্চমী বিদ্যা, সেও পুনরায় চারি প্রকার হয়। এই প্রকারে চতুর্বিংশতি প্রকার পঞ্চমী বিদ্যা হয়। ৮

ইহার অন্য প্রকার আছে। যেমন তত্ত্ববোধে এই বলিয়াছেন—কাম (ক),

১। খ—পূর্ববৎ সুভগায়া বাগ্ভবকূটং বামনেত্রাদি। ২। খ—মধুমত্যাখ্যে ইতি নাস্তি।
৩। খ—যদি ক হ র ভ ল হ্রীমিতি চতুরক্ষর কূটাত্মকং। ৪। খ—পঞ্চমী। তথা তত্ত্ববোধে।
৫। খ—কৃতরূপিণী। তন্ত্রে চ কামরাজং মহেশানি।

কামবীজং মহেশানি ! শম্ভুবীজং ততঃ পরম্ ।
তদধশ্চন্দ্রবীজন্তু পৃথ্বীবীজং ততো লিখেৎ ।
তদন্তে চ মহামায়া কূটং পরম-দুর্লভম্ ॥ ১০

অস্যার্থঃ—পঞ্চকূটায়াশ্চতুর্থকূটং যদি ক হ ল স হ্রীমিতি পঞ্চাক্ষর-কূটাত্মকং ভবতি। তদা যাঽষ্টবিধা, সা পুনরপ্যষ্টবিধা। অন্যা যা চতুর্বিধা, সা পুনরপি চতুর্বিধেতি ষট্‌ত্রিংশদ্রূপিণী পঞ্চমী প্রতিপাদিতা ভবতি ॥ ইতি পঞ্চমী ॥ ১১

অথ প্রাণযোগঃ

শ্রীক্রমে— এতাসাঞ্চৈব বিদ্যানাং প্রাণং শৃণু বরাননে ! ।
রমা-মায়া-হংসবীজং বাগ্‌ভবাদ্যে নিয়োজয়েৎ ॥ ১২
শক্ত্যন্তে তু মহাদেবি ! হংস-মায়া-রমাস্তথা ।
এভির্যুক্তেন দেবেশি ! বিদ্যা[১]-জপনমাচরেৎ ॥ ১৩

আকাশ (হ), পরা (স), শক্র (ল) ও সংস্থান কৃতরূপিণী (হ্রীং)। পরা—দন্ত্য সকার। সংস্থানকৃতরূপিণী—মায়াবীজ। তাহাই তন্ত্রে বলিয়াছেন (৯)—

হে মহেশানি। কামবীজ (ক), শম্ভুবীজ (হ) তাহার পর তাহার অধোভাগে চন্দ্রবীজ (স), তাহার পর পৃথ্বীবীজ (ল) লিখিবে। তাহার অন্তে মহামায়া (হ্রীং)। এই কূট পরম দুর্লভ। ১০

ইহার অর্থ—পঞ্চকূটার চতুর্থকূট যদি ক হ ল স হ্রীং এই পঞ্চাক্ষর কূটাত্মক হয়, তবে যে আট প্রকার পঞ্চমী বিদ্যা, সে পুনরায় আট প্রকার হয়। অন্য যে চারি প্রকার পঞ্চমী বিদ্যা, সেও পুনরায় চারি প্রকার চারি প্রকার হয়। এইরূপে ষট্‌ত্রিংশৎরূপিণী পঞ্চমী বিদ্যা প্রতিপাদিত হয়। পঞ্চমী বিদ্যা সমাপ্ত হইল।

প্রাণযোগ। শ্রীক্রমে বলিয়াছেন—হে বরাননে ! এই বিদ্যাসমূহের প্রাণ (জীবন) শ্রবণ কর। বাগ্‌ভব বীজের আদিতে রমা, মায়া ও হংসবীজ (হংসঃ) যোগ করিবে। হে মহাদেবি। শক্তিকূটের অন্তে হংসঃ, মায়া ও রমাবীজ যোগ করিবে। দেবেশি ! এই বীজগুলির যোগের পর অর্থাৎ এই বীজগুলিকে যোগ করিয়া বিদ্যার জপের অনুষ্ঠান করিবে। ১২-১৩

১। খ—বিদ্যাজপনমাচর। এতদ্‌জপ্যন্তু জপাদৌ জপান্তে চ সপ্ত সপ্তবারমেব। দীপন্তাং তথা দর্শনাৎ। তেনাদৌ শ্রীং হ্রীং হংসঃ ইতি জপ্ত্বা। বাগ্‌ভবকূটং কামরাজ কূটং শক্তি কূটঞ্চ জপ্ত্বা হংসঃ হ্রীং শ্রীং ইতি জপাদৌ জপান্তে চ সপ্তসপ্তবারং জপাদিত্যর্থঃ। এতাসামিতি।

এতাসামিতি পূর্বোক্ত-সর্ববিদ্যানামিত্যর্থঃ। তাসাং শ্রীক্রমেঽপ্যুক্ততয়া[১] শ্রীক্রমোক্ত-বচনে এতৎপদ্যস্য নাসঙ্গতিঃ॥ প্রাণং জীবনম্। হংসবীজং হংসঃ-স্বরূপম্। "ত্রিকূটান্তে হংসবীজং তদা সপ্তদশী ভবেদি"ত্যাদি-প্রাগুক্ত-বচন-দর্শনাৎ। তেনাদৌ শ্রীঁ হ্রীঁ হং সঃ ইতি জপ্ত্বা বাগ্ভব কূটং কামরাজ-কূটং শক্তিকূটঞ্চ জপ্ত্বা হংসঃ হ্রীঁ শ্রীঁ ইতি জপাদৌ জপান্তে চ সপ্তবারান্ জপেৎ, দীপন্যাং তথা দর্শনাদিত্যর্থঃ। পঞ্চম্যাং বিশেষস্তু যথা (১৪)—

রমাং মায়াং হংসবীজং বাগ্ভবাদ্যে নিয়োজয়েৎ।
শক্ত্যন্তে তু মহেশানি! হংসং মায়াং রমান্তথা॥ ১৫
কামরাজত্রয়ে দেবি! ককারং শক্র-সংযুতম্।
মায়াবিন্দ্বীশ্বরযুতং সূর্য্যকোটি-সমপ্রভম্।
প্রথমং কামকূটস্য চাদ্যে নিয়োজয়েদিদম্॥ ১৬
বান্তং বহ্নি-সমাযুক্তং বামনেত্রেণ ভূষিতম্।
নাদবিন্দু-সমাযুক্তং শ্রিয়ো বীজমুদাহৃতম্।
দ্বিতীয়ং কামরাজস্তু জপেদুক্ত্বা তু সুন্দরি!॥ ১৭

এতাসাং ইহার অর্থ—পূর্বোক্ত সমস্ত বিদ্যার। সেই সমস্ত বিদ্যা শ্রীক্রমে উক্ত হওয়ায় শ্রীক্রমের এই বচনে এতৎপদ্যের উল্লেখে কোন অসঙ্গতি হয় নাই। প্রাণং—জীবন। হংসবীজং—হংসঃ এই স্বরূপ। "ত্রিকূটান্তে হংসবীজং তদা সপ্তদশী ভবেৎ" অর্থাৎ ত্রিকূটের অন্তে হংসঃ বীজ দিলে তখন ইহা সপ্তদশী হইবে—এইরূপ বচন দেখা যায়। তাহা হইলে প্রথমে শ্রীং হ্রীং হংসঃ এই তিনটি জপ করিয়া বাগ্ভব কূট, কামরাজ কূট ও শক্তিকূট জপ করিয়া হংসঃ হ্রীং শ্রীং এইটি জপের আদিতে ও জপের অন্তে সাতবার জপ করিবেন। যেহেতু দীপনীতে এইরূপ দেখা যায়, এই অর্থ। পঞ্চমীতে বিশেষ আছে। যেমন তন্ত্রে বলিয়াছেন (১৪)—

বাগ্ভবকূটের আদিতে শ্রীবীজ, মায়াবীজ ও হংসঃ বীজ প্রদান করিবে। হে মহেশানি! শক্তিকূটের অন্তে হংসঃ বীজ, মায়াবীজ ও শ্রীবীজ প্রদান করিবে। ১৫

হে দেবি! কামরাজের তিনটিতে যথাক্রমে শক্র (ল) সংযুক্ত সূর্য্যকোটি সমপ্রভ মায়া (ঈ) বিন্দু (ঁ) ও ঈশ্বর (নাদ) ভূষিত ককার অর্থাৎ ক্লীং যোগ করিবে। কামরাজ কূটের আদিতে এই প্রথমবীজ ক্লীংকে যোগ করিবে। ১৬

বহ্নি (র) সংযুক্ত বামনেত্রের দ্বারা ভূষিত ও নাদবিন্দুযুক্ত বান্ত (শকে) উদ্ধার

১। খ—পূর্বোক্ত শ্রীক্রমোক্ত বিদ্যানামিত্যর্থঃ। পঞ্চম্যাং বিশেষস্তু।

গগনং[১] বহ্নি-সংযুক্তং বামনেত্র-বিভূষিতম্ ।
নাদবিন্দু-সমাযুক্তং মায়াবীজং প্রকীর্ত্তিতম্ ।
মধুমতীং জপেচ্চাপি সর্বকাম-ফলপ্রদাম্ ॥ ১৮

অস্যার্থঃ । শ্রীঁ হ্রীঁ হংসঃ ইত্যুচ্চার্য্য বাগ্‌ভবকূটং জপেৎ । ততঃ ক্লীঁ ইতি কামবীজং জপ্ত্বা কামরাজ-প্রথমকূটং জপেৎ । ততঃ শ্রীঁ ইতি রমাবীজং জপ্ত্বা দ্বিতীয়-কামরাজ-কূটং জপেৎ । অতো হ্রীঁ ইতি মায়া-বীজং জপ্ত্বা কামরাজ-তৃতীয়কূটং জপেৎ । ততঃ শক্তিকূটং জপ্ত্বা হংসঃ হ্রীঁ শ্রীঁ ইতি জপেৎ । এবং জপাদৌ জপান্তে চ সপ্তধা জাপ্যম্ । ইতি প্রাণযোগঃ ॥ ১৯

অথ শ্রীবিদ্যাদীপনী । তত্রাদৌ পঞ্চম্যাঃ—

তারং লক্ষ্মীঞ্চ বাগ্‌বীজং মন্মথং ভুবনেশ্বরীম্ ।
এতজ্জপ্ত্বা ততঃ পশ্চাদ্বাগ্‌ভবাখ্যং সমুচ্চরেৎ ॥ ২০
প্রণবং ভুবনেশানীং রমাং কামঞ্চ বাগ্‌ভবম্ ।
কামরাজং ততো জপ্ত্বা ত্রৈলোক্য-ক্ষোভকারকঃ ॥ ২১

করিবে । উহা শ্রীর বীজ বলিয়া কথিত হইয়াছে । হে সুন্দরি ! ইহা বলিয়া দ্বিতীয় কামরাজকে জপ করিবে । ১৭

বহ্নি সংযুক্ত বামনেত্রের দ্বারা ভূষিত গগন হকে উদ্ধার করিবে । ইহা নাদবিন্দু-যুক্ত হইলে মায়াবীজ বলিয়া কীর্ত্তিত হয় । ইহা কামরাজ কূটের তৃতীয় কূটের আদিতে দিয়া জপ করিবে । সর্বকামফলের প্রদাত্রী মধুমতী বিদ্যাকেও জপ করিবে । ১৮

ইহার অর্থ—শ্রীং হ্রীং হংসঃ এই উচ্চারণ করিয়া বাগ্‌ভবকূট জপ করিবে । তাহার পর ক্লীং এই কামবীজ জপ করিয়া কামরাজের প্রথমকূট জপ করিবে । তাহার পর শ্রীং এই রমাবীজ জপ করিয়া, দ্বিতীয় কামরাজকূট জপ করিবে । তাহার পর হ্রীং এই মায়াবীজ জপ করিয়া কামরাজের তৃতীয় কূট জপ করিবে । তাহার পর শক্তিকূট জপ করিয়া হংসঃ হ্রীং শ্রীং এই জপ করিবে । এই রূপ জপের আদিতে ও জপের অন্তে সাতবার জপ করিবে । প্রাণযোগ সমাপ্ত হইল । ১৯

অনন্তর শ্রীবিদ্যার দীপনী । তন্মধ্যে প্রথমে পঞ্চমীর দীপনী—প্রণব, লক্ষ্মীবীজ, বাগ্‌বীজ, মন্মথবীজ ও ভুবনেশ্বরী (হ্রীং) এইগুলিকে জপ করিয়া তাহার পরে বাগ্‌ভবকূটকে সম্যক্ উচ্চারণ করিবে । ২০

---

১ থ—দর্শনং ।

ওঁকারঞ্চৈব বাগ্‌বীজং রমাং মন্মথ-মায়য়া।
স্বপ্নাবতীং মহাদেবি! জপেৎ তত্র সমাহিতঃ॥ ২২

প্রণবঞ্চাধরং কামং রমাঞ্চ ভুবনেশ্বরীম্।
মধুমতীং ততো জপ্ত্বা মায়াং শ্রীকূর্চবীজকম্॥ ২৩

প্রণবাদ্যঞ্চ দেবেশি! হংসবীজপুটীকৃতম্।
এতদ্বীজং সমুচ্চার্য্য শক্তি-কূটন্ততো জপেৎ।
এষা তু দীপনী বিদ্যা অজপা প্রাণরূপিণী[১]॥ ২৪

মায়ামিতি। তেন হংসঃ[২] ওঁ হ্রীং হূং হংসঃ ইতি জপ্ত্বা শক্তিকূটং জপেদিত্যর্থঃ। জপনিয়মস্তু—জপেদাদৌ জপেৎ পশ্চাৎ সপ্তবারমনুক্রমাৎ। তেন জপাদৌ জপান্তে চ এবং সপ্তকৃত্বো জপেদিত্যর্থঃ॥ ২৫

তথা— কামরাজাদি-বিদ্যানাং দীপনীং চৈব কারয়েৎ।
বাগ্‌ভবে কামরাজে তু শক্তিকূটে সুরেশ্বরি!। ২৬

প্রণব, ভুবনেশানী (হ্রীং), রমাবীজ, কামবীজ, বাগ্‌ভববীজ জপ করিয়া তাহার পর কামরাজকূট জপ করিয়া ত্রৈলোক্যের ক্ষোভ কারক হইবে। ২১

হে মহাদেবি! সেই জপকালে সমাহিত হইয়া ওঁকার, বাগ্‌বীজ, রমাবীজ, মন্মথবীজ ও মায়াবীজ জপ করিয়া স্বপ্নাবতী বিদ্যা জপ করিবে। ২২

প্রণব, অধর (ঐং), কামবীজ, রমাবীজ ও ভুবনেশ্বরী (হ্রীং) জপ করিয়া মধুমতী বিদ্যা জপ করিবে। হে দেবেশি! হংসঃ বীজ দ্বারা পুটীকৃত প্রণবাদ্য (প্রণবাদি) মায়াবীজ, শ্রীবীজ, কূর্চবীজ—এই বীজগুলিকে উচ্চারণ করিয়া তাহার পর শক্তি-কূটকে জপ করিবে। এই দীপনীবিদ্যা সমস্ত বিদ্যার অজপা-প্রাণস্বরূপিণী। ২৩-২৪

মায়াং ইহার অর্থ—তাহা হইলে হংসঃ ওঁ হ্রীং শ্রীং হূং হংসঃ এই জপ করিয়া শক্তিকূট জপ করিবেন। জপের নিয়ম কিন্তু—জপের আদিতে সাতবার জপ করিবে এবং জপের অন্তে সাতবার জপ করিবে। এই অনুক্রমে জপ করিবে। তাহাতে জপের আদিতে ও জপের অন্তে এই রূপ সাত সাতবার করিয়া জপ করিবেন—এই অর্থ হয়। ২৫

সেইরূপ বলিয়াছেন—হে সুরেশ্বরি! কামরাজাদি বিদ্যাসমূহের বাগ্‌ভবকূটে, কামরাজকূটে ও শক্তিকূটে দীপনী করাইবে। ২৬

১। খ—শ্লোকার্দ্ধোঽয়ং নাস্তি। ২। খ—হংসঃ ওঁ হ্রীং শ্রীং হূং হংসঃ ইতি জপ্ত্বা।

তত্র ক্রমঃ। বাগ্‌ভব-শক্তিকূটয়োর্দীপনী পঞ্চমীবদ্বোধ্যা। কামরাজকূটে তু প্রণবং ভুবনেশানীং রমাং কামঞ্চ বাগ্‌ভবমিতি জপ্ত্বা। জপেদিত্যধ্যাহৃত্যান্বয়ঃ। দীপনী চ মন্ত্রকূটেঽধিকাক্ষর-সম্বন্ধঃ। ২৭

তন্ত্রে—ছিন্না রুদ্ধা যে চ মন্ত্রাঃ প্রসুপ্তা মত্তা ভীতা মূর্চ্ছিতা বীর্যহীনাঃ
দগ্ধাঃ ত্রস্তাঃ শত্রুপক্ষস্থিতা যে বালা বৃদ্ধা গর্বিতা যৌবনেন।
যে নির্বীর্য্যা যে চ সত্ত্বেন হীনাঃ ষণ্ডীভূতাশ্চাঙ্গমন্ত্রৈর্বিহীনাঃ
এতৈর্দুষ্টা দীপনেনৈব যুক্তাঃ সর্বে মন্ত্রা বীর্য্যবন্তো ভবন্তি ॥ ২৮

অপরদেবতানাং দীপনী পূর্বমুক্তা[১]। ইদমত্র বোধ্যম্। কূটঘটকব্যঞ্জনানাং সর্বেষাং স্বরসম্বন্ধোঽস্ত্যেব। যথা সুভগাদিবিদ্যামধিকৃত্য যোগিনীহৃদয়ে—

স্বরব্যঞ্জনভেদেন সপ্তত্রিংশৎ-প্রভেদিনী।
সপ্তত্রিংশৎ-প্রভেদেন ষট্‌ত্রিংশৎ-তত্ত্বরূপিণী ॥ ২৯
তত্ত্বাতীত-স্বভাবা চ বিদ্যৈষা ভাব্যতে সদা[২]।
শ্রীকণ্ঠদশকং তদ্বদব্যক্তস্য হি বাচকম্।
প্রাণভূতঃ স্থিতো দেবি! তদ্বদেকাদশঃ পরঃ ॥ ৩০

সে স্থলে ক্রম হইতেছে—বাগ্‌ভবকূট ও শক্তিকূটের দীপনী পঞ্চমীর ন্যায় জানিবে। কামরাজকূটে কিন্তু প্রণব, ভুবনেশানী (হ্রীং), রমাবীজ, কামবীজ ও বাগ্‌ভববীজ—এই জপ করিয়া। জপেৎ (জপ করিবে) এই ক্রিয়া অধ্যাহার করিয়া অন্বয় করিবে। দীপনী হইতেছে মন্ত্রকূটে অধিক অক্ষরের সম্বন্ধ। ২৭

তন্ত্রে বলিয়াছেন—যে যে মন্ত্র ছিন্ন, রুদ্ধ, প্রসুপ্ত, মত্ত, ভীত, মূর্চ্ছিত, বীর্য্যহীন, দগ্ধ ত্রস্ত, ও অরিপক্ষে অবস্থিত। যে যে মন্ত্র বালক, বৃদ্ধ, যৌবনে গর্বিত অর্থাৎ যুবক, যে যে মন্ত্র নির্বীজ, যে যে মন্ত্র সত্ত্ব হীন, ষণ্ড ও অঙ্গমন্ত্রের দ্বারা হীনা, এই সমস্ত দুষ্ট মন্ত্রগুলি দীপনী দ্বারা বীর্য্যবান্ হইয়া থাকে। ১৭

অপর দেবতা সমূহের দীপনী পূর্বে উক্ত হইয়াছে। এই স্থলে ইহা জ্ঞাতব্য যে—কূট ঘটক সমস্ত ব্যঞ্জনের স্বর সম্বন্ধ আছেই। যেমন সুভগাদি বিদ্যার অধিকারে যোগিনী হৃদয়ে বলিয়াছেন—

স্বর ও ব্যঞ্জনভেদে বিদ্যাসমূহ সপ্তত্রিংশৎ প্রকারে প্রভিন্ন। সপ্তত্রিংশৎ প্রভেদ হেতু এই বিদ্যা ষট্‌ত্রিংশৎতত্ত্বরূপা। এই তত্ত্বাতীত-স্বভাবা বিদ্যা সর্বদা চিন্তনীয়া। ক্লীববর্জিত অকারাদি দশটি বর্ণ সেইরূপ অব্যক্ত ব্যঞ্জনের বাচক। দেবি। শ্রেষ্ঠ একাদশস্বর অনুস্বার প্রাণভূত হইয়া অবস্থিত আছে। ২৯-৩০

১। খ—পূর্বমুক্তা। সৌভাগ্যাদিবিদ্যাম্। ২। খ—সদা। অথ শ্রীযন্ত্রম্।

সপ্তত্রিংশদিতি বিশিষ্টবিদ্যামাদায়। ষট্‌ত্রিংশদিতি বিশিষ্টবিদ্যায়াঃ সর্বরূপত্বাৎ ষট্‌ত্রিংশদ্বর্ণানাং ষট্‌ত্রিংশত্তত্ত্বরূপত্বমিতি ভাবঃ। শ্রীকণ্ঠেতি। শ্রীকণ্ঠঃ প্রথম স্বরঃ। তথাচ ক্লীবহীনা অকারাদি স্বরা অব্যক্তস্য ব্যঞ্জনস্য বাচকা বোধকাঃ। একাদশোঽনুস্বারোঽপীত্যর্থঃ। তন্ত্রসারকৃতোঽপ্যেবম্। অধিকন্তু ঋণি-ধনি-বিচারেঽনুসন্ধেয়ম্। ৩১

অথ শ্রীযন্ত্রম্। যথা[১] বিন্দুমৎ-ত্রিকোণমধ্যমষ্টকোণং তত্রয়ং সংহার-চক্রম্। দশারদ্বয়ং চতুর্দ্দশারমেতৎত্রয়ং স্থিতিচক্রম্। অষ্টপত্রং ষোড়শপত্রং ত্রিবৃত্তং[২] ভূগৃহত্রয়ং চতুর্দ্বারযুক্তং এতৎ সৃষ্ট্যাত্মকম্। তদুক্তং জামলে—

বিন্দুত্রিকোণবসুকোণ দশারযুগ্ম-মন্বস্রনাগ-দল-সঙ্গত-ষোড়শারং
বৃত্তত্রয়ঞ্চ ধরণী-সদন-ত্রয়ঞ্চ শ্রীচক্ররাজমুদিতং পরদেবতারাঃ[৩] ॥ ৩২

দশদলে বৃত্তঞ্চ সর্বযন্ত্র-সাধারণতয়া দেয়ম্। এবং চক্ররাজং সিন্দুর-

---

বিশিষ্ট বিদ্যাকে ধরিয়া সপ্তত্রিংশৎ বলা হইয়াছে। ষট্‌ত্রিংশৎ কথার তাৎপর্য্য—বিশিষ্ট বিদ্যা সর্বরূপ বলিয়া ষট্‌ত্রিংশৎ বর্ণ ষট্‌ত্রিংশৎ তত্ত্বস্বরূপ—এই তাৎপর্য্য শ্রীকণ্ঠ-দশকং বাক্যে শ্রীকণ্ঠ—প্রথম স্বর। তাহা হইলে ক্লীবহীন অকারাদি স্বরসমূহ অব্যক্ত ব্যঞ্জনের বাচক অর্থাৎ বোধক। একাদশ অনুস্বারও ব্যঞ্জনের বোধক। তন্ত্রসারকারও এইরূপই বলিয়াছেন। অধিক কথা ঋণি ধনি চক্র বিচারে অনুসন্ধেয়। ৩১

অনন্তর শ্রীযন্ত্র। যথা মধ্যে একটি বিন্দু, তাহার বাহিরে ত্রিকোণ, ইহাই বিন্দুমৎ ত্রিকোণ, তাহার বাহিরে অষ্টকোণ, এই অষ্টকোণের মধ্যে বিন্দুমৎ ত্রিকোণ আছে বলিয়া এই অষ্ট কোণটি বিন্দুমৎ ত্রিকোণ-মধ্য অষ্টকোণ। বিন্দু, ত্রিকোণ ও অষ্ট-কোণ এই তিনটির নাম সংহার চক্র। তাহার বাহিরে দুইটি দশকোণ, তাহার বাহিরে চতুর্দশকোণ—এই তিনটি স্থিতি চক্র। তাহার বাহিরে অষ্টদল পদ্ম, তাহার বাহিরে ষোড়শদল পদ্ম, তাহার বাহিরে তিনটি বৃত্ত, তাহার বাহিরে চারিটি দ্বার, ইহার নাম সৃষ্টিচক্র। তাহা যামলে উক্ত হইয়াছে—

বিন্দু, ত্রিকোণ, বসু (অষ্ট) কোণ, দুইটি দশকোণ, মনু (চতুর্দশ) কোণ, নাগ (অষ্ট), দল-সঙ্গত ষোড়শদল, তিনটি বৃত্ত, তিনটি ভূগৃহ, ইহা শ্রীবিদ্যার শ্রীচক্ররাজ কথিত হইয়াছে। ৩২

সর্বসাধারণ বলিয়া দশদলে বৃত্তটি দেয়। এইরূপ চক্ররাজকে সিন্দুর কুঙ্কুমাদি

১। খ—যথা বিন্দুমৎ ত্র্যস্রমষ্ট কোণম্। ২। খ—ত্রিবৃত্তং ভূসদনত্রয়ং। ৩। খ—পরদেবতায়াঃ। এবং চক্ররাজং।

কুঙ্কুমাদিলিখিতং[১] সুবর্ণ-রজত-পঞ্চরত্ন-স্ফটিক-তাম্রাদ্যুৎকীর্ণং বা কুর্য্যাৎ। ভূতভৈরবে (৩৩)—

যোঽস্মিন্ যন্ত্রে মহেশানি ! কেশরাণি প্রকল্পয়েৎ। যোগিনী-সহিতাস্তস্য হিংসাং কুর্বন্তি ভৈরবাঃ॥ ইতি বচনান্নাত্র কেশরাণি . ৩৪

অথ শ্রীবিদ্যায়াঃ সংক্ষেপপূজাপদ্ধতিঃ।

প্রাতঃকৃত্যাদি-প্রাণায়ামান্তং সামান্য-পদ্ধত্যুক্ত-ক্রমেণ বিধায় ঋষ্যাদিন্যাসং কুর্য্যাৎ। অস্য ত্রিপুরসুন্দরী-মন্ত্রস্য দক্ষিণামূর্ত্তির্ঋষিঃ পঙ্‌ক্তিচ্ছন্দস্ত্রিপুর-সুন্দরী দেবতা বাগ্‌ভবং বীজং কামরাজং কীলকং তার্ত্তীয়ং শক্তিঃ পুরুষার্থ-চতুষ্টয়-সিদ্ধ্যর্থে বিনিযোগঃ। শিরসি—দক্ষিণামূর্ত্তয়ে ঋষয়ে নমঃ। মুখে—পঙ্‌ক্তি-চ্ছন্দসে নমঃ। হৃদি—ত্রিপুরসুন্দর্য্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ। গুহ্যে—বাগ্‌ভবায় বীজায় নমঃ। পাদয়োঃ—তার্ত্তীয়শক্তয়ে নমঃ। সর্বাঙ্গে—কামরাজায় কীলকায় নমঃ[২]। ৩৫

অথ বশিন্যাদিন্যাসঃ। যথা—অং আং ইং ঈং উং ঊং ঋং ৠং ঌং ৡং এং ঐং ওং ঔং অং অঃ র ব লূঁং বশিনী-বাগ্‌দেবতায়ৈ নমঃ—ব্রহ্মরন্ধ্রে। কং

দ্বারা লিখিত হইবে। অথবা সুবর্ণ, রজত, পঞ্চরত্ন, স্ফটিক বা তাম্রাদিতে উৎকীর্ণ (খোদাই) করিবে। ভূতভৈরবে বলিয়াছেন (৩৩)—

হে মহেশানি! যে সাধক এই যন্ত্রে কেশরসমূহ রচনা করে; যোগিনীর সহিত ভৈরবগণ তাহার হিংসা করিয়া থাকেন—এই বচন আছে বলিয়া এই যন্ত্রে কেশর হয় না। ৩৪

অনন্তর শ্রীবিদ্যার সংক্ষেপ পূজাপদ্ধতি। সামান্য পদ্ধতি কথিতক্রমে প্রাতঃকৃত্য হইতে প্রাণায়াম পর্য্যন্ত করিয়া মূলোক্ত প্রকারে প্রণবাদি মন্ত্রে ঋষ্যাদিন্যাস কর্ত্তব্য। ৩৫

অনন্তর বশিন্যাদিন্যাস। ব্রহ্মরন্ধ্রে—অং আং ইং ঈং উং ঊং ঋং ৠং ঌং ৡং এং ঐং

১। ক—সিন্দূরকুঙ্কুমাদি লিপ্তং। ২। জ্ঞানার্ণবে—বীজঞ্চ বাগ্‌-ভবং শক্তিস্তার্ত্তীয়ং কীলকং ততঃ। কামরাজং মহেশানি! বীজন্যাসস্ততঃ পরম্। তথা সময়াক্তে—ত্রিপুরসুন্দরী-মন্ত্র দক্ষিণামূর্ত্তয়ে তথা। ঋষয়ে নমঃ শিরসি পঙ্‌ক্তয়ে ছন্দসে নমঃ। মুখে ত্রিপুরসুন্দর্য্যৈ দেবতায়ৈ নমো হৃদি। বাগ্‌ভবাদি-স্বরূপং দক্ষিণামর্ত্তৌ—নিঃসরন্তি মহামন্ত্রা মহাগ্নের্বিস্ফুলিঙ্গবৎ। তথৈব মাতৃকাবর্ণা নিঃসৃতা বাগ্‌ভবাৎ প্রিয়ে।। অতএব তদেবাস্যাঃ বাগ্‌ভবং বীজমুচ্যতে। যোষিৎ পুরুষরূপেণ স্ফুরন্তী বিশ্বমাতৃকা। মহামোহেন দেবেশি! কীলয়ন্তি জগৎ-ত্রয়ম্। অতস্তৎ কীলকং দেবি। তেন সৌভাগ্যগর্বিতা। পালয়ন্তী জগৎ সর্বং তেনেয়ং শক্তিরুচ্যতে।

খং গং ঘং উং স ক ল হ্রীঁং কামেশ্বরী-বাগ্‌দেবতায়ৈ নমঃ—ললাটে। চং ছং জং ঝং ঞং নবলীং মোদিনী-বাগ্‌দেবতায়ৈ ননঃ—ভ্রূমধ্যে। টং ঠং ডং ঢং ণং য লূঁং[১] বিমলা-বাগদেবতায়ৈ নমঃ—কণ্ঠে। তং থং দং ধং নং য ম লীঁং অরুণা-বাগ্‌দেবতায়ৈ নমঃ—হৃদি। পং ফং বং ভং মং হ স ল ব যূঁং[২] জয়িনী-বাগ্‌দেবতায়ৈ নমঃ—নাভৌ। যং রং লং বং ঝ ম র য়ুঁং সর্বেশ্বরী-বাগ্‌দেবতায়ৈ নমঃ—মূলাধারে। শং ষং সং হং লং ক্ষং ক্ষ ম রীঁং কৌলিনী-বাগ্‌দেবতায়ৈ নমঃ—সর্বাঙ্গে। ৩৬

যথা জ্ঞানার্ণবে—অবর্গান্তে লিখেদ্ বীজং বহ্নি-ফান্তং ক্ষমান্বিতম্।

বামকর্ণ-বিভূষাঢ্যং বিন্দুনাদান্বিতং প্রিয়ে! ॥ ৩৭
বশিনীং পূজয়েদ্বাচাং দেবতাং দেবি! সুব্রতে!।
কবর্গান্তে মহেশানি কামেশী-বীজমুত্তমম্।
মেরুভূতং সমুচ্চার্য্য বাগ্‌দেবীং পূজয়েত্ততঃ ॥ ৩৮
চবর্গান্তে ধান্ত-লান্ত-ক্ষমাতুর্য্য-স্বরান্বিতম্।
মোদিনীং পূজয়েদ্বাণীং নাদবিন্দুবিবিভূষিতাম্ ॥ ৩৯

ওং ঔং অং অঃ রবলূং বশিনী-বাগ্‌দেবতায়ৈ নমঃ। ললাটে—কং খং গং ঘং ঙং কলহ্রীং কামেশ্বরী-বাগ্‌দেবতায়ৈ নমঃ। ভ্রূমধ্যে—চং ছং জং ঝং ঞং নবলীং মোদিনী-বাগ্‌দেবতায়ৈ নমঃ। কণ্ঠে—টং ঠং ডং ঢং ণং যলূং বিমলা-বাগ্‌দেবতায়ৈ নমঃ। হৃদয়ে—তং থং দং ধং নং যমলীং অরুণাবাগ্‌দেবতায়ৈ নমঃ। নাভিতে—পং ফং বং ভং মং হসলবয়ূং জয়িনী-বাগ্‌দেবতায়ৈ নমঃ। মূলাধারে—যং রং লং বং ঝমরয়ূং সর্বেশ্বরী-বাগ্‌দেবতায়ৈ নমঃ। সর্বাঙ্গে—শং ষং সং হং লং ক্ষং ক্ষমরীং কৌলিনী-বাগ্‌দেবতায়ৈ নমঃ। ৩৬

যেমন জ্ঞানার্নবে বলিয়াছেন—হে প্রিয়ে। অবর্গের পরে বহ্নি (র), ফান্ত (ব), ক্ষমা (ল) দ্বারা অন্বিত বামকর্ণ (ঊ) বিভূষিত ও বিন্দুনাদ যুক্ত ফান্ত (ব) লিখিবে। ৩৭

হে দেবি সুব্রতে। বাক্যের দেবতা বশিনীকে পূজা করিবে। হে মহেশানি! কবর্গের অন্তে মেরুভূত উত্তম কামেশী বীজ (সকল হ্রীং) উচ্চারণ করিয়া তাহার পর কামেশ্বরী বাগ্‌দেবীকে পূজা করিবে। ৩৮

চবর্গের অন্তে ধান্ত (ন), লান্ত (ব) ও চতুর্থস্বরযুক্ত নাদবিন্দু বিভূষিত ক্ষমা (ল) লিখিয়া মোদিনী বাণীকে পূজা করিবে। ৩৯

১। খ—য লূং। ২। খ—হ স ল ব য়ং জয়িনী।

টবর্গান্তে বায়ুবীজং ভূমিযুক্তং মহেশ্বরি ! ॥
বামকর্ণেন্দুবিন্দ্বাঢ্যং বিমলাং বাগধীশ্বরীম্ ॥ ৪০
তবর্গান্তে যমক্ষান্তং বামনেত্র-ত্রিভূষিতম্ ।
বিন্দুনাদান্বিতং বীজং বাগ্‌দেবীমরুণাং যজেৎ ॥ ৪১
পবর্গান্তে ব্যোমচন্দ্র-ক্ষ্মাতোয়ানিল-সংযুতম্ ।
উকারঃ[1]-স্বরসংযুক্তং বিন্দুনাদকলান্বিতম্ ।
জয়িনীং পূজয়েদ্বাচাং দেবতাং বীরবন্দিতে ! ॥ ৪২
যবর্গান্তে জান্ত-কাল-রেফবায়ু-সমন্বিতম্ ।
বামকর্ণেন্দু-শোভাঢ্যং সর্বেশীং পরিপূজয়েৎ ॥ ৪৩
ক্ষমং বহ্নিগতং তুর্য্যস্বরেণ পরিবেষ্টিতম্ ।
নাদবিন্দুকলাক্রান্তং কৌলিনীং[2] বাচমর্চয়েৎ ॥
শবর্গান্তে মহেশানি ! ন্যসেৎ সর্বার্থসিদ্ধয়ে ॥ ৪৪
শিরো-ললাট-ভ্রূমধ্যে কণ্ঠ-হৃন্নাভি-দেশকে ।
আধারে ব্যাপকে[3] ন্যাসান্ বর্গৈরষ্টভিরাচরেৎ ইতি ॥ ৪৫

হে মহেশ্বরি। টবর্গের অন্তে ভূমি (ল) বীজযুক্ত বায়ুবীজ লিখিয়া তাহাকে বামকর্ণ ও ইন্দুবিন্দু দ্বারা যুক্ত করিয়া বিমলা বাগ্‌দেবতাকে পূজা করিবে। ৪০

তবর্গের অন্তে যম ও বামনেত্র (ঈ) বিভূষিত বিন্দু নাদযুক্ত ক্ষান্ত (ল) কে লিখিয়া অরুণাবাগ্‌দেবীকে পূজা করিবে। ৪১

হে বীরবন্দিতে। পবর্গের অন্তে ব্যোম (হ), চন্দ্র (স), ক্ষ্মা (ল) ও তোয় (ব) ষষ্ঠস্বর সংযুক্ত বিন্দু ও নাদকলাযুক্ত অনিলবীজ (য়) উচ্চারণ করিয়া জয়িনী-বাগ্‌দেবতাকে পূজা করিবে। ৪২

যবর্গের অন্তে জান্ত (ঝ), কাল (ম), রেফ (র) ও বামকর্ণ (উ) ইন্দুযুক্ত বায়ু-বীজ লিখিয়া সর্বেশী বাগ্‌দেবতাকে পূজা করিবে। ৪৩

হে মহেশানি। শবর্গের অন্তে বহ্নি (র) গত ক্ষম অর্থাৎ ক্ষম্‌রকে চতুর্থ স্বরের দ্বারা যুক্ত করিয়া নাদ ও বিন্দুকলা দ্বারা ভূষিত করিয়া সকল অর্থের সিদ্ধির জন্য কৌলিনী বাগ্‌দেবতাকে ন্যাস করিবে। ৪৪

মস্তক, ললাট, ভ্রূমধ্য, কণ্ঠ, হৃদয়, নাভিদেশ ও ব্যাপক (সর্বাঙ্গে) আটটি বর্গের দ্বারা ন্যাসগুলির অনুষ্ঠান করিবেন। ৪৫

১। খ—ষষ্ঠ স্বর সমাযুক্ত। ২। খ—কৌলেশীং। ৩। খ—ব্যাপকে যাবৎ তাবৎ ন্যসেদ্ দেবি ! পুরা প্রিয়ে।

মেরুভূতমিতি সর্ববিদ্যাঘটকমিত্যর্থঃ। তথাচোক্তম্—

সকলা ভুবনেশানী কামেশী বীজমুত্তমম্।
অনেন সকলা বিদ্যাঃ কথয়ামি বিশেষতঃ ॥ ৪৬

ইতি নিরুক্তার্থকম্[১]। কামেশীবীজমুত্তমমিত্যনেন কামেশ্বরী-বাগ্‌দেবতাত্র সূচিতা। কেচিৎ তু—

কবর্গান্তে মহেশানি! কল হ্রীঁ বীজমুত্তমম্।
কামেশ্বরীং সমুচ্চার্য্য বাগ্‌দেবীং পূজয়েৎ ততঃ ॥ ৪৭

ইত্যপি পাঠঃ। অথ করন্যাসঃ। অং মধ্যমাভ্যাং নমঃ, আং অনামিকাভ্যাং নমঃ। সৌঃ কনিষ্ঠাভ্যাং নমঃ। অঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, আঁ তর্জনীভ্যাং নমঃ, সৌঃ করতল-পৃষ্ঠাভ্যাং নমঃ ॥ অথাঙ্গন্যাসঃ। ঐঁ হৃদয়ায় নমঃ। ক্লীঁ শিরসে স্বাহা. সৌঃ শিখায়ৈ বষট্। ঐং কবচায় হুঁ। ক্লীঁ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। সৌঃ অস্ত্রায় ফট্। ততো মূলেন ব্যাপকত্রয়ং কৃত্বা ধ্যায়েৎ। ৪৮

বালার্কমণ্ডলাভাসাং চতুর্বাহুং ত্রিলোচনাম্।
পাশাঙ্কুশ-শরাংশ্চাপং ধারয়ন্তীং শিবাং শ্রয়ে ॥ ৪৯

মেরুভূতম্ ইহার অর্থ—সমস্ত বিদ্যার ঘটক। তাহাই উক্ত হইয়াছে যে, সকল ও ভুবনেশানী (হ্রীং) কামেশী বীজ উত্তম বলিয়া উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহা দ্বারা সকল বিদ্যা বিশেষভাবে বলিব। ৪৬

এই শ্লোকটির অর্থ পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। কামেশী বীজমুত্তমম্—ইহা দ্বারা এস্থলে কামেশ্বরী বাগ্‌দেবতা সূচিত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন—

কবর্গান্তে মহেশানি। কলহ্রীং বীজমুত্তমম্।
কামেশ্বরীং সমুচ্চার্য্য বাগ্‌দেবীং পূজয়েৎ ততঃ।

অর্থাৎ হে মহেশানি! কবর্গের অন্তে উত্তম কলহ্রীং বীজ উচ্চারণ করিয়া তাহার পর কামেশ্বরী বাগ্‌দেবতাকে পূজা করিবে। এইরূপও পাঠ আছে। ৪৭

অনন্তর করন্যাস। ওঁ অং মধ্যমাভ্যাং নমঃ। ওঁ আং অনামিকাভ্যাং নমঃ। ওঁ সৌঃ কনিষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ওঁ অং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ওঁ আং তর্জনীভ্যাং নমঃ। ওঁ সৌঃ করতলপৃষ্ঠভ্যাং নমঃ। ৪৮

অনন্তর অঙ্গন্যাস। ওঁ ঐং হৃদয়ায় নমঃ। ওঁ ক্লীং শিরসে স্বাহা। ওঁ সৌঃ শিখায়ৈ বষট্। ওঁ ঐং কবচায় হুং। ওঁ ক্লীং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। ওঁ সৌঃ

১। খ—নিরুক্তার্থকম্। করন্যাসঃ।

অথবা— প্রাতঃ পদ্মনিভাং দেবীং বালার্ক-কিরণোজ্জ্বলাম্ ।
জবাকুসুম-সঙ্কাশাং দাড়িমী-কুসুমোপমাম্ ॥ ৫০
পদ্মরাগ-প্রতীকাশাং কুঙ্কুমারুণ-সন্নিভাম্ ।
স্ফুরম্মাণিক্য-মুকুট-কিঙ্কিণীজাল-মণ্ডিতাম্ ॥ ৫১
কালালিকুল-সঙ্কাশ-কুটিলালক-পল্লবাম্ ।
প্রত্যগ্রারুণ-সঙ্কাশ-বদনাম্ভোজমণ্ডলাম্ ॥ ৫২
কিঞ্চিদর্দ্ধেন্দু-কুটিল-ললাটমৃদুপট্টিকাম্ ।
পিনাকিধনুরাকার-ভ্রূলতাং পরমেশ্বরীম্ ॥ ৫৩
আনন্দমুদিতোল্লাস-লীলান্দোলিত-লোচনাম্ ।
স্ফুরন্ময়ূখ-সঙ্কাশ-বিলসদ্ধেমকুণ্ডলাম্ ॥ ৫৪
সুগণ্ড-মণ্ডলাভোগ-জিতেন্দু-মৃদু-মণ্ডলাম্ ।
বিশ্বকর্ম-বিনির্মাণ-সূত্র-সুস্পষ্ট-নাসিকাম্ ॥ ৫৫
তাম্র-বিদ্রুম-বিম্বাঢ্য-রক্তৌষ্ঠীমমৃতোপমাম্ ।
স্মিত-মাধুর্য্য-বিজিত-মাধুর্য্য-রস-সাগরাম্ ॥ ৫৬
অনৌপম্য-গুণোপেত-চিবুকোদ্দেশ-শোভিতাম্ ।
কম্বুগ্রীবাং মহাদেবীং মৃণাল-ললিতৈর্ভুজৈঃ ॥ ৫৭

অস্ত্রায় ফট্। তাহার পর মূলের দ্বারা তিনবার ব্যাপক ন্যাস করিয়া ধ্যান করিবেন। ৪৯

ধ্যানের অর্থ—বাল সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় দীপ্তিবিশিষ্টা, চতুর্ভুজা, ত্রিলোচনা, পাশ, অঙ্কুশ, শর ও চাপধারিণী শিবাকে আশ্রয় করি। ৫০

অথবা তাহার পর পদ্মনিভা বালসূর্য্যের কিরণের ন্যায় উজ্জ্বলা জবাকুসুম সদৃশী দাড়িমী কুসুমোপমা, পদ্মরাগ প্রতীকাশা, কুঙ্কুমারুণের সদৃশী, উজ্জ্বল মাণিক্য মকুটস্থিত কিঙ্কিণী জালের দ্বারা মণ্ডিতা, কৃষ্ণবর্ণ অলিকুল সদৃশ কুন্তল পল্লবে মণ্ডিতা, নূতন অরুণ সদৃশ বদন মণ্ডল ধারিণী কোমল ললাট পট্টে কিঞ্চিৎ কুটিল অৰ্দ্ধচন্দ্র ধারিণী, পিনাকীর ধনুর আকার ভ্রূলতা-ধারিণী, পরমেশ্বরী, আনন্দে মুদিত ও বিকসিত লীলায় আন্দোলিত লোচন-ধারিণী, প্রস্ফুরিত কিরণ সদৃশ উজ্জ্বল হেমকুণ্ডল ধারিণী, কোমল ইন্দুমণ্ডল-বিজয়ী বিস্তৃত সুগণ্ড মণ্ডল-ধারিণী, বিশ্বকর্মার নির্মাণ সূত্র রচিত সুস্পষ্ট নাসিকা-ধারিণী, তাম্র ও বিদ্রুমবিম্ব সদৃশ রক্তবর্ণ ওষ্ঠধারিণী অমৃতোপম স্মিতমাধুর্য্য দ্বারা মাধুর্য্যরস সাগরে বিজয়িনী, উপমারহিত গুণযুক্ত

রক্তোৎপল-দলাকার-সুকুমার-করাম্বুজাম্ ।
করাম্বুজ-নখজ্যোতির্বিভাসিত-নভস্তলাম্[১] ॥ ৫৮
মুক্তাহারলতোপেত-সমুন্নত-পয়োধরাম্ ।
ত্রিবলীবলয়াযুক্ত-মধ্যদেশ-সুশোভিতাম্ ॥ ৫৯
লাবণ্য-সরিদাবর্ত্তাকার-নাভি-বিভূষিতাম্ ।
অনর্ঘরত্ন-ঘটিত-কাঞ্চীযুত-নিতম্বিনীম্ ॥ ৬০
নিতম্ববিম্ব-দ্বিরদ-রোমরাজি-বরাঙ্কুশাম্ ।
কদলী-ললিতস্তম্ব-সুকুমারোরুমীশ্বরীম্ ॥ ৬১
লাবণ্য-কুসুমাকার-জানুমণ্ডল-বন্ধুরাম্ ।
লাবণ্য-কদলী-তুল্য-জঙ্ঘাযুগল-মণ্ডিতাম্ ॥ ৬২
গূঢ়গুল্ফ-পদদ্বন্দ্ব-প্রপদা-জিত-কচ্ছপাম্ ।
তনুদীর্ঘাঙ্গুলি-স্বচ্ছ-নখরাজি-বিরাজিতাম্ ॥ ৬৩
ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিরোরত্ন-নিঘৃষ্ট-চরণাম্বুজাম্ ।
সীতাংশু-শত-সঙ্কাশ-কান্তি-সন্তান-হাসিনীম্ ॥ ৬৪
লৌহিত্য-জিত-সিন্দূর-জবা-দাড়িম-রাগিণীম্ ।
রক্তবস্ত্র-পরিধানাং পাশাঙ্কুশ-করাম্বুজাম্ ॥ ৬৫

চিবুক দেশে শোভিতা, কম্বুবৎ গ্রীবা-ধারিণী, মহাদেবী, মৃণালের ন্যায় ললিত বাহু সমূহের দ্বারা শোভিতা, রক্ত উৎপলের দলের ন্যায় সুকুমার করপদ্ম-ধারিণী, করপদ্মের নখজ্যোতিতে নভঃস্থল উজ্জ্বল কারিণী, মুক্তাহার লতাযুক্ত সমুন্নত স্তন-ধারিণী, ত্রিবলী বলয়-মণ্ডিত মধ্যদেশে সুশোভিতা, লাবণ্য নদীর আবর্ত্তাকার নাভি দ্বারা বিভূষিতা, মহামূল্য রত্ন খচিত কাঞ্চী মণ্ডিত নিতম্ব-ধারিণী, নিতম্ব বিম্বরূপ দ্বিরদ কুম্ভে বাজিবরের অঙ্কুশের ন্যায় রোম-ধারিণী, কদলীর ললিত স্তম্ভের ন্যায় সুকুমার উরু-ধারিণী, ঈশ্বরী, লাবণ্য কুসুমের আকার উন্নতাবনত জানুমণ্ডল-ধারিণী, লাবণ্য কদলীতুল্য জঙ্ঘাযুগলে মণ্ডিতা, কচ্ছপপাদাগ্র জয়ী গূঢ়গুল্ফ পদদ্বয় ধারিণী, ক্ষীণ দীর্ঘাঙ্গুলি স্থিত স্বচ্ছ নখরাজিতে বিরাজিতা (মণ্ডিতা), ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর শিরোরত্ন দ্বারা ঘর্ষিত চরণপদ্ম-ধারিণী, শত চন্দ্রের কান্তি সদৃশ কান্তি সমূহের দ্বারা উদ্ভাসিনী, সিন্দূর, জবা ও দাড়িম রাগ (বর্ণ) জয়ী লোহিত্য-ধারিণী, রক্তবস্ত্র পরিহিতা, করপদ্মে

১। ক—কম্বুজনখজ্যোতির্ভির্বিভাসিত নভস্থলাম্ ।

রক্তপদ্ম-নিবিষ্টাঙ্গ রক্তাভরণ-ভূষিতাম্ ।
চতুর্ভু‍জাং ত্রিনেত্রাঞ্চ পঞ্চবাণ-ধনুর্দ্ধরাম্ ॥ ৬৬
কর্পূর-শকলোন্মিশ্র-তাম্বুলপূরিতাননাম্ ।
মহামৃগমদোদ্দাম-কুঙ্কুমারুণ-বিগ্রহাম্ ॥ ৬৭
সর্বশৃঙ্গার-বেশাঢ্যাং সর্বাভরণ-ভূষিতাম্ ।
জগদাহ্লাদ-জননীং জগদ্রঞ্জন-কারিণীম্ ॥ ৬৮
জগদাকর্ষণকরীং জগৎকারণ-রূপিণীম্ ।
সর্বমন্ত্রময়ীং দেবীং সর্বসৌভাগ্য-সুন্দরীম্ ।
সর্বলক্ষ্মীময়ীং নিত্যাং সর্বশক্তিময়ীং শিবাম্ ॥ ৬৯

এবং[১] ধ্যাত্বা মানসোপচারৈঃ সম্পূজ্য আনন্দোঽহমিতি বিভাব্য শঙ্খ-স্থাপনং কুর্য্যাৎ। যথা শ্রীচক্রপুরতঃ স্ববামে ষট্‌কোণমধ্যে ত্রিকোণং বিলিখ্য তত্র ত্রিপদিকাং সংস্থাপ্য মূলেন[২] ষট্‌কোণং পূজয়েৎ। ফড়িতি শঙ্খং প্রক্ষাল্য তত্র গন্ধকুসুমাক্ষতং নিক্ষিপ্য মূলেনাপূর্য্য মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ ইতি ত্রিপদিকায়াং অঁ সূর্য্যমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ ইতি শঙ্খে। উঁ

পাশ ও অঙ্কুশ-ধারিণী, রক্তপদ্মে উপবিষ্টা, রক্তবর্ণ আভরণে ভূষিতা, চতুর্ভুজা, ত্রিনেত্রা, পঞ্চবাণ ও ধনুর্দ্ধরা, কর্পূরখণ্ড মিশ্রিত তাম্বুল পূর্ণ বদন-ধারিণী, মহামৃগমদের (কস্তুরের) দ্বারা উদ্দাম ও কঙ্কুমের অরুণের ন্যায় রক্তবর্ণ দেহ-ধারিণী, সমস্ত প্রকার শৃঙ্গার বেশযুক্তা সমস্ত আভরণে ভূষিতা, জগতের আহ্লাদ-কারিণী, জগতের মনোরঞ্জন-কারিণী, জগতের আকর্ষণ-কারিণী, জগতের কারণ রূপিণী, সমস্ত মন্ত্রময়ী, দেবী, সমস্ত সৌভাগ্যে সুন্দরী, সর্বলক্ষ্মীময়ী, নিত্যা, সর্বশক্তিময়ী শিবাকে ধ্যান করি। ৫১-৬৯

এই প্রকারে ধ্যান করিয়া, মানস উপচারে পূজা করিয়া "আনন্দোঽহং" (আমি আনন্দ) এই ভাবনা করিয়া শঙ্খ স্থাপন করিবেন। যথা—শ্রীচক্রের পুরোভাগে নিজের বামভাগে ষট্‌কোণ মধ্যে ত্রিকোণ লিখিয়া সেইখানে ত্রিপদিকা স্থাপন করিয়া মূলমন্ত্রের দ্বারা ষট্‌কোণকে পূজা করিবেন। ফট্ এই মন্ত্রে শঙ্খকে প্রক্ষালন করিয়া সেই শঙ্খে গন্ধ, পুষ্প ও অক্ষত প্রদান করিয়া মূলমন্ত্রে জলের দ্বারা পূরণ করিয়া ওঁ মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ মন্ত্রে ত্রিপদিকায়, ওঁ অং সূর্য্যমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ মন্ত্রে শঙ্খে, ওঁ উং সোম-মণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে

১। খ—এবং রূপং মাতুর্ধ্যাত্বা। ২। খ—মূলমন্ত্রমুচ্চার্য্য।

সোমমণ্ডলায়-ষোড়শকলাত্মনে নমঃ ইতি জলে সম্পূজ্য ওঁ গঙ্গে চেত্যাদিনা সূর্য্যমণ্ডলাত্তীর্থমাবাহ্য হুমিত্যবগুণ্ঠ্য ষড়ঙ্গেন সম্পূজ্য ধেনুমুদ্রাং প্রদর্শ্য মূল মষ্টধা জপ্ত্বা তজ্জলং কিঞ্চিৎ প্রোক্ষণীপাত্রে[১] নিক্ষিপ্য তেনোদকেনাত্মানং পূজোপকরণঞ্চাভ্যুক্ষ্য তদ্দক্ষিণে পাদ্যাদিপাত্রং সংস্থাপ্যাবরণানি পূজয়েৎ। ৭০

যন্ত্রস্য উপর্য্যুপরি—ওঁ আধার-শক্তয়ে নমঃ এবং কূর্মায়, পৃথিব্যৈ, অনন্তায়, রসাম্বুধয়ে, রত্নদ্বীপায়, বকুলোদ্যানায়[২], রত্নমণ্ডপায়, কল্পবৃক্ষায়, রত্নবেদিকায়ৈ, রত্নসিংহাসনায়। পীঠোপরি বৈন্দবচক্রে—নমঃ হ্‌সৌঃ সদাশিব-মহাপ্রেত-পদ্মাসনায় নমঃ। বৈন্দবে[৩]—হসরৈঁ হসকলরীঁ হসকলরৌঃ ইতি মন্ত্রেণ মূর্ত্তিং[৪] সম্পূজ্য ত্রিখণ্ডাং মুদ্রাং বদ্ধা পূর্ববদ্ধ্যাত্বা প্রবহন্নাসাপুটেন তেজোময়ীং পুষ্পাঞ্জলাবানীয়—

ওঁ মহাপদ্মবনান্তস্থে! কারণানন্দবিগ্রহে।
সর্বভূতহিতে! মাতরেহ্যেহি পরমেশ্বরি!॥

ইতি মূর্ত্তৌ সংস্থাপ্যাবাহনাদি কৃত্বা নৈবেদ্যান্তং যথোপচারেণ সম্পূজ্য বলি-চতুষ্টয়ং দদ্যাৎ। ৭১

নমঃ মন্ত্রে জলে পূজা করিয়া ওঁ গঙ্গে চ ইত্যাদি মন্ত্রে সূর্য্যমণ্ডল হইতে তীর্থ আবাহন করিয়া, হুং এই মন্ত্রে অবগুণ্ঠন করিয়া ছয়টি অঙ্গমন্ত্রের দ্বারা পূজা করিয়া, ধেনুমুদ্রা দেখাইয়া, মূলমন্ত্র আটবার জপ করিয়া, কিছু সেই জল প্রোক্ষণীপাত্রে নিক্ষেপ করিয়া, সেই জলের দ্বারা আত্মাকে ও পূজার উপকরণকে অভ্যুক্ষণ করিয়া করিয়া তাহার দক্ষিণে পাদ্যাদি পাত্র স্থাপন করিয়া, আবরণগণকে পূজা করিবেন। ৭০

যন্ত্রের উপরের উপরে—ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ। এইরূপ কূর্মায়, পৃথিব্যৈ, অনন্তায়, রসাম্বুধয়ে রত্নদ্বীপায় বকুলোদ্যানায়, রত্নমণ্ডপায়, কল্পবৃক্ষায়, রত্নবেদিকায়ৈ রত্নসিংহাসনায়। পীঠের উপরে বৈন্দবচক্রে—ওঁ হ্‌সৌঃ সদাশিব-মহাপ্রেতপদ্মাসনায় নমঃ। বৈন্দবে—হসরৈং হসকলরীং হসকলরৌং এই মন্ত্রের দ্বারা মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া ত্রিখণ্ডা মুদ্রা বন্ধন করিয়া, পূর্ববৎ ধ্যান করিয়া প্রবহমান নাসাপুটের দ্বারা তেজোময়ী দেবতাকে পুষ্পাঞ্জলিতে আনিয়া, মূলোক্ত ওঁ মহাপদ্মবনান্তঃস্থে কারণানন্দ-বিগ্রহে। সর্বভূতহিতে মাতরেহ্যেহি পরমেশ্বরি! এই মন্ত্রে মূর্ত্তিতে স্থাপিত করিয়া, আবাহনাদি করিয়া নৈবেদ্য পর্য্যন্ত যথাযথ উপচারে পূজা করিয়া ঈশানাদি কোণসমূহে বলি চতুষ্টয় প্রদান করিবেন। ৭১

১। খ—প্রোক্ষণ্যন্তসি। ২। খ—নন্দনোদ্যানায়। ৩। খ—বৈন্দবে হেস্রং হসকরীং হেসৌং ইতি মন্ত্রেণ। ৪। খ—মূর্ত্তিং সঙ্কল্প্য।

যথা ঈশান-বায়ু-নির্ঋতি-বহ্নিকোণেষু ত্রিকোণ-চতুর্মণ্ডলানি কৃত্বা তেষু বাঁ বটুকায় নমঃ, যাঁ যোগিনীভ্যো নমঃ, ক্ষাঁ ক্ষেত্রপালায় নমঃ, গাঁ গণপতয়ে নমঃ ইতি সম্পূজ্য তেষু দ্রব্যভরিত-পাত্রাণি নিক্ষিপ্য তত্তন্মন্ত্রৈর্বলিং দদ্যাৎ। ততঃ ষড়ঙ্গানি পূজয়েৎ। ৭২

যথা অগ্নীশাসুর-বায়ুষু মধ্যে দিক্ষু চ বাগ্‌ভবকূটমুচ্চার্য্য হৃদয়ায় নমঃ কামরাজকূটমুচ্চার্য্য শিরসে স্বাহা, শক্তিকূটমুচ্চার্য্য শিখায়ৈ বষট্‌; পুনর্বাগ্‌-ভবমুচ্চার্য্য কবচায় হুং, কামরাজমুচ্চার্য্য নেত্রত্রয়ায় বৌষট্‌। শক্তিমুচ্চার্য্য সর্বাঙ্গে অস্ত্রায় ফট্‌। ৭৩

ততো মধ্য-প্রাক্‌-ত্র্যস্র-মধ্যেষু গুরুপঙ্‌ক্তিং পূজয়েৎ। যথা—ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ গুরুভ্যো নমঃ। এবং ঐং হ্রীং শ্রীং গুরুপাদুকাভ্যো নমঃ। ঐং হ্রীং শ্রীং পরমগুরুভ্যো নমঃ, ঐং হ্রীং শ্রীং পরমগুরুপাদুকাভ্যো নমঃ। ঐং হ্রীং শ্রীং পরাপরগুরুভ্যো নমঃ। ঐং হ্রীং শ্রীং পরাপরগুরুপাদুকাভ্যো নমঃ। ঐং হ্রীং শ্রীং আচার্য্যেভ্যো নমঃ। ঐং হ্রীং শ্রীং আচার্য্যপাদুকাভ্যো নমঃ। ৭৪

যথা—ঈশানকোণ, বায়ুকোণ, নৈর্ঋতকোণ ও বহ্নিকোণে চারিটি ত্রিকোণ মণ্ডল করিয়া, সেই ত্রিকোণ মণ্ডলে যথাক্রমে ওঁ বাং বটুকায় নমঃ, ওঁ যাং যোগিনীভ্যো নমঃ, ওঁ ক্ষাং ক্ষেত্রপালায় নমঃ, ওঁ গাং গণপতয়ে নমঃ এই মন্ত্রে পূজা করিয়া, সেই মণ্ডলে দ্রব্যপূর্ণ পাত্র স্থাপন করিয়া পূর্বোক্ত সেই সেই মন্ত্রের দ্বারা বলি দিবেন। তাহার পর ষড়ঙ্গের পূজা করিবেন। ৭২

ষড়ঙ্গ পূজা। যথা—অগ্নিকোণ, ঈশানকোণ, নৈর্ঋতকোণ, বায়ুকোণ, মধ্যে ও দিক্‌সমূহে বাগ্‌ভবকূট হসরৈং উচ্চারণ করিয়া হৃদয়ায় নমঃ মন্ত্রে হৃদয়ের, কামরাজকূট হসকলরীং উচ্চারণ করিয়া শিরসে স্বাহা মন্ত্রে মস্তকের, শক্তিকূট হসরৌং উচ্চারণ করিয়া শিখায়ৈ বষট্‌ মন্ত্রে শিখার, পুনরায় বাগ্‌ভবকূট উচ্চারণ করিয়া কবচায় হুং মন্ত্রে কবচের; কামরাজকূট উচ্চারণ করিয়া নেত্রত্রয়ায় বৌষট্‌ মন্ত্রে নেত্রত্রয়ের, শক্তিকূট উচ্চারণ করিয়া অস্ত্রায় ফট্‌ মন্ত্রে সর্বাঙ্গের পূজা করিবেন। ৭৩

তাহার পর মধ্য, পূর্ব, ত্র্যস্র ও মধ্যে গুরু পঙ্‌ক্তিকে পূজা করিবেন। যথা—ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং গুরুভ্যো নমঃ। এইরূপ ঐং হ্রীং শ্রীং গুরু-পাদুকাভ্যো নমঃ। ঐং হ্রীং শ্রীং পরমগুরুভ্যো নমঃ, ঐং হ্রীং শ্রীং পরমগুরু-পাদুকাভ্যো নমঃ। ঐং হ্রীং শ্রীং পরাপরগুরুভ্যো নমঃ, ঐং হ্রীং শ্রীং পরাপরগুরু-পাদুকাভ্যো নমঃ, ঐং হ্রীং শ্রীং আচার্য্যেভ্যো নমঃ, ঐং হ্রীং শ্রীং আচার্য্য-পাদুকাভ্যো নমঃ। ৭৪

অথাবরণ-পূজা। ততশ্চতুরস্রস্য প্রথমরেখায়াং ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ অণিমাদ্যষ্ট-সিদ্ধি-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। সর্বত্রাবরণ-পূজায়াং[1] শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ পদপ্রয়োগঃ। তথাচ তন্ত্রান্তরে (৭৫)—

শ্রীপদং পূর্বমুচ্চার্য্য পাদুকাং পদমুদ্ধরেৎ।
পূজয়ামি নমঃ পশ্চাৎ পূজয়েদঙ্গদেবতাঃ॥ ৭৬

এবং মধ্যরেখায়াং—ঐং হ্রীং শ্রীং ব্রহ্মাণ্যাদ্যষ্টদেবী-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। অন্তরেখায়াং—ঐং হ্রীং শ্রীং সর্বসংক্ষোভণ্যাদি-মুদ্রা-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। চক্রাগ্রে—ঐং হ্রীং শ্রীং ত্রিপুরাচক্র-নায়িকা-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। অত্র ত্রৈলোক্য-মোহনে চতুরস্রে ত্রিপুরাচক্র[2]-নায়িকাধিষ্ঠিতে এতা অণিমাদ্যাঃ প্রকটতর-যোগিন্যঃ সমুদ্রাঃ সায়ুধাঃ সপরিবারাঃ সবাহনাঃ পূজিতাস্তর্পিতাঃ সন্তু ইত্যর্ঘ্যজলেন মূলদেব্যৈ সমর্পয়েৎ। ততঃ সব্যহস্তাঙ্গুষ্ঠা-নামিকা-নখাগ্রেণ ধৃত-শ্রীপাত্রার্ঘ্য-বিন্দুনা অন্য-হস্তাক্ষিপ্ত-পুষ্পাক্ষত-ক্ষেপৈ-র্মূলমন্ত্রান্তে[3] শ্রীমহাত্রিপুরসুন্দরীং তর্পয়ামীতি ত্রিস্তর্পয়েৎ। তদুক্তং স্বতন্ত্রে—

অনন্তর আবরণ পূজা। তাহার পর চতুরস্রের প্রথম রেখায় ঐং হ্রীং শ্রীং অণিমাদ্যষ্টসিদ্ধি-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। আবরণ পূজায় সর্বত্র শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ এই পদের প্রয়োগ হইবে। তাহাই তন্ত্রান্তরে বলিয়াছেন (৭৫)—

পূর্বে শ্রীপদ উচ্চারণ করিয়া পাদুকাং পদ উচ্চারণ করিবে। পরে পূজয়ামি নমঃ বলিবেন। এই মন্ত্রে অঙ্গদেবতার পূজা করিবেন। ৭৬

এইরূপ মধ্যরেখায় ঐং হ্রীং শ্রীং ব্রহ্মাণ্যাদ্যষ্টদেবী-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। অন্ত্যরেখাতে—ঐং হ্রীং শ্রীং সর্বসংক্ষোভণ্যাদিমুদ্রা-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। চক্রাগ্রে—ঐং হ্রীং শ্রীং ত্রিপুরাচক্রনায়িকা-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। এই স্থলে ওঁ ত্রৈলোক্যমোহনে চতুরস্রে ত্রিপুরাচক্র-নায়িকাধিষ্ঠিতে এতা অণিমাদ্যা প্রকট-যোগিন্যঃ সমুদ্রাঃ সায়ুধাঃ সপরিবারা সবাহনাঃ পূজিতাস্তর্পিতাঃ সন্ত এই মন্ত্রে অর্ঘ্যজলের দ্বারা মূলদেবীকে সমর্পণ করিবেন। (সমর্পণ মন্ত্রের অর্থ—ত্রিপুরাচক্রের নায়িকা দ্বারা অধিষ্ঠিত ত্রৈলোক্যমোহনচক্রে মুদ্রা, আয়ুধ, পরিবার ও বাহনের সহিত এই অণিমাদি প্রকটতর যোগিণীগণ পূজিত ও তর্পিত হউন।) তাহার পর বামহস্তের সংযুক্ত অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকার নখাগ্রের দ্বারা ধৃত শ্রীপাত্রার্ঘ্যের বিন্দু দ্বারা এই পূজকের অন্য

১। খ—পূজায়াং শ্রীপদ-প্রয়োগঃ। ২। খ—ত্রিপুরাচক্রে :নায়িকাধিষ্ঠিতে। ৩। খ—মূলমন্ত্রান্তে ইতি নাস্তি।

অঙ্গুষ্ঠানামিকাযোগাদ্বামহস্তস্য পার্বতি ! ।
তর্পয়েৎ সুন্দরীং দেবীং সমুদ্রাঞ্চ সবাহনাম্ ॥ ৭৭
তর্পণানি মুখে দেব্যাস্ত্রিবারং মূলবিদ্যয়া ।
অঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যান্তু নখৈর্নির্দ্দিষ্টমুদ্ধৃতম্ ॥ ৭৮
শ্রীপাত্রস্যোদকং বিন্দুং তর্পয়েৎ কুলনায়িকাম্ ।
অঙ্গুষ্ঠো ভৈরবো দেবি ! অনামা চণ্ডিকা প্রিয়ে ! ॥
সব্যেন হস্তযোগেন তর্পয়েদ্বা কুলেশ্বরীম্ ॥ ৭৯

বিশেষস্তু—অঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যান্তু বশ্যকর্মণি তর্পয়েৎ ।
অঙ্গুষ্ঠমধ্যমাভ্যান্তু শান্তিকর্মণি তর্পয়েৎ ॥ ৮০
তর্জন্যঙ্গুষ্ঠযোগেন তর্পয়েদাভিচারকে ।
কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠযোগেন স্তম্ভনে তর্পয়েৎ প্রিয়ে ! ॥ ৮১

ততঃ ষোড়শদলে—অ ঁ আং ইং ঈং উং ঊং ঋং ৠং ৯ং ৡং এং ঐং ওং ঔং অং অঃ ঐ ঁং হ্রীং শ্রীং কামাকর্ষিণ্যাদি-ষোড়শনিত্যাকলা-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। চক্রাগ্রে—ঐং হ্রীং শ্রীং ত্রিপুরেশী-চক্রনায়িকা-শ্রীপাদুকাং

হস্ত গৃহীত পুষ্পাক্ষত প্রক্ষেপ সহকারে মূলমন্ত্রের অন্তে শ্রীমহাত্রিপুর-সুন্দরীং তর্পয়ামি, এই মন্ত্রে তিনবার তর্পণ করিবেন। স্বতন্ত্র তন্ত্রে তাহাই উক্ত হইয়াছে যে—

হে পার্বতি ! বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকার যোগে মুদ্রা ও বাহনের সহিত সুন্দরী দেবীকে তর্পণ করিবে। ৭৭

দেবীর মুখে মূলবিদ্যার দ্বারা তিনবার তর্পণ হইবে। অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকার দ্বারা নখে উদ্ধৃত শ্রীপাত্রের নির্দ্দিষ্ট উদক বিন্দু দ্বারা কুলনায়িকাকে তর্পণ করিবে। হে দেবি ! হে প্রিয়ে ! ভৈরব অঙ্গুষ্ঠ এবং অনামা চণ্ডিকা। অথবা সব্য (দক্ষিণ) হস্ত দ্বারা কুলেশ্বরীকে তর্পণ করিবে। ৭৮-৭৯

বিশেষ হইতেছে—বশ্যকর্মে অঙ্গুষ্ঠ ও অনামা দ্বারা তর্পণ করিবে। শান্তিকর্মে অঙ্গুষ্ঠ ও মধ্যমা দ্বারা তর্পণ করিবে। ৮০

অভিচার কর্মে তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠ যোগে অর্পণ করিবে। হে প্রিয়ে। স্তম্ভন কর্মে কনিষ্ঠা ও অঙ্গুষ্ঠযোগে তর্পণ করিবে। ৮১

তাহার পর ষোড়শ দলে অং আং ইং ঈং উং ঊং ঋং ৠং ৯ং ৡং এং ঐং ওং ঔং অং অঃ ঐং হ্রীং শ্রীং কামাকর্ষিণ্যাদি-ষোড়শনিত্যাকলাঃ শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। চক্রাগ্রে—ঐং হ্রীং শ্রীং ত্রিপুরেশী-চক্রনায়িকা-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। এস্থলে

পূজয়ামি নমঃ। অত্র সর্বাশাপরিপূরকে ষোড়শ-দলচক্রে ত্রিপুরেশী-চক্র-নায়িকাধিষ্ঠিতে এতাঃ কামাকর্ষিণ্যাদ্যা গুপ্ততরা যোগিন্যঃ সমুদ্রা[১] ইত্যাদিনার্ঘ-জলেন মূলদেব্যৈ সমর্পয়েৎ। ৮২

অষ্টদলেষু—ঐঁং হ্রীং শ্রীঁং অনঙ্গকুসুমাদ্যষ্ট-দেবী-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। চক্রাগ্রে—ঐং হ্রীং শ্রীং ত্রিপুরসুন্দরী-চক্রনায়িকা-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। অত্র সর্বসংক্ষোভকরেঽষ্টদলচক্রে ত্রিপুরসুন্দরী-চক্রনায়িকাধিষ্ঠিতে এতা অনঙ্গকুসুমাদ্যা গুপ্ততরা যোগিন্যঃ সমুদ্রা[২] ইত্যাদিনার্ঘ্যজলেন মূলদেব্যৈ সমর্পয়েৎ। ৮৩

চতুর্দ্দশারচক্রে—ঐং হ্রীং শ্রীঁং সর্বসংক্ষোভণ্যাদি-চতুর্দ্দশদেবী-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। চক্রাগ্রে—ঐং হ্রীং শ্রীং ত্রিপুরবাসিনী-চক্রনায়িকা-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। অত্র সৌভাগ্যদায়কে চতুর্দ্দশারচক্রে ত্রিপুর-বাসিনী-চক্র-নায়িকাধিষ্ঠিতে এতাঃ[৩] সর্বসংক্ষোভণ্যাদয়ঃ শক্তয়ঃ সম্প্রদায়-যোগিন্যঃ সশক্তয়ঃ সমুদ্রা ইত্যাদিনার্ঘ্যজলেন মূলদেব্যৈ সমর্পয়েৎ। ৮৪

পূর্ববৎ সর্বাশাপরিপূরকে ষোড়শদল-চক্রে ত্রিপুরেশী-চক্র-নায়িকাধিষ্ঠিতে এতাঃ কামাকর্ষিণ্যাদ্যা গুপ্ততরা যোগিন্যঃ সমুদ্রাঃ সায়ুধাঃ সপরিবারাঃ সবাহনাঃ পূজিতা-স্তর্পিতাঃ সন্তু এই মন্ত্রে অর্ঘ্যজলের দ্বারা মূলদেবীকে পূজা সমর্পণ করিবেন। ৮২

অষ্টদল সমূহে—ঐং হ্রীং শ্রীং অনঙ্গকুসুমাদ্যষ্টদেবী-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। চক্রাগ্রে—ঐং হ্রীং শ্রীং ত্রিপুরসুন্দরী-চক্রনায়িকা-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। এস্থলে সর্বসংক্ষোভকরে অষ্টদলচক্রে ত্রিপুরসুন্দরী-চক্রনায়িকাধিষ্ঠিতে এতা অনঙ্গকুসুমাদ্যা গুপ্ততরা যোগিন্যা সমুদ্রাঃ সায়ুধা সপরিবারা সবাহনাঃ পূজিতাস্তর্পিতাঃ সন্তু এই বলিয়া অর্ঘ্যজলের দ্বারা মূলদেবীকে পূজা সমর্পণ করিবেন। ৮৩

চতুর্দশার চক্রে—ঐং হ্রীং শ্রীং সর্বসংক্ষোভণ্যাদি চতুর্দশদেবী-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি। চক্রাগ্রে—ঐং হ্রীং শ্রীং ত্রিপুরবাসিনী-চক্রনায়িকা-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি। এস্থলে সৌভাগ্যদায়কে চতুর্দশারচক্রে ত্রিপুরবাসিনী-চক্রনায়িকাধিষ্ঠিতে এতাঃ সর্বসংক্ষোভণ্যাদয়ঃ শক্তয়ঃ সম্প্রদায়যোগিন্যঃ সশক্তয়ঃ সমুদ্রাঃ সায়ুধাঃ সপরিবারাঃ সবাহনাঃ পূজিতাস্তর্পিতাঃ সন্তু এই বলিয়া অর্ঘ্য জলের দ্বারা মূলদেবীকে পূজা সমর্পণ করিবেন। ৮৪

১। খ—সমুদ্রা ইত্যাদি মূলদেব্যৈ সমর্পয়েৎ। ২। সমুদ্রা ইত্যাদি মূলদেব্যৈ সমর্পয়েৎ।
৩। খ—এতাঃ সমর্পয়েৎ। ততঃ চতুর্দ্দশারেত্যাদি-সমর্পয়েদিত্যন্তং পুনরুক্তম্।

বাহ্যদশারচক্রে—ঐং হ্রীং শ্রীং সর্বসিদ্ধি-প্রদাদি-দশদেবী-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। চক্রাগ্রে—ঐং হ্রীং শ্রীং ত্রিপুরা-শ্রীচক্রনায়িকা-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। অত্র সর্বার্থসাধক-বহির্দশারচক্রে ত্রিপুরা-শ্রীচক্রনায়িকা-ধিষ্ঠিতে এতাঃ সর্বসিদ্ধিপ্রদা দেব্যঃ কুলকৌলিন্যাদি-যোগিন্যঃ সমুদ্রা ইত্যাদিনার্ঘ্যজলেন মূলদেব্যৈ সমর্পয়েৎ। ৮৫

অন্তর্দ্দশারচক্রে ঐঁ হ্রীং শ্রীঁ সর্বজ্ঞাদি-দশদেবী-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। চক্রাগ্রে—ঐং হ্রীং শ্রীং ত্রিপুরমালিনী চক্রনায়িকা-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। অত্র সর্বরক্ষাকরান্তর্দ্দশারচক্রে ত্রিপুরমালিনী-চক্রনায়িকা-ধিষ্ঠিতে এতাঃ সর্বজ্ঞাদ্যা দেব্যো নিগর্বযোগিন্যঃ সমুদ্রা ইত্যাদিনার্ঘ্যজলেন মূলদেব্যৈ সমর্পয়েৎ। ৮৬

অষ্টারচক্রে—ঐঁং হ্রীং শ্রীঁং বশিন্যাদ্যষ্টবাগ্ দেবতা-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। চক্রাগ্রে—ঐং হ্রীং শ্রীং ত্রিপুরসিদ্ধা চক্রনায়িকা-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। অত্র সর্বরোগহরাষ্টারচক্রে ত্রিপুরসিদ্ধা-চক্রনায়িকাধিষ্ঠিতে এতা

বাহ্যদশার চক্রে—ঐং হ্রীং শ্রীং সর্বসিদ্ধি-প্রদাদি-দশ-দেবী-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। চক্রাগ্রে—ঐং হ্রীং শ্রীং ত্রিপুরা-শ্রীচক্রনায়িকা-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। এস্থলে সর্বার্থসাধক-বহির্দশারচক্রে ত্রিপুরা-শ্রীচক্রনায়িকাধিষ্ঠিতে এতাঃ সর্বসিদ্ধিপ্রদা দেব্যঃ কুলকৌলিন্যাদি-যোগিন্যঃ সমুদ্রাঃ সায়ুধাঃ সপরিবারা সবাহনাঃ পূজিতাস্তর্পিতাঃ সন্তু এই বলিয়া অর্ঘ্যজলের দ্বারা পূজা সমর্পণ করিবেন। ৮৫

অন্তর্দশারচক্রে—ঐং হ্রীং শ্রীং সর্বজ্ঞাদি-দশ-দেবী-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। চক্রাগ্রে—ঐং হ্রীং শ্রীং ত্রিপুরমালিনী-চক্রনায়িকা-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। এস্থলে সর্বরক্ষাকরান্তর্দশারচক্রে ত্রিপুরমালিনী-চক্রনায়িকাধিষ্ঠিতে এতা সর্বজ্ঞাদ্যা দেব্যো নিগর্বযোগিন্যঃ সমুদ্রাঃ সায়ুধাঃ সপরিবারাঃ সবাহনাঃ পূজিতাস্তর্পিতাঃ সন্তু এই বলিয়া অর্ঘ্যজলের দ্বারা মূলদেবীকে পূজা সমর্পণ করিবেন। ৮৬

অষ্টারচক্রে—ঐং হ্রীং শ্রীং বশিন্যাদ্যষ্ট-বাগ্‌দেবতা-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। চক্রাগ্রে—ঐং হ্রীং শ্রীং ত্রিপুরসিদ্ধা-চক্রনায়িকা-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। এস্থলে সর্বরোগহরাষ্টচক্রে ত্রিপুরসিদ্ধা-চক্রনায়িকাধিষ্ঠিতে এতা বশিন্যাদ্যা রহস্য-যোগিন্যঃ সমুদ্রাঃ সায়ুধাঃ সপরিবারাঃ সবাহনাঃ পূজিতাস্তর্পিতাঃ সন্তু এই বলিয়া অর্ঘ্যজলের দ্বারা মূলদেবীকে পূজা সমর্পণ করিবেন। এই সময়ে অন্তরাল ত্রিকোণে ষড়ঙ্গের পূজা করিবেন। যথা—অগ্নিকোণ, ঈশানকোণ, নৈঋর্ত কোণ, বায়ুকোণ, মধ্যে ও

বশিন্যাদ্যা রহস্য-যোগিন্যঃ সমুদ্রা ইত্যাদিনার্ঘ্যজলেন মূলদেব্যৈ সমর্পয়েৎ। অত্রান্তরাল-ত্র্যস্রে ষড়ঙ্গানি পূজয়েৎ। ৮৭

ততোঽগ্রকোণেষু—ঐং হ্রীং শ্রীং কামেশ্বরী-নিত্যা-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। দক্ষিণ-কোণেষু—ঐং হ্রীং শ্রীং বজ্রেশ্বরী নিত্যা-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। বামকোণেষু—ঐং হ্রীং শ্রীং ভগমালিনী-নিত্যা-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। চক্রাগ্রে—ঐং হ্রীং শ্রীং ত্রিপুরাম্বিকাচক্রনায়িকা-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। অত্র সর্বসিদ্ধি-প্রদে ত্র্যস্রে চক্রে চাপ-বাণ-পাশাঙ্কুশ-ভূষিতান্তরালে ত্রিপুরাম্বিকা-চক্রনায়িকাধিষ্ঠিতে এতাঃ কামেশ্বর্য্যাদ্যা অতিরহস্য-যোগিন্য সমুদ্রা[1] ইত্যাদিনার্ঘ্যজলেন মূলদেব্যৈ সমর্পয়েৎ। ৮৮

ততো বিন্দুমধ্যে বাগ্‌ভবাদি-বীজত্রয়ং[2] পূর্বমুচ্চার্য্য শ্রীমহাত্রিপুরসুন্দরী-নিত্যা-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ইতি বারত্রয়ং পূজয়েৎ। বামে—যোনিমুদ্রা-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। চক্রাগ্রে[3]—হ স রৈঁ, হ স ক ল রীঁ, হ স রৌঁঃ ত্রিপুরভৈরবী-চক্রনায়িকা-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। অত্র

দিক্‌সমূহে বাগ্‌ভবকূট বলিয়া হৃদয়ায় নমঃ, কামরাজ কূট বলিয়া শিরসে স্বাহা, শক্তিকূট বলিয়া শিখায়ৈ বষট্‌। পুনরায় বাগ্‌ভব কূট বলিয়া কবচায় হুং, কামরাজ কূট বলিয়া নেত্রত্রয়ায় বৌষট্‌, শক্তিকূট বলিয়া সর্বাঙ্গে অস্ত্রায় ফট্‌। ৮৭

তাহার পর অগ্রকোণ সমূহে—ঐং হ্রীং শ্রীং কামেশ্বরী-নিত্য-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। দক্ষিণ কোণ সমূহে—ঐং হ্রীং শ্রীং বজ্রেশ্বরী-নিত্যা-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। বামকোণ সমূহে—ঐং হ্রীং শ্রীং ভগমালিনী-নিত্যা-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। চক্রাগ্রে—ঐং হ্রীং শ্রীং ত্রিপুরাম্বিকা-চক্রনায়িকা-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। এই সময়ে সর্বসিদ্ধিপ্রদে ত্র্যস্রে চক্রে চাপ-বাণ-পাশাঙ্কুশ-ভূষিতান্তরালে ত্রিপুরাম্বিকা-চক্রনায়িকাধিষ্ঠিতে এতাঃ কামেশ্বর্য্যাদ্যা অতিরহস্যযোগিন্যঃ সমুদ্রাঃ সায়ুধাঃ সপরিবারাঃ সবাহনাঃ পূজিতাস্তর্পিতাঃ সন্তু বলিয়া অর্ঘ্যজলের দ্বারা মূলদেবীকে পূজা সমর্পণ করিবেন। ৮৮

তাহার পর বিন্দুমধ্যে বাগ্‌ভবাদি বীজত্রয় হসরৈং হসকলরীং হসরৌংঃ পূর্বে বলিয়া শ্রীমহাত্রিপুর-সুন্দরী-নিত্যা-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ মন্ত্রে তিনবার পূজা করিবেন। বামে—যোনিমুদ্রা-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। চক্রাগ্রে—হসরৈং হসকল

১। খ—সমুদ্রা ইত্যাদি মূলদেব্যৈ। ২। খ—মধ্যে বীজত্রয়ং। ৩। খ—চক্রাগ্রে হৈসং হসকলরীং হেসৌং।

সর্বানন্দময়ে পরব্রহ্মস্বরূপিণে বৈন্দবচক্রে ত্রিপুরভৈরবীচক্র-নায়িকাধিষ্ঠিতে সর্বচক্রেশ্বরী-যোগিন্যঃ সমুদ্রাঃ সায়ুধাঃ সবাহনাঃ সপরিবারাঃ পূজিতাস্তর্পিতাঃ সন্তু ইতি মূলদেব্যৈ সমর্প্য ধূপাদি-বিসর্জনান্তং কর্ম সমাপয়েৎ। ৮৯

অস্যাঃ পুরশ্চরণং লক্ষজপঃ। তথা চ বামকেশ্বর-তন্ত্রে—

তত্র স্থিত্বা জপেল্লক্ষং সাক্ষাদ্দেবী-স্বরূপ-ধৃক্।
কিংশুকৈর্হবনং কুর্য্যাদ্দশাংশঞ্চ বরাননে! ॥
কুসুম্ভকুসুমৈর্বাপি মধুরত্রয়-মিশ্রিতৈঃ ॥ ৯০

মধুরত্রয়ঞ্চ ঘৃত-মধু-শর্করাত্মকম্। ইতি সংক্ষেপ পূজাপদ্ধতিঃ। বিস্তার-পদ্ধতিশ্চ গ্রন্থান্তরেঽন্বেষ্যা। ইতি শ্রীত্রিপুরসুন্দরীপ্রকরণম্ ॥

অথ বগলামুখী

তন্ত্রান্তরে—ব্রহ্মাস্ত্রং সংপ্রবক্ষ্যামি সদ্যঃ প্রত্যয়-কারকম্।
সাধকানাং হিতার্থায় স্তম্ভনায় চ বৈরিণাম্ ॥
যস্যাঃ স্মরণমাত্রেণ পবনোঽপি স্থিরায়তে ॥ ১

হ্রীং, হ স রৌং ত্রিপুরভৈরবী-চক্রনায়িকা-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। এই সময়ে সর্বানন্দময়ে পরব্রহ্মস্বরূপিণে বৈন্দবচক্রে ত্রিপুরভৈরবী-চক্রনায়িকাধিষ্ঠিতে সর্ব-চক্রেশ্বরী-যোগিন্যঃ সমুদ্রাঃ সায়ুধাঃ সপরিবারাঃ সবাহনাঃ পূজিতাস্তর্পিতাঃ সন্তু বলিয়া মূলদেবীকে অর্ঘ্য জলের দ্বারা পূজা সমর্পণ করিয়া ধূপদান হইতে বিসর্জন পর্য্যন্ত সমস্ত কর্ম শেষ করিবেন। ৮৯

এই মন্ত্রের পুরশ্চরণ লক্ষজপ। তাহাই বামকেশ্বরতন্ত্রে বলিয়াছেন—সেই স্থানে বসিয়া সাক্ষাৎ দেবীস্বরূপ ধারণ করিয়া লক্ষ মন্ত্র জপ করিবে।

হে বরাননে! কিংশুক (পলাশ) পুষ্প দ্বারা জপের দশাংশ হোম করিবে। অথবা মধুরত্রয় মিশ্রিত কুসুম্ভ (কুসুম) পুষ্প দ্বারা জপের দশাংশ হোম করিবে। ৯০

মধুরত্রয়—ঘৃত, মধু ও শর্করারূপ। সঙ্ক্ষেপ পূজাপদ্ধতি সমাপ্ত হইল। বিস্তৃত পূজা পদ্ধতি অন্য গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। ত্রিপুরসুন্দরী প্রকরণ সমাপ্ত

অনন্তর বগলামুখীর মন্ত্রাদি কথিত হইতেছে। তন্ত্রান্তরে বলিয়াছেন—সাধকের হিতকর অর্থের সাধনের জন্য ও শত্রুবর্গের স্তম্ভনের জন্য সদ্যঃ প্রত্যয়-জনক ব্রহ্মাস্ত্র বলিতেছি। যে বিদ্যার স্মরণমাত্রে পবনও স্থির (স্তম্ভিত) হইয়া যায়, প্রবাহিত হয় না। ১

প্রণবং স্থিরমায়াঞ্চ ততশ্চ বগলামুখি ! ।
তদন্তে সর্বদুষ্টানাং ততো বাচং মুখং পদম্ ॥ ২
স্তম্ভয়েতি ততো জিহ্বাং কীলয়েতি পদদ্বয়ম্ ।
বুদ্ধিং নাশয় পশ্চাৎ তু স্থিরমায়াং সমালিখেৎ ॥ ৩
লিখেচ্চ পুনরোঙ্কারং স্বাহেতি চ পদন্ততঃ ।
ষট্‌ত্রিংশদক্ষরী বিদ্যা সর্বসম্পৎ-করী মতা ॥ ৪

স্থিরমায়া—হ্লীঁ । তথাচ বহ্নিহীনেন্দ্র-যুঙ্-মায়া স্থিরমায়া প্রকীর্ত্তিতা । তথাচায়ং মন্ত্রঃ—ওঁ হ্লীঁ বগলামুখি ! সর্বদুষ্টানাং বাচং মুখং স্তম্ভয় জিহ্বাং কীলয় কীলয় বুদ্ধিং নাশয় হ্লীঁ ওঁ স্বাহা । ৫

অথ মন্ত্রান্তরম্—ওঁ হ্লীং বগলামুখি ! সর্বদুষ্টানাং বাচং মুখং স্তম্ভয় জিহ্বাং কীলয় বুদ্ধিং বিনাশয় হ্লীং ওঁ স্বাহা ॥ ইয়ং চতুস্ত্রিংশদক্ষরী[১] ॥ ৬

অথানয়োঃ পূজাপ্রয়োগঃ । প্রাতঃ-কৃত্যাদি-প্রাণায়ামান্তং বিধায় ঋষ্যাদিন্যাসং কুর্য্যাৎ । শিরসি—নারদায় ঋষয়ে নমঃ । এবং মুখে—ত্রিষ্টুপ্

প্রথমে প্রণব, স্থিরমায়া (হ্লীং), তাহার পর বগলামুখি ! তাহার পরে সর্বদুষ্টানাং তাহার পর বাচং মুখং পদ, স্তম্ভয় এই পদ, তাহার পর জিহ্বাং, পরে কীলয় কীলয় এই পদদ্বয় ও বুদ্ধিং নাশয়, পরে স্থিরমায়া লিখিবে । পুনরায় ওঙ্কার পদ ও তাহার পর স্বাহাপদ লিখিবে । ইহা ষট্‌ত্রিংশৎ অক্ষরী সর্বসম্পৎকরী বিদ্যা কথিত হইয়াছে । ২-৪

স্থিরমায়া—হ্লীং । তাহাই উক্ত হইয়াছে যে—বহ্নি-(র-) হীন ইন্দ্র (ল) যুক্ত মায়া, তাহা স্থির মায়া কীর্তিত হইয়াছে । তাহা হইলে এই মন্ত্র হয়—ওঁ হ্লীং বগলামুখি ! সর্বদুষ্টানাং বাচং মুখং স্তম্ভয় জিহ্বাং কীলয় কীলয় বুদ্ধিং নাশয় হ্লীং ওঁ স্বাহা । ৫

অনন্তর মন্ত্রান্তর—ওঁ হ্লীং বগলামুখি ! সর্বদুষ্টানাং মুখং স্তম্ভয় জিহ্বাং কীলয় বুদ্ধিং বিনাশয় হ্লীং ওঁ স্বাহা । এই বিদ্যা চতুস্ত্রিংশদক্ষরী । ৬

এই দুই বিদ্যার পূজা প্রয়োগ । প্রাতঃকৃত্য হইতে প্রাণায়াম পর্য্যন্ত কর্মগুলি করিয়া ঋষ্যাদি ন্যাস করিবেন । যথা—অস্যা শ্রীবগলামুখী-বিদ্যায়া নারদ ঋষিস্ত্রিষ্টুপ্

১। মন্ত্রান্তরের সাধক প্রমাণ—বহ্নিহীনেন্দ্রযুঙ্ মায়া বগলামুখি ! সর্বযুক্ । দুষ্টানাং বাচমিত্যুক্তা মুখং স্তম্ভয় কীর্ত্তয়েৎ । জিহ্বাং কীলয় বুদ্ধিং তু বিনাশয় পদং বদেৎ । পুনর্বীজং ততস্তারং বহ্নিজায়া-বধির্ভবেৎ । তারাদিকাশ্চতুস্ত্রিংশদক্ষরা বগলামুখী ।

ছন্দসে। হৃদি—বগলামুখ্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ। লিঙ্গে—হ্লীঁ বীজায় নমঃ। পাদয়োঃ—স্বাহাশক্তয়ে নমঃ। ৭

ততঃ করাঙ্গন্যাসৌ[১] যথা—ওঁ হ্লীং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। বগলামুখি তর্জনীভ্যাং স্বাহা। সর্বদুষ্টানাং মধ্যমাভ্যাং বষট্। বাচং মুখং স্তম্ভয় অনামিকাভ্যাং হুঁ। জিহ্বাং কীলয় কীলয় কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। বুদ্ধিং নাশয় হ্লীং ওঁ স্বাহা করতল-পৃষ্ঠাভ্যাং ফট্। এবং হৃদয়াদিষু। ৮

ততো মূলান্তে আত্মতত্ত্বব্যাপিনী-বগলামুখী-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি মূলাধারে। মূলান্তে বিদ্যাতত্ত্বব্যাপিণী-বগলেত্যাদি শিরসি। মূলান্তে সর্বতত্ত্বব্যাপিনী-বগলেত্যাদি সর্বাঙ্গে। ততশ্চ (৯)—

মূর্ধ্নি ভালে দৃশোঃ শ্রোত্র-গণ্ডয়োর্নসয়োঃ পুনঃ।
ওষ্ঠয়োর্মুখবৃত্তে চ দক্ষিণাংসে চ কুর্পরে ॥ ১০

ছন্দঃ বগলামুখী দেবতা হ্লীং বীজং স্বাহা শক্তিঃ শত্রুস্তম্ভনে বিনিয়োগঃ। মস্তকে—ওঁ নারদায় ঋষয়ে নমঃ। এইরূপ মুখে—ওঁ ত্রিষ্টুপ্ ছন্দসে নমঃ। হৃদয়ে—ওঁ বগলামুখ্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ। লিঙ্গে—ওঁ হ্লীং বীজায় নমঃ। পাদদ্বয়ে—ওঁ স্বাহা শক্তয়ে নমঃ। ৭

তাহার পর করাঙ্গন্যাস। যথা—ওঁ হ্লীং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ওঁ বগলামুখি! তর্জনীভ্যাং স্বাহা। ওঁ সর্বদুষ্টানাং মধ্যমাভ্যাং বষট্। ওঁ বাচং মুখং স্তম্ভয় অনামিকাভ্যাং হুং। ওঁ জিহ্বাং কীলয় কীলয় কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। ওঁ বুদ্ধিং নাশয় হ্লীং ওঁ স্বাহা করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্। এইরূপ হৃদয়ে—ওঁ হ্লীং হৃদয়ায় নমঃ। মস্তকে—ওঁ বগলামুখি! শিরসে স্বাহা। শিখায়—ওঁ সর্বদুষ্টানাং শিখায়ৈ বষট্। কবচে বাহুদ্বয়ে—ওঁ বাচং মুখং স্তম্ভয় কবচায় হুং। নেত্রত্রয়ে—জিহ্বাং কীলয় কীলয় নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। করতল-পৃষ্ঠে—ওঁ বুদ্ধিং নাশয় হ্লীং ওঁ স্বাহা করতল-কর-পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্। ৮

তাহার পর তত্ত্বন্যাস। যথা মূলাধারে—ওঁ হ্লীং বগলামুখি! সর্বদুষ্টানাং বাচং মুখং স্তম্ভয় জিহ্বাং কীলয় বুদ্ধিং নাশয় হ্লীং ওঁ স্বাহা আত্মতত্ত্বব্যাপিনী-বগলামুখী-শ্রীপাদকাং পূজয়ামি। মস্তকে—মূলবিদ্যান্তে বিদ্যাতত্ত্বব্যাপিনী-বগলামুখী-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি। সর্বাঙ্গে—মূলবিদ্যান্তে সর্বতত্ত্বব্যাপিনী-বগলামুখী-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি। ৯

তাহার পর মস্তকে, ভালে, চক্ষুর্দ্বয়ে, শ্রোত্রদ্বয়ে, নাসিকাদ্বয়ে, ওষ্ঠদ্বয়ে, মুখবৃত্তে,

---

১। দিব্যতন্ত্রে—যুগ্ম-বণেষু সপ্তাহি-শেষার্ণৈশ্চ মনুস্তবৈঃ। করশাখাসু তলয়োঃ করাঙ্গন্যাসমাচরেৎ। যুগ্ম ২, বাণ—৫, ইষু—৫, সপ্ত—৭, অহি—৮, অবশিষ্ট মনুবর্ণ দ্বারা অস্ত্র।

মণিবন্ধেঽঙ্গুলের্মূলে গলে চ কুচয়োর্হৃদি।
নাভৌ কট্যাং গুহ্যদেশে বামাংসে কূর্পরে তথা ॥ ১১

মণিবন্ধেঽঙ্গুলের্মূলে ততশ্চ বিন্যসেৎ পুনঃ।
দক্ষবামে চোরু-জান্বোর্গুল্ফয়োরঙ্গুলিমূলয়োঃ ॥ ১২
ক্রমেণ মন্ত্রবর্ণাংস্তু ন্যস্বা ধ্যায়েদ্ যথাবিধি।

ততো ধ্যানং—মধ্যে সুধাব্ধিমনিমণ্ডপরত্নবেদী
সিংহাসনোপরিগতাং পরিপীতবর্ণাম্।
পীতাম্বরাভরণ-মাল্য-বিভূষিতাঙ্গীং
দেবীং নমামি ধৃতমুদ্‌গর-বৈরি-জিহ্বাম্ ॥ ১৩

জিহ্বাগ্রমাদায় করেণ দেবীং বামেন শত্রূন্ পরিপীড়য়ন্তীম্।
গদাভিঘাতেন চ দক্ষিণেন পীতাম্বরাঢ্যাং দ্বিভুজাং নমামি ॥ ১৪

দক্ষিণস্কন্ধে, কূর্পরে, মণিবন্ধে, অঙ্গুলিমূলে, গলে, স্তনদ্বয়ে, হৃদয়ে, নাভিতে, কটিতে, গুহ্যদেশে, বামস্কন্ধে, কূর্পরে, মণিবন্ধে, অঙ্গুলিমূলে, তাহার পর পুনরায় দক্ষিণ ও বামের উরুদ্বয়ে, জানুদ্বয়ে, গুল্ফে ও অঙ্গুলিমূলে মন্ত্রবর্ণ ন্যাস করিবেন। ক্রমে ক্রমে মন্ত্রবর্ণগুলিকে ন্যাস করিয়া যথাবিধি ধ্যান করিবেন। ১০-১২

মন্ত্রবর্ণ ন্যাস। যথা মস্তকে—ওঁ নমঃ, ললাটে—ওঁ হ্লীং নমঃ, দক্ষনেত্রে—ওঁ বং নমঃ, বামনেত্রে—ওঁ গং নমঃ, দক্ষকর্ণে—ওঁ লাং নমঃ, বামকর্ণে—ওঁ মুং নমঃ, দক্ষগণ্ডে ওঁ খিং নমঃ, বামগণ্ডে—ওঁ সং নমঃ, দক্ষনাসায়—ওঁ র্বং নমঃ, বামনাসায়—ওঁ দুং নমঃ, ঊর্ধ্বৌষ্ঠে—ওঁ ষ্টাং নমঃ, নিম্নৌষ্ঠে—ওঁ নাং নমঃ, মুখে—ওঁ বাং নমঃ, দক্ষস্কন্ধে—ওঁ চং নমঃ, দক্ষকূর্পরে—ওঁ মুং নমঃ, দক্ষমণিবন্ধে—ওঁ খং নমঃ, দক্ষহস্তাঙ্গুলিমূলে—ওঁ স্তং নমঃ, গলে—ওঁ স্তং নমঃ, দক্ষস্তনে—ওঁ য়ং নমঃ, বামস্তনে—ওঁ জিং নমঃ, হৃদয়ে—ওঁ হ্বাং নমঃ, নাভিতে—ওঁ কীং নমঃ, কটিতে—ওঁ লং নমঃ, গুহ্যে—ওঁ য়ং নমঃ, বামস্কন্ধে—ওঁ কীং নমঃ, বামকূর্পরে—ওঁ লং নমঃ, বাম মণিবন্ধে—ওঁ য়ং নমঃ। বামহস্তাঙ্গুলিমূলে—ওঁ বুং নমঃ, দক্ষ উরুতে—ওঁ দ্ধিং নমঃ, দক্ষজানুতে—ওঁ নাং নমঃ, দক্ষগুল্ফে—ওঁ শং নমং, দক্ষপাদাঙ্গুলিমূলে—ওঁ য়ং নমঃ, বামোরুতে—ওঁ নমঃ, বামজানুতে—হ্লীং নমঃ, বামগুল্ফে—ওঁ স্বাং নমঃ, বামপাদাঙ্গুলিমূলে—ওঁ হাং নমঃ।

ধ্যানের অর্থ—সুধাসাগরের মধ্যে মণিময় মণ্ডপের মধ্যবর্তী রত্নবেদিকায় সিংহাসনের উপরিগতা পীতবর্ণা পীতবসনা, আভরণ ও মাল্যে বিভূষিতাঙ্গী, মুদ্গর ও শত্রু-জিহ্বাধারিণী দেবী বগলামুখীকে স্মরণ করি। ১৩

এতেন স্বিয়ং দ্বিভুজা বামেন শত্রুজিহ্বাং দক্ষিণেন মুদ্‌গরং গদাং বা বিভ্রতী। সিংহরূপং যদাসনং, তদুপরি স্থিতা ধ্যেয়া। এবং ধ্যাত্বা মানসৈঃ সম্পূজ্যার্ঘ্যং কুর্য্যাৎ। যথা অষ্টাঙ্গুলং চতুরস্রং বিধায় ঈশানাদি-কোণেষু পূর্বাদি-দিক্ষু কুসুমাক্ষত-চন্দনৈঃ গ্লৌঁ গণপতয়ে নমঃ ইতি গজদানেন সম্পূজ্য তৈলেন মধুনা বার্ঘ্যপাত্রং পূরয়েৎ। ততো বারত্রয়ং বিদ্যয়া সংপূজ্যাঙ্গানি বিন্যসেৎ। ১৫

ততো মূলমুচ্চার্য্যাধারশক্তি-কমলাসনায় নমঃ, শক্তিপদ্মাসনায় নমঃ, ইতি পীঠং সংপূজ্য পূর্ববৎ ধ্যাত্বাবাহ্য ষড়ঙ্গানি ন্যসেৎ। ততো মুদ্রাং প্রদর্শ্য পুরতঃ ষড়ঙ্গেন মণ্ডলং যজেৎ। ততো মূলেনাভিমন্ত্র্য ধেনু-যোনিমুদ্রে প্রদর্শ্য আত্ম-বিদ্যা-শিবৈস্তত্ত্বৈর্বিন্দুত্রয়ং মুখে ক্ষিপ্ত্বা তর্জন্যঙ্গুষ্ঠ-যোগেন সাঙ্গাং সাবরণাং বগলামুখীং তর্পয়েৎ। তত উপচারৈরভ্যর্চ্যাবরণানি পূজয়েৎ। ১৬

ষট্‌কোণেষু পূর্বে—সুভগাং, আগ্নেয়ে—ভগসর্পিণীং, ঈশানে—ভগাবহাং,

---

বামকরে শত্রুর জিহ্বা টানিয়া দক্ষিণ হস্তে গদার আঘাতে দ্বারা শত্রুর পরিপীড়নকারিণী পীতবসনযুক্তা দ্বিভুজা বগলামুখীকে প্রণাম করি। ১৪

ইহা দ্বারা ইনি দ্বিভুজা উক্ত হইয়াছেন। বামহস্তে শত্রুর জিহ্বা, দক্ষিণ হস্তে মুদ্‌গর বা গদাধারিণী। সিংহরূপ যে আসন, তাহার উপরে অবস্থিতা। এইরূপে ধ্যান করিয়া মানস উপচারে পূজা করিয়া বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করিবেন। যথা অষ্টাঙ্গুল চতুরস্র করিয়া তাহার ঈশানাদি কোণসমূহে পূর্বাদি দিকে পুষ্প, তণ্ডুল ও চন্দনের দ্বারা গ্লৌং গণপতয়ে নমঃ মন্ত্রে গজমদদান পূর্বক পূজা করিয়া তৈল বা মধুদ্বারা অর্ঘ্যপাত্র পূরণ করিবেন। তাহার পর মূলবিদ্যা দ্বারা তিন বার পূজা করিয়া পূর্বোক্ত ষড়ঙ্গন্যাস করিবেন। (তাহার পর ধেনু ও যোনি মুদ্রা দেখাইয়া সেই মধু বা তৈল দ্বারা নিজেকে ও পূজার উপকরণকে তিনবার অভ্যুক্ষণ করিবেন।) ১৫

তাহার পর মূলবিদ্যা উচ্চারণ করিয়া আধার-শক্তিকমলাসনায় নমঃ, শক্তিপদ্মাসনায় নমঃ এই মন্ত্রে পীঠকে পূজা করিয়া পূর্ববৎ ধ্যান করিয়া আবাহন করিয়া ষড়ঙ্গন্যাস করিবেন। তাহার পর মুদ্রা দেখাইয়া পুরোভাগে ষড়ঙ্গমন্ত্রের দ্বারা মণ্ডলকে পূজা করিবেন। তাহার পর মূলবিদ্যার দ্বারা দেবীকে অভিমন্ত্রিত করিয়া ধেনু ও যোনিমুদ্রা দেখাইয়া ওঁ আত্মতত্ত্বায় স্বাহা, ওঁ বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা, ওঁ শিবতত্ত্বায় স্বাহা মন্ত্রে তিন বিন্দু মুখে দিয়া, তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠযোগে ওঁ সাঙ্গাং সাবরণাং বগলামুখীং তর্পয়ামি নমঃ মন্ত্রে বগলামুখীকে তর্পণ করিবেন। তাহার পর উপচারের দ্বারা অর্চনা করিয়া আবরণগণকে পূজা করিবেন। ১৬

ষট্‌কোণের পূর্বে—সুভগাকে, অগ্নিকোণে—ভগসর্পিণীকে, ঈশানে—ভগাবহাকে,

পশ্চিমে—ভগসিদ্ধাং, নৈঋর্তে—ভগনিপাতিনীং, বায়ৌ—ভগমালিনীং সম্পূজ্যাষ্ট-পত্রেষু ব্রাহ্ম্যাদ্যাঃ পূজয়েৎ। পত্রাগ্রেষু—জয়া বিজয়া অজিতা অপরাজিতা জম্ভিনী স্তম্ভিনী মোহিনী আকর্ষিণী—এতাঃ সম্পূজ্য দ্বারেষু ওঁ ভৈরবায় নমঃ ইতি সম্পূজ্য তদ্বাহ্যে ইন্দ্রাদীন্ বজ্রাদীংশ্চ সম্পূজ্য ধূপাদিকং দত্ত্বা যথাশক্তি জপ্ত্বা ত্রিশূলমুদ্রাং প্রদর্শ্য পুষ্পাঞ্জলি-ত্রয়ং দত্ত্বা দেব্যৈ যোনিমুদ্রাং প্রদর্শ্য ভৈরবায় বলিং দত্ত্বা বিসর্জনান্তং কর্ম সমাপয়েৎ। অস্যাঃ পুরশ্চরণং লক্ষজপঃ। তথাচ (১৭)—

পীতাম্বরধরো ভূত্বা পূর্বাশাভিমুখঃ স্থিতঃ।
লক্ষমেকং জপেন্মন্ত্রং হরিদ্রাগ্রন্থি-মালয়া ॥ ১৮
ব্রহ্মচর্য্যরতো নিত্যং প্রয়তো ধ্যান-তৎপরঃ।
প্রিয়ঙ্গু-কুসুমেনাপি পীতপুষ্পৈশ্চ হোময়েৎ ॥ ১৯

অথ প্রয়োগঃ। কুরুতে বাগ্‌গতিস্তম্ভং দুষ্টানাং বুদ্ধিনাশনম্।
জপ-হোম-প্রয়োগে চ মন্ত্রঞ্চাপ্যযুতং জপেৎ ॥ ২০
হরিদ্রা-হরিতালাভ্যাং লবণং জুহুয়ান্নিশি।
স্তম্ভয়েৎ পরসৈন্যানি নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ২১

পশ্চিমে—ভগসিদ্ধাকে, নৈঋর্তে—ভগনিপাতিনীকে, বায়ুকোণে—ভগমালিনীকে, পূজা করিয়া অষ্টপত্র সমূহে ব্রাহ্মী প্রভৃতি শক্তিবর্গকে পূজা করিবেন। পত্রের অগ্রসমূহে জয়া, বিজয়া, অজিতা, অপরাজিতা, জম্ভিনী, স্তম্ভিনী, মোহিনী ও আকর্ষিণী—ইঁহাদিগকে পূজা করিয়া দ্বার সমূহে ওঁ ভৈরবায় নমঃ মন্ত্রে ভৈরবের পূজা করিয়া তাহার বাহিরে ইন্দ্রাদি লোকপাল ও বজ্রাদি অস্ত্রের পূজা করিয়া ধূপাদি দিয়া, যথাশক্তি জপ করিয়া ত্রিশূলমুদ্রা দেখাইয়া তিনবার দেবীকে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া, দেবীকে যোনিমুদ্রা দেখাইয়া, ভৈরবকে বলি দিয়া বিসর্জন পর্য্যন্ত কর্ম শেষ করিবেন। এই বিদ্যার পুরশ্চরণ লক্ষ জপ। তাহাই উক্ত হইয়াছে (১৭)—

পীতবস্ত্র পরিধান করিয়া পূর্বাভিমুখে অবস্থিত হইয়া হরিদ্রার গ্রন্থিমালায় এক লক্ষ মন্ত্র জপ করিবে। ১৮

সর্বদা ব্রহ্মচর্য্য ধারণ করিয়া সংযত ও ধ্যান পরায়ণ হইয়া পীত পুষ্পের দ্বারা অথবা প্রিয়ঙ্গুকুসুমের দ্বারাও হোম করিবে। ১৯

অনন্তর বগলামুখীর প্রয়োগ। জপ ও হোমের প্রয়োগ করিলে উহা বাক্য ও গতির স্তম্ভন করে এবং দুষ্টগণের বুদ্ধি নাশ করে। ২০

অথবা পীতপুষ্পৈশ্চ ত্রিমধ্বক্তৈশ্চ হোময়েৎ।
স্তম্ভনেষু চ সর্বেষু প্রয়োগঃ প্রত্যয়াবহঃ ॥ ২২

বগলামুখী-ধারণ-যন্ত্রম্

ওঁকারয়োঃ সম্মুখয়োরূর্দ্ধাধঃ-শিরসোর্লিখেৎ।
মধ্যগং নাম সাধ্যস্য তদ্বাহ্যে চাক্ষরদ্বয়ম্ ॥ ২৩
বীজং দ্বিতীয়বর্গস্য তৃতীয়ং বিন্দু-ভূষিতম্।
চতুর্দ্দশ-স্বরোপেতং সংলিখেৎ পৃথিবীগতম্ ॥ ২৪
ঠকারেণ[১] সমাবেষ্ট্য চতুষ্কোণপুটং বহিঃ।
তৎকোণ-রেখা-সংসক্তৈঃ শূলৈর্বজ্রাষ্টকং লিখেৎ ॥ ২৫
ত্রিশূলমধ্যরেখায়াঃ পৃথ্বীবীজানি পার্শ্বয়োঃ।
অষ্টস্বপি চ কোণেষু তদ্বহির্বগলাং লিখেৎ ॥ ২৬
পৃথিব্যন্তরিতং বাহ্যে মাতৃকাপরিমণ্ডলম্।
আবেষ্ট্য চাষ্টধা পশ্চাত্তদ্বাহ্যে স্থির-মায়য়া ॥ ২৭
নিরুধ্যাঙ্কুশবীজেন নাদসংমিলিতাঙ্ঘ্রিণা।
লিখেৎ পূর্ববদাবেষ্ট্য ঠকারৈর্বগলামুখীম্ ॥ ২৮

রাত্রিতে হরিদ্রা ও হরিতালের সহিত লবণ হোম করিবে। উহা পরসৈন্যকে স্তম্ভিত করে। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ২১

অথবা ত্রিমধুরাপ্লুত পীত পুষ্পের দ্বারা হোম করিবে। সমস্ত স্তম্ভনে এই প্রয়োগ প্রত্যয়-কারক। ২২

অনন্তর কালামুখীর ধারণ যন্ত্র। ঊর্দ্ধ্ব ও অধোমস্তক পরস্পর পরস্পরাভিমুখ দুইটি ওঙ্কার লিখিবে। ঐ ওঁকারের মধ্যে স্তম্ভনীয় ব্যক্তির নাম ও তাহার বাহিরে দুইটি অক্ষর—পৃথিবী (ল) গত চতুদর্শস্বর যুক্ত বিন্দুভূষিত দ্বিতীয় বর্গের তৃতীয় বীজ (বর্ণ) অর্থাৎ (জ্ল্রীং) লিখিবে। ঠকারের দ্বারা বৃত্তাকারে তাহাকে বেষ্টন করিয়া চতুষ্কোণ পুটের বহির্ভাগে তাহার কোণরেখা সংলগ্ন শূলের দ্বারা আটটি বজ্র অঙ্কন করিবে। ত্রিশূলের মধ্যরেখার পার্শ্বদ্বয়ে পৃথিবীবীজ লিখিবে। তাহার বহির্ভাগে আটটি কোণেই বগলামুখী বিদ্যাকে লিখিবে। তাহার বাহিরে পৃথিবীবীজ (লং) দ্বারা ব্যবহিত মাতৃকা বর্ণগুলিকে বৃত্তাকারে আটবার বেষ্টন করিয়া পরে তাহার বাহিরে স্থির মায়া হ্লীংকারের দ্বারা পূর্ববৎ আটবার বেষ্টন করিয়া নাদযুক্ত

১। ক—তেন জ্ল্রীং কারেন। খ—ঠকারেণ সমাবেষ্ট্য।

পট্টে পাষাণ-পট্টে বা হরিদ্রোন্মত্ত-তালকৈঃ।
দিব্যস্তম্ভে মুখস্তম্ভে লিখিত্বা গাঢ়মাক্রমেৎ।
বিবাদে যন্ত্রমালিখ্য ভূর্জে তৈরেব বস্তুভিঃ ॥ ২৯

প্রয়োগান্তরম্ [১]—কুম্ভকারস্য চক্রস্য ভ্রমতো বিপরীততঃ।
মৃত্তিকাং সমুপাদায় বৃষভং কারয়েত্ততঃ ॥ ৩০
যন্ত্রং তস্যোপরি ন্যস্য তালকেন বিলিপ্য চ।
তন্নাসায়াং বিনিক্ষিপ্য পীতরজ্জুং নিজে গৃহে ॥ ৩১
অর্চ্চয়েত্তং চতুষ্কালং নিত্যং পীতোপচারতঃ।
দুষ্টস্য স্তম্ভয়ত্যেব মুখং বাচস্পতেরপি ॥ ৩২

অস্যাঃ পূজাযন্ত্রং—ত্র্যস্রং ষড়স্রং বৃত্তমষ্টদলং ভূপুরান্বিতম্। ইয়ং মহাবিদ্যা, প্রাগুক্তবচনাৎ। ইতি বগলাপ্রকরণম্ ॥ ৩৩

অথ মাতঙ্গী

বামকেশ্বর তন্ত্রে—অথ বক্ষ্যে মহাদেবীং মাতঙ্গীং সর্বসিদ্ধিদাম্।

চরণ অঙ্কুশবীজের (ক্রোং) দ্বারা সংরুদ্ধ (পুটিত) (ক্রোং হ্লীং ক্রোং) লিখিবে। ঠকারের দ্বারা বগলামুখীকে বেষ্টন করিবে। ২৩-২৮

ধাতুর পাতে বা প্রস্তরের পাটায় দেবস্তম্ভে ও মুখস্তম্ভনে হরিদ্রা, ধুস্তুররস ও হরিতাল দ্বারা এই যন্ত্র লিখিয়া দৃঢ়ভাবে নিঃশঙ্ক হইয়া বিচরণ করিবে। বিবাদ (মোকর্দমা) উপস্থিত হইলে সেই সকল বস্তু দ্বারা ভূর্জপত্রে যন্ত্র লিখিয়া দৃঢ়ভাবে বিচরণ করিবে। ২৯

বগলামুখীর প্রয়োগান্তর। বিপরীতভাবে ভ্রাম্যমাণ কুম্ভকারের চক্র হইতে মৃত্তিকা আনিয়া সেই মৃত্তিকা দ্বারা একটি বৃষভ নির্মাণ করাইবে। ৩০

সেই বৃষভের উপরে যন্ত্র স্থাপন করিয়া হরিতালের দ্বারা তাহাকে লেপন করিয়া তাহার নাসিকাতে পীত রজ্জু প্রদান করিয়া নিজের গৃহে তাহাকে প্রতিদিন চারি-কালে (প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন, সায়াহ্ন ও রাত্রিতে) পীত উপচারের দ্বারা পূজা করিবে। উহা বৃহস্পতিরও মুখকে স্তম্ভন করে, দুষ্টের মুখকে স্তম্ভন তো করেই। ৩১-৩২

এই বগলামুখীর পূজাযন্ত্র—একটি ত্রিকোণ, তাহার পর ষট্‌কোণ, তাহার পর বৃত্ত ও অষ্টদলপদ্ম। উহা ভূগৃহ যুক্ত হইবে। পূর্বোক্ত বচনানুসারে ইনি মহাবিদ্যা। বগলামুখীর প্রকরণ সমাপ্ত হইল। ৩৩

১। খ—প্রয়োগান্তরমিতি নাস্তি।

অস্যোপাসনমাত্রেণ বাক্‌সিদ্ধিং লভতে ধ্রুবম্ ॥ ১

প্রণবঞ্চ ততো মায়াং কামবীজঞ্চ কূর্চকম্ ।

মাতঙ্গী ঙেযুতা চাস্ত্রং বহ্নিজায়াবধির্মনুঃ ॥ ২

অস্য দক্ষিণামূর্ত্তির্ঋষির্বিরাট্ ছন্দো মাতঙ্গী দেবতা সর্বার্থ-সিদ্ধয়ে বিনিয়োগঃ ।

অঙ্গন্যাস-করন্যাসৌ কুর্য্যান্মন্ত্রী সমাহিতঃ ।

ষড়্দীর্ঘভাজা বীজেন প্রণবাদ্যেন কল্পয়েৎ ॥ ৩

ষট্‌কোণাষ্টদলং পদ্মং লিখেদ্ যন্ত্রং মনোহরম্ ।

তত্র পূজা প্রকর্ত্তব্যা জবাপুষ্পেণ মন্ত্রবিৎ ॥ ৪

পূর্বাদ্যষ্টদলে রতি-প্রীতি-মনোভবা-ক্রিয়া-শ্রদ্ধানঙ্গ-কুসুমানঙ্গমদনা-মদনালসা ইত্যষ্টশক্তীঃ সম্পূজ্য ধ্যায়েৎ ।

শ্যামাঙ্গীং শশিশেখরাং ত্রিনয়নাং রত্নসিংহাসনস্থিতাং

বেদৈর্বাহুদণ্ডৈরসি-খেটক-পাশাঙ্কুশ-ধরাম্ ॥ ৫

অনন্তর মাতঙ্গী। বামকেশ্বর তন্ত্রে বলিয়াছেন—অনন্তর সর্বসিদ্ধি প্রদা মহাবিদ্যা মাতঙ্গী বিদ্যাকে বলিব। যাঁহার উপাসনা মাত্রের দ্বারা নিশ্চয়ই বাক্‌সিদ্ধি লাভ হয়। ১

প্রথমে প্রণব, তাহার পর মায়া (হ্রীং), কামবীজ (ক্লীং), কূর্চবীজ (হুং), ঙেবিভক্তি যুক্তা মাতঙ্গী অর্থাৎ মাতঙ্গ্যৈ, অস্ত্রং (ফট্) ও অন্তে বহ্নিজায়া (স্বাহা)। ইহাই মাতঙ্গীর মন্ত্র। তাহাতে মন্ত্রটী হয়—ওঁ হ্রীং ক্লীং হুং মাতঙ্গ্যৈ ফট্ স্বাহা। ২

এই বিদ্যার দক্ষিণামূর্ত্তি ঋষি, বিরাট্ ছন্দঃ, মাতঙ্গী দেবতা সর্বার্থ-সিদ্ধির জন্য ইহার বিনিয়োগ হয়।

মন্ত্রী সমাহিত হইয়া অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করিবে। প্রণবাদি ষড়্দীর্ঘ যুক্ত মায়াবীজের দ্বারা অঙ্গমন্ত্রের কল্পনা করিবে। ৩

মাতঙ্গীর পূজা যন্ত্র। মন্ত্রবিৎ পূজক ষট্‌কোণ ও অষ্টদল পদ্মযুক্ত মনোহর যন্ত্র লিখিবে। এই যন্ত্রে জবাপুষ্পের দ্বারা পূজা কর্ত্তব্য। ৪

পূর্বাদি আটটি দলে রতি, প্রীতি, মনোভবা, ক্রিয়া, শুদ্ধা, অনঙ্গকুসুমা, অনঙ্গমদনা ও মদনালসা—এই অষ্টশক্তিকে পূজা করিয়া ধ্যান করিবেন। ধ্যানের অর্থ—শ্যামাঙ্গী চন্দ্রশেখরা, ত্রিনয়না, রত্নসিংহাসনে অবস্থিতা, বেদ (চারি) বাহু-দণ্ডের দ্বারা অসি, খেটক, পাশ ও অঙ্কুশধরা মাতঙ্গীকে ধ্যান করিবে। ৫

এবং ধ্যাত্বা পূজয়েৎ। অস্যাঃ পুরশ্চরণং ষট্‌সহস্রজপঃ।

পুরশ্চরণকালে তু ষট্‌সহস্রং মনুং জপেৎ।
তদ্দশাংশং হুনেদাজ্যৈঃ শর্করা-মধুভিঃ সহ ॥
ব্রহ্মবৃক্ষোদ্ভবৈঃ কাষ্ঠৈঃ সাধকঃ শক্তিভিঃ সহ[১] ॥ ৬

রত্যাদ্যষ্ট-শক্তিভিঃ সহ মূলদেব্যা হোমং কুর্য্যাদিতি সমুদায়ার্থঃ। অস্যাঃ পুরশ্চরণান্তে প্রয়োগঃ ॥ ৭

চতুষ্পথে শ্মশানে বা কলামধ্যে চ মান্ত্রিকঃ।
মৎস্যং মাংসং পায়সঞ্চ দদ্যাদ্ ধূপঞ্চ গুগ্‌গুলুম্ ॥ ৮
রাত্রি-যোগেন কর্ত্তব্যং সদা পূর্ণশ্চ সাধকঃ।
এবং প্রয়োগমাত্রেণ কবিতা জায়তে ধ্রুবম্ ॥ ৯
অগ্নিস্তম্ভং জলস্তম্ভং বাক্‌স্তম্ভং কারয়েদ্ ধ্রুবম্।
শাস্ত্রে বাদে কবিত্বে চ বৃহস্পতিরিবাপরঃ ॥ ১০
অনেনৈব বিধানেন মাতঙ্গী সিদ্ধিদায়িনী।
নূনং তদ্ গৃহমাগত্য কুবেরো দীয়তে বসু।
বিনা মৎস্যৈর্বিনা মাংসৈর্নার্চয়েৎ পরদেবতাম্ ॥ ১১

ইতি মাতঙ্গী-প্রকরণম্।

এই বিদ্যার পুরশ্চরণ ছয় সহস্র মন্ত্র জপ। তন্ত্রে বলিয়াছেন—পুরশ্চরণকালে ছয় সহস্র মন্ত্র জপ করিবে। শর্করা ও মধুর সহিত আজ্যের দ্বারা জপের দশাংশ হোম করিবে। সাধক ব্রহ্মবৃক্ষের (পলাশের) কাষ্ঠের দ্বারা শক্তিগণের সহিত দেবীর হোম করিবেন। ৬

রতি প্রভৃতি অষ্টশক্তির সহিত মূলদেবীর হোম করিবেন। ইহাই সমুদায় বাক্যের অর্থ। এই মন্ত্রের পুরশ্চরণের শেষে প্রয়োগ কর্ত্তব্য। ৭

মন্ত্রবিৎ সাধক চতুষ্পথে, শ্মশানে অথবা কলামধ্যে (স্ত্রীমধ্যে) ধূপ, গুগ্‌গুলু, মৎস্য, মাংস ও পায়স দিবে। রাত্রিকালে ইহার প্রয়োগ কর্ত্তব্য। ইহাতে সাধক পূর্ণ হয়। এইরূপ প্রয়োগ মাত্রের দ্বারা নিশ্চয় কবিত্ব জন্মে। অগ্নিস্তম্ভ, জলস্তম্ভ ও বাক্‌স্তম্ভ অবশ্যই করায়। শাস্ত্রে, বাদে ও কবিত্বে দ্বিতীয় বৃহস্পতির ন্যায় হয়। ৮-১০

এই বিধানের দ্বারাই মাতঙ্গী সিদ্ধিদায়িনী হন। কুবের মাতঙ্গী-সাধকের গৃহে আসিয়া অবশ্যই ধন প্রদান করেন। এই পরদেবতাকে মৎস্য বিনা মাংস বিনা অর্চনা করিবে না। মাতঙ্গী প্রকরণ সমাপ্ত। ১১

১। খ—সহ। অস্যাঃ পুরশ্চরণান্তে।

অথোচ্ছিষ্টচণ্ডালিনী।

ফেৎকারিণ্যাম্—উক্ত্বা চোচ্ছিষ্টশব্দন্ত তথা চাণ্ডালিনীতি[১] চ।

সুমুখীতি ততো দেবীং কীর্ত্তয়েত্তদনন্তরম্ ॥ ১২

মহাপিশাচিনীং পশ্চাল্লজ্জাবীজন্ততঃ পরম্।

নাদবিন্দু-সমাক্রান্তং ঠকার-ত্রিতয়ং[২] ততঃ।

সবিসর্গং মহাদেবি! সর্বসিদ্ধি-প্রদায়কম্ ॥ ১৩

তথাচ—উচ্ছিষ্ট-চাণ্ডালিনী সুমুখী দেবী মহাপিশাচিনী হ্রীঁ ঠঁঃ ঠঁঃ ঠঁঃ[৩]। ১৪

অথ মন্ত্রান্তরম্[৪]। তদুক্তং তন্ত্রান্তরে—

অথবোচ্ছিষ্ট-চাণ্ডালি মাতঙ্গি-পদমীরয়েৎ।

ততঃ সর্ববশঙ্কান্তে করি! হৃদ্বহ্নিবল্লভা।

একোনবিংশতির্বর্ণৈঃ সর্বসিদ্ধি-করো ভবেৎ ॥ ১৫ ইতি।

উচ্ছিষ্ট-চাণ্ডালি! মাতঙ্গি। সর্ববশঙ্করি! নমঃ স্বাহা ॥ ইত্যূনবিংশত্যক্ষরম্। ১৬

অনন্তর উচ্ছিষ্ট চাণ্ডালিনী। ফেৎকারিণী তন্ত্রে বলিয়াছেন—উচ্ছিষ্ট বলিয়া চাণ্ডালিনী এই পদ, সুমুখী এই পদ, তাহার পর দেবীপদ বলিবে। তাহার অনন্তর মহাপিশাচিনী পদ, পরে লজ্জাবীজ (হ্রীং), তাহার পর নাদবিন্দু যুক্ত সবিসর্গ ঠকার তিনটি লিখিবে। হে মহাদেবি! ইহা সর্বসিদ্ধি প্রদায়ক। ১২-১৩

তাহা হইলে মন্ত্রটি হয়—উচ্ছিষ্ট-চণ্ডালিনী সুমুখী দেবী মহাপিশাচিনী হ্রীং ঠঃ ঠঃ ঠঃ। ১৪

অনন্তর উচ্ছিষ্ট-চাণ্ডালিনীর মন্ত্রান্তর কথিত হইতেছে। তন্ত্রান্তরে তাহা উক্ত হইয়াছে যে—

অথবা উচ্ছিষ্ট-চাণ্ডালি! মাতঙ্গি! পদ উচ্চারণ করিবে। তাহার পর সর্ববশং পদের অন্তে করি! পদ, হৃৎ (নমঃ) পদ ও বহ্নিবল্লভা (স্বাহা)। এই একোনবিংশতি (১৯) বর্ণের দ্বারা গঠিত এই মন্ত্র সর্বসিদ্ধিকর হয়। ১৫

তাহা হইলে—উচ্ছিষ্ট-চাণ্ডালি! মাতঙ্গি! সর্ববশঙ্করি! নমঃ স্বাহা—এই ঊনবিংশতি অক্ষরের মন্ত্র। ১৬

১। ক—তথা চণ্ডালিনীতি। ২। খ—ঠকারত্রিতয়ং ততঃ। ৩। খ—হ্রীং ঠঃ ঠঃ।
৪। খ—মন্ত্রান্তরম্। উচ্ছিষ্টচাণ্ডালি মাতঙ্গি সর্ববশঙ্করি নমঃ স্বাহা। মন্ত্রান্তরং বাগ্‌ভবং মায়া।

অথবা—বাগ্‌ভবং মায়া কামঃ সৌঃ ঐঁ জ্যেষ্ঠ-মাতঙ্গি ! নমামি উচ্ছিষ্ট-চাণ্ডালি ! ত্রৈলোক্য-বশঙ্করি ! স্বাহা[১]। ইত্যষ্ট-বিংশত্যক্ষরী। ইয়মাদি-বাগ্‌ভব-রহিতা সতী কূর্চাদ্যা চ ভবতি। মন্ত্রদেবপ্রকাশিকায়াম্ (১৭)—

ইমাং বিদ্যাং জপেশানি ! চাপরাং হুং-সমন্বিতাম্।
ইয়ং বিদ্যা মহাবিদ্যা সর্বপাপাপহারিণী ॥ ১৮
সুখদা মোক্ষদা চৈব রাজ্য-সৌভাগ্য-দায়িকা।
যাং যাং প্রার্থয়তে সিদ্ধিং হঠাৎ তাং তামবাপ্নুয়াৎ[২] ॥ ১৯
বিধানঞ্চ প্রবক্ষ্যামি শৃণু দেবি ! বরাননে ! ।
ভোজনানন্তরং দেবি ! বিনৈবাচমনে কৃতে ॥ ২০
বলিং দদ্যাৎ প্রথমতো মূলমন্ত্রেণ সাধকঃ।
ততো মন্ত্রং জপেদ্ ধ্যাত্বা দেবীং তামিষ্ট-সিদ্ধয়ে ॥ ২১

বলিমপ্যুচ্ছিষ্টেন। ধ্যানন্তু—

শবোপরি সমাসীনাং রক্তাম্বর-পরিচ্ছদাম্।
রক্তালঙ্কার-সংযুক্তাং গুঞ্জাহার-বিভূষিতাম্ ॥ ২২

অথবা বাগ্‌ভব (ঐং), মায়া (হ্রীং), কাম (ক্লীং), সৌঃ ঐং জ্যেষ্ঠ-মাতঙ্গি ! নমামি উচ্ছিষ্ট-চাণ্ডালি ! ত্রৈলোক্যবশঙ্করি ! স্বাহা—ইহা অষ্টাবিংশত্যক্ষরী বিদ্যা। এই বিদ্যা প্রথমে বাগ্‌ভব বীজ রহিত হইয়া কূর্চ বীজাদিও হয়। মন্ত্রদেব-প্রকাশিকায় বলিয়াছেন (১৭)—

হে ঈশানি ! হুং-সমন্বিতা অপরা এই বিদ্যাকে জপ কর। এই বিদ্যা মহাবিদ্যা ও সমস্ত পাপের বিনাশিকা, সুখদা, মোক্ষদা, রাজ্য ও সৌভাগ্য দায়িনী। যে ব্যক্তি যে সিদ্ধি প্রার্থনা করে, সেই ব্যক্তি সেই সিদ্ধি হঠাৎ লাভ করে। ১৮-১৯

হে দেবি ! বরাননে ! ইহার বিধান বলিতেছি, শ্রবণ কর। হে দেবি ! সাধক ভোজনের অনন্তর আচমন বিনাই প্রথমতঃ মূলমন্ত্রের দ্বারা বলি দিবে। তাহার পর ইষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত দেবীকে ধ্যান করিয়া মন্ত্র জপ করিবে। উচ্ছিষ্টের দ্বারা বলি দিবে। ২০-২১

ধ্যানের অর্থ—মন্ত্রবিৎ শ্রেষ্ঠ শবের উপরে সমাসীনা, রক্তবস্ত্র পরিহিতা, রক্তালঙ্কারে ভূষিতা, গুঞ্জাহারে মণ্ডিতা, ষোড়শবর্ষীয়া যুবতী, পীন ও উন্নত স্তন-ধারিণী,

---

১। খ—স্বাহা। ইয়ং বিদ্যা মহাবিদ্যা। ২। খ—শ্লোকার্দ্ধোঽয়ং নাস্তি।

ষোড়শাব্দাঞ্চ যুবতীং পীনোন্নত-পয়োধরাম্ ।
কপাল-কর্ত্তৃকাহস্তাং পরাং জ্যোতিঃ-স্বরূপিণীম্ ।
বামদক্ষিণযোগেন ধ্যায়েন্মন্ত্র-বিত্তমঃ ॥ ২৩

তথা— উচ্ছিষ্টেন বলিং দত্ত্বা জপেৎ তদ্গতমানসঃ ।
উচ্ছিষ্টেন চ কর্ত্তব্যো জাপোঽস্যাঃ সিদ্ধিমিচ্ছতা ।
উচ্ছিষ্টে জপমানস্য জায়ন্তে সর্ব-সিদ্ধয়ঃ[১] ॥ ২৪
অপরঞ্চ প্রবক্ষ্যামি শৃণু দেবি ! ফলপ্রদম্ ।
হোমঞ্চ তর্পণং চৈব সর্বকামার্থ-সিদ্ধয়ে ॥ ২৫
স্থণ্ডিলে মণ্ডলং কৃত্বা চতুরস্রং সমন্ততঃ ।
পূজয়েন্ মণ্ডলং দেবি ? মূলমন্ত্রেণ সাধকঃ ॥ ২৬

স্থণ্ডিলে চতুরস্রমণ্ডলং কৃত্বা মূলমুচ্চার্য্য ওঁ মণ্ডলায় নমঃ ইতি মণ্ডলমভ্যর্চ্য বহ্নিস্বরূপাং[২] দেবতাং ধ্যাত্বা জুহুয়াৎ । তথা চ—

ততো দেবীং সমাধায় বহ্নিরূপাং ব্যবস্থিতাম্ ।
দেবীং ধ্যাত্বা চরেদ্ধোমং দধি-সিদ্ধার্থ-তণ্ডুলৈঃ ।
সহস্র-মাত্র-হোমেন রাজা চ বশগো ভবেৎ ॥

হস্তে কপাল ও কর্ত্রিকা-ধারিণী, পরা, জ্যোতিঃ-স্বরূপিণী উচ্ছিষ্ট চাণ্ডালিনীকে বাম ও দক্ষিণ মার্গে ধ্যান করিবে । ২২-২৩

সেইরূপ আরও বলিয়াছেন—উচ্ছিষ্ট দ্রব্যের দ্বারা বলি দিয়া তদ্গত-চিত্ত হইয়া জপ করিবে। সিদ্ধিকামী সাধক উচ্ছিষ্ট মুখেই এই বিদ্যার জপ করিবে। উচ্ছিষ্ট মুখে জপকারী ব্যক্তির সমস্ত সিদ্ধি জন্মে । ২৪

হে দেবি ! ফলপ্রদ অপর বিধি বলিতেছি, শ্রবণ কর । সমস্ত কামনার সিদ্ধির জন্য হোম ও তর্পণ করিবে। হে দেবি ! স্থণ্ডিলে চারিদিকে চতুরস্র মণ্ডল করিয়া সাধক মূলমন্ত্রে উচ্ছিষ্ট চাণ্ডালিনী দেবীকে পূজা করিবে । ২৫-২৬

স্থণ্ডিলে চতুরস্র মণ্ডল করিয়া মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ওঁ স্থণ্ডিলায় নমঃ এই মন্ত্রে মণ্ডলকে অর্চনা করিয়া দেবতাকে বহ্নিস্বরূপ ধ্যান করিয়া হোম করিবেন। তাহাই উক্ত হইয়াছে যে—

তাহার পর সেই চতুরস্র মণ্ডলে বহ্নিরূপে ব্যবস্থিতা দেবীর আধান করিয়া

১। খ—সিদ্ধয়ঃ। স্থণ্ডিলে চতুরস্র মণ্ডলং। ২। খ—বহ্নিস্বরূপাং ব্যবস্থিতাং। দেবীং ধ্যাত্বা চরেদ্।

মার্জারস্য তু মাংসেন দেব্যা হোমং সমাচরেৎ।
স প্রাপ্নোতি পরাং বিদ্যাং সর্বশাস্ত্র-বশীকৃতাম্ ॥ ২৭
ছাগ-মাংসেন হোমেন ভবন্তি কুল-সিদ্ধয়ঃ।
বিদ্যা-কামশ্চরেদ্ধোমং শর্করা-ঘৃতৈ-পায়সৈঃ।
নূনং তস্য ভবন্ত্যেব সদ্যো বিদ্যাশ্চতুর্দ্দশ ॥ ২৮
বিল্বপত্রৈস্ত্রিমধ্বক্তৈর্মাসমেকং সমাহিতঃ।
বন্ধ্যাপি লভতে পুত্রং চিরজীবিনমুত্তমম্ ॥ ২৯
কর্কন্ধু-কুসুমং হুত্বা রক্তং মধু-সমন্বিতম্।
দুর্ভগায়া হঠাদ্দেবি! সৌভাগ্যং শুভদায়কম্ ॥ ৩০
রজস্বলায়া বস্ত্রেণ মধুনা পায়সেন চ।
হোমং কৃত্বা মহাদেবি! ত্রৈলোক্যং বশমানয়েৎ ॥ ৩১
ইত্যেষা কথিতা দেবি! সর্বপাপপ্রণাশিনী।
উচ্ছিষ্টে দূষণং ত্যক্ত্বা অপবিত্রো জপেদ্ ধ্রুবম্ ॥ ৩২

অত্র যদ্যপি পুরশ্চরণং নোক্তং, তথাপ্যষ্টোত্তর-সহস্রং জপঃ তদ্দশাংশেন হোমাদিকঞ্চ বোধ্যম্। তথা চ (৩৩)—

দেবীকে ধ্যান করিয়া দধি, সিদ্ধার্থ ও তণ্ডুলের দ্বারা হোম করিবেন। সহস্রমাত্র হোমের দ্বারা রাজা বশবর্তী হইবেন।

মার্জারের মাংসের দ্বারা দেবীর হোম করিবেন। সে সর্বশাস্ত্র বশীকৃতা পরা বিদ্যাকে লাভ করে। ছাগমাংসের হোমের দ্বারা কুলসিদ্ধিসমূহ হইয়া থাকে। বিদ্যাকামী সাধক শর্করা, ঘৃত ও পায়সের দ্বারা হোম করিবে। তৎক্ষণাৎ তাহার চতুর্দশ বিদ্যালাভ অবশ্যই হইয়া থাকে। ২৭-২৮

ত্রিমধুরাপ্লুত বিল্ব পত্রের দ্বারা সমাহিত হইয়া এক মাস হোম করিবে। বন্ধ্যাও চিরজীবী উত্তম পুত্র লাভ করে। হে দেবি! রক্ত ও মধু সংযুক্ত কর্কন্ধু পুষ্প হোম করিয়া দুর্ভাগার হঠাৎ শুভদায়ক সৌভাগ্য জন্মে। ২৯-৩০

হে মহাদেবি। রজঃস্বলার বস্ত্রের দ্বারা, মধু দ্বারা ও পায়সের দ্বারা হোম করিয়া ত্রৈলোক্যকে বশে আনিতে পারিবে। হে দেবি! সর্বপাপপ্রণাশিনী এই বিদ্যা কথিত হইল। উচ্ছিষ্টে দোষ ত্যাগ করিয়া অপবিত্র হইয়া অবশ্য জপ করিবে। ৩১-৩২

যদিও এই স্থলে পুরশ্চরণ উক্ত হয় নাই, তথাপি অষ্টোত্তর সহস্র জপ এবং তাহার দশাংশ হোমাদি কর্ত্তব্য জানিবেন। তাহাই উক্ত হইয়াছে যে (৩৩)—

যেষাং জপে চ হোমে চ সংখ্যা নোক্তা মনীষিভিঃ।

তেষামষ্ট-সহস্রাণি সংখ্যা স্যাজ্জপ-হোময়োঃ ॥ ৩৪ ॥ ইতি।

অষ্টসহস্রমষ্টোত্তরসহস্রমিতি সম্প্রদায়ঃ। আসাং সিদ্ধ-বিদ্যাত্বাৎ পুরশ্চরণং নাস্তীতি কেচিৎ[১]। তন্ন। সিদ্ধবিদ্যানাং পুরশ্চরণস্যোক্তত্বাৎ। ৩৪

ইত্যুচ্ছিষ্টচাণ্ডালিনী-প্রকরণম্।

অথ ধূমাবতী

ফেৎকারিণ্যাং—দান্তাবর্ঘীশ-বিন্দ্বন্তৌ বীজং ধূমাবতী দ্বিঠঃ।

ধূমাবতী-মনুঃ প্রোক্তো বৈরিনিগ্রহ-কারকঃ[২] ॥ ৩৫

তেন ধূঁ ধূঁ ধূমাবতি স্বাহা ইতি সিদ্ধম্। অস্যাঃ পূজা—প্রাতঃ-কৃত্যাদি[৩]-ভূতশুদ্ধাদি-প্রাণায়ামান্তং বিধায় ঋষ্যাদিন্যাসং কুর্য্যাৎ। শিরসি—পিপ্পলাদ ঋষয়ে নমঃ। মুখে—বিরাট্ ছন্দসে নমঃ[৪]। হৃদি—ধূমাবত্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ ॥ ৩৬

ততঃ করাঙ্গন্যাসৌ। ধাঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ধীঁ তর্জনীভ্যাং স্বাহা। ইত্যাদিনা ধাঁ হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদিনা চ। ততো ধ্যায়েৎ (৩৭)—

যে মন্ত্রসমূহের জপে ও হোমে মনীষিগণ কর্তৃক সংখ্যা উক্ত হয় নাই, সেই মন্ত্র সমূহের জপ ও হোম অষ্টসহস্র সংখ্যক উক্ত হইয়াছে।

অষ্টসহস্রং অর্থ—অষ্টোত্তর সহস্র—ইহা সম্প্রদায়গণ বলেন। এই বিদ্যাগুলি সিদ্ধ বিদ্যা বলিয়া পুরশ্চরণ নাই, ইহা কেহ কেহ বলেন। তাহা সঙ্গত নহে, যেহেতু সিদ্ধ বিদ্যাসমূহের পুরশ্চরণ উক্ত হইয়াছে। উচ্ছিষ্ট চাণ্ডালিনীর প্রকরণ সমাপ্ত হইল। ৩৪

অনন্তর ধূমাবতী। ফেৎকারিণী তন্ত্রে বলিয়াছেন—অর্ঘীশ (উ) ও বিন্দু অন্ত দুইটি দান্ত ধবর্ণ (ধূং ধূং), তাহার পর ধূমাবতি ও দ্বিঠ (স্বাহা)। বৈরিনিগ্রহকারক এই ধূমাবতী মন্ত্র কথিত হইয়াছে। ৩৫

তাহাতে ধূং ধূং ধূমাবতি স্বাহা এই মন্ত্র সিদ্ধ হয়। এই বিদ্যার পূজা প্রয়োগ—প্রাতঃকৃত্যাদি ভূতশুদ্ধি প্রভৃতি হইতে প্রাণায়াম পর্য্যন্ত করিয়া ঋষ্যাদি ন্যাস করিবেন। যথা মস্তকে —ওঁ পিপ্পলাদ ঋষয়ে নমঃ। মুখে—ওঁ বিরাট্ছন্দসে নমঃ। হৃদয়ে ওঁ ধূমাবত্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ। ৩৬

তাহার পর করাঙ্গন্যাস। যথা—ওঁ ধাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ওঁ ধীং তর্জনীভ্যাং

১। খ—নাস্তীতি বহবঃ। ২। খ—কারকঃ। অস্যাঃ পূজা। ৩। খ—প্রাতঃ কৃত্যাদিকং কৃত্বা ভূতশুদ্ধি প্রাণায়ামৌ চ কৃত্বা ঋষ্যাদি। ৪। খ—নমঃ। ততঃ করাঙ্গন্যাসৌ।

বিবর্ণা চঞ্চলা কৃষ্ণা দীর্ঘা চ মলিনাম্বরা।
বিমুক্ত-কুন্তলা রুক্ষা বিধবা বিরল-দ্বিজা ॥ ৩৮
কাকধ্বজ-রথারূঢ়া বিলম্বিত-পয়োধরা।
শূর্পহস্তাঽতিরুক্ষাক্ষী[1] ধৃতহস্তা বরান্বিতা ॥ ৩৯
প্রবৃদ্ধ-ঘোণা তু ভৃশং কুটিলা কুটিলেক্ষণা।
ক্ষুৎ-পিপাসার্দ্দিতা নিত্যং ভয়দা কলহাস্পদা ॥ ৪০

বিরলদ্বিজা—বিরলদন্তা।

জপেৎ কৃষ্ণ-চতুর্দ্দশ্যাং পুরশ্চরণ-সিদ্ধয়ে।
উপবাসরতো মন্ত্রী শূন্যাগারে দিবানিশম্ ॥ ৪১
শ্মশানে বিপিনে বাপি জপেল্লক্ষন্তু বাগ্‌যতঃ।
সোষ্ণীশ আর্দ্রবাসাশ্চ পুরশ্চরণ-কর্ম্মণি ॥ ৪২
আখ্যোপরি লিখেন্মন্ত্রং তস্মিন্ স্থাপ্য শিবং যজেৎ[2]।
অবষ্টভ্য শিবং শত্রু-নাম্না তু প্রজপেন্মনুম্ ॥ ৪৩
সহস্রস্যার্দ্ধতঃ শত্রুর্জ্জ্বরেণ পরিভূয়তে।

স্বাহা ইত্যাদি প্রকারে করন্যাস ও ধাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি প্রকারে অঙ্গন্যাস করিয়া ধ্যান করিবেন। ৩৭

বিবর্ণা, চঞ্চলা, কৃষ্ণা, দীর্ঘা, মলিনবসনা, বিমুক্তকেশা, রুক্ষা, বিধবা, বিরলদন্তা কাকধ্বজ রথে আরূঢ়া বিশেষভাবে লম্বিত-স্তনধারিণী শূর্পহস্তা অতিরুক্ষনয়না, কম্পিত-হস্তা বরমুদ্রাধারিণী, দীর্ঘনাসিকা, অত্যন্ত কুটিলা, কুটিলনয়না, সর্বদা ক্ষুৎ-পিপাসায় পীড়িতা, ভয়প্রদা, কলহপ্রিয়া। ধূমাবতীতে ধ্যান করিবে। ৩৮-৪০

বিরলদ্বিজা—বিরল দন্তা। পুরশ্চরণ সিদ্ধির জন্য মন্ত্রজ্ঞ সাধক উপবাসী হইয়া শূন্যগৃহে কৃষ্ণ চতুর্দশীতে দিবারাত্রিতে জপ করিবে। ৪১

শ্মশানে অথবা অরণ্যে আর্দ্র বস্ত্র পরিধান করিয়া ও উষ্ণীশ ধারণ করিয়া পুরশ্চরণ কার্য্যে বাক্‌যত হইয়া লক্ষ মন্ত্র জপ করিবে।

শত্রুনামের উপরে মন্ত্র লিখিবে। তাহার উপর শিবস্থাপন করিয়া পূজা করিবে। সেই মন্ত্রকে অবষ্টম্ভ (অবলম্বন) করিয়া শত্রুনামের সহিত মন্ত্র জপ করিবে। সহস্রার্দ্ধ

১। খ—শূর্পহস্তাতিরুক্ষাক্ষা। ২। খ—যজেৎ। অমুকং রিপুং নাশয়েত্যাকারায়া লিখিতায়া আখ্যায়া উপরি মূলমন্ত্রং বিলিখ্য তত্র শিবমাধায় যজেদিত্যর্থঃ। তথাচ অবষ্টভ্য।

পঞ্চগব্যেন শান্তিঃ স্যাজ্জ্বরস্য পয়সাপি বা[১] ॥ ৪৪

আখ্যোপরি—রিপুনামোপরি। তস্মিন্মন্ত্রে অবষ্টভ্যালম্ব্য শত্রুনাম্না সহ মন্ত্রং জপেৎ। শত্রুনাম-সাহিত্যঞ্চ অমুকমুৎসাদয়েতি শত্রুনামোত্তরযোগঃ। পঞ্চগব্যেন পয়সা বা জুহুয়াৎ। জ্বরিণমভিষিঞ্চেদিহ জ্বরস্য শান্তির্ভবতীত্যর্থঃ।৪৫

তথা— কৃত্বা মন্ত্রে রিপোরাখ্যামরণ্যে যামিনীদলে।

উৎসাদো জায়তে শত্রোর্মনোরযুতজাপতঃ[২] ॥ ৪৬

অমুকমুৎসাদয় ইত্যনন্তরং মন্ত্রং সংযোজ্য যামিনীদলেহর্দ্ধরাত্রে মন্ত্রস্যাযুত-জপতঃ শত্রোরুন্মূলনং ভবতি। ৪৭

তথা— দগ্ধ্বা কাকং শ্মশানাগ্নৌ তদ্ভস্মাদায় মন্ত্রিতম্।

বিরোধিনামষ্টাশাসু সদ্য উচ্চাটনং রিপোঃ ॥ ৪৮

যামিনী হরিদ্রা। তথা হরিদ্রাপত্রে মন্ত্রং বিলিখ্য রিপোরাখ্যাং অমুকং রিপুং নাশয়েতি স্বরূপাং বিলিখ্য এতাদৃশমন্ত্রমযুতং জপেদিত্যর্থঃ।[৩]

জপ হইলেই শত্রু জ্বরের দ্বারা অভিভূত হয়। পঞ্চগব্য অথবা দুগ্ধের দ্বারা হোম করিলে জ্বরের শান্তি হয়। ৪৩-৪৪

আখ্যোপরি—শত্রুনামের উপরে। সেই মন্ত্রে অবষ্টম্ভ অর্থাৎ অবলম্বন করিয়া শত্রুর নামের সহিত মন্ত্র জপ করিবে। শত্রু নামের সাহিত্য হইতেছে—অমুকম্ উৎসাদয় এইটির শত্রুনামের পর যোগ। পঞ্চগব্য দ্বারা অথবা দুগ্ধ দ্বারা হোম করিবে। জ্বর পীড়িত ব্যক্তিকে অভিষেক করিলে সঙ্গে সঙ্গে জ্বরের শান্তি হইবে। এই অর্থ। ৪৫

সেইরূপ আরও উক্ত হইয়াছে—অরণ্যে যামিনীদলে (হরিদ্রাপত্রে) মন্ত্রে শত্রুর নাম লিখিয়া অযুত মন্ত্র জপ করিলে শত্রুর অবসাদ জন্মে। ৪৬

অমুকম্ উৎসাদয় ইহার পর মন্ত্র যোগ করিয়া যামিনীদলে হরিদ্রাপত্রে লিখিত মন্ত্রের অযুত জপের দ্বারা শত্রুর উন্মূলন হয়। ৪৭

সেইরূপ আরও উক্ত হইয়াছে—শ্মশানের অগ্নি দ্বারা কাককে দগ্ধ করিয়া তাহার ভস্ম আনিয়া মন্ত্রের দ্বারা অষ্টোত্তর শতবার তাহাকে মন্ত্রিত করিয়া শত্রুর আট দিকে নিক্ষেপ করিবে। ৪৮

১। খ—পয়সাপি বা। পূর্ববৎ পঞ্চোপচারৈঃ সম্পূজ্য শত্রুনাম্না শিবমবষ্টভ্য বক্ষ্যমাণবিন্যাং আদ্যন্তমন্ত্রেষু সমুদায়মন্ত্রারভ্য শত্রুনামলিখনযুক্তং কৃত্বা পঞ্চশতং মূলমন্ত্রং জপেদিত্যর্থঃ। তথা কৃত্বা মন্ত্রে। ২। খ—অযুতজাপতঃ। দগ্ধা কাকং। ৩। ক—যামিনীত্যাদীত্যর্থঃ ইত্যন্তঃ পাঠো নাস্তি।

মন্ত্রিতমিতি অষ্টোত্তরশতেনেত্যর্থঃ। তথাচ হরিদ্রাপত্রে শত্রোর্নাম লিখিত্বা[১] শত্রূণামষ্টাশাস্বষ্টদিক্ষু ক্ষিপেদিত্যর্থঃ॥ ৪৯

তথা— শ্মশান-ভস্মনা কৃত্বা শিবং তস্যোপরি ন্যসেৎ।
বিরোধি-নাম-সংরুদ্ধং কৃষ্ণপক্ষে সমর্চয়েৎ॥ ৫০

তস্য শিবস্য উপরি বিরোধি-নাম লিখেদিত্যর্থঃ। নাম কীদৃক্? সংরুদ্ধং আদ্যন্ত-মধ্যেষু যোজিতম্ অর্থাৎ সমুদায়-মূলমন্ত্রেণেত্যর্থঃ। যথা—নাম্ন আদ্যন্তমধ্যেষু মন্ত্রঃ স্যাদ্রোধনং তথেতি রোধন-লক্ষণমুক্তম্॥ ৫১

মহিষীক্ষীর-ধূপঞ্চ যদ্ যৎ শত্রুবিপৎ-করম্।
মহিষীরূপমাসাদ্য স্বপ্নে শত্রুং বিনাশয়েৎ॥ ৫২

মহিষীক্ষীরধূপঞ্চেতি শত্রোর্বিপন্নক্ষত্রং যৎ, তদাহৃতা যা ওষধিস্তয়া মহিষী-ক্ষীরযোগাদ্ ধূপং কৃত্বা দাহ্য ইত্যর্থঃ॥ ৫৩

যামিনী হরিদ্রা। তাহা হইলে হরিদ্রাপত্রে মন্ত্র লিখিয়া "অমুকং নাশয়" এইরূপ শত্রুর নাম লিখিয়া এইরূপ মন্ত্র অযুত জপ করিব—এই অর্থ।

মন্ত্রিতং কথার অর্থ—মন্ত্রের দ্বারা অষ্টোত্তর শত বার মন্ত্রিত। তাহা হইলে হরিদ্রাপত্রে শত্রুর নাম লিখিয়া শত্রুগণের আট দিকে নিক্ষেপ করিবে—এই অর্থ। ৪৯

সেইরূপ আরও উক্ত হইয়াছে—শ্মশানভস্মের দ্বারা শিব নির্মাণ করিয়া তাহার উপরে সংরুদ্ধ (আদি, মধ্য ও অন্তে মন্ত্রযুক্ত) শত্রুর নাম লিখিবে। কৃষ্ণপক্ষে সম্যক্‌ভাবে অর্চনা করিবে। ৫০

সেই শিবের উপরে শত্রুর নাম লিখিবে, এই অর্থ। নামটি কিরূপ? সরুদ্ধ নাম। আদি, মধ্য ও অন্তে সমুদায়মন্ত্রের দ্বারা যোজিত—এই অর্থ। যেমন—নামের আদি, অধ্য ও অন্তে মন্ত্র হইবে। সেইরূপই রোধন। এই রোধনের লক্ষণ উক্ত হইয়াছে। ৫১

সেইরূপ আরও উক্ত হইয়াছে—শত্রুর বিপৎকর যে নক্ষত্র, সে নক্ষত্রে মহিষীক্ষীর যুক্ত ধূপ করিয়া পোড়াইবে। দেবী স্বপ্নে মহিষীর রূপ ধরিয়া শত্রুকে বিনাশ করান। ৫২

মহিষীক্ষীর-ধূপঞ্চ ইহার অর্থ—শত্রুর যে বিপৎ নক্ষত্র, সেই বিপৎ নক্ষত্রে আহৃত ঔষধির সহিত মহিষীর দুগ্ধ মিশাইয়া ধূপ করিয়া দাহ করিবে। ৫৩

১। ক—তথাচেত্যাদি লিখিত্বে-ত্যন্তপাঠো নাস্তি।

মন্ত্রেণানেন লিখনেৎ তদ্ভস্ম রিপুমন্দিরে।
শত্রুমুচ্চাটয়েন্ নূনং নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥ ৫৪

মন্ত্রেণেতি মূলমুচ্চার্য্যামুকং নাশয়েতি মন্ত্রেণেত্যর্থঃ। তদ্ভস্মেতি চিতাভস্ম ধূপ-ভস্ম বেত্যর্থঃ॥ ৫৫

শ্মশান-ভস্মনা লিঙ্গং কৃত্বা পুষ্পাদিনার্চয়েৎ।
ভগবন্নিতি সমাভাষ্য মনসা কর্ম চিন্তয়ন্॥ ৫৬
নিম্ব-কাকচ্ছদাবেকীকৃত্য চাষ্টশতং জপেৎ।
দদ্যাদ্ ধূপং সাধ্যনাম্না সদ্যো বিদ্বেষয়েদরীন্॥ ৫৭

অস্যার্থঃ—নিম্ব-কাকপক্ষাবেকীকৃত্য তদুপরি অষ্টোত্তরশতং জপ্তা তেন দ্রব্যেণামুকং দ্বেষয় দ্বেষয় ইত্যুচ্চার্য্য মূলচ্চার্য্য চ ধূপং দদ্যাৎ। ৫৮

তথা— চিতিকাষ্ঠানলে ক্ষীর-হোমাচ্ছান্তিং সদা ভবেৎ। ৫৯

তথা— রজো-ধূপপ্রদানেন গৃধ্ররূপেণ কালিকা।
মারয়ত্যরিমাগত্য শান্তির্নির্মাল্য-ধূপতঃ॥ ৬০

সেই ভস্ম এই মন্ত্রের দ্বারা শত্রুর গৃহে পুতিয়া দিবে। ইহা অবশ্যই শত্রুকে উচ্চাটন করিবে। ইহাতে সন্দেহ করিবে না। ৫৪

মন্ত্রেণ কথার অর্থ—মূল মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া অমুকং নাশয় বলিলে যে মন্ত্র হইবে, তাহা দ্বারা। তদ্ভস্ম অর্থ—চিতাভস্ম অথবা ধূপভস্ম। ৫৫

শ্মশান ভস্মের দ্বারা শিবলিঙ্গ করিয়া ভগবন্ এইরূপ সম্বোধন করিয়া মনে মনে কর্ম চিন্তা করিতে করিতে পুষ্পাদি দ্বারা সেই শিবলিঙ্গের অর্চনা করিবে। ৫৬

নিম্ব ও কাকপক্ষ এক করিয়া অষ্টশত মন্ত্র জপ করিবে। তাহার পর সাধ্যের নাম উচ্চারণ করিয়া ধূপ দিবেন। ইহা তৎক্ষণাৎ শত্রুগণকে বিদ্বিষ্ট করিবে। ৫৭

ইহার অর্থ—নিম্ব ও কাকপক্ষ এক করিয়া তাহার উপর ১০৮ বার মন্ত্র জপ করিয়া অমুকং দ্বেষয় দ্বেষয় উচ্চারণ করিয়া মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া সেই দ্রব্যের দ্বারা ধূপ দিবেন। ৫৮

সেইরূপ আরও বলিয়াছেন—চিতিকাঠের অগ্নিতে ক্ষীর হোম করিলে সর্বদা শান্তি হয়। ৫৯

সেইরূপ আরও বলিয়াছেন—শত্রুর পদরজঃ দ্বারা ধূপ প্রদান করিলে কালিকা গৃধ্ররূপে অরির নিকট আসিয়া শত্রুকে মারিয়া ফেলেন। নির্মাল্য দ্বারা নির্মিত ধূপ প্রদান করিলে শান্তি হয়। ৬০

বরাহ-কর্ণধূপেন হন্যাচ্ছূকর-রূপিণী।
অশ্বত্থপত্রধূপেন শান্তির্ভবতি নান্যথা॥ ৬১
শান্তিঃ সর্বাভিচারস্য পঞ্চগব্যেন জায়তে!
ক্ষীরেণ বাপি দেবেশি! মধুর-ত্রিতয়েন বা॥ ৬২

রাজোঽত্র শত্রুপদধূলিঃ॥

কীলে ক্ষীরতরোর্বিদর্ভ্য বিলিখেন্মন্ত্রেণ নামাক্ষরং
জপ্ত্বালিখ্য পদদ্বয়ে তু নিখনেদুচ্চাটনং বিদ্বিষাম্॥
তৎপাদদ্বয়ধূলিকীর্ণ-হবিষা দদ্যাদ্ দ্বিজেভ্যো বলিং
তজ্জপ্‌ত্বা চিতিভস্মকীলিতমরের্গেহে তদুচ্চাটনম্॥ ৬৩

অস্যার্থঃ—ক্ষীরিতরোরশ্বত্থ-বট-পর্কট্যন্যতমস্য কীলে কীলদ্বয়ে মনুষ্যাকার-লিখিতশত্রোঃ পদদ্বয়ে নিখনেৎ। কিং কৃত্বা? নামাক্ষরং মন্ত্রেণ বিদর্ভ্য। বিদর্ভলক্ষণঞ্চ (৬৪)—

দ্বে দ্বে মন্ত্রাক্ষরে যত্র একৈকং সাধ্যনামকম্।
বিদর্ভিতন্তু তৎ প্রোক্তং সর্বরক্ষাকরং পরম্॥ ৬৫

বরাহ কর্ণের দ্বারা নির্মিত ধূপ প্রদান করিলে কালিকা শূকররূপে তাহাকে হত্যা করেন। অশ্বত্থ পত্রের দ্বারা নির্মিত ধূপ প্রদান করিলে শান্তি হয়, অন্য কোন প্রকারে শান্তি হয় না। ৬১

হে দেবেশি! সমস্ত অভিচারের পঞ্চগব্যের দ্বারা দুগ্ধের দ্বারা অথবা মধুর ত্রিতয়ের দ্বারা শান্তি হয়। এ স্থলে রজঃ—শত্রুর পদধূলি। ৬২

ক্ষীর বৃক্ষের কীলকে মন্ত্রের দ্বারা শত্রুর নামাক্ষর বিদর্ভিত করিয়া লিখিবে। তাহাতে অঙ্কিত পদদ্বয়ে এই মন্ত্র-বিদর্ভিত নামাক্ষর লিখিয়া মন্ত্রের দ্বারা জপ করিয়া শত্রুর গৃহে পুতিয়া দিবে। তাহাতে বিদ্বিষ্ট শত্রুগণের উচ্চাটন হইবে। সেই বিদ্বিষ্ট শত্রুর পদদ্বয়ের ধূলি মিশ্রিত হবির সহিত পক্ষিগণকে বলি দিবেন। সেই মন্ত্রকে জপ করিয়া চিতাভস্মকে শত্রুর গৃহে কীলিত (প্রোথিত) করিবে। তাহাতে শত্রুর উচ্চাটন হইবে। ৬৩

এই শ্লোকের অর্থ—ক্ষীরবৃক্ষ বট, অশ্বত্থ, পর্কটী (পাকুড়) ইহাদের অন্যতম বৃক্ষের কীল অর্থাৎ কীলদ্বয়ে মনুষ্যাকারে লিখিত (অঙ্কিত) শত্রুর পদদ্বয়ে অঙ্কন করিবে। কি করিয়া অঙ্কন করিবে? নামের অক্ষর বিদর্ভিত করিয়া। বিদর্ভের লক্ষণ হইতেছে (৬৪)—

তথা— মন্ত্রার্ণদ্বয়-মধ্যস্থং সাধ্যনামাক্ষরং লিখেৎ।
বিদর্ভ এষ বিজ্ঞেয় ইতি চ। ৬৬

তথা চ—আদৌ মন্ত্রাক্ষরদ্বয়ং ততঃ সাধ্যাক্ষরমেকং পুনর্মন্ত্রাক্ষরদ্বয়ং ততঃ সাধ্যাক্ষরমেকং এবং ক্রমেণ যাবদক্ষরসমাপ্তিং লিখেৎ। অত্র মন্ত্রাদীনাং দ্বয়োরক্ষরয়োরন্তরে সাধ্যনামাক্ষরদ্বয়ং যোজয়েৎ। সাধ্যাক্ষরয়োর্দ্বয়োরন্তরে চ মন্ত্রাণামেকৈকাক্ষরং যোজয়েদিতি সুভগানন্দঃ। দ্বিজেভ্য ইতি পক্ষিভ্য ইত্যর্থঃ। ইতি ধূমাবতীপ্রকরণম্ ॥ ৬৭

অথ কর্ণপিশাচী। তদুক্তং তন্ত্রান্তরে—

কর্ণাস্যেক্ষণ-লোহিতো বকগতোঽনন্তশ্চিকারো বদা-
ঽতীতানাগত-শব্দযুক্তভুবনেশীবহ্নিজায়ান্বিতা।
তারাদ্যো মনুরেষ লক্ষ জপতো ব্যাসেন সংসেবিতঃ
সার্বজ্ঞ্যং লভতেঽচিরেণ নিয়তং পৈশাচিকী ভক্তিতঃ ॥ ১

যেখানে দুই দুইটি মন্ত্রের অক্ষরের পরে এক একটি সাধ্য শত্রুর নামের অক্ষর যোজিত হয়, তাহা বিদর্ভিত কথিত হয়। উহা শ্রেষ্ঠ রক্ষাকর। ৬৫

সেইরূপ আরও বলিয়াছেন—মন্ত্রবর্ণ দ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী করিয়া সাধ্য-নামের অক্ষর লিখিবে। ইহাকে বিদর্ভ বলিয়া জানিবে। ৬৬

তাহা হইলে প্রথমে মন্ত্রাক্ষর দ্বয়, তাহার পর সাধ্য নামের একটি অক্ষর, পুনরায় মন্ত্রের অক্ষর দ্বয়, তাহার পর সাধ্যনামের একটি অক্ষর। এই ক্রমে অক্ষরের সমাপ্তি পর্য্যন্ত লিখিবে।

এই স্থলে সুভগানন্দ এই বলেন—মন্ত্রাদির দুইটি অক্ষরের মধ্যে সাধ্যনামের দুইটি অক্ষর যোজনা করিবেন। দ্বিজেভ্যঃ অর্থ—পক্ষিগণকে। ৬৭

ধূমাবতী প্রকরণ সমাপ্ত হইল।

অনন্তর কর্ণশিচী। তাহা তন্ত্রান্তরে উক্ত হইয়াছে—কর্ণ শব্দের মুখে (পরে) ঈক্ষণ (ই) যুক্ত লোহিত (প), বকগত (শকারগত) অনন্ত (আ), তাহার পর চিকার (চি) বদ অতীতানাগত শব্দযুক্ত ভুবনেশী (হ্রীং) বহ্নিজায়া (স্বাহা) শব্দযুক্তা ও প্রণবাদি বিদ্যা হইবে। তাহাতে মন্ত্রটি হয়—ওঁ কর্ণপিশাচি বদাতীতানাগতং হ্রীং স্বাহা। ব্যাসকর্তৃক উপাসিত এই মন্ত্র। কর্ণপিশাচীর প্রতি ভক্তি পরায়ণ হইয়া এই মন্ত্র লক্ষ জপ করিলে অচিরে অবশ্যই সার্বজ্ঞ্য লাভ করে। ১

তথাচ—ওঁ কর্ণপিশাচি বদাতীতানাগতং হ্রীঁ স্বাহা ইত্যক্ষরো মন্ত্রঃ। ধ্যানং যথা (২)—

কৃষ্ণাং রক্তবিলোচনাং ত্রিনয়নাং খর্বাঞ্চ লম্বোদরীং
বন্ধুকারুণ-জিহ্বিকাং বরবরাভীযুক্-করামুন্মুখীম্।
ধূমার্চির্জ্জটিলাং কপাল-বিলসৎ-পাণি-দ্বয়াং চঞ্চলাং
সর্বজ্ঞাং শবহৃৎ-কৃতাধিবসতীং পৈশাচিকীং তাং নুমঃ॥ ৩

তন্ত্রে— নিশায়ামর্দ্ধরাত্রৌ চ হৃদি ন্যস্য পিশাচিকাম্।
দগ্ধমীনং বলিং দত্ত্বা রাত্রৌ সংপূজ্য সংজপেৎ॥ ৪

ওঁ কর্ণপিশাচি দগ্ধমীনং বলিং গৃহ্ণ গৃহ্ণ মম সিদ্ধিং কুরু কুরু স্বাহা ইতি দগ্ধমীনবলিং দদ্যাৎ॥ ৫

রক্ত-চন্দন-বন্ধুক-জবা-পুষ্পাদিকন্তু যৎ।
অমৃতং কুরু দেবেশি! স্বাহেতি প্রোক্ষয়েজ্জলৈঃ॥ ৬

পূর্বাহ্নে কিঞ্চিজ্জপ্ত্বা মধ্যাহ্নে একভক্তং নিরামিষং ভুক্ত্বা রাত্রাবপি তৎসংখ্যং জপেৎ। অন্যৎ কিঞ্চিন্ন ভোক্তব্যং তাম্বুলকাদিকং বিনা[১]। এবং

তাহা হইলে ওঁ কর্ণপিশাচি। বদাতীতানাগতং হ্রীং স্বাহা, এই অক্ষররূপ মন্ত্র হয়। ধ্যানের অর্থ—

কৃষ্ণবর্ণা, রক্তলোচনা, ত্রিনয়না, খর্বা, লম্বোদরী, বন্ধুকের ন্যায় অরুণবর্ণ জিহ্বিকা, বর ও অভয়মুদ্রা যুক্ত হস্তধারিণী, উন্মুখী, ধূম্রবর্ণ শিখা যুক্ত-দেহা, জটিলা, কপাল দ্বয়ে শোভমান হস্তদ্বয় বিশিষ্টা, সর্বজ্ঞা, শবহৃদয়ে সমাসীনা পিশাচী দেবীকে নমস্কার করি। ৩

তন্ত্রে বলিয়াছেন—রাত্রির অর্দ্ধরাত্রিতে পিশাচী দেবীকে হৃদয়ে স্থাপন (চিন্তা) করিয়া দগ্ধ মৎস্য বলি দিয়া রাত্রিতে পূজা করিয়া জপ করিবে। ৪

ওঁ কর্ণপিশাচি! দগ্ধমীনং বলিং গৃহ্ণ গৃহ্ণ মম সিদ্ধিং কুরু কুরু স্বাহা এই মন্ত্রে দগ্ধ মৎস্যকে বলি দিবে। ৫

রক্তচন্দন, বন্ধুকপুষ্প, জবাপুষ্পাদি যাহা কিছু ওঁ অমৃতং কুরু দেবেশি। স্বাহা এই মন্ত্রে জলের দ্বারা প্রোক্ষণ করিবে। ৬

পূর্বাহ্নে কিছু জপ করিয়া মধ্যাহ্নে একবার নিরামিষ ভোজন করিয়া রাত্রিতেও সেই সংখ্যা জপ করিবেন। তাম্বুল প্রভৃতি বিনা অন্য কিছু ভোজন করিবেন না।

১। খ—বিনা। জপস্য দশাংশং তর্পণং। ওঁ কর্ণাপিশাচীং তর্পয়ামি হ্রীং স্বাহা। এবং ক্রমেণ।

ক্রমেণ লক্ষমেকং[১] জপ্ত্বা তত্তদ্দশাংশেন হোমাদিকং কুর্য্যাৎ। হোমাশক্তৌ জপদশাংশ-তর্পণং কৃত্বা বরং প্রার্থয়েৎ। মূলং রক্তচন্দনেন লিখিত্বা[২] তত্র পূজয়েৎ। ৭

সিদ্ধিলক্ষণন্তু গগনে হূঙ্কারাদি শ্রবণং দীর্ঘাগ্নিশিখাদর্শনঞ্চ[৩]। অথ মন্ত্রান্তরম্—ওঁ হ্রীঁ কর্ণপিশাচি মে কর্ণে কথয় হূঁ ফট্ স্বাহা ইতি[৪] সপ্তদশাক্ষরং মন্ত্রং প্রদীপতৈলং পাদয়োর্দত্ত্বা রাত্রৌ লক্ষং জপেৎ, ততঃ সর্বজ্ঞো ভবতি। নাস্য পূজাধ্যানম্। তথা ওঁ ক্লীঁ জয়াদেবি স্বাহা ইত্যষ্টাক্ষরম্। অস্যাপি ন্যাসাদ্যভাবঃ। পূর্বং লক্ষং জপ্ত্বা গৃহগোধিকাং নিহত্য তত্রোপবিশ্য জয়াদেবীং যথাশক্তি সম্পূজ্য তাবজ্জপেদ্ যাবৎ সা জীবতি, ততঃ সিধ্যতি। সিদ্ধৌ তু মনসাপি প্রশ্নে কৃতে সা আয়াতি, ততস্তস্যাঃ পৃষ্ঠে সর্বং ভূত-ভবিষ্যাদিকং পশ্যতি। ইতি কর্ণপিশাচি প্রকরণম্। ৮-৯

এই ক্রমে এক লক্ষ জপ করিয়া তাহায় তাহার দশাংশ হোমাদি করিবেন। হোমে অশক্ত হইলে জপের দশাংশ তর্পণ করিয়া বর প্রার্থনা করিবেন। রক্ত চন্দনের দ্বারা মূল মন্ত্র লিখিয়া সেখানে পূজা করিবেন। কর্ণপিশাচী সিদ্ধির লক্ষণ হইতেছে গগনে হুংকারাদির শ্রবণ ও দীর্ঘ অগ্নিশিখার দর্শন। ৭

অনন্তর কর্ণপিশাচীর মন্ত্রান্তর। ওঁ হ্রীং কর্ণপিশাচি। মে কর্ণে কথয় হুং ফট্ স্বাহা এই সপ্তদশাক্ষর মন্ত্র দুই পায়ে প্রদীপ তৈল দিয়া রাত্রিতে লক্ষ মন্ত্র জপ করিবে। তাহাতে সর্বজ্ঞ হয়। ইহাঁর পূজা ও ধ্যান নাই। ৮

ওঁ ক্লীং জয়াদেবি! স্বাহা এইটি অষ্টাক্ষর মন্ত্র। এই মন্ত্রেরও ন্যাসাদি নাই। পূর্বে এক লক্ষ মন্ত্র জপ করিয়া গৃহ গোধিকাকে (টিকটিকি) হত্যা করিয়া, সেইখানে বসিয়া জয়াদেবীকে যথাশক্তি পূজা করিয়া যে পর্য্যন্ত সে জীবিত না হয়, সে পর্য্যন্ত জপ করিবেন। তাহার পর সিদ্ধি হয়। সিদ্ধি হইলে মনে মনে প্রশ্ন করিলে সেই দেবী আসেন। তখন সে তাহার পৃষ্ঠদেশে ভূত ও ভবিষ্যৎ দর্শন করে। ৮-৯

কর্ণপিশাচী প্রকরণ সমাপ্ত হইল।

১। খ—লক্ষমেকং পুরশ্চরণং কৃত্বা দশাংশং জুহুয়াৎ। তদভাবে দশাংশং তর্পণং কৃত্বা বরং প্রার্থয়েৎ। — ২। খ—লিখিত্বা যন্ত্রোপরীষ্টদেবতাং পূজয়েৎ অথ সিদ্ধিলক্ষণন্তু। ৩। খ—শিখাদর্শনাৎ সিদ্ধির্ভবিষ্যতীতি জ্ঞাত্বা যথা বিধিমাচরেৎ। ওঁ হ্রীং কর্ণপিশাচি। ৪। খ—স্বাহেতি প্রদীপতৈলং।

অথ বিশালাক্ষী

আদিযামলে— প্রণবমাদ্যং সমুদ্ধৃত্য মায়াবীজং সমুদ্ধরেৎ।
বিশালাক্ষীপদং ঙেন্তং হৃদন্তং মন্ত্রমুদ্ধরেৎ ॥ ১০

ওঁ হ্রীঁ বিশালাক্ষ্যৈ নমঃ ইত্যষ্টাক্ষরী। সদাশিব ঋষিঃ পঙ্‌ক্তিচ্ছন্দো বিশালাক্ষী দেবতা ওঁ শক্তিঃ হ্রীঁ বীজং ধর্মার্থকামমোক্ষেষু বিনিয়োগঃ। ওঁ হ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ ইত্যাদিনা ওঁ হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদিনা চ করাঙ্গন্যাসৌ। ততো মূলেন ব্যাপকং ন্যস্য ধ্যায়েৎ (১১)—

যথা— ধ্যায়েদ্দেবীং বিশালাক্ষীং তপ্তজাম্বুনদ-প্রভাম্।
দ্বিভুজামম্বিকাং চণ্ডাং খড়্গ-খর্পর-ধারিণীম্ ॥ ১২
নানালঙ্কার-সুভগাং রক্তাম্বর-ধরাং শুভাম্।
সদা ষোড়শ-বর্ষীয়াং প্রসন্নাস্যাং ত্রিলোচনাম্ ॥ ১৩
মুণ্ডমালাবলী-রম্যাং পীতোন্নত-পয়োধরাম্।
শবোপরি মহাদেবীং জটামুকুট-মণ্ডিতাম্ ॥ ১৪
শত্রুক্ষয়করীং দেবীং সাধকাভীষ্টদায়িকাম্।
সর্বসৌভাগ্য-জননীং মহাসম্পৎ প্রদাং স্মরেৎ ॥ ১৫

অনন্তর বিশালাক্ষী। আদি যামলে বলিয়াছেন—প্রথমে প্রণব উদ্ধার করিয়া মায়াবীজ উদ্ধার করিবে, তাহার পর নমো অন্ত এবং ঙে বিভক্ত্যন্ত বিশালাক্ষী পদ উদ্ধার করিবে। ১০

ওঁ হ্রীং বিশালাক্ষ্যৈ নমঃ। ইহা অষ্টাক্ষরী মন্ত্র। এই মন্ত্রের সদাশিব ঋষি পঙক্তি ছন্দঃ, বিশালাক্ষী দেবতা, ওঁ শক্তি, হ্রীং বীজ, ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষলাভে ইহার বিনিযোগ। ওঁ হ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ওঁ হ্রীং তর্জনীভ্যাং স্বাহা ইত্যাদি প্রকারে করন্যাস ও ওঁ হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ, ওঁ হ্রীং শিরসে স্বাহা ইত্যাদি প্রকারে অঙ্গন্যাস করিবেন। তাহার পর মূলের দ্বারা ব্যাপক ন্যাস করিয়া ধ্যান করিবেন। ১১

ধ্যানের অর্থ—তপ্ত জাম্বুনদের (সুবর্ণের) ন্যায় প্রভাবিশিষ্টা বিশালাক্ষী দেবীকে ধ্যান করিবে। দ্বিভুজা, অম্বিকা, চণ্ডা, খড়্গ ও খর্পরধারিণী, নানা অলঙ্কারে সৌভাগ্য-শালিনী, রক্তাম্বরধরা, শুভা, সর্বদা ষোড়শবর্ষীয়া, প্রসন্নবদনা, ত্রিলোচনা, মুণ্ডমালাবলীতে মনোহরা, পীন ও উন্নত স্তনধারিণী, শবোপরি সমাসীনা, জটামুকুটে মণ্ডিতা, শত্রুক্ষয়করী, দেবী, সাধকের অভীষ্টদায়িনী, সমস্ত সৌভাগ্যের জননী, মহাসম্পৎপ্রদা মহাদেবী বিশালাক্ষীকে স্মরণ করিবে। ১২-১৫

যন্ত্রন্তু ত্রিকোণমধ্যাষ্টপত্রপদ্মগর্ভং বৃত্তং চতুরস্রং চতুর্দ্বারম্[১]। মূলপূজান্তে পত্রাগ্রেষু পঙ্কজাক্ষী-বিরূপাক্ষী-রক্তাক্ষী-সুলোচনৈকনেত্রা-দ্বিনেত্রা-কোটরাক্ষী-ত্রিলোচনা ইত্যষ্টযোগিনীঃ পশ্চিমাদিতঃ[২] সম্পূজ্য তদ্বহিরিন্দ্রাদীন্ বজ্রাদীংশ্চ সম্পূজ্য ধূপাদি-বিসর্জ্জনান্তং কর্ম সমাপয়েৎ। পুরশ্চরণং বর্ণলক্ষ-জপঃ। ঘৃতেন দশাংশহোমঃ। ১৬

ইতি বিশালাক্ষী প্রকরণম্।

অথ গৌরী। হ্রীঁ গৌরি রুদ্রদয়িতে যোগেশ্বরি হূঁ ফট্ স্বাহা।

হ্রীঁ গৌরি রুদ্রদয়িতে যোগেশ্বরি সবর্ম ফট্।

দ্বিঠান্তঃ ষোড়শার্ণোঽয়ং মন্ত্রঃ সদ্ভিরুদীরিতঃ॥ ইতি। ১৭

ইতি ষোড়শাক্ষরী। অস্যাঃ পূজা—প্রাতঃ-কৃত্যাদি প্রাণায়ামান্তং কৃত্বা ঋষ্যাদীন্ন্যসেৎ। পর্বত ঋষির্গায়ত্রীছন্দো গৌরী দেবতা। ততঃ ষড়্দীর্ঘভাজা মায়াবীজেন করাঙ্গন্যাসৌ॥ ধ্যানন্তু (১৮)—

এই বিশালাক্ষীর যন্ত্র। মধ্যে একটি ত্রিকোণ, তাহার পর বৃত্ত, অষ্টদল পদ্ম, তাহার পর বৃত্ত, চতুরস্র ও চতুর্দ্বার অঙ্কন করিবেন। যথোপচারে মূলদেবতার পূজার পরে পত্রের অগ্রে পশ্চিমাদিক্রমে পঙ্কজাক্ষী, বিরূপাক্ষী, রক্তাক্ষী, সুলোচনা, একনেত্রা, দ্বিনেত্রা, কোটরাক্ষী ও ত্রিলোচনা—এই আট যোগিনীকে পূজা করিয়া তাহার বাহিরে ইন্দ্রাদি লোকপাল ও বজ্রাদি অস্ত্র সমূহের পূজা করিয়া ধূপদান হইতে বিসর্জন পর্য্যন্ত কর্মগুলি শেষ করিবেন। এই মন্ত্রের পুরশ্চরণ বর্ণলক্ষ (আট লক্ষ) জপ, তাহার দশাংশ হোম। বিশালাক্ষী প্রকরণ সমাপ্ত হইল। ১৬

অনন্তর গৌরীমন্ত্র। হ্রীং গৌরি। রুদ্রদয়িতে। যোগেশ্বরি। বর্ম সহিত ফট্, অন্তে দ্বিঠঃ (স্বাহা)। গৌরীর এই ষোড়শাক্ষর মন্ত্র পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে। ১৭

তাহাতে হ্রীং গৌরি। রুদ্র-দয়িতে। যোগেশ্বরি। হুং ফট্ স্বাহা। এই ষোড়শাক্ষর মন্ত্র হয়। এই মন্ত্রের পূজা। প্রাতঃকৃত্য হইতে প্রাণায়াম পর্য্যন্ত করিয়া ঋষ্যাদির ন্যাস করিবেন। এই মন্ত্রের পর্বত ঋষি, গায়ত্রী ছন্দঃ, গৌরী দেবতা।

১। ত্রিকোণং চাষ্টপত্রঞ্চ ততো বৃত্তং সমালিখেৎ। চতুরস্রং চতুর্দ্বারমেবং মণ্ডলমালিখেৎ।

২। ত্রিকোণান্তর্মহাদেবীং সম্পূজ্য মাতরঃ ক্রমাৎ। পঙ্কজাক্ষী বিরূপাক্ষী রক্তাক্ষী চ সুলোচনা। একনেত্রা দ্বিনেত্রা চ কোটরাক্ষী ত্রিলোচনা। এতাঃ পূজ্যাঃ মহেশানি! পত্রাগ্রেষ্বষ্ট-যোগিনীঃ। পশ্চিমাদি-ক্রমেণৈব অষ্টসিদ্ধিস্বরূপিণীঃ। চতুরস্রে মহাদেবি! লোকপালান্ সমর্চয়েৎ।

হেমাভাং বিভ্রতীং দোর্ভির্দর্পণাঞ্জন-সাধনে।
পাশাঙ্কুশৌ সর্বভূষাং তাং গৌরীং সর্বদা ভজে ॥ ১৯

এবং ধ্যাত্বা মানসৈঃ সম্পূজ্যার্ঘ্যং সংস্থাপ্য জয়াদি-পীঠমন্ত্রান্তং সম্পূজ্য পুনর্ধ্যাত্বাবাহ্য দেবীং সম্পূজ্যাগ্ন্যাদিকোণেষু ষড়ঙ্গৈরভ্যর্চ্য পূর্বাদিপত্রেষু সুভগাং রতিং কামিনীং কামদায়িনীং পাশমঙ্কুশং দর্পণমঞ্জন-শলাকাং পূজয়িত্বা ইন্দ্রাদীন্ বজ্রাদীংশ্চ সম্পূজ্য ধূপাদিবিসর্জ্জনান্তং কর্ম সমাপয়েৎ ॥ ২০

পুরশ্চরণং লক্ষজপঃ। আজ্যেন দশাংশ-হোমঃ। ফলন্তু পুষ্পাঞ্জন-ভক্ষ্য-চন্দনাদিকং মূলমন্ত্রাভিমন্ত্রিতং যস্মৈ যস্মৈ দীয়তে, স বশ্যো ভবতি। তথা রাত্রৌ হরিদ্রয়া বামোরু মধ্যে প্রিয়-স্ত্রী-নামাভিলিখ্য বামকরেণ পিধায় শতং সহস্রং বা জপন্নিষ্টাং স্ত্রিয়মাকর্ষয়তি ॥ ২১ ইতি গৌরী-প্রকরণম্

অথ কাত্যায়নী

শ্রীভগবানুবাচ—শৃণু দেবি! মহামন্ত্রং বাগ্‌ভবাদি-নমোঽন্তকম্।
বহ্ন্যাসনং শিবং বান্তং বিন্দুশান্তি-বিভূষিতম্ ॥ ২২

তাহার পর ষড়্‌দীর্ঘ-যুক্ত মায়াবীজের দ্বারা করাঙ্গন্যাস করিবেন। ধ্যানের অর্থ হইতেছে (১৮)—

সুবর্ণবর্ণা, বাহুসমূহে দর্পণ, অঞ্জন-সাধন (শলাকা) পাশ ও অঙ্কুশধারিণী সর্বালঙ্কারে ভূষিতা সেই গৌরীকে সর্বদা ভজনা করি। ১৯

এই প্রকারে ধ্যান করিয়া মানস উপচারে পূজা করিয়া বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করিয়া জয়াদি হইতে পীঠমন্ত্র পর্য্যন্ত পীঠ পূজা করিয়া, ধ্যান করিয়া আবাহন করিয়া দেবীকে পূজা করিয়া অগ্ন্যাদি কোণ সমূহে ষড়ঙ্গের দ্বারা পূজা করিয়া, পূর্বাদি পত্র সমূহে সুভগা, রতি, কামিনী, কামদায়িনী, পাশ, অঙ্কুশ, দর্পণ ও অঞ্জনশলাকে পূজা করিয়া ইন্দ্রাদি লোকপাল ও বজ্রাদি অস্ত্রের পূজা করিয়া ধূপদান হইতে বিসর্জন পর্য্যন্ত কর্ম শেষ করিবেন। ২০

এই মন্ত্রের পুরশ্চরণ লক্ষ জপ। ঘৃতের দ্বারা দশাংশ হোম। এই মন্ত্রের প্রয়োগের ফল—পুষ্প, অঞ্জন, ভক্ষ্য ও চন্দনাদি মূলমন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া, যাহাকে যাহাকে দিবেন, সে বশ্য হইবে। সেইরূপ রাত্রিতে বাম উরুর মধ্যে হরিদ্রা দ্বারা প্রিয় স্ত্রীর নাম লিখিয়া বাম করের দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া শত মন্ত্র বা সহস্র মন্ত্র জপ করিতে করিতে প্রিয় স্ত্রীকে আকর্ষণ করেন। গৌরী প্রকরণ সমাপ্ত হইল। ২১

অনন্তর কাত্যায়নী। শ্রীভগবান বলিলেন—হে দেবি! মহামন্ত্র বলিতেছি, শ্রবণ

চকারং বিন্দুনা যুক্তং চতুর্দ্দশস্বরান্বিতম্ ।
ঙেযুতা চণ্ডিকা চৈব মন্ত্রঃ প্রোক্তো দশাক্ষরঃ ।
চিন্তামণিরিতি খ্যাতো ময়াদ্যাপি বিচিন্ত্যতে[১] ॥ ২৩

বিন্দ্বাদিবিশেষণদ্বয়ং শিববাস্তয়োরন্বিতম্ । তথাচ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ চৌঁ চণ্ডিকায়ৈ নম ইতি মন্ত্রঃ সিদ্ধঃ । ২৪

তথা— দেবতা চণ্ডিকা ছন্দো গায়ত্রী কপিলো মুনিঃ ।
লক্ষমেকং[২] জপেন্মন্ত্রং দশাংশং জুহুয়াৎ ততঃ ॥ ২৫

মাতৃকোক্তে জপেৎ পীঠে বীজেনাঙ্গ-ক্রিয়া মতা ।
আদাবঙ্গানি সম্পূজ্য শস্ত্র-পূজা ততঃ পরম্ ॥ ২৬

লোকপালাস্ততঃ পূজ্যাস্তেষামস্ত্রাণি তদ্বহিঃ ।
ডাকিনী যোগিনী চৈব খেচরী সাকিনী তথা ।
দিক্ষু পূজ্যা ইমা দেব্যঃ সুসিদ্ধাঃ ফলদায়িকাঃ ॥ ২৭

কর । প্রথমে বাগ্‌ভব অন্তে নমঃ মধ্যে বহ্ন্যাসন (র কারে যুক্ত) শান্তি (ঈ) ও বিন্দু দ্বারা বিভূষিত শিব (হ) ও বাস্ত (শ) অর্থাৎ হ্রীং শ্রীং, চতুর্দশ স্বরযুক্ত বিন্দু-ভূষিত চকার অর্থাৎ চৌং, তাহার পর ঙে বিভক্তিযুক্ত চণ্ডিকা অর্থাৎ চণ্ডিকায়ৈ—এই দশাক্ষর মন্ত্র কথিত হইয়াছে । উহা চিন্তামণি নামে খ্যাত । আমি আজও ধ্যান করি । ২২-২৩

বিন্দু-শান্তি-বিভূষিতং ও বহ্ন্যাসনং এই বিশেষণ দ্বয় শিব ও বাস্ত এই উভয়ে অন্বিত । তাহা হইলে ঐং হ্রীং শ্রীং চৌং চণ্ডিকায়ৈ নমঃ—এই মন্ত্র সিদ্ধ হয় । ২৪

সেইরূপ আরও বলিয়াছেন—এই মন্ত্রের কপিল ঋষি, গায়ত্রী ছন্দঃ, চণ্ডিকা দেবতা । একলক্ষ মন্ত্র জপ করিবে । তাহার পর তাহার দশাংশ হোম করিবে । ২৫

মাতৃকাপটলোক্ত পীঠে এই দেবতার পূজা করিবে । মূলবীজের দ্বারা করন্যাস ও অঙ্গন্যাস করিবে । প্রথমে অঙ্গের পূজা করিয়া তাহার পর শস্ত্রপূজা হইবে । ২৬

তাহার পর লোকপালগণকে, তাহার বহির্ভাগে তাঁহাদিগের অস্ত্রগুলিকে পূজা করিবেন । ডাকিনী, যোগিনী, খেচরী, সাকিনী—এই সুসিদ্ধা ফলদায়িকা দেবীগণকে দিক্‌সমূহে পূজা করিবেন । ২৭

১। খ—বিচিন্ত্যতে । তথাচ ঐং হ্রীং । ২। খ—বর্ণলক্ষমেকং জপেন্ মন্ত্রং হবিষ্যাশী জিতেন্দ্রিয়ঃ । দশাংশং জুহুয়াদাজ্যৈঃ পুরশ্চরণ-সিদ্ধয়ে ॥

ধ্যানং যথা— সব্যপাদ-সরোজেনাঽলঙ্কৃতোরু-মৃগাধিপাম্।
বামপাদাগ্র-দলিত-মহিষাসুর নির্ভরাম্ ॥ ২৮
সুপ্রসন্নাং সুবদনাং চারুনেত্র-ত্রয়ান্বিতাম্।
হার-নূপুর-কেয়ূর-জটা-মুকুট-মণ্ডিতাম্ ॥ ২৯
বিচিত্রপট্ট-বসনামর্দ্ধচন্দ্র-বিভূষিতাম্।
খড়্গ-খেটক-বজ্রাণি ত্রিশূলং বিশিখং তথা ॥ ৩০
ধারয়ন্তীং ধনুঃ পাশং শঙ্খং ঘণ্টাং সরোরুহম্।
বাহুভির্ললিতৈর্দেবীং কোটি চন্দ্র-সমপ্রভাম্ ॥ ৩১
সমাবৃতৈর্দিবিষদৈর্দেবৈরাকাশ সংস্থিতৈঃ।
স্তূয়মানাং মোদমানৈর্লোকপালাদিভিঃ সদা ॥ ৩২
এবং সঞ্চিন্তয়েদ্দেবীং জায়তে নরপুঙ্গবঃ।
ক্ষত্রিয়েষু যথা রামো দেবেষু চ পুরন্দরঃ ॥ ৩৩
ভুজঙ্গেষু যথা তার্ক্ষ্যঃ ক্রূরকার্য্যে যথা শনিঃ।
শকুন্তেষু যথা শ্যেনো মন্ত্রজ্ঞো বলবাংস্তথা ॥ ৩৪
ইদন্তে পরমং গুহ্যং সংক্ষেপাৎ কথিতং ময়া।
ইদানীং জপহোমানাং বিধানঞ্চ শৃণু প্রিয়ে! ॥ ৩৫

ধ্যান যথা—দক্ষিণপাদ-পদ্ম দ্বারা মহামৃগাধিপকে (সিংহকে) অলঙ্কৃতকারিণী, বামপাদের অগ্র দ্বারা দলিত মহিষাসুরে নির্ভরকারিণী, সুপ্রসন্না, সুবদনা, মনোহর নেত্রত্রয় যুক্তা, হার, নূপুর, কেয়ূর, জটা ও মুকুটে মণ্ডিতা, বিচিত্র পট্ট বসনা, অর্দ্ধচন্দ্র বিভূষিতা, ললিত বাহু সমূহের দ্বারা খড়্গ, খেটক, বজ্র, ত্রিশূল, বিশিখ, ধনুঃ, পাশ, শঙ্খ, ঘণ্টা ও পদ্মধারিণী, কোটি চন্দ্র-সমপ্রভা, দেবী, দ্যুলোকবাসী আকাশস্থিত দেবগণ কর্তৃক পরিবৃতা, সর্বদা মোদমান লোকপালগণ কর্তৃক স্তূয়মান দেবীকে ধ্যান করিবে। ২৮-৩২

এই প্রকারে দেবীকে চিন্তা করিবে। যে এইরূপ চিন্তা করে, সে নরশ্রেষ্ঠ হইয়া জন্মায়। ক্ষত্রিয় সমূহের মধ্যে যেমন রাম, দেবতাগণের মধ্যে যেমন পুরন্দর, ভুজঙ্গসমূহের মধ্যে যেমন তক্ষক, ক্রুর কার্য্যে যেমন শনি, শকুন্তসমূহের মধ্যে যেমন শ্যেন, সেরূপ এই মন্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি বলবান্ হয়। ৩৩-৩৪

এই পরম গুহ্য তত্ত্ব সংক্ষেপে আমার কর্তৃক কথিত হইল। হে প্রিয়ে! এখন জপ হোমের বিধান বলিতেছি শ্রবণ কর। ৩৫

মন্ত্রোঽয়ং চিন্ত্যতে দেবি ! সভায়াং পুরতো যদি ।
কোটি-সূর্য্য-প্রতীকাশো দৃশ্যতে বাদিভিস্তথা ।
পলায়ন্তে মহাদেবি ! সাধ্বসেন ক্ষণাত্ততঃ ॥ ৩৬
ইষে মাস্যসিতে পক্ষে নবম্যামারভেজ্জপম্ ।
সহস্রং প্রত্যহং কৃত্বা সম্প্রাপ্য নবমীং সিতাম্ ॥ ৩৭
বিজয়ং খড়্গমাদায় পূজয়িত্বা যথাবিধি ।
অর্দ্ধরাত্রে বলিং দত্ত্বা প্রাতর্যাত্রাং সমাচরেৎ ॥ ৩৮
রণভূমিং সমাসাদ্য সহস্রং প্রজপেন্মনুম্ ।
তং দৃষ্ট্বা পুরুষং দেবি ! হৃৎক্ষোভো জায়তে রিপোঃ ॥ ৩৯
সদূতং যমমায়াতং মন্যমানা নরাধিপাঃ ।
পলায়ন্তে মহাদেবি ! নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৪০
শুক্লাম্বরধরো মৌনী ব্রহ্মচারি-ব্রতে স্থিতঃ ।
শুক্লবর্ণাং মহাদেবীং ধ্যাত্বা শুক্লবিভূষণাম্ ।
সহস্রং মাসমেকন্তু জপেন্নিত্যং যথাবিধি ॥ ৪১
মালতী-বকুলৈঃ কুন্দৈর্মন্ত্রী মধুর-সংযুতৈঃ ।
সহস্র-ত্রিতয়ং হুত্বা বাগীশো জায়তেঽচিরাৎ ॥ ৪২

হে দেবি ! এই মন্ত্র যদি সভায় প্রতিবাদিগণের সম্মুখে স্মর্য্যমাণ হয়, তবে প্রতিবাদিগণ কর্ত্তৃক কোটি সূর্য্য-সদৃশ দৃশ্যমান হন। হে মহাদেবি ! বাদিগণ তৎক্ষণাৎ সম্ভ্রম সহকারে পলায়ন করে। ৩৬

আশ্বিন মাসের কৃষ্ণপক্ষের নবমীতে জপ করিবে। প্রত্যহ সহস্র জপ করিয়া শুক্লা নবমী তিথি প্রাপ্ত হইলে বিজয় খড়্গ লইয়া যথাবিধি পূজা করিয়া অর্দ্ধরাত্রিতে বলি দিয়া প্রাতঃকালে যাত্রা করিবে। ৩৭-৩৮

রণভূমিতে উপস্থিত হইয়া সহস্র মন্ত্র জপ করিবে। হে দেবি ! সেই পুরুষকে দেখিয়া শত্রুর হৃদয়ে ক্ষোভ উপস্থিত হয়। ৩৯

রাজন্যবৃন্দ সেদূত যম আসিয়াছে মনে করিয়া পলায়ন করে। হে মহাদেবি ! এ বিষয়ে কোন বিচার করিবে না। ৪০

সাধক শুক্লবস্ত্র ধারণ করিয়া মৌনী হইয়া ব্রহ্মচারী ব্রতে অবস্থান করিয়া অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য ধারণ করিয়া শুক্লবর্ণা শুক্লালঙ্কারে বিভূষিতা মহাদেবীকে ধ্যান করিয়া একমাস যথাবিধি প্রত্যহ সহস্র মন্ত্র জপ করিবে। ৪১

হেলয়া কবিতাং দেবি ! বিশদাং কুরুতে দ্রুতম্ ।
জপং যা কুরুতে নিত্যং শতশো বৎসরাবধি ॥ ৪৩
বন্ধ্যাপি লভতে পুত্রং কার্ত্তিকেয়-পরাক্রমম্ ।
দুর্ভগা চ ভবেৎ পত্যুঃ সুভগাতি-মনোরমা ॥ ৪৪
রূপং বিচিন্ত্য পূর্বোক্তং লক্ষং জপ্ত্বাযুতং ততঃ ।
নীলোৎপলৈঃ সরোজৈর্বা হুত্বা বৈশ্রবণায়তে ॥ ৪৫
ব্যাঘ্রচর্ম-পরীধানাং মুণ্ডমালা-বিভূষিতাম্ ॥ ৪৬
রক্তবর্ত্তুল-ভীমাক্ষীং জিহ্বয়া লোলয়াঽসুরান্ ।
চর্বয়ন্তীং মহাকালীং কালরাত্রিমিবাপরাম্ ॥ ৪৭
ক্ষোভয়ন্তীং জগৎ সর্বং সসুরাসুর-পর্বতম্ ।
এবং ধ্যাত্বা জপেদ্দেবি ! শ্মশানে বা চতুষ্পথে ॥ ৪৮
সপ্তাহং ত্রিশতং কৃত্বা ব্রতস্থঃ স্থিরমানসঃ ।
জপেদ্ যো নিয়তং দেবি ! স রিপূন্নাশয়েদ্ ধ্রুবম্ ॥ ৪৯
অনেনৈব বিধানেন বলিং দদ্যাৎ চতুষ্পথে ।
দগ্ধং মৎস্যং সরক্তান্নং পিণ্ডীকৃত্য সমাহিতঃ ।

মন্ত্রজ্ঞ সাধক মধুরমিশ্রিত মালতীপুষ্প, বকুলপুষ্প, কুন্দ পুষ্পের দ্বারা তিন সহস্র হোম করিয়া অচিরে বাক্‌পতি হইয়া থাকে । ৪২

হে দেবি ! হেলায় কবিতাকে দ্রুত বিশদ করে । যে স্ত্রী বৎসরাবধি প্রত্যহ এক শত মন্ত্র জপ করে, সে বন্ধ্যা হইলেও কার্ত্তিকের ন্যায় পরাক্রম শালী পুত্র লাভ করে । সে স্বামীর নিকট দুর্ভগা হইলেও অতিমনোরমা সুভগা হয় । ৪৩-৪৪

দেবীর পূর্বোক্ত রূপ চিন্তা করিয়া লক্ষ মন্ত্র জপ করিয়া তাহার পর নীল উৎপল অথবা পদ্মের দ্বারা হোম করিয়া বৈশ্রবণ (কুবের) তুল্য হইয়া থাকে । ৪৫

ব্যাঘ্রচর্ম পরিহিতা, মুণ্ডমালায় বিভূষিতা, রক্তবর্ণ বর্ত্তুল ভীম-নয়না, লোলজিহ্বা দ্বারা অসুরগণকে চর্বণকারিণী, কালরাত্রির ন্যায় দ্বিতীয় মহাকালী, সুর, অসুর ও পর্বতের সহিত সমস্ত জগৎ ক্ষোভকারিণী—হে দেবি ! এই প্রকারে দেবীকে ধ্যান করিয়া শ্মশানে বা চতুষ্পথে জপ করিবে । ৪৬-৪৭

হে দেবি ! ব্রত পরায়ণ ও স্থিরচিত্ত হইয়া যে ব্যক্তি সপ্তাহে তিন শত করিয়া নিয়ত জপ করে, সে নিশ্চয়ই শত্রুগণকে নাশ করে । ৪৮

এই বিধানেই সমাহিত হইয়া চতুষ্পথে দগ্ধ মৎস্য, সরক্ত পিণ্ডীকৃত অন্ন, হরিদ্রাক্ত

আমমাংসং হরিদ্রাক্তং যং বিচিন্ত্য প্রদাপয়েৎ ॥ ৫০
সপ্তাহাল্লভতে শত্রুর্যমসদ্ম ন সংশয়ঃ।
হরির্বা শঙ্করো বাপি ন শক্তো রক্ষিতুং ক্বচিৎ ॥ ৫১

বলিমন্ত্রস্ত—উমা-বীজযুগঞ্চাদৌ চামুণ্ডাবীজযুগ্মকম্।
কালি! কালি! পদঞ্চোক্ত্বা খাদয়-দ্বিতয়ং ততঃ ॥ ৫২
বশীকুরু মহাসত্ত্বানাদিদ্বন্দ্বং পুনর্বদেৎ।
বহ্নিজায়া ততঃ প্রোক্তো বলিমন্ত্রঃ সুখাবহঃ ॥ ৫৩

উমাবীজং হৃল্লেখাবীজম্। চামুণ্ডাবীজং কালীবীজম্। তথা চ হ্রীঁ হ্রীঁ ক্রীঁ ক্রীঁ কালি! কালি খাদয় খাদয় বশীকুরু মহাসত্ত্বান্ হ্রীঁ হ্রীঁ স্বাহা ইতি মন্ত্রঃ। ৫৪

তথা— এণাজিনং পরিধায় উপবিশ্য নিজাঙ্গনে।
আত্মানং ঘোররূপঞ্চ চিন্তয়িত্বা সমাহিতঃ ॥ ৫৫
অঙ্গারক-দিনে চৈব নিন্দিতাসু তিথিস্বপি।
পূজিতং খড়্গমাদায় নিশীথে বলিমাহরেৎ ॥ ৫৬
প্রহার-শোণিতঞ্চাস্য দদ্যাদ্দেব্যৈ যথাবিধি।
অচ্ছেদ্যাভেদ্য-কায়ঃ স্যাদ্ রিপূণাং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৫৭

আমমাংস যে দেবীকে প্রদান করিবে, তাহার শত্রু সপ্তাহের মধ্যে যমগৃহ লাভ করে, ইহাতে সংশয় নাই। হরি অথবা হর কখনও তাহাকে রক্ষা করিতে সমর্থ হন না। ৪৯-৫০

বলিমন্ত্র হইতেছে প্রথমে উমাবীজ (মায়াবীজ হ্রীং) দ্বয়, পরে চামুণ্ডা (কালী) বীজদ্বয়, কালি! কালি! নি-পদ বলিয়া খাদয়-দ্বয়, তাহার পর বশীকুরু মহাসত্ত্বান্ ও আদি (হ্রীং) দ্বয় পুনরায় বলিবেন। তাহার পর বহ্নিজায়া (স্বাহা)। ইহা সুখকর বলিমন্ত্র উক্ত হইয়াছে। ৫১-৫৩

উমাবীজ—হৃল্লেখাবীজ। চামুণ্ডাবীজ—কালীবীজ। তাহা হইলে হ্রীং হ্রীং ক্রীং ক্রীং কালি! কালি। নিখাদয় নিখাদয় বশীকুরু মহাসত্ত্বান্ হ্রীং হ্রীং স্বাহা—এই মন্ত্র হয়। ৫৪

সেইরূপ আরও উক্ত হইয়াছে—মৃগচর্ম পরিধান করিয়া নিজের অঙ্গনে উপবেশন করিয়া নিজেকে ঘোররূপ চিন্তা করিয়া সমাহিত হইয়া মঙ্গল বার দিনে নিন্দিত রিক্তাদি তিথি সমূহে রাত্রিতে পূজিত খড়্গ লইয়া বলি আহরণ করিবে। ৫৫-৫৬

অথ মন্ত্রান্তরম্—মায়াবীজং সমুদ্ধৃত্য রমাবীজং ততঃ পরম্ ।
কাত্যায়নীপদং ঙেন্তং বহ্নের্ভার্য্যা ততঃ পরম্ ।
অষ্টাক্ষরী মহাবিদ্যা সর্বকামফলপ্রদা[১] ॥ ৫৮

তেন—হ্রীঁ শ্রীঁ কাত্যায়নৈ্য স্বাহা ইতি সিদ্ধম্ । ধ্যানপূজাদিকং সর্বং পূর্ববচ্চ সমাচরেৎ । ইতি কাত্যায়নীকল্পঃ ॥ ৫৯

অথ ব্রহ্মশ্রীমন্ত্রঃ[২] । যথা—হ্রীঁ নমো ব্রহ্মশ্রীঃ রাজিতে রাজপূজিতে জয়ে বিজয়ে গৌরি গান্ধারি ত্রিভুবন-বশঙ্করি সর্বলোক-বশঙ্করি সর্বস্ত্রী-পুরুষ-বশঙ্করি সুযুদ্ধ-দুর্ঘোররাবে হ্রীঁ স্বাহা ॥ ১

অঙ্গন্যাসস্তু[৩] রাজিতে রাজপূজিতে হৃদয়ায় নমঃ, জয়ে বিজয়ে গৌরি গান্ধারি শিরসে স্বাহা । ত্রিভুবনবশঙ্করি শিখায়ৈ বৌষট্ । সর্বলোক-বশঙ্করি কবচায় হুঁ । সর্বস্ত্রী-বশঙ্করি নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ । সুযুদ্ধ-দুর্ঘোর-রাবে হ্রীঁ স্বাহা অস্ত্রায় ফট্ । ততো ধ্যানম্ ( )—

খড়্গ প্রহার জনিত ঐ বলির শোণিত দেবীকে যথাবিধি নিবেদন করিবে । তাহা হইলে শত্রুগণের নিকট অচ্ছেদ্য-দেহ ও অভেদ্য-দেহ হইবে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই । ৫৭

অনন্তর মন্ত্রান্তর । মায়াবীজ (হ্রীং) ও রমাবীজ (শ্রীং) উদ্ধার করিয়া তাহার পর ঙে বিভক্তি অন্ত কাত্যায়নী অর্থাৎ কাত্যায়নৈ্য, তাহার পর বহ্নির ভার্য্যা (স্বাহা) । অষ্টাক্ষরী এই বিদ্যা সর্বকামফলপ্রদা । ৫৮

তাহাতে হ্রীং শ্রীং কাত্যায়নৈ্য স্বাহা, এই মন্ত্র সিদ্ধ হয় । ধ্যান পূজাদি সমস্তই পূর্ববৎ অনুষ্ঠান করিবেন । কাত্যায়নী কল্প সমাপ্ত হইল । ৫৯

অনন্তর ব্রহ্মশ্রী মন্ত্র । যথা—হ্রীং নমো ব্রহ্মশ্রীঃ রাজিতে । রাজপূজিতে । জয়ে । বিজয়ে । গৌরি ! গান্ধারি । ত্রিভুবন-বশঙ্করি । সর্বলোক বশঙ্করি । সর্ব-স্ত্রী-পুরুষ-বশঙ্করি । সুযুদ্ধ-দুর্ঘোর-রাবে । হ্রীং স্বাহা । ১

অঙ্গন্যাস যথা—ওঁ রাজিতে রাজ-পূজিতে হৃদয়ায় নমঃ । ওঁ জয়ে । বিজয়ে গৌরি গান্ধারি শিরসে স্বাহা । ত্রিভুবন-বশঙ্করি শিখায়ৈ বষট্ । সর্বলোক-বশঙ্করি । কবচায় হুং । সর্বস্ত্রী-বশঙ্করি । নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ । ওঁ সুযুদ্ধদুর্ঘোর-রাবে হ্রীং স্বাহা অস্ত্রায় ফট্ । তাহার পর ধ্যান করিবেন । ২

১। ফলপ্রদম্ । ধ্যানপূজাদিকং সর্বং পূর্বৰচ্চ সমাচরেৎ । ইতি কাত্যায়নীকল্পঃ । ২। খ—মন্ত্রঃ । দেবপ্রকাশিন্যাং হৃল্লেখা নমস্কারাদি ব্রহ্মশ্রীঃ । ৩। খ—(অঙ্গন্যাসস্তু রাজিতে রাজপূজিতে হৃদয়ায় নমঃ) অস্ত্রায় ফট্ । ধ্যানম্— ।

অবিকল শশিরাজন্মৌলিরাবদ্ধপাশাঙ্কুশরুচিরকরাব্জা বন্ধুজীবারুণাঙ্গী।
অমরনিকরবন্দ্যা ত্রীক্ষণাশোণলেপাংশুককুসুমযুতা স্যাৎ সম্পদে পার্বতীবঃ॥
অঙ্গৈর্মাতৃভির্লোকপালৈরস্যাস্ত্রীণ্যেবাবরণানি॥ পুরশ্চরণমযুতজপঃ। পায়সেন দশাংশহোমঃ। মধুরত্রয়যুতৈস্তিলতণ্ডুলৈর্লবণৈর্মধুরফলৈর্বা দিনত্রয়ং ত্রি-সহস্র-হোমঃ। প্রাতঃকালে সূর্য্যমণ্ডলস্থাং দেবীং সঞ্চিন্ত্যাষ্টোত্তরশতং জপন্ ত্রিভুবনং বশয়তি[১]॥ ইতি ব্রহ্মশ্রীমন্ত্রপ্রকরণম্॥ ৩

অথ রাজমুখীমন্ত্রঃ—স তু দ্বিচত্বারিংশদক্ষরঃ। যথা ওঁ রাজমুখি বশ্যমুখি হ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ দেবি দেবি মহাদেবি দেবাধিদেবি সর্বজনস্য মুখং মম বশং কুরু কুরু স্বাহা[২]॥ ৪

অঙ্গন্যাসস্তু ওঁ রাজমুখি হৃদয়ায় নমঃ। বশ্যমুখি হ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ শিরসে স্বাহা। দেবি দেবি শিখায়ৈ বষট্। মহাদেবি কবচায় হুঁ। দেবাধিদেবি নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। সর্বজনস্য মুখং মম বশং কুরু কুরু স্বাহা অস্ত্রায় ফট্[২]। সর্বং ব্রহ্মশ্রীমনোরিব। জপাদৌ সর্বজনস্থানে সাধ্যনাম দেয়মিতি। ৫

ইতি রাজমুখীমন্ত্রপ্রকরণম্[৩]॥

ধ্যানের অর্থ। অবিকল (পূর্ণ) শশী-বিরাজিত মৌলি, মনোহর করপদ্মে পাশ ও অঙ্কুশধারিণী, বন্ধুজীবের ন্যায় অরুণাঙ্গী, দেবগণের বন্দনীয়া, ত্রিনয়না, রক্তবর্ণলেপযুক্ত বস্ত্র-পরিহিতা, অংশুককুসুমাভরণা পার্বতী তোমাদের সম্পদের হেতু হউন। ৩

ইহাঁর অঙ্গের দ্বারা, মাতৃকাবর্গের দ্বারা ও লোকপালগণের দ্বারা তিনটিই আবরণ। পুরশ্চরণ অযুতজপ। পায়সের দ্বারা জপের দশাংশ হোম। মধুরত্রয় যুক্ত তিলতণ্ডুল, লবণ অথবা মধুর ফলের দ্বারা তিন দিন তিন হাজার হোম করিবেন। প্রাতঃকালে সূর্য্য-মণ্ডলবাসিনী দেবীকে চিন্তা করিয়া অষ্টোত্তর শত জপ করিয়া ত্রিভুবন বশ করিতে পারেন। ব্রহ্মশ্রী মন্ত্র প্রকরণ সমাপ্ত হইল। ৩

অনন্তর রাজমুখী মন্ত্র। সেই মন্ত্রটি দ্বিচত্বারিংশদক্ষর বিশিষ্ট। যথা—ওঁ রাজমুখি। বশ্যমুখি। হ্রীং হ্রীং ক্লীং দেবি। দেবি। মহাদেবি। দেবাধিদেবি। সর্বজনস্য মুখং মম বশং কুরু করু স্বাহা। ৪

অঙ্গন্যাস। যথা—ওঁ রাজমুখি। হৃদয়ায় নমঃ। ওঁ বশ্যমুখি। হ্রীং হ্রীং

১। খ—বশয়তি। অথ রাজমুখী। ২। খ—স্বাহা। অস্ত্রায় ফট্। অঙ্গন্যাসস্তু ওঁ রাজমুখি।
৩। খ—অথ শ্মশানভৈরবী। শ্মশানভৈরবি নর রুধিরাস্থি বসানিসিদ্ধিং মে দেহি মম মনোরথান্ পূরয় হুং ফট্ স্বাহা। অথ জ্বালামালিনী।

অথ জ্বালামালিনী। যথা—ওঁ নমো ভগবতি জ্বালামালিনি গৃধ্রগণপরি-বৃতে হূঁ ফট্[1] স্বাহা। ৬

অস্যাঃ করাঙ্গন্যাসৌ ওঁ নমো অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ভগবতি তর্জনীভ্যাং স্বাহা, জ্বালামালিনি! মধ্যমাভ্যাং বষট্। গৃধ্রগণপরিবৃতে অনামিকাভ্যাং হুঁ। হূঁ ফট্ কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। স্বাহা করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্। এবং হৃদয়াদিষু। ৭

অভুক্ত্বা নিয়তশ্চৈব জপেন্মন্ত্রী জপাজ্জয়ী।
জপেদষ্টসহস্রন্তু ত্রয়োবিংশতি-বাসরান্॥ ৮
প্রত্যহং সাধনং সিদ্ধং দদাতি চ ন সংশয়ঃ।
স্মৃতিমাত্রেণ বৈ মন্ত্রী রিপূন্ সর্বান্ বিনাশয়েৎ[2]॥ ৯

ইতি জ্বালামালিনীপ্রকরণম্।

ফেৎকারীয়ে—ওঁ ঠঁ ঠাঁ ঠিঁ ঠীঁ ঠুঁ ঠূঁ ঠেঁ ঠৈঁ ঠোঁ ঠৌঁ ঠঁ ঠঃ অমুকং

ক্লীং শিরসে স্বাহা ওঁ দেবি। দেবি। শিখায়ৈ বষট্। ওঁ মহাদেবি। কবচায় হুং। ওঁ দেবাধিদেবি! নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। ওঁ সর্বজনস্য মুখং মম বশং কুরু কুরু স্বাহা অস্ত্রায় ফট্। অন্য সমস্ত ব্রহ্মাশ্রী মন্ত্রের ন্যায়। জপের আদিতে মন্ত্রের সর্বজনস্য পদ স্থানে সাধ্য বশ্য ব্যক্তির নাম দেয়। রাজমুখীমন্ত্র প্রকরণ সমাপ্ত হইল। ৫

অনন্তর জ্বালামালিনী। যথা—ওঁ নমো ভগবতি। জ্বালামালিনি। গৃধ্রগণ-পরিবৃতে হুং ফট্ স্বাহা। ৬

এই বিদ্যার করাঙ্গন্যাস। ওঁ নমো অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ওঁ ভগবতি। তর্জনীভ্যাং স্বাহা। ওঁ জ্বালামালিনি মধ্যমাভ্যাং বষট্। ওঁ গৃধ্রগণ-পরিবৃত্তে অনামিকাভ্যাং হুং। ওঁ হুং ফট্ কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। ওঁ স্বাহা করতল-করপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্। এইরূপ হৃদয়াদিতে অঙ্গন্যাস করিবে। ৭

মন্ত্রজ্ঞ সাধক ভোজন না করিয়া প্রতিদিন নিয়ত মন্ত্র জপ করিবেন। ইহাতে জয়ী হইবেন। ত্রয়োবিংশতি দিন ধরিয়া আট হাজার মন্ত্র জপ করিবেন। জয়ী হইবেন। ৮

দেবী প্রত্যহ সিদ্ধ সাধন প্রদান করেন, ইহাতে কোন সংশয় নাই। মন্ত্রজ্ঞ সাধক মন্ত্রের স্মরণ মাত্রেই সমস্ত শত্রুকে বিনাশ করান। জ্বালামালিনী প্রকরণ সমাপ্ত হইল। ৯

১। খ—হূং ফট্ কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্ স্বাহা। অস্যাঃ করাঙ্গ। ২। খ—বিনাশয়েৎ ফেৎ কারীয়ে।

গৃহ্ন গৃহ্ন হূঁ হূঁ ঠঁ ঠঃ। অনেন মন্ত্রেণ শৃগালাস্থিময়ং কীলকং পঞ্চাঙ্গুলং সহস্রেণাভিমন্ত্র্য যস্য গৃহে নিখনেৎ, যস্য নাম্না শ্মশানে বা নিখনেৎ, স উন্মত্তো ভবতি। ১০

ওঁ ডঁ ডাঁ ডিঁ ডীঁ ডুঁ ডূঁ ডেঁ ডৈঁ ডোঁ ডৌঁ ডঁ ডঃ অমুকং গৃহ্ন গৃহ্ন হূঁ হূঁ ঠঁ ঠঃ। অনেন মন্ত্রেণ মনুষ্যাস্থিময়ং কীলকং বিতস্তি-প্রমাণং সহস্রেণাভিমন্ত্র্য যস্য গৃহে লিখনেৎ যস্য নাম্না শ্মশানে বা নিখনেৎ, তস্য সমস্ত-পরিবারা নশ্যন্তি। উদ্ধৃতে শান্তিঃ। ১২

শান্তিমন্ত্রো যথা—ওঁ সঃ সঁ[১] সঁ হঃ অমুকস্য শান্তির্ভবতু স্বাহা। অনেন মন্ত্রেণ ঘৃতমধুসিক্তং ক্ষীরং জুহুয়াৎ[২] পিবেচ্চ তেন শান্তির্ভবতি। ১২

ওঁ ঢঁ ঢাঁ ঢিঁ ঢীঁ ঢুঁ ঢূঁ ঢেঁ ঢৈঁ ঢোঁ ঢৌঁ ঢঁ ঢঃ অমুকং মারয় মারয় ঠঁ ঠঃ॥ অনেন গর্দভাস্থিময়ং কীলকং ত্রয়োদশাঙ্গুলং সহস্রেণাভিমন্ত্রিতং যস্য নাম্না চিতামধ্যে নিখনেৎ, স জ্বরেণ বিনশ্যতি॥ ১৩

ওঁ[৩] লঁ লাঁ লিঁ লীঁ লুঁ লূঁ লেঁ লৈঁ লোঁ লৌঁ লঁ লঃ অমুকং নাশয়

ফেৎকারীয় তন্ত্রে ওঁ ঠং ঠাং ঠিং ঠীং ঠুং ঠূং ঠেং ঠৈং ঠোং ঠৌং ঠং ঠঃ অমুকং গৃহ্ন গৃহ্ন হূং হূং ঠং ঠঃ এই মন্ত্রে বলিয়াছেন। এই মন্ত্রর দ্বারা শৃগালের অস্থিময় পাঁচ অঙ্গুল কীলক সহস্রবার অভিমন্ত্রিত করিয়া যাহার গৃহে পুতিবেন, যাহার নামে বা শ্মশানে পুতিবেন, সে উন্মত্ত হয়। ১০

ওঁ ডং ডাং ডিং ডীং ডুং ডূং ডেং ডৈং ডোং ডৌং ডং ডঃ অমুকং গৃহ্ন গৃহ্ন হূং হূং ঠং ঠঃ। এই মন্ত্রের দ্বারা বিতস্তি প্রমাণ মনুষ্যের অস্থিময় কীলক সহস্রবার অভিমন্ত্রিত করিয়া যাহার গৃহে পুতিবে, যাহার নামে বা শ্মশানে পুতিবে, তাহার সমস্ত পরিবার নাশ হইবে। ঐ কীলক তুলিয়া ফেলিলে শান্তি হয়। ১১

শান্তি মন্ত্র। যথা—ওঁ সঃ সং সং হঃ অমুকস্য শান্তির্ভবতু স্বাহা। এই মন্ত্রের দ্বারা ঘৃত মধু সিক্ত ক্ষীর হোম করিবেন ও পান করিবেন। তাহাতে শান্তি হয়। ১২

ওঁ ঢং ঢাং ঢিং ঢীং ঢুং ঢূং ঢেং ঢৈং ঢোং ঢৌং ঢং ঢঃ অমুকং মারয় মারয় ঠং ঠঃ। এই মন্ত্রের দ্বারা তের আঙ্গুল গর্দভের অস্থিময় কীলক সহস্রবার অভিমন্ত্রিত করিয়া যার নামে চিতামধ্যে পুতিবেন, সে জ্বরে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। ১৩

ওঁ লং লাং লিং লীং লুং লূং লেং লৈং লোং লৌং লং লঃ অমুকং নাশয় ঠং ঠঃ।

১। খ—সঁ হং সঃ অমুকস্য। ২। খ—জুহুয়াদিতি নাস্তি। ৩। খ—লং লাং লিং ইত্যাদি

নাশয় ঠঁ ঠঃ। অনেন খদিরকাষ্ঠময়ং কীলকং ষড়ঙ্গুলং সহস্রেণাভিমন্ত্র্য যস্য নাম্না শ্মশানে গৃহে বা নিখনেৎ, তস্য সর্বং নাশয়তি। সর্বত্র শান্তিঃ পূর্ববৎ।১৪

অথ নিগড়বন্ধনমোক্ষণম্ ॥

যথা ওঁ নমঃ ঋতে নির্ঋতে তিগ্মতেজো যন্ময়ং বিব্রেতা বন্ধমেতং যমেন দত্তং তৎসম্বিদানোত্তমে নাকে অধোরোহ বৈরং ॥ অস্য নিগড়ভঞ্জনমন্ত্রস্য প্রজাপতির্ঋষির্নির্ঋতির্দেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দো বন্ধাদি-ব্যসনপরিহারে বিনিয়োগঃ। ১৫

এবং ঋষ্যাদিকং ন্যস্য অযুতং প্রজপেৎ সুধীঃ।
ততো বন্ধাদ্ব্যসনাচ্চ মুক্তো ভবতি নান্যথা। ১৬

ইতি নিগড়বন্ধনমোক্ষণ-প্রকরণম্ ॥

অথ চিটিমন্ত্রঃ

যথা— তারং চিটিদ্বয়ং ব্রূয়াচ্চাণ্ডালি চ ততঃ পরম্।
মহদাদ্যাং ততো ব্রূয়াদমুকং মে ততঃ পরম্ ॥ ১৭
বশমানয় ঠ-দ্বন্দ্বং চিটিমন্ত্র উদাহৃতঃ।
সপ্তভির্দিবসৈর্ভূপান্ বশয়েদ্বিধিনামুনা ॥ ১৮

এই মন্ত্রের দ্বারা ছয় আঙ্গুল খদির কাষ্ঠময় কীলক সহস্রবার অভিমন্ত্রিত করিয়া যাহার নামে শ্মশানে অথবা গৃহে পুতিবেন, তাহার সমস্তই বিনাশ করায়। সকল স্থলে পূর্ববৎ শান্তি করিবে। ১৪

অনন্তর নিগড় বন্ধন। যথা—ওঁ নমঃ ঋতে নির্ঋতে তিগ্মতেজো যন্ময়ং বিব্রেতা বন্ধমেতং যমেন দত্তং তং সম্বিদানোত্তমে নাকে অধোরোহং বৈরম্। অস্য নিগড়-ভঞ্জনমন্ত্রস্য প্রজাপতির্ঋষির্নির্ঋতির্দেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দো বন্ধাদিব্যসন-পরিহারে বিনিয়োগঃ। ১৫

এইরূপ ঋষ্যাদি ন্যাস করিয়া সুধী সাধক অযুত মন্ত্র জপ করিবে। তাহা হইতে বন্ধ ও ব্যসন হইতে মুক্ত হয়। ইহার অন্যথা হয় না। ১৬

নিগড় বন্ধন মোক্ষণ প্রকরণ সমাপ্ত।

অনন্তর চিটি মন্ত্র। তার, চিটি-দ্বয় বলিবেন। তাহার পর চাণ্ডালি মহৎপদাদি চাণ্ডালি অর্থাৎ মহাচাণ্ডালি, তাহার পর অমুকং মে বলিবেন। তাহার পর বশ-মানয় ঠদ্বয় (স্বাহা)। ইহা চিটি মন্ত্র বলিয়া কথিত হইয়াছে। এই বিধি দ্বারা সাত দিনে নৃপতিগণকে বশ করিতে পারে। ১৭-১৮

তথাচ—ও চিটি চিটি[১] চাণ্ডালি মহাচাণ্ডালি অমুকং মে বশমানয় স্বাহেতি মন্ত্রঃ[২]। অত্র প্রণবানন্তরবর্ণচতুষ্কং তৃতীয়স্বরবদিতিবোধ্যম্। বিধিমাহ—

বিলিখ্য তালপত্রে তং সাধ্যনাম্না বিদর্ভিতম্।
নিক্ষিপ্য ক্ষীরসংমিশ্রে জলে তৎ ক্বাথয়েন্নিশি ॥ ১৯
বশ্যো ভবতি সাধ্যশ্চ নাত্র কার্য্যা বিচারণা।
তালপত্রে লিখিত্বৈনং ভদ্রকালীগৃহে খনেৎ।
বশ্যায় সর্বজন্তূনাং প্রয়োগোঽয়মুদাহৃতঃ ॥ ২০

বিদর্ভিতমিতি দ্বে দ্বে মন্ত্রাক্ষরে যত্র একৈকং সাধ্যনামকম্। বিদর্ভিতন্তু তৎ প্রোক্তং সর্বরক্ষাকরং পরম্ ইতি রীত্যা বিদভিতমিত্যর্থঃ। ২১

ইতি চিটিমন্ত্রপ্রকরণম্।

অথ গরুড় মন্ত্র। যথা নিবন্ধে—

সম্বর্ত্তকো নেত্রযুতঃ পার্শ্বস্তারোঽগ্নিসুন্দরী।
গারুড়ো মনুরাখ্যাতো বিষদ্বয়-বিনাশকঃ ॥ ২২

তাহা হইলে ওঁ চিটি চিটি চাণ্ডালি মহাচাণ্ডালি। অমুকং মে বশমানয় স্বাহা এই মন্ত্র হয়। এই স্থলে প্রণবের অনন্তর বর্ণ চারিটি তৃতীয় স্বরবৎ, ইহা জানিবেন। বিধি বলিতেছেন—

সাধ্যনামের দ্বারা বিদর্ভিত সেই মন্ত্রকে তালপত্রে লিখিয়া ক্ষীর-মিশ্রিত জলে নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে রাত্রিতে ক্বাথ করিবে। তাহাতে সাধ্য বশ্য হয়। ইহাতে কোন বিচারণা (সংশয়) নাই। ১৯

সমস্ত প্রাণীর বশ্যের জন্য তালপত্রে এই মন্ত্রকে লিখিয়া ভদ্রকালীর গৃহে পুতিবে। এই প্রয়োগ কথিত হইয়াছে। ২০

বিদর্ভিতম্ ইহার অর্থ—দ্বে দ্বে মন্ত্রাক্ষরে যত্র একৈকং সাধ্যনামকম্। বিদর্ভিতং তু তৎ প্রোক্তং সর্বরক্ষাকরং পরম্। অর্থাৎ যে স্থলে দুইটি মন্ত্রের অক্ষর ও একটি সাধ্যনামের অক্ষর, তাদৃশ সেই মন্ত্র সর্বরক্ষাকর বিদর্ভিত বলিয়া কথিত হইয়াছে। এই রীতি অনুসারে বিদর্ভিত। চিটি মন্ত্রের প্রকরণ সমাপ্ত হইল। ২১

অনন্তর গরুড় মন্ত্র। যেমন নিবন্ধে বলিয়াছেন—নেত্রযুক্ত (ইকারে যুক্ত) সম্বর্ত্তক (ক্ষ), পার্শ্ব (পকার), তাহাতে ক্ষিপ হয়। তাহার পর তার (ওঁ) ও অগ্নিসুন্দরী (স্বাহা)। ইহা স্থাবর ও জঙ্গম বিষদ্বয় বিনাশক গরুড়ের মন্ত্র কথিত হইয়াছে। ২২

১। চিটি চাণ্ডালিনী মহাচাণ্ডালিনী। ২। খ—মন্ত্রঃ। বিধিমাহ—

সম্বর্ত্তকঃ ক্ষকারঃ। পার্শ্বঃ পকারঃ। তেন ক্ষিপ ওঁ স্বাহেতি মন্ত্রঃ। তথা তত্রৈব—স্মরন্ গরুড়মাত্মানং মন্ত্রমেনং জপেন্নরঃ।

বিষমালোকনেনৈব হন্যান্নাগ-কুলোদ্ভবম্ ॥ ২৩

অস্য পূজা—প্রাতঃকৃত্যাদি-বৈষ্ণবোক্ত-পীঠমন্ত্রান্তং বিন্যস্য ঋষ্যাদীন্ ন্যসেৎ। রুদ্র ঋষিঃ পঙ্‌ক্তিচ্ছন্দঃ পক্ষীন্দ্রো দেবতা ওঁ বীজং স্বাহা শক্তিঃ। ২৪

ততঃ করাঙ্গন্যাসৌ। জ্বল জ্বল মহামতি স্বাহা অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। গরুড়-চূড়ামণে স্বাহা তর্জনীভ্যাং স্বাহা। গরুড় শিখি শিখে স্বাহা মধ্যমাভ্যাং বষট্। গরুড়[1] প্রভঞ্জ প্রভঞ্জ প্রভেদন প্রভেদন বিদ্রাবয় বিদ্রাবয় বিমর্দ্দয় বিমর্দ্দয় স্বাহা অনামিকাভ্যাং হুঁ। উগ্ররূপধর সর্ববিষহর ভীষয় ভীষয় স্বাহা কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। সর্বং দহ দহ ভস্মীকুরু কুরু স্বাহা করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্। এবং হৃদয়াদিষু। ততঃ করদ্বয়াঙ্গুষ্ঠাদি-পঞ্চাঙ্গুলীষু

সম্বর্ত্তক—ক্ষকার। পার্শ্ব—পকার। তাহাতে ক্ষিপ ওঁ স্বাহা এই মন্ত্র হয়। সেইখানেই এইরূপ বলিয়াছেন—

যে মানব নিজেকে গরুড় স্মরণ করিতে করিতে এই মন্ত্র জপ করে, সে দৃষ্টি মাত্রের দ্বারা নাগকুলজাত বিষকে নাশ করে। ২৩

ইহার পূজা। প্রাতঃকৃত্য হইতে বিষ্ণু মন্ত্রের পূজা পদ্ধতি কথিত পীঠমন্ত্র পর্য্যন্ত ন্যাস করিয়া ঋষ্যাদি ন্যাস করিবেন। এই মন্ত্রের রুদ্র ঋষি, পঙ্‌ক্তি ছন্দঃ, পক্ষীন্দ্র দেবতা ওঁ বীজ ও স্বাহা শক্তি। ন্যাসটি এইরূপ হইবে—অস্য শ্রীগরুড়-মন্ত্রস্য রুদ্র ঋষিঃ পঙ্‌ক্তিঃ ছন্দঃ পক্ষীন্দ্রো দেবতা ওঁ বীজং স্বাহা শক্তিঃ বিষঘ্ন-বিনাশে বিনিযোগঃ। মস্তকে—ওঁ রুদ্রায় ঋষয়ে নমঃ। মুখে—ওঁ পঙ্‌ক্তিছন্দসে নমঃ। হৃদয়ে—ওঁ পক্ষীন্দ্র-দেবতায়ৈ নমঃ। গুহ্যে—ওঁ ওঁ বীজায় নমঃ। পাদদ্বয়ে—ওঁ স্বাহা শক্তয়ে নমঃ। ২৪

অনন্তর করাঙ্গন্যাস। ওঁ জ্বল জ্বল মহামতি স্বাহা অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ওঁ গরুড়-চূড়ামণে স্বাহা তর্জনীভ্যাং স্বাহা। ওঁ গরুড় শিখি শিখে স্বাহা মধ্যমাভ্যাং বষট্। ওঁ গরুড় প্রভঞ্জ প্রভঞ্জ প্রভেদন প্রভেদন বিদ্রাবয় বিদ্রাবয় বিমর্দয় বিমর্দয় স্বাহা অনামিকা-ভ্যাং হুং। ওঁ উগ্ররূপধর সর্ববিষহর ভীষয় ভীষয় স্বাহা কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। ওঁ সর্বং দহ দহ ভস্মী কুরু কুরু স্বাহা করতল-পৃষ্ঠাভ্যাং ফট্। এইরূপ হৃদয়াদিতে অঙ্গন্যাস হইবে। তাহার পর করদ্বয়ের অঙ্গুষ্ঠাদি পাঁচটি অঙ্গুলি, পাদ, কটি, হৃদয়, মুখ ও মস্তকে মন্ত্রের পঞ্চবর্ণ ন্যাস করিবেন। যথা অঙ্গুষ্ঠে—ওঁ ক্ষিং নমঃ, তর্জনীতে পং নমঃ,

---

১। খ—গরুড় প্রভঞ্জন প্রভেদন বিদ্রাবয়।

পদ-কটী-হৃদয়-মুখ-মূর্দ্ধসু চ মন্ত্র-পঞ্চ-বর্ণান্ ন্যসেৎ। ততো ধ্যায়েৎ (২৫)—

বর্মান্তর্বহ্নিযুগ্মাক্ষর-কমলগতং মঞ্চভূতাদ্যবর্ণং
ক৯প্তাকল্পং ফণীন্দ্রৈরভয়-বর-করং পদ্মনেত্রং সুবক্ত্রম্।
দুষ্টাহিচ্ছেদি[১]-তুণ্ডং স্মরদখিলবিষপ্রোষণং প্রাণভূতং
প্রাণাগ্রণ্যং ত্রিবেদীতনুমমৃতময়ং পক্ষিরাজং ভজেঽহম্॥ ২৬

অস্যার্থঃ। বর্ম কবচং, তস্যান্তর্মধ্যে বহ্নিযুগ্মাক্ষরং রেফদ্বয়ং যত্র কমলে, তত্র স্থিতম্[২]। মঞ্চভূতৌ খট্টাকার ঘটকৌ আদ্যবর্ণৌ ক্ষকারেকারৌ যস্য। তথা চ উপরি রেফদ্বয়ং অধঃ ক্ষকারেকারৌ খট্বাকারতয়া কর্ণিকায়ামিত্যর্থঃ। ২৭

এবং ধ্যানং কৃত্বা মানসৈঃ সম্পূজ্যার্ঘ্যং সংস্থাপ্য বৈষ্ণবোক্ত-পীঠমন্বন্তপীঠ-পূজাং কৃত্বা পুনর্ধ্যাত্বাবাহ্য[৩] হুঙ্কার-গর্ভগত-খট্টাকার-স্থিত-রেফদ্বয়-ক্ষকারেকার-

---

মধ্যমায়—ওঁ ওঁ নমঃ, অনামায়—ওঁ স্বাং নমঃ, কনিষ্ঠায়—ওঁ হাং নমঃ। পাদে—ওঁ ক্ষিং নমঃ, কটিতে—ওঁ পং নমঃ, হৃদয়ে—ওঁ ওঁ নমঃ, মুখে—ওঁ স্বাং নমঃ, মস্তকে—ওঁ হাং নমঃ। এই ন্যাসের পর ধ্যান করিবেন। ২৫

ধ্যানের অর্থ—বর্ম (হূং কারের) অন্তর্গত বহ্নি (রকার) দ্বয়স্থিত মঞ্চভূত আদ্য বর্ণযুক্ত কমলে সমাসীন ফণীন্দ্ররূপ ভূষণে ভূষিত অভয় ও বরদ হস্ত, পদ্মনেত্র, সুবদন দুষ্ট সর্পের ছেদনকারী [illegible]র, স্মরণকারিগণের সমস্ত বিষনাশক, প্রাণভূত ও প্রাণাগ্রগণ্য বেদত্রয় দেহধারী অমৃতময় পক্ষিরাজকে আমি ভজনা করি। ২৬

এই শ্লোকের অর্থ—বর্ম—কবচ (হূং) তাহার অন্তঃ অর্থাৎ মধ্যে বহ্নি যুগ্মাক্ষর রেফদ্বয় যে কমলে, সেই কমলস্থিত মঞ্চভূত ঘট্টাকারের ঘটক যে আদ্যবর্ণ ক্ষকার ও ঈকার যে পদ্মে, তাদৃশপদ্মে সমাসীন। তাহা হইলে উপরে রেফদ্বয় ও অধঃ ক্ষকার ও ঈকার ঘট্টাকার রূপে কর্ণিকায় অবস্থিত অর্থাৎ যে পদ্মের কর্ণিকার হূং কারের মধ্যে উপরে রকারদ্বয় ও নীচে ক্ষকার ও ঈকার খট্টার আকারে অবস্থিত তাদৃশ পদ্মে সমাসীন—এই অর্থ। ২৭

এইরূপ ধ্যান করিয়া মানস উপচারে পূজা করিয়া বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করিয়া বিষ্ণু মন্ত্র প্রকরণোক্ত পীঠমনু পর্য্যন্ত পীঠপূজা করিয়া পুনরায় ধ্যান করিয়া, আবাহন করিয়া প্রমাণান্তর প্রাপ্ত হূং কারের গর্ভগত খট্টার আকারে স্থিত রেফদ্বয় এবং ক্ষকার

১। খ—দুষ্টাহিচ্ছেদি। ২। খ—স্থিতং। পঞ্চভূত আধারভূত আদ্যবর্ণঃ ক্ষকারেকারবিন্দ্বাত্মক-নিজবীজং যস্য। তথাচ তদ্বীজং কর্ণিকায়ামিত্যর্থঃ। ৩। খ—আবাহ্য রেফদ্বয় মধ্যহহুঙ্কারগর্ভে ক্ষকারেকারবিন্দ্বাত্মকবীজযুক্ত-কর্ণিকেশ্বরধন্যা।

বর্ণচতুষ্টয়যুক্ত-কর্ণিকে স্বরদ্বন্দ্বাষ্টক-কেশরে ক চ ট ত প য শ লাষ্ট-বর্গ-যুক্তাষ্ট-দলে প্রমাণান্তর-পরিপ্রাপ্তে[১] মাতৃকাপদ্মে পক্ষিরাজং পূজয়েৎ। ২৮

তত আবরণপূজা। অঙ্গৈঃ প্রথমাবরণম্। অনন্ত-বাসুকি-তক্ষক-কর্কোটক-পদ্ম-মহাপদ্ম-শঙ্খ-কুলিকাষ্ট-নাগৈর্দ্বিতীয়ম্। ইন্দ্রাদিভিস্তৃতীয়ম্। ২৯

পুরশ্চরণং পঞ্চলক্ষ-জপঃ। অথবা[২] মূলমন্ত্রমযুতং প্রত্যেকমক্ষর-সংখ্য-সহস্রং মালামন্ত্রং জপেৎ। ঘৃতাক্তৈঃ কৃষ্ণপুষ্পৈর্দশাংশহোমঃ। মালামন্ত্রো যথা—ওঁ নমো ভগবতে গরুডায় কালাগ্নি-বর্ণায় এহ্যেহি কালানল-লোল-জিহ্বায় পাতয় পাতয় মোহয় মোহয় বিদ্রাবয় বিদ্রাবয়[৩] ভ্রম ভ্রম ভ্রাময় ভ্রাময় হন হন দহ দহ পচ পচ হূঁ ফট্ স্বাহা। ৩০

ক্ষীরাব্ধি-মধ্যে তত্রোৎপন্ন-পূর্বোক্ত-মাতৃকাক্ষরময়মমৃতাত্মকং শ্বেতপদ্মং বিচিন্ত্য তৎপদ্মে দষ্টং বিচিন্ত্য দষ্টস্য মূর্দ্ধ-বক্ত্র-হৃদয়-নাভিষু[৪] রঁ হঁ ঠঁ বঁ ইতি বীজ-চতুষ্টয়মমৃতস্রাবিত্বেন বিচিন্ত্য দষ্টশিরস উপরি চন্দ্রকান্ত-ধবলং সুধাময়ং গরুড়ং ধ্যাত্বা স্বহস্তস্থিতামৃতপূরিত-শঙ্খ-নির্গলদমৃত-ধারয়া দষ্টং প্লাবয়ন্তং

ও ঈকার রূপ বর্ণ চতুষ্টয়যুক্ত কর্ণিক আটটি স্বরদ্বন্দ্ব যুক্ত কেশর যুক্ত ক চ ট ত প য শ ও ল বর্গ রূপ আটটি বর্গ বিশিষ্ট দলযুক্ত মাতৃকাপদ্মে পক্ষিরাজকে পূজা করিবে। ২৮

তাহার পর আবরণ পূজা। ষড়ঙ্গের দ্বারা প্রথম আবরণ। অনন্ত, বাসুকি, তক্ষক, কর্কোটক, পদ্ম, মহাপদ্ম, শঙ্খ, কুলিক—এই আটটি নাগের দ্বারা দ্বিতীয় আবরণ। ইন্দ্রাদি লোকপালগণের দ্বারা তৃতীয় আবরণ। ২৯

এই মন্ত্রের পুরশ্চরণ পাঁচ লক্ষ মন্ত্র জপ অথবা অযুত মূলমন্ত্র ও মূলমন্ত্রের বর্ণসংখ্যক (পাঁচ হাজার) মূলোক্ত মালামন্ত্র জপ করিবেন। ঘৃতাক্ত কৃষ্ণ পুষ্পের দ্বারা জপের দশাংশ পরিমাণ হোম করিবে। ৩০

ক্ষীর সমুদ্রের মধ্যে সেই ক্ষীর সমুদ্রে উৎপন্ন পূর্বোক্ত মাতৃকাবর্ণময় অমৃতরূপ শ্বেত পদ্ম ধ্যান করিয়া সেই পদ্মে সর্প দষ্ট ব্যক্তিকে চিন্তা করিয়া সেই সর্পদষ্টের মস্তক মুখ, হৃদয় ও নাভিতে রং হং ঠং ও বং এই বীজ চতুষ্টয়কে অমৃত ক্ষরণ-কারিরূপে চিন্তা করিয়া সর্পদষ্ট ব্যক্তির মস্তকের উপরে চন্দ্রকান্তের ন্যায় ধবলবর্ণ গরুড়কে ধ্যান করিয়া নিজ হস্ত স্থিত অমৃতপূরিত শঙ্খ হইতে গলিত অমৃত ধারায় সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে

১। খ—প্রমাণান্তরপরিপ্রাপ্তে ইতি নাস্তি। ২। খ—অথবা পুরশ্চরণার্থং। ৩। খ—বদ্রাবয় ভ্রময় ভ্রময় হন হন। ৪। খ—নাভিষু বং হং ঠং বমিতি।

গরুড়ং ধ্যায়ন্ মন্ত্রং জপেৎ। এবং ধ্যানমাত্রেণ দষ্টো নির্বিষঃ সমুত্থায় চিরং জীবেৎ। ৩১

ওঁ নমো ভগবতে গরুড়ায়[১] মহেন্দ্ররূপায় পর্বতশিখরাকাররূপায় সংহর সংহর মোচয় মোচয় চালয় চালয় পাতয় পাতয় নির্বিষ নির্বিষ বিষমপ্যমৃতং চাহাররূপ-সদৃশমিদং প্রজ্ঞাপয়ামি স্বাহা নমঃ লল লল রব রব হন হন ক্ষিপ ক্ষিপ হর হর স্বাহা। অনেন গরুড়-মন্ত্রেণ মন্ত্রী গরুড়ো ভূত্বা অভিমন্ত্রিতং স্থাবরবিষং ভক্ষিতমপি অমৃতং করোতি কিমুতান্নপানাদিকম্। ৩২

অথ গরুড়স্তবঃ—সুপর্ণং বৈনতেয়ঞ্চ নাগারিং নাগভূষণম্।
জিতান্তকং বিষারিঞ্চ অজিতং বিশ্বরূপিণম্॥ ৩৩
গরুড়ং পতগশ্রেষ্ঠং তার্ক্ষ্যং কশ্যপনন্দনম্।
দ্বাদশৈতানি নামানি গরুড়স্য মহাত্মনঃ॥ ৩৪
যঃ পঠেৎ প্রাতরুত্থায় স্নানে বা শয়নেঽপি বা।
বিষং নাক্রমতে তস্য ন চ হিংসন্তি হিংসকাঃ॥ ৩৫
সংগ্রামে ব্যবহারে চ বিজয়স্তস্য জায়তে।
বন্ধনান্মুক্তিমায়াতি যাত্রায়াং সিদ্ধিরেব চ॥ ৩৬

ইতি গরুড়স্তবঃ॥ ইতি গরুড়প্রকরণম্॥

প্লাবন কারী গরুড়কে ধ্যান করিতে করিতে মন্ত্র জপ করিবেন। এইরূপ ধ্যান মাত্রের দ্বারা সর্পদষ্ট ব্যক্তি নির্বিষ হইয়া উত্থিত হইয়া দীর্ঘকাল জীবিত থাকিবে। ৩১

ওঁ নমো ভগবতে ইত্যাদি মূলোক্ত মন্ত্রের দ্বারা মন্ত্রজ্ঞ সাধক গরুড় হইয়া অভিমন্ত্রিত স্থাবর বিষ ভক্ষিত হইলেও তাহাকে অমৃত করে। অন্নপানাদি ভক্ষিত হইলে যে অমৃত হয়, তাহাতে আর বক্তব্য কি? ৩২

সুপর্ণ, বৈনতেয়, নাগারি, নাগভূষণ, জিতান্তক (মৃত্যুজয়ী) বিষারি, অজিত, বিশ্বরূপী, গরুড়, পতগশ্রেষ্ঠ, তার্ক্ষ্য, কশ্যপ নন্দন—মহাত্মা গরুড়ের এই দ্বাদশ নাম যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উঠিয়া স্নানকালে বা শয়নকালে পাঠ করে, তাহাকে বিষ আক্রমণ করে না। হিংসকগণ তাহাকে হিংসা করে না। সংগ্রামে ও লোক ব্যবহারে তাহার বিজয় জন্মে, বন্ধন হইতে মুক্তি হয় এবং যাত্রায় সিদ্ধি হয়। ৩৩-৩৬

গরুড়ের স্তব ও গরুড়ের প্রকরণ সমাপ্ত হইল

১। খ—গরুড়ায়। অতঃপরং ওঁ ভুবনেশ্বর্য্যৈ নমঃ। অথ বক্ষ্যামিতি ভুবনেশ্বরী প্রকরণম্ কালী প্রকরণানন্তরং ওঁ নমো ভগবতে গরুড় ক্রম্যেত্যাদি। ক+খ—পুস্তকয়োরেব প্রকরণ-ব্যত্যয়ঃ

অথ বিষহরাগ্নি-মন্ত্রঃ। স চ বিসর্গ-বিন্দুযুক্ত খকার-দ্বয়রূপঃ। তেন খঃ খঁ ইতি। ৩৭

অস্য পূজা। প্রাতঃকৃত্যাদিকং কৃত্বা ঋষ্যাদীন্ন্যসেৎ। অগ্নিঋর্ষিঃ পঙ্‌ক্তিচ্ছন্দঃ অগ্নির্দেবতা খকারো বীজং বিন্দুঃ শক্তিঃ। করাঙ্গন্যাসৌ তু দীর্ঘষট্‌কযুতা খকারেণ। ধ্যানার্চনে শারদোক্ত-বৈশ্বানর-মন্ত্রবৎ। ৩৮

পুরশ্চরণং দ্বাদশ-সহস্র-জপঃ। আজ্যেন দশাংশহোমঃ। স্ববামহস্ততলে পঞ্চদলং শ্বেতপদ্মং ধ্যাত্বা তৎকর্ণিকায়াং সবিসর্গং খকারং তৎপঞ্চদলেষু সানুস্বার-খকারং ধ্যাত্বা রক্তবর্ণমমৃতময়ং বিচিন্ত্য তৎ-স্পর্শাৎ সর্বং বিষং নাশয়েৎ। ইত্থম্ভূত-করেণ বিষরোগগ্রস্তং স্পৃষ্ট্বা২ষ্টসহস্রং জপেৎ। সর্পবৃশ্চিকাদি-বিষজ্বালা-জীর্ণ-বিসর্প-দন্তাদিশূল-নেত্রাদি-রোগ-সর্বং বেদনানাঞ্চ ততঃ প্রশান্তির্ভবতি ইতি বিষহরাগ্নিমন্ত্রঃ। ৩৯

অথ বৃশ্চিকবিষহরমন্ত্রাঃ। ওঁ স র হ স্ফুঃ। ওঁ হিলি মিলি চিলি হ স্ফুঃ ওঁ হিলি হিলি চিলি হ ফুঃ। ব্রহ্মাণে ফুঃ। সর্বেভ্যো দেবেভ্য স্ফুঃ। ইত্যেতে। ৪০

অনন্তর বিষহর অগ্নিমন্ত্র। সেই মন্ত্রটি বিসর্গ ও বিন্দুযুক্ত খকাররূপ। তাহাতে খঃ খং এই মন্ত্র হয়। ৩৭

এই মন্ত্রের পূজা—প্রাতঃকৃত্যাদি করিয়া ঋষ্যাদিন্যাস করিবেন। এই মন্ত্রের অগ্নি ঋষি, পঙক্তি ছন্দঃ অগ্নি দেবতা, খকার বীজ, বিন্দু শক্তি। দীর্ঘ ষট্‌ক-যুক্ত খকারের দ্বারা করাঙ্গন্যাস করিবেন। ধ্যান ও পূজা শারদাতিলকোক্ত বৈশ্বানর মন্ত্রের ন্যায় করিবেন। ৩৮

এই মন্ত্রের পুরশ্চরণ দ্বাদশ হাজার জপ। ঘৃতের দ্বারা জপের দশাংশ হোম। নিজের বাম হস্তের তলে পঞ্চদল শ্বেতপদ্ম ধ্যান করিয়া তাহার কর্ণিকায় সবিসর্গ খকার (খঃ), তাহার পাঁচটি দলে অনুস্বার যুক্ত খকার (খং) ধ্যান করিয়া, তাহাকে রক্তবর্ণ অমৃতময় চিন্তা করিয়া তাহার স্পর্শ হইতে সমস্ত বিষকে নাশ করায়। ঈদৃশ করের দ্বারা বিষরোগ গ্রস্ত ব্যক্তিকে স্পর্শ করিয়া আট হাজার জপ করিবে। এই জপ হইতে সর্প ও বৃশ্চিকাদির বিষ-জ্বালা, জীর্ণ (পুরাতন) বিসর্প রোগ, দন্তাদিশূল, নেত্রাদির রোগ সকল ও বেদনা সমূহের শান্তি হয়। ৩৯

বিষহর অগ্নিমন্ত্রের প্রকরণ সমাপ্ত হইল

অনন্তর বৃশ্চিকবিষহরমন্ত্র। ওঁ স র হ স্ফুঃ, ওঁ হিলি মিলি চিলি হ স্ফুঃ, ওঁ হিলি

অথ মূষিকবিষহরমন্ত্রঃ[১]। যথা—ওঁ গৈং কাং ঠঃ। ইতি মূষিক-বিষহর-মন্ত্রঃ। ওঁ সরণে ফুঃ অসরণে বিসরণে ফুঃ। এতন্মন্ত্রজপ্ত-শ্বেত-সর্ষপ প্রক্ষেপান্ মূষিক-নাশো ভবতি। ওঁ হ্রাং হ্রীং হূং জকৃত ওঁ স্বাহা গরুড় হূঁ ফট্। ইতি লূতা-বিষহরো দুর্গামন্ত্রঃ। ওঁ নমো ভগবতে বিষ্ণবে সর সর হন হন হূঁ ফট্ স্বাহা। ইতি সর্বকীটজাতি-বিষহরো বিষ্ণুমন্ত্রঃ॥ ৪১

অথ সুখপ্রসবমন্ত্রঃ। ওঁ মন্মথ মন্মথ বাহি বাহি লম্বোদর মুঞ্চ মুঞ্চ স্বাহা॥ মুক্তাঃ পাশা বিপাশাশ্চ মুক্তাঃ সূর্য্যেণ রশ্ময়ঃ। মুক্তঃ সর্বভয়াদ্ গর্ভ এহ্যেহি মারীচ মারীচ স্বাহা॥

এতয়োরন্যতরেণাষ্টবারং জলমভিমন্ত্র্য দেয়ম্। তৎ পীত্বা সুখপ্রসবা ভবতি। ইতি সুখপ্রসবমন্ত্র-প্রকরণম্॥ ৪২

অথ হনুমৎকল্পঃ। যথা গরুড়তন্ত্রে দেবীশ্বর-সংবাদে শঙ্কর উবাচ—

শৃণু দেবি! প্রবক্ষ্যামি সাবধানাবধারয়।
হনুমৎ-সাধনং পুণ্যং মহাপাতক-নাশনম্॥ ৪৩

হিলি চিলি চিলি হ স্ফুঃ, ব্রহ্মাণে ফুঃ, সর্বেভ্যঃ দেবেভ্যঃ স্ফুঃ। এইগুলি বৃশ্চিকের বিষহর মন্ত্র। ৪০

অনন্তর মূষিকের বিষহর মন্ত্র। ওঁ গৈং কাং ঠঃ। এইটি মূষিকের বিষহর মন্ত্র। ওঁ সরণে ফুঃ, অসরণে বিসরণে ফুঃ। এই মন্ত্র জপ্ত শ্বেত সর্ষপ প্রক্ষেপ হইতে মূষিক নাশ হয়। ওঁ হ্রাং হ্রীং হূং জকৃত ওঁ স্বাহা গরুড় হূং ফট্। এইটি লূতার বিষ হর দুর্গামন্ত্র। ওঁ নমো ভগবতে বিষ্ণবে সর সর হন হন হূং ফট্ স্বাহা—এইটি সমস্ত কীট জাতির বিষহর বিষ্ণুমন্ত্র। ৪১

অনন্তর সুখ প্রসব মন্ত্র। (১) ওঁ মন্মথ মন্মথ বাহি বাহি লম্বোদর মুঞ্চ মুঞ্চ স্বাহা, (২) ওঁ মুক্তাঃ পাশা বিপাশাশ্চ মুক্তাঃ সূর্য্যেণ রশ্ময়ঃ। মুক্তঃ সর্বভয়াদ্ গর্ভ এহ্যেহি মারীচ মারীচ স্বাহা—এই দুইটি মন্ত্রের যে কোন একটি মন্ত্রের দ্বারা জলকে আট বার অভিমন্ত্রিত করিয়া পান করিতে দিবে। তাহা পান করিয়া সুখ-প্রসবা হয়। ৪২

সুখ প্রসব মন্ত্র প্রকরণ সমাপ্ত হইল।

অনন্তর হনুমৎ কল্প। যেমন গরুড়তন্ত্রে দেবী ও ঈশ্বরের সংবাদে ঈশ্বর বলিলেন—হে দেবি! মহাপাতকের নাশক পুণ্য হনুমৎ সাধন (হনুমানের মন্ত্র) বলিতেছি। সাবধান হইয়া অবধারণ কর। ৪৩

১। খ—অথেত্যাদিমন্ত্র ইত্যন্তপাঠো নাস্তি।

বিয়ৎ সলবকং হনুমতে চ তদনন্তরম্ ।
রুদ্রাত্মকায় কবচং ফড়িতি দ্বাদশাক্ষরঃ ॥ ৪৪

এতন্মন্ত্রং সমাখ্যাতং গোপনীয়ং প্রযত্নতঃ ।
তব স্নেহেন ভক্ত্যা চ দাসোঽস্মি তব সুন্দরি ! ॥ ৪৫

এতন্মন্ত্রঞ্চার্জুনায় প্রদত্তং হরিণা পুরা ।
জয়েন সাধনং কৃত্বা জিতং সর্বং চরাচরম্ ॥ ৪৬

নদীকূলে বিষ্ণুগৃহে নির্জনে পর্বতে বনে ।
একাগ্রচিত্তমাদায় সাধয়েৎ সাধনং মহৎ ॥ ৪৭

অস্যার্থঃ—বিয়ৎ হকারঃ। লবোঽনুস্বারঃ। কবচং পঞ্চমস্বরবদ্রূপম্। তথাচ—হঁ হনুমতে রুদ্রাত্মকায় হুঁ ফট্ ইতি মন্ত্রঃ। অত্র হনুমৎ-শব্দো হ্রস্বোকার-মধ্যঃ প্রকৃতিরূপত্বাৎ[১]। অস্য করাঙ্গন্যাসৌ ষড়্দীর্ঘ-ভাজাদি-বীজেন। তথাচ হাঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, হীঁ তর্জনীভ্যাং স্বাহেত্যাদিনা চ। ততো ধ্যানম্। ৪৮

সলবক (অনুস্বারযুক্ত) বিয়ৎ (হ), হনুমতে, তাহার পর রুদ্রাত্মকায় কবচ (হুং) ফট্। এই দ্বাদশাক্ষর হনুমানের মন্ত্র। ৪৪

এই মন্ত্র আমার কর্তৃক কথিত হইল। উহা যত্নপূর্বক গোপনীয়। হে সুন্দরি ! তোমার স্নেহে ও ভক্তিতে আমি তোমার দাস হইয়াছি। ৪৫

প্রাচীনকালে হরি অর্জুনকে এই মন্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন। জয়—(অর্জুন) এই মন্ত্রের সাধন করিয়া চরাচর জগৎ জয় করিয়াছিলেন। ৪৬

নদীকূলে, বিষ্ণুগৃহে, নির্জনে, পর্বতে, বনে একাগ্রচিত্ত হইয়া মহৎ সাধন (মন্ত্র) সাধন করিবে। ৪৭

ইহার অর্থ—বিয়ৎ—হকার। লব—অনুস্বার। কবচ—পঞ্চম স্বর বিশিষ্ট রূপ হুং। তাহা হইলে হং হনুমতে রুদ্রাত্মকায় হুং ফট্—এই মন্ত্র হয়। এই স্থলে হনুমৎ শব্দটি প্রকৃতি স্বরূপ বলিয়া উহার মধ্যে হ্রস্ব উকার, দীর্ঘ উকার নহে, (ইহা আমার গুরু বলেন)। এই মন্ত্রের করাঙ্গন্যাস ছয়টী দীর্ঘস্বর যুক্ত আদি বীজের দ্বারা হইবে। তাহা হইলে হাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, হীং তর্জনীভ্যাং স্বাহা, ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা ষড়ঙ্গন্যাস করিবেন। তাহার পর ধ্যান করিবেন। ৪৮

১। খ—রূপত্বাদিতি গুরুচরণাঃ।

মহাশৈলং সমুৎপাট্য ধাবন্তং রাবণং প্রতি।
তিষ্ঠ তিষ্ঠ রণে দুষ্ট ঘোররাবং[১] সমুৎসৃজন্ ॥ ৪৯
লাক্ষারক্তারুণং রৌদ্রং কালান্তক-যমোপমম্।
জ্বলদগ্নি-স্ফুরন্নেত্রং সূর্যকোটি-সমপ্রভম্ ॥ ৫০
অঙ্গদাদ্যৈর্মহাবীরৈর্বেষ্টিতং রুদ্ররূপিণম্।
এবংরূপং হনুমন্তং ভাবয়েৎ সাধকোত্তমঃ ॥ ৫১
প্রাতঃ স্নাত্বা নদীতীরে উপবিশ্য কুশাসনে।
প্রাণায়ামং ষড়ঙ্গঞ্চ মূলেন সকরং ন্যসেৎ ॥ ৫২
পুষ্পাঞ্জল্যষ্টকং দত্ত্বা ধ্যাত্বা রামং সসীতকম্।
তাম্রপাত্রে ততঃ পদ্মমষ্টপত্রং সকেশরম্ ॥ ৫৩
রক্তচন্দন-ঘৃষ্টেন লিখেৎ তস্য শলাকয়া।
কর্ণিকায়াং লিখেন্মন্ত্রং তত্রাবাহ্য কপিপ্রভুম্ ॥ ৫৪
কর্ণিকায়াং হনুমন্তং ধ্যাত্বা পাদ্যাদিকং ততঃ।
গন্ধপুষ্পাদিকঞ্চৈব নিবেদ্য মূলমন্ত্রতঃ ॥ ৫৫
সুগ্রীবং লক্ষ্মণঞ্চৈব অঙ্গদং নলনীলকম্।
জাম্ববন্তঞ্চ কুমুদং কেশরিণং দলে দলে ॥ ৫৬

ধ্যানের অর্থ—মহাশৈল উৎপাটন করিয়া রাবণের প্রতি ধাবমান, রে দুষ্ট রাবণ! রণে তিষ্ঠ এইরূপ ঘোর গর্জনকারী, লাক্ষা ও রক্তের ন্যায় অরুণ, রৌদ্র, কালান্তক যমের ন্যায় ভয়ানক, জ্বলৎ অগ্নির ন্যায় স্ফুরিতনেত্র, কোটি সূর্য্যের ন্যায় প্রভা-বিশিষ্ট, অঙ্গদাদি-মহাবীরগণে বেষ্টিত রুদ্ররূপী হনুমান্‌কে সাধকশ্রেষ্ঠ এই প্রকারে ধ্যান করিবে। ৪৯-৫১

প্রাতঃকালে স্নান করিয়া নদীতীরে কুশাসনে উপবেশন করিয়া, প্রাণায়াম ও মূলের দ্বারা করন্যাসের সহিত ছয়টি অঙ্গন্যাস করিবেন। ৫২

আটবার পুষ্পাঞ্জলি দিয়া সীতার সহিত রামকে ধ্যান করিয়া, তাহার পর তাম্রপাত্রে চন্দনে (ঘসা রক্ত চন্দনে) শলাকা দ্বারা কেশর যুক্ত অষ্টদল রক্ত পদ্ম লিখিবে। কর্ণিকায় হনুমানের মন্ত্র লিখিবে। সেই কর্ণিকায় কপিপ্রভু হনুমানকে আবাহন করিয়া ধ্যান করিয়া তাহার পর মূলমন্ত্রে পাদ্যাদি, গন্ধপুষ্পাদি নিবেদন করিয়া, হে দেবি। সুগ্রীব, লক্ষ্মণ, নল, নীল, জাম্ববান্, কুমুদ ও কেশরীকে এক এক

১। খ—রে রে রাবং।

পূর্বাদি-ক্রমতো দেবি ! পূজয়েদ্ গন্ধচন্দনৈঃ ।
পবনঞ্চাঞ্জনাঞ্চৈব পূজয়েদ্ দক্ষবামতঃ ।
দলাগ্রেষু কপিভ্যোঽপি পুষ্পাঞ্জল্যষ্টকং ততঃ ॥ ৫৭

অস্য পুরশ্চরণং লক্ষজপঃ । আজ্যেন দশাংশহোমঃ । জপান্তে মহতীং পূজাং কুর্য্যাৎ ॥ ৫৮

সুদৃঢ়ং সাধকং মত্বা নিশীথে পবনাত্মজঃ ।
সুপ্রসন্নস্ততো ভূত্বা প্রয়াতি সাধকাগ্রতঃ ॥ ৫৯
যথেপ্সিতং বরং দত্ত্বা সাধকায় কপিপ্রভুঃ ।
যাতি স্বমালয়ং লোকে সাধকো বিজয়ী ভবেৎ ॥ ৬০

অথৈতৎ-সাধনম্ । তত্র করাঙ্গন্যাসৌ হাঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ ইত্যাদিনা । ততঃ প্রাণায়ামঃ । অকারাদি-ষোড়শস্বরানুচ্চার্য্য বামেন বায়ুং পূরয়েৎ । পঞ্চবর্গানুচ্চার্য্য বায়ুং কুম্ভয়েৎ । যকারাদি ত্রিবর্গানুচ্চার্য্য দক্ষিণেন বায়ুং রেচয়েৎ । ততো ধ্যানম্ (৬১)—

ধ্যায়েদ্রণে হনুমন্তং কপিকোটি-সমন্বিতম্ ।
ধাবন্তং রাবণং জেতুং দৃষ্ট্বা সত্বরমুত্থিতম্ ॥ ৬২

দলে পূর্বাদিক্রমে গন্ধচন্দনের দ্বারা পূজা করিবে । দক্ষিণে ও বামে পবন ও অঞ্জনাকে পূজা করিবে । দলের অগ্রে কপিগণকে আটবার পুষ্পাঞ্জলি দিবে । ৫৩-৫৭

জপের অন্তে মহতী পূজা করিবেন । সাধককে সুদৃঢ় মনে করিয়া তাহার পর পবন নন্দন প্রসন্ন হইয়া রাত্রিতে সাধকের অগ্রে গমন করেন । ৫৯

কপিপ্রভু হনুমান্ সাধকের অভিপ্রেত বর প্রদান করিয়া নিজ গৃহে গমন করেন । সাধক এই লোকে বিজয়ী হইয়া থাকে । ৬০

অনন্তর এই মন্ত্রের সাধন । এই সাধনে হাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে করাঙ্গ ন্যাস করিবেন । তাহার পর প্রাণায়াম করিবেন । যথা—অকারাদি ষোড়শ স্বর উচ্চারণ করিয়া বাম নাসিকা দ্বারা বায়ুকে পূরণ করিবেন । কবর্গাদি পাঁচটি বর্গকে উচ্চারণ করিয়া বায়ুকে কুম্ভক করিবেন । যকারাদি তিনটি বর্গকে উচ্চারণ করিয়া দক্ষিণ নাসিকা দ্বারা বায়ুকে রেচন করিবেন । তাহার পর মূলোক্ত ধ্যান করিবেন । ৬১

ধ্যানের অর্থ—রণভূমিতে মহাবীর লক্ষ্মণকে পতিত দেখিয়া হনুমান্ সত্বর উত্থিত হইয়া কোটি বানরের সহিত মিলিত হইয়া প্রচণ্ড ক্রোধে গুরু পর্বত উৎপাটন করিয়া

লক্ষ্মণঞ্চ মহাবীরং পতিতং রণ-ভূতলে।
গুরুঞ্চ ক্রোধমুৎপাদ্য গৃহীত্বা গুরুপর্বতম্ ॥ ৬৩
হাহাকারৈঃ সদর্পৈশ্চ কম্পয়ন্তং জগত্রয়ম্।
আব্রহ্মাণ্ডং সমাবাপ্য কৃত্বা ভীমং কলেবরম্ ॥ ৬৪

ইতি ধ্যাত্বা ষট সহস্রং জপেৎ। অস্য মন্ত্রশ্চ (৬৫)—

স্ববীজং পূর্বমুচ্চার্য্য পবনঞ্চ ততো বদেৎ।
নন্দনঞ্চ ততো দেয়ং ঙেঽবসানেঽনলপ্রিয়া।
দশার্ণোঽয়ং মনুঃ প্রোক্তো নরাণাং সুরপাদপঃ ॥ ৬৬

তেন হঁ পবননন্দনায় স্বাহা ইতি মন্ত্রঃ। সপ্তম-দিবসে দিবারাত্রিং বাপ্য জপেৎ। ততো মহাভয়ং দত্ত্বা ত্রিভাগ-শেষায়াং নিশি নিয়তমাগচ্ছতি। সাধকোঽপি—বিদ্যাং বাপি ধনং বাপি রাজ্যং বা শত্রুনিগ্রহম্। তৎক্ষণাদেব চাপ্নোতি সত্যং সত্যং সুনিশ্চিতম্ ॥ ইতি হনুমৎকল্পঃ ॥ ৬৭

অথার্দ্রপটী যথা—ওঁ নমো ভগবতি চামুণ্ডে রক্তবাসসে অপ্রতিহতরূপ-পরাক্রমে অমুক-বধায় বিচেতসে স্বাহা ইতি মন্ত্রঃ[১]। ৬৮

কলেবরকে ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী ভীম করিয়া দর্পসহকারে হাঃ হাঃ শব্দে জগৎত্রয়কে কম্পিত করিয়া রাবণকে জয় করিবার নিমিত্ত রণে ধাবমান হনুমানকে ধ্যান করিবে। ৬২-৬৪

এইরূপ ধ্যান করিয়া ছয় হাজার জপ করিবেন। এই সাধনের মন্ত্রটি হইতেছে (৬৫)—

নিজের বীজটি প্রথমে উচ্চারণ করিয়া তাহার পর পবন ও নন্দন বলিবেন। তাহার পর ঙে বিভক্তি ও শেষে অনলপ্রিয়া (স্বাহা) দিবেন। মানবগণের কল্পবৃক্ষ সদৃশ এই দশাক্ষর মন্ত্র কথিত হইয়াছে। ৬৬

তাহা হইলে হং পবন-নন্দায় স্বাহা—এই মন্ত্র হয়। সপ্তম দিবসে দিবারাত্রি ব্যাপিয়া জপ করিবে। তাহার পর মহাবীর হনুমান্ মহাভয় প্রদান করিয়া রাত্রির ত্রিভাগশেষে নিশ্চিতই আগমন করেন। সাধক যদি ভয়াদিত্যাগ করেন, তবে—বিদ্যা অথবা ধন অথবা রাজ্য অথবা শত্রুনিগ্রহ তৎক্ষণাৎ প্রাপ্ত হন, ইহা সুনিশ্চিত সত্য সত্য। হনুমৎ কল্প সমাপ্ত হইল। ৬৭

অনন্তর আর্দ্রপটী। আর্দ্রপটীর এই মন্ত্র যথা—ওঁ নমো ভগবতি চামুণ্ডে রক্ত-বাসসে অপ্রতিহতরূপ-পরাক্রমে অমুক বধায় বিচেতসে স্বাহা। ৬৮

১। খ—ইতি মন্ত্রং আর্দ্র রক্তপটেন।

আর্দ্ররক্তপটেনাবৃতঃ নদীতীরে উষরভূমৌ বা দক্ষিণামুখ ঊর্দ্ধবাহুর্জপেৎ। যাবৎ পটঃ শুষ্যতি, তাবৎ প্রাণাঃ শুষ্যন্তি শত্রোঃ। ইত্যার্দ্রপটী।

অথ বেতালাদিসিদ্ধিঃ॥ কুলচূড়ামণৌ ভৈরব উবাচ—

বেতালাদিমহাসিদ্ধিঃ কথং ভবতি চণ্ডিকে!।
তন্মে কথয় দেবেশি! যদি স্নেহোঽস্তি মাং প্রতি॥ ৬৯

দেব্যুবাচ—নিম্ববৃক্ষোদ্ভবং কাষ্ঠং শ্মশানে সাধকোত্তমঃ।
ভৌমবারে মধ্যরাত্রৌ গত্বা কুল-যুগান্বিতঃ॥ ৭০
খনিত্বা চাষ্টলক্ষং বৈ জপেন্ মহিষ-মর্দ্দিনীম্।
তৎ-সহস্রং হুনেদ্ বৎস! তত্রৈব পিতৃকাননে॥ ৭১
কাষ্ঠমুদ্ধৃত্য তস্মিন্ বৈ দণ্ডং পাদুকা-চিহ্নিতম্।
কৃত্বা দুর্গাষ্টমী রাত্রৌ শ্মশানে নিক্ষিপেত্ততঃ[১]॥ ৭২
তস্যোপরি শবং কৃত্বা পূজয়িত্বা যথাবিধি।
শবাসনগতো বীরো জপেদষ্টসহস্রকম্॥ ৭৩
ততো মাতৃবলিং দত্ত্বা কাষ্ঠমামন্ত্রয়েৎ ততঃ।
স্কেঁ স্কেঁ দণ্ড মহাভাগ! যোগিনীহৃদয়প্রিয়!।

আর্দ্র রক্ত বস্ত্রে আবৃত হইয়া নদীর তীরে অথবা উষর ভূমিতে দক্ষিণমুখ ও ঊর্দ্ধবাহু হইয়া জপ করিবেন। যে সময়ে বস্ত্র শুষ্ক হইবে, সেই সময়ে শত্রুর প্রাণ শুষ্ক হইবে। আর্দ্রপটী সমাপ্ত হইল। ৬৮

অনন্তর বেতালাদি সিদ্ধি। কুলচূড়ামণিতে ঈশ্বর বলিলেন—হে চণ্ডিকে! বেতালাদি মহাসিদ্ধি কি প্রকারে হয়? হে দেবেশি! যদি আমার প্রতি স্নেহ থাকে, তবে তাহা আমাকে বল। ৬৯

দেবি বলিলেন—সাধক শ্রেষ্ঠ কুলদ্বয়ের (স্ত্রীদ্বয়ের) সহিত শ্মশানের মধ্যে মঙ্গলবার মধ্যরাত্রিতে নিমগাছের কাঠকে পুতিয়া আট লক্ষ মহিষমর্দিনীর মন্ত্র জপ করিবেন। হে বৎস! সেই শ্মশানে আট হাজার হোম করিবেন। ৭০-৭১

তাহার পর সেই শ্মশানে সেই নিমকাঠকে তুলিয়া পাদুকা চিহ্নিত দণ্ড করিয়া দুর্গাষ্টমীর রাত্রিতে শ্মশানে নিক্ষেপ করিবেন। ৭২

তাহার উপরিভাগে শব স্থাপন করিয়া যথাবিধানে পূজা করিয়া সেই শবাসনে উপবিষ্ট হইয়া বীরসাধক আট হাজার মন্ত্র জপ করিবেন। ৭৩

১। খ—ততঃ। স্ফেং স্ফেং।

মম হস্তস্থিতো নাথ মমাজ্ঞাং পরিপালয় ॥ ৭৪
এবমামন্ত্র্য বেতালং যত্র যত্র প্রযুজ্যতে।
তন্তু চূর্ণীবিধায়াথ পুনরায়াতি কৌলিকঃ ॥ ৭৫
গচ্ছ গচ্ছ মহাভাগে! পাদুকে! বরবর্ণিনি!।
মৎপাদ-স্পর্শমাত্রেণ গচ্ছ ত্বং শতযোজনম্ ॥ ৭৬
অষ্টলৌহং সমাসাদ্য পঞ্চাশদঙ্গুলাকৃতিম্।
খড়্গং কৃত্বা তত্র মন্ত্রং লিখিত্বা পূজয়েন্মনুম্ ॥ ৭৭
তৎসহস্রং ততো হুত্বা মহাশব-কলেবরে।
খনিত্বা জীববৃক্ষাগ্রে বদ্ধা শুষ্কন্তু ভাবয়েৎ ॥ ৭৮
কুলাষ্টম্যামর্দ্ধরাত্রে চিতামধ্যে সমাহিতঃ।
প্রীতিপূর্বং সমামন্ত্র্য হুনেৎ পিতৃবনে ততঃ ॥ ৭৯
মধুরত্রয়সংযুক্তং বিল্বপত্রেণ সংযুতম্।
পাদাদি-মূর্দ্ধ-পর্য্যন্তং হোমান্তে বলিমাহরেৎ ॥ ৮০
বল্যন্তে পরমা মায়া দেবী মহিষমর্দ্দিনী।

তাহার পর মাতৃকাগণকে বলি দিয়া সেই কাঠকে স্ফেং স্ফেং দণ্ডমহাভাগ! যোগিনী-হৃদয়-প্রিয়! মম হস্তস্থিতো নাথ। মমাজ্ঞাং পরিপালয় এই মন্ত্রে বেতালকে আমন্ত্রিত করিবেন। ৭৪

এই প্রকারে বেতালকে আমন্ত্রিত করিয়া যেখানে যেখানে প্রেরণ করিবে, তাহাকে চূর্ণ করিয়া অনন্তর সেই কৌলিক বেতাল পুনরায় ফিরিয়া আসে। ৭৫

হে বরবর্ণিনি মহাভাগে পাদুকে। যাও যাও। আমার স্পর্শমাত্রে তুমি শত যোজন দূরে যাও। ৭৬

পঞ্চাশ অঙ্গুল পরিমিত অষ্টলৌহ আনিয়া তাহাকে খড়্গ করিয়া সেই খড়্গে মন্ত্র লিখিয়া সেই মন্ত্রকে পূজা করিবে। ৭৭

আট হাজার হোম করিয়া সেই মহাশবের দেহে সেই খড়্গকে প্রবেশ করাইয়া জীববৃক্ষের অগ্রে তাহাকে বাঁধিয়া তাহাকে শুষ্ক করিবেন। ৭৮

কুলাষ্টমীর (কৃষ্ণাষ্টমীর) অর্দ্ধরাত্রিতে শ্মশানে সমাহিত হইয়া প্রীতিপূর্বক তাঁহাকে আমন্ত্রণ করিয়া সেই শ্মশানে চিতামধ্যে হোম করিবে। ৭৯

হোমের অন্তে সেই শুষ্ক শবকে পাদ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত মধুরত্রয়ের দ্বারা আপ্লুত করিয়া বিল্বপত্রের দ্বারা যুক্ত করিয়া বলি দিবে। ৮০

আয়াতি বলিপূর্ণাস্যা বরহস্তা হসন্মুখী।
গৃহ্ণ বৎসেতি শব্দে বৈ খড়্গামুত্তোল্য ধারয়েৎ ॥ ৮১
ঘোরদংষ্ট্রে! মহাকালি! করবাল-স্বরূপিণি!।
আং হ্রাং হ্রীং কুরু কল্যাণং বিপক্ষচ্ছেদবিস্তরম্ ॥ ৮২
এবমামন্ত্র্য খড়্গাস্ত যমুদ্দিশ্য ক্ষিপেন্নরঃ।
ছিত্ত্বা ছিত্ত্বা পুনশ্ছিত্ত্বা গচ্ছত্যাকৃষ্য তে পুনঃ ॥ ৮৩

ইতি বেতালাদিসিদ্ধি-প্রকরণম্ ॥

অস্মিন্ স্বন্নির্মিত-গ্রন্থ-রত্নে যত্নেনাগ্র্যং নৈপুণং সংপ্রণীয়।
নানাগ্রন্থ-ভ্রান্তি-সন্তান-শান্তেরন্তঃ সন্তঃ সন্তু সন্তোষবন্তঃ[১] ॥

ইতি শ্রীরঘুনাথ তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্য-বিরচিত আগম-তত্ত্ব-বিলাসে
চতুর্থঃ পরিচ্ছেদঃ ॥

বলির শেষে হাস্যমুখী বরহস্তা পরমা মায়া দেবী মহিষমর্দিনী মুখে বলিপূর্ণ করিয়া আগমন করেন। বৎস! খড়্গ গ্রহণ কর এই বলিয়া খড়্গ উত্তোলন করিয়া তাঁহাকে ধারণ করান। ৮১

যে সাধক মানব—ঘোর-দংষ্ট্রে! মহাকালি! করবাল স্বরূপিণি! আং হ্রাং হ্রীং কুরু কল্যাণং বিপক্ষচ্ছেদ-বিস্তরম্। এইরূপ মন্ত্রে খড়্গকে আমন্ত্রণ করিয়া যাহার উদ্দেশ্যে তাহাকে নিক্ষেপ করেন, সেই খড়্গ তাহাকে পুনঃ পুনঃ ছেদন করিয়া আকৃষ্ট হইয়া পুনরায় আগমন করে। বেতালাদির সিদ্ধি প্রকরণ সমাপ্ত হইল। ৮২-৮৩

শ্রীরঘুনাথ তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্য বিরচিত আগমতত্ত্ব বিলাসের
চতুর্থ পরিচ্ছেদের অনুবাদ সমাপ্ত হইল

১। খ—পদ্যমিদং নাস্তি।

পঞ্চমঃ পরিচ্ছেদঃ

অথ স্তবকবচানি। বারাহীতন্ত্রে—

প্রণবঞ্চাদিমে জপ্ত্বা স্তোত্রং বা সংহিতাং পঠেৎ।
অন্তে চ প্রণবং দদ্যাদিত্যুবাচাদি পুরুষঃ।
এবং সর্বত্র বিজ্ঞেয়ো হ্যন্যথা বিফলং ভবেৎ॥ ১

তন্ত্রে— মনসা যৎ স্মরেৎ স্তোত্রং বচসা বা মন্ত্রং জপেৎ
উভয়ং নিষ্ফলং যাতি ভিন্ন-ভাণ্ডোদকং যথা॥ ২

তত্রাদৌ গণেশস্তোত্রম্। (শারদাতিলকোক্তম্)

ওঁ কারমাদ্যং প্রবদন্তি সন্তো বাচঃ শ্রুতীনামপি যং গৃণন্তি।
গজাননং দেবগণানতাঙ্ঘ্রিং ভজেঽহমর্দ্ধেন্দুকৃতাবতংসং॥ ৩
পাদারবিন্দার্চন-তৎপরাণাং সংসার-দাবানল-ভঙ্গ-দক্ষম্।
নিরন্তরং নির্গত-দানতোয়ৈস্তং নৌমি বিঘ্নেশ্বরমম্বুজাভম্॥ ৪
কৃতাঙ্গরাগং নবকুঙ্কুমেন মত্তালি-মালাং মদপঙ্ক-লগ্নাম্।
নিবারয়ন্তং নিজকর্ণ-তালৈঃ কো বিস্মরেৎ পুত্রমনঙ্গ-শত্রোঃ॥ ৫
শম্ভোর্জটাজূট-নিবাসি-গঙ্গা-জলং সমাদায় করাম্বুজেন।
লীলাভিরারাচ্ছিবমর্চয়ন্তং গজাননং ভক্তি-যুতা ভজন্তি॥ ৬
কুমার-ভুক্তৌ পুনরাত্ম-হেতোঃ, পয়োধরৌ পর্বতরাজ-পুত্র্যাঃ।
প্রক্ষালয়ন্তং কর-শীকরেন মৌগ্ধ্যেন তং নাগমুখং ভজামি॥ ৭
ত্বয়া সমুদ্ধৃত্য গজাস্য! হস্তং যে শীকরাঃ পুষ্কর-রন্ধ্র-যুক্তাঃ।
ব্যোমাঙ্গনে তে বিচরন্তি তারাঃ কালাত্মনা মৌক্তিক-তুল্য-ভাসঃ॥ ৮
ক্রীড়ারতে বারিনিধৌ গাজস্যে, বেলামতিক্রামতি বারিপূরে।
কল্পাবসানং পরিচিন্ত্য দেবাঃ, কৈলাসনাথং শ্রুতিভিঃ স্তুবন্তি॥ ৯
নাগাননে নাগকৃতোত্তরীয়ে ক্রীড়ারতে দেবকুমার-সংঘৈঃ।
ত্বয়ি ক্ষণং কালগতিং বিহায়, তৌ প্রাপতুঃ কন্দুকতামিনেন্দু॥ ১০

বিশেষ দ্রষ্টব্য :— বহু গ্রন্থে স্তব কবচের অনুবাদ পাওয়া যায় বলিয়া অত্যাধিক গ্রন্থকলেবর বৃদ্ধির ভয়ে এই গ্রন্থে সেই সকল স্তব ও কবচ সমূহের অনুবাদ দেওয়া হইল না।

মদোল্লসৎ-পঞ্চমুখৈরজস্রমধ্যাপয়ন্তং সকলাগমার্থান্।
দেবানৃষীন্ ভক্তজনৈকমিত্রং হেরম্বমর্কারুণমাশ্রয়ামি ॥ ১১
পাদাম্বুজাভ্যামতিবামনাভ্যাং কৃতার্থয়ন্তং কৃপয়া ধরিত্রীম্।
অকারণং কারণমাপ্তবাচ্যং তং নাগবক্ত্রং ন জহাতি চেতঃ ॥ ১২
যেনার্পিতং সত্যবতী-সুতায় পুরাণমালিখ্য বিষাণ-কোট্যা।
তং চন্দ্রমৌলেস্তনয়ং তপোভিরারাধ্যমানন্দঘনং ভজামি ॥ ১৩
পদং শ্রুতীনামপদং স্তুতীনাং লীলাবতারং পরমাত্ম-মূর্ত্তেঃ।
নাগাত্মকো বা পুরুষাত্মকো বেত্যভেদ্যমাদ্যং ভজ বিঘ্নরাজম্ ॥ ১৪
পাশাঙ্কুশৌ ভগ্নরদং ত্বভীষ্টং করৈর্দধানং কররন্ধ্র-মুক্তৈঃ।
মুক্তাফলাভৈঃ পৃথু-শীকরৌঘৈঃ সিঞ্চন্তমঙ্গং শিবয়োর্ভজামি ॥ ১৫
অনেকমেকং গজমেকদন্তং চৈতন্যরূপং জগদাদিবীজম্।
ব্রহ্মেতি যং বেদবিদো বদন্তি তং শম্ভু-সূনুং সততং ভজামি ॥ ১৬
স্বাঙ্ক-স্থিতায়া নিজবল্লভায়া মুখাম্বুজালোকন-লোলনেত্রম্।
স্মেরাননাব্জং মদ-বৈভবেন রুদ্ধং ভজে বিশ্ববিমোহনং তম্ ॥ ১৭
যে পূর্বমারাধ্য গজানন! ত্বাং সর্বাণি শাস্ত্রাণি পঠন্তি তেষাম্।
ত্বত্তো ন চান্যৎ প্রতিপাদ্যমস্তি তদস্তি চেৎ সত্যমসত্য-কল্পম্ ॥ ১৮
হিরণ্যবর্ণং জগদীশিতারং কবিং পুরাণং রবিমণ্ডলস্থম্।
গজাননং যং প্রবিশন্তি সন্তস্তৎ কালযোগৈস্তমহং প্রপদ্যে ॥ ১৯
বেদান্তগীতং পুরুষং ভজেঽহমাত্মানমানন্দঘনং হৃদিস্থম্।
গজাননং যন্মহসা জনানাং বিঘ্নান্ধকারো বিলয়ং প্রযাতি ॥ ২০
শম্ভোঃ সমালোক্য জটাকলাপে শশাঙ্কখণ্ডং নিজ-পুষ্করেণ।
স্বভগ্ন-দন্তং প্রবিচিন্ত্য মৌগ্ধ্যাদাক্রষ্টু-কাম শ্রিয়মাতনোতু ॥ ২১
বিঘ্নার্গলানাং বিনিপাতনার্থং যং নারিকেলৈঃ কদলীফলাদ্যৈঃ।
প্রতোষয়ন্তং মদবারণাস্যং প্রভুং সদাভীষ্টমহং ভজে তম্ ॥ ২২
যজ্ঞৈরনেকৈর্বহুভিস্তপোভিরারাধ্যমাদ্যং গজরাজবক্ত্রম্।
স্তুত্যানয়া যে বিধিনা স্তুবন্তি, তে সর্বলক্ষ্মী-নিধয়ো ভবন্তি ॥ ২৩

ইতি গণেশস্তোত্রং সমাপ্তম্।

অথ হরিদ্রাগণেশকবচম্

ঈশ্বর উবাচ— শৃণু বক্ষ্যামি কবচং সর্বসিদ্ধিকরং প্রিয়ে ! ।
পঠিত্বা পাঠয়িত্বা চ মুচ্যতে সর্বসঙ্কটাৎ ॥
অজ্ঞাত্বা কবচং দেবি গণেশস্য মনুং জপেৎ ।
সিদ্ধির্ন জায়তে তস্য কল্পকোটিশতৈরপি ॥
ওঁ আমোদশ্চ শিরঃ পাতু প্রমোদশ্চ শিখোপরি ।
সম্মোদো ভ্রূযুগে পাতু ভ্রূমধ্যে চ গণাধিপঃ ॥
গণক্রীড়ো নেত্রযুগ্মং নাসায়াং গণনায়কঃ ।
গণক্রীড়ান্বিতঃ পাতু বদনে সর্বসিদ্ধয়ে ॥
জিহ্বায়াং সুমুখঃ পাতু গ্রীবায়াং দুর্মুখঃ সদা ।
বিঘ্নেশো হৃদয়ে পাতু বিঘ্ননাশশ্চ বক্ষসি ॥
গণানাং নায়কঃ পাতু বাহুযুগ্মে সদা মম ।
বিঘ্নকর্ত্তা চ উদরে বিঘ্নহর্ত্তা চ লিঙ্গকে ॥
গজবক্ত্রঃ কটীদেশে একদন্তো নিতম্বকে ।
লম্বোদরঃ সদা পাতু গুহ্যদেশে মমারুণঃ ॥
ব্যাল-যজ্ঞোপবীতী মাং পাতু পাদযুগে সদা ।
জাপকঃ সর্বদা পাতু জানুজঙ্ঘে গণাধিপঃ ॥
হারিদ্রঃ সর্বদা পাতু সর্বাঙ্গে গণনায়কঃ ।
য ইদং প্রপঠেন্নিত্যং গণেশস্য মহেশ্বরি ! ॥
কবচং সর্বসিদ্ধাখ্যং সর্ববিঘ্নবিনাশনম্ ।
সর্বসিদ্ধিকরং সাক্ষাৎ সর্বপাপবিমোচনম্ ॥
সর্বসম্পত্-প্রদং সাক্ষাৎ সর্বশত্রুক্ষয়-করম্ ।
গ্রহপীড়া জ্বরো রোগো যে চান্যে গুহ্যকাদয়ঃ ॥
পঠনাচ্ছ্রবণাদেব নাশমায়ান্তি তৎক্ষণাৎ ।
ধনধান্যকরং দেবি ! কবচং সুর-পূজিতম্ ॥
সমো নাস্তি মহেশানি ! ত্রৈলোক্যে কবচস্য চ ।
দারিদ্রস্য মহেশানি ! কবচস্য চ ভূতলে ॥
কিমন্যৈরসদালাপৈর্যত্রায়ুর্ব্যয়তামিয়াৎ ॥

ইতি বিশ্বসারতন্ত্রে হরিদ্রাগণেশ-কবচং সমাপ্তম্ ॥

অথ সূর্য্যকবচম্।

শ্রীসূর্য্য উবাচ—শাম্ব শাম্ব মহাবাহো! শৃণু মে কবচং শুভম্।
যজ্জপ্ত্বা মন্ত্রবিৎ সম্যক্ ফলমাপ্নোতি নিশ্চিতম্ ॥
যদ্ধৃত্বা চ মহাদেবো গণানামধিপো ভবেৎ।
পঠনাদ্ধারণাদ্বিষ্ণুঃ সর্বেষাং পালকঃ সদা ॥
এবমিন্দ্রাদয়ঃ সর্বে সর্বৈশ্বর্য্যমবাপ্নুয়ুঃ।
কবচস্য ঋষির্ব্রহ্মা ছন্দোঽনুষ্টুবুদাহৃতম্ ॥
শ্রীসূর্য্যো দেবতা চাত্র সর্বদেবনমস্কৃতঃ।
যশ আরোগ্যমোক্ষে চ বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥
প্রণবো মে শিরঃ পাতু ঘৃণির্মে পাতু ভালকম্।
সূর্য্যোঽব্যান্নয়নদ্বন্দ্বমাদিত্যঃ কর্ণযুগ্মকম্ ॥
অষ্টাক্ষরো মহামন্ত্রঃ সর্বাভীষ্টপ্রদায়কঃ।
হ্রীং হ্রীং বীজং মে মুখং পাতু হৃদয়ং ভুবনেশ্বরী ॥
চন্দ্রবীজং বিসর্গাঢ্যং পাতু মে গুহ্যদেশকম্।
ত্র্যক্ষরোঽসৌ মহামন্ত্রঃ সর্বতন্ত্রেষু গোপিতঃ ॥
শিবো বহ্নি-সমাযুক্তো বামাক্ষিবিন্দুভূষিতঃ।
একাক্ষরো মহামন্ত্রঃ শ্রীসূর্যস্য প্রকীর্ত্তিতঃ ॥
গুহ্যাদ্ গুহ্যতরো মন্ত্রো বাঞ্ছাচিন্তামণিঃ স্মৃতঃ।
শীর্ষাদি-পাদপর্য্যন্তং সদা পাতু মনূত্তমঃ ॥
ইতি তে কথিতং দিব্যং ত্রিষু লোকেষু দুর্লভম্।
শ্রীপ্রদং কান্তিদং নিত্যং ধনারোগ্যবিবর্দ্ধনম্ ॥
কুষ্ঠাদি-রোগশমনং মহাব্যাধি-বিনাশনম্।
ত্রিসন্ধ্যং যঃ পঠেন্নিত্যমরোগী বলবান্ ভবেৎ ॥
বহুনা কিমিহোক্তেন যদ্ যন্মনসি বর্ত্ততে।
তত্তৎ সর্বং ভবত্যেব কবচস্য চ সাধনাৎ ॥
ভূত-প্রেত-পিশাচাশ্চ যক্ষ-গন্ধর্ব-রাক্ষসাঃ।
ব্রহ্ম-রাক্ষস-বেতালা নৈব দ্রষ্টুমপি ক্ষমাঃ ॥
দূরাদেব পলায়ন্তে তস্য সংকীর্ত্তনাদপি।

ভূর্জপত্রে সমালিখ্য রোচনাগুরু-কুঙ্কুমৈঃ ॥
রবিবারে চ সংক্রান্ত্যাং সপ্তম্যাঞ্চ বিশেষতঃ।
ধারয়েৎ সাধকশ্রেষ্ঠস্ত্রৈলোক্য-বিজয়ী ভবেৎ।
ত্রিলোহ-মধ্যগং কৃত্বা ধারয়েদ্ দক্ষিণে ভুজে।
শিখায়ামথবা কণ্ঠে সোঽপি সূর্য্যো ন সংশয়ঃ ॥
ইতি তে কথিতং শাম্ব ! ত্রৈলোক্য-মঙ্গলাভিধম্।
কবচং দুর্ল্লভং লোকে তব স্নেহাৎ প্রকাশিতম্ ॥
অজ্ঞাত্বা কবচং দিব্যং জপেৎ সূর্য্যমনুত্তমম্।
সিদ্ধির্ন জায়তে তস্য কল্পকোটিশতৈরপি ॥

ইতি ব্রহ্মজামলে ত্রৈলোক্যমঙ্গলং নাম সূর্য্যকবচং সমাপ্তম্ ॥

অথ সূর্য্যস্তবঃ

বশিষ্ঠ উবাচ—স্তবং তত্র ততঃ শাম্বঃ কৃশো ধমনি-সন্ততঃ।
রাজন্নামসহস্রেণ সহস্রাংশুং দিবাকরম্ ॥
খিদ্যমানন্তু তং দৃষ্ট্বা সূর্য্যঃ কৃষ্ণাত্মজং তদা।
স্বপ্নে তু দর্শনং দত্ত্বা পুনর্বচনমব্রবীৎ ॥

শ্রীসূর্য্য উবাচ—শাম্ব শাম্ব মহাবাহো শৃণু জাম্ববতী-সুত !।
অলং নাম সহস্রেণ পঠস্বেমং স্তবং শুভম্ ॥
যানি নামানি গুহ্যানি পবিত্রাণি শুভানি চ।
তানি তে কীর্ত্তয়িষ্যামি শ্রুত্বা বৎসাবধারয় ॥
ওঁ বিকর্ত্তনো বিবস্বাংশ্চ মার্ত্তণ্ডো ভাস্করো রবিঃ।
লোকপ্রকাশকঃ শ্রীমান্ লোকচক্ষুর্গ্রহেশ্বরঃ ॥
লোকসাক্ষী ত্রিলোকেশঃ কর্ত্তা হর্ত্তা তমিস্রহা।
তপনস্তাপনশ্চৈব শুচিঃ সপ্তাশ্ববাহনঃ ॥
গভস্তি-হস্তো ব্রহ্মা চ সর্বদেব-নমস্কৃতঃ।
একবিংশতিরিত্যেষ স্তব ইষ্টঃ সদা মম ॥
শ্রীরারোগ্যকরশ্চৈব ধন-ধান্য-যশস্করঃ।
স্তবরাজ ইতি খ্যাতস্ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতঃ।
য এতেন মহাবাহো দ্বে সন্ধ্যেহস্তমনুদয়ে।

স্তৌতি মাং প্রণতো ভূত্বা সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥
কায়িকং বাচিকঞ্চৈব মানসং যচ্চ দুষ্কৃতম্ ।
একজপ্যেন তৎ সর্বং প্রণশ্যতি মমাগ্রতঃ ॥
এষ জপ্যশ্চ হোমশ্চ সন্ধ্যোপাসনমেব চ ।
বলিমন্ত্রোঽর্ঘ্যমন্ত্রশ্চ ধূপমন্ত্রস্তথৈব চ ॥
অন্নপ্রদানে স্নানে চ প্রণিপাতে প্রদক্ষিণে ।
পূজিতোঽয়ং মহামন্ত্রঃ সর্বপাপহরঃ শুভঃ ॥
এবমুক্ত্বা তু ভগবান্ ভাস্করো জগদীশ্বরঃ ।
আমন্ত্র্য কৃষ্ণতনয়ং তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥
শাম্বোঽপি স্তবরাজেন স্তুত্বা সপ্তাশ্ববাহনম্ ।
পূতাত্মা নিরুজঃ শ্রীমাংস্তস্মাদ্রোগাদ্ বিমুক্তবান্ ॥

ইতি শাম্বপুরাণে রোগাপনয়নে শ্রীসূর্য্যবক্ত্রবিনির্গতঃ স্তবরাজঃ সমাপ্তঃ ॥

অথ রামস্তবঃ

শ্রীহনুমানুবাচ—তিরশ্চামপি রাজেতি সমবায়ং সমীয়ুষাম্ ।
যথা সুগ্রীব-মুখ্যানাং যস্তমুগ্রং নমাম্যহম্ ॥
সকৃদেব প্রপন্নায় বিশিষ্টামৈরয়চ্ছ্রিয়ম্ ।
বিভীষণায়াব্ধিতটে যস্তং বীরং নমাম্যহম্ ॥
যো মহান্ পূজিতো ব্যাপী মহাব্ধেঃ করুণামৃতম্ ।
স্তুতো জটায়ুনা যস্তং মহাবিষ্ণুং নমাম্যহম্ ॥
তেজসাপ্যায়িতা যস্য জ্বলন্তি জ্বলনাদয়ঃ ।
প্রকাশতে স্বতন্ত্রো যস্তং জ্বলন্তং নমাম্যহম্ ॥
সর্বতোমুখতা যেন লীলয়া দর্শিতা রণে ।
রাক্ষসেশ্বর-যোধানাং তং বন্দে সর্বতোমুখম্ ॥
নৃভাবস্তু প্রপন্নানাং হিনস্তি চ যথা নৃষু ।
সিংহঃ সত্ত্বেষ্বিবোৎকৃষ্টস্তং নৃসিংহং নমাম্যহম্ ॥
যস্মাদ্বিভ্যতি বাতার্ক-জ্বলনেন্দ্রাঃ সমৃত্যবঃ ।
ভিয়ং ধিনোতু পাপানাং ভীষণং তং নমাম্যহম্ ॥
পরস্য যোগ্যতাপেক্ষা-রহিতো নিত্যমঙ্গলম্ ।

দদাত্যেবং নিজৌদার্য্যাদ্ যস্তং ভদ্রং নমাম্যহম্ ॥
যো মৃত্যুং নিজদাসানাং মারয়ত্যখিলেষ্টদঃ।
তত্রোদাহৃতয়োর্বন্ধোর্মৃত্যুমৃত্যুং নমাম্যহম্ ॥
যৎ-পাদপদ্মপ্রণতো ভবেদুত্তমপূরুষঃ।
তমীশং সর্বদেবানাং নমনীয়ং নমাম্যহম্ ॥
আত্মভাবং সমুৎক্ষিপ্য দাস্যেনৈব রঘূদ্বহম্।
ভজেঽহং প্রত্যহং রামং সসীতং সহ লক্ষণম্ ॥
নিত্যং শ্রীরামভক্তস্য কিঙ্করা যমকিঙ্করাঃ।
শিবময্যো দিশস্তস্য সিদ্ধয়স্তস্য দাসিকাঃ ॥
ইমং হনুমতা প্রোক্তং মন্ত্ররাজাত্মকং স্তবম্।
পঠেদনুদিনং যস্তু স রামে ভক্তিমান্ ভবেৎ ॥
ইতি হনুমৎকল্পে মন্ত্ররাজাত্মকং শ্রীরামস্তোত্রং সমাপ্তম্ ॥

অথাপরস্তবঃ

পটুজলধর-ধীরধ্বানমাদায় চাপং
পবনজবনমেকং বাণমাকৃষ্য তূণাৎ।
অভয়-বচনদায়ী সানুজঃ সর্বতো মে
রণহতদনুজেন্দ্রো রামচন্দ্রঃ সহায়ঃ ॥ ১
দশরথকুলদর্পো রাম বাহুপ্রতাপো
দশবদন-সকোপঃ ক্ষালিতাশেষপাপঃ।
সুররিপুকৃততাপো বন্দিতানেকভূপো।
বিরত-বিমলচন্দ্রো রামচন্দ্রঃ সহায়ঃ ॥ ২
নীল-কুমুদ-গবাক্ষৈরঙ্গদাদ্যৈঃ সনীলৈঃ
বিরচিত-কপিবেশৈর্দেববৃন্দৈঃ সনাথৈঃ।
সততমনুগতো মে কুম্ভকর্ণেভসিংহো
ভজ দনুজফণীন্দ্রো রামচন্দ্রঃ সহায়ঃ ॥ ৩
পবনতনুজ-হস্ত-ন্যস্ত-পাদাম্বুজন্মা
কলসভবরতোভিঃ প্রাপ্তমাহেন্দ্রধন্বা।
অপরিমিত-শরৌঘৈঃ পূর্ণতূণীরধারী

লঘু নিহত-কপীন্দ্রো রামচন্দ্রঃ সহায়ঃ ॥ ৪
কুশিক-তনয়-যাগং রক্ষিতুং লক্ষ্মণাঢ্যঃ
পবনশরনিকায় ক্ষিপ্তমারীচকায়।
বিদলিত-হরচাপো মেদিনীনন্দনায়া
নয়নকুমুদচন্দ্রো রামচন্দ্রঃ সহায়ঃ ॥ ৫
অসুরকুল-কৃশানুর্মানসাম্ভোজ-ভানুঃ
সুর-নর-নিকরাণামগ্রণীর্মেব দৃণাং।
অগণিত-গুণসীমা নীলমেঘৌঘধামা
শমদমিত-মুনীন্দ্রো রামচন্দ্রঃ সহায়ঃ ॥ ৬
কুবলয়-দলনীলঃ কামিতার্থ-প্রদো মে
মুনিজন-কৃত-রক্ষো রক্ষসাত্মকহন্তা।
পরিহৃত-দুরিতৌঘো নামমাত্রেণ পুংসা-
মখিলসুরনৃপেন্দ্রো রামচন্দ্রঃ সহায়ঃ ॥ ৭
কনক-কমল-কান্ত্যা কান্তয়াসঙ্গতোঽসৌ
মুনি-মনুজ-শরণ্যঃ কামদঃ সত্যসন্ধঃ।
সুজনে নিরহবন্ধুর্লীলয়া বদ্ধসিন্ধুঃ
স্তুবদখিল-করীন্দ্রো রামচন্দ্রঃ সহায়ঃ ॥ ৮
অনুদিনমনুরামং রামচন্দ্রাষ্টকং যঃ
পঠতি লিখতি তং নো বীক্ষতে ভূতসংঘঃ।
অতিবহুলসমৃদ্ধিশ্চানুভূয়াত্র ভূমা-
বনুপমমভিরামং রামমন্তো জিহীতে ॥ ৯
ইতি শ্রীরামাষ্টকস্তোত্রং সমাপ্তম্ ॥

অথ রামাষ্টক-শতকম্

বেদব্যাস উবাচ—শৃণু গাঙ্গেয়! বক্ষ্যামি রামস্যাদ্ভুতকর্মণঃ।
নামাষ্টশতকং পুণ্যং ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতম্ ॥
নাতঃ পরতরং গুহ্যং ত্রিষু লোকেষু বিদ্যতে।
কৈলাসশিখরে রম্যে নানারত্ন-বিভূষিতে ॥
একাগ্রঃ প্রয়তো ভূত্বা বিষ্ণুমারাধ্য ভক্তিতঃ।

উপবিষ্টস্ততো ভোক্তুং পার্বতীং শঙ্করোঽব্রবীৎ ॥
পার্বত্যেহি ময়া সার্দ্ধং ভোক্তুং ভুবনবন্দিতে ! ।
তমাহ পার্বতী দেবী জপ্ত্বা নাম সহস্রকম্ ॥
ততো ভোক্ষ্যাম্যহং দেব ভুজ্যতাং ভবতা প্রভো ।
ততস্তাং পার্বতীং প্রাহ প্রহসন্ পরমেশ্বরঃ ॥
ধন্যাসি কৃতপুণ্যাসি বিষ্ণুভক্তাসি পার্বতি ।
দুর্লভা বৈষ্ণবী ভক্তির্ভাগধেয়ং বিনেশ্বরি ! ॥
রকারাদীনি নামানি শৃণ্বতো মম পার্বতি ! ।
মনঃ প্রসন্নতামেতি রামনামাভিশঙ্কয়া ॥
রমন্তে যোগিনোঽনন্তো সত্যানন্দে চিদাত্মনি ।
ইতি রামপদেনাসৌ পরং ব্রহ্মাভিধীয়তে ॥
রাম রামেতি রামেতি রামরামে মনোরমে ।
সহস্র নামভিস্তুল্যং রামনাম বরাননে ! ॥
রামেত্যুক্তা মহাদেবি ! ভুঙ্ক্ষ সার্দ্ধং ময়াধুনা ।
ততো রামেতি নামোক্ত্বা সহ ভূক্ত্বা চ পার্বতী ॥
ততো ভুক্ত্বা মহাদেবী পতিনা সহ সংস্থিতা ।
প্রপচ্ছ শ্রীমহাদেবং প্রীতিপ্রবণমানসা ॥
সহস্রনামভিস্তুল্যং রামনাম ত্বয়োদিতম্ ।
তস্যান্যান্যপি নামানি সন্তি চেদ্ রাবণদ্বিষঃ ॥
কথ্যতাং মম দেবেশ ! তত্র মে প্রীতিরুত্তমা ।
শ্রীশঙ্কর উবাচ—শৃণু নামানি বক্ষ্যামি রামচন্দ্রস্য পার্বতি ! ।
লৌকিকা বৈদিকাঃ শব্দা যো কেচিৎ সন্তি পার্বতি ! ॥
নামানি রামভদ্রস্য সহস্রং তেষু চাধিকম্ ।
তেষু চাত্যন্ত-মুখ্যং হি নাম্নামষ্টোত্তরং শতম্ ॥
বিষ্ণোরেকৈক-নামানি সর্ববেদাধিকং মতম্ ।
তাদৃক-নাম-সহস্রেণ রামনাম পরং মতম্ ॥
জপতঃ সর্ববেদাংশ্চ সর্বমন্ত্রাংশ্চ পার্বতি ! ।
তস্মাৎ কোটিগুণং পুণ্যং রামনাম্নৈব লভ্যতে ॥

অস্য শ্রীরামাষ্টোত্তরশতনামস্তোত্রস্য ঈশ্বর ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীরামচন্দ্রো
দেবতা শ্রীরামপ্রীত্যর্থং জপে বিনিয়োগঃ ॥

ওঁ শ্রীরামো রামভদ্রশ্চ রামচন্দ্রশ্চ শাশ্বতঃ।
রাজীবলোচনঃ শ্রীমান্ রাজেন্দ্র-রঘুপুঙ্গবঃ ॥
বিশ্বামিত্রপ্রিয়ো দান্তঃ শরণ্য-ত্রাণ-তৎপরঃ ॥
বালি-প্রমথনো বাগ্মী সত্যবাক্ সত্যবিক্রমঃ।
সত্যব্রতো ব্রতফলঃ সদাহনুমদাশ্রয়ঃ ॥
কৌশলেয়ঃ খর-ধ্বংসী বিরাধ-বধপণ্ডিতঃ।
বিভীষণ-পরিত্রাতা দশগ্রীব-শিরোহরঃ ॥
সপ্ততালপ্রভেত্তা চ হরকোদণ্ড-খণ্ডনঃ।
জামদগ্ন্য-মহাদর্প-দমনস্তাড়কান্তকঃ ॥
বেদান্ত-সারোঽমেয়াত্মা ভববৈদ্যশ্চ ভেষজঃ।
দূষণস্ত্রিশিরো-হন্তা ত্রিমূর্ত্তিস্ত্রিগুণস্ত্রয়ী ॥
ত্রিবিক্রমস্ত্রিলোকাত্মা পুণ্যচারিত্র্য-কীর্ত্তনঃ।
ত্রিলোকী রক্ষকো ধন্বী দণ্ডকারণ্য-পুণ্যকৃৎ ॥
অহল্যা-পাবনশ্চৈব পিতৃভক্তো বরপ্রদঃ।
জিতেন্দ্রিয়ো জিতক্রোধো জিতলোভো জগদ্‌গুরুঃ ॥
ঋক্ষবানর-সংঘাতী চিত্রকূট-সমাশ্রয়ঃ।
জয়ন্ত-প্রাণ-বরদঃ সুমিত্রা-পুত্র-সেবিতঃ ॥
সর্বদেবাধিদেবশ্চ মৃতবালক-জীবনঃ।
মায়া-মারীচ-হন্তা চ মহাভাগো মহাভুজঃ ॥
সর্বদেবস্তুতঃ সৌম্যো ব্রহ্মণ্যো মুনিসংস্তুতঃ।
মহাযোগী মহোদারঃ সুগ্রীবেপ্সিত-রাজ্যদঃ ॥
সর্বপুণ্যাধিকফলস্তীর্থঃ সর্বাঘ-নাশনঃ।
আদিপুরুষো মহাপুরুষঃ পরমঃ পুরুষস্তথা ॥
পুণ্যোদয়ো দয়াসারঃ পুরাণপুরুষোত্তমঃ।
স্মিতবক্ত্রো মিতভাষী পূর্বভাষী চ রাঘবঃ ॥
অনন্তগুণগম্ভীরো ধীরোদাত্তগুণোত্তমঃ।

মায়া-মানুষ চারিত্রো মহাদেবাভিপূজিতঃ ॥
সেতুকৃজ্জিতবারীশঃ সর্বতীর্থময়ো হরিঃ।
শ্যামাঙ্গঃ সুন্দরঃ শূরঃ পীতবাসা ধনুর্দ্ধরঃ ॥
সর্বযজ্ঞাধিপো যজ্ঞো জরামরণবর্জ্জিতঃ।
শিবলিঙ্গ-প্রতিষ্ঠাতা সর্বাঘ-গণবর্জ্জিতঃ ॥
পরমাত্মা পরং ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
পরং জ্যোতি পরং ধাম পরাকাষ্ঠা পরাৎ পরঃ।
পরেশঃ পারগঃ পারঃ সর্ববেদাত্মকঃ শিবঃ ॥
ইত্যেতদ্রামভদ্রস্য নাম্নামষ্টোত্তরং শতম্।
গুহ্যাদ্ গুহ্যতরং দেবি! তব প্রীত্যা প্রকীর্ত্তিতম্ ॥
যঃ পঠেৎ শৃণুয়াদ্বাপি ভক্তিযুক্তেন চেতসা।
স সর্বৈর্মুচ্যতে পাপৈঃ কল্পকোটিশতোদ্ভবৈঃ ॥
জলানি স্থলতাং যান্তি শত্রবো যান্তি মিত্রতাম্।
রাজানো দাসতাং যান্তি বহ্নয়ো যান্তি শৈত্যতাম্ ॥
আনুকূল্যঞ্চ ভূতানি স্থৈর্য্যং যান্তি চলাঃ শ্রিয়ঃ।
অনুগ্রহং গ্রহা যান্তি শান্তিমায়ান্ত্যুপদ্রবাঃ ॥
পঠতো ভক্তি-ভাবেন জনস্য গিরিসম্ভবে!।
যঃ পঠেৎ পরয়া ভক্ত্যা তস্য বশ্যং জগত্রয়ম্ ॥
যদ্ যৎ কাময়তে চিত্তে তত্তদাপ্নোতি কীর্ত্তনাৎ।
যঃ পঠেৎ রামচন্দ্রস্য নাম্নামষ্টোত্তরং শতম্ ॥
জ্ঞানেনাপি চ কুর্বাণো ন স পাপেন লিপ্যতে।
সর্ববেদেষু তীর্থেষু দানেষু চ ব্রতেষু চ ॥
তৎ-ফলং কোটিগুণিতং স্তবেনানেন লভ্যতে।
পুণ্যকালেষু সর্বেষু পঠন্নানন্ত্যমশ্নুতে ॥
কল্পকোটি-সহস্রাণি কল্পকোটি-শতানি চ।
বৈকুণ্ঠে বাসমাপ্নোতি দশপূর্বৈর্দশাপরৈঃ ॥
রামং দূর্বাদলশ্যামং পদ্মাক্ষং পীতবাসসম্।
স্তুবন্তি নামভির্দিব্যৈর্ন তে সংসারিণো নরাঃ ॥

রামায় রামভদ্রায় রামচন্দ্রায় বেধসে।
রঘুনাথায় নাথায় সীতায়াঃ পতয়ে নমঃ ॥
ইমং মন্ত্রং মহেশানি! জপন্নেব দিবানিশম্।
সর্বপাপবিনির্মুক্তো বিষ্ণুসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ ॥
ইত্যেতদ্ রামভদ্রস্য মাহাত্ম্যং বেদসম্মতম্।
কথিতং তব গাঙ্গেয়! যতস্তং বৈষ্ণবোত্তমঃ ॥
বন্দামহে মহেশানং হরকোদণ্ড-খণ্ডনম্।
জানকীহৃদয়ানন্দ-চন্দনং রঘুনন্দনম্ ॥

ইতি পদ্মপুরাণে পার্বতীশ্বর-সংবাদে শ্রীরামচন্দ্রশতনাম-স্তোত্রং সমাপ্তম্ ॥

অথ রামকবচম্

ধ্যাত্বা নীলোৎপলশ্যামং রামং রাজীবলোচনম্।
জানকীলক্ষ্মণোপেতং জটামুকুট-মণ্ডিতম্ ॥
সাসি-তূণ-ধনুর্বাণ-পাণিং নক্তঞ্চরান্তকম্।
স্বলীলয়া জগত্রাতুমাবির্ভূতমজং বিভুম্ ॥
রামরক্ষাং পঠেৎ প্রাজ্ঞঃ পাপঘ্নীং সর্বকামদাম্।

শ্রীরামকবচস্যাস্য বুধকৌশিক ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীরামচন্দ্রো দেবতা শ্রীরামচন্দ্রপ্রীত্যর্থং জপে বিনিয়োগঃ ॥

ওঁ শিরো মে রাঘবঃ পাতু ভালং দশরথাত্মজঃ।
কৌশল্যেয়ো দৃশৌ পাতু বিশ্বমিত্রপ্রিয়ঃ শ্রুতী ॥
ঘ্রাণং পাতু মখত্রাতা মুখং সৌমিত্র-বৎসলঃ।
জিহ্বাং বিদ্যানিধিঃ পাতু কণ্ঠং ভরত-বন্দিতঃ ॥
স্কন্ধৌ দিব্যায়ুধঃ পাতু ভুজৌ ভগ্নেশ-কার্মুকঃ।
করৌ সীতাপতিঃ পাতু হৃদয়ং জামদগ্ন্যজিৎ ॥
বক্ষঃ পাতু কবন্ধারিঃ স্তনৌ গীর্বাণবন্দিতঃ।
পার্শ্বৌ কুলপতিঃ পাতু কুক্ষিমিক্ষাকু-নন্দনঃ ॥
মধ্যং পাতু খরধ্বংসী নাভিং জাম্ববদাশ্রয়ঃ।
গুহ্যং জিতেন্দ্রিয়ঃ পাতু পৃষ্ঠং পাতু রঘূদ্বহঃ ॥

সুগ্রীবেশঃ কটিং পাতু সক্‌থিনী হনুমৎপ্রভুঃ।
ঊরূ রঘূত্তমঃ পাতু রক্ষকুলবিনাশকৃৎ॥
জানুনী সেতুকৃৎ পাতু জঙ্ঘে দশমুখান্তকঃ।
পাদৌ বিভীষণশ্রীদঃ পাতু রামোঽখিলং বপুঃ॥
এতাং রামবলোপেতাং রক্ষাং যঃ সুকৃতী পঠেৎ।
স চিরায়ুঃ সুখী পুত্রী বিজয়ী বিনয়ী ভবেৎ॥
পাতাল-ভূতল-ব্যোম-চারিণশ্ছদ্মচারিণঃ।
ন দ্রষ্টুমপি শক্তাস্তে রক্ষিতং রামনামভিঃ॥
রামেতি রামচন্দ্রেতি রামভদ্রেতি বা স্মরন্।
নরো ন লিপ্যতে পাপৈর্ভুক্তিং মুক্তিঞ্চ বিন্দতি॥
জগজ্জৈত্রৈকমন্ত্রেণ রামনাম্নাভিরক্ষিতম্।
যঃ করে ধারয়েত্তস্য করস্থাঃ সর্বসিদ্ধয়ঃ॥
ভূর্জপত্রে ত্বিমাং বিদ্যাং গন্ধচন্দন-চর্চিতাম্।
কৃত্বা বৈ ধারয়েদ্ যস্তু সোঽভীষ্টফলমাপ্নুয়াৎ॥
কাকবন্ধ্যা চ যা নারী মৃতবৎসা চ যা ভবেৎ।
বহ্বপত্যা জীববৎসা সা ভবেন্নাত্র সংশয়ঃ॥
বজ্রপঞ্জর-নামেদং যো রামকবচং পঠেৎ।
অব্যাহতাজ্ঞঃ সর্বত্র লভতে জয়মঙ্গলম্॥
আদিষ্টবান্ যথা স্বপ্নে রামরক্ষামিমাং হরিঃ।
তথা লিখিতবান্ প্রাজ্ঞঃ প্রবুদ্ধো বুধকৌশিকঃ॥
ধন্বিনৌ বদ্ধ-নিস্ত্রিংশৌ কাকপক্ষধরৌ শুভৌ।
বীরৌ মাং পথি রক্ষেতাং তাবুভৌ রাম-লক্ষ্মণৌ॥
তরুণৌ রূপসম্পন্নৌ সুকুমারৌ মহাবলৌ।
পুণ্ডরীক-বিশালাক্ষৌ চীর-কৃষ্ণাজিনাম্বরৌ॥
ফলমূলাশিনৌ দান্তৌ তাপসৌ ব্রহ্মচারিণৌ।
পুত্রৌ দশরথস্যৈতৌ ভ্রাতরৌ রামলক্ষ্মণৌ॥
শরণ্যৌ সর্বসত্ত্বানাং শ্রেষ্ঠৌ সর্বধনুষ্মতাম্।
রক্ষঃকুল-নিহন্তারৌ ত্রায়েতাং মে রঘূত্তমৌ॥

আত্তসজ্যধনুষাবিষুস্পৃশাবক্ষয়াশুগনিসঙ্গসঙ্গিনৌ
রক্ষণায় মম রামলক্ষণাবগ্রতঃ পথি সদৈব গচ্ছতাম্ ॥
সন্নদ্ধঃ কবচী খড়্গী চাপবাণধরো যুবা।
যচ্ছন্মনোরথং চাস্মান্ রামঃ পাতু সলক্ষ্মণঃ ॥
অগ্রতস্তু নৃসিংহো মে পৃষ্ঠতো গরুড়ধ্বজঃ।
পার্শ্বয়োস্তু ধনুষ্মন্তৌ সশরৌ রাম-লক্ষ্মণৌ ॥
রামো দাশরথিঃ শূরো লক্ষ্মণানুচরো বলী।
কাকুস্থঃ পুরুষঃ পূর্ণঃ কৌশলেয়ো রঘূত্তমঃ ॥
বেদান্তবেদ্যো যজ্ঞেশঃ পুরাণঃ পুরুষোত্তমঃ।
জানকীবল্লভঃ শ্রীমান্ অপ্রমেয়-পরাক্রমঃ ॥
আপদামপহর্তারং দাতারং সর্বকামদাম্।
গুণাভিরামং শ্রীরামং ভূয়ো ভূয়ো নমাম্যহম্ ॥
দক্ষিণে লক্ষ্মণো ধন্বী বামে চ জানকী শুভা।
পুরতো মারুতির্যস্য তং নমামি রঘূত্তমম্ ॥
এতানি মম নামানি মদ্ভক্তো যঃ সদা স্মরেৎ।
অশ্বমেধাযুতং পুণ্যং স প্রাপ্নোতি ন সংশয়ঃ ॥
ইতি শ্রীপদ্মপুরাণে বজ্রপঞ্জরাখ্যং শ্রীরামকবচং সমাপ্তম্।

অথ শ্রীকৃষ্ণস্তোত্রম্

প্রসীদ ভগবন্ মহ্যমজ্ঞানকুণ্ঠিতাত্মনে।
তবাঙ্ঘ্রি-পঙ্কজ-রজো রাগিণীং ভক্তিমুত্তমাম্ ॥
অজ ! প্রসীদ ভগবন্নমিত-দ্যুতিপঞ্জর !।
অপ্রমেয় ! প্রসীদাস্মন্ দুঃখ-হন্ পুরুষোত্তম ! ॥
স্বসংবেদ্য প্রসীদাস্মদানন্দাত্মন্ননাময় !।
অচিন্ত্যসার ! বিশ্বাত্মন্ ! প্রসীদ পরমেশ্বর ! ॥
প্রসীদ তুঙ্গ ! তুঙ্গানাং প্রসীদ শিবশোভন !।
প্রসীদ গুণগম্ভীর ! গম্ভীরাণাং মহাদ্যুতে ! ॥
প্রসীদাব্যক্ত-বিস্তীর্ণ ! বিস্তীর্ণানামগোচর !।
প্রসীদার্দ্রার্দ্রজাতীনাং প্রসীদান্তান্তদায়িনাম্ ॥

গুরোর্গরীয়ান্ সর্বেশ ! প্রসীদানন্তদেহিনাম্ ।
জয় মাধব মায়াত্মন্ জয় শাশ্বতশঙ্খভৃৎ ॥
জয় শঙ্খধর ! শ্রীমন্ ! জয় নন্দকনন্দন ! ।
জয় চক্রগদাপাণে ! জয় দেব ! জনার্দ্দন ॥
জয় রত্নবরাবদ্ধ-কিরীটাক্রান্তমস্তক ! ।
জয়পক্ষিপতিচ্ছায়ানিরুদ্ধার্ক-করারুণ ! ॥
নমস্তে নরকারাতে ! নমস্তে মধুসূদন ! ।
নমস্তে ললিতাপাঙ্গ ! নমস্তে নরকান্তক ! ॥
নমঃ পাপহরেশান ! নমঃ সর্বভয়াপহ ! ।
নমঃ সম্ভৃতসর্বাত্মন্ ! নমঃ সম্ভৃতকৌস্তুভ ! ॥
নমস্তে নয়নাতীত ! নমস্তে ভয়হারক ! ।
নমো বিভিন্নদেহায় নমঃ শ্রুতিপথাতিগ ! ॥
নমস্ত্রিমূর্ত্তিভেদেন সর্গস্থিত্যন্তহেতবে ।
বিষ্ণবে ত্রিদশারাতি জিষ্ণবে পরমাত্মনে ॥
চক্রভিন্নারি-চক্রায় চক্রিণে চক্রবন্ধবে ।
বিশ্বায় বিশ্ববন্দ্যায় বিশ্বভূতানুবর্ত্তিনে ॥
নমস্তে যোগিধ্যেয়ায় নমোঽস্ত্বধ্যাত্মরূপিণে ।
ভক্তিপ্রদায় ভক্তানাং নমস্তে মুক্তিদায়িনে ॥
স্তবনং হবনং চেষ্টা-ধ্যানং পূজা-নমস্ক্রিয়া ।
দেবেশ ! কর্ম সর্বং মে ভবেদারাধনং তব ॥
ইতি হবনজপার্চা ভেদতো বিষ্ণুপূজা নিয়ত-হৃদয় কর্মা যস্তু মন্ত্রী চিরায় ॥
স খলু সকল-কামান্ প্রাপ্য কৃষ্ণাত্মরাত্মা ।
জনন-মৃতি-বিমুক্তামুত্তমাং মুক্তিমেতি ॥
গো-গোপ-গোপিকাবীতং গোপালং গোষু গোপ্রদম্ ।
গোপৈরীড্যং গোসহস্রৈর্নৌমি গোকুলনায়কম্ ॥
প্রীণয়েদনয়া স্তুত্যা জগন্নাথং জগন্ময়ম্ ।
ধর্মার্থ-কামমোক্ষাণামাপ্তয়ে পুরুষোত্তমম্ ॥
ইতি শ্রীকৃষ্ণস্তবসমাপ্তঃ ॥

অথ গোপালস্তবঃ

নারদ উবাচ—নবীন-নীরদশ্যামং নীলেন্দীবর-লোচনম্ ।
বল্লবী-নন্দনং বন্দে কৃষ্ণং গোপালরূপিণম্ ॥
স্ফুরদ্বর্হদলোদ্বদ্ধ-নীলকুঞ্চিতমূর্দ্ধজম্ ।
কদম্বকুসুমোদ্বদ্ধ-বনমালাবিভূষিতম্ ॥
গণ্ডমণ্ডলসংসর্গি-চলৎ-কাঞ্চন-কুণ্ডলম্ ।
স্থূলমুক্তাফলোদার-হারদ্যোতিত-বক্ষসম্ ॥
হেমাঙ্গদ-তুলাকোটি-কিরীটোজ্জ্বল-বিগ্রহম্ ।
মন্দমারুত-সংক্ষোভ-বল্‌গিতাম্বরসঞ্চয়ম্ ॥
রুচিরৌষ্ঠপুট-ন্যস্ত-বংশী-মধুরনিস্বনৈঃ ।
লসদ্‌গোপালিকা-চেতো মোহয়ন্তং মুহুর্মুহুঃ ॥
বল্লবীবদনাম্ভোজ-মধুপান-মধুব্রতম্ ।
ক্ষোভয়ন্তং মনস্তাসাং সস্মেরাপাঙ্গ-বীক্ষণৈঃ ॥
যৌবনোদ্ভিন্ন-দেহাভিঃ সংসক্তাভি পরস্পরম্ ।
বিচিত্রাম্বরভূষাভির্গোপনারীভিরাবৃতম্ ॥
প্রভিন্নাঞ্জন-কালিন্দী-জলকেলি-কলোৎসুকম্ ।
যোধয়ন্তং ক্বচিদ্ গোপান্ ব্যাহরন্তং গবাং গণম্ ॥
কালিন্দী-জলসংসর্গি-শীতলানিল-কম্পিতে ।
কদম্ব-পাদপ-চ্ছায়ে স্থিতং বৃন্দাবনে ক্বচিৎ ॥
রত্নভূধর-সংলগ্ন-রত্নাসনপরিগ্রহম্ ।
কল্পপাদপ-মধ্যস্থ-হেমমণ্ডপিকা-গতম্ ॥
বসন্তকুসুমামোদ-সুরভিকৃত-দিঙ্‌মুখে ।
গোবর্দ্ধন-গিরৌ রম্যে স্থিতং রাস-রসোৎসুকম্ ॥
সব্যহস্ত-তল-ন্যস্ত-গিরিবর্য্যাতপত্রকম্ ।
খণ্ডিতাখণ্ডলোন্মুক্ত-মুক্তাসার-ঘনাঘনম্ ॥
বেণুবাদ্য-মহোল্লাস-কৃতহুঙ্কার-নিঃস্বনৈঃ ।
সবৎসৈরুন্মুখৈঃ শশ্বদ্ গোকুলৈরভিবীক্ষিতম্ ॥
কৃষ্ণমেবানুগায়দ্ভিস্তচ্চেষ্টা-বশবর্ত্তিভিঃ ।

দণ্ডপাশোদ্যত-করৈর্গোপালৈরুপশোভিতম্ ॥
নারদাদ্যৈর্মুনিশ্রেষ্ঠৈর্বেদাবেদাঙ্গপারগৈঃ।
প্রীতি-সুস্নিগ্ধয়া বাচা স্তূয়মানং পরাৎপরম্।
য এবং চিন্তয়েদ্দেবং ভক্ত্যা সংস্তৌতি মানবঃ।
ত্রিসন্ধ্যং তস্য তুষ্টোঽসৌ দদাতি বরমীপ্সিতম্ ॥
রাজ-বল্লভতামেতি ভবেৎ সর্বজন-প্রিয়ঃ।
অচলাং শ্রিয়মাপ্নোতি স বাগ্মী জায়তে ধ্রুবম্ ॥
ইতি গৌতমীয়ে তন্ত্রে শ্রীগোপালস্তোত্রং সমাপ্তম্ ॥

অথ শ্রীকৃষ্ণকবচম্

পুলস্ত্য উবাচ—ভগবন্ ! সর্বধর্মজ্ঞ ! কবচং যৎ প্রকাশিতম্।
ত্রৈলোক্যমঙ্গলং নাম কৃপয়া কথয় প্রভো ! ॥

সনৎকুমার উবাচ

শৃণু বক্ষ্যামি বিপ্রেন্দ্র ! কবচং পরমাদ্ভুতম্।
নারায়ণেন কথিতং কৃপয়া ব্রহ্মণে পুরা ॥
ব্রহ্মণা কথিতং মহ্যং তব স্নেহাদ্ বদামি তে।
অতিগুহ্যতরং তত্ত্বং ব্রহ্ম মন্ত্রৌঘ-বিগ্রহম্।
যদ্ধৃত্বা পঠনাদ্ ব্রহ্মা সৃষ্টিং বিতনুতে ধ্রুবম্ ॥
যদ্ধৃত্বা পঠনাৎ পাতি মহালক্ষ্মীর্জগৎ-ত্রয়ম্।
পঠনাদ্ ধারণাৎ শম্ভুঃ সংহর্ত্তা সর্বতত্ত্ববিৎ ॥
ত্রৈলোক্য-জননী দুর্গা মহিষাদি-মহাসুরান্।
বরদৃপ্তান্ জঘানৈব পঠনাদ্ ধারণাদ্ যতঃ ॥
এবমিন্দ্রাদয়ঃ সর্বে সর্বৈশ্বর্য্যমবাপ্নুয়ুঃ ॥
ইদং কবচমত্যন্তং গুপ্তং কুত্রাপি নো বদেৎ।
শিষ্যায় ভক্তিযুক্তায় সাধকায় প্রকাশয়েৎ।
শঠায় পরশিষ্যায় দত্ত্বা চ মৃত্যুমাপ্নুয়াৎ ॥
ত্রৈলোক্য-মঙ্গলস্যাস্য কবচস্য প্রজাপতিঃ।
ঋষিশ্ছন্দশ্চ গায়ত্রী দেবো নারায়ণঃ স্বয়ম্।
ধর্মার্থ-কাম-মোক্ষেষু বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥

প্রণবো মে শিরঃ পাতু নমো নারায়ণায় চ।
ভালং পায়ান্নেত্রযুগ্মমষ্টার্ণো ভুক্তি-মুক্তিদঃ॥
ক্লীং পায়াচ্ছোত্রযুগ্মঞ্চৈকাক্ষরঃ সর্বমোহনঃ।
ক্লীং কৃষ্ণায় সদা ঘ্রাণং গোবিন্দায়েতি জিহ্বিকাম্॥
গোপীজনপদং বল্লভায় স্বাহা ভুজদ্বয়ম্।
অষ্টাক্ষরো মহামন্ত্রঃ কণ্ঠং পাতু দশাক্ষরঃ॥
ক্লীং কৃষ্ণঃ ক্লীং করৌ পায়াৎ ক্লীং কৃষ্ণায়াঙ্গজোঽবতু।
হৃদয়ং ভুবনেশানী ক্লীং কৃষ্ণায় ক্লীং স্তনৌ মম॥
গোপালায়াগ্নিজায়া চ কুক্ষিযুগ্মং সদাবতু।
ক্লীং কৃষ্ণায় সদা পাতু পার্শ্বযুগ্মমনুত্তমঃ॥
কৃষ্ণ-গোবিন্দকৌ পাতু স্মরাদ্যৌ ঙেযুতৌ মনুঃ।
অষ্টাক্ষরঃ পাতু নাভিং কৃষ্ণেতি দ্ব্যক্ষরোঽবতু॥
পৃষ্ঠং ক্লীং কৃষ্ণ কঙ্কালং ক্লীং কৃষ্ণায় দ্বিঠান্তকঃ।
সক্থিনী পাতু সততং শ্রীং হ্রীং ক্লীং কৃষ্ণ ঠদ্বয়ম্॥
উরূ সপ্তাক্ষরঃ পাতু ত্রয়োদশাক্ষরোঽবতু।
শ্রীং হ্রীং ক্লীং পদতো গোপীজনবল্লপদং ততঃ॥
ভায় স্বাহেতি পায়ুং বৈ ক্লীং হ্রীং শ্রীং স দশার্ণকঃ।
সর্বাঙ্গং মে সদা পাতু দ্বারকা-নায়কো বলী॥
নমো ভগবতে পশ্চাদ্ বাসুদেবায় তৎপরম্।
তারাদ্যো দ্বাদশার্ণোঽয়ং প্রাচ্যাং মাং সর্বদাবতু॥
শ্রীং হ্রীং ক্লীং চ দশার্ণস্তু ক্লীং হ্রীং শ্রীং ষোড়শাক্ষরঃ।
গদাদ্যুদায়ুধো বিষ্ণুর্মামগ্নের্দিশি রক্ষতু॥
হ্রীং শ্রীং দশাক্ষরো মন্ত্রো দক্ষিণে মাং সদাবতু।
তারো নমো ভগবতে রুক্মিণী-বল্লভায় চ॥
স্বাহেতি ষোড়শার্ণোঽয়ং নৈঋর্ত্যাং দিশি রক্ষতু॥
ক্লীং হৃষীকে-পদং শায় নমো মাং বারুণেঽবতু।
অষ্টাদশার্ণঃ কামান্তো বায়ব্যাং মাং সদাবতু॥
শ্রীং মায়া কামকৃষ্ণায় গোবিন্দায় দ্বিঠো মনুঃ।

দ্বাদশার্ণাত্মকো বিষ্ণুরুত্তরে মাং সদাবতু ॥
বাগ্‌ভবং কামকৃষ্ণায় হ্রীং গোবিন্দায় ততঃ পরম্ ।
শ্রীং গোপীজন-বল্লান্তে ভায় স্বাহা চ সৌস্ততঃ ॥
দ্বাবিংশত্যক্ষরো মন্ত্রো মামৈশান্যে সদাবতু ।
কালীয়স্য ফণামধ্যে দিব্যং নৃত্যং করোতি তম্ ।
নমামি দেবকীপুত্রং নৃত্যরাজানমচ্যুতম্ ।
দ্বাত্রিংশদক্ষরো মন্ত্রোঽপ্যধো মাং সর্বদাবতু ॥
কামদেবায় বিদ্মহে পুষ্পবাণায় ধীমহি ।
তন্নোঽনঙ্গঃ প্রচোদয়াদ্ মাং সদা পাতু চোর্ধ্বতঃ ।
ইতি তে কথিতং বিপ্র সর্বমন্ত্রৌঘ-বিগ্রহম্ ।
ত্রৈলোক্যমঙ্গলং নাম কবচং ব্রহ্মরূপকম্ ॥
ব্রহ্মণা কথিতং পূর্বং নারায়ণ-মুখাচ্ছ্রুতম্ ।
তব স্নেহান্ময়া খ্যাতং প্রবক্তব্যং ন কস্যচিৎ ॥
গুরুং প্রণম্য বিধিবৎ কবচং প্রপঠেত্ততঃ ।
সকৃদ্দ্বিস্ত্রির্যথাজ্ঞানং সোঽপি সর্বতপোময়ঃ ॥
মন্ত্রেষু সকলেষ্বেব দেশিকো নাত্র সংশয়ঃ ।
শতমষ্টোত্তরঞ্চাস্য পুরশ্চর্যাবিধিঃ স্মৃতঃ ॥
স্পর্দ্ধামুদ্‌ধূয় সততং লক্ষ্মীর্বাণী বসেত্ততঃ ।
পুষ্পাঞ্জল্যষ্টকং দত্ত্বা মূলেনৈব পঠেৎ সকৃৎ ॥
সম্বৎসর-সহস্রাণাং পূজায়াঃ ফলমাপ্নুয়াৎ ।
ভূর্জে বিলিখ্য গুলিকাং স্বর্ণস্থাং ধারয়েদ্ যদি ॥
কণ্ঠে বা দক্ষিণে বাহৌ সোঽপি বিষ্ণুর্ন সংশয়ঃ ।
অশ্বমেধসহস্রাণি বাজপেয়-শতানি চ ।
মহাদানানি যান্যেব প্রাদক্ষিণ্যং ভুবস্তথা ।
কলাং নার্হন্তি তান্যেব সকৃদুচ্চারণাত্ততঃ ।
কবচস্য প্রসাদেন জীবন্মুক্তো ভবেন্নরঃ ।
ত্রৈলোক্যং ক্ষোভয়ত্যেব ত্রৈলোক্য-বিজয়ী ভবেৎ ॥
ইদং কবচমজ্ঞাত্বা ভজেদ্ যঃ পুরুষোত্তমম্ ।

শতলক্ষ-প্রজপ্তোঽপি ন মন্ত্রস্তস্য সিধ্যতি ॥

ইতি সনৎকুমারতন্ত্রে ত্রৈলোক্যমঙ্গলং নাম শ্রীকৃষ্ণকবচং সমাপ্তম্ ॥

অথ নৃসিংহকবচম্

নারদ উবাচ— ইন্দ্রাদি-দেববৃন্দেশ ! তাতেশ্বর ! জগৎপতে ! ।

মহাবিষ্ণুনৃসিংহস্য কবচং ব্রূহি মে প্রভো ।

যস্য প্রপঠনাদ্ বিদ্বাংস্ত্রৈলোক্যবিজয়ী ভবেৎ ॥

ব্রহ্মোবাচ—শৃণু নারদ ! বক্ষ্যামি পুত্রশ্রেষ্ঠ ! তপোধন ! ।

কবচং নরসিংহস্য ত্রৈলোক্যবিজয়াভিধম্ ॥

যস্য প্রপঠনাদ্বিদ্বান্ ত্রৈলোক্যবিজয়ী ভবেৎ ।

স্রষ্টাহং জগতাং বৎস ! পঠনাদ্ধারণাদ্ যতঃ ॥

লক্ষ্মীর্জগত্রয়ং পাতি সংহর্ত্তা চ মহেশ্বরঃ ।

পঠনাদ্ ধারণাদ্দেবা বভূবুশ্চ দিগীশ্বরাঃ ॥

ব্রহ্মমন্ত্রময়ং বক্ষ্যে ভূতাদি-বিনিবারকম্ ।

যস্য প্রসাদাদ্ দুর্বাসাস্ত্রৈলোক্যবিজয়ী মুনিঃ ॥

পঠনাদ্ ধারণাদ্ যস্য শাস্তা চ ক্রোধভৈরবঃ ।

ত্রৈলোক্যবিজয়স্যাস্য কবচস্য প্রজাপতিঃ ॥

ঋষিশ্ছন্দশ্চ গায়ত্রী নৃসিংহো দেবতা বিভুঃ ।

সর্বাভিলাষসিদ্ধ্যর্থং বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥

ক্ষ্রৌঁ মে শিরঃ সদা পাতু চন্দ্রবর্ণো মহামনুঃ ।

উগ্রবীরং মহাবিষ্ণুং জ্বলন্তং সর্বতোমুখম্ ॥

নৃসিংহং ভীষণং ভদ্রং মৃত্যুমৃত্যুং নমাম্যহম্ ।

দ্বাত্রিংশদক্ষরো মন্ত্রো মন্ত্ররাজঃ সুরদ্রুমঃ ॥

কণ্ঠং পাতু ধ্রুবং ক্ষ্রৌং হৃদ্ভগবতে চক্ষুষী মম ।

নরসিংহায় চ জ্বালামালিনে পাতু কর্ণকম্ ॥

দীপ্তদংষ্ট্রায় চ তথাগ্নিনেত্রায় চ নাসিকাম্ ।

সর্বরক্ষোঘ্নায় সর্বভূতবিনাশনায় চ ॥

সর্বজ্বরবিনাশায় দহদহ পচদ্বয়ম্ ।

রক্ষ রক্ষ দ্বয়ং পশ্চাৎ স্বাহা পাতু মুখং মম ॥

তারাদি-রামচন্দ্রায় নমঃ পায়াৎ গুদং মম।
ক্লীং পায়াৎ পার্শ্বযুগ্মং মে তারো নমঃ পদস্ততঃ।
নারায়ণায় পায়ুঞ্চ আং হ্রীং ক্ষ্রৌঁ ক্রোঁ চ হুঞ্চ ফট্।
ষড়ক্ষরঃ কটিং পাতু ওঁ নমো ভগবতে পদম্॥
বাসুদেবায় পৃষ্ঠং ক্লীং কৃষ্ণায় ক্লীমূরুদ্বয়ম্।
ক্লীঁ কৃষ্ণায় সদা পাতু জানুনী চ মনূত্তমঃ॥
ক্লীঁ গ্লৌঁ ক্লীঁ শ্যামলাঙ্গায় নমঃ পায়াৎ পদদ্বয়ম্॥
ক্ষ্রৌঁ নরসিংহায় ক্ষ্রৌঞ্চ সর্বাঙ্গং মে সদাবতু॥
ইতি তে কথিতং বৎস! সর্বমন্ত্রৌঘ-বিগ্রহম্।
তব স্নেহান্ময়া খ্যাতং প্রবক্তব্যং ন কস্যচিৎ॥
গুরুপূজাং বিধায়াথ গৃহ্ণীয়াৎ কবচং ততঃ।
সর্বপুণ্যযুতো ভূত্বা সর্বসিদ্ধিযুতো ভবেৎ॥
শতমষ্টোত্তরঞ্চাস্য পুরশ্চর্যাবিধিঃ স্মৃতঃ।
হবনাদীন্ দশাংশেন কৃত্বা তৎ সাধয়েদ্ ধ্রুবম্॥
ততস্তু সিদ্ধকবচঃ পুর্ণাত্মা মদনোপমঃ।
স্পর্দ্ধামুদ্ধূয় ভবনে লক্ষ্মীর্বাণী বসেত্ততঃ॥
পুষ্পাঞ্জল্যষ্টকং দত্ত্বা মূলেনৈব পঠেৎ সকৃৎ।
অপি বর্ষসহস্রাণাং পূজায়াঃ ফলমাপ্নুয়াৎ॥
ভূর্জে বিলিখ্য গুলিকাং স্বর্ণস্থাং ধারয়েদ্ যদি।
কণ্ঠে বা দক্ষিণে বাহৌ নরসিংহো ভবেৎ স্বয়ম্॥
যোষিদ্ বামভুজে চৈব পুরুষো দক্ষিণে ভুজে।
বিভৃয়াৎ কবচং পুণ্যং সর্বসিদ্ধিযুতো ভবেৎ॥
কাকবন্ধ্যা চ যা নারী মৃতবৎসা চ যা ভবেৎ।
জন্মবন্ধ্যা নষ্ট-পুষ্পা বহুপুত্রবতী ভবেৎ॥
কবচস্য প্রসাদেন জীবন্মুক্তো ভবেন্নরঃ।
ত্রৈলোক্যং ক্ষোভয়ত্যেব ত্রৈলোক্য-বিজয়ী ভবেৎ॥
ভূতপ্রেত-পিশাচাশ্চ রাক্ষসা দানবাশ্চ যে।
তং দৃষ্ট্বা প্রপলায়ন্তে দেশাদ্দেশান্তরং ধ্রুবম্॥

যস্মিন্ গেহে চ কবচং গ্রামে বা যদি তিষ্ঠতি।
তং দেশন্তু পরিত্যজ্য প্রয়ান্তি চাতিদূরতঃ॥

ইতি ব্রহ্মসংহিতায়াং ত্রৈলোক্য-বিজয়ং নাম নৃসিংহকবচং সমাপ্তম্ ॥

অথ বিষ্ণুনামাষ্টকস্তোত্রম্

ব্রহ্মোবাচ—অচ্যুতং কেশবং বিষ্ণুং হরিং সত্যং জনার্দ্দনম্।
হংসং নারায়ণঞ্চৈব এতন্নামাষ্টকং শুভম্ ॥
ত্রিসন্ধ্যং যঃ পঠেন্নিত্যং তস্য পাপং ন বিদ্যতে।
শত্রুসৈন্যং ক্ষয়ং যাতি দুঃস্বপ্নঃ সুস্বপ্নঃ ভবেৎ॥
গঙ্গায়াং মরণঞ্চৈব দৃঢ়া ভক্তিশ্চ কেশবে।
ব্রহ্মবিদ্যা-প্রবোধশ্চ তস্মান্নিত্যং পঠেন্নরঃ॥

ইতি ব্রহ্মপুরাণে শ্রীবিষ্ণুনামাষ্টকস্তোত্রং সমাপ্তম্ ॥

অথ নারায়ণোপণিষৎ।

ওঁ অথ পুরুষো হ বৈ নারায়ণোঽকাময়ত প্রজাঃ সৃজেয়েতি। নারয়ণাৎ প্রাণো জায়তে মনঃ সর্বেন্দ্রিয়াণি চ। খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী। নারায়ণাদ্ ব্রহ্মা জায়তে। নারায়ণাদ্ রুদ্রো জায়তে। নারায়ণাদিন্দ্রো জায়তে। নারায়ণাৎ প্রজাপতিঃ প্রজায়তে। নারায়ণাদ্ দ্বাদশাদিত্যা রুদ্রাঃ বসবঃ সর্ব্বাণি চ্ছন্দাংসি নারায়ণদেব সমুৎপদ্যন্তে। নারায়ণাৎ প্রবর্ত্তন্তে। নারায়ণে প্রলীয়ন্তে। এতদ্ ঋক্‌বেদশিরোঽধীতে। অথ নিত্যো নারায়ণঃ ব্রহ্মা চ নারায়ণঃ, শিবশ্চ নারায়ণঃ, শক্রশ্চ নারায়ণঃ, কালশ্চ নারায়ণঃ, দিশশ্চ নারায়ণঃ, বিদিশ্চ নারায়ণঃ। ঊর্দ্ধঞ্চ নারায়ণঃ, অধশ্চ নারায়ণঃ, অন্তর্বহিশ্চ নারায়ণঃ, নারায়ণ এবেদং সর্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভাব্যম্। নিষ্কলঙ্কো নিরঞ্জনো নির্বিকল্পো নিরাখ্যাতঃ শুদ্ধো দেব একো নারায়ণো ন দ্বিতীয়োঽস্তি কশ্চিৎ। য এবং বেদ স বিষ্ণুরেব ভবতি। স বিষ্ণুরেব ভবতি। য এতদ্-যজুর্বেদশিরোঽধীতে। ওমিত্যগ্রে ব্যাহরেৎ নম ইতি পশ্চান্নারায়ণায়েত্যুপরিষ্টাৎ। ওমিত্যেকাক্ষরং নম ইতি দ্বে অক্ষরে। নারায়ণায়েতি পঞ্চাক্ষরাণি। এতদ্বৈ নারায়ণস্যাষ্টাক্ষরং পদম্। যো হ বৈ নারায়ণস্যাষ্টাক্ষরং পদমধ্যেতি, সোঽনুপপ্লবঃ সর্বমায়ুরেতি। বিন্দতে প্রাজাপত্যং রায়স্পোষং গৌ-পত্যম্। ততোঽমৃতত্বমশ্নুতে॥

ইতি নারায়ণোপনিষৎ সমাপ্তা॥

অথর্বাঙ্গিরসম্

প্রত্যগানন্দং ব্রহ্ম-স্বরূপং প্রণবস্বরূপং অকার উকার মকার ইতি। তা অনেকধা সমভবৎ তদেব ওমিতি। যমুক্ত্বা মুচ্যতে যোগী জন্ম-সংসারবন্ধনাৎ। ওঁ নমো নারায়ণায়েতি। ওঁ নমো নারায়ণায়েতি মন্ত্রোপাসকো বৈকুণ্ঠ-ভুবনং গমিষ্যতি। তদিদং পুণ্ডরীকং বিজ্ঞানঘনতস্মাত্তড়িদাভমাত্রং। ব্রহ্মণ্যো দেবকীপুত্রো ব্রহ্মণ্যো মধুসূদনঃ। ব্রহ্মণ্যঃ পুণ্ডরীকাক্ষো ব্রহ্মণ্যো বিষ্ণুরচ্যুত ইতি সর্বভূতস্থমেকং বৈ ওঁ নারায়ণং কারণরূপমকারণং পরং ব্রহ্ম। এতদথর্ব-শিরো যোঽধীতে, প্রাতরধীয়ানো রাত্রিকৃতং পাপং নাশয়তি, সায়মধীয়ানো দিবসকৃতং পাপং নাশয়তি তৎ সায়ং প্রাতিরধীয়নোঽপাপো ভবতি। মধ্যন্দিনমাদিত্যাভিমুখোঽধীয়ানঃ পঞ্চমহাপাতকোপপাতকাৎ প্রমুচ্যতে। সর্ববেদ-পারায়ণ-পুণ্যং লভতে নারায়ণ-সাযুজ্যমবাপ্নোতি য এবং বেদ।

ইত্যথর্বাঙ্গিরসং সমাপ্তম্।

অথাপামার্জনস্তোত্রম্।

ওঁ নমঃ পরমার্থায়েত্যপামার্জন-মন্ত্রস্য পুলস্ত্য ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীনর-সিংহো দেবতা হরামুকস্যেতি বীজং অচ্যুতানন্দেতি শক্তিঃ তপ্তহাটককেশা-গ্রেতি কীলকং অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকদেবশর্মণো ঝটিত্যুৎপন্ন-ব্যাধিপ্রশমনার্থং পাঠে বিনিযোগঃ।

পুলস্ত্য উবাচ—ওঁ নমঃ পরমার্থায় পুরুষায় মহাত্মনে।
অরূপ-বহুরূপায় ব্যাপিনে পরমাত্মনে॥
নিষ্কল্মষায় শুদ্ধায় ধ্যানযোগরতায় চ।
নমস্কৃত্বা প্রবক্ষ্যামি যত্তৎ সিধ্যতু মে বচঃ॥
ত্রিবিক্রমায় রামায় বৈকুণ্ঠায় নমো নমঃ।
নমস্কৃত্বা প্রবক্ষ্যামি যত্তৎ সিধ্যতু মে বচঃ॥
বরাহ! নরসিংহেশ! বামনেশ! ত্রিবিক্রম!।
হয়গ্রীবেশ সর্বেশ হৃষীকেশ! হরাশুভম্॥
অপরাজিত-চক্রাদ্যৈশ্চতুর্ভিঃ পরমায়ুধৈঃ।
অখণ্ডিতানুভাবৈস্ত্বং সর্বদুষ্টহরো ভব॥
হরামুকস্য দুরিতং দুষ্কৃতং দুরুপোষিতম্।

মৃত্যুবন্ধার্ত্তি-ভয়দং দুরিতস্য চ যৎ ফলম্ ॥
গরস্পর্শ মহারোগ-দুর্যোগ্য-জরয়া জর।
ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় নমঃ কৃষ্ণায় খড়্গিনে ॥
নমঃ পুষ্করনেত্রায় কেশবায়াদিচক্রিণে।
নমঃ কমল-কিঞ্জল্ক-পীতনির্ম্মল-বাসসে ॥
মহাহর-রিপুস্কন্ধ-ঘৃষ্ট-চক্রায় চক্রিণে।
দংষ্ট্রোদ্ধৃত-ক্ষিতিভৃতি-ত্রয়ীমূর্ত্তিমতে নমঃ ॥
মহাযজ্ঞ-বরাহায় শেষভোগাঙ্ক-শায়িনে।
তপ্তহাটক-কেশাগ্র-জ্বলৎ-পাবক-লোচনে ॥
বজ্রাধিক-নখস্পর্শ-দিব্যসিংহ নমোঽস্তু তে।
কাশ্যপায়াতিহ্রস্বায় ঋগ্-যজুঃ-সামভাষিণে ॥
তুভ্যং বামনরূপায় স্বজতে গাং নমো নমঃ।
বরাহাশেষদুষ্টানি সর্বপাপফলানি চ ॥
মর্দ্দ মর্দ মহাদংষ্ট্র! মর্দ মর্দ চ দুষ্কৃতম্।
নরসিংহ-করালাস্য-দন্ত-প্রান্তে জ্বলানল! ॥
ভুঞ্জ ভুঞ্জ নিনাদেন দুষ্টান্যস্যার্ত্তিনাশন!।
ঋগ্-যজুঃ-সাম গর্ভাভির্বাগ্‌ভির্বামনরূপধৃক্ ॥
প্রশমং সর্বদুষ্টানি নয়ত্বস্য জনার্দনঃ।
ঐকাহিকং দ্ব্যাহিকঞ্চ তথা ত্রিদিবস-জ্বরম্ ॥
চাতুর্থকং তথাত্যুগ্রং তথৈব সততজ্বরম্।
দোষোত্থং সান্নিপতোত্থং তথৈবাগন্তুকজ্বরম্ ॥
শমং নয়াশু গোবিন্দ ছিন্দি ছিন্ধ্যস্য বেদনাম্।
নেত্র-দুঃখং শিরোদুঃখং দুঃখঞ্চোদর-সম্ভবম্ ॥
অন্তঃশ্বাসং বহিঃশ্বাসং পরিতাপং স-বেপথুম্।
গুদ-ঘ্রাণাঙ্ঘ্রি-রোগাংশ্চ কুষ্ঠরোগং তথাক্ষবম্ ॥
কামলং পাণ্ডুরোগাংশ্চ প্রমেহাংশ্চাতিদারুণান্।
ভগন্দরাতিসারাংশ্চ মুখরোগান্ সবিদ্রধীন্ ॥
অশ্মরী-মূত্রকৃচ্ছ্রাংশ্চ রোগানন্যাংশ্চ দারুণান্।

যে বায়ু-সম্ভবা রোগা যে চ পিত্তসমুদ্ভবাঃ ॥
কফোদ্ভবা চ যে কেচিদ্ যে চান্যে সান্নিপাতিকাঃ।
আগন্তুকাশ্চ যে রোগা লূতা-বিস্ফোটকাদয়ঃ ॥
তে সর্বে প্রশমং যান্তু বাসুদেবাপমার্জনাৎ।
প্রলয়ং যান্তু তে সর্বে বিষ্ণোরুচ্চারণেন তু ॥
ক্ষয়ং গচ্ছন্তু চাশেষাস্তে চক্রাভিহতা হরেঃ।
অচ্যুতানন্দ-গোবিন্দ নামোচ্চারণ-ভাষিতাঃ ॥
নশ্যন্তু সকলা রোগাঃ সত্যং সত্যং বদাম্যহম্।
স্থাবরং জঙ্গমঞ্চাপি কৃত্রিমঞ্চাপি যদ্বিষম্।
দন্তোদ্ভবং নখ-বিষমাকাশ-প্রভবং বিষম্।
লূতাভিপ্রভবং যচ্চ বিষমত্যন্ত-দুঃসহম্ ॥
শমং নয়তু তৎ সর্বং কীর্ত্তিতোঽস্য জনার্দনঃ।
গ্রহান্ প্রেতগ্রহাংশ্চৈব তথা বৈ ডাকিনী-গ্রহান্ ॥
বেতালাংশ্চ পিশাচাংশ্চ গন্ধর্বান্ যক্ষ-রাক্ষসান্।
শকুনি-পূতনাদ্যাশ্চ তথা বৈনায়ক-গ্রহান্ ॥
মুখমুণ্ডীং তথাত্যুগ্রাং রেবতীং বৃদ্ধরেবতীম্।
বৃদ্ধিকাখ্যাং গ্রহাংশ্চোগ্রান্ তথা মাতৃগ্রহানপি ॥
বালস্য বিষ্ণোশ্চরিতং হন্তু বালগ্রহানিমান্।
নরসিংহস্য তে দৃষ্ট্যা দগ্ধা যে চাপি যৌবনে ॥
শটাকরণ-বদনো নরসিংহো মহাবলঃ।
গ্রহানশেষান্নিঃশেষান্ করোতু জগতো হিতঃ ॥
নরসিংহ-মহাসিংহ জ্বালামালো জ্বলানল।
গ্রহানশেষান্ সর্বেশ খাদখাদাগ্নিলোচন ॥
যে রোগা যে মহোৎপাতো যদ্বিষং যে মহাগ্রহাঃ।
যানি চ ক্রূরভূতানি বিষরোগাশ্চ দারুণাঃ ॥
শস্ত্রক্ষতেষু যে রোগা জ্বালগর্দভকাদয়ঃ।
তানি সর্বাণি সর্বাত্মা পরমাত্মা জনার্দনঃ ॥
কিঞ্চিদ্রূপং সমাস্থায় বাসুদেবাস্য নাশয়।

ক্ষিপ্ত্বা সুদর্শনং চক্রং জ্বালামালাতিদীপিতম্ ॥
সর্বদুষ্টোপশমনং কুরু দেববরাচ্যুত !।
সুদর্শন মহাধ্বান ছিন্ধি ছিন্ধি মহাস্বয় ! ॥
সর্বদুষ্টানি রক্ষাংসি ক্ষয়ং নয় বিভীষণ !।
প্রাচ্যাং রক্ষ প্রতীচ্যাঞ্চ দক্ষিণোত্তরতস্তথা ॥
রক্ষাং করোতু সর্বাত্মা নরসিংহঃ স্বগর্জ্জিতৈঃ।
ভুব্যন্তরীক্ষে চ তথা পার্শ্বতঃ পৃষ্ঠতোঽগ্রতঃ ॥
রক্ষাং করোতু ভগবান্ বহুরূপী জনার্দ্দনঃ।
তথা বিষ্ণুর্জগৎ সর্বং স দেবাসুরমানুষম্ ॥
তেন সত্যেন দুষ্টানি শমমস্য প্রয়াস্তু বৈ।
যথা বিষ্ণৌ স্মৃতে সদ্যঃ সংক্ষয়ং যান্তি পাতকাঃ ॥
তেন সত্যেন সততং যন্ময়োক্তং তদস্তু তৎ।
পরমাত্মা যথা বিষ্ণুর্বেদান্তেষ্বপি গীয়তে ॥
তেন সত্যেন সকলং দুষ্টমস্য প্রশাম্যতু।
যথা যজ্ঞেশ্বরো বিষ্ণুর্বেদান্তেষ্বপি গীয়তে ॥
তেন সত্যেন সকলং যন্ময়োক্তং তথাস্তু তৎ।
শান্তিরস্তু শিবঞ্চাস্তু দুষ্টমস্য প্রশাম্যতু ॥
বাসুদেব-শরীরোত্থৈঃ কুশৈর্নির্নাশিতং ময়া।
অপামার্জতু গোবিন্দ নরনারায়ণস্তথা ॥
তথাস্তু সর্বদুঃখানাং প্রশমো বচনাদ্ধরেঃ।
শান্তিং সমস্তরোগাস্তে গ্রহাঃ সর্বে বিষাণি চ ॥
ভূয়ানি চ প্রয়ান্ত্বীশে সংস্তুতে মধুসূদনে।
এতৎ সমস্তরোগেষু ভূতগ্রহভয়েষু চ ॥
অপামার্জনকং শস্তং বিষ্ণোর্নামাভিমন্ত্রিতম্।
এতে কুশা বিষ্ণুশরীর-সম্ভবা-জনার্দনোঽহম্।
শান্তিরস্তু শিবঞ্চাস্তু দুষ্টমস্য প্রশাম্যতু।
যদস্য দুরিতং কিঞ্চিৎ ক্ষিপ্তং নারায়ণার্ণবে ॥
স্বাস্থ্যমস্য সদৈবাস্তু হৃষীকেশস্য কীর্ত্তনাৎ।

যত এবাগতং পাপং তত্রৈব প্রতিগচ্ছতু ॥
এতদ্রোগাভিভূতানাং জন্তু নাং হিতমিচ্ছতা।
বিষ্ণুভাজন-কর্তব্য অপামার্জনকং শুভম্ ॥
অনেন সর্বদুষ্টানি প্রশমং যান্ত্যসংশয়ঃ।
সর্বভূত-হিতার্থায় কুর্য্যাত্তস্মাৎ সদৈব হি ॥
ইতি বিষ্ণুধর্মে সর্বব্যাধিপ্রশমনমপামর্জনকস্তোত্রং সমাপ্তম্ ॥

অথ বিষ্ণুস্তবঃ (শারদোক্তম্)

আদায় বেদাঃ সকলাঃ সমুদ্রাদ্ নিহত্য শঙ্খং রিপুমত্যুদগ্রম্।
দত্তাঃ পুরা যেন পিতামহায়, বিষ্ণুং তমাদিং ভজ মৎস্যরূপম্ ॥ ১
দিব্যামৃতার্থং মথিতে মহাব্ধৌ দেবাসুরৈর্বাসুকি-মন্দরাদ্যৈ-
র্ভূমের্মহাবেগ-বিঘূর্ণিতায়াস্তং কূর্মমাধারগতং নমামি ॥ ২
সমুদ্রকাঞ্চী সরিদুত্তরীয়া বসুন্ধরা-মেরু-কিরীট-ভারা।
দন্তাগ্রতো যেন সমুদ্ধৃতা ভূস্তমাদিকোলং শরণং প্রপদ্যে ॥ ৩
ভক্তার্ত্তি-ভঙ্গ-ক্ষময়া প্রিয়ায়াঃ স্তম্ভান্তরালাদুদিতো নৃসিংহঃ।
রিপুং সুরাণাং নিশিতৈর্নখাগ্রৈর্বিদারয়ন্তং ন চ বিস্মরামি ॥ ৪
চতুঃ-সমুদ্রাভরণা ধরিত্রী, ন্যাসায় নালং চরণস্য যস্য।
একস্য নান্যস্য পদং সুরাণাং ত্রিবিক্রমং সর্বগতং নমামি ॥ ৫
ত্রিঃসপ্তবারং নৃপতীন্নিহত্য যস্তর্পণং রক্তময়ং পিতৃভ্যঃ।
চকার দোর্দণ্ডবলেন সম্যক্ তমাদি-শূরং প্রণমামি বিষ্ণুম্ ॥ ৬
কুলে রঘুণাং সমবাপ্য জন্ম বিধায় সেতুং জলধের্জলান্তম্।
লঙ্কেশ্বরং যঃ সময়াঞ্চকার সীতাপতিং তং প্রণমামি ভক্ত্যা ॥ ৭
হলেন সর্বান্ নৃপতীন্নিকৃষ্য চকার চূর্ণং মুষল-প্রহারৈঃ।
যঃ কৃষ্ণমাসাদ্য বলং বলীয়ান্ ভক্ত্যা ভজেতং বলভদ্ররামম্ ॥ ৮
পুরা সুরাণামসুরান্ বিজেতুং সংভাবয়ন্ চীবরচিহ্নবেশম্।
চকার যঃ শাস্ত্রমমোঘকল্পং তং মূলভূতং প্রণতোঽস্মি বুদ্ধম্ ॥ ৯
কল্পাবসানে নিশিতৈঃ খুরাগ্রৈঃ সংঘট্টয়ামাস নিমেষমাত্রাৎ।
যস্তেজসা নির্দহতীতি ভীমো বিষ্ণ্বাত্মকং তং তুরগং ভজামঃ ॥ ১০
শঙ্খং সুচক্রং সুগদাং সরোজং, দোর্ভির্দধানং গরুড়াধিরূঢ়ম্।

শ্রীবৎসচিহ্নং জগদাদিমূলং, তমালনীলং হৃদি বিষ্ণুমীড়ে।, ১১
ক্ষীরাম্বুধৌ শেষবিশেষতল্পে, শয়ানমন্তঃ স্মিতশোভি-বক্ত্রম্।
উৎফুল্লনেত্রাম্বুজমম্বুজাভমাদ্যং শ্রুতীনামসকৃৎ স্মরামি ॥ ১২
প্রীণয়েদনয়া স্তুত্যা জগন্নাথং জগন্ময়ম্।
ধর্মার্থকামমোক্ষাণামাপ্তয়ে পুরুষোত্তমম্ ॥ ১৩
ইতি বিষ্ণুস্তোত্রং সমাপ্তম্ ॥

অথ সরস্বতীস্তোত্রম্ ॥

হ্রীঁ হ্রীঁ হৃদ্যৈকবীজে শশিরুচিকমলাকল্প-বিস্পষ্টশোভে!।
ভব্যে ভব্যানুকূলে কুমতি-বনদবে বিশ্ববন্দ্যাঙ্ঘ্রিপদ্মে!।
পদ্মে পদ্মোপদিষ্টে প্রণত-জনমনোমোদ-সম্পাদয়িত্রি!।
প্রোৎপ্লুষ্টাজ্ঞানকূটে! হরিনিজদয়িতে! দেবি! সংসারসারে ॥ ১
ঐঁ ঐঁ ঐঁ ইষ্টমন্ত্রে কমলভবমুখাম্ভোজভূতিস্বরূপে!।
রূপারূপপ্রকাশে! সকলগুণময়ে! নির্গুণে! নির্বিকারে!।
ন স্থূলে নাপি সূক্ষ্মেঽপ্যবিদিত-বিষয়ে! নাপি বিজ্ঞাততত্ত্বে।
বিশ্বে বিশ্বান্তরালে সুরবরনমিতে! নিষ্কলে! নিত্যশুদ্ধে!॥ ২
হ্রীঁ হ্রীঁ হ্রীঁ জাপতুষ্টে হিমরুচি-মুকুটে বল্লকী-ব্যগ্রহস্তে।
মাতর্মাতর্নমস্তে দহ দহ জড়তাং দেহি বুদ্ধিং প্রশস্তাম্।
বিদ্যে! বেদান্তগীতে! শ্রুতিপরিপঠিতে! মোক্ষদে! মুক্তিমার্গে!।
মার্গাতীত-প্রভাবে ভব মম বরদা শারদে শুভ্রহারে ॥ ৩
ধীর্ধীর্ধীর্ধারণাখ্যে ধৃতি-মতি-নুতিভির্নামভিঃ কীর্ত্তনীয়ে!।
নিত্যেঽনিত্যে নিমিত্তে মুনিগণনমিতে নূতনে বৈ পুরাণে।
পুণ্যে পুণ্যপ্রবাহে হরিহর-নমিতে! নিত্যশুদ্ধে! সুবর্ণে!।
মাত্রে মাত্রার্দ্ধতত্ত্বে নতি-মতি-মতিদে মাধব-প্রীতিদানে ॥ ৪
হ্রীং ক্ষীং ধীং হ্রীং-স্বরূপে দহ দহ দুরিতং পুস্তকব্যগ্রহস্তে!
সন্তুষ্টাকারচিত্তে স্মিতমুখি সুভগে জৃম্ভিনি স্তম্ভবিদ্যে।
মোহে মুগ্ধপ্রভাবে কুরু মম কুমতি ধ্বান্ত-বিধ্বংসমীড্যে,
গীর্গৌর্বাগ্‌ভারতী ত্বং কবিবৃষরসনা সিদ্ধিদা সিদ্ধবিদ্যা ॥ ৫
স্তৌমি ত্বাং ত্বাঞ্চ বন্দে ভজ মম রসনাং মা কদাচিৎ ত্যজেথাঃ

মা মে বুদ্ধির্বিবুদ্ধা ভবতু ন চ মনো দেবি ! মে যাতু পাপম্।
মা মে দুঃখং কদাচিদ্বিপদি চ সময়েঽপ্যস্তু মে নাকুলত্বং
শাস্ত্রে বাদে কবিত্বে প্রসরতু মম ধীর্মাস্তু কুণ্ঠা কদাচিৎ ॥ ৬
ইত্যেতৈঃ শ্লোকমুখ্যৈ প্রতিদিনমুষসি স্তৌতি যো ভক্তিনম্রো
বাণীং বাচস্পতেরপ্যভিমত-বিভবো বাক্‌পটুর্মৃষ্ট-পঙ্কঃ।
স স্যাদিষ্টার্থলাভী সুতমিব সততং পালয়েৎ ত্বঞ্চ দেবীং
সৌভাগ্যং তস্য গেহে প্রসরতি কবিতা বিঘ্নমস্তং প্রয়াতি ॥ ৭

ব্রহ্মচারী ব্রতী মৌনী ত্রয়োদশ্যাং নিরামিষঃ।
স্বারস্বত-স্তোত্র-পাঠাদ্ ভবেদিষ্টার্থ-লাভবান্ ॥ ৮
পক্ষদ্বয়েঽপি যো ভক্ত্যা ত্রয়োদশ্যেক-বিংশতিম্।
অবিচ্ছেদং পঠেদ্ধীমান্ ধ্যাত্বা দেবীং সরস্বতীম্ ॥ ৯
শুক্লাম্বরধরাং দেবীং শুক্লাভরণভূষিতাম্।
বাঞ্ছিতং ফলমাপ্নোতি স লোকে নাত্র সংশয়ঃ।
ইতি ব্রহ্মা স্বয়ং প্রাহ সরস্বত্যা স্তবং শুভম্।
প্রযত্নেন পঠেন্নিত্যং সোঽমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি ॥ ১১

ইতি ব্রহ্মকৃতং সরস্বতী-স্তোত্রং সমাপ্তম্ ॥

অথ প্রচণ্ড-চণ্ডিকাস্তোত্রম্।

নাভৌ শুদ্ধ-সরোজ-মধ্য-বিলসদ্ বন্ধুকপুষ্পারুণং
ভাস্বদ্-ভাস্কর-মণ্ডলং তদুদরে তদ্ যোনিচক্রং মহৎ।
তন্মধ্যে বিপরীত-মৈথুনরত-প্রদ্যুম্ন-তৎ-কামিনী
পৃষ্ঠস্থাং তরুণার্ক-কোটিবিলসত্তেজঃ-স্বরূপাং শিবাম্ ॥ ১
বামে ছিন্নশিরোধরাং তদিতরে পাণৌ মহৎ-কর্ত্তৃকাং
প্রত্যালীঢ়-পদাং দিগন্ত-রসনামুন্মুক্ত-কেশব্রজাম্।
ছিন্নাত্মীয়-শিরঃ-সমুল্লসদসৃগ্-ধারাং পিবন্তীং পরাং
বালাদিত্য-সমপ্রকাশ-বিলসন্নেত্রত্রয়োদ্ভাসিনীম্ ॥ ২
বামাদন্যত্র নালং বহুবহুল-গলদ্রক্তধারাভিরুচ্চৈঃ
পায়ন্তীমস্থিভূষাং করকমল-লসৎ-কর্ত্তৃকামুগ্ররূপাম্।
রক্তামারক্তকেশীমপগত-বসনাং বর্ণিনীমাত্মশক্তিং

প্রত্যালীঢ়োরু-পাদামরুণিত-নয়নাং যোগিনীং যোগনিদ্রাম্ ॥ ৩

দিগ্‌বস্ত্রাং মুক্তকেশীং প্রলয়ঘনঘটা-ঘোররূপাং প্রচণ্ডাং
দংষ্ট্রাদুষ্প্রেক্ষ্য-বক্ত্রোদর-বিবর-লসল্লোলজিহ্বাগ্র-ভাসাম্ ।
বিদ্যুল্লোলাক্ষি-যুগ্মাং হৃদয়তট-লসদ্ভোগি-ভীমাং সুমূর্ত্তিং
সদ্যশ্ছিন্নাত্মকণ্ঠ-প্রগলিত-রুধিরৈর্ডাকিনীং বর্দ্ধয়ন্তীম্ ॥ ৪

ব্রহ্মেশানাচ্যুতাদ্যৈঃ শিরসি বিনিহিতামন্দ-পাদারবিন্দে-
রাত্মজ্ঞৈর্যোগিমুখ্যৈঃ প্রতিপদমনিশং চিন্তিতাচিন্ত্য-রূপাম্ ।
সংসারে সারভূতাং ত্রিভুবন-জননীং ছিন্নমস্তাং প্রশস্তা-
মিষ্টাং তামিষ্টদাত্রীং কলিকলুষহরাং চেতসা চিন্তয়ামি ॥ ৫

উৎপত্তি-স্থিতি-সংহৃতীর্ঘটয়িতুং ধত্তে ত্রিরূপাং তনুং
ত্রৈগুণ্যাজ্জগতো যদীয়বিকৃতির্ব্রহ্মাচ্যুতঃ শূলভৃৎ ।
তামাদ্যাং প্রকৃতিং স্মরামি মনসা সর্বার্থ-সংসিদ্ধয়ে
যস্যাঃ স্মের-পদারবিন্দ-যুগলে লাভং ভজন্তেঽমরাঃ ॥ ৬

অলিপিশিত-পরস্ত্রী যোগপূজাপরোঽহং
বহু-বিধজনভাবারম্ভ-সংভাবিতোঽহম্ ।
পশুজন-বিরতোঽহং ভৈরবী-সংস্থিতোঽহং
গুরুচরণপরোঽহং ভৈরবোঽহং শিবোঽহম্ ॥ ৭

ইদং স্তোত্রং মহাপুণ্যং ব্রহ্মণা ভাষিতং পুরা ।
সর্বসিদ্ধিপ্রদং সাক্ষান্মহাপাতক-নাশনম্ ॥ ৮

যঃ পঠেৎ প্রাতরুত্থায় দেব্যাঃ সন্নিহিতোঽপি বা ।
তস্য সিদ্ধির্ভবেদ্ দেবি ! বাঞ্ছিতার্থ-প্রদায়িনী ॥ ৯

ধনং ধান্যং সুতং জায়াং হয়ং হস্তিনমেব চ ।
বসুন্ধরাং মহাবিদ্যামষ্টসিদ্ধির্লভেদ্ ধ্রুবম্ ॥ ১০

বৈয়াঘ্রাজিনরঞ্জিত-স্বজঘনে রম্যে প্রলম্বোদরে
খর্বেঽনির্বচনীয়-পর্ব-সুভগে মুণ্ডাবলী-মণ্ডিতে ।
কর্ত্রী কুন্দরুচিং বিচিত্র ললিতাং জ্ঞানং দধানে পদে
মাতর্ভক্তজনানুকম্পিনি ! মহামায়েঽস্তু তুভ্যং নমঃ ॥ ১১

ইতি প্রচণ্ডচণ্ডিকা-স্তোত্রং সমাপ্তম্ ॥

অথ প্রচণ্ড-চণ্ডিকা-কবচম্ ॥

দেব্যুবাচ—কথিতাশ্ছিন্নমস্তায়া যা যা বিদ্যাঃ সুগোপিতাঃ ।
ত্বয়া নাথেন জীবেশ ! শ্রুতাশ্চাধিগতা ময়া ॥ ১
ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি কবচং পূর্বসূচিতম্ ।
ত্রৈলোক্য-বিজয়ং নাম কবচং কথ্যতাং প্রভো ! ॥ ২
ভৈরব উবাচ—শৃণু বক্ষ্যামি দেবেশি ! সর্বদেব-নমস্কৃতে ।
ত্রৈলোক্য-বিজয়ং নাম কবচং সর্বমোহনম্ ॥ ৩
সর্ববিদ্যাময়ং সাক্ষাৎ সুরাসুরজয়প্রদম্ ।
ধারণাৎ পঠনাদীশস্ত্রৈলোক্য-বিজয়ী বিভুঃ ॥ ৪
ব্রহ্মা নারায়ণো রুদ্রো ধারণাৎ পঠনাদ্ যতঃ ।
কর্ত্তা পাতা চ সংহর্ত্তা ভুবনানাং সুরেশ্বরি ! ॥ ৫
ন দেয়ং পরশিষ্যেভ্যো হ্যভক্তেভ্যো বিশেষতঃ ।
দেয়ং শিষ্যায় ভক্তায় প্রাণেভ্যোঽপ্যধিকায় চ ॥ ৬
দেব্যাশ্চ ছিন্নমস্তায়াঃ কবচস্য তু ভৈরবঃ ।
ঋষির্বিরাট্ ছন্দশ্চ দেবতা ছিন্নমস্তকা ।
ত্রৈলোক্য-বিজয়ে মুক্তৌ বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৭
হূং-কারো মে শিরঃ পাতু ছিন্নমস্তা বলপ্রদা ।
হ্রীং হূং ঐং ত্র্যক্ষরী পাতু ভালং রক্তা দিগম্বরী ॥ ৮
শ্রীং হ্রীং হূং ঐং দৃশৌ পাতু মুণ্ডকর্ত্রীধরাঽপি সা ।
সা বিদ্যা প্রণবাদ্যন্তা শ্রুতিযুগ্মং সদাবতু ॥ ৯
বজ্রবৈরোচনীয়ে হূং ফট্ স্বাহা চ ধ্রুবাদিকা ।
ঘ্রাণং পাতু ছিন্নমস্তা স্বমুণ্ডকর্ত্রী-ধারিণী ॥ ১০
শ্রী-মায়া-কূর্চবাগ্বীজৈর্বজ্রবৈরোচনীয়ে হূং ।
হূং ফট্ স্বাহা মহাবিদ্যা ষোড়শী ব্রহ্মরূপিণী ॥ ১১
স্বপার্শ্বে বালিকাঞ্চাসৃগ্‌ধারাং পায়য়তী মুদা ।
বদনং সর্বতঃ পাতু ছিন্নমস্তা স-শক্তিকা ॥ ১২
মুণ্ডকর্ত্রী ধরা রক্তা সাধকাভীষ্টদায়িনী ।
বর্ণিনী-ডাকিনী-যুক্তা সাপি মামভিতোঽবতু ॥ ১৩

রমাদ্যা পাতু জিহ্বাঞ্চ লজ্জাদ্যা পাতু কণ্ঠকম্ ।
কূর্চাদ্যা হৃদয়ং পাতু বাগাদ্যা স্তন-যুগ্মকম্ ॥ ১৪
রময়া পুটিতা বিদ্যা পার্শ্বৌ পাতু সুরেশ্বরী ।
মায়য়া পুটিতা পাতু নাভিদেশং দিগম্বরী ॥ ১৫
কূর্চেন পুটিতা দেবী পৃষ্ঠদেশং সদাবতু ।
বাগ্‌বীজ-পুটিতা চৈষা মধ্যং পাতু সশক্তিকা ॥ ১৬
ঈশ্বরী কূর্চবাগ্‌বীজে বজ্রবৈরোচনীয়ে হূং ।
ফট্ স্বাহেতি মহাবিদ্যা সূর্য্যকোটি-সমপ্রভা ॥ ১৭
ছিন্নমস্তা সদা পায়াদূরুযুগ্মং স-শক্তিকা ।
হ্রীং হূং বর্ণিনী জানু শ্রীং হ্রীং হূং চ ডাকিনী পদম্ ॥ ১৮
সর্ববিদ্যা স্থিতা নিত্যা সর্বাঙ্গং মে সদাবতু ।
প্রাচ্যাং পায়াদেকলিঙ্গা যোগিনী পাবকেঽবতু ॥ ১৯
ডাকিনী দক্ষিণে পাতু শ্রীমহাভৈরবী চ মাম্ ।
নৈর্ঋত্যাং সততং পাতু ভৈরবী পশ্চিমেঽবতু ॥ ২০
ইন্দ্রাক্ষী পাতু বায়ব্যেঽসিতাঙ্গী পাতু চোত্তরে ।
সংহারিণী সদা পাতু শিবকোণে সকর্ত্তৃকা ॥ ২১
ইত্যষ্টশক্তয় পান্তু দিগ্বিদিক্ষু সকর্ত্তৃকাঃ ।
ক্রীং ক্রীং ক্রীং পাতু সা পূর্বে হূং হূং মাং পাতু পাবকে ॥ ২২
হ্রীং হ্রীং মাং দক্ষিণে পাতু দক্ষিণে কালিকেঽবতু ।
ক্রীং ক্রীং ক্রীং চৈব নৈর্ঋত্যাং হূং হূং মাং পশ্চিমেঽবতু ॥ ২৩
হ্রীং হ্রীং পাতু মরুৎকোণে স্বাহা পাতু সদোত্তরে ।
মহাকালী খড়্গহস্তা রক্ষঃ-কোণে সদাবতু ॥ ২৪
তারো মায়া বধূ কূর্চং ফট্কারোঽয়ং মহামনুঃ ।
খড়্গ-কর্ত্রীধরা তারা চোর্দ্ধদেশং সদাবতু ॥ ২৫
হ্রীং স্ত্রীং হূং ফট্ পাতালে, মাং পাতু চৈকজটা সতী ।
তারাস্ত্ররহিতা খেঽব্যান্মহানীলসরস্বতী ॥ ২৬
ইতি তে কথিতং দেব্যাঃ কবচং মন্ত্র-বিগ্রহম্ ।
যদ্ধৃত্বা পঠনাদ্ভীমঃ ক্রোধাখ্যো ভৈরবঃ প্রভুঃ ॥ ২৭

সুরাসুরমুনীন্দ্রাণাং কর্ত্তা হর্ত্তা ভবেৎ স্বয়ম্।
যস্যাজ্ঞয়া মধুমতী যাতি সা সাধকান্তিকম্ ॥ ২৮
ভূতিন্যাদ্যাশ্চ যোগিন্যো যক্ষিণ্যাদ্যাশ্চ খেচরাঃ।
আজ্ঞাং গৃহ্নন্তি তাস্তস্য কবস্য প্রসাদতঃ ॥ ২৯
এতদেব পরং ব্রহ্ম কবচং মন্মুখোদিতম্।
দেবীমভ্যর্চ্য গন্ধাদ্যৈর্মূলেনৈব পঠেৎ সকৃৎ।
সম্বৎসর-কৃতায়াস্তু পূজায়াঃ ফলমাপ্নুয়াৎ ॥ ৩০
ভূর্জ্জে বিলিখিতঞ্চৈব গুলিকাং কাঞ্চনস্থিতাম্।
ধারয়েদ্দক্ষিণে বাহৌ কণ্ঠে বা যদি বাগ্‌যতঃ।
সর্বৈশ্বর্য্যযুতো ভূত্বা ত্রৈলোক্যং বশমানয়েৎ ॥ ৩১
তস্য গেহে বসেল্লক্ষ্মীর্বাণী চ বদনাম্বুজে।
ব্রহ্মাস্ত্রাদীনি শস্ত্রাণি তদ্-গাত্রে যান্তি সৌম্যতাম্ ॥ ৩২
ইদং কবচমজ্ঞাত্বা যো ভজেচ্ছিন্নমস্তকাম্।
সোঽপি শস্ত্র-প্রহারেণ মৃত্যুমাপ্নোতি সত্বরম্ ॥ ৩৩

ইতি ভৈরবীতন্ত্রে ভৈরবসম্বাদে ছিন্নমস্তাকল্পে ত্রৈলোক্য-
বিজয়ং নাম ছিন্নমস্তাকবচং সমাপ্তম্ ॥

অথ বগলামুখী-স্তোত্রম্

চলৎ-কনক-কুণ্ডলোল্লসিত-চারুগণ্ডস্থলীং
লসৎ কনক-চম্পক-দ্যুতিমদিন্দুবিম্বাননাম্।
গদাহতবিপক্ষকাং কলিত-লোলজিহ্বাঞ্চলাম্
স্মরামি বগলামুখীং বিমুখসন্মনঃ-স্তম্ভিনীম্ ॥ ১

পীযূষোদধিমধ্যচারুবিলসদ্রক্তোৎপলে মণ্ডলে
যৎ সিংহাসনমৌলিপাতিতরিপু-প্রেতাসনাধ্যাসিনীম্।
স্বর্ণাভাং করপীড়িতারি-রসনাং ভ্রাম্যদ্-গদা-বিভ্রমা-
মিত্থং ধ্যায়তি যান্তি তস্য সহসা সদ্যোঽথ সর্বাপদঃ ॥ ২

দেবী তচ্চরণাম্বুজার্চন-কৃতে যঃ পীত-পুষ্পাঞ্জলীং
ভক্ত্যা বামকরে বিধায় চ মনুং মন্ত্রী মনোজ্ঞাক্ষরম্।
পীঠ-ধ্যানপরোঽথ কুম্ভকবশাদ্বীজং স্মরেৎ পার্থিবং

তস্যা মিত্র-মুখস্য বাচি হৃদয়ে জাড্যং ভবেৎ তৎক্ষণাৎ ॥ ৩
বাদী মূকতি রঙ্কতি ক্ষিতিপতির্বৈশ্বানরঃ শীততি
ক্রোধী শাম্যতি দুর্জনঃ সুজনতি ক্ষিপ্রানুগঃ খঞ্জতি।
গর্বী খর্বতি সর্ববিচ্চ জড়তি তন্মন্ত্রিণা যন্ত্রিতঃ
শ্রীনিত্যে বগলামুখি প্রতিদিনং কল্যাণি! তুভ্যং নমঃ ॥ ৪
মন্ত্রস্তাদলং বিপক্ষদলনে স্তোত্রং পবিত্রঞ্চ তে
যন্ত্রং বাদি-নিযন্ত্রণং ত্রিজগতাং জৈত্রস্ত চিত্রং নু তে।
মাতঃ শ্রীবগলেতি নাম ললিতং যস্যাস্তি জন্তোর্মুখে
তন্নাম-গ্রহণেন সংসদি মুখস্তম্ভো ভবেদ্বাদিনাম্ ॥ ৫
দুষ্টস্তম্ভনমুগ্রবিঘ্নশমনং দারিদ্র্য-বিদ্রাবণং
ভুভৃদ্ভী-শমনং বলান্ মৃগদৃশাং চেতঃ-সমাকর্ষণম্।
সৌভাগ্যৈক-নিকেতনং মম দৃশোঃ কারুণ্য-পূর্ণামৃতং
মৃত্যোর্মারণমাবিরস্তু পুরতো মাতস্ত্বদীয়ং বপুঃ ॥ ৬
মাতর্ভঞ্জয় মে বিপক্ষবদনং জিহ্বাং চলাং কিলয়
ব্রাহ্মীং মুদ্রয় নাশয়াশু ধিষণামুগ্রাং গতিং স্তম্ভয়।
শত্রূংশ্চূর্ণয় দেবি! তীক্ষ্ণগদয়া গৌরাঙ্গি! পীতাম্বরে!
বিঘ্নৌঘং বগলে হর প্রণমতাং কারুণ্য-পূর্ণেক্ষণে ॥ ! ৭
মাতর্ভৈরবি ভদ্রকালি! বিজয়ে! বারাহি! বিশ্বাশ্রয়ে!
শ্রীবিদ্যে! সময়ে! মহেশি! বগলে! কামেশি! রামে রমে!।
মাতঙ্গি ত্রিপুরে পরাৎপরতরে স্বর্গাপবর্গপ্রদে!
দাসোঽহং শরণাগতঃ করুণয়া বিশ্বেশ্বরি! ত্রাহি মাম্ ॥ ৮
সংরম্ভে চৌরসংঘে প্রহরণ-সময়ে বন্ধনে ব্যাধিমধ্যে
বিদ্যাবাদে বিবাদে প্রকুপিত-নৃপতৌ দিব্যকালে নিশায়াং।
বশ্যে বা স্তম্ভনে বা রিপুবধ-সময়ে নির্জনে বা বনে বা
গচ্ছংস্তিষ্ঠংস্ত্রিকালং যদি পঠতি শিবং প্রাপ্নুয়াদাশু ধীরঃ ॥ ৯
নিত্যং স্তোত্রমিদং পবিত্রমিহ যো দেব্যাঃ পঠত্যাদরাৎ
ধৃত্বা যন্ত্রমিদং তথৈব সমরে বাহৌ করে বা গলে।
রাজানোঽপ্যরয়ো মদান্ধকরিণঃ সর্পা মৃগেন্দ্রাদিকা-

স্তে বৈ যান্তি বিমোহিতা রিপুগণা লক্ষ্মীঃ স্থিরাঃ সিদ্ধয়ঃ ।। ১০

ত্বং বিদ্যা পরমা ত্রিলোক-জননী বিঘ্নৌঘ-সচ্ছেদিনী,

যোষাকর্ষণ-কারিণী জনমনঃ-সম্মোহসন্দায়িনী ।

স্তম্ভোৎসারণকারিণী পশুমনঃ-সম্মোহসংদায়িনী,

জিহ্বাং কীলয় ভৈরবী বিজয়তে ব্রহ্মাদি-মন্ত্রো যথা ॥ ১১

বিদ্যাং লক্ষ্মীং সর্ব-সৌভাগমায়ুঃ পুত্রৈঃ পৌত্রৈঃ সর্বসাম্রাজ্য-সিদ্ধিম্ ।

মানং ভোগো কশ্যমারেগ্য-সৌখ্যং প্রাপ্তুং তত্তদ্ভূতলেঽস্মিন্নরেণ ॥ ১২

যৎকৃতং জপসন্নাহং পঠিতং পরমেশ্বরি ! ।

দুষ্টানাং নিগ্রহার্থায় তং গৃহাণ নমোঽস্তু তে ॥ ১৩

ব্রহ্মাস্ত্রমিতি বিখ্যাতং ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতম্ ।

গুরুভক্তায় দাতব্যং ন দেয়ং যস্য কস্যচিৎ ॥ ১৪

পীতাম্বরাং দ্বিভুজাঞ্চ ত্রিনেত্রাং গাত্রকোজ্জলাম্ ।

শীলামুদ্গরহস্তাঞ্চ স্মরেত্তাং বগলামুখীম্ ।

প্রাতর্মধ্যাহ্নকালে স্তবপঠনমিদং কার্যসিদ্ধি-প্রদং স্যাৎ ॥ ১৫

ইতি রুদ্রজামলে বগলামুখীস্তোত্রং সমাপ্তম্ ॥

অথান্নপূর্ণাস্তোত্রম্ ।

নমঃ কল্যাণদে দেবি ! নমঃ শঙ্কর-বল্লভে ! ।

নমো ভক্ত-প্রিয়ে দেবি অন্নপূর্ণে নমোঽস্তু তে ॥ ১

নমো মায়াগৃহীতাঙ্গি ! নমঃ শঙ্করবল্লভে ! ।

মাহেশ্বরি ! নমস্তুভ্যমন্নপূর্ণে ! নমোঽস্তু তে ॥ ২

মহামায়ে শিবে ! ধর্মপত্নীরূপে ! হরপ্রিয়ে ! ।

বাঞ্ছাদাত্রি জগদ্ধাত্রি অন্নপূর্ণে ! নমোঽস্তু তে ॥ ৩

প্রোদ্যদ্ভানুসম্রাভে নয়নত্রয়ভূষিতে ।

চন্দ্রচূড়ে মহাদেবি ! অন্নপূর্ণে নমোঽস্তু তে ॥ ৪

বিচিত্রবসনে দেবি ! অন্নদানরতেঽনঘে ।

শিবনৃত্য-কৃতামোদে অন্নপূর্ণে ! নমোস্তু তে ॥ ৫

সাধকাভীষ্টদে ! দেবি ভবদুঃখবিনাশিনি ।

কুচভারনতে দেবি অন্নপূর্ণে ! নমোঽস্তু তে ॥ ৬

ষট্‌কোণ-পদ্মমধ্যস্থে ষড়ঙ্গ-যুবতীময়ে।
ব্রহ্মণ্যাদি-স্বরূপে চ অন্নপূর্ণে নমোঽস্তু তে ॥ ৭
দেবি চন্দ্রকৃতাপীড়ে সর্বসাম্রাজ্য-দায়িনি।।
সর্বানন্দকরে দেবি অন্নপূর্ণে! নমোঽস্তু তে ॥ ৮
ইন্দ্রাদ্যর্চ্চিত-পাদাব্জে রুদ্রাদিরূপ-ধারিণি।
সর্বসম্পৎ-প্রদে দেবি অন্নপূর্ণে! নমোঽস্তু তে ॥ ৯
পূজাকালে পঠেদ্ যস্তু স্তোত্রমেতৎ সমাহিতঃ।
তস্য গেহে স্থিরা লক্ষ্মীর্জায়তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১০
প্রাতঃকালে পঠেদ যস্তু মন্ত্রজাপ-পুরঃসরম্।
তস্য চান্ন-সমৃদ্ধিঃ স্যাদ্ বর্দ্ধমানা দিনে দিনে ॥ ১১
যস্মৈ কস্মৈ ন দাতব্যং ন প্রকাশ্যং কদাচন।
প্রকাশাৎ কার্য্যহানিঃ স্যাত্তস্মাদ্ যত্নেন গোপয়েৎ ॥ ১২

ইত্যন্নপূর্ণাস্তোত্রং সমাপ্তম্ ॥

অথান্নপূর্ণাকবচম্।

দেব্যুবাচ—কথিতাশ্চান্নপূর্ণায়া যা যা বিদ্যাঃ সুদুর্লভাঃ।
কৃপয়া কথিতাঃ সর্বাঃ শ্রুতাশ্চাধিগতা ময়া ॥ ১
সাম্প্রতং শ্রোতুমিচ্ছামি কবচং যৎ পুরোদিতম্।
ত্রৈলোক্যমঙ্গলং নাম কবচং মন্ত্র-বিগ্রহম্ ॥ ২
ঈশ্বর উবাচ—শৃণু পার্বতি! বক্ষ্যামি সাবধানাবধারয়।
ব্রহ্মবিদ্যাস্বরূপঞ্চ মহদৈশ্বর্য্য-দায়কম্ ॥ ৩
পঠনাদ্ধারণান্ মর্ত্ত্যস্ত্রৈলোক্যৈশ্বর্য্যমাপ্নুয়াৎ।
ত্রৈলোক্যরক্ষণস্যাস্য কবচস্য ঋষিঃ শিবঃ ॥ ৪
ছন্দো বিরাড়ন্নপূর্ণা দেবতা সর্বসিদ্ধিদা।
ধর্মার্থ-কামমোক্ষেষু বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৫
হ্রীং নমো ভগবত্যন্তে মাহেশ্বরি-পদং ততঃ।
অন্নপূর্ণে ততঃ স্বাহা চৈষা সপ্তদশাক্ষরী ॥ ৬
পাতু মামন্নপূর্ণা সা যা খ্যাতা ভুবনত্রয়ে।
বিমায়া প্রণবাদ্যৈষা তথা সপ্তদশাক্ষরী ॥ ৭

পাত্বন্নপূর্ণা সর্বাঙ্গং রত্নকুম্ভান্নপাত্রদা।
শ্রীবীজাদ্যা ভ্রুবৌ পাতু কণ্ঠং বাগ্‌বীজ-পূর্বিকা॥ ৮
কামবীজাদিকা চৈষা হৃদয়ান্তে মহেশ্বরি!।
তারং হ্রীং শ্রীং নমোঽন্তে চ ভগবতি-পদং ততঃ॥ ৯
মাহেশ্বরি-পদং চান্নপূর্ণে স্বাহেতি পাতু মে।
নাভিমেকোনবিংশার্ণা পায়ান্মাহেশ্বরী সদা॥ ১০
তারং মায়া রমা কামঃ ষোড়শার্ণাস্ততঃ পরম্।
ধ্বজঞ্চ সর্বদা পাতু বিংশত্যর্ণাত্মিকা চ যা॥ ১১
অন্নপূর্ণা মহাবিদ্যা হ্রীং পাতু ভুবনেশ্বরী।
শিরঃ শ্রীং হ্রীং তথা ক্লীঞ্চ ত্রিপুটা পাতু মে গুদম্॥ ১২
ষড়দীর্ঘ-ভাজা বীজেন ষড়ঙ্গানি পুনন্তু মাম্।
করৌ পাদৌ সদা পাতু রমা কামো ধ্রুবস্তথা॥ ১৩
ইন্দ্রো মাং পাতু পূর্বে চ বহ্নিকোণেঽনলেঽবতু।
যমো মাং দক্ষিণে পাতু নৈঋ৴ত্যাং নিঋ৴তিশ্চ মাম্॥ ১৪
পশ্চিমে বরুণঃ পাতু বায়ব্যাং পবনোঽবতু।
কুবেরশ্চোত্তরে পাতু মামৈশান্যাং শিবোঽবতু॥ ১৫
ঊর্ধ্বাধঃ সততং পাতু ব্রহ্মানন্তো যথাক্রমাৎ।
বজ্রাদ্যাশ্চায়ুধঃ পান্তু দশদিক্ষু যথাক্রমাৎ॥ ১৬
ইতি তে কথিতং পুণ্যং ত্রৈলোক্যরক্ষণং পরম্।
যদ্ধৃত্বা পঠনাদ্দেবাঃ সর্বৈশ্বর্য্যমবাপ্নুয়ুঃ॥ ১৭
ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ পঠনাদ্ধারণাদ্ যতঃ।
সৃজত্যবতি হন্ত্যেব কল্পে কল্পে পৃথক্ পৃথক্॥ ১৮
পুষ্পাঞ্জল্যষ্টকং দেব্যৈ মূলেনৈব পঠেত্ততঃ।
যুগাযুত-কৃতায়াস্তু পূজায়াঃ ফলমাপ্নুয়াৎ॥ ১৯
চাঞ্চল্য-রহিতা লক্ষ্মীঃ পুত্রপৌত্রাবধিস্থিতা।
বাণী বক্ত্রে বসেত্তস্য সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ॥ ২০
অষ্টোত্তর-শতঞ্চাস্য পুরশ্চর্যাবিধিঃ স্মৃতঃ।
ভূর্জে বিলিখ্য গুলিকাং স্বর্ণস্থা ধারয়েদ্‌যদি॥ ২১

কণ্ঠে বা দক্ষিণে বাহৌ সোঽপি সর্বতপোময়ঃ।
ব্রহ্মাস্ত্রাদীনি শস্ত্রাণি তদ্‌গাত্রং প্রাপ্য পার্বতি!॥ ২২
মাল্যানি কুসুমান্যেব ভবন্ত্যেব ন সংশয়ঃ।
ইতি ভৈরবতন্ত্রে অন্নপূর্ণা-কবচং সমাপ্তম্॥ ২৩

অথ ভুবনেশ্বরী-স্তবঃ

অথানন্দময়ীং সাক্ষাৎ শব্দব্রহ্মস্বরূপিণীম্।
ঈড়ে সকল-সম্পত্ত্যৈ জগৎ-কারণমম্বিকাম্॥ ১
আদ্যামশেষ-জননীমরবিন্দযোনে-
র্বিষ্ণোঃ শিবস্য চ বপুঃ প্রতিপাদয়িত্রীম্।
সৃষ্টিস্থিতিক্ষরকরীং জগতাং ত্রয়াণাং,
স্তুত্বা গিরং বিমলয়াম্যহমম্বিকে! ত্বাম্॥ ২
পৃথ্ব্যা জলেন শিখিনা মরুতাম্বরেণ,
হোত্রেন্দুনা দিনকরেণ চ মূর্ত্তিভাজঃ।
দেবস্য মন্মথরিপোরপি শক্তিমত্তা,
হেতুস্তমেব খলু পর্বতরাজপুত্রি!॥ ৩
ত্রিস্রোতসঃ সকলদেব-সমর্চিতায়া,
বৈশিষ্ট্য-কারণমবৈমি তদেব মাতঃ!
ত্বৎপাদপঙ্কজ-পরাগ-পবিত্রিতাসু,
শম্ভোর্জটাসু সততং পরিবর্ত্তনং যৎ॥ ৪
আনন্দয়েৎ কুমুদিনীমধিপঃ কলানং,
নান্যামিনঃ কমলিনীমথ নেতরাং বা।
একস্য মোদনবিধৌ পরমেক ঈষ্টে,
ত্বন্তু প্রপঞ্চমভিনন্দয়সি স্বদৃষ্ট্যা॥ ৫
আপ্যাপ্যশেষজগতাং নবযৌবনাসি,
শৈলাধিরাজতনয়াপ্যতিকোমলাসি।
ত্রয্যাঃ প্রসূরপি তয়া ন সমীক্ষিতাসি,
ধ্যেয়াপি গৌরি! মনসো ন পথি স্থিতাসি॥ ৬
আসাদ্য জন্ম মনুজেষু চিরাদ্দুরাপং,

তত্রাপি পাটবমবাপ্য নিজেন্দ্রিয়াণাম্ ।
নাভ্যর্চয়ন্তি জগতাং জনয়িত্রি ! যে ত্বাং,
নিঃশ্রেণিকাগ্রমধিরুহ্য পুনঃ পতন্তি ॥ ৭
কর্পূরচূর্ণহিমবারি-বিলোড়িতেন,
যে চন্দনেন কুসুমৈশ্চ সুজাতগন্ধৈঃ ।
আরাধয়ন্তি হি ভবানি ! সমুৎসুকাস্ত্বাং,
তে খল্বশেষ-ভুবনাধিভুবঃ প্রথন্তে ॥ ৮
আবিশ্য মধ্য-পদবীং প্রথমে সরোজে,
সুপ্তা হি রাজ-সদৃশী বিরচয্য বিশ্বম্ ।
বিদ্যুল্লতা-বলয়বিভ্রমমুদ্বহন্তী,
পদ্মানি পঞ্চ বিদলয্য খমশ্নুবানা ॥ ৯
তন্নির্গতামৃতরসৈরভিষিচ্য গাত্রং,
মার্গেণ তেন নিলয়ং পুনরপ্যবাপ্তা ।
যেষাং হৃদি স্ফুরসি জাতু ন তে ভবেয়ু-
র্মাতর্মহেশ্বর-কুটুম্বিনি ! গর্ভভাজঃ ॥ ১০
আলম্বি-কুণ্ডলভরামভিরাম-বক্ত্রা-
মাপীবর-স্তনতটীং তনুবৃত্তমধ্যাম্ ।
চিন্তাক্ষসূত্রকলসাং লিখিতাঢ্যহস্তা-
মাবর্ত্তয়ামি মনসা তব গৌরীমূর্ত্তিম্ ॥ ১১
আস্থায় যোগমবজিত্য চ বৈরিষট্ক-
মাবধ্য চেন্দ্রিয়গণং মনসি প্রসন্নে ।
পাশাঙ্কুশাভয়বরাঢ্য-করাং সুবক্ত্রা-
মালোকয়ন্তি ভুবনেশ্বরি ! যোগিনস্ত্বাম্ ॥ ১২
উত্তপ্তহাটকনিভা করিভিশ্চতুর্ভি-
রাবর্জিতামৃতঘটৈরভিষিচ্যমানা ।
হস্তদ্বয়েন নলিনে রুচিরে বহন্তী,
পদ্মাপি সাভয়বরা ভবসি ত্বমেব ॥ ১৩
অষ্টাভিরুগ্রবিবিধায়ুধবাহিনীভি-

দোর্বল্লরীভিরধিরুহ্য মৃগাধিরাজম্।
দূর্বাদলদ্যুতিরমর্ত্ত্য-বিপক্ষপক্ষান্,
ন্যক্কুর্বতী ত্বমসি দেবি ভবানি! দুর্গা॥ ১৪
আবিনিদাঘ জল-শীকরশোভি-বক্ত্রাং,
গুঞ্জাফলেন পরিকল্পিতহারযষ্টিম্।
পত্রাংশুকামসিতকান্তিমনঙ্গতন্ত্রা-
মাদ্যাং পুলিন্দ-তরুণীমসকৃৎ স্মরামি॥ ১৫
হংসৈর্গতি-ক্বণিত-নূপুর-দূরকৃষ্টৈ-
র্মূর্ত্তৈরিবাপ্তবচনৈরনুগম্যমানৌ।
পদ্মাবিবোর্ধ্বমুখরূঢ়সুজাতনালৌ,
শ্রীকণ্ঠপত্নি! শিরসৈব দধে তবাঙ্ঘ্রী॥ ১৬
ত্বাভ্যাং সমীক্ষিতুমতৃপ্তিমতেব দৃগ্‌ভ্যা-
মুৎপাদ্য ভালনয়নং বৃষকেতনেন।
সান্দ্রানুরাগতরলেন নিরীক্ষ্যমাণে,
জঙ্ঘে উভে অপি ভবানি তবানতোঽস্মি॥ ১৭
উরূ স্মরামি জিতহস্তিকরাবলেপৌ,
স্থৌল্যেন মার্দবতয়া পরিভূতরম্ভৌ।
শ্রোণী-ভরস্য সহনৌ পরিকল্প্য দত্তৌ,
স্তম্ভাবিবাঙ্গবয়সা তব মধ্যমেন॥ ১৮
শ্রোণৌ স্তনৌ চ যুগপৎ প্রথয়িষ্যতোচ্চৈ-
র্বাল্যাৎ পরেণ বয়সা পরিকৃষ্টসারঃ।
রোমাবলী-বিলসিতেন বিভাব্য মূর্ত্তি-
র্মধ্যস্তব স্ফুরতু মে হৃদয়স্য মধ্যে॥ ১৯
সখ্যা স্মরস্য হরনেত্র-হুতাশভীরো-
র্লাবণ্যবারি-ভরিতং নবযৌবনেন।
আপাদ্য দত্তমিব পল্বলমপ্রধৃষ্যং
নাভিং কদাপি তব দেবি! ন বিস্মরেয়ম্॥ ২০
ঈশোপগূঢ়-পিশুনং ভসিতং দধানে,

কাশ্মীর-কর্দ্দম-মনুস্তনপঙ্কজে তে।
স্নাতোত্থিতস্য করিণঃ ক্ষণলক্ষ্যফেণৌ,
সিন্দূরিতৌ স্মরয়তঃ সমদস্য কুম্ভৌ ॥ ২১
কণ্ঠাতিরিক্ত-গলদুজ্জ্বল-কান্তিধারা-
শোভৌ ভুজৌ নিজরিপোর্মকরধ্বজেন।
কণ্ঠগ্রহায় রচিতৌ কিল দীর্ঘ-পাশৌ,
মাতর্মম স্মৃতিপথং ন বিলঙ্ঘয়েতাম্ ॥ ২২
নাত্যায়তং রুচির-কম্বু বিলাস-চৌর্য্যং
ভূষাভরেণ বিবিধেন বিরাজমানম্।
কণ্ঠং মনোহরগুণং গিরিরাজকন্যে!
সঞ্চিন্ত্য তৃপ্তিমুপযামি কদাপি নাহম্ ॥ ২৩
অত্যায়তাক্ষমভিজাত-ললাট-পট্টং
মন্দস্মিতেন দরফুল্লকপোল-রেখম্।
বিম্বাধরং বদনমুন্নত-দীর্ঘনাসং
যস্তে স্মরত্যসকৃদম্ব স এ জাতঃ ॥ ২৪
আবিস্তুষারকরলেখমনল্পগন্ধ-
পুষ্পোপরি ভ্রমদলিব্রজনির্বিশেষম্।
যশ্চেতসা কলয়তে তব কেশপাশং
তস্য স্বয়ং গলতি দেবি! পুরাণপাশঃ ॥ ২৫
শ্রুতিসুচরিত-পাকং ধীমতাং স্তোত্রমেতৎ
পঠতি য ইহ মর্ত্ত্যো নিত্যমার্দ্রান্তরাত্মা।
স ভবতি পদমুচ্চৈস্তঃ সম্পদাং পাদ-নম্র-
ক্ষিতিপ-মুকুটলক্ষ্মীলক্ষণানাং চিরায় ॥ ২৬

ইতি ভুবনেশ্বরী-স্তোত্রং সমাপ্তম্।

অথাস্যাঃ কবচম্

শ্রীদেব্যুবাচ—ভুবনেশ্বর্য্যাশ্চ দেবেশ! যা যা বিদ্যাঃ প্রকাশিতাঃ।
শ্রুতাশ্চাধিগতাঃ সর্বাঃ শ্রোতুমিচ্ছামি সাম্প্রতম্।
ত্রৈলোক্য-মঙ্গলং নাম কবচং যৎ পুরোদিতম্।

তৎ প্রকাশয় দেবেশ ! যদি স্নেহোঽস্তি মাং প্রতি ॥

ঈশ্বর উবাচ—শৃণু পার্বতি বক্ষ্যামি সাবধানাবধারয় ।
ত্রৈলোক্য-মঙ্গলং নাম কবচং মন্ত্রবিগ্রহম্ ॥
সিদ্ধবিদ্যাময়ং দেবি সর্বৈশ্বর্য্য-প্রদায়কম্ ।
পঠনাদ্ধারণান্মর্ত্ত্যস্ত্রৈলোক্যৈশ্বর্য্য-ভাগ্ ভবেৎ ॥
ত্রৈলোক্য-মঙ্গলস্যাস্য কবচস্য ঋষিঃ শিবঃ ।
ছন্দো বিরাট্ জগদ্ধাত্রী দেবতা ভুবনেশ্বরী ॥
ধর্মার্থকামমোক্ষেষু বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ।
হ্রীং বীজং মে শিরঃ পাতু ভুবনেশী ললাটকম্ ॥
ঐং পাতু দক্ষনেত্রং মে হ্রীং পাতু বামলোচনম্ ।
শ্রীং পাতু দক্ষকর্ণং মে ত্রিবর্ণাত্মা মহেশ্বরী ॥
বামকর্ণং সদা পাতু ঐং ঘ্রাণং পাতু মে সদা ।
হ্রীং পাতু বদনং দেবী ঐং পাতু রসনাং মম ॥
বাক্‌পুটা চ ত্রিবর্ণাত্মা কণ্ঠং পাতু পরাত্মিকা ।
শ্রীং স্কন্ধৌ পাতু নিয়তং হ্রীং ভুজৌ পাতু সর্বদা ॥
ক্লীং করৌ ত্রিপুরেশানী ত্রিপুটৈশ্বর্য্যদায়িনী ।
আং পাতু হৃদয়ং হ্রীং মে মধ্যদেশং সদাবতু ॥
ক্রোং পাতু নাভিদেশং সা ত্র্যক্ষরী ভুবনেশ্বরী ।
সর্ববীজং সদা পৃষ্ঠং পাতু সর্ববশঙ্করী ॥
হ্রীং পাতু গুহ্যদেশং মে নমো ভগবতি কটিম্ ।
মাহেশ্বরী সদা পাতু সক্থিনী জানুযুগ্মকম্ ॥
অন্নপূর্ণে ! সদা পাতু স্বাহা পাতু পদদ্বয়ম্ ।
সপ্তদশাক্ষরী পায়াদন্নপূর্ণাখিলং বপুঃ ॥
তারং মায়া রমা কামঃ ষোড়শার্ণা ততঃ পরম্ ।
শিরঃস্থা সর্বদা পাতু বিংশদ্বর্ণাত্মিকা পরা ॥
তারং দুর্গে যুগং রক্ষণি স্বাহেতি চ দশাক্ষরী ।
জয়দুর্গা ঘনশ্যামা পাতু মাং পূর্বতো মুদা ॥
মায়াবীজাদিকা চৈষা দশার্ণা চ তথাপরা ।

উত্তপ্তকাঞ্চনাভাসা জয়দুর্গাঽনলেঽবতু ॥
তারং হ্রীং দুং দুর্গায়ৈ চ নমোঽষ্টার্ণাত্মিকা পরা ।
শঙ্খ-চক্র-ধনুর্বাণ-ধরা মাং দক্ষিণেঽবতু ॥
মহিষমর্দ্দিনি স্বাহা বসুবর্ণাত্মিকা পরা ।
নৈঋ্ত্যাং সর্বদা পাতু মহিষাসুরনাশিনী ॥
মায়া পদ্মাবতি স্বাহা সপ্তার্ণা পরিকীর্ত্তিতা ।
পদ্মাবতী পদ্মসংস্থা পশ্চিমে মাং সদাবতু ॥
পাশাঙ্কুশপুটা মায়েহি পরমেশ্বরি স্বাহা ।
ত্রয়োদশার্ণা তারাদ্যা সাশ্বারূঢানিলেঽবতু ॥
সরস্বতী পঞ্চশরো নিত্যক্লিন্নে মদদ্রবে ! ।
স্বাহা রব্যক্ষরী নিত্যা মামুত্তরে সদাবতু ॥
তারং মায়া চ কবচং খেচ ছে ক্ষ ততো বধূঃ ।
হূং ক্ষে হ্রীং ফট্ মহাবিদ্যা দ্বাদশার্ণাখিলপ্রদা ॥
ত্বরিতাষ্টাহিভিঃ পায়াচ্ছিবকোণে সদা চ মাম্ ।
ঐং ক্লীং সৌঃ সা ততো বালা মামূর্দ্ধদেশতোঽবতু ॥
বিন্দ্বন্তা ভৈরবী বালা ভূমৌ মাং সর্বদাঽবতু ।:
ইতি তে কথিতং পুণ্যং ত্রৈলোক্য-মঙ্গলং পরম্ ॥
সারাৎ সারতরং পুণ্যং মহাবিদ্যৌঘবিগ্রহম্ ।
অস্যাপি পঠনাৎ সদ্যঃ কুবেরোঽপি ধনেশ্বরঃ ॥
ইন্দ্রাদ্যাঃ সকলা দেবা ধারণাৎ পঠনাদ্ যতঃ ।
সর্বসিদ্ধীশ্বরাঃ সন্তঃ সবৈশ্বর্য্যমবাপ্নুয়ুঃ ॥
পুষ্পাঞ্জল্যষ্টকং দত্ত্বা মূলেনৈব পঠেৎ সকৃৎ ।
সম্বৎসর-কৃতায়াস্তু পূজায়াঃ ফলমাপ্নুয়াৎ ॥
প্রীতিমন্যোন্যতঃ কৃত্বা কমলা নিশ্চলা গৃহে ।
বাণী চ নিবসেদ্বক্ত্রে সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ॥
যো ধারয়তি পুণ্যাত্মা ত্রৈলোক্য-মঙ্গলাভিধম্ ।
কবচং পরমং পুণ্যং সোঽপি পুণ্যবতাং বরঃ ॥
সর্বৈশ্বর্য্য-যুতো ভূত্বা ত্রৈলোক্য-বিজয়ী ভবেৎ ॥

পুরুষো দক্ষিণে বাহৌ নারী বামভুজে তথা ॥
বহুপুত্রবতী ভূত্বা বন্ধ্যাপি লভতে সুতম্ ।
ব্রহ্মাস্ত্রাদীনি শস্ত্রাণি নৈব কৃন্তন্তি তং জনম্ ॥
এতৎ কবচমজ্ঞাত্বা যো ভজেৎ ভুবনেশ্বরীম্ ।
দারিদ্র্যং পরমং প্রাপ্য সোঽচিরান্মৃত্যুমাপ্নুয়াৎ ॥

ইতি রুদ্রজামলে দেবীশ্বর-সম্বাদে ত্রৈলোক্যমঙ্গলং নাম ভুবনেশ্বরী-কবচং সমাপ্তম্ ॥

অথ ত্রিপুটাস্তবঃ ॥

বরাভীতিহস্তং দ্বিবাহুং প্রসন্নং শিবং সুপ্রসন্নং স্বশক্ত্যোপবিষ্টং
প্রসন্নাস্যবিম্বং প্রকাশস্বরূপং, শিরঃ-পদ্মমধ্যে গুরুং ভাবয়ামি ॥ ১
বকং বহ্নিসংস্থং ত্রিমূর্ত্ত্যা প্রজুষ্টং শশাঙ্কেন যুক্তং তবাদ্যং স্ববীজম্ ।
সুবর্ণপ্রভং যে জপন্তি ত্রিশক্তে! শ্রিয়ং সৌভগত্বং লভন্তে নরাস্তে ॥ ২
নভো বায়ুমিত্রং ততো বামনেত্রং, সুধা ধামবিম্বং নিয়োজ্যৈক-বক্ত্রম্ ।
দ্বিতীয়ং স্ববীজং সুরশ্রেণিবন্দ্যং, ত্বদীয়ং বিভাব্য শ্রিয়ং প্রাপ্নুবন্তি ॥ ৩
বিরিঞ্চিং ক্ষিতিস্থং ততো বামনেত্রং, বিধুং নাদযুক্তং দিনেশাভবীজম্ ।
বিভাব্যৈব সংমোহয়ন্তি ত্রিলোকীং, জপাদীশ্বরত্বং লভন্তে নরেন্দ্রাঃ ॥ ৪
ত্রয়ং সন্নিযোজ্য স্মরারি-প্রিয়ে যে, ত্রিসন্ধ্যং জপন্তি ত্বদঙ্গং বিভাব্য ।
ন তেষাং রিপুর্বাক্-প্রয়োগং করোতি, স্মরান্তেঽঙ্গনানাং গৃহে শ্রীস্তু তেষাম্ ॥৫
মুখে ভারতী গদ্য-পদ্য-প্রবন্ধা, ন হিংসন্তি হিংস্রাঃ সুরাস্তান্নমন্তি ।
তদঙ্ঘ্রিদ্বয়ং ভূষণং মূর্ধ্নি রাজ্ঞাং করে সিদ্ধয়ো দুগ্রহাস্তাংস্ত্যজন্তি ॥ ৬
বনে পারিজাত-দ্রুমাণাং পৃথিব্যাঃ, সুবর্ণপ্রভায়াং মণিব্যূহগেহে ।
স্মরদ্বেদিকায়াং লসদ্রত্নসিংহাসনে পদ্মমষ্টারকং সংবিচিন্ত্য ॥ ৭
স্ফুরৎ-কর্ণিকায়াং পরং যোনিযুগ্মং তদন্তর্গতামুষ্ণহেম-প্রভাং তাম্ ।
লসৎ-কুণ্ডলামিন্দুবক্ত্রাং ত্রিনেত্রাং স্ফুরৎ-কম্বুকণ্ঠাং সুবক্ষোজ-নম্রাম্ ॥ ৮
মহারত্ন-বজ্রোল্লসদ্বাহুবৃন্দৈঃ সুপদ্মদ্বয়ং পাশকং কার্মুকঞ্চ ।
সুবর্ণাঙ্কুশং পুষ্পবাণান্ দধানাং বৃহদ্রত্নভূষাং সুমধ্যাং সুকাঞ্চীম্ ॥ ৯
তুলাকোটিরম্য-স্ফুরৎ-পাদপদ্মাং কিরীটাদ্যলঙ্কারযুক্তাং প্রসন্নাম্ ।
সিতে চামরে দর্পণং তৎ-করণ্ডং, সমুদ্গং সুকর্পূরপূর্ণং ধৃতাভিঃ ॥ ১০

ত্রিলোকী-বিধাত্রীং জগত্তাপহন্ত্রীং, জগৎক্ষোভকর্ত্রীং জগল্লোকধাত্রীম্।
সদানন্দপূর্ণাং হকারার্দ্ধবর্ণাং ত্রিবিন্দুস্বরূপাং ত্রিশক্তিং ভজামি ॥ ১১
চিরং চিন্তয়িত্বা তদেতৎ স্বরূপাং পুরো যন্ত্রমধ্যে সমাবাহ্য ভক্ত্যা।
স্বয়ম্ভুপ্রসূনাদিভিঃ পূজয়িত্বা, চতুর্বর্গসিদ্ধিং লভতে পামরোঽপি ॥ ১২
শ্রিয়ং শ্রীপতিং পার্বতীমীশ্বরঞ্চ রতিং কামদেবং ষড়ঙ্গেন সার্দ্ধম্।
স্বযোনৌ তথা মন্ত্রমুক্তা ভবানীং ক্রমাৎ পূজয়িত্বা নরেন্দ্রো ভবেৎ সঃ ॥ ১৩
নিধী দ্বৌ চ পার্শ্বদ্বয়ে সংবিভাব্য, প্রপূজ্যা মহিষ্যস্ততো লোকপালাঃ।
তদস্ত্রাণি তত্তদ্দলাগ্রে প্রপূজ্য ভবস্যাষ্টসিদ্ধিং লভেন্মানবোঽপি ॥ ১৪
ক্ষিতিস্ত্বং বিধাত্রী জগৎসৃষ্টিকর্ত্রী ত্বমাপোঽপি বিষ্ণুর্জগৎ-পালিকা চ।
ত্বমগ্নিস্তু রুদ্রো জগৎক্ষোভকর্ত্রী ত্বমৈশ্বর্যযুক্তা জগদ্বায়ুরূপা ॥ ১৫
ত্বমাদ্যা শিবে শম্ভুকান্তে শরণ্যে, জগদ্ ব্রহ্মরন্ধ্রে সদারং ভ্রমীষি।
নিরাধারগম্যা ভবস্যৈকপূণ্যা ত্বমাকাশকল্পা ভবানী প্রসীদ ॥ ১৬
ভবাম্ভোধিমধ্যে নিপাত্যৈব সর্বং মুনীনাঞ্চ গর্বং সুখর্বং করোষি।
অতস্ত্বাং ন জানে চিদানন্দরূপে প্রকাশস্বরূপে ভবানি ! প্রসীদ ॥ ১৭
জপিত্বা তু বিদ্যাং জনো মন্দচেতা জপন্নেকলক্ষং কবিত্বং করোতি।
বিচিন্ত্য স্বরূপং ত্বদীয়ং ত্রিলোক্যাং লভেদ্ দুর্লভত্বং ভবানী প্রসীদ ॥ ১৮
ত্বমাধারশক্তিস্ত্বমাধেয়রূপা জগদ্ব্যাপিকা ত্বং জগদ্বাপ্যরূপা।
অভাবস্ত্বমেকা গুণাতীতরূপা ত্বমেবাসি ভাবো ভবানি ! প্রসীদ ॥ ১৯
অণুস্ত্বং বিভুস্ত্বং ত্বমেবাসি বিশ্বং স্তুতিঃ কা ভবত্যা জগত্যাং বিভাতি।
তথাপি ত্বদীয়া গুণা মাং দিশন্তি স্তুতিং কর্ত্তুমেবং ভবানি ! প্রসীদ ॥ ২০
ইদং স্তোত্রমত্যন্তগুহ্যং নরা যে পঠন্তি ত্রিসন্ধ্যং কুলান্তে জপিত্বা।
ন তেষামসাধ্যং ত্রিলোক্যাং জনানাং লভন্তে স্বরূপং ভবানি ! প্রসীদ ॥ ২১

ইতি ত্রিপুটা-স্তোত্রং সমাপ্তম্ ॥

অথাস্যাঃ কবচম্।

দেব্যুবাচ—ভগবন্ সর্বধর্মজ্ঞ সর্বশাস্ত্রার্থপারগ ! ।
ত্রিশক্তিরূপ-লক্ষ্ম্যাশ্চ কবচং যৎ প্রকাশিতম্।
সর্বার্থ-সাধনং নাম কথয়স্ব ময়ি প্রভো ! ॥ ১

ঈশ্বর উবাচ—শৃণু দেবি ! প্রবক্ষ্যামি কবচং পরমাদ্ভুতম্।

সর্বার্থ-সাধনং নাম ত্রৈলোক্যে চাতিদুর্লভম্ ॥ ২
সর্বসিদ্ধিময়ং দেবি! সর্বৈশ্বর্য্য-প্রদায়কম্।
পঠনাদ্ধারণান্মর্ত্ত্যস্ত্রৈলোক্যৈশ্বর্য্য-ভাগ্ ভবেৎ ॥ ৩
সর্বার্থ-সাধনস্যাস্য কবচস্য ঋষিঃ শিবঃ।
ছন্দো বিরাট্ ত্রিশক্তি-শ্রীজগদ্ধাত্রী চ দেবতা।
ধর্মার্থকামমোক্ষেষু বিনিযোগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৪
শ্রীং বীজং মে শিরঃ পাতু লক্ষ্মীরূপা ললাটকম্।
হ্রীং পাতু দক্ষনেত্রং মে বামনেত্রং সুরেশ্বরী ॥ ৫
ক্লীং পাতু দক্ষকর্ণং মে বামং কামেশ্বরী তথা।
লক্ষ্মীর্ঘ্রাণং সদা পাতু বদনং পাতু কেশবঃ ॥ ৬
গৌরী তু রসনাং পাতু কণ্ঠং পাতু মহেশ্বরঃ।
স্কন্ধদেশং রতিঃ পাতু ভুজৌ তু মকরধ্বজঃ ॥ ৭
শঙ্খনিধিঃ করৌ পাতু বক্ষঃ পদ্মনিধিঃ সদা।
ব্রাহ্মী মধ্যং সদা পাতু নাভিং পাতু মহেশ্বরী ॥ ৮
কুমারী পৃষ্ঠদেশং মে গুহ্যং রক্ষতু বৈষ্ণবী।
বারাহী সক্থিনী পাতু ঐন্দ্রী পাতু পদদ্বয়ম্ ॥ ৯
ভার্য্যাং রক্ষতু চামুণ্ডা লক্ষ্মী রক্ষতু পুত্রকান্।
ইন্দ্রঃ পূর্বে সদা পাতু আগ্নেয্যামগ্নিদেবতা ॥ ১০
যাম্যে যমঃ সদা পাতু নৈঋর্ত্যাং নিঋর্তিশ্চ মাম্।
পশ্চিমে বরুণঃ পাতু বায়ব্যাং বায়ুদেবতা ॥ ১১
সৌম্যে সোমঃ সদা পাতু ঐশান্যামীশ্বরোঽবতু।
ঊর্দ্ধং প্রজাপতিঃ পাতু অধশ্চানন্তদেবতা ॥ ১২
রাজদ্বারে শ্মশানে চ অরণ্যে প্রান্তরে তথা।
জলে স্থলে চান্তরীক্ষে শত্রূণাং নিচয়ে তথা ॥ ১৩
এতাভিঃ সহিতা দেবী ত্রিবীজাত্মা মহেশ্বরী।
ত্রিশক্তিশ্চ মহালক্ষ্মীঃ সর্বত্র মাং সদাবতু ॥ ১৪
ইতি তে কথিতং দেবি সারাৎ সারতরং পরম্।
সর্বার্থ-সাধনং নাম কবচং পরমাদ্ভুতম্ ॥ ১৫

অস্যাপি পঠনাৎ সত্ত্বঃ কুবেরোঽপি ধনেশ্বরঃ।
ইন্দ্রাদ্যাঃ সকলা দেবা ধারণাৎ পঠনাদ্ যতঃ।
সর্বসিদ্ধীশ্বরাঃ সন্তঃ সর্বৈশ্বর্য্যমবাপ্নুয়ুঃ ॥ ১৬
পুষ্পাঞ্জল্যষ্টকং দত্ত্বা মূলেনৈব পঠেৎ সকৃৎ।
সংবৎসর-কৃতায়াস্তু পূজায়াঃ ফলমাপ্নুয়াৎ ॥ ১৭
প্রীতিমন্যোন্যতঃ কৃত্বা কমলা নিশ্চলা গৃহে।
বাণী চ নিবসেদ্বক্ত্রে সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ॥ ১৮
যো ধারয়তি পুণ্যাত্মা সর্বার্থ-সাধনাভিধম্।
কবচং পরমং পুণ্যং সোঽপি পুণ্যবতাং বরঃ।
সর্বৈশ্বর্য্যযুতো ভূত্বা ত্রৈলোক্য-বিজয়ী ভবেৎ ॥ ১৯
পুরুষো দক্ষিণে বাহৌ নারী বামভুজে তথা।
বহুপুত্রবতী ভূত্বা বন্ধ্যাপি লভতে সুতম্ ॥
ব্রহ্মাস্ত্রাদীনি শস্ত্রাণি নৈব কৃন্তন্তি তত্তনুম্।
এতৎ কবচমজ্ঞাত্বা যো জপেৎ পরমেশ্বরীম্ ॥
দারিদ্র্যং পরমং প্রাপ্য সোঽচিরান্মৃত্যুমাপ্নুয়াৎ ॥

ইতি রুদ্রযামলে ত্রিশক্ত্যাঃ সর্বার্থ-সাধনং নাম কবচং সমাপ্তম্ ॥

অথাপরস্তবঃ (ত্রিপুটাদেব্যাঃ)

হেমাব্জাভাং কুটিলচিবুকাং রত্নমঞ্জীররম্যাং,
স্তোষ্যে স্তোত্রৈঃ প্রণতিবহুলৈঃ সিদ্ধয়ে সর্বসিদ্ধৈঃ।
চাপং পাশাম্বুজসরসিজান্যঙ্কুশং পুষ্পবাণা-
নাবিভ্রাণাং ভুবনশুভগৈঃ ষড়্‌ভুজৈস্তু ত্রিনেত্রাম্ ॥ ১
ব্রহ্মেন্দ্রাদ্যৈরমরনিবহৈর্বন্দ্যপাদাব্জযুগ্মাং
রম্যেঽরণ্যে কুসুমবিলসৎ-কল্পভূমীরুহাণাম্।
মধ্যে তেষাং মণিময়গৃহে রত্নসিংহাসনস্থাং
গ্রৈবায়াদ্যৈর্বিলসিত-তনুং শূলিশক্তিং নমামি ॥ ২
ব্রহ্মোপেন্দ্রত্রিপুরমথন-স্বর্নিবাসিব্রজানা-
মানম্রাণাং মুকুটমণিভির্হারিণী রাজতৌ তৌ।
যস্ত্বৎপাদৌ স্মরতি জগতামম্বিকে! হেলয়া স

জীবন্মুক্তঃ প্রভবতিতরাং ক্ষ্মাতলে বিশ্ববন্দ্যে ! ॥ ৩
লক্ষ্মী-মায়া-মদনকলিতং সর্বসম্পৎ-প্রদং হি
বীজৈরেভির্ভুবন-মিহিতে গৌরি ! পূর্ণেন্দুবক্ত্রে ! ।
মন্ত্রং যস্তে জপতি করুণাশালি-পঙ্কেরুহাক্ষি !
ক্ষিপ্রং তস্য প্রভবতি গৃহে রত্নরাশিঃ সুকেশি ! ॥ ৪
মাতস্তেঽহং ন হি মম পুলস্ত্বং গিরীশৈকশক্তে
সামুদ্রো হি শ্রুত ইহ তরঙ্গো ন তারঙ্গ ঈড্যে ।
সিন্ধুঃ কুত্র প্রভবতি শিবে শৈলরাজস্য কন্যে !
মত্বেদং মাং সকরুণভৃশা সিঞ্চ দীনং ভবানি ! ॥ ৫
অশ্বৈশ্বর্য্যং ধনমুখ-সুতারোগ্যরূপাণি কীর্ত্তিং
ভাগ্যং ভূমিং নতিমতিতরাং দেহি ধর্মোঽচলাং মে ।
ত্বৎ-পাদাব্জে স্মরহরশিরো-ভূষণে ভূরিভূরি
দূরীভূত-সকল-জগতামম্বিকেঽস্তু প্রণামঃ ॥ ৬
যে সেবন্তে চরণযুগলং পর্বতেন্দ্রাত্মজায়া-
স্তে তে ভূয়ো জগতি নিতরাং সন্তি নো দেহভাজঃ ।
যোগীন্দ্রাণাং মনন-পথগে হৃৎসরোজাসনস্থে !
কোটীন্দ্বর্কদ্যুতিধরতনো বিশ্ববন্দ্যে নুমস্ত্বাম্ ॥ ৭
সৌষুম্নাধ্ব-প্রকটিতগতে সূক্ষ্মবিদ্যুৎ-প্রকাশে !
মূলাধারেষ্বপি বিজগতামেকচৈতন্যরূপে ! ।
ষট্চক্রোর্ধ্বং নয়তি নিপুণো যঃ পরং বামনিত্যং
মুক্তস্তেঽস্মাদ্ভবজলনিধেঃ সন্তরত্যেব পারম্ ॥ ৮
স্তোত্রেণানেন যো মর্ত্ত্যস্তোষয়েৎ ত্রিপুটাং পরাম্
চঞ্চলাপি স্থিরা লক্ষ্মীর্গেহে তস্যৈব তিষ্ঠতি ॥
সিদ্ধয়োঽষ্টৌ করে মাতস্তস্য বশ্যং জগত্রয়ম্ ।
শত্রবো বিলয়ং যান্তি মহাপ্রজ্ঞা চ জায়তে ॥ ৯
পঠনাৎ স্তবরাজস্য দুঃস্বপ্নপ্রশমো ভবেৎ ।
বর্ষেণ লোকশ্চাপ্নোতি সর্বসিদ্ধিমনুত্তমাম্ ।
ইতি গন্ধর্বতন্ত্রে ত্রিপুটাস্তোত্রং সমাপ্তম্ ॥

অথ দুর্গায়াঃ শতনাম-স্তোত্রম্

ঈশ্বর উবাচ—শতনাম প্রবক্ষ্যামি শৃণুষ্ব কমলাননে।
যস্য প্রসাদমাত্রেণ দুর্গা প্রীতা ভবেৎ সতী ॥ ১
ওঁ সতী সাধ্বী ভব-প্রীতা ভবানী ভবমোচনী।
আর্য্যা দুর্গা জয়া আদ্যা ত্রিনেত্রা শূলধারিণী ॥ ২
পিনাকধারিণী চিত্রা চণ্ডঘণ্টা মহাতপাঃ।
মনোবুদ্ধিরহঙ্কারা চিত্তরূপা চিতা চিতিঃ ॥ ৩
সর্বমন্ত্রময়ী নিত্যা সত্যানন্দস্বরূপিণী।
অনন্তা ভাবিনী ভাব্যা ভব্যাঽভব্যা সদাগতিঃ ॥ ৪
শাম্ভবী দেবমাতা চ চিন্তারত্নময়ী সদা।
সর্ববিদ্যা দক্ষকন্যা দক্ষযজ্ঞবিনাশিনী ॥ ৫
অপর্ণানেকপর্ণা চ পাটলা পাটলাবতী।
পট্টাম্বরপরীধানা কলমঞ্জীররঞ্জিনী ॥ ৬
অমেয়-বিক্রমা ক্রূরা সুন্দরী পুরসুন্দরী।
বনদুর্গা চ মাতঙ্গী মতঙ্গ-মুনি-পূজিতা ॥ ৭
ব্রাহ্মী মাহেশ্বরী চৈন্দ্রী কৌমারী বৈষ্ণবী তথা।
চামুণ্ডা চৈব বারাহী লক্ষ্মীশ্চ পুরুষাকৃতিঃ ॥ ৮
বিমলোৎকর্ষিণী জ্ঞানা ক্রিয়া সত্যা চ বুদ্ধিদা।
বহুলা বহুলপ্রেমা সর্ববাহন-বাহনা ॥ ৯
নিশুম্ভশুম্ভহননী মহিষাসুরমর্দ্দিনী।
মধুকৈটভহন্ত্রী চ চণ্ড-মুণ্ডবিনাশিনী ॥ ১০
সর্বাসুরবিনাশা চ সর্বদানবঘাতিনী।
সর্বশাস্ত্রময়ী সত্যা সর্বাস্ত্র-ধারিণী তথা ॥ ১১
অনেক-শস্ত্রহস্তা চ অনেকাস্ত্রস্য ধারিণী।
কুমারী চৈব কন্যা চ কৈশোরী যুবতিঃ যতিঃ।
অপ্রৌঢ়া চৈব প্রৌঢ়া চ মাতা বৃদ্ধা বলপ্রদা ॥ ১২
মহোদরী মুক্তকেশী ঘোররূপা মহাবলা ॥ ১৩
অগ্নিজ্বালা রৌদ্রমুখী কালরাত্রিস্তপস্বিনী ॥ ১৪

নারায়ণী ভদ্রকালী বিষ্ণুমায়া জলোদরী ॥ ১৫
শিবদূতী করালী চ অনন্তা পরমেশ্বরী।
কাত্যায়নী চ সাবিত্রী প্রত্যক্ষা ব্রহ্মবাদিনী ॥ ১৬
য ইদং প্রপঠেন্নিত্যং দুর্গানাম-শতাষ্টকম্।
নাসাধ্যং বিদ্যতে দেবি! ত্রিষু লোকেষু পার্বতি! ॥ ১৭
ধনং ধান্যং সুতং জায়াং হয়ং হস্তিনমেব চ।
চতুর্বর্গং তথা চান্তে লভেন্মুক্তিঞ্চ শাশ্বতীম্ ॥ ১৮
কুমারীং পূজয়িত্বা চ ধ্যাত্বা দেবীং সুরেশ্বরীম্।
পূজয়েৎ পরয়া ভক্ত্যা জপন্নাম-শতাষ্টকম্ ॥ ১৯
নাসাধ্যং বিদ্যতে দেবি! তস্য সিদ্ধির্ভবেদ্ ধ্রুবম্।
রাজানো দাসতাং যান্তি রাজ্যশ্রিয়মবাপ্নুয়াৎ ॥ ২০
গোরচনালক্তক-কুঙ্কুমেন সিন্দুর-কর্পূর-মধুত্রয়েন।
বিলিখ্য যন্ত্রং বিধিনা বিধিজ্ঞো ভবেৎ সদা ধারয়তে পুরারিঃ ॥ ২১
ভৌমাবাস্যা-নিশাভাগে চন্দ্রে শতভিষাং গতে।
বিলিখ্য প্রপঠেৎ স্তোত্রং স ভবেৎ সম্পদাং পদম্ ॥ ২২
ইতি বিশ্বসারতন্ত্রে দুর্গাশতনাম-স্তোত্রং সমাপ্তম্ ॥

অথাস্যাঃ কবচম্

শৃণু দেবি! প্রবক্ষ্যামি কবচং সর্বসিদ্ধিদম্।
পঠিত্বা ধারয়িত্বা চ নরো মুচ্যতে সঙ্কটাৎ ॥ ১
ইদং গুহ্যতমং দেবি! কবচং তব কথ্যতে।
গোপনীয়ং প্রযত্নেন সাবধানাবধারয় ॥
অজ্ঞাত্বা কবচং দেবি! দুর্গা-মন্ত্রঞ্চ যো জপেৎ।
স নাপ্নোতি ফলং তস্য পরে চ নরকং ব্রজেৎ ॥ ২
উমা দেবী শিরঃ পাতু ললাটং শূলধারিণী।
চক্ষুষী খেচরী পাতু কর্ণৌ চত্বরবাসিনী ॥ ৩
সুগন্ধা নাসিকাং পাতু বদনং সর্বসাধিনী।
জিহ্বাঞ্চ চণ্ডিকা দেবী গ্রীবাং সৌভদ্রিকা তথা ॥ ৪
অশোকবাসিনী চেতো দ্বৌ বাহূ বজ্রধারিণী।

কণ্ঠং পাতু মহাবাণী জগন্মাতা স্তনদ্বয়ম্ ॥ ৫
হৃদয়ং ললিতা দেবী উদরং সিংহবাহিনী।
কটিং ভগবতী পাতু দ্বাবুরূ বিন্ধ্যবাসিনী ॥ ৬
মহাবলা চ জঙ্ঘে দ্বে পাদৌ ভূতলবাসিনী।
এবং স্থিতাসি দেবি! ত্বং ত্রৈলোক্য-রক্ষণাত্মিকে! ॥ ৭
রক্ষ মাং সর্বগাত্রেষু দুর্গে দেবি! নমোঽস্তু তে ॥ ৮
ইত্যেতৎ কবচং দেবি মহাবিদ্যাফলপ্রদম্।
যঃ পঠেৎ প্রাতরুত্থায় সর্বতীর্থফলং লভেৎ ॥ ৯
যো ন্যসেৎ কবচং দেহে তস্য বিঘ্নং ন কুত্রচিৎ।
ভূত-প্রেত-পিশাচেভ্যো ভয়ং তস্য ন বিদ্যতে ॥ ১০
রণে রাজকুলে বাদে সর্বত্র বিজয়ী ভবেৎ।
সর্বত্র পূজামাপ্নোতি দেবিপুত্র ইব ক্ষিতৌ ॥ ১১
ইদং গুহ্যতমং দেবি! কবচং তব কথ্যতে।
গোপনীয়ং প্রযত্নেন সাবধানাবধারয় ॥ ১২

ইতি কুব্জিকাতন্ত্রে দুর্গা-কবচং সমাপ্তম্ ॥

অথ শ্রীবিদ্যাস্তোত্রম্

কল্যাণবৃষ্টিভিরিবামৃত-পূরিতাভির্লক্ষ্মীঃ স্বয়ং বরণমঙ্গলদীপিকাভিঃ।
সেবাভিরম্ব তব পাদ-সরোজমূলে নাকারি কিং মনসি ভক্তিমতাং জনানাম্ ॥ ১
এতাবদেব জননি স্পৃহণীয়মাস্তে ত্বদ্-বন্দনেষু সলিলস্থ-সরোজনেত্রে।
সান্নিধ্যমুদ্যদরুণাম্বুজসোদরস্য ত্বদ্-বিগ্রহস্য সুধয়া পরয়াপ্লুতস্য ॥ ২
ঈষৎ প্রভাব-কলুষাঃ কতি নাম সন্তি, ব্রহ্মাদয়ঃ প্রতিদিনং প্রলয়াভিভূতাঃ।
একঃ স এব জননি! স্থিরসিদ্ধিরাস্তে, যঃ পাদয়োস্তব সকৃৎ প্রণতিং করোতি ॥ ৩
লব্ধ্বা সকৃত্ত্রিপুর-সুন্দরি! তাবকীনং কারুণ্যকন্দলিতকান্তিভবং কটাক্ষম্।
কন্দর্পভাব-সুভগাস্ত্বয়ি ভক্তি-ভাজঃ, সংমোহয়ন্তি তরুণীর্ভুবন-ত্রয়েঽপি ॥ ৪
হ্রীং-কারমেব তব নাম গৃণন্তি দেবা মাতস্ত্রিকোণ-নিলয়ে ত্রিপুরে ত্রিনেত্রে!।
ত্বং সংস্মৃতৌ যমভটাভিভবং বিহায় দীব্যন্তি নন্দনবনে সহ লোকপালৈঃ ॥ ৫
হন্তুঃ পুরামধিগলং পরিপূর্ণমানঃ, ক্রূরঃ কথং ন ভবিতা গরলস্য বেগঃ।
নাশ্বাসনায় যদি মাতরিদং তবার্দ্ধং, দেহস্য শশ্বদমৃতাপ্লুত-শীতলস্য ॥ ৬

সর্বজ্ঞতাং সদসি বাক্‌পটুতাং প্রসূতে, দেবি ! ত্বদঙ্ঘ্রি-সরসীরুহয়োঃ প্রণামঃ।
কিঞ্চিৎস্ফুরন্মুকুটমুজ্জ্বলমাতপত্রং, দ্বে চামরে চ মহতীং বসুধাং দদাতি ॥ ৭
কল্পদ্রুমৈরভিমতপ্রতিপাদনেষু, কারুণ্যবারিধিভিরম্ব ভবৎকটাক্ষৈঃ।
আলোকয় ত্রিপুরসুন্দরি মামনাথং, ত্বয্যেব ভক্তি-ভরিতং ত্বয়ি বদ্ধদৃষ্টিম্ ॥ ৮
হন্তেতরেষপি নিধায় মনাংসি চান্যে, ভক্তিং বহন্তি কিল পামরদৈবতেষু।
ত্বামেব দেবি ! মনসাহমনুস্মরামি, ত্বামেব নৌমি শরণং জননি ! ত্বমেব ॥ ৯
লক্ষেষু সংস্বপি তবাক্ষি-বিলোকনামামালোকয় ত্রিপুরসুন্দরি মাং কদাচিৎ ॥১০
নূনং ময়া চ সদৃশং করুণৈকপাত্রং জাতো জনিষ্যতি জনো ন চ জায়তে বা ॥ ১১
হ্রীং হ্রীমিতি প্রতিদিনং জপতাং তবাখ্যাং, কিং নাম দুর্লভমিহ ত্রিপুরাধিবাসে!।
মালা-কিরীট-মদবারণীয়াংস্তান্ সেবতে মধুমতী স্বয়মেব লক্ষ্মীঃ ॥ ১২
সম্পৎ-করাণি সকলেন্দ্রিয়-নন্দনানি, সাম্রাজ্য-দান-কুশলানি সরোরুহাক্ষি !।
ত্বদ্ বন্দনানি দুরিতাহরণোদ্যতানি, মামেব মাতরনিশং কলয়ন্তু নান্যম্ ॥ ১৩
কল্পোপসংহরণ-কল্পিত-তাণ্ডবস্য দেবস্য খণ্ডপরশোঃ পরভৈরবস্য।
পাশাঙ্কুশৈক্ষবশরাসন-পুষ্পবাণা, সা সাক্ষিণী বিজয়তে তব-মূর্তিরেকা ॥ ১৪
লগ্নং সদা ভবতু মাতরিদং ত্বদীয়ং, তেজঃ পরং বহুল-কুঙ্কুম-পঙ্কশোনম্।
ভাস্বৎ-কিরীটমমৃতাংশু-কলাবতংসঃ, রূপং ত্রিকোণ-মুদিতং পরমামৃতাক্তম্ ॥১৫

হ্রীং-কারত্রয়-সংপুটেন মহতা মন্ত্রেণ সন্দীপিতং
স্তোত্রং যঃ প্রতিবাসরং তব পুরো মাতর্জপেন্মন্ত্রবিৎ।
তস্য ক্ষৌণি-ভূজো ভবন্তি বশগা লক্ষ্মীশ্চির-স্থায়িনী।
বাণী নির্মলসূক্তি-ভার-ভরিতা জাগর্ত্তি দীর্ঘং যশঃ ॥ ১৬

ইতি ব্রহ্ম-বিরচিতং কল্যানী-স্তোত্রং সমাপ্তম্ ॥

অথ কিঙ্কিণীস্তোত্রম্

কিং কিং দুঃখং সকল জননি ! ক্ষীয়তে ন স্মৃতায়াং,
কা কা কীর্ত্তিঃ কুলকমলিনি প্রাপ্যতে নার্চিতায়াম্।
কিং কিং সৌখ্যং সুরবরনুতে ! প্রাপ্যতে ন স্তুতায়াং,
কং কং যোগং ত্বয়ি ন তনুতে চিত্তমালম্বিতায়াম্ ॥ ১
স্মৃতা ভবভয়ং হংসি পূজিতাসি শুভঙ্করি !।
স্তুতা ত্বং বাঞ্ছিতং দেবি ! দদাসি করুণাকরে ! ॥ ২

পরমানন্দবোধাব্ধিরূপে ! তেজঃ-স্বরূপিণি ! ।
দেববৃন্দ-শিরোরত্ন-নিঘৃষ্ট-চরণাম্বুজে ! ।
চিদ্-বিশ্রান্তি-মহাসত্তামাত্রে মাত্রে নমোঽস্তু তে ॥ ৩
সৃষ্টিস্থিত্যুপসংহার-হেতুভূতে সনাতনি ! ।
গুণত্রয়াত্মিকাসি ত্বং জগতঃ করণেচ্ছয়া ॥ ৪
অনুগ্রহায় ভক্তানাং গৃহীতদিব্য-বিগ্রহে ! ।
ভক্তস্য মে নিত্যপূজাযুক্তস্য পরমেশ্বরি ! ॥ ৫
ঐহিকামুষ্মিকীং সিদ্ধিং দেহি ত্রিদশবন্দিতে ! ।
তাপত্রয়পরিম্লান-ভাজনং ত্রাহি মাং শিবে ! ॥ ৬
নান্যং বদামি ন শৃণোমি ন চিন্তয়ামি, নান্যং স্মরামি ন ভজামি ন চাশ্রয়ামি।
ত্যক্ত্বা ত্বদীয়চরণাম্বুজমাদরেণ, মাং ত্রাহি দেবি কৃপয়া ময়ি দেহি সিদ্ধিম্ ॥ ৭
অজ্ঞানাদ্বা প্রমাদাদ্বা কৈবল্যাৎ সাধনস্য চ ।
যন্ন্যূনমতিরিক্তং বা তৎ সর্বং ক্ষন্তুমর্হসি ॥ ৮
দ্রব্যহীনং ক্রিয়াহীনং শ্রদ্ধা-মন্ত্র-বিবর্জিতম্ ।
তৎ সর্বং কৃপয়া দেবি ! ক্ষমস্ব ত্বং দয়ানিধে ! ॥ ৯
যন্ময়া ক্রিয়াত কর্ম তন্মহৎ স্বল্পমেব বা ।
তৎ সর্বঞ্চ জগদ্ধাত্রি ! ক্ষন্তব্যময়মঞ্জলিঃ ॥ ১০
ইতি কিঙ্কিণী-স্তোত্রং সমাপ্তম্ ॥

অথ শ্রীকবচম্

দেব্যুবাচ—দেব দেব মহাদেব ভক্তানাং প্রীতিবর্দ্ধন ! ।
সূচিতং যন্মহাদেব্যাঃ কবচং কথয়স্ব মে ॥ ১
শ্রীমহাদেব উবাচ—শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি কবচং দেবদুর্লভম্ ।
অপ্রকাশ্যং পরং গুহ্যং সাধকাভীষ্টদায়কম্ ॥ ২
কবচস্য ঋষির্দেবি দক্ষিণামূর্ত্তিরব্যয়ঃ ।
ছন্দঃ পঙ্‌ক্তিঃ সমুদ্দিষ্টং দেবী ত্রিপুরসুন্দরী ।
ধর্মার্থ-কামমোক্ষাণাং বিনিযোগস্তু সাধনে ॥ ৩
বাগ্‌ভবঃ কামরাজশ্চ শক্তিবীজং মহেশ্বরি ! ।
বাগ্‌ভবঃ পাতু শীর্ষে মাং কামরাজস্তথা হৃদি ॥ ৪

শক্তিবীজং সদা পাতু নাভৌ গুহ্যে চ পাদয়োঃ।
ঐঁ ক্লীঁ সৌর্বদনে পাতু বালা মাং সর্বসিদ্ধয়ে ॥ ৫
হসৈং হসকলরীং হসৌঃ পাতু ভৈরবী কণ্ঠদেশতঃ।
সুন্দরী নাভিদেশেঽব্যাচ্ছীর্ষে কামকলা সদা ॥ ৬
ভ্রূ-নাসয়োরন্তরালে মহাত্রিপুরসুন্দরী।
ললাটে সুভগা পাতু ভগা মাং কণ্ঠদেশতঃ ॥ ৭
ভগোদয়া তু হৃদয়ে উদরে ভগসর্পিণী।
ভগমালা নাভিদেশে লিঙ্গে পাতু মনোভবা ॥ ৮
গুহ্যে পাতু মহাদেবী রাজরাজেশ্বরী শিবা।
চৈতন্য-রূপিণী পাতু পাদয়োর্জগদম্বিকা ॥ ৯
নারায়ণী সর্বগাত্রে সর্বকার্য্যে শুভঙ্করী।
ব্রহ্মাণী পাতু মাং পূর্বে দক্ষিণে বৈষ্ণবী তথা ॥ ১০
পশ্চিমে পাতু বারাহী উত্তরে চ মহেশ্বরী।
আগ্নেয্যাং পাতু কৌমারী মহালক্ষ্মীশ্চ নৈঋর্তে ॥ ১১
বায়ব্যাং পাতু চামুণ্ডা ইন্দ্রাণী পাতু ঈশকে।
জলে পাতু মহামায়া পৃথিব্যাং সর্বমঙ্গলা।
আকাশে পাতু বরদা সর্বত্র ভুবনেশ্বরী ॥ ১২
ইদং তু কবচং দেব্যা দেবানামপি দুর্লভম্।
যঃ পঠেৎ প্রাতরুত্থায় শুচিঃ প্রয়তমানসঃ ॥ ১৩
নাধয়ো ব্যাধয়স্তস্য ন ভয়ঞ্চ ক্বচিদ্ভবেৎ।
ন চ মারী-ভয়ং তস্য পাতকানাং ভয়ং তথা ॥ ১৪
ন দারিদ্র্যবশং গচ্ছেৎ তিষ্ঠেন্ মৃত্যুবশে ন চ।
গচ্ছেচ্ছিবপুরং দেবি! সত্যং সত্যং বদামি তে । ১৫
ইদং কবচমজ্ঞাত্বা শ্রীবিদ্যাং যো জপেৎ প্রিয়ে!।
স নাপ্নোতি ফলং তস্য প্রাপ্নুয়াচ্ছস্ত্র-ঘাতনম্ ॥ ১৬
ইতি সিদ্ধজামলে ত্রিপুরসুন্দরী-কবচং সমাপ্তম্ ॥

অথ মহাত্রিপুর-সুন্দরী কবচম্

দেব্যুবাচ—ভগবন্ দেব-দেবেশ লোকানুগ্রহকারক!।

ত্বৎ-প্রসাদান্মহাদেব শ্রুতা মন্ত্রাস্ত্বনেকধা ॥ ১
সাধনং বিবিধং দেব ! কীলকোদ্ধরণং তথা ।
শাপাদি-দূষণোদ্ধারঃ শ্রুতস্ত্বত্তো ময়া প্রভো ! ॥ ২
রাজরাজেশ্বরী-দেব্যাঃ কবচং সূচিতং ময়ি ।
শ্রোতুমিচ্ছামি ত্বত্তস্ত্বাং কথয়স্ব ময়ি প্রভো ! ॥ ৩
রাজরাজেশ্বরী-দেব্যাঃ কবচং সূচিতং ময়ি ।
শ্রোতুমিচ্ছামি ত্বত্তস্ত্বং কথয়স্ব ময়ি প্রভো ! ॥ ৪
ঈশ্বর উবাচ—লক্ষবার-সহস্রাণি বারিতাসি পুনঃ পুনঃ ।
স্ত্রীস্বভাবাৎ পুনর্দেবি পৃচ্ছসি ত্বং ময়ি প্রিয়ে ! ॥ ৫
অত্যন্তগুহ্যং কবচং সর্বকাম-ফলপ্রদম্ ।
প্রীতয়ে তব দেবেশি ! কথয়ামি শৃণুষ্ব তৎ ॥ ৬

অস্য রাজরাজেশ্বরী-শ্রীমহাত্রিপুর-সুন্দরী-ষোড়শী-বিদ্যা-কবচস্য মহাদেব ঋষিঃ প্রস্তার-পংক্তিচ্ছন্দো রাজরাজেশ্বরী মহাত্রিপুর-সুন্দরী দেবতা সর্বার্থ-সাধনে বিনিযোগঃ ॥ ৭

পূর্বে মাং ভৈরবী পাতু বালা মাং পাতু দক্ষিণে ।
মালিনী পশ্চিমে পাতু ত্রাসিনী তূত্তরেঽবতু ॥ ৮
ঊর্ধ্বং পাতু মহাদেবী মহাত্রিপুর-সুন্দরী ।
অধস্তাৎ পাতু দেবেশী পাতাল-তল-বাসিনী ॥ ৯
আধারে বাগ্‌ভবঃ পাতু কামরাজস্তথা হৃদি ।
ডামরঃ পাতু মাং নিত্যং মস্তকে সর্বকামদঃ ॥ ১০
ব্রহ্মরন্ধ্রে সর্ব-গাত্রে ছিদ্রস্থানেষু সর্বদা ।
মহাবিদ্যা ভগবতী পাতু মাং পরমেশ্বরী ॥ ১১
ঐং ক্লীং ললাটে মাং পায়াৎ হ্রীং ব্লুং সঃ পাতু নেত্রয়োঃ ।
নাসায়াং কর্ণয়োশ্চৈব দ্রীং দ্রৈং দ্রাং দ্রীং চিবুকে তথা ।
সৌঃ পাতু চ গলে স-হ্রীং হৃদয়ে নাভিদেশকে ॥ ১২
ক ল হ্রীং ক্লীং স্ত্রী গুহ্যদেশে স-হ্রীঞ্চ পাতু পাদয়োঃ ।
স ক্লীং মাং সর্বতঃ পাতু কল পাতু চ সন্ধিষু ।
স হ হ্রীং মাং সর্বতঃ পাতু স ক্লীং পাতু চ সন্ধিষু ॥ ১৩

জলে স্থলে তথাকাশে দিক্ষু রাজগৃহে তথা।
হ্রূং ক্ষে মাং ত্বরিতা পাতু স-হ্রীং স-ক্লীং মনোভবা ॥ ১৪
হংসঃ পাতু মহাদেবী পরং নিষ্কল-দেবতা।
বিজয়া মঙ্গলা দূতী কল্যাণী ভগমালিনী।
জ্বালা চ মালিনী নিত্যা সর্বদা পাতু মাং শিবা ॥ ১৫
ইত্যেবং কবচং দেবি দেবানামপি দুর্লভম্।
তব প্রীত্যা ময়াখ্যাতং গোপনীয়ং প্রযত্নতঃ ॥ ১৬
ইদং রহস্যং পরমং গুহ্যাদ্ গুহ্যতরং প্রিয়ে!।
ধন্যং যশস্যমায়ুষ্যং ভোগমোক্ষ-প্রদং শুভম্ ॥ ১৭
দুঃস্বপ্ন-নাশনং পুংসাং নরনারীবশঙ্করম্।
আকর্ষণকরং দেবি স্তম্ভোচ্চাটকরং শিবে ॥ ১৮
ইদং কবচমজ্ঞাত্বা রাজরাজেশ্বরীং শিবাম্।
যোঽর্চয়েদ্ যোগিনী-বৃন্দৈঃ স ভক্ষ্যো নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৯
ন তস্য মন্ত্রসিদ্ধিঃ স্যাৎ কদাচিদপি শঙ্করি!।
ইহলোকে চ দারিদ্র্যং রোগদুঃখ-ভয়ানি চ ॥ ২০
পরত্র নরকং গত্বা পশু-যোনিমবাপ্নুয়াৎ।
তস্মাদেতৎ সদাভক্ত্যেদধিকারী ভবেত্ততঃ ॥ ২১
মদ্বক্ত্র্নির্গতমিদং কবচং সপুণ্যং পূজাবিধেশ্চ পুরতো বিধিনা পঠেদ্ যঃ।
সৌভাগ্য-ভোগ-ললিতানি শুভানি ভুক্ত্বা দেব্যাঃ পদং ভজতি তৎ পুনরন্তকালে
ইতি কুলানন্দ-সংহিতায়াং শ্রীমহাত্রিপুর-সুন্দরী-ষোড়শী-কবচং-সমাপ্তম্ ॥

অথ লক্ষ্মীস্তোত্রম্

ঈশ্বর উবাচ—ত্রৈলোক্য-পূজিতে দেবি! কমলে বিষ্ণুবল্লভে!।
যথা ত্বং সুস্থিরা কৃষ্ণে তথা ভব ময়ি স্থিরা ॥ ১
ঈশ্বরী কমলা লক্ষ্মীশ্চলা ভূতির্হরিপ্রিয়া।
পদ্মা পদ্মালয়া সম্পদুচ্চৈঃ শ্রীঃ পদ্মধারিণী ॥ ২
দ্বাদশৈতানি নামানি লক্ষ্মীং সংপূজ্য যঃ পঠেৎ।
স্থিরা লক্ষ্মীর্ভবেত্তস্য পুত্রদারাদিভিঃ সহ ॥ ৩
ইতি লক্ষ্মীস্তোত্রং সমাপ্তম্ ॥

অথ লক্ষ্মী-কবচম্

ঈশ্বর উবাচ—অথ বক্ষ্যে মহেশানি ! কবচং সর্বকামদম্ ।
যস্য বিজ্ঞানমাত্রেণ ভবেৎ সাক্ষাৎ সদাশিব ! ॥ ১
নার্চনং তস্য দেবেশি ! মন্ত্রমাত্রং জপেন্নরঃ ।
স ভবেৎ পার্বতী-পুত্রঃ সর্বশাস্ত্র-পুরস্কৃতঃ ।
বিদ্যার্থিনা সদা সেব্যা বিশেষে বিষ্ণুবল্লভা ॥ ২

অস্যাশ্চতুরক্ষরী বিষ্ণুবনিতায়াঃ কবচস্য ভগবান্ শ্রীশিবঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দো বাগ্‌ভবী দেবতা বাগ্‌ভবং বীজং লজ্জাশক্তিঃ রমা কীলকং কাম-বীজাত্মকং কবচং মম সুকবিত্ব-সুপাণ্ডিত্য-সর্বসিদ্ধি-সমৃদ্ধয়ে বিনিয়োগঃ ॥ ৩

ঐং-কারো মস্তকে পাতু বাগ্‌ভবী সর্বসিদ্ধিদা ।
হ্রীং পাতু চক্ষুষোর্মধ্যে চক্ষুর্যুগ্মে চ শঙ্করী ॥ ৪
জিহ্বায়াং মুখবৃত্তে চ কর্ণয়োর্গণ্ডয়োর্নসি ।
ওষ্ঠাধরে দন্ত-পংক্তৌ তালুমূলে হনৌ পুনঃ ।
পাতু মাং বিষ্ণুবনিতা লক্ষ্মীঃ শ্রীবর্ণরূপিণী ॥ ৫
গণ্ডযুগ্মে ভুজদ্বন্দ্বে স্তন-দ্বন্দ্বে চ পার্বতী ।
হৃদয়ে মণিবন্ধে চ গ্রীবায়াং পার্শ্বয়োঃ পুনঃ ॥ ৬
পৃষ্ঠদেশে তথা গুহ্যে বামে চ দক্ষিণে তথা ।
উপস্থে চ নিতম্বে চ নাভৌ জঙ্ঘাদ্বয়ে পুনঃ ॥ ৭
জানুচক্রে পদদ্বন্দ্বে ঘুটিকেঽঙ্গুলিমূলকে ।
সধাতু-প্রাণশক্ত্যাত্ম-সীমন্ত্যাং মস্তকে পুনঃ ।
সর্বাঙ্গে পাতু কামেশী মহাদেবী সমুন্নতিঃ ॥ ৮
ব্যুষ্টিঃ পাতু মহামায়া উৎকৃষ্টিঃ সর্বদাবতু ।
ঋদ্ধিঃ পাতু সদা দেবী সর্বত্র শম্ভুবল্লভা ॥ ৯
বাগ্‌ভবী সর্বদা পাতু পাতু মাং হরগেহিনী ।
রমা পাতু সদা দেবী পাতু মায়া স্বরাট্ স্বয়ম্ ।
সর্বাঙ্গে পাতু মাং লক্ষ্মীর্বিষ্ণুমায়া সুরেশ্বরী ॥ ১০
বিজয়া পাতু ভবনে জয়া পাতু সদা মম ।
শিবদূতী সদা পাতু সুন্দরী পাতু সর্বদা ॥ ১১

ভৈরবী পাতু সর্বত্র ভেরুণ্ডা সর্বদাবতু।
ত্বরিতা পাতু মাং নিত্যমুগ্রতারা সদাবতু ॥ ১২
পাতু মাং কালিকা নিত্যং কালরাত্রিঃ সদাবতু।
বনদুর্গা সদা পাতু কামাখ্যা সর্বদাবতু ॥ ১৩
যোগিন্যঃ সর্বদা পান্তু মুদ্রাঃ পান্তু সদা মম।
মাত্রাঃ পান্তু সদা দেব্যশ্চক্রস্থা যোগিনীগণাঃ ॥ ১৪
সর্বত্র সর্বকার্য্যেষু সর্বকর্মযু সর্ষদা।
পাতু মাং দেবদেবী চ লক্ষ্মীঃ সর্ব-সমৃদ্ধিদা ॥ ১৫
ইতি তে কথিতং দিব্যং কবচং সর্বসিদ্ধয়ে।
যত্র তত্র ন বক্তব্যং যদীচ্ছেদাত্মনো হিতম্ ॥ ১৬
শঠায় ভক্তিহীনায় নিন্দকায় মহেশ্বরি !।
ন্যূনাঙ্গে চাতিরিক্তাঙ্গে দর্শয়েন্ন কদাচন।
ন স্তবং দর্শয়েদ্দিব্যং সন্দর্শ্য শিবহা ভবেৎ ॥ ১৭
কুলীনায় মহেচ্ছায় দুর্গা-ভক্তিরতায় চ।
বৈষ্ণবায় বিশুদ্ধায় দদ্যাৎ কবচমুত্তমম্ ॥ ১৮
নিজশিষ্যায় শান্তায় ধনিনে কুলিনে তথা
দদ্যাৎ কবচমিত্যুক্তং সর্বতন্ত্র-সমন্বিতম্ ॥ ১৯
শনৌ মঙ্গলবারে চ রক্তচন্দনকৈস্তথা।
যাববেন লিখেন্মন্ত্রং সর্বতন্ত্র-সমন্বিতম্ ॥ ২০
বিলিখ্য কবচং দিব্যং স্বয়ম্ভূকুসুমৈঃ শুভৈঃ।
স্ব-শুক্রৈঃ পরশুক্রৈশ্চ নানা-গন্ধ-সমান্বিতৈঃ ॥ ২১
গোরোচনা-কুঙ্কুমেন রক্তচন্দনকেন বা।
সুতিথৌ শুভযোগে বা শ্রবণায়াং রবের্দিনে ॥ ২২
অশ্বিন্যাং কৃত্তিকায়াং বা ফল্গুন্যাঞ্চ মঘাসু চ।
পূর্বভাদ্রপদা-যোগে স্বাত্যাং মঙ্গল-বাসরে।
বিলিখ্য প্রপঠেৎ স্তোত্রং শুভযোগে সুরালয়ে ॥ ২৩
আয়ুষ্মৎ-প্রীতিযোগে বা ব্রহ্মযোগে বিশেষতঃ।
ইন্দ্রযোগে শুভযোগে শুক্রযোগে তথৈব চ।

কৌলবে বালবে চৈব বণিজে চৈব সত্তমঃ ॥ ২৪
শূন্যাগারে শ্মশানে বা বিজনে চ বিশেষতঃ।
কুমারীং পূজয়িত্বা চ যজেদ্দেবীং সনাতনীম্ ॥ ২৫
মৎস্যৈর্মাংসৈঃ শাকসূপৈঃ পূজয়েৎ পরদেবতাম্।
ঘৃতাদ্যৈঃ সোপকরণৈঃ পূপসূপৈর্বিশেষতঃ।
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়িত্বা চ পূজয়েৎ পরমেশ্বরীম্ ॥ ২৬
আখেটকমুপাখ্যানং ততঃ কুর্য্যাদ্দিনত্রয়ম্।
তদা ধরেন্মহারক্ষাং শঙ্করেণেতি ভাষিতম্ ॥ ২৭
মারণ-দ্বেষণাদীনি লভন্তে নাত্র সংশয়ঃ।
স ভবেৎ পার্বতী-পুত্রঃ সর্বশাস্ত্র-পুরস্কৃতঃ ॥ ২৮
গুরুর্দেবো হরঃ সাক্ষাৎ পত্নী তস্য হরপ্রিয়া।
অভেদেন যজেদ্ যস্তু তস্য সিদ্ধিরদূরতঃ ॥ ২৯
পঠতি য ইহ মর্ত্ত্যো নিত্যমার্দ্রান্তরাত্মা জপফলমনুমেয়ং লপ্সতে যদ্বিধেয়ম্।
স ভবতি পদমুচ্চৈঃ সম্পদাং পাদনম্র ক্ষিতিপ মুকুটলক্ষ্মীর্লক্ষণানাং চিরায় ॥ ৩০

ইতি বিশ্বসার-তন্ত্রে লক্ষ্মী-কবচং সমাপ্তম্ ॥

অথ তারাস্তোত্রম্

মাতর্নীল-সরস্বতি-প্রণমতাং সৌভাগ্য-সম্পৎ-প্রদে!
প্রত্যালীঢ়পদস্থিতে শবহৃদি স্মেরাননাম্ভোরুহে!।
ফুল্লেন্দীবরলোচনত্রয়যুতে কর্ত্রীং কপালোৎপলে
খড়্গাঞ্চাদধতী ত্বমেব শরণং ত্বামীশ্বরীমাশ্রয়ে ॥ ১
বাচামীশ্বরি! ভক্ত-কল্পলতিকে! সর্বার্থ-সিদ্ধীশ্বরি!
গদ্য-প্রাকৃত-পদ্যজাত-রচনা সার্বজ্ঞ্য-সিদ্ধিপ্রদে!
নীলেন্দীবরলোচনত্রয়যুতে কারুণ্যবারাং নিধে!
সৌভাগ্যামৃতবর্ষণেন কৃপয়া সিঞ্চত্বমস্মাদৃশম্ ॥ ২
খর্বে গর্বসমূহপূরিততনো সর্পাদিবেশোজ্জ্বলে!
ব্যাঘ্রত্বক্-পরিবীত-সুন্দরকটি-ব্যাধূত-ঘণ্টাঙ্কিতে।
সদ্যঃ-কৃত্তগলদ্রজঃ-পরিমিলন্মুণ্ডদ্বয়ীমূর্দ্ধজ-
গ্রন্থি-শ্রোণি-নৃমুণ্ডদাম-ললিতে! ভীমে ভয়ং নাশয় ॥ ৩

মায়ানঙ্গবিকাররূপ-ললনা বিন্দ্বর্দ্ধচন্দ্রাঙ্কিতে !
হুংফট্কারময়ী ত্বমেব শরণং মন্ত্রাত্মিকে মাদৃশঃ ।
মূর্ত্তিস্তে জননি ! ত্রিধামঘটিতা স্থূলাতি-সূক্ষ্মা পরা
বেদানাং ন হি গোচরা কথমপি প্রাপ্তাং নু তামাশ্রয়ে ॥ ৪
ত্বৎ-পাদাম্বুজ-সেবয়া সুকৃতিনো গচ্ছন্তি সাযুজ্যতাং
তস্য শ্রীপরমেশ্বর-ত্রিনয়ন-ব্রহ্মাদিসাম্যাত্মনঃ ।
সংসারাম্বুধি-মজ্জনে পটু তনূন্ দেবেন্দ্রমুখ্যান্ সুরান্
মাতস্ত্বৎপদ-সেবনে হি বিমুখান্ কিং মন্দধীঃ সেবতে ॥ ৫
মাতস্ত্বৎপদ-পঙ্কজ-দ্বয়রজোমুদ্রাঙ্ক কোটীরিন-
স্তে দেবা জয়সঙ্গরে বিজয়িনো নিঃশঙ্কমঙ্কে গতাঃ ।
দেবোঽহং ভুবনে ন মে সম ইতি স্পর্দ্ধাং বহন্তঃ পরে
তত্তুল্যাং নিয়তং যথা শুচিরবী নাশং ব্রজন্তি স্বযম্ ॥ ৬
তন্নাম-স্মরণাৎ পলায়ন-পরা দ্রষ্টুঞ্চ শক্তা ন তে
ভূতপেতপিশাচ-রাক্ষসগণা যক্ষাশ্চ নাগাধিপাঃ ।
দৈত্য-দানবপুঙ্গবাশ্চ খচরা ব্যাঘ্রাদিকা জন্তবো
ডাকিন্যঃ কুপিতান্তকাশ্চ মনুজং মাতঃ ! ক্ষণং ভূতলে ॥ ৭
লক্ষ্মীঃ সিদ্ধগণাশ্চ পাদুকমুখাঃ সিদ্ধাস্তথা বৈরিণাং
স্তম্ভশ্চাপি রণাঙ্গনে গজঘটাস্তম্ভস্তথা মোহনম্ ।
মাতস্ত্বৎপদ-সেবয়া খলু নৃণাং সিধ্যন্তি তে তে গুণাঃ
কান্তিঃ কান্তমনোভবস্য ভবতি ক্ষুদ্রোঽপি বাচস্পতিঃ ॥ ৮
তারাষ্টকমিদং পুণ্যং ভক্তিমান্ যঃ পঠেন্নরঃ ।
প্রাতর্মধ্যাহ্নে কালে চ সায়াহ্নে নিয়তঃ শুচিঃ ॥ ৯
লভতে কবিতাং দিব্যাং সর্বশাস্ত্রার্থবিদ্ভবেৎ ।
লক্ষ্মীমনশ্বরাং প্রাপ্য ভুক্ত্বা ভোগান্ যথেপ্সিতান্ ॥ ১০
কীর্ত্তিং কান্তিঞ্চ নৈরুজ্যং সর্বেষাং প্রিয়তাং ব্রজেৎ ।
বিখ্যাতিঞ্চাপি লোকেষু প্রাপ্যান্তে মোক্ষমাপ্নুয়াৎ ॥ ১১

ইতি নীলতন্ত্রে পরমরহস্যে তারাস্তোত্রং সমাপ্তম্ ॥

অথাপরস্তবঃ

ঘোররূপে মহারাবে সর্বশত্রুক্ষয়ঙ্করি ! ।
ভক্তেভ্যো বরদে দেবি ত্রাহি মাং শরণাগতম্ ॥ ১
সুরাসুরার্চিতে দেবি সিদ্ধগন্ধর্বসেবিতে ।
জাড্যপাপহরে দেবি ত্রাহি মাং শরণাগতম্ ॥ ২
জটাজুট-সমাযুক্তে লোলজিহ্বানুকারিণি ! ।
দ্রুত-বুদ্ধিকরে দেবি ত্রাহি মাং শরণাগতম্ ॥ ৩
জড়ানাং জড়তাং হংসি ভক্তানাং ভক্তবৎসলে ! ।
মূঢ়তাং হর মে দেবি ! ত্রাহি মাং শরণাগতম্ ॥ ৪
হূং হূংকার-ময়ে ! দেবি বলিহোম-প্রিয়ে শুভে ! ।
উগ্রতারে নমস্তুভ্যং ত্রাহি মাং শরণাগতম্ ॥ ৫
সৌভাগ্যরূপে ক্রোধরূপে চণ্ডরূপে নমোস্তু তে ।
সৃষ্টিরূপে নমস্তুভ্যং ত্রাহি মাং শরণাগতম্ ॥ ৬
বুদ্ধিং দেহি যশো দেহি কবিত্বং দেহি দেবি মে ।
মূঢ়ত্বং হর মে দেহি ত্রাহি মাং শরণাগতম্ ॥ ৭
ইন্দ্রাদি-দিবিষদ্-বৃন্দ-বন্দিতে করুণাময়ি ! ।
তারে তারাধিনাথাস্যে ত্রাহি মাং শরণাগতম্ ॥ ৮
অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দ্দশ্যাং নবম্যাং যঃ পঠেন্নরঃ ।
ষণ্মাসৈঃ সিদ্ধিমাপ্নোতি নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৯
মোক্ষার্থী লভতে মোক্ষং ধনার্থী ধনমাপ্নুয়াৎ ।
বিদ্যার্থী লভতে বিদ্যাং তর্কব্যাকরণাদিকাম্ ॥ ১০
ইদং স্তোত্রং পঠেদ্ যস্তু সততং শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ ।
তস্য শত্রুক্ষয়ং যাতি মহাপ্রাজ্ঞশ্চ জায়তে ॥ ১১
পীড়ায়াং বাপি সংগ্রামে জাপ্যে দানে তথা ভয়ে ।
য ইদং পঠতি স্তোত্রং শুভং তস্য ন সংশয়ঃ ॥

ইতি শ্রীবীর-তন্ত্রোক্ত-তারাষ্টক-স্তোত্রং সমাপ্তম্ ॥

অথ তারা-কবচম্

দেব্যুবাচ— তারা পূজা শ্রুতা নাথ বিদ্যাশ্চ সকলাস্ততঃ ।

সাম্প্রতং শ্রোতুমিচ্ছামি কবচং মন্ত্র-বিগ্রহম্ ॥ ১
ত্রৈলোক্য-মঙ্গলং নাম সর্বাপদ্বিনিবারকম্ ।
পুরৈব সূচিতং নাথ! কৃপয়া মে প্রকাশয় ॥ ২
ভৈরব উবাচ—দেব-দানব-বিদ্যাধৃক্-পূজিতে প্রাণবল্লভে ।
ত্রৈলোক্য-মোহনং নাম কবচং শ্রূয়তাং পরম্ ॥ ৩
সর্ববিদ্যাময়ং দেবি সর্বমন্ত্রময়ং ধ্রুবম্ ।
সর্বরক্ষাকরং দেবি! সর্বসিদ্ধি-প্রদায়কম্ ॥ ৪
বেদব্যাসেঽপি যদ্ ধৃত্বা সর্বজ্ঞঃ পঠনাদ্ যতঃ ।
যদ্ ধৃত্বা পঠনাদীশস্ত্রৈলোক্য-বিজয়ী প্রভুঃ ॥ ৫
ধনাধিপঃ কুবেরোঽপি দেবাধিপঃ শচীপতিঃ ।
পঠনাদ্ধারণাৎ সত্যং যতঃ সর্বে দিগীশ্বরাঃ ।
সর্বসিদ্ধিযুতাঃ সন্তঃ সর্বৈশ্বর্যমবাপ্নুয়ুঃ ॥ ৬
যস্য প্রসাদাদীশোঽহং ভৈরবানাং সুরেশ্বরি! ।
ক্রোধাধিপো মহাভীমো দেবেষু প্রথিতঃ প্রভুঃ ॥ ৭
ন দদ্যাৎ পরশিষ্যেভ্যো দদ্যাচ্ছিষ্যেভ্য এব হি ।
অভক্তেভ্যোঽপি পুত্রেভ্যো দত্ত্বা মৃত্যুমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৮
ত্রৈলোক্য-মোহনস্যাস্য কবচস্য ঋষিঃ শিবঃ ।
ছন্দো বিরাট্ দেবতা চ সোগ্রতারা প্রকীর্ত্তিতা ।
চতুর্বর্গেষু বিদ্যায়াং বিনিযোগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৯
ওঁ হ্রীং স্ত্রীং মে শিরঃ পাতু হূং ফট্ পাতু ললাটকম্ ।
সার্দ্ধপঞ্চাক্ষরী তারা পায়ান্নেত্র-যুগং মম ॥ ১০
ওঁ হ্রীং স্ত্রীং হূং শ্রুতী পায়ান্নমঃ পাতু চ নাসিকাম্ ।
তারা ষড়ক্ষরী পায়াদ্বদনং মুণ্ডভূষণা ॥ ১১
হ্রীং স্ত্রীং হূং ফট্ বদনং পাতু জিহ্বাং পায়ান্মহেশ্বরী ।
হ্রীং স্ত্রীং হূং মে গলং পাতু মহানীল-সরস্বতী ॥ ১২
স্ত্রীং স্কন্ধৌ পাতু নিয়তং তারৈকাক্ষররূপিণী ।
হূং ঘাটাং মে সদা পাতু বীজৈকাক্ষররূপিণী ॥ ১৩
ঐং হ্রীং স্ত্রীং হূঞ্চ ফট্ পায়াদ্বাক্তারা মে ভুজদ্বয়ম্ ।

শ্রীং হ্রীং স্ত্রীং হূং চ ফট্ পায়াৎ শ্রীতারা মে স্তনদ্বয়ম্ ॥ ১৪
হ্রীং হ্রীং স্ত্রীং হূঞ্চ ফট্ পায়াৎ তারা চ হৃদয়ং মম।
হূং হ্রীং স্ত্রীং হূঞ্চ ফট্ বীজং তারা পৃষ্ঠং সদাবতু ॥ ১৫
ক্লীং হ্রীং স্ত্রীং হূঞ্চ ফট্ পায়াৎ পার্শ্বৌ কাম-স্বরূপিণী।
ওঁ হ্রীং স্ত্রীং হূং নমঃ পায়াৎ কুক্ষিং মহাষড়ক্ষরী ॥ ১৬
ঐং সৌঃ ওঁ ঐং হ্রীং ফট্ স্বাহা কটিদেশং সদাবতু।
অষ্টাক্ষরী মহাবিদ্যা সাক্ষাদ্ ব্রহ্ম-স্বরূপিণী।
খং হূং হৌং ওঁ ঐং শ্রীং হ্রীং সা গুহ্যদেশং সদাবতু ॥ ১৭
সপ্তাক্ষরী চোগ্রতারা মূলবিদ্যা-স্বরূপিণী।
ওঁ হ্রীং হাং হূং নমস্তারায়ৈ সকল-পদং ততঃ ॥ ১৮
দুস্তরং তারয়পদং তারয় প্রণবদ্বয়ম্।
স্বাহেতি চ মহাবিদ্যা জানুনী সর্বদাবতু ॥ ১৯

ঐং সৌঃ ওঁ ঐং ক্লীং ফট্ স্বাহা জঙ্ঘে পাতু পরাত্মিকা।
ওঁ হ্রীং স্ত্রীং হূং চ ফট্ তারা হংসাদ্যন্তা নবাক্ষরী।
মহোগ্রতারা পাদৌ মে পাতু নিত্যং মহেশ্বরী ॥ ২০
ঐং হ্রীং শ্রীং হে্ সৌঃ সেৃহৌঃ বদ বদ বাগ্ বাদিনীতি চ।
কাম-বীজত্রয়ং নীলসরস্বতী-স্বরূপকম্।
ঐং ঐং ঔং ঐং কাহি কাহি কলরীং স্বাহেতি সর্বদা।
চতুস্ত্রিংশল্লিপিময়ী পাতু তারাখিলং বপুঃ ॥ ২১
ইন্দ্রো বামাক্ষি-যুক্ পৃথ্বী সরস্বত্যনলপ্রিয়া।
কূর্চাদ্যন্তা পাতু চোর্দ্ধং মূলবিদ্যা দশাক্ষরী ॥ ২২
তারং মায়া বধূঃ কূর্চং কালী কামকলা ততঃ।
উগ্রতারে ভগং কামঃ পরা লক্ষ্মী শিবাঙ্কুশৌ।
সা মহাষোড়শী প্রোক্তা তারা দেব্যা ময়াধুনা।
বিধিবদ্গ্রহণাদস্যা মৃত্যুং মৃত্যুপথং নয়েৎ ॥ ২৩
এষা বিদ্যা ময়া গুপ্তা তন্ত্রাদি-জামলেষু চ।
সাম্প্রতং কথিতা তুভ্যং কবচাঙ্গতয়া প্রিয়ে! ॥ ২৪
ইতি তে কথিতং দেবি গুহ্যাদ্ গুহ্যতরং পরম্।

ত্রৈলোক্যমোহনং নাম কবচং মন্ত্র-বিগ্রহম্ ॥ ২৫

ব্রহ্মবিদ্যাময়ং ভদ্রে! কেবলং ব্রহ্মরূপিণম্।

মন্ত্র-বিদ্যাময়ং চৈব কবচং মন্মুখোদিতম্ ॥ ২৬

গুরুমভ্যর্চ্য বিধিবৎ কবচং প্রপঠেদ্ যদি।

ত্রিঃ সকৃদ্বা যথাজ্ঞানং ভৈরবস্তৎক্ষণাদ্ভবেৎ ॥ ২৭

সর্বপাপবিনির্মুক্তঃ কুলকোটীঃ সমুদ্ধরেৎ।

গুরুঃ স্যাৎ সর্ববিদ্যাস্বপ্যধিকারী জপাদিষু ॥ ২৮

শতমষ্টোত্তরং চাস্য পুরশ্চর্যাবিধিঃ স্মৃতঃ।

শতমষ্টোত্তরং জপ্‌ত্বা ভবেদ্ ভূমি-পুরন্দরঃ।

ত্রৈলোক্যং বিচরেদ্বীরো গণনাথো যথা গুহঃ ॥ ২৯

গদ্যপদ্যময়ী বাণী ভবেদ্ গঙ্গা-প্রবাহবৎ।

পুষ্পাঞ্জল্যষ্টকং দত্ত্বা মূলেনৈব পঠেত্ততঃ।

পঞ্চবর্ষ-সহস্রাণাং পূজায়াঃ ফলমাপ্নুয়াৎ ॥ ৩০

ভূর্যে বিলিখ্য গুলিকাং স্বর্ণস্থাং ধারয়েদ্ যদি।

পুরুষো দক্ষিণে বাহৌ যোষিদ্বামভুজে তথা।

বহুপুত্রবতী নারী পুরুষো বহুপুত্রকান্।

সর্বসিদ্ধিযুতো ভূত্বা বিচরেদ্ভৈরবো যথা ॥ ৩১

তদ্‌গাত্রং প্রাপ্য শস্ত্রাণি ব্রহ্মাস্ত্রাদীনি ভৈরবি!।

মাল্যানি কুসুমান্যেব ভবন্তি সুখদানি চ ॥ ৩২

তস্য গেহে স্থিরা লক্ষ্মীর্বাণী বক্ত্রে বসেদ্ ধ্রুবম্ ॥ ৩৩

ইদং কবচমজ্ঞাত্বা তারাং যো ভজতেঽধমঃ।

অল্পায়ুর্নির্ধনো মূর্খো ভবত্যেব ন সংশয়ঃ ॥ ৩৪

ইতি ভৈরবীতন্ত্রে ভৈরবভৈরবী-সংবাদে তারাকল্পে ত্রৈলোক্য-
মোহনং নাম তারাকবচং সমাপ্তম্ ॥

অথান্যৎ কবচম্

ঈশ্বর উবাচ—কোটিতন্ত্রেষু গোপ্যা হি বিদ্যাতিভয়মোচনী।

দিব্যং হি কবচং তস্যাঃ শৃণুষ্ব সর্বকামদম্ ॥ ১

তারা-কবচস্যাক্ষোভ্য ঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দো ভগবতী তারা দেবতা সর্বমন্ত্র-সিদ্ধি-সমৃদ্ধয়ে বিনিয়োগঃ ॥ ২

ওঁ প্রণবো শিরঃ পাতু ব্রহ্মরূপা মহেশ্বরী।
হ্রীং-কারঃ পাতু ললাটে বীজরূপা মহেশ্বরী ॥ ৩
স্ত্রীং-কারঃ পাতু বদনে লজ্জারূপা মহেশ্বরী।
হুং-কারঃ পাতু হৃদয়ে তারিণীশক্তিরূপধৃক্ ॥ ৪
ফট্ কারঃ পাতু সর্বাঙ্গে সর্বসিদ্ধিফলপ্রদা।
খর্বা মাং পাতু দেবেশী গণ্ডযুগ্মে ভয়াপহা ॥ ৫
লম্বোদরী সদা স্কন্ধযুগ্মে পাতু মহেশ্বরী।
ব্যাঘ্রচর্মাবৃতকটী পাতু দেবী শিবপ্রিয়া ॥ ৬
পীনোন্নতস্তনী পাতু পার্শ্বযুগ্মে মহেশ্বরী।
রক্তবর্ত্তুলনেত্রা চ কটিদেশে সদাবতু ॥ ৭
ললজ্জিহ্বা সদা পাতু নাভৌ মাং ভুবনেশ্বরী।
করালাস্যা সদা পাতু লিঙ্গে দেবী হরপ্রিয়া ॥ ৮
পিঙ্গোগ্রৈক-জটা পাতু জঙ্ঘায়াং বিঘ্ননাশিনী।
প্রেত-খর্পর-ধরা পাতু জানুচক্রে মহেশ্বরী ॥ ৯
নীলবর্ণা সদা পাতু জানুনী সর্বদা মম।
নাগকুণ্ডধরা দেবী পাতু পাদযুগে তথা।
নাগহার-ধরা দেবী সর্বাঙ্গং পাতু সর্বদা ॥ ১০
নাগাঙ্গদ-ধরা দেবী পাতু প্রান্তরদেশতঃ।
চতুর্ভুজা সদা পাতু গমনে শত্রুনাশিনী ॥ ১১
খড়্গহস্তা সদাদেবী পাতু মাং বিজয়প্রদা।
নীলাম্বর-ধরা দেবী পাতু মাং বিঘ্ননাশিনী ॥ ১২
কর্ত্রীহস্তা সদা পাতু বিবাদে শত্রুমধ্যতঃ।
ব্রহ্মরূপধরা দেবী সংগ্রামে পাতু সর্বদা ॥ ১৩
নাগকঙ্কণ-ধরা দেবী ভোজনে পাতু সর্বদা।
শবকর্ণা মহাদেবী শয়নে পাতু সর্বদা ॥ ১৪
বীরাসন-ধরা দেবী নিদ্রায়াং পাতু সর্বদা।

ধনুর্বাণধরা দেবী পাতু মাং বিঘ্নসংকুলে ॥ ১৫
নাগাঙ্কিতকটী পাতু দেবী মাং সর্বকর্মসু।
ছিন্নমুণ্ডধরা দেবী কাননে পাতু সর্বদা ॥ ১৬
চিতামধ্যস্থিতা দেবী মারণে পাতু সর্বদা।
দ্বীপিচর্মধরা দেবী পুত্রদার-ধনাদিষু ॥ ১৭
অলঙ্কারান্বিতা দেবী পাতু মাং হরবল্লভা।
রক্ষ রক্ষ নদীকুঞ্জে হূং হূং ফট্-সমন্বিতা ॥ ১৮
বীজরূপা মহাদেবী পর্বতে পাতু সর্বদা।
মণিধরিবজ্রিণি দেবি মহাপ্রতিসরে তথা ॥ ১৯
রক্ষ রক্ষ সদা হূং হূং ওঁ হ্রীং স্বাহা মহেশ্বরী।
পুষ্পকেতু রাজার্হতে কাননে পাতু সর্বদা ॥ ২০
ওঁ হ্রীং বজ্রপুষ্পে হূং ফট্ প্রান্তরে সর্বকামদা।
ওঁ পুষ্পে পুষ্পে মহাপুষ্পে পাতু পুত্রান্ মহেশ্বরী ॥ ২১
হূং স্বাহা শক্তিসংযুক্তা দারান্ রক্ষতু সর্বদা।
ওঁ আং হূং ফট্ স্বাহা মহেশানী পাতু দ্যূতে হরপ্রিয়া ॥ ২২
ওঁ হ্রীং সর্ববিঘ্নোৎসারিণী দেবী বিঘ্নান্মাং সর্বদাবতু।
ওঁ পবিত্রবজ্রভূমে হূং ফট্ স্বাহা-সমন্বিতা ॥ ২৩
পৃথিব্যাং পাতু মাং দেবী সর্ববিঘ্নবিনাশিনী।
ওঁ আঃ সুরেখে বজ্ররেখে হূং ফট্ স্বাহা-সমন্বিতা ॥ ২৪
পাতালে পাতু মাং দেবী নাগিনী নাম সংজ্ঞিকা।
হ্রীংকারী পাতু মাং পূর্বে শক্তিরূপা মহেশ্বরী ॥ ২৫
স্ত্রীংকারী দক্ষিণে পাতু বধূরূপা মহেশ্বরী।
হূং স্বরূপা মহা দেবী পাতু মাং ক্রোধরূপিণী ॥ ২৬
ফ-স্বরূপা মহামায়া পশ্চিমে পাতু সর্বদা।
উত্তরে পাতু মাং দেবী ট-স্বরূপা হরপ্রিয়া ॥ ২৭
মধ্যে মাং পাতু দেবেশী হূং স্বরূপা নগাত্মজা।
ত্বরিতা পাতু মাং দেবী সর্ববিঘ্নবিনাশিনী ॥ ২৮
নীলবর্ণা সদা পাতু সর্বত্র বাগ্‌ভবী সদা।

ভবানী পাতু ভবনে সর্বৈশ্বর্য্যপ্রদায়িনী ॥ ২৯
বিদ্যাদানরতা দেবী পাতু বক্ত্রে, সরস্বতী।
শাস্ত্রে বাদে চ সংগ্রামে জলে চ বিষমে গিরৌ ॥ ৩০
ভীমরূপা সদা পাতু শ্মশানে ভয়নাশিনী।
ভূতপ্রেতালয়ে ঘোরে দুর্গা মাং ভীষণাঽবতু ॥ ৩১
পাতু নিত্যং মহেশানী সর্বত্র শিবদূতিকা।
কবচস্য চ মাহাত্ম্যং নাহং বর্ষশতৈরপি।
শক্নোমি কথিতুং দেবি! ভবেত্তস্য ফলঞ্চ যৎ ॥ ৩২
পুত্রদারেষু বন্ধুনাং সর্বদেশে চ সর্বদা।
ন বিদ্যতে ভয়ং তস্য নৃপপূজ্যো ভবেচ্চ সঃ ॥ ৩৩
শুচির্ভূত্বাঽশুচির্বাপি কবচং সর্বকামদম্।
প্রপঠন্ বা স্মরন্ মর্ত্ত্যো দুঃখ শোকবিবর্জিতঃ ॥ ৩৪
সর্বশাস্ত্রে মহেশানি কবিরাট্ ভবতি ধ্রুবম্।
সর্ববাগীশ্বরো মর্ত্ত্যো লোকবশ্যো ধনেশ্বরঃ ॥ ৩৫
রণে দ্যূতে বিবাদে চ জয়স্তস্য ভবেৎ ধ্রুবম্।
পুত্রপৌত্রান্বিতো মর্ত্ত্যো বিলাসী সর্বযোষিতাম্ ॥ ৩৬
শত্রবো দাসতাং যান্তি সর্বেষাং বল্লভঃ সদা।
গর্বো খর্বো ভবত্যেব বাদী স্খলতি দর্শনাৎ।
মৃত্যুশ্চ বশতাং যাতি দাসাস্তস্যাবনীভূজঃ ॥ ৩৭
প্রসঙ্গাৎ কথিতং সর্বং কবচং সর্বকামদম্
প্রপঠন্ বা স্মরন্ মর্ত্ত্যঃ শাপানুগ্রহণক্ষমঃ ॥ ৩৮
আনন্দবৃন্দসিন্ধূনামধিপঃ কবিরাড়্ ভবেৎ।
সর্ববাগীশ্বরো মর্ত্ত্যো লোকবশ্যঃ সদা সুখী ॥ ৩৯
গুরোঃ প্রসাদমাসাদ্য বিদ্যাং প্রাপ্য সুগোপিতাম্।
তত্রাপি কবচং দেবি! দুর্লভং ভুবনত্রয়ে ॥ ৪০
গুরুর্দেবো হরঃ সাক্ষাৎ পত্নী তস্য হরপ্রিয়া।
অভেদেন যজেদ্ যস্তু তস্য সিদ্ধিরদূরতঃ ॥ ৪১
মন্ত্রাচারা মহেশানি! কথিতাঃ পূর্বতঃ প্রিয়ে!।

নাভৌ জ্যোতিস্তথা বক্ত্রং হৃদয়ে পরিচিন্তয়েৎ ॥ ৪২
ঐশ্বর্য্যং সুকবিত্বঞ্চ মহাবাগীশ্বরো নরঃ।
নিত্যং তস্য মহেশানি! মহিলা-সঙ্গমং চরেৎ ॥ ৪৩
পঞ্চাচাররতো মর্ত্ত্যঃ সিদ্ধো ভবতি নান্যথা।
শক্তিযুক্তো ভবেন্মর্ত্ত্যঃ সিদ্ধো ভবতি নান্যথা ॥ ৪৪
ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ যে দেবাঃ সুরসত্তমাঃ।
তং দৃষ্ট্বা সাধকং দেবি! লজ্জাযুক্তা ভবন্তি তে ॥ ৪৫
স্বর্গে মর্ত্ত্যে চ পাতালে যে দেবাঃ সিদ্ধিদায়কাঃ।
প্রশংসন্তি সদা দেবি! তং দৃষ্ট্বা সাধকোত্তমম্ ॥ ৪৬
বিঘ্নাত্মকাশ্চ যে দেবাঃ স্বর্গে মর্ত্ত্যে রসাতলে।
প্রশংসন্তি সদা সর্বে তং দৃষ্ট্বা সাধকোত্তমম্ ॥ ৪৭
ইতি তে কথিতং দেবি! ময়া সম্যক্ প্রকীর্ত্তিতম্।
ভুক্তি-মুক্তি-করং সাক্ষাৎ কল্পবৃক্ষ-স্বরূপকম্ ॥ ৪৮
আসাদ্যাদ্যগুরুং প্রসাদ্য চ গুরুং কল্পদ্রুমালম্বনং
মোহেনাপি মদেন বা বিরহিতো জাড্যৈর্ন মুহ্যত্যসৌ।
সিদ্ধোঽসৌ ভুবি সর্বদুঃখ-বিপদাং পারং প্রয়াত্যন্তকো
মিত্রং তস্য নৃপাশ্চ দেবি! বিপদো নশ্যন্তি তস্যাশু চ ॥ ৪৯
তদ্‌গাত্রং প্রাপ্য শস্ত্রাণি ব্রহ্মাস্ত্রাদীনি বৈ ভুবি।
মাল্যানি কুসুমান্যেব ভবন্তি সুখদানি চ ॥
তস্য গেহে স্থিরা লক্ষ্মীর্বাণী বক্ত্রে বসেদ্ ধ্রুবম্ ॥ ৫০
ইদং কবচমজ্ঞাত্বা তারাং যো ভজতে নরঃ।
অল্পায়ুর্নির্ধনো মূর্খো ভবত্যেব ন সংশয়ঃ ॥ ৫১
লিখিত্বা ধারয়েদ্ যস্তু কণ্ঠে বা মস্তকে ভুজে।
তস্য সর্বার্থসিদ্ধিঃ স্যাদ্ যদ্ যদ্ মনসি বর্ত্ততে ॥ ৫২
গোরোচনা-কুঙ্কুমেন রক্তচন্দনকেন বা।
যাবকৈর্বা মহেশানি! লিখেন্মন্ত্রং সমাহিতঃ ॥ ৫৩
অষ্টম্যাং মঙ্গলদিনে চতুর্দ্দশ্যামথাপি বা।
সন্ধ্যায়াং দেব-দেবেশি লিখেন্মন্ত্রং সমাহিতঃ ॥ ৫৪

মঘায়াং শ্রবণায়াং বা রেবত্যাং বা বিশেষতঃ।
সিংহরাশৌ গতে চন্দ্রে কর্কটস্থে দিবাকরে ॥
মীনরাশৌ গুরৌ যাতে বৃশ্চিকস্থে শনৈশ্চরে।
লিখিত্বা ধারয়েদ্ যস্তু উত্তরাভিমুখো ভবন্ ॥ ৫৫
শ্মশানে প্রান্তরে বাপি শূন্যাগারে বিশেষতঃ।
নিশায়াং যো লিখেন্মন্ত্রং তস্য সিদ্ধিরচঞ্চলা ॥ ৫৬
ভূর্জপত্রে লিখেন্মন্ত্রং গুরুণা চ মহেশ্বরি !
ধ্যান-ধারণ-যোগেন ধারয়েদ্ যস্তু ভক্তিতঃ।
অভিচারাৎ তস্য সিদ্ধিঃ স্যান্নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৫৭
ইতি রুদ্র-জামলে উগ্রতারা-কবচং সমাপ্তম্ ॥

অথ ষোঢাকবচম্।

ওঁ অথ বক্ষ্যাম্যহং দেব্যাস্তারায়াঃ কবচং শুভম্।
ন সিধ্যতি বিনা যেন তারামন্ত্রঃ কদাপি হি ॥
পুরা কৈলাস-শিখরে তারাং প্রপ্রচ্ছ শঙ্করঃ।
গুপ্তভাবেন দেবেশি ! কথয়স্ব তু সাদরম্ ॥
কেনোপায়েন সহসা শরীরং সুদৃঢ়ং ভবেৎ।
কথং বা সিদ্ধিরতুলা তব মন্ত্রবিদাং প্রিয়ে ! ॥
তারোবাচ—অতিগুহ্যতরং বাক্যং নিঃসৃতং বক্ত্রপঙ্কজাৎ।
ইদং রহস্যং পরমং কথয়ামি ত্বয়ি প্রভো ! ॥
শ্রূয়তাং পরমং গুহ্যং কবচং মন্মুখাৎ সৃতম্।
মধুকৈটভয়োর্যুদ্ধে কথিতং পদ্মজন্মনা ॥
তৎ-প্রভাবাৎ তু দেবেশ ! স্বয়ং বিষ্ণুর্ন গচ্ছতি।
ভবৎসু কথিতং পূর্বং তন্ন স্মরসি মায়য়া।
উদ্ধৃতং সারভূতানাং কবচং যোগিনী-মতম্।
ন কস্যচিৎ প্রদাতব্যং ন প্রকাশ্যং কথঞ্চন ॥
শপথং কুরু মে দেব ! যদি স্নেহোঽস্তি মাং প্রতি।
শ্রূয়তাং সাবধানেন নিখিলং সারবিগ্রহম্।
সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং সত্যমেব পুনঃ পুনঃ ॥

কবচেন বিনা দেব ! যো মামর্চয়তি ক্ষণাৎ।
তমশ্নাতি মহোগ্রা সা যোগিনীভিঃ সুনিশ্চিতম্ ॥
ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশানাং বীজং রক্ষতু মূলকম্।
তদেব শক্তিবীজন্তু লিঙ্গং রক্ষতু যত্নতঃ ॥
মণিপুরং সদা পাতু বধূবীজমশেষতঃ।
অনাহতং কূর্চবীজং পাতু মে হৃদয়স্থিতম্ ॥
অস্ত্রস্তু সর্বদা পাতু বিশুদ্ধং কণ্ঠভূষণম্।
শেষস্তু পাতু মে নিত্যমাজ্ঞাস্থানং দ্বিপত্রকম্ ॥
শীর্ষং পাতু সদা তারা জটা পাতু সদাননম্।
নীল-সরস্বতী পাতু হৃদয়ং সর্বদা পুনঃ ॥
মূলাধারং সদা পাতু মহানীল-সরস্বতী।
অক্ষোভ্যঃ পাতু সর্বাঙ্গং বৃহতী পাতু ভালকম্ ॥
উগ্রতারা দেবতা মে গহ্বরং পাতু সর্বদা।
চরণৌ মে সদা পাতু হূং বীজং তদশেষতঃ ॥
স্তনদ্বয়ং তথা পাতু ফট্ শক্তির্বিঘ্নঘাতিকা।
রসনাং মে সদা পাতু লক্ষ্মীর্দেবী চ শাশ্বতী ॥
বসন্মন্ত্রং সদা পাতু সরস্বতী প্রযত্নতঃ।
রতিঃ পাতু সদা বীজং প্রীতির্মে বদনং সদা ॥
কীর্ত্তিঃ কীর্ত্তিং সদা পাতু শান্তিঃ শান্তিং সদাবতু।
পুষ্টির্মে পাতু পুষ্টিঞ্চ তুষ্টিস্তুষ্টিং সদৈব হি ॥
বৈরোচনঃ পাতু শঙ্খং শঙ্খপূর্বস্তথৈব চ।
পাণ্ডুরো মে সদা গণ্ডং পাতু নিত্যঞ্চ সর্বশঃ ॥
পদ্মনাভঃ সদা পাতু নাভিং মে দশপত্রিকাম্।
অসিতাভ্রঃ পাতু লিঙ্গং নামকঃ পাতু কর্ণকম্ ॥
সামকো মে তথা হস্তৌ পাণ্ডুরঃ পাতু কণ্ঠকম্।
তারকঃ পাতু হৃদয়ং পৃষ্ঠং পদ্মান্তকো মনঃ।
পার্শ্ব-দ্বন্দ্বং সদা পাতু যমান্তক-নরান্তকৌ।
চরণৌ পাতু মে নিত্যং বিঘ্নান্তক-সমাহ্বয়ঃ ॥

তাবত্তে পাতু সততমষ্টাঙ্গং পরমেশ্বরী ।
ইতীদং কথিতং দেব ! কবচং মন্মুখাৎ স্মৃতম্ ॥
প্রমাদাদ্ যদি দেবেশ ! যত্র কুত্র প্রকাশ্যতে ।
যোগিনীভিস্তদা হন্ত স্বয়ঞ্চ বধকারিণী ॥
দদ্যাচ্ছান্তায় শিষ্যায় তন্ত্রমন্ত্রযুতায় চ ।
গুরুভক্তিযুতায়ৈব তদা সিদ্ধিরনুত্তমা ॥
রহস্যং কথিতং সর্বমনন্তফলদায়কম্ ।
গোপিতব্যং ত্বয়া দেব ন প্রকাশ্যং কথঞ্চন ॥

ইতি শ্রীতারাকবচ-সমাপ্তম্

অথ মহিষমর্দ্দিনী-স্তোত্রম্

ভৈরব উবাচ—মচ্চিত্তে চর চণ্ডি ! চূর্ণিতদুরাচার-প্রচণ্ডাসুরে !
স্বৈরং দারয় ভূরি দুর্দ্দর-দরদ্রোহোর্মি-মর্মাপদঃ ।
তেনায়ং নিরুপদ্রুতো নিরুপম-শ্রীপাদপদ্মাটবী
প্রাপ্তানন্দ-রসার্ণবে মম মনোহংসশ্চিরং নন্দতু ॥ ১
হিত্বা চণ্ডি-হিরণ্য-দারণ-পটুপ্রোদ্দাম-হস্তাঙ্গুলি-
স্ফায়ৎ-কম্র-সুমেরু-সোদর-সটাটোপং নৃসিংহং সুরাঃ।
মাস্ত্বৎ-পশুপাশ-পেষণ-পটু-শ্রীপাদসংসেবিনং
সেবন্তে করিবৈরিণং কিমরিভির্ভীতির্ভবৎ-সেবিনাম্ ॥ ২
চণ্ডি ! ত্বদ্বিষয়ান্তরাক্ষরপদং শ্রোত্রান্তরং চেদ্ গতং
তত্তত্ত্বং পুরুষপ্রকৃত্যনুগতং ব্রহ্মাদিভির্গীয়তে ।
তস্মাদ্দেবি ! সমস্তদৈবতসুধা-ধারৈক-ধামস্ফুরৎ-
শ্রীমৎপাদপয়োজচুম্বনপরং মামদ্য সংভাবয় ॥ ৩
মন্নিন্দা যদি বাস্তু তে কুলপথাচারাদ্ বরং মাস্তু বা
কীর্ত্তিঃ-কেশব কৌশিকার্চনচরী নৈবাস্তু মৎ-সন্নিধিঃ ।
মার্তব্রহ্ম-হরি-স্মরারি-হুতভুগ্দৈত্যারি-সেবাস্পদ-
শ্রীমৎপাদপয়োজ-চিন্তনবিধৌ চিত্তং সদৈবাস্তু নঃ ॥ ৪
নির্দ্দিষ্টোঽস্মি যদি ত্বদীয়-পদযুক্ পূর্বাপরীভাবনে
নির্দ্দিষ্টস্য তদা মমাপি বিরলং কিংবাস্তু সিদ্ধাস্পদম্ ।

তস্মাদ্দেবি ! কৃপাভরাঞ্চিততরং শ্রীপাদপদ্মাদ্বয়ং
মচ্চিত্তেঽক্ষতসম্পদং প্রসরতু ক্ষেমঙ্করি ! ক্ষম্যতাম্ ॥ ৫
স্বাত্মানং পরিরভ্য ভূতপতিরপ্যুন্মাদমাসাদিতঃ
স্ফারং জীবন-রক্ষণে স চ কৃতী নৈবাভবিষ্যৎ প্রভুঃ।
দৈবাৎ বিচ্যুত-চন্দ্রচন্দনরসপ্রাগল্ভ্য-গর্ভং দ্রবন্-
মাধ্বী-পূর্ণভবৎ-পদৈককমলামোদেন নাস্বাদিতঃ ॥ ৬
হাহা মাতরনাদি-মোহ-জলধি-ব্যাহারসিদ্ধাখিল-
ব্রহ্মানন্দরসাভিষেকবিলসৎ স্বান্তোদরে মাদৃশি।
যুষ্মাকং সুরবৃন্দনির্ভরমনস্তাপাভিভূতিক্ষমঃ
শ্রীমদ্ভক্তিরসাতিদুর্দ্দিন-পরীবাহঃ সদা সর্পতু ॥ ৭
ত্বৎপাদ-স্ফুরদংশু-জাল-জঠরাচ্চন্ত্রাংশুকোটিস্খলৎ-
ধ্বান্ত-স্বান্তবিসারি-নির্মলচিদানন্দত্রয়ং দৈবতম্।
সর্গং সংসৃজতি স্থিতিং বিতনুতে সৃষ্টিং পুনর্লুম্পতি
প্রোদ্ভিন্নাঞ্জন-নীলনীরদমহচ্চিত্তে সদৈবাস্তু নঃ ॥ ৮
যা শশ্বন্মহিষচ্ছলস্ফুটমিলদ্গর্জদ্-বিধাবৎ-
স্খলদ্বক্ত্রান্তঃ-প্রসরত্তমস্তমশিরো দৈত্যং সমালম্বতে।
সা দুর্গাভয়দুর্গ-দুর্গতিহরা লঙ্কান্তর-ত্রাসিনী
দৃপ্যদ্দৈবত-বৈরিদারণ-পটুর্জীয়াজ্জয়াহ্লাদিনী ॥ ৯
নৃত্যৎ-খেটক-চামরাঞ্চল-চলচ্চক্রাদ্যখর্বাবর-
স্ফায়ৎ-সৈন্য-শিলীমুখোচ্ছলদনল্পাজিক্ষতাম্রাম্বুধৌ।
ঝঞ্ঝাবাতবিসর্পি-নর্তিত-শিরঃ-সাটোপ-দুষ্টাসুর-
ক্রুট্যৎ-খণ্ডবিখণ্ডিতাখিল-শকুন্তক্ষুৎপিপাসোজ্জ্বলে ! ॥ ১০
চঞ্চৎকম্র-বিরামকালকাল-তীব্রাস্ফালসম্পাদকো-
ন্মাদ্যন্মাহিষ-তির্য্যগানতশিরঃ শৃঙ্গান্তরালে স্থলে।
বস্বর্ণৈর্বসুপত্রমধ্যকলিতৈর্বদ্ধা শ্রুতীর্মাতৃভিঃ
সেব্যে চারুরণাঙ্গনে রণমুদা ঘূর্ণায়মানাং স্মরেৎ ॥ ১১
উর্দ্ধাধঃ-ক্রম-সব্য-বামকরয়োশ্চক্রং দরং কর্ত্রিকাং
খেটং বাণধনুস্ত্রিশূলভয়হৃন্মুদ্রাং দধানাং শিবাম্।

শ্যামাং নীলঘনোচ্চ-কুন্তলচয়-প্রোন্নদ্ধ-জূটাং স্খলদ্-
বীরাস্ফাল-লসৎ করালবদনাং ঘোরাট্টহাসোদ্ভটাম্ ॥ ১২
এবং যে তব দেবি ! মূর্ত্তিমনঘাং ধ্যায়ন্তি দুর্গাদিভিঃ
শক্রাদ্যৈরভিপূজিতাং পরপুরক্ষোভাদিকং কুর্বতে ।
রাজ্যং শত্রুজয়ঃ সদর্থধীষণা-কাব্যামৃতাদর্শন-
স্তম্ভোচ্চাটন-মারণাদি-কৃতিনাং তেষাং স্বয়ং জায়তে ॥ ১৩
স্তোত্রং তে চরণারবিন্দযুগলধ্যানাবধান্বয়া
মন্ত্রোদ্ধার-কুলোপচার-চরিতং গূঢ়োপদিষ্টং যদি ।
যে শৃণ্বন্তি পঠন্তি দেবি ! তরসা শ্রীমোক্ষকামাদয়-
স্তেষাং হস্তগতা ভবন্তি জগতাং মাতর্নমস্তে জয় ॥ ১৪
ইতি কূলচূড়ামণৌ মহিষমর্দ্দিনীস্তোত্রং সমাপ্তম্ ॥

অথ মহিষমর্দ্দিনী-কবচম্

ঈশ্বর উবাচ—অথ বক্ষ্যে মহেশানি ! কবচং সর্বকামদম্ ।
যস্য প্রসাদমাসাদ্য ভবেৎ সাক্ষাৎ সদাশিবঃ ॥ ১
ওঁকারং পূর্বমুচ্চার্য্য মন্ত্রী মন্ত্রস্য সিদ্ধয়ে ।
প্রপঠেৎ কবচং নিত্যং মন্ত্রবর্ণস্য সিদ্ধয়ে ॥ ২

মহিষমর্দ্দিন্যা কবচস্য ভগবান্ মহাকাল ঋষিরনুষ্টুপছন্দঃ: আদ্যাশক্তি-র্দেবতা চতুর্বর্গফল-প্রাপ্তয়ে বিনিযোগঃ ।। ৩

হ্রীং পাতু মস্তকে দেবী কামিনী কামদায়িনী ।
মকারঃ পাতু মাং দেবী চক্ষুর্যুগ্মে মহেশ্বরী ॥ ৪
হিকারঃ পাতু বদনং হিঙ্গলাসুর-নায়িকা ।
ষকার পাতু মাং শ্বেতা জিহ্বায়াঞ্চাপরাজিতা ।। ৫
মকারঃ পাতু মাং দেবী মর্দ্দিনী সুরনায়িকা ।
র্দ্দিকারঃ পাতু মাং দেবী সাবিত্রী কলিনাশিনী ।। ৬
নিকারঃ পাতু মাং নিত্যা হৃদয়ে বাহুপার্শ্বয়োঃ ।
নাভৌ লিঙ্গে গুদে কণ্ঠে কর্ণয়োঃ পৃষ্ঠকে তথা ।
শিখায়াং কবচে পাদে মুখে জঙ্ঘাযুগে তথা ॥ ৭
সর্বাঙ্গে পাতু মাং স্বাহা সর্বশক্তি-সমন্বিতা ।

কামাখ্যা পাতু মাং স্বাহা সর্বাঙ্গে মর্দ্দিনী শিরঃ ॥ ৮
দশাক্ষরী মহাবিদ্যা সর্বাঙ্গে পাতু মর্দ্দিনী।
মর্দ্দিনী পাতু সততং মর্দ্দিনী রক্ষয়েৎ সদা ॥ ৯
রাজস্থানে তথা দুর্গে সিংহ-ব্যাঘ্র-ভয়াদিষু।
শ্মশানে প্রান্তরে দুর্গে নৌকায়াং বহ্নিমধ্যতঃ।
মর্দ্দিনী পাতু সততং মর্দ্দিনী রক্ষয়েৎ সদা ॥ ১০
দুর্গা পাতু সদা দেবী আর্য্য পাতু সদা মম।
প্রভা পাতু মহেশানী কনকা সর্বদাবতু ॥ ১১
কৃত্তিকা পাতু সততং অভয়া সর্বদাবতু।
প্রভা পাতু মহামায়া মায়া পাতু সদা মম ॥ ১২
প্রভা পাতু মহেশানী বিমলা পাতু সর্বদা।
নন্দিনী পাতু সততং সুপ্রভা সর্বদাবতু ॥ ১৩
বিজয়া পাতু সর্বত্র দেব্যঙ্গে নবশক্তয়ঃ।
শক্তয়ঃ পান্তু সততং মুদ্রাঃ পান্তু সদা মম ॥ ১৪
জয়া পাতু সদা সূক্ষ্মা বিশুদ্ধা পাতু সর্বদা।
জয় দুর্গা সদা পাতু মর্দ্দিনী রক্ষয়েৎ সদা।
যোগিন্যঃ পান্তু সততং খেচর্য্যঃ পান্তু সর্বদা ॥ ১৫
ডাকিন্যঃ পান্তু সততং সিদ্ধাঃ পান্তু সদা মম।
সর্বত্র সর্বদা পাতু দেবী মহিষ-মর্দ্দিনী ॥ ১৬
ইতি তে কথিতং দিব্যং কবচং সর্বকামদম্।
যত্র তত্র ন বক্তব্যং গোপিতব্যং প্রযত্নতঃ ॥ ১৭
গোপিতং সর্বতন্ত্রেষু বিশ্বসারে প্রকাশিতম্।
সর্বত্র সুলভা বিদ্যা কবচং দুর্লভং মহৎ ॥ ১৮
শঠায় ভক্তিহীনায় নিন্দকায় মহেশ্বরি!।
ন্যূনাঙ্গে চাতিরিক্তাঙ্গে ক্রূরে মিথ্যাভিভাষিণে।
ন স্তবং দর্শয়েদ্দিব্যং কবচং সুরদুর্লভম্ ॥ ১৯
যত্র তত্র ন বক্তব্যং শঙ্করেণ চ ভাষিতম্।
দত্ত্বা তেভ্যো মহেশানি নশ্যন্তি সিদ্ধয়ঃ ক্রমাৎ ॥ ২০

মন্ত্রাঃ পরাঙ্মুখা যান্তি শাপং দত্ত্বা সুদারুণম্ ।
অশুভঞ্চ ভবেৎ তস্য তস্মাদ্ যত্নেন গোপয়েৎ ॥ ২১
গোরোচনা-কুঙ্কুমেন ভূর্জপত্রে মহেশ্বরি ! ।
লিখিত্বা শুভযোগে চ ব্রহ্মেন্দ্রে বৈধৃতৌ তথা ॥ ২২
আয়ুষ্মৎ-সিদ্ধিযোগে বা ববে বা কৌলবে তথা ।
বণিজে শ্রবণায়াঞ্চ রেবত্যাং বা পুনর্ব্বসৌ ॥ ২৩
উত্তরা-ত্রয়যোগে হি তথা পূর্ব্বা-ত্রয়েষু চ ।
অশ্বিন্যাং বা রোহিণ্যাং বা তৃতীয়া-নবমী-তিথৌ ॥ ২৪
অষ্টম্যাং বা চতুর্দ্দশ্যাং ষষ্ঠ্যাং বা পঞ্চমী-তিথৌ ।
কুহ্বাং বা পূর্ণিমায়াং বা নিশায়াং প্রান্তরে তথা ॥ ২৫
একলিঙ্গে শ্মশানে চ শূন্যাগারে শিবালয়ে ।
গুরুণা বৈষ্ণবৈর্ব্বাপি স্বয়ম্ভুকুসুমৈস্তথা ॥ ২৬
শুক্লৈর্ব্বা রক্তকুসুমৈশ্চন্দনৈ রক্তসংযুতৈঃ ।
শবাঙ্গারৈশ্চিতাবস্ত্রে লিখিত্বা ধারয়েৎ পুনঃ ।
তস্য সর্ব্বার্থসিদ্ধিঃ স্যাৎ শঙ্করেণ চ ভাষিতম্ ॥ ২৭
কুমারীং পূজয়িত্বা চ দেবীসূক্তং নিবেদ্য চ ।
পঠিত্বা ভোজয়েদ্বিপ্রান্ প্রবরান্ বেদপারগান্ ॥ ২৮
আখেটকমুপাখ্যানং কুর্য্যাচ্চৈব দিনত্রয়ম্ ।
তদা ধরেন্মহারক্ষাং কবচং সর্ব্বকামদম্ ॥ ২৯
নাধয়ো ব্যাধয়স্তস্য দুঃখ-শোক-ভয়ং ক্বচিৎ ।
বাদী মূকো ভবেদ্ দৃষ্ট্বা রাজা চ সেবকায়তে ॥ ৩০
মাসমেকং পঠেদ্ যস্তু প্রত্যহং নিয়তঃ শুচিঃ ।
দিবা ভবেদ্ধবিষ্যাশী রাত্রৌ শক্তিপরায়ণঃ ।
ষট্‌সহস্র-প্রমাণেন প্রত্যহং প্রজপেৎ সদা ।
ষণ্মাসৈর্ব্বা ত্রিভির্মাসৈঃ খেচরো ভবতি ধ্রুবম্ ॥ ৩২
অপুত্রো লভতে পুত্রমধনো ধনভাগ্ ভবেৎ ।
অরোগী বলবাংশ্চৈব রাজা চ দাসতামিয়াৎ ॥ ৩৩
রজস্বলা-ভগে নিত্যং জপেদ্বিদ্যাং বিধানতঃ ।

য এবং কুরুতে ধীমান্ স এব শ্রীসদাশিবঃ ॥ ৩৪

ইতি বিশ্বসারতন্ত্রে মহিষমর্দ্দিনী-কবচং সমাপ্তম্।

অথ ভৈরবীস্তোত্রম্

স্তুত্যানয়া ত্বাং ত্রিপুরে! স্তোষ্যেঽভীষ্টফলাপ্তয়ে।

যয়া ব্রজন্তি তাং লক্ষ্মীং মনুজাঃ সুরপূজিতাম্।

ব্রহ্মাদয়ঃ স্তুতিশতৈরপি সূক্ষ্মরূপাং জানন্তি নৈব জগদাদিমনাদিমূর্ত্তিম্।
তস্মাদ্বয়ং কুচনতাং নব কুঙ্কুমাভাং স্থূলাং স্তুমঃ সকলবাঙ্ময়-মাতৃভূতাম্ ॥ ২
সদ্যঃ-সমুদ্যত-সহস্রদিবাকরাভাং বিদ্যাক্ষসূত্র-বরদাভয়চিহ্ন-হস্তাম্।
নেত্রোৎপলৈস্ত্রিভিরলঙ্কৃত-বক্ত্র-পদ্মাং ত্বাং তার-হার-রুচিরাং ত্রিপুরে ভজামঃ ॥৩
সিন্দুর-পূর-রুচিরং কুচভারনম্রং জন্মান্তরেষু কৃতপুণ্যফলৈকগম্যম্।
অন্যোন্য-ভেদকলহা কুলমানসাস্তে। জানন্তি কিং জড়ধিয়স্তব রূপমম্ব ॥ ৪
স্থূলাং বদন্তি মুনয়ঃ শ্রুতয়ো গৃণন্তি সূক্ষ্মাং বদন্তি বচসামধিবাসমন্যে।
ত্বাং মূলমাহুরপরে জগতাং ভবানি মন্যামহে বয়মপার-কৃপাম্বুরাশিম্ ॥ ৫
চন্দ্রাবতংস-কলিতাং শরদিন্দুশুভ্রাং পঞ্চাশদক্ষরময়ীং হৃদি ভাবয়ন্তি।
ত্বাং পুস্তকং জপবটীমমৃতাঢ্য-কুম্ভং ব্যাখ্যাঞ্চ হস্তকমলৈর্দধতীং ত্রিনেত্রাম্ ॥ ৬
শম্ভূস্ত্বমদ্রিতনয়াকলিতার্দ্ধ-ভাগো বিষ্ণুস্ত্বমম্বকমলাপরিবদ্ধ-দেহঃ।
পদ্মোদ্ভবস্ত্বমসি বাগধিবাসভূমিস্তেষাং ক্রিয়াশ্চ জগতি ত্রিপুরে ত্বমেব ॥ ৭
আশ্রিত্য বাগ্‌ভব-ভবাংশ্চতুরঃ পরাদীন্ ভাবান্ পদেষু বিহিতান্ সমুদীরয়ন্তীম্।
কণ্ঠাদিভিশ্চ করণৈঃ পরদেবতাং ত্বাম্। সচ্চিন্ময়ীং হৃদি কদাপি ন বিস্মরামি ॥৮
আকৃষ্য বায়ুমবজিত্য চ বৈরিষটক-মালোক্য নিশ্চলধিয়া নিজ-নাসিকাগ্রম্।
ধ্যায়ন্তি মূর্দ্ধ্নি কলিতেন্দুকলাবতংসং তদ্রূপমম্ব! কৃতিনস্তরুণার্কমিত্রম্ ॥ ৯
ত্বং প্রাপ্য মন্মথরিপোবপুরর্দ্ধভাগং সৃষ্টিং করোসি জগতামিতি বেদবাদঃ।
সত্যং তদদ্রিতনয়ে! জগদেকমাতর্নোচেদশেষজগতঃ স্থিতিরেব ন স্যাৎ ॥ ১০
পূজাং বিধায় কুসুমৈঃ সুরপাদপানাং পীঠে তবাম্ব কনকাচল-গহ্বরেষু।
গায়ন্তি সিদ্ধবনিতাঃ সহ কিন্নরীভিরাস্বাদিতাসব-রসারুণনেত্র-পদ্মাঃ ॥ ১১
বিদ্যুদ্বিলাসবপুষঃ শ্রিয়মুদ্বহন্তীং যান্তীং স্ববাস-ভবনাচ্ছিব-রাজধানীম্।
সৌষুম্নবর্ত্ম-কমলানি বিকাশয়ন্তীং দেবীং ভজে হৃদি পরামৃতসিক্ত-গাত্রীম্ ॥ ১২
আনন্দজন্ম-ভবনং ভবনং শ্রুতীনাং চৈতন্যমাত্রতনুমম্ব! তবাশ্রয়ামি।

ব্রহ্মেশবিষ্ণুভিরুপাসিত-পাদপদ্মাং সৌভাগজন্ম-বসতিং ত্রিপুরে যথাবৎ ॥ ১৩
শব্দার্থ-ভাবি ভুবনং সৃজতীন্দুরূপা যা তদ্বিভর্ত্তি পুনরর্কতনু-স্বশক্ত্যা।
বহ্ন্যাত্মিকা হরতি তৎ সকলং যুগান্তে তাং সারদাং মনসি জাতু ন বিস্মরামি ॥১৪
নারায়ণীতি নরকার্ণব-তারিণীতি গৌরীতি খেদ-শমনীতি সরস্বতীতি।
জ্ঞানপ্রদেতি নয়নত্রয়ভূষিতেতি ত্বামদ্রিরাজ-তনয়ে বহুধা ভজন্তি ॥ ১৫

যে স্তবন্তি জগন্মাতঃ শ্লোকৈর্দ্বাদশভিঃ ক্রমাৎ।
ত্বামম্ব প্রাপ্য বাক্‌সিদ্ধিং প্রাপ্নুয়ুস্তে পরাং গতিম্ ॥ ১৬
ইতি ভৈরবীতন্ত্রে ভৈরবী-স্তবরাজঃ সমাপ্তঃ

অথ ভৈরবী-কবচম্

দেব্যুবাচ— ভৈরব্যাঃ সকলা বিদ্যাঃ শ্রুতাশ্চাধিগতা ময়া।
সাম্প্রতং শ্রোতুমিচ্ছামি কবচং যৎ পুরোদিতম্ ॥ ১
ত্রৈলোক্য-বিজয়ং নাম শস্ত্রাস্ত্রবিনিবারকম্।
ত্বত্তঃ পরতরো নাথ! কঃ কৃপাং কর্ত্তুমর্হতি ॥ ২

ঈশ্বর উবাচ— শৃণু পার্বতি বক্ষ্যামি সুন্দরি প্রাণবল্লভে!।
ত্রৈলোক্য-বিজয়ং নাম কবচং মন্ত্রবিগ্রহম্।
পঠিত্বা ধারয়িত্বেদং ত্রৈলোক্য-বিজয়ী ভবেৎ ॥ ৩
জঘান সকলান্ দৈত্যান্ যদ্ধৃত্বা মধুসূদনঃ।
ব্রহ্মা সৃষ্টিং বিতনুতে যদ্ধৃত্বাভীষ্টদায়কম্ ॥ ৪
ধনাধিপঃ কুবেরোঽপি বাসবস্ত্রিদশেশ্বরঃ।
যস্য প্রসাদাদীশোঽহং ত্রৈলোক্য-বিজয়ী বিভুঃ ॥ ৫
ন দেয়ং পরশিষ্যেভ্যোঽসাধকেভ্যঃ কদাচন।
পুত্রেভ্যঃ কিমুতান্যেভ্যো দত্বা মৃত্যুমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৬
ভৈরব্যাঃ কবচস্য ঋষির্দক্ষিণামূর্ত্তিরেব চ।
বিরাট্ ছন্দো জগদ্ধাত্রী দেবতা বালভৈরবী।
ধর্মার্থকামমোক্ষেষু বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৭
অধরো বিন্দুমানাদ্যঃ কামঃ শক্রী শশীযুতঃ।
ভৃগুর্মনুস্বর-যুতঃ সর্গী বীজত্রয়াত্মিকা।
বালৈষা মে শিরঃ পাতু বিন্দুনাদযুতাপি সা ॥ ৮

ভালং পাতু কুমারী সা সর্গহীনা কুমারিকা।
দৃশৌ পাতু চ বাগ্‌বীজং কর্ণযুগ্মং সদাবতু ॥ ৯
কামবীজং সদা পাতু ঘ্রাণযুগ্মং সদাবতু।
সরস্বতী-প্রদা বালা জিহ্বাং পাতু শুচিপ্রভা ॥ ১০
হসৈং কণ্ঠং হসকলরীং স্কন্ধং পাতু হসৌর্ভুজৌ।
পঞ্চমী ভৈরবী পাতু করৌ হসৃরৈং সদাবতু ॥ ১১
হৃদয়ং হসকলরীং বক্ষঃ পাতু হসরৌঃ স্তনৌ।
পাতু মাং ভৈরবী দেবী চৈতন্যরূপিণী মম ॥ ১২
হস্রৈং পাতু সদা পার্শ্বযুগ্মং হসকলরীং সদা।
কুক্ষিং পাতু হসৌর্মধ্যং ভৈরবী ভুবি দুর্লভা ॥ ১৩
ঐং ঈং ঔং মে মধ্যদেশং বীজবিদ্যা সদাবতু।
হসৈং পৃষ্ঠং সদা পাতু নাভিং হসকলরীং সদা ॥ ১৪
পাতু হসৌঃ কটিদেশং ষট্‌কূটা ভৈরবী মম।
হসরৈং সক্‌থিনী পাতু হসকলরীং সদাবতু ॥ ১৫
গুহ্যদেশং হেসৌঃ পাতু জানুনী ভৈরবী মম।
সম্পৎপ্রদা সদা পাতু হসৈং জঙ্ঘে হসরীং পদম্ ॥ ১৬
পাতু হসৌঃ সর্বদেহং ভৈরবী সর্বদাবতু।
হসৈং মামবতু প্রাচ্যাং হসকলরীং পাবকেঽবতু ॥ ১৭
হসৌঃ মে দক্ষিণে পাতু ভৈরবী-চক্রসংস্থিতা।
হ্রীং ক্লীং ব্লুং মাং সদা পাতু নৈঋর্ত্যাং চক্রভৈরবী ॥ ১৮
হসৈং হসকলহ্রীং হসরৌঃ পশ্চিমে পাতু ভৈরবী।
ক্রীংক্রীংক্রীং পাতু বায়ব্যে হূং হূং পাতু সদোত্তরে ॥ ১৯
হ্রীং হ্রীং পাতু সদৈশান্যে দক্ষিণে কালিকেঽবতু।
ঊর্দ্ধং প্রাগুক্ত-বীজানি রক্ষন্তু মামধঃস্থলে ॥ ২০
দিগ্বিদিক্ষু স্বাহা পাতু কালিকা খড়্গধারিণী।
ওঁ হ্রীং স্ত্রীং হূং ফট্‌ সা তারা সর্বত্র মাং সদাবতু ॥ ২১
সংগ্রামে কাননে দুর্গে তোয়ে তরঙ্গ দুস্তরে।
খড়্গ-কর্ত্রী-ধরা সোগ্রা সদা মাং পরিরক্ষতু ॥ ২২

ইতি তে কথিতং দেবি সারাৎ সারতরং মহৎ।
ত্রৈলোক্য-বিজয়ং নাম কবচং পরমাদ্ভুতম্ ॥ ২৩
যঃ পঠেৎ প্রয়তো ভূত্বা পূজায়াঃ ফলমাপ্নুয়াৎ।
স্পর্দ্ধামুদ্ধূয় ভবনে লক্ষ্মীর্বাণী বসেৎ ততঃ ॥ ২৪

যঃ শত্রুভীতো রণকাতরো বা ভীতো বনে বা সলিলালয়ে বা।
বাদে সভায়াং প্রতিবাদিনো বা রাজ্ঞঃ প্রকোপাৎ গ্রহসঙ্কুলাদ্বা ॥ ২৫
প্রচণ্ডবাতাচ্ছমনাচ্চ ভীতো গুরোঃ প্রকোপাদপি কৃচ্ছ্রসাধ্যাৎ।
অভ্যর্চ্য দেবীং প্রপঠেৎ ত্রিসন্ধ্যং স স্যান্মহেশ-প্রতিমো জয়ী চ ॥ ২৬

ত্রৈলোক্য বিজয়ং নাম কবচং মন্মুখোদিতম্।
বিলিখ্য ভূর্জ্জে গুলিকাং স্বর্ণস্থাং ধারয়েদ্ যদি।
কণ্ঠে বা দক্ষিণে বাহৌ ত্রৈলোক্য-বিজয়ী ভবেৎ ॥ ২৭
তৎগাত্রং প্রাপ্য শস্ত্রাণি ভবন্তি কুসুমানি চ।
লক্ষ্মীঃ সরস্বতী তস্য নিবসেদ্ ভবনে সুখে ॥ ২৮
এতৎ কবচমজ্ঞাত্বা যো জপেৎ ভৈরবীং পরাম্।
বালাং বা প্রজপেদ্বিদ্বাং দরিদ্রো মৃত্যুমাপ্নুয়াৎ ॥ ২৯

ইতি রুদ্রজামলে দেবীশ্বরসংবাদে ত্রৈলোক্যবিজয়ং নাম
ভৈরবীকবচং সমাপ্তম্।

কালীস্তবঃ

শ্রীমহাকাল উবাচ—কর্পূরং মধ্যমান্ত্য-স্বরপরিরহিতং সেন্দুবামাক্ষি-যুক্তং
বীজন্তে মাতরেতত্রিপুরহরবধু ত্রিঃকৃতং যে জপন্তি।
তেষাং গদ্যানি পদ্যানি চ মুখকুহরাদুল্লসন্ত্যেব বাচঃ
স্বচ্ছন্দং ধ্বান্তধারা-ধর-রুচি-রুচিরে সর্বসিদ্ধিং গতানাম্ ॥ ১
ঈশানঃ সেন্দুবাম-শ্রবণপরিগতো বীজমন্যন্মহেশি!
দ্বন্দ্বস্তে মন্দচেতা যদি জপতি জনো বারমেকং কদাচিৎ।
জিত্বা বাচামধীশং ধনদমপি চিরং মোহয়ন্নম্বুজাক্ষী-
বৃন্দং চন্দ্রার্দ্ধচূড়ে প্রভবতি স মহাঘোরবাণাবতংসে ॥ ২
ঈশো বৈশ্বানরস্থঃ শশবরবিলসদ্বামনেত্রেণ যুক্তো
বীজন্তে দ্বন্দ্বমন্যদ্বিগলিত-চিকুরে কালিকে যে জপন্তি।

দ্বেষ্টারং ঘ্নন্তি তে চ ত্রিভুবনমপি তে বশ্যভাবং নয়ন্তি
সৃক্ক-দ্বন্দ্বাস্রধারা-দ্বয়ধরবদনে দক্ষিণে কালিকেতি ॥ ৩
ঊর্দ্ধে বামে কৃপাণং করকমল-তলে ছিন্নমুণ্ডং তথাধঃ
সব্যে চাভীর্বরঞ্চ ত্রিজগদঘহরে দক্ষিণে কালিকে চ।
জপ্ত্বৈতন্নাম যে বা তব মনু-বিভবং ভাবয়ন্ত্যেতদম্ব !
তেষামষ্টৌ করস্থাঃ প্রকটিত-বদনে সিদ্ধয়স্ত্র্যম্বকস্য ॥ ৪
বর্গাদ্যং বহ্নিসংস্থং বিধুরতিবলিতং তত্ত্রয়ং কূর্চযুগ্মং
লজ্জাদ্বন্দ্বঞ্চ পশ্চাৎ স্মিতমুখি ! তদধষ্ঠদ্বয়ং যোজয়িত্বা।
মাতর্যে যে জপন্তি স্মরহর-মহিলে ! ভাবয়ন্তঃ স্বরূপং
তে লক্ষ্মী-লাস্য-লীলা কমলদলদৃশঃ কামরূপা ভবন্তি ॥ ৫
প্রত্যেকং বা দ্বয়ং বা ত্রয়মপি চ পরং বীজমত্যন্তগুহ্যং
ত্বন্নাম্না যোজয়িত্বা সকলমপি সদা ভাবয়ন্তো জপন্তি।
তেষাং নেত্রারবিন্দে বিহরতি কমলা বক্ত্রশুভ্রাংশুবিম্বে !
বাগ্‌দেবী দেবি ! মুণ্ডস্রগতিশয়লসৎ-কণ্ঠি-পীন-স্তনাঢ্যে ॥ ৬
গতাসূনাং বাহুপ্রকরকৃতকাঞ্চী-পরিলসন্‌
নিতম্বাং দিগ্বস্ত্রাং ত্রিভুবন-বিধাত্রীং ত্রিনয়নাম্‌।
শ্মশানস্থে তল্পে শবহৃদি মহাকাল-সুরত-
প্রসক্তাং ত্বাং ধ্যায়ন্‌ জননি জড়চেতা অপি কবিঃ ॥ ৭
শিবাভির্ঘোরাভিঃ শবনিবহ-মুণ্ডাস্থি-নিকরৈঃ
পরং সঙ্কীর্ণায়াং প্রকটিত-চিতায়াং হরবধূম্‌।
প্রবিষ্টাং সন্তুষ্টামুপরিসুরতেনাতিযুবতীং
সদা ত্বাং ধ্যায়ন্তি ক্বচিদপি ন তেষাং পরিভবঃ ॥ ৮
বদামস্তে কিং বা জননি ! বয়মুচ্চৈর্জড়ধিয়ো
ন ধাতা নাপীশো হরিরপি ন তে বেত্তি পরমম্‌।
তথাপি ত্বদ্ভক্তির্মুখরয়তি চাস্মাকমসিতে !
তদেতৎ ক্ষন্তব্যং ন খলু পশুরোষঃ সমুচিতঃ ॥ ৯
সমন্তাদাপীন-স্তন-জঘন-ধৃগ্‌-যৌবনবতী-
রতাসক্তো নক্তং যদি জপতি ভক্তস্তব মনুম্‌।

বিবাসাস্ত্বাং ধ্যায়ন্ গলিতচিকুরস্তস্য বশগাঃ
সমস্তাঃ সিদ্ধৌঘা ভুবি চিরতরং জীবতি কবিঃ ॥ ১০
সমাঃ সুস্থীভূতাং জপতি বিপরীতাং যদি সদা
বিচিন্ত্য ত্বাং ধ্যায়ন্নতিশয়-মহাকাল-সুরতাম্ ।
তদা তস্য ক্ষৌণী-তল-বিহরমাণস্য বিদুষঃ ।
করাম্ভোজে বশ্যা হরবধূ মহাসিদ্ধি-নিবহাঃ ॥ ১১
প্রসূতে সংসারং জননি ! জগতীং পালয়তি চ
সমস্তং ক্ষিত্যাদি প্রলয়-সময়ে সংহরতি চ ।
অতস্ত্বং ধাতাপি ত্রিভুবনপতিঃ শ্রীপতিরপি
মহেশোঽপি প্রায়ঃ সকলমপি কিং স্তৌমি ভবতীম্ ॥ ১২
অনেকে সেবন্তে ভবদধিক-গীর্বাণ-নিবহান্
বিমূঢাস্তে মাতঃ কিমপি ন হি জানন্তি পরমম্ ।
সমারাধ্যামাদ্যাং হরি-হর-বিরিঞ্চ্যাদিবিবুধৈঃ ।
প্রপন্নোঽস্মি স্বৈরং রতিরস-মহানন্দ-নিরতাম্ ॥ ১৩
ধরিত্রী কীলালং শুচিরপি সমীরোঽপি গগনং
ত্বমেকা কল্যাণী গিরীশরমণী কালি সকলম্ ।
স্তুতিঃ কা তে মাতস্তব করুণয়া মামগতিকং
প্রসন্না ত্বং ভূয়া ভবমনু ন ভূয়ান্মমজনুঃ ॥ ১৪
শ্মশানস্থঃ সুস্থো গলিত-চিকুরো দিক্-পটধরঃ
সহস্রস্ত্বর্কাণাং নিজগলিত-বীর্য্যেণ কুসুমম্ ।
জপংস্ত্বৎ প্রত্যেকং মনুমপি তব ধ্যাননিরতো
মহাকালি ! স্বৈরং স ভবতি ধরিত্রী-পরিবৃঢ়ঃ ॥ ১৫
গৃহে সম্মার্জ্জন্যা পরিগলিতবীর্য্যং হি চিকুরং
সমূলং মধ্যাহ্নে বিতরতি চিতায়াং কুজদিনে ।
সমুচ্চার্য্য প্রেম্না মনুমপি সকৃৎ কালি সততং
গজারূঢো যাতি ক্ষিতি-পরিবৃঢ়ঃ সৎ-কবিবরঃ ॥ ১৬
স্বপুষ্পৈরাকীর্ণং কুসুমধনুষো মন্দিরমহো
পুরো ধ্যায়ং ধ্যায়ং জপতি যদি ভক্তস্তবমুহুম্ ।

স গন্ধর্বশ্রেণী-পতিরপি কবিত্বামৃত-নদী-
নদীনঃ পর্য্যন্তে পরমপদলীনঃ প্রভবতি ॥ ১৭
ত্রিপঞ্চারে পীঠে শবশিবহৃদি স্মেরবদনাং
মহাকালেনোচ্চৈর্মদনরস-লাবণ্য-নিরতাম্ ।
সমাসক্তো নক্তং স্বয়মপি রতানন্দ-নিরতো
জনো যো ধ্যায়েত্ত্বাময়ি জননি ! স স্যাৎ স্মরহরঃ ॥ ১৮
সলোমাস্থি স্বৈরং পললমপি মার্জারমসিতে
পরঞ্চৌষ্ট্রং মৈষং নরমহিষয়োশ্ছাগমপি বা ।
বলিস্তে পূজায়ামপি বিতরতাং মর্ত্ত্যবসতাং
সতাং সিদ্ধিঃ সর্বা প্রতিপদমপূর্বা প্রভবতি ॥ ১৯
বশী লক্ষং মন্ত্রং প্রজপতি হবিষ্যাশনরতো
দিবা মাতর্যুষ্মচ্চরণযুগল-ধ্যান-নিপুণঃ ।
পরং নক্তং নগ্নো নিধুবন-বিনোদেন চ মনুং
জপেল্লক্ষং স স্যাৎ স্মরহর-সমানঃ ক্ষিতিতলে ॥ ২০
ইদং স্তোত্রং মাতস্তব মনু-সমুদ্ধারণ-জনুঃ
স্বরূপাখ্যং পাদাম্বুজযুগল-পূজাবিধিযুতম্ ।
নিশার্দ্ধং পূজাসময়মধিবা যস্তু পঠতি
প্রলাপস্তস্যাপি প্রসরতি কবিত্বামৃতরসঃ ॥ ২১
কুরঙ্গাক্ষী-বৃন্দং তমনুসরতি প্রেম-তরলং
বশস্তস্য ক্ষৌনী-পতিরপি কুবের-প্রতিনিধিঃ ।
রিপুঃ কারাগারং কলয়তি চ তং কেলি-কলয়া
চিরং জীবন্মুক্তঃ স ভবতি চ ভক্তঃ প্রতিজনুঃ ॥ ২২
ইতি তে কথিতং স্তোত্রং সর্বসিদ্ধি-প্রদায়কম্ ।
এতজ্ জ্ঞাত্বা দক্ষিণায়াস্তত্ত্বং জানাতি নান্যথা ॥ ২৩

ইতি বীরতন্ত্রে পরমরহস্যে স্বরূপাখ্য-স্তোত্রং সমাপ্তম্

অথাপরস্তবঃ

অথ কালীস্তবং বক্ষ্যে যথাবদনুপূর্বশঃ ।
বীজমুচ্চারয়েৎ পূর্বং বাচিকেন পঠেৎ স্তবম্ ॥

ওঁ দেবি জয়চামুণ্ডে জয়ভূতাপহারিণি ! ।
জয় সর্বগতে দেবি কালরাত্রি নমোঽস্তু তে ॥
বিশ্বমূর্ত্তে শুভে শুদ্ধে বিরূপাক্ষে ত্রিলোচনে ! ।
ভীমরূপে শিবে বিদ্যে মহাকায়ে মহোদয়ে ! ॥
মনোভবে জয়ে জৃম্ভে ভূতাক্ষি ভীত-ভীক্ষয়ে ! ।
মহামারি-বিচিত্রাঙ্গি গীতনৃত্য-প্রিয়ে শুভে ! ॥
বিকরালি মহাকালি কালিকে পাপহারিণি ! ।
পাশহস্তে দণ্ডহস্তে ভীমরূপে ভয়ানকে ! ॥
চামুণ্ডে জ্বলমালাস্থে (?) তীক্ষ্ণদংষ্ট্রে মহাবলে ! ।
শবাসনস্থিতে দেবি প্রেতাসনগতে গিরৌ ॥
ভীমাক্ষি-ভীষণে দেবি সর্বভূত-ভয়ঙ্করি ! ।
করালি বিকরালীতি মহাকালি কপালিনি ।
কালি করাল বিক্রান্তে কলিরাত্রি নমোঽস্তু তে ॥
সর্বশস্ত্রভৃতে দেবি সর্বদেবনমস্কৃতে ।
সর্বজ্ঞানপ্রদে ভদ্রে কালরাত্রি নমোঽস্তু তে ॥
ব্যাঘ্রচর্মাম্বরবৃতে কর্ত্তৃ-খর্পর-ধারিণি ! ।
বজ্রপুষ্পপ্রিয়ে শুভ্রে কালরাত্রি নমোঽস্তু তে ॥
স্তোত্রেণানেন দেবি ত্বাং যে স্তুবন্তি বরাননে ! ।
তেষাং ত্বাং বরদানেন ভব সর্বগতা সতী ॥
যশ্চেদং শ্রাবয়েদ্ভক্ত্যা স্নাত্বা বৈ পৌষ্করে জলে ।
সর্বমেতৎ ফলং প্রাপ্য ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥
যশ্চেদং পূজয়েদ্ভক্ত্যা পুস্তকেঽপি স্থিতং বুধঃ ।
তেন ত্বিষ্টং ভবেৎ সর্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচম্ ॥
জায়ন্তে বহবঃ পুত্রা ধনধান্য-বরস্ত্রিয়ঃ ।
রত্নান্যশ্বা গজাশ্চাগ্র্যাস্তেষামাশু ভবন্ত্যত ।
যস্যেদং তিষ্ঠতি গেহে তস্যেদং জায়তে ধ্রুবম্ ॥
ইতি বরাহতন্ত্রে কালরাত্রি-স্তবঃ সমাপ্তঃ

অথ কালীকবচম্

ভৈরব্যুবাচ— কালীপূজা শ্রুতা নাথ ভাবাশ্চ বিবিধাঃ প্রভো ! ।
ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি কবচং পূর্বসূচিতম্ ॥
ত্বমেব স্রষ্টা পাতা চ সংহর্ত্তা চ ত্বমেব হি ।
ত্বমেব শরণং নাথ ত্রাহি মাং দুঃখ-সঙ্কটাৎ ॥

ভৈরব উবাচ

রহস্যং শৃণু বক্ষ্যামি ভৈরবি ! প্রাণবল্লভে !
শ্রীজগন্মঙ্গলং নাম কবচং মন্ত্রবিগ্রহম্ ।
পঠিত্বা ধারয়িত্বা চ ত্রৈলোক্যং মোহয়েৎ ক্ষণাৎ ।
নারায়ণোঽপি যদ্ধৃত্বা নারী ভূত্বা মহেশ্বরম্ ।
যোগেশং ক্ষোভয়ামাস যদ্ধৃত্বা চ রঘূদ্বহঃ ॥
বরদৃপ্তান্ জঘানৈব রাবণাদি-নিশাচরান্ ।
যস্য প্রসাদাদীশোঽপি ত্রৈলোক্যবিজয়ী বিভুঃ ।
ধনাধিপঃ কুবেরোঽপি সুরেশোঽভূচ্ছচীপতিঃ ।
এবং হি সকলা দেবাঃ সর্বসিদ্ধীশ্বরাঃ প্রিয়ে ! ॥
শ্রীজগন্মঙ্গলস্যাস্য কবচস্য ঋষিঃ শিবঃ ।
ছন্দোঽনুষ্টুব্ দেবতা চ কালিকা দক্ষিণেরিতা ॥
জগতাং মোহনে দুষ্টবিজয়ে ভুক্তিমুক্তিষু ।
যোষিদাকর্ষণে চৈব বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥
ওঁ শিরো মে কালিকা পাতু ক্রীং-কারৈকাক্ষরী পরা ।
ক্রীং ক্রীং ক্রীং মে ললাটঞ্চ কালিকা খড়্গধারিণী ॥
হূং হূং পাতু নেত্রযুগ্মং হ্রীং হ্রীং পাতু শ্রুতী মম ।
দক্ষিণে কালিকে পাতু ঘ্রাণযুগ্মং মহেশ্বরী ॥
ক্রীং ক্রীং ক্রীং রসনাং পাতু হূং হূং পাতু কপোলকম্ ।
বদনং সকলং পাতু হ্রীং হ্রীং স্বাহা স্বরূপিণী ॥
দ্বাবিংশত্যক্ষরী স্কন্ধৌ মহাবিদ্যা সুখপ্রদা ।
খড়্গমুণ্ডধরা কালী সর্বাঙ্গমভিতোঽবতু ॥
ক্রীং হূং ক্রীং ত্র্যক্ষরী পাতু চামুণ্ডা হৃদয়ং মম ।

ঐং হূং ওঁ ঐং স্তনদ্বন্দ্বং হ্রীং ফট্ স্বাহা ককুৎস্থলম্ ॥
অষ্টাক্ষরী মহাবিদ্যা ভুজৌ পাতু সকর্ত্রিকা।
ক্রীং ক্রীং হূং হূং হ্রীং হ্রীং করৌ পাতু ষড়ক্ষরী মম ॥
ওঁ হ্রীং ক্রীং মে স্বাহা পাতু কালিকা জানুনী মম।
কালীহৃন্নাম-বিদ্যেয়ং চতুর্বর্গফলপ্রদা ॥
ক্রীং নাভিং মধ্যদেশঞ্চ দক্ষিণে কালিকেঽবতু।
ক্রীং স্বাহা পাতু পৃষ্ঠন্তু কালিকা সা দশাক্ষরী ॥
হূং হ্রীং দক্ষিণে কালিকে হূং হ্রীং পাতু কটিদ্বয়ম্।
কালী দশাক্ষরী বিদ্যা স্বাহা মমোরুযুগ্মকম্ ॥
ক্রীং হূং হ্রীং পাতু সা গুল্ফং দক্ষিণে কালিকেঽবতু।
ক্রীং হূং হ্রীং স্বাহা পাতু চতুর্দ্দশাক্ষরী মম ॥
খড়্গমুণ্ডধরা কালী বরদাভয়হারিণী।
বিদ্যাভিঃ সকলাভিঃ সা সর্বাঙ্গমভিতোঽবতু ॥
কালী কপালিনী কুল্বা কুরুকুল্বা বিরোধিনী।
বিপ্রচিত্তা তথোগ্রোগ্রপ্রভা দীপ্তা ঘনত্বিষঃ ॥
নীলা ঘনা বলাকা চ মাত্রা মুদ্রা মিতা চ মাম্।
এতাঃ সর্বাঃ খড়্গধরা মুণ্ডমালা-বিভূষিতাঃ ॥
রক্ষন্তু দিগ্বিদিক্ষু মাং ব্রাহ্মী নারায়ণী তথা।
মাহেশ্বরী চ চামুণ্ডা কৌমারী চাপরাজিতা ॥
বারাহী নারসিংহী চ সর্বাশ্চামিত-ভূষণাঃ।
রক্ষন্তু স্বায়ুধৈর্দিক্ষু বিদিক্ষু মাং যথা তথা ॥
ইতি তে কথিতং দিব্যং কবচং পরমাদ্ভুতম্।
শ্রীজগন্মঙ্গলং নাম মহাবিদ্যৌঘ-বিগ্রহম্।
ত্রৈলোক্যাকর্ষণং ব্রহ্মকবচং মন্মুখোদিতম্ ॥
গুরুপূজাং বিধায়াথ বিধিবৎ প্রপঠেত্ততঃ।
কবচং ত্রিঃ সকৃদ্বাপি যাবজ্জীবঞ্চ বা পুনঃ।
এতচ্ছতার্দ্ধমাবৃর্ত্ত্য ত্রৈলোক্য-বিজয়ী ভবেৎ ॥
ত্রৈলোক্যং ক্ষোভয়ত্যেব কবচস্য প্রসাদতঃ।

মহাকবির্ভবেন্ মাসাৎ সর্বসিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ ॥
পুষ্পাঞ্জলীন্ কালিকায়ৈ মূলেনৈব পঠেৎ সকৃৎ।
শতবর্ষ-সহস্রাণাং পূজায়াঃ ফলমাপ্নুয়াৎ ॥
ভূর্জে বিলিখিতঞ্চৈতৎ স্বর্ণস্থং ধারয়েদ্ যদি।
শিখায়াং দক্ষিণে বাহৌ কণ্ঠে বা ধারয়েদ্ যদি।
ত্রৈলোক্যং মোহয়েৎ ক্রোধাৎ ত্রৈলোক্যং চূর্ণয়েৎ ক্ষণাৎ ॥
পুত্রবান্ ধনবান্ শ্রীমান্ নানাবিদ্যানিধির্ভবেৎ।
ব্রহ্মাস্ত্রাদীনি শস্ত্রাণি তদ্‌গাত্র-স্পর্শনাৎ ততঃ ॥
নাশমায়ান্তি যা নারী বন্ধ্যা বা মৃত-পুত্রিণী।
কণ্ঠে বা বামবাহৌ বা কবচস্য চ ধারণাৎ।
বহ্বপত্যা জীববৎসা ভবত্যেব ন সংশয়ঃ ॥
ন দেয়ং পরশিষ্যেভ্যো হ্যভক্তেভ্যো বিশেষতঃ।
শিষ্যেভ্যো ভক্তিযুক্তেভ্যশ্চান্যথা মৃত্যুমাপ্নুয়াৎ ॥
স্পর্দ্ধামুদ্ধূয় কমলা-বাগ্‌দেবী-মন্দিরে মুখে।
পৌত্রান্তং স্থৈর্য্যমাস্থায় নিবসত্যেব নিশ্চিতম্ ॥
ইদং কবচমজ্ঞাত্বা যো ভজেৎ কালিদক্ষিণাম্।
শতলক্ষং প্রজপ্ত্বাপি তস্য বিদ্যা ন সিধ্যতি।
স শস্ত্রঘাতমাপ্নোতি সোঽচিরান্ মৃত্যুমাপ্নুয়াৎ ॥

ইতি ভৈরবীতন্ত্রে ভৈরবভৈরবী-সংবাদে কালীকবচং সমাপ্তম্।

অথাপরকবচম্

দক্ষিণকালীকবচস্য মহাকালভৈরব ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দঃ। শ্রীশ্মশান-কালীদেবতা সর্বার্থ-সাধনে বিনিযোগঃ।

শ্মশান-কালিকা পাতু পূর্বস্যাং দিশি সর্বদা।
দ্বাবিংশদ্বর্ণরূপা চ ভক্তিবশ্যা দিগম্বরী ॥
ভদ্রকালী তথাগ্নেয্যাং পায়ান্নিত্যং জগন্ময়ী।
রুদ্রকালী মহাকালী কালিত্বস্তা (?) স্তবপ্রিয়া ॥
বাগীশ্বরী পাতু যাম্যাং মম ভীতি-বিনাশিনী।
বদদ্বন্দ্বং বাগ্‌বাদিনি বহ্নিজায়া-স্বরূপিণী ॥

নিত্যং রক্ষতু মাং দেবী নৈঋর্ত্যাং চণ্ডিকা তথা।
লজ্জা শ্রীভুবনেশ্বরী বীজরূপা চণ্ডহন্ত্রী।
মহাকালী পশ্চিমায়াং মাঞ্চ পাতু শিবপ্রিয়া।
ওঁ ক্রেং ক্রেং ক্রৌং যুগং পশুং পশুং গৃহাণ হূং ফড়্গ্নায়ী (?)॥

ত্রিপুরা পাতু বায়ব্যে রক্তচন্দন-সুন্দরী।
বাগ্‌দ্বন্দ্ব-কন্দর্পত্রয় সৌস্ত্রিতয়-বচো দেহা (?) ॥
কৌবের্য্যাং মাং মহামায়া পাতু ত্রাণপয়ণা।
কামসৌর্বাণী লজ্জা শ্রী রমাগ্নি জায়া (?)॥
ভৈরবী চ তথৈশান্যাং পাতু নিত্যং সুরপ্রিয়া।
হস্রৈং হসকলরীং হস্রৌং মন্ত্র-স্বরূপিণী॥
ঊর্দ্ধ্বে মাং পাতু মাতঙ্গী দ্রুতসিদ্ধি-করী সদা।
উচ্ছিষ্ট-শব্দ-চাণ্ডালী মাতঙ্গী সর্বশঙ্করী॥
ধনঞ্জয় সুন্দরী বর্ণশরীরা······(?)।
পাত্বধস্ত্রিপুটা দেবী শ্রীলজ্জা কামরূপিণী॥
দুর্গা মে মস্তকং পাতু দুর্গদানব-নাশিনী।
দুর্গে যুগ্মং রক্ষনি কৃষ্ণ-বর্ত্ম-প্রিয়া তনু॥
ভালং মে পাতু বালা চ বালিকারূপধারিণী।
বাণী কন্দর্পসৌরূপা সিন্দুরারুণবিগ্রহা॥
অন্নপূর্ণা পাতু নেত্রে নিত্যং মে সুরসুন্দরী।
হস্রৈং হ স ক ল হ্রীং শক্তিমাহেশ্বরী-তনুঃ॥
সুন্দরী পাতু বক্ত্রং মে সর্বাকর্ষণকারিণী।
ক এ ঈশ ভুবনেশী শিবশক্তি ক হ ল হ্রীম্॥
শক্তিমাদনেন্দ্র-লজ্জা মন্ত্রবিরাজিত-দেহা।
জিহ্বাং মে সর্বদা পাতু তারা সংসার-তারিণী॥
বেদাদি-বীজলজ্জা কবচাস্ত্র-স্বরূপিণী।
কণ্ঠং পাতু মহালক্ষ্মীর্বাণী রমা তথা মায়া॥
কামবীজ-স্বরূপা চ সর্বলোকবরপ্রদা।
স্কন্ধৌ রক্ষতু শূলিনী শূলহস্তা সদাশিবা॥

অলদ্বন্দ্বং শূলিনী চ দুষ্টগ্রহ হূং ফট্ স্বাহা।
বাহূ পদ্মাবতী পাতু মায়া পদ্মাবতী তথা॥
করৌ মে মহিষমর্দ্দিনী পাতু মহিষমর্দ্দিনী স্বাহা।
ত্রিশক্তির্হৃদয়ং পাতু সর্বশক্তি-বিবর্দ্ধিনী॥
শ্রীং হ্রীং হূং ঐং বজ্রবৈরোচনীয়ে হূং ফট্ স্বাহা।
নীল-সরস্বতী পাতু মধ্যং মে সর্বদৈব হি॥
গায়ত্রীং কবচং রূপা (?) বাগীশত্ব-প্রদায়িনী।
নাভিং পায়াদেকজটা ভুবনেশী ত্রীং বর্মাস্ত্রা (?)॥
কটীং কামেশ্বরী পাতু ভক্তকাম-প্রপূরণী।
বাণী···ম নিত্যক্লিন্নে মদদ্রবে সৌঃ স্বরূপা (?)॥
ভুবনেশী শঙ্খিনী পায়ান্নিত্যং বীজস্বরূপিণী।
ঊরূ পাতু নিত্যা দেবী নিত্যানন্দ-স্বরূপিণী॥
ঐং কন্দর্প নিত্যক্লিন্নে মদদ্রবে হৈজায়া (?)।
মহাত্রিপুর-সুন্দরী জাহ্নবী পাতু মে সদা॥
ভুবনেশী কামদেব সৌ বিচিত্র-বিগ্রহা।
অশ্বারূঢা তথা জঙ্ঘাং প্রচণ্ডাসুরঘাতিনী॥
আং হ্রীং ক্রোং এহি পরমেশ্বরি বৈশ্বানরপ্রিয়া॥
পাদৌ সরস্বতী পাতু বীণা পুস্তকধারিণী।
ওঁ হ্রীং ঐং হ্রীং বেদবীজং সরস্বত্যৈ নমস্তথা।
সর্বতস্ত্বরিতা পাতু ত্বরিতং ফলদায়িনী॥
ওঁ হ্রীং হূং খে চ চ্ছে ক্ষ স্ত্রীং হূং ক্ষেং স্ত্রীং ফট্কাররূপা।
অগ্রতঃ ষোড়শী পাতু দেবী ত্রিপুরসুন্দরী।
মহাষোড়শ্যা অষ্টবীজন্তে ক এ ঈ ল ভুবনেশ্বরী॥
শিবশক্তি কলহ হ্রীং সকল হ্রীং পুনস্তস্যাশ্চতুষ্টয়ম্।
ক্ষীরাব্ধিতনয়া চৈব ষোড়শী বৈশ্বরূপিণী॥
পৃষ্ঠভাগে গুহ্যকালী নিত্যং রক্ষতু শোভনা।
কৃষ্ণদেহো দক্ষপার্শ্বে নিত্যং পাতু সুরেশ্বরী॥
বামপার্শ্বে তথা পাতু রক্তবীজ-বিনাশিনী।

খড়্গাৎ পাতু চ মাং নিত্যং কালিকা ঘোররূপিণী ॥
রক্ষ মাং সর্বভূতেভ্যঃ সর্বত্র খড়্গপানিনী ।
ওঁ সদা শৈলপুত্রী সর্বান্ রোগান্ প্রসার্য্যতাম্ ॥
ওঁ আং হূং ফড়ুগ্রচণ্ডা খড়্গারিপূন্ বিমর্দ্দতাম্ ।
ইত্যেতৎ কবচং প্রোক্তং ধর্মকামার্থসাধনম্ ॥
ইদং রহস্যং পরমং সর্বার্থসাধনং পরম্ ।
যঃ সকৃৎ শৃণুয়াদেতৎ কবচং ভৈরবোদিতম্ ॥
স সর্বান্ লভতে কামান্ স এব শিবরূপতাম্ ।
সকৃদ্ যস্তু পঠেদেতৎ কবচং ভৈরবোদিতম্ ॥
স সর্বযজ্ঞস্য ফলং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ।
সংগ্রামেষু জয়েচ্ছত্রূন্ মাতঙ্গানিব কেশরী ॥
দহেৎ তৃণং যথা বহ্নিস্তথা শত্রূন্ দহেৎ সদা ।
নাস্ত্রাণি তস্য শস্ত্রাণি শরীরে প্রভবন্তি হি ॥
ন তস্য জায়তে ব্যাধির্ন চ দুঃখং কদাচন ।
গুটিকাঞ্জন-পাতাল-পাদলেপ-রসায়ণম্ ॥
উচ্চাটনাদ্যাঃ সর্বাঃ প্রসীদন্তি চ সিদ্ধয়ঃ ।
বায়োরিব গতিস্তস্য ভবেদন্যৈরবারিতা ॥
দীর্ঘায়ুঃ কামভোগী চ ধনবান্ হি স জায়তে ।
অষ্টম্যাং সংযতো ভূত্বা নবম্যাং বিধিবচ্ছিবাম্ ॥
পূজয়িত্বা বিধানেন বিচিন্ত্য মনসা শিবাম্ ।
যো ন্যসেৎ কবচং দেহে তস্য সম্যক্ ফলং শৃণু ॥
জিতব্যাধিঃ শতায়ুশ্চ রূপবান্ গুণবান্ সদা ।
ধনরত্নৌঘ সম্পূর্ণো বিদ্যাবান্ স চ জায়তে ॥
নাগ্নির্দহতি তৎকায়ং নাপঃ সংক্লেদয়ন্তি চ ।
শস্ত্রাণি নৈব ছিন্দন্তি ন তাপয়তি ভাস্করঃ ।
ন তস্য জায়তে বিঘ্নো নাস্তি তস্য চ সংজ্বরঃ ॥
বেতালাশ্চ পিশাচাশ্চ রাক্ষসা গণনায়কাঃ ।
সর্বে তস্য বশং যান্তি ভূতগ্রামাশ্চতুর্বিধাঃ ॥

নিত্যং পঠন্তি যে ভক্ত্যা কবচং হরনির্মিতম্।
সোঽহমেব মহাদেবো মহাকালী চ মাতৃকা ॥
ধর্মার্থ-কাম-মোক্ষাশ্চ তস্য নিত্যং করে স্থিতাঃ।
অন্যস্য বরদঃ সোঽপি নিত্যং ভবতি পণ্ডিতঃ ॥
কবিত্বং সত্যবাদিত্বং সততং তস্য জায়তে।
বদেৎ শ্লোকসহস্রাণি ভবেৎ শ্রুতিধরো নরঃ ॥
লিখিতং যস্য গেহে তু কবচং ভৈরবোদিতম্।
ন তস্য দুর্গতিঃ কাচিজ্ জায়তে বাপি ভূষণম্ ॥
গ্রহাশ্চ সর্বে তুষ্যন্তি বশং গচ্ছন্তি ভূমিপাঃ।
যদ্রাজ্যে কবচং যাতি জায়ন্তে তত্র নেতয়ঃ ॥
এতত্তে সর্বমাখ্যাতং সঁ ভেদ্যকবচং (?) শুভম্।

ইতি শ্রীকালীকল্পে মহারহস্যে শিবপার্বতী-সম্বাদে কালীকবচং সমাপ্তম্ ॥

অথান্যৎ কবচম্

ভৈরব উবাচ—কালিকা যা মহাবিদ্যা কথিতা সুরদুর্লভা।
তথাপি হৃদয়ে শল্যমস্তি দেবি! কৃপাং কুরু ॥
কবচং মে মহাদেবি! কথয় স্বানুকম্পয়া।
যদি ন কথ্যতে মাতর্বিমুঞ্চামি তততস্তনুম্ ॥

দেব্যুবাচ—শঙ্কা মে জায়তে বৎস! তব স্নেহাৎ প্রকাশ্যতে।
ন বক্তব্যং ন বক্তব্যমতিগুহ্যতমং মহৎ ॥
কালিকা জগতাং মাতা শোক-দুঃখ-বিনাশিনী।
বিশেষতঃ কলিযুগে মহাপাতকহারিণী।
কালী মে পুরতঃ পাতু পৃষ্ঠতশ্চ কপালিনী ॥
কুল্লা মে দক্ষিণে পাতু কুরুকুল্লা তথোত্তরে।
বিরোধিনী শিরঃ পাতু বিপ্রচিত্তাতু চক্ষুষী ॥
উগ্রা মে নাসিকাং পাতু কর্ণৌ চোগ্রপ্রভা তথা।
বদনং পাতু মে দীপ্তা নীলা চ চিবুকং সদা
ঘনা গ্রীবাং সদা পাতু বলাকা বাহুযুগ্মকম্।
মাত্রা পাতু করদ্বন্দ্বং বক্ষো মুদ্রা সদাবতু ॥

মিতা পাতু স্তনদ্বন্দ্বং যোনিমণ্ডল-দেবতা ॥
ব্রাহ্মী মে জঠরং পাতু নাভিং নারায়ণী তথা ॥
উরূ মাহেশ্বরী নিত্যং চামুণ্ডা পাতু লিঙ্গকম্ ।
কৌমারী চ কটিং পাতু তথৈব জানুযুগ্মকম্ ॥
অপরাজিতা চ পাদৌ মে বারাহী পাতু চাঙ্গুলীঃ ।
সন্ধিস্থানং নারসিংহী পত্রস্থা দেবতাবতু ॥
রক্ষাহীনন্তু যৎ স্থানং বর্জিতং কবচেন তু ।
তৎ সর্বং রক্ষ মে দেবি ! কালিকে ! ঘোরদক্ষিণে ! ॥
ঊর্ধ্বমধস্তথা দিক্ষু পাতু দেবী স্বয়ং বপুঃ ।
হিংস্রেভ্যঃ সর্বদা পাতু সাধকেভ্যো জলাদিকাৎ ॥
দক্ষিণা কালিকা দেবী ব্যাপকং মে সদাবতু ।
ইদং কবচমজ্ঞাত্বা যো ভজেদ্ ঘোরদক্ষিণাম্ ॥
ন পূজা ফলমাপ্নোতি রিপুস্তস্য পদে পদে ।
কবচেনাবৃতো নিত্যং যত্র যত্রৈব গচ্ছতি ।
তত্র তত্র জয়স্তস্য ন ক্ষোভং বিদ্যতে ক্বচিৎ ॥
ইতি ভৈরবীতন্ত্রে কালীকবচং সমাপ্তম্ ।

অথ শিবস্তবঃ

ধরাপোঽগ্নি-মরুদ্ব্যোম-মখেশেন্দ্বর্কমূর্ত্তয়ে ।
সর্বভূতান্তরস্থায় শঙ্করায় নমো নমঃ ॥ ১
শ্রুত্যন্তঃ-কৃতবাসায় শ্রুতয়ে শ্রুতজন্মনে ।
অতীন্দ্রিয়ায় মহসে শাশ্বতায় নমো নমঃ ॥
স্থূলসূক্ষ্মবিভাগাভ্যামনির্দেশ্যায় শম্ভবে ।
ভবায় ভব-ভূতায় দুঃখহন্ত্রে নমোঽস্তু তে ॥
তর্কাগমাদিভূতায় তপসাং ফলদায়িনে ।
চতুর্বর্গবদান্যায় সর্বজ্ঞায় নমো নমঃ ॥
আদি-মধ্যান্ত-শূন্যায় নিরস্তাশেষ-ভীতয়ে ।
যোগিধ্যেয়ায় মহতে নির্গুণায় নমো নমঃ ॥
বিশ্বাত্মনেঽবিচিন্ত্যায় বিলসচ্চন্দ্রমৌলয়ে ।

কন্দর্পদর্পনাশায় কালহন্ত্রে নমো নমঃ ॥
বিষাশনায় বিহরদ্বৃষস্কন্ধমুপেয়ুষে।
সরিদ্ধাম-সমাবদ্ধ-কপর্দ্দায় নমো নমঃ ॥
শুদ্ধায় শুদ্ধভাবায় শুদ্ধানামন্তরাত্মনে।
পুরান্তকায় পূর্ণায় পুণ্যনাম্নে নমো নমঃ ॥
তুষ্টায় নিজভক্তানাং ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়িনে।
বিবাসসেঽনিবাসায় বিশ্বশাস্ত্রে নমো নমঃ ॥
ত্রিমূর্ত্তের্মূলভূতায় ত্রিনেত্রায়াদি-শম্ভবে।
ত্রিধাম্নাং ধামরূপায় জগদ্ধাম্নায় নমো নমঃ ॥
দেবাসুরশিরোরত্ন-কিরণারুণিতাঙ্ঘ্রয়ে।
কান্তায় নিজকান্তায়ৈ দত্তার্দ্ধায় নমো নমঃ ॥
স্তোত্রেণানেন পূজায়াং প্রীণয়েজ্জগতাং পতিম্।
ভুক্তিমুক্তি-প্রদং ভক্ত্যা সর্বজ্ঞং পরমেশ্বরম্ ॥
তস্যাসাধ্যং ত্রিভুবনে ন কিঞ্চিদপি বর্ত্ততে।
ঐহিকং কিং ফলং তত্র মুক্তিরেব করেস্থিতঃ ॥

ইতি শিবস্তোত্রং সমাপ্তম্ ॥

অথ শিবকবচম্

পার্বত্যুবাচ—ভগবন্ দেবদেবেশ সর্বাম্নায়-প্রপূজিত!
সর্বং মে কথিতং দেব! যদি কবচং ন প্রকাশিতম্ ॥
প্রাসাদাখ্যস্য মন্ত্রস্য কবচং মে প্রকাশয়।
সর্বরক্ষাকরং দেব! যদি স্নেহোঽস্তি মাং প্রতি ॥

শ্রীভগবানুবাচ—প্রাসাদমন্ত্রকবচস্য বামদেব ঋষিঃ স্মৃতঃ।
পংক্তিশ্ছন্দশ্চ দেবেশি! সদাশিবোঽত্র দেবতা।
সাধকাভীষ্টসিদ্ধৌ চ বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥
ওঁ শিরো মে সর্বদা পাতু প্রসাদাখ্যঃ সদাশিবঃ।
ষড়ক্ষরস্বরূপো মে বদনন্তু মহেশ্বরঃ।
অষ্টাক্ষরশক্তিরুদ্ধশ্চক্ষুষী মে সদাবতু।
পঞ্চাক্ষরাত্মা ভগবান্ ভুজৌ মে পরিরক্ষতু ॥

মৃত্যুঞ্জয়স্ত্রিবীজাত্মা আয়ু রক্ষতু মে সদা।
বটমূলে সমাসীনো দক্ষিণামূর্ত্তিরব্যয়ঃ ॥
সদা মাং সর্বতঃ পাতু ষট্‌ত্রিংশার্ণ-স্বরূপধৃক্‌।
দ্বাবিংশার্ণাত্মকো রুদ্রঃ কুক্ষিং মে পরিরক্ষতু ॥
ত্রিবর্ণাত্মা নীলকণ্ঠঃ কণ্ঠং রক্ষতু সর্বদা।
চিন্তামণির্বীজ-রূপো অর্দ্ধনারীশ্বরো হরঃ ॥
সদা রক্ষতু মে গুহ্যং সর্বসম্পৎ প্রদাত্মকঃ ॥
একাক্ষরঃ স্বরূপাত্মা কূটরূপী মহেশ্বরঃ ॥
মার্ত্তণ্ডভৈরবো নিত্যং পাদৌ মে পরিরক্ষতু।
তুম্বুরাখ্যো মহাবীজ-স্বরূপস্ত্রিপুরান্তকঃ ॥
সদা মাং রণভূমৌ চ রক্ষতু ত্রিদশাধিপঃ।
ঊর্দ্ধমূর্দ্ধানমীশানো মম রক্ষতু সর্বদা ॥
দক্ষিণস্যাং তৎপুরুষোঽব্যান্মে গিরিনায়কঃ।
অঘোরাখ্যো মহাদেবঃ পূর্বস্যাং পরিরক্ষতু ॥
বামদেবঃ পশ্চিমস্যাং সদা মে পরিরক্ষতু।
উত্তরস্যাং সদা পাতু সদ্যোজাত-স্বরূপধৃক্‌ ॥
ইত্থং রক্ষাকরং দেবি! কবচং দেবদুর্ল্লভম্‌।
প্রাতঃকালে পঠেদ্‌ যস্তু সোঽভীষ্ট-ফলমাপ্নুয়াৎ ॥
পূজাকালে চ কবচং যঃ পঠেৎ সাধকোত্তমঃ।
কীর্ত্তি-শ্রী-কান্তি-মেধায়ুর্ব্বঃহিতো ভবতি ধ্রুবম্‌ ॥
কণ্ঠে যো ধারয়েদেতৎ কবচং মৎস্বরূপকম্‌।
যুদ্ধে জয়মবাপ্নোতি দ্যূতে বাদে চ সাধকঃ ॥
কবচং ধারয়েদ্‌ যস্তু সাধকো দক্ষিণে ভুজে।
দেবা মনুষ্যা গন্ধর্বা বশ্যাস্তস্য ন সংশয়ঃ ॥
কবচং শিরসা যস্তু ধারয়েদ্‌ যতমানসঃ।
করস্থাস্তস্য দেবেশি! অণিমাদ্যষ্টসিদ্ধয়ঃ ॥
ভূর্জপত্রে ত্বিমাং বিদ্যাং শুক্লপট্টেন বেষ্টিতাম্‌।
রজতোদরসংবিষ্টাং কৃত্বা চ ধারয়েৎ সুধীঃ ॥

সংপ্রাপ্য মহতীং লক্ষ্মীমন্তে মদ্দেহরূপধৃক্‌।
যস্মৈ কস্মৈ ন দাতব্যং ন প্রকাশ্যং কদাচন ॥
শিষ্যায় ভক্তিযুক্তায় সাধকায় প্রকাশয়েৎ।
অন্যথা সিদ্ধিহানিঃ স্যাৎ সত্যমেতন্মনোরমে ! ॥
তব স্নেহান্ময়া দেবি ! কথিতং কবচং শুভম্‌।
ন দেয়ং কস্যচিদ্‌ ভদ্রে ! যদিচ্ছেদাত্মনো হিতম্‌ ॥
যোঽর্চয়েদ্‌ গন্ধপুষ্পাদ্যৈঃ কবচং মন্মুখোদিতম্‌।
তেনার্চিতা মহাদেবি ! সর্বদেবা ন সংশয়ঃ ॥

ইতি ভৈরবতন্ত্রে সদাশিবকবচং সমাপ্তম্‌ !

অথ বটুকস্তোত্রম্‌

কৈলাসশিখরাসীনং দেবদেবং জগদ্‌গুরুম্‌।
শঙ্করং পরিপপ্রচ্ছ পার্বতী পরমেশ্বরম্‌ ॥

শ্রীপার্বত্যুবাচ—ভগবন্‌ সর্বধর্মজ্ঞ সর্বশাস্ত্রাগমাদিষু।
আপদুদ্ধারণং মন্ত্রং সর্বসিদ্ধিপ্রদং নৃণাম্‌ ॥
সর্বেষাঞ্চৈব ভূতানাং হিতার্থং বাঞ্ছিতং ময়া।
বিশেষতস্তু রাজ্ঞাং বৈ শান্তি-পুষ্টি-প্রসাধনম্‌ ॥
অঙ্গন্যাস-করন্যাস-বীজন্যাস-সমন্বিতম্‌।
বক্তুমর্হসি দেবেশ ! মম হর্ষবিবর্দ্ধনম্‌ ॥

শ্রীভগবান্‌ উবাচ—শৃণু দেবি মহামন্ত্রমাপদুদ্ধার-হেতুকম্‌।
সর্বদুঃখ-প্রশমনং সর্বশত্রু-নিবর্হণম্‌ ॥
অপস্মারাদি-রোগাণাং জ্বরাদীনাং বিশেষতঃ।
নাশনং স্মৃতিমাত্রেণ মন্ত্ররাজমিমং প্রিয়ে ! ॥
গ্রহরাজভয়ানাঞ্চ নাশনং সুখবর্দ্ধনম্‌।
স্নেহাদ্বক্ষ্যামি তে মন্ত্রং সর্বসারমিমং প্রিয়ে ॥
সর্বকামার্থদং দেবি ! রাজ্যভোগ-প্রদং নৃণাম্‌।
আপদুদ্ধারণং মন্ত্রং বক্ষ্যামীতি বিশেষতঃ।
প্রণবং পূর্বমুচ্চার্য্য দেবী-প্রণবমুদ্ধরেৎ ॥
বটুকায়েতি বৈ পশ্চাদাপদুদ্ধারণায় চ।

কুরুদ্বয়ং ততঃ পশ্চাদ্ বটুকায় পুনঃ ক্ষিপেৎ ।
দেবীপ্রণবমুদ্ধৃত্য মন্ত্রোদ্ধারমিমং প্রিয়ে ! ॥
মন্ত্রোদ্ধারমিমং দেবি ! ত্রৈলোক্যস্যাপি দুর্ল্লভম্ ।
ধর্মার্থকামদং মন্ত্রং রাজ্যভোগপ্রদং নৃণাম্ ।
অপ্রকাশ্যমিমং মন্ত্রং সর্বশক্তি-সমন্বিতম্ ॥
স্মরণাদেব মন্ত্রস্য ভূতপ্রেত-পিশাচকাঃ ।
বিদ্রবন্তি ভয়ার্ত্তা বৈ কালরুদ্রাদিব প্রজাঃ ॥
পঠেদ্বা পাঠয়েদ্বাপি পূজয়েদ্বাপি পুস্তকম্ ।
নাগ্নিচৌর-ভয়ং বাপি গ্রহরাজ-ভয়ং তথা ॥
ন চ মারীভয়ন্তস্য ন চ ভূতভয়ং তথা ।
ন শত্রুভ্যো ভয়ং তস্য সর্বত্র সুখবান্ ভবেৎ ।
আয়ুরারোগ্যমৈশ্বর্য্যং পুত্রপৌত্রাদি-সম্পদঃ ।
ভবন্তি সততং তস্য পুস্তকস্যাপি পূজনাৎ ॥

শ্রীপার্বত্যুবাচ—য এষ ভৈরবো নাম আপদুদ্ধারকো মতঃ ।
ত্বয়া চ কথিতো দেব ! ভৈরবঃ কল্প উত্তমঃ ॥
তস্য নামসহস্রাণি অযুতান্যর্বুদানি চ ।
সারমুদ্ধৃত্য তেষাং বৈ নামাষ্টশতকং বদ ॥

শ্রীভগবানুবাচ—যস্তু সংকীর্ত্তয়েদেতৎ সর্বদুষ্ট-নিবর্হণম্ ।
সর্বান্ কামানবাপ্নোতি সাধকঃ সিদ্ধিমেব চ ॥
শৃণু দেবি ! প্রবক্ষ্যামি ভৈরবস্য মহাত্মনঃ ।
আপদুদ্ধারকস্যেহ নামাষ্টশতমুত্তমম্ ।
যানি সংকীর্ত্তয়েন্মর্ত্ত্যঃ সর্বদুঃখবিবর্জিতঃ ॥
সর্বপাপহরং পুণ্যং সর্বাপদ্বিনিবারকম্ ।
সর্বকামার্থদং দেবি ! সাধকানাং সুখাবহম্ ॥
দেহাঙ্গন্যাসনঞ্চৈব পূর্বং কুর্য্যাৎ সমাহিতঃ ।
ভৈরবং মূর্দ্ধ্নি বিন্যস্য ললাটে ভীম-দর্শনম্ ॥
অক্ষ্ণোর্ভূতাশ্রয়ং ন্যস্য বদনে তীক্ষ্ণ-দর্শনম্ ।
ক্ষেত্রপং কর্ণয়োর্মধ্যে ক্ষেত্রপালং হৃদি ন্যসেৎ ॥

ক্ষেত্রাখ্যং নাভিদেশে তু কট্যাং সর্বাঘনাশনম্ ।
ত্রিনেত্রমূর্বোর্বিন্যস্য জঙ্ঘয়ো রক্তপাণিকম্ ।
পাদয়োর্দেবদেবেশং সর্বাঙ্গে বটুকং ন্যসেৎ ॥
এবং ন্যাসবিধিং কৃত্বা তদনন্তরমুত্তমম্ ।
পঠেদেকমনাঃ স্তোত্রং নামাষ্টশতসংজ্ঞকম্ ॥
নামাষ্টশতকস্যাপি ছন্দোঽনুষ্টুবুদাহৃতম্ ।
বৃহদারণ্যকো নাম ঋষিশ্চ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥
দেবতা কথিতা চেহ সদ্ভির্বটুকভৈরবঃ ।
সর্বকামার্থসিদ্ধ্যর্থে বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥
ভৈরবো ভূতনাথশ্চ ভূতাত্মা ভূতভাবনঃ ।
ক্ষেত্রদঃ ক্ষেত্রপালশ্চ ক্ষেত্রজ্ঞঃ ক্ষত্রিয়ো বিরাট্ ॥
শ্মশানবাসী মাংসাশী খর্পবাশী মখান্তকৃৎ ।
রক্তপঃ প্রাণপঃ সিদ্ধঃ সিদ্ধিদঃ সিদ্ধসেবিতঃ ॥
করালঃ কালশমনঃ কলাকাষ্ঠা-তনুঃ কবিঃ ।
ত্রিনেত্রো বহুনেত্রশ্চ তথা পিঙ্গল-লোচনঃ ॥
শূলপাণিঃ খড়্গপাণিঃ কঙ্কালী ধূম্রলোচনঃ ।
অভীরুর্ভৈরবো ভীমো ভূতপো যোগিনীপতিঃ ॥
ধনদো ধনহারী চ ধনদঃ প্রতিভাববান্ ।
নাগহারো নাগকেশো ব্যোমকেশঃ কপালভৃৎ ॥
কালঃ কপালমালী চ কমনীয়ঃ কলানিধিঃ ।
ত্রিলোচনো জ্বলন্নেত্রস্ত্রিশিখী চ ত্রিলোকপাৎ ॥
ত্রিবৃত্ত-নয়নো ডিম্ভঃ শান্তঃ শান্তজনপ্রিয়ঃ ।
বটুকো বটুকেশশ্চ খট্টাঙ্গবর-ধারকঃ ॥
ভূতাধ্যক্ষঃ পশুপতির্ভিক্ষুকঃ পরিচারকঃ ।
ধূর্ত্তো দিগম্বরঃ শৌরির্হরিণঃ পাণ্ডুলোচনঃ ॥
প্রশান্তঃ শান্তিদঃ শুদ্ধঃ শঙ্করঃ প্রিয়বান্ধবঃ ।
অষ্টমূর্ত্তির্নিধীশশ্চ জ্ঞানচক্ষুস্তমোময়ঃ ॥
অষ্টাধারঃ সর্পযুক্তঃ শশী বিষধরঃ শিবঃ ।

ভূধরো ভূতরাধীশো ভূপতির্ভূতধারকঃ ॥
কঙ্কালধারী মুণ্ডী চ নাগযজ্ঞোপবীতবান্ ।
জৃম্ভণো মোহনঃ স্তম্ভী মারণঃ ক্ষোভণস্তথা ॥
শুদ্ধনীলাঞ্জনপ্রখ্য-দেহো মুণ্ড-বিভূষিতঃ ।
বলিভুক্ বলিভূতাত্মা কামীকামঃ পরাক্রমঃ ॥
সর্বাপত্তারকো দুর্গো দুষ্টভূত-নিষেবিতঃ ।
কালী কলানিধিঃ কান্তঃ কামিনী-বশকৃদ্বশী ।
সর্বসিদ্ধিপ্রদো বৈদ্যঃ প্রভবিষ্ণুঃ প্রভাববান্ ॥
অষ্টোত্তর-শতং নাম ভৈরবস্য মহাত্মনঃ ।
ময়া তে কথিতং দেবি ! রহস্যং সর্ব-কামদম্ ॥
য ইদং পঠতি স্তোত্রং নামাষ্টশতমুত্তমম্ ।
ন তস্য দুরিতং কিঞ্চিন্ন রোগেভ্যো ভয়ং তথা ।
ন শত্রুভ্যো ভয়ং কিঞ্চিৎ প্রাপ্নোতি মানবঃ ক্বচিৎ ॥
পাতকানাং ভয়ং নৈব পঠেৎ স্তোত্রমনন্যধীঃ ।
মারীভয়ে রাজভয়ে তথা চৌরাগ্নিজে ভয়ে ॥
ঔৎপাতিকে মহাঘোরে তথা দুঃস্বপ্নজে ভয়ে ।
বন্ধনে চ মহাঘোরে পঠেৎ স্তোত্রং সমাহিতঃ ॥
সর্বে প্রশমনং যান্তি ভয়াদ্ ভৈরবকীর্ত্তনাৎ ।
একাদশ-সহস্রন্তু পুরশ্চরণমিষ্যতে ॥
ত্রিসন্ধ্যং যঃ পঠেদ্দেবি ! সংবৎসরমতন্দ্রিতঃ ।
স সিদ্ধিং প্রাপ্নুয়াদিষ্টাং দুর্ল্লভামপি মানুষঃ ॥
ষণ্মাসান্ ভূমিকামস্তু স জপ্ত্বা লভতে মহীম্ ।
রাজা শত্রুবিনাশায় জপেন্মাসাষ্টকং পুনঃ ॥
রাত্রৌ বারত্রয়ঞ্চৈব নাশয়ত্যেব শাত্রবান্ ।
জপেন্মাসত্রয়ং রাত্রৌ রাজানং বশমানয়েৎ ॥
ধনার্থী চ সুতার্থী চ দারার্থী যস্তু মানবঃ ।
পঠেদ্বারত্রয়ং যদ্বা বারমেকং তথা নিশি ।
ধনং পুত্রাংস্তথা দারান্ প্রাপ্নুয়ান্নাত্র সংশয়ঃ ॥

ভীতো ভয়াৎ প্রমুচ্যেত দেবি ! সত্যং ন সংশয়ঃ ।
যান্ যান্ সমীহতে কামাংস্তাংস্তান্ প্রাপ্নোতি নিত্যশঃ ॥
অপ্রকাশ্যমিদং গুহ্যং ন দেয়ং যস্য কস্যচিৎ ।
সুকুলীনায় শান্তায় ঋজবে দম্ভবর্জ্জিতে ।
দত্থাৎ স্তোত্রমিদং পুণ্যং সর্বকামফলপ্রদম্ ॥
ধ্যানং বক্ষ্যামি দেবস্য যথা ধ্যাত্বা পঠেন্নরঃ ।
শুদ্ধস্ফটিক-সঙ্কাশং সহস্রাদিত্য-বর্চসম্ ॥
অষ্টবাহুং ত্রিনয়নং চতুর্বাহুং দ্বি-বাহুকম্ ।
ভুজঙ্গমেখলং দেবমগ্নিবর্ণং শিরোরুহম্ ॥
দিগম্বরং কুমারীশং বটুকাখ্যং মহাবলম্ ।
খট্বাঙ্গমসি-পাশঞ্চ শূলঞ্চৈব তথা পুনঃ ॥
ডমরুঞ্চ কপালঞ্চ বরদং ভুজগং তথা ।
নীল-জীমূত-সঙ্কাশং নীলাঞ্জনচয়-প্রভম্ ॥
দংষ্ট্রাকরাল-বদনং নূপুরাঙ্গদ-সঙ্কুলম্ ।
আত্মবর্ণসমোপেত-সারমেয়-সমন্বিতম্ ।
ধ্যাত্বা জপেৎ সুসংহৃষ্টঃ সর্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ ॥
ওঁ করকলিতকপালঃ কুণ্ডলী দণ্ড-পাণি-
স্তরুণতিমির-নীলো ব্যালযজ্ঞোপবীতী ।
ক্রতুসময়-সপর্য্যা-বিঘ্নবিচ্ছেদ-হর্ত্তা ।
জয়তি বটুকনাথঃ সিদ্ধিদঃ সাধকানাম্ ॥
এতৎ শ্রুত্বা ততো দেবী নামাষ্টশত-মুত্তমম্ ।
ভৈরবায় প্রহৃষ্টাঽভূৎ স্বয়ঞ্চৈব মহেশ্বরী ॥

ইতি বিশ্বসারে আপদুদ্ধার-কল্পে বটুকভৈরব-স্তবরাজঃ সমাপ্তঃ ।

অথ যোগপ্রক্রিয়া* । গৌতমীয়ে গৌতম উবাচ—

দেবর্ষে ! যোগযুক্তাত্মন্ ! যোগানুভব-দর্শক ! ।
সাংখ্যযোগ-বিশেষজ্ঞ ! কর্মযোগ-নিষেবকঃ ॥

---

* অনুবাদের সাহায্যে যোগপ্রক্রিয়ায় রত হইলে ইষ্ট লাভ হয় না ; পরন্তু অনিষ্টই ঘটে। ইহা একমাত্র গুরুগম্য। এজন্য ইহার অনুবাদ দেওয়া হইল না।

বিনা যোগং ন সিধ্যেৎ তু কুণ্ডলী-চংক্রমঃ প্রভো !
মূলপদ্মে কুণ্ডলিনী যাবন্নিদ্রায়িতা প্রভো ! ।
তাবৎ কিঞ্চিন্ন সিধ্যেত যন্ত্র-মন্ত্রার্চনাদিকম্ ॥
জাগর্ত্তি যদি সা দেবী বহুভিঃ পুণ্য-সঞ্চয়ৈঃ ।
তদা প্রসাদমায়ান্তি যন্ত্র-মন্ত্রার্চনাদয়ঃ ॥
শিববদ্বিহরেল্লোকেষ্বৈশ্বর্য্য-সমন্বিতঃ ।
যোগ-যোগাদ্ ভবেন্মুক্তির্মন্ত্রসিদ্ধিরখণ্ডিতঃ ॥
সিদ্ধে মনৌ পরাবাপ্তিরিতি শাস্ত্রার্থনির্ণয়ঃ ।
তস্মাৎ কার্য্যং পরং যোগং কথয়স্ব মুনীশ্বর ! ।
মুক্তাত্মা যেন বিহরেৎ স্বর্গে মর্ত্ত্যে রসাতলে ।
জীবন্মুক্তশ্চ দেহান্তে নির্বাণপদমাপ্নুয়াৎ ॥

নারদ উবাচ—কথয়ামি তব স্নেহাৎ যোগ-যোগ্যোঽসি গৌতম !
সংসারোত্তারণে যুক্তির্যোগশব্দেন কথ্যতে ॥
ঐক্যং জীবাত্মনোরাহুর্যোগং যোগবিশারদাঃ
তব স্নেহাৎ সমাখ্যাতা যোগে বিঘ্নকরাস্ত্বিমে ॥
কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য্য-সংজ্ঞকাঃ ।
যোগাঙ্গৈরেভির্নির্জিত্য যোগিনো যোগমাপ্নুয়ুঃ ॥
যমং নিয়মমাসন-প্রাণায়ামৌ ততঃ পরম্ ।
প্রত্যাহারং ধারণাখ্যং ধ্যানং সার্দ্ধং সমাধিনা ॥
অষ্টাঙ্গান্যাহুরেতানি যোগিনো যোগ-সাধনে ।
অহিংসা সত্যমস্তেয়ং ব্রহ্মচর্য্যং দয়ার্জবম্ ।
ক্ষমা ধৃতির্মিতাহারঃ শৌচঞ্চেতি যমা দশ ॥
তপঃ সন্তোষ আস্তিক্যং দানং দেবস্য পূজনম্ ।
সিদ্ধান্ত-শ্রবণঞ্চৈব হ্রীমতিশ্চ জপো হুতম্ ।
দশৈতে নিয়মা প্রোক্তা যোগশাস্ত্র-বিশারদৈঃ ॥

আসনানি পূর্বমুক্তানি ।

ইড়য়াকর্ষয়েদ্বায়ুং বাহ্যং ষোড়শ-মাত্রয়া ।।
ধারয়েৎ পূরিতং যোগী চতুঃষষ্ঠ্যা চ মাত্রয়া ।।

সুষুম্না-মধ্যগং সম্যগ্ দ্বাত্রিংশন্মাত্রয়া শনৈঃ।
নাড্যা পিঙ্গলয়া চৈনং রেচয়েদ্ যোগবিত্তমঃ ॥
প্রাণায়ামমিমং প্রাহুর্যোগশাস্ত্রবিশারদাঃ।
ভূয়ো ভূয়ঃ ক্রমাত্তস্য ব্যত্যয়েন সমাচরেৎ ॥
মাত্রাবৃদ্ধিক্রমেণৈব সম্যক্ দ্বাদশ-ষোড়শ।
প্রাণায়ামো হি দ্বিবিধঃ সগর্ভোঽগর্ভ এব চ।
জপধ্যানাদিভির্যুক্তং সগর্ভং তং বিদুর্বুধাঃ ॥
তদপেতং বিগর্ভঞ্চ প্রাণায়ামং পরে বিদুঃ।
ক্রমাদভ্যসতঃ পুংসো দেহে স্বেদোদ্গমোঽধমঃ ॥
মধ্যমঃ কম্পসংযুক্তো ভূমিত্যাগঃ পরো মতঃ।
উত্তমস্য গুণাবাপ্তির্যাবচ্ছীলনমীষ্যতে ॥
ইন্দ্রিয়াণাং বিচরতাং বিষয়েষু নিরর্গলম্।
বলাদাহরণন্তেভ্যঃ প্রত্যাহারোঽভিধীয়তে ॥
অঙ্গুষ্ঠ-গুল্ফ্-জানূরু-সীমনী-লিঙ্গ-নাড়িষু।
হৃদ্-গ্রীবা-কণ্ঠদেশেষু লম্বিকায়াং তথা নসি ॥
ভ্রূমধ্যে মস্তকে মূর্দ্ধ্নি দ্বাদশান্তে যথাবিধি।
ধারণং প্রাণমরুতো ধারণেতি নিগদ্যতে ॥
সমাহিতেন মনসা চৈতন্যান্তর-বর্ত্তিনা।
আত্মন্যভীষ্ট-দেবানাং ধ্যানং ধ্যানমিহোচ্যতে ॥
সমত্বভাবনা নিত্যং জীবাত্ম-পরমাত্মনোঃ।
সমাধিমাহুর্মুনয়ঃ প্রোক্তমষ্টাঙ্গ-লক্ষণম্ ॥
ইত্যাদি-কথিতং বিপ্র! কামাদি-ষট্ক-নাশনম্।
ইদানীং কথয়ে তেঽহং মন্ত্রযোগমনুত্তমম্ ॥
বিশ্বং শরীরমিত্যুক্তং পঞ্চভূতাত্মকং মুনে!।
চন্দ্র-সূর্য্যাগ্নি-তেজোভির্জীবব্রহ্মৈক্যরূপকম্ ॥
তিস্রঃ কোট্যস্তদর্দ্ধেন শরীরে নাড়য়ো মতাঃ।
তাসু মুখ্যা দশ প্রোক্তাস্তাসু তিস্রো ব্যবস্থিতাঃ।
প্রধানা মেরুদণ্ডেঽত্র চন্দ্র সূর্য্যাগ্নিরূপিণী।

ইড়া বামে স্থিতা নাড়ী শুক্লা তু চন্দ্ররূপিণী ॥
শক্তিরূপা সা চ নাড়ী সাক্ষাদমৃত-বিগ্রহা।
দক্ষিণে পিঙ্গলাখ্যা তু পুংরূপা সূর্য্য-বিগ্রহা ॥
দাড়িমী কুসুমপ্রখ্যা বিষাখ্যা মুনিভিঃ স্মৃতাঃ ॥
মেরুমধ্যে স্থিতা যাতু মূলাদাব্রহ্ম-বিগ্রহা।
সর্বতেজোময়ী সা তু সুষুম্না বহুরূপিণী।
তস্যা মধ্যে বিচিত্রাখ্যা অমৃতস্রাবিনী শুভা ॥
সর্বদেবময়ী সা তু যোগিনাং হৃদয়ঙ্গমা।
বিসর্গাদ্বিন্দুপর্য্যন্তং ব্যাপ্য তিষ্ঠতি তত্ত্বতঃ ॥
মূলাধারে ত্রিকোণাখ্যে ইচ্ছাজ্ঞান-ক্রিয়াত্মকে
মধ্যে স্বয়ম্ভূলিঙ্গন্তু কোটি-সূর্য্য-সমপ্রভম্।
তদূর্দ্ধে কামবীজন্তু কলশান্তীন্দুনাদকম্[১]।
তদূর্দ্ধে তু শিখাকারা কুণ্ডলী ব্রহ্মবিগ্রহা।
তদ্বাহ্যে হেমবর্ণাভং বসবর্ণ-চতুর্দলম্[২]।
দ্রুত-হেম-সমপ্রখ্যং পদ্মং তত্র বিভাবয়েৎ ॥
তদূর্দ্ধেঽগ্নি-সমপ্রখ্যং ষড়্‌দলং হীরক-প্রভম্।
বাদি-লান্ত ষড়র্ণেন যুক্তাধিষ্ঠানসংজ্ঞকম্ ॥
মূলমাধারষট্‌কানাং মূলাধারং ততো বিদুঃ।
স্বশব্দেন পরং লিঙ্গং স্বাধিষ্ঠানং ততো বিদুঃ ॥
তদূর্দ্ধে নাভিদেশে তু মণিপূরং মহৎপ্রভম্।
মেঘাভং বিদ্যুদাভঞ্চ রত্নতেজো ময়ং ততঃ ॥
তৎ পদ্মং মণিবদ্ভিন্নং মণিপূরং তথোচ্যতে।
দশভিশ্চ দলৈর্যুক্তং ডাদি-ফান্তাক্ষরান্বিতম্ ॥
শিবেনাধিষ্ঠিতং পদ্মং বিশ্বলোকৈক-কারণম্।
তদূর্ধ্বেঽনাহতং পদ্মমুদ্যদাদিত্য-সন্নিভম্ ॥
কাদি-ঠান্তাক্ষরৈরর্ক-পত্রৈশ্চ সমধিষ্ঠিতম্।
তন্মধ্যে বাণলিঙ্গন্তু সূর্য্যাযুত-সমপ্রভম্ ॥

১। ককার-লকারেকা রবিন্দুভূষিতং কামবীজমিত্যর্থঃ। ২। বশষস ইতি বর্ণচতুষ্টয়মিত্যর্থঃ।

শব্দব্রহ্মময়ং শব্দোঽনাহতস্তত্র দৃশ্যতে।
তেনানাহতপদ্মং তৎ মুনিভিঃ পরিকীর্ত্ত্যতে ॥
আনন্দসদনং তৎ তু পুরুষাধিষ্ঠিতং পরম্।
তদূর্দ্ধন্তু বিশুদ্ধাখ্যং দলং ষোড়শ-পঙ্কজম্ ॥
স্বরৈঃ ষোড়শকৈর্যুক্তং ধূম্রবর্ণং মহৎপ্রভম্।
বিশুদ্ধিং তনুতে যস্মাজ্জীবস্য হংসলোকনাৎ ॥
বিশুদ্ধং পদ্মমাখ্যাতং আকাশাখ্যং মহৎ পরম্।
আজ্ঞাচক্রং তদূর্দ্ধে তু আত্মনাধিষ্ঠিতং পরম্ ॥
হক্ষবর্ণ সমাযুক্তং দ্বিদলং শুক্লভাস্বরম্।
আজ্ঞা-সংক্রমণং তত্র গুরোরাজ্ঞেতি কীর্ত্তিতম্।
কৈলাশাখ্যং তদূর্দ্ধে তু বোধনীস্তু তদূর্দ্ধতঃ।
এবঞ্চ শিব চক্রাণি প্রোক্তানি তব সুব্রত!।
সহস্রারাম্বুজং বিন্দুস্থানং তদূর্দ্ধমীরিতম্ ॥
ইত্যেতৎ কথিতং সর্বং যোগমার্গমনুত্তমম্।
আদৌ পূরকযোগেন স্বাধারে যোজয়েন্মনঃ ॥
গুদমেঢ্রান্তরে শক্তিং তামাকুঞ্চ্য প্রবোধয়েৎ।
লিঙ্গভেদ-ক্রমেণৈব বিন্দুচক্রন্তু প্রাপয়েৎ ॥
শম্ভুনা তাং পরাশক্তিমেকীভাবং বিচিন্তয়েৎ।
পায়য়িত্বা চ তাং শক্তিং কৃষ্ণাখ্যাং যোগসিদ্ধিদাম্।
ষট্‌চক্র-দেবতাস্তত্র সন্তর্প্যামৃত-ধারয়া ॥
আনয়েৎ তেন মার্গেণ মূলাধারং ততঃ সুধীঃ।
এবমভ্যস্যমানস্য অহন্যহনি মারুতম্।
জরামরণ-দুঃখাদ্যৈর্মুচ্যতে ভব-বন্ধনাৎ।
পূর্বোক্ত-দূষিতা মন্ত্রাঃ সর্বে সিধ্যন্তি নান্যথা ॥
যে গুণাঃ সন্তি দেবস্য পঞ্চকৃত্য-বিধায়িনঃ[১]।
তে গুণাঃ সাধকবরে ভবন্ত্যেব চ নান্যথা ॥
ইত্যেতৎ কথিতং সর্বং বায়োর্ধারণমুত্তমম্।

---

১ পাঠো হোমশ্চাতিথীনাং সপর্য্যা তর্পণং বলিরিতি পঞ্চকৃত্যম্।

ইদানীং ধারণাখ্যাস্তু শৃণুষ্বাবহিতো মুনে ! ॥
দিক্কালাদ্যনবচ্ছিন্নে কৃষ্ণে চেতো নিধায় চ ।
তন্ময়ো ভবতি ক্ষিপ্রং জীব-ব্রহ্মৈক্য-যোজনাৎ ॥
অথবা সমলং চিত্তং যদা ক্ষিপ্রং ন সিধ্যতি ।
তদাবয়বযোগেন যোগী যোগান্ সমভ্যসেৎ ॥
পাদাম্ভোজে মনো দদ্যান্নখ-কিঞ্জল্ক-চিত্রিতে ।
জঙ্ঘাযুগ্মে তথা রাম-কদলীকাণ্ড-শোভিতে ॥
উরুদ্বয়ে মত্তহস্তি-করদণ্ড-সমপ্রভে ।
গঙ্গাবর্ত্তগভীরে তু নাভৌ সিন্ধুবিলে ততঃ ॥
উদরে বক্ষসি তথা হারে শ্রীবৎসকৌস্তুভে ।
পূর্ণ-চন্দ্রাযুতপ্রখ্যে ললাটে চারুকুন্তলে ॥
শঙ্খ-চক্র-গদাম্ভোজে দোর্দণ্ড-পরিমণ্ডিতে ।
সহস্রাদিত্য-সঙ্কাশে কিরীটকুণ্ডল-দ্বয়ে ॥
স্থানে নিযোজয়েন্ মন্ত্রী বিশুদ্ধঃ শুদ্ধ-চেতসা ।
মনো নিবেশ্য কৃষ্ণে বৈ তন্ময়ো ভবতি ধ্রুবম্ ॥
যাবন্মনো লয়ং যাতি কৃষ্ণে স্বাত্মনি চিন্ময়ে ।
তাবদিষ্টমনুর্মন্ত্রী জপহোমং সমভ্যসেৎ ।
অতঃ পরং ন কিঞ্চিচ্চ কৃত্যমস্তি তথা হরেঃ ।
বিদিতে পরতত্ত্বে তু সমস্তৈর্নিয়মৈরলম্ ॥
তালবৃন্তেন কিং কার্যং লব্ধে মলয়-মারুতে ।

কৃষ্ণ ইত্যুপলক্ষণম্ । অত্র প্রকারান্তরং শারদায়াম্—

ষণ্ণবত্যঙ্গুলায়ামং শরীরমুভয়াত্মকম্ ।
গুদ-ধ্বজান্তরে কন্দমুৎসেধাদ্ দ্ব্যঙ্গুলং বিদুঃ ॥
তস্মাদ্ দ্বিগুণ-বিস্তারং বৃত্তরূপেণ শোভিতম্ ।
নাড্যস্তত্র সমুদ্ভূতা মুখ্যাস্তিস্রঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥
ইড়া বামে স্থিতা নাড়ী পিঙ্গলা দক্ষিণে মতা ।
তয়োর্মধ্যগতা নাড়ী সুষুম্না বংশমাশ্রিতা ॥
পাদাঙ্গুষ্ঠদ্বয়ে যাতা শিফাভ্যাং শিরসা পুনঃ ।

ব্রহ্মস্থানং সমাপন্না সোমসূর্যাগ্নিরূপিণী ॥
তস্য মধ্যগতা নাড়ী চিত্রাখ্যা যোগিবল্লভা।
ব্রহ্মরন্ধ্রং বিদুস্তস্যাং পদ্মসূত্রনিভং পরম্।
আধারাংশ্চ বিদুস্তত্র মতভেদাদনেকধা।
দিব্যমার্গমিদং প্রাহুরমৃতানন্দকারণম্ ॥
ইড়ায়াং সঞ্চরেচ্চন্দ্রঃ পিঙ্গলায়াং দিবাকরঃ।
জ্ঞাতৌ যোগনিদানজ্ঞৈঃ সুষুম্নায়াঞ্চ তাবুভৌ ॥
আধারকন্দমধ্যস্থং ত্রিকোণমতিসুন্দরম্।
জ্যোতিষাং নিলয়ং দিব্যং প্রাহুরাগমবেদিনঃ ॥
তত্র বিদ্যুল্লত-কারা কুণ্ডলী পরদেবতা।
পরিস্ফুরতি সর্বাত্মা সুপ্তাহি-সদৃশাকৃতিঃ ॥
বিভর্ত্তি কুণ্ডলীশক্তিরাত্মানং হংসমাশ্রিতা।
হংসঃ প্রাণাশ্রয়ো নিত্যং প্রাণো নাড়ীসমাশ্রয়ঃ ॥
আধারাদুদ্গতো বায়ুর্যথাবৎ সর্বদেহিনাম্।
দেহং প্রাপ্য স্বনাড়ীভিঃ প্রকাশং কুরুতে বহিঃ।
দ্বাদশাঙ্গুল-মানেন তস্মাৎ প্রাণ ইতীরিতঃ।
রম্যে মৃদ্বাসনে-শুদ্ধে পটাজিন-কুশোত্তরে ॥
বদ্ধৈকমাসনং যোগী যোগমার্গপরো ভবেৎ।
জ্ঞাত্বা ভূতোদয়ং দেহে যথাবৎ প্রাণবায়ুনা ॥
তত্তদ্ভূতং যজেদ্দেহে দৃঢ়ত্বাবাপ্তয়ে সুধীঃ।

আসন-ভূতোদয়ৌ প্রাগুক্তৌ।

অঙ্গুলীভিঃ দৃঢ়ং বদ্ধা করণানি সমাহিতঃ।
অঙ্গুষ্ঠাভ্যামুভে শ্রোত্রে তর্জনীভ্যাং বিলোচনে ॥
নাসারন্ধ্রে মধ্যমাভ্যামন্যাভির্বদনং দৃঢ়ম্।
বদ্ধাত্ম-প্রাণমনসামেকত্বং সমনুস্মরন্ ॥
ধারয়েন্ মারুতং সম্যক্ যোগোঽয়ং যোগিবল্লভঃ।
নাদঃ সংজায়তে তস্য ক্রমাদভ্যসতঃ শনৈঃ ॥
মত্তভৃঙ্গাঙ্গনাগীত-সদৃশঃ প্রথমো ধ্বনিঃ।

বংশিকস্যানিলাপূর্ণ-বংশধ্বনি-নিভোঽপরঃ ॥
ঘণ্টারব-সমঃ পশ্চাদ্ ঘনমেঘ-স্বনোপমঃ।
এবমভ্যসতঃ পুংসঃ সংসারধ্বান্তনাশনম্ ॥
জ্ঞানমুৎপদ্যতে পূর্বং হংসলক্ষণমব্যয়ম্।
পুং-প্রকৃত্যাত্মকৌ প্রোক্তৌ বিন্দু-সর্গৌ মনীষিভিঃ ॥
তাভ্যাং ক্রমাৎ সমুদ্ভুতৌ বিন্দু-সর্গাবসানকৌ।
হংসৌ তৌ পুংপ্রকৃত্যাখ্যৌ হং পুমান্ প্রকৃতিস্তু সঃ ॥
অজপা কথিতা তাভ্যাং জীবোঽয়ামুপতিষ্ঠতি।
পুরুষং স্বাশ্রয়ং মত্বা প্রকৃতির্নিত্যমাস্থিতা ॥
যদা তদ্ভাবমাপ্নোতি তদা সোঽহময়ং ভবেৎ।
সকারার্ণং হকারার্ণং লোপয়িত্বা ততঃ পরম্ ॥
সন্ধিং কুর্যাৎ পূর্বরূপং তদাসৌ প্রণবো ভবেৎ।
পরানন্দময়ং নিত্যং চৈতন্যৈকগুণাত্মকম্ ॥
আত্মাভেদস্থিতং যোগী প্রণবং ভাবয়েৎ সদা।
আম্নায়বাচামতিদূরমাদ্যং বেদ্যং স্বসংবেদ্য-গুণেন সন্তঃ।
আত্মানমানন্দরসৈকসিন্ধুং পশ্যন্তি তারাত্মকমাত্মনিষ্ঠাঃ ॥
সত্যং হেতুবিবর্জিতং শ্রুতিগিরামাদ্যং জগৎ কারণং
ব্যাপ্তং স্থাবর-জঙ্গমং নিরূপমং চৈতন্যমন্তর্গতম্।
আত্মানং রবি-বহ্নি-চন্দ্র-বপুষং তারাত্মকং সন্ততং
নিত্যানন্দগুণালয়ং সুকৃতিনঃ পশ্যন্তি রুদ্ধেন্দ্রিয়াঃ ॥

অথ কর্মযোগঃ। যথা সময়াতন্ত্রে ঈশ্বর উবাচ—

রহস্যং যৎ পুনঃ পৃষ্টং তুষ্টোঽহং তেন সর্বদা।
সংক্ষেপতঃ ক্রমেণৈব কথয়ামি শৃণু প্রিয়ে! ॥
অধ্যুষ্ট-হস্তমানং হি শরীরং পরমেশ্বরি!।
নাড়ীনাং তত্র সাহস্রং সমুৎপন্নং দ্বিসপ্ততিঃ ॥
তত্রাপি মুখ্যা দেবেশি! স্থূলরূপা দ্বিসপ্ততিঃ।
তত্র প্রধানা দেবেশি! দশ নাড্যঃ সমাশ্রিতাঃ ॥
ইড়াঞ্চ পিঙ্গলাঞ্চৈব সুষুম্না চ সুরেশ্বরি!।

গান্ধারী হস্তিজিহ্বা চ পুষা চৈব পয়স্বিনী ॥
অনুকূলা কূহুশ্চৈব শঙ্খিনী নামভিঃ স্মৃতাঃ।
তত্র প্রধানা দেবেশি! তিস্রো নাড্যঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
ইড়া নাড়ী স্থিতা বামে পিঙ্গলা স্যাৎ তু দক্ষিণে।
সুষুম্না মধ্যদেশে তু মেরুদণ্ডান্তর-স্থিতা ॥
ইড়ায়াং সঞ্চরচ্চন্দ্রঃ পিঙ্গলায়ান্তু ভাস্করঃ।
বহ্নিরূপা সুষুম্না তু সোমসূর্য্যাত্মিকা পরা ॥
সুষুম্না-গ্রন্থি-সংস্থানি ষট্‌পদ্মানি যথাক্রমাৎ।
আধারাখ্যং গুদস্থানাদ্ দ্ব্যঙ্গুলোপরি-সংস্থিতম্ ॥
বাদি-সান্তার্ণ সংযুক্তং রক্তবর্ণং চতুর্দ্দলম্।
লিঙ্গমূলে মহাপদ্মং স্বাধিষ্ঠানন্তু ষড়্‌দলম্ ॥
বাদিলান্তার্ণ সংযুক্তং নাভৌ তু মণিপূবকম্।
ডাদি-ফান্তান্বিত-দলৈররুণৈর্দশভির্যুতম্ ॥
হৃদয়ে দ্বাদশদলৈরনাহত-সরোরুহম্।
কাদি-ঠান্তান্বিতৈর্দেবি! তপ্তহাটক-সন্নিভম্ ॥
কণ্ঠদেশে বিশুদ্ধাখ্যং নির্মলং গগনাম্বুজম্।
অকারাদি-স্বরোপেতৈর্দলৈঃ ষোড়শভির্যুতম্ ॥
আজ্ঞা নাম ভ্রুবোর্মধ্যে চক্রং দ্বিদলকং পরম্।
হক্ষ-দ্ব্যক্ষর-সংযুক্তং নির্মলং সুমনোহরম্ ॥
পঞ্চভূতানি দেবেশি! ষষ্ঠং মানসমীশ্বরি!।
ষট্‌চক্রেষু স্থিতান্যেবং ক্রমাদ্দেবি! বিচিন্তয়েৎ ॥
আধারাখ্য-মূলচক্রে অতিরিক্ত-চতুর্দ্দলে।
তন্মধ্যে সংস্থিতা যোনিস্তন্মধ্যে লিঙ্গমুত্তমম্ ॥
মধ্যে লিঙ্গং সরন্ধ্রন্তু পশ্চিমাভিমুখস্থিতম্।
এবং সর্বেষু চক্রেষু শক্তিং রুদ্রং বিচিন্তয়েৎ ॥
আধারে হৃৎপ্রদেশে তু ভ্রুবোর্মধ্যে বিশেষতঃ।
স্বায়ম্ভূবঞ্চ লিঙ্গঞ্চ তত্রৈবেশ্বর-সংজ্ঞকঃ ॥
লিঙ্গত্রয়ং মহেশানি! প্রধানত্বেন চিন্তয়েৎ।

কুলকুণ্ডলিনী শক্তির্মূলাধারে সদা স্থিতা ॥
প্রসুপ্ত-ভুজগাকারা অধ্যুষ্টবলয়ান্বিতা।
সৈব সর্বেশ্বরী নিত্যা তড়িৎ-পুঞ্জনিভ-প্রভা ॥
সুষুম্না ব্রহ্মরন্ধ্রস্ত মুখেনাবৃত্য সংস্থিতা।
ইমাং ধ্যাত্বা মহাদেবি! সাধকো মরণং ত্যজেৎ ॥
কোমলাসনমাস্থায় সমকায়শিরোধরঃ।
মেরুদণ্ডং স্থিরং কৃত্বা নাসালোকন-তৎপরঃ ॥
পদ্মাসনং সমারুহ্য গুদমাকুঞ্চ্য সংযতঃ।
উচ্চরেৎ কুণ্ডলীং শক্তিং ষট্‌চক্রগ্রন্থি-ভেদতঃ ॥
সুষুম্না-রন্ধ্রমার্গেণ মূর্দ্ধ্নি সংচিন্তয়েত্ততঃ।
সহস্রারং মহাপদ্মং শ্বেতবর্ণমধোমুখম্ ॥
তন্মধ্যে চিন্তয়েৎ পূর্ণং চন্দ্রবিম্বং সুধাময়ম্।
তন্মধ্যে চিন্তয়েদ্দেবং জগৎসাক্ষিণমব্যয়ম্ ॥
শ্বেতং স্বচ্ছং মহাপ্রেতং জ্যোতীরূপং সদাশিবম্ ॥
তেন সংযোজয়েচ্ছক্তিং কুণ্ডলীরূপধারিণীম্ ॥
শক্তিবন্ধপ্রবন্ধেন লোলীভূতাং সুলালসাম্।
তৎসঙ্গমোদ্ভবসুধা-ধারাভিঃ পরমেশ্বরি! ॥
তর্পয়েৎ সময়াং তাঞ্চ দেহস্থাং দেবতামপি।
সমস্ত-যোগিনীচক্রং মহিকামণ্ডলং তথা ॥
স্বয়ঞ্চ তৎসুধা-ধারা-মদিরামত্ত-মানসঃ।
আনীয় কুণ্ডলীং শক্তিং পুনরাধার-পঙ্কজে ॥
স্থাপয়েন্মধ্যদেশে তু এবং ধ্যাত্বা তু সাধকঃ।
জীবন্মুক্তো ভবেল্লোকে মম তুল্যো ন সংশয়ঃ ॥
কর্মযোগবিধানস্ত কথিতং বীরবন্দিতে!।
জ্ঞানযোগবিধানন্ত শ্রূয়তাং সময়েশ্বরি! ॥
অপাং মধ্যে বসেচ্ছূন্যং তস্মিন্ বায়ুস্ততো ধ্বনিঃ ॥
ধ্বনির্যোনিস্তুর্য্যরূপং প্রণবাখ্যং পরং পদম্ ॥
মধ্যদেশে শিখা সূক্ষ্মা পরমা নিষ্কলা কলা।

শূন্যং জ্যোতিঃ-স্বরূপং হি চিৎস্বরূপং সুনির্মলম্ ॥
চিতিরূপা কলা তত্র নির্মলা সময়া পরা।
শূন্যং সদাশিবঃ প্রোক্তঃ কলা শক্তিশ্চ চিন্ময়ী ॥
শিবশক্ত্যাত্মকং জ্যোতিঃ পরং ব্রহ্ম সুনিশ্চিতম্।
শিবশক্ত্যাত্মকং বস্তু পরমশ্চেতি গদ্যতে ॥
সর্বত্র পরমাত্মা বৈ তত্র সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্।

ইতি জ্ঞানযোগঃ।

পৃথিব্যপ্-তেজোবায্বাকাশাত্মক-পঞ্চভূতাত্মকং শরীরম্। তত্র শরীরে সার্দ্ধকোটি-ত্রয়ী নাড়ী সর্বাঽধোমুখী। তাসু মুখ্যা দশ ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্না গান্ধারী হস্তি-জিহ্বা পূষা পয়স্বিনী অনুকূলা কূহূঃ শঙ্খিনী চেতি। তাস্বপি মুখ্যাস্তিস্রঃ ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্না চেতি। তাসু চ মধ্যে মেরুদণ্ডস্য বামে ইড়া শুক্লবর্ণা চন্দ্ররূপিণী অমৃতময়ী শক্তিরূপা, দক্ষিণে পিঙ্গলা রক্তবর্ণা সূর্য্যরূপিণী বিষময়ী পুংরূপা। মেরুদণ্ডমধ্যে সুষুম্না সর্বতেজোময়ী সরন্ধ্রা সোমসূর্য্যাগ্নিরূপিণী। সা চ শিফাভ্যাং পাদাঙ্গুষ্ঠদ্বয়ং সংযুজ্যাঽধোমুখীভূয় শিরসা মূলাধারস্থ-শিবলিঙ্গাগ্রপর্য্যন্তং ব্যাপ্য তিষ্ঠতি। সুষুম্নাস্যে তান্যধোমুখানি মূলাধার-স্বাধিষ্ঠান-মণিপূরকানাহত-বিশুদ্ধাজ্ঞাখ্যানি ষট্পদ্মানি। যৎ তু মহীং মূলাধারে কমপি মণিপুরে হুতবহং স্থিতং স্বাধিষ্ঠানে ইত্যাদি-শঙ্করাচার্য্যপদ্যে দ্বিতীয়-পদ্মস্য মণিপূরত্ব-কথনম্, তৎ স্বাধিষ্ঠানে কং মণিপূরে হুতবহমিতি ব্যত্যাসান্বয়াদবিরুদ্ধং ছন্দোনুরোধাচ্চ তথোক্তমিতি তত্ত্বম্। সুষুম্নামধ্যে চিত্রাখ্যাঽধোমুখী নাড়ী অমৃতস্রাবিণী সর্বদেবময়ী বিসর্গাদ্ বিন্দু-পর্য্যন্তং ব্যাপ্য তিষ্ঠতি। বিসর্গঃ প্রকৃতিঃ। বিন্দুঃ পুমান্। ষণ্ণাং পদ্মানাং কিঞ্জল্কমধ্যে শক্তি-রূপাণি ষট্ ত্রিকোণানি। তেষাঞ্চ মধ্যেঽধোমুখানি প্রেত-রূপাণি সরন্ধ্রাণি শিবলিঙ্গানি ষট্। তেষু মধ্যে মূলাধারে স্বয়ম্ভূরনাহতে বাণঃ, আজ্ঞাচক্রে ঈশ্বর ইতি লিঙ্গত্রয়ং প্রধানম্। ষট্পদ্মেষু ব্রহ্ম-বিষ্ণু-রুদ্রেশ্বর-সদাশিব-পরমশিবাখ্যাঃ ষট্ শিবাঃ। ব্রহ্মাদীনাং মূর্ত্তয়স্তু পূর্বমুক্তাঃ। গুদস্থানাদ্ দ্ব্যঙ্গুলোপরি পীতং পার্থিবং পৃথিবীযুক্তং ব শ ষ স-যুক্ত-চতুর্দ্দলাঢ্যং ডাকিনী-দেবতাকং মূলাধারপদ্মম্। আধার-ষট্কানাং মূলত্বান্মূলাধার-মুচ্যতে। তস্যাধস্তেজসং সহস্রদলং রক্তবর্ণং তৎকিঞ্জল্কমধ্যে দলমধ্যে চ

শক্তয়ো বিদ্যুৎপ্রভাঃ। তৎকর্ণিকামধ্যতশ্চ কুলদেবী মূলাধার-পদ্ম-কর্ণিকান্ত-র্গত-ত্রিকোণাকার-মহাযোন্যন্তর্গতাধোমুখ-স্বয়ম্ভূলিঙ্গং শঙ্খাকার-দক্ষিণাবর্ত্ত-ক্রমেণ স্বার্দ্ধবেষ্টন-ত্রয়েণালিঙ্গ্যাধোমুখতয়া স্থিত্বা সুষুম্নামুখং স্বমুখেনাবৃত্য স্থিতা নিদ্রাণা প্রসুপ্ত-ভুজগাকারা তড়িৎকোটিপ্রখ্যা নীবারশূকবৎ তন্বী ত্রিকোণস্থানল-শিখোপরি স্থিতা মূলবিদ্যাময়ী কুলকুণ্ডলিনী বর্ত্ততে। ততো হুঙ্কারেণ ত্রিকোণমণ্ডলস্থাগ্নিনা কুলকুণ্ডলিনীং সজাগরাং বিধায় হংস ইতি মন্ত্রেণ সুষুম্নাবিবর-ব্রহ্মবর্ত্মনা চিত্রানাড়িকয়া শিবলিঙ্গ-রন্ধ্রদ্বারেণ লিঙ্গান্নি-ক্রময্য আধারপঙ্কজস্য দ্ব্যঙ্গুলোর্দ্ধে আপ্যে জলবতি বিদ্যুদাভে ব ভ ম য র ল যুক্ত-ষড়্দলে সাবিত্রী-ব্রহ্মসহিতে রাকিনীদেবতাকে লিঙ্গমূলস্থে স্বস্য লিঙ্গ-স্যাধিষ্ঠানতয়া স্বাধিষ্ঠান-নামকে পদ্মে তাং সমানীয় তত্রত্য লিঙ্গরন্ধ্রেণ লিঙ্গং প্রবেশয়িত্বা ততো নির্গময্য স্বাধিষ্ঠানাদেকাদশাঙ্গুলোপরি[১] তেজসে তেজ-স্বিনি[২] নীলবর্ণে ড ঢ ণ-ত থ দ ধ ন প ফ যুক্ত-দশদলেন লক্ষ্মীনারায়ণ-সহিতে লাকিনী সহিতে লাকিনীদেবতাকে নাভিমূলস্থে মণিপূরকে পদ্মে সমানীয় তত্রত্য লিঙ্গরন্ধ্রেণ লিঙ্গং প্রবেশয়িত্বা ততো নির্গময্য মণিপূরাদ্[৩] দ্বাদশাঙ্গুলো-পরি হৃদয়স্থে বায়ব্যে বায়ুমতে রক্তবর্ণে ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ-যুক্ত-দ্বাদশে দলে পার্বতীশঙ্করান্বিতে মধ্যগত-কাকিনী দেবতাকে কালরাত্র্যাদি-শক্ত্যা-বৃতে নাদোত্থানাদিযুক্ত-সূর্য্যবিম্বসহিতে অনাহতে পদ্মে সমানীয় তত্রত্য লিঙ্গ-রন্ধ্রেণ লিঙ্গং প্রবেশয়িত্বা ততো নির্গময্যানাহতাদেকাদশাঙ্গুলোপরি কণ্ঠদেশস্থে আকাশময়ে আকাশবতি ধূম্রবর্ণে অকারাদি-ষোড়শস্বরযুক্ত-ষোড়শ-দলেন মধ্যগত-শাকিনী-দেবতাকে বিশ্বেশ্বর-সহিতে অমৃতাদিশক্তিযুক্ত-বাহ্যপত্রে চন্দ্রবিম্ব-সহিতে বিশুদ্ধাখ্যে পদ্মে সমানীয় তত্রত্য-লিঙ্গরন্ধ্রেণ লিঙ্গং প্রবেশয়িত্বা ততো নির্গময্য বিশুদ্ধপদ্মাচ্চতুরঙ্গুলোপরি ভ্রূমধ্যস্থে শুক্লবর্ণে হ ক্ষ-যুক্ত-দলদ্বয়যুক্তে হংসবতী ক্ষমা-সহিত-পার্শ্বদয়কে মধ্যস্থিত-হাকিনী দেবতাকে মালাধিষ্ঠিতে আজ্ঞাচক্রাখ্যপদ্মে সমানীয় তত্রত্য লিঙ্গরন্ধ্রেণ লিঙ্গং প্রবেশয়িত্বা ততো নির্গময্য শিরঃস্থিত-শ্বেত-সর্ববর্ণযুক্ত-সহস্রদলযুক্তারুণ-কেশরাধোমুখকমলকর্ণিকান্তর্গতচন্দ্রমণ্ডলমধ্যস্থ-ত্রিকোণান্তর্গতবিম্বরূপ-পরম-শিবে মহামায়াযুক্তে তত্রত্য লিঙ্গং রন্ধ্রদ্বারেণ তাং কুলকুণ্ডলিনীং যোজয়েৎ॥

১। খ—স্বাধিষ্ঠানাদেব্যাঃ। ২। খ—তেজোজ্জ্বালিনী। ৩। খ—মণিপূরাৎ দশাঙ্গুলো।

অয়ং ষট্‌চক্রভেদপ্রকারঃ। এবং ক্রমেণ কুলকুণ্ডলিনীং পরমশিবে সংযোজ্য পুনস্তেনৈব পথা ব্যুৎক্রমেণ পদ্মষট্‌কং বিভিদ্য শিবশক্তিযোগ-জনিত-সুধাধারাপ্লাবিতদেহঃ সন্ পুনস্তামমৃতলোলীভূতাং মূলাধারমানয়েদিতি-রহস্যার্থঃ। এতৎ প্রমাণন্তু প্রাগুক্তেষু সময়াতন্ত্রোক্তান্তর্যাগপ্রকরণ-গৌতমীয়-তন্ত্রোক্ত মন্ত্রযোগপ্রকরণ-শারদাতিলকোক্ত-যোগপ্রকরণ-সময়াতন্ত্রোক্ত-কর্ম-যোগপ্রকরণেষু যথাযথমালোকনীয়ম্। অধিকঞ্চ তন্ত্রান্তরে—

ধ্যায়েদাধারপদ্মং স্ফুরদরুণচতুঃ-পত্রকং বাদি-সান্তৈ-
র্বর্ণৈঃ পীতং চতুর্ভিষু তমুপরি লসৎকর্ণিকায়াং ত্রিকোণে।
শঙ্খাবর্ত্তৈভসার্দ্ধত্রিবলয়যুতয়া মণ্ডিতং কুণ্ডলিন্যা
বালার্কদ্যোতিবিম্বং[১] তদুপরি মিলিতাং ডাকিনী-দেবতাঞ্চ॥
স্বাধিষ্ঠানং ষড়্‌দলোপেতমুদ্যৎ-বিদ্যুৎ প্রখ্যং[২] বাদিলান্তৈশ্চ বর্ণৈঃ।
যুক্তং সাবিত্রী-সহায়ং বিরিঞ্চিং ধ্যায়েদস্মিন্ রাকিণীং দেবতাঞ্চ॥
নীলনীরদ-নিভে দশপত্রে ডাদিফান্ত-দশবর্ণসমেতে
চিন্তয়েৎ কমলয়া কমলাক্ষং লাকিনীঞ্চ সহিতাং মণিপূরে।

অনাহতং সরোরুহং তরুণরক্তসন্ধ্যারুণ-
প্রভা-পটলসঙ্কুলং স্ফুরৎ-পার্বতীশঙ্করম্।
প্রতিচ্ছদসমুল্লসদ্-দ্বিদশ[৩] কাদিঠান্তাক্ষরং
তদন্তরেঽপি চিন্তয়েত্ত্রিদশবন্দিতাং কাকিনীম্॥
তদুপরি বিশুদ্ধাখ্যং কুন্দাবদাত-সমপ্রভং
স্বরপরিগতং মধ্যে পত্রং সমুজ্জ্বলকর্ণিকম্।
কমলমমলং বিদ্যেশ্বরাবপীহ নিবাসিনৌ স্থিরমতি-
রধিষ্ঠাত্রীং দেবীং স্মরেদথ শাকিনীম্॥
আজ্ঞাপূরং দ্বিদলকং শরদিন্দুকান্তি-
জ্যোতির্ময়ং সলিলপঞ্চমহান্তযুক্তম্।
শ্রীবুদ্ধিশক্তিসহিতা গুরুরত্র দেবী
হাকিন্যমন্দনিজ-শক্তি পরপ্রভাবা।
সরোরুহমধোমুখং প্রবিলসৎ-সহস্রচ্ছদং

১। খ—বালার্কজ্যোতি। ২। খ—উদ্যৎপ্রখ্যং। ৩। খ—সমুল্লসদ্বির্দশ।

ক্রমাদরুণকেশরং প্রকর-ভাস্বরং নির্মলম্ ।
তদন্তরপি চিন্তয়েদমৃতরোচিষে মণ্ডলে
পুরাণপুরুষং পরং পরিগতং মহামায়য়া ।

তথা— শান্তিরূপং শিবাকারং সর্বাভ্যাস-নিজালয়ম্ ।
গুদমেঢ্রান্তরং দেবি ! পঞ্চাঙ্গুলসমুচ্ছ্রিতম্ ।
গুদমেকাঙ্গুলং মধ্যে দ্বিরঙ্গুল-বিসারিণম্ ।
তস্য মূলে মহাযোনিস্ত্রিকোণাকাররূপিণী ॥
সুষুম্না যোনিমধ্যস্থা তস্য মূলে মহেশ্বরি !
অধঃপদ্মং সহস্রারং কর্ণিকাকেশরান্বিতম্ ।
তেজসং রত্নবদ্ দীপ্তং তদ্দলস্থিত-শক্তিভিঃ ।
প্রতিকিঞ্জল্ক-সংস্থাভিঃ শক্তিভিশ্চ যুতং প্রিয়ে ॥
কর্ণিকা মধ্যতো দেবি কুলদেবী চ সংস্থিতা[১] ।

তথা— আধারপঙ্কজং পীতং চতুঃপত্রং সুকেশরম্ ।
অধোমুখঞ্চ তন্মধ্যে কুণ্ডলী পরমেশ্বরী ।
স্বয়ম্ভূমধ্যগা চিন্ত্যা যাদিবর্ণৈঃ সমাবৃতা ॥
পার্থিবং পঙ্কজং হ্যেতৎ তস্যাধঃ পঙ্কজং পরম্ ।
তৈজসং পরমেশানি ! তন্মধ্যে পীঠশক্তয়ঃ ।
নিবিষ্টাহৃষ্টমনসো বিদ্যুৎপুঞ্জনিভাঃ স্মরেৎ ।
তদূর্দ্ধকর্ণিকামধ্যে বিদ্ধি বিম্বং তদূর্দ্ধগম্ ।
পূর্ণপীঠঞ্চ তন্মধ্যে ডাকিনী সংস্থিতা শিবে ! ॥
আধারপঙ্কজস্যোর্দ্ধে সার্দ্ধদ্ব্যঙ্গুলকোপরি ।
তৈজসং সাষ্টপত্রঞ্চ পীতকর্ণিকয়া যুতম্ ।
হৃল্লেখা কর্ণিকামধ্যে স্থিতা লঙ্কাধিদেবতা ॥
এতস্মাদ্ দ্ব্যঙ্গুলাদূর্দ্ধ্বং স্বাধিষ্ঠানং ষড়স্রকম্ ।
আপ্যঞ্চ রাকিনী শক্তিঃ পূর্বাভিঃ শক্তিভির্বৃতম্ ॥
ততশ্চ ভাবয়েদ্দেবি ! নাভিমেকাঙ্গুলোপরি ।
তৎ পদ্মং মণিপুরঞ্চ দশপত্রঞ্চ তৈজসম্ ॥

১। খ—গ-পুস্তকয়োঃ অধঃ পদ্মমিত্যাদি সংস্থিতেত্যন্ত পাঠো নাস্তি।

লাকিনী-মধ্যগং তচ্চ ভ্রামর্য্যাদিভিরাবৃতম্।
ততো দশাঙ্গুলাদূর্ধ্বে মণিপূরাখ্য-পঙ্কজাৎ ॥
পঙ্কজং কাকিনী-মধ্যং বায়ব্যং দ্বাদশারকম্।
তত্রস্থ-কালরাত্র্যাদি-শক্তিভিশ্চ সমাবৃতম্ ॥
তত্রস্থ-সূর্য্যবিম্বে চ নাদোত্থানাদিপীঠকম[১]।
তস্মাদেকাঙ্গুলাদূর্দ্ধং বিশুদ্ধং ষোড়শারকম্ ॥
মধ্যগা শাকিনী বাহ্য-পত্রেষু পরমেশ্বরি!।
অমৃতাত্মাস্তদাকাশং চন্দ্রবিম্বং তদূর্দ্ধতঃ ॥
কণ্ঠোর্দ্ধে পরমেশানি! লম্বিকা-চতুরঙ্গুলে।
আজ্ঞাধারং দ্বিপত্রাব্জং হক্ষ-দ্বিদল-সংযুতম্ ॥
হংসবতী ক্ষমা পার্শ্বদ্বয়ে মধ্যে তু হাকিনী।

অথাত্র সমাধিমুখ-সমাধানার্থমস্মৎ-প্রপঞ্চঃ—

পৃথিব্যম্বু-তেজোমরুদ্ব্যোমরূপৈঃ শরীরং কৃতং পঞ্চভির্ভাতি ভূতৈঃ।
তনৌ সার্দ্ধকোটিত্রয়ী তত্র নাড়ীস্থিতাঽধোমুখী তাসু মুখ্যা দশ স্যুঃ।
ইড়া পিঙ্গলাখ্যা সুষুম্না চ গান্ধারিকা হস্তিজিহ্বা চ পূষা চ নাড়ী।
পয়স্বিন্যথাল্যাম্বুকুলা কুহূঃ শঙ্খিনী চেতি তাসাঞ্চ তিস্রো বরেণ্যাঃ।
ইড়া বামভাগে স্থিতা শুক্লবর্ণাঽমৃতাত্মেন্দুরূপিণ্যসৌ শক্তিরূপা ॥
তথা দক্ষিণে পিঙ্গলা রক্তবর্ণা বিষাত্মা চ পুংরূপিণী সূর্য্যরূপা।
তথা মেরুদণ্ডস্য মধ্যে সুষুম্না স্থিতা সর্বতেজোময়ী রন্ধ্রযুক্তা।
অসৌ সোম-সূর্য্যাগ্নিরূপা শিফাভ্যাং পদাঙ্গুষ্ঠযুগ্মেষু সংযুজ্য নম্রা।
স্থিতাধারপদ্মস্থিতেশান-লিঙ্গাগ্রপর্য্যন্তমাবৃত্য বিদ্যোতমানা ॥
অনুস্যূত-পঙ্কেরুহ-শ্রেণিক-স্রগ্‌গুণ-স্পর্দ্ধনার্দ্ধনাবর্দ্ধমানা।
অথাধারকাধিষ্ঠিতে পূরকানাহতাখ্যে বিশুদ্ধং তথাজ্ঞ-পূরঞ্চ ॥
ইদং তত্র চক্রাভিধাম্ভোজ-ষটকং নিবদ্ধং সুষুম্নাখ্যয়াঽধোমুখং সৎ।
সুষুম্নান্তরালে সুধাস্রাবিণী সর্বদেবাত্মিকা নাড়িকাস্ত্যাস্তি চিত্রা ॥
বিসর্গাদিয়ং বিন্দুপর্য্যন্তমেকা পরিব্যাপ্য তিষ্ঠত্যতীবাণুরূপা।
তথা ষট্‌ সরোজন্ম-কিঞ্জল্কমধ্যে ত্রিকোণানি ষট্‌শক্তিরূপাণি সন্তি ॥

১। খ—নাদেভ্যোঽনাদি।

ত্রিকোণান্তরে প্রেতরূপাণি রন্ধ্রান্বিতাধোমুখানীশ-লিঙ্গানি ষট্ চ।
অচৈতন্যভাজামমীষার্ণমধ্যে শিবানামুভৌ ব্রহ্ম-বিষ্ণুপ্রদিষ্টৌ।
পরৌ চাপি রুদ্রেশ্বরাখ্যৌ সদাশিবনামা পরোঽন্যঃ পরাখ্যঃ শিবশ্চ।
গুদস্থানতো দ্ব্যঙ্গুলোর্দ্ধে সুপীতং কুমদ্বাদি-সান্তার্ণ-যুতৈশ্চতুর্ভিঃ।
দলৈঃ শোভিতং পার্থিবং ডাকিনী-দেবতাকং তদাধারপদ্মং পুরস্তাৎ।
অধস্তৈজসং তস্য রক্ত-প্রভাকং দলানাং সহস্রেণ বিভ্রাজমানম্॥
লসদ্বিদ্যুদুদ্দ্যোতিতানেকশক্তি-স্ফুরন্-মধ্যকিঞ্জল্কমেকং সরোজম্।
অধঃকর্ণিকামধ্যতঃ শঙ্খ-ভঙ্গীক্রম-ভ্রাজিনা দক্ষিণা বর্ত্তনেন॥
প্রসুপ্তাহিরূপা তড়িৎকোটিকান্তিঃ সমালিঙ্গ্য সার্দ্ধেন বেষ্টত্রয়েণ।
তদাধারনামাদিমাম্ভোজমধ্য-স্ফুরৎকর্ণিকান্তর্নিবিষ্ট ত্রিকোণাকৃতিস্পৃডম্।
মহাযোনিমধ্যস্থিতাধোমুখোচ্চং স্বয়ম্ভূপ্রদখ্যাত-লিঙ্গম্।
সুষুম্নামুখং স্বাননেনানুষজ্য স্থিতাধোমুখী চিন্তনীয়ৈব নিদ্রাবশা॥
পঙ্কনীবার-শূকাতিতন্বী পরং মূলবিদ্যাময়ী কুণ্ডলিনী।
ততস্তাং ত্রিকোণস্থিতাগ্নেঃ শিখাভিঃ স্মরন্ কূর্চবীজং বিনিদ্রাং বিদধ্যাৎ॥
অথোঽহংসমুচ্চারয়ংস্তাং সুষুম্নান্তরব্রহ্মমার্গেন চিত্রা ধমন্যা।
তদীশানলিঙ্গান্তরারন্ধ্রগত্যা সুযোগেন নিষ্ক্রময়েল্লিঙ্গতোঽস্মাৎ॥
ততো মূলপদ্মাদপি দ্ব্যঙ্গুলোর্দ্ধে স্ফুরদ্বিদ্যুতাভে পয়স্বত্যথাপ্যে।
বকারাদিলান্তার্ণবৎ-ষড়্দলাঢ্যে সমাধিত্রিক-ব্রহ্মযুক্তে পুনস্তাম্॥
পরং লিঙ্গমূলস্থিতে রাকিনী-দৈবতে বারিজন্মন্যাধিষ্ঠান-সংজ্ঞে।
সমানীয় লৈঙ্গেন রন্ধ্রেণ-লিঙ্গং প্রবেশ্যাস্য নিষ্ক্রময়েৎ সাধকেন্দ্রঃ॥
অথৈকাদশানামুপর্য্যঙ্গুলীনাং সুনীলপ্রভে তৈজসে তেজসাঢ্যে।
ডকারাদি-ফান্তাক্ষরস্তোমরাজদ্দলোৎফুল্লে পত্রান্বিতে নাভিমূলে॥
সলক্ষ্মীক-নারায়ণাধিষ্ঠিতে লাকিনীদেবতে পূরকাখ্যে সরোজে।
সমানীয় তত্রত্য লিঙ্গেন তদ্বৎ সমাযুজ্য তস্মাৎ পুনশ্চালয়েৎ তাম্॥
ততোস্মাদ্দলানামুপর্য্যঙ্গুলীনাং হৃদিস্থে সবায়ৌ চ বায়ব্যরূপে।
ককারাদি-ঠান্তাক্ষরাস্তোমরাজদ্দলদ্যোতমানে সরোজে।
জবাকান্তিকে পার্বতী-শঙ্করাঢ্যে তথা কালরাত্র্যাদি-শক্তি-প্রযুক্তে।
লসৎ-কাকিনীকেপি নাদাদিযুক্ত-স্ফুরৎ সূর্য্যবিম্বান্বিতেঽনাহতাখ্যে॥

সমানীয়তাং তত্র তত্রত্য লিঙ্গে সমাযুজ্য নিষ্ক্রাময়েদ্ যোগিরাজঃ।
অথৈকাদশানামুপর্য্যঙ্গুলীনাং নভোনিমিতে কণ্ঠদেশস্থিতে তাম্ ॥
নভস্বত্যকারাদিভিঃ ষোড়শার্ণৈঃ স্ফুরদ্ভির্দলৈঃ ষোড়শাঙ্কৈঃ সমেতে।
লসৎসাকিনী-দেবতাকে চ বিদ্যেশ্বরাঢ্যো লসচ্চন্দ্রবিম্বে সুধুম্রে ॥
বিশুদ্ধাখ্য পদ্মে সমানীয় তদ্বৎ শিবে যোজয়িত্বা নয়েদূর্ধ্বমেনাম্।
বিশুদ্ধাখ্য-পদ্মাচ্চতুষ্কাঙ্গুলোর্ধ্বে ভ্রুবোর্মধ্যগে শুক্লবর্ণাভিরামে ॥
তথা হ ক্ষ রাজদ্দলদ্বন্দ্বযুক্তেঽন্তরাহাকিনীদৈবতে সন্মনস্কে।
ক্ষমা হংসবত্যুল্লসৎ-পার্শ্বযুগ্মে সমাযোজয়েত্তামথাজ্ঞা-সরোজে।
ততস্তত্র লিঙ্গে বশী যোজয়িত্বা ততো নির্গময্য প্রকাশরূপাম্।
শিরস্থে স্থিতে সর্ববর্ণানুভাজা দলানাং সহস্রেণ বিদ্যোতমানে।
জবাস্ফুরৎ-কেশরেঽধোমুখেঽজে সমানীয়তাং কুণ্ডলীং দীপ্যমানাং।
তদীয়-স্ফুরৎ-কর্নিকান্তর্ণিবিষ্টক্ষপানাথসন্মণ্ডলান্তরালে।
স্থিতস্য ত্রিকোণস্য মধ্যে তু বিন্দুস্বরূপে মহামায়য়া ভাসমানে।
পরস্মিন্ শিবলিঙ্গ-রন্ধ্রেণ দেবীং সমাযোজয়েদ্ যোগতঃ সাধকেন্দ্রঃ।
অয়ং সাধু ষট্‌চক্রভেদপ্রকারো ময়া বর্ণিতঃ শাস্ত্রযোগীন্দ্রযোগাৎ।
অনেন প্রকারেণ শম্ভৌ পরাখ্যে পরাৎ যোজয়িত্বোৎক্রমেণাপি ভূয়ঃ ॥
বিভিদ্যাব্জষট্‌কং পথা তেন মূলাম্বুজে স্থাপয়েদন্তরানন্দসান্দ্রাম্।
পরস্মিন্ শিবে কুণ্ডলিন্যা সুসঙ্গাৎ সমুদ্ভাবিতৈঃ শাস্ত্র-পীযূষবর্ষৈঃ[১]।
কৃতান্তর্নিষেক-প্রজাতপ্রমোদঃ কৃতী পূতদেহো ভবেদ্দেবতুল্যঃ ॥
ত্রিধৈবং যদি স্যান্মহাকুণ্ডলিন্যাগতামাত্রধারা-পথান্তঃ শিবানাম্।
তদা যোনিমুদ্রা নিরুক্তেয়মেষা জপাদৌ সদা মন্ত্রিভিঃ কল্পনীয়া।

ঊর্দ্ধাম্নায়ে— যোঽন্যেভ্যো দর্শনেভ্যশ্চ ভুক্তিং মুক্তিঞ্চ কাঙ্ক্ষতি।
স্বপ্নলব্ধধনেনৈব ধনবান্ স ভবেদ্ যদি ॥
শুক্তৌ রজতবিভ্রান্তির্জায়তে পার্বতি! যথা।
তথান্যদর্শনেভ্যশ্চ ভুক্তিং মুক্তিঞ্চ কাঙ্ক্ষতি ॥

জামলে— আগমে সর্ববিদ্যাশ্চ আগমে সর্বসম্পদঃ।
আগমে সর্বযজ্ঞাশ্চ সর্বশাস্ত্রাণি চাগমে ॥
আগমে দেবি বেদা হি আগমাচ্চ পরা গতিঃ।

তারাপ্রদীপে—আগমোক্তবিধানেন কলৌ দেবান্ যজেৎ সুধীঃ ॥

১। খ—গতামাত্রধারাপথান্তঃ শিবানাম্ তদাযোনি সমুদ্ভাবিতৈঃ সন্ধি পীযূষবর্ষৈঃ।

ন হি দেবাঃ প্রসীদন্তি কলৌ চান্যবিধানতঃ।
সত্যে শ্রুত্যর্থমার্গঃ স্যাৎ ত্রেতায়াং স্মৃতিসম্ভবঃ॥
দ্বাপরে তু পুরাণোক্তঃ কলাবাগমসম্ভবঃ।

জামলে— যেঽভ্যস্যন্তি ত্বিদং শাস্ত্রং পঠন্তি পাঠয়ন্তি বা।
সিদ্ধয়োঽষ্টৌ করে তেষাং ধনধান্যর্দ্ধি-সূনবঃ।
আদৃতা শিবলোকেষু ভোগিনঃ ক্ষোভকারকাঃ।
আপ্ন বন্তি পরং ব্রহ্ম সর্বশাস্ত্রবিশারদাঃ॥

তথা— আগতঃ শিববক্ত্রেভ্যো গতশ্চ গিরিজামুখম্।
মলত্রয়ব্যপায়ত্বাদাগমস্তেন[1] কথ্যতে॥

এতেন শিবপ্রণীততয়াগমশাস্ত্রস্য নিঃসন্দেহ-ফলকত্বেন সর্বদর্শনাপেক্ষয়া সমুৎকর্ষঃ॥

অত্র ব্যতিক্রমনিবন্ধভুবোঽপরাধা যে তান্ ক্ষমধ্বমখিলান্ মম দৈবতানি।
যদ্ যদ্বিরুদ্ধমিহ সংবিহিতং সমাস্তে তত্তদ্বিশোধয়ত ধীরতমা নমো বঃ॥
শিব-প্রণীতেঽত্র তুরূহশাস্ত্রে গুরূপদেশান্নিজবুদ্ধিতোঽপি।
ময়া সমাকৃষ্য যদত্র বদ্ধং তস্মিন্ সুধীরা মুদমাবহন্তু॥
অস্মিন্নস্মন্-নির্মিতে গ্রন্থরত্নে যত্নেনাগ্র্যং নৈপুণং সংপ্রণীয়।
ভূয়স্তন্ত্র-ভ্রান্তি-সন্তান-শান্তেরন্তঃ সন্তঃ সন্তু সন্তোষবন্তঃ॥
যঃ সর্বানন্দমিশ্রাৎ সমজনিবলভদ্রাভিধানস্ততোঽভূৎ
কাশীনাথস্তদীয়স্তনুজনুরবনীভূষণং চন্দ্রবন্দ্যঃ।
তস্মাদাসীৎ কুলীনঃ সুকবিরধিগতাশেষশাস্ত্রাব্ধিপারঃ।
সারঃ সদ্‌যোগ-ভাজাং শিব ইব শিবরামাভিধশ্চক্রবর্ত্তী॥
তং প্রাসূত সূতং কুমারমিব সদ্‌গাত্রোদ্ভবা পার্বতী
ধীরং শ্রীরঘুনাথমাত্তমহাশক্তিং দয়ালোঃ শিবাৎ।
গ্রন্থস্তৎকৃতি-নির্মিতো গ্রহ-বিয়ৎ-ষট্-চন্দ্র-শাকে মধৌ।
শ্রীমাংস্তত্ত্ববিলাস এষ কৃতীনাং হর্ষায় পূর্ণোঽভবৎ[2]।

ইতি নপাড়ীয়-শ্রীরঘুনাথ তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য-বিরচিতে
আগমতত্ত্ব-বিলাসে পঞ্চমঃ পরিচ্ছেদঃ।
সমাপ্তোঽয়ং গ্রন্থঃ

১। গ—মতঞ্চ বাসুদেবস্য আগমঃ। ২। খ—শিবহরশিবশাকে মধৌ তত্ত্বনামাংস্তত্ত্ববিলাস এষ কৃতিনাং হর্ষয়ে পূর্ণোঽভবৎ। ৩। গ—পুস্তকম্বোঽয়ং বংশপরিচয় পাঠঃ।